

স্কন্দ পুরাণম্।

প্রভাসখণ্ডম্।

প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ। যশ্চাদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণ ইতি যঃ
সংস্কৃত্যতে সৰ্ব্বতঃ, সোমেশঃ সুরসংযুতঃ ক্ষিতিলে
যৈবীক্ষিতো হীক্ষণৈঃ। তে তাঁরা বিততান্তরং
ভবভয়ং ভূত্যাভিসমুষ্টিভাঃ, স্বৰ্গঃ যানবরৈঃ প্রযান্তি
সুহৃদৈর্ভজ্যৈর্ষবা যজ্ঞিনঃ। ১। প্রসরদ্বিন্দুনাডয়
শুভ্রাশ্রয়তময়াগ্নয়ে। বড়ুবিংশতব্রহ্মদেহায় নমস্চিন্মাত্র-
মুত্তম্যে। ২। অমৃতেনোদরস্থেন ত্রিযন্তে সৰ্ব-
দেবতাঃ। কঠাস্থিতবিসেণাপি যো জীবতি স পাতু

প্রথম অধ্যায়ঃ।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি আদ্য পুরাণ পুরুষ
বলিয়া সৰ্ব্বত্রই সংস্কৃত হইয়া থাকেন; যিনি সোমেশ
ও সুরপারিত, ঐশ্বর্য্য ভাষাকে ক্ষিতিলে দর্শন
করেন, তাঁহারা বিশাল ভবভয় হইতে উদ্ধার পাইয়া
অপার ঐশ্বর্য্যে অধিত হন এবং যাজ্ঞিকগণ বজ্র
দ্বারা স্মৃতি সঞ্চয় করিয়া যেমন স্বৰ্গধামে প্রয়াণ
করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনি উত্তম যান-
রোহণে অস্তে স্বৰ্গ গমন করেন। ঐশ্বর্য্য হইতে
বিন্দুনাড প্রসারিত, যিনি শুদ্ধ অমৃতময় আত্মস্বরূপ,
এবং ষড়্বিংশতিতত্ত্বই ঐশ্বর্য্য দেহ, আমি সেই
চিন্মাত্রমূর্ত্তি পরম দেবকে নমস্কার করি। অমৃত
উদরস্থ হইলেও সৰ্ব্বদেব মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকেন,
কিন্তু কঠে বিধ থাকিলেও যিনি চিরজীবী; সেই

বঃ। ৩। সত্রাশ্চে স্মৃতমনসঃ নৈমিষেয়া মহর্ষয়ঃ।
পুরাণসংহিতাঃ পুণ্যাঃ পপ্রচ্ছু রোমহর্ষণম্। ৪।
ঐশ্বর্য্য স্মৃত মহাবুদ্ধে ভগবান ব্রহ্মবিস্তমঃ। ইতিহাস-
পুরাণার্থে ব্যাসঃ সম্যগুপাসিতঃ। ৫। তস্মৈ তে
সৰ্বরোমাণি বসুধা হৃদিতানি যৎ। বৈশ্বাশ্বনরান্নুভাবা-
ন্ততোহহু রোমহর্ষণঃ। ৬। ভবন্তমেব প্রথমং
ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ। মুনীনাং সংহিতাঃ বক্তুঃ
ব্যাসঃ পৌরাণিকো কথাম্। ৭। অং হি স্বায়ম্ভুবে
যজ্ঞে স্মৃত্যাহে বিত্ততে হরিঃ। সমুতঃ সংহিতাঃ
ক্লুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ। ৮। তস্মাদ্ভবন্তঃ

শিব আপনাদিগকে পালনকরুন। নৈমিষেয় মহর্ষি-
গণ তাঁহাদের যজ্ঞাবসানে পুতচরিত্র স্মৃত রোম-
হর্ষণের নিকট পুণ্য পুরাণসংহিতা জিজ্ঞাসা করি-
লেন; কহিলেন,—হে স্মৃত! হে মহাবুদ্ধে! ইতিহাস
ও পুরাণতত্ত্ব জানিবার জন্ত তুমি ব্রহ্মবিদ্যের ভগবান
ব্যাসদেবের সম্যক উপাসনা করিয়াছ; সেই সকল
তত্ত্বকথায় তোমার রোমরাজি হর্ষিত হইয়াছিল,
এই জন্ত বৈশ্বাশ্বনরের অন্নগ্রহে তুমি রোমহর্ষণ নাম
ধারণ করিয়াছ। প্রভু ব্যাস মুনিগণের নিকট
পুরাণসংহিতা বিবৃত করিবার জন্ত প্রথমে তোমকেই
পৌরাণিকী কথা বলিয়াছিলেন। ১-৭। স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞে
স্মৃত্যাহে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম হরিই স্বীয় অংশে
তোমার মূর্ত্তিতে সংহিতা প্রকাশের জন্ত আবির্ভূত

পূজ্যমঃ পুরাণে স্বন্দকীর্তিতে । প্রভাসক্ষেত্র-
মহাক্ষ্যে ব্রাহ্মী যাত্রা জ্ঞাতা পুরা ॥ ৯ ॥ অধুনা
বৈষ্ণবীঃ যৌদীঃ যাত্রাঃ সর্বাধ্বন্যুতাম্ । বকু-
মহীস চান্মাকং পুরাণার্থবিশারদ ॥ ১০ ॥ মুনীনাং
বচনং ব্রহ্মা স্মৃতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ । প্রণম্য শিরসা
প্রাহ ব্যাসঃ সত্যবতীস্মৃতম্ ॥ ১১ ॥ রোমহর্ষণ
উবাচ । জীবৎসাকং জগদ্যোনিং হরিমোক্ষারূপিনম্ ।
অপ্রমেয়ং শুকং দেবং নিরুজং নিরুলাভ্রয়ম্ ॥ ১২ ॥
হংসং শুচিদং ব্যোম ব্যাপকং সর্বদং শিবম্ ।
উদাসীনং নিরায়াসং নিম্প্রপঞ্চং নিরঞ্জনম্ ॥
১৩ ॥ শূন্তং বিন্দুস্বরূপং তু ধ্যেয়ং ধ্যানবিবর্জিতম্ ।
অস্তি নাস্তীতি যং প্রাহঃ সূদূরে চান্তিকে চ যৎ ॥
১৪ ॥ মনোগ্রাহং পরং ধাম পুরুষাখ্যং জগন্ময়ম্ ।
হংপঞ্চজসমাসীনং তেজোরূপং নিরিল্লিয়ম্ ॥ ১৫ ॥
এবংবিধং নমস্কৃত্য পরমাত্মানমীশ্বরম্ । কথং
বদিস্যে দ্বিবিধাং দ্বিশরীরাং তথৈব তু ॥ ১৬ ॥
দিব্যভাবাসমোপেতাং বেদাধিষ্ঠানসংযুতাম্ । পঞ্চসঙ্ক-
সমাযুক্তাং বডলঙ্কারভূষিতাম্ ॥ ১৭ ॥ সপ্তসাধন-
সংযুক্তাং রসাত্তগুণরঞ্জিতাম্ । গুণৈর্নবভিরাকীর্ণাং

দশদোষবিবর্জিতাম্ ॥ ১৮ ॥ বিভাষাভূষিতাং
তদ্বদেকায়তাং মনোহরাম্ । পঞ্চকারণসংযুক্তাং
চতুষ্করণসম্বতাম্ ॥ ১৯ ॥ পুণ্যচ দ্বিবিধাং তদ্বজ-
জ্ঞানসন্দোহদায়িনীম্ । ব্যাসেন কথিতাং পুণ্যাং
শৃণুধ্বং পাপনাশিনীম্ ॥ ২০ ॥ যাং ব্রহ্মা পাপ-
কর্ম্মাপি গচ্ছেদ্ধি পরমাং গতিম্ । তুঃখত্রয়বিবিন্ধুতঃ
সর্বাভববিবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥ ন নাস্তিকে কথং
পুণ্যামিমাং ক্রয়াৎ কদাচন । শ্রদ্ধাধানায় শাস্তায়
কীর্তনীয়্য দ্বিজাতয়ে ॥ ২২ ॥ নিষেকাদিঃ শ্রাণানাস্তো
মন্ত্রৈর্হোমোদিতো বিধিঃ । তন্ত শাস্ত্রেহধিকারোহস্তি
ত্রেয়ো নাস্তন্ত কন্তচিৎ ॥ ২৩ ॥ চতুঃপঞ্চাবদাতন্ত
বিভুক্তির্বাঞ্ছনন্ত চ । সেদ্বৃত্তান্তাধিকারোহস্তি শাস্ত্রে-
হস্মিন্ বেদসম্মতে ॥ ২৪ ॥ যথা সূরাণাং প্রবরো
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা বর্ণানাং
ব্রাহ্মণো যথা ॥ ২৫ ॥ অক্ষরাণাং তু সর্বেষামোক্ষারঃ
প্রথমো যথা । পূজ্যানাং তু যথা মাতা পুরুষাঞ্চ
যথা পিতা । তথৈব সর্বশাস্ত্রাণাং প্রধান-
কীর্তিতম্ ॥ ২৬ ॥ পুরা কৈলাসশিখরে ব্রহ্মাদীনাঞ্চ
সমিধৌ । স্বন্দং পুরাণং কথিতং পার্কিত্যগ্রে

হইয়াছিলেন । এই জন্ত তোমারই নিকট প্রভাস-
করিতেছি । স্বন্দকথিত পুরাণে প্রভাসক্ষেত্র-
মহাক্ষ্যে পূর্বে আমরা কোন একটি কথাপ্রসঙ্গে
ব্রাহ্মী যাত্রা শ্রবণ করিয়াছি ; হে পুরাণার্থবিশারদ !
অধুনা সর্বাধ্বনালিনী বৈষ্ণবী এবং যৌদী যাত্রা
আমাদের নিকট বর্ণন কর । মুনীগণের বাক্য
শুনিয়া পৌরাণিকপ্রবর স্মৃত মন্তক দ্বারা সত্যবতী-
স্মৃত ব্যাসকে প্রাণপাত করিয়া কহিলেন,—যিনি
জীবৎসলাঞ্জন, জগদ্যোনি, ওক্ষারূপী, হরি, অপ্র-
মেয়, শুক, নিরুলাভ্রয়, নিরুজ দেব, হংস, শুচিদ,
ব্যোম, ব্যাপক, সর্বদ, শিব, উদাসীন, নিরায়াস,
নিম্প্রপঞ্চ, নিরঞ্জন, শূন্ত, বিন্দুস্বরূপ, ধ্যেয়, ও ধ্যান-
বর্জিত ; পণ্ডিতগণ ঋষীকে সদস্য বলিয়া নির্দেশ
করেন ; যিনি বহু দূরে আছেন এবং অতি
নিকটেও বিরাজ করিতেছেন ; যিনি মনোগ্রাহ
পুরুষাখ্য জগন্ময় পরম ধাম ; যিনি নিরিল্লিয়,
তেজোরূপী ও সর্বভূতের হংপঞ্চজে সমাসীন ;
আমি এতদ্বিধ পরমাত্মাভিধেয় ঈশ্বরকে নমস্কার
করিয়া দ্বিবিধ কথা বর্ণন করিব । এই কথা দ্বিশরীয়া,
দিব্যভাবাযুক্তা, বেদাধিষ্ঠান-সমেতা, পঞ্চসঙ্কযুক্তা,
বডলঙ্কার-মণ্ডিতা, সপ্তসাধন-সম্পন্ন, অষ্টাবধ রস

ও নব গুণ-রঞ্জিতা, দশদোষ-বর্জিতা, বিভাষাভিতা,
মনোহরা, পঞ্চকারণযুক্তা, করণচতুষ্টয়-ভূষিতা,
জ্ঞানসন্দোহ-দায়িকা, ব্যাসবর্ণিতা, পাপহারিণী ও
পাবনী । এই পুণ্য কথা এক্ষণে আপনারা শ্রবণ
করুন । ইহা শ্রবণ করিয়া পাপকর্ম্মা ব্যক্তিও পরম-
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার তুঃখত্রয় দূরীভূত
হয় এবং সমস্ত আভব নিরাকৃত হইয়া থাকে । এই
পুণ্যকাহিনী কদাচ নাস্তিকের নিকট কীর্তন করিবে
না, পরন্তু শ্রদ্ধাবান শাস্ত্রোক্তেতা দ্বিজাতির নিকটেই
ইহা বর্ণন করিবে । যাহাদিগের গর্ভাধানাদি মৃত্যু-
কাল পর্যন্ত বৈধ ক্রিয়াসমূহ মহাত্মসারে বিহিত
হইয়াছে, এই শাস্ত্রে তাহাদিগেরই অধিকার ;
অপর কাহারও অধিকার নাই । যাহার পঞ্চ-
চতুষ্টয় সম্যক্ বিস্তৃত এবং যিনি বিস্তৃত ব্রাহ্মণবংশে
জন্মিয়া সদাচার-পালনপরায়ণ, এই বেদান্তমোদিত
শাস্ত্রে তাঁহারই অধিকার ৮—২৪ । সমস্ত সুরগণ
মধ্যে যেমন দেবদেব মহেশ্বর, নদীসমূহ মধ্যে যেমন
গঙ্গা, বর্ণ সকলের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, অক্ষরনিকর
মধ্যে যেমন ওক্ষার, পূজ্য সমস্তের মধ্যে যেমন
মাতা, এবং শুকগণের মধ্যে যেমন পিতা শ্রেষ্ঠ,
তদ্রূপ সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে এই স্বন্দ-কীর্তিত মহা-
পুরাণই বারিষ্ঠ । পূর্বে কৈলাসশৈলে ব্রহ্মাদির

পিনাকিনা । ২৭ । পার্শ্বত্যা বগুখন্তাগ্রে তেন
নন্দিগণায় বৈ । নন্দিনা তু কুমারায় তেন ব্যাসায়
ধীমতে । ২৮ । ব্যাসেন মে সমাখ্যাতং ভবন্তোহহং
প্রকীর্তয়ে । ২৯ । যুগং সদ্ভাবসংযুক্তা যতঃ সর্কে
ক্ষয়ঃ । তেন মে ভাষিতুং ব্রহ্মা ভবতাং স্বন্দ
সংহিতাম্ । ৩০ ।

ইতি ঐকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাঃ সং
হিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে প্রথমে প্রভাস-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে প্রাধিকায়বর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । কথায়া লক্ষণং ক্রহি গুণদোষান
সবিস্তরান্ । আর্ষেয়পৌরুষেয়াণাং কাব্যচিহ্নপরী-
ক্ষণম্ । কথং জ্ঞেয়ং মহাবুদ্ধে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।
১ । ২ । উবাচ । অথ সঙ্ক্ষেপতো বক্ষ্যে পুরাণা-
নামল্লক্ষণম্ । লক্ষণকৈব সংখ্যাঞ্চ উক্তভেদাঃস্তথৈব
চ । ২ । পুরা তপশ্চচারোগ্রমমরাণাং পিতামহঃ ।
আবির্ভূতান্ততো বেদাঃ সযজ্ঞপদক্রমাঃ । ৩ । ততঃ

সমক্ষে ভগবান্ পিনাকপাণি পার্শ্বতীয় নিকট এই
স্বন্দপুরাণ কীর্তন করিয়াছিলেন । পার্শ্বতী দেবী
তাহা আবার যগুখের নিকট বর্ণন করেন ।
কুমার তাহা গণনায়ক নন্দীর নিকট এবং নন্দী
তাহা আবার কুমারের নিকট কীর্তন করেন ।
কুমার তাহা ব্যাসকে উপদেশ করেন । আমি
ব্যাসের নিকট তাহা শুনিয়াছি ; এবং এক্ষণে
আপনাদের নিকট কীর্তন করিতেছি । আপনারা
সকলেই সদভাবাপন্ন মহর্ষি ; সেই জন্য আপনা-
দিগকে স্বন্দসংহিতা বলিতে আমার ব্রহ্মা হই-
তেছে । ২৫—৩০ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধি স্মৃত ! আর্ষ
ও পৌরুষেয় কাব্যনিবহের লক্ষণপরীক্ষা কিপ্রকারে
করা যায় ?—আমরা তাহাই জানিতে অভিলাষী
হইয়াছি । অতএব আপনি আমাদের নিকট
সবিস্তর লক্ষণ ও গুণ-দোষের বর্ণন করুন ।
স্মৃত কহিলেন,—মুনিগণ ! আমি সংক্ষেপে পুরাণ-
সমূহের অল্পক্রম, লক্ষণ, সংখ্যা ও অবাস্তর ভেদ
সকল বলিতেছি । পুরাকালে সুরপিতামহ ব্রহ্মা,

পুরাণমখিলং সর্কশাস্ত্রময়ং ঋবম্ । নিত্যশব্দময়ং
পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরম্ । ৪ । নির্গতং ব্রহ্মণো
বজ্রদ্বাঙ্গং বৈকবমেব চ । শৈবং ভাগবতকৈব
ভবিষ্যং নারদীয়কম্ । ৫ । মার্কণ্ডেয়মথায়ৈয়ং
ব্রহ্মবৈবর্তমেব চ । লৈঙ্গং তথা চ বারাহং স্বান্দং
বামনমেব চ । ৬ । কোর্ম্যং মাৎস্তং গাকড়ঞ্চ
বায়বীয়মনন্তরম্ । অষ্টাদশং সমুদ্ভিষ্টং সর্কপাতক-
নাশনম্ । ৭ । একমেব পুরা হ্যাসীদব্রহ্মাণ্ডং শত-
কোটিধা । ৮ । ততোহষ্টাদশধা কৃষা বেদব্যাসো
যুগে যুগে । প্রখ্যাপয়তি লোকেহশ্বিন্ সাক্ষাররা-
শাংশজঃ । ৯ । অন্তাহ্যপপুরাণানি মুনিনা কথি-
তানি তু । তানি বঃ কথয়িষ্যামি সঙ্ক্ষেপাদবধাধ্য-
তাম্ । ১০ । আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহ-
মতঃ পরম্ । তৃতীয়ং স্বা(নান্দ)মুদ্ভিষ্টং কুমারেনাঙ্ক-
ভাষিতম্ । ১১ । চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষারদীপ-
ভাষিতম্ । দ্বীপসসোক্তমাশ্রয়ং নারদোক্তমতঃ
পরম্ । ১২ । কাপিলং মানবকৈব তথৈবোশন-
সেরিতম্ । ব্রহ্মাণ্ডং বাকুণং চান্তং কালিকাঙ্ক-
সেরিতম্ ।

অতঃপূর্বে তপস্তা করিয়াছিলেন ; তাহাতে ব্রহ্মার
বদনকমল হইতে পদ-ক্রমাবিত যজ্ঞ বেদচতুর্ভুজ,
এবং নিত্য শব্দময় পুণ্যজনক শতকোটি-
শ্লোকাক্ষক, সর্কশাস্ত্রময় পুরাণ সকল প্রাভূত হইয়।
ব্রহ্ম, বৈকব, শৈব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়,
মার্কণ্ডেয়, আয়েয়, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ
স্বান্দ, বামন, কোর্ম্য, মাৎস্ত, গাকড়, বায়বীয় ও
ব্রহ্মাণ্ড ; এই অষ্টাদশ মহাপুরাণ সর্কপাতক-নাশন ।
পূর্বে একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাক্ষক ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই
প্রাভূত হইয়াছিল, পরে সাক্ষাৎ নারায়ণাংশজ
বেদব্যাস যুগে যুগে তাহাকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত
করিয়া লোকে প্রকটিত করেন । অপরাপর মুনি-
গণ যে সকল পুরাণ কীর্তন করিয়াছেন, তৎসমস্ত
উপপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ । আমি সংক্ষেপে তৎসমস্ত
আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, আপনারা অবধান
করুন । ১—১০ । প্রথম সনৎকুমার-বর্ণিত পুরাণ,
দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় স্বান্দ (নান্দ)
পুরাণ, ইহা কুমার-কথিত ; চতুর্থ শিবধর্ম্ম পুরাণ,
ইহা সাক্ষাৎ নন্দীশ্বর বলিয়াছেন । পঞ্চম পুরাণ
দ্বীপসার বর্ণিত ; ষষ্ঠ পুরাণ নারদোক্ত ; সপ্তম
কাপিল ; অষ্টম মানব ; নবম পুরাণ উশনা কর্তৃক
বর্ণিত ; দশম উপপুরাণ ব্রহ্মাণ্ড নামে প্রখ্যাত ;
একাদশ বাকুণ পুরাণ ; দ্বাদশ কালিকাপুরাণ ;

মেব চ ॥ ১৩ ॥ মাহেশ্বরঃ তথা সাক্ষঃ সৌরঃ সর্বার্থ-
সঞ্চয়ম্ । পরাশরোক্তং পরমং মারীচং ভার্গবাস্ত্র-
য়ম্ ॥ ১৪ ॥ এতান্নাপুৰাণানি কথিতানি দ্বিজো-
ক্তমাহ ॥ ১৫ ॥ ঋষয় উচুঃ । পুরাণসম্বন্ধ্যামাচক্ষ-
স্বত বিস্তরশঃ ক্রমাৎ । দানধর্ম্মমশেষজ্ঞঃ যথাবদনু-
পূর্য্যশঃ ॥ ১৬ ॥ স্বত উবাচ । ইদমেব পুরাণে-
ষ্মিন পুরাণপুস্তকমুদা । যজ্ঞকুবান স বিশ্বাত্মা
মনবে তন্নিবোধত ॥ ১৭ ॥ পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং
ব্রহ্মাণ্ডং প্রথমং স্মৃতম্ । অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো
বেদান্তস্ত বিনির্গতাঃ ॥ ১৮ ॥ পুরাণমেকমেবাসীত-
শ্মিন কল্পান্তরে তথা । ত্রিবির্গসাধনং পুণ্যং শত-
কোটিপ্রবিস্তরম্ ॥ ১৯ ॥ বিনির্দেহ্যে লোকেষু
কৃষ্ণেনানন্তরূপিণা । সাক্ষাংশ্চ চতুরো বেদান পুরাণ-
স্তায়বিস্তরম্ ॥ ২০ ॥ মৌমাংসাং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ পরি-
গৃহ্যাস্ত্রসাংকৃতম্ ॥ মৎস্করূপেণ চ পুনঃ কল্পাদি-
বৃদ্ধকারণে ॥ ২১ ॥ অশেষমেব কথিতং ব্রহ্মণে
দিব্যচক্ষুষে । ব্রহ্মা জগাদ চ যুগোৎপাদকালজ্ঞান-

দর্শনঃ ॥ ২২ ॥ প্রকৃতিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণস্তা-
ভবন্ততঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ কালক্রমেণাসৌ ব্যাস-
রূপধরো হরিঃ । অষ্টাদশপুরাণানি সঙ্ক্ষেপস্মাতি
যুগেযুগে ॥ ২৪ ॥ চতুর্লক্ষপ্রমাণানি দ্বাপরে দ্বাপরে
সদা । তদষ্টাদশবা কৃত্বা ভুলোকেহস্মিন প্রভারতে ॥
২৫ ॥ অদ্যাপি দেবলোকে তু শতকোটিপ্রবিস্ত-
রম্ । তদর্থোহত্র চতুর্লক্ষঃ সঙ্ক্ষেপেণ নিবোধিতঃ ॥
২৬ ॥ পুরাণানি দশাষ্টৌ চ সাম্প্রতং তদিত্যে-
চাতে । নামতস্তানি বক্ষ্যামি সম্বন্ধ্যঞ্চ মুনিসন্তমাহ ॥
২৭ ॥ ব্রহ্মণাভিহিতং পূর্ব্বং যাবন্মাত্রং মরীচয়ে ।
ব্রাহ্মণং তদশসাহস্রং পুরাণং তদিত্যেচাতে ॥ ২৮ ॥
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাৎজলধেহুসমম্বিতম্ । বৈশাখ্যাং
পৌর্ণমাস্যঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৯ ॥ এতদেব
যদা পদ্মভূক্তৈরগ্নয়ং জগৎ । তদ্রূপান্তান্ত্রায়ান্তং
তৎপাদ্যমিত্যুচ্যতে বুদ্ধিঃ ॥ ৩০ ॥ পাদ্যং তৎপঞ্চ-
পঞ্চাশৎ সহস্রাণীক পঠ্যতে । তৎপুরাণিকং যো
দদ্যাৎ সুবর্ণকমলাবিতম্ । জ্যৈষ্ঠে যাসি তিলৈ-
রুক্তং সোহম্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৩১ ॥ বারাহ-

অষ্টোদশ মাহেশ্বর পুরাণ; চতুর্দশ সাক্ষপুরাণ
পঞ্চদশ সৌর পুরাণ, ইহাতে সর্ব বিষয়ই বর্ণিত
আছে। ষোড়শ পুরাণ অত্যাভূত, উহা পরাশ-
রোক্ত; সপ্তদশ মারীচ পুরাণ এবং অষ্টাদশ উপ-
পুরাণ ভার্গব নামে বিখ্যাত। হে দ্বিজোত্তমগণ।
এই অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ নামে কথিত।
ঋষিগণ কহিলেন,—হে স্বত। আপনি আমাদিগের
নিকট পুরাণসমূহের সংখ্যা বিস্তরে কীর্তন
করুন; আর হে অশেষজ্ঞ। যথাক্রমে দানধর্ম্মও
বর্ণন করুন। স্বত কহিলেন,—হে মুনিগণ। পূর্বে
বিশ্বাত্মা পুরাণপুস্তক এই পুরাণসম্বন্ধে মন্থকে যাজ্ঞ
বলিয়াছিলেন; আপনারা তাহাই আমার নিকট
অবধান সহকারে শ্রবণ করুন। সমস্ত শাস্ত্রের
মধ্যে সর্ব প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই বিধাতার মুখ-
হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তার পর তদীয় মুখ
চতুষ্টয় হইতে চারি বেদ নির্গত হয়। সেই কল্পাদি-
কালে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণই একমাত্র শতকোটি-শ্লোকাক্রমক
সুবিস্তৃত ধর্ম্মার্থ-কামসাধক পুণ্য পুরাণ বলিয়া
গণ্য ছিল। কল্পান্তকালে লোক সকল দক্ষ হইলে
পর, সেই পুরাণও বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন
অনন্তরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মৎস্করূপ পরিগ্রহ করিয়া
ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয়, পুরাণ, স্তায়, মৌমাংসা ও ধর্ম্ম-
শাস্ত্র সকল আশ্রয়সাং করেন। অনন্তর পরকল্পের
আদিকালে সেই একাধ্বমধে, দিব্যদৃষ্টিদম্পর

ব্রহ্মাকে তৎসমস্ত উপদেশ করেন। ত্রিকালিভ
ব্রহ্মা মুনিদিগকে তৎসমস্ত উপদেশ করিয়াছিলেন।
সেই হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্রসকল পুনঃ প্রচারিত
হয়। ১১—২৩। কালক্রমে ভগবান হার যুগে
যুগে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রাতি দ্বাপরযুগে
সেই শতকোটিশ্লোকাক্রমক পুরাণ শাস্ত্র, সঙ্ক্ষেপে
চার লক্ষ শ্লোকে অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত
করেন। এই ভুলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকে বিস্তৃত
উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ কীর্তিত হয়। কিন্তু দেব-
লোকে অদ্যাপি সেই শতকোটি শ্লোকাক্রমক পুরাণ
বর্ণিত হইয়া থাকে। হে মুনিবরগণ। সম্প্রতি সেই
অষ্টাদশ পুরাণের নামানুসারে শ্লোকসংখ্যা বলি-
তাই। পূর্বে ব্রহ্মা যাহা মরীচিকে বলিয়াছিলেন,
তাহাই ব্রাহ্ম পুরাণ; উহার শ্লোকসংখ্যা দশ সহস্র।
বৈশাখী পূর্ণিমায় জলধেহু সহ এই ব্রাহ্মপুরাণ দান
করিলে মানব ব্রহ্মলোকে সম্মান্যে বাস করিতে
পারে। পাদ্য কল্পের প্রারম্ভকালে বিষ্ণুর নাভি
হইতে একটী হিরণ্য পদ্ম প্রাভূত হয়; সেই পদ্ম
হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল এবং সেই
পদ্মই এই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে। সেই
বৃত্তান্তাবলম্বনে রচিত পুরাণই পাদ্য নামে প্রখ্যাত।
উহা পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্র শ্লোকাক্রমক। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ
মাসে স্বর্ণকমলযুক্ত করিয়া তিলের সহিত উক্ত পাদ্য

কল্পবৃক্ষান্তমধিকৃত্য পরাংপরঃ । যদ্বাহ ধর্ম্মান-
খিলাংস্তদুজ্জং বৈষ্ণবং বিদুঃ ॥ ৩২ ॥ চরিতৈতর-
কিতং বিবেকান্তল্লোকে বৈষ্ণবং বিদুঃ । জয়ে-
বিশ্বেশতিসাহস্রং পুরাণং তৎপ্রকীর্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥
তদাযাতো চ যো দদ্যাদ্ভুতধেনুসমম্বিতম্ । পৌর্ণ-
মাস্তাং বিশুদ্ধায়াঃ স পদং যাতি বৈষ্ণবম্ ॥ ৩৪ ॥
ঋতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান বায়ুরথারবীৎ । যত্র
তদ্বায়বীয়ঃ স্ত্রাজ্জদ্রমাহাত্ম্যস্যমুতম্ ॥ ৩৫ ॥ চতু-
র্বিংশতিসাহস্রং নানাবৃক্ষান্তস্যমুতম্ । ধর্ম্মার্থকাম-
মোক্ষৈশ্চ সাধুবৃন্তসমম্বিতম্ ॥ ৩৬ ॥ শ্রাবণাং
শ্রাবণে মাসি শুভধেনুসমম্বিতম্ । যো দদ্যাদ্ধি-
সংযুক্তঃ ব্রাহ্মণ্যায় কুটুম্বিনে । শিবলোকে স
পুত্ৰান্ন কল্পমেকৈঃ বসন্তরঃ ॥ ৩৭ ॥ পুনঃ সজ্জায়তে
মর্ত্যো ব্রাহ্মণো বেদবিস্তমঃ । বেদবিদ্যাগতব্রজো
ব্যাপ্যাত্ত্বার্থবিস্তমঃ ॥ ৩৮ ॥ যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীঃ
বর্ণিতে ধর্ম্মবিস্তরঃ । বৃক্ষানুরবধোপেতং তদ্ভাগ-
বত্মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ সারস্বতস্ত কল্পস্ত মথো যে
যে স্মার্নরামরাঃ । তদবৃক্ষান্তোক্তবং পুণ্যং পুণ্যো-

দ্বাহসমম্বিতম্ ॥ ৪০ ॥ লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেনুসি-
সমম্বিতম্ । পৌর্ণমাস্তাং প্রোষ্ঠপদ্যাং স যাতি পরমা-
গতিম্ ॥ ৪১ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি পুত্ৰাণং তৎপ্রকী-
র্তিতম্ ॥ ৪২ ॥ যত্রাহ নারদো ধর্ম্মান বৃহৎকল্পাণ্য-
স্থিহ । পঞ্চবিংশৎসহস্রাণি নারদীয়ঃ তত্ত্বচ্যতে ॥
৪৩ ॥ তদ্বিষে পঞ্চদশান্ত যো দদ্যাদ্ধেনুসংযুতম্ ।
উত্তমাং সিদ্ধিমাশ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ । স ধীন
কামানবাপ্নোতি নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৪৪ ॥
যত্রাধিকৃত্য শকুনীন ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারণম্ পুরাণং
নবসাহস্রং মার্কণ্ডেয়ং তত্ত্বচ্যতে ॥ ৪৫ ॥ পরিলিখ্য
চ যো দদ্যাত সৌবর্ণকরিসংযুতম্ । কার্ত্তিক্যাং
শৌণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত কলভাগ্ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ যন্ত-
দীশানকল্পস্ত বৃক্ষান্তমধিকৃত্য চ । বশিষ্ঠাশ্বিনী
প্রোক্তমাগ্নেয়ং তৎপ্রচক্ষতে ॥ ৪৭ ॥ লিখিত্বা তচ্চ
যো দদ্যাদ্ধেনুসমম্বিতম্ । মার্গশীর্ষে বিধানেন
তিলধেনুযুতং তথা । তচ্চ ষোড়শসাহস্রং সর্ক-
কৃতফলপ্রদম্ ॥ ৪৮ ॥ যত্রাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদি-
ত্যন্ত চতুর্শ্লোকঃ । অঘোরকল্পবৃক্ষান্তপ্রসঙ্গেন জগৎ-

পুরাণ দান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় ।
২৪—৩১ । পরাংপর হরি, বারাহ কল্পের বৃক্ষান্তাব-
লম্বনে যে পুরাণে সমগ্র ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন,
তাহাই বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ । বিষ্ণুর চরিত দ্বারা
মণ্ডিত বলিয়াই উহাকে সুধীগণ বৈষ্ণব নামে অভি-
হিত করিয়াছেন । উহার শ্লোকসংখ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান
সহস্র । যে জন আষাঢ় মাসে বিশুদ্ধ পৌর্ণমাসীতে
ঘৃতধেনুর সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, সে বিষ্ণু-
পদ প্রাপ্ত হয় । ধীমানগণ এইরূপ কীর্তন করেন ।
ঋত কল্পের প্রসঙ্গে ভগবান বায়ু, যাহাতে বিবিধ
ধর্ম্মের সহিত কল্পের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন,
উহা বায়বীয় নামে বিখ্যাত । ঐ পুরাণ, চতুর্বিংশতি
সহস্র শ্লোকাক্ষক এবং নানা বৃক্ষান্তসমম্বিত । উহাতে
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-সাধক বিবিধ মনুস্মৃতি বর্ণিত ।
মানব, শ্রাবণ মাসে পৌর্ণমাসীদিবসে শুভধেনু ও
দধির সহিত যদি বহুপরিবারাধিত ব্রাহ্মণকে
ঐ পুরাণ দান করে, তবে সে নিম্পাপ হইয়া কল্প-
কাল যাবৎ শিবলোকে বাস করিয়া পরে
মর্ত্যলোকে বেদবিদগণের বরণ্য ও তত্ত্বার্থব্যাখ্যা-
কুশল ব্রাহ্মণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে । গায়ত্রীকে
অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও বৃক্ষানুর-বধো-
পাখ্যান যাহাতে বর্ণিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া
উক্ত হয় । উহাতে সারস্বত মন্বীয় অমরনর-

নিকরের বিবিধ উপাখ্যান ও পুণ্য উদাহরণ
বর্ণিত । যে মানব উক্ত পুরাণ লিখিয়া ভাদ্রমাসে
পৌর্ণমাসীতে স্বর্ণবিনিম্বিত সিংহের সহিত দান
করে, সে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । এই ভাগবত-
পুরাণ অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাক্ষক । ৩২—৪২ । নারদ
মুনি, যাহাতে বৃহৎকল্পবিবরণ সহ বিবিধ ধর্ম্ম বর্ণন
করিয়াছেন, তাহা নারদীয় নামে প্রসিদ্ধ ; ইহা পঞ্চ-
বিংশতি-সহস্র-শ্লোকাক্ষক । যে ব্যক্তি আশ্বিন
মাসে পৌর্ণমাসীতে ধেনুর সহিত উক্ত নারদীয়
পুরাণ প্রদান করে, সে ইহলোকে সর্বকামভোগান্তে
পরলোকে উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে
কোনও বিচার করিবার আবশ্যক নাই । মার্কণ্ডেয়-
মুনি, পক্ষিগণের নিকট ধর্ম্মাধর্ম্ম কীর্তন করিয়া-
ছিলেন ;—সেই বৃক্ষান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই
মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়া উক্ত হয় । এই পুরাণ
লিখিয়া যে ব্যক্তি স্বর্ণহস্তীর সহিত কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়
দান করে, সে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ।
আগ্নিদেব, বশিষ্ঠের নিকট ঈশানকল্পের বিবরণ
প্রসঙ্গে যাহাতে বিবিধ বৃক্ষান্ত বর্ণন করিয়াছেন,
তাহাই আগ্নেয় নামে প্রখ্যাত । এই পুরাণ লিখি-
যে মানব অগ্রহায়ণ মাসে তিলধেনু ও স্বর্ণপদ্মের
সহিত যথাবিধি প্রদান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল
প্রাপ্ত হয় । এই আগ্নেয় পুরাণ ষোড়শসহস্র-শ্লোক-
াক্ষক । জগৎপতি চতুরানন, মনুকে অঘোরকল্প-

পতিঃ। মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্ত লক্ষণম্ ।
 ৪২। চতুর্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ। ভবিষ্য-
 চরিতপ্রায়ং ভবিষ্যং তদিত্যেচ্যতে । ৪৩। তৎ
 পৌষমাসি যো দদ্যাৎ পৌর্ণমাস্তাং বিমৎসরঃ।
 শুভকুন্তসমাবুজ্জমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ । ৪৪। রথ-
 স্তবস্ত কল্পস্ত বৃদ্ধান্তমধিকৃত্য চ। সাবর্ণিনা নারদায়
 কৃকমাংশস্যসংবৃতম্। প্রোক্তং ব্রহ্মবরাহস্ত চরিতং
 বর্ণ্যতেহহ চ । ৪৫। তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত-
 মূচ্যতে। পুরাণং ব্রহ্মবৈবর্তং যো দদ্যাৎব্রাহ্মণো-
 তমে। মাঘমাসে পৌর্ণমাস্তাং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।
 ৪৬। যজ্ঞাগ্নিলিঙ্গমধ্যস্থঃ প্রাহ দেবো মহেশ্বরঃ।
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থান্নায়েয়মধিকৃত্য চ । ৪৭। কল্প-
 তলৈকমিত্যুক্তং পুরাণং ব্রহ্মণা শ্রুতম্ । ৪৮। তদেকা-
 দশসাহস্রং কান্তভাঃ যঃ প্রযচ্ছতি। তিলধেজ্জসমা-
 যুক্তং স যাতি শিবসাক্ষাতম্ । ৪৯। মহাবরাহস্ত
 পুনর্মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চ। বিষ্ণুনাভিহিতং কৌণ্টেয়
 তথ্যারাহমিহোচ্যতে । ৫০। মানবস্ত প্রসঙ্গেন

বৃদ্ধান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে সূর্য্যদেবের মাহাত্ম্য ও ভূতগ্রা-
 মের লক্ষণাদি উপদেশ করিয়াছিলেন ; যাহাতে সেই
 বৃদ্ধান্ত বর্ণিত এবং যাহাতে ভবিষ্য বৃদ্ধান্তই সমধিক
 রূপে কীর্তিত, আর যাহা পঞ্চশতাধিক-চতুর্দশ
 সহস্র-শ্লোকাক্ষক, তাহাই ভবিষ্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ।
 যে জন পৌষ মাসে পৌর্ণমাসীতে অমৎসর মানসে
 শুভকুন্তের সহিত ঐ পুরাণ দান করে, সে অগ্নি-
 ষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সাবর্ণি মন্ত্র, রথস্তর
 কল্পের বিবরণাবলম্বনে ক্রীড়কের মাহাত্ম্য ও ভগ-
 বানের বরাহাবতার-চরিত্র মহাত্ম্য নারদকে উপদেশ
 করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধান্ত যাহাতে বর্ণিত, তাহাই
 ব্রহ্মবৈবর্ত নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ। উহার শ্লোকসংখ্যা
 অষ্টাদশ সহস্র। মাঘমাসে পূর্ণিমাতে যে মানব
 সেই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করে,
 সে ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করিতে সমর্থ হয়।
 অগ্নিলিঙ্গমধ্যবর্তী মহেশ্বর দেব, আগ্নেয়-কল্পাবলম্বনে
 ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষসাধক উপায়নিচয় বর্ণন করিয়াছেন,
 তদবৃদ্ধান্ত ব্রহ্মা শ্রুতং যাহাতে নিবদ্ধ করিয়াছেন,
 তাহা লিঙ্গপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা একাদশ
 সহস্র-শ্লোকাক্ষক। যে মানব কান্তনী পূর্ণিমায়
 তিলধেজুর সহিত উক্ত লিঙ্গপুরাণ দান করে সে
 শিবসাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু, ধন্ত মন্ত্র
 নন্দনের প্রসঙ্গে পৃথিবীর নিকট মহাবরাহের

ধন্তস্ত শুনিসত্তমাঃ। চতুর্বিংশৎসহস্রাণি তৎপুরাণ-
 মিহোচ্যতে । ৫১। কাঞ্চনং গরুড়ং কৃষ্ণা তিলধেজু-
 সমধিতম্। পৌর্ণমাস্তামধো দদ্যাৎব্রাহ্মণায় কুটু-
 য়িনে। বারাহস্ত প্রসাদেন পদমাপ্নোতি বৈকবম্ ।
 ৫২। যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্ম্মানধিকৃত্য চ যগুধম্।
 কল্পে তৎপুরুষে বৃদ্ধে চরিতৈকপকৃৎসিতম্ ।
 ৫৩। স্বান্দং নাম পুরাণং তদেকাশীতি নিগদ্যতে।
 সহস্রাণি শতং চৈকমিতি মর্ত্যেযু পঠ্যতে । ৫৪।
 পরিলেখ্য চ যো দদ্যাৎক্লেমশূলসমধিতম্। শৈবং স
 পদমাপ্নোতি মকরে পগমে রবেঃ । ৫৫। ত্রিবি-
 ক্রমস্ত মাহাত্ম্যমধিকৃত্য চতুর্গুণঃ। ত্রিবর্গমভ্যাসাত্ত
 বামনং পরিকীর্তিতম্ । ৫৬। পুরাণং দশসাহস্রং
 কৌশ্মকল্পাঙ্কং শিবম্ । ৫৭। যঃ শরদ্বিষুবে
 দদ্যাৎক্লেমবশ্লসমধিতম্। কৌমারুতং যুতক্ষেপা
 স পদং যাতি বৈকবম্ । ৫৮। যচ্চ ধর্ম্মার্থকামানাং
 মোক্ষস্ত চ রসাতলে। মাহাত্ম্যং কথয়ামাস কুর্শ্বক্লপী
 জনাৰ্দ্দনঃ । ৫৯। ইন্দ্রহ্যয়প্রসঙ্গেন ঋষীণাং শক্র-
 সমিধো। সপ্তদশসহস্রাণি লক্ষ্মীকল্পাঙ্কমধিকম্ ।

মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন ; হে শুনিসত্তমগণ!
 উহা চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাক্ষক। পৌর্ণমাসীতে
 কাঞ্চন-নির্ম্মিত গরুড় ও তিলধেজুর সহিত কুটু-
 ব্রাহ্মণকে উক্ত পুরাণ দান করিলে মানব, বরাহের
 প্রসাদে বৈকবপদ প্রাপ্ত হয়। ৫০—৫২। তৎপুরুষ-
 কল্পপ্রসঙ্গে বড়াননমুখে বিবিধোপাখ্যান সহ মাহেশ্বর
 ধর্ম্মসমূহ যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই স্বান্দ-
 পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহা একাশীতি সহস্র ও
 একশত শ্লোকাক্ষক। মর্ত্যলোকে উহা এইরূপই
 পঠিত হইয়া থাকে। যে মানব, উক্ত পুরাণ লিখিয়া
 হৈম শূলের সহিত মাঘ মাসে দান করে, সে শৈব
 পদ প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ চতুরানন, ত্রিবিক্রমের
 মাহাত্ম্যাবলম্বনে ত্রিবর্গসাধনবিধান যে পুরাণে
 বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বামনপুরাণ নামে কীর্তিত।
 উহা কৌশ্মকল্প-বিবরণ-সমৃদ্ধ ও মঙ্গলবিধায়ক।
 উহার শ্লোকসংখ্যা দশসহস্র। যে মানব শরৎ-
 কালে বিষ্ণু সংক্রান্তিদিনে উক্ত পুরাণগ্রন্থ
 কৌমবসনে আবৃত করিয়া ধেজু, স্বর্ণ ও বস্ত্রের
 সহিত দান করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।
 কুর্শ্বক্লপী ভগবান্ পাতালে শক্রের সমীপে ঋষি-
 গণের নিকট লক্ষ্মীকল্পের মাহাত্ম্য কীর্তনপ্রসঙ্গে
 ইন্দ্রহ্যয় রাজার চরিত বর্ণনোপলক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষের উপায় কীর্তন করিয়াছিলেন;

৬৭ । যে দদ্যাৎ দয়নে কোষঃ হেমকুর্ষসমবিতম্ ।
গোসহস্রপ্রদানস্ত স কলঃ প্রাপ্নুয়ন্নরঃ । ৬৮ ।
ঋতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্তার্থঃ জনার্দ্দিনঃ । মৎস্ত-
রূপী চ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্ । ৬৯ । অধিকৃত্যা-
ত্রবীং সপ্তকল্পবৃত্তঃ মুনিব্রতাঃ । তন্মাৎস্তমিতি
জানৌধঃ সহস্রাণি চতুর্দশ । ৭০ । বিষুবে হৈম-
মৎস্তেন ধো কোময়ুগাবিতম্ । যো দদ্যাৎ পৃথিবী
ভেন দস্তা ভবতি চাখিলা । ৭১ । যদা বা গারুড়ে
কল্পে বিখাণ্ডাকাকড়োহভবৎ । অধিকৃত্যত্রবীং
কর্ণে গারুড়ঃ তদিত্যোচ্যতে । ৭২ । তদষ্টাদশ
চৈকঞ্চ সহস্রাণীহ পঠ্যতে । স্বর্ণহংসমায়ুক্তঃ যো
দদ্যাৎ দয়নে পরে । স সিদ্ধিঃ লভতে মুখ্যাং শিব-
লোকে চ সংস্থিতম্ । ৭৩ । ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডমাহাশ্র-
মধিকৃত্যত্রবীং পুনঃ । তচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং
দ্বিশতাধিকম্ । ৭৪ । ভবিষ্যাণাঞ্চ কল্পানাং শ্রয়তে

যত্র বিস্তরঃ । তদব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং তু ব্রহ্মণা সমুদা-
হৃতম্ । ৭৫ । যো দদ্যাৎ ব্যাতীপাত উর্ণায়ুগ-
সমবিতম্ । রাজহৃৎসহস্রস্ত কলমাপ্নোতি মানবঃ ।
৭৬ । হেমধোষা যুতঃ তচ্চ ব্রহ্মলোককলপ্রদম্ ।
চতুর্লক্ষমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনাভূতকর্ণণা । ৭৭ ।
ইদং লোকহিতার্থীয় সত্বিকপ্তং দ্বাপরে দ্বিজাঃ । ৭৮ ।
ইদমদ্যাপি দেবেষু শতকোটিপ্রবিস্তরম্ । উপভেদান্
প্রবক্ষ্যামি লোকে যে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ । ৭৯ । পাশ্বে
পুরাণে যৎপ্রোক্তং নারসিংহোপবর্ণনম্ । তচ্চাষ্টাদশ
সাহস্রং নারসিংহমিত্যোচ্যতে । ৮০ । নন্দিনে যত্র
মাহাশ্রয়ঃ কার্ত্তিকেয়েন বর্ণিতম্ । লোকে নন্দি-
পুরাণং বৈ খ্যাতমেতদ্বিজোত্তমাঃ । ৮১ । যত্র সাহং
পুরাণত্যা ভবিষ্যতি কথানকম্ । প্রোচ্যতে তৎ
পুনর্লোকে সাহমেব মুনিব্রতাঃ । ৭২ । এবমাদিত্য-
সংজ্ঞং তু তত্শ্রেয়ং পারপঠ্যতে । অষ্টাদশভ্যস্ত
পৃথক্ পুরাণং যচ্চ দৃষ্টতে । বিজানৌধঃ দ্বিজ-
জ্যোত্তদেতেত্যো বিনির্গতম্ । ৮৩ । পঞ্চাঙ্গানি

সেই বৃত্তান্ত যে গ্রন্থে নিবদ্ধ, তাহা কুর্ষ পুরাণ
বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহা সপ্তদশসহস্র শ্লোকাক্ষক ।
যে মানব অঘনসংক্রান্তিদিনে হৈম কুর্ষের সহিত
উক্ত কুর্ষপুরাণ দান করে সে সহস্র গোদা-
নের কল প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মাদিকালে ভগবান
জনার্দ্দিন বিলুপ্ত বেদসমূহের পুনঃপ্রচারকামনায়
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া মজুর নিকট সপ্ত কল্পের
বৃত্তান্ত বর্ণনপ্রসঙ্গে নরসিংহাবতারবৃত্তান্ত সাব-
স্তরে বর্ণন করিয়াছেন । হে মুনিব্রতাবলম্বি দ্বিজ-
গণ ! সেই সমস্ত বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত,
তাহাই মৎস্তপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ । উহা চতু-
র্দশসহস্রশ্লোকাক্ষক বলিয়া আপনারা অবগত
হউন । মানব বিষুবসংক্রান্তিতে হৈম মৎস্ত,
ধেহু ও কোম বসনযুগলের সহিত উক্ত মৎস্ত
পুরাণ দান করিলে সমগ্র পৃথিবীদানের কল
প্রাপ্ত হয় । ৬০—৭১ । গারুড় কল্পে বিখাণ্ড হইতে
গারুড় প্রাক্তুত হইয়াছিলেন ; ভগবান কৃষ্ণ সেই
বিবরণ বর্ণন করিয়াছেন । যে পুরাণে সেই
বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই গারুড় নামে
প্রসিদ্ধ ; যে মানব স্বর্ণহংসের সহিত উক্ত পুরাণ
সম্প্রদান করে, সে মুখ্য সিদ্ধি লাভ করিয়া
শিবলোকে বসতি করিয়া থাকে । ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড-
তত্ত্ব অবলম্বনে যে ভবিষ্য কল্প সকলের বর্ণন
করিয়াছেন ; সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, তাহা
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামে বিখ্যাত । ব্রহ্মোক্ত সেই
পুরাণ দ্বিশতাধিক-দ্বাদশ-সহস্র-শ্লোকাক্ষক । যে

মানব ব্যাতীপাত যোগে কোমবসনযুগলের সহিত
উক্ত পুরাণ দান করে, সে সহস্র রাজহৃৎ
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় । আর যদি হৈম ধেহুর
সহিত উক্ত পুরাণ দান করে, তবে দাতার
ব্রহ্মলোক লাভ হয় । অভূতকর্ণা ব্যাস চতুর্লক্ষ-
শ্লোকাক্ষক এই মহাপুরাণশাস্ত্র রচনা করি-
য়াছেন ; হে দ্বিজগণ ! লোকহিতকামনায় দ্বাপর-
যুগেই পুরাণগ্রন্থ ঐরূপে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ; নচেৎ
দেবলোকে অদ্যাপি ইহা শতকোটি-শ্লোকাক্ষক
সুবিস্তৃত আকারেই প্রচলিত আছে । অতঃপর
লোকে যে সকল পুরাণ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা-
দিগের বিবরণ বলিতেছি । পদ্মপুরাণে যে নার-
সিংহবিবরণ আছে, নারসিংহ পুরাণে অষ্টাদশ
সহস্র শ্লোকে সেই বৃত্তান্তই বর্ণিত । কার্ত্তিকেয়,
নন্দীর নিকট যে ধর্ম্মমাহাশ্রয় কীর্ত্তন করিয়াছেন ;
সেই বিবরণ যাহাতে নিবদ্ধ, হে দ্বিজোত্তমগণ !
লোকে তাহাই নন্দিপুর্বাণ নামে প্রখ্যাত । সাহের
প্রসঙ্গে যে পুরাণে বিবিধ কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে,
হে মুনিব্রত দ্বিজগণ ! লোকে তাহা সাহপুরাণ
বলিয়া প্রসিদ্ধ । এইরূপ আদিত্য নামক পুরাণও
উপপুরাণাস্তর্গত । বস্তুতঃ হে দ্বিজোত্তমগণ ! উক্ত
অষ্টাদশ পুরাণ ব্যতীত অপর যে সকল পুরাণ
আছে, তৎসমস্তও উক্ত অষ্টাদশ পুরাণাবলম্বনেই
বিস্তৃতি । বিবিধ আখ্যানসমবিত্ত পুরাণ সকল

পুরাণস্ত চাখ্যানমিতরং স্মৃতম্ । সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ
বংশো মধন্তরাণি চ । বংশাহবংশচরিতং পুরাণং
পঞ্চলক্ষণম্ ॥৮৪॥ ব্রহ্মবিষ্ণুর্কুরুদ্রাণাং মহাত্ম্যং ভুবনস্ত
চ । সংহারশ্চ প্রদৃষ্টোক্ত পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৮৫ ॥
ধর্ম্মচার্যশ্চ কামশ্চ যোক্ষশ্চ পরিকীর্ত্যতে । সর্বেষাপি
পুরাণেষু তদ্বিরুদ্ধে চ যৎকলম্ ॥ ৮৬ ॥ সাত্ত্বিকেষু
চ কল্লেষু মহাত্ম্যমধিকং হরেঃ । রাজসেসু চ
মহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ ৮৭ ॥ তদ্বদগ্রে
চ মহাত্ম্যং তামসেসু শিবস্ত হি । সঙ্কীর্ণে
চ সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে ॥ ৮৮ ॥ চতুর্ভি-
র্ভগবান্ বিষ্ণুর্ভাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ । অষ্টাদশ-
পুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ শিবঃ ॥ ৮৯ ॥
বেদবগ্নিশ্চলঃ মন্ত্রে পুরাণং বৈ দ্বিজোক্তমাঃ ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯০ ॥
বিভেত্যল্লঙ্কতাষোদো মাময়ং চালয়িষ্যাতি । ইতিহাস-
পুরাণৈশ্চ নিশ্চলোহয়ঃ কৃতঃ পুরা ॥ ৯১ ॥ যন্ন দৃষ্টং
হি বেদেষু ন দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ । উভযোর্মন্ন
দৃষ্টং চ তৎপুরাণেষু গীয়তে ॥ ৯২ ॥ যো বেদ

চতুরো বেদান্ সাক্ষোপনিষদো দ্বিজাঃ । পুরাণং
নৈব জানাতি ন চ স স্মাধিচক্ষণঃ ॥ ৯৩ ॥ অষ্টাদশ-
পুরাণানি কুহা সত্যবতীস্মৃতঃ । ভারতখ্যান-
মকরোদ্বেদার্থৈকপদং হিতম্ ॥ ৯৪ ॥ লক্ষ্যেনৈকেন
তৎ প্রোক্তং দ্বাপরাস্ত্রে মহাত্মনা । বাণ্মৌকিনা চ
যৎ প্রোক্তং রামোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৯৫ ॥ ব্রহ্মণা
বিহিতং যচ্চ শতকোটিপ্রবিস্তরম্ । আহ
তন্নায়দায়ৈব তেন বাণ্মৌকয়ে পুনঃ ॥ ৯৬ ॥
বাণ্মৌকিনা চ লোকে তু ধর্ম্মকামার্থসাধকম্ ॥ ৯৭ ॥
এবং সপাদাঃ পঠ্যেতে লক্ষাঃ পুণ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
পুরাতনস্ত কল্পস্ত পুরাণে তু বিতর্কবুধাঃ ॥ ৯৮ ॥
ইতিহাসপুরাণানি ভিদ্যস্তে কালগৌরবাৎ । কাল-
তথা চ ব্রহ্মাণ্ডং পুরাণং লৈঙ্গম্যেব চ ॥ ৯৯ ॥
বারাহকল্লৈ বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রেষাং ভেদঃ প্রবর্ততে ।
অষ্টাদশপ্রকারেণ ব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নমেব হি ॥ ১০০ ॥
অষ্টাদশপুরাণানি তেন জাতানি ভূতলে । লৈঙ্গ-
মেকাদশবিধং প্রতিব্রঃ দ্বাপরে শুভম্ ॥ ১০১ ॥

পঞ্চ অঙ্গযুক্ত । সৃষ্টি, প্রলয়, মধন্তর, বংশ ও বংশ-
জাত জনগণের বৃত্তান্ত,—এই পাঁচটি পুরাণের
লক্ষণ । উক্ত পঞ্চলক্ষণাবিত পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
কৃষ্ণ, সূর্য, ও গণপতির মহাত্ম্য এবং জগতের
সৃষ্টি-সংহারবৃত্তান্ত বর্ণিত । ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষ এবং তাহার কল, সকল পুরাণেই বর্ণিত
থাকে । সাত্ত্বিক পুরাণসমূহে প্রধানতঃ হরিমহাত্ম্য,
রাজসপুর্বাণচয়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মার মহাত্ম্য এবং
তামসপুরাণনিকরে প্রধানতঃ শিবের মহাত্ম্যই
পরিবর্ণিত । আর সঙ্কীর্ণ গুণময় পুরাণে প্রধানতঃ
সরস্বতী ও পিতৃলোকাদির মহাত্ম্য সঙ্কীর্ণিত ।
অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চারিখানিতে ভগবান্
বিষ্ণুর, দুইখানিতে ব্রহ্মার, দুইখানিতে রবির এবং
অষ্টাংশলিতে ভগবান্ শিবের প্রাধান্ত বর্ণিত । হে
দ্বিজোত্তমগণ! আমার বোধ হয় যে, পুরাণসকল
বেদবৎ নিশ্চল ; কারণ বেদ সকল পুরাণেই প্রতি-
ষ্ঠিত ; ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৭২—৯০ । “এ
ব্যক্তি আমাকে বিচলিত করিবে” বেদ সকল অল্পজ্ঞ
ব্যক্তি হইতে এইরূপ ভীতি সর্বদাই প্রাপ্ত হন ।
পূর্বে ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে নিশ্চল করা
হইয়াছে । হে দ্বিজগণ! যাহা বেদে দেখা যায় নাই,
কিন্তু যাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না, অথবা যাহা বেদ
বা স্মৃতি উভয়ই লক্ষিত হয় নাই, তাহাও

পুরাণে পরিগীত হইয়াছে । যে দ্বিজ অঙ্গ ও
উপনিষদের সহিত বেদাত্ম্য করিয়াছেন, কিন্তু
পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে
পারেন না । সত্যবতীনন্দন ব্যাস প্রথমে অষ্টাদশ
পুরাণ রচনা করিয়া পরে বেদাখ্যাক্ত মহাভারত
নামক উপাখ্যানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । মহাত্ম্য
ব্যাস উহা একলক্ষ শ্লোকে রচনা করিয়াছেন, দ্বাপর
যুগের অন্তকালে উহা বিরচিত হইয়াছে । বাণ্মৌকি
মুন যে উত্তম রামোপাখ্যানাক্ত রামায়ণ রচনা
করিয়াছেন, পূর্বে ব্রহ্মা উহা শতকোটিশ্লোকে
রচনা করিয়াছিলেন এবং তিনিও উহা নারদের
নিকট বর্ণন করেন । নারদের নিকট শুনিয়া
বাণ্মৌক তাহা সংক্ষেপে চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোকে
রামায়ণাকারে নিবদ্ধ করেন । ঐ রামায়ণ গ্রন্থ
ধর্ম্মকামার্থসাধক । সমষ্টিতে সপাদ পঞ্চলক্ষ শ্লোকে
পুরাতন কল্পবিবরণাদি সহ পুণ্য পুরাণশাস্ত্র বর্ণিত
হইয়াছে । ইহাই সুধীগণের অভিমত । কাল-
গৌরবে এই ইতিহাস-পুরাণাদির আবার বিবিধ
ভেদ ঘটিয়াছে । হে বিপ্রেন্দ্রগণ! বরাহকল্ল কাল-
ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গ পুরাণ বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অষ্টাদশবিধ ভেদ হওয়ায় উহা
হইতে ভূতলে অষ্টাদশ পুরাণ প্রাক্কর্ভূত হইয়াছে ।
দ্বাপরযুগে শুভদায়ক লিঙ্গ পুরাণের একাদশবিধ

হান্দঃ তু সপ্তথা ভিন্নঃ বেদব্যাসেন ধীমতা ।
 একাশীতিসহস্রাণি শতং চৈকং তু সংখ্যয়া ॥ ১০২ ॥
 তস্তাদ্যো যো বিভাগস্ত স্বন্দমাহাত্ম্যসংযুতঃ ।
 মাহেশ্বরঃ সমাখ্যাতো দ্বিতীয়ে বৈকবঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৩ ॥
 তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ প্রোক্তঃ সৃষ্টিসত্ত্বক্ষেপমৃচকঃ ।
 কালীমাহাত্ম্যসংযুক্তচতুর্থঃ পরিপঠ্যতে ॥ ১০৪ ॥
 রেবায়্য পঞ্চমো ভাগঃ সোজ্জয়িতাঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 যষ্ঠঃ কল্পো নাগরশ্চ তীর্থমাহাত্ম্যমৃচকঃ ॥ ১০৫ ॥
 সপ্তমো যো বিভাগোহয়ং স্মৃতঃ প্রাভাসিকো দ্বিজাঃ ।
 সর্বে দ্বাদশসহস্রা বিভাগাঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১০৬ ॥
 অস্মিন্ প্রাভাসিকঃ সর্বে বর্ণ্যতে ক্লেত্রবিস্তরঃ ।
 তীর্থানাং চৈব মাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং শব্দরশ্চ ॥ ১০৭ ॥
 অন্তেষাং চৈব দেবানাং মাহাত্ম্যং চ প্রকীর্ত্যতে ।
 ইতি ভেদঃ পুরাণানাং সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতো দ্বিজাঃ ॥
 ১০৮ ॥ ইমমষ্টাদশানাং তু পুরাণানামনুক্রমম্ ।
 যঃ পঠেদব্যক্তব্যোমু স যাতি ভবনং হরেঃ ॥ ১০৯ ॥
 ইদং পবিত্রং হি যশোনিধানমিদং পিতৃণামপি বভ্রতঃ
 চ । ইদং চ বেদেষুতায় নিত্যমিদং মহাপাতক-
 হৃচ্চ পুনাম্ ॥ ১১০ ॥
 ইতি জ্ঞানান্দে সসম্ব্যাকাষ্টাদশমহাপুরাণোপপুরাণ-
 বর্ণনপূর্ব্বকপুরাণপুস্তকদানফলবর্ণনং নাম
 দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতিসর্গস্ত-
 থৈব চ । বংশানুবংশচরিতং পুরাণানামনুক্রমঃ ॥ ১ ॥
 মনস্তরপ্রমাণক ব্রহ্মাণ্ডশ্চ চ বিস্তরঃ । জ্যোতিশ্চক্রস্ব-
 রূপক যথাবদনুবর্ণিতম্ । শ্রোতুমিচ্ছামহে ত্ব-
 সাম্প্রতং তীর্থবিস্তরম্ ॥ ২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি
 পাপহানি শুভানি চ । তানি স্মৃত্ব কাক্ষ্মেন
 যথাবদনুবর্ণিসি ॥ ৩ ॥ স্মৃত উবাচ । ইদং পৃষ্টং
 পুরা দেব্যা কৈলাসশিখরোত্তমে । নানাধাতু-
 বিচিহ্নাদে নানারত্নসমবিশতে ॥ ৪ ॥ নানাক্রমলতা-
 কীর্ণে নানাপুষ্পোপশোভিতে । যক্ষবিদ্যাধর-
 কীর্ণে হম্পরোগণসেবিতে ॥ ৫ ॥ তত্র ব্রহ্মা চ
 বিষ্ণুশ্চ স্বন্দনন্দিগণেশ্বরঃ । চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহৈঃ সার্ক-
 নক্ষত্রপ্লবমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥ বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব কুবেরো
 ধনদস্তথা । ঈশানশ্চায়িরিত্যশ্চ যমো নিশ্চীতিরেব

পৈত্র-কার্য্যে পুরাণবৃত্তান্ত ক্রমানুসারে পাঠ করে,
 সে হরিমন্দির প্রাপ্ত হয় । এই পুরাণবিবরণ
 পবিত্র, যশস্কর ও পিতৃগণের জীতিকর ; ইহা
 দেবগণের অমৃততুল্য তৃপ্তিবিধায়ক ও জনগণের
 নিখত মহাপাতকনাশক ॥ ১১—১১০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

ভেদ জন্মিয়াছে । ধীমান্ বাস একশতাধিক
 একাশীতিসহস্রলোকান্তক হান্দ পুরাণকেও সপ্ত
 ভাগে বিভক্ত করেন । উহার প্রথম ভাগের নাম
 মাহেশ্বর খণ্ড ; উহাতে প্রধানতঃ স্বন্দদেবের মাহাত্ম্য
 বর্ণিত । দ্বিতীয়ভাগের নাম বৈকব ; উহাতে বিষ্ণু-
 মাহাত্ম্য, এবং ব্রাহ্মণও নামক তৃতীয়ভাগে ব্রহ্মার
 মাহাত্ম্যসহ সৃষ্টিপ্রলয়বার্ত্তা বর্ণিত । চতুর্থভাগের নাম
 কাশীখণ্ড ; উহাতে কাশীমাহাত্ম্য বর্ণিত । পঞ্চম-
 ভাগের নাম আবস্ত্যখণ্ড, উহাতে রেবাও উজ্জয়িনী-
 মাহাত্ম্য বর্ণিত । ষষ্ঠভাগের নাম নাগরখণ্ড । উহাতে
 বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত । আর সপ্তমখণ্ডের
 নাম প্রভাসখণ্ড । হে দ্বিজগণ ! হান্দ পুরাণের
 এই সপ্তভাগের প্রত্যেক ভাগ কিঞ্চিদ্রুনাধিক
 দ্বাদশসহস্রলোকান্তক । উক্ত প্রভাসখণ্ডে প্রভাস-
 ক্লেত্রের বিস্তর বিবরণ এবং তী.মাহাত্ম্য,
 শব্দর মাহাত্ম্য ও অপরাপর দেবগণের মাহাত্ম্য
 সম্যক্ পরিবর্ণিত । হে দ্বিজগণ ! এই আমি
 আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে পুরাণ-সমূহের
 প্রভেদের কথা কহিলাম । যে ব্যক্তি দৈব-

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন—আপনি আমাদিগের নিকট
 সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশচরিত, পুরাণনিচয়ের
 অনুক্রম, মনস্তরপ্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ডবিস্তার, জ্যোতি-
 শ্চক্রস্বরূপ,—এতৎসমস্ত যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন ;
 সম্প্রতি আমরা আপনার নিকট তীর্থবিবরণ শুনিতে
 অভিলাষী হইয়াছি । হে স্মৃতনন্দন ! তুমিলে যে
 সকল তীর্থ পাপনাশক ও শুভসম্পাদক, আপনি
 তৎসমস্তের যথাযথ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করুন ।
 স্মৃত কহিলেন,—হে মুনিগণ ! পূর্বে একদা নানা-
 ধাতুরাগে বিচিত্র, নানারত্নাশ্রিত, নানাতরুলতাকীর্ণ,
 নানা কুসুমশোভিত, যক্ষবিদ্যাধরব্যাপ্ত, অম্পরো-
 গণসেবিত কৈলাসশিখরে শব্দরের নিকট দেবী
 পার্বতীও এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তখন
 সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেশ, নন্দী, অপরাপর
 গণেশ্বরগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অস্ত্রান্ত গ্রহগণ, ঋব,
 নক্ষত্রমণ্ডল, বায়ু, বরুণ, ধনেশ্বর কুবের, ঈশান,

চ । ৭ । সরিষ্ঠঃ সাগরাঃ সর্বে পৰ্বতা উরগান্তথা ।
 ত্র্যাম্বাণ্য মাভরশ্চৈব ঋষশ্চ তপোধনাঃ । ৮ ।
 মূৰ্ত্তিমন্তি চ তীর্থানি ক্ষেত্রাণ্যায়তনানি চ । দানবা-
 ন্মুরদৈত্যাশ্চ পিশাচা ভূতরাক্ষসাঃ । ৯ । তত্র
 সিংহাসনং দিব্যং শতযোজনবিস্তৃতম্ । স্বৰ্ঘ্য-
 কোটিসমপ্রখ্যং মণিমৌক্তিকমণ্ডিতম্ ॥ ১০ ॥
 পদ্মনীলোৎপলোপেতং সিদ্ধকিন্নরসেবিতম্ ।
 শ্বেতাতপত্রকোটীভিঃ প্রচ্ছাদিতদিগন্তরম্ ॥ ১১ ॥
 লক্ষ্যযুতসহস্রৈশ্চ ক্রদকোটীভিরাবৃতম্ । তন্মধ্যে
 সৰ্ব্বতোভদ্রং সিংহদ্বারৈঃ স্মৃতোরণৈঃ ॥ ১২ ॥
 স্বচ্ছমৌক্তিকসঙ্কাশং প্রাকারশিখরাবৃতম্ । নন্দী-
 শ্বরমাহাকালদ্বারপালগণৈর্ঘূতম্ ॥ ১৩ ॥ কিঙ্কণী-
 জালমুখদৈঃ সৎপতাকৈরলঙ্কৃতম্ । বিতানচ্ছত্র-
 খণ্ডৈশ্চ মুক্তাদামপ্তলদ্বিতৈঃ ॥ ১৪ ॥ ঘণ্টাচামর-
 শোভাটোদীর্ঘশিখরোপশোভিতম্ । কলসৈর্দ্বার-
 বিস্তস্তরত্নপল্লবসংযুতৈঃ ॥ ১৫ ॥ চিত্রিতঃ চিত্রশাস্ত্রজৈ-
 রত্নচূর্ণৈঃ সমুজ্জ্বলৈঃ । স্বস্তিকৈঃ পত্রবল্যাদ্যলিঙ্গো-
 ভবলতাভিঃ ॥ ১৬ ॥ শতসিংহাসনাকীর্ণং বেদি-

কাভিশ্চ শোভিতম্ । আসীনৈ ক্রদকৃন্দৈশ্চ ক্রদকষ্টা-
 কদম্বকৈঃ ॥ ১৭ ॥ লক্ষপত্রদল্যাটোশ্চ শ্বেতপত্রৈশ্চ
 ভূষিতম্ । অম্পরোভিঃ সমাকীর্ণং পুষ্পপ্রকরবিশ্লে-
 তম্ ॥ ১৮ ॥ ধূপিতং ধূপবতীভিঃ কুঙ্কমোদকসেচি-
 তম্ । বংশবীণায়ুদৈশ্চ গোমুখৈর্গুণবাদনৈঃ ॥ ১৯ ॥
 শব্দভেরীনির্নাদেন হৃদ্বৃতিধ্বনিতেন চ । গজগণ্ডি-
 গণবৃন্দৈশ্চ মেঘধ্বনিতনিঃশব্দৈঃ ॥ ২০ ॥ গণানাং
 স্তোত্রশব্দেন সামবেদরবেণ চ । প্রেক্ষণীয়ৈর্গুণ-
 নাদৈর্গেঘহকারশোভিতম্ ॥ ২১ ॥ বুধনন্দিতশব্দেন
 গজবাজিরবেণ চ । কাঞ্চীনুপুরশব্দেন সমাকীর্ণ-
 দিগন্তরম্ ॥ ২২ ॥ সর্বসম্পৎকরং ত্রীমন্দিরৈশ্চ
 মন্দিরম্ । বংশবীণায়ুদৈশ্চ নাদিতং তত্রতত্র হ ।
 ঋষেদো মূর্ত্তিমাংসৈশ্চ শব্দনীরসমভ্যুতি ॥ ২৩ ॥
 দিব্যগন্ধাভুলিঙ্গাঙ্কো দিব্যাভরণভূষিতঃ । সংহিতঃ
 পূৰ্ব্বতন্ত্ৰস্ত দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ২৪ ॥ উত্তরেণ
 যজুর্বেদঃ শুদ্ধফটিকসন্নিভঃ । দিব্যকুণ্ডলধারী চ
 মহাকাশো মহাভুজঃ ॥ ১৫ ॥ স্থিতঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে
 সামবেদঃ সনাতনঃ । রক্তাঙ্গরথঃ ত্রীমান পদ্মরাগ-
 সমপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥ অগ্ন্যাদামধারী চিত্রশ্চ গীতভূষণ-
 ভূষিতঃ । অধর্ষাজনবচ্ছায়ঃ স্থিতো দক্ষিণতন্ত্ৰথা ॥

অগ্নি, ইন্দ্র, যম, নিখাতি, সমস্ত সরিৎ, সাগর, শৈল,
 ও সরীসৃপ, ত্র্যম্বক প্রমুখ মাতৃগণ, তপোধন
 ঋষিগণ, মূর্ত্তিমান তীর্থ, ক্ষেত্র ও আয়তনসমূহ
 এবং বিবিধ দেবতা, অসুর, পিশাচ, ভূত, ও
 রাক্ষসগণ সমাসীন ছিলেন। সেখানে একখানি
 শতযোজনবিস্তৃত দিব্য সিংহাসন ছিল; তাহা
 কোটিসুর্ঘ্যসম সমুজ্জ্বল, বিবিধ মণিমুক্তায় মণ্ডিত;
 বিবিধ কমল-নীলোৎপল দ্বারা ভূষিত, ও সিদ্ধ-
 কিন্নরগণপরিবেষ্টিত। কোটি কোটি শ্বেতচ্ছত্রে
 উহার চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত; এবং উহা সহস্র সহস্র,
 অযুত অযুত, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ক্রদ দ্বারা
 সম্যক্ সমাবৃত। তন্মধ্যে একটি সৰ্ব্বতোভদ্র মন্দির;
 উহা পুন্দর তোরণযুক্ত সিংহদ্বার-চতুষ্টয়ে সুশোভিত
 এবং মুক্তাসম স্বচ্ছ সমুন্নত প্রাকার দ্বারা পরি-
 বেষ্টিত। উহার প্রতি দ্বারে নন্দীশ্বর মহাকালাদি
 দ্বারপালগণ অবস্থিত। উহা কিঙ্কণীজালমুখরিত
 মনোরম পতাকা, উত্তম চন্দ্রাতপ, বিলম্বিত-মুক্তা-
 দাম-সমবৃত্ত ছত্র, ঘণ্টা, চামর ও সুদৃশ্য আদর্শসমূহে
 সমলঙ্কৃত। দ্বারদেশ বিস্তস্ত রত্ন-পল্লবযুক্ত কলস
 সকল দ্বারা শোভমান; চিত্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ শিল্পী জনগণ
 কঙ্ক সমুজ্জ্বল রত্নচূর্ণ দ্বারা স্বস্তিক-পত্রাবলী-
 লিঙ্গোত্তব-লতাাদি বিবিধ চিত্রে বিচিত্রিত; শত শত

সিংহাসন ও বেদিকা দ্বারা শোভিত; লক্ষ দল্যবৃত্ত
 শ্বেতকমল সকলে ভূষিত; বিকীর্ণ পুষ্পসমূহে শোভা-
 সম্পন্ন; সমাসীন ক্রদগণে; ক্রদ-কুমারীনিকরে ও
 অম্পরোদলে সমাকীর্ণ; ধূপবতীনিচয়ে ধূপিত; ও
 কুঙ্কমোদকে সম্যক্ সিক্ত। বংশ, বীণা, যুদঙ্গ,
 গোমুখ, শব্দ, ভেরী, হৃদ্বৃতি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-
 ধ্বনি, মুখবাদ্য, গণগণোচ্চারিত স্ততিপাঠরব,
 সামবেদনির্ঘোষ, গণবৃন্দের মেঘঘোষ সদৃশ
 গজ্জন, দর্শক ও গায়কগণের হকারারব, বুধ-
 গজ বাজগণের নন্দিত এবং কাঞ্চীনুপুর-নিঃশব্দে
 উহার দিগ্দিগন্তর পরিব্যাপ্ত। ১—২২। শব্দের
 সেই সর্বসম্পৎকর ত্রীমন্দির স্থানে স্থানে বংশ-বীণা-
 যুদঙ্গাদি দ্বারা সবিশেষ নির্নাদিত। উহার পূর্বদিকে
 দিব্যগন্ধাভুলিঙ্গ, দিব্যাভরণমণ্ডিত, ইন্দ্রনীল-
 সমকান্তি, স্বীয় তেজে দীপ্যমান, মূর্ত্তিমান ঋষেদ-
 বিরাজমান। উত্তর দিকে শুদ্ধ ফটিককাণ্ড,
 দিব্যকুণ্ডলধারী, মহাকাশ, মহাবাহু যজুর্বেদ বর্ত্তমান।
 পশ্চিমদিকে পদ্মরাগসমভ্যুতি, রক্তাঙ্গরথ, মালা-
 বান্, বিচিত্রাঙ্গ, সঙ্গীতোচিতভূষণে বিভূষিত,
 ত্রীমান সামবেদ সমাসীন। দক্ষিণদিকে অগ্ন্যাদাম-
 ধার, পিজললোচন, লোহিতগ্রীব, কপিলকেশ,

২৭। পিকাকো লোহিতক্রীবো হরিকেশো মল-
তম্বুঃ। ইতিহাসবড়কানি পুরাণাশ্বখিলানি চ।
২৮। বেদোপনিষদছন্দো মীমাংসারণ্যকং তথা।
আহাঙ্কারবহুকারো রহস্তানি তথৈব চ। ২৯।
এতৈঃ সমধিতৈঃ চৈব তত্র ব্রহ্মা যয়ং হিতঃ। শক্তি-
রূপধরৈশ্চৈবৈগৈবর্ধ্যসমধিতৈঃ। ৩০। সহস্র-
পত্রকমলৈরভিতৈঃ সুরপূজিতৈঃ। পূজিতৈর্গণ-
কর্ডৈশ্চ ব্রহ্মনিয়ন্ত্রৈবদিতৈঃ। ৩১। চামরাক্ষেপ-
ব্যজ্ঞনৈকৌজিতৈশ্চ সমন্ততঃ। শোভিতশ্চ সদা
ক্রীমাংস্ত্রকোটিসমপ্রভঃ। ৩২। জ্ঞানামৃতমুত-
প্তাশ্চা যোগৈবর্ধ্যপ্রসাদকঃ। যোগীশ্রুমানসাত্তোজ-
রাজহংসো দ্বিজোত্তমঃ। ৩৩। অজ্ঞানতিমিরধ্বংসী
যট্টজিঃশতবভূষণঃ। সর্বসৌখ্যপ্রদাতা চ তত্রাস্তে
চন্দ্রশেখরঃ। ৩৪। তস্তোৎসঙ্গগতা দেবী তপ্ত-
কাঞ্চনসমপ্রভা। পূজিতা যোগিনীরূপৈঃ সাধকৈঃ
সুরকিরিতৈঃ। ৩৫। সর্বলক্ষসম্পূর্ণা সর্ভাতরুণ-
ভূষিতা। যোগসিদ্ধিপ্রদা নিত্যাং মোক্ষাভ্যুদয়দা-
য়িনী। ৩৬। সৌভাগ্যকদলীকন্দমূলবীজঞ্চ
পার্কতী। দেবস্ত মুখমালোক্য বিস্মিতা চাক্র
লোচনা। ৩৭। আনন্দভাবঃ সংজায় আনন্দাশ্রা-
বিলেক্ষণম্। উবাচ দেবী মধুরঃ কৃতাজ্জলিপুটী

মহাকায় অখর্ববেদ বিদ্যমান। ইতিহাস, শিক্ষা,
কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ—এই ছয়
বেদাঙ্গ, পুরাণ সকল, উপনিষৎ, মীমাংসা, আরণ্যক,
আহাঙ্কার, বহুকার ও রহস্ততন্ত্র সকলের সহিত
ব্রহ্মাণ্ড তথায় অবস্থিত। মধ্যস্থলে ব্রহ্মা বিষ্ণু
প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত, রুদ্রগণ কর্তৃক সহস্রদল
কমল দ্বারা পূজ্যমান, চামরব্যজনে বীজ্যমান,
শক্তিরূপধর, মন্ত্রযোগ ও অগ্নিাদি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা
সদা সুশোভিত, কোটি-চন্দ্র-সমপ্রভ, জ্ঞানামৃত-
তপ্ত, যোগৈবর্ধ্যপ্রসাদকর্তা, শ্রেষ্ঠ যোগিজনের
মানস-সরোজের রাজহংসসদৃশ, অজ্ঞানতিমির-
হারী, যট্টজিঃশত-তত্ত্বভূষিত, সর্বসুখদাতা, ক্রীমান
চন্দ্রশেখর বিরাজিত। তদীয় উৎসঙ্গে তপ্তকাঞ্চন-
বর্ণা, সর্ভাতরুণ-ভূষিতা, সর্বশূলক্ষণবতী, যোগ-
সিদ্ধিদা, মোক্ষাভ্যুদয়বিধায়িনী পার্কতী দেবী
বিরাজমানা। সুর কিরিতাদি সাধক জনে ও
যোগিনীগণে পরিপূজিতা ও সৌভাগ্যরূপ কদলী-
কন্দের মূলবীজস্বরূপা, সত্যী শৈলমূর্ত্তা, পতি-
শত্বরের মূখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আনন্দাশ্রাপ্লুত-
লোচন দর্শনে তদীয় আনন্দভাব বুঝিতে পারিয়া

সত্যী। ৩৮। দেব্যাবাচ। জন্মকোটিসংখ্যানি জন্ম-
কোটিশতানি চ। সেবিতন্ত্বে জগন্নাথ ময়া জ্ঞাপন-
চিত্তয়া। ৩৯। অর্দ্ধাঙ্গসংখ্যা বাপি স্বতন্ত্রখ্যান-
কাময়া। তথাপি তে জগন্নাথ নাস্তো লকো মহে-
শ্বর। ৪০। অনন্তরূপিণে তৃত্যং দেবদেব নমো-
হস্ত তে। নমো বেদরহস্যায় নমো বেদৈঃ স্ততায়
চ। ৪১। শ্রাশানরতিনিভ্যায় নমো গগনচারিণে।
জ্যেষ্ঠসামরহস্যায় শতরুদ্রপ্রিয়ায় চ। ৪২। নমো
বৃষভভাক্ষায় যজুর্বেদধরায় চ। ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংলয়-
মালিনে গগনাস্বনে। ৪৩। মণিচিজিতকণ্ঠায় নমঃ
সর্বার্থসিদ্ধয়ে। নমো দেবশ্বরূপায় দ্বিজসিদ্ধি-
প্রিয়ায় চ। ৪৪। পুংস্ত্রীবিহাররূপায় নমঃস্ত্রী-
ধারিণে। নমোহরয়ে সহোমায় আদিত্যববরূপায় চ।
৪৫। পৃথিব্যে চান্তরিক্ষায় বায়বে দৌকিতায় চ।
সংযোগায় বিয়োগায় ধাত্রে কর্ণেহপহারিণে। ৪৬।
প্রদীপশূলহস্তায় ব্রহ্মদণ্ডধরায় চ। নমঃ পতীনাং
পতয়ে মহতাং পতয়ে নমঃ। ৪৭। নমঃ কালারিক্ণায়
সপ্তলোকনিবাসিনে। অং গতিঃ সর্বভূতানাং ভূতানাং

বিস্মিতচিত্তে কৃতাজ্জলিকরে মধুরবচনে কহিলেন,—
হে জগন্নাথ! আমি শত-সহস্র-কোটি জন্ম মনে
প্রাণে আপনায় সেবা করিয়াছি; আপনায় বদন-
কমলের নিরন্তর ধ্যান-কামনায় আমি আপনায়
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছি; পরন্তু হে মহেশ্বর! তথাপি
আপনায় অন্ত বুঝিতে পরিলাম না। ২৩—৪০। হে
দেবদেব! আপনি অনন্তরূপ; আপনাকে নমস্কার।
আপনি বেদরহস্য, আপনাকে নমস্কার। বেদান্ত
আপনাকে নমস্কার। শ্রাশানক্রীড়ানরত আপ-
নাকে নমস্কার। গগনচারী আপনাকে নমস্কার।
জ্যেষ্ঠসামরহস্য আপনাকে নমস্কার। শতরুদ্র-
প্রিয় আপনাকে নমস্কার। বৃষভাঙ্কন আপনাকে
নমস্কার। যজুর্বেদধর আপনাকে নমস্কার। কোটি
ব্রহ্মাণ্ডসংলয় মালাধারী গগনাস্রা আপনাকে
নমস্কার। মণিচিজিতকণ্ঠ, সর্বার্থসিদ্ধিদ আপ-
নাকে নমস্কার। বেদশ্বরূপ ও দ্বিজসিদ্ধিপ্রিয় আপ-
নাকে নমস্কার। বিহার দ্বারা স্ত্রী পুরুষরূপী ও
চন্দ্রধণ্ডধর আপনাকে নমস্কার। আপনি উমা-
সহায় এবং আপনি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ,
পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, বায়ু, যজ্ঞমান, সংযোগ, বিয়োগ,
ধাতা, কর্তা, অপহর্তা, দীপ্ত-শূলহস্ত ও ব্রহ্মদণ্ডধর;
আপনাকে নমস্কার। আপনি পতিসকলের পতি,
এবং মহৎসকলেরও পতি, আপনাকে নমস্কার।

পতয়ে নমঃ ॥ ৪৮ ॥ নমস্তে ভগবন্ কদ নমস্তে
ভগবৎশিব । নমস্তে পরতঃ শ্রেষ্ঠ নমস্তে পরতঃ পর ।
৪৯ ॥ জিহ্বাচাপল্যভাবেন খেদিতোহসি ময়া প্রভো ।
তৎকল্যেবাং মহেশান জ্ঞানদেব্যা নমোহস্ত তে ॥ ৫০ ॥
ঈশ্বর উবাচ । মমোৎসঙ্গস্থিতা দেবি কিং ত্বং
সাশ্রবিলেক্ষণা । অদ্যাপি কিমপূর্ণং তে তৎসৰ্বং
করবাণাহম্ ॥ ৫১ ॥ বরং ব্রবীহি ভদ্রং তে স্তবে-
নানেন সূত্রতে । দদামি তে ন সন্দেহঃ শোকং ত্যজ
মহেশ্বরি ॥ ৫২ ॥ নিকলে সকলে দেবি স্থলে স্তম্বে
চরাচরে । ন তৎপশ্যামি দেবেশি যদ্বয়া রহিতং
ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ অহং তে হৃদয়ে গৌরি ত্বং চ মে
হৃদি সংস্থিতা । অহং ভ্রাতা চ পুত্রস্ত বন্ধুভর্তা তথৈব
চ ॥ ৫৪ ॥ ত্বং তু মে ভগিনী ভাৰ্য্যা হুহিতা বান্ধবী
সুখা । অহং যজ্ঞপতির্ভজা ত্বং চ ব্রহ্মা সদক্ষিণা ।
৫৫ ॥ ওঙ্কারোহহং বষট্কারঃ সামাহমৃগযজুস্তথা ।
অহমগ্নিঃ হোতা চ যজমানস্তথৈব চ ॥ ৫৬ ॥ অধ্বৰ্যু-

আপনি সপ্তলোকনিবাসী ও কালাগ্নি কদ্র, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনিই সর্বভূতের পতি ও
ভূতচয়ের পতি, আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন্
কদ্র ! আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন্ শিব !
আপনাকে নমস্কার । আপনি পর সকলের পর
এবং শ্রেষ্ঠসমূহেরও শ্রেষ্ঠ । প্রভো ! আমি
জিহ্বাচাপল্যবশে আপনাকে ক্রিষ্ট করিলাম ; হে
মহেশান ! আপনি তাহা ক্ষমা করুন , হে জ্ঞান-
নন্দ ! আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৯—৫০ ॥ ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি ! তুমি তো আমার অঙ্গে অবস্থিত
তবে কিজন্ত তোমার লোচনযুগল অশ্রাবিল হই-
য়াছে ? অদ্যাপি তোমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ রহি-
য়াছে ?—আমি তাহা সমস্তই পূরণ করিয়া দিব ।
অগ্নি সূত্রতে ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি বর
প্রার্থনা কর, তোমার এই স্তবে আমি সন্তুষ্ট হই-
য়াছি ; মহেশ্বরি ! তোমার প্রার্থিত বিষয় আমি
প্রদান করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি শোক
ত্যাগ কর । হে দেবেশি ! এই নিকল-স-কল-স্থল-
স্থল চরাচরমধ্যে এমন কিছু নাই, যাহাতে তুমি
নাই । গৌরি ! আমি তোমার হৃদয়ে নিয়ত
অবস্থিত, আর তুমিও আমার হৃদয়ে অবস্থিতা ।
আমি তোমার ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু ও ভর্তা ; আর
তুমিও আমার ভগিনী, ভাৰ্য্যা, কন্যা, সুখা ও
সখী । আমি যজ্ঞপতি, তুমি দক্ষিণা, আমি যজ্ঞ
আর তুমি ব্রহ্মা । আমি ওঙ্কার, বষট্কার, সাম,

রহমৃগাতা ব্রহ্মাহং বন্ধবিস্তথা । ত্বং তু দেব্যরগী
চৈব পত্নী তু পরিকীৰ্ত্তাসে ॥ ৫৭ ॥ শ্রীহা স্বধা চ
সুশ্রোণি অগ্নি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । অহমিত্তো মহাযজ্ঞঃ
পূৰ্বো যজ্ঞস্বমুচ্যাসে ॥ ৫৮ ॥ পুরুষোহহং বরারোহে
প্রকৃতিস্বঃ নিগদ্যাসে । অহং বিশ্বস্বর্গাবীৰ্য্যস্বঃ
লক্ষ্মীলোকভাবিনী ॥ ৫৯ ॥ অহমিত্তো মহাতেজাঃ
প্রাচী ত্বং পরমেশ্বরী । প্রজাপতীনাং রূপেণ সৰ্ব-
মাহং ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬০ ॥ তেবাং যা নায়িকাস্তাং
রূপৈস্তৈস্তৈরবস্থিতা । দিবসোহহং মহাদেবি রজনী
ত্বং নিগদ্যাসে ॥ ৬১ ॥ নিমেষোহহং মুহূৰ্ত্ত চ
কলা সন্ধিরেব চ । অহং তেজোহধিকঃ সূর্য্যস্বঃ তু
সন্ধ্যা প্রকীৰ্ত্তাসে ॥ ৬২ ॥ অহং বীজধরঃ শ্রেষ্ঠস্বঃ তু
ক্ষেত্রঃ বরাননে । অহং বনস্পতিঃ প্রক্ষিপ্তঃ বনস্পতি-
কচ্যাসে ॥ ৬৩ ॥ শেষরূপধরো নিত্যো কণামণিভূ-
ষিতঃ । রেবতী ত্বং বিশালাক্ষি মদবিভ্রমলোচনা ॥ ৬৪ ॥
মোক্ষোহহং সৰ্বভূতানাং ত্বং তু দেবি পরা গতিঃ ।
অপাং পতিরহং ভদ্রে ত্বং তু দেবি সরিষরা ॥ ৬৫ ॥
বড়বাগিরহং ভদ্রে ত্বং তু দীপ্তিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । প্রজা-
পতিরহং কৰ্ত্তা ত্বং প্রজা প্রকৃতিস্তথা ॥ ৬৬ ॥ নাগা-

ধ্বৰ্যুঃ, অগ্নি, হোতা, যজমান, অধ্বৰ্যু, উদ্গাতা,
ব্রহ্মা ও ব্রহ্মবিৎ ; আর হে দেবি ! তুমি অরগী,
পত্নী শ্রীহা ও স্বধা । অগ্নি সুশ্রোণি ! তোমাতে
এই সমস্তই প্রতিষ্ঠিত । আমিই অতীষ্ট মহাযজ্ঞ,
পরন্তু তুমি পূর্বযজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক ।
অগ্নি বরারোহে ! আমি পুরুষ আর তুমিই প্রকৃতি
বলিয়া কথিত হও । আমিই মহাবীৰ্য্য বিশ্ব, আর
তুমি লোকস্থিতিবিধায়িনী লক্ষ্মী । আমি মহাতেজা
ইন্দ্র, আর তুমি পরমেশ্বরী শশী । আমি সমস্ত
প্রজাপতিরূপী, আর তুমি তাঁহাদিগের পত্নীগণের
রূপে বর্তমানা । মহাদেবি ! আমি দিবস, আর
তুমি রাত্রি ! আমি নিমেষ, তুমি কলা ; আমি মুহূৰ্ত্ত,
আর তুমি সন্ধি ; আমি অতি তেজস্বী সূর্য্য, আর
তুমি সন্ধ্যা বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাক । অগ্নি
বরাননে ! আমি শ্রেষ্ঠ বীজধরূপ, আর তুমি ক্ষেত্র ;
আমি প্রক্ষিপ্তরূপী, আর তুমি বনস্পতিরূপিনী
অগ্নি নিত্যো । বিশালাক্ষি ! আমি কণামণিভূষিত
শেষ নাগ, আর তুমি মদবিভ্রাস্তনয়না রেবতী ।
আমি সৰ্বভূতের মোক্ষরূপ, আর তুমি পরমগতি-
রূপিনী । ভদ্রে ! আমি সমুদ্র, আর তুমি সরিষরা
গঙ্গা । শুভে ! আমি বাজুবানল আর তুমি দীপ্তি
বলিয়া কীর্তিতা । আমি প্রজাপতি ও কৰ্ত্তা, আর

নামধিপশ্যাহং পাতালতলবাসিনাম্ । অং নাগী-
নাগরাজোহং সহস্রকর্ণভূষিতঃ ॥ ৬৭ ॥ নিশাকর-
ব শ্যাহং শ্রেষ্ঠা অং বরজনীকরী । কামোহং কামদো
দেবি অং রতিঃ স্মৃতিরেব চ ॥ ৬৮ ॥ তুর্কাসাশ্যাপ্যাহং
ভদ্রে অং ক্ষমা সমচারিণী । লোভমোহতপশ্যাহং
অং তৃষ্ণা তামসী স্মৃতা ॥ ৬৯ ॥ ককুদ্যান বৃষভশ্যাহং
যোগমাতা তপস্বিনী । বায়ুরপ্যহমব্যাক্তস্বং গতি-
র্ননস্বদনৌ ॥ ৭০ ॥ অহং মোচয়িতা লোভে নিশ্চয়মা
অং যশস্বিনি । নয়োহং সর্ষকার্যো বৃ নীতিস্বং
কমলেক্ষণা ॥ ৭১ ॥ অহমগ্নঃ চ ভোক্তা চ ওষধী অং
নিগদ্যসে । অহমগ্নিচ ধুমশ্চ ত্রুমুখা জালমেব চ ॥
৭২ ॥ অহং সংবর্তকো মেঘস্বং চ ধারা হনেকশঃ ।
অহং মুনীনাং রূপেণ অং তংপত্নী প্রকীর্তিতা ॥ ৭৩ ॥
অহং সংসারকর্তা বৈ অং তু সৃষ্টিবরাননে । অহং
শুক্লাস্থিরোমণি অং মজ্জা বলমেব চ ॥ ৭৪ ॥
পর্জন্মোহং মহাভাগে অং রুষ্টিঃ পরমেশ্বর । অহং
সংবৎসরো দেবি ত্রুমুখঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৭৫ ॥ অহং
রুতযুগো দেবি অং তু ত্রেতা নিগদ্যসে । যুগোহং
দ্বাপরঃ ক্রীমান্ধ্রঃ কলিঃ পরমেশ্বর ॥ ৭৬ ॥ আকাশ-

শ্যাপ্যাহং ভদ্রে পৃথিবী বমিহোচ্যসে । অহমদৃশ্য
মূর্ত্তিচ দৃশ্যমূর্ত্তিস্বচ্যসে ॥ ৭৭ ॥ বরদোহং বরা-
রোহে মন্ত্রস্বমিতি গোচ্যসে । অহং দ্রষ্টা চ শ্রোতা
চ অং দৃশ্তা শ্রুতিরেব চ ॥ ৭৮ ॥ অহং বক্তা রময়িতা
অং বাচ্য পরমেশ্বর । অহং শ্রোতা চ গাতা চ অং
গীতির্গেয়মেব চ ॥ ৭৯ ॥ অহং ভ্রাতা চ গন্ধশ্চ অং তু
নিদ্রাণমেব চ । অহং স্পর্শয়িতা কর্তা স্পর্শস্বং সৃষ্টি-
মেব চ ॥ ৮০ ॥ অহং সর্ষমিদং ভূতং অং তু দেবি ন
সংশয়ঃ । শ্রষ্টাঃ তব দেবেশি অং সৃজন্তবিলং জগৎ ॥
৮১ ॥ ত্রয়া ময়া চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ ।
একধা দশধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ৮২ ॥ ঐশ্বর্যেণ
তু সংযুক্তো সর্ষপ্রাণিব্যবহিতো । অহং অং চ
বিশালাক্ষি সততং সম্প্রতিষ্ঠিতো ॥ ৮৩ ॥ ক্রৌড়ামি
ক্রৌড়য়া দেবি ত্রয়া সাক্ষং বরাননে । অং ধৃতিধারিণী
লক্ষ্মীঃ কান্তা মৎপ্রকৃতিকরম্ ॥ ৮৪ ॥ রতিঃ স্মৃতিঃ
কামচারী মম চাক্রনিবাসিনী । দেবি কিং বহুনোক্তেন
প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ॥ ৮৫ ॥ বরং বরয় দেবেশি

যুগরূপা । ভদ্রে পরমেশ্বর ! আমি আকাশ আর
তুমি পৃথিবী ; আমি অদৃশ্যমূর্ত্তি, আর তুমি দৃশ্য-
মূর্ত্তি । বরারোহে ! আমি বরদাতা ইষ্টদেব,
আর তুমি মন্ত্রস্বরূপা । আমি দ্রষ্টা ও শ্রোতা ;
আর তুমি দৃশ্য ও শ্রুতিরূপিণী । অগ্নি পরমেশ্বর !
আমি জীতিসাধক বক্তা, আর তুমি বাচ্য । আমি
শ্রোতা ও গাতা, আর তুমি গীতি ও গেয়রূপা ।
আমি ভ্রাতা ও গন্ধ, তুমি ভ্রাণেন্দ্রিয় ; আমি
স্পর্শয়িতা, তুমি স্পৃশ্য ; আমি সৃষ্টিকর্তা, তুমি
সৃষ্টপদার্থ ; হে দেবি ! এই চরাচর সমস্তই
আমি পরন্তু সেই আমিও তুমিই । ইহাতে
সংশয় নাই । তুমিই এই অখিল জগৎ সৃষ্টি
কর, কিন্তু আমি তোমারও শ্রষ্টা । অগ্নি
দেবেশি ! আমি ও তুমি—আমাদিগের হৃজন দ্বারা
এই জগৎ একধা, দশধা, শতধা, সহস্রধা, ওত-
প্রেত ; আমরা উভয়েই ঐশ্বর্যশালী ; ঐশ্বর্য-
প্রভাবে আমরা সর্ষ-প্রাণীতেই বিরাজিত । অগ্নি
বিশালাক্ষি ! জগতে কেবল আমি ও তুমিই সতত
সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি । বরাননে ! আমি তোমারই
সহিত ক্রৌড়া করিয়া থাকি । তুমিই ধৃতি, ধারিণী,
লক্ষ্মী, এবং মদৌয় চির বিরাজমানা কমলীয়া প্রকৃতি ।
দেবি ! তুমিই রতি, স্মৃতি, ও মদঙ্গবাসিনী কাম-
চারিণী । দেবি ! অধিক বলিয়া কল কি ?—তুমি
আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তমা । অগ্নি দেবেশি !

তুমি প্রজা ও প্রকৃতি । আমি পাতালতলবাসী
নাগগণের অধিপতি সহস্রকর্ণভূষিত নাগরাজ আর
তুমিই নাগপত্নী । আমি নিশাকরবর আর তুমি
শ্রেষ্ঠা নিশাকরী । অগ্নি দেবি ! আমি কাম ও কামদ,
আর তুমি রতি ও স্মৃতি । ভদ্রে ! আমি তুর্কাসা
আর তুমি সমচারিণী ক্ষমা । আমি লোভ-মোহজ
তপস্থা আর তুমি তামসী তৃষ্ণা । আমি ককুদ্যান
বৃষভ, আর তুমি তপস্বিনী যোগমায়া । আমি বায়ু,
ও অব্যক্ত, তুমি গতি ও মনোনাশিনী । আমি
লোভবিমোচক আর তুমি যশস্বিনী নিশ্চলতা ।
আমি সর্ষকার্যো লয়স্বরূপ আর তুমি কমলেক্ষণা
নীতি । আমি অগ্ন এবং আমিই ভোক্তা আর
তুমি ওষধি বলিয়া কীর্তিতা । আমি অগ্নি ও ধুম
আর তুমি উষ্মা ও শিখা । আমি সংবর্তক মেঘ
আর তুমি তাহার বহলা ধারা । আমি মুনিগণ-
রূপী আর তুমি ঈহাদিগের পত্নী । আমি সংসার-
কর্তা আর হে বরাননে ! তুমিই সৃষ্টি । আমি
ওক্ত, অস্থি ও রোম, আর তুমি মজ্জা ও বলস্বরূপা ।
অগ্নি মহাভাগে, পরমেশ্বর ! আমি জলধর আর
তুমি রুষ্টি । দেবি ! আমি সংবৎসর, আর তুমি
ঋতু বলিয়া পরিকীর্তিতা । আমি সত্যযুগ, তুমি
ত্রেতা ; আমি ক্রীমান্ধ্র দ্বাপরযুগ, আর তুমি কলি-

যৎকিঞ্চিদনসি স্থিতম্ । তন্ত্বে দদামি তুষ্টোহং
যস্যপি ত্বাং সুহৃদভ্যম্ । ৮৬ । দেবাবাচ । ধন্তাং
কৃতপুণ্যাহং তপঃ সুচরিতং মম । যযয়াং জগ-
ন্নাথ হর্ষদৃষ্ট্যাংবলোকিতা । ৮৭ । যদি তুষ্টোহসি
মে দেব বরং দাতুং যমেচ্ছসি । তন্মে কথয় দেবেশ
সাম্প্রতং তীর্থবিস্তরম্ । ৮৮ । পৃথিব্যাং যানি
তীর্থানি পাণ্ডরানি শিবানি চ । তানি দেবেশ
কাংক্ষেন যথাবদ্বক্তুমর্হসি । ৮৯ । ঈশ্বর উবাচ ।
শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তীর্থমাশ্রম্যমুত্তমম্ । সর্ষপা-
পহরং নৃণাং পুণ্যং দেবর্ষিসংকৃতম্ । ৯০ । তীর্থানাং
দর্শনং শ্রেষ্ঠং স্নানং চৈব সুরেশ্বর । অবশং চ প্রশং-
সন্তি সৈদব ঋষিসত্তমাঃ । ৯১ । পৃথিব্যাং নৈমিষঃ
তীর্থমন্তরিক্ষে চ পুঙ্করম্ । কেদারঃ চ প্রয়াগং চ
বিপাশা চোশ্বিলা তথা । ৯২ । কর্ণবেণা মহাদেবী
চন্দ্রভাগা সরস্বতী । গঙ্গাসাগরসন্তেদন্তথা বারা-
ণসী শুভা । ৯৩ । অর্ঘ্যতীর্থং সমাখ্যাতং গঙ্গাদ্বারং
তথৈব চ । হিমস্থানং মহাতীর্থং তথা মায়াপুরী
শুভা । শতভদ্রা মহাভাগা সিন্ধুশ্চৈব মহানদী ।

ঐরাবতী চ কপিলা শোণশ্চৈব মহানদঃ । ৯৪ ।
পদ্মোদধিঃ কৌশিকী তদন্তথা গোদাবরী শুভা ।
দেবখাতং গয়া চৈব তথা দ্বারাবতী শুভা । ৯৫ ।
প্রভাসং চ মহাতীর্থং সর্ষপাতকনাশনম্ । ৯৬ ।
এবমাদোনি তীর্থানি যানি সন্তি মহৌতলে ।
তানি দৃষ্ট্বা চ দেবেশি পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে । ৯৭ ।
তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ তীর্থানামিহ তুতলে ।
সম্ভ্রাতানি পবিত্রানি সর্ষপাপহরাণি চ । ৯৮ । গন্ত-
ব্যানি মহাদেবি স্বধর্ম্মস্ত বিবুদ্ধয়ে । অশক্যানি
শিবান্তেবঃ গন্তং চৈব সুরেশ্বর । মনসা তানি
সর্ষাণি গন্তব্যানি সমাহিতৈঃ । ১০০ । দেবাবাচ ।
ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্ষে সর্ষোপজবসঙ্কলাঃ । অগ্নায়ুষঃ
সদা বদ্ধা ব্যামোহৈর্হন্দিরোদ্ভবৈঃ । ১০১ । ত্রেতায়াং
দ্বাপরে চৈব কিং বৈ দাক্ষে কলৌ । তস্মান্তেষাং
হিতার্থায় ততীর্থং ত্বং প্রকীর্তয় । যৈঃ দৃষ্টেন
সর্ষেয়াং তীর্থানাং লভ্যতে কলম্ । ১০২ । এব-
মুত্তম পার্শ্বত্যা প্রংস্ত পরমেশ্বরঃ । উবাচ পরয়া
শ্রীত্যা বাচা মধুরয়া প্রভুঃ । ১০৩ । ঈশ্বর উবাচ ।

তুমি অভিশাস্তরূপ বর প্রার্থনা কর, তাহা সুদুর্লভ
হইলেও আমি পরিতুষ্টমনে তাহাই প্রদান করিব ।
৫১—৮৬ । দেবী কহিলেন, হে জগন্নাথ ! আপনি যে
প্রদত্ত নয়নে আমাকে অবলোকন করিলেন, ইহাতে
আমি ধন্তা হইলাম ; পূর্বে যে উত্তম তপশ্চরণ ও
প্রকৃত পুণ্যার্জন করিয়াছি, তাহা বুঝিলাম । হে
দেবেশ ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া আমাকে বর-
দানে অভিশাস্ত হইয়া থাকেন, তবে হে দেববর !
সম্প্রতি আমার নিকট তীর্থসমূহের বিস্তার বিবরণ
বলুন । তুতলে যে সকল পাপহর ও শুভকর তীর্থ
আছে, হে দেবেশ্বর ! যথাযথ সম্পূর্ণরূপে তৎ-
সমস্তের বর্ণন করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—নয়-
গণের সর্ষপাপহর, পুণ্যকর ও দেবর্ষিসমর্চিত
উত্তম তীর্থমাশ্রম্য বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর
অগ্নি সুরেশ্বর ! ঋষিসত্তমগণ বলেন যে,
তীর্থ সকলের দর্শন ও তাহাতে স্নানই শ্রেষ্ঠ ;
আর তীর্থের মাশ্রম্যশ্রবণও সর্ষকালেই প্রশং-
সার্য । নৈমিষারণ্য পৃথিবীতেই পুণ্য তীর্থরূপে
গণ্য ; পরন্তু পুঙ্করতীর্থ তৎসমস্তের আকাশেও
পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনীয় । এই দুই তীর্থ এবং
কেদার, প্রয়াগ, বিপাশা, উশ্বিলা, কর্ণবেণা,
মহাদেবী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম,
শুভা বারাণসী, বিখ্যাত অর্ঘ্যতীর্থ, গঙ্গাদ্বার, মহা-

তীর্থ হিমস্থান, শুভা মায়াপুরী, মহাভাগা শত-
ভদ্রা, মহানদী সিন্ধু, ঐরাবতী, কপিলা, মহানদ
শোণ, সাগর, কৌশিকী, শুভা গোদাবরী, দেব-
খাত, গয়া, শুভা দ্বারাবতী, ও সর্ষপাতকনাশক
মহাতীর্থ প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ মহৌতলে
বিরাজমান, হে দেবেশ ! তৎসমস্তের দর্শনে
পুনর্জন্ম হয় না । এই তুতলে সর্ষপাপহর, পবিত্র,
সাক্ষি ত্রিকোটি তীর্থ জন্মিয়াছে, স্বধর্ম্মবুদ্ধি কাম-
নায় তৎসমস্ত তীর্থে যাওয়া কর্তব্য ; পরন্তু
অগ্নি সুরেশ্বর ! যে সমস্ত শুভকর তীর্থে যাওয়া
অসাধ্য, সমাহিতভাবে মনে মনেই তৎসমস্ত তীর্থ-
সেবা করিবে । ৮৭-১০০ । দেবী কহিলেন,—ভগবন !
প্রাণিগণ সকলেইতো হ্রেনায় ও দ্বাপর যুগে
ক্রমে ক্রমে অগ্নায়ু, বিব। উপজবে সমাক্রান্ত,
ও বিষ্ণু মদব্যাকুল হইয়া সংসারে একান্ত
খাবদ্ধ হইয়া পড়িবে । কলিকালে যে তাহা-
দিগের কি দশা ঘটিবে, তাহা আর কি বলিব ?
অতএব তাহাদিগের হিতবিধানার্থ আপনি
এমন একটা তীর্থের কীর্তন করুন,—যাহা
দেখিলে সর্ষ তীর্থ দর্শনের কল লাভ হয় ।
পার্বতী এই কথা কহিলে প্রভু পরমেশ্বর
পরম শ্রীতিসরকারে মধুর বাক্যে কহিলেন,—

যমেব হি চরাঃ প্রাণাঃ সর্বস্ত জগতোহরগিঃ । যথা
বিরহিতো দেবি মুহূর্তমপি নোৎসহে ॥ ১০৪ ॥
শিবস্ত চ তথা শক্তেরন্তরং নাস্তি পার্শ্বতি । ন
তদন্তি মহাদেবি যত্র জানাসি শোভনে ॥ ১০৫ ॥
যথা বিনাৎ ন কাস্মি ন ত্বং দেবি যথা বিনা । চন্দ্র-
চন্দ্রিকয়োর্থদগ্নেয়ককস্বমেব হি ॥ ১০৬ ॥ তব দেবি
যমাপি নাস্তি চৈবান্তরং প্রিয়ে । সর্বং চৈব সুরে-
শানি যথাবৎ কথয়াম্যহম্ ॥ ১০৭ ॥ রহস্তানাং
রহস্তং তু গোপনীয়ং প্রযত্ততঃ । নাস্তিকায় ন
দাতব্যং ন চ পাপরতায় চ ॥ ১০৮ ॥ দাতব্যং
ভক্তিমুক্তায় অশিষ্যায় সূতায় বা । পূৰ্বমেব ময়া-
খ্যাতং সারাৎ সারতরং প্রিয়ে ॥ ১০৯ ॥ তীর্থোপ-
নিষদঃ খ্যাতা লিঙ্গোপনিষদস্তথা । যোগোপনিষদো
দেবি পূৰ্বং বৈ কথিতাস্তব ॥ ১১০ ॥ পার্শ্বত্যাচ ।
ক্লেশেনাপি ন সিধ্যন্তি কাঙ্ক্ষমাণাঃ পরং পদম্ ।
যোনীভ্রমন্তো দৃষ্টান্তে নরা নাস্তিকবৃত্তয়ঃ ॥ ১১১ ॥
তীর্থব্রতানি সেবন্তে প্রত্যয়ো নৈব জায়তে । মোহিতঃ
তু জগৎ পূৰ্বং মিথ্যাজ্ঞানেন শঙ্কর ॥ ১১২ ॥ কিং

দেবি ! তুমিই এই সমগ্র জগতের অরণিরূপিণী ;
তুমিই আমার বহিস্তর প্রাণ ; তোমা ব্যতীত
আমি মুহূর্তকালও জীবন ধারণে উৎসাহ করি
না । পার্শ্বতি ! শিবে ও শক্তিতে কিছুমাত্র
ভেদ নাই ; অগ্নি শোভনে মহাদেবি ! এমন কিছু
নাই, যাহা তুমি জান না । তোমা ভিন্ন আমি
কোথায়ও নাই, আর আমি ভিন্নও তুমি কোথাপি
নাই । প্রিয়ে, মহাদেবি ! চন্দ্রে ও চন্দ্রিকায়,
অগ্নিতে ও উন্মায় যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ
তোমাতে আমাতেও কিছুমাত্র পার্থক্য নাই । সুরে-
শানি ! আমি তোমার নিকট রহস্তেরও রহস্ত,
অতি গোপনীয় তত্ত্বকথা প্রযত্নসহকারে যথাযথ
বলিতেছি । এই তত্ত্ব নাস্তিক, কিম্বা পাপরত
ব্যক্তিকে উপদেশ করা কৰ্ত্তব্য নহে ; পরন্তু ভক্তি-
মান শিষ্য বা পুত্রকেই ইহা উপদেশ করা বিধেয় ।
প্রিয়ে ! আমি তো পূৰ্বেই তোমাকে সারাৎসার-
তর তত্ত্ব বলিয়াছি ; হে দেবি ! তীর্থোপনিষদ,
লিঙ্গোপনিষদ, ও যোগোপনিষদ আমি তোমার
নিকট পূৰ্বেই কীৰ্ত্তন করিয়াছি । পার্শ্বতী কহি-
লেন,—দেখিতে পাই, নাস্তিকাচার জনগণ, নানা-
যোনিতে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে ; কিন্তু তাহারা
পরমপদাকাঙ্ক্ষী হইয়াও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াও
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না । হে শঙ্কর ! সমগ্র ।

তে কলং সুরশ্চেষ্ঠ জগদ্যামোহনে কৃতে ॥ ১১৩ ॥
সারাৎ সারতরং নাথ তব প্রাণপ্রিয়ং হি যৎ । তয়ে
কথয় দেবেশ প্রিয়াৎ যদি তে প্রভো ॥ ১১৪ ॥
ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা জীকণ্ডঃ সুরনায়েকঃ । প্রহন্তো-
বাচ ভগবান্ গন্তীয়ার্থমিদং বচঃ ॥ ১১৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণুধাবহিতা ভূত্বা পৃষ্টোহহং যথুযাধ্বনা ।
নিফলং তৎপ্রবক্ষ্যামি বহুতত্বং যথাহিতম্ ॥ ১১৬ ॥
পূৰ্বমুক্তানি তীর্থানি যানি তে সুরসুন্দরি । ভিন্নঃ
কোটোহর্দ্ধকোটী চ ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ॥ ১১৭ ॥
তেষাঞ্চ গোপিতং তীর্থং প্রভাসকৈব সূত্রেতে ॥
১১৮ ॥ এবমুক্তঃ মহাদেবি প্রভাসঃ কৈতবসুতমম্ ।
দৃষ্ট্বা সংস্কাররহিতাঃ কলৌ পাপেন মোহিতাঃ ॥ ১১৯ ॥
রাজসাস্ত্যামসাস্টৈব পাপোপহতচেতসঃ । পরদার-
পরদ্রব্যাপরহিংসারিতা নরাঃ ॥ ১২০ ॥ উষেগঞ্চ
পরং যাস্তি প্রতপ্যাস্তি যতন্ততঃ । আত্মসন্তাবিতা
মূঢ়া মিথ্যাজ্ঞানেন মোহিতাঃ । বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধং তু
তীর্থে কুরুন্তি যেহমমাঃ ॥ ১২১ ॥ তীর্থযাত্রাঃ

জগৎই মিথ্যাজ্ঞানে মোহিত বলিয়া প্রাণিগণ, তীর্থ-
সেবন ব্রতচরণাদি কার্য্য করিলেও তৎসমস্তে
আত্মা স্থাপন করিতে পারে না । হে সুরবর !
জগতের এরূপ মোহোৎপাদনে আপনার কল কি ?
হে নাথ ! আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে
হে দেবেশ, প্রভো ! যাহা সারাৎসারতর ও যাহা
আপনার প্রাণসম প্রিয়, তাহাই আমার নিকট
বলুন । সুরবর ভগবান্ শঙ্কর, পার্শ্বতী দেবীর
এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া এই গন্তীয়ার্থ
বাক্য কহিতে লাগিলেন । শঙ্কর কহিলেন,—অগ্নি
দেবি ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সেই
নিফল বহুতত্ব যথাযথ বলিতেছি ; তুমি অবধান
সহকারে শ্রবণ কর । সুরসুন্দরি ! আমি তোমার
নিকট পূৰ্বেই বলিয়াছি যে, এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
সার্বত্রিকোটি তীর্থ আছে । অগ্নি সূত্রেতে ! সেই
সকল তীর্থের মধ্যে প্রভাসতীর্থই সুরগোপিত ।
হে মহাদেবি ! সেই প্রভাসই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে
উত্তম । কলিকালে যে সকল পাপমোহিত, সংস্কার-
হীন, পাপোপহতচেতাঃ, রাজস ও তামস মনুষ্য,
তীর্থস্থানে যাইয়া স্থানে স্থানে পরদার পরদ্রব্যাদি
দর্শনে ভক্তদ্বিষয়ক প্রবল আসক্তিবশে পরমোষণে
প্রাপ্ত হয় ; এবং পরহিংসাবুদ্ধিতে ব্যাকুল হইয়া
পড়ে ; যে সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানমোহিত, গর্কিত যুর্থ
অধম মানব দম্ববশে বা কপটতা করিয়া তীর্থযাত্রা

প্রকৃষ্টি দন্তেন কপটেন চ । তীর্থে মৃতান
সিধাস্তি তে নরা বরবর্ণিনি ॥ ১২২ ॥ এতদর্থং ময়া
দেবি তীর্থানি বিবিধানি চ । লিঙ্গানি চৈব স্ত্রোত্রাণি
গোপিতানি প্রযত্নতঃ । ন সিদ্ধিদানি দেবেশি
কলৌ কল্মষকারিণাম্ ॥ ১২৩ ॥ যে নরাস্ত জিত-
ক্রোধা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ । ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া
বৈশ্বাঃ শূদ্রাচ্চাদম্ভমৎসরাঃ ॥ ১২৪ ॥ মদ্বাবভাবিতা
দেবি তীর্থং সেবন্তি স্ত্রবতাঃ । তেষামৈকৈব হিতার্থায়
কথ্যামি যশস্বিনি ॥ ১২৫ ॥ প্রভাসমিতি বিখ্যাতং
ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যবন্দিতম্ । তৎক্ষেত্রং নৈব জানন্তি
মম মায়াবিমোহিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ পরোহং হ্রেক-
চিহ্নৈশ্চ বহুজন্মভিন্নির্জিতঃ । তে বিদন্তি পরং ক্ষেত্রং
প্রভাসং পাপনাশনম্ ॥ ১২৭ ॥ মদ্বাবভাবিতা
দেবি মম ব্রতনিষেধিণঃ । তেষাং প্রভাসিকং ক্ষেত্রং
বিদিতং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২৮ ॥ যমৈশ্চ নিয়মৈর্যুক্তা
অহঙ্কারবিবর্জিতাঃ । তেষামর্থো বদিষ্যামি তব
প্রশ্নং স্পৃহলভম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুশ্রুদেবানাং পুরাণং কথিতং
ময়া ॥ ১২৯ ॥ সোহং দেবি বদিষ্যামি কণং দেহি

করে, কিহা তীর্থস্থানে বর্ণাশ্রমবিকল্প আচরণ করে,
অগ্নি বরবর্ণিনি ! তাহার। তীর্থস্থলে মৃত হইলেও
তীর্থমরণকল প্রাপ্ত হয় না ॥ ১০১—১২২ ॥ অগ্নি
স্ত্রোত্রাণি দেবি ! কলিকালে পাপাচারগণের তীর্থাদি-
সেবায় সিদ্ধিলাভ হয় না বলিয়াই আমি যত্নসহকারে
বিবিধ তীর্থ ও লিঙ্গ গোপিত করিয়া রাখিয়াছি ।
দেবেশি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব বা শূদ্র যে জাতিই
হউক না কেন, যাহারা মাৎসর্যহীন, দম্ভশূন্য,
অক্রোধ, নিলোভ, জিতেন্দ্রিয়, নিয়মবান্ ও আমাতে
ভক্তিসম্পন্ন হইয়া তীর্থসেবা করে, হে যশস্বিনি
দেবি ! তাহাদিগের হিতবিধানার্থ এই গুপ্ততত্ত্ব
ব্যক্ত করিতেছি । প্রভাস নামে বিখ্যাত ক্ষেত্র
ত্রৈলোক্যেরই বন্দিত । কিন্তু মদীয় মায়ায় বিমো-
হিত জনগণ সেই ক্ষেত্র পরিজ্ঞাত নহে । যাহারা
একাগ্রমনে বহু জন্ম যাবৎ আমার অর্চনা করে,
তাহারাই উক্ত পাপহর প্রভাসাখ্য পরম ক্ষেত্র
প্রাপ্ত হয় । দেবি ! যাহারা আমাতে একান্ত
ভক্তিসম্পন্ন এবং মদীয় ব্রতচরণপরায়ণ, তাহা-
র। উক্ত প্রভাস ক্ষেত্র বিদিত হইতে পারে ; এ
বিষয়ে সংশয় নাই । যাহারা যম-নিয়মযুক্ত ও
অহঙ্কারহীন, তাহাদিগের জন্মই আমি তোমার
স্পৃহলভ প্রশ্নের সহস্র বর্ণিত হইতেছি । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
শক্তাদি দেবগণের নিমিত্ত আমি পূর্বে পুরাণবৃত্তান্ত

বরাননে । পৃথিব্যামপি সর্বৈবাং তীর্থানাং সুর-
সুন্দরি ॥ ১৩০ ॥ একং মে বল্লভং তত্র প্রভাসং ক্ষেত্র-
মুত্তমম্ । তস্মিন্শৈব মহাক্ষেত্রে তীর্থৈঃ সোমেন
পূজিতঃ । বরাংস্তস্মৈ প্রদায়াথ সর্দৈকাস্তে স্থিতো
হহম্ ॥ ১৩১ ॥ তেন গুহ্যং কৃতং স্থানং তব দেবি
প্রকাশিতম্ । তত্র মে যোগযুক্তস্ত দিব্যং লিঙ্গং
বভূব হ ॥ ১৩২ ॥ দিব্যতেজঃসমাযুক্তং বহ্নিমৈখল-
মণ্ডিতম্ । লক্ষ্মাত্তস্থিতং শান্তং হুর্নিরীক্ষ্যং
তু মানবৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াখ্যাস্ত
তিশ্রোবৈ শক্তয়শ্চ যাঃ । তস্মাল্লক্ষ্যং সমুৎপন্ন
জগৎকর্তৃবহেতবে ॥ ১৩৪ ॥ তস্মিন্লিঙ্গে লয়ং
যাতি জগদেতচ্চরাচরম্ । পুনস্তেনৈব সন্তৃতং
দৃশ্যতে সচরাচরম্ ॥ ১৩৫ ॥ গুহ্যং চৈব তু সন্তৃতং
ন কশিষ্যেদ তৎপরম্ । জন্মাত্যাসেন তল্লিঙ্গং
জায়তে ভূবি মানবৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ ক্ষেত্রং প্রভাসিকং
প্রোক্তং ক্ষেত্রজোহং ন সংশয়ঃ । তত্র সোমেশ-
নামাহমস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে ॥ ১৩৭ ॥ মমাংশ-

বর্ণন করিয়াছি ; এক্ষণে তোমার নিকট এই গুপ্ত
তত্ত্ব বলিতেছি ; অগ্নি বরাননে ! তুমি অবধান
সহকারে শ্রবণ কর । হে সুরসুন্দরি ! পৃথিবীতে
যত তীর্থ আছে, তৎসমস্তের মধ্যে একমাত্র প্রভাস
ক্ষেত্রই সর্বোত্তম এবং আমার প্রিয় । সেই মহা-
ক্ষেত্রে অপরাপর তীর্থগণের সহিত চন্দ্র কর্তৃক
পূজিত হইয়া আমি তাহাকে বিবিধ বর প্রদানান্তে
সেখানেই একান্তে যোগাবলম্বনে অবস্থান করিয়া-
ছিলাম ; তজ্জন্মই ঐ স্থান গুপ্তস্থান হইয়াছিল ;
এক্ষণে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ।
দেবি ! আমি যখন যোগাবলম্বনে ছিলাম, তখন
সেখানে একটী দিব্য লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
সেই লিঙ্গ লক্ষ্যোজন সমুন্নত ও দিব্যতেজোযুক্ত,
উহার মেখলাপ্রদেশ বহ্নিমণ্ডিত । উহা শান্ত
হইলেও সাধারণ মনুষ্যাগণের হুর্নিরীক্ষ্য । জগ-
দেনার হেতুভূতা ইচ্ছা জ্ঞান-ক্রিয়ানামা শক্তিরূপ
সেই লিঙ্গ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল । এই
চরাচর জগৎ সেই লিঙ্গেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং
তাহা হইতেই পুনরায় আবির্ভূত হইয়া দৃশ্যমান
হইয়া থাকে । সেই প্রাপ্তভূত মদীয় গুহ্য লিঙ্গের
প্রকৃত তত্ত্ব কেহই সম্যক্ অবগত নহে । মানব-
গণের জন্মজন্মকৃত স্মৃতিকলেই ভূতলে সেই
লিঙ্গ জ্ঞানগোচর হয় । সেই প্রভাস ক্ষেত্রে আমিই
ক্ষেত্রজ, ইহাতে সংশয় নাই । অগ্নি বরাননে !

সম্ভবা যে চ অস্মিন্ ক্ষেত্রে সমুদ্ভবাঃ । তেষাং তু
বিদিতং লিঙ্গং পূর্বকল্পে তু ভৈরবম্ ॥ ১৩৮
অস্তরপি যুগৈর্দেবি ইদং লিঙ্গং সুহৃৎতম্ । ঘোরৈ
কলিযুগে পাপে বিশেষেণ চ দুর্লভম্ ॥ ১৩৯ ॥
অন্তর্নিদর্শনং তত্র তৎ প্রবক্ষ্যামি পার্শ্বতি ॥ ১৪০ ॥
কলৌ যুগে মহাঘোরে হেতুবাদরতা নরাঃ । বদি-
শাস্তি মহাপাপাঃ সর্বৈ পাষণ্ডসংস্থিতাঃ ॥ ১৪১ ॥
মিথ্যা চৈতৎ কৃতং সর্বং মূর্খৈশ্চাপি প্রকীর্তিতম্ ।
ক ক্ষেত্রং ক প্রভাবশ্চ কুত্র বৈ সন্তি দেবতাঃ ॥ ১৪২ ॥
সর্বং চাপি তথালীকং মূঢ়ৈশ্চাপি প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৪৩ ॥
এবং মূর্খা বদিষ্যন্তি প্রহসিষ্যন্তি চাপরে । নারকা
নাস্তিকা লোকাঃ পাপোপহতচেতসঃ । সিদ্ধিং নৈব
প্রাপস্তু সস্ত্রাণ্টে তু কলৌ যুগে ॥ ১৪৪ ॥
তীর্থে
দৈব মূর্তা যে তু শিবনিন্দাপরায়ণাঃ । তির্ধ্যাণ্ড্যোনি-
প্রস্থতাশ্চ দৃষ্টান্তে সর্বয়োনিযু ॥ ১৪৫ ॥
এতস্মাৎকারণা-
দে বৈ তীর্থে চৈব সুহৃৎখিতাঃ । দৃষ্টান্তে যুগমাহাত্ম্যং
সত্যশৌচবিবর্জিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥
ইদং হি কারণং
প্রোক্তং ক্ষেত্রার্থার্থৈব গোপনে । এতন্তে কথিতং

সর্বং সিদ্ধির্ধেন সুহৃৎলভা ॥ ১৪৭ ॥
যুগে যুগে তু
তীর্থানি কীর্তিতানি সুরেশ্বরী । তেষাং মে বল্লভং
দেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমেব চ ॥ ১৪৮ ॥
ইত্যেতৎ
কথিতং দেবি রহস্তং পাপনাশনম্ । ক্ষেত্রবীজং
মহাদেবি কিমন্তং পরিপূচ্ছসি ॥ ১৪৯ ॥
ইদং মহা-
পাতকনাশনং যে, শ্রোয়ান্তি বৈ ক্ষেত্রমহাপ্রভাবম্ ।
তে চাপি যান্তস্তি মম প্রভাবান্নিবিষ্টপং পুণ্যজনাধি-
বাসম্ ॥ ১৫০ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দেবীপ্র-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ । এবং মুনীন্দ্ৰাঃ কথিতে প্রভাবে
শক্তয়েণ তু । পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী কৃতাজ্জলিপুটো
সতী ॥ ১ ॥ দেব্যা বাচ । দেবদেব জগন্নাথ
ক্ষেত্রতীর্থময় প্রভো । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যং বিস্ত-
রাৎ কথয়স্ব মে ॥ ২ ॥ কথং তুব্যসি মর্ত্যানাং
ক্ষেত্রে তত্র বিচেতসাম্ । জপ্তং দন্তং হতং ঘরং

ইহাই কারণ । তোমার নিকট এই আমি সুহৃৎলভ
সিদ্ধির হেতুভূত সমস্ত রহস্তই বর্ণন করিলাম
অগ্নি সুরেশ্বরী ! যুগে যুগে যত তীর্থই কীর্তিত
হউক না, তন্মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রই আমার প্রিয়তম ।
দেবি ! আমি এই যে রহস্ত কীর্তন করিলাম, উহা
পাপনাশক ; অগ্নি মহাদেবি ! অতঃপর তুমি আর
ক্ষেত্রস্বরূপী কোন কথা জিজ্ঞাসিবে ? বাহারা এই
পাপনাশক ও ক্ষেত্রপ্রভাবশূচক কথা শ্রবণ করিবে,
তাহারা আমার মহিমায় পুণ্যজনাধিষ্ঠিত জীবিতপ-
থ্যমে যাইয়া বাস্কারিতে পারিবে । ১৪১—১৫০ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,—হে মুনীন্দ্ৰগণ ! ভগবান
শক্তর এই ভাবে প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন
করিলে দেবী পুনরায় কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি-
লেন । দেবী কহিলেন,—হে ক্ষেত্র-তীর্থময় প্রভু
দেবদেব জগন্নাথ ! আমাকে প্রভাসক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য সাবিস্তর বলুন । আপনি সেই ক্ষেত্রে
অজ্ঞান জনগণের প্রতিও কিজন্ত সন্তুষ্ট হন ?

সেই ক্ষেত্রে আমি সোমেশ নামে বিরাজমান রহি
য়াছি । সেই সুভীষণ লিঙ্গ—পূর্ব কল্পে যাহারা
এই ক্ষেত্রে আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছল,
তাহারাই দর্শন করিয়াছিল ; নতুবা হে দেবি !
অষ্টান্ত যুগে সেই লিঙ্গ সুহৃৎলভ । ঘোর কলিযুগে
হো উহা সর্বশেষ দুর্লভ । দেবি ! সেখানে আর
একটা নিদর্শন আছে, বলিতেছি ॥ ১২৩—১৪০ ॥
ঘোর কলিযুগে সকল লোকই হেতুবাদনিরত, পাষণ্ড
ধর্ম্মাশক্ত, মহাপাপাচারী হইবে । তাহার বলিবে,
“এ সমস্তই মিথ্যা ; মূর্খগণই ঐ সমস্ত মিথ্যা কথায়
বিশ্বাস করে ; নচেৎ তাদৃশ ক্ষেত্রই বা কোথায় ?
আর দেবতাই বা কোথায় ? বস্তুতঃ এতৎসমস্তই
অলীক ; মূঢ় লোকেরাই সেই সকল মিথ্যা
কথায় আস্থা স্থাপন করে ।” মূর্খ পাষণ্ডিগণের
এবদ্বিধ উক্তিতে সাধু জনগণ উপহাস করিবে,
পরন্তু সেই সমস্ত পাপচেতা নাস্তিক নারকীরা এই-
রূপ বিশ্বাসহীন হইয়া কলিযুগে কোন প্রকারেই
সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না । ফলতঃ দেখা
যায়, শিবনিন্দাপরায়ণ জনগণ যদি তীর্থেও প্রাণ-
ত্যাগ করে, তথাপি বিবিধ তির্ধ্যাণ্ড্যোনিতে জন্ম-
গ্রহণ করিয়া থাকে । হে দেবি ! এই জন্তই তীর্থ
ক্ষেত্রেও যুগমাহাত্ম্যবশে সত্যশৌচরহিত সুহৃৎখিত
জনগণ নয়নগোচর হয় । ক্ষেত্রগোপন সহজে

তপস্তপ্তঃ কৃতঞ্চ যৎ । প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে কমা-
তৃত্রাক্ষ্যং ভবেৎ ৷ ৩ ৷ জাত্যন্তরসহশ্রেষু যৎপাপং
পূৰ্ণসঞ্চিতম্ । তৎকথং ক্ষয়মাপ্নোতি তন্মাত্রে
শকর ৷ ৪ ৷ যদি প্রভাসং সৰ্বেষাং তীর্থানাং প্রবরঃ
মতম্ । কিমশৌৰ্বহভিস্তত্র কৰ্ত্তব্যং তীর্থবিস্তরৈঃ ৷
৫ ৷ একং যদি ভবেতীর্থং মনো নিঃশয়ঃ
ভবেৎ । বহুত্রে সতি তীর্থানাং মনো বিচলতে
নৃণাম্ ৷ ৬ ৷ তন্মাৎ সৰ্বং পরিত্যজ্য তীর্থজালং
সবিস্তরম্ । প্রভাসস্তেব মাহাত্ম্যং কথয়ন্ত
সুরেশ্বর ৷ ৭ ৷ ক্ষেত্রপ্রমাণসীমাং চ ক্ষেত্রসারং
হি যৎপ্রভো । বক্তুমৰ্হসি তৎসৰ্বং পরং কৌতুহলং
হি মে ৷ ৮ ৷ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুত্তমম্ । সৰ্বক্ষেত্রেষু যৎক্ষেত্রং
প্রভাসং তু প্রিয়ং মম ৷ ৯ ৷ প্রভাসে তু পরা
সিদ্ধিঃ প্রভাসে তু পরা গতিঃ । যত্র সন্নিহিতো
নিত্যমহং ভদ্রে নিরহরম্ ৷ ১০ ৷ তন্তু প্রমাণং
বক্ষ্যামি সৰ্বসীমাসম্বিতম্ । ক্ষেত্রং তু ত্রিবিধং

প্রোক্তং তত্তে বক্ষ্যাম্যনুক্রমাৎ ৷ ১১ ৷ ক্ষেত্রং
পীঠং গৰ্ভগৃহং প্রভাসন্ত প্রকীৰ্ত্যতে । যথাক্রমং
কলং তন্তু কোটিকোটিগুণং স্মৃতম্ ৷ ১২ ৷ ক্ষেত্রং
তু প্রথমং প্রোক্তং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্ ।
পঞ্চযোজনমানেন ক্ষেত্রপীঠং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ৷ ১৩ ৷
গৰ্ভগৃহং চ গব্যুতিঃ কর্ণিকা সা মম প্রিয়া । ক্ষেত্র-
সীমাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি যথাক্রমম্ ৷ ১৪ ৷
আয়ামব্যাসতশ্চৈব আদিমধ্যান্তসংস্থিতম্ । পূৰ্বে
তপ্তোদকঃ স্বামী পশ্চিমে মাধবঃ স্মৃতঃ ৷ ১৫ ৷
দক্ষিণে সাগরস্তদন্তর্য্য নদ্যন্তরে মতা । এবং
সীমাসমায়ুক্তং ক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনম্ ৷ ১৬ ৷
এতৎ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং সৰ্বপাতকনাশনম্ ।
তন্মধ্যে পীঠিকা প্রোক্তা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা ৷ ১৭ ৷
অক্ষুন্নপরেণৈব বজ্রিণ্যং পূৰ্ব্বতন্তথা । মাহেশ্বর্যা
দক্ষিণতঃ সমুদ্রোত্তরতন্তথা ৷ ১৮ ৷ আয়ামব্যাসত-
শ্চৈব পঞ্চযোজনবিস্তরম্ । পীঠমেতৎ সমাখ্যাত-
মথো গৰ্ভগৃহং শৃণু ৷ ১৯ ৷ দক্ষিণোত্তরতো যাবৎ
সমুদ্রাৎ কোরবেশ্বরী । পূৰ্ব্ণশ্চিমতো যাবৎ
গোমুখাচ্চাৰ্ণমেধিকম্ । এতৎগৰ্ভগৃহং প্রোক্তং

তাহা তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি । ক্ষেত্র,
পীঠ, গৰ্ভগৃহ,—প্রভাস ক্ষেত্রের এই 'ত্রিবিধ'ই
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । ইহাদিগের কল যথাক্রমে
কোটিকোটিগুণ অধিক । প্রথমোল্লিখিত ক্ষেত্রের
পরিমাণ দ্বাদশ যোজন । ক্ষেত্রপীঠের পরিমাণ
পঞ্চ যোজন । গৰ্ভগৃহের পরিমাণ এক গব্যুতি ।
উহা কর্ণিকাস্বরূপ এবং আমার অতীব প্রিয় ।
দেবি! এক্ষণে যথাক্রমে দৈর্ঘ্য-বিস্তারসহ ক্ষেত্র-
সীমা বলিতেছি, শ্রবণ কর । উহার আদি মধ্য-
প্রান্তভাগে যে বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে, তাহাও
বলিতেছি । পূৰ্ব্বদিকে তপ্তোদস্বামী, পশ্চিমে
মাধব দক্ষিণে সাগর আর উত্তরদিকে ভদ্রানদী ।
এই সীমায়ুক্ত প্রভাসক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ
যোজন । ১—১৬ । এই প্রভাসক্ষেত্র সৰ্বপাতক
হারক । ইহার মধ্যে, যে পীঠিকা আছে, তাহার
বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন । ন্যাক্ষুন্ন্যের পশ্চিমে
বজ্রিণীর পূৰ্বে, মাহেশ্বরীর দক্ষিণে এবং সমুদ্রের
উত্তরে উক্ত পীঠিকা গিরাজমান । এই পীঠের
দৈর্ঘ্য-বিস্তারপরিমাণ পঞ্চ যোজন । পীঠের
বর্ণন করিলাম, এক্ষণে গৰ্ভগৃহ বলিতেছি,
শুন । দক্ষিণোত্তর সমুদ্র হইতে কোরবেশ্বরী
পর্যন্ত এবং পূৰ্বপশ্চিমে গোমুখ হইতে অধ-

সেই প্রভাস মহাক্ষেত্রে জপ হোম যাগ দান তপ-
স্তাদি কার্য্য কি নিমিত্ত অক্ষয় কলজনক হয়? হে
শকর! সেই ক্ষেত্রে পূৰ্বে সহস্র সহস্র জন্মের
সঞ্চিত পাপরাশিও কিজন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়?
আমার নিকট তাহা বলুন । প্রভাসক্ষেত্র যদি
সমস্ত তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠই হয়, তবে সেখানে যে
অপরাপর তীর্থ আছে, তৎসমস্তের সেবা করিবার
আর প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ তীর্থ—একটি হইলে
নরগণের মন তাহাতে সংশয়হীন হইয়া নিবৃষ্ট
হইতে পারে, পরন্তু একস্থানে অনেক তীর্থ থাকিলে
মনের চাকল্য হওয়াই সম্ভবপর । অতএব হে সুরে-
শ্বর! আপনি ইতর তীর্থসমূহ ত্বরিহার করিয়া
সেই প্রভাসক্ষেত্রেরই মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন ।
প্রভো! সেই ক্ষেত্রের পরিমাণ, সীমা, এবং
সার পদার্থচয়ের বার্তা সম্পূর্ণরূপে বলুন; আমার
এবিষয়ে শুনিবার জন্ত পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে ।
ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি দেবি! যাহা সমস্ত ক্ষেত্রের
মধ্যে উত্তম এবং যাহা সৰ্বক্ষেত্রাপেক্ষা আমার
প্রিয়, সেই প্রভাসক্ষেত্রের বিবরণ বলিতেছি, তুমি
শ্রবণ কর । তথ্যে; যেখানে আমি নিয়ত নিরন্তর
সন্নিহিত থাকি সেই প্রভাস ক্ষেত্রেই পরমা সিদ্ধি ও
পরমা গতি লাভ হয়; সেই ক্ষেত্রের সমস্ত সীমার
সহিত পরিমাণ বর্ণন করিতেছি । ক্ষেত্রমাত্রেই
তিন প্রকার বলিবা কীৰ্ত্তিত হয় । আমি অল্পক্ৰমে

কৈলাসায়ম্ বনতম্ ॥ ২০ ॥ অত্রাহরে তু দেবেশি
যানি তীর্থানি ভূতলে । বাপীকুপতড়াগানি
দেবভায়তনানি চ ॥ ২১ ॥ সরাসি সরিতশ্চৈব
পশলানি হ্রদাস্থা । তানি মেধ্যানি সর্বাণি সর্ক-
পাপহরাণি চ ॥ ২২ ॥ যত্র তত্র নরঃ স্নাত্বা স্বর্গলোকে
মহীয়তে । ক্ষেত্রস্ত প্রথমো ভাগো মেঘো
মাহেশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয়ো বৈষ্ণবো ভাগো
ব্রহ্মভাগস্তৃতীয়কঃ । তীর্থানাং কোটিরেকা তু ব্রাহ্মে
ভাগে ব্যবস্থিতা ॥ ২৪ ॥ বৈষ্ণবে কোটিরেকা তু
তীর্থানাং বরবর্ণিনি । সার্ককোটিক্স সস্ত্রোক্তা
রুদ্রভাগে চ মধ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ এবং দেবি সমাখ্যাতং
তৎক্ষেত্রং হি জিদ্দৈবতম্ । গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ক্ষেত্রং
মম প্রিয়তরং শুভে ॥ ২৬ ॥ ত্রিষং কোট্যোহর্ক-
কোটিক্স ক্ষেত্রে প্রোক্তা বিভাগতঃ । যাত্রা তু
ত্রিবিধা জেয়া-তাঃ শৃণু বরাননে ॥ ২৭ ॥ রৌদ্রী
তু প্রথমা যাত্রা বৈষ্ণবী চ দ্বিতীয়িকা । ব্রাহ্মী
তৃতীয়া সংখ্যাতা সর্কপাতকনাশিনী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মে
বিভাগে সস্ত্রোক্তা ইচ্ছাশক্তির্করাননে । ক্রিয়া চ
বৈষ্ণবে ভাগে দ্বিতীয়ে তু প্রকীর্তিতা ॥ ২৯ ॥
রৌদ্রে ভাগে তৃতীয়ে তু জ্ঞানশক্তির্করাননে ।
যদিপাপো যদি শঠো যদি নৈকৃতিকো নরঃ ॥ ৩০ ॥

মেধিক তীর্থ পর্য্যন্ত স্থান গর্তগৃহ পদবাচ্য; ইহা
কৈলাস অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর । দেবি !
এই সৌম্যবদ্ধ স্থানের মধ্যে যে সকল বাপী, কুপ,
তড়াগ, সরিৎ, সরোবর, পশল, হ্রদ, দেবায়-
তনাদি আছে, তৎসমস্তই সর্কপাপহর ও পরম
পবিত্র । মনুষ্য, এই সকলের যে কোন স্থলে
স্থান করিলে স্বর্গলোকে সসম্মানে বাস করিতে
পারে । সেই ক্ষেত্রের পবিত্র প্রথম ভাগ মাহে-
শ্বর, দ্বিতীয় ভাগ বৈষ্ণব আর তৃতীয় ভাগ ব্রাহ্ম ।
অগ্নি বরবর্ণিনি ! সেই ব্রাহ্মভাগে এককোটি,
বৈষ্ণবভাগে এককোটি এবং মাহেশ্বর ভাগে সার্ক-
কোটিসংখ্যক তীর্থ বিদ্যমান । শুভে দেবি ! এই
সেই মনুষ্য প্রিয়তর গুহ্যতিগুহ্য জিদ্দৈবত ক্ষেত্রের
বিবরণ বলা হইল । সেই প্রভাস ক্ষেত্রে সমুদায়
সার্কজিকোটা তীর্থ বিভাগানুসারে প্রতিষ্ঠিত আছে ।
উহার যাত্রাও ত্রিবিধ; অগ্নি বরাননে ! তাহার
বিধান বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । প্রথমা যাত্রা—
রৌদ্রী, দ্বিতীয়া বৈষ্ণবী ও তৃতীয়া ব্রাহ্মী; ইহা
সর্কপাতকনাশিনী । অগ্নি বরাননে ! ব্রাহ্ম বিভাগে
ইচ্ছাশক্তি, বৈষ্ণবভাগে ক্রিয়াশক্তি, আর মাহেশ্বর

নিপুঙ্কঃ সর্কপাপেভ্যো মধ্যভাগে বসেদু যঃ ।
হিমবস্তং পরিত্যজ্য পর্বতং গঙ্ঘমাদনম্ ॥ ৩১ ॥
কৈলাসং নিষধকৈব মেকপৃষ্ঠং মহাহুতিম্ । রম্যং
ত্রিশিখরকৈব মানসঞ্চ মহাগিরিম্ ॥ ৩২ ॥ দেবো-
দ্যানানি রম্যাপি নন্দনং বনচোব চ । স্বর্গস্থানানি
রম্যাপি তীর্থাস্থায়তনানি চ । তানি সর্কাণি সন্ত্যজ্য
প্রভাসে তু রতির্মম ॥ ৩৩ ॥ যন্তত্র বসতে দেবি
সংযতাক্ষা সমাহিতঃ । ত্রিকালমপি ভুঞ্জানো বায়ু-
তক্ষসমো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ বিবৈরালোভ্যমানোহপি
যঃ প্রভাসং ন মুঞ্চতি । স মুঞ্চতি জয়াং মৃত্যুং
জয়চক্রমশাশ্বতম্ ॥ ৩৫ ॥ জয়ান্তরশতৈর্দেবি যোগো
বা যদি লভ্যতে । মোক্ষস্ত চ সহস্রৈশ্চ জয়নাং
লভ্যতে ন চ ॥ ৩৬ ॥ প্রভাসে তু মহাদেবি যে
স্থিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ । একেন জয়না তেবাং মোক্ষো
নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রভাসে তু স্থিতা যে বৈ
ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ । মৃত্যুজয়েন সংযুক্তং অপত্তি
শতকুজিয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ কালাগ্নিকুজসারিণ্যে দক্ষিণাং
দিশমাম্রিতাঃ । জ্ঞানং চোৎপদ্যতে তত্র যগ্নাসা-
ভ্যস্তরেণ তু ॥ ৩৯ ॥ শিবস্ত প্রোচ্যতে বেদো নাম-

ভাগে জ্ঞানশক্তি প্রতিষ্ঠিতা । মানব যদি শঠ,
পাপী কিম্বা কৃতঘ্ন ও হৃদয়, তথাপি উক্ত মধ্যভাগে
বাস করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় ।
হিমালয়, গঙ্ঘমাদন, কৈলাস, নিষধ, মহাহুতি-মেক-
পৃষ্ঠ, রম্য ত্রিশিখর, মহাগিরি মানস, রম্য দেবোদ্যান
সকল, নন্দনকানন, মনোরম স্বর্গস্থানসমূহ, এবং
অপরাপর যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, তৎ-
সমস্ত অপেক্ষাও আমার জই প্রভাস ক্ষেত্রেই সম-
ধিক প্রীতি ॥ ৩১—৩৩ ॥ হে দেবি ! সেখানে যে ব্যক্তি
বাস করে, সে যদি ত্রিকালভোজীও হয়, তথাপি
বায়ুভোজী সমাহিত সংযমীর তুল্য গণ্য হয় । যদি
কেহ বিষসমূহে নিপীড়িত হইয়াও প্রভাসক্ষেত্রে
পরিত্যাগ না করে, তাহার জয়া, মৃত্যু ও অনিত্য
সংসারচক্রে নিবৃত্ত হইয়া যায় । দেবি ! যদি শত
শত জয়ান্তরে কোন প্রকারে যোগলাভও হয়,
তথাপি তদনন্তর সংশ্র সংশ্র জয়ে মুক্তিলাভ হয়
কি না সন্দেহ; পরন্তু হে মহাদেবি ! প্রভাসক্ষেত্রে
যাহারা কৃতনিশ্চয় হইয়া বাস করে, তাহাদিগের এক
জয়েই মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই । এই
প্রভাস ক্ষেত্রে কালাগ্নিকুজের সমীপে দক্ষিণদিকে
বাস করত যে সকল ব্রাহ্মণ কঠোর নিয়মাগম
মৃত্যুঞ্জয়প্রকরণের সহিত শতকুজিয় পাঠ করে,

পর্যায়বাচকৈঃ । তস্ম চাক্ষররূপস্ত শতকৃত্বং প্রকী-
ৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ কল্পেষ্বেদাশ্চ পুনঃপুনরাবর্ত্তকাঃ
স্মৃতাঃ । মজ্জাশ্চৈব তথা দেবি মুক্তা তু শতকৃত্ত্বিয়ম্ ॥
৪১ ॥ ঐড্যৈকৈব তু মজ্জেন মায়েব হি যজন্তি যে ।
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সমজ্ঞোহমজ্ঞকো বাপি যন্তত্র বসতে নরঃ । সোহপি
যাং গতিমাপ্নোতি যজ্ঞৈর্দানৈর্ন সাধ্যতে ॥ ৪৩ ॥
অগ্নিন্ ক্ষেত্রে স্বয়মুশ্চ স্থিতঃ সাক্ষ্যমহেশ্বরঃ ।
কুজাণাং কোটয়শ্চৈব প্রভাসে সংব্যবহিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
ধ্যায়মানান্তধোদ্ধারং স্থিতাঃ সোমেশদক্ষিণে ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি স্মৃত্তে ।
সোমেশ্বরঃ গমিষ্যন্তি বৈশাখস্ত চতুর্দশীম্ ॥ ৪৬ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ কামক্রোধৌ তথাপরে । এতে
রক্ষন্তি সততং সোমেশং পাপনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥ ন
স্যা গতিঃ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাধারে ত্রিপুরক্রে । যা
গতির্মিহিতা পুংসাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥
তির্থাগৃহোনিগতাঃ সত্ত্বা যে প্রভাসে কৃতালয়াঃ ।
কালেন নিধনং প্রাপ্তান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্

ছয় মাস মধ্যে তাহাদিগের মুক্তিসাধক তত্ত্বজ্ঞান
সমুৎপন্ন হয় । পর্যায়বাচক নামানুসারে বেদকেই
'শিব' বলা যায়, শতকৃত্ত্বিয় তাঁহারই আক্ষররূপ
বলিয়া কীৰ্ত্তিত । প্রতিকল্পেই সেই বেদসকল
এবং শতকৃত্ত্বিয় ব্যতীত মজ্জা সকল আবর্ত্তিত
হইয়া থাকে । প্রভাসক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়া
যাহারা মজ্জাধারা অভিযোগ্য মদীয় আরাধনা
করে, তাহারা মুক্ত হয়; ইহাতে কোনও সংশয়
নাই । দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে কোন মানব
সেই প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিয়া যেরূপ গতি
প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞদানাদি দ্বারা তাদৃশী গতি লাভ
করা যায় না । এই প্রভাসক্ষেত্রে স্বয়মু মহে-
শ্বর সাক্ষ্যে বিরাজমান; এতদ্বিত্ত কোটি কোটি
কৃত্ত্বও ওদ্ধারধ্যানপরায়ণ হইয়া উক্ত ক্ষেত্রে
সোমেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আছেন ।
অগ্নি স্মৃত্তে ! ব্রহ্মাণ্ডোদরস্থ যাবতীয় তীর্থই
বৈশাখ মাসের চতুর্দশীতে উক্ত সোমেশ্বরের
সমিহিত হইয়া থাকে । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
এবং কামক্রোধাদি ত্রিগুণ সতত সেই পাপহর
সোমেশ্বরকে রক্ষা করিয়া থাকে । কুরুক্ষেত্রে
বা প্রভাসক্ষেত্রে বাস করিয়া যে গতি লাভ করা
যায়, গঙ্গাধারে, কিংবা ত্রিপুরক্রে তীর্থো ও তাদৃশী
গতি লাভ হয় না । প্রভাসক্ষেত্রবাসী তির্থাঙ্ক

৪৯ ॥ তদ্ গুহ্যং দেবদেবস্ত ততীর্থং তত্তপোবনম্ ।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারায়ণপুরোগমাঃ ॥ ৫০ ॥
যোগিনশ্চ তথা সাক্ষ্যা ভগবন্তঃ সনাতনম্ । উপা-
সতে প্রভাসে তু মন্ত্রজ্ঞা যৎপরায়ণাঃ ॥ ৫১ ॥ অষ্টৌ
মাসান্ বিহারঃ স্তাদ্ব্যতীনাং সংযতান্বনাম্ । একে চ
চতুরো মাসানষ্টৌ বা নিয়তং বসেৎ ॥ ৫২ ॥ প্রভাসে
তু প্রবিষ্টানাং বিহারস্ত ন বিদ্যতে । অত্র যোগশ্চ
মোকশ্চ প্রাপ্যতে ত্বর্ণভো নরৈঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্মাৎ
প্রভাসং সন্ত্যজ্য নাত্তদাচ্ছেত্তপোবনম্ । প্রভাসং
যে ন সেবন্তে মুঢ়ান্তে তমসা বৃত্তাঃ ॥ ৫৪ ॥ বিগুহ্ণ-
রেতসাং মধ্যে সন্তবন্তি পুনঃপুনঃ । কামঃ ক্রোধ-
স্তথা লোভো দম্বঃ স্তম্ভোহধ মৎসরঃ ॥ ৫৫ ॥
নিদ্রা তস্মা তথালস্যং পৈশুশ্চমিতি তে দশ । এতে
রক্ষন্তি সততং সোমেশং তীর্থনাশকম্ ॥ ৫৬ ॥ ন
প্রভাসে যুতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিমিযৌ । যাব-
জ্জীবং নরো যন্ত বসতে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি-
হোত্রেণ সন্ন্যাসৈরাত্মনৈশ্চ সুপালিভৈঃ । ত্রিদৈত্বে-

জাতিরাও কালক্রমে দেহ ত্যাগ করিয়া পরম
গতি প্রাপ্ত হয় । এই প্রভাস ক্ষেত্রেই দেবদেব
মহেশ্বরের গুহ্য তীর্থ এবং গোপনীয় তপোবন ।
বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ, যোগিনিচয় এবং সাংখ্য-
জ্ঞানিবর্গ সেই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক
আমাতে ভক্তিমান ও মৎপরায়ণ হইয়া মদীয়
ভাগবতী মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন ১৩৪—৫১।
সংযতান্বা যতিগণের আটমাস কাল বিহার
বিহিত আছে; কেহ কেহ বলেন যে, আটমাস
এক স্থানে অবস্থান এবং চারি মাস মাত্র
বিহার কর্তব্য । পরন্তু প্রভাসপ্রবিষ্ট ব্যক্তির
বিহারে প্রয়োজন নাই; প্রভাসে নরগণের
পক্ষে সেই ত্বর্ণভ যোগ ও মোক্ষ অনায়াসেই
লব্ধ হয়; অতএব প্রভাসক্ষেত্রে পরিহার করিয়া
অপর তপোবনে যাওয়া কর্তব্য নহে । যাহারা
প্রভাসক্ষেত্রের সেবা না করে, সেই সমস্ত তপো-
মুঢ় মানব বারবার মলমুত্রওক্রমধ্যে জগ্ন-
গ্রহণ করিয়া থাকে । কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ব,
স্তম্ভ, মাৎসর্য, নিদ্রা, তস্মা, অালস্য, ও পৈশুশ্চ,—
এই দশটা দোষ সেই তীর্থনাশক সোমেশ্বরকে
সতত রক্ষা করে । মানব যাবজ্জীবন-বাসাধ
কৃতনিশ্চয় হইয়া যদি প্রভাসক্ষেত্রে মরণাপন্ন হয়,
তবে সে যেমন পাতকীই হউক না, [কদাচ নরক-
গামী হয় না । অগ্নিহোতী, সন্ন্যাসী, অপরাধ

রেকদণ্ডে শৈবৈঃ পাণ্ডপতৈরপি ॥ ৫৮ ॥ এতৈ-
রশ্চৈব যতিভিঃ প্রাপ্যতে যৎকলং শুভম্ । তৎ-
সৰ্বং লভ্যতে দেবি জীসোমেশ্বরযাজ্ঞয়া ॥ ৫৯ ॥
একৌ হর্ষয়তে লিঙ্গং তপস্শ্রুতি তথাপরঃ । তয়ো-
র্নধ্যে তুং শ্রেষ্ঠো যঃ সোমেশং চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥
যত্নদ্ব্যযোগে চ সাংখ্যে চ সিদ্ধান্তে পঞ্চরাত্রিকে ।
অশ্চৈব শাশ্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং প্রভাসে সংব্যবহিতম্ ॥ ৬১ ॥
লিঙ্গে চৈব হিংস্রং সৰ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ । তস্মা-
ল্লিঙ্গে সদা দেবঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২ ॥ মথৈব
সাপরা মূর্তিঃ জীসোমেশাধ্যয়া হিতা । তেন চৈবাত্ম-
না জ্ঞানমারাদনপরো হুহম্ ॥ ৬৩ ॥ অনেকজন্ম-
সাহস্রৈশ্চৈর্মমামৃতং জন্মভিঃ । কস্তাং প্রাপ্নোতি বৈ
মুক্তিং বিনা সোমেশপূজনাং ॥ ৬৪ ॥ যৎকিঞ্চিদশুভং
কর্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা । তৎসৰ্বং বিলয়ং যাতি
জীসোমেশপূজনাং ॥ ৬৫ ॥ অনেকজন্মকোটিভি-
ভির্বৎকৃতং হুহম্ । তৎসৰ্বং নাশমায়ান্তি
জীসোমেশপূজনাং ॥ ৬৬ ॥ তীর্থানি যানি লোকে-
হস্মিন্ সেব্যান্তে পাপমোক্ষিভিঃ । তানি সর্বাণি
শুদ্ধার্থং প্রভাসে সংবিশন্তি হি ॥ ৬৭ ॥ যোহসৌ

আশ্রমধর্মপালক, ত্রিদণ্ডী, শৈব, পাণ্ডপত ও যতি-
গণ যে যে কল লাভ করেন, হে দেবি ! জীসোমে-
শ্বরের যাজ্ঞ্যও সেই কলই লাভ করা যায় ।
একজনে তপস্শ্রুতি করে, আর একজনে লিঙ্গার্চনা
করে ; ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি সোমেশ্বরের অর্চনা
করে, সেই শ্রেষ্ঠ । যোগ, সাংখ্য, সিদ্ধান্ত, পাঞ্চ-
রাত্রিক, ও অপরাপর শাস্ত্রে যে কল বিহিত, এই
প্রভাসক্ষেত্রেও তাহাই প্রতিষ্ঠিত । চরাচর সমগ্র
জগৎ লিঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত ; এজন্য সতত প্রযত্ন সহ-
কারে লিঙ্গেই ভগবানের অর্চনা কর্তব্য । আমা-
রই মূর্ত্যন্তর উক্ত সোমেশ্বর নামে সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে বিরাজমান রহিয়াছে । আমি আত্মা হারা
সেই আত্মমূর্ত্তরই আরাধনা করিয়া থাকি । সেই
সোমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত সহস্র সহস্র যোনি
পরিভ্রমণ করিলেও কোন ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিতে
পারে ? মানুষবুদ্ধিবশে যাহা কিছু অশুভ কর্ম
করা যায়, জীসোমেশ্বরের অর্চনা করিলে তৎ-
সমস্ত বিষয় লয় প্রাপ্ত হয় । প্রাণিগণ অনেককোটি
জন্মে যে পাপ সঞ্চয় করে, জীসোমেশ্বরের অর্চনা
করিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হয় । ইহলোকে পাপ
মোচনকামী জনগণ যে সকল তীর্থের সেবা করে,
তৎসমস্ত তীর্থ, অপাপকালনার্থ এই প্রভাস-

লায়িক্রজ্ঞ প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ । সোমেশ-
তৈরবনায়া তু প্রভাসে সংব্যবহিতঃ ॥ ৬৮ ॥ জনানাং
হৃদয়ং সৰ্বং ক্ষেত্রমধ্যে ব্যবহিতঃ । তৈরবং
রূপমাস্মায় নাশয়ামি সুরেশ্বরি ॥ ৬৯ ॥ জগৎসৰ্বং
চরিষ্য তু হিতোহং সচরাচরম্ । তেন তৈরব-
নামাহং প্রভাসে সংব্যবহিতঃ ॥ ৭০ ॥ অগ্নিনা যত্র
তপ্তং তু দিব্যাঙ্গানাং চতুর্ভুগম্ । মেঘবাহনকল্পে তু
তত্র লিঙ্গং বভূব হ ॥ ৭১ ॥ অগ্নিমীড়তি বেদোক্ত-
প্রভাবঃ সুরেশ্বর্যি । কালায়িক্রজ্ঞনামা চ দেবৈঃ
সর্গৈরুদাহৃতম্ ॥ ৭২ ॥ অগ্নীশানেতি দেবেশি নাম
ত্রিতয়মুচ্যতে । কল্পে কল্পে তু নামানি কথিতুং নৈব
শক্যতে । অসংখ্যাত্মক কল্পানাং ব্রহ্মণাং চ বরা-
ননে ॥ ৭৩ ॥ এবং চৈব রহস্তং চ মহাগোপ্যং বরা-
ননে । স্নেহায়হত্যা ভক্ত্যা চ ময়া তে পরিকীর্তিতম্ ॥
৭৪ ॥ একতম জগৎ সৰ্বং কর্মকাণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
যজ্ঞদানতপোহোমৈঃ স্বাধ্যায়েঃ পিতৃতর্পণৈঃ ॥ ৭৫ ॥
উপবাসৈব তৈঃ কৃচ্ছ্রশাস্ত্রায়ণশতৈস্তথা । যত্-

ক্ষেত্রেই আগমন করিয়া থাকে । বেদবাদিগণ
ঐহাকে কালায়িক্রজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করেন, তিনি
এই প্রভাসে আসিয়া ‘তৈরব’ নামে অবস্থান
করিতেছেন । অগ্নি সুরেশ্বর ! আমি তৈরবরূপে
ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থানপূর্বক জনগণের সমস্ত হৃদয়
বিনাশ করিয়া থাকি । এই অভিপ্রায়েই আমি
সচরাচর সমগ্র জগতে বিচরণ করিণ করিয়া, পরে
সেই প্রভাসক্ষেত্রে তৈরবনামে অবস্থান করি-
য়াছি ॥ ৫২—৭০ ॥ পূর্বে মেঘবাহন কল্পে অগ্নিদেব
যেখানে থাকিয়া দিব্য চতুর্ভুগকাল তপস্শ্রুতি করিয়া-
ছিলেন, সেখানে তখন একটি লিঙ্গ প্রাক্তর্ভূত হইয়া-
ছিল ; অগ্নি সুরেশ্বর ! তাহার প্রভাব বেদে
উক্ত আছে । বেদমতে তাহার নাম “অগ্নিমীড়” ।
দেবগণ উহাকে “কালায়িক্রজ্ঞ” নামে উল্লেখ
করেন । আর মর্ত্যালোকে উহা “অগ্নীশান” নামে
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । সেই লিঙ্গের এই তিনটি নাম
বলিলাম । কল্পে কল্পেই উহার বিভিন্ন নামে
প্রসিদ্ধি হয়, পরন্তু তাহা আর বলিতে পারা যায়
না ; কারণ কল্প ও ব্রহ্ম অসংখ্য । হে বরাননে !
এই রহস্ত অতীব গোপনীয় । স্বকীয় মহতী
ভক্তির ও মদীয় স্নেহের বশেই আমি তোমার
নিকট ইহা প্রকাশ করিলাম । একদিকে কর্মকাণ্ড-
প্রতিষ্ঠ সমগ্র জগৎ, যজ্ঞ, দান, তপস্শ্রুতি, হোম,
স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, উপবাস, ব্রত, কৃচ্ছ্র, চাস্ত্রায়ণ,

তাজৈশ্চ ত্রিরাত্রৈশ্চ তীর্থাদিগমনৈঃ পরৈঃ । ৭৬ ।
 আশ্রমৈববিধাকারৈর্ধতিভিত্ত্বাক্ষচারিভিঃ । বান-
 প্রাইর্গৃহ্ঠৈশ্চ বেদকর্ম্মপরায়াণৈঃ । ৭৭ । অত্রৈশ্চ
 বিবিধাকারৈর্লোকমার্গবিত্তৈঃ শুভৈঃ । ন তৎপদং
 পরং দেবি শক্যং বীক্ষয়িতুং কচিৎ । ৭৮ । যাবন্ন
 চার্চয়েদেবি সোমেশং লিঙ্গনায়কম্ । লীলয়া বাপি
 তৈর্জষ্টুং তৎপদং ত্বলভং পরম্ । ৭৯ । পূজিতে
 যৈর্জগন্নাথঃ সোমেশঃ কিম্ তৈরবঃ । তিষ্ঠাগৃণোনি-
 গতঃ যে তু পশুপক্ষিপিশীলিকাঃ । ৮০ । অন্তর্জল-
 গতঃ যে তু কুম্বীকটপতঙ্গকাঃ । স্বাবরা জঙ্গমাশ্চাত্তে
 মন্থয়াঃ পশবঃ স্ত্রিয়ঃ । ৮১ । বালা বৃদ্ধাস্তথা যন্তাঃ
 শ্বানগর্দভবায়সাঃ । চণ্ডালাঃ পুংসস্ শূদ্রা স্নেচ্ছা
 যেহস্তে বিধোনিজাঃ । ৮২ । মূর্খাশ্চ পণ্ডিতাশ্চাপি যে
 চাত্তে কুংসিতা ভূবি । তে সর্বে মুক্তিমায়াস্তি প্রভাসে
 যে যুতাঃ শুভে । ৮৩ । কালানলস্ত ক্রদন্ত কাল-
 রাজেন চাঘ্নিনা । দধ্যান্তে জন্তবঃ সর্বে প্রভাসে
 যে যুতাঃ শুভে । ৮৪ । ত্বল্লভং তু মম ক্বেত্রং
 প্রভাসং দেবি পাপিনাম্ । ন তত্র লভতে যুতাঃ
 পাপাত্মা লোকবন্দিতে । ৮৫ । ময়া দক্ষিণভাগে

চ বিশেষঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ । উত্তরে দণ্ডপাণি
 ক্বেত্রমেতচ্চ রক্ষতি । ৮৬ । তথাস্তে গণপাঃ সর্বে
 মদাজ্জাবশবর্তিনঃ । ক্বেত্রং রক্ষন্তি দেবেশি তেযাং
 নমানি মে শৃণু । ৮৭ । মহাবলস্ত চণ্ডীশো ঘণ্টা-
 কর্ণস্ত গোমুখঃ । বিনায়কো মহানাদঃ কাকবজ্রঃ
 শুভেক্ষণঃ । একাক্ষো তুম্বুভিচণ্ডস্তালজন্তবস্তথৈব
 চ । ৮৮ । ভূমিদণ্ড চণ্ডশ্চ শঙ্কুকর্ণশ্চ বৈধৃতিঃ ।
 তালচণ্ডো মহাতেজা বিকটাস্তো হয়াননঃ । ৮৯ ।
 হস্তিবজ্রঃ শ্বানবক্রো বিভালবদনস্তথা । সিংহ-
 বাজ্রমুখাশ্চাত্তে বীরভদ্রাদয়স্তথা । ৯০ । বিনায়কং
 পুরস্কৃত্য দেবদেবং কপর্দিনম্ । একাদশ তথা
 কোট্যো নিযুতানি ত্রয়োদশ । ৯১ । অর্কবৃন্দঞ্চ
 গণানঞ্চ প্রভাসং ক্বেত্রমাত্রিতাঃ । দ্বারিদ্বারি
 প্রচণ্ডান্তে শূলমুদগরপাণয়ঃ । ৯২ । প্রভাসক্বেত্রং
 রক্ষন্তি দেবদেবস্ত বৈ গৃহম্ । ন কশ্চিদষ্টবুদ্ধ্যা তু
 প্রবিশেদতি সংস্থিতিঃ । ৯৩ । শতকোটি-
 গণৈশ্চাপি পূর্বদ্বারি তু সংবৃতঃ । অট্টহাসো
 গণো নাম প্রভাসং তত্র রক্ষতি । ৯৪ ।
 কালাক্ষো ভীষণশ্চণ্ডো বৃত্তোহষ্টাদশকোটিভিঃ ।
 ঘণ্টাকর্ণগণো নাম দক্ষিণঃ দ্বারমাত্রিতঃ ।

বড়রাজ, ত্রিরাত্র, তীর্থযাত্রা, আশ্রমধর্ম্মপালন,
 সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও বিবিধ বেদ-
 বিহিত কার্য্য,—আর অপর দিকে নানাবিধ লোক-
 হিতিকেতু শুভাচার,—হে দেবি ! এ সকলের
 কিছুতেই সেই পরমপদ দর্শন করিতে পারা যায়
 না । এই সমস্ত সদাচার পালন করিয়াও যাবৎ
 লিঙ্গনায়ক সোমেশ্বরকে অর্চনা না করে, তাবৎ
 কোনরূপেই সেই ত্বলভ পদদর্শন ঘটে না ; পরন্তু
 যাহারা জগন্নাথ সোমেশ্বর তৈরবের অর্চনা করে,
 তাহারা অবলীলাক্রমেই সেই পরমপদদর্শনে সমর্থ
 হয় । তিষ্ঠাক্ষাতি, পশু, পক্ষী, পিশীলিকা, জল-
 বাসী, কুমি, কট, পতঙ্গ, স্বাবর, জঙ্গম, মন্থয়া,
 পশু, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্রীষ, কুকুর, গর্দভ, বায়স,
 চণ্ডাল, পুংস, শূদ্র, স্নেচ্ছ, অপর হীনজাতি,
 মূর্খ, পণ্ডিত এবং ভূমণ্ডলে অপরাপর যে সকল
 কুংসিত জীব আছে, হে শুভে ! প্রভাসে মরণ-
 পর হইলে তাহারা সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয় । অগ্নি
 শুভে ! কালরাজ কালগ্রিক্তের অগ্নি দ্বারা দহ
 হইয়া প্রভাসযুত প্রাণিগণ পুত হইয়া থাকে । হে
 দেবি ! আমার সেই প্রভাসক্বেত্র পাপাত্মা জন-
 গণের পক্ষে ত্বলভ ; হে লোকবন্দিতে ! সেখানে
 পাপাত্মা ব্যক্তি দেহভ্যাগ করিতে পারে না ।

৭১—৮৫ । আমি এই ক্বেত্রের দক্ষিণ দিকে বিশ্বে-
 শকে ও উত্তরদিকে দণ্ডপাণিকে ক্বেত্ররক্ষার্থ প্রতি-
 ঠিত করিয়াছি । ইহারা এবং মদাজ্জাবশবর্তী আরও
 অনেকানেক গণপতি সেই ক্বেত্রের রক্ষা বিধান
 করিতেছে । হে দেবেশি ! তাহাদিগের নাম শ্রবণ
 কর । মহাবল, চণ্ডীশ, ঘণ্টাকর্ণ, গোমুখ, বিনায়ক,
 মহানাদ, কাকবজ্র, শুভেক্ষণ, একাক্ষ, তুম্বুভি, চণ্ড,
 তালজন্ত, ভূমিদণ্ড, চণ্ডান্ত, শঙ্কুকর্ণ, বৈধৃতি, তাল-
 চণ্ড মহাতেজা, বিকটাস্ত, হয়ানন, হস্তিবজ্র, শ্বান-
 বক্র, বিভালবদন, সিংহমুখ, বাজ্রমুখ, ও বীরভদ্রাদি
 একাদশ কোটি ত্রয়োদশ নিযুত একাৰ্কবৃন্দ সংখ্যক
 গণ, দেবদেব কপর্দী বিনায়ককে পুরোবর্তী করিয়া
 প্রভাস ক্বেত্রে বাস করিতেছে । অসদ্বুদ্ধিপ্রণো-
 দিত হইয়া কেহই সেই দেবদেবের নিকতন
 প্রভাসক্বেত্রে বাস করিতে না পারে, এজন্য সেই
 প্রচণ্ডকর গণগণ, শূল-মুদগরাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র
 ধারণপূর্বক প্রতিদ্বারে অবস্থান করিতেছে । পূর্ব
 দ্বারে অট্টহাস নামক গণ, অপর শতকোটি গণে
 পরিবৃত্ত হইয়া সেই প্রভাসক্বেত্রকে রক্ষা করি-
 তেছে । —৯৪ । কৃষ্ণমেজ, ভীষণাকার, উগ্রমুখি
 ঘণ্টাকর্ণগণ, অষ্টাদশ-কোটি গণের সহিত দক্ষিণ-

২৫ । পশ্চিমদ্বারমাশ্রিত্য স্থিতবান্ বিষ্টরো গণঃ
দণ্ডপাণিঃ স্থিতস্তত্র দেবদেবস্ত চোত্তরে ॥ ২৬ ॥
যোগক্ষেমঃ বহুরিত্যঃ প্রভাসে ভাবিতাশ্চ-
নাম্ । ভীষণাক্ষস্তথৈশ্চাত্তামাগ্রেয়াং ছাগবক্রকঃ ।
২৭ ॥ নৈঋত্যং চণ্ডনাদস্ত বায়ব্যাং ভৈরবাননঃ ।
নন্দী চৈব মহাকালো দণ্ডপাণির্বিদ্যকঃ ॥ ২৮ ॥
এতৈঃ পুংস্বক্ষক্য মধ্যো শতকোটিগণৈর্হৃতাঃ । এবং
রক্ষন্তি বহুবো হস'থ্যেয়া গণেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥ কলি-
কল্মষসমুত্যা যেষাং চোপহতা মতিঃ । ন তেষাং
তন্ত্বেদগমাং স্থানমর্দ্ধেন্দ্রমৌলিনঃ ॥ ১০০ ॥ গন্ধর্ব্বৈঃ
কিন্নরৈর্ধৈর্যক্ষরপ্সরোভিস্তথোরগৈঃ । সিদ্ধৈঃ সম্পূজ্য
দেবেশং সোমেশং পাপনাশনম্ ॥ ১০১ ॥ অন্তর্দ্বানং
গতৈর্নিত্যং প্রভাসং তু নিষেব্যতে । সপ্তলোকেষু
যে সন্তি সিদ্ধাঃ পাতালবাসিনঃ । প্রদক্ষিণন্তে
কুধন্তি সোমেশং কালভৈরবম্ ॥ ১০২ ॥ পৃথিব্যাঃ
যানি তীর্থানি পুণ্যাশ্চায়তনানি চ । লাকুলিং ভার-
ভূতিঞ্চ আবাঢ়িঃ দণ্ডমেব চ ॥ ১০৩ ॥ পুরুষং নৈমিষং
চৈব অমরেশং তথাপরম্ । ভৈরবং মধ্যমং
কালং কেদারং করবীরকম্ ॥ ১০৪ ॥ হরিশ্চন্দ্র-
শৈলেশস্তথা বস্তুান্তিকেশ্বরঃ । অট্টহাসং মহেন্দ্রক

ক্লীশৈলঞ্চ গয়া তথা ॥ ১০৫ ॥ এতানি সর্ব্বতীর্থানি
দেবং সোমেশ্বরং প্রভুম্ । প্রদক্ষিণং প্রকুরীতি তত্র
লিঙ্গং স্তবন্তি চ ॥ ১০৬ ॥ ব্রহ্মা জনার্দিনশ্চান্তে যে
দেবা জগতি স্থিতাঃ । অগ্নিলিঙ্গসমীপস্থাঃ সঙ্ঘা-
কালে স্তবন্তি চ ॥ ১০৭ ॥ ষষ্টিকোটিসংখ্যাপি
ষষ্টিকোটিশতানি চ । সর্ব্বৈ সোমেশ্বরং যান্তি মাঘ-
॥ ১০৮ ॥ তস্মিন্ কালে চ যো দদ্যাৎ-
সোমেশে স্তবকঞ্চলম্ ॥ ১০৯ ॥ স্তবং রসং
তিলান্ তুষ্টং জলং চন্দ্রাধিবাসতম্ । একত্র কৃত্বা
কান্দ্যৌরমিত্যেতদস্তবকঞ্চলম্ ॥ ১১০ ॥ শিবরাত্র্যাং
তু কর্তব্যমেতদগোপ্যং মম প্রিয়ম্ । এবং কুতে চ
যৎপুণ্যং গদিতুং তন্ন শক্যতে ॥ ১১১ ॥ তত্র
দক্ষিণভাগে তু স্বয়ং ভূতবিনায়কম্ । প্রথমং পূজ-
য়েদেবি যদীচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্বনঃ ॥ ১১২ ॥ উষরাণাং
চ সর্ব্বেষাং প্রভাসক্ষেত্রমুৎসবম্ । পীঠানাংকৈব
পীঠঞ্চ ক্ষেত্রাণাং ক্ষেত্রমুৎসবম্ । সন্দেহানাং চ
সর্ব্বেষাময়ং সন্দেহ উত্তমঃ ॥ ১১৩ ॥ যে কেচিদ্-
যোগিনঃ সন্তি শতকোটিপ্রবিস্তরাঃ । তেষাং ক্ষেত্রে

বস্তুান্তিকেশ্বর, অট্টহাস, মহেন্দ্র, ক্লীশৈল, গয়া এ
ভূতলে অপরাপর যে সকল পুণ্য তীর্থ ও আয়তন
আছে, তৎসমস্ত তীর্থও সেই প্রভু সোমেশ্বরদেবকে
প্রদক্ষিণ ও স্ততিবাদ করিয়া থাকেন। জগতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহা-
রাও সঙ্ঘাকালে অগ্নিলিঙ্গের সমীপস্থ হইয়া স্ততি-
বাদ করিয়া থাকেন ১০৫-১০৭। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীদিনে ষষ্টিকোটি-সংখ্য ও ষষ্টিকোটি শত
তীর্থ সেই সোমেশ্বরের সমীপস্থ হইয়া থাকে। সেই
সময়ে সোমেশ্বরকে স্তবকঞ্চল দান করিতে হয়।
স্তব রস, তিল, তুষ্ট, জল, কুজম্ ও কর্পূর একত্র
মিলিত করিলেই স্তবকঞ্চলপদবাচ্য হয়। শিব-
রাত্রিতে এই স্তবকঞ্চল প্রস্তুত করিয়া প্রদান
করা কর্তব্য। ইহা আমার প্রীতিদায়ক এবং
নিভাস গোপনীয়। এক্ষণ করিলে যে পুণ্য সঞ্চয়
হয়, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায়
না। হে দেবি! মানব যদি সিদ্ধিকামনা করে,
তবে প্রথমতঃ ক্ষেত্রের দক্ষিণভাগস্থ স্বয়ম্ভূত
বিনায়ক দেবের অর্চনা করা কর্তব্য। মুক্তিদায়ক
ক্ষেত্রনিচয়ের মধ্যে এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্ব্বোত্তম,
সমস্ত পীঠের মধ্যে এই পীঠই শ্রেষ্ঠ, ক্ষেত্রসমূহ
মধ্যে এই ক্ষেত্রই প্রধান এবং ঐহিক মুখসাধন
স্থানসকলের মধ্যেও এই প্রভাসক্ষেত্রই সর্ব্ব

দ্বারে অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমদ্বারে বিষ্ট-
রাণ্য গণ অবস্থান করিতেছে। দেবদেবের উত্তর
দিকে দণ্ডপাণি গণ অবস্থিত। ইনি সেই
প্রভাস-ক্ষেত্রে শুদ্ধাত্মা জনগণের যোগক্ষেম
সাধন করিয়া থাকেন। ভীষণাক্ষ ঈশানকোণে,
ছাগবক্র অগ্নিকোণে, চণ্ডনাদ নৈঋতকোণে, এবং
ভৈরবাননগণ বায়ুকোণে বর্তমান। নন্দী, মহা-
কাল, দণ্ডপাণি ও বিনায়ক,—ইহারা শতকোটি গণে
পরিবৃত্ত হইয়া মধ্যভাগে থাকিয়া অঙ্গরক্ষা কার্য্য
সাধন করিতেছে। এইভাবে অসংখ্য গণেশ্বর
সেই ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছে। কলিকলুষে যাহা-
দিগের মতি উপহৃত হইয়াছে, তাহারা অর্দ্ধেন্দ্র-
শেখরের সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিতে পারে
না। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, অপ্সরা, উরগ, সিদ্ধ,—
ইহারা অদৃষ্টভাবে প্রাদিদিন সেই প্রভাসক্ষেত্রে
পাপনাশন সোমেশ্বরকে পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া
থাকেন। সপ্ত পাতাল লোকে যে সকল সিদ্ধ
আছেন, তাঁহারাও কালভৈরব সোমেশ্বরকে প্রদ-
ক্ষিণ করিয়া থাকেন। লাকুলি, ভারভূতি, আবাঢ়ি
দণ্ডকায়ণ্য, পুরুষ, নৈমিষায়ণ্য, অমরেশ, ভৈরব,
মধ্যম, কাল, কেদার, করবীরক, হরিশ্চন্দ্র, শৈলেশ,

প্রভাসে তু রত্নিনীমুখ কুচিৎ ॥ ১১৪ ॥ লিঙ্গাদৌ-
শানভাগে তু সংস্থিতা সুরসুন্দরী ॥ ১১৫ ॥ ময়া
যা কথিতা তুভ্যাম্মা নাম কলা শুভা । সা সতী
প্রোচ্যতে দেবি দক্ষস্ত হৃদিতা পুরা ॥ ১১৬ ॥ দক্ষ-
কোপাচ্ছরীরং তু সন্তাজ্য পরমা কলা । হিমবন্ত
গৃহে জাতা উমা নারী চ বিজ্ঞতা ॥ ১১৭ ॥ তেন
দেবি ময়া সার্কঃ তত্ত্বা বরদাঃ স্মৃতাঃ । নবকোট্যন্ত
চামুণ্ডাস্থিন্ ক্বেত্রে স্থিতাঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৮ ॥ চৈত্রে
মসি, সিতাষ্টম্যাং তত্র স্থাং যদি পূজয়েৎ । এক-
বিংশতিজন্মানি দারিদ্ৰ্যং তন্ত নো ভবেৎ ॥ ১১৯ ॥
অমা সোমেন সংযুক্তা কদাচিৎ যদি লভ্যতে । তন্ত্রাং
সোমেশ্বরং দৃষ্ট্বা কোটিযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ১২০ ॥
এতৎক্ষেত্রে মহাশুভং সর্বপাতকনাশনম্ । কুদ্রাণাং
কোটয়ো যত্র একাদশ সমাসতে ॥ ১২১ ॥ দ্বাদশাং
দিনেশানাং বসবোহষ্টৌ সমাগতাঃ । গন্ধর্বযক্ষ-
রক্ষাঃসি অসম্ভায়া গণেশ্বরাঃ ॥ ১২২ ॥ উমাপি
তত্র পার্শ্বা সর্বদেবৈস্ত সংস্থতা । নদী চ গণ-
নাথো যো দেবদেবস্ত শুলিনঃ ॥ ১২৩ ॥ মহাকালস্ত

যে চান্তে গণপাঃ সন্তি পার্শ্বগাঃ । গঙ্গা চ যমুনা
চৈব তথা দেবী সরস্বতী ॥ ১২৪ ॥ অজ্ঞাশ্চ সরিতঃ
পুণ্যা নদাশ্চৈব ব্রহ্মসুতা । সমুদ্রাঃ পরিতাঃ কুপা বন-
স্পত্য এব চ ॥ ১২৫ ॥ স্বাবরং জঙ্ঘমং চৈব প্রভাসে
তু সমাগতম্ । অস্ত্রে চৈব গণাস্তত্র প্রভাসে
সংব্যবস্থিতাঃ ॥ ১২৬ ॥ ন ময়া কথিতাঃ সর্ব উদ্দে-
শেন কচিৎ কচিৎ । ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো দেবদেবি
বিনায়কম্ । তৃতীয়ঃ পূজয়েত্তত্র বাহুৎ ক্ষেত্রকলং
যদি ॥ ১২৭ ॥ দ্বাদশৈবং তথা চাষ্টৌ চত্বারিংশচ্চ
কোটয়ঃ । নদীনামগ্নিতীর্থস্ত দ্বারে তিষ্ঠন্তি ভামিনি ।
১২৮ ॥ নিম্নাল্যলঙ্ঘনং কিঞ্চিদজ্ঞানাদৃষদি বৈ
কৃতম্ । তৎসর্বং বিলম্বং যাতি অগ্নিতীর্থস্ত-দর্শ-
নাৎ ॥ ১২৯ ॥ দেবি কিং বহনোক্তেন ক্ষেত্রমে-
তন্মহাপ্রভম্ । ন তে বর্ণয়িতুং শক্যঃ কল্পকোটি-
শতৈরপি ॥ ১৩০ ॥ যে চাস্তরিক্ষে ভূবি যে চ দেবা-
স্তীর্থানি বৈ যানি দিগন্তরেষু । ক্ষেত্রং প্রভাসং
প্রবরং হি ত্রৈয়াং সোমেশ্বরং দেবি তথা বরিতম্ ॥
১৩১ ॥ যে চাণ্ডজাশ্চোত্তিজাশ্চৈব জীবাঃ সংশ্বেদজা-
শ্চৈব জরায়ুজাশ্চ । দৌব প্রভাসে তু গতাসবোহখ
যুক্তিং পরাং যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ১৩২ ॥ ইতি

বরিত । শত-সহস্রকোটি যোগী আছেন; পরন্তু
ঊহাদিগের এই প্রভাসক্ষেত্রেই সমাধিক প্রীতি-
বিধায়ক; অপর কুত্রাপি ঊহারী এতাদৃশী প্রীতি-
লাভ করেন না! অগ্নি সুরসুন্দরি! উক্ত লিঙ্গের
ঈশানকোণে এক শক্তিমূর্ত্তি বিরাজমান। পূর্বে
দক্ষমন্দিরী সতীদেবী দক্ষের হৃদ্যবহারে জ্বলন্ত
হইয়া দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ
করেন। সেই পরমা কলা হৈমবতী তখন উমা
নামে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। সে বৃত্তান্ত আমি
পূর্বেই বর্ণন করিয়াছি। সেই উমা দেবীই আমার
সহিত সেই স্থানে বাস করিতেছেন। ঊহার সহিত
নবকোট্যন্তক চামুণ্ডাও অবস্থান করিতেছেন;
ঊহারী সকলেই বরদানোন্মুখী। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে
অষ্টমীতে যদি সেখানে তোমাকে অর্চনা করে,
তবে তাহার একবিংশতি জন্ম যাবৎ দারিদ্ৰ্যক্লেশ
হয় না। যদি কখনও সোমবারে অমাবস্তার যোগ
হয়, তবে তখন সোমেশ্বরের অর্চনা করিলে
কোটিযজ্ঞকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১০৮—১২০। এই
মহাক্ষেত্র সর্বপাতকহর। এখানে একাদশ কোটি
কুত্র, দ্বাদশ আদিভ্য, অষ্টবসু, এবং গন্ধর্ব, যক্ষ,
রাক্ষসগণ বর্তমান। এতদ্ভিন্ন সর্বিদেবস্ততা উমা
দেবীও তত্রত্য শঙ্করের পার্শ্বদেশে বিরাজিতা রহিয়া-
ছেন। শঙ্করের সর্বগণাধ্যক্ষ নন্দী, মহাকালের অঙ্ক-

চরবর্গ, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, অপরাপর পুণ্যা নদী,
বিবিধ ব্রহ্ম, নদ, সমুদ্র, পরিত, কুপ, বনস্পতি প্রভৃতি
স্বাবর জঙ্ঘম সকল উক্ত প্রভাসক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত
রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক গণ সেখানে
বর্তমান আছে; আমি তাহাদিগের সকলের
কথা বলি নাই; বিশেষ বিশেষ কতিপয় গণের
কথাই কহিয়াছি। যদি ক্ষেত্রকলের কামনা থাকে,
তবে পরম ভক্তিসহকারে তত্রত্য তৃতীয় বিনয়া-
কের অর্চনা করা কর্তব্য। অগ্নি ভামিনি! তত্রত্য
অগ্নিতীর্থের পুরোভাগে দ্বাদশকোটি, অষ্টকোটি ও
চত্বারিংশৎ কোটি নদী বিদ্যমান আছে। অজ্ঞান-
বশে নিম্নাল্যলঙ্ঘন করিলে যে পাপ হয়, অগ্নি-
তীর্থদর্শনে তৎসমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়। দেবি!
অধিক বলিয়া কি হইবে? বস্তুতঃ এই মহাপ্রভ
ক্ষেত্রের মহিমা শতকোটিকল্পেও সম্যক বর্ণন
করা যায় না। দেবি! অন্তরীক্ষে, ভূতলে ও দিগন্ত
ভাগে যে সমস্ত তীর্থ বা দেবতা আছেন, তন্মধ্যে
এই প্রভাসক্ষেত্র ও তত্রত্য সোমেশ্বর দেবই
সর্বথা শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত অগুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ
ও জরায়ুজ জীব আছে, তাহারী কোনরূপে এই
প্রভাস ক্ষেত্র গত্যন্ত হইলে পরমা যুক্তি লাভ

নিগদিতমেতদেবদেবস্ত চিত্রং চরিত মিদম-
চিত্র্যং দেবি তে শকরস্ত । কলিকলুৰবিদায়ঃ
সৰলোকোহপি যাদ্যদ্বদি পঠতি শৃণোতি ত্তোতি
নিত্যং য ইখম্ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি ত্রীকান্দে প্রভাসকেত্রমাহাত্ম্যে কেত্রপ্ৰমাণ-
বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইত্যেবমুক্তে বিপ্রেস্ত্রা শকরেন
মহাস্থনা । পুনঃ পপ্রচ্ছ সা দেবী হর্ষসম্পূর্ণমানসা ।
১ ॥ দেবীবাচ । দেবদেব জগন্নাথ সর্বপ্রাণহিতায়
বৈ । প্রভাসকেত্রমাহাত্ম্যং বিস্তরাহুদ মে প্রভো ।
২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অস্তদদৃষ্টান্তরূপং তে কথয়ামি
যশস্বিনি । যেন স্বষ্টং মহাদেবি কেত্রমেতন্মম
প্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥ যা গতির্ধ্যায়তাং নিত্যং নিঃসঙ্গানাঞ্চ
যোগিনাম্ । শৈবঃ সন্ত্যজতাং প্রাণান্ প্রভাসে তু
পর্য গতিঃ ॥ ৪ ॥ অনেককল্পস্থায়ী চ মার্কণ্ডেয়ো

করিতে পারে; ইহাতে সংশয় নাই । দেবি !
এই আমি তোমার নিকট শকরদেবের অচিন্তনীয়
বিচিত্র চরিত্র কীৰ্ত্তন করিলাম । এই উপাখ্যান
প্রতিদিন পাঠ, শ্রবণ বা ইহার প্রশংসা করিলে,
সকল ব্যক্তিই কলি-কলুষ-ধ্বংস করিতে সম্যক
সমর্থ হইয়া থাকে । ১২১—১৩৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—হে বিপ্রেস্ত্রগণ ! মহাত্মা শকর
এই প্রকার কহিলে পর দেবী গিরিজা হর্ষপূর্ণ-
মানসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবী কহি-
লেন,—হে দেবদেব, জগন্নাথ, প্রভো ! আপনি
প্রাণিগণের হিতাবধানার্থ পুনরায় সর্বিস্তরে
প্রভাসকেত্রমাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি যশস্বিনি ! যে নিমিত্ত আমার
এই প্রিয় কেত্র স্বষ্ট হইয়াছে, তদ্বিবয়ে দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ আরও কিছু বলিতেছি । নিয়ত নিঃসঙ্গ,
ধ্যানপরায়ণ যোগিগণ যে গতি লাভ করেন,
প্রভাসকেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেও সেই গতি
লাভ হইয়া থাকে । মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনি

মহাতপাঃ । সোহপি দেবঃ বিরূপাক্ষঃ প্রভাসে তু
সদাৰ্চতি ॥ ৫ ॥ অটীয়া সর্বভৌথানি প্রভাসং নৈব-
মুঞ্চতি । দুর্কাসাশ্চ মহাতেজা লিঙ্গস্মারাদনোদ্যতাঃ-
ন মুঞ্চতি কণং দেবি তৎকেত্রং শশিবৌদ্ধিকং ॥
৬ ॥ ভরদ্বাজো মরীচিচ মুনিশ্চেন্দ্রকল্লব-
স্তথা । ক্রতুশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ কণ্ডপো ভৃগুরেব চ ॥ ৭ ॥
দক্ষশ্চৈব তু সাবর্ণির্ধমশ্চাঙ্গিরসস্তথা । ৮ ॥
বিভাণ্ডকশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্খোহহং গোভিলঃ ॥ ৯ ॥ গোত-
মশ্চ ঋটীকশ্চ অগস্ত্যঃ শৌনকো মহান । নারদো
জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোহথ লোমশঃ ॥ ১০ ॥
অন্তেষু ঋষয়শ্চৈব দিব্য দেবর্ষয়স্তথা । ন মুঞ্চতি মহাকেত্রং
লিঙ্গস্মারাদনোদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥ অহং ভক্তেভ্যে তিষ্ঠামি
লিঙ্গস্মারাদনতৎপরঃ । ন মুঞ্চামি মহাকেত্রং সত্যঃ
সত্যং বরাননে ॥ ১২ ॥ সর্বভৌথানি দেবেশি যদা
দৃষ্টানি ভূতলে । প্রভাসেন সমং কেত্রং নৈব দৃষ্টং
কদাচন ॥ ১৩ ॥ দেবি যষ্টিসহস্রাণি যাজ্ঞবল্ক্যপুত্র-
স্ততাঃ । জপঃ কুর্যন্তি কুজাণাং চন্দ্রভাগাং ব্যাধ-
হিতাঃ ॥ ১৪ ॥ চন্দ্রাংশং সহস্রাণি ঋষীণামুর্করেত-
সাম্ । দেবিকাতটমাত্রিত্য জপন্তি শতকদ্রিয়ম্ ॥

অনেক কল্পজীবী; তিনিও এই প্রভাসকেত্রে
সতত বিরূপাক্ষের অর্চনা করিয়া থাকেন । মহা-
তেজা দুর্কাসা সর্বভৌথ পরিভ্রমণ করিয়াও এই
প্রভাসে থাকিয়াই লিঙ্গস্মারাদনা করিতেছেন, কদাচ
এইস্থান পরিহার করেন না । ভরদ্বাজ, মরীচি,
উদালকমুনি, ক্রতু, বশিষ্ঠ, কণ্ডপ, ভৃগু, দক্ষ,
সাবর্ণি, যম, বৃহস্পতি, শুক, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্খ,
গোভিল, গৌতম, ঋটীক, অগস্ত্য, মহাত্মা
শৌনক, নারদ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, লোমশ, ও
অপর্যাপ্ত অনেকানেক দিব্য দেবর্ষিগণও
লিঙ্গস্মারাদনতৎপর হইয়া এই কেত্রেই অবস্থান
করিতেছেন; তাহারাও এই কেত্র পরিহার
করেন না । অগ্নি বরাননে ! আমিও লিঙ্গস্মা-
দনপরায়ণ হইয়া সেই কেত্রেই বাস করি;
কদাচ সেই মহাকেত্র পরিত্যাগ করি না । ইহা
তোমাকে সত্য সত্যই বলিলাম । আমি ভূতলে
সমস্ত ভৌথই দেখিয়াছি; পরন্তু প্রভাসের
তুল্য উত্তম কেত্র আমি কদাচ কুজাপি নয়ন-
গোচর করি নাই । হে দেবি ! যাজ্ঞবল্ক্য-
প্রমুখ যষ্টিসহস্র ঋষি চন্দ্রভাগায় তীর্থে থাকিয়া
কুজজপ-সাধন করিয়া থাকেন ॥ ১—১৩ ॥ চন্দ্রা-
ংশং সহস্র উর্করেতা মুনি, দেবিকাতটে অবস্থান

১৪। কোটরশ্চৈব পঞ্চাশমুনীনামুর্করেতসাম।
 উমাপতিং সমাসাদ্য লিঙ্গং তত্শ্চৈব সংস্থিতম্। ১৫।
 কল্পাণাং কোটিজাপান্ত কৃতং তত্শ্চৈব তৈঃ পুরা।
 কোটিতত্শ্চৈব সংসিদ্ধান্তস্থিতিজ্ঞে ন সংশয়ঃ। ১৬।
 শততৈশ্চ সহস্রাণাং দেবেশং শশিভূষণম্। পূজয়ন্তি
 মহাসিদ্ধাঃ স্রষ্টাঃ কেজনিবেশিনঃ। ১৭। বেদান্তেভু চ
 যৎ প্রোক্তং কলতৈব মহাবিভিঃ। তৎকলং সকলং
 তত্র চত্শ্চৈবদর্শনাৎ। ১৮। অগ্নিতীর্থে ঋষীণাম্
 কোটিঃ সাগ্ৰা হিতা শুভে। কল্পেধ্বরে স্মৃতং
 লক্ষং কপদীপে তত্শ্চৈব চ। ১৯। রত্নেশ্বরে
 সহস্রং তু ঋষীণামুর্করেতসাম। অর্কস্থলে মহাপুণ্যে
 কোটিঃ সাগ্ৰা হিতা শুভে। ২০। ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি
 তত্র সিদ্ধেশ্বরে হিতাঃ। সপ্ত শ্চৈব সহস্রাণি মার্কণ্ডেয়ে
 তু সংস্থিতাঃ। ২১। সরস্বত্যাং ব্রহ্মকুণ্ডেহসং-
 খ্যাতা মুনয়ঃ স্মৃতাঃ। দশার্কুদসহস্রাণি কোটিজিত্য-
 মেব চ। ২২। ঋষয়স্তত্র তিষ্ঠন্তি যত্র প্রাচী সর-
 বতী। ব্রহ্মহত্যা গতা যত্র শঙ্করস্ত চ তৎকণাৎ।
 ২৩। কায়ঃ সুবর্ণতাং প্রাপ কপালং পতিতং কয়াৎ।

জ্যৈষ্ঠবৎ মন্দিরা পুংঃ কৃতং তত্র মহাপুণ্যঃ। ২৪।
 তুষ্টিঃ ত্রীশঙ্করো দেবো লিঙ্গবাসবরেণ তু। কোটি-
 যজ্ঞকলং জানে প্রাচ্যাং লিঙ্গস্ত পূজনে। ২৫। শিঙে
 গয়াশতশৃণমমাসোমযুতে দিনে। কৃত্যয়াং শিঙদন্ত্য
 কুলকোটিং সমুদ্বরেৎ। ২৬। যে চাত্ম মলনাশায়
 নিমজ্জ্যস্তি চ মানবাঃ। দশগোদানজং পুণ্যং তেষা-
 মপি ভবিষ্যতি। ২৭। পাদেন বা ক্রীড়মানা জলং
 লিপ্সন্তি যে নরাঃ। তেষামপি শ্রাদ্ধকলং বিধিবৎ
 স্তব্ধবিষ্যতি। তত্র লিঙ্গানি পূজ্যানি শূলভেদাদিকানি
 তু। ২৮। এবং বিকল্য লিঙ্গানি অশ্বমেধকলানি
 তু। দর্শনেনাপি সর্বেষাং স্পর্শাঙ্গি দ্বিগুণং ফলম্
 ২৯। এবং তুষ্টিঃ জগন্নাথঃ হিতঃ প্রাচীবনে ক্রবম্
 মনোহপি যে করিষ্যন্তি জ্ঞানদানেষু কা কথা। ৩০।
 তেষাঃ তুষ্টিঃ জগন্নাথঃ শঙ্করো নীললোহিতঃ
 ত্রিংশৎকোটিগণস্তত্র প্রাচীঃ ব্রহ্মন্তি সর্বতঃ। ৩১
 মহাপাপসমাচারঃ পাপিষ্ঠো বাতিকিদিবী। ঘৃণাকর-

এবং তদীয় শরীরও সুবর্ণবর্ণ হয়। এই ঘটনা
 জানিতে পারিয়া মন্দির নামক কোনও মুনি সেই
 স্থানেই একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া মহৎ তপস্শায়
 প্রবৃত্ত হন। তাহাতে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে
 বর প্রদান করিয়াছিলেন। সোমবার অমাবস্তার
 যোগ হইলে প্রাচী সরস্বতীতে জ্ঞান করিয়া
 তত্রত্য লিঙ্গের পূজা করিলে কোটি যজ্ঞের ফল
 এবং পিণ্ডদান করিলে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানাপেক্ষা
 শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। সোমবার চতু-
 দ্বীপীতে সেখানে পিণ্ড প্রদান করিলে মানব কুল-
 কোটির উদ্ধার সাধন করিতে পারে। ১৪—২৬।
 পাপক্ষালনার্থ যাহারা সেই প্রাচীতে নিমজ্জিত হয়,
 তাহারা দশ-গোদানপুণ্য লাভ করিয়া থাকে
 যাহারা ক্রীড়াচ্ছলেও পদব্যাঘাত সেই প্রাচীর জল
 স্পর্শ করে, তাহারাও যথাবিধি শ্রাদ্ধাচ্ছতানের ফল
 প্রাপ্ত হয়। তত্রত্য শূলভেদাদি লিঙ্গনিচয়ের
 অর্চনা করা কর্তব্য। সেই সমস্ত লিঙ্গের দর্শনেও
 অশ্বমেধের পুণ্য হয়, আর স্পর্শ করিলে নরগণ
 তাহার দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারে। সেই
 প্রাচীসন্নিহিত বনে ভগবান্ মহেশ্বর সন্তুষ্ট মনে
 বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।
 উক্ত প্রাচী নদীতে জ্ঞান-দানের কথা কি? যাহারা
 মনেও জ্ঞান-দানের সঙ্কল্প করে, জগন্নাথ নীল-
 লোহিত শঙ্কর তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
 থাকেন। সেখানে মদীয় ত্রিংশৎকোটি গণ, সেই

পূর্বক শতকল্পিয় জপ করিয়া থাকেন। পঞ্চাশৎ
 কোটি উর্করেতা মুনি, উমাপতি লিঙ্গের সমীপে
 অবস্থান করেন। তাঁহারা পূর্বে সেখানে কোটি-
 কল্পজপ সাধন করিয়াছেন; এবং তাহাতে তাঁহারা
 অতিমত সিদ্ধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবি!
 মদীয়-ক্ষেত্রবাসী, মহাসিদ্ধ, শত-সহস্র ঋষি, দেব-
 দেব শশিভূষণের আরাধনা করিয়া থাকেন।
 বেদান্তজ্ঞান লাভ করিলে, মুনিগণ যে ফল কীর্জন
 করেন, উক্ত ক্ষেত্রে চত্শ্চৈবদর্শনেও অবিকল
 সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। অগ্নি শুভে! অগ্নি-
 তীর্থে একাকোটিরও অধিকসংখ্যক মুনি অবস্থান
 করিয়া থাকেন। কল্পেধ্বরে এক লক্ষ, কপদী-
 ধ্বরে একলক্ষ, এবং রত্নেশ্বরে একসহস্র উর্করেতা
 মুনি বাস করেন। মঙ্গলে দেবি! মহাপুণ্য অর্ক-
 স্থলেও লক্ষাধিক মুনি বিরাজমান। সিদ্ধেশ্বর
 তীর্থে ষষ্টিসহস্র, মার্কণ্ডেয়ে সপ্ত সহস্র, এবং
 সরস্বতীতে ও ব্রহ্মকুণ্ডে অসংখ্য মুনি অবস্থান
 করিয়া থাকেন। প্রাচী সরস্বতীর তীরভূমে দশ-
 সহস্র অর্কুদ ও তিনকোটি ঋষি বাস করেন।
 পূর্বে ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মহত্যাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে
 আগমন করিলে তৎকণাৎ সেই ব্রহ্মহত্যা বিলয়
 প্রাপ্ত হয়; হস্তম্ব কপালও স্থলিত হইয়া পড়ে

মিব প্রাণান্ প্রাচ্যাং মুক্কা শিবং ব্রজেৎ । ৩২ ।
দধিকবলদানং তু তত্র দেয়ং বিজ্ঞোত্তমৈঃ । কথিতং
পাপশমনং সারাং সারতরং ক্রবন্ম্ । ৩৩ । অধুনা
সম্প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যাশ্চ মহোদরম্ । কুর্কাসসা তপ-
স্তপ্তং তত্র সূর্য্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । ৩৪ । কোটিরেকা তু
তত্রৈব ঋষীগমূর্দ্ধৈরুতসাম্ । চতুর্বিংশতিতত্বানাম-
বিকো বলরূপধ্বক্ । ৩৫ । যত্র তিষ্ঠতি দেবেশি
তৃণকোটিসমবিতঃ । অত্রৈব ব্রাহ্মণানাং তু কোট্যা
যচ্চ কলং লভেৎ । ৩৬ । ব্রহ্মস্থানে তথৈকেন ভোজি-
তেন তু তৎকলম্ । এবং জাহ্নবা মহাদেবি তত্র
তিষ্ঠামি নির্বৃত্তঃ । ৩৭ । কোটির্ভির্দেবধ্ববিভির্দেবৈঃ
সহীসমুদ্রতঃ । তীর্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি অন্তর্ভূতানি বৈ
কলৌ । ৩৮ । তত্র ক্ষেত্রে মহারম্যে যত্র সোমেশ্বরঃ
স্থিতঃ । মম দেবি গণৌ যৌ তু বিভ্রমঃ সংভ্রমঃ পরঃ ।
৩৯ । তৌ চাত্র ক্ষেত্রগংস্থানাং লোকানাং ভ্রম-
বিভ্রমৈঃ । যোজয়ন্তি সদাচিত্তং বিকল্পানৈক্যসঙ্কলম্ ।

প্রাচীকে রক্ষা করিয়া থাকে। মানব মহাপাপী,
অতি পাপী বা যেরূপ পাপীই হউক, সেই প্রাচীতে
যদি ঘৃণাকর জ্বায়েও প্রাণত্যাগ করে, তবে
শিবলোক প্রাপ্ত হয়। সেখানে উত্তম ব্রহ্মণকে
দধিকবল দান করা কর্তব্য। উহা পাপনাশক
এবং সারদানসমূহেরও সারস্বরূপ; চিরস্থায়ী
কলদায়ক। ইহা আমি তোমাকে ইতিপূর্বে বলি-
য়াছি। অগ্নি দেবেশি! অতঃপর আমি সেই
হিরণ্যাশীর্ষের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতেছি
—যেখানে মুনিবর কুর্কাসা তপস্তা করিয়া সূর্য্যের
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেখানে এককোটি উর্দ্ধরেচা
মুনি অবস্থান করেন। অগ্নি দেবেশি! সেখানে
চতুর্বিংশতি তত্বাতীত পরম পুরুষ বলদেবরূপে
তৃণপ্রমুখ কোটি ব্রাহ্মণের সহিত বিরাজমান রহিয়া-
ছেন। স্থানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনে যে কল,
উক্ত ব্রহ্মক্ষেত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাই-
লেই সেই কল লাভ হয়। হে মহাদেবি! আমি
এইরূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়াই হৃষ্টচিত্তে কোটি
কোটি ঋষি দেবগণের সহিত সেই ক্ষেত্রে বাস
করিতেছি। সোমেশ্বরের আবাসভূত সেই মহা-
ক্ষেত্রে, কলিতীত তীর্থনিচয় লুকাইয়া রহিয়াছে।
দেবি! সন্মম ও বিভ্রম নামে আমার দুইটা গণ
আছে; তাহারা এই ক্ষেত্রহ জনগণের মনে সন্মম
ও বিভ্রম উৎপাদন করে, তাহাতে জনগণের চিত্ত
বিকলে ও অনৈক্যে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহারা

৪০ । বিনায়কোপসর্গাশ্চ দশ দোষান্তথাপরে । এবং
ক্ষেত্রং তু রক্ষন্তি পাপিনাং হৃষ্টচেতসাম্ । ৪১ ।
দণ্ডপাণিঃ তু যে তত্ৰাশ্রয়ং পশ্যন্তীহ নরোত্তমাঃ । ন
তেষাং জায়তে বিয়ং তত্র ক্ষেত্রমিবাসিনাম্ । ৪২ ।
ব্রাহ্মণাঃ কজ্রিয়া বৈজ্ঞাঃ শূদ্রা বৈ বর্ণসত্তরাঃ । অকামা
বা সকামা বা প্রভাসে যে যুতাঃ শুভে । ৪৩ ।
চন্দ্রাঙ্কশেখরিনঃ সর্কৈ ললাটাকা বুধধ্বজাঃ । শিবৈ
মম পুরে দিব্যে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ । ৪৪ । যন্তত্র
বসতে বিপ্রাঃ সংযতাত্মা সমাহিতাঃ । ত্রিকালমপি
ভূতান্য বায়ুতক্ষসমো ভবেৎ । ৪৫ । মেরোঃ
শক্যা গুণা বজ্রং দ্বীপানাং চ গুণান্তথা । সমুদ্রানাং
চ সর্কৈষাং শক্যা বজ্রং গুণাঃ প্রিয়ে । ৪৬ । আদি-
দেবস্ত দেবেশি মহেশস্ত মহাপ্রভোঃ । শক্যা নৈব
গুণা বজ্রং বর্ষকোটিশতৈরপি । ৪৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যো ক্ষেত্রহর্ষিদেব-
গণবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ । ৫ ।

এবং দশবিধ বিনায়কোপসর্গজ দোষ—হৃষ্টচেতা
পাপিগণের অত্যাচার হইতে এই ক্ষেত্রকে রক্ষা
করিয়া থাকে। যে সকল নরোত্তম উক্ত ক্ষেত্রে
দণ্ডপাণিকে ভক্তি সহকারে দর্শন করে, ক্ষেত্রবাসী
সেই সকল জনের কোনরূপ বিয় হয় না। ব্রাহ্মণ,
কজ্রিয়, বৈজ্ঞ, শূদ্র, বর্ণসত্তর,—যে কোন প্রাণী,—
অকাম বা সকাম হইয়া এই প্রভাসক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ
করে, অগ্নি শুভে! তাহারা সকলেই ত্রিনেত্র,
চন্দ্রাঙ্কশেখর, বুধধ্বজমূর্ত্তি পরিগ্রহপুষ্পক মদীয় দিব্য
মঙ্গলময় পুরে যাইয়া বাস করে। প্রভাসবাসী
মানব সংযতাত্মা সমাহিতই হউক, আর ত্রিকাল-
ভোজীই হউক, তাহারা স্থানান্তরহ বায়ুতক্ষ
যোগীর তুল্য বলিয়া গণ্য। প্রিয়ে! মেরুগরি,
দ্বীপনিচয়, সমুদ্র সকল,—ইহাদিগেরও গুণ বর্ণনা
করা বরং সম্ভবপর, পরন্তু হে দেবেশি! সেই
আদিদেব, মহাপ্রভু, মহেশ্বরের গুণবর্ণনা শতকোটি
বর্ষেও সম্ভবপর নহে । ২৭—৪৭ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । অত্যন্তুতং মহাদেব । মাধায়া
কথিতং মম । অপূৰ্ণং দেবদেবেশ কদাচিৎ কৃতং
ময়া ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে যানি লিঙ্গানি কৌৰ্ভিতানি হুয়া
মম । তেষাং প্রভাবোণাধিক্যং সোমেশে তৎকথং
বদ ॥ ২ ॥ কিং প্রভাবো মহাদেব ক্ষেত্রে ৫ সুরে-
শ্বর । তন্মে ক্রুহি সুরেশান যাধাতথ্যং মমাগ্ৰতঃ ।
৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি রহস্যং
পরমং তব । প্রভাসক্ষেত্রমাধাত্ম্যং সোমেশস্ত
বরাননে ॥ ৪ ॥ তীর্থানাং পরমং তীর্থং ব্রহ্মানাং
পরমং ব্রতম্ । জাপ্যানাং পরমং জাপ্যং ধ্যানানাং
ধ্যানমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥ যোগানাং পরমো যোগো
রহস্যং পরমং মহৎ । তত্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শূন-
হৃদমনাঃ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ সোমেশং পরমং স্থানং
পঞ্চবক্ত্রসমবিতম্ । এতল্লিঙ্গং ন নুঞ্চামি সত্যং
সত্যং ময়োদিতম্ ॥ ৭ ॥ যচ্চ তৎপরমং দেবী ক্রব-
মক্ষয়মব্যয়ম্ । সোমেশং তদ্বিজানৌহি মা বিকল্পমনা

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে দেবদেবেশ, মহাদেব !
আপনি অপূৰ্ণ অত্যন্তুত মাধাত্ম্য কৌৰ্ভন করিলেন ;
আমি ইহা কদাচ শুনি নাই । ব্রহ্মাণ্ডে যত লিঙ্গ
আছে, আমার নিকট তাহাতো আপনি কৌৰ্ভন
করিয়াছেন ; সেই সকল লিঙ্গ অপেক্ষা সোমেশ্বর
লিঙ্গের প্রভাব অধিক হইল কি জন্ত ?—আমার
নিকট ইহা বলুন । আর হে মহাদেব ! ঐ ক্ষেত্রের
প্রভাবই বা কি প্রকার ? হে সুরেশ্বর, মহেশ্বর !
আমার নিকট তাহা যথাযথ বলুন । ঈশ্বর কহি-
লেন,—অগ্নি বরাননে ! অতঃপর আমি তোমাকে
প্রভাসক্ষেত্রের ও তত্ত্ব ত্যা সোমেশ্বরের পরম
রহস্য মাধাত্ম্য বলিতেছি । যাহা তীর্থের মধ্যে
পরম তীর্থ, ব্রতের মধ্যে পরম ব্রত, জাপ্যের
মধ্যে পরম জাপ্য, ধ্যানের মধ্যে উত্তম ধ্যান ও
যোগের মধ্যে পরম যোগ,—সেই পরম মহৎ রহস্য
আমি তোমাকে বলিতেছি ; হে প্রিয়ে ! তুমি
একাগ্রমনে শ্রবণ কর । সেই সোমেশকেত্র পরম
স্থান ; পঞ্চমুখাবিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ আমি
কদাচ পরিত্যাগ করিব না ; ইহা আমি তোমাকে
সত্যসত্যই বলিতেছি । দেবি ! যাহা পরম,
যাহা ক্রব, যাহা অক্ষয় ও অব্যয়,—তুমি সেই
সোমেশকে পরম পদার্থ বলিয়াই জ্ঞাত হও । এ

তব ৮ । নির্ভয়ং নির্মূলং নিত্যং নিরপেক্ষং নিরা-
শ্রয়ম্ । নিরঞ্জনং নিম্প্রপঞ্চং নিঃসঙ্গং নিকপজবম্ ॥
৯ ॥ তল্লিঙ্গমিতি জানৌহি প্রভাসে সংব্যবহিতম্ ।
অপবর্গমবিজ্ঞেয়ং মনোরম্যমনাময়ম্ ॥ ১০ ॥ নিত্যঞ্চ
কারণং দেবং মথরং সৰ্ব্বতোমুখম্ । পিবং সৰ্ব্বাত্মকং
স্বল্পমনাদ্যং যচ্চ দৈবতম্ ॥ ১১ ॥ আত্মো-
পলক্ষিবিজ্ঞেয়ং চিত্তচিন্তাবিবর্জিতম্ । গমাগমবিনি-
শ্চুক্তং বহিরন্তরং কেবলম্ ॥ ১২ ॥ আত্মোপলক্ষি
বিষয়ং স্ততিগোচরবর্জিতম্ । নিকলং বিমলাস্থানং
প্রকটং জ্ঞানদীপকম্ ॥ ১৩ ॥ তল্লিঙ্গমিতি জানৌহি
প্রভাসে সুরশুন্দরি নিরাবকাশরহিতং শব্দং শব্দান্ত-
গোচরম্ ॥ ১৪ ॥ নিকলং বিমলং দেবং দেবদেবং
সুরাত্মকম্ । হেতুপ্রমাণরহিতং কল্পনাভাববর্জিতম্ ॥
১৫ ॥ চিত্তাবলোকবিষয়ং বহিরন্তরসংস্থিতম্ ।
প্রভাসে তং বিজানৌহি প্রণবং লিঙ্গরূপিণম্ ॥ ১৬ ॥
অনিম্পদং মহাত্মানং নিরানন্দাবলোকনম্ ।
লোকাবলোকমার্গস্থং বিশুদ্ধজ্ঞানকেবলম্ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাবিশেষমার্গস্থমনেকাকারসংস্থিতম্ । স্বভাব-
ভাবনাগ্রাহ্যং ভাবাতীতমলক্ষণম্ ॥ ১৮ ॥ বাক্-
প্রপঞ্চাদিরহিতং নিম্প্রপঞ্চাত্মকং শিবম্ । জ্ঞান-

বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ করিও না । প্রভাসস্থ
সোমেশ্বর লিঙ্গই নির্ভয়, নির্মূল, নিত্য, নিরপেক্ষ,
নিরাশ্রয়, নিরঞ্জন, নিম্প্রপঞ্চ, নিঃসঙ্গ ও নিকপজব ;
তুমি ইহা সম্যক্ অবধারণ কর । অগ্নি
সুরশুন্দরি । তুমি প্রভাসস্থ সেই লিঙ্গকে
অবিজ্ঞেয়, অপবর্গ, অনাময়, মনোরম, নিত্য,
কারণ, মথঘাতী, সৰ্ব্বতোমুখ, সৰ্ব্বাত্মক, স্বল্প,
অনাদি, আত্মোপলক্ষি-বিজ্ঞেয়, মানসধ্যানাতীত,
আয়-ব্যয়রহিত, অন্তরে বাহিরে একরূপে বিরাজ-
মান, স্ততিগোচর ব্যাপারের অগোচর, নিফল,
প্রকটজ্ঞানদীপস্বরূপ, আত্মোপলক্ষির বিষয়ীভূত
মঙ্গলময় দেব মহেশ্বর বলিয়া জানিও । প্রভাসস্থ
সেই লিঙ্গরূপী মহেশ্বরকে তুমি, নিরাবকাশ, শব্দ-
স্বরূপ, শব্দান্তগোচর, নিকল, বিমল, দেবদেব,
সুরাত্মক, অপ্রমাণ, অকারণ, ভাবনা কল্পনামুক্ত,
চিত্ত দ্বারাই অবলোকনের বিষয়, অন্তরে বাহিরে
অপ্রত্যক্ষ, প্রণব বলিয়া জ্ঞাত হও । তিনি অনি-
ম্পদ, মহাত্মা, নিরানন্দ জনের অবলোকনযোগ্য,
লোকের দর্শনযোগ্য পথে বর্তমান, বিশুদ্ধ, অসঙ্গ,
জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যাবিশেষাত্মক পথে সুখলভ্য,
অনেকাকারে বিরাজিত, বহনামধারী, আত্ম-
ভািত্মক ভাবনা দ্বারা গ্রাহ্য, ভাবাতীত, লক্ষণহীন,

জ্যেষ্ঠাবলোকনং হেত্বাভাসবিবৰ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥ অনা-
হতং শব্দগতং শব্দাদিশব্দসম্ভবম্ । এবং সৌমেশ্বরং
বিক্রি প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ ॥ ২০ ॥ শব্দব্রহ্মগতং
শান্তং শব্দান্তঃসংগম্যাপদম্ । সৰ্ব্বাতিরিক্তবিষয়ং সৰ্ব-
ধানপদে স্থিতম্ ॥ ২১ ॥ অনাদিমচ্যুতং দিব্যং
প্রমাণাতীতগোচরম্ । অধঃপাৎ গতং নিত্যং
জীবাত্ম্যং দেহসংস্থিতম্ । হৃদাদিহৃদশাস্ত্রং প্রাণা-
পানোদয়াস্তগম্ । অগ্রাহ্য মিল্লিঘাত্তানং নিষ্কলঙ্কাক্ষকং
বিভূম্ ॥ ২২ ॥ স্বরাদিব্যঞ্জনাভীতং বর্ণাদিপরি-
বৰ্জিতম্ । বাচ্যমবাচ্য বিষয়মহঙ্কারাক্ষরূপিনম্ ॥ ২৩ ॥
অপ্রতীক্যমবুচ্চাখ্যং কলনাকালবৰ্জিতম্ । নিঃশব্দ-
নিশ্চলং সৌম্যং দেহাতীতং পরাংপরম্ ॥ ২৪ ॥
ভূতাবগ্রহরহিতং ভাবাতাবিবৰ্জিতম্ । অকিঙ্করং
পরং সূক্ষ্মং পঞ্চপঞ্চাদিসম্ভবম্ ॥ ২৫ ॥ অপ্রমেয়-
মনস্তাধ্যক্ষকং কামরূপিনম্ । প্রভবং সৰ্ব্বভূতানাং
বীজাকুরসমুদ্ভবম্ ॥ ২৬ ॥ ব্যাপকং সৰ্ব্বকামাধ্যক্ষকং
পরমং মহৎ । স্থূলসূক্ষ্মবিভাগং ব্যক্তাব্যক্তং সনা-
তনম্ ॥ ২৭ ॥ কল্পকল্পান্তরহিতমনাদিনিধনং মহৎ ।

মহাভূতং মহাকাশং শিবং নির্বাণভৈরবম্ ॥ ২৮ ॥ এবং
সদাশিবং বিষ্ণু প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ । যোগাক্রিয়া-
বিনিষ্টকং মৃত্যুজয়নাদিমং ॥ ২৯ ॥ সর্বোপসর্গ-
রহিতং সৰ্ব্বভাষ্যাপকং শিবম্ । অব্যক্তং পরতো
নিত্যং কেবলং দ্বৈতবৰ্জিতম্ ॥ ৩০ ॥ অনন্ত-
তেজসাক্রিয়াং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ । ভূরিম্বয়প্রভ-
প্রখ্যং সৰ্ব্বতেজোহধিকং হরম্ ॥ ৩১ ॥ শরণ্যং
দেবমৌলানমোক্তারং শিবরূপিনম্ । দেবদেবং
মহাদেবং পঞ্চবক্ত্রং বৃষধ্বজম্ ॥ ৩২ ॥ নির্মূলং
মানসাতীতং ভাবগ্রাহ্যমূঢ়মম্ । সদা শান্তং
বিরূপাক্ষং শূলহস্তং জটাহরম্ ॥ ৩৩ ॥ হৃৎপদ্মকোশ-
মধ্যস্থং শূত্ররূপং নিরঞ্জনম্ । এবং সদাশিবং বিষ্ণু
প্রভাসে লিঙ্গরূপিনম্ ॥ ৩৪ ॥ যোগসৌ পরাংপরো
দেবো হংসাখ্যঃ পারিকীর্তিতঃ । নাদাখ্যঃ সূত্রতে
দেব সোহাশ্বনু স্থানে স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
এতদাদিশ্বরূপং চ ময়া ধোগবলেন তু । বিজ্ঞাতং
দেবি গদিতং দিব্যমাত্মনামাত্মনাম্ ॥ ৩৬ ॥ স্বয়ং
পূৰ্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে যজুৰ্হ্নে স্থিতঃ । অপরাহ্নে তু
সামবেদে হৃৎকবেদে নিশাগমে ॥ ৩৭ ॥ বেদাহ্নমেতং

বাক্যপ্রপঞ্চাতীত, নিষ্প্রপঞ্চ, জ্ঞানজ্যেষ্ঠ, ধ্যানলভ্য,
হেত্বাভাসরহিত, অনাহতশব্দান্তর্ভূত, ও শব্দ
স্পর্শাদির উৎপত্তিনির্ভর; এবং ভূত মহেশ্বরই
সৌমেশ্বর লিঙ্গরূপী হইয়া প্রভাসে বিরাজমান
রাহিয়াছেন ১—২০ । তিনি শব্দব্রহ্মগত অগ্নি
ওক্তারূপী, শান্ত, শব্দান্তঃসংগমের একমাত্র আশ্রয়,
সর্ববিষয়াতিরিক্ত, সকল জীবের ধ্যানবিষয়ীভূত,
আদিরহিত, অক্ষয়, দিব্য, অপ্রমেয়, উদ্ধাধঃ সর্ব-
স্থানব্যাপী, দেহমধ্যে 'জীব' নামে প্রতিষ্ঠিত,
হৃদয়াদি হৃদশ স্থানে বিশেষরূপে অবস্থিত, প্রাণা-
পানাদি দৈহিক বায়ুর উদয়াস্তাশ্রয়, প্রত্যক্ষাতীত,
ইন্দ্রিয়াত্মা, দোষহীন, বিভূ স্বরব্যাঞ্জনাভীত, বর্ণ-
বিবৰ্জিত, বাক্যের অবাচ্য, অঙ্কাহঙ্কারালিষ্ট-রূপ-
ধারী, অতীত, অনুচ্চাখ্য, কাল-কলনারহিত, নিঃশব্দ,
নিশ্চল, সৌম্য, দেহহীন, পরাংপর, পঞ্চভূতরূপ
সম্ভবরহিত, ভাবাতাবাতীত, অকিঙ্কর, পরম
সূক্ষ্ম, পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতজ-দেহধারী, প্রমাণশূন্য,
অনন্ত, অক্ষয়, কামরূপী, সর্বভূতের উৎপাদক,
বীজাকুরবৎ নিরন্তর উৎপাদ্যমান, ব্যাপক, অক্ষয়,
মহৎ, সর্বকামাকার, স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিভাগসমূহে
প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন, কল্প-কল্পান্তাদি-
পরিচ্ছেদহীন, অনাদি অমর, মহৎ, মহাকাশ, মহা-

ভূত, মহাকার, শিবস্বরূপ, নির্বাণভৈরব । এবদ্বিধ
সদাশিবই সেই প্রভাসে লিঙ্গরূপে বিরাজমান
রাহিয়াছেন । তিনি যোগাক্রিয়াভীত, মৃত্যুজয়,
অনাদি, হ্রদোপসর্গশূন্য, সর্বব্যাপী, শিব, অব্যক্ত,
পরবত্তা, নিত্য, কেবল, দ্বৈতবর্জিত, অন্ত
তেজের অনাক্রম্য, সর্বাব্যক্ তেজঃসম্পন্ন, স্বয়-
প্রভ বলিয়া সুবিখ্যাত, সংহারকারী, শরণ্য,
শিবরূপী ও ওক্তারাত্ম্য ঈশান দেব । তিনি দেব-
দেব, মহাদেব, পঞ্চানন, বৃষধ্বজ, নির্মূল, মানসা-
ভীত, নিক্রম, ভাবমাত্রগ্রাহ্য, সতত শান্ত, বিরূপাক্ষ,
শূলহস্ত, জটাহর ও হৃৎকমল কর্ণিকামধ্যগত শূন্তা-
কার নিরঞ্জন । সেই প্রভাসক্ষেত্রেই লিঙ্গরূপী সদা-
শিবকে তুমি এইরূপ জানিও । যে পরাংপর দেব
হংস নামে কীর্তিত হন, যিনি নাদ নামে প্রসিদ্ধ,
অগ্নি সূত্রতে দেবি ! তিনিই এইস্থানে স্বয়ং অব-
স্থান করিতেছেন । দেব ! আমার এই আদিম
স্বরূপ আমি যোগবলে জ্ঞাত হইয়াছি ;
আমি আত্মা দ্বারা সেই আত্মাকেই তোমার নিকট
বর্ণন করিলাম । যে পরম পুরুষ পূৰ্ব্বাহ্নে ঋগ্-
বেদে, মধ্যাহ্নে যজুৰ্বেদে, অপরাহ্নে সামবেদে,
এবং রাত্রিকালে অথর্ববেদে অধিষ্ঠান করেন,

পুরুষঃ মহাস্তমাদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব
বিদিত্বা ন ভবেত্তু যত্নান্নাভঃ পশ্বা বিদ্যতে বৈ জনা-
নাম্ । ইতৌরিতস্তে তু মহাপ্রভাবঃ সোমেশলিঙ্গস্ত
কৃতৈকদেশঃ । বৃতং ন চাঈকৈরুহতিঃ সহশ্রৈরুহতুঃ
চ কেনাপি মুখৈর্ন শক্যম্ । ৪০ ॥ ব্রাহ্মণঃ কত্রিগো
বৈশ্বঃ শূদ্রোহপীদং পঠেদ্বদী । নির্বৃক্তঃ সর্ব-
পাপেভ্যঃ সর্বান্ কামানবাধুয়াৎ । ৪১ ॥

ইতি ঈকাদশে ঈসোমেশ্বরমহিমবর্ণনঃ নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শূত্ৰ উবাচ । এবং তত্র তদা দেবী ঈশ্বা
মহাশাস্ত্রমুত্তমম্ । হর্ষোৎকর্ষিতয়া বাচা পুনঃ পুপ্রাঙ্ক
শঙ্করম্ । ১ ॥ দেব্যাবাচ । দেবদেব
ভক্তান্নগ্রহকারক । সমস্তজ্ঞানসম্পন্ন নমস্তেহস্ত
মহেশ্বর । ২ ॥ নমোহস্ত তে বৈ ত্রিপুরপ্রহর্যে মহা-
শ্বনে তারকমর্দনায় । নমোহস্ত তে কীরসমুজ্জদায়িনে
শিশোপুনীলস্ত সমাহিতস্ত । ৩ ॥ নমোহস্ত তে

আমি সেই তমঃপারবস্তী, আদিত্যবর্ণ, মহৎ পুরুষকে
জানি; একমাত্র তাঁহাকে জানিতে পারিলেই
মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চির অমরত্ব লাভ করা
যায়, জনগণের সেই পরম ধামে যাইবার এতদ্বির
অপর কোনও পথ নাই । এই আমি তোমার
নিকট সৌমেশ লিঙ্গের স্মরণে মহাশাস্ত্রের একাংশ
মাত্র বলিলাম, বহুসহস্র মুখে বহুসহস্র বর্ষেও
কেহ ইহার সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে সক্ষম নহে ।
ব্রাহ্মণ কত্রিগু, বৈশ্ব বা শূদ্র, যে কোন মানব এই
উপাখ্যান পাঠ করিলে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত
হইয়া সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২১—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

শূত্ৰ কহিলেন,—দেবী শঙ্করী সেখানে শঙ্করমুখে
এইরূপ মহাশাস্ত্রবর্ণনপূর্বক তখন পুনরায় হর্বগদগদ-
ধাকো শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন! দেবী কহি-
লেন,—হে সমস্তজ্ঞানসম্পন্ন, ভক্তান্নগ্রহকারক,
দেবদেব, জগন্নাথ, মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার
করি । আপনি তারকমর্দনী, ত্রিপুরঘাতী, মহাশাস্ত্র,

সর্বজগদ্বিধাত্রে সর্বজ্ঞ সর্বাশ্বক সর্বকল্পে । নমো
ভবাশাস্ত্র নমোহস্তবায় নমোহস্ত তে সর্বগভায়
নিত্যম্ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কিং দেবি পৃচ্ছসে-
হদ্যাপি সর্বং তে কথিতং ময়া । সন্দ্বিগ্নমাস্ত
কিঞ্চিচ্চেৎ পুনঃ পৃচ্ছস্ব ভামিনি । ৫ ॥ দেব্যাবাচ ।
সোমেশ্বরেতি যন্মাম কস্মিন্ কালে বভূব
তৎ । কিংনামাগ্রেহস্তবল্লিঙ্গং নাম কিং ভবিতা-
ধুনা ॥ ৬ ॥ এবং যন্ত প্রভাবো বৈ নোক্তঃ পূর্বঃ
ঈয়া বিভো । অন্তেবাং তীর্থদেবানাং মহাশাস্ত্রাং
বর্ণিতং ময়া । ন স্বীদৃশং তু কথিতং ঈসোমেশস্ত
যাদৃশম্ । ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পূর্বমোহমোবাসং
স্পর্শলিঙ্গস্বরূপবান্ । ন চ মাং তত্ত্বতো বেদ জনঃ
কশ্চিদহেশ্বরী । ৮ ॥ মহাকল্পে তু সজ্ঞাতে ব্রহ্মণঃ
প্রাতিসঙ্করে । নামভাবং ভবেদন্তদেব লিঙ্গে পুনঃ-
পুনঃ । ৯ ॥ অতীতং ব্রহ্মণাং যত্নকং সপ্তমোহয়ং
প্রজাপতিঃ । বস্তুতে যোহধুনা দেবি শতানন্দ ইতি

আপনাকে নমস্কার । আপনি সমাহিত শিশু বুন-
বরকে কীরসাগর প্রদান করিয়াছিলেন; আপ-
নাকে নমস্কার করি । হে সর্বজ্ঞ সর্বাশ্বক! আপনি
সর্বকর্তা, ও সর্বজগদ্বিধাতা; আপনাকে নমস্কার;
আপনি ভব, আপনাকে নমস্কার; আপনি অন্তব,
আপনাকে নমস্কার; আপনি নিয়ত সর্বভূতাস্তরিত;
আপনাকে নমস্কার । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি!
তুমি এখন আবার কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিবে?
আমি তো সমস্তই তোমাকে বলিয়াছি । অগ্নি
ভামিনি! তবে যদি কিছু সন্দেহ থাকে, জিজ্ঞাসা
কর । দেবী কহিলেন,—সেই সোমেশ্বর লিঙ্গের
'সোমেশ্বর' নাম কোন সময়ে হইয়াছে? তৎপূর্বে
উহার কি নাম ছিল? ভবিষ্যৎকালেই বা উহার
কি নাম হইবে? বিভো! ঈহার প্রভাব
এইরূপ অদ্ভুত, আপনি তাঁহার কথা প্রথমে
বলেন নাই; অপরপর তীর্থদেবতারই
মহাশাস্ত্র বলিয়াছেন; পরন্তু সোমেশ্বরের মহাশাস্ত্র
যেদ্রুপ বর্ণন করিলেন, অপর কাহারও
এরূপ মহাশাস্ত্র বলেন নাই । ঈশ্বর কহিলেন,—
ঈশ্বরী, গৌরী! পূর্বে আমি এখানে স্পর্শলিঙ্গরূপী
ছিলাম । তখন কেহই আমাকে যথাধরূপে জানিতে
পারে নাই । যে প্রলয়ে ব্রহ্মারও লয় হয়, তাহাকে
মহাকল্প বলে । প্রত্যেক মহাকল্পেই লিঙ্গেরও পুনঃ
পুনঃ পৃথক পৃথক নাম কল্পিত হইয়া থাকে । ইতঃ-
পূর্বে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়াছেন; একগণে

ঋতঃ । ১০ । অগ্নিঃ ব্রহ্মণি দেবেশি সজ্জাতে হষ্ট-
বার্ষিকে । তদা কালো সমারভ্য সোমেশ ইতি
বিজ্ঞতঃ । ১১ । অতীতেষু চ দেবেশি ব্রহ্মণু প্রলয়া-
দহ । বহুবৃণি নামানি তানি হং শৃণু পার্শ্বতি ।
১২ । আদ্যো বিরঞ্চিতানামাদ্যদা ব্রহ্মা পিতামহঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়স্তদা নাম সোমনাথস্ত কীর্তিতম্ । ১২ ।
দ্বিতীয়েহতুদ্যদা ব্রহ্মা পদ্মভূরিতি বিজ্ঞতঃ । তদা
কালায়িকর্ষোতি নাম প্রোক্তঃ শুভেহধিকে । ১৪ ।
তৃতীয়েহতুদ্যদা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি বিজ্ঞতঃ ।
অমৃতেশেতি দেবস্ত তদা নাম প্রকীর্তিতম্ ।
চতুর্থেহতুদ্যদা ব্রহ্মা পরমেষ্ঠীতি বিজ্ঞতঃ । অনা-
ময়েতি দেবস্ত তদা নাম স্মৃতং শুভে । ১৬ । পঞ্চমো-
হতুদ্যদা ব্রহ্মা সুরজ্যোষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ । কৃতিবাসেতি
দেবস্ত নাম প্রোক্তঃ তদাধিকে । ১৭ । ষষ্ঠ্যাতুদ-
্যদা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি ঋতঃ । তদা ভৈরবনাথেতি
নাম দেবস্ত কীর্তিতম্ । ১৮ । অয়ং যো বর্ষতে
ব্রহ্মা শতানন্দ ইতি স্মৃতঃ । সোমনাথেতি দেবস্ত
বর্ষতে নাম সাম্প্রতম্ । ১৯ । অতঃ পরং চতুর্কক্ৰো
ব্রহ্মা যো ভবিতা যদা । প্রাণনাথেতি দেবস্ত তদা

নাম ভবিষ্যতি । ২০ । অতীতা যে বিধাতারো
ভবিষ্যন্ত চ যেহুনা । ভাবন্তবর্ষতে নাম ষা-
ব-দন্তোহষ্টবার্ষিকঃ । সজ্জা সজ্জাঃশভেদেন বিজ্ঞ-
সনাতনঃ । ২১ । এবং নামানি দেবস্ত সংক্ষেপাৎ
কীর্ত্তানি মে । বিজ্ঞাৎ কথিতং নৈব শক্যন্তে
কালগোরবাৎ । ২২ । দেববাচ । আশ্চর্য্যং দেব-
দেবেশ যদ্বরা কথিতং প্রভো । পূর্বোক্তানি চ
নামানি ন স্মরন্তি চ মে কথম্ । ২৩ । এতদ্বিস্তরতো
ক্রাহি কারণঞ্চ জগৎপতে । সর্বভূতহিতার্থায়
মমামুগ্রহকামায়া । ঈশ্বর উবাচ । কল্পে কল্পে মহা-
দেবি অবতারং করোষি যৎ । তেন তে স্মরণং
নাস্তি প্রভাবাৎ প্রকৃতেঃ প্রিয়ে । ২৫ । তদাবরণ-
মধ্যে তু তদাদ্যা হং প্রতিষ্ঠিতা । সাবতীর্থ্যাণ্ড-
মধ্যে তু ময়া সার্কং বরাননে । ২৬ । অমুগ্রহার্থঃ
লোকানাং প্রাহুর্ভূতা পুনঃপুনঃ । আদ্যে কল্পে জগ-
ন্মাতা জগদুযোনির্দ্বিতীয়কে । ২৭ । তৃতীয়ে

ইবেন, তাঁহার নাম হইবে চতুর্থ ; আর সোমনাথ
দেবের নাম হইবে প্রাণনাথ । বর্তমান অষ্টবর্ষবয়স্ক
ব্রহ্মার পূর্বে ও পরে যে সমস্ত ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন
ও জন্মিবেন, তাঁহাদিগের সহিত সোমনাথ দেবে-
রও নামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটবে । যুগ-
সকলের সজ্জা ও সজ্জাঃশভেদে বিষ্ণু, অনন্ত,
সনাতন প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হন । এই আমি
তোমাকে সংক্ষেপে এই সোমনাথ দেবের বিষয়
কহিলাম । দীর্ঘকালসাধ্য বলিয়া সবিস্তরে বলা
সাধ্যায়ত্ত নহে । দেবী কহিলেন,—প্রভো দেব-
দেবেশ ! আপনি তো আশ্চর্য্য ঘটনা কহিলেন ।
পরন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জনগণ আমার
পূর্বপূর্বকল্পীয় নাম সকলের স্মরণ করে না কি
জন্ত ? হে জগৎপতে ! ইহার কারণ আপনি
সবিস্তরে বলুন, ইহা বলিলে আমার প্রতিও
প্রকাশ করা হইবে, আর সর্ব-

জীবেরও হিতবিধান করা হইবে । ১৬—২৪ । ঈশ্বর
কহিলেন,—দেবি ! তুমি কল্পে কল্পেই অবতার
গ্রহণ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতির প্রভাবে জনগণ
তোমার সেই সমস্ত নামের স্মরণ করে না । প্রিয়ে !
চতুর্বিংশতিতদাবরণ মধ্যে তুমিই আদ্যা প্রকৃতি-
রূপে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছ । অগ্নি বরাননে ! তুমি
লোকসকলের প্রতি অমুগ্রহ প্রকটনার্থ আমার
সহিত পুনঃপুন অণ্ডমধ্যে প্রাহুর্ভূতা হইয়া থাক ।
আদিকল্পে তোমার নাম ছিল, জগন্মাতা ; দ্বিতীয়

সপ্তম ব্রহ্মা বিদ্যমান । ইহার নাম—শতানন্দ ।
এই ব্রহ্মার অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উক্ত লিঙ্গ সোমে-
শ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন । অগ্নি দেবেশি !
প্রলয়কালান্তরে যে ছয়জন ব্রহ্মা অতীত হইয়া-
ছেন, এবং যে সপ্তম ব্রহ্মা এক্ষণে বিদ্যমান আছেন,
তাঁহাদিগের নাম সকল আমি বলিতেছি ; হে
পার্শ্বতি ! তুমি তাহা শ্রবণ কর । প্রথম অষ্টিকালে
পিতামহ ব্রহ্মার নাম ছিল বিষ্ণিঞ্চি ; তখন সোমনাথ
লিঙ্গ । মৃত্যুঞ্জয়নামে কীর্ত্তিত হইতেন । দ্বিতীয়
ব্রহ্মার নাম ছিল পদ্মভূ ; অগ্নি শুভে, অধিকে !
তখন সোমনাথ লিঙ্গ, কালায়িকর্ষনামে উক্ত
হইতেন । তৃতীয় ব্রহ্মার নাম ছিল স্বয়ম্ভু ; তখন
সোমনাথ, ‘অমৃতেশ’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।
১—১৫ । শুভে ! চতুর্থ ব্রহ্মার নাম ছিল—
পরমেষ্ঠী ; তখন সোমেশ্বর ‘অনাময়’ নামে বিখ্যাত
হইয়াছিলেন । পঞ্চম ব্রহ্মার নাম ছিল সুরজ্যোষ্ঠ ;
অগ্নি অধিকে ! তখন সোমেশ্বর দেব কৃতিবাস
নামে প্রথিত হইয়াছিলেন । ষষ্ঠ ব্রহ্মার নাম ছিল—
হেমগর্ভ ; তখন সোমেশ্বর দেব ভৈরবনাথ নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন । এক্ষণে যে ব্রহ্মা আছেন,
তাঁহার নাম শতানন্দ ; আর সোমেশ্বর দেব ‘সোম-
নাথ’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । ইহার পর যিনি ব্রহ্মা

শাস্তবী নাম চতুর্থে বিশ্বরূপিনী। পঞ্চমে নন্দিনী নাম
ষষ্ঠে চৈব গণাধিকা। ১৮। বিভূতিঃ সপ্তমে কল্পে
শুভ্রতিশ্যষ্টমে তদা। আনন্দা নবমে কল্পে দশমে
বামলোচনা। ২২। একাদশে বরারোহা দ্বাদশে চ
সুমঙ্গলা। কল্পে ত্রয়োদশে চৈব মহামায়া হ্যাদান্তা।
৩০। ততশ্চতুর্দশে কল্পেইনস্তা নাম প্রকীৰ্ত্তিতা।
ভূতমাতা পঞ্চদশে ষোড়শে চোত্তমা স্মৃতা। ৩১।
ততঃ সপ্তদশে কল্পে পিতৃকল্পে তু বিজ্ঞতা। দক্ষশ্চ
হুহিতা জাতা সতীনায়া মহাপ্রভা। ৩২। অপ-
মানাত্তু দক্ষশ্চ স্বাং তনুমতাজংপুনঃ। উমাঃ কলাস্ত
চন্দ্রশ্চ পুরাপূর্থা চ সংস্থিতা। ৩৩। ততঃ প্রবৃন্তে
বারাহে কল্পে স্বঃ সুরসুন্দরি। পুনর্হিমবতারাধা
হুহিতা হিমতঃ কৃতা। ৩৪। ততো দেব্যাহুতং
তপ্তা তপঃ পরমহুচরম্। ভর্তারং মাং পুনঃ
প্রাপ্য পার্বতীতি নিগদ্যসে। ৩৫। কৈলাসনিলয়-
শাহং ত্বয়া সাক্ষং বরাননে। ক্রৌড়ামি তব দেবেশি
যাবৎকল্লাবসানকম্। ৩৬। ইদং চতুর্জগৎ প্রাপ্য
দ্বাপরে বিষ্ণুনা সহ। মহিমশ্চ বধার্থায় উৎপন্ন
কৃষ্ণপিঙ্গলা। ৩৭। কাত্যায়নীতি দুর্গেতি বিবি-

কল্পে জগদ্যোনি; তৃতীয়ে শাস্তবী, চতুর্থে বিশ্ব-
রূপিনী, পঞ্চমে নন্দিনী, ষষ্ঠে গণাধিকা, সপ্তমে
বিভূতি, অষ্টমে শুভ্রতি, নবমে আনন্দা, দশমে
বামলোচনা, একাদশে বরারোহা, দ্বাদশে সুমঙ্গলা,
ত্রয়োদশে মহামায়া, চতুর্দশে অনস্তা, পঞ্চদশে ভূত-
মাতা, এবং ষোড়শ কল্পে উত্তমা নামে তুমি খ্যাতি-
লাভ করিয়াছিলে। অতঃপর সপ্তদশ কল্পে তুমি
দক্ষহুহিতা অর্থাৎ কাহিমতী সতী নামে বিখ্যাতা
হইয়াছিলে। সেই সপ্তদশ কল্পের নাম পিতৃকল্প।
তখন দক্ষ তোমাকে অপমানিত করে বলিয়া তুমি
দেহত্যাগ করিয়া কলার্নাধির উমানায়ী কলাকে
পরিপূরিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলে। হে
সুরসুন্দরি! তার পর বারাহ কল্প প্রবৃত্ত হইলে
হিমালয় পুনরায় আরাধনা করিয়া তোমাকে কস্তা-
রূপে প্রাপ্ত হন। হে দেবি! অতঃপর তুমি পরম
হুচর অদ্বুত তপস্বী করিয়া আমাদেব পিতৃরূপে
লাভ করিয়া পার্বতী নামে কীৰ্ত্তিত হইতেছ। হে
বরাননে! আমিও কৈলাসবাসী হইয়া তোমার
সহিত ক্রৌড়া করিতেছি; কল্লাবসান পর্যন্ত এই-
ভাবেই অতিবাহিত করিব। এই ভাবে চতুর্জগৎ
চতুর্ধুগ অতীত হইলে পর দ্বাপরযুগে তুমি আবার
মহিষাসুরের সংহারার্থ বিষ্ণুর সহিত প্রাহর্তুতা হইয়া

ধৈর্ষ্যমপর্য্যটয়ৈঃ। নবকোটিপ্রভেদেন জাতাসি বশু-
ধাতলে। ১৮। যানি তে কল্লনামানি পূর্বমুক্তানি
সুন্দরি। তানি ত্রয়োদশাং কল্লাহুদকং কথিতানি
মে। ৩২। অতীতানি ভবিষ্যানি বর্তমানানি
সুন্দরি। এবং জ্ঞেয়ানি সর্গাণি ব্রহ্মকল্লাবধি প্রিয়ে।
৪০। দেব্যুবাচ। সোমনাথেতি যস্মিন ত্বয়া
পূর্বমুদাহৃতম্। তৎকথং নিশ্চলং নাম মন্ততে
ত্রিপুরাস্তক। ৪১। অসম্ভাষ্যচ্চ চন্দ্রাণাং জন্মনাম-
প্রভেদতঃ। মনস্তরে তু সঞ্জাতে যুগানামেক-
সপ্ততো। ৪২। চন্দ্রস্বর্ঘ্যাদয়ো দেবাঃ সংহ্রিয়ন্তে
পুনঃপুনঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্ৰো মনুস্তংনুবো
নৃপাঃ। ৪৩। এককালঞ্চ স্বজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ
পূর্ববৎ। এতন্মৈ সংশয়ং দেব যথাবদ্বক্তুমর্হসি।
৪৪। ঈশ্বর উবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি রহস্তং
পাপনাশনম্। যন্ন কস্তাচিদাখ্যাতং তত্তে ব্রহ্মা-
ম্যশেষতঃ। ৪৫। অয়ং যো বর্ততে ব্রহ্মী শতানন্দ
ইতি জ্ঞাতঃ। তস্মৈ চৈবাষ্টমে বর্ষে মনুষ্যঃ প্রথমো
তবেৎ। ৪৬। তস্মিন্মনস্তরে দেবি যশ্চাদৌ

কৃষ্ণপিঙ্গলা, কাত্যায়নী, দুর্গা প্রভৃতি বিবিধ নামে
খ্যাতি লাভ করিয়াছ। ফলতঃ তুমি এই বশুধা-
তলে জন্মিয়া নবকোটি বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছ।
হে সুন্দরি! পূর্বে যে তোমার কল্লনাম সকল
কীৰ্ত্তন করিয়াছ, তাহা ত্রয়োদশ কল্পের পর হইতেই
বুঝবে। হে সুন্দরি! অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,
—সমস্তই এই ভাবে ব্রহ্মকল্লাবধি জাতব্য। ২৫—
৪০। দেবী কাহিলেন,—হে ত্রিপুরাস্তক! আপনি
যে, পূর্বে সোমনাথ নাম বলিলেন, ঐ নাম ‘চৈর-
শ্বর’ বাগিয়া বুঝব কিরূপে? জন্ম ও নাম ভেদে
‘সোম’ তো অসংখ্য; একসপ্ততিযুগান্তক মনস্তর
ঘটিগে এখন তো চন্দ্র স্বর্ঘ্যাদ দেবতাসকলেরও
বিনাশ ঘটে; প্রাতি মনস্তরেই তো উহাদের পুনঃপুন
সংহারসাধন হয়। সপ্তর্ষি, দেবতা, ইন্দ্র, মনু,
মনুপ্রভৃ নৃপতিগণ,—ইহারা তো এক সময়েই সৃষ্ট
হন; আবার এক সময়েই পূর্ববৎ সংহৃত হইয়া
যাবেন। হে দেব! আমার এই বিষয়ে সংশয়
ঘটিয়াছে; আপনি এ সম্বন্ধে সঙ্গতর প্রদান করুন।
ঈশ্বর কাহিলেন,—হে দেবি! তুমি উত্তম শ্রম করি-
য়াছ; এই পাপনাশক রহস্ত বিষয় আমি অপর
কাহাকেও বলি নাই, এক্ষণে তোমাকে তাহা সম্পূর্ণ-
রূপে বলিতেছি। এক্ষণে যে শতানন্দ নামে ব্রহ্মা
আছেন, ইহার অষ্টমবর্ষ ব্রহ্মকল্প কালে যিনি প্রথম

মোহিনীপতিঃ । সমুদ্রগর্ভাৎ সজ্জাতঃ সলক্ষ্মীকো-
ভাদিতিঃ । ৪৭ । তেন চারাদিতঃ লিঙ্গং কাল-
ভৈরবনামতঃ । মহতা তপসা পূর্বং যুগানি চ
চতুর্দশ । ৪৮ । তস্তাদ্ব্যুৎ তপো দৃষ্টা তুষ্ণোহুৎ
তস্ত সুল্লরি । বরং বৃণীষেতি ময়া স চ প্রোক্তো
নিশাকরঃ । ৪৯ । স হোবাচ তদা দেবি তক্ত্যা সংসৃত্য
মাং শুভে । ৫০ । চন্দ্র উবাচ । যদি প্রসন্নো দেবেশ
বরাহো যদি বাণ্যহম্ । সোমনাথেতি তে নাম ভূয়াদ্-
ব্রহ্মাবধি প্রভো । ৫১ । যে কেচিত্তবিতারোহন্তে
মহন্তে শীতরশ্ময়ঃ । তেষাং ভবতু দেবেশ দেবো-
হয়ং কুলদেবতা । ৫২ । আরাধয়ন্ত তে সর্কে
ক্ষেত্রেহস্মিন সংস্থিতা বিভো । স্বকীয়ায়ুঃপ্রমাণেন
ব্রহ্মণঃ প্রলয়াদনু । ৫৩ । সোমনাথেতি তে নাম
ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে । খ্যাতিঃ প্রযাতু দেবেশ তেজো-
লিঙ্গ নমোহস্ত তে । ৫৪ । ঈশ্বর উবাচ । এবমস্মি-
ত্যহং প্রোচ্য পুনর্লিঙ্গে লয়ং গতঃ । এতন্তে
কারণং দেবি প্রোক্তং সর্বমশেষতঃ । ৫৫ । নিঃসন্দিগ্ধঃ

তু সঙ্ক্ষেপাৎ পুরা পৃষ্টং যতশ্চয়া । উদ্দেশ্যমাত্মং
কথিতং শ্রীসোমেশগুণান্ প্রতি । সমুদ্রস্তেব
রত্নানামচিন্ত্যস্তস্ত বিস্তরঃ । ৫৬ । মোহনং তদ-
ভক্তানাং ভক্তানাং বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ । মুঢ়াস্তে নৈব
পশ্যন্তি স্বরূপং যম মোহিতাঃ । ৫৭ । দেব্যাবাচ ।
ঈদৃশং যন্ত মাহাত্ম্যং তেজোলিঙ্গস্ত শব্দর । কুত্র
তিষ্ঠতি তন্নিহং ক্ষেত্রে তস্মিন সুরেশ্বর । ৫৮ ।
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রযত্নেন শ্রদ্ধা চৈবাব-
ধারণয় । প্রভাসঃ পরমং দেবি ক্ষেত্রমেতন্মম
প্রিয়ম্ । ৫৯ । দেবানামপি সংস্থানং তচ্চ দ্বাদশ-
যোজনম্ । পঞ্চযোজনমানেন পীঠং তত্র প্রকী-
র্তিতম্ । ৬০ । তন্মধ্যে মদগৃহং দেবি তচ্চ গব্বাতি-
মাত্রকম্ । সমুদ্রস্তোত্তরে দেবি দেবিকামুখসংজ্ঞিতম্ ।
৬১ । বজ্রিণ্যাঃ পূর্বতশ্চৈব যাবন্মজ্জমতী নদী ।
চতুষ্টিয়ঞ্চ বিস্তারাদায়মাৎ পঞ্চযোজনম্ । ৬২ ।
ক্ষেত্রপীঠমিতি প্রোক্তমতো গর্ভগৃহং শৃণু । সমুদ্রাৎ
কোরবী যাবদক্ষিণোত্তরমানতঃ । পূর্বপশ্চিমতো
জ্যেষ্ঠং গোমুখাদাম্মেধকম্ । ৬৩ । এতন্মম গৃহং

মম হইয়াছিলেন, তাঁহার অধিকারকালে লক্ষ্মী ও
কৌশ্তভাদির সহিত সমুদ্রগর্ভ হইতে যে চন্দ্র উথিত
হইয়াছিলেন, তিনি পূর্বে কালভৈরব নামক লিঙ্গের
আরাধনাপূর্বক স্তম্ভে তপস্যা দ্বারা চতুর্দশ কল্প
অতিবাহিত করেন । হে শুভে ! সুল্লরি !
আমি তাঁহার তাদৃশ অদ্ভুত তপস্যায় তুষ্ট হইয়া
তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে তিনি তখন
ভক্তিপূর্বক আমাকে স্তব করিয়া কাহলেন,—হে
দেবেশ ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আর
আমি যদি বরদানের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে হে
প্রভো ! ব্রহ্মার স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আপনার এই
লিঙ্গ সোমনাথ নামে প্রখ্যাত হউক । আর মম্বর
অবসান ঘটিলে পর অপরাপর যে সমস্ত চন্দ্র
জন্মিবেন, হে দেবেশ ! এই সোমনাথই যেন
তাঁহাদিগের কুলদেবতা হন । হে প্রভো ! ব্রহ্মার
প্রলয়াস্তে তাঁহারা যেন স্ব স্ব আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত এই
ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক সোমনাথদেবের আরাধনা
করেন । হে দেবেশ ! এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
তবদীয় এই লিঙ্গের ‘সোমনাথ’ নাম প্রখ্যাত
হউক । হে তেজোলিঙ্গ আপনাকে নমস্কার
করি । ঈশ্বর কাহলেন,—আমি তখন ‘তথা’
বলিয়া পুনরায় সেই লিঙ্গে বিলীন হইলাম । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট তোমার পূর্ব-
জিজ্ঞাসিত কারণ সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে কীর্তন

করিলাম । এখন অবশুই তুমি সন্দেহশূন্য হইয়াছ ।
হে দেবি ! সাগরের রত্নের ভায়ে সেই সোমেশ্বরের
গুণ সুবিস্তার ও অচিন্তনীয় ; তাই আমি তাহা
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম । ইহা অভক্তমাত্মা-
বিমুঢ়গণের মোহোৎপাদক ; পরন্তু ভক্তগণের বুদ্ধি-
বর্দ্ধক । মুর্থগণ আমার এই স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়
না । দেবী কাহলেন,—হে সুরেশ্বর শব্দর ! যে
তেজোলিঙ্গের এবদ্বিধ মাহাত্ম্য, সেই লিঙ্গ উক্ত
ক্ষেত্রে কোন স্থানে আছে ? ঈশ্বর কাহলেন,—হে
দেবি ! তুমি সযত্নে শুন ; শুনিয়া তাহা মনে ধারণা
কর । হে দেবি ! সেই প্রভাসক্ষেত্র আমার পরম
প্রিয় । ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন ।
উহাতে অনেকানেক দেবতা বাস করেন । উহার
পীঠের পরিমাণ পঞ্চ যোজন বলিয়া কীর্তিত । হে
দেবি ! সেই পীঠমধ্যে আমার বাসভবন । উহার
পরিমাণ দুই কোশ । সমুদ্রের উত্তর দিক্ হইতে
দৌবকানদীর মুখভাগ পর্য্যন্ত, আর বজ্রিণীর পূর্ব
দিক্ হইতে মজ্জমতী নদী পর্য্যন্ত,—এই চতুঃসীমা-
বদ্ধ স্থানের বিস্তার চারি যোজন এবং দৈর্ঘ্য পঞ্চ
যোজন । ইহাই হইল ক্ষেত্রপীঠ । অতঃপর গর্ভ-
গৃহের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । উহার দক্ষিণো-
ত্তরসীমা সমুদ্র হইতে কোরবী পর্য্যন্ত এবং
পূর্ব-পশ্চিম সীমা গোমুখ হইতে আম্মেধ ক্ষেত্র

দেবি ন ত্যজামি কদাচন। তত্ত্ব মধ্যো স্থিতঃ
লিঙ্গঃ যত্র তন্ত্বে প্রকীর্তিতম্ ॥ ৬৪ ॥ বাণীঃ
দিশমাত্রিত্য সাগরস্ত চ সন্নিবোধী। কৃতশ্রমস্তাপরতো
ধ্বংসরশতজয়ে ॥ ৬৫ ॥ লিঙ্গঃ মহাপ্রভাবঃ তু স্বয়মুভয়
ব্যবস্থিতম্। তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শঙ্করঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৬ ॥
এতশ্চিন্নস্তরে দেবি সোমেশস্ত
সমীপতঃ। চতুর্দিকে বিভাগে তু ধনুঃপাণ শতদ্বয়ম্।
৬৭ ॥ সমস্তায়ুগুলাকারা কর্ণিকা সা মম প্রিয়া।
তস্তাং যে প্রাণিনঃ সর্পে যুতাঃ কালেন পার্শ্বতি।
৬৮ ॥ কুমিকৌটপতলাদ্যা জীবা উত্তমমধ্যমাঃ।
নির্ভুক্তকন্যাঃ সর্পে যান্তি লোকং মন্যপি তে ॥ ৬৯ ॥
উত্তরঃ দক্ষিণঃ চাপি অঘনং ন বিগারয়েৎ। সর্ব-
স্তেবাং শুভঃ কালো যে যুতাঃ কেত্রধ্বাতঃ ॥ ৭০ ॥
আদিনাথেন শর্করেন সর্বপ্রাণিহিতায় বৈ। আদ্য
তদ্বাস্তধানৌয় কেত্রমেতয়প্রভম্। প্রভাসিতঃ
মহাদেবি যত্র সিধ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৭১ ॥ হস্তমানো-
হপি যো বিদ্বান্ বসেদ্বিশ্বশতৈরপি। কৃতপ্রতিজ্ঞে
দেবেশি যাবজ্জীবং শূরৈরশ্বরি ॥ ৭২ ॥ এ গচ্ছে

পর্যন্ত। হে দেবি! আমার এই গৃহ কদাচ পরি-
ত্যাগ করি না। এই গৃহমধ্যে যেখানে লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা তো তোমাকে পূর্বেই
বলিয়াছি। সাগরের সমীপে পশ্চিম দিকে,—কৃত-
শ্রম-স্থানের পশ্চিম দিকে, ত্রিশত ধনুঃ ব্যবধানে
একটা মহাপ্রভাবশালী স্বয়মু লিঙ্গ ব্যবস্থিত
আছেন। সেই লিঙ্গেই পরমেশ্বর শঙ্কর নিয়ত
সন্নিবৃত্ত রহিয়াছেন। হে দেবি! সোমেশ লিঙ্গের
চতুর্দিকে দুইশত ধনুঃপরিমাণ মণ্ডলাকার স্থান
কর্ণিকাপদবাচ্য। উহা আমার অতীব প্রিয়। হে
পার্কতি! সেখানে কুমি কৌট পতলাদি উত্তমাদম যে
কোন প্রাণীকালবশে প্রাপ্তত্যাগ করে, সে নিষ্পাপ
হইয়া মদৌয় লোক প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে মৃত্যু
বিষয়ে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের কোনও প্রভেদ
নাই। এই ক্ষেত্রে যাহারা মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তাহাদের
সকল কালই শুভ বলিয়া জানিবে। ৪১—৭০।
আদিনাথ শঙ্কর সর্ব প্রাণীর হিতবিধানার্থ আদিত
সকল আহরণপূর্বক এই ক্ষেত্রে নিবেশিত করি-
য়াছেন; তজ্জন্ত এই ক্ষেত্র প্রভাসিত অর্থাৎ
দীপ্তিযুক্ত হইয়াছে। হে মহাদেবি! মানবগণ
সেখানে অভীষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত। হে দেবেশি! যে
বিদ্বান্ মানব শত শত বিদ্যে আক্রান্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞা
করিয়া যাবজ্জীবন উক্ত ক্ষেত্রে বাস করে, হে শূরৈ-

পরমঃ স্থানং যত্র গম্মা ন শৌচতি। তত্ত্ব কেত্রস্ত
মাহাত্ম্যায় স্বাগোশ্চাকুতকর্ষণঃ ॥ ৭৩ ॥ কৃত্যাপা-
সংপ্রাণি পশ্চাৎ সস্তাপয়েতি বৈ। প্রভাসে তু
বিযুক্তোত ন মোহন্তকপূরীঃ ত্রয়েৎ ॥ ৭৪ ॥ জাহ্ন
কলিযুগঃ ঘোরঃ হাহাকৃতমণ্ডেতনম্। নিযুক্তস্তত্র
দেবিশ রক্ষার্থং বিঘ্ননায়কঃ ॥ ৭৫ ॥ যে তু ব্রাহ্মণ
বিদ্বিষ্টাঃ শিবভক্তিবিভবকাঃ। ব্রহ্মরাক্ষ কৃতরাক্ষ তথা
নৈকুতিকাক্ষ যে ॥ ৭৬ ॥ লোকবিদ্বিষ্টা গুরুবিদ্বিষ্টা-
স্তীর্থাযতনকণ্টকাঃ। সর্বপাপরতান্ধৈব যে চাত্তে
তু বিকুৎসিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ রক্ষার্থং হ বৈ তেবাং
নিযুক্তো বিঘ্ননায়কঃ। কালাগ্নিক্রুদপার্শ্বে তু ক্রুদ-
তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ কেত্রঃ রক্ষতি দেবেশি
পাপিষ্ঠানাং নিয়ামকঃ। ব্রহ্মস্তে যদি ব্রহ্মরাক্ষা
পাতকিনো নরাঃ ॥ ৭৯ ॥ কেত্রে চান্মিন্ বরা-
রোহে তেবাং দেবি গতিং শৃণু। দশবর্ষসহ-
স্রপি দিব্যানি কমলেক্ষণে ॥ ৮০ ॥ দাসীপুত্রাক্ষ
জায়ন্তে তদন্তে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ততঃ পাপকয়ে

শ্বর! যেখানে যাইলে আর শোক করিতে হয় না;
সে সেই পরম স্থানে গমন করে। মানব, সহস্র
সহস্র পাপ করিয়া পশ্চাৎ সস্তাপযুক্ত হয়, কিন্তু
সেই ক্ষেত্রের ও অভূতকর্ম্ম শঙ্করের মহিমায়
তাদৃশ ব্যক্তিও সেই প্রভাসে প্রাণ পরিহার করিলে
সে কদাচ অন্তকপুরে গমন করে না। হে দেবি!
কলিযুগ অতি ঘোর; তখন জনগণ দুঃখে হাহাকার
করিতে থাকিবে। তাহাদের তখন কার্য্যাকার্য্য
জ্ঞান থাকিবে না। ইহা জানিয়া আমি উক্ত
ক্ষেত্রের রক্ষাবিধানার্থ বিঘ্ননায়ককে নিযুক্ত করি-
য়াছি। যাহারা ব্রাহ্মণধর্ম্মী, শিবভক্তের বিরুদ্ধ-
বাদী, ব্রহ্মঘাতী, কৃত্রিম, বঞ্চনপরায়ণ, লোকবিদ্বিষ্টা
গুরুধর্ম্মী, তীর্থক্ষেত্রের কণ্টকবৎ উৎপীড়ক, কদা-
চারী ও সর্ব পাতকযুক্ত, তাহাদের নিকট হইতে
রক্ষা করিবার জন্তই বিঘ্ননায়ককে নিযুক্ত করি-
য়াছি। সেই বিঘ্ননায়ক, কালাগ্নি ক্রুদের পার্শ্বভাগে
অবস্থানপূর্বক সেই ক্ষেত্রকে রক্ষা করেন। তিনি
ক্রুদতুল্য পরাক্রমশালী এবং পাপিষ্ঠগণের নিয়ামক।
হে দেবি! উক্ত ক্ষেত্রে যাহারা ব্রহ্মহত্যা
পাপাচরণ করে, সেই সকল পাতকীরাও যদি উক্ত
ক্ষেত্রেই প্রাপ্তত্যাগ করে, তবে তাহাদের যে গতি
হয়, হে বরারোহে! তাহা শ্রবণ কর। হে কমলেক্ষ-
ণে! তাহারা দিব্য দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ দাসী-
পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া

দেবি পুনর্থাতি বিযোনিতাম্ ॥ ৮১ ॥ তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন পাপং তত্র ন কারয়েৎ । অস্ত্রজাবর্তিতং
পাপং ক্ষেত্রে চান্নিন্ বিনষ্টতি ॥ ৮২ ॥ অগ্নিন্
পুনঃ কৃতং পাপং পৈশাচনরকাবহম্ । ভক্তাঙ্কুশো
ভগবাংস্তির্ধ্যগুণোনিগতেষুপি ॥ ৮৩ ॥ দদাতি পরমং
স্থানং ন তু ব্রহ্মবিদ্যং প্রিয়ে । যে চ ধ্যানং সমাসাদ্য
যুক্তাঙ্গানঃ সমাহিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ সন্ন্যাসম্যগ্নিগ্রামং
জপন্তি শতকৃদ্রিয়ম্ । প্রভাসে তু স্থিতা দেবি তে
কৃতার্থা ন সংশয় ॥ ৮৫ ॥ যদি গচ্ছেররঃ কশ্চিৎ
প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ । তদুপায়ং প্রকুর্বাৎ নির্গ-
চ্ছের পুনর্থা ॥ ৮৬ ॥ এতদগোপ্যং বরারোহে ন
দেয়ং যন্ত কশ্চিৎ । গোপনীয়মিদং শাস্ত্রং যথা
প্রাণাঃ স্বকাঃ প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ যেনেদং বিহিতং শাস্ত্রং
প্রভাসক্ষেত্রদীপকম্ । স শিবশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো
মাহুযৌ প্রকৃতিঃ স্থিতাঃ ॥ ৮৮ ॥ তন্ত বিগ্রহসংস্থো-
হং সদা তিষ্ঠামি পার্শ্বতি ॥ বন্দিতঃ পুজিতো

তাবৎ কাল অভিবাহিত করে; ইহাতে তাহাদের
পাপক্ষয় হইলেও অতঃপর তাহারা হৌন যোনিতেই
জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব প্রযত্নে উক্তক্ষেত্রে
পাপাচরণ বর্জন করিবে। অস্ত্র পাপাচরণ করিয়া
এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তৎসমস্ত পাপ
বিনষ্ট হয়, পরন্তু এই ক্ষেত্রে থাকিয়া যদি পাপা-
চরণ করা যায়, তবে তাহার ফলে পৈশাচ নরক-
ভোগ করিতে হয়। ভক্তাঙ্কুশী ভগবান্,
তির্ধ্যক্ জাটিকেও পরম স্থান দান করেন; কিন্তু
ব্রহ্মঘাতীর প্রতি তাদৃশ কৃপা করেন না। যাহারা
প্রভাসক্ষেত্রে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক সমাহিত
ভাবে যোগাভ্যাসপরাধন হইয়া ধ্যানাবলম্বন করত
শতকৃদ্রিয় জপ করে, হে দেবি! তাহারাই কৃতার্থ;
এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ৭১—৮৫। যদি
কেহ সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে, তবে
তাহার যাহাতে সেধান হইতে পুনরায় নির্গত
হইতে না হয়, এমন উপায় বিধান করা কর্তব্য।
অগ্নি বরারোহে! এই গোপ্য তত্ত্বকথা যাকে-
তাকে বলা উচিত নহে। হে প্রিয়ে! স্বীয়
প্রাণের জ্ঞায় এই শাস্ত্র সর্বথা গোপনীয়। প্রভাস-
ক্ষেত্রের মহামহিমোদ্দীপক এই শাস্ত্র, যিনি রচনা
করিয়াছেন, তাঁহাকে মাহুয ভাবাপন্ন শিব বলিয়াই
অবধারণ করা কর্তব্য। হে পার্শ্বতি! আমি সতত
তদীয় দেহে অবস্থান করিয়া থাকি! সেই ব্যক্তি
আমারই মত ধ্যান, পুজিত ও বন্দিত হইবার

ধ্যাতো যথাহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ কলৌ চ
দুর্লভং দেবি প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ । ইদানীং তব
স্নেহেন বিশেষঃ কথয়ামি বৈ । সত্যং সত্যং পুনঃ
সত্যং ত্রিঃসত্যং সুরাসুন্দরি ॥ ৯০ ॥ যানি লিঙ্গানি
ভুলোকো সোমেশস্তেষু যে প্রিয়ঃ । অগ্নিলিঙ্গে
গুণা যে তু তে দেবি বিদিতা যম ॥ ৯১ ॥ অহম্যো
বিজানামি নাশ্তো বেদ কথঞ্চন! অস্ত্রেষু
চৈব লিঙ্গেষু অহং পূজ্যঃ সুরাসুন্দরৈঃ ॥ ৯২ ॥ লিঙ্গং
চেমং পুনর্দেবি পুজয়াম্যো বয়ং স্বয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ যস্মিন্
কালে ন বৈ ব্রহ্মা ন ভূমির্ন দিবাকরঃ । সর্বকৈব
জগদ্রাধং তস্মিন্ কালে যশস্বিনি ॥ ৯৪ ॥ ইমং
লিঙ্গং পরকৈব ব্রহ্মণঃ প্রলয়ে তদা । ভাবিনীঃ
বৃন্তিমাহ্বায় ইদং স্থানং তু রক্ষতি ॥ ৯৫ ॥ দশ-
কোট্যঙ্ক লিঙ্গানাং গঙ্গাধারাহরাননে । আগত্য
তানি মধ্যাহ্নে লিঙ্গেহস্মিন্ যান্তি সংলয়ম্ ॥ ৯৬ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি গগনস্থানি যানি তু ।
নানার্বমন্ত লিঙ্গস্ত সমাগচ্ছন্তি সর্বদা ॥ ৯৭ ॥ যন্তাঙ্ক
খলু তে মর্ত্যাঃ প্রভাসে সংব্যবস্থিতাঃ । সোমে-
শ্বরং যে ব্রহ্মাস্তি সংসারভয়মোচনম্ ॥ ৯৮ ॥ দেবি

যোগ্য; এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। হে দেবি!
কলিকালে সেই উত্তম প্রভাসক্ষেত্র সাধারণের
পক্ষে দুর্লভ; ইদানীং তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ
তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বলিতেছি। হে সুর-
সুন্দরি! ইহা সত্য, সত্য, সত্য,—ত্রিঃসত্য করিয়া
বলিতেছি। এই ভুলোকে যে সমস্ত লিঙ্গ আছে,
তন্মধ্যে এই সোমেশ লিঙ্গই সর্বাপেক্ষা আমার
প্রিয়। হে দেবি! আমি এই লিঙ্গের গুণসমূহ
জ্ঞাত আছি। উহা কেবল আমিই জানি, আর
কেহই কিছুমাত্র জানে না। অপরাপর যত লিঙ্গ
আছে, তাহাতে আমিই সুরাসুরগণ কর্তৃক পুজিত
হইয়া থাকি; কিন্তু হে দেবি! সেই সোমেশ লিঙ্গকে
স্বয়ং আমিই পূজা করি। অগ্নি যশস্বিনি, দেবি! ব্রহ্ম
প্রলয়ে যখন ব্রহ্মা, হৃদ্য, ভূমি প্রভৃতি সহ এই সমস্ত
জগৎ থাকে না, তখনও এই লিঙ্গ, ভাবস্বত্বের জন্ত
এই স্থানকে রক্ষা করেন। অগ্নি বরাননে। প্রতিদিন
মধ্যাহ্নকালে গঙ্গাধার হইতে দশকোটি লিঙ্গ আসিয়া
ঐ লিঙ্গে বিলীন হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে ও
গগনতলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, প্রতিদিন উক্ত
লিঙ্গের স্নানবিধানার্থ তাহারা সকলেই যথাকালে
ঐ স্থানে আগমন করেন। যাহারা সংসারভয়-
মোচক সোমেশ্বর দেবকে প্রতিদিন দর্শন করে,

সোমেশ্বরং লিঙ্গং যে স্মরিস্যান্তি ভাবিতাঃ । সধ-
পাপক্ষয়ন্তেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ এতৎ
শ্রুতং প্রিয়তমং মম দেবি নিত্যং ক্ষেত্রং পবিত্র-
খ্যবিস্কৃগগাভিরম্যম্ । অশ্বিন্ মৃত্যুঃ সকলজীব-
ভূতোহপি দেবি স্বর্গাৎ পরং সমুপযান্তি ন সংশয়ো-
হত্ ॥ ১০০ ॥ যদা দেবা ন বিজ্ঞানন্তি ব্রহ্ম-
বিস্কৃপুয়োগমাঃ । ন সাংখ্যান ন যোগেন নৈব
পাণ্ডপতেন চ ॥ ১০০ ॥ কৈবল্যং নিকলং যন্ত
দক্ষিণ্ণিঙ্গে তু লভ্যতে । তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে
দেবাদ্যাস্ত যশস্বিনি ॥ ১০২ ॥ যাবৎ সোমেশ্বরং
দেবং ন বিদন্তি ত্রিলোচনম্ । ক্ষেত্রং প্রভাস-
মিত্যুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞোহহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ এতৎ
তবোক্তং নহু বোধনায় সোমেশ্বরশ্চৈব মহাপ্রভা-
বম্ । যে বৈ পঠিস্যান্তি নরা নিত্যন্তঃ যান্তি তে
তৎপদমিন্দুমৌলেঃ ॥ ১০৪ ॥ সোমেশ্বরং দেববরং
মহুবা য়ে ভক্তিমন্তঃ শরণং প্রপরাঃ । তে ঘোর-
রূপে চ ভয়াবহে চ সংসারচক্রে ন পুনর্ভ্রমন্তি ॥
১০৫ ॥ যে দাক্ষণামূর্ত্তিমুপাশ্রিতাঃ স্যুর্জপান্ত

নিত্যং শতকুদ্রিয়ং বিজ্ঞাঃ । তেহশ্বিন্ ভবে নৈব
পুনর্ভবন্তি সংসারপারং পরমং গতা বৈ ॥ ১০৬ ॥
উদ্দেশ্যমাত্রং কথিতো ময়া তে শ্রীসোমনাথ
কৃতৈকদেশঃ । অষ্টকরনৈকৈষহতির্গুণৈধা ন শক্য-
মেকেন মুখেণ বক্তুন্ ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে শ্রীসোমনাথব্রাহ্মভাববর্ণনং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । পুনঃ কথয় দেবেশ মহাশ্বাং
লোকশঙ্কর । শ্রীসোমেশ্বরদেবস্ত সধপাতকনাশ-
নম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবদেবত্যাং তথাত্র ত্রিতয়ং বদ ॥
১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণুৈকমনা ভূহা মম
গোপ্যং পুরাতনম্ । তস্মিঞ্জিঙ্গে চ যদ্ব্যক্ত-
মাশ্চর্য্যং পরমং মহৎ ॥ ২ ॥ ষষ্টিকোটিসহস্রাণি
ঋণোগামূর্ত্তয়েতসাম্ । তস্মিঞ্জিঙ্গে প্রবিষ্টানি স্বতা-
হতিরিবানলে ॥ ৩ ॥ সিদ্ধির্ভুক্তিস্থথা তুষ্টিঋদ্ধিঃ

ভ্রমণ করিতে হয় না । যে সকল ভজ, দাক্ষণামূর্ত্তির
আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিয়ত শতকুদ্রিয় জপ করে,
তাহারা সংসারসাগর পার হইয়া সেই পরম পদ
প্রাপ্ত হয় ; কদাচ পুনরাবর্তন করে না । শ্রীসোম-
নাথ দেবের মহাশ্বা, আমি তোমার নিকট
সংক্ষেপে কিংকিয়াত্র কহিলাম ; এক মুখে ইহা বহু
বহু যুগযুগান্তরেও বলিয়া উঠিতে পারা
যায় না ॥ ৮৬—১০৭ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে লোকশঙ্কর দেবেশ !
আপনি পুনরায়, শ্রীসোমেশ্বর দেবের সধপাপহর
মহাশ্বা কর্ত্তন করুন । আর ওখানে ব্রহ্মদেবত্যা,
বিষ্ণুদেবত্যা ও শিবদেবত্যা যে সমস্ত আয়তন
আছে, তাহাও আমাকে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
অগ্নি দেবি । আমার সেই লিঙ্গসম্বন্ধে একটি পরম
আশ্চর্য্য মহৎ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই গোপনীয়
পুরাতন বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ কর । হতা-
শনে হত আহতির জায় ষষ্টিকোটী সহস্র উর্দ্ধরেতা
ঋষি সেই লিঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । সিদ্ধি, বুদ্ধি,

প্রভাসহ সেই সমস্ত মানবই ধন্ত । হে দেবি !
যাহারা ভক্তিসহকারে সোমেশ্বর লিঙ্গ স্মরণ করে,
তাহাদিগের সধপাপ বিনষ্ট হয় ; ইহাতে সংশয়
নাই । হে দেবি ! ঋষিসিদ্ধগণাকীর্ণ উক্ত নিত্য
পবিত্র রমণীয় ক্ষেত্র, আমার অতি প্রিয়তম
বলিয়া জানিও । হে দেবি ! এই স্থানে প্রাণ-
পরিহার করিয়া সমস্ত প্রাণীই স্বর্গলোক অতি-
ক্রম করিয়া গমন করিতে পারে ; ইহাতে সংশয়
নাই । ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও যাহা জ্ঞাত
নহেন, আর সাংখ্য যোগ ও পাণ্ডপত বিধা-
নেও যাহা লাভ করা যায় না, সেই নিকল কৈব-
ল্যও এই লিঙ্গের প্রসাদে লাভ করা যায় । অগ্নি
যশস্বিনি ! দেবাদি প্রাণিগণ তাবৎ কালই সংসার-
চক্রে পরিভ্রমণ করে,—যাবৎ সেই ত্রিলোচন সোমে-
শ্বর দেবকে লাভ করিতে না পারে । ক্ষেত্রকে
প্রভাস বলা যায়, আর আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ ; এ বিষয়ে
সংশয় নাই । অগ্নি শৈলজ্ঞ ! তোমাকে বুঝাই-
বার জন্য আমি সোমেশ্বর দেবের মহান প্রভাব
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, যে সকল মানব
এই উপাখ্যান পাঠ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই সেই
চন্দ্রশেখরের পদ লাভ করিবে । যে সকল মহুঘা,
ভক্তিসহকারে দেববর সোমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়,
তাহাদিগকে আর কখন ভয়াবহ ঘোর সংসারচক্রে

পুষ্টি পঞ্চমী । কীর্তিঃ শান্তিস্থখা লক্ষ্মীস্বম্মিল্লিঙ্গে
সমুখিতা ॥ ৪ ॥ সপ্তকোট্যঙ্ক মজ্জাণাং সিদ্ধীনাং
চৈব সম্ভবঃ । দিব্যযোগরসাস্চান্ত্রে দিব্যৌষধি-
রসায়নঃ ॥ ৫ ॥ গারুড়ঃ ভূততন্ত্রঃ চ খেচর্যো
ব্যস্তরীক্ষণা । তে সৰ্বে সহ যোগেন তস্মাল্লিঙ্গাৎ
সমুখিতাঃ ॥ ৬ ॥ অন্তর্দৈব তু যাঃ কশ্চিৎসিদ্ধয়ো-
হষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ । তাঃ সৰ্বাঃ সহ লিঙ্গেন
তস্মাৎস্থানাৎসমুখিতাঃ ॥ ৭ ॥ অন্তর্দেবি প্রবক্ষ্যামি
অত্র সিদ্ধিঃ গতাঃ য়ে । যমাংশসম্ভবাঃ প্রাপ্তা
অস্মি লিঙ্গে লয়জতাঃ ॥ ৮ ॥ তেবাং চ বিক্রমান্ সৰ্বান
প্রবক্ষ্যাম্যমুপূৰ্ণশঃ । পুরাক্রমা গ্রহা মুণ্ডা শুভ-
কাশ্চ-সহেতুকাঃ ॥ ৯ ॥ বিমলা দণ্ডিকাশ্চৈব সপ্তপুতে
কুৎসিকাঃ স্মৃতাঃ । অস্মি লিঙ্গে পুরা সিদ্ধা যোগাৎ
পাণ্ডপতায়ম্ ॥ ১০ ॥ রুদ্রো বিপ্রস্তথা দানশ্চক্সো
মহোহবলৌককঃ । সূর্য্যাবলোককশ্চেতি গার্গেয়াঃ
সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ১১ ॥ সোমেশ্বরে চ তে সিদ্ধাঃ প্রভাসে
বরবর্ণিনি । মুকমন্তঃ শিবশ্চৈব প্রকাশঃ কপিলস্তথা ॥
১২ ॥ সৎকুলঃ কর্ণিকারশ্চ পৌকমেয়ঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
সোমেশ্বরে পুরা সিদ্ধাঃ প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ১৩ ॥

যুগেশ্বরে পুরা সিদ্ধান্তস্মিল্লিঙ্গে শ্রিয়ে মম । এতে
চান্ত্রে চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১৪ ॥ তত্র
সিদ্ধিঃ গমিষ্যন্তি দুর্লভাঃ ত্রিদশৈরপি । এতন্তে
সৰ্মমাখাতঃ তল্লিঙ্গং সিদ্ধিদঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥ দুর্লভং
সৰ্মমৰ্জ্জানাতঃ প্রভাসে তু ব্যবস্থিতম্ । ন চ
কশ্চিৎসিজানতি অশুভৈঃ কর্মভির্কৃতৈঃ ॥ ১৬ ॥
গ্রন্থদোষান্ত্র য়ে কেচিচ্ছূতদোষান্ত্রা পয়ে । ডাকিনী
শ্রেতবৈভালা রাক্ষসাঃ গ্রহপুহনাঃ ॥ ১৭ ॥ পিশাচা
যাতুধানাশ্চ মাতরো জাতহারিকাঃ । বালগ্রহান্ত্রা চান্ত্রে
বৃদ্ধাশ্চৈব তু য়ে গ্রহাঃ ॥ ১৮ ॥ অরুতগ্রহাশ্চান্ত্রে
হৃতিসারভগন্দরাঃ । অশ্বরী মূত্রকুচ্ছঃ চ রোগা-
শ্চান্যে সংশ্রবঃ ॥ ১৯ ॥ দুৰ্ণামকান্ত্রা চান্ত্রে কুষ্ঠ-
রোগান্ত্রা পয়ে । ক্ষয়রোগান্ত্রা চান্ত্রে বাতশূল-
স্ত্রৈব চ । অস্ত্রে চৈব তু য়ে কেচিদ্ধ্যায়ন্ত
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২০ ॥ সোমেশ্বরঃ সনাসাদ্য তন্ত
লিঙ্গস্ত দৰ্শনাৎ । সৰ্প এব বিনশ্চন্তি বহৌ ক্ষিপ্ত-
মিবেচ্ছনম্ ॥ ২১ ॥ উপসর্গাশ্চ য় চান্ত্রে সৰ্পঘোণপ-
বৃষ্টিকাঃ । সৰ্বে হত্র বিনশ্চন্তি ত্রীসোমেশ্বর-
দৰ্শনাৎ ॥ ২২ ॥ যোহসৌ সোমেশ্বরো নাম্না
পশ্চিমো ভৈরবঃ স্মৃতঃ । কালায়িকদ্রনাথেতি

তুষ্টি, ঋদ্ধি, পুষ্টি, কীর্তি, শান্তি, ও লক্ষ্মী,—ইহারা
সেই লিঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছেন । সপ্তকোটি
মজ্জা এবং সিদ্ধিসমূহও সেই লিঙ্গ হইতেই প্রাকুর্ভূত
হইয়াছেন । দিব্যযোগ, দিব্যরস, দিব্যৌষধি,
দিব্যরসায়ন, গারুড়বিদ্যা, ভূততন্ত্র, খেচরীবিদ্যা,
ব্যস্তরীবিদ্যা, যোগ,—ইহারা সকলেও সেই লিঙ্গ
হইতেই প্রাকুর্ভূত হইয়াছে । অপর যে অষ্টবিধ সিদ্ধি
আছে, তৎসমস্তও উক্ত লিঙ্গের সহিতই সেই স্থান
হইতে আবির্ভূত হইয়াছে । হে দেবি ! আরও
একটী বৃত্তান্ত বলিতেছি ; মদীয়ংশসমুদৃত-যে
সমস্ত ব্যক্তি এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই
লিঙ্গে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি যথাক্রমে তাঁহা-
দিগের বিক্রমের বর্ণন করিতেছি । পুরাক্রম, গ্রহ,
মুণ্ডা, শুভক, হেতুক, বিমল, ও দণ্ডিক, কুৎসবংশীয়
এই সপ্ত গণ, পূর্বকালে মদীয় পাণ্ডপত যোগাব-
লম্বনে উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
রুদ্র, বিপ্র দান, চক্স, মহু, অবলোকক, ও
সূর্য্যাবলোকক, এই সপ্ত সাধক, গর্গবংশীয় ;
অগ্নি বরবর্ণিনি ! ইহারাও সেই প্রভাসে সোমে-
শ্বর দেবের নিকট সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । মুক-
মন্ত, শিব, প্রকাশ, কপিল, সৎকুল, কর্ণিকার,—
পৌকমেয় পদবাচ্য এই সমস্ত সাধক ; পুরাকালে

সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরসমীপে
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । ইহারা পূর্বে যুগে যুগে
উক্ত লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শ্রিয়ে ! এতদ্ভিন্ন
আরও অনেকানেক বিপ্র ভবিষ্যৎকালে কলিযুগে
উক্ত লিঙ্গে দেবগণত্বলা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন । হে
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট, সেই সোমেশ্বর
লিঙ্গে যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ও করিবেন,
তদ্বিবরণ সম্যক্ কীর্তন করিলাম । প্রভাসে প্রতি-
ষ্ঠিত সেই সোমেশ্বর লিঙ্গ, নরগণের দুর্লভ ও পরম
সিদ্ধিপ্রদ । অশুভকর্ম্মদোষে নরগণ, ইহঁর তত্ত্ব
জানিতে পারে না ॥ ১৪—১৬ ॥ গ্রহ, ভূত, ডাকিনী,
শ্রেত, বেতালা, রাক্ষস, পুতনা, পিশাচ, যাতুধান,
জাতাপহারিণী প্রভৃতি মাতৃগণ, বালগ্রহ, বৃদ্ধগ্রহ,
অপরাপর গ্রহ, আর জর, অতিসার, ভগন্দর,
অশ্বরী, মূত্রকুচ্ছ, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, বাত, শূল প্রভৃতি
রোগনিচয়, আগ্রমধ্যে প্রক্ষিপ্ত ইচ্ছনের স্তায় সেই
সোমেশ্বর ক্ষেত্রে সোমেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে বিনষ্ট
হইয়া যায় । সর্প, ঘোণপ, বৃষ্টিকাদি উপসর্গ-
সমূহও সেই স্থানে সোমেশ্বর দর্শনে বিনষ্ট হয় ।
সেই সোমেশ্বর দেব,—পশ্চিম ভৈরব, কালায়ি,

পর্যায়ৈর্মমিতিঃ কৃতঃ । ৩৩ । তস্মিন্স্থিতামি
দেবেশি ভক্তানুগ্রহকারকঃ । সর্গঃ ৫ তু কৃতঃ নৃণাং
ভক্ত্যমি ন সংশয়ঃ । ২৪ । যোহসৌ প্রাণঃ
শরীরস্থো দেহিনাং দেহসংকরঃ । ব্রহ্মণ্ডমন্তদ্-
যন্তান্তরেকো যন্তাপ্যনেকধা । ২৫ । বেদাঃ সর্বেহপি
যং দেবঃ প্রশংসন্তি মহর্ষয়ঃ । পরন্তু ব্রহ্মণো রূপং
যন্ত দ্বায়েণ লভ্যতে । ২৬ । সোমঃ দেবি মহা-
দেবঃ প্রভাসে সংব্যবহিতঃ । যথা গুপ্তং গৃহং
রত্নং ন কচ্চিৎকিমেত নরঃ । ২৭ । প্রভাসে তু
স্থিতঃ তদ্বজ্রকৃতং গৃহে মম । তচ্চ লিঙ্গং পুরা
কল্পে সপ্তপাতালভেদকম্ । ২৮ । কথিতং
কোটিসূর্যাস্ত প্রলয়ানলসন্নিভম্ । তেন কালাগ্নি-
কজেতি প্রোক্তং সোমেশ্বরঃ পুরা । ২৯ । ইতি
দেবি সমাসেন কথিতং তব পার্কতি । সোমেশ্বরস্ত
মাহাত্ম্যং সর্বপাতকনাশনম্ । ৩০ ।

ইতি ক্রীড়ান্দে ক্রীসোমেশ্বরৈবর্ষ্যবর্ণনঃ
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাবাচ । দিব্যং তেজো নমস্কামি যস্মৈ দৃষ্টং
পুরাতনম্ । কালাগ্নিকমধ্যস্থং প্রভাসে শক্তরোহ-
বম্ । ১ । যো বেদসংজ্ঞকঃ স্মৃতিঃ পুরাণৈর্কৈদোক্ত-
যোঁগরপি ইজ্যমানঃ । তং দেবদেবং শরণং
ব্রহ্মামি সোমেশ্বরং পাপবিনাশহেতুম্ । ২ । দেবদেব
জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক । সংশয়ো হৃদি মে
কচ্চিৎকঃ ভবাক্ষেপ্তুমর্হতি । ৩ । ঈশ্বর উবাচ । কঃ
সংশয়ঃ সমুৎপন্নস্তব দেবি যশস্বিনি । তস্মৈ কথম
কল্যাণি তৎসর্বং কথ্যাম্যহম্ । ৪ । দেব্যাবাচ ।
যদি হং চ মহাদেবো যুগমালা কথং কৃত্বা । অনাদি-
নিধনো ধাতা সৃষ্টিসংহারকারকঃ । ৫ । ততো
বিহস্ত দেবেশঃ শক্তরো বাক্যমববীৎ । অনেক-
যুগকোটিভির্ধা মে মালা বিরাজতে । ৬ । নারায়ণ-
সহস্রাণাং ব্রহ্মণামযুতস্ত ৫ । কৃত্বা শিরঃকরোঁটিভি-
রনাদিনিধনা ততঃ । ৭ । অস্তো বিষ্ণুঃ ভবতি
অস্তো ব্রহ্মা ভবত্যপি । কল্পে কল্পে মহা সৃষ্টিঃ

নবম অধ্যায় ।

কল্পনাথ প্রভৃতি পর্যায়বাচক নামে প্রসিদ্ধ । হে
দেবেশি ! আমি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বাসনায়
সেই লিঙ্গে অবস্থানপূর্বক নরগণের যাবতীয় তুষ্টি
বিনাশ করিয়া থাকি । ইহাতে সংশয় নাই । অগ্নি
দেবি ! এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বার অভ্যন্তরে বির-
জিত, যিনি এক হইয়াও অনেকাকারে পরিদৃষ্টমান,
বেদ সকল ও মহর্ষিগণ ঈশ্বাকে নিরন্তর প্রশংসা
করেন, ঈশ্বার সহায়তায় পরব্রহ্মের রূপ প্রত্যক্ষ
করা যায়, দেহিগণের দেহসংকারী সেই প্রাণ, ঈশ্বার
রূপান্তর মাত্র, সেই মহাদেব প্রভাসে সোমেশ লিঙ্গ-
রূপে বিরাজমান । গৃহমধ্যে রত্ন যেমন গুপ্তভাবে
রক্ষিত হইলে, সাধারণ মানব তাহা জানিতে পারে
না, প্রভাসে মদীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত উক্ত সোমেশ
লিঙ্গও তাদৃশ রত্নরূপ । পূর্বে কল্পে উক্ত লিঙ্গ সপ্ত
পাতাল ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছিল; উহার
জ্যোতিঃ কোটিসূর্যাসম এবং উহা প্রলয়ানলতুল্য
অদীপ্ত ছিল; তজ্জন্ত পুরাকালে সেই সোমেশ্বর
দেব কলোয়িকল্প নামে উক্ত হইয়াছেন । হে দেবি,
পার্কতি! এই আমি তোমার নিকট সোমেশ্বর
দেবের সর্বপাতকনাশক মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কহি-
লাম । ১৭—৩০ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

দেবী কহিলেন,—আমি পুরাকালে প্রভাসকজে
কালাগ্নিকজের অভ্যন্তরে যে শক্তরোহে বিনোদন
করিয়াছিলাম, সেই দিব্য তেজকে আমি নমস্কার
করি । মহর্ষিগণ ঈশ্বাকে বেদচতুষ্টয়, বৈদিক
যোগনিচয়, ও পুরাণসমুদয় দ্বারা অর্চনা করেন,
আমি সেই পাপবিনাশকারক দেবদেব সোমে-
শ্বরের শরণাপন্ন হইলাম । হে ভক্তানুগ্রহকারক,
দেবদেব, জগন্নাথ ! আমার হৃদয়ে একটা সন্দেহ
আছে, আপনি তাহা ছেদন করুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি যশস্বিনী দেবি ! তোমার কি
সংশয় জন্মিয়াছে ? অগ্নি কল্যাণি ! আমাকে
তাহা বল, আমি তৎসমস্তের সমস্ত প্রদান
করিবোঁছি । দেবী কহিলেন,—হে দেব ! আপনি
তো সৃষ্টি-সংহারকারক, আদ্যন্তবর্জিত, ধাতা,
মহাদেব; তবে আপনি সেই সৃষ্টির প্রাক-
কালে যুগমালা করিলেন কি প্রকারে ? দেবীর
এই কথা শুনিয়া দেবেশ্বর শক্তর সহস্র আশ্রয়
কহিলেন,—হে দেবি ! আমার সেই বহুকোটি-
যুগশোভিতা যুগমালা, সহস্র সহস্র নারায়ণ ও
অযুত অযুত ব্রহ্মার যুগ দ্বারা বিরচিত; সেই
জন্তই উহা আদ্যন্তবর্জিত । কল্পে কল্পেই পৃথক

কল্পে বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ । ৮ । অহমেবংবিধো দেবি
ক্ষেত্রে প্রভাসিকে স্থিতঃ । কালাগ্নিলিঙ্গমূলে তু
মুণ্ডমালাভূষিতঃ । ৯ । অক্ষসুত্রধরঃ শান্ত আদি-
মধ্যান্তবর্জিতঃ । পদ্মাসনস্থো বরদো হিমকুন্দেনু-
সঙ্গিতঃ । ১০ । মম বামে স্থিতো বিষ্ণুর্দক্ষিণে চ পিতা-
মহঃ । অর্ঠরে চতুরো বেদাঃ হৃদয়ে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
১১ । অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ লোচনেনু ব্যবস্থিতাঃ ।
১২ । এবংবিধো মহাদেবি প্রভাসে সংব্যবস্থিতঃ ।
আপ্যতত্বাৎ সমানীতে মা তে হুৎ সংশয়ঃ কচিৎ ।
১৩ । এবমুক্তা তদা দেবী হর্ষগদগদয়া গিরা ।

দেবদেবেশঃ ভক্ত্যা পরময়া যুতা । ১৪ ।

দেবুবাচ । জয় দেব মহাদেব সর্বভাবন ঈশ্বর ।
নমস্তেহস্ত সুরেশায় পরমেশায় বৈ নমঃ । ১৫ ।
অনাদিনৃষ্টিকর্ত্তে চ নমঃ সর্বগতায় চ । সর্বস্থায়
নমস্তভ্যং ধারাং ধায়ে নমোহস্ত তে । ১৬ । যডু-
জায় নমস্তভ্যং দ্বাদশান্তায় তে নমঃ । হংসভেদ

পৃথক্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, মৎকর্তৃক সৃষ্ট হন ; এজন্ত
প্রতি করে পৃথক পৃথক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জন্মিয়া
ধাকেন । হে দেবি ! আদ্যন্ত মধ্যরহিত আমি,
এই প্রভাসক্ষেত্রের কালাগ্নি লিঙ্গের মূল প্রদেশে
মুণ্ডমালাভূষিত, অক্ষসুত্রধর, হিম-কুন্দ-চন্দ্রসম-
কান্তি, পদ্মাসনাসীন, বরদানোদ্যত, শান্তরূপে
অবস্থান করিতেছি । আমার বামভাগে বিষ্ণু,
দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, অর্ঠরে বেদচতুষ্টয়, হৃদয়ে শাশ্বত
ব্রহ্ম, এবং লোচনে অগ্নি সোম ও সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত ।
হে দেবি ! জলতত্ত্বের সারভাগ হইতে সমুৎ-
পাদিত প্রভাসক্ষেত্রে আমি এবজুতরূপে অবস্থান
করিতেছি । এ বিষয়ে তোমার যেন কোন সংশয়
না হয় । এই কথা শুনিয়া দেবী পার্শ্বতী তখন
পরম ভক্তিসহকারে হর্ষ-গদগদ বাক্যে সেই দেব-
দেবগ্ৰীমহেশ্বরকে স্তুব করিতে ল গিলেন । ১—১৪ ।
দেবী কহিলেন,—হে সর্বপালক ঈশ্বর মহাদেব !
আপনার জয় হউক । হে দেব ! আপনি সুরে-
শ্বর, আপনাকে নমস্কার করি । আপনি পরমেশ্বর,
আপনাকে নমস্কার । আপনি অনাদি সৃষ্টিপ্রবা-
হের কর্তা, আপনাকে নমস্কার । আপনি সর্বব্যাপী,
আপনাকে নমস্কার । আপনি সর্বভূতে প্রতিষ্ঠিত,
আপনাকে নমস্কার । আপনি তেজঃসমূহেরও
তেজঃস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি । আপনি
স্থিতিবৃদ্ধ্যাদি যডুবিধ-বিকারবিনাশী, আপনাকে
নমস্কার । আপনিই দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি,—

নমস্তভ্যং নমস্তভ্যং মোক্ষদ । ১৭ । ইতি স্তুত-
স্তদা দেব্যা প্রচলচ্চন্দ্রশেখরঃ । ততস্তষ্টৈশ্চ ভগবানিদং
বচনমববীৎ । ১৮ । ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু মহা-
প্রাঞ্জে তুষ্টোহহং ব্রিহতাং বরঃ । ১৯ । দেবুবাচ ।
যদি তুষ্টোহসি দেবেশ বরাহা যদি বাপ্যহম্ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং পুনর্বিস্তরতো বদ । ২০ । ত্বুতেশ
ভগবান্ বিষ্ণুর্দৈত্যানাংমন্তকাগ্রীঃ । স কশ্যদ্বারকাং
স্থিত্বা প্রভাসক্ষেত্রমাগ্নিতঃ । ২১ । যষ্টিকৌটিল্যতানি চ ।
দ্বারকামধ্যসংস্থানি কথং
স্তবকৃত্তবান্ হরিঃ । ২২ । অমরৈরাবৃত্তাং পুণ্যাং
পুণ্যকৃতির্নিবেষিতাম্ । এবং তাং দ্বারকাং ত্যক্তা
প্রভাসং কথমাগতঃ । ২৩ । দেবমাহুযয়োর্বেতা
দ্যোভুবোঃ প্রভবো হরিঃ । কিমর্থঃ দ্বারকাং
ত্যক্তা প্রভাসে নিধনং গতঃ । ২৪ । যশ্চক্রং
বর্জয়ত্যোকো মানুযাণাং মনোযয়ম্ । প্রভাসে স
কথং কালং চক্রে চক্রভূতাং বরঃ । ২৫ । গোপায়নং
যঃ কুরুতে জগতঃ সার্বলৌকিকম্ । স কথং ভগ-
বান্ বিষ্ণুঃ প্রভাসক্ষেত্রমাগ্নিতঃ । ২৬ । যোহস্তকালে

এই দ্বাদশবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনাকে
নমস্কার । আপনিই হংস নামক প্রাণবায়ুর ভেদ
করেন, অর্থাৎ আপনার রূপায়ই ‘হংস’কে ‘সোহহং’
রূপে পরিণত করা যায়, আপনাকে নমস্কার ।
আপনিই মোক্ষদাতা, আপনাকে নমস্কার । দেবী
কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ চকল-চন্দ্রশেখর
তখন সন্তুষ্ট হইলেন এবং দেবীকে এই কথা কহি-
লেন, অগ্নি মহাপ্রাঞ্জে ! সাধু সাধু ! আমি সন্তুষ্ট হই-
য়াছি ; তুমি বর গ্রহণ কর । দেবী কহিলেন,—হে
দেবেশ ! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর আমি
যদি বরযোগ্য হইয়া থাকি, তবে পুনরায় সবিস্তার
সেই প্রভাসক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন । দৈত্য-
স্তবের সর্বভূতগতি ভগবান্ বিষ্ণু, দ্বারকা পরিহার
করিয়া কিজন্ত সেই প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া-
ছেন ? দ্বারকায় যষ্টি শতকোটি-যষ্টি সহস্র তীর্থ
বিরাজমান ; হরি তৎসমস্ত তীর্থে অবজ্ঞাপ্রদর্শন
করিলেন কিজন্ত ? দ্বারকা—অমরনিকরসমাবৃত্তা ও
পুণ্যকারী জনগণে নিবেষিতা ; সেই দ্বারকা
ছাড়িয়া তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন কিজন্ত ?
অমর-মরনেতা, দৈবমানব লোকদ্বয়ের পালক হরি,
কি নিমিত্ত দ্বারকা পরিহারপূর্ব্বক সেই প্রভাসে ভহ-
ত্যাগ করিয়াছিলেন ? যে অধিতীয় পুরুষ মনো-
ময় চক্রদ্বারা নরগণকে পারচালিত করেন, সেই

জলং শীত্বা কৃষা ভোয়ময়ং বপুঃ । লোকমেকাৰ্ণবঃ
চক্রে দৃষ্ট্যা দৃষ্টেন চাক্ষুনা ॥ ২৭ ॥ স কথং
পঞ্চতাং প্রাপ প্রভাসে পার্শ্বতীপতে । যঃ পুরাণে
পুরাণাত্মা বারাহং বপুর্নস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ উদ্ধার
মহীং কুৎসাতং সশৈলবনকাননাম্ । স কথং ত্যক্তবান
গাত্ৰং প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ২৯ ॥ যেন সৈ হং বপুঃ
কৃষা হিরণ্যকশিপুর্হতঃ । স কথং দেবদেবেশঃ
প্রভাসং ক্ষেত্রমাত্রিতঃ ॥ ৩০ ॥ সহস্রচরণঃ দেবঃ
সহস্রাক্ষঃ মহাপ্রভম্ । সহস্রশিরসং বেদা যমাহর্ষে
যুগেযুগে ॥ ৩১ ॥ ততাজ স কথং দেবঃ প্রভাসে
কং কলেবরম্ । নাভ্যরগ্যাং সমুদ্ভূতঃ যন্ত পৈতা-
মহং গৃহম্ ॥ ৩২ ॥ একাৰ্ণবগতে লোকে তৎপঙ্কজ-
মপঙ্কজম্ । যেনোদ্ধূতং ক্ষণেনৈব প্রভাসস্থঃ স
কিং হরিঃ ॥ ৩৩ ॥ উত্তরাংশে সমুদ্রস্ত ক্ষীরোদস্তা-
মুতোদধেঃ । যঃ শেতে শাশ্বতং যোগমাস্ত্রায়
পরবীরহা । স কথং ত্যক্তবান দেহঃ প্রভাসে

চক্রধারী জীহরি, কোন কারণে সেই প্রভাসক্ষেত্রে
কালের বশুতা স্বীকার করিয়াছিলেন? যিনি সর্ব-
লোকের পালন করেন, সেই ভগবান বিষ্ণু উক্ত
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন কেন? যিনি
কল্মাস্তকালে দৃষ্টমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক জলপান দ্বারা
স্বীয় কায় জলময় করিয়া দৃষ্টমাত্র লোক সকলকে
একাৰ্ণবাকারে পরিণত করেন, তে গিরিজাপতে!
তিনি কি কারণে প্রভাসক্ষেত্রে পঞ্চতাপ্রাপ্ত হই-
লেন? পুরাণে শুনিতে পাই, যে পুরাণ-
পুরুষ, বরাহশরীর পরিগ্রহ করিয়া শৈলবন-
কাননবতী সমগ্রা বসুমর্তীকে উদ্ধার করিয়া-
ছিলেন, তিনি কিহেতু উক্ত পাপনাশন প্রভাস-
ক্ষেত্রে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন? যিনি
নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার
করিয়াছিলেন, সেই দেবদেবেশ হরি কিজন্ত
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন? দেব সকল
ঈহাকে যুগে যুগে সহস্রচরণ, সহস্রনয়ন, সহস্র-
শিখা, মহাজ্যোতির্ময় দেব বলিয়া বর্ণন করেন সেই
দেব, প্রভাসে স্বীয় কলেবর পরিহার করিলেন
কিজন? জগৎ একাৰ্ণবীকৃত হইলে ঈহার নাভি-
ক্ষেত্রে পিতামহের বাসগৃহরূপ অপঙ্কজ পঙ্কজ সমু-
দ্ভূত হইয়াছিল, এবং যিনি ক্ষণমাত্রেই সেই পদ্ম-
টাকে একাৰ্ণব জলের উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন,
সেই হরি কিহেতু প্রভাসে যাইয়া বাস করিয়া-
ছিলেন? যে পরবীরসংহারী হরি, সেই একাৰ্ণব-

পাশ্বেতরঃ ॥ ৩৪ ॥ হব্যাদান যঃ সুরাশ্চক্রে
কব্যাদাশ্চ পিতৃনপি । স কথং দেবদেবেশঃ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাত্রিতঃ ॥ ৩৫ ॥ হুগানুরূপঃ যঃ কৃষা রূপং লোক-
হিতায় বৈ । ধর্ম্মমুদ্রতে দেবঃ স কথং ক্ষেত্র-
মাত্রিতঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রয়ো বর্ণাস্ত্রয়ো লোকাগ্নৈ-
বিদ্যাং পাঠকাস্ত্রয়ঃ । ত্রৈফালাং ত্রোণি কশ্মাপি ত্রয়ো
দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ । সৃষ্টং যেন পুরা দেবঃ স কথং
ক্ষেত্রমাত্রিতঃ ॥ ৩৭ ॥ যা গতির্কর্ম্মযুক্তানামগতিঃ
গাপকশ্মিণাম্ । চাতুর্কর্ণ্যস্ত প্রভবচাতুর্কর্ণ্যস্ত
রক্ষিতা ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্কর্ণ্যস্ত যো বেত্তা চাতুরাশ্রমা-
সংস্থিতিঃ । কশ্মাং স দ্বারকাং হিহা প্রভাসে
পঞ্চতাং গতঃ ॥ ৩৯ ॥ দিগন্তরঃ নভো
ভূমিরাপো বায়ুর্জীবনমুঃ । চন্দ্রসূর্য্যদ্বয়ং জ্যোতি-
র্মুগেশঃ ক্ষণদাতনুঃ ॥ ৪০ ॥ যঃ পরং ক্রমতে
জ্যোতির্হি পরং ক্রমতে তপঃ । যঃ পরং পরতঃ
প্রোক্তঃ পরং যঃ পরমাত্মবান ॥ ৪১ ॥ আদিত্যাদিশ্চ
যো দিব্যোঃ যশ্চ দৈত্যাস্ত্রকো বিভূঃ । স কথং
দেবকীমুখঃ প্রভাসে সিদ্ধিমীশিবান ॥ ৪২ ॥
যুগান্তে চাতুরকো যশ্চ যশ্চ লোকাশ্চকাতকঃ ।

কালে, নিত্য-যোগবলে ক্ষীরামৃতসাগরের উত্ত-
রাংশে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বর বিজন্ত
উক্ত প্রভাসে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন? ১৫— ৪।
যিনি দেবগণকে হব্যভোজী ও পিতৃগণকে কব্য-
ভোজী করিয়াছেন সেই দেবদেবেশ হনৌকেশ
কি নিমিত্ত প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়াছিলেন?
যে দেব, লোকহিতাবধানার্থে যুগোচিত মূর্তি-
পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন, তিনি
প্রভাসক্ষেত্রে আশ্রয় করিলেন কিজন? যিনি
ধার্ম্মিকদিগের গতি, পাপীদিগের দুর্গতি, বর্ণচতু-
ষ্টয়ের প্রবর্তক, চাতুর্কর্ণ্য ধর্ম্মের রক্ষক, বিদ্যচতু-
ষ্টয়ের বেত্তা, ও চতুর্কর্ণ্য আশ্রমধর্ম্মের প্রতিপালক,
সেই হরি কিজন দ্বারকা ছাড়িয়া প্রভাসে প্রাণত্যাগ
করিলেন? যিনি দিক্, দিগন্তর, অন্তরিক্ষ, ভূমি,
বায়ু, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, জ্যোতি, যুগেশ্বর,
ও সাত্ত্বিমূর্তি; যিনি পরম জ্যোতি ও পরম তপস্বী
বলিয়া কৃত হন, যিনি পরেরও পরবর্তী বলিয়া
উক্ত হন, যিনি জগৎপারবর্তী পরমাত্মা, যিনি
আদিত্যাদি দিব্যগ্রহরূপী, এবং যিনি দৈত্যগণের
অন্তকারী, সেই বিষ্ণু দেবকীনন্দন, কিজন প্রভাসে
পঞ্চতলাভ করিলেন? যিনি যুগান্ত কালে সমগ্র
জগতের অন্তকারী, যিনি লোকাশ্চকেরও অন্তক,

সেতুর্থে লোকসন্তানাং মেধো যো মেধাকর্ষণাম্ ।
৪৩ বেতা যো বেদবিহুবাং প্রভূঃ প্রভবাত্মনাম্ ।
সোমভূতস্ত ভূতানামগ্নিভূতোহগ্নিবর্ষনাম্ । ৪৪ ।
মহুয্যাণাং মনোভূতস্তপোভূতস্তপস্বিনাম্ । বিনয়ো
নয়ভূতানাং তেজস্তেজস্বিনামপি । ৪৫ । বিগ্রহো
বিগ্রহাণাং যো গতির্গতিমতামপি । স কথং পদ্মজ-
প্রাণঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতঃ । ৪৬ । সূত উবাচ ।
ইতি প্রোক্তস্তদা দেব্যা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।
উবাচ প্রহসন বাক্যং পার্শ্বভীঃ দ্বিজসন্তমঃ । ৪৮ ।
ঈশ্বর উবাচ । শূনু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রভাসক্ষেত্র-
বিস্তরম্ । রহস্তং সর্বপাপহরং দেবানামপি ভূলভম্ ।
৪৯ । দেবি ক্ষেত্রাণ্যনেকানি পৃথিব্যাং সন্তি
ভূমিনি । তীর্থানি কোটিসংখ্যানি প্রভাবস্তেষু
সংখ্যায়া । ৫০ । অসংখ্যেযপ্রভাবঃ হি প্রভাসং
পরীকীর্তিতম্ । ব্রহ্মতত্ত্বং বিষ্ণুতত্ত্বং যৌক্ততত্ত্বং

লোকসকলের যিনি মর্যাদাসেতুস্বরূপ, পবিত্র
কর্ষণমুহুরও যিনি পবিত্র, বেদবিদগণের মধ্যে
যিনি প্রধান বেতা, প্রভাবশালীদিগেরও যিনি
প্রভু, সৌম্য ভূতগণের মধ্যে যিনি সৌমরূপী,
উচ্চ প্রাণিগণমধ্যে যিনি অগ্নিস্বরূপ, মহুয্যগণের
যিনি মন, তপস্বীদিগের যিনি তপস্বী, নীতিবিদ-
গণের যিনি বিনয়, তেজস্বীদিগের যিনি
তেজ, শরীরীদিগের যিনি শরীর এবং গতিমান-
দিগের যিনি গতি, সেই হরি কি হেতু দ্বারকা
পরিত্যক্ত করিয়া প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় লইয়া-
ছিলেন? আকাশ হইতে বায়ু জন্মে; এজন্ত বায়ুর
প্রাণ আকাশ, হতাশনের প্রাণ বায়ু এবং দেবগণের
প্রাণ হতাশন; ভগবান্ মধুসূদন সেই হতাশনের
প্রাণ-স্বরূপ, আর যিনি ব্রহ্মারও প্রাণরূপী; ঈশ্বর
মহাত্মা হরি কি হেতু প্রভাসক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া-
ছিলেন? ১৫—৪৭। সূত কহিলেন, হে দ্বিজসন্তমগণ!
দেবী এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, লোকশঙ্কর শঙ্কর
সহস্র আশ্রিত কহিতে লাগিলেন। ঈশ্বর কহি-
লেন,—হে দেবি! তুমি শ্রবণ কর, সেই প্রভাস-
ক্ষেত্রে! দেবজর্জেয় সর্বপাপহর রহস্ত আমি
সবিস্তরে বলিতেছি। অগ্নি দেবি! এই পৃথিবীতে
অনেকানেক ক্ষেত্র ও কোটি কোটি তীর্থ আছে
বটে, পরন্তু তৎসমস্তের প্রভাবের সংখ্যা আছে,
কিন্তু প্রভাস ক্ষেত্রের প্রভাবের সংখ্যা নাই;
এইরূপই কীর্তিত হইয়া থাকে। অগ্নি পার্শ্বভী!
ব্রহ্মতত্ত্ব, বিষ্ণুতত্ত্ব, শিবতত্ত্ব,—এই তত্ত্বত্রয়ের একত্র

ভাব চ । ৫১ । ব্রহ্ম ভূমঃ সমাযোগো ভূর্ভিত্তো-
হস্তেষু পার্শ্বভী । প্রভাসে দেবদেবেশি তত্বানাং
দ্বিতয়ং দ্বিতম্ । ৫২ । চতুর্বিংশতিতত্ত্বৈশ্চ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । বালরূপী চ নান্না চ তত্ত্বজ্ঞানে দ্বিতঃ
স্বয়ম্ । ৫৩ । পঞ্চবিংশতিতত্বানামধিপো দেবভাগীনিঃ ।
তস্মিন্ স্থানে দ্বিতঃ সাক্ষাদৈত্যানামন্তকঃ শুভে ।
৫৪ । অহং দেবি ব্রহ্ম সাক্ষং বহুত্রিংশতবসংযুতঃ ।
নিবসামি মহাভাগে প্রভাসে পাপনাশনে । ৫৫ ।
এবং তত্ত্বময়ং ক্ষেত্রং সর্বতীর্থময়ং শুভম্ । প্রভাস-
মেব জানীহি মা কার্য্যঃ সংশয়ঃ কচিৎ । ৫৬ । অপি
কৌটপতঙ্গা যে স্রবস্তে তত্র ধেনৱাঃ । তেহপি
যান্তি পরং স্থানং ন ত্র কার্য্য্য বিচারণা । ৫৭ ।
দ্বিয়ো স্নেহাশ্চ শব্দশ্চ পশবঃ পক্ষিণো যুগাঃ ।
প্রভাসে তু যুতা দেবি শিবলোকঃ ব্রহ্মস্থিতিঃ । ৫৮ ।
কামক্রোধেন যে বদ্ধা লোভেন চ বশীকৃতাঃ ।
অজ্ঞানতিমিরাক্রান্তা মায়াতবে চ সংস্থিতাঃ । ৫৯ ।
কালপাশেন যে বদ্ধা কলজালেন মোহিতাঃ ।
অধর্ম্মনিরতা যে চ যে চ তিষ্ঠন্তি পাপিনাঃ । ৬০ ।
ব্রহ্মাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ যে চান্তে শুকতল্লগাঃ । মহা-

সংযোগ অপর কোন স্থানেই নাই। হে দেব-
দেবেশি! প্রভাস ক্ষেত্রে উক্ত তত্ত্বত্রয়ই প্রতিষ্ঠিত
আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বিংশতি তত্ত্বের
সহিত সেখানে বালরূপে বালনামে প্রখ্যাত হইয়া
স্বয়ং অবস্থান করিতেছেন। অগ্নি শুভে! দৈভ্যা-
ন্তকারী দেববর বিষ্ণুও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত
সেখানে বিরাজমান রহিয়াছেন। হে মহাভাগে,
দেবি! আমিও বহুত্রিংশতবসংযুক্ত হইয়া তোমার
সহিত সেই পাপনাশন প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করি-
তেছি। তুমি সেই শুভ প্রভাস ক্ষেত্রে এইরূপ
সর্বতীর্থময় ও সর্বতীর্থময় বলিয়া অবগত হও;
ইহাতে কোনও সংশয় করিও না। মহুয্যের
কথা আর কি বলিব? সেখানে কৌট-পতঙ্গাদি
প্রাণীও প্রাণ বিসর্জন করিলে পরম স্থান প্রাপ্ত
হয়। এ বিষয়ে কোনও বিচয় করিবার প্রয়োজন
নাই। হে দেবি! স্ত্রী, স্নেহ, শব্দ, পশু,
পক্ষী, যুগ,—ইহারাও সেই প্রভাসে মরণাপন্ন
হইলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা কাম-ক্রোধে
বদ্ধ, লোভের বশীকৃত, অজ্ঞান-তিমিরে আক্রান্ত,
মায়ায় সমাহৃত, কালপাশে আবদ্ধ, কলজালে
মোহিত, অধর্ম্মে নিরত, এবং উৎকট পাপে সংযুক্ত,
আর যাহারা ব্রহ্মঘাতী, কৃতঘ্ন, শুকদারগামী এবং

পাতকিনশ্যাপি তে .যাস্তি .পরমাং গতিম্ । ৬১ ।
মাতৃহত্যা নরো যত পিতৃহত্যা তথৈব চ । তে সর্বে
মুক্তিমাশ্ৰান্তি কিং পুনঃ শুভকারিণঃ । ৬২ । ইতি
জাহ্নবী মহাদেবী নৈত্যানামন্তকোহরিঃ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাসাদ্য ত্যক্তবান্ স্বং কলেবরম্ । ৬৩ ।

ইতি জীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাশ্রিত্যে প্রভাসক্ষেত্রে
জীকান্দেব্রতপ্রবর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ । ১২ ।

দশমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । অশ্রুচ্চ কথয়িষ্যামি রহস্যং তব
ভামিনি । যন্ন কন্তুচিদাখ্যাতং তত্তে বর্ণি বরা-
ননে । ১ । পৃথীভাগে স্থিতো ব্রহ্মা অপাং ভাগে
জনর্দনঃ । তেজোভাগস্থিতো রুদ্রো বায়ুভাগে
তথৈশ্বরঃ । ২ । আকাশভাগসংস্থানে স্থিতঃ
সাক্ষাৎ সদাশিবঃ । ৩ । যন্তুযন্তৈব যো ভাগ-
স্থস্থিঃসৌধীনি যানি বৈ । তন্তুতন্তু ন সন্দেহঃ স
স এবেশ্বরঃ স্মৃতঃ । ৪ । ছাগলগুং হু গুঞ্চ
মাকোটং মণ্ডলেশ্বরম্ । কালিঞ্জরং বনকৈব শঙ্কু-

অপরোপন্ন মহাপাতকসমবিত, তাহারও উক্ত
ক্ষেত্রের মাশ্রিত্যে পরমগতি প্রাপ্ত হয় । যাহারা
মাতৃঘাতী বা পিতৃঘাতী, সেই সমস্ত ব্যক্তিও উক্ত
ক্ষেত্রমাশ্রিত্যে মুক্তি প্রাপ্ত হয়; শুভকর্ম্মদিগের
আর কথা কি? নৈত্যাস্তকারী ভগবান্ হরি, এই
তব কথা জানিতেন বলিয়া সেই প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া
স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছিলেন । ৪৮—৬৩ ।

নবম্যুধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দশম অধ্যায় ।

ঈশ্বর-কহিলেন,—অগ্নি ভামিনি ! তোমার আর
অপর একটি রহস্যও বলিতেছি । অগ্নি বরাননে !
যাহা আমি অপর কাহাকেও বলি নাই, তাহাই
তোমার নিকট বলিতেছি । পৃথীভাগে ব্রহ্মা, জল-
ভাগে বিষ্ণু তেজোভাগে রুদ্র বায়ুভাগে ঈশ্বর,
এবং আকাশভাগে সাক্ষাৎ সদাশিব প্রতিষ্ঠিত ।
বাহার বাহার যাহা বাহা ভাগ, সেই সেই ভাগে যে
যে তীর্থ প্রতিষ্ঠিত, সেই সেই তীর্থেও সেই সেই
দেবতাই অধিষ্ঠিত । ইহাতে সন্দেহ নাই । ছাগ-
লগু, হুগু, মাকোট, মণ্ডলেশ্বর, কালিঞ্জরবন,

কর্ণং শূলেশ্বরম্ । ৬ । শূলেশ্বরং চ বিখ্যাতং পৃথী-
তবে চ সংস্থিতম্ । হরিচন্দ্রং চ জীশৈলং জলেশো-
হ্মান্তিকেশ্বরম্ । ৬ । মহাকালং মধ্যমং চ কেদারং
ভৈরবং তথা । পবিত্রাষ্টকমেতদ্ধি জলসংস্থং বরা-
ননে । ৭ । অমরেশং প্রভাসং চ নৈমিষং পুন্ডরং
তথা । আষাঢ়ি চৈব দণ্ডি চ ভারতুতিং চ লাক-
লম্ । ৮ । আদিগুহাষ্টকং হেতুং তেজস্তবে প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ! গয়া চৈব কুরুক্ষেত্রং তীর্থং কনখলং তথা ।
৯ । বিমলকাট্টহাসকং মাহেন্দ্রং ভৌমসংজ্ঞকম্ ।
জহাদগুহতরং হেতুং প্রোক্তং বায়ুষ্টকং তব । ১০ ।
বস্ত্রাপথং রুদ্রকোটিজ্যোত্বেশ্বরং মহালয়ম্ । গোকর্ণং
রুদ্রকর্ণং চ কর্ণাখ্যং স্থাপসংজ্ঞকম্ । ১১ । পবিত্রাষ্টক-
মেতদ্ধি আকাশস্থং বরাননে । এতানি তবতীর্থানি
সর্বাণি কথিতানি বৈ । ১২ । যো যস্মিন্ দেবতা তবে
সা তন্মাহাত্ম্যমুচিক। ঐদকং চ মহাত্ম্যং বিশ্ণো-
চ্চাতিপ্রিয়ং প্রিয়ে । ১৩ । জলশায়ী স্মৃতস্তেন নার-
ায়ণ ইতি ঋতিঃ । আপাতবে তু তীর্থানি যানি
প্রোক্তানি তে ময়া । ১৪ । তানি প্রিয়ানি দেবেশি
ক্বেব নারায়ণস্ত বৈ । ঐদকং চৈব যন্তুযং তস্মিন্
প্রাতাসিকং স্মৃতম্ । ১৫ । তত্র দেবো লয়ং যাতি হরি-

শঙ্কুর্কর্ণ, শূলেশ্বর, এবং বিখ্যাত শূলেশ্বর, ইহার
পৃথীতবে প্রতিষ্ঠিত । হরিচন্দ্র, জীশৈল, জলেশ,
অশ্রান্তিকেশ্বর, মহাকাল, মধ্যম, কেদার, ভৈরব,
অগ্নি বরাননে ! এই অষ্ট পবিত্রক্ষেত্র, জগৎ-
প্রতিষ্ঠিত । অমরেশ, প্রভাস, নৈমিষ, পুন্ডর,
আষাঢ়ি, দণ্ডি, ভারতুতি, লাকল,—আদি গুহ এই
অষ্টক্ষেত্র তেজস্তবে প্রতিষ্ঠিত । গয়া, কুরুক্ষেত্র,
কনখল, বিমল, অট্টহাস, মাহেন্দ্র, ভৌম,—এই সকল
গুহাতিগুহক্ষেত্র বায়ুতবে প্রতিষ্ঠিত । বস্ত্রাপথ,
রুদ্রকোটি, জ্যোত্বেশ্বর, মহালয়, গোকর্ণ, রুদ্রকর্ণ,
বর্ণতীর্থ, স্থাপতীর্থ, অগ্নি বরাননে ! এই পবিত্র
অষ্টতীর্থ আকাশতবে প্রতিষ্ঠিত । এই আমি
তোমার নিকট তবতীর্থ সকলের বর্ণন করিলাম ।
যে তবে যে দেবতা প্রতিষ্ঠিত, সেই দেবতা উক্ত
তবেই মাহাত্ম্যমুচিক । অগ্নি প্রিয়ে ! অতুল
ঐদকতব বিষ্ণুর অতি প্রিয়; এই জন্তই ঋতিতে
নারায়ণকে জলশায়ী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ।
হে দেবেশি ! জলতব প্রতিষ্ঠিত যে সকল তীর্থের
কথা আমি তোমাকে কহিলাম, সেই সমস্ত তীর্থ
নারায়ণের অতীব প্রিয়; সন্দেহ নাই । প্রভাস
ক্ষেত্রও জলতবে প্রতিষ্ঠিত । ভগবান্ হরি জন্মে

জ্ঞাননিজগনি । স বাসুদেবঃ স্মৃত্বা পরাংপরতরে
স্থিতঃ ॥ ১৬ ॥ স শিবঃ পরমং ব্যোম অনাদিনিধনো
বিভূঃ । তস্মাৎপরতরং নাস্তি সর্বশাস্ত্রাগমেষু চ ॥
১৭ ॥ সিদ্ধাস্তাগমবেদান্তদর্শনেষু বিশেষতঃ । তেষু
চৈব ন ভিন্নম্ ময়া সাক্ষং যশসিনি ॥ ১৮ ॥ তস্মিন
স্থানে হরিঃ সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষেন তু সস্থিতঃ । লিঙ্গৈ-
শ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তো জায়তে ন চ কেনচিৎ ॥ ১৯ ॥
মোক্ষার্থং নৈষ্টিককরৈর্ব্রতৈশ্চৈব তু যৎকলম্ । তৎ
কলং সমবাপোতি ভক্তকাতীর্থদর্শনাৎ ॥ ২০ ॥
গোচর্মাজ্ঞং তৎস্থানং সমস্তাৎপরিমণ্ডলম্ । ন হি
কশ্চিৎকিঞ্জনাস্তি বিনা শাস্ত্রেণ ভামিনি ॥ ২১ ॥
বিষুবং বহতে ভক্ত নৃণামদ্যপি পার্শ্বতি । পঞ্চলিঙ্গানি
ভজ্যেব পঞ্চবক্ত্রাণি কানিচিৎ ॥ ২২ ॥ কুকুটাণ্ডক-
মানানি মহামূলানি কানিচিৎ । সর্পেণ বেষ্টিতাস্তেব
চিহ্নিতানি-জিহ্মলিঙ্গাঃ ॥ ২৩ ॥ তেষাং দর্শনমাজ্ঞে
কোটিলিঙ্গার্চনং কলম্ । তস্মাদিহং মহাক্ষেত্রঃ
ব্রহ্মাণ্যোঃ সেব্যতে সপা ॥ ২৪ ॥ ঋতিমস্তি

বিপ্রৈশ্চৈঃ সংসিদ্ধৈশ্চ তপস্বিভিঃ । প্রতিমাসং তথা-
ষ্টম্যাং প্রতিমাসং চতুর্দশীম্ ॥ ২৫ ॥ শশিতানুপ্রাণে
বা কার্তিক্যাং তু বিশেষতঃ । প্রভাসস্থানি লিঙ্গানি
প্রপূজ্যন্তে বরাননে ॥ ২৬ ॥ সন্নিকটো কুরুক্ষেত্রে
সর্বভৌগাযতৈঃ সহ । পুঙ্করং নৈমিষং চৈব প্রয়াগং
সপৃথুদকম্ ॥ ২৭ ॥ যষ্টিতীর্থসংগ্রাণি যষ্টিকোটি
শতানি চ । মাঘ্যাং মাঘ্যাং সমেয্যন্তি সন্নিকট-
সঙ্গমে ॥ ২৮ ॥ অরুণাস্তম্ভ তীর্থস্ত নামসংকীর্ণনাদপি ।
মৃত্যুকালভবাধাপি পাপং ত্যাক্যন্তি সুরতে ॥ ২৯ ॥
আনর্ভসারং সৌম্যং চ তথা ভুবনভূষণম্ । দিব্যং
পাকনদং পুণ্যমাদিগুহং মহোদয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সিদ্ধি-
রত্নাকরং নাম সমুদ্রাবরণং তথা । ধর্ম্মাধারং কলা-
ধারং শিবগর্ভগৃহং তথা ॥ ৩১ ॥ সর্গদেবনিবেশং চ
সর্গপাতকনাশনম্ । অস্ত ক্ষেত্রস্ত নামানি কল্পে
কল্পে পৃথক প্রিয়ে ॥ ৩২ ॥ আয়ামানীনি জানৌহি
গুহানি সুরসুন্দরি । আদ্যে কল্পে পুরা দেবি
প্রমোদনমিতি স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ নন্দনং পরিতমস্ত
তস্তাপি পরতঃ শিবম্ । শিবাৎপরতরং চোত্রং

জন্মে সেই প্রভাস ক্ষেত্রে নয় প্রাপ হইয়া থাকেন ।
সেই বাসুদেব স্মৃত্বা ; তিনি পরাৎপরতবে প্রতি-
ষ্ঠিত । সেই বিষ্ণুই শিব, পরম ব্যোম ও জন্মমরণ-
হীন । তদপেক্ষা পরবর্তী অপর কিছুই নাই ;
সর্বশাস্ত্রের ও সমস্ত আগমের ইহাই মত । অগ্নি
যশসিনি ! বিশেষতঃ সিদ্ধান্তে, আগমে ও বেদান্ত
শাস্ত্রে আমার সহিত সেই বিষ্ণুর সর্বধা অভেদ
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ১—১৮ । সেই প্রভাস
ক্ষেত্রে হরি, অপর চারিটি লিঙ্গের সহিত মিলিত
হইয়া প্রত্যক্ষমূর্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন । এতদ্ব
কেহই জ্ঞাত নহে । মোক্ষসাধক নৈষ্টিক ব্রহ্মচর্য্য
এবং অপরাপর বিবিধ ব্রতচরণে যে কল, ভক্তকা-
তীর্থদর্শনে সেই কল লাভ হইয়া থাকে । সেই
স্থানের পরিমাণ গোচর্ম্মাত্র । উহা সর্বধা মণ্ডলা-
কার । অগ্নি ভামিনি ! শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে
কেহই সেই উত্তম স্থান পরিজ্ঞাত নহে । হে
পার্বতি ! অদ্যপি সেখানে বিষুবরেখা দর্শনগোচর
হয় ; সেই জন্তই এই ক্ষেত্র, মানবগণের বিষুব-
সংক্রান্তিবৎ পুণ্যজনক । সেই স্থানে যে পাঁচটি
লিঙ্গ আছে, তাহার কোনটি পঞ্চমুখ, কোনটি
কুকুটাণ্ডপ্রমাণ ও কোনটি অতিশয় স্থূল ; সেই সকল
লিঙ্গ, সর্পবেষ্টিত ও ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত । সেই
সমস্ত লিঙ্গের দর্শনমাজ্ঞেই কোটি লিঙ্গার্চনের
কললাভ হয় । সেই জন্তই উক্ত মহাক্ষেত্র,

ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋতিমান প্রভৃতি সিদ্ধ
তপস্বী দ্বিজগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকে ।
প্রতিমাসের অষ্টমী, প্রতিমাসের চতুর্দশী, কার্তিকী
পূর্ণিমা, চৈত্রমূর্ত্যগ্রহণ,—এই সমস্ত পুণ্য কালে,
হে বরাননে ! প্রভাস ক্ষেত্রস্থ সেই সমস্ত
লিঙ্গের অর্চনা করা কর্তব্য । সন্নিকটী, কুরু-
ক্ষেত্র, পুঙ্কর নৈমিষারণা, প্রয়াগ, পৃথুদক
প্রভৃতি ষত তীর্থ আছে,—সেই যষ্টিকোটি যষ্টি-
সহস্র তীর্থ, প্রতিবৎসর মাঘীপূর্ণিমায় সন্নিকটী-
সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে । অগ্নি
সুরতে ! মৃত্যুকালে উক্ত তীর্থের স্মরণ, বা নাম-
সংকীর্ণন করিলে মানব তৎক্ষণাৎ নিম্পাপ হয় ।
সেই প্রভাসস্থ পাকনদ তীর্থ অতীব পুণ্যজনক ।
সেই দিব্য তীর্থ আনর্ভদেশের সারস্বরূপ, সৌম্যা-
কার ও ভুবনের ভূষণ ; উহা মহামূল্যবিধায়ক,
সিদ্ধিরূপ রত্নের আকরভূত, সমুদ্রের আবরণনিভ,
ধর্ম্মের আধার, কলাসকলের আশ্রয়, সর্বদেবতার
আবাসস্থল, সর্গপাতকহর ও শিবের অভগৃহ-
স্বরূপ । প্রিয়ে ! কল্পে কল্পেই এই ক্ষেত্র বিভিন্ন
নামে প্রখ্যাত হয় । উহার দৈর্ঘ্য-বিস্তারও অতীব
গুহ্য । হে সুরসুন্দরি ! আদি কল্পে ইহার নাম
হইয়াছিল প্রমোদন । তার পর নন্দন, অতঃপর

ভদ্রিকং পরতঃ পুনঃ । ৩৪ । সমিদ্ধনং পরং তস্মাৎ
কামদং চ ততঃ পরম্ । সিদ্ধিদং চাপি ধর্ম্যজ্ঞং বৈশ্ব-
রূপং চ মুক্তিদম্ । ৩৫ । তথা পদ্মনাভস্ত্রীবৎসং তু-
মহাপ্রভম্ । তথা চ পাপসংহারং সর্বকামপ্রদং
তথা । ৩৬ । মোক্ষমার্গং বরারোহে তথা দেবি
সুদর্শনম্ । ধর্ম্যগর্ভং তু ধর্ম্মাণাং প্রভাসং পাপ-
নাশনম্ । অতঃ পরং ভবন্তীহ উৎপলাবর্তকাদি
চ । ৩৭ । ক্ষেত্রস্ত মধ্যে যদেবি মম গর্ভগৃহং
স্মৃতম্ । তস্ত নামানি তে দেবি কথিতান্ত্রপূর্ব্বশঃ ।
৩৮ । ব্রহ্মা নামান্ত্রশেষাণি ক্ষেত্রমহাত্ম্যামেব চ ।
তেষাং তু বাঞ্ছিতা সিদ্ধির্বিষয়তি ন সংশয়ঃ । ৩৯ ।
এতৎ কীর্ত্তয়মানস্ত্রীকালং তু মহোদয়ম্ । সঙ্ঘা-
কালান্তরং পাপমহারাত্রং বিনশ্চতি । ৪০ । অপি
বৈ দান্তিকশ্চৈব যে বসন্তান্নবৃক্ষাঃ । মুঢ়া জীবনিকা
বিপ্রান্তেষুপি যান্তি মৃত্যু দিবম্ । ৪১ । অস্ত্রক্ষেত্রস্ত
মধ্যে তু রবিযোজনমধ্যাতঃ । উপক্ষেত্রাণি দেবেশি
সন্ত্যস্তানি সহস্রশঃ । ৪২ । কানিচিৎ পদ্মরূপাণি
যবাকারানি কানিচিৎ । ঘটকোণানি ত্রিকোণানি
দণ্ডাকারানি কানিচিৎ । ৪৩ । চন্দ্রবিদ্বাদ্ভেদানি
চতুরস্রপ্রভেদতঃ । ব্রহ্মাদিদৈবতানীশে ক্ষেত্রমধ্যে

স্থিতানি তু । ৪৪ । কানিচিৎযোজনার্দ্ধানি তদর্দ্ধার্দ্ধানি
কানিচিৎ । নিবর্ত্তনপ্রমাণেন দণ্ডমানেন কানিচিৎ ।
৪৫ । গোচর্ম্ময়ানমধ্যানি কানিচিৎস্বাস্তরম্ ।
যজ্ঞোপবীতমাত্রাণি প্রভাসে সন্তি কোটিশঃ । ৪৬ ।
অঙ্গুলাষ্টমভাগোহপি নভোহস্তি কমলেক্ষণে । ন
সন্তি যস্মিন্শ্রীর্ধানি দিব্যানি চ নভস্তলে । ৪৭ ।
প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য তিষ্ঠন্তি প্রলয়াদহু । কেদারে
চৈব যল্লিঙ্গং যচ্চ দেবি মহালয়ে । ৪৮ । মধ্যমেশ্বর-
সংস্থং তথা পাণ্ডপতেশ্বরম্ । শঙ্কুকর্ণেশ্বরকৈব
ভদ্রেশ্বরমথাপি চ । ৪৯ । সোমেশ্বরমধৈকাক্ষং
কালেশ্বরমজেশ্বরম্ । ভৈরবেশ্বরমীশানং তথা
কায়াবরোহণম্ । ৫০ । চাপটেশ্বরকং পুণ্যং তথা
বদরিকাশ্রমম্ । ক্রদ্রকোটিস্থাকোটিস্থা ত্রীপর্ব্বতং
শুভম্ । ৫১ । কপালী চৈব দেবেশঃ করবীরং
তথা পুনঃ । ওঙ্কারং পরমং পুণ্যং বশিষ্ঠাশ্রমমেব
চ । যত্র কোটিঃ স্মৃতা দেবি ক্রদ্রাণাং কামরূপিনাম্ ।
৫২ । যানি চান্ধানি স্থানানি পুণ্যানি মম ভূতলে ।
প্রয়াগং পুরতঃ ক্রহ প্রভাসে নিবসন্তি চ । ৫৩ ।

বিরাজিত । হে ঈশ্বর ! সেই সকল উপক্ষেত্রে
ব্রহ্মাদি দেবতা সকলও প্রতিষ্ঠিত । সেই সকল
উপক্ষেত্রের কোন কোনটী অর্দ্ধযোজনপ্রমাণ,
কোন কোনটী তদর্দ্ধ এবং অপর কতকগুলি তদর্দ্ধ-
পরিমাণ বিশিষ্ট । আর অন্ত্যস্তগুলি নিবর্ত্তন,
দণ্ড, গোচর্ম্ম, ধর্ম্ম, যজ্ঞোপবীত, ইত্যাদি বিবিধ
পরিমাণবিশিষ্ট । এইরূপ কোটি কোটি ক্ষেত্র
সেই প্রভাসমধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । অগ্নি
কমলেক্ষণে ! সেই প্রভাসক্ষেত্রে গগনমণ্ডলের তল-
দেশে অঙ্গুলির অষ্টমভাগপরিমিত ঈদৃশ স্থান নাই,
যেখানে অনেক দিব্যতীর্থ নাই । প্রভাসে প্রলয়-
কাল পর্য্যন্ত বিবিধ তীর্থ ও নানা দেবতা অবস্থান
করিয়া থাকেন । হে দেবি ! কেদারে যে লিঙ্গ
আছেন, মহালয়ে যে লিঙ্গ আছেন, মধ্যমেশ্বর
লিঙ্গ, পাণ্ডপতেশ্বর, শঙ্কুকর্ণেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, সোম-
েশ্বর, একাক্ষকানন, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর,
ঈশান, কায়াবরোহণ, চাপটেশ্বর, পুণ্যবদরিকাশ্রম,
ক্রদ্রকোটী, মহাকোটী, শুভ ত্রীপর্ব্বত, দেবেশ্বর,
কপালী, করবীরতীর্থ, পরমপুণ্য ওঙ্কারেশ্বর,
বশিষ্ঠাশ্রম, হে দেবি ! যেখানে কোটিসংখ্যক ক্রদ্র-
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এবং এতদ্বিত্ত ভূতলে আমার
প্রিয় অপরায়ণ যে সমস্ত পুণ্য স্থান আছে, তৎ-
সমস্তই প্রয়াগক্ষেত্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রভাসে

শিব, এইরূপ ক্রমে উগ্র, ভদ্রিক, সমিদ্ধন, কামদ,
সিদ্ধিদ, ধর্ম্মজ্ঞ, বৈশ্বরূপ, মুক্তিদ, ত্রীপদ্মনাভ,
ত্রীবৎস, মহাপ্রভ, পাপসংহার, সর্বকামপ্রদ, মোক্ষ-
মার্গ, সুদর্শন, ধর্ম্মগর্ভ, ও উৎপলাবর্তকাদি নামে
সেই ধর্ম্মাশ্রয় পাপনাশক প্রভাসক্ষেত্র বিখ্যাত
হইয়াছিল । ১৯—৩৭ । হে বরারোহে দেবি ! সেই
ক্ষেত্রমধ্যে আমার যে গর্ভগৃহ আছে, তাহার নাম
সকলই আমি তোমার নিকট আহুপূজাক্রমে করি-
লাম । যাহারা এই সকল নাম ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য
শ্রবণ করে, তাহারা অতিমতসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়;
সংশয় নাই । ত্রিকালে ইহা কীর্ত্তন করিলে মানবের
মহান্ অভ্যুদয় হয়; সঙ্ঘাকালে ইহার কীর্ত্তনে
অধৌরাত্তকৃত পাতক বিনষ্ট হয় । অন্নবুদ্ধি মুঢ়
জনগণও যদি দস্তবশে কিংবা জীবিকাসাধনার্থও
এখানে বাস করে, তবে তাহারাও এখানে প্রাণ-
ত্যাগ করিলে স্বর্গগামী হইতে পারে । হে দেবেশি !
এই ক্ষেত্রের পরিমাণ ষাটশ যোজন । ইহার
সহস্র সহস্র উপক্ষেত্রও বিস্তৃত আছে । সেই সকল
উপক্ষেত্রের কোন কোনটী পদ্মাকার, কতকগুলি
যবাকার, এবং অপর কতকগুলি ঘটকোণ, ত্রিকোণ,
দণ্ডাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ও চতুরস্রাদি বিবিধাকারে

উত্তরে রবিপুত্রী তু দক্ষিণে সাগরং স্মৃতম্ ।
দক্ষিণোত্তরমাহং ক্ষেত্রস্তাশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৪ ॥
কক্ষিণ্যাঃ পূৰ্ব্বতশ্চৈব তপ্ততোয়াচ্চ পশ্চিমে । পূৰ্ব্ব-
পশ্চিমমাহং প্রভাসস্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪৫ ॥
এতদন্তরমাসাদ্য তীৰ্ণানি সুরসুন্দরি । পাতালাদি-
কটাহন্তঃ তানি তত্র বসন্তি বৈ ॥ ৪৬ ॥ এবং
জ্যৈষ্ঠা মহাদেবি সৰ্বদেবময়ৌ হরিঃ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাসাদ্য তত্যাঙ্গ স্বঃ কলেবরম্ ॥ ৪৭ ॥
দিবাং মনোঃ চরিতং হি যৌজং শ্রোয়াস্তি যে
পৰ্বশু বা সঙ্গা বা । তে চাপি যাস্তস্তি মম
প্রসাদান্নিবিষ্টপং পুণ্যজনাধিবাসম্ ॥ ৪৮ ॥ ইতি
কথিতমশেষমেব, চিত্রং চরিতমিদং তব দেবি পুণ্য-
বৃক্ষম্ । ইতরমপি তবাবিবল্লভং যদ্বদ কথয়ামি
মহোদয়ঃ শুনীনাম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রস্ত সৰ্বক্ষেত্রোত্তমত্ব-
বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

আসিয়া বাস' করিয়া থাকে । উত্তর দিকে রবি-
নন্দিনী আর দক্ষিণ দিকে সাগর,—ইহাই সেই
প্রভাসক্ষেত্রের দক্ষিণোত্তরপরিমাণ বলিয়া
কীৰ্ত্তিত । কক্ষিণীয় পূৰ্ব্বদিক্ হইতে তপ্ততোয়া নদীর
পশ্চিম দিক্ পর্যন্ত স্থানই প্রভাসাখ্য ; ইহা ঐ
ক্ষেত্রের পূৰ্ব্বপশ্চিমপরিমাণ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত ।
হে সুরসুন্দরি ! এতদ্ব্যবস্তী স্থানে পাতাল
অবধি অণুকটাহ পর্যন্ত ব্যাপিয়া সেই সমস্ত তীর্থ
বিরাজমান । হে মহাদেবি ! সৰ্বদেবময় হরি,
এই তব জানিতেন বলিয়াই সেই প্রভাসক্ষেত্রে
যাইয়া স্বীয় কলেবর পরিহার করিয়াছেন । যাহারা
পৰ্বকালে বা সৰ্বদা মদীয় এই দিবা যৌজচিত্র
শ্রবণ করিবে, তাহারাও আমার প্রসাদে পুণ্যজনা-
ধ্বানিত ত্রিদেশালয়ে গমন করিবে । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট পুণ্যকর বিচিত্র চরিত্রকথা
সমস্তই কীৰ্ত্তন করিলাম ; অপর যাহা তোমার
প্রিয় জিজ্ঞাস্য আছে, বল, আমি শুনিলনের অভ্যু-
দয়াধক তদ্বিবরণও বর্ণন করিতেছি । ৪৮—৪৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ইতি প্রোক্তা তদা দেবী বিশ্ব-
যোৎফুল্ললোচনা । রোমাঞ্চকঙ্কা সূত্রঃ পুনঃ
পপ্রচ্ছ ভূমুখাঃ ॥ ১ ॥ দেবাবাচ । ধাতাহ কৃত-
পুণ্যাহং তপঃ সূচরিতং ময়া । যদেব ক্ষেত্রমহিমা
মহাদেবায়ুগা শ্রুতঃ ॥ ২ ॥ তগবন দেবদেবেশ
সংসারার্ণবতারক । পৃষ্টং তু যমুয়া পূৰ্ব্বঃ তৎসং-
কথিতং হর ॥ ৩ ॥ পুনশ্চ দেবদেবেশ ত্বাক্যামৃত-
রঞ্জিতা । নতুপ্তিমধিগচ্ছামি দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৪ ॥
কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনাশ্চামি প্রভাসক্ষেত্রবিস্তরম্ । তন্মে
কথয় কামেশ দয়াং কৃতা জগৎপ্রভো ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । পৃথিব্যা মধ্যগর্ভস্থং জম্বুদীপমিত স্মৃতম্
তচ্চ বৈ নবধা ভিন্নং বর্ষভেদেন সুন্দরি ॥ ৬ ॥
তস্তাদ্যং ভারতং বর্ষং তচ্চাপি নবধা স্মৃতম্

একাদশ অধ্যায় ।

সূত कहিলেন,—হে বিজগণ ! এই কথা
শুনিয়া সূত্র পার্বতীদেবী বিশ্বযোৎফুল্ললোচনে
রোমাঞ্চিতকায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
দেবী कहিলেন,—আমি যে মহাদেবের নিকট
এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য শুনিতে পাইলাম, ইহাতে আমি
অন্ত হইলাম এবং আমি যে পুণ্যার্জন করিয়াছিলাম,
আমার তপস্তা যে উত্তমরূপেই অল্পুষ্টিত হইয়াছিল,
তাহাও বুঝিলাম । হে সংসারার্ণবতারক, দেব-
দেবেশ, তগবন হর ! আমি পূর্বে যাহা জিজ্ঞাসা-
করিয়াছিলাম, আপনি তৎসমস্তই বলিয়াছেন ।
কিন্তু হে দেবদেবেশ ! আপনার বচনামুতে আমি
এমন অল্পুরক্তা হইয়াছি যে, আমার তৃপ্তির সীমা
হইতেছে না ; হে দেবদেব, মহেশ্বর ! সেই জন্ত
প্রভাসক্ষেত্রসম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ একটু
সবিস্তরে শুনিতে অভিলাষ করিতেছি ; হে কান্ত
জগদীশ্বর ! আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি
তাহা বলুন । ঈশ্বর कहিলেন,—অগ্নি সূন্দরি !
পৃথিবীর মধ্যভাগে জম্বুদীপ বসিত ; ইহা প্রসিদ্ধ
আছে । সেই দ্বীপ আবার নবধা বিভক্ত ;
প্রত্যেক ভাগ বর্ষ-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে ।
সেই সমস্ত বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ; তাহাও
আবার নবধা বিভক্ত । উহার দক্ষিণোত্তরের পরি-
মাণ নবসংখ্য যোজন ; আর পূৰ্ব্বপশ্চিমপরিমাণ
অনীতিসংখ্য যোজন ; এইরূপ স্মৃত হইয়া থাকে

নববোজনসাহস্রং দক্ষিণোত্তরদ্বানতঃ । ১১ । অশী-
তিশ্চ সঙ্খ্যানি পূর্বপশ্চাত্তং স্মৃতম্ । উত্তরে হিম-
বানন্তি কারোদো দক্ষিণে স্মৃতঃ । ১২ । এতশ্চির-
ন্তরে দেবি ভারতং ক্বেদমুত্তমম্ । কৃতং ত্রেতা
যাপরকৃতিব্যং যুগচতুষ্টয়ম্ । ১৩ । অর্ধেকবৈবা
যুগাবস্থা চতুর্দশৈব জনঃ । চত্বারি জৌণি চ হে চ
তথৈকৈকং শ্রয়চ্ছতম্ । ১৪ । জীবন্তাত্ নরা দেবি
কৃতত্রেতাভিষু ক্রমাৎ । যদেতৎ পার্থিবং পদ্মং
চতুষ্পত্রং ময়োদিতম্ । ১৫ । বর্ষাণি ভারতাদানি
পজ্ঞাপ্য চতুর্দশম্ । ভারতং কেতুমালক কুরু
ভজ্যামেব চ । ১৬ । ভারতং নাম যদ্যং দাক্ষি-
ণাত্যং ময়োদিতম্ । দক্ষিণাপরতো যন্ত পূর্বৈশ
চ ময়োদধিঃ । হিমবান্ভূতরেণাত্ কাম্বুকন্ত যথা
ভূতঃ । ১৭ । ভূদেতন্তারতং বর্ষং সর্ববীজং বরা-
ননে । তৎ কৰ্ম্মভূমিনাভ্যন্ত সন্ধ্যাপ্তিঃ পুণ্যাপায়োঃ ।
১৮ । দেবানামপি দেবেশি সৈদৈবৈষ মনোরথঃ ।
অপি মানুস্যমাশ্রয়ামো ভারতে প্রভূত কিতো ।
১৯ । ভজ্যামেবশিরা বিকূর্তারতে কৰ্ম্মসংস্থিতঃ ।
বরাহঃ কেতুমালে চ মৎস্তরূপস্তথোত্তরে । ২০ ।

তেষু নক্ষত্রবিজ্ঞানবিষয়াঃ সমবস্থিতাঃ । চতুর্দশ
মহাদেবি বিগ্রহো নবশাদক । ১১ । ভারতে যো
মহাদেবি কৰ্ম্মরূপেণ সংস্থিতঃ । নক্ষত্রগ্রহবিজ্ঞানসং-
তত্ত্বতে কথয়াম্যহম্ । ১২ । প্রায়ুধো ভগবান্
দেবো কৰ্ম্মরূপী ব্যবস্থিতঃ । আক্রম্য ভারতং বর্ষং
নবভেদমিদং প্রিয়ে । ১৩ । নবধা সংস্থিতস্তাত্ত
নক্ষত্রাণি নিবোধ মে । কৃতিকা রোহিণী সৌম্যঃ
তৃতীয়ঃ কৰ্ম্মপুষ্টিগম্ । ২০ । রোহিণী পুনর্কশুঃ পুণ্যঃ
নক্ষত্রজিতরং মুখে । অশ্লেষাঃ তথা শৈবঃ
কান্তনী প্রথমঃ প্রিয়ে । ২১ । নক্ষত্রজিতরং পাদ-
মাজিতং পূর্বদক্ষিণম্ । কান্তনী চোত্তরঃ হস্তঃ চিত্রা
চক্ষুঃ স্মৃতম্ । ২২ । কৰ্ম্মস্ত দক্ষিণে কুক্কো চক্ষু-
পাদং তথাপরম্ । স্বাতী বিশাখা মৈত্রক নৈশ্বতে
জিতরং স্মৃতম্ । ২৩ । ঐশ্বে মূলং তথাষাঢ়া পৃষ্ঠে
তু জিতরং স্মৃতম্ । আষাঢ়া শ্রবণং চৈব ধনিষ্ঠা চাত্র
শক্তিভা । ২৪ । নক্ষত্রজিতরং পাদে বায়ব্যা তু
যশস্বিনী । বারুণং চৈব নক্ষত্রং তথা প্রোষ্ঠপদা-
দয়ম্ । ২৫ । কৰ্ম্মস্ত বামকুক্কো তু জিতরং সংস্থিতং
প্রিয়ে । রেবতী চাশ্বিন্দৈবভ্যাং যাম্যঃ চক্ষুর্মিত
জয়ম্ । ঈশপাদে সমাখ্যাতং শুভাশুভকলং শুনু ।

উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে কারোদ সাগর ; হে
দেবি ! ইহার মধ্যভাগেই উত্তম ভারতক্ষেত্র
প্রতিষ্ঠিত । এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, যাপর,
ও কলি—এই চতুর্দশ যুগাবস্থা এবং বর্ষচতুষ্টয়
বিদ্যমান । হে দেবি ! এই ভারতবর্ষে জনগণ,
সত্য-ত্রেতাভি যুগান্তসারে যথাক্রমে চারিশত, তিন-
শত, দুইশত, ও একশত বৎসর যাবৎ জীবিত
থাকে । আমি পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, এই
পৃথিবী একটা চতুর্দল পদ্মাকার । ভারতাদি
চারিটা বর্ষই সেই চতুর্দল পদ্মের এক একটা পত্র-
রূপ । বর্ষচতুষ্টয় যথা,—ভারত, কেতুমাল, কুরু
ও ভজ্যাম । ১—১২ । আমি যে ভারতবর্ষের কথা
কহিলাম, ঐ ভারতবর্ষ পৃথিবীর দক্ষিণভাগস্থ ;
উহার দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমসীমায় সমুদ্র অবস্থিত ।
আর উত্তরদিকে ধনুকের ওণের জায়, পূর্ব পশ্চিম
সাগরব্যাপী হিমগিরি বিরাজিত । অগ্নি বরাননে ।
এই ভারতবর্ষই মুখ-জুখ হেতু কৰ্ম্মনিচয়ের বীজ-
রূপ । উহাই কৰ্ম্মভূমি ; অস্ত কোন ভূমিতেই
পাপপুণ্য লাভ হয় না । অগ্নি দেবেশি ! “আমরা
কি ক্ষিতিলে ভারতবর্ষে মানুসরূপে জন্মিলে
পারিব ?” দেবগণও সতত এইরূপ মনোরথ করিয়া
থাকেন । ভগবান্ বিষ্ণু ভজ্যামবর্ষে হৃদগ্রীবরূপে,

ভারতবর্ষে কুর্মাকারে, কেতুমালবর্ষে বরাহমূর্তিতে
এবং কুরুবর্ষে মৎস্তবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ-
মান রহিয়াছেন । উক্ত মূর্তিচতুষ্টয়ের প্রত্যেক-
টিতেই নব নব ভাগে বিভক্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রতি-
ষ্ঠিত ; সেই নক্ষত্র মণ্ডলালসারেই বৈবয়িক ভোগ
নিচয় বর্তমান । হে মহাদেবি ! ভারতবর্ষে যে কৰ্ম্ম-
রূপী ভগবান্ রহিয়াছেন ; তদীয় দেহগত নক্ষত্র
গ্রহবিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বলিতেছি । কৰ্ম্ম-
রূপী ভগবান্ এই নব ভেদাধিত ভারতবর্ষকে
আক্রমণ করিয়া পুরাভিমুখে অর্বাচত । হে প্রিয়ে ।
নবধাবিভক্ত তদীয় দেহস্থ নক্ষত্র নিচয়ের কথা
ভূমি আমার নিকট অবধান সহকারে শ্রবণ কর ।
সেই কুর্মের পৃষ্ঠদেশে কৃতিকা, রোহিণী ও যুগশিরা,
মুখে আর্জা, পুনর্কশু ও পুণ্য ; অগ্নিকোণস্থ পদে
অশ্লেষা, মঘা, ও পূর্বকান্তনী ; দক্ষিণ কুক্কিতে
উত্তরকান্তনী, হস্তা, ও চিত্রা ; নৈশ্বতকোণস্থ পদে
স্বাতী, বিশাখা, ও অমুরাধা ; পৃষ্ঠে জ্যোষ্ঠা, মূলা,
ও পুরাষাঢ়া ; বায়ুকোণস্থ পদে উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা
ও ধনিষ্ঠা, বাম কুক্কিতে শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, ও
উত্তরভাদ্রপদ ; এবং ঈশানকোণস্থ পদে রেবতী,
জ্যৈষ্ঠী ও ভরণী নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত । অগ্নি যশস্বিনী

২৬। যন্তকন্ত পতিৰ্ণো বৈ গ্রহস্তকৈকমতো
ভয়ম্ । তদেবান্ত মহাদেবি তথোৎকর্ষে ভূতগমঃ ।
২৭। এষ কুর্কো ময়াখ্যাতো ভারতে ভগবানিহ ।
নারায়ণো হৃচিন্ত্যাত্মা যত্র সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । ২৮।
মেঘবৃষো হনো মধ্যো যুধে চ মিথুনাদিকম্ । প্রাগ-
দক্ষিণে তথা পাদে কর্কসিংহো ব্যবস্থিতো । ২৯।
সিংহকম্বাভুলান্টেব কুর্কো রাশিভয়ঃ স্মৃতম্ ।
ঘটৌহধ রুচিকম্বোতো পাদে দক্ষিণপশ্চিমে । ৩০।
পূচ্ছে তু রুচিকম্বোতব সমুদ্রচ ব্যবস্থিতঃ । বায়ব্যে
বামপাদে চ ধনুর্গোলাদিকভয়ম্ । ৩১। কুন্তমীনো
তথা চান্ত উত্তরাং কুর্কিরাশিতো । মীনমেঘো মহা-
দেবি পাদে পূর্বোত্তরে স্থিতো । ৩২। কুর্কদেশাৎ
তথর্কপি দেশেষেতেষু বৈ প্রিয়ে । রাশয়ন্ত
তথর্কেষু গ্রহা রাশিব্যবস্থতাঃ । ৩৩। তন্মাদ-
গ্রহকপীড়ানু দেশপীড়াং বিনির্দ্দেশেৎ । তত্র স্নানং
প্রকুর্যতি দানং হোমাদিকং তথা । ৩৪। স এষ
বৈষ্ণবঃ পাদো দেবি মধ্যো গ্রহোহস্ত যঃ । নারা-
য়ণাধ্যোহচিন্ত্যাত্মা কারণঃ জগতঃ প্রভুঃ । ৩৫
সৌমণ্ডকবৃষেশ্বর্কবৃষশুক্রমহৌষুতাঃ । শুক্রমন্দানুরা-

গাধ্যা মেঘাদীনামধৌবরাঃ । ৩৬। এবংবিধো মহা-
দেবি কুর্করূপী জনাৰ্দ্দনঃ । তন্ত নৈখ'তপাদে তু
সৌরাষ্ট্র ইতি বিজ্ঞতঃ । ৩৭। স চৈব নবধা ভিন্নঃ
পূরভেদেন স্মৃদরি । তন্ত যো নবমো ভাগঃ
সাগরন্ত চ সন্নিধৌ । ৩৮। প্রভাস ইতি বিখ্যাতো
মম দেবি প্রিয়ঃ সদা । যোজনানাং দশ যে চ
বিত্তীর্ণঃ পরিমণ্ডলম্ । ৩৯। মধ্যোহস্ত পীঠিকা প্রোক্তা
পঞ্চযোজনবিস্তৃতা । তন্মধ্যে মদগৃহং দেবি তিষ্ঠত্যা-
দধিসন্নিধৌ । ৪০। তন্ত মধ্যো মহাদেবি লিঙ্গরূপো
বসাম্যহম্ । ৪১। কৃতম্মরাং পশ্চিমতো ধনুর্বাঞ্চ
শতভয়ে । বসামি তত্র দেবেশি যত্র সহ বরা-
ননে । ৪২। তন্মে স্থানং মহাদেবি কৈলাসা-
দপি বল্লভম্ । গোচর্মমাত্রং তত্রাপ মহাগোপাঃ
বরাননে । ৪৩। অকথ্যঃ দেবদেবেশি তব
স্নেহাৎ প্রকাশিতম্ । এতৎ প্রান্তাসিকং ক্ষেত্রং
প্রভয়া দীপিতং মম । ৪৪। তেন প্রভাসমিত্যুক্ত-
মাদিকল্পে বরাননে । বিতৌষে তু প্রভা লঙ্কা সর্কৈ-

মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহ-
স্পতি, শনি, ও শুক্র,—ইহারা যথাক্রমে মেঘাদি
ষাদশ রাশির অধিপতি। অগ্নি মহাদেবি। কুর্ক-
রূপী জনাৰ্দ্দন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহার
নৈখ'তকোণস্থ পদে সৌরাষ্ট্র নামে বিখ্যাত দেশ
অবস্থিত। সেই সৌরাষ্ট্রও আবার নয় ভাগে নয়টী
নগরে বিভক্ত। তাহার নবম ভাগ সাগরের সন্নি-
হিত, এবং উহাই প্রভাস নামে প্রসিদ্ধ। হে দেবি।
সেই প্রভাসক্ষেত্র আমার সতত অতীব প্রিয়।
উহার মণ্ডলপরিমাণ চতুর্দিকে ষাদশ যোজন।
তাহার মধ্য পীঠিকা পঞ্চযোজনবিস্তৃতা; হে দেবি।
সেই পীঠিকার মধ্য আমার বাসগৃহ বর্তমান;
সেই বাসগৃহ সাগরের সন্নিহিত। হে মহাদেবি।
আমি সেই গৃহমধ্যে লিঙ্গরূপে নিয়ত বাস করি-
তেছি। উহা কৃতম্মর তাঁরোঁর পশ্চিম দিকে তিন-
শত ধনু অস্তরে অবস্থিত। অগ্নি বরাননে। আমি
তোমার সহিত সেই গৃহে বাস করিতেছি।
হে মহাদেবি। সেই স্থান, কৈলাস অপেক্ষাও
আমার প্রিয়। অগ্নি বরাননে। তন্মধ্যেও আবার
গোচর্মমাত্র স্থান অতীব গোপনীয়; হে
দেবদেবেশি। উহা অকথ্য, তবে কেবল তোমার
প্রতি স্নেহবশতই প্রকাশ করিয়া কহিলাম।
অগ্নি বরাননে। আদি কল্পে মদীয় প্রভায় ঐ
ক্ষেত্রভাসিত অর্থাৎ দীপিত হইয়াছিল, এজন্য

মহাদেবি! এক্ষণে এই সমস্ত নক্ষত্রানুযায়ী
ভূতভূতকল শুন। যে নক্ষত্রের যে গ্রহ অধি-
পতি, সেই গ্রহ হানাবস্থাপন্ন হইলে সেই দেশের
অশুভ হয়, আর উৎকর্ষযুক্ত হইলে সেই দেশেরও
শুভ হইয়া থাকে। অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ নারা-
য়ণ এবাৰ্ষধ কুর্কাকারে সেই ভারতবর্ষে বিরাজ-
মান রহিয়াছেন; তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই এই
সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৩—২৮। তাঁহার
হৃদয় মধ্যো মেঘ ও বৃষ; মুখে মিথুন, অগ্নি-
কোণস্থ পদে কর্কট ও সিংহ, দক্ষিণ কুর্কিতে
সিংহ, কস্তা ও তুলা, নৈখ'তকোণস্থ পদে তুলা ও
রুচিক, পূচ্ছে রুচিক ও ধনু, বায়ুকোণস্থ পদে ধনু,
মকর ও কুন্ত, বাম কুর্কিতে কুন্ত ও মীন; এবং
ঈশানকোণস্থ পদে মীন ও মেঘরাশি অবস্থিত
হে মহাদেবি! কুর্কোর অবয়বপ্রদেশসমূহে যে
সকল নক্ষত্র এবং সেই নক্ষত্রানুযায়ী যে সমস্ত
রাশি আছে, সেই সেই রাশি অনুসারেই গ্রহগণ
অবস্থান করেন। এজন্য গ্রহনক্ষত্রপীড়ায় ভূত-
দেশের পীড়া নির্দেশ করা কর্তব্য। তদবস্থায়
স্নান, দান, হোমাদি কার্য্য বিহিত। হে দেবি! এই
রাশিঃক্রেয় মধ্যভাগে যে গ্রহ আছেন, উহাই জগৎ-
কারণ অচিন্ত্যাত্মা প্রভু নারায়ণাখ্য বিষ্ণুর পদ।

দেবৈঃ সবার্হৈঃ । ৪৫ । মম প্রভাসাং দেবেশি
 তেন প্রাভাসিকং স্মৃতম্ । প্রভাববন্তো দেবেশি
 যত্র সন্তি মহানুরাঃ । ৪৬ । অথবা তেন লোকেষু
 প্রভাসমিতি কীর্ত্যতে । প্রথমং ভাসতে দেবি
 সর্বেষাং ভূবি তেজসাম্ । ভৌগাণামাদিতীর্থঃ
 যৎপ্রভাসং তেন কীর্তিতম্ । ৪৭ । প্রকৃষ্টং ভাস-
 র্থবা ভাসিতো বিশ্বকর্ষণা । যত্র সাক্ষাৎ প্রভা-
 পাতো জাতো প্রাভাসিকং ততঃ । ৪৮ । অথবা
 দক্ষসংশপ্তেনেন্দ্রনা নিম্প্রভেণ চ । তত্র দেবি প্রভা
 লকা তেন প্রাভাসিকং স্মৃতম্ । প্রোদধ্রে ভারতী
 দেবী হৌঁহি বড়বানলম্ । ৪৯ । অথবা তেন
 দেবেশি প্রভাসমিতি কীর্ত্যতে । প্রকৃষ্টা ভারতী
 স্বাক্ষী বিপ্রোক্তা ঋতহধ্বনি । সদা যত্র মহাদেবি
 প্রভাসং তেন কীর্তিতম্ । ৫০ । প্রোদধস্বীর্জিত-
 ভাতি সর্ষদা সাগরঃ প্রিয়ে । তেন প্রভাসনামেতি

ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ । ৫১ । প্রভ্যকং ভাস্করো
 যত্র সদা তিষ্ঠতি ভামিনি । তেন প্রভাসনামেতি
 প্রসিদ্ধিমগমৎ কিতো । ৫২ । প্রকৃষ্টং ভাবিনাং
 সর্গঃ কামং তত্র দদাম্যহম্ । তেন প্রভাসনামেতি
 তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ । ৫৩ । কল্পভেদেন
 নামানি তদৈব সুরসুন্দরি । নিকৃক্তভেদৈর্বহুধা
 ভিদ্যন্তে কারণৈঃ প্রিয়ে । প্রভাসমিতি যন্মাম
 দাতব্যং নিশ্চলং স্মৃতম্ । ৫৪ । অগ্রেণ সংস্থিতং
 দেবি বিকোরাদ্যকলেবরে । ইতি তে কথিতং
 দেবি সংক্ষেপাৎ ক্ষেত্রকারণম্ । ৫৫ । পুনস্তে
 কথ্যামাদ্য যৎ পৃচ্ছসি বরাননে । তদ্ব্রহ্মী শীঘ্রং
 কল্যাণি যন্তে মনসি বর্ততে । ৫৬ । দেব্যা বাচ ।
 অগ্নি কল্পে যথা জাতং ক্ষেত্রং প্রাসাসিকং হর ।
 তয়ে বিস্তরতো ব্রহ্ম উৎপত্তিঃ কারণং তথা । ৫৭ ।
 ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ ক্ষেত্র-
 কারণম্ । যক্ষুহা মাণবো ভক্ত্যা মৃত্যুতে সর্ষ-
 পাতকৈঃ । ৫৮ । আদিক্ষেত্রস্তা মহাত্মাঃ ব্রহ্মত্বং

উহা প্রভাসনামে প্রখ্যাত হইয়াছে । দ্বিতীয়
 কল্পে সবার্হ সর্ষ দেবগণ, মদীয় প্রকৃষ্ট ভাস
 অর্থাৎ দীপ্তি দ্বারা প্রভাশালী হইয়াছিলেন, এজন্য
 এই ক্ষেত্র প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
 হে দেবেশি ! প্রভাবশালী প্রধান প্রধান দেবগণ
 ওখানে বাস করেন বলিয়াও লোকে উহা প্রভাস
 নামে কীর্তিত হইয়া থাকে । ইহা সমস্ত তীর্থের
 আদিভূত এবং ভূতলগত তৈজস পদার্থসমূহের
 মধ্যে সর্ষ প্রথমে ইহাই ভাসিত অর্থাৎ প্রদীপ্ত
 হইয়াছিল বলিয়াও ইহা প্রভাস নামে কীর্তিত হয় ।
 অথবা বিশ্বকর্ষা এই স্থানে ভাসুকে প্রকৃষ্টরূপে
 ভাসিত অর্থাৎ কান্তিসম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই
 স্থানেই ভাসুর প্রভাপাত হইয়াছিল, সেই জন্য এই
 স্থান প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে । অথবা হে
 দেবি ! চন্দ্র দক্ষশাপে নিম্প্রভ হইয়া সমুদ্রচিহ্নে
 এই স্থানে তপঃপ্রভাবে প্রভাসিত অর্থাৎ কান্তি-
 যুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যও ইহা প্রভাস
 নামে খ্যাত হইয়াছে । অথবা হে দেবেশি !
 ভারতী-দেবী এই স্থানে ঐর্ষ্যা উদ্ধার করিয়া-
 ছিলেন, সেই জন্যও ইহা প্রভাস নামে কীর্তিত
 হয় । হে মহাদেবি ! তথায় পদ হইতেও
 তত্রতা বিপ্রজনোচ্চারিতা প্রকৃষ্টা ব্রাহ্মী ভারতী
 সদা ঋতিগোচর হয়, এ নিমিত্তও (প্রকৃষ্টার প্র,
 ভারতীর ভা, সদার স এই আদ্যক্ষরত্ৰয়-যোগে)
 উহা প্রভাস নামে কীর্তিত হয় । হে প্রিয়ে !
 সাগর সর্ষদা প্রকৃষ্ট উল্লাসযুক্ত বীচিমালা দ্বারা

ভা অর্থাৎ শোভা প্রাপ্ত হয়, এজন্যও উহা (প্রকৃষ্টের
 প্র, ভা, সার স,—এই অক্ষরত্ৰয়-যোগে) প্রভাস
 নামে লোকত্ৰয়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । অগ্নি ভামিনি !
 প্রত্যক্ষরূপে ভাস্কর দেব এই স্থানে সদা অবস্থান
 করেন বলিয়া উহা ক্ষিতিকলে প্রভাস নামে প্রসিদ্ধি
 লাভ করিয়াছে । আর আমি সেখানে থাকিয়া
 ভাবযুক্ত অর্থাৎ ভক্তিমান জনগণকে সর্ষ কামনা
 প্রদান করি বলিয়াও এ তীর্থ প্রভাস নামে
 ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত হইয়াছে । অগ্নি সুরসুন্দরি !
 কল্পভেদ বশতঃ প্রভাস ক্ষেত্রের নাম নিকৃক্তি
 ঐরূপ বিভিন্ন হইয়াছে । পরন্তু ‘প্রভাস’ এ
 নামটির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই । হে দেবি !
 এই প্রভাসক্ষেত্র বিষ্ণুর আদ্য কলেবর জলতন্ত্রে
 প্রতিষ্ঠিত । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
 সংক্ষেপে প্রভাসক্ষেত্রের নামনির্ভুক্ত কীর্তন করি-
 লাম ; অগ্নি বরাননে ! অতঃপর তোমার আর যাহা
 জিজ্ঞাস্য থাকে, হে কল্যাণি ! যাহা তোমার অন্তরে
 অভিলাষ,—বল, আমি তাহা কহিতেছি । ২৯—৫৬ ।
 দেবী কহিলেন,—হে হর ! এই বর্তমান কল্পে সেই
 প্রভাসক্ষেত্র যেকপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি
 আমাকে সবিস্তরে সেই উৎপত্তি বৃত্তান্ত ও তাদৃশ
 প্রসিদ্ধির হেতু বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি !
 মানবগণ ভক্তিসহকারে যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে
 সর্ষপাতক হইতে বিমুক্ত হয়, সেই প্রভাস-ক্ষেত্র-

পাপনাশনম্ । কথয়িত্বো বরারোহে তব স্নেহেন
ভামিনি । ৫৯ ॥ অগ্নিন কল্পে তু যদেবি আদাবেব
বরাননে । স্বয়ম্ভুবে মনৌ তত্র ব্রহ্মণঃ সৃজতঃ
পুত্রা ॥ ৬০ ॥ দক্ষিণালোকোনাঙ্জাতঃ পূৰ্ণঃ সূৰ্য্য ইতি
প্রিয়ে । ততঃ কালান্তরে তত্ত্ব ভাৰ্য্যে বে চ
বভূবতুঃ ॥ ৬১ ॥ তয়োস্ত রাজ্ঞী দ্যৌর্জ্যেয়া
নিষ্কৃতা পৃথিবী স্মৃতা । সৌম্যমাস্ত সপ্তম্যাঃ
দ্যৌঃ সূৰ্য্যেণ চ যুজ্যতে ॥ ৬২ ॥ মাঘমাসে তু
সপ্তম্যাঃ মহা সহ ভবেদ্রবিঃ । ভূচ্চাদিত্যশ্চ ভগ-
বান্ গচ্ছতে সঙ্গমং তদা ॥ ৬৩ ॥ ঋতুস্নাতা মহী
তত্র গৰ্ভং গৃহ্নাতি ভাস্করাৎ । দ্যৌর্জলং সূর্যতে
গৰ্ভং বর্ষাষাষিহ ভূতলে ॥ ৬৪ ॥ ততঃ ত্রৈলোক্য-
বৃত্তার্থঃ মহা শস্তানি সূর্যতে । শস্তোপযোগাৎ
সংহৃষ্টা জুহ্বত্যাহুতিভির্দ্বিজাঃ ॥ ৬৫ ॥ স্বাহাকার-
স্বধাকারৈর্ঘজন্তি পিতৃদেবতাঃ । নিঃস্বধঃ কুরুতে
বরাপার্ভৌষধিসুধামৃতৈঃ ॥ ৬৬ ॥ মন্ত্যান পিতৃঃ

মহাশ্ম্য আমি যথাবৎ কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ
কর । অগ্নি ভামিনি বরারোহে ! আমি স্নেহের
বশীভূত হইয়া তোমার নিকট সেই আদিক্ষেত্রের
পাপনাশক গুপ্তমাশাস্ত্র্য কহিতেছি । হে দেবি !
এই কল্পের আদিকালে প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে
প্রবৃত্ত হইলে স্বয়ম্ভুব মনু প্রাতর্ভূত হন । হে
বরাননে ! সেই স্বয়ম্ভুব মনুর অধিকার প্রবৃত্ত
হইলে ব্রহ্মার দক্ষিণ লোচন হইতে প্রথমতঃ সূর্য্য
সৃষ্ট হন । প্রিয়ে ! অতঃপর কিয়ৎকালান্তে তিনি
দ্যৌ ও নিষ্কৃতা নামে দুই পত্নী পরিগ্রহ করেন ।
তন্মধ্যে দ্যৌ তাহার প্রধানা মহিষী হইলেন ।
পৃথিবীরই নামান্তর ছিল—নিষ্কৃতা । অগ্রহায়ণ
মাসের সপ্তমীতে সূর্য্যদেব দ্যৌর সহিত এবং মাঘ
মাসের সপ্তমীতে নিষ্কৃতার সহিত সঙ্গত হইয়া
থাকেন । ঐ সময়ে নিষ্কৃতা দেবী ঋতুস্নান করিয়া
থাকেন, তার পর সূর্য্যদেবের সহিত তাঁহার সঙ্গম
হয় বলিয়া তিনি তখন সেই ভাস্কর হইতে গৰ্ভগ্রহণ
করিয়া থাকেন । দ্যৌদেবীও সূর্য্যসঙ্গমে গৰ্ভবতী
হইয়া বর্ষাকালে ভূতলে জনাস্থ হইয়া সন্তান প্রসব
করেন । আর নিষ্কৃতা দেবী ত্রৈলোক্যের বৃত্তি
কর শস্তানিচয় প্রসব করিয়া থাকেন । দ্বিজগণ
সেই শস্তভোজনে ভুষ্ট হইয়া স্বাহা-শব্দযোগে
আহুতি দান দ্বারা দেবগণের ও স্বধাশব্দযোগে পিতৃ-
গণের ভূগুপ্তসাধন করিয়া থাকেন । পৃথিবী দেবী
স্বকীয় গৰ্ভসমূহ ওষধি, সুধা ও অমৃত দ্বারা মনুষ্য

দেবাংশ তেন ত্বর্নিষ্কৃতা স্মৃতা । যথা রাজ্ঞী চ
সঞ্জাতা যন্ত চেয়ঃ সূতা মতা ॥ ৬৭ ॥ অপত্যানি
চ যান্তস্তান্তানি বক্ষ্যামাশেষতঃ । মরীচিরক্ষণঃ
পুত্রো মারীচঃ কশ্যপঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ তন্মাক্ষিরণ্য-
কশিপুঃ প্রহ্লাদশস্ত চাশ্বজঃ । প্রহ্লাদশ স্মৃতৌ
নায়া বিরোচনং ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৯ ॥ বিরোচনশ্চ
ভগিনী সংজ্ঞায়া জননৌ তু সা । হিরণ্যকশিপোঃ
পৌত্রৌ দিতেঃ পুত্রশ্চ সা স্মৃতা ॥ ৭০ ॥ সা বিশ্ব-
কর্ম্মণঃ পত্নী প্রহ্লাদৌ প্রোচাতে বুধৈঃ ॥ ৭১ ॥
অথ নায়াতিরূপেতি মরীচিরুহিতা শুভা । পত্নী
হৃদ্রিরসঃ সা তু জননৌ চ বৃহস্পতেঃ ॥ ৭২ ॥ বৃহ-
স্পতেশ্চ ভগিনী বিশ্বতা ব্রহ্মবাদিনী । প্রভাসশ্চ
তু সা পত্নী বসুনাশ্চৈমশ্চ বৈ ॥ ৭৩ ॥ প্রসূতা বিশ্ব-
কর্ম্মাণঃ সর্ব শল্লবতাং বরম্ । স চৈব নায়া বৃষ্টী তু
পুনর্নিদশবর্দ্ধকিঃ ॥ ৭৪ ॥ দেবাচাৰ্য্যশ্চ তন্ত্বেয়ঃ
হুহিতা বিশ্বকর্ম্মণঃ । সুরেশ্বরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু
লোকেষু ভামিনী ॥ ৬৫ ॥ প্রহ্লাদপুত্রী যা প্রোক্তা
ভাৰ্য্যা বহুশ্চ সা স্মৃতা । তস্তাং স জনয়ামাস
পুত্রীস্তা লোকমাতরঃ ॥ ৬৬ ॥ রাজ্ঞী সংজ্ঞা চ
দ্যৌস্বাষ্ট্রী প্রভা সৈব বিভাব্যতে । তস্তান্ত বলয়া

গণের, পিতৃলোকের ও দেবগণের স্বেচ্ছাক্রমে
কোভ নিবারণ করেন বলিয়া 'নিষ্কৃতা' নামে প্রখ্যাত
হইয়াছেন । দ্যৌ দেবী যেরূপে রাজ্ঞী হইয়াছিলেন,
আর তিনি যাহার কস্তা, এবং তাহার যাহা সন্তান-
সম্পত্তি, আমি তৎসমস্ত সম্পূর্ণরূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র হিরণ্য-
কশিপু, তৎপুত্র প্রহ্লাদ, এবং তৎপুত্র বিরোচন ।
বিরোচনের ভগিনী—সংজ্ঞা দেবীর জননী, ও
দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুর পৌত্রী । এই প্রহ্লাদ-
নন্দিনী—বিশ্বকর্ম্মার পত্নী ; বুধগণ এইরূপ কীৰ্ত্তন
করিয়া থাকেন । ৫৭—৭২ মরীচির অতিরূপা নামে
এক শুভা কস্তা ছিলেন । তিনি অঙ্গিরার পত্নী,—
ও বৃহস্পতির জননী । বৃহস্পতির ভগিনী বিশ্বতা
ব্রহ্মবাদিনী অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী ছিলেন ।
শল্লিবর বিশ্বকর্ম্মা ইহারই পুত্র । বিশ্বকর্ম্মা—বৃষ্টী
ও ত্রিদশবর্দ্ধকি নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন । বিশ্ব-
কর্ম্মা দেবগণের আচাৰ্য্য ছিলেন । ত্রিলোক-
বিখ্যাতা প্রহ্লাদনন্দিনীই বৃষ্টার পত্নী । ইহার
গর্ভে বিশ্বকর্ম্মার কতিপয় কস্তা জন্মগ্রহণ করে ।
সেই কস্তাগণ এই লোকের মাতৃস্বরূপিণী । সেই
বৃষ্টীনন্দিনীগণের নাম যথা—সংজ্ঞা, দ্যৌ, বলয়া

ছায়া নিম্নতা সা মহীষসী । ৭৭ । সা তু ভাৰ্যা
ভগবতে মার্ত্তণ্ডে মহান্নমঃ । সাক্ষী পতিব্রতা
দেবী রূপযৌবনশালিনী । ৭৮ । ন তু তাং নর-
রূপেণ ভাৰ্যাঃ তজ্জতি বৈ পুত্রা । আদিত্যস্তেহ
তন্ত্ৰং মহতা শ্বেন তেজসা । ৭৯ । গাত্ৰেণ প্রতি
রূপেযু নাতিকান্তমিবাতবৎ । সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা
নিমীলয়তি লোচনে । যতন্ততঃ সরোষোহর্কঃ সংজ্ঞাঃ
বচনমব্রবীৎ । ৮০ । রবিক্রবাচ । যয়ি দৃষ্টে সদা
যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংকম্পম্ । তস্মাজ্জননিষাসে
মুচে প্রজাসংঘমনং যমম্ । ৮১ । ঈশ্বর উবাচ ।
ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা । বিলো-
লিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ । ৮২ । রবি-
ক্রবাচ । যস্মাৎ বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে হুয়া পুনঃ ।
তস্মাৎ বিলোলাং তনয়াং নদীং হং প্রসবিষ্যসি । ৮৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । ততস্তস্মাৎ সঞ্জজে ভর্ষশাপেন
তেন বৈ । যমস্তু যমুনা চেয়ং প্রখ্যাতা স্তুমহানদী ।
তৃতীয়ঞ্চ স্তুতং জজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণদেবঃ মহুং শুভম্ । ৮৪ ।

ছায়া ও মহীষসী নিম্নতা । সংজ্ঞাদেবী—মহাশ্রী
ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের ভাৰ্যা । তিনি সাক্ষী, পতি-
ব্রতা, ও রূপযৌবনশালিনী হইলেও পূর্বে মার্ত্তণ্ড
নররূপে তাঁহার সহিত সঙ্গত হইতেন না । আদিত্য
দেব অতি তেজস্বী, এবং তাঁহার তেজ ও সন্তাপ-
জনক ; এজন্ত পরস্পর বিসদৃশমূর্ত্তি আদিত্য ও
সংজ্ঞার সঙ্গম ঘটিলে আদিত্যের তেজে সংজ্ঞার
গাত্রে সন্তাপ জন্মাইত । আদিত্যদেব, সংজ্ঞা দেবীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সংজ্ঞাদেবী তদীয় তেজ
সহিতে না পারিয়া তখন লোচন নিমীলন করিতেন ।
একদা সংজ্ঞাদেবী ঐরূপ নৈত্রনিমীলন করিলে
আদিত্য দেব সরোষে তাঁহাকে কহিলেন,—অয়ি
মুঢ়ে ! আমি তোমার প্রতি যখনই দৃষ্টিপাত করি,
তুমি তখনই নয়ননিমীলন করিয়া থাক ; এজন্ত
তুমি প্রজাবর্গের সংঘমকর্ত্তা যমকে প্রসব করিবে ।
৭৩—৮১ । ঈশ্বর কহিলেন,—রবির এই কথা
শুনিয়া সংজ্ঞা দেবী ভয়াকুলা হইয়া চঞ্চলনয়নে
ভাবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । রবি
তাঁহাকে চঞ্চলনেত্রা দর্শনে পুনরায় কহিলেন,—
আমি দৃষ্টিপাত করিলে তুমি পুনরাপি তোমার
লোচনযুগল চঞ্চল করিয়াছ, এজন্ত তুমি চঞ্চলা
নদীকূপিনী একটা কস্তা প্রসব করিবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—অতঃপর পতিশাপ নিবন্ধন সংজ্ঞা দেবীর
পুত্র যম এবং কস্তা স্তুবিখ্যাতা মহানদী যমুনা জন্ম-

সাপি সংজ্ঞা রবৈশ্বেজ্ঞৌ গোলাকারং মহাপ্রভম্ ।
অসংখ্যৌ চ সা চিত্তে চিত্তয়ামাস বৈ তদা । ৮৫ ।
কিং করোমি ক যাস্তামি ক গতয়াম্যচ নির্বৃত্তিঃ ।
ভবেন্নম কথং ভর্ত্তা কোপমর্কচ নেষ্যতি । ৮৬ ।
ইতি সঙ্কিত্য বহুধা প্রজাপতিস্তুতা তদা । বহু
মেনে মহাতাগা পিতৃসংঘয়মেব চ । ৮৭ । ততঃ
পিতৃগৃহং গন্তুং কৃতবুদ্ধির্ষশশ্বিনী । ছায়াময়ীমাস্ত-
তমুং প্রত্যাক্ষমিব নিশ্চিন্তাম্ । ৮৮ । সম্মুখং প্রেক্ষ্য
তাং দেবীং স্বাং ছায়াং বাক্যমব্রবীৎ । ৮৯ ।
সংজ্ঞোবাচ । অহং যাস্তামি ভদ্রং তে স্বকঞ্চ ভবনং
পিতুঃ । নিশ্চিন্তারং হুয়া হুত্র হুহুং মচ্ছাসনা-
চ্ছতে । ৯০ । ইমৌ চ বালকৌ মহুং কস্তা চ বর-
বর্ণিনী । সম্ভাব্যা নৈব চাখ্যোর্মিদং ভগবতে হুয়া ।
৯১ । পুষ্টয়াপি ন বাচ্যাস্তে তথৈতদগমনং মম ।
ভেনান্মি নাম সংজ্ঞেতি বাচ্যমে তৎপ্রতিষ্ঠয়া । ৯২ ।
ছায়োবাচ । আ কেশগ্রহণাদেবি আ শাপাত্মৈব

গ্রহণ করিলেন । এতদ্বিধ সংজ্ঞাদেবী শ্রীকৃষ্ণদেব
মহু নামে আর একটি পুত্র প্রসব করেন । সংজ্ঞা-
দেবী গোলাকার রবির অত্যাঞ্জল তেজ সহ
করিতে পারিতেন না ; তিনি মনে মনে চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, কি করি ! কোথায় যাই !
কোথায় গেলে শান্তি পাই ! আর ভর্ত্তা সূর্য্যের
কোপ হইতেই বা কি প্রকারে পরিজ্ঞান পাই ।
প্রজাপতিস্তুতা-মহাতাগা সংজ্ঞাদেবী এইরূপ বহুধা
চিন্তা করিয়া তখন পিতৃগৃহে বাসই সঙ্গত মনে
করিলেন । যশশ্বিনী সংজ্ঞাদেবী অতঃপর পিতৃ-
ভবন গমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়া স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
হইতে ছায়াময়ী একটি নারীমূর্ত্তি নির্মাণ করি-
লেন ; এবং সেই ছায়ামূর্ত্তিকে সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া
কহিলেন,—অয়ি ভদ্রে ! তোমার মঞ্চল হউক,
আমি স্বীয় পিতৃভবনে গমন করিব, শুভে ! তুমি
আমার কথাগুলিসারে নিশ্চিন্তাকারে এখানে অবস্থান
কর । আমার এই দুইটা বালক পুত্র এবং বর-
বর্ণিনী কস্তা রহিল, তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন
করিও । তুমি জিজ্ঞাসিতা হইলেও ভগবান্
ভাস্করের নিকট এ রহস্য বা আমার গমন এ
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিও না । তাঁহার নিকট তুমি
আপনাকে সংজ্ঞা বলিয়াই পরিচিত করিবে ।
ছায়া কহিলেন,—অয়ি দেবি ! আদিত্যদেব
যাবৎ আমার কেশাকর্ষণ না করেন, এবং

কহিঁচিৎ । আখ্যান্তামি মতং তুভ্যং গম্যতাং
যত্র বাহিতম্ । ১৩ । ঈশ্বর উবাচ । ইত্যাঙ্ক
সাতদা দেবী জগাম ভবনং পিতুঃ । দর্শনং তত্র
ঋতোরং তপসা ধৃতকল্মষম্ । ১৪ । বহুমানাক
তেনাপি পুজিতা বিশ্বকর্মাণা । বর্ষণাঞ্চ সহস্রম্
বসমানা পিতৃগৃহে । তসৌ পিতৃগৃহে সা তু ককিৎ
কালমনিদিতা । ১৫ । ততস্তাং প্রাহ চার্কদীঃ
পিতা নাতিচিরোবিভাৎ । তস্মা তু তনয়াং প্রেমণা
বহমানপুংসরম্ । ১৬ । বিশ্বকর্ম্মোবাচ । ত্রায়েব
পশ্যতো বৎসে দিনানি সুবহুতাপ । বৃহর্জুনসমানি
শ্রুত্বাঃ কিন্তু বর্ম্মো বিলুপ্যতে । ১৭ । বাহুবৈষ্ণ
চিরং বাসো নারীণাং ন যশস্করঃ । মনোরথা
বাহুবানান্ নারীণাং ভর্তৃগৃহে স্থিতিঃ । ১৮ । সা যঃ
ত্রৈলোক্যানাথেন ভর্ত্তা স্বর্ঘ্যেণ সংযুতা । পিতৃগৃহে
চিরং কালং বস্তুং নারীসি পুত্রিকে । ১৯ । ততঃ
ভর্তৃগৃহং গচ্ছ দৃষ্টোহহং পুজিতাসি মে । পুনরাগ-
মনং কর্ণ্যং দর্শনায় শুচিশ্রিতে । ১০০ । ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যাঙ্ক সা তদা পিত্রা গচ্ছগচ্ছতি সা
যাবৎ আমায় অতিশাপ না দেন, তাবৎ আমি
এ ঘটনা কোনমতেই প্রকাশ করিব না । আপনি
সেখানে ইচ্ছা গমন করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
সংজ্ঞাদেবী ছায়াদেবী এই কথা বলিয়া তখনই পিতৃ-
ভবনে গমন করিলেন । সেখানে যাইয়া তিনি
তপঃপ্রভাবে নিম্নলিখ বিশ্বকর্ম্মাকে অবলোকন
করিলেন । বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহাকে বহুপ্রকারে সম্মা-
নিত করিলেন । অনিন্দিতা সংজ্ঞাদেবী সেই
পিতৃভবনে প্রায় সহস্র বৎসর বাস করিলেন
অতঃপর পিতা, সেই স্বীয়ভবনে দীর্ঘপ্রবাসিনী
মনোহরাদী তনয়াকে, স্ত্রীতিবশে বহুসম্মান-পুংসর
কিকিৎ প্রশংসা সহকারে কহিলেন,—বৎসে
তোমাকে আমি যদি অতি দীর্ঘ দিন ধরিয়াও
দেখি, তথাচ বাৎসল্যবশে ঐ সকল দিন যেন অর্ধ-
মুহূর্ত্তের ভায় কাটিয়া যায় ; পরন্তু এরূপ
ব্যবহারে ধর্ম্মলোপ হইতেছে । যেহেতু নারী-
গণের পক্ষে বাহুব-ভবনে বাস যশস্কর নহে
নারীগণ যে পিতৃগৃহে বাস করে, ইহাই বাহুবগ-
কামনা করেন । অতএব অগ্নি পুত্রিকে ! তোমার
পতি ত্রৈলোক্যনাথ স্বর্ঘ্যদেবের সহিতই বাস কর
তোমার কর্তব্য ; কিন্তু দীর্ঘকাল পিতৃভবনে বাস
করা যোগ্য নহে । তুমি আমাকে দর্শন করিয়াছ
এবং আমার নিকট সংকারও প্রাপ্ত হইয়াছ, অত-
এব তুমি এখন পতিভবনে গমন কর ; অগ্নি শুচি-

পুনঃ । সম্পূজয়িত্বা পিতরং বহুবাকপথায়িনী । ১০১ ।
মেরোকত্তরতত্ত্বং বর্ষং যজ্ঞস্বাকৃতি । উত্তরঃ
কুরবো লোকে প্রখাতা যে যশস্বিনি । ১০২ ।
তত্র তেপে তপঃ সাধ্বী নিরাহারাক্ষণিনী । এত-
শ্রমস্তরে দেবি তস্তাচ্ছায়া বিবশতঃ । ১০৩ ।
সমীপস্থা তদা দেবী সংজ্ঞায়া বাক্যতৎপর । তস্তাঞ্চ
ভগবান্ স্বর্ঘ্যো দ্বিতীয়ায়াঃ দিবস্পতিঃ । ১০৪ ।
সংজ্ঞেশমিতি মথানো রূপোদার্থ্যেণ মোহিতঃ ।
তস্তাঞ্চ জনয়ামাস যৌ পুত্রৌ কস্তকাং তথা । ১০৫ ।
পূর্যং যন্ত মনোভল্যঃ সার্বর্ষন্তেন সোহতবৎ । যঃ
স্বর্ঘ্যায় প্রথমং জাতঃ পুত্রয়োঃ সুরসুন্দরি । ১০৬ ।
দ্বিতীয়ে যোহতবচ্ছাত্তঃ স গ্রহোহতুচ্ছনৈশ্চরঃ ।
কস্তাভূতপতী যা তাং ব্রবে সংবরণো নৃপঃ । ১০৭ ।
তাপী নাম নদী চেয়ং বিদ্যামূল্যধিনিঃস্রভা । নিত্যং
পূণ্যজলা স্নানে পশ্চিমোদধিগামিনী । ১০৮ ।
অস্তা চৈব তথা তত্র জাতা পুত্রী মহাপ্রভা । সংজ্ঞা
শ্রিতে । পুনরায় আমাকে দেখিতে আসিও । ১০২-১০০ ।
পিতা বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে বারম্বার “যাও, যাও”
বলিয়া পতিভবনগমনে প্রেরণা করিতে থাকিলে
সংজ্ঞাদেবী তখন পিতাকে প্রণামাদি দ্বারা সংকৃত
করিয়া অধিনী-রূপ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান
করিলেন । অগ্নি যশস্বিনি । মেরু গিরির উত্তর-
দিকে উত্তরকুক নামে যে ধনুর্ভাকৃতি লোকপ্রসিদ্ধ
বর্ষ আছে, সাধ্বী সংজ্ঞা অধিনীরূপে সেখানে
যাইয়া নিরাহারে তপস্তা করিতে লাগিলেন ।
এদিকে ছায়াদেবীও সংজ্ঞার উপদেশানুসারে
ভাস্করসমীপে সংজ্ঞাবৎ ব্যবহার করিতে লাগি-
লেন । দিবস্পতি ভগবান্ স্বর্ঘ্যদেব সেই সংজ্ঞা-
প্রতিভুক্তি ছায়ায়ময়ী দ্বিতীয়া পত্নীকে সংজ্ঞা বলিয়াই
মনে করিতে লাগিলেন । তিনি তাঁহার রূপে ও
ঔদার্য্যভণে মোহিত হইয়া তাঁহার গর্ভেও দুইটি পুত্র
ও একটি কস্তা উৎপাদন করেন । অগ্নি সুর-
সুন্দরি । স্বর্ঘ্যের এই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোৎপন্ন
পুত্র, মম্বর তুল্যাকৃতি হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার
নাম হইল—সার্বর্ষ । দ্বিতীয় পুত্রের নাম হইল
শনৈশ্চর । শনৈশ্চর গ্রহও প্রাপ্ত হন । আর
সকলকনিষ্ঠা কস্তাটির নাম হইল তপতী । রাজা
সদরপ ইহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন । এই
তপতীই বিদ্যামূলনির্গতা তাপীনারী সুপ্রসিদ্ধা নদী-
রূপে পরিণতা হইয়াছিলেন । ইনি পশ্চিমসাগরে
যাইয়া মিলিতা হইয়াছেন । এই পূণ্যজলা তাপী-

তু পার্শ্ববী ছায়া আশ্রয়ানাং যথাকরোৎ । ১০২ ।
 মেহং ন পূৰ্ণজাতানাং তথা কৃতবতী সতী । লাল-
 নাশ্যপভোগেহু বিশেষমমুদাসরম্ । ১১০ । যথা
 শ্বেদমবর্তেত ন তথাশ্বেহু ভামিনী । মনুষ্য কান্তবাং-
 স্তস্তা ভবিষ্যো যো হি পার্শ্বতি । ১১১ । মেহৌ তিষ্ঠতি
 সৌহৃদ্যাপি তপঃ কুর্স্বন বরাননে । সঃ তৎকাস্তবান
 মাতৃধর্মসন্তী ন চক্ষমে । ১১২ । বহশো বাচমানস্ত
 ছায়াতীব কোপিতঃ । স বৈ কোপাচ্চ বাল্যাচ্চ
 ভাবিনোহর্থস্ত বৈ বলাৎ । ১১৩ । তাড়নায় ততঃ
 কোপাৎপাদস্তেন সমুদ্যতঃ । তথা পুনঃ কাস্তিমতা
 ন তু দেহে নিপাতিতঃ । ১১৪ । পদা সমজ্জয়ামাস
 ছায়াং সংজ্ঞানুভৌ যমঃ । ১১৫ । তং শশাপ তক-
 শ্ছায়া কৃচ্ছা সা পার্শ্ববী ভূশম্ । কিঞ্চিৎপ্রকুর-
 মাণৌষি বিচলৎপাণিপল্লবা । ১১৬ । ছায়োবাচ ।
 পিতৃঃ পত্নীমমর্যাদ যম্মাং তর্জয়সে পদা । ভুবি
 তস্মাদয়ং পাদস্তবান্দৈব পতিষ্যতি । ১১৭ । ঈশ্বর

উবাচ । যমস্ত তেন শাপেন ভূশং পীড়িতমানসঃ ।
 মনুনা সহ ধর্ম্মাত্মা পিত্রে সখ্যং জবেদয়ৎ । ১১৮ ।
 যম উবাচ । জাটেতত্তমহদাশ্চর্য্যং ন দৃষ্টমিহ কেন-
 চিৎ । মাতা বাৎসল্যমুৎসৃজ্য শাপং পুত্রে প্রয়-
 চ্ছতি । ১১৯ । স্নেহেন তুল্যমস্মান্ন মাতাদ্য নৈব
 বর্ততে । বিসৃজ্য জ্যায়সৌ যম্মাং কনৌদ্যমু
 বুভুযতি । ১২০ । তস্তা ময়োদ্যতঃ পাদৌ ন তু
 দেহে নিপাতিতঃ । বাল্যাচ্ছা যদি বা মোহাস্তস্তবান
 কস্তমহীতঃ । ১২১ । শপ্তোহহং তাত কোপেন
 তয়া স্মৃত ইতি ক্ষুটম্ । অতো ন মহং জননী সা
 ভবেদতাতঃ বর । ১২২ । নির্গুণেষপি পুত্রে ন
 মাতা নির্গুণা ভবেৎ । পাদস্তে পততাং পুত্র
 কথমেতস্তয়োদিতম্ । ১২৩ । তব প্রসাদাচ্চরণো
 ন পতেত্তগবন যথা । মাতৃশাপাদয়ং মেহদ্য তথা
 চিস্তয় গোপতে । ১২৪ । রবিকবাচ । অসংশয়ং
 মহং পুত্র ভবিষ্যত্যত্র কারণম্ । যেন তে হ্যাবিশং

নদৌ নিত্যই স্নানকার্য্যে প্রসস্তা । ছায়ার ইহা
 ব্যতীত আরও একটি কস্তা জন্মিয়াছিল, সেই
 মহপ্রভা কস্তার নাম—ভদ্রা । সতী ভামিনী ছায়া
 দেবী স্ত্রী সন্তানগণের প্রতি যেমন স্নেহ করি-
 তেন, সংজ্ঞার সন্তানগণের প্রতি তাদৃশ স্নেহ
 করিতেন না । তিনি সংজ্ঞাসন্তান অপেক্ষা আয়-
 তনয়গণকে সমধিক লালন-পালন আদর-যত্ন করি-
 তেন । অগ্নি পার্শ্বতি । যিনি ভাবী কালে অধিকার
 লাভ করিবেন, সেই মনু, ছায়ার এইরূপ অসম ব্যব-
 হার ক্ষমা করিতেন । অগ্নি বরাননে ! মনু অদ্যাপি
 মেরু পর্বতে থাকিয়া তপস্চরণ করিতেছেন । তিনি
 মাতার এইরূপ অসম ব্যবহার সমস্তই উপেক্ষা
 করিলেন ; কিন্তু যম তাহা ক্ষমা করিলেন না ; একদা
 তিনি ভবিতব্যতাবশে বালকত্বপ্রযুক্ত ছায়ার
 নিকট পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়াও অভিমত প্রাপ্ত না
 হওয়ায় অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন । সংজ্ঞানন্দন যম,
 ক্রোধবশে ছায়াকে পদাঘাত করিবার জন্য উদ্যম
 করিলেন ; পরন্তু পাদোদ্যম করিয়া ছায়াকে কেবল
 তর্জ্জনই করিলেন, ক্ষমাগুণে ছায়ার দেহে পদাঘাত
 করেন নাই । পার্শ্ববী ছায়াদেবী তাহাতে অতিমাত্র
 কুপিত হইয়া ঈষৎ চঞ্চল ওষ্ঠে চঞ্চল হস্তে যমকে
 এইরূপ অভিশাপ দিলেন । ছায়া কহিলেন,—রে
 মর্যাদাজ্ঞানহীন যম ! আমি তোমার পিতার পত্নী
 হইলেও তুমি আমাকে পাদদ্বারা সমজ্জন
 করিলি, অতএব অদ্যই তোমার ঐ পাদ ছুতলে

খসিয়া পড়িবে । ১০১—১১৭ । ঈশ্বর কহিলেন,—
 ছায়ার এইরূপ অভিশাপে ধর্ম্মাত্মা যম অতীব
 মনঃপীড়া পাইলেন ; তিনি মনুর সহিত যাইয়া
 পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ।
 যম কহিলেন,—হে তাত ! ইচ্ছা বড়ই আশ্চর্য্য !
 মাতা যে, পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বিসর্জন করিয়া
 অভিশাপ প্রদান করেন ইহা কেহ কখন দেখে
 নাই । মাতা এখন আর আমাদের সকলের প্রতি
 সমব্যবহার করেন না ; তিনি জ্যেষ্ঠগণকে উপেক্ষা
 করিয়া কনিষ্ঠগণকেই অধিক আদর-যত্ন করিয়া
 থাকেন । বালকত্ববশেই হউক অথবা মোহেই
 হউক, আমি তাঁহাকে পাদোদ্যম করিয়া তর্জ্জন
 করিয়াছিলাম, পরন্তু তাঁহার দেহে পাতিত করি
 নাই । আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করি-
 বেন । আমি পুত্র হইলেও সেই জননী কোপবশে
 আমাকে যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতে আমার
 মনে হয়—তিনি কখনই আমার জননী নহেন ।
 হে বহুবর ! পুত্রগণ নির্গুণ হইলেও মাতা
 কদাচ তাহাদের প্রতি নিগুণবৎ কুব্যবহার করিতে
 পারে না ; তবে ইনি কেমন করিয়া “পুত্র তোমার
 পা খসিয়া পড়ুক” এমন কথা বলিলেন ? হে ভগ-
 বন গোপতে ! আপনার প্রসাদে মাতার সেই অভি-
 শাপে এখন যাহাতে আমার পদপতিত না হয়, তাহার
 উপায় চিন্তা করুন । রবি কহিলেন,—পুত্র ! তুমি
 ধর্ম্মজ্ঞ এবং মহাত্মা হইলেও তোমার যে কোপাবশ

ক্রোধো ধর্মজ্ঞস্ত মহান্বনঃ ॥ ১২৫ ॥ সর্বেষামেব
শাপানাং প্রতিঘাতোহপি বিদ্যতে । ন তু মাতা-
ভিশস্তানাং কচিচ্ছাপনিবর্তনম্ ॥ ১২৬ ॥ ন যুক্ত-
মেতন্নিধ্যা তু কর্ত্বা মাতৃক্ষ্যন্তব । কিঞ্চিস্তে সংবি-
ধান্তামি পুত্র স্নেহান্নহুগ্রহম্ ॥ ১২৭ ॥ কুমরো মাংস-
মাদায় প্রসীকন্তি মহীতলম্ । কৃতং তস্তা
বচঃ সত্যং বৃক্ষ জাতো তবিষ্যসি ॥ ১২৮ ॥
ঈশ্বর উবাচ । আদিত্যদেববীজায়াঃ কিমর্থ-
তনয়েষু বৈ । তুলোষণ্যধিকঃ স্নেহ একত্র
ক্রিয়তে বহু ॥ ১২৯ ॥ নুনং ন চৈনাং জননী স্বা-
সংজ্ঞা কাপি সা গতা । বিকলেশ্যাপত্যোষু
ন মাতা শাপদা ভবেৎ ॥ ১৩০ ॥ অপি দোষসহ-
প্রাপি যদি পুত্রঃ সমাচরেৎ । প্রাণজ্যোত্বেহপি নিরতো
ন মাতা পাপমাচরেৎ । তস্মাৎ সত্যং মম ব্রহ্মি
মা শাপবশগা ভব ॥ ১৩১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তং
শপ্তমুদাতং দৃষ্ট্বা ছায়াসংজ্ঞা দিবাধিপম্ । ভয়েন
কম্পতী দেবী যথাবৃত্তঃ মহাসতী ॥ ১৩২ ॥ সা চাহ

তনয়া বৃষ্ট্রহং সংজ্ঞা বিভাবসো । পত্নী তব বহু
পত্ন্যা পতিযুক্তা দিবাকর ॥ ১৩৩ ॥ ইথাঃ বিবসন্তঃ
সা তু বহুশঃ পৃচ্ছতোহন্তথা । ন বাচা ভাষতে
ক্রুদ্ধঃ শাপং দাতুং সমুদাতঃ ॥ ১৩৪ ॥ শাপোদ্যত-
করঃ দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ ছায়া বিবসন্তঃ । কথয়ামাস তৎসর্ব-
সংজ্ঞায়াঃ সুবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩৫ ॥ তচ্ছ্রুয়া ভগবান্
সূর্য্যো জগাম বৃষ্ট্ররালয়ম্ । ততঃ সম্পূজয়ামাস
তদা ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥ ১৩৬ ॥ নির্দম্বকামঃ
রোসেণ সাস্বয়ামাস পার্শ্বতি । ভাস্কন্তঃ নিজয়া
দৌপ্ত্যা নিজগেহমুপাগতম্ । কংসংজ্ঞেতি চ
পৃচ্ছন্তঃ কথয়ামাস বিশ্বকৃৎ ॥ ১৩৭ ॥ বিশ্বকর্ম্মোবাদ ।
আগতেব হি মে বেশা ভবতা জায়তাং বচঃ ।
বিখ্যাতং তেজসাঢ্যং ত ইদং রূপং সুকৃৎসনম্ ॥
১৩৮ ॥ অসহস্রী ততঃ সংজ্ঞা বনে চরতি বৈ তপঃ ।
দ্রক্ষ্যসে তাত ভবানদ্য স্বভাৰ্য্যাঃ শুভচারিণীম্ ॥
১৩৯ ॥ রূপাং চরতেহমর্য্যং চরন্তী স্মমহন্তপঃ ।
মতং মে ব্রহ্মণো বাক্যাদ্যদি তে দেব রোচতে ।

হইয়াছিল, অবশুই ইহার কোন মহৎ হেতু আছে ।
সমস্ত অভিশাপেরই প্রতিকারোপায় আছে ; কিন্তু
মাতৃশপ্ত জনগণের শাপনিবৃত্তির কোনও উপায়
নাই । পুত্র ! তোমার মাতার বাক্য মিথ্যা করাও
কর্তব্য নহে ; তবে স্নেহবশে আমি তোমার প্রতি
অহুগ্রহ করিতেছি । কুমিগণ তোমার পদের মাংস
লইয়া ভুতলে পতিত হইবে ; ইহাতে তোমার
মাতার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করা হইবে ; পরন্তু
ভুমিও পরিত্রাণ পাইবে । ১১৮—১২৮ । ঈশ্বর কহি-
লেন,—অতঃপর আদিত্যদেব ছায়াকে জিজ্ঞাসি-
লেন যে, সকল সন্তান সমান হইলেও তুমি কোন
কোন সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ কর
। ক জন্ত ? নিশ্চয়ই তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা
নহ ; সে বোধ হয় কোথায় চলিয়া গিয়াছে ।
নিতান্ত অসদ্ ব্যবহার করিলেও মাতা কদাচ
সন্তানকে অভিশাপ দেন না । পুত্র যদি সহস্র
সহস্র দোষও করে, যদি প্রাণহানি করিতেও
উদ্যত হয়, তথাপি মাতা তৎপ্রতি পাপাচরণ করেন
না । অতএব তুমি আমার নিকট সত্য করিয়া
বল ; শাপভাগিনী হইও না । ১২৯—১৩০ । ঈশ্বর
কহিলেন,—ছায়াসংজ্ঞাদেবী তখন বিভাবসুকে
অভিশাপদানে সমুদ্যতদর্শনে ভীত হইয়া কাঁপিতে
কাঁপিতে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন । মহা-
শতী ছায়াদেবী কহিলেন,—হে বিভাবসো ! আমি

বৃষ্ট্রের কন্তা সংজ্ঞা ; হে দিবাকর ! আমি আপ-
নার পত্নী, আপনার দ্বারাই পতিযুক্ত হইয়া রহি-
য়াছি । সূর্য্যদেব, বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও ছায়া-
দেবী যখন অস্ত্র প্রকার আত্মপরিচয় দিতে লাগি-
লেন, পরন্তু কোন মতেই প্রকৃত কথা কহিলেন না,
তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে অভিশাপদানে উদ্যত
হইলেন । ছায়াদেবী সূর্য্যকে হস্তে শাপদানার্থ জল
গ্রহণ করিতে দেখিয়া সংজ্ঞাকৃত সমস্ত ব্যাপারই
প্রকাশ করিয়া কহিলেন । ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহা
শুনিয়া বৃষ্ট্রের ভবনে গমন করিলেন । আর পার্শ্বতি !
সূর্য্যদেব তখন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাঁহাকে
দেখিয়া বোঝ হইতে লাগিল যে, তিনি যেন
বৃষ্ট্রাকে দণ্ড করিতেই সমুদ্যত । বৃষ্ট্রা সেই
ত্রৈলোক্যপূজিত সূর্য্যকে যথাযোগ্য অর্চনান্তে
সাস্বনা করিতে ল গিলেন । স্বীয়তেজে কৌপ্যমান
ভগবান্ সূর্য্যদেব নিজভবনে আসিয়া “সংজ্ঞা
কোথায় ?” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে
কহিলেন,—সংজ্ঞা আমার গৃহে আসিয়াছিলেন
বটে, কিন্তু আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন ।
সংজ্ঞা আপনার এই বিখ্যাত তেজোবহুল সুকৃৎসন-
রূপ সহ্য করিতে মা পারিয়া, বনে বাইয়া তপচরণ
করিতেছেন । সংজ্ঞা তেজোবহুল-রূপ লাভ
করিবার জন্তই অরণ্য মধ্যে তপস্তা করিতেছেন ।
আপনি আজি সেই শুভচারিণী স্ত্রীর পত্নীকে

রূপং নির্বর্ত্তগম্য তব কাস্তং দিবস্পতে । ১৪০ ।
 কৈবর উবাচ । যতো হি তাবতো রূপং প্রাগাসীৎ-
 পরিমণ্ডলম্ । ততস্তথেষ্ঠি তং প্রাহ স্বষ্টারং ভগবান্
 हरिः । ১৪১ । বিশ্বকর্মা স্বহুজাতঃ শাকদ্বীপে
 বিবস্বত । ভ্রমিয়ারোপ্য তন্তেজঃশাতনারোপচক্রমে ।
 ১৪২ । ভ্রমতাপ্রমত্তমভিতুতেন ভাস্বত । সমুদ্রা-
 জিবনোপেতাচক্ষুশ্চ সমস্ততঃ । ১৪৩ । ভ্রমতা
 খলু দেবেশি সচন্দ্রগ্রহভারকম্ । অধোগতি মহা-
 ভাগে বহুবাক্ষিপ্তমাকুলম্ । ১৪৪ । বিকিপ্তসলিলাঃ
 সর্পে বহুবৃশ্চ তথা নদাঃ । ব্যতিদ্যস্ত তথা শৈলাঃ
 শীর্ণসাহস্রবস্তনাঃ । ১৪৫ । ক্রবধারান্যশেষাণি
 দিক্যানি বরবর্ণিনি । ভ্রাম্যন্তশ্চানিবন্ধানি অধো
 জঙ্ঘুঃ সহস্রশঃ । ১৪৬ । ব্যশীর্ণস্ত মহামেঘা ঘোর-
 রাববিরাণি । ভাস্বদ্রমণবিভ্রাস্তুম্যাকাশমশী-
 তলম্ । ১৪৭ । জগদাকুলমত্যাং তদাসীদ্রবর্ণিনি ।

ত্রৈলোক্যে সকলৈ দেবিন্ ভ্রমমাণে মহর্ষয়ঃ । দেবী-
 ব্রহ্মণা সাক্ষং ভাস্বদ্রমণিতুতুঃ । ১৪৮ । দেবা
 উচুঃ । আদিদেবোহসি দেবানাং জাতমেতৎ স্বয়ং
 তব । সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধা ভেদেন ভিত্তিসি ।
 স্বস্তি তেহস্ত জগন্নাথ স্বর্গবর্ধিনাকর । ১৪৯ ।
 ইন্দ্র আগম্য তং দেবং লিখ্যমানমখ্যাত্বীৎ । জয়
 দেব জগৎস্বামিন্ জয় দেব জগৎপতে । ১৫০ ।
 স্বয়ং ততঃ সপ্ত বসিষ্ঠাজিপুরোগম্যঃ । তুষ্টিবু-
 ক্তিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ স্বস্তি স্বস্তীতি বাদনঃ ।
 বেদোক্তিরখ্যাতির্কালখিল্যাস্ত তুষ্টিবুঃ । ১৫১ ।
 বালখিল্য উচুঃ । নমস্ত স্বকৃষ্ণরূপায় সামরূপায়
 তে নমঃ । যজুঃস্বরূপরূপায় সাক্ষাং ধামগ তে নমঃ ।
 ১৫২ । জ্ঞানৈকরূপদেহায় নিভুততমসে নমঃ ।

হে বরবর্ণিনি ! তখন সূর্য্যদেবের তাদৃশ প্রবল
 ভ্রমণবেগে পাতাল ভূতল গগনতল লোকত্রয়ই
 বিভ্রাস্ত হইয়া নিভাস্ত আকুল হইয়া পড়িল । হে
 দেবি ! এইরূপে সমগ্র লোকত্রয়, বিভ্রাস্ত হইয়া
 পড়িলে তখন দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ, ব্রহ্মার সহিত
 মিলিত হইয়া সেই বিবস্বানকে স্তব করিতে
 লাগিলেন । দেবগণ कहिलेन,—হে বিভো !
 আপনি দেবগণমধ্যে আদিদেব, আপনি স্বয়ংই
 এই জগতের উৎপাদন করিয়াছেন । আপনিই
 সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাত্মক কার্য্যত্রয় সাধনকালে জিবিধ
 মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত হন । হে তাপপ্রদ,
 হিমাকর জগন্নাথ । আপনার মঙ্গল হউক ।
 ১৪১—১৪২ । এই সময়ে স্বষ্টা সূর্য্যদেবগাজ তক্ষণ
 করিয়া (চাঁচিয়া) তদীয় তেজঃশাতন করিতেছিলেন,
 ইন্দ্রও আসিয়া তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগি-
 লেন, হে দেব জগৎস্বামিন্ । আপনার জয় হউক,
 হে দেব ! জগৎপতে ! আপনার জয় হউক । ইন্দ্র
 এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন । বশিষ্ঠ,অত্রি প্রভৃতি
 সপ্তর্ষিগণও “স্বস্তি স্বস্তি” রবে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । তারপর বাল-
 খিল্যগণও উক্ত বেদোক্তি দ্বারা সেই সূর্য্যদেবের
 স্তব করিতে লাগিলেন । বালখিল্যগণ कहिलेन,—
 আপনি স্বকৃষ্ণরূপ, আপনাকে নমস্কার, আপনি
 সামরূপী, আপনাকে নমস্কার । আপনি যজুঃ-
 স্বরূপ এবং সামবেদের তত্ত্ব দ্বারা জেয়, আপ-
 নাকে নমস্কার । আপনি একমাত্র জ্ঞানরূপ দেহ-
 ধারী ও তমঃসঃসর্গরহিত, আপনাকে নমস্কার ।

দেখিতে পাইবেন । হে দেব, দিবস্পতে ! যদি
 আপনার মত হয়, তবে অদ্য আমি ব্রহ্মার
 বাক্যানুসারে আপনার মনোহররূপ সম্পাদন
 করিয়া দিতে পারি । ১৩২—১৪০ । কৈবর कहिलेन,—
 পূর্বে সূর্য্যের রূপ সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার ও অতি
 হ্রঃসহ তেজোময় ছিল, এজন্য তিনি বিশ্বকর্মা-কে
 ‘তাহাই করুন’ বলিয়া তেজঃশাতনে অল্পমতি করি-
 লেন । বিশ্বকর্মা ভগবান্ বিবস্বান কর্তৃক অল্প-
 জাত হইয়া শাকদ্বীপে যাইয়া ভ্রমিষত্রে তাঁহাকে
 আরোপণপূর্ব্বক তদীয় তেজঃশাতনে উপক্রম করি-
 লেন । সেই সময়ে জগতের আধিভূতমূর্ত্তি ভগবান্
 বিবস্বান ভ্রমিষত্রে আরোপিত হইয়া ক্ষতবেগে
 ভ্রমণ করিতে থাকিলে গিরি-কানন সহ সাগর
 সকল ক্ষুভিত হইল । অগ্নি মহাভাগে দেবেশি ! সূর্য্য
 তাদৃশ ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকিলে চন্দ্রাদি গ্রহ সহ
 নক্ষত্রমণ্ডলও ভ্রমণবেগে আকুল হইয়া আকুল
 ভাবে ক্রমশ অধোগামী হইতে লাগিল ; নদনদীর
 জলরাশি ইতস্ততঃ বিকিপ্ত হইতে লাগিল । শৈল-
 সকলের সাহস্রবস্তন বিশীর্ণ ও নানাস্থান তয় হইয়া
 পড়িতে লাগিল । অগ্নি বরবর্ণিনি ! গগনতলে
 একে একে অবলম্বন করিয়াই নক্ষত্রলোক প্রতিষ্ঠিত ;
 ঐ সকল নক্ষত্রলোক, রশ্মিদ্বারা একের সহিত
 নিবন্ধ, পরস্পর আদিভ্যদেবের তাদৃশ প্রবল ভ্রমণ-
 বেগে আকুল হইয়া সেই সহস্র সহস্র নক্ষত্রলোকও
 ক্রমে ক্রমে অধোগামী হইতে লাগিল । মেঘসমূহ
 মহাগর্জন সহকারে বিশীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল ।

উদ্ধৃতি: বসুপায় জিমুর্জয়ামলায়নে । ১৫৩ ।
বসুপায় বসুপায় সর্বশেষ পরমায়ানে । নমোহ্মিল-
জগদ্যাপিকারায়নমুর্জয় । ১৫৪ । সর্বকারণ-
ভূতায় নিষ্ঠায় জ্ঞানচেতসায় । নমঃ সূর্য্যাকরণায়
প্রকাশালঙ্কারপিত্রে । ১৫৫ । ভাস্করায় নমস্তাতাং
তথা দিনকরে নমঃ । সর্বশেষ হেতবে চৈব সত্য-
জ্যোৎস্নাকৃতে নমঃ । ১৫৬ । স্বঃ সর্বমেষতত্ত্বগবনজগচ্চ
ভ্রমতায়া । ভ্রমতানিষ্মখিলং ব্রহ্মাণ্ডং সচঃচরম্ ।
স্বদংগুণভিরদং সর্বঃ স্পৃষ্টে বৈ জায়তে শুচি । ১৫৭ ।
ক্রিয়তে স্বংকরস্পর্শজ্ঞানাদীনাং পবিত্রতা । ১৫৮ ।
হোমদানাদিকো ধর্মো নোপকারায় জায়তে । তাত
যাবন্ন সংযোগি জগদেতদ্বদংগুণভিঃ । ১৫৯ । স্বচক্ষে
সকলা হেতান্তরা যানি যজুঃষি চ । সকলানি চ
সামানি নিপতন্তি স্বদকতঃ । ১৬০ । স্বয়ংস্বঃ জগ-
ন্নাথ ত্রিমেষ চ যজুর্ধ্বঃ । যতঃ সামময়শ্চৈব ততো
নাথ জয়ীময়ঃ । ১৬১ । ত্রিমেষ ব্রহ্মণো রূপং
পরং চাপরমেষ চ । মূর্ত্যামূর্ত্তং তথা স্বয়ং
স্থূলং রূপেণ সংস্থিতঃ । ১৬২ । নিমেষকাষ্ঠাদিময়ঃ

আপনি শুদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ, জিমুর্জয়, অমলাক।
গরিষ্ঠ, বরেন্য, সর্বস্বরূপ, পরমাত্মা, সমগ্রজগদ্-
ব্যাপী, অনন্তমূর্ত্তি সর্বজগতের কারণভূত ও
জ্ঞানিগণের চরমাবলম্বন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি স্বপ্রকাশ, সূর্য্যস্বরূপ ও ভূর্জ্যামূর্ত্তি, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি ভাস্কর, আপনাকে নম-
স্কার । আপনি দিনকর, আপনাকে নমস্কার । আপনি
সকলের কারণ, এবং সত্যায় ও জ্যোৎস্নার
প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন্ ! এই
সমগ্র জগৎই আপনি ! আপনি ভ্রমণ করিতেছেন
বলিয়া সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে আপনার সহিত ভ্রান্ত
হইতেছে । আপনার করনিকরে স্পৃষ্ট হইয়া
সমস্ত বস্তুই পবিত্রতা প্রাপ্ত হয় । আপনার কর-
স্পর্শেই জলাদির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়া থাকে ।
হে তাত ! এই জগৎ যাবৎ কাল পর্যন্ত আপনার
কিরণজালে সম্পৃক্ত না হয়, তাবৎ জগতে হোম-
দানাদি ধর্মকার্য্য লোকের উপকারসাধক হয় না ।
সমস্ত ঋক, সমস্ত যজুঃ ও সমস্ত সামমন্ত্র—আপ-
নার অঙ্গ হইতেই প্রাণবর্তী লাভ করিয়াছে ।
হে জগন্নাথ ! আপনি স্বয়ং, আপনি যজুর্ধ্ব, আর
আপনিই সামময় ; হে নাথ ! এই জগৎই আপনি
জয়ীময় পদবাচ্য । ব্রহ্মার যে পর ও অপর নামে
মূর্ত্তি, তাহাও আপনিই । মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, স্থূল, স্বক্ষ,—

কালরূপকণাশ্বকঃ । প্রসীদ স্বচ্ছয়া রূপঃ স্বঃ তেজঃ-
শমনঃ কুরু । স্বঃ দেব জগতাং হেতোর্জ্যুৎস্বঃ সহসি
হুঃসহম্ । ১৬৩ । স্বঃ নাথ মোক্ষিণাং মোক্ষো
ধেয়স্বঃ ধ্যায়তাং বরঃ । স্বঃ গতিঃ সর্বভূতানাং
কর্ম্মকাণ্ডনিবর্ত্তিনাম্ । ১৬৪ । স্বঃ প্রজাত্যোহং
দেবেশ শরোহস্ত জগতাংপতে । ১৬৫ । স্বঃ ধাতা
বিসৃজসি বিশ্বমেক এব স্বঃ পাতা স্থিতিকরণায়
সম্প্রবৃত্তঃ । স্বযান্তে লয়মখিলং প্রয়াতি চৈতন্যস্তো-
হস্তো ন হি তপনাস্তি সর্বদাতা । ১৬৬ । স্বঃ ব্রহ্মা
হরিহরসংজ্ঞিতস্মিত্রে । বিস্তেশঃ পিতৃপতিরূপঃ
সমীরঃ । সোমোহগ্নির্গগনমহীধরাদিরূপঃ কিং ন স্বঃ
সকলমনোরথপ্রদাতা । ১৬৭ । যজ্ঞস্বামহুদিন-
মাত্মকর্ম্মসক্তাশ্বস্তো বিবিধপদৈর্বিজা যজতি ।
ধ্যায়ন্তঃ সবিনয়চেতসো ভবন্তঃ যোগস্থাঃ পরমপদং
প্রয়ান্তি মর্ত্যাঃ । ১৬৮ । তপসি পচসি বিশ্বঃ পাসি
ভস্মোকরোষি প্রকটয়সি ময়ুধৈহ্লাদয়ন্তঃগগতৈঃ ।

সকলরূপেই আপনি বিরাজমান । আপনি নিমেষ
কাষ্ঠাদি বিভিন্ন কালস্বরূপ, আপনি প্রসন্ন
হউন, স্বচ্ছয়া স্বীয় তেজ প্রস্রবিত করুন । হে
দেব ! আপনি জগতের হিতসাধনার্থ হুঃসহ হুঃস্ব
সহস্রকরিয়া থাকেন । হে নাথ ! কেমাকাক্ষী-
দিগের আপনিই মোক্ষ, এবং ধ্যাননিষ্ঠ-
গণের সর্বপ্রধান ধ্যেয়স্বরূপ । আপনিই কর্ম্ম-
কাণ্ডরত সর্বভূতের গতি । হে দেবেশ !
প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, আর হে জগৎপতে !
আমাদিগেরও মঙ্গল হউক । আপনি একাকীই
এই জগতের সৃষ্টিকারণ বলিয়া ধাতা, স্থিতিসাধনে
প্রবৃত্ত বলিয়া পাতা, এবং অন্তকালে অখিল জগৎ
আপনাতেই লয় পায় বলিয়া আপনি সংহর্ত্তা ; হে
তপন ! আপনি ব্যতীত অপর কেহই সর্বদাতা
নাই । অথো ! আপনিই ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্র,
কুবের, যম, বক্রণ, সমীরণ, সোম, অগ্নি, গগন, ও
ধরাদি রূপে বিরাজমান । স্মৃতরাং আপনি কি
সকল কামনাপূরণে সমর্থ নছেন ? আশ্বনিষ্ঠ কর্ম্ম-
তৎপর বিজগণ, অহুদিন বিবিধ যজ্ঞদ্বারা
আপনারই যজ্ঞন এবং নানাবিধ পদবিস্তাস-
যুক্ত স্তোত্র-দ্বারা আপনারই ভক্তিবাদ করিয়া
থাকেন । আর যোগী মানবগণ বিনয়নম্র-
মানসে আপনার ভক্তি করিয়াই পরমপদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । আপনি এই জগৎকে স্বীয় কর-
নিকর দ্বারা সজ্জাপিত করেন, পালন করেন, ভস্মী-

স্বপ্নসি কমলজয়া পালয়ন্ত্যুত্থাতাঃ কপয়সি চ
যুগান্তে ক্রদরূপশ্চমেকঃ । ১৬৯ । ঈশ্বর উবাচ ।
লিখমানস্ততো ভাসুঃ বিশ্বকর্মা প্রজাপতিঃ । উদ্ধৃত-
পুলকঃ স্তোত্রমিদং চক্রে বিবস্বতঃ । ১৭০ । বিবস্বতে
প্রণতজনাঙ্কপিনে মহাত্মনে সমজবসন্তসপ্তয়ে ।
সচেজসে কমলকুলালিবন্ধবে সদা তমঃপটলপটাব-
পাটিনে ॥ ১৭১ ॥ পাবনাতিশয়সম্ভবকৃষে নৈককাম-
বিষয়প্রদায়িনে । ভাসুরামলময়ুখমালিনে সর্বভূত-
হিতকারিণে নমঃ । ১৭২ । অজায় লোকজয়ভাবনায়
ভূতাত্মনে গোপতয়ে বৃষায় । নমো মহাকাবনিকো-
ত্তমায় স্বর্ধায় বস্ত্রপ্রভাবালয়ায় ॥ ১৭৩ ॥ বিবস্বতে
জ্ঞানভূতেহস্তরাশ্মনে জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধিতৈষিণে ।
স্বয়ম্ভুবে নির্মললোকচক্ষুবে সুরোত্তমায়ামিততেজসে
নমঃ । ১৭৪ ॥ কণমুদয়াচলভালিতার্চিঃ সুরগংগীতি-
গরিষ্ঠগীতঃ । অমৃত ময়ুধসহস্রবজ্জগতি বিকাসিত-

পদ্মানাভঃ ॥ ১৭৫ ॥ তব তিমিরাসবপানমদাঙবতি
বিলোহিতবিগ্রহতা । মিহির বিভাসতয়া সূতরাং
ত্রিভুবনভাবনমাত্মপরঃ ॥ ১৭৬ ॥ রথমাক্রম্য সমাবয়বং
কচিরবিকলিতদিব্যাহয়ম্ । সততমস্রিবলে ভগবৎ-
শ্রয়সি জগদ্ধিতবন্ধরসঃ ॥ ১৭৭ ॥ অমৃতময়েন
রসেন সমং বিবুধপিতৃনপি তর্পয়সে । অরিগণসুদন
তেন তব প্রণতিমুপেত্য লিখামি বপুঃ ॥ ১৭৮ ॥
শুভসমবর্ণময়ং রচিতং তব পদপাশুপবিভ্রতমম্ ।
নহজনবৎসল মাং প্রণতং ত্রিভুবনপাবন পাহি
রবে ॥ ১৭৯ ॥ ইতি সকলজগৎপ্রস্তুতভূতং ত্রিভূ-
বনভাবনধামহেতুমেকম্ । রবিমখিলজগৎপ্রদীপ
ভূতঃ ত্রিদশবরং প্রণতোহস্মি দেবদেবম্ ॥ ১৮০ ॥
ঈশ্বর উবাচ । হা হা হুহুশ্চ গন্ধর্বো নারায়ণকু-
ন্তধা । উপগাতুং সমারকা গান্ধর্বকুশলা রবিম্ ॥
১৮১ ॥ ষড়্ভুজমধ্যমগান্ধারগ্রামজয়াবশারদাঃ । মুচ্ছ-
নাভিচ্চ তানৈচ্চ সুপ্তযোগৈঃ সুখপ্রদম্ ॥
১৮২ ॥ সপ্তস্বরবিনিবৃত্তং যতিজয়বিভ্রাতমম্ ।

নারায়ণের নাভিকমলরূপ জগৎ তোমা দ্বারা
বিকাশিত হইয়া থাকে । তুমি, তিমির-রূপ
আসব পান কর বলিয়াই তোমার মূর্তি লোহিত
হইয়া থাকে ; হে মিহির ! তুমি জগতের হিতসাধনে
একান্ত রতচেতা ; হে ভগবন্ ! তাই তুমি ত্রিভূব-
নের হিতসাধন মানসে ঐরূপ সনুজ্জল শরীরে,
মনোহরাকার সপ্তাশ্ববাহিত সমাবয়ব রথে আরোহণ
করিয়া নিম্নত রিপুদল মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক ।
হে অরিবিনাশন ! তুমি অমৃতময় কিরণ দ্বারা দেব-
পিতৃগণের তুল্যরূপে তর্পণ বিধান কর ; সেই
জন্তই আমি তোমায় প্রণাম করিয়া তোমার শরীর
তক্ষণ করিতেছি । তাহাতে তোমার শরীর
একণে সমবর্ণময় মনোহরাকার হইয়াছে । হে
নহজনবৎসল ! আমি তোমার পদধূলি দ্বারা
পবিত্র হইয়াছি, হে ত্রিভুবনপাবন, রবিদেব ! আমি
প্রণত ; আমাকে পারিজাত কর । বিনি সমগ্র
জগতের প্রস্তুতিস্বরূপ, ত্রিভুবনের হিতাভিলাষী,
ভৈরোধ্য, ও অখিল জগতের প্রদীপরূপী, আমি
সেই অদ্বিতীয়, দেববর, দেবদেব, রবিকে প্রণাম
করি । ১৭০—১৮০ । ঈশ্বর কহিলেন,—তখন গীত-
বিদ্যাকুশল হা হা হুহু নারদ ও ভৃগুক ও রবিদেবের
জতিগান করিতে লাগিলেন । ষড়্ভুজ মধ্যম
গান্ধার গ্রামজয়ে বিশারদ সেই গায়কগণ, মুচ্ছ-
নার ও তানের উত্তম প্রয়োগদ্বারা পরমভূপ্তকর,

ভূত করেন, প্রকটিত করেন, আল্লাদিত করেন,
এবং ইহার পাক-সাধন করিয়া থাকেন । একমাত্র
আপনিই প্রজাপতি-রূপে জগতের স্বজন, বিশ্বরূপে
পালন, ও যুগান্তকালে ক্রদরূপে সংহারসাধন
করিয়া থাকেন । ১৫০—১৬৯ । ঈশ্বর কহিলেন,—
প্রজাপতি বিশ্বকর্মাও সেই ভাসুকে তদীয় তেজঃ-
শাতন করিতে করিতে পুলকাঙ্কিত কায়ে এইরূপ
জন্মিবার করিতে লাগিলেন । বিশ্বকর্মা কহি-
লেন,—যিনি প্রণতজনের প্রতি দয়ালু, হাহার
রথবাহী সপ্ত অশ্ব নিয়ত সমবেগশালী, কমলকুলের
বিকাশক বলিয়া যিনি কমলমধুপ্রায়ী অলিকুলের
বান্ধব, সতত তমঃপটলরূপ পটের বিপাটনকারী,
সকলের পবিত্র নেত্রস্বরূপ, অনেক কাম্যবিষয়প্রদ,
অমলোজ্জল-ময়ুখমালী, ও সর্বভূতের হিত-বিধাতা ;
সেই তেজস্বী মহাত্মা বিবস্বতকে নমস্কার । যিনি
অজ, লোকজয়ের স্থতিবিধায়ক, ভূতনিচয়ের
আত্মস্বরূপ, রাশিগতি, ধর্ম্মমূর্ত্ত, মহাকাবনিক, ও
সর্বদ্রব্যের আকরস্বরূপ, সেই সর্বোত্তম স্বর্ধাকে
নমস্কার । যিনি জ্ঞানভূৎ, অন্তরাশ্মা জগতের
প্রতিষ্ঠা, জগতের হিতৈষী, লোকসকলের অমল-
চক্ষুঃস্বরূপ, সুরোত্তম ও অমিততেজা, সেই স্বয়ম্ভু
বিবস্বতকে নমস্কার । হে দেব ! তোমার উদয়-
কালে তদীয় কিরণজাল দ্বারা উদয়াচলের শিরো-
ভাগ উজ্জলীকৃত হয়, তখন সুরগণ হৃদয় যশো-
গীতি দ্বারা তোমারই মহিমা ঘোষণা করিয়া
থাকেন, জগতে তুমিই সঙ্কর কিরণমালী, আর

সপ্তধাতুসমায়ুক্তঃ যজ্ঞজ্ঞান ত্রিগুণাশ্রয়ম্ ।
 ১৮৩ । চতুর্গীতসমায়ুক্তঃ চতুর্ধ্বসমুখিতম্ ।
 চতুর্ধ্বশ্রীতিকরঃ সপ্তালঙ্কারভূষিতম্ । ১৮৪ ।
 ত্রিহানশব্দঃ ত্রিলয়ঃ সম্যাকালব্যবহিতম্ । চিত্তে
 চিত্তে চ নৃত্যে চ রসেশু লয়সংযুক্তম্ । ১৮৫ ।
 চতুর্ধ্বশ্রীশ্রীকরঃ জগদীশ্বর গায়নাঃ । বিশ্বাচী
 চ স্বতাচী চ উর্ধ্বাচী তিসোসুমা । ১৮৬ । মেনকা
 সহজন্তা চ রস্তা চাপ্সরসাঃ বরা । চতুর্ধ্বপদঃ তালঃ
 ত্রিপ্রকারঃ লয়ত্রয়ম্ । ১৮৭ । যতিত্রয়ঃ তথাভোদ্যঃ
 নাট্যকৈব চতুর্ধ্বম্ । ননুতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে
 বিভাবসৌ । ১৮৮ । ভাবান্ ভাববিশারদ্যঃ
 কুর্ধ্বন্ত্যো বিধিবদ্ধহূন । দেবদত্তভূষণঃ শতশো-
 হস্থ সহস্রশঃ । ১৮৯ । অনাহতা মহাদেবি নেদিরে
 ঘননিবন্ধাঃ । গায়ন্তিশ্চৈব গন্ধর্ভৈনৃত্যান্তিষ্ঠাপ্সরো-
 গণৈঃ । ১৯০ । অবাদ্যস্ত ততস্তত্র বণুবীণাদি-
 বাক্যরাঃ । পণবাঃ পুঙ্করশ্চৈব যদঙ্গপটহানকাঃ । ১৯১ ।
 তুর্ধ্যাদিভ্যোবৈশ্চ সর্বং কোলাহলীকৃতম্ । ততঃ
 কুতাঞ্জলিপুট । ভক্তিনম্রামৃতমূর্ত্তয়ঃ । ১৯২ । ততঃ

কলকলে তর্জিন সর্বদেবসমাগমে । সংবৎসরং
 ভ্রমন্তস্ত বিশ্বকর্ম্মা রবেত্ততঃ । ১৯৩ । তেজসঃ
 শাতনং চক্রে জ্বলমানস্ত দৈবতৈঃ । দেবং চক্রে
 সমারোপ্য ভ্রাময়ামাস স্বত্ভুং । ১৯৪ । মৃৎপিণ্ডরং
 কুলালস্ত সংস্পৃশন্ কুরধারণা । পতঙ্গস্ত
 স্তবং কুর্ধ্বন বিশ্বকর্ম্মা দিবস্পতেঃ । ১৯৫ । তেজসঃ
 ষোড়শং ভাগং মণ্ডলস্থরণধারণং । শাতিতং ত্তস্ত
 তন্ত্বেজো যাবৎ পাদৌ বরাননে । ১৯৬ । যজ্ঞস্ত
 ঋতুময়ং তেজস্তং প্রভাসেসহপতং প্রিয়ে । যজুর্নয়নে
 দেবেশি ভাবিতা দ্যৌর্মহাপ্রভোঃ । ১৯৭ । সর্গঃ
 সামময়েনাপি ভূর্ভুবঃস্বরিত্তি হিতম্ । ততস্তেত্তেজসো
 ভাগৈর্দ্বিভাভিঃ পঞ্চভিত্ত্বা । ১৯৮ । তেন বৈ
 নির্মিত্তং চক্রে বিকোঃ শূলং হরন্ত চ । মহাপ্রভং
 মহাকাযং শিবিকা ধনদন্ত চ । ১৯৯ । দণ্ডঃ প্রেত-
 পতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা । অন্তেষাক অরূপাক
 অস্ত্রাণ্যুক্তানি যানি বৈ । ২০০ । যজ্ঞবিদ্যাধরাণাক
 তানি চক্রে স বিশ্বকর্ম্ম । ততঃ ষোড়শমং ভাগং বিভর্ত্তি

স্থান করিতেছিলেন । বিশ্বকর্ম্মার ভ্রমিষয়ে স্বর্ঘ্য-
 দেবের এই ভাবে একবৎসর কাল অতিবাহিত
 হইয়া গেল । দেবগণ তখন স্বর্ঘ্যের স্তববাদ
 করিতেছিলেন । যজ্ঞধর বিশ্বকর্ম্মা, স্বর্ঘ্যকে স্বীয়
 চক্রেযন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কুলাল-
 চক্রে মৃৎপিণ্ডের স্থায় স্বর্ঘ্যদেবের তেজঃশাতন
 করিলেন । বিশ্বকর্ম্মা তৎকালে সেই নভস্তর দিব-
 স্পতির স্তববাদ সহকারে তদীয় মণ্ডলগত তেজের
 ষোড়শভাগ শাতন করিলেন । অগ্নি বরাননে ! স্বর্ঘ্য
 দেবের মস্তকাবধি পাদপর্যন্ত সর্বদা হইতেই ঐ
 পরিমাণ তেজের তক্ষণ করিয়াছিলেন । ১৮৩—১৯৬
 অগ্নি প্রিয়ে ! আদিত্যদেবের সেই শাতিত
 তেজঃসমূহের যাহা ঋতুময়, তাহা প্রভাসে পতিত
 হইয়াছিল । হে দেবেশি ! মহাপ্রভ স্বর্ঘ্যদেবের
 যজুর্নয় তেজঃসমূহে ভুবলোক সমুজ্জলিত হইয়া
 গেল ; আর সামময় তেজোরাশি দ্বারা স্বর্গলোক
 প্রভাবান্ হইল । এইরূপে তদীয় তেজ ভূ ভুবঃ
 স্বঃ এই লোকত্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হইল । রবির
 তেজের শাতিত পঞ্চদশভাগ দ্বারা দেবগণের
 বিবিধ অস্ত্রাদি নির্মিত হইয়াছিল ; আর একভাগ
 রবি নিজেই ধারণ করিয়াছিলেন । বিশ্বকর্ম্মা সেই
 স্বর্ঘ্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্রে, হরেক্স শূল, ধনপতির
 মহাপ্রভ সুবিশাল শিবিকা, যমের দণ্ড, দেবসেনা-
 পতি কার্ত্তিকেয়ের শক্তি, অপরাপর দেবতা ও

সপ্তশ্রাবিত, যতিত্রয়ভূষিত, সপ্তধাতুসমায়ুক্ত,
 যজ্ঞবিধ জ্ঞানযুক্ত, গুণত্রয়াশ্রয়, চতুর্বর্ণোখিত, চতু-
 গীতযুক্ত, চতুর্ধ্ব গুণে শ্রীতিকর, সপ্তালঙ্কার-
 ভূষিত, ত্রিহানশব্দ, ত্রিলয়াবিত, কালব্যবহাসংযুক্ত,
 রসাল বলিয়া নৃত্যের অমূলক, চতুর্ধ্বশ্রীতি গুণে
 গুণিত এবং শ্রোতৃবর্ণের চিত্তের তৃপ্তিসাধক সঙ্গীত
 প্রবর্ত্তিত করিলেন । বিশ্বাচী, স্বতাচী, উর্ধ্বাচী,
 তিসোসুমা, মেনকা, সহজন্তা, ও অপ্সরোবরা
 রস্তা, মিলিতভাবে চতুর্ধ্ব পদ, ত্রিবিধ তাল,
 ত্রিবিধ লয়, ত্রিবিধ যতি, চতুর্ধ্ব বাদ্য, ও চতুর্ধ্ব
 নাট্য সহকারে সেখানে নৃত্য করিতে লাগিল ।
 অগ্নি জগদীশ্বর ! সেই বিভাবসুর তেজঃশাতন-
 কালে এই সকল ভাবানপুণ্য অপ্সরারা বিবিধ
 বিচিত্র ভাব সকল প্রবর্ত্তিত করিয়া তখন নৃত্য
 করিতে লাগিল । শত-সহস্র দেবদত্তি, ও
 শত তখন আহত না হইয়াও ঘনঘোররবে
 নিনাদিত হইতে লাগিল । গানপরায়ণ গায়ক-
 গণ এবং নৃত্যতৎপর অপ্সরোগণও তখন
 বেণু বীণা বাক্যর পণব পুঙ্কর যদঙ্গ পটহ তুর্ধ্যাদি
 বাদ্য বাজাইতে লাগিল । সেই সমস্ত শব্দে
 তখন সেখানে মহাকোলাহল সমুদ্ভূত হইল । সেই
 কোলাহলকালে সমস্ত দেবগণই উপস্থিত ছিলেন ;
 তাহার কুতাঞ্জলিপুটে ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিতে অব-

ভগবান্ রবিঃ । তন্ত্বেজো রবিতাগচ্চ খরো
 বিচরতি প্রিয়ে । ২০১ । ইতি শাতিতন্ত্বেজাঃ স
 বহুরেণাতিশোভনম্ । বপুর্দধার মার্ত্তণ্ডঃ পুষ্পবাণ-
 মনোরমম্ । ২০২ । ততঃ সুরপথগু ভাস্করস্তরান-
 গমৎ কুরন । দক্ষশে তত্র সংজ্ঞাং তু বড়বারুপধারি-
 নীম্ । ২০৩ । অপাপাং সর্গকৃতানাং তপসা নিয়-
 মেন চ । সা চ দৃষ্টা তমাসান্তঃ পরপুংসো বিশ্বক্সা ।
 জগাম সন্মুখং তন্ত্ৰ অধরুপধরম্ চ । ২০৪ । ততশ্চ
 নাসিকাবোগে তয়োস্তজ্জ সমেতয়োঃ । নাসত্যদশ্রৌ
 তনয়াবধবক্লেবিনির্গতো । ২০৫ । রেতসোহস্তে চ
 রেবন্তঃ খরো ছত্রী তমুজ্জ্বল । পিতৃগৃহোত্তমঃ
 সোহখঃ জাতমাজঃ পলায়ত । ২০৬ । স তস্মিন
 সক্রদাক্রমমখঃ নৈব মুকতি । ততোহর্কেণ সমা-
 দিষ্টৌ দণ্ডনায়কপিঙ্গলৌ । ২০৭ । অখঃ প্রত্যানয়ধ-

মে মা বলাক্ষিত্তোহস্ত তু । পার্থসৌ তিষ্ঠেস্ত
 অখচ্ছত্রাভিকাক্ষণৌ । ২০৮ । ন চ জিহ্বা নভেতে
 তৌ তস্তাদ্যাপি মহান্ননঃ । অগ্রে গচ্ছতি রেবন্তঃ
 পৃষ্ঠগৌ দণ্ডপিঙ্গলৌ । ২০৯ । উত্তরেত্যঃ কুরুত্যা
 নির্গতো বেগবন্তরৌ । দক্ষিণঃ ভারতঃ প্রাণৌ
 যত্র কেজঃ প্রভাসিকম্ । ২১০ । অত্যধঃ বেগধিরৌ
 তৌ স চ রেবন্তকোহপি হি । প্রথিন্নগাজঃ
 সোচ্ছাসৌ রেবন্তস্তজ্জ সংস্থিতঃ । ২১১ । মুহূর্ত্তেন
 সমাক্রান্তঃ লক্ষযোজনমণ্ডলম্ । উত্তরাদাক্ষিণঃ
 দেবি রেবন্তেন মহান্নন । ২১২ । শিন্নগাজস্ততো
 দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ । দণ্ডপিঙ্গলসংযুক্তো
 হবারুতঃ স তিষ্ঠতি । ২১৩ । সাবিজ্যা নৈখতে
 ভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতঃ । রাজাপুত্রৌ যতো
 দেবি রাজা ভট্টারকস্ততঃ । ২১৪ । লোকে খ্যাতিঃ

যক্ষ বিদ্যাধরাদি দেবযোনিগণের অন্তঃশব্দসমূহ
 নির্মাণ করিলেন । প্রিয়ে ! ভগবান্ রবি যে
 বোড়শ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তেজোভাগ
 আকাশে বিচরণ করিয়া থাকে । মার্ত্তণ্ড দেব,
 বহুর কর্তৃক এইরূপে শাপযন্ত্রে উল্লেখিত হইয়া
 কন্দর্পমম পরম সুন্দরমূর্ত্তি হইলেন । ১৯৭—২০২ ।
 সূর্য্যদেব এই প্রকারে উত্তম রূপবান্ হইয়া উত্তর
 কুরুতে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে যাইয়া
 তপোনিয়মভারা সর্গকৃতের হিতবিধায়িনী বড়বারুপ-
 ধারিণী পাপহীনা সংজ্ঞাদেবীকে অবলোকন করি-
 লেন । সূর্য্যদেব তখন অধরুপধারণপুঙ্ক ভাঁহার
 দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে, সংজ্ঞাদেবী পরপুঙ্ক
 শব্দায় সেই অশ্বের মুখের দিকে আশ্রমুখস্থানপুঙ্ক
 অবস্থান করিলেন । পরে সেই অশ্বদ্বয়ের পরস্পর
 নাসিকার যোগ হইলে, কামুক অশ্ব, নাসিকা দ্বারাই
 বীর্ধ্য করণ করিল ; সেই বীর্ধ্য অশ্বিনীর নাসাছিদ্রে
 প্রবিষ্ট হইল ; এবং তৎক্ষণাৎ নাসতা ও দশ
 নামে অশ্বদ্বয় পরম সুন্দর দুইটা সন্তান প্রার্জুত
 হইল ; আর সেই বীর্ধ্যের যে অংশ অশ্বিনীর
 নাসিকায় প্রবিষ্ট না হইয়া ভূতলে পতিত হইল,
 তাহা হইতে ছত্রী, খরো, কবচধারী, রেবন্ত নামক
 এক সন্তান জন্মিল । এই সময়ে সূর্য্যদেব স্বকীয়
 অশ্বমূর্ত্তি উপসংস্কৃত না করিয়াই স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ
 করিয়াছিলেন । রেবন্ত জন্মমাত্রই সেই অশ্ব
 আরোহণপুঙ্ক পলায়ন করিলেন । তিনি সেই যে
 অশ্ব আরোহণ করিয়াছেন, আর কল্যাণ সেই অশ্ব
 হইতে অবতরণ করেন নাই । সূর্য্যদেব হুগ্ন

দণ্ডনায়ক ও পিঙ্গল নামক নিজ অশ্বচরয়ুগলকে
 আদেশ করিলেন যে, তোমরা রেবন্তের ছিদ্ৰাধেষণ-
 পুঙ্ক অবকাশ মতে তাহার নিকট হইতে মদীয়
 অশ্ব আনয়ন কর ; পরন্তু বলপ্রয়োগ করিও না ।
 সূর্য্যের আদেশে দণ্ডনায়ক ও পিঙ্গল রেবন্তের
 অশ্বস্বরূপপুঙ্ক ভাঁহার পার্শ্বচর হইয়া তৎসহ বিচরণ
 করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতেই ভাঁহার নিকট
 হইতে অশ্বগ্রহণের কোনই ছিদ্ৰ পাইল না । তাহার
 অদ্যাপি সেই মহাত্মা রেবন্তের কোন ছিদ্ৰ পায়
 নাই । সেই উত্তরকুরু প্রদেশ হইতে রেবন্ত অগ্রে
 অগ্রে সবেগে গমন করিতে থাকিলে উক্ত সূর্য্য-
 চরদ্বয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ;
 এই ভাবে সেই রেবন্ত ক্ষতগমনে দক্ষিণ ভারতে
 প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইলেন । রেবন্ত
 ক্ষতগতিবশতঃ অতীব শান্ত, ক্রান্ত ও শিন্নগাজ
 হইয়াছিলেন ; তখন ভাঁহার উচ্ছ্বাস হইতেছিল ;
 তজ্জন্ত সেইখানেই তিনি অবস্থিত হইলেন ।
 সূর্য্যাস্তচরদ্বয়ও তখন ভাঁহারই স্রাব শান্ত ক্রান্ত
 হইয়াছিল, তাহারও সেইখানেই সংস্থিত হইল ।
 হে দেবি ! মহাত্মা রেবন্ত, মুহূর্ত্তকালমধ্যে উত্তর
 প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত যাবৎ সুদীর্ঘ লক্ষযোজন
 পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন । তাহাতে তিনি শিন্ন-
 গাজ ও শান্ত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে বিশ্রাম করেন ।
 তিনি প্রভাসস্থ সাবিজীর নৈখতদিকে অনাতদূরে
 দণ্ড ও পিঙ্গলের সহিত অশ্বারোহণেই অদ্যাপি
 বিরাজমান রহিয়াছেন । হে দেবি ! রেবন্ত—
 রাজা সংজ্ঞার পুত্র ; এই জন্ত তিনি লোকে

সমাধাতি রাজতট্টারিকৈতি চ । গুহ্যতট্টারকং চ
 রেবন্তো বিনিয়োজিতঃ ॥ ২১৫ ॥ এবমভ্যোত্যা
 ততো ভগবান্ভোক্তাপনঃ । স্বমপ্যশেষলোকস্ত
 পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি ॥ ২১৬ ॥ অরণ্যে চ
 মহাদাবেবৈরিদম্মাত্রেয়ু চ । স্বাঃ স্রিষ্যন্তি যে
 মর্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ ॥ ২১৭ ॥ ক্ষেমমুদ্রিঃ
 সূখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্তিমুন্নতিম্ । নরপামতি-
 ভুষ্টিং পূজিতঃ সম্প্রদানুসি ॥ ২১৮ ॥ অশ্বিনৌ
 দেবভিষজৌ কৃতৌ পিত্রা মহান্ননা । ধর্ম্মদৃষ্টির্মমশাসৌ
 সমো মিত্রে তথাহিতে ॥ ২১৯ ॥ ততো নিয়োগং
 তং চাস্ত চকার ত্রিমিরাপহঃ । যমুনাক নদীং চক্রে
 কলিন্দন্তেরবাহিনীম্ ॥ ২২০ ॥ ছায়াসংজ্ঞাসুত-
 শ্চাপি সাবর্ণিস্ত মহাযশাঃ । ভাব্যঃ সোহনাগতে
 কালে মনুঃ সাবর্ণিকোহষ্টমঃ ॥ ২২১ ॥ মেরুপৃষ্ঠে
 তপো ঘোরমদ্যাপি চরতি প্রভুঃ । ভ্রাতা শনৈশ্চর-
 ন্তস্ত গ্রহোহভূচ্চ প্রিয়ে জনম্ ॥ ২২২ ॥ এবং
 তেভ্যো বরান দদ্বা রেবন্তস্তাপি ভাস্করঃ । পুনর্মম
 নিক্রান্তং স রেবন্তস্তাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২২২ ॥ এবং
 গচ্ছত্যাসৌ যস্মাৎ সংজ্ঞায়াঃ শাস্তিঃ সূতঃ । অশ্ব-

নামাধিপত্যে তু ভাহুনা চ নিয়োজিতঃ ॥ ২২৪ ॥
 ক্ষেমেন গচ্ছতেহধ্বনাং যন্ত পূজয়তে পথি । সূখ-
 প্রসাদ্যো মর্ত্যানাং সদা চ বরবর্ণিনি ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে রাজতট্টারকোৎপত্তিবর্ণনং
 নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । যা সংজ্ঞা সা স্মৃতা রাজ্যীচ্ছায়া যা
 সা তু নিকৃতা । রাজদৌশ্তৌ স্মৃতো ধাতু রাজা
 রাজতি যঃ সদা ॥ ১ ॥ অধিকং সর্বভূতেভ্যস্তস্মা-
 দ্রাজা স উচ্যতে । রাজপত্নী তু সা যস্মাস্তস্মাদ্রাজ্যৌ
 প্রকীর্তিতা ॥ ২ ॥ সূত সঞ্চলনে ধাতুর্নিচলা তেন
 নিকৃতা । ভবন্ত হৃথবা যস্মাৎস্বাক্ষীয়ঃ ক্ষুব্ধবর্জিতাঃ ॥
 ৩ ॥ ছায়া তান্ বিশতে দিব্যা স্মৃতা সা তেন
 নিকৃতা । সাম্প্রতং বর্ততে যোহয়ং মনুলোকে
 হঃমতে ॥ ৪ ॥ তস্তাববয়ে জাতস্ত শশ্বক্রে-

নাম নিক্রপণ করিলেন । সংজ্ঞা দেবীর শাস্তি-
 প্রদ সন্তান রেবন্ত, অস্বারোহণে এইরূপ গমন
 করিয়াছিলেন বলিয়া ভাহুদেব তাঁহাকে অশ্বসমূহের
 আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । অগ্নি বরবর্ণিনি !
 যে জন গমনকালে রেবন্তকে পূজা করে, সে সারা-
 পথ সূখে অতিবাহিত করিতে পারে । নরগণ অনা-
 যাসেই ইহার প্রসাদলাভে সমর্থ হয় ॥ ২০৩—২২৫ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

ঈশ্বর कहিলেন,—যিনি সংজ্ঞা, তিনি রাজ্যী
 নামে আর যিনি ছায়া, তিনি নিকৃতা নামে
 প্রখ্যাতা ছিলেন । রাজধাতুর অর্থ দৌশ্টি । সূতরাং
 যিনি সর্বদা সর্বভূত হইতে সমধিক দৌশ্টি-
 মান তিনিই, ‘রাজা’ বলিয়া উক্ত হন । সংজ্ঞা
 সেই রাজার (দৌশ্টিমান স্বর্ঘ্যের) পত্নী, এজন্য
 তিনি ‘রাজ্যী’ বলিয়া কীর্তিতা হন । সূত
 ধাতুর অর্থ—সঞ্চলন । ছায়াদেবী নিচলা বলিয়া
 নিকৃতা-পদবাচ্যা । অথবা দিব্যা ছায়া, যাংদের
 দেহে থাকেন, তাহারা ক্ষুব্ধবর্জিত হয়,—ঐহারা ক্ষুধা
 জয় করেন, দিব্যা ছায়া তাঁহাদের শরীরেই আশ্রয়
 গ্রহণ করেন, এজন্যও তাঁহাকে নিকৃতা বলা যায় ।
 অধুনা লোকে যে মহামতি মনু আছে, ইহার

রাজা তট্টারক, রাজতট্টারিক, এবং গুহ্য-
 তট্টারক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । অতঃপর ভগ-
 বান লোকতাপন তপনদেব, সমীপাগত হইয়া রেব-
 ন্তকে कहিলেন যে, বৎস ! তুমি অশেষ লোকের
 পূজ্য হইবে । যে সকল মানব অরণ্যে, দাবানলে,
 কিম্বা রিপু ও দম্বা হইতে ভয় উপস্থিত হইলে
 তোমাকে স্মরণ করিবে, তাহারা সেই সকল মহাপদ
 হইতে পরিত্রাণ পাইবে । পূজা দ্বারা তোমার ভূষ্টি-
 সাধন করিলে নরগণ তোমার প্রসাদে ঐশ্বর্য্য, সূখ,
 রাজ্য, আরোগ্য, ক্ষেম, কীর্ত্তি, ও উন্নতি লাভ
 করিবে । অশ্বিনোতনয়দ্বয়কে তদীয় মহাত্মা পিতা,
 দেবগণের চিকিৎসকপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । যম,
 ধর্ম্মজ ছিলেন ; তিনি শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান করিতেন,
 এজন্য ত্রিমিরারি ভাস্কর তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ-পদে
 নিয়োজিত করিলেন । যমুনাকে কলিন্দ-দেশান্তবাহিনী
 নদী করিলেন । সংজ্ঞানন্দন মনু, ভাবিকালে সাবর্ণি
 নামে মহাযশা অষ্টম মনু হইবেন । প্রভাববান
 মনু অদ্যাপি মেরুপৃষ্ঠে ঘোর অপশ্চরণ
 করিতেছেন । প্রিয়ে ! মনুর ভ্রাতা ছায়াসুত
 শনৈশ্চর চিরস্থায়ী গ্রহস্ত লাভ করিয়াছেন । প্রভু
 ভাস্কর রেবন্তকে ও অপরাপর সন্তানগণকে
 এইরূপ বর সকল দান এবং রেবন্তের এইরূপ

গদাধরঃ । যমস্ত মাতা সঃশস্তে। হীনপাদে।
ধরাতলে ॥ ৫ ॥ প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য চচার বিপুলঃ
তপঃ । বর্ধণামমৃতঃ সাগ্রঃ লিঙ্গঃ পূজিতবান্ প্রিয়ে ।
৬ ॥ তুষ্টশাং ততস্তত্ত বরণাঞ্চ শতং দদৌ ।
অদ্যাপি তত্র দেবেশি যমেশ্বরমিত ক্রতম্
যমদ্বিতীয়ায়াঃ দৃষ্টৌ যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৭ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে যমেশ্বরেরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেব্যাচ । যদা ভ্রমস্থঃ সবিতা তক্ষিতঃ
সুরধারয়া । স্বপুং মহাদেব জামাতা ত্রীতি-
পূর্বকম্ ॥ ১ ॥ তত্তেজঃ শাসিতঃ ভূরি প্রভাসে
যৎপপাত বৈ । তদভুৎ কিং তদা দেব প্রভাসাৎ
কথয়স্ব মে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যমাহাশ্ব্যমুত্তমম্ । যচ্ছুরা মানবো
ভক্ত্যা যুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥ দেহাবতারো

বংশে শশ্ব-ক্ষেত্র-গদাধর বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন । প্রিয়ে ! যম, তদীয় মাতার অভিশাপে
পদহীন হইয়া ধরাতলে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া লিঙ্গ-
পূজা সহকারে অমৃত বৎসর যাবৎ বিপুল তপস্যা
করেন । তাহাতে তুষ্ট হইয়া আমি তাঁহাকে এক-
শত বর প্রদান করিয়াছি । হে দেবেশি ! অদ্যাপি
সেখানে যমেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন,
যমদ্বিতীয়ায় তাঁহাকে দর্শন করিলে, যমলোক দর্শন
করিতে হয় না ॥ ১—৭ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবী কহিলেন,—হে মহাদেব ! স্বপুং বিশ্ব-
কর্ম্মা, ত্রীতিবংশে যখন জামাতা সূর্য্যকে স্বীয় ভ্রমি-
যজ্ঞে আরোপণপূর্বক সুরধারা দ্বারা তদীয় শরীর-
ভক্ষণ করেন, তখন সূর্য্যদেবের প্রচুর তেজ
শাসিত হইয়া প্রভাসে পতিত হইয়াছিল,
হে দেব ! সেই সমস্ত তেজ কি হইল ?—প্রভাস
হইতে তাহা কোথায় গেল ? আমাকে তাহা
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেব ! শুন ;
আমি উত্তম সূর্য্যমাহাশ্ব্য বলিতেছি,—ভক্তিসংকারে

দেবস্ত প্রভাসেহর্কস্থলস্ত চ । পুরাণাখ্যানমাচক্ষে
তব দেবি যশস্বিনি ॥ ৪ ॥ শাকদীপে মহাদেবি
ভ্রমিস্থস্ত তদা রবেঃ । বর্ধণাস্ত শতং সাগ্রঃ তক্ষ্য-
মাণে বিভাবসৌ ॥ ৫ ॥ যদাদ্যভাগজঃ তেজস্তৎ
প্রভাসেহপতৎ প্রিয়ে । পতিতঃ তত্র, তত্তেজঃ
স্থলাকারঃ ব্যজায়ত ॥ ৬ ॥ জাম্বুনদময়ঃ দেবি
তৎপূর্বমভবৎ ক্ষিতৌ । তিস্র্যমাহাশ্ব্যযোগেন
শৈলীভূতঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥ তত্র চার্কময়ঃ রূপং
কৃষ্ণা দেবো দিবাকরঃ । উৎপন্নঃ সর্বভূতানাং
হিতায় ধরণীহলে ॥ ৮ ॥ হিরণ্যগর্ভনামেতি কৃত্তে
সূর্য্যোতি কীর্তিতম্ । ত্রেতায়াং সবিতা নাম দ্বাপরে
ভাস্করঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥ কলৌ চার্কস্থলো নাম ত্রিযু
লোকেষু কীর্তিতঃ । অবতীর্ণমিদং দেবি স্বয়মেব
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥ যদা স্বারোচিষো দেবি
দ্বিতীয়োহভূৎপুং পুরা । তস্মিন্ কালেহবতীর্ণোহসৌ
দেবস্তত্র দিবাকরঃ ॥ ১১ ॥ ভক্তিমুক্তিপ্রদো দেবি-
ব্যাধিহুঃখবিনাশকৃৎ । তস্ম তেজোহস্তবৈর্য্যাপ্তঃ
স্নেহুভিঃ পঞ্চযোজনম্ ॥ ১২ ॥ দক্ষিণোত্তরতো

যাহা শুনিলে নরগণ সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
অগ্নি যশস্বিনি দেবি ! প্রভাসক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের
দেহাবতার এবং অর্কস্থলের পুরাণ উপাখ্যান
তোমাকে বলিতেছি । হে মহাদেবি ! বিভাবসু, রবি-
দেব, বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক শাকদীপে ভ্রমিযজ্ঞে আরো-
পিত হইয়া তক্ষিত হইয়াছিলেন ; এই তক্ষণকর্ম্মে
তাঁহার শতবৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হয় ।
প্রিয়ে ! তদীয় শাসিত তেজের ক্ষেত্রভাগ,
প্রভাসে পতিত হইয়াছিল । উহা সেখানে পতিত
হইয়াই স্থলাকারে পরিণত হয় ; প্রথমে উহা ভূতলে
জাম্বুনদ স্বর্ণাকার হইয়াছিল, কিন্তু কলিকালমাহাশ্ব্য
সম্প্রতি উহা শৈলাকার ধারণ করিয়াছে । দেব
দিবাকর, সর্বভূতের হিতসাধনমানসে ধরাতলে
সেখানে অর্করূপে প্রাক্তর্ভূত হইয়াছেন । সত্যযুগে
হিরণ্যগর্ভ, ত্রেতায়াং সূর্য্য, দ্বাপরে সবিতা ও কলিতে
তিনি ভাস্কর নামে এবং উক্ত ক্ষেত্রে অর্কস্থল নামে
ত্রিলোকে কীর্তিত হইয়া থাকেন । হে দেবি ! দেব
দিবাকর স্বয়ংই তেজোময়াকারে অবতীর্ণ হইয়া
তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১—১০ ॥ হে দেবি !
পূর্বে যখন স্বারোচিষ নামে দ্বিতীয় মনু প্রাক্তর্ভূত
হন, দেব দিবাকর তৎকালে উক্ত অর্কস্থলে আবি-
র্ভূত হইয়াছিলেন । হে দেবি ! তিনি ভোগমোক্ষ-
দাতা ও ব্যাধিক্রেশবিনাশক । হে দেবি ! তদীয়

দেবি পঞ্চপূর্বাংশেণ তু । উত্তরেণ সমুদ্রস্ত যাবদ্বাদশ-
খরী নদী ॥ ১৩ ॥ শুভ্রমত্যাশ্চাপরতো যাবদৈব
কৃতশ্রমম্ । এতদ্ব্যাপ্তং মহাদেবি তন্তেজোরেণুভিঃ
শুভৈঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মৈ সূক্ষ্মা প্রভা যা তু আদিত্যো-
বিনিঃসৃত্য । তয়া ব্যাপ্তং মহাদেবি যাবদ্বাদশ-
যোজনম্ ॥ ১৫ ॥ উত্তরে ভাস্করশ্রুতা দক্ষিণে
সরিতাং পতিঃ । পূর্বপশ্চিমতো দেবি
দ্বিতীয়ং স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥ এতশ্চিন্নস্তরে দেবি সৌরং
তেজঃ প্রসর্পিতম্ । তেন পাবিত্র্যমানীতং ক্ষেত্রং
দ্বাদশযোজনম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মৈ মধ্যস্ত যম্মধ্যং তদঙ্গ-
মম সুন্দরি । তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং মম স্থানং
মহেশ্বরী ॥ ১৮ ॥ চক্ষুর্মণ্ডলমধ্যে তু যথা দেবী
কনীনিকা । পূর্বপশ্চিমতো দেবি গোমুখাদা-
শ্চমৈধিকম্ ॥ ১৯ ॥ দক্ষিণোত্তরতো দেবি সমুদ্রাৎ-
কৌরবেশ্বরীম্ । এতশ্চিন্নস্তরে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজোহং
বরাননে ॥ ২০ ॥ যস্মাদর্কস্ত তেজোভির্ভাসিতং
মম তদঙ্গম্ । তস্মাৎপ্রভাসনামেতি কল্পেহশ্চিন্ন
প্রথিতং প্রিয়ে ॥ ২১ ॥ তত্র পশুতি যঃ সূর্য্যমর্করূপং
নরোত্তমঃ । সর্বপাপবিনিষ্টুক্তঃ সূর্য্যালোকে মহৌ-

তেজঃসমুত রেণু দ্বারা সমস্ততঃ দক্ষিণ-উত্তর, পূর্ব-
পশ্চিম—সকল দিকেই পঞ্চ যোজন স্থান পরিব্যাপ্ত
হইয়াছে । সমুদ্রের উত্তর হইতে মাহেশ্বরী নদী
পর্য্যন্ত, আর শুভ্রমতীর পশ্চিম দিক্ হইতে কৃতশ্রম
তীর্থ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র তদীয় শুভ ভোজোরেণুর্ভাজি
দ্বারা পরিব্যাপ্ত । পরন্তু হে মহাদেবি ! সেই আদিম
তেজোরাশির সূক্ষ্মরেণুনিচয় দ্বারা সমস্ততঃ দ্বাদশ-
যোজন স্থান ব্যাপ্ত । উত্তরে যমুনা, দক্ষিণে
সাগর, পূর্বে ও পশ্চিমে কল্পিণী-যুগল,—এই
চতুঃসীমান্তগত স্থান সেই সৌরতেজোরেণুজালে
পরিব্যাপ্ত । সেই জন্তই এই দ্বাদশযোজন স্থান
পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে । হে সুন্দরি ! এই
ক্ষেত্রের মধ্যভাগ তেজোমণ্ডলে পরিপূর্ণ ; অগ্নি
মহেশ্বরী ! ইহার মধ্যস্থল মদীয় বাসগৃহ । চক্ষু-
মণ্ডলের ভাস্কর স্তায় উহা রাজমান । অগ্নি
বরাননে ! পূর্ব-পশ্চিমে গোমুখ হইতে আশ্চমৈধিক
তীর্থ, আর দক্ষিণোত্তরে সমুদ্র হইতে কৌরবেশ্বরী
তীর্থ,—এই চতুঃসীমান্তগত ক্ষেত্র মধ্যে আমি
ক্ষেত্রজরূপে অবস্থিত ॥ ১১—২০ ॥ অর্কের তেজো-
রাশি দ্বারা আমার সেই গৃহ প্রকটরূপে ভাসিত
হয় ; এজন্ত হে প্রিয়ে ! এই কল্পে সেই ক্ষেত্র
প্রভাসনামে খ্যাত হইয়াছে । যে নরোত্তম সেখানে

যতে ॥ ২২ ॥ স স্নাতঃ সর্বভীর্থে তেন চেষ্টং
মহামথৈঃ । সর্বদানানি দত্তানি পূর্বজান্তেন
ভোষিতাঃ ॥ ২৩ ॥ অর্করূপী যতঃ সূর্য্যস্তত্র জাতো
মহীতলে । তস্মাস্ত্যাজ্যঃ সদা চার্কো ভোজনেনহত্র
ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ যো দৃষ্টোর্কস্থলঃ সর্ব্যশ্চাৰ্কপত্রেষু
ভুঞ্জতি । গোমাংসভক্ষণং তেন কৃতং ভবতি
ভামিনি ॥ ২৫ ॥ ভক্ষিতো ভাস্করস্তেন স কুলী
জায়তে নরঃ । তস্মাৎসর্বশ্রযত্বেন চার্কপত্রানি
বর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ যাত্রায়াঃ প্রথমং দেবি দৃষ্টো
যেনার্কভাস্করঃ । তং দৃষ্টো মহিবীঃ দদ্যাদ্ভাষণাং
বিপশ্চিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ ভাস্করং ব্রহ্মবজ্রং ততশ্চায়াতি
ভাস্করঃ । তস্মৈ চৈব তু সারিধৌ বহ্নিকোণে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ২৮ ॥ নাতিদূরে মহাভাগে সিদ্ধেশ্বর-
মিতি স্মৃতম্ । সর্বসিদ্ধিপ্রদং দেবি লিঙ্গং ত্রৈলোক্য-
পূজিতম্ ॥ ২৯ ॥ জৈগীষব্যোম্বরঃ নাম পূর্বং কৃত-
যুগেহভবৎ । কলৌ সিদ্ধেশ্বরমিতি প্রসিদ্ধিমগমং
প্রিয়ে ॥ ৩০ ॥ তং দৃষ্টো মন্বজো দেবি সর্বসিদ্ধিমবা-
প্তুয়াৎ । তত্রৈব দেবদেবেশি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।

অর্করূপী সূর্য্যকে দর্শন করে সে সর্বপাপমুক্ত
হইয়া সূর্য্যালোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে ।
তৎকর্তৃক সর্বভীর্থে স্নান, সর্ব যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্ব-
পিতৃগণের তর্পণ ও সর্ববিধ দানের কল লব্ধ হয় ।
সূর্য্যদেব মহীতলে ঐ স্থানে অর্করূপে জন্মিয়াছেন
বলিয়া ইহলোকে ভোজন কার্য্যে সর্বদাই অর্ক
(আকন্দ) বর্জনীয় । এবিষয়ে সংশয় নাই । অগ্নি
ভামিনি ! যে মানব অর্কস্থল দর্শন করিয়া অর্কপত্রে
ভোজন করে, তৎকর্তৃক গোমাংসভক্ষণ কৃত হয় ;
এবং ভাস্করই তৎকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকেন ।
সেই মানব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয় । অতএব সর্ব
প্রযত্নে অর্কপত্র বর্জন করা কর্তব্য । হে দেবি !
যাত্রাকালে যৎকর্তৃক প্রথমতঃ অর্করূপী ভাস্কর
দৃষ্ট হন, তাহাকে দর্শন করিলে বিদ্বান্ ভাষণকে
ব্রহ্মবসনাধিতা ভাস্কর্য্য মাহিবী দান করা
বিধি ; ইহাতে ভাস্কর তুষ্ট হইয়া থাকেন । হে
মহাভাগে ! দেবি । সেই অর্কস্থলের সরিধানে
অগ্নিকোণে অনতিদূরে সিদ্ধেশ্বর নামক সর্ব-
সিদ্ধিদায়ক ত্রৈলোক্যপূজিত লিঙ্গ বিদ্যমান । হে
প্রিয়ে ! ঐ লিঙ্গ পূর্বে সত্যযুগে জৈগীষব্যোম্বর
নামে খ্যাত ছিলেন ; কিন্তু কলিযুগে সিদ্ধেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । হে দেবি ! তাহাকে দর্শন
করিলে মানব সর্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে ।

৩১। সূর্য্যদক্ষিণনৈঋত্যে পাতালবিবরং প্রিয়ে।
মন্দেহা রাক্ষসা যত্র তথা শালককণ্টকাঃ । ৩২।
সূর্য্যস্ত তেজসা দধ্যাঃ পাতালগমনং পুরা। কলৌ
তদ্বারমেবাস্তি ন পাতালে গতিঃ প্রিয়ে । ৩৩।
যোগিস্তত্ত্বজ রক্ষন্তি ব্রাহ্মাদ্যা মাতরস্তথা। মাঘে
কৃষ্ণচতুর্দশ্যঃ রাক্ষৌ মাতৃগণান্ যজ্ঞেৎ। বলিপুষ্পোপ-
হারৈশ্চ ততঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি । ৩৪। ইতি হি
সকলধর্ম্মভাবহেতোঈরকমলাসনবিষ্ণুসংস্কৃতস্ত। তন্ন-
পরিলেখনং নিশম্য ভানোব্রজতি দিবাকরলোক-
মাযুযোহহে । ৩৫।

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসপবিত্রনামকরণার্কস্থলোৎ-
পত্তিবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ । ১৩।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । যবেতস্তবতা প্রৌক্তং মহাত্ম্যং
সূর্য্যদৈবতম্ । তন্মে বিস্তরতো ক্রুহি দেবদেব
জগৎপতে । ১। কথমর্কস্থলো ভূতঃ প্রভাসক্ষেত্র-
ভূষণঃ । পূজনীয়ো মহাদেবঃ সমাগ্ধ্যাত্রাকলেম্মুভঃ ।

প্রিয়ে, দেবদেবেশি! সেইখানেই সূর্য্যের দক্ষিণ-
নৈঋতদিকে পাতালবিবর ব্যবস্থিত। পুরাকালে
মন্দেহ ও শালককণ্টক নামক রাক্ষসগণ হাততেজে
দধ্যাভূত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল।
কলিকালে পাতালগমনের সেই দ্বারটা আছে বটে,
কিন্তু পাতালগমনের উপায় নাই। ব্রাহ্মপ্রভাত
মাতৃগণ ও যোগিনীগণ সেই পাতালবিবরের রক্ষা-
বিধান করিয়া থাকেন। মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীতে রাত্রিকালে বলি, পুষ্প ও উপহারাদি দ্বারা
সেই মাতৃগণের অর্চনা করিলে মানব অভীষ্ট
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সকল ধর্ম্মমূল হরি-হর বিরিকি-
ঙ্কত ভাস্করদেবের এই শরীর পরিলেখন-বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিলে মানব, আয়ুঃশেষে সূর্য্যালোক প্রাপ্ত
হয় । ২১—৩৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে! হে গোব-
দেব! আপনি যে, সেই সূর্য্যদেব ক্ষেত্রের মহাত্ম্য
বর্ণন করিলেন, ইহা আমার নিকট সবিস্তরে বলুন।
সেই অর্কস্থল ক্ষেত্র প্রভাসক্ষেত্রের ভূষণরূপে

২। কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তু কেবু পর্কস্তু পূজয়েৎ ।
জৈগীষব্যোষরো হুত্বা হুত্বৎসক্ষেপঃ কথম্ । তন্মে
কথম্ দেবেশ বিস্তরাৎসর্কমেব হি । ৩। পাতালে
বিবরং তত্র যোগিস্তত্ত্বজ কিং পুরা। তথা মাতৃ-
গণৈশ্চ কথমেতদভুৎপুরা । ৪। এতৎসর্কমশে-
ষেণ দধ্যাঃ কৃত্বা জগৎপতে। মমাক্ষং বিরূপাক্ষ
যদ্যহং তে প্রিয়া হর । ৫। ঈশ্বর উবাচ। সাধু
পুত্রঃ ত্বয়া দেবি কথয়ামি সমাসতঃ। সিদ্ধেশ্বরো
হভূদ্যেন জৈগীষব্যোষরো হরঃ । ৬। পূজাবিধানং
বিস্তাৰ্য্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু। আসৌদম্বিন কৃতে
দেব সর্কজ্ঞানবিশারদঃ । ৭। পুত্রঃ শতকলাকণ্ঠ
জৈগীষব্য ইতি শ্রুতঃ। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য
স চক্রে হৃৎচরং তপঃ । ৮। অতিষ্ঠদ্বায়ুতক্ষ-
বধাণাং শতকং কিল। অশ্বতক্ষঃ সহস্রং তু
শাকাহারোহযুতং তথা । ৯। চান্দ্রায়ণসহস্রকং কৃতং
সান্তপনং পুনঃ। শোষয়িত্বা মিভাহারো দিধাসাঃ
সমপদ্যত । ১০। পুৰে কল্পে স্বয়ং ভূতং মহোদঘ-

গণ্য হইল কি প্রকারে? আর যাত্রাকলাভিলাষী
জনগণ কতক কোন্ বিধানে, কোন্ কোন্ মন্ত্রে,
কোন কোন পর্কে তত্রত্য দেবের পূজা কর্তব্য?
সেই দেবদেব জৈগীষব্যোষর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াও
পুনরায় সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন কিজন্ত?
হে দেবেশ! আপনি সবিস্তরে তদ্বিবরণ সম্পূর্ণ-
রূপে বর্ণন করুন। সেখানে যে পাতালবিবর
আছে, তথায় যোগিনীগণ ও মাতৃগণ অধিষ্ঠান
করিয়াছেন কিজন্ত? হে জগৎপতে, বিরূপাক্ষ!
আমি যদি আপনার প্রিয়া হই, তবে হে হর!
আমার প্রতি দয়া করিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত
সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
হে দেবি! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। অতএব
জৈগীষব্যোষর হর যেরূপ সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত
হইয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। আর
তাঁহার পূজাবিধানও সবিস্তরে বলিতেছি, তুমি
অবধানসহকারে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।
এই বর্তমান মন্বন্তরে সভ্যযুগে শতকলাক মুনির
সর্কজ্ঞানবিশারদ জৈগীষব্য নামে এক পুত্র ছিলেন।
তিনি প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া হৃৎচর তপশ্চরণ করিতে
লাগিলেন। তিনি শতবৎসর বায়ুতক্ষেণে, সহস্র
বৎসর জলপানে, ও অযুত বৎসর শাকভোজনে,
তপস্তা করেন। তিনি সহস্র চান্দ্রায়ণ ও বহু সান্তপন
ব্রতানুষ্ঠান ও আগ্নেয়সংহম দ্বারা শরীর শোষ-

মিতি কৃতম্ । স লিঙ্গং দেবদেবন্ত প্রতিষ্ঠাপ্যার্চ-
য়ন্নপি । ১১ । ভাস্মশায়ী ভাস্মদিষ্টো নৃত্যগীতৈর-
তোষয়ৎ । জপেন বৃষনাদৈশ্চ তপসা ভাবিতঃ
ভটিঃ । ১২ । তমেবং তোষয়ণং তু ভক্ত্যা পর-
মম্মা যুতম্ । ভগবান্শ্চ তুমভ্যোক্ত্য ইদং বচন-
মব্রবীৎ । ১৩ । জৈগীষব্য মহাবুদ্ধে পশু মাং
দিব্যচক্ষুষা । তুষ্টোহস্মি বরদশ্চাহং ক্রহি যন্তে
মনোগতম্ । ১৪ । স এবমুক্তো দেবেন দেবং
দৃষ্ট্বা জিলোচনম্ । প্রণম্য শিরসা পাদাবিদং বচন-
মব্রবীৎ । ১৫ । জৈগীষব্য উবাচ । ভগবন্ দেব-
দেবেশ মম তুষ্টো যদি প্রভো । জ্ঞানযোগং হি
মে দেহি যঃ সংসারনিকৃন্তনম্ । ১৬ । ভগবন্
নান্তদিচ্ছামি যোগাংপরতরং হিতম্ । অস্মি ভক্তিশ্চ
নিত্যং মে দেব্যাং স্বন্দে গণেশ্বরে । ১৭ । ন চ
ব্যাদিভয়ং ভূম্নর চ তেজোহপমানতা । অহুৎসেকং
তথা কাস্তিঃ দমং শমমখাপি চ । ১৮ । এতান্ বরা-

মহাদেব যদিচ্ছামি জিলোচন । ১৯ । ঈশ্বর উবাচ ।
অজরশ্চামরশ্চৈব সৰ্বশোকবিবৰ্জিতঃ । মহাযোগী
মহাবীৰ্য্যো যোগৈশ্বর্য্যসমম্বিতঃ । ২০ । প্রভাবান্শ্চ
ক্ষেত্রশ্চ শুভ্রশ্চ মম শাশ্বতম্ । যোগাষ্টকপটমৈশ্বর্য্যং
প্রাপ্যাসে পরমং মহৎ । ২১ । ভবিষ্যসি মুনিশ্রেষ্ঠ
যোগাচার্য্যঃ সুবিক্রমঃ । ২২ । যন্তেদং স্বংকৃতং
লিঙ্গং নিয়মেনার্চয়িষ্যতি । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো
যোগং দিব্যমবাপ্যতি । ২৩ । জৈগীষব্যগুহ্যং
চৈমাং প্রাপ্য যোগং কুরুতি যঃ । স সপ্তরাত্রা-
দযুক্তান্নাসংসারং সত্তরিত্যতি । ২৪ । মাসেন
পূৰ্ব্জজাতিঞ্চ জন্মাতীতঞ্চ বেৎসতি । একবাত্রাস্তম্
শুদ্ধাং দ্বাত্যাং তারয়তে পিতৃন । ত্রিরাত্রেণ ব্যতী-
তেন দ্বপরান্ সপ্ত তারয়েৎ । ২৫ । পুনশ্চ তব
বিপ্রর্ষে অজেষ্যহঞ্চ যোগিভিঃ । ইচ্ছতো দর্শনং
চৈব ভবিষ্যতি চ তে মম । ২৬ । ইতি দেবো
বরান্ দত্ত্বা তত্রৈবাস্তরদীয়ত । এতৎকৃতযুগে বৃন্তং
তব দেবি প্রভাষিতম্ । ২৭ । ত্রেতাযুগে মহাদেবি

গাস্তে নগ্ন হইলেন । ১—১০ । পূৰ্ব্বকল্পে মহো-
দয় নামে শঙ্করের একটা স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ছিল, জৈগী-
ষব্য সেই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চনা করিতে
লাগিলেন । তিনি ভাস্মশায়ী, ও ভাস্মলিপ্তাঙ্গ
হইয়া নৃত্য-গীত, জপ, ও বৃষনাদ দ্বারা নিয়ত শঙ্ক-
রের পরিতোষ সাধন করিতে লাগিলেন । এই-
রূপ তপস্যায় তিনি ভক্তিমাম্ ও নিশ্চল হইলেন ।
তিনি এইরূপে পরম ভক্তিসহকারে এইভাবে
শঙ্করের সন্তোষ সাধন করিতে থাকিলে ভগবান্
শঙ্কর তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া এই কথা
কহিলেন যে, হে মহাবুদ্ধি জৈগীষব্য ! তুমি
আমাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা অবলোকন কর ;
আমি তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিতে
আসিয়াছি ; তোমার যাহা অভিলাষ প্রার্থনা কর ।
দেব শঙ্কর এই কথা কহিলে জৈগীষব্য সেই
জিলোচনকে অবলোকনপূৰ্ব্বক মস্তক দ্বারা তদীয়
পদযুগলে প্রণতি করিয়া এই কথা কহিলেন,—হে
দেবদেবেশ, ভগবন্ ! হে প্রভো ! আপনি যদি
আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে যাহা দ্বারা
সংসারনিবৃত্তি হয়, সেই জ্ঞানযোগ আমাকে প্রদান
করুন । হে ভগবন্ ! যোগজ্ঞান ব্যতীত অপর
হিতকর কোনও বিষয়ই আমি আকাঙ্ক্ষা করি না ।
আর আপনাতে, দেবীতে, গণেশ্বরে ও কুমারে
আমার ভক্তি যেন নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে । আর
আমার যেন ব্যাধিভয় বা তেজোহানি হয় না ;

গর্বাভাব, ক্রমা, দম, ও শম যেন আমার সতত
বর্তমান থাকে । হে জিলোচন মহাদেব ! আপনার
নিকট আমি এই সমস্ত বর প্রার্থনা করি । ১১—১৯ ।
ঈশ্বর কহিলেন,—আমার এই শুভ্র ক্ষেত্রের
প্রভাবে তুমি অজর, অমর, সৰ্বশোকহীন, মহা-
যোগী, মহাবীৰ্য্য, ও যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত হইবে । হে
মুনিবর ! তুমি অষ্টৈশ্বর্য্য-সমম্বিত পরম মহৎ যোগ
লাভ করিয়া যোগাচার্য্য নামে সুবিখ্যাত হইবে ।
আর তোমার অর্চিত এই লিঙ্গের যে ব্যক্তি নিয়ম
সহকারে অর্চনা করিবে, সে সৰ্বপাপবিমুক্ত হইয়া
দিব্য যোগ প্রাপ্ত হইবে । আর এই জৈগীষব্য-
গুহ্য থাকিয়া যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান করিবে, সেই
যুক্তান্না ব্যক্তি সপ্তরাত্র যোগানুষ্ঠানকলেই সংসার
হইতে পারত্রাণ পাইবে । একমাসে সে পূৰ্ব্জজাতি
এবং অতীত জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয় । মানব ঐ
স্থানে একরাত্র যোগানুষ্ঠানেই শরীরশুদ্ধি লাভ
করিবে ; দুই রাত্রিতে পিতৃগণের নরকমুক্তি ও
ত্রিরাত্রে সপ্ত পিতৃপুরুষের নরকত্রাণ বিধান
করিতে পারিবে । হে বিপ্রর্ষে ! আর তুমি সমস্ত
যোগিজ্ঞানের অজেষ্য হইবে ; এবং যখন ইচ্ছা
আমাকে দেখিতে পাইবে ! দেব মহেশ্বর, এইরূপ
বরপ্রদানান্তে সেই স্থানেই অস্তর্ধান করিলেন ।
হে দেবি । এই যাহা বলিলাম, এই ঘটনা সত্যযুগে
ঘটিয়াছিল । ত্রেতাযুগে ও দ্বাপর যুগে সেইরূপই

হাপরেহপি তথৈব চ । কলিযুগপ্রবেশে তু বাল-
খিল্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিন্ প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
স্বর্ঘ্যস্থলসমীপতঃ । আরাধয়ন্তো দেবেশং গুহা-
মধানিবাসিনম্ ॥ ২৯ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্বয়ম-
শ্চোক্তরৈতসঃ । বর্ষায়ুতঃ তপস্তপ্তা সিদ্ধিঃ জঘ্মুস্তদা-
ত্মিকাম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সিদ্ধেশ্বরং লিঙ্গং কলৌ
খ্যাতং বরাননে । যদা সোমেন সংযুক্তা কৃষ্ণা
শিবচতুর্দশী । তদৈব তস্মৈ দেবস্মৈ দর্শনং দেবি
তুর্লভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎপুণ্যমুপ-
জায়তে । তৎপুণ্যং লভতে দেবি সিদ্ধলিঙ্গস্মৈ
পূজনাং ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সিদ্ধেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শায়য়ে তু দেবেশি অরুণেন
প্রলিঙ্গিতম্ । ধনুযাং চ যত্র তত্র সিদ্ধলিঙ্গসমীপতঃ ॥
১ ॥ স্বর্ঘ্যসারথিনা তত্র লিঙ্গং দেবি প্রতীতিষ্ঠিতম্ ।
কলৌ পাপহরং নাম দর্শনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ২ ॥

ছিল, কোনও নূতন ঘটনা ঘটে নাই । পরে কলি-
যুগ আরম্ভ হইলে বালখিল্য মহর্ষিগণ এই প্রভাস
ক্ষেত্রে স্বর্ঘ্যস্থল-সমীপে আসিয়া গুহামধ্যবাসী
দেবেশ মহেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন । সেই
অষ্টাশীতি সহস্র উক্তরৈতঃ মহর্ষি অযুত বৎসর
তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত
হইয়াছেন । অগ্নি বরাননে ! সেই হইতে উক্ত
লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর নামে কলিযুগে খ্যাত হইয়াছেন ।
হে দেবি ! সোমবারযুক্তা কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সেই
লিঙ্গের দর্শন অতীব তুর্লভ । সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দান
করিলে যে ফল, উক্ত সিদ্ধ লিঙ্গের পূজা করিলে
সেই ফলই লাভ করা যায় । ২০—৩২ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবেশি ! সেই সিদ্ধ
লিঙ্গের নিকটেই অগ্নিকোণে তিনধনুঃপরিমাণ
অন্তরে স্বর্ঘ্যসারথি অরুণপ্রতিষ্ঠিত পাপহর নামক
লিঙ্গ বিরাজমান । কলিকালে সেই লিঙ্গের দর্শনে

চৈত্রমাসত্রয়োদশ্যাং শুক্লায়াং বরবর্ণিনি । পূজয়েদ্বিধি-
বস্তৃত্যা পৌণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পাপনাশনোৎপত্তিবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পাতালবিবরস্তাপি মাহাত্ম্যং শৃণু
সাম্প্রতম্ । পূর্বপৃষ্টং মহাদেবি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্মাণা ॥
১ ॥ তমোভাবে সমুৎপন্নৈ জাতান্তজৈব রাক্ষসাঃ
স্বর্ঘ্যস্ত ঘেষণঃ সর্বৈ হসন্ত্যাতা মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
তে তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানং সমুদ্যস্তঃ দিবাকরম্ । তে
ধুম্রপ্রমুখাঃ সর্বৈ জহসুঃ স্বর্ঘ্যমঞ্জসা ॥ ৩ ॥ অস্মাক-
মস্তকঃ কোহয়ং বিদ্যতে পাপকর্মকৃৎ । ইত্যুচুর্কি-
বিধা বাচঃ স্বর্ঘ্যস্তাগ্রে স্থিতান্তদা ॥ ৪ ॥ ইতি
ব্রূত্বা তদা দেবঃ ক্রোধপ্রফুরিতাধরঃ । রাক্ষ-
সানাম্ বচশ্চৈব ভক্ষ্যমাণো দিবাকরঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ ক্রোধাভিভূতেন চক্ষুযা চাবলোকয়ৎ । স
কুররকঃ কয়কৃতিমিরহিপকেশরী ॥ ৬ ॥ মহাং-

পাপরাশি বিনষ্ট হয় । অগ্নি বরবর্ণিনি ! চৈত্র মাসে
শুক্লা ত্রয়োদশীতে ভক্তিসহকারে যথাবিধি যদি
সেই লিঙ্গের অর্চনা করিলে, পুণ্ডরীক যজ্ঞের
ফল লাভ হয় । ১—৩ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! তুমি আমার
নিকট পূর্বের যে পাতালবিবরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহাই শ্রবণ কর । বিশ্বকর্মা
ব্রহ্মা স্বষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ তাহার
তমোভাবাবেশ হয় ; তাহাতে তখন অসংখ্য মহা-
বল ধুম্রপ্রমুখ স্বর্ঘ্যঘেষী রাক্ষস জন্মে । মহাত্মা
দিবাকরকে উদীয়মান দর্শনে সেই ধুম্রপ্রমুখ রাক্ষস-
গণ তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল । তাহার
তখন স্বর্ঘ্যের সম্মুখে যাইয়া “এই আমাদের
অন্তবিধায়ক পাপকর্ম্মাকে ?” ইত্যাদি বিবিধ কথা
কহিতে লাগিল । দেব দিবাকর, সেই রাক্ষসগণের
তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ এবং রাক্ষসগণকৃত আশ-
ভক্ষণোদ্যম দর্শন করিয়া ক্রোধে অভিভূত হই-

শুভান খগঃ সূর্য্যাস্তবিনাশমচিস্তয়ৎ । অজ্ঞানস্বঃ
ততশ্চিহ্নঃ রাক্ষসানাং দিবস্পতিঃ ॥ ৭ ॥ স ধর্ম্ম-
বিচ্যুতান্ দৃষ্ট্বা পাশোপহতচেতসঃ । এবং সঙ্কিন্ত্য
ভগবান্ দধৌ ধ্যানং প্রভাকরঃ ॥ ৮ ॥ অজ্ঞানঃস্তে-
জসা গ্রন্থং ত্রৈলোক্যং রজনীচরৈঃ । ততস্তে
ভাঙ্গনা দৃষ্টাঃ ক্রোধাধাতেন চক্ষুযা ॥ ৯ ॥ নিপেতু-
রশ্বরভ্রষ্টাঃ কীণপুণ্যাঃ ইব গ্রহাঃ । রাক্ষসৈবেষ্টিতো
ধূম্রো নিপতচ্ছুভেহস্বরাৎ ॥ ১০ ॥ অর্দ্ধপকং যথা
তালকসং কপিভিরাবৃতম্ । যদৃচ্ছয়া নিপেতুস্তে
যন্ত্রমুক্তা যথোপলাঃ ॥ ১১ ॥ ততো বায়ুবশাদভ্রষ্টা
ভিষা ভূমিং রসাতলম্ । জগ্মুস্তে ক্ষেত্রমাসাদ্য
প্রভাসং বরবর্ণিনি ॥ ১২ ॥ যত্র চার্কস্থলো দেবঃ
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ । তৎসারিধ্যস্থিতং দেবি পাতাল-
বিবরং মহৎ ॥ ১৩ ॥ অস্তানি কোটিশঃ সন্তি তানি
লুপ্তানি ভামিনি । কৃতস্মরাং সমারভ্য যাবদর্কস্থলো
রবিঃ ॥ ১৪ ॥ দেবমাতুর্করং প্রাপ্য সিদ্ধয়োহষ্টৌ

ব্যবস্থিতাঃ । এতশ্চিন্নস্তরে দেবি সূর্য্যক্ষেত্রমুদা-
হৃতম্ ॥ ১৫ ॥ সূর্য্যস্ত তেজসো দেবি মধ্যভাগং হি তৎ
স্মৃতম্ । সর্বং হেমময়ং দেবি নাপুণ্যস্তত্র বীকতে ॥
১৬ ॥ বিবরাণাং শতং চৈকং স্পর্শাশ্চৈব তু কোটিশঃ ।
তত্র সন্তি মহাদেবি সিদ্ধেশস্ত প্ররক্ষতি ॥ ১৭ ॥ ইদং
ক্ষেত্রং মহাদেবি প্রিয়ং সূর্য্যস্ত সর্বদা সূর্য্যপর্ব্বণি
সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাদিকং প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ ব্রাহ্মী
চৈব হিরণ্যা চ সঙ্গমচ্চ মহোদধেঃ । এতল্লিসঙ্গমং
দেবি কোটিতীর্থকলপ্রদম্ ॥ ১৯ ॥ দেবমাতা চ
তত্রৈব মন্মথশস্ত্রং তিষ্ঠতি । নাগস্থানং নগস্থানং
তত্রৈব সমুদাহৃতম্ ॥ ২০ ॥ ইতি সক্ষেপতঃ প্রোক্ত-
মর্কস্থলমহোদয়ম্ । রাক্ষসানাঞ্চ সম্প্রাদাহুচ্চ
বিবরং যথা ॥ ২১ ॥ অস্তানি তত্র দেবেশি লুপ্তানি
বিবরাণি বৈ । একস্ত প্রকটং তত্র দৃষ্টতেহদ্যাপি
ভামিনি ॥ ২২ ॥ জীমূখং নাম তদ্বারং রক্ষ্যতে
মাতৃভিঃ প্রিয়ে । বর্ষমেকং চতুর্দশাং নিয়মাদ্যন্ত
পূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ তত্র মাতৃগণান্ দেবি সুনন্দাদান্

লেন । কোপবশে তাঁহার অধর ক্ষুরিত হইতে
লাগিল । সেই তিমিরকরী়র কেশরিন্মরূপ ক্রুর-
রাক্ষসবিনাশক সূর্য্যদেব তখন সক্রোধে তাহা-
দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । মহাশুভমালী
দিবস্পতি আকাশচর প্রভাকর ভগবান্ সূর্য্যদেব,
তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মবিচ্যুত ও পাশোপহতচেতা
দর্শনে তাহাদিগের সংহার বিষয়ে চিন্তা করিতে
লাগিলেন ; পরন্তু কোনই ছিদ্ৰ পাইলেন না ;
তিনি তীব্র ধ্যানবলে দেখিলেন যে, সেই রাক্ষস-
গণের ভেজে ত্রৈলোক্য আক্রান্ত হইয়াছে ; ইহা
দেখিয়া তিনি ক্রোধপূর্ণনয়নে তাহাদিগের প্রতি
ত করিলেন । তাহাতে তাহারা কীণপুণ্য
গ্রহের স্তায় গগনতল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত
হইল । রাক্ষসগণপরিবেষ্টিত ধূম্ররাক্ষস যখন
গগনতল হইতে পতিত হয়, তখন সে যদৃচ্ছাক্রমে
কপিগণাবৃত অর্দ্ধপক তালকলের স্তায় শোভা ধারণ
করিয়াছিল । অগ্নি বরবর্ণিনি ! তাহারা যন্ত্রমুক্ত
প্রস্তরখণ্ডবৎ আকাশতল হইতে পড়িতে পড়িতে
বায়ুবগবশে প্রভাসক্ষেত্রে পড়িয়া ভূমিভেদপূর্ব্বক
রসাতলে প্রবিষ্ট হইল । হে দেবি ! সর্বসিদ্ধি-
প্রদায়ক অর্কস্থল দেব যেখানে আছেন, তাঁহার
নিকটেই সেই মহৎ পাতালবিবর বিদ্যমান । অগ্নি
ভামিনি ! সেখানে আরও কোটি কোটি বিবর
আছে বটে, কিন্তু তৎসমস্ত অধুনা লুপ্ত হইয়া
গিয়াছে । কৃতস্মর তীর্থ হইতে অর্কস্থল রবি

পর্য্যন্ত স্থানে, দেবমাতার নিকট হইতে লব্বর
অষ্ট সিদ্ধি বিদ্যমান আছেন । হে দেবি ! এই
সৌম্যবন্ধ স্থানই সূর্য্যক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হয় । উহাই
সূর্য্যতেজের মধ্যভাগ বলিয়া বিখ্যাত । ঐ স্থানের
সমস্তই .স্বর্ণময়, পরন্তু অকৃতপুণ্য জনগণ তাহা
দৌধিতে পায় না । হে মহাদেবি ! সেখানে একশত
একটি বিবর এবং কোটি কোটি স্পর্শমণি বিদ্যমান
আছে । সিদ্ধেশ ঐ সমস্ত রক্ষা করিয়া থাকেন ।
১—১৭ । হে মহাদেবি ! এই ক্ষেত্র ভাস্কর দেবের
সতত প্রিয় । প্রিয়ে ! সূর্য্যগ্রহণকালে ইহা কুরু-
ক্ষেত্রোপেক্ষাও অধিক কলপ্রদ হইয়া থাকে । হে
দেবি ! ব্রাহ্মী সঙ্গম, হিরণ্যা-সঙ্গম ও সাগর-সঙ্গম,
এই তিনটি সঙ্গমস্থল কোটিতীর্থকলপ্রদ । সেই
স্থানেই দেবমাতা, মন্মথ, নাগস্থান, ও নগস্থান
নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান । এইরূপ উক্ত
হইয়া থাকে । এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে
মহোদয়বিধায়ক অর্কস্থলতীর্থের বিবরণ এবং
রাক্ষস-সম্প্রাদ বশত যেরূপে বিবরোৎপত্তি ঘটি-
য়াছে, তদ্বৃ্তান্ত কহিলাম । হে ভামিনি দেবেশি !
সেখানে অপরাপর বিবরনিকর বিলুপ্ত হইয়া
গিয়াছে, এখন সেখানে একটি মাত্র বিবরই প্রকট
আছে । উহা এখনও সকলের নয়নগোচর হইয়া
থাকে । সেই শুভাধারের নাম জীমূখ । অগ্নি
প্রিয়ে । মাতৃকাগণ সেই দ্বাররক্ষাকার্য্যে নিযত

বিধানতঃ । পশুপুশ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চতোক্তমৈঃ ।
 বিশ্রাণাং ভোজনেদেবি তস্মৈ সিন্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
 তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন ভজ্যর্কস্থলসন্নিধৌ । পূজয়ে-
 ন্নাতুরঃ সৰ্বা যদৌচ্চেৎ সিন্ধিমাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥ এতাস্ত
 মাতরো দেবি সুনন্দাগণনামতঃ ॥ খ্যাতিং যান্তি
 প্রভাসে তু ক্লেজেহস্মিন্ বরবর্ণিনি ॥ ২৬ ॥ এতৎ
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং পাতালোত্তরমধ্যতঃ । তচ্ছূহা
 মূচ্যতে দেবি সৰ্বাপন্তো নরোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি জীম্বান্দে পাতালবিবরসুনন্দাদিমাতৃগণোৎ-
 পত্তিবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ পূজাবিধানস্তে কথয়ামি
 যশস্বিনি । অর্কস্থলস্ত দেবস্ত যথা পূজ্যো নরস্তমৈঃ ॥
 ১ ॥ সর্বেষামেব দেবানামাদিত্যস্তেন উচ্যতে । আদি-
 কর্তা ত্বসৌ ষম্মাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে ॥ ২ ॥ নাদি-
 ত্যেন বিনা রাজির্ন দিবা ন চ তর্পণম্ । ন ধর্মো

নিযুক্তা ব্রহ্মিষাছেন । যে মানব এক বৎসর যাবৎ
 নিয়ম সহকারে, যথাবিধি প্রতিচতুর্দশীতে পশু,
 পুষ্প, ধূপ, দীপ, উত্তমোত্তম উপহার ও ব্রাহ্মণ-
 ভোজন দ্বারা সেই সুনন্দাদি মাতৃগণের অর্চনা
 করে তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় । অতএব আত্ম-
 সিদ্ধি কামী মানবের পক্ষে অর্কস্থলসন্নিধানে সেই
 সকল মাতৃগণের অর্চনা করা সর্বপ্রযত্নেই কর্তব্য ।
 অগ্নি বরবর্ণিনি দেবি ! এই মাতৃগণ, প্রভাসে উক্ত
 অর্কস্থল ক্ষেত্রে সুনন্দাগণ নামে খ্যাত হইয়াছেন ।
 আমি এই পাতালবিবরের আদি মধ্য অন্ত,—
 সমস্তই সংক্ষেপে कहিলাম । হে দেবি ! উত্তম
 মানব ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব আপদ হইতে বিমুক্ত
 হয় ॥ ১৮—২৭ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর कहিলেন,—অগ্নি যশস্বিনি ! অর্কস্থল
 দেবের যে বিধানে পূজা করিতে হয়, এক্ষণে আমি
 নরোত্তমগণের কর্তব্য সেই পূজাবিধান বলি-
 তেছি । আদিত্যই সমস্ত দেবগণের আদি বলিয়া
 উক্ত হন ; তিনিই আদিকর্তা, একান্ত আদিত্য
 নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন । আদিত্য ব্যতীত

বৈ ন চাধর্মো ন সন্তিতৈচ্ছরাস্তরম্ ॥ ৩ ॥ আদিত্যঃ
 পালয়েৎ সৰ্ব্বামাদিত্যঃ সৃজতে সদা । আদিত্যঃ
 সংহরেৎসর্বঃ তস্মাদেব জয়ীময়ঃ ॥ ৪ ॥ আরাদন-
 বিধিং তস্মৈ ভাস্করস্ত মহান্বনঃ । কথয়ামি মহাদেবি
 বেদোক্তৈশ্চর্য্যবিস্তরৈঃ । তং শৃণু বরারোহে সর্ব-
 পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫ ॥ মূর্তিস্থঃ পূজ্যতে যেন বিধা-
 নেন মহেশ্বর । দাদশাঙ্কা যথা সূর্য্যস্তন্তে বক্ষ্যাম্য-
 শেষতঃ ॥ ৬ ॥ মুখশুদ্ধিঞ্চ কৃৎসাদৌ গ্নানং কৃৎসা
 বিশেষতঃ । বস্ত্রশুদ্ধিঞ্চ দেহশুদ্ধিঞ্চ কৃৎসা সূর্য্যঃ
 স্পৃশেত্তত ॥ ৭ ॥ দন্তকাঠবিধানস্ত প্রথমঃ কথয়ামি
 তে । মধুকে পুজলাভঃ স্মার্কৈ নেত্রশুষ্কং শ্রিয়ে ॥
 ৮ ॥ বক্রস্থং বৈ বদর্যা চ বৃহত্যা দুর্জ্ঞান জয়েৎ ॥
 ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভবেদ্বিধে খদিরে চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 রোগক্ষয়ঃ কদম্বে তু অর্থলাভোহতিমুক্তকে ।
 গুরুতাং যাতি সর্বত্র আটরুঘকসস্তবৈঃ ॥ ১০ ॥
 জাতিপ্রধানতাং জাতাবধখো বচ্ছতে যশঃ । শ্রিয়ঃ
 প্রাপ্নোতি নিখিলাং শিরীষস্ত নিবেষণাৎ ॥ ১১ ॥
 শ্রিয়স্কুং সেবমানস্ত সৌভাগ্যঃ পরমং ভবেৎ ॥
 অভীষিতার্থসিদ্ধিঃ স্মারিত্যঃ প্লবনিয়েষণাৎ ॥ ১২ ॥
 ন পাটিতং সমগ্নীয়াদন্তকাঠং ন সত্রণম্ । ন চোক্তশুদ্ধঃ

রাজি, দিবা, জীবগণের তৃপ্তি, ধর্ম বা অধর্ম—
 এমন কি চরাচর জগৎই থাকে না । আদিত্যই
 সমস্ত পালন করেন, আদিত্যই সতত সমস্ত সৃজন
 করেন, আর আদিত্যই সমস্ত জগতের সংহার
 সাধন করেন, এই জন্তই আদিত্যকে জয়ীময় বলা
 যায় । হে মহাদেবি ! সেই মহাত্মা ভাস্করের আর-
 দনাবিধি বৈদিকমন্ত্রবিস্তর সহকারে বলিতেছি ।
 অগ্নি বরারোহে ! তুমি সেই সর্বপাপপ্রণাশন পূজা-
 বিধান শ্রবণ কর । হে মহেশ্বর ! দাদশাঙ্কা সূর্য্য-
 দেবকে মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে বিধানে অর্চনা
 করিতে হয়, আমি তাহা তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে
 বলিতেছি । প্রথমতঃ মুখশুদ্ধিবিধানান্তে বিশেষ-
 রূপে গ্নান করিবে ; পরে বস্ত্রশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি
 করিয়া আদিত্য দেবকে স্পর্শ করিবে । প্রথমতঃ
 তোমাকে দন্তকাঠবিধান বলিতেছি । হে শ্রিয়ে !
 মধুকে পুজলাভ, অর্কে নেত্রশ্রীতি, বদরীতে
 বাগ্মিতা, বৃহতীতে দুর্জ্ঞানবিজয় বিধে ও খদিরে
 ঐশ্বর্য্য, কদম্বে রোগক্ষয়, অতিমুক্তকে অর্থলাভ,
 আটরুঘকে সর্বত্র গুরুত্ব, জাতিকাঠে জাতিপ্রাধান্ত,
 অশ্বখে যশ, শিরীষে অখিলা জী, শ্রিয়হুতে পরম
 সৌভাগ্য, এবং প্রতিদিন প্লবৎকাজাত কাঠদ্বারা

বক্রং বা নৈব চ শুদ্ধিবর্জিতম্ ॥ ১০ ॥ বিতস্তিমাত্রম্
শ্রীয়াদীর্ঘঃ হ্রস্বঞ্চ বর্জয়েৎ । উদযুধঃ প্রাযুখো বা
সুখাসীনোহথ বাগ্‌যতঃ ॥ ১৪ ॥ কামঃ যথেষ্টে
হৃদয়ে কৃতা সমভিমত্যা চ । মন্ত্ৰেণানেন মতিমান-
শ্রীয়াদন্তধাবনম্ ॥ ১৫ ॥ বরং দহাভিজ্ঞানাসি কামঃ
চৈব বনম্পতে । সিদ্ধিং প্রযচ্ছ যে নিত্যং দন্তকাঠ
নমোহস্ত তে ॥ ১৬ ॥ ত্রীনবারান্ পরিজপ্যেবং ভক্ষয়ে-
দন্তধাবনম্ । পশ্চাৎপ্রকাল্য তৎকাঠঃ শুচৌ দেশে
বিনিক্ষিপেৎ ॥ ১৭ ॥ দন্তকাঠেন দেবেশি ন জিহ্বাং
পরিমার্জয়েৎ । পৃথক্‌পৃথক্‌দা কার্য্যং যদিচ্ছেদ্বিপুলঃ
যশঃ ॥ ১৮ ॥ অঙ্গুল্যা দন্তকাঠঞ্চ প্রত্যক্‌ লবণঞ্চ
যৎ । মৃত্তিকাতত্ত্বঞ্চ চৈব তুল্যাং গোমাংসভক্ষণৈঃ ॥
১৯ ॥ মুখে পশু্যসিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো বিজঃ ।
তস্মাক্কুমধার্জং বা ভক্ষয়েদন্তধাবনম্ ॥ ২০ ॥
বর্জিতে দিবসে চৈব গণ্ডুযাঃশ্চৈব ষোড়শ । তন্তুৎ-
পত্নৈঃ স্নুগৈশ্চৈব মুখশুদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ২১ ॥ মুখশুদ্ধি-
মকুত্বা যো ভাস্করঃ স্পৃশতি বিজঃ । ত্রীণি বর্ষ-

সহস্রাণি স কুঞ্জী জায়তে নরঃ ॥ ২২ ॥ এবং বস্ত্রাদি
সংশোধ্য ততঃ স্নানং সমাচরেৎ । শুচৌ মনোরমে
স্থানে সংগৃহ্যস্ত্রেণ মৃত্তিকাম্ ॥ ২৩ ॥ সানুস্মারোকায়-
যুতো হকারঃ কট্টসমধিতঃ । অনেনাস্ত্রেণ সংগৃহ্য
স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥ ভাগজয়ং তু সংশুদ্ধং
তৃণপাষাণবর্জিতম্ । একমস্ত্রেণ চালত্য তথাস্ত্রং
ভাস্করেণ তু ॥ ২৫ ॥ অষ্টৈশ্চৈব তৃতীয়ন্ত
অভিমত্যা সক্রুৎসক্রুৎ । জপ্তাস্ত্রেণ ক্রিপে-
দিস্থ নির্ধিয়ন্ত জলং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ সূর্য্যতীর্ষ-
ধিতীয়েন তৃতীয়েন সক্রুৎসক্রুৎ । শুষ্ঠস্মিতা ততঃ
স্নায়াদ্রবিভীর্থেন মানবঃ ॥ ২৭ ॥ তূর্য্যশঙ্খনিদেন
ধ্যাত্বা দেবং দিবাকরম্ । স্নাত্বা রাজোপচারেণ
পুনরাচম্য যত্নতঃ ॥ ২৮ ॥ স্নানং কৃতা ততো দেবি
মন্ত্ররাজেন সংযুতম্ । হরেকৌ বিন্মূলশ্চ
তথাস্ত্রো দীর্ঘয়া সহ ॥ ২৯ ॥ মাত্রয়া রেকসংযুক্তো
হকারো বিন্মূল সহ । সকারঃ সবির্গন্ত মন্ত্ররাজো-
হয়মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ ততস্ত তর্পয়েন্নান্ সর্বাংস্তাংস্ত
করাগ্রজৈঃ । তুলনাদৃষ্টতো দেবান্ সবে্যন চ

দন্তধাবন করিলে বহুতীর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে ।
পাটিত, সচ্ছিন্ন, উর্দ্ধগত, বক্র, কিম্বা স্বকৃশ্ল দন্ত-
কাঠ ব্যবহার করিতে নাই । বিতস্তিমাত্র দন্ত-
কাঠই ব্যবহার্য্য, এতদপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ দন্ত-
কাঠ অব্যবহার্য্য । মতিমান্ মানব উত্তরমুখে বা
পূর্বমুখে সুখাসীন হইয়া বাক্‌সংযম সহকারে চিন্তে
যাহা ইচ্ছা কামনা করিয়া, এইমন্ত্রে অভিমন্ত্রণপূর্বক
দন্তকাঠ ভক্ষণ করিবে । মন্ত্র যথা, “বরং দহা”
ইত্যাদি “নমোহস্ত তে” পর্য্যন্ত । এইমন্ত্রে তিনবার
অভিমন্ত্রিত করিয়া দন্তকাঠ ভক্ষণ করিতে হয় ।
পরে সেই ভক্ষিত দন্তকাঠ প্রকালনাতে শুচিস্থানে
নিক্ষেপ করিবে । হে দেবেশি! যদি বিপুল
যশঃকামনা থাকে, তবে দন্তকাঠ দ্বারা জিহ্বামার্জন
করিবে না, কিন্তু দন্তকাঠ ও জিহ্বামার্জনকাঠ,
পৃথক্‌ পৃথক্‌ই করিবে । অঙ্গুলিদ্বারা দন্তকাঠের
কার্য্যসাধন, প্রত্যক্‌দৃষ্ট লবণ ভক্ষণ ও মৃত্তিকা-
ভোজন,—এই তিনটি গোমাংসভক্ষণের তুল্য ।
মুখ পশু্যসিত থাকিলে বিজবাক্তি অশুচি হইয়া
থাকেন, এজন্য শুক বা আর্য্য যেরূপই হইক, দন্ত-
কাঠ ভক্ষণ কর্তব্য । যে সকল দিনে দন্তকাঠ
বর্জনীয়, ততদিনে দন্তকাঠবিহিত পত্রচয় দ্বারা
কিম্বা স্নুগজ দ্বারা মুখশুদ্ধি করিয়া ষোড়শ
গণ্ডুয জল দ্বারা মুখ প্রকালন করিবে । যে বিজ

মুখশুদ্ধি না করিয়া ভাস্কর দেবকে স্পর্শ করে, সে
তিন সহস্রবৎসর যাবৎ কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
এইরূপ বসনাদিগণ্ড শোধনাবধানান্তে স্নান করিবে ।
শুচি মনোরম স্থান হইতে “হ্রী কট্ট” মন্ত্রে তৃণপাষা-
ণাদহীন মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক তিনভাগ করিয়া উহার
এক ভাগ কট্টমন্ত্রে, একভাগ সূর্য্যমন্ত্রে ও অপর
ভাগ অঙ্গমন্ত্রে অভিমন্ত্রণান্তে উহার কিয়দংশ স্ব-
গাত্রে লেপন ও অবশিষ্ট অংশ অঙ্গমন্ত্রে অভিমন্ত্রণ
করত দশাদিকে নিক্ষেপ করিবে । এরূপ করিলে
সেইজল বিঘ্নরাহত হয় । অতঃপর “গঙ্গে চ”
ইত্যাদি মন্ত্রে, সূর্য্যমন্ত্রে ও বক্ষ্যমাণ “হ্রী হ্রৈ সঃ”
এই মন্ত্রে এক একবার জলাভিমন্ত্রণান্তে রাবতীর্থে
স্নান করিবে । তৎকালে শঙ্খ তূর্য্যাদিধ্বনি করা
কর্তব্য । সেই বাদ্যোদ্যমসমকালে দেবাদবাকরকে
ধ্যান করত রাজোপচারে স্নান করান কর্তব্য ।
হে দেবি! স্নানান্তে পুনরাচমন করিয়া “হ্রী হ্রৈ সঃ”
মন্ত্ররাজ দ্বারা জলাভিমন্ত্রণপূর্বক পুনরায় স্নান
করিবে । হ্রী হ্রী সঃ, * ইহাই মন্ত্ররাজ । ১—৩০ ।
অতঃপর “নমঃ” উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের

* মেরুতন্ত্রে “হ্রী হ্রৈ ই সঃ” এই মন্ত্র দৃষ্ট
হয় । ত্র্যক্ষর মন্ত্র নাই ।

মুনীঃস্তথা । পিতৃশ্চৈবাপসব্যোন হৃদ্বীজেন প্রত-
 র্ণয়েৎ ॥ ৩১ ॥ যস্মীতং প্রবরং লোকে অক্ষরাণাং
 মনৌষিভিঃ । একোনবিংশং মাত্ৰায়া অক্ষরং তৎ-
 প্রকীর্তিতম্ ॥ ৩২ ॥ এবং স্নাত্বা বিধানেন সঙ্ঘাঃ
 বন্দেদ্বিধানতঃ । ততো বিদ্বান্ ক্রিপেৎপশ্চাত্তাক্ষরাযো-
 দকাঞ্জলিম্ ॥ ৩৩ ॥ জপেচ্চ ত্র্যক্ষরং মন্ত্রং যগ্মুখঞ্চ
 যদৃচ্ছয়া । মন্ত্ররাজেতি যঃ পুংসঃ তবাখ্যাতো ময়া
 প্রিয়ে ॥ ৩৪ ॥ পশ্চাত্তীর্থেন মন্ত্রাচ্চ সংহত্য হৃদয়ে
 স্তসেৎ । মন্ত্রৈরান্মানমেকত্র কৃৎস্বা চর্য্যং প্রদাপয়েৎ ॥
 ৩৫ ॥ রক্তচন্দনগন্ধৈশ্চ শুচিঃস্নাতো মহীতলে ।
 কৃৎস্বা মণ্ডলকং কৃত্তমেকচিত্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
 গৃহীত্বা করবীর্য্যনি তাস্মৈ সংস্থাপ্য ভাজনে ।
 তিলতণ্ডুলসংযুক্তং কুশগন্ধোদকেন তু ॥ ৩৭ ॥
 রক্তচন্দনধূপেন যুক্তমর্ঘ্যোপসাধিতম্ । কৃৎস্বা শিরসি
 তৎপাত্রং জাহ্নুভ্যামবনিং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ মূলমস্ত্রেণ
 সংযুক্তমর্ঘ্যং দদ্যাচ্চ ভানবে । মুগ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ
 যো হেবং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ যদ্যুগাদিসহশ্রেণ
 ব্যতীপাতশতেন চ । অঘ্ননানাং সহশ্রেণ যৎফলং
 জ্যেষ্ঠপুঙ্করে । তৎফলং সমবাপ্নোতি স্থৃগ্যার্ঘ্য-

পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা সমস্ত মন্ত্র, দেবতা, মুনী
 ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। মনৌষিগণ অক্ষর
 নিচয় সম্বন্ধে লোকে যে সমস্ত প্রবর কীর্তন করি-
 য়াছেন, মাত্রা সম্বন্ধেও সেই একোনবিংশ অক্ষরই
 বিজ্ঞেয়। এইরূপ বিধান মতে স্নানান্তে যথাবিধি
 সঙ্ঘ্যাবন্দনা করিবে। বিদ্বান্ মানব অতঃপর ভাস্ক-
 রোদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিবে। তৎপর
 ত্র্যক্ষর যগ্মুখ মন্ত্র যথেষ্ট জপ করিবে। প্রিয়ে!
 সেই মন্ত্ররাজ আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে
 বলিয়াছি। অতঃপর আবাহিত তীর্থাদির সহিত
 মন্ত্রনিচয়কেও সংহারক্রমে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে।
 পরে মন্ত্রসহ স্নাত্বা ঐক্যবিধানান্তে অর্ঘ্য প্রদান
 করিবে। তাহার বিধান যথা—স্নাত শুচিমানব
 একাগ্রচিত্তে ভূতলে রক্তচন্দনগন্ধদ্বারা একটি বৃত্তা-
 কার মণ্ডল লিখি। তদুপরি তাত্রপাত্র স্থাপনান্তে
 সেই পাত্রে করবীরপুষ্প, তিল, তণ্ডুল, কুশ, গন্ধ,
 উদক ও রক্তচন্দন স্থাপন করিবে। এই সময়ে
 ধূপপ্রদানও কর্তব্য। অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্র
 মস্তকে লইয়া জাহ্নুদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ করত মূল
 মস্তোচ্চারণপূর্বক ভাস্কর দেবকে সেই অর্ঘ্য প্রদান
 করিবে। যে জন এই বিধানে অর্ঘ্য প্রদান করে,
 সে সৰ্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। সহস্র যুগাদ্যা,

নিবেদনে ॥ ৪০ ॥ দীক্ষামন্ত্রবিহীনোহপি ভক্ত্য
 সংবৎসরেণ তু । কলমর্ঘ্যেণ বৈ দেবি লভতে
 নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ যঃ পুনর্দীক্ষিতো বিদ্বান্ বিধি-
 নার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ । নাসৌ সম্ভবতে ভূমৌ প্রলয়ং
 যাতি ভাস্করে ॥ ৪২ ॥ ইহ জন্মনি সৌভাগ্যমায়-
 রারোগ্যাসম্পদম্ । অচিরান্নভতে দেবি সত্যর্ঘ্যঃ
 সুখভাজনম্ ॥ ৪৩ ॥ এবং স্নানবিধিঃ প্রোক্তঃ
 সৌরঃ সংক্ষেপতস্তব । হিতায় মানবেজ্ঞাণাং সৰ্ব-
 পাপপ্রণাশনঃ ॥ ৪৪ ॥ অথবা বেদমার্গেণ কুর্ঘ্যাত্ স্নানং
 বিজ্ঞোক্তম্ । যদ্যেবং মন্ত্রবিস্তারে হৃদন্তো দীক্ষয়া
 বিনা ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অথ পূজাবিধানন্তে
 কথয়ামি যশস্বিনি । বেদমার্গেণ দিবোন ব্রাহ্মণানাং
 হিতায় বৈ ॥ ৪৬ ॥ এবং সঙ্কৃতসম্ভারঃ পুষ্পাদি-
 প্রণীকৃতঃ । তত আবাহয়েস্তাহুং স্থাপয়েৎ
 কর্ণিকোপরি ॥ ৪৭ ॥ উপস্থানস্ত বৈ কৃৎস্বা মস্ত্রেণানেন
 সূত্রতে । উহৃত্যঃ জাতবেদসমিতি মন্ত্রঃ সম্পরি-
 কীর্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥ অগ্নিঃ দূততি মস্ত্রেণ অনেকাবাহ

শত ব্যতীপাত, সহস্র অঘ্ননসংক্রান্তি, ও জ্যেষ্ঠপুঙ্করে
 যে ফল, স্তৃগ্যার্ঘ্যদানে সেই ফলই লব্ধ হয়। হে
 দেবি! দীক্ষামন্ত্রহীন মানব যদি ভক্তিসহকারে
 সংবৎসর কাল যাবৎ অর্ঘ্যদান করে, তবে পুরোক্ত
 ফল প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। পরন্তু
 দীক্ষিত বিদ্বান্ মানব যদি যথাবিধি অর্ঘ্যদান করে,
 তবে সে আর কদাচ ভূতলে সম্ভূত হয় না, পরন্তু
 সেই দিবাকরেই বিলীন হইয়া থাকে। সেই মানব
 ইহলোকে ভার্ঘ্যার সহিত অচিরকাল মধ্যেই
 সৌভাগ্যাসম্পদভাজন, আরোগ্যাসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু
 হইয়া থাকে। সাধু মানবগণের হিতসাধনার্থ এই
 আমি তোমার নিকট সৌর স্নানবিধান সংক্ষেপতঃ
 কীর্তন করিলাম। ইহা সৰ্বপাপবিনাশক। অথবা
 দীক্ষাভাব বশতঃ কিংবা কারণান্তরে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাতি
 যদি এরূপ মন্ত্রবিস্তারযুক্ত স্নানে অসমর্থ হন, তবে
 বেদবিধানমতেই স্নান কারবেন। ৩১—৪৫। ঈশ্বর
 কহিলেন,—অগ্নি যশস্বিনি! অতঃপর তোমার
 নিকট ব্রাহ্মণগণের হিতানিমিত্ত দিব্য বেদমার্গানুসারে
 পূজাবিধান বলিতেছি। অগ্নি সূত্রতে! এইরূপ স্নান-
 দির পর পুষ্পাদি সম্ভার সমাহরণ করিয়া ভাহুকে
 আবাহনান্তে বক্ষ্যমাণমন্ত্রে তদীয় উপস্থানপূর্বক
 কর্ণিকোপরি স্থাপন করিবে। মন্ত্রাধা—“উহৃত্যঃ”
 ইত্যাদি। অগ্নি ভামিনি! “অগ্নিঃ দূতঃ” ইত্যাদি

ভামিনি । আকুঞ্চে ন রজসা মজ্জেনানেন বাহর্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ হংসঃ শুচিষদিত্তি মজ্জেনানেন পূজয়েৎ । অপত্যোত্তেতি মজ্জেন স্বর্ঘ্যং দেবি প্রপূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥ অট্টমস্ত চৈতেন স্বর্ঘ্যং দেবি সমর্চয়েৎ । তরণি-
কিঞ্চদর্শেতি অনেন সততঃ জপম্ ॥ ৫১ ॥ চিত্রং দেবানামুদেতি ভদ্রাং দেবীং সদার্চয়েৎ । বিভূতি-
মর্চয়েন্নিত্যাং যেনা পাবকচক্ষসা ॥ ৫২ ॥ বিদ্যা-
মেধিরজঃপৃথিত্যনেন বিমলাং সদা । অমোঘাং
পূজয়েন্নিত্যাং মজ্জেনানেন সুব্রতে ॥ ৫৩ ॥ সপ্ত বা
হরিতোহনেন সিদ্ধিদাং সর্বকর্মসু । বিদ্যাতামর্চয়ে
দেবীং সপ্ত ভা হরিতেন চ ॥ ৫৪ ॥ নবমীং পূজয়ে-
দেবীং সততঃ সর্বতোমুখীম্ । মজ্জেনানেন বৈ
দেবি উদয়ন্তমিতীহ বৈ ॥ ৫৫ ॥ উদ্যন্নদ্যমিত্যেকঃ
প্রথমমক্ষরং জপেৎ । দ্বিতীয়ং পূজয়েদেবি শুক্রে
মে হরিতেতি বৈ ॥ ৫৬ ॥ উদগাদয়মাদিত্যো
হনেনাপি তৃতীয়কম্ । তৎসবিতুর্করেনোতি চতুর্থং
পরিকীর্তিতম্ ॥ ৫৭ ॥ মহাহিবো মহায়েতি পঞ্চমং
পরিকীর্তিতম্ । হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত যষ্ঠং বীজং
প্রকীর্তিতম্ ॥ ৫৮ ॥ সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা সপ্তমং
বরবর্ণিনি । এবং বীজানি বিস্তৃত্য আদিত্যঃ
স্থাপয়েচ্ছুতে ॥ ৫৯ ॥ আদিত্যঃ স্থাপয়িত্বা তু

পশ্চাদঙ্গানি বিস্তসেৎ ॥ ৬০ ॥ আগ্নেয়্যাং হৃদয়ং
স্তম্ভ ঐশান্যঃ তু শিরো স্তসেৎ । নৈঋত্যাং তু
শিখাং চৈব কবচং বায়ুকোণে ॥ ৬১ ॥ অস্ত্রং
দিশাশু বিস্তৃত্য স্ববীজেন তু কর্ণিকাম্ । অমোহসি
প্রাণিতেনেতি অনেন হৃদয়ং যজ্ঞেৎ ॥ ৬২ ॥ শিরঃ
পূজয়েদেবি আগ্নেয়াং বর্চসেতি বৈ । গায়ত্রী তু
শিখাং পূজ্য নৈঋত্যাং তু বাবস্থিতাম্ ॥ ৬৩ ॥
জ্যৈমূতশ্চেব ভবতি প্রত্যেকং কবচং যজ্ঞেৎ
ধ্বনাগা ধ্বনেতি অনেনাস্ত্রং সদার্চয়েৎ ॥ ৬৪ ॥
নেত্রং তু পূজয়েদেবি অশ্বিনা তেজসেতি চ
বাহুভঃ পূর্বভঃ সোমং দক্ষিণেন বৃধং তথা ॥ ৬৫ ॥
পশ্চিমেণ শুক্রং স্তম্ভ উত্তরেণ চ ভার্গবম্ । আগ্নেয়্যাং
মঙ্গলং স্তম্ভ নৈঋত্যাং তু শনৈশ্চরম্ ॥ ৬৬ ॥
বায়ব্যাং তু স্তসেদ্রাহং কেতুমৌশানগোচরে
আপ্যায়ত্বেনি মজ্জেন দেবি সোমং সদার্চয়েৎ ॥ ৬৭ ॥
উদুধ্যধ্বং মহাদেবি বৃধং তত্র সদার্চয়েৎ । বৃহ-
স্পতেতি মজ্জেন পূজয়েৎসততঃ শুক্রম্ ॥ ৬৮ ॥ শুক্রঃ
শুক্লকানিতি চ ভার্গবং দেবি পূজয়েৎ । অগ্নির্মুর্ধ্বেনি
মজ্জেন সদা মঙ্গলমর্চয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ শমগ্নিরিত্তিমজ্জেন
পূজয়েদ্ভাক্ষরাস্ত্রজম্ । কয়ানশ্চিজেতিমজ্জেন দেবি

বর্ণের বিস্তাসপূর্বক অর্চনা করিবে । শুভে !
এই প্রকারে বীজবিস্তাসান্তে স্বর্ঘ্যদেবকে স্থাপিত
করিবে । আদিত্য স্থাপনান্তে ষড়ঙ্গ বিস্তাস
করিবে ॥ ৪৬—৬০ ॥ অগ্নিকোণে হৃদয়, ঐশান কোণে
শির, নৈঋতকোণে শিখা, বায়ুকোণে বস্ত্র,
ও দিক্‌সমূহে অস্ত্রবিস্তাসপূর্বক কর্ণিকায়
নিজবীজ বিস্তৃত্য করিবে । পরে হে দেবি !
“অমোহসি প্রাণিতেন” ইত্যাদি মন্ত্রে হৃদয়,
“আয়ুষ্যম্” ইত্যাদি মন্ত্রে শিরঃ, গায়ত্রী মন্ত্রে
নৈঋতকোণস্থ শিখা, “জ্যৈমূতশ্চেব” ইত্যাদি মন্ত্রে
কবচ, “ধ্বনাগা” ইত্যাদি মন্ত্রে অস্ত্র এবং হে
দেবি । “অশ্বিনাতেজসা” ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রের
অর্চনা করিবে । হে দেবি ! তার পর
মণ্ডলবহির্ভাগে পূর্বদিকে সোম, দক্ষিণে বৃধ,
পশ্চিমে বৃহস্পতি, উত্তরে শুক্র, অগ্নিকোণে মঙ্গল,
নৈঋতে শনৈশ্চর, বায়ুকোণে রাহু এবং
ঐশানকোণে কেতুকে বিস্তৃত্য করিয়া “আপ্যায়ত্ব”
ইত্যাদি মন্ত্রে সোমকে, “উদুধ্যধ্বম্” ইত্যাদি মন্ত্রে
বৃধকে “বৃহস্পতে” ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতিকে,
“শুক্র শুক্লান” ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্রকে, “অগ্নির্মুর্ধ্বা”
ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলকে, “শমগ্নিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে

মন্ত্রে আবাহন করিব । “আকুঞ্চে” ইত্যাদি মন্ত্রে
ভানুদেবের অর্চনা করিতে হয় । অথবা “হংসঃ
শুচিষদ” ইত্যাদি মন্ত্রে ভাঁহার পূজা করিবে ; কিম্বা
“অপত্য” ইত্যাদি মন্ত্রে, “অট্টমস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে,
স্বর্ঘ্যদেবকে অর্চনা করিবে । “তরণি কিঞ্চদর্শ”
ইত্যাদি মন্ত্রে সতত জপ করিবে । “চিত্রং দেবানাম্”
ইত্যাদি মন্ত্রে ভদ্রাদেবীর সতত পূজা করিবে । হে
সুব্রতে ! “যেনা পাবক চক্ষসা” ইত্যাদি মন্ত্রে বিভূ-
তিকে, “বিদ্যামেধিরজঃপৃথু” ইত্যাদি মন্ত্রে বিম-
লাকে, “সপ্ত ভা” ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বকর্ম-সিদ্ধিদায়ি-
নী অমোঘাকে, “সপ্ত ভা” ইত্যাদি মন্ত্রে বিদ্যা-
তাকে, “উদয়ন্তম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বতোমুখী নবমী
দেবীকে, সতত অর্চনা করিবে । তারপর মন্ত্র-
বিস্তাস করিবে যথা “উদ্যন্নদ্য” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রথম-
ক্ষর, “শুক্রেমে” ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় অক্ষর,
“উদগাদয়মাদিত্য” ইত্যাদি মন্ত্রে তৃতীয় অক্ষর,
“তৎ সবিতুর্করেন্যম্” ইত্যাদি মন্ত্রে চতুর্থ অক্ষর,
“মহাহিবো মহায়” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চমক্ষর, “হিরণ্য-
গর্ভঃ সমবর্ত্ততাং” ইত্যাদি মন্ত্রে ষষ্ঠক্ষর এবং
“সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা” ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তম বীজ-

বাহুঃ সদাচ্চর্চয়েৎ । ১০ । কেতুঃ কুণ্ঠেতি কেতুঃ
বৈ সততং পূজয়েদ্বধুঃ । বাহুতঃ পূৰ্ব্বতঃ শুক্রঃ
দক্ষিণেন যমঃ তথা । ১১ । ঐশান্যামৌষধং বিন্দ্যা-
দাগ্নেয়্যামগ্নিকচ্যতে । নৈঋতেতি বিরূপাক্ষং পবনঃ
বায়ুগোচরে । ১২ । তমুষ্ঠবাম ইতি বৈ হ্রেনেনৈশ্ব-
মধাচ্চর্চয়েৎ । উদৌরভামবরেতি সদা বৈবস্বতঃ
যজ্ঞেৎ । ১৩ । তদ্বায়ামৌতি মজ্জেন বরুণঃ দেবি
পূজয়েৎ । ইন্দ্রাসোমাবত ইতি মজ্জেন ধনদঃ
যজ্ঞেৎ । ১৪ । পাবকং পূজয়েদেবি অগ্নিমৌলে
পুরোহিতম্ । রক্ষোহণং বাজিনেতি বিরূপাক্ষং
সদাচ্চর্চয়েৎ । ১৫ । বায়বায়াহিমজ্জেন বায়ুঃ
দেবি সদাচ্চর্চয়েৎ । যথাক্রমমিমান দেব সৰ্বান
বৈ পূজয়েদ্বধুঃ । ১৬ । বাহুতঃ পূৰ্ব্বতো দেবি
ইন্দ্রাদীনাং সমস্ততঃ । রক্তবর্ণং মহাতেজঃ সিত-
পদ্মোপরি স্থিতম্ । ১৭ । সৰ্বলক্ষণসংযুক্তঃ সৰ্বা-
ভরণভূষিতম্ । দ্বিজুজং চৈকবজ্রঞ্চ সৌম্যপঞ্চজ-
যুক্তম্ । ১৮ । বৰ্জুলং তেজবিম্বং তু মধ্যস্থং
রক্তবাসসম্ । আদিত্যস্ত দ্বিদং রূপং সৰ্বলোকেষু
পূজিতম্ । ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নিত্যং স্থণ্ডিলং মণ্ডলা-

হয়ম্ । ১৯ । দেব্যাচ্চ । মণ্ডলস্থঃ সুরশ্রেষ্ঠ
বিধিনা যেন ভাস্করঃ । পূজ্যতে মানবৈৰ্ভক্ত্যা স
বিধিঃ কথিতত্বয়া । ৮০ । পূজয়েদ্বিধিনা যেন
ভাস্করঃ পদ্মসম্ভবম্ । মূৰ্ত্তিঃ সৰ্বগঃ দেবঃ তস্মৈ
কথয় শঙ্কর । ৮১ । ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু মহা-
দেবি সাধু পৃষ্টোহস্মি সূত্রতে । শৃণুৈকমনা দেবি
মূৰ্ত্তিঃ যেন পূজয়েৎ । ৮২ । ইষেহেতি চ মজ্জেন
উত্তমাক্ষং সদাচ্চর্চয়েৎ । অগ্নিমৌলেত মজ্জেন পূজ-
য়েদক্ষিণং করম্ । ৮৩ । অগ্ন আয়াহি মজ্জেন পাদৌ
দেবস্ত পূজয়েৎ । আজিহেতি চ মজ্জেন পূজয়েৎ-
পুষ্পমালায়া । ৮৪ । যোগেষোগেতি মজ্জেন মুক্ত-
পুষ্পাঞ্জলিং কিপেৎ । সমুদ্রাগচ্ছ যৎপ্রোক্তমনেন
স্নাপয়েদ্ববিম্ । ৮৫ । ইমং মে গজ্জেতি যৎপ্রোক্ত-
মনেনাপি চ ভামিনি । সমুদ্রজ্যোতি মজ্জেন কাল-
য়েদ্বিধিবজ্রবিম্ । ৮৬ । সিনীবালীতি মজ্জেন স্নাপ-
য়েচ্ছাণ্ডবারিণা । যজ্ঞঃ যজ্ঞেতি মজ্জেন কষায়েঃ
পরিরক্ষয়েৎ । ৮৭ । স্নাপয়েৎ পয়সা দেবি
আপ্যায়স্বেতি মজ্জতঃ । দধিক্রাবণেতি বৈ দধা
স্নাপয়েদ্বিধিবজ্রবিম্ । ৮৮ । ইমং মে গজ্জেতি

শনৈশ্চরকে, “কয়া নশ্চিহ্ন” ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুকে
এবং ‘কেতুঃ কুণ্ঠন’ ইত্যাদি মন্ত্রে কেতুর অর্চনা
করিবে। হে মহাদেবি! ধীমান্ মানবের পক্ষে
সতত এই বিধান মতে ইহাদেব অর্চনা কর্তব্য।
ইহাদিগের বহির্ভাগে পূর্বদিকে শক্র, দক্ষিণে যম,
পশ্চিমে বরুণ, উত্তরে কুবের, ঈশানেকোণে
ঈশ্বর, অগ্নিকোণে অগ্নি, নৈঋতে বিরূপাক্ষ, এবং
বায়ুকোণে পবনকে বিজ্ঞপ্ত করিয়া “তমুষ্ঠবাম”
ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রকে, “উদৌরভামবর” ইত্যাদি
মন্ত্রে যমকে, “তদ্বায়ামি” ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণকে,
“ইন্দ্রাসোমাবত” ইত্যাদি মন্ত্রে কুবেরকে, “অগ্নি
মৌলে পুরোহিতম্” ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিকে
“রক্ষোহণং বাজিন” ইত্যাদি মন্ত্রে বিরূপাক্ষকে,
এবং “বায়বায়াহি” ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুকে, পূজা
করিবে। হে দেবি! ধীমান্ মানব যথাক্রমে
এই সকলেরই অর্চনা করিবে। হে দেবি!
অতঃপর ইন্দ্রাদির বহির্ভাগে পূর্বদিকে স্থণ্ডিলোপরি
একটি মণ্ডলাকার সূর্য্যপ্রতিকৃত নির্মাণ করিয়া
তাহাতে রক্তবর্ণ, মহাতেজস্বী, শ্বেতপদ্মাসীন,
সৰ্বমূলক্ষণযুক্ত, সৰ্বাভরণভূষিত, দ্বিজুজ, একমুখ,
বৰ্জুলাকার, তেজোবিম্ব, রক্তবসন, ও পদ্ম-
ভূষিতকর আদিত্যমূৰ্ত্তি বিজ্ঞপ্ত করিবে। আদিত্য-

দেবের এইরূপই সৰ্বলোকে পূজিত। প্রতিদিন এই
মূৰ্ত্তির ধ্যান করিয়া অর্চনা করা কর্তব্য। ১৩১—১৩২।
দেবী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! মণ্ডলস্থ ভাস্করকে
ভক্তিমান্ মানবগণের যে বিধানে অর্চনা
করিতে হয়, আপনি তাহা আমার নিকট কহিয়া-
ছেন, কিন্তু এক্ষণে সেই সৰ্বগ ভাস্করদেবের পদ্মস্থ
মূৰ্ত্তির যে বিধানে পূজা করিতে হয়, তাহা আমার
নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি!
সাধু সাধু; তুমি আমাকে উত্তম প্রণাম করিয়াছ,
সূত্রতে। মূৰ্ত্তিঃ ভাস্করকে যে বিধানে পূজা
করিতে হয়, তুমি তাহা একাগ্রমনে জবণ কর।
“ইষেহা” ইত্যাদি মন্ত্রে ভাস্করের মস্তক, “অগ্নি-
মৌলে” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত, এবং “অগ্ন আয়াহি”
ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের পদদ্বয়, পূজা করিবে।
“আজিহ” ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পমালা ও “যোগে যোগে”
ইত্যাদি মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। “সমুদ্রা-
দাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে রবিদেবকে স্নান করাইবে।
“ইমং মে গজ্জ” ইত্যাদি মন্ত্রে ও “সমুদ্রজ্যোতি”
ইত্যাদি মন্ত্রে যথাবিধি রবিদেবকে প্রক্ষালিত
করিবে। “সিনীবালী” ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্খাদক
“যজ্ঞঃ যজ্ঞ” ইত্যাদি মন্ত্রে কষাযোদক, “আপ্যায়স্ব”
ইত্যাদি মন্ত্রে হৃদ, ‘দধি ক্রাবণ’ ইত্যাদি মন্ত্রে

যৎ প্রোক্তমনেনাপি ৫ ভামিনি । সমুদ্রজ্যোতি
মোহানমোহগিতিঃ স্মৃতম্ ৷ ৮৯ ৷ উদ্বর্তয়েন্ততো
ভাহুঃ দ্বিপদাভির্বরাননে । মানন্তোকেতি মজ্জেন
যুগপৎজ্ঞানমাচরেৎ ৷ ৯০ ৷ বিকোররাটমজ্জেন
প্রাপয়েদগন্ধবারিণা । সৌবর্ণেন তু মজ্জেন অর্থঃ
পাদ্যং নিবেদয়েৎ ৷ ৯১ ৷ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে
মজ্জেনার্ধ্যং প্রদাপয়েৎ । বেদোহসীতি ৫ মজ্জেন
উপবীতং প্রদাপয়েৎ ৷ ৯২ ৷ বৃহস্পতেতি মজ্জেন
দদ্যাৎস্বাপি ভানবে । যেন ত্রিযং প্রকুর্বাণঃ পুষ্প-
মালাং প্রপূজয়েৎ ৷ ৯৩ ৷ ধূরসীতি ৫ মজ্জেন ধূপং
দদ্যাৎ সগুণ্ডলম্ । সমিকোহজ্ঞনমজ্জেন অজ্ঞনস্ত প্রদা-
পয়েৎ ৷ ৯৪ ৷ যুজ্ঞান ইতি মজ্জেন ভাহুঃ রোচন-
মালভেৎ । আরাট্রিকঞ্চ বৈ কুর্ধ্যাদীর্ঘায়ুর্দ্বায় বৈ
পুনঃ ৷ ৯৫ ৷ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সূর্য্যঃ শিরসি
পূজয়েৎ । শস্ত্রবায়ৈতি মজ্জেন রবেন্নেত্রে পরা-
মুশেৎ ৷ ৯৬ ৷ বিধন্তশ্চক্ষুরিত্যেবং তানোদেহং
সমালভেৎ । ত্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চেতি সর্বাঙ্গৈ
পূজয়েজ্জবিম্ ৷ ৯৭ ৷ ঈশ্বর উবাচ । অথ মেরো-
হাদেবি অষ্টশৃঙ্গস্ত স্মৃততে । পূজাবিধানমস্তান্তে

কথয়ামি সমাসতঃ ৷ ৯৮ ৷ অষ্টশৃঙ্গঃ মহাদেবি
অনেন বিধিনার্চয়েৎ । প্রথমং পূজয়েদ্যা
মজ্জেনানেন স্মৃততে ৷ ৯৯ ৷ মহাহিবোমহায়েতি
নানাপুষ্পকদম্বকৈঃ । জাতারমিস্ত্রমজ্জেন পূর্ব্বশৃঙ্গং
সদার্চয়েৎ ৷ ১০০ ৷ তমুষ্টবামেতি মজ্জেন পূজয়েৎসু-
সুন্দরি । অগ্নিমীলে পুরোহিতমায়েৎ শৃঙ্গমর্চয়েৎ ৷
১০১ ৷ আয়েষ্য চৈব গায়ত্র্যা অথবানেন পূজ-
য়েৎ । যমায় ভা মথায় ভা দক্ষিণং শৃঙ্গমর্চয়েৎ ৷
১০২ ৷ উদৌরতামবরত্যথবানেন পূজয়েৎ ।
আয়ং গোরিতি মজ্জেন নৈঋত্যঃ শৃঙ্গমর্চয়েৎ ৷
১০৩ ৷ রক্ষোহণং বাজিনঃ বা পূজয়েদসুসাত্তিকম্ ।
ইন্দ্রাসোমা ৫ যো মজ্জো অথবা তেন পূজয়েৎ ৷
১০৪ ৷ অভি ভা সুর নোষিতি চৈশানং শৃঙ্গমর্চয়েৎ ৷
যেনেদং ভূতমিতি বা অথবানেন পূজয়েৎ ৷ ১০৫ ৷
নমোহস্ত সর্পেভ্য ইতি মেকপীঠং সদার্চয়েৎ ।
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততেতি পুনর্ন্বায়ে সদার্চয়েৎ ৷ ১০৬ ৷
সবিতা পশ্চাতাদিতি বৈ পূজয়েৎপুষ্পমালায় ।
ত্রিকালমর্চয়েদেবি প্রদদ্যাৎদীর্ঘ্যামাদরাৎ ৷ ১০৭ ৷
মাতা কুদ্রাণাং হৃহিতা বহুনাং পূর্বাঙ্কে চৈব পূজ-

দধি, 'ঈমং মে গাজে' ইত্যাদি মজ্জেন 'ও' 'সমুদ্রজ্যোতি'
ইত্যাদি মজ্জেন সর্কৌনবি মহৌনবি দ্বারা যথাবিধি
রবিদেবকে জ্ঞান করাইবে । অগ্নি বরাননে
ভামিনি । অতঃপর "দ্বিপদা" প্রভৃতি মজ্জেন উদ্বর্তন
করিয়া "মানন্তোক" ইত্যাদি মজ্জেন যুগপৎ ভাস্ক-
রকে জ্ঞান করাইবে ৷ ৮০—৯০ ৷ 'বিকোররাট'
ইত্যাদি মজ্জেন গন্ধবারি দ্বারা, জ্ঞান করাইবে ।
"সৌবর্ণ" মজ্জেন উৎকৃষ্ট পাদ্য, "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রেমে"
ইত্যাদি মজ্জেন অর্থ্য, এবং "বেদোহসি" ইত্যাদি
মজ্জেন উপবীত প্রদান করিবে । "বৃহস্পতে পরি-
দৌয়া" ইত্যাদি মজ্জেন বস্ত্র, "যেন ত্রিযং প্রকুর্বাণঃ"
ইত্যাদি মজ্জেন পুষ্পমালা, "ধূরসি" ইত্যাদি মজ্জেন
গুণ্ডলসম্বিত ধূপ, "সমিকোহজ্ঞন" ইত্যাদি মজ্জেন
অজ্ঞন, এবং "যুজ্ঞান" ইত্যাদি মজ্জেন সেই ভাহুদেবকে
গোরোচনা প্রদান করিবে । পরে দীর্ঘযুঃপ্রাপ্ত্যর্থ
আরাট্রিক কার্য্য করিবে । "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি
মজ্জেন সূর্য্যদেবের মস্তক পূজা "শস্ত্রবায়" ইত্যাদি
মজ্জেন নেত্রদ্বয় স্পর্শ, 'বিধন্তশ্চক্ষু' ইত্যাদি মজ্জেন
দেহালম্বন এবং "ত্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ" ইত্যাদি মজ্জেন
ভাহুদেবের সর্বাঙ্গ পূজা করিবে ৷ ৯১—৯৭ ৷ ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি স্মৃততে মহাদেবি । অতঃপর

আমি তোমাকে মেরুগিরির অষ্ট শৃঙ্গের পূজাবিধান
ও মন্ত্র সংক্ষেপে বলিতেছি । হে মহাদেবি ।
এই বিধান মতেই অষ্ট শৃঙ্গের পূজা করিতে হয় ।
হে স্মৃততে ! প্রথমতঃ অষ্টশৃঙ্গের মধ্যস্থলে বিবিধ
পুষ্পসমূহ দ্বারা "মহাহি বো মহায়" ইত্যাদি মজ্জেন
পূজা করিবে । হে সুসুন্দরি ! পরে "জাতার-
মিস্ত্রম্" ইত্যাদি মজ্জেন কিছা "তমুষ্টবাম" ইত্যাদি
মজ্জেন পূর্ব্বশৃঙ্গের "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি মজ্জেন কিছা
আয়েষী গায়ত্রী দ্বারা আয়েষ শৃঙ্গের "যমায়
মথায় ভা" ইত্যাদি অথবা "উদৌরতামবর" ইত্যাদি
মজ্জেন দক্ষিণ শৃঙ্গের, "আয়ংগোঃ" ইত্যাদি অথবা
"রক্ষোহণং বাজিনম্" ইত্যাদি মজ্জেন নৈঋত
শৃঙ্গের, "ইন্দ্রা সোমা চ" ইত্যাদি অথবা "অভি ভা
সুর নো" ইত্যাদি মজ্জেন ঈশানশৃঙ্গের অর্চনা
করিবে । তারপর "যেনেদং ভূতম্" ইত্যাদি
মজ্জেন কিছা "নমোহস্ত সর্পেভ্যঃ" ইত্যাদি মজ্জেন
মেকপীঠের অর্চনা করিয়া "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত-
তাং" ইত্যাদি মজ্জেন মধ্যভাগের অর্চনা করিবে ।
অনন্তর "সবিতা পশ্চাতাৎ" ইত্যাদি মজ্জেন পুষ্পমালা
দ্বারা পূজা করিবে । হে দেবি ! এই বিধান
মতে ভাহুদেবকে কালক্রমেই অর্চনা করিতে
হয় । যত্নসহকারে তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিবে ।

যেৎ । মেধাহে পূজয়েদেবি তবিক্ষেপঃ পরমং
পদম্ ॥ ১০৮ ॥ হংসঃ শুচিষদিত্তি বা অপরাঙ্কে
সদাৰ্চয়েৎ । এবং ভানুঃ গ্রীষ্মঃ সার্কঃ পূজয়েদ্ব-
ধর্ষিনি ॥ ১০৯ ॥ দেব্যাবাচ । যানি পুষ্পানি
চেষ্ঠানি সদা ভাস্করপূজনে । কানি চোক্তানি দেবেশ
কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ১১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শুনু
দেবি প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়মহুতমম্ । যেন চার্ক-
স্থলে দেবি নীতঃ তুষ্যতি পূজিতঃ ॥ ১১১ ॥ মালতী
কুসুমৈঃ পূজা তবেৎসান্নিধ্যকারিকা । মল্লিকায়াশ্চ
কুসুমৈর্ভোগবান্ জায়তে নরঃ ॥ ১১২ ॥ সৌভাগ্যঃ
পুণ্ডরীকৈশ্চ ভবত্যর্থশ্চ শাশ্বতঃ । কদম্বপুষ্পৈর্দেবেশি
পরমৈশ্চর্য্যমশ্নুতে ॥ ১১৩ ॥ ভবত্যক্ষয়মরঞ্চ বকুলৈ-
রর্চনে রবেঃ । মন্দারপুষ্পৈঃ পূজা সর্বকুঠবিনা-
শিনী ॥ ৪ ॥ বিশ্বস্ত পত্রকুসুমৈশ্চ হতীঃ শ্রিয়-
মশ্নুতে । অর্কশ্রজা ভবত্যর্থঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥
১১৫ ॥ প্রদধ্যাক্ষপিনীং কণ্ঠাং পূজিতো বকুলশ্রজা ।
কিংতৈরর্চিতো দেবি ন পীড়য়তি ভাস্করঃ ॥

“মাতা কুড়াণাং হুহিতা বসুনাং” ইত্যাদি মন্ত্রে
পুষ্পাহ্নে, “তবিক্ষেপঃ পরমং পদম্” ইত্যাদি মন্ত্রে
মধ্যাহ্নে, এবং “হংসঃ শুচিষদ” ইত্যাদি মন্ত্রে সায়াহ্ন-
কালে সেই ভানুদেবকে অর্চনা করিবে। অগ্নি
বরবর্ষিনি! গ্রন্থগণ সহ ভানুদেবকে এই বিধান
মতেই পূজা করিতে হয়। ১০৮—১১৩। দেবী কহি-
লেন,—হে দেবেশ! ভাস্করের পূজাকার্য্যে
যে সমস্ত পুষ্প অভিযত এবং যে সকল পুষ্প
বিহিতরূপে উক্ত হইয়াছে, আপনি প্রসন্ন হইয়া
তৎসমস্ত এক্ষণে কৌর্জন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,
—হে দেবি! অল্পতম পুষ্পাধ্যায় কৌর্জন করি-
তেছি,—যে ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অর্কস্থলে
অর্চিত হইলে অবিলম্বে সমুদ্র হন। মালতী-
কুসুম দ্বারা পূজা করিলে দেবতার সান্নিধ্য লাভ
হয়। মল্লিকাকুসুম দ্বারা পূজা করিলে মানব
ভোগবান্ হয়। শ্বেত-পদ্ম দ্বারা পূজা করিলে
সৌভাগ্য ও প্রভূত অর্থ লাভ হয়। হে দেবেশি!
কদম্ব পুষ্প দ্বারা পরম ঐশ্বর্য্য ও বকুল পুষ্প
দ্বারা রবির অর্চনা করিলে অক্ষয় অন্ন লাভ হইয়া
থাকে। মন্দার পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্ববিধ
বৃষ্ট বিনষ্ট হয়। বিশ্বপত্র ও বিশ্বপুষ্প দ্বারা পূজায়
মহতী জীলাভ হয়। অর্কপুষ্পের মালা দ্বারা
পূজায় সর্ব কামনাসিদ্ধি ও বিশেষতঃ অর্থ লাভ
হইয়া থাকে। বকুলমালা দ্বারা পূজা করিলে রবি-

১১৬ ॥ অগস্তিকুসুমৈশ্চ দদাতু কল্যাণং প্রযচ্ছতি ।
করবীরৈশ্চ দেবেশি সূর্য্যস্তানুচরো ভবেৎ ॥ ১১৭ ॥
শতপত্রশ্রজা দেবি সূর্য্যসালোক্যতাং ব্রজেৎ ।
বকপুষ্পৈশ্চাহাদেবি দারিড্র্যং নৈব জায়তে ॥ ১১৮ ॥
ঋতুকুসুমেন গন্ধেন সমভ্যর্চ্য দিবাকরম্ । চতুঃ-
সমুদ্রমধ্যাদাং স ভুভুজে পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১১৯ ॥ যঃ
সূর্য্যায়তনং তক্ত্যা গৈরিকেনোপলপয়েৎ । প্রাপ্ত-
য়ান্নহতীং লক্ষ্মীং রোগৈশ্চাপি প্রমুচ্যতে ॥ ১২০ ॥
অষ্টাদশৈহ কুঠানি যে চাশ্বে ব্যাধয়ো নৃণাম্ ।
প্রলয়ঃ যাস্তি তে সর্বৈষাং যত্নাপলপয়েৎ ॥ ১২১ ॥
বিলেপনানাং সর্বৈষাং কুসুমং রক্তচন্দনম্ । পুষ্পাণাং
করবীরাণি প্রশস্তানি বরাননে ॥ ১২২ ॥ নাতঃ
পরতরং কিঞ্চিদ্ভাষ্যতস্তষ্টিকারকম্ । যাদৃশং কুসুমং
জাতী শতপত্রং তথাগুরুঃ ॥ ১২৩ ॥ কিং তস্ত ন
ভবেল্লোকে যশ্চৈভিশ্চার্চয়েদ্রবিম্ । উপলিপ্যালয়ং
যন্ত কুর্ধ্যান্নগুণকং শুভম্ ॥ ১২৪ ॥ একেনাস্তা

দেব সুন্দরী কণ্ঠা প্রদান করেন। হে দেবি!
পলাশ কুসুম দ্বারা পূজা করিলে ভাস্কর কদাচ
তাহাকে রোগ দ্বারা পীড়ন করেন না। অগস্ত
পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে আনুকূল্য লাভ হয়। হে
দেবেশি! করবীর কুসুম দ্বারা পূজায় মানব
সুখের অশ্রুচর হইতে পারে। কমলমালা
দ্বারা পূজা করিলে সূর্য্যসালোক্য লাভ হয়। হে
মহাদেবি! বকপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে কদাচ
দারিড্র্য হয় না। যদি ঋতুজাত স্নগন্ধ কুসুম দ্বারা
দিবাকরকে পূজা করে, তবে সেই পূজক মানব,
চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত মহীমণ্ডল ভোগে সমর্থ হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক গৈরিক দ্বারা
সূর্য্যায়তন বিলেপিত করে, সে মহতী লক্ষ্মী
প্রাপ্ত হয়, এবং সর্ববিধ রোগ হইতে বিমুক্ত
হইয়া থাকে। যদি যান্তিকা দ্বারা সূর্য্যায়তন
বিলেপিত করে, তবে অষ্টাদশবিধ কুঠ, ও
অপরাপর ব্যাধিসমূহ বিদূরিত হইয়া যায়।
অগ্নি বরাননে! সমস্ত বিলেপনদ্রব্যের মধ্যে
কুসুম ও রক্তচন্দন প্রশস্ত; আর পুষ্পনিচয় মধ্যে
করবীর কুসুমই শ্রেষ্ঠ। কুসুম, জাতী, পদ্ম, ও
অগুরু,—এই কয়টির দ্বারা ভাস্করের ক্রীতিসাধক
অপর কোন দ্রব্যই নাই। এই কয়টি দ্রব্য দ্বারা যে
মানব ভাস্করের অর্চনা করে, জগতে তাহার কোন্
না অতীষ্টসিদ্ধ হয়? গৃহের ভূমিভাগে উপলপ-
নাচ্ছে পর-পর ক্রমে সাতটি মণ্ডল রচনা করিবে।

ভবেদর্শো দ্বাভ্যামারোগ্যমশ্নুতে । ত্রিভিষ্ণু সর্ষ-
বিদ্যাভাংচতুর্ভির্ভোগবান্ ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥ পঞ্চভি-
ক্ষিপুলং ধাত্ত্বং যড়্ভিরাযুর্ধলং যশঃ । সপ্তমণ্ডল-
তারী স্ত্রায়ণলাধিপতির্নরঃ ॥ ১২৬ ॥ স্বতদীপ-
প্রদানেন চক্ষুশ্চান্ জায়তে নরঃ । কটুতৈলস্ত দীপেন
শ্বঃ শক্রং জয়তে নরঃ ॥ ১২৭ ॥ তৈলদীপ-
প্রদানেন সূর্যালোকে মহীয়তে । মধুকৈলদীপেন
সৌভাগ্যং পরমং লভেৎ ॥ ১২৮ ॥ পুষ্পাণাং প্রবরা
জাতী ধূপানাং বিজয়ঃ পরঃ । গন্ধানাম্ কুঙ্কমং শ্রেষ্ঠং
লেপানাং রক্তচন্দনম্ ॥ ১২৯ ॥ দীপদানে স্বতঃ
শ্রেষ্ঠং নৈবেদ্যে মোদকঃ পরম্ । এতৈশ্চয্যতি
দেবেশঃ সান্নিধ্যং চাধিগচ্ছতি ॥ ১৩০ ॥ এবং
সম্পূজ্য বিধিবৎ কৃতা পিতৃপ্রদক্ষিণাম্ । প্রণম্য
শিরসা দেবং তত্র চার্কস্থলং প্রিয়ে ॥ ১৩১ ॥ সুখা-
সীনস্ততঃ পশ্চোদ্রবেরতিমুখে স্থিতঃ । একং সিদ্ধার্থকং
কৃতা হস্তে পানীয়সংযুতম্ ॥ ১৩২ ॥ কামং যথেষ্টং
হৃদয়ে কৃত্বার্কস্থলসন্নিধৌ । পিবেৎ সতোয়ং তদেবি
হৃম্পৃষ্টং দশনৈঃ সত্ত্বৎ ॥ ১৩৩ ॥ এবং কৃতা নরো

দেবি কোটিযাত্রাকলং লভেৎ । ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহা-
দেবো জলনো ধনদস্তথা ॥ ১৩৪ ॥ ভানুযাত্রিত্য
সর্ষে তে মোদন্তে দিবি সূর্যতে । তন্মাত্তাহুসমং
দেবং নাহং পশ্যামি কথম্ ॥ ১৩৫ ॥ ইতি কৃতা
মহাদেবি পুনর্ভানোঃ প্রদক্ষিণম্ । কুর্ধ্যান্নজ্ঞেণ
দেবেশি সপ্তকৃত্বো বরাননে ॥ ১৩৬ ॥
ইতি ঋক্ প্রথমা পরিকীর্তিতা । এতোষিত্রং
স্তবামেতি দ্বিতীয়া পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৭ ॥ ইন্দ্র
শুদ্ধো ন আগাহি তৃতীয়া পরিকীর্তিতা । ইন্দ্রঃ
শুদ্ধো হি নো রয়িঃ চতুর্থী পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৮ ॥
অশ্ব বামস্তেতি শুভে পঞ্চমী পরিকীর্তিতা ।
ত্রিভিষ্টং দেব ইতি বৈ ষষ্ঠী চ পরিকীর্তিতা ॥ ১৩৯ ॥
দশ সামানি বৈ যানি প্রবরাণি মনৌষিভিঃ । গীতানি
সামগৈর্নিত্যং সপ্তমীঃ তৈশ্চ কারয়েৎ ॥ ১৪০ ॥
তানি তে কথয়াম্যদ্য দশ সামানি স্তুন্দরি । হুকারঃ
প্রণবোদগীতঃ প্রস্তাব চ চতুর্ভয়ম্ ॥ ১৪১ ॥ পঞ্চমং
প্রহরো যত্র ষষ্ঠমারণ্যকং তথা । নিধনং সপ্তমং
সাত্ব্যং সপ্তসিদ্ধিমিতি স্মৃতম্ ॥ ১৪২ ॥ পঞ্চবিধ্য-
মিতি প্রোক্তং হ্রীকারপ্রণবেন তু । অষ্টমঞ্চ তথা

পরে তাহাতে সূর্যদেবের অর্চনা করিয়া প্রণাম
সহকারে সেই সমস্ত মণ্ডল অতিক্রম করিবে ।
একটি মণ্ডলাতিক্রমে মানব ধনবান্, দুইটি
মণ্ডলাতিক্রমে রোগহীন, তিনটি মণ্ডলাতিক্রমে সর্ষ
বিদ্যাবান্, চারিটি মণ্ডলাতিক্রমে ভোগবান্, পঞ্চ
মণ্ডলাতিক্রমে বিপুল ধাত্ত্ববান্, ছয়টি মণ্ডলাতিক্রমে
আয়ুশ্চান্, বলবান্ ও যশস্বী এবং সাতটি মণ্ডলাতি-
ক্রমে মানব মণ্ডলাধিপতি হইয়া থাকে । স্বত প্রদীপ
দান করিলে মানব চক্ষুশ্চান্ হয় । কটু তৈলের
দীপদানে নর শক্রজয়ে সমর্থ হয় । তিলতৈল
দীপদানে মনুষ্য সূর্যালোকে সসন্মানে বাস করিতে
পারে । মধুকৈল দ্বারা দীপদানে পরম সৌভাগ্য
লাভ হয় ॥ ১২৫—১২৮ ॥ পুষ্পের মধ্যে জাতীপুষ্প,
ধূপের মধ্যে বিজয় ধূপ, গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে কুঙ্কম,
লেপ দ্রব্যের মধ্যে রক্তচন্দন, দীপমধ্যে স্বতদীপ,
এবং নৈবেদ্য মধ্যে মোদকই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই
সমস্ত বস্তু প্রদান করিলে দেবতার ক্রীতি হয় বলিয়া
দেবতা সন্নিহিত হইয়া থাকেন । প্রিয়ে! এই
বিধানমতে ভাস্কর দেবকে পূজাপূরক মস্তক দ্বারা
প্রণাম করিয়া পিতৃগণের প্রদক্ষিণ করিবে । অতঃ-
পর সেই অর্কস্থল ক্ষেত্রেই রবিদেবের অভিযুখে
সুখাসীন হইয়া হস্তে একটু জল লইয়া তাহাতে
একটি স্বেতস্বর্ণ নিষ্কেপান্তে অস্তরে যথেষ্ট

কামনা করিয়া দশন স্পর্শ না হয়, এমন ভাবে তাহা
একবারেই পান করিবে । হে দেবি! নর একরূপ
করিলে কোটিযাত্রার কল প্রাপ্ত হয় । অগ্নি সূর্যতে!
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, ধনপতি প্রভৃতি সকলেই
ভানুকে আশ্রয় করিয়াই সুরলোকে বিহার করিয়া
থাকেন । সেই জন্ত আমি ভানুসম অপর কোন
দেবতা দেখিতে পাই না । হে মহাদেবি! এইরূপ
করিয়া পুনরায় ভানুকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠসহকারে
সাতবার প্রদক্ষিণ করিবে । “তমুষ্টবাম” ইত্যাদি
মন্ত্র প্রথম, “এতোষিত্রং স্তবাম” ইত্যাদি দ্বিতীয়,
“ইন্দ্র শুদ্ধো ন আগাহ” ইত্যাদি তৃতীয়, “ইন্দ্রঃ
শুদ্ধো হি নো রয়িঃ” ইত্যাদি চতুর্থ, হে শুভে!
“অশ্ব বামস্ত” ইত্যাদি পঞ্চম, “ত্রিভিষ্টং দেব”
ইত্যাদি ষষ্ঠ, এবং মনৌষি-সামগগণ নিয়ত যে দশটি
প্রধান সাম মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই
দশটি মন্ত্রই সপ্তম প্রদক্ষিণে পঠনীয় । হে স্তুন্দরি!
একণে আমি তোমাকে সেই দশটি সামগীতি
বলিতেছি । হুকার প্রথম, ওকার দ্বিতীয়, উদগীতা
তৃতীয়, প্রস্তাব চতুর্থ, প্রহর পঞ্চম, আরণ্যক ষষ্ঠ,
এবং নিধন নামক সাম মন্ত্রই সপ্তম । এই সপ্ত
মন্ত্রই সপ্তবিধ সিদ্ধিপ্রদায়ক । হ্রীকার প্রণবযুক্ত
“পঞ্চবিধ্য” ইত্যাদি সপ্ত নামক সাম অষ্টম, বাম-

সাধ্যং নবমং বামদেবকম্ । ১৪৩ । জ্যেষ্ঠস্ত দশমং
সাম বেধসে প্রিয়মুত্তমম্ । এতেষাং দেবি সায়ং
বৈ জাপ্যং কাৰ্য্যং বিদ্বানতঃ । ১৪৪ । জ্যেষ্ঠসাম
পরং চৈব দ্বিতীয়ং গদতঃ শৃণু । ন চ প্রায়াঃ
দ্বিতীয়স্ত জপব্যঃ মুক্তিমিচ্ছতা । ১৪৫ । তজ্জাপ্যঃ
পরমং প্রোক্তং স্বয়ং দেবেন ভানুনা । জাপ্যস্ত
বিনিয়োগোহস্ত লক্ষণঞ্চ নিবোধ মে । স্তোভসারং
ঋসলীনমৌকারাদি স্মৃতং বৃধৈঃ । ১৪৬ । উৰ্ভানুশ্চ
তথা ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মং সত্যং হ্যত্যং তথা । ধৰ্ম্মং যে
ধৰ্ম্মবন্ধুর্মে ধৰ্ম্মে বৈ নিধনং গতাঃ । ১৪৭ । যদে-
তিশ্চ যজ্ঞেচ্ছদৈকচিতং সামগৈদ্বিজৈঃ । জাপ্যঃ
চৈতৎপরং প্রোক্তং স্বয়ং দেবেন ভানুনা । ১৪৮
এতশ্চৈ জপ্যমানস্ত পুনরাবর্ততে ন তু । সৰ্গরোগ-
বিনির্মুক্তো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । ১৪৯ । আজ্য-
দোহাদ্যদোহেতি জ্যেষ্ঠসাম্যোহপি লক্ষণম্ । ১৫০ ।
ইতি সম্পূজ্য দেবেশং ততঃ কুৰ্ব্বাৎ পরাং স্মৃতিম্ ।
ঋগ্ভৃতিৰ্বে পঞ্চতিশ্চৈব শৃণু বৈকমনাশ্চ তাঃ । ১৫১ ।
উক্ষাণং পৃথিমিতি বৈ প্রথমা পরিকীৰ্ত্তিতা । চম্বারি
বাক্পরীতি বৈ দ্বিতীয়া পরিকীৰ্ত্তিতা । ১৫২
ইন্দ্রং মিত্রং তৃতীয়া তু ঋক্ চৈব পরিকীৰ্ত্তিতা ।

কৃষ্ণং নিধানং হি তথা চতুর্থী পরিকীৰ্ত্তিতা । ১৫৩ ।
দ্বাদশপ্রথম ইতি পঞ্চমী পরিকীৰ্ত্তিতা । যো রত্ন-
বাহীত্যনয়া কিরীটং যোজয়েদ্রবেঃ । ১৫৪ ।
গতেহনামিত্যানয়া অবাক্ষং ভাক্ষরং স্তসেৎ । অনেন
বিধিনা দেবি পূজয়েদ্বিধিবদ্রবিম্ । ১৫৫ । ইত্যেষ
তে ময়া খ্যাতঃ প্রতিমাপূজনে বিধিঃ । ১৫৬ ।
অনেন বিধিনা যন্ত সততং পূজয়েদ্রবিম্ । স
প্রাপ্নোত্যধিকান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ । ১৫৭ ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনাথী লভতে ধনম্ । কস্তার্থী
লভতে কস্তাং বিদ্যার্থী বেদবিভুবেৎ । ১৫৮ ।
নিকমঃ পূজয়েদ্যন্ত স মোক্ষং যাতি বৈ ক্রবম্ ।
অস্ত ক্ষেত্রস্ত মাহান্যাদর্কসূর্য্যপ্রভাবতঃ । ১৫৯ ।
অস্তত্র ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোটিনা যৎকলং লভেৎ ।
অর্কস্থলে তথৈকেন ভোজিতেন তু তৎকলম্ । ১৬০ ।
স্নানং দানং জপো হোমঃ সূর্য্যপর্কণি যৎ
কৃতম্ । তৎসকলং কোটিগুণিতং সূর্য্যকোটীপ্রভা-
বতঃ । ১৬১ । মাঘমাসে নরো যন্ত সপ্তম্যাং রবি-
বাসরে । কৃষ্ণপক্ষে মহাদেবি জাগরং ব্রহ্ময়াচরেৎ ।
অর্কস্থলসমীপে তু স যাতি পরমাং গতিম্ । ১৬২ ।
গোশতস্ত প্রদত্তস্ত কুরুক্ষেত্রে চ যৎকলম্ । তৎ

দেব্য নবম, আর বিধাতার অতীব প্রিয় জ্যেষ্ঠ
সাম মন্ত্রই দশম । হে দেবি ! এই সমস্ত সাম মন্ত্র
যথাবিধানে জপ করিবে । অপর আরও একটি
জ্যেষ্ঠ সামমন্ত্র আছে ; সেই দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ সাম
মন্ত্র বলিতেছি । তুমি শ্রবণ কর । এই দ্বিতীয়
সাম মন্ত্র শ্রবণ করা অকর্তব্য ; পরন্তু মুক্তিকামনায়
ইহার পাঠ করা কর্তব্য । স্বয়ং ভানুদেব বলিয়াছেন
যে, ইহাপেক্ষা অপর কোনও উত্তম জাপ্য মন্ত্র
নাই । এই জাপ্য মন্ত্রের বিনিয়োগ ও লক্ষণ আমি
বলিতেছি, তুমি অবধানসহকারে আমার নিকট
তাহা শ্রবণ কর । মন্ত্র যথা—“স্তোভসার” ইত্যাদি
“নিধনং গতাঃ” পর্য্যন্ত । সামগ দ্বিজগণোচ্চারিত
এই সমস্ত শব্দে সূর্য্য দেবের যজন করিবে ।
এই মন্ত্রের জপ করিলে তাহার আর পুনরাবর্তন
হয় না । সে সর্গরোগরহিত এবং ব্রহ্মহত্যা হইতেও
বিসম্বৃত হইয়া থাকে “আজ্যদোহাদ্যদোহ” ইত্যাদি
মন্ত্রই জ্যেষ্ঠ সাম মন্ত্র । দেবেশ সূর্য্যকে এই
বিধানে পূজা করিয়া পরে পরমোত্তম পঞ্চ ঋক্ দ্বারা
স্তব করিবে । সেই সমস্ত ঋক্ তুমি একাগ্রমনে
শ্রবণ কর । “উক্ষাণং পৃথিম্” ইত্যাদি মন্ত্র প্রথম
“চম্বারি বাক্ পরিমিতা” ইত্যাদি দ্বিতীয়, “ইন্দ্রং

মিত্রম্” ইত্যাদি তৃতীয়, “কৃষ্ণং নিধানম্” ইত্যাদি
চতুর্থ, এবং “দ্বাদশ প্রথম” ইত্যাদি পঞ্চম, বলিয়া
জানিবে । পরে “যো রত্নবাহী” ইত্যাদি
মন্ত্রে ভাক্ষর দেবের কিরীটযোজনা, এবং “গতে-
হনাম্” ইত্যাদি মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে সর্বাঙ্গস্তাস করিবে ।
হে দেবি ! এই বিধি অনুসারেই রবিদেবের
অর্চনা করিতে হয় । আমি এই যে প্রতিমাপূজা-
বিধান कहিলাম, যে মানব এই বিধানমতে সতত
আদিত্যদেবের অর্চনা করে, সে ইহ-পরলোকে
অধিল কাম প্রাপ্ত হয় । পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র ধনাথী
ধন, কস্তার্থী কস্তা, এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালভ করে ।
যে ব্যক্তি নিকাম হইয়া পূজা করে, সেও এই
ক্ষেত্রের ও অর্কদেবের প্রভাবে নিশ্চয়ই মোক্ষ
প্রাপ্ত হয় । স্থানান্তরে কোটি ব্রাহ্মণভোজনে
যে কল, অর্কস্থানে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন
করাইলে সেই কল লাভ হয় । ১২২—১৬০
স্নান, দান, জপ, হোম, এই অর্কস্থলে সূর্য্য
গ্রহণকালে যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্ত কোটি
গুণিত হইয়া থাকে । হে মহাদেবি ! যে নর অর্ক-
স্থানে দেব সমীপে মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমী
তিথিতে রবিকরে ব্রহ্মা সহকারে যারি জাগরণ

কলং সমবাপ্নোতি হৃদ্যাক্ষলদর্শনাৎ ॥ ১৬৩ ॥ অর্ক-
হলঃ পূজনীয়স্তত্র স্থানে নিবাসিতিঃ । জপাপুষ্পৈ-
রর্কপুষ্পৈ রোগিভিঃ বিশেষতঃ ॥ ১৬৪ ॥ ন চ
পত্রোপকুসুমৈর্ন চৈবোন্নতসত্ত্বৈঃ । ন চাত্মাতকজৈঃ
পুষ্পৈরর্চনীয়ে দিবাকরঃ ॥ ১৬৫ ॥ আত্মাতকস্ত
কুসুমং নির্মাণ্যমিব দৃশ্যতে । অপ্রভায়াং বহি-
র্ষস্মাত্মস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৬ ॥ নাবিজাতং
প্রদাতব্যং ন স্নানং ন চ দূষিতম্ । ন চ পৰ্যুষিতং
মালাং দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৬৭ ॥ দেবমুল্লোচ-
য়েদৃষন্ত তৎক্ষণাৎ পুষ্পলোভতঃ । পুষ্পাণি চ
সুগন্ধানি ভোজকেনেতরাণি চ ॥ ১৬৮ ॥ ব্রহ্ম
হত্যামবাপ্নোতি ভোজকো লোভমোহিতঃ । মহা-
রোরবমাসাদ্য পচাতে শাস্ত্রতীঃ সমাঃ ॥ ১৬৯
হস্ত তে কৈর্তয়িষ্যামি ধূপদানবিধিং পরম্ । প্রদানা-
দেবদেবস্ত যেন ধূপেন যৎকলম্ ॥ ১৭০ ॥ সদা-
র্চনে চ ধূপেন সামীপ্যং কুরুতে রবিঃ । প্রদদ্যাৎ
সকলং কামং যদ্যদিচ্ছতি মানবঃ ॥ ১৭১ ॥ তথৈবা-
শুকধূপেন নিধিং দদ্যাদভীপ্সিতম্ । আরোগ্যার্থী

ধনার্থী চ নিত্যদা গুণগুলং দহেৎ ॥ ১৭২ ॥
পিণ্ডাতধূপদানেন সদা ভুয্যতি ভাহুমান্ । আরোগ্যঃ
চ স্বয়ং দদ্যাৎ সৌখ্যক পরমং ভবেৎ ॥ ১৭৩ ॥
জীবাসকস্ত ধূপেন বাণিজ্যং সকলং লভেৎ । রসং
সর্জরসং চৈব দহতোহর্থীগমো ভবেৎ ॥ ১৭৪ ॥
দেবদাক্ষক দহতো ভবত্যরমধাক্ষয়ম্ । বিলেপনং
কুসুমেন সর্ষকামকলপ্রদম্ ॥ ১৭৫ ॥ ইহ লোকে
সুখী ভূত্বা অক্ষয়ং স্বর্গমাশুয়াৎ । চন্দনস্ত
প্রলেপেন ত্রিষমাশুচ বিন্দতি ॥ ১৭৬ ॥ রক্তচন্দন-
লেপেন সর্ষকং দদ্যাদ্দিবাকরঃ । অপি রোগশতৈ-
গ্রস্তঃ ক্ষেমমারোগ্যমাশুয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥ গতিগন্ধক
সৌভাগ্যং পরমং বিন্দতে নরঃ । কক্কুরিকামর্দনকৈ-
রৈশ্বৰ্য্যমতুলং লভেৎ ॥ ১৭৮ ॥ কর্পূরসংযুক্তগন্ধৈঃ
স্নানিষাধিপতিভির্ভবেৎ । চতুঃসমেন গন্ধেন সর্ষকান্
কামানবাশুয়াৎ ॥ ১৭৯ ॥ এতন্তে কথিতং দেবি
স্বর্ঘ্যমাহাশ্রয়মুত্তমম্ । সবিস্তরং ময়া খ্যাতং কিমন্তৎ
পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৮০ ॥ দেবুবাচ । যদ্যেবং ভগ-
বান্ স্বর্ঘ্যঃ সর্ষতেজস্বিনাং বরঃ । স কথং প্রাপ্ততে

করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । কুরুক্ষেত্রে শত
গোদান করিলে যে কল, সেই ক্ষেত্রে অর্কহল
দেবকে দর্শন করিলেও সেই কল পাওয়া যায় ।
তৎক্ষণেব্রাসী জনগণের পক্ষে সেই অর্কহল
দেবের অর্চনা করা সর্ষক কর্তব্য । বিশেষতঃ
রোগিগণের পক্ষে জবাপুষ্প ও অর্কপুষ্প দ্বারা
তদর্চনা বিধেয় । পত্রোপকুসুম, ধূতুর পুষ্প ও
আত্মাতক পুষ্প দ্বারা দিবাকরের পূজা অকর্তব্য ।
আত্মাতক পুষ্প সাধারণতঃ নির্মাণ্যবৎ লক্ষিত হয়,
অনন্তিনব পুষ্প পূজায় নিষিদ্ধ বলিয়া উহাও বর্জ-
নীয় । অবিজাত, মলিন, দূষিত পুষ্প এবং
পৰ্যুষিত মালাও মঙ্গলকামী ব্যক্তির পূজাকার্য্যে
ব্যবহার্য্য নহে । পূজক কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি
যদি দেবতাকে সুগন্ধি পুষ্প নিবেদনাতে তৎক্ষণাৎ
লোভবশে তাহা আবার গ্রহণ করে, তবে সেই
সমস্ত পুষ্প গন্ধহীন হয়, আর সেই লোভাক্রান্ত
ব্যক্তিও ব্রহ্মহত্যাপাপগ্রস্ত হইয়া মহারোরব
নরকে পতিত হইয়া দীর্ঘ কাল যাবৎ পচ্যমান হয় ।
অগ্নি দেবি ! এক্ষণে তোমার নিকট যে ধূপ দানে
যে কল হয়, তৎসমস্তসহ উত্তম ধূপদানবিধি
কীৰ্ত্তন করিতেছি । ধূপ দ্বারা সতত অর্চনা
করিলে রবিদেব পূজকের সমীপস্থ হইয়া থাকেন
এবং সেই মানব যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমস্তই

প্রদান করেন । অশুকধূপ প্রদানে স্বর্ঘ্য-
দেব পূজককে বাঞ্ছিত নিধি প্রদান করেন ।
আরোগ্যার্থী ও ধনার্থী ব্যক্তি নিয়ত গুণগুলু ধূপ
দান করিবে । পিণ্ডাত ধূপ দানে ভাহুদেব সতত
সন্তুষ্ট হন ; তজ্জন্ত পূজক আরোগ্য ও পরম সৌখ্য
প্রাপ্ত হয় । জীবাস ধূপ দানে সর্ষকবিধ বাণিজ্যো-
ন্নতি, এবং রস ও সর্জরস দাহ করিয়া ধূপ দিলে
সতত অর্থীগম হইয়া থাকে । ধূপার্ব্যে দেবদাক্ষ
দাহ করিলে অক্ষয় অন্ন লাভ হয় । কুসুম বিলে-
পন সর্ষ কামকলদায়ক । ইহা প্রদানে ইহ লোকে
সুখী হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । চন্দনপ্রলেপ-
দানে আয়ু এবং জীঘাত হইয়া থাকে । রক্ত
চন্দনের আলোপন দানে দিবাকর সর্ষ কামনা দান
করেন । দাতা মানব শত শত রোগে আক্রান্ত
হইলেও ক্ষেম ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় । কক্কুরীর
বিলেপন দানে মানব সৌভাগ্যভাজন ও সুগন্ধ-
কায় হয় । এবং অতুল ঐশ্বৰ্য্য লাভ করে ।
কর্পূরযুক্ত চন্দনদানে সার্বভৌম রাজা হইয়া থাকে ।
চতুঃসম গন্ধদানে সর্ষকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট বিখ্যাত
স্বর্ঘ্যমাহাশ্রয় সবিস্তরে বর্ণন করিলাম । তোমার
আর কি জিজ্ঞাস্ত আছে ?—২৮০ । দেবী কহি-
লেন,—হে দেব ! তাপনার বৎস । যদি সত্যই

দেব সৈংহকেয়েন রাহুণা ॥ ১৮১ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 শূনু দেবি প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ । কারণং
 গ্রহণস্তাপি ত্রাস্তেৰ্বিচ্ছেদকারকম্ ॥ ১৮২ ॥ রাহু-
 রাদিত্যবিদ্যস্তাধস্তাতিষ্ঠতি ভামিনি । অমৃতার্থী
 বিমানস্হো যাবৎ সংস্রবতেহমৃতম্ ॥ ১৮৩ ॥ বিদ্যে
 নাস্তরিতো দেবি আদিত্যগ্রহণং হি তৎ ।
 ন কচ্চিদগ্রসিতুং শক্যং আদিত্যো দহতি ক্রবম্ ॥
 ১৮৪ ॥ ব্রহ্মাদয়স্তমর্চন্তি স আদ্যঃ সৰ্বমানিকিনাম্ ।
 আদিত্যদেহজাঃ সৰ্বৈ তথাস্তে দেবদানবাঃ ॥ ১৮৫ ॥
 আদিকর্তা স্বয়ং যস্মাদাদিত্যাস্তেন গোচ্যতে ।
 প্রভাসে সংস্থিতো দেবঃ সৰ্বপাতকনাশনঃ ॥ ১৮৬ ॥
 ভুক্তিমুক্তিপ্রদো দেবো ব্যাধিহৃক্তনাশকঃ । তত্র
 সিদ্ধাঃ পুরা দেবি লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮৭ ॥ সিদ্ধা
 বিদ্যাধর্য যক্ষা গন্ধৰ্বা মুনয়স্তথা । ধনদোহপি
 তথা ভৌম্যো যযাতির্গালবস্তথা ॥ ১৮৮ ॥ সান্বষ্টেব
 তথা দেবি পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ । ইদং রহস্তং
 দেবেশি সূর্য্যমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৯ ॥ ন দেয়ং
 হৃষ্টবুদ্ধীনাং পাপিনাঞ্চ বিশেষতঃ । ন নাস্তিকেহশ্র-

দধানেন ন ক্রুরে বা কথঞ্চন ॥ ১৯০ ॥ ইমাং কথা-
 মহুক্তকাত্থা নাস্ত্যকে শিবে । ইদং পুরাণ শিষ্যায়
 ধর্ম্মিণে স্তায়বর্ত্তিনে ॥ ১৯১ ॥ কথনীযং মহাব্রহ্ম
 সূর্য্যভক্তায় সুব্রতে । অর্কস্থ-শ্রু দেবশ্চ মাহাত্ম্য-
 মিদমুত্তমম্ ॥ ১৯২ ॥ যঃ শ্রোত্রে শ্রাবয়েদেবি ব্রাহ্ম-
 গান্ সংশিতব্রতান্ । তস্মানন্তঃ ভবেদেবি যদানং
 পুরুষশ্চ বৈ ॥ ১৯৩ ॥ যত্রেদং কৌর্য্যতে পুণ্যং
 সম্পদস্তত্র বৈ সদা । যাতুধানা ন হিংসন্তি তচ্ছ্রদ্ধাং
 ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১৯৪ ॥ পত্তিক্রপাবনতাং যাস্তি যেহপি
 বৈ পত্তিক্রদূষকাঃ । সুভবান্ ধর্ম্মবাৎশ্চ স্তাং সৰ্ব-
 কামমনোরমঃ ॥ ১৯৫ ॥ প্রবাসিত্তিবন্ধুবর্গৈঃ সংযু-
 জ্যেত সদা নরঃ । নষ্টৈঃ সংযুজ্যতে চার্ষৈরপটৈ-
 শ্চাপি চিস্তিতৈঃ ॥ ১৯৬ ॥ ব্রহ্মতে যোগিনীভিঃ
 প্রিয়ৈশ্চ ন বিযুজ্যতে । উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা শূন্যাদ্
 ব্রাহ্মণঃ সদা । সৰ্বান্ কামাংশ্চ লভতে নাত্র কার্ষা
 বিচারণা ॥ ১৯৭ ॥ ঐশ্চঃ সমুদ্রিমতুলাং ক্ষত্রিয়ঃ
 পৃথিবীপতিঃ । বণিজশ্চাপি বাণিজ্যমগণ্ডঃ শত-
 সংখ্যায়া । লভেয়ুঃ কৌর্য্যাদস্তাঃ সূর্য্যোৎপত্তেবরা-
 ননে ॥ ১৯৮ ॥ শূদ্রাশ্চৈশাভিলষিতান্ কামান্

হয়,—সূর্য্যদেব যদি সৰ্ব্বতেজস্বীদিগের প্রধানই হন,
 তবে, সিংহিকা-নন্দন রাহু তাঁহাকে গ্রাস করে
 কিরূপে? ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি! সৰ্ব-
 পাপনাশনভাষ্টি নিবারণ, গ্রহণকারণ তোমার
 নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি ভামিনি!
 রাহু, ক্ষরিত অমৃতপানার্থী হইয়া রথারোহণে রবি-
 মণ্ডলের অধোভাগে অবস্থান করে। হে দেবি!
 সেই রাহু দ্বারা সূর্য্য-বিদ্য আবৃত হইলে তাহাৎই
 গ্রহণ বলা যায়; নচেৎ আদিত্যকে প্রকৃতপক্ষে
 গ্রাস করিতে কেহই সক্ষম হয় না, গ্রাসোদ্যাত
 ব্যক্তিকে আদিত্য নিশ্চয়ই দহ্য করিয়া ফেলেন।
 ব্রহ্মাদি দেবগণও সেই আদিত্যকে অর্চনা করেন;
 তিনিই সমস্ত সুরগণের আদি। দেব-দানবাদি
 সকলেই সেই আদিত্যদেহ হইতে সমুৎপন্ন। তিনি
 স্বয়ং এই জগতের আদিকর্তা বলিয়া আদিত্য-
 নামে উক্ত হন। সেই সৰ্বপাতকনাশক দেব
 প্রভাসকেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভুক্তি-
 মুক্তিপ্রদ ও ব্যাধি-হৃক্ত-নাশক। হে দেবি!
 পুরাকালে লোকপাল, মহর্ষি, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, যক্ষ,
 গন্ধৰ্ব, মুনীগণ, এবং ধনপতি, ভৌম, যযাতি, গালব,
 ও সান্ব,—ইহারা ঈশ্বানে পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-
 ছেন। অগ্নি দেবেশি! এই গোপনীয় উত্তম

সূর্য্যমাহাত্ম্য হৃষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ পাপীকে
 উপদেশ করিতে নাই। শিবে! নাস্তিক, শ্রদ্ধা-
 হীন, কিম্বা ক্রুর, অথবা অন্ত্রপারবশ জনকে ইহা
 কদাচ বলিবে না। পরন্তু ধার্ম্মিক, স্তায়বর্ত্তী, সুব্রত,
 সূর্য্যভক্ত, পুত্র কিম্বা শিষ্যকে এই মহান ব্রহ্মস্বরূপ
 অর্কস্থল দেবের উত্তম মাহাত্ম্য উপদেশ করিবে।
 হে দেবি! যে মানব শ্রদ্ধাকালে সংশিতব্রত বিপ্র-
 গণকে ইহা শ্রবণ করায়, সেই পুরুষের প্রদত্ত শ্রদ্ধাদি
 অনন্ত-কলদায়ক হইয়া থাকে। ১৯১—১৯৩। এই
 পুণ্যাখ্যান যেখানে কীর্ত্তিত হয়, সেখানে সৰ্বদা
 সম্পদবৃদ্ধি হয়; শ্রদ্ধাকালে পাঠ করিলে ব্রাহ্মসগণ
 ভয়বিহ্বল হয়; সে শ্রদ্ধার হিংসা করে না।
 পুণ্ড্রদূষক কেহ থাকিলেও সে পুণ্ড্রপাবন হইয়া
 যায়; এবং পুত্রবান্ ধর্ম্মবান্ ও সৰ্বকামসম্পন্ন হইয়া
 থাকে। প্রবাসী বন্ধুবর্গসহ সেই মানবের নিয়ত
 সংযোগ ঘটে। সেই মানব নষ্টদ্রব্য লাভ করে,
 এবং অপরাপর বাঞ্ছিতও প্রাপ্ত হয়। যোগিনীগণ
 তাহাকে ব্রহ্মা করে; তাহার শ্রিষ্যবয়োগ ঘটে না।
 ব্রাহ্মণ, যদি আচমনপূর্ব্বক শুচি হইয়া সদা এই
 আখ্যান শ্রবণ করে, তবে তাহার সৰ্ব্বাভীষ্ট লাভ
 হইয়া থাকে। ইহাতে কোন বিচার করা অকর্তব্য।
 অগ্নি বরাননে! এই সূর্য্যোৎপত্তি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন

প্রাপ্যন্তি ভাবিনি । অপমৃত্যুভয়ং ঘোরং মৃত্যু-
তোহপি মহাভয়ম্ । ১৯৯ ॥ নশ্বতে নাত্র সন্দেহো
রাজদ্বারকৃতঞ্চ যৎ । সর্বং কামসমৃদ্ধাং স্বর্ঘ্যালোকে
মহীয়তে । ২০০ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং স্বর্ঘ্যদৈবতম্ । অর্কস্থলপ্রসঙ্গেন কিমস্ত-
চ্ছোভুমিচ্ছসি । ২০১ ॥ স্থানং শাস্বতমোজসাং
গতিরপাং দীপো দিশামক্ষয়ঃ, সিদ্ধিরমপায়ভেদি
জগতাং সাধারণং লোচনম্ । হৈমং পুষ্করমন্তরিক্স-
সরসো দীপ্তং দিবঃ কুণ্ডলং, কালোন্মানবিভাবনাঙ্ক-
তলয়ং বিহং রবেঃ পাতু বঃ । ২০২ ॥

ইতি ত্রিষ্টোত্রে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যোৎকর্ষস্থল-
মাহাত্ম্যাকৃষ্ণলপুজাবিধানাদিবর্ণনং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ । ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইতি প্রোক্তা তদা দেবীশঙ্করেন
যশস্বিনী । পুনঃ পপ্রচ্ছ বিপ্রেস্ত্রাঃ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য-

করিলে ক্ষত্রিয় ভূপতিহ, বৈশ্য অতুল সমৃদ্ধি ও
বণিকব্যক্তি শতগুণ পূর্ণ বাণিজ্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । অগ্নি ভামিনি ! আর শূদ্রগণ অভিলষিত
কামনা লাভ করে । ঘোর অপমৃত্যুভয়, স্তমহান
মৃত্যুভয় কিহা রাজদ্বারঘটিত ভয়ও বিনষ্ট হয় ;
এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই । ইহার ফলে মানব
সকলকামসমৃদ্ধ হইয়া স্বর্ঘ্যালোকে সসম্মানে বাস
করিতে পারে । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট অর্কস্থল কীর্তন-প্রসঙ্গে স্বর্ঘ্যদেবের মাহাত্ম্য
কহিলাম ; অপর কোন বিষয় শুনিতে চাও ? যাহা
শাস্বত তেজের আধার, জলের গতি, দিশগুলের
অক্ষয় দীপ, সিদ্ধির দ্বার, জগতের সাধারণ লোচন,
আকাশ-সরসীর হৈম পঙ্কজ, ও দ্রালোকের দীপ্ত
কুণ্ডল স্বরূপ, কাল-পরিমাণবিষয়ে নির্দ্বাধ উপায়ে-
স্বরূপ সেই রবিবিষ্ম আপনাদিগকে রক্ষা
করুন । ১৯৪—২০২ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—হে বিপ্রেস্ত্রগণ ! শঙ্করের
এইরূপ বচনাবলী শ্রবণান্তে যশস্বিনী দেবী পুনরায়

বিস্তরম্ । ১ ॥ দেব্যাবাচ । অদ্য মে সকলং
জন্ম সকলঞ্চ তপঃ প্রভো । দেবত্বমদ্য মে জাতং
ত্বৎপ্রসাদেন শঙ্কর । ২ ॥ অদ্যাং কৃতকল্যাণী
কৃতা হুয়া । অদ্য মে ভূমিতৌ কর্ণৌ
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যভূষণৌ । ৩ ॥ অদ্য মে তেজসঃ
পিণ্ডো জাতো জ্ঞানং হৃদি স্থিতম্ । অদ্য মে কুল-
শীলঞ্চ অদ্য মে রূপলক্ষণম্ । ৪ ॥ অদ্য মে
কান্তিকুচ্ছিন্না তীর্থভ্রমণসম্ভবা । প্রভাসে নিশ্চলং
জাতং মনো মে মানিনাং বর । ৫ ॥ আরাধিতো
ময়া পূর্বে তুষ্টো মেহদ্য সুরেশ্বরঃ । বহিরা বেষ্টিতা
সাহমেকপাদেন সংস্থিতা । ৬ ॥ তত্তপঃ সকলং
অদ্য জাতং মে ভক্তবৎসল । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য-
মদ্য মে প্রকটীকৃতম্ । ৭ ॥ পুনঃ পৃচ্ছামি দেবেশ
যথাতথ্যং বদ প্রভো । ৮ ॥ অদ্যাপি সংশয়ো
নাথ তীর্থমাহাত্ম্যসম্ভবঃ । অন্তঃ কোতুহলং দেব
কথয়স্ব মহেশ্বর । ৯ ॥ অয়ং যো বর্ততে দেব
চন্দ্রেস্তে শিরসি স্থিতঃ । কস্তায়ং কথয়ৎপন্নঃ কস্মিন

সবিস্তরে ক্ষেত্রমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন । দেবী
কহিলেন,—প্রভো ! অদ্য আমার জন্ম সকল,
তপস্তাপ্ত সকল । হে শঙ্কর ! আপনার প্রসাদে
অদ্য আমার দেবত্ব-লাভ হইল । অদ্য আমার
কল্যাণ-সাধন করা হইয়াছে, আপনি অদ্য আমাকে
জ্ঞানদৃষ্টিশালিনী করিয়াছেন । ক্ষেত্রমাহাত্ম্যরূপ
ভূষণ দ্বারা অদ্য আমার শ্রবণযুগল ভূষিত হইল ।
অদ্য আমার হৃদয়ে তেজঃপিণ্ডবৎ জ্ঞান জন্মিয়া
আছে । অদ্যই আমার কুল-শীল রূপ-লক্ষণ
সকল হইল । তীর্থভ্রমণ-বিষয়িণী ভ্রান্তি অদ্য
আমার উচ্ছিন্ন হইল ! হে মানিবর ! আমার মন
অদ্য প্রভাসক্ষেত্রেই নিশ্চল হইয়াছে ! হে ভক্ত-
বৎসল ! আমি যে পূর্বে বহিবেষ্টিতা ও একপাদে
অবস্থিতা হইয়া আরাধনা করিয়াছিলাম, সেই তপস্তা
অদ্য আমার সকল হইয়াছে !—সুরেশ্বর অদ্য
আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ।—যেহেতু অদ্য
আমার নিকট প্রভাসক্ষেত্র-মাহাত্ম্য প্রকটীকৃত
করিলেন । হে দেবেশ ! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা
করিতেছি ; হে প্রভো ! আপনি যথাতথ্য তত্ত্ব
বলুন । হে নাথ ! অদ্যাপি আমার তীর্থমাহাত্ম্য-
সম্বৃত সংশয় রহিয়াছে ! হে মহেশ্বর ! আমার
আর একটি কোতুহল আছে, হে দেব ! আপনি
তাহার উত্তর প্রদান করুন । হে দেব !
আপনার মস্তকে এই যে চন্দ্র আছে, এ কখন

কালে বদ প্রভো । ১০ । ঈশ্বর উবাচ । অগ্নিন্
কালে মহাদেবি বারাহ ইতি বিজ্ঞতে । পরাৰ্কে তু
দ্বিতীয়েহগ্নিন্ বর্তমানে তু বেদসঃ । ১১ । দ্বিতীয়-
মাসস্তাদৌ তু প্রাপ্তপদ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা । বারাহে-
ণোদ্ধতা তন্ত্ৰাং তথা চাদৌ ধরা প্রিয়ে । তেন
বারাহকল্পেতি নাম জাতং ধরাতলে । ১২ । তগ্নিন্
কল্পে মহাদেবি গতে সঙ্ঘাৎশকে প্রিয়ে । প্রথ-
মস্ত মনোচ্চাদৌ দেবি স্বায়ম্ভুবস্ত হি । ১৩ । কীরোদে
মধ্যমানে তু দৈবতৈর্দানবৈরপি । রত্নানি জজ্ঞিরে
তত্র চতুর্দশমিতানি বৈ । ১৪ । তেষাং মধ্যে মহা-
তেজাস্চল্যমাস্তবসন্তবঃ । সোহং ময়া ধৃতো দেবি
অদ্যাপি শিরসি প্রিয়ে । ১৫ । বিধে পীতে মহা-
দেবি প্রভাসস্থস্ত্রমে সদা । ভূষণং মুকুটে দেবৈর্বম
চন্দ্রঃ ক্রতঃ পুরা । ১৬ । শশিনা ভূষিতো যস্মা-
ন্তেনাং শশিভূষণঃ । তত্র স্থানে স্থিতোহদ্যাপি
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমূর্তমান্ । ১৭ । সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা চ কল্প-
স্থায়ী সদা প্রিয়ে । ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কিম-
ন্তংপারিচ্ছসি । ১৮ ।

ইতি জীকান্দে শিবাশিরোভূষণচন্দ্রোৎপত্তিরূপান্ত
বর্ণনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ । ১৮ ।

কিরূপে কাহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল ?
প্রভো! ইহা আমাকে বলুন। ১—১০। ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি! এক্ষণে যে বারাহ
নামক কল্পের কথা শুনিতে পাও, সেই বারাহ কল্পে
ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ক কালে দ্বিতীয় মাসের আদি
ভাগে প্রতিপদ তিথিতে বরাহদেব এই ধরণীর
উদ্ধারসাধন করেন। প্রিয়ে! সেই জন্তই ধরা-
তলে উক্ত কল্প বারাহ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।
প্রিয়ে মহাদেবি! সেই বারাহ কল্পের সঙ্ঘাৎশ
অন্তীত হইলে প্রথম স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে,
দেব-দানবগণ কীরসাগরমধ্যে প্রবৃত্ত হন।
তাহাতে তখন চতুর্দশ রত্ন জন্মে। সেই রত্ন
সকলের মধ্যে মহাতেজা চন্দ্রই তত্ত্বজাত
বলিয়া শ্রেষ্ঠ; সেই জন্ত আমি অদ্যাপি তাহাকে
মস্তকে ধারণ করিতেছি। হে মহাদেবি!
আমি যখন সাগরসমুদ্র বিধ পান করিয়া প্রভাস-
ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম, তখন আমার
বিস্ক্রেশবিনাশার্থ দেবগণ সেই চন্দ্র রত্ন আমায়
দান করেন; আমি তাহা ভূষণরূপে ধারণ
করিতেছি। শশী দ্বারা ভূষিত বলিয়া আমি শশি-
ভূষণ নামে খ্যাত হইয়াছি। প্রিয়ে! আমি সেই

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ

দেব্যাবাচ । যদ্যেবং সকলশাস্ত্রঃ কথং ন বিদুত-
স্বয়া । অন্তভাবে কলানাং তৎকারণং কথয় প্রভো ।
১ । ঈশ্বর উবাচ । অমা ষোড়শভেদেন দেবি
প্রোক্তা মহাকলা । সংস্থিতা পরমা মায়াদেহিনাং
দেহধারিণী । ২ । অমাদিপৌর্ণমাস্তস্তা যা এব
শশিনঃ কলাঃ । তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ ষোড়শৈব
প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । ৩ । অমা স্মৃতা পরাশক্তিঃ সা হং
দেবি প্রকীৰ্ত্তিতা । প্রলয়োৎপত্তি যোগেন স্থিতাঃ
কালপ্রমোদিতাঃ । ৪ । ষোড়শৈব স্বরা যে তু আদ্যাঃ
সৃষ্ট্যন্তকাঃ প্রিয়ে । কালস্তাবয়বাস্তে চ বিজ্ঞেয়াঃ
কালবেদিত্তিঃ । ৫ । ক্রটির্লব্ধে নিমেষশ্চ কলা
কাষ্ঠা মুহূর্তকম্ । রাত্র্যহঃ পক্ষমাসাশ্চ অঘনং বৎসরঃ
যুগম্ । ৬ । মনস্করং তথা কল্প মহাকল্পঃ চ ষোড়শ ।
কলা বিসর্জনী য় তু জীবমাত্রিত্য বর্ততে । ৭ ।

স্থানে অদ্যাপি স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব
সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি; সেই লিঙ্গ কল্পকালস্থায়ী।
দেবি! এই আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর করি-
লাম; তোমার অপর কি জিজ্ঞাস্য আছে? ১১--১৮।

অাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—প্রভো! যদি ইহাই হয়,
তবে আপনি সমগ্র কলাযুক্ত চন্দ্রকে ধারণ করেন
না কি জন্ত? চন্দ্রের কলানাশের কারণ কি?—
তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অমা
প্রভৃতি ষোড়শী মহা কলা আছে। পরমা মায়াই
সেই কলারূপে দেহিগণের দেহধারণ-বিধান করেন।
অমাদি পৌর্ণমাসী পর্যন্ত যে সকল চন্দ্রকলা আছে,
সেই ষোড়শ চন্দ্রকলাই তিথি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়।
অমাই স্মৃতা পরা শক্তি; তুমিই সেই
অমা বলিয়া কীৰ্ত্তিতা। প্রিয়ে! প্রলয়ের
পর উৎপত্তিকালে কালক্রমে সর্বাত্রে যে ষোড়শ
স্বর উৎপন্ন হয়, উহারাই সৃষ্টিপ্রলয়ের
ধারণ। উহার কালের অবয়ব; কালবেদি-
গণের ইহা বিজ্ঞেয়। ক্রটি, লব, নিমেষ,
কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অঘন,
বৎসর, যুগ, মনস্কর, কল্প, ও মহাকল্প,—কালের
এই ষোড়শ ভেদ। তন্মধ্যে বিসর্জনীনায়া কলা

স। সৃজত্যখিগং বিধং বিশ্ববদ্বয়সংযুতম্ । তথা
সংবরণী য়া তু বিধং সংহরতে প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ নেত্র-
পাতাচতুর্ভাগস্থটিকালো নিগদ্যতে । তস্মাচ্চ
দ্বিগুণং বিদ্ধি নিমিষং তদ্বহেশ্বরী ॥ ৯ ॥ নিমিষৈ-
ত্রিংশতিঃ কাঠা তাত্তিরিংশতিভিঃ কলা । বিংশতি-
কলো মুহূর্তঃ স্তাদিনং পঞ্চদশৈশ্চ তৈঃ ॥ ১০ ॥
দিনমানা নিশা জ্যেষ্ঠা অহোরাত্র্যঃ স্বয়ম্ভবেৎ । তৈঃ
পঞ্চদশভিঃ পঞ্চা দ্বিপঞ্চা মাস উচ্যতে ॥ ১১ ॥
মাসৈশ্চ বায়নং ষড়্ভির্দ্বিগুণং স্তাদয়নম্ভয়ে । চত্বারিংশ-
চ্চ লক্ষাণি লক্ষাণাং জিতয়ং পুনঃ । বিংশতিশ্চ
সহস্রাণি জ্যেষ্ঠং সৌরং চতুর্ভুগম্ । চতু-
র্ভুগৈকসপ্তত্যা মনস্করমুদাহৃতম্ ॥ ১৩ ॥ ঐশ্বর্যমৈত-
দ্ভবেদাযুঃ সমাসক্তং চ কীর্তিতম্ । চতুর্দশৈশ্চৈঃ
প্রলৌকৈঃ কল্পং ব্রহ্মদিনং ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ রাজিষ্ঠ তাবতৌ
চৈব চতুর্ভুগসহস্রিকা । অনেন দিনমানেন শতাব্দং
জীবতি প্রিয়ে ॥ ১৫ ॥ মমৈব নিমিষাঙ্কেন সহস্রাণি
চতুর্দশ । বিনশ্চান্তি ততো বিষ্ণোরসংখ্যাতাঃ পিতা-
মহাঃ ॥ ১৬ ॥ এবং ক্রমেণ দেবেশি সমুৎপন্নমিদং
জগৎ । শশিস্বর্ঘ্যবিভাগেন চিত্ররূপমনস্তকম্ ॥ ১৭ ॥

দেহিগণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই
বিসর্জনী কলাই বিশ্ববদ্বয়সহ অখিল বিশ্ব সৃজন
করে । প্রিয়ে! ঐরূপ সংবরণীনাথ্য কলা বিধের
সংহারসাধন করে । নেত্রনিম্নলিখিতকালের চারি
ভাগের একভাগ কাল ক্রটি বলিয়া কথিত হয় ।
হে মহেশ্বরী! তাহার দ্বিগুণ কালের নাম নিমেষ
বলিয়া অবগত হও । ত্রিংশৎ নিমেষে কাঠা, এবং
বিংশতি কাঠায় কলা হয় । বিংশতি কলায় মুহূর্ত,
পঞ্চদশ মুহূর্তে দিন, এবং নিশার পরিমাণ দিনের
সমান জানিবে । সম্মিলিত দিন ও নিশা অহোরাত্র্য
পদবাচ্য । পঞ্চদশ অহোরাত্র্যে পক্ষ, দুই পক্ষে মাস,
ছয় মাসে অয়ন, এবং দুই অয়নে বৎসর হয় ।
সৌর চতুর্ভুগের পরিমাণ ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বিংশতি
সহস্র বৎসর বলিয়া বিজ্ঞেয় । একসপ্ততি চতুর্ভুগে
মনস্কর হয় । ইহাই ইশ্বের আয়ু । ইহা তোমাকে
সংক্ষেপে কহিলাম । চতুর্দশ ইশ্বের বিলয়ে ব্রহ্মার
কল্প নামক দিন হয় । . রাজির পরিমাণও ঐরূপ,—
চতুর্ভুগসহস্র সমকাল । প্রিয়ে! ব্রহ্মা এই দিন
মানের শত বৎসর জীবিত থাকেন । মদীয় নিমি-
ষাঙ্ক কালে উক্ত চতুর্দশ সহস্রযুগ অতীত হয় ।
ঐ সময় মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিনষ্ট হইয়া থাকেন
হে দেবেশি! এই ক্রমে চন্দ্র স্বর্ঘ্যের বিভাগানু-

কলা দেবি যদাদ্যন্তমনাদিমজ্জমব্যয়ম্ । তদধিতঃ
শলী তস্তামধোমুখমবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ এবং ক্ষয়োদয়ং
জ্যেষ্ঠং চন্দ্রার্কাত্যামবস্থিতম্ । সৃষ্টিক্রমং যয়া প্রোক্তং
সংহারমধুনা ॥ ১৯ ॥ মহাকল্পঃ হত্য কল্পৈঃ
কল্পং মনস্করৈর্হতম্ । মাসং পক্ষহত্য কৃৎস্না তৎ
চাহোরাত্র্যভিজিতম্ ॥ ২০ ॥ অহোরাত্র্যং মুহূর্তেন
মুহূর্তঃ তু কলাহতম্ । কলাং কাঠাহত্য কৃৎস্না কাঠাং
নিমিষভাজিতাম্ ॥ ২১ ॥ নিমিষং চ লবৈর্হত্বা লবং
ক্রটিবিত্তা জতম্ । তদতীতং প্রশান্তং চ নির্জিকার-
মলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥ তন্ত চেষ্যং পরা মায়া কলা শিরসি
ধারিতা । সা শক্তিদেবদেবস্তা বিশ্বাকারা পরা
প্রিয়ে । মোহয়িত্বা তু সন্তানং সংসারয়তি পার্শ্বতি ॥
২৩ ॥ এবমেতজ্জগদেবি উৎপত্তিস্থিতিলক্ষণম্ ।
যত্বেবোৎপদ্যতে কৃৎস্নং পুনস্তত্বেব লীয়তে ॥ ২৪ ॥
সেষং মায়াময়ী শক্তিঃ শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপিণী । চন্দ্ররূপা
স্থিতা সা তু তব দেবি প্রকাশয়ে ॥ ২৫ ॥ দেব্যা-
বাচ । পঞ্চাগ্নিনোপসম্ভূতা বর্ষকোটীরনেকবা ।

শুদ্ধাশুদ্ধস্বরূপিণী । ইনিই চন্দ্ররূপে বিরাজমানা ।
তোমাকে ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলাম । ১—২৫ ।
দেবী কহিলেন—হে জগৎপতে দেব! আমি যে,
সারে এই বিচিত্রাকার অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হই-
য়াছে । অনাদি, অনন্ত, অজ, অব্যয় যে কলা
সেই কলাসম্বিত চন্দ্র উক্ত সময়ে অধোমুখে অব-
স্থান করেন । জগতের এইরূপ ক্ষয়োদয় চন্দ্র-স্বর্ঘ্য
দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে । এই আমি
তোমাকে সৃষ্টিক্রম কহিলাম, এক্ষণে সংহারক্রম শ্রবণ
কর । মহাকল্পকে কল্প দ্বারা, কল্পকে মনস্কর দ্বারা
ও মাসকে পক্ষ দ্বারা, হরণপূরক পক্ষকে অহো-
রাত্র্যদ্বারা বিভাগ করিবে । অহোরাত্র্যকে মুহূর্ত দ্বারা,
মুহূর্তকে কলা দ্বারা ও কলাকে কাঠা দ্বারা হরণ-
পূরক কাঠাকে নিমিষ দ্বারা বিভাগ করিবে । পরে
নিমিষকে লব দ্বারা হরণ করিয়া লবকে ক্রটি দ্বারা
বিভাগ করিবে । ইহাতে যে স্বল্প অল্প লব হইবে,
নির্জিকার নির্লক্ষণ শান্ত ব্রহ্ম তাহারও অতীত ।
মদীয় শিরোধৃত্য এই কলা, তাহারই মায়া । প্রিয়ে
পার্কতি! দেবদেবের সেই শক্তিই এই বিশ্বাকারে
পরিণত হইয়াছেন, এবং তিনিই স্বীয় সন্তানগণকে
মোহিত করিয়া সংসারে সমাসক্ত করিয়া থাকেন ।
হে দেবি! এই জগৎ এইরূপ উৎপত্তিস্থিতি
সংহার লক্ষণযুক্ত । এই সমস্ত যেখানেই উৎ-
পন্ন হয়, সেইখানেই নীল হয় । এই মায়াময়ী শক্তি

তত্তপঃ সকলং জাতং মেহদ্য দেব জগৎপতে । ২৬ ।
 সৃষ্টিযোগো ময়া জাতঃ সংহারশ্চ মহেশ্বর । চন্দ্রোৎ-
 পত্তিস্বরূপঃ চ কলামানং তথৈব চ । ২৭ ।
 মম দেবেশ সন্দেহো হৃদি সংস্থিতঃ । কোতুহলঃ
 পরং দেব কথয়স্ব মহেশ্বর । ২৮ । অমৃতাদেব
 সমুত্তঃ সর্বাঙ্কাদকরঃ শশী । প্রিয়শ্চ তব দেবেশ
 বল্লভশ্চন্দ্রমাস্তথা । ২৯ । চন্দ্রে চ চদি ইতোষ
 হ্লাদনে ধাতুরিষ্যতে । শুক্রস্ব চাপতস্ব চ ময়া
 যেষ বিভাব্যতে । ৩০ । সর্কৌষধীনামধিপঃ
 পিতৃণাং ক্রীণনং পরম্ । অদাশ্রয়শ্চ বৃদ্ধভ্রম্বৎসেবা-
 তৎপরঃ শশী । ৩১ । তথাপি সকলকোহয়ং
 কোতুকং কুরুতে মম । দেবী ব্রহ্মাণ্ডসজ্জটমালা-
 মণ্ডিতশেখরঃ । ৩২ । শীর্ষে তব নিবিষ্টস্ত কষ্টঃ
 চন্দ্রস্ত চেদযদি । তর্হি নাথ ন শোচ্য বৈ সংসারে
 হৃৎখভাগিনঃ । ৩৩ । ন চান্তি ত্রিষু লোকেষু ন
 চৈতৎসমুবিষ্যতি । যত্র শক্তো ভবান্ কর্তুং হৃৎখ-
 ত্তাস্ত চ সজ্জয়ম্ । ৩৪ । সর্কৌষাং বর্জ্যতে শঙ্কা
 যথা মম মহেশ্বর । উৎপন্নং কারণং কিং তদযেন
 সোমস্ত লাক্ষনম্ । ৩৫ । কিমেতৎকারণং দেব
 কথয়স্ব মহেশ্বর । অমৃতে সম্ভবো যস্ত কথং

কোটিবর্ষ যাবৎ পঞ্চাশিসমুত্তাপ হইয়া তপস্তা করিয়া-
 ছিলাম, অদ্য আমার সেই তপস্তা সকল হইল ।
 হে মহেশ্বর! সৃষ্টিযোগ ও সংহার যোগ আমি
 বিজ্ঞাত হইয়াছি। সর্বাঙ্কাদ-কর শশধর অমৃত
 হইতেই সমুত্ত হইয়াছেন,—হে দেবেশ! সেই
 চন্দ্রমা তোমার অতীব প্রিয়পাত্রও বটে। চদি
 ধাতু আঙ্কাদ-জনক অর্থযুক্ত, তাহা হইতেই চন্দ্র
 শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই জন্ত আমি ইহাকে
 শুক্রবংশযুক্ত ও জলতত্ত্বরূপে বিভাবনা করিতেছি।
 আর ইনি সর্কৌষধির অধিপতি ও পিতৃগণের
 পরম ক্রীতসিদ্ধক! বিশেষতঃ ইনি আপনার ভক্ত,
 সেবাতৎপর এবং আশ্রয়েও বাস করিতেছেন;
 তথাপি ইনি কলঙ্কী রহিয়াছেন; ইহাতে আমার
 বড়ই কোতুক বোধ হইতেছে। হে দেব!
 অসংহৃত ও ঘনবিস্তৃত কোটিকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মালায়
 আপনার শেখরদেশ মণ্ডিত। চন্দ্র আপনার মস্তকে
 অবস্থান করেন; এতাদৃশ চন্দ্রেরও যদি কষ্ট হয়,
 হে নাথ! তবে ক্রেশনিমগ্ন জনগণের জন্ত শোক
 কিসের? আপনি ইহার হৃৎখনাশনে সমর্থ; যেহেতু
 জগতে এমন কিছু নাই কিহা হইতে পারে না,

তস্তাপি লাক্ষনম্ । ৩৫ । প্রিয়শ্চ তব দেবেশ
 লাক্ষনং চাপি তিষ্ঠতি । কোতুহলঃ পরং দেব ত্বং মে
 বক্তুমর্হসি । ৩৬ । এবমুক্তঃ স পার্শ্বত্যা দেবদেবো
 মহেশ্বরঃ । উবাচ পরমজীতঃ প্রেমণা শৈলশূভাঃ
 প্রভুঃ । ৩৭ । ঈশ্বর উবাচ । কিং তে দেবি
 মহাশঙ্কাদ্যোৎপন্ন। বরবর্ণিনি । মমোপরি ন
 কর্তব্য। নিকৃষ্টিয়া তব প্রিয়ে । পিতৃভ্রম প্রভাবেণ
 লাক্ষনং শশিনোহভবৎ । ৩৮ । ভাবিত্বাকর্ষণেণ
 দেবি দক্ষশাস্ত্রাব্যাক্রমাৎ । সমং বর্জ্যত্বা ভাৰ্য্যা-
 ভিকৃত্যুক্তঃ শশলাক্ষনঃ । ৪০ । তদ্বাক্যমস্তথা
 চক্রে ততঃ শপ্তঃ শশী প্রিয়ে । ইদং পৃষ্ট্বন্ত যদেবি
 ত্বয়া লাক্ষনকারণম্ । ৪১ । কল্লেকল্লৈ পৃথগ্ভাবঃ
 কারণৈরস্তু ভামিনি । অসম্ভাৱ্যতঞ্চ তদ্বক্তুং শক্যং
 নৈব ময়া প্রিয়ে । ৪২ । অসম্ভাৱ্যশ্চন্দ্রমসঃ সমুত্ত
 পুনঃপুনঃ । বিনশন্তি চ দেবেশি সর্কৌষভ্রম্বাস্তরম্ ।

যাহা আপনি করিতে না পারেন। হে মহেশ্বর!
 সোমের যে কলঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ
 কি?—এবিষয়ে আমার স্তায় সকলেরই সন্দেহ
 আছে। হে মহেশ্বর! সেই কারণটী কি?—
 তাহা আমাকে বলুন। অমৃত, যাহার জন্ম, তাহার
 আবার কলঙ্ক হইল কেমন করিয়া? হে দেব! সেই
 চন্দ্র আপনার প্রিয়, অথচ তাহার কলঙ্কও রহি-
 য়াছে! ইহা একটা পরম কোতুক! আপনি ইহার
 প্রকৃত তত্ত্ব যথায়থ বলুন। প্রভু দেবদেব মহেশ্বর,
 পার্শ্বতীর এই কথা শুনিয়া প্রেমবশে পরম জীত-
 চিত্তে শৈলশূভাকে কহিতে লাগিলেন। ২৬—৩৮ ।
 ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরবর্ণিনি দেবি। অদ্য
 তোমার এরূপ মহা আশঙ্কা জন্মিল কেন? প্রিয়ে!
 আমার প্রতি কোন আশঙ্কা করিও না, নিকৃষ্টিয়া
 হও। তোমার পিতার প্রভাবেই শশধরের এই
 কলঙ্ক জন্মিয়াছে। হে দেবি! ভাবিকর্ম্মবশে চন্দ্র
 দক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেম বলিয়াই ইহা
 ঘটিয়াছে। দক্ষ শশাঙ্ককে ভাৰ্য্যাগণের প্রতি
 সমব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু শশী সে
 বাক্য প্রতিপালন করেন নাই; সেইজন্ত অভিশপ্ত
 হইয়াছিলেন। হে দেবি! তুমি যে চন্দ্রের
 কলঙ্কের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা এই
 কহিলাম। পরন্তু কল্লেকল্লৈ পৃথক্ পৃথক্কলঙ্কের
 পৃথক্ পৃথক্ কারণ জানিও। প্রিয়ে! উহার
 সংখ্যা করা যায় না; স্মরণ্য বলিও যায় না।
 অসংখ্য চন্দ্র পুনঃ পুন জন্মিয়া মরণাপন্ন হয়। হে

৪৩ । অসংখ্যাতাশ্চ কল্যাণ্য অসংখ্যাতাঃ পিতা-
মহাঃ । হরয়শ্চাপ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥
কোটিকোটীযুতান্ত্রজ ব্রহ্মাণানি মম প্রিয়ে । জল-
বৃদ্ধবৃদ্ধদেবি সজ্ঞাতানি তু লীলয়া ॥ ৪৫ ॥ তত্রতত্র
চতুর্ভুজা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ । সৃষ্টিঃ প্রধানেন
তদা লক্ষা শস্তোন্ত সন্নিধিঃ ॥ ৪৬ ॥ লয়ং চৈব
তথাস্তোন্তমাদ্যন্তং প্রকরোতি চ । সর্গসংহার-
সংস্থানাং কর্তা দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৭ ॥ সর্গে চ
রজসা পুত্রঃ সন্তনুঃ পরিপালনে । প্রতিসর্গে
তমোযুক্তঃ সোহং দেবি ত্রিধা স্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্মায়াহেশ্বরে ব্রহ্মা ব্রহ্মণোহধিপতিঃ শিবঃ ।
সদাশিবো ভুবোধিকৃৎ সর্বাঙ্কো হতঃ ॥ ৪৯ ॥
স এব ভগবান্ ক্রত্বো বিষ্ণুর্বিষজগৎপ্রভুঃ ।
অগ্নিরগ্নে ত্রিমে লোকা অন্তর্বিশমিদং জগৎ ॥ ৫০ ॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহা দেবি ব্রহ্মাণোহগ্নিন্ মনস্বিনি । সংখ্যাতু-
নৈব শক্যন্তে যৈ ভবিষ্যন্তি যে গতাঃ ॥ ৫১ ॥
অগ্নিন্ বারাহকল্পে তু বর্তমানে মনস্বিনি । মড়-
তীতা মহাদেবি রোহিণীপতয়ঃ পুরা ॥ ৫২ ॥ সপ্তমো-

দেবেশি ! সর্ব মনস্তরেই পৃথক পৃথক চন্দ্র জন্মে ।
আমি কল্প ও অসংখ্য, ব্রহ্মাও অসংখ্য এবং হরিও
অসংখ্য ; পরন্তু মহেশ্বরই একমাত্র । প্রিয়ে !
মদীয় লীলাক্রমে প্রকৃতি হইতে বারিবৃদ্ধবৎ
কোটি কোটি অযুত অযুত ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে ; সেই
সকল ব্রহ্মাণ্ডে চতুরানন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ক্রত্বও সৃষ্ট
হইয়াছেন । ইহারা পরস্পর আদ্যন্তক্রমে লয় প্রাপ্ত
হইয়া শতসান্নিধ্য লাভ করেন । দেব মহেশ্বরই
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা । হে দেবি ! আমিই
সেই মহেশ্বর ; আমি সৃষ্টিকার্য্যে রজোগুণযুক্ত, পালন
কার্য্যে সত্ত্বগুণযুক্ত ও সংহার কার্য্যে তমোগুণযুক্ত,—
এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করি ।
এই জন্তই ব্রহ্মা মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন, এবং শিব
ব্রহ্মার অধিপতি হইলেও, এক সদাশিবকেই সেই
ব্রহ্মা বিষ্ণু ক্রত্বাদিরূপে নির্দেশ করা যায় । ফলতঃ
ব্রহ্মাকেই সর্বাঙ্ক বলা যাইতে পারে, ব্রহ্মাই ভগ-
বান্ ক্রত্ব ও সর্ব জগৎপাতা, বিষ্ণু । অগ্নি মন-
স্বিনি ! এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেই এই পরিদৃশ্যমান
সচরাচর সমগ্র জগৎ বিরাজমান । ইহাতে যে
কত চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, এবং
আবার জন্মিবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না
অগ্নি মনস্বিনি মহাদেবি ! এই বর্তমান বারাহ
কল্পে ইতঃপূর্বে ছয় জন চন্দ্র অতীত হইয়াছেন ;

হয় মহাদেবি বর্ততেহমৃতসম্ভবঃ । দক্ষশাপেন যো
দেবি সঙ্কীর্ণো দৃষ্টতেহধুনা ॥ ৫৩ ॥ অথ দ্বিতীয়ে
সম্প্রাপ্তে পর্য্যর্কে চৈব বেধসঃ । তন্ত জিংশন্তমে
কল্পে পিতৃকল্পেতিবিশ্রুতে ॥ ৫৪ ॥ স্বায়ম্ভুবোহন্তরে
প্রাপ্তে হুতস্তাদো অং সতী কিল । তস্মিন্ কাশ্বে
মহাদেবি যোহভূদক্ষঃ পিতা তব ॥ ৫৫ ॥ প্রাণাৎ
প্রজাপতের্জন্ম তন্ত দক্ষস্ত কীর্তিতম্ । অগ্নিন্
মনস্তরে দেবি দক্ষঃ প্রোচেতসোহভবৎ ॥ ৫৬ ॥
অসুষ্ঠাদক্ষিণাদক্ষো ভবিষ্যত্যাধুনা প্রিয়ে । যুগে-
যুগে ভবন্ত্যেতে সর্কে দক্ষাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ৫৭ ॥
পুনশ্চৈব বিনশ্যন্তে বিদ্যাস্তত্র ন মুহতি । তন্তাপ-
মানাঃ দেবি দেহং ততাক্থ বৈ পুরা ॥ ৫৮ ॥
তাবদ্বিয়ুক্তোহং দেবি স্বয়া যুক্তোহভবঃ পুরা ।
যাবদ্বারাহকল্পস্ত চাক্ষুষস্তান্তরং প্রিয়ে ॥ ৫৯ ॥ এক-
বিংশো মনুচাযং কল্পে বারাহসংজ্ঞকে । কল্পে-
কল্পে মহাদেবি ভবেন্নামান্তরং তব ॥ ৬০ ॥ অগ্নিন্
কল্পে তু বারাহে হিমবন্তপসার্জিতে । সমুদ্রা-
পার্ষতী দেবি চাক্ষুষস্তান্তরে গতে ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মণো
দিনমেকং তু ষষ্ঠাসেন তবাবধিঃ । অং বিযুক্তা
স্বয়া সার্কং দক্ষকোপেণ ভামিনি ॥ ৬২ ॥ তব

হে মহাদেবি ! এক্ষণে যিনি বর্তমান আছেন,—
দক্ষশাপে ক্ষীণাকারে যিনি পরিদৃষ্ট হন, ইনি
সপ্তম ৩৯—৫৩ । বিধাতার দ্বিতীয় পর্য্যর্ক প্রারম্ভ
হইলে পিতৃকল্প নামে বিখ্যাত জিংশন্তম কল্পের
স্বায়ম্ভুব মনস্তরের আদি কালে তুমি সতী নামে
প্রথিতা ছিলে । হে মহাদেবি ! সেই সময়ে যিনি
দক্ষ নামে তোমার পিতা ছিলেন, প্রজাপতির
প্রাণ হইতে তাঁহার জন্ম কীর্ত্তিত হয় । হে দেবি !
এই মনস্তরে কিন্তু দক্ষ প্রচেতার তনয়রূপে উৎপন্ন
হইয়াছেন । ইহার পর আবার প্রজাপতির দক্ষিণা-
সুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মিবেন । প্রিয়ে ! এই দক্ষাদি
দ্বিজগণ যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ করেন, আবার
বিনাশপ্রাপ্ত হন । বিদ্বান ব্যক্তি এ বিষয়ে মুগ্ধ
হন না । প্রিয়ে ! পূর্বে সেই দক্ষ অপমান করায়
তুমি তনুত্যাগ করিয়াছিলে । তারপর বারাহ
কল্পের চাক্ষুষ মনস্তর পর্য্যন্ত আমি তোমার সহিত
বিযুক্ত ছিলাম । সেই পিতৃকল্পীয় স্বায়ম্ভুব মনু হইতে
এই বারাহকল্পীয় চাক্ষুষ মনু একবিংশ পর্য্যায় ।
হে মহাদেবি ! কল্পেকল্পেই তোমার নাম পরি-
বর্ত্তন হয় । হে দেবি ! এই বারাহকল্পে চাক্ষুষ
মনস্তরে হিমালয়ের তপস্শায় তুমি প্রাহর্তুত

ক্রোধেন যে শপ্তা ঋষয়ো বৈ ময়া পুরা । তেহপি
দেবি ত্বয়া সার্ক্স জাতা বৈবস্বতেহস্তরে ॥ ৬৩ ॥
ভৃগুরজিরা মরীচিচ পুলস্ত্যাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ । অত্রি
শৈব বসিষ্ঠশ্চ অষ্টৌ তে ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥ ৬৪ ॥
দক্ষস্ত যজ্ঞে তে শপ্তাঃ পূৰ্ণং স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে ।
জাতা দেবি পুনস্তে বৈ কল্লেহস্মিংশাক্ষবে গতে ॥
৬৫ ॥ দেবস্ত মহতো যজ্ঞে বাকীণঃ বিভ্রতস্তম্ ।
ব্রহ্মণো যজ্ঞতঃ শুক্রমগ্নৌ পূৰ্ণং প্রজেষয়া ॥ ৬৬ ॥
ঋষয়ো জজ্ঞিরে পূৰ্ণং সূর্য্যবিদ্বসমপ্রভাঃ । পিতৃ-
স্তব সমীপে তে বরণায় তব প্রিয়ে । প্রস্থাপিতা
ময়া পূৰ্ণং তব্জ্ঞানাসি সূত্রেতে ॥ ৬৭ ॥ অথ কিং
বহ্ননোজ্ঞেন বচি তে প্রস্তুস্তম্ । দ্বিতীয়ে তু
পর্য্যর্কেহস্মিন্ বর্তমানে চ বেধসঃ ॥ ৬৮ ॥ শ্বেতকল্ল
সমারভ্য যাবদ্ব্যাহংগোচরম্ । সমতীতাস্ত যে
চন্দ্রান্তান শৃণু বরাননে ॥ ৬৯ ॥ চতুঃশতানি দেবেশি
ষড়্বিংশত্যধিকানি তু । গতানি শীতরশ্মীনাং সপ্ত-
বিংশোহধুনা প্রিয়ে ॥ ৭০ ॥ বৈবস্বতেহস্তরে প্রাপ্তে

হইয়াছ । অগ্নি ভামিনি ! দক্ষকোপবশে ছয়
মাস ও ব্রহ্মার এক দিন যাবৎ তোমার সহিত
আমার বিয়োগ বিদ্যমান ছিল । হে দেবি !
তোমার জন্ত ক্রোধবশে আমি পূর্বে যে সকল
ঋষিকে অভিশাপ দিয়াছিলাম, তাঁহারাও বৈবস্বত
মহন্তরে তোমার সহিতই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।
ভৃগু, অজিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি
ও বসিষ্ঠ, এই আট জন ব্রহ্মনন্দন পূর্বে স্বায়ত্ত্বব
মহন্তরে আতশপ্ত হইয়াছিলেন । হে দেবি ! তাঁহারা
পুনরায় এই চাক্ষুষ মহন্তরে জন্মিয়াছেন । পূর্বে
মহাদেবের যজ্ঞস্থলে বাকীগীমূর্তি ধরিয়া প্রজাকাম
নায় হোমপরায়ণ ব্রহ্মার শুক্রচ্যুতি ঘটিলে তাহা
হইতে সূর্য্যবিদ্বসম বালখিল্য নামক ঋষিগণ জন্ম
পরিগ্রহ করেন । প্রিয়ে ! তোমার বরণ নিমিত্ত
আমি তাঁহাদিগকে তোমার পিতার নিকট প্রেরণ
করিয়াছিলাম । অগ্নি সূত্রে ! তাহা তো তুমি
জানই । বহু বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? তোমার
উত্তম প্রব্দের উত্তর করিতেছি । বিধাতার এই
বর্তমান দ্বিতীয় পূর্বার্দ্ধকালে শ্বেতকল্ল হইতে বারাহ
কল্ল পর্য্যন্ত যে সমস্ত চন্দ্র অতীত হইয়া গিয়াছেন,
অগ্নি বরাননে ! তুমি তাঁহাদের কথা শুন । হে
দেবেশি ! চারিশত ষড়্বিংশতি সংখ্যক চন্দ্র এ
যাবৎ অতীত হইয়াছেন, সম্প্রতি যে চন্দ্র আছেন,
হে প্রিয়ে ! ইনি চারিশতসপ্তবিংশতিসংখ্যক ।

যশ্চায়াং বর্ততেহধুনা । ত্রেতাযুগে তু দশমে দস্তা-
ত্রেয়পুরঃসরঃ ॥ ৭১ ॥ সপ্তাতো রোহিণীনাথো
যোহধুনা বর্ততে প্রিয়ে । তস্তোৎপত্তিঃ প্রসঙ্গেন
বিকোন্ম্যাহুসস্তবান ॥ ৭২ ॥ দেহাবতারান্ ক্যামি
প্রারভ্যাপ্রথমান্ প্রিয়ে । পঞ্চমঃ পঞ্চদশ্যাং স ত্রেতায়াং
তু বভূব হ ॥ ৭৩ ॥ মাক্ষাতাচক্রবর্তিহে তস্তো-
তথ্যপুরঃসরঃ । একোনবিংশত্রেতায়াং সৰ্ব্বকান্ত-
কোহভবৎ ॥ ৭৪ ॥ জমাদগ্ন্যস্তথা ষষ্ঠো বিশ্বামিত্র-
পুরঃসরঃ । চতুর্বিংশে গুপে রামো বসিষ্ঠেন পুরো-
ধসা ॥ ৭৫ ॥ সপ্তমো রাবণস্তার্থে জজ্ঞে দশরথ-
স্বজঃ । অষ্টমে দ্বাপরে বিষ্ণুরষ্টাবিংশে পরাশরাৎ ॥
৭৬ ॥ বেদব্যাগস্ততো জজ্ঞে জাতুকর্ণ্যপুরঃসরঃ ।
তত্রৈব নবমো বিষ্ণুরদিতোঃ কশ্চপাক্ষজঃ ॥ ৭৭ ॥
দেবক্যাং বশুদেবাত্তু ব্রহ্মগণপুরঃসরঃ । একবিং-
শতমস্তান্ত দ্বাপরস্তাংশসজ্জয়ে । নষ্টে ধর্ম্মে তদা
জজ্ঞে বিষ্ণুর্বিষ্ণুকূলে স্বয়ম্ ॥ ৭৮ ॥ কর্ণুঃ নর্ম্মব্যব-
স্থানগনুস্রাণাং প্রণাশনঃ । পূর্জন্মনি বিষ্ণুঃ স
প্রমতির্নিম্না বৌধ্যবান্ ॥ ৭৯ ॥ গোত্রেন বৈ চন্দ্রমসঃ

৫৪—৭০ । এই যে বৈবস্বত মহন্তরজাত চন্দ্র বিদ্য-
মান আছেন, ইনি দশম ত্রেতাযুগে দস্তাত্রেয়ের
সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । প্রিয়ে ! এই রোহিণী-
পতির উৎপত্তিপ্রসঙ্গে তোমার নিকট বিষ্ণুর
মাহুসস্তব প্রধান প্রধান দেহাবতার সকল প্রারভ্য-
বধি কীর্তন করিতেছি । ইনি পঞ্চমাবতার ।
ত্রেতাযুগে মাক্ষাতার চক্রবর্তিকালে উত্থা-
পুরঃসর ইহার জন্ম হয় । উনবিংশ ত্রেতায়
সৰ্ব্বকান্তিকান্তক জমদগ্ন্য রাম জন্মেন ; তখন
বিশ্বামিত্র তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন । ইনি
ষষ্ঠাবতার । চতুর্বিংশ ত্রেতাযুগে রাবণবার্ধ দশ-
রথনন্দন রাম প্রাতর্ভূত হন । তখন বসিষ্ঠ তাঁহার
সহায় হইয়াছিলেন ! ইনি সপ্তমাবতার । অষ্ট-
বিংশ দ্বাপরযুগে পরাশর হইতে বেদব্যাগ
জন্মগ্রহণ করেন । তখন জাতুকর্ণ্য তাঁহার সহায়
হইয়াছিলেন । ঐ যুগেই বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপ নবম
অবতার হয় । তখন তিনি দেবকীরূপিণী অদি-
তির গর্ভে বশুদেবরূপী কশ্চপের পুত্ররূপে প্রাতর্ভূত
হন । গর্গরূপী ব্রহ্মাকে তখন তিনি সহায় করি-
য়াছিলেন । উক্ত দ্বাপরযুগে ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় হইয়া-
ছিল ; সেই জন্তই বিষ্ণু স্বয়ং বৃষ্ণকূলে জন্মগ্রহণ
করেন । অনুরগণের সংহারপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যবস্থা
বিধানই এই জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য । আগামী জন্মে

সদ্যামিথে ভবিষ্যতি । কক্কির্বিষ্ণুযশানাম পারা-
শর্যাপ্রতাপবান্ । ৮০ । দশমো ভাব্যসমুত্তো যাজ্ঞ-
বল্যপুরুষসরঃ । অজ্জকর্ষশ্চ বৈ সেনাং হস্তাশ্বরথ-
সমুত্তান্ । ৮১ । প্রগৃহীতায়ুধৈর্কিপ্রেভৃশং শত-
সহস্রশঃ । নিশেষান শূদ্ররাজন্তাংস্তদা স তু করি-
ষ্যতি । ৮২ । পাবণান্ন স্নেহজাতাশ্চ দম্ব্যশ্চৈব
সহস্রশঃ । নাত্যর্থং ধার্মিক্যে যেষ্ট ব্রহ্মব্রহ্মদ্বিযঃ
কচিৎ । ৮৩ । প্রবৃন্তচক্রো বলবাহুরাণামন্তকো
বলী । অদৃষ্টঃ সর্ষভূতানাং পৃথিবীং বিচরিস্যতি ।
৮৪ । মানবন্ত তু সোহংশেন দেবন্ত ভুবি বৈ প্রভুঃ ।
কপয়িত্বা তু তান্ সর্ষান্ ভাবিনার্থেন নোদিতান্ ।
গজায়মুনশ্চাশ্বাধো নিষ্ঠাং প্রাপ্যতি সান্নগঃ । ৮৫ ।
ততো ব্যতীতে কক্কৌ তু সামাত্যে সহসৈনিকে ।
নৃপেষাপি চ নষ্টেবু তদাহ প্রহরাঃ প্রজাঃ । ৮৬ ।
রক্ষণে বিনিবৃন্ত চ হস্তা চাত্তোত্তমাহবে । পরস্পর-
হতান্তাশ্চ নিরাক্রন্দাঃ স্তব্ধাঃখিতাঃ । ৮৭ । কৌণে
কলিযুগে চান্মিন বশবর্ষসহস্রকে । সমদ্ব্যাংশে তু
নিশেষে কৃতং বৈ প্রতিপৎসতি । ৮৮ । যদা
চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ তথা তিষ্যবৃহস্পতী । একরাশৌ

সমেধ্যতি প্রপৎসতি তদা কৃতম্ । ৮৯ । অতি-
জিহ্ময় নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শরীরী । মুহূর্ত্তো বিজয়ো-
নাম যত্র জাতো জনাৰ্দ্দনঃ । ৯০ । দেব্যাচ ।
নোক্তং যথাবদখিলং ভৃগুশাপবিচেষ্টিতম্ । পূর্বা-
বতারায়ৈ ক্রুহি নোক্তপূর্বান্ মহেশ্বর । ৯১ । ঈশ্বর
উবাচ । যদা তু পৃথিবী ব্যাপ্তা দানবৈর্কলবন্তরৈঃ ।
ততঃ প্রভৃতি শাপেন ভৃগুনৈমিত্তিকেন হ । ৯২ ।
জজ্ঞে পুনঃপুনর্বিষ্ণুঃ কর্ত্তুং ধর্ম্মব্যবহিতম্ । ধর্ম্মা-
ন্নায়শঃ সাধ্যঃ সমুত্তশ্চাক্ষুবেহন্তরে । ৯৩ । যজ্ঞঃ
প্রবর্ত্তয়ামাস স চ বৈবস্বতেহন্তরে । প্রাহুর্ভাবে তদা
তস্ত ব্রহ্মা চাসৌৎপুরোহিতঃ । ৯৪ । চতুর্থ্যাং তু
যুগাখ্যায়ামাপন্নেষু সুরেষিহ । সমুত্তঃ স সমুজ্জাতু
হিরণ্যকশিপোর্কধে । ষষ্ঠীয়াং নরসিংহোহভূক্ষয়ন্তস্ত
পুরুষসরঃ । ৯৫ । লোকেষু বলিসংহেষু জ্ঞেতায়াং সপ্তমে
যুগে । ৯৬ । দৈত্যৈস্ত্রৈলোক্য আক্রান্তে তৃতীয়ে
বামনোহভবৎ । সর্গাক্ষিপাশ্মানমক্ষেষু বৃহস্পতি-
পুরুষসর । ৯৭ । জ্ঞেতাযুগে তু দশমে দত্তাত্রেয়ো

সত্যযুগ প্রবৃন্ত হইবে । যখন চন্দ্র ও সূর্য্য এবং
পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিগত হইবেন, তখনই
সত্যযুগ প্রবৃন্ত হইবে । ভগবান্ জনাৰ্দ্দন
যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অভিজিৎ নক্ষত্র,
জয়ন্তীনার্য শরীরী, এবং বিজয় নামক মুহূর্ত্ত বিদ্যা-
মান ছিল । ৭১—৯০ । দেবী কহিলেন,—হে মহে-
শ্বর! আপনি ভৃগুশাপবৃন্তান্ত যথাবৎ সমস্ত বলেন
নাই, আর ভগবানের অবতারের মধ্যে পূর্বাভার
সকল যাহা পূর্বে আমাকে বলেন নাই, তৎসমস্ত
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—যখন পৃথিবী বলবন্তর
দানবগণ কর্ত্তক ব্যাপ্তা হইয়া পড়ে, ভগবান্ তখন
তখনই ভৃগুশাপনিমিত্ত দৈত্যাবিনাশার্থ পুনঃপুনঃ
জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । ইনি ধর্ম্ম হইতে
চাক্ষুষ মনস্তরে সাধ্য এবং নারায়ণ নামে প্রাহুর্ভূত
হইয়া বৈবস্বত মনস্তরে লোকে যজ্ঞপ্রবর্ত্তন করিয়া-
ছিলেন । এই জন্মে ব্রহ্মা তাঁহার সহায় হইয়া-
ছিলেন । চতুর্থযুগে হিরণ্যকশিপু কর্ত্তক দেবগণ
নিপীড়িত হইলে তিনি তাহার সংহারার্থ সমুদ্ভূত
হইতে নরসিংহরূপে প্রাহুর্ভূত হন । এই জন্মে
কৃষ্ণদেব তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন । ইহা ষষ্ঠীয়া-
ভার । সপ্তম জ্ঞেতাযুগে যখন লোকত্রয় বলিদৈত্য
কর্ত্তক অধিকৃত হইয়াছিল, তখন তিনি আশ্বমুর্ষি
গোপন সহকারে খরীকারে জন্মপরিগ্রহ করেন ।
তৎকালে বৃহস্পতি তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন ;

কলির সদ্যঃশকালে বিষ্ণু চান্দ্রমস গোত্রে প্রমতিক্রমে
জন্মিবেন । ইনি বীর্ষ্যবন্তা ও বেদব্যাস সম অসা-
মান্য মনীষিতা গুণে কক্কি, ও বিষ্ণুযশা নামে
খ্যাতিলাভ করিবেন । এখনও ইহার জন্ম হয়
নাই । যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সহায় হইবেন । ইনি
দশমাবতার । ইনি তখন হস্তাশ্বরথসমুত্তা সেনা
ও প্রভূতায়ুধধারী হজগণের সহিত পর্যটন-
পূর্বক তদানৌত্তন সমস্ত শূদ্র রাজাদিগকে নিশেষ-
রূপে নিহত করিবেন । এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র
পাবণ, স্নেহ, দম্ব্য, অতি অধার্ম্মিক ও বেদব্রাহ্মণ-
ষেবী মানব তৎকর্ত্তক নিহত হইবে । বলবান্
প্রমতি সৈন্তে সর্ষ ভূমণ্ডলে সর্ষভূতের অদৃষ্টরূপে
বিচরণ করত শূদ্রগণের অন্ত সাধন করিবেন । প্রভু
প্রমতি দেবাংশসমুত্ত মানবগণের সাহায্যে ভূতলে
সেই সমস্ত পূর্বকর্ত্তহত দুর্জয়গণকে সংহার করিয়া
দ্বীয় অজ্জগণ সহ গজা-যমুনায় মধ্যে নিষ্ঠা প্রাপ্ত
হইবেন । কক্কি অমাত্যও সৈন্তসহ এইভাবে
অতীত, এবং সমস্ত রাজগণ বিনষ্ট হইলে পর,
তখন প্রজাগণ রক্ষকহীন হইয়া দুঃখিতচিত্তে
ক্রন্দনপরায়ণ ও পরস্পর বিবাদ করিয়া হতাহত
হইতে থাকিবে । দশসহস্র বর্ষান্তে সদ্যঃ সদ্যঃশ
সহ কলিযুগ নিশেষরূপে প্রকৌণ হইলে পুনরায়

বভূব হ। নষ্টে ধর্ম্মে চতুর্থাংশে মার্কণ্ডেয়পুরঃসরঃ
এতে দিব্যাবতার্য্য বৈ মাহুযো কথিতাঃ পুরা ৮৯।

ইতি ক্রীড়াকান্দে ক্রীড়ায়বতারবর্ণনং নাটমকোন-
বিশেষোহধ্যায়ঃ ১১।

বিংশোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। অথ দৈত্যাবতারানাং ক্রমো হি
কথ্যতে পুনঃ। হিরণ্যকশিপু রাজা বর্ষণামর্কুদং
বভৌ। ১। তথা শতসহস্রাণি যানি কানি দ্বিসপ্ত-
তিম্। অশীতিঞ্চ সহস্রাণি ত্রৈলোক্যন্তেহুৎসরো-
হন্তবৎ। ২। সৌত্যোহহত্ভতিরাজ্ঞস্ত কণ্ডপশাখ-
মেধিকে। ৩। উপক্শিপ্তাসনং যত্নু হোতুরধে
হিরণ্ময়ম্। নিষসাদ স গর্ভোহত্র হিরণ্যকশিপু-
স্ততঃ। ৪। শতবর্ষসহস্রাণাং তপশ্চক্রে সুতৃশ্চরম্।
দশবর্ষসহস্রাণি দিত্যা গর্ভে স্থিতাঃ পুরা। ৫।
হিরণ্যকশিপোদৈদৈত্যঃ শ্লোকো গীহঃ পুরাতনঃ।
রাজা হিরণ্যকশিপুর্ধাঃ যামাশাং নিরৌকতে। ৬।
তস্তাং তস্তাং দিশি সুরা নমস্ক্রুঃ সহর্ষভিঃ।
পর্য্যয়ে তস্ত রাজাভূদ্বলিবর্ধাকর্কুদং পুনঃ। ৭।

ধর্ম্মের চতুর্থাংশ নষ্ট হইলে দশম ত্রেতাযুগে
দন্তাজেঘরুপে অবতীর্ণ হন। মার্কণ্ডেয় তখন
ঈহার সহায় হইয়াছিলেন। মাহুযা লোকে এই
সকল দিব্যাবতার হয়, ইহা পূর্বেই কথিত হই-
য়াছে। ১১-১৮।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—অধুনা দৈত্য-অবতারের
ক্রম বলিতেছি। হিরণ্যকশিপু এক অর্কুদ এক
লক্ষ অশীতি সহস্র দ্বিসপ্ততি বৎসর কাল ত্রৈলোক্যে
রাজত্ব করেন। তিনি কণ্ডপের অশমেধ যজ্ঞে
সৌত্যাহে হোতার নিমিত্ত কল্পিত হিরণ্ময় আসনে
উপবিষ্ট হন। অনন্তর শতবর্ষসহস্র সুতৃশ্চর তপো-
নিরত থাকেন। তিনি পূর্বে দশ সহস্র বৎসর
যাবৎ দিতির গর্ভে অবস্থিতি করেন। দৈত্যগণ
হিরণ্যকশিপুবিষয়ক এইরূপ প্রাচীন শ্লোক কীর্ত্তন
করে যে, রাজা হিরণ্যকশিপু যে যে
দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিত, সেই সেই দিকে
সুরগণ ঋষিগণের সহিত নমস্কার করিতেন।
হিরণ্যকশিপুর বংশোৎপন্ন বলি এক অর্কুদ,

যষ্টিধৈব সহস্রাণি ত্রিংশচ্চ নিযুতানি চ। বলে
রাজ্যাধিকারক যাবৎকালঃ বভূব হ। ৮। প্রহ্লাদো
নিগৃহীতোহভূতাবৎকালঃ তথা সুরৈঃ। ইন্দ্রাদয়ন্তে
বিখ্যাতা অনুরান জয়ুরোজসা। ৯। দৈত্যসংহ-
মিদং সর্ষমানীন্দ্রশযুগঃ কিল। অসপত্নঃ ততঃ সর্ক-
মষ্টাদশযুগঃ পুনঃ। ১০। ত্রৈলোক্যমিদমব্যগ্রঃ
মহেন্দ্রেন তু পালিতম্। ত্রেতাযুগে তু দশমে
কার্ত্তবীৰ্য্যো মহাবলঃ। ১১। পঞ্চাশীতিসহস্রাণি
বর্ষণাং বৈ নরাধিপঃ। স সপ্তরত্নবান্ সম্রাট্
চক্রবর্তী বভূব হ। ১২। স্বীপেষু সপ্তসু স বৈ
খড়্গো চম্বী শরাসনৌ। রথৌ রাজা সান্নচরো
যোগাক্ষৌরানপশ্চত। ১৩। প্রনষ্টদ্রব্যতা যন্ত
স্মরণম্ তবেষুণাম্। চতুর্যুগে অতিক্রান্তে মনৌ
হেতাদশে প্রভৌ। ১৪। অর্দ্ধাবশিষ্টে তস্মিন্
হাপরে সম্প্রবর্তিতে। মানবন্ত নরিষ্যন্তো হ্রাসীৎ
পুত্রো মদঃ কিল। ১৫। নবমস্তন্ত দায়াদতৃণবিন্দু-
রিত্তি স্মৃতঃ। ত্রেতাযুগযুখে রাজা তৃতীয়ে সদ্ধব
হ। ১৬। তন্ত কস্তা ইলবিলা রূপেণাপ্রতিমাভবৎ।
পুলস্ত্যায় স রাজধিস্তাং কস্তাং প্রত্যপাদয়ৎ।
১৭। ঋষিরৈলবিলো যস্তাং বিশ্ববাঃ সমপদ্যত।
তন্ত পত্ন্যশ্চতশ্চ পৌলস্ত্যকুলমণ্ডনাঃ। ১৮।

যষ্টি সহস্র, ত্রিংশৎ নিযুত বৎসর রাজত্ব করিয়া-
ছিলেন। বলি যতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ
ততদিন দেবগণ কর্ত্তক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। এই
সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ বলপ্রয়োগে অসুরদিগকে
নিহত করিয়াছিলেন। দশ যুগ কাল যাবৎ এই
সময় চরাচর নিখিল বিশ্ব দৈত্যময় হইয়াছিল।
অনন্তর মহেন্দ্র অষ্টাদশযুগ এই অসপত্ন বিশ্ব-রাজ্য
পালন করেন। দেবেশ্বরের পর দশম ত্রেতাযুগে
মহাবল কার্ত্তবীৰ্য্য পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর সমগ্র
ধরায় আধিপত্য করেন। তিনি সপ্তরত্নবান্ চক্র-
বর্তী রাজা ছিলেন। সপ্তস্বীপে তিনি খড়্গো, চম্বী,
শরাসনৌ রক্ষৌ, ও সান্নচর হইয়া বিচরণ করিতেন।
তিনি যোগবলে চোর ধরিতে পারিতেন। মানব-
গণ ঈহাকে স্মরণ করিলেই নষ্ট দ্রব্য পুনরায়
প্রাপ্ত হইত। মাহুপুত্র নরিষ্যন্ত, তৎপুত্র মদ, ইহার
নবম দায়াদ তৃণবিন্দু; ইনি তৃতীয় ত্রেতাযুগযুখে
রাজা হন। ইহার কস্তা ইলবিলা, ইনি অপ্রতিম-
রূপ-লাবণ্যবতী ছিলেন। রাজর্ষি তৃণবিন্দু ইহাকে
পুলস্ত্যের করে অর্পণ করেন। ১-১৭ ঋষি ঐলবিল
বিশ্ববা ইহার গর্ভে উৎপন্ন হন। পৌলস্ত্যকুলের

বৃহস্পতেঃ শুভা কস্তা নাম্না বৈ দেববর্ণিনী । পুষ্পোৎকটী চ বীকা চ উভে মালাবতঃ স্মৃতে ॥ ১৯ ॥
কৈকসী মালিনঃ কস্তা তস্তাং দেবি শৃণু প্রজ্ঞাঃ । জ্যেষ্ঠঃ বৈশ্রবণঃ তস্তা স্মৃষুবে বরবর্ণিনী ॥ ২০ ॥
অষ্টদংষ্ট্রং হরিচ্ছুষ্টং শঙ্কুকর্ণং বিলোহিতম্ । স্বপাদং হ্রস্ববাহুং পিঙ্গলং শুভিভূষণম্ ॥ ২১ ॥
ত্রিপাদং তু মহাকাযং স্থূলশীর্ষং মহাহম্বম্ । এবংবিধং স্মৃতং বিরূপং রূপতন্তুদা ॥ ২২ ॥
তদা দৃষ্ট্বাত্রবীক্সং তু কুবেরোহয়মিতি শ্রয়ম্ । কুংসায়ং ক্রিতি শব্দোহয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥
কুবেরঃ কুশরীর-ভ্রাতা তেন চ সোক্তিতঃ । তস্তা ভাৰ্য্যাভবহৃদ্ধিঃ পুত্রস্ত নলকুবেরঃ ॥ ২৪ ॥
কৈকস্তজনয়ৎ পুত্রং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ । শঙ্কুকর্ণং দশগ্রীবং পিঙ্গলং রক্ত-মূৰ্দ্ধজম্ ॥ ২৫ ॥
বসুপাদং বিংশভূজং মহাকাযং মহাবলম্ । কালাঞ্জননিভকৈব দংষ্ট্রং রক্তলোচনম্ ॥ ২৬ ॥
রাক্ষসেনোজসা যুক্তং রূপেণ চ বলেন চ । নিসর্গাদাকরণঃ কুরো রাবণাভাবণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥
হিরণ্যকশিপুস্তাসীৎ স রাজা পূৰ্ণজন্মনি । চতুষুগানি রাজা তু তথা দশ স রাক্ষসঃ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চ কোটীশ্চ বর্ষণাং সংখ্যতাঃ সংখ্যায়া প্রিয়ে । নিযুতান্তেকষষ্টিঞ্চ সংখ্যাবস্তিকৃদাহতম্ ॥ ২৯ ॥

অলঙ্কৃতিস্বরূপ ইহার চারি পত্নী ছিল । ইহাদের চারি জনের মধ্যে একজন বৃহস্পতির কস্তা নাম—বেদবর্ণিনী । পুষ্পোৎকটী ও বীকা ইহারা উভয়ে মালাবানের স্মৃতা । আর কৈকসী মালীর কস্তা । ইহার সন্তান-সন্ততির কথা শ্রবণ কর । বরবর্ণিনী কৈকসী, বিশ্রবার জ্যেষ্ঠপুত্র বৈশ্রবণকে উৎপাদন করে । বৈশ্রবণ অষ্টদংষ্ট্র হরিচ্ছুষ্ট, শঙ্কুকর্ণ, ‘বিলোহিত, স্বপাদ, হ্রস্ববাহু, পিঙ্গল, শুভিভূষণ, ত্রিপাদ, মহাকায, স্থূলশীর্ষ, ও মহাহম্ব, হইয়াছিল । বিশ্রবা এতাদৃশ কুরূপ পুত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—এ যে কুবের;—‘কু’ শব্দের অর্থ কুংসা, আর ‘বের’ শব্দের অর্থ শরীর, কুংসিং শরীর সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম রক্ষিত হইল কুবের । কুবেরের ভাৰ্য্যার নাম বৃদ্ধি ও পুত্রের নাম নলকুবের । কৈকসী রাক্ষসাধীশ রাবণকে প্রসব করে । রাবণ, শঙ্কুকর্ণ, দশগ্রীব, পিঙ্গল, রক্তমূৰ্দ্ধজ, বসুপাদ, বিংশভূজ, মহাকায, মহাবল, কালাঞ্জননিভ, দন্তর ও রক্তলোচন ছিল । রাবণ বলে ও রূপে

যষ্টিকৈব সহস্রাবি বর্ষণাং স হি রাবণঃ । দেবতানা-মুণীণাঞ্চ ঘোরং ক্রুড়া প্রজাগরম্ ॥ ৩০ ॥
ত্রৈতাযুগে চতুর্বিংশে রাবণস্তপসঃ ক্ষয়াৎ । রামং দাশরথিঃ প্রাপ্য সগণঃ ক্ষয়মেঘিবান্ ॥ ৩১ ॥
যোহসৌ দেবি দশগ্রীবঃ সমুভ্ভুবারিমর্দনঃ । দমঘোষস্ত রাজর্ষেঃ পুত্রো বিখ্যাতপৌরুষঃ ॥ ৩২ ॥
ঋতশ্রবায়াঃ চৈদ্যর্ষ শিশুপালে বভূব হ । রাবণং কুন্তকর্ণচ কস্তাঃ শূর্ণপথাং তথা ॥ ৩৩ ॥
বিভীষণং চতুর্ধ্বকৈকস্ত-জনয়ৎ স্মৃতান্ । মনোহরঃ প্রহস্তচ মহাপাৰ্থঃ খরস্তথা ॥ ৩৪ ॥
পুষ্পোৎকটীয়াস্তে পুত্রাঃ কস্তা কুন্তীনসী তথা । ত্রিশিরা দূষণশ্চৈব বিহ্যজ্জিহ্বশ্চ রাক্ষসঃ । কন্তিকা ঞ্চামিকা নাম বীকায়াঃ প্রসবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
ইত্যেতে কুরকন্ধ্যাঃ পৌলস্ত্যা রাক্ষসানব । বিভীষণো বিভীক্সা দশমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
পুলহস্ত যুগাঃ পুত্রাঃ সর্বে ব্যালাচ দংষ্ট্রিণঃ । ভূতাঃ পিশাচাঃ সর্পাশ্চ শূকরা হস্তিন- ॥ ৩৭ ॥
অনপত্যঃ ক্রতুশ্চান্ স্মৃতো বৈবস্বতেহস্তরে । অত্রো পত্ন্যো দশৈবাসন স্মন্দর্য্যশ্চ পতিব্রতাঃ ॥ ৩৮ ॥
ভদ্রাশ্চ স্বতাচ্যস্তা জজ্ঞিরে দশ চাম্পরাঃ ॥ ৩৯ ॥
ভদ্রা শূদ্রা চ মদ্রা চ জলদা নলদা তথা । উর্ণা পূর্ণা চ দেবেশি যা চ গোপুচ্ছলা স্মৃতা ॥

রাক্ষসেরই উপযুক্ত ছিল । সে পাঁচ কোটি এক যষ্টি নিযুত, যষ্টি সহস্র বর্ষ কাল যাবৎ রাজ্য ভোগ করত দেবতা ও ঋবিগণের মহৎ ক্রেশ উৎপাদন করিয়া তপঃক্ষয়ানবন্ধন অবশেষে চতুর্বিংশ ত্রৈতা-যুগে দাশরথি রামের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয় । হে দেবি ! এই যে আরিমর্দন দশগ্রীবের কথা বল । হইল, এই দশগ্রীব রাজর্ষি দমঘোষের বিখ্যাত-পৌরুষ পুত্র, ঋতশ্রবাগর্ভজাত চৌদ্রাজ শিশুপাল-রূপে জন্মিয়াছিল । কৈকসী রাবণ, কুন্তকর্ণ শূর্ণপথা ও বিভীষণ এই চারি সন্তান প্রসব করে । মনোহর, প্রহস্ত, মহাপাৰ্থ ও খর, ইহারা পুষ্পোৎকটীর পুত্র, আর তাহার কুন্তীনসী কস্তা । ত্রিশিরা, দূষণ, বিহ্য-জ্জিহ্ব, কস্তা ঞ্চামিকা, এই সকল সন্তান বীকা প্রসব করে । ১৮—৩৫ । এই পুলস্ত্যকুলসমুত রাক্ষসবংশ-ধরগণ সকলেই কুরকন্ধ্যা ছিল ; কিন্তু বিভীষণের অন্তঃকরণ অতি নিঃশূল ছিল । পুলহের পুত্র যুগগণ, ভূত, পিশাচ, সর্প, শূকর ও হস্তিগণ সকলেই ব্যাল-দংষ্ট্রী । মূনিবর ক্রতু অনপত্য ছিলেন । অজির দশ পত্নী । ইহারা সকলেই স্মন্দরী ও পতিব্রতা ছিলেন । ভদ্রাশ হইতে স্বতাচীতে দশ অপরা জন্মে । তাহাদের নাম—

৪০ । তথা তামরসা নাম দশমী রক্তকোটিকা ।
 এতাসাঞ্চ মহাদেবি খ্যাতে ভর্তা প্রভাকরঃ ৪১ ।
 স্বর্ভান্নন হতে স্বর্ঘ্যে পতিভেহস্মিন্ দিবো নহীম্ ।
 তমোহতিভূতে লোকেহস্মিন্ প্রভা যেন প্রবর্তিতা ৪২ ।
 স্বাস্ত তেজ্বিতি চৈবোক্তঃ পত্নিহ দিবাকরঃ ।
 ব্রহ্মর্ষেচিনাস্তস্ত ন পপাত যতঃ প্রভুঃ ৪৩ । ততঃ
 প্রভাকরেভ্যাক্তো প্রভুরেবং মহর্ষিভিঃ । ভদ্রায়াং
 জনয়ামাস সোমং পুত্রং যশস্বিনম্ ৪৪ । দ্বিবিমান
 বর্ষপুত্রস্ত সোমো দেবো বরস্ত সঃ । শীতরশ্মিঃ
 সমুৎপন্নঃ কৃত্তিকান্ন নিশাকরঃ ৪৫ । পিতা সোমস্ত
 বৈ দেবি জজ্ঞেহজির্ভগবানুযিঃ । তত্রাজিঃ সর্ষ-
 লোকেশঃ ভূত্বা স্বে নয়নে স্থিতঃ ৪৬ । কশ্মণা
 মনসা বাচা শুভাস্তেব সমাচরৎ । কাঠরুড্যাশিলাভূত
 উর্দ্ধবাহুর্নহায়াতিঃ ৪৭ । সুহস্তরং নাম তপস্বেন
 তপ্তং মহৎ পুরা । জৌগি বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি
 সুরসুন্দরিঃ ৪৮ । তস্তোজিরেতসস্তত্র স্থিতস্তা-
 নিমিষস্ত হ । সোমত্বং বপুর্নাপেদে মহাবুদ্ধেস্ত
 বৈ শুভে ৪৯ । উর্দ্ধমাচক্রমে তস্ত সোম-
 সস্তাবিতান্ননঃ নেত্রাভ্যাং সোমঃ সুষাব দশধা

দ্যোতয়ন্ দিশঃ ৫০ । তদগর্ভঃ বিধিনাজ্জটী
 দিশো দশ দধুস্তদা । সমেত্য ধারয়ামানুর্ষ
 চ ধর্ম্মমশরুৎ ৫১ । স তাত্যঃ সহসৈবেহ
 দিগ্ভ্যো গর্ভস্ত শাশ্বতঃ । পপাত ভাবয়জ্ঞোঁকান্
 শীতাংশুঃ সর্ষভাবনঃ ৫২ । যদা ন ধারণে
 শক্তাস্তস্ত গর্ভস্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ । ততস্তাত্যঃ স
 শীতাংশুর্নিপপাত বসুন্ধরাম্ ৫৩ । পতিতঃ
 সোমমালোক্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । রথমারোপয়া-
 মাস লোকানাং হিতকাম্যয়া ৫৪ । স তদৈব যদা
 দেবি ধর্ম্মার্থং সত্যসঙ্গরঃ । যুক্তো বাজিসহস্রৈশ্চ
 সিতেন সুরসুন্দরি ৫৫ । তস্মিন্ পতিতে দেবি
 পুত্রেহজ্ঞেঃ পরমাস্বনি । তুষ্টিব্রহ্মণঃ পুত্রো মানসাঃ
 সপ্ত যে ঋতাঃ ৫৬ । তথৈবাজিরসঃ সর্ষে
 ভূগোশ্চৈবান্নজাস্তবা । ঋগুভিষ্ঠ সামভিষ্ঠৈব
 তথৈবাজিরসৈরপি ৫৭ । তস্ত সংস্ফুটমানস্ত
 তেজঃ সোমস্ত ভাবতঃ । আপ্যায়মানং লোকাংশ্চৌন
 ভাসয়ামাস সর্ষশঃ ৫৮ । স তেন রথমুখ্যেন
 সাগরাস্তাং বসুন্ধরাম্ । ত্রিঃসপ্তকৃত্বোহতিযশা-
 শ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্ ৫৯ । তস্ত যচ্চাপি ততেজঃ
 পৃথিবীমবপদ্যত । ওষধ্যস্তাঃ সমুৎপন্নাস্তেজসা

ভদ্রা, শূদ্রা, মদ্রা, নলদা, জলদা, উর্ণা, পূর্ণা, গো-
 পুচ্ছলা, তামরসা, ও রক্তকোটিকা । হে মহাদেবি !
 ইহাদেয় ভর্তা প্রভাকর । ভার স্বর্ভান্ন কর্তৃক নিহত
 হইয়া অদ্বরতল হইতে ক্ষিতিতেগে পতিত হইলে
 জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, ঐ সময় তিনিই আবার
 প্রভা প্রবর্তিত করেন । তিনি পতিত হইতে থাকিলে
 ব্রহ্মর্ষিগণ “স্বস্তি তেহস্ম” বলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ
 করেন, তাহাতে তিনি আর পতিত হন না, প্রভা
 বিকিরণ করিতে থাকেন, এই কারণেই তিনি
 প্রভাকর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ধর্ম্মপুত্র
 অংশুমালী ভদ্রায় যশস্বী পুত্র সোমকে উৎপাদন
 করেন । এই সোম একজন ঋষ্ঠ দেবতা । আর
 যিনি শীতরশ্মি নিশাকর, তিনি কৃত্তিকায় উৎপন্ন
 হন । ইহার পিতা ভগবান্ অজি ঋষি । ভগবান্
 অজি সর্ষলোকেশ সোমকে নয়নে ধারণ করিয়া
 কায়মনোবাক্যে জগতের মঙ্গল-সাধন করেন
 তিনি পূর্বে কাঠরুড্যা ও শিলাভূত হইয়া উর্দ্ধদিকে
 বাহুযুগল প্রসারণ করত দিব্য ত্রিসহস্র বৎসর
 সুতপ্তর তপস্তা করিয়াছিলেন । উর্দ্ধরেতা
 অজি যখন অনিমিষনয়নে তপোনিরত
 থাকেন, তখন তাঁহার শরীর সোমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং
 তাহা উর্দ্ধদেশ আক্রমণ করে । তাঁহার নেত্রদ্বয়

হইতে সোমরশ্মি দশধা ভিন্ন হইয়া এবং দশদিক্
 উদ্ভাসিত করিয়া ঋষিত হয় । বিধির ইজিতে
 তখন দিকসমূহ সোমরশ্মিনিচয়কে গর্ভে ধারণ
 করে । দিক্ সকল সকলে মিলিয়া সোমকে গর্ভে
 ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই । সুতরাং ঐ গর্ভ যখন
 সর্ষোলোক আলোকিত করিয়া পতনোন্মুখ হইল,
 দিগঙ্গনাগণ তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হইল না,
 তখন শীতরশ্মি অগত্যা ধরাতলে পতিত হইলেন
 পতিত হইতে দেখিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোক-
 হিতকামনায় তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন ।
 তখন ভগবান্ সোম আমার সহিত সিতবাজি-
 সহস্রযুক্ত হইয়া ধর্ম্মার্থ অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । হে দেবি ! অজিপুত্র এইরূপে নিপ-
 তিত হইলে তখন ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র, অজিরস-
 গণ, এবং ভৃগুপুত্রগণ তাঁহাকে আধর্ষণমন্ত্র দ্বারা স্তব
 করিতে লাগিলেন । তাঁহারা স্তব করিতে থাকিলে
 তাঁহার তেজ জিলোক উদ্ভাসিত ও আপ্যায়িত
 করিল ৩৬—৫৮ । তিনি বিধাকৃতপ্রদত্তরথে আরো-
 হণ করিয়া একবিংশতি বার সাগরাস্তা ধরা প্রদ-
 ক্ষিণ করিলেন । তাঁহার তেজ পৃথিবীতে প্রসর্গিত

জলয়ন পুনঃ । ৬০ । তাতির্জিনোহ্যম্ লোকঃ
প্রজাষ্টেচব চতুর্বিধাঃ । ওষধ্যাঃ কুলপাকান্তাঃ কণাঃ
সপ্তদশ স্মৃতাঃ । ৬১ । ব্রৌহ্মশ্চ যবষ্টিচব গোধূমা
অণবস্তিলাঃ । ৬২ । প্রিয়ঙ্গুঃ কোবিদারশ্চ কোর-
দ্বাঃ সতীনরাঃ । মাষা মুদগা মশুরাশ্চ নিম্পাবাঃ
সকুলখকাঃ । ৬৩ । আঢ্যাকাশ্চণকাষ্টেচব কণাঃ
সপ্তদশ স্মৃতাঃ । ইত্যেতা ওষধীনাঃ চ গ্রাম্যাণাং
জাতয়ঃ স্মৃতাঃ । ৬৪ । ওষধ্যো যজ্ঞয়াষ্টেচব
গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ । ব্রৌহ্মশ্চ যবষ্টিচব গোধূমাস্তণ-
বস্তিলাঃ । ৬৫ । প্রিয়ঙ্গুশ্চ ইত্যেতে সপ্তমাস্ত
কুলখকাঃ । শ্রামাকাশ্চ নীবারা জর্জিল্লাঃ
সগবেধকাঃ ৬৬ । উরুবিন্দা মর্কটকাস্থা বেণুযবাশ্চ
যে । গ্রাম্যারণ্যাস্থা হেতা ওষধ্যস্ত চতুর্দশ । ৬৭ ।
তৃণশুল্ললতা বৌদ্ধল্লীশুচ্ছাদি কোটিশাঃ । এতেষা
মধিপশ্চল্লো ধারয়ন্তাথিলং জগৎ । ৬৮ ।
জ্যোৎস্নাতির্ভগবান্ সোমো জগতো হিতকামায়া ।
ততস্তস্মৈ দদৌ রাজ্যং ব্রহ্মা ব্রহ্মাবদাং বরঃ । ৬৯ ।
বৌজৌষধীনাং বিপ্রাণাং মন্ত্রাণাঞ্চ বরাননে । সো-
হতিষজ্ঞো মহাতেজা রাজা রাজ্যে নিশাকরঃ । ৭০ ।
ব্রৌল্লোকান্ ভাবদামাস স্বভাসা ভাস্বতাং বরঃ ।
তং সিনী চ কুহুশ্চৈব দ্ব্যতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ । ৭১ ।

কীর্তিধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যাঃ সিবৈবিরে ।
সপ্তবিংশতিরিন্দোস্ত দাক্ষায়ণ্যো মহাব্রতাঃ । ৭২ ।
দদৌ প্রাচেতসো দক্ষো নক্ষত্রাণীতি বা বিহুঃ ।
স তৎপ্রাপ্য মহদ্রাজ্যং সোমঃ সোমবতাং বরঃ । ৭৩ ।
সমাজহ্নে রাজস্বয়ং সহস্রশতদক্ষিণম্ । হিরণ্যগর্ভ-
শ্চোদগাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বমেয়িবান্ । ৭৪ । সদন্তস্তন্ত
ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ । সনৎকুমারপ্রমুখৈ-
রাষ্ট্রৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্বৃতঃ । ৭৫ । দক্ষিণামদদাৎ সোম-
ব্রৌল্লোকান্ বরাননে । তেভ্যো ব্রহ্মর্ষিমুখ্যেভ্যঃ
সদন্তেভ্যশ্চ বৈ শুভে । ৭৬ । প্রাপ্যাবত্থমব্যগ্রঃ
সর্বদেবর্ষিপূজিতঃ । অতিরাজতি রাজেন্দ্রো দশধা
ভাবয়ন দিশঃ । ৭৭ । তেন তৎপ্রাপ্য হুপ্রাপ্য-
মৈশ্বর্যমকৃত্যতিঃ । স এবং বর্জতে চন্দ্রশাজ্যেয়
ইতি বিশ্রুতঃ । ৭৮ ।

ইতি ঋক্মান্দে চন্দ্রোৎপত্তিবর্ণনং নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ । ২০ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাবাচ । শ্রুতং সর্বমশেষেণ চন্দ্রোৎপত্তি-
কারণম্ । চিহ্নং যথাভবন্তস্ত সাস্প্রতং তৎপ্রকীর্ত্য ।

হইল, ঐতেজে ওষধি সকল জন্মিল, এবং ওষধি
সকল তেজে প্রজ্জলিত হইতে লাগিল । চতুর্বিধ
প্রজা ঐ সকল ওষধি প্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই
আনন্দিত হইল । কল পাকিলে যাহা মরিয়া যায়,
তাহাকে ওষধি বলে । কলা সপ্তদশ প্রকার ; যথা,
ব্রৌহ্ম, যব, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কোবিদার,
কোরদ্ব, সতীনক, মাষ, মুদগা, মশুর, নিম্পার,
কুলখ, আঢ্যকী, চণক । এই গ্রাম্য ওষধি জাতি
গ্রাম্যারণ্য ওষধি যজ্ঞার্থ এবং উহা চতুর্দশ
প্রকার ; যথা, ব্রৌহ্ম, যব, গোধূম, অণু, তিল,
প্রিয়ঙ্গু, কুলখ, শ্রামাক, নীবার, জর্জিল, গবেষুক,
উরুবিন্দা, মর্কটকা, ও বেণুযব । এই চতুর্দশটি
ওষধি গ্রাম্যারণ্য । তৃণ, শুল্ল, লতা, বৌদ্ধ, বল্লী
ও শুচ্ছ, ইহাদেয়ও অধিপতি সোম । তিনিই
লোকহিত কামনায় জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া জগৎ
পোষণ করিতেছেন । ভগবান্ ব্রহ্মা বৌজৌষধি,
বিপ্র, ও মন্ত্র, সকলের রাজা করিয়া সোমকে
অভিষিক্ত করিলেন । অভিষিক্ত হইয়া তিনি স্বীয়
কিরণ বিতরণ করিয়া জিজগৎ আপ্যায়িত করিতে
লাগিলেন । সিনী, কুহু, দ্ব্যতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু,

কীর্তি, ধৃতি লক্ষ্মী, এই নব দেবী তাঁহার
সেবা করিতে লাগিলেন । প্রাচেতস দক্ষ স্বীয়
সপ্তবিংশতি কন্তা—যাহারা নক্ষত্র বলিয়া অখ্যাত
হয়, তাহাদিগকে চন্দ্রের করে অর্পণ করিলেন ।
তিনি তাহাদিগকে লাভ করিয়া সহস্রশত-
দক্ষিণ রাজস্বয় যজ্ঞ করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার এই যজ্ঞে হিরণ্যগর্ভ উদগাতা, ব্রহ্মা
এবং ভগবান্ নারায়ণ, সনৎকুমার প্রমুখ
আদ্য ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত সদন্ত হইলেন ।
দ্বিজরাজ সোম এই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষিমুখ্য সদন্তগণকে
হিলোক দক্ষিণা প্রদান করিলেন । তিনি অবত্থ
স্নাত হইয়া দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া দীপ্তি পাইতে
লাগিলেন । এইরূপে তিনি হুপ্রাপ্য ঐশ্বর্য লাভ
করিয়া পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । ৫২—৭৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আমি সর্বভোভাবে
চন্দ্রোৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ করিলাম, অধুনা তাঁহার

১। ঈশ্বর উবাচ। ব্রহ্মাণ্ড পুরা দেবি দক্ষো নাম
সুতোহতবৎ। প্রজাঃ সৃষ্টি উদ্ভিষ্টঃ পুরুষঃ
দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা। ২। ষষ্টিঃ দক্ষোহসৃজৎ কন্তা
বৈরিণ্যাঃ বৈ প্রজাপতিঃ। দদৌ স দশ ধর্মায়
কণ্ঠপায় জ্যৈষ্ঠাদশ। ৩। সপ্তবিংশতি সোমায়
চতশ্চোহরিষ্টেনেমিনে। ষ্ঠে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে
কৃশাশ্বায় ধীমতে। ৪। ষ্ঠে চৈবাক্ষিরসে তদ্বতাসাং
নামানি বিস্তরাৎ। শূনুঃ স্বঃ দৌব মাতৃগাং
প্রজাবিস্তরমাদিতঃ। ৫। মরুতভ্যৌ বঃ জামী
লম্বা ভানুরকৃতভ্যৌ। সঙ্কল্পা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা
বিষা চ চতুভামিনি। ৬। ধর্মপত্ন্যাঃ সমাখ্যাতা দক্ষঃ
প্রাচেতসো দদৌ। অদিতির্দিত্তির্দনুস্তমদরিষ্টা
সুরসৈব চ। ৭। সুরভির্বিনতা চৈব নান্দ্রা
ক্রোধবশা ত্রিলা। কক্রঃ স্বধা বনুস্তম্বতাসাং
পুত্রান বদামি বৈ। ৮। বিশ্বদেবাস্তাং বিশ্বায়ঃ সাধ্যা
সাধ্যানজীজনৎ। মরুতভ্যাং মরুতভ্যো বসোস্ত
বসবস্তথা। ৯। ভানোস্ত ভানবস্তেন মুহূর্তায়াং
মুহূর্তকাঃ। লম্বায়াং ঘোষনামানো নাগবীথিস্ত
জামিজা। ১০। সঙ্কল্পায়াস্ত সঙ্কল্পো ধর্মপুত্রা দশ
স্মৃতাঃ। আপো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলো-
হনিলঃ। ১১। প্রত্যাশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহস্তৌ

গাঞ্জের কলঙ্ক-চিহ্নের বৃত্তান্ত আপনি কীর্তন করুন।
ঈশ্বর বলিলেন,—পুর্বে ভগবান্ ব্রহ্মার এক পুত্র
হয়, তাহার নাম দক্ষ প্রজাপতি। ব্রহ্মা তাঁহাকে
প্রজা সৃষ্টি করিতে বলেন। তিনি বৈরিণীতে
ষষ্টিকন্তা সৃজন করিলেন। এই কন্তাসকলের মধ্যে
দশটি ধর্মকে, জ্যৈষ্ঠাদশটি কণ্ঠপকে, সপ্তবিংশতি
সোমকে, চারিটি অরিষ্টেনেমিকে, দুইটি ভৃগুপুত্রকে,
দুইটি কৃশাশ্বকে, এবং দুইটি অক্ষিরাকে, প্রদান
করেন। ইহাদের নাম ও প্রজাসৃষ্টির কথা বলি-
তেছি হবণ কর। মরুতভ্যৌ, বনু, জামী, লম্বা, ভানু,
অরুতভ্যৌ, সঙ্কল্পা, মুহূর্তা, সাধ্যা ও বিষা। এই
কন্তাগণকে তিনি ধর্মপত্নীকে অর্পণ করেন।
অদিতি, দিত্তি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা
ক্রোধবশা, ইলা, কক্র, ত্রিলা ও বনু,—এই সকল
কণ্ঠপপত্নীর পুত্রগণের কথা বলিতেছি। বিশ্বদেবগণ
বিশ্বায়, সাধ্যগণ সাধ্যাতে, মরুতগণ মরুতভ্যৌতে,
বনুগণ বনুতে, ভানু সকল ভানুতে, মুহূর্ত সকল
মুহূর্তাতে, ঘোষগণ লম্বাতে, নাগবীথি সকল
জামিতে, সঙ্কল্পসমূহ সঙ্কল্পাতে উৎপন্ন হয়। ইহার
ধর্মের পুত্র। আপ, ঋব, সোম, ধর, অনল, অনিল,

প্রকীর্তিতাঃ। আপস্ত পুত্রা বৈদগ্ধ্যাঃ শ্রমঃ শান্তো
ধ্বনিস্তথা। ১২। ঋবস্ত পুত্রো ভগবান্ কালো
লোকপ্রকালনঃ। সোমস্ত ভগবান্ শরো ঋবশ্চ
গৃহবোধনঃ। ১৩। হতহব্যবহশ্চৈব ধরশ্চ দ্রবিশ্চ স্মৃতঃ
মনোজবোহনিলস্তাসীদবিজাতগতিস্তথা। ১৪।
দেবলো ভগবান্ যোগী প্রত্যাশ্চাতবন স্মৃতাঃ।
রূহস্পতেস্ত ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী। ১৫।
প্রভাসস্ত তু সা ভাধ্যা বসু নামষ্টমশ্চ চ। বিশ্বকস্মা
স্মৃতস্তশ্চ শিল্লকর্তী প্রজাপতিঃ। ১৬। তুষিতানাং
তু সাধ্যানাং নামান্তেতানি বচি। তে। মনো-
হনুমস্তা প্রাণশ্চ নরোহপানশ্চ বোধীবান্। ১৭।
ভক্তির্ভয়োহনঘশ্চৈব হংসো নারায়ণস্তথা। বিভূশ্চৈব
প্রভূশ্চৈব সাধ্যা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ। ১৮। কণ্ঠপশ্চ
প্রবক্ষ্যামি সন্তাতং বরবর্ণনি। অংশো ধাতা ভগবন্তৌ
মিত্রোহথ বক্রগোহর্ম্যমা। ১৯। বিবস্বান্ সবিতা
পুষা অংশুমান্ বিশ্বরৈব চ। এতে সংস্কিরণা
আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। ২০। অজৈকপাদহির্কুপ্তো
বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ
সুরেশ্বরঃ। ২১। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকৌ
চাপরাজিতঃ। এতে কক্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ
গণেশ্বরঃ। ২২। দিত্তিঃ পুত্রদ্বয়ং লেভে কণ্ঠপাদল-
গন্ধিতম্। হিরণ্যকশিপুঃ শ্রেষ্ঠঃ হিরণ্যাক্ষঃ

প্রত্যাশ, প্রভাস, ইহার। অষ্টবনু। বৈদগ্ধ্যা, শ্রম,
শান্ত, ও ধ্বনি ইহার। আপের পুত্র। লোকপ্রকালন
ভগবান্ কাম ঋবের পুত্র। শর, ঋব ও গৃহবোধন
অনলের পুত্র। হতহব্যবহ দ্রবিশ্ব ধরের পুত্র। অবি-
জাতগতি মনোজব অনলের পুত্র। ভগবান্ যোগী
দেবল প্রত্যাশের পুত্র। রূহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী
ভুবনা অষ্টম বনু প্রভাসের ভাধ্যা। প্রভাসের পুত্র
বিশ্বশিল্পী বিশ্বকস্মা। অতঃপর তুষিত সাধ্য-
গণের নাম বলিতেছি। যথা,—মনঃ, অনুমস্তা,
প্রাণ, নর, অপান, ভক্তি, ভয়, অনঘ, হংস,
নারায়ণ, বিভূ, প্রভূ, এই দ্বাদশ প্রকার
সাধ্য। অতঃপর কণ্ঠপের সন্ততিগণের কথা
বলিতেছি। অংশ, ধাতা, ভগ, অষ্টা মিত্র, বক্রণ,
যম, বিবস্বান্, সবিতা, অংশুমান্ ও বিশ্ব ইহার।
সংস্কিরণ দ্বাদশ আদিত্যা। অজৈকপাদ, অহি-
বৃদ্ধা, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সুরে-
শ্বর, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকৌ, ও অপরাজিত এই
একাদশ জন গণেশ্বর ক্রদ। ১—২২। দিত্তি কণ্ঠপ
হইতে দুই বল-গন্ধিত পুত্র লাভ করেন। তাহা-

তথ্যজন্ম ॥ ২৩ ॥ হিরণ্যকশিপোদৈত্যৈঃ শ্লোকো ।
গীতঃ পুরাতনৈঃ ॥ ২৪ ॥ রাজা হিরণ্যকশিপুর্বাং
গ্রামাশাং নিরীকতে । তন্তান্তস্তাং দিশি সুরা
নমস্ক্রুমহর্ষিভিঃ । হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ
সুমহাবলাঃ ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদঃ পূর্বজন্তেবামহুহ্লাদ-
ন্ততঃ পরঃ । হ্রাদশ্চৈব হ্রদশ্চৈব পুত্রাশ্চৈতে
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৬ ॥ উভৌ সুন্দোপসুন্দৌ তু
হ্রদপুত্রৌ বভূবতুঃ । হ্রাদস্ত পুত্রস্তেকোহভূনুক
ইত্যভিধাংসতঃ ॥ ২৭ ॥ মারীচঃ সুন্দপুত্রস্ত
তাড়কায়ামজায়ত । দণ্ডকে নিহতঃ সোহয়ঃ রাঘবেণ
বলীয়সা ॥ ২৮ ॥ মুকো বিনিহতশ্চাপি কৈরাতে
সব্যসানিন । সংহ্রাদস্ত তু দৈত্যস্ত নিবাতকবচাঃ
কুলে ॥ ২৯ ॥ ভিষ্মঃ কোট্যস্ত বিখ্যাতা নিহতাঃ
সব্যসানিনা । গবেষ্ঠী কালনেমিচ্চ জন্তো বঙ্কল এব
চ ॥ ৩০ ॥ জন্তঃ স্তুঠোহঁজন্তেবাং স্মৃতাঃ প্রহ্লাদস্নবঃ
শুভ্রশ্চৈব নিশুভ্রশ্চ গবেষ্ঠিনঃ স্মৃতৌ স্মৃতৌ ॥ ৩১ ॥
ধনুকশ্চাসিলোমা চ শুভ্রপুত্রৌ প্রকীর্তিতৌ ।
বিরোচনস্ত পুত্রস্ত বলিরেকঃ প্রতাপবান ॥ ৩২ ॥
হিরণ্যাক্ষস্মৃতাঃ পঞ্চ বিক্রান্তাঃ সুমহাবলাঃ । অন্ধকঃ
শকুনিশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ মহানাভশ্চ
বিক্রান্তো ভূতসস্তাপনস্তথা । শতং শতসহস্রানি

দেব নাম হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু । হিরণ্যাক্ষ
কনিষ্ঠ । হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে প্রাচীন দৈত্যগণ এক
শ্লোক কীর্তন করেন ; যথা,—রাজা হিরণ্যকশিপু যে
যে দিক্ অবলোকন করেন, সুরগণ ও মহর্ষিগণ
সেই সেই দিকে নমস্কার করেন । হিরণ্যকশিপুর
চারি মহাবল পুত্র যথা—প্রহ্লাদ, অহুহ্লাদ, হ্রাদ,
ও হ্রদ । প্রহ্লাদ সকলের জ্যেষ্ঠ ; অপরা জয়ের
লিপিক্রমে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি জানিবে । সুন্দোপ-
সুন্দ উভয়ে হ্রদপুত্র । হ্রাদের এক পুত্র ; নাম মুক ।
মারীচ সুন্দপুত্র ; তাড়কায় জন্ম গ্রহণ করে ।
রাঘব দণ্ডকারণে তাহাকে নিহত করেন । মুক
কৈরাতে সব্যসানিকর্তৃক নিহত হয় । সংহ্রাদের
কুলে তিনকোটি নিবাতকবচ জন্মগ্রহণ করে, সব্য-
সানি ইহাদিগকেও বধ করিয়াছিলেন । গবেষ্ঠী,
কালনেমি, জন্ত, বঙ্কল, জন্ত, ইহারা প্রহ্লাদপুত্র ;
জন্ত সর্বকনিষ্ঠ । শুভ্র-নিশুভ্র গবেষ্ঠীর পুত্র ।
ধনুক ও অসিলোমা শুভ্রপুত্র । বিরোচনের
একমাত্র সন্তান বলি । হিরণ্যাক্ষের মহাবল-পর-
ক্রান্ত পাঁচপুত্র ; নাম—অন্ধক, শকুনি, কালনাভ,
মহানাভ, বিক্রান্ত, ও ভূতসস্তাপন । কশ্যপের শত,

নিহতাস্তারকাময়ে ॥ ৩৪ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তা কশ্যপাখ্যয়স্ততিঃ । যথা ব্যাপ্তং জগৎসর্বং
সদেবাসুরমাহুযম্ ॥ ৩৫ ॥ অথ বাঃ কশ্যকা দন্তাঃ
সপ্তবিংশতিরিন্দবে । তাশাং মধ্যে মহাদেবী প্রিয়া
তন্ত চ রোহিণী ॥ ৩৬ ॥ অথ নক্ষত্রনাথস্ত তাশাং
মধ্যেহতিবল্লভা । বভূব রোহিণী দেবি প্রাণেভ্যো-
হপি গরীয়সী ॥ ৩৭ ॥ সর্বাস্তাঃ সম্পরিত্যজ্য
রোহিণ্যা সহিতৌ ২ঃ । য়েমে কামপত্নীতাস্মা
বনেষুপবনেষু চ । রমণীয়েষু দেশেষু কন্দরেষু
শুভাসু চ ॥ ৩৮ ॥ অথ তাং কুংখসম্পন্নাস্তাঃ পত্ন্যাঃ শেবা
যশস্বিনী । জগ্মুশ্চ শরণং দক্ষং বচনং চোদমক্রবন ॥
৩৯ ॥ সোম সর্বা অতিক্রম্যা রোহিণ্যা সহ মোদতে ।
সংবৎসরসহস্রং তু ক্রীড়মানো যথাসুখম্ ॥ ৪০ ॥
অবশিষ্টান্ত যজ্ঞাং শমলিনা বিগতশ্রিয়ঃ । পাণি-
গ্রহণমারভ্য রোহিণ্যা সহ চন্দ্রমাঃ ॥ ৪১ ॥ সংবৎ-
সরসহস্রস্ত জাতিভ্যোকাং স শর্করীম্ । পরিত্যক্তা
বয়ং তাত শশিনা দৌষবর্জিতাঃ ॥ ৪২ ॥ স য়েমে
সহ রোহিণী অস্মাকমসুখপ্রদাঃ । অস্মাকং কুংখ-
দন্তানাং ত্রয়োহতো মরণং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥ তাশাং

শতসহস্র, বংশধর তারকাময় সমরে কাল-কবলিত
হইয়াছে । এই আমি সংক্ষেপে যথাজ্ঞান কশ্যপ
সম্ভাতি বলিলাম । ইহারা সদেবাসুর-মাহুয সমস্ত জগৎ
ব্যাপিয়া আছে । দক্ষ চন্দ্রকে যে সপ্তবিংশতি
কশ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে রোহিণী-
কেই চন্দ্র স্নেহ করিতেন । সর্বপত্নীর মধ্যে
রোহিণীই তাঁহার বল্লভা ও প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী
ছিলেন । তিনি অপর সকল পত্নীকে পরিত্যাগ
করিয়া কেবল রোহিণীকে লইয়াই কামভাবে রম্য-
দেশ, কন্দর-শুভা ও বন-উপবনে রমণ করিতেন ।
একসময় একদা তাঁহার অপর পত্নীগণ কুংখের কথা
গি থাকে গিয়া জানাইলেন । বলিলেন,—তাত !
ভগবান্ সোম আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া
রোহিণীর সহিত আমোদপ্রমোদ করেন । তিনি
বর্ষসহস্রকাল তাঁহার সহিতই সুখে বিহার করিতে-
ছেন ১২৩-৪০ । দেখুন, আমরা মলিনা বিগতশ্রী হইয়াছি ।
পাণিগ্রহণের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য বর্ষ
সহস্রকাল যাবৎ চন্দ্রমা একরাজির স্থায় রোহিণীর
সহিত অবস্থান করিতেছেন । আমাদের কোন
অপরাধ নাই, তথাপি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন ।
তিনি রোহিণীর সহিতই রমণ করিতেছেন, ইহা
আমাদের যারপর নাই কুংখের কারণ হইয়াছে

তখনঃ ক্রমাঃ স্থানান্তরিতঃ প্রজাপতিঃ । ব্রহ্মতেজঃ-
সমায়ুক্তঃ পুত্রীশ্বেদেন করিতঃ । জগাম যত্র
ঋক্শেণো বচনং চোদয়ত্ববীং । ৪৪ । সমং বর্ত্তন্ত
কন্তানু মামকানু নিশাকর । অন্তথা দোষভাগী
ত্বং ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । ৪৫ । তন্ত তখনঃ ক্রমাঃ
লজ্জয়াবনতঃ স্থিতঃ । বাচমিত্যেব ঋক্শেণো
দক্ষস্ত পুরতোহব্রবীং । ৪৬ । অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রর্ষে
সমং বর্ত্তয়িতাম্যহম্ । পুত্রীভিস্তব সত্যং বৈ
শপেহহঃ শপথেন তে । ৪৭ । এবং প্রতিজ্ঞাসং-
যুক্তে নিশানাথে তদাষিকে । সর্বা রূপেণ সংযুক্তা-
স্তন্ত কন্তা নিবেদিতাঃ । ৪৮ । দক্ষঃ শতবনং গম্বা
নির্গুণিঃ পরমাং গতঃ । চন্দ্রোহপি পূর্ববদোব
রোহিণ্যাং নিরতোহব্রবৎ । ৪৯ । সম্প্রতিত্যজ্য
তাঃ সর্বাঃ কামোপহতমানসঃ । অথ ভূয়স্ত তাঃ
সর্বাঃ দক্ষঃ বচনমব্রবন্ । ৫০ । মলিনাস্তাঃ কৃশা
ক্ল্যস্ত দীনাঃ সর্বা বিচেতসঃ । ততো দৃষ্টা তথারূপঃ
দক্ষো মোহমুপাগতঃ । ৫১ । লক্ষসংজ্ঞাঃ পুনঃ
সোহপি ক্রোধোদ্ধৃততনুহঃ । উবাচ সর্বাঃ স্বাঃ
পুত্রীঃ কিমিখং মলিনাশ্রয়াঃ । কিমিদং নিশ্রভাঃ
সর্বাঃ কথয়ধ্বং মমানঘাঃ । ৫২ । অশ্রুয়ান্ সাহু-

অধুনা আমাদের মরণই শ্রেয় । কন্তাগণের এতা-
দৃশ দুঃখবাক্তা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতেজোযুক্ত প্রজাপতি
স্নেহবশতঃ জামাতা চন্দ্রের নিকট গমন করি-
লেন ; বলিলেন,—হে নিশাকর ! তুমি আমার
কন্তাগণে সম ব্যবহার কর । অন্তথা তুমি দোষ-
ভাগী হইবে, সংশয় নাই । তাইর এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চন্দ্র লজ্জায় অধোবদন হইলেন । এবং
ধীরে ধীরে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি অদ্য হইতে
আপনার কন্তাগণের উপর সম ব্যবহার করিব ;
শপথ করিয়া বলিতেছি । নিশানাথ এই কথা কহিলে
দক্ষ তাঁহার সমগ্র রূপবতী কন্তাকে তাঁহার নিকট
নিবেদন করিয়া হইয়া শতবনে গমন করিলেন ।
চন্দ্রও এদিকে পুনরায় সকলকে পরিত্যাগ
করিয়া যথাপূর্ব রোহিণীতেই রত হইলেন । পুনরায়
চন্দ্রপত্নীগণ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া
যথাবৎ বলিল ! দক্ষ কন্তাগণকে মলিনা কৃশা
দীনা, ও বিচেতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন ।
কিঞ্চকাল পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করিলেন ।
ক্ষেপে তাঁহার গাভরোম কণ্টকিত হইল ।
তিনি সক্রোধে বলিলেন,—হে পুত্রী-গণ !
কিজন্য তোমাদিগকে মলিনবেশা ও নিশ্রভা
দেখিতেছি বল । অগ্নি পুত্রীগণ ! অদ্য আমি

গাংশ্চৈব যে চান্তে শ্রুয়সত্তমাঃ । অদ্য শাপহতান্
পুত্রাঃ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ । ৫৩ । এবমুক্তাঃ
দক্ষেন সর্বাভাঃ সমুদৈরয়ন্ । ৫৪ । ন চান্মাকং
নিশানাথ ঋতুমাত্রমপি প্রভো । প্রযচ্ছতি
পুনস্তেন যুগ্মংপার্থং সমাগতাঃ । ৫৫ । অনাদৃত্য তু
তে বাক্যং রোহিণ্যাং নিরতো ব্রহঃ । য়েমে
কামপরীতান্ অন্মাকং শোকবর্দ্ধনঃ । ৫৬ ।
তাসাং তখনঃ ক্রমাঃ দক্ষঃ কোপমুপাগতঃ । গম্বা
চন্দ্রং মহাদেবি শশাপ প্রমুখে স্থিতম্ । ৫৭ ।
অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যন্মাদ্বং রোহিণীরতঃ ।
সন্ত্যজ্য পুত্রীশ্চান্মাকং শেযা দোষেণ বর্জিতাঃ ।
তন্মাদৃশ্মা শরীরঃ তে গ্রসিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৫৮ ।
এতন্নিগ্নেব কালে তু যন্মা পরন্তপুত্রিকে । দক্ষেন
তু সমাদিষ্টেস্তন্ত কায়ং সমাবিশৎ । ৫৯ । যন্মগা
গ্রস্তকায়োহসৌ ক্ষয়ং যাতি দিনেদিনে । ৬০ ।
এবং সোমস্ত দক্ষেন কৃতশাপো গতপ্রভঃ । পপাত
বনুধাং দেবি নিশ্চেষ্টো রোহিণীযুতঃ । ৬১ ।
লক্ষসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রোহিণীং বাক্যমব্রবীং । ৬২ ।
দেবি কার্ধ্যং কিমধুনা ত্বংপিত্রা শাপিতো হম্ ।
ক্ষয়কুর্ভেন সংযুক্তঃ কিং করোম্যধুনা প্রিয়ে । ৬৩ ।

অশ্রু মাহুয ও অন্তান্ত যে সকল জাতি আছে,
সকলকেই শাপ-দণ্ড করিব । সংশয় নাই ।
দক্ষ এই কথা বলিলে কন্তাগণ বলি-
লেন,—নিশাকর ঋতুকালেও আমাদের নিকট
আগমন করেন না, এজন্য আমরা আপনার নিকট
আগমন করিয়াছি । নিশাকর আপনার বাক্যে
অনাদর করিয়া কামভাবে সর্ষদাই রোহিণীতে
রত থাকিয়া আমাদের দুঃখ বর্দ্ধন করিতেছেন ।
কন্তাগণের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষ অত্যন্ত
কুপিত হইলেন এবং সহর চন্দ্র সান্নিধ্যানে গমন
করিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন । তিনি বলিলেন,—
আমার বাক্য অনাদর করিয়া অপর সকলকে পরি-
ত্যাগপূর্বক যে হেতু তুমি রোহিণীতে রত হইয়া
রহিয়াছ, অতএব এই অপরাধে তোমায় যন্মা গ্রাস
করিবে, ইহা অন্তথা হইবার নহে । ৫১-৫৮ । অতিশাপের
পর হইতে দক্ষবাক্যে যন্মা চন্দ্রের শরীরে প্রবেশ
করিল । যন্মরোগগ্রস্ত হইয়া চন্দ্র দিন দিন ক্ষয়
পাইতে লাগিলেন । এইরূপে দক্ষশাপে চন্দ্র নিশ্চেষ্ট
হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল
মধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিণীকে বলিলেন,—
দেবি ! এখন আমি করি কি ? তোমার পিতা শাপ

এবমুক্তা রোহিণী তু বাপবাকুললোচনা । দক্ষশাপ-
হতং দৃষ্ট্বা সোমং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥ যেন শাপস্ত
তে দত্তস্তমেব শরণং ব্রজ । স তে শাপান্তিকৃতস্ত
নুনং শ্রেয়ো বিধান্তি ॥ ৬৫ ॥ লম্প্যসে তৎ-
প্রসাদাৎ প্রভাং পূর্বোচिताং শুভাম্ ॥ ৬৬ ॥
রোহিণ্যা বচনং শ্রুত্বা গতো দক্ষসমীপতঃ । চন্দ্রঃ
প্রোবাচ বিনয়ান্বাপবাকুললোচনঃ ॥ ৬৭ ॥ কুরুবান্ধ-
গ্রহং দক্ষ প্রসন্নেনাস্তরাত্মনা । কোপং ত্যজ মহর্ষে
ত্বং মমোপরি দয়াং কুরু ॥ ৬৮ ॥ স্বয়া ক্রোধ-
পরীভেন কারণে বাক্যকারণে । অহুকম্পাং চ মে
কৃত্বা কার্যং শাপস্ত মোক্ষণম্ ॥ ৬৯ ॥ বিদিতং
তু মহাত্মা শপ্তোহহং যেন কৰ্ম্মণা । কুরুবান্ধ-
গ্রহং দক্ষ মম দীনস্ত যচতঃ ॥ ৭০ ॥ এবং
বিলপমানস্ত সোমস্ত তু মহাত্মনঃ । অহুগ্রহে
মতিং কৃত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭১ ॥ দক্ষ উবাচ ।
ময়া শাপহতঃ সোম জাতুং শক্যো ন দৈবতৈঃ ।
যদ্যদব্রবীমাহং সোম তত্তথেষতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥
আয়ুঃ কৰ্ম্ম চ বিত্তং চ বিদ্যা নিধনমেব চ । পুত্র-
সৃষ্টানি যাচ্ছেব সম্ভবন্তি হি তানি বৈ ॥ ৭৩ ॥

অনুরাশ্চ অনুরাশ্চৈব যে চান্তে যক্ষরাক্ষসঃ । সৰ্বৈ-
হপি শক্তা ন জাতুং বর্জয়িত্বা মহেশ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ এবং
শাপো ময়া দতোহনুরগ্রহীযতি শক্যঃ । জাতস্তাতুং
তবেচ্ছন্তো বিনা পশুপতিং ভবম্ । ত্বাং শীঘ্রতরং
গচ্ছ সমারামায় শক্যম্ ॥ ৭৫ ॥ ন শক্যোহহং
পুনশ্চন্দ্রঃ কর্ত্তুং ত্বাং নির্যাসং পুনঃ । বর্জয়িত্বা
মহাদেবং শিতিকৰ্ণমুদাপতিম্ ॥ ৭৬ ॥ দক্ষস্ত চ বচঃ
শ্রুত্বা কৃতাজ্জলিপুটে স্থিতঃ । প্রত্যাচাচ তদা সোমঃ
প্রহৃষ্টেনাস্তাত্মনা ॥ ৭৭ ॥ ভগবন্ যদি তুষ্টোহসি
মম ভক্তস্ত অনুরতে । অহুগ্রহে কৃত্য বুদ্ধিস্তদা-
চক্ষুঃ কুজ্জ শিবঃ ॥ ৭৮ ॥ কস্মিন্ স্থানে ময়া দক্ষ
জষ্টব্যোহসৌ মহেশ্বরঃ । তৎস্থানানি চারিষ্যামি
যানি তানি বদস্ব মে ॥ ৭৯ ॥ দক্ষ উবাচ । শূ-
সোম প্রযত্নেন শ্রুত্বা চৈবাবধারণয় । বারুকীং দিশ-
মাশ্রিত্য সাগরানুপসন্নিধৌ ॥ ৮০ ॥ কৃতস্মরস্তাপ-
রতো ধ্বস্তরশতজয়ে । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং চ
স্বয়মুতং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ সূর্য্যবিহসমপ্রখ্যং
সর্পমেখলমণ্ডিতম্ । কুকুটাণ্ডকমানং তদ্ভূমিমধ্যে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ৮২ ॥ স্পর্শলিঙ্গং হি তদ্বিক্রিতভক্ত্য

দিয়াছেন, আমি ক্ষয় ও কুষ্ঠযুক্ত হইয়াছি ;
হে প্রিয়ে! এখন আমি করি কি? স্বামীর এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া রোহিণী ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,
—হে প্রভো! আপনাকে যিনি শাপ দিয়াছেন,
আপনি তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন । তিনিই
আপনার শ্রেয়োবিধান করিবেন । আপনি
তাঁহারই প্রসাদে পূর্বের স্তায় কান্তিলাভ করিবেন ।
প্রিয়র এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র দক্ষসমীপে
উপস্থিত হইয়া বঙ্গ-পর্ধ্যাকুল নেত্রে বলিলেন,—
হে তাত! প্রসন্ন অন্তঃকরণে আপনি আমার প্রতি
অহুগ্রহ করুন; আপনি কোপ! পরিত্যাগ করিয়া
দয়া করুন । হে দেব! কারণ থাকুক বা না থাকুক,
অহুগ্রহপূর্বক আপনি আমার শাপ-মোচন করুন ।
যে কারণে আপনি আমায় পাশ দিয়াছেন, তাহা
অবশ্যই আপনি বিদিত আছেন, অধুনা আমার
প্রার্থনা এই যে, আপনি এ দোনের প্রতি কৃপা
করুন । সোম এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে
মহাভাগ দক্ষ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে মনস্থ করিয়া
বলিলেন,—হে সোম! আমি শাপ দিলে দেব-
গণও তাহাকে জ্ঞান করিতে সক্ষম নহেন; সুতরাং
আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যস্তাবী; ইহাতে
কোন সংশয় নাই । দেখ,—আয়ু, কৰ্ম্ম, বিত্ত,

বিদ্যা ও নিধন এ সকল পূর্বনির্দিষ্ট, অবশ্যই ঘটয়া
থাকে, অনুরাশ্র যক্ষ-রাক্ষস প্রভৃতি সকলে কেহই
এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন; কেবল
একমাত্র মহেশ্বরই সমর্থ । এই যে আমি তোমায়
শাপ দিয়াছি, মহেশ্বরের অহুগ্রহে এ শাপ হইতে
মুক্তিলাভ করিতে পার, তিনি ভিন্ন এ শাপ অন্তথা
করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই । তুমি শীঘ্র গিয়া
তাঁহার আরাধনা কর । তিনি ভিন্ন অন্য কে আর
তোমাকে শাপ-নির্মুক্ত করিবে? ৭৫—৭৬ । প্রজা-
পতির এবন্ধিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র কৃতাজ্জলিপুটে
সহর্ষে বলিলেন,—হে ভগবন! যদি এই ভক্তের
প্রতিভূষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে বলিয়া দেন, কোথায়
সেই শিব বিরাজ করিতেছেন? কোথায় আমি
তাঁহাকে দেখিতে পাইব, বলুন, আমি সেই স্থানে
গমন করিতেছি । দক্ষ বলিলেন,—হে সোম!
শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর,—পশ্চিমদিগ্ভাগে
সাগরোপকণ্ঠে কৃতস্মরের অপর পার্শ্বে ত্রিশত
ধনু অন্তরে মহাপ্রভাব স্বয়মূলিক বিরাজ করিতে-
ছেন । ঐ লিঙ্গ সূর্য্যবিহসমপ্রভ, সর্পমেখল
ও কুকুটাণ্ড প্রমাণ । এই লিঙ্গ উক্ত নির্দিষ্ট স্থানে
অবস্থিত । ইহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায় । উক্ত

জ্ঞানতে ভবান্ । তত্র সন্নিহিতো দেবঃ শকরঃ
পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৩ ॥ গচ্ছ স্বঃ তপসোগ্রেন আরাধয়
সুরেশ্বরম্ ॥ ৮৪ ॥ প্রপত্ত দেবদেবেশমাত্মনঃ
নির্মলং কুরু । যত্নাত বরদানেন প্রাপ্যসে রূপ-
নৃতমম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি ত্রিকালে শিবারাধনোপদেশবর্ণনং নামৈক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । দক্ষৈবমব্রুজাতঃ শোচন্ কন্ম
স্বকং তদা । হুঃখশোকপরীতাত্মা প্রভাসং ক্ষেত্রমা-
গতঃ ॥ ১ ॥ স গচ্ছা দক্ষিণং তীরং সাগরস্ত নদী-
পতঃ । দদর্শ পৰ্বতং তত্র কৃতস্মরমিতী ক্রতম্ ॥
২ ॥ যক্ষবিদ্যাধরাকীর্ণং কিম্বৈরুপশোভিতম্ ।
চন্দনাগুরুকপূরৈরশোকৈস্তিলকৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩ ॥
বহ্লাটৈঃ শতপত্রৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈঃ শুভৈঃ ।
আম্রজম্বুকপিথৈশ্চ দাড়িমৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ নিম্ব-
জম্বীরনাগৈশ্চ কদলীখণ্ডমণ্ডিতৈঃ । ক্রমুকৈর্নাগ-
বল্ল্যাদৈঃ শাটলস্তালৈস্তমালকৈঃ ॥ ৫ ॥ বীজপূরক-
খজুরৈর্জাকামধুরপাটলৈঃ । বিষ্ণুচম্পকভিন্দাদৈঃ

কদম্বককুঠৈস্তথা ॥ ৬ ॥ ধবালোকশিরীষাদৈর্দার্মনা-
বৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্ । কামং কামফলৈর্বৃক্ষৈঃ
পুষ্পিতৈঃ ফলিতৈঃ শুভৈঃ ॥ ৭ ॥ হংসকারণ-
বাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ । কোকিলাভিঃ
শুভৈশ্চ নানাপক্ষিনিনাদিতম্ ॥ ৮ ॥ জাতিস্মরাঃ
পক্ষিণশ্চ ব্যাজব্রুক্ষাঙ্কুরাঃ গিরম্ । গন্ধর্ব্বকিম্বর-
যুগৈঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগৈঃ ॥ ৯ ॥ ক্রৌড়ভিক্ষিবিদে-
দ্বিভ্যেঃ শোভিতং পৰ্ব্বতোত্তমম্ । দেবগন্ধর্ব্ব-
নৃত্যৈশ্চ বেণুবীণানিনাদিতম্ ॥ ১০ ॥ বেদধ্বনিত-
ম্বোষণ যজ্ঞহোমায়িহোজ্ঞৈঃ । ধূমৈঃ সমাবৃতং
সর্ব্বমাজ্যগন্ধিভিকচ্ছিতম্ ॥ ১১ ॥ শোভিতং চর্ষভি-
দ্বিভ্যেচ্চাতুর্বিদ্যোদ্বিজোত্তমৈঃ । অত্রিষ্টৈব বসিষ্ঠশ্চ
পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ১২ ॥ ভৃগুশ্চৈব মরীচি-
ভরদ্বাজোহথ কশ্যপঃ । মনুর্মমোহজিরা বিষ্ণুঃ
শাতাতপপরাশরো ॥ ১৩ ॥ আপস্তম্বোহথ সম্বর্ত্তঃ
কাত্যঃ কাত্যায়নো মুনিঃ । গৌতমঃ শঙ্খলিখিতো
তথা বাচস্পতির্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥ জামদগ্ন্যো যাজ্ঞবল্ক্য
ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ । গার্গ্যশৌনকদাল্ভ্যশ্চ
ব্যাস উদালকঃ শুকঃ ॥ ১৫ ॥ নারদঃ পৰ্ব্বতশ্চৈব

জাবালির্মুদগলস্তথা ॥ ১৬ ॥ বিশ্বামিত্রঃ কৌশিকশ্চ

খজুর, ডাঙ্কা, মধুর, পাটল, বিষ্ণু, চম্পক, তিন্দু,
কদম্ব, বকুল, ধবালোক, শিরীষ, প্রভৃতি বিবিধ
বৃক্ষে ঐ পৰ্ব্বত পরিশোভিত এবং ফলিত পুষ্পিত
কামফল বৃক্ষ সকল দ্বারা উহা কামপ্রদ । হংস,
কারণব, চক্রবাক, কোকিল, শুক ও অন্যান্য
নানাবিধ পক্ষিকুলে উহা কুজিত । জাতিস্মর পক্ষী
সকলে তথায় মনুস্যের স্তায় স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ
করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে । গন্ধর্ব্ব ও উরগগণ
কিম্বর মিথুন, সিদ্ধ, বিদ্যাধর অহনিশ তথায়
ক্রৌড়াকরিতেছে ; দেবগন্ধর্ব্বগণের নৃত্য ও বীণা-
বেণুনাদে উহা নিনাদিত ! বেদধ্বনি ও আজ্যগন্ধ
যজ্ঞধূম দ্বারা উহা পাবজীকৃত হইতেছে । ঋষি ও
চাতুর্বিদ্য দ্বিজগণে ঐ পৰ্ব্বত শোভা পাইতেছে ।
অত্রি, বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি,
ভরদ্বাজ, কশ্যপ, মনু, যম, অজিরা, বিষ্ণু, শাতাতপ,
পরাশর, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্য, কাত্যায়ন,
গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, বাচস্পতি, জামদগ্ন, যাজ্ঞ-
বল্ক্য, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, গার্গ্য, শৌনক, দাল্ভ্য
ব্যাস, উদালক, শুক, নারদ, পৰ্ব্বত, উগ্রতাপস
দুর্কাসা, শাকল্য, গালব, জাবালি, মুদগল, বিশ্বামিত্র,

স্থানে পরমেশ্বর শকর বিরাজ করিতেছেন, তুমি
ইহা অবগত হইয়া ভক্তিপূরক ঐ স্থানে গমন কর ।
তথায় উগ্র তপস্তা দ্বারা শকরকে সন্তুষ্ট করিয়া তুমি
স্বয়ং নির্মল হও । তিনি তোমাকে আশু বর প্রদান
করিবেন, তুমি উত্তম রূপ লাভ করিবে ॥ ১৭-৮৫ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দক্ষ কর্তৃক অব্রুজাত হইয়া
নিশাকর নিজ দুর্কর্ম্মের অল্পশোচনা করিতে করিতে
হুঃখশোকাকুল-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গিয়া উপাহৃত
হইলেন । তথায় সাগরের দক্ষিণতীরসমীপে
তিনি কৃতস্মর পৰ্ব্বত অবলোকন করিলেন । তথায়
যক্ষ, বিদ্যাধর ও কিম্বরগণ সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ
করিতেছে । চন্দন, অগুরু, কপূর, অশোক, তিলক,
বহ্লাট, পুষ্পিত ফলিত শতপুষ্প, আম্র, জম্বু, কপিথ,
দাড়িম, পনস, নিম্ব, জম্বীর, নাগ, কদলী, ক্রমুক,
নাগবল্লী, শাল, তাল, তমল, বীজপূরক, খদির,

জহুর্বিষাবসুস্তথা । ধোম্যৈশ্চব শতানন্দো
বৈশম্পায়নজিহবঃ ॥ ১৭ ॥ শাকটায়নবার্হিক্যা-
বয়িকো বাদরাযণঃ । বালখিল্যা মহাক্সানো যে চ
ভূমণ্ডলে স্থিতাঃ ॥ ১৮ ॥ তে সৰ্বে তত্র তিষ্ঠন্তি
পৰ্বতে তু কৃত্যস্মরে । তেজস্বিনো ব্রহ্মপুত্রা ঋষয়ো
ধার্মিক্যঃ প্রিয়ে ॥ ১৯ ॥ জলন্তস্তপসা সৰ্বে নিধূমা
ইব পাবকাঃ । মাসোপবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ
পক্ষোপবাসিনঃ ॥ ২০ ॥ ত্রৈরাজিকাঃ সান্তপনা
নিরাহারাস্তথা পরে । কেচিৎ পুষ্পকলাহার্যঃ
লীলপর্ণাশিনস্তথা ॥ ২১ ॥ কেচিৎসোমযজ্ঞশ্চ জলা-
হারাস্তথারে । সাগ্নিহোত্রাঃ সুবিদ্বাংসো মোক্ষ-
মার্গার্হচিন্তকাঃ ॥ ২২ ॥ ইতিহাসপুরাণাদিক্রতিস্মৃতি-
বিশারদাঃ । এতে চাত্তে চ বহবো মার্কণ্ডেয়-
পুরোগমাঃ ॥ ২৩ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতাঃ
কৃতপৰ্বতে । এবং কৃত্যস্মরন্তত্র সৰ্বদেবনিষেবিতঃ ।
মৰন্তরেহস্মিন যো দেবি নিৰ্দ্ধনো বড়বাগ্নিনা ॥ ২৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা পৰ্বতঃ স্রমাং দৃষ্ট্বা চৈব মহোদধিम् ।
প্রদক্ষিণং ততশ্চক্রে সপ্তকৃৎশো নিশাকরঃ । গিরেঃ
প্রদক্ষিণাং কৃৎস্না গতো যত্র মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ সমীপে
তু সমুদ্রস্ত স্পর্শলিঙ্গস্বরূপবান । প্রসাদয়ামাস বিভূঃ
প্রসন্নেনাস্তরাশ্চন ॥ ২৬ ॥ মরণং বেতি সংখ্যায়
শরণং বা মহেশ্বরম্ । বরং শাপাভিঘাতার্থং মৃত্যুং

বা শঙ্করাগম ॥ ২৭ ॥ ইতি সোমো যতিঃ কৃৎস্না
তপসারাদয়ন শিবম্ । যাবদ্বর্ষসহস্রং তু কলমূল্য-
শনোহভবৎ ॥ ২৮ ॥ পূৰ্ণে বর্ষসহস্রে তু চতুর্থে
বরবর্ণিনি । তুতোষ ভগবান্ কক্সো বাক্যং
চেদমুবাচ হ ॥ ২৯ ॥ পরিতুষ্টোহস্মি তে চক্স বরং
বরয় সুব্রত । কিং তে কামং করোম্যদ্য ক্ৰহি
যৎ স্তাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩০ ॥ এবং প্রত্যক্ষমাপন্নং
দৃষ্ট্বা দেবং রুষধ্বজম্ । প্রণম্য তং বধাতভ্য
ভতিং চক্রে নিশাকরঃ ॥ ৩১ ॥ চক্স উবাচ ।
ও নমো দেবদেবায় শিবায় পরমাত্মনে ।
অপ্রমেয়স্বরূপায় ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণে ॥ ৩২ ॥ স্বঃ
পতির্যোগিনামৌশ অগ্নি সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । স্বঃ
যজ্ঞস্বঃ বসুটকারস্বমোক্ষারঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৩ ॥
চতুর্বিংশত্যধিকঞ্চ ভুবনানাং শতদ্বয়ম্ । তন্তোগ্নি
পরং জ্যোতির্জাগার্গি তব কেবলম্ ॥ ৩৪ ॥ কল্লাস্ত
আদিবরাহমুক্তব্রহ্মাণ্ডসংস্থিতো । আধারস্তস্ত-
ভূতায় তেজোলিঙ্গায় তে নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমোহনাময়-
নায়ে তে নমস্তে কৃতিবাসসে । নমো ভৈরবনাথায়
নমঃ সোমেশ্বরায তে ॥ ৩৬ ॥ ইতি সংজ্ঞাভিরেতাভিঃ
স্তত্যাভিরমৃতেশ্বরঃ । ভূতৈর্ভক্যৈর্ভবিষ্যৈশ্চ স্তুষ্যসে

কৌশিক, জহু, বিষাবসু, ধোম্য, শতানন্দ, বৈশ-
ম্পায়ন, জিহু, শাকটায়ন, বার্হিক্য, অগ্নিক,
বাদরাযণ, ও মহাক্সা বালখিল্যাগণ তথায় বাস
করেন। এই সকল তেজস্বী, ধার্মিক ব্রহ্মপুত্র
ঋষি, নিৰ্দ্ধূম পাবকের স্তায় উপাস্তায় জাজল্যমান;
কেহ কেহ মাসোপবাসী, কেহ কেহ পক্ষোপবাসী—
সাগ্নিহোত্র, সুবিদ্বান্,—মোক্ষমার্গার্হচিন্তক ও ইতি-
হাস-পুরাণ-জ্ঞাত-স্মৃতিবিশারদ এই সকল ব্রাহ্মণ
ও অন্তান্ত আর্য বহু মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ
প্রভাসক্ষেত্রে কৃত্যস্মর পৰ্বতে অবস্থান করিতেন।
এই কৃত্যস্মর পৰ্বত সৰ্বদেব-নিষেবিত। এই
মৰন্তরে যিনি পাপ-বাড়বাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন,
সেই নিশাকর এই পৰ্বত ও অত্রত্য সাগর
সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া যেখানে মহেশ্বর বিরা-
জিত, তথায় স্পর্শলিঙ্গসমীপে গমন করিলেন
এবং প্রসন্নচিত্তে শঙ্করের আরাধনা করিতে
লাগিলেন। সোম এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন
যে, হয় মরণ, না হয় শঙ্করের শরণ অথবা তাঁহার

নিকট বর লাভ না হয় আমার মৃত্যু, এতৎকতি-
পয়ের যাহা হয়, তাহাই হইবে, এই নিশ্চয়
করিয়া তিনি কলমূল্যশনে বর্ষসহস্র কাল যাবৎ
তপস্তা দ্বারা শঙ্করাধনা করিলেন। বর্ষসহস্র
কাল তপস্তা করা শেষ হইলে ভগবান্ কক্স সোমের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—হে সুব্রত চক্স!
আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। তোমার
অভিলষিত বা দুর্লভ কি তাহা তুমি বল, আমি
পুরণ করিব ॥ ৩০ ॥ নিশাকর তখন রুষভধ্বজকে
প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া প্রণয়ে ও ভক্তিপূর্বক
তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবদেব,
শিব, গরমাত্মা, অপ্রমেয় স্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্ত
স্বরূপ! তুমি যোগিপতি যোগীশ, তোমাতে সৰ্ব
জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তুমি যজ্ঞ, বসুটকার, ঔকার ও
প্রজাপতি; চতুর্বিংশতি তত্ত্বাভীত যে ভুবন শতদ্বয়,
তত্‌পরি কেবল আপনারই জ্যোতি দীপ্তি পাইয়া
থাকে। হে কল্লাস্তকালীন আদিবরাহমূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-
সংস্থিতর আধারস্তস্তভূত তেজোলিঙ্গ! তোমাকে
নমস্কার। হে অনাময়নায়ক, কৃতিবাস, ভৈরবনাথ
সোমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। হে অমৃতেশ্বর!
উক্ত প্রকার স্তবাহ বাক্যাবলী দ্বারা কুহ, ওবা

সুরসত্তমৈঃ । ৩৭ । আদ্যো বিরঞ্চিতানাং ভূদ্রক্ষা
লোকপিতামহঃ । যত্নাঞ্জয়েতি তে নাম তদাভূৎ
পার্বতীপতে । ৩৮ । দ্বিতীয়োহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা পদ্ম-
ভূরিত্তি বিক্রমঃ । তদা কালাগ্নিক্রজেতি তব নাম
প্রকীর্তিতম্ । ৩৯ । তৃতীয়োহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-
রিত্তি বিক্রমঃ । অমৃতেশেতি তে নাম কীর্তিতঃ
কীর্তিবন্ধনম্ । ৪০ । চতুর্থোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা পর-
মেষ্ঠীতি বিক্রমঃ । অনাময়েতি দেবেশ তব নাম
স্মৃতং তদা । ৪১ । পঞ্চমোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা সুরজ্যোষ্ঠ
ইতি ক্রমঃ । কৃতিবাসেতি তে নাম বভূব ত্রিপুরা-
স্তক । ৪২ । ষষ্ঠ্যোহভূদ্রক্ষা ব্রহ্মা হেমগর্ভ ইতি
স্মৃতঃ । তদা ভৈরবনাথেতি তব নাম প্রকীর্তিতম্ ।
৪৩ । অধুনা বর্ততে যোহসৌ শতানন্দ ইতি
ক্রমঃ । আদিসোমেন যশাসৌ বামনেন্ত্রোত্তবেন
তে । ৪৪ । প্রতিষ্ঠার্থং তু লিঙ্গস্ত আনৌতশাষ্টি-
বার্ষিকঃ । বালরূপী তদা তেন সোমনাথেতি
কীর্তিতম্ । ৪৫ । তদাপ্রভৃতি সোমানাং লক্ষণাঃ
দ্রিতয়ং গতম্ । সহস্রদ্বিতয়ৈকৈব শতৈকৈব ষড়্ভূতম্ ।
৪৬ । সপ্তমোহহং মহাদেব আত্রেয় ইতি বিক্রমঃ ।
প্রাচেতসেন দক্ষেণ শপ্তস্থাঃ শরণং গতঃ । রক্ষ

মাং দেবদেবেশ ক্ষয়িণঃ পাপরোগিণম্ । ৪৭ ।
ইতি সংস্ৰবতন্ত্রস্ত চন্দ্রস্ত ককণাকরঃ । ততোয
ভগবান্ ক্রজো বাক্যং চেদমুবাচ হ । ৪৮ । পরি-
ভূষ্টোহস্মি তে চন্দ্র বরং বরয় সুরত । কিং তে
কামং করোম্যদ্য ক্রহি যৎ স্তাৎ সুত্বলতম্ । ৪৯ ।
মগ নামানি গুহ্যানি মম প্রিয়তরাণি চ । পঠিষ্যন্তি
নরা যে তু দাস্তে তেষাং মনোগতম্ । ৫০ । অতীতা
যে চন্দ্রসমো ভবিষ্যন্তি চ যেষুনা । তেষাং পূজা-
মিদং লিঙ্গং যাবদন্তোহষ্টবার্ষিকঃ । ৫১ । অতঃ
পরং চতুর্ভক্তো ব্রহ্মা যো ভবিতা যদা । প্রাণ-
নাথেতি দেবস্ত তদা নাম ভবিষ্যতি । ৫২ ।
প্রাণান্ত বায়বঃ প্রোক্তান্তদারাদননাম তৎ । প্রাণ-
নাথেতি সম্প্রোক্তঃ মেধুনা তন্তুবিষ্যতি । ৫৩ ।
তস্মাদগ্নীশনামেতি কালক্রেত্যনন্তরম্ । তারকেতি
ততো নাম ভবিষ্যত্যেব কীর্তিতম্ । ৫৪ । যত্না-
ঞ্জয়েতি দেবস্ত ভবিতা তদনন্তরম্ । ত্র্যাম্বকেশ্বিতী-
শেতি ভুবনেশেত্যনন্তরম্ । ৫৫ । ভূতনাথেতি
ঘোরোতি ব্রহ্মেশেতাথ নামকম্ । ভবিষ্যৎ পৃথিবী-
শেতি আদিনাথেত্যনন্তরম্ । ৫৬ । কল্লেশ্বরেতি
দেবস্ত চন্দ্রনাথেত্যনন্তরম্ । নাম দেবস্ত যজ্ঞাবি
সাম্প্রতং তে প্রকাশিতম্ । ৫৭ । ইত্যেবমাদি

ভবিষ্য সুরসত্তমগণ আপনার স্তব করিয়া থাকেন ।
হে দেব ! যখন আদ্য লোক পিতামহ ব্রহ্মা বিরঞ্চিত
নাম ধারণ করেন, তখন আপনার নাম ছিল ঐত্যা-
ঞ্জয় । যখন দ্বিতীয় ব্রহ্মা পদ্মভূ নামে বিক্রম হন,
তখন আপনার নাম ছিল কালাগ্নি-বজ্র । যখন
তৃতীয় ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু নামে বিদ্যমান ছিলেন, তখন
আপনার নাম ছিল অমৃতেশ । যখন চতুর্থ ব্রহ্মা
পরমেষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তখন আপনার নাম
ছিল অনাময় । যখন সুরজ্যোষ্ঠ নামক পঞ্চম ব্রহ্মা
হন, তখন আপনার নাম ছিল কৃতিবাস । যখন
হেমগর্ভ নামক ষষ্ঠ ব্রহ্মার অধিকার কাল, তখন
আপনার নাম ছিল—ভৈরবনাথ । হে দেব ! অধুনা
এই যে আপনার ‘শতানন্দ’ নামক লিঙ্গ, ইহা আপ-
নার বাম-নেত্রোত্তর আদি সোম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত
আনয়ন করিয়াছিলেন । তখন ঐ লিঙ্গ অষ্টবার্ষিক
বালরূপী । সোম কর্তৃক আনৌত বলিয়া উহার নাম
হইয়াছে ‘সোমনাথ’ । তদবধি অদ্য পর্যন্ত দুই
লক্ষ, দুই হাজার, এক শত ছয়টি সোম অতীত
হইয়াছে । অধুনা আমি সপ্তম সোম ‘আত্রেয়’
বর্ত্তমান রহিয়াছি । প্রাচেতস দক্ষ আনয় শাপ
দিয়াছেন, সেইজন্য আমি আপনার শরণ লইয়াছি ;

আপনি এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত পাপরোগীকে রক্ষা
করুন । করুণাকর শব্দর নিশাকর কর্তৃক এইরূপে
পরিভূষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে চন্দ্র ! আমি সমুপ্ত
হইয়াছি, বর গ্রহণ কর । আমি তোমার কোন
কামনা পূরণ করিব ? যাহা তোমার সুত্বলত, তাহা
তুমি প্রকাশ কর । আমার প্রিয়তম গুহ্য নাম সকল
যে কীর্তন করিবে, আমি তাহাকে মনোমত বর
প্রদান করিব । যে সকল চন্দ্র অতীত হইয়াছে, বা
যে সকল চন্দ্র ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকল চন্দ্রেরই
এই অষ্টবার্ষিক লিঙ্গ পূজনীয় । ৩১—৫১ । অতঃপর
যখন চতুর্ভক্ত ব্রহ্মা হইবে, তখন আমার এই লিঙ্গের
নাম হইবে, ‘প্রাণনাথ’ । প্রাণ পঞ্চ বায়ু । আমি
তদারাদানার্থ ইহার ‘প্রাণনাথ’ নাম রাখিলাম, সুরতাং
লিঙ্গের নাম প্রাণনাথ হইবে । তদনন্তর অগ্নীশ,
তদনন্তর কালক্রেত, তদনন্তর তারক, তদনন্তর যত্না-
ঞ্জয়, তদনন্তর ত্র্যাম্বক, তদনন্তর ভুবনেশ, তদনন্তর
ভূতনাথ, তদনন্তর ঘোর, তদনন্তর ব্রহ্মেশ, তদনন্তর
পৃথিবীশ, তদনন্তর আদিনাথ, তদনন্তর কল্লেশ্বর,
তদনন্তর চন্দ্রনাথ । দেবদেবের যে সকল নাম
হইবে, তৎসমস্ত এই প্রকাশ করিলাম । কালের

নামানি স্বসম্ব্যক্তানি যোড়শ । গতানি সন্তবিবাস্তি
কালস্থানস্তুভাবতঃ । ৫৮ ॥ একৈকং বর্ততে নাম
ব্রহ্মণঃ প্রলয়াবধি । ততোহস্তজ্জায়তে নাম যথা
নামানুরূপতঃ । ৫৯ ॥ অথ কিং বহুনোক্তেন
রহস্যং তে প্রকাশিতম্ । বৎস যৎকারণেনেহ
তপন্তপ্তং হুয়াখিলম্ । তন্মো নিঃশেষতো ক্রহি
দাশ্চে তুষ্টোহস্মি তে বরম্ । ৬০ ॥ চন্দ্র উবাচ ।
অহং শপ্তশ্চ দক্ষৈশ্চ কস্মিন্শ্চিৎকারণান্তরে । যক্ষণা
চ ক্ষয়ং নীতস্তস্মাদ্ব্যং জাতুমর্হসি । ৬১ ॥ শঙ্কুবাচ ।
অধুনা ভোঃ সমং পশু সর্গাস্তা দক্ষকন্তকাঃ । ক্ষয়ন্তে
ভবিতা পক্ষং পক্ষং বুদ্ধির্ভবিষ্যতি । ৬২ ॥ পুরৌ-
চিতাঃ প্রভাং সোম প্রাপ্যাসে মৎপ্রসাদতঃ । প্রাচে-
তসস্ত দক্ষস্ত তপসা হতপাপানুঃ । ৬৩ ॥ তস্তান্তথা
বচঃ কৰ্ত্তুং শক্যং নাতৈস্তঃ স্মরৈরপি । ব্রাহ্মণাঃ
কুপিতা হন্যুর্ভস্মীকুৰ্যুঃ স্বতেজসা । ৬৪ ॥ দেবান্
কুৰ্যুরদেবাংশ্চ নাশয়েয়ুরিদং জগৎ । ব্রাহ্মণাশ্চৈব
দেবাশ্চতেজ একং দ্বিধা কৃতম্ । ৬৫ ॥ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণা
দেবাঃ পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ । ন বিনা ব্রাহ্মণা

দেবৈর্ন দেবা ব্রাহ্মণৈর্কিনা । ৬৬ ॥ একত্র মজ্জা-
স্তিষ্ঠন্তি তেজ একত্র তিষ্ঠন্তি । ব্রাহ্মণা দেবতা
লোকে ব্রাহ্মণাদিব দেবতাঃ । ত্রৈলোকে ব্রাহ্মণাঃ
শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণা এত কারণম্ । ৬৭ ॥ পিতৃর্নিযুক্তাঃ
পিতরো ভবন্তি ক্রিয়ানু দৈবীষু ভবন্তি দেবাঃ ।
দ্বিজোত্তমা হস্তনিযুক্ততোয়াস্তেনৈব দেহেন ভবন্তি
দেবাঃ । ৬৮ ॥ যটকর্ম্মতত্বাভিরতেষু নিত্যং বিপ্রেষু
বেদার্থকুতূহলেষু । ন তেষু ভক্ত্যা প্রবিশন্তি
ঘোরং মহাভয়ং প্রেতভয়ং কদাচিত্ । ৬৯ ॥
যদ্ব্রাহ্মণাঃ স্তুত্যা তমা বদন্তি তদেবতাঃ কর্ম্মভিরা-
চরন্তি । তুষ্টেষু তুষ্টাঃ সততঃ ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেষু
পরোক্ষদেবাঃ । ৭০ ॥ যথা ক্রজা যথা দেবা মরুতো
বসবোহস্মিনো । ব্রহ্মা চ সোমসূর্য্যো চ তথা
লোকে দ্বিজোত্তমাঃ । ৭১ ॥ দেবায়ীনাঃ প্রজাঃ
সর্গা যজ্ঞায়ীনাশ্চ দেবতাঃ । তে যজ্ঞা ব্রাহ্মণায়ীনা-
স্তস্মাদেবা দ্বিজোত্তমাঃ । ৭২ ॥ ব্রাহ্মণানর্চয়েন্নিত্যং
ব্রাহ্মণাস্তর্পয়েৎ সদা । ব্রাহ্মণাস্তারকা লোকে
ব্রাহ্মণাংস্বর্গমশ্নুতে । ৭৩ ॥ অভেদ্যমচ্ছেদ্যমনাদি-

আমন্ত্যে এই সমুদায় নাম গত হইবে । এই এক
একটি নাম ব্রহ্মার প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী । এক
একটি নামের নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে আর
একটি নাম প্রবর্তিত হইবে । অধিক আর কি
বলিব, সমুদয় রহস্যই তোমার নিকট ব্যক্ত
করিলাম । বৎস! যে কারণে তুমি তপস্বী করি-
তেছ, আমার ব্যক্তভাবে বল, তুষ্ট হইয়াছি, আমি
তোমায় বর প্রদান করিব । চন্দ্র বলিলেন,—কোন
কারণে দক্ষ আমার শাপ দিয়াছেন, ঐ শাপপ্রভাবে
তুমি যক্ষা আমার ক্ষীণ করিতেছে, আপনি পরি-
জ্ঞাপ করুন । শঙ্কু বলিলেন,—হে চন্দ্র! অধুনা
তুমি দক্ষের সকল কষ্টাগণে সম ব্যবহার কর,
তোমার এক পক্ষে ক্ষয় ও এক পক্ষে বৃদ্ধি
হইবে; আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্বকাস্তি লাভ
করিবে । বিগতপাপ প্রাচেতস দক্ষের বাক্য অস্তথা
করিতে অস্ত কোন দেবতার সাধ্য নাই ।
ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সমস্ত নিহত ও স্বতেজে সমস্ত
ভস্মীভূত করিতে পারেন । ঠাঁহার দেবতাগণকেও
অদেব করিতে সক্ষম । এমন কি
ঠাঁহার জগৎও বিনষ্ট করিতে পারেন । ব্রাহ্মণ
ও দেবতা একই তেজ, দ্বিধাকৃত মাত্র; ব্রাহ্মণ
প্রত্যক্ষ দেবতা এবং দেবগণ পরোক্ষ দেবতা

বলিয়া জানিবে । ব্রাহ্মণ দেবতা হইতে ভিন্ন মহিম
এবং দেবতাও ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন নহেন । ব্রাহ্মণ
ও দেবতা উভয়ই মজ্জা ও তেজ বিরাজিত ।
এই সংসারে ব্রাহ্মণগণই দেবতা, স্বলোকেও
ঠাঁহারাই দেবতা । ত্রিভুবনে ব্রাহ্মণগণই
শ্রেষ্ঠ এবং ঠাঁহারাই কারণ । ঠাঁহার পিতৃ-
কার্য্যে পিতা, এবং দেবকার্য্যে দেবতা । হস্ত-
নিযুক্ত তোম ব্রাহ্মণগণ সেই দেহেই দেবতা ।
বেদার্থকুশল যটকর্ম্মতত্বাভিনিরত ব্রাহ্মণগণে
কোনরূপ বিপদ, মহাভয় বা প্রেতভয়
প্রবেশ লাভ করিতে পারে না । ব্রাহ্মণ-
গণ যাহা বলেন, দেবগণ কার্য্যে তাহাই করিয়া
থাকেন । প্রত্যক্ষদেবতা ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলে
পরোক্ষ দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন । ৫২—৭০ ।
যেমন ক্রজ, দব, মরুৎ, বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ব্রহ্মা
ও সোমসূর্য্য—তজপ ইহলোকে দ্বিজোত্তমগণ । দেখ,
প্রজা দেবতার অধীন, দেবতা যজ্ঞের অধীন, আর
ঐ যজ্ঞ ব্রাহ্মণের অধীন; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ
দেবতা । নিত্য ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিবে;
নিত্য ঠাঁহাদের তর্পণ করিবে । ঠাঁহারাই এই
দুস্তর ভব-সমুদ্রের তারক; ঠাঁহাদের নিকট হই-
তেই স্বর্গলাভ করা যায় । ঠাঁহারাই অভেদ্য

মক্ষয়ঃ বিধিঃ পুরাণং পরিপালয়ন্তি । মহামতিস্তান-
ভিপূজ্য বৈ বিজান ভবেদজ্ঞেনো দিবি দেবরাড়িব ।
৭৪ । শকাং হি কবচং ভেদুঃ নারাতেন শরৈণ বা ।
অপি বজ্রসহস্রৈণ ব্রাহ্মণাশীঃ স্তুভূর্তিহা । ৭৫ । হতেন
শাম্যতে পাপং হতমরেন শাম্যতি । অন্নং
হিরণ্যদানেন হিরণ্যং ব্রাহ্মণাশিবা । ৭৬ ।
য ইচ্ছেররকং গন্তং সপুত্রপুত্রবান্ধবঃ । দেবেষধি-
কৃতং কুর্যাদব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ । ৭৭ । ব্রাহ্মণান
ষেষ্টি যো মোহাদেবান্ গাশ্চ মথান যদি । নৈব তস্ত
পরো লোকো নাযং লোকো দুঃস্বপ্ননঃ । ৭৮ ।
অনিদ্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ কাঞ্চনং সলিলং স্রিয়ঃ ।
পৃথিবী তু যভেতানি যো নিদতি স পাতকী । ৭৯ ।
অগ্রং ধর্ম্মস্ত রাজানো মূলং ধর্ম্মস্ত ব্রাহ্মণাঃ ।
তস্মান্মূলং ন হিংসীত মূলে হগ্রং প্রতিষ্ঠিতম্ । ৮০ ।
কলং ধর্ম্মস্ত রাজানঃ পুষ্পং ধর্ম্মস্ত ব্রাহ্মণাঃ । তস্মাৎ
পুষ্পং ন হিংসীত পুষ্পাৎ সজায়তে কলম্ । ৮১ ।
রাজা বৃক্ষো ব্রাহ্মণাস্তস্ত মূলং পোরাঃ পর্ণং মস্ত্রিণস্তস্ত
শাখাঃ । তস্মাদ্রাজো ব্রাহ্মণা রক্ষণীয়া মূলে গুপ্তে

নাস্তি বৃক্ষস্ত নাশঃ । ৮২ । আসন্নো হি দহত্যগ্নি-
দূরাদদহতি ব্রাহ্মণঃ । প্ররোহত্যগ্নিনা দধঃ ব্রহ্মদধঃ
ন রোহতি । ৮৩ । ব্রাহ্মণানাঞ্চ শাপেন সর্বতর্কো
হতাননঃ । সমুদ্রচাপ্যপেষন্ত বিফলশ্চ পুরন্দরঃ ।
৮৪ । স্বং চন্দ্র রাজযক্ষী চ পৃথিব্যামুদরানি চ ।
সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ পাতঃ পুনরুদ্ধরণং তয়োঃ । ৮৫ ।
বনস্পতীনাং নির্ধাসো দানবানাং পরাজয়ঃ ।
নাগানাং চ বশীকারঃ কক্ৰস্তোৎসাদনং তথা ।
দেবোৎপত্তিবিপর্য্যাসো লোকানাং চ বিপর্য্যয়ঃ ।
৮৬ । এবমাদীনি ভেজাংসি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ।
তস্মাদ্বিপ্রেষু নৃপতিঃ প্রণমেরিত্রতামেব চ । ৮৭ ।
পরামপ্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণায় প্রকোপয়েৎ ।
তে হেনং কুপিতা হস্তাঃ সদাঃ সবলবাহনম্ । ৮৮ ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যদ্যগ্নির্দৈবতং মহৎ এবং
বিদ্বানবিদ্বান বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ । ৮৯ ।
আশানেষপি ভেজস্বী পাবকো নৈব ত্রযাতি ।
হুয়মানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে । ৯০ । এবং
যদ্যপ্যনিদেষু বর্ততে সর্বকর্ম্মসু । সর্বেষাঃ

অচ্ছেদ্য অনাদি অনন্ত পুরাণবিধি পালন করিয়া
থাকেন । জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐহাদের পূজা করিয়া
স্বর্গরাজ্যে দেবরাজের স্তায় জগতে; অজ্ঞেয়
হইবে । নারাচ বা শর দ্বারা তর্ভেদ্য কবচও ভেদ
করা যায়, কিন্তু সহস্র বজ্রেও ব্রাহ্মণাশীর্বাদ তর্ভেদ্য
পাপ হত 'যজ্ঞ' দ্বারা শান্ত হয়; এই হত অপেক্ষা
অন্নদান অধিক কলপ্রদ, অন্নদান হইতে হিরণ্য-
দান এবং ব্রাহ্মণাশীর্বাদ তদপেক্ষাও অধিক কল-
প্রদ জানিবে । সপুত্রপুত্র-বান্ধব যে ব্যক্তি নরকে
গমন করিতে ইচ্ছা করে, সে গো-ব্রাহ্মণ-দেবতায়
দ্রেষ্য করিবে । যে দুয়াক্ষা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা
ও যজ্ঞে দ্রেষ্য করে, সে না ইহলোকে না
পরলোকে—কোন লোকেই স্তুখ্যাতি লাভ করিতে
পারে না । গো, ব্রাহ্মণ, কাঞ্চন, সলিল, স্রী, পৃথিবী,
ঐহাদের কদাচ নিন্দা করিবে না; করিলে পাতকী
হইবে । নৃপতিগণ ধর্ম্মের অগ্র ব্রাহ্মণগণ
ধর্ম্মের মূল, অতএব ধর্ম্মের মূল হিংসা করিবে না;
কারণ মূলেই অগ্র প্রতিষ্ঠিত আছে । রাজা ধর্ম্মের
কল, আর ব্রাহ্মণ তাহার পুষ্প; অতএব ঐ
পুষ্পে হিংসা করিবে না; কেননা, পুষ্প হইতেই
কল হইয়া থাকে । রাজা বৃক্ষ, ব্রাহ্মণ ঐ
বৃক্ষের মূল, পৌরজন পর্ণ এবং মস্ত্রী উহার শাখা,
অতএব নৃপতিগণ ব্রাহ্মণরক্ষা করিবেন; কেননা,

মূল রক্ষিত হইলে বৃক্ষনাশের আশঙ্কা থাকে না ।
অগ্নি আসন্ন না হইলে দাহ করিতে পারে না,
কিন্তু ব্রাহ্মণ দূর হইতেই দাহ করিয়া থাকেন
অগ্নিদধ, কালে অকুরিত হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মদধ
আর অকুরিত হয় না অথাৎ ঘটনাবিশেষে অগ্নি-
দধের জীবনের আশা থাকিতে পারে, কিন্তু
ব্রহ্মশাপাগ্নিদধের অস্তিত্ব অসম্ভব । দেখ, ব্রাহ্মণের
শাপে বহি সর্বতর্ক, সমুদ্র অপেষ, পুরন্দর বিফল
(ভগাঙ্ক,) তুমি রাজযক্ষী, পৃথিবীতে উষর, চন্দ্র-
সূর্য্যের পতন ও পুনরুদ্ধার বনস্পতির নির্য্যাস, দান-
বের পরাজয়, নাগের বশতা, কক্ৰয়ের উৎসাদন,
দেবতাদিগের উৎপত্তি-বিপর্য্যাস, এবং ত্রিলোকের
বিপর্য্যয় ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় সকল ব্রাহ্মণগণের
অনির্ধচনীয় প্রভাবের চিরসাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।
অতএব নৃপতি নিত্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন ।
৭১—৮৭, অত্যন্ত বিপন্ন হইলেও রাজা ব্রাহ্মণকে
কোপিত করিবেন না । ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে সবল-
বাহন রাজা, বিনাশ প্রাপ্ত হয় । সংস্কৃত বা অসংস্কৃত
এতদ্ব্যয় অগ্নিই যেমন পরম দেবতা, তদ্রূপ
বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণমাজেই দেবতাস্বরূপ
জানিবে । যেমন আশানে থাকিয়াও ভেজস্বী
অগ্নি দূষিত হয় না, যজ্ঞে হোমকালে পুনরায়
আবার সম্মানিত ও পূজিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ

ব্রাহ্মণঃ পূজ্যো দৈবতং পরমং মহৎ । ১১ ।
 ক্ষত্রজাতিপ্রবৃদ্ধঃ ব্রাহ্মণানাং প্রভাবতঃ । ব্রাহ্মণঃ
 হি পরমং পূজ্যং ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ । ১২ ।
 অস্ত্যোহগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্বনো লোহমুখিতম্ ।
 তেবাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাস্থ্যোনিষু শাম্যতি । ১৩ ।
 যান সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দেবলোকাসু সর্বদা ।
 ব্রহ্মৈব বচনং যেষাং কো হিংস্রাত্তানু জিজীবিষুঃ । ১৪ ।
 ত্রিয়মাণোহপ্যাদদৌত ন রাজা ব্রাহ্মণাং করম্ ।
 ন চ ক্ষুধান্ত সংসীদেদ ব্রাহ্মণো বিষয়ে বসন । ১৫ ।
 যন্ত রাজশ্চ বিষয়ে ব্রাহ্মণঃ সৌদতি ক্ষুধা । তন্ত
 তচ্ছতথা রাষ্ট্রমচিরাদেব সৌদতি । ১৬ ।
 যদ্রাজা কুরুতে পাপং প্রমাদাদবচ্চ বিভ্রমাৎ । বসন্তো
 ব্রাহ্মণা রাষ্ট্রে শ্রোত্রিয়াঃ শময়ন্তি তৎ । ১৭ ।
 পূর্বরাজাস্তরাজেষু দ্বিজৈর্ধন্য বিধীয়তে । স রাজা
 সহ রাষ্ট্রেণ বর্দ্ধতে ব্রহ্মতেজসা । ১৮ ।
 ব্রাহ্মণান পূজয়েন্নিত্যং প্রাতরুখায় ভূমিপঃ । ব্রাহ্মণানাং
 প্রসাদেন দীব্যন্তি দিবি দেবতাঃ । ১৯ ।
 অথ কিং বহনোক্তেন ব্রাহ্মণা মামকৌ তনুঃ । যে কেচিৎ
 সাগরাস্তায়াং পৃথিব্যাং কৌর্তিতা দ্বিজাঃ । তজপং

দেবদেবন্ত শিবন্ত পরমাত্মনঃ । ১০০ । এতান দ্বিযন্তি
 যে যুতা ব্রাহ্মণান সংশিতব্রতান । তে মাং দ্বিযন্তি
 বৈ নুনং পূজনাং পূজয়ন্তি মাম্ । ১০১ ।
 ন প্রবেষন্ততঃ কার্যো ব্রাহ্মণেষু বিজানতা । প্রবেষে-
 গাণ্ড নশ্রুন্তি ব্রহ্মশাপহতা নরাঃ । ১০২ ।
 ইত্যেব কাঞ্চিন্তশ্চ ব্রাহ্মণানাং গুণার্ণবঃ । কুরুদানন্তরং
 কার্যং যদ্রবীম্যহমেব তে । ১০৩ ।
 শাপস্তান্নগ্রহো দন্তো ময়া তব নিশাকর । ন চান্তথা বচঃ কৰ্ত্তু-
 শক্যং তেবাং দ্বিজয়নাম্ । ১০৪ ।
 শাপান্নগ্রহদৈঃ সর্কৈর্দেবৈরপি সর্বাংসবৈঃ । তস্মাচ্চন্ত যদ্য শোকো
 নৈব কার্যো বিজানতা । ১০৫ ।
 ক্ষয়ন্তে ভবিতা পক্ষঃ পক্ষঃ বুদ্ধির্ভবিষ্যতি । অথান্তদ্বচনং চন্ত
 শৃণু কার্যং যথা যদ্য । ১০৬ ।
 ইদং যৎসাগরোপাস্তে তিষ্ঠতে লিঙ্গমুত্তমম্ ।
 ধরামধ্যগতং তচ্চ দেবানাং দৃষ্টিগোচরম্ । ১০৭ ।
 কুকুটোগুসমপ্রখ্যং সর্প-
 মেখলমণ্ডিতম্ । মমাদ্যং পরমং তেজো ন চান্তো
 বেদ কশ্চন । ১০৮ ।
 ইতঃ সাগরমধ্যে তু ধনুযাং চ শতদ্রয়ে ।
 তিষ্ঠতে তত্র লিঙ্গং তু শ্মশ্রুণ্ডং

যদি ব্রাহ্মণ সকল প্রকার দূষিত কর্মও করিয়া
 থাকেন, তথাপি তিনি সকলেরই পূজনীয় পরম
 দেবতা । ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই ক্ষত্রিয় জাতির
 এতাদৃশ অভ্যুদয় । ব্রাহ্মতেজ পরম পূজনীয় ।
 ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মমূলক । জল হইতে অগ্নি, ব্রহ্মতেজ
 হইতে ক্ষত্র এবং পাষণ হইতে লৌহ উৎপত্ত
 হইয়াছে । ইহাদের তেজ সর্বত্রগামী, স্বীয়
 স্বীয় যোনিতেই উপশম প্রাপ্ত হয় । ব্রাহ্মতেজ
 অবলম্বন করিয়া দেবগণ অবস্থিত । যাহাদের
 বাক্যই ব্রহ্মা, কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি তাঁহা-
 দিগকে হিংসা করিবে ? রাজা ত্রিয়মাণ হইলেও
 কদাচ ব্রাহ্মণ হইতে কর গ্রহণ করিবেন না ।
 ব্রাহ্মণ নগরে বাস করিয়া যেন কোন প্রকারে
 ক্ষুধিত না হন । যে রাজার রাজ্যের নগরে ব্রাহ্মণ
 ক্ষুধিত অবস্থায় বাস করেন, তাঁহার রাজ্য অচিরে
 শতধা হইয়া থাকে । রাজা প্রমাদ ও বিভ্রম বশত যে
 পাপ করেন, তাহা ব্রাহ্মণ উপশমিত করিয়া থাকেন ।
 পূর্ব রাজ্যান্তরে দ্বিজগণ যাহার হিত বিধান করেন,
 সেই রাজা ব্রহ্মতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন । নৃপতিগণ
 প্রাতঃকালে গাভোধান করিয়া নিত্য ব্রাহ্মণের
 পূজা করিবে । ব্রাহ্মণগণের প্রসাদেই স্বর্গে দেবতা-
 গণ দীপ্তি পাইতেছেন । অধিক আর কি বলিব—

ব্রাহ্মণ আমার তনু । এই সাগরাস্তরা পৃথিবীতে
 যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা দেবদেব পর-
 মাত্মা শিবের রূপ । এই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে
 যাহারা ঘেব বা পূজা করে, তাহাদের আনাকেই ঘেব
 বা পূজা করা হয় । অতএব জ্ঞানবান ব্যক্তি
 ব্রাহ্মণের প্রতি ঘেব করিবে না, ঘেব করিলে
 শাপাহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । বৎস চন্দ্র !
 এই আমি তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণের গুণ কীর্তন
 করিলাম । অতঃপর আমি যাহা বলিলাম, তুমি
 তাৎক্ষণ্যে যত্ববান হও । হে নিশাকর ! তোমার
 শাপ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ অন্নগ্রহ করিলাম মাত্র,
 ব্রাহ্মণের বাক্য অন্তথা কারতে আমার সাধ্য নাই ।
 সর্বাংসব দেবগণ কাহারও ব্রাহ্মণের শাপ অন্তথা
 কারবার ক্ষমতা নাই ; অতএব হে চন্দ্র ! তুমি
 জ্ঞানবান হইয়া এবিষয়ে আর বৃথা শোক করও না ।
 এক পক্ষে ক্ষয় ও অপর পক্ষে তোমার বৃদ্ধি হইবে ।
 আর একটা উপদেশ তোমায় প্রদান করিতেছি,
 তাহা যেক্রমে পালন করিবে, তাহা শ্রবণ কর ।
 এই যে সাগরোপাস্তে একলিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ
 ধরামধ্যে গমন করিয়াছে । ইহা দেবতাদিগেরও
 দৃষ্টির গোচরীভূত । এই লিঙ্গ কুকুটোগুসমপ্রখ্য,
 ও সর্পমেখল-ণ্ডিত । ইহা আমার পরম আদ্য

লক্ষণাধিতম্ । ১০১ । আদিকল্পে মহর্ষীনাং শাপেন
পতিতঃ মম । লিঙ্গং সাগরমধ্যে তু তবঃ শীঘ্রং
সমানয় । ১১০ । স্পর্শাধ্যং যত্র মে-লিঙ্গং তত্র
স্থানে নিবেশয় । নিবেশ্য তু প্রযত্নেন সহিতো
বিশ্বকর্মাণা । ১১১ । ততো ব্রহ্মাণমাহুয় সমেতং
তু মুনীশ্বরৈঃ । প্রতিষ্ঠাং কারয় বিভো ইষ্টা
তত্র মহামথৈঃ । ১১২ । এবমুক্তা স ভগবা-
ন্ত্রৈবাস্তরধীয়ত । ততঃ প্রভাং পুনর্লোভে
রাজিনাথো বরাননে । ১১৩ । ততঃ প্রভৃতি
তৎ ক্ষেত্রং প্রভাসমিতি বিষ্ণুতম্ । নিম্প্রভস্ত প্রভা
দস্তা প্রভাসং তেন চোচ্যতে । ১১৪ । দক্ষস্ত তু
বৃথা শাপো ন কৃতস্তেন লাক্ষনম্ । সোমঃ প্রভাসতে
লোকান বরং প্রাপ্য মহেশ্বরাং । ব্যভৌভূতঃ স
দেবেশঃ সোমশ্চৈব মহাত্মনঃ । ১১৫ ।

ইতি ঐক্সান্দ্রে সোমবরপ্রদানবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ । ২২ ।

তেজ ; অস্ত কিছু মনে করিও না । এই সাগর
মধ্যে তিনশত ধর্মুনিষ্মে লক্ষণাধিত লিঙ্গ শূণ্ডপ্ত
আছে । ইহা আদি কল্পে মহর্ষিগণের শাপে সাগর
মধ্যে পতিত হইয়াছিল । এই লিঙ্গ শীঘ্র তুমি
আনয়ন করিয়া স্পর্শ লিঙ্গের নিকটে নিবেশিত
কর । বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে সম্যক্ নিবেশিত করিয়া
মহর্ষিগণসমেত ব্রহ্মাকে আহ্বান করত যাগ-
যজ্ঞাদি করিয়া এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন
কর । এই বলিয়া দেবদেব হর সেই স্থানে
অন্তর্হিত হইলেন । নিশাকর হর হইতে বর
লাভ করিয়া স্বয়ং প্রভা লাভ করিলেন ।
তাঁহার প্রভা লাভ করার পর হইতেই ঐস্থান
প্রভাস নামে বিখ্যাত হইল । নিম্প্রভের প্রভা-
লাভ হেতুই ঐস্থান প্রভাসনামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছে । দক্ষের শাপ একেবারে বৃথা হয় নাই,
সেই জন্তই চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন আছে । সোম
মহেশ্বর হইতে বর লাভ করিয়া জগতে প্রভা দান
করিতে লাগিলেন । আর দেবদেব মহেশ্বরও তাঁহা
হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন । ৮৮—১১৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততঃ শাস্তমনা : কুত্ৰা চন্দ্রমা
বিস্ময়াধিতঃ । শঙ্কুভক্ত্যা পরীতাশ্চ প্রভাসক্ষেত্র-
মাস্থিতঃ । ১ । পূর্বোক্তং যত্নু দেবেন স তথা
কৃতবান্ বিভুঃ । গন্ধা সাগরমধ্যে তু গৃহীত্বা লিঙ্গ-
মুত্তমম্ । ২ । বিশ্বকর্মাণমাহুয় সহিতং পরিচারকৈঃ ।
আদিদেশ স্বয়ং সোমশ্চষ্টারং দেবশিল্পিনম্ । ৩ ।
চন্দ্র উবাচ । বিশ্বকর্মাধিদং লিঙ্গং মম দত্তং তু
শঙ্কুন । গৃহাণ স্বঃ মহাবাহো যুক্তস্থানে নিবেশয় ।
রক্ষস্ব তাবদাস্ত্যামি স্বকীয়ঃ ভবনং বিভো ।
যজ্ঞার্থমানদ্রিষ্যামি যজ্ঞোপকরণানি চ । ৫ । ঈশ্বর
উবাচ । ইদ্যুক্তা চ তদা চন্দ্রশ্চন্দ্রলোকং
জগাম হ । গন্ধা তত্র মহাদেবি চন্দ্রলোকং
মহাপ্রভম্ । ৬ । কোটিযোজনবিস্তীর্ণং সদামৃতময়ং
শুভম্ । তত্রাহুয় মহাদেবি প্রতিহারং স্রুমধ-
সম্ । ৭ । মজ্জিণং হেমগর্ভাঙ্গং বৃহস্পতিসমং দ্বিগ্না ।
যজ্ঞোপকরসস্তারং সর্বমাদায় সস্তরাঃ । ৮ । প্রভাস-
ক্ষেত্রং গচ্ছন্ত মমাদেশপরায়ণাঃ । সান্নিভির্ব্রাহ্মণৈঃ
সার্কং গচ্ছন্ত ক্ষেত্রমুত্তমম্ । ৯ । শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং
সর্বঃ যথা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে । সর্বেষামেব বিপ্রাণাং
চন্দ্রলোকনিবাসিনাম্ । ১০ । পৃথক্ পৃথগ্বিমানন্ত

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—প্রভুভক্তি-পরায়ণ চন্দ্রমা
বিস্ময়াধিত হইয়া শাস্তমনে প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান
করিয়া পূর্বে ভগবান্ ভব যে আদেশ করিয়াছিলেন,
তদনুসারে সাগরমধ্যে গমন করত লিঙ্গ গ্রহণপূর্বক
পরিচারকবর্গের সহিত বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করি-
লেন । বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মন্ । শঙ্কু আমাকে এই
লিঙ্গ দান করিয়াছেন, তুমি এই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া
উপযুক্ত স্থানে নিবেশিত কর, এই আমি দিলাম,
তুমি রাখ । আমি এখন গৃহে গমন করিতেছি ; যজ্ঞীয়
উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে ।
ঈশ্বর বলিলেন,—এই বলিয়া চন্দ্র নিজলোকে
গমন করিলেন । চন্দ্রলোক, মহাপ্রভ, কোটিযোজন
বিস্তীর্ণ, সদামৃতময় ও মঙ্গল্য । চন্দ্র তথায় উপস্থিত
হইয়া স্বীয় মেধাবী প্রতীহারী ও বৃহস্পতিকল্প হেম-
গর্ভাঙ্গ মজ্জীকে বলিলেন,—আপনারা সস্তর যজ্ঞ-
সস্তার আহরণ করিয়া সান্নিক ব্রাহ্মণগণের সহিত
প্রভাস-ক্ষেত্রে গমন করিয়া শীঘ্র যাহাতে যজ্ঞারম্ভ
হয়, এরূপ চেষ্টা করুন । মদীয় লোকনিবাসী ব্রাহ্মণ-

দেয়ং তেষাং মহাধনম্ । গবাঞ্চ দশলক্ষাণাং
সবৎসানাং পশ্যাম্যুচ্যম্ ॥ ১১ ॥ হেমভারৈর্ভূষিতানাং
কামধেনুপমদ্বিধাম্ । অশ্বানাং শ্রামকর্ণানাং সপাদং
লক্ষমেব চ ॥ ১২ ॥ দন্তিনামযুতং চৈব ঘণ্টাভরণ-
শোভিতম্ । সহস্রাণি চ চহরি রথানাং বাত-
রংহসাম্ ॥ ১৩ ॥ লক্ষন্ত করভাণাঞ্চ মণিমাণিক্য-
সংযুতম্ । সৈন্তানাং কোটিবৈক্য তু চতুরঙ্গবলা-
বিতা ॥ ১৪ ॥ অগ্নিশৌচানি বস্ত্রাণি ব্রাহ্মণার্থং তথৈব
চ । বিভূষণানি দিব্যানি ঋষিগণং শুভানি চ ॥
১৫ ॥ নানাভক্ষ্যাণি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি
চ । লক্ষং কৰ্ম্মকরাণাস্ত দাসীনাং লক্ষমেব চ ॥
১৬ ॥ দারুবংশাবধি প্রোক্তং যৎকিঞ্চিৎ স্বং মদা-
জ্ঞয়া । অন্তদৃষ্টব্রাহ্মণা ক্রযুস্তং সৰ্বং তত্র নীয-
তাম্ ॥ ১৭ ॥ দেবানাং দানবানাঞ্চ যক্ষগন্ধৰ্ব্বরক্ষ-
সাম্ । সপ্তদ্বীপক্ষিতীশানাং সপ্তপাতালবাসিনাম্ ॥
নানানুপসহস্রাণাং ঘোষণা ক্রিয়তাং মুখঃ । সৰ্ব্বেষাং
ঘোষণা কার্ঘ্য প্রভাসাগমনং প্রতি ॥ ১৯ ॥ ইত্যুক্তা
মন্ত্ৰিণঃ তত্র চন্দ্রমাস্তরয়াধিতঃ । ব্রহ্মলোকং স গত-
বান্ যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণোহস্তিকম্ ॥ ২০ ॥ সোহপি চন্দ্র-
মসৌ মজ্জী হেমগৰ্ভো মহাপ্রভঃ । সোমাজ্ঞাঃ শিরসা
কৃষা যজ্ঞসম্ভারসম্ভৃতঃ ॥ ২১ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্র-
মাগত্য যজ্ঞার্থং যত্নবানভূং । তথৈব চাহব্রাহ্মণক্ষে-

গণকে পৃথক্ পৃথক্ বিমান, ও মহাধন প্রদান
করিতে হইবে । দশলক্ষ হেমভার-ভূষিত কাম-
ধেনুপম সবৎস পয়স্বিনী গাভী, সার্কিলক্ষ শ্রামকর্ণ
অশ্ব, ঘণ্টাভরণভূষিত অযুত হস্তী, চারিসহস্র বাত-
বেগী রথ, মণি-মাণিক্যভূষিত লক্ষ করভ, চতুরঙ্গ-
বলাবিত কোটি সৈন্ত, অগ্নিশৌচবস্ত্র, দিব্য বিভূষণ,
নানা ভক্ষ্যভোজ্য, বিবিধ পানীয়, লক্ষ ভূত, লক্ষ
দাসী, কাঠ বংশাদি যাহা কিছু বস্তু, এবং অন্ত যে
সকল জব্য ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইতে বলেন, সেই
সমুদয় বস্তু আপনারা প্রভাসক্ষেত্রে লইয়া চলুন ;
আর দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব রাক্ষস এবং সপ্তদ্বীপ,
পশ্চ পাতাল ও অন্তান্ত স্থানবাসী সহস্র সহস্র
নৃপতি মধ্যে প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের নিমিত্ত সত্বরে
ঘোষণা প্রচার করুন । এই বলিয়া চন্দ্র যজ্ঞার্থ
ব্রহ্মসমীপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । এদিকে
মহাপ্রভ হেমগৰ্ভ চন্দ্রমজ্জী প্রভুর আজ্ঞা শিরো-
ধার্য্য করত যজ্ঞসম্ভার সমুদয় সংগ্রহ করিয়া প্রভাস
ক্ষেত্রে গমনপূর্বক যজ্ঞার্থ বিশেষ যত্নবান হইলেন
তিনি ভুলোক, ভুবলোক, ও স্বর্গলোকনিবাসী

ভূৰ্ভবঃস্বর্গনিবাসিনঃ ॥ ২২ ॥ ঋত্বা তু ঘোষণাং সৰ্ব্ব-
শীঘ্রং তত্র সমায়ুযুঃ । রবিযোজনপৰ্য্যন্তং ক্ষেত্রমা-
লোক্য তত্র তৎ ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণাশ্চ সমাহুয় সোমা-
ধ্যক্ষ উবাচ তান্ । যজ্ঞাঙ্গং সৰ্ম্মমানীতং ময়া
সোমাজ্ঞয়া দ্বিজাঃ । অনন্তরং তু যৎকৃত্যং
ভবন্তিস্তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥ ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্ব-
তপোনিধূতকল্মষাঃ । তত্রৈব দদৃশুঃ সৰ্ব্ব-
দেবশিল্পিনম্ ॥ ২৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু দ্বিজাঃ সৰ্ব্ব-
লিঙ্গং দৃষ্ট্বানুসমীপতঃ । কথমেতদ্বিত্তি প্রোচুর্দ্বিষ-
কৰ্ম্মণ ব্রবীহি নঃ । কস্মাদত্রস্থিতস্তং বৈ শিল্পি-
কোটিসমন্বিতঃ ॥ ২৬ ॥ বিশ্বকর্ম্মোবাচ । অহং সোম-
নিযুক্তস্ত যুক্তোহস্মি লিঙ্গরক্ষণে । তদাজ্ঞাপালনে
যত্নঃ ক্রিয়তেহতো ময়া দ্বিজাঃ ॥ ২৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এবং ঋত্বা যদা বিপ্রা জ্ঞাত্বা সৰ্বং তু কারণম্ ।
চরিতা যজ্ঞকার্য্যার্থং ততশ্চক্রুরুপক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
তত্র যোজনপৰ্য্যন্তং দেবানাং যজনং শুভম্ । তদেব-
যজনং কৃষা পত্নীশালাং চ চক্রিরে ॥ ২৯ ॥ হবির্দানং
সদশ্চৈব উত্তরা বেদিরেব চ । ব্রহ্মণঃ সদনায়ী-
ধীভ্যেবং স্থানানি চক্রিরে ॥ ৩০ ॥ তত্র যোজন-

নৃপতিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিলেন । আমন্ত্রণ প্রচা-
রিত হইবামাত্র সকলেই সমাগত হইলেন ।
হাদশ যোজন যজ্ঞক্ষেত্র অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ-
গণকে আহ্বানপূর্বক সোমাদ্যক্ষ তাঁদগকে বাল-
লেন,—হে দ্বিজগণ ! আমি সোমের আদেশে
সমস্ত যজ্ঞাদি জব্য আনয়ন করিয়াছি । ইদানীং
যাহা কর্তব্য আপনারা করুন । সোমাদ্যক্ষ এই কথা
বলিলে তখন তপোনিধূতকল্মষ ব্রাহ্মণগণ সম্মুখে
দেবশিল্পী হষ্টাকে দোঁধিতে পাইলেন । তাঁহাকে
দোঁধিয়া তাঁহারী তাঁহার সমীপে গিজনদর্শন কার-
লেন । তদদর্শনে বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্ম ! একি ?
অমাদিগকে বল, কি জন্ত তুমি কোটিাশিল্প-পরি-
বৃত্ত হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছ ? ১-২৬ । বিশ্ব-
কর্ম্ম বলিলেনল,—আমি ভগবান্ সোম কর্তৃক লিঙ্গ-
রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছি, রক্ষাজন্ত যত্নপূর্বক তাঁহার
আদেশ পালন করিতেছি । ঈশ্বর বলিলেন,—
বিপ্রগণ যখন বিশ্বকর্ম্মমুখে এই কথা শ্রবণ কার-
লেন, তব্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহারী যজ্ঞ-
কর্ম্মের উপক্রম করিতে লাগিলেন । তাঁহারী
যোজনপরিমিত স্থান দেবযজন, তদনন্তর পত্নীশালা,
হবির্দানস্থান, সভাগৃহ, উত্তরবেদি, এবং ব্রহ্মভবন

পৰ্বাঙ্কঃ যজ্ঞযুগাংশ মণ্ডপান। বিধকৰ্ম্মা চকাণাশু
 কুণানি বিবিধানি চ। ৩১। সহস্রংখায়া তত্র
 কুণানাং মণ্ডপাবধি। তত্র তে ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বে
 প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকোবিদাঃ। ৩২। নানাতরুণরৈশ্চ
 ব্রাহ্মণাঃ সমলকৃতাঃ। চক্ৰঃ সৰ্বে যথাস্থায়ঃ শাস্ত্রঃ
 দৃষ্টো পুনঃপুনঃ। ৩৩। বৃক্ষাঃস্তথোষধীদ্রব্যৈঃ
 সমিৎপুষ্পকুশাদিকান্। হোমদ্রব্যাদিকং সৰ্বমাজ্যং
 প্রাজ্যং নবং পয়ঃ। ৩৪। তথাস্তদপি যৎকিঞ্চিদ-
 যজ্ঞোপকরণং স্মৃতম্। বৰ্দ্ধনোকলসাদাং চ সৰ্বং
 হেমময়ং শুভম্। ৩৫। চক্ৰঃ সৰ্বং যথাস্থায়ঃ
 প্রতিষ্ঠামথমাদৃতাঃ। তত্র বিপ্রগণো দৃষ্টো ভক্ষ্য-
 ভোজ্যাদিতৰ্পিতঃ। ৩৬। বেদধ্বনিতনির্বোধৈ-
 দ্বিবাং ভূমিঃ চ সংস্পৃশন। শুভে মণ্ডপস্তত্র
 পতাকাতিরলকৃতঃ। ৩৭। দিব্যসিংহাসনোপেতো
 মুক্তাদামপরিকৃতঃ। দিব্যচন্দনমালাভিঃ কল্পপল্লব-
 তোরণৈঃ। ৩৮। দিব্যগন্ধমুগন্ধাদৈঃ স্বৰ্গস্থান-
 মিবাভবৎ। চতুর্দশবিধস্তত্র ভূতগ্রামঃ সমাগতঃ।
 ৩৯। স্বাবরঃ সৰ্পজাতিশ্চ পাক্জাতিস্তথৈব চ।
 মৃগসংজ্ঞশ্চতুর্দশ পখাখাঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ। ৪০। ষষ্ঠশ্চ
 মাহুযঃ প্রোক্তঃ পৈশাচঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ। অষ্টমো

ও অগ্রীষ্ম স্থান, এই সকল রচনা করিলেন। বিধ-
 কৰ্ম্মা যোজনপরিমিত স্থানে যজ্ঞযুগ পোষিত করিয়া
 মণ্ডপ ও বিবিধ কুণ এই স্থানে স্থত করিলেন।
 তথায় মণ্ডপসামা পৰ্য্যন্ত সহস্রংখ্যক কুণ নির্মিত
 হইল। নানালঙ্কারালঙ্কৃত প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞ কোবিদ
 ব্রাহ্মণগণ পুনঃপুনঃ যথাবিধি শাস্ত্রদর্শনপুৰ্ব্বক
 পল্লব, ওষধি, সামংকুশ, প্রাজ্য আজ্য, নব পয়,
 হেমময় শুভাবৰ্দ্ধন কলশসমূহ তথা অস্ত্রাশ্রয় যৎ-
 কিঞ্চিৎ যজ্ঞোপকরণ, স্থাপন করিতে লাগিলেন
 প্রতিষ্ঠামণ্ডপে ব্রাহ্মণগণের যৎপরোনাস্তি সম্মান
 রক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি
 দ্বারা যথেষ্ট তৰ্পিত হইতে লাগিলেন। মুগভীর
 বেদনাদি ক্ষিত্তিল হইতে অশ্বতল স্পর্শ করিতে
 লাগিল। মণ্ডপ পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া
 শোভা পাইতে থাকিল। মণ্ডপের কোন স্থানে
 দিব্য সিংহাসন, কোন স্থান মুক্তাদাম দ্বারা অলঙ্কৃত,
 কোথাও দিব্য চন্দন-চর্চিত মালা, কো। স্থানে
 কল্পপল্লবের দিব্যগন্ধ; মুগন্ধাঢ্য পল্লব দ্বারা তোরণ
 রচিত হইল। এইরূপে সাজ্জত হওয়ায় মণ্ডপ
 তখন স্বর্গের স্তায়শোভা পাইতেলাগিল। চতুর্দশ
 বিধ ভূতগ্রাম তথায় সমাগত হইয়াছিল। স্বাবর

রাক্ষসঃ প্রোক্তো নবমো যজ্ঞ এব চ। ৪১। গান্ধর্ব্ব-
 শাক্রসৌম্যাস্চ প্রাজাপত্যস্তথৈব চ। ব্রাহ্মশ্চেতি
 সমাখ্যাতশ্চতুর্দশবিধো গণঃ। ৪২। বিশ্বেদেবাস্তথা
 সাধ্যা মরুতো বসবস্তথা। লোকপালান্তথাষ্টৌ চ
 নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ। ৪৩। ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা যাস্চ
 তাঃ সৰ্বাস্তত্র চাগতাঃ। হৃষ্টাঃ প্রভাসকে ক্ষেত্রে
 প্রারক্ষে যজ্ঞকৰ্ম্মণি। ৪৪। দ্ব্যতকৌরবহা নদ্যো
 দধিপায়সকর্দমাং। পকান্নানাং কলানাঞ্চ রশায়ঃ
 পরিতোপমাঃ। ৪৫। দৃষ্টান্তে বিবিধাকারান্ত্রিয়ন যজ্ঞ-
 মহোৎসবে। জগন্তত্বেব গন্ধৰ্ব্বা ননু হৃচাপ-
 যোগণাঃ। ৪৬। ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বিবিধৈঃ কাম-
 পানাদিভিস্তথা। তৃপ্তা দেবাস্চ মুনয়ো ভূত-
 গ্রামাশ্চতুর্দশ। ৪৭। এবং সম্ভারসহিতং যজ্ঞাঙ্কং
 সৰ্বমেব হি। প্রণীকৃত্য সচিবো মুক্কা তন্নৈব
 রক্ষকান্। সৌমস্ত্রাস্থাননার্থক ব্রহ্মলোকং জগাম
 হ। ৪৮। ঈশ্বর উবাচ। স দৃষ্টো ব্রহ্মাঃ পাশে
 স্থিতঃ সৌম্যং মহাপ্রভম্। প্রণম্য দণ্ডবজ্জমো
 সৌম্যং ব্রহ্মাণমেব চ। কৃতাজলিপুটো ভূহা উবাচ
 নতকক্ষরঃ। ৪৯। হেমগর্ভ উবাচ। ভগবন
 ভবদাদেশাদযজ্ঞাঙ্কং সৰ্বমেব হি। ৫০। তত্র
 প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে ময়া তে প্রণীকৃতম্। তত্র

সৰ্পজাতি পাক্জাতি, মৃগ, পখাশ্র, মাহুয, পিশাচ,
 রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, শাক্র, সৌম্য, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম,
 বিশ্বদেব, সাধ্য, মরুৎ, বসু, লোকপাল, নক্ষত্র,
 গ্রহ, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডের বাবতীয় দেবতা
 সমস্তেই হৃষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভাসক্ষেত্রে
 আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে দ্ব্যত ও
 কৌরব নদী বহিয়াছিল; দধিতে কর্দম
 হইয়াছিল; আর রাশি রাশি পকান্ন ও
 কল পলতাকারে সজ্জিত ছিল। এই যজ্ঞমহোৎস-
 বে বিবিধাকারের ভোজ্য-পেয় দৃষ্ট হইয়াছিল।
 তথায় গন্ধর্ব্বগণ গীত গাহিতে লাগিলেন; অম্পরো-
 গণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা মুনিগণ ও
 চতুর্দশ ভূতগ্রাম বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও কামপান-
 দিতে তৃপ্ত হইলেন। ২৭—৪৭। তখন সূর্যোগ্য
 সচিব সমুদয় যজ্ঞসম্ভার ও যজ্ঞাঙ্ক আহরণ করিয়া
 রক্ষক নিয়োগ করত প্রভু সৌমকে আহ্বান
 করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্ম লোকে গমন করিলেন।
 ঈশ্বর কহিলেন,—তিনি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত
 হইয়া ব্রহ্মাকে চন্দ্রকে নমস্কার পূর্ব্বক ও নতকক্ষরে
 কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবান! আপনায়
 আদেশে আমি প্রভাসক্ষেত্রে সমস্ত যজ্ঞাদি আহরণ

ব্রহ্মর্ষিঃ সর্বে তথা রাজর্ষয়োহপরে । ৫১ । ঐশ্বর্গ-
প্রেক্ষকাঃ সর্বে সন্তিষ্ঠন্তে সমাকুলাঃ অনন্তরঃ
তু যৎকৃত্যং তত্ত্বান্ কর্তুমর্হতি । ৫২ । ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যুক্ত্ব তদা চন্দ্রঃ সমুদ্রস্ত সূতেন
বৈ । প্রহস্তোবাচ ব্রহ্মাণং চন্দ্রম্ । লোকসাক্ষিনম্ ।
৫৩ । ভগবন্ সর্বদেবেশ মমাত্মগ্রহকামায়া
প্রতিষ্ঠাযজ্ঞকামস্ত মমাপিতাঃ কুরু প্রভো । ৫৪ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম সফলঞ্চ তপঃ প্রভো । দেব-
ত্বমদ্য মে ব্রহ্মস্বং প্রসাদান্তবিশ্রুতি । ৫৫ । ময়া
চ তপসোগ্রাণে প্রাপ্তং লিঙ্গমুদাপতে । তৎপ্রতিষ্ঠা-
বিধিঃ সর্বং তত্ত্বান্ কর্তুমর্হতি । ৫৬ । ব্রহ্মোবাচ ।
অবশ্যং তব কর্তব্যমি প্রতিষ্ঠাঃ শঙ্করাঙ্কিকাম্ । বদা-
রাধনলিঙ্গে তু স্যোমেশেহতিবিশেষতঃ । ৫৭ । যে
কেচিৎপ্রতিষ্ঠায়া বা অতীতা যে নিশাকরাঃ । তেষাং
সোমায়ানাঞ্চ সর্বেষামাদ্যদৈবতম্ । ৫৮ । যোহসৌ
সোমেশ্বরো দেব আদো ভৈরবনামভূৎ । মনুষ্য-
রাস্তরেহতীতে প্রতিষ্ঠেহং পুনঃপুনঃ । ৫৯ । যদা
প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে গতৌহং চাষ্টবার্ষিকঃ । আহুতঃ
পূর্বমিল্পেণ ভৈরবস্ত প্রতিষ্ঠিতে । ৬০ । তৎ-
প্রভূত্যেব মে নাম বালরূপী নিগদ্যতে । অস্ত্রেণ
সর্বতীর্থেষু বৃদ্ধরূপী বসাম্যহম্ । ৬১ । প্রভাসে তু

পুনশ্চ বাল্যাং প্রভৃতি সংবসে । ব্রহ্মাণে
যানি তীর্থানি ব্রাহ্মণাশ্চেষু যে স্মৃতাঃ । ৬২ ।
তেষামাদ্যো নিশানাথ প্রভাসেহং ব্যবস্থিতঃ ।
কল্লেকল্লৈ নিশানাথ মম নামান্তরং ভবেৎ ।
৬৩ । স্বয়ম্ভুঃ প্রথমে নাম দ্বিতীয়ে পদ্মভূঃ স্মৃতঃ
তৃতীয়ে বিশ্বকর্ষেতি বালরূপী তুরীয়কে । ৬৪ ।
এষামেব পরীবর্তো নামাং তাবি পুনঃপুনঃ । পরাধ-
নপার্থান্তং প্রভাসে সংস্থিতস্ত মে । ৬৫ । আদি-
সোমেন তত্ৰৈব শস্তোৰ্ণোজোদ্ধবেন বৈ । প্রভাসে
তু তপস্তপ্তা প্রত্যক্ষীকৃত ঈশ্বরঃ । ৬৬ । ততো
দদৌ বরং তুষ্টঃ পূর্বক্ষেত্রে শূলধক্ । যম্মাদায়া-
ধিতৌহং তে সোম ভক্ত্যা চিরন্তনম্ । ৬৭ ।
তস্মাৎ সোমেশনামৈবমস্মি লিঙ্গে ভবিষ্যতি ।
যাবদ্রক্ষ্য শতানন্দঃ প্রকৃতৌ ন প্রলীয়তে । ৬৮ ।
যে কেচিৎপ্রতিষ্ঠায়া বৈ রাজিনাথা নিশাকরাঃ ।
তে মদারাধনং চাত্র করিষ্যন্তি পুনঃপুনঃ । ৬৯ ।
ইত্যুক্তা ভগবান্ শম্ভুস্তত্ৰৈবান্তরধায়ত । তস্মিন
কালে ময়া সোম আদ্যং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ । ৭০ ।
তদাপ্রভৃতি সোমানাং লক্ষণাং দ্বিতয়ং গতম্ ।
সহস্রদ্বিতয়কৈব শতকৈকং যদুত্তরম্ । ৭১ । সপ্ত-

করিয়াছি ! ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ আপনার উপ-
স্থিতিপ্রতীক্ষা করিতেছেন । অধুনা যাহা কর্তব্য
বলিয়া মনে করেন, তাহা করুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—সচিব এই কথা বলিলে চন্দ্রমা তখন হাস্য
করিয়া লোকসাক্ষী পিতামহকে বলিলেন,—প্রভো !
আমি এক প্রতিষ্ঠাযজ্ঞ করিতেছি, আপনি অত্মগ্রহ
পূর্বক ঐ যজ্ঞে গমন করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ
করুন । অদ্য আপনার গমনে আমার জন্ম সফল
হইবে,—আমার তপস্বী সফল হইবে, এবং দেবত্ব
সফল হইবে । আমি উগ্র তপস্বী করিয়া দেবদেব
মহাদেবের এক লিঙ্গ লাভ করিয়াছি, আপনাকেই
ঐ লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । ব্রহ্মা বলি
লেন,—অমি অবশ্যই তোমার সেই অরাধনার
ধন সোমেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিব । যে সকল
সোম অতীত হইয়াছেন, বা ভবিষ্যতে যাহারা
হইবেন, একরূপ সকল সোমবংশধরের এই লিঙ্গ
আদ্য দেবতা । এই যে সোমেশ্বরদেব, ইহার আদ্য
নাম ভৈরব । আমি প্রতি মনুষ্যের ইহার প্রতিষ্ঠা
করিয়া থাকি । আমি ইন্দ্র কর্তৃক আহুত হইয়া ভৈরব
প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলাম,
তদবধি আমার নাম হইয়াছে বালরূপী । অস্তান্ত

তীর্থে আমি বৃদ্ধরূপী হইয়া বাস করি । হে চন্দ্র !
আমি প্রভাসক্ষেত্রে বাল্যকাল হইতে বাস করি-
তেছি । ব্রহ্মাণে যে সকল তীর্থ বা যে সকল
ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের সকলের প্রথমে আমি
প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলাম । হে নিশানাথ !
কল্লৈ কল্লৈ আমার নামান্তর হয় । প্রথম কল্লৈ
স্বয়ম্ভু, দ্বিতীয়ে পদ্মভূ, তৃতীয়ে বিশ্বকর্ষা ও চতুর্থে
বালরূপী, নাম হয় । পরাধনপার্থক কাল পর্যন্ত
প্রভাসে বাস করিয়া আমার ঐ সকল নামের পরি-
বর্তন হইয়াছিল । হরনেত্রভব আদি সোম প্রভাস
ক্ষেত্রে তপস্বী করিয়া হরকে প্রসাদিত করেন ।
হর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিয়াছিলেন ।
তিনি বলিয়াছিলেন,—হে সোম ! যেহেতু তুমি
ভক্তিপূর্বক আমার অরাধনা করিলে, অতএব
আমার এই লিঙ্গ ‘সোমেশ’ নামক হইবে ।
শতানন্দ ব্রহ্মা যাবৎ লয়প্রাপ্ত না হন, তাবৎকাল
য্যন্ত যে কোন রাজিনাথ নিশাকর প্রভাসক্ষেত্রে
পুনঃপুনঃ আমার অরাধনা করবে । এই কথা বলিয়া
ভগবান্ শম্ভু সেই স্থানে অন্তহিত হন । তাঁহার
মস্তকানকাণে আমি ঐ স্থানে আদ্য লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়াছি । ৬৮—৭০ । তদবধি অদ্য পর্যন্ত হই লক্ষ

মন্ত্ৰঃ মহাবাহো বৰ্ত্তসে সোম সাম্প্রতম্ । এতাবস্ত্যেব
লিঙ্গানি প্রতিষ্ঠাং প্রাপিতানি মে ॥ ৭ ॥ এব
এবাধ্বনা সোহহং তদারাদনজং ফলম্ । প্রতিষ্ঠাতাম্মি
ভদ্রং তে সোম কৃত্যং মমৈব তৎ ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যুক্তা ভগবান্ ব্রহ্মা বেদবিদ্যাসমবিতঃ ।
সৰ্বদেবময়ো দেবৈঃ সহিতস্তীর্থসংযুতঃ ॥ ১৪ ॥
সনৎকুমারপ্রমুখৈৰ্যোগীশৈশ্চাশ্বিতিঃ সহ । বৃহস্পতিং
সমাহুয পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ৬৫ ॥ হংসযানং
সমাকুঞ্ কৈটিব্রহ্মবিত্তিঃ সহ । আগতঃ সোমরাজেন
তদা ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥ ১৬ ॥ প্রাভাসিকে মহা-
তীর্থে যত্র দাক্ষবনঃ স্মৃতম্ । ঋষিতোয়া নদৌ যত্র
মহাপাতকনাশিনী ॥ ১৭ ॥ অশ্বিনীতীর্থে প্রভাসে
তু ব্রহ্মভাগঃ স উচ্যতে । ত্রিদেবতমিদং ক্ষেত্রং
ময়া তে কথিতং শ্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ তত্রাগত্য চতুর্দিক্ৰো
ব্রাহ্মভাগেহতিনির্মলে । মুনীনাংকারয়ামাস উন্নত-
স্থানবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥ আয়াস্তুং বেদসং দৃষ্টৌ দেবর্ষি-
শুক্রসংযুতম্ । তে সর্বে পূজয়ামাসুঃ সংস্ৰবৈর্বেদ-
সম্বিতৈঃ ॥ ৮০ ॥ অথোবাঃ বিজান সর্গান্ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । চিরমারাদ্য সোমেন সোমেশঃ
পাপনাশনম্ ॥ ৮১ ॥ তস্মিন্ প্রসন্নো সোমো লক্ষ্যঃ

লিঙ্গমল্পতমম্ । প্রতিষ্ঠার্থং তু দেবস্ত আয়াতাং বিজ-
সন্তমাঃ ॥ ৮২ ॥ যথা ময়া সদা কার্য্য প্রতিষ্ঠা শকরা-
দ্বিকা । ভবন্তিঃ পরিকার্য্য সা মম ভাগসমাত্রয়ে ॥
৮৩ ॥ যতঃ কোপেন ভবতাং লিঙ্গং প্রপতিতং
ভূবি । প্রতিষ্ঠা তস্ত কৰ্ত্তব্য্য যুযাভির্দৈন্য সংশয়ঃ ॥
৮৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । গৃহীত্বাথ মুনীন্ সর্গান্ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । আনীতঃ সোমরাজেন তদা ব্রহ্মা
জগৎপতিঃ ॥ ৮৫ ॥ প্রাভাসিকে মহাতীর্থে সাবিদ্যা
সহিতঃ প্রভুঃ । কারয়ামাস কুণ্ডানাং মণ্ডপানাং
শতংশতম্ ॥ ৮৬ ॥ একেকো মণ্ডপে তত্র চক্রে
সপ্তদশবিজঃ । শুক্লগা প্রেরিতো ব্রহ্মা তত্র দেব-
পুরোধসাম্ ॥ ৮৭ ॥ পার্শ্বে স্থিতস্তদা ব্রহ্মা বিধানৈর্বেদ-
ভাষিতৈঃ । দীক্ষয়ামাস সোমং তু রোহিণ্যা সহিতং
বিভূম্ ॥ ৮৮ ॥ পত্নীঞ্চ রোহিণীং কৃত্বা সর্গলক্ষণ-
সংযুতাম্ । মৃগচর্ম্মধরাং দেবীং 'কৌমবস্ত্রাবশুষ্ঠি-
তাম্ ॥ ৮৯ ॥ পত্নীশালাং সমানীতা ঋষিভির্বেদ-
পারগৈঃ । চন্দ্রমা দীক্ষয়া যুক্তা ঋষিগন্ধর্ব্বসংস্কৃতঃ ॥
৯০ ॥ গৃহদ্বরেণ দণ্ডেন সংযুতো মৃগচর্ম্মণা । অতীব
তেজসা যুক্তঃ শুশুভে সদসি স্থিতঃ ॥ ৯১ ॥

দুই সহস্র একশত, ছয়টি সোম অতীত হইয়াছে ।
সম্প্রতি তুমি সপ্তম সোম । যতগুলি সোম অতীত হই-
য়াছে ততগুলি লিঙ্গ আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । অধুনা
আমি আপনার যজ্ঞে যাইয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিবই
করিব । ঈশ্বর বলিলেন,—বেদবিদ্যা-সমবিত সর্গ
দেবময় দেবানুগ তীর্থসেবী ভগবান্ ব্রহ্মা নিশাকর-
সমীপে পুরোক্ত বাক্য প্রকাশ করিয়া সনৎকুমার
প্রমুখ যোগীশ্ব ঋষি, নিশাকর এবং পুরোধা বৃহ-
স্পতির সহিত হংসযানে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে
দাক্ষবন বিরাজিত, এবং মহাপাতকনাশিনী ঋষি-
তোয়া নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই প্রভাসক্ষেত্রে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এই প্রভাসক্ষেত্র তীর্থে
'ব্রহ্মভাগ' বলিয়া এক ক্ষেত্র আছে । এই ক্ষেত্র
ত্রিদেবত বলিয়া জানিবে । ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ ব্রহ্মভাগ
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মূনিগণকে আহ্বান
করিলেন । মহাভাগ মূনিগণ বৃহস্পতির সহিত
বিধাতাকে অবলোকনপূর্ব্বক বেদবিহিত স্তব দ্বারা
স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা আগত
বিজগণকে বলিলেন,—ভগবান্ সোম সূচিরকাল
পাপনাশন সোমেশের আরাধনা করিয়াছিলেন,
আরাধনায় দেবদেব প্রসন্ন হন, তাহার ফলে

তিনি একটি অল্পতম লিঙ্গ লাভ করেন । তাঁহারই
প্রতিষ্ঠার জন্ত আপনার দেব শুভাগমন হই-
য়াছে, আপনারা সকলেই বিজশ্রেষ্ঠ । এখন
কথা এই যে, আমি যেভাবে সর্গদা শকরের
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি, আপনারাও ঠিক সেই
ভাবেই করিবেন ; কেননা, আপনার দেব কোপে
একবার তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হইয়াছিল ।
আপনারাই প্রতিষ্ঠা করিবেন, সে বিষয়ে কোন
সংশয় নাই । ঈশ্বর বলিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মা
চন্দ্রকর্তৃক প্রভাসক্ষেত্রে আনীত হইয়া ব্রাহ্মণ-
গণ দ্বারা শতশত যজ্ঞকুণ্ড ও বেদি যথাবিধানে
নির্ম্মাণ করাইলেন । এক একটি মণ্ডপে সপ্তদশ
জন করিয়া ঋষিক্ নিযোজিত করিলেন । অব-
শেষে তিনি দেবগুরু শুক্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া
বেদভাষিত বিধি অনুসারে মণ্ডপৈকপার্শ্বে উপবেশন
করিলেন । রোহিণীর সহিত সোমকে দীক্ষিত করা
হইল । বেদপারগ ঋষিগণ কৌমবস্ত্রাবশুষ্ঠিতা
মৃগচর্ম্মাধরধরা সর্গলক্ষণ-লক্ষিতা দেবী রোহিণীকেই
চন্দ্রের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন । ৭১—৮৯ । তখন
তিনি পত্নীশালায় আনীত হইলেন । ভগবান্ চন্দ্রমা
দীক্ষা গ্রহণের সময় মৃগচর্ম্ম পরিধান ও গৃহদ্বর

ততো ব্রহ্ম মহাদেবি সৰ্বলোকপিতামহঃ । ঋষিভ্যাং
বরণং চক্রে বেদোক্তবিধিনা তদা ॥ ১২ ॥ গুরুহোতা
বৃহস্পতি বসিষ্ঠোৎকর্ষ্যুয়েব চ । তদ্বোদগতা মরীচিচ্ছ
ব্রহ্মহে নারদঃ কৃতঃ ॥ ১৩ ॥ সনৎকুমারসংযুক্তাঃ
সদস্তাস্তত্র বৈ কৃতঃ । বশৈরাভরণৈযুক্তা মুকুটৈ-
রঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ১৪ ॥ ভূষিতা ভূষণৌষেণ তস্মিন যজ্ঞে
ভদ্রবিজঃ । চতুৰ্ভুতজ্জ্ঞানচর্য্য এবং তে ষোড়-
শবিজঃ ॥ ১৫ ॥ প্রস্তোতা কণ্ঠপস্তত্র প্রতিহর্ষা তু
গালবঃ । সূত্রক্ষণ্যস্তথা গর্গঃ সদস্তঃ পুলহঃ কৃতঃ
১৬ ॥ হোতা শুক্রঃ সমাখ্যাতো নেষ্টা ক্রব উদাহৃতঃ
মৈত্রাবকণো দুর্কাসা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কৌশিকঃ ॥ ১৭
অচ্ছাবাক্ষু শাকল্যো গ্রাবস্থঃ ক্রতুরেব চ
প্রস্থাতা প্রতিপূরৌ যঃ শালঙ্কায়ন এব চ ॥ ১৮
অগ্নীধ্রুচ মনুস্তত্র উন্নতা হজিরাঃ কৃতঃ । এবমাদ্যান
মণ্ডপেষু কৃতা তানুবিজঃ প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥ অন্তেষু
মণ্ডপেষু প্রত্যেকমুবিজঃ কৃতঃ । মণ্ডপানাং শত-
ষেব কৃতা কুণ্ডান্তকল্পয়ৎ ॥ ১০০ ॥ একৈকো
মণ্ডপস্তত্র বিংশস্তপ্রমাণতঃ । অস্ত্রোণাশোধ্য
ভূমিং তু পঞ্চগব্যেন প্রোক্ষ্য চ ॥ ১০১ ॥ চৰ্ম্মণা

চাবশ্যৈব আলিখ্যাস্তেণ পার্শ্বতি । উল্লিখ্য
প্রোক্ষণং কৃতা খাতঃ কৃতা বিধানতঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টৌ
কুণ্ডানি সঙ্কল্য তথৈকমণ্ডপে প্রিয়ে । লেপনং মণ্ডপে
কৃতা বজ্রাকরণমেব চ ॥ ১০৩ ॥ চতুরশ্রং কার্ণুকং চ
বর্জুলং কমলাকৃতি । পূর্বাং দিশাং সমারভ্য কৃতা
তানি প্রযত্নতঃ ॥ ১০৪ ॥ চতুর্কোণসমায়ুক্তং পূর্বে কুণ্ডং
নিবেশ্য তু । ভগ্নাকৃতি তথাগ্রেখ্যাং দক্ষিণে ধনু-
রাকৃতি ॥ ১০৫ ॥ নৈঋতে তু ত্রিকোণং বৈ বর্জুলং
পশ্চিমে তু । ষট্‌কোণং চৈব বায়বে পদ্মাকারং
তথোত্তরে ॥ ১০৬ ॥ ঐশান্যমষ্টকোণং তু মধ্যে
চৈকং বিধানতঃ । প্রত্যেকং মণ্ডপং শুভ্রং শুভ্রৈঃ
ষোড়শতিযুক্তম্ ॥ ১০৭ ॥ ধ্বজৈঃ স্তোত্ররথৈযুক্তং
চক্রে ব্রহ্মা বিধানতঃ । স্ত্রোগোধং পূর্বতো স্তম্ভ দক্ষে
ওদুহরং তথা ॥ ১০৮ ॥ অশ্বখং পশ্চিমে চৈব
পলাশং চোত্তরে ক্রমাৎ । বাহুদণ্ডপ্রমাণেন ধ্বজা-
স্তত্র নিবেশ্য বৈ ॥ ১০৯ ॥ ঐন্দ্রাদ্যৌ পীতবর্ণা-
দিত্যাদিঃ পরিকল্পিতাঃ । ততো ব্রহ্মা হুগ্নিকুণ্ডে চারি-
ত্বাপনমায়তৎ ॥ ১১০ ॥ স্বস্থানে ব্রাহ্মণাংস্কেব জাপো
চৈব স্তম্বোজয়ৎ । ত্রীমুক্তং পাবমানং চ সদা চৈব চ

দণ্ড ধারণ করায় অতীব তেজোযুক্ত হইয়া সভা-
মণ্ডপে যার পর নাই শোভা পাইতে লাগি-
লেন । ঋষি ও গুরুর্গণ তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন । ভাবান্ ব্রহ্মা তখন বেদোক্ত
বিধানানুসারে ঋষিকৃগণকে বরণ করিলেন ।
ঐ যজ্ঞে বৃহস্পতি হোতা, বসিষ্ঠ অধ্বর্যু, মরীচি
উদগাতা, নারদ ব্রহ্মা, এবং সনৎকুমার প্রমুখ সদস্ত
হইলেন । বিবিধ বস্ত্রাভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয়কাপি
ভূষণসমূহ তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল । বেদির প্রত্যেক
দ্বারে চারিজন করিয়া চতুর্দ্বারে ষোড়শজন ঋষিকৃ
বসিত হইলেন । কণ্ঠপ প্রস্তোতা, গালব প্রতি-
হর্ষা, গর্গ সূত্রক্ষণ্য, পুলহ, সদস্ত, হোতা, শুক্র,
নেষ্টাক্রব, মিত্রাবরণ, দুর্কাসা ও কৌশিক ব্রাহ্মণাচ্ছংসী,
শাকল্য অচ্ছাবাক, ক্রতু গ্রামস্থ, শালঙ্কায়ন প্রস্থাতা
ও প্রতিপ্রস্থাতা, মনু অগ্নীধ্রু, এবং অজিরা উন্নতা
হইলেন । প্রত্যেক মণ্ডপেই এইরূপ ঋষিকৃ বরণ
করা হইল । একশত মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল ।
প্রত্যেক মণ্ডপেই কুণ্ড ছিল । এক একটা মণ্ডপের
পরিমাণ বিংশতি হস্ত হইয়াছিল । যে স্থানে বেদি
নির্মাণ করিতে হয় । ঐ স্থান অঙ্গমস্ত্রে (ফট) শোধন
করিতে হয় ; পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ করিতে হয় ;

অজিন দ্বারা আবৃত করিতে হয় এবং
অঙ্গমস্ত্রে আলিখন করিতে হয় । আলিখন
করিয়া প্রোক্ষণ করিতে হয় ; তদনন্তর ঐ স্থানে
বিধিপূর্বক খনন করিয়া প্রত্যেক মণ্ডপে অষ্ট
কুণ্ড নির্মাণ করিতে হয় । অনন্তর মণ্ডপ লেপন
করিয়া তাহার দৃঢ়ীকরণ করিতে হা । তাহাতে
চতুরশ্র কার্ণুকার, বর্জুল ও কমলাকৃতি কুণ্ড
সকল সমস্তে নির্মাণ করিতে হয় । তদ্বৎ,—পূর্ব-
দিকে চতুর্কোণ সমায়ুক্ত, অগ্নিকোণে ভগ্নাকৃতি,
দক্ষিণে ধনুরাকৃতি, নৈঋতে ত্রিকোণ, পশ্চিমে
বর্জুলাকার, বায়ুকোণে ষট্‌কোণ, উত্তরে পদ্মাকার,
ও ঐশান্যকোণে অষ্টকোণ, কুণ্ড নির্মাণ করিতে হয় ।
বিধান বশতঃ মধ্যস্থলেও একটা কুণ্ড করিতে হয় ।
প্রত্যেক মণ্ডপ শুভ্র, ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত, ও ধ্বজ-
স্তোত্ররথসমাবৃত করিতে হয় । চন্দ্র-যজ্ঞে স্বয়ং বিধাতা
এই সকল কৰ্ম্ম নির্বাহ করিতে লাগিলেন । তিনি
মণ্ডপের পূর্বাদিকে স্ত্রোগোধ, দক্ষিণে ওদুহর, পশ্চিমে
অশ্বখ, ও উত্তরাদিকে পলাশ নিবেশিত করিলেন ।
বাহুদণ্ড প্রমাণে ধ্বজরোপণ করা হইল । পূর্বাদি-
দিকক্রমে ধ্বজবর্ণ পীতাদি হইল । অনন্তর ভগবান্
ব্রহ্মা স্বস্থানস্থিত ব্রাহ্মণগণকে জাপ্যকৰ্ম্মে নিযুক্ত
করিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিতে আরম্ভ

রাজিনম্ । ১১১ । স্বাকপিং তথৈল্লং চ বহুঃ
 পূরিতোহজপং । ক্রদান্ পুরুষশূক্তং চ ক্রোকাধ্যায়ং
 চ বৈক্রিয়ম্ ॥ ১১২ ॥ ভ্রাক্ষণং পৈত্র্যমৈন্দ্রং চ জপেরন
 যজুৰ্বো ঘমে । দেবব্রতং বামদেবাং জ্যোষ্ঠং সাম
 ব্রথন্তরম্ ॥ ১১৩ ॥ ভেকুণ্ডানি চ সামানি ছন্দোগঃ
 পশ্চিমোহজপং । অথর্ষাধর্ষশিরসং স্বস্তস্তম্বমথর্ষ-
 গম্ ॥ ১১৪ ॥ নীলকুজমথর্ষাংমথর্ষা চোত্তরেহজপং ।
 গর্তাধানাদিকং সর্গং ততোহগ্নেরয়করোহিভুঃ ॥ ১১৫ ॥
 পূর্ণাহুতিং ততো দধা স্নানকর্ম তথারভৎ । পঞ্চ-
 পল্লবসংযুক্তং যুক্তিকাভিঃ সমবিতম্ ॥ ১১৬ ॥ কষায়ৈঃ
 পঞ্চগব্যৈশ্চ পঞ্চামৃতকলৈস্তথা । তীর্থোদকৈঃ সমে-
 তস্ত মর্জ্যৈঃ স্নানমথারভৎ ॥ ১১৭ ॥ নেত্রাণ্যুৎপাদ্য
 দেবস্ত কৃত্বা চ তিলকক্রিয়াম্ । পৃথিব্যাং যানি
 তীর্থানি পাতালে চ বিশেষতঃ ॥ ১১৮ ॥ স্বর্গলোকে
 চ যান্ত্রেব তত্র তান্ত্রায়শুস্তথা । এতন্নিরন্তরে ব্রহ্মা
 দেবানাং পশুতাং তদা ॥ ১১৯ ॥ ভূমিং ভিষা বিবে-
 শাথ তত্র লিঙ্গমপশুতঃ । স্পর্শাখ্যং তং তু সজ্জাদ্য
 মধুনা দর্ভমূলকৈঃ ॥ ১২০ ॥ তত্র ব্রহ্মশিলাং তস্মৈ
 তস্মা উর্ধ্বং মহাপ্রভম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠায়ামাস কৃত্বা

করিলেন। বহুচ্ ব্রাক্ষণগণ পূর্বাদিকে ক্রীশূক্ত
 শাবমান্ স্বাকপি ও ঐশ্র শূক্ত জপ করিতে লাগি-
 লেন। যজুর্বেদীয় ব্রাক্ষণগণ দক্ষিণদিকে ক্রদশূক্ত,
 পুরুষশূক্ত, ক্রোকাধ্যায়, বৈক্রিয়, ব্রাক্ষণপৈত্র্য,
 ও ঐশ্রশূক্ত জপ করিতে লাগিলেন। পশ্চিম দিকে
 ছন্দোগ ব্রাক্ষণগণ দেবব্রত, বামদেবা, জ্যোষ্ঠসাম,
 ব্রথন্তর, ও ভেকুণ্ড, সাম, জপ করিতে লাগিলেন
 এবং উত্তর দিকে অথর্ষগণ অথর্ষশিরস, স্বস্ত, স্তম্ব,
 অথর্ষগণ ও নীলকুজ জপ করিতে লাগিলেন। ভগ-
 বান্ ব্রহ্মা অগ্নির গর্তাধানাদি করিলেন। অতঃপর
 পূর্ণাহুতি সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানকর্ম আরম্ভ করি-
 লেন। পঞ্চ পল্লব, কষায়, যুক্তিকা, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত,
 ও তীর্থোদক, দ্বারা মন্ত্র পাঠপূর্বক স্নান কর্ম আরম্ভ
 হইল। দেবদেবের নেত্র উৎপাদন করিয়া
 তিলকক্রিয়া সম্পন্ন করা হইল। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে
 ষাবতীয় তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থই স্নানসময়ে
 ঐস্থানে আসিয়া উপাশ্রিত হইল। এই সময়
 প্রবেশপূর্বক ব্রহ্মা সর্গদেবসমন্বয়ে ভূমিভেদ করিয়া
 স্পর্শাখ্য লিঙ্গ অবলোকন করিলেন। পরে ঐ
 লিঙ্গ মধু ও দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদিত হইল। অতঃপর
 বিধাতা তাহাতে ব্রহ্মশিলা স্থাপন করিলেন। এই
 শিলার উপর মহাপ্রভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইল। লিঙ্গ

নিশ্চলমান্বান ॥ ১২১ ॥ স্থিহা চ পরমে তর্ষে
 মস্ত্রাসমধাকরোৎ । এবং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র
 ব্রহ্মা জগদ্গুরুঃ । পূজয়ামাস বিধিনা বেদোক্তৈ-
 র্ভক্তবিস্তরৈঃ ॥ ১২২ ॥ মস্ত্রাস্ত্রাসে কৃতে তত্র ব্রহ্মা
 লোকর্জ্জনা । তত্র বিপ্রগণো হৃষ্টো জয়শব্দাদি-
 মঙ্গলৈঃ । নিধুম্শাভবদ্বহ্নিঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ॥
 ১২৩ ॥ দেবহুন্দুভয়ো নেত্রঃ প্রসন্নাস দিগীশ্বরঃ ।
 পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈস্তম্বিন যজ্ঞমহোৎসবে ॥ ১২৪ ॥
 প্রতিষ্ঠাপ্য ততো লিঙ্গং ক্রীসোমেশং পিতামহঃ ।
 দাপয়ামাস বিপ্রৈস্তো ভূরিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্ ॥ ১২৫ ॥
 সনৎকুমারপ্রমুখৈরাট্যৈর্দক্ষিণাভিভূতঃ । দক্ষিণামদদাৎ
 সোমস্ত্রীল্লোকান ব্রহ্মণে পুরা ॥ ১২৬ ॥ তেভ্যো
 ব্রহ্মধিমুখ্যেভ্যঃ সদন্তেভ্যস্তথৈব চ । দদৌ হিরণ্যং
 রত্নানি কোটিশো ভূরি দক্ষিণাঃ ॥ ১২৭ ॥ সোহভি-
 যিক্তো মহাতেজাঃ সর্গৈর্দক্ষিণাভিস্ততঃ । ত্রীন
 লোকান ভাবয়ামাস স্বভাসা ভাসতাং বরঃ ॥ ১২৮ ॥
 তং সিনী চ কুহুশ্চৈব দ্যুতিঃ পুষ্টিঃ প্রভা বসুঃ ।
 কীর্তিধৃতিশ্চ লক্ষ্মীশ্চ নব দেব্যাঃ সিব্যেবিরে ॥ ১২৯ ॥
 প্রাপ্যাবতৃথমবাগ্রঃ কৃত্বা মাহেশ্বরং মথম্ । কৃতার্থঃ
 পরিপূর্ণশ্চ সম্ভূব নিশাপতিঃ ॥ ১৩০ ॥ ততস্তস্মৈ
 দদৌ রাজ্যাং প্রাজ্যাং ব্রহ্মা পিতামহঃ । বীজো-

নিশ্চল ও আন্বান হইলেন ১২০—১২১। বিধাতা
 তখন পরম তর্ষে অবস্থানপূর্বক মস্ত্রাস ও লিঙ্গস্থাপন
 সম্পন্ন করিয়া বেদোক্ত বিস্তর মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি
 তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি মস্ত্রাসপূর্বক লিঙ্গ
 স্থাপন করিলে বিপ্রগণ হৃষ্ট হইয়া জয়ধ্বনি ও মঙ্গল
 ঘোষণা করিতে লাগিলেন; বহি নিধুম হইয়া
 কোটি সূর্য্যের প্রভা ধারণ করিল; দেবহুন্দুভি
 নাদিত হইল; দিগীশ্বরগণ প্রসন্ন হইলেন এবং
 পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। পিতামহ সোমেশ
 লিঙ্গ স্থাপন করিয়া বিপ্রগণকে ভূরি দক্ষিণা প্রদান
 করাইলেন। স্বয়ং সোম সনৎকুমারাদি আদ্য
 ব্রহ্মধিগণপরিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে ত্রিলোক দক্ষিণা
 প্রদান করিলেন। ব্রহ্মধিমুখ্য সদন্তগণকে তিনি
 রত্ন-হিরণ্য প্রভৃতি ভূরি দক্ষিণা দিলেন। সোম
 ব্রহ্মধিগণ কর্তৃক অভিযিক্ত হইয়া ত্রিলোক প্রভাবিত
 করিলেন। সিনী, কুহু, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্তি
 ধৃতি ও লক্ষ্মী এই দেবী সকল তাঁহার সেবা করিতে
 লাগিলেন। সোম মাহেশ্বরী প্রতিষ্ঠা সমাপনের পর
 অবভূত-স্নাত হইয়া কৃতার্থ ও পরিপূর্ণ হইলেন। ভগবান
 ব্রহ্মা প্রদত্ত রাজ্য পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

যধীনাং বিপ্রাণামন্নানঞ্চ বরাননে । ১৩১ । তস্মিন
যজ্ঞে সমাজঘুর্যে কেচিৎ পৃথিবীশ্বরঃ । তেষাং
রাজ্যং ধনং ভোগানি দদৌ স্বর্গং তথাক্ষয়ম্ । ১৩২ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস স্বয়মেবৌষধীপতিঃ । দদৌ
সর্বং তদা তেষাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ । ১৩৩ ।
হিরণ্যাদীন্তদাষ্টৈব মহাদানানি ষোড়শ । যো
যদর্থযতে তত্র সামান্তঃ প্রাকৃতো জনঃ । নিজকর্ণানু-
সারেণ স লেভে চ তদেব হি । ১৩৪ ॥ এবং সম-
র্ষিতে যজ্ঞে সর্ষে দেবাঃ সর্বাসবীঃ । স্থাপয়িত্ব তু
লিঙ্গানি জঘুঃ সর্ষে যথাগতম্ । ১৩৫ ॥ চন্দ্রমাস্ত
পুনর্দেবি ব্রহ্মণা সহিতো বিভূঃ । লিঙ্গমারাদয়ামাস
প্রভাসে পাপনাশনে । ১৩৬ ॥ ত্রিকালং পূজয়ামাস
ধূপমালানুলেপনৈঃ । তং প্রণম্য চ দেবেশি
স্তোতি নিত্যং নিশাপতিঃ । ১৩৭

ইতি শ্রীহান্দে সোমেশ্বরপ্রতিষ্ঠামাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৩ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাবাচ ! কস্মিন কালে জগন্নাথ তত্র লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । কথমারাদনং চক্রে কৃতার্থো রোহিণী-

তিনি তাঁহাকে বৌজৌষধি, বিপ্র ও অন্নের রাজা
করিলেন । আর ঐ যজ্ঞে যে সমস্ত রাজা আগমন
করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি রাজ্য, ধন, ও
অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করিলেন । -ওষধিপতি স্বয়ং
ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন । হিরণ্যাদি ষোড়শ
মহাদান তিনি প্রভাসক্ষেত্রবাসিগণকে প্রদান করি-
লেন । সাধারণ প্রাকৃত জনগণের মধ্যে যে যাহা
প্রার্থনা করিয়াছিল, সোম তাহাদিগকে তাহাই
প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে
সবাসব দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । সোম
বিধাতার সহিত ঐ প্রভাস ক্ষেত্রেই
লিঙ্গারাদনা করিতে লাগিলেন । তিনি ধূপ,
মালানুলেপন, প্রণাম ও স্তবাদি দ্বারা হরের
ত্রৈকালিক পূজা করিতে লাগিলেন । ১২২—১৩৭ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্তে । ২৩

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে জগন্নাথ ! কোন সময়ে
সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কৃতার্থ

পতিঃ । ১ । ঈশ্বর উবাচ । ত্রেতাযুগে চ দশমে
মনোর্কৈবশ্বতস্ত হি । সঙ্ঘাতো রোহিণীনাথো যুক্তো
তুর্কসসা প্রিয়ে । ২ । তস্মিন কালে তদা তত্র গতে
বর্ষসহস্রকে । ততঃ কৃত্বা তপশ্চাৰ্যং প্রত্যকীরুত-
শঙ্করঃ । ৩ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস ব্রহ্মণা লোক-
কর্তৃণা । পুনর্বর্ষসহস্রং তু পূজয়ামাস শঙ্করম্ । ৪ ।
ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা নিজকার্যার্থসিদ্ধয়ে । স্ততিং
চক্রে নিশানাথঃ প্রত্যকীরুতশঙ্করঃ । ৫ । চন্দ্র
উবাচ । নাস্তি শর্কসমো দেবো নাস্তি শর্কসমা
গতিঃ । ৬ । যং পঠতি সদা সাংখ্যাশ্চিত্তযান্ত চ
যোগিনঃ । পরং প্রধানং পুরুষং তস্মৈ জ্ঞেয়াস্মিনে
নমঃ । ৭ । উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণং যং
বিহর্ষুধাঃ দেবানুরমভূষণাঃ তস্মৈ জ্ঞানাস্মিনে
নমঃ । ৮ । যদবায়মনাদ্যন্তং যরিত্যং শাশ্বতং
ঋবম্ । নিকলং পরমং ব্রহ্ম তস্মৈ যোগাস্মিনে নমঃ ।
৯ । যঃ পবিত্রং পবিত্রাণা মাতিদেবো মহেশ্বরঃ ।
পূনাতি দর্শনাদেব তস্মৈ তীর্থাস্মিনে নমঃ । ১০ ।
যতঃ প্রবর্ততে সর্বং সস্মিন সর্বং বিলীয়তে ।

রোহিণীপতিই বা কিরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন ?
ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে ! দশম ত্রেতার
বৈবশ্বত মনুর অধিকার কালে রোহিণীপতি
তুর্কাসার সহিত জন্ম গ্রহণ করেন । ঐ অবস্থায়
তাঁহার বর্ষ সহস্র অতীত হয় । অনন্তর তিনি
তপশ্চা করিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করেন
এবং বিধাতা দ্বারা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লন ।
ইহার পর পুনরায় তিনি বর্ষসহস্র যাবৎ শঙ্করের
পূজা করেন । নিজ কার্য সিদ্ধির জন্ত তিনি পূজা
ও স্তবাদি করিয়া শঙ্করের (আমার) সাক্ষাৎ
প্রাপ্ত হন । তখন চন্দ্র এই বলিয়া স্তব করেন
যে, শর্কসম দেবতা ও সর্কসম গতি নাই । সাংখ্য
যোগিগণ ঐহাকে সর্কদা প্রধান ও পুরুষ বলিয়া
ধাকেন, সেই জ্ঞেয়াস্মাকে আমি নমস্কার করি ।
পণ্ডিতগণ ঐহাকে দেবানুরমভূষণের উৎপত্তি-
বিনাশের কারণ বলিয়া ধাকেন, সেই জ্ঞানাস্মাকে
আমার নমস্কার । যিনি অব্যয় অনাদ্যন্ত, যিনি
শাশ্বত ঋব নিকল, পর ব্রহ্ম, সেই যোগাস্মাকে
আমি নমস্কার করি । যিনি পবিত্রের পবিত্র, আদি-
দেব মহেশ্বর, যিনি দৃষ্টিমাত্রে পবিত্র করেন,
সেই তীর্থাস্মাকে নমস্কার । ঐহা হইতে সমস্ত প্রব-
র্তিত হয়, ঐহাতে সমস্ত বিলীন হইয়া থাকে এবং

পালয়েদ্যো জগৎ সর্বং তস্মৈ সর্বাঙ্ঘনে নমঃ ।
 ১১ । অগ্নিষ্টোমাদিভির্ঘৈজৈর্ঘঃ যজন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।
 সম্পূর্ণদক্ষিণৈরেব তস্মৈ যজ্ঞাঙ্ঘনে নমঃ । ১২ ।
 ঈশ্বর উবাচ এবং স সংস্কৃতে যাবদ্বিবারাজৌ
 নিশাকরঃ । অত্রবৌক্তগবান্ প্রীতঃ প্রহসান্নিব শকরঃ ।
 ১৩ । শকর উবাচ । পরিতুষ্টৌহস্মি তে বৎস
 স্তোত্রোৎসাহেনৈব শীতগো । বরং বরয় ভদ্রং তে ভূয়ো
 যন্তে মনোগতম্ । ১৪ । স্ত্র উবাচ । যদি দেবো
 বরোহস্মাকং যদি তুষ্টৌহসি মে প্রভো । সান্নিধ্যং
 কুরু দেবেশ লিঙ্গেহস্মিন সর্বিদা বিভো । ১৫ ।
 যে স্বাঃ পশুস্তি চাত্রস্থং ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ।
 তেষাং তু পরমা সিদ্ধিষ্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর । ১৬ ।
 শম্ভুকবাচ । অগ্রে তু মম সান্নিধ্যমস্মি লিঙ্গে
 মহাপ্রভো । বিশেষতোহধুনা চন্দ্র ভব ভক্ত্যা
 নিরন্তরম্ । ১৭ । স্বাতব্যমদাপ্রভৃতি ক্লেত্রৈহস্মিন্নময়া
 সহ । যস্মাদ্বয়া প্রভা লক্সা ক্লেত্রৈহস্মিন্ মৎপ্রসাদতঃ ।
 তস্মাৎ প্রভাসামত্যোবং নামাস্ত প্রভবিষ্যতি । ১৮ ।
 যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ত্বয়া সোম শুভং মম ।
 সোমনাথেতি মে নাম তস্মাৎ খ্যাতিং গমিষ্যতি ।

১৯ । যস্মাগ্রেতনং নাম খ্যাতিং ব্রহ্মবসানিকম্ ।
 সোমনাথেতি চ পুনস্তদেব প্রচরিত্যতি । ভক্ত্যস্তি
 হিনরা যে মামত্রস্থং ভক্তিতৎপরঃ । ২০ । শূণু
 তেষাং কলং বৎস ভবিষ্যতি নিশাকরঃ । ন তেষাং
 জায়তে ব্যাধির্ন দারিद्र্যাং ন দুর্গতিঃ । ন চেষ্টেন
 বিয়োগশ্চ মম চন্দ্র প্রভাবতঃ । ২১ । যাত্রাং
 কুর্বন্তি যে ভক্ত্যা মম দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ । পদে-
 পদেহমমেধস্ত তেষাং কলমুদাহতম্ । ২২ । কিং
 কৃতের্বহ্মভির্ঘৈজৈরুপবাসৈর্নিশাকর । সুরুং পশুস্তি
 মাং যেহত্র তে সর্গে লেভিরে কলম্ । ২৩ । এক-
 মাসোপবাসস্ত কুরুতে ভক্তিতৎপরঃ । যাবদ্বর্ষসংস্রজ
 একঃ পশুতি মামিহ । ২৪ । দ্বাভ্যামপি কলং তুল্যাং
 নাস্তি কাচিচ্চিারণা । ২৫ । একো ভবেদব্রহ্মচারী
 যাবজ্জীবং নিশাকর । সুরুং পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং কলং স্মৃতম্ । ২৬ । একো দানানি সর্বাণি
 প্রযচ্ছতি দ্বিজাতয়েঃ একঃ পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং কলং স্মৃতম্ । ২৭ । একো ব্রতানি সর্বাণি
 কুরুতে যুগলাক্ৰন । অস্তঃ পশুতি মামত্র সমং
 তাভ্যাং কলং স্মৃতম্ । ২৮ । একস্তৌথানি কুরুতে
 জপজাপ্যানি ভুরিশঃ । অস্তঃ পশুতি মামত্র কলং

যিনি সমস্ত জগৎ পালন করেন, সেই সর্বাঙ্ঘাকে
 আমার নমস্কার । দ্বিজাতিগণ সম্পূর্ণদক্ষিণ
 অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা ঈহাকে যজ্ঞন করিয়া
 থাকেন, সেই যজ্ঞাঙ্ঘাকে আমার নমস্কার
 নিশাকর দ্বিবারাত্র এইরূপ স্তব করিলে তখন
 ভগবান্ (শকর আমি) প্রীত হইয়া হাসিয়া বলি-
 লেন,—হে চন্দ্র ! বৎস, আমি তোমার স্তবে
 তুষ্ট হইয়াছি, তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর,
 মঙ্গল হোক । চন্দ্র বলিলেন,—হে দেব ! বর
 যদি দেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন,
 তাহা হইলে এই লিঙ্গে সর্বিদা সান্নিধ্য করুন ।
 যাহারা ভক্তিপূরক আপনাকে এই স্থানে দর্শন
 করিবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে সিদ্ধি লাভ
 করে । শম্ভু বলিলেন,—হে মহাপ্রভ চন্দ্র ! আমি
 অগ্রে এই লিঙ্গে সন্নিহিত ছিলাম ; বিশেষতঃ এখন
 আমি নিরন্তর এই লিঙ্গে বাস করিব । অদ্যা-
 বধি আমি উমার সহিত এই ক্লেত্রে বাস করিব ।
 তুমি এই স্থান আমার প্রসাদে প্রভা লাভ করি-
 য়াছ বলিয়া এই ক্লেত্রের নাম হইবে ‘প্রভাস’ । হে
 সোম ! যেহেতু তুমি [সোম] আমার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করিয়াছ, এক্ষণ আমি সোমনাথ নামে খ্যাতি

লাভ করিব । ১—১৯। ব্রহ্মাধিকারকালস্থায়ী আমার
 যে পুরাতন নাম আছে, তাহাই অধুনা ‘সোমনাথ’
 বলিয়া পুনঃ প্রচারিত হইবে । যে সকল নর এই
 স্থানে আমাকে দর্শন করিবে, তাহাদের যে কল হয়,
 বৎস ! তাহা শ্রবণ কর । আমার প্রসাদে তাহাদের
 ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুর্গতি ও ইষ্টবিয়োগ কদাচ হয় না ।
 আমার দর্শন কামনায় যাহারা যাত্রা করে, তাহা-
 দের পদে পদে অশ্বমেধকল লাভ হয় । বহু যজ্ঞ
 ও উপবাসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ
 আমাকে তথায় মাত্র দর্শন করিয়া মানব সফল
 ফগই লাভ করিয়া থাকে । যদি কেহ বর্ষসংস্র কাল
 যাবৎ মাসোপবাস করে, আর কেহ যদি মাত্র
 আমাকে দর্শন করে, তবে এ দুইয়ের কল সমানই
 হইয়া থাকে । এবিষয়ে তর্ক করিবার আর কিছু
 নাই । এক জন যদি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করে, আর
 এক জন যদি কেবল আমাকে দর্শন করে, তাহা
 হইলে উভয়েরই কল তুল্য জানিবে । এক জন যদি
 সমস্ত দানীয় বস্তু দ্বিজাতিকে দান করে, আর
 এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে
 এই দুই জনের কল সমানই হইয়া থাকে । এক
 জন যদি সমস্ত ব্রত করে, আর এক জন যদি শুদ্ধ

তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ২৯ ॥ একো জ্ঞানাদি-
যোগেন মুমুক্শুর্জায়তে ধ্রুবম্ । অস্তঃ পশ্চতি মামত্র
কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩০ ॥ একঃ ভৃগু-
পাতেন যাতি যত্নাং নিশাকরঃ । অস্তঃ পশ্চতি
মামত্র সমং তাভ্যাং কলং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥ একঃ
স্নাতি সদা মাঘং প্রয়াগে নরসত্তমঃ । অস্তঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩২ ॥ একঃ
পিণ্ডপ্রদানঞ্চ পিতৃতীর্থে সমাচরেৎ । অস্তঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ গোসহস্র
প্রদো হ্যেকো ব্রাহ্মণে বেদপারগে । একঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ পঞ্চাগ্নিঃ
সাধয়েদেকো গ্রীষ্মকালে স্নাদাকরণে । একঃ পশ্চতি
মামত্র কলং তাভ্যাং সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ স্নাতঃ
সোমগ্রহে চন্দ্র সোমবারে চ ভক্তিতঃ । যো মাং
পশ্চতি সর্বেষামেতেষাং লভতে কলম্ ॥ ৩৬ ॥ সর-
স্বতী সমুদ্রশ্চ সোমঃ সোমগ্রহস্তথা । দর্শনং সোম-
নাথস্ত সকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ ॥ ৩৭ ॥ নৈরন্তর্য্যেণ

যগ্নাগান্ বিধিনা যঃ প্রপূজয়েৎ । পুণ্যং তদেব
সকলং লভতে বিশ্বাবর্তনাৎ ॥ ৩৮ ॥ এতদেব তু
বিজ্ঞেয়ং গ্রহণে চোত্তরায়ণে । সংক্রান্তিদিনচ্ছিন্নেষু
ষড়শীতিমুখেষু চ ॥ ৩৯ ॥ মাসৈশ্চতুর্ভির্ষৎপুণ্যং
বিধিনাপূজ্য শকরম্ । কার্তিক্যাং স লভেৎ পুণ্যং
চৈত্র্যাং তদ্বিগুণং স্মৃতম্ । পুণ্যমেতদু কাস্তান্তা-
মাষাঢ়্যামেবমেব তু ॥ ৪০ ॥ একো দদ্যাৎসাবাং
লক্ষং দোম্বুগীণাং বেদপারগে । একো মমার্চয়ে-
ল্লিঙ্গং তস্ত পুণ্যং ততোহধিকম্ ॥ ৪১ ॥ মাসেসামে
চ যোহগ্নীয়াদ্যাবজ্জীবঃ সুরেশ্বরী । যশ্চার্চয়েৎ
সকল্লিঙ্গং সমমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ তপঃশীলগুণো-
পেতে পাতে বেদস্ত পারগে । সুবর্ণকোটিং
যদব্ধা তৎকলং কুসুমেন তু ॥ ৪৩ ॥ অর্কপুষ্পেহপি
চৈকস্মিদ্ধিবায় বিনিবেদিতে । দশ দ্বা সুবর্ণানি
যৎকলং তদবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪৪ ॥ অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ
করবীরঃ বিশিধ্যতে । করবীরসহস্রেভ্যো জ্যো-
পুষ্পং বিশিধ্যতে ॥ ৪৫ ॥ জ্যোপুষ্পসহস্রেভ্যো
হপামার্গং বিশিধ্যতে । অপামার্গসহস্রেভ্যঃ কুশ-

আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে উভয়েই তুল্য-
কল পায় । একজন যদি সমস্ত তীর্থ ও জপ-জপা
করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে,
তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের কল সমানই জানিবে ।
এক জন যদি জ্ঞানযোগে মুমুক্শু হয়, আর এক
জন যদি মাত্র আমাকে অবলোকন করে, তাহা
হইলে আর এ দুইয়ের পার্থক্য থাকে না । এক
জন যদি ভৃগুপতনে যত্নাপ্রাপ্ত হয়, আর এক জন
যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের
কলের তারতম্য আছে এমন কেহ মনে করিবে
না । এক জন যদি নিয়ত মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান
করে, আর এক জন যদি আমাকে দর্শন করে, তাহা
হইলে এতদ্ব্যয়ের কল সমান হয় । একজন যদি
পিতৃতীর্থে পিণ্ড প্রদান করে, আর অস্ত্র ব্যক্তি
আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই
কল সমান হয় । একজন যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
গোসহস্র প্রদান করে, আর একজন যদি মাত্র
আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে এই দুইয়েরই
কল তুল্য হয় । একজন যদি স্নাদাকরণ গ্রীষ্মকালে
পঞ্চাগ্নি সাধন করে, আর এক জন যদি কেবল
আমাকে দর্শন করে, তবে কল ঠিক এক রকমই
হয় । হে চন্দ্র ! যে মানব সোমবারে ভক্তিপূর্বক
আমাকে দর্শন করে, সে পূর্বোক্ত সকল কর্মের
কলভাগী হইয়া থাকে । সরস্বতী, সমুদ্র, সোম,

সোমগ্রহ এবং সোমনাথের দর্শন এই পঞ্চ সকার
দুর্লভ । ছয় মাস কাল নিরন্তর শিবপূজা করিলে
যে কল লাভ হয়, একমাত্র বিশ্বব, গ্রহণ, উত্তরায়ণ
বা ষড়শীতিসংক্রান্তিতে পূজা করিলে তজ্জপ কলই
প্রাপ্ত হওয়া যায় । চাতুর্মাশ্রে শকরাগ্নাধনা করিলে
যে কল পাওয়া যায়, কার্তিকী পূর্ণিমায় তাহার তুল্য,
চৈত্রী পূর্ণিমায় তাহার দ্বিগুণ, আর কাঙ্ক্ষনৌ শুক্লাষাঢ়ী
পূর্ণিমায় তাহার সমানই কল লাভ হয় ২০—৪০ ।
এক ব্যক্তি যদি বেদপারগ ব্রাহ্মণকে লক্ষ দোম্বু
গাভী দান করে, আর একজন যদি আমার লিঙ্গ-
অর্চনা করে, তাহা হইলে এতদ্ব্যয়ের মধ্যে লিঙ্গ
অর্চনাকারীরই কল অধিক জানিবে । যদি কোন
ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাসাহারী হয়, আর যদি কোন
ব্যক্তি একবার মাত্র আমার লিঙ্গ অর্চনা করে,
তাহা হইলে এই দুইয়ের কল তারতম্য কিছুই নাই
জানিবে । তপঃশীলগুণোপেত বেদপারগ ব্রাহ্মণে
কোটি সুবর্ণ দান করিলে যে কল লাভ হয়, মাত্র
কুসুম দ্বারা আমার পূজা করিলে সেই কল পাওয়া
যায় । দশ সুবর্ণ দানের যে কল হয়, অর্কপুষ্প
দ্বারা শিবপূজা করিলেও সেই কলই হইয়া থাকে ।
সহস্র অর্কপুষ্প অপেক্ষা এক করবীর-পুষ্প শ্রেষ্ঠ,
সহস্র করবীর হইতে এক জ্যোপুষ্প শ্রেষ্ঠ,
সহস্র জ্যোপুষ্প হইতে এক অপামার্গ

পুষ্পং বিশিষ্যতে । কুশপুষ্পসহস্রেভাঃ শমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥৪৬॥ শমীপুষ্পং বৃহত্যাং কুশুমং তুল্য-
মুচ্যতে । করবীরসমা জ্যেষ্ঠা জাতীবিজয়পাটলাঃ ॥
৪৭ ॥ শ্বেতমন্দারকুশুমং সিতপদ্মসমং ভবেৎ ॥ নাগ
চম্পকপুঙ্গবগুস্তুরকুশুমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ কেতকী-
জাতিমুক্তক কন্দমুখীমদন্তিকাঃ । শিরীষসর্জজম্বু-
কুশুমানি বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ আকুলীকুশুমং পত্রং
করজেন্দ্রসমুদ্ভবম্ । বিভীতকানি পুষ্পানি কুশুমানি
বিবর্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥ কনকানি কদম্বানি রাত্রৌ
দেয়ানি শক্রে । দেবশেষানি পুষ্পানি দিবা রাত্রৌ
চ মল্লিকা ॥ ৫১ ॥ প্রহরং তিষ্ঠতে মল্লী করবীর-
মহর্নিশম্ । কৌটকেশাপবিদ্ধানি রাত্রৌ পূর্ণাষিতানি
চ ॥ ৫২ ॥ শ্রয়ং পতিতপুষ্পানি ত্যজ্যেত্বপতনানি চ ।
তুলসী শতপত্রং গন্ধারী দমনস্তথা ॥ ৫৩ ॥ সর্কাসা-
পত্রজাতীনাং ত্রৈলোক্যে মরুবকঃ স্মৃতঃ । এতৈঃ পুষ্প-
বিশেষৈস্ত পূজ্যঃ সোমেশ্বরঃ সদা ॥ ৫৪ ॥ যাত্রায়াঃ
কলমাথোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে । এতাবহুকা
বচনং তজ্জৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ৫৫ ॥ চন্দ্রমা যক্ষ্মণা মুক্তঃ
স্বস্থাননিরতোহভবৎ ॥ আহুয় বিশ্বকর্মাণং প্রাসাদং

পর্যাকল্পয়ৎ ॥ শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং গোক্ষীরধবলো-
জ্জলম্ ॥ ৫৬ ॥ প্রাসাদং মেকনামানং হেমপ্রাকার-
তোরণম্ । চতুর্দশাঙ্গে পরিভঃ প্রাসাদাঃ পরি-
কল্পিতাঃ । তেভ্যং নামানি বক্ষ্যামি প্রত্যেকং তানি
মে শৃণু ॥ ৫৭ ॥ কেশরী সর্কতোভদ্রো নন্দনো নন্দি-
শালকঃ । নন্দীশো মন্দরঃ চব ত্রীবৃক্ষো অমৃতো-
দ্ভবঃ ॥ ৫৮ ॥ হিমবান্ হেমকূটশ্চ কৈলাসঃ পৃথিবী-
জয়ঃ । ইন্দ্রনীলো মহানীলো ভূধরো রত্নকূটকঃ ॥ ৫৯ ॥
বৈদূর্য্যঃ পদ্মরাগশ্চ বজ্রকো মুকুটোজ্জলঃ । ঐরা-
বতো রাজহংসো গরুড়ো বৃষভস্তথা ॥ ৬০ ॥ মেকঃ
প্রাসাদরাজা চ দেবানামালয়ো হি সঃ । আদৌ
পঞ্চাণ্ডকো জ্যেষ্ঠঃ কেশরী নামতঃ স্থিতঃ ॥ ৬১ ॥
চতুর্থাংশা চ তদবুদ্ধিধাবয়েকঃ প্রকৌর্ভিতঃ ॥ ৬২ ॥
এবং পৃথকারয়িত্বা প্রাসাদাংশ্চ চতুর্দশ । ব্রহ্মাদীনাং
দেবতানাং সমীপস্থানবাসিনাম্ ॥ ৬৩ ॥ দশ চান্ধান
ভূধরাদৌ বৃষভাস্তান্ বরাননে । আদৌ কপর্দিনং
কৃষা প্রাসাদান্ পর্যাকল্পয়ৎ ॥ ৬৪ ॥ মেকঃ প্রাসাদ-
রাজো বৈ স তু সোমেশ্বরে কৃতঃ । ত্রেতাযুগে তু
দশমে মনোর্কৈবব্রতস্ত চ ॥ ৬৫ ॥ কারয়িত্বা মণ্ড-

পুষ্প জ্যেষ্ঠ, সহস্র অপমার্গ হইতে এক কুশপুষ্প
জ্যেষ্ঠ এবং সহস্র কুশপুষ্প হইতে এক শমীপুষ্প
জ্যেষ্ঠ । শমী ও বৃহতীপুষ্প এ দুইই তুল্য ।
জাতী, বিজয় ও পাটলা এই পুষ্পত্রয়
করবীরতুল্য । শ্বেতমন্দার কুশুম সিত পদ্মের
সমান । নাগ, চম্পক, পুঙ্গব, ধূতুর কেতকী,
অতিমুক্ত, কুল্ল, যুথী, মদাস্তকা, শিরীষ, সর্জ, ও
জম্বুক, এই সকল কুশুম শিবপূজায় বর্জনীয় ।
আকুলীকুশুম, করজেন্দ্রপত্র, বিভীতক পুষ্প এ সকল
শিবপূজায় বর্জনীয় । রাত্রিকালে কনককদম্ব
শকরকে দেওয়া যাইতে পারে । দেবশেষ পুষ্প
দিবাভাগে, মল্লিকা রাত্রিকালে, মল্লী প্রহরকাল
ব্যাপিয়া, এবং করবীর দিবারাত্র ব্যাপিয়া পবিত্র
ধাকে জানিবে । কৌট-কেশাপবিদ্ধ পূর্ণাষিত শ্রয়ং
পতিত এবং উপহত পুষ্প পরিত্যাগ করিবে ।
শতপত্র, গন্ধারী, দমন, প্রভৃতি পত্রের
মধ্যে মরুবকপত্র উৎকৃষ্ট । ইত্যাদি পুষ্পবিশেষ
দ্বারা সোমেশ্বরের পূজা করা কর্তব্য । এরূপ
করিলে যাত্রার কল লাভ হয় এবং স্বর্গে পূজিত
হইয়া থাকে । এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব সেই
স্থানে অন্তর্হিত হইলেন । সোমও স্বস্থানে প্রস্থান
করিলেন । তিনি বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান করিয়া

প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন । প্রাসাদটী শুদ্ধফটিক-
সঙ্কাশ, ও গোক্ষীরধবলোজ্জল । তাহার নাম
মেক । তাহার প্রাকারতোরণ হিরণ্যম্ । সেই
প্রাসাদের চতুর্দিকে আরও চতুর্দশটি প্রাসাদ নির্মিত
হইল । ঐ চতুর্দশ প্রাসাদের নাম অবগণ কর;
যথা,—কেশরী, সর্কতোভদ্র, নন্দন, নন্দিশালক,
নন্দীশ, মন্দর, ত্রীবৃক্ষ, অমৃতোদ্ভব, হিমবান্, হেমকূট,
কৈলাস, পৃথিবীজয়, ইন্দ্রনীল, মহানীল, ভূধর,
রত্নকূটক, বৈদূর্য্য, পদ্মরাগ, বজ্রক, মুকুটোজ্জল,
ঐরাবত, রাজহংস, গরুড় ও বৃষভ । মেক, প্রাসা-
দের রাজা; তাহা দেবগণের আশ্রয় । তাহার
আদিতে পঞ্চাণ্ডক এক পর্ব্বত আছে । তাহার
নাম কেশরী । কেশরী মেকর এক চতুর্থাংশ পরি-
মিত । সোম সমীপস্থ ব্রহ্মাদি দেবতার বাস করি-
বার জন্য স্বীয় প্রাসাদের চতুর্দিকে পৃথক পৃথক
চতুর্দশটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন । এতদ্ব্যতীত
আরও দশটি ভূধর প্রাসাদ নির্মিত হইল । এই
দশটির শেষেরটির নাম বৃষভ । সোম প্রথমে শিবের
প্রাসাদ কল্পনা করিয়া পরে অন্যান্য দেবগণের
প্রাসাদ কল্পনা করিলেন । প্রাসাদরাজ মেক সোমে-
শ্বরে কল্পিত হইল । এই সময় দশম ত্রেতাযুগ
—বৈবস্বত মনুর অধিকার ছিল । ৪:—৬৫ । সোম

পাংশ্চ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাবিধি । নদানাং তু শতং
কৃৎস্না বাপীকূপসহস্রকম্ ॥ ৬৬ ॥ গৃহাণাং তু
সহস্রাণি দীনানাথশ্রাণি চ । কারয়িত্বা বিধানেন
বিশ্রেষ্ঠাঃ প্রদদৌ পৃথক্ ॥ ৬৭ ॥ নিবেশ্য
নগরং সোমঃ স্রীসোমেশ্বরসন্নিধৌ । স্বকর্ণাণাং
প্রচারার্থমথাত্মার্থয়ত দ্বিজান্ ॥ ৬৮ ॥ সোমোহস্মি
ভবতাং রাজা প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ । তথাপি
বিনয়েনৈব ভক্ত্যা বিজ্ঞাপয়াম্ বঃ ॥ ৬৯ ॥ ধনং
হিরণ্যরত্নাদি ধাত্ত্বা ব্রীহিষবাদিকম্ । গোমহিষাদি-
পশবো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৭০ ॥ কদলীনারি-
কেলানি তাম্বুলীপুগমালিনঃ । মনোহতিরামচরমা
আরাধাঃ পুরিতঃ স্থিতাঃ ॥ ৭১ ॥ জম্বুদ্বীপাধিপাঃ
সর্বৈ ভবতামত্রবাসিনাম্ । আদেশং চ করিষ্যন্তি
শিরস্তাধায় শৌভনম্ ॥ ৭২ ॥ দ্বীপান্তরাদাগতৈশ্চ
কপূরাগুরুচন্দনৈঃ । অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্জবৈঃ সম্পূর্ণা
ভবতাং গৃহাঃ ॥ ৭৩ ॥ পণ্যানাং শতসংখ্যানাং
ব্যবহারনিদর্শিনঃ । ব্রহ্মোক্তরাণি তদন্তি বণিজো
লাভকাজ্জিগঃ ॥ ৭৪ ॥ ভবৎসু ভৃত্যভাবেন
বর্জমানা হিতৈষিণঃ । তে চাত্তে চ তথা পৌরা
নাবসৌদন্তি কহিচিৎ ॥ ৭৫ ॥ এবং সম্পূর্ণবিভবৈ-

যথাবিধি মণ্ডপ সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া শত শত নদ
ও সহস্র সহস্র বাপী-কূপ এবং শত শত দীনানাথ-
ভবন নিৰ্ম্মাণ করাইয়া তাহা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণ-
গণকে দান করিলেন । স্বকর্ণের প্রচারার্থ
সোমেশ্বর-সন্নিধানে নগর বসাইলেন এবং তথায়
ব্রাহ্মণগণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন । তাঁহা-
দিগকে বলিলেন,—আমি সোম ; আপনাদের রাজা,
পরমেশ্বর প্রণাদে আমি রাজা হইয়াছি । রাজা
হইয়াও আমি আপনাদিগকে ভক্তিপূৰ্ব্বক জানাই-
তেছি যে, এই সকল ধন, হিরণ্য, রত্ন, ধান্য, ব্রীহি,
যব, গো মহিষাদি পশু, বিবিধ বস্ত্র, কদলী, নারি-
কেল ও তাম্বুলীপুগমালী মনোভিরাম আরাম
আপনাদের উপভোগার্থ রাখিয়াছে, গ্রহণ
করিবেন । আর জম্বুদ্বীপনিবাসিগণ মস্তক অবনত
করিয়া আপনাদের আদেশ পালন করিবে ।
দ্বীপান্তর হইতে আগত কপূরাগুরু-চন্দন ও
অস্তান্ত বিবিধ জব্য দ্বারা আপনাদের গৃহ পরি-
পূর্ণ হইবে । শত শত পণ্যের লাভকাজ্জী ব্যব-
হারবিৎ বণিকগণ আপনাদের নিকট ভৃত্যভাবে
থাকিয়া ব্রহ্মোক্তর (বণিকগণ ব্রাহ্মণদিগকে যে
লাভা শ প্রদান করিত, তাহা) প্রদান করিবে ।

ভবন্তি শ্রেয়সে মম । কৃতকৃষ্ণা রিতস্তজ্জাঃ বিধি-
বদ্ধুরিদক্ষিণাঃ ॥ ৭৬ ॥ ব্রহ্মাদীনি চ সৰ্ব্বাণি
প্রবর্তন্তামহর্নিশম্ । দীনাঙ্করূপণাদীনাং ক্রিয়তা-
মার্জিনাশনম্ ॥ ৭৭ ॥ অভ্যাগতানার্মোচিত্যাতিথ্যাং
চ বিধীয়তাম্ । তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গেন সমেতানাং মাহাত্ম-
নাম্ ॥ ৭৮ ॥ ব্রহ্মর্ষীগমাশ্রমেষু দীপস্তামাংগাঃ সদা ।
ময়াত্র স্থাপিতং লিঙ্গং সৰ্বকালং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭৯ ॥
পবিত্রৈরূপচারৈশ্চ পূজয়ন্তু দ্বিজোক্তমাঃ । অষ্টৌ
প্রমাণপুরুষাঃ পৌরগাং কার্যদর্শিনঃ ॥ ৮০ ॥
ব্যবহারানবেক্ষণং স্মৃত্যাচারবিশারদাঃ । ব্যবস্থাং
মৎকৃত্যমেতাং ভবন্তোহত্র দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ৮১ ॥
ধারয়ন্তু মহাত্মানো দিগ্গজা ইব মেদিনীম্ । এবং
প্রভুত্বমাহ্বায় স্থানেহস্মিন শিবশালিনি ॥ ৮২ ॥
ঋতি-স্মৃতি-পুরাণোক্তান্ ধৰ্ম্মানচরত দ্বিজাঃ । নিশম্য
সোমস্ত বচো বিনীতমিতি তে দ্বিজাঃ ॥ ৮৩ ॥ উবাচ
কৌশিকস্তেষু গোত্রাণাং প্রথমো দ্বিজঃ । সাধুপদিষ্ট-
মস্মাকং দ্বিজরাজেন সৰ্ব্বথা ॥ ৮৪ ॥ সৰ্বমেতৎ কৰি-
ষ্যামঃ কিং তু কিঞ্চিৎশিষ্যময় । নিয়োগতঃ পূজয়তাং
শিবনিষ্ঠান্যসেবিনাম্ ॥ ৮৫ ॥ পাতিত্যাং জায়তে-

বণিকগণ ও অপরাপর পৌরগণ কেহই কখন
অবসাদগ্রস্ত হইবে না । কিন্তু আপনারা উক্ত
প্রকারে • বিভব-সম্পন্ন হইয়া আমার মন্ত্রলের
নিমিত্ত সৰ্বদা বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন
করিবেন । অহর্নিশ বেদপাঠ করিবেন । দীনাঙ্ক-
রূপগণের হুৎ দূর করিবেন । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
সমাগত মহাত্মা ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণ করি-
বেন । মহর্ষিগণকে আশ্রমে স্থান দিবেন । আমি
এই যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, পবিত্র উপচার দ্বারা
তাঁহার পূজা করিবেন । আপনাদের মধ্যে আটজন
স্মৃত্যাচার-বিশারদ প্রমাণপুরুষ (বিচারক) হউন ।
তাঁহার সৰ্বদা পৌরগণের কৃত্যাকৃত্য অবলোকন
করিবেন । আমার এই ব্যবস্থানুসারে দিগ্গজের
স্তায় স্থাপনারা মেদিনী পালন করিবেন । এইরূপ
প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনারা এই শিবময় স্থানে
ঋতি-স্মৃতি-পুরাণোক্ত ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করুন ।
সোমের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের
মধ্য হইতে গোত্রের প্রথম দ্বিজ কৌশিক বলি-
লেন,—দ্বিজরাজ ! আমাদিগকে সাধু উপদেশ
দিলেন, আমরা এইরূপই করিব ; কিন্তু কিঞ্চিৎ
শ্রবণ করুন, নিয়োগ অনুসারে এইভাবে পূজা

ভবৈবৰ্ণ্যং কথং বিষ্ণুর্নিহন্তি চ ॥ ১০৩ ॥ হতানাঞ্চ
পুনস্তেথাং কা গতিঃ স্মারদ প্রভো ॥ ১০৪ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । সাধ্বিকা রাজসান্ধেচৈব তামসান্ধেতি বৈ
ত্রিধা । ভবন্তি লোকান্তেষু তমঃপ্রায়ঃ পুরাসদাঃ ।
১০৫ ॥ সুরৈঃ সহ স্পর্শমানান্তপোভিরপি তামসৈঃ ॥
মাং ভজন্তে মুহূৰ্য্যোহাজ্জগৎসাদনোদ্যতাঃ ॥ ১০৬ ॥
বরং দদামি যন্তেষাং ভক্তিস্তত্র তু কারণম্ । অহং
হি ভক্ত্যা সূগ্রাহো নাজ কার্য্য বিচারণা ॥ ১০৭ ॥
তপোহুতরূপানাসাদ্য বরাংশ্চ পাপকারিণঃ । বিষ্ণুনা
যস্মিন্ভক্ত্যে তচ্চ দেবি নিবোধ মে ॥ ১০৮ ॥ অহং
হস্মিন্ভক্তিগ্নৌ গুণভাগোহত্র কারণম্ । পরমার্থ-
দভিগ্নৌ চ ব্রহ্মণঃ পরমং হৃদঃ ॥ ১০৯ ॥ আরাধ্য-
রাধকাদিচ্চ ভেদঃ স্যামান্ত্র এব নো । তথা হুহমিমাং
গজাং বিকোঃ পাদাগ্নিঃস্বতাম্ ॥ ১১০ ॥ বহামি
শিরসা ভক্ত্যা হৃদ্যাক্ষাশক্তিতোহপি সন । অপি
বিষ্ণুস্ত্রিভুবনং পরিভ্রাতুং ব্যবস্থয়া ॥ ১১১ ॥ মামু-
পাস্ত চিরং লেভে চক্রং তুষ্টনিবর্হনম্ । স্বাক্ষ তন্ত
মহামায়ামপ্রমেয়ায়নো হরেঃ ॥ ১১২ ॥ আরাধ্যামি
তন্ত্রক্যা ত্রিগুণজন্মকারণম্ । শিশ্রুধায় চাত্মাং

মে শক্তিরূপাং তথা হরিঃ ॥ ১১৩ ॥ অজ্ঞোহপি
জন্মাত্মাসাদ্য লোকরক্ষাং করোতি বৈ । হস্তঃ
হিরণ্যকশিপুং নরসিংহবপুচ্চ সঃ ॥ ১১৪ ॥ জগ-
জ্জিহ্বাংসুঃ শমিতো ময়া শরভরূপিণা । মাং
চ বাণপরিভ্রাণে ত্রিশূলোদ্যমকারিণম্ ॥ ১১৫ ॥
মানুষ্যেহপাবতারেহসৌ স্তম্ভয়িত্বা স লীলয়া ।
প্রভাবং মহিমানং চ বর্জয়াম্যকং হরিঃ । বরি-
বস্ত্রতি মাং নিত্যমন্তরাহ্মপি মে বিভূঃ ॥ ১১৬ ॥
অথাহং পরমাত্মানমেনমাধ্যাত্মযজ্ঞিতম্ । ধ্যান-
যোগৈঃ সমাধৌ চ ভাবয়ামি নিরন্তরম্ ॥ ১১৭ ॥
তদেবং নাবয়োর্ভেদো বিদ্যতে পারমার্থিকঃ । ভেদঃ
চ তারতম্যঞ্চ মূঢ়া এব বিতুষ্টে ॥ ১১৮ ॥ বৈকল্য-
রূপমাস্মায় ত্বর্জিতান্ হস্মি তানহম্ । গতিকং তেষামধুনা
মহেশ্বরী নিশাময় ॥ ১১৯ ॥ যস্মি ভক্ত্যবসানে তু
হরেঃ সন্দর্শনেন চ । ক্রোধদর্পাভিভূতহাস মুক্তিং
প্রাপুর্বস্তি তে ॥ ১২০ ॥ আবয়োস্ত প্রভাবেন তে
পুনর্দৌতিকল্যাণাঃ । ব্রহ্মর্ষীণাং কুলে জন্ম সম্প্রাপ্তা
মুক্তিহেতুকম্ ॥ ১২১ ॥ ব্রহ্মচারিব্রতাদুর্দ্ধং যোগং
পাশপতং ত্রিতাঃ । প্রাচীনকর্মসংস্কারান্তে পুনর্যামু-

ভোগের ভোগী এই দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিবেন
কি রূপে ? আর হত হইলে ইহাদের গতিই
বা কি হইবে ? এই সকল আপন বলুন ।
ঈশ্বর বলিলেন,—সাধ্বিক, রাজস, ও তামস এই
তিন প্রকার লোক । এই লোকত্রয়ে ইহার তমঃ-
প্রায় পুরাসদ হইয়া অবস্থান করিবে । ইহার
সুরগণের সহিত স্পর্শ করিয়া বারংবার তামস
তপস্তা দ্বারা আমার সম্ভাষণ বিধানপূর্বক জগৎ
উৎসাদনে উদ্যত হইবে । কিন্তু আমি যে ইহাদিগকে
বর দিব, তাহার কারণ, একমাত্র উহাদের ভক্তি ।
আমি যে ভক্তি-গ্রাহ্য, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।
পাপকারী দৈত্যগণ তপস্তাস্বরূপ বর লাভ করিয়া
যে কারণে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইবে, তাহা শ্রবণ
কর । আমি আর হরি—আমরা দুই জন যে ভিন্ন
ইহার কারণ গুণভাগ । পরমার্থতঃ আমরা ভিন্ন
নহি ; ইহা পরম ব্রহ্ম জানিবে । আরাধ্য-
আরাধকভেদে আমাদের সামান্ত ভেদ কল্পিত
হয় মাত্র । দেখ, আমি বিষ্ণুপাদাগ্র-সমুচ্চ
গজাকে ভক্তিপূর্বক মস্তকে করিয়া বহন
করিয়া থাকি । আর তিনি এই ত্রিভুবন
রক্ষায় জন্ত সূচিরকাল আমার আরাধনা করিয়া
হুষ্টের দমন সূদর্শন চক্র লাভ করিয়াছেন । আরও

দেখ, আমি আমার স্তম্ভ শক্তিকে মস্তকে রাখিয়া
ভক্তিপূর্বক সেই অপ্রমেয়াত্মা হরির মহামায়া—সেই
ত্রিগুজ্জননৌ তোমার আরাধনা করিতেছি । আরও
দেখ, হরি অজ হইয়াও লোকরক্ষার জন্ত জন্ম
পরিগ্রহ করিয়া নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ
করিয়াছেন । আমিও শরভরূপে জগজ্জিহ্বাংসুকে
উপশমিত করিয়াছি । একদা হরির মানুষ অব-
তारे আমি বাণপরিভ্রাণ ব্যাপারে ত্রিশূল উদ্যত
করিলে তিনি লীলাক্রমে আমার মহিমা বর্দ্ধিত
হয়েন । তিনি অন্তরাহ্মা বিভূ হইলেও নিত্য আমাকে
পূজা করিয়া থাকেন । আমিও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া
সেই আদ্যন্তরহিত পরমাত্মাকে ধ্যানযোগে
নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকি । অতএব যথার্থ আমা-
দের কোন ভেদ নাই জানিবে । মূঢ় ব্যক্তিরাই
আমাদের ভেদ ও তারতম্য করিয়া থাকে । আমিই
বিষ্ণুরূপে সেই ত্বর্জিত দৈত্যগণকে নিহত করিব ।
অধুনা তাহাদের গতির বিষয় শ্রবণ কর ॥ ১২০—১২১ ॥
আমাতে ভক্তি অবসানে তাহাদের হরিদর্শন
সংঘটিত হইলেও ক্রোধদর্পাভিভূত হওয়া বশতঃ
তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না । আমাদের উভয়েরই
প্রভাবে পরে তাহারা বিগতপাপ হইয়া মুক্তিহেতু
ব্রহ্মর্ষীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করিবে । ব্রহ্মচারি-

পাসতে । ১২২ । ভক্তিযোগেন চাহ্বায় ব্রতং পাশ-
পতাদিকম্ । শ্রাশানবাসিনো নরা অপরে চৈক-
বাসসঃ । ১২৩ । ভিক্ষাভুজো ভূতিভূতো মল্লিকাভ-
র্চয়ন্তি তে । তথা মদেকাগ্রধিয়ো মদ্যানৈকদৃঢ়-
ব্রতাঃ । ১২৪ । যে ত্বামপি নমস্তুতি জগতাং মম
চেবরীম্ । দেহাবসানযোগেন মুক্তিঃ তেষাং দদাম্য-
হম্ । ১২৫ । সারূপ্যসালোক্যময়ীং মধ্যাবে-
শিতচেতসাম্ । সাযুজ্যমুক্তয়ে নাযং যোগঃ পাশ-
পতো যতঃ । স্মৃত্যাচারেণ মুনিভিঃ স সত্তিস্তেন
গর্হিতঃ । ১২৬ । বিজ্ঞা উচুঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
তানিহোপগতান্ বিজ্ঞান । স্বামানমুপনেষ্যামো ভক্ত্যা-
বর্জিতমানসান্ । ১২৭ । শুচিভিক্ষারকৌশীন-
কমণ্ডলাদিসংকৃতাঃ । অনন্তকার্যাঃ সততমিহাগত্য
তপস্বিনঃ । ১২৮ । ভবৎপ্রদত্তৈর্বিবিধৈরুপহারৈ-
রতস্রিতাঃ । তদ্ব্রতস্তবসম্ব্যাস্তে শিবধর্মৈকতৎ-
পর্যায়ঃ । ১২৯ । ত্রীসোমেশ্বরমভ্যর্চ্য তব শ্রেয়ো-
হভিবর্ধকাঃ । মুক্তিমন্তে গমিষ্যন্তি দেবস্তাতি-
শুভলভাম্ । ১৩০ । ততোহন্তেহুদ্য ততোহপ্যন্তে

ব্রতের পর পাশপত ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন
কর্মের সংস্কারবশতঃ তাহার পুনরায় আমার
উপাসনা করিবে । ভক্তিপূর্বক পাশপত ব্রত
আচরণ করত তাহার কখন নগ্নাবস্থায়, কখন বা
একবাসা হইয়া শ্রাশানে ভ্রমণ করিবে ; ভিক্ষাভোজী
হইবে ; বিভূতি মাখিবে ; আমার লিঙ্গ অর্চনা
করিবে ; মদেকচিহ্ন হইবে ; আমার ধ্যানে মনঃপ্রাণ
সমর্পণ করিবে ; এবং তোমাকে শুদ্ধ যখন অর্চনা
করিবে, তখন আমি তাহাদের দেহাবসানে তুষ্ট
হইয়া তাহাদিগকে সারূপ্য-সালোক্যময়ী মুক্তি প্রদান
করিব । এই পাশপত যোগ সাযুজ্য মুক্তির কারণ
নহে । স্মৃত্যাচারাবলম্বী বৃধগণ ইহার নিন্দা করিয়া
ধাকেন । বিজগণ বলিলেন,—হে নিশাপতে !
তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে যে সকল বিজ্ঞ আগমন
করেন তাঁহারা ভক্তিবর্জিত হইলেও আমরা তাঁহা-
দিগকে নিজের সমান করিয়া লইব । তাঁহাদিগকে
শুচি, ভিক্ষারজীবী, কৌশীন-কমণ্ডলুধারী, অনন্তা-
সক্তচেতা ও তপোনিরত করিব । ভবৎপ্রদত্ত
উপহারসমুদয় তাঁহাদিগকে প্রদান করিব । তাঁহারা
সংখ্যায় চতুর্ধিংশতি জন হইবেন ; সকলেই
শিবধর্মৈক-তৎপর । তাঁহারাই আপনার ত্রীসোমে-
শ্বরের অর্চনা করিয়া আপনাকে বর্জিত করিবেন ।
পরে দেহান্তে তাঁহারা সুহৃৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ।

ততশ্চান্তে তপোধনাঃ । পরীক্ষিতান্ত তেহস্মা-
ভির্ভবিতারো নিশাপতে । ১৩১ । বিজ্ঞা উচুঃ ।
ইত্যাহ ভগবান্ দেব্যা পৃষ্ঠঃ স চ জিলোচনঃ । তত্রৈব
নারদঃ সর্বং সংবাদং শিবয়েরিতম্ । ১৩২ । ঋহা নঃ
কথ্যামাস কথ্যং গোষ্ঠীষু পৃচ্ছতাম্ । তব চান্মাভি-
রধনা সর্বমেতদুদীরিতম্ । ১৩৩ । এবমুক্তস্ত তৈঃ
শ্রীতঃ সোমঃ স্বভবনং যযৌ । তদাজ্ঞয়া চ তৎসর্বং
যথোক্তং তেহপি কুর্কতে । ১৩৪ । দেবুবাচ ।
এবম্ভাবো দেবেশঃ সোমেশঃ পাপনাশনঃ ।
কেনোপাধেন তুষ্যত ব্রতেন নিয়মেন বা । ১৩৫ ।
ঈশ্বর উবাচ । কথ্যামি ক্ষুটং ধর্ম্যং মাহুবাণং
হিতায় বৈ । স যেন তুষ্যতে দেবঃ শৃণু
স্বং সুরসুন্দরি । ১৩৬ । নিত্যোপবাসনস্তানি
ব্রতানি বিবিধানি চ । তীর্থে দানানি সর্বাণি পাত্রে
দত্তান্তশেষতঃ । ১৩৭ । তপশ্চ তপ্তং তেনৈব
স্নাতং তেনৈব পুঙ্করে । কেদারে তু জলং তেন
গহ্বা পীতং তু নিশ্চিতম্ । ১৩৮ । তেন দৃষ্টং বরা-
রোহে জ্যোতির্লিঙ্গং মহাপ্রভম্ । সোমবারব্রতং
দিব্যং যেন চীর্ণম্ সংশ্রয়ে । ১৩৯ । কিমন্তেবহভি-

তাঁহারা মুক্তিলাভ করিলে পুনরায় আমরা অন্য
তপোধন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিব । তাঁহাদের অবর্ত-
মানে আবাব আনিব । এইভাবে আমরা বরাবর
ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিয়া জিলোকেশ্বরের পূজায় নিযুক্ত
করিব, জানিবেন । ১২০-১৩১ । বিজগণ কহিলেন,—
ভগবান্ জিলোচন দেবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
পূরোক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন ! দেবর্ষি নারদ পৃষ্ঠ
হইয়া সভামধ্যে আমাদিগকে এই সকল শিবকথাই
কহিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণগণ এইকথা বলিলে সোম সমুদ্র
হইয়া স্বীয়-লোকে গমন করিলেন ; আর ব্রাহ্মণগণ
যথাকথিত তাঁহার আদেশপালন করিতে লাগিলেন ।
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! এতাদৃশ-প্রভাব-সম্পন্ন
পাপনাশন সোমেশ্বর কোন্ ব্রত বা নিয়ম দ্বারা
তুষ্ট লাভ করেন, আপনি তাহা বলুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে সুরসুন্দরি ! যেখানে সেই সোমেশ্বর
দেব তুষ্ট হন, আমি মানবগণের হিতার্থ তাহা
বলিতেছি । নিত্য উপবাস, যজ্ঞ ব্রতাদি বিবিধ
ব্রত, এবং তীর্থে উৎকৃষ্ট পাত্রে দান, এগুলি সোমে-
শ্বরতুষ্টির কারণ । সেই তপস্যা করিয়াছে—
সেই পুঙ্করে স্নান করিয়াছে—সেই কেদারে গিয়া
জল পান করিয়াছে—এবং সেই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন
করিয়াছে, যে ব্যক্তি দিব্য সোমবারব্রত আচরণ

দাঁটনদাঁটে: পায়েষু সুন্দরি । ১৪০ । পুজিতং যেন
ভাবেন সোমবারদিনাষ্টকম্ । তেন সর্বং কৃতং
দেবি চীর্ণং তত্র মহাব্রতম্ । ১৪১ । ইতিহাসমিমাং
পূৰ্ণং কথয়ামি তব শ্রিয়ে । যথা বৃত্তং মহাদেবি
সোমবারব্রতং প্রতি । ১৪২ । ঈশ্বর উবাচ ।
কৈলাসস্ত মহেশানি উত্তরে চ ব্যবস্থিতা । নিষধো-
পরি বিস্তীর্ণা পুরী নাম স্বয়ম্ভ্রতা । ১৪৩ । নানা-
রত্নশোভাঢ্যা নানাগন্ধর্বসঙ্কুলা । সর্ষাবয়বসম্পূর্ণা
শক্রশ্চেবামরাবতী । ১৪৪ । ঘনবাহননামা চ
গন্ধর্বস্তত্র তিষ্ঠতি । ভুজেক্ত তত্র মহাভোগান
দেবৈরপি সুদুর্লভান্ । ১৪৫ । নবযৌবনসংযুক্তা
ভাৰ্গ্যা তস্ত মনোহরা । প্রৌঢ়বাক্যা সুশীলা চ
পীনোরতপয়োধরা । ১৪৬ । তয়া সার্কং তু সম্ভো-
গান্ ভুজেক্ত গন্ধর্বনায়কঃ । উৎপন্ন তস্ত কালেন
পুত্রী পুত্রাষ্টকোপরি । ১৪৭ । সর্ষাবয়বসম্পূর্ণা
সর্ববিজ্ঞানবেদিনী । গন্ধর্বসেনা বিখ্যাতা নারী সা
পরমেশ্বরী । ১৪৮ । কস্তানাং তু সহশ্রেষু প্রবরা
রূপশালিনী । কৌতুহলেন সা পিত্রা প্রোক্তা ক্রৌড়ম্ব
ভামিনি । ১৪৯ । উদ্যানে রমণীয়েষ্বত্র নানাক্রম-

লতাকূলে । বৃক্ষরনেটকঃ সঙ্কর্ণে কলপুপসমযিতে ।
১৫০ । এবং সা রমতে নিত্যং কস্তাপরিতৃতা সদা ।
এবং দৃষ্ট্বা ক্রৌড়মানাং মাতা ভর্তারমববীৎ । ১৫১ ।
জীবিতং নিফলং স্বামিনাম তে সহ বান্ধবৈঃ । যন্তে-
দৃশী গৃহে কস্তা তিষ্ঠতে তর্জুবাজ্ঞতা । ১৫২ । ইত্যুক্তঃ
স তু গন্ধর্বো ভাৰ্গ্যাঃ বচনমববীৎ । অবেষয়ামি
ভর্তারং পুত্রার্থে তু মনোহরম্ । ১৫৩ । ইত্যুক্তাস্বা-
পয়ামাস পুত্রীঃ তাং ঘনবাহনঃ । আহুতা পিতৃ-
মাতৃত্যাঃ স্বরিতাগত্য সুন্দরি । ১৫৪ । অনুরূপেণ
সর্বেষাং পতিতা পাদয়োঃ শুভা । আদেশঃ দেহি
মে তাত কিং নু কার্য্যং যদাধুনা । ১৫৫ । উক্তঃ চ
ঘনবাহেন হৃদিতেন বচস্ততঃ । হে পুত্রি তব যঃ
কশ্চিদ্রঃ সম্প্রতি যোচতে । দিব্যং দ্রেক্যে তৎ-
সদৃশং গন্ধর্বাণাং শিরোমণিম্ । ১৫৬ । ইত্যুক্তা
ক্রোধতাত্মাকী পিতরং বাক্যমববীৎ । মম রূপস্ত
কোটিংশে কিং কোহপ্যস্তি জগত্রে । তক্ষুহা
চাদৃতং বাক্যং পিতা মাতা চ মোহিতৌ ।
১৫৭ । সর্বৈ বিবাদমাপন্ন বান্ধবাস্ত পরে

তাহাকে বলিল,—মা! তুমি এই কল-পুপ-সম-
যিত তরুরাজি-পূজিত বিধি লতাকুঙ্গমণ্ডিত
রমণীয় উদ্যানে বিচরণ করিবে। তখন পিতৃ-
বাক্যে সে সখীগণের সহিত উদ্যানে বিচরণ
করিতে লাগিল। কস্তাকে এই ভাবে বিচরণ
করিতে দেখিয়া মাতা স্বীয় পতি গন্ধর্বরাজকে
বলিল,—হে স্বামিন্ যাহার গৃহে এতাদৃশী কস্তা
জামাতৃবিহীনা অবস্থায় থাকে, তাহার জীবন
বৃথা। ভাৰ্গ্যা এই কথা বলিলে গন্ধর্বরাজ
বলিল,—আমি পুত্রীর জন্ত মনোহর বর অবেষণ
করিব। এই কথা বলিয়া ঘনবাহন কস্তাকে
আহ্বান করিল। আহুত হইবামাত্র কস্তা তৎ-
ক্ষণে মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম-
পূর্বক বলিল,—হে পিতঃ! আদেশ করুন—আমি
কি করিব? ১৩৩—১৫৫। তখন পিতা ঘনবাহন
হৃষ্টান্তঃকরণে বলিল,—অগ্নি পুজি। যে রূপ বর
তোমার অভিমত হয়, আমি তদনুরূপ গন্ধর্ব
শিরোমণি বর অবেষণ করিব। পিতার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া গন্ধর্বপুত্রী ক্রোধে আরক্তলোচনে বলিল,
—আমার রূপের কোটি অংশের অনুরূপ পুরুষ
ত্রিভুবনে কেহ আছে কি? পিতামাতা কস্তার এই
অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইল এবং
অপর সাধারণ বান্ধবগণও বিবাদ প্রাপ্ত হইল।

করিয়াছে। যে মানব সোমবারাষ্টক ব্রত করে,
তাহার আর উপযুক্ত পায়ে বহু দান করিবার
আবশ্যক হয় না। যে জন উক্ত ব্রত করে, তাহার
সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মই করা হয়। এই সোমবার ব্রতের
ইতিহাস আমি পূর্বে তোমার নিকট কহিয়াছিলাম,
তাহা এই;—কৈলাস পর্বতের উত্তরে নিষধ পর্বতের
উপরে এক বিস্তীর্ণ পুরী আছে; তাহার
নাম স্বয়ম্ভ্রতা। স্বয়ম্ভ্রতা নানারত্ন-শোভাঢ্যা,
নানা গন্ধর্ব সঙ্কুলা, সর্ষাবয়ব-সম্পূর্ণা, এবং ইন্দ্রের
অমরাবতীর স্তায়। ঐ নগরীতে ঘনবাহন
নামক এক গন্ধর্ব বাস করিত। সে
সেখানে দেব-দুর্লভ ভোগ সকল উপভোগ
করিত। তাহার নবযৌবন-সম্পূর্ণা ভাৰ্গ্যা ছিল;
ভাৰ্গ্যা—মনোহরা এবং পীনোরত-পয়োধরা। সে
সুহৃৎ শ্রেষ্ণবাক্যে নিপুণা ও সুশীলা ছিল। গন্ধর্ব-
পতি অনুরূপা পত্নীর সহিত সর্বদা ক্রৌড়া করিত।
তাহার কলে কালে তাহার আটটি পুত্রের পর
একটি কস্তা হইল। কস্তাটি সর্ষাবয়ব সুন্দরী ও
সর্ববিজ্ঞানবেদিনী হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল—
গন্ধর্বসেনা। সে সহস্র কস্তার মধ্যে রূপশালিনী
ছিল। একদা তাহার পিতা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া

জনাঃ । অশোভনমিহ বাক্যং কন্তয়া যৎপ্রভা-
 সিতম্ । ইত্যুক্তা তু গতাঃ সর্গে জননীজন-
 বাহবাঃ ॥ ১৫৮ ॥ সা তত্রৈব মহোদ্যানে রমতে সখি-
 সংযুতা । হিন্দোলকে সমারূঢ়া বসন্তে মাসি ভামিনি ॥
 ১৫৯ ॥ তাবদ্বিব্যবধানম্ শিখণ্ডী গণনায়কঃ ।
 গচ্ছন খে দদৃশে কন্তাং রূপোদার্যসমাকুলাম্ ॥ ১৬০ ॥
 গীতবাদ্যেন নৃত্তোদয় রমতীং তুন্মুভিস্বনৈঃ । স মাধ্যা-
 হ্নিকসঙ্ঘায়ামবতীৰ্য্য বিমানতঃ ॥ ১০১ ॥ ক্রৌড়-
 মানোহপ্পরোভিভূতক্রোদ্যানে স্থিতস্ততঃ । শুশ্রাব
 বাক্যং কন্তয়া গন্ধর্ষকুতুস্তদা ॥ ১৬২ ॥ ন
 কোহপি সদৃশো লোকে মম রূপেণ দৃষ্টতে । দেবো
 বা দানবো বাপি কোটিংশে মম রূপতঃ ॥ ১৬৩ ॥
 ইতি বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা গণঃ ক্রোধসমব্রিতঃ । শশাং
 তাং সূচাৰ্ককীং সাহস্কারাং গণেশ্বরঃ ॥ ১৬৪ ॥ গণ
 উবাচ । মাং দৃষ্ট্বা যদ্বিশালাক্ষি রূপসৌভাগ্য-
 গর্ষিতা । সমাক্ষিপসি গন্ধর্ষান দেবাদ্যাং চৈব
 গর্ষিতা ॥ ১৬৫ ॥ তস্মাক্তে গর্ষসংযুক্তে কুষ্ঠমঙ্গ্রে
 ভবিষ্যতি । শ্রুত্বা শাপং ততঃ কন্তা ভয়ভীতা
 তপস্বিনী ॥ ১৬৬ ॥ সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাখান্নগ্রহাৰ্হ-

তাহারা সকলে বলিল,—গন্ধর্ষকুম্ভ যে কথা
 বলিল,—তাঁহা অতীব আশ্চর্য্য ! এই কথা বলিয়া
 তাহারা সকলে প্রস্থান করিল । গন্ধর্ষকুমার
 হিন্দোলো আয়োজন করিয়া সখীগণের সহিত
 উদ্যানে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল । এই
 সময় বসন্তকাল ছিল । এক গণনায়ক বিমানে চড়িয়া
 আকাশে বিচরণ করিতেছিলেন । তিনি নভো-
 মণ্ডলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে রূপোদার্য্য
 সমাকুল গন্ধর্ষকুম্ভকে দেখিতে পাইলেন । তিনি
 দেখিলেন,—গন্ধর্ষকুম্ভ উদ্যানে সখীগণের সহিত
 গীত বাদ্য ও নৃত্য করিতেছে । তদর্শনে তিনি তথায়
 অবতরণপূর্ব্বক অপরোগণের সহিত ক্রীড়া করত
 অবস্থান করিতে লাগিলেন । তখন তিনি গন্ধর্ষ-
 কুমারীর এই বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, দেবতা
 বা দানব কাহাকেও আমার রূপের কোটি অংশের
 একাংশেরও যোগ্য দেখিতে পাওয়া যায় না ।
 গন্ধর্ষকুমারীর এতাদৃশী গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া
 গণনায়ক ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে শাপ
 দিলেন । তিনি বলিলেন,—হে বিশালাক্ষি ! তুমি
 আমাকে দেখিয়া যে রূপসৌভাগ্যগর্বে দেব-গন্ধর্ষ-
 গণকে নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমার অঙ্গে
 কুষ্ঠ হইবে । শাপ শুনিয়া কন্তা ভয়ে সাষ্টাঙ্গ

মযাচত । ভগবন্ম দীন্যাঃ শাপস্তান্নগ্রহং প্রভো ।
 প্রবচ্ছ ত্বং মহাতাগ নৈব কৰ্ত্তা পুনঃ কচিৎ ॥ ১৬৭ ॥
 ইত্যুক্তস্তব কারুণ্যাক্ষিণ্ডী গণনায়কঃ । অন্নগ্রহং
 দদৌ তস্তা গন্ধর্ষকুতুস্তদা ॥ ১৬৮ ॥ শিখণ্ডীবাচ ।
 জাতিরূপেণ সংযুক্তো বিদ্যাভ্কারসম্পদা । যো যেন
 গর্ষিতঃ প্রাণী স তং প্রাপ্য বিনশ্চতি ॥ ১৬৯ ॥
 তস্মাদগর্ষো নৈব কার্য্যো গর্ষস্তুতৎফলং স্মৃতম্ ।
 শৃণুহান্নগ্রহং বালে শ্রুত্বা চৈবাবধারণ ॥ ১৭০ ॥ হিম-
 বদ্বনমধ্যস্থো গোশৃঙ্গ ঋষিপুঙ্গবঃ । করিষ্যত্যাপকারং
 স এবমুক্তা গতাঃ প্রিয়ে ॥ ১৭১ ॥ তাবৎ সঙ্ঘা সমা-
 যাতা তৎক্ষণাভুবনান্তরে ॥ ১৭২ ॥ ততো গন্ধর্ষ-
 তনয়া ভগ্নোৎসাহা নতাননা । পরিত্যজ্য বনং
 রম্যমাগতা পিতুরস্তিকে ॥ ১৭৩ ॥ কথ্যমাস
 তৎসর্গং কারণং কুষ্ঠসম্ভবম্ । তদ্ব্রুত্বা শোকসম্ভ্রান্তৌ
 পিতরৌ বিগতপ্রভৌ ॥ ১৭৪ ॥ হিমবন্তঃ গিরিঃ
 প্রাপ্তৌ হরিতৌ সূতয়া সহ । গোশৃঙ্গস্ত ঋষেস্তত্র
 দদৃশাতে তথাশ্রমম্ ॥ ১৭৫ ॥ তত্র মধ্যস্থিতঃ দৃষ্ট্বা
 গোশৃঙ্গঋষিপুঙ্গবম্ । প্রণম্য দণ্ডবদ্রুমৌ স্ত্রুত্বা স্তোত্রৈ-
 রনেকধা ॥ ১৭৬ ॥ উপবিষ্টোহগ্রতস্তস্ত প্রণিপত্য
 পুনঃপুনঃ । প্রোবাচ বচনং তত্র পূর্ব্বকৃতং যথাভবৎ ॥

প্রণিপাত করত তাঁহার অন্নগ্রহ প্রার্থনা করিল ;
 বলিল,—ভগবন ! এই দীন্যার প্রতি অন্নগ্রহ
 করিয়া শাপমোচন করুন, আমি কখনও আর
 এরূপ করিব না ॥ ১৬৭—১৬৭ ॥ গন্ধর্ষকুমারী সবিময়ে
 এই কথা বলিবামাত্র গণনায়ক অন্নগ্রহপূর্ব্বক
 বলিলেন,—দেখ গন্ধর্ষকুমারি ! লোক সকল জাতি,
 রূপ, বিদ্যা, ও সম্পদের মধ্যে যে কোনটী
 প্রাপ্ত হইয়া গর্ষিত হয়, তাহার সেইটীই বিনষ্ট
 হইয়া থাকে । অতএব গর্ষ করা উচিত নহে,
 গর্ষের ফল শুনিলে ত ? অতঃপর অন্নগ্রহের
 কথা অবধারণ কর । হিমালয় পর্ব্বতের বনমধ্যে
 গোশৃঙ্গ নামে এক ঋষিপুঙ্গব আছেন, তিনি
 তোমার উপকার করিবেন । গণনায়ক এই কথা
 বলিয়া চলিয়া গেলেন । সঙ্ঘা জিভুবন আক্রমণ
 করিল । তখন গন্ধর্ষতনয়া সেই রমণীয় উদ্যান
 পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আগমন করিল
 এবং শাপবৃত্তান্ত সমস্ত জানাইল । কন্তার তাদৃশ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ষ ও গন্ধর্ষপত্নী অত্যন্ত শোক
 সম্ভ্রান্ত হইয়া তনয়ার সহিত গণনায়ক-কথিত হিমালয়স্থ
 গোশৃঙ্গ ঋষির আশ্রমে গমন করিল । ঋষিকে
 আশ্রমমধ্যস্থ দর্শনে প্রণাম ও স্তবের পর গন্ধর্ষ-

১৭১ । কথিতং চৈব বৃত্তান্তে পুনঃ পপ্রচ্ছ কারণম্ ।
পৃষ্টে তু কারণে তত্র গন্ধর্বঃ প্রোক্তবাস্তদা ॥ ১৭৮ ॥
গন্ধর্ব উবাচ । হুহিতুর্শ্বে শরীরং তু ব্যাধিকুঠেন
শীড়িতম্ । যেনোপশমনং য়তি তৎ কৰ্ণুমিহাহসি ॥
১৭৯ ॥ প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে মম দীনস্ত সাম্প্রতম্ ।
যথা কুঠং শমং য়তি মম পুত্র্যাস্ত কারণম্ ॥ ১৮০ ॥
গোশৃঙ্গ উবাচ । ভারতে তু মহাতেজাস্তিষ্ঠত্বাদধি-
সন্নিধৌ । দেবঃ সোমেশ্বরো নাম সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ ॥
১৮১ ॥ কণং কৃষ্ণা হি সম্পূজ্য একাহারেণ মানবৈঃ ।
সৰ্বব্যাবিধিনাশায় সৰ্বকারণার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১২ ॥ সোম-
বারতেনেশং সমারাদয় শঙ্করম্ । এবং ক্রুতে
ব্যাবিনাশস্তব্ পুত্র্য ভবিষ্যতি ॥ ১৮৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইতি তদ্বচনং ঋত্বা মহর্ষেভাবিতান্বনঃ ।
তত্র গন্তুং মনশ্চক্রে সোমেশ্বরাধনং প্রতি ॥ ১৮৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সোমবারতমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । স গন্ধর্বস্তদা দেবি আরিরাধয়িস্ব-
ৰ্তবম্ । সোমবারতং নাম পপ্রচ্ছ মুনিসন্তমম্ ॥ ১ ॥
গন্ধর্ব উবাচ । কথং সোমবারতং কার্য্যং বিধানং তন্ত
কৌশলম্ । কস্মিন্ কালে চ তৎকার্য্যং সৰ্বং বিস্ত-
রতো বদ ॥ ২ ॥ গোশৃঙ্গ উবাচ । সাধু সাধু মহা-
প্রাজ্ঞ সৰ্বসম্বোপকারকম্ । যন্ন কন্তচিদাধ্যাতং
তদদ্য কথয়ামি তে ॥ ৩ ॥ সৰ্বরোগহরং দিব্যং
সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । সোমবারতং নাম সৰ্বকাম-
ফলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥ সৰ্বকালিকমাদেয়ং বর্ণনাত্ শুভ-
কারকম্ । নারোনরৈঃ সদা কার্য্যং দৃষ্টাদৃষ্টা কলো-
দয়ম্ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণাদিভির্দেবৈঃ কৃতমেতন্মহাব্রতম্ ।
পুনস্ত সোমরাজেন দক্ষশাপহতেন চ ॥ ৬ ॥ আরা-
ধিতোহনেন শত্ৰুঃ শত্ৰুখ্যানপরেণ তু । ততস্তষ্টৌ
মহাদেবঃ সোমরাজস্ত ভজিতঃ ॥ ৭ ॥ তেনোক্তং
যদি তুষ্টে হসি প্রতিষ্ঠাস্থে নিরন্তরম্ ॥ ৮ ॥ যাব-
চ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবতিষ্ঠন্তি ভূধরঃ । তাবন্যে
স্থাপিতং লিঙ্গমুদয়া সহ তিষ্ঠতু ॥ ৯ ॥ স্থাপিতস্ত
ভদ্রা তেন প্রার্থয়িত্বা মহেশ্বরম্ । আন্বন্যামাক্তিতঃ
কৃতা ততো যোগৈর্ব্যমুচ্যত ॥ ১০ ॥ ততঃ শুদ্ধ-

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

দম্পতি ভাঁহার অগ্রে উপবিষ্ট হইল । অতঃপর
তাহারা যথায়থ সমস্ত বৃত্তান্ত ঋষির গোচর করিল ।
ঋষি তাহাদিগকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন । গন্ধর্ব
বলিতে লাগিল,—হে ঋষে ! আমার হুহিতার
শরীরে কুঠ হইয়াছে । যাহাতে উপশম হয়, আপনি
তাহা করুন । হে বিপ্রর্ষে ! এ দীনের প্রতি প্রসন্ন
হইয়া যাহাতে মদীয় কন্তার কুঠ অপনৌত হয়, তাহা
আপনি করুন । গোশৃঙ্গ বলিলেন,—এই ভার-
তের মধ্যে সমুদ্রসমীপে সোমেশ্বর নামে
সৰ্বদেব নমস্কৃত এক শিবলিঙ্গ আছে ।
মানবগণ সৰ্ব ব্যাধি বিনাশ ও সৰ্বার্থ সিদ্ধির
নিমিত্ত নিয়মপূর্বক একাহারে থাকিয়া ঐ স্থানে
সোমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে ; তুমিও
সোমবারত করিয়া তথায় শঙ্করের আরাধনা
কর । একরূপ করিলে তোমার পুত্রীর ব্যাধি বিনষ্ট
হইবে । ঈশ্বর বলিলেন,—গন্ধর্ব ঋষি-বাক্য শ্রবণ
করিয়া যেখানে সোমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত, সেই
স্থানে ভাঁহার আরাধনার নিমিত্ত হৃগমনে কৃতসঙ্কল্প
হইলেন । ১৬৮—১৮৪ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! গন্ধর্ব তবে
আরাধনা ইচ্ছা করিয়া মুনিবরকে সোমবারতবিষ-
য়ক প্রশ্ন করিল । গন্ধর্ব বলিল,—হে ঋষিবর ! সোম-
বারত কিরূপে করিতে হয় ? তাহার বিধি কিরূপ ?
এবং কোন্ কালেই বা তাহা অমুষ্ঠেয় ? এই সকল
বিস্তৃতভাবে বলুন ? গোশৃঙ্গ বলিলেন,—সাধু সাধু
মহাপ্রাজ্ঞ ! আমি যে সৰ্বজীবোপকারক বিষয়
অদ্যাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, আজ
তাহা তোমাকে বলিতেছি । এই ব্রত—সৰ্ব রোগ-
হর, দিব্য, সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, সৰ্বকামফলপ্রদ, সৰ্ব-
কালগ্রাহ, ও শুভকারক । ফল প্রাপ্তি দেখিয়া দেখিয়া
নর-নারী এই ব্রত করিয়া থাকে । এই মহাব্রত
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণও করেন । সোম দক্ষ
কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শত্ৰুর আরাধনা
করেন । সোমের ভজিতে তিনি তুষ্ট হন । সোম
বলেন,—হে দেব ! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তবে
আমার প্রতিষ্ঠাপ্য হউন । যাবৎ চন্দ্র, সূর্য, ভূধর
থাকিবে, তাবৎ আমি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনি

শরীরোহসৌ গগনস্থো বিরাজতে । ১১ । তদা-
প্রভৃতি যে কেচিৎ কুর্বন্তি ভূবি মানবাঃ । তেহপি
তৎপদমায়াস্তি বিমলাক্শসৌমবৎ । ১২ । অথ
কিং বহুনোক্তেন বিধানং তস্মৈ কীর্তয়ে । যস্মিন
কস্মিংশ্চ মাসে বা শুক্রে সৌমস্মৈ বাসরে । ১৩ ।
দস্তকাষ্টং পুরা ব্রাহ্মে কুহা স্নানং সমাচরেৎ ।
শ্বশ্র্মাং বিহিতং কৰ্ম্ম কুহা স্থানে মনোরমে । ১৪ ।
সুসমে ভূতলে শুক্রে তস্মৈ কুস্তং স্মৃশোভিতম্ ।
চুতপল্লববিস্তৃষ্টে চন্দ্রেনে স্মৃতিজিতে । ১৫ । শ্বেত-
বস্ত্রপরিধানে সর্বাভরণভূষিতে । আদৌ পাত্রে তু
সন্ন্যস্ত আধারসহিতং শিবম্ । ১৬ । অষ্টমূর্ত্যাষ্টকং
দিস্থ সৌমনাথং শশাঙ্কিকম্ । উময়া সহিতং তত্র
শ্বেতপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ । ১৭ । বিবিধং ভক্ষ্য-
ভোজ্যঞ্চ কলং বৈ বীজপূরকম্ । অনেনৈব তু
মন্ত্রেণ সর্বং তত্ত্বেব কারয়েৎ । ১৮ । ঔনমঃ পঞ্চ-
বক্ত্রায় দশবাহুজিনেত্রিণে । শ্বেতং বৃষভমাক্রুত শ্বেতা-
ভরণভূষিত । ১৯ । উমাদেহাৰ্দ্ধসংযুক্ত নম্রতে
সর্বমুত্তমৈ । অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পূজাং হোমঞ্চ

কারয়েৎ । ২০ । কঠৈবঞ্চ দিনে রাজ্যো পশ্চাৎশ্চবৎ
শ্রুপেররঃ । দৰ্ভশয্যাসমাক্রুতো ধায়ন্ সোমে-
শ্বরং হরম্ । ২১ । এবং কৃতেহষ্টাদশানাং
কুষ্ঠানাং নাশনং ভবেৎ । দ্বিতীয়ে সৌমবারে
তু করঞ্জং দস্তধাবনম্ । ২২ । দেবং সম্পূজয়েৎ
স্বস্মং জ্যেষ্ঠাশক্তি সমাধিতম্ শতপত্রৈঃ পূজয়িত্বা
মধু প্রাশ্ত যথাবিধি । ২৩ । নারদং তত্র দস্তা
তু শেখং পূর্ববদাচরেৎ । এবং কৃতে দ্বিতীয়ে
তু গোলক্কলমাগ্নুধাৎ । ২৪ । সৌমবারে তৃতীয়ে
তু অপামার্গসমুত্তবম্ । দস্তকাষ্টাদিকং কুহা জিনেত্রঞ্চ
প্রপূজয়েৎ । ২৫ । কলঞ্চ দাড়িমং দদ্যাজ্জাতী-
পুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ । রজতামকুরং প্রাশ্ত সিদ্ধিযুক্তং
তু পূজয়েৎ । ২৬ । চতুর্থে সৌমবারে তু কাষ্ট-
মোহনরং স্মৃতম্ । পূজয়েত্তত্র গৌরীশং স্বস্ময়া
সহিতং তথা । ২৭ । নারিকেলকলং দদ্যাদম্রেনে
প্রপূজয়েৎ । শর্করাং প্রাশায়েজ্জাত্যৌ জাগরদৈব
কারয়েৎ । ২৮ । পঞ্চমে সৌমবারে তু পূজয়েচ্চ
গণাধিপম্ । বিভূত্যা সহিতং দেবং কুন্দপুষ্পৈঃ
প্রপূজয়েৎ । ২৯ । আশ্বখং দস্তকাষ্টঞ্চ অর্ঘ্যং বৈ

রণপূর্বক নমস্কার । এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা ও হোম
হইই করিবে । ১—২০ । দিবা ও রাত্রিতে এইরূপে
পূজা করিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে
করিতে দৰ্ভশয্যায় শয়নে থাকিয়া ধ্যান করিবে ।
এইরূপ করিলে অশ্বাদশ প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট
হয় । দ্বিতীয় সৌমবারে কর দ্বারা দস্তধাবন
করিবে । জ্যেষ্ঠাশক্তিসমর্ষিত দেবদেবের পূজা
করিবে । শতপত্র দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধি
মধু পান করিবে । মধুপান নারদের সহিত
করিবে । দ্বিতীয় সৌমবারে অপরাপর কৰ্ম্ম পূর্ববৎ
করিবে । দ্বিতীয় সৌমবার এইভাবে কৃত হইলে
লক্ষ গোদানের ফল হয় । তৃতীয় সৌমবারে
অপামার্গে দস্তকাষ্ট করিয়া শিবপূজা করিবে ।
ফলের মধ্যে দাড়িম দিবে । জাতি পুষ্প দিয়া
পূজা করিবে । রজনীতে আকুর ফল ভক্ষণ
করিবে, এবং দেবদেবকে নিবেদন করিবে ।
চতুর্থ সৌমবারে ঔহর্য কাঠের দ্বারা দস্তধাবন
করিবে । আর স্বস্মার গৌরীশের পূজা করিবে ।
পূজায় নারিকেল দিবে । শর্করা নিবেদন করিয়া
ভক্ষণ করিবে এবং জাগরণ করিবে । পঞ্চম
সৌমবারে গণাধিপের পূজা করিবে । এই
দিন পূজায় ভস্ম ও কুন্দপুষ্প দিবে । অস্তের

উমার সহিত অবস্থান করন । এইরূপ
প্রার্থনা করিয়া সৌম ষাণ্মনামাক্ত করিয়া
তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করেন ; করিয়া রোগ-
যুক্ত হন । তদবধি তিনি গগনে সুস্থশরীরে
অবস্থান করিতেছেন । যে সকল মানব সোমে-
শ্বরের পূজা করে, তাহার ঠাঁহার পদ প্রাপ্ত হয়,
এবং অনাময় হইয়া কালযাপন করে । সোমেশ্ব-
রের মহিমার কথা অধিক আর কি বালব ? অধুনা
তাঁহার পূজাবিধি বলিতেছি ! যে কোন মাসের
শুক্লপক্ষীয় সৌমবারে এই ব্রত করিতে হয় ।
ব্রতচরণের দিন ব্রাহ্মমূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্বক
অগ্নে দস্ত ধাবন করিয়া স্নান করিবে । স্নানান্তে
শ্বশ্র্মালুসারে নিত্য কৰ্ম্ম সমধা করিয়া সমতল
ক্ষেত্রে স্মৃশোভিত কুস্ত স্থাপন করিবে । কুস্তো-
পরি আত্মপল্লব, চন্দন শ্বেতবস্ত্র ও আভরণ প্রদান
করিবে । পরে পাত্র বিস্তৃত করিয়া ততুপরি
সাধারণ শিব স্থাপন করিবে । অষ্টদিকে সৌম-
নাথের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে । উমার সহিত
পূজা করিতে হয় । শ্বেতপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ।
বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, কল ও বীজ পূরক, শিবকে
নিবেদন করিবে ! মন্ত্র যথা,—হে পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু
জিনেত্রিন, শ্বেতবৃষসমাক্রুত, সর্বমূর্ত্তে, শ্বেতাভরণ-
ভূষিত, উমাদেহাৰ্দ্ধসংযুক্ত ! আপনাকে ওঙ্কার উচ্চা-

দ্রাক্ষা তথা । মোচক প্রাশয়েদ্রাক্ষাবশমেধকলং
লভেৎ ॥ ৩০ ॥ যষ্ঠে সোমস্ত বায়ে তু সুরূপঃ নাম
পূজয়েৎ । কর্পূরং প্রাশয়েত্তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥
৩১ ॥ সপ্তমে সোমবারে তু দন্তকাষ্ঠক মল্লিকা ।
সর্বজং পূজয়েত্তত্র দীপ্তয়া সহিতং তথা ॥ ৩২ ॥
জম্বীরক কলং দদ্যাজ্জাতীপুষ্পৈশ্চ পূজয়েৎ । লবঙ্গং
প্রাশয়েত্তত্র তন্তানন্তকলং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥ অষ্টমে
সোমবারে তু অমোঘায়ুতমৌষরম্ । কদলীকলকে-
নাৰ্য্যং মরুবকেণ পূজয়েৎ । রাক্তৌ তু প্রাশয়েদুদ্ভ-
মগ্নিষ্টোমকলং লভেৎ ॥ ৩৪ ॥ গন্ধান্নানে কৃতে
সম্যক্কোটিধা যৎকলং স্মৃতম্ । দশহেমসহস্রাণাং
কুরুক্ষেত্রে রবেগ্রহে ॥ ৩৫ ॥ ব্রাহ্মণে বেদবিভূষে
যদ্বা কলমাপুয়াৎ । তৎপুণ্যং কোটিগুণিত-
মগ্নিষ্টোমচরিতে ব্রতে ॥ ৩৬ ॥ গজানাং তু শতে
দন্তে লক্ষে চ ব্রথবাজিনাম্ । তৎকলং কোটি-
গুণিতং সোমবারব্রতে কৃতে ॥ ৩৭ ॥ গুণ্ডলোদ্-
পনং কৃত্বা কোটিশো যৎকলং লভেৎ । তৎপুণ্যং
তু ভবেত্তস্ত সোমবারব্রতে কৃতে ॥ ৩৮ ॥ সর্ষে-
পর্ধ্যাসমায়ুক্তঃ শিবতুল্যপরাক্রমঃ । রুদ্রলোকে বসে-
স্তাবদ্ ব্রহ্মণঃ প্রলয়াবধি ॥ ৩৯ ॥ সম্প্রাপ্তে নবমে

বারে কুৰ্য্যাদুদ্যাপনং শুভম্ । যথা ভবতি গন্ধর্ব
তথা বক্ষ্যামি তেহধুনা ॥ ৪০ ॥ মণ্ডলং মণ্ডপং কুণ্ডং
পতাকাধ্বজশোভিতম্ । তোরণানি চ চত্বারি
কুণ্ডং কৃত্বা বিধানতঃ ॥ ৪১ ॥ মধ্যে বেদিঃ প্রকর্তব্য
চতুরস্রা সূশোভনা । নিম্পাদ্য মণ্ডলং তত্র মধ্যে
পদ্মং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪২ ॥ কলশানষ্টদিগ্ভাগে
সহিরণ্যান্ পৃথক্ পৃথক্ । স্থাপয়িত্বা তু শক্তিস্তা
বামাদ্যাঃ পূর্বতঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ কর্ণিকায়াং তু
পদ্মস্ত ত্রীসোমেশং মহাপ্রভম্ । প্রতিমাকুপসম্পন্নং
হেমজং শক্তিসংযুতম্ ॥ ৪৪ ॥ কল্পশ্যাসমাক্রুতং
মনোহরম্ সমধিতম্ । হেমপাতাদিকে পাশ্রে মধুনা
পরিপূরিতে ॥ ৪৫ ॥ কল্পশ্যাসমাক্রুতং তত্রস্থং
পূজয়েৎ ক্রমাৎ । অনস্তাদিশিখণ্ডাষ্টৈস্তর্নামভিঃ ক্রমশো-
হর্চয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ গন্ধস্তগুণ্ডপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথ-
ক্ যিধৈঃ । বহ্নালঙ্কারতাম্বুলচ্ছত্রচামরদর্পণম্ ॥ ৪৭ ॥
দীপঘণ্টাবিতানঞ্চ পর্যঙ্কঞ্চ সতুলিকম্ । সোমেশ্বরং
সমুদ্दिষ্ট দেয়ং পৌরাণিকে শুরৌ ॥ ৪৮ ॥ ভূষয়িত্বা
তথার্চ্যাং হোমং তত্ৰৈব কারয়েৎ । বলিকশ্চাব-
সানে চ রাক্তৌ তত্ৰৈব জাগৃয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ পঞ্চগব্যঃ

সমায়ুক্ত হইয়া ব্রহ্মার প্রলয় কাল পর্য্যন্ত রুদ্রলোকে
বাস করে । নবম সোমবারে এই ব্রত উদ্যাপন-
করিতে হয় । হে গন্ধর্ব ! অধুনা তোমাকে উদ্যাপন
বিধি বলিতেছি । প্রথমতঃ মণ্ডল, মণ্ডপ ও কুণ্ড
করিবে । মণ্ডপের চারিটা তোরণ হইবে এবং
উহা ধ্বজপতাকাদি-সমধিত করিবে । মণ্ডপের
মধ্যে বেদি হইবে । বেদিটি চতুরস্রা ও শোভনা
করিবে । বেদির মধ্যে মণ্ডল করিয়া তাহাতে পদ্ম
অঙ্কিত করিবে ॥ ২১—৪২ ॥ বেদির অষ্টদিক্ ভাগে
পৃথক্ভাবে হিরণ্যযুক্ত অষ্ট কলস স্থাপন করিবে ।
ঐ সকল কলশে পূর্বাদিক্রমে বামাদি ত্রির পূজা
করিবে । পদ্ম কর্ণিকায় ত্রীসোমেশ্বর- শক্তিসুজ
সুবর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে । প্রতিমাকে সুবর্ণ
শ্যাসমাক্রুত ও মহাপ্রভ করিবে । সুবর্ণ শ্যাস
উপর মধুপূরিত হেমপাত্রে রাখিয়া সোমেশ্বরের পূজা
করিবে । অনস্তাদি শিখণ্ড্যস্ত নাম সকল দ্বারা
ক্রমশঃ তাঁহার পূজা করিবে । গন্ধ, মালা, ধূপ,
দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, তাম্বুল, ছত্র,
চামর, দর্পণ, দীপ, ঘণ্টা ও বিতান এই সকল
বস্তু ত্রীসোমেশ্বর উদ্দেশে নিবেদন করিবে ।
পূজার পর বলিকশ্চাবসানে হোম করিবে ।
প্রতিষ্ঠার দিন ব্রাহ্মজাগরণ করিবে । সমুদয়

দন্তকাষ্ঠ ও দ্রাক্ষায় অর্ঘ্য কল্পনা করিবে । ব্রাহ্মি-
কালে মোচাকল খাইবে, ইহা খাইলে অশমেধ-কল
লাভ হয় । যষ্ঠ সোমবারে সুরূপ নামক শিবের
পূজা করিবে । কর্পূর খাইবে । সপ্তম সোমবারে
মল্লিকার দন্তকাষ্ঠ দিবে । দীপ্তার সহিত সর্বজের
পূজা করিবে । জম্বীর কল শিবকে দান করিবে,
জাতীপুষ্প দিয়া পূজা করিবে । এই দিন শিবকে
মিবেদন করিয়া লবঙ্গ খাওয়াইলে অনন্ত কল
পাওয়া যায় । অষ্টম সোমবারে অমোঘায়ুত
মৌষরের পূজা করিবে । কদলী কল দ্বারা অর্ঘ্য
এবং মরুবক দ্বারা পূজা করিবে । ব্রাহ্মিতে দুধ
নিবেদন করিবে, ইহাতে অগ্নিষ্টোমকল লাভ হয় ।
কোটিবার গন্ধান্নান, ও কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে
বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা দান করিলে
যে কল লাভ হয়, এই ব্রত আচরণ করিলে তাহার
কোটিগুণ কল লাভ হইয়া থাকে । শত গজ ও
লক্ষ ব্রথ-বাজী দানে যে কল হয়, এই ব্রতে
তথায় কোটিগুণ কল হইয়া থাকে । কোটিবার
গুণ্ডলের ধূপদানে যে কল হয়, এই ব্রত করিলে
সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । এই সোমবার-
ব্রত করিলে মানব শিবতুল্য পরাক্রমী ও সর্বৈশ্বর্য্য-

ততঃ পীত্বা ধ্যায়েৎ সোমেশ্বরং হৃদি । প্রভাতে
তু ততঃ শ্রাত্বা ধ্যায়ৈত্তঞ্চ বিধানতঃ ॥ ৫০ ॥ ততো
ভক্ত্যা চ গন্ধর্ব্ব কীরথগুণিনির্মিতম্ । ভক্ষ্য-
ভোজ্যৈরনৈকৈশ্চ ভোজয়েদ্ভ্রাক্ষণানথ ॥ ৫১ ॥ বস্ত্র-
যুগ্মঃ ততো দত্ত্বা গাঞ্চ দত্ত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ৫২ ॥
এবং চৌরব্রতঃ সম্যগ্ লভতে পুণ্যমক্ষয়ম্ । ধন-
ধান্তসমৃদ্ধায়া পুত্রদারসমবিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ন কুলে জায়তে
তস্ত দরিদ্রো হুঃখিতোহপি বা । অপুত্রো লভতে
পুত্রান্ বক্ষ্যা পুত্রবতী ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ কাকবক্ষ্যা
তু যা নারী যুতবৎসা চ হুর্ভগা । কন্তাপ্রসূচা যা
কার্য্যমাভিরেতদ্বিশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥ এবং কৃতে বিধানে
তু দেহপাতে শিবঃ ব্রজেৎ । কল্পকোটিসহস্রাণি
কল্পকোটিশতানি চ । ভুঙ্কেহুসৌ বিপুলান্ ভোগান্
যাবদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ৫৬ ॥ ইতি তে কথিতং সর্বং
সোমবারব্রতং ক্রমাৎ । গচ্ছ শীঘ্রং মহাভাগ যত্র
সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইত্যুক্তঃ
স চ গন্ধর্ব্বঃ পুত্র্যা সহ বরাননে । সর্বোপহার-
সংযুক্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমাত্রিতঃ ॥ ৫৮ ॥ তত্র সোমে-
শ্বরং দৃষ্ট্বা আনন্দাক্ষপরিপ্লুতঃ । যাত্রাক্রমেণ সম্পূজ্য

চক্রে সোমব্রতং ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥ পুত্র্যা সহ মহাভাগ-
স্তস্ত তুষ্টি মহেশ্বরঃ । সর্বরোগবিনাশঃ চ সর্ব-
কামসমৃদ্ধিদম্ । দদৌ গন্ধর্ব্বরাজ্যং চ ভক্তিং
চৈবাত্মনস্তথা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গন্ধর্ব্বকন্তাবৃত্তান্তবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ লক্ষবরস্তত্র কৃতার্থো ভক্তি-
সংযুতঃ । স্থাপয়ামাস লিঙ্গং স গন্ধর্ব্বো ঘনবাহনঃ ॥
১ ॥ সোমেশাহস্তরে ভাগে দণ্ডপাণিসমীপতঃ ।
গন্ধর্ব্বেশ্বরনামানং গান্ধর্ব্বকলদায়কম্ ॥ ২ ॥ বরদা-
বাক্ষণে ভাগে ধনুর্বাং পঞ্চকে স্থিতম্ । পঞ্চম্যাং
পূজয়িত্বা চ ন হুঃখী জায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গন্ধর্ব্বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

কর্ম্মশেষে পঞ্চগব্য পান করিয়া হৃদয়ে সোমেশ্বরকে
ধ্যান করিবে । পরদিন প্রভাতে শ্রাম করিয়া দেব
সোমেশ্বরকে বিধিপূর্ব্বক ধ্যানান্তে ভক্তিসংকারে
কীর-খণ্ডাদি উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা
ব্রাক্ষণ ভোজন করাইবে । ব্রাক্ষণগণকে বস্ত্রযুগ্ম ও
গোদান করিবে । এই ভাবে ব্রত করিলে অক্ষয়
পুণ্য লাভ হয় । ধন-ধান্ত সমৃদ্ধি ও পুত্র দারা
লাভ হয় । তাহার কুলে কেহ কখন দরিদ্র বা
হুঃখী হয় না । অপুত্র পুত্র লাভ করে । এই ব্রত
করিলে বক্ষ্যার পুত্র হয় । যে সকল নারী কাক-
বক্ষ্যা, যুতবৎসা, হুর্ভগা ও কন্তাপ্রসূ, তাহারা
অবগুই এই ব্রত করিবে । এই ব্রত করিয়া দেহ-
পাত করিলে সে অস্ত্রে কল্পকোটিসহস্রকাল শিবপদ
লাভ করে এবং আভূত-সংপ্রবকাল যাবৎ বিপুল
ভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকে । এই আমি
তোমার নিকট সোমবারব্রতবিধি কীর্ত্তন করি-
লাম, তুমি শীঘ্র যেখানে সোমেশ্বর বিরাজ করিতে-
ছেন, সেই স্থানে গমন কর । ঈশ্বর বলিলেন,—
হে বরাননে ! শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব্ব
উপহার সকল গ্রহণ করিয়া পুত্রীর সহিত প্রভাস-
ক্ষেত্রে গমন করিল । প্রভাসে গমন করিয়া সে
সোমেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া

যাত্রাক্রমে পূজা করত ক্রমশঃ সোমবারব্রত গ্রহণ
করিল । মহেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ।
তাহার কন্তা আরোগ্যলাভ করিল । গন্ধর্ব্ব স্বয়ং
সর্বকামসমৃদ্ধি হইল । মহেশ্বর তাহাকে গন্ধর্ব্ব-
রাজ্য ও আত্মভক্তি প্রদান করিলেন । ৪৩—৬০ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—গন্ধর্ব্ব ঘনবাহন মহেশ্বরের
নিকট বসন্ত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই স্থানে
এক লিঙ্গ স্থাপন করিল । এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের
উত্তরে ও দণ্ডপাণির সমীপে স্থাপিত হইল । নাম
হইল—গন্ধর্ব্বেশ্বর । এই লিঙ্গ গান্ধর্ব্বকলদায়ক ।
বরদার পশ্চিমাদিকে পাঁচ ধনু অস্তরে এই লিঙ্গ
অবস্থিত । পঞ্চমীতিথিতে তাহার পূজা করিলে
মানব কদাচ হুঃখী হয় না । ১—৩ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । অথ তত্রৈব দেবেশি লিঙ্গং
গন্ধৰ্বসেনয়া । স্থাপিতং ঘনবাহু পুত্র্য গোবীসমী-
পতঃ ॥ ১ ॥ ধনুবাং ত্রিতয়ে তত্র স্থিতঃ পূৰ্ববিভা-
গতঃ । বিমলেশ্বরনামানং সৰ্বরোগবিনাশনম্ ॥ ২ ॥
পূজয়িত্বা তৃতীয়ায়াং দৌৰ্ভাগৈর্ঘৃচ্যতেহঙ্গনা ।
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩ ॥
ইতি ব্রতঃ... মহাদেবি ত্রেতাসম্ভ্যাংশকে গতে ।
গন্ধৰ্বশ্চৈবমাধ্যাতং শ্রুতং পাতকনাশনম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গন্ধৰ্বসেনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবীবাচ । ইত্যশ্চর্য্যমিদং দেব! শ্রুতং সৰ্বং
ময়া শ্রুতম্ । মহিমানং মহেশশ্চ বিস্তরেণ সমুদ্ভবম্ ।
সাম্প্রতং সোমনাথশ্চ যথাবদ্বক্তুমহঁসি ॥ ১ ॥ বধিনা
কেন দৃষ্টোহসৌ যাত্রা কার্য্যা কথং নৃভিঃ । কস্মিন
কালে মহাদেব নিয়মাস্তেব কীদৃশাঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । হেমন্তে শিশিরে বাপি বসন্তে বাথ ভামিনি ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি ! পুরোক্ত স্থানে
গন্ধৰ্বপুত্রী গন্ধৰ্বসেনাও গোবীসমীপে পূৰ্বদিক্
ভাগে তিন ধনু অন্তরে এক লিঙ্গ স্থাপন করেন ।
লিঙ্গের নাম হইল বিমলেশ্বর । তিনি সৰ্বরোগ-
নাশক । অঙ্গনাগণ তৃতীয়া তিথিতে এই লিঙ্গের
পূজা করিলে সৰ্বকাম লাভ করে এবং তাহার
পুত্র-পৌত্রাদি হয় । এই ব্রত ত্রেতাসম্ভ্যাংশ
অতীব হইলে গন্ধৰ্বকে বলা হইয়াছিল । ইহা
শ্রবণে পাপ নষ্ট হয় । ১—৪ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আপনার নিকট
'মহেশ্বর আশ্চর্য্য মহিমা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি
সোমনাথের দর্শনবিধি, যাত্রাবিধি, তাঁহার পূজাকাল-
বিধি এবং পূজাবিধি কীদৃশ বর্ণন করুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে ভামিনি ! কি শিশির, কি হেমন্ত,

যদা চ জায়তে চিত্তং বিস্তং বা পৰ্ব বা ভবেৎ ॥
৩ ॥ তদৈব যাত্রা কর্তব্য ভাবন্ত্যেব কারণম্ ।
কুহা তু নিয়মঃ কক্ষিৎ স্বগৃহে বরবর্ণিনি ॥ ৪ ॥
প্রণম্য মনসা ক্রদ্ধঃ কুহা শ্রাদ্ধং যথাবিধি ! স্থানং
প্রদক্ষিণঃ কুহা বাগ্‌যতঃ স্মসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥ নিয়তো
নিয়তাহারো গচ্ছেচ্চৈব ততঃ পথি । কামক্রোধো
পরিভ্যজ্য লোভমোহৌ তথৈব চ ॥ ৬ ॥ ঈর্ষ্যামৎ-
সরলোল্যং চ যাত্রা কার্য্যা ততো নৃভিঃ । তীর্থানু-
গমনং পুণ্যং যজ্ঞেভ্যোহপি বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞেষ্ট ইষ্টা বিপুলদক্ষিণৈঃ । তন্তং
ফলমবাপ্নোতি তীর্থানুগমনেন যৎ ॥ ৮ ॥ কলৈর্গুণং
মহাঘোরং প্রাপ্য পাপসমম্বিতম্ । নাস্তেনাশ্বিনু-
পায়েন ধর্ম্মঃ স্বর্গশ্চ লভ্যতে । বিনা যাত্রাং
মহাদেবি সোমেশশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ যে কুর্কন্তি নরা
যাত্রাং শুচিশ্রদ্ধাসমম্বিতাঃ । কলৌ যুগে কৃতার্থাস্তে
যে হস্তে তে নিরর্থকাঃ ॥ ১০ ॥ যথা মহাদেবৈশ্বল্যো
ন চাস্তোহস্তি জলাশয়ঃ । তথা প্রাভাসিকাং
ক্ষেত্রাং সমং তীর্থং ন বিদ্যতে ॥ ১১ ॥ অনুপোষ্য
ত্রিরাত্রাণি তীর্থানুগম্য চ । অদ্বা কাকনং
গাশ্চ দরিত্রো নাম জায়তে ॥ ১২ ॥ যান্ত্রগম্যানি

কি বসন্ত—যখন চিত্ত চাহিবে, বিস্ত পাইবে, বা পৰ্ব আসিবে—তখনই দেবদেবের যাত্রা করিবে ।
এবিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ জানিবে । স্বগৃহে
নিয়ম অবলম্বনপূর্বক মনে মনে ক্রুদ্ধকে নমস্কার
করিয়া শ্রাদ্ধবিধানান্তে বাগ্‌যত ও সমাহিত হইয়া
স্বস্থান প্রদক্ষিণ করিবে । অনন্তর সংযত ও
নিয়তাহার হইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিবে ।
এই ভাবে কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ ও ঈর্ষ্যা-
মৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিব উদ্দেশে যাত্রা
করিবে । ইহাকে তীর্থানুগমন বা তীর্থযাত্রা বলে ।
ইহা পুণ্যদায়ক ; যত্র হইতেও বিশিষ্ট ফল ইহাতে
লাভ হয় । ১—৭ । তীর্থযাত্রায় বিপুলদক্ষিণ অগ্নি-
ষ্টোমাদি যজ্ঞাপেক্ষাও অধিক ফল পাওয়া যায় ।
এই পাপসঙ্কুল ঘোর কলিযুগে সোমেশ্বরের
যাত্রাব্যতিরেকে অস্ত্র উপায়ে ধর্ম্ম ও স্বর্গ লাভ
করা যায় না । ইহাও নিশ্চয় জানিবে । যে
নর শুচি ও শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া যাত্রা করে,
কলিযুগে সে-ই কৃতার্থ ; অপর সকলে নিরর্থক ।
যেমন মহাদেবিতুল্য জলাশয় নাই, তদ্রূপ
হ্রদাস তীর্থ হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ আর নাই ।
যাহারা উপবাসী থাকিয়া ত্রিরাত্র তীর্থ বাস করে

তীর্থানি তুর্গানি বিষমাণি চ । মনসা তানি গম্যানি
সর্বতীর্থগতীশুনাম্ ॥ ১৩ ॥ যন্ত হস্তো চ পাদৌ
চ মনশ্চৈব সুসংযতম্ । বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ স
তীর্থকলমশ্রুতে ॥ ১৪ ॥ নিয়তো নিয়তাহারঃ শ্রান-
জাপপরায়ণঃ । ব্রতোপবাসনিরতঃ স তীর্থকল-
মশ্রুতে ॥ ১৫ ॥ অক্ৰোধনশ্চ দেবেশি সত্যশীলো
দূতব্রতঃ । আশ্বোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থকলমশ্রুতে ॥
১৬ ॥ কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানি রথগম্যানি যানি তু ।
ভাস্ত্রৈব ব্রাহ্মণো যাদ্যদ্যানদোষো ন তেষু বৈ ॥ ১৭ ॥
যে সাধবো ধনোপেতাশ্চীর্ণানাং স্রবণে রতাঃ ।
তীর্থে দানাক্ষ যোগাক্ষ তেষামভ্যধিকং ফলম্ ॥ ১৮ ॥
যে দরিদ্রা ধনৈহীনাস্তীর্ণানুগমনে রতাঃ । তেষাং
যজ্ঞকলাবাণ্ডির্কিনাপি ধনসঞ্চয়ে ॥ ১৯ ॥ সর্বোষামেব
বর্ণানাং সর্বাশ্রমনিবাসিনাম্ । তীর্থং তু ফলদং
জ্যেষ্ঠং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০ ॥ কার্য্যাস্তুরেণ
যো গন্তা শ্রানং তীর্থে সমাচরেৎ । ন চ যাত্রাকলং
তস্ত শ্রানমাত্রং ফলং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ তীর্থানুগমনং
পশ্চ্যাৎ তপঃ পরমিহোচ্যতে । তদেব কৃৎস্না যানেন
শ্রানমাত্রফলং লভেৎ ॥ ২২ ॥ যশ্চাস্তঃ কুরুতে

শক্ত্যা তীর্থযাত্রাং তথেষ্বরী । স্বকীয়দ্রব্যযানাত্যাং
ফলং তস্ত চতুর্ভুজম্ ॥ ২৩ ॥ তীর্থানুগমনং কৃৎস্না ভিক্ষা-
হার্য্য জিতেশ্রিয়াঃ । প্রাপ্তবস্তি মহাদেবি তীর্থে
দশগুণং ফলম্ ॥ ২৪ ॥ ছত্রোপানদ্বিহীনস্ত ভিক্ষাশী
বিজিতেশ্রিয়াঃ । মহাপাতকজৈর্যোত্রৈর্বিপ্রঃ পাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥ ন ভৈক্ষ্যং পরপাকং তু ন চ
ভৈক্ষ্যং প্রতিগ্রহম্ । সোমপানসমং ভৈক্ষ্যং তস্মাদ্-
ভৈক্ষ্যং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধং তীর্থং
স্বচ্ছন্দৈর্নির্নির্মিতং তথা । স্বয়ম্ভূতং প্রভাসাদ্যং
নির্মিতং দৈবতৈঃ কৃতম্ ॥ ২৭ ॥ স্বয়ম্ভূতে মহাতীর্থে
স্বভাবে চ মহত্তরে । তস্মিন্ তীর্থে প্রতিগ্রহ কৃতাঃ
সর্বৈ প্রতিগ্রহাঃ ॥ ২৮ ॥ প্রতিগ্রহনিবৃত্তস্ত যাত্রাদশ-
গুণং ফলম্ । তেন দত্তানি দানানি যজ্ঞেদেবাঃ
সুতর্পিতাঃ ॥ ২৯ ॥ যেন ক্ষেত্রং সমাসাদ্য নিবৃত্তিঃ
পরমাকৃতা । বস্ত্রলোল্যাদিঃ যঃ ক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ-
কৃচ্ছত্বা ॥ ৩০ ॥ নৈব তস্ত পরো লোকো নায়ং
লোকো হ্রাস্তানঃ । অথ চেৎ প্রতিগ্রহাতি ব্রাহ্মণো
বৃন্তিহর্ষলঃ । দশাংশমজ্জিতাদদ্যা দেবং তত্র ন
হীয়তে ॥ ৩১ ॥ বিপ্রবেগং সমাস্তায় শূদ্রো ভূত্বা

না, এবং তথায় গো, হিরণ্য দান করে না,
তাহারা দরিদ্র হইয়া জন্মে । যে সকল তীর্থ তুর্গম,
বিষম এবং অগম্য, সেই সকল তীর্থে মনে মনে
গমন করিবে । ইহাতে সর্বতীর্থগমনফল লব্ধ
হইয়া থাকে । যাহার হস্ত, পাদ, মন সুসংযত,
এবং বিদ্যা তপঃ কীর্ত্তি বিরাজিত, সেই তীর্থকল-
ভাগী হয় । যে মানব নিয়ত, নিয়তাহার শ্রান-
জপপরায়ণ ও ব্রতোপবাসনিরত, সে তীর্থকল
লাভ করিয়া থাকে । যে জন অক্ৰোধী, সত্যশীল,
দূতব্রত, ও সর্বভূতানুদর্শী, সে তীর্থকল প্রাপ্ত হয় ।
ব্রাহ্মণগণ রথে চাড়িয়া রথ-গম্য কুরুক্ষেত্রাদি
তীর্থে গমন করিবেন । ইহাতে তাঁহাদের যান
দোষ হইবে না । তীর্থস্রবণরত ধনবান্ সাধু
ব্যক্তি তীর্থে দান ও যোগ করিয়া উপযুক্ত
ফল লাভ করে বটে ; কিন্তু ধনহীন দরিদ্রগণ
তীর্থগমনে রত হইয়াই বিনা অর্থব্যয়ে যজ্ঞ-ফল
লাভ করিয়া থাকে । সর্ব বর্ণ ও সর্ব আশ্রমীরই
তীর্থ ফলদায়ক বলিয়া জানিবে । এ বিষয়ে
বিতর্ক করা উচিত নহে । যদি কোন ব্যক্তি
কার্য্যাস্তর উপলক্ষে গমন করিয়া তীর্থ-
শ্রান করে, তাহা হইলে তাহার যাত্রাকল লাভ
হয় না, মাত্র শ্রান-ফলই লাভ হইয়া থাকে ।

পায়ে হাঁটিয়া তীর্থগমন করিলে তাহা পরম তপঃ-
স্বরূপ হয় । আর যানাদি আরোহণে গমন করিলে
৮—২২ তাহাতে কেবল শ্রানমাত্রের ফল পাওয়া
যায় । যাহারা যথার্থজ্ঞি নিজের দ্রব্যযানাদি সাহায্যে
তীর্থযাত্রা করে তাহারা চতুর্ভুজ ফল পাইয়া থাকে ।
তীর্থগমন করিয়া যাহারা ভিক্ষাশ্রয়ী ও জিতেশ্রিয়
হইতে পারে, তাহাদের দশগুণ ফললাভ হয় । যে
সকল বিপ্র ছত্রপাদুকাবিহীন ভিক্ষাশী বিজিতে-
শ্রিয় হন, তাহারা ঘোর মহাপাতক হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া থাকেন । ভৈক্ষ্য পরপাক জনিত
দোষ বা প্রতিগ্রহ জন্ত দোষ সজ্জাটিত হয় না ;
ভৈক্ষ্য গ্রহণ সোমপানসদৃশ ; অতএব ভিক্ষা-
চরণ করিবে । লোকে দ্বিবিধ তীর্থ আছে, ইচ্ছা-
পুষ্পক মনুষ্যানির্মিত কৃত্রিম আর স্বয়ম্ভূত দেবতা-
নির্মিত প্রভাসাদি অকৃত্রিম । স্বয়ম্ভূত মহাতীর্থে
প্রতিগ্রহ করিবে না । প্রতিগ্রহনিবৃত্ত ব্যক্তি
যাত্রার দশগুণ ফললাভ করিয়া থাকে । যজ্ঞে দান
করা বিধেয় । যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তর্পিত হন ।
তীর্থক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলে পরম নিবৃত্তি লাভ হয় ।
যে হ্রাস্তা লোভ বশতঃ তীর্থে প্রতিগ্রহ করে,
তাহার ইহলোক পরলোক উভয় লোকই বিনষ্ট
হয় । তবে যদি কোন বৃন্তিহর্ষল বিপ্রকে বাধ্য

প্রতিগ্রহম্। তৃণকাঠসমং বাপি প্রতিগ্রহ পতত্যঃ।
৩২। কুন্তীপাকাদিকেধেবং মহানরককোটিষু।
যাবদিত্তসহস্রাণি চতুর্দশ বরাননে। ৩৩। তন্মা-
নৈব প্রতিগ্রাহঃ কিমষ্টেব্রাহ্মণৈরপি। দ্বিপ্রকারস্ত
তীর্থস্ত কৃতস্তাপ্যকৃতস্ত চ। ৩৪। স্বকীয়ভাবসংযুক্তঃ
সম্পূর্ণ ফলমম্মতে। লভতে ষোড়শাংশং স যঃ
পরান্নেন গচ্ছতি। ৩৫। অশক্তস্ত তথাহস্ত
পদোর্থীয়াবরস্ত চ। বিহিতং কারণাদযানমচ্ছিদ্বে
ব্রাহ্মণে কৃতঃ। ৩৬। স্নানখাদনপানৈশ্চ বোচ্চ-
স্তীর্থসেবকঃ। দদং সকলমাপ্নোতি কলং তীর্থ-
সমুত্তমম্। ৩৭। ন ষোড়শাংশং যত্নেন লভ্যং
যদি যচ্ছক্তি। পঞ্চমাংশমথো বাপি দদ্যাত্তত্র
দ্বিজাতিষু। ৩৮। দেবতানাং গুরুণাং চ মাতা-
পিত্রোশ্চ কামতঃ। পুণ্যদঃ সমবাপ্নোতি তদেবাষ্ট-
গুণং ফলম্। ৩৯। স্নানং দানং জপো হোমঃ
স্বাধ্যায়ো দেবতার্চনম্। পুণ্যং দেয়ং তু সর্বত্র
নাপুণ্যং দীয়তে কচিৎ। ৪০। পিতরং মাতরং
তীর্থে ভ্রাতরং স্নুহদং গুরুম্। যমুদ্ভিষ্ট নিমজ্জেত

হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি
সেই প্রতিগ্রহীত বস্তুর দশাংশ দান করিবেন।
এরূপ করিলে পাতিত্ব হয় না। শূদ্র যদি বিপ্রবেশ
ধারণপূর্বক তৃণ সম বস্তুও প্রতিগ্রহ করে, তাহা
হইলে অধঃপতিত হয়; চতুর্দশ সহস্র ইন্দ্রের অধি-
কার-পরিমিত কাল যাবৎ কুন্তীপাকাদি মহানরক
ভোগ করিয়া থাকে। অস্ত্র জাতির কথা আর কি
বলিব?—ব্রাহ্মণগণ কদাচ প্রতিগ্রহ করিবেন না।
আর একপ্রকার যে তীর্থ আছে, তাহা স্বকীয়
সাহায্যে কৃত হইলে সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়।
যে জন পরান্নগ্রহণে তীর্থযাত্রা করে, তাহার
ষোড়শাংশের একাংশ তীর্থফল লাভ হয়। অশক্ত,
অন্ধ, পঙ্গু ও যাযাবর (প্রত্যেক গ্রামে একরাত্র
বাস করিয়া যাত্রাকারী) ইহারা যানারোহণে তীর্থ-
যাত্রা করিতে পারে। বিনা কারণে ব্রাহ্মণ কদাচ
যানারোহণে তীর্থযাত্রা করিবেন না। কোন তীর্থ-
সেবক যদি যাত্রীদিগকে স্নানান্ন-পান প্রদান করে,
তাহা হইলে সে তীর্থজাত সমুদয় ফল লাভ করে।
যদি কেহ প্রতিগ্রহের ষোড়শাংশ প্রদান না করে,
তাহা হইলে দ্বিজাতিকে পঞ্চমাংশ প্রদান করিবে।
এরূপ করিলেও সে গুরু-দেবতা ও মাতা-পিতার
পুণ্যপ্রদ হইয়া অষ্টগুণ তীর্থফল লাভ করিয়া থাকে।
স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায় ও দেবার্চন-স্নানিত

দ্বাদশাংশ লভেত সঃ। ৪১। কুশৈশ্চ প্রতিমাং
কৃত্বা তীর্থবারিষু মজ্জয়েৎ। যমুদ্ভিষ্ট মহাদেব
অষ্টভাগং লভেত সঃ। ৪২। মহাদানানি যে বিপ্রা
গৃহ্ণন্তি জ্ঞানহরলাঃ। বৃক্ষান্তে দ্বিজরূপেণ জায়ন্তে
ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। ৪৩। ন বেদবলমাত্রিত্য প্রতিগ্রহ-
কচির্ভবেৎ। অজ্ঞানান্ধা প্রমাদান্ধা দহতে কৰ্ম্ম
নেতরং। ৪৪। চিত্তিকাঠং তু বৈ স্পৃষ্ট্বা যজ্ঞযুগং
তথৈব চ। বেদবিক্রয়িণং স্পৃষ্ট্বা স্নানমেব বিধী-
য়তে। ৪৫। আদেশং পঠতে যন্ত আদেশং
তু দদাতি যঃ। দ্বাবেতৌ পাপকৰ্ম্মাণৌ পাতাল-
তলবাসিনৌ। ৪৬। আদেশং পঠতে যন্ত
সঞ্জিষ্মকুঃ প্রতিগ্রহম্। তীর্থে চৈব বিশেষেণ
ব্রহ্মস্বঃ সৈব নেতরঃ। স্থিতো বৈ নৃপতেষ্যরি ন
কুৰ্য্যাৎবেদবিক্রয়ম্। ৪৭। হস্তা গাবো বরং মাংসং
ভক্ষয়ত দ্বিজাধমঃ। বরং জীবন্ সমং মৎস্তৈর্ন
কুৰ্য্যাৎবেদবিক্রয়ম্। ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ন তুতং
ন ভবিষ্যতি। ৪৮। বরং কুৰ্য্যাচ্চ তদেবিন

পুণ্যফল দান করা যাইতে পারে; কিন্তু অপুণ্য-
ফল কদাচ দান করা যায় না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
স্নুহ, গুরু প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশে তীর্থে
স্নান করা যায়, তাহার তাহার কলের দ্বাদশাংশ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৩—৪১। তাহার কুশপ্রতিমা
করিয়া তীর্থজলে নিমজ্জিত করা যায়, সে তাহার
অষ্টভাগ ফল লাভ করিয়া থাকে। যে সকল জ্ঞান-
হরল দ্বিজ মহাদান গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দ্বিজ-
রূপী বৃক্ষ বা ব্রহ্মরাক্ষস বলা যাইতে পারে।
যাহার বেদ-বল নাই, তাহার প্রতিগ্রহে কচি না
হওয়াই ভাল। ইতর কৰ্ম্ম অজ্ঞান বা প্রমাদবশত
অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে কৰ্ম্মকে দাহ করে না;
কিন্তু চিত্তিকাঠ, যজ্ঞযুগ, এবং বেদবিক্রয়ী ব্রাহ্ম-
ণকে স্পর্শ করা রূপ কৰ্ম্ম দাহ করে; স্মৃতরাং
তজ্জন্ত স্নান করিতে হয়। যে জন আদেশ পাঠ করে
এবং যে আদেশ করে, ইহাদের উভয়েই পাপী ও
পাতালতলবাসী হয়। প্রতিজিষ্মকু হইয়া যে ব্যক্তি
তীর্থক্ষেত্রে আদেশ পাঠ করে, তদ্ব্যতীত অপর
কাহাকে আর ব্রহ্মস্ব বলা যাইতে পারে? রাজদ্বারে
নৌত হইয়াও বেদবিক্রয় কখন করিবে না; গোহত্যা
করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা শ্রেয়ঃ তথবা মৎস্ত
ভক্ষণ করিয়া বরং জীবন ধারণ করিবে, তথাপি
বেদবিক্রয় করিবে না। ব্রহ্মহত্যার সমান আর
পাপ নাই, বরং তাহাও করিবে, তথাপি বেদবিক্রয়

করিবে না। এ কৰ্ম্ম বিশেষতঃ তীৰ্থে ও মহাক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। যে তীর্থসেবী দায়মান দান পরিত্যাগ করে, সে-ই তীর্থকে তীর্থ করিয়া থাকে এবং তাহার পূৰ্ব্বপুরুষগণ পবিত্র হন। অন্ততঃ কৃত পাপ তীৰ্থে বিনষ্ট হয়; কিন্তু তীর্থকৃত পাপ আর অন্ততঃ কুত্ৰাপি বিলয় প্রাপ্ত হয় না। যে তীর্থসেবী তৈলপাত্তরক্ষার স্মায় আত্মরক্ষা করিতে পারে, সে-ই অশ্বলিত তীর্থ-কল লাভ করে। তীর্থচারী ব্যক্তি যাহার যাহার অল্লাধিক পকান্ন ভোজন করে, তাহাকে তাহাকে অৰ্দ্ধ পরিমাণে আত্ম-তীর্থকল প্রদান করিয়া থাকে। যে সত্যবাদী সমাধিস্থ ব্রাহ্মণ ক্ৰেশপ্রাপ্ত হইয়াও তীৰ্থে ভিক্ষা না করেন, তিনি প্রকৃত তীর্থোপকারক। সন্তো পুঙ্কর, জ্যেষ্ঠায় নৈমিষ, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিতে প্রভাসতীর্থই তীর্থ। একপাদে অবস্থান করিয়া সহস্রশ্রুণ তপস্বী করা, একবার মাত্র প্রভাসখাত্তার সমান হয় কি—না হয় বলা যায় না। যানারোহণে যাত্রা করিলে প্রভাস প্রাপ্ত হইবা মাত্র যান পরিত্যাগপূৰ্ব্বক পাদচারে অথবা ছু-লুণ্ঠিত হইয়া গমন করিতে হয় তথায় কত দেবতা ছু-লুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে

কাপটিকাকারে গমন করিয়া প্রথমতঃ কন্দীকে দর্শনপুষ্টক সোমেশ্বর দর্শন করিতে হয়। পিতৃ-পিতামহগণ পুত্রগণকে এই ভাবে সোমেশ্বর দর্শন করিতে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন,—আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত আমাদের বংশজগণ দেব সোমেশ্বরের দর্শন করিতে আসিয়াছে। সোমে-
শ্বরে গমন করিয়া প্রথমতঃ কেশবপন করিয়া উপবাস করিতে হয়। যেমন গজার সমান ভীৰ্ব, ক্রতুর সমান গতি, গাংজীর সমান জাপ্য, ব্যাহতির সমান হোম নাই তেমনি অন্তর্জলে অঘমর্ষণ অপেক্ষা পাপম্ম আর নাই, যেমন অহিংসার তুল্য পুণ্য, দানের সমান সঞ্চয়, এবং অনশনের সমান তপ নাই, তেমনি ভীষসেবাও ভীর্ষেপবাসের অধিক আর পুণ্যময় কৰ্ম্ম নাই। উপবাস পাপোপশমন, সজ্জনের ঈপ্সিতপ্রদ, বিশেষতঃ দেবতার অনশন ব্রাহ্মণের পরম তপস্তাস্বরূপ। শূদ্রের ষষ্ঠকালাশন পরম তপস্তাস্বরূপ। আর বর্ণশঙ্কর জাতির দিনত্রয়োপবাস পরম তপস্তাস্বরূপ জানিবে। ষষ্ঠকালে আহারের পর শূদ্র যদি তপস্তা করে, তাহা হইলে রাজার মহান উপদ্রব—রাষ্ট্রহানি হইয়া থাকে।

৪২—৬৭। শূদ্র ষষ্ঠকালানি হইয়া যথার্থ তপশ্চরণ

যথাশক্ত্যা তপশ্চরেৎ । ন দৰ্ভালুক্করচ্ছদ্রো ন
পিবৎ কপিলঃ পয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 'মধ্যপত্রে ন ভৃগ্বীত
ব্রহ্মবৃক্ষস্ত ভাষিনি । নোচ্চরেৎ প্রণবঃ মজ্জং পুরো-
ডাশং ন ভক্ষয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ ন শিখাং নোপবীতঞ্চ
নোচ্চরেৎ সংস্কৃতাং গিরম্ । ন পঠেদেদবচনং ত্রৈব্রাজ্য-
ন হি সেবয়েৎ ॥ ৭০ ॥ নমস্কারেণ শূদ্রস্ত ত্রিষা-
সিক্ৰিভবেদৃক্ষবম্ । নিষিদ্ধাচরণং কুর্স্বন পিতৃভিঃ সহ
মজ্জতি ॥ ৭১ ॥ যেনৈকাদশসংখ্যানি যন্তিতানীজি-
য়ানি বৈ । স তীর্থকলমাপ্নোতি নরোহস্তঃ ক্লেশ-
ভাগ্নস্তবেৎ ॥ ৭২ ॥ যচ্চ তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধং স্নানং তচ্চ
সমাচরেৎ ॥ হিতকারী চ ভূতেভ্যঃ সৌহারীয়াতীর্থজঃ
কলম্ ॥ ৭৩ ॥ ধর্ম্মধ্বজী সদা লুক্ঃ পরদাররতো হি
যঃ । করোতি তীর্থগমনং স নরঃ পাতকী ভবেৎ ॥
৭৪ ॥ এবং জাহ্নবা মহাদেবি যাত্ৰাং কুর্যাদ্ যথাবিধি ।
তীর্থোপবাসং কুর্যাদৌ শ্রদ্ধাযুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৭৫ ॥
ভোজনং নৈব কুর্ব্বীত যদিচ্ছেদ্বিত্তমান্ননঃ । পরান্নং
নৈব ভুঞ্জীত তদ্দিনে ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ॥ ৭৬ ॥ হস্তাশ্ব-
রথযানানি ভূমিগোকাঞ্চনাদিকম্ । সর্কং তৎপরি-
গৃহীয়াভোজনং ন সমাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥ আমাচ্ছতশ্চণৎ

পুণ্যং ভুঞ্জতো দদতোহপি বা । তীর্থোপবাসং কুর্ব্বীত
তস্মাত্তন্ন বরাননে ॥ ৭৮ ॥ ব্রতী চ তীর্থযাত্রী চ
বিধবা চ বিশেষতঃ । পরান্নভোজনে দেবি যস্তান্নং
তস্ত তৎফলম্ ॥ ৭৯ ॥ বিধবা চৈব যা নারী তস্তা
যাত্ৰাবিধিং ক্রবে । কুঙ্কমং চন্দনং চৈব তাম্বুলং চ
অজস্তুধা ॥ ৮০ ॥ রক্তবস্ত্রাণি সর্বাণি শয্যা প্রান্তর-
গানি চ । অশিষ্টৈঃ সহ সন্তাষো দ্বিবারং
ভোজনং তথা ॥ ৮১ ॥ পুংসাং প্রদর্শনং চৈব
হাস্তং তমসি বর্জয়েৎ । সশব্দোপানহৌ চৈব নৃত্যং
গীতঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৮২ ॥ ধারণকৈব কেশানামঞ্জনঞ্চ
বিলেপনম্ । অসতীজনসংসর্গং পাণ্ডিত্যঞ্চ পরি-
ত্যজেৎ ॥ ৮৩ ॥ নিত্যং স্নানঞ্চ কুর্ব্বীত ষেতবস্ত্রাণি
ধারণেৎ । যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিশেষতঃ ।
৮৪ ॥ তাম্বুলং মধু মাংসঞ্চ স্নানপানসমং বিদুঃ ।
এতেষাং বর্জনাং দেবি সম্যগ্‌যাত্ৰাকলং লভেৎ ॥ ৮৫ ॥
দেবীবাচ । তপাংসি কানি কথ্যন্তে ক্ষেত্রে প্রাভা-
সিকে নরৈঃ । কানি দানানি দীয়ন্তে কেবু তীর্থেষু
বা কথম্ ॥ ৮৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তপঃ পরং কৃতযুগে
ত্রোতায়্য জ্ঞানমিষ্যতে । দ্বাপরে যজ্ঞনং ধন্যং দান-
মেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৭ ॥ তপস্তপ্যস্তি মুনয়ঃ
কুরুচান্নায়াদিকম্ । গহ্বা প্রভাসিকং ক্ষেত্রং

করিবে । তাহার দর্ভ আহরণ করিবে না ;
কপিল-পয়ঃ পান করিবে না ; ব্রহ্মবৃক্ষের মধ্যপত্রে
ভোজন করিবে না ; প্রণব উচ্চারণ করিবে না ;
পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে না ; শিখা রাখিবে না ;
উপবীত ধারণ করিবে না ; সংস্কৃত কথা উচ্চারণ
করিবে না ; বেদ পাঠ করিবে না ; এবং ত্রিযাজ
সেবা করিবে না । নমস্কার দ্বারাই শূদ্রের সর্ব
কর্ম্ম সিদ্ধ হয় । তাহার নিষিদ্ধাচরণ করিলে
পিতৃলোকের সহিত অধঃপতিত হয় । যে ব্যক্তি
একাদশবিধ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে পারে, সে
অবশ্যই তীর্থকল লাভ করিয়া থাকে এবং অশ্রু নর
ক্লেশভাগী হয় । যে জন সেখানে পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্নান
সম্পাদন করে, এবং জনহিতৈষী হয়, সে তীর্থকল
লাভ করিয়া থাকে । ধর্ম্মধ্বজী, লুক্ক এবং পরদার-
রত ব্যক্তি যদি তীর্থগমন করে, তাহা হইলে
পাতকী হয় । ইহা অবগত হইয়া সকলের যথাবিধি
যাত্রা করা উচিত । যাত্রা করিতে হইলে আত্মহিতার্থী
ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপবাস করিবে, ভোজন করিবে
না । যাত্রার দিন পরান্ন ভোজন করিবে না ।
হস্তী, অশ্ব, রথ, যান, ভূমি, গো, কাঞ্চন, এ সকল
প্রতিগ্রহ করিবে, তথাপি ভোজন করিবে না ।

ভোক্তা ও দাতা অপেক্ষাও উপবাসী ব্যক্তির
অধিক পুণ্য । অতএব সকলেই তীর্থোপবাস
করিবেন । ব্রতী, তীর্থযাত্রী, ও বিধবা ইহারা যাহার
অন্ন আহার করে, তাহার বিশেষ পুণ্য লাভ হয় ।
বিধবা নারীর যাত্রার কথা বলিতেছি । বিধবা
কুঙ্কম, চন্দন, তাম্বুল, মালা, রক্তবস্ত্র, শয্যা, প্রান্তর,
অশিষ্টসহসন্তাষ, দ্বিভোজন, পুরুষদর্শন হাস্ত, সশব্দ
পাঠকা, এবং নৃত্য-গীত, কেশধারণ, অঞ্জন, বিলে-
পন, অসতীজনসংসর্গ, ও পাণ্ডিত্য পরিচয়
করিবে । যতি, ব্রহ্মচারী এবং বিধবা ইহারা
নিত্য স্নান ও নিত্য ষেতবস্ত্র পরিধান
করিবে । তাম্বুল ও মধু-মাংস স্নানপানতুল্য ; ইহা
বর্জন করিলে যাত্রাকল সম্যক্ লভ হয় । ৬৮—৮৫ ।
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! তপঃ কাহাকে বলে
এবং কোন্ তীর্থে কি ভাবে কোন্ বস্তু দান করিতে
হয়, তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—সত্যযুগে
তপঃ ত্রোতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিযুগে
একমাত্র দানই প্রশস্ত । মুনিগণ ও অপর সাধারণ
লোক সত্যযুগে প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া যে কুরু
চান্নায়াদির অন্নগ্রহণ করিতেন ; ইহাই তপঃ ;

লোকাশাস্ত্রে কৃতে যুগে ৮৮ । কলৌ দানানি
দীয়ন্তে ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি । প্রভাসং ক্ষেত্র
মাসাদ্য তপসাং প্রাপ্যতে কলম্ ৷ ২১ ৷ তুলা-
পুরুষব্রহ্মাণ্ডপৃথিবীকল্পপাদপাঃ । হিঙ্কণ্যকামধেহুঃ
গজবাজিরথাস্তথা ৷ ২০ ৷ রত্নধেহুঃ হিরণ্যাস্তপসাগর
এব চ । মগভূতঘটো বিশ্বচক্রকল্পলতাভিধঃ ৷ ২১ ৷
প্রভাসে নৃপতির্দদ্যাগ্নহাদানানি ষোড়শ । ধাত্তরত্ন-
শুভ্রস্বর্গতিলকার্ণাসশর্করাঃ ৷ ২২ ৷ সর্পির্লবণরূপ্যাখ্যা
দশৈতে পর্বতাঃ স্মৃতাঃ । গুড়াজ্যদধিমধুসলিল-
ক্ষীরশর্করাঃ । রত্নাখ্যাশ্চ স্বরূপেণ দশৈতা ধেনবো
মতাঃ ৷ ২৩ ৷ তেষামেকতমং দানং তীর্থে তীর্থে
পৃথক্ পৃথক্ । প্রদেয়াস্তেকবারং বা সরস্বতাক্ষি-
সঙ্গমে ৷ ২৪ ৷ সর্বস্বং চাতিবিত্ত্যে গৃহং বা সপরি-
চ্ছদম্ । বহ্নয়মপি বিপ্রৈভ্যো দাতব্যং প্রিয়-
মেলকে ৷ ২৫ ৷ যত্র তীর্থে লভেন্নিঙ্গং তীর্থঞ্চ
বিমলোদকম্ । তজ্জাগ্রিকার্য্যং কৃত্বাদৌ বিশিষ্টং
দানমিষ্যতে ৷ ২৬ ৷ তর্পণং পিতৃদেবানাং শ্রাদ্ধং
দানং সদক্ষিণম্ । তীর্থে তীর্থে চ গোদানং নিয়তং
প্রাকৃতো বিধিঃ ৷ ২৭ ৷ বিশিষ্টখ্যাতলিঙ্গেষু বৃষ-
দানং বিধীয়তে । স্নানং বিলেপনং পূজাং দেবতানাং

সমাচরেৎ ৷ ২৮ ৷ জগতীং চার্চয়েন্তক্যা তথা চৈবো-
পলেপয়েৎ । প্রাসাদং ধবলং সৌধং কারয়েজ্জীর্ণ-
যুদ্ধরেৎ ৷ ২৯ ৷ পুষ্পবাটীং স্নানকূপং নির্মলং
কারয়েদ্ব্রতী । ব্রাহ্মণানাং ভূরিদানং দেবপূজা-
করায় চ ৷ ১০০ ৷ সর্বত্র দেবযাত্রায়াং বিধিরেষ
প্রবর্ততে । তীর্থমভ্যাক্ষরেজ্জীর্ণং মার্জ্জয়েৎ কথয়েৎ
কলম্ ৷ ১০১ ৷ প্রসিক্তে চ মহাদানং মধ্যমে চৈব
মধ্যমম্ । গোদানং সর্ষতীর্থেষু সুবর্ণমথ নিষ্কয়ঃ ।
হিরণ্যদানং সর্ষেযাং দানানামেব নিষ্কৃতিঃ ৷ ১০২ ৷
এবং কুহা নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মনঃ কলম্ ।
তীর্থেষু দানং বক্ষ্যামি যেষু যদীয়তে তিথৌ ৷ ১০৩ ৷
প্রভাসে প্রতিপদানং দাতব্যং কাঞ্চনং শুভম্ ।
দ্বিতীয়ায়াং তথা বস্ত্রং তৃতীয়ায় মেদিনীম্ ৷ ১০৪ ৷
চতুর্থ্যাং দাপয়েকাস্তং পঞ্চম্যাং কপিলাং তথা ।
ষষ্ঠ্যামবঞ্চ সপ্তম্যাং মহিবীং তত্র দাপয়েৎ ৷ ১০৫ ৷
অষ্টম্যাং বৃষভং দদ্বা নীলং লক্ষণসংযুতম্ ।
নবম্যাং তু গৃহং দদ্যাচ্চক্রং শঙ্খং গদাং
তথা ৷ ১০৬ ৷ দশম্যাং সর্বগন্ধাং চ একাদশীঞ্চ
মৌক্তিকম্ । দ্বাদশ্যাং সুরভৈঃ স্নাদ্যং প্রবালং
বিধিবন্তথা ৷ ১০৭ ৷ স্ত্রিয়ো দেয়াস্ত্রয়োদশ্যাং ভূতায়াম্

কলিকালে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া যথাবিধি
ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয় । ইহাতে তপঃফল
প্রাপ্ত হওয়া যায় । তুলাপুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী,
কল্পপাদপ, হিরণ্য, কামধেহু, গজ, বাজি, রথ, রত্ন-
ধেহু, হিরণ্যাস্ত, সপ্তসাগর, মহাভূত ঘট, ও বিশ্বচক্র
এই সকল মহাদান প্রভৃতি প্রভাসক্ষেত্রে গমন
করিয়া দান করিবেন । ধাত্ত, রত্ন, গুড়, স্বর্ণ, তিল,
কার্ণাস, শর্করা, স্নাত, লবণ, ও রোপ্য এই দশবিধ
বস্ত্র দ্বারা পর্বত দান কথিত । গুড়, আজ্য, দধি, মধু,
অম্বু, সলিল, ক্ষীর শর্করা, ও রত্ন এই দশ প্রকার
ধেহু দান বিহিত । এই দান সকলের মধ্যে এক
একটি দান তীর্থে তীর্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
কর্তব্য । সাগর-সরস্বতী সঙ্গমে একবার মাত্র
দান করিলেই উক্ত ফল লাভ করা যায় । প্রিয়মেলক
তীর্থে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে সর্ষস্ব, সপরিচ্ছদ গৃহ
এবং অল্প বিস্তর যাহা কিছু অবাশিষ্ট থাকে, তৎ-
সমস্ত দান করবে । এই তীর্থে লিঙ্গ এবং বিমল
জল পাওয়া যায় । এই স্থানে প্রথমে অগ্নিকার্য্য
করিয়া বিশিষ্ট দান সকল করিতে হয় । পিতৃলোক
উদ্দেশে সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান এবং তীর্থে
তীর্থে গোদান এ সকল আত্ম উত্তম বিধি । বিশিষ্ট

খ্যাতলিঙ্গ তীর্থ সকলে বৃষ দান, স্নান, বিলেপন, ও
দেবপূজা করিতে হয় ; ভক্তিপূর্ব্বক জগতীর
অর্চনা করিয়া তাঁহাকে উপলেপিত করিতে হয় ;
ধবল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া দিতে হয় ; জীর্ণ
উদ্ধার করিতে হয় ; পুষ্পবাটী এবং নির্মল স্নানকূপ
করাইয়া দিতে হয় ও দেবপূজাকর ব্রাহ্মণদিগকে
ভূরি দান করিতে হয় ৷ ৮৬—১০০ ৷ এই হইল সর্বত্র
দেবযাত্রার সাধারণ বিধি । তীর্থসেবী জন তীর্থ
উদ্ধার করিবে, তীর্থের সংস্কার করিবে; এবং তাহার
ফল কীর্তন করিবে । প্রসিক্ত তীর্থ সকলে মহাদান,
মধ্যমতীর্থে মধ্যম দান, এবং নিখিল তীর্থেই গোদান
প্রশস্ত । হিরণ্যদান সকল দানের শ্রেষ্ঠ দান ।
এই সকল কার্য্য করিয়া নর জন্ম সার্থক করিবে ।
অতঃপর আমি তীর্থ সকলে কোন কোন তিথিতে কি
কি দান করিতে হয়, তাহা বলিতেছি । প্রভাস ক্ষেত্রে
প্রতিপদে কাঞ্চন, দ্বিতীয়ায় বস্ত্র, তৃতীয়ায় মেদিনী,
চতুর্থীতে ধাত্ত, পঞ্চমীতে কপিলা, ষষ্ঠীতে অম্বু,
সপ্তমীতে মহিবী, অষ্টমীতে লক্ষণাবিত নীল বৃষভ,
নবমীতে গৃহ-শঙ্খ-চক্র-গদা, দশমীতে সর্বগন্ধ,
একাদশীতে মৌক্তিক, দ্বাদশীতে অম্বাদি ও প্রবাল

জ্ঞানদো ভবেৎ । অমাবস্তামনুপ্রাপ্য সর্বদানানি
দাপয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ এবং দানং প্রদত্ত্বা তু দশকৃত্বঃ
কলং লভেৎ ॥ ১০৯ ॥ দেব্যাবাচ । ভক্তিদান-
বিহীনা যে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ । জ্ঞানমন্ত্রবিহী-
নাশ্চ বদ তেবাং তু কিং কলম্ ॥ ১১০ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । সধনা নিৰ্দ্ধনা বাপি সমস্তা মন্ত্রবর্জিতাঃ ।
প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তাঃ সর্বে যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ১১১ ॥
যে মন্ত্রহীনাঃ পুরুষা ধর্মহীনাস্চ যে মৃত্যুতঃ । তেবা-
মেকং বিমানং তু দদামি স্তুমহং প্রিয়ে ॥ ১১২ ॥
জ্ঞানদানানুরূপেণ প্রাপ্তবন্তি পরং পদম্ । কেচিৎ
জ্ঞানপ্রভাবেণ কেচিদ্দানেন মানবাঃ ॥ ১১৩ ॥ কেচি-
ল্লিঙ্গপ্রণামেন কেচিল্লিঙ্গার্চনেন চ । কেচিদ্ভ্যান-
প্রভাবেণ কেচিদ্ যোগপ্রভাবতঃ ॥ ১১৪ ॥ কেচিয়-
জ্ঞান জ্ঞাপ্যেন কেচিচ্চ তপসা শুভে । তীর্থে
সন্ন্যাসনৈঃ কেচিৎ কৈশিক্যানুসারতঃ ॥ ১১৫ ॥ এতে
চাত্তে চ বহব উত্তমাদধমমধ্যমাঃ । সর্বে শিবপুরং
যান্তি বিমানৈঃ সূর্য্যসান্নিভৈঃ ॥ ১১৬ ॥ ত্রিশূলান্বিত-
হস্তাশ্চ সর্বে চ বৃষবাহনাঃ । দিব্যাপ্সরোগণা-
কীর্ণাঃ ক্রৌড়ন্তে মৎপ্রভাবতঃ ॥ ১১৭ ॥ এবং

ভক্ত্যানুসারেণ দদামি কলমব্যয়ম্ । অলপকং
প্রভাসং তু ধর্ম্মাধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১১৮ ॥ ধর্ম্মং
চরন্ত্যধর্ম্মং বা শিবং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১৯ ॥
জন্মপ্রভৃতি যো দেবি নরো নেত্রবিবর্জিতঃ । মম
ক্ষেত্রে মৃতঃ সোহপি কুড়লোকে মরীয়তে ॥ ১২০ ॥
জন্মপ্রভৃতি যো দেবি শ্রবণাভ্যাং বিবর্জিতঃ ।
প্রভাসে নিধনং প্রাপ্তঃ স ভবেয়ং পরিগ্রহঃ ॥
১২১ ॥ অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থানাং স্পর্শনে
বিধিম্ । যজ্ঞেণ যজ্ঞিতং তীর্থং ভবেৎ সন্নিহিতং
তথা ॥ ১২২ ॥ প্রথমং চালভেতীর্থং প্রণবেন জলং
শুচি । অবগাহ্য ততঃ স্নানাদধ্যাত্মমন্ত্রযোগতঃ ॥
১২৩ ॥ ত্তনমো দেবদেবায় শিতিকণ্ঠায় দণ্ডিনে ।
কুজায় বামহস্তায় চক্রিণে বেধসে নমঃ ॥ ১২৪ ॥
সরস্বতী চ সাবিত্রী বেদমাতা বিভাবরী । সন্নিধানং
কুরুষ্বা তীর্থে পাপপ্রণাশিনি । সর্বেষামেব
তীর্থানাং মন্ত্র এষ উদাহৃতঃ ॥ ১২৫ ॥ ইত্যুচ্চাখ্য
নমস্কৃত্বা স্নানং কুর্যাদযথাবিধি । উপবাসং ততঃ
কুর্য্যাত্তস্মিন্নহনি সুরতে ॥ ১২৬ ॥ সা তিথির্ধর্ম্মমেকং
তু উপোষ্যা ভক্তিতৎপরৈঃ ॥ ১১৭ ॥ দেব্যাবাচ ।

ত্রয়োদশীতে রমণীরত্ন এবং অমাবস্তায় সমস্ত
দেয় বস্তুর দান করিবে । এই সকল দান করিলে
দশবার দান করার ফললাভ হয় । দেবী বলি-
লেন,—হে দেব ! যে সকল ভক্তি দান ও জ্ঞান-
মন্ত্রবিহীন ব্যক্তি প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করে,
তাহাদের কি ফললাভ হয় ? ঈশ্বর বলিলেন,—
ধনী অধনী মন্ত্রী অমন্ত্রী যে কেহ প্রভাসে নিধন
প্রাপ্ত হইলেই শিবালয়ে গমন করে । যে সকল
মন্ত্রহীন ও ধর্ম্মহীন ব্যক্তি প্রভাসে প্রাণত্যাগ
করে, আমি তাহাদিগকে এক স্তুমহৎ বিমান
প্রদান করি । তাহারা জ্ঞানদানের অনুরূপই
পরম পদ প্রাপ্ত হয় । প্রভাসে কেহ জ্ঞানদান
প্রভাবে, কেহ লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, কেহ লিঙ্গার্চনা
করিয়া, কেহ ধ্যানপ্রভাবে—কেহ যোগপ্রভাবে
—কেহ মন্ত্রজপপ্রভাবে—কেহ তপঃপ্রভাবে
—কেহ তীর্থবাসপ্রভাবে এবং কেহ কেহ বা কেবল
ভক্তিপ্রভাবে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ।
আর এতস্ত্রি বহু উত্তমাদধম-মধ্যম ব্যক্তি ক্ষেত্র-
প্রভাবে সূর্য্যসান্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া
শিবপুরে প্রয়াণ করে । তাহারা সকলেই হস্তে
ত্রিশূল লইয়া বৃষভে আরোহণ করিয়া দিব্য অপ্সরা-
গণের সহিত ক্রৌড়া করিয়া থাকে । আমি ভক্তি

অনুসারে এইকণ অব্যয় কল প্রদান করি ।
প্রভাসক্ষেত্র অলপক ; ইহা কাহাকেও কণন ধর্ম্মা-
ধর্ম্মে লিপ্ত করে না । ধর্ম্মই আচরণ করুক,
আর অধর্ম্মই আচরণ করুক, মানবগণ এখানে
ধাকিয়া নিঃসংশয় শিবর লাভ করে । জন্মান্ব
ব্যক্তি মদ্যে ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে কুড়লোকে
পূজিত হয় । যাহারা জন্মাবধি বধির, তাহারা
আমার এই প্রভাসক্ষেত্রে মরিলে, আমি তাহাদি-
গকে অভয় প্রদান করিয়া গ্রহণ করি । অতঃপর
আমি তীর্থস্পর্শবিধি বলিতেছি । মন্ত্র দ্বারা অভি-
মন্ত্রিত করিলে তীর্থ সন্নিহিত হয় । প্রথমতঃ তীর্থ
প্রাপ্ত হইয়া প্রণব দ্বারা শুচি জলে অবগাহন
করিবে । পরে অধ্যাত্মমন্ত্রযোগে স্নান করিবে ।
মন্ত্রযথা, হে দেবদেব শিতিকণ্ঠ দণ্ডিন্ কুজ
বামহস্তচক্রিণ্ বেধঃ ! আমি তোমাকে ওঙ্কার
উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি ॥ ১০১—১২৬ ॥ হে
সরস্বতি, সাবিত্রি, বেদমাতা ও বিভাবরি ! আপনারা
এই পাপপ্রণাশী তীর্থে সন্নিধান করুন । এই
হইল সকল তীর্থ স্নানের মন্ত্র । এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া নমস্কার করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে ।
তীর্থে স্নান করিয়া সেই দিন উপবাস করিতে হয় ।
যে তিথিতে তীর্থে স্নান করা যায়, স্নান

কস্মিন্তীর্থে নরৈঃ পূর্বং প্রভাসক্ষেত্রমাগতৈঃ ।
 স্নানং কার্যং মহাদেব তস্মৈ বিস্তরতো বদ ॥ ২৮ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । হস্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি আদ্যং তীর্থং
 মহাপ্রভম্ । পূর্বং যত্র নরৈঃ স্নানং ক্রিয়তে
 তচ্ছৃণু মে ॥ ১২১ ॥

ইতি ঈশানো তীর্থযাত্রাবিধানবর্ণনং নামাষ্ট্রা-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ
 সাগরস্ত তটে শুভে । যত্রাসৌ বাড়বো যুক্তঃ সর-
 স্বত্যা বরাননে ॥ ১ ॥ দক্ষিণে সোমনাথস্ত সূর্ব-
 পাপপ্রণাশনম্ । তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং পদ্মকং
 নাম নামতঃ ॥ ২ ॥ ধ্বস্তরশতে প্রোক্তং সোমেশা-
 জ্জলমধ্যগম্ । কুণ্ডং পাপহরং প্রোক্তং শতহস্ত-
 প্রমাণতঃ । তত্র স্নানং প্রকুর্বাৎ বিগাহ্য নিধি-
 মন্তসাম্ ॥ ৩ ॥ আদৌ কুর্বা তু বপনং সোমেশ্বর-
 সমীপতঃ । শঙ্করং মনসা ধ্যায়ন্ কেশাংস্তত্র পরি-

ত্যজ্যেৎ । সমুত্তার্য ততঃ কেশান ভূয়ঃ স্নানং সমা-
 চরেৎ ॥ ৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং মহুষ্যো
 বৃত্তিকর্ষিতঃ । তদেব পরিতপ্নতে সর্বং কেশেযু
 তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কেশাংস্তত্র
 বিনিক্ষিপেৎ । তদেব সোমনাথাগ্রৈ কুর্বা তু দ্বিগুণং
 ফলম্ ॥ ৬ ॥ অগ্নিতীর্থসমীপস্থং কপর্দিদ্বারমধ্যগম্ ।
 তত্রৈব দ্বিগুণং জেয়মন্তত্রৈকগুণং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥
 ক্ষুরকর্ম্ম ন শস্তং স্তাদ্যোষিত্রাস্ত বরাননে । সত্তর্জ-
 কাণাং তত্রৈব বিধিঃ তাসাং শৃণু মে ॥ ৮ ॥ সর্কান্
 কেশান সমুদ্রত্যা ছেদয়েদঙ্গুলধরম্ । ততো দেবান্
 বিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৯ ॥ যুগুনং
 চোপবাসশ্চ সর্বতীর্থেষু বিধিঃ ॥ ১০ ॥ গঙ্গায়াং
 ভাস্করে ক্ষেত্রে মাতাপিত্রোর্গুর্দৌ যুতে । আধানে
 সোমপানে চ বপনং সপ্তসু স্মৃতম্ ॥ ১১ ॥
 অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ । নাসৌ
 তৎফলমাপ্নোতি বপনাদ্যচ্চ লভ্যতে ॥ ১২ ॥
 বিনা মন্ত্রেন যন্তত্র দেবি স্নানং সমাচরেৎ ।
 সমাপ্নোতি কচিচ্ছ্রো যুক্তৈকং পর্ববাসরম্ ॥ ১৩ ॥
 বিনা মন্ত্রং বিনা পর্ব ক্ষুরকর্ম্ম বিনা নরৈঃ ।

করিয়া পরে শঙ্করকে মনে মনে ধ্যান করত ঐ
 কুণ্ডে উপ্ত কেশ সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া পুনরায়
 স্নান করিবে। মহুষ্য জীবিকার অহুরোধে যে
 সমস্ত পাপ অর্জন করে, তৎসমস্ত পাপই কেশ-
 সমূহে অবস্থান করিয়া থাকে। এজন্ত তীর্থে
 কেশবপন করিতে হয়। সোমনাথের অগ্রৈ
 বপনাদি কর্ম্ম করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। আর অগ্নি-
 তীর্থসমীপে কপর্দিদ্বারে কেশবপনাদি কার্য্য
 করিলেও দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়, অস্ত সর্বত্রই
 ফল একগুণ জানিবে। রমণীগণের ক্ষুরকর্ম্ম
 প্রশস্ত নহে। এ বিষয়ে সধবাদের বিধি বলি-
 তেছি শ্রবণ কর। তাহার সমস্ত কেশদাম
 সংযত করিয়া দুই অঙ্গুল পরিমাণ তাহার
 অগ্রভাগ ছাটিয়া ফেলিবেন। বিধিপূর্বক দেবতা
 ও পিতৃতর্পণ, যুগুন, এবং উপবাস এগুলি সর্ব-
 তীর্থের সাধারণ বিধি। গঙ্গা ও ভাস্করক্ষেত্রে,
 পিতৃ-মাতৃ-গুরু-মরণ, আধান ও সোমপান এই
 কয়েকটি ব্যাপারে বপন বিধেয়। বপন
 করিয়া যে ফল লাভ করা যায়, লক্ষ অশ্বমেধ
 করিয়াও সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।
 যে ব্যক্তি উপ্ত তীর্থে মন্ত্রহীন স্নান করে,
 অথবা পর্ববাসরে স্নান না করে, সে কচিৎ

সংবৎসর সেই তিথিতে উপবাস করিবে। দেবী
 বলিলেন,—হে দেব! যাহারা প্রভাসক্ষেত্রে গমন
 করে, প্রথমে তাহাদের কোন তীর্থে স্নান করা বিধেয়?
 আপনি তাহা বিস্তররূপে আমায় বলুন। ঈশ্বর
 বলিলেন,—হ্যা আমি সেই আদ্য তীর্থের কথা বলি
 তেছি—নরগণ প্রভাসক্ষেত্রে স্নান করিবার আগে
 যেখানে স্নান করে, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১২৫—১২৯ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে শুভে! উক্ত তীর্থের
 পর অগ্নিতীর্থে গমন করিতে হয়। এই স্থানে
 অগ্নি যুক্ত হইয়াছিলেন। এইতীর্থ সোমনাথ তীর্থের
 দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা সর্বপাপপ্রণাশন। এই
 তীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত এবং পদ্মক নামে লোকে
 প্রসিদ্ধ। এই স্থানে সোমেশ্বরের নিকট হইতে
 শত ধনু অন্তরে জলমধ্যে এক কুণ্ড আছে।
 এই কুণ্ড শতহস্তপরিমিত এবং পাপহর। এই
 স্থানে অস্তোনিধিতে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে
 হয়। প্রথমতঃ সোমেশ্বরসম্মিধানে কেশবপন

কুশাগ্রেণাপি দেবেশি ন স্পৃষ্টবো মহোদধিঃ । ১৪
এবং স্নাত্বা বিধানেন দ্বার্বাং চ মহোদধৌ
সম্পূজ্য পুষ্পগন্ধৈশ্চ বস্ত্রৈঃ পুষ্পাঙ্কুলেপনৈঃ । ১৫
হিরণ্যম্ যথাশক্ত্যা নিক্ষিপেত্তত্র কঙ্কণম্ । ১৬
এবং কৃৎন্য বিধানং তু স্পর্শয়েন্নবণোদধিন্
মন্ত্রেণানেন দেবেশি ততঃ সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ । ১৭
ওঁনমো বিষ্ণুগুণায় বিষ্ণুরূপায় ত্তে নমঃ । সান্নিধ্যে
ভব দেবেশ সাগরে লবণান্তসি । ১৮। অগ্নিশ্চ রেতো
মুড়য়া চ দেহো রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্ত নাতিঃ । এতদ্
ক্রবং পার্বতি সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত্তু পতিং
নদৌনাম্ । ১৯ । ওঁ নমো রত্নগর্ভায় মন্ত্রেণানেন
ভামিনি । কঙ্কণং প্রাক্ষিপেত্তত্র ততঃ স্নানাদ্যদৃচ্ছয়া ।
। ২০ । ততশ্চ উপিয়েদেবান্নমুখ্যাংশ্চ পিতামহান্ ।
ভিলমিষ্মেণ তোয়েন সম্যক্জ্ঞানসমব্রিতঃ । ২১ ।
আজ্ঞায়তসাহস্রং যৎ পাপং কুরুতে নরঃ । সৰ্জ্জৎ
স্নাত্বা ব্যাপোহেত সাগরে লবণান্তসি । ২২ । বৃষভ-
স্তজ দাতব্যঃ প্রবৃন্তে সুরকর্ষণি । আশ্বপ্রকৃতি-
দানঞ্চ পীতবস্ত্রং তথৈব চ । ২৩ । অনেন বিধিনা
তত্র সম্যক্ স্নানং সমাচরেৎ । স্পর্শয়েন্নাভবং
তেজশ্চাস্তথা দোষভাগু ভবেৎ । ২৪ । বরঃ শাপশ্চ

শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে। মন্ত্র, পর্ক ও সুর
কর্ম ব্যতিরেকে কুশাগ্রেণ মহোদধি স্পৃষ্টব্য নহে।
ঐদৃশ বিধানে স্নান করিয়া অর্ঘ্য, পুষ্প, গন্ধ, বস্ত্র ও
অঙ্কুলেপন দ্বারা মহোদধির পূজা করিয়া তাহার
জলে হিরণ্যম্ কঙ্কণ নিক্ষেপ করিতে হয়। এইরূপ
বিধি-মন্ত্র অঙ্কুলেপন মহোদধিকে স্পর্শ করিয়া
পরে তাহার সান্নিধ্য করবে। মন্ত্র যথা,—হে বিষ্ণু-
গুণ বিষ্ণুরূপ! তোমাকে ওঙ্কারপুয়ঃসর নমস্কার;
এই লবণজলময় সাগরে তুমি আমার নিকটস্থ হও
অগ্নি অমৃতের রেত, মুড়ানো দেহ এবং রেতোধা
বিষ্ণু তাহার নাতি। এই সত্য বাক্য বলিতে
বলিতে মহোদধিতে অবগাহন করিতে হয়। “ওঁ
নমো রত্নগর্ভায়” এই মন্ত্রে কঙ্কণ নিক্ষেপ করিয়া
তথায় যথেষ্ট স্নান করিবে। স্নানের পর ভিল-
তোয় দ্বারা দেব, মনুষ্য, ও পিতামহগণকে ভক্তি-
পূর্বক তর্পিত করিবে। লবণসমুদ্রে একবার মাত্র
স্নান করিলে শতসহস্র জন্মে যে পাপ করা যায়,
তৎসমস্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ স্থানে সুরকর্ষে
প্রবৃত্ত হইয়া বৃষ, আশ্বপ্রকৃতি, ও পীতবস্ত্র দান
করিতে হয়। এতাদৃশ বিধানে ঐ স্থানে সম্যক্
স্নান করিবে। তত্রত্য বাড়ব তেজঃ স্পর্শ করিবে;

তস্তায় পুরা দত্তো যথা দ্বিজৈঃ । ২৫ । দেব্যাবাচ ।
কুত্রকুত্র মহাদেব জলস্নানাদ্বিত্যর্থি । কিমর্থং
সাগরে দোষঃ প্রাপ্যতে কোতুঃ মহৎ । ২৬ । যত্র
গন্ধাদয়ঃ সর্গা নদ্যো বিজ্ঞান্দিমাগতাঃ । যত্র বিষ্ণুঃ
স্বয়ং শেতে যত্র লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দ্বিতা । ২৭ । কিমর্থং
বরশাপং তু তস্ত দত্তং দ্বিজৈঃ পুরা । সর্বং বিস্ত-
রতো ক্রহি মহান্নে সংশয়োহত্র বৈ । ২৮ । ঈশ্বর
উবাচ । দীর্ঘসত্রং পুরা দেবি প্রারব্ধং সুরসন্তমৈঃ ।
প্রভাসং তীর্থমাসাদ্য সম্যক্জ্ঞানসমব্রিতৈঃ । ২৯ ।
ততঃ সত্রাবসানে তু দত্তা দানমনেকথা । সর্বক-
ত্রাক্ষণেশ্বরাণাং প্রভাসক্ষেত্রবাসিনাম্ । ৩০ । তাবদন্তে
দ্বিজান্তত্র দক্ষিণাং সমাগতাঃ । দেশীয়ান্ত্রজবাস্তব্যাঃ
শতশোহথ সহস্রশঃ । ৩১ । প্রার্থনান্ত্রজভীতাশ্চ
ততো দেবাঃ সবাসবাঃ । প্রনষ্টান্তান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা
ত্রাক্ষণাচ্চানুব্রজুঃ । ৩২ । খেচরস্তং পুরা দেবি
হ্যসীদগ্রভূবাং মহৎ । তেন যাস্তি ক্রতং সর্বৈ যত্র
যত্র সুরালয়াঃ । ৩৩ । এবং সর্বত্রগামিষ্মং তেবাং
বীক্ষ্য দিবৌকসঃ । প্রবিষ্টাঃ সাগরং ভীতা উচু-

অন্তথা দোষভাগী হইতে হয় । ১—২৪ । দ্বিজগণ পূর্বে
এই তীর্থ বিষয়ে বর ও শাপ দিয়াছিলেন। দেবী
বলিলেন,—হে মহাদেব! কোন্ কোন্ স্থানে জলস্নান
হইতে বিস্তৃদ্ধি লাভ হয়? সাগর কি জন্ত দোষাই
হইল? ইহা আপনি বলুন, শুনিবার জন্ত আমার মহৎ
কৌতুক জন্মিয়াছে। দেখুন, যেখানে গন্ধাদি নদী
সকল বিজ্ঞান লাভ করিয়াছে; যেখানে স্বয়ং বিষ্ণু
শয়ন করিয়া আছেন; যেখানে লক্ষ্মীদেবী বাস
করেন, দ্বিজগণ সেই সাগরকে বর বা শাপ প্রদান
করিলেন কেন? এই সকল তত্ত্ব আপনি বিস্তৃত-
ভাবে বলুন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মি-
য়াছে। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্বে দেব-
গণ ব্রহ্মা-সমব্রিত হইয়া প্রভাস ক্ষেত্রে মহাসত্র
আরম্ভ করেন। পরে যজ্ঞ, সমাপ্ত হইলে তাঁহারা
বিপ্রগণকে বহু দক্ষিণা প্রদান করিয়া তোষিত
করেন। অনন্তর তদেশীয় শত শত সহস্র সহস্র
ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ ঐ স্থানে উপস্থিত হন।
তাহা দেখিয়া প্রার্থনান্ত্রজ-ভয়ে সবাসব দেবগণ
তথা হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ
নিরস্ত হইলেন না। তাঁহাদের অঙ্কগমন করিলেন।
হে দেবি! পূর্বে ব্রাহ্মণগণের খেচরস্থ ছিল।
সেই জন্ত তাঁহারা ক্রতগতি সুরালয়ে গমন
করিতে পারিয়াছিলেন। দেবগণ ব্রাহ্মণগণকে

তং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ শরণং তে বয়ঃ প্রাপ্তা
ব্রাহ্মণেভ্যো ভয়ং গতাঃ । নাস্তি বিত্তঞ্চ দানার্থঃ
তস্মাদ্ভিক্ষা মহোদধে ॥ ৩৫ ॥ একতঃ ক্রতবঃ
সর্বৈ সমাপ্তবরদাক্ষিণাঃ । একতো ভয়ভীতস্ত
প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ । বিশেষতশ্চ দেবানাং রক্ষণং
বহুপুণ্যদম্ ॥ ৩৬ ॥ সমুদ্র উবাচ । ব্রাহ্মণেভ্যো
ন ভীঃ কার্ধ্যা কথঞ্চিৎ সুরসন্তপাঃ । অহং বো
রক্ষয়িষ্যামি প্রবিশ্বেষং মমোদরে ॥ ৩৭ ॥ ততস্তে
বিবধাঃ সর্বৈ তস্ত বাক্যেন হর্ষিতাঃ । প্রবিষ্টা
গচ্ছন্তাঃ কৃষ্ণিঃ তন্তৈব ভয়বর্জিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ সমুদ্রো-
হপি মহৎ কৃত্বা নিজং রূপঞ্চ তুরিযঃ । জলজান
জীবসম্ভাতান ধৃত্বা ভীরুসমীপতঃ ॥ ৩৯ ॥ ততশ্চক্র
উপায়ং স ব্রাহ্মণানাং নিপাতনে । মৎস্তানামাশিষ্যং
পক্ষা মহারেন চ গোপিতম্ ॥ ৪০ ॥ অখোবাচ
দ্বিজান সর্বান প্রণিপত্য কৃতাজলিঃ । প্রসাদঃ
ক্রিয়তাং বিপ্রা মুহূর্তং মম সাস্ত্রিতম্ ॥ ৪১ ॥
আতিথ্যগ্রহণাদেব দীনস্ত প্রণতস্ত চ । যুগ্মদর্শঃ

অল্পগমন করিতে দেখিয়া এবং তাঁহাদের
সর্বগামিত্ব অবগত হইয়া ভয়ে সাগরে
প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন—হে মহাদেব!
ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা-ভয়ে ভীত হইয়া আমরা
এখানে আসিয়াছি, আমাদের বিত্ত নাই যে, তাঁহা-
দিগকে দান করিব । অধুনা আমরা তোমার
শরণ লইলাম, তুমি আমাদের রক্ষা কর । দেখ,
এক দিকে সমাপ্তবরদক্ষিণ আমাদের ক্রতু-
সকল ; আর এক দিকে প্রাণীর প্রাণরক্ষা ; বিশে-
ষতঃ দেবতাগণের প্রাণরক্ষা বহু পুণ্যদায়ক ।
সমুদ্র বলিল,—হে সুরসন্তপগণ ! ব্রাহ্মণগণ হইতে
আপনাদের কোন ভয় নাই, আমি আপনাদিগকে
রক্ষা করিব, আপনারা আমার উদরে প্রবিষ্ট
হউন । সমুদ্রের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেব-
গণ হৃষ্টান্তঃকরণে সমুদ্রের কৃষ্ণিমধ্যে প্রবেশ
করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন । সমুদ্র তখন
জলজাত মৎস্তাদি জীবসমূহকে ধারণ করিয়া
মহৎ রূপ ধারণকরত কূলে আসিয়া ব্রাহ্মণগণকে
নিপাতিত করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করি-
লেন । তিনি অন্নের সহিত মৎস্ত পাক করিয়া
অতি সাবধানে মৎস্ত সকলকে অন্ন ও গুণ রাখিয়া
কৃতাজলিপুটে প্রণামপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—
হে দ্বিজগণ ! অদ্য মুহূর্তকালের জন্য আপনারা
এই ভ্রমার্ত জনের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার

ময়া সমাগেতৎপাকং সমাবৃতম্ । ক্রিয়তাং ভোজনং
ভূয়ো গন্তব্যমহু নাকিনাম্ ॥ ৪২ ॥ অথ তে ব্রাহ্মণা
মত্মা সমুদ্রঃ শ্রদ্ধয়াবিতম্ । বাচমিত্যেব তং প্রোচ্য
বুভুভুঃ স্বর্গভাজনে ॥ ৪৩ ॥ ন ব্যজানন্ত তন্মাংসং
গুপ্তং স্বাহ কৃষাদ্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তৃণাশ্চ তে
বিপ্রা ব্রাহ্মণা বিগতক্লধঃ । আশীর্বাদং দদুঃ সর্বৈ
ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ভোজনান্তে ব্রাহ্ম-
ণানাং প্রাণান্তঃ ক্রতজয়নাম্ । আশীর্বিষাণাং সর্গাণাং
কোপো জ্ঞেয়ো মৃতাবধিঃ । প্রেরয়ামাস দেবান্ বৈ
গম্যতামিত্যুবাচ তান্ । ততো দেবাঃ সগচ্ছন্তা
গচ্ছন্তঃ শৌভ্রগা বিয়ৎ । গচ্ছতস্তাংস্ততো দৃষ্ট্বা
ব্রাহ্মণান্তত্র বন্দিতাঃ ॥ ৪৭ ॥ দক্ষিণাধঃ সমুদ্রে
সুরাহুদিগ্ধ পৃষ্ঠতঃ ॥ ৪৮ ॥ ততঃ প্রপতিতা ছুমৌ
দ্বিজান্তে সহসা পুনঃ । অভক্ষ্যভক্ষণান্তে বৈ ব্রাহ্মণা
মাংসভক্ষণাৎ ॥ ৪৯ ॥ নিকৃতিং তাং পরিজায় সমু-
দ্রস্ত ক্রষাবিতাঃ । দদুঃ শাপং মহাদেবি রৌদ্রঃ
রৌদ্রবপুর্জরাঃ ॥ ৫০ ॥ যস্মাদভক্ষ্যং মাংসং বৈ ব্রাহ্ম-
ণানাং পরং স্মৃতম্ । স্বয়োপহৃতমস্মাকং স্তম্ভপ্তং
ভক্ষ্যসংযুতম্ ॥ ৫১ ॥ একতঃ সর্বমাংসানি মৎস্ত-

প্রতি অল্পকম্পা প্রকাশ করুন । আমি আপনাদের
জন্ত পাক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আপনারা
ভোজন করুন । পরে দেবগণের অল্পগমন করি-
বেন । দ্বিজগণ সমুদ্রের এতাদৃশ সন্নিক্ষেপ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ‘আচ্ছা তাহাই হউক’ বলিয়া স্তব্ধ
থালে ভোজন করিতে লাগিলেন । তাঁহারা কৃষা-
দ্বিত হইয়া অল্পগুণ মাংস জানিতে পারিলেন না ;
পরিতোষের সহিত ভোজন করিলেন । তাঁহাদের
ক্রোধ অপনীত হইল, আশীর্বাদ করিতে লাগি-
লেন । ব্রাহ্মণগণের কোপ ভোজনান্ত, ক্রিয়গণের
প্রাণান্ত এবং আশীর্বিষসমূহের মরণান্ত জানিবে ।
অতঃপর সমুদ্র ‘অধুনা আপনারা গমন করুন’ এই
বলিয়া দেবতাগণকে বিদায় দিলেন । সমুদ্রবাচ্যে
দেবগণ সস্ত্র স্বর্গে গমন করিলেন । তদর্শনে
ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদের পশ্চাৎ অল্পসরণ করিয়া
তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনা-
পূর্বক দক্ষিণাধঃ প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ২৫—৪৮ ॥
অনন্তর তাঁহারা অভক্ষ্য মাংসভক্ষণদোষে সেই স্থানে
সহসা পতিত হইলেন । তখন তাঁহারা সমুদ্রের ধৃষ্টতা
বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে রৌদ্রমূর্তি ধারণ করত তাহাকে
অতি ভীত শাপ প্রদান করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,
—রে সমুদ্র ! মৎস্ত ও মাংস উভয় ব্রাহ্মণগণের

মাংসং তুধৈকতঃ । একতঃ সৰ্বপাপানি পরদারা-
স্তুধৈকতঃ ॥ ৫২ ॥ এবং বয়ং বিজ্ঞানস্তো যদি
মাংসস্ত দূষণম্ । তথাপি বধিতাঃ সৰ্বৈ অপরা-
ধিতকারিণঃ ॥ ৫৩ ॥ যস্মাং পাপমতে ক্রুর যয়া
বৈ বধিতা রয়ম্ । মাংসস্ত ভক্ষণান্ত্রাদপেষত্বং
ভবিষ্যসি ॥ ৫৪ ॥ অস্পৃশ্যঃ দ্বিজেন্দ্রাণামন্তেষাঞ্চ
নৃণাং ভুবি । তবোদকেন যে মৰ্ত্ত্যাঃ করিষ্যন্তি
কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ স্নানং তে নরকং ঘোরং প্রযাস্তন্তি
ন সংশয়ঃ । কৃতস্থানাঞ্চ যে লোকা য়ে লোকাঃ
পাপকৰ্ম্মিণাম্ ॥ ৫৬ ॥ তাংস্তবোদকসংস্পর্শাল্প্যস্তে
মানবা ভুবি ॥ ৫৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবং শপ্তঃ
সমুদ্রস্তৈত্রীকর্ণৈর্বরবৰ্ণিনি । ততো বর্ষসহস্রস্ত
হস্পৃশ্বঃ সমুদ্রব হ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তাসাকুলো ভূহা
সর্বাংস্তানিদমব্রবীৎ । দেবকার্য্যমিদং বিপ্রা ময়া
কৃতমবুদ্ধিনা ॥ ৫৯ ॥ বুদ্ধ্যতা-পরং ধর্ম্মং শরণাগত-
সম্ভবম্ । কামাং ক্রোধান্ত্রয়োভাদ্যস্ত্যজেক্ষরণা-
গতম্ ॥ ৬০ ॥ সত্যাহাপি স বিজ্ঞেয়ো মহাপাতক-
কারকঃ । যুগ্মভীত্যা সমায়াতাঃ স্বর্গিণঃ শরণং

মম ॥ ৬১ ॥ তে ময়া বধিতাঃ সমাগৃয্থা-
শক্ত্যা হ্যপায়তঃ । শোষরিষোহহমাত্মানং যস্মাক্ষণ্ডঃ
প্রকোপতঃ ॥ ৬২ ॥ ভবন্তির্নোৎসহে স্বাতুঃ জন-
স্পর্শাবিনাকৃতঃ । এবমুক্তা ততো দেবি সমুদ্রঃ
সরিতাং পতিঃ । আত্মানং শোষয়ামাস ক্রুধেন
মহতা স্থিতঃ ॥ ৬৩ ॥ ততো দেবগণাঃ সৰ্বৈ স্বলা-
কারং মহার্নবম্ । শনৈঃ শনৈঃ প্রপশ্বন্তো ভয়েন
মহতাবিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ উচুর্গতা তু লোকেশং দেব-
দেবং পিতামহম্ । অস্বংকৃতে দ্বিজৈঃ শপ্তঃ
সাগরো ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥ ৬৫ ॥ স শোষয়তি
চাত্মানং ক্রুধেন মহতাবিতঃ । সমুদ্রাজলমাদায়
প্রবর্ষন্তি বলাহকঃ ॥ ৬৬ ॥ ততঃ সঞ্জায়তে শস্তং
শস্তাদযজ্ঞা ভবন্তি চ । যজ্ঞৈঃ সঞ্জায়তে তৃপ্তিঃ
সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৬৭ ॥ এবং তস্ত বিনা-
শেন নাশোহস্মাকং ভবিষ্যতি । তস্মাকং রক্ষ তং
গহা যথা শোষং ন গচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥ যথা
বিপ্রান্তে তথা নীতির্নিধীয়তাম্ ॥ ৬৯ ॥ দেবানাং
বচনাদব্রজা গহা সাগরসন্নিধৌ । সমুদ্রার্থে যযাচে
তান ব্রহ্মণান ক্ষেত্রবাসিনঃ ॥ ৭০ ॥ ব্রহ্মোবাচ ।

একান্ত অভক্ষ্য, সেই মাংস অপর ভক্ষ্যর
সহিত তুই আমাদিগকে আহার করাইয়াছিস্,
মৎস্ত ও মাংসের তুল্যতার স্থায় পর-
দারাভিগমনজনিত পাপ ও অন্তান্ত সর্ববিধ পাপ
এ উভয়ও সমান । আমরা মাংসের এবাধিধ দেয
অবগত থাকিয়াও পরীক্ষা করিয়া ভোজন করি
নাই বলিয়া তুই আমাদিগের প্রতি এরূপ বঞ্চনা
করিয়াছিস্ । রে পাপমতি ক্রুর ! যে হেতু তুই
বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ
করাইয়াছিস্, অতএব তুই জগতে মানবগণের
অপেষ ও অস্পৃশ্য হইবি । যে নর তোর জলে স্নান
করিবে, সে ঘোর নরকে গমন করিবে, এ বিষয়ে
আর কোন সংশয় নাই । কৃতস্ত ও পাপকৰ্ম্মিগণ
যে লোকে গমন করে, জুতলে যে সকল মানব
তোর উদক স্পর্শ করিবে, তাহাদের উক্তলোকে
গতি হইবে । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! সাগর
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বর্ষসহস্র
কালের জন্ত অস্পৃশ্য হইয়া রহিল । অনন্তর সমুদ্র
নিভাস্ত ত্রস্ত ও আকুল হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বলি-
লেন,—হে দ্বিজগণ ! আমি আপনাদের প্রভাব
না জানিয়া, শরণাগতরক্ষা পরম ধর্ম্ম মনে করিয়া
দেবকার্য্য অমুষ্ঠান করিয়াছি । কাম-ক্রোধ-ভয় ও
লোভ বশতঃ যে জন শরণাগত ব্যক্তিকে পরি-

ভ্যাগ করে, সে সত্যভ্রষ্ট হইয়া মহাপাতকী হইয়া
থাকে । আপনাদের ভয়ে দেবগণ আমার শরণ
লইয়াছিলেন ; সেই জন্ত আমি যথাশক্তি তাঁহা-
দিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম । অধুনা আপনারা যদি
দয়া না করেন, তাহা হইলে আমি শুকাইয়া যাইব ;
আপনারা আমার জলস্পর্শ না করিলে আমি
ধাকিতে পারিব না । এই কথা বলিয়া সরিৎপতি অতি
ক্রুখে শুক হইয়া গেলেন । ৪২—৬৩ । দেবগণ তদ-
র্শনে ভীত হইয়া এই সংবাদ লোকাপতামহ ব্রহ্মাকে
জানাইলেন । তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের জন্ত
সাগর ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ।
অধুনা তিনি অতি ক্রুখে শুক হইয়া গিয়াছেন ।
সমুদ্র হইতে জল লইয়া বলাহকবৃন্দ বর্ষণ করে,
তাহা হইতে শস্ত হয় ; শস্ত হইতে যজ্ঞ, আর যজ্ঞ
হইতে আমরা তৃপ্ত হই । সুতরাং সমুদ্রের নাশে
অধুনা আমরাও বিনষ্ট হইব । সম্প্রতি আপনি গমন
করিয়া সমুদ্রকে রক্ষা করুন, যাহাতে সে শুকতা
প্রাপ্ত না হয় । বিপ্রগণ যাহাতে ভুষ্ট হন, সে বিষয়ের
সুনীতি উদ্ভাবন করুন । দেবতাগণের এই প্রকার
বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সাগরসমীপে উপস্থিত
হইয়া তাহার হিতের জন্ত ক্ষেত্রবাসী শাপপ্রদাতা
ব্রাহ্মণগণকে ত্রোষিত করিতে লাগিলেন । তিনি

প্রসাদঃ ক্রিয়তামস্ত সাগরস্ত বিজ্ঞোত্তমাঃ । যথা
পবিত্রতাং যতি মধাক্যাং ক্রিয়তাং তথা ॥ ৭১ ॥
প্রদানন্তি স যুযভ্যং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭২ ॥ যুযং
ভবিষ্যথাভ্যস্তং ভুমিদেবা ইতি ক্রিতো । নান্না
মধ্চেনারূনং সত্যমেতন্নয়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥ ব্রাহ্মণা
উচুঃ । নাস্তথা কর্তুমিচ্ছামস্তব বাক্যাং জগৎপতে । ন
চ মিথ্যাস্থনো বাক্যাং প্রমাণং চাত্ত বৈ ভবান্ ॥
৭৪ ॥ তন্নো বাক্যাং সুরধেষ্ঠ হিতং বা যদি বাহি-
তম্ । পরং স্তাজ্জগতাং শ্রেয়ঃ সর্বেষাঞ্চ দিবো-
কসাম্ । তথা কুরু জগন্নাথ অস্মাকং হিতকারণম্ ॥
৭৫ ॥ অথোবাচ নদীনাতং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
মা শোষয় অমাস্থানং হিতং বাক্যাং শৃণু মে ॥ ৭৬ ॥
নাস্তথা শক্যতে কর্তুং বিজ্ঞানং বচনং হি তৎ ।
ব্রাহ্মণাঃ কুপিতা নুনং ভাস্মীকুৰ্যুঃ স্বতেজসা ॥ ৭৭ ॥
দেবান্ কুৰ্য্যদেবাশ্চ তস্মাত্তায়ৈব কোপয়েৎ । যস্মা-
দেব তব স্পর্শস্থিধা মেধো ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ পূর্ক
কালে চ সম্প্রাপ্তে নদীনাত সমাগমে । সেতুবন্ধে
তথা সিদ্ধৌ তীর্থেষ্বস্তেষু সংযুতঃ ॥ ৭৯ ॥ ইত্যেব-
মাদিসর্কেষু মধ্যোহস্ত্রজ ন কর্শ্বণি । যৎকলং
সর্কতীর্থেষু সর্কযজ্ঞেষু যৎকলম্ । তৎকলং তব

তোয়স্ত স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৮০ ॥ গয়াধাক্ষে
তু যৎপুণ্যং গোত্রগ্রহে মরণেন চ । তৎকলং তব
তোয়স্ত স্পর্শাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥ অপেয়স্বং তথা
ভাবি স্বাদমাত্রেন কেবলম্ । গণ্ডুষমপি পীতঞ্চ তোয়স্তা-
শুভনাশনম্ ॥ ৮২ ॥ ভবিষ্যতি নৃণাং লোকে তব
সৌখ্যবিবর্জনম্ । পিতৃণাং তব তোয়েন যঃ করি-
ষ্যতি তর্পণম্ । পুরৌজ্ঞেন বিধানেন তস্ত পুণ্য-
কলং শৃণু ॥ ৮৩ ॥ যাবৎ তিষ্ঠসে লোকে যাব-
চ্চন্দ্রার্কতারকাঃ । তবোদকায়ুতৈশ্চ গুণ্যস্তাবৎ স্বাস্তি
পূর্কজাঃ ॥ ৮৪ ॥ মাঘে মাসি চ যঃ স্নায়াদ্ভিন্নরন্তর্ধ্যেণ
ভাবিতঃ । পৌণ্ডরীককলং তস্ত দিবসে দিবসে
ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥ যাত্রায়ামথ বাস্ত্রজ পূর্ককালে শশি-
গ্রহে । অত্র স্নাত্তি যঃ সম্যক্ সাগরে লবণান্তসি ।
অশ্বমেধসহস্রস্ত কলং প্রাপ্যতি মানবঃ ॥ ৮৬ ॥
ত্রীসোমেশসমুদ্রস্ত অন্তরে যে স্নাতা নরাঃ । পাপি-
নোহপি গমিষ্যন্তি স্বর্গং নিধূতকল্মষাঃ ॥ ৮৭ ॥ এবং
ভবিষ্যতি সদা তব মধ্চেনাধিভো । প্রযচ্ছস্ব বিজ্ঞে-
ন্নাণাং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৮৮ ॥ তেন তুষ্টা
বরং ভূয়ঃ প্রদানন্তি তবেষ্পিতম্ ॥ ৮৯ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বাচস্মিতোব সাগরঃ ।

বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! যাহাতে এই সাগর
পবিত্রতা লাভ করে, আপনারা আমার বাক্যে
তাহা করুন । সাগরের প্রতি প্রসন্ন হউন; সে
আপনাদিগকে বিবিধ রত্ন প্রদান করিবে । আপ-
নারা আমার বাক্যে ক্ষিতিতলে মাননীয় হুদেব
হইবেন; ইহা আমি সত্য বলিলাম । ব্রাহ্মণগণ
বলিলেন,—হে জগৎপতে! আমরা আপনার
বাক্যের অন্তথাচরণ করিতে পারিব না; আর
আমাদেরও বাক্য মিথ্যা হইবার নহে; অতএব এ
বিষয়ে যাহা করিতে হয়, আপনিই বিবেচনাপূর্বক
করুন । আপনি আমাদের বাক্যে হিত বা অহিত
যাহাতে জগতের, দেবগণের ও আমাদের শ্রেয়ো-
বিধান হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হউন । অনন্তর লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা নদীনাত সমুদ্রে বলিলেন,—হে
সাগর! তুমি শুভতাপ্রাপ্ত হইও না, আমার কথা
শোন । বিজবাক্য অন্তথা হইবার নহে, তাঁহারা
স্বতেজে জিহুবন ভস্ম করিতে পারেন; এমন কি
দেবতাদিগকেও তাঁহারা অদেব করিতে সক্ষম ।
অতএব তাঁহাদিগকে কোপিত করা উচিত নহে ।
তুমি পূর্ককালে, নদীসমাগমে ও সেতুবন্ধে
তিন স্থলে শুচি হইবে । সর্কতীর্থ ও যজ্ঞে,

যে কল লব্ধ হয়, তোমার তোয়স্পর্শে মানবগণ
সেই কল প্রাপ্ত হইবে । গয়াতীর্থ এবং গোত্রগ্রহে
মরণে যে কল পাওয়া যায়, তোমার তোয়স্পর্শে
নরগণ সেইকল লাভ করিবে । তুমি কেবল স্বাদ-
মাত্রে অপেয় হইবে । গণ্ডুষমাত্র তোমার জল পান
করিলে পাপ নাশ হইবে ৬৪—৮২ । যে মানব
পুরৌজ্ঞ বিধানে তোমার জলে পিতৃতর্পণ করিবে,
তাহার পুণ্যকল শ্রবণ কর । তুমি যাবৎ জগতে
বিদ্যমান থাকিবে, যাবৎ চন্দ্র-তারকা থাকিবে, তাবৎ
পিতৃলোক তোমার জলপানে তৃপ্তিলাভ করিবেন ।
যে মানব মাঘমাসে নিরন্তর তোমার জলে স্নান
করিবে, দিবসে দিবসে তাহার পৌণ্ডরীককললাভ
হইবে । যাত্রাকালে, পূর্ককালে অথবা শশিগ্রহে
যে মানব তোমার লবণান্ত জলে স্নান করিবে,
তাহার অশ্বমেধ সহস্রের কললাভ হইবে ।
ত্রীসোমেশ্বর সমুদ্রের মধ্যে যে সকল লোক মৃত
হয়, তাহারা পাপী হইলেও বিগতকলুষ হইয়া
সুরপুরে গমন করে । হে সমুদ্র! আমার বাক্যে
তোমার এই সকল হইবে, অধুনা তুমি ব্রাহ্মণগণকে
বিবিধ রত্ন প্রদান কর । তাঁহারা তুষ্ট হইয়া
তোমার ঈষ্পিত প্রদান করিবেন । ঈশ্বর বলি-

ব্রাহ্মণৈভ্যঃ সুরতানি দদৌ শ্রদ্ধাসমৰিভঃ । ১০ ।
ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মণো বাক্যমশেষঃ সমুচ্ছিতম্ । ক্ষুরকর্ষ
তথা কৃষা স্নানঃ সর্বৈহপি চক্রিরে । ১১ । এবং
পবিত্রতাং প্রাপ্ততীর্থং লবণোদধিঃ । তন্ত মধ্যো
মহাদেবি স্নিগ্ধানাঃ পঞ্চকোটয়ঃ । ১২ । অগ্নিন্
মবন্তরে দেবি অদৃশ্যঃ সাগরে কুতাঃ ।
অগ্নিকুণ্ডে তত্রৈব তথাস্তং পদ্মকংসরঃ । ১৩ ।
মধ্যে তু প্রাবৃতঃ সর্বমগ্নিগ্নবন্তরে
প্রিয়ে । চক্রমৈনাকরোর্মধ্যে দিশি দক্ষিণমুচ্যতে ।
১৪ । শাতকুন্তময়ে কুন্তে ধনুষ্মযুতবিস্তৃতে ।
তত্র কুন্তস্ত মধ্যস্থো বড়বানলসংজিতঃ । ১৫ ।
স্বচীবক্রো মহাকায়ঃ স জলং পিবতে সদা ।
এতদন্তরমাসাদ্য অগ্নিতীর্থং প্রচক্রেতে । ১৬ ।
তন্ত মধ্যো মহাসারং বাডবং যত্র বৈ মুখম্ ।
স্রীসোমেশাদক্ষিণতো ধনুস্তরশতাবধি । উত্তরা-
মানসাং পূর্বং যাবদেব কৃতশ্রমম্ । ১৭ ।
এতদগোপাং বরারোহে ন দেয়ং যন্ত কন্তচিত্ ।
ব্রহ্মস্রোহপি বিশুধ্যত ঋতৈতরাত্র সংশঃ । ১৮ ।
এবং শাপো বরো দত্তঃ সাগরস্ত যথা দ্বিজৈঃ ।
পূর্বং কষ্টৈস্ততস্তষ্টৈস্তং সর্বং কথিতং ময়া । ১৯ ।

ইতি স্রীহান্দে সমুদ্রস্তাপেয়তাকারণবর্ণনং নামৈ-
কোনত্রিশোহধ্যায়ঃ । ২০ ।

লেন,—পিতামহের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া
সাগর তাহা অল্পমোদন করিল এবং ব্রাহ্মণগণকে
শ্রদ্ধা সহকারে বিবিধ রত্ন দিল । ব্রাহ্মণগণও
প্রজাপতির সমুদয় বাক্য স্বীকার করিয়া তদনুরূপ
অনুষ্ঠান করিলেন । তাঁহারা ক্ষুরকর্ষ করিয়া স্নান
করিলেন । এইরূপে লবণোদধি তীর্থও প্রাপ্ত হইল ।
এই লবণোদধির মধ্যে পঞ্চকোটিলিঙ্গ বিদ্যমান
আছে । বর্তমান মবন্তরে তাহা সাগরে অদৃশ্য
হইয়া গিয়াছে । আরও ঐ স্থানে অগ্নিকুণ্ড ও
পদ্মসর নামক দুইটা তীর্থ আছে । বর্তমান মবন্তরে
এই তীর্থদ্বয়ের মধ্যস্থল অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে ।
চক্র ও মৈনাকের মধ্যে দক্ষিণে অযুত ধনু আয়ত
সুবর্ণকুন্তে ইহা অবস্থিত । ঐ কুণ্ডের মধ্যে মহা-
কায় স্বচীবক্র বড়বানল বিরাজিত । ঐ অনল
সর্বদা জলশোষণ করিতেছে । ইহারই মধ্যভাগে
অগ্নিতীর্থ জানিবে । এই স্থান স্রীসোমেশ্বর তীর্থের
দক্ষিণে শত-ধনু অন্তরে অবস্থিত । উত্তর-
মানসের পূর্বে কৃতশ্রম পর্য্যন্ত বিস্তৃত । অগ্নি
বরারোহে! এ তীর্থ অতি গোপনীয়, যাহাকে

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । স্নাত্ব তত্রাগ্নিতীর্থেষু কং দেবঃ
পূর্বমর্চয়েৎ । নির্বিঘ্না জায়তে যেন যাত্না নৃণাং
সুরেশ্বর । তস্মৈ যাত্নাবিধানং তু যথাবদ্বক্তুমর্হসি ।
১ । ঈশ্বর উবাচ । এবং স্নাত্ব বিধানেন দম্বাধ্যাং
চ মহোদধৌ । সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ বজ্রৈঃ
পুষ্পাবলৈপনৈঃ । ২ । হিরণ্ময়ং যথাশক্ত্যা
প্রকিপেত্তত্র কঙ্কণম্ । ততঃ পিতৃভূতপরিহা
গচ্ছেদেবং কপর্দিনম্ । ৩ । পুষ্পৈর্ধূপৈস্তথা
গন্ধৈর্বজ্রৈঃ সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । গণানাং স্তুতি
মজ্জেন অর্ঘ্যং চাত্মৈ নিবেদয়েৎ । ৪ । শূজাপামধ
দেবেশি মজ্জশাষ্টাকরঃ স্মৃতঃ । তত্র সোমেশ্বরং
গচ্ছেদেবং পাপহরং পরম্ । ৫ । স্নাপয়িত্বা
বিধানেন জপেচ্চ শতকুদ্রিয়ম্ । তথা ক্রত্বান্
সপঞ্চাঙ্গাঃস্তথাস্তা ক্রত্বেসংহিতাঃ । ৬ । স্নাপয়েৎ
পয়সা চৈব দগ্না স্বত্বযুতেন চ । মধুনেক্ষুরসেনৈব

তাহাকে বলিবার নহে, ব্রহ্মর ব্যক্তিও এই তীর্থ
কথা শুনিয়া নিঃশংসে নিশাপ হয় । হে চিত্রায়ি!
উক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণগণ পূর্বে কষ্ট হইয়া শাপ ও পরে
তুষ্ট হইয়া (সমুদ্রকে) বর দিয়াছিলেন । এই আমি
তোমার নিকট সমস্ত কীর্তন করিলাম । ৮৩—২১।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! অগ্নিতীর্থে স্নান
করিয়া কোন দেবতার অগ্রে পূজা করিতে হয়?—
কিরূপেই বা মানবগণের এখানে নির্বিঘ্নে যাত্না
হইয়া থাকে, আপনি তাহা বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিধিপূর্বক স্নানান্তে মহোদধিতে অর্ঘ্য
প্রদান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ও অমুলৈপ নাদি
দ্বারা পূজা করিয়া তাহাতে হিরণ্ময় কঙ্কণ নিক্ষেপ
করিবে । অনন্তর ঐ স্থানে পিতৃভূতপণ করিয়া
দেবকপদীর সমীপে গমন করিবে । সেখানে
যাইয়া গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদি দানে ভক্তি সহকারে
তাঁহার পূজা সমাপন করিয়া “গণানাং স্না” ইত্যাদি
মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য দিবে । শূজগণ অষ্টাকর মজ্জ
পূজা করিবে । অনন্তর দেব সোমেশ্বরকে যথা-
বিধি স্নান করাইয়া শতকুদ্রিয়, ক্রত্বেসংহিতা ও ক্রত্বে-
সংহিতা জপ করিবে । জপের পর দধি, দুগ্ধ

কুঙ্কুমেন বিলেপয়েৎ । ৭ । কর্পুরোন্নীরমিশ্ৰেণ
মৃগনাভিযুতেন চ । চন্দনেন স্নগন্ধেন পূজ্যং
সম্পূজয়েত্ততঃ । ৮ । ধূপৈৰ্বহুবিধৈর্দেবঃ ধূপয়িত্বা
যথাবিধি । বস্ত্রে: সংবেষ্টয়েৎ পশ্চাদদ্যাত্নৈবেদ্য-
যুক্তম্ । ৯ । আরাত্রিকং ততঃ কৃৎবা নৃত্যং
কুৰ্বাদ্যধ্বখেচ্ছয়া । অষ্টাঙ্গং প্রনিপত্যেবং গীত-
বাদ্যাদিকং ততঃ । ১০ । ধৰ্ম্মশ্রবণসংযুক্তং কাৰ্য্যং
প্ৰেক্ষণকং বিভোঃ । ততো দদ্যাদ্ভুজাতিভ্য
স্তপস্বিত্যশ্চ শক্তিতঃ । ১১ । দীনাঙ্ককুপণেভ্যশ্চ
দানং কাৰ্গটিকেষু চ । বৃষভস্কৃত্য দাতব্যঃ প্রবৃত্তে
জ্বরকশ্মপি । উপবাসং ততঃ কুৰ্য্যাত্নশ্রমহনি
ভামিনি । ১২ । যশ্মিন্নহানি পশ্চৈত দেবঃ
সোমেশ্বরঃ নরঃ । সা তিথির্ধর্মমেকং তু
উপোষ্যা ভক্তিতৎপরৈঃ । ১৩ । এবং কৃৎবা
নরো ভক্ত্যা লভতে জন্মনঃ ফলম্ । তথা চ
সর্বভীধানাং সকলং লভতে ফলম্ । ১৪ ।
উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গঃ চ মাতৃবর্গঃ চ ভামিনি । বাল্যে
বয়সি যৎপাপং বার্ক্যে যৌবনেহপি বা । ১৫ ।
কালয়েচ্চৈব তৎসর্বং দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরঃ নরঃ ।
ন হুংখিতো ন দারিদ্র্যো দুর্ভাগো বা ন জায়তে । ১৬ ।
সপ্তজন্মান্তরেণৈব দৃষ্টে সোমেশ্বরে বিভো ।

স্বত, মধু ও ইক্ষুরস এই সকল দ্বারা পুনরায়
স্নান করাইবে। পরে কুঙ্কুম, কর্পূর, উন্নীর
মৃগনাভি, ও স্নগন্ধ চন্দন দ্বারা দেবদেবের গাত্র
লেপন করিবে। পরে বহুবিধ ধূপ, বস্ত্র, উত্তম
নৈবেদ্য ইত্যাদি নিবেদনপুরঃসর আরাত্রিক
করিবে। আরাত্রিকের পর যথেষ্ট নৃত্য, নৃত্যের
পর অষ্টাঙ্গপ্রণাম ও গীতবাদ্যাদি করিবে। অন-
ন্তর বিভূর ধর্ম্মশ্রবণযুক্ত প্ৰেক্ষণক কর্তব্য। এই
সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দ্বিজাতি তপস্বী, দীনাঙ্ক-
কুপণ ও কাৰ্গটিকগণকে যথাশক্তি দান করিবে।
অভিচারাদি উদ্দেশে পূজা করা হইলে বৃষভ দান
করিবে। পূজার দিন উপবাস করিবে। যে দিন
সোমেশ্বর দর্শন করা যায়, সেই দিনের যে তিথি,
বর্ষ যাবৎ ঐ তিথিতে উপবাস করা যথেষ্ট। রূপ
করিলে মানবের জন্ম সকল এবং সর্বভী-কল-
লাভ হয়। সে পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার করে। বাল্যে
যৌবনে এবং বার্ক্যে যে যে পাপ করে, তাহা
সোমেশ্বরদর্শনে বিনষ্ট হয়। সোমেশ্বরদর্শনে
সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য জন্মে না।
ধনধান্তসংযুক্ত প্রসিদ্ধ কুলে জন্ম হয় এবং

ধনধান্তসমাধুক্তে ক্ষীণে সজ্জায়তে কুলে । ১৭ ।
ভক্তির্ভবতি ভূয়োহপি সোমনাথঃ প্রতি প্রভুম্ ।
ক্ষীরেণ স্নপনং পূৰ্ণং ততো ধারাসমুদ্ভবম্ । ১৮ ।
প্রথমে প্রথমে যামে মহাস্নানমতঃ পরম্ । মধ্যাহ্নে
দেবদেস্ত য়ে প্রপশ্যন্তি মানবাঃ । সন্ধ্যামারাত্রিকং
ভূয়ো ন জায়ন্তে চ মাহুবাঃ । ১৯ । মন্দির কলিযুগং
রৌদ্রঃ বহুশাপং বরাননে । নাশ্তেন তরতে
দুর্গতাং কৰ্ম্মণা দুর্গতিং নরঃ । ২০ ।

ইতি শ্রীকান্দে সোমেশ্বরপূজামাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । সকারপঞ্চকং প্রোক্তং যস্য যম
শকরঃ । কথং তদত্র সংবৃত্তমৈতন্মৈ সংশয়ঃ মহৎ ।
১ । কথং বাত্র সমায়াতা কুতশ্চাপি সন্নস্বতী ।
কথং স বাড়বো জাতঃ কশ্মিন্ কালে কথং হত্বৎ ।
তৎ সর্বং বিস্তরেণেদং যথাবদ্বক্তুমর্হসি । ২ ।
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি যথা জাতা তাস্মিন্ ক্ষেত্রে
সন্নস্বতী । যতশ্চৈব সমুদ্ভূতা সর্বপাপপ্রণাশিনী । ৩ ।

সোমেশ্বরে ভক্তি হইয়া থাকে। দেব সোমনাথকে
অগ্রে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইয়া পরে ধারাজলে
স্নান করাইবে। প্রথম মাসে মহাস্নান করাইবে।
মধ্যাহ্নকালে তাঁহাকে দর্শন করিলে এবং সন্ধ্যায়
তাঁহার আরতি দর্শন করিলে মানবগণকে আর
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই ঘোর পাপ-
সঙ্কুল কলিকালে সোমনাথ ব্যতীত দুর্গাত হইতে
স্নগতি লাভ করিবার আর অল্প উপায় কিছুই
নাই । ১—২০।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবা বলিলেন,—হে শকর! আপনি যে
সকারপঞ্চকের কথা বলিয়াছেন, দেই সকার-
পঞ্চক কিরূপে উৎপন্ন হইল? এবিষয়ে আমার
মহান সংশয় আছে। কিরূপে কোথা হইতেই বা
সন্নস্বতী এখানে আসিল, আর সেই বাড়বই বা
কোন সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করিল? এই সকল
আপনি আমার বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি! যেভাবে যে কারণে সেই ক্ষেত্রে

হিরণ্যা বজ্রিণী ঋতুঃ কপিলা চ সরস্বতী । ৪ ।
ঋষিভিঃ পঞ্চভিষ্ঠাত্র সমাহুতা যথা পুরা । বাড়বে-
নাগ্নিনা মুক্তা যথা জাতা শৃণুষ তৎ । ৫ । পুরা
দেবানুস্মরে যুদ্ধে নিবৃন্তে সৌম্যকারণাৎ । পিতামহস্ত
বচনান্তরাং চন্দ্রঃ সমর্পয়ৎ । ৬ । ততো যাতাঃ
সুরাঃ স্বর্গং পশুন্তোহধোমুখা মহীম্ । দদৃশুস্তে
ততো দেবা ভূম্যাং স্বর্গমিবাপরম্ । ৭ । আশ্রমং
মুনিমুখ্যন্ত দধৌচেলোকবিক্রমতম্ । সর্বর্ভুক্সমো-
পেতং পাদপৈকপশোভিতম্ । কেতকীকুটজোদ্ধুত-
বকুলামোদমোদিতম্ । ৮ । এবংবিধং সমাসাদ্য
তদাশ্রমপদং গুরু । কোতুকাঙ্কষ্টমারব্ধাঃ সর্বে
দেবা মনোরমম্ । ৯ । তে চ তীর্থাশ্রমে তস্মিন্
যানানুৎসাহ্য সংযতাঃ । প্রবৃত্তান্তমুখিং ভ্রষ্টং
প্রাকৃত্যঃ পুরুষা যথা । ১০ । দৃষ্টবন্তঃ সুরাঃ সর্বে
পিতামহমিবাপরম্ । ততস্ত ঋষিণা সর্বে পাদ্যার্ঘ্যা-
ভিরর্চिताঃ । ১১ । যথোক্তমাসনং ভেজু সর্বেঃ
দেবাঃ সবাংসবাঃ । তেষাং মধ্যে সমুখায় শক্রঃ
প্রোবাচ তং মুনিম্ । ১২ । আয়ুধানি বিমূঢ়্যাগ্রে

ভবান্ গৃহ্মহিমানি হি । তন্নিশম্য বচঃ প্রাহ
দধৌচিঃ পাকশাসনম্ । ১৩ । মুক্তান্ত্রাণি মমাত্ম্যাসে
যুগং যাত ত্রিবিষ্টপম্ । তং শক্রঃ প্রাহ তৈতানি
কার্য্যকালে হ্যপস্থিতে । ১৪ । দেয়ানি তে পুনঃ
শক্রনভিজেষ্যামহে রণে । পুনঃপুনস্ততঃ শক্রঃ
সন্দিগ্ধ মুনিসন্তমম্ । ১৫ । অস্মাকমেব দেয়ানি
ন চান্তস্ত যয়া মুনৈ । বাচমিত্যুদিতৈ শক্রমুক্তবানুনি-
সন্তমঃ । ১৬ । দাস্তামি তে সমস্তানি যুদ্ধকালে
বিশেষতঃ । নাস্ত মিথ্যা ভবেদ্বাক্যমিতি মম্বা
শটীপতিঃ । মুক্তান্ত্রাণি তদভ্যাসে পুনঃ স্বর্গং
গতস্তদা । ১৭ । অস্ত্রার্ণং যঃ প্রযতঃ প্রযত্নাক্রুণোতি
রাজা ভুবি ভাবিতাতাত্মা । সোহভ্যোতি যুদ্ধে বিজয়ং
পরং হি সূতাংশ্চ ধর্ম্মার্থযশোভিরামঃ । ১৮ ।

ইতি শ্রীকাল্পে সর্বদেবকৃতশ্বশশস্বসমর্পণবর্ণনং
নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩১ ।

উদ্ধৃত হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—আমরা আমা-
দের অস্ত্রশস্ত্র আপনার নিকট রাখিতেছি, আপনি
ইহা গ্রহণ করুন । এই কথা শুনিয়া মুনিবর শক্রকে
বলিলেন,—আপনারা আমার নিকট অস্ত্র রক্ষা
করিয়া স্বর্গে গমন করুন । শক্র বলিলেন,—কার্য্য-
কালে পুনরায় আপনি এই সকল অস্ত্র আমাদিগকে
প্রত্যর্পণ করিবেন, আমরা রণে শক্রজয় করিব ।
শক্র পুনরায় বলিলেন,—এই সকল অস্ত্র আমাদিগ
কেই দিবেন, অস্ত্র আর কাহাকেও দিবেন না ।
মুনিবর স্বীকৃত হইলেন, শক্র আবার ঐ কথা বলি-
লেন । মুনিবর পুনরায় বলিলেন,—আমি যুদ্ধকালে
আপনাদের সমস্ত অস্ত্রই প্রদান করিব, আমরা
কথা মিথ্যা হইবে না । তখন শক্র অস্ত্র সকল
ঊহার নিকট রক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ।
যে রাজা প্রযতমানসে যত্নসহকারে অস্ত্রার্ণ-
কথা শ্রবণ করে, সেই রাজা যুদ্ধে বিজয় এবং
ধার্ম্মিক যশস্বী পুত্র লাভ করেন । ১—১৮ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

সর্বপাপ-প্রণাশিনী সরস্বতী সমুদ্ভূতা হইয়া-
ছিলেন, যেক্রমে পূর্বে ঋষিগণ ঊঁহাকে হিরণ্যা,
বজ্রিণী, ঋতু ও কপিলারূপে আহ্বান করেন
এবং যেক্রমে তিনি বাড়বাগ্নি-সমর্পিত হন, তাহা
শ্রবণ কর । পূর্বে সোমের নিমিত্ত যে দেবানুর
যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হওয়ার পর
পিতামহবাক্যে চন্দ্র তারাকে সমর্পণ করেন । অনন্তর
সুরগণ স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান করিতে করিতে অধো-
ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্বিতীয় স্বর্গের স্তায় এক
স্থান দেখিতে পান । ঐ স্থান মুনিবর দধৌচির আশ্রম ।
আশ্রমটী জগদ্বিখ্যাত, সর্বর্ভুক্সমোপেত, পাদপ-
শোভিত, কেতকী কুটজ ও বকুল পুষ্পের সৌরভে
আমোদিত । দেবগণ এবংবিধ মনোরম স্থান
দর্শন করত কোতুকাঙ্কান্ত হইয়া তথায় অবতরণ
করিলেন এবং ঐ স্থানের শোভা দর্শন কবিত্তে
লাগলেন । দোখিতে দেখিতে ঊঁহার ক্রমশঃ ঐ
স্থানে যান সকল রক্ষা করিয়া প্রাকৃত জনের স্তায়,
মুনিবরকে দেখিতে আরম্ভ করিলেন । ঊঁহার
মুনিবরকে দ্বিতীয় ব্রহ্মার স্তায় অবলোকন করি-
লেন । মুনিবর ঊঁহাদিগকে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান
করিলেন । তখন ঊঁহার সকলে নির্দিষ্ট আসনে
উপবিষ্ট হইলেন । ঊঁহাদের মধ্য হইতে শক্র

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবদেবেষসৌ
মুনিঃ । শতবর্ষাণি তত্রস্থতপসে প্রস্থিতো দ্বিজঃ ।
১ । আশ্রমাত্তরাস্ত্রাদিব্যাং দিশমখোত্তরাম্ ।
সুভদ্রাপি মহাভাগা তস্ত যা পরিচারিকা ৷ ২ ৷
অস্ত্রাদানেহসমর্থী সা ঋষিঃ প্রোবাচ ভামিনী । নাহং
নেতুং সমর্থাস্মি শত্ৰুণ্যালভ্যাপাণিনা ৷ ৩ ৷ জলেন
সহ তথীধ্যাং পীতবান স ঋষিস্ততঃ । আশ্রমংস্থানি
সর্বাণি দিব্যাস্ত্রাণ্যাসৌ মুনিঃ । কারয়িত্বোত্তরা-
মাশাং জগাম তপসাং নিধিঃ ৷ ৪ ৷ গঙ্গাধরং শুক্ৰ-
তল্লং সর্পৈরাকর্ণবিগ্রহম্ । শিববৎ সুখদং পুংসাম-
পশ্চৎ স হিমাচলম্ ৷ ৫ ৷ তথাশ্রমং দদর্শোচ্চৈ-
রবশৈঃ পরিপালিতম্ । চন্দ্রভাগোপকণ্ঠস্থং সমিৎ-
পুষ্পকুশাধিতম্ ৷ ৬ ৷ স তস্মিন্ মুনিশর্দুলো
হবসনুনিভিঃ সহ । সুভদ্রয়া চ সংযুক্তচন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়া
যথা ৷ ৭ ৷ একদা বসতস্তস্ত সুভদ্রা পরিচারিকা ।

ষাতিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবগণ অশ্রয়কর করিয়া
প্রস্থান করিলে এদিকে মুনিবরও তপস্কার্য গমনো-
দ্যত হইলেন । তিনি আশ্রমের উত্তর দিক দিয়া
গমন করিতে মনস্থ করিলেন । সুভদ্রা-নামে
তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল । তিনি তাহাকে
দেবরক্ষিত অশ্রু সকল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে
বলিলেন । কিন্তু সে তাহাতে অসমর্থ হইল ;
বলিল—আমি এই সকল অশ্রু বহন করিয়া লইয়া
যাইতে পারিব না । তখন মুনিবর জলের সহিত
অশ্রু-তেজ পান করিয়া অশ্রু সকল আশ্রুনিষ্ঠ করি-
লেন এবং উত্তর দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ।
যাইতে যাইতে সুখময় শিবসদৃশ খবল হিমাচল
তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল । তিনি দেখি-
লেন,—শিব যেমন গঙ্গাধর—হিমালয়ও তেমনি
গঙ্গা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; শিব যেমন ভূজ-
ভূষিতবিগ্রহ, হিমালয়েরও বিরাট কলেবরে সেই-
রূপ ভূজঙ্গ বিচরণ করিতেছে । ক্রমশঃ তিনি
উন্নত অশ্বখদ্রম-পরিপালিত এক আশ্রম
দেখিতে পাইলেন । ঐ আশ্রম চন্দ্রভাগার উপ-
কণ্ঠে বিরাজিত এবং সমিৎ কুশকুম্ম-পরি-
শোভিত । তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রাশ্রম
মুনিগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।
চন্দ্রের চন্দ্রিকার স্তায় সুভদ্রা তাঁহার নিকটই

স্নানার্থং যাতুমারক্যচতুর্থেহহি রজস্বলা ৷ ৮ ৷
ব্রজস্ত্যা চ তয়া দৃষ্টং কৌপীনাচ্ছাদনং পুনঃ । পরি-
ত্যক্তং বিদিতৈবং দৈবযোগাদ্ গৃহাণ সা ৷ ৯ ৷ পরি-
ধায় পুনঃ সা তু কৌপীনং রেতসা যুতম্ । একান্তে
স্নাতুমারক্য জলাভ্যাং যথাসুখম্ ৷ ১০ ৷ ততো
দেবৌ যথাকামকস্মাদীকৃত্যে হি সা । স্যোদরস্থং
সমুৎপন্নং গর্ভং শুক্লভরালসা ৷ ১১ ৷ শোচয়িত্বা-
স্মনাস্মানমগর্ভাহমিহাগতা । তৎ কেন মন্দভাগিনী
মমৈবং দূষণং কৃতম্ ৷ ১২ ৷ লজ্জাভিভূতা সা তত্র
প্রবিশ্বাশ্বখবাটিকাম্ । তত্র তং সুসুবে গর্ভমবিজায়
কৃতো হুমম্ ৷ ১৩ ৷ পুনরেব হি সা স্নাত্বা অবি-
জ্ঞায়াস্বহৃতম্ । শাপঃ দাতুং সমারক্য গর্ভকর্তরি
তুঃসহম্ ৷ ১৪ ৷ জ্ঞানাস্থা যদিবাজানাদ্বেষেনয়ং
দূষণং কৃত্য । সোহদৈব পঞ্চতাং যাতু যদাহং স্তাং
পতিব্রতা ৷ ১৫ ৷ যদ্যহং মমসা বাপি কাময়ে
নাপরং পতিম্ । এতেন সত্যবাক্যেন যাতু জায়ঃ

রহিল । এক দিন সুভদ্রা স্নান করিতে যাই-
তেছে, সেদিন তার রজঃ-প্রবৃত্তির চতুর্থ দিন
যাইতে যাইতে দেখিল,—পথে একটা কৌপীন-
পড়িয়া রহিয়াছে, দৈব বশতঃ সে কৌপী-
নটা গ্রহণ করিয়া পরিধান করিল । কৌপীনটা কিন্তু
রেতোযুক্ত ছিল । অনন্তর সে জলে অবतरণ-
পূর্বক একান্তে যথাসুখে স্নান করিতে লাগিল,
স্নান করিতে করিতে দেখিল যে, তাহার গর্ভ হই-
য়াছে, সে গর্ভভরে অলস হইয়া পড়িয়াছে । তখন
সে আপনা-আপনি আশ্রুনিষ্ঠা ও শোক করিয়া
—এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, হায় ! যখন
আমি স্নান করিতে আসিয়াছিলাম, তখন আমার
গর্ভ থাকে নাই, কে এই মন্দভাগিনীতে দোষা-
রোপ করিল ! এই রূপ লজ্জা-ভয়ে অভিভূতা
হইয়া সুভদ্রা তখন আশ্রমস্থ অশ্বখবাটিকায়
প্রবেশপূর্বক গর্ভ মোচন করিল । কিন্তু সে
জানিতে পারিল না যে, কিরূপে গর্ভ
হইল । তখন সে এবিধ আশ্রুদূষণের কারণ
জানিতে না পারিয়া পুনরায় স্নান করিল । স্নানান্তে
সে গর্ভকর্তাকে শাপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইল ।
সে বলিল,—জানপূর্বক বা অজানপূর্বক যে আমার
দোষোৎপাদন করিয়াছে—আমি যদি পতিব্রতা হই,
তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইবে ১১-১৪।
যদি আমি মনে মনেও কখন পরপুরুষ কামনা
না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার এই

শ্রুয়ং ক্ষয়ম্ । ১৬ ॥ এবং শপ্তা তু তং দেবী হৃদ্ধায়া
গৰ্ভকারিণম্ । পুনর্ধাতুং সগায়ক্কা তদ্বদীচিনিকে-
তনম্ । ১৭ ॥ তত্র চার্কপ্রভীকাশং গৰ্ভমুৎসজ্য সা
তদা । প্রাপ্তা তপোবনং রম্যং যজ্ঞাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ
১৮ ॥ অজ্ঞাস্তরে সর্বদেনা লোকপালা মহাবলাঃ
অজ্ঞাণাং কারিণাণ্য মুনেরাশ্রমমাগতাঃ । ১৯
উবাচ তং মুনিঃ শক্ৰো জ্ঞাসৌ যন্তব সুব্রত
দন্তোহস্মাভিষ্ঠ শশ্বাণাং তানি ক্ৰিপং প্রযচ্ছ নঃ
২০ ॥ ঋষিরাহ পুরা যত্র স্থাপিতানি মমাশ্রমে
তত্রৈব তানি তিষ্ঠন্তি ন চান্যোতানি বাসব । ২১
যত্নু তেষাং বলং বীৰ্য্যং সংগ্রামে শক্ৰসুদন । তন্ময়া
পীতমখিলং সহ তোয়েন বাসব । ২২ ॥ এবং স্থিতে
ময়াস্মাণি যদি দেয়মনি তেহনঘ । ততোহস্মীনি
প্রযচ্ছামি তদাকারানি সুব্রত । ২৩ ॥ এবমুক্তঃ
সহস্রাক্ষস্তমাহ মুনিসন্তমম্ । নাশ্বেষু তদ্বলং যোদ্রং
যত্নু তেষু ব্যবস্থিতম্ । ২৪ ॥ যস্মাত্বেষু বিনিক্ৰিপ্য
সহস্রাংশং স্বতেজসাম্ । অস্মাকং দত্তবান্ কদ্রো
রক্ষার্থং জগতাং শিবঃ । ২৫ ॥ তদ্বয়ং তানি সর্বাণি
গৃহীত্বা চ ব্যবস্থিতাঃ । লোকস্ত রক্ষণার্থায় সংজ্ঞেয়ং

তন লোকপাঃ । ২০ ॥ অমৌবাংপি শশ্বাণামুত্তমং
বজ্রমিষাতে । তদ্বারণাদ্যতোহস্মাকং দেবরাজস্ব-
মিষাতে । ২১ ॥ বজ্রাদপ্যুত্তমং চক্রং যন্তুবিষ্ণুপরি-
গ্রহে । দৈত্যদানবসংঘানাং তদায়ত্তো জয়োহভবৎ ।
তস্মাস্তানি যথাস্মাভিঃ প্রাপ্যস্তে মুনিসন্তম । তথা
কুরুষ সঙ্কিত্য কার্য্যং কার্য্যবিদাং বর । ২২ ॥ এব-
মুক্তে মুনিঃ প্রাহ তং শক্ৰং পুত্রতঃ স্থিতম্ । তৎ-
প্রাপ্তার্থমুপায়াং তু কথয়ামি তবাপরম্ । ২৩ ॥
যাস্তেতানি মমাস্মীনি যুগং তৈস্তানি সর্কশঃ । নির্মা-
পয়ধ্বং শশ্বাণি তদাকারানি সর্কশঃ । ২৪ ॥ এতানি
তৎসমুখানি তেষামপ্যধিকং বলম্ । সাধয়িস্তিস্তি
ভবতাং সংগ্রামে যয়মেহিতম্ । ২৫ ॥ তমুবাচ ততঃ
শক্ৰো দধীচিঃ তপসো নিধিম্ । প্রাণহারং প্রকর্তুং
তে নাহং শক্ৰো যমিচ্ছসি । ২৬ ॥ ন চায়ত্তস্ত
তেহস্মীনি গ্রহীতুং শক্তিরস্তি নঃ । তস্মাৎসর্বং
সমালোচ্য যৎকর্তব্যং তদুচ্যতাম্ । ২৭ ॥ এবমুক্তো
মুনিঃ প্রাহ এতদেব কলেবরম্ । ত্যজ্যামি স্বয়মেবাং
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে । ২৮ ॥ অক্ৰবং সর্কশুখানা-
মাশ্রয়ং সুজুগুপ্তিতম্ । যদা হেতস্তদা যুক্তঃ পরি-

সত্য বাক্য প্রভাবে উপপত্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হউক ।
সুভদ্রা গৰ্ভকারীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া মুনি-
বরের আশ্রমভিষুখে গমন করিতে লাগিল । এখানে
কিন্তু অশ্ব খবাটিকায় আদিত্যপ্রভীকাশ গৰ্ভ
পড়িয়া থাকিল । ইত্যবসরে দেবগণ অস্ত্র গ্রহণ-
মানসে মুনিবরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত । শক্ৰ
বলিলেন,—মুনিবর ! আমরা আপনার নিকট যে
অস্ত্রভ্যাস করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে প্রদান করুন
মুনিবর বলিলেন,—পূর্বে আমার আশ্রমে যেখানে
অস্ত্র রাখিয়াছিলাম, অস্ত্র সকল সেইখানেই
আছে, এখানে আনা হয় নাই । তবে তাহারা
সময়ে যে বল-বীৰ্য্য প্রদান করে, সেই বল-বীৰ্য্য
আমি জলের সহিত পান করিয়াছি । যদি
নিতান্তই আমাকে এখন অস্ত্র প্রদান করিতে
হয়, তাহা হইলে আমি আমার অস্ত্রাকার অস্ত্র সকল
প্রদান করিতেছি । মুনিবর এই কথা বলিলে
সহস্রাক্ষ বলিলেন,—যাদৃশ প্রচণ্ড বল তাহাতে
নিহিত আছে, তাদৃশ বল আর কোন অস্ত্র
অস্ত্রে নাই । ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয় তেজের
সহস্রাংশ স্তম্ভ করিয়া ঐ সকল অস্ত্র আমাদিগকে
জগৎরক্ষার্থে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই সকল
অস্ত্র লইয়া আমরা লোকরক্ষার্থে নিযুক্ত ছিলাম ;

এজন্য আমাদিগকে লোকপাল বলে । আর ঐ
সকল অস্ত্রের মধ্যে বজ্র শ্রেষ্ঠ ; তাহার প্রভাবেই
আমাদের দেবরাজ্য । বজ্র হইতে উত্তম অস্ত্রের
মধ্যে একমাত্র চক্র আছে ; কিন্তু তাহা ভগবান
বিষ্ণু গ্রহণ করিয়াছেন । আমাদের ঐ সকল
অস্ত্রের উপর দৈত্য-দানবগণের জয় নির্ভর করি-
তেছে । হে কৰ্ম্মবিদাংবর মুনিবর ! যাহাতে
আমরা ঐ সকল অস্ত্র প্রাপ্ত হই, আপনি বিবেচনা
পূর্বক তাহা করুন । অতঃপর মুনি শক্ৰকে বলি-
লেন,—আমি তোমাদের অস্ত্রপ্রাপ্তির এক উপায়
বলিয়া দিতেছি । এই যে আমার অস্ত্র সকল
রহিয়াছে, এই অস্ত্র সকল দ্বারা তদাকার অস্ত্র
তোমরা নির্মাণ করিয়া লও । এই অস্ত্র-
নির্মিত অস্ত্র সকল পূর্বককার অস্ত্র হইতে সময়ে
আপনাদের অধিক বলসাধন করিবে । অনন্তর
শক্ৰ বলিলেন,—প্রাণহরণ ব্যতিরেকে অস্ত্র-
প্রাপ্তি অসম্ভব ; আর আমরাই বা আপনার প্রাণ
হরণ করিব কিরূপে ? এই সকল বিবেচনা করিয়া
আপনার যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহা
করুন । শক্ৰ এই কথা বলিলে, মুনিবর বলিলেন,—
আমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ংই কলেবর
পরিত্যাগ করিতেছি । ১৬—৩৫ । এই দেহ যখন

ত্যাগোহস্ত সাম্প্রতম্ । ৩৬ । অস্ত ত্যাগেন মে
 হৃৎখং সংসারোখং ন জাঘতে । যস্মাজন্যাস্তরে
 জাতো যতোহপি হি ভবেৎপুনঃ । ৩৭ । ভার্য্যা
 তগিনী হুহিতা স্বকৰ্ম্মকলযোজনাৎ । জাতা তেনৈব
 সংসারে রতিকার্য্যে জুগুপিতা । ৩৮ । যস্মাচ্চ
 স্বয়মেবৈতদ্বপুস্ত্যজতি বৈ ক্রবম্ । তস্মাদস্ত পরি-
 ত্যাগো বরঃ কার্য্যোহচিরাংশ্বয়ম্ । ৩৯ । এবং
 পুরন্দরস্তাগ্রে সঙ্কীৰ্ত্ত্য স মহামুনিঃ । দধীচিঃ প্রাণ-
 সংহারং কৃতবান সত্বরং তদা । ৪০ । গতাসুং তং
 বিদিতৈবং বিবুধান্তংকলেবরম্ । মাংসশোণিত-
 নিৰ্ম্মুক্তং কথং কার্য্যং ব্যচিন্তয়ন্ । ৪১ । ততস্তদ-
 স্থিতদ্ব্যর্থম্বাচেনং সুরেশ্বরঃ । গৌরীণাং কৰ্কশা
 জিহ্বা তা এতদ্বৎখিদিদৃশিতি । ৪২ । ততস্তৈর্কির্বৃধৈ-
 র্নন্দা যদা লোকেষু সন্স্থিতা । ধাতা তদোপযাতা
 সা সখিভিঃ পরিবারিতা । ৪৩ । নন্দা স্তুভজা
 সুরভিঃ সুশীলা স্মমনাস্থথা । ইতি গোমাতরঃ পঞ্চ
 গোলোকাক্ষ সমাগতাঃ । ৪৪ । উচুস্তান বিবুধান
 সৰ্গানস্মাভির্বিৎপ্রয়োজনম্ । কৰ্ত্তব্যং তৎকরিষ্যামঃ

কথ্যতাং সুবিচারিতম্ । ৪৫ । দেবা উচুঃ । যদে-
 তদৃশিণা ত্যক্তং স্বয়মেব কলেবরম্ । এতন্মাংসাদি-
 নিৰ্ম্মুক্তং ক্রিয়তামস্থিপঞ্জরম্ । ৪৬ । তৎকৃত্বা গর্হিতং
 কৰ্ম্ম দেবাদেশাৎ সূদাকরণম্ । পুনঃ পিতামহঃ দ্রষ্টুং
 গতাস্তাঃ সুরসত্তমাঃ । ৪৭ । ততস্ত দাকরণং কৰ্ম্ম
 যচ্চ তাভিরমুষ্ঠিতম্ । পিতামহস্ত তৎসৰ্বং সমা-
 চ্যুর্য়ুথাতথম্ । ৪৮ । তচ্ছূহা বিবুধান সৰ্গান সমাহুয়
 পিতামহঃ । সৰ্গগাজ্জেষম্পৃশত সুরভীঃ শুদ্ধি-
 কাময়া । ৪৯ । তাস্ত তৈর্কির্বৃধৈঃ স্পৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ
 সমবস্থিতাঃ । মুখমেকং পরং তাসাং ন স্পৃষ্টমণ্ডি
 স্মৃতম্ । ৫০ । অপবিত্রং ভবেতাসাং মুখমেকং
 জুগুপিতম্ । শেখং শরীরং সৰ্গাসাং বিশিষ্টম্
 সুরৈঃ কৃতম্ । ৫১ । সরস্বতী তু তাঃ প্রোক্তা
 ভবন্ত্যা ব্রহ্মঘাতিকাঃ । অন্তথা কারণাং কস্মিন্ন
 স্পৃষ্টমমরৈর্মুখম্ । ৫২ । তর্তস্তাভিঃ সা প্রোক্তা
 দেবী তত্র সরস্বতী । নৈতন্তে বচনং যুক্তং বক্তু-
 মেবংবিধং মুখম্ । ৫৩ । অস্মাকমেব হৃদয়মনেন
 বচসা স্বয়া । নির্দগ্নং যেন তস্মাৎসমচিরাদ্ধাহমাপ্যসি ।
 ৫৪ । শাপং দত্ত্বা ততস্তস্তাঃ সরস্বত্যাঃ স্তাস্তদা ।

অনিত্য হৃৎখাকর এবং জুগুপিত, তখন ইহা পরি
 ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ । দেহত্যাগ করিলে সংসারের
 জন্ত আমার কিঞ্চিৎকিছও হৃৎখ হইবে না । যেহেতু
 মৃত ব্যক্তিও আবার জন্মান্তরে জাত হইয়া সংসারী
 হইয়া থাকে । রতিকার্য্যে জুগুপিতা ভার্য্যা এবং
 তগিনী, হুহিতা প্রভৃতির কথা যদি বল,—তাঁহারাও
 ত' স্বকৰ্ম্মকলযোগনিবন্ধন পুনরায় সংসারে জন্ম-
 গ্রহণ করিবে । শরীর স্বয়ংই যখন পরিত্যক্ত
 হইবে, তখন উহা পরিত্যাগ করাই ভাল । মহামুনি
 দধীচি পুরন্দরের অগ্রে এই সকল কথা বলিতে
 বলিতে সত্বর প্রাণত্যাগ করিলেন । তখন দেব-
 গণ তাঁহাকে গতাসু দেখিয়া তাঁহার দেহ কিরূপে
 মাংস-শোণিতনিৰ্ম্মুক্ত হইবে, তদ্বিষয়ক চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল চিন্তার পরে শত্রু
 বলিলেন,—গৌরীগণের জিহ্বা কৰ্কশ, তাহারা
 এই শবকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে এই শব-
 দেহের অস্থি-নিচয় নিৰ্ম্মাস্ত হইবে । এই নিশ্চয়
 করিয়া দেবগণ গৌরীগণকে চিন্তা করিলেন । চিন্তা
 করিযামাত্র তাহারা সখি-পরিবৃত হইয়া গোলোক
 হইতে আগমন করিল । ইহারা পঞ্চসংখ্যক ; যথা,
 নন্দা, স্তুভজা, সুরভি, সুশীলা, ও স্মমলা । ইহা-
 দিগকে গোমাতা বলে । ইহারা আসিয়াই বলিল,—

আমাদিগকে লইয়া কি প্রয়োজন ? কি করিতে
 হইবে আদেশ কর । দেবগণ বলিলেন,—এই যে
 ঋষি প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহার অস্থি-পঞ্জর
 সকল তোমরা মাংসশূন্য করিয়া দাও । তাঁহারা
 দেবাদেশে এই গর্হিত কৰ্ম্ম করিয়া পুনরায় পিতা-
 মহকে দর্শন করিবার জন্ত ব্রহ্মলোকে গমন করি-
 লেন । সেখানে যাইয়া তাঁহারা যে দাকরণ কৰ্ম্মের
 অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম-সমীপে নিবেদন
 করিলেন । বৃন্তাস্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মা দেবগণকে
 আহ্বান করিয়া বলিলেন,—আপনারা শুদ্ধিহেতু
 সুরভিগণকে স্পর্শ করুন । দেবগণ সুরভিগণকে
 স্পর্শ করিলে তাহারা পবিত্র হইল । সুরভির মুখ
 কিন্তু তাঁহারা কেহই স্পর্শ করিলেন না । সুরভি-
 সকলের মুখই অপবিত্র ; তদ্ব্যতীত আর সমুদয়
 অঙ্গই পবিত্র । এহেন সময়ে সরস্বতী সুরভিদিগকে
 বলিলেন,—আপনারা ব্রহ্মঘাতিকা ; অন্তথা কিজন্ত
 সুরগণ আপনাদের মুখ স্পর্শ করিলেন না ?
 অনন্তর সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে বলিলেন,—
 আমাদের মুখের নিন্দা করা আপনার উচিত হয়
 নাই ; আপনার এই বাক্যে আমাদের হৃদয় দগ্ন
 হইল । সূতরাং আপনি অচিরাৎ পরিতপ্ত হই-
 বেন । সুরভি সকল দেবী সরস্বতীকে এইরূপ

গোলোকং গতবতাস্ত সুরভ্যঃ সুরপুজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥
আহুয় বিশ্বকর্মাণং তক্ষাণং সুরসত্তমাঃ । অস্মাকং
কুক শস্ত্রাণি তমার্হয়ুর্নকারণাং ॥ ৫৬ ॥ এতদ্বচন-
মাকর্ণ্য তানি পুঠৈর্নবৈদৃঢ়ৈঃ । অস্ত্রাণি কারয়ামাস
দধীচেরস্থিসন্ধয়েঃ ॥ ৫৭ ॥ প্রমাণাকারযুক্তানি
দেবানাং তানি সংযুগে । অজ্ঞেয়ানি যথা চাসংস্থখা
চাসৌ বিনির্ম্মমে ॥ ৫৮ ॥ বজ্রমিস্ত্র শক্তিঞ্চ বহ্নে-
র্দগুং যমস্ত চ । খড়াং তু নিখতেঃ পাশং
সম্যক্ চক্রে প্রচেতসঃ ॥ ৫৯ ॥ বায়োধ্বজং
কুবেরস্ত গদাং শুক্লীঞ্চ নির্ম্মমে । বিশ্বকর্মা
তথা শূলমীশানস্ত চ নির্ম্মমে ॥ ৬০ ॥
গৃহীত্বৈতানি বৈ দেবাঃ শস্ত্রাণ্যস্তবলং তদা । বিজেতুং
চ ততো দৈত্যান্ দানবাংশ্চ গতাস্তদা ॥ ৬১ ॥
অত্রান্তরে সূভদ্রাপি দধীচেরৌর্দৈহিকম্ । কুহা
ৈর্ন্যুনিভিঃ সার্কমযেষ্ঠং সা গতী সূতম্ ॥ ৬২ ॥
অশ্বখবাটিকায়ং চ তমপশ্যন্ননোরমম্ । দৃষ্টৌ রোদিতি
জীবন্তং মুক্তা বাপ্পমখাচিরম্ ॥ ৬৩ ॥ অদেহ্যাভাব্য
তেনোক্তা মা রোদীত্বং যশস্বিনি । সর্বং পুরাকৃত-
ত্মৈতৎকলং তব মমাপি হি ॥ ৬৪ ॥ যদ্যথা যত্র
যেনেহ কৰ্ম্ম জন্মাস্তরাজ্জিতম্ । তদবশ্যং হি ভোক্তব্যং

তাজ শোকমতোহখিলম্ ॥ ৬৫ ॥ মৎপরিত্যাগলজ্জা
চ ন তে কার্য্যেহ সূদরি । কলং পুরাকৃতত্মৈত-
ত্তোক্তব্যং তন্ময়াপি হি ॥ ৬৬ ॥ মাতর্ন্যমোপরি কুক
পুত্রস্নেহং যশস্বিনি । বালস্ত হি পরিত্যাগান্নাত্তা
দোষণে নিপ্যতে ॥ ৬৭ ॥ বালেনাভিহিতা সা তু
ধ্যাত্বা দেবং জনার্দনম্ । কৃতাজ্জলিকবাচেনং কথ্যতাং
মে সূনিশ্চিতম্ ॥ ৬৮ ॥ ন বিজানাম্যহং তথ্যং
কস্তায়ং বীৰ্য্যসম্ভবঃ । তস্ম্যং কথয় দেবেশ মম তে
নিশ্চিতং বচঃ ॥ ৬৯ ॥ আহোক্তে মাতরং কুৰুঃ
সুভদ্রাং বৈ জনার্দনঃ । দধীচেন্ননয়শ্চায়ং ভর্তৃশ্বে
ক্ষেত্রসম্ভবঃ ॥ ৭০ ॥ তন্তোৎপত্তিঃ বিদিত্বৈবং সূভদ্রা
হৃষ্টমানসা । বালমক্ষে সমারোপ্য অরোদৌদার্ত্তয়া
গিরা ॥ ৭১ ॥ আহ বালক উৎপন্নঃ শোকস্ত বদ
কারণম্ । অথোক্তঃ স্তম্ভরহিতং কথং তে জীবিতং
ধৃতম্ ॥ ৭২ ॥ যস্মাচ্চ কুর্কিধা সৃষ্টিজীবানাং ব্রহ্মণা
কৃত্য । জরায়ুজাঃ সৃষ্টজাঃ স্বেদজাঃ তথা স্মৃতাঃ ॥
৭৩ ॥ নরস্ত্রীনপুংসকাখ্যাশ্চ জাতিভেদা জরায়ুজাঃ ।
চতুষ্পদাশ্চ পশবো গ্রাম্যাস্চারণ্যজাস্তথা ॥ ৭৪ ॥

কল মাত্র । জন্মান্তরীণ কৰ্ম্ম—যাহা যেখানে যেজন্ত
যেক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, এই সংসারে তাহার নিখিল
কল অবশ্যই ভোগ করিতেই হইবে । হে মাতঃ !
আপনি আমার পরিত্যাগ লজ্জা পরিত্যাগ কমন ।
আমি তাহা পুরাকৃত কৰ্ম্মেরই কলভোগ করিয়াছি,
জানিবেন । অগ্নি মাতঃ ! আপনি আমার প্রতি
পুত্রস্নেহ প্রকাশ করুন । দেখুন, শিশুকে পরিত্যাগ
করিলে মাতা দোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন ৩৬—৬৭।
বালকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূভদ্রা তখন
দেব জনার্দনকে ধ্যান করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে
লাগিল,—হে দেবেশ ! আপনি আমার নিশ্চয়
করিয়া বলিয়া দেন, আমি জানি না যে, এ কাহার
ওঁরস পুত্র ? তখন জনার্দন সূভদ্রাকে বলিলেন,—
এ তোমার ভর্তার ক্ষেত্রসম্মত দধীচির পুত্র ।
এই কথা শুনিয়া সূভদ্রা হৃষ্ট হইল । তখন সে
বালককে কোড়ে লইয়া করুণ কণ্ঠে ক্রন্দন করিতে
লাগিল । বালক ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ।
সূভদ্রা বলিল,—তাত ! স্তম্ভবিরহে কিরূপে তুমি
জীবন ধারণ করিলে ? দেখ পুত্র ! ভগবান্ ব্রহ্মা
চারি প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন ; যথা জরায়ুজ,
অণুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ । তন্মধ্যে জরায়ুজাত
জীবের তিনপ্রকার জাতিভেদ আছে ; যথা, নর,
স্ত্রী ও নপুংসক । চতুষ্পদ পশু সকল দুই প্রকার—

শাপ প্রদান করিয়া গোলোকে গমন করিলেন ।
এদিকে দেবগণ বিশ্বকর্মাণকে ডাকিয়া দধীচির
অস্থিতে অস্ত্র নির্মাণ করিবার জন্ত তাহাকে আদেশ
দিলেন । বিশ্বকর্মা তাঁহাদের বাক্যানুযায়ী দধীচির
দৃঢ়-পুত্ৰ অস্থিনিচয়ে অস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিলেন ।
অস্ত্র সকলের প্রমাণ আকার ঠিক রাখিয়া যাহাতে
যুদ্ধে অজ্ঞেয় হয়, এক্ষণ অস্ত্র নির্ম্মিত হইল । ইন্দ্রের
বজ্র, বহির শক্তি, যমের দণ্ড, নিখাতির খড়া,
প্রচেতার পাশ, বায়ুর ধ্বজ, কুবেরের শুক্লী গদা,
এবং মহাদেবের ত্রিশূল নির্ম্মিত হইল । দেবগণ
এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিয়া দৈত্যদানবগণকে জয়
করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন । এদিকে সূভদ্রা
তত্ত্বাত্ম মুনিগণের সহিত গতাসু মুনি দধীচির ওর্দৈ-
দৈহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া সদ্যঃ প্রসূত সূতকে
অশ্বখবাটিকায় অবেষণ করিতে গেল । সেখানে
গিয়া মনোরম সদ্যঃসূত সূতকে অবলোকন
করিল । তাহাকে জীবন্ত দেখিবারাত্র অজস্র অশ্রু
মোচন করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।
তখন সেই শিশু ‘অম্বা’ বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক
বলিল,—অগ্নি যশস্বিনি ! ক্রন্দন করিবেন না,
এ সমস্তই আপনার এবং আমার পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্মের

অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পে মীনাঃ কূর্মসরীসৃপাঃ ।
 শ্বেদজা মৎকুণ্ণা যুকা দংশাশ্চ মশকাস্থা ॥ ৭৫ ॥
 স্বাবরাঃ প্রোক্তাস্তৃণশ্চলতাদয়ঃ । অন্তে-
 যবঃ যথাযোগমন্তর্ভূতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৭৬ ॥ অণ্ডজাঃ
 পক্ষপাতেন জীবন্তি শিশবো ভুবি । উন্নয়া
 শ্বেদজাঃ সর্পে উদ্ভিজ্জঃ সলিলেন হি ॥ ৭৭ ॥
 সমুদ্রায়েন ভূতানাং পক্ষানামুদ্ভিজ্জং ভুবি ।
 জরায়ুজাশ্চ স্তন্তেন বিনা জীবিতুমক্ষমাঃ ॥
 ৭৮ ॥ বিনা তেন কথং পুত্র তয়া প্রাণা
 বিধারিতাঃ । তাং তথা জননীঃ প্রাহ স চ বাম্পা-
 বিলেক্ষণাম্ ॥ ৭৯ ॥ অশ্বখকলনির্ধ্যাসপানায় প্রাণা
 যয়া ধৃতঃ । গোণং তদা তয়া তস্ত পিপ্ললাদেতি
 কল্পিতম্ ॥ ৮০ ॥ নাম তেন জগত্যাশ্রিত্যঃ পাতং
 মহাশ্রমঃ । তত্রৈশ্বর্য়মুনিভিস্তস্ত কৃতাঃ সর্বেষধাক্রমম্ ॥
 ৮১ ॥ সংস্কারাঃ পিপ্ললাদস্ত বেদোক্তা বেদপারগৈঃ ।
 বড়কোপাঙ্গসংযুক্তা বেদান্তেন সমুদ্ভূতাঃ । তদাশ্রম-
 নিবাসিত্যো মুনিভ্যাশ্চ স্পৃহলাঃ ॥ ৮২ ॥ পুনস্তত্র
 স্থিতশাস্ত্রো দৃষ্টা মুনিকুমারকান্ । অপিতৃকগতান্
 প্রাহ জননীঃ তাং শুচিশ্রীতাম্ ॥ ৮৩ ॥ পিতা মে
 কুত্র ভদ্রং তে শ্রুতদ্রে কথয় স্মৃটম্ । তদঙ্কান্তঃ-
 স্থিতো যেন বালকীড়াং করোম্যহম্ ॥ ৮৪ ॥

এবং সা জননী তেন যদা পৃষ্ঠা তপস্থিনী ।
 তদা যোদিতুমারকা নোত্তরং কিঞ্চিদববীৎ ॥ ৮৫ ॥
 রুদন্তীঃ তাং সমালোক্য ক্রুদ্ধোহসৌ মুনিদারকঃ ।
 কিমসৌ কুৎসিতঃ কশ্চিদ্যেন নাখ্যাসি তং মম ॥ ৮৬ ॥
 ইত্যুক্তে শ্রুতমাহেবং বিবুধৈস্তে পিতা হতঃ ।
 কোপং ত্যজ্য ভদ্রং তে দধীচিঃ কথিতো ময়া ॥
 ৮৭ ॥ কোপবহিঃপ্রদৌগ্ধাত্মা প্রাহ তাং জননীঃ
 পুনঃ । কিমপকৃতং সুরাণাং মৎপিত্রা কথয়স্ব তৎ ॥
 ৮৮ ॥ শ্রুতজোবাচ । শত্ৰুণাং কারণানমুদেহতোহসৌ
 মুনপুঙ্গবঃ । প্রযচ্ছন্নপি চাত্তানি তদাকারানি শ্রুত্ব ত
 ঋতৈতদ্বচনং সোহপি মুনিক্রতপাস্তদা । পিতা
 মে যো হতো দেবৈস্তেষাং কৃত্যাং মহানলম্ ॥ ৯০ ॥
 উথাপ্য পাতয়িষ্যামি মুর্ধ্নি প্রাণাপহারিকাম্
 পিতামহমহং মুক্তা নৈব হন্তো ভবেদ্ যদি ॥ ৯১ ॥
 অন্তান্ প্রমথয়িষ্যামি কৃত্যাশস্ত্রেণ সঙ্গতান্ ।
 শরণং যদি যাস্তস্তি গীর্কীণা মন্তয়াতুরাঃ । তথাপি
 পাতয়িষ্যামি তেনৈব সহ সঙ্গতান্ ॥ ৯২ ॥ মঠৈবং

ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মাতাকে বলিল—
 মাতঃ ! আমার পিতা কোথায় ? শীঘ্র করিয়া বল,
 আমি তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রীড়া করিব । জননী
 বালকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিলেন ;
 কোন উত্তর দিলেন না । তখন বালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 হইয়া বলিল,—তিনি কি কোন কুৎসিত ব্যক্তি, সেই
 জন্ত বলিতেছ না ? ৬৮—৬৯ । বালক এই কথা
 বলিলে তখন জননী বলিল—তোমার পিতাকে
 দেবতাগণ বিনষ্ট করিয়াছেন । বৎস ! কোপ
 পরিত্যাগ কর ; তোমার পিতার নাম দধীচি ।
 জননীর এই কথা শুনিয়া বালক কোপবহিঃ-প্রদৌগ্ধ
 হইয়া বলিল,—আমার পিতা সুরগণের কি অপ-
 কার করিয়াছিলেন, তাহা তুমি বল । শ্রুতজা
 বলিল,—দেবগণের ঋণসীকৃত অস্ত্র সকলের পরি-
 বর্তে তিনি তদনুরূপ অস্ত্র প্রদান করিতে স্বীকৃত
 হইলেও তৃপ্তগণ তাঁহাকে নিহত করিয়াছে । মাতার
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—
 যে দেবগণ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে,
 আমি সেই দেবতাগণের উদ্দেশে ভীষণ প্রাণাপ-
 হারিণী কৃত্যা উত্থাপিত করিয়া তাহাদের মস্তকে
 পাতিত করিব । বধ্য না হইলেও আমি
 পিতামহ ব্যতিরেকে অন্ত সকল দেবতাকেই কৃত্যা
 শস্ত্রে প্রমথিত করিব । তাহার আমার ভয়ে
 আকুল হইয়া যদি আমার শরণ লয়, তথাপি আমি

গ্রাম্য ও আরণ্য । পক্ষী, মীন, কূর্ম ও সরীসৃপ
 ইহারা অণ্ডজ । মৎকুণ্ণ, যুকা, দংশ ও মশক ইহা-
 দিগকে শ্বেদজ বলে । তৃণ-শুল্ক-লতাদি উদ্ভিজ্জ ।
 ইহারা স্বাবর । এতদ্ভিন্ন অন্তান্ত সহস্র সহস্র জীব
 আছে, তাহারাও এই ভেদ চতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত ।
 অণ্ডজসমূহ পক্ষবাত দ্বারা, শ্বেদজসমূহ উন্মাদ দ্বারা
 এবং উদ্ভিজ্জ সকল সলিল ও পঞ্চভূতের সমবায়
 দ্বারা জীবন ধারণ করে । কিন্তু তাত ! জরায়ু-
 জাত জীবগণ স্তন্ত বিনা জীবিত থাকিতে পারে
 না । তুমি সেই স্তন্ত ব্যতিরেকে কিরূপে জীবন
 ধারণ করিলে ? বালক বলিল,—অগ্নি মাতঃ !
 আমি স্তন্ত বিনা অশ্বখকলনির্ধ্যাস পান করিয়া-
 ছিলাম । তাহাতেই আমি জীবিত আছি । বাল-
 কের এই কথা শুনিয়া তখন তাহার মাতা শ্রুতজা
 তাহার নাম রাখিল—‘পিপ্ললাদ’ । এই নামই
 তাহার জগতে প্রসিদ্ধ । তত্রত্য বেদপারগ ঋষিগণ
 বালক পিপ্ললাদের যথাবিধি সংস্কারকার্য সম্পন্ন
 করিলেন । বালক আশ্রমবাসী মুনগণের নিকট
 সাক্ষোপাঙ্গ পুঙ্কল বেদ অধ্যয়ন করিল । একদিন
 ঐ বালক পিপ্ললাদ আশ্রমবাসী বালকগণকে পিতৃ-

উষ্মিং ক্রুদ্ধং সর্ষে তে সুরসন্তমাঃ। ব্রহ্মাণং শরণং
প্রাপ্তা ভয়েন মহাহৃদিভাঃ। ৯৩। তাংস্তস্মৈ শরণং
প্রাপ্তান্ জাহা দেবঃ কৃপাবিতঃ। তত্ৰৈব গম্ব
অরিতং প্রাহ দেবান জনাৰ্দ্দিনঃ। ৯৪। ভবতাং
রক্ষণোপায়শ্চিন্তিতোহত্র ময়াধনা। তেন তাং
মোহয়িষ্যামি কৃত্যাং হস্তমুপস্থিতাম্। ৯৫। অত্রা-
স্তরে পিঙ্গলাদঃ পিতৃবৈরমহুস্মরন্। হস্তং
স্মরান ব্যবসিতঃ প্রবিবেশ হিমাচলম্। ৯৬। অত্র
তদপ্রিয়ং বাক্যং মাতৃবক্রাদিনির্গতম্। পিঙ্গলাদঃ
পুনর্ধাতস্তস্মাৎ স্থানাক্রিমাচলম্। ৯৮। স্বর্গসোপান-
বৎ পুংসাং স্থলীভূতমিবাধরম্। শেষস্তাভোগ-
সন্ধাশং প্রাপ্তোহসৌ তুহিনাচলম্। ৯৮। প্রতিজ্ঞাং
কুরুতে যত্র স্থিতঃ স্থাগুরিবাচলঃ। হস্তারো যে মম
পিতৃস্থান হনিষ্যামি চারণাৎ। ৯৯। কৃত্যশশ্বেণ
সকলানমরশ্বেন গর্ষিতান্। তস্মিন্ স্থিতঃ প্রকু-
পিতঃ শিবায়তনসংসদি। ১০০। অত্রস্থঃ সাধয়ি-
ষ্যামি তাং কৃত্যাং চিন্তয়ন্ হৃদি। কৃত্যাং বা
সাধয়িষ্যামি যাস্তে বা যমসাদনম্। ১০১। নির্দ্বন্দ্বো
নির্ভয়ো ভূত্বা নিরাহারো হর্ষনিশম্। সর্বো

পাণিনা সব্যং নিশ্চয়োক্রমহং পুনঃ। ১০২। তস্মা-
দুৎপাদয়িষ্যামি মহাকৃত্যমিতি স্থিতঃ। সংবৎসরে
তস্মৈ গতে উরুগাত্রাবিনিঃস্থতা। ১০৩। বড়বা
শুরুভারাক্তা বাড়বেনাধিতা তদা। উরোনির্গত্যা
সাতস্মাৎ সুযুবে সুমহাবলম্। ১০৪। বড়বা
শ্বোদরাগর্ভং জালামালাসমাকুলম্। বিমূঢ়্য তমুধে-
স্তস্মৈ পুরো গর্ভং সমুজ্জলম্। ১০৫। পুনর্গতা
কপি তদান জাতা মুনিরা হি সা। বড়বানলো
নরস্তস্তাঃ স গর্তো মুনিঃস্থতস্তদা। ১০৬। কল্লাস্ত
ইব ভূতানাং কালাগ্নিরিব বর্ষসা। বিদ্যাৎপুঞ্জ-
প্রভীকাশং তং দৃষ্ট্বা পুরতঃ স্থিতম্। ১০৭। স
চাপি বিস্মিতোহত্যস্তঃ কিমেতদिति চিন্তয়ন্।
ততস্তেন পুরঃস্থেন বাড়বেন চ বহিনা। ১০৮।
ঋষিঃ প্রোক্তঃ পিঙ্গলাদঃ সাধিতোহহং ত্বয়া বলাৎ।
ইদানীং তে ময়া কার্য্যং কর্তব্যং যৎ সমাহিতম্।
১০। করিষ্যামৌহ তৎসর্বমসাধ্যমপি সাধ্যতাম্।
শ্বোকং নিশ্চয্য জনিতো যেন সংবৎসরাদহম্।
তাতোক্রণা বিহীনোহপি করিষ্যে ত্বৎসমাহিতম্।
১১০। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্মৈ মুনিঃ কোপসমস্থিতঃ।

তাহাদিগকে বিনাশ করিতে ক্ষান্ত হইব না। বালক
পিঙ্গলাদকে এতাদৃশ ক্রুদ্ধ জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মার
শরণ লইলেন। ভগবান ব্রহ্মা দেবগণকে শরণা-
গত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করি-
লেন। ঐ সময় জনাৰ্দ্দিন গিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত
হইলেন। তিনি বলিলেন,—আমি আপনাদের
রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছি। সেই উপায় দ্বারা
সংহার-গাধিনী কৃত্যাকে আমি বিমোহিত করিব।
দেবদেব বলিলেন,—পিঙ্গলাদ মাতৃমুখে উক্ত
প্রকার পিতৃনিধন-বার্তা অবগত হইয়া পিতৃবৈর
স্মরণ করত সুরগণকে নিহত করিবার জন্ত তপ-
স্কার্থ হিমাচলে প্রবেশ করিল। হিমাচল জনগণের
স্বর্গ সোপানসদৃশ; স্থলীভূত অশ্বরের স্তায় এবং
শেষকণা-প্রভীকাশ। ক্রুদ্ধ পিঙ্গলাদ অচলবরে
উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শিবায়তনে অচল অটল
ভাবে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, যাহারা
আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, আমি অতিচার
দ্বারা কৃত্যা-শশ্বে উৎপাদন করত সেই পিতৃবৈরী
অমরগণের নিধন সাধন করিব। তিনি আরও
চিন্তা করিলেন যে, এই স্থানে থাকিয়াই আমাকে
কৃত্যা-সাধন করিতে হইবে। আমি হয়—
কৃত্যা সিক্ত করিব, নতুবা যমসদনে যাইব।

এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বালক একাকী নির্ভীক-
চিত্তে নিরাহারে দিব্যরাত্র সব্য পাণি দ্বারা সব্য
উরু মন্থন করিতে লাগিল। সংবৎসর যাবৎ
এইরূপ করিলে আমি তখন তাহার উরুস্থিত হইয়া
মহাকৃত্যা উৎপাদন করিলাম। তখন তাহার
উরু হইতে শুরুভারাক্তা বাড়বসমধিতা বড়বা
নিজ্জান্ত হইল। নির্গত হইয়াই সে জালামালা-
সমাকুল মহাবল এক গর্ভ প্রসব করিল। প্রস-
বান্তে সে কোথায় চলিয়া গেল, পিঙ্গলাদ তাহা
জানিতে পারিল না। বড়বা নররূপী বাড়বানল
প্রসব করিয়াছিল। ঐ বড়বানল মানবগণের
কল্লাস্তস্বরূপ, তেজে কালাগ্নিতুল্য এবং বিদ্যাৎ-
পুঞ্জপ্রভীকাশ। পিঙ্গলাদও তাহাকে দর্শন করিয়া
বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় নররূপী
বাড়বাগ্নি পিঙ্গলাদকে বলিল,—হে ঋষে! আপনি
আমায় সাধন করিয়াছেন, ইদানীং আপনার ঈশ্বিত
কর্মেয় অমুষ্ঠান করা আমার কর্তব্য। আমি
আপনার অসাধ্য কর্ম্মও সাধন করিব। যেহেতু
সংবৎসর কাল যাবৎ নীচ উরু মন্থন করিয়া আপনি
আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি উরুবিহীন
হইলেও আপনার সমাহিত পুরণ করিব। ১০৭-১১০।
তাহার এবন্ধিহ উৎসাহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া

প্রোবাচ বিবুধান সর্বান মদন্তান ভক্ষয় স্বয়ম্ । ১১১ ।
 পিতৃর্কথাং ক্রোধকৃতাবধানং যন্তা সুরা রৌদ্রমভীব
 ঘোরম্ । সমেতা সর্ষে পুরুষঃ পুরাণঃ সমাশ্রিতান্তে
 সহসা সভাধ্যাঃ ॥ ১১২ ॥ স তান্ সমাশ্রান্ত সুরান
 বরিতঃ কোপানলঃ তত্র যযৌ প্রহৃষ্টঃ । দৃষ্ট্বা চ তঃ
 বৈ রবিপুঞ্জকাশমুবাচ বিষ্ণুর্কচনঃ বসিষ্ঠম্ । ১১৩ ।
 অহং সুরেশান তবৈব পার্থঃ বিসর্জিতো জাত-
 ভয়েচ্চ দেবৈঃ । মন্তঃ শৃণু ত্বং বচনং হি পথ্যং যচ্চা-
 মরণাং ভবতোহপি পথ্যম্ ॥ ১১৪ ॥ জাতঃ
 বলং তে বিবুধৈরচিন্ত্যং বিনাশনকাশ্চবতাং
 হ্রবন্তম্ । এবং স্থিতে কুরুবাক্যং সুরাণামেকেক-
 মন্ধি প্রতিবাসরং স্বম্ । ১১৫ । মুখ্যানাং কোটয়-
 ত্ৰিংশৎ সুরাণাং বলশালিনাম্ । কথং তু ভক্ষণং
 তেষাং যুগপদ্বঃ করিষ্যসি ॥ ১১৬ ॥ তস্মাদে-
 কৈকশস্তেষাং কর্তব্যং ভক্ষণং স্বয়া । নৈকেন
 ভবতা শক্যা বিধাতুং ভক্ষণক্রিয়া ॥ ১১৭ ॥ তথা চ
 পাণ্ডুরোগিৎস্বঃ হতভূকপ্রাপ্তবান্ পুংস্বা । অতি-
 ভক্ষণং ন যুক্তং তস্মাৎ কুরু মতিং মম ॥ ১১৮ ॥
 তথা চ যুগপন্তেষু ভক্ষিতেষু পুনস্বয়া । প্রত্যহং

যুনি পিঙ্গলাদ জুহু হইয়া বলিলেন,—তুমি শীঘ্র
 দেবতাগণকে ভক্ষণ কর । দেবতাগণ পিতৃবৈর
 নির্যাতনপরায়ণ যুনির ক্রোধের বিষয় জানিতে
 পারিয়া বিষ্ণুর নিকট সত্বর আগমন করিলেন ।
 দেবগণ সপত্নীক আগমন করিয়া ঐ পুরাণ পুরুষের
 আশ্রয় লইলেন । বিষ্ণু দেবতাগণকে আশ্বাস দিয়া
 সেই রবিপুঞ্জ প্রতীকাশ ঋষি কোপনল দর্শনে
 বলিলেন,—দেবতাগণ সভয়ে আমাকে আপনার
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । অধুনা আপনি
 আমার নিকট দেবগণের ও আপনার হিতবাক্য
 শ্রবণ করুন । দেবগণ আপনার অভাবনীয় বল-
 বীর্ধ্য অবগত আছেন । আপনার প্রভাবে
 তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যস্তাবী ; অতএব আপনি এক
 কার্য্য করুন, আপনি প্রতিদিন এক একটা দেবতা
 ভক্ষণ করুন । ত্রিংশৎকোটি দেবতা আছে,
 কিরূপে আপনি যুগপৎ তাহা ভক্ষণ করিবেন ।
 অতএব এক একটা ভক্ষণ করাই আপনার শ্রেয়ঃ ।
 আর আপনি একাকী ভক্ষণ করিতেও সমর্থ হই-
 বেন না । অতিভোজন করিয়া পূর্বে অগ্নির
 পাণ্ডুরোগ জন্মিয়াছিল । অতি ভোজন কর্তব্য
 নহে ; অতএব আমি যাহা বলিলাম তাহা করুন ।
 একেবারে সমস্ত দেবগণকে ভোজন করিলে প্রতি-

ভক্ষণোপায়শিচ্ছিতব্যো বুভুক্ষয়া ॥ ১১৯ ॥ সফলৈব
 প্রতিজ্ঞা তে নানুতঃ মুনিভাবিতম্ । এবং কৃতেহপি
 তে সর্ষং ভবিষ্যতি সমৌহিতম্ ॥ ১২০ ॥ তৎকরিষ্যা-
 মাহং সর্ষমাহৈবং স জনার্দন । একৈকশঃ স বিবু-
 ধান্ ভক্ষয়িষ্যতি বাড়বঃ ॥ ১২১ ॥ ততঃ সুরাঃ
 সুরেশানং তঃ বিষ্ণুমিতৌজসম্ । প্রণম্যাহর্যথা-
 যুক্তং শোভনং ভবতা কৃতম্ ॥ ১২২ ॥ ভূয়োহদ্য
 পুনরেষান্ত দোষস্তোপশমক্রিয়াম্ । কর্তুং ত্বমেব
 শক্তোহসি নান্তস্তাতা দিবোকসাম্ ॥ ১২৩ ॥ ততঃ
 পীতাহরধরঃ শম্ভচক্রগদাধরঃ । যুগ্মদ্বয়ং হরিষ্যামি
 তান্ সুরানাহ মাধবঃ ॥ ১২৪ ॥ ঋত্বৈতদ্বিবুধাঃ সর্ষে
 হর্ষেণোৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ১২৫ ॥ ততস্তান্ বিবুধান
 দৃষ্ট্বা প্রোবাচ স তু বাড়বঃ । কিমিদানীং ময়া কার্য্যং
 ভবতাং কথাতাং হি তৎ ॥ ১২৬ ॥ অত্রাস্তরে বিশ্ব-
 তল্লম্বহোজা বিমোহয়ন্তঃ জলনং স্ববুদ্ধা । প্রোবাচ
 পুংস্বি বিহতা যদাপস্তা ভক্ষয়স্বৈতি মহানুভাবঃ ।
 এতদ্যবসিতং বিকোষঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
 সোহতিচারভয়ান্মুক্তো জ্ঞানং মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বড়বানলবঞ্চনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম

ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

দিন আপনাকে বুভুক্ষায় ভোজনোপায় চিন্তা করিতে
 হইবে ; কিন্তু প্রতিদিন এক একটা ভোজন
 করিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণও হইবে, আর
 মুনিবাক্যও সত্য হইবে । আমি ইহার ব্যবস্থা
 দিব । এঃ বলিয়া জনার্দন বলিলেন—এই
 বাড়ব এক এক দেবকে ভক্ষণ করিবে ।
 বিষ্ণু এই সুবন্দোবস্ত দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে
 প্রণামপূর্বক বলিলেন,—আপনি অতি উত্তম
 ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । হে প্রভো ! যাহাতে
 আমাদের এ বিপদ একেবারে অন্তর্হিত হয়,
 আপনাকে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে, দেব
 গণের মধ্যে আপনিই এ কার্য্যে সমর্থ, আপনি
 ব্যতীত আর কেহ নাই । দেবগণের এই কথা
 শুনিয়া শম্ভচক্রগদাধর পীতাহর তখন বলিলেন,
 —আমি আপনাদের ভয় হরণ করিব । তাহা
 শুনিয়া দেবগণ হর্ষে উৎফুল্ললোচন হইলেন ।
 অত্রাস্তরে বাড়ব বিবুধগণকে বলিল,—অদ্য আমি
 কাহাকে ভক্ষণ করিব ? তাহা বলিয়া দেন ।
 তখন ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বাড়বকে
 বিমোহিত করত বলিলেন,—অদ্য জলের পান্য

ত্রয়স্ত্রিংশোঃ অধ্যায়ঃ

দেবীবাচ । পিতৃর্কথামর্থমুজাত মন্থানা যদ্যদ-
কৃতং কৰ্ম পুরা মহর্ষিণা । দধীচিপুত্রেন সুর-
প্রসাধিনা সৰ্বং কৃতং তদ্ধি ময়া সমাধিনা ॥ ১ ॥
পুনঃপুনর্বে বিবুধৈঃ সমানং যদ্রতমাসীৎ কিমপি
প্রধানম্ । কার্যং হি তৎসৰ্বমমুক্ৰমেণ বিজ্ঞাতু-
মিচ্ছামি কুতুহলেন ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । উক্তো
যদাসৌ বিবুধৈঃ সমন্তৈরাপঃ পুরা হং ভূবি ভক্ষ-
য়স্ব । যতোহমরাণাং প্রথমং হি জাতা আপো-
হগ্রজাঃ সৰ্বসুরাসুরেভ্যাঃ ॥ ৩ ॥ তেনৈবমুক্ৰান্ত
মহাশ্বনা তদা প্রদর্শয়স্ব মম তা যতঃ স্থিতাঃ । পীত্বা
সুরাঃ সৰ্বমহং পুরস্তাৎ কৃত্যং তুরিষ্যে সুরভক্ষণং
হি ॥ ৪ ॥ তত্রাপি নেতুং যদি মাং সমৰ্থা যত্রাসন্তে
বারিচয়াঃ সমেতাঃ ? অতোহন্তথা নাহমলীকবাদী
প্রাণে প্রয়াতে মুনিবাকাকারী ॥ ৫ ॥ আহোক্তে

(বার) সূতরাং তাহাকেই ভক্ষণ কর । ভগবান
বিষ্ণু এই মন্ত্রকৌশল যে সমাধিতভাবে শ্রবণ
করে, সে অতিরাৎ অতিচার-ভয় হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে ॥ ১০১—১২৮ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! পিতৃবধামর্থে
জাতমন্থ্য পিপ্পলাদ পূর্বে যাহা যাহা করিয়াছিলেন,
তৎসমস্ত আমি সমাধিযোগে অবগত আছি ;
কিন্তু অবশেষে সুরগণের সহিত তাঁহার বিরূপ
ঘটনা ঘটয়াছিল, তাহা আমি জানি না, জানিবার
নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, আপনি বিস্তৃত-
রূপে তাহা কীর্তন করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেব-
গণ যখন বলিলেন যে, জল সুরগণের সৰ্ব প্রথমে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই আমাদের সকলের
জ্যেষ্ঠ ; সূতরাং আপনি প্রথমতঃ তাহাকেই ভক্ষণ
করুন । দেবগণ এই কথা বলিলে বাঁড়ব বলিল,—
আপনারা আমাকে দেখাইয়া দেন—তিনি যেখানে
আছেন, তারপর আমি সমস্ত পান করিয়া আপ-
নাদের সমক্ষেই সুরভক্ষণ কর্ম আরম্ভ করিতেছি ।
বারি যেখানে বিদ্যমান আছে, আপনারা যদি
আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে পারেন ত উত্তম,
নতুবা আমি মিথ্যা বলিতেছি না, প্রাণ বহির্গত

পুণ্ডরীকাক ঔরঃ হি বাঁড়বঃ তদা । হাং প্রাপ-
য়িষ্যে যত্রাপঃ কেন যানেন বাঁড়ব ॥ ৬ ॥ বাঁড়ব
উবাচ । নাহং হৃদ্যাদিতিথ্যনৈর্গন্তঃ তত্র সমুৎসহে ।
কুমারীকরসম্পর্কমেকং মুক্তা মতং হি মে ॥ ৭ ॥
বিষ্ণুবাচ । এতন্তে সুলভং যানং ত্যং
কস্তামানয়াম্যহম্ । যা হাং নেতুং সমৰ্থা
স্তাদপাং স্থানং সুনশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
সুরভীশাপসমুপ্তা প্রাপ্তাপদশাকলা । সরস্বতী
যানভূতা তস্ত সা বিষ্ণুনা কৃতা ॥ ৯ ॥ ততো-
হব্রবৌদ্ধিভূর্গজাং পার্শ্বতঃ সমুপস্থিতাম্ । এনং বহিঃ
মহাভাগে বেগায় যমহোদধিম্ । নাস্তা শক্তা সমা-
নেতুং হাং বিনা লোকপাবনি ॥ ১০ ॥ গন্ধোবাচ ।
নাস্তি মে ভগবৎকতিরৌরঃ বোচুং জগৎপতে ।
রৌদ্ররূপী মহানেষ দহত্যেবানলো ভূশম্ ॥ ১১ ॥
ততস্ত যমুনাং প্রাহ সিদ্ধুং তস্তা হনন্তুম্ । অস্তা
নদীশ্চ বিবিধাঃ পৃথক্ পৃথক্ভদারধীঃ ॥ ১২ ॥
অশক্তান্তাঃ সমানেতুং পৃষ্টাশ্চ সুরসন্তমৈঃ । ততঃ
সরস্বতীঃ প্রাহ দেবদেবো জনার্দনঃ । যমেব ব্রজ-
কল্যাণি প্রতীচ্যাং লবণোদধৌ ॥ ১৩ ॥ এবং কৃতে

হইলেও মুনিবাক্য যথাযথ পালন করিতে উদ্য-
মীন থাকিব না । বাঁড়ব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ
বলিলে পুণ্ডরীকাক বলিলেন,—আপনাকে কোন্
যান দ্বারা সেখানে লইয়া যাইব । বাঁড়ব বলিলেন,—
আমি অশারোহণে যাইতে উৎসাহ করি না, কুমা-
রীর হস্ত ধারণ করিয়া যাইব । বিষ্ণু বলিলেন,—
কস্তা, আপনার সুলভ যান বটে ; আচ্ছা, যে কস্তা
আপনাকে বহন করিয়া নিশ্চয়ই বারিয়ার নিকট
পৌছাইয়া দিতে পারিবে ; তাদৃশী কস্তাই আনি-
তেছি । ঈশ্বর বলিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু সুরভিশাপ
সমুপ্তা প্রাপ্তান কলভাগিনী সরস্বতীকে বাঁড়বের
বাহন করিয়া দিলেন । তিনি পার্শ্বস্থিতা গন্ধাদেবী-
কেও বলিলেন,—অগ্নি মহাভাগে ! তুমি এই বহিকে
অতিবেগে মহোদধিতে উপনীত কর, তুমি ব্যতীত
অন্ত কেহই আর একাৰ্থে সক্ষম নহে । গন্ধা
বলিলেন,—হে ভগবন্ ! অনলকে বহন করিবার
ক্ষমতা আমার নাই, ইনি মহারৌদ্ররূপী, অতিশয়
দাহ করেন । অনন্তর তিনি যমুনা ও অস্তান্ত
নদী সকলকেও পৃথক্ পৃথক্ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,
কিন্তু সকল নদীই তাহাতে অসমর্থিত প্রদান করিল ।
তখন তিনি পুনরায় সরস্বতীকে বলিলেন,—অগ্নি
কল্যাণি ! তুমিই পশ্চিমদিকে লবণোদধি অভি-

সুয়াঃ সর্গে ভবিষ্যন্তি ভয়োজ্জ্বিতাঃ । অন্তথা
বাড়বেনৈতে দহন্তে যেন তেজসা ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎ
রক্ষ বিবুধানেতস্মাদ্ভুলান্তরাং । মাতেব ভব
সুশ্রোণি সুরাণামভয়প্রদা ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তা হি সা
তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । আহ নাহং স্বতন্ত্রান্মি
পিতা মে ভিন্নতে চিরাৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মাতঃ কারিণী
নিত্যং কুমারী চ যুতব্রতা । কালক্রয়েহপ্যস্বতন্ত্রা
ঋগতে বিবৃধৈঃ সূতা ॥ ১৭ ॥ পিত্রাদেশঃ বিনা
নাহং পদমেকমপি কচিৎ । গচ্ছামি তস্মাৎ
কোহপ্যন্ত উপায়চিন্ত্যতাং হরে ॥ ১৮ ॥ তৎস্বরূপং
বিদিত্বৈবং সমত্যোভ্যা পিতামহম্ । তমববোধাসু-
দেবো দেবকার্য্যমিদং কুৰু ॥ ১৯ ॥ নান্তথা শক্যতে
নেতুং বাড়বোহগ্নির্মহাবলঃ । অদৃষ্টদোষাঃ মুকেমাঃ
কুমারীঃ তনয়াঃ তব ॥ ২০ ॥ তচ্ছূহা বিষ্ণুনা
প্রোক্তাঃ কুমারীঃ তনয়াঃ তদা । শিরস্তা-
জায় সন্নেহুবাচ প্রপিতামহঃ ॥ ২১ ॥ যাহি দেবি
সুরান্ সর্গান রক্ষ স্বং ভয়মাগতান্ । বিনিক্ষিপ
স্বং নীত্বৈনং বাড়বং লবণাস্তসি । পিতৃসীকাং হি সা
ঋহা প্রোবাচ ক্রতিলক্ষণা ॥ ২২ ॥ সরস্বত্যাচ ।

মুখে গমন কর । তোমার এই কৰ্ম্মে সুরগণ
নির্ভর হইবেন ; অন্তথা বাড়ব তাঁহাদিগকে
স্বতেজে দহ্য করিবেন । অগ্নি সুশ্রোণি ! তুমি মাতার
জায় দেবগণকে এই তুল ভয় হইতে রক্ষা
কর । তগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই কথা
বলিলে সরস্বতী বলিলেন—হে দেব ! আমি
স্বতন্ত্রা নহি, পিতা আমায় চিরকাল পোষণ করিতে-
ছেন, আমি তাঁহার আজ্ঞাকারিণী কুমারী নিত্য
যুতব্রতা । দেখুন, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—
নারী ত্রিকালই অস্বাধীনা থাকে, অতএব আমি
পিত্রাদেশ ব্যতিরেকে এক পদও গমন করিতে
সক্ষম নহি, আপনি অন্ত উপায় অবলম্বন করুন ।
সরস্বতীর এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বাসুদেব
পিতামহসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে
পিতামহ ! আপনি দেবকার্য্য সিদ্ধ করুন, নির্দোষা
সরস্বতীকে বাড়ববাহনে নিযুক্ত করুন, তদ্ব্যতীত
অন্ত কেহই আর এ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম
নহে । বাসুদেবের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
পিতামহ কুমারী স্বীয়তনয়া সরস্বতীকে আহ্বান
করিয়া মস্তকোদ্ধারপূর্ব্বক বলিলেন,—অগ্নি মাতঃ !
যাও, যাইয়া বাড়বকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া
ভীত দেবগণকে রক্ষা কর । পিতৃবাক্যে সরস্বতী

এযান্মি গ্রহিতা তাত তব বাক্যাদসংশয়ম্ ।
রৌদ্রোহগ্নং বাড়বো বহিন্তম্ মে তক্ষয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥
প্রাপ্তং কলিযুগং রৌদ্রং সাম্প্রতং পৃথিবীতলে ।
লোকঃ পাপসমাচারঃ স্পর্শয়িষ্যতি মাং প্রভো ॥ ২৪ ॥
ততো দুঃখতরং কিং স্মাদযৎপাটৈঃ সহ সঙ্কমঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মোবাচ । যদি পাপজনাকীর্ণং ন বাহঁসি ধরা-
তলম্ । পাতালতলসংস্থা স্বং নয় বহিঃ মহোদধৌ ॥
২৬ ॥ যদাতিশ্রমসংযুক্তা বহিনা দহ্যসে ভূশম্ ।
তদা বিভিদ্ধ্য বসুধাং প্রত্যক্ষা ভব পুত্রিকে ॥ ২৭ ॥
কুহা বক্তুং বিশালাক্ষি প্রাচী ভব সুমধ্যমে ।
ততো যাত্তন্তি তীর্থানি ত্রাঃ শ্রান্তাঃ চাক্ৰহাসিনীম্ ॥
২৮ ॥ তানি সর্গাণি চাগত্য সাহায্যং তে বরাননে ।
করিষ্যন্তি ত্রয়স্রিংশৎকোটো বৈ । মম শাসনাৎ ॥
২৯ ॥ গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্তয়া কার্য্যঃ কথঞ্চন ।
অরিষ্টঃ ব্রজ পহানং মা সন্ত গরিপহিনঃ ॥ ৩০ ॥
ঈধর উবাচ । এবমুক্তা তদা তেন ব্রহ্মণাধ সর-
স্বতী । ত্যক্তা ভয়ং হৃষ্টমনাঃ প্রয়াতুং সমুপস্থিতা ॥
৩১ ॥ তস্মাঃ প্রয়াণসময়ে শঙ্খহুন্মুভিনিঃস্বনৈঃ ।
মঙ্গলানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্জ্জগদাপুরিতং শুভৈঃ ॥ ৩২ ॥
সিতাশ্বরধরা দেবী সিতচন্দনগুণ্ডিতা । শারদাযুদ-

বলিলেন—হে তাত ! এই আমি আপনার বাক্য
গমন করিতেছি ; এই বাড়বাগ্নি রৌদ্রতর, এ
আমার তরু ভক্ষণ করিবে । আরও দেখুন ধরা-
তলে সম্প্রতি কলিযুগ উপস্থিত ; লোক সকল পাপ-
ময় ; নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে ॥ ২৪ ॥
পাপসঙ্কম অপেক্ষা আর দুঃখজনক কি আছে ?
ব্রহ্মা বলিলেন,—অগ্নি পুত্রি ! তুমি যদি পাপ-সঙ্কুল
ধরাতল দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা
হইলে পাতালতল দিয়া মহোদধিতে গমন কর ।
যখন তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও বহি কৰ্ত্তৃক দহমান
হইবে, তখন বসুধা ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষা হইবে ।
অগ্নি বিশালাক্ষি ! তুমি আপনার বদন নির্মাণ
করিয়া প্রাচী হও, পরে যদি তুমি শ্রান্তা
হইয়া পড়, তাহা হইলে আমার শাসনে ত্রয়-
স্রিংশৎ তীর্থ তোমার সাহায্য করিবে । অগ্নি
পুত্রি ! তুমি সন্তাপ করিও না, নির্ঝিয়ে পথে
গমন কর, কোন অনিষ্ট তোমার হইবে না ।
ঈধর বলিলেন,—সরস্বতী ব্রহ্মা কৰ্ত্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া হৃষ্টাশ্বঃকরণে গমন করিলেন ।
তাঁহার গমন কালে শঙ্খ ও হুন্মুভি নাদিত হইতে
লাগিল ! মঙ্গল-গির্নাদে দিক সকল পরিপূর্ণ হইল ।

সঙ্কশা তারহারবিভূষিতা । ৩৩ । সম্পূর্ণচন্দ্রবদনা
পদ্মপত্রায়তকর্ণা । কীর্ত্তিৰ্থা মহেন্দ্রস্ত পুরস্বতী
দিশো দশ । ৩৪ । স্বহেজসা দ্যোতয়ন্তী সর্ব-
মাতাসমুজ্জগৎ । অম্বুব্রজন্তী গঙ্গা বৈ তয়োক্তা
বরবর্ণিনি । ৩৫ । জঙ্ঘামি হাং পুনরহং কুজ বৈ
বসতীং সখি । এবমুক্তা তয়া গঙ্গা প্রোবাচ স্নিগ্ধয়া
গিরা । ৩৬ । যদৈব বীকসে প্রাচীদিশি প্রাপ্যসি
মাং তদা । সূর্যৈঃ পরিবৃত্তা সর্বেষুভ্রাতৃহঃ তব
সুব্রতে । ৩৭ । দর্শনং সম্প্রদান্যামি ত্যজ শোকং
শুচিস্মিতে । তামাপুচ্ছ্য ততো গঙ্গাং পুনর্দর্শন-
মন্ততে । ৩৮ । গচ্ছ স্বমালয়ং ভদ্রে স্বর্ভব্যাহং
স্বয়নঘে । যমুনাপি তথা চৈব গায়ত্রী স্মনোরমা ।
৩৯ । সাবিজীসহিতাঃ সর্বাঃ সখ্যঃ সম্প্রেষিতাস্তদা ।
ততো বিমুজ্য তাং দেবী নদী ভূয়া সরস্বতী । ৪০ ।
হিমবন্তঃ গিরিঃ প্লাপ্য প্রক্ষান্তত্র বিনির্গতা অবতীর্ণা
ধরাপৃষ্ঠে মৎস্তকচ্ছপসংকুলা । ৪১ । গ্রাহডিগুম-
সম্পূর্ণা তিমিনক্রগণৈষুতা । হসন্তী চ মহাদেবী
কেনৌঘৈঃ সর্বতো দিশম্ । ৪২ । পুণ তোযবহা

দেবী সরস্বতী-তখন সিতাহর ধারণ করিলেন ;
সিত চন্দন তাঁহার সর্বাঙ্গে লেপিত হইল ; তিনি
শারদাসুদসঙ্কশা ও তারহার-পরিশোভিতা হই-
লেন ; তাঁহার আনন পূর্ণচন্দ্রের স্থায় মনোভিরাম
ও নয়মুগল পদ্মপত্রের স্থায় আয়ত হইল । তিনি
দেবেশ্বকীর্ত্তির স্থায়ই যেন স্বতেজে দশদিক্ পূরণ
করিয়া জগৎ উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন । ঐ
সময় গঙ্গা তাঁহার অনুগমন করিলেন । সরস্বতী
গঙ্গাকে বলিলেন,—অগ্নি বরবর্ণিনি ! আমি আগর
কোথায় তোমার দর্শন করিব ? গঙ্গা বলিলেন,—
তুমি যখন প্রাচীদিকে দৃষ্টিনিষ্কপ করিবে, তখন
আমাকে দেখিতে পাইবে, আমি সুরগণ-পরিবৃত্তা
হইয়া তোমায় দর্শন দান করিব । অধুনা শোক
পরিত্যাগ কর । গঙ্গাদেবী এই কথা বলিলে দেবী
সরস্বতী তাঁহার পুনর্দর্শন লাভের নিমিত্ত তাঁহাকে
অম্বরোধ করিয়া বলিলেন,—অগ্নি ভদ্রে ! এখন
তুমি যাও, দেখ, যেন মনে রেখো । এই রূপে
দেবী সাবিজী যমুনা, গায়ত্রী ও সাবিজী প্রভৃতি
সহচরীগণকে বিদায় দিয়া নদী হইয়া হিমা লে
উপস্থিত হইলেন । অনন্তর তত্রত্য প্রক্ষ হইতে
নির্গত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । ধরায়
আগমন করিয়া তিনি মৎস্ত-কচ্ছপ-সঙ্কুল-গ্রাহ-
ডিগুম-পূর্ণা ও তিমিনক্রময়ী হইলেন । কেনচ্ছলে

দেবী সুরমাণা স্বিজাতিভিঃ । বাভবং বহিমাণায়
হয়বেগেন নিঃসৃত । ৪৩ । ভিষা বেগাকরাপৃষ্ঠং
প্রবিষ্টাধ মহীতলম্ । যদা যদাভবচ্ছান্তা স্রুতে
বাভবাগ্নিনা । তদাতদা মর্ত্যালোকে যাতি প্রত্য-
কতাঃ নদী । ৪৪ । ততস্ত জায়তে প্রাচী সঙ্কশা
বাভবেন তু । ততো বৈ যানি তীর্থানি কীর্ত্তি-
তানি পুরাতনৈঃ । ৪৫ । দিব্যান্তরিক্কভৌমানি
সারিধ্যং যাস্তি ভামিনি । ততশ্চাশাসিতা তৈঃ সা
সরস্বতী পুনর্নদী । পাতালতলমাসাদ্য জগাম
মকরালয়ম্ । ৪৬ । খদিরামোদমাসাদ্য তজ্জ সা
বীক্য সাগরম্ । গন্তুং প্রবৃত্তা তং বহিমাণায় সুর-
সুন্দরি । ৪৭ । নিরুচ্চভারমাস্তানং দেবাদেশাদ্
বিচিন্ত্য সা । প্রহৃষ্টা স্মনান্তস্মাৎপ্রবৃত্তা দক্ষিণামুখী ।
৪৮ । এতস্মিন্নেব কালে তু ঋষয়ো বেদপারগাঃ ।
চহ্মরশ্চ মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাস্থিতাঃ । ৪৯ ।
হরিণশ্চাধ বজ্রশ্চ স্কন্ধুঃ কপিল এব চ । তপ-
স্তপ্যস্ত তত্রহাঃ স্বাধ্যায়াসক্তমানসাঃ । ৫০ । পৃথক্
পৃথক্ সমাহুতাঃ স্নানার্থং তৈঃ সরস্বতী । সাগরঃ

তিনি যেন সর্ষদা হস্ত করিতে লাগিলেন ।
স্বিজাতিগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।
তিনি বাভবাগ্নি লইয়া হয় বেগে নিঃসৃত হইলেন ।
তিনি বেগে ধরাপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ
করিতে লাগিলেন । যখন যখন তিনি বাভবাগ্নি-
তাপে তপ্ত ও শ্রান্ত হইতেছিলেন, তখন তখনই
তিনি মর্ত্যালোকে প্রকাশিত হইতে থাকিলেন ।
এইরূপে দেবী সরস্বতী বাভবাগ্নি-তাপিত হইয়া-
ছিলেন । পুরাতন পণ্ডিতগণ যে সকল দিব্য,
আন্তরিক্ক ও তৌম তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তৎ-
সমুদয় তীর্থ দেবী সরস্বতীর সারিহিত হইতে
লাগিল । তীর্থগণ কর্ত্তক অশাসিত হইয়া দেবী
পাতালতলে উপস্থিত হইয়া মকরালয়ে গমন করি-
লেন । খদিরামোদিনী দেবী তথায় সাগরকে
দর্শন করিয়া বহির্কে লইয়া তথায় গমন করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি আপনাকে দেবাদেশে
ভারাক্রান্ত মনে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দক্ষিণাভিমুখে
গমন করিতে লাগিলেন । যাইতে যাইতে দেখি-
লেন,—প্রভাসতীর্থ হইতে আগত হরিণ, বজ্র, স্কন্ধু
ও কপিল নামক চারিজন ঋষি স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া
ঐ স্থানে তপস্বী করিতেছেন । ২৫—৫০ । তাঁহার
সকলেই স্নানার্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সরস্বতীকে

সমুদ্রস্তাঃ সহসা সমুপস্থিতঃ । ৫১ । ততঃ সা চিন্তয়ামাস কথং মে শুরুতং ভবেৎ । শাপভীতা চ সা সাধ্বী পঞ্চশ্রোতাস্তদাভবৎ । ৫২ । একৈকং ভোযয়ামাস তমুবিং বরবর্ণিনি । ততোহস্তাঃ পঞ্চ নামানি জ্ঞাতানি পৃথিবীতলে । ৫৩ । হরিনী বজ্রিনী স্কন্ধুঃ কপিলা চ সরস্বতী । পানাবগাহনানুগাঃ পঞ্চ শ্রোতাঃ সরস্বতী । ৫৪ । ব্রহ্মহত্যা অরূপানং স্তেয়ং গুরুজনাগমঃ । এষাং সংযোগজং চান্তররাগাঃ পঞ্চমং হি যৎ । ৫৫ । এতৎ পঞ্চবিধং পুংসাঃ পঞ্চধাবহিতা সতী । নাশয়েৎ পাতকং ঘোরং সখীভিঃ সহিতা নদী । ৫৬ । ব্রহ্মহত্যাং মহা- বোরাং প্রতিলোমা সরস্বতী । পানাবগাহনানুগাঃ নাশয়ত্যখিলং হি সা । ৫৭ । প্রমাদান্নদিরাপান- দোষেণোপহতান্তনাম্ । তদ্বাপোহায় কপিলা বিজানাং বহতে নদী । ৫৮ । উপবাসাজ্ঞপাদোমাং স্নানাং পানাদ্বিজ্ঞানাম্ । সপ্তাহান্নাশয়েৎ পাপং তন্তস্তাবেন চেতসা । ৬১ । স্বয়ং তেহপি বিভ্রান্তি যথোক্তবিধিকারিণঃ । স্কন্ধুঃ নদীঃ সমা- সাদ্য মহতঃ পাতকাং কৃতাৎ । ৬০ । স্নানোপাসন- পানেন বজ্রিনী গুরুতল্লগম্ । নাশয়ত্যখিলং পুংসাঃ

পাপং ভূরিভয়করম্ ॥ ৬১ ॥ সংযোগজস্ত পাপস্ত হরণাক্ষরিনী স্মৃতা । নদী পুণ্যজলোপেতা সপ্তাহমব- গাহনাৎ । ৬২ ॥ এবমেতানি পাপানি সর্গানি অর- স্কন্দরি । নদী নাশয়তে তথ্যং পঞ্চশ্রোতা সরস্বতী । ৬৩ ॥ ততোহপশ্যৎ পুনশ্চাকং সা দেবী পথি সং- স্থিতম্ । পর্বতং সাগরস্তাস্তে যৌকুং মার্গমিব স্থিতম্ । ৬৪ ॥ ব্রহ্মাণুমানদণ্ডোহয়ঃ পুরতো গিরি- সন্তমঃ । ব্রহ্মন্ত্যাঃ সুরকার্ষেণ মম বিস্করঃ স্থিতঃ । উচ্চৈস্তরং মহাশৈলমবলোক্য সরস্বতী । অধ বেগেন ক্রদ্ধেন গিরিণা বিস্মিতা সতী । ৬৬ ॥ এবং সন্ধিস্থয়েদ্যাবনমনসঃ তদ্বাহুভূতম্ । তাবদ্বজ্র- শব্দেন প্রতিবুদ্ধঃ কৃতশ্রমঃ । ৬৭ ॥ গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বয়ঃ দদর্শ পুরুষং চ সা । তামাহ দেবীং স নগো মার্গো নাস্তীহ সূত্রতে । ৬৮ ॥ অন্তত্বে কপি গচ্ছ স্বং যত্র তেহভিমতং শুভে । আট্টেবমুক্তে সা দেবী নরং নগশিরঃস্থিতম্ । ৬৯ ॥ দেবাদেশাৎ সমায়াতা ন নিরোধ্যা গিরে স্বয়ং । এবমুক্তে গিরিঃ প্রাহঃ তাং দেবীং স্তমনোরমাম্ । ৭০ ॥ পর্বতোহহং স্বয়ং ভদ্রে কিং ন জ্ঞাতঃ কৃতশ্রমঃ । হংস্পর্শনাত্ প্রদোষোহস্তি কুমারী স্বং যতোহনঘে । ৭১ ॥ অতস্তাং বরয়ে দেবি

আস্থান করিলেন । এদিকে সাগরও সহসা সর- স্বতীর সমুপে উপস্থিত হইলেন । তখন দেবী সরস্বতী স্বীয় মঙ্গল নিমিত্ত ও অভিশাপ-ভয়ে ভীত হইয়া পঞ্চশ্রোতা হইলেন । পঞ্চশ্রোতা হইয়া তিনি এক এক ঋষিকে তুষ্ট করিলেন । এইজন্ত পৃথিবীতে ইহার পাঁচটা নাম প্রসিদ্ধ আছে । যথা— হরিনী, বজ্রিনী, স্কন্ধু, কপিলা ও সরস্বতী । নর- গণের পানাবগাহনের জন্তই দেবী সরস্বতী পঞ্চ- শ্রোতা হইয়াছিলেন । ব্রহ্মহত্যা অরূপান, স্তেয়, গুরুজনাগমন ও এতদতিরিক্ত নরগণের যে পঞ্চম পাপ, এই পাঁচ প্রকার পাপ তিনি সখীসমভি- ব্যাহারে পঞ্চশ্রোত দ্বারা বিনষ্ট করেন । প্রতি- লোমা সরস্বতী পানাবগাহন দ্বারা নরগণের মহা- ঘোর ব্রহ্মহত্যা বিনাশ করেন । প্রমাদবশত অরূপায়ী বিজগণের দোষবিনাশের জন্তই কপিলা সরস্বতী প্রবাহিত । উপবাস, জপ, হোম, স্নান ও পান এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা যথোক্ত বিধিকারী বিজগণ স্বয়ংই পাপ বিনষ্ট করিতে সক্ষম । স্কন্ধু সরস্বতী প্রাপ্ত হইয়া মানবগণ মহৎ পাতক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে । স্নান, উপবাস ও পাপ দ্বারা বজ্রিনী সরস্বতী পুরুষগণের গুরু-

তল্লগমন-জনিত ভয়ঙ্কর পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে । সংযোগজ পাপ হরণ করায় সরস্বতীর ‘হরিনী’ নাম হইয়াছে । এই পুণ্যতোয়া পঞ্চশ্রোতা সরস্বতীজলে সপ্তাহকাল অবগাহন করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় । সরস্বতী স্বীয় গমন-পথে এক মনোহর অচল দেখিতে পাইলেন । ঐ অচল তাঁহার গমন-পথ রোধ করিবার জন্তই যেন সাগরপ্রান্তে অবস্থান করিতেছে । উহা যেন ব্রহ্মাণ্ডের মানমণ্ডল । দেবী তদর্শনে চিন্তিত হইলেন । হায় ! আমার সুরকার্ষ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল । ঐ উচ্চ মহাচল কর্তৃক তাঁহার বেগ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন । এমন সময় তিনি মঙ্গলশব্দ-প্রতিবুদ্ধ, কৃতশ্রম, গিরিশৃঙ্গদ্বন্দ্বয় এক পুরুষ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন । ঐ পুরুষ বলিল,—অগ্নি সূত্রতে । এ দিকে পথ নাই ; তুমি অন্তত্বে যথেষ্ট গমন কর । নগশীর্ষস্থ পুরুষ এই কথা বলিলে দেবী তাহাকে বলিলেন,— আমি দেবগণের আদেশে আসিয়াছি ; গিরে ! তুমি আমাকে রুদ্ধ করিও না । গিরি বলিল,—অগ্নি ভদ্রে ! আমি কৃতশ্রম পর্বত, তাহা কি জান না ? তোমাকে স্পর্শ করিলে আমার দোষ স্পর্শ করিবে না ; যেহেতু তুমি কুমারী ! অতএব তোমাকে আমি

ভাৰ্ঘ্য্য মে তব স্মৃততে । ৭২ । সরস্বত্যাচ । পিতা
মে ত্রিযতে যস্মাস্তেন নাহং স্বয়ম্বরা । তব ভাৰ্ঘ্য্য
ভবিষ্যামি মার্গঃ যচ্ছ মমাধুনা । ৭৩ । এবমুক্তো
গিরিঃ প্রাহ অনিচ্ছন্তীঃ মহাবলঃ । উবাচযিষ্যে
ঐং ভদ্রে কস্তাভ্যন্তি ভবাধুনা । ৭৪ । সা তং
মনোভবাক্রান্তঃ মদ্রা দিবোন চক্ষুহা । আহ নাস্তি
মম জাভা স্মামেব শরণং গতঃ । ৭৫ । অয়োদ্বাহা
যদ্যবশ্চমহমেবং মহাবল । অনাতাং নোদ্রহ বিভো
জ্ঞানং কর্ত্ত্বঞ্চ দেহি মে । ৭৬ । তামুবাচ ততঃ শৈলঃ
স্বসম্পদভিমানবান্ । সৌখ্যদং পশু স্মৃতগে ময়ি
সম্পূৰ্ণবৈভবম্ । ৭৭ । দ্বন্দ্বানি যত্র গায়ন্তি কিম-
রাণাং মনোরমম্ । ঋত্রে চ স্মিন্ধানং তজ্জী-
বাদ্যমধাপরম্ । ৭৮ । তত্র তালান্তমালাশ্চ পিঙ্গলাঃ
পনসাস্তথা । সদৈব কলপুপ্পাঢ্য্য দৃশ্যন্তে স্মমনো-
রমাঃ । ৭৯ । কুটজৈঃ কোবিদাটৈশ্চ কদদৈ-
কুরবৈস্তথা । মন্তালিকুললুপ্টৈশ্চ ভূধরো ভাতি
সৰ্ব্বতঃ । ৮০ । হরাক্ষরাগবদ্ভাতি কচিং কুটজ-
কুটুটলৈঃ । কচিভু কর্ণিকাটৈশ্চ বিকোৰ্ণাসঃসম-

প্রভঃ । ৮১ । তমালদলসঙ্ঘঃ কচিৎকৈবল্যভাতিঃ ।
কচিদ্ধাতুলিগুণাকো গণাধ্যক্ষবপুল্লগঃ । ৮২ । চতু-
ৰ্মুখ ইবাভাতি হরিতালবপুঃ কচিং । কচিং সপ্ত-
চ্ছদৈর্কিঞ্চোৰ্ণপুষা ভাত্যঃ গিরিঃ । ৮৩ । কচিং
কাভ্যায়নৌজাঃ প্রিয়সুসুমাকুলঃ । কচিং কেসর-
সংযুক্তেরননাভো বিভাত্যসৌ । ৮৪ । বৃন্তে:
সপুলকৈঃ স্নিগ্ধৈঃ স্ত্রীণামিব পয়োধরৈঃ । কুপ্পাট্য-
রঙ্গপুর্ণাণাং কচিদ্ধাতাতি বিদ্যকৈঃ । ৮৫ ।
সিংহৈর্বাটৈশ্চ বৃগৈর্গাংগৈর্গরীটৈর্কানরৈস্তথা । কচিং
কচিদসৌ ভাতি পরম্পরমুদরৈঃ । ৮৬ । শূলি-
কোভিন্নমাকাশমিব কুর্ত্তিকচকৈঃ । এবমুক্তে
প্রভুবাচ শারদা তং নগোত্তমম্ । ৮৭ । যদি ঐং ঐং
পরিণয়ে কদন্তীমেকি কং তথা । গৃহাণ বাডবং হস্তে
যাবৎ জ্ঞানং করোমাহম্ । ৮৮ । এবমুক্তে স জগ্ৰাহ
তং নগেন্দ্রোহপবর্জিতম্ । কৃতস্মরন্তংসংস্পর্শাৎ
কণাভ্যন্তমগতঃ । ৮৯ । ততঃ প্রভৃতি তে তন্ত
পাষণা মুহতাং গতাঃ । গৃহদেবকুলার্থায় গৃহস্তে
শিল্লিভিঃ সহ । ৯০ । দক্ষা কৃতস্মরং দেবী পুনরা-

বরণ করি ; তুমি আমার ভাৰ্ঘ্য্য হও । সরস্বতী
বলিলেন,—পিতা আমায় পালন করিতেছেন,
স্মৃতরাং আমি স্বয়ম্বরা হইতে পারি না । আমি
তোমার ভাৰ্ঘ্য্য হইব ? অধুনা আমায় পথ প্রদান
কর । সরস্বতী এই কথা বলিলে পর্ত্ত বলিল,—
তুমি সন্ধ্যাত প্রদান না করিলেও আমি বলপূৰ্ব্বক
তোমার উদ্বাহ করিব । এখানে কে তোমাকে
জ্ঞান করিতে আছে ? দেবী সরস্বতী তখন দিব্য-
চক্ষু দ্বারা পর্ত্তকে মদনোন্নত দেখিয়া বলিলেন,—
না, এখানে আমার কেহ জাভা নাই ; আমি
তোমারই শরণ লইতেছি । হে মহাবল ! যদি
একান্তই আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমাকে
জ্ঞান করিতে দাও, অগ্নাত অবস্থায় আমাকে বিবাহ
করিও না । সরস্বতীর কথা শুনিয়া স্বায় ঐশ্বৰ্য্য-
ভিমানী পর্ত্ত বলিল,—আমি স্মৃতগে ! আমার
সুখদায়ক বিভব অবলোকন কর । দেখ, এখানে
কিন্নরামখুন মনোহর গান করিতেছে ; তজ্জীৱিনাদ
ঋত হইতেছে ; তাল-তমাল, পিঙ্গল, পনস প্রভৃতি
কল-পুপ্পাঢ্য্য বৃক্ষ সকল কেমন মনোহর
দেখাইতেছে ; মন্তালিকুলজুষ্ট কুটজ, কোবিদার,
কদম্ব ও কুরবক প্রভৃতি পাদপরাঞ্জ কেমন
শোভা পাইতেছে । আবার দেখ, কোন স্থান
কুটজকুটুটলে হরাক্ষর প্রভিভাত হইতেছে,

কোন স্থান কর্ণিকার পুষ্পে বিষ্ণুবদ্রসমপ্রভ হই-
য়াছে ; কোন স্থান তমালদলসঙ্ঘ হইয়া বৈব-
স্বতী দ্যুতি ধারণ করিয়াছে ; কোন স্থান ধাতুময়
হওয়ায় গণাধ্যক্ষের স্তায় শোভা পাইতেছে ;
কোন স্থান হরিতালময় বলিয়া চতুৰ্মুখের স্তায়
শোভিত হইতেছে ; সপ্তচ্ছদ থাকায় কোন স্থান
বিষ্ণুশরীরের অনুরূপ করিতেছে ; কোন স্থান
প্রিয়সুসুমায় আকুল হইয়া কাভ্যায়নীয় স্তায় শোভা
পাইতেছে ; কোন স্থান কেশরযুক্ত হওয়ায় অনলের
স্তায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে । কোন স্থান নারীগণের
স্মৃত সপুলক অকৃতপুণ্য কুপ্পাট্য স্নিগ্ধ পয়োধরের
স্তায় বিদ্যকলে স্মৃশোভিত দৃষ্ট হইতেছে ; কোন
স্থানে পরম্পরানুগত সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, নাগ, বরাহ,
ও বানরগণ বিরাজ করিতেছে । কোন কোন
স্থানের তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল দেখিলে মনে হইতেছে
যেমন শূলিকা দ্বারা আকাশ উত্তির হইতেছে ।
পর্ত্ত এইরূপ নিজ ঐশ্বৰ্য্য বর্ণন করিলে সরস্বতী
বলিলেন,—তুমি যদি নিশ্চয়ই একাকিনী আমাকে
কান্দাইয়া বিবাহ করবে, তাহা হইলে এই বাডবাগি
গ্রহণ কর, আমি জ্ঞান করিয়া আসি । এই কথা বলিয়া
মাত্র নগেন্দ্র কৃতস্মর যেমন বাডবাগি গ্রহণ করিল,
অমনি তৎসংস্পর্শে ভস্মস্বে উপনীত হইল । তদবধি
তাহার পাষণসকল মুহতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহদেব-

দায় বাড়বম্ । সমুদ্রস্ত সমীপে সা স্থিতা হৃষ্টেন্
কুহা ॥ ১১ ॥ তজ্জহা সা মহাদেবী তমাহ বড়বান-
লম্ । পশ্চ বাড়ব গর্জন্তঃ সাগরঃ পুরতঃ স্থিতম্
১২ ॥ গর্জন্তঃ সোহপি তং দৃষ্ট্বা প্রসপ্তন্তঃ বৌচিভিঃ
তামাহ কিমিদং ভদ্রে ভীতো মে লবণোদধিঃ ॥
১৩ ॥ প্রহস্তোবাচ সা বালা কো ন ভীতস্তবানল ।
ভক্ষ্যন্তে বিহিতো যস্মাস্তব দেবৈর্মহাবল ॥ ১৪ ॥
স তস্তাস্তম্ভচঃ ক্ষত্বা সম্প্রদৃষ্টস্ত পাবকঃ । দাস্তামি তে
বরং ভদ্রে যথেষ্টং প্রার্থয়স্ব নঃ ॥ ১৫ ॥ তেনৈবমুক্তা সা
দেবী বাড়বেনাগ্নিনা তদা । সস্মার কারণাত্মানং
বিষ্ণুং কমললোচনম্ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্টোহসাবাস্তজ্ঞঃ সং-
স্তয়া দেবো জনার্দনঃ । স্মৃতমাজঃ সরস্বত্যা পরস্মি-
ভুবনেশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥ মনোদৃষ্ট্যা বিলোক্যাহ সা
তমন্তঃস্বমচ্যুতম্ । বাড়বো যচ্ছতি বরমহং তং
প্রার্থয়ামি কিম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তেন হৃদিস্থেন প্রোক্তা
দেবী সরস্বতী । প্রার্থনীয়ো বরো ভদ্রে সূচীবক্ত-
ত্বমাদরাৎ ॥ ১৯ ॥ ততস্তভিহিতো দেব্যা যদি মে
ঐ বরপ্রদঃ । ততঃ সূচীমুখো হুহা ঐ পিবাপো
মহাবল ॥ ১০০ ॥ এবমুক্তেন তন্তেন সূচীবোধসমং

কৃতম্ । ঘটিকাপুরণং যদ্বৎপপৌ তদ্বদনং জলম্ ॥
১০১ ॥ এবং স বাড়বো বহ্নিঃ সুরাপাং ভক্ষণোদ্যতঃ ।
বক্ষিতো বিষ্ণুনা ষাতি মেধামাধায় যত্নতঃ ॥ ১০২ ॥
সর্গমেতং নরঃ পুণ্যং বাচ্যমানং শৃণোতি যঃ । স
বিষ্ণুলোকমাসাদ্য তেনৈব সহ মোদতে ॥ ১০৩ ॥

ইতি জীক্ষান্দে সরস্বতীকৃতাস্তবড়বানলবঞ্চনবর্ণনং
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

৩৩ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । সরস্বতী বরং প্রাপ্য বরিতং
বড়বানলাৎ । পুনস্তং সাগরে ক্ষেপ্তুমদ্যতা সা
মনস্বিনী ॥ ১ ॥ দেবাদেশাৎ প্রভাসস্ত পুরতঃ
সংস্থিতা তদা । সমুদ্রমাহু তদা বাড়বার্ণকাজ্জিগী ॥
২ ॥ ত্বমাদিঃ সর্বদেবানাং ঐ প্রাণঃ প্রাণিনাং
সদা । দেবাদেশাদগৃহাণ ত্বমাগত্যার্বব বাড়বম্ ॥
৩ ॥ এবং সঞ্চিস্তিতো দেব্যা যদাসাবস্তসাম্পতিঃ ।
তথা জলাৎ সমুদীৰ্য্য সমায়াতো মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবী দিব্যাং বিষ্ণুমিবাপরম্

জল পান কর । এই কথা বলিবামাত্র বাড়ব স্বীয়
বদন সূচীবোধবৎ করিল । তখন ঐ বদন ঘটী
পুরণের স্রায় (ভুক্ ভুক্ করিয়া) জল পান করিতে
লাগিল । সুরভক্ষণোদ্যত্যত বাড়বাগ্নি বিষ্ণুচাতুর্ঘ্যে
এইরূপে বক্ষিত হইয়া শিক্ষা লাভ করত স্বক্ষেত্রে
গমন করিল । এই অধ্যায় যে ব্যক্তি শ্রবণ করে,
সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া
করিয়া থাকে । ৫১—১০৩ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩ ।

৩৪ ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী বাড়বাগ্নি হইতে
বর লাভ করিয়াও দেবাদেশে তাহাকে সাগরে
ক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি সমুদ্রকে
আহ্বান করিয়া বাড়বকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা
করিয়া সাগরকে বলিলেন,—তুমি সর্বদেবতার
আদি, এবং তুমিই প্রাণিগণের প্রাণ, তুমি এই
বাড়বকে গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগের আদেশ প্রতি-
পালন কর । সরস্বতী এই কথা বলিবামাত্র মহাত্ম্যতি
সাগর জল হইতে উঠিয়া আসিল । সরস্বতী অপর

মন্দিরাদি নির্মাণের উপযোগী হইয়াছে । অধুনা
শিল্পিগণ শিল্পের জন্ত ঐ সৰ্বক্ষণপ্রস্তুত আহরণ করে
দেবী সরস্বতী কৃতস্মরকে দক্ষ করিয়া পুনরায় বাড়ব-
গ্নিকে গ্রহণকরিয়া সমুদ্র সমীপে উপস্থিত হইলেন ।
বাড়বকে বলিলেন,—ঐ দেখ, বাড়ব ! সাগর গর্জ্জন
করিতেছেন । বাড়ব তরঙ্গভঙ্গে সাগরকে গর্জ্জন
করিতে দেখিয়া সরস্বতীকে বলিল,—সাগর আমাকে
দেখিয়া ভয় পাইয়াছে । সরস্বতী হাসিয়া বলি-
লেন,—তোমাকে কে না ভয় করে ? দেখ দেব-
গণ ভীত হইয়া তোমার ভক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন ।
বাড়ব সরস্বতীর বাক্যে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বলিল,—
আমি তোমাকে বর দান করিতেছি প্রার্থনা কর ।
বাড়ব বর প্রার্থনা করিতে বলিলে দেবী মনে মনে
কমললোচন কারণাত্মা বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন ।
স্মরণ মাত্র তিনি স্বীয় হৃৎপদ্মে জনার্দনকে দেখিতে
পাইলেন । দেবী মনোদৃষ্টি দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর
জগন্নাথকে অবলোকন করিয়া বলিলেন,—বাড়ব
আমাকে বর দিতে চাহিয়াছে, আমি তাহার নিকট
কি বর প্রার্থনা করিব ? তগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—
অগ্নি ভদ্রে ! তুমি বাড়বের সূচীবক্ত প্রার্থনা
কর । সরস্বতী তখন বাড়বকে বলিলেন,—যদি
তুমি বর দিবে, তাহা হইলে তুমি সূচীমুখ হইয়া

শ্রীমঃ কমলপদ্মাকঃ সাগরং স্তম্ভনোরমম্ ॥ ৫ ॥
 বিচিত্রমালাভরণং চিত্রবস্ত্রাল্পননম্ । আপগাভিঃ
 সরুপাভিঃ স্ত্রীরুপাভিঃ সমাবৃতম্ ॥ ৬ ॥ এবংবিধং
 সমালোক্য সা দেবী ব্রজং স্মৃত্য । সরস্বতী জল-
 নিধিমুবাচৈদং শুচিস্মিতা ॥ ৭ ॥ হমগ্রজঃ সর্ব-
 ভবোত্তমানাং স্বঃ জীবিতং জন্মবতাং নরানাম্ ।
 তস্মাৎ সুরাণাং কুরু কার্যামিষ্টং বহিঃ গৃহাণ
 অমিহোপনীতম্ ॥ ৮ ॥ অত্রাস্তরে সোহপি বিমুক্ত সর্বঃ
 কার্যং স্ববুদ্ধ্য কিমিহোপপন্নম্ । কৃত্বানলস্ত গ্রহণং
 ময়েদং কার্যং সুরাণাং বিহিতং ভবেচ্চ ॥ ৯ ॥ এবং
 চিস্তয়ত্তত্তস্ত গ্রহণং কচিতং ততঃ । বাড়বাগ্নেঃ সমু-
 দ্রস্ত সুরপীড়াকৃতে যদ্য ॥ ১০ ॥ তদা তেন পুরঃ-
 স্বেন দেবী সাভিহিতা ভূশম্ । বাড়বং সম্প্রহচ্ছৈনং
 সুরশক্ৰং সরস্বতী ॥ ১১ ॥ ততস্তয়া প্রণম্যাত্ত
 পিতামহপুরঃসরান্ । চারণাংস্তাকচিচ্চাক্ষ্য সা-
 রস্বত্যা দিবি স্থিতান্ ॥ ১২ ॥ পুনশ্চ করসংস্থোহসৌ
 বাড়বোহভিহিতস্তয়া । হমপো ভক্ষয়স্বেতি সুরৈ-
 রুক্ত ইমা ইতি ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা সমুদ্রস্ত তদা
 দেব্যা সমর্পিতঃ । বাড়বোহগ্নিঃ সরস্বত্যা সুরা
 দেশায়হাবলঃ ॥ ১৪ ॥ তং সমর্প্য ততস্তস্মিন্নদৌ
 ভূত্বা সরস্বতী । প্রবিষ্টা সাগরং দেবী নারদেশ্বর

বিষ্ণুর স্তায় সাগরের দিব্য রূপ দেখিয়া বিস্মিত হই-
 লেন । তিনি দেখিলেন,—সাগর শ্রীমবর্ণ, কমল-
 পদ্মাক, মনোভিরাম, বিচিত্র মালাভরণ ও বিচিত্র
 বস্ত্রাল্পননধারী, ও সমানরূপা স্ত্রীরূপ আপগাগণে
 পরিবৃত । এবংবিধ সাগরকে দর্শন করিয়া দেবী
 সরস্বতী বলিলেন,—তুমি সর্বভবোত্তম পনার্থের
 অগ্রজ, এবং তুমিই জন্মী নরগণের জীবন, তুমি
 এই অনলকে গ্রহণ করিয়া সুরগণের অভীষ্ট সিদ্ধ
 কর । অতঃপর সাগর উপস্থিত কার্য্যবিষয়ক কিঞ্চিৎ
 চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অনলকে গ্রহণ
 করিলে আমার সুরকার্য্য করা হইবে । সুরপীড়া
 নিবারণের জন্ত সাগর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সর-
 স্বতীকে বলিল,—সুরশক্ৰ বাড়বকে তুমি আমায়
 প্রদান কর । সাগর এই কথা বলিলে দেবী সর-
 স্বতী তখন সমুদ্র পিতামহপুরঃসর দিবিস্থিত দেব
 ও চারণগণকে প্রণাম করিয়া স্বীয় হস্তস্থিত বাড়বকে
 বলিলেন,—তুমি সুরবাক্যাহুসারে জলপান কর,
 এই জল । এই বলিয়া দেবী সরস্বতী সমুদ্রহস্তে
 বাড়বকে অর্পণ করিলেন । তাঁহাকে অর্পণ করিয়া
 তিনি নদী হইয়া নারদেশ্বর মার্গে সাগরে প্রবিষ্ট হই-

মার্গতঃ ॥ ১৫ ॥ দৈত্যসুদনসাগ্রিধ্যে দম্বাধ্যঃ
 লবণাক্তসি । অর্ঘ্যেশ্বরং প্রতিষ্ঠাপ্য দৈত্যসুদন-
 পশ্চিমে ॥ ১৬ ॥ ততোহন্ধিঃ সম্প্রবিষ্টা সা পঞ্চ-
 শ্রোতামহানদৌ । স্বরূপেণৈব সা পুণ্য পুনঃ পুণ্য-
 তমাতবৎ ॥ ১৭ ॥ প্রভাসক্ষেত্রসম্পর্কং সমুদ্রস্ত চ
 সঙ্গমাৎ । সাগরোহপি সমাসাদ্য সরস্বত্যাং বাড়-
 বম্ । নির্ধনো বা ধনং প্রাপ্য্যচিস্তয়ৎ কক্ষিপা-
 ম্যহম্ ॥ ১৮ ॥ স তেনৈব করস্বেন দীপ্যমানেন
 সাগরঃ । বহিনা শিখরস্বেন ভাতি মেকুরিবা-
 পরঃ ॥ ১৯ ॥ তৎ তথাবিধমালোক্য তদ্র য়ে জল-
 চারিণঃ । যাদোগগাত্তে মুমূর্ছদাহতীভা মহাননম্ ॥
 তং শ্রুত্বা ভৈরবঃ শব্দমায়াতো দৈত্যসুদনঃ । আহ
 যাদোগগান্ সর্বান মা ভৈষ্টে স্তম্ভাবলাঃ ॥ ২১ ॥
 যস্মাদনেন প্রথমা আপো ভক্ষ্যা ন তজ্জগাঃ ।
 প্রাণিনস্তত্র ভেতব্যঃ ভবন্তিস্ত মমাজয়া ॥ ২২ ॥
 এবমুক্তস্ত কক্ষেন তুষ্ণীভূতা জলেচরাঃ ॥ ২৩ ॥
 তুষ্ণীভূতেষু সর্বেষু জলজেষু জলেধরম্ । প্রাশ-
 চাতঃ প্রক্ষিপ অমপাং মধ্যে তু বাড়বম্ ॥ ২৪ ॥
 অগাধেহস্তসি তেনাসৌ নিক্ষিপ্তো বাড়বানলঃ ।

লেন । তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া দৈত্যসুদন সগ্নি-
 ধানে অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক তাঁহার পশ্চিমে অর্ঘ্য-
 শ্বর নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । দেবী সরস্বতী
 পঞ্চদা বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করত স্বভাবতঃ
 পবিত্র থাকিয়াও প্রভাস ও সাগর সম্পর্কে আরও
 পবিত্র হইলেন । সাগরও নির্ধনের ধনপ্রাপ্তির স্তায়
 সরস্বতীর নিকট হইতে বাড়বকে লাভ করিয়া কোন্
 খানে তাহাকে রাখিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
 বাড়ব সাগরের হস্তে ও মস্তকে রক্ষিত হইলে
 দ্বিতীয় মেকুর স্তায় শোভা ধারণ করিল । সমুদ্রকে
 তথাবিধ দর্শন করিয়া গ্রাহনক্রাদি ও অন্তান্ত জলচর-
 গণ ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল । চীৎ-
 কার শুনিয়া দৈত্যসুদন আসিলেন । তিনি আসিয়া
 বলিলেন,—যাদোগগ ! তোমরা ভীত হইও না,
 বাড়ব জল পান করিতেছেন, তোমরা ঐ স্থানে
 যাইও না, আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি,
 তোমাদের কোন ভয় নাই । ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা
 বলিলে গ্রাহাদি জলচরগণ তুষ্ণীভাবে অবস্থান
 করিল । ১—২৩ । তখন অচ্যুত জলেধরকে বসি-
 লেন,—তুমি বাড়বকে জলমধ্যে নিক্ষেপ কর ।
 সমুদ্র তাহাকে অগাধজলে নিক্ষেপ করিল ।

বরুণেন পিবন্ত্যন্তে তজ্জলঃ স্তম্ভাবলঃ । ২৫ ।
 তন্তোচ্ছাসানিলোদ্ধুতঃ তন্তোয়ঃ সাগরাবহিঃ ।
 নির্মধ্যাদেব যুবতিরিত্তেতচ্চ ধাবতি । ২৬ । অথ
 কালে গতে দেবি ত্বাভ্যামু শনৈঃ শনৈঃ । বিদিত্বা
 ক্রীড়মাশ্রিত্য অপো জলনিগন্ততঃ । ২৭ । আতৈবং
 পুণ্ডরীকাকমপঃ কুরু স্বমকয়াঃ । অন্তথা সর্ক-
 নাশেন জলানাং মাষিহাগ্রতঃ । তক্ষয়িত্যাসৌ বহি-
 বাড়বো হি জনার্দন । ২৮ । এতচ্ছ্রুত্বা বচন্তস্ত
 সমুদ্রস্ত তু ভীষণম্ । কৃতং তদক্ষয়ং তোয়মাশ্রনো
 ভয়নাশনম্ । ২৯ । জাহ্নবা সুরাঃ সর্কমিদং বিচে-
 ষ্টিতং কৃত্যানলস্তান্ত নিবন্ধনং তথা । প্রলোভনং
 তোয়পুংসরঃ দ্বিষঃ পুপুজিরে কেশবমজ্জ-চারিণম্ ।
 এবং সরস্বতী প্রাপ্তা প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ । ব্রহ্ম-
 লোকান্নহাদেবি সর্কপাপপ্রণাশিনী । ৩০ । সোমে-
 শাদক্ষিণায়েয়ে সাগরস্ত সমীপতঃ । সংস্থিতা তু
 মহাদেবী বাড়বানলধারিণী । ৩১ । স্নাত্বাগ্নিতীর্থে
 পূর্য্যং তাং পূজয়েদ্বিধিনা নরঃ । দম্পত্যোভোজনং
 তত্র পরিধানং সকঙ্কম্ । ৩২ । দত্ত্বা ততো মহা-
 দেবং পূজয়েচ্চ কপর্দিনম্ । ইতি বৃত্তং পুরা দেবী
 চাক্ষুষস্তান্তরেহভবৎ । ৩৩ । দবীচ্যবয়জাতস্ত বাড়-
 বস্ত মহাত্মনঃ । অগ্নিন্ পুনর্মধ্যাদেবি প্রাপ্তে
 বৈবস্বতেহস্তরে । ঔর্য্য ভার্গবে বংশে সমুৎপন্নো

নিক্ষিপ্ত বাড়ব বরুণের সহিত সমস্ত জল পান
 করিতে লাগিল। এই সময় বাড়বের নিখাসানিল
 দ্বারা উৎক্ষিপ্ত তোয় সকল নির্মধ্যাদা যুবতীর স্তায়
 সাগরের বহির্দেশে ধাবিত হইল। ক্রমে সমস্ত জল
 শুকাইয়া গেল। তাহা জানিতে পারিয়া জলনিধি
 অচ্যুতকে বলিলেন,—আপনি জলকে অক্ষয় করুন।
 অন্তথা বাড়ব আমাকে ভক্ষণ করিবে। এইকথা
 শুনিয়া জনার্দন জলকে অক্ষয় করিলেন। তোয়-
 পুংসর সুরগণ তখন সকল ব্যাপার অবগত
 হইয়া কেশবের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে
 বাড়বানলধারিণী দেবী সরস্বতী ব্রহ্মলোক হইতে
 প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বরের দক্ষিণে আগ্নীতীর্থে
 সাগরসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি
 ঐ স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। নরগণ
 প্রথমে বিধিপূর্ব্বক আগ্নীতীর্থে স্নান করিয়া মহাদে-
 বের পূজা করিবে। পরে দম্পতিভোজন
 ও তাহাদিগকে সকঙ্ক পরিধেয় দান করিবে।
 হে দেবি পার্শ্বতি! দবীচি অবয়জাত বাড়বের
 এই ঘটনা চাক্ষুষমস্তরে ঘটিয়াছিল। আর এই

মহাবিজঃ । ৩৫ । সংকিপ্তোহসৌ সরস্বত্যা দেবমাতা
 মহাপ্রভঃ । তাবৎ স্বাস্ত্যাপাং গর্ভে যাবন্মবস্তর-
 বধিঃ । ৩৬ । ইতি তে কথিতং দেবি সরস্বত্যাঃ
 সমুত্তমম্ । ঋতং পাপহরং নৃণাং কীর্ত্তিদং পুণ্য-
 বর্দ্ধনম্ । ৩৭ ।

ইতি জীকান্দে সরস্বত্যবতারমহিমবর্ণনং নাম
 চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । ভগবন্ ভার্গবে বংশে যথোর্ব্বঃ
 কথিতস্তয়া । বৈবস্বতেহস্তরে চান্ধিংস্তস্তোৎপত্তিং
 বদ প্রভো । ১ । ঈশ্বর উবাচ । ব্রাহ্মণা নিহতা
 যে তু ক্ষত্রিয়ৈ বৃত্তকারণাং । ক্ষয়ং নীতান্ত তে
 সর্কৈ সপুত্রান্ত সগর্ভতঃ । ২ । ত্রিহমাণেবু সর্কৈবু
 একা স্ত্রী সমতিষ্ঠত । তয়া তু রক্ষিতো গর্ভ উর্ব্বো-
 দ্দেশে নিধায় চ । ৩ । অন্তাসাং চৈব নারীণাং
 সর্কাসামপি ভামিনি । গর্ভা নিপাতিতাস্তৈস্ত
 দ্রব্যার্থঃ ক্ষত্রিয়াধমৈঃ । ৪ । কালান্তরে ততো-
 ভিত্তাপ্যক্ৰদেশঃ মহাপ্রভঃ । নির্গতোত্তস্তিতশিরা

বৈবস্বত মস্তরে মহাবিজ ঔর্য্য ভার্গববংশে
 উৎপন্ন হন। দেবমাতা দেবী সরস্বতী ইহাকে
 জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন। ঔর্য্য যাবন্মবস্তর জল-
 মধ্যেই থাকেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট
 সরস্বতীর উদ্ভববৃত্তান্ত কহিলাম, ইহা ঋত হইলে
 পাপহর, কীর্ত্তিদায়ক, ও পুণ্য বর্দ্ধক হয়। ২৪—৩৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দেবী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে
 বর্ত্তমান মস্তরে ভার্গববংশীয় ঔর্য্যের কথা বলি-
 লেন, সেই ঔর্য্যের উৎপত্তিবিবরণ বলুন। ঈশ্বর
 বলিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ বিত্তনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে নিহত
 করিলে ব্রাহ্মণগণ একেবারে সপুত্র সগর্ভ ক্ষয় প্রাপ্ত
 হইলেন। এইরূপ সমুদয় ব্রাহ্মণ যত্নামুখে পতিত
 হইলে একমাত্র ব্রাহ্মণী অবশিষ্ট ছিলেন। তিনি
 অতি সস্তর্পণে উরুদেশে গর্ভ রক্ষা করিয়াছিলেন।
 অর্থলোলুপ ক্ষত্রিয়াধমগণ অপন্ন সকল ব্রাহ্মণীই
 গর্ভচ্ছেদ করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে এক

জলদান্দোহতিভীষণঃ । ৫ । তদৈবং হৃদি চাধায়
দদাহ বসুধাতলম্ । উৎপাদ্য বহ্নিঃ তপসা
রৌজমৌর্খঃ জলাশনম্ । ৬ । তমিস্রঃ প্রাবয়া-
মাস বৃষ্টৌর্গৈর্ধর্মরবর্ণিনি । ন শশাক যদা নেতুঃ
তদা স যতবাক্স্থিতঃ । ৭ । ততো দেবাসঃ সগন্ধর্বা
ব্রহ্মাণঃ শরণঃ গতাঃ । অভবন্ ভয়সঙ্কতাঃ সর্বৈ
প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ । ৮ । দেবা উচুঃ । ভগবন্
ভার্গবে বংশে জাতঃ কোহপি মহাত্ম্যতিঃ । অগ্নি-
রূপেণ সর্বঃ স দদাহ বসুধাতলম্ । ৯ । কৃতো
যত্নঃ পুরান্মাভিস্তম্বিনাশায় সন্তম । জলেন বৃদ্ধি-
মায়াতি ততো নো ভয়মাগতম্ । ১০ । বিনষ্টে
ভূতলে দেব অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । উচ্ছিদ্যন্তে
ততোহশ্বাকং নাশে নুনং ভবিষ্যতি । ১১ । তস্মাদ্
যত্নঃ কুরু বিভো ত্রৈলোক্যহিতকাময়া । ১২ ।
ততো ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্কঃ ভার্গবৈশ্চ মহর্ষিভিঃ ।
আগত্য চাত্রবৌর্দৌর্ধ্বঃ কিমর্থং দহসি কিত্তিম্ । ১৩ ।
বিরামঃ ক্রিয়তাং সদ্যো যমাং ৫ দ্বিজোত্তম । ১৪ ।
ওঁর্ষ উবাচ । এষ এব নিবৃন্তোহহং তব বাক্যেন

উত্তম্ভিতশিরা মহাপ্রভ অতিভীষণ জলদান্দ পুরুষ
ঐ ব্রাহ্মণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইলেন ।
তিনি কজবৈর অরণ করিয়া উগ্র তপস্তাপ্রভাবে
জলাশন অতি ভীষণ ওঁর্ষানল উৎপাদনপূর্বক
যখন বসুধাতল একেবারে দগ্ধ করিতে
আরম্ভ করিলেন, তখন ইন্দ্র ভয়ানক বৃষ্টি
করিয়া তাঁহাকে প্রাবিত করিতে লাগিলেন ।
তাহাতেও ঐ অনল নিবৃত্ত হয় না । তখন
সগন্ধর্ব দেবগণ ভীতব্রন্ত হইয়া কৃতাজলিপুটে
ব্রহ্মার শরণ লইলেন । তাঁহার ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—হে ভগবন্ ! ভার্গববংশে এক মহাত্ম্যতি
অগ্নিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বসুধাতল দগ্ধ করি-
তেছেন ; আমরা তাঁহার বিনাশের জন্ত ঘোর
বর্ষণ করিয়াছি, তাহাতেও ঐ অনল উপশমিত হয়
নাই । এজন্তই আমরা যার পর নাই ভীত হই-
য়াছি । এই অমলতেজে ভূতল বিনাশপ্রাপ্ত
হইবে, ভূতল বিনষ্ট হইলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াসকল
লোপ পাইবে আর যজ্ঞাদির অপায় হইলে
আমরাও বিনষ্ট হইব । অতএব আপনি ত্রৈলোক্য-
হিতকামনায় যত্নবান্ হউন । দেবগণের মুখে
এবাধ্ব্যসৃষ্টিবিলোপী বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্
বিধাতা, সুরগণ ও ভার্গব ঋষিগণের সহিত গমন

সন্তম । এষ বহ্নির্ময়োৎসৃষ্টঃ স বিভো তব শাস-
নাৎ । ১৫ । যথা গচ্ছেৎসমুদ্রান্তঃ তথা নীতি-
ক্ষিধীয়তাম্ । ১৬ । সমাহুয় ততো দেবীঃ স্বাং
সুতাং পদ্যসন্তবঃ । উবাচ পুত্রি গচ্ছ স্বঃ গৃহীত্বাগ্নিঃ
মহোদধিম্ । মধ্বাক্যং নান্তথা কার্যং গচ্ছ শীঘ্রং মহা-
প্রভে । ১৭ । সরস্বত্যাচ । এষাশ্বিঃ প্রস্থিতা
দেব তব বাক্যাদসংশয়ম্ । ইত্যাঙ্কে সাধু সাধ্বীতি
ব্রহ্মণা সমুদাহতা । ১৮ । ততোহতিমম্বিতঃ বহ্নিঃ
কিপ্ত্বা কুন্তে হিরণ্ময়ে । প্রাঘচ্ছত সরস্বত্যা স্বঃ
ব্রহ্মা পিতামহঃ । আশিষো বিবিধা দদ্বা প্রোবাচেস
পুনঃ পুনঃ । ১৯ । গচ্ছ পুত্রি ন সন্তাপস্তথা কার্যঃ
কথঞ্চন । অরিষ্টং ব্রজ পদ্বানং মা সন্তু পরিপদ্বিনঃ ।
২০ । ঈশ্বর উবাচ । এচ মুক্তা তদা তেন ব্রহ্মণা
চ সরস্বতী । হিমবন্তঃ গিরিঃ প্রাপ্য পিপ্লনাদা-
শ্রমাস্তদা । ২১ । উদ্ভূতা সা তদা দেবী অধস্তাদবৃক্ষ-
মূলতঃ । তৎকোটরকুটীকোটপ্রবিষ্টানাং দ্বিজম-
নাম্ । ২২ । ঋগন্তে বেদনির্ধোবা সরসারক্তচেত-

করিয়া ওঁর্ষকে বলিলেন,—কিজন ধরাতল দগ্ধ
করিতেছেন ? হে দ্বিজোত্তম ! কাস্ত হউন । ওঁর্ষ
বলিলেন,—হে বিধাতাঃ ! এই আমি আপনার
বাক্যে নিবৃত্ত হইলাম, এই আমি ভবনীয় বাক্যে
বহ্নিকে পরিত্যাগ করিলাম ; অধুনা এই বহ্নি
যাহাতে সমুদ্রমধ্যে গমন করে, আপনি তাহা
করুন । ওঁর্ষ এই কথা বলিবামাত্র পিতামহ তখন
সুতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অগ্নি
পুত্রি ! তুমি এই অগ্নিকে লইয়া মহোদধিতে গমন
কর, আমার বাক্য অন্তথা করিতে নাই, শীঘ্র যাও ।
১—১৭ । পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সরস্বতী
বলিলেন,—পিতাঃ ! এই আমি প্রস্থিত হইলাম । এই
কথা বলিবামাত্র বিধাতা ‘সাধু সাধু’ বলিয়া পুত্রকে
সংস্কৃত করিলেন এবং অতিমম্বিত অগ্নিকে হিরণ্ময়
কুন্তে রক্ষা করিয়া সরস্বতীকে প্রদান করিলেন ।
বহ্নিকুন্তপ্রদানকালে তিনি তাঁহাকে বিবিধ আশী-
র্বাদ করিয়া বলিলেন,—পুত্রি ! গমন কর ;
তোমাকে সন্তাপ লাগিবে না, পথে নিক্ষিপ্ত হইবে,
কেহই তোমার পরিপদ্বী হইবে না । ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিধাতা এই কথা বলিলে দেবী সরস্বতী
তখন প্রস্থিত হইলেন । তিনি হিমালয় প্রাপ্ত হইয়া
পিপ্লনাদ ঋষির আশ্রমে পৌছিলেন । এই স্থান
হইতে তিনি অধোমার্গে গমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে
উপস্থিত হইলেন । এই বিটপের কোটর-কুটীরে

সাম্ । বিষ্ময়াস্তে তত্র দেবো দেবানাং প্রবয়ে
 শুক্ ২৩ । তস্মাৎ স্থানান্ততো দেবী প্রতীচ্যাত-
 মুখং যযৌ । অন্তর্দ্বানেন সা প্রাপ্তা কৈদারং হিম-
 মধ্যগম্ ২৪ । তৎসম্প্রাণ্য গিরেঃ শৃঙ্গং কৈদারস্ত
 পুরঃ স্থিতা । তেনাঘ্রিনা করঞ্চেদ দহমানা সর-
 স্বতী ২৫ । ভূমিং বিদার্য তস্তাধঃ প্রবিষ্টা গজ-
 গামিনী । তদন্তর্দ্বানমার্গেণ প্রবৃত্তা পশ্চিমায়ুধী ২৬ ।
 পাপভূমিমতিক্রম্য ভূমিং ভিষা বিনির্গতা ।
 তত্র কূপঃ সমভবন্নরা গজর্কসংজিতঃ ২৭ । তস্মাৎ
 কূপাৎ পুনর্দৃষ্টা সা বভূব মহানদী । মতিঃ স্মৃতি-
 স্তথা প্রজ্ঞা মেধা বুদ্ধির্গিরা ধরা ২৮ । উপাসিকাঃ
 সরস্বত্যাঃ যভৈতাঃ প্রস্থিতাস্তদা । পুনঃ প্রবৃত্তা সা
 তস্মাদ্ভ্রুভেদাৎ পশ্চিমায়ুধী ২৯ । ভূতীশ্বরঃ সমা-
 যাতা সিদ্ধো যত্র মহামুনিঃ । ভূতীশ্বরে সমীপস্থঃ
 তত্র প্রাপ্তা মনোরমম্ ৩০ । তস্ত দক্ষিণদিক-
 সংস্থং রুদ্রকোট্যপলকিতম্ । শ্রীকণ্ঠদেশং বিখ্যাতং
 গতা সর্বৌষধীযুতম্ ৩১ । তস্মাৎ পুণ্যতমাদেশা-

কোটী কোটি মূনি বাস করেন । তথায় বেদপাঠী
 ব্রাহ্মণগণের স্বধর বেদনির্ঘোষ শ্রুত হয় । দেব-
 শুক্ বিষ্ম এই স্থানে বাস করেন । এই
 স্থান হইতে দেবী প্রতীচী দিক্ অবলম্বন
 করিয়া পুনরায় অন্তর্দ্বানমার্গে প্রস্থান করি-
 লেন । এবার প্রস্থিত হইয়া তিনি হিমালয়
 মধ্যস্থিত কৈদারে উপনীত হইলেন এবং এই
 স্থান প্রাপ্তি করিলেন । এই সময় তাঁহার হস্ত-
 স্থিত অমল তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি দহু করিল ।
 অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তিনি ভূমি বিদারণ করত
 ভূমির অন্তস্তলে প্রবেশ করিলেন । এবং তলে
 তলেই পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।
 পরে তিনি পাপভূমি অতিক্রম করত ভূমিভেদ
 করিয়া নির্গত হইলেন । এই স্থানে গজর্কসংজিত এক
 কূপ হইল । তিনি এই কূপে অবস্থান করলেন । মতি,
 প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি ও উত্তম বাক্য এই ছয়
 জন এই স্থানে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন ।
 উপাসনান্তে তাঁহার প্রস্থান করিলে দেবী সর-
 স্বতীও উর্দ্ধদেশ ভেদ করিয়া পশ্চিমমুখে অগ্রসর
 হইতে লাগিলেন । অতঃপর তিনি ভূতীশ্বরে
 আগমন করিলেন । এই স্থানে সিদ্ধ মহামুনি
 বাস করেন । ভূতীশ্বরের সমীপে মনোরম নামে
 এক স্থান আছে । এই স্থানে তিনি উপস্থিত
 হইলেন । ইহার দক্ষিণে রুদ্রকোটীবিরাজিত

২ সা মনস্বিনী । সম্প্রাপ্তা বহিনা সার্কঃ
 কুরুক্ষেত্রঃ সরস্বতী ৩২ । পুনস্তস্মাৎ কুরুক্ষেত্রা-
 দ্বিরাটনগরস্ত সা । সমুদ্ভূতা সমীপস্থা অন্তর্দ্বানায়নো-
 রম ৩৩ । গোপায়নো গিরির্বিদ্র তত্র সা পুনরুদগতা ৩৪ ।
 গোপায়িতা কেশবেন যত্র তে পাণ্ডুনন্দনাঃ । কুরুতঃ
 স্থানি কশ্ম্মপি ন কৈশিকপলকিতা ৩৫ । তত্র
 কুণ্ডে স্থিতা দেবী মহাপাতকনাশিনী । পুনর্গোপায়না-
 দেবী ক্ষেত্রং প্রাপ্তাতিশোভনম্ ৩৬ । খর্জুরী-
 বনমাপন্য নন্দানারীত তত্র সা । সরস্বতী পুন-
 স্তস্মাদ্বনাৎ খর্জুরসংজিতাৎ ৩৭ । মেরুপাদং
 সমাসাদ্য মার্কণ্ডাশ্রমমগতা । যত্র মার্কণ্ডকং তীর্থং
 মেরুপাদে সমাশ্রিতম্ ৩৮ । সরস্বতী পুনস্তস্মা-
 দর্কুদারণ্যমশ্রিতা । গতা বটবনং রম্যং মার্কণ্ডেয়া-
 শ্রমচ্ছতাৎ ৩৯ । তপস্তপ্তং পুরা যত্র বসিষ্ঠেন
 সমাশ্রিতাৎ । তস্মাদ্ভটবনাৎ পুণ্যাত্তৃষ্ণবনং গতা ।
 মেরুপাদে চ তত্রৈব তত্তিষ্ঠাতপস্তপঃ ৪০ ।
 উহস্বরবনাতস্মাৎ পুনর্দেবী সরস্বতী । অন্তর্দ্বানেন
 শিখরমন্ত্রং প্রাপ্তা মহানদী ৪১ । মেরুপাদং তু
 স্মমহৎসুরসিকনিবেবিতম্ । ভিন্নাজনচর্যাকারং গোলা-
 স্কুলমিতি স্মৃতম্ ৪২ । স্থানং মনোরমং তস্মাদ্ভদ্রগতা

শ্রীকণ্ঠ নামক দেশ । এই দেশ বিখ্যাত ও সর্বৌ-
 ষধি-সমায়ুক্ত । এই পুণ্য স্থান হইতে তিনি অগ্নির
 সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন । কুরুক্ষেত্র
 হইতে বিরাটনগর তথা হইতে অন্তর্দ্বানমার্গে
 গোপায়নগিরি । এইস্থানে কেশব পাণ্ডুনন্দনগণকে
 রক্ষা করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ এই স্থানে স্ব স্ব
 কশ্ম করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও গোচরীভূত হয়
 নাই । অত্রত্য কুণ্ডে দেবী সরস্বতী বাস করিতে
 লাগিলেন । পরে এই কুণ্ড হইতে খর্জুরীবন
 প্রাপ্ত হইলেন । এই স্থানে তাঁহার নাম হইল—
 নন্দা । খর্জুরীবন হইতে তিনি মেরুপাদে উপস্থিত
 হইলেন । মেরুপাদ হইতে মার্কণ্ডাশ্রম । এইস্থানে
 মেরুপাদে মার্কণ্ডক তীর্থ বিরাজিত । এই স্থান
 হইতে দেবী অর্কুদারণ্য এবং অর্কুদারণ্য হইতে
 বটবন প্রাপ্ত হইলেন । ১৮-৩৮ পূর্বে ভগবান বশিষ্ঠ
 এই স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন । এই স্থান হইতে
 উহস্বর বনে গমন করিলেন । এই স্থান মেরুপাদে
 অবস্থিত । এখানে তত্তিষ্ঠ-তপস্তা করিয়াছিলেন ।
 দেবী সরস্বতী উহস্বর বন হইতে অন্তর্দ্বানমার্গে
 শিখর, শিখর হইতে মেরুপাদ প্রাপ্ত হইলেন ।
 এই মেরুপাদ স্মরসিকনিবেবিত, ভিন্নাজনচর্যাকার

শা স্তুমধ্যমা । বংশস্তম্বাং সুবিপুলং প্রবৃতা দক্ষি-
ণামুখী ॥ ৪২ ॥ তত্রোদগমবটস্তান্ত্রসমাখ্যো ব্যব-
স্থিতঃ । ততঃ প্রভৃতি সা দেবী সুপ্রভং প্রকটা
স্থিতা ॥ ৪৩ ॥ অন্তর্দ্বানং পরিত্যজ্য প্রাণিনামহ
কম্পয়া । তস্তান্ত্রেষু রম্যেষ্ সন্তি তীর্থানি
কোটিশঃ ॥ ৪৪ ॥ তেষু তীর্থেষু সর্বেষু ধর্ম্যহেতুঃ
সরস্বতী । কদ্রাবতারমার্গেহস্মিন প্রবরং প্রথমং
স্মৃতম্ ॥ ৪৫ ॥ তরন্তরঙ্গনামাচ্যং কাকতীর্থং মহা-
প্রভম্ । তত্র তীর্থং পুনঃস্বতীর্থং ধারেশ্বরং
স্মৃতম্ ॥ ৪৬ ॥ ধারেশ্বরাংপুনঃস্বতীর্থং ধারেদামতি
স্মৃতম্ । সারস্বতং তথা গাক্ষং যত্রৈকং সংস্থিতং
জলম্ । তস্মাদন্ত্রংপরং তীর্থং পুণ্ডরীকং ততঃ
পরম্ ॥ ৪৭ ॥ মাতৃতীর্থং মহাপুণ্যং সর্বাশ্রয়করং
পরম্ । মাতৃতীর্থাংপুনঃস্বতীর্থাদিত্যে ব্যবস্থিতম্ ॥
৪৮ ॥ তীর্থং অনরকং নাম নরকার্ত্তিভয়াপহম্
ততঃস্বতীর্থংনরকার্ত্তীর্থমন্ত্রংপুনঃ স্থিতম্ ॥ ৪৯ ॥ সঙ্গ-
মেশ্বরনামাচ্যং প্রসিদ্ধং তন্নীহীতলে । ততঃস্বতীর্থং
পুনঃস্বতীর্থং কোটীশ্বরাস্রয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃস্বতীর্থং
ন্যহাদেবি শঙ্কুকুণ্ডেশ্বরং স্মৃতম্ । তীর্থে সরস্বতী-
তীরে তস্মিন্ সিন্ধেশ্বরং স্মৃতম্ ॥ ৫১ ॥ সিন্ধেশ্বরাং-

গো-লাঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ! এই স্থান হইতে
স্তুমধ্যমা সরস্বতী মনোরমে গেলেন । এই স্থানের
বিপুল বংশস্তম্ব হইতে দেবী দক্ষিণমুখে গমন
করিলেন । এই স্থানে দেবীর উদগমে এক
বটতরু জন্মে । দেবীর নামেই ইহার নামকরণ
হয় । এই সকল স্থানে গমন করার পর দেবী প্রাণি-
গণের প্রতি অশ্রুকম্পা করিয়া অন্তর্দ্বানমার্গ পরি-
ত্যাগ করিয়া প্রকান্ত পথে গমন করেন । ইহার রম্য
তটেতটে কোটি কোটি তীর্থ হয় । এই সকল তীর্থে
ধর্ম্যের হেতু একমাত্র সরস্বতী । কদ্রাবতার মার্গের
প্রথম উৎকৃষ্ট তীর্থ তরন্তরঙ্গ নামক মহাপ্রভ
কাকতীর্থ, এই কাকতীর্থে অশ্রু আর এক ধারেশ্বর
তীর্থ আছে । ধারেশ্বর হইতে ভিন্ন আর এক
তীর্থ গঙ্গোদ্ভেদ, এই তীর্থে সারস্বত ও গঙ্গ
জল একত্র মিলিত হইয়াছে । এই তীর্থের
পর, পুণ্ডরীক তীর্থ, ইহার পর মাতৃতীর্থ ; ইহা
মহাপুণ্য ও সর্বাশ্রয়কর । এই মাতৃতীর্থের
অতিদূরে অনরক নামক নরকার্ত্তিভয়াপহ এক
তীর্থ আছে, ইহার পর সঙ্গমেশ্বর, ইহার
পর কোটীশ্বরাস্রয়, ইহার পর শঙ্কু কুণ্ডে-
শ্বরতীর্থ । এই তীর্থে সরস্বতীতীরে সিন্ধে-
শ্বর নামক লিঙ্গ আছে । এই সিন্ধেশ্বরক্ষেত্র

পুনঃস্বতীর্থংপ্রবৃতা পশ্চিমামুখী । পশ্চিমং সাগরং
গন্তং সখীং স্মৃতা করোদ সা ॥ ৫২ ॥ স্থিতা পূর্বমুখী
দেবী হা গন্ধেতি বিনা ত্রয়া । একাকিনী
মন্দভাগ্যা ক গমিষ্যামাবাহবা ॥ ৫৩ ॥ তাঃ
বিজ্ঞায় ততো গঙ্গা কদম্বীং শোককর্ষিতাম্ । শীঘ্রঃ
স্বর্গাংসমায়াতা তীর্থানাং কোটিভিঃ সহ ॥ ৫৪ ॥
ততো দ্বঃখং পরিত্যজ্য তত্র প্রাচী সরস্বতী । সর্ব-
দেবগুণৈরুক্তা এবং তত্র স্থিতাভবৎ ॥ ৫৫ ॥ তত্র
সিদ্ধবটং নাম তীর্থং পৈতামহং স্মৃতম্ । বটেশ্বরস্ত
পুরতঃ সর্বপাপক্ষয়করম্ ॥ ৫৬ ॥ ত্রিকালং যত্র
কদম্ব সমাগত্য ব্যবস্থিতঃ । তন্নহালয়মিত্যুক্তং
স্থানং তস্ত মহান্নমঃ ॥ ৫৭ ॥ পিণ্ডতারকমিত্যেতৎ
প্রাচীনং তীর্থমুত্তমম্ । কুন্তকুক্ষিগিরিস্থং তৎ পিত্রে
কর্ম্মণি সিদ্ধিদম্ ॥ ৫৮ ॥ প্রাচীনেশ্বরদেবস্ত পুরো-
ভুতং প্রাতিষ্ঠিতম্ । প্রাচী সরস্বতী যত্র তত্র কিং
মৃগ্যাতে পরম্ ॥ ৫৯ ॥ নিবৃন্তে ভারতে যুদ্ধে তত্র
তীর্থে কিরীটিনা । প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং বিষ্ণুনা
প্রেরিতান্নমঃ ॥ ৬০ ॥ তেন তস্মাদ্বিনির্গুক্তঃ পাত-
কাংপূর্বসঞ্চিতাৎ । নরতীর্থং ততঃ খাতং তত্র
পাপভয়াপহম্ ॥ ৬১ ॥ নরতীর্থাদন্ততীর্থে পুণ্ডরীক-

হইতে দেবী পশ্চিমমুখে, প্রবাহিত হইয়াছেন ।
এই স্থানে তিনি পশ্চিমসাগর যাইবার সময় সখীকে
স্মরণ করিয়া পূর্বমুখে হা গঙ্গা! বলিয়া রোদন
করিয়াছিলেন । এবং বলিয়াছিলেন,—আমি
একাকিনী মন্দভাগিনী বান্ধবরহিতা হইয়া কোথায়
যাইব? সরস্বতীসখী গঙ্গা তাহা জানিতে পারিয়া
সহর কোটিতীর্থের সহিত ঐ স্থানে আগমন করি-
লেন । ৩৯-৫৫ । তখন সর্বদেবগুণযুতা দেবী সরস্বতী
দ্বঃখ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
ঐ স্থানে সিদ্ধবট নামক পৈতামহতীর্থ আছে ।
এই তীর্থের পুরোভাগে সর্ব পাপক্ষয়কর তীর্থ ।
ভগবান্ কদ্র এই তীর্থে সর্বিদা বাস করেন ।
এই তীর্থের নাম মহালয় এবং ইহাকেই পিণ্ডতারক
প্রাচীন উত্তম তীর্থ বলে । এই তীর্থ কুন্তকুক্ষি-
গিরিস্থ ও পিত্র্যকর্ম্মে সিদ্ধিদায়ক । ইহা প্রাচীনে-
শ্বর দেবের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত । এখানে দেবী সর-
স্বতী বিরাজিত । অতএব এখানে দুর্লভ কিছুই
নাই । ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কিরীটী বিষ্ণু কর্তৃক
প্রেরিত হইয়া এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ।
এই প্রায়শ্চিত্তেই তাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছিল ।
তদায় তিনি তপস্তা করিয়াছিলেন বলিয়াই এই

মিতি স্মৃতম্। অৰ্জুনেন সহাগত্যা তত্র স্নাতো
হরিঃ প্রিয়েন্থ ৬২। প্রাচীনেশাৎপরং তীর্থং বাল-
খিল্যেখরঃ মহৎ। তত্র স্মান্নাহতীর্থতীর্থমন্ত্রমহো-
দয়ম্। ৬৩। গঙ্গাসমাগমং নাম তীর্থমন্ত্রমহো-
দয়ম্। তত্রালোক্য পুনর্দেবীং দীনাস্তাং দীন-
মানসাম্। ৬৪। ব্রহ্মাস্বজ্ঞং সখীং তস্তাঃ কপিলাং
বিপুলেক্ষণাম্। হরিণীং হরিরপ্যাণ্ড বজ্রীমপি
দেবরাই। ৬৫। ততঃ প্রহৃষ্টা সা দেবী দেবা
দেশাৎ সরস্বতী। তস্মাদগন্তুং সমারক্কা প্রাচীনা
পাপনাশিনী। ৬৬। ঈশ্বর উবাচ। দক্ষিণাং
দিশমাস্থায় পুনঃ পশ্চাশুখী তদা। সরস্বতী
মহাদেবী বড়বানলধারিণী। তদন্তরে তটে
তীর্থমেকদ্বারমিতি স্মৃতম্। ৬৭। একদ্বারেণ যৎ
সেনা স্বর্গং প্রাপ্তা ততো বরাৎ। তস্মাত্তীর্থাৎ
পুনশ্চাস্ততীর্থং যত্র শুভেশ্বরঃ। ৬৮। শুভেন
স্থাপিতঃ পূর্বঃ যত্র-দেবো মহেশ্বরঃ। শুভেশ্বরা-
স্নাতদূরে বটেশ্বরমিতি স্মৃতম্। ৬৯। দিব্যং

তীর্থের নাম। সরস্বতী হইয়াছে। এই স্থানে পুণ্ড-
রীক তীর্থ নামক আর এক তীর্থ আছে। হরি
অৰ্জুনের সহিত আগমন করিয়া এই স্থানে স্নান
করিয়াছিলেন। পূর্বে যে প্রাচীনেশ তীর্থের কথা
বলা হইয়াছে, ঐ তীর্থের পর, বালখিল্যেখরতীর্থ।
এই তীর্থে গঙ্গাসমাগম নামে আর একটি তীর্থ
আছে। ভগবান্ ব্রহ্মা এই স্থানে স্বীয় স্নাতা দেবী
সরস্বতীর বদন মলিন ও তাঁহাকে ক্ষুধমনা
অবলোকন করিয়া তাঁহার সখী বিপুলেক্ষণা
কপিলাকে এই স্থানে প্রেরণ করেন। এইরূপ
হরি হরিণীনাথী সখীকে, দেবরাজ্য বজ্রীকে
এবং হর ন্যাকুনাথী সরস্বতীর সখীকে তাঁহার
নিকট উক্ত স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে
হৃষ্ট হইয়া দেবী দেবোদ্দেশে পুনরায় গমন
করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী
সরস্বতী বড়বানল ধারণ করিয়া এই স্থান হইতে
দক্ষিণাদিকে গমন করিতে করিতে পুনরায় পশ্চা-
হন। এই সময় ইহার উত্তরতটে একদ্বার
নামক এক তীর্থ হইয়াছিল। এই তীর্থ সেবা
করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এই স্থানে অস্ত্র আর
এক তীর্থ শুভেশ্বর; ইহা শুভ স্থাপন করিয়াছিলেন।
এখানে মহেশ্বর বিরাজিত। এই শুভেশ্বর তীর্থের
অনতিদূরে বটেশ্বর তীর্থ। এই তীর্থ সরস্বতী

সরস্বতীতীরে ব্যাসেনারাধিতং পুরা। আমর্দকী-
নদী যত্র সরস্বত্যা সর্ধৈকতাম্। ৭০। সম্প্রাপ্তা
তন্নহাতীর্থং ফলদং সর্বদেহিনাম্। আমর্দকী
সঙ্গমং তং নাপুণ্যো বেদ কচন। সঙ্গমেশ্বর-
নামেতি তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্। ৭১। মুণ্ডীশ্বরমীপহং
সরস্বত্যাং মহোদয়ম্। ৭২। নাস্তা যৎপ্রাশুখং
তীর্থং সরস্বত্যাস্তটে স্থিতম্। মাণ্ডব্যেশ্বরনাম্না
বৈ যত্রেশঃ সম্প্রতিষ্ঠিতঃ। ৭৩। পৌলুর্কণিকসংজ্ঞাং
তু তীর্থমন্ত্রং পুনস্ততঃ। সরস্বতীতীরগতমুখিণা
সেবিতং মহৎ। ৭৪। তস্মাদন্তং সরস্বত্যাং তীর্থং
দ্বারবতী স্মৃতম্। তীর্থানাং প্রবরং দেব যত্র
সারহিতো হরিঃ। ৭৫। ততস্তস্মৈ সমীপহং তীর্থং
গোবৎসসংজ্ঞতম্। যত্রাবতীষা গোবৎসস্বরূপে-
ণাধিকাপতিঃ। ৭৬। স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ সংস্থিত-
স্তেজসাং নিবিঃ। গোবৎসারৈশ্বর্যতে ভাগে দৃষ্টতে
লোহষ্টিম্। ৭৭। স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপেণ রুদ্রস্তত্র স্বয়ং
স্থিতঃ। একবিংশতিবারস্ত ভক্ত্যা পিণ্ডস্ত
যৎকলম্। ৭৮। গঙ্গায়াং প্রাপ্যতে পুংসাং
শ্রাদ্ধেনৈকেন তত্র তৎ। ততস্তস্মান্নাহতীর্থা-
দালকীড়নকী যথা। ৭৯। সখীভিঃ সহিতা তত্র
তীরে। ইহা ব্যাসসেবিত। এই তীর্থে আমর্দকী
নদী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তীর্থ
সর্বফলপ্রদ। অপুণ্যবান্ বাক্ত এই আমর্দকী
সঙ্গমতীর্থ জানিতে সক্ষম হয় না। এখানে সঙ্গ-
মেশ্বর নামক লিঙ্গ আছে। এই সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গই
মুণ্ডীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। এই মুণ্ডীশ্বরের সমীপে
সরস্বতীতটে মহোদয় নামক এক প্রাশুখ তীর্থ
আছে। এই তীর্থে মাণ্ডব্যেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রতি-
ষ্ঠিত। পৌলুর্কণিক নামক ঋষিসেবিত আর এক তীর্থ
সরস্বতীতটে বিরাজিত। ৫৬-৭৪। ইহা ছাড়া দ্বারবতী
নামে আর তীর্থ আছে। ইহাও উত্তম তীর্থ।
এখানে হরি সন্নিহিত। এই তীর্থের সমীপে গোবৎস
তীর্থ। অধিকাপতি (আমি) স্বয়ং গোবৎসরূপে
অবতীর্ণ হইয়া এইখানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ হইয়াছিল
গোবৎসতীর্থের নৈশ্বর্য কোণে লোহষ্টিকা তীর্থ।
এই তীর্থে রুদ্র স্বয়ং স্বয়ম্ভুলিঙ্গরূপে অবস্থিত।
ভাক্তপুষ্কক একবিংশতিবার গঙ্গায় পিণ্ডদান
করিলে যে ফল লাভ হয়, ঐ তীর্থে একবার মাত্র
পিণ্ড প্রদান করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়।
এই তীর্থের পরেই বালকীড়নকীর স্নায় দেবী

ক্রৌড়ত্যসৌ যথেষ্টয়া । আহ্নলোম্যবিলোম্যেন
দক্ষিণেনোত্তরেন ৮।৮০। কল্পং প্রাপ্য পুনর্দেবী
সমুদ্ভূতা মনোরমা । কল্পং নাম পুরং যত্র সৃষ্টং
দেবেন শঙ্কনা ৮১ । সহ দেবৈশ্চ পার্শ্বত্যা
ধারায়ত্নপ্রয়োগৈকৈঃ । একং বর্ষসহস্রং তু শঙ্কনা
তত্র কল্পিতম্ ৮২ । কল্পং তত্র ব্রহ্মং নাম সরস্বত্যাং
মহোদয়ম্ । সাক্ষাত্তত্র মহাদেব আনন্দেশ্বর-
সংজিতঃ ৮৩ । পশ্চিমেণ স্থিতং তত্র শঙ্কো-
রায়তনস্ত তু । স মেরোর্দক্ষিণে পাদে নখস্ত
পরিকৌর্জিতঃ ৮৪ । পশ্চন্তি যে নরাঃ সম্যক্
তেহপি পাপবিবর্জিতাঃ । অশ্বমেধসহস্রস্ত প্রাপ্তুবন্তি
কলং ক্রবম্ ৮৫ । পরতন্তস্ত কুশ্মাণ্ডমুনেস্তজাশ্রমং
মহৎ । কুশ্মাণ্ডেশ্বরসংজ্ঞং তু তীর্থং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতম্ ৮৬ । কোল্লাদেবী স্থিতা তত্র সর্বপাপ-
ভয়াপহা । অন্তর্দ্বারেন তাং কোল্লাং সম্প্রাপ্তা সা
মহানদী ৮৭ । ততোহপ্যন্তর্হিতা ভূত্বা সম্প্রাপ্তা
তু মনোরমম্ । সান্নং মদনসংজ্ঞং তু ক্ষেত্রং
সিদ্ধনিবেষিতম্ ৮৮ । ততোহপ্যন্তর্হিতা ভূত্বা
পুনঃ প্রাপ্তা হিমাচলম্ । খাদিরামোদনামানং
সর্বভুতুসুমোজ্জলম্ ৮৯ । তত্রাক্ষং বিলোক্যথ

দদর্শ স্তম্ভনোরমম্ । কারোদং পশ্চিমাশাঙ্কং ঘন-
বৃন্দমিবোরভম্ ৯০ । এবংবিধক্ তং তত্র সা
বিলোক্য মহাপ্রভা । হর্ষাৎপকাননা ভূত্বা দেব
কার্যার্থমুদ্যতা ৯১ । হরিনী বজ্রিনী স্তম্ভুঃ কপিলা
৮ সরস্বতী । পঞ্চশোভাঃ স্থিতা তত্র মূনি
নোক্তা সরস্বতী ৯২ । ভ্রম্যপনোদং কুরূপা
মুনীনাং যত্র স স্থিতা । তন্তংপাদকমিত্যুক্তং তীর্থং
তীর্থার্থিনাং নৃণাম্ । সর্বৈবাং পাতকানাঞ্চ শোধনং
তদ্বরাননে ৯৩ । খাদিরামোদমাসাদ্য তত্রস্থা
বৌক্য সাগরম্ । গন্তং প্রবৃত্তা তং বহিমালায় সুর-
সুন্দরি ৯৪ । দক্ষা কৃতশ্রবং দেবী পুনরাদায়
বাড়বম্ । সমুদ্রস্ত সমীপস্থা স্থিতা হৃষ্টতনুকা ৯৫ ।
ততঃ প্রাবষ্টা সা দেবী অগাধে লবণান্তসি ।
বাড়বং বহিমালায় জলমধ্যে ব্যসর্জয়ৎ ৯৬ ।
ততস্তত্ভাঃ পুনঃ প্রীতঃ স্বয়মেব হতাপনঃ । তদ্বৃষ্টা
ত্বকং কশ্ম বচনং চেদমব্রবীৎ ৯৭ । পরিতুষ্টৌহস্মি
তে ভদ্রে বরং বরয় সুব্রতে । তন্তে দাস্তাম্যহং
প্রীতো যদাপি স্মাত্মসুহৃৎভম্ ৯৮ । ঈশ্বর উবাচ ।
প্রগৃহ বলয়ং হস্তাদদং বচনমব্রবীৎ । ইদং

গমন করিয়া পশ্চিমাশাঙ্কস্থিত মেঘবৃন্দের স্তায়
উন্নত মনোরম কারোদ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন ।
তিনি সমুদ্র দর্শন করিয়া হর্ষে দেবকার্য সাধন
করিতে উদ্যতা হইয়া পকাননা হইলেন । হরিনী,
স্তম্ভু, কপিলা ও সরস্বতী মূনিবাক্যে এই
পাঁচটা ভাঁহার স্রোত হইল । সরস্বতী এই স্থানে
খাকিয়া মূনিগণের ভ্রম্যপনন করিতেন । এই
স্থান তীর্থার্থী মানবগণের অভিলষিতপ্রতিপাদক
এবং সর্বপাপপ্রণাশক তীর্থ হইল । ৭৫—৯৩ । দেবী
সরস্বতী খাদিরামোদ প্রাপ্ত হইয়া এই স্থান হইতে
সাগরকে অবলোকনপূর্বক বহির্কে লইয়া যাইতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি বাড়বকে লইয়া সমুদ্রকূলে
উপস্থিত হইয়া কৃতশ্রবকে দক্ষ করত হৃষ্টান্তঃকরণে
দণ্ডায়মানা হইলেন । অনন্তর তিনি বাড়বকে লইয়া
অগাধ জলরাশি লবণসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক জলমধ্যে
তাহাকে বিসর্জন দিলেন । তখন পুনরায় অগ্নি প্রীত
হইয়া দেবীর ত্বকং কার্য্যামুষ্ঠান অবলোকন করত
বালিলেন,—অয় ভদ্রে ! আমি তোমার প্রতি পরি-
তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর ; সুহৃৎ হইলেও
আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব । ঈশ্বর বলি-
লেন,—দেবী তখন স্বীয় হস্ত হইতে বলয় লইয়া
বলিলেন,—হে বহু ! আমার এই বলয় তুমি

সরস্বতী যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে নগরোত্তম কল্পকে
প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্ভূত হন এবং তিনি সখীগণের সহিত
এই স্থানে অহ্নলোম্য-বিলোম্যক্রমে ক্রৌড়া করিতে
করিতে একবার দক্ষিণদিকে ও একবার উত্তরদিকে
গমন করিয়াছেন । ভগবান্ শঙ্কু এই স্থানে ঐ কল্প
নগর প্রস্তুত করেন । তিনি পার্শ্বতী ও দেবগণের
সহিত পিচকারী লইয়া ক্রৌড়া করিতে করিতে এই
স্থানে এক সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছিলেন । এই
স্থানে সরস্বতী নদীতে কল্প নামক ব্রহ্ম আছে ।
এই স্থানে আনন্দেশ্বর নামক মহাদেব সাক্ষাৎ
বিরাজ করিতেছেন । ব্রহ্মাণী শঙ্কু-আয়তনের
পশ্চিমে এবং মেরুর দক্ষিণে পাদদেশে অবস্থিত ।
যে নর এই স্থান অবলোকন করে, সে পাপবর্জিত
হইয়া অশ্বমেধসহস্রের কল প্রাপ্ত হয় । এই
স্থানের পরই কুশ্মাণ্ডমূনির আশ্রম । এই স্থানে
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত কুশ্মাণ্ডেশ্বর তীর্থ আছে । এই
তীর্থে কোল্লাদেবী দেবী আছেন । সরস্বতী অন্তর্দ্বার
গতিতে এই স্থানে গমন করেন । এই স্থান হইতে
অন্তর্হিতা হইয়া তিনি সিদ্ধনিবেষিত মনোরম মদন-
সান্ন এবং মদনসান্ন হইতে পুনরায় হিমাচলের
খাদিরামোদক নামক সর্বভুতুসুমোজ্জল স্থানে

মে বলয়ং বহু বজ্রে ধার্য্যং সদা যযা ॥ ৯৯ ॥ অনেন
শক্যতে যাবন্তাবন্তোয়ং সমাহর । ন যযা শোব-
নীয়োহয়ং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ১০০ ॥ বাঢ়মিত্যেব
চোক্ষা স প্রবিষ্টো নিধিমন্তসাম্ । এবমেবা মহাদেবি
প্রভাসে তু সরস্বতী । গৃহীয়া বাড়বং প্রাপ্তা তুষ্টির্থঃ
চ মনৌষিণাম্ ॥ ১০১ ॥ সা বিশ্বাস্তা কুরুক্ষেত্রে ভদ্রা-
বর্তে চ ভামিনি । পুঙ্করে জীকলা দেবী প্রভাসে চ
মহানদী ॥ ১০২ ॥ দেবমাত্যেতি সা তত্র সংস্থিতা
নবণোদধৌ । অগ্নিগ্ন্যস্তরে দেবি আদৌ ত্রেতাযুগে
পুরা ॥ ১০৩ ॥ ইতি বৃত্তং সরস্বত্যা বাড়বায়েস্তথা-
ভবৎ । মনস্তরে ব্যতীতেহস্মিন ভবিতাস্তস্ত বাড়বঃ ॥
১০৪ ॥ জালামুখেতি নান্য বৈ রুদ্রকোথাভবিষ্যতি ।
সরস্বত্যাস্তথা নাম খ্যাতিং ব্রাহ্মীতি যাস্ততি ॥ ১০৫ ॥
সরস্বতীতি বৈ লোকে বর্ততে নাম সাম্প্রতম্ ।
অতীতং নাম যন্তস্তাঃ কমণ্ডলুভবেতি চ । রত্না-
করেতি সামুদ্রং সত্যং নামান্তরং পুরা ॥ ১০৬ ॥
অগ্নিগ্ন্যস্তরে দেবি সাগরেতি প্রকীর্তিতম্ । কারো-
দেতি ভবিষ্যৎ তু নাম দেবি প্রকীর্তিতম্ ॥ ১০৭ ॥
এবং জানাতি যঃ কশ্চিৎ স তীর্থকলমশ্নুতে । স্বর্গ-
নিঃশ্রেণিসমুত্তা প্রভাসে তু সরস্বতী ॥ ১০৮ ॥ নাপুণ্য-

সর্বদা মুখে ধারণ কর । ইহা দ্বারা তুমি যথাক্রমে
তোয় অহরণ কর ; সরিৎপতি সমুদ্রকে শোষণ
করিও না । দেবী এই কথা বলিলে অগ্নি 'বাঢ়ম'
বলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল । হে দেবি !
দেবী সরস্বতী মনৌষিগণের তুষ্টির জন্য এইরূপে
বাড়বকে গ্রহণ করিয়া প্রভাসে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন । তিনি গমনকালে কুরুক্ষেত্র, ভদ্রাবর্ত,
পুঙ্কর, প্রভাস ও পরে নবণোদধিতে বিশ্রাম লাভ
করেন । পুঙ্করে ইহার নাম জীকলা, প্রভাসে
মহানদী ও নবণোদধিতে দেবমাতা হয় । এই মন-
স্তরের আদি ত্রেতাযুগে সরস্বতী ও বাড়বাগ্নির
এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল । এই মনস্তর অতীত
হইলে অস্ত আর এক বাড়ব হইবে । তাহার
নাম হইবে জালামুখ । সে রুদ্রকোপ হইতে
জন্মিবে । সরস্বতীর নাম হইবে ব্রাহ্মী । সাম্প্রতি
তাঁহার নাম সরস্বতী । আর তাঁহার অতীত নাম
ছিল—কমণ্ডলু-ভবা । সাগরের অতীত নাম
ছিল—রত্নাকর, বর্তমান নাম—সাগর । আর ভবিষ্য
নাম হইবে—কারোদ । এ সকল যে জানিতে
পারে, সে তীর্থকল লাভ করে । প্রভাসে স্বর্গের
সিঁড়ির দ্বায় দেবী সরস্বতী বিরাজ করিতেছেন ।

বহিঃ সম্প্রাপ্তঃ পুন্ড্রঃ শস্যঃ মহানদী । প্রাচী
সরস্বতী দেবি সর্বত্র চ স্তূর্ণতা । বিশেষণে কুরু-
ক্ষেত্রে প্রভাসে পুঙ্করে তথা ॥ ১০৯ ॥
এবম্প্রভাবা সা দেবী বড়বানলধারিণী । অগ্নি-
তীর্থসমীপস্থা স্থিতা দেবী সরস্বতী ॥ ১১০ ॥
তামাদৌ পুঙ্করমুখং স তীর্থকলমশ্নুতে । সাগরং
যচ্চ ততীর্থং পাপহরং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১১১ ॥ দর্শনা-
দেব তন্তৈব মহাকৃতকলং লভেৎ । অগ্নিচিৎ
কপিলা সতী রাজা ভিক্ষুর্মহোদধিঃ ॥ ১১২ ॥ দৃষ্ট-
মাত্নাঃ পুনস্ত্যেতে তস্মাৎপশ্চেদ্বি ভাবিতঃ । অগ্নি-
তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পাবকে প্রক্ষিপেত্ততঃ । গুণ্ডলং
ভারসহিতং সোহগ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ১১৩ ॥ এবং
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তো অগ্নিতীর্থমহোদয়ঃ । সরস্ব-
ত্যাস্ত মহাস্ব্যং সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১১৪ ॥ স্নাত্বাগ্নি-
তীর্থে বিধিবৎ কঙ্কণং প্রক্ষিপেত্ততঃ । সুবর্ণস্ত মহা-
দেবি যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ১১৫ ॥ ততঃ সরস্বতীং
পূজ্য কপর্দিনমথার্চয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ ততঃ কেদার-
নামানং ভীমেশ্বরমতঃপরম্ । ভৈরবেশ্বরনামানং
চণ্ডীশ্বরমতঃপরম্ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ সোমেশ্বরং দেবং
পূজয়েদ্বিধিবরমঃ । নবগ্রহেশ্বরানিষ্ট্য কুদৈকাদশকং
তথা ॥ ১১৮ ॥ ততঃ সম্পূজয়েদেবং ব্রহ্মাণং বাল-
রূপিণম্ । এবং রৌদ্রী সমাখ্যাতা যাত্না পাতক-

অপুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে লাভ করিতে পারে
না । তিনি সর্বত্রই স্তূর্ণতা, বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্র, প্রভাস
ও পুঙ্করে ॥ ১০৯—১১০ ॥ এবম্প্রভাবা বাড়বানল-
ধারিণী দেবী অগ্নিতীর্থে অবস্থান করিতেছেন । অগ্রে
তাঁহাকে যে পূজা করে, সে তীর্থকল প্রাপ্ত হয় ।
সাগর পাপহর ও পুণ্যবর্দ্ধক, দর্শনমাত্রেই মহাকৃত-
কল লাভ হয় । অগ্নিহোত্ৰী, কপিলা সতী, রাজা,
ভিক্ষু ও মহোদধি ইহারা দর্শনমাত্রে পাবিত করেন ।
নর অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া ভারপ্রমাণ গুণ্ডল
তাঁহাতে নিক্ষেপ করিবে । এই ত' সংক্ষেপে
সর্বপাপহর অগ্নিতীর্থ আর সরস্বতী মাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম । নরগণ অগ্নিতীর্থে বিধিবৎ স্নান করিয়া
বিভবানুসারে সুবর্ণকঙ্কণ নিক্ষেপ করিবে । অতঃ-
পর কেদারেশ্বরের পূজা, তারপর ভীমেশ্বরের,
ভীমেশ্বরের পর ভৈরবেশ্বর, তারপর চণ্ডীশ্বরের
অতঃপর সোমেশ্বরের, পূজা করিবে । এই সকল
দেবতার পূজার পর নবগ্রহেশ্বরের, একাদশ
রুদ্র ও বালরূপী ব্রহ্মার পূজা করিবে । এইরূপ
পাতকনাশিনী রৌদ্রী যাত্না কীর্তিত আছে । যে

নাশিনী । ১১৯ । মাহাত্ম্যমখিলং তস্তা যো জানাতি
নরোত্তমঃ । নির্বাসনক্ষেত্রমধ্যে তু স তীর্থকলমধুতে ।
১২০ । এবং কৃৎস্না ততো গচ্ছ্যমহাদেবীঃ সর-
স্বতীম্ । ১২১ । সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ
সরস্বতীবাসসমু কুতো রতিঃ । সরস্বতীং প্রাপ্য
দিবং গতা নরাঃ পুনঃ স্মরিস্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ।
১২২ ।

ইতি জীহ্বান্দে সরস্বত্যাকিসমাগমাগ্নিতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫ ।

• ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । যদেতত্ত্ববতা প্রোক্তং প্রাচী সর্ষত্র
হ্রস্বভা । বিশেষণে কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে পুঙ্করে
তথা । ১ । কথং প্রভাসমাসাদ্য সংস্থিতা পাপ-
নাশিনী । মাহাত্ম্যমখিলং তস্তাঃ প্রাচ্যাঃ পাতক-
নাশনম্ । কথয়স্ব মহেশান যদ্যহং তে প্রিয়া
বিভো । ২ । ঈশ্বর উবাচ । সাধু প্রোক্তং ত্বয়া
ভদ্রে প্রাচী সর্ষত্র হ্রস্বভা । কুরুক্ষেত্রে পুঙ্করে চ
তস্মাৎপ্রভাসিকেষ্টিকা । ৩ । প্রভাসে তু মহাদেবী
প্রাচীং পাপপ্রণাশিনীম্ । নাপুণ্যো বেদ দেবেশি

নরোত্তম এই যাজ্ঞমাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে,
তাহার ক্ষেত্রমধ্যে বাস হয় আর সে তীর্থ কললাভ
করে । নরগণ উক্ত সমস্ত স্থানস্থিত সরস্বতীতে
গমন করিবে । সরস্বতীতীরে বাসতুল্য গুণ
কোথায় ? সরস্বতীবাসসম রতি কোথায় ? সর-
স্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নর স্বর্গে গমন করিয়া আবার
ভাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকে । ১১০—১২২ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে বিভো ! আপনি যে বলি-
লেন, প্রাচী সরস্বতী সর্ষত্র হ্রস্বভা ; বিশেষতঃ কুরু-
ক্ষেত্রে, প্রভাসে, আর পুঙ্করে, তা প্রভাসে আবার
তিনি রহিলেন কি করিয়া ? আর ভাঁহার পাপ-
নাশন সমস্ত মাহাত্ম্য আপনি আমাকে বলুন ;—
যদি আমাকে ভাল বাসেন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে
দেবি ! তুমি সাধু জিজ্ঞাসা করিয়াছ । প্রাচী সরস্বতী
সমস্ত হ্রস্বভাই বটেন ; কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে আর
পুঙ্করে তিনি অধিক হ্রস্বভা । অপুণ্যবান ব্যক্তি

কর্ম্মনিপুলনক্ষমাম্ । ৪ । যে পিবন্তি নরাঃ পুণ্যং
প্রচীং দেবীং সরস্বতীম্ । ন তে মনুষ্যা বিজ্ঞেয়াঃ
সত্যং সত্যং বরাননে । ৫ । ধৃত্যন্তে মুনয়ন্তে চ
পুণ্যান্তে চ তপস্বিনঃ । যে চ সরস্বতং ভোয়ং
পিবত্যহরহঃ সদা । ৬ । দেবান্তে ন মনুষ্যান্তে
নদীতীর্থঃ পিবন্তি যে । চন্দ্রভাগাঃ চ গন্ধাঃ চ তথা
দেবীং সরস্বতীম্ । ৭ । ছুফা বা যদি বাভুফা
দিবা বা যদি বা নিশি । ন কালনিয়মস্তত্র যত্র প্রাচী
সরস্বতী । ৮ । প্রাচীং সরস্বতীঃ যে তু পিবন্তি
সত্ততং মুগাং । তেহপি স্বর্গং গমিস্যন্তি যজ্ঞেদ্ভিজ-
বরা যথা । ৯ । সর্ষকামপ্রপূর্ত্যর্থং নৃগাং তৎক্ষেত্র
মুত্তমম্ । চিন্তামণিসমা দেবী যত্র প্রাচী সরস্বতী ।
১০ । যথা কামদম্বা গাবঃ সর্ষকামফলপ্রদাঃ ।
তথা স্বর্গাপবর্গাভ্যাং প্রাচী দেবী সরস্বতী । ১১ ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনার্মুর্কিরেতসাম্ । যত্র
স্থিতানি সন্ন্যাসং তস্মাৎ কিমধিকং স্মৃতম্ । ১২ ।
যত্র মক্ষণকঃ সিদ্ধঃ প্রাচীনে নিয়তাস্থবান্ । ব্রহ্ম-
হত্যাব্রতং চীর্ণং ময়া যত্র বরাননে । ১৩ । বুঘতীর্থে
মহাপুণ্যে প্রাচীকুলসমাশ্রিতে । নিবৃন্তে ভারতে
পুঙ্ক তাস্মৎস্থার্থে কিরীটিনা । প্রায়শ্চিত্তং পুরা চীর্ণং

এভাবে ভাঁহাকে দেখিতে পায় না । যে সকল নর
পুণ্য প্রাচী সরস্বতীসলিল পান করে, তাহাদিগকে
মনুষ্য বলা যায় না, এ কথা ঠিক । যে সকল ঋষি
তপস্বী অহরহ সরস্বতীসলিল পান করেন, ভাঁহার
ধন্য । যাহারা চন্দ্রভাগা, গন্ধা ও সরস্বতী সলিল
পান করিয়ায়ছ, তাহার দেবতা, মনুষ্য নহে ।
দিবা বা রাত্রি, ভোজন করিয়া বা অহুস্ত্র অবস্থায়,
প্রাচী সরস্বতীস্থানে এ সকল নিয়ম নাই । যে সকল
মুগ সরস্বতী সলিল পান করে, তাহার ও যাজ্ঞক
হিজগণের স্তায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । প্রভাস-
ক্ষেত্র মানবগণের সর্ষকামপূর্তির নিমিত্ত জানিবে ।
প্রভাসে দেবী প্রাচী সরস্বতী চিন্তামণিসমা । কামদম্বা
যেমন সর্ষকামফলপ্রদা, তেমন প্রাচী সরস্বতী
দেবীকেও জানিবে । যে সরস্বতীতীরে অষ্টাশীতি
সহস্র উর্কিরেতা মুনীগণ বাস করিয়াছেন, তাহার
তটভূমিতে বাসকরার ফল আর অধিক কি বলিব ?
১-১২ । মক্ষণক প্রাচীনকালে প্রাচী সরস্বতীতীরে সিদ্ধ
হইয়াছিলেন । আমি তত্রত্য মহাপুণ্য বুঘতীর্থে ব্রহ্ম-
হত্যাজনিত ব্রতচরণ করিয়াছিলাম । ভারতযুদ্ধের
অবসানে বিষু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অর্জুন ঐ স্থানে
প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । অতএব এ তীর্থের

বিষ্ণুনা প্রেরিতাশ্বনা। ১৪। ত্রৈলোক্যে সর্ব-
তীর্থানাং তত্বার্থঃ প্রবরঃ স্মৃতম্। পাপহ্নয় পুণ্য-
জননং প্রাণিনাং পুণ্যকীৰ্ত্তিদম্। ১৫। সূত উবাচ।
আঠৈবযুক্তো সা দেবী শঙ্করং লোকশঙ্করম্। প্রায়-
শ্চিত্তং কথং প্রাপ্তঃ পার্থঃ পরপূরঞ্জয়ঃ। জ্ঞাতিকয়ো-
ক্তবং পাপং কথং নাশমগাং প্রভো। ১৬। এবমুক্তঃ
পুনঃ প্রাহ বিবেশো নীললোহিতঃ। প্রায়শ্চিত্তস্ত
সম্প্রাপ্তঃ কারণং তদ্বথা স্থিতম্। ১৭। ঈশ্বর
উবাচ। শৃণুধাবহিতা ভদ্রে কথং পাতকনাশিনীম্।
যাং ঋত্বা মানবো ভক্ত্যা পবিত্রাত্মা প্রজায়তে। ১৮।
যোহসৌ দেবি সমাখ্যাতঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ। স
জিত্বা কোরবান্ সর্মান্ সংহত্যা হয়কুঞ্জরান্। ১৯।
পশ্চাৎ স্নয়োধনং হত্বা ভীমেন প্রযযৌ গৃহান্।
নারায়ণেন সহিতো নরোহসৌ প্রস্থিতো রণাৎ। ২০।
ঋত্বঃ ধর্ম্মপুত্রঃ হষ্টঃ প্রণতঃ প্রাজ্ঞলিঃ স্থিতঃ। স বিজ্ঞায়
সমায়াজ্ঞৌ নরনারায়ণাবুভৌ। ২১। রাজা যুধিষ্ঠিরঃ
প্রাহ দ্বারস্থান দ্বারপালকান। ভবন্তিরেতাবায়ান্তৌ
নিষেধ্যৌ দ্বারসংস্থিতৌ। ২২। নরনারায়ণৌ
কুরৌ পাপপঙ্কাজুলেপিনৌ এবমেতদিতি প্রোক্তো
তৌ তদা দ্বারমাগতৌ। ২৩। ভবন্তৌ নেচ্ছতি
ঋত্বঃ রাজা ত্বর্নয়কারিণৌ। তত্রস্থঃ পৃষ্টবান্ ভূয়ঃ

প্রতীশারং নরঃ স্বয়ম্। ২৪। আবাঃ কিং কারণং
রাজা নেচ্ছতে বশবর্ত্তিনৌ। প্রোবাচ প্রণতো
রাজা ততো দ্বাঃস্থং পুরঃস্থিতম্। ২৫। নারায়ণেন
সহিতং নরং নরকনির্ভয়ম্। দুর্যোধনেন সহিতা
বান্ধবাস্তে যতো হতাঃ। পিতৃতুল্যাশ্চ রাজানন্তেন
বৈ পাপভাজনম্। ২৬। এবমুক্তো তু তেনাধ
মুখমালোকিতঃ হরেঃ। তেন প্রোক্তমিদং তথ্যং
যন্তে রাজা প্রভাবিতম্। ২৭। এবমুক্তে নরঃ প্রাহ
পুনরেব জনাৰ্দ্দনম্। কথয়স্ব কথং পাপাং কৃষ্ণ
শ্রবামহে বয়ম্। ২৮। তীর্থগানেন মে শুদ্ধিঞ্চিথা
স্মৃতিষদ স্মৃটম্। তচ্চ গঙ্গাদিকং কৃষ্ণ যথাস্থাষন্ত
নাশনম্। ২৯। কৃষ্ণ উবাচ। মা গয়াং গচ্ছ
কৌশ্ঠেয় মা গঙ্গাং মা চ পুষ্করম্। তত্র গচ্ছ কুরু-
শ্রেষ্ঠ যত্র প্রাচী সরস্বতী। ৩০। ব্রহ্মদ্রাশ্চ সুরা-
পাশ্চ যে চান্তে পাপকারিণঃ। তত্র স্নাত্বা বিমূঢ়াস্তে
যত্র প্রাচী সরস্বতী। ৩১। নারায়ণেন প্রোক্তো-
হসৌ নরস্তুষ্ণচনাদ্ভুতম্। সহিতস্তেন সম্প্রাপ্তঃ
প্রাচীনং তীর্থমুত্তমম্। ৩২। ত্রিরাত্রোপোষিতঃ

মহারাজ' বলিয়া দ্বারস্থিত নর-নারায়ণকে বলিল,—
মহারাজ দুর্নয়কারী আপনাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা
করেন না। দৌবারিকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া নর তখন তাহাকে বলিল,—আমরা রাজার
বশবর্ত্তী; কিজন্ত তিনি আমাদিগকে দেখিবেন
না? দৌবারিক প্রণত হইয়া বলিল,—আপনি
স্নয়োধনের সহিত বান্ধবগণকে এবং পিতৃতুল্য
রাজগণকে রণে নিহত করিয়াছেন বলিয়া পাপ-
ভাগী হইয়াছেন, এজন্ত তিনি আপনাদিগকে দর্শন
করিবেন না। প্রতিহারী এই কথা বলিলে নর
তখন নারায়ণের বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন,—সত্যইত' রাজা
ঠিক বলিয়াছেন। জনাৰ্দ্দন এই কথা বলিলে
পুনরায় নর বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন! কিরূপে
আমরা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব তাহা বলুন?
যে কোন তীর্থ বা গঙ্গাদি স্নানে আমাদের পাপ
বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধি হইতে পারে, আপনি তাহা প্রকাশ
করুন। ১৩—২৯। কৃষ্ণ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ!
গয়া বা গঙ্গায় এ পাপ-শাস্তি হইবে না, সরস্বতীতে
গমন কর। ব্রহ্মদ্র বা সুরাপায়ী যে কোন প্রকার
পাণ্ডী হউক না কেন সরস্বতীতে স্নান করিয়া শুদ্ধি-
লাভ করিয়া থাকে। নর নারায়ণের এই উপদেশানু-
সারে প্রাচীন নামক তীর্থে গমন করিলেন। সেখানে

কথা আর কি বলিব? ইহা ত্রিভুবনস্থ যাবতীয়
তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, পাপহ্নয়, পুণ্যজনক এবং পুণ্য-
কীৰ্ত্তিদায়ক। সূত বলিলেন,—দেবদেব এই কথা
বলিলে দেবী বলিলেন,—পার্থ পরপূরঞ্জয়
তিনি প্রায়শ্চিত্তার্থ হইলেন কিরূপে? আর যদিই
জ্ঞাতিকয়জন্ত পাপ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে পাপ
নষ্ট হইল কি করিয়া? এইরূপ অভিহিত হইয়া
নীললোহিত বলিলেন,—প্রায়শ্চিত্তের কারণ ছিল,
শ্রবণ কর, একথা অর্ন্তি পাপনাশিনী, একথা শুনিলে
মানবগণের আত্মা পবিত্র হয়। দেবি! সেই যে
কিরীটী শ্বেতবাহন ছিলেন, তিনি সময়ে কোরব-
দিগকে নিহত করিয়া, গঙ্গাঋ মারিয়া, পশ্চাৎ
স্নয়োধনকে সংহার করে ভীম আর নারায়ণের
সাহিত্য ধর্ম্মপুত্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত হষ্টাশ্ব-
করণে গৃহে গমন করিয়াই তাঁহাকে প্রাজ্ঞলি হইয়া
প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-
পুত্র তাহা জানিতে পারিয়া দৌবারিকদিগকে বলি-
লেন,—কে আছে হে তোমরা এই পাপপঙ্কাজুলেপী
দ্বারস্থিত নর-নারায়ণের প্রবেশ নিষেধ কর।
ধর্ম্মপুত্র এই কথা বলিলে দৌবারিকগণ 'যে আজ্ঞে

স্মাত্তিকালঃ নিয়তাস্থবান্ । তেন তস্মাদ্বিনির্মুক্তঃ
পাতকাৎ পূৰ্বসঞ্চিতাৎ ॥ ৩৩ ॥ বিজ্ঞায় শুদ্ধমেনং তু
রাজা ধৰ্ম্মমুতো জ্ঞাতম্ । ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রাপ্তস্তৎ
অষ্টুঃ নরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৪ ॥ ততস্তৎ প্রণতং দৃষ্ট্বা ধৰ্ম্মপুত্রঃ
পুৰঃস্থিতম্ । আলিঙ্গ্য প্রহৃষ্টায়া পৃষ্টবাঃশাপ্যনা-
ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ভীমাদিত্তিভ্রাতৃভিঃ তদা শুকগণৈর্বৃত্তঃ
আলিঙ্গিতঃ প্রহৃষ্টস্ত নরো শুকগণৈর্বৃত্তঃ ॥ ৩৬ ॥ এত-
দ্ধি তয়হাতীর্থং প্রাচীনেতি চ শব্দিতম্ । স্নানক্রমেণ
মৰ্ত্ত্যানাংমন্ত্ৰেণামপি পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥ ত্রিয়ারো
পোষিতঃ স্নাতস্তীর্থেহস্মিন ব্রহ্মহাপি যঃ । বিমুক্তঃ
পাতকান্তস্মায়োদতে দিবী রুদ্রবৎ ॥ ৩৮ ॥ প্রাচীনে
দেব্যাং নিত্যাং বসামি সহিতস্তয়া । প্রভাসে তু
মহাক্ষেত্রে বিশেষীত্ব ভামিনি ॥ ৩৯ ॥ সরস্বত্যা-
স্তরে তীরে বস্তাজেদান্ননস্তম্ । প্রাচীনে তু
বরারোহে ন চেহাগচ্ছতে পুনঃ ॥ ৪০ ॥ আপ্পুতো
বাজ্জিমেধস্ত কলং প্রাপ্যতি পুঙ্কলম্ । নিয়মৈ-
শ্চোপবাসৈশ্চ শোষয়েদেহমাশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ জলা-
হার্য বায়ুতক্ষাঃ পর্ণাহার্য তাপসাঃ । যথা স্বণ্ডি-

লগা নিত্যাং যে চান্তনিয়মাঃ পূৰ্বক্ ॥ ৪২ ॥ এবং
মক্ষ্যাশ্রমে যেবাং বসতাং মৃত্যুরাগতঃ । ন তে
মমুখ্যা দেবাস্তে সত্যমেতদ্রবৌমি তে ॥ ৪৩ ॥
অস্মিন্স্থার্থে তু যো দদ্যাৎ ক্রটিমাজং তু কাঞ্চনম্ ।
শুক্যা বিজমুখ্যায় মেকতুলাং কলং লভেৎ ॥ ৪৪ ॥
অস্মিন্স্থার্থে তু যে আকং করিষ্যন্তি চ মানবাঃ ।
একবিংশতুলোপেতাঃ স্বর্গং যান্তন্তি তে ক্রবম্ ॥
পিতৃণাং বল্লভে তীর্থে পিতৃণৈকেন তর্পিতাঃ ।
ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি গয়াশ্রাদ্ধকতো যথা ॥ ৪৬ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যং স্নানঞ্চ বিহিতং সদা । পিতৃণ্যৈক-
সুদকেনাপি পিণ্ডং তত্র দদ্যতি যঃ । পিতৃণামক্ষ্যা
তৃপ্তিঃ পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণচারং
প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রহ্মন্তি তে ॥ ৪৮ ॥ দধি
দদ্যাৎযোহপি তত্র ব্রাহ্মণায় মনোরমম্ । সোহয়ি-
লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্ক্তে ভোগান্ সুশোভনান্ ॥
৪৯ ॥ উর্ণাং প্রাবরণং যোহপি ভক্ত্যা দদ্যা-
দ্বিজোত্তমে সোহপি যাতি পরাং সিদ্ধিং মর্ত্যো-
রন্তেঃ সুহৃৎতাম্ ॥ ৫০ ॥ যে চাত্র মলনাশায়
বিশেষ্যুর্দানবা জন্ম । গোপ্রদানসমং তেবাং সুখেন

গিয়া তিনি ত্রিয়ার উপবাসী থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা নিয়ম
পালনপূর্বক স্নাত হইলেন । স্নাত হইবামাত্রই
পূর্ব-সঞ্চিত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ।
এ দিকে ধৰ্ম্মপুত্র তখন নরের শুক্লিলাভ অবগত
হইয়া অপর ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার দর্শনমানসে
তথায় গমন করিলেন । তিনি তথায় উপস্থিত
হইবামাত্র নর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । তিনি
তখন সম্মুখবর্তী ভ্রাতাকে হৃষ্টাশ্রুতকরণে আলিঙ্গন
করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন । ভীমসেনাদি
অপর ভ্রাতৃগণ ও শুকজনগণ কর্তৃক ও তিনি এই-
রূপে আলিঙ্গিত ও পরিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দিত
হইলেন । প্রাচীনকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল
বলিয়া এই তীর্থের নাম প্রাচীন । এই তীর্থে স্নান
মাত্রেই সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয় । ত্রিয়ার উপবাসী
থাকিয়া এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহাতীও তজ্জ-
নিত পাতক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে রুদ্রবৎ
বিমলানন্দ অল্পভব করিয়া থাকে । হে দেবি !
প্রাচীন তীর্থে আমি তোমার সহিত সর্বদাই বাস
করিয়া থাকি, বিশেষতঃ প্রভাসে । সরস্বতীর উত্তর-
তীরে প্রাচীনতীর্থে যে মানব তত্ত্বত্যাগ করে,
তাঁহাকে আর ইহলোকে আগমন করিতে হয় না ।
যে নর নিয়ম বা উপবাসাদি দ্বারা এই তীর্থে আশ্র-
দেহ শোষিত করে, তাহার বাজ্জিমেধের ফলপ্রাপ্তি

হয় । জলাহারী, বায়ুতক্ষী, পর্ণাহারী, তাপসও স্বণ্ডি-
লগা, ইহারা যদি সরস্বতী-তটে মক্ষ্যাশ্রমে বাস করিয়া
মৃত্যুগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মানব না
বলিয়া দেবতা বলাই উচিত । এই তীর্থে যে মানব
বিপ্রগণকে ক্রটি মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহার
মরুপ্রমাণ সুবর্ণদানের ফল হয় । যে সকল মানব এই
তীর্থে শ্রদ্ধাভাজন করে তাহার একবিংশতি কুলের
সহিত স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । এই পিতৃবল্লভ
তীর্থে মাত্র একটা পিণ্ড দ্বারা তর্পিত হইয়া পিতৃগণ
গয়াশ্রাদ্ধভোক্তা পিতৃগণের স্তায় ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়া থাকেন । ৩০—৪৬ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে
এখানে স্নান বিহিত আছে । যে পিত্তাক ও ইন্দ্রীকল
দ্বারা এই স্থানে পিণ্ড প্রদান করে তাহার পিতৃগণ
অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন এবং সে পিতৃলোকে
গমন করিয়া থাকে । যাহারা এখানে অন্নদান
করে, তাহার মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । যে মানব এই
তীর্থে বিপ্রগণকে উত্তম দধি দান করে, সে অগ্নি-
লোক প্রাপ্ত হইয়া উত্তম ভোগ উপভোগ করিয়া
থাকে । যাহারা এখানে ভক্তিপূর্বক বিপ্রগণকে
উর্ণাবস্ত্র প্রদান করে, তাহার আত্মীয় জনের সহিত
সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । যে সকল মানব মল-
নাশের জন্ত এই তীর্থে অবগাহন করে, তাহার

কলমাদিশেৎ ৷ ৫১ ৷ ভাবেন যো নরস্তত্র কশিৎ
সমাচরেৎ ৷ ৫২ ৷ তর্পণাৎ পিণ্ডদানাত্ত নরকেষপি
সংস্থিতাঃ ৷ স্বর্গং প্রয়াস্তি পিতরঃ সুপুত্রৈঃ হি
ভারিতাঃ ৷ ৫৩ ৷ প্রাচীং সরস্বতীং প্রাপ্য যাতি
তীর্থং হিমালয়ম্ ৷ স করস্বং সমুৎসজ্য কূর্ণয়েৎ সমা-
লিহেৎ ৷ ৫৪ ৷ যং যং কামমভিধায় তস্মিন্ প্রাণান্
পারিত্যজেৎ ৷ তং তং সকলমাপ্নোতি তীর্থমাহা-
যোগতঃ ৷ ৫৫ ৷ অন্তর্দেবি পুরা গীতং গাঙ্গেয়েন
যুধিষ্ঠিরে ৷ সত্যমেব হি গঙ্গায়াং বহুং জাতা
যুধিষ্ঠির ৷ ৫৬ ৷ যাঃ কশিৎ সরিতো লোকে
তাসাং পুণ্যা সরস্বতী ৷ ৫৭ ৷ সরস্বতী সর্বনদীষু
পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা ৷ সরস্বতী
প্রাপ্য সুদুঃখিতা নরাঃ সদা ন শোচন্তি পরত্র
চেহ চ ৷ ৫৮

ইতি শ্রীকামদে প্রাচীসরস্বতীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ৩৬ ৷

গো-দানসম কল প্রাপ্ত হয়। যে মানব এখানে
ভক্তিপূর্বক স্নানচরণ করে, সে সর্বপাপনির্মুক্ত
হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। সুপুত্রগণ যদি
এখানে স্নান-তর্পণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ
তৎকর্তৃক ভারিত হইয়া স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।
প্রাচীসরস্বতীতীর্থ থাকিতে যেন সর হিমালয়াদি তীর্থে
গমন করে, তাহার হস্তান্তর ভক্ষা পরিত্যাগ
করিয়া কূর্ণর ভক্ষের লেহন করা হয়। মানব যে
যে কামনা করিয়া উক্ততীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে
তীর্থসাহায্যে সে সেই সেই কামনাই লাভ করিয়া
থাকে। অগ্নি দেবি! পূর্বে গাঙ্গেয় যুধিষ্ঠিরকে
এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির! সত্য
সত্যই আমি গঙ্গার জল গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে;
কিন্তু পৃথিবীতে যাবতীয় সরিৎ আছে, তানং
সকলের মধ্যে সরস্বতীই পুণ্যবতী। সরস্বতী সকল
নদী অপেক্ষা পুণ্যবতী, লোকসুখাবহা, ও হীমত
জনের ইহপরত্র সুখদাত্রী ৷ ৫৭-৫৮।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ৩৬ ৷

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । কিমর্থং কঙ্কণং দেব কিপ্যাতে
লবণান্তসি । তন্ত পুণ্যং ন পূর্বোক্তং যথাবদ্বকু-
মহিনী ৷ ১ ৷ কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তৎ কস্মিন্
কালে মহৎ কলম্ । কিং পুরাভূচ্চ ব্রহ্মবৃত্তং ভগবন্
কঙ্কণাশ্রিতম্ ৷ ২ ৷ ঈশ্বর উবাচ । আসীৎ পুরা
মহীপালো বৃহদ্রথ ইতি ক্রতঃ । তন্ত ভার্য্যাভবৎ
সাক্ষী নাম্না চেন্দুমতী প্রিয়া ৷ ৩ ৷ ন দেবী ন চ
গন্ধর্বী নাসুরী ন চ কিন্নরী । তাদৃগুপা মহাদেবি
যাদৃশী সা স্তুমধ্যমা ৷ ৪ ৷ শীলরূপগুণোপেতা নিত্যং
সাত্ত্বপতিব্রতা । সর্বযোষিদৃগুণৈর্গুণা যথা সাক্ষী
হরুদ্রতী ৷ ৫ ৷ প্রধানা স্ত্রীসহস্রশ্চ সৌভাগ্যমদ-
গর্ষিতা । ন বিনা স তয়া রেমে মুহূর্তমপি পার্শ্বিণিঃ ৷
৬ ৷ একদা তন্ত রাজর্ষেরক্ষাসনগতা সতী । যাব-
ন্তিষ্ঠতি রাজেন্দ্রমুদ্বিস্তাবহুপাগতঃ । কথো নাম মহা-
তেজাস্তপস্বী বেদপারগঃ ৷ ৭ ৷ তমাগতমথো দৃষ্ট্বা
সহসোখায় পার্শ্বিণিঃ । পূজাং কৃৎস্বা যথাত্মাং দত্ত্বা
চাৰ্য্যমব্রতমম্ ৷ ৮ ৷ সুখাসীনং ততো মম্বা বিশ্রান্তং
মুনিপুংসবম্ । অপূচ্ছৎ কুশলং রাজা স সর্বং

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—হে দেব! লবণোদধিতে
কি জন্ত কঙ্কণ নিক্ষেপ করিতে হয়? এই কর্ম
বিলে কি পুণ্য হয়? ইহার মন্ত্র কি? বিধান কি?
কোন সময় করিলে মহৎ কল হয় এবং ইহার
পুরাবৃত্তি বি এই সকল আপনি বলুন। ঈশ্বর বলি-
লেন,—পূর্বে বৃহদ্রথ নামে এক নৃপতি ছিলেন,
তাহার মহিষীর নাম ছিল-ইন্দুমতী। না গন্ধর্বী
না অসুরী—না কিন্নরী, কেহই ইন্দুমতীর সৌন্দ-
র্যের সমকক্ষ ছিল না। তিনি রূপে, গুণে, কুলে
শীলে, পতিব্রত্যে ও যোষিদৃগুণে যেন সাক্ষী
সাক্ষী অরুদ্রতী ছিলেন। তিনি সমগ্র রাজমহিষীর
মধ্যে প্রধানা ও সৌভাগ্যমদগর্ষিতা ছিলেন।
নৃপতিও তাঁহাকে ছাড়া মুহূর্তকাল থাকিতে পারি-
তেন না। একদিন মহিষী রাজার অর্ক্ষাসন-
ভাগিনী হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মহা-
তেজা বেদপারগ মহর্ষি কথ তথায় উপস্থিত হই-
লেন। রাজা তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই সহসা
গাঙ্গোথান করত যথাবিধি তাঁহার পূজা এবং
তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন। অর্ঘ্যদানান্তে মুনি-
বর সুখাসীন ও বিশ্রান্ত হইলে রাজা তাঁহার কুশল

চাৰমোদয়ৎ ॥ ৯ ॥ ততো ধৰ্ম্মকথাং চক্রে স ঋষি-
নৃপসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥ ততঃ কথাবসানে সা ভাৰ্য্যা
তস্ত মহীপতেঃ । অত্রবীদমৃতং বাক্যং কৃতাজ্জি-
পুটী সতী ॥ ১১ ॥ ইন্দুমত্যাচ । ইং বেৎসি
ভগবন্ সৰ্গমমতীতানাগতঃ বিভো । পৃচ্ছে ত্বাং
কৌতুকাবিষ্টা উন্মাদঃ কস্তমর্হসি ॥ ১২ ॥ অন্ত-
দেহোন্তবং কৰ্ম্ম মম সৰ্বং প্রকীৰ্ত্তয় । ঐদৃশঃ মম
সৌভাগ্যঃ পতির্দেবশুভোপমঃ ॥ ১৩ ॥ সৌভাগ্যঃ
পতিদেবত্বং শীলঃ ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্ । কিং
প্রভাবো ব্রতশ্চৈব উভাহোপোষিতস্ত বা ॥ ১৪ ॥
দানম্ বা মুনিশ্রেষ্ঠ যন্মে সৌভাগ্যমুত্তমম্ ।
বশো রাজ্য মহাবাহুৰ্ম্ম বাক্যানুগঃ সদা ॥ ১৫ ॥
এতন্মে সৰ্ব্বমাচক্ষু পূৰ্বং কৌতুহলং হি মে ॥ ১৬ ॥
স্মৃত উবাচ । তস্তান্তৰ্হচনং শ্রদ্ধা ধ্যায়া চ সুচিরং
মুনিঃ । অত্রবীৎ প্রহসন্ বাক্যং কথো বেদবিদাং
বরঃ ॥ ১৭ ॥ কথ উবাচ । শৃণু রাজ্ঞি প্রবক্ষ্যামি
অন্তদেহোন্তবং তব । ন য়োষ্যচ ত্বয়া কার্যো লজ্জা
বাপি স্মমধ্যমে ॥ ১৮ ॥ ত্বমাসীদন্তদেহে তু
আভীরী পঞ্চভৰ্তৃকা । সৌরাষ্ট্রবিষয়ে হীনা দেবং
সোমেশ্বরং গতা ॥ ১৯ ॥ ততঃ স্নাতুঃ প্রবিষ্টা চ

সাগরে লবণাঙ্গসি । হতা কল্লোলমালাভিক্ষিহ্নসত্ব-
মুপাগতা ॥ ২০ ॥ তব হস্তাচ্চুতং তত্র হৈমং
কঙ্কণমেব চ । নষ্টং সমুদ্রসলিলে পশ্চাত্তাপস্ত তে
স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ অথ কালেন মহতা পঞ্চত্বং স্বমু-
পাগতা । দশাৰ্ণাধিপতের্গেহে ততো জাতাসি
সুন্দরি ॥ ২২ ॥ বৃহদ্রথেন চোঢ়াসি কঙ্কণস্ত প্রভা-
বতঃ । ন ব্রতং ন তপো দানং ত্বয়া চৌণং পুয়া
শুভে ॥ ২৩ ॥ এতন্তে সৰ্ব্বমাখ্যাভঃ যয়াং ত্বং
পরিপৃচ্ছসি । তচ্ছ্রদ্ধা সা বিশালাকী ত্রপয়াধো-
মুখী তথা । আসীত্তুকৌ তদা দেবী শ্রদ্ধা বাক্যং চ
তাদৃশম্ ॥ ২৪ ॥ এবং নিবেদ্য স মুনী রাজপত্নীং
বরাননে । জগাম ভবনং স্বং চ আমন্ত্র্য বসুধাধি-
পম্ ॥ ২৫ ॥ জাহ্নবী কলং কঙ্কণস্ত মুনেস্তস্ত প্রভা-
বতঃ । গাহ্নবী সোমেশ্বরং দেবং স্নাত্বা চ লবণাঙ্গসি ॥
২৬ ॥ প্রাক্ষিপৎ কঙ্কণং তত্র প্রতিবৰ্ণং মহাপ্রভে ।
ততো দেবত্বমাপরা প্রভাবান্তস্ত ভামিনি ॥ ২৭ ॥ ঐশ্বর্য
উবাচ এষ প্রভাবঃ স্মমহান্ কঙ্কণস্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

সৰ্বকামপ্রদো দেবি সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কঙ্কণমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ত-

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনিও তাহা অল্পমোদন
করিলেন । তিনি নৃপসন্নিধানে ধৰ্ম্মকথা কহিতে
লাগিলেন । তাঁহাদেয় কথাবসানে রাজ্ঞী অমৃত-
ময় বাক্যে বলিলেন,—হে বিভো ! আপনি অতীত
অনাগত সমুদয়ই অবগত আছেন, এ জন্ত আমি
কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ প্রশ্ন
করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি আমায় ক্রমা
করিবেন । আপনি অল্পগ্রহপূৰ্ব্বক আমার অন্তদেহ-
ব্রতান্ত কীৰ্ত্তন করুন । দেখুন, আমার দেবশুভো-
পম পতি, তাহাতে আবার তিনি নৃপতি, ততুপরি
আমার বশীভূত ও বাক্যানুগত, আবার তিনি
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত, ঐদৃশ সৌভাগ্য আমার কিরূপে
হইল ? ইহা কি ব্রতোপবাসের প্রভাব—না দানের
অথবা জন্মান্তরীণ পুণ্যফল ? এই সকল আপনি
কীৰ্ত্তন করুন, আমার পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে ।
স্মৃত বলিলেন,—রাজ্ঞী এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ
করিয়া বেদবিৎস্বর ঋষিবর সুচিরকাল ধ্যানান্তে
হাসিয়া বলিলেন,—রাজ্ঞি ! বলিতেছি শ্রবণ করুন,—
দেখুন, আপনি য়োষ বা লজ্জা করিবেন না,
আপনি পূৰ্ব্বজন্মে আভীরী ছিলেন । আপনার
পাঁচজন ভৰ্ত্তা ছিল । সৌরাষ্ট্রদেশে আপনার

জন্ম হইয়াছিল । আপনি এক সময় সোমেশ্বর দর্শন
করিতে যান, সেখানে লবণসমুদ্রে স্নান করিবার
নিমিত্ত অবতরণ করেন । আপনি সাগরের কল্লো-
লিত তরঙ্গমালায় অভিহত হইয়া বিহ্বল হইয়া
পড়েন । ঐ সময় আপনার হস্ত হইতে কঙ্কণ
স্থলিত হয় । তাহা সমুদ্রসলিলে পতিত হওয়ায়
আপনি পশ্চাত্তাপযুক্ত হন । অনন্তর বহুকালের
পর আপনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া দশাৰ্ণাধিপতির
সুন্দরী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন । রাজা
বৃহদ্রথ সেই কঙ্কণপ্রভাবেই আপনার পাণিগ্রহণ
করিয়াছেন ; ব্রত, দান বা তপ এ সকলের কিছুই
আপনি পূৰ্বে অমুষ্ঠান করেন নাই । এইত আপনি
আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত
বলিলাম । রাজ্ঞী মুনির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তুকীভাবে অবস্থান করিয়া
রহিলেন । মুনি রাজাকে সর্বাঙ্গিত করিয়া স্বীয়
আশ্রমে গমন করিলেন । রাজ্ঞী মুনিমুখে কঙ্কণ-
কল অবগত হইয়া প্রতিবর্ষে সোমেশ্বরে গমনপূৰ্ব্বক
লবণজলনিধিতে স্নান করিয়া কঙ্কণক্ষেপণ করিয়া
ক্রমে দেবত্ব লাভ করিলেন । ঐশ্বর্য বলিলেন,—হে

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ । যদেতত্ত্ববতা প্রোক্তং পশ্যেৎপূৰ্ণং
কপদ্বিনম্ । ভগবন্ সংশয়ং হেনং যথাবদ্বক্তুমহঁসি ॥
স ভূত্যঃ কিল দেবেশ ত্বং শস্তো মহাপ্রভঃ । প্রভো-
রনন্তরং ভূত্য এষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা পূজ্যতমো হি
সঃ । কপদী সর্বদেবানামাদ্যো বিদ্যেশ্বরঃ প্রভুঃ ।
৩ ॥ যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহঃ প্রভাসক্ষেত্রসংস্থিতঃ ।
সোমেশ্বরো মহাদেবি লিঙ্গরূপী সদাশিবঃ ॥ ৪ ॥ তস্ম
বামে স্থিতো বিষ্ণুর্করাহ ইতি যঃ স্মৃতঃ । তস্ম
দক্ষিণভাগে তু স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ । কপদ্বিকপ-
মাহ্মায় সাবিজ্ঞাঃ কোপকারণাৎ ॥ ৫ ॥ ক্রুতে
হেরধনামা তু জ্যেষ্ঠায়াং বিষমর্দনঃ । লঘোদরো
হাপরে তু কপদী তু কলৌ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥ এবং
যুগেযুগে তস্ম অবতারঃ পৃথক্ পৃথক্ । যথা কার্য্য-
ভ্রূষণেণ জায়তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ অষ্টাবিংশতিমে

দেবি ! এই আমি কঙ্কণের সর্বকামপ্রদ পাপনাশন
নুমহান্ প্রভাব কীর্তন করিলাম । ১—২৮ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় !

দেবী বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যে বলি-
লেন,—প্রথমতঃ কপদীকে দর্শন করিতে হয় ।
ইহা বিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? সে হইল আপ-
নার ভূত্য, আর যে ভূত্য, সে প্রভুর পরে গণিত,
এই হইল সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব । এই জন্তই ইহাতে
আমার সংশয় হইতেছে, এ সংশয় আপনি
ছেদন করুন । ঈশ্বর বলিলেন, দেবি ! যেক্রমে
ঐ কপদী সর্বদেবের আদ্য বিদ্যেশ্বর প্রভু পূজ্য-
তম হইলেন, তাহা শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি ।
তুমি জান যে প্রভাসক্ষেত্রে সোমেশ্বর নামে এক
লিঙ্গরূপী সদাশিব আছেন, সেই সদাশিবের বামে
বিষ্ণু আছেন, তিনি বরাহসংজ্ঞায় অভিহিত ।
আর এই বিষ্ণুর দক্ষিণভাগে সাবিজীর কোণে
প্রজাপতি ব্রহ্মা কপদ্বিক্রমে অবস্থান করেন ।
সত্যযুগে ইহার নাম ছিল—হেরধ, জ্যেষ্ঠায় বিষ-
মর্দন, হাপরে লঘোদর, এবং কলিতে হইয়াছে
কপদী । কার্য্যভ্রূষণে এইরূপে যুগে যুগে পুনঃ-
পুনঃ তাঁহার পৃথক্ পৃথক্ অবতার । এই কারণে

তত্র দেবি প্রাপ্তে চতুর্ভুগে । কারণাত্মা যথোৎ-
পন্নঃ কপদী তত্র যে শৃণু ॥ ৮ ॥ পুরা হাপরসম্বো
তু সম্ভ্রাপ্তে চ কলৌযুগে । স্থিযো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ
যে চান্তে পাপকারিণঃ । প্রয়াস্তি স্বর্গমেবাণ্ড দৃষ্টা
সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৯ ॥ ন যজ্ঞা ন তপো দানং ন
স্বাধ্যায়ো ব্রতং ন চ । কুর্ষন্তোহপি-ঈরি দেবি সর্বে
যান্তি শিবালয়ম্ ॥ ১০ ॥ তং প্রভাবং বিদিতৈবং
সোমেশ্বরসমুদ্ভবম্ । অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্গা ক্রিয়া
নষ্টাঃ সুরেশ্বরী ॥ ১১ ॥ ততো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ
ঋষয়ো বেদপারগাঃ । শূদ্রাঃ স্থিরোহপি তং দৃষ্টা
প্রয়াস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১২ ॥ নষ্টযজ্ঞোৎসবে
কালে শূন্তে চ বসুধাতলে । উর্দ্ধবাহভিরাক্রান্তং
পরিপূর্ণং জিবিষ্টপম্ ॥ ১৩ ॥ ততো দেবা মহেশ্বাদ্যা
দুঃখে নৈব সমস্থিতাঃ । পরিভূতা মনুষ্যৈশ্চ শকরঃ
শরণং গতাস্তাঃ ॥ ১৪ ॥ উচুঃ প্রাজলয়ঃ সর্ব ইন্দ্রাদ্যাঃ
সুরসন্তমাঃ । ব্যাণ্ডোহয়ং মানুষ্যৈঃ স্বর্গঃ প্রসাদান্তব
শকর ॥ ১৫ ॥ নিবাসায় প্রভোহস্মাকং স্থানং
কিঞ্চিৎ সমাদিশ । অহং শ্রেষ্ঠো হহং শ্রেষ্ঠ ইত্যেবং
তে পরম্পরম্ । জল্পন্তঃ সর্বতো দেব পর্য্যটান্ত
যথেষ্টয়া ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মরাজঃ সুধর্ম্মাত্মা তেবাং কন্ম

কপদী অষ্টাবিংশতিতম যুগে যেক্রমে জন্মিয়াছিলেন,
তাহা শ্রবণ কর । পূর্বে হাপরসম্বন্ধি সময়ে কাল
যুগে স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, শূদ্র ও অন্ত্যাত্ম বহুবিধ পাপী
সোমেশ্বর দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করে । তখন
ব্রত, দান, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায় এ সকল না করিয়াই
নরগণ শিবালয়ে গমন করিতে থাকে । লোকে
সোমেশ্বরের এতাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অগ্নিষ্টোমাদি
সমস্ত ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিল । বাল-বৃদ্ধ ঋষি
বেদপারগ, স্ত্রী-শূদ্র সকলেই পরা গতি লাভ করিতে
লাগিল । এই সময় সোমেশ্বর প্রভাবে ধরাতলস্থ
সমুদয় লোকই স্বর্গে গমন করিল, ইহার কলে তথায়
এত জনতা (ভিড়) হইল যে, (ন স্থানং তিল-
ধারণং) স্বর্গযাত্রী সকলকেই উর্দ্ধবাহ হইয়া থাকিতে
হইয়াছিল । তখন মনুষ্য-পরিভূত ইন্দ্রাদি দেবগণ
নিভান্ত দুঃখিত হইয়া শকরের (আমার) শরণ
লইলেন । তাঁহার কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—হে
দেব ! আপনার প্রসাদে মনুষ্যগণ স্বর্গ ব্যাপ্ত
করিয়াছে । অধুনা আমাদের নিবাসের জন্ত স্থান
দান করুন । এই কথা বলিয়া তাঁহার ‘আমি
প্রধান, আমি প্রধান,’ এই প্রকার জল্পনা করিতে
করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেলাগিলেন । ১—১৬ ।

শুভাশুভম্ । স্বয়ং লিখিতমালোক্য তুক্ষীমাস্তে
সুবিস্মিতঃ ॥ ১৭ ॥ যেসামর্থে কৃতং সজ্জং কুন্তী-
পাকং সুদাক্ষণম্ । রৌরবঃ শাল্মলির্দেব দৃষ্টৌ
তান্ দিবি সংস্থিতান্ । বৈলক্ষ্যং পরমং গহ্বা
ব্যাপারং ত্যক্তবানসৌ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবান্ধ্বাচ
প্রতিজ্ঞাতং বীরা সর্কং তক্ত্যা তুষ্টেন বৈ সুরাঃ
সোমায় মম সান্নিধ্যমস্মিন্ ক্বেদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ন শক্যমন্তথা কর্তুমান্বনো যত্নদীরিতম্ । এব
যান্তস্তি তে স্বর্গং যে মাং দ্রক্ষ্যন্তি তত্র বৈ ॥ ২০
ভয়োধিগ্নাস্ততো দেবাঃ পার্কীভীঃ প্রেক্ষ্য বিমতঃ
উচুঃ প্রাজ্ঞনয়ঃ সর্কৈ ভ্রমশ্মাকং গতির্ভব ॥ ২১
এবমুক্তান্তরন দেবাঃ স্তোত্রোণানেন সন্তম
জানুভ্যাং ধরণীং গহ্বা শিরস্তাধায় চাঞ্জলিম্
২২ ॥ দেবা উচুঃ । নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে
বিধ্বাজ্যকৈ । নমস্তে পদ্মপত্রাক্ষি নমস্তে কাকন-
দ্রাতে ॥ ২৩ ॥ নমস্তে সংহত্রি কর্ত্রি নমস্তে
শঙ্করপ্রিয়ে । কালরাত্রি নমস্তভ্যাং নমস্তে গিরি-
পুত্রিকৈ ॥ ২৪ ॥ আর্যো ভদ্রে বিশালাক্ষি নমস্তে
লোকসুন্দরি । স্বং রতিস্বং ধৃতিস্বং শ্রীস্বং

স্বাহা স্বং সুধা সতী ॥ ২৫ ॥ স্বং দুর্গা স্বং মণির্মেধা
স্বং সর্কং স্বং বসুন্ধরা । স্বয়া সর্কমিদং ব্যাপ্তং
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৬ ॥ নদীষু পর্বতাশ্চৈব
সাগরেষু শুভাসু চ । অরণ্যে চ চৈত্যে চ
সংগ্রামে আশ্রমে চ ॥ ২৭ ॥ ত্রৈলোক্যে তত্র পদ্মামো
যত্র স্বং দেবিন ন স্থিতা । এতজ্জ্ঞান্বা বিশালাক্ষি
জাহি নো মহতো ভয়াৎ ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এবমুক্তা তু সা দেবী দেবৈরিত্তপূরোগমৈঃ ।
কাকণ্যারিজদেহং স্বং তদা মদ্বিতবত্যসি ॥ ২৯ ॥
মদ্ব্যস্ত্যাস্তব তদা সজ্জাতঞ্চ মহম্মলম্ । তত্র জজ্ঞে
গজেন্দ্রাস্তচতুর্কীহর্ষনোহরঃ ॥ ৩০ ॥ ততোহব্রবৌৎ
সুহান সর্কান ভবতী করুণাশ্রিকা । এব এব ময়া
সৃষ্টৌ যুগ্মকং হিতকামায়া ॥ ৩১ ॥ এব বিদ্বানি
সর্কপি প্রাণিনাং সংবিদ্যাস্ততি ॥ ৩২ ॥ মোহেন
মহতাবিষ্টাঃ কামোপহতবুদ্ধয়ঃ । সোমনাথমপস্তস্তো
যাস্তস্তি নরকং নরাঃ ॥ ৩৩ ॥ এবং তে বচনঃ শ্রদ্ধা
সর্কৈ তে হৃষ্টমানসাঃ । স্বস্থানং ভেজিরে দেবাস্ত্যাক্ষা
মানুষজং ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ অথৈতবদনঃ প্রাহ স্বাং
দেবি বিনয়াহিতঃ । কিং করোমি বিশালাক্ষি

সকলেরই শুভাশুভ কর্মের ফলভোগ স্বহস্তলিখিত
দেখিয়া ধর্ম্মরাজ বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া
রহিলেন । তিনি মনে করিলেন,—হায়, আমি
যাহাদের জন্ত দাক্ষণ কুন্তীপাক, রৌরব, শাল্মলী
প্রভৃতি মহানরক সাজ্জত করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা
কিনা অন্য স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইল । এইরূপ
নির্কিঞ্চ হইয়া বৈলক্ষ্যসহকারে ধর্ম্মরাজ নিশ্চেষ্ট
রহিলেন । শ্রীভগবান বলিলেন,—হে সুরগণ !
আমি পূর্বে সোমের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া ঐ স্থানে
অবস্থান করিয়াছি, এবং প্রসিদ্ধা করিয়াছি, অধুনা
আর তাহার অন্তথা হইতে পারে না, নিজের কথার
কেমন করিয়া অন্তথাচরণ করিব ? সুতরাং প্রভাস-
ক্ষেত্রে যাহারা আমাকে দর্শন করিবে, তাহারা
অবশ্যই স্বর্গে গমন করিবে । দেবদেবের এই কথা
শুনিয়া দেবগণ ভয়োধিগ্ন হইয়া পার্কীভীর নিকট গিয়া
বলিলেন—মা তুমি আমাদের গতি বিধান কর ।
এই বলিয়া দেবগণ পাতিতজানু হইয়া কৃতাজলি-
পুটে তাঁহার স্তব করতে লাগিলেন । বলিলেন,—
হে দেবদেবেশি, হে বিধ্বাজ্যকে, হে পদ্মপত্রাক্ষি,
হে সুবর্ণবর্ণাভে, হে সংহারকর্ত্রি, হে কর্ত্রি, হে শঙ্কর-
প্রিয়ে, হে কালরাত্রি, হে গিরিপুত্রিকৈ, হে বিশা-
লাক্ষি, হে লোকসুন্দরি মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার ।

হে মা ! তুমি রতি, তুমি ধৃতি, তুমি স্ত্রী, তুমি
স্বাহা, তুমি সুধা, তুমি সতী, তুমি দুর্গা, তুমি মণি-
মেধা, তুমি নিখিল বস্তু এবং তুমিই আরাধ্যত্ব
পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড । তুমিই সচরাচর ত্রৈলোক্য
ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ । নদী, পর্বত, সাগর, শুভা,
অরণ্য, চৈত্য, সংগ্রাম, আশ্রম, এমন কি নিখিল
ত্রৈলোক্যে এমন স্থান নাই—যেখানে তোমার
স্থিতি না আছে । হে বিশালাক্ষি মাতঃ ! তুমি
এই মহৎ ভয় হইতে আমাদের গতি বিধান কর ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! তুমি তখন ইত্যাদি
দেবগণ কর্তৃক উক্ত প্রকারে পরিষ্ট হইয়া তাঁহা-
দের প্রতি করুণাবশতঃ নিজ দেহ মর্দন করিতে
লাগিলেন । তাহার ফলে পুঞ্জীকৃত মল উৎপন্ন
হইল । ঐ পুঞ্জীকৃত মল হইতে গজেন্দ্রাস্ত চতুর্কীহ
মনোহর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন । তুমি তখন দেব-
গণকে বলিলে,—এই ইহাঁকে আমি তোমাদের
হিতকামনায় উৎপাদিত করিলাম । ইনিই প্রাণি-
গণের বিদ্যবিধান করিবেন । কামোপহতবুদ্ধি
জনগণ যুদ্ধ হইয়া সোমনাথকে দর্শন না করিয়া
নরকে গমন করিবে । দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
দেবগণ মানুষ্যজ ভয় পরিত্যাগপূর্বক হৃষ্টমানসে
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭-৩৪ ॥ তখন গজবান

আদেশো দীয়তাং মম । ৩৫ । ক্রীডগবত্যাচ ।
 গচ্ছ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র সন্নিহিতো হরঃ । তদ্রক্ষ
 মানুযাণাঞ্চ যথা নায়াতি গোচরম্ । ৩৬ । লিঙ্গং
 তু দেবদেবস্ত স্থাপিতং শশিনা স্বয়ম্ । ভবত্যা-
 দেশিতো নিত্যং নৃণাং বিদ্বঃ করোতি সঃ । ৩৭ ।
 প্রস্থিতং পুরুষং দৃষ্ট্বা সোমনাথং প্রতি প্রভুম্ । স
 করোতি মহাবিদ্বঃ কপদী লোকপুজিতঃ । ৩৮ ।
 পুত্রদারগৃহক্ষেত্র-ধনধান্তসমুদ্ভবম্ । জনয়েৎ স
 মহামোহং ততঃ পশুতি নো হরম্ । ৩৯ । অথবা
 গড়ুগণ্ডাদিব্যাধিঃ চৈব সমুৎসৃজেৎ । তৈর্গন্তঃ
 পুরুষো মোহান্ন পশুতি ততো হরম্ । ৪০ । তস্মাৎ
 সর্বপ্রযত্নেন সোমেশ্বরপরীক্ষয়া । স নিত্যং পূজ-
 নীয়ম্ অর্ন্তব্যম্ দিবানিশম্ । ৪১ । স্তোত্রোণানেন
 দেবেশি সর্ববিদ্বাস্তুকেন বৈ । সমাধায্যো গণাধ্যক্ষঃ
 প্রভাসক্ষেত্র-রক্ষকঃ । ৪২ । তন্ত্বেহং সম্প্রব-
 ক্ষ্যামি স্তোত্রং তদ্বিশ্বমর্দনম্ । কপর্দিনো মহাদেবি
 সাবধানাবধারণ । ৪৩ । ঊনমো বিদ্বরাজায়
 নমস্তেহম্ কপর্দিনে । নমো মহোগ্রদংষ্ট্রায় প্রভাস-
 ক্ষেত্রবাসিনে । ৪৪ । কপর্দিনং নমস্কৃত্য যাত্রা-
 নিক্ষিপ্যহেতবে । স্তোম্যেহং বিদ্বরাজানং সিদ্ধি-

বুদ্ধিপ্রিয়ং শুভম্ । ৪৫ । মহাগণপতিং শ্রুয়মজিতং
 জয়বর্দনম্ । একদন্তং চ দ্বিদন্তং চতুর্দন্তং চতু-
 র্ভুজম্ । ৪৬ । ত্র্যক্ষং চ শূলহস্তং চ রক্তনেত্রং
 বরপ্রদম্ । অজ্জয়ং শঙ্কুকর্ণং চ প্রচণ্ডং দণ্ডনায়কম্ ।
 আয়সপ্তীং হতবক্রং হতপ্রিয়ম্ । ৪৭ ।
 অনর্চিতো বিদ্বকরঃ সর্বকাধ্যে যো নৃণাম্ । তং
 নমামি গণাধ্যক্ষং ভীমমুগ্রমাসুতম্ । ৪৮ । মদবস্তং
 বিরূপাক্ষমিভবক্রসমপ্রভম্ । এবং চ নিশ্চলং শান্তং
 তং নমামি বিনায়কম্ । ৪৯ । ত্বয়া পূর্বেণ বপুষা
 দেবানাং কার্যাসিদ্ধয়ে । গজরূপং সমাস্থায় আসিতাঃ
 সর্বদানবাঃ । ৫০ । ঋষীণাং দেবতানাং চ নায়কত্বং
 প্রকাশিতম্ । ৫১ । ইতি স্তুতঃ সুরৈরগ্রে পূজ্যসে
 ত্বং ভবান্বজ । ত্বামাধা 'গণাধ্যক্ষমিভবক্র-
 সমপ্রভম্ । ৫২ । এবং চ নিশ্চলং শান্তং পরীতং
 বিজয়শ্রিয়া । কার্যার্থং রক্তকুশুমৈ রক্তচন্দন-
 বারিভিঃ । ৫৩ । রক্তাশ্বধরো হৃদ্যা চতুর্থা-
 মর্চ্চয়েত্ত্বয়ঃ । এককালং দ্বিকালং বা নিয়তো
 নিয়তাশনঃ । ৫৪ । রাজানং রাজপুত্রং বা রাজ-
 মাত্রণমেব চ । রাজ্যং বা সর্ববিঘ্নেশো বশীকুর্ধ্যাৎ

সবিনয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিশা-
 লাক্ষি ! আমি কি করিব, আদেশ দেন । তুমি
 বলিলে,—যেখানে হর বিরাজ করিতেছেন, সেই
 প্রভাস ক্ষেত্রে তুমি গমন কর । যেখানে গমন
 করিয়া তুমি সোমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ এক্রপে রক্ষা
 করিবে, যাহাতে মানবগণের গোচরীভূত না হন ।
 গজবদন তোমা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া
 প্রভাসে গিয়া উক্ত প্রকারে মানবগণের বিদ্ব
 উৎপাদন করিতে লাগিল, তখন মানবগণের পুত্র-
 দারগৃহ-ক্ষেত্র-ধন-ধান্ত বিষয়ক মহামোহ জন্মাইতে
 লাগিল । সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া জনগণ আর সোমনাথ
 দর্শন করে না । কখন সে নরগণের গড়ু-গলগণাদি
 রোগ সৃজন করিতে থাকিল, তাহার ফলে তাহার
 সোমনাথ দর্শন একেবারে ভুলিয়া গেল । এজন্ত
 তিনি সোমনাথ দর্শনে বস্তু মানবগণের নিত্য পূজনীয়
 ও অর্ন্তব্য । হে দেবি ! যে স্তোত্র দ্বারা ঐ গণাধ্যক্ষ
 কপদীর স্তব করিতে হয়, আমি তাহা বলিতেছি ;
 ইহাতে সোমনাথদর্শনবিষয়ক বিদ্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
 তুমি ইহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । হে বিদ্বরাজ !
 তোমাকে নমস্কার ; তুমি কপদী মহোগ্রদংষ্ট্র,
 প্রভাসক্ষেত্রবাসী, যাত্রা নিক্ষিপ্ত হেতু, তোমাকে

নমস্কার । হে বিদ্বরাজ ! তুমি বুদ্ধিসিদ্ধিপ্রিয়, শুভ,
 মহাগণপতি, সুর, অজিত, জয়বর্দন, একদন্ত,
 দ্বিদন্ত, চতুর্দন্ত, চতুর্ভুজ ত্র্যক্ষ, শূলহস্ত, রক্তনেত্র,
 বরপ্রদ, অজ্জয়, শঙ্কুকর্ণ, প্রচণ্ড, দণ্ডনায়ক,
 আয়সপ্তী, হতবক্র ও হতপ্রিয় । তুমি অর্চিত না
 হইলে মানবগণের সর্বকাধ্যে বিদ্ব উৎপাদন কর ;
 আমি তোমার স্তব ও নমস্কার করিতেছি । হে
 গণাধ্যক্ষ, ভীম, উগ্র, উমাসুত, মদবস্ত,
 বিরূপাক্ষ, গজবক্র, এবং, নিশ্চল, শান্ত । আমি
 তোমাকে নমস্কার করিতেছি । হে বিনায়ক !
 তুমি তোমার পূর্ব শরীরে গজরূপ আধান
 করিয়া দেবগণের কার্যাসিদ্ধার্থ দৈত্যগণকে আসিত
 এবং ঋষি ও দেবতাগণের নায়কত্ব করিয়াছিলে ।
 হে ভবান্বজ ! তুমি এইরূপে স্তুত হইয়া সুরগণ
 কর্তৃক পূজিত হও । তুমি গণাধ্যক্ষ, ইভবক্র
 সমপ্রভ, এবং, নিশ্চল, শান্ত ও জয়ক্রী-যুক্ত ।
 কার্যাসিদ্ধার্থ তুমি রক্তচন্দন বারি ও রক্তকুশুম
 দ্বারা পূজিত হইয়া থাক । যে নিয়ত নিয়তাশন
 ব্যক্তি চতুর্থী তিথিতে রক্তা ধারণ করিয়া
 একবার বা দুইবার তোমায় পূজা করে, সে
 সর্ববিঘ্নের হইয়া রাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রী ও রাজ্যবেণ্ড

সরাষ্ট্রকম্ ॥ ৫৫ ॥ যৎকলং সৰ্বভৌৰ্বেষু সৰ্বযজ্ঞেষু
যৎকলম্ । স তৎকলমবাপ্নোতি স্মৃতা দেবং
বিনায়কম্ ॥ ৫৬ ॥ বিষমং ন ভবেত্তস্ত ন স গচ্ছেৎ
পর্যভবম্ । ন চ বিষমং ভবেত্তস্ত জনো জাতিস্মরো
ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ য ইদং পঠতি স্তোত্রং যডুভি-
শ্রাসৈর্করং লভেৎ । সংবৎসরেণ সিদ্ধিঃ চ লভতে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ প্রসাদাদর্শনং যাতি তস্ত
সোমেশ্বরঃ প্রভুঃ । কপদ্বাকারমুদয়ং যতোহস্ত
সমুদাহৃতম্ । ততোহস্ত নাম জানৌহি কপদ্বীতি
মহাস্থনঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ঈকান্দে কপদ্বিবিনায়কমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্ট্রত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ সম্পূজ্য বিধিনা দেবদেবঃ
কপদ্বিনম্ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং কেদার-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ তন্ত্বেবায়ৈয়ভাগস্থং ভৌমেশ্বর-
সমীপম্ । স্বয়মুভয়ং মহাদেবি কল্ললিঙ্গং মম
প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ ময়া সম্পূজিতং দেবি বুদ্ধিলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । নিরাহারস্ত যন্তত্র করোত্যেকং

বশীভূত করিয়া থাকে । অপিচ সৰ্ব ভৌৰ্ব ভ্রমণে
ও সৰ্ব যজ্ঞান্তর্গতানে যে কললাভ হয়, সে তোমাকে
অর্পণ করিয়া সেই কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহার
কদাচৈবৈষম্য পর্যভব বা বিষ উপস্থিত হয় না ;
পরন্তু সে জাতিস্মরণ লাভ করে । হে দেবি !
এই স্তোত্র ছয়মাস কাল যাবৎ পাঠ করিলে বর-
লাভ ও সংবৎসর পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া
থাকে । ইহাতে কোন সংশয় নাই । কপদ্বার
প্রসাদে প্রভু সোমেশ্বর দর্শন দান করিয়া থাকেন ।
উদয় কপদ্বাকার বলিয়াই তাঁহার কপদ্বী নাম
হইয়াছে । ৩৫—৫৯ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! উক্ত প্রকারে
দেবদেব কপদ্বার পূজা করিয়া কেদারেশ্বর লিঙ্গ
সমীপে গমন করিতে হয় । এই লিঙ্গের অগ্নি
কোণে ভৌৰ্বেষু লিঙ্গসমীপে আমার প্রিয় স্বয়ংভূত
কল্ললিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গের আমি পূজা করিয়া

প্রজাগরম্ ॥ ৩ ॥ চতুর্দশাং বিশেষেণ তন্ত লোকাঃ
সনাতনাঃ । ক্রদ্রেখরৈতি দেবস্ত আসীন্মাম
পুরা যুগে ॥ ৪ ॥ তিব্যোহস্মিংশ পুনঃ প্রাপ্তে
শ্লেচ্ছস্পর্শভয়াতুরঃ । অস্মিঞ্জিঙ্গে লয়ং যাতঃ কেদার-
শ্চাক্ষিস্মিধৌ ॥ ৫ ॥ তেন কেদারনামেতি তন্ত
খ্যাতং ধরাতলে । মাঘে মাসি যতাহারঃ স্নাত্বা তু
লবণোদধৌ ॥ ৬ ॥ পদ্মকে তু মহাকুণ্ডে মধ্যোহস্ত
লবণাস্তমঃ । ক্রদ্রেখাদক্ষিণে ভাগে ধনুযাং
দশকে স্থিতে ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা বিধানতো দেবি ক্রদ্রেখং
চার্চ্চয়িষ্যতি । সম্যক্কেদারযাত্রায়াঃ কলং তন্ত
ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং পূজনাস্থানং
মহৎ । অথ তন্ত্বেব দেবস্ত ইতিহাসং পুরাতনম্ ।
সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং কথ্যতে তে স্মরণিয়ে । আসী-
দ্ভাজা পুরা দেবি শশবিন্দুরিতি ঋতঃ ॥ ১০ ॥
সার্বভৌমো মহীপালো বিপক্ষগণমুদনঃ । কলি-
ষাপরয়োঃ সঙ্কো সন্তুতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ ॥ তন্ত
ভাষ্যভবৎ সাধবী প্রণেভ্যোহপি গরীয়সী । ন
দেবী ন চ গন্ধবী নাসুরী ন চ পরগী ॥ ১২ ॥
তাদৃক্ষপা বরারোহে যথাস্ত স্ততলোচনা । তন্ত
হেমময়ং পদ্মং শতপত্রং মনোরমম্ ॥ ১৩ ॥ খেচরং

ধাকি । ইহা মহাপ্রভ ও বর্দ্ধিত লিঙ্গ । যে জন
নিরাহারে এই লিঙ্গের প্রজাগর করে, বিশেষতঃ
যদি চতুর্দশীতে করা হয়, তাহা হইলে তাহার সনা-
তন লোক লব্ধ হইয়া থাকে । পূর্বে যুগে উক্ত
লিঙ্গের নাম ছিল—ক্রদ্রেখর । তিনি শ্লেচ্ছস্পর্শ-
ভয়ে তিব্য নক্ষত্রে অক্সিস্মিধানে কেদারেশ্বর লিঙ্গে
লয় প্রাপ্ত হন । এই কারণেই তিনি ধরাতলে
কেদারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । যে নিয়তা-
হার মানব মাঘমাসে, লবণোদধির মধ্যে ক্রদ্রেখর
লিঙ্গের দক্ষিণদিক্ ভাগে দশধনু ব্যবধানে অবাস্থত
মহাকুণ্ড পদ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তাহার কেদারযাত্রার সম্যক্ কললাভ হইয়া
থাকে ॥ ১--৮ ॥ এই লিঙ্গপূজার কলে মহৎ ব্রহ্মহত্যা-
পাপও বিনষ্ট হয় । হে দেবি ! আমি এই লিঙ্গের
একটি সৰ্বকামপ্রদ পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি
শ্রবণ কর । পূর্বে শশবিন্দু নামে এক সার্বভৌম
রাজা ছিলেন । কলি-ষাপরের সন্ধিসময়ে তিনি
রাজত্ব করেন । তাঁহার মহিষী তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও
গরীয়সী ছিলেন । তাঁহার মহিষী যেরূপ রূপবতী
ছিলেন, দেবী, গন্ধবী, অসুরী বা পরগীয়াও
তাদৃশী রূপবতী ছিলেন না । রাজার একটা

বেগি নিত্যক তত্ত্ব রাজ্যে মহান্নমঃ। স তেন
পৰ্বাটলোকান সৰ্বান দেবি স্বকামতঃ ॥ ১৪ ॥ একদা
কান্তনে মাসি শুক্লপক্ষে বরাননে। চতুর্দশীং তু
সম্প্রাপ্তঃ প্রভাসক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ অথাপশুদ্বীন
সৰ্বান ত্রীসোমেশ্বরপুত্রঃস্থিতান্। রাজ্যে জাগরণার্থায়
জপহোমপরায়ণান্ ॥ ১৬ ॥ স দৃষ্ট্বা সোমনাথং তু
প্রশিপত্য বিধানতঃ। পূজয়ামাস সৰ্বান স্তান্ যথার্থং
ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কেদারমাসাদ্য সংপ্রাপ্য
বিধিবৎ প্রিয়ে। পূজয়িত্বা বিচিত্রাভিঃ পুষ্পমালাভি-
রীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥ নৈবেদ্যৈর্কিবিধৈর্ধনৈর্ভূষণৈশ্চ
মনোহরৈঃ। ততোহহং কারয়ামাস জাগরণং সূর্যমা-
হিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ সৰ্বৈ কুতূহলসমহিতাঃ।
চ্যবনো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ শাণ্ডিল্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ২০ ॥
রৈভ্যোহং জৈমিনিঃ ক্রৌঞ্চো নারদঃ পরমতঃ শিলঃ।
মার্কণ্ডঃ পুরতঃ কুহা জম্বুস্তম্ভ সমীপতঃ ॥ ২১ ॥ তক্রুঃ
কথাঃ স্তুবিচিত্রা ইতিহাসানি ভূরিশঃ। কীর্ত্তয়ন্তঃ
স্থিতান্তজ পশ্চাদ্ধু রাজসন্তমম্ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ।
কস্মাৎ সোমেশ্বরং দেবং পরিত্যজ্য নরাধিপ।
কেদারস্ত পুরোহকারীজাগরণং তদ্ববোহ নঃ। নুনং

বেংসি ফলং চাস্ত লিঙ্গস্তাং স্বং মহোদয়ম্ ॥ ২৩ ॥
রাজ্যোবাচ। শৃণু ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বৈ অস্তদেহোত্তমং
মম। পুরাং শূদ্রজাতীয় আসং ব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২৪ ॥
সৌরাষ্ট্রবিষয়ে শুভ্রে ধনধান্তসমাকুলে। অথ
কালান্তরে তত্র অনাবৃষ্টিরভুদ্বিজাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহহং
ক্ষুধয়াবিষ্টঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমাহিতঃ। অথাপশুঃ
সরঃ শুভ্রঃ হরিণীমূলসংস্থিতম্ ॥ ২৬ ॥ তচ্চ
রামসরো নাম পদ্মিনীমণ্ডমণ্ডিতম্। ক্ষীরোদা-
মুখিসন্ধাণঃ দৃষ্ট্বা স্নাতঃ ক্রমাদিতঃ ॥ ২৭ ॥
সম্পূর্ণ্য চ পিতৃন দেবান পীত্বা স্বচ্ছমখোদকম্।
ততোহহং ভার্যয়া প্রোক্তো গৃহাণেমান্ সরোরুহান্ ॥
২৮ ॥ এতৎসমীপতো রম্যং দৃষ্ট্বোত্তে স্থানমুত্তমম্।
বিক্রীণীমোহজ গহ্বা তু যেন স্তান্ডোজনং বিভো ॥
২৯ ॥ অথাবতীৰ্থ্য সলিলং গৃহীতানি ময়া দ্বিজাঃ।
কমলানি স্মভূরীণি প্রস্থিতশ্চ পুরং প্রতি ॥ ৩০ ॥
তত্র গহ্বা চ রথান্ চত্বরেষু ত্রিকেষু চ। প্রফুল্ল-
কমলান্তেব ক্রেতুঃ বৈ মুনিসন্তমাঃ ॥ ৩১ ॥ ন কশ্চৎ
প্রতিগৃহাতি অস্তং প্রাপ্তো দিবাকরঃ। প্রাসাদং

লিঙ্গের বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছেন। ৯—২৩।
রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা আমার
পূর্বজন্মস্তান্ত্র শ্রবণ করুন। পূর্বে আমি ব্রাহ্মণ-
পূজক শূদ্র ছিলাম। সমুদ্র সৌরাষ্ট্রে আমার জন্ম
হইয়াছিল। একা তথায় অনাবৃষ্টি উপস্থিত হও-
য়ায় ক্ষুৎ-পীড়িত হইয়া আমি প্রভাসক্ষেত্রে গমন
করি। ঐ স্থানে গমন করিয়া আমি এক সরো-
বর দেখিতে পাই। সরোবরটীর নাম রামসরোবর।
উহা হরিণীর মূলদেশে অবস্থিত। ঐ সরোবর
পদ্মিনীমণ্ডমণ্ডিত ও ক্ষীরোদ সাগরের স্তায় স্তুবি-
স্কৃত। ঐ সরোবরে স্নান করিয়া দেবও পিতৃগণের
তর্পণ সমাপনপূর্বক উদর পূর্ণ করিয়া স্বয়ং সলিল পান
করিলাম। এই সময় আমার পত্নী বলিলেন,—নাথ!
ঐ মনোরম পদ্ম সকল তুলিসা আনুন। নিকটেই
মমোহর নগর দেখা যাইতেছে, ঐ নগরমধ্যে লইয়া
গিয়া পদ্মগুলি বিক্রয় করিব। তাহাতে আমাদের
জীবন-যাত্রা নিরীহ হইবে। ভার্য্যার এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া পুনরায় আমি জলে অবতরণ
করিলাম। এবং ভূরি ভূরি পদ্ম গ্রহণ করিয়া নগর-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। নগরে প্রতিপথে গৃহে গৃহে
পদ্মপুষ্প বিক্রয়ার্থ ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু কেহই
তাহা গ্রহণ করিল না। দিবাকর অস্তাচল অব-
লম্বন করিলেন, আমরাও একটা প্রাসাদে আশ্রয়

মনোরম হেমময় শতপত্র পদ্ম ছিল। এই পদ্মটী
বিশিষ্ট বেগসম্পন্ন ও খেচর ছিল। রাজা এই
পদ্মের মাহাত্ম্যেই সর্বস্থানে ইচ্ছামত বিচরণ
করিতেন। এক দিন তিনি কান্তনে মাসে শুক্ল-
পক্ষীয় চতুর্দশীতে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন।
সেখানে যাইয়া দেখেন যে, ঋষিগণ রাত্রিকালে
জাগরণ করিবার জন্ত জপহোম-পরায়ণ হইয়া
ত্রীসোমেশ্বরসমীপে অবস্থান করিতেছেন। তদর্শনে
তিনি দেব সোমেশ্বরকে বিবিপূর্বক প্রণাম করিয়া
পরে তাঁহাদের সকলকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি-
লেন। প্রণামান্তে তিনি কেদারেশ্বরের স্নান করাইয়া
বিচিত্র পুষ্পমালা, নৈবেদ্য ও মনোহর বস্ত্রাভরণ দ্বারা
তাঁহার অর্চনাপূর্বক সমাহিতভাবে জাগরণ করিতে
লাগিলেন। এই সময় চ্যবন, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য,
শাকটায়ন, রৈভ্য, জৈমিনি, ক্রৌঞ্চ, নারদ, পরমত ও
শীল প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত
হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া তাঁহারা বিচিত্র ইতিহাসকথার অবতা-
রণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে রাজাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে রাজন! কি জন্ত আপনি দেব সোমে-
শ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেদারেশ্বর-সম্মুখে
জাগরণ করিতেছেন বলুন? নিশ্চয়ই আপনি এই

কঞ্চিদাসাদ্য স্পৃষ্টোহঃ সহ ভাৰ্ঘ্যা ॥ ৩২ ॥ তত্র
স্পৃষ্টস্ত মে বুদ্ধিঃ ॥ ইহা গীতধ্বনিং তদা । সমুৎপন্ন
সভাৰ্ঘ্যস্ত ক্ষুধার্তস্ত বিশেষতঃ । নুনং জাগরণং
হেতুং কশ্চিৎচিৎচিৎবৃথালয়ে ॥ ৩৩ ॥ সরোজহানি চাদায়
ব্রজাম্যত্র সুরালয়ে । যদি কশ্চিৎ প্রগৃহ্ণতি প্রাণযাত্রা
ততো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ অথোখায় সমায়াতো হুত্বাহং
মুনিপুঙ্গবাঃ । অপশ্যৎ লিঙ্গমেতত্তু পুজিতঃ কুসুমৈঃ
শুভৈঃ ॥ ৩৫ ॥ রুদ্রেণরাভিধমিদং বুদ্ধলিঙ্গং স্বয়ম্ভুবম্ ।
বেঙ্কানঙ্গবতীনারী শিবরাত্রিপরাযণা ॥ ৩৬ ॥ জাগৰ্হি
পুরতন্তস্ত গীতনৃত্যোৎসবাদিনা । ততঃ কশ্চিৎপয়া
পৃষ্ঠেঃ কিমেতজ্জাগরণম্ ॥ ৩৭ ॥ কেয়ং জী দৃষ্টতে-
হত্যং গীতনৃত্যোৎসবে রতা । সোহব্রবীচ্ছিব-
ধর্ম্মোক্তা শিবরাত্রিঃ সুধর্ম্মদা ॥ ৩৮ ॥ তাং চানঙ্গ-
বতীনারী বেঙ্কোৎসং ধর্ম্মসংযুতা । জাগৰ্হি পরমং
শ্রেয়ঃ শিবরাত্রিব্রতং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥ শিবরাত্রিব্রতং
হেতদ্যঃ সম্যক্করতে নরঃ । ন স হুংপদ্যবাপ্রোতি ন
দারিদ্ৰ্যং ন বন্ধনম্ ॥ ৪০ ॥ হৃষ্টং চারিষ্টযোগং বা ন
রোগং ন ভয়ং কচিৎ । সুখসৌভাগ্যসম্পন্নো জায়তে

সংকুলে নরঃ ॥ ৪১ ॥ তেজস্বী চ যশস্বী চ সর্গ-
কল্যাণভাজনম্ । ভবেদন্ত প্রসাদেন এবমার্হমণী-
বিণঃ ॥ ৪২ ॥ রাজোবাচ । অথ মে বুদ্ধিকুৎসরা তদ-
ব্রতং প্রতি নিচ্চলা । চিন্তিতং মনসা হেতুয়য়া
ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্নাতাবায়মোৎপন্ন উপ-
বাসো বলাদ্যতঃ । তদহং পদ্মকে তীর্থে স্নাত্বা চ
লবণান্তসি ॥ ৪৪ ॥ এতৈঃ সরোজহৈর্দেবং পূজয়ামি
মহেশ্বরম্ । ততো ময়া সভাৰ্ঘ্যেণ রুদ্রেণঃ সম্প্র-
পুজিতঃ ॥ ৪৫ ॥ পশ্যেচ্চ ভক্তিযুক্তেন সভাৰ্ঘ্যেণ
বিশেষতঃ । জাগ্রৎস্থিতস্ত দেবাজ্ঞে তাং রাত্রিঃ সহ
ভাৰ্ঘ্যা ॥ ৪৬ ॥ ততঃ প্রভাতসময় উদিতৈ সূর্য্য-
মণ্ডলে । সা বেঙ্কো মামুবাচেনং কলধৌতপলজয়ম্ ।
৪৭ ॥ গৃহণ মূল্যং পদ্মানাং ন গৃহীতং ময়া হি তৎ ।
সাত্ত্বিকং ভাবমানস্য সভাৰ্ঘ্যেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৮ ॥
ততো ভিক্ষাং সমাহৃত্য প্রাণযাত্রা ময়া কৃতা ।
কালেন মহতা প্রাপ্তঃ কালধর্ম্মং মুনীশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
ইয়ং মে দয়িতা সাধবা প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ।
মম দেহং সমাদায় প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥

লইলাম । তথায় শয়ন করিয়া আমার ভাৰ্ঘ্যা ও
আমি উভয়ে নিদ্রা যাইতেছি, এমন সময় আমার
কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল । গীত শুনিয়া
আমি মনে করিলাম, নিশ্চয়ই এ কোন দেবালয়ের
জাগরণগীত হইবে । পত্নী সঙ্গে রহিয়াছেন, উভ-
য়েই ক্ষুধার্ত, অতএব ঐ পদ্মগুলি লইয়া দেবালয়ে
গমন করি ; যদি কেহ ক্রয় করে, তাহা হইলে উভ-
য়ের প্রাণযাত্রা নীকীহ হইবে । হে মুনিপুঙ্গবগণ !
এই ভাবিয়া আমি ঐ স্থানে আগমন করিলাম ।
দেখিলাম, কে কুসুম দ্বারা এই রুদ্রেণর নামক স্বয়ং-
ভূত বুদ্ধলিঙ্গের অর্চনা করিয়াছে । অনঙ্গবতী
নারী এক বেঙ্কো শিবরাত্রি করিয়া, নৃত্যগীতাহু-
ষ্ঠানে ঐ স্থানে জাগরণ করিতেছে । অনন্তর আমি
কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এ কি
দেবোদ্দেশে জাগরণ ? নৃত্যগীতোৎসবরতা এই
কামিনী কে ?” সেই ব্যক্তি আমায় উত্তর দিলেন,
অদ্য শিবধর্ম্মোক্তা সুধর্ম্মদা শিবরাত্রি ; শিবরাত্রি-
ব্রত করিয়া অনঙ্গবতী নারী বেঙ্কো জাগরণ করি-
তেছে । শিবরাত্রি ব্রত পরম শ্রেয়সাধন ও শুভ ।
যে নর বিধিপূর্বক শিবরাত্রি ব্রত করে, সে ব্যক্তি
কদাচ হুংপদ্যবাপ্রোতি, হৃষ্ট অরিষ্ট যোগ, রোগ,
বা ভয় প্রাপ্ত হয় না, সে সত্যত সুখ সৌভাগ্যসম্পন্ন

হইয়া সংকুলে জন্ম গ্রহণ করে । অপিচ সে শিব-
রাত্রি প্রসাদে তেজস্বী, যশস্বী ও সর্গকল্যাণভাজন
হয় । ইহা মনোবিগণ বলিয়া থাকেন । ২৪—৪২ । রাজা
বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তমগণ ! তখন আমার শিব-
রাত্রিব্রত করিবার জন্য ইচ্ছা বলবতী হইল । আমি
ভাবিলাম, অন্নাতাব নিবন্ধন উপবাস ত আমার
হইয়াই আছে, অতএব আমি এই লবণসমুদ্রে পদ্মক
তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিপূর্বক সেই পদ্মগুলি দিয়া
পদ্মপুষ্পগুলি দিয়া মাহেশ্বরের পূজা করি । এই
স্থির করিয়া আমরা পতি-পত্নীতে রুদ্রেণরের পূজা
করিলাম এবং উভয়েই দেব সম্মুখে ঐ রাত্রি
জাগরিত থাকিলাম । অনন্তর রাত্রি প্রভাতে
সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশিত হইলে, সেই বেঙ্কো আমাকে
বলিল,—ওহে আমি তোমাকে ঐ পদ্ম-
গুলির মূল্যস্বরূপ তিনশল সুবর্ণ প্রদান করি-
তেছি, তুমি গ্রহণ কর । বেঙ্কো এইকথা বলিলে
আমি সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন করিয়া তাহার বাক্য
উপেক্ষা করিলাম, মূল্য গ্রহণ করিলাম না ।
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমি প্রাণযাত্রা
নীকীহ করিতে লাগিলাম । এইভাবে কিয়ৎদিন
অতিবাহিত হইলে আমি কালধর্ম্মের বশবর্তী হই-
লাম । আমার পত্নী সহযত্না হইয়া হব্যবাহনে

৫০ . তৎপ্রভাবাদহং জাতঃ সার্বভৌমো মহী-
পতিঃ । জাতিস্বরঃ সভার্যস্ত সত্যমেতদ্ভি-
জো-
তমাঃ । ৫১ । এতস্মাৎকারণাদস্ত ভক্তির্লিঙ্গ-
গোপরি । মম নিত্যং সভার্যস্ত সত্যমেতদ্-
ব্রবীমি বঃ । ৫২ । ময়া ক্রিয়াবিহীনেন ভক্তিবাহেন
সন্তমাঃ । ব্রতমেতৎ সমাচীর্ণং তস্মদং স্মহৎ
ফলম্ । ৫৩ । অধুনা ভক্তযুক্তস্ত যথোপকরণায়ম্ ।
ভবিষ্যে যৎফলং কিঞ্চিন্নো বেদ্বি চ মুনৌশ্বরাঃ । যেন
সোমেশমুৎসৃজ্য অত্রাহং ভক্তিতৎপরঃ । ৫৪ ।
ঈশ্বর উবাচ । এবং ঋত্বা তু তে বিপ্রা বিস্ময়োৎ-
ফুল্ললোচনাঃ । সাধু সাক্ষিতি জল্পন্তো রাজানঃ
সম্প্রশংসিরে । ৫৫ । পূজয়ামাসুরনিশং লিঙ্গং তত্র
স্বয়ম্ভুবম্ । ততোহসৌ পার্থিবশ্চেষ্ঠো লিঙ্গস্তা-
প্রসাদতঃ । সংসিদ্ধিং পরমাং প্রাপ্তো দুর্লভাঃ
ত্রিদশৈরপি । ৫৬ । সা চ বেষ্ঠা ভগবতৌ শিব-
রাত্রিপ্রভাবতঃ । তস্ত লিঙ্গস্ত মাহাত্ম্যাদস্তা নামা-
পরাভবৎ । ৫৭ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তল্লিঙ্গং
পূজয়েদ্ধৃদঃ । ধর্ম্যকামার্থমোক্ষঞ্চ যো বাঞ্ছত্যখিল-
প্রদম্ । ৫৮ ।

ইতি শ্রীহান্দে কুদ্রেশ্বরলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-

কোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৯ ।

প্রবেশ করিলেন । লিঙ্গপ্রভাবে আমি সার্বভৌম
নরপতি হইলাম । আমরা উভয়েই জাতিস্বর
হইয়াছি । এ জন্ত এই লিঙ্গের উপর আমাদের
অচলা ভক্তি জানিবেন । এই আমি আপনাদের
নিকট সত্য তথ্য খ্যাপন করিলাম । আমি
নিষ্ক্রিয় ও ভক্তিশূন্য অবস্থায় এই ব্রত আচরণ
করিয়াছিলাম, তাহারই এই ফল জানিবেন ।
অধুনা আমি ভক্তযুক্ত হইয়া সর্বোপকরণের সহিত
পূজা করিতেছি, এই পূজার ফল কি হইবে, তাহা
আমি জানি না, কারণ—আমি সোমেশ্বরকে পরি-
ত্যাগ করিয়া কুদ্রেশ্বরে ভক্তিতৎপর হইয়াছি ।
ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রগণ নৃপবাক্য শ্রবণ করিয়া
সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন এবং রাজকথিত ঐ স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা
করিতে লাগিলেন । অনন্তর রাজা লিঙ্গপ্রসাদে
দেবদুর্লভ সিদ্ধি লাভ করিলেন । বেষ্ঠা অপরা-
হইল । অতএব ধর্ম্যকামার্থমোক্ষার্থী ব্যক্তি ঐ
লিঙ্গের পূজা করিবে ! ৪৩—৪৮ ।

উনচত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি শ্বেত-
কেতুপ্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু
ভৌমেনারাধিতং পুরা ॥ ১ ॥ কেদারেশ্বরসান্নিধ্যে
নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ । পূজয়েত্তদ্বিধানেন
ক্ষীরস্থানাদিভিঃ ক্রমাৎ । যাত্রাকলমভিপ্রেপ্সু-
প্রেত্য স্বর্গফলায় বৈ ॥ ২ ॥ দেবুবাচ । শ্বেত-
কেতোস্ত যদেব লিঙ্গং প্রোক্তং স্বয়া মম । তস্ত
জাতং কথং দেব নাম ভৌমেশ্বরেতি চ ॥ ৩ ॥ কথং
বিনির্ম্মিতং পূর্ষং তস্মিন্ দৃষ্টে তু কিং ফলম্ ॥ ৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । আসীদ্রোতাযুগে পূর্ষং রাজা
স্বায়ম্ভুবোহস্তরে । শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতো রাজধিঃ
সুমহাতপাঃ ॥ ৫ ॥ স প্রভাসং সমাগত্য প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্ । তপস্তপে শুবিপুলং সাগরস্ত তটে
শুভে ॥ ৬ ॥ পঞ্চায়িনাসধকো গৌশ্বে বর্ষাশ্রমশগ-
স্তথা । হেমন্তে জলমধ্যস্থো নববর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ৭ ॥
ততশ্চতুর্দশে দেবি তপসা নিয়মেন চ । তুষ্টেনোকো
ময়া দেবি বরং বরয় সুব্রত ॥ ৮ ॥ শ্বেতকেতুরপো-
বাচ ভক্তিং দেহি সুনিশ্চলাম্ । স্থানেহস্মিন্ স্থায়তাং

চত্রিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর মানব-
গণ শ্বেতকেতুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
পূর্বে ভৌমসেন এই লিঙ্গারাধনা করিয়াছিলেন ।
এই লিঙ্গ কেদারেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত ।
যাত্রাকলপ্রেপ্সু জীবনান্তে স্বর্গলাভার্থ ক্ষীরাস্ত্র-
পানাদি দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা করিবে । দেবী
বলিলেন,—হে দেব ! আপনি শ্বেতকেতু-প্রতিষ্ঠিত
যে লিঙ্গের কথা বলিলেন, ঐ লিঙ্গের নাম—
ভৌমেশ্বর কিরূপে হইল । কি জন্ত এই লিঙ্গ
নির্ম্মিত হইয়াছিল ? ইহা দর্শন করিলে কি ফল
হয় ? আপনি তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—
পূর্বে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে শ্বেতকেতু
নামক এক মহাতপা রাজধি ছিলেন । তিনি প্রভাস
ক্ষেত্রে গমন করিয়া লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সাগরতটে
বিপুল তপশ্চরণ আরম্ভ করেন । তিনি গৌশ্বে
পঞ্চায়িনধ্যে বর্ষায় অনাবৃত স্থানে এবং হেমন্তে
জলমধ্যে থাকিয়া তপস্তা করিতেন । এইভাবে
তাঁহার চতুর্দশবর্ষ অতীত হইলে আমি তুষ্ট
হইয়া বলিলাম,—হে সুব্রত ! তুমি বর গ্রহণ

দেব যদি তুষ্টোহসি মে প্রভো । ৯ ॥ এবমগ্নি-
ত্যাগোক্তাঃ তস্তাত্ত্বানমাগতঃ । ততঃ কালান্তরে-
হতীতে শ্বেতকেতুর্নহাপ্রভঃ । ১০ ॥ সমারাধ্য হিং
লিঙ্গং প্রাপ্তং স্থানং মহোদয়ম্ । ততো জাতং নাম
তস্তা শ্বেতকেতুঃশ্বরং ক্রতম্ ১১ ॥ অগ্নিতীর্থে
মহাপুণ্যে সর্ষপাতকনাশনে । ততঃ কলিযুগে
প্রাপ্তে ভাতৃভিষ্যৎ সমরিতঃ । ১২ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রস-
ঙ্গেন যদাপ্রভাসমাগতঃ । ভীমসেনো মহাবাহুবায়ু-
পুত্রো মমাংশজঃ । ১৩ ॥ তল্লিঙ্গং পূজয়ামাস কুহা
জাগেশ্বরং লিঙ্গম্ । মহা তীর্থং মহাপুণ্যং সাগরস্মি-
সমীপতঃ । ১৪ ॥ তদা প্রভৃতি ভীমেশং পুনর্নামা-
ভবচ্ছতম্ । দৃষ্টমাত্রেণ তেনৈব সন্নিধৌ ভামিনি ।
১৫ ॥ অস্তজন্মকৃতান্তেব পাপানি সুবহুশ্চপি ।
নাশমায়াস্তি সর্বাণি তথৈবামুগ্ধিকানি তু । ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভীমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মৈশ্ব পূর্বদিগ্ভাগে সরস্বতী
প্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত সোমেশাদগ্নি-

কর । শ্বেতকেতু বলিল,—হে দেব ! যদি তুষ্ট
হইয়াছেন, তাহা হইলে অচলা ভক্তি আমায়
প্রদান করুন ; আর এই স্থানে অবস্থিত
হউন । শ্বেতকেতু এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে
আমি ‘তথাস্থ’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলাম । আর
শ্বেতকেতু উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়া উত্তম
স্থান লাভ করিলেন । এই কারণেই ঐ লিঙ্গের নাম
হইয়াছে—শ্বেতকেতুঃশ্বর । মদীয় অংশসম্বৃত বায়ু-
পুত্র ভীমসেন যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভাতৃগণ-
পরিবৃত হইয়া সাগরসমীপস্থ মহাপুণ্য সর্ষপাতক-
নাশন অগ্নিতীর্থে আগমন করিয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তখন হইতেই ঐ লিঙ্গের নাম হইয়াছে—
ভীমেশ্বর । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিলে পূর্ব জন্ম ও বর্ত-
মান জন্মের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১১--১৬ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—দেবী সরস্বতী পূর্বোক্ত
লিঙ্গের পূর্বদিগ্ভাগে সোমেশ্বর লিঙ্গের অগ্নিকোণে

গোচরে । ১ ॥ ভৈরবেশ্বররূপস্ত বাড়বঃ কুস্ত-
সংস্থিতঃ । যত্র দেবী সমানীতঃ সাগরস্মি-
সমীপতঃ । ২ ॥ বিশ্রামার্থং ক্ষণং মুক্তা দেবী লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । সমভ্যর্চ্য বিধানেন গৃহীত্বা বড়বা-
ননম্ । সমুদ্রমধ্যে চিক্ষেপ দেবানাং হিতকামায় ।
তশো হৃষ্টতরা দেবাঃ শঙ্খহৃদভিনিঃস্রবৈঃ । পুর-
যন্তোহম্বরং দেবীমীড়িরে পুষ্পবৃষ্টিভিঃ । ৪ ॥ দেব-
মাত্তি তে নাম কুহোচুস্তাঃ তদা সুরাঃ । কুহা
হু ভৈরবং কার্য্যমসাধ্যং দেবদানবৈঃ । ৫ ॥ প্রতি-
ষ্ঠিতবতী চাত্র যস্মাল্লিঙ্গং মহোদয়ম্ । তং সর্ষপরি-
তঃ সর্ষপাতকনাশিনী । তস্মাদৈত্তরবনামেতি
লিঙ্গং খ্যাতিং গমিষ্যতি । ৬ ॥ ইতুক্তা তু তদা
দেবী ভৈরবেশ্বরনৈঋতে । সাগরস্মি স্থিতা রম্যো
তত্র মূর্ত্তিমতী সতী । ৭ ॥ পূজয়েন্তাং বিধানেন
তং তথা ভৈরবেশ্বরম্ । মহানবমাং যত্নেন কুহা
জানং বিধানতঃ । সরস্বতীং পূজয়িত্বা বাগ্গোদা-
নুগ্যতেহখিলাং । ৮ ॥ তস্তা লিঙ্গং তু সম্পূজ্য
সংগপ্য পয়সা পৃথক্ । অঘোরেণৈব বিধিবৎ
সম্যগ্‌যাত্রাকলং লভেৎ । ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪১ ॥

এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । এই স্থান সাগরস্মি-
সমীপ ; তিনি দেবহিতকামনায় কুস্ত দ্বারা বাড়বানল
বহন করিয়া আনিয়া বিশ্রামার্থ এই স্থানে ক্ষণকালের
জন্ত ঐ কুস্ত অবতারিত করিয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । প্রতিষ্ঠাস্তে অর্চনা করিয়া তিনি বাড়বকে
সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করেন । এই সময় দেবগণ
হৃষ্ট হইয়া হৃদভিনিঃস্রব ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগি-
লেন এবং দেবী সরস্বতীকে দেবমাতা আখ্যা
প্রদান করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—হে দেবি !
তুমি দেব-দানবের অসাধ্য কৰ্ম্ম সংসাধন করিয়া
ঐ স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিলে ! তুমি উক্ত প্রকার
ভৈরব কার্য্য সম্পাদন করিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিলে
বলিয়া ঐ লিঙ্গের নাম হইল—ভৈরবেশ্বর । এই-
রূপ অভিহিত হইয়া দেবী সরস্বতী মূর্ত্তিসতী হইয়া
ভৈরবেশ্বর লিঙ্গের নৈঋত কোণে সাগরতটে বাস
করিতে লাগিলেন । জনগণ মহানবমীতে স্নান
করিয়া যথাবিধি ঐ দেবী-মূর্ত্তি ও লিঙ্গ ভৈরবেশ্বরের
পূজা করিবে । সরস্বতীর পূজা করিলে অগ্নিল
বাগ্‌দোস বিনষ্ট হয় । আর অঘোর মন্ত্র দ্বারা

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরোহদেবি চণ্ডীশং
দেবযুক্তমম্ । সোমেশাদীশদিগ্ভাগে ধনুযাঃ
সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ দণ্ডপাণেশ্চ ভবনাদক্ষিণে
নাক্ষিত্রগম্ । চণ্ড্যা প্রতিষ্ঠিতং পূৰ্ণং চণ্ডেনারাধিতং
ততঃ ॥ ২ ॥ গণেন মম দেবেশি তৎকৃত্বা হৃদয়ং
তপঃ । তেন চণ্ডেশ্বরং লিঙ্গং প্রখ্যাতং ধরণীতলে ॥
৩ ॥ আপ্যেৎ পয়সা পূৰ্ণং দধ্বা স্তবযুতেন চ ।
মধুনেশ্বরসৈনৈব কুঙ্কুমেণ বিলেপয়েৎ ॥ ৪ ॥
কর্পূরোদীরমিশ্রণে যুগনাভিরসেন চ । চন্দ্রেন
সুগন্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ৫ ॥ দধ্বা ধূপং
পুরো দেবি ততো দেবস্ত চাশুৰম্ । বসৈঃ
সম্পূজয়েৎ পশ্চাদানুবিভাক্সারতঃ ॥ ৬ ॥ নৈবেদ্যং
পরমান্নং চ দধ্বা দীপসমৰ্থিতম্ । ততো দদ্যা-
দ্বিজাতিভ্যো যথাশক্ত্যা তু দক্ষিণাম্ ॥ ৭ ॥ দক্ষিণাং
দিশমাশ্বায় যৎকিঞ্চিৎপ্রদায়তে । চণ্ডীশস্ত

জ্ঞান করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের বিধিবাৎ
[পূজা করিলে যাত্রাকল লক্ষ হয় ১-২]

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর চণ্ডীশ
লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ সোমে-
শ্বর লিঙ্গের ঈশান কোণে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অব-
স্থিত । এই লিঙ্গের অনতিদূরে উত্তরদিকে দণ্ডপাণি-
ভবন বিদ্যমান । এই ভবন দক্ষিণে চণ্ডীশলিঙ্গ
দেবী চণ্ডী প্রতিষ্ঠা করেন । আমার গণ চণ্ড হৃদয়
তপস্তা করিয়া এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল ।
এই জন্তই লিঙ্গ ধরণীতলে চণ্ডেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছে । হে দেবি ! প্রথমতঃ এই লিঙ্গকে
দধি, হৃদ, স্তব দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পরে মধু ও ইস্কু-
রস যোগে জ্ঞান করাইতে হয়, আপনাস্তে কুঙ্কুম,
কর্পূর, উদীর, যুগনাভি, চন্দন ও অস্ত্রান্ত সুগন্ধি
দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গকে অলুপ্ত করিতে হয় । পুষ্প
দিয়া পূজা করিতে হয় । পূজার সময় ধূপ ও
অশুৰ পোড়াইতে হয় । বস্ত্রদান করিতে হয় ;
সামার্প্যারুসারে নৈবেদ্য পরমান্ন ও দীপ এ সকল
বস্তু নিবেদন করিতে হয় । এইরূপে পূজা সম্পন্ন
করিয়া যথাশক্তি ত্র্যক্ষকে দক্ষিণা দিতে হয় ।

বরারোহে তৎসর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ যঃ শ্রাদ্ধং
কুরুতে তত্র চণ্ডীশস্ত তু দক্ষিণে । আকল্পং
তৃপ্তিমায়াস্তি পিতরশ্চস্ত ভামিনি ॥ ৯ ॥ অয়নে
চোত্তরে প্রাপ্তে যঃ কুর্যাদ্ভ্যতকঞ্চলম্ । ন স
ভূয়োহত্র সংসারে জন্ম প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥ ১০ ॥
এবং কৃত্বা নরো ভক্ত্যা যাত্রাং দেবস্ত শূলিনঃ ।
নির্ম্মাণ্যতিক্রমোদ্ধুতৈরজ্ঞানান্তক্ষণোদ্ধবৈঃ । পাতৈঃ
প্রমুচ্যতে জন্তুস্তথাষ্টৈঃ কর্মসম্ভবৈঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চণ্ডীশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরারোহে লিঙ্গং
সূর্য্যপ্রতিষ্ঠিতম্ । সোমেশাৎ পশ্চিমে ভাগে ধনুযাঃ
সপ্তকে স্থিতম্ । আদিত্যেশ্বরনামানং সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ ত্রেতাযুগে মহাদেবি সমুদ্রেন
মহাশয়না । রত্নৈঃ সম্পূজিতং লিঙ্গং বর্ষণামধুতং
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ তেন রত্নেশ্বরং নাম সাম্প্রতং প্রতিভং

হে বরারোহে ! দক্ষিণদিক্ অবলম্বন করিয়া যাত্রা
কিছু চণ্ডীশরকে দান করা যাক, তৎসমস্তই অক্ষয়
হইয়া থাকে । যে জন চণ্ডীশ্বরের দক্ষিণদিক্ অব-
লম্বন করিয়া পিতৃলোক উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে,
তাহার পিতৃলোক অক্ষয়তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ।
যে মানব উত্তরায়ণে ঐ স্থানে স্তবকঞ্চল দান
করে, তাহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ
করিতে হয় না । নরগণ দেব চণ্ডীশ্বরের এইরূপ
যাত্রা নির্বাহ করিয়া নির্ম্মাণ্যক্রমজনিত, অজ্ঞান-
পূর্ণক ভোজনজনিত ও অস্ত্রান্ত হৃদয়জনিত
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ১—১১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর সূর্য্য-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে গমন করিতে হয় ।
এই লিঙ্গ সোমেশ্বর লিঙ্গের পশ্চিমদিকে সপ্তধনু
অন্তরে অবস্থিত । এই লিঙ্গের নাম—আদিত্যে-
শ্বর । ইহা সর্বপাতকনাশন । ত্রেতা যুগে স্বয়ং
সমুদ্র অযুত বর্ষকাল যাবৎ বিবিধ ব্রতাদি দ্বারা
এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন । সেই জন্তই

কিতো । পঞ্চামৃতেন সংশ্রাপ্য পঞ্চরত্নৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥
৩ । ততো রাজোপচারেণ পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ ।
এবং কৃতে মহাদেবি মেকদানকলং লভেৎ ॥
সর্বেষাং চৈব যজ্ঞানাং দানানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
তীর্থানাং চাপি সর্বেষাং যজ্ঞান্তং শূকৃতং ভূবি ।
উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গং চ মাতৃবর্গং চ মানবঃ ॥ ৬ ॥
বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্ককে যৌবনেহ'প বা-
ক্ষ্যায়ৈকৈব তৎসর্বং দৃষ্ট্বা রত্নেশ্বরং নরঃ ॥ ৭
ধেনুদানং প্রশংসন্তিতপ্তিন্ স্থানে মহর্ষয়ঃ । ধেনুদ-
ন্তারয়েন্নুনং দণ পূর্ণান্ দশাপরান্ ॥ ৮ ॥ দেবশ্চ
দক্ষিণে ভাগে যো জপেচ্ছতক্রদ্রিয়ম্ । সম্পূজ্য
বিধিবল্লিঙ্গং ন স ভূয়ঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ এবং
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদিত্যেশ্বরমহোদয়ম্ । ঋতাবধাৰ্ঘ্য
যত্নেন মূঢ়্যতে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে আদিত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সম্প্রতি এই লিঙ্গের নাম রত্নেশ্বর ঋত হইতেছে ।
পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া পঞ্চরত্ন দ্বারা এই
লিঙ্গের পূজা করিতে হয় । অনন্তর রাজোচিত
উপচার দ্বারা দেবের পূজা করিতে হয় । এইরূপ
করিলে মানবগণ মেকদান, সৰ যজ্ঞ, বিবিধ দান
যাবতীয় তীর্থগমন ও অন্তান্ত যাহা কিছু পুণ্যজনক
কৰ্ম্ম আছে, তৎসমুদয়ের ফল লাভ করিয়া থাকে,
ইহাতে কোন সংশয় নাই । মানবগণ রত্নেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিয়া পিতৃকুল,-মাতৃকুল,-উদ্ধার ও বাল-
যৌবন-বার্ককোর অন্ত্রিত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকে ।
মুনিগণ এই লিঙ্গসন্নিধানে ধেনুদানের প্রশংসা
করিয়া থাকেন । এই স্থলে যাহারা ধেনু দান করে,
তাহারা স্বীয় কুলের পূর্ব দশ পুরুষ ও পর দশপুরুষ
উদ্ধার করিয়া থাকেন । যে জন যথাবিধানে
পূজা করিয়া দেবের দক্ষিণদিক্‌ভাগে শতক্রদ্রিয় জপ
করে, তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।
এই আমি আদিত্যেশ্বর দেবের মাহাত্ম্য যথাযথ
কীৰ্ত্তন করিলাম, যে মানব যত্নপূর্বক শ্রবণ করিয়া
অবধারণ করে, সে কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে । ১—১০ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । আদিত্যেশ্বর সমভ্যর্চ্য পুনঃ
সোমেশ্বরং ব্রজেৎ । তং সম্পূজ্য বিধানেন পঞ্চা-
ঙ্গেন বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরকৈব সাত্ত্বিকং
প্রণিপত্য চ । প্রদক্ষিণাদিকং কুর্য্যাৎসম্প্রোক্ত পুনঃ-
পুনঃ ॥ ২ ॥ সূর্য্যচন্দ্রমসৌল্লিঙ্গং ত্রিঃকৃতা প্রযতঃ
শুচিঃ । অগ্নীষোমাত্মকং কৰ্ম্ম তেন সর্বং কৃতং
ভবেৎ ॥ ৩ ॥ উমাদেবীং ততো গচ্ছেৎ সোমে-
শ্বরসমীপতঃ । দ্বিতীয়াং তু ততো গচ্ছেদ্দৈত্য-
সুদনসন্নিধৌ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে সোমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি অজ্ঞারে-
শ্বরমুত্তমম্ । স্থাপিতং ভূমিপুত্রেন সোমেশাদীশ-
গোচরে ॥ ১ ॥ ত্রিপুরং দক্ষুকামশ্চ পুরা মম বরাননে ।
ক্রোধাদঙ্গ বিনিক্ষান্তং লোচনজিতয়েন তু ॥ ২ ॥ তচ্চ
ভূমৌ নিপতিতং ততো ভূমিসুতোহভবৎ । স

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! মানব আদি-
ত্যেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিয়া সোমেশ্বর লিঙ্গ-
সমীপে গমন করিবে । এই স্থানে গমনপূর্বক পঞ্চাঙ্গ
বিধানে তাঁহার পূজা, দর্শন, পুনঃপুনঃ প্রণিপাত
এবং সংযত ও শুচি হইয়া বারত্রেয় প্রদক্ষিণকৰ্ম্ম
সমাপন করিলে অগ্নীষোমাত্মক কৰ্ম্ম সম্পন্ন করার
ফল লাভ হইয়া থাকে । অতঃপর সোমেশ্বরসমীপে
উমাদেবীসন্দেশে গমন করিবে । মানব উমাদেবী
দর্শনপূর্বক দৈত্যসুদনসমীপে দ্বিতীয়দেবীদর্শনো-
দ্দেশে যাত্রা করিবে । ১—৪ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত দেব
দর্শনের পর উত্তম অজ্ঞারেশ্বরসমীপে গমন করিতে
হয় । এই লিঙ্গ সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অব-
স্থিত । অগ্নি বরাননে ! পূর্ব ত্রিপুরদাহসময়ে
ক্রোধে আমার নেত্রজয় হইতে অঙ্গজল বিনির্গত

প্রভাসং হতো গতা বান্যাপ্রভৃতি শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥
তপসারাদয়ামাস বহুন্ বর্গগণান্ প্রিয়ে । তস্মৈ
তুষ্ণে মহাদেবঃ সুপ্রীতাত্মা বরং দদৌ ॥ ৪ ॥
সোহব্রবীদ্যদি মে দেব তুষ্ণেহসি বৃষভধ্বজ । গ্রহস্বঃ
দেহি দেবেশ ন চাশ্বঃ বরমুৎসহে ॥ ৫ ॥ স তথ্যেতি
প্রতিজ্ঞায় পুনস্তং বাক্যমববৌৎ । ইহাগত্য নরো
যো মাং পূজয়িষ্যতি ভক্তিতঃ ॥ ৬ ॥ ন ভবিষ্যতি
বৈ পীড়া তাবকৌ তস্মৈ কুজ্জিৎ । পুষ্পানি বক্তবর্ণানি
মধ্বাজ্যাক্তানি ভূরিশঃ ॥ ৭ ॥ হোময়িষ্যতি যো
ভক্ত্যা লক্ষমেকং তদগতঃ । পঞ্চোপচারবিধিনা
স্বাং তু সম্পূজ্য যজ্ঞতঃ ॥ ৮ ॥ তস্মৈ জন্মাবধির্নৈব
তব পীড়া ভবিষ্যতি । তথা বিক্রমদানেন লপ্সাতে
কলমৌপিতম্ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তা স ভগবানব্রবাহুর-
ধীয়ত । ভৌমোহপি গ্রহমধ্যস্থো বিমানেন বিযা-
জতে ॥ ১০ ॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং ভৌম-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ঋতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং
প্রযচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হস্তায়েশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হয় । ঐ জল ভূমিতে পতিত হইলে তাহা হইতে
ভূমিস্থত প্রাণুর্ভূত হন । ভূমিস্থত প্রভাসে গমন
করিয়া বহুবর্ষকাল যাবৎ তপস্যা দ্বারা শঙ্করের
(আমার) আরাধনা করেন । শঙ্কর (আমি)
প্রীত হইয়া বরদান করেন । তিনি বলেন,—হে দেব !
যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা হইলে
আমার গ্রহস্ব প্রদান করুন, আমি অশ্ব বর কামনা
করি না । তিনি (আমি) ‘তথাস্ত’ বলিয়া পুনরায়
তাহাকে বলিলাম,—যে মানব এই স্থানে আগ-
মন করিয়া ভক্তিপূর্বক আমার পূজা করিবে,
কদাপি কুজ্জাপি তাহার পীড়া জন্মিবে না । যে
নর পঞ্চোপচারে তোমার পূজা করিয়া স্বহ-
মধু-মিশ্রিত রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্বক আমার
লক্ষসংখ্যক হোম করে, জন্মাবধি কখন তাহার
অজ্জনিত পীড়া হয় না । বিক্রম দান করিলে সে
ঈশিত কল লাভ করে । এই কথা বলিয়া দেব
অন্তহিত হইলেন । ভৌমও গ্রহমধ্যস্থ হইয়া
বিমানে বিরাজিত হইলেন । এই আমি সংক্ষেপে
ভৌম-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে
পাপ বিনষ্ট ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে ১১—১১।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি তন্মৈ-
বোত্তরতঃ স্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত বুধেশ্বর-
মিতি ঋতম্ ॥ ১ ॥ ধনুস্যাং দ্বিতয়ে চৈব নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । সর্বপাপহরং লিঙ্গং দর্শনাদেব
ভামিনি ॥ ২ ॥ বৃধেন চৈব দেবেশি তত্র তপ্তং
মহাতপঃ । স্থাপিতং বিমলং লিঙ্গং সমাধায়া সদা-
শিবম্ ॥ ৩ ॥ বর্ষাযুতানি চত্বারি সম্পূজ্য তু বিধা-
নতঃ । অনন্তচেতাঃ শান্তাত্মা প্রত্যাকীকৃতবান্
ভবম্ ॥ ৪ ॥ ততশ্চষ্টমনা দেবো গ্রহস্বঃ তস্মৈ
তদদৌ । তং সম্পূজ্য বিধানেন সৌমপুত্রপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
সৌম্যাস্তম্যাং বিশেষেণ রাজস্বয়কলং লভেৎ ॥ ৫ ॥
ন দৌর্ভাগ্যং কুলে তস্মৈ ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ।
শক্রতো ন ভয়ং তস্মৈ ভবেত্তস্মৈ প্রসাদতঃ ॥ ৬ ॥
ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং বুধদেবতম্
ঋত্বাভিনন্দ্য প্রযতঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বুধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর পুরোক্ত
লিঙ্গের উত্তরদিক্ ভাগে মহাপ্রভাব বুধেশ্বর লিঙ্গ
সমীপে গমন করিবে । পুরোক্ত লিঙ্গের অন্ত-
দূরে দুই ধনু ব্যবধানে এই লিঙ্গ বিরাজিত এইলিঙ্গ
দর্শন করিলে সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় । বৃধ এই স্থানে
তপস্যা করিয়া এই লিঙ্গ সংস্থাপন করেন । তিনি অশ-
চিত ও শান্তাত্মা হইয়া চারি অযুত বর্ষ যাবৎ বিধিপূর্বক
এই লিঙ্গের পূজা করিয়া শঙ্করের সাক্ষাৎ লাভ
করিয়া ছিলেন । শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রহস্ব প্রদান
করেন । সৌম্যাস্তমীদিনে এই বুধেশ্বর লিঙ্গের
অর্চনা করিলে রাজস্বয়-কল লাভ হয় ; কুলে
দৌর্ভাগ্য জন্মে না ; ইষ্টবিয়োগ হয় না, শক্রভয়
বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই আমি সংক্ষেপে বুধেশ্বর
লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ ও অভি-
নন্দন করিয়া মানব পরম পদ লাভ করে ১১—১১।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি দেবঃ শুক
নিষেবিতম্ । উমায়াঃ পূৰ্বদিগ্ভাগে সিদ্ধেশ্বরেয়-
গোচরে ॥ ১ ॥ সংস্থিতস্ত মহল্লিঙ্গং দেবাচার্য্যপ্রতি-
ষ্ঠিতম্ । আরাধ্য পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং বর্ষসহস্রকম্ ।
২ ॥ ত্রোষদামাস দেবেশং ভবং সর্বমুপাতিম্ ।
প্রাপ্তবানখিলান্ কামানপ্রাপ্যানকুতান্ভাভিঃ ॥ ৩ ॥
দেবানাকৈব পূজ্যস্বঃ প্রাপ্য জ্ঞানমথৈশ্বরম্ । গ্রহস্বঃ
চ তথা প্রাপ্য মোদতে দিবি সাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা
মানবো ভক্ত্যা ন দুর্গতিমবাশুয়াৎ । বৃহস্পতিকৃতং
লিঙ্গং যে পশুন্তি নরোত্তমাঃ ॥ ৫ ॥ বৃহস্পতিকৃতাতা
পীড়া নৈব ত্রেয়াং হি জায়তে । তত্র শুক্রচতুর্দশীতঃ
শুক্লাবাসে তথা প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ সম্পূজ্য বিধিবাংল্লিঙ্গং
নম্যগ্রাজোপচারতঃ । অথবা ভক্তিভাবেন প্রাপুয়াৎ
পরমং পদম্ ॥ ৭ ॥ স্নানং ফলসহস্রৈশ্চ পঞ্চামৃতরসেন
যঃ । করোতি ভক্ত্যা মর্ত্যো বৈ মুচ্যতে স ঋণত-
য়াৎ ॥ ৮ ॥ মাতৃকাৎপৈতৃকাদেবি তথা শুকসমুদ্ভবাৎ ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা নির্দ্বন্দ্বো মুক্তিমাশুয়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর মানব
দেবগুরুনিবেদিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ উমার পূৰ্বদিগ্ভাগেও সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে
অবস্থিত । এই লিঙ্গ সুরশুক বৃহস্পতি প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । তিনি বর্ষসহস্রকাল যাবৎ আরাধনা
করিয়া লিঙ্গকে তোষিত করিয়া অকৃতীহুপ্রাপ্য অখিল
কাম লাভান্তে দেবপূজ্যস্ব ঈশ্বরজ্ঞানবত্ব ও গ্রহস্ব
লাভ করিয়া অদ্যাপি স্বর্গে অতুল আনন্দ ভোগ
করিতেছেন । মানব এই লিঙ্গ দর্শন করিলে কদাচ
দুর্গতিলাভ করে না । যে সকল নর সুরাচার্য্য-
প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ দর্শন করে, কদাপি তাহাদের
ভজ্ঞানিত পীড়া হয় না । শুক্লাবাসে শুক্রা চতুর্দশীতে
রাজোচিত উপচার দ্বারা সুরশুকলিঙ্গের পূজা
করিতে হয় । রাজোচিত উপচার্য্যভাবে কেবল
ভক্তিভাবে পূজা করিলেও মানব পরম পদের
অধিকারী হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সহস্র-সংখ্যক
ফল ও পঞ্চামৃত দ্বারা তথায় স্নান করে, সে পিতৃ-
মাতৃ-শুক-সন্তব ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করত
বিশুদ্ধাত্মকরণে বৈতরহিত মুক্তিপ্রাপ্ত হয় । এই

সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং শুকদৈবতম্ । শূ-
য়াদ্যন্ত ভাবেন তন্তু শ্রীতো শুকর্তবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীকাম্বে বৃহস্পতীশ মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছ্যমহাদেবি লিঙ্গং শুক্র-
প্রতিষ্ঠিতম্ । সর্বপাপহরং দেবি বিভূতীশ্বরপশ্চিমে
১ ॥ নাতিদূরে স্থিতং তত্র স্বয়ং শুক্রেণ নির্মিতম্ ।
যত্র সঞ্জীবনীং প্রাপ্তো বিদ্যাং কুত্রপ্রভাদতঃ ॥ ২ ॥
সন্তপ্য তু মহাঘোরং তপো বর্ষসহস্রকম্ । সম্প্রসাদ্য
বিক্রপাক্ষং যোঃবাপ গ্রহতাং সুধাঃ ॥ ৩ ॥ গ্রস্তেন
শম্ভুনা যেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে । তত্রোদয়গতেনৈব
তপস্তপ্তং সুহৃদরম্ ॥ ৪ ॥ বর্ষণামযুতং সাগ্রং
ভূষ্টিং নীতো মহেশ্বরঃ । নিষ্কাশিতস্ততঃ শীত্ৰং
শুক্রমার্গেণ শম্ভুনা ॥ ৫ ॥ ততঃ শুক্রেতি নামাভূতার্গ-
বন্ত মহাত্মনঃ । তদায়াধযতে লিঙ্গং যঃ কৃদ্বা
নিশ্চলঃ মনঃ ॥ ৬ ॥ মৃত্যুঞ্জয়ঃ জপেন্লিঙ্গং স

সংক্ষেপতঃ শুকদৈবত মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম ।
যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করে, শুক্র
তাহার প্রতি শ্রীত হইয়া থাকেন । ১—১০ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
শুক-প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
সর্বপাপহর লিঙ্গ বিভূতীশ্বরের পশ্চিমে অনতি-
দূরে অবস্থিত । এই লিঙ্গ দৈত্যশুক শুক্র প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । তিনি সহস্র বর্ষকাল যাবৎ সুহৃদর
তপস্তা করিয়া কুত্রপ্রভাবে এই স্থানে সঞ্জীবনী
বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তদীয় গ্রহ প্রাপ্তিরও
কারণ হরপ্রসাদ । একদা দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত
হর তাঁহাকে গ্রাস করিলে তিনি সপাদ অযুত বৎসর
তাহার উদরমধ্যে ঘোরতর তপস্তা করেন ।
তপস্তায় তুষ্ট হইয়া হর শুক্রমার্গে তাঁহাকে নিঃসারিত
করিয়া দেন । এই কারণেই তাঁহার নাম হয়—
শুক । যে মানব অনন্তমনা হইয়া ঐ লিঙ্গের
আরাধনা করত লক্ষ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করে,

নমীহিতমাণুয়াং ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা তথবা স্পৃষ্ট্বা
জন্মাদিমরণান্তকাং । মৃত্যুতে পাতকানমৃত্যোঃ
প্রসাদান্তস্ত ভাষ্মিনি ॥ ৮ ॥ মৃতসঞ্জীবনাদাং যদৈশ্বৰ্য্য-
মণিমা দিকম্ । প্রাণুয়াম্মাত্র সন্দেহো যস্ত ভক্তিঃ
সুনিশ্চলা ॥ ৯ ॥ পঞ্চামৃতেন সংস্রাপ্য দেবং শুক্র-
প্রতিষ্ঠিতম্ । সুগন্ধপুষ্পৈঃ সম্পূজ্য শৌক্যীং পীড়াং
স নাপুয়াং ॥ ১০ ॥ ইতি সৰ্বং সমাসেন মাহাত্ম্যং
শুক্রদৈবতম্ । কথিতং তব সুশ্রোণি শ্রুতং পাপ-
ভয়াপহম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শুক্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাচ্ছুক্রেশ্বরাদাচ্ছেদেদেবি লিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । শনৈশ্চরেশ্বরং নাম মহাপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ বৃধেশ্বরং পশ্চিমতো হজ্রাদেবাগ্নি-
গোচরে । তস্মা ধনুঃপঞ্চকেন নাতিদূরে ব্যব-
স্থিতম্ ॥ ২ ॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি পুজিতং দেব-

সে নিশ্চিতই অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ।
এই শুক্র-লিঙ্গ যে মানব দর্শন বা স্পর্শ করে,
সে আজন্ম-কৃত পাপ ও মৃত্যুভয় হইতে অব্যা-
হতি লাভ করিয়া থাকে । এই লিঙ্গে যাহার
অচলা ভক্তি, সে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ও অগ্নি
মাদি অষ্টৈশ্বৰ্য্য লাভ করে । পঞ্চামৃতে স্নান
করাইয়া সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা এই লিঙ্গের পূজা
করিলে শুক্রজনিত কোন পীড়া হয় না । অগ্নি
সুশ্রোণি ! এই আমি অতি সংক্ষেপে তোমার
নিকট শুক্রদৈবত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা
শুনিলে সৰ্বপাপ নষ্ট হয় । ১—১১ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৮

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! শুক্রেশ্বরের
নিকট হইতে মহাপাতকনাশন শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গ
দর্শন করিতে যাইতে হয় । এই লিঙ্গ বৃধেশ্বরের
পূর্বে ও অজ্ঞাদেবীর অগ্নিকোণে অবস্থিত । অজ্ঞা-
দেবীর অনতিদূরে প্রায় পাঁচ ধনু ব্যবধানে কল্পলিঙ্গ
নামে আর এক লিঙ্গ আছে । এই লিঙ্গ দেব-

দানবৈঃ । ছায়াপুত্রেণ সন্তপ্তং তপঃ পরমহুঙ্করম্ ॥
৩ ॥ অনাদিনিধনো দেবো যেন লিঙ্গেহবতারিতঃ ।
প্রাপ্তবান্ বে গ্রহেশ্বরঃ তক্তা শস্তোঃ প্রসাদতঃ ॥
৪ ॥ যস্ত দৃষ্ট্যা বিভেতি স্ম দেবাসুরগণো মহান্ ।
ন স কোহপ্যস্তি বৈ প্রাণী ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ॥ ৫ ॥
দেবো বা দানবো বাপি সৌরিণা পীড়িতো ন যঃ ।
শনিবারেণ সম্পূজ্য তক্তা সৌরীশ্বরং শিবম্ ॥ ৬ ॥
শমীপত্রেজ্ঞহাদেবি তিলমাবণ্ডভৌদনৈঃ । সন্তপ্য তু
বিধানেন দদ্যাৎ কৃষ্ণং বৃষং দ্বিজৈঃ ॥ ৭ ॥
স্বহা স্তোত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ পূরণশ্রুতিসম্ভবৈঃ ।
অথ বৈ কেন দেবেশঃ স্তোত্রেণ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥
রাজা দশরথেনৈব কুতেন তু বলীয়সা । স্তব্যঃ
সৌরীশ্বরো দেবঃ সর্পপীড়োপশ্রান্তয়ে ॥ ৯ ॥ দেব্য-
বাচ । কথং দশরথো রাজা চক্রে শানৈশ্চর্য্যঃ
ভ্রুতিম্ । কথং সন্তুষ্টিমগমতস্ত দেবঃ শনৈশ্চরঃ ॥
১০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । রথুবংশেহতিবিখ্যাতো
রাজা দশরথো বলী । চক্রবর্তী স বিজ্ঞেয়ঃ সপ্ত-
দ্বীপাধিপঃ পুরা ॥ ১১ ॥ কৃত্তিকাস্তে শনিং কুত্বা
দৈবজ্ঞৈর্জ্ঞাপিতো হি সঃ । রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু
শনিধাত্তি সম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥ উক্তং শকটভেদন্তু

দানবপুজিত । ছায়াপুত্র শনৈশ্চর উক্ত লিঙ্গ-
সকাশে পরম সুহুঙ্কর তপঃ করিয়াছিলেন । এ
তপের প্রভাবেই তিনি অনাদিনিধন দেবকে
স্বনামোক্ত লিঙ্গে অবতারিত করেন । শমু-
প্রসাদেই ইনি গ্রহেশ্বর লাভ করিয়াছেন ।
দেবাসুরগণও ইহার দৃষ্টিপাতকে ভয় করেন ।
কি দেব, কি দানব, সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন
প্রাণী নাই, যাহাকে ইনি পীড়িত না করেন । শনি-
বার দিন শমীপত্র ও তিল মাষ গুড় দ্বারা শনৈশ্চর-
েশ্বরের পূজা ও স্তব করিয়া ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ বৃষ দান
করিতে হয় । রাজা দশরথকৃত স্তোত্র দ্বারা শনি
সন্তুষ্ট হন ; সুতরাং নরগণ সমুপীড়া উপশমের
নিমিত্ত উক্ত স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিবেন ।
দেবী বলিলেন,—রাজা দশরথ কিজন্ত শনৈশ্চরের
স্তব করিয়াছিলেন এবং শনৈশ্চর তাঁহার প্রতি
সন্তুষ্ট হইলেনই বা কিরূপে ? বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—বিখ্যাত রথুবংশে দশরথ নামে প্রসিদ্ধ
সপ্তদ্বীপাধিপতি এক চক্রবর্তী রাজা ছিলেন । একদা
দৈবজ্ঞগণ, তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল যে, মহারাজ !
সম্প্রতি কৃত্তিকাস্তে শনি ; এই শনি রোহিণী ভেদ
করিয়া গমন করবে ১—১২ । এরূপ যোগকে শাস্ত্রে

সুহাসুরভয়ঙ্করম্ । দ্বাদশাদং তু হুর্ভিক্ষং ভবিষ্যতি
সুদারুণম্ ॥ ১৩ ॥ এতচ্ছূয়া যুনেবীক্যং মস্ত্রিভিঃ
সহিতো নৃপঃ । আকুলং তু জগদ্ধৃষ্টা পৌরজানপদা-
দিকম্ ॥ ১৪ ॥ বদন্তি সততং লোকা নিয়মেণ সমা-
গতাঃ । দেশাশ্চ নগরগ্রামা ভগ্নাকান্তাঃ সমস্ততঃ ।
মুনীন বসিষ্ঠ প্রমুগ্ধান পপ্রচ্ছ চ স্বয়ং নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
দশরথ উবাচ । সমাধানং কিমত্রাস্তে ক্রহি মে
দ্বিজসত্তম ॥ ১৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । প্রাজাপত্যো চ
নক্ষত্রে তস্মিন্ ভিন্নে কুতঃ প্রজাঃ । অগ্নং যোগো
হুসাধ্যস্ত ব্রহ্মাদীজাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ১৭ ॥ তদা
সক্টিস্তা মনসা সাহসং পরমং মহৎ । সমাদায় ধনু-
র্দিব্যং দিব্যৈরস্ত্রেঃ সমন্বিতম্ ॥ ১৮ ॥ রথমাক্রম্য
বেগেন গতৌ নক্ষত্রমণ্ডলম্ । রথং তু কাঞ্চনং
দিব্যং মণিরত্নবিভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥ ধ্বজৈশ্চ চামরৈ-
শ্চৈবঃ ফিক্কিণীবব শোভিতম্ । হংসবর্ষহৈর্যুক্তং
মহাকেতুসমন্বিতম্ ॥ ২০ ॥ দীপ্যমানো মহারত্নৈঃ
কিরীটমুকুটোজ্জলঃ । বভ্রাজ স তদাকাশে দ্বিতীয়
ঐব ভাস্করঃ ॥ ২১ ॥ আকর্ণং চাপমপূর্বা সংহারাস্তং
নিযোজ্য চ । কৃত্তিকাস্তে শনিঃ জ্ঞাহা প্রবিশু কিল
যোহিনীম্ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা দশরথোহস্মাগ্রে তসৌ

সজ্জকুটীযুথঃ । সংহারাস্তং শনির্দৃষ্ট্বা সুরাসুরবিম-
র্দনম্ ॥ ২৩ ॥ হসিত্বা তন্তয়াৎ সৌরিরিদং বচন-
মববীৎ । পৌরুষং তব রাজেন্দ্র পরং ত্রিপুভয়-
ঙ্করম্ ॥ ২৪ ॥ দেবাসুরমহুযাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরো-
রগাঃ । ময়া বিলোকিতাঃ সর্ষে ভয়ং চাপ্ত ব্রজন্তি
তে ॥ ২৫ ॥ তুষ্টোহহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌরুষেণ
চ । বরং ক্রহি প্রদাস্তামি মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥ ২৬ ॥
দশরথ উবাচ । রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু ন গন্তব্যং
হুয়া শনে । সরিতঃ সাগরা যাবদযাবচ্চন্দ্রার্ক-
মেদিনী ॥ ২৭ ॥ যাচিতং তে ময়া সৌরে নাস্ত-
মিচ্ছামি তে বরম্ । এবমুক্তঃ শনিঃ প্রাদাধ্বরং
তস্মৈ তু শাশ্বতম্ ॥ ২৮ ॥ প্রাট্যপ্যং তু বরং রাজা
কৃতকৃত্যোহভবত্তদা । পুনরেবাববীৎ সৌরিরবরং
বরয় সূত্রত ॥ ২৯ ॥ প্রার্থয়ামাস হৃষ্টোহস্মা বরমেবং
শর্নেন্তদা । ন ভেতব্যঞ্চ শকটং ত্বয়া ভাস্করনন্দন ॥
৩০ ॥ দ্বাদশাদং তু হুর্ভিক্ষং ন কর্তব্যং কদাচন ।
কীর্তিরেষা মদীয়া চ ত্রৈলোক্যে বিচরিস্যতি ॥ ৩১ ॥

‘শকটভেদ’ বলে । এই যোগ সুরাসুরভয়ঙ্কর ।
এই যোগ উপস্থিত হইলে জগতে দ্বাদশাদব্যাপী
সুদারুণ হুর্ভিক্ষ হয় । রাজা দৈবজ্ঞ-মুখে এই কথা
শুনিয়া মস্ত্রিগণের সহিত সপৌর-জানপদ সমস্ত
জগৎ আকুল দেখিলেন । প্রকৃতিপুঞ্জ রাজদ্বারে অহ-
রহ ভাবী ভয় জ্ঞাপন করিতে লাগিল । সমুদয় দেশ,
নগর, গ্রাম, বিভৌষিকাময় হইয়া উঠিল । এই সময়
নৃপ ভগবান্ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
ভগবন দ্বিজসত্তম ! অধুনা এ বিপদের সমাধান কি
বলুন ? বশিষ্ঠ বলিলেন,—প্রাজাপত্য নক্ষত্র ভিন্ন
হইলে আর প্রজার অস্তিত্ব কোথায় ? এই যোগ
সদেবেন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অপ্রতিকার্য্য । রাজা
দশরথ বশিষ্ঠমুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তিত
হইলেন এবং কিয়ৎকাল চিন্তার পর অসীম সাহসে
বৃক বাঁধিয়া দিব্যান্ন-সমন্বিত দিব্য ধনু গ্রহণ করত
রথারোহণে বেগে নক্ষত্রমণ্ডলে প্রস্থান করিলেন ।
ঊঁহার রথ কাঞ্চননির্মিত, তদুপরি মণিরত্ন-বিভূষিত,
ধ্বজ-চামর-ছত্র ও ফিক্কিণীজালে পরিমণ্ডিত, হংস-
বর্ষ-যুক্ত ও মহাকেতু-সমন্বিত । মহারত্নব্রদীপ্ত
কিরীটমুকুটোজ্জল রাজা রথারোহণে আকাশে গমন
করিতে করিতে ভাস্করের জায় শোভা পাইতে

লাগিলেন । তিনি কৃত্তিকাস্থিত শনির রোহিণী-
প্রবেশ অবগত হইয়াই সংহারাস্ত্র ধনুতে যোজনা
করত তাহা আকর্ণ আকৃষ্ট করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলে
প্রবেশ করিলেন । তিনি প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে
শনিকে দর্শন করিলেন । শনি রাজা দশরথকে
একেবারে ক্রকুটীকুটিলাননে সংহারাস্ত্র যোজনা
করিয়া সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া সতয়ে হাসিয়া
বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! আপনার পৌরুষ
যথার্থই ত্রিপুভয়ঙ্কর । কিন্তু সদেবাসুর মাল্লস
সিদ্ধ বিদ্যাধরোরগ সকলেই আমা কর্তৃক বিলো-
কিত হইয়াই ভয় পাইয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র !
আমি আপনার তপঃপ্রভায় ও পৌরুষ দেখিয়া তুষ্ট
হইলাম । আপনি অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন ।
রাজা বলিলেন,—হে শনে ! আপনি রোহিণীকে
ভেদ করিয়া গমন করিবেন না । যতদিন সরিত-
সাগর ও চন্দ্রার্ক-মেদিনী বর্তমান থাকিবে, তত
দিনের জন্ত আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা,
আমি অম্ববর ইচ্ছা করি না । শনি ঊঁহাকে
অভিমত বর প্রদান করিলেন । রাজা বর লাভ
করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন । শনি পুনরায় ঊঁহাকে
বর গ্রহণ করিতে বলিলেন,—রাজা হৃষ্ট হইয়া
বলিলেন,—হে ভাস্করনন্দন ! শকটযোগ যেন
আমাদিগকে ভয় প্রদান না করে এবং দ্বাদশ-
বর্ষব্যাপী হুর্ভিক্ষ যেন কখন না হয় । আপনার

ঈশ্বর উবাচ। বরদ্বয়ং ততঃ প্রাপ্য হৃষ্টরোমাংস
পাৰ্থিবঃ। রথোপরি ধনুৰ্ভুকা ত্বা চৈব কৃতাজলিঃ।
৩২। ধ্যানা সরস্বতীং দেবীং গণনাথং বিনায়কম্।
রাজা দশরথঃ স্তোত্রং সৌর্যৈরিদমথাকরোৎ। ৩৩।
রাজোবাচ। নমো নীলময়ুধায় নীলোৎপলনিভায়
চ। নমো নিশ্মাংসদেহায় দীর্ঘশৃঙ্গজটায় চ। ৩৪।
নমো বিশালনেত্রায় শুক্লোদরভয়ানক। নমঃ
পুরুষগোত্রায় স্থলরোমায় বৈ নমঃ। ৩৫। নমো
নিত্যং ক্ষুধার্তায় নিত্যতপ্তায় বৈ নমঃ। নমঃ
কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তক নমোহস্ত তে। ৩৬। নমো
দীর্ঘায় শুক্লায় কালদৃষ্টে নমোহস্ত তে। নমস্তে
কোটরাক্ষায় দুর্নিরীক্ষায় বৈ নমঃ। ৩৭। নমো
ঘোরায় রোদ্রায় ভীষণায় করালিনে। নমস্তে সর্ব-
ভক্ষায় বলীমুখ নমোহস্ত তে। ৩৮। সূর্য্যপুত্র
নমস্তেহস্ত ভাস্করে ভয়দায়ক। অধোদৃষ্টে নম-
স্তভ্যং বপুঃশ্যাম নমোহস্ত তে। ৩৯। নমো মন্দ-
গতে তুভ্যং নিস্রিংশায় নমো নমঃ। নমস্তে উগ্র-
রূপায় চণ্ডতেজায় তে নমঃ। ৪০। তপসা দম্ব-
দেহায় নিত্যং যোগরতায় চ। নমস্তে জ্ঞাননেত্রায়
কঙ্কপাশুজস্মনবে। ৪১। তুষ্টো দদাসি বৈ রাজ্যং
কষ্টো হয়সি তৎক্ষণাৎ। দেবাসুরমন্মথ্যাশ্চ পশু-
পক্ষিস্রীম্শপাঃ। ৪২। অথ বিলোকিতাঃ সৌর্যে

প্রদত্ত এই বর আমার কীৰ্ত্তিরূপে ত্রৈলোক্যে
ঘোষিত হইবে। ঈশ্বর বলিলেন,—রাজা শনির
নিকট বরদ্বয় লাভ করিয়া রথোপরি শরাসন
স্থাপনপূর্ব্বক সহর্ষে রোমাঞ্চিত-কলেবরে, দেবী
সরস্বতী ও গণনাথের ধ্যানপূরসর কৃতাজলি হইয়া
গৌরীর স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—
হে নীলময়ুধ! নীলোৎপলনিভ, নিশ্মাংসদেহ,
দীর্ঘশৃঙ্গজট, বিশালনেত্র, শুক্লোদর ভয়ানক, পুরুষ-
গোত্র, স্থলরোম, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি
নিত্যক্ষুধার্ত, নিত্যতপ্ত, কালাগ্নিরূপ, কৃতান্তক, দীর্ঘ,
শুক্ল, ও কালদৃষ্ট, তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে
কোটরাক্ষ, দুর্নিরীক্ষ্য, ঘোর, রোদ্র, ভীষণ, করালী
সর্বভক্ষ, বলীমুখ, সূর্য্যপুত্র, ভাস্করি, ভয়দায়ক!
তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে অধোদৃষ্টে, বপুঃ-
শ্যাম, মন্দগতে, নিস্রিংশ, উগ্ররূপ, চণ্ডতেজ, দম্ব-
দেহ, যোগরত, জ্ঞাননেত্র, ও কঙ্কপাশুজস্মন!
তোমাকে নমস্কার নমস্কার। তুমি তুষ্ট হইয়া রাজ্য
দান কর; আবার কষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ হয়ণ
করিয়া থাক। দেবাসুর মন্মথ্য ও পশু-পক্ষি-স্রী-

দৈত্য়মাত্ত ব্রজন্তি চ। ব্রহ্মা শক্রো যমশ্চৈব ঋষয়ঃ
সপ্ত তারকাঃ। ৪৩। রাজ্যভ্রষ্টোহু তে সর্ষে তব
দৃষ্ট্যা বিলোকিতাঃ। দেশাশ্চ নগরগ্রামা দ্বীপা-
শ্চৈবাদ্রয়স্তথা। ৪৪। রোদ্রদৃষ্ট্যা তু যে
দৃষ্টাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্তি তৎক্ষণাৎ। ৪৫। প্রসাদঃ
কুরু মে সৌর্যে বরার্থেহহং তবান্বিতঃ
সৌর্যে ক্ষমস্থাপরাধং সর্ষভূতহিতায় চ। ৪৬।
ঈশ্বর উবাচ। এবং স্ততস্তদা সৌরী রাজা দশ-
রথেন চ। গ্রহরাজঃ শনির্বাচ্যং হৃষ্টরোমাংসবীদি-
দম্। ৪৭। শনিরুবাচ। তুষ্টোহহং তব রাজেন্দ্র
স্তবেনানেন সুরত। বরং ক্রহি প্রদান্তামি শ্বেচ্ছয়া
বধুনন্দন। ৪৮। দশরথ উবাচ। অদ্য প্রভৃতি
পিঙ্গাক্ষ পীড়া কাধ্যা ন কন্তচিত্। দেবাসুরমন্মথ্যাণাং
পশুপক্ষীস্রীম্শপাম্। ৪৯। শনিরুবাচ। গ্রহাণাং
হর্গ্ৰহে জ্যেয়ো গ্রহপীড়াং করোম্যহম্। অদেয়ং
প্রার্থিতং রাজন কিঞ্চিদধুক্রুং দদাম্যহম্। ৫০। অথ
প্রোক্তং মম স্তোত্রং যে পঠিষ্যন্তি মানবাঃ। পুরুষাশ্চ
স্থিয়ো বাপি মন্তয়েনোপপীড়িতাঃ। ৫১। দেবাসুর-
মন্মথ্যাশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ। মৃত্যুস্থানে স্থিতো
বাপি জন্মপ্রাপ্তগতস্তথা। ৫২। এককালং দ্বিকালং

শুপ ইহার। তোমা কর্তৃক বিলোকিত হইয়া দৈত্য়
প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা, শক্র, যম, সপ্ত তারকা ও ঋষি,
ইহার। ও তোমা কর্তৃক বিলোকিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট
হইয়া থাকেন। দেশ, নগর, গ্রাম, দ্বীপ, এ সকল
তোমার রোদ্র দৃষ্টিতে পতিত হইলে বিনষ্ট হইয়া
থাকে। হে সৌর্যে! আমি তোমাকে বধ করিবার
জন্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, আমি তোমার শরণ
লইতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ১৩—৪৬। ঈশ্বর
বলিলেন,—হে দেবি! গ্রহরাজ রাজা দশরথ কর্তৃক
এইরূপ স্তত হইয়া বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আমি
আপনার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, যথেষ্ট বর গ্রহণ
করুন। দশরথ বলিলেন,—হে পিঙ্গাক্ষ! অদ্য
প্রভৃতি আপনি কি দেবাসুর মন্মথ্য—কি পশুপক্ষি-
স্রীম্শপ, কাহাকেও পীড়া দিবেন না। শনি বলি-
লেন,—হে রাজন! আমি গ্রহমধ্যে হুইগ্রহ;
সুতরাং আমি পীড়া প্রদান করিবই। কলতঃ
আপনার এ প্রার্থনা আমি পূরণ করিতে পারি-
লাম না। তবে আমি এক যুক্তিযুক্ত বাক্য
আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। কি স্ত্রী—কি
পুরুষ—কি দেবাসুর-মন্মথ্য, কি সিদ্ধ-বিদ্যা-
ধরোরগ যে কেহ মদভয়ে ভীত হইয়া এককাল
বা দ্বিকাল আপনার বণিতএই স্তোত্র পাঠ

বা তেষাং শ্রেয়ো দদাম্যহম্ । পূজয়িত্বা জপেৎ
স্তোত্রং ভূত্বা চৈব কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৫৩ ॥ তস্ত পীড়াং ন
চৈবাহমিহ কুৰ্ঘ্যাম্ কদাচন । জন্মস্থানে স্থিতো বাপি
মৃত্যুস্থানে স্থিতোহপি চ ॥ ৫৪ ॥ জন্মক্ষেপে চ লয়ে
চ দশাশ্চন্দ্রশাস্ত্র চ । রক্ষামি সততং তস্ত পীড়াং
চাগ্রগ্রহস্ত চ ॥ ৫৫ ॥ অনেনৈব প্রকারেণ পীড়ামুক্ত-
স্তসৌ ভবেৎ । এতৎ প্রোক্তং ময়া দত্তং বরং চ
রঘুনন্দন ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরদয়ং চ সম্প্রাপ্য
রাজা দশরথঃ পুরা । মেনে কৃতার্ণমান্নানং নমস্কৃত্য
শনৈশ্চরম্ ॥ ৫৭ ॥ শনিং স্তব্ধাভ্যনুজ্ঞাতো রথমারুহ্য
বর্ধীবান্ । স্বস্থানং গতবান্ রাজা পূজ্যমানো
দিবৌকটৈঃ ॥ ৫৮ ॥ য ইদং প্রাতরুখায় সৌরি-
বারে পঠেত্তরঃ । সর্ষগ্রহোস্তবা পীড়া ন ভবেদ্ধবি
তস্ত তু ॥ ৫৯ ॥ শনৈশ্চরং স্মরেদেবং নিত্যং ভক্তি-
সমধিতঃ । পূজয়িত্বা পঠেৎ স্তোত্রং তস্ত তুষ্যতি
ভাস্করিঃ ॥ ৬০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
শনিদৈবতম্ । সর্ষপাপোপশমনং সর্ষকামফল-
প্রদম্ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে শনৈশ্চরেশ্বরমাহাত্ম্যস্তোত্রবর্ণনং
নামৈকোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি লিঙ্গং ব্রাহ্ম-
প্রতিষ্ঠিতম্ । শনৈশ্চরেশ্বরাদেবি বায়বে সম্প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ অজাদেব্যাস্চোত্তরতো ধনুর্বাং সপ্তকে
স্থিতম্ । মঙ্গলায়াঃ সমোপস্থং নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ॥
২ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু নৈঃশিকেশ্বপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
তত্র বর্ষসংস্থং তু বৈপ্রচিতিস্তপোহকরোৎ ॥ ৩ ॥
স্বর্ভানুঃ স মহাবীৰ্য্যো বজ্রঘোষী মহামুরঃ । সমারাধ্য
মহাদেবং দিব্যেন তপসা প্রভূম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গেশ্ব-
ভারয়ামাস জগদীপং মহেশ্বরম্ । যশৈশ্চ পূজয়ে-
ন্তত্যা নরঃ সম্যক্ চ পণ্ডিত । তস্ত পাপং ক্ষয়ং
যাতি অপি ব্রহ্মবধোদ্ভবম্ ॥ ৫ ॥ নাঙ্কো ন বধিরো
মুকো ন রোগী ন চ নির্দীনঃ । কদাচিচ্ছায়তে মর্ত্য-
স্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ॥ ৬ ॥ শুখসৌভাগ্যসম্পন্নস্তদা
ভবতি রূপবান্ । সর্ষকামসমৃদ্ধায়া মোদতে দিবি
দেববৎ ॥ ৭ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
ব্রাহ্মদৈবতম্ । ঈদা তু মোহনির্ধাতো নরো নিষ্ক-
ন্মযো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে ব্রাহ্মীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

করিবে—আমি মৃত্যুস্থান ও জন্মস্থান গত হই-
লেও তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইবে । যে জন পূজা
করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া স্তব করিবে, আমি কদাচ
তাহাকে পীড়া প্রদান করিব না । আমি জন্মস্থান,
মৃত্যুস্থান, জন্মক্ষত্র, দশা এবং অন্তর্দর্শাগত
হইয়াও তাহাকে অন্ত গ্রহপীড়া হইতে রক্ষা
করিব । আমার স্তবপাঠকারী ব্যক্তি এইরূপে
পীড়ামুক্ত হইবে । হে রঘুনন্দন ! আমি আপ-
নাকে এইরূপে বর প্রদান করিলাম । ঈশ্বর বলি-
লেন,—রাজা দশরথ শনির নিকট হই প্রকার
বর লাভ করিয়া কৃতার্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে
প্রণাম করিলেন । স্তব ও প্রণামান্তে অনুজ্ঞা
লইয়া তিনি রথারোহণে স্বপুরোদ্দেশে প্রস্থান
করিলেন । দেবগণ এই সময় তাঁহার পূজা করিয়া
ছিলেন । যে মানব শনিবারে প্রাতঃকালে গাত্রো-
থান করিয়া এই প্রবন্ধ পাঠ করে, সর্ষগ্রহ-জনিত
পীড়া তাহার বিনষ্ট হয় । শনৈশ্চরকে নিত্য স্মরণ
করিয়া ভক্তিপূর্বক পূজার পর স্তব পাঠ করিলে
তিনি তুষ্ট হইয়া থাকেন । হে দেবি । এই আমি

তোমার নিকট শনৈশ্চর-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম,
ইহা সর্ষপাপনাশন, ও সর্ষ কামফলপ্রদ ৪৭—৬১।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৯ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর ব্রাহ্ম-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিতে যাইতে হয় । এই
লিঙ্গ শনৈশ্চরেশ্বরের বায়ুকোণে—অজাদেবীর
উত্তর দিক্ভাগে সপ্তধনু ব্যবধানে মঙ্গলার অনতি-
দূরে অর্থাৎ নিকটেই অবস্থিত । এই ব্রাহ্ম-প্রতি-
ষ্ঠিত লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন । এই স্থানে বৈপ্রচিতি
সংস্থ বৎসর তপস্বী করিয়াছিল । বজ্রঘোষী
স্বর্ভানু এই স্থানে দিব্য তপোহুষ্ঠানে লিঙ্গারাধনা
করিয়া তাহাতে জগদীপ মহেশ্বরকে অবতারিত
করেন । যে জন ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গের পূজা
বা তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার ব্রহ্মবধোদ্ভব পাপও
বিনষ্ট হয় । এই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানব কদাচ
অন্ধ, বধির, মুক, রোগী বা নির্দীন হয় না ; বরং
সে শুখ-সৌভাগ্য-সম্পন্ন, রূপবান, ও সর্ষকাম-

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কেতুলিঙ্গ
মহাপ্রভম্ । রাহ্মীশানাহুতরে চ মঙ্গলায়াশ্চ দক্ষিণে ॥
১ ॥ ধনুর্বোহস্তরমানেন নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গং
মহাপ্রভাবং হি সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ কেতুর্নাম
গ্রহোহত্যাগঃ শিবসম্ভাবভাবিতঃ । বর্জুলোহতীব
বিস্তীর্ণো লোচনাভ্যাং সূভীষণঃ ॥ ৩ ॥ পলাল-
ধুমসঙ্কাশো গ্রহপীড়াপহারকঃ । তত্রাকরোত্তপশ্চোগ্রঃ
দিব্যাকানাং শতং প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ তস্মা তুষ্টি মহাদেবো
গ্রহস্বং প্রদদৌ প্রিয়ে । একাদশশতানাঞ্চ গ্রহাণামাশি-
পত্যতাম্ ॥ ৫ ॥ তত্রস্বং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কেতুলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । কেতুদয়ে মহাঘোরে তস্মিন দূরে
বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥ গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু পূজয়েদ্ভঃ বিধা-
নতঃ । পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চুখা ধূপৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ
শুভৈঃ ॥ ৭ ॥ তোষয়েদ্বিধিবদেবং কেতুং কল্যাসনাশনম্ ॥
৮ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং কেতুলিঙ্গং মহো-
দয়ম্ । গ্রহপীড়াপশমনং সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৯ ॥

সমুদ্বাভা হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট রাহুদৈবত-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ; মানব
ইহা শুনিয়া মোহ-পরিশ্রুত ও নিষ্কল্যাস হইয়া
থাকে । ১—৮ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কেতুলিঙ্গ দর্শন করিতে যাইবে । এই লিঙ্গ রাহু-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের উত্তরে—মঙ্গলার দক্ষিণে অনতি-
দূরে প্রায় ধনুঃপরিমিত ব্যবধানে অবস্থিত । এই
লিঙ্গ মহাপ্রভাব এবং সৰ্বপাতকনাশন । কেতু অতি
উগ্রগ্রহ । এই গ্রহ শিবসম্ভাব-ভাবিত, বর্জুলাকার,
অতীব বিস্তীর্ণ, ভীষণলোচন, পলালধুমসঙ্কাশ, এবং
গ্রহপীড়াপহারক । এবম্বিধ কেতু ঐ স্থানে দিব্য
শত বৎসর মহাদেব-উদ্দেশে তপস্যা করিয়া-
ছিলেন । মহাদেব তুষ্ট হইয়া ইহাকে একাদশ শত
গ্রহের আধিপত্য প্রদান করেন । কেতুদয়ে
ঘোরতর সময় উপস্থিত হইলে এই কেতুলিঙ্গের
পূজা করিতে হয় ; এবং গ্রহপীড়া উপস্থিত হই-
লেও গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা
করিয়া তোষিত করা কর্তব্য । এই আমি সংক্ষেপে

এতানি নবলিঙ্গানি গ্রহাণাং কথিতানি তে । যঃ
পশুতি নরো নিত্যং তস্মা পীড়াভয়ং কুতঃ ॥ ১০ ॥ ন
দৌর্ভাগ্যং কুলে তস্মা ন রোগী নৈব জংঘিতঃ
জায়েত পুংস্বদেবি তং রক্ষতি মহাগ্রহঃ ॥ ১১ ॥
ইতি তে কথিতং সম্যক চতুর্দশায়তনং প্রিয়ে ।
নিয়ন্ত্রয়ঃ সমারভ্য যাবৎ কেতুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥
নবগ্রহেশ্বরাণাং তু মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । তথৈব
পঞ্চলিঙ্গানাং স্ত্রীয়া পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩ ॥ কপর্দিনঃ
সমারভ্য চণ্ডনাথাস্তকানি চ । পঠেৎ ন মুদ্রালিঙ্গানি
নাপুণ্যো বেদ মানবঃ ॥ ১৪ ॥ সূর্য্যোশ্বরং সমারভ্য
কেতুলিঙ্গাস্তকানি বৈ । নবগ্রহাণাং লিঙ্গানি নাভ্যো
জানাত্তি কশ্চন ॥ ১৫ ॥ চতুর্দশবিধা স্ত্রেবং প্রোক্তায়-
তনসঙ্গতিঃ । যতেননাং বেদ ভাবেন স ক্ষেত্রকল-
মশ্রুতে ॥ ১৬ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে কেত্বীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

কেতুলিঙ্গের বিষয় কীর্তন করিলাম । ইহা গ্রহ-
পীড়াহারক এবং সৰ্বপাতকনাশন । হে দেবি ! এই
আমি তোমার নিকট নবগ্রহের নবলিঙ্গের পরিচয়
প্রদান করিলাম, যে ব্যক্তি এই নবলিঙ্গ দর্শন করে,
তাঁহার পীড়াভয় সম্ভবে না অপিচ তাহার কুলে
কদাচ দুর্ভাগ্য, রোগী ও জংঘিত হয় না, গ্রহগণ
তাঁহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করেন । হে দেবি ! এই
আমি বিব্রেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কেতুপ্রতিষ্ঠিত
লিঙ্গ পর্যন্ত চতুর্দশ লিঙ্গের আয়তনের কথা বলি-
লাম । নবগ্রহেশ্বর লিঙ্গগণের মাহাত্ম্য পাপ-
নাশন । এইরূপ পঞ্চলিঙ্গেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণেও
পাপনাশ হইয়া থাকে । কপদী হইতে আরম্ভ
করিয়া চণ্ডনাথাস্তক পর্যন্ত পঞ্চমুদ্রালিঙ্গ অপুণ্য-
বান ব্যক্তি জানিতে পারে না । সূর্য্যোশ্বর হইতে
কেতুলিঙ্গাস্ত নবগ্রহালিঙ্গ পুণ্যবান ভিন্ন অন্য কেহ
বিদিত হইতে সমর্থ হয় না । এই চতুর্দশ প্রকার
আয়তনসঙ্গতি উক্ত হইয়াছে । যে জন ইহা
ভক্তিপূর্ব্বক অবগত হয়, সে ক্ষেত্রকল লাভ করিয়া
থাকে । ১—১৬ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পঞ্চাশং সিদ্ধলিঙ্গানি কথয়ামি যশ-
স্বিনি । যেষাং দর্শনতো দেবী সিদ্ধা যাত্রা ভবেদ্বিধা ॥
১ ॥ সোমেশাদীশদিগ্ভাগে বরারোহেতি যা স্মৃতা ।
তস্মাশ্চ পূর্বাঙ্গিগ্ভাগে দেবং সিদ্ধেশ্বরং পরম্ ।
অভিগম্য নরো ভক্ত্যা অগ্নিমাংসাদিকমাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥
সিদ্ধৈঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা তু মানবঃ ।
মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈঃ সিদ্ধলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩ ॥
বিদ্বানি নাশমায়াস্তি তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ । কামঃ
ক্রোধো ভয়ং লোভো রাগো মৎসর এব
চ ॥ ৪ ॥ ঈর্ষ্যা দম্ভস্তম্বালস্তাং নিদ্রা মোহস্তম্বহকৃতিঃ ।
এতানি বিঘ্নরূপাণি সিদ্ধৈর্বিঘ্নকার্যাণি তু ॥ ৫ ॥
তানি নাশং সমায়াস্তি তত্র সিদ্ধেশ্বরার্চনাৎ ।
এবং জ্ঞাত্বা তু যতেন তত্র যাত্রাং সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবী সিদ্ধেশ্বরমহোদয়ম্ ।
সর্বকামপ্রদং নৃণাং কৃতং পাতকনাশনম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অধুনা আমি
পঞ্চাশং সিদ্ধ লিঙ্গের কথা বলিতেছি—যাহাদিগকে
দর্শন করিলে মানবগণের যাত্রা ফলবতী হইয়া
থাকে । সোমেশ্বরের ঈশান কোণে যে বরারোহা
নামা দেবী আছেন, তাঁহার পূর্বাঙ্গি ভাগে দেব
সিদ্ধেশ্বর বিরাজিত । নরগণ এখানে গমন করিয়া
অগ্নিমাংস সিদ্ধি লাভ করে । সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত এই
লিঙ্গ দর্শন করিয়া জনগণ সর্ব পাতক হইতে মুক্তি
লাভ করিয়া সিদ্ধলোকে গমন করিয়া থাকে ।
এই সিদ্ধেশ্বরক্ষেত্রবাসী নরগণের সিদ্ধেশ্বরার্চনে
সর্ব প্রকার বিঘ্ন এবং কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ,
রাগ, মৎসর, ঈর্ষ্যা, দম্ভ, আলস্ত, নিদ্রা, মোহ,
অহঙ্কার প্রভৃতি সকল প্রকার সিদ্ধিবিঘ্নকর বিঘ্ন
সকলও বিনাশ পাইয়া থাকে । ইহা অবগত হইয়া
জনগণ সিদ্ধেশ্বরার্চনা করিবে । হে দেবি! এই
আমি তোমার নিকট সর্বকামপ্রদ ও পাতকনাশন
সিদ্ধেশ্বর-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ১—৭ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি কপিলে-
শ্বরমুত্তমম্ । তত্শৈব পূর্বাঙ্গিগ্ভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু দর্শনাৎ
পাপনাশনম্ । কপিলো নাম রাজর্ষির্ষত্র তপ্ত্বা
মহাতপঃ ॥ ২ ॥ সম্প্রাপ্তঃ পরমাং সিদ্ধিং প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্ । দেবসান্নিধ্যমীশানং তস্মিন্ লিঙ্গে সদা
হরিঃ ॥ ৩ ॥ শুক্রপক্ষে চতুর্দশ্যাং সর্বলোক-
হিতার্থতঃ । সপ্তকৃদ্বো মহাদেবং সোমেশং কপিলে-
শ্বরম্ । যঃ পশ্যেৎ প্রযতো ভূত্বা স গোদান ফলং
লাভেৎ ॥ ৪ ॥ তিলধেহুঞ্চ যো দদ্যাত্তস্মিন্তীর্থৈ সমা-
হিতঃ । তিলসম্ভাষ্য যুগান্তেব স স্বর্গে বসতি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কপিলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি গন্ধর্ব্বেশ্বর-
মুত্তমম্ । দণ্ডপাণেস্ত ভবনাত্তরে নিকটে স্থিতম্ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অনন্তর কপিলে-
শ্বর তীর্থে গমন করিবে । পূর্বোক্ত লিঙ্গের পূর্ব-
দিগ্ভাগে নাতিদূরে এই মহাপ্রভাব দর্শন-পাপ-
হারী লিঙ্গ বিরাজিত । কপিল নামক রাজর্ষি এই
স্থানে মহৎ তপ ও লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম সিদ্ধি
লাভ করিয়াছিলেন । এই লিঙ্গে সর্বদা সর্বদেব-
সান্নিধ্য ও হারহর বিদ্যমান । যে জন শুক্রপক্ষীয়
চতুর্দশীতে সর্বলোকহিতার্থ মহাদেব সোমেশ
কপিলেশ্বরকে সাতবার দর্শন করে, সে গোদান-
ফল লাভ করিয়া থাকে । যে মানব সমাহিত
ভাবে ঐ তীর্থে তিলধেহ দান করে, সে দত্ত তিল-
সংখ্যা যুগ কাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । ১—৫ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
উত্তম গন্ধর্ব্বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।

১। যত্র গন্ধর্বরাজো বৈ ঘনবাহেতি বিষ্ণুঃ ।
তস্ত গন্ধর্বসেনেতি খ্যাতা পুত্রী মহাপ্রভা ॥ ২ ॥
শিখণ্ডিনা গর্ণেনৈব সা শপ্তা রূপগর্ষিতা । ততো
গোশৃঙ্গখণ্ডিণা দন্তস্তম্ভা অমুগ্রহঃ ॥ ৩ ॥ সোমবার-
ব্রতেনৈব সোমেশ্বারাদনং প্রতি । ততঃ ক্ষেত্রং
সমাগত্য তপঃ কৃত্বা সুহৃশ্চরম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠয়ামাস তত্র গন্ধর্বরাজুং স্বয়ম্ । তথৈব পুত্রা
তথৈব তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫ ॥ অথ তত্রৈব
দেবেশি দণ্ডপাণেঃ সমীপতঃ । ঘনবাহেশ্বরঃ নাম
যো লিঙ্গং যত্নতোহর্চয়েৎ ॥ ৬ ॥ গন্ধর্বলোক-
মাপ্নোতি দৃষ্ট্বা স প্রযতঃ শুচিঃ । ইতি তে কথিতং
দেবি গান্ধর্বং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তৃতীয়ং সর্ষপাপানাম্
নাশনং পুণ্যবর্ধনম্ । অগ্নিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজ্য
গন্ধর্বপূজিতম্ ॥ ৮ ॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে
নির্ধাপমধিগচ্ছতি । ঋতাহভিনন্দ্য মাহাত্ম্যং মুচ্যতে
মহতো ভয়াৎ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গন্ধর্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

দণ্ডপাণিভবনের উত্তরে অতি নিকটে এই লিঙ্গ
বিদ্যমান আছেন। বিখ্যাত গন্ধর্বরাজ ঘন
বাহের গন্ধর্বসেনা নারী এক অতি সুন্দরী
কন্তা ছিল। শিখণ্ডী গণ রূপ গৌরবারিতা ঐ
কন্তাকে শাপ দেয়। মহাভাগ গোশৃঙ্গ খণ্ডি অমু-
গ্রহ করিয়া তাহাকে সোমবারব্রত ও সোমনাথ
আরাধনা উপদেশ দেন। অনন্তর তাহার পিতা
স্বয়ং সোমেশ্বর তীর্থে আগমন করিয়া সুহৃশ্চর তপ-
শ্চরন করত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে। গন্ধর্বসেনাও সেই
স্থানে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। দণ্ডপাণি-
সমীপস্থ ঘনবাহেশ্বর নামক লিঙ্গ যেনর প্রযত
ও শুচি হইয়া পূজা ও দর্শন করে, সে গন্ধর্বলোক
লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি! এই আমি
তোমার নিকট সর্ষপাপনাশন পুণ্যবর্ধন উত্তম
গন্ধর্বলিঙ্গের কথা কীর্তন করিলাম। নর উত্তরা-
য়ণে অগ্নিতীর্থে স্নান করিয়া এই গন্ধর্বপূজিত
লিঙ্গের পূজা করিলে নির্ধাপ-পদবী লাভ করিয়া
থাকে। এমন কি এই লিঙ্গমাহাত্ম্য শ্রবণ ও
অভিনন্দন করিলেও মহৎ ভয় হইতে মুক্তি লাভ
হয়। ১—৯।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি তৎপূর্বে
বিমলেশ্বরম্ । গোষ্ঠাঃ পূর্বসমীপস্থঃ নাতিদূরে
বাবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ শুরো নৈখাত্যাদিগৃভাগে স্থিতং
পাপপ্রণাশনম্ । অপি কৃত্বা মহাপাপং নারী বা
পুরুষোহপি বা ॥ ২ ॥ ক্ষয়তিভূতদেহো বা তং
সমভ্যর্চ্য ভক্তিতঃ । সর্বদুঃখাস্তগো ভূত্বা নিশ্চলং
পদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥ গন্ধর্বসেনা যত্রৈব বিমলাভুৎ
ক্ষয়তি। বিমলেশ্বরনামা বৈ তল্লিঙ্গং প্রতিভূতং
ক্ষিতৌ ॥ ৪ ॥ ইতি তে কথিতং সর্ষং বিমলেশ্বর-
মুচকম্ । মহাত্ম্যং সর্ষপাপপত্রং তুরীয়ং ভবানুন্দরি ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বিমলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। অথ তে পঞ্চমং বচি সিন্ধুলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । ব্রহ্মণো নৈখাতে ভাগে ধনুযাং
যোড়শে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ রাহুলিঙ্গস্ত চাভ্যাশে লিঙ্গং

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর পূর্ব-
কথিত লিঙ্গের পূর্বদিকে বিমলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিতে যাইতে হয়। এই পাপপ্রণাশন লিঙ্গ
গৌরীর পূর্বদিকভাগে অনতিদূরে এবং গুরুপ্রতি-
ষ্ঠিত লিঙ্গের নৈখাত্যকোণে অবস্থিত। ক্ষয়তি-
ভূতদেহ মহাপাপী নারী বা নর ভক্তিপূর্বক
তাহার অর্চনা করিয়া সর্বদুঃখাস্ত নিশ্চল
পদ প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়যোগগ্রস্ত গন্ধর্বসেনা এই
লিঙ্গসন্নিধানে যোগযুক্ত হইয়া বিমল দেহ লাভ
করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গের নাম হইয়াছে,—
বিমলেশ্বর। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট
বিমলেশ্বর লিঙ্গের সর্ষপাপত্র মাহাত্ম্য কীর্তন
করিলাম। ১—৫।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫।

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর আমি
তোমার নিকট মহাপ্রভ পঞ্চম সিন্ধু লিঙ্গের কথা
বলিতেছি। এই লিঙ্গ ব্রহ্মার নৈখাত্যকোণে

ধনদনির্মিতম্ । ধনদ্বং চ সম্প্রাপ্তো যত্র তপ্তা
মহন্তপঃ ॥ ২ ॥ সংস্থাপ্য বিধিবৎ পূজ্য লিঙ্গং
বর্ষসহস্রকম্ । অলকাধিপতির্জাতস্তত্র শম্ভোঃ
প্রসাদতঃ ॥ ৩ ॥ জাতিং স্মৃত্বা পুর্নিকাং তু জ্ঞাত্বা
দীপদশাকলম্ । শিবরাত্রিঃ প্রভাবং তু প্রভাসং
পুনরাগতঃ ॥ ৪ ॥ প্রভাবাতিশয়ং জ্ঞাত্বা স্থাপয়ামাস
শঙ্করম্ । তত্র প্রত্যক্ষতাং নীতস্তপসা যেন
শঙ্করঃ ॥ ৫ ॥ মহাভক্ত্যা মহাদেবি তস্মৈ লিঙ্গে-
হবতারিতঃ । তং দৃষ্ট্বা মানবো ভক্ত্যা পূজয়িত্বা
যথাবিধি ॥ ৬ ॥ পঞ্চোপচারৈঃ সন্তুভ্য গন্ধ-
ধূপানুলেপনৈঃ । তস্তাবশ্যে দরিদ্রশ্চ কদাপি ন
ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ যে চৈতৎপূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং ভক্তিযুতান-
নরাঃ । অজ্ঞেয়ান্তে ভবিষ্যন্তি শক্রাণাং দর্পনাশনাঃ ॥
৮ ॥ ইতি তে কথিতং সর্বং ধনদেশমহোদয়ম্ ।
ঋত্বান্নমোদ্য যত্নেন দিরজ্রো নৈব জায়তে ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে ধনদেশমহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

ষোড়শ ধনু অন্তরে রাহুপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের সমীপে
অবস্থিত । এই লিঙ্গ ধনদনির্মিত । ধনদ এই
স্থান তপস্যা করিয়া ধনদত্ত লাভ করেন । তিনি
বিধিপূর্বক এই লিঙ্গ স্থাপন ও তাঁহার পূজা করিয়া
সহস্র বর্ষ কাল ঐ স্থানে ঘোর তপস্যা করেন ।
এই তপস্যার ফলে শম্ভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলে
তিনি তাঁহার প্রসাদে অলকাধিপত্য লাভ করিয়া-
ছিলেন । একদা তিনি পূর্বজন্ম, দীপদানকল ও
শিবরাত্রি-মাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করেন । ঐ স্থানে আগমন করিয়া ক্ষেত্র
মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তিনি শিব স্থাপন করেন ।
শঙ্কর ঐ প্রতিষ্ঠিত শিবে সাক্ষাদ্ভূত হন । অলকা
ধিপতি অসীম ভক্তিতে শঙ্করকে ঐ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে
অবতারিত করেন । যে মানব ভক্তিপূর্বক গন্ধ-
পুষ্পাদি পঞ্চোপচার দ্বারা যথাবিধি ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, সে ও তাহার অশ্রমে কেহ কখন কদাপি
দরিদ্র হয় না । যে সকল নর ভক্তিপূর্বক এই
লিঙ্গ অর্চনা করে, তাহারা অরিগর্ভধরকারী ও
অজ্ঞেয় হয় । হে দেবি ! যাহা শুনিয়া নর দরিদ্র
হয় না, আমি সেই ধনদেশমহোদয় তোমার নিকট
কীর্তন করিলাম । ১—২ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পট্টবৎ সিদ্ধলিঙ্গানি কথিতানি
তব প্রিয়ে । যশ্চেনং বেদ সঙ্কেতঃ ক্ষেত্রবাসী স
উচ্যতে ॥ ১ ॥ অথ শক্তিত্রয়াণাং তে রৌদ্রীণাং
বচি বিস্তরম্ । ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যন্তিস্বতাঃ পরি-
কীর্তিতাঃ ॥ ২ ॥ পুনস্তাসাং পূজনায়াহুক্রমঃ ক্রমতঃ
শৃণু । চতুর্দশ তথা পঞ্চ পূর্বমুক্তানি যানি তু ॥ ৩ ॥
চহ্যরি জ্রীণি চৈকং বা যথাশক্ত্যাতিপূজ্য চ ।
লিঙ্গানি তানি সম্পূজ্য শক্তীন্তিস্ততোহর্চয়েৎ ॥
৪ ॥ সোমেশাদীশাদিগুণভাগে বরারোহেতি যা
স্মৃতা । অম্বা কলা সা সোমস্ত উমা পশ্চাৎ প্রকৌ-
র্তিতা ॥ ৫ ॥ ইচ্ছাশক্তিঃ সা জ্যেষ্ঠা প্রভাসক্ষেত্র-
সংস্থিতা । তত্র দেবি হিতার্থায় সর্বেষাং প্রাণিনাং
ভুবি ॥ ৬ ॥ তস্তা মাহাত্ম্যমখিলং কথয়ামি তবাবুনা ।
পুরা সোমেন ত্যক্তাভিভার্য্যাতিস্ত বরাননে ॥ ৭ ॥ ষড়্-
বিংশতিস্তপস্তপ্তং ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে শুভে । গৌরী
সারাধ্যমানাথ দিব্যবর্ষগগান্ বহুন্ ॥ ৮ ॥ তাসাং
প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা পাক্ষতী পরমেশ্বরী । উবাচ
বরদা ক্রত যদ্বো মনসি সংস্থিতম্ ॥ ৯ ॥ অথ তাশ্চা-

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে প্রিয়ে ! এই আমি
তোমার নিকট পাঁচটা সিদ্ধলিঙ্গের কথা বলিলাম ।
যে ব্যক্তি এই সঙ্কেত অবগত হইতে পারে,
তাহাকে ক্ষেত্রবাসী বলা যায় । অধুনা আমি
তোমার নিকট তিনটি রৌদ্রী শক্তির কথা বলি-
তোছি ; যথা—ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান-
শক্তি । ইহাদের পূজাক্রম শ্রবণ কর । পূর্বে
যে চতুর্দশ, ও পঞ্চ লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে,
ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে শক্তি অহুসারে তিন
চারটি একটি বা সমুদয়গুলির পূজা করিয়া উক্ত
শক্তিত্রয়ের অর্চনা করিবে । সোমেশ্বরের ঈশান-
কোণে বরারোহা নামী যে দেবী আছেন, ইনিই
সোমের অমানারী কলা এবং ইনিই পশ্চাৎ উমা
নামে কীর্তিত হন । ইহারই নাম ইচ্ছাশক্তি ।
ইনি লোকহিতার্থ প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত । ইহার
অখিল মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিতেছি । পূর্বে
সোম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার ষড়্‌বিংশতি
পত্নী প্রভাসক্ষেত্রে তপস্যা করেন । দিব্য বছবর্ষ
কাল তাঁহারা দেবী গৌরীর (তোমার) আরাধনা
করিলে গৌরী দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে

কুবন্ দেবি যদি তুষ্টাসি পার্শ্বতি । সৌভাগ্যং দেহি
নো ভূমি লাভণ্যং পরমং তথা । ১০ । তাক্কাঃ সৰ্ব্বা
বয়ং দেবি নির্দোষাঃ স্বামিনা শুভে । দৌৰ্ভাগ্য-
দোষসন্দ্বা দৌৰ্ভাগ্যেণ তু পৌড়িতাঃ । ১১ ।
গৌৰ্ভূবাচ । অদ্যপ্রভৃতি সৰ্ব্বা বঃ সমং দ্রক্যতি
রাত্রিণঃ । প্রসাদায়ম চার্কক্কা নৈতন্নিধ্যা ভবি-
ষ্যতি । ১২ । বরদা চেতি মন্মথ বরদানান্তবি-
ষ্যতি । ইহাগত্য তু যা নারী পূজয়িষ্যতি মাং
শুভাম্ । ১৩ । ন দৌৰ্ভাগ্যং কুলে তস্তাঃ কচিং
প্রাপ্যস্তি যোষিতঃ । মাঘমাসে তৃতীয়ায়ামুপ-
বাসপরায়ণা । ১৪ । যা মাং দ্রক্যতি সুশ্রোণী
মন্তুল্যা সা ভবিষ্যতি । দম্পতীষোড়শৈবাত্র
পরিধাপ্য প্রযত্নতঃ । ১৫ । কলানি ভক্ষ্যভোজ্যঃ
চ পক্কানি চ ষোড়শ । যা প্রদাস্তি বৈ নারী
সা তুমৈব ভবিষ্যতি । ১৬ । এতপৌরীকৃতং নাম
তৃতীয়ায়ং তু কারয়েৎ । অপ্রসূতা চ যা নারী
যা নারী হৃৰ্ভগা ভবেৎ । ১৭ । পুমানসকুদপোবং
কৃৎ প্রাপ্যত্যভীপ্সিতম্ । এবমুক্তা স্থিতা তত্র সা
দেবী চার্কলোচনা । ১৮ । পশুতে রাত্রিনাথচ

সৰ্বাস্তা রোহিণীঃ যথা । অস্তাপি তুংসদ্য
দৌৰ্ভাগ্যেণ তু পৌড়িতা । ১০ ॥ অপুত্রয়ত্মাঃ
দেবীঃ স্তুতগা সাতবন্ততঃ । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মাহাত্ম্যং শক্তিসম্ভবম্ । ২০ ॥ সোমেশ্বরে
বরারোহা নামেতি কথিতং তব । সৰ্ব্বপাপক্ষয়করং
সৰ্বদারিদ্ৰানাশনম্ । ২১ ॥

ইতি শ্রীক্কান্দে বরারোহামাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দ্বিতীয়াস্তে বচি শক্তিং
দেবি ক্রিয়াক্ষিকাম্ । প্রভাসস্তাঃ মহাদেবীঃ দেবানাং
প্রীতিদায়িনীম্ । ১ । সোমেশ্বরাধ্ববে ভাগে ষষ্টি-
ধ্বস্তরে স্থিতা । তত্র পীঠং মহাদেবি যোগিনীগণ-
বন্দিতম্ । ২ । তস্মিন স্থানে স্থিতং দেবি পাতাল-
বিবরং মহৎ । তস্মিন মহাপ্রভে স্থানে রক্ষারূপেণ
সংস্থিতাম্ । ৩ । পাতালনিধিনিক্ষেপদিবোষবি-
রসায়নম্ । ক্ষেত্রমধ্যে স্থিতং সৰ্বং তদৰ্চনরতো

বলেন,—তোমাদের বাঞ্ছিত কি বল ? সোমপত্নী-
গণ বলেন,—হে দেবি ! যদি তুষ্টা হইয়াছেন, তাহা
হইলে আমাদের সৌভাগ্য ও পরম লাভণ্য
প্রদান করুন । আমরা হৃৰ্ভগা বলিয়া আমাদের
স্বামী আমাদের পরিভ্যাগ করিয়াছেন, আমরা
এই দুঃখে দুঃখিত । গৌরী (তুমি) বলিলেন,—
হে নিশাপতি-পত্নীগণ ! অদ্যাবধি নিশাপতি
আমার প্রসাদে তোমাদের সকলের প্রতি সম ব্যব-
হার করিবেন । এ কথা মিথ্যা হইবে না । আর
আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিলাম বলিয়া
বরদা নামে বিখ্যাত হইব । এই স্থানে আগমন
করিয়া যে সকল নারী আমার পূজা করিবে, তাহা-
দের কুলে কোন নারীই হৃৰ্ভগা হইবে না । মাঘী
তৃতীয়ায় উপবাসপরায়ণা হইয়া যে নারী আমাকে
দর্শন করিবে, সে আমার মত সুশ্রোণী হইবে ।
যে সকল নারী এই দিন ষোড়শটি দম্পতিকে
নব বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে ষোড়শবিধ
কল, ভক্ষ্যভোজ্য ও পক্কান্ন ভোজন করায়,
তাহারা উমা-ভুল্য হইয়া থাকে । এই ব্রতকে
উমাব্রত বলে । ইহা জীলোকদিগেরই অহুষ্ঠেয় ।
তৃতীয়ায় ইহা করিতে হয় । করিলে অপ্রসবিনী
প্রসব করে এবং হৃৰ্ভগা স্তুভগা হয় । পুরুষগণ

বারবার এই ব্রত করিলে ঐশ্বর্য লাভ করে । এই
কথা বলিয়া দেবী চার্কলোচনা ঐ স্থানে অবস্থান
করিতে লাগিলেন । নিশানাথ এই ব্রতপ্রভাবে
তাঁহার পরিত্যক্তা পত্নীগণকে রোহিণীর স্তায় দেখিতে
লাগিলেন । যে সকল হৃৰ্ভগা দুঃখিতা নারী উমা-
দেবীর পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই স্তুভগা হয় ।
হে দেবি ! এই আমি সংক্ষেপে শক্তি-মাহাত্ম্য
কীৰ্ত্তন করিলাম । তোমার বরারোহা নাম সোমে-
শ্বরে সৰ্ব পাপক্ষয়কর ও সৰ্বদারিদ্ৰানাশন । ১—২১

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর আমি
তোমাকে ক্রিয়াক্ষত্রির কথা বলিতেছি । এই
মহাদেবী প্রভাসক্ষেত্রে আছেন । ইনি দেবগণের
প্রীতিদায়িনী । সোমেশ্বরের লিঙ্গের বায়ুকোণে ষষ্টি-
ধ্ব ব্যবধানে ইনি অবস্থিতা । ঐ স্থানে এক
পীঠ আছে । ঐ পীঠ যোগিনীগণবন্দিত । এই
পীঠস্থানে এক পাতালতলগামী মহৎ বিবর বিদ্য-
মান আছে । এই মহাপ্রভ বিবরে ঐ দেবী রক্ষা-
রূপে বিরাজিতা । মহোবধি সকল এই মহাপ্রভ
পাতাল বিবরে নির্ধনিক্ষেপের স্তায় অবস্থিত । এই

লভেৎ ॥ ৪ ॥ ভৈরবীতি চ তদেব্যাঃ পূৰ্বঃ নাম
প্রকীৰ্ত্তিতম্ । অশ্বিন পুনশ্চাস্তরে তু অষ্টাবিংশে
চতুৰ্যুগে । ত্রেতাযুগমুখে রাজা অজাপালো বভূব
হ ॥ ৫ ॥ তেন চাগত্য ক্ষেত্রেহাশ্বিন পঞ্চবর্ষশতানি
চ । ভৈরবী পূজিতা দেবী ব্যাধিগ্রস্তেন ভামিনি
৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং দেবী সন্তুষ্টা রাজসন্তমম্
অনং ক্রেশেন রাজর্ষে তুষ্টাহং তব ভক্তিতঃ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা রাজা কৃতাজ্জলিপুটে সূখীঃ
প্রণম্যোবাচ তাং দেবীমানন্দাপ্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ৮ ॥
যদি তুষ্টাসি মে দেবি বরাহে যদিবাধ্যাহম্ । সর্কে
রোগাঃ শরীরান্মে নাশং যাস্তু বহিষ্কৃতাঃ ॥ ৯ ॥
এবমুক্তা তু সা দেবী পুনঃ প্রোবাচ তং নৃপম্ । সর্ক-
মেব মহারাজ যথোক্তস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্তে তু তদা দেব্যা তস্মৈ রাজঃ কলেবরাৎ ।
নির্গতা ব্যাধয়ন্তত্ৰ স্নাজ্জলপেণ বৈ পৃথক্ ॥ ১১ ॥
সহস্রাণাস্তু পঠেব নিয়তং সার্কমেব চ । ইতি বৃন্তে
মহাদেব্যা পুনঃ প্রোক্তো নরাধিপঃ ॥ ১২ ॥ রাজ-
স্নেহানজারূপান্ ব্যাধীন পালয় কৃৎসনশঃ । কি-
মুক্ষাণা ভবিষ্যন্তি তবৈবাদেশকারিণঃ ॥ ১৩ ॥ অজা-

পীঠ মধ্যে সবই আছে, অভাব কিছুই নাই,
যাহারা এই দেবীর অর্চনা করে, তাহারা এই
সকল বস্তু লাভ করিয়া থাকে । পূর্বে এই দেবীর
নাম ছিল—ভৈরবী । পরে বর্তমান মনস্তরে
অষ্টাবিংশ ত্রেতাযুগ প্রারম্ভে অজাপাল নামে
এক রাজা হন । তিনি এই ক্ষেত্রে আগমন
করিয়া পাঁচশত বৎসর যাবৎ এই ভৈরবীর পূজা
করেন । ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তিনি তপস্বী করিয়া-
ছিলেন । তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—
হে রাজর্ষে ! আর ক্রেশ করিতে হইবে না ।
আমি তুষ্ট হইয়াছি । রাজা দেবীবাচ্য শ্রবণ
করিয়া আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত হইয়া প্রণামপূরক
কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন,—দেবি ! যদি তুষ্ট হই
য়াছেন, আমি যদি বরাহ হই, তাহা হইলে রোগ
সকল আমার শরীর হইতে অপগত হোক ।
দেবী পুনরায় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনি যাজ্ঞ
প্রার্থনা করিলেন, তাহাই হইবে । এই কথা
বলিবামাত্র রোগ সকল রাজার শরীর হইতে অজা-
রূপে নিষ্কাশিত হইয়া গেল । এই ব্যাধি সকল
সংখ্যায় পাঁচসহস্র । ইহারা রাজসন্নিধানই
অবস্থান করিল । পুনরায় দেবী রাজাকে বলি-
লেন,—রাজন্ ! এই অজারূপী ব্যাধি সকলকে

পালেতি তে নাম খ্যাতং লোকে ভবিষ্যতি । তব
নাম্না মম নাম অজাপালেধরীতি চ । তবম্যতি
ধরাপৃষ্ঠে তচ্চ যাবচ্চতুৰ্যুগম্ ॥ ১৪ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ
চতুর্দশ্যাং যোহত্র মাং পূজয়িষ্যতি । তস্মাষ্টগুণ-
মৈশ্বর্যং দাস্তে তুষ্টা ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অশ্বযুক-
ছুক্রাষ্টম্যাঞ্চ ত্রিঃকৃদ্বা তু প্রদাক্ষিণাম্ । সোমেশং
মধ্যাতঃ কৃদ্বা সংগ্ৰাপ্যাত্যর্চ্য মাং পৃথক্ । তস্মৈ
বর্ষত্রয়ং রাজস্ন ভীঃ শোকো ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥ যা
তু বক্ষ্যা ভবেন্নারী রোগিণী হর্ভগা তথা । তয়োক্তা
নবমী কাৰ্ধ্যা মমাগ্রে তুষ্টিবন্ধিনী ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । ইত্যুক্তা তু তদা দেবী তত্রৈবাস্তহিতা-
ভবৎ । প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থঃ স রাজাতুলবিক্রমঃ ॥
১৮ ॥ পালয়ামাস ধর্ম্মাশ্রা তানজান্ ব্যাধিরূপিণঃ ।
ঔষধীবিবিধাকারান্তেষাং যাঃ পুষ্টিহেতবঃ ॥ ১৯ ॥
তত্র বর্ষশতং সাগ্রং পুষ্টিং নীতা অজাঃ
পৃথক্ । মহানিধানসংস্থানমজাপালেন নিশ্চিতম্ ॥
২০ ॥ অথ তস্মাঃ প্রসাদেন স রাজা পৃথু-
বিক্রমঃ । সপ্তদ্বীপাধিপো জাতঃ সূর্য্যবংশাব-
ভূষণঃ ॥ ২১ ॥ দেব্যা বাচ । অত্যাশ্চর্য্যমিদং দেব অজা-
দেব্যাঃ সমুদ্ভবম্ । পুনশ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তস্মৈ

তুমি পালন কর । ইহারা সর্বদাই আপনার
আজ্ঞাবহ কিঙ্কর হইবে । ইহাদের পালননিবন্ধন
তুমি অজাপাল নামে খ্যাতিলাভ করিবে । আমিও
তোমার নামে অজাপালেধরী নামে প্রসিদ্ধ হইব ।
চতুৰ্যুগ যাবৎ আমার এই নাম ধরাতলে ঘোষিত
হইবে ১—১৪ । যে যে ব্যক্তি অষ্টমী বা চতুর্দশীতে
এই স্থানে আমার পূজা করিবে, তাহাকে আমি
অষ্টৈশ্বর্য্য প্রদান করিব । অশ্বযুক শুক্রাষ্টমীতে যে
ব্যক্তি সোমেশ্বরকে মধ্যবস্ত্রী রাখিয়া আমায় প্রদাক্ষণ
করিয়া অর্চনা করিবে, তিন বৎসর যাবৎ তাহার
শোক ও ভয় হইবে না । যে সকল নারী বক্ষ্যা,
রোগিণী বা হর্ভগা, তাহারা উক্ত অষ্টমীতে আমার
পূজা করিবে । ইহা বলিলেন,—এই বলিয়া দেবী
অস্তহিত হইলেন । রাজা অজাপাল প্রভাস-
ক্ষেত্রে উক্ত অজারূপী রোগ সকলকে পালন করিতে
লাগিলেন । তাহাদের পুষ্টিকর ঔষধিসকলদ্বারা সপাদ
শতবর্ষকাল যাবৎ তাহাদের তুষ্টিসাধন করিলেন ।
এ স্থানে যে মহানিধানসংস্থান আছে, তাহা রাজা
অজাপাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি এই দেবীর
প্রসাদে সপ্তদ্বীপাধিপত্য লাভ করিয়া সূর্য্যবংশের
অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছিলেন । দেবী বলিলেন,—

রাজ্যোহঙ্কৃতং মহৎ ॥ ২২ ॥ কথং রাজা স দেবেশ
সপ্তদ্বীপাং বনুষ্করাম্ । শশাস এক এবাসৌ কথং তে
ব্যাধয়ঃ কৃতাঃ ॥ ২৩ ॥ ঐশ্বর্য উবাচ । পুরা বভূব
রাজর্ষির্দিলীপ ইতি বিজ্ঞতঃ । দৌর্যো নাম স্মৃতস্তস্মৈ
রঘুস্তস্মাদজায়ত ॥ ২৪ ॥ অজঃ পুত্রো রমোচ্চাপি
তস্মাদবশ্যাতিবীৰ্য্যবান্ । স ভৈরবীং সমারাধা কৃতা
ব্যাধীনজাগণান্ ॥ ২৫ ॥ পলয়ামাস সংহৃষ্টো হজা-
পালস্ততোহভবৎ । তস্মিন্ কালে বভূবাহ রাবণো
রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ লঙ্কাস্থিতঃ সুরগণান্নিয়য়োজ
স্বকর্ম্মসু । অথগুমগুলং চন্দ্রমাতপত্রং চকার হ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রং সেনাপতিং চক্রে বায়ুং পাংসুপ্রমার্জকম্ ।
বরুণং দূতকর্ম্মস্থং ধনদং ধনরক্ষকম্ ॥ ২৮ ॥ যমং
সংযমনেহরীণাং যুযুজে মন্ত্রণে মনুসু । মেঘাস্ত্রা-
র্দীপ্তি লিম্পন্তি জন্মাঃ পুষ্পাণি চিকিৎসুঃ ॥ ২৯ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ
শান্তিপরা ব্রাহ্মণাঃ প্রিয়শংসিনঃ । নাগা যামক-
কঙ্কাগাঃ গন্ধকা গীততৎপরারঃ ॥ ৩০ ॥ প্রেক্ষণীয়ে-
হপ্সরোরবন্দং বাদ্যো বিদ্যাধরা বৃত্তাঃ । গজাদ্যাঃ

সরিতঃ পানে গার্হপত্যে হতাশনঃ ॥ ৩১ ॥ বিশ্ব-
কর্ম্মাঙ্গসংস্কারে তেন শিল্পী নিয়োজিতঃ । তিষ্ঠন্তি
পার্শ্বিবাঃ সর্বে পুরঃ সেবাবিধায়িনঃ ॥ ৩২ ॥ দৃষ্টান্তে
ভাস্করে রত্নৈঃ প্রস্বলন্তো বিভূষণৈঃ । তান দৃষ্ট্বা
রাবণঃ প্রাহ প্রহস্তং প্রতিহারকম্ ॥ ৩৩ ॥
সেবাং কর্ত্তুং মম স্থানে ক্রহি কেহত্র সমাগতাঃ ।
উবাচ স প্রণম্যাগ্রে দণ্ডপাণিনিশাচরঃ ॥ ৩৪ ॥ এষ
কাকুৎস্থো মাঙ্কাতা ধুকুমারো নলোহর্জুনঃ । যযাতি-
নৃহবো ভীমো রাঘবোহয়ং বিদূরথঃ ॥ ৩৫ ॥ এতে
চাশ্বে চ বহবো রাজান ইহ চাগতাঃ । সেবাকরা-
স্তব স্থানে নাজাপাল ইহাগতঃ ॥ ৩৬ ॥ রাবণঃ
কুপিতঃ প্রাহ শীঘ্রং দূতং বিসজ্জয় । ইত্যাশ্রা প্রহিতো
দূতো ধূম্রাক্ষো নাম রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥ ধূম্রাক্ষ গচ্ছ
ক্রহি অমজাপালং মমাজ্ঞয়া । সেবাং কর্ত্তুং মমাগচ্ছ
করং বা যচ্ছ পার্শ্বিবা ॥ ৩৮ ॥ ‘অথবা চন্দ্রহাসেন হ্রাং
করিত্যে বিকঙ্করম্ । রাবণেনৈবমুক্তস্ত ধূম্রাক্ষো
গকড়ো যথা ॥ ৩৯ ॥ সম্ভ্রান্তস্তাং পুরীং রম্যাং
তচ্চ রাজকুলং গতঃ । দদর্শীয়াস্তমেকং স অজা-
পালমজাবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ মুক্তকেশং মুক্তকচ্ছং স্বর্ণ-

হে দেব! অজাদেবীর উত্তববৃদ্ধান্ত অত্যাশ্চর্য্য ;
অধুনা আমি রাজা অজাপালের অদ্ভুত চরিত্রকথা
শুনিতে ইচ্ছা করি। ঐ রাজা একক হইয়া
কিরূপে সপ্তদ্বীপা মহী শাসন করিতেন। ঐশ্বর
বলিলেন,—পূর্বে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন।
তাহার পুত্রের নাম ছিল—দৌর্য্য। দৌর্য্য হইতে
রঘু প্রাভূর্ত্ত হন। রঘু হইতে অদ্ভুতবীৰ্য্য অজ
উৎপন্ন হন। এই অজ ভৈরবীর আরাধনা করিয়া
ব্যাধি সকলকে অজারূপে বধনা করত তাহা-
দিগকে পৃথিবীতে পালন করেন। তাহাতে তিনি
অজাপাল নামে বিখ্যাত হন। ঐ সময় রাবণ
রাক্ষসেশ্বর হইয়াছিল। সে লঙ্কায় রাজ্য করিত।
নিজ রাজ্যে থাকিয়াই সে দেবভাগকে স্বীয়
বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে
চন্দ্রকে আতপত্র, ইন্দ্রকে সেনাপতি, বায়ুকে পাংসু-
মার্জক (ঝাড়ুদার), বরুণকে দূত, ধনদকে ধন-
রক্ষক (ভাণ্ডারী), যমকে অরিমর্দক, ও মনুকে
মন্ত্রী করিয়াছিল। মেঘগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া
কখন বৃষ্টি করিত; কখন বা আকাশে লিপ্ত হইয়া
ধাকিত। জন্মসকল পুষ্প বর্ষণ করিত। সপ্তর্ষগণ
শান্তিপরাব্রাহ্মণ ছিলেন। নাগগণ যামককক্ষে
(যে কক্ষে রাবণ ব্রাহ্মযাপন করিত) অবস্থান
করিত, গন্ধকগণ তাহার নিকট গান গাহিত।
দর্শনীয় কর্ম্মে (নৃত্যাদিতে) অপ্সরোগণ নিযুক্ত

ছিল। বিদ্যাধরগণ বাদ্য বাজাইত। গজাদি
নদীসকল তাহার পানকর্ম্ম সম্পন্ন করিত। হতাশন
গার্হপত্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। বিশ্বকর্ম্মা অঙ্গ-
সংস্কার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আর নৃপতিবৃন্দ
সকল তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা কর্ম্ম
নির্ব্বাহ করিতেন। একদা কতিপয় রাজা ভাস্কর
বররত্ন-মণ্ডিত ভূষণে ভূষিত দৃষ্ট হইলে তাহা-
দিগকে দর্শন করিয়া রাবণ প্রতিহারী প্রহস্তকে
বলে,—ওরে দেখত,—অদ্য আমার সেবা করিবার
জন্ত কে কে আসিয়াছে। দণ্ডপাণি নিশাচর প্রহস্ত
অমান প্রণাম করিয়া বলিল,—মহারাজ! কাকুৎস্থ,
মাঙ্কাতা, ধুকুমার, নল, অর্জুন, যযাতি, নহষ, ভীম,
রাঘব, বিদূরথ প্রভৃতি বহু রাজা সেবা করিবার
জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছেন; কেবল আসেন
নাই—অজাপাল। রাবণ বলিল,—শীঘ্র দূত প্রেরণ
কর। এই কথা বলিয়া স্বয়ংই ধূম্রাক্ষকে প্রেরণ
করিল এবং বলিয়া দিল, ধূম্রাক্ষ! শীঘ্র যাও;
যাইয়া আমার আদেশে অজাপালকে বল, শীঘ্র
সেবা করিতে এস; অথবা কর প্রদান কর। অস্তথা
চন্দ্রহাস (খড়্গ) দ্বারা মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিব।
ধূম্রাক্ষ রাবণকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া রম্য অজা-
পালপুরী এবং ক্রমশঃ রাজকুল প্রাপ্ত হইল। সে

কন্দলধারিণম্ । যষ্টিকঙ্কং রেণুধূতং ব্যাধিভিঃ
পরিবারিতম্ ॥ ৪১ ॥ নিম্নস্তমিব শাঙ্গুলং সর্কোপ-
দ্রবনাশনম্ । মহামালিখানামানি বিনিম্নস্তং দ্বিবাং
গণম্ ॥ ৪২ ॥ স্নাতং ভুক্তং নিজস্থানে কৃত্যকৃত্যং
মন্তুং যথা । দৃষ্ট্বা কৃষ্টমনাঃ প্রাহ ধুম্রাক্ষো রাবণো-
দিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অজাপালোহপি সাক্ষেপং প্রত্যুক্ষা
কারণোত্তরম্ । প্রেষয়ামাস ধুম্রাক্ষং ততঃ কৃত্যং
সমাদদে ॥ ৪৪ ॥ জরমাকারয়িত্বা তু প্রোবাচেদং
মহীপতিঃ । গচ্ছ লঙ্কাধিপস্থানমাচর ত্বং যথো-
দিতম্ ॥ ৪৫ ॥ নিযুক্তস্তজপালেন জরো দিবি
জগাম হ । গত্বা চ কম্পয়ামাস রাবণং রাক্ষসে-
শ্বরম্ ॥ ৪৬ ॥ রাবণস্তং বিদিত্বা তু জরং পরম-
দাক্ষণম্ । প্রোবাচ তিষ্ঠতু নৃপস্তেন মে ন
প্রয়োজনম্ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ স বিজরো রাজা বভূব
ধনদানুজঃ । এবং তস্মৈ চরিত্রাণি সন্তি চাত্তানি
কোটিশঃ ॥ ৪৮ ॥ অজাপালস্ত দেবেশি স্বর্ধাবষ্টিট-
কিরীটিনঃ । তেনৈষারাধিতা দেবী অজাপালেন
বীমতা । সর্করোগপ্রশমনী সর্কোপদ্রবনাশিনী ।

৪৯ ॥ পূজয়েস্তাং বিধানেন ভোগেপ্পূর্ঘদি মানবঃ ।
গন্ধৈর্ধূপৈরলঙ্কারৈর্বস্ত্রৈরশ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৫০ ॥
ইতি তে কথিতং সর্কমজাদেব্যাঃ সমুর্ভবম্ । সর্ক-
দুঃখোপশমনং সর্কপাতকনাশনম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অজাপালেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ বচি তৃতীয়াং তে জ্ঞান-
শক্তিং শিবান্বিকাম্ । প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থাং দারি-
দ্রৌঘ্যবিনাশিনীম্ ॥ ১ ॥ অজেতি নায়ীং তাং দেবীং
রাহস্যীশাদক্ষিণে স্থিতাম্ । মম বক্ত্রাধিনিষ্কাশ্তা
যষ্ঠাদৈ বিষ্ণুপূজিতাং ॥ ২ ॥ দেবীবাচ । পঞ্চবক্ত্রাণি
দেবেশ প্রসিদ্ধানি তব প্রভো । যষ্ঠং যদ্বদনং দেব
তস্ত কিং নাম সংস্মৃতম্ । সমুৎপন্ন কথং তস্মাদজা-
দেবীতি যা জ্ঞাতা ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধু পৃষ্টং
ত্বয়া দেবি যদগোপ্যং স্বস্মৃতেষপি । তত্তেহহং
সম্ভবক্ষ্যামি অপ্রসিদ্ধাগমোদিতম্ ॥ ৪ ॥ বক্ত্রাণি

রাজকূলে প্রবেশ করিয়া অজাপালকে অজাপরিবৃত
হইয়া আসিতে দেখিল । অজাপাল—যুক্তকেশ,
মুক্তকচ্ছ, স্বর্ণকন্দলধারী, যষ্টিকঙ্ক, রেণুধূসরিত
ও ব্যাধিগণপরিবৃত । তিনি যেন শাঙ্গুলকে নিহত
করিতেছেন ; তিনি সর্কোপদ্রবনাশন এবং তিনি
যেন ভূমিতে শক্রনাম লিখন করিয়া তাহাকে নিহত
করিতেছেন । তিনি স্নাত ভুক্ত এবং কৃতকৃত্য
মন্তুয় স্তায় । এবস্তুত অজাপালকে দর্শন করিয়া
ধুম্রাক্ষ সহর্ষে রাবণোদিত বিজ্ঞাপন করিল । অজা-
পাল দূতবার্তা শ্রবণপূর্বক ক্ষুধ হইয়া হেতুযুক্ত
প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন । প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া
তিনি ধুম্রাক্ষকে প্রেরণ করত স্বীয় কৃত্য সমাধান
করিতে লাগিলেন । তিনি জরকে আহ্বান করিয়া
বলিলেন,—হে জর ! তুমি লঙ্কাধিপসমীপে গমন
করিয়া যথাকথিত আচরণ কর । রাজা কর্তৃক
প্রযুক্ত হইয়া জর অন্তরিক্ষ মর্গে গমন করিল এবং
লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া সে রাক্ষসেশ্বর রাবণকে
কাঁপাইতে লাগিল । রাবণ তখন ঐ পরম দাক্ষণ
জরকে জানিতে পারিয়া বলিল,—রাজা অজাপাল
থাকুক ; তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই । তখন
ধনদানুজ রাজা রাবণ বিজর হইলেন । স্বর্ধা-
ভাস্বরকিরীটকান্তি রাজা অজাপালের এরূপ চরিত্র
অনেক আছে । সর্কোপদ্রবনাশিনী সর্করোগ-

প্রশমনী উক্ত দেবী (শক্তি) অজাপাল কর্তৃক
আরাধিত হইয়াছিলেন । মানব যদি ভোগেপুশু
হয়, তাহা হইলে যথাবিধানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-অলঙ্কার
বস্ত্র ও অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । হে
দেবি ! এই আমি অজাদেবীর সর্কপাতকনাশন সর্ক
দুঃখোপশমন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ॥ ১৫--৫১ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনবষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর আমি
তোমাকে শিবান্বিকা তৃতীয়া জ্ঞানশক্তির কথা বাল-
তেছি । তিনি প্রভাসক্ষেত্র মধ্যস্থা ও দারি-
দ্রৌঘ্যবিনাশিনী । তাঁহার নাম—অজা । তিনি
রাহস্যীশলিঙ্গের দক্ষিণে অবস্থিতা । আমার বিষ্ণু
পূজিত যষ্ঠ বক্ত্র হইতে তিনি নিষ্কাশ্তা হইয়াছেন ।
দেবী বলিলেন,—হে প্রভো ! আপনার বদন ত'
পাঁচটি বলিয়া প্রসিদ্ধ ; আপনি যে যষ্ঠ বদনের কথা
কহিতেছেন, তাহার নাম কি ? যিনি অজাদেবী
বলিয়া কথিত, তিনি কিরূপে ঐ বদন হইতে উৎপন্ন
হইলেন ? ঈশ্বর কহিলেন,—সাধু প্রশ্ন করিয়াছ,
দেবি ! যাহা স্বপুত্রের নিকটও গোপনীয় এবং প্রসিদ্ধ

মম দেবেশি সপ্তাসন পূৰ্ণমেব হি। সদ্যোজাতাদি
পঞ্চৈব যষ্ঠং স্মৃতমজ্ঞেতি চ। ৫। সপ্তমং পিচু-
নামেতি সপ্তৈবং বদনানি মে। তেভ্যোহজং ব্রহ্মণে
দন্তং পিচুবক্ত্রং তু বিষ্ণবে ॥ ৬। তস্মাদহং মহাদেবি
পঞ্চবক্ত্রোহধুনাভবম্। অজস্র ব্রহ্মা সঙ্কল্পে পিচু-
বিষ্ণুরঞ্জায়ত ॥ ৭। অজবক্ত্রান্নমহাদেবি অজা জাতা
মহাপ্রভা। অঙ্কানুররণে ঘোরে মম ক্রোধেন
ভামিনি ॥ ৮। খড়্গাচর্মধরা দেবী সুরূপা সিংহ-
বাহিনী। মর্দয়ন্তী মহাদৈত্যান্ দেবীকোটীসমব্রিতা ॥
তস্তা ভয়েন যে দৈত্যা বিক্রতা দক্ষিণার্ণবম্।
পৃষ্ঠতোহনুয যো তান্ বৈ সা দেবী সিংহবাহিনী ॥ ১০।
ইতস্ততস্তে ধাবন্তো মাধ্যমাশ্চ তদগণৈঃ। প্রভাস
ক্ষেত্রসম্প্রাপ্তা নশ্তমানা মহার্ণবম্ ॥ ১১। কেচিৎত্র
হতা দৈত্যাঃ কেচিৎপাতালমায়মু। নিঃশেষান্নিহতান্
দৃষ্ট্বা সা দেবী সিংহবাহিনী ॥ ১২। ক্ষেত্রং পবিত্র-
মাজ্জায় তত্র স্থানে স্থিতা শুভা। সোমেশাদৌশ-
কোণস্থা সৌরীশাহুস্তরে স্থিতা ॥ ১৩। যস্তাঃ তত্র

স্থিতাঃ পশ্চোদ্যোবিধাথ নরোহপি বা। স ভূয়াৎ
স্বসৌভাগ্যৈঃ সপ্তজন্মানি সংযুতঃ ॥ ১৪। গীত-
বাদ্যাদিকং নৃত্যং যন্তত্র কুরুতে নরঃ। তস্তাষয়ে
ন দৌর্ভাগ্যং ভূয়াতস্তাঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৫। স্বতেন
দৌপকং তত্র যা নারী সম্প্রযচ্ছতি। রক্তবর্ত্যা মহা-
দেবি যাবন্তস্তত্র তন্তবঃ। তাবজ্জন্মান্তরাণ্যেব
সা সৌভাগ্যমবাশুয়াৎ ॥ ১৬। যশ্চৈতত্ত্ব
পঠেন্নিত্যং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ। শৃণুয়াৎপি যো
ভক্ত্যা স কামানখিলাপ্নভেৎ ॥ ১৭। ইতি সংক্ষে-
পতঃ প্রোক্তো রুদ্রশক্তিঃস্বক্রমঃ ॥ ১৮। এতাঃ
শক্তীঃ পূজয়িত্বা সোমেশং পূজয়েন্তুতঃ। সম্যগ্-
যাত্রাকলাপেক্ষী একাং বা বরদামথ ॥ ১৯।

ইতি শ্রীক্ষান্দে অজাদেবীমাহাশ্রয়বর্ণনং নামৈকোন-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। প্রভাসক্ষেত্রদুতীনাং ত্রিতয়ং
বরবর্ণন। অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু হেঃমনাঃ
প্রিয়ে ॥ ১। প্রথমা মঙ্গলা দেবী বিশালাক্ষী দ্বিতী-

করিতে লাগিলেন। যে সকল নর বা নারী
তাঁহাকে দর্শন করে, তাঁহারা সপ্তজন্ম সম্বন্ধ সৌভাগ্য-
যুক্ত হব। যে সকল নর সেখানে গীত-বাদ্যাদ
করে, দেবী সিংহবাহিনীর প্রসাদে তাঁহাদের গৃহে
কদাপি দৌর্ভাগ্য হয় না। যে সকল নারী রক্তবার্ভ
করিয়া ঐ স্থানে দৌপদান করে, তাঁহারা বস্ত্রভক্তি-
পারমিত জন্ম সুভগা হইয়া থাকে। যাঁহারা তৃতীয়া
তিথিতে ভক্তিপূর্বক নিত্য ইহা পাঠ করে, তাঁহারা
আখল কামনা লাভ করিয়া থাকে। হে দেবি!
এই আমি ক্রমশঃ রুদ্রশক্তিঃস্বক্রমঃ বিষয় কীর্তন
করিলাম। মানব সম্যক্ যাত্রাকল ও একমাত্র
বরদা দেবীকে কামনা করিয়া ঐ সকল শক্তি ও
সোমেশ্বরের পূজা করিবে। ১—১৯

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর বলিলেন,—অগ্নি বরবর্ণিনি! অতঃপর
আমি তোমায় প্রভাসক্ষেত্রের দুতীত্বের কথা
বর্ণনা করি, অনন্তমানে শ্রবণ কর। মঙ্গলা, বিশা-

আগমাদিতে অপ্রকাশিত হইলেও, আমি তাহা
তোমাকে বলিতেছি। পূর্বে আমার বদন সাতটি
ছিল। তন্মধ্যে সদ্যোজাতাদি পঞ্চ, ষষ্ঠ অজ
এবং সপ্তম পিচুনায়া। এই সপ্ত বদনের মধ্যে
অজ নামক বদন ব্রহ্মাকে এবং পিচুনায়া বদনটি
বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছি। এই জন্মই অধুনা
আমি পঞ্চানন হইয়াছি। আমার বদন লাভ করিয়া
ব্রহ্মা অজ, ও বিষ্ণু পিচুনায়া হইয়াছেন। ঘোর
অঙ্কানুররণে আমার অজবক্ত্র হইতে মহাপ্রভা
অজা নির্গত হইয়াছিল। ঐযুদ্ধে তিনি সিংহবাহিনী ও
খড়্গাচর্মধারিণী হইয়া কোটি দেবী সমভিব্যাহাবে
মহা দৈত্যগণকে মর্দিত করিয়াছিলেন। যে
সকল দৈত্যা ভীত হইয়া দক্ষিণার্ণব অভিমুখে
পলায়ন করিয়াছিল, সিংহবাহিনী দেবী তাঁহাদের
পঞ্চাঙ্গাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা গণসমূহ কর্তৃক
প্রহৃত হইতে হইতে দৈত্যগণ ইতস্তত ধাবন
করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা আহত হইতে হইতে
প্রভাসক্ষেত্রসমীপে মহার্ণবে উপস্থিত হয়। ঐ
স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ মৃত্যু-
মুখে পতিত হইল এবং কেহ কেহ পাতালপুরে
পলায়ন করিল। দেবী সিংহবাহিনী তখন তাহা-
দিগকে নিঃশেষ নিহত দেখিয়া উত্তম ক্ষেত্র জ্ঞানে
প্রভাসে অবস্থান করিলেন। তিনি সোমেশ্বরের
ঈশানকোণে এবং সৌরীশ্বরের উত্তরে অবস্থান

য়িকা । তথা চহরদেবী তু তৃতীয়া পরিকীর্তিতা ॥
যথাক্রমতঃ পূজাঃ শক্রযন্তা বরাননে । প্রভাস-
ক্ষেত্রযাত্রায়াঃ কলপ্রপন্নরো যদি ॥ ৩ ॥ দেব-
বাচ । কস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেব দূতাস্তাঃ ক্ষেত্র-
রক্ষিকাঃ । কস্তু তাঃ কথমায়াধাঃ কথং পূজ্যা
জগৎপতে ॥ ৪ ॥ ঐশ্বর উবাচ । ব্রাহ্মী তু মঙ্গলা
প্রোক্তা বিশালাক্ষী তু বৈষ্ণবী । রৌদ্রী শক্তিঃ
সমাখ্যাতা দেবী সা চহরপ্রিয়া ॥ ৫ ॥ মঙ্গলা প্রথমং
পূজ্যা অজ্ঞাদেবান্তরে স্থিতা । রাহ্মীশাদক্ষিণে
ভাগে নাতিদূরে বরাননে ॥ ৬ ॥ সোমেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠাপ্য
প্রারম্ভে যজ্ঞকৰ্ম্মণি । সোমেন তত্র দেবানামাগতা
সা দিদৃক্ষয়া ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাদীনাক সা যস্মান্নাঙ্গল্যং
কৃতবত্যায়ে । তস্মাৎ সা মঙ্গলা প্রোক্তা সৰ্ব্বমাঙ্গল্য-
দায়িনী ॥ ৮ ॥ তৃতীয়ায়াঃ তু যা নারী নরো বা
পূজয়িত্যতি । তস্মান্নাঙ্গল্যঃখানি নাশং যাস্তাস্তি
কৃৎসনশঃ ॥ ৯ ॥ দম্পতীভোজনং তত্র কলদানং
সকঙ্কম্ । প্রশস্তং পুষদাজ্যাস্ত প্রশনং পাপ-
নাশনম্ ॥ ১০ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মহা-
ভাগ্যং মহোদয়ম্ । মঙ্গলায়াশ্চ মাহাত্ম্যং সৰ্ব-
পাতকনাশনম্ ১১ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে মঙ্গলামাহাত্ম্যাবৰ্ণনং
নাম যষ্টিচমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

লাক্ষী, ও চহরদেবী এই তিন দূতী । প্রভাস-
যাত্রাপ্রবৃত্ত ব্যক্তি এই শক্তিত্রয়ের যথাক্রমে পূজা
করিবে । দেবী বলিলেন,—হে দেব ! ঐ ক্ষেত্র-
রক্ষিকা দেবীগণ কোন্ স্থানে আছেন—ঊঁহার
কাহার—কিরূপে ঊঁহাদের আরাধনা করিতে হয়
—এবং পূজাই বা ঊঁহাদের কিপ্রকার ? ঐশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি ! ব্রাহ্মী শক্তি মঙ্গলা, বিশা-
লাক্ষী বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রী শক্তিই চহরপ্রিয়া বলিয়া
কথিত । প্রথমে এই মঙ্গলার পূজা করিতে হয় ।
মঙ্গলাদেবী অজ্ঞাদেবীর উত্তরে এবং রাহ্মীশ-
লিঙ্গের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত । সোমেশ্বর
প্রতিষ্ঠার সময় যখন যজ্ঞকৰ্ম্ম আরম্ভ হয়, তখন
এই মঙ্গলাদেবী দেবদর্শনমানসে সোমের সহিত
প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন । তিনি ব্রহ্মাদি
দেবগণের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন বলিয়া সৰ্ব-
মঙ্গলদায়িনী মঙ্গলা নামে অভিহিতা হন । তৃতীয়া
তিথিতে যেন নর বা নারী ঊঁহার পূজা করে তাহা-
দের অমঙ্গল-জানত হুঃখ দূর হয় । মঙ্গলাদেবীর
পূজাস্তে দম্পতিভোজন সকুঙ্কম, কলদান এবং দধি

একযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেনমহাদেবীঃ ক্ষেত্র-
দূতীস্ত বৈষ্ণবীম্ । শ্রীদৈত্যহৃদনাদেবি পূর্বভাগে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ যোগেশ্বর্যাস্তদেবশাস্তাং ধনুবাং
সপ্তকে স্থিতাম্ । মহাদৌর্ভাগ্যদম্বানাং স্থিতাং
ভেষজরূপিণীম্ ॥ ২ ॥ চাক্ষুষস্তাহরে দেবি যদা দৈত্যা
বলোৎকটাঃ । হস্তমানা বিষ্ণুনাথ দক্ষিণাং দিশমা-
বিশন্ ॥ ৩ ॥ তত্র বর্ষশতং সাগ্রং দৈত্যাশ্চক্রবর্ষা-
হবন্ । বিষ্ণুনা সহ দেবেশি দিব্যাশ্চৈব পৃথগ্বিধৈঃ ॥
৪ ॥ হুঃখবধ্যাংস্ততো জাহ্না বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ ।
সম্মার ভৈরবীঃ শক্তিঃ মহামায়াঃ মহাপ্রভাম্ ॥ ৫ ॥
সা স্মৃতা ক্ষণমাত্রেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । তত্রাগতা
মহাদেবী আনন্দক্ষুরিতেক্ষণা ॥ ৬ ॥ বিশালে তু
কুতে দেব্যা লোচনে বিষ্ণুদর্শনাৎ । বিশালাক্ষী
ততো জাতা তত্রাহা দৈত্যনাশিনী ॥ ৭ ॥ অগ্নিন্
কল্পে সমাখ্যাতা ললিতোমা বরাননে । উমা-
দ্বয়ং সমাখ্যাতং সোমেশে দৈত্যহৃদনে ॥ ৮ ॥

স্বত প্রদান প্রশস্ত ও পাপনাশন । এই আমি
সর্বপাপনাশন মহোদয় মঙ্গলামাহাত্ম্য সংক্ষেপে
কৌর্ভন করিলাম । ১—১১ ।

যষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

একযষ্টিতম অধ্যায় ।

ঐশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মহা-
দেবী বৈষ্ণবী ক্ষেত্রদূতীদর্শনে গমন করিতে হয় ।
দেবী ক্ষেত্রদূতী শ্রীদৈত্যহৃদনের পূর্বভাগে যোগে-
শ্বরীর ঐশ্বানদিকে সপ্ত ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
তিনি মহাদৌর্ভাগ্যদম্ব ব্যক্তিগণের ভেষজরূপিণী ।
চাক্ষুষ মনুর অধিকারকালে যখন বলোৎকট-দৈত্যা-
গণ বিষ্ণু কর্তৃক হন্যমান হইয়া দক্ষিণ দিক্ আশ্রয়
করিয়া শতবর্ষকাল দিব্যাস্ত্রদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে, তখন ভগবান্ কমল-
লোচন দৈত্যদিগকে হুর্ক্ষণ জ্ঞানে মহাপ্রভা মহামায়া
দেবী ভৈরবী শক্তিকে স্মরণ করেন । তিনি তৎ-
কর্তৃক স্মৃত হইবামাত্র আনন্দক্ষুরিতনেত্রে তৎক্ষণাৎ
আগমন করেন । তিনি বিষ্ণুকে দর্শন করিবার
জন্ত স্বীয় লোচন বিশাল করিতেছিলেন বলিয়া
ঊঁহার নাম বিশালাক্ষী হইয়াছে । বর্তমান কল্পে
তিনি ললিতোমা নামে প্রসিদ্ধা । সোমেশে ও

পূৰ্ণং সোমেশ্বরে পঞ্চোৎ পশ্চাত্ত্বৈদেত্যাহুদনে ।
 উমাধ্বয়ং পূজয়িত্বা তীর্থযাত্রাকলং লভেৎ ॥ ১০ ॥
 মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং বিধিনা যোহর্চয়েত্তু তাম্ ।
 ন সন্ততিবিহীনঃ স্মাত্ত্ব্য কোটিষয়ে নরঃ ॥ ১১ ॥
 যো নিত্যমীকতে তত্র ভক্তা পরময়া যুতঃ ।
 আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্তোহসৌ ভবেচ্চিরম্ ॥
 ১১ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ললিতো-
 দ্ভবম্ ॥ ঋতং যৎপাপনাশায় জায়তে ধর্মবৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥
 ইতি শ্রীস্কান্দে ললিতোমাবিশালাক্ষীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নানৈকযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তৃতীয়াঃ
 চহরপ্রিয়াম্ । ললিতাপূর্নদিগ্ভাগে দশধ্বস্বরে
 স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রদূতঃ মহারোদ্রীঃ ক্রুদ্রশক্তিঃ
 মহাপ্রভাম্ । ক্ষেত্ররক্ষাবিধৌ তত্র ময়া মুক্তাং তু
 মধ্যতঃ ॥ ২ ॥ কোটিভূতসমায়ুক্তা মহাকায়া মহা-
 প্রভা । জীর্ণৈঃ গৃহে তথোদ্যানেন প্রাসাদাটালকে
 পথি ॥ ৩ ॥ চহরেষু চ সর্বেষু ক্ষেত্রমধ্যস্থিতা সতী ।

দৈত্যাহুদনে উমাধ্বয় বিখ্যাত । পূর্বে সোমেশ্বরে
 উমা দর্শন করিতে হয়, পশ্চাৎ দৈত্যাহুদনে দর্শন
 করা কর্তব্য । উমাধ্বয়ের পূজা করিলে তীর্থযাত্রা-
 কললাভ হয় । যে জন মাঘী তৃতীয়ায় বিধিপূর্বক
 উমার অর্চনা করে, তাহার কোটিকুলজাত নর
 কদাপি সন্ততিবিহীন হয় না । যে মানব নিত্য
 ভাস্কপূর্বক তাঁহাকে দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই
 আরোগ্যসুখসৌভাগ্যসংযুক্ত হয় । হে দেবি ! এই
 আমি ললিতোদভবমাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্তন করি-
 লাম । ইহা শুনিলে পাপনাশ ও ধর্মবৃদ্ধি হয় ১-১২ ।

একযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিযষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর তৃতীয়া
 চহরপ্রিয়া দেবীসমীপে গমন করিতে হয় ।
 ইনি ললিতার পূর্নদিগ্ভাগে দশ ধ্বস্বর ব্যবধানে
 অবস্থিত । মহাপ্রভা মহারোদ্রী ক্ষেত্রদূতীকে
 আমি ক্ষেত্ররক্ষার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছি । ইনি
 কোটিভূতসমায়ুক্ত মহাকায়া ও মহাপ্রভা । জীর্ণ

ব্রাত্মো পর্যটতে দেবী ভূতানাং কোটিভির্বৃতা ॥ ৪ ॥
 মহানবম্যাং যন্তত্র নারী বাধ নরোহপি বা । নানা-
 পূজোপচরৈশ্চ পূজয়েদ্বিধিবচ্ছুভাম্ ॥ ৫ ॥ তন্ত
 তুষ্টাখিলান্ কামান্ সা দেবী সম্প্রদাস্ততি ।
 দম্পত্যোর্ভোজনং তত্র দেয়ং যাত্রাকলেপুভিঃ ।
 ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
 ক্ষেত্রদূত্যাঙ্কৃতীয়ায়াঃ ঋতমৈশ্বর্য্যাকারকম্ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চহরাদেবীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 দ্বিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ভৈরবে-
 শ্বরমুত্তমম্ । যোগেশ্বর্যা দক্ষিণভৌ নাতিদূরে
 ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ সর্বপাপপ্রশমনং দিব্যৈশ্বর্য্য-
 প্রদায়কম্ । পুরা দৈত্যাবিনাশায় যদা দেবী
 কতোদ্যমা ॥ ২ ॥ তদা ভৈরবমাহুয় দূতহে নিযু-
 যোজ হ । শিবদূতী তদা প্যাতা পশ্চাদ্যোগে-
 শ্বরীতি চ ॥ ৩ ॥ ভৈরবো যত্র বৈ দেব্যা দূতহে

গৃহ, উদ্যান, প্রাসাদ, অটালক, পথ, চহর এবং সর্ব-
 ক্ষেত্রমধ্যস্থিত । এই দেবী কোটিভূত পরিবৃত্ত
 হইয়া ব্রাত্মকালে বিচরণ করেন । যে নর বা নারী
 মহানবমী তিথিতে নানা পূজোপচার দ্বারা তাঁহার
 পূজা করে, তাহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া তিনি অখিল
 অভিলাষিত প্রদান করিয়া থাকেন । যাত্রাকলেপু
 ব্যক্তিরা এই স্থানে দম্পতিভোজন করান কর্তব্য ।
 হে দেবি ! এই তৃতীয় ক্ষেত্রদূতীর পাপনাশন
 ঐশ্বর্য্যাকারক মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ১—৭ ।

দ্বিযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিযষ্টিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি ! অতঃপর মানব
 উত্তম ভৈরবেশ্বরে গমন করিবে । যোগেশ্বরীর
 দক্ষিণদিগ্ভাগে অনাতিদূরে তিনি অবস্থিত ।
 তিনি সর্বপাপপ্রশমন ও দিব্যৈশ্বর্য্য-প্রদায়ক ।
 পূর্বে দৈত্যাবিনাশের জন্ত যখন দেবী কতোদ্যমা
 হইয়াছিলেন, তখন তিনি ভৈরবকে আহ্বান
 করিয়া দূতহে নিযুক্ত করেন । এই সময়েই তিনি
 শিবদূতী নামে খ্যাতি লাভ করিয়া পরে আবার

বিনিযোজিতঃ । তেন লিঙ্গং সমাখ্যাতং ভৈরবে
শ্বরনামকম্ ॥ ৪ ॥ পূজিতং দেবদৈত্যৈশ্চ ভৈরবেণ
প্রতিষ্ঠিতম্ । যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কার্তিক্যা
বিধিনা নরঃ । নিরন্তরং বা যগ্নাসং সোহভীষ্টং
লভতে কলম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মৈব পূৰ্বদিগ্ভাগে ধনুযাঃ
পঞ্চকে স্থিতম্-। লক্ষ্মীশ্বরেতি বিখ্যাতং দারিদ্র্যোষ-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ যন্তং দেব্যা সমানীতা লক্ষ্মী-
দৈত্যারিহত্যা চ । তেন লক্ষ্মীশ্বরং নাম স্বয়ং দেব্যা
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা শ্রীপঞ্চম্যাং
বিধানতঃ । ন বিযুক্তো ভবেন্নশ্বা যাবগ্নবস্তরং
প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে লক্ষ্মীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

যোগেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হন । তথায় ভৈরব দেবী
কর্তৃক দূতহে যোজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তত্রতা
লিঙ্গও ভৈরবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন ।
এই ভৈরবপ্রতিষ্ঠিত দৈবদৈত্যপূজিত লিঙ্গ যে
ব্যক্তি যগ্নাস যাবৎ বা নিরন্তর কার্তিকী পৌর্ণ-
মাসীতে তত্ত্বপূৰ্বক যথাবিধি পূজা করে, সে
অভীষ্ট কল লাভ করিয়া থাকে ১১—৫ ।

ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের
পূৰ্বদিগ্ভাগে পঞ্চধনু ব্যবধানে বিখ্যাত দারিদ্র্য-
নাশন লক্ষ্মীশ্বর নামে এক লিঙ্গ আছেন । দেবী
দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মীকে
আনয়ন করিয়াছিলেন । সেই জন্যই এই লিঙ্গ
লক্ষ্মীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হন ; আর লক্ষ্মী দেবীও এই
লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যে জন তত্ত্বপূৰ্বক
শ্রীপঞ্চমীদিনে এই লিঙ্গের পূজা করে, সে
মহন্তরাবিধি লক্ষ্মীবিযুক্ত হয় না । ১—৩ ।

চতুঃষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৪ ।

পঞ্চষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং
বৈ বাড়বেশ্বরম্ । লক্ষ্মীশাহুতরে তাগে বিশালা-
ক্ষ্যাক্ষ দক্ষিণে ॥ ২ ॥ স্থিতং মহাপ্রভাবং হি বাড়বেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । কৃতশ্মরো যদা দধুঃ পৰ্বতো বাড়বা-
গিনা ॥ ২ ॥ সমৌকৃত্যাখিলঃ স্থানং তেন লিঙ্গং
প্রতিষ্ঠিতম্ । পূজয়েতঃ বিধানেন দধা সংস্রাপ্য
শঙ্করম্ ॥ ৩ ॥ দধি দদ্যাচ্চ বৈ তত্র ব্রাহ্মণে বেদ-
পারগে । সোহগ্নিলোকমবাপ্নোতি সমাগ্ণ্যত্নাকলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বাড়বেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহালিঙ্গমর্ঘ্যেশ্বর-
মিতি শ্রুতম্ । উত্তরে তু বিশালাক্ষ্যা নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সুরগন্ধৰ্ব-
পূজিতম্ । যদা দেবী সমায়াতা বড়বানলধারিণী ।

পঞ্চষষ্ঠিতম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । অন্তঃপর মানব
বাড়বেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
লক্ষ্মীশ্বরের উত্তর দিকে বিশালাক্ষী দেবীর দক্ষিণে
অবস্থিত । এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, বাড়ব ইহার
প্রতিষ্ঠাতা । বাড়বাগ্নি যখন নিখিল স্থান সমতল
করিয়া কৃতশ্মর পৰ্বত দাহ করেন, তখনই তিনি এই
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যে মানব যথাবিধি
দধি দ্বারা লিঙ্গ প্ৰান সমাপনপূৰ্বক বেদপারগ
ব্রাহ্মণকে দধি দান করে, সে অগ্নিলোক ও সম্যক
যাত্নাকল প্রাপ্ত হয় । ১—৪ ।

পঞ্চষট্‌তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর উত্তরদিকে বিশা-
লাক্ষী দেবীর অনতিদূরে অবস্থিত অর্ঘ্যেশ্বর নামে
প্রসিদ্ধ মহালিঙ্গের নিকট গমন করিবে । ঐ
লিঙ্গ মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও সুরগন্ধৰ্বগণের পূজিত ।

২। প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য দৃষ্টা তত্র মহোদধিম্ ।
 অর্ঘ্যং দত্তবতী তত্র বিধিনা তদ্ব্যহোদধেঃ । ৩।
 প্রতিষ্ঠাপ্য মহলিঙ্গং সম্পূজ্য বিধিনা ততঃ ।
 প্রবিবেশাথ দেবেশি স্নানার্থং চ মহোদধৌ । ৪।
 যস্মাদর্ঘ্যং . পুরা দত্তা পশ্চাদীশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 তেনার্ঘ্যেণৈতি বিখ্যাতং লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ । ৫।
 পঞ্চায়তেন সংস্রাপ্য বিধিনা যন্তর্মর্চয়েৎ । সপ্তজন্মনি
 দেবেশি স বিদ্যামধিগচ্ছতি । সম্যক্ শাস্ত্রপ্রবক্তা
 চ সর্বসন্দেহবিন্তমঃ । ৬।

ইতি শ্রীস্কান্দেহর্ঘ্যেশ্বরমাংগাখ্যবর্ণনং নাম
 ষট্‌ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৬।

সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহালিঙ্গং কামেশ্বর-
 মিতি শ্রুতম্ । কামেনারাধিতঃ পূর্বং দৈত্যাসুদন-
 পশ্চিমে । ১। ধনুযাং সপ্তকে তত্র স্থিতং দেবি
 মহাপ্রভম্ । নির্দ্বন্দ্বম্ যদা কামস্তুতীয়েনাগ্নিনা মম ।
 ২। তদা বর্ষসহস্রং তু সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ।

বাড়বানলধারিণী দেবী কখন প্রভাসক্ষেত্রে
 আসিলেন, আসিয়া তথায় মহোদধিকে দেখিলেন ;
 তখন তিনি যথাবিধি অর্ঘ্যদানান্তে মহোদধিতীরে
 এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পরে যথাবিধি তাঁহার
 পূজা করিয়া স্নানার্থ মহোদধিগর্ভে প্রবেশ করি-
 লেন । হে দেবেশি ! হে হেতু প্রথমে অর্ঘ্যদান
 করিয়া পরে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, এই-
 জন্ত ঐ পাপহর লিঙ্গ অর্ঘ্যেশ নামে বিখ্যাত হইল ।
 যে ব্যক্তি পঞ্চায়ত দ্বারা স্নান করাইয়া যথাবিধি
 ঐ লিঙ্গের অর্চনা করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার
 বিদ্যালাভ হয় ; সে সম্যক্ শাস্ত্রবক্তা ও সর্বসন্দেহ-
 ভঞ্জক হইয়া থাকে । ১—৬।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৬।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ঃ

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বে কামদেব যাহার আরা-
 ধনা করিয়াছিলেন, দৈত্যাসুদনের পশ্চিমে সপ্তধনু
 ব্যবধানে সে মহাপ্রভ লিঙ্গ অবস্থিত, ঐ লিঙ্গ
 কামেশ্বর নামে অভিহিত । নর অর্ঘ্যেশ্বরের
 অর্চনান্তে কামেশ্বরসমীপে গমন করিবে । পুরা-

প্রপেদে কামনাসর্গঃ যজ্ঞানঙ্গঃ পুরা কিল । ৩।
 তেন কামেশ্বরং নাম খ্যাতং লিঙ্গং ধরাতলে ।
 সর্বপাপহরং দেবি সর্বকামকলপ্রদম্ । ৪।
 ত্রয়োদশাং বিধানেন শুক্লায়াং মাসি মাধবে ।
 সম্পূজ্য তং বিধানেন স স্ত্রীণাং কামবন্তবেৎ । ৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে কামেশ্বরমাংগাখ্যবর্ণনং নাম
 সপ্তষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ । ৬৭।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ইতি প্রোক্তানি তে দেবি বক্ত-
 লিঙ্গানি পঞ্চ বৈ । অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি যত্র
 গোষ্ঠ্যাস্তপোবনম্ । স্থানং মহাপ্রভাবং হি সুর-
 সিদ্ধানসেবিতম্ । ১। সোমেশাং পূর্বদিগ্‌ভাগে
 ষষ্টিধনুস্তরে স্থিতম্ । যত্র দেবী তপস্তপ্তং সত্য
 বৈ পূর্বজন্মনি । ২। কুর্বা চ প্রণয়াং কোপং ময়া
 সাক্ষি বরাননে । প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা
 তপস্বিনী । ৩। দেবীবাচ । কিমর্থং সা পরি-
 ত্যজ্য সতী হ্যাং তপসি স্থিতা । কস্মিন্ স্থানে

কালে কাম যখন মদীয় তৃতীয় নয়নাগ্নি দ্বারা দগ্ধ
 হইয়াছিল, তখন অনঙ্গ সহস্র বর্ষ যাবৎ মহেশ্বরের
 আরাধনা করিয়া কামনাময় দেহ লাভ করিয়াছিল ।
 সেই জন্ত ধরাতলে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর নামে প্রখ্যাত
 হইল । হে দেবি ! ঐ লিঙ্গ সর্বপাপহর ও সর্ব-
 কামকলপ্রদ । বৈশাখ মাসের শুক্লাত্রয়োদশীর দিনে
 যে ব্যক্তি বিধিমত লিঙ্গের অর্চনা করে, স্ত্রীগণের
 নিকট সে কামবৎ প্রতিভাত হয় । ১—৫।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ঃ

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! এই আমি পঞ্চ-
 বক্তলিঙ্গের কথা কহিলাম । অনন্তর গোষ্ঠী-
 তপোবন স্থানের বিবরণ বলিতেছি । ঐ স্থান
 মহাপ্রভাবাধিত ও সুরসিদ্ধগণে সূসেবিত । সোম-
 শ্বরের পূর্বে ষষ্টিধনু ব্যবধানে সতী দেবী পূর্ব-
 জন্মে তপস্তা করিয়াছিলেন । হে বরাননে ! সতী
 দেবী আমার সহিত প্রণয়কোপ করিয়া প্রভাস-
 ক্ষেত্রে আসিয়া তপস্চারিণী হইয়াছিলেন । দেবী
 কহিলেন,—সতীদেবী কি নিমিত্ত আপনাকে পর-
 ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে থাকিয়া তপস্তা করেন,

স্থিতা দেবী এতন্মে বিস্তরাবদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
পূরানীশ্বং মহাদেবি শ্রামবর্ণা মনস্বিনী । নস্মার্থক
ময়া প্রোক্তা কালীতি রহসি স্থিতা ॥ ৫ ॥ সা ক্রত্বা
বিস্ময়ং বাক্যং ভূশং রোষণরায়ণা । অত্রবীৎ
পরুষং বাক্যং ভৃকুটীকুটিলাননা ॥ ৬ ॥ যস্মাৎ
কালীত্যহং প্রোক্তা ত্বয়া শস্তোহতিবিপ্লবাৎ । তস্মাদ-
যাস্তামি গৌরীতি ভবিষ্যামি চ যত্র হি ॥ ৭ ॥
এবমুক্তা মহাভাগা সখীগণসমায়ুতা । গত্বা প্রভাস-
ক্ষেত্রং সা প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ । গৌরীশ্বরেতি
বিখ্যাতং পূজয়ন্তী বিধানতঃ ॥ ৮ ॥ ততো লিঙ্গ-
সমীপস্থা একপাদে স্থিতা সতী । লিঙ্গমারাদয়ন্তী সা
চকার স্মমহন্তপঃ ॥ ৯ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধিকা দেবী
গ্রীষ্মজাপ্যপরায়ণা । বর্ষাস্বাকাশশয়না হেমস্তে
সলিলাশয়া ॥ ১০ ॥ যথা যথা তপো বৃদ্ধিঃ যাতি
তস্তা মহাপ্রভা । তথাতথা শরীরস্ত গৌরবঃ
প্রতিপদ্যতে ॥ ১১ ॥ কালেন মহতা গৌরী সর্বাঙ্গ-
গাথ সাভবৎ । ততো বিহস্ত ভগবানুবাচ শশি-
শেখরঃ ॥ ১২ ॥ গৌরীতি চ মুহুর্নাক্যমুদ্ভিষ্ট ব্রজ
মন্দিরম্ । বরং বরয় কল্যাণি যন্তে মনসি বর্ততে ॥

১৩ ॥ গৌর্যুবাচ । যো মামত্র স্থিতাঃ পশ্চেন্নারী
বা পুরুষোহথ বা । স ভূয়াৎ সূতসৌভাগ্যোঃ সন্ত-
জন্মানি সংযুতঃ ॥ ১৪ ॥ গীতবাদ্যাদিকং নৃত্যং যঃ
কুর্ধ্যাৎ পুরতো মম । তস্তাশ্বয়ে ন দৌর্ভাগ্যং
ভূয়াস্তব প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥ ময়া প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং
পূর্বমভ্যর্চ্য মাং ততঃ । পূজয়িষ্যতি যো ভক্ত্যা স
যাস্ততি পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং
নাম তস্ত ভবেৎ প্রভো । তথৈতাহং প্রতিজায় তত্র
স্থানে স্থিতোহভবম্ ॥ ১৭ ॥ দেব্যা সহ মহাদেবি
প্রহষ্টেনাস্তরান্বনা । অদ্যাপি অয়নে প্রাপ্তে উত্তরে
দক্ষিণেহপি বা ॥ ১৮ ॥ গৌরীস্থানং সমত্যোতি তত্র
দেবগণৈর্গুহুতঃ । তস্মিন্নরহনি যন্তত্র বিশিষ্টানি
ফলানি চ । সম্প্রযচ্ছতি বিপ্রৈভ্যস্তস্ত পূত্রা ভবন্তি
চ ॥ ১৯ ॥ পুত্রহীনা তু যা নারী নারিকেলং প্রয-
চ্ছতি । পুত্রং সা লাভতে শীঘ্রং সবলং লক্ষণাধিতম্ ॥
২০ ॥ স্নাতেন দৌপকং তত্র যা নারী সম্প্রযচ্ছতি ।
রক্তবর্ত্তা মহাদেবি যাবন্তস্তৈব তন্তবঃ ॥ ২১ ॥
তাবজ্জন্মান্তরাণ্যেব সা সৌভাগ্যমবাশুয়াৎ ॥ ২২ ॥
যা নৃত্যং কুরুতে তত্র ভক্ত্যা পরময়া যুতা ।

তাহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! পূর্বে তুমি শ্রামবর্ণা
ও অতীব মানিনী ছিলে ; একদা নিঃস্বপনে তোমায়
আমি কালী বলিয়া সন্দোধান করিয়াছিলাম ।
তাহাতে সেই উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
কুপিতা হও এবং ঐকুটিকুটিল মুখে আমাকে পরুষ
বাক্যে বল যে—শস্তো ! তুমি আমায় যখন
কালী বলিয়া সন্দোধান করিলে, তখন আমি সেই
স্থানেই যাইব, যেখানে গিয়া গৌরী নামে অভিহিত
হইতে পারিব । এই বলিয়া সেই মহাভাগা সতী সখী
গণ সমভিব্যাহারে প্রভাসক্ষেত্রে গমনপূর্বক গৌরী-
শ্বর নামে মহেশ্বর লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধি-মত
পূজা করিতে লাগিলেন । অনন্তর সতী লিঙ্গ-
সমীপে একপাদে থাকিয়া লিঙ্গের আরাধনার্থ পরম
তপস্বী করিলেন । তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে,
বর্ষায় আকাশতলে এবং হেমস্তে সলিলমধ্যে
থাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে যেমন
যেমন তপোবৃদ্ধি হইতে লাগিল, মহাপ্রভাযুক্ত সতীর
দেহও তথা তথা গৌরবর্ণ হইতে লাগিল । ক্রমে
দীর্ঘকাল পরে তাঁহার সর্বাঙ্গ গৌরবর্ণ হইল ।
তখন ভগবান্ চন্দ্রমৌলি হস্ত করিয়া কহিলেন,—
গৌরি ! উঠ, উঠ, স্বমন্দিরে গমন কর । অগ্নি

কল্যাণি ! তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।
গৌরী কহিলেন,—যে কোন নারী বা নর আমাকে
অত্রস্থ অবলোকন করিবে, সে সন্তজন্ম পর্য্যন্ত
সূত-সৌভাগ্যে অধিত হইয়া জীবন যাপন করিবে ।
যে ব্যক্তি মৎসম্মুখে গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদি কার্য
করিবে, তোমার প্রসাদে তাহার বংশে যেন
দৌর্ভাগ্য কখন প্রবেশ করে না । প্রথমে মৎ-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অর্চনা করিয়া পরে ভক্তির সহিত
আমাকে যে অর্চনা করিবে, তাহার পরম পদ লাভ
হইবে । হে প্রভো ! এই লিঙ্গ গৌরীশ্বর নামে
বিখ্যাত হইবে । হে মহাদেবি ! আমি ‘তথাস্ত’ বলিয়া
তখন হইতে দেবীর সহিত হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই
রহিলাম । উত্তর এবং দক্ষিণাধন সংক্রান্তিতে
অদ্যাপি দেবগণ সহ দেবদেব সেই গৌরীস্থানে
সমুহিত হইয়া থাকেন । উক্ত দিনে যে নর তথায়
বিশিষ্ট ফল সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, তাহার
পুত্রলাভ হয় । পুত্রহীনা নারী নারিকেল ফল
প্রদান করিলে বল ও সুলক্ষণাধিত সন্তান লাভ
করে ১—২০ । যে নারী তথায় রক্তবর্ত্তিযোগে স্নাত-
প্রদৌপ দান করে, প্রদৌপবর্ত্তিকার যত তন্তু,
তত জন্ম যাবৎ তাহার সৌভাগ্য লাভ হয় ।
যে নারী পরম ভাক্তযোগে তথায় নৃত্য করে

আরোগ্যসুখসৌভাগ্যৈঃ সংযুক্তা সা ভবেচ্চিরম্ ।
২৩ । তত্রাস্তে স্মহং কুণ্ডং তীর্থং স্বচ্ছন্দপুরিতম্ ।
যঃ স্নানমাচরেন্তত্র মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২৪ ॥
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে তত্র পিতৃভূদিশ্চ ভক্তিতঃ ।
স যাতি পরমং স্থানং পিতৃভিঃ সহ পুণ্যভাক্ ॥ ২৫ ॥
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ ।
গীতবাদ্যাদিভিনৃত্যৈ রাক্ষৌ কুব্জীত জাগরম্ ॥ ২৬ ॥
দম্পত্যোঃ পরিধানং চ তত্র দেয়ং সদাশিগম্ ।
যশ্চতৎ পঠতে নিত্যং তৃতীয়ায়াং বিশেষতঃ ।
পার্বত্যোঃ পুরতো দেবি স সৌভাগ্যমবাধুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
শৃণুয়াদ্যপি যো ভক্ত্যা সমাগ ভক্তিপরায়ণঃ ।
সৌম্যপি সৌভাগ্যমাপ্নোতি যাবজ্জীবঃ ন
সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌরীতপোবনমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
নামাষ্টযষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । গৌরীশ্বরেতি বিখ্যাতং যদ্বয়া লিঙ্গ-
মুত্তমম্ । কুত্র তিষ্ঠতি তল্লিঙ্গং পূজিতং যৎফলং

চিরদিন তাহার আরোগ্য, সুখ ও সৌভাগ্য হয় ।
সেই স্থানের নিকটে স্বচ্ছসলিলপূর্ণ এক পুষ্কর-
কুণ্ড তীর্থ আছে । যে তথায় স্নান করে, তাহার
সৰ্বপাপ নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া পিতৃ-
গণের উদ্দেশে তথায় শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃগণ সহ
পুণ্যভাগী হইয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । অতএব
এখানে বিশেষ যত্ন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে এবং গীত,
বাদ্য ও নৃত্যাদি করিয়া রাজিঙ্গাগরণ করিবে ।
তথায় দক্ষিণা সহ পতি-পত্নীকে পরিদেয় বস্ত্র প্রদান
করিতে হয় । হে দেবি ! প্রতিদিন বিশেষতঃ
তৃতীয়ার দিন এই বৃন্তান্ত পার্বত্যের সমীপে পাঠ
করিলে নর সৌভাগ্য লাভ করে । যে বিশিষ্ট ভক্তি
সহিত ইহা শ্রবণ করিবে, আজীবন তাহারও
সৌভাগ্য লাভ নিশ্চিতই । ২১—২৮ ।

অষ্টযষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৮ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—আপনি যে গৌরীশ্বর নামক
উত্তম লিঙ্গের কথা বলিলেন, এ লিঙ্গ কোথায়

লভেৎ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । গৌরীশ্বরস্ত দেবস্ত
সৰ্বকামপ্রদস্ত বৈ ॥ ২ ॥ ইদং তপোবনং
দেবি খ্যাতং গৌরীয়া মহাপ্রভম্ । ধনুবাং
পঞ্চপঞ্চাশৎ সমস্তাৎ পরিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥ তত্র
মধ্যে স্থিতা দেবী একপাদা তপোহস্থিতা । তস্তা
উত্তরতো দেবি কিঞ্চিদীশানসংস্থিতম্ ॥ ৪ ॥ ধনুবাং
চতুরন্তে চ লিঙ্গং পাপভয়াপহম্ । যন্তৎ পূজয়তে
ভক্ত্যা লিঙ্গং ভক্তিযুক্তো নরঃ । কৃষ্ণাষ্টম্যাং
বিশেষেণ স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৫ ॥ গোদানং
চাত্র শংশন্তি সুবর্ণং দ্বিজপুঙ্গবে । অন্নদানং
বিশেষেণ সৰ্বপাপপ্রশান্তয়ে ॥ ৬ ॥ গোম্মো বা
ব্রহ্মহা বাপি তথা দ্রুতকৰ্ম্মকৃৎ । সৰ্বপাপৈঃ প্রমু-
চ্যেত তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনং ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌরীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামৈকোন-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বরুণে-
শ্বরমুত্তমম্ । গৌরীতপোবনাগ্রেখ্যাং ধনুবাং

আছে, উহার পূজায় কি ফললাভ হয় ? ঈশ্বর
কহিলেন,—শুন দেবি ! সৰ্বকামপ্রদ পাপহর-
গৌরীশ্বরদেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি । দেবি ।
গৌরীর ঐ মহাপ্রভ বিখ্যাত তপোবন চারিদিকে
পঞ্চপঞ্চাশৎ ধনু পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া বিরাজ-
মান । দেবী সতী তন্মধ্যে এক পদে থাকিয়া
তপস্যা করিয়াছিলেন । দেবীর তপঃস্থানের
কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশান স্থান ; ইহার চারিদিক ব্যব-
ধানে পাপভয়নাশন গৌরীশ্বর লিঙ্গ । যে নর
ভক্তিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণাষ্টমী দিনে ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, তাহার সৰ্বপাতক নষ্ট হয় । এখানে সকল
প্রকার পাপশাস্তির জন্ত গো, সুবর্ণ, বিশেষতঃ
অন্নদান প্রশস্ত । ঐ লিঙ্গের দর্শনলাভে গোঘাতী,
ব্রহ্মঘাতী এমন কি সৰ্ববিধদুৰ্গমকারীই সৰ্বপাপ
হইতে মুক্ত হয় । ১—৭ ।

উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! গৌরীতপো-
বনের অগ্নিকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে উত্তম

বিশতো স্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবঃ হি বরুণেন
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ পূর্বং পীঠো যদা দেবি সমুদ্রঃ
কুন্তজন্মনা । তদা কোপেন সন্তপ্তো বরুণঃ সরিতাং
পতিঃ ॥ ২ ॥ কামিকং তু সমাজায় ক্ষেত্রং প্রাভা-
সিকং তদা । তজ্জাতপদেবি তপঃ স বৈ পরমমুচ্চ-
রম ॥ ৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সম্পূজয়তি
ভক্তিতঃ । বর্ষণামযুতং সাগ্রে পূজিতো বৃষভ-
ধ্বজঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসন্নো দেবেশি নিজগঙ্গাজলেন
তু । পুরণ্যামাস তং রিক্তং সমুদ্রং যাদসাং
পতিম্ ॥ ৫ ॥ ছন্দয়ামাস তং লিঙ্গং বরদানৈ-
রনেকধা । তৎপ্রভৃত্যেব তে সর্বে সমুদ্রাঃ
পরিপুরিতাঃ ॥ ৬ ॥ বরুণেশ্বরনামেতি তল্লিঙ্গং
তৎ প্রভৃত্যভূৎ ॥ ৭ ॥ কো হর্ষো বহুভির্লিঙ্গৈর্দৃষ্টৈর্বা
সুরসুন্দরি । বরুণেশেন দৃষ্টেন সর্বতীর্থকলং
লভেৎ ॥ ৮ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং তদগ্না দ্রাপয়েদ-
যদি । স ব্রাহ্মণশ্চতুর্বেদো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
৯ ॥ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চান্তে বরাননে ।
মুকাদ্ধবধিরা বাল্যঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ব নপুংসকাঃ ॥ ১০ ॥
দৃষ্ট্বা গচ্ছন্তি তে দেবি স্বর্গং ধর্মপরায়ণাঃ । স্নানঃ

জাপাং বলিঃ হোমঃ পূজাঃ স্তোত্রঞ্চ নর্ভনম্ । তস্মিন
স্থানে তু যঃ কুর্যাত্তৎ সর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ১১ ॥
হৈমঃ পদ্মঃ মৌক্তিকঞ্চ দানং তত্রৈব দাপয়েৎ ।
সম্যগ্‌যাত্ৰাকলাপেক্ষী স্বর্গাপেক্ষী তথা নরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে বরুণেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
তত্রৈব সংস্থিতম্ । দক্ষিণে বরুণেশস্ত ধনুয়াং
ত্রিতয়ে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ ভার্য্যা বরুণেশ্চৈব উবাণায়্যা
বরাননে । কৃৎষা তপো মহাঘোরং তর্কদুঃখপরীতয়া ॥
২ ॥ স্থাপিতস্ত মহালিঙ্গং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
উষেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্বসিদ্ধপ্রপূজিতম্ ॥ ৩ ॥
যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং পাপপ্রণাশনম্ । মহা-
পাপোঘযুক্তোহপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪ ॥
স্রীণাং সৌভাগ্যকলদং হুঃখদৌর্ভাগ্যনাশনম্ ॥ ৫ ॥

ইতি ত্রীকান্দে উষেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈক-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

দর্শনে ধর্মপরায়ণ হইয়া স্বর্গে গমন করে । তথায়
স্নান, জপ, বলি, হোম, পূজা, স্তোত্র বা নৃত্য
করিলে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । সম্যক্‌ যাত্ৰা-
কলাপেক্ষী তথা স্বর্গাপেক্ষী নর হৈম পদ্ম ও
মৌক্তিক দান করিবে । ১—১২

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭০ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! বরুণেশ্বরের
তিন ধনু পরিমাণ দক্ষিণে এক লিঙ্গ আছে । বরু-
ণেশ্বর অর্চনার পর সেই স্থানে গমন করিবে ।
বরুণেশ্বর ভার্য্যা উবা পতিদুঃখে কাতর হইয়া তথায়
মহাঘোর তপস্তা করেন, এবং তিনি এক সর্ব-
সিদ্ধিপ্রদ মহালিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, সিদ্ধজন-
পূজিত ঐ লিঙ্গ উষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়াছিল ।
যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া উক্ত পাপয় লিঙ্গের পূজা
করে, সে মহাপাপরাশি দ্বারা অধিত হইলেও পরম
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ঐ লিঙ্গ সৌভাগ্য
কলের দাতা এবং হুঃখ-দৌর্ভাগ্যের হস্তা । ১—৫ ।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭১ ।

বরুণেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান, গৌরীশ্বর লিঙ্গের
অর্চনান্তে নর সেই স্থানে গমন করিবে । ঐ
মহাপ্রভাব লিঙ্গ বরুণের প্রতিষ্ঠিত । পূর্বে অগস্ত্য
যখন সমুদ্র পান করেন, তখন সরিৎপতি বরুণ
কোপজ্বলিত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রকেই কামনাসিদ্ধির
প্রকৃষ্ট স্থান বোধে সেইখানেই পরম দ্রুত তপো-
ব্রতান করেন । হে দেবেশি ! তিনি মহালিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিপূর্বক তৎকালে পূজা করি-
লেন । বৃষধ্বজ অযুত বর্ষ পূজিত হইয়া পরে
তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং স্রী শিরঃস্থিত
গঙ্গাজল দ্বারা সেই জলশূন্ত সরিৎপতিকে পূরণ
করিলেন । অনন্তর তিনি বরুণকে বিবধ বর-
দানে অনুরূপ করিলেন । তখন হইতে সমুদ্র
সকল পরিপুরিত হইল এবং সেই হইতেই ঐ
লিঙ্গ বরুণেশ্বর আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিল ।
অগ্নি সুরসুন্দরি ! অস্ত্রাচ্ছ বহু লিঙ্গ দর্শনে
প্রয়োজন কি ? একমাত্র বরুণেশ লিঙ্গ দর্শনেই
সর্বতীর্থকললাভ হয় । অষ্টমী বা চতুর্দশীতে
দধি দ্বারা উহার স্নান করাইলে ব্রাহ্মণ চতুর্বেদ-
বিৎ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন । অগ্নি বরারনে ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র কিম্বা মুক, অন্ধ,
বধির, বালক, স্ত্রী, নপুংসক, সকলেই উক্ত লিঙ্গ

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চাদ্বিশেষঃ
জলবাসসম্ । সৰ্ববিঘ্নবিনাশায় সৰ্বকাম্যপ্রসিদ্ধয়ে ॥
১ ॥ বরুণেন মহাদেবি তপোনিৰ্ব্বিঘ্নহেতবে ।
পূজিতো জলজৈৰ্ভক্ত্যা জলবাসান্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ২ ॥
চতুৰ্থাং তপস্বেত্ত্বক্যা গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ সমোদকৈঃ ।
যথাভক্ত্যানুসারেণ তস্মৈ তুষ্যেদগণাধিপঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জলবাসোগণপতিমাহাত্ম্যাবৰ্ণনঃ নাম
দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি কুমারে-
শ্বরমুত্তমম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ ধনুৰ্ঘাং ত্রিংশতা দেবি বরুণান্নৈক্যং তে
স্থিতম্ । গৌরীতপোবনাদেবি দাক্ষিণস্থান-
সংস্থিতম্ ॥ ২ ॥ যগুধেন মহাদেবি তত্র কৃত্বা
মহন্তপঃ । প্রাতিষ্ঠিতং মহালিঙ্গং কুমারেশস্ততো-
হভবৎ ॥ ৩ ॥ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা মাসমেকং

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—সৰ্ববিঘ্নবিনাশার্থ ও সৰ্ব
কাম্য সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানেই জলবাসী বিশ্বে-
শ্বরকে দর্শন করিবে । হে মহাদেবি ! বরুণ তপো-
বিন্ধ-নাশের জন্য ভক্তি করিয়া জলজরাজি দ্বারা
পূজা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ঐ দেব জলবাসী
নামে বিখ্যাত হন । চতুর্থীতে যে ব্যক্তি ভক্তি
করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও মোদক দ্বারা পূজা করে,
গণাধিপ তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন । ১—৩।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭২ ।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর উত্তম
কুমারেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । ঐ লিঙ্গ
মহাপ্রভাব ও মহাপাতকহর । দেবি ! বরুণে-
শের নৈক্যত দিকে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে গৌরী-
তপোবনের দক্ষিণে কুমারেশ্বরলিঙ্গ অবস্থিত ।
মহাদেবি ! যড়ানন কঠোর তপস্তা করিয়া উক্ত
মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তাই উহা

নিরন্তরম্ । যগ্নাস্তার্চনে নৈব যৎপুণ্যমুপজায়তে ॥
৪ ॥ তৎপুণ্যং সকলং তস্মৈ কুমারেশার্চনাৎ সৰ্ব্বং ।
লভতে দিবসৈকেন বিধিনা যদি পূজয়েৎ ॥ ৫ ॥
কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ রাগঃ ত্যক্তা তু বৎ-
সরম্ । ব্রহ্মচারী যতিৰ্ভূত্বা সৰ্বদশোভনমর্চয়েৎ ॥ ৬ ॥
এবং সম্পূজিতে দেবি সম্যগ্‌যাত্নাকলং লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনঃ নাম
ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি শাকল্যো-
শ্বরমুত্তমম্ । দৈত্যাসুদনবায়বো ধনুৰ্ঘাং ত্রিংশতা
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ শাকল্যেন মহাদেবি পূজিতং সপ-
কামদম্ । শাকল্যো নাম রাজর্ষির্গিরি তপ্তা মহ-
ন্তপঃ ॥ ২ ॥ সমারাম্য মহাদেবঃ প্রত্যক্ষীকৃতবান্
ভবম্ । লিঙ্গেহবতারদ্ব্যমাসঃ প্রসন্নঃ তং মহেশ্বরম্ ॥
তস্মিন দৃষ্টে বরারোহে সপ্তজন্মকৃতং নৃণাম্ । পাপং
প্রণশ্নতে নীত্রং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪ ॥ তত্রা-

কুমারেশ নামে প্রথিত হইয়াছিল । যে জন ম সা-
বধি ভক্তির সহিত ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহার
যগ্নাস্তার্চনের ফল হয় । একবার মাত্র যথাবিধি
কুমারেশের অর্চনা করিলে এক দিনেই নিখিল
পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । কাম, ক্রোধ, লোভ, রাগ
ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী
সৰ্ব্ব পূজা করিবেন । এইরূপ পূজায় সম্যক
যাত্নাকল লাভ হয় । ১—৭।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৩ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! অনন্তর শাকল্যেশ্বর
লিঙ্গের সমীপে গমন করিলেন । ঐ লিঙ্গ দৈত্য-
সুদনের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু দূরে অবস্থিত ।
ঐ সৰ্বকামপ্রদ লিঙ্গ শাকল্য কর্তৃক পূজিত হই-
য়াছে । রাজর্ষি শাকল্য ঐ স্থানে কঠোর তপস্তা
করিয়া মহাদেবের উপাসনা করত তাঁহার সাক্ষাৎ-
কার পাইয়াছিলেন । তিনিই প্রসন্নমূর্তি মহেশ্বরে
লিঙ্গমধ্যে অবতারিত করেন । সুন্দরী ! তাঁহাকে
দেখিলে নরগণের সপ্তজন্মার্জিত পাপ সূর্য্যোদয়ে

ঈশ্বৰ্য্যং চতুর্দশাং আপয়েৎ পরস্য শিবম্ । পূজয়েচ্চ
বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ হিরণ্যং
তত্র দাতব্যং সম্যগ্‌যাত্রাকলেপমুভিঃ । চত্বারি তস্ত
নামানি কথ্যমানানি মে শৃণু ॥ ৬ ॥ আদৌ কৃতযুগে
দেবি কীর্তিতো ভৈরবেশ্বরঃ । ততঃ সাবর্ণিমল্পনা
সম্যগারাদিতঃ প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ সাবর্ণিকেশ্বরঃ নাম
ত্রৈতায়াং তস্ত সংজ্ঞিতম্ । ততস্ত্ব দ্বাপরে দেবি
গালবেন মহাত্মনা । সম্যগারাদিতস্তত্র লিঙ্গরূপী
বৃষধ্বজঃ ॥ ৮ ॥ তৃতীয়ং তস্ত দেবস্ত গালবেশ্বর-
সংজ্ঞিতম্ । কলৌ যুগে তু সস্ত্রাপ্তে শাকল্যো নাম
বৈ মুনিঃ ॥ ৯ ॥ যত্র সিদ্ধিমল্পপ্রাপ্ত ঐশ্বৰ্য্যং চাণি-
মাদিকম্ । শাকল্যেশ্বরনামেতি ততঃ খ্যাতং তুরীয়-
কম্ ॥ ১০ ॥ এবং চাঁতুৰ্যুগং নাম তস্ত লিঙ্গস্ত
কীর্তিতম্ । পাপস্বঃ পুণ্যদং নৃণাং কীর্তিতং সৰ্ব্ব-
কামদম্ ॥ ১১ ॥ তন্ত্ৰৈব দেবদেবস্ত ক্ষেত্রোৎপত্তিঃ
শৃণু প্রিয়ে ॥ ১২ ॥ অষ্টাদশধনুর্দেবি সমস্তাং পরি-
মণ্ডলম্ । মহাপাপহরঃ দেবি তত্র ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥
১৩ ॥ কুমিকোটগতজ্ঞানো তিরশ্চামপি মোক্ষদম্ ।
যত্র কুপাদিতোষেষু জলং সারস্বতং স্মৃতম্

। ১৪ ॥ যত্র তত্র নরঃ স্নানো স্বৰ্গলোকে মহী-
য়তে । অশ্বমেধসহস্রস্ত বাজপেয়শতস্ত ৫ ॥ ১৫ ॥
তৎফলং সমবাপ্নোতি তস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । সৌম-
পৰ্বণি সস্ত্রাপ্তে যন্তত্র শুচিরাশ্রবান্ ॥ ১৬ ॥ অঘোরঃ
চ জপেৎ সম্যগাজ্যাহোমসমধিতম্ । তন্নিগ্নস্ত
সমৌপস্থে যাবন্মাসাবধিঃ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥ মহাপাতক-
যুক্তোহপি যুক্তো বাপ্যুপপাতকৈঃ । স সৰ্ব্বাং লভতে
সিদ্ধিমুক্তমাং বরবর্ণিনি ॥ ১৮ ॥ কামিকং তৎস্মৃতং
লিঙ্গং সৰ্ব্বকামফলপ্রদম্ । অঘোরবক্ত্রং দেবস্ত
তত্রস্থং ভৈরবং মহৎ ॥ ১৯ ॥ ভৈরবেশ্বরনামেতি
পূৰ্ব্বং খ্যাতমভুভুবি । অগ্নিন্ যুগে তু সস্ত্রাপ্তে
শাকল্যেশ্বরনামকম্ ॥ ২০ ॥

ইতি ত্রীক্ষণে শাকল্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং
কলকলেশ্বরম্ । শাকল্যেশ্বরনৈখতে ধনুবাং
যষ্টিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তচ্চতুৰ্যুগনামাচ্যং স্মৃতং
পাতকনাশনম্ । পূৰ্ব্বং কামেশ্বরং নাম ত্রৈতায়াং
পুলহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ দ্বাপরে সিদ্ধিনাথং তু নারদেশং

অন্ধকারের স্তায় শীঘ্র নাশ পায় । তথায় অষ্টমৌ বা
চতুর্দশীতে ত্বং দ্বারা শিবকে স্নান ও গন্ধ-পুষ্পাদির
দ্বারা বিধিপূৰ্ব্বক অর্চনা করিবে । সম্যক্‌ যাত্রা-
ফলপ্রার্থী নর তথায় হিরণ্য দান করিবে । দেবি !
কালভেদে ঐ লিঙ্গের নামচতুষ্টয় বলিতেছি, শ্রবণ
কর । সত্যযুগের আদিতে ঐ লিঙ্গ ভৈরবেশ্বর
নামে অভিহিত হইত । প্রিয়ে ! ত্রৈতায় সাবর্ণিমল্প
সম্যক্‌রূপে উহার আরাধনা করেন ; তাই তখন
উহা সাবর্ণিকেশ্বর নামে অভিহিত হয় । দ্বাপরে
মহাত্মা গালব লিঙ্গরূপী বৃষধ্বজকে সম্যক্‌ আরাধনা
করেন, তাই উহার তৃতীয় নাম হয়—গালবেশ্বর ।
কলিকালে শাকল্য মুনি তপস্বী করিয়া ঐ স্থানে
অগ্নিমাди অষ্টৈশ্বৰ্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাই উহা
শাকল্যেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিল । এইরূপে
উক্ত লিঙ্গের চতুৰ্যুগানুযায়ী নাম কীর্তিত হইয়াছে ।
ঐ সকল নাম পাপস্ব, পুণ্যপ্রদ, ও নরগণের সৰ্ব্ব-
কামদ । প্রিয়ে ! এক্ষণে সেই দেবদেবের ক্ষেত্রোৎ-
পত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর । ঐ ক্ষেত্র ক্ষেত্রবাসীদিগের
মহাপাপহর । উহার চারিদিকের পরিমাণ অষ্টা-
দশ ধনু । কুমি কীট ও পতঙ্গাদি ত্রিযাগ্‌জাতি-
দিগেরও ইহা মোক্ষপ্রদ । এখানে কুপাদির জল

সারস্বতজলে পরিপূর্ণ । নর ইহার যে কোন
স্থানে স্নান করিয়া স্বৰ্গগমন করে । অত্রত্য লিঙ্গ
দর্শনের ফলে সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয়
যজ্ঞের ফল লাভ হয় । পুণিমা তিথিতে আরম্ভ
করিয়া যে দেহী শুচভাবে ঐ লিঙ্গের সমীপে এক
মাস যাবৎ আজ্যাহোমসংকারে অঘোর মন্ত্র জপ
করে, সে মহাপাতক বা উপপাতকযুক্ত হইলেও
উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ঐ লিঙ্গ সৰ্ব্বকামফল-
প্রদ কামিক লিঙ্গ বলিয়াই বিখ্যাত । পূৰ্ব্ব ভূম-
ণ্ডলে উহার নাম ছিল ভৈরবেশ্বর ; এই যুগে
ইহা শাকল্যেশ্বর । ১—২০ ।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৪ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
কলকলেশ্বর লিঙ্গের সারধানে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গ শাকল্যেশ্বরের নৈখতকোণে যষ্টি ধনু
দূরে অবস্থিত । ইহার চারি যুগের চারিট পাতক-
হর নাম আছে । যথা—সত্যযুগে কামেশ্বর,

কলৌ স্মৃতম্ । তথা কলকলেশ্বর নাম তন্ত্বেব
কীর্তিতম্ । ৩ । সমুদ্রে চ মহাপুণ্যে যস্মিন কালে
সরস্বতী । আগতা সা মহাভাগা হৃষ্টা তুষ্টা সরি-
স্বরা । তন্ত্বে তোয়ন্ত শব্দেন সাগরন্ত মহান্বনঃ । ৪ ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ষা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ । নেত্রঃ
কলকলং তত্র তুমুলং লোমহর্ষণম্ । ৫ । তেন
শব্দেন মহতা মম মূর্তিঃ সমুপ্তিভা । কলকলেশ্বরনামেতি
ততো লিঙ্গং প্রকীর্তিতম্ । ৬ । ইতি তে পূর্ববৃত্তান্তঃ
কথিতঃ নামকারণম্ । সাম্প্রত্যং তু যথা জাতং পুনঃ
কলকলেশ্বরম্ । তন্ত্বেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণুধৈক-
মনাঃ শ্রিয়ে । ৭ । পুরা দ্বাপরযুগৌ চ প্রবিষ্টে তু
কলৌ যুগে । নারদস্ত সমাগত্য ক্বেত্রং প্রোভা-
সিকং শুভম্ । সঙ্কর্য তপশ্চোত্রং তত্র লিঙ্গ-
সমীপতঃ । ৮ । ততো বর্ষশতে পূর্ণে সমারাধ্য
বৃষধ্বজম্ । গান্ধর্বঃ প্রাপ্য দেবেশি ভূষিতং সপ্ত ভঃ
শ্বরৈঃ । ৯ । ততো হৃষ্টমনা ভূত্বা তল্লিঙ্গস্ত সমী-
পতঃ । স চকার মহাযজ্ঞং পৌণ্ডরীকমিতি কৃতম্ । ১০ ।
দেবদেবস্ত তুষ্টিার্থং স সদা ভাবিতাস্তবান্ । সমাহুয়
ঋষীঃস্তত্র ব্রহ্মলোকায় সহস্রশঃ । ১১ । ততঃ
সম্ভূতসম্ভারো যজ্ঞোপকরণাধিতঃ । কুত্বা কুণ্ডাদিকং

ত্রোভায় পুলহেষ্বর, দ্বাপরে সিদ্ধিনাথ এবং কলিতে
নারদেব । কলিতে এ লিঙ্গ কলকলেশ্ব নামেও
কীর্তিত । যৎকালে মহাপুণ্য সমুদ্রে সরিষরা
মহাভাগা হৃষ্টতুষ্টিমনা সরস্বতী আসিয়া মিলিতা
হন, তখন মহাত্মা সাগরের সলিলশব্দের সঙ্গে
সঙ্গে দেব, গন্ধর্ব ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তুমুল
লোমহর্ষণ কলকল নাদ করিয়াছিলেন । সেই
মহাশব্দে আমার এক মূর্তি প্রাক্তর্ভূত হইয়াছিল ;
পরবর্তী কালে উহা কলকলেশ্বর লিঙ্গ নামে কীর্তিত
হইল, এই আমি এ লিঙ্গের পূর্ব নামকরণ-বিবরণ
বলিলাম । সাম্প্রতি এই কলকলেশ্বর নাম কেন
হইল, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রিয়ে একমনে
শ্রবণ কর । পূর্বে দ্বাপরযুগের সন্ধিকালে কলি-
যুগের প্রবেশ ঘটিলে নারদ মুনি শুভ প্রভাস-
ক্ষেত্রে আসিয়া উক্ত লিঙ্গসমীপে তীব্র তপস্তা
করেন । হে দেবেশি ! পূর্ণ একশত বর্ষকাল
তিনি বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া সপ্তস্বরভূষিত
গন্ধর্ববিদ্যালভ করেন । অনন্তর ভাবিতাত্মা
নারদ হৃষ্ট হইয়া দেবদেবের তুষ্টির জন্ত সেই লিঙ্গ-
সমীপে পৌণ্ডরীকায় মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন । এই
যজ্ঞে নিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ঋষি ব্রহ্মলোক হইতে

সর্বঃ সমাগ্নেভে ততঃ ক্রতুম্ । ১২ । ততঃ সম্পূর্ণতাঃ
প্রাপ্তে তাস্মিন ক্রতো বরাননে । ১৩ । অধাগমঃস্তত্র
বিপ্রান্তঃ ক্বেত্রনিবাসিনঃ । দক্ষিণাধঃ মহাদেবি
শতশৌহতঃ সহস্রশঃ । ১৪ । ততঃ স কে
স্তেবাঃ যুদ্ধার্থমেব হি । প্রাক্ষিপন্তঃ রত্নানি সূবর্ণঞ্চ
মহীতলে । ১৫ । ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ষে যুধ্যমানাঃ
পরস্পরম্ । কোলাহলং পরং চক্রুর্দ্রব্যপন্নী-
পয়া । ১৬ । একে দিগদ্বরা দেবি ত্যক্তযজ্ঞোপ-
বীতিনঃ । বিকচাঃ কেহপি দৃষ্টস্তে হস্তে কধির-
বিপ্রবাঃ । ১৭ । অস্তে পরস্পরং জয়ধ্বজিভিঃশরণে-
স্তথা । এবং তত্র তদা ক্ষিপ্তঃ যদ্রব্যং নারদেন তু ।
১৮ । অধাভাবে তু বিতস্ত যে চ বিপ্রা হৃকিঞ্চনাঃ ।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণৈর্জর্জরীকৃতাঃ । ১৯ । তে
তমুচুত্শঃ শাস্তাঃ স্ময়মানঃ মুহুর্ভুজঃ । কলহার্থং
যতো দানং স্ময়া দত্তমিদং মূনে । ২০ । বিদ্যায়ুক্তান
পরিভ্যাজ্য বিধিঃ ত্যক্তা তু যাজ্ঞিকম্ । তস্মাদস্ত
মূনে নাম খ্যাতং কলকলেশ্বরম্ । ২১ । তেন নারদা

ধাগমন করিলেন । যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী
সংগৃহীত হইল । তখন নারদ কুণ্ডাদি নিখিল কার্য
করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন । হে বরাননে ! অনন্তর
সেই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হইল, তখন ক্বেত্রনিবাসী
শত সহস্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণার্থ আগমন
করিলেন । তখন নারদ কোতুকাবিষ্ট হইয়া সেই
সকল ব্রাহ্মণের পরস্পর যুদ্ধ দেখিবার জন্ত ভূতলে
রত্নাদি ছড়াইয়া দিলেন । রত্নলাভার্থ ব্রাহ্মণেরা তখন
পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন একে অস্ত্রের প্রতি
আঘাত করিতে লাগিলেন । ১—১৬ । অয়ি দেবি !
সেই সকল যুধ্যমান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ
দিগদ্বর হইয়া পড়িলেন, কাহারও কাহারও যজ্ঞোপ-
বীত পরিভ্যাজ্য হইল, কেহ কেহ ছিন্নকেশ হই-
লেন, অস্ত্র অনেকের সর্ষাক্ত কধিরাপ্ত হইল,
অনেকে মৃষ্টি ও পদাঘাতে অস্ত্রান্তকে আহত
করিতে লাগিলেন । এইরূপে নারদ তখন সমস্ত
দ্রব্য নিষ্ক্ষেপ করিলেন । এইরূপে তাহার দেয়
বিত্ত যখন ফুরাইয়া গেল, তখন কতিপয় বিদ্যাবিনয়-
সম্পন্ন নিঃস্র ব্রাহ্মণ যাহারা অস্ত্রান্ত ব্রাহ্মণগণের
হস্তে প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা
সেই মুহুর্ভুজ হস্তযত নারদকে বারবার শাস্ত-
ভাবে বলিলেন, মূনে ! যেহেতু তুমি বিদ্বান্দিগকে
পরিভ্যাজ্য করিয়া যাজ্ঞিক বিধি পরিহারপূর্বক
কলহার্থ এই দান করিয়াছ, এই জন্ত এই লিঙ্গের

দ্বিজশ্রেষ্ঠ লিঙ্গমেতত্ত্ববিদ্যাতি । এতস্মাৎ কারণাদেবি
জাতঃ কলকলেশ্বরম ॥ ২২ ॥ যন্তঃ দ্রাপ্য নরো
ভক্ত্যা কুরুতে ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ । স গচ্ছেক্ষত্রলোকং তু
ত্বৎপ্রসাদাদিসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা
গন্ধপুষ্পান্বলেপনৈঃ । হেম দ্বা দ্বিজাতিভ্যাঃ স
গচ্ছেক্ষ পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কলকলেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৫ ॥

ষট্ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্শেষ দেবদেবস্ত সমীপস্থং
বিরাজতে । লিঙ্গদ্বয়ং মহাপুণ্যং লকুলীশপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
১ । লকুলেশ্বরনামাস্তি তন্ত লিঙ্গদ্বয়স্ত বৈ । তদ্বৃষ্টা
দেবদেবস্ত লিঙ্গদ্বয়মমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ মূচ্যতে সকলাৎ
পাপাদাজন্মমরণান্তিকাৎ । তত্র গুরুচতুর্দশাং মাসি
ভাদ্রপদে প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ উপবাসপরো ভূত্বা যঃ করোতি
প্রজাগরম্ । মূর্ত্তিমন্তঃ তু সম্পূজ্য লকুলীশং মহা-
প্রভম্ ॥ ৪ ॥ ততঃ সম্পূজ্য বিধিনা তত্র লিঙ্গদ্বয়ং

কলকলেশ্বর নাম প্রখ্যাত হইল । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ !
সেই নামেই এ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি ! এই কারণেই কলকলেশ্বর নাম
হইয়াছে । যে নর ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের স্নান
করাইয়া তিনবার ইহাকে প্রদক্ষিণ করে, ইহার
প্রসাদে তাহার ক্রতুলোকে গতি হইয়া থাকে । যে
ব্যক্তি গন্ধ পুষ্প ও অম্বুলেপনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক
ইহার পূজা করে, এবং পূজান্তে দ্বিজগণকে স্বর্ণ
প্রদান করে, তাহার পরম পদ লাভ হয় । ১৭—২৪ ।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৫ !

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই দেবদেবের সমীপে
লকুলীশ প্রতিষ্ঠিত লকুলেশ্বর নামে আরও দুইটি
লিঙ্গ আছে । সেই দুই অমুত্তম লিঙ্গের দর্শনে
মানব জন্ম হইতে মরণাবধিকৃত নিখিল পাপ হইতে
মুক্ত হয় । প্রিয়ে ! ভাদ্রমাসের গুরুপক্ষীয় চতুর্দশী
তিথিতে যে নর উপবাসী হইয়া মূর্ত্তিমান্ মহা-
প্রভ লকুলীশের পূজাপূর্ব্বক স্নাত্তিপ্রজাগরণ করে,

পৃথক্ । সম্যক্ পূজাবিধানেন স্ততিমত্বেয়মুত্তমাৎ ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বর ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে লকুলীশলিঙ্গদ্বয়মাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ষট্ সপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেক্ষহাদেবি উত্তকেশ্বর-
মুত্তমম্ । তত্শেষ দক্ষিণে ভাগে নাতি দূরে
ব্যবস্থিতম্ । স্থাপিতং চ স্বয়ং ভক্ত্যা উত্তকেন
মহাত্মনা ॥ ১ ॥ তদ্বৃষ্টা তু মহাদেবি স্মৃষ্টা চ
সুসমাহিতাঃ । সম্পূজ্য বিধিবত্তক্ত্যা মূচ্যতে
সর্ব্বকিঞ্চিৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে উত্তকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেক্ষহাদেবি দেবং
বৈশ্বানরেশ্বরম্ । তত্শেষায়েয়কোণস্থং ধনুবাং

উভয় লিঙ্গকেই যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ পূজা করে,
এবং ক্রমিক স্ততিমত্বে উচ্চারণ করে, মহেশ্বরপ্রতিষ্ঠিত
পরম স্থানে তাহার গতি হইয়া থাকে । ১—২৪ ।
ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৬ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
উত্তকেশ্বরলিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
পূর্ব্বোক্ত লকুলীশের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত ।
মহাত্মা উত্তক ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং এ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । মহাদেবি ! নর সমাহিত হইয়া
ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গের দর্শন স্পর্শন ও যথাবিধি
অর্চন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয় । —২ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৭ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর বৈশ্বা-
নরেশ্বর লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে । এই

পঞ্চকে স্থিতম্ । ১ । পাপঘ্নঃ সৰ্বজন্তুনাং দৰ্শনাৎ
স্পৰ্শনাদপি । তত্র কচ্চিচ্ছুকঃ পূৰ্ণং নীড়ং দেবী
চকার হ । ২ । প্রাসাদে ভাৰ্য্যা সার্কং নিবসন্
সুচিরং স্থিতঃ । ততস্তৌ দম্পতী নিত্যং প্রদক্ষিণং
প্রচক্ৰতুঃ । ৩ । কুলায়ন্ত বশাদেবি ন তু ভক্ত্যা
কথঞ্চন কালেন মহতা তৌ চ পঞ্চভং সমুপস্থিতৌ ।
৪ । জাতৌ তেন প্রভাবেণ উক্তৌ জাতিস্মরৌ
ভূবি । লোপামুদ্রাগন্ত্যানামপ্রসিক্টিং পরমাং গতৌ ।
অথ গাথা পুরা গীতা অগন্ত্যেন মহাত্মনা । স্মরতা
পূৰ্বদেহং তু বিশ্বয়েনারুভূতিজা । ৬ । কুহা
প্রদক্ষিণং সম্যগ্ বহুশং যঃ প্রপশ্বতি । নুনং
প্রসিক্টিমাপ্নোতি ইতচ্চাহং যথা পুরা । ৭ । এবং দেবি
তবাধ্যাতং মাহাত্ম্যং বহুদৈবতম্ । ঋতং পাপহরং
নুণাং সৰ্বকামকলপ্রদম্ । ৮ । স্মৃতেন তং তু
সংগ্ৰাপ্য বিধিনা বৈ সমৰ্চয়েৎ । হেম দদ্যাচ্চ
বিপ্রৈস্ত সম্যক্ শ্রদ্ধাসমৰ্চিতঃ । ৯ । এবং কুহা
বিধানেন সম্যগযাত্রাকলং লভেৎ । বহিলোকং তু
সংগ্ৰাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ম্ । ১০ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে বৈশ্বানরেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

লিঙ্গ পুরোক্ত উত্তমেশ্বরের অগ্নিকোণে পঞ্চ ধনু
ব্যবধানে অবস্থিত । ইহার দৰ্শনে এবং স্পৰ্শনে
সৰ্ব প্রাণীরই পাপ নষ্ট হয় । হে দেবি ! ঐ
লিঙ্গের মন্দিরে কোন এক শুক পক্ষী নীড় নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিল । সে সেই নীড়ে শুকীয় সহিত সুচির
কালে বাস করে । শুকদম্পতি ভক্তিভরে নহে, -
তাহাদের কুলায় ছিল বলিয়াই নিত্য সেই মন্দির
প্রদক্ষিণ করিত । অনন্তর দীর্ঘ কালান্তে তাহা-
দের মৃত্যু হইল । পরজন্মে তাহারা অগন্ত্য ও
লোপামুদ্রা নামে পরম প্রাসিক্টি লাভ করিল ।
জন্মান্তরায়ণ মন্দিরপ্রদক্ষিণের ফলে এজন্মে
তাহারা জাতিস্মর হইল । অনন্তর মহাত্ম্য অগন্ত্য
পূৰ্বদেহ স্মরণ করিয়া বিশ্বয়াভিভূত চিন্তে এক
গাথা কীৰ্ত্তন করিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রদক্ষিণ-
পূৰ্বক বৈশ্বানরেশ্বরকে দৰ্শন করে, সে ব্যক্তি-
আমার জায় ইহকালে প্রসিক্টি লাভ করে । হে
দেবি ! এই আমি বহুদৈবত মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন
করিলাম, ইহা শ্রবণে নরগণের নিখিল পাপ নষ্ট
হয় এবং সৰ্বকামকল লাভ হয় । যে জন স্মৃ-
তান্না জান করাইয়া বরিপূৰ্বক এই লিঙ্গার্চনা
করে এবং শ্রদ্ধাসহকারে স্বৰ্ণদান করে, তাহার

একোনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লকুলীশং
মহাপ্রভম্ । তন্ত পশ্চিমদিগ্ভাগে ধনুযাং সপ্তকে
স্থিতম্ । ১ । পাপঘ্নঃ সৰ্বজন্তুনাং
স্থিতং প্রভূম্ । সমায়াতং মহাক্ষেত্রে তত্র কায়া-
বরোহণাৎ । ২ । কুহা তত্র তপশ্চোগ্রং দৌক্ষি-
য়াশিষ্যকান্ । কুশকাদীংশ্চ চতুর উক্তা শাস্ত্রা-
ণ্যনেকশঃ । ৩ । জায়বৈশেষিকাদীনি ততঃ সিদ্ধি-
পরাং গতঃ । এবং জ্ঞাত্বা তু যঃ সম্যক্ তং সমৰ্চয়তে
নরঃ । ৪ । কাস্তিক্যাং তু বিশেষেণ অয়নে গোত্ৰ-
রেহপি বা । বিদ্যাদানঞ্চ তত্রৈব দদ্যাৎপ্রিয়
শালিনে । সপ্তজন্মানি বিপ্রস্ত ধনাঢ্যস্ত কুলে শুভে ।
জায়তে মতিমান্ ধীমান্ শ্রীমানেবং পুনঃ পুনঃ । ৫ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে লকুলীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
নাশীতিতমোহধ্যায়ঃ । ৩৯ ।

সম্যক্ যাত্রাকল লাভ হয় । ঐ ব্যক্তি বহিলোক
প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল সুখে বিহার করে । ১—১০ ।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৮ ।

উনাবীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । অনন্তর মহা-
মহিমাবিত লকুলীশ লিঙ্গের সন্নিধানে গমন করিবে ।
পুরোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে সপ্ত ধনু ব্যবধান এই
লিঙ্গ অবস্থিত । ইহা সৰ্বজীবের পাপঘ্ন, শাস্ত
এবং মূর্তিমান প্রভু । লকুলীশ কায়াবরোহণ
তীর্থ হইতে এই প্রভাস মহাক্ষেত্রে আসিয়া উৎকট
তপশ্চরণ পুরঃসর কুশকাদি স্বীয় শিষ্যচতুষ্টয়কে
জায় বৈশেষিকাদি অশেষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া
পরে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যে নর এই
বিবরণ জানিয়া সম্যকরূপে এই লিঙ্গার্চনা করে
এবং কাস্তিক মাসে বিশেষতঃ উত্তরায়ণে এই স্থানে
সুশীল বিদ্যার্থী বিপ্রকে বিদ্যা দান করে, সে সপ্ত
জন্ম পর্যন্ত শুভ ধনাঢ্য বিপ্রকুলে মতিমান্ ধীমান্
ও শ্রীমান্ হইয়া পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে
থাকে । ১—৫ ।

উনাবীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭৯ ।

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্শিব পূৰ্বদিগ্ভাগে লিঙ্গং
পাতকনাশনম্ । গৌতমেশ্বরনামাঢ্যং দৈত্যান্দন-
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ ধনুৰ্ঘাং পঞ্চকে দেবি সংস্থিতং সৰ্ব-
কামদম্ । শল্যোনারাধিতং যদৈব মদ্ররাজেন
ভামিনি ॥ ২ ॥ ততঃ কৃতং তপশ্চোগ্রং সমারাধ্য
মহেশ্বরম্ । অস্ত্রোহপোবং নরো যন্ত তং সমা-
রাধয়িষ্যতি ॥ ৩ ॥ স প্রাপ্যতি পরাং সিদ্ধিং যথা
শল্যো মহামনাঃ । চৈত্রশুক্রচতুর্দশ্যাং স্নাপয়েৎ
পয়সা তু যঃ ॥ ৪ ॥ গন্ধোদকেন চ ততঃ পূজয়েৎ
কুসুমোত্তমৈঃ । তথৈব বিধিবদ্ভক্ত্যা সোহম্বমেধ-
কলং লভেৎ ॥ ৫ ॥ বাচা কৃতঞ্চ যৎপাপং মনসা
কৰ্ম্মণাথ বা । তৎসৰ্বং নশ্ততে দেবি তস্মা লিঙ্গস্ত
দৰ্শনাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে গৌতমেশ্বরনামাহার্যাবৰ্ণনং নামা-
শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের পূৰ্বদিকে
এবং দৈত্যান্দনের পশ্চিমে গৌতমেশ্বর নামে
এক পাতকনাশক লিঙ্গমূর্ত্ত আছে। হে দেবি ।
এই লিঙ্গ সৰ্বকামপ্রদ । মদ্ররাজ শল্য এই
লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিলেন । হে ভামিনি !
তিনি মহেশ্বরের আরাধনায় উগ্র তপস্তা
করিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ
হয় । মহামনা শল্য যেরূপে পরম সিদ্ধি পাইয়া-
ছিলেন, সেইরূপ অস্ত্র যে কোন নরও এই লিঙ্গের
আরাধনাকালে ভবিষ্যতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । যে ব্যক্তি চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে
হুঙ্ক ও গন্ধোদক দিয়া স্নান করাইয়া পরে উত্ত-
মোত্তম কুসুমসমূহ দ্বারা ভক্তিপূৰ্ব্বক এই লিঙ্গের
অৰ্চনা করে, তাহার অম্বমেধকল লাভ হয় । হে
দেব ! এই লিঙ্গের দৰ্শনে বাক্য মন ও কৰ্ম্মকৃত
নিখিল পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ১—৬ ।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮০ ।

একাদশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহা দেবি দেবেশং
দৈত্যান্দনম্ । পাপঘ্নং সৰ্বজন্তুনাং প্রভাসক্ষেত্র-
বাসিনাম্ ॥ ১ ॥ অনাদিযুগসংস্থানং সৰ্বকামপ্রদং
শুভম্ । সংসারসাগরে ঘোরৈ হিতং নোরিব
তারণে ॥ ২ ॥ অস্ত্রে সৰ্বৈহপি নশ্তন্তি কল্লান্তে
ব্রহ্মণো দিনে । এতানি মুক্কা দেবেশি স্ত্রোগ্রোধং
সপ্তকল্পগম্ ॥ ৩ ॥ কল্পবৃক্ষং তথাগায়ং বৈদূৰ্ঘ্যং
পৰ্বতোত্তমম্ । শ্রীদৈত্যান্দনং দেবং মার্কণ্ডেয়ং মহা-
মুনিম্ ॥ ৪ ॥ অক্কাশাবায়াশ্চৈতে সপ্তকল্পানি স্মদরি ।
দেবি কিং বহুনোক্তেন বর্ণিতেন পুনঃপুনঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীদৈত্যান্দনাদেবি নাস্তান্তি ভুবি দেবতা ।
যবাকারং তু তত্শিব ক্ষেত্রং পাতকনাশনম্ ॥ ৬ ॥
সেবিতং চৰ্চিভিঃ সিদ্ধৈর্ধৰ্মবিদ্যাধরোরগৈঃ । তস্মা
সীমাং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুক্ষেত্রস্ত ভাবিনি ॥ ৭ ॥ পূৰ্বে
যমেশ্বরং যাবজ্জীসোমেশং তু পশ্চিমে । উত্তরে তু
বিশালাক্ষী দক্ষিণে সরিতাং পতিঃ ॥ ৮ ॥ এতৎ
ক্ষেত্রং যবাকারং বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥ ৯ ॥ অত্র
ক্ষেত্রে মৃত্যু যে তু পাপিনোহপি নরা ধ্রুবম্ । স্বৰ্গং

একাদশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর দেব-
দেব দৈত্যান্দনসমীপে গমন করিবে । ঐ দেব
প্রভাসক্ষেত্রবাসী সৰ্বপ্রাণীর পাপহর, অনাদি-
যুগলিঙ্গ, সৰ্বকামপ্রদ ও শুভাবহ । উনি ঘোর
সংসারসাগরতরণে নৌকার স্থায় অবস্থিত । কল্লান্তে
ব্রহ্মার দিনাবসানে সপ্তকল্পস্থ স্ত্রোগ্রোধ, কল্পবৃক্ষ, ব্রহ্ম-
লোক, পৰ্বতবর বৈদূৰ্ঘ্য, শ্রীদৈত্যান্দন দেব এবং
মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যতীত আর সমস্তই বিনষ্ট হয় ।
হে স্মদরি ! ঐ সকল সপ্ত কল্লাবধি অক্ষয় ও
অবায়ভাবে অবস্থিত । দেবি ! বার বার অধিক
আর কি বলিব ? ভূতলে শ্রীদৈত্যান্দন অপেক্ষা
দেবতা আর নাই । তাঁহার ক্ষেত্র যবাকার,—
পাতকহর ; ঋষি, সিদ্ধ, যক্ষ, বিদ্যাধর ও উরগগণে
উহা সেবিত । হে ভামিনি ! এক্ষণে আমি সেই
বিষ্ণুক্ষেত্রের সীমা নিরূপণ করিতেছি । ঐ ক্ষেত্রের
পূৰ্বে যমেশ্বর, পশ্চিমে সোমেশ্বর, উত্তরে বিশা-
লাক্ষী এবং দক্ষিণে সরিৎপতি ১—৮ এই যবাকার
বৈষ্ণবক্ষেত্র সৰ্বপাপহর । এই ক্ষেত্রে পাপিষ্ঠ নর-
গণও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্মৃত্তশালী ব্যক্তি-

গচ্ছন্তি তে সর্গে সন্তঃ স্কৃতিনো যথা । ১০ । অত্র
দন্তঃ হতঃ জন্তুঃ তপস্তুপ্তঃ কৃতঃ হি যৎ । তৎসর্বং
চাক্ষয়' প্রোক্তং সপ্তকলাবধি প্রিয়ে । ১১ । তত্রৈক-
মপি যো দেবি ব্রাহ্মণঃ ভোজয়িষ্যতি । বিধিনা
বিষ্ণুমুদিশ্চ কোটির্ভবতি ভোজিতা । ১২ । তত্রোপ-
বাসং যঃ কুর্ধ্যান্নরো ভক্তিসমবিতঃ । একেনৈ-
বোপবাসেন উপবাসযুতং কলম্ । চক্রতীর্থে নরঃ
স্নাত্বা সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৩ । দ্বাদশাং
কার্ত্তিকে মাসি দদ্যাৎপ্রিয়ে কালকলম্ । বিষ্ণুং
সম্পূজ্য বিধিবনুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ১৪ । দেব্য-
বাচ । দৈত্যাস্তদননামেতি কথং তন্ত্ৰ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
কস্মিন্ কালে তু দেবেশ তমে বিস্তরতো বদ ।
১৫ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । দৈত্যাস্তদনদেবস্ত পুরা বৃত্তং মহো-
দয়ম্ । ১৬ । দেবি তন্ত্ৰৈব নামানি কল্পে কল্পে
ভবন্তি বৈ । অনাদিনিধনাস্তেব সন্তবন্তি পুনঃপুনঃ ।
১৭ । পূর্বকল্পে ত্রিযাবৃত্তো বামনস্ত দ্বিতীয়কে ।
বজ্রাঙ্গস্ত তৃতীয়ে বৈ তুরীয়ে কমলাপ্রিয়ঃ । ১৮ ।
পঞ্চমে জুঃখহর্তা চ ষষ্ঠে তু পুরুষোত্তমঃ । ত্রিদৈত্য-

স্বদনো দেবঃ কল্পে বৈ সপ্তমে স্মৃতঃ । ১৯ ।
তন্ত্ৰৈব নাম চোৎপত্তিঃ কথয়ামি যথার্থতঃ । ২০ । পুরা
দেবসুত্রে যুদ্ধে দানবৈর্দেবকণ্টকৈঃ । নির্জিতা
দেবতাঃ সর্গা জগ্মুস্তে শরণং হরিম্ । ক্ষীরোদ-
বাসিনং বেবমস্তবন্ প্রণতাঃ স্থিতাঃ । ২১ । দেবা
উচুঃ । জয় দেব জগন্নাথ দৈত্যাস্তুরবিমর্দন ।
বারাহরূপমাস্ত্বার উদ্ধতা বনুধা স্বয়া । ২২ । উদ্ধতা
মৎস্তরূপেণ বেদা উদধিমধ্যভঃ । কুর্মরূপী তথা
ভূত্বা ক্ষীরোদার্ণবমহনম্ । ২৩ । কৃত্বা স্বয়া জগন্নাথ
উদ্ধতা ত্রীর্নমোহস্ত তে । ত্রীপতিঃ ত্রীধরো দেব
আর্জুনামর্জিনাশনঃ । ২৪ । বলির্কামনরূপেণ স্বয়া
বন্ধোহস্তুরারিণা । হিরণ্যাক্ষো মহাদৈত্যো হিরণ্য-
কশিপুর্হতঃ । ২৫ । নারসিংহেন রূপেণ অন্তরিক্ষে
ধৃতস্বয়া । দেবমূল মহাদেব উদ্ধতঃ ভুবনং স্বয়া
২৬ । স্বয়া বিনা জগন্নাথ ভুবনং নিম্প্রভীকৃতম্ ।
স্বর্ঘোণেব তু বিক্রান্তং তমোভিরিব দানবৈঃ । ২৭ ।
ঋত্বা স্তোত্রমিদং দেবি বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ । উবাচ
দেবান ব্রহ্মাদ্যান ক্ষীরোদার্ণববোধিতঃ । ২৮ । তয়ং

বর্গের স্ত্রায় স্বর্গগমন করে । প্রিয়ে! এখানে
যাহা দান, হোম, জপ ও তপস্যা করা হয়, তৎসকলই
সপ্ত কলাবধি অক্ষয় হইয়া থাকে । দেবি! এ
ক্ষেত্রে যে নর বিষ্ণুর উদ্দেশে যথাবিধি একটীমাত্র
ব্রাহ্মণকেও ভোজন করায়, তাহার সেই কার্য্য
কোটিগুণ ফল প্রদান করে । যে নর ভক্তিয়ুক্ত
হইয়া তথায় উপবাস করে, তাহার এক উপবাসেই
অযুত উপবাসের ফল হয় । জিতেন্দ্রিয় উপবাসী
নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী
তিথিতে যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিয়া বিপ্রগণকে
কাঞ্চন দান করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
দেবী কহিলেন,—দেবেশ! কবে কিরূপে তাঁহার
দৈত্যাস্তদন নাম নিরূপিত হইল, তাহা আমার
নিকট বিস্তৃতরূপে কীৰ্ত্তন কর । ঈশ্বর কহিলেন,—
দেবি! দৈত্যাস্তদন দেবের পাপহর মাহাত্ম্য বর্ণন
করিতেছি, তৎসম্বন্ধে পুরাকালীন মহোদয় বৃত্তান্তই
প্রসিদ্ধ আছে । কল্পে কল্পে তাঁহার বিভিন্ন নাম
হইয়া থাকে । তদীয় অনাদিনিধন মূর্ত্তিসকল পুনঃ-
পুনঃ প্রাক্কর্ত্ত হইয়াছে । আদি কল্পে ত্রিযাবৃত্ত, দ্বিতীয়ে
বামন, তৃতীয়ে বজ্রাঙ্গ, চতুর্থে কমলাপ্রিয়, পঞ্চমে
জুঃখহর্তা, ষষ্ঠে পুরুষোত্তম এবং সপ্তম কল্পে দেব

ত্রিদৈত্যাস্তদন নামে প্রসিদ্ধ । এক্ষণে তাঁহার
নামোৎপত্তির যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতেছি । পূর্বে
দেবাস্তুরসংগ্রামে দেবকণ্টক দানবেরা দেবগণকে
নির্জিত করিলে তাঁহারা ক্ষীরোদবাসী হরির
শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম পুরঃসর
তৎসম্মুখে অবস্থান করিয়া কহিলেন,—হে দেব,
জগন্নাথ, দৈত্যাস্তুরবিনাশন! তোমার জয় হউক ।
তুমি বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই ধরার উদ্ধারসাধন
করিয়াছ; মৎস্তরূপে উদধিমধ্য হইতে বেদ-
সমূহের উদ্ধার করিয়াছিলে; হে জগন্নাথ! তুমি
কুর্মরূপী হইয়া ক্ষীরোদবের মনহন করত ত্রিদৈবীকে
উদ্ধার করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি
ত্রীপতি, ত্রীধর, দেব ও আর্জুনের আর্জিহর
তুমিই বামনাখ্য অস্তুরারিরূপে বলিকে বন্ধন
করিয়াছিলে; মহাদৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-
কশিপুকে তুমিই নারসিংহরূপে অন্তরীক্ষে ধরিয়া
নিহত করিয়াছ । হে বেদমূল! হে মহাদেব! তুমিই
ভুবনের উদ্ধারকর্ত্তা । স্বর্ঘ্য বিনা এ জগৎ যেমন
নিম্প্রভ হয়; পরন্তু তমোরাশি আসিয়া আক্রমণ
করে, তেমনি এ জগৎ তুমি ব্যতীত নিম্প্রভ;
পরন্তু দানবগণ কর্ত্তক অভিভূত হইয়াছে । ১—২৭ ।
দেবি! ক্ষীরোদার্ণবশায়ী কমললোচন বিষ্ণু এই
স্তোত্র শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন এবং ব্রহ্মাদি

তাজ্জ্বল্যং বৈ দেবা দানবান্ প্রতি সর্ষখা । অচি-
রেণৈব কালেন ঘাতয়িষ্যামি দানবান্ ॥ ২৯ ॥ এব-
মুক্তাধ তৈঃ সার্ক্সমাজগাম জনাৰ্দ্দিনঃ । দানবান্ ঘাত-
য়ামাস স চক্রেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩০ ॥ ভয়ান্তী
দানবাঃ সর্ক্সে পলায়নপরায়ণাঃ । প্রভাসং ক্ষেত্র-
মাসাদ্য সমুদ্রাভিমুখা ভবন ॥ ৩১ ॥ নশ্তমানাস্ততো
দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ দৈত্যবিনাশনঃ । সঙ্গয়ে তান্ স চক্রেণ
নিঃশেষান্ সর্ক্সদানবান্ ॥ ৩২ ॥ হতেষু সর্ক্সদৈত্যেষু
দেবব্রাহ্মণতাপসৈঃ । কল্যাণমভবত্তত্র জগৎ স্বস্থ
মনাকুলম্ ॥ ৩৩ ॥ তৎ প্রভৃত্যেব দেবস্ত দৈত্য-
সুদননাম তৎ । এতন্মাহাত্ম্যমতুলং কথিতং তব
সুন্দরি । দৈত্যসুদনদেবস্ত মহাভাগ্যং মহোদয়ম্ ॥
৩৪ ॥ তৎ দৃষ্ট্বা ন জড়ো নাক্ষো ন দরিদ্রো ন
হুংখিতঃ । জায়তে সপ্ত জন্মানি সত্যং সত্যং বরা-
ননে ॥ ৩৫ ॥ শ্রবণদ্বাদশীং পুণ্যং রোহিণ্যাং চাষ্টমীং
শুভাম্ । শয়নোৎথাপনীং চৈব নরঃ কুৰ্ব্বা প্রযত্নতঃ ।
৩৬ ॥ একেকেনোপবাসেন উপবাসায়ুতং ফলম্ ।
লভতে নাক্স সন্দেহো দৈত্যসুদনসন্নিধৌ ॥ ৩৭ ॥
চণ্ডালঃ স্বপচো বাপি তিৰ্য্যগৃঘোনিগতোহপি বা ।

দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ ! দানবদল হইতে
উৎপন্ন ভয় পরিত্যাগ কর । আমি অচিরকাল
মধ্যেই দানবদিগকে বিনাশ করিব । জনাৰ্দ্দিন
এই কথা কহিয়া সেই দেবগণ সহ আগমন
করিলেন এবং চক্রাস্ত্রপ্রহারে দানবদিগকে পৃথক্
পৃথক্ক্রমে নিহত করিলেন । দানবেরা ভয়ান্ত
হইয়া সকলেই পলায়নপর হইল এবং প্রভাস-
ক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিতে
প্রয়াস পাইল । জনাৰ্দ্দিন বহুদানবকে পলায়-
মান দেখিয়া চক্রাঘাতে সমস্ত দানবকেই নিঃশেষ-
রূপে নিহত করিলেন । সর্ক্সদৈত্য নিহত হইলে
দেব, ব্রাহ্মণ ও তাপসগণ সহ সমস্ত জগৎ স্বাস্থ্য
লাভ করিল, সকলের কল্যাণ হইল । তখন হইতে
দেবদেবের দৈত্যসুদন নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিল ।
হে সুন্দরি ! এই আমি তোমার নিকট এই
দৈত্যসুদনের অতুল মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।
ইহা মহাভাগ্য ও মহোদয়জনক । হে বরাননে !
দৈত্যসুদন দেবকে দর্শন করিলে নর সপ্ত জন্ম
পর্য্যন্ত জড়, অন্ধ, দরিদ্র বা হুংখিত হয় না, একথা
ক্রবসত্য । পবিত্র শ্রবণদ্বাদশী, শুভ অষ্টমী, শয়ন
ও উত্থান একাদশী—এই সকল দিনে নর যতপূর্ব্বক
দৈত্যসুদনের সন্নিধানে এক উপবাস করিলে

প্রাণত্যাগে কৃতে তন্মিত্রাচ্যুতং লোকমাধুর্য্যং ॥
৩৮ ॥ কার্ত্তিক্যাং চৈব বৈশাখ্যাং মাসমেকমুপোষ-
য়েৎ । দৈত্যসুদনমধ্যস্থঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমধিতঃ ॥
৩৯ ॥ একেকেনোপবাসেন কোটিকোটি পৃথক্
পৃথক্ । লভতে তৎফলং সর্ক্সঃ বিষ্ণুক্ষেত্রপ্রভা-
বতঃ ॥ ৪০ ॥ দীপং দদাতি যন্তত্র মাসং বা পক্ষমেব
বা । একেকদীপদানেন কোটিদীপফলং লভেৎ ॥
৪১ ॥ পঞ্চায়তেন সংশ্রাপ্য দেবদেবঃ চতুর্ভুজম্ ।
একাদশ্যাং নিরাহারঃ পূজয়িত্বাচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
চাতুৰ্ম্মাস্ত্রং বিধানেন দৈত্যসুদনসন্নিধৌ । নিয়মেন
কিপেদযজ্ঞ তস্ত তুবাতি কেশবঃ ॥ ৪৩ ॥ অস্ত্র-
ক্ষেত্রেষু যৎ কুৰ্ব্বা চাতুৰ্ম্মাস্ত্রানি কোটিশঃ । তৎফলং
লভতে সর্ক্সঃ দৈত্যসুদনদর্শনাৎ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড
সকলং দত্ত্বা যৎপুণ্যফলমাধুর্য্যং । তৎপুণ্যং লভতে
সর্ক্সঃ দৈত্যসুদনদর্শনাৎ ॥ ৪৫ ॥ একাদশ্যাস্ত্র যন্তত্র
কুরুতে জাগরং নরঃ । গীতনৃত্যোস্তথা বাদ্যৈঃ
প্রেক্ষণীয়ৈস্তথাবিধৈঃ । স যাতি বৈকুণ্ঠং লোকং যং
গত্বা ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥ ইত্যায়ুতানীহ সুসংক্খ-

অযুত উপবাসের ফল লাভ করে ; সন্দেহ নাই ।
স্বপচ চণ্ডাল কিম্বা তিৰ্য্যগৃঘোনিগত প্রাণীও দৈত্য-
সুদনের ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে অচ্যুতলোক
প্রাপ্ত হয় । ২৮—৩০ । কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের
পূর্ণিমা হইতে এক মাস দৈত্যসুদনের ক্ষেত্র
মধ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যে ব্যক্তি উপ-
বাস করে, বিষ্ণুক্ষেত্রের প্রভাবে তাহার এক এক
উপবাসেই কোটিকোটিগুণ ফল হইয়া থাকে ।
যে জন তথায় এক মাস বা এক পক্ষ কাল দীপ
দান করে, তাহার এক একটা দীপদানে কোটি
কোটিগুণ ফল লাভ হয় । যে ব্যক্তি দেবদেব
চতুর্ভুজকে পঞ্চায়ত দ্বারা স্নান করাইয়া একাদশী-
দিনে উপবাসী থাকিয়া পূজা করে, তাহার অচ্যুত
সাক্ষ্য লাভ হয় । যে জন চাতুৰ্ম্মাস্ত্রবিধানে
দৈত্যসুদনের সমীপে নিয়মাবলম্বন করে, কেশব
তাহার প্রতি তুষ্ট হন । অস্ত্র ক্ষেত্রে কোটি কোটি
চাতুৰ্ম্মাস্ত্র করিলে যে ফল হয়, একমাত্র দৈত্যসুদনের
দর্শনেই সেই সকল ফল লাভ হইয়া থাকে । সমস্ত
ব্রহ্মাণ্ড দানে যে পুণ্যফল লাভ হয় সেই দৈত্য-
সুদনের দর্শনে সেই সমস্ত পুণ্যফলই লভ হইয়া
থাকে । যে নর একাদশীদিনে দৈত্যসুদনের
ক্ষেত্রে নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি করিয়া রাজিজাগরণ
করে, তাহার বৈকুণ্ঠ লোক লাভ হয় ; সে লোক

তানি স্তেয়ানি কল্লন্ত ন সন্তি সংখ্যা। নিহন্তি,
কেনাপি পুরা কৃতানি সর্বাণি ভদ্রা নিশি জাগরণে।
৪৭। মার্গা ন তে প্রেতপুত্রী ন দূতা বনঞ্চ তৎ
খেচরখড়গপত্রম্। স্বপ্নে ন পশুন্তি চ তে মনুষ্যা
যেষাং গতা জাগরণেন ভদ্রা। ৪৮। কন্তাসহস্রং
বিধিবদ্দদাতি রত্নৈরলঙ্কৃত্য স্বধর্মবুদ্ধ্যা। গবাং
সহস্রং কুরুজাঙ্গলে তু তেষাং পরং জাগরণেন
বিষোঃ। ৪৯। কৃত্বা চৈবোপবাসঞ্চ যোহুশ্রাতি
দ্বাদশীদিনে। নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং হত্যাকোটি-
বিনাশনম্। ৫০। ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্। দৈত্যাস্তদনদেবস্তা কিমন্তং পরি-
পৃচ্ছসি। ৫১। পীতবস্ত্রাণি দেবস্তা গাং হিরণ্যঞ্চ
দাপয়েৎ। স্নাত্বা চক্রবরে তীর্থে মূচ্যতে সর্ব-
পাতকাৎ। ৫২।

তী জীহ্বান্দে জীদৈত্যাস্তদনমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকশীতিতমোহধ্যায়ঃ। ৮১।

হইতে তাহাকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।
ভদ্রা অর্থাৎ দ্বাদশীর রাত্রিজাগরণে অযুত হত্যা,
সংখ্যাতীত সুবর্ণস্তেয় এবং অন্ত্যাত্ম পুরাকৃত
অশেষ পাপ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা দ্বাদশীর
রাত্রি জাগরণ করিয়া অতিবাহিত করে, সেই
মনুষ্যাগণ স্বপ্নেও যমপুরীর পথ, যমপুরী বা যম-
দূতগণকে দর্শন করে না। যাহারা কুরুজাঙ্গল-
ক্ষেত্রে বিধিপূর্বক ধর্ম্যজ্ঞানে সহস্র অলঙ্কৃত কন্তা ও
সহস্র গো দান করে, বিষ্ণুতিথি দ্বাদশীতে জাগরণে
তাহাদের তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। যে ব্যক্তি
একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীদিনে তুলসীমিশ্র
নৈবেদ্য ভক্ষণ করে, তাহার কোটি হত্যাজন্ত
পাপও বিনষ্ট হয়। হে দেবি! এই আমি দৈত্য-
াস্তদন দেবের পাপন্য মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, তুমি
অন্ত আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? নর চক্রবর
তীর্থে স্নান করিয়া দৈত্যাস্তদন দেবের উদ্দেশে
পীতবস্ত্র, গো, হিরণ্য দান করিলে সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হয়। ৩৯—৫২।

একশীতিতমোহধ্যায় সমাপ্ত। ৮১।

দ্বাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

দেব্যাচ। চক্রতীর্থেতি কিং নাম ত্রয়া প্রোক্তং
বৃষধ্বজ। কুত্র তিষ্ঠতি ততীর্থং কিম্প্রভাবং বদন্ত
মে। ১। ঈশ্বর উবাচ। পুরা দেবাস্তুরে
যুদ্ধে হত্বা দৈত্যান্ জনার্দনঃ। চক্রেং প্রক্ষালয়া-
মাস তত্র বৈ রক্তরঞ্জিতম্। ২। অষ্টকোটি-
সুতীর্থানি তত্রানীয় স্বয়ং হরিঃ। তীর্থে প্রকল্পয়ামাস
শুদ্ধিঃ কৃত্বা স্তূদর্শনে। তীর্থস্থ চক্রে নামাপি চক্রে-
তীর্থমিতি জ্ঞাতম্। ৩। অষ্টাযুতানি তীর্থানামষ্টৌ
কোটিস্তুত্বৈব চ। তত্র সন্তি মহাদেবি চক্রতীর্থে ন
সংখ্যঃ। ৪। যন্তত্র কুরুতে স্নানমেকচিত্তো নরো-
ত্তমঃ। সর্বতীর্থভিমেকস্ত স প্রাপ্নোত্যখিলং
ফলম্। ৫। তীর্থানামষ্টকোটীশ্চ স্ত্রুণিবসন্তি বরা-
ননে। একাদশ্যাং বিশেষেণ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা।
৬। তত্র স্নাত্বা মহাদেবি যজ্ঞকোটিকলং লভেৎ।
তস্মৈব কল্পনামানি শৃণু তে কথয়ামাহম্। ৭।
কোটিতীর্থং পূর্বকল্পে জীনিধানং দ্বিতীয়কে। তৃতীয়ে
শতধারঞ্চ চক্রতীর্থং চতুর্থকে। ৮। এবং তে
কল্পনামানি হাতীতান্ত্রগিলানি বৈ। কথিতান্তেব-

দ্বাশীতিতম অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—বৃষধ্বজ! আপনি চক্রতীর্থ
নামে কি বলিলেন? কোথায় ঐ তীর্থ? উহার
প্রভাব কীদৃশ? তাহা আমার নিকট বলুন।
ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বে দেবাস্তুরযুদ্ধে জনার্দন
দৈত্যগণকে নিহত করিয়া তাহার রক্তরঞ্জিত চক্র
তথায় ক্ষালন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং হরি
যেখানে অষ্ট কোটি শুভ তীর্থ আনয়ন করিয়া
স্তূদর্শনের শুদ্ধিসাধন করেন, তাহাই চক্রতীর্থ
নামে প্রখ্যাত হয়, হরি নিজেই তাহার চক্রতীর্থ
নাম নিরূপণ করেন। মহাদেবি! ঐ চক্র তীর্থে
অষ্টকোটি অষ্টাযুত তীর্থ বিদ্যমান। যে নরবর
একচিত্তে তথায় স্নান করে, তাহার সর্ব তীর্থাব-
গাহনের সর্ব ফল লাভ হয়। হে বরাননে!
একাদশীতে বিশেষতঃ চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে
তথায় অষ্টকোটি তীর্থ বাস করে। দেবি! তথায়
স্নানে কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক্ষণে চক্র-
তীর্থের কল্পোক্ত নাম-ভেদ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর। ১—৭। উহা প্রথমে কোটিতীর্থ, দ্বিতীয়ে
জীনিধান, তৃতীয়ে শতধার এবং চতুর্থ কল্পে চক্রতীর্থ
নামে প্রখ্যাত। এইরূপে আমি অতীত কল্পনাম সঞ্চল

মন্তানি জ্ঞেয়ানি বিবুধৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৯ ॥ তত্র যদীয়তে
দানং তন্তু সন্ত্যা ন বিদ্যতে । অর্দ্ধক্ৰোশ প্রমাণং
হি বিষ্ণুক্ষেত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মহত্যা নোপ-
সর্পেণ সত্যমেতন্নয়োদিতম্ । মাসোপবাসী তৎক্ষেত্রে
অগ্নিহোত্রে যতব্রতঃ ॥ ১১ ॥ স্বাধ্যায়ী যজ্ঞযাজ্ঞী চ
তপশ্চাস্ত্রায়ণাদিকম্ । তিলোদকং পিতৃণাঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ
বিধিপূর্বকম্ ॥ ১২ ॥ একব্রাতং ত্রিব্রাতং বা কুঙ্ক-
সান্তপনং তথা । মাসোপবাসং তচ্চৈব অন্ত্রা পুণ্য-
কর্ম্ম তৎ ॥ ১৩ ॥ দৈত্যারিক্ষেত্রমাসাদ্য যৎকিঞ্চিৎ
কুরুতে নরঃ । অন্ত্রক্ষেত্রং কোটিগুণং পুণ্যং
ভূয়স্ সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ সুদর্শনে বরে তীর্থে
গোদানং তত্র দাপয়েৎ । সম্যগ্যাত্ৰাকলপ্রাপ্তঃ
সর্বপাপবিশুদ্ধয়ে ॥ ১৫ ॥ চণ্ডালঃ স্বপচো বাপি
ত্ৰিধাগ্যোনীগতস্তথা । তস্মিন্তীর্থে যতঃ সম্য-
গাচ্যুতং লোম্যাপুংসঃ ॥ ১৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং চক্রতীর্থসমুদ্ভবম্ । মাহাত্ম্যং সর্বপাপঘ্নং
সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থেৎপত্তিবৃন্তাস্তমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ত্রাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তন্তু
পূর্বেণ সংস্থিতাম্ । যোগেশ্বরীঃ মহাদেবীঃ যোগ-
সিদ্ধিকলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তত্ৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু
শ্রদ্ধাসমম্বিতা । পুরা দানবশার্দ্দুলো মহিবাখ্যো
মহাবলঃ ॥ ২ ॥ বভূব প্রবরো দেবি সর্বদেবভয়-
ঙ্করঃ । কামরূপী স লোকাংস্ত্রীন বশীকৃষ্যভবৎ
সুখী ॥ ৩ ॥ কস্মিন্শ্চিদধ কালে তু ব্রহ্মণা লোক-
কারিণা । সৃষ্টী মনোহরা কস্তা রূপেণাপ্রতিমা দিবি ॥
৪ ॥ অতপৎ সা তপো ঘোরঃ কস্তা রূপবতী সতী ।
নারদেন ততো দৃষ্টা সা কদাচিৎস্মরাননে ॥ ৫
ততঃ স সহসা দৌর্বিশ্ময়ঃ পরমং গতঃ । অহো
রূপমহো দৈর্ঘ্যমহো কাস্তিরহো বয়ঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবং
চিন্তয়ন্তত্র নারীং বচনমব্রবীৎ । কুরুষ্বান্তুপ্রদানং মে
ন মে দারপরিগ্রহঃ । তবাহং দর্শনাদেবি কামবাণেন
পীড়িতঃ ॥ ৭ ॥ সারবীজ হি মে কাম্যং কামধর্ম্মেণ
সত্তম । কোমারং ব্রতমাসাদ্য সাধয়িষ্যে
যথোপ্ততম্ ॥ ৮ ॥ ন চ মহ্যস্বয়া কার্য্যো হস্মিন্মধে

ত্রাশীতিতম অধ্যায় ।

কহিলাম । বিবুধগণ ক্রমে উহার অন্ত্রা নামও
কীর্ত্তন করিয়াছেন । ঐ তীর্থে যাহা দান করা
হয়, তাহা অসংখ্য ফলের উৎপাদক হইয়া থাকে ।
ঐ বিষ্ণুক্ষেত্র তীর্থ ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত ।
আমি সত্যই বলিতেছি, ব্রহ্মহত্যা তথায় প্রবেশ
করিতে পারে না । ঐ বিষ্ণুক্ষেত্রে মাসোপবাস
অগ্নিহোত্র, ব্রতনিয়ম, স্বাধ্যায়পাঠ, যজ্ঞযাজন
তপশ্চা, চাস্ত্রায়ণ পিতৃগণোদ্দেশে তিলোদক,
দান, বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ, একব্রাত ত্রিব্রাত বা কুঙ্ক-
সান্তপন, মাসোপবাস, অন্ত্রা পুণ্যকর্ম্ম অধিক কি দৈত্য
সুদনের ক্ষেত্রে আসিয়া নর যে কোন কর্ম্ম করে
ভাহার সেই কৃত কর্ম্ম অন্ত্রক্ষেত্র অপেক্ষা কোটিগুণ
পুণ্যের উৎপাদক হয়, সংশয় নাই । সম্যক্ যাত্ৰা-
ফল লিপুং ব্যক্তি সুদর্শন তীর্থে সর্ব পাপ
শুদ্ধির নিমিত্ত গোদান করিবে । স্বপচ চণ্ডাল
হউক, কিম্বা ত্ৰিধাগ্যোনি জাত হউক, ঐ তীর্থে
মরিলে অবশ্যই অচ্যুতলোক লাভ করে । দেবি !
এই আমি তোমার নিকট সর্বকামফলজনক
পাপঘ্ন চক্রতীর্থের মাহাত্ম্য সংক্ষেপতঃ কীর্ত্তন
করিলাম । ৮—১৭ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮২

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর পূর্বোক্ত
দেবদেবের পুষ্টিদিকে অবস্থিত—যোগসিদ্ধি-কল-
দায়িনী মহাদেবী যোগেশ্বরীর সন্নিধানে গমন
করিবে । ঐ যোগেশ্বরীর উৎপত্তিবর্ত্তা বলি-
তেছি, তুমি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর । দেবি ।
পূর্বে মহিষ নামে এক মহাবল শ্রেষ্ঠ দানব ছিল ।
ঐ দানব সর্বদেবভয়ঙ্কর কামরূপ ও ত্রিলোকজয়ী
হইয়া সুখ ভোগ করিতেছিল । একদা লোক-
বিধাতা ব্রহ্মা এক অপ্রতিমরূপবতী মনোহারিণী
কস্তা সৃষ্টি করেন । ঐ কস্তা ঘোর তপশ্চা করিতে
থাকেন । বরাননে ! কোন সময়ে নারদ
সেই রূপবতী কস্তাকে দেখিলেন ; দেখিয়া পরম
বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ভাবিলেন—অহো কি রূপ !
কি দৈর্ঘ্য ! কি কাস্তি ! কি শোভন যৌবন !
এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া নারদ সেই নারীকে
বলিলেন,—দেবি ! তুমি আমায় আশ্রদান কর ;
আমি এখনও দারপরিগ্রহ করি নাই । তোমার
দর্শনে আমি কামবাণে পীড়িত হইয়াছি । ১—৭। সেই
কস্তা কহিল,—হে সাধুবর ! আমার কামধর্ম্মে কার্য্য
নাই । আমি কোমারব্রত অবলম্বন করিয়াই
আমার ইষ্ট বিষয় সাধন করিব । তুমি এ বিষয়ে

কথঞ্চন। তস্তান্তঃকরণং ক্রহা স মুনির্নারদঃ প্রিয়ে ।
 ৯। সমুদ্রাস্তেহগমদ্বিবাং পুরীং মহিষপালিতাম্ ।
 অর্চিতে হি মুনিশ্চেন মহিষেণ মহান্মনা । ১০।
 পৃষ্ট্বা হনাময়ং দেবি দ্বা চার্য্যামনুত্তমম্ । সে হব্রবীৎ
 প্রাজলির্ভূহা কিমাগমনকারণম্ । ক্রহি যন্তে
 ব্যবসিতং সর্বং কর্ত্তাম্মি নারদ । ১১। অথোবাচ
 মুনিশ্চত্র মহিষং দানবেশ্বরম্ । কস্তারত্নং সমুৎপন্নং
 জম্বুদ্বীপে মহানুর । ১২। স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে
 ন দৃষ্টং ন চ মে ক্রতম্ । তাদৃগ্গুণমহং যেন কামবাণ-
 বশীকৃতঃ । ১৩। স ক্রহা বচনং তস্তা কাম-
 স্তোৎপাদনং পরম্ । জগাম যত্র সা সাক্ষী ক্ষেত্রে
 প্রাভাসিকে স্থিতা । ১৪। তামেব প্রার্থয়ামাস
 বলেন মহতা বৃতঃ । ভাৰ্য্যা ভব ত্বং মে ভীক
 ভুঙ্ক ভোগায়নোরমান্ । এতত্তপো মহাভাগে
 বিরুদ্ধং যৌবনস্ত তে । ১৫। তস্ত তদ্বচনং ক্রহা
 জহাস বরবর্ণিনী । তস্তা হংসন্ত্যা দেবেশি
 শতশোহং সহস্রশঃ । ১৬। নিখাসাং সহসা নার্য্যঃ
 শতশস্তা ভয়ানকাঃ । তাভির্বিধ্বংসিতং দৈত্যং

কোন দৈত্য বা ক্রোধ করিও না। ঈশ্বর কহিলেন,
 —প্রিয়ে! নারদ মুনি সেই কস্তার হৃদয় বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর-পালিতা সাগর মধ্যগতা
 দিব্য পুরীতে গমন করিলেন। সেখানে মহাত্মা
 মহিষ তাঁহাকে অনাময় প্রত্নপূর্বক উত্তম অর্ঘ্য-
 দানান্তে প্রাজলি হইয়া তদীয় আগমনকারণ জিজ্ঞাসা
 করিল; বলিল,—বলুন আপনার প্রয়োজন কি,
 আমি সকলই সম্পাদন করিব। অনন্তর নারদ
 মুনি সেই দানবরাজকে বলিলেন—হে মহানুর!
 জম্বুদ্বীপে একটা কস্তারত্ন উৎপন্ন হইয়াছে। স্বর্গে,
 মর্ত্যে বা পাতালে, কুত্রাপি আমি সেরূপ দেখি
 নাই এবং কোথায় আছে বলিয়া শুনিও নাই।
 সেই রূপদর্শনেই আমি কামবাণের বশীভূত হই-
 য়াছি। মহিষাসুর নারদের সেই কামোদ্দীপক বাক্য
 শ্রবণ করিয়া যথায় সেই সাক্ষী তপস্কা করিতে
 ছিলেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিল। অন-
 তর সেই মহাবলবিশিষ্ট মহিষ সাক্ষী তাপসীর নিকট
 প্রার্থনা করিল যে, হে ভীক! তুমি আমার ভাৰ্য্যা
 হও; মনোরম ভোগ সকল উপভোগ কর। হে
 মহাভাগে! এই তপস্কা তোমার যৌবনের
 বিরোধী। মহিষের বাক্য শুনিয়া সেই বরবর্ণিনী
 হাস্ত করিলেন। হে দেবেশি! তাঁহার হাস্ত-
 কালে নিখাসমাক্রান্ত হইতে শত শত সহস্র সহস্র

মহিষস্ত তুরান্বনঃ । ১৭। তস্মিন্নিপাত্যমানে তু
 সৈস্তে দানবসন্তমঃ । ক্রোধং ক্রহা ততঃ শীত্রং
 তামেবাভিমুখো যযৌ । ১৮। বিধ্বনু সহিতে
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গভীক্ষং ভয়ানকে । তয়া সার্কং চ স্তুমহৎ
 ক্রহা যুদ্ধং মহানুরঃ । ১৯। শৃঙ্গাভ্যাং জগৃহে
 দেবীং সা তস্তোপরি সংস্থিতা। পত্ন্যামাক্রম্য
 শূলেণ নিহতো দৈত্যপুঙ্গবঃ । ২০। ছিন্নে শিরসি
 খড়্গেন তজ্জপো নিঃসৃতঃ পুমান্ । যোদ্ধোহপি স
 গতঃ স্বর্গং দৈত্যো দেব্যাস্তপাতিতঃ । ২১। ততো
 দেবগণাঃ সর্বৈ মহিষং বীক্ষ্য নির্জিতম্ । মহেন্দ্রাদ্যাঃ
 স্ততিং চক্রুর্দেব্যাস্তেইন চেতসা । ২২। দেবা উচুঃ ।
 নমো দেবি মহাভাগে গভীরে ভীমদর্শনে।
 নয়স্থিতে স্তুসিদ্ধান্তে ত্রিনেত্রে বিশ্বতোমুখি । ২৩।
 বিদ্যাবিদ্যে জয়ে জাপ্যে মহিষাসুরমদ্ভিনি । সর্বগে
 সর্ববিদ্যেশে দেবি বিশ্বস্বরূপিণি । ২৪। বীতশোকে
 ক্রবে দেবি পদ্মপত্রায়তক্ষেণে। শুদ্ধসত্ত্ব ব্রতসে
 চ চণ্ডরূপে বিভাবরি । ২৫। ঋদ্ধিসিদ্ধিপ্রদে দেবি

ভয়ঙ্করী শস্ত্রপাণি নারী সহসা প্রাহুর্ভূত হইল। সেই
 সকল নারীর আক্রমণে তুরান্বা মহিষাসুরের সমস্ত
 বল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দানবশ্রেষ্ঠ মহিষ তখন
 নিজের সৈন্তবল নিপাক্ত হইল দেখিয়া সক্রোধে
 সহর সেই তাপসীর অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অভীক্ষ কাম্পিত করিয়া সেই মহানুর
 তপস্বিনীর সহিত ঘোর যুদ্ধ করিল এবং উভয় শৃঙ্গ
 দ্বারা তাঁহাকে টেঙোলন করিল। কিন্তু সেই দেবী
 তাহার শৃঙ্গোপরি অনায়াসে অবস্থান করিতে লাগি-
 লেন। অনন্তর দেবী পাদদ্বয় দ্বারা আক্রমণ
 করিয়া শূলাঘাতে সেই দৈত্য-পুঙ্গবকে নিহত
 করিলেন। খড়্গাঘাতে মহিষের মস্তক ছিন্ন
 হইল। তখন মহিষের অনুরূপ এক পুরুষ
 তাহার উদর হইতে প্রাহুর্ভূত হইল। ঐ
 দৈত্য রুদ্রস্বভাব হইলেও দেবীর অস্ত্রা-
 ঘাতে পাতিত হইয়া স্বর্গলাভ করিল, তখন
 মহিষকে নির্জিত দেখিয়া মহেন্দ্রাদি দেবগণ তুষ্ট-
 চিত্তে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ৮—২২।
 দেবগণ কহিলেন,—হে দেবি, মহাভাগে! তুমি
 গভীর ভীমদর্শনা, নীতিস্থিতা, স্তুসিদ্ধান্তা, ত্রিনেত্রা,
 বিশ্বতোমুখী, বিদ্যাবিদ্যা, জয়া, জাপ্যা, মহিষাসুর-
 মদ্ভিনী, সর্বগা ও সর্ববিদ্যেশা। হে দেবি!
 হে বিশ্বস্বরূপিণি! তুমি বীতশোকা, ক্রবা, পদ্ম-
 পত্রায়তনয়না, শুদ্ধসত্ত্ব ব্রতহা, চণ্ডরূপা, বিভাবরী,

কালনৃত্যে ধৃতিপ্রিয়ে। শাক্তি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মি সর্ব-
দেবনমস্কৃতৈঃ ২৬। ঘণ্টাহস্তে শূলহস্তে মহামহিম-
মর্দ্দিনী। উগ্ররূপে বিরূপাক্ষি মহামায়েহ্মতে
শিবে ২৭। সর্বগে সর্বদে দেবি সর্বসম্মময়োক্তবে।
বিদ্যাপুরাণশলানাং জননি ভূতধারিণি। ২৮।
সর্বদেবরহস্তানাং সর্বসম্বতঃ শুভে। ত্বমেব
শরণং দেবি বিদ্যাবিদ্যে শ্রিয়েহশ্রিয়ে ২৯। এবং
শুভা সুরৈর্দেবি প্রণম্য ঋণিতিস্থখা। উবাচ
হসতৌ বাক্যং বৃণ্ধ্বং বরমুত্তমম্ ৩০। দেবা
উচুঃ। স্তবেনানেন যে দেবি স্তবস্ত্যত্র নরোত্তমাঃ।
তে সন্তু কঠৈঃ সম্পূর্ণা বরবর্ষা নিরন্তরম্ ৩১।
অস্মিন্ ক্ষেত্রে ত্বয়া বাসো নিত্যং কার্য্যঃ
শুচিস্মিতে ৩২। এবমব্ধিত্তি সা দেবী দেবাহুত্বা
বরাননে। বিস্মজ্য ঋষিসজ্যাংশ্চ তজ্জৈব নিরতা-
ভবৎ ৩৩। অশ্বযুক্তগুরুপক্ষ্য নবম্যাং যো
বরাননে। উপবাসপয়ো ভূত্বা তাং প্রপশ্যতি
ভক্তিতঃ। তন্তু পাপং ক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে
যথা ৩৪। য এতৎ পঠতি স্তোত্রং প্রাতরুথায়
মানবঃ। ন ভীঃ সম্পদ্যাতে তন্তু যাবজ্জীবং নরন্ত
বৈ ৩৫। . অশ্বযুক্তগুরুপক্ষে যা অষ্টমী মূল-

ঋদ্ধি-সিদ্ধি প্রদা, কালনৃত্য, ও ধৃতিপ্রিয়া। . হে
শাক্তি! তুমি ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মী, সর্ব-সুরবান্ধিত-
ঘণ্টাহস্তা, শূলহস্তা, মহামহিমমর্দ্দিনী, উগ্ররূপা
বিরূপাক্ষী, মহামায়া, অমৃত, শিবা, সর্বগা, সর্বদা
এবং সর্বসংময়োক্তবা। হে জননি! হে বিদ্যা
বিদ্যে! তুমি ভূতধারিণী, সমস্ত বেদরহস্তা ও সমস্ত
সম্মশালীদিগের তুমিই একমাত্র আশ্রয়। দেব ও
ঋষিগণ এইরূপে দেবীকে স্তব ও প্রণাম করিলে
তিনি হান্তপূর্ব্বক বলিলেন,—তোমরা উত্তম বর
প্রার্থনা কর। দেবগণ, কহিলেন,—হে দেবি! এই
স্তব দ্বারা যে সকল নরশ্রেষ্ঠ অপনাকে এখানে স্তব
করিবে, তাহারা বহুবর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত সর্ব কামপূর্ণ
হইয়া থাকিবে। আর, হে শুচিস্মিতে! এই ক্ষেত্রে
নিত্য তুমি বাস করিবে। ইহাই আমাদের প্রার্থনা।
হে বরাননে! সেই দেবী দেবগণের প্রার্থনায়
‘এবমন্ত’ বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং ঋষি-
গণকে বিদায় দিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে
লাগিলেন। যে ব্যক্তি আশ্বিনের শুক্ল নবমীদিনে
উপবাসী থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করে,
সূর্য্যোদয়ে অঙ্ককারের তায় তাহার পাপ ক্ষয়
হইয়া যায়। যে মানব প্ৰভাতে উঠিয়া এই স্তোত্র

সংযুতা। সা মহানামিকা প্রাণা যেষাং তস্তাং গতাঃ
শুভে ৩৬। তেষাং স্বর্গে ধ্রুবং বাসো বীরাশ্চে-
হপ্সরসাং প্রিয়াঃ ৩৭। মনস্তরেষু সর্বেষু কল্লাদিষু
সুরেশ্বরী। এষ এব ক্রমঃ প্রোক্তো বিশেষঃ পুণু
সাম্প্রতম্ ৩৮। অশ্বযুক্তগুরুপক্ষে যা পঞ্চমী
পাপনাশিনী। তস্তাং সম্পূজয়েদ্রোত্রো খড়্গামন্ত্রৈ-
র্ষিভূষিতম্ ৩৯। মণ্ডপং কারয়েত্তত্র নবসপ্তকরং
তথা। প্রাণ্ডকপ্রবণে দেশে পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
যোগেশ্বর্যাঃ সন্নিধানে বিধিনা কারয়েদ্বিজঃ ৪০।
আগ্নেয়্যাং কারয়েৎ কুণ্ডং হস্তমাত্রং স্পৃশোভনম্।
মেখলাত্রয়সংযুক্তং যোন্তাশ্বখদলাভয়া ৪১।
শাস্ত্রোক্তং মন্ত্রসংযুক্তং হোতব্যাং পায়সং ততঃ।
ততঃ খড়্গাং তু সংপ্রাপ্য পঞ্চামৃতরসেন বৈ।
পূজয়েদ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দ্রপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমৈঃ ৪২।
অসির্কেশসনঃ খড়্গাঃ প্রাণিভূতো দুরাসদঃ।
অগম্যো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মাধারস্তথৈব চ। ইত্যাক্তৌ
তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা ৪৩।
নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যাং শুকর্দেবো মহেশ্বরঃ।
হিরণ্যক শরীরং তে ধাতা দেবো জনা-

পাঠ করে, আজীবন তাহার আর কোনই ভয়
থাকে না। আশ্বিনের মূলানক্ষত্রাবিত শুক্লাষ্টমী
মহানৌলিকা নামে অভিহিত। ঐ দিন যাহাদের
প্রাণ অপগত হয়, তাহাদের স্বর্গবাস নিশ্চিতই;
সেই সকল বীর স্বর্গে অপ্সরাদিগের প্রিয় হইয়া
থাকে। হে সুরেশ্বরী! সমস্ত মনস্তরে ও সর্ব-
কল্পে এইরূপ ক্রমই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিশেষ
শ্রবণ কর। আশ্বিনের শুক্লপঞ্চমীর পাপহারিণী
পঞ্চমীর রাত্রিতে পূজা করিবে, খড়্গামন্ত্র দ্বারা ভূষিত
নব বা সপ্তহস্তমিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। ঐ মণ্ডপের
উদকপ্রবণ দেশ পতাকারাজি দ্বারা অলঙ্কৃত
হইবে। ব্রাহ্মণ যোগেশ্বরের সন্নিধানে বিধিপূর্ব্বক
এইরূপে মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া পরে অগ্নিকোণে এক
হস্তমাত্র সুন্দর কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। ঐ কুণ্ড জি-
মেখলা ও অশ্বখদলাভ যোনি দ্বারা অর্ধিত হইবে।
২৩—৪১। অনন্তর মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পায়স হোম
করিবে। পরে পঞ্চামৃতরসে খড়্গা স্নান করাইয়া
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বিবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।
অনন্তর বলিবে—হে দেব! অসি বিশসন, খড়্গা,
প্রাণিভূত, দুরাসদ, অগম্য, বিজয়, ও ধর্ম্মাধার
এই তোমার অষ্ট নাম স্বয়ং বিধাতা বলিয়াছেন।
তোমার নক্ষত্র—কৃত্তিকা, শুক্ল—মহেশ্বর দেব,

দ্বন্দ্বঃ। পিতা পিতামহো দেব স্তেন পালয়
সর্বদা ॥ ৪৪ ॥ এবং সম্পূজ্য বিধিনা তং
খড়্গং ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ। ব্রাহ্ময়েনগরে ব্রাত্রৌ
নান্দীঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৪৫ ॥ সর্বসৈন্তেন
সংযুক্তস্তত্র ব্রাহ্মণপুঙ্গবৈঃ। এবং কুহা বিধানং তু
পুনর্যোগেশ্বরীং নয়েৎ। উচ্চাৰ্য্য মন্ত্রমেবং বৈ
খড়্গং তন্ত্ৰে সমর্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ অঙ্কনেন সমা-
লেখ্য চন্দনেন বিলেপিতম্। বিশ্বপত্রকৃতাং মালাং
তন্ত্ৰে দেবৌ নিবেদয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ তুর্গে তুর্গার্তিহে
দেবি সর্বহুর্গভিনাশিনি। ত্রাহি মাং সর্বহুর্গেষু
তুর্গেহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮ ॥ দৈববর্ম্যং দেবেশি
তত্র খড়্গং জাগৃয়াৎ। নিত্যং সম্পূজ্য বিধিনা
অষ্টম্যাং যাবদেব হি ॥ ৪৯ ॥ তদ্রাত্রৌ জাগরং কুহা
প্রভাতে হুকণোদয়ে। পাতয়েন্নহিসান্নেযানগ্রতো
গতকঙ্করান্ ॥ ৫০ ॥ শতমর্দনশতং বাপি তদর্দার্কং
যথেষ্টয়া। সুরাসবভূতৈঃ কুন্তস্তর্পয়েৎ পরমে-
শ্বরীম্ ॥ ৫১ ॥ কাপালিকেভ্যস্তদেদ্যং দাসীদাসজনে
তথা। ততোহপরাত্রসময়ে নবম্যাং স্কন্দেন স্থিতাম্ ॥
৫২ ॥ যোগেশীং ব্রাহ্ময়েজাষ্ট্রে স্বয়ং রাজা স্বসৈন্ত-

বান্। নদন্তিঃ শঙ্খপটটৈঃ পঠন্তিকটুগারণৈঃ ॥ ৫৩ ॥
ভূতেভ্যশ্চ বলিং দদ্যান্নশ্চৈগ্নানেন ভামিনি।
সরজং সজলং সান্নং গন্ধপুষ্পাক্ষতযুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥
ত্রীন্ বারাংস্ত্র ত্রিশূলেন দিগ্দিগ্ধু ক্লেপেদ্বলিম্।
বলিং গৃহ্মস্থিমে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা ॥ ৫৫ ॥
মরুতোহথাশ্বিনৌ রুদ্রাঃ সুপর্ণাঃ পরগা গ্রহাঃ।
সৌম্যা ভবন্তু তুণ্ডাশ্চ ভূতাঃ প্রেতাঃ সুখাবহাঃ ॥
৫৬ ॥ য এবং কুর্কতে যাত্রাং ব্রাহ্মণাঃ ক্ষেত্র-
বাসিনঃ। ন তেষাং শত্রবো নাগ্নির্ন চোরা ন
বিনায়কাঃ। বিঘ্নং কুর্কন্তি দেবেশি যোগেশ্বর্যাঃ
প্রসাদতঃ ॥ ৫৭ ॥ সুগিনো ভোগভোক্তারঃ সর্কাস্তক-
বিবর্জিতাঃ। ভবন্তি পুরুষা ভক্তা যোগেশ্বর্যা-
নিরন্তরম্ ॥ ৫৮ ॥ ইত্যেষ তে সমাখ্যাতো যোগে-
শ্বর্যা মহোৎসবঃ। পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব সর্কাস্ত-
বিনাশনঃ ॥ ৫৯ ॥ শূলাগ্রভিন্নমহিষাসুরপৃষ্ঠপীঠায়ু-
খাতখড়্গাকচিরাঙ্গদবাহদণ্ডাম্। অভ্যর্চ্য পঞ্চবদ-
নান্নুগতাং নবম্যাং তুর্গাং সূতুর্গগহনানি তরন্তি
মর্ত্যাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি ত্রীশ্বান্দে যোগেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শরীর—হিরণ্য, নির্মাণকর্ত্তা দেব জনাৰ্দ্দিন এবং
পিতা—ব্রহ্মা, তুমি সর্বদা স্বদেশ দ্বারা রক্ষা কর।
এইরূপ খড়্গমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাবিধি পূজা
করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ব্রাত্রিতে নান্দীঘোষপুরঃসর
উক্ত খড়্গ নগরে ভ্রমণ করাইবেন। বিপ্রবরগণ
সর্বসৈন্ত সমভিব্যাহারে এইরূপ কার্য্য করিয়া পরে
ঐ খড়্গা যোগেশ্বরের নিকট লইয়া যাইবেন এবং
মহোচ্চারণপূর্বক অঙ্কন দ্বারা সমালেপন ও চন্দন
দ্বারা বিলেপিত করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করি-
বেন। তদনন্তর বিশ্বপত্রকৃত মালা সেই দেবীকে
নিবেদন করিয়া দিবেন। হে দেবেশি! পরে
'তুর্গে তুর্গার্তিহে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য
এবং খড়্গ দানান্তে ব্রাত্রি জাগরণ করিবে। এই-
রূপে অষ্টমী তিথি যাবৎ নিত্য নিত্য যথাবিধি
পূজা করিয়া অষ্টমীর ব্রাত্রি জাগরণপূর্বক প্রভাতে
অকণোদয় বেলায় মহিষ ও মেঘ সকল বলি প্রদা-
নান্তে তাহাদের মস্তকসমূহ দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ
করিবে। অনন্তর সুরাসবপূর্ণ কুন্তসমূহ দ্বারা
পরমেশ্বরীকে শত তর্কশত তদর্ক অথবা যথেষ্ট
সংখ্যক বার তর্পণ করিবে; তর্পণান্তে ঐ সুরাসব
কাপালিক দাস-দাসীদিগকে অর্পণ করিবে। অন-
ন্তর নবমীর দিন অপরাহ্নে রাজা নিজে সৈন্তপরি-

বৃত্ত হইয়া যোগেশী দেবীকে স্কন্দনে আরোপণ-
পূর্বক রাজা মধো ভ্রমণ করাইবেন। ঐ সময়
শঙ্খ ও পটহধ্বনি হইতে থাকিবে, এবং বটু ও
চারণচয় জ্ঞাপিত করিবে। তারপর 'বলিং গৃহ্মস্থিমে
দেবা' ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতগণকে রক্ত, জল, অন্ন,
গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত বলি প্রদানপূর্বক ত্রিশূল
দ্বারা বারত্ৰয় দিগ্দিগন্তে ঐ বলিদ্রব্য নিক্ষেপ
করিবে। এইরূপে যে সকল ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ
যোগেশ্বরীর উৎসব কার্য্য সমাধা করে, শত্রু, অগ্নি,
বীর বা বিনায়কগণ তাহাদের বিঘ্নাচরণ করিতে
পারে না; যোগেশ্বরীর প্রসাদেই তাহারা নির্ভয়
হয়। যোগেশ্বরীর ভক্তগণ নিয়ত সুখী, ভোগী
ও সর্কোপভবহীন হইয়া থাকে। এই আমি
তোমার নিকট যোগেশ্বরীর মহোৎসব বৃত্তান্ত
ব্যক্ত করিলাম। ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে
সর্ব অশুভ বিনষ্ট হয়। যিনি শূলাগ্র দ্বারা মহিষা-
সুরের পৃষ্ঠপীঠ নির্ভিন্ন করিয়াছেন, উদ্যত খড়্গ
ও স্কন্দর অঙ্গদ দ্বারা যাহার বাহুদণ্ড বিমণ্ডিত
হইয়াছে, সেই পঞ্চবদনান্নুগামিনী তুর্গাদেবীকে যে

চতুর্শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি আদি-
নারায়ণং হরিম্ । তস্মাৎ পূর্বাঙ্গগ্ভাগে সর্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ পাত্ৰকাসনসংযুক্তং সর্বদৈত্যান্ত-
কারিণম্ । আদৌ কৃতযুগে দেবি দৈত্যোহভূম্বেষ-
বাহনঃ ॥ ২ ॥ মহাবলো মহাকাযো যোজনায়ুতবিস্তরঃ ।
অজ্ঞেয়ঃ সর্বদেবানাং ত্রৈলোক্যক্ষয়কারকঃ । ব্রহ্মণা
তস্ত তুষ্টেন বরো দত্তো বরাননে ॥ ৩ ॥ যদা
পাত্ৰকয়া বিষ্ণুস্তাং হনিষ্যতি সংযুগে । তদৈব মৃত্যু-
ভবিতা নাশ্চথা মরণং তব ॥ ৪ ॥ ইতি লব্ধবরো
দৈত্যঃ সন্তাপয়তি ভূতলম্ । যুগানাং কোটিমেকাং
তু সদেবাসুরমাহুযম্ ॥ ৫ ॥ সন্তপ্য বহুধা দেবি
দক্ষিণোদধিমাগতঃ । তত্র বিধ্বংসয়ামাস ঋষীণামা-
শ্রমাণি বৈ ॥ ৬ ॥ ততস্ত ঋষয়ঃ সর্কে বিধ্বস্তাশ্রম-
মণ্ডলাঃ । শরণং চৈব সম্প্রাপ্তা দেবদেবং তু

সকল মানব নবমাদিনে অর্চনা করে, তাহার
সুতর্গম গহনরাশি উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । ৪২—৬০ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৩ ।

চতুর্শীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর আদি-
নারায়ণ হরির সন্নিধানে গমন করিবে । ঐ হরি
যোগেশ্বরের পূর্বাদিকে সকল পাতকহররূপে বিরাজ-
মান । উনি পাত্ৰকা ও আসনযুক্ত এবং নিখিল
দৈত্যের অন্তকারী । দোবি ! কৃতযুগের প্রথমে
মেঘবাহন নামে এক দৈত্য ছিল । ঐ দৈত্য
মহাবীর, মহাকায, যোজনায়ুত বিস্তৃত দেহ, সর্ব-
দেবের অজ্ঞেয় ও ত্রিলোকবাসীর অনিষ্টকর । হে
বরাননে ! ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া একদা তাহাকে
এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, যখন বিষ্ণু সময়ে
তোমাকে পাত্ৰকা দ্বারা আহত করিবেন, তখনই
তোমার মৃত্যু হইবে, অন্যথা তোমার মৃত্যু নাই ।
সেই দৈত্য এইরূপ লব্ধবর হইয়া নির্ভয়ে ভূতলে
উপদ্ৰব করিতে লাগিল । দেবি ! কোটিযুগ
যাবৎ দেব ও মনুষ্যাদিগের উপর তাহার নানা-
প্রকার উপদ্ৰব অত্যাচার চলিল ; অবশেষে সে
দক্ষিণোদধির তীরে আগমন করিল । এখানে
আসিয়া ঐ দৈত্য ঋষিগণের আশ্রমসমূহ ধ্বংসবিশেষ
করিল । অনন্তর ঋষিগণ সকলেই নষ্টাশ্রম হইয়া

কেশবম্ । অজ্ঞেয়ং তং তু সংজ্ঞাত্বা তুর্ভূবর্গকুড়ধ-
জম্ ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ । নমঃ পরমকল্যাণ-কল্যাণায়-
শ্রয়োগিনে । জনার্দনায় দেবায় শ্রীধরায় চ বেধসে ॥
৮ ॥ নমঃ কমলকিঞ্জলকম্বুবর্ণমুকুটায় চ । কেশবায়ান্তি-
শ্রমায় বৃহন্নর্ত্তে নমোনমঃ ॥ ৯ ॥ মহান্ননে বরেণ্যায়
নমঃ পঙ্কজনাভয়ে । নমোহস্ত্র মায়াহরয়ে হরয়ে হরি-
বেধসে ॥ ১০ ॥ হিরণ্যগর্ভগর্ভায় জগতঃ কারণান্ননে ।
অচ্যুতায় নমো নিত্যমনন্তায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥
নমো মায়াপাঠচ্ছরজগদ্ধায় মহান্ননে । সংসার-
সাগরোত্তারজ্ঞানপোতপ্রদায়িনে । অকুঠমতয়ে ধাত্রে
সর্গস্থিত্যন্তকর্ষণে ॥ ১২ ॥ যথাহি বাসুদেবেতি
প্রোক্তে নশ্রুতি পাতকম্ । তথা বিলয়মভ্যোতু
দৈত্যোহয়ং মেঘবাহনঃ ॥ ১৩ ॥ যথা বিষ্ণুঃ স্বভ-
ক্তেষু পাপমাপ্রোতি সংস্থিতম্ । তথা বিনাশমাতু
দৈত্যোহয়ং পাপকর্ষকং ॥ ১৪ ॥ স্মৃতমাত্রো যথা
বিষ্ণুঃ সর্বপাপং ব্যাপোহতি । তথা প্রণাশমভ্যোতু
দৈত্যোহয়ং মেঘবাহনঃ ॥ ১৫ ॥ ভবন্তু ভদ্রাণি
সমস্তদোষাঃ প্রয়াস্তু নাশং জগতোহখিলন্ত ।

দেবদেব কেশবের শরণাপন্ন হইলেন । তাহার
দৈত্যের কুত্ৰাপি পরাজয় সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া
একান্তে গরুড়ধ্বজেরই স্তব করিতে লাগিলেন ।
ঋষিগণ কহিলেন,—যিনি পরম কল্যাণের কল্যাণ,
আশ্রয়োগী, জনার্দন, শ্রীধর, বিধাতৃদেব, তাঁহাকে
নমস্কার । যিনি কমলকিঞ্জলকম্বুবর্ণ মুকুট
ধারণ করেন, ঈশ্বর নাম কেশব,
যিনি অতীবশুদ্ধ অথচ বিরামমূর্তি, তাঁহাকে
আমাদের বারবার নমস্কার । যিনি মহাত্মা,
বরেণ্য পঙ্কজনাভ, তাঁহাকে নমস্কার । যিনি
মায়াহরি, হরি, হরিবেধা, তাঁহাকে নমস্কার ।
যিনি হিরণ্যগর্ভের গর্ভ, জগতের কারণাত্মা অচ্যুত,
নিত্য সিদ্ধ, অনন্ত তাঁহাকে আমাদের বারবার
নমস্কার । ১—১১ । এই জগদগৃহ যদিই মায়াপটে
আচ্ছন্ন, যিনি মহাত্মা, সংসারসাগরপারের জ্ঞানপোত
প্রদাতা, অকুঠমতি, ধাতা, ও সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্তা
তাঁহাকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি । বাসুদেব
এই নাম গ্রহণেই যেমন পাতক নাশ হয়, তেমনি
এই মেঘবাহন দৈত্য বিনষ্ট হউক, বিষ্ণু যেমন ঋষি
ভক্তবৃন্দের পাপনাশ করেন, তেমনি এই পাপকর্ষ-
কারী দৈত্যও তাঁহার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হউক ।
শ্রবণমাত্রেই বিষ্ণু যেমন সর্বপাপ হরণ করেন, এই
মেঘবাহন দৈত্য তেমনি ভাবে বিনষ্ট হউক ;

অভেদ্যভক্ত্যা পরমেশ্বরেণে স্মৃতে জগদ্ধাতরি
বাসুদেবে ॥ ১৬ ॥ যে ভূতলে যে দিবি যেহস্তরিক্ষে
রসাতলে প্রাণিগণাচ্চ কেচিৎ । ভবন্ত তে সিদ্ধি-
যুতা নরোত্তমাঃ স্মৃতে জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৭ ॥
যে প্রাণিনঃ কুত্রচিদত্র সন্তি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরতশ্চ
কেচিৎ । তেষাং তু সিদ্ধিঃ পরমাত্মনিষ্ঠয়া স্মৃতে
জগদ্ধাতরি বাসুদেবে ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতি
স্তুতস্তদা দেবি আদিনারায়ণো হরিঃ । জ্ঞাত্বা স
ভাবি কার্য্যং তৎ সমাকৃৎ চ পাত্ৰকাম্ ॥ ১৯ ॥
বভূব তেষাং প্রত্যক্ষ ঋষীণাং পাপনাশনঃ । উবাচ
প্রণতান্ সন্নান্ কিং বা কার্য্যং হৃদি স্থিতম্ ॥ ২০ ॥
কথ্যতাং তৎকরিষ্যামি যুগ্মংস্তোত্রেণ তর্জিতঃ ॥
২১ ॥ ইতু্যক্তা ঋষয়ঃ সর্বে কৃতাজ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ ।
আদিদেবঃ হরিঃ প্রোচুঃ সর্বে নতশিরোধরাঃ ॥ ২২ ॥
ঋষয় উচুঃ । জানাসি সর্বং স্বং দেব ন চাস্ত্য-
বিদিতং তব । ইমং দৈত্যং মহাদেব সংহরস্ব
মহাবলম্ । যথেষ্টং সকলং বিষং নিরাতক্যং ভবেৎ
প্রভো ॥ ২৩ ॥ ইতু্যক্তস্তেস্তদা বিষ্ণুর্দৈত্যমাহুয়
সংযুগে । তাড়য়ামাস তং দৈত্যং হৃদি পাত্ৰকয়া
ভূতে ॥ ২৪ ॥ স হতঃ পতিতো দৈত্যো বিগ-

নিখিল জগতের মঙ্গল হউক, নিখিল দোষ নষ্ট হউক,
বাসুদেব জগতের ধাতা, পরমেশ্বর; তাঁহার
স্বরূপে ভূতল নভস্তল ও রসাতলবাসী প্রাণিগণ
সকলেই সিদ্ধিসম্পন্ন হউক । জগদ্বিধাতা বাসু-
দেবের স্তব করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে যে
কোন স্থানে যত প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেরই
অনবদ্য পরম সিদ্ধি লাভ হউক । ঈশ্বর কহি-
লেন,—দেবি ! তৎকালে ঐকম স্তব করিলে
আদিনারায়ণ হরি ভাবী কার্য্য অবগত হইয়
পাত্ৰকা পরিধানপূর্বক সেই সকল স্তাবক ঋষি-
মণ্ডলীর সাক্ষাতে প্রাহুর্ভূত হইলেন । এবং
প্রণত ঋষিগণকে বলিলেন,—তোমাদের মনোমত
কার্য্য কি ? তাহা প্রকাশ কর ; তোমাদের স্তব-
তুষ্টি আমি, অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব ।
বাসুদেব এই কথা কহিলে ঋষিগণ কৃতাজ্জলিপুটে
নতকঙ্করে কহিলেন—দেব ! আপনি সকলি
জানেন ; আপনার অবিদিত কিছুই নাই । হে
মহাদেব ! এই মহাবল দৈত্যকে আপনি সংহার
করুন । প্রভো ! এ জগৎ নিরাতক্য হউক ।
তাঁহারা এই কথা কহিলে, বিষ্ণু সময়ে দৈত্যকে
আত্মানপূর্বক পাত্ৰকা দ্বারা তাহার হৃদয়ে আঘাত

তান্নূর্ব্বোদধৌ । হত্বা দৈত্যাবয়ং দেবস্তত্র
স্থানে স্থিতোহভবৎ । পাত্ৰকাসনসংস্থত্ব তজ্জা-
দ্যপি বরাননে ॥ ২৫ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা
একাদশ্রীং নরোত্তমঃ । সোহশ্বমেধকলং প্রাপ্য
মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ২৬ ॥ গোলকং
ব্রাহ্মণে দত্ত্বা যৎকলং প্রাপুয়ারব্রঃ । তদাদিদেবে
গোবিন্দে দৃষ্টে ভক্ত্যা কলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ কলৌ
কৃতযুগং তেষাং ক্লেশস্তেষাং সুখাধিকঃ । আদি-
নারায়ণো দেবো যেষাং হৃদয়নঃস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
একাদশ্রীং রবিদিনে স্নাত্বা সন্নিহিতাজলে । আদি
নারায়ণঃ পূজ্য মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২৯ ॥ ইতি তে
কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং বিষ্ণুদেবতম্ । শ্রুতং পাপ-
হরং নৃণাং দারিদ্র্যোপবিনাশনম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি ত্রীকান্দে আদিনারায়ণমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নাম চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

করিলেন । হে শুভে ! তখন সেই দৈত্য গতাসু
হইয়া মহাক্রিমধ্যে পতিত হইল । দেব জনার্দন
দৈত্যহত্যা করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে
লাগিলেন । হে বরাননে ! অদ্যাপি তিনি সেই
পাত্ৰকাসনে অবস্থিত আছেন ! যে নরবর একা-
দশী দিনে ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে অর্চনা করে, তাহার
অশ্বমেধকল হয়, সে দেবতার স্তায় স্বর্গে বিহার
করে । লক্ষ গোদানে লোক যে কল প্রাপ্ত হয়,
একমাত্র আদিদেব গোবিন্দকে ভক্তিপূর্বক দর্শন
করিলে সেই কল হইয়া থাকে । অনাদি নারায়ণ
দেব যাহাদের হৃদয়ে বিরাজমান, কলিকালও তাহা-
দের কৃতযুগ এবং ক্লেশও তাহাদের সুখাধিক ।
নর রবিবার একাদশীদিনে সন্নিহিতাজলে স্নানপূর্বক
আদি নারায়ণদেবকে পূজা করিলে ভববন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে । দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
বিষ্ণুদেবত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণে
নরগণের পাপ তাপ ও দারিদ্র্য নাশ হয় ॥ ১২—৩০ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত : ৮৪ ।

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

দেববাচ । তত্র সন্নিহিতা প্রোক্তা যা যয়
বৃষভধ্বজ । কথং দেব সমায়াতা কুরুক্ষেত্রান্মহানদী ।
কিম্ভাবা তু সা প্রোক্তা কলং স্নানাদিকেন কিম্ ॥
১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যত্র
সন্নিহিতা শুভা । পাপহ্নী সর্বজন্তুনাং দর্শনাৎ
স্পর্শনাদপি ॥ ২ ॥ আদিনারায়ণাদেবি পশ্চিমে
ধনুবাং জয়ে । সংস্থিতা সা মহাদেবী সন্নিজপা
মহানদী ॥ ৩ ॥ কথয়ামি সমাসেন তত্ত্বংপত্তিঃ শৃণু
প্রিয়ে । জরাসন্ধভগ্নাদেবি বিষ্ণুঃ পরিজ্ঞৈঃ সহ ॥ ৪ ॥
গৃহীত্বা যাদবান্ সর্সান্ বালবৃদ্ধবণিগ্জ্ঞানান্ । স শূন্তাং
মথুরাং কৃষ্ণা প্রভাসং সমুপাগতঃ ॥ ৫ ॥ সমুদ্রঃ প্রার্থয়া-
মাস স্থানং সংবাসহেতবে । এতস্মিন্নেবকালে তু দেব
দেবো দিবাকরঃ ॥ ৬ ॥ সংগ্রস্তো রাহুণা দেবি পর্ম-
কালে ছাপস্থিতে । তং দৃষ্ট্বা যাদবাঃ সর্সে বিষাদং
পরমং গতাঃ ॥ ৭ ॥ অপ্রাপ্তাঃ সন্নিহিতায়াং তানুবাচ
জনর্দ্দনঃ । মা বিষাদং যত্নশ্চেষ্টা ব্রজধ্বং ময়ি
সংস্থিতে ॥ ৮ ॥ দৃষ্টতাং মৎপ্রভাবোহদ্য ধর্ম্মার্থমিহ

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

দেবী কহিলেন,—বৃষধ্বজ ! আপনি যে
তথায় সন্নিহিতার কথা কহিলেন,—ঐ মহানদী
কুরুক্ষেত্র হইতে কিরূপে আসিল ? উহার প্রভাব
কি রূপ ? এবং উহাতে স্নানদানাদি করিলেই বা
কি রূপ ফল ফলে ? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ।
শ্রবণ কর, শুভদায়িনী সন্নিহিতা নদী দর্শনে-স্পর্শনে
সর্বজীবের পাপহ্নী সন্নিহিতা নদী যথায় প্রবাহিত,
তাহা বিজেছি ! আদি নারায়ণের পশ্চিমে তিন
ধনু দূরে ঐ সন্নিজপিনী মহাদেবী মহানদী অবস্থান
করিতেছেন । প্রিয়ে ! শ্রবণ কর, এক্ষণে সংক্ষেপে
উহার উৎপত্তিবর্ত্তা বলিতেছি । হে দেবি !
পূর্বে বিষ্ণু জরাসন্ধের ভয়ে স্বীয় পরিজন সহ
যত্নবশীল বালক বৃদ্ধ ও বণিগদিগকে লইয়া মথুরা-
পুরী জনশূন্ত করিয়া প্রথমে প্রভাসে আসিয়া
উপস্থিত হন এবং বাসের নিমিত্ত সমুদ্রের নিকট
স্থান প্রার্থনা করেন । ইত্যবসরে পর্মকাল উপস্থিত
হইল । দেবদেব দিবাকর রাহুগ্রহ হইলেন ।
তদর্শনে যাদবগণ সকলেই অত্যন্ত বিষন্ন হইলেন ।
এমন দিনে সন্নিহিতা নদী যাইতেছেন না বলিয়াই
ঔহাদের বিষাদ হইল । জনর্দ্দন ঔহাদিগকে
কহিলেন,—হে যত্নশ্চেষ্টগণ । আমি থাকিতে

ভূতলে । আনয়িষ্যামাহং সম্যকপুণ্যং সান্নিহিতং
সরঃ ॥ ৯ ॥ এবমুক্তা স ভগবান্ সমাধিস্থো বভূব
হ । এবং সন্ধ্যায়তন্তস্ত বিকোরমিততেজসঃ ॥ ১০ ॥
প্রাহুর্ভূতা ততন্তস্ত বারিধারাগ্রতঃ শুভ্রা । বিভেদ্য
ধরণীপৃষ্ঠং স্নানার্থং চানুরবিসঃ ॥ ১১ ॥ ততস্তে
যাদবাঃ সর্সে রামসান্নপুরোগমাঃ । চক্রুঃ স্নানং
মহাদেবি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ॥ ১২ ॥ প্রাপ্তপুণ্য
বভূবুস্তে সন্নিহিত্যাসমুদ্রবন্ । কুরুক্ষেত্রস্ত যাত্রায়াঃ
প্রাপ্য সম্যক ফলং হি তে ॥ ১৩ ॥ এবং তৎসম-
ুপ্রাপ্তং পুণ্যং সান্নিহিতং সরঃ । তত্র স্নাত্বা মহা-
দেবিরাহুগ্রস্তে দিবাকরে । অগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত ফলং
প্রাপ্নোত্যাশেষতঃ ॥ ১৪ ॥ যন্তত্র ভোজয়েদ্বিপ্রাং
যড্রসং বিধিপূরকম্ । একেন ভোজিতেনৈব
কোটিভবতি ভোজিতা ॥ ১৫ ॥ যন্তত্র কারয়েদ্ধোমং
সন্নিহিত্যাসমৌপতঃ । ঐকৈকাহুতিদানেন কোটি-
হোমফলং লভেৎ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রজাপাং তু কুরুতে
তত্র স্থানে স্থিতো যদি । ঐকৈকমন্ত্রজাপোনে
কোটিজাপ্যফলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ সুবর্ণদানং দাতব্যং

আপনার বিষয় হইবেন না ; ধর্ম্মার্থ এ
ভূতলে আমার প্রভাব কতদূর, তাহা আপনারা
দেখুন । আমি সেই পুণ্য সান্নিহিত সরোবর
এইখানেই আনয়ন করিব । ১—৯ এই বলিয়া সেই
ভগবান্ তখন সমাধিস্থ হইলেন । ধ্যান করিতে
করিতে সেই অমিততেজা বিষ্ণুর অগ্রভাগে ভূপৃষ্ঠ
ভেদ করিয়া অসুরেষ্ট্রী যাদবগণের স্নানের
নিমিত্ত বারিধারা প্রাহুর্ভূত হইল । তখন রাম সাধু
প্রমুখ যাদবগণ সকলেই সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সেই
বারিধারায় স্নান করিলেন । তথায় স্নানমাত্র ঔহারা
সন্নিহিতা জলে স্নান জন্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইলেন । কুরু-
ক্ষেত্র যাত্রার সম্যকফল ঔহাদের অধিগত হইল ।
এইরূপে সেই পুণ্য সান্নিহিত সরোবরের সন্নিধান
হইয়াছিল । হে মহাদেবি ! রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে
তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তথায় বৈধভাবে ব্রাহ্মণকে
যড্রসময় অন্ন ভোজন করায়, একটি মাত্র ব্রাহ্মণ
ভোজনেই তাহার কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল
হয় । সন্নিহিতার সমীপে যে নর হোম করে, এক
এক আহুতি দানেই তাহার কোটিহোমফল হইয়া
থাকে । সেই স্থানে থাকিয়া যদি মন্ত্র জপ করে,
তবে এক একবার জপেই কোটি কোটি জপফল

তত্র যাজ্ঞাকলেপুভিঃ। স্নাত্বা সম্পূজনীয়শ্চ
আদিদেবো জনার্দনঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি বৈ কথিতং
সম্যক্ ফলং সান্নিহিতং তব। ঋতং পাপহরং
নৃণাং সম্যক্ ঋদ্ধাবতাং প্রিয়ে ॥ ১৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে সন্নিহিত্যামাহার্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মাৎ দক্ষিণে ভাগে স্থিতং
লিঙ্গং মহাপ্রভম্। পাণ্ডবেশ্বরনামাঢ্যং পঞ্চতিঃ
স্থাপিতং ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ শুশুচর্য্যাং যদা যাতাঃ
পাণ্ডবা বনবাসিনঃ। তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ২ ॥ তস্মিন্ কালে মহাদেবি
সম্প্রাপ্তে সোমপর্বণি। স্থাপয়ামাসুস্তে সর্বে লিঙ্গং
সন্নিহিতাতটে ॥ ৩ ॥ মার্কণ্ডপ্রমুখান্ কৃৎস্না ঋষিজো
ব্রাহ্মণৌত্তমান্। বেদোক্তৈঃ কারয়ামাসুরভিষেকং
বৃষান্ দহুঃ ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রসন্ন্য ঋষয়ো মার্কণ্ডপ্রমুখাঃ
প্রিয়ে। প্রতিষ্ঠিতস্ম লিঙ্গস্ম পাণ্ডবৈর্বরবর্ণিনি।

লাভ হয়। যাজ্ঞাকলেপু, ব্যক্তিবর্গের তথায় সুবর্ণ
দান করা কর্তব্য এবং স্নানান্তে আদিদেব জনার্দন
পূজনীয়। এই আমি সন্নিহিতার সম্যক্ ফল
তোমায় বলিলাম। প্রিয়ে! ইহা শ্রদ্ধাপূর্বক শুনিলে
নরগণের পাপ প্রনষ্ট হয়। ১০—১৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—উহার দক্ষিণভাগে এক মহা-
প্রভ লিঙ্গ আছে। তাহার নাম পাণ্ডবেশ্বর। পঞ্চ-
পাণ্ডব ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। বনবাসী
পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন তীর্থ-
যাত্রাপ্রসঙ্গে একদা তাঁহারা প্রভাসক্ষেত্রে আগমন
করেন। মহাদেবি! অনন্তর পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত
হইলে পাণ্ডবগণ সকলেই সন্নিহিতায় এক শিললিঙ্গ
স্থাপন করেন। এই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে মার্ক-
ণ্ডেয় প্রমুখ বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ঋষিক কার্যে ব্রতী হই-
লেন। পাণ্ডবগণ বেদোক্ত মন্ত্রে লিঙ্গের অভিষেক
করিয়া সমাধা করিলেন এবং প্রত্যেকে এক এক
বৃষ দান করিলেন। হে প্রিয়ে! তখন মার্কণ্ডেয়-

৫। ঋষয় উচুঃ। যে চৈতৎ পূজয়িষ্যন্তি লিঙ্গং
পাণ্ডবপূজিতম্। তে বৈ পূজ্যা ভবিষ্যন্তি দেব-
দানবরক্ষসাম্ ॥ ৬ ॥ অশ্বমেধফলং তেষাং সম্যক্
শ্রদ্ধার্চনেন বৈ। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো হৃষ্মদ্বাক্য-
প্রভাবতঃ ॥ ৭ ॥ স্নাত্বা সন্নিহিতাকুণ্ডে যোহর্চয়েৎ
পাণ্ডবেশ্বরম্। মাঘে মাসি সমগ্রে তু স সাক্ষাৎ
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ দর্শনেনাপি তস্মাপি পাপং যাতি
সহস্রধা। বিষ্ণুরূপো হি স প্রোক্তো নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে পাণ্ডবেশ্বরমাহার্যাবর্ণনং নাম
ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। এবং কৃত্বা নরো যাত্রাং সম্যক্
শ্রদ্ধাসমধিতঃ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি রুদ্রানেকাদশ
ক্রমাৎ ॥ ১ ॥ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যস্থান্নহাপাতকনাশনান্।
যদেকাদশধা পাপমর্জিতং মনুজৈঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥
তদেকাদশরুদ্রাণাং পূজনাং ক্ষয়মেষ্যতি। সংক্রান্তা-

প্রমুখ ঋষিগণ প্রসন্ন হসয়া পাণ্ডবপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ
সদ্বন্দ্রে কহিলেন,—যাহারা এই পাণ্ডবার্চিত লিঙ্গের
পূজা করিবে, দেব, দানব ও রাক্ষসদিগের তাহারা
পূজা হইবে। শ্রদ্ধার সহিত সম্যক্ পূজা করিলে
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। আমাদের
বাক্যপ্রভাবে ঐরূপ ফল হইবেই হইবে, সন্দেহ
নাই। যে ব্যক্তি সমস্ত মাঘ মাস সান্নিহিত কুণ্ডে
স্নান করিয়া পাণ্ডবেশ্বরের অর্চনা করে, সে সাক্ষাৎ
পুরুষোত্তম হইয়া থাকে। তাহার দর্শনেও অস্ত্রের
সহস্রধা পাপ অপনোত হয়, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুরূপ
বলিয়াই বোধিত; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই
নাই। ১—২।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পাপ নর সম্যক্
শ্রদ্ধা সহকারে এইরূপে যাত্রা করিয়া পরে একাদশ
রুদ্রসমীপে গমন করিবে। ঐ সকল মহাপাতক-
হর রুদ্র প্রভাসক্ষেত্রের মধ্য স্থলে অবস্থিত। নর-
গণ যে একাদশবিধ পৃথক্ পৃথক্ পাপ অর্জন করে,
তাঁহা একাদশ রুদ্রের পূজায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বয়নে বাপি চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেহথবা । ৩ । অস্তান্ন পুণ্য-
তিথিষু সম্যগ্ভাবেন ভাবিতঃ । পূজয়েদান্নপূর্য্যেণ
কুদ্রৈকাদশকং ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥ তেষাং নামানি বক্ষ্যামি
যান্ততীতানি মে পুরা । আন্যে কৃতযুগে তানি শৃণু
দেবি যথার্থতঃ ॥ ৫ ॥ অজৈকপাদহিবুধ্রো বিক্ৰ-
পাকোহথ রৈবতঃ । হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরে-
শ্বরঃ । বুধাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দী চাপরাজিতঃ ॥ ৬ ॥
আদৌ কৃতযুগে দেবি ত্রোতায়াং দ্বাপরেহপি চ ।
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে জাতং নামান্তরং পুনঃ ॥ ৭ ॥
একাদশবা কুদ্রাণাং তানি তে বচি সাস্প্রতম্ ।
ভূতেশো নীলকুণ্ডল কপালী বুধবাহনঃ ॥ ৮ ॥
ত্র্যম্বকো ঘোরনামা চ মহাকালোহথ ভৈরবঃ । মৃত্যু-
ঞ্জয়োহথ কামেশো যোগেশ ইতি কীর্তিতঃ । একা-
দশৈতে কুদ্রান্তে কথিতাঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
অনাদিনিধন দেবি ভেদভিন্নাঙ্গ তে পৃথক্ ।
একাদশস্বরূপেণ পৃথঙনামপ্রভেদতঃ ॥ ১০ ॥ দেবু-
বাচ । ভগবন বিস্তরাদ্ভ্রাহ্মি লিঙ্গৈকাদশকক্রমম্ ।
স্থানসীমাপ্রভেদেন মাহাত্ম্যোৎপত্তিকারণৈঃ ॥ ১১ ॥
কথং পূজ্যানি তানীশ কে মন্ত্রাঃ কো বিধিঃ
স্মৃতঃ । কাম্যন্ পৰ্ব্বণি কালে বা সৰ্ব্বং বিস্ত-

রতো বদ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি রহস্তঃ পাপনাশনম্ । সোমনাথাদিতঃ
কুদ্রা সিদ্ধিনাথাদিকারনম্ ॥ ১৩ ॥ যচ্ছ্রদ্ধা মূঢ়্যতে
জন্তুঃ পাতকৈঃ পূৰ্ব্বসঞ্চিতৈঃ । যে চৈকাদশ
কুদ্রা বৈ তব প্রোক্তা ময়া প্রিয়ে ॥ ১৪ ॥
দশ তে বায়বঃ প্রোক্তা আত্মা চৈকাদশঃ স্মৃতঃ ।
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি বায়ুনাং শৃণু মে ক্রমাৎ ॥
১৫ ॥ প্রাগোহপানঃ সমানশ্চ হ্যদানো ব্যান এব
চ । নাগশ্চ কূৰ্ম্মঃ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৬ ॥
আত্মা চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া কুদ্রাধিপত্যঃ ক্রমাৎ ॥
তেষাং যাত্ৰাঃ ক্রমাঙ্কৈশ্চ সৰ্বপ্রাণিহিতায় বৈ ॥ ১৭ ॥
কুদ্রাণামাদিদেবোহসৌ পূৰ্ব্বং সোমেশ্বরঃ প্রিয়ে ।
ভূতেশ্বরোহন্যায় বৈ পূজয়েন্তঃ বিধানতঃ ॥ ১৮ ॥
রাজোপচারযোগেণ শ্রদ্ধাপুতেন চেতসা । পঞ্চা-
মুতেন সংশ্রূপ্য সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পৈর্মনোহরৈর্ভক্ত্যা ধ্যান্য দেবঃ সদাশিবম্ ।
ত্রিভিঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ॥ ২০ ॥
কুদ্রৈকাদশযাত্ৰাৰ্থী নিৰ্ম্মিয়ঃ ব্রজেত্ততঃ । ভূত-
েশ্বরোহন্যায় যন্নাম প্রোক্তং তত্তে অবোম্যহম্ ॥ ২১ ॥
মহাদাদিবেশবাস্তং ভূতজালাং যদৌরতম্ । পঞ্চ-

অয়ন সংক্রান্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ এবং অস্তান্ন
পুণ্য তিথি উপলক্ষে নর সম্যক্ ভাবে ভাবিত
হইয়া যথাক্রমে একাদশ কুদ্রের পূজা করিবে ।
আদি কৃত যুগে ঐ সকল কুদ্রের যে যে নাম ছিল,
সেই সেই নাম আমি বলিতেছি যথার্থ শ্রবণ কর ।
নাম যথা—অজৈকপাদ, অহিবুধ্রা, বিক্রপাক,
রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, বুধাকপি, শম্ভু, কপদা
ও অপরাজিত । দেবি! সত্য, ত্রোতা, দ্বাপর ও কলি
এই যুগচতুষ্টয়ে এই সকল কুদ্রের বিভিন্ন নাম
নিরূপিত হইয়া থাকে । আমি ঐ কুদ্রগণের বর্ত-
মান একাদশবিধ নাম বলিতেছি । ভূতেশ, নীল,
কুদ্র, কপালী, বুধবাহন, ত্র্যম্বক, ঘোর, মহাকাল
ভৈরব, মৃত্যুঞ্জয়, কামেশ, ও যোগেশ, প্রিয়ে!
ক্রমিক এই একাদশ কুদ্রের বিবরণ কথিত হইল,
হে দেবি! এই সকল কুদ্র অনাদিনিধন, ভেদ-
ভিন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ নামে একাদশ স্বরূপে অব-
স্থিত । দেবী কহিলেন,—ভগবন! স্থানসীমা,
মাহাত্ম্য ও উৎপত্তিক্রমে এই একাদশ লিঙ্গের
বিবরণ ব্যক্ত করুন । ইহাদের পূজা-মন্ত্র ও পূজা-
বিধি কি প্রকার এবং কোন কোন পৰ্ব্বকালে

ইহাদের অর্চনা প্রশস্ত, তাহা বিস্তৃতরূপে বলুন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, সোমনাথ
হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধিনাথাদির বৃত্তান্ত বলি-
তেছি, ইহা শ্রবণে জীব পূৰ্ব্বসঞ্চিত পাতক হইতে
পরিমুক্ত হয় । প্রিয়ে! তোমার নিকট যে
একাদশ কুদ্রের কথা কহিয়াছি, তন্মধ্যে দশজন
বায়ু আর একাদশ আত্মা, এক্ষণে সেই দশ বায়ুর
নাম বলিতেছি, ক্রমে শ্রবণ কর । ১—১৫ । প্রাণ,
অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূৰ্ম্ম, কুকর,
দেবদত্ত, ও ধনঞ্জয় । ইহাদের একাদশ হইলেন
আত্মা । এই ক্রমে এই সকল কুদ্রাধিপতি প্রাপদ ।
সৰ্ব প্রাণীর হিতের নিমিত্ত এই কুদ্রগণের ক্রমিক
যাত্ৰাবিবরণ বলিতেছি । প্রিয়ে! কুদ্রমুহুর মধ্য
আদিদেব সোমেশ্বর, ইহাকে ভূতেশ্বর নামে যথা-
বিধি রাজোপচারযোগে শ্রদ্ধাপুত-চিত্তে পূজা করিতে
হয় । পঞ্চামুত দ্বারা স্নান করাইয়া সদ্যোজাত
মন্ত্রে মনোহর পুষ্প দ্বারা ভক্তি পূৰ্ব্বক পূজা করিবে ।
অনন্তর সদাশিবকে তিনবার ধ্যান ও সাষ্টাঙ্গে
প্রণিপাত করিয়া একাদশ কুদ্রযাত্ৰাৰ্থী নর নিৰ্ম্মিয়ঃ
সেখান হইতে যাত্ৰা করিবে । দেবি! তোমার
নিকট যে ভূতেশ্বর নাম বলিয়াছি, এক্ষণে উহার

বিশ্বতিসংখ্যাকং তেযামৌশো যতঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥
 তেন ভূতেশ্বরৈরুজ্জ্বলং নাম তন্ত পুরা কিল ।
 পঞ্চবিশতিতত্ত্বানি জ্ঞান্না মুক্তিমবাশ্রুয়াৎ ॥ ২৩ ॥
 ভূতেশ্বরঃ সম্পূজ্য গচ্ছেদ্বৈ মুক্তিমবাশ্রুয়াৎ । ইতি
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তমাদি ক্রদ্রস্ত কীৰ্ত্তনম্ । কীৰ্ত্তনীয়ঃ
 দ্বিজাতীনাং কীৰ্ত্তিতঃ পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে ভূতেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
 সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি নীলকরঃ
 দ্বিতীয়কম্ । ভূতেশ্বরস্তরে ভাগে ধনুযাং বোড়শে
 স্থিতম্ ॥ ১ ॥ মহালিঙ্গং মহাদেবি গণগন্ধর্বপূজি-
 তম্ । সংশ্রাপ্য তং বিধানেন ঈশমজ্ঞেয়ং পূজয়েৎ ॥
 ২ ॥ কুমুদোৎপলসম্ভারৈঃ সম্যক্ সম্ভাবিতাশ্চবান্ ।
 কৃষ্ণা প্রদক্ষিণাং তন্ত নমস্কারেণ পূজয়েৎ ॥ ৩ ॥
 এবং কৃষ্ণা নরো দেবি রাজস্বয়কলং লভেৎ । বৃ-
 শ্তজৈব দাতব্যঃ সম্যগ্ যাজ্ঞাকলেপ্ সুভিঃ ॥ ৪ ॥

ব্যুৎপত্তি বলি শ্রবণ কর । মহাদাদি বিশেষান্ত পঞ্চ-
 বিশতিসংখ্যক ভূতজালের ঈশ্বর বলিয়া পুরা-
 কালে তাঁহার ভূতেশ্বর নাম নিরূপিত হইয়াছিল ।
 ঐ পঞ্চবিশতি তত্ত্ব অবগত হইয়া নর মুক্তি লাভ
 করে । ভূতেশ্বর ক্রদের পূজা করিয়াও নর অবায়
 মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই আমি সংক্ষেপে
 আদি ক্রদের বৃত্তান্ত কীৰ্ত্তন করিলাম । দ্বিজাতি-
 গণের ইহা কীৰ্ত্তনীয় । ইহার কীৰ্ত্তনে পুণ্যবৃদ্ধি
 হয় । ১৬—২৪ ।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৭ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর দ্বিতীয়
 নীলকরসমীপে গমন করিবে । এই ক্রদ্র ভূত-
 শ্বরের উত্তরে বোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত । মহা-
 দেবি ! এই ক্রদ্র একটা মহালিঙ্গ,—গণ ও গন্ধর্ব-
 গণের অর্চিত । যথাবিধি স্নান করাইয়া কুমুদোৎ-
 পলাদি দ্বারা ঈশমজ্ঞে ইহাকে পূজা করিতে হয়,
 সম্যক্ সম্ভাবিতায়া ব্যক্তি পূজাস্তে প্রদক্ষিণ ও
 নমস্কার করিবে । দেবি ! এইরূপ করিলে
 রাজস্বয় যজ্ঞের ফল লাভ হয় । যাজ্ঞাকলেপ্

নীলাঞ্জননিভো দৈত্যো নিহতশাস্তকঃ পুরা । তন্ত
 রোদয়িতা জ্ঞীণাঃ নীলকরস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ তন্ত
 সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । সম্যক্
 শ্রদ্ধাষিতৈঃ পাঠ্যং শ্রাব্যং তদর্শনোৎশুকৈঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে নীলকরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামাষ্টা-
 শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কপালী-
 শ্বরমুত্তমম্ । ক্রদ্রং তৃতীয়ং পাপঘ্নং নীলকরস্ত
 পূর্বতঃ ॥ ১ ॥ বৃধেশ্বর্যং পশ্চিমাত্তো ধনুযাং সপ্তকে
 স্থিতম্ । ছিন্নং মদ্রা পুরা দেবি ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং
 শিরঃ ॥ ২ ॥ তৎকপালং করে লগ্নং প্রভাসক্ষেত্র-
 মাগতঃ । ততো বর্ষসহস্রস্ত সংস্থিতঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥
 ৩ ॥ কপালধারী দিঘাসাঃ কপালী তেন চ স্মৃতঃ ।
 তন্ময়া পূজিতঃ লিঙ্গং বর্ষণামযুতং প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
 কপালিরূপমাস্থায় কপালীশস্ততঃ স্মৃতঃ । সর্বপাপ-

ব্যক্তি এখানে একটা বৃষ দান করিবে । পুরাকালে
 এই ক্রদ্র এক নীলাঞ্জননিভ অস্ত্রকোপম দৈত্যকে
 নিহত করিয়াছিলেন এবং তাহার জ্ঞীগণের রোদ-
 নের কারণ হইয়াছিলেন ; এই জন্ত ইনি নীল-
 করদ্র নামে অভিহিত হন । এই নীলকরদের পাপহর
 মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিলাম ; ইহার দর্শ-
 নোৎশুক নরগণের সম্যক্ শ্রদ্ধাষিত হইয়া তাহা
 পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য । ১—৬ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৮

উননবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরারোহে ! অতঃপর
 কপালীশ্বর নামক পাপঘ্ন তৃতীয় ক্রদ্রসমীপে গমন
 করিবে । ইনি নীলকরদের পূর্বে বৃধেশ্বরের
 পশ্চিমে সপ্তধনু ব্যবধানে অবস্থিত । দেবি ! পূর্বে
 আমি ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছেদন করিয়াছিলাম ।
 পরে সেই শিরঃকলাপ মদীয় করে লগ্ন হইলে
 আমি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া সহস্রবর্ষ যাবৎ ক্ষেত্র-
 মণ্ডে অবস্থান করি । তখন কপালধারী, দিগ্বাসা
 কপালী লিঙ্গ প্রথিত ছিল । প্রিয়ে ! অযুতবর্ষ
 পর্যন্ত আমি সেই লিঙ্গের পূজা করিলাম । পরে

হরো নৃণাং দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি । ৫ । ময়া তত্র
নিযুক্তা বৈ ব্রহ্মার্থঃ শূলপাণয়ঃ । গণাঃ সহস্রশো
দেবি পাপিনাং হুষ্টচেতসাম্ । ৬ । তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন সম্যক্ ব্রহ্মাসমবিতঃ । পূজয়েন্তঃ মহাদেবঃ
কপালিনমনাময়ম্ । ৭ । হিরণ্যঃ তত্র দাতব্যঃ
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । পূজয়িত্বা বিধানেন সম্যক্-
পুরুষাণুনা । ৮ । জন্মপ্রভৃতি যৎপাপং প্রাণিভিঃ
সমুপার্জিতম্ । ষড়শীতিমুখে দৃষ্টৌ তল্লিঙ্গস্ত ব্യാপো-
হতি । ৯ । ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । কপালিকুদ্ৰদেবস্ত তৃতীয়স্ত বরা-
ননে । ১০ ।

ইতি ক্রীষ্ণান্দে কপালীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ । ৮৯ ।

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি চতুর্থং
কল্পযুগ্তমম্ । বৃষভেশ্বরনামানং কল্পলিঙ্গং সুর-
প্রিয়ম্ । ১ । বালরূপী মহাদেবি যত্র ব্রহ্মা স্বয়ং
স্থিতঃ । তশ্চৈব চোত্তরে ভাগে ধনুর্বাং দ্রিতয়ে
স্থিতম্ । ২ । আদ্যং মহাপ্রভাবং হি নাপুণ্যো

তিনি কপালিরূপ ধারণ করিয়া কপালীশ নামে
প্রখ্যাত হইলেন । দর্শনে, স্পর্শনে নরগণের সর্ব
পাপ তিনি হরণ করিতে লাগিলেন । আমি তথায়
হুষ্টচেতা পাপিগণের দমনার্থ সহস্র সহস্র শূলপাণি
প্রমথ সৈন্য নিযুক্ত করিলাম । অতএব সম্যক্
ব্রহ্মাৰ্হিত নর সর্বপ্রযত্নে সেই কপালিনামক মহা-
দেবের পূজা করিবে । ‘তৎপুরুষায় বিদ্যাহে’ ইত্যাদি
মন্ত্রে যথাবিধিপূজা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণকে তথায়
হিরণ্য দান করা কর্তব্য । প্রাণিগণ জন্মাবধি যে
সকল পাপ অর্জন করে, ষড়শীতি সংক্রান্তিতে কপা-
লীশ লিঙ্গ দর্শনে তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১—১০ ।

উননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮৯ ।

নবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর বৃষেশ্বর
নামক চতুর্থ কল্পের সমীপে গমন করিবে । এই
সুরপ্রিয় লিঙ্গ কল্পলিঙ্গ নামে অভিহিত । মহা-
দেবি ! স্বয়ং ব্রহ্মা বালরূপে তৎসন্নিধানে অবস্থান
করিতেছেন । এই লিঙ্গ পূর্বোক্ত লিঙ্গের উত্তর

বেদ মানবঃ । তশ্চৈব কল্পনামানি সাম্প্রতঃ প্রব-
বৌমি তে । ৩ । পূর্বকল্পে মহাদেবি ব্রহ্মেশ্বর ইতি
স্মৃতঃ । ব্রহ্মণ্যাদিতঃ পূর্বং বর্ষণামযুতং প্রিয়ে ।
সৃষ্টিকামেন দেবেন ততশ্চষ্টৌ মহেশ্বরঃ । চতুর্বিধাঃ
ভূতসৃষ্টিঃ ততশ্চক্রে পিতামহঃ । ৫ । ব্রহ্মণস্মাশ-
ভাবেন গতশ্চষ্টিং যতো হরঃ । তেন ব্রহ্মেশ্বরঃ নাম
তস্মি লিঙ্গে পুরাতনঃ । ৬ । ততে দ্বিতীয়কল্পে তু
সম্প্রাপ্তে বরবর্ণিনি । রৈবতেশ্বরনামেতি প্রখ্যাতঃ
ধরণীতলে । ৭ । রৈবতো নাম রাজাকুদ্ৰব্রহ্মাণ্ডে
সচরাচরে । জগদযো নির্জিগায়েদং তল্লিঙ্গস্ত
প্রভাবতঃ । ৮ । রৈবতেশ্বরনামাভূতেন লিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । পুনর্তুতীয়কল্পে তু সম্প্রাপ্তে বর-
বর্ণিনি । ৯ । বৃষভেশ্বরনামাভূতস্ত লিঙ্গস্ত ভামিনি ।
মমৈব বাহনং যোহসৌ ধর্মোহয়ং বৃষরূপধুক্ ।
১০ । তেন তৎপূজিতং লিঙ্গং দিব্যাঙ্গানাং
সহস্রকম্ । ততশ্চষ্টেন দেবেশি নীতঃ সায়ুজ্যতাঃ
বৃষঃ । ১১ । তেন তল্লিঙ্গমভবদবৃষভেশেতি
ভূতলে । ততশ্চতুর্থে সম্প্রাপ্তে বারাহে কল্প-
সংজ্ঞিতে । ১২ । অষ্টাবিংশতমে তত্র ত্রেতা-

দিকে ত্রিধনু ব্যবধানে বিরাজিত । ইহা আদ্য
এবং মহাপ্রভাবাধিত লিঙ্গ । অকৃতপুণ্য মানব
ইহার তত্ত্ব জানে না । সম্প্রতি ঐ লিঙ্গের বিভিন্ন
কল্লোক্ত বিভিন্ন নাম বলিতেছি । দেবি ! পূর্ব
কল্পে ঐ লিঙ্গ ব্রহ্মেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন ।
প্রিয়ে ! ব্রহ্মা সৃষ্টিকামনায় অযুত বর্ষ পর্যন্ত উহার
আরাধনা করেন । তখন মহেশ্বর তুষ্ট হন ।
অনন্তর পিতামহ চতুর্বিধ ভূত সৃষ্টি করেন । হর
ব্রহ্মার প্রতি ঈশ্বররূপে তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া
ঐলিঙ্গ পূর্বে ব্রহ্মেশ্বর নামে বিখ্যাত হয় । অনন্তর
দ্বিতীয় কল্প আসিলে ধরণীতলে উহারৈবতেশ্বর
নামে খ্যাতিলাভ করে । এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে
রৈবত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ঐ লিঙ্গের
প্রভাবে এ জগৎ জয় করিয়াছিলেন ; তাই ঐ
মহাপ্রভ লিঙ্গ তখন রৈবতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছিল । হে বরবর্ণিনি ! পুনরায় যখন তৃতীয় কল্প
আসিল, তখন ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে বিখ্যাত হইল ।
আমার বাহন বৃষরূপী ধর্ম দিব্য সহস্র বর্ষ যাবৎ ঐ
লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন ১—১০ । হে দেবেশি !
তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়া বৃষকে আমার সায়ুজ্য
দান করি । তাই ভূতলে ঐ লিঙ্গ বৃষেশ্বর নামে
অভিহিত হয় । অনন্তর চতুর্থ বারাহ কল্পে অষ্টা-

যুগমুখে তদা । ইক্ষাকুর্নাম রাজাভুং স্বর্ষ্যবংশ-
 ১৩১ । স লিঙ্গং পূজয়ামাস ত্রিকালং
 ভক্তিভাবিতঃ । একাহারো জিতাহারো ভূমিশায়ী
 জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৪১ । এবং কালে বহুবিধে ততস্ত্রো
 মহেশ্বরঃ । দদৌ রাজ্যং মহোদগং সন্তাতং পুত্র-
 পৌত্রিকীম্ । ১৫১ । ইক্ষাকীশ্বরনামাভূস্তেনদং
 লিঙ্গমুত্তমম্ । যন্তঃ পূজয়তে তক্তা দেবঃ বৃষভ-
 বাহনম্ । ১৬১ । সপ্তজন্মকৃতেঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাজ
 সংশয়ঃ । ত্রিশদ্বক্ষুপ্রমাণেন তন্ত্র ক্ষেত্রং চতু-
 র্দ্দিশম্ । ১৭১ । স্নানং জাপং বলিঃ হোমং পূজাং
 স্তোত্রমুদীরণম্ । তস্মিন্স্থীর্ণে তু যঃ কুর্য্যাত্তৎসর্বং
 চাক্ষয়ং ভবেৎ । ১৮১ । চতুষ্কোণান্তরা ক্ষেত্রমেবং
 মাত্ৰাপ্রমাণতঃ । একব্রাহ্মণোষিতো ভূত্বা তন্ত্র লিঙ্গস্ত
 সন্নিধৌ । ১৯১ । একচর্য্যেণ জাগর্তি স পাপৈঃ
 সম্প্রমুচ্যতে । হোমজাপসমাধিস্থো নৃত্যগীতাদি-
 বাদনৈঃ । ২০১ । গোয়ো বা ব্রহ্মহা পাপী মুচ্যতে
 তুষ্কতৈর্নরঃ । যঃ সম্প্রীয়তে বিপ্রাংস্তত্র ভোজ্যৈঃ
 পৃথগ্বিধৈঃ । ২১১ । একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রৈ
 কোটির্ভবতি ভোজিতা । ভৈরবকৈব দাদার

পুঙ্করং ক্রতিজঙ্গমম্ । ২২১ । বারানসী কুরুক্ষেত্রঃ
 মহাকালঞ্চ নৈমিষম্ । এতত্তীর্থাষ্টকং দেবি তস্মিন্-
 ল্লিঙ্গে ব্যবস্থিতম্ । ২৩১ । মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং
 তত্র যো জাগৃয়ান্নিশি । সম্পূজ্য বিধিনা দেবং
 স তীর্থাষ্টকলং লভেৎ । ২৪১ । দদাতি তত্র যঃ
 পিণ্ডং নষ্টেন্দ্রো শিবসন্নিধৌ । তৃপ্যন্তি পিতরন্তস্ত
 যাবদব্রহ্মদিনান্তকম্ । ২৫১ । দশিষ্কারস্থতেনৈব পঞ্চ-
 গব্যকুশোদকৈঃ । কুঙ্কমাণ্ডককপূরৈস্তল্লিঙ্গং পূজয়ে-
 ন্নিশি । ২৬১ । সমস্ত্র্যাঘোরমস্ত্রেণ ধ্যাওয়া দেবং
 সদাশিবম্ । এবং কৃতা মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চ-
 পাতকৈঃ । ২৭১ । অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং দগ্ধা সংস্রা-
 পয়েদ্যদি । স ব্রাহ্মণশ্চতুর্বেদী জায়তে মাত্রা সংশয়ঃ ।
 ২৮১ । ক্ষীরেণ স্নাপয়েদেবি যদি তং বৃষভেশ্বরম্ ।
 সপ্তধেনুসহস্রাণাং স ফলং বিন্দতে মহৎ । ২৯১ ।
 জন্মান্তরেণ যৎপাপং সাস্প্রতং যৎকৃতং প্রিয়ে ।
 তৎসর্বং নাশমায়াতি স্মৃতস্মানেন ভামিনি । ৩০১ ।
 পঞ্চগব্যো ন যো দেবি স্নাপয়েদ্বৃষভেশ্বরম্ । স
 দহেৎ সর্বপাপানি সর্বযজ্ঞকলং লভেৎ । ৩১১ ।

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা গোয়ঃ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ । শরণাগত-
 ঘাতী চ মিত্রবিশ্রম্ভঘাতকঃ । ৩২১ ॥ ভূষ্টপাপসগা-

বিশ্রুতিতম ত্রোতাযুগেরপ্রথমে ইক্ষাকু নামেএক স্বর্ষ্য
 বংশাবতঃস রাজা ছিলেন । তিনি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
 প্রত্যহ ত্রিসঙ্খ্যায় লিঙ্গার্চনা করিতেন এবং একাহার
 জিতাহার, ভূশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিতেন ।
 এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া
 তাঁহাকে বিপুল রাজ্য ও পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি দান
 করেননতখন হইতে ঐ উত্তম লিঙ্গ ইক্ষাকীশ্বর নামে
 অভিহিত হয় । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক বৃষবাহন
 দেবের পূজা করে, সে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে
 মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই । ঐ লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দিকে
 ত্রিশদ্ব দ্বক্ষুপরিমিত । স্নান, জপ, বলি, হোম,
 পূজা বা স্তোত্র, যাহা কিছু ঐ তীর্থক্ষেত্রে করা হয়,
 তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । উক্ত লিঙ্গক্ষেত্র
 চতুষ্কোণান্তর । যে ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের সমীপে
 হোম, জপ, ধ্যান, নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া এক
 ব্রাহ্মণ বাস করে এবং ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জাগিয়া
 থাকে, সে সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয় । তথায়
 যে নর বিপ্রদিগকে বিবিধ ভোজ্য দ্বারা পরিভূষ্ট
 করে, সে গোয়, ব্রহ্মঘ বা অন্ত যে কোনরূপ পাপা-
 চারীই হউক, সর্ব পাপ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে ।
 তথায় একটী বিপ্র ভোজন করাইলে কোটি বিপ্র-
 ভোজনের ফল হয় । হে দেবি ! ভৈরব, কেশব,

পুঙ্কর, ক্রতিজঙ্গম, বারানসী, কুরুক্ষেত্র, মহাকাল ও
 নৈমিষ এই অষ্ট তীর্থ ঐ লিঙ্গে নিত্য বিরাজিত ।
 মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী দিনে যে নর দেবপূজা
 করিয়া তথায় ব্রাহ্ম জাগরণ করে, তাহার অষ্টতীর্থ-
 সেবার ফল লাভ হয় । অমাবস্তা তিথিতে তথায়
 শিবসন্নিধানে যে নর পিণ্ড দান করে, তাহার
 পিতৃগণ ব্রহ্মদিনাবধি পরিভূষ্ট হইয়া থাকেন । বস্ত্র,
 দধি ক্ষীর, ঘৃত, পঞ্চগব্য, কুশোদক, কুঙ্কম, অণ্ডক,
 ও কপূর দ্বারা ব্রাহ্মযোগে অঘোর মন্ত্রে সদাশিবকে
 ধ্যান করিয়া উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে । হে মহা-
 দেবি ! এইরূপ ভাবে পূজা করিলে নর সর্বপাপ
 হইতেই মুক্ত হয়, অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে দধি দ্বারা
 স্নান করাইলে নর চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ
 করে । দেবি ! যদি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়, তবে
 সপ্ত সহস্র ধেনুদানের মহাকল প্রাপ্ত হয় । ১১—২২।
 হে ভামিনি ! স্মৃত দ্বারা স্নান করাইলে জন্মান্তরকৃত
 ও অধুনাকৃত নিখিল পাপ নষ্ট হয় । দেবি !
 যে ব্যক্তি পঞ্চগব্য দ্বারা বৃষেশ্বরের স্নান করায়,
 তাহার সর্ব পাপ দ্বন্দ্ব ও সর্ব যজ্ঞকল লব্ধ
 হয় । ঐ লিঙ্গ দর্শন করিয়া এবং পূজা করিতে
 উদ্যত হইয়া ব্রহ্মঘ গোয়ঃ স্তেয়ী, গুরুতল্ল-

চায়ে মাভূহা পিতৃহা তথা । সূচ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ
তল্লিঙ্গারাবনোদ্যতঃ ॥ ৩৩ ॥ কার্ত্তিকঃ সকলঃ যন্ত
পূজয়েদ্বক্ষণা সহ । ব্রহ্মেশ্বরঃ মহালিঙ্গঃ স মুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ তেন দত্তং ভবেৎ সৰ্বং
শুরবলেন ভোষিতাঃ । শ্রাদ্ধং কৃতং গয়াতীর্থে তেন
তপ্তং মহতপঃ । যেন দেবাধিদেবোহসৌ পূজিতো
বৃষভেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
দেবপূজিতম্ । বৃষভেশ্বরদেবন্ত কল্পলিঙ্গন্ত ভামিনি ।
৩৬ ॥ যঃ শৃণোতি মহাদেবি মাহাত্ম্যং দৈবদেবতম্ ।
মূৰ্খো বা পণ্ডিতো বাপি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বৃষবাহনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ত্র্যম্বকে-
শ্বরমবায়ম্ । তৎপঞ্চমং সমাখ্যাতং কড়াণামাদি-
দৈবতম্ ॥ ১ ॥ শিখণ্ডীশ্বরমাখ্যাতং পূৰ্ব্বং ত্রেতা-
যুগে প্রিয়ে । তচ্ছাদ্যাহং প্রবক্ষ্যামি যথা সংজায়তে

নরৈঃ ॥ ২ ॥ অস্তি সাহপুরং দেবি তত্রস্থং পরমে-
শ্বরী । তন্ত্ৰৈবোত্তরদিগ্ভাগে স্থানং কাপালিকং
স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥ কপালেশ্বরনামা চ যত্রেশো লিঙ্গমুৰ্ত্তি-
মান । সংস্থিতঃ পাপনাশায় দৰ্শনাৎ স্পর্শনান্নাম্ ॥
৪ ॥ তন্মাদীশানদিগ্ভাগে ধনুবাং ষোড়শান্তরে ।
ত্র্যম্বকেশ্বরনামা চ তত্র ক্রদ্রঃ স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥
সৰ্বানুগ্রহকর্ত্তা চ সৰ্বকামফলপ্রদঃ । পুরা যত্রাতপ-
দেবি তপো ঘোরং সূত্করম্ । গুরুনামা ঋষিবরো
দেবদানবদুঃসহম্ ॥ ৬ ॥ কোটীনাং ত্রিতয়ং যেন
ত্র্যম্বকো মন্ত্রনায়কঃ । জপ্তো দিব্যান বিধিনা
ত্রিকালং পূজ্য শকরম্ ॥ ৭ ॥ ততঃ প্রসাদ্য দেবেশং
দিব্যৈশ্বৰ্য্যমবাপ সঃ । চক্রে নাম স্বয়ং তন্ত্ৰ ত্র্যম্বকে-
শ্বরমবায়ম্ ॥ ৮ ॥ জপ্তা তু ত্র্যম্বকং মন্ত্রং যতঃ
সিদ্ধিমবাপ সঃ । দিব্যাষ্টগুণমৈশ্বৰ্য্যং তেনাসৌ
ত্র্যম্বকেশ্বরঃ ॥ ৯ ॥ সৰ্বপাতকবিধ্বংসী দৰ্শনাৎ
স্পর্শনাদপি । যন্ত্রাস্বকং জপেদ্বিপ্রস্ত্র্যম্বকেশ্বর-
সন্নিধৌ । স প্রাপ্নোতি মহাসিদ্ধিং প্রত্যক্ষং
কুন্ত এব সঃ ॥ ১০ ॥ দৰ্শনাদপি তন্ত্ৰাধ পাপং
যাতি সহস্রধা । যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা বিধিনা

ছিলেন । সম্প্রতি নরগণ ইহাঁকে যেরূপে অবগত
হয়, তাহা বলিতেছি । হে দেবি, পরমেশ !
তথায় স্বাহপুর নামে এক স্থান আছে । তাহার
উত্তরদিগ্ভাগের স্থান কাপালিক নামে বিখ্যাত
তথায় লিঙ্গমুৰ্ত্তি ঈশ্বর দর্শনে স্পর্শনে নরগণের
পাপহরণার্থ কপালেশ্বর নামে বিরাজমান ।
ঐ কপালেশ্বরের ঈশানদিকে ষোড়শ ধনু ব, বধানে
স্বরং ত্র্যম্বকেশ্বর নামক ক্রদ্র অবস্থান করিতেছেন ।
১—৫। তিনি সৰ্বানুগ্রহকর্ত্তা ও সৰ্বকামফলদাতা ।
হে দেবি । পূৰ্বে গুরুনামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ঐ লিঙ্গ
স্থানে তিন কোটিবর্ষ যাবৎ দেবদানবদুঃসহ ঘোর
তপস্করণ করেন । তিনি দিব্য বিধি অনুসারে
মন্ত্রনায়ক ত্র্যম্বকের জপ করিয়া এবং ত্রিকাল তাহার
পূজা করিয়া দেবদেবের প্রসন্নতা আপাদন পূৰ্ব্বক
দৈবৈশ্বৰ্য্য লাভ করিয়াছিলেন । ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ
করিয়া তিনি দিব্য ঐষ্টগুণ ঐশ্বৰ্য্যও সিদ্ধিলাভ করেন,
এইজন্ত ঐ লিঙ্গকে তিনি নিজেই অব্যয় ত্র্যম্বকেশ্বর
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । ঐ লিঙ্গ দর্শনে
স্পর্শনে সৰ্বপাতক বিধ্বস্ত হইয়া থাকে । যে বিপ্র
ত্র্যম্বকেশ্বরসন্নিধানে ত্র্যম্বকমন্ত্র জপ করে, তাহার
মহাসিদ্ধি লাভ হয়, সে সাক্ষাৎ ক্রদ্র হইয়া থাকে ।
তাহার দর্শনেও সহস্র সহস্র পাপ নিরাকৃত হয় ।

গামী, শরণাগতঘাতী, মিত্রতাভেদী দুর্ব্বৃত্ত,
পাপাগর, মাভূহা, ও পিতৃহা ব্যক্তিও পাপমুক্ত
হইয়া থাকে । সমস্ত কার্ত্তিক মাস ধরিয়া যে ব্যক্তি
ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মেশ্বর নামক মহালিঙ্গের পূজা
করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । যে নর
দেবাধিদেবের পূজা করে তৎকর্তৃক সমস্ত দানই
করা হয়, সমস্ত সুরই ভোষিত হন, গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ
করা হয়, এমন কি মহৎতপোব্রতানই তৎকর্তৃক করা
হইয়া থাকে । হে দেবি ! এই আমি তোমার
নিকট কল্পলিঙ্গ বৃষেশ্বর দেবের দেবপূজিত
মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । হে মহাদেবি । যে এই
দেবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে, মূৰ্খ বা পণ্ডিত
হউক তাহার পরম গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩০-৩৭ ॥

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর অব্যয়
ত্র্যম্বকেশ্বরসমীপে গমন করিবে, ইনি ক্রদ্রগণের
অস্তিম ও আদি দৈবত বলিয়া ব্যাখ্যাত । এই
ক্রদ্র পূৰ্বে ত্রেতাযুগে শিখণ্ডীশ্বর নামে প্রথিত

ভাবমাস্থিতঃ। বামদেবেন মন্ত্ৰেণ স মুক্তঃ পাতকৈ-
ৰ্ভবেৎ ॥ ১১ ॥ চৈত্রশুকচতুর্দশ্যাং তত্র যো জাগৃয়া-
রিণি। পূজাশ্রিতিকথাশ্চিৎ স .প্রাপ্নোতীশ্রুতিং
কলম্ ॥ ২২ ॥ ধেনুস্তজ্জৈব দাতব্য্য সমাগ্যাত্ৰা-
কলেপ্সুতিঃ ॥ ১৩ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্। ত্র্যম্বকেশ্বরকুন্তস্ত নৃণাং
পুণ্যকলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ত্র্যম্বকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছৈশ্বর্যহাদেবি অঘো-
রেশ্বরমুত্তমম্। ষষ্ঠং লিঙ্গং সমাখ্যাতং তদ্বক্ত্রং
ভৈরবং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥ ত্র্যম্বকেশ্বরবায়বো ধনুর্বাং
পঞ্চকে স্থিতম্। সর্বকামপ্রদং পুণ্যং কলিকল্মষ-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা স্নানপূজা-
দিভিঃ ক্রমাৎ। মেরুদানন্ত কুৎসন্ত স লভেৎসুহৃজঃ
কলম্ ॥ ৩ ॥ দক্ষিণামূর্তিমায়ায় যৎকিঞ্চিৎপ্রদ দীয়তে।
অঘোরেশ্বরদেবস্ত তৎসর্বং চাক্ষয়ং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভাবাবিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে বাম-
দেবমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করে, সে সকল পাপ
হইতেই মুক্ত হয়। চৈত্র মাসের শুক্লচতুর্দশীদিনে
যে তথায় পূজা, স্তুতি ও পুণ্যকথায় স্নাত্তি জাগরণ
করে, তাহার অভীষ্ট ফল হয়। সম্যক যাত্ৰা-
কলেপ্স, ব্যক্তিগণ এইস্থানে ধেনু দান করিবে।
হে দোব! এই আমি তোমায় নিকট ত্র্যম্বকে-
শ্বর কুন্দের পাপহর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা
নরগণের পুণ্যকলপ্রদ ॥ ৬—১৪ ॥

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১১।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি। অনন্তর শ্রেষ্ঠ
ষষ্ঠ অঘোরেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে।
ঐ লিঙ্গের বদন অতীব ভীষণ। ত্র্যম্বকেশ্বরের
বায়ুকোণে পঞ্চ ধনু ব্যবধানে ঐ লিঙ্গ অবস্থিত।
উহা সর্বকামপ্রদ, পবিত্র ও কলিকল্মষনাশন। যে
ব্যক্তি স্নান ও পূজনাদি দ্বারা ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে
পূজা করে, তাহার নিখিল মেরুদানফল লাভ হয়।

যঃ শ্রাদ্ধঃ কুরুতে তত্র অঘোরেশ্বরদক্ষিণে। আকল্পং
তৃপ্তিমায়াস্তি পিতরস্তস্ত তর্পিতাঃ ॥ ৫ ॥ কিং
শ্রাদ্ধেন গয়াতীর্থে বাজ্রমেধেন কিং প্রিয়ে। তত্র
শ্রাদ্ধেন তৎসর্বং কলমভ্যধিকং লভেৎ ॥ ৬ ॥ ত্রুটি-
মাত্রমপি স্বর্ণং যাত্ৰায়াং য প্রযচ্ছতি। স সর্বং কল-
মাপ্নোতি মহাদানস্ত কুরিশঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মকূর্চ্চং
চরেদ্যন্ত সোমশ্চিমাং বিধানতঃ। অঘোরেশ্বরস্না-
নিধৌ অঘোরেশ্বরাভিমন্ত্রিতম্। ষড়ঙ্গস্ত মহন্তেন
প্রায়শ্চিত্তং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তমঘোরেশ্বরমহোদয়ম্। মাহাত্ম্যং সর্বপাপহরং
কৃতং সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে একাদশরুদ্রমাহাত্ম্যে অঘোরেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিনবতিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছৈশ্বর্যরোহে মহা-
কালেশ্বরঃ হরম্। অঘোরেশ্বরাঙ্গস্তরতঃ কিঞ্চিদ্বায়ব্যা-

দক্ষিণামূর্তি অবলম্বন করিয়া এইস্থানে অঘোরেশ্বর
দেবকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তৎসমস্তই
অক্ষয় হইয়া থাকে। যে নর অঘোরেশ্বরের দক্ষিণে
শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তদীয় পিতৃগণ তর্পিত হইয়া
আকল্প তৃপ্তিলাভ করে। প্রিয়ে! গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ
বা অশ্বমেধ যজ্ঞে ফল কি? ঐস্থানে শ্রাদ্ধ করি-
লেই অত্যধিক ফললাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
সেই যাত্ৰায় ত্রুটিমাত্র সুবর্ণও প্রদান করে, তাহার
নিখিল মহাদানের তুরিফললাভ হয়। যে নর
সোমবার অষ্টমীতিথিতে তথায় অঘোরেশ্বরস্না-
ধানে অঘোরেশ্বরাভিমন্ত্রিত ব্রহ্মকূর্চ্চ যথাবিধি আচরণ
করে, তাহার মহাপ্রায়শ্চিত্ত করা হয়। হে দেবি! এই
আমি সংক্ষেপে অঘোরেশ্বরের মহাপাপহর মহো-
দয় মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। ইহা শ্রবণে সর্বার্থ
সুসিদ্ধ হয়। ১—৯ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১২।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরারোহে! অতঃপর
মহাকালেশ্বর কুন্দের সন্নিধানে গমন করিবে। এই

সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ ধনুবাং ত্রিশতা দেবি ক্রতঃ পাতক-
নাশনম্ । পূর্বে কৃতযুগে দেবি স্মৃতঃ চিত্রাঙ্গদে-
শ্বরম্ ॥ ২ ॥ মহাকালেশ্বরঃ দেবি কলৌ নাম
প্রকীর্তিতম্ । কালরূপী মহারুদ্রস্তস্মিন্ লিঙ্গে ব্যব-
স্থিতঃ ॥ ৩ ॥ চরাচরশূকঃ সাক্ষাদ্বেদানবদর্পহা ।
সূর্য্যরূপেণ যঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং গ্রাসতে প্রিয়ে ॥ ৪ ॥
স দেবঃ সংস্থিতো দেবি তস্মিন্ লিঙ্গে মহাপ্রভঃ ।
যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কল্পে লিঙ্গং মম প্রিয়ম্ । ষড়-
করেণ মস্ত্রেণ মৃত্যুং জয়তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণা-
ষ্টম্যাং বিশেষেণ গুণশুললং স্মৃতসংস্মৃতম্ । যো দহে-
দ্বিধিবন্তত্র পূজাং কৃষ্য নিশাগমে ॥ ৬ ॥ অপরাধ-
সহস্রস্ত ক্রমতে তস্ত ভৈরবঃ । ধেনুদানং প্রশংসন্তি
তস্মিন্ স্থানে মহর্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ ধেনুদস্তারয়েন্নুনং দশ
পূর্ব্বান্ দশাপরান্ । দেবস্ত দাক্ষিণে ভাগে যো
জপেচ্ছতকুজ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥ উদ্ধরেৎ পিতৃবর্গঃ চ
মাতৃবর্গঃ চ মানবঃ । বাল্যে বয়সি যৎপাপং
বার্দ্ধকে যৌবনেহপি বা । কালয়েচ্চৈব তৎসর্ব্বং
দৃষ্ট্বা কালেশ্বরং হরম্ ॥ ৯ ॥ অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে
যঃ কুর্ধ্যাদৃশ্যতকঞ্চলম্ । ন স ভুয়োহত্র সংসারে জন্ম
প্রাপ্নোতি দাক্ষণম্ ॥ ১০ ॥ ন ত্রুণিতো দারিড্রো

লিঙ্গ অঘোরেশ্বরে উত্তরে কিঞ্চিৎ বায়ুকোণে ত্রিংশৎ
ধনু ব্যবধানে অবস্থিত । দেবি ! ইহার মাহাত্ম্য
শ্রবণে পাপ নষ্ট হয় । পূর্বে সত্যযুগে ঐ লিঙ্গ চিত্রা-
ঙ্গদেশ্বর নামে অভিহিত হইত । দেবি ! কলিতে
উহার মহাকালেশ্বর নাম প্রথিত হইয়াছে । কাল-
রূপী মহারুদ্র ঐ লিঙ্গে অবস্থান করিতেছেন । তিনি
সাক্ষাৎ চরাচরশূক ও দেবদানবগণের দর্পহারী ।
প্রিয়ে ! যিনি সূর্য্যরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করেন,
সেই মহাপ্রভ দেব ঐ লিঙ্গে অবস্থিত । যে নর
ভক্তি করিয়া আমার ঐ প্রিয়লিঙ্গ ষড়কর মস্ত্রে
পূজা করে, সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুঞ্জয় হয় । যে জন
কৃষ্ণাষ্টমী দিনে নিশাগতে পূজা করিয়া স্মৃতযুক্ত
গুণশুলল বিধিবৎ প্রদান করে ; ভৈরব তাহার সহস্র
অপরাধ ক্ষমা করেন । মহর্ষিগণ ঐ স্থানে ধেনু-
দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন । ধেনুদাতা ব্যক্তি
তাহার দশ পূর্বে ১০ দশাবর পুরুষ উদ্ধার করিয়া
থাকে । ঐ দেবদেবের দক্ষিণ ভাগে যে মানব শত
কুজের জপ করে, সে তাহার পিতৃমাতৃকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে । বাল্যে যৌবনে এবং বার্ককে
যে পাপসঞ্চয় করা হয়, কালেশ্বর হরদর্শনে সেই
সকল পাপই ক্ষয় পাইয়া থাকে । উত্তরায়ণ উপ-

বা হুর্ভগো বা প্রজায়তে । সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব
মহাকালেশ্বরদর্শনাৎ ॥ ১১ ॥ ধনধান্যসমায়ুক্তে
ক্ষীতে সঞ্জায়তে কুলে । ভক্তির্ভবতি ভুয়োহপি
মহাকালেশ্বরার্চনে ॥ ১২ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মহাকালেশ্বরং প্রিয়ে । চিত্রাঙ্গদো গণো
দেবি তেন চারাধিতঃ পুরা ॥ ১৩ ॥ দিব্যানান্য
সহস্রং তু মহাকালেশ্বরং হি তৎ । চিত্রাঙ্গদেশ্বরং
নাম তেন খ্যাতং ধরাতলে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষাপে মহাকালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি ভৈরবেশ্বর-
মুত্তমম্ । তস্মৈব বহ্নিকোণস্থং ধনুবাং দশকে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ সর্ব্বকামপ্রদং দেবি দারিড্রোঘ-
বিনাশনম্ । পূর্ব্বং চণ্ডেশ্বরং নাম খ্যাতং কৃতযুগে
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ চণ্ডো নাম গণো দেবি তেন চারাধিতঃ
পুরা । দিব্যানান্যঃ সহস্রং তু তেন চণ্ডেশ্বরং

স্থিত হইলে যে নর স্মৃতকঞ্চল করে, তাহাকে
আর সংসারে জন্ম লইতে হয় না । মহাকালেশ্বরের
দর্শনে নর সপ্তজন্মাবধি ত্রুণিত, দরিদ্র বা হুর্ভাগ্য-
শালী হয় না ; পরন্তু ধনধান্যযুক্ত সমুচ্চ মহাকূলেই
তাহার জন্ম হয়, মহাকালেশ্বরের অর্চনে পুনরাপি
তাহার ভক্তি হইয়া থাকে । প্রিয়ে ! এই আমি
সংক্ষেপে মহাকালেশ্বরের বৃত্তান্ত বলিলাম । দেবি !
পূর্বে চিত্রাঙ্গদ নামক প্রমথ দিব্য সহস্রবর্ষ যাবৎ
মহাকালেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার
নামানুসারে ধরাতলে এ লিঙ্গ চিত্রাঙ্গদেশ্বর নামেও
বিখ্যাত । ১—১৪ ।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৩ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
ভৈরবেশ্বরের নিকট গমন কারবে, পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের
অগ্নিকোণে দশ ধনু ব্যবধানে এই সর্ব্বকামপ্রদ
অশেষ দারিড্রাহর শিবলিঙ্গ অবস্থিত । প্রিয়ে ।
পূর্বে সত্যযুগে চণ্ডেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ
বিখ্যাত ছিল । চণ্ড নামক প্রমথ দিব্য সহস্র বর্ষ

শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ ॥ তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং স্পৃষ্ট্বা চ
 স্নানমাহিতঃ । মূচ্যতে সকলাং পাপাদাজন্ম-
 মরণান্তিকাং ॥ ৪ ॥ তত্র কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং মাসে
 ভাদ্রপদে প্রিয়ে । উপবাসপর্যো জুহা যঃ করোতি
 প্রজাগরম্ । স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো
 মহেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥ বাচিকং মানসং পাপং কৰ্ম্মণা
 যত্নপার্জিতম্ । তৎসৰ্বং নাশমায়াতি তন্ত লিঙ্গস্ত
 দর্শনাৎ ॥ ৬ ॥ তিলা হিরণ্যং বস্ত্রাণি তত্র দেয়ং
 মনৌষিণে । সৰ্ব্বকিঞ্চিদনাশার্থং সম্যগ্‌যাত্রাকলে-
 প্পন ॥ ৭ ॥ ভৈরবাকারমাস্ত্রায় কল্লাস্তে স হরেদ-
 যতঃ । বিশ্বঃ সমগ্রঃ দেবেশি তেনাসৌ ভৈরবঃ
 শ্রুতঃ ॥ ৮ ॥ অগ্নিন্ কল্পে মহাদেবি প্রভাসক্ষেত্র-
 মাহিতঃ । বভূব ভৈরবো রুদ্রঃ কল্লাস্তে লিঙ্গমূর্তি-
 মান্ ॥ ৯ ॥ এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং
 ভৈরবেশ্বরম্ । যচ্ছ্রুত্বা মূচ্যতে জন্তুঃ পাতকাদতি-
 ভৈরবাৎ ॥ ১০ ॥

ইতি স্ক্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

যাবৎ ঐ লিঙ্গের আরাধনা করে । তখন হইতে
 উহা চণ্ডেশ্বর নামে বিখ্যাত হয় । নর স্নানমাহিত
 ভাবে ঐ দেবদেবকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে আজন্ম
 মরণান্ত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
 প্রিয়ে ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে
 উপবাসী থাকিয়া যে নর ঐ শিবসান্নিধানে জাগরণ
 করে, সে, মহেশ্বরোধিষ্ঠিত পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া
 থাকে । বাক্য মন ও কৰ্ম্মার্জিত নিখিল পাপই
 ঐ লিঙ্গদর্শনে নষ্ট হয় । যাত্রাকলেপ্প নর ঐ
 লিঙ্গসন্নিহিত স্থানে গমন করিয়া সম্যক্ সকল
 পাপদূরীকরণার্থ মনৌষী ব্যক্তিকে তিল, হিরণ্য
 ও বস্ত্র দান করবে । হে দোবাশি ! কল্লাস্তে
 ভৈরবাকার অবলম্বন করিয়া ঐ দেব সমগ্র বিশ্ব-
 সংহার করেন বলিয়া ভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়া
 ছেন । হে মহাদেবি ! এই কল্পে ইনি প্রভাসক্ষেত্রে
 অবস্থান করিতেছেন । এই লিঙ্গমূর্তিশালী ভৈরবই
 কল্লাস্তে ভৈরবরূপে বিরাজ করেন । এই আমি
 সংক্ষেপে ভৈরবেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম,
 ইহা শ্রবণে জীব অতি ভৈরব পাতক হইতেও
 মুক্ত হয় । ১—১০ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯৪ ।

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্রারোহে লিঙ্গং
 মৃত্যুঞ্জয়েশ্বরম্ । তন্তৈব বহ্নিকোণস্থং ধনুবাং
 দশকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ পশ্চিমে সাগরাদিত্যাং
 স্থিতং ধনুশ্চতুর্ভুজে । পাপস্তং সৰ্ব্বজন্তুনাং দর্শনাৎ
 স্পর্শনাদপি ॥ ২ ॥ পূর্বে যুগে সমাখ্যাতং নাম
 নন্দীশ্বরেতি চ । যত্র তপ্তং তপো ঘোরং নন্দি-
 নাস্তা গণেন মে ॥ ৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং
 নিত্যং পূজাপরোচনং চ । তত্র জপ্তো মহামন্ত্রো
 মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪ ॥ কোটীনাং নিযুতং দেবি
 ততস্তপ্তো মহেশ্বরঃ । দদৌ গণেশতাং তন্ত মুক্তিং
 সামীপ্যগাং তথা ॥ ৫ ॥ মৃত্যুঞ্জয়েন মন্ত্রেণ তন্ত
 তুষ্টো যতো হরঃ । তেন মৃত্যুঞ্জয়েশেতি খ্যাতং
 লিঙ্গং ধরাতলে ॥ ৬ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা
 পশ্চেষ্টা ভাবিতাশ্রবণ । নাশয়ে তন্ত পাপানি
 সপ্তজন্মার্জিতানপি ॥ ৭ ॥ শ্রাপয়েৎ পয়সা লিঙ্গং
 দদ্যাৎ স্তবযুতেন চ । মধুনেক্ষুরসেনৈব কুঙ্কুমেণ
 বিলেপয়েৎ ॥ ৮ ॥ কর্পুরোদীরমিশ্রেন মৃগনাতিরসেন
 চ । চন্দনেণ স্নগন্ধেন পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি বরারোহে ! অতঃপর
 মৃত্যুঞ্জয়েশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
 লিঙ্গ পূর্বোক্ত ভৈরবেশ্বরের বহ্নিকোণে দশ ধনু
 ব্যবধানে এবং পশ্চিমদিকস্থিত সাগরাদিত্যের চারি
 ধনু দূরে অবস্থিত । ইহার দর্শনে স্পর্শনে
 পাপ নষ্ট হয় । পূর্বযুগে ইহার নাম ছিল ।
 নন্দীশ্বর । মদীয়গণ নন্দী এই লিঙ্গসন্নিধানেই
 ঘোর তপস্তা করিয়াছিলেন । তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করিয়া নিত্য পূজানিষ্ঠ হইয়া নিযুত কোটি বর্ষ যাবৎ
 মৃত্যুঞ্জয়াখ্য মহামন্ত্র জপ করেন । হে দেবি ! তখন
 মহেশ্বর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গণেশ্বর ও
 সামীপ্যমুক্তি প্রদান করিলেন । হর মৃত্যুঞ্জয়
 মন্ত্রে তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ লিঙ্গ
 ধরাতলে মৃত্যুঞ্জয় নামে বিখ্যাত হয় । যে
 ভাবিতাশ্রা নর ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে পূজা করে,
 তাহার সপ্তজন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় । হৃদ্য দধি ও
 ঘৃত দ্বারা ঐ লিঙ্গের স্নান এবং মধু ইক্ষুরস ও
 কুঙ্কুম দ্বারা উহাকে লেপন করাইবে । পরে কর্পূর
 ও উদীরমিশ্র মৃগনাতিরস ও স্নগন্ধ চন্দনযোগে
 পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর দেবাঞ্জে

দদ্যাকুপং পুরো দেবি ততো দেবস্ত চাশুকম্ ।
বস্ত্রেঃ সম্পূজ্য বিবিধৈরাশ্ববিস্তানুসারতঃ ॥ ১০ ॥
নৈবেদ্যঃ পরমায় চ দত্ত্বা দীপসমব্রীতম্ । অষ্টাঙ্গং
প্রণিপাতং চ ততঃ কার্ধ্যং চ ভক্তিতঃ ॥ ১১ ॥ হেম-
দানং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ১২ ॥ এবং
যাত্রা ভবেত্তস্ত শাস্ত্রোক্তা নাত্র সংশয়ঃ । এবং
কৃতা নরো দেবি লভতে জন্মনঃ ফলম্ ॥ ১৩ ॥
ইতি সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মৃত্যুঞ্জয়মহোদয়ম্ । পাপহ্নং
সর্বজন্তুনাং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মৃত্যুঞ্জয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষষ্ঠ্যবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কামে-
শ্বরমিতি স্মৃতম্ । তন্মৈবোত্তরদিগ্ভাগে ধনুবাং
ত্রিতয়ে স্থিতম্ । রতীশ্বরমিতি খ্যাতং ত্রোতায়াং
তৎসুরেশ্বরী ॥ ১ ॥ যস্মিন দৃষ্টে মনুষ্যাণাং
পূজিতে তু বরাননে । নশ্চোচ্চ সপ্তজন্মাঘং গৃহ-
ভঙ্গশ্চ নো ভবেৎ ॥ ২ ॥ দেব্যাচ । কেনায়াং

অশুক ধূপ, ও বিবিধ বস্ত্র দান করিয়া স্ত্রীয়া বিস্তা-
নুসারে নৈবেদ্য ও পরমায় দান করিবে এবং দীপ-
দানান্তে ভক্তিপূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে,
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হেম দান করিবে; এইরূপে
তাহার যথাশাস্ত্র যাত্রাব্যাপার নিম্পন্ন হইবে, সংশয়
নাই । এইরূপ করিলে মানবের জন্মসাফল্য হয় ।
এই আমি সংক্ষেপে মৃত্যুঞ্জয়ের মহোদয়বৃত্তান্ত
বলিলাম । ইহা সর্ব প্রাণীর পাপহ্ন ও সর্বকাম
ফলপ্রদ । ১—১৪ ।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১৫ ।

ষষ্ঠ্যবতিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেব ! অতঃপর কামেশ্বর
সমীপে গমন করিবে । পুরোক্ত লিঙ্গের উত্তর
দিকে তিন ধনু দূরে এই কুডলিঙ্গ অবস্থিত ।
হে সুরেশ্বরী ! ত্রোতাযুগে ইহা রতীশ্বর নামে
বিখ্যাত ছিল । ইহার দর্শনে এবং পূজনে সপ্ত
জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হয় এবং গৃহভঙ্গ কখনবই হয়
না । দেবী কহিলেন,—কে ইহাকে স্থাপন করি-

স্থাপিতো দেব কস্মাৎ প্রোক্তো রতীশ্বরঃ । দর্শনে-
নাস্ত কিং শ্রেয়ঃ সর্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । গুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণা-
শিনীম্ । রতির্নামাভবৎ সাধ্বী কামপত্নী যশ-
স্বিনী ॥ ৪ ॥ দন্ধে মনসিজে পূর্বং দেবেন ত্রিপুরা-
রিণা । তদর্থাৎ তপস্তপে তস্মিন দেশে রতিঃ কিল ॥
৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তিষ্ঠন্ত্যা যাবদ্যুগচতুষ্টয়ম্ ।
আরাধিতো মহাদেবঃ শাস্তেন মনসা প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
কস্মিংশিদধ কালে তু নির্ভিদ্যা ধরণীতলম্ । তদ-
গ্রতঃ সমুত্তস্থো লিঙ্গং মাহেশ্বরং প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ এত-
শ্মিন্নেব কালে তু বাণবাচাশরীরিণী । আহ্লাদয়ন্তী
সহসা তস্মাচ্চিত্তং বরাননে ॥ ৮ ॥ যস্মান্মাহেশ্বরং
লিঙ্গং ব্রহ্মজ্যা সহসোখিতম্ । পূজয়েন্তন্নহা-
ভাগে ততঃ কাস্তমবাপ্যসি ॥ ৯ ॥ এতচ্ছূয়া তু
সা সাধ্বী দেবদূতস্ত ভাষিতম্ । তল্লিঙ্গং পূজয়া-
মাস ভক্ত্যা পরময়া যুতা ॥ ১০ ॥ ততঃ কামঃ
সমুত্তস্থো স্পৃগোখিত ইব প্রিয়ে । ততঃপ্রভৃতি
তল্লিঙ্গং কামেশ্বরমিতি ক্রতম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ সা
কামদয়িতা বাক্যমেতদ্বাচত । প্রহৃষ্টা কামদেবাণ্য
পুরতঃ পুষ্পধ্বনঃ ॥ ১২ ॥ পূজয়িষ্যন্তি যে চাশ্চে

যাছে ? কেন ইনি রতীশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
ছেন ? ইহার দর্শনে কিরূপ মঙ্গল হয় ? এই সকল
বিস্তৃতরূপে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! শ্রবণ
কর, পাপহারিণী কথা কহিতেছি । পূর্বে
ত্রিপুরারি কামকে দধ করিলে তৎপত্নী যশ-
স্বিনী পতিব্রতা রতি তল্লিমিত্ত ঐ স্থানে তপস্তা
করিতে লাগিলেন । হে প্রিয়ে ! রতি চতুর্যুগ
যাবৎ অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থান করিয়া শাস্ত চিত্তে মহা-
দেবের আরাধনা করিলেন । অনন্তর কোন এক
সময় তদগ্রে ধরণীতল ভেদ করিয়া এক মাহেশ্বর
লিঙ্গ অভ্যুখিত হইল । তখন সেই সজে এক
আকাশবাণী সহসা রতির চিত্তে আহ্লাদিত করিয়া
প্রাহর্তুত হইল । সেই বাণীর মর্ম্ম—হে মহাভাগে !
তুমি এই সহসোখিত মাহেশ্বর লিঙ্গ ভক্তির সহিত
পূজা কর ; তাহা হইলেই তোমার কাস্তকে প্রাপ্ত
হইবে । সাধ্বী কামপ্রিয়া দেবদূতের তাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া পরম ভক্তিযোগে সেই লিঙ্গের পূজা
করিলেন । তখন কামদেব স্পৃগোখিতের স্তায়
প্রাহর্তুত হইলেন । সেই হইতে ঐ লিঙ্গ কামেশ্বর
নামে বিখ্যাত হইল । ১—১১ । অনন্তর কামপত্নী হৃষ্ট
হইয়া কামের অগ্রে কহিলেন,—অস্ত্র যাহারাও

লিঙ্গমেতৎ সমাহিতাঃ । এবং তে বাহিতাঃ সিদ্ধিং
কুয়ো যান্তস্তি সপাতিম্ ॥ ১৩ ॥ মনোহভীষ্টঃ তথা
সর্বঃ যদ্যপি স্তাৎ স্তুত্বভম্ । তৎপ্রাপ্যস্তি ন
সন্দেহো লিঙ্গস্তাৎ প্রসাদতঃ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্তা
গতা সাক্ষী রতিঃ কামেন সংযুতাঃ । স্বস্থানং পূর্ণ-
কামা সা প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রনা ॥ ১৫ ॥ এনং চৈত্র-
ত্রয়োদশাং শুক্রায়াং যঃ সমর্চতি । স কামবন্তবে-
নুণাং কৃতং সৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তনবর্তিতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি যোগে-
শ্বরমিতি কৃতম্ । কামেশ্বরাযবে ভাগে ধনুযাং
সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাৎ হি দর্শনাৎ
পাপনাশনম্ । পূর্বে যুগে তু সংখ্যাং গণেশ্বর-
মিতি কৃতম্ ॥ ২ ॥ পুরা মম গণা দেবি অসংখ্যাতা
মহাবলাঃ । ক্ষেত্রং মাহেশ্বরং জ্ঞাত্বা প্রভাসং সমুপা-
গমন্ ॥ ৩ ॥ তত্রস্থান্ তপো ঘোরং তেপুস্তে যোগ-

সমাহিত ভাবে এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহা-
দেরও ইষ্টসিদ্ধি ও সদগতি লাভ হইবে । মনো-
ভীষ্ট অতিতুর্লভ হইলেও তাহারা এই লিঙ্গের
প্রসাদে তাহা প্রাপ্ত হইবে নিঃসন্দেহ । এই বলিয়া
কামসঙ্গিনী সাক্ষী রতি হৃষ্টচিত্তে পূর্ণকাম হইয়া
স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । চৈত্র-শুক্র-ত্রয়োদশীদিনে
যে নর এই লিঙ্গের অর্চনা করে সে কামের স্তায়
হয় । ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণে নরগণের সর্বাভীষ্ট
লাভ হইয়া থাকে । ১২—১৬ ।

ষষ্ঠবর্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ১৬ ।

সপ্তনবর্তিতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি অতঃপর
কামেশ্বরের বায়ুকেণে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত
যোগেশ্বর নামক মহামহিম লিঙ্গের সন্নিবানে গমন
করিবে । এই লিঙ্গের দর্শনেও পাপ নষ্ট হয় ।
পূর্বে যুগে ইহা গণেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল । দেবি !
পুরাকালে আমার মহাবল অসংখ্য গণ মাহেশ্বর

মাহিতাঃ । দিব্যাকানাঃ সহস্রস্ত ততঃকট্টো মহে-
শ্বরঃ ॥ ৪ ॥ সালোক্যাঞ্চ দদৌ মুক্তিং তেষাং
যোগবলেন বৈ । যস্মাৎ ষড়ঙ্গযোগেন তেষাং তুষ্টৌ
বৃষধ্বজঃ । তেন যোগেশ্বরং ব্রাহ্ম লিঙ্গং যোগফল-
প্রদম্ ॥ ৫ ॥ যন্তমর্চয়তে তক্ত্যা সম্যক পূজাবিধা-
নতঃ । স যোগসিদ্ধিমাপ্নোতি মোদতে দিবি দেব-
বৎ ॥ ৬ ॥ যো দদ্যাৎ কাঞ্চনং মেকং কৃৎস্নাং চৈব
বসুধরাম্ । যোগেশং পূজয়েদ্যন্ত স তয়োন্নধিকঃ
স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ বৃষভস্তত্র দাতব্যঃ সম্পূর্ণফলহেতবে ।
এবমেকাদশ প্রোক্তা কুড়াঃ প্রাভাসমাহিতাঃ ।
নিত্যাং পূজ্যাশ্চ বন্দ্যাশ্চ ক্ষেত্রস্ত ফলমীপ্সুভিঃ ॥
৮ ॥ য এতাং চৈব শৃণুয়াদ্রুদৈকাদশসংহিতাম্ ।
তস্ত ক্ষেত্রফলং সর্বং প্রতাসান্তরনাসিনঃ ॥ ৯ ॥
যশ্চৈতান্নৈব জানাতি কুড়ান্ প্রাভাসমাহিতান্ । স
ক্ষেত্রমধ্যসংস্থোহপি নাস্ত্যেব স পশুঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥
এতেষাং চৈব কুড়াণাং সর্গান্ বাপোঃ কমেব বা ।
সোমেশ্বরং পূজয়িত্বা জপেদৈ শতকুড়িয়ম্ । সর্বেষাং
লভতে পুণ্যং কুড়াণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ ইদং

ক্ষেত্র জানিয়া প্রভাসতীর্থে আসিয়াছিল, তাহারা
প্রভাসে থাকিয়া যোগাবলম্বনে দিব্য সহস্র বর্ষ
যাবৎ ঘোর তপস্বী করে । তাহাতে মহেশ্বর তুষ্ট
হইয়া তাহাদিগকে সালোক্যমুক্তি দান করেন,
বৃষধ্বজ তাহাদের ষড়ঙ্গযোগে তুষ্ট হইয়া-
ছিলেন বলিয়া যোগফলপ্রদ যোগেশ্বর লিঙ্গ
বিখ্যাত হয় । সম্যক পূজাবিধানে যে নর
এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার যোগসিদ্ধি হয়
সে স্বর্গে দেববৎ বিহার করিয়া থাকে । যে জন
কাঞ্চনমেক ও সমগ্র বসুধা দান করে, আর যে
মাত্র যোগেশ্বরের অর্চনা করে, এই উভয়ের মধ্যে
যোগেশ্বরের পূজক ব্যক্তিই পুণ্যফলে শ্রেষ্ঠ হইয়া
থাকে । সম্পূর্ণ ফলাবাস্তির জন্য যোগেশ্বক্ষেত্রে
বৃষভ দান করা কর্তব্য । এইরূপে এই প্রভাসস্থ
একাদশ কুড়ের কথা কথিত হইল । ক্ষেত্রফলেপ্সু
নরগণের এই সকল কুড় ন্যস্ত পূজ্য এবং নিত্য
নমস্কার্য । যে এই একাদশ কুড়সংহিতা শ্রবণ করে,
সেই প্রভাসমধ্যবাসী নরের সমস্ত ক্ষেত্রফল লাভ
হয় । ১—৯ । যে এই প্রভাসস্থ কুড়গণকে জানে না,
সে নর ক্ষেত্রমধ্যে থাকিয়াও নাই ; তাদৃশ লোক
পশু মধ্যোই গণ্য । এই সমস্ত কুড় অথবা সোমে-
শ্বরকে পূজা করিয়া পরে শতকুড়িয় জপ করিলে

ইতি ত্রীকান্দে ঘোগেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
সপ্তনবতিতমোহধ্যায়ঃ । ১৭ ।

अष्टनवतितमोऽध्यायः ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি চণ্ডেশ্বর-
 মতি ক্ষতম্ । সোমেশাছায়বে ভাগে ধনুবাং
 যষ্টিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ দিব্যাং লিঙ্গং মহাদেবি সৰ্ব-
 পাতকনাশনম্ । তৎ পূৰ্ণং তু যুগে খ্যাতং মনোঃ
 স্বায়ম্ভুবাস্তরে ॥ ২ ॥ ত্রেতাযুগমুখে দেবি পৃথিব্যাং
 সম্প্রতিষ্ঠিতম্ । পূৰ্ণে মধুস্তরে চান্মি লিঙ্গং পৃথীশ্বরঃ
 প্রিয়ে ॥ ৩ ॥ পুনশ্চল্লোপ তৎপ্রাপ্তং লিঙ্গং চল্লেশ্বরং
 প্রিয়ে । ব্রহ্মহত্যাদিপিপানাং নাশনং পুণ্যবৰ্দ্ধনম্ ॥
 ৪ ॥ তদদ্ভুতী মানবো দেবি সপ্তজন্মসমুত্তৈঃ ।
 মুচ্যতে কল্মষৈঃ সৰ্বৈঃ কৃতকৃত্যস্ত জায়তে ॥ ৫ ॥
 দেব্যাবাচ । কথং পৃথীশ্বরং খ্যাতং তল্লিঙ্গং পাপ-
 নাশনম্ । কথং পুনঃ সমাখ্যাতং চল্লেশ্বরমীমাত

সর্ব্ব রুদ্র পূজার ফল লাভ হইবে সংশয় নাই। হে
ভামিনি! রুদ্রগণের এই পাপহর রহস্ত তোমায়
বলিলাম; ইহা শুনিগেও পুণ্যবুদ্ধি হয়। ১০—১২।

सप्तमवर्तितम अध्याय समाप्त । २१ ।

অষ্টাবতীতম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর সোমে-
শ্বরের বায়ুকোণে বষ্টি ধনু ব্যবধানে অবস্থিত চণ্ডে-
শ্বরাত্মা বিখ্যাত দিব্য-লিঙ্গসমূহে গমন করিবে । ঐ
লিঙ্গ পাতকহর । ইহা পূৰ্ণ যুগে স্বায়ত্ত্ব মনস্তরে
স্থাপিত লাভ করে । ত্রেতাযুগের প্রথম অবস্থায়
পৃথিবী ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । তাই পূৰ্ণ মনস্তরে
ইহা পৃথীশ্বর নামে বিখ্যাত ছিল । প্রিয়ে ! পুনরায়
চন্দ্র ইহাকে পূজার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; তাই
নাম হয় চন্দ্রেশ্বর । এই লিঙ্গ ব্রহ্মহত্যাদি পাপের
নাশক ও পুণ্যবর্দ্ধক । ইহাকে দেখিয়া মানব সন্ত-
জ্ঞানসঞ্চিত সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত ও কৃতকৃত্য
হইয়া থাকে । ১০ দেবী কহিলেন,—ঐ পাপহর লিঙ্গের
পৃথীশ্বর নাম কেন হইল ? আর কেনই বা উহা

ঐভো । এতদ্বিস্তরভো ক্রহি শ্রোতুকামাহমাদরাং ।
 ৬ ॥ দৈবর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথাং
 পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং শ্রদ্ধা মূচ্যতে জন্তুহ্রিবিধৈঃ
 কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ । ৭ ॥ অসীৎ পূৰ্ণং মহাদেব দৈত্য-
 ভায়াদ্বিত্ত মহী । সাধো ব্রজস্বী সহসা গোরূপা
 সমুদ্রুব হ । ৮ ॥ ইতস্ততো ধাবমানা ন লেভে
 নির্গুতিং কচিৎ । ততো বর্ষশতে পূর্ণে ভ্রমমাণা
 কচিৎ কচিৎ । ৯ ॥ আসাদ মহাক্ষত্রং প্রভাস-
 মিতি বিজ্ঞতম্ । দেবদানবগন্ধৰ্বৈঃ সেবিতং পাপ-
 নাশনম্ । ১০ ॥ তত্র হিঙ্গ্রা মহাক্ষেত্রে কৃদ্ধা মনসি
 যিচ্চয়ম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস তরুণা পরময়া
 যুগা । ১১ ॥ বর্ষাণাঞ্চ শতং সাগ্ৰং কৃতে তপসি
 হুশরে । তুতোষ ভগবান্ ক্রডো ধয়িত্রীং বাক্যম-
 ব্রবীৎ । ১২ ॥ দেবি বিশ্বস্তরে সৰ্গং তপঃ স্মৃচরিতং
 অগ্না । মা শোকং কুরু কল্যাণি ভবিষ্যতি তবে-
 প্সিতম্ । ১৩ ॥ দৈত্যা নাশং গমিষ্যন্তি বিজুনা
 নিহতা ভূবি । ভবিত্রী স্বং মহাদেবি দৈত্যভায়-
 বিবজ্জিতা । ১৪ ॥ ইদং অগ্না স্থাপিতং যন্নিঙ্গং
 পরমশোভনম্ । ধয়িত্রীনায়া বিখ্যাতং লোকে

চন্দ্রশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিল ? প্রভো ! আমি
নাদরে অবগাহিনী ; আমার নিকট বিস্তার করিয়া
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি ! পাপহারিণী
কথা কহিতেছি । ইহা শ্রবণে জীব ত্রিবিধ কণ্ঠবন্ধন
হইতেই মুক্ত হয় । মহাদেবি ! পূর্বকালে মহী
দৈত্যভরে অর্দিত হইয়া অধোগামিনী হইয়াছিলেন ।
অনন্তর সহসা তিনি গোরূপ ধারণপূর্বক ইতস্ততঃ
ধাবিত হইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার নিষ্কৃতি
কোথাও হইল না । ক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে
করিতে শত বর্ষ পূর্ণ হইল । একদা তিনি বিখ্যাত
মহাক্ষেত্র দেবদানবসেবিত প্রভাসে আগমন
করিলেন । মহাক্ষেত্র প্রভাসে থাকিয়া মনে মনে
সঙ্কল্পপূর্বক পৃথিবী পরম ভক্তির সহিত এক লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিলেন । পরে সম্পূর্ণ শত বৎসর যাবৎ
তৃকর তপস্বী করিলে, ভগবান্ রুদ্র ধরিত্রীর প্রতি
তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—দেবি বিশ্বস্তরে ! তোমার
দ্বারা সমস্ত তপস্বীই সম্যক্ আচরিত হইয়াছে ।
কল্যাণি ! তুমি শোক করিও না ; তোমার অভীষ্ট
সিদ্ধ হইবে । দৈত্যগণ বিষ্ময় হস্তে নিধনপ্রাপ্ত
হইয়া নিঃশেষ হইবে । হে মহাদেবি ! তখন তুমি
দৈত্যভারবর্জিত হইয়া সুখিনী হইতে পারিবে ।
তুমি যে এই পরম শোভন লিঙ্গ স্থাপন করিলে,

খ্যাতিঃ গমিষ্যতি । ১৫ । অত্রাহং সংস্থিতো নিত্যঃ
 লিঙ্গরূপী মহাপ্রভুঃ । হাত্মামি কল্পে কল্পে বৈ নৃণাং
 পাপাপহারকঃ । ১৬ । মূর্ত্যুর্ভূত-সমাযুক্তো লিঙ্গ-
 হৃদয়ঃ সংস্থিতঃ সদা । নৃণাং নাশয়িতা পাপং পূর্ব-
 জন্মশতাজ্জিতম্ । ১৭ । ভক্তে কৃষ্ণতৃতীয়ায়াঃ
 যশেভ্যঃ পূজয়িষ্যতি । সোহবমেধসংযতঃ কল-
 মাপ্যাতাসংযমম্ । ১৮ । সর্বভূতীর্থাভিবেকস্ত সর্বৈবাং
 দানকর্মণাম্ । ভবিষ্যতি কলঃ তন্ত লিঙ্গশ্চৈবাস্ত
 পূজনায় । ১৯ । ধনুর্বাঃ ষোড়শঃ ষাবৎ সমস্তাৎ
 পরিমণ্ডলম্ । ক্ষেত্রমন্ত সমাখ্য তং প্রাণিণাং মুক্তি-
 দায়কম্ । ২০ । তাম্রমূর্ত্যোঃ প্রাণিনো যে কামতো
 বাপ্যকামতঃ । কুমিকীটসমা বাপি তে যান্তি পরমাং
 গতিম্ । ২১ । যো দদ্যাৎ কাকনয়ং মেকং কুংস্রাৎ
 বাপি বনুচ্ছরাম্ । যঃ পূজয়তি পৃথ্বীশং স তয়ো-
 রধিকঃ স্মৃতঃ । ২২ । ঈশ্বর উবাচ । ইতি দশা
 বরান দেবস্ত্রৈবাস্তরধীয়ত । পৃথিবীশ্বরনামাভূতৎ-
 প্রভূত্বৈব শঙ্করঃ । ২৩ । পুনরশ্মিন্নহাকল্পে বারাহ
 ইতি বিজ্ঞতে । কদাচিদক্ষশাপেন ক্রীণশ্চন্দ্রো
 বভূব হ । ২৪ । পপাত ভূতলে দেবি যক্ষণা স্পীড়িতঃ
 শলী । ক্ষেত্রং প্রভাসমাসাদ্য তন্নহোদধিসন্নিধৌ ।

লোকে তোমার নামানুসারেই এ লিঙ্গের খ্যাতি
 হইবে । আমি মহাপ্রভু ; লিঙ্গরূপে নিত্যই উহাতে
 বাস করিব ; কল্পে কল্পে নরগণের পাপহারী হইয়া
 থাকিব । আমি অষ্টমূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ঐ লিঙ্গে অব-
 স্থানপূর্বক নরগণের জন্মার্জ্জিত পাপহারণ করিব ।
 ভাদ্র মাসের কৃষ্ণতৃতীয়ায় যে নর এ লিঙ্গের পূজা
 করিবে, তাহার সহস্র অশ্বমেধকল হইবে, সংশয়
 নাই । এমন কি সর্বভূতীর্থা-অবগাহনে ও সমস্ত দান-
 কার্যে যে কল হয়, এই লিঙ্গ-পূজকের সেই কলই
 হইবে । এই লিঙ্গের ক্ষেত্র চতুর্দিকে ষোড়শ-
 ধনুব্যাপী ; ইহা প্রাণিগণের মুক্তিদায়ক । কুমি-কীট-
 সম প্রাণিগণও এখানে কামত বা অকামত মৃত্যু-
 গ্রস্ত হইলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 কাকনয় মেক ও সমগ্র বনুচ্ছা দাতা এবং
 পৃথিবীশ্বরের পূজন কর্তা এই উভয়ের মধ্যে
 শেযোক্ত ব্যক্তিই অধিক পুণ্যবান ঈশ্বর
 कहিলেন,—দেব শঙ্কর এই বর প্রদান করিয়া
 অন্তর্হিত হইলেন । পৃথিবীস্থাপিত লিঙ্গ সেই
 হইতে পৃথিবীশ্বর নামে বিখ্যাত হইল । অস্তর
 সুপ্রসিদ্ধ বারাহ মহাকল্পের কোন এক সময়ে চন্দ্র
 দক্ষশাপে যক্ষরোগগ্রস্ত ও ক্রীণ হইয়া ভূতলে

২৫ । দৃষ্টা পৃথ্বীশ্বরঃ লিঙ্গঃ সপ্রভাবঃ মহাপ্রভুঃ ।
 তৎপূজানিরতো ভূত্বা বর্ধনাৎ তু সহস্রকম্ । ২৬ ।
 অতপৎ স তপো যোজঃ শীর্ণপর্ণাদুভক্ষকঃ । যতঃ
 সমভবদীপ্ত্যা সর্কাস্লাদকরঃ শলী । ২৭ । তন্নিজ-
 শ্চৈব মাহাত্ম্যাস্ততচ্চন্দ্রেশ্বরোহভবৎ । তন্ত লিঙ্গস্ত
 মাহাত্ম্যাক্ষত্ৰমা গতকল্মষঃ । ২৮ । অবাপ সিদ্ধি-
 মত্যাগ্ৰাঃ স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনীম্ । সোমনাথেতি যাং
 প্রাহঃ প্রসিদ্ধাঃ লিঙ্গরূপিণীম্ । ২৯ । ইতি সংক্ষে-
 পতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং চন্দ্রদৈবতম্ । ঋতং হরতি
 পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি । ৩০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
 নবতিতমোহধ্যায়ঃ । ৯৮ ॥

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরহাদেবি যত্র চক্র-
 ধরঃ স্থিতঃ । দণ্ডপাণিচ দেবেশি যত্রৈকস্থান-
 সংস্থিতঃ । ১ । চন্দ্রেশাৎ পূর্বদিগ্ ভাগে সোমে-
 শাহুতরে স্থিতঃ । ধনুর্বাঃ পক্ষসংস্থানে গন্ধর্বেশাৎ
 সমীপতঃ । ২ । উমায়া নৈঋতে ভাগে ব্রহ্মদেবর্ষি-

মহোদধিসন্নিহিত প্রভাসক্ষেত্রে পতিত হন ।
 তিনি মহামহিম পৃথ্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শনপূর্বক সহস্র
 বর্ষ যাবৎ তাহার পূজা করেন । শশধর শীর্ণপর্ণ
 ও অনুমাত্র ভক্ষণ করিয়া এইরূপে ঘোর তপস্তা
 করিয়াছিলেন । পরে লিঙ্গের মাহাত্ম্যে শলী দীপ্ত-
 ছটায় সকলের আশ্লাদকর ও বিগতকল্মষ হইলেন
 এবং স্পর্শলিঙ্গপ্রকাশিনী পরমা সিদ্ধি লাভ

লিঙ্গরূপিণী প্রসিদ্ধাসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া
 থাকেন । এই আমি সংক্ষেপে চন্দ্রদৈবত-
 মাহাত্ম্য বলিলাম । ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট ও
 আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে । ১—৩০ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।—৯৮ ।

নবনবতিতম অধ্যায়

ঈশ্বর कहিলেন,—যথায় চক্রধর ও দণ্ডপাণি
 এক স্থানে অবস্থিত আছেন, হে মহাদেবি ! অন-
 স্তর সেই স্থানে গমন করিবে । চন্দ্রেশ্বরের পূর্বে
 গোমেধরের উত্তরে গন্ধর্বেশের সমীপে ও উমা

স্থিতঃ । তন্তোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি সৰ্ব্বপাতক-
নাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্ত বারানশ্চাঃ
পুরাভবৎ । তেন জ্ঞাতং পুরাণং তু পঠ্যমানং
দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৪ ॥ কল্পাদৌ দ্বাপরাস্তে তু কল্পিণাং
নবেশনে । অবতারঃ মহাবাহুবাসুদেবঃ করি-
ষ্যতি ॥ ৫ ॥ স তু মুচ্যমতিশ্রমেণ অহং বিষ্ণুরিতি
প্রিয়ে । চিহ্নানি ধারয়ামাস চক্রাদীনি বরাননে ॥ ৬ ॥
স দূতং প্রেবয়ামাস দ্বারকায়াং মহোদরম্ । স গহা
প্রাহ বিষ্ণুঃ বৈ চক্রাদীনি পরিত্যজ ॥ ৭ ॥ ইত্যাহ
পৌণ্ড্রকো রাজা ন চেদধমবাপ্যসি । ততশ্চ ভগ-
বান্ বিষ্ণুঃ প্রাহাশ্চ কচিরং বচঃ ॥ ৮ ॥ বাচ্যঃ স
পৌণ্ড্রকো রাজা যস্য হস্ত বচো মম । গৃহীতচক্র
এবাহঃ কালীমাগম্যাক্তে পুরীম্ ॥ ৯ ॥ সম্যাক্ষ্যামি
ততশ্চক্রং গদাং চেমামসংযমম্ । তদগ্রাহ্যং ভবতা
চক্রমশ্রদ্ধা যন্তবেপ্সিতম্ ॥ ১০ ॥ ইত্যাক্তেহথ গতে
দূতে সংস্মৃত্যভ্যাগতং হরিঃ । গরুশাস্তং সমাক্রুহ
অরিতন্তংপুং যযৌ ॥ ১১ ॥ মিত্রশ্নেহাত্ততস্তশ্চ
কাশিরাজঃ সহানুগঃ । সৰ্ব্বসৈন্তপরীবরস্ততঃ
পৌণ্ড্রমুপাযযৌ ॥ ১২ ॥ ততো বলেন মহতা কাশি-

রাজবলেন চ । পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোহসৌ কেশ-
বাভিমুখে যযৌ ॥ ১৩ ॥ তং দদর্শ হরিদূরাদুদ্বারে
শ্রদ্ধনে-স্থিতম্ । চক্রহস্তং গদাশার্কসংযুতং গরুড়-
ধ্বজম্ ॥ ১৪ ॥ তং দৃষ্টা ভাবগন্তীর জহাস গরুড়-
ধ্বজঃ । উবাচ । পৌণ্ড্রকঃ মূঢ়মাশ্চিহ্নোপ-
লক্ষিতম্ ॥ ১৫ ॥ পৌণ্ড্রকোক্তং যস্য যন্তু দূতবক্ত্রেণ
মাং প্রাত । সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তক্ত সৰ্বং
ত্যাগাম্যহম্ ॥ ১৬ ॥ চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেয়ক
বিসর্জিতা । গরুড়ানেষ তে গদা সমারোহতু বৈ
ধ্বজম্ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুচ্চাৰ্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ
নিপাতিতঃ । রথশ্চ গদয়া ভগ্নো গজাশ্চা-
শ্চ চূর্ণিতাঃ ॥ ১৮ ॥ ততো হাহাকৃতে লোকে
কাশিনাথো মহাবলৌ । যযুধে বাসুদেবেন মিত্র-
জ্ঞেধেন জ্ঞেখিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শার্ঙ্গবিনমুক্তৈশ্চিহ্না
তশ্চ শরৈঃ শিরঃ । কালীপূৰ্ণাং স চিক্বেপ কুর্স-
লোকশ্চ বিস্ময়ম্ ॥ ২০ ॥ হস্বা তু পৌণ্ড্রকঃ শৌরিঃ
কাশিরাজঃ চ সান্নগম্ । পুনর্দারবতীং প্রাপ্তো

সমভিব্যাহারে পৌণ্ড্রকরাজসমীপে উপস্থিত হইলেন ।
প্রবল কাশিরাজবলের সহিত মিলিত হইয়া পৌণ্ড্রক
বাসুদেব কেশবাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । হরি
দূর হইতে দেখিলেন,—পৌণ্ড্রকরাজ দূরীর শ্রদ্ধনে
সমাক্রুত, চক্রহস্ত, গদা-শার্কধর ও গরুড়ধ্বজ ।
তাহাকে তথাবিব অবস্থায় দেখিয়া গরুড়ধ্বজ
ভাব-গন্তীর হাশ্চ করিলেন এবং সেই আশ্চিহ্নোপ-
লক্ষিত মুঢ় পৌণ্ড্রককে বলিলেন,—ওহে পৌণ্ড্রক !
তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্নসকল পরিত্যাগ
করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছ, আমি সে সমস্ত চিহ্ন
এখনই পরিত্যাগ করিতেছি । এই আমি চক্র
ত্যাগ করিলাম, গদা কেলিয়া দিলাম ; এই গরু-
ড়ান্ গিয়া তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক । এই
বলিয়া হরি চক্র নিক্ষেপ করিলেন ; সেই চক্রে
পৌণ্ড্রক নিপাতিত হইল । তাঁহার গদায় তদীয় রথ
ভগ্ন হইল ; গজাশ্চ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল । তখন
লোকসকল হাহাকার করিতে লাগিল । মহাবল
কাশিনাথ মিত্রজ্ঞেধে জ্ঞেখিত হইয়া বাসুদেবসং যুক্ত
করিতে লাগিলেন । অনন্তর শৌরি শার্ঙ্গনশ্চ
শরনিকর দ্বারা তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া লোকের
বিস্ময়োৎপাদন করত কালীপূরীতে নিক্ষেপ করি-
লেন ১—২ । হরি এইরূপে পৌণ্ড্রক-কাশিরাজকে
নিহত করিয়া সান্নচর দ্বারাবতীতে আসিয়া উপস্থিত
হইলেন । বোধ হইল, যেন তিনি মৃগয়া হইতে

দেবীর নৈঋত ভাগে পঞ্চধনু দূরে দেবরক্ষা-
সেবিত উক্ত লিঙ্গ অবস্থিত । এক্ষণে তাহার
সকলপাতকহারিণী উৎপত্তিবর্তা বলিতেছি ।
পুরাকালে পৌণ্ড্রক বাসুদেব বারানসীধামে
আসিয়াছিলেন । সেখানে তিনি দ্বিজাতিগণের
মুখে পঠ্যমান পুরাণ গ্রন্থে শুনিয়াছিলেন যে, দ্বাপ-
রাস্তে কল্পাদিতে কল্পিণালয়ে মহাবাহু বাসুদেব
অবতীর্ণ হইবেন । প্রিয়ে । সেই মুচ্যমতি রাজা
তৎপ্রবণে মনে করিল, আমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু । এই
ভাবিয়া সে চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিল এবং দ্বারকায়
এক দূত পাঠাইয়া দিল । দূত গিয়া বিষ্ণুকে
বলিল,—পৌণ্ড্রকরাজ বলিয়া দিয়াছেন, তুমি চক্রাদি
চিহ্ন পরিত্যাগ কর ; অশ্রদ্ধা আমার বধ্য হইবে ।
অনন্তর ভগবান্ কচির বাক্যে বলিলেন,—দূত !
তুমি গিয়া পৌণ্ড্রকরাজকে বল যে, আমি চক্র গ্রহণ
করিয়াই কালীপুরে আসিতেছি ; তথায় গিয়াই চক্র
এবং গদা পরিত্যাগ করিব, নিশ্চয়ই তখন তুমি চক্র
বা অশ্র চিহ্নাদি যথেষ্ট ধারণ করিও । বিষ্ণু এই
কথা কহিলে, দূত চলিয়া গেল । অনন্তর হরি
গরুড়ে আরোহণপূর্বক সত্তর তৎপুরাভিমুখে প্রস্থান
করিলেন । তখন কাশিরাজ মিত্রশ্নেহে বশবর্তী
হইয়া তাহার অনুগমন করিলেন । তিনি সৰ্ব্বসৈন্ত-

জগন্নাথঃ সন্তোষাঃ ২১। ততঃ কাশিপতেঃ পুত্রঃ
 শঙ্করঃ ভোষয়ামাস স চ
 ভগবান্ ২২। স বত্রে ভগবান্ কৃত্য
 ২৩। এবং ভবিষ্যতীত্যাক্তে দক্ষিণায়ন্ত
 ২৪। জালামালাকরালাং তাং যাদবা ভয়বিস্বলাঃ।
 দৃষ্ট্বা জনাৰ্দ্দনং সৰ্বৈঃ শরণার্থধূপাগতাঃ ২৫। ততঃ
 সন্দর্শনং তস্তা যুমোচ গুরুভক্ষজঃ। বধায় সা ততো
 তস্মা চক্রতেজোহতিপীড়িতা ২৬। কৃত্যামনু-
 জগামাণ্ড বিকোশচক্রং সন্দর্শনম্। কৃত্য বারাগসীঃ
 প্রাপ্তা তস্তাশচক্রং তু পৃষ্ঠতঃ ২৭। ততঃ সা ভয়
 সজ্জতা শঙ্করং শরণং গতা। সোমনাথঃ জগন্নাথঃ
 নান্তঃ শঙ্কো হি রক্ষিতুম্ ২৮। ততশ্চক্রং বরৈ-
 ষ্যণৈস্তাভয়ামাস শঙ্করঃ। তচ্চ দ্বারবতীঃ প্রাপ্তাঃ
 শিবসায়কমিশ্রিতম্ ২৯। তদৃষ্ট্বা শিবনামাক্ষৈ-
 স্তাভিত্তঃ ভগবান্ হরিঃ। চক্রং শরৈস্ততঃ ক্রুদ্ধো
 গৃহীত্বা চ করোণ তৎ। জগাম তত্র যত্রান্তে

প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কাশিপতির
 পুত্র পিতার মরণ হুঃখে হুঃখিত হইয়া শঙ্করের
 আরাধনা করিলেন, শঙ্কর তাহাকে বর দিলেন।
 কাশিরাজের পুত্র প্রার্থনা করিল—ভগবান্ সুরে-
 খর! আমার পিতার হস্তা শ্রীকৃষ্ণের বধের জন্য
 আপনার প্রসাদে কৃত্য প্রাভূত হউক। শঙ্কর
 বলিলেন, তাহাই হইবে। এই কথা বলিবামাত্র
 দক্ষিণায়ন মধ্য হইতে এক মহাকৃত্য উৎপন্ন
 হইল এবং দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিল। সেই
 জালামালায় করাল কৃত্য সন্দর্শন করিয়া যাদবগণ
 ভয়বিস্বলভাবে জনাৰ্দ্দনের শরণাপন্ন হইলেন।
 গুরুভক্ষজ কৃত্য নিবারণের জন্য স্বীয় সন্দর্শন চক্র
 নিক্ষেপ করিলেন। তখন চক্রতেজে তাপিত হইয়া
 কৃত্য ভগ্ন হইল। বিষ্ণুর চক্র কৃত্যের অনু-
 সরণ করিল। কৃত্য ক্রমে বারাগসীতে আসিয়া
 উপস্থিত হইল। চক্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 আসিল। এইবার কৃত্য ভীত হইয়া মহেশ্বরের
 শরণাপন্ন হইল। সোমনাথ জগন্নাথ বিনা অস্ত
 কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন।
 অনন্তর শঙ্কর ভীক্সবানে বিষ্ণুচক্র তাড়িত করি-
 লেন। চক্র শিবসায়ক সহ দ্বারাবতী নগরী প্রাপ্ত
 হইল। ভগবান্ হরি স্বীয় চক্র শিবনামাক্ষিতশরে
 তাড়িত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কর দ্বারা চক্র

সোমেশঃ কালভৈরবঃ ৩০। ১ গতা রোষতাক্ষ-
 শক্রোদ্যতকরঃ স্থিতঃ। কৃত্যঃ হস্তঃ মতিঃ চক্রে
 কালভৈরবনির্মিতা ৩১। দৃষ্ট্বা দেবৈস্ততঃ
 সৰ্বৈর্দগুপাণিগণেন চ। দেবানাং প্রেক্ষতাং তত্র
 দগুপাণির্গহাগণঃ। চক্রোদ্যতকরঃ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং
 প্রাহাজলোচনম্ ৩২। দগুপাণিকবাচ। মা
 ক্রোধঃ কুরু দেবেশ কৃত্যঃ প্রতি জগৎপ্রভো ৩৩।
 অমোঘঃ যুধি তে চক্রঃ কৃত্য চাপি চ
 শঙ্করী। এবং চক্রে বিনির্মুক্তোভবেৎ ক্রোধো হরে
 যদি। ভবিষ্যতি মীহদুঃখঃ লোকানাং সংক্ষয়ো হি
 বা ৩৪। ন যোক্তব্যমতশ্চক্রং শূন্য ভূয়ো বচশ্চ নঃ।
 অত্র স্থানে নিযুক্তোহহং শঙ্করেণ পুরা হরে ৩৫।
 পাপিনাং রক্ষণার্থং বৈ বিদ্বাং হুষ্টচেতসাম্। তস্মাৎ
 মম সান্নিধ্যে তিষ্ঠ চক্রধরো হরে ৩৬। অত্র চক্র-
 ধরং দেবং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ। ধূপমাল্যোপ-
 হারৈশ্চ নৈবেদ্যান্নিবিধৈরপি ৩৭। বিষ্ণুকবাচ।
 এষ এব নিবৃত্তোহহং তব বাক্যাক্রুশেন বৈ। অত্র
 চক্রোদ্যতকরঃ স্থাস্তে তব সমীপতঃ ৩৮। এবং
 হি সংস্থিতো দেবস্তত্র চক্রধরঃ প্রিয়ে। দগুপাণিচ

গ্রহণ করিয়া সোমেশ কালভৈরব সমীপে গমন
 করিলেন। রোষাত্তনত্রে হরি চক্রহস্তে অব-
 স্থান করিয়া কালভৈরবনির্মিতা কৃত্য-ধ্বংসে ক্রত-
 কক্ল হইলেন। সমস্ত দেব ও সমস্ত দগুপাণিগণ সে
 ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। তখন দেবগণের
 সমক্ষে মহাগণ দগুপাণি চক্রহস্ত কমলাক্ষ বিষ্ণুকে
 বলিলেন,—দেবেশ! কৃত্যের প্রতি ক্রোধ করিবেন
 না, হে জগৎপ্রভো! তোমার চক্র সময়ে অপ্রতি-

এবং এই কৃত্যও শঙ্করনির্মিত। এক্ষেত্রে
 আপনি চক্র নিক্ষেপ করিলে যদি হরের ক্রোধো-
 দেক হয়, তবে জগতের মহৎ হুঃখ এমন কি,
 প্রলয় পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব চক্র ত্যাগ
 করিবেন না; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন।
 হে হরে! পুরাকালে শঙ্কর পাপীদিগের পরিত্রাণ
 ও হুষ্টাঙ্গাদিগের বিদ্বাং এই স্থানে আমায়
 নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তুমিও চক্রধর হইয়া
 মৎসন্নিধানে অবস্থান কর। ২১—৩৬। মানবগণ
 এখানে ধূপ, মাল্য, ও নানা নৈবেদ্য দ্বারা চক্রধর
 দেবকে পূজা করিবে। বিষ্ণু কহিলেন,—এই
 আমি তোমার বাক্যাক্রুশ দ্বারা নিবৃত্ত হইলাম।
 আমি এই ক্ষেত্রে চক্রহস্তে তোমার সমীপে বাস
 করিব। ঈশ্বর কহিলেন—প্রিয়ে! এইরূপে দেব

ভগবান্নম রূপী গণেশ্বরঃ । ৬৮ । যন্তো পূজয়তে ।
ভক্ত্যা দগুপাণিহরী ক্রমাৎ । স পাপকঙ্ককৈর্ধুক্তো
গচ্ছেচ্ছিবপুং নরঃ । ৬৯ । মাষে মাসি চতুর্দশাং
কৃষ্ণষ্টম্যাং বিশেষতঃ । গন্ধধূপোপহারৈর্ঘ্যঃ পূজ-
য়েদগুনাযকম্ । তস্ত ক্ষেত্রে নিবসতো ন বিয়ং
জায়তে কচিৎ । ৭০ । একাদশাং জিতাহারো
যোহর্চয়েচ্চক্রপাণিনম্ । স্যুযুক্তঃ পাতকৈঃ সর্বেষাতি
বিকোঃ সলোকতাম্ । ৭১ । ইতি সংক্ষেপতঃ
প্রোক্তং মাহাত্ম্যং চক্রপাণিনঃ । দগুপাণিগণস্তাপি
শ্রুতং পার্শ্বোচনাশনম্ । ৭২ ।

ইতি শ্রীকান্দে দগুপাণিচক্রধরমাহাত্ম্যাবর্ণনানাটমৈ-
কোনশততমোহধ্যায়ঃ । ১১ ।

শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তয়ো-
কন্তরসংস্থিতম্ । তথা বায়ব্যাদিগুণভাগে ত্রৈলোক্যে
বালরূপিনঃ । ১ । সাধাদিত্যং সূর্যশ্রেষ্ঠে যঃ
সাধেন প্রতিষ্ঠিতঃ । স্থানানি ত্রীণি দেবস্ত দ্বীপে-
হস্মিন্ ভাস্করস্ত তু । ২ । পূর্বং মিত্রবনং নাম তথা

চক্রধর এবং মৎস্বরূপী গণেশ্বর ভগবান্ দগুপাণি
অবস্থান করিলেন । যে নর দগুপাণি ও চক্রধরকে
যথাক্রমে ভক্তিপূর্বক পূজা করে, সে পাপকঙ্ক
হইতে মুক্ত হইয়া শিবপুরে প্রয়াণ করিয়া থাকে ।
মাঘমাসের চতুর্দশী কিংবা কৃষ্ণষ্টমীদিনে যে নর
গন্ধ ধূপাদি উপহার দ্বারা দগুনাযকের পূজা করে,
ক্ষেত্রবাসে তাহার কখনই বিয়ং হয় না । একা-
দশী দিনে জিতাহার হইয়া যে নর চক্রপাণির
পূজা করে, সে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণু-
সালোক্য প্রাপ্ত হয় । এই আমি সংক্ষেপে চক্র-
পাণি ও দগুপাণিগণের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম । ইহা
শ্রবণে পাপরাশি প্রশমিত হইয়া থাকে । ৩৭—৪০ ।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উহাদের
উত্তর দিকে বালরূপী ব্রহ্মার বায়ুকোণে অবস্থিত
সাধপ্রতিষ্ঠিত সাধাদিত্যসমীপে গমন করিবে । হে
সুরেশ্বর ! এ দ্বীপে ভাস্কর দেবের তিনটি স্থান

মুণ্ডীরমুচ্যতে । প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য সাধাদিত্য-
তৃতীয়কঃ । ৩ । তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি পুং-
যং সাধসংজ্ঞকম্ । দ্বিতীয়ং শাশ্বতং স্থানং তত্র
সূর্য্যস্ত নিত্যশঃ । ৪ । ত্রীত্যা সাধস্ত তত্রাকৌ
জনশাস্ত্রগ্রহায় চ । তত্র দ্বাদশভাগেন মিত্রো
মৈত্রেয় চক্ষুষা । ৫ । অবলোকয়ন্ জগৎসর্বং
শ্রেয়োবর্ধং তিষ্ঠতে সদা । প্রযুক্তাঃ বিধিবৎ পূজাঃ
গৃহীতি ভগবান্ স্বয়ম্ । ৬ । দেব্যাবাচ । কোহয়ং
সাধঃ স্মৃতঃ কস্ত যস্ত নায়া রবেঃ পুংসম্ । যস্ত বায়ং
সহস্রাংস্বরদঃ পুণ্যকর্মণঃ । ৭ । ঈশ্বর উবাচ ।
য এতে দ্বাদশাদিত্যা বিরাজন্তে মহাবলাঃ । তেষাং
যো বিষ্ণুসংজ্ঞস্ত সর্বলোকেষু বিজ্ঞতঃ । ৮ ।
ইহাসৌ বাসুদেবঃ স্রবণ ভগবান্ বিভূঃ । ৯ ।
তস্ত সাধঃ স্মৃতো জজ্ঞে জাহবত্যাং মহাবলঃ । স
তু পিতা ভৃশং শপ্তঃ কুঠরোগমবাণবান্ । তেন
সংস্থাপিতঃ সূর্য্যো নিজনায়া পুংস কৃতম্ । ১০ ।
দেব্যাবাচ । শপ্তঃ কাস্মিন্নিমিত্তেহসৌ পিতা পুত্রঃ
স্বয়ং পুংসঃ । নান্নং স্ত্রাৎ কারণং দেব যেনাসৌ
শপ্তবান্ স্মৃতম্ । ১১ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণুধাব-

প্রসিদ্ধ । অগ্ন্যধো প্রথম মিত্রবন, দ্বিতীয় মুণ্ডার
স্থান এবং তৃতীয় সাধাদিত্যাধিষ্ঠিত প্রভাসক্ষেত্র ।
মহাদেবি ! প্রভাসক্ষেত্রের সাধপুরই সূর্যের নিত্য
সিদ্ধি দ্বিতীয় স্থান । সূর্য সাধের প্রতি জীত হইয়া
জনগণের প্রতি অমুগ্রহ বিতরণার্থ মৈত্র নেত্রে
সর্বজগৎ অবলোকনপূর্বক মঙ্গলার্থ তথায় দ্বাদশ
ভাগে সর্বদা অবস্থান করিতেছেন । সেই ভগ-
বান্ যথাবিধি বিহিত পূজা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া
থাকেন । দেবী কহিলেন,—কে সাধ ? কাহার
পুত্র ? কাহার নামে ঐ রবিপুরী প্রতিষ্ঠিত ? কোন
পুণ্যকর্ম্মা লোকের প্রতিষ্ঠিত বা সহস্রাংস্ব বরপ্রদ ?
ঈশ্বর কহিলেন—সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব দ্বাদশাদিত্যের
মধ্যে যিনি সর্বলোকবিজ্ঞত বিষ্ণুসংজ্ঞায় অভি-
হিত, সেই ভগবান্ বিভূই এখানে বাসুদেব
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জাহবতীর গর্ভে মহাবল সাধ
নামে তাহার এক পুত্র উৎপন্ন হয় । বাসুদেব সেই
স্বীয় পুত্রকে অভিষাপ প্রদান করেন, তাহাতে
সাধ কুঠরোগগ্রস্ত হন । অনন্তর সাধ সূর্য্যপ্রতিষ্ঠা
করেন এবং তজ্জন্ত নিজ নামে পুংস নিৰ্ম্মাণ করেন ।
দেবী কহিলেন,—পিতা হইয়া পুত্রকে কি নিমিত্ত
অভিষাপ দিয়াছিলেন ? দেব ! পিতা কঙ্ক
পুত্রের প্রতি অভিষাপ, এরূপ ব্যাপার তো অসম

হিতা ভূত্বা তস্ত যচ্ছাণ্ডকারণম্ । দুর্কাসা নাম ভগ-
বান্ মমৈবাংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১২ ॥ অটমানঃ স ভগবাৎ-
স্ত্রীলোকান্ প্রচোয় হ । অথ প্রাপ্তো দ্বারবতীঃ
লোকাঃ সঞ্জজিরে পুরঃ ॥ ১৩ ॥ তমাগতমুখিং দৃষ্ট্বা
সাদ্ধো রূপেণ গর্ষিতঃ । পিজ্জাকং জটিলং রুক্ষং
বিশ্বরূপং কুশং তথা ॥ ১৪ ॥ অবমানং চকারাসৌ
দর্শনাৎ স্পর্শনাস্তথা । দৃষ্ট্বা তস্ত মুখং মন্দো বক্রং
চক্রে তথাস্থনঃ । চক্রে যদুকুলশ্রেষ্ঠো গর্ষিতো
যৌবনেন তু ॥ ১৫ ॥ অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা দুর্কাসা
ঋষিসন্তমঃ । সাধ্বং প্রোবাচ ভগবান্ বিধুঃসুখ-
মাস্থনঃ ॥ ১৬ ॥ যস্মাদ্বিরূপং মাং দৃষ্ট্বা আত্মরূপেণ
গর্ষিতঃ । গমনে দর্শনে মহ্যমহঙ্কারঃ কৃতো যতঃ ।
তস্মাৎ কুষ্ঠরোগেণ ন চিরেণ প্রসিধ্যসে ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সাধুশাপপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম শত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

কারণে হইবার নহে? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি!
অবহিত হইয়া তাহার শাপকারণ ভ্রবণ কর।
মমাংশ-সমুদ্ভূত ভগবান্ দুর্কাসা ত্রিলোক ভ্রমণ করিতে
করিতে একদা দ্বারাবতী পুরে আগমন করিলেন।
তথায় বহুলোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।
রূপগর্ষিত সাধু সেই সমাগত ঋষিকে পিজ্জাক,
জটিল, রুক্ষ, বিকৃতরূপ ও কুশকায় দেখিয়া দর্শনে
স্পর্শনে তাঁহার যথেষ্ট অবমাননা করিলেন। মন্দ-
মতি সাধু তাঁহার মুখ দেখিয়া নিজের মুখও সেই
ভাবে বিকৃত করিতে লাগিলেন। যদুকুলশ্রেষ্ঠ সাধু
যৌবনমদে গর্ষিত হইয়াই ঐরূপ কার্য করিলেন।
অনন্তর ঋষিপ্রবর মহাতেজা দুর্কাসা সাধুর প্রাত
ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মবক্র কাম্পিত করত কহিলেন,—
তুই আত্মরূপে গর্ষিত হইয়া আমাকে বিরূপ দেখিয়া
গমনে দর্শনে আমার প্রতি যখন অহঙ্কার প্রদর্শন
করিলি, তখন তোকে আচর্য্য কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত
হইতে হইবে। ১—১৭।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । এতশ্চিন্নৈব কালে তু নারদো
ভগবানৃষিঃ । ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রস্তিষু লোকেষু
গর্ষিতঃ ॥ ১ ॥ সর্বলোকচরঃ সোহপি যুবা দেব-
নমস্কৃতঃ । তথা যদৃচ্ছয়া চাশ্রমটমানঃ সমস্ততঃ ॥ ২ ॥
বাসুদেবঃ স বৈ জষ্টুঃ নিত্যং দ্বারবতীঃ পুরীম্ ।
আয়াতি ঋষিভিঃ সার্কং ক্রোধেন ঋষিসন্তমঃ ॥ ৩ ॥
অথাস্থাগচ্ছতস্তস্ত সর্ষে যদুকুমারকাঃ । যে প্রহৃত্য-
প্রভৃত্যস্তে চ প্রহ্বাননাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪ ॥ অভাবাচ্চা-
র্য্যপাদ্যানাং পূজাং চকুঃ সমস্ততঃ । সাধুস্বপ্ত-
ভাবিত্যন্তস্ত শাপস্ত কারণাৎ ॥ ৫ ॥ অবজ্ঞাং কুরুতে
নিত্যং নারদস্ত মহাস্থনঃ । ব্রতকীড়াসবৈর্নিত্যং
রূপযৌবনগর্ষিতঃ ॥ ৬ ॥ অবিনীতং তু তং দৃষ্ট্বা
চিন্তয়ামাস নারদঃ । অস্তাহমবিনীতস্ত করিষ্যে
বিনয়ং শুভম্ ॥ ৭ ॥ এবং স চিন্তয়িত্বা তু বাসু-
দেবমথাত্রবীৎ । ইমাঃ শোড়শসাহস্রাঃ স্ত্রিয়ো যা
দেবসন্তমঃ ॥ ৮ ॥ সর্ষাস্তাসাং সদা সাধে ভাবো
দেব সমাশ্রিতঃ । রূপেণাপ্রতিমঃ সাধো লোকে-

একাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ইত্যবকাশে ব্রহ্মার মানস
পুত্র ত্রিলোকগর্ষিত সর্বলোকচারী সুরবন্দিত
যুবা ভগবান্ নারদ ঋষি যথেষ্টক্রমে ভ্রমণ করিতে
করিতে অন্তান্ত ঋষিগণসমভিব্যাহারে দ্বারাবতী
পুরে আগমন করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ বাসু-
দেবকে দেখিবার জন্য নত্যই তথায় আসিতেন।
অদ্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রহৃত্যপ্রমুখ যদু-
কুমারগণ বিনীতভাবে অবস্থান করিলেন এবং
অর্ঘ্য পাদ্যাদির অভাবেও অন্তরূপে তাঁহার
সৎকার করিলেন। কিন্তু সাধু অভি-
প্যাপের অবজ্ঞাভাবিতা নিবন্ধন নিত্য মহাশয়
নারদকে অবজ্ঞা করতেন। তিনি রূপযৌবনে
গর্ষিত হইয়া ব্রতিক্রিয়া ও আসবনিবেষণাদি দ্বারা
অত্যন্ত অবিনীত হইয়াছিলেন। নারদ তাঁহাকে
তদবস্থ দেখিয়া ভাবিলেন,—এই অবিনীতের
যাহাতে সম্যক বিনয় হইতে পারে, আমি তাহা
করিব। নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসুদেবের
নিকট একদা বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনার
এই যে শোড়শ সহস্র পত্নী আছে; ইহাদের
সকলেরই অমুরাগ সাধুর উপর। এজন্যে
সাধু রূপে অপ্রীতিম; তাই ঐ সকল ভবৎপত্নী

হস্মিন্ সঃরাচরে ॥ ৯ ॥ সদাহস্তি চ তাস্তস্ত দর্শনং
হপি সংজ্ঞিঃ । ঋতৈবং নারদাধিক্যং চিন্তয়ামাস
কেশবঃ ॥ ১০ ॥ যদেতন্নারদেনোক্তং সত্যমত্র তু
কিং ভবেৎ । এবঞ্চ ঋতয়ে লোকে চাপল্যং স্ত্রীষু
বিদ্যতে । শ্লোকাবিমৌ পুরা গীতো চিন্ত্যৈ-
র্যোষিতাং স্থিতৈঃ ॥ ১১ ॥ পোংশ্চল্যাদতিচাপল্যা-
দজ্ঞানাত্ত স্বভাবতঃ । রক্ষিতা যত্নতো হেতা
বিকুর্বন্তি হি ভর্তৃষু ॥ ১২ ॥ নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে
নাশাং বয়সি সংগ্রহঃ । সুরূপং বা বিরূপং বা
পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মনসা
চিন্তয়িত্বৈবং কৃষ্ণে নারদমব্রবীৎ । ন হং শ্রদ্ধ-
ধাম্যোতদ্যদেতদ্যাবিতং পুরা ॥ ১৪ ॥ ক্রবাণমেবং
দেবং তু নারদঃ প্রত্যুবাচ হ । তথাহং তু করি-
ষ্যামি যথা শ্রদ্ধাস্ততে ভবান্ ॥ ১৫ ॥ এবমুক্তা
যযৌ ভূয়ো নারদস্ত যথাগতম্ । ততঃ কতি-
পয়ান্ত দ্বারকাং পুনরভ্যাগাৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্নহনি
দেবোহপি সহাস্তঃপৌরকৈর্জ্ঞৈঃ । অমুভূয় জল-
ক্রৌড়াং পানমাসেবতে রহঃ ॥ ১৭ ॥ রমো রৈবত-

কোদ্যানেনানাক্রমবিভূষিতে । সর্বকুসুমৈর্নিত্যং
বাসিতে সর্বকামনে ॥ ১৮ ॥ নানাঙ্গলজফুলানি-
দৌর্ধিকাভিরলঙ্কিতে । হংসগারসসত্ত্বষ্টে চক্র-
বাকোপশোভিতে ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ স রমতে দেবঃ
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতস্তদা । হারনুপুরকেয়ুরসনাট্যকি-
ছুষণৈঃ ॥ ২০ ॥ ভূষিতানাং বরস্রীণাং সর্বাঙ্গীণাং
বিশেষতঃ । তত্রস্থঃ পিবতে পানং শুভগন্ধাধিতং
শুভম্ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নস্তরে বুদ্ধা মদ্যমস্তাস্ততঃ
স্ত্রিয়ঃ । উবাচ নারদঃ সাধ্বমস্মিন্ স্থিষ্ট কুমারক ।
২২ ॥ হাং সমাহ্রয়তে দেবো ন যুক্তং স্বাত্মমত্র
তে । তদ্ব্যাক্যার্থমবুন্ধেব নারদেনাথ নোদিতঃ ॥ ২৩ ॥
গত্বা তু সহরং সাধ্বঃ প্রণামমকরোৎ পিতুঃ । নির্দিষ্ট-
মাসনং ভেজে যথাভাবেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥ এতস্মি-
ন্নস্তরে তত্র যাস্ত বৈ চান্সসাধিকাঃ । তা দৃষ্ট্বা সহসা
সাধ্বং সর্বাশ্চক্ষুভিরে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫ ॥ ন স দৃষ্টে পুরা
যাভিরন্তঃপুরনিবাসিভিঃ । মদ্যদোষাস্ততস্তাসাং
স্মৃতিলোপাস্তথা বহু ॥ ২৬ ॥ স্বভাবতোহল্লসদ্বানাং
জঘনাদি বিসুক্ষবঃ । ঋতয়ে চাপ্যং শ্লাকঃ পুরাণ-
প্রথিতঃ কিতৌ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মচর্যেহপি বর্তন্ত্যা

সংস্বভাবা হইলেও সৰুদাই সাধের দর্শন অভি-
নন্দন করেন। কেশব নারদের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—নারদ যাহা বলিল,
তাহা কি সত্য? লোকপরম্পরায় শুনা যায় বটে
যে, স্ত্রীজাতির চাপল্য আছে। অপিচ এ সম্বন্ধে
যোষিদগণের চিন্তাভিঞ্জ হিজগণ এই দুইটা শ্লোকও
পূর্বে কীৰ্ত্তন করিয়াছেন; যথা—স্ত্রীজাতির পোংশল্য
ও চাপল্য অজ্ঞান ও স্বভাবসিদ্ধ দোষ; এ
দোষ হইতে উহাদিগকে যত্নপূর্বক রক্ষা করা
কর্তব্য। উহার্য ভর্তৃজনে বিরূপ হইয়া থাকে।
স্ত্রীজাতি রূপের অপেক্ষা করে না, বয়সেও উহাদের
বিবেক নাই, অরূপ বা কুরূপ যাহাই হউক, ‘পুরুষ’
পাইলেই তাহাকে ভোগ করিয়, থাকে। ঈশ্বর
কহিলেন—কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া
প্রকাশে নারদকে বলিলেন,—নারদ! তুমি পূর্বে
যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে
না। নারদ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আপনার
যাহাতে বিশ্বাস হয়, তাহা আমি করিব। এই
বলিয়া নারদ যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর
কতিপয় দিনের পর পুনরায় দ্বারকায় আসিলেন।
ঊহার দ্বারকাগমনের দিনই বাসুদেব অস্তঃ-
পুরিকাঙ্গিণের সহিত জলকেলি করিয়া রম্য রৈবতক
উদ্যানেন মধুপান করিতেছিলেন! রৈবতকের

উদ্যান নানা পাদপে শোভিত; সকল ঋতুর সকল
কুসুমে সুবাসিত; সর্ববিধ কামভোগের আকর;
নানা কমলোন্ডাসিত বাণীসমূহে সমলঙ্কৃত; হংস,
সারস ও চক্রবাক-রবে মুখারত। ১—১৯। তথায়
থাকিয়া বাসুদেব স্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে
লাগিলেন। তিনি হার-নুপুর-কেয়ুর-সনাদি
বিবিধ ভূষণে ভূষিত বরনারীগণের মধ্যে থাকিয়া
সুস্নাত মধু পান করিলেন। ইত্যবসরে নারদ বাঝ-
লেন, বাসুদেবের প্রেয়সীগণ সকলেই মদ্যপানে
মত্ত হইয়াছেন। বাঝিয়া নারদ সাধকে বলিলেন,
—কুমার! তুমি এইখানে থাক; কিন্তু বাসুদেব
তোমায় ডাকিতেছেন, এখানে তোমার থাকা উচিত
হয় না। সাধ্ব নারদের বাক্যার্থ বাঝতে না
পারিয়া ঊহার প্রেরণায় পিতৃ-পার্শ্বে গিয়া প্রণাম
করিলেন এবং বিষ্ণুর নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট
হইলেন। এই সময় তথায় যে সকল অল্লসাসিকা
বিষ্ণুমহিলা ছিলেন, ঊহার্য সাধকে দেখিয়া ক্ষুব্ধ
হইলেন। যে সকল প্রস্তুঃপুরবাসিনী রমণীরা
পূর্বে সাধকে দেখেন নাই, মদ্যপানদোষে স্মৃতি
বিলুপ্ত হওয়ায় সেই সকল অল্লসদ্বা রমণীর জঘন-
ভট হইতে স্বেদোদগম হইল। বসন্ত জগতে
পুরাণপ্রসিদ্ধ এক শ্লোকও শুনিতে পাওয়া যায় যে,

যোগিস্তা বা প্রমাদতঃ । প্রকৃষ্টং পুরুষং দৃষ্ট্বা বরাহঃ
ক্রিয়তে ত্রিযাঃ ২৮ ॥ লোকেহপি দৃষ্টতে হেতু-
ন্যদ্যন্তাপ্যথ সেবনাৎ । লজ্জাঃ মুঞ্চন্তি নিঃশঙ্কা
ভীমভ্যো হপি চ ত্রিযাঃ ২৯ ॥ সমাংসৈর্ভোজনৈঃ
স্নিগ্ধৈঃ পানৈঃ সৌধুসুয়াসবৈঃ । গন্ধৈশ্চনোজৈ-
কৈশ্চৈব কামঃ জীবু বিজ্জ্ঞাত ৩০ ॥ মদ্যং ন
দেয়মত্যাগং পুঙ্খশ্চৈব বিপশ্চিতা । মদোন্নতাঃ স্বভাবে
ন পূৰ্ণং সন্তি যতঃ ত্রিযাঃ ৩১ ॥ নারদোহপ্যথ
তং সাধুং প্রেষয়িত্বা ত্বরাধিতঃ । আজগামাথ তত্রৈব
সাধুস্তাঙ্গপদেন তু ৩২ ॥ আশ্রিতঃ তাঃ স্বয়ং দৃষ্ট্বা
প্রিয়সৌম্যনসঃ মুনিম্ । সহসৈবোখিতাঃ সর্বাঃ
মদোন্নতা অপি ত্রিযাঃ ৩৩ ॥ তাসামথোখিতানাং
তু বাসুদেবস্ত পশ্চতঃ । ভিত্ত্বা বাসাংগুনর্ধাপি
পাশ্রেয় পতিতানি তু ৩৪ ॥ জঘনেষু বিলগ্নানি
তানি পেতুঃ পৃথক্ পৃথক্ । তদদৃষ্ট্বা তু হরিঃ ক্রুদ্ধস্তাঃ
শশাপ ততোহবলাঃ ৩৫ ॥ যস্মাদপাতানি চেতাংসি
মাং মুকুতন্ত বঃ ত্রিযাঃ । তস্মাৎপতিকৃতালোকানা-
য়ুথোহস্তে ন যাস্তথ ৩৬ ॥ পতিলোকাৎ পরিভ্রষ্টাঃ

রমণী ব্রহ্মচারিণীই হোক বা যোগিনীই হোক,
সুন্দর পুরুষ দর্শনে প্রমাদবশতঃ তাহার বরাহ
ক্রিয় হইয়া থাকে । লোকেও দেখা যায় যে, মদ্য-
সেবনে লজ্জাশীলা রমণীরাও অসঙ্কোচে লজ্জা পরি-
ত্যাগ করে । সমাংস ভোজন, স্নিগ্ধ পান, এবং
সৌধু-সুয়াসব নিবেশন, মনোজ্ঞ গন্ধ ও উত্তম বস্ত্র
এই সকল ভোগে জীজ্ঞাতির কামবুদ্ধি হয় ; অত-
এব বিজ্ঞ পুরুষ রমণীকে অধিক মদ্য প্রদান
করিবেন না । কেননা, মদোন্নতা রমণীরা পূর্বোক্ত
চরিত্র-সম্পন্নই হইয়া থাকে । যাহা হোক, নারদ
সাধুকে প্রেরণ করিয়া ক্ষতগতি সাধের পশ্চাৎ
পশ্চাৎই সেইখানে আগমন করিলেন । স্বামীর
প্রিয় মুনি নারদকে আসিতে দেখিয়া সেই সকল
কুককামিনীরা মদোন্নতা হইলেও সহসা সসন্ত্রমে
উখিত হইলেন । বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহার
উখিত হইলে তাঁহাদের মহামূল্য সূক্ষ্ম বসন ভেদ
করিয়া বরাহ-ক্রেদ পাত্রসমূহে পতিত ও জঘন-
দেশে পৃথক্ পৃথক্ বিলয় হইল । হরি তাহা দেখিয়া
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই সকল অবলাকে শাপ
দিলেন । বলিলেন,—তোমরা আমার পত্নী হইয়াও
আমাকে ত্যাগ করিয়া অস্ত্র পুরুষে যখন মনো-
নিবেশ করিয়াছ, তখন আয়ুঃশেষে তোমাদের
ভাগ্যে আর পতিলোকপ্রাপ্তি ঘটবে না । তোমরা

স্বর্গমার্গান্তর্থেব চ । কৃত্বা হশরণা কৃত্বো দনু্যহস্তঃ
গমিষ্যথ ৩৭ ॥ শাপদোষাততস্তস্মাত্তাঃ ত্রিযো
গাভ্রতে হরো । হতাঃ পাঞ্চনদৈশ্চৌরৈরর্জুনস্ত
প্রপশ্চতঃ ৩৮ ॥ অল্পসহ্যশ্চ যাশ্চাসংস্তা গতা
দৃষণং ত্রিযাঃ । কল্মশী সত্যভামা চ তথা জাহবতী
প্রিয়ে ৩৯ ॥ ন প্রাপ্তা দনু্যহস্তঃ তাঃ শ্বেন সশ্বেন
রক্ষিতাঃ । শট্শ্রবং তাঃ ত্রিযাঃ কৃষ্ণঃ সাধমপ্যশপৎ
পুনঃ ৪০ ॥ যস্মাদতীব তে কাস্তং দৃষ্ট্বা রূপমিমাঃ
ত্রিযাঃ । ক্রুদ্বাঃ সর্বা যতস্তস্মাৎকুঠরোগমবাপুহি ৪১ ॥
তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা সাধো লজ্জাসমবিতঃ ।
উবাচ প্রহসন্ বাকাং স স্মরয়িষিসত্তমম্ ৪২ ॥
অনিমিত্তমহং তাত ভাবদোষবিবর্জিতঃ । শশ্ণো ন
মেহর বৈ ক্রুদ্ধো দুর্ধাসা নাস্তথা বদেৎ ৪৩ ॥
এবমুক্তা ততঃ সাধুঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনম্ । ততো
বৈরাগ্যসংযুক্তচিত্তাশোকপরায়ণঃ ৪৪ ॥ প্রভাস-
ক্ষেত্রমগমৎসর্ষপাতকনাশনম্ । এবং তৎক্ষেত্র-
মাসাদ্য তপস্তপে সুদারুণম্ ৪৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
সহস্রাংস্তং দেবং পাপনিমূদনম্ । ততশ্চারাধয়ামাস
পরং নিয়মমাশ্রিতঃ ৪৬ ॥ ত্রিসহস্রং পূজয়ামাস

পতিলোক ও স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ্রয়ার
তায় দনু্যহস্তে পতিত হইবে । ২০--৩৭ ॥ এইরূপ
শাপদোষেই পরে কৃষ্ণ স্বর্গগমন করিলে অর্জুনের
সমক্ষে পঞ্চনদবাসী দনু্যরা তাহাদিগকে হরণ
করিয়াছিল । যে সকল রমণী অল্পসহ্য ছিল,
তাহারাই শাপগ্রস্ত হইয়াছিল । কিন্তু কল্মশী,
সত্যভামা তথা জাহবতী, ইহারা স্বীয় চরিত্রবলেই
রক্ষিতা হইয়াছিলেন ; দনু্যহস্তে পতিত হন নাই ।
যাহা হোক, কৃষ্ণ সেই সকল জীগণকে শাপ দিয়া
পরে সাধকেও শাপ দিলেন—তোমার পরম
সুন্দর রূপ দেখিয়া আমার জীগণ যখন ক্রুদ্ধ হই-
য়াছে, তখন তোমাকেও কুঠরোগগ্রস্ত হইতে
হইবে । তাহার সেই বাক্য শুনিয়া সাধ লজ্জিত
হইলেন এবং ঋষিসত্তমকে স্মরণ করিয়া হাসিয়া
বলিলেন,—তাত ! আমি ভাবদোষবিবর্জিত ; অকারণ
আমায় অভিশাপ দিলেন । ক্রুদ্ধ দুর্ধাসা আমার
ঠিকই বলিয়াছিলেন । সাধ কমললোচন কৃষ্ণকে
এই কথা কহিয়া পরে চিন্তা ও শোকাক্রান্তভাবে
বৈরাগ্যের আশ্রয় লইলেন । অনন্তর তিনি সর্ষ-
পাতক-হর প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন । সেখানে
আসিয়া পাপনাশন সহস্রাংস্ত দেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া
তৎসমীপে কঠোর তপস্তা করিতে লাগিলেন ।

দিব্যগন্ধাঙ্কুরলেনৈঃ। স্তোত্রোণানেন ভক্ত্যা বৈ
স্তৌতি নিত্যং দিনাধিপম্ ॥ ৪৭ ॥ সাহ
উবাচ। নমস্ত্রৈলোক্যদীপায় নমস্তে তিমিরাপহ।
নমঃ পঙ্কজনাথায় নমঃ কুমুদশব্দে ॥ ৪৮ ॥ নমো
জগৎপ্রতিষ্ঠায় জগদ্ধাত্রে নমোহস্ত তে। দেবদেব
নমস্তামি সূর্য্যঃ ত্রৈলোক্যদীপকম্ ॥ ৪৯ ॥ আদিত্য-
বর্ণো ভুবনস্ত গোপ্তা অপূর্য্য এব প্রথমঃ সুরাণাম্।
হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা ন পঠ্যতে বৈ তমসঃ
পরন্তাৎ ॥ ৫০ ॥ ইতি স্ততস্তদা সূর্য্যঃ প্রসন্ন-
নাস্তরাঙ্কনা। উবাচ দর্শনং গহা সাহং জাহবতী-
সুতম্ ॥ ৫১ ॥ সাহ সাহ মহাবাহো শৃণু গোবিন্দ
নন্দন। স্তোত্রোণানে তুষ্টিহং বরং ক্রহি যদৌ-
পিতম্ ॥ ৫২ ॥ সাহ উবাচ। কৃষ্ণোহং সুরশ্রেষ্ঠ
শপ্তঃ পাপঃ সূর্য্যমতিঃ। কুষ্ঠাস্তং কুরু মে দেব যদি
তুষ্টিহসি মে প্রভো ॥ ৫৩ ॥ ত্রীভান্নকবাচ। ভূয়
এব মহাভাগ নীরোগস্তং ভবিষ্যসি। যাদৃক্ষেণঃ
পূষা হ্যসৌর্য্যম চৈব প্রসাদতঃ ॥ ৫৪ ॥ অদ্য প্রভাত

নেক্যাক্তা বিষ্ণুভাৰ্য্যাঃ কথঞ্চন। ন তাঙ্গাঃ দর্শনে
জাতু স্বাতব্যঃ যত্ননন্দন ॥ ৫৫ ॥ তাসামীৰ্য্যাপরী-
তেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। কুঠং তে যাদবশ্রেষ্ঠ
প্রদত্তং হি মহাত্মনা ॥ ৫৬ ॥ যো মাং স্তোত্রোণ
চানেন সমাগত্য চ স্তোয্যতি। ন তস্তাবয়-
সমুতঃ কুষ্ঠী কশ্চিভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ অখাদিত্যস্ত
নামানি সম্যগ্ জানীহি দ্বাদশ। দ্বাদশৈব তথা-
স্তানি তানি বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ আদিত্যঃ
সবিতা সূর্য্যো মিহিরোহর্কঃ প্রতাপনঃ। মার্কণ্ডে
ভাস্করো ভানুশ্চিহ্নভানুদ্বিকরঃ ॥ ৫৯ ॥ রবি-
দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্তনামভিঃ। বিষ্ণু-
ধাতা ভগঃ পুষা মিহ্রোহংগুৰুগণোহৰ্য্যমা ॥ ৬০ ॥
ইন্দ্রো বিবস্বাঃ স্বষ্টা চ পর্জন্তো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ। ইতি
তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্চেন প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬১ ॥
উত্তীৰ্ণস্তি সদা হেতে মাসৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্য্যমা সদা ॥ ৬২ ॥ বিব-
স্বান জ্যৈষ্ঠমাসে তু আষাঢ়ে চাংগুমাংস্তথা। পর্জন্তঃ
শ্রাবণে মাসি বরুণঃ প্রোষ্ঠসংজ্ঞিকে ॥ ৬৩ ॥ ইন্দ্রচান-
যুজে মাসি ধাতা তপতি কার্ত্তিকে। মার্গশীর্ষে তথা
মিত্রঃ পৌষে পুষা দিবাকরঃ ॥ ৬৪ ॥ মাঘে ভগন্ত

তাহাই হইবে। আজ হইতে তুমি আর কৃষ্ণভাৰ্য্যা
দিগকে দেখিও না। হে যত্ননন্দন! তাঁহাদের দর্শন-
পথে কদাচ তুমি থাকিও না। তাঁহাদের প্রতি ঐর্ধ্য-
পরতন্ত্র হইয়াই প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তোমায় কুষ্ঠরোগে
আক্রান্ত হইবার অভিযাপ দিয়াছিলেন। ৫৮-৫৯।
যাহা হোক, এই ক্ষেত্রে আসিয়া তোমার কৃত এই
স্তব দ্বারা আমার যে স্তব করিবে, তাহার বংশে
আর কেহই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে না। অনন্তর
আদিত্যের সামান্ত দ্বাদশবিধ নাম শ্রবণ কর।
তদীয় অন্তান্ত দ্বাদশ নামও আমি বলিতেছি,
আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, মিহির, অর্ক, প্রতা-
পন, মার্কণ্ডে, ভাস্কর, ভানু, চিত্রভানু, দিবা-
কর, ও রবি। সামান্ত নামনিকৃতি অল্পসংখ্যে
আদিত্যের এই দ্বাদশ নাম বিজ্ঞেয়। অস্ত্র দ্বাদশ
নাম যথা—বিষ্ণু, ধাতা, ভগ, পুষা, মিত্র, অংগু,
বরুণ, অৰ্য্যমা, ইন্দ্র, বিবস্বান, স্বষ্টা ও পর্জন্ত।
আদিত্যের এই অস্ত্রবিধ দ্বাদশ নাম কীৰ্ত্তিত
হইল। দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে এই সকল আদিত্য
উদিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণু চৈত্রে, অৰ্য্যমা
বৈশাখে, বিবস্বান জ্যৈষ্ঠে, অংগুমান আষাঢ়ে,
পর্জন্ত শ্রাবণে, বরুণ ভাদ্রে, ইন্দ্র আশ্বিনে, ধাতা

সাহ নিয়মান্বিত হইয়া সূর্য্যারাদনায় নিবিষ্ট হইলেন
এবং দিব্য গন্ধ ও অঙ্কুরলেন দ্বারা তাঁহার ত্রৈকা-
লিক পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিভরে
নিত্য নিত্য দিনাধিপতিকে এইরূপে স্তব করিতে
লাগিলেন। সাহ কহিলেন,—হে তিমিরারে
ত্রৈলোক্যদীপক! তোমাকে আমার বার বার নম-
স্কার। তুমি পঙ্কজ-বন্ধু ও কুমুদনাথ তোমাকে
নমস্কার। তুমি জগৎপ্রতিষ্ঠ, জগদ্ধাতা, তোমাকে
নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি সূর্য্য—ত্রৈলোক্যের
দীপক, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি
আদিত্যবর্ণ, ভুবনগোপ্তা, অনাদি ও সুরগণের
আদি। তুমিই হিরণ্যগর্ভ তমঃপারবস্তী মহাপুরুষ
বলিয়া পঠিত, তোমাকে আমার নমস্কার। সূর্য্য
এইরূপে স্তত হইয়া তৎকালে প্রসন্নচিত্তে সাক্ষাৎ
আবির্ভূত হইয়া জাহবতীসুত সাহকে বলিলেন,—
হে সাহ, সাহ, গোবিন্দনন্দন, মহাত্মজ! শ্রবণ কর,
তোমার এই স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতীষ্ট
বর প্রার্থনা কর। সাহ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ!
আমি সূর্য্যমতি পাশিষ্ট; কুরু আমায় অভিযাপ
দিয়াছেন। দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমায় কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করুন। ভানু
বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি নীরোগ হইবে;
তোমার যেমন রূপ ছিল, আমার প্রদানে পুনরায়

বিজ্ঞেয়ত্বা তপতি কাস্তনে । শতৈর্দাদশভির্বিষ্ণু
রক্ষীনাং দীপ্যতে সদা ॥ ৬৫ ॥ দীপ্যতে গো-
সহস্রৈশ শতৈশ্চ ত্রিভিঃ সর্গমা । বিসপ্তকৈর্বিষ্ণু
অংশমান পঞ্চকৈঃ স্রিভিঃ ॥ ৬৬ ॥ বিবস্বানিব পর্জন্তো
বরুণশ্চাখ্যমা ইব । ইন্দ্রস্ত দ্বিগুণৈঃ ষড়্ভির্ভাত্যেকা-
দশভিঃ শতৈঃ ॥ ৬৭ ॥ মিত্রবচ্চ ভগবন্তো সহস্রৈশ
শতেন চ । উত্তরোপক্রমেহর্কস্ত বর্জ্যস্তে রশ্ময়ঃ
সদা । দক্ষিণোপক্রমে ভূয়ো হ্রস্বস্তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ ॥ ৬৮ ॥
এবং দ্বাদশমূর্ত্তিঃ প্রভাসকেতুমধ্যতঃ । সাহাদি-
ত্যোতি বিখ্যাতঃ স্থাস্তে মনস্তরাস্তরে ॥ ৭১ ॥ মাঘস্ত
গুরুপক্ষে তু পঞ্চম্যাং যাদবোত্তম । একভক্তং
সদা ব্যাতং ষষ্ঠ্যাং নক্তমুদাহৃতম্ ॥ ৭০ ॥ সপ্ততানুপ-
বাসং তু কৃত্বাসাবর্কস্রিধৌ । রক্তচন্দনমিষ্টৈশ্চ
করবীরৈরবশ্রিতঃ ॥ ৭১ ॥ দ্বা কুন্দরকঃ ধূপঃ
পুঞ্জয়েত্তাকরং বৃষঃ । ব্রাহ্মণান্ দিব্যাভোজ্যৈন
ভোজয়িত্বাপি শক্তিতঃ ॥ ৭২ ॥ এবং যঃ কুরুতে
সম্যক্ সাহাদিত্যস্ত পূজনম্ । সম্যক্ ব্রহ্মাসমাযুক্তঃ
সম্প্রাপ্যত্যখিলং কলম্ ॥ ৭৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।

কার্ত্তিকে, মিত্র মার্গশীর্ষে, পুষ্যা পৌষে, ভগ মাঘে
এবং ষষ্ঠী কাস্তনে তাপ প্রদান করেন । বিষ্ণু
দ্বাদশ শত, অর্ধ্যমা তিন শতাধিক সহস্র, বিবস্বান
চতুর্দশ শত এবং অংশমান পঞ্চশতাধিক সহস্র
রাখি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন । এইরূপে
পর্জন্ত বিবস্বানের স্থায় এবং বরুণ অর্ধ্যমার
স্থায় রশ্মিমালায় দীপ্তি পান । ইন্দ্র দ্বাদশ শত
রাখি দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন । মিত্র একা-
দশ শত রাখিযোগে, ভগ মিত্রের স্থায়, এবং
ষষ্ঠী শতাধিক সহস্র রাখি দ্বারা প্রদীপ্ত হন ।
উত্তরায়ণের উপক্রম হইতেই আদিত্যরাখি সকল
নিত্য বর্দ্ধিত হয় এবং দক্ষিণায়ণের উপক্রম
হইতে ভ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে । এইরূপে দ্বাদশ
মূর্ত্তি দিবাকর প্রভাসকেতোর মধ্যে সাহাদিত্য
নামে বিখ্যাত হইয়া বিভিন্ন মনস্তরেও বিরাজ
করেন । হে যত্নশ্রেষ্ঠ । এইরূপে মাঘ মাসের
গুরুপক্ষীয় পঞ্চমী বস্তু সপ্তমী তিথিতে সাহাদিত্যের
সন্নিধানে যথাক্রমে একভক্ত, নক্ত ও উপবাস
করিয়া রক্তচন্দনমিষ্ট করবীর কন্দুরক ও ধূপ
দ্বারা ভাস্করপূজা করিবে এবং পূজাস্তে দিব্য
ভোজ্য সামগ্রী দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি
ভোজন করাইবে । এইরূপে যে ব্যক্তি সম্যক্
ব্রহ্মানু হইয়া সাহাদিত্যের পূজা করে, তাহার

এবমুক্তা সহস্রাঃ শতৈর্জৈবান্তরধীয়ত । সাহোহপি
নিজ্জরো ভূত্বা দ্বারকাঃ পুনরাগমৎ ॥ ৭৪ ॥ ইত্যোতৎ
কথিতং দেবি সাহাদিত্যমহোদয়ম্ । শ্রুতং হরতি
পাপানি তথারোগ্যাং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৫ ॥

ইতি ত্রীকাল্পে সাহাদিত্যমাহাশ্রাবণং নামৈ-
কাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বাহাদেবি দেবীঃ
কণ্টকশোধিনীম্ । তন্ত্ৰৈবোত্তরাদিগুণভাগে ধনু-
ধিতয়সংস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ মহিসন্নীঃ মহামায়াঃ ব্রহ্ম-
দেবর্ষিপূজিতাম্ । পুরা যে কল্মষোপেতা দানবা
দেবকণ্টকাঃ ॥ ২ ॥ যুগেযুগে শোধয়েতাংস্তেন
কণ্টকশোধিনী । অশ্বধুকগুরুপক্ষে তু নবম্যাং
তামথার্কয়েৎ ॥ ৩ ॥ পশুপুস্পোপহারৈশ্চ দীপ-
ধূপৈস্তথোত্তমৈঃ । তস্তারয়ো ন জায়ন্তে যাবদ্বর্ষং
বরাননে ॥ ৪ ॥ যস্তাং পশ্চাতি সন্তক্যা ভূতান্যঃ
নিত্যমেব বা । তং পুত্রমিব কল্যাণী সংরক্ষতি

নিখিল ফলপ্রাপ্তি হয় । ঈশ্বর কহিলেন,—সহস্রাঃ
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । সাহ ও
নিজ্জর হইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন ।
দেবি ! এই আমি সাহাদিত্যের মহোদয় বর্ণন
করিলাম । ইহা শ্রবণে পাপ নাশ ও আরোগ্য
লাভ হয় । ৫৭—৭৫ ।

একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০১

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর উহার
উত্তরে দুই ধনু ব্যবধানে অবস্থিত কণ্টকশোধিনী
দেবীর নিকট গমন করিবে । ঐ দেবী মহিসন্নী,
মহাকায়া ও ব্রহ্মর্ষিদেবর্ষি-বন্দিতা । দেবকণ্টক
দানবেরা পাপাক্রান্ত হইলে যুগে যুগে ঐ দেবী
তাহাদিগকে শোধন করেন বলিয়াই কণ্টকশোধিনী
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । আশ্বিন মাসের গুরু-
পক্ষীয় নবমীদিনে ধূপ, দীপ, উত্তম পুষ্পাদির
দ্বারা উহার অর্চনা করিতে হয় । এইরূপ পূজা
করিলে এক বর্ষমধ্যে শত্রুনিপাত হয় ।
যে নর উত্তম তজ্জিযোগে চতুর্দশীদিনে অথবা

ন সংশয়ঃ । ৫ । ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । দেবি কটকশোধিতাঃ ঋতঃ
রক্ষাকরঃ পরম্ । ৬ ।

ইতি ত্রীকান্দে কটকশোধিনীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০২ ।

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বারোহে কপালেশ্বর-
মুত্তমম্ । তস্তা উত্তরদিগ্ভাগে সুরগন্ধর্ব
পূজিতম্ । ১ । পুরা যজ্ঞে বর্তমানে দক্ষরাজস্ত
ধীমতঃ । উপবিষ্টেষু বিপ্রেষু হুয়মানে হতাশনে । ২ ।
জাল্মরূপধরো ভূত্বা শঙ্করস্তত্র চাগতঃ । জীর্ণ-
কন্বাষিতো দেবি মলবান্ ধূলিধূসরঃ । ৩ । অথ তে
ব্রাহ্মণাঃ ক্রুদ্ধা দৃষ্ট্বা তং জাল্মরূপিনম্ । কপালধারিণং
সর্কে ধিক্শব্দৈস্তং জগদ্বিরে । ৪ । অসং
পাপপাপেতি গচ্ছগচ্ছ নরাধম । যজ্ঞবেদির্ন চার্হা
হি মাহুয়াস্বিধরস্ত তে । ৫ । অথ প্রহস্ত ভগবান্
যজ্ঞবেদ্যাং সুরেশ্বর । কিপ্ত্বা কপালং নষ্টোহসৌ

নিত্য তাহাকে দর্শন করে, ঐ কল্যাণী দেবী
তাহাকে পুত্রের আয় রক্ষা করিয়া থাকেন ।
দেবি ! এই আমি সংক্ষেপে কটকশোধিনী দেবীর
পাপহর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ; ইহা ঋত
হইয়া পরম রক্ষাকর হইয়া থাকে । ১—৬ ।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০২ ।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বারোহে ! অনন্তর ঐ
দেবীর উত্তরে সুরগন্ধর্বপূজিত উত্তম কপালেশ্বরের
সমীপে গমন করিবে । পূর্বে ধীমান দক্ষ প্রজা-
পতির যজ্ঞে বিপ্রগণ সমাসীন ও হতাশন হুয়মান
হইতে লাগিলে, শঙ্কর জাল্মরূপ ধরিয়া তথায়
আগমন করেন । দেবি ! তিনি জীর্ণকন্বায় অধিত,
মলাচিত ও ধূলিধূসরদেহে আসিয়াছিলেন ; তাই
ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই জাল্মরূপী কপালকে ধিক্
ধিক্ শব্দে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং বার-
বার বলিলেন দূর দূর পাপী নরাধম দূরহ্ এ পবিত্র
যজ্ঞবেদী নরাস্বিধারীর যোগ্য নহে । হে
সুরেশ ! তখন ভগবান্ হাস্য করিয়া সেই যজ্ঞ-

ন স জ্ঞাতো মনোযিতিঃ । ৬ । তন্নিব্রষ্টে কপালঃ
তৎক্ষিপ্তং মণ্ডপবাহতঃ । অথাস্ততত্র সঞ্জাতঃ
তজ্জপং চ বরাননে । ৭ । ক্ষিপ্তংক্ষিপ্তং পুন-
স্তত্র জায়তে চ মহীতলে । এবং শতসহস্রাণি
প্রযুতান্ভবুদানি চ । ৮ । তত্র ক্ষিপ্তানি জ্ঞাতানি
ততস্তে বিস্ময়াষিতাঃ । অথোচুর্শুনয়ঃ সর্কে
নির্বিগ্ধাশাস্ত্র চেষ্টিতম্ । ৯ । কোহস্তো দেবাগ্নহা-
দেবাপগ্নাকালিতশেখরাৎ । সমর্থ ঈদৃশং কর্তুমান্বিন
যজ্ঞে বিশেষতঃ । ১০ । ততস্তে বিবিধৈঃ
স্তোত্রৈঃ স্তবস্তো বৃষভধ্বজম্ । হোমং চক্ষু-
বুর্জিহ্বৈ মজ্জৈস্তৈঃ শতকদ্রিযৈঃ । ১১ । ততঃ প্রত্য-
ক্ষতাং প্রাপ্তস্তেষাং দেবো মহেশ্বরঃ । ততস্তে
বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃস্তুবিঃ শূলপাণিনম্ । বেদোক্ত-
মজ্জৈবিনিধৈঃ পুরাণোক্তৈস্তথৈব চ । ১২ । ঋষয়
উচুঃ । ঔ নমো মূলপ্রকৃতয়ে অজিতায় মহাত্মনে ।
অনাবৃত্তায় দেবায় নিঃস্পৃহায় নমো নমঃ । ১৩ । নম
আদ্যায় বীজায় আর্যেয়ায় প্রবর্তিনে । অনন্তরায়
চৈকায় অব্যক্তায় নমো নমঃ । ১৪ । নানাবিচিত্র-

বেদিতেই কপাল ক্ষেপণপূর্বক অদৃষ্ট হইলেন ।
মনোষিগণ কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না ।
তিনি অদৃষ্ট হইলে তৎপরিত্যক্ত কপাল যজ্ঞমণ্ড-
পের বহির্ভাগে বিপ্রগণ ফেলিয়া দিলেন । যেমন
ফেলিলেন, অমনি আবার একটি কপাল জন্মিল ।
এইরূপে বার বার ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ; বার বার
জন্মিতে লাগিল । শত সহস্র অযুত অর্কবুদ বার
নিষ্ক্ষিপ্ত হইয়াও সেই কপাল পুনঃপুনঃ উৎপন্ন
হইলে বিপ্রগণ বিস্ময়াষিত হইলেন । তখন যজ্ঞ-
ক্ষেত্রে উপবিষ্ট মুনিগণ তদীয় চেষ্টার আলোচনা
করিতে গিয়া কহিলেন,—গঙ্গাজলকালিতশিরা
মহাদেব ব্যতীত কে আর এ যজ্ঞে এরূপ করিতে
সমর্থ ? এ কার্য্য তাঁহারই । এইরূপ স্থির করিয়া
তাঁহার বিবিধ স্তবে বৃষভধ্বজের স্তব করিতে লাগি-
লেন এবং শতকদ্রিয মন্ত্র দ্বারা বহ্নিতে হোম করিতে
লাগিলেন । ১—১১ । অনন্তর মহেশ্বর দেব তাঁহা-
দের প্রত্যক্ষ হইলেন । তখন মুনিগণ অস্ত্র বিবিধ
স্তবে এবং বৈদিক ও পৌরাণিক যজ্ঞে শূলপাণির
স্তব করিতে লাগিলেন । ঋষিগণ কহিলেন—
যিনি মূলপ্রকৃতি, অজিত, মহাত্মা, অনাবৃত্ত,
নিঃস্পৃহ ও দেবদেব, তাঁহাকে পুনঃপুন নম-
স্কার । যিনি আদ্য বীজ, অর্ধবিধির প্রবর্তক,
অনন্তর, এক ও অব্যক্ত তাঁহাকে নমোনমঃ ।

ভূজগাঙ্গদভূষণায় সর্বেশ্বরায় বিরজায় নমো বরাহ
বিখ্যাতনে পরম কারণকারণায় ফুল্লারবিন্দবিপুলায়ত-
লোচনায় ॥ ১১ ॥ অদৃশ্যমব্যাক্তমনাদিমব্যয়ং যদ-
ক্ষয়ং ব্রহ্ম বদন্তি সর্বগম্ । নিশাম্য যং মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচাতে তমাদিদেবঃ শরণং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥ এবং
স্বতন্ত্ৰা সর্বেশ্বর্যিতিগতকল্পাঃ । ততস্তত্বে মহা-
দেবস্তেবাং প্রত্যক্ষতাং গতঃ । অববীতানুযৌ দেবো
ধৃগুশ্বঃ বরমুক্তমম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ । যদি
তুষ্ঠোহসি নো দেব স্থানেহস্মিন্নিরতো ভব ।
অসংখ্যাতানি যস্মাচ্চ কপালানি সুরেশ্বর ॥ ১৮ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তানি ব্যাপনৌতাস্তপি প্রভো ।
অস্মিন্নসংখ্যং স্থানে কপালেশ্বরনামভূৎ ॥ ১৯ ॥
শ্রয়ঃ তু লিঙ্গং দেবেশ তিষ্ঠেন্নমস্তরাস্তরম্ ।
কপালেশ্বরনামা হমস্মিন্ স্থানে স্থিতিং কুরু ॥
২০ ॥ যেহত্র ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি ধূপমালাহু-
লেপনৈঃ । তেবাং তু পরমং স্থানং যদ্ভেদৈবরপি
দুর্লভম্ ॥ ২১ ॥ বাঢ়মিত্যেবমুক্তাসৌ স্থিতস্তত্র
মহেশ্বরঃ । পুনঃ প্রবর্ত্তিতো যজ্ঞো নিশানাগচ্চ

যিনি বিবিধ বিচিত্র ভূজঙ্গ ও অঙ্গদধারী, যিনি
সর্বেশ্বর, বিরজ ও বরেন্দ্র, তাঁহাকে নমস্কার করি ।
যিনি বিখ্যাত, পরম কারণকারণ, ফুল্লারবিন্দবৎ
বিপুলায়তনেত্র, ঐহাকে অদৃশ্য, অব্যক্ত, অনাদি,
অব্যয়, অক্ষয় ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম-নামে অভিহিত
করা হয়, ঐহার নাম শুনিলে জীবমৃত্যুমুখ হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে, সেই অনাদিদেবের আমরা
শরণাপন্ন হইলাম । বীতপাপ ঋষিগণ এইরূপে
স্তব করিলে মহাদেব তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন
এবং সেই সকল ঋষিকে বলিলেন,—তোমরা
বর গ্রহণ কর । ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—দেব! যদি
তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই স্থানে নিত্য সন্নিহিত
হউন । সুরেশ্বর! যেহেতু অসংখ্য কপাল বাহ-
দ্যর এইস্থান হইতে অপনীত হইলেও পুনঃপুনঃ
প্রাক্তীর্ণ হইয়াছে, এই কারণ এখানে আপনি
কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া অবস্থান করুন । হে
দেবেশ! শ্রয়ঃ লিঙ্গরূপে এখানে ভিন্ন ভিন্ন
মন্ত্ৰে কপালেশ্বর নামেই বিরাজ করুন । ধূপ
মালা ও অনুলেপনাদি দ্বারা যাহারা তোমার
পূজা করিবে, তাহাদের যেন দেবদুর্লভ পরম
স্থান লাভ হয় । মহেশ্বর “তাহাই হউক” বলিয়া
সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । হে
ভামিনি! পুনরায় তথায় নিশানাগের যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত

ভামিনি ॥ ২২ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে লভেন্নমস্তো বাজি-
মেধকসং প্রিয়ে । মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বেঃ পূর্ষ-
জমার্জিতৈরপি ॥ ২৩ ॥ ইদং মাহাত্ম্যমখিলমভূৎ
স্বায়ম্ভুবান্তরে । বৈবস্বতে পুনশ্চান্দ্রক্ষয়জ্ঞবিনাশ-
কৎ ॥ ২৪ ॥ কপালৌতি মহেশানো দক্ষেণোক্তঃ
পুরা হরঃ । তেন যজ্ঞস্তা বিশ্বঃসং কপালৌ তম-
থাকরোৎ ॥ কপালেশ্বরনামেতি স্থিতোহস্মিন্নানবা-
স্তরে ॥ ২৫ ॥ অথাস্ত নাম দেবস্তা সূর্যাসাবর্ণিকে-
হস্তরে । তবিব্যক্তি বরারোহে নাম তত্বেশ্বরেতি
চ ॥ ২৬ ॥ ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ক্রু-
দৈবতম্ । পাপহং সর্বজন্তানাং পশুপাশবিমোক্ষ-
ণম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কপালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমস্তো দেবি কোটী-
শ্বরমমুক্তমম্ । তস্মাদ্ভক্তরতো দেবি কোটীশমিতি

হইল । প্রিয়ে! মর্ত্যজন সেই কপালেশ্বরকে
দেপিলে অশ্বমেধকল প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ষজমা-
জ্ঞত অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
স্বায়ম্ভুব মন্ত্ৰে এই অখিল মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইয়া-
ছিল । বৈবস্বত মন্ত্ৰে দক্ষযজ্ঞধ্বংসকর অন্ত-
বিধ মাহাত্ম্য প্রবর্ত্তিত হয় । পুরাকালে দক্ষ ইহাকে
কপাল মহেশান ও হর নামে অভিহিত করিয়া-
ছিলেন । কপালৌ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন, তাই
মন্ত্ৰে তিনি কপালেশ্বর নাম ধারণ করিয়া এই
স্থানে অবস্থান করিতেছেন । হে বরারোহে!
সূর্যাসাবর্ণিক মন্ত্ৰে এই দেব তত্বেশ্বর নামে
অভিহিত হইবেন । এই আমি সংক্ষেপে ক্রু-
দৈবতমাহাত্ম্য ব্যক্ত করিলাম, ইহা সর্বজীবের
পাপহর ও পশুপাশহর । ১২—২৭ ।

ত্ৰ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৩ ।

চতুরধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! উহার উত্তরে
কোটিশ্বর নামে এক সিদ্ধ লিঙ্গ আছে । অনন্তর

বিক্রমতম্ ॥ ১ ॥ পাপস্বঃ সর্ষজন্তুমাঃ পশুপাশ-
বিমোক্ষদম্ । পূরা পাপপতা দেবি কপালেশ্বর-
সন্নিধৌ ॥ ২ ॥ তপঃ কুর্ষন্তি বিপুলং ভস্মাক্লিষ্ট-
বিগ্রহাঃ । জটামুকুটসংযুক্তা মুগ্ধমেখলাধারিণঃ ॥ ৩ ॥
শান্তাঃ সর্ষে জিতক্রোধা ব্রাহ্মণাঃ শিবযোগিনঃ ।
তপঃ কুর্ষন্তি তত্রস্থা ব্যাপা ক্ষেত্রং চতুর্দিশম্ ॥ ৪ ॥
কোটিসংখ্যা মহাদেবি মন্ত্রজ্ঞাপ্যপরাধনাঃ ॥ সম্যক
সংস্থাপ্য তে লিঙ্গং কপালেশসমীপগম্ ॥ ৫ ॥
ততস্তে পূজয়াঞ্চকুস্তলিঙ্গং ভক্তিসংযুতাঃ । ততস্তষ্টৌ
মহাদেবো মুক্তিং তেষাং দদৌ হরঃ ॥ ৬ ॥ ঋষয়ঃ
কোটিসংখ্যাতান্ত্রিণি সিদ্ধা যতঃ প্রিয়ে । তেন
কোটিধরং লিঙ্গং নান্য থ্যাতং ধরাতলে ॥ ৭ ॥
যন্তঃ পূজয়তে তত্রস্থা কোটিধরমনাময়ম্ । স
কোটিমন্ত্রজ্ঞাপ্যস্ত ফলং প্রাপ্যতি মানবঃ ॥ ৮ ॥
হিরণ্যং তত্র দাতব্যং ব্রাহ্মণে বেদপারগে । কোটি-
হোমফলং তস্ত সমাগ্যাত্রাফলং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে কোটিধরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

তৎসমীপে গমন করিবে । ঐ লিঙ্গ সর্ষজীবের
পাপস্ব ও পশুপাশবিমুক্তিদ । দেবী পূর্বে ভস্ম-
ভূষিতাঙ্গ, জটামুকুট-মাণ্ডিত, ভূজঙ্গমেখলাবিত
শান্ত, জিতক্রোধ, শিবযোগী, মন্ত্রজপ-নিরত,
কোটিসংখ্যক পাপপত ব্রাহ্মণ কপালেশ্বরসমীপে
এক শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া বিপুল তপস্তা
করেন এবং সেই লিঙ্গার্চনায় নিরত হইয়াছিলেন ।
তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তিবর
প্রদান করেন । প্রিয়ে ! যে-হেতু কোটিসংখ্যক সিদ্ধ
ঋষি ঐ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এইজন্য উহা ধরা-
তলে কোটিধর নামে বিখ্যাত হয় । যে নর ভক্তি
করিয়া ঐ নামে কোটিধর দেবের অর্চনা করে,
সে কোটি মন্ত্র জপের ফল প্রাপ্ত হয় । ঐ স্থানে
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে হিরণ্য দান করিতে হয় ।
তাহাতে দাতার কোটি হোমফল ও সম্যক যাত্রা-
ফল সিদ্ধ হয় । ১—৯ ।

চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৪ ।

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অখান্তং সম্প্রবক্ষ্যামি রহস্তং
স্থানমুত্তমম্ । সর্ষপাপহরং নৃণাং বিস্তরাং কথয়ামি
তে ॥ ১ ॥ প্রধানদেবমাহাত্ম্যং মাহাত্ম্যং কল্পবাসিনাম্ ।
সোমেশো দৈত্যহন্তা চ বালরূপী পিতামহঃ ॥ ২ ॥
অর্কশূলস্তথা দিত্যঃ প্রভাসঃ শশিভূষণঃ । এতে
ষট্শ্রবরা দেবাঃ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥
তেষাং দর্শনমাত্রেণ কৃতকৃত্যঃ প্রজায়তে । মুচ্যতে
পাতকৈর্ঘোরৈরাজ্ঞমজ্ঞনৈতর্কবম্ ॥ ৪ ॥ দেবুবাচ ।
পূর্বেষামুক্তদেবানাং মাহাত্ম্যং কথিতং ত্বয়া ।
প্রভাসে বালরূপীতি যৎ প্রোক্তং তৎকথং বচঃ ॥ ৫ ॥
অন্তেষু সন্মুখস্থানেষু বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ । কথঞ্চ
সমুদ্রপ্রাপ্তো মাহাত্ম্যং তস্ত কিং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥
কথং স পূজ্যো দেবেশ যাত্রা কার্য্য । কথং নৃভিঃ ।
এতদ্বিস্তরতো ক্রুহি প্রসন্নো যদি মে প্রভো ॥ ৭ ॥
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং
ব্রহ্মসম্ভবম্ । যন্ত শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ষপাতকৈঃ
৮ । নাস্তি ব্রহ্মসমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ ।
নাস্তি ব্রহ্মসমং জ্ঞানং নাস্তি ব্রহ্মসমং তপঃ ॥ ৯ ॥

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অস্ত্র এক উত্তম
রহস্ত স্থান বলিতেছি, উহা নরগণের নিখিল পাপ-
হর । প্রধানদেবের মাহাত্ম্য ও কল্পবাসীদিগের
মাহাত্ম্য বিস্তররূপে বলিতেছি । সোমেশ দৈত্যহনন,
বাল ব্রহ্মা, অর্কশূল, আদিত্য, প্রভাস ও শশিভূষণ
এই ছয় প্রধান দেব প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত । তাঁহা-
দের দর্শনমাত্রেই নর কৃতকৃত্য হয় ; আজ্ঞার্বিজিত
নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । দেবী
কহিলেন,—পূর্বোক্ত দেবগণের মাহাত্ম্য তুমি ব্যক্ত
করিয়াছ, কিন্তু প্রভাসে বালরূপী ব্রহ্মা আছেন,
সে কিরূপ কথা ? অন্তান্ত সকল স্থানে পিতামহ
বৃদ্ধরূপেই অবস্থিত । তিনি এখানে বালরূপ
হইলেন কিরূপে ? তাঁহার মাহাত্ম্য কি ? কিরূপ
তাঁহার পূজাবিধি ? হে দেবেশ ! নরগণ তাঁহার
যাত্রাই বা কিরূপে করিবে ? প্রভো ! আপনি
প্রসন্ন হইয়া থাকিলে এ সকল বিস্তৃত রূপেই আমার
নিকট কীর্তন করুন । ঈশ্বর কহিলেন, শোন
দেবি ! ব্রহ্মমাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি । উহা শ্রব-
ণেই নিখিল পাতক হইতে মুক্তি হয় । ব্রহ্মসমান
দেব নাই, ব্রহ্ম-সম গুরু নাই, ব্রহ্ম-সম জ্ঞান নাই,

তাবদ্ভমস্তি সংসারে হুঃখশোকভয়গ্লুতাঃ । ন ভবন্তি
সুখজ্যোষ্ঠে যাবন্তজাঃ পিতামহে । ১০ । সমাসক্তঃ
যথা চিত্তং জন্তোর্বিসয়গোচরে । যদ্যেবং ব্রহ্মণি
ভক্তং কো ন মূঢ়োত বন্ধনাং । ১১ । দেবুবাচ ।
এবং মাহাত্ম্যাসংযুক্তো যদি ব্রহ্মা জগদগুরু ।
প্রাভাসিকে মহাতীর্থে কশ্মিন্ স্থানে তু সংস্থিতঃ ।
কিমর্থমাগতস্তত্ত্ব কশ্মিন্ কালে সুরোত্তমঃ । কথং
স পূজ্যো বিপ্রেন্দ্রেঃ স্থিতো কস্তাং ক্রমাদদ । ১২ ।
ঈশ্বর উবাচ । সোমনাথস্ত ঐশান্ত্যং সাহাদিত্যগ্নি-
গোচরে । ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ ।
১৪ । তিষ্ঠন্তে কল্পসংস্থা যে তত্র কল্লান্তবাসিনঃ ।
তত্র স্থানে স্থিতো দেবি বালরূপী পিতামহঃ । ১৫ ।
জগৎপ্রভুলোককর্তা সৰ্বমূর্তিস্থাপিতঃ । আগত-
শ্যষ্টিবর্ষস্ত ক্বেত্রে প্রাভাসিকে শুভে । ১৬ । তত্রা-
করোত্তমো ঘোরঃ দিব্যান্ধানাঃ সহস্রকম্ । নংস্থাপ্য
তু মহালিঙ্গং সিন্ধুমূর্তিবিধাঃ প্রজাঃ । ১৭ । ততঃ
কালান্তরেহতীতে সোমেন প্রার্থিতো বিভূঃ । ক্ষয়-
রোগবিমুক্তেন সম্যক্জুহ্বাধিতেন বৈ । ১৮ ।
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাতেতৌর্ধৈ ক্বেত্রে প্রাভাসিকে শুভে ।

ব্রহ্ম-সম তপস্তা নাই। সুরজ্যোষ্ঠ পিতামহে যে
পর্যন্ত না ভক্তির উদ্দেশ্য হয়, হুঃখ-শোক-ভয়াতুর
নরগণ ততকালই সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।
জীবের চিত্ত যেরূপ বিষয়ে আসক্ত হয়, যদি ব্রহ্মে
ঐরূপ একনিষ্ঠ হইত, তাহা হইলে কে না ভববন্ধন
হইতে মুক্ত হইতে পারিত? দেবী কহিলেন,—
তাঁহার যদি এমন মাহাত্ম্য, তবে সেই জগদগুরু
ব্রহ্মা মহাতীর্থ প্রভাসের কোথায় অবস্থিত? কবে
কি জন্ত তিনি প্রভাসে আসিয়াছিলেন? বিপ্রেন্দ্র-
গণ কোন তিথিতে, কিরূপে সেই সুর-শ্রেষ্ঠের
পূজা করেন? তাহা ক্রমে বর্ণন করুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—সোমনাথের ঈশানকোণে এবং সাহা-
দিত্যের অগ্নিকোণে দ্বিতী। ব্রহ্মলোকের স্তায়
ব্রহ্মার পরম স্থান নির্দিষ্ট। কল্পস্থ কল্লান্তবাসীরা
যথায় অবস্থান করে, বালরূপী পিতামহ সেই স্থানেই
অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি জগৎপ্রভু, লোক-
কর্তা, সৰ্বমূর্তি মহামহিম; তিনি অষ্টবর্ষীয় বালক-
রূপে সেই শুভ প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া বিবিধ
প্রজাসৃষ্টিকামনায় এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠাতে
দিব্য সহস্র বর্ষ পর্যন্ত তৎসমীপে ঘোর তপস্তা
করেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে ক্ষয়রোগমুক্ত,
সম্যক্ জুহ্বাধিত ভগবান্ সোম সেই বিভূর নিকট

কোটিব্রহ্মাধিভিঃ সার্কং সহিতো বিশ্বকর্মাণা। কারয়া-
মাস বিবিধং প্রতিষ্ঠাং লিঙ্গমুত্তমম্ । ১৯ । প্রতিষ্ঠাপ্য
ততো লিঙ্গং সোমনাথং বরাননে । দাপয়ামাস
বিপ্রেভ্যো ভূরিশো যজ্ঞদক্ষিণাম্ । ২০ । এবং
প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা। বর্ধাণি চাত্ত
জাতানি প্রভাসে বালরূপিণঃ । ২১ । চত্বারিংশ-
দ্বয়ধৈব ক্বেত্রেমধ্যনিবাসিনঃ । এবং পরাধ্বগমং
প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ । ২২ । দেবুবাচ । ব্রহ্মণো
দিনমানং তু মাসবর্ষসহস্রকম্ । তৎসর্বং বিস্তরাদ-
ক্রহি যথায়ূর্বক্ষণং স্মৃতম্ । ২৩ । ঈশ্বর উবাচ ।
পরমায়ুঃ স্মৃতো ব্রহ্মা পরাধ্বং তস্ত বৈ গতম্ ।
প্রভাসক্ষেত্রসংস্থস্ত দ্বিতীয়ং ভবতেহধুনা । ২৪ ।
যদা প্রাভাসিকে ক্বেত্রে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
আগতশ্যষ্টিবর্ষস্ত বালরূপী তদোচ্যতে । ২৫ ।
অস্ত্রেষু সর্বতীর্থেষু বৃদ্ধরূপী পিতামহঃ । মুক্তা
প্রাভাসিকং ক্বেত্রে সদৈব বিবুধপ্রিয়ে । ২৬ ।
ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্ণানি ব্রহ্মাণ্ডস্তেষু যে স্মৃতাঃ ।
তেষামাদ্যো মহাতেজাঃ প্রভাসে যো ব্যবস্থিতঃ ।

প্রার্থনা করিলে, তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাথ কোটি ব্রহ্মাধি
ও দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সহিত শুভ প্রভাসক্ষেত্রে
যথাবিধি উত্তম সোমনাথ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দক্ষিণা প্রদান করেন।
১—২০ । ইহে বরাননে! লোককর্তা
ব্রহ্মা এইরূপে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন,
প্রতিষ্ঠাকালে ক্বেত্রেমধ্যবাসী বালরূপা ব্রহ্মার
দ্বিচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এইরূপে
ক্রমে প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতে করিতে
তাঁহার পরাধ্বকাল অতীত হইয়াছে। দেবী কহি-
কহিলেন,—ব্রহ্মার দিন, মাস, বর্ষাদির মান কত,
তিনি কত কালই বা জীবিত থাকেন, এ সকল
আমার নিকট বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহি-
লেন—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দ্বিপরাধ্ব, প্রভাসক্ষেত্রে
থাকিয়া তাঁহার পরাধ্ব অতীত হইয়াছে। এক্ষণে
দ্বিতীয় পরাধ্ব চলিতেছে। লোক পিতামহ ব্রহ্মা
যখন প্রভাসক্ষেত্রে আইসেন, তখন উঁহার বয়স
অষ্টবর্ষ। অস্তান্ত সর্বতীর্থে পিতামহ বৃদ্ধরূপী;
কেবল প্রভাসক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যতিক্রম। হে
বিবুধপ্রিয়ে! ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তীর্থে যে সকল
ব্রহ্মমূর্তি আছেন, তাহাদের মধ্যে আদ্য মহা-
তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে অবস্থিত।

২৭। কল্পেকল্পে তু নামানি শৃণু ত্বং তানি
বৈ শ্রিয়ে। স্বয়ম্ভুঃ প্রথমে কল্পে দ্বিতীয়ে পদ্মভূঃ
দ্বিত্যঃ। ২৮। তৃতীয়ে বিশ্বকর্মেতি বালরূপী
চতুর্থকে। এতানি মুখ্যনামানি কথিতানি স্বয়ম্ভুবঃ।
২৯। নিত্যং সংস্রবতে যন্ত স্তস দীর্ঘায়ুর্নরো
ভবেৎ। ৩০। চন্দ্রস্বর্ধ্যগ্রহাঃ সর্কে সদেবাসুর-
মাচুষাঃ। ত্রৈলোক্যং নশ্ততে সর্কঃ ব্রহ্মরাত্রি-
সমাগমে। ৩১। পুনর্দিনে তু সঞ্জাতে প্রবুদ্ধঃ
সন্নিপিতামহঃ। তথা সৃষ্টিং প্রকুরুতে যথাপূর্বম-
ভূতপ্রিয়ে। ৩২। দিনমানং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণে
লোককর্ত্ত্বণঃ। নেত্রভাগাচ্চতুর্ভাগস্তুটিঃ কালো
নিগদ্যতে। ৩৩। তস্মাচ্চ দ্বিগুণং জ্যেয়ং নিমি-
ষাশ্তং বরাননে। নিমিষৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাঠা
ইত্যাচ্যতে বৃধৈঃ। ত্রিংশতিশ্চৈব কাঠাভিঃ কলা
প্রোক্তা মনীষিভিঃ। ৩৪। ত্রিংশৎকলো মুহূর্ত্তঃ
স্বাদিনং পঞ্চদশৈশ্চ তৈঃ। দীনমানা নিশা জ্যেয়া
অহোরাত্র্যং তন্মোর্ত্তবেৎ। ৩৫। তৈ পঞ্চদশভিঃ
পক্ষঃ পক্ষাভ্যাং মাস উচ্যতে। মাসৈশ্চৈবায়নং
ষড়্ভিঃ পঞ্চদশৈশ্চ স্তাদয়নদ্বয়াৎ। ৩৬। চাষারিংশতি
লক্ষাণি লক্ষাণাঃ ত্রিতয়ং পুনঃ। বিংশতিশ্চ সহ-
স্রাণি জ্যেয়ং সৌরং চতুর্গুণম্। ৩৭। চতুর্গুণৈক-
সপ্তত্যা মনন্তরমুদাহৃতম্। ঐন্দ্রমেতন্তবেদাযুঃ

সমাসাত্ত্ব কৌন্তিতম্। ৩৮। স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্কঃ
মনুঃ স্বারোচিষস্ততঃ। ঐন্দ্রমন্তামসশ্চৈব রৈবত-
শ্চাক্ষুষস্ততঃ। ৩৯। বৈবস্বতোহর্কসাবর্ণিঃ
সাবর্ণিরেব চ। ধর্ম্মসাবর্ণিনামা চ রৌচ্যো ভূতান্তধৈ-
চ। ৪০। চতুর্দশৈতে মনবঃ সংখ্যাতান্তে যথা-
ক্রমম্। ভূতান্ ভবিষ্যানিষ্টাংশ্চ সর্কান বক্ষ্যে ভব
ক্রমাৎ। ৪১। বিশ্বভূক্ চ বিপশ্চিচ্চ অুকীর্তিঃ
শিবিরেব চ। বিভূষ্মনোভুবশ্চৈব তথোজস্বী
বলির্কলী। ৪২। অদ্ভুতশ্চ তথা শান্তো রম্যো
দেববরো বৃষা। ঋতধামা দিবঃস্বামী শুচিঃ শক্রশ্চ-
তুর্দশ। ৪৩। এতে সর্কে বিনশন্তি ব্রহ্মণো দিবসে
প্রিয়ে। রাত্রিস্ত তাবতী জ্যেয়া কল্পমানমিদং স্মৃতম্
৪৪। প্রথমং শ্বেতকল্পস্ত দ্বিতীয়ো নীললোহিতঃ
বামদেবস্তৃতীয়স্ত ততো রাক্ষসরোহপরঃ। ৪৫
রোরবঃ পঞ্চমঃ প্রোক্তঃ ষষ্ঠঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ
সপ্তমোহথ বৃহৎকল্পঃ কন্দর্পোহষ্টম উচ্যতে। ৪৬
সদ্যোহথ নবমঃ প্রোক্ত ঈশানো দশমঃ স্মৃতঃ
ধ্যান একাদশঃ প্রোক্তস্তথা সারস্বতোহপরঃ। ৪৭
জ্যোদশ উদানস্ত গুরুভোহথ চতুর্দশ। কোশ্মঃ
পঞ্চদশো জ্যেয়ঃ পৌর্ণমাসী প্রজাপতেঃ। ৪৮।
ষোড়শো নারসিংহস্ত সমাধিস্ত ততঃ পরঃ। আর্যেয়ো-

প্রিয়ে! কল্পে কল্পে ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম হয়।
ঐ সকল নাম বলিতেছি; যথা, প্রথম কল্পে স্বয়ম্ভু,
দ্বিতীয়ে পদ্মভূ, তৃতীয়ে বিশ্বকর্মা এবং চতুর্থে
বালরূপী। স্বয়ম্ভুর এই কংটী কল্পনামই প্রশস্ত।
নিত্য যেন এই সকল নাম স্মরণ করে, তাহার
দীর্ঘায়ু হয়। ব্রাহ্মরাত্রির সমাগমে চন্দ্র-স্বর্ধ্যাদি গ্রহ,
সুর, অসুর, নর, বলিতে কি এই সমস্ত ত্রৈলোক্যই
নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় দিনোদয়ে পিতামহ
প্রবুদ্ধ হন; হইয়া যথাপূর্ব সৃষ্টি বিস্তার করেন।
একণে লোককর্ত্তা ব্রহ্মার দিনমান বলিতেছি।
নেত্রস্পন্দের চারিভাগের একভাগের নাম কটি।
তাহার দ্বিগুণ নিমেষ; পঞ্চদশ নিমেষে এককাঠা;
ত্রিংশৎ কাঠায় এককলা; এবং ত্রিংশৎ কলায় এক
মুহূর্ত্ত। ইহার পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে এক দিন। এই
দিনমানের সমানই নিশামান। দিন-নিশার সম
বায়—অহোরাত্র্য। পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ;
দুই পক্ষে এক মাস; ছয় মাসে এক অয়ন; দুই
অয়নে এক বর্ষ। এই বর্ষমানের সপ্তচষারিংশৎ
লক্ষ বিংশতি সহস্র বর্ষে এক সৌর চতুর্গুণ।

এই চতুর্গুণের একসপ্ততি আবর্ত্তনে এক মনন্তর
কাল নিরূপিত। এই মনন্তরকাল পর্য্যন্তই ইন্দ্রের
আয়ু। এ বিবরণ সংক্ষেপেই তোমায় কহিলাম।
অতঃপর মনুবিবরণ বলি। ২১—৩৮। প্রথমে স্বায়ম্ভুব
মনু; পরে স্বারোচিষ মনু, এই ক্রমে ঐন্দ্রম, তামস,
রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, স্বর্ধ্যসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি,
ধর্ম্মসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য এই চতুর্দশ
মনু সংখ্যাত হইয়া থাকে। একণে ভূত ও
ভবিষ্য ইন্দ্রগণের নাম ক্রমশঃ তোমার নিকট
বলিতেছি। বিশ্বভূক্, বিপশ্চিৎ, অুকীর্তি, শিবি,
বিভু, মনোভুব, ওজস্বী বাল, অদ্ভুত, শান্তি, রম্য,
দেববর, বৃষ, ঋতধামা, দিবঃস্বামী ও শুচি এই
চতুর্দশ ইন্দ্র। প্রিয়ে! ব্রহ্মার এক দিবসের মধ্যেই
এই সকল ইন্দ্রের অবসান। ব্রহ্মার যেমন দিনমান,
রাত্রিমানও এইরূপই। এই দিনরাত্রির মান লই-
য়াই কল্পমান। কল্পসমূহের মধ্যে প্রথম শ্বেতবরাক
কল্প, দ্বিতীয় নীললোহিত, তৃতীয় বামদেব, চতুর্থ
রাক্ষস, পঞ্চম রোরব, ষষ্ঠ প্রাণ, সপ্তম বৃহৎকল্প,
অষ্টম কন্দর্প, নবম সদ্য, দশম ঈশান, একাদশ
ধ্যান, দ্বাদশ সারস্বত, জ্যোদশ উদান, চতুর্দশ

অষ্টাদশঃ প্রোক্তঃ সোমকল্পস্ততোহপরঃ । ৪২ ।
 ভাবনো বিংশতিঃ প্রোক্তঃ সুপ্তমানীতি চাপরঃ ।
 বৈকুণ্ঠচার্চিষো রুদ্রো লক্ষ্মীকল্পস্তথাপরে । ৫০ ।
 সপ্তবিংশোহধ বৈরাজ্ঞো গৌরীকল্পস্তথাস্ককঃ ।
 মাহেশ্বরস্তথা প্রোক্তস্ত্রিপুরো যত্র ঘাতিতঃ । ৫১ ।
 পিতৃকল্পস্তথাস্তে চ যা কুহুব্রহ্মণঃ স্মৃতা । ত্রিংশৎ-
 কল্পাঃ সমাখ্যাতা ব্রহ্মণো মাসি বৈ প্রিয়ে । ৫২ ।
 অতীতাঃ কথিতাঃ সৰ্বৈ বারাহো বর্তন্তেহধুনা ।
 প্রতিপদব্রহ্মণো যত্র বারাহেণোকৃত্য মহী । ৫৩ ।
 ত্রিংশৎকল্পৈঃ স্মৃতো মাসো বৰ্ধং দ্বাদশভিঃ তৈঃ ।
 অনেন বৰ্ধমানেন তদা ব্রহ্মাষ্টবার্ষিকঃ । আনীতঃ
 সোমরাজেন সোমনাথঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । ৫৪ । এবং
 ক্ষেত্রে নিবসতঃ প্রভাসে বালরূপিণঃ । পরাঙ্ক-
 মেকমগমাদ্বিতীয়ং বর্তন্তেহধুনা । ৫৫ । এবং মহা-
 প্রভাবোহসৌ প্রভাসক্ষেত্রমধ্যাগঃ । ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু-
 র্ভগবান্ বালহ্মাৎ ক্ষেত্রমাত্রিতঃ । ৫৬ । স বৈ
 পূজ্যো নমস্কার্যো বন্দনীয়ো মনোনিভিঃ । আদৌ
 স এব পূজ্যঃ স্ত্রাৎ সমাগ্যাত্রাকলেপ্যভিঃ । ৫৭ ।

যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা স মাং পূজয়তে ধ্রুবম্ ।
 স মাং হোষ্টি যোহস্ত পূজ্যো মমৈব সঃ । ৫৮ ।
 ব্রহ্মণা পূজ্যামানেন অহং বিষ্ণুশ্চ পূজিতঃ ।
 বিষ্ণুনা পূজ্যামানেন অহং ব্রহ্মা চ পূজিতঃ । ৫৯ ।
 ময়া পূজিতমাত্রেণ ব্রহ্মাবিষ্ণু চ পূজিতৌ । সৰ্বং
 ব্রহ্মা রজ্ঞো বিষ্ণুস্তমোহহং সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ৬০ ।
 বায়ুব্রহ্মানলো রুদ্রো বিষ্ণুরাপঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । রাশি-
 বিষ্ণুরহো রুদ্রো যা সন্ধ্যা স পিতামহঃ । ৬১ । সাম-
 বেদো হহং দেবি ব্রহ্মা ঋগ্বেদ উচ্যতে । যজুর্বেদো
 ভবেদ্বিষ্ণুঃ কুলাধারো অথর্ষণঃ । ৬২ । উষাকালো
 হহং দেবি বর্ষাকালঃ পিতামহঃ । শীতকালো ভবে-
 দ্বিষ্ণুরেবং কালত্রয়ং হি সঃ । ৬৩ । দক্ষিণায়িরহং
 জ্যেয়ো গার্হপত্যো हरिः স্মৃতঃ । ব্রহ্মা চাহবনীয়শ্চ
 এবং সৰ্বং ত্রিদৈবতম্ । ৬৪ । অহং লিঙ্গস্বরূপস্হো
 ভগো বিষ্ণুঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । বীজসংহ্রো ভবেদব্রহ্মা
 বিষ্ণুরাপঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । ৬৫ । অহমাকাশরূপস্হ এবং
 তত্ত্বময়ঃ প্রভুঃ । আকাশাৎ শ্রবতে যচ্চ তদ্বীজং
 ব্রহ্মসংস্থিতম্ । স্বরূপং ব্রাহ্মমাত্রিত্য ব্রহ্মা বীজ-
 প্রয়োহকঃ । ৬৬ । নাতিমধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ

গরুড়, পঞ্চদশ কোর্শ্ব, ষোড়শ নারসি হ, সপ্ত-
 দশ সমাধি, অষ্টাদশ আগ্নেয়, ঊনবিংশ সোম,
 বিংশ ভাবন, একবিংশ সতামানী, দ্বাবিংশ বৈকুণ্ঠ,
 ত্রয়োবিংশ আর্চিষ, চতুর্বিংশ রুদ্র, পঞ্চবিংশ লক্ষ্মী,
 ষড়্‌বিংশ বৈরাজ, সপ্তবিংশ গৌরী, অষ্টাবিংশ
 অঙ্কক, ঊনত্রিংশ মহেশ্বর এবং ত্রিংশ পিতৃকল্প,—
 সমষ্টিতে এই ত্রিংশৎ কল্প বিখ্যাত । এই ত্রিংশৎ
 কল্পেই ব্রহ্মার একমাস । প্রিয়ে! পূর্বে যে মহে-
 শ্বর কল্পের কথা বলিয়াছি, ঐ কল্পেই মহেশ্বর
 ত্রিপুরাসুরকে হনন করেন । অতীত সমস্ত
 কল্পের কথাই বলা হইল ; সম্প্রতি আবার বারাহ
 কল্প চলিতেছে । এই কল্পেই ভগবানের বারাহ
 অবতার মহীর উপ্কার-সাধন করেন । উল্লিখিত
 ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার একমাস, এই মাসমানের দ্বাদশ
 মাসে তাঁহার এক বৎসর । এই বর্ধমানের অষ্টবর্ষ-
 বয়স্ক ব্রহ্মাই প্রভাসক্ষেত্রে বিরাজিত । তথায় সোম
 রাজ সোমনাথকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
 এইরূপে প্রভাসক্ষেত্রবাসী বালরূপী ব্রহ্মার এক
 পরাঙ্ক অতীত হইয়াছে ; এক্ষণে দ্বিতীয় পরাঙ্ক
 চলিতেছে । সেই প্রভাসক্ষেত্রবাসী ব্রহ্মা এ নই
 মহামহিমাবিত ! তিনি স্বয়ম্ভু, সাক্ষাৎ ভগবান্ বালরূপ
 ধরিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে বিরাজমান । স্মৃত্যং তিনি
 মনোবিগণের পূজ্য নমস্কার্য ও বন্দনীয় । যথাযথ

যাত্রাকলকাজ্জী মানবদিগেরও তাঁহাকেই অগ্রে
 পূজা করা কর্তব্য । যে ভক্তি করিয়া তাঁহাকে
 পূজা করে, নিশ্চয় তাহার আমাকেই পূজা করা
 হয় । যে তাঁহাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ
 করিয়া থাকে । ইহার যিনি পূজ্য, তিনি আমারও
 পূজ্য । ব্রহ্মাকে পূজা করিলে আমি ও বিষ্ণু
 উভয়েই আমরা পূজিত হই । বিষ্ণুকে পূজা
 করিলে আমি এবং ব্রহ্মা পূজিত হইয়া থাকি ।
 আর আমাকে পূজা করিলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই
 পূজিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা রজঃ, বিষ্ণু সত্ত্ব এবং
 আমি তমঃ বলিয়া কীৰ্ত্তিত । এইরূপে ব্রহ্মা বায়ু,
 রুদ্র অনল, এবং বিষ্ণু জল বলিয়া নিরূপিত ! রাশি
 বিষ্ণু, দিবা রুদ্র ও সন্ধ্যা পিতামহ । ৩৯—৬১। দেবি !
 আমিই সামবেদ, ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, বিষ্ণু যজুর্বেদ এবং
 মূলশক্তি অথর্ষবেদ । আমি উষাকাল, পিতামহ
 বর্ষাকাল আর বিষ্ণু শীতকাল,—এইরূপে কালত্রয়ই
 তিনি । আমি দক্ষিণায়ি, हरिः গার্হপত্যায়ি, আর
 ব্রহ্মা আহবনীয়ায়ি, এইরূপে সঁকলই ত্রিদৈবত,
 আমি লিঙ্গস্বরূপ, বিষ্ণু ভগ্নস্বরূপ, এবং ব্রহ্মা বীজ-
 স্বরূপ । বিষ্ণু জল, আমি আকাশ, এইরূপে ঈশ্বর
 সর্বতত্ত্বময় । আকাশ হইতেই ব্রহ্মরূপী বীজের
 করণ হয় । ব্রহ্মা ব্রাহ্মস্বরূপ আশ্রয় করিয়াই বীজ-

হৃদয়াস্তরে । বক্রমধ্যে অহং দেবি আধারঃ সর্ব-
দেহিনাম্ ॥ ৬৭ ॥ স্বচাঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স
হতাশনঃ । যা দেবী স স্বয়ং বিষ্ণুর্ধো বিষ্ণুঃ স চ
চন্দ্রমাঃ ॥ ৬৮ ॥ যঃ কালঃ স স্বয়ং ব্রহ্মা যো রুদ্রঃ স
চ ভাস্করঃ । এবং শক্তিবিশেষেণ পরং ব্রহ্ম স্থিতং
প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥ ওঙ্কারস্তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রী প্রকৃতিঃ
পরম্ । উভাবেতো নরো জাহ্না ন বিচ্যবতি
মৃচ্যতে ॥ ৭০ ॥ এবং যো বেদ দেবেশি অদ্বৈতঃ
পরমাক্ষরম্ । স সর্বং বেদ নৈবান্তো ভেদবর্তী
নরাধমঃ ॥ ৭১ ॥ একরূপং পরং ব্রহ্ম কার্য্যভাবাৎ
পৃথক্ স্থিতঃ । যন্তং দ্বেষ্টী বরারোহে ব্রহ্মদ্বেষ্টী স
উচ্যতে ॥ ৭২ ॥ দক্ষিণাক্ষে স্থিতো ব্রহ্মা বামাক্ষে
মম কেশবঃ । যন্তয়োদ্বৈষমাধন্তে স দ্বেষ্টী মম
ভামিনি ॥ ৭৩ ॥ এবং জাহ্না বরারোহে হৃতিম্নে-
নান্তরাশ্রয়ঃ । ব্রহ্মাণং কেশবং রুদ্রমেকরূপেণ
পূজয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীক্লান্দে ব্রহ্মমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

প্ররোহ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা নাভিমধ্যে, বিষ্ণু
হৃদয়াস্তরে, এবং আমি বক্রমধ্যে অবস্থিত ।
দেবি ! এইরূপে আমরাই সর্বদেহীর আধার ।
যে আমি, সেই ব্রহ্মা, যে ব্রহ্মা সেই হতাশন ;
যা দেবী সেই স্বয়ং বিষ্ণু ; যে বিষ্ণু, সেই চন্দ্রমা,
যে কাল, সেই স্বয়ং ব্রহ্মা, আর যে রুদ্র, সেই
ভাস্কর । প্রিয়ে ! এইরূপে শক্তিবিশেষে পরম
ব্রহ্ম অবস্থিত । ওঙ্কারই সেই পরম ব্রহ্ম । আর
গায়ত্রী পরাপ্রকৃতি । মানব এই উভয়কে জানিয়া
যুক্ত হইয়া থাকে । হে দেবেশি ! যে নর অদ্বৈত
ব্রহ্মকে অবগত হয়, তাহার আর কিছুই অবিদিত
থাকে না । তদ্ব্যতীত অন্ত ভেদদশী নর নরাধম-
মধ্যেই গণ্য । পরব্রহ্ম একরূপ ; কিন্তু কার্য্যভেদে
তিনি বিভিন্নরূপ । হে বরারোহে ! যে তাঁহাকে ঘেন-
ন করে, তাহাকে ব্রহ্মদ্বেষ্টী বলে । ব্রহ্মা আমার দক্ষি-
ণাক্ষে এবং কেশব আমার বামাক্ষে অবস্থিত । যে
তাঁহাদের ঘোষণা করে—হে ভামিনি ! সে আমার
দ্বেষ্টী হইয়া থাকে । হে বরারোহে ! ব্রহ্মাকে, কেশবকে
এবং রুদ্রকে এইরূপে অতিন্ন অন্তরাশ্রয় অতিন্ন-
ভাবে অবগত হইয়া লোকে পূজা করিবে । ৬২-৭৪ ।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৫ ।

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । এবমদ্বৈতভাবেন যদ্ ব্রহ্ম পরি-
কীৰ্ত্তিতম্ । তন্ত পূজাবিধানং মে কথয়স্ব যথা-
র্থতঃ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে দেব বালরূপী
পিতামহঃ । স কথং পূজ্যতে লৌকিকঃ পরব্রহ্ম-
স্বরূপবান্ ॥ ২ ॥ কে মন্ত্রাঃ কিং বিধানং তদ্ভ্রাক্ষণ-
স্তত্র কৌদৃশাঃ । তত্র স্থিতানাং বিপ্রাণাং কথং
ক্ষেত্রকলং ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কতিপ্রকারান্তে বিপ্রান্ত্রে
ক্ষেত্রনিবাসিনঃ । কিমাচার্য্য মহাদেব কিংলীলাঃ
কিংপরায়ণাঃ ॥ ৪ ॥ এতদ্বিস্তরতো ক্রুহি ভ্রাক্ষণানাং
মহোদয়ম্ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধুসাধু মহাদেবি
সম্যক্ প্রস্রবিশারদে । শৃণুশ্রবকমনা ভূত্বা মাহাত্ম্যং
বিপ্রদৈবতম্ ॥ ৬ ॥ যচ্ছূদ্রা মানবো দেবি মৃচ্যতে
সৰ্বপাতকৈঃ । যে কেচিৎসাগরাস্তায়ান্ পৃথিব্যাং
কীৰ্ত্তিতা দ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ তজ্জপং মম দেবেশি
প্রত্যক্ষং ধরণীতলে । প্রত্যক্ষং ভ্রাক্ষণা দেবাঃ
পরোক্ষং দিবি দেবতাঃ ॥ ৮ ॥ ভ্রাক্ষণা মৎপ্রিয়া
নিত্যং ভ্রাক্ষণা মামকী তত্বঃ । যন্তানর্চয়তে
ভক্ত্যা স মামর্চয়তে সদা ॥ ৯ ॥ যন্তাংস্তোষয়তে

ষড়ধিক শততম অধ্যায়

দেবী কহিলেন,—আপনি একপে অদ্বৈত ব্রহ্ম-
রূপে ঠাঁহার কীৰ্ত্তন করিলেন, তাঁহার যথাযথ পূজা-
বিধি আমার নিকট বলুন । প্রভাসক্ষেত্রে মানবগণ
সেই পরব্রহ্ম বালরূপধর পিতামহকে কিরূপে অর্চনা
করিবে ? তাঁহার অর্চনামন্ত্র কি কি ? বিধান কি ?
তাঁহার পূজক ভ্রাক্ষণই বা কি প্রকার ? তত্রত্য
বিপ্রগণের ক্ষেত্রকলই বা কিরূপে হয়, সেই ক্ষেত্র-
বাসী বিপ্রগণ কতিবিধ ? তাঁহাদের আচার ব্যবহার,
স্বভাব ও রূতিই বা কিপ্রকার ? মহাদেব ! এই সকল
বিবরণ আমার নিকট বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
হে মহাদেবি ! হে প্রস্রপাণ্ডিতে ! সাধু, সাধু, তুমি
একাগ্রমনে এই বিপ্রদৈবতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর ।
ইহা শ্রবণে মানব সকল পাতক হইতেই নিষ্কৃতি
পায় । অগ্নি দেবেশি ! এই আসমুদ্র ভূমণ্ডলে
যাবৎসংখ্যক দ্বিজ অবস্থান করেন, তাঁহারা আমারই
ভূতলই প্রত্যক্ষরূপ । ভ্রাক্ষণেরা প্রত্যক্ষ দেব ;
আর স্বর্গবাসীরা পরোক্ষ দেবতা । ভ্রাক্ষণেরা
নিত্যই আমার প্রিয় এবং তাঁহারা আমার
তত্ব । যে ভক্তি করিয়া তাঁহাদের অর্চনা করে,
সে আমারই নিত্য অর্চনা করিয়া থাকে । ১—৯ ।

ভক্ত্যা স চ মাং পরিতোষয়েৎ ॥ ১০ ॥ হে ব্রাহ্মণাঃ
সোহহমসংশয়ঃ প্রিয়ে তেষর্চিতেষর্চিতোহহং
ভবেয়ম্ । তেষেব তুষ্টেষহমেব তুষ্টো বৈরং চ
তৈর্ধন্ত মমাপি বৈরম্ ॥ ১১ ॥ যশ্চন্দনৈঃ সাগুরুগন্ধ-
মাতৈল্যরভ্যচ্ছয়েচ্ছৈলময়ীং মমার্চ্যাম্ । অসৌ ন মাম-
র্চয়তেহর্চয়ন বৈ বিপ্রার্চনাদর্চিত এব চাহম্ ॥ ১২ ॥
যাবতঃ পৃথিবীমধ্যে চীর্ণবেদব্রতা দ্বিজাঃ । অচীর্ণ-
ব্রতবেদা বা তেহপি পূজ্যা দ্বিজাঃ প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
ন ব্রাহ্মণান্ পরীক্ষেত শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রনিবাসিনঃ ।
সুমহান্ পরিবাদোহস্ত ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষেণে ॥ ১৪ ॥
কাণাঃ খঞ্জাশ্চ কুজাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতাস্থবা ।
সর্ষে শ্রাদ্ধে নিযোজ্যব্যা মিশ্রিতা বেদপারগৈঃ ॥ ১৫ ॥
ব্রাহ্মণা জাতিতঃ পূজ্যা বেদান্ত্যাসান্ততঃ পরম্ ।
ভতোহর্থং হব্যকব্যোষু ন নিন্দ্যা ব্রাহ্মণাঃ কচিৎ ॥ ১৬ ॥
কাণান্ কুষ্ঠাশ্চ কুজাশ্চ দরিদ্রান ব্যাধিতানপি ।
নাবমন্তে দ্বিজান্ প্রাক্তো মম রূপং যতঃ স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥
বহবো হি ন জানন্তি নরা জ্ঞানবহিক্রতাঃ । যথাহং
দ্বিজরূপেণ চরামি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১৮ ॥ মজপান্ ব্রুন্তি

যে বিপ্রান্ বিকর্ম্য কারয়ন্তি চ । অপ্রেষণে প্রেষয়ন্তি
দাসত্বং কারয়ন্তি চ ॥ ১৯ ॥ মৃত্যুস্তান্ করপত্রেণ যমদূতা
মহাবলাঃ । নিকৃন্তন্তি যথা কাষ্ঠং সূত্রমার্গেণ শিল্লিনঃ ॥
২০ ॥ যে চৈবান্ধ্রক্সয়া বাচ্য তর্জয়ন্তি নরাধমাঃ ।
বদন্তি পুরুষং ক্রোধাৎপাদেন নিহনন্তি চ ॥ ২১ ॥
মৃত্যুস্তান্ যমলোকা হি নিহত্য ধরণীতলে । জুর-
পাদেন চাক্রম্য ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ২২ ॥ অগ্নি-
দর্শেণ চ সন্দংশৈর্জিহ্বাসুদুরতে যমঃ । যে হু বিপ্রা-
গ্নিরীকন্তে পাপাঃ পাপেন চক্ষুযা ॥ ২২ ॥ অন্ধ-
গ্যাশ্চ তে বাহা নিত্যব্রহ্মদ্বিবো নরাঃ । তেবাং
ঘোরা মহাকায়া বজ্রতুণ্ডা ভয়ানকাঃ । উদ্ধরন্তি
মূহূর্তেন চক্ষুঃ কাকা যমাজয়া ॥ ২৪ ॥ যন্তাভয়তি
বিপ্রং বৈ ক্তে কুর্ধ্যাদ্ধি শোণিতম্ । অস্থিতঙ্গ
বা কুর্ধ্যাৎপ্রাণৈর্মপি বিযোজয়েৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মণঃ
স তু বিজেয়ো ন তৈশ্চ নিকৃন্তঃ স্মৃত্য । পঞ্চাশৎ-
কোটিসংখ্যেযু নরকেষুপুংসবঃ ॥ ২৬ ॥ স বহুনি
সংস্রাণ বর্ষণি পচ্যতে ভূশম্ । তস্মাদ্বিপ্ৰো বরা-
রোহে নমস্কার্যো নৃভিঃ সদা ॥ ২৭ ॥ অন্নপান-
প্রদানৈস্ত পূজ্যা হি সততং দ্বিজাঃ । সর্ষেষাকৈব

যে ভক্তির সহিত তাঁহাদের পরিতোষ জন্মায়, সে
আমাকেই পরিতুষ্ট করে । প্রিয়ে! আমিই ব্রাহ্মণ-
রূপে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহাদের অর্চনায়
আমারই অর্চনা হইয়া থাকে । তাঁহারা তুষ্ট হইলেই
আমি তুষ্ট; আর তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ করিলেই
আমার দ্বেষ । যে জন চন্দন, অঙ্কুর ও গন্ধ-
মাল্যাদি দ্বারা আমার লিঙ্গার্চনা করে, প্রকৃতপক্ষে
আমাকে তাহার অর্চনা করা হয় না । ফলে
বিপ্রার্চনেই আমি অর্চিত হইয়া থাকি । প্রিয়ে!
এই পৃথিবীমধ্যে বেদব্রত বা অবদব্রত যত বিপ্র
আছেন, সকলেই পূজনীয় । শ্রাদ্ধে ক্ষেত্রবাসী
ব্রাহ্মণদিগকে পরীক্ষা করিতে নাই । ব্রাহ্মণগণের
পরীক্ষা করিলে ক্ষেত্রের মহৎ পরিবাদ হয় । কাণ,
খঞ্জ, কুজ, দরিদ্র ও ব্যাধিত, সকল প্রকার ব্যক্তি-
কেই বেদপারগদিগের সহিত শ্রাদ্ধে নিয়োগ
করিবে । ব্রাহ্মণগণ জাতিমাত্রেই পূজ্য; তদুপরি
বেদান্ত্যাসে আরও পূজ্যতম । অতএব হব্যকব্যাদি
ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণ কখনই নিন্দাই নহেন । প্রজ্ঞ
নর কাণ, কুষ্ঠ, কুজ, দরিদ্র বা রোগগ্রস্ত কোন
প্রকার ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবেন না । কেননা,
তাঁহারাও আমারই স্বরূপ । আমি যে এই পৃথিবীতে
দ্বিজরূপে বিচরণ করি, একথা অনেক অজ্ঞ নর
জানে না । ফলে ব্রাহ্মণেরা আমারই মূর্তিবিশেষ ।

তাঁহাদিগকে যাহারা হিংসা করে, কুকর্ম্য করায়,
অস্থানে প্রেরণ করে, বা দাসত্ব করায়, মরণান্তে
মহাবল যমদূতেরা তাঁহাদিগকে করপত্র দ্বারা ছেদন
করে । তাহাদের সেই ছেদন, সূত্রমার্গে শিল্পীর
কাষ্ঠপাটনের স্তায়ই হইয়া থাকে । যে সকল
নরাধম ব্রাহ্মণদিগকে কর্কশ বাক্যে তর্জন করে,
পুরুষাকরবাক্যে সম্ভাষণ করে, কিম্বা ক্রোধে পদা-
ঘাত করে, যমপুরুষেরা ক্রোধরক্ত-নয়নে কঠোর
পদাঘাতে তাঁহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে আহত করিয়া মৃত্যু-
মুখে পাতিত করে । আর যমরাজ স্বয়ং অগ্নিবর্ণ
সন্দংশ দ্বারা তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করেন ।
যে সকল পাপিষ্ঠ নর বিপ্রগণকে পাপচক্ষে নিরীক্ষণ
করে, তাহারা অন্ধগ্যা, সমাজবাহ ও নিত্য ব্রহ্ম-
শত্রু । তাহাদের অন্ধিযুগল—মহাকায়া, বজ্রতুণ্ড
ভীষণ কাকগণ যমাজায় মূহূর্তমধ্যে উৎকর্ষন করে ।
যে ব্রাহ্মণকে তাড়ন করে তাঁহার শোণিতপাত,
অস্থিতঙ্গ অথবা প্রাণনাশ করে, সে জন ব্রহ্ম
বলিয়াই বিজেয় । তাহার আর নিকৃতি কিছুতেই
নাই । সে ক্রমাগত পঞ্চাশৎ কোটি নরকে বহু
সহস্র বর্ষ পাতিত হয় । অতএব হে বরারোহে!
বিপ্র সকল মানবেরই নমস্কার্য এবং অন্নপানাদি
দানে সর্বদাই পূজনীয় । বিপ্রগণ সমস্ত দানেরই

দানানাং বিপ্রাঃ সর্বেহধিকারিণঃ ॥ ২৮ ॥ নাস্তুঃ
সমর্থো দেবোশ গৃহ্নান যাত্যধমাং গতিম্ । তপসা
পাবিতো দেবি ব্রাহ্মণে ধৃতকিৰিষঃ ॥ ২৯ ॥ ন
সৌদেং প্রতিগৃহ্নানঃ পৃথিবীমহুসাগরাম্ । নাস্তি
কিঞ্চিন্নহাদেবি দৃক্ তং ব্রাহ্মণস্ত তু ॥ ৩০ ॥ যন্ত
স্থিতঃ সদাধ্যাত্মে নিত্যং সম্ভাবভাবিতঃ । ব্রাহ্মণো
হি মহদুতং জন্মনা সহ জায়তে ॥ ৩১ ॥ লোকে
লোকেশ্বর্যচাপি সর্বে ব্রাহ্মণপূজকাঃ । ততস্তারাব-
মন্তেত যদিচ্ছেজ্জীবিতং চিরম্ ॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
কুপিতা হনু্যর্ভগ্নীকুৰ্যুঃ স্বতেজসা । লোকানন্তান-
স্বজেষু লোকপালাস্তথাপরান ॥ ৩৩ ॥ অপেয়ঃ
সাগরো যৈশ্চ কৃতঃ কোপান্নহাস্তভিঃ । যেযাং
কোপান্নিরদ্যপি দণ্ডকু নোপশাম্যতি ॥ ৩৪ ॥ এতে
স্বর্গস্ত নেতারো দেবদেবাঃ সনাতনাঃ । এতিশ্চাপি
কৃতঃ পশু দেবযাত্নাঃ স উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥ তে
পূজ্যাস্তে নমস্কার্যাস্তেব সর্বাঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । কে
বৈ লোকানিমান সর্বান পারয়ন্ত পরম্পরম্ ॥ ৩৬ ॥
গৃচস্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ । বিদ্যা-

ভ্রাতা ব্রতব্রাতা অনপাশ্রিত্য জীবিনঃ ॥ ৩৭ ॥ আশা
বিষা ইব ক্রুদ্ধা উপচর্যা হি ব্রাহ্মণাঃ । তপসা
দীপ্যমানাস্তে দহেয়ুঃ সাগরানপি ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্ম-
ণেষু চ তুষ্টিষু তুবাঙ্গে সর্বদেবতাঃ । তে গতিঃ
সর্বভূতানামধ্যাত্মগতিচিন্তকাঃ ॥ ৩৯ ॥ আদিমধ্যা-
বসানানাং জ্ঞানানাং ছিন্নসংশয়াঃ । পরাপরবিশেষজ্ঞা
নেতারঃ পরমাং গতিম্ । অবধ্যা ব্রাহ্মণাস্তস্মাৎ
পাপেষুপি রতাঃ সদা ॥ ৪০ ॥ যন্ত সর্বমিদং হস্তাদ্-
ব্রাহ্মণং চাপি তৎসমম্ । সৌহার্যিঃ সৌহার্কৌ মহাতেজা
বিষং ভবতি কোপিতঃ ॥ ৪১ ॥ ভূতানামগ্রহুধিপ্ৰো
বর্ণশ্রেষ্ঠঃ পিতা গুরুঃ । ন হৃদতে ন ব্যাধতে ন বিন-
শ্চতি কর্হিচিৎ ॥ ৪২ ॥ বরিতমগ্নিহোত্রাক্ষি ব্রাহ্মণস্ত মুখে
হৃতম্ । বিপ্রাণাং বপুশাশ্রিত্য সর্বাস্তিষ্ঠতি
দেবতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অতঃ পূজ্যাস্ত তে বিপ্রা অলাভে
প্রতিমাদয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা
ব্রাহ্মণো মম দৈবতম্ । প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথায়ি-
দৈবতং মহৎ ॥ ৪৫ ॥ অশানেষুপি তেজস্বী পাবকো
নৈব দৃশ্যতি । হব্যকব্যব্যপেতোহপি ব্রাহ্মণো নৈব
দৃশ্যতি ॥ ৪৬ ॥ মহাপাতকবর্জ্যঃ হি পূজ্যো বিপ্রো

একমাত্র অধিকারী । অস্ত্র কেহই দানাধিকারী
নহে । ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি দানগ্রহণে অধমগতি
প্রাপ্ত হয় । দেবি ! তপঃপূত ব্রাহ্মণ নিত্যই নিম্পাপ
তিনি এই সাগরাস্ত্রা সমগ্র ধরা গ্রহণ
করিয়াও অবসন্ন হইবার নহেন । হে মহা-
দেবি ! যে ব্রাহ্মণ সদা সম্ভাবভাবনায় নিত্যই
অধ্যায়শিষ্ট, তাঁহার আর দৃকুত কিছুই নাই ।
ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই মহাপ্রাণ । এ লোকে
লোকেশ্বরগণও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে । অতঃ
এব দীর্ঘ জীবনেচ্ছু নয় ব্রাহ্মণকে কখনই অবজ্ঞা
করিবেন না । ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে স্বতেজে
সকলকেই হত ও ভস্মীভূত করিতে পারেন । এমন
কি অস্ত্র লোক এবং অপর লোকপালদিগকেও
তাঁহারা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । যে
মহাত্মগণ কোপ করিয়া সাগরকে অপেয় করিয়া-
ছেন, তাঁহাদের কোপান্নি অদ্যপি দণ্ডকারণ্যে উপ-
শান্ত হয় নাই, এই সেই ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গনেতা
সনাতন দেবদেব । ইহারা যে পশু নির্দেশ করিয়া-
ছেন, তাহাই দেবযান নামে নিরুক্ত হইয়াছে ।
অতএব তাঁহারা পূজ্য, তাঁহারা নমস্কার্য এবং
তাঁহারা সকলের প্রতিষ্ঠা । এই লোক সকল
পরম্পর তাঁহারা ধারণ করিয়া আছেন । গৃচ
স্বাধ্যায়তপাঃ শংসিতব্রত বিদ্যাব্রতভ্রাতা, স্বাধীন-

গতি ব্রাহ্মণগণ জুর হইলে আশীবিষবৎ দেদীপ্য-
মান । অতএব ব্রাহ্মণ সর্বদাই উপচার-
যোগ্য হইয়া থাকেন । তপোদীপ্ত ব্রাহ্মণ সাগর-
দহনেও সক্ষম । তাঁহারা তুষ্ট হইলে সর্ব দেবই
তুষ্ট হইয়া থাকেন । অধ্যাত্মগতিদর্শী ব্রাহ্মণেরাই
সর্বভূতের গতি । সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়তবে
অভিজ্ঞ, অসন্দিগ্ধ, পরাপরদর্শী, সর্বনেতা ব্রাহ্মণ-
গণই পরম গতি । অতএব ব্রাহ্মণ পাপাসক্ত হইলেও
নিত্য অবধ্য ॥ ১০—৪০ ॥ এই সমস্ত জগৎকেও এক-
মাত্র ব্রাহ্মণকে যে বিনষ্ট করে, তাহার পক্ষে উক্ত
উভয় নাশই তুল্য হইয়া থাকে । কেননা, কোপিত
ব্রাহ্মণ মহাতেজা অগ্নি, অর্ক ও সূর্য বিষম্বরূপে
প্রতিভাত হন । ব্রাহ্মণই সর্ব প্রাণীর অগ্রভোক্তা,
পিতা, ও বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু । তিনি হৃদিত, ব্যথিত,
বা বিনষ্ট কখনই হইবার নহেন । ব্রাহ্মণের মুখে
হোম অগ্নিহোত্র হইতেও বরিত । বিপ্রগণের
বপু আশ্রয় করিয়াই সর্বদেব অধিষ্ঠিত । অতএব
বিপ্রগণই পূজ্য ; অলাভে তাঁহাদের প্রতিমাদিও
পূজনীয় । ব্রাহ্মণ অবিদ্য হউন আর সবিদ্যাই হউন,
প্রণীত বা অপ্রণীত অগ্নি যেমন মহাদৈবত
তেমনি তিনিও মম দৈবত । তেজস্বী পাবক অশানে
থাকিলেও তুষ্ট হন না । এইরূপ হব্যকব্যযুক্ত

বরাননে। সৰ্ব্বথা ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ সৰ্ব্বথা দৈবতং
মহৎ। তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন রক্ষেনাপদগতঃ দ্বিজম্।
৪৭। এবং বিপ্রা মহাদেবি পূজ্যাঃ সৰ্বত্র মানবৈঃ।
কিং পুনঃ সঞ্জিতাঙ্গানো বিশেষ্যৎ ক্ষেত্রবাসিনঃ।
৪৮। অথ ক্ষেত্রস্থিতানাঞ্চ চতুরাশ্রমবাসিনাম্।
বিপ্রাণাং বৃত্তিতে ভেদঃ প্রবক্ষ্যাম্যানুপূৰ্ব্বশঃ।
৪৯। ক্ষেত্রস্থ সন্ন্যাসবিধিঃ যে জানন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
বৃত্তিতেদং ক্রমাচ্চৈব তে ক্ষেত্রকলভাগিনঃ। ৫০।
যথা ক্ষেত্রে নিবসতা বৰ্ত্তিতব্যং দ্বিজাতিনা। প্রাজা-
পত্যাদিতেদেন তৎ শৃণু স্বঃ বরাননে। ৫১। প্রাজা-
পত্যা মহীপালাঃ কপোতা গ্রন্থিকাস্থথা। কুটিকা-
শাখ বৈতালঃ পদ্মহংসা বরাননে। ৫২। ধূতরাষ্ট্রা
বকাঃ কক্কা গোপালাশ্চৈব ভামিনি। কটিকা মঠরা-
শ্চৈব শুটিকা দণ্ডিকাঃ পরে। ৫৩। ক্ষেত্রস্থানামিমে
ভেদা বৃত্তিঃ তেষাং শৃণু চ। ৫৪। অহিংসা
শুক্লশ্রবণা স্বাধ্যায়ঃ শৌচসংযমঃ। সত্যমন্তেয়মে-
তন্নি প্রাজাপত্যং ব্রতং স্মৃতম্। ৫৫। ক্ষয়পুষ্ট্যর্থ-
বিদ্বেষকৰ্ম্মভিঃ শাস্তিকাদিভিঃ। পালয়ন্তি মহী-

মহান্নাহীপালাস্ততঃ স্মৃতাঃ। ৫৬। পতিতা যে কণা
ভূমৌ সংহরন্তি কপোতবৎ। উচ্ছ্রাভ্যাজীবনং তেষাং
কপোতান্তে তু সাধকাঃ। ৫৭। গৃহঃ কক্কা তু
সদৃশঃ। সহসৈব তাজন্তি যে। কুটিকাঃ সাধ-
কান্তে বৈ শিবান্নাধনতৎপরঃ। ৫৮। তীর্থাসক্তাঃ
সপত্নীক। যথালক্ষোপজীবিনঃ। মহাসাহসযুক্তান্তে
বৈতালগণা সাধকাঃ। ৫৯। সংযতাঃ কামনাসক্তা
রাজ্যকৰ্ম্মার্থসাধকাঃ। পদ্মাস্তে সাধকাঃ খাতা
ভিক্ষার্চ্যারতাঃ সদা। ৬০। জ্ঞানযোগসমায়ুক্তা
বৈতচাররতাশ্চ যে। হংসান্তে সাধকা খাতাঃ
স্বয়মুৎপন্নসংবিদঃ। ৬১। ব্রহ্মচর্য্যেণ সন্বেন তথা-
লুকতয়পি বা। জিতং জগদ্ধারয়ন্তো ধূতরাষ্ট্রা
মতান্তে। ৬২। গৃঢ়াশ্রয়ন্তি যে জ্ঞানঃ ব্রতঃ
ধৰ্ম্মমথাপি বা। স্বার্থেকাগতনিষ্ঠাশ্চ বকান্তে সাধকা
মতাঃ। ৬৩। জলাশ্রয়ঃ সমাশ্রিত্য স্থিতা উৎকৃষ্ট-
সিদ্ধয়ে। বিসৃজ্যটিকান্নারান্তে কক্কাঃ সাধকাঃ
স্মৃতাঃ। ৬৪। গোভিঃ সার্কঃ ব্রহ্মসূত্র গোষ্ঠে চ
নিবসন্তি যে। পঞ্চগব্যরসা যে বৈ গোপালাস্তে তু
সাধকাঃ। ৬৫। কচ্ছচান্নায়গৈশ্চৈব ক্ষপয়ন্তি স্বয়ং
বপুঃ। কটিমাশ্রয়নান্তে তু কটিকাঃ সাধকা মতাঃ।

ব্রাহ্মণও দোষাইই নহেন। অগ্নি বরাননে! একমাত্র
মহাশক্তকৌ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিপ্রই পূজ্য।
কলে ব্রাহ্মণগণ সৰ্বপ্রকারেই পূজনীয় এবং তাঁহা-
রাই পরম দৈবত। অতএব সকল প্রকার যত্ন
করিয়া আপন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা কর্তব্য। হে
মহাদেবি! এইরূপে বিপ্রগণ সৰ্বত্রই মানবগণের
পূজ্য। তাহাতে ঐহারা ক্ষেত্রবাসী জিতাঙ্গ
ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের পূজ্যত্বসম্বন্ধে আর কি বলিব?
তাঁহারা বিশেষরূপেই পূজনীয়। যাহা হউক,
এক্কে চতুরাশ্রমবাসী ক্ষেত্রস্থ বিপ্রগণের
বৃত্তিতেদ কীৰ্ত্তন করিতেছি। যে সকল দ্বিজাতি
ক্ষেত্রসন্ন্যাসবিধি ও ক্ষেত্রবাসীদিগের ক্রমিক
বৃত্তিতেদ অবগত হন, তাঁহারাষ্ট্র ক্ষেত্রকলভাগী
হইয়া থাকেন। হে বরাননে! ক্ষেত্রবাসী
দ্বিজাতিতে যেৰূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া
থাকিতে হয়, আমি তাহা প্রাজাপত্যাদিতেদে বলি-
তেছি শ্রবণ কর। প্রাজাপত্য, মহীপাল, কপোত,
গ্রন্থিক, কুটিক, বৈতাল, পদ্মহংস, ধূতরাষ্ট্র, কাক,
কক্ক, গোপাল, কটিক, মঠর, শুটিক, ও দণ্ডিক—
ক্ষেত্রস্থ বিপ্রগণ এই সকল বিভিন্ন নামে বিভক্ত।
এক্কে তাঁহাদের বৃত্তি কি তাহা শ্রবণ কর। ঐহারা
প্রাজাপত্য—অহিংসা, শুক্লশ্রবণা, স্বাধ্যায়, শৌচ,
সংযম, সত্য, ও অস্তেয়, এই সকলই তাঁহাদের

ব্রত। ঐহারা ক্ষয়, পুষ্টি, অর্থ, ও বিদ্বেষকর কৰ্ম্ম
এবং শাস্তিকাদি দ্বারা মহীপালন করেন, তাঁহারা
মহীপালশ্রেণীর অন্তর্গত। ঐহারা তুপতিত শস্ত-
কণা উত্তোলন করিয়া কপোতবৎ জীবিকাযাপন
করেন, তাঁহারাষ্ট্র কপোতসাধক। ঐহারা গৃহ নির্মাণ
করিয়া বাস করেন, তাঁহারা সদৃশ। ঐহারা সেই
গৃহ সহসা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা কুটিক, ও
শৈব সাধক। ঐহারা তীর্থাসক্ত, সপত্নীক, যথা-
লক্ষোপজীবী, ও মহাসাহসিক, তাঁহারা বৈতাল
সাধক। ঐহারা সংযত, কামনাসক্ত, ভিক্ষার্চ্যারত,
তাঁহারা পদ্ম সাধক। ঐহারা জ্ঞানযোগী, অদ্বৈতবাদী,
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান, তাঁহারাষ্ট্র হংসসাধক। ঐহারা ব্রহ্ম-
চর্য্য, সত্য, ও অলোভ দ্বারা জগৎ জয় করিয়া ধারণ
করেন, তাঁহারা ধূতরাষ্ট্র সাধক। ঐহারা গোপনে
জ্ঞান-ব্রত-ধর্ম্মার্জন করেন, ও স্বার্থসাধনে
একনিষ্ঠ থাকেন, তাঁহারা বক সাধক। ঐহারা
উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভার্থ জলাবাসে অবস্থিত এবং
মৃগাল ও শৃঙ্গটিক আহারে নিরত, তাঁহারা
কক্কসাধক। ঐহারা গোগণসহ গমন করেন,
গোষ্ঠে বাস করেন ও পঞ্চগব্যরস পান করেন,
তাঁহারা গোপালসাধক। ঐহারা কচ্ছচান্নায়ন দ্বারা

। কুশা কুশময়ীঃ পত্নীং মঠে যে গৃহমেধিনঃ ।
 বৃত্তিরতাঃ শুদ্ধা মঠরাস্তে তু সাধকাঃ ॥ ৬৭ ॥
 গ্রাসমাত্রসমানাভিষ্ঠটিকাভিরথাষ্টভিঃ । কন্দমূল-
 কলোখাভিষ্ঠটিকাভিঃ দ্বিজাতযঃ ॥ ৬৮ ॥ স্বদেহ-
 দণ্ডনৈষুজ্ঞা রাত্রৌ বীরাসনেস্থিতাঃ । দণ্ডনস্তে সমা-
 থ্যাতাঃ সর্বমেতত্ত্ববোধিতম্ ॥ ৬৯ ॥ সামান্তোহপি
 বিশেষশ্চ বৃত্তিনো গৃহিণোহপি বা । তেষাং ভেদো
 মধ্যা থ্যাতাঃ সম্যক্ ক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ॥ ৭০ ॥ এবমাদি-
 ধর্মযুক্তাঃ প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ । তৈঃ পূজ্যো ভগ-
 বান্ দেবো বালরূপী পিতামহঃ ॥ ৭১ ॥ মহাপাত-
 কিনো যে তু যে তু বিপ্রব্রাহ্মণাঃ । ন চ তে
 সংস্পৃশেয়ুর্দৈব ব্রাহ্মণঃ বালরূপিনম্ ॥ ৭২ ॥ ব্রহ্ম-
 চারী সদা দ্বাস্তো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । এবং
 তে ব্রাহ্মণাঃ থ্যাতাঃ ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ ॥ ৭৩ ॥ তৈঃ
 পূজ্যো ভগবান্ দেবৌ বালরূপী পিতামহঃ । যে
 বেদাধ্যয়নযুক্তাস্তে প্রপূজ্যঃ পিতামহঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে ব্রাহ্মণপ্রশংসাবর্ণনং নাম ষড়ধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

নিজ কলেবর কীর্ণ করেন এবং ক্রটিকালমাত্র
 আহার করেন, তাঁহার ক্রটিকসাধক । ষাঁহার
 কন্দ-মূল-কলজাত গ্রাসমাত্র অষ্ট গুটিকা দ্বারা
 নিজের বৃত্তি বিধান করেন, তাঁহার গুটিকসাধক ।
 আর ষাঁহার রাজ্রিমোগে বীরাসনে অবস্থিত হইয়া
 স্বদেহ-দণ্ডনে যোগাসক্ত, তাঁহারই দণ্ডী সাধক বলিয়া
 বিখ্যাত । ষাঁহার সামান্ত বা বিশেষ বৃত্তি-সম্পন্ন,
 ক্ষেত্রবাসী গৃহমেধী বা উদাসী, তাঁহাদের এই ভেদ-
 বার্তা তোমার নিকট সকলই कहিলাম । প্রভাস-
 ক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণেরাও ঐরূপ ধর্মযুক্ত এবং
 তাঁহাদের দ্বারাই বালরূপধর ভগবান্ পিতামহ
 নিত্যপূজ্য । ষাঁহার মহাপাতকী বা বিপ্রসমাজ
 হইতে বহিষ্কৃত, তাহার কদাচ বালরূপী ব্রাহ্মকে
 স্পর্শ করিবে না । যিনি ব্রহ্মচারী, নিত্যদাস্ত,
 জিতক্রোধ, ও জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারই তিনি স্পৃষ্ট ।
 প্রভাসক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা ঐরূপই গুণসম্পন্ন ।
 তাই বালরূপধর ভগবান্ ব্রাহ্মা তাঁহাদেরই পূজ্য ।
 বস্তুতঃ বেদাধ্যয়নযুক্ত ব্রাহ্মণগণেরই পিতামহ
 পূজনীয় । ৪১—৭৪ ।

ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৬ ।

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ পূজাবিধানং তে কথয়ামি
 সমাসতঃ । ভক্তিতেদান্ পৃথক্ তস্মৈ ব্রাহ্মণো বাল-
 রূপিনঃ ॥ ১ ॥ রথযাত্রাবিধানন্ত স্তোত্রমন্ত্রবিধিক্রমম্ ।
 বিবিধা ভক্তিরুদ্ভিষ্টা মনোবাচ্চায়সম্ভবাঃ ॥ ২ ॥
 লৌকিকৌ বৈদিকৌ চাপি ভবেদাধ্যাত্মিকৌ তথা ।
 ধ্যানধারণয়া যা তু বেদানাং শ্রবণেন চ । ব্রহ্ম-
 জীতিকরী চৈবা মানসৌ ভক্তিরূচ্যতে ॥ ৩ ॥ মন্ত্র-
 বেদনম্ভ্যায়ৈরগ্নিষ্মাদ্বিধানকৈঃ । জ্যোতিষ্যচারণ্য-
 কৈশ্চৈব বাচিকৌ ভক্তিরূচ্যতে ॥ ৪ ॥ অতোপবাস-
 নিয়মৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিগ্নিনিরোধিভিঃ । কৃচ্ছ্রসান্তপনৈশ্চাস্তৈ-
 স্তথা চান্নায়ণাদিভিঃ ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মোক্তৈশ্চোপবাসৈশ্চ
 তথাস্তৈশ্চ শুভব্রতৈঃ । কাষিকৌ ভক্তিরাত্ম্যাতা
 ত্রিবিধা তু দ্বিজয়নাম্ ॥ ৬ ॥ গোমুতকীরদধিভি-
 র্শিখিক্ষুসুকুশোদকৈঃ । গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈর্বস্ত্রি-
 শ্চোপপাদিভিঃ ॥ ৭ ॥ স্তবগুণ্ডলধূপৈশ্চ কৃষ্ণগুরু-
 মুগন্ধিভিঃ । ভূষণৈর্হেমময়ভূষাশ্চিহ্নাভিঃ অগ্ৰভি-
 রেব চ ॥ ৮ ॥ স্তাটৈঃ পরিসরেঃ স্তোত্রৈঃ পতাকাভি-
 স্তথোৎসবৈঃ । নৃত্যবাদিত্রীগীতৈশ্চ সর্ববস্ত্রপ-
 হারকৈঃ ॥ ৯ ॥ তক্ষ্যভোজ্যাম্রপানৈশ্চ যা পূজা

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর कहিলেন,—অনন্তর সংক্ষেপে পূজাবিধান
 বলিতেছি । ভক্তিতেদে বালরূপী ব্রাহ্মার পৃথক্
 পৃথক্ পূজাবিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে । রথযাত্রাবিধি,
 স্তোত্রমন্ত্রবিধি, এবং মন, বাচ্চ, কায়জ, লৌকিকৌ-
 বৈদিকৌ ও আধ্যাত্মিকৌ ভক্তি তদীয় পূজাবিধানে
 প্রশস্ত । ধ্যান, ধারণা ও বেদশ্রবণ দ্বারা যে
 ব্রহ্মজীতিকরী ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মানসী;
 মন্ত্র, বেদবচন, নমস্কার, হোম, ষ্মাদ্বিধি, ও
 আরণ্যকপাঠ দ্বারা যে ভক্তি, তাহা বাচিকী; ব্রত,
 উপবাস, নিয়ম, মনোজয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, কৃচ্ছ্র-সান্ত-
 পন, অস্তান্ত চান্নায়ণ, এবং ব্রহ্মোক্ত উপবাস, ও
 অপরাপর শুভ ব্রতাদি দ্বারা যে ভক্তির উদ্বেক
 হয়, তাহা কাষিকী ভক্তি বলিয়া নির্দিষ্ট । ব্রাহ্মণ-
 গণের এই ত্রিবিধ ভক্তিই প্রশস্ত । দধি, হুস্ত,
 কীর, মধু, ইক্ষু, কুশোদক, বিবিধ স্তবপুংসর
 গন্ধমাল্য, স্তব, গুণ্ডল, ধূপ, গন্ধদ্রব্য, হেমময়ভূষা
 ভূষণ, বিচিত্র শ্রক্, সুবিস্তৃত মোক্তিকমালা, নানা
 স্তোত্র, পতাকা, উৎসব ব্যাপার, তৌধ্যাত্মিক, সর্ব-
 বিধ বস্ত্র উপহার, এবং তক্ষ্য ভোজ্য ও অন্ন-

ক্রিয়তে নরৈঃ । পিতামহঃ সমুদ্ভিষ্ট সা ভক্তি-
লৌকিকী মতা ॥ ১০ ॥ বেদমন্ত্রহবির্ভাগৈঃ ক্রিয়া যা
বৈদিকী স্মৃতা ॥ ১১ ॥ দর্শে চ পৌর্ণমাস্তাঞ্চ কর্তব্যং
চাগ্নিহোত্রজম্ । প্রাণনং দক্ষিণাদানং পুরোডাশ
ইতি ক্রিয়া ॥ ১২ ॥ ইষ্টিধৃতিঃ সোমপানং যজ্ঞিযং
কর্ম সর্বশঃ । ঋগযজুঃসামজাপ্যানি সংহিতাধ্যয়
নানি চ । ক্রিয়ন্তে ব্রহ্মাণমুদ্ভিষ্ট সা ভক্তিবৈদিকো-
চ্যতে ॥ ১৩ ॥ প্রাণায়ামপয়ো নিত্যং ধ্যানবান
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । ভৈক্যভকৌ ব্রহ্মী চাপি সর্ব-
প্রত্যাহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ ধারণং হৃদয়ে কৃদ্বা ধ্যানমানঃ
প্রজেষ্বরম্ । হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীনং রক্তবর্ণং সুলোচ-
নম্ ॥ ১৫ ॥ পশুসুদোষাতিতমুখং ব্রহ্মাণং স্মৃকটী-
ভটম্ । রক্তবর্ণং চতুর্দ্বারং বরদাভয়হস্তকম্ । এবং
যশ্চিহ্নয়েদেবং ব্রহ্মভক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ বিধিঞ্চ
শৃণু মে দেবি য স্মৃতঃ ক্ষেত্রবাসিনাম্ ॥ ১৭ ॥ নির্ম্ময়া
নিরহঙ্কারাঃ নিঃসঙ্গা নিস্পরিগ্রহাঃ । চতুর্দ্বারৈঃ প
নিঃস্নেহাঃ সমলোষ্ট্রাশ্রকাকনাঃ ॥ ১৮ ॥ ভূতানাং
কর্ম্মভিনিহত্যং ত্রিবিধৈরভয়প্রদাঃ । প্রাণায়ামপর্য
নিত্যং পরধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ১৯ ॥ জাপিনঃ শুচয়ো
নিত্যং যতিধর্ম্মক্রিয়াপরায়ণাঃ । সাঙ্খ্যযোগাবিধিজ্ঞা য়ে

পানাদি দ্বারা ব্রহ্মার উদ্দেশে নরগণ যে পূজা করে,
তাহা লৌকিকী ভক্তি । বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
হবিরাহুতি প্রদানে যে ক্রিয়া করা হয়, তাহার নাম
বৈদিকী ভক্তি । দর্শে ও পৌর্ণমাসীতে অগ্নিহোত্র,
প্রাণন, দক্ষিণাদান, পুরোডাশ, ইষ্টি, ধৃতি, ও
সোমপানাদি সমস্ত যজ্ঞীয় কর্ম্ম এবং ঋক্ যজুঃ
ও সামমন্ত্রজপ ও সংহিতা অধ্যয়ন কর্তব্য ।
ব্রহ্মোদ্দেশক এই সকল ক্রিয়ার নামই বৈদিকী ভক্তি
বলিয়া উক্ত হইয়াছে । নিত্য প্রাণায়াম, ধ্যান,
ইন্দ্রিয়জয়, ভিক্ষাশন, ব্রত, সর্ব বিষয় হইতে সর্ব
ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার, হৃদয়ে ধারণান্তে ব্রহ্মাকে ধ্যান,
এবং হৃৎপদ্মকর্ণিকাসীন, রক্তবর্ণ, সুলোচন, উজ্জ্বল-
বদন, স্মৃকটিভট, বরদাভয়হস্ত, চতুর্দ্বার ব্রহ্মাকে
দর্শনপূর্বক যে যতি ব্যক্তি তাঁহাকে চিন্তা করেন,
তিনি ব্রহ্মভক্ত বলিয়া পরিব্যক্ত হইয়া থাকেন ।
হে দেবি । এক্ষণে ক্ষেত্রবাসীদিগের প্রসিদ্ধ বিধি
আমার নিকট শ্রবণ কর । ক্ষেত্রবাসী নিয়ত ব্রহ্ম-
পূজারত বিপ্রগণ নির্ম্ময়, নিরহঙ্কার, নিঃসঙ্গ,
নিস্পরিগ্রহ, চতুর্দ্বারৈঃ নিঃস্নেহ, লোষ্ট্র প্রস্তর ও
কাঞ্চনে সমবন্ধি, ত্রিবিধ কর্ম্মে নিত্য ভূতগণের
অভয়প্রদ, নিত্য প্রাণায়ানরত, পরমাত্মধ্যাননিষ্ঠ,

ধর্ম্মবিচ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মপূজারতা নিত্যং তে
বিপ্রা ক্ষেত্রবাসিনঃ । তৈর্যথা পূজনীয়ো বৈ বাল-
রূপী পিতামহঃ ॥ ২১ ॥ তথাহং কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণু-
ষৈকমনাঃ প্রিয়ে । স্নাত্বা তু বিমলে তীর্থে শুক্লাদ্রব-
ধরঃ শুচিঃ । পূজোপহারসংযুক্তস্ততো ব্রহ্মাণমর্চ-
য়েৎ ॥ ২২ ॥ পূর্বঃ সংস্রাপা বিধিনা পঞ্চামৃতরসো-
দরৈকঃ । গোমূত্রং গোময়ং কীরং দধি সর্পিঃ কুশো-
দকম্ ॥ ২৩ ॥ গায়ত্র্যা গৃহ গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি
গোময়ম্ । আপ্যায়ন্তেতি চ কীরং দধিক্রাবণেতি বৈ
দধি ॥ ২৪ ॥ তেজোহসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্ত
ত্রা কুশোদকম্ । আপোহিষ্টেতি মস্ত্রেণ পঞ্চগব্যেন
স্রাপয়েৎ ॥ ২৫ ॥ কপিলাপঞ্চগব্যেন কুশবারিষ্মুতেন
চ । স্রাপয়েন্নয়নপুতেন ব্রহ্মনামং হি তৎস্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥
বর্ষকোটিসহস্রৈশ্চ যৎপাপং সমুপার্জিতম্ । সুর-
জ্যোষ্ঠং তু সংস্রাপা দতেৎ সর্বং ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥
এবং সংস্রাপা বিধিনা ব্রহ্মাণং বালরূপিণম্ । কর্পূ-
রাশুক্তলোদয়েন ততঃ সংস্রাপয়েদ্ভিজ্জঃ ॥ ২৮ ॥ এবং
কুহার্চয়েদেবং গায়ত্রীস্তাসযোগতঃ । মূর্ধ্নঃ পাদ-
তলং যাবৎ প্রণবং বিস্ত্রসেদবুধঃ ॥ ২৯ ॥ তকারং
বিস্ত্রসেন্নৃক্কি সকারং মুখমণ্ডলে । বিকারং কণ্ঠ-

জপশীল, শুচি, যতিধর্ম্মক্রিয়াতৎপর, সাঙ্খ্যযোগ-
বিধিজ্ঞ, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে ছিন্নসংশয় । তাঁহাদের
নিকট বালরূপী পিতামহ যেরূপ পূজনীয় হন, আমি
তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি—প্রিয়ে । একমনে শ্রবণ
কর । ব্রহ্মাণ বিমল তীর্থেদিকে স্নান করিয়া শুক্লা-
দ্রবধর শুচি হইয়া পূজোপহার অয়োজনপূর্বক
ব্রহ্মাকে অর্চনা করিবে ১১—২২ । পঞ্চামৃত ও পঞ্চ-
গব্য দ্বারা যথাবিধি স্নান করাইবে । গায়ত্রী দ্বারা
গোমূত্র, ‘গন্ধদ্বারেতি’ গোময়, ‘আপ্যায়ন্তেতি’ কীর,
‘দধিক্রাবণেতি’ দধি, ‘তেজোহসীতি’ স্মৃত, ‘দেবস্ত-
ত্রা’ কুশোদক, এবং ‘আপোহিষ্টেতি’ মস্ত্রে পঞ্চ-
গব্য দ্বারা স্নান করাইবে । কপিলার পঞ্চগব্য
কুশবারিষ্মুত ও মস্ত্রপুত করিয়া তদ্বারা স্রপনই ব্রহ্ম-
স্নান বলিয়া নির্দিষ্ট । নর সুরজ্যোষ্ঠকে স্নান করা-
ইয়া সহস্রবর্ষার্জিত পাপও নিঃসন্দেহে দগ্ধ করিয়া
থাকে । এইরূপে বিধিপূর্বক বালরূপী ব্রহ্মাকে
স্নান করাইয়া পরে কর্পূর ও অশুক্রযুক্ত জলে পুনঃ
স্নান করাইবে । এইরূপ স্নানকার্য্যের পর গায়ত্রী
স্তাসপূর্বক সুরজ্যোষ্ঠের পূজা করিতে হইবে ।
বিধিজ্ঞ ব্যক্তি মস্তক হইতে পাদতল পর্য্যন্ত স্তাস
করিবেন । মস্তকে ‘ত’, মুখমণ্ডলে ‘স’, কণ্ঠে ‘বি’,

দেশে তু তুকারং চাঙ্গসন্ধিষ্ । ৩০ ॥ বকারং হৃদি
মধ্যে তু রেকারং পার্শ্বমোর্ধন্যে । নিকারং দক্ষিণে
কুল্লো মকারং বামসংজ্ঞিতে । ৩১ ॥ তকারং কটি
নাভিস্থং গোকারং পার্শ্বমোর্ধন্যে । দেকারং জাহ্নু-
নোর্ধাশ্চ বকারং পাদপদ্ময়োঃ । ৩২ ॥ স্ত্রকারমক্ষ-
ঠমোর্ধাশ্চ ধীকারমুরসি স্তসেৎ । মকারং জাহ্নু-
মূলে তু হিকারং শুভ্রমগ্নিতম্ । ৩৩ ॥ ধিকারঞ্চ
হৃদয়ে স্ত্রাশ্চ যোকারং চাধরোষ্ঠকে । যোকারঞ্চ
তথৈবান্তমুত্তরোষ্ঠে স্তসেৎ সুধীঃ । ৩৪ ॥ নকারঃ
নাসিকাগ্রে তু প্রকারং নেত্রমগ্নিতম্ । চোকারঞ্চ
ক্রবোর্ধ্বাধে দকারং প্রাণমগ্নিতম্ । ৩৫ ॥ য়ংকারঞ্চ
ললাটাগ্রে বিস্তাসেদে স্তুরেশ্বরী । স্তাসং কুহাশ্রমে
দেহে দেবে কুর্ধ্যাত্তথা প্রিয়ে । ৩৬ ॥ সর্বোপহার-
সম্পন্নং কৃত্বা সমাভিনরীক্ষয়েৎ । কুঙ্কমাগুরুকর্পূর-
চন্দনেন বিমিশ্রিতম্ । ৩৭ ॥ গন্ধতোয়ৈকপঙ্কত্যা
গায়ত্র্যা প্রণবেন চ । প্রোক্ষয়েৎ সর্বজব্যাণি
পশ্চাদর্চনমারভেৎ । ৩৮ ॥ দিবে্যঃ পুৈঃ সুগ-
ন্ধৈশ্চ মালতীকমলাদিভিঃ । অশোটৈঃ শতপত্রৈশ্চ
বকুলৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ । ৩৯ ॥ কৃষ্ণাংকরুপুপেন
ঘৃতদোপৈস্তথোত্তমৈঃ । ততঃ প্রদাপয়েত্তত্র নৈবেদ্যং
বিবিধং ক্রমাৎ । ৪০ ॥ খণ্ডলডুকজীবেষ্টকাসা-
রাশোকপল্লবৈঃ । স্বস্তিকোল্লিপিকাতৃক্ষাতিলবেষ্ট-
কিলাটিকাম্ । ৪১ ॥ ফলানি চৈব পল্লানি মূল-

মজ্জেন দাপয়েৎ । ঋষেদঞ্চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ
পূজয়েৎ । ৪২ ॥ জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং ধর্ম্যং
সম্পূজয়েদ্বিবঃ । ঈশানাদিক্রমাদেবি দিশানু
বিদিশানু চ । ৪৩ ॥ চতুর্দশবিদ্যাস্থানানি ব্রহ্ম-
ণোহগ্রে প্রপূজয়েৎ । হৃদয়ানি ততো স্ত্রাশ্চ দেবস্ত
পুরতঃ ক্রমাৎ । ৪৪ ॥ আপোহিঠেতি ঋগিযং
হৃদয়ং পরিকীর্তিতম্ । ঋতং সত্যং শিখা প্রোক্তা
উহত্যং নেত্রমাদিশেৎ । ৪৫ ॥ চিত্রং দেবানা-
মিত্যেবং সর্বলোকেষু বিস্তৃতম্ । ব্রহ্মাস্তে ছাদয়া-
মীতি কবচং সমুদাহৃতম্ । ৪৬ ॥ ভূর্ভুবঃ স্বরি-
তোরেশপূজনং পরিকীর্তিতম্ । গায়ত্র্যা পূজয়ে-
দেবমোক্তারেণাভিমন্ত্রিতম্ । ৪৭ ॥ প্রণবেনাপরানু
সর্বানুগ্ধেদাদৌ প্রপূজয়েৎ । গায়ত্রী পরমো মন্ত্রো
বেদমাতা বিভাবরী । ৪৮ ॥ গায়ত্র্যাকরতবেশ্চ
ব্রহ্মাণং যজ্ঞ পূজয়েৎ । উপোষ্য পঞ্চদশাং তু স
যাতি পরমং পদম্ । ৪৯ ॥ .সংসারসাগরং ঘোর-
মুত্তিতীর্ষুর্বিজ্ঞো যদি । প্রভাসে কার্তিকে মাসি
ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সদা । ৫০ ॥ যস্ত দর্শনমাত্রেণ
অশ্বমেধফলং লভেৎ । কস্তং ন পূজয়েদ্বিধান
প্রভাসে বালরূপিণম্ । ৫১ ॥ যন্তেকদিবসপ্রান্তে

অঙ্গসন্ধিতে 'তু', হৃদয়ে 'ব', উভয় পার্শ্বে 'রে',
দক্ষিণকুল্লিতে 'নি', বামকুল্লিতে 'ঘ', কটি ও
নাভিতে 'ভ', উভয় পার্শ্বে 'গো', উভয় জাহ্নুতে
'দে', উভয় পাদপদ্মে 'ব', উভয় অঙ্গুষ্ঠে 'স্ত্র',
বক্ষে 'ধী', জাহ্নুমূলে 'ম', শুভ্রে 'হি', হৃদয়ে
'ধি', অধরোষ্ঠে 'যো' উত্তরোষ্ঠে 'যো'
নাসিকাগ্রে 'ন', নেত্রে 'প্র', ক্রমধ্যে 'চো', প্রাণে
'দ', এবং ললাটাগ্রে য়ংকার বিস্তাস করিবে ।
নিজদেহে স্তাস করিয়া পরে দেবদেহেও স্তাস
করিবে । কুঙ্কম আংকরু কর্পূর ও চন্দন-
মিশ্র, গন্ধজলাবিত সর্ববিধ পূজোপহার জব্য
আয়োজনাগ্রে সম্যক্ নিরীক্ষণ করিবে এবং গায়ত্রী
ও প্রণব দ্বারা সর্ব জব্য প্রোক্ষণ করিয়া পরে
অর্চনা করিবে । মালতী কমল অশোক শতপত্র
ও বকুল প্রভৃতি দিব্য সুগন্ধ পুষ্পসমূহ এবং কৃষ্ণা-
ংকরু ধূপ ও উত্তম ঘৃতদোপ দ্বারা ক্রমিক পূজা
করিয়া পরে ত্রিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে ।
খণ্ড লডুক জীবেষ্টক কাংসার অশোকপল্লব

স্বস্তিকা, উল্লিপিকা তৃক্ষা, তিলবেষ্ট ও কিলাটিকা
এবং অস্ত্রাশ্চ বহু পঞ্চকল মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
প্রদান করিবে । অনন্তর ঋক্ যজু ও সামদেব,
ঈশানাদি ক্রমে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও ধর্ম্য
দিগ্‌দগন্তে এবং চতুর্দশ বিদ্যাস্থানকে ব্রহ্মার অগ্রে
পূজা করিবে । অনন্তর দেবশ্রেষ্ঠের পুরোভাগে
ক্রমিক হৃদয়াদি স্তাস কারিতে হইবে । ২৩-৪৪। আপো
হিঠেতি হৃদয়ে, 'ঋতং সত্যমিতি' শিখায়, 'উহত্য-
মিতি' নেত্রে, 'চিত্রং দেবানামিতি' করতলপৃষ্ঠে এবং
'ব্রহ্মাস্তে ছাদয়ামীতি' মন্ত্রে কবচস্তাস করিবে ।
ভূর্ভুবঃ স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দেবশ্রেষ্ঠের পূজা করিতে
হইবে । গায়ত্রী পাঠ করিয়া ওক্তাভিমন্ত্রিত
ব্রহ্মাকে পূজা করিবে এবং ঋগবেদাদি অস্ত্রাশ্চ
সকলের পূজা প্রণব দ্বারা করিবে । গায়ত্রী পরম মন্ত্র
এবং তিনিই বেদমাতা । যে জন পঞ্চদশীতে
উপবাস করিয়া গায়ত্র্যাকরতবে ব্রহ্মার পূজা করে,
তাহার পরম পদ লাভ হয় । যিহ যদি সংসার-
সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে
কার্তিক মাসে প্রভাসে আসিয়া নিত্য পূজা করি-
বেন । ঋহর দর্শন মাত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল
লাভ হয়, প্রভাসক্ষেত্রের সেই বালরূপী ব্রহ্মাকে কে

সদেবাসুন্নমানবাঃ । বিলয়ঃ যাস্তি দেবেশি কন্তং
ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥ পিতা যঃ সর্বদেবানাং
ভূতানাঞ্চ পিতামহঃ । যস্মাদেব স তৈঃ পূজ্যো
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষেত্রবাসিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ রুদ্ররূপী বিশ্বরূপী
স এব ভুবনেশ্বরঃ । পৌর্ণমাস্ত্রায়ণোষিহা ব্রাহ্মণং
জগতাং পতিম্ । অর্চয়েদ্যো বিধানেন সোহব-
মেধকলঃ লভেৎ ॥ ৫৪ ॥ কার্তিকে মাসি দেবশ্চ
রথযাত্রা প্রকীর্তিতা । যাং কৃহা মানবো ভক্ত্যা
যাতি ব্রহ্মলোকতাম্ ॥ ৫৫ ॥ কার্তিকে মাসি
দেবেশি পৌর্ণমাস্ত্রাং চতুর্থম্ । মার্গেণা চক্ষুণা সাক্ষং
সাবিত্র্যা চ পরস্তপ ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাময়েন্নগরং সর্বং
নানাবাদ্যৈঃ সমন্বিতম্ । স্থাপয়েদ্ভ্রাময়িত্বা তু
সকলং নগরং নৃপঃ ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাগ্রে
শান্তিলেয়ং প্রপূজ্য চ । আরোপয়েদ্রথৈ দেবং
পুণ্যবাদিত্রিনিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৮ ॥ রথাগ্রে শান্তিলৌপুং
পূজয়িত্বা বিধানতঃ । ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বা চ কৃহা
পুণ্যাহমঙ্গলম্ ॥ ৫৯ ॥ দেবমারোপয়িত্বা তু রথে
কুর্ঘ্যাৎ প্রজাগরম্ । নানাবিধৈঃ প্রেক্ষণকৈর্ব্রহ্ম-
ষৌষেষ্ঠ পুঙ্কলৈঃ ॥ ৬০ ॥ নারোচ্যাত্ রথে দেবি
শূদ্রেণ ভূতমিচ্ছতা । নাধর্ষেণ বিশেষেণ মুক্তিকং

ভোজকং প্রিয়ে ॥ ৬১ ॥ ব্রহ্মণো দক্ষিণে পার্শ্বে
সাবিত্রীঃ স্থাপয়েৎ প্রিয়ম্ । ভোজকং বামপার্শ্বে তু
পুরতঃ পঙ্কজং ক্রসেৎ ॥ ৬২ ॥ এবং তুর্ধ্যানিনাদৈশ্চ
শঙ্খশঙ্কৈশ্চ পুঙ্কলৈঃ । ভ্রাময়িত্বা রথং দেবি পুরং
সর্বক দক্ষিণম্ । স্বস্থানে স্থাপয়েদুভয়ং কৃহা
নৌরাজনং বৃধঃ ॥ ৬৩ ॥ য এবং কুরুতে যাত্রাং
ভক্ত্যা যশ্চাপি পশুতি । রথং বাকর্ষয়েদ্যন্ত স
গচ্ছেদব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ৬৪ ॥ যো দীপং ধারয়েত্তজ
ব্রহ্মণো রথপৃষ্ঠগঃ । পদেপদেহবমেধশ্চ স কলং
বিন্দতে মহৎ ॥ ৬৫ ॥ যো ন কারয়তে রাজা রথ-
যাত্রান্ত ব্রাহ্মণঃ । স পচ্যতে মহাদেবি রৌরবে কাল-
মক্ষয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন রাষ্ট্রশ্চ ক্ষে-
মিচ্ছতা । রথযাত্রাং বিশেষেণ স্বয়ং রাজা প্রবর্তয়েৎ ॥
৬৭ ॥ প্রতিপদব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েদ্বিধিবৎ
সুধীঃ । বাসোভিরহতৈশ্চাপি গন্ধমালাভূষণপটনৈঃ ॥
৬৮ ॥ কার্তিকে মাস্ত্রায়ণোষিত্বা দীপপ্রদীপনম্ ।
শালায়াং ব্রাহ্মণঃ কুর্ঘ্যাৎস স গচ্ছেৎপরমং পদম্ ॥
৬৯ ॥ উৎসবেষু চ সর্বৈশ্চ সর্বকালে বিশেষতঃ ।
পূজয়েদ্বিধিং বিপ্রা ব্রাহ্মণং জগতাং গুরুম্ ॥ ৭০ ॥
যথাকৃত্যপ্রয়োগেণ সম্যক্ ব্রহ্মাসমন্বিতাঃ । পূজ্যো

না পূজা করিয়া থাকে? হে দেবেশি! যাহার
একটি দিবসের মধ্যেই সুরাসুর নর সকলই বিলয়
প্রাপ্ত হয়, কে না তাঁহার পূজা করে? যিনি
সর্বদেবের পিতা এবং সর্ব ভূতের পিতামহ, সেই
তিনি ক্ষেত্রবাসী সর্বব্রাহ্মণেরই পূজনীয়। সেই
ভুবনেশ্বরই রুদ্ররূপী ও বিশ্বরূপী; পুর্ণিমাদিনে উপ-
বাস করিয়া যে নর বিধিপূর্বক বিধাতার পূজা করে,
তাহার অধমেধকল লাভ হয়। কার্তিকমাসে ব্রহ্ম
দেবের রথযাত্রা করিতে হয়। মানব ভক্তির
সহিত এই কার্য্য নির্বাহ করিলে, ব্রহ্মলোক লাভ
করে। হে দেবেশি! ভূপতি ব্যক্তি কার্তিক
মাসের পুর্ণিমা চতুরাননকে সাবিত্রী সহ যুগচন্দ্রো-
পরি উপবেশন করাইয়া নানা বাদ্যোদ্যম সহকারে
সমস্ত নগর ভ্রমণ করাইবেন এবং ভ্রমণান্তে স্থাপন-
পূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে অগ্রে শান্তিলেয়কে পূজা
করিয়া সুপবিজ্র বাদিত্র ঘোষ সহকারে দেবশ্রেষ্ঠকে
রথে আরোহণ করাইবেন। রথাগ্রে যথাবিধি
শান্তিলৌপুজের পূজা, ব্রাহ্মণবাচন, পুণ্যাহ মঙ্গল
আচরণ, এবং দেবকে রথে আরোহণপূর্বক সেই
রথেই জাগরণ করিবেন। নানাবিধ প্রেক্ষণ ও
বিপুল ব্রহ্মষৌষ দ্বারা রাজ্যস্থাপন বিধেয়।

শুভেচ্ছ পূজা কখন এই রথে আরোহণ করিবে না।
প্রিয়ে! ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রী, বাম পার্শ্বে
ভোজক এবং পুরোভাগে পঙ্কজ স্থাপন করিবে
দেবি! এইরূপে বিপুল তুর্ধ্যানাদ, ও শঙ্খধ্বনি
সহকারে সমস্ত পুর প্রদক্ষিণ করাইয়া পুনরায় নৌর-
জনান্তে ব্রহ্মাকে স্বস্থানে স্থাপন করিবে। ৪৫—৬৩।
যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এইরূপে যাত্রোৎসব করে,
ব্রহ্মাকে দর্শন করে কিম্বা তদীয় রথাকর্ষণ করে,
তাহার পরম পদলাভ হয়। ব্রহ্মার রথপৃষ্ঠে
থাকিয়া যে ব্যক্তি দীপ ধারণ করে, তাহার পদে
পদে অধমেধমহাকল লাভ হয়। যে রাজা ব্রহ্মার
রথ-যাত্রা না করান,—হে মহাদেবি! তাঁহাকে
অনন্তকাল রৌরবে বাস করিতে হয়। অতএব
রাষ্ট্রমঙ্গলৈষা রাজা ব্রহ্মার রথ-যাত্রা নিজেই
সযত্নে প্রবর্তিত করিবেন। সুধী রাজা যাত্রার
পর প্রতিপৎ তিথিতে অহত বস্ত্র, গন্ধ, মালা ও
অভূষণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে সংকৃত করিয়া
ভোজন করাইবেন। কার্তিক মাসের অমাবাস্ত্রায়
যে নর ব্রহ্মমন্দিরে দীপ দান করে, তাহার পরম
পদে গতি হয়। সর্বকালে সমস্ত উৎসবেই
বিপ্রগণ সম্যক্ ব্রহ্মাষিত হইয়া এই জগদুত্তর

দিব্যোপচারেণ যথাবিত্তাহসারহঃ । ৭১ ॥ এবং
তে কথিতং দেবি পূজামাহাত্ম্যমুত্তমম্ । প্রভাসক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বালরূপিণঃ । ৭২ ॥ তস্তাহং কথ-
য়িষ্যামি নান্যামষ্টোত্তরং শতম্ । প্রদত্তা চ পঠিত্বা চ
যজ্ঞায়ুতকলং লভেৎ । ৭৩ ॥ গায়ত্র্যা লক্ষজ্ঞাপোন
সম্যগ্জপ্তেন যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
স্তোত্রজ্ঞাত্য উদীরণাৎ । ৭৪ ॥ ইদং স্তোত্রবরং দিব্যং
রহস্তং পাপনাশনম্ । ন দেয়ং হৃষ্টবুদ্ধীনাং নিন্দ-
কানাং তর্থেব চ । ৭৫ ॥ ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং
শ্রোত্রিয়ায় মহাত্মনে । বিষ্ণুনা হি পুরা পৃষ্ঠং ব্রহ্মণঃ
স্তোত্রমুত্তমম্ । ৭৬ ॥ কেষুকেষু চ স্থানেষু দেব-
দেবঃ পিতামহঃ । সন্ধিস্তাস্তম্যমাচক্ষুঃ ত্বং হি
সর্ববিহুত্তম । ৭৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । পুরুষেহং
সুরশ্রেষ্ঠো গয়ায়াং প্রপিতামহঃ । কান্তকুজে
বেদগর্ভো ভৃগুক্ষেত্রে চতুর্ভুজঃ । ৭৮ ॥ কৌবের্যাং
সৃষ্টিকর্তা চ নন্দিপুত্র্যাং বৃহস্পতিঃ । প্রভাসে
বালরূপী চ বারাগস্ত্যাং সুরপ্রিয়ঃ । ৭৯ ॥ দ্বার-
কাত্যাং চক্রদেবো বৈদিশে ভুবনাধিপঃ ।
পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরীকাকঃ পীতাক্ষো হস্তিনাপুরে । ৮০ ॥
জয়ন্ত্যাং বিজয়শর্চাসৌ জয়ন্তঃ পুরুষোত্তমৈ । বাড়েষু

পদ্মহস্তোহং তমোলিঙ্গে তমোহুদঃ । ৮১ ॥
আহিচ্ছত্র্যাং জনানন্দঃ কাকীপুত্র্যাং জনপ্রিয়ঃ ।
কর্ণাটস্থ পুরে ব্রহ্মা ঋষিকুণ্ডে মুনিভূতা । ৮২ ॥
ত্রীকর্থে ত্রীনিবাসস্ত কামরূপে শুভকরঃ । উজ্জি-
য়ানে দেবকর্তা সৃষ্টা জালঙ্কারে তথা । ৮৩ ॥ মল্লি-
কাত্থে তথা বিষ্ণুর্মহেন্দ্রে ভার্গবস্তথা । গোনর্দ-
নবিরাকারে হ্যাজ্জয়িত্যং পিতামহঃ । ৮৪ ॥ কোশা-
দ্যাস্ত মহাদেবো অঘোধ্যায়াং তু রাঘবঃ । বিরিকি-
শ্চিক্রকুটে তু বারাহো বিদ্যাপর্যতে । ৮৫ ॥ গন্ধা-
দ্বারে সুরশ্রেষ্ঠো হিমবন্তে তু শকরঃ । দেহিকায়্যং
অচাহস্তঃ পদ্মহস্তস্তথার্কুদে । ৮৬ ॥ বৃন্দাবনে
পদ্মনেত্রঃ কুশহস্তশ্চ নৈমিষে । গোপক্ষেত্রে চ
গোবিন্দঃ সুরেন্দ্রো যমুনাতটে । ৮৭ ॥ ভাগী-
রথ্যাং পদ্মভূজজনানন্দো জনস্থলে । কোকণে চ স
মধকঃ কাম্পিল্যে কনকপ্রভঃ । ৮৮ ॥ খেটকে
চান্দ্রদাতা চ শঙ্কুশ্চৈব ক্রতুস্থলে । লঙ্কায়াক্ষৈব
পোলস্ত্যাং কান্মীরে হংসবাহনঃ । ৮৯ ॥ বসিষ্ঠ-
শর্চার্কুদে চৈব নারদশ্চোৎপলাবনে । মেধকে
অতিদাতা চ প্রয়াগে যজুঃপতিঃ । ৯০ ॥ শিব-
লিঙ্গে সামবেদো মর্কটে চ মধুপ্রিয়ঃ । নারায়ণশ্চ
গোমন্তে বিদর্ভায়াং দ্বিজপ্রিয়ঃ । ৯১ ॥ অঙ্কুলকে
ব্রহ্মগর্ভো ব্রহ্মবাহে সুরপ্রিয়ঃ । ইন্দ্রপ্রস্থে দ্বারধর্ম-
শম্পায়াং সুরমর্দনঃ । ৯২ ॥ বিরজায়াং মহারূপঃ

ব্রহ্মাকে বিশেষ পূজা করিবেন । দিব্য দিব্য
উপচার দ্বারা যথার্থজ্ঞে পূজা করিতে হইবে ।
দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসক্ষেত্র-
মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বালরূপী ব্রহ্মার পূজামাহাত্ম্য বলি-
লাম । এক্ষণে ভীষ্মার অষ্টোত্তর শত নামাবলী
বলিতেছি । ইহা দানে এবং পাঠে অমৃত যজ্ঞকল
লাভ হইয়া থাকে । লক্ষবার গায়ত্রী জপে যে কল
হয়, এই স্তোত্রের উদীরণে সেই কলই প্রাপ্ত
হওয়া যায় । এই দিব্য গোপ্য পাপঘ্ন স্তোত্ররাজ
হৃষ্টবুদ্ধি নিন্দকদিগকে প্রদান করিবে না । যিনি
মহাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, ভীষ্মকেই ইহা প্রদেয় ।
পুরাকালে বিষ্ণু এই স্তোত্র ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন । তিনি বলিয়াছিলেন—পিতামহ !
দেবদেব ! কোন্ কোন্ স্থানে আপনি চিন্তনীয় হইয়া
থাকেন ? হে সর্বজ্ঞব্রহ্ম ! তাহা আমার নিকট
বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পুরুষে আমি সুরশ্রেষ্ঠ,
গয়ায় প্রপিতামহ, কান্তকুজে বেদগর্ভ, ভৃগুক্ষেত্রে
চতুর্ভুজ, কৌবেরীতে সৃষ্টিকর্তা, নন্দিপুর্বে বৃহস্পতি,
প্রভাসে বালরূপী, কালীতে সুরপ্রিয়, দ্বারকায়
চক্রদেব, বিদিশায় ভুবনাধিপ, পৌণ্ড্রকে পুণ্ডরী-
কাক, হস্তিনাপুরে পীতাক, জয়ন্তীতে বিজয়,

পুরুষোত্তমে জয়ন্ত, বাড়ে পদ্মহস্ত, তমোলিঙ্গে
তমোহুদ, আহিচ্ছত্রাতে জনানন্দ, কাকীপুরীতে
জনপ্রিয়, কর্ণাটপুরে ব্রহ্মা, ঋষিকুণ্ডে মুনি, ত্রীকর্থে
ত্রীনিবাস, কামরূপে শুভকর, উজ্জিয়ানে দেবকর্তা,
জালঙ্কারে সৃষ্টা, মল্লিকাস্থানে বিষ্ণু, মহেন্দ্রে ভার্গব,
হবিরাকারে গোনর্দ, উজ্জয়িনীতে পিতামহ,
কোশাঙ্গীতে মহাদেব, অঘোধ্যায় রাঘব, চিক্রকুটে
বিরিকি, বিদ্যাপালে বরাহ, গন্ধাদ্বারে সুরশ্রেষ্ঠ,
হিমালয়ে পিতামহ, দেহিকায় অচাহস্ত, অর্কুদে
পদ্মহস্ত, বৃন্দাবনে পদ্মনেত্র, নৈমিষে কুশহস্ত,
গোপক্ষেত্রে গোবিন্দ, যমুনাতটে সুরেন্দ্র, ভাগী-
রথীতে পদ্মভূজ, জলস্থলে জনানন্দ, ককণে মধক,
কাম্পিল্যে কনকপ্রভ, খেটকে অন্নদাতা, ক্রতুস্থলে
শঙ্কু, লঙ্কায় পোলস্ত্যা, কান্মীরে হংসবাহন, অর্কুদে
বসিষ্ঠ, উৎপলাচলে নারদ, মেধকে অতিদাতা,
প্রয়াগে যজুঃপতি, শিবলিঙ্গে সামবেদ, মর্কটে
মধুপ্রিয়, গোমন্তে নারায়ণ, বিদর্ভায় দ্বিজপ্রিয়,
অঙ্কুলকে ব্রহ্মগর্ভ, ব্রহ্মবাহে সুরপ্রিয়, ইন্দ্রপ্রস্থে

স্বরূপো রাষ্ট্রবর্ধনে । কদম্বকে জলাধ্যক্ষঃ দেবাধ্যক্ষঃ
সমস্থলে ॥ ৯৩ ॥ গজাধরো ক্রতুপীঠে সুপীঠে জলদঃ
স্মৃতঃ । জ্যম্বকে ত্রিপুরারিচ ত্রীশৈলে চ ত্রিলো-
চনঃ ॥ ৯৪ ॥ মহাদেবঃ প্রক্ষপুয়ে কপালে বেধ-
নাশনঃ । শৃঙ্গবেরপুয়ে শৌরির্নিমিষে চক্রধারকঃ ।
নন্দিপূর্ধ্যাং বিরূপাক্ষো গোতমঃ প্রক্ষপাদপে ।
মাল্যবান হস্তিনাথে তু দ্বিজেন্দ্রো বাচিকে তথা ॥ ৯৬ ॥
ইন্দ্রপূর্ধ্যাং দিবানাথো ভূতিকায়াং পুরন্দরঃ । হংস-
বাহুচ চন্দ্রায়াং চন্দ্রায়াং গরুড়প্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ মহো-
দয়ে মহাযজ্ঞঃ সুযজ্ঞঃ পুতকে বনে । সিদ্ধেশ্বরে
শুক্লবর্ণো বিভায়াং পদ্মবোধকঃ ॥ ৯৮ ॥ দেবদারু-
বনে লিঙ্গী উদকেহু উমাপতিঃ । বিনায়কো মাতৃ-
স্থানে অলকায়াং ধনাধিপঃ ॥ ৯৯ ॥ ত্রিকূটে চৈব
গোবিন্দঃ পাতালে বাসুকিস্তথা । কোবিদারে
যুগাধ্যক্ষঃ জ্যোতির্জ্যো চ সুরপ্রিয়ঃ ॥ ১০০ ॥ পূর্ণ-
গির্ধ্যাং সুভোগে শাল্মল্যাঃ তক্ষকস্তথা । অমরে
পাপহা চৈব অধিকায়াং সুদর্শনঃ ॥ ১০১ ॥ নর-
বাধ্যাং মহাবীরঃ কান্তারে দুর্গনাশনঃ । পদ্মাবত্যাং
পদ্মগৃহে গগনে যুগলাঙ্কনঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টোত্তরং
নামশতং যজ্ঞৈতৎপরিপঠাতে । তত্রৈব মম সান্নিধ্যং
ত্রিসঙ্খ্যং মধুসূদন ॥ ১০৩ ॥ এতেষামপি যন্তেকং

দ্ব্যর্থ, চন্দ্রায় সুরমর্দন, বিরজায় মহারূপ, রাষ্ট্র-
বর্ধনে স্বরূপ, কদম্বকে জলাধ্যক্ষ, সমস্থলে দেবা-
ধ্যক্ষ, ক্রতুপীঠে গজাধর, সুপীঠে জলদ, জ্যম্বকে
ত্রিপুরারি, ত্রীশৈলে ত্রিলোচন, প্রক্ষপুয়ে মহাদেব,
কপালে বেধনাশন, শৃঙ্গবেরপুয়ে শৌরি, নিমিষে
চক্রধারক, নন্দীপুয়ে বিরূপাক্ষ, প্রক্ষপাদপে
গোতম, হস্তিনাথে মাল্যবান, বাচিকে দ্বিজেন্দ্র,
ইন্দ্রপূরীতে দিবানাথ, ভূতিকায়াং পুরন্দর, চন্দ্রায়
হংসবাহু, চন্দ্রায় গরুড়-প্রিয়, মহোদয়ে মহাযজ্ঞ,
পুতকেবনে সুযজ্ঞ, সিদ্ধেশ্বরে শুক্লবর্ণ, বিভায়াং
পদ্মবোধক, দেবদারুবনে লিঙ্গী, উদকে উমাপতি,
মাতৃস্থানে বিনায়ক, অলকায়াং ধনাধিপ, ত্রিকূটে
গোবিন্দ, পাতালে বাসুকি, কোবিদারে
যুগাধ্যক্ষ, জ্যোতির্জ্যো সুরপ্রিয়, পূর্ণগির্ধ্যাং
সুভোগ, শাল্মল্যাতে তক্ষক, অমরে পাপহা,
অধিকায়াং সুদর্শন, নরবাপীতে মহাবীর, কান্তারে
দুর্গনাশন, পদ্মাবতীতে পদ্মগৃহ এবং গগনে
যুগলাঙ্কন নামে বিরাজ করি। মধুসূদন! আমার
এই অষ্টোত্তর শত নাম যথায় সম্যক পরিপঠিত
হয়, সেখানে ত্রিসঙ্খ্যাই আমার সান্নিধান। সমু-

পশ্চেষ্টে বালরূপিনম্ । সর্বেষাং লভতে পুণ্যং
পূর্বোক্তানাঞ্চ বেধসাম্ ॥ ১০৪ ॥ এতৈর্ধো নামভিঃ
কৃষ্ণ প্রভাসে দ্যোতি মাং সদা । স্থানে মে বিজয়ং
লব্ধ্বা মোদতে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১০৫ ॥ মানসং
বাচিকং চৈব কাযিকঞ্চৈব তু কৃতম্ । তৎসর্বং নাশ-
য়াতি মম স্তোত্রাহুকীর্তনাৎ ॥ ১০৬ ॥ পুষ্পোপহারৈ-
র্ধূপৈশ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ তর্পণৈঃ । ধ্যানেন চ স্থিরেণাশু
প্রাপ্যতে যৎকলং নরৈঃ । তৎকলং সমাপ্রোতি মম
স্তোত্রাহুকীর্তনাৎ ॥ ১০৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি
ইহ লোকে কৃতান্তপি । অকামতঃ কামতো বা
তানি নশ্যন্তি তৎকলং ॥ ১০৮ ॥ ইদং স্তোত্রং
মমাতীষ্টং শৃণুয়াচ্চ পঠেচ্চ বা । স যুক্তঃ পাতকৈঃ
সর্বৈঃ প্রাপ্নুয়াদহদীপিতম্ ॥ ১০৯ ॥ অন্তর্দ্রহস্তং
তে বচি শৃণু কৃষ্ণযথার্থতঃ ॥ ১১০ ॥ আগ্রহঃ তু
যদা ঋক্ষং কার্তিক্যাং ভবতি বডিৎ । মহতী সা
তিথিজ্যেয়া প্রভাসে মম বল্লভা ॥ ১১১ ॥ প্রাজাপত্যং
যদা ঋক্ষং তিথৌ তস্তাঃ ভবেদ্ যদি । সা মহা-
কার্তিকী পুণ্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥ ১১২ ॥ মন্কে
বার্কে গুরো বাপি কার্তিকী কৃত্তিকায়ুতা । তত্রা-

দায়ের মধ্যে যে একমাত্র বালরূপীকে দর্শন করে,
তাহার পূর্বোক্ত নিখিল ব্রহ্মমূর্তিদর্শনেরই পুণ্য
হইয়া থাকে। কৃষ্ণ! ঐ সকল নাম কীর্তনে প্রভাসে
আমায় যে স্তব করে, সে মদীয় বিজয় স্থান লাভ
করিয়া নিত্য কাল সুখবিহার করে। আমার
এই স্তোত্র কীর্তনে কামনোবাক্য-কৃত সর্ব দুষ্কৃত
নষ্ট হয়। পুষ্পোপহার, ধূপদান, ব্রাহ্মণপরিতোষণ,
ও স্থির ধ্যান করিয়া নয় যে কল প্রাপ্ত হয়, আমার
স্তোত্র কীর্তনে সেই কলই তাহার লব্ধ হইয়া থাকে।
অকামতঃ বা কামতঃ ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাदि যে
কিছু পাপ করা হউক, এ স্তোত্র পাঠে তৎকলং
তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমার ইষ্ট এই স্তোত্র
সর্বদা যে অবণ কিম্বা পাঠ করে, সে সর্ব পাতক
হইতেই মুক্ত এবং মহৎ ইষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
হে কৃষ্ণ! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট অন্ত
রহস্তও বলিতেছি। কার্তিকীপূর্ণিমায় কৃত্তিকানক্ষত্র-
যুক্ত দিন প্রভাসে আমার অতি প্রিয় মহাতিথি; ঐ
তিথিতে যদি প্রাজাপত্যানক্ষত্র হয়, তবে তাহা
দেবদুর্লভ মহাকার্তিকী পুণ্যা তিথি হইয়া থাকে।
অথবা যদি কার্তিক মাসের শনি, রবি ও বৃহস্পতি-
বারে কৃত্তিক নক্ষত্র হয়, তাহা হইলেও মহাকার্তিকী

অমৈধিকং পুণ্যং দৃষ্ট্বা বৈ বালরূপিণম্ । ১১০ ।
 বিশাখাসু যদা সূর্য্যঃ কৃত্তিকাসু চ চন্দ্রমাঃ । স
 যোগঃ পদ্মকো নাম প্রভাসে হ্রলভো হরে । ১১৪ ।
 তস্মিন্ যোগে নরো দৃষ্ট্বা প্রভাসে বালরূপিণম্ ।
 পাপকোটিযুতো বাপি যমলোকং ন পশুতি । ১১৫ ।
 ঈশ্বর উবাচ । ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ব্রহ্মণা হরয়ে
 পুনঃ । ময়া তব সমাখ্যাতং মাহাত্ম্যং ব্রহ্মদেবতম্ ।
 ১১৬ । সৰ্ব্বপাপহরঃ নৃণাং ঋতং সৰ্ব্বার্থসাধকম্ ।
 ভূমিদানঞ্চ দাতব্যং তত্র যাত্রাকলেম্পৃতিঃ । ১১৭ ।
 কমণ্ডলুঃ শ্বেতবস্ত্রং মহাদানানি যোড়শ । তত্রৈব দেবি
 দেয়ানি ব্রহ্মণে বালরূপিণে । ১১৮ । মহাপৰ্ব্বণি
 সম্প্রাপ্তে কুৰ্য্যুঃ পারায়ণং ত্রিজ্ঞাঃ । সৰ্ব্বৈ তে ব্রাহ্মণা
 দেবি ক্ষেত্রমধ্যনিবাসিনঃ । ১১৯ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে বালরূপিব্রহ্মণো মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
 সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০৭ ।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বহুনাং
 লিঙ্গমুত্তমম্ । সোমেশাদীশদিগভাগে পঞ্চাশদ্ধবাসা-

তিথি হইয়া থাকে । ঐ দিনে বালরূপী ব্রহ্মদর্শনে
 অমৈধিকসম পুণ্যকল হয় । হে হরে ! বিশাখায়
 সূর্য্য এবং কৃত্তিকায় চন্দ্রযোগ হইলে পঞ্চম যোগ
 হয় । প্রভাসক্ষেত্রে এরূপ যোগ পরম হ্রলভ ।
 সেই যোগে প্রভাসক্ষেত্রে নর বালব্রহ্মকে
 দর্শন করিয়া কোটিপাপযুক্ত হইলেও যমলোকে
 প্রয়াণ করে না । ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মা হরিকে
 এইরূপ স্তোত্র বলিয়াছিলেন ; আমি আবার
 তোমার নিকট এই ব্রহ্মদেবতমাহাত্ম্য ব্যক্ত
 করিলাম । ইহা শ্রবণে নরগণের সৰ্ব্বপাপনাশ
 ও সৰ্ব্বার্থসিদ্ধি হয় । যাত্রাকলেবী ব্যক্তি তথায়
 ভূমিদান করিবেন । কমণ্ডলু শ্বেতবস্ত্র এবং যোড়শ
 মহাদানে বালরূপী ব্রহ্মকে অর্চনা করিতে হয় ।
 মহাপৰ্ব্ব উপস্থিত হইলে সেই ক্ষেত্রবাসী সমস্ত
 ব্রাহ্মণই ব্রহ্মপ্রীত্যর্থ পারায়ণ করিবেন ৬৪—১১৯।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর বসুগণের
 প্রতিষ্ঠিত প্রত্যাশেষর নামক মহাপাতকহর মহালিঙ্গ-

স্তরে । ১ । স্থিতং লিঙ্গং মহাদেবি চতুর্লিঙ্গং
 সুরপ্রিয়ম্ । প্রত্যাশেষরনামানং মহাপাতকনাশনম্ ।
 ২ । দর্শনান্তস্ত দেবস্ত সপ্তজন্মান্তরোত্তমম্ । পাপং
 প্রণাশয়াতি সত্যং সত্যং বরাননে ৩০ দেবুবাচ ।
 কোহসৌ প্রত্যাশনামেতি কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 কস্ত পুত্রঃ স বিখ্যাত এতন্মে বদ শঙ্কর । ৪ । ঈশ্বর
 উবাচ । দক্ষো ব্রহ্মসুতো দেবি প্রজাপতিরিতিস্মৃতঃ ।
 তস্ত কন্তাঃ পুরা যষ্টির্দণ্ডো ধর্ম্মায় বৈ দশ । ৫ ।
 তাসাং মধ্যে মহাদেবি একা বিধেতি বিজ্ঞতা । সা
 ধর্ম্মাচ্চ মহাদেবি অষ্টাবজনয়ং সূতান্ । ৬ । আপো
 ঋবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানলোহনিলঃ । প্রত্যাশশ্চ
 প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ । ৭ । তেযাং
 মধ্যে সপ্তমোহসৌ প্রত্যাশ ইতি বিজ্ঞতঃ ।
 স পুত্রকামো দেবেশি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ । ৮ ।
 স জ্ঞাত্বা কামিকং ক্ষেত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ । তপ-
 শ্চচার বিপুলং দিব্যং বর্ষশতং প্রিয়ে । ধ্যায়ন্
 দেবং মহাদেবং শাস্তস্তপাতমানসঃ । ৯ । ততস্তষ্টৌ
 মহাদেবস্তস্ত ভক্ত্যা নিরঞ্জনঃ । দদৌ তস্ত সূতং
 দেবি দেবলং যোগিনাং বরম্ । ১০ । ততঃ প্রভৃতি
 দেবেশি তল্লিঙ্গস্ত প্রভাবতঃ । দেবলো ভগবান্
 যোগী প্রত্যাশস্তাবৎ সূতঃ । ১১ । অনেন কারণে-

সমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ চতুর্লিঙ্গ ও
 সুরপ্রিয় । ইহা সোমেশ্বরের ঈশানকোণে পঞ্চাশৎ
 ধনু ব্যবধানে অবস্থিত । অয়ি সূবদনে ! সেই
 দেবের দর্শনমাত্রেই সপ্ত জন্মের পাপ প্রনষ্ট হয় ;
 ইহা ঋব সত্য । ঈশ্বর কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন দক্ষ
 প্রজাপতির যষ্টি কন্তা ; তন্মধ্যে দশটী কন্তা ধর্ম্মকে
 সম্প্রদান করেন । এই দশ কন্তার মধ্যে এক জনের
 নাম বিখ্যাত । হে মহাদেবি ! ধর্ম্মপত্নী বিখ্যাত ধর্ম্ম হইতে
 ঋব পুত্র প্রসব করেন । ঐ পুত্রগণের নাম আপ,
 ঋব, সোম, ধর, অনল অনিল, প্রত্যাশ ও প্রভাস ।
 ইহারা অষ্টবসু বলিয়া কীর্ত্তিত । ইহাদের মধ্যে সপ্তম
 বসু প্রত্যাশ নামে বিখ্যাত । তিনি পুত্রকামনায়
 প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া প্রভাসক্ষেত্রের কামিক
 অবগত হইলেন এবং এক মহেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করিয়া দিব্য শতবর্ষ যাবৎ প্রভাসে কঠোর তপস্তা
 করিলেন, তদুত্তর মনে শাস্তভাবে মহাদেবকে ধ্যান
 করিতে লাগিলেন । তাঁহার ভক্তিতে নিরঞ্জন
 শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেবলাভ্য যোগিবর পুত্র
 প্রদান করিলেন ! সেই হইতে সেই প্রত্যাশ-পুত্র
 দেবল তদীয় পিতৃপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের প্রভাবে যোগী

মাসৌ প্রত্যবেশ্বরসংজিতঃ ১২ ॥ যশানপত্যঃ
পুরুষস্তং সমারাধয়িষ্যতি । তস্তাষবায়ে দেবেশি
সন্ততির্ন বিনশ্চতি ১৩ ॥ যঃ প্রত্যবে মহাদেবি
প্রত্যবেশ্বরমুত্তমম্ । পূজয়িষ্যতি সন্তত্যা সততঃ
নিয়তাস্তবান্ । তন্তেষ্যতি ক্ষয়ঃ পাপমপি ব্রহ্ম-
বধোস্তবম্ ১৪ ॥ বৃষস্তত্রৈব দাতব্যঃ সমাগ যাজ্ঞা-
কলেম্পুতিঃ ১৫ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যাং জাগর্যা-
স্তত্র বৈ নিশি । সর্বেষাং দানযজ্ঞানাং ফলং জাগ-
রণালভেৎ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রত্যবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি অনিলে-
শ্বরমুত্তমম্ । তন্তোত্তরেশানদিক্স্থং ধনুবাং ত্রিতয়ে
প্রিয়ে ১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি দর্শনাৎ পাপ-
নাশনম্ । বনুনাং পঞ্চমো যোহসাবনিলঃ পরি-
কীৰ্ত্তিতঃ ২ ॥ স চারাধ্য মহাদেবং প্রত্যক্ষীকৃত-
বান্ ভবম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সম্যক্ ব্রহ্মসম-

হইলেন । এই কারণে সেই লিঙ্গ প্রত্যবেশ্বর নামে
প্রখ্যাত হইল । যে অনপত্য ব্যক্তি ঐ লিঙ্গের
অরাধনা করে, তাহার বংশে সন্ততিবিচ্ছেদ হয়
না, মহাদেবি ! যে নিয়তাত্মা নর প্রত্যবে
প্রত্নবেশ্বরকে ভক্তি করিয়া পূজা করিবে, তাহার
ব্রহ্মবধজন্ত পাপও ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । সম্যক্
যাজ্ঞকলেম্পু ব্যক্তি তথায় একটা বৃষত দান
করিবে । মাঘমাসীয় কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে
ঐ স্থানে জাগরণ করা বিধেয় ; এইরূপ জাগরণে
সমস্ত দানযজ্ঞের ফল লাভ হয় । ১ - ৬ ॥

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৮ ॥

নবাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর পুনোক্ত
লিঙ্গের উত্তরে ঈশান কোণে তিনধনু দূরে অব-
স্থিত অনিলেশ্বর নামক এক মহামহিম লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে । ঐ লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই পাপ
নাশ হয় । বনুগণের মধ্যে পঞ্চমবনু অনিল
মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তদীয় সাক্ষাৎকার
লাভ করেন এবং ব্রহ্মযুক্ত হইয়া এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

ধিতঃ ৩ ॥ এবমীশপ্রভাবেণ স্ততস্তস্তাপ্যভূতলী ।
মনোজবেতি বিখ্যাতো হবিজ্ঞাতগতিস্তথা ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা ব্যাধিনা মর্ত্যো পীড়্যতে ন কদাচন ।
নাকো ন বধিরো মুকো ন রোগী ন চ নির্দনঃ ।
কদাচিজ্জায়তে মর্ত্যাস্তেন দৃষ্টেন ভূতলে ৫ ॥
পুষ্পমেকং তু যো দদ্যাতস্ত লিঙ্গস্ত চোপরি ।
সৌভাগ্যসম্পন্নঃ স সদা রূপবান্ ভবেৎ ৬ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
অনুমোদ্য ভাবেন সর্বকামৈঃ সমুদ্যতে ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অনিলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি প্রভাসেশ্বর-
মুত্তমম্ । গৌরীতপোবনাদেবি পশ্চিমে সমুদাহৃতম্ ১ ॥
ধনুবাং সপ্তকে দেবি নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
স্থাগিতং তন্নহালিঙ্গং বনুনাংষ্টমেন হি ২ ॥
প্রভাস ইতি নাম্না হি শিবপূজারতেন বৈ । স
পুত্রকামো দেবেশ প্রভাসক্ষেত্রমাগতঃ ৩ ॥ প্রতি-

করেন । ঈশ্বরার্চনার প্রভাবে তাঁহার মনোজব
নামে এক অজ্ঞেয়গতি বলশালী পুত্র উৎপন্ন
হয় । অনিলপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে মানব কদাচ
ব্যাধিপীড়িত হয় না । অপিচ তদর্শনে এ ভূতলে
কোন ব্যক্তিই অন্ধ, বধির, মুক, রোগী বা নির্দন
থাকে না । যে নর সেই লিঙ্গোপরি একটা মাত্র
পুষ্পও প্রদান করে, সে সর্বদা সুখ-সৌভাগ্য-
সম্পন্ন ও রূপবান্ হইয়া থাকে । দেবি ! এই
আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা
ভক্তি করিয়া শ্রবণে বা অনুমোদনে সর্বকামসমৃদ্ধি
হইয়া থাকে । ১—৭ ॥

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৯ ॥

দশাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—সুন্দরি ! অনন্তর গৌরী-
তপোবনের পশ্চিমে সপ্ত ধনু দূরে অবস্থিত প্রভা-
সেশ্বর নামক মহালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে । শিব-
পূজারত অষ্টম বনু প্রভাস কর্তৃক পুত্রকামনায় এই
লিঙ্গ পুর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় । অনন্তর তিনি ঐ মহা-

ঠাপ্য মহালিঙ্গং চোয় বিপুলং তপঃ । আয়েয়মিতি
বিখ্যাতং দিব্যাকানাং শতং প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ ততস্তস্মৈ
মহাদেবি সম্যক্ছন্দাধিতস্ত বৈ । ততোহ ভগবান
কৃত্বো দদৌ যন্নসৌপ্তিতম্ ॥ ৫ ॥ বৃহস্পতেস্ত
ভগিনী ভুবনা ব্রহ্মবাদিনী । প্রভাসস্ত তু সা ভার্যা
বহ্ননামষ্টমস্ত ৫ ৬ ॥ বিশ্বকর্মা স্মৃতস্তস্তাঃ সৃষ্টিকর্তা
প্রজাপতিঃ । দেবানাং তত্ক্ষকো বিদ্বান্ মনোবীতামহঃ
স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ তত্ক্ষকঃ সূর্য্যবিদস্ত তেজসঃ শাতনো
মহান্ । এবং তস্তাতবৎ পুত্রো বহ্ননামষ্টমস্ত বৈ ৮ ॥
প্রভাসনাম্নো দেবেশি তল্লিঙ্গারাদনোদ্যতঃ । ইতি
তে কথিতং দেবি প্রভাসেশ্বরসূচকম্ ॥ ৯ ॥ মাহাত্ম্যঃ
সর্বপাপহরং সর্বকামপ্রদং শুভম্ । যন্তঃ পূজয়তে
ভক্ত্যা সম্যক্ ব্রহ্মাসুখমধিতঃ ॥ ১০ ॥
নিরাহারো জপন্ বৈ শতক্রিয়ম্ । মাঘে মাসি
চতুর্দশ্যাং স্নান্বা সাগুরসঙ্গমে ॥ ১১ ॥ পঞ্চামৃতেন
সংস্নাপ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১২ ॥ য এবং কুরুতে
দেবি সম্যগ্ যাত্ৰামহোৎসবম্ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ
সর্বৈঃ সর্বকামৈঃ সমুদ্যতে । বৃহস্পতৈব দাতব্যঃ
সম্যগ্ যাত্ৰাকলেপসুভিঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি পুঙ্করা-
রণ্যমুত্তমম্ । তস্মাদীশানকোণস্থঃ ধনুবাং যষ্টিভিঃ
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তত্র কুণ্ডঃ মহাদেবি কষ্টপুঙ্কর-
সংজিতম্ । সর্বপাপহরং দেবি হুপ্রাপ্যমকৃতান্তিভিঃ ॥
২ ॥ তত্র কুণ্ডসমীপে তু পুরা রামেণ ধীমতা ।
স্থাপিতং তন্মহালিঙ্গং রামেশ্বর ইতি স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥ তস্ত
পূজনমাত্রেণ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ৪ ॥ শ্রীদেবুবাচ ।
ভগবন্ বিস্তরাদক্রহি রামেশ্বরসমুত্তবম্ । কথং তত্র-
গমদ্রামঃ সসীতশ্চ সলক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ কথং প্রতিষ্ঠিতং
লিঙ্গং পুঙ্করে পাপতঙ্করে । এতদ্বিস্তরতো ক্রহি কলং
মাহাত্ম্যসংযুতম্ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । চতুর্কিংশযুগে
রামো বসিষ্ঠেন পুরোধসা । পুরা রাবণনাশার্থং
যজ্ঞে দশরথান্নজঃ ॥ ৭ ॥ ততঃ কালান্তরে দেবি
ঋষিশাপায়হতপাঃ । যযৌ দাশরথী রামঃ সসীতঃ
সহলক্ষণঃ ॥ ৮ ॥ বনবাসায় নিজ্ঞাস্তো দিব্যৈব্রহ্মর্ষি-

হইয়া সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া থাকে । সম্যক্ যাত্ৰাকলার্থী
ব্যক্তিগণ এই ক্ষেত্রে বৃষ দান করিবে । ১—১৩ ।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১০ ।

একদশাধিক শততম অধ্যায় ।

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাস্তে দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত বিপুল তপস্তা
করেন । হে মহাদেবি ! ভগবান্ কৃত্ব সেই সেই
কার্য্যে সম্যক্ ব্রহ্মাশীল বহ্নুর প্রতি তুষ্ট হইয়া
ঠাহাকে মনোভীষ্ট বর প্রদান করেন ।
বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী ভুবনা প্রভাসের
ভার্যা । সেই ভার্য্যার গর্ভে, অষ্টম বহ্নু
প্রভাসের এক পুত্র হইল । এই পুত্রের নাম
প্রজাপতি বিশ্বকর্মা । ইনি দেবগণের তক্ষা, বিদ্বান্,
মহুর মাতামহ এবং সূর্য্যবিদগত তেজের প্রধান
শাতনকর্ত্তা । এইরূপে লিঙ্গপ্রাধনার কলে অষ্টম
বহ্নু প্রভাসের বিশ্বকর্ম্মার স্তায় পুত্র উৎপন্ন হইয়া-
ছিল । দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রভাসে-
শ্বর সহস্রীয় সর্বপাপহর সর্বকামজনক শুভ মাহাত্ম্য
কৌন্তন করিলাম । সম্যক্ ব্রহ্মাধিত হইয়া যে
ঠাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে, ভূশায়ী ও অনা-
হারী হইয়া শতক্রিয় জপ করে, এবং মাঘমাসের
চতুর্দশীতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া পঞ্চামৃত
দ্বারা স্নপনাস্তে যথাবিধি অর্চনা করে, তাহার
সম্যক্ যাত্ৰাকল হয়, সে সর্বপাতক হইতে মুক্ত

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর ঐ স্থান
হইতে যষ্টি বহ্নু দূরে ঈশান কোণে অবস্থিত
পুঙ্করারণ্যে গমন করিবে । তথায় এক সর্বপাপহর
পাপিজন-দুর্লভ পুঙ্করনামক কুণ্ড আছে । সেই
কুণ্ডের সমীপে পুরাকালে ধীমান্ রাম রামেশ্বর
নামে এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তাহার
পূজা মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
শ্রীদেবী কহিলেন,—ভগবন্ ! রামেশ্বরঘটিত বৃন্তান্ত
বিস্তৃতরূপে বলুন । কিরূপে সীতা ও লক্ষণ সম-
ভিব্যাহারে রাম তথায় আগমন করিলেন ?
কিরূপেই বা তিনি পাপহারী পুঙ্করে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন ? এই লিঙ্গমাহাত্ম্যময় কথা আমার
নিকট বিশেষরূপে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—
পুরাকালে চতুর্কিংশজ্ঞেতাযুগে দশরথনন্দন রাম
রাবণবধার্থ উৎপন্ন হন, বশিষ্ঠ ঠাহার পুরোহিত
ছিলেন । অনন্তর কালক্রমে দাশরথি রাম ঋষি-
শাপে সীতা ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে বনবাসার্থ
নিজ্ঞাস্ত হইলেন । ঠাহার সঙ্গে বহু ব্রহ্মর্ষিও চলি-

ভির্ভূতঃ। ততো যাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাসঃ ক্ষেত্র-
মাগতঃ। ৯ ॥ তং দেশঃ তু সমাসাদ্য সুশ্রান্তো
নিষসাদ হ। অন্তঃ গতে ততঃসূর্য্যে পর্ণাস্তান্তর্য্য
ভূতলে। ১০ ॥ সুশ্রাপাথ নিশাশেষে দদৃশে
পিতরং স্বকম্। স্বপ্নে দশরথঃ দেবি সৌম্যরূপঃ
মহাপ্রভম্। ১১ ॥ প্রাতরুথায় তৎসং ব্রাহ্মণেভ্যো
স্তবেদয়ৎ। যথা দশরথঃ স্বপ্নে দৃষ্টস্তেন মহাত্মনা।
১২ ॥ ব্রাহ্মণা উচুঃ। বুদ্ধিকামাশ পিতরো বর-
দাস্তব রাঘব। দর্শনং হি প্রযচ্ছন্তি স্বপ্নাস্তে হি
স্ববংশজৈঃ। ১৩ ॥ এততীর্থং মহাপুণ্যং সুগুপ্তং
শাক্ষধ্বনঃ। পুরুরেতি সমাখ্যাতং ব্রাহ্মণপ্রদী-
মতাম্। ১৪ ॥ নুনং দশরথো রাজা তীর্থে চাম্মিন
সমীহতে। স্বয়া দত্তং শুভং পিতুঃ ততঃ স দর্শনং
গতঃ। ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ। ত্রেযাং তদ্বচনং
শ্রুত্বা রামো রাজীবলোচনঃ। নিমন্তয়ামাস তদা
ব্রাহ্মহীন ব্রাহ্মণান্ শুভান্। ১৬ ॥ অববৌল্লঙ্গণং
পার্শ্বে স্থিতং বিনতকঙ্করম্। ফলার্থং ব্রজ সৌমিত্রে
ব্রাহ্মার্থং স্বরয়াচিতঃ। ১৭ ॥ স তথ্যেতি প্রতি-
জ্ঞায় জগাম রঘুনন্দনঃ। আনয়ামাস শীঘ্রং স কলানি
বিবিধানি চ। ১৮ ॥ বিধানি চ কপিথানি তিন্দুকানি
চ ভূরিশঃ। বদরাণি করীরাণি করমর্দানি চ প্রিয়ে

লেন। ক্রমে যাত্রাপ্রসঙ্গে রাম প্রভাসক্ষেত্রে আসি-
লেন। সেই দেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রমাপনয়নার্থ
সেই দিন তথায় বাস করিলেন। অনন্তর দিবাব-
সানে সূর্য্য অন্তমিত হইলে ভূতলে পর্ণাস্তরপুষ্ক
শয়ন করিলেন। শেষ রাত্রে রাম স্বপ্নে স্বীয় মহাপ্রভ
সৌম্যরূপযুক্ত পিতাকে দেখিতে পাইলেন।
অনন্তর প্রভাতে উঠিয়া তিনি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত
ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,—রাঘব!
বুদ্ধিকামী পিতৃগণ স্বপ্নে স্বীয় বংশধরকে দেখা
দিয়া থাকেন, তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন বরদ
হইয়াছেন। এই পুরুষ শর্জ্জব্বার সুগুপ্ত মহাপুণ্য
তীর্থ; এখানে তুমি শ্রাদ্ধ কর। নিশ্চয়ই রাজা দশ-
রথ এ তীর্থে ভবৎপ্রদত্ত শুভ-পিণ্ড প্রার্থনা করি-
তেছেন; সেই জন্তই স্বপ্নে তিনি দর্শন দিয়াছেন।
ঈশ্বর কহিলেন,—তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া
রাজীবলোচন রাম ব্রাহ্মযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে
আহ্বান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ বিনীত লঙ্ঘণকে
বলিলেন,—সৌমিত্রে! ব্রাহ্মনিমিত্তক কলাহরণার্থ
শীঘ্র তুমি গমন কর। রঘুনন্দন লঙ্ঘণ 'তথাস্ত'
বলিয়া গমন করিলেন এবং সঙ্কর রাশি রাশি

১১ ॥ চির্ভটানি পরুষাণি মাতুলিঙ্গানি বৈ তথা।
নারিকেলানি শুভ্রাণি ইন্দুদীপস্তবানি চ। ২০ ॥
অথৈতানি পপাচাশু সীতা জনকনন্দিনী। ততস্ত
কুতপে কালে স্নান্না বঙ্গলভুচ্ছুচিঃ। ২১ ॥ ব্রাহ্মণা-
নানয়ামাস ব্রাহ্মহীন ব্রাহ্মসন্তান। গালবো দেবলো
রৈভ্যো যবক্রৌতোহথ পশতঃ। ২২ ॥ ভরদ্বাজো বসি-
ষ্ঠশ্চ জাবালিগৌতমো ভৃগুঃ। এতে চাস্তে চ বহবো
ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। ২৩ ॥ ব্রাহ্মার্থং তস্ত সস্ত্রাপ্তা
রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ। এতন্মিল্নেব কালে তু রামঃ
সীতামভাষত। ২৪ ॥ এহি বৈদেহি বিপ্রাণাং
দেহি গাদাবনেজনম্। এতচ্ছ্রদ্ধায়া সা সীতা প্রবিষ্টা
বৃক্ষমধ্যতঃ। ২৫ ॥ শুল্লৈরাচ্ছাদ্য চান্নানং রাম-
স্তাদর্শনে স্থিতা। মুহুর্নুত্বদা, রামঃ সীতাসীতা-
মভাষত। ২৬ ॥ জাহ্নবা তাং লঙ্ঘণো নষ্টাং কোপা-
বিষ্টা রাঘবম্। স্বয়মেব তদা চক্রে ব্রাহ্মণার্থপ্রতি-
ক্রিয়াম্। ২৭ ॥ অথ ভূক্তেবু বিপ্রেষু কুতে পিণ্ড-
প্রদানকে। আগতা জানকী সীতা যত্র রামো ব্যব-
স্থিতঃ। ২৮ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পুরুষৈকাকৌর্ভবস্যামাস
রাঘবঃ। ধিক্ ধিক্ পাপে দ্বিজাংস্ত্যক্তা পিতৃকৃত্যমহো

বিব, কপিথ, তিন্দুক, বদর, করীর, করমর্দ, চির্ভট,
পুরুষ মাতুলিঙ্গ, নারিকেল ও শুভ্র ইন্দুদী ফল সকল
আনয়ন করিলেন। ১১-২০ ॥ অনন্তর জনকনন্দিনী সীতা
এ সকল ফল পাক করিলেন। পরে কুতপ কাল
উপস্থিত হইলে বঙ্গলধারী রাম স্নানান্তে শুচি হইয়া
ব্রাহ্মযোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিলেন, অক্রিষ্ট-
কর্ম্ম রামচন্দ্রের সেই ব্রাহ্মক্রিয়া সম্পাদনার্থ গালব
দেবল রৈভ্য, যবক্রৌত, পশত, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ,
জাবালি, গৌতম ও ভৃগু, এই সকল বেদপারগ
ব্রাহ্মণ সমাগত হইলেন। এই সময় রাম সীতাকে
বলিলেন,—বৈদেহি! এস, ব্রাহ্মণগণের পাদ
প্রাক্ষলনের জল প্রদান কর। সীতা এই কথা
শুনিয়া বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শুল্ল দ্বারা
অচ্ছাদনপূর্ব্বক রামের চক্ষুর অগোচরে রহি
লেন। রাম বারম্বার 'সীতা সীতা' বলিয়া ডাকিতে
লাগিলেন। লঙ্ঘণ বুঝিলেন—সীতা অদৃশ্য এবং
রাঘব কোপাবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া নিজেই
ব্রাহ্মণদিগের যথায়োগ্য সংকার করিলেন। অনন্তর
ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, পিণ্ডপ্রদান কার্য্য হইয়া গেল;
এই সময় জানকী রামের নিকট আসিলেন, রাম-
চন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া পুরুষ বাক্যে তিরস্কার করি-
লেন, বলিলেন,—ধিক্ ধিক্ পাপে! তুমি ব্রাহ্মণ-

দয়ম্ । ক গতাঃসি চ মাং হিহ্ম । শ্রাদ্ধকালে হ্যপ-
স্থিতে ॥২২॥ ঈশ্বর উবাচ । তস্ত তৎকালং শ্রদ্ধা ভয়-
ভীতা চ জানকী ॥৩০॥ কৃতাজলিপুটা কুহ্ম বেশমানা
হতাবত । মা কোপং কুরু কল্যাণ মা মাং নির্ভর-
সয় প্রভো ॥ ৩১ ॥ শৃণু যস্মাদ্বিতোহস্ত্য গতা
ত্যাঙ্কা তবাস্তিকম্ । দৃষ্টস্তব পিতা মেহদ্য তথা
চৈব পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥ তস্ত পূর্বতরশ্চাপি তথা
মাতামহাদয়ঃ । অঙ্গেষু ব্রাহ্মণেশ্রোণামাক্রান্তান্তে
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৩ ॥ ততো লজ্জা সমভবত্তত্র মে
রঘুনন্দন । পিত্রা তব মহাবাহো মনোজ্ঞানি শুভানি
চ ॥ ৩৪ ॥ ভক্ষ্যাণি ভক্তিতান্তেব যানি বৈ গুণ-
বস্তি চ । স কথং স্নুকষায়ানি ক্ষারানি কটুকানি চ ।
ভক্ষয়িষ্যতি রাজেন্দ্র ততো মে হুঃখমাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥
এতস্মাৎকারণান্নষ্টা লজ্জয়াহং রঘুদহ । দৃষ্ট্বা স্বশ্বর-
বর্গং শ্বং তস্মাৎ কোপং পরিত্যজ ॥ ৩৬ ॥ তস্তা-
স্তদ্বচনং শ্রদ্ধা বিস্মিতো রাঘবোহভবৎ । বিশেষণ
দদৌ তস্মিন্ ব্রাহ্মণং তীর্থে তু পুঙ্করে ॥ ৩৭ ॥ তত্র
পুঙ্করসান্নিধ্যে দক্ষিণে ধনুযাং জয়ে । লিঙ্গং প্রতি-
ষ্ঠয়ামাস রামেশ্বরমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥ যন্তং পূজ-

য়তে তক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । স প্রাপ্নোতি
পরং স্থানং যত্র দেবো জনার্দনঃ ॥ ৩৯ ॥ কিমত্র
বহুনোক্তেন হাদস্তাং যৎপ্রদাপয়েৎ । ন তত্র পরি-
সম্প্রাণ্যনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥ শুক্র-
শারকগঃসুক্রা চতুর্থী যা ভবেৎকচিৎ । যজী বাজ
বরারোহে তত্র ব্রাহ্মে মহৎ কলম্ ॥ ৪১ ॥ যাব-
দ্দাদশবর্ষাণি পিতরশ্চ পিতামহাঃ । তর্পিতা নাস্ত-
মিচ্ছন্তি পুঙ্করে স্বকুলোদ্ভবে ॥ ৪২ ॥ তত্র
যো বাজিনঃ দদ্যাৎসম্যগ্ ভক্তিসমব্রিহিতঃ । অশ-
মেধস্ত যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি তে কথিতং সম্যগ্ভাষাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
রামেশ্বরস্ত দেবস্ত পুঙ্করস্ত চ ভামিনি ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রামেশ্বরকেন্দ্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্ন্যহাদেবি লক্ষ্মণে-
শ্বরমুত্তমম্ । রামেশাৎপূর্বদিগভাগে ধনুস্ত্রিশক-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং লক্ষ্মণেনৈব তত্র যাত্রা-

দিগকে, আমাকে এবং উপস্থিত পিতৃকৃত্য পরি-
ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছলে ? ঈশ্বর কহিলেন,
—জানকী সেই কথা শুনিয়া ভয়ভীতা হইলেন
এবং কৃতাজলিপুটে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—
হে কল্যাণ ! কোপ করিবেন না ; আমাকে ভর-
সনা করিবেন না । হে বিভো ! আপনার সান্নিধ্য
পরিত্যাগ করিয়া যে জন্ত আমি গিয়াছিলাম, তাহা
শ্রবণ করুন । আমি দেখিলাম, সমাগত ব্রাহ্মণ-
গণের শরীরে অদ্য আপনার পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ ও মাতামহাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অব-
স্থান করিতেছেন । তাহা দেখিয়া আমার লজ্জা
হইল এবং হে মহাবাহো, রঘুনন্দন ! আপনার যে
পিতা পূর্বে বহুগুণাবিত সর্বস মনোজ্ঞ ভক্ষ্য সকল
ভক্ষণ করিতেন, তিনি অদ্য বিরূপে কটু কষায়
ক্ষার বস্ত্র সকল ভক্ষণ করিবেন ? এই ভাবিয়া
আমার বড় হুঃখ হইল । সেই জন্তই হে রঘুদহ !
আমি অদৃষ্ট হইয়াছিলাম ; আমার স্বশ্বরবর্গকে
দেখিয়া লজ্জা হইয়াছিল । অতএব আপনি এ
বিষয়ে কোপ পরিহার করুন । জানকীর সেই বাক্য
শুনিয়া রাঘব বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই পুঙ্কর-
তীর্থে বিশেষভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন । পরে
পুঙ্করতীর্গের দক্ষিণে ত্রিধনু দূরে রামেশ্বর নামে

এক মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । যে নর ভক্তি-
ভরে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করে,
জনার্দনাধিষ্ঠিত পরম স্থান তাহার অধিগত হয় ।
অধিক কি, হাদনীদিনে তথায় যে নর প্রদীপ
প্রদান করে, ত্রিলোকে তাহার পুণ্যপরি-
সংখ্যা নাই । শুক্র ও মঙ্গলবারে চতুর্থী বা যজী
হইলে, সেই দিন শ্রাদ্ধাছুষ্ঠানে মহাকল হয় । দ্বাদশ
বর্ষ পর্যন্ত শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃপিতামহগণ পরিতৃপ্ত
হইয়া থাকে । যে নর সম্যক্ ভক্তিসূক্ত হইয়া তথায়
একটি অশ্ব দান করে, তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের
ফললাভ হয় । হে ভামিনি ! এই আমি তোমার
নিকট রামেশ্বর দেব ও পুঙ্করতীর্গের পাপহর
মাহাত্ম্য সম্যক্রূপে কীর্তন করিলাম । ২১—৪৪ ।

একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১১ ।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর উক্তম
লক্ষ্মণেশ্বর লিঙ্গের সমীপে গমন করিবে । তীর্থ-
যাত্রার্থ সমাগত লক্ষ্মণ রামেশ্বর লিঙ্গের পূর্বদিকে

গতেন বৈ । মহাপাপহরং দেবি তন্নিবং সুরপুঞ্জ-
তম্ ৷ ২ ৷ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদি-
বাদনৈঃ । হোমজাপৈঃ সমাধিস্থঃ স য়তি পরমাং
গতিম্ ৷ ৩ ৷ অন্নোদকং হিরণ্যকং তত্র দেয়ং
ষিজাতয়ে । সম্পূজ্য দেবদেবেশং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ
ক্রমাৎ ৷ ৪ ৷ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশীঃ বিশেষস্তত্র
পূজনে । স্নানং দানং জপস্তত্র তবেদকয়-
কারকম্ ৷ ৫ ৷

ইতি শ্রীকান্দে লক্ষ্মণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১১২ ৷

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি জানকীশ্বর-
মুত্তমম্ । রামেশান্নৈশ্বৰ্য্যে ভাগে ধনুঃশিশুকসংস্থি-
তম্ ৷ ১ ৷ পাপহরং সৰ্ব্বজন্তানাং জানক্যারাদিতং পুরা ।
প্রতিষ্ঠিতং বিশেষেণ সমাগারাদ্য শকরম্ ৷ ২ ৷ পূৰ্ণং
তন্ত্বেব লিঙ্গস্ত বসিষ্ঠেশেতি নাম বৈ । তৎপশ্চাজ্জান-
কীশেতি ত্রৈতয়াং প্রথিতং ক্রিতৌ ৷ ৩ ৷ ততঃ

ত্রিংশৎ ধনু দূরে এই পাপহর সুরসেবিত লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । নৃত্যগীত ও বাদ্যাদ্যম
সহকারে যে ব্যক্তি ভক্তিভরে ঐ লিঙ্গের পূজা
করে এবং হোম, জপ ও ধ্যান ধারণা করে, তাহার
পরমগতি লাভ হয় । তথায় গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা
দেবদেবকে পূজা করিয়া ষিজাতিকে অন্ন, জল ও
হিরণ্য দান করিবে । মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে
পূজা করিলে বিশেষ ফল হয় । ঐ দিন স্নান দান
ও জপাদি করিলে, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ৷ ১—৩ ৷

ষাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ১১২ ৷

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
জানকীশ্বরসমীপে যাত্রা করিবে । এই লিঙ্গ
রামেশ্বরের নৈশ্বৰ্য্যকোণে ত্রিংশৎধনু দূরে অব-
স্থিত । ইহা জানকীর আরাধিত ও সৰ্ব্ব জীবের
পাপহরণার্থ বিরাজিত । জানকী পূর্বে সম্যক
শঙ্করাধনা করিয়া এই লিঙ্গের বিশেষরূপে
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পূর্বযুগে ঐ লিঙ্গ বশিষ্ঠেশ
নামে প্রথিত ছিল ; পরে ত্রৈতায় জানকীশ নামে

বষ্টিসহস্রাণি বালখিলা মহর্ষয়ঃ । তত্র সিদ্ধিমহ-
প্রাপ্তান্তেন সিদ্ধেশ্বরেতি চ ৷ ৪ ৷ খ্যাতং কলৌ
মহাদেবি যুগলিঙ্গং মহাপ্রভম্ । তদ্বৃষ্ট্বা যুচ্যতে
পাটৈর্দুঃখদৌর্ভাগ্যসন্তবৈঃ ৷ ৫ ৷ যন্তঃ পূজয়তে
ভক্ত্যা নারী বা পুরুষোহপি বা । সংশ্রাপ্য বিধি-
বদ্ধক্ৰিয়া স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ৷ ৬ ৷ স্নানো চ
পুঙ্করে তীর্থে যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । নিয়তো
নিয়তাহারো মাসমেকং নিরন্তরম্ ৷ ৭ ৷ দিনেদিনে
ভবেত্তস্ত বাজিমৈধাধিকং কলম্ । মাঘে মাসি
তৃতীয়ায়াং বা নারী তং প্রপূজয়েৎ । তদবয়োহপি
দৌর্ভাগ্যং হুংখং শোকস্ত নো ভবেৎ ৷ ৮ ৷ ইতি
তে কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । ক্রতঃ
হরতি পাপানি সৌভাগ্যং সম্প্রযচ্ছতি ৷ ৯ ৷

ইতি শ্রীকান্দে জানকীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১১৩ ৷

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বিষ্ণুং
পাপপ্রণাশনম্ । বামনস্বামিনামানং সৰ্ব্বপাতক-

প্রথিত হয় । অনন্তর বষ্টিসহস্র বালখিলা স্বর্ষি ঐ
স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া উহা সিদ্ধেশ্বর নামে
প্রখ্যাত হয় । মহাদেবি ! এই মহামহিম যুগলিঙ্গ
দর্শনে দুঃখদৌর্ভাগ্যজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া
যায় । নারী বা নর যে তাঁহাকে বিধিমত ভক্তি-
ভরে স্নান করাইয়া পূজা করে, তাহার সৰ্ব্ব
পাপ হইতে মুক্তি হয় । পুঙ্কর তীর্থে স্নান
করিয়া যে নর নিয়ত ও নিয়তাহার হইয়া মাসাবধি
প্রতি দিন উহার পূজা করে, তাহার দিনে দিনে
অশ্বমেধাধিক ফল লাভ হয় । মাঘমাসের তৃতীয়ায়
যে নারী উহার পূজা করে, তাহার বংশে কদাচ
দৌর্ভাগ্য হুংখ বা শোক হয় না । দেবি ! এই
আমি পাপহর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । ইহা
শ্রবণে পাপ নষ্ট ও সৌভাগ্য লব্ধ হয় ৷ ১—৯ ৷

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ১১৩ ৷

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অতঃপর সৰ্ব্ব-
পাপহর বামনস্বামিনামধেয় বিষ্ণুসমীপে গমন

নাশনম্ । ১। পুষ্করায়ৈঋত্বে ভাগে ধনুর্বিংশতিভিঃ
শ্রুতম্ । যদা বন্ধো বলিদেবি বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
২। তদা তত্র পদং স্তম্ভং দক্ষিণং বিষ্ণুরূপিণা ।
দ্বিতীয়ং মেরুশৃঙ্গে তু তৃতীয়ং গগনে প্রিয়ে । ৩।
যাবদুর্দ্ধং চোৎকপিতি তাবত্তিরং সূদূরতঃ । পাদা-
গ্ৰেণ তু ব্রহ্মাণ্ডং নিক্ষান্তং সলিলং ততঃ । ৪। ততঃ
জ্জানুমাগ্ৰেণ সম্প্রাপ্তং পৃথিবীতলে । ততো বিষ্ণু-
পদৌ গঙ্গা প্রসিক্কিমগমৎ ক্ৰিতৌ । ৫। পূর্ষং সা
পুষ্করে প্রাপ্তা পুষ্করাং সা মহানদী । পুষ্করং
কথাতে বোম পুষ্করং কথাতে জলম্ । তেন তৎ
পুষ্করং খাতং সন্নিধানং প্রজাপতেঃ । ৬। তত্র
জ্ঞানং নরঃ কুত্বা যঃ পশুতি হরৈঃ পদম্ । স যানি
পরমং স্থানং যত্র দেবো হরিঃ স্ময়ম্ । ৭। তত্র
পিণ্ডপ্রদানেন তপ্তিঃ স্তাৎ কোটিবার্ষিকী । পিতৃগা-
ণাঞ্চ বরারোহে হেতদাহ হরিঃ স্ময়ম্ । ৮। অত্র
গাথা পুরা গীতা বসিষ্ঠেন মহর্ষিণা । বামনস্বামিনং
দৃষ্ট্বা তাং শৃণুষ্য সমাহিতা । ৯। স্নাত্বা তু পুষ্কবে
তীর্থে দৃষ্ট্বা বিষ্ণুপদং ততঃ । অপি কুত্বা মহৎপাপং

কিমতঃ পরিতপ্যতে । ১০। যন্ত্রোপানহৌ দদ্যাদ্-
ব্রাহ্মণায় যতব্রতঃ । স যানবরমাকটো বিষ্ণুলোকে
মহীয়তে । ১১।

ইতি শ্রীশ্বান্দে বামনস্বামিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৪ ।

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি পুষ্করে-
শ্বরমুত্তমম্ । তন্ত্বেব দক্ষিণে ভাগে জানকীশ্বর-
মুত্তমম্ । ১। লিঙ্গং মহাপ্রভাবস্ত ব্রহ্মপুত্রেন পূজি-
তম্ । সনৎকুমারমুনিনা শ্রদ্ধয়া হেমপুষ্করৈঃ । ২।
পূজিতং তদ্বিধানেন তেন তৎ পুষ্করেশ্বরম্ । খাতং
তত্র বরারোহে সর্ষপাতকনাশনম্ । ৩। যন্ত
পূজয়তে তক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । যাত্রা
কৃতা ভবেত্তেন পৌষ্করী নাত্র সংশয়ঃ । ৪।

ইতি শ্রীশ্বান্দে পুষ্করেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৫ ।

করিবে । পুষ্করক্ষেত্রের নৈঋত কোণে বিংশতি
ধনু ব্যবধানে বামনস্বামী অবস্থিত । হে দেবি !
প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু যখন বিশ্বরূপ ধরিয়া বলিকে বন্ধন
করেন, তখন তিনি ঐ স্থানে দক্ষিণ পাদ বিস্তার
করিয়াছিলেন । তাঁহার দ্বিতীয় পাদ মেরুশৃঙ্গে
এবং তৃতীয় পাদ গগনে বিস্তৃত হইয়াছিল । প্রিয়ে ।
যখন তিনি পাদাগ্র উদ্ধে উৎক্ষেপ করিয়াছিলেন,
তখন তাহা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ভিন্ন হইয়া জল নিক্ষান্ত
হইয়াছিল । অনন্তর তিনি স্বীয় জানুমাগ্রে পৃথিবী-
তল প্রাপ্ত হন । তৎকালে বিষ্ণুপদৌ গঙ্গা
ক্ৰিতিতলে প্রসিক্কি লাভ করেন । ঐ মহানদী
প্রথমে পুষ্করে, পরে পুষ্কর হইতে ভূমণ্ডলের
অন্তর প্রবাহিত হন । পুষ্করই বোম এবং পুষ্করই
জল বলিয়া কথিত । সেই জন্ত প্রজাপতির সন্নি-
ধানস্থান ঐ পুষ্কর পৃথিবীতে বিখ্যাত । তথায়
জ্ঞান করিয়া হরিপদ দর্শন করিলে নর হরি-
বিয়াজিত পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । স্ময়ং হরি বলি-
য়াছেন,—তথায় পিণ্ড প্রদানে পিতৃগণের কোটি
বর্ষ তপ্ত হইয়া থাকে । এ সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠ
পুরাকালে বামনস্বামীকে সন্দর্শন করিয়া এক গাথা
কীর্ত্তন করিয়াছিলেন । ঐ গাথার মর্ম্ম সনাহিত
হইয়া শ্রবণ কর । বশিষ্ঠ ঘোষণা করিয়াছিলেন,
পুষ্করতীর্থে জ্ঞান ও বিষ্ণুপদ সন্দর্শনপূর্ব্বক মানব

মহৎ পাপ করিয়াও কি পরিতপ্ত হয় ? যেনর যতব্রত
হইয়া ঐ স্থানে ব্রাহ্মণকে উপানহ প্রদান করে, সে
শ্রেষ্ঠ যানারোহণে বিষ্ণুলোকে গিয়া বিহার করিয়া
থাকে । ১—১১ ।

চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
পুষ্করেশ্বরসমীপে গমন করিবে । পুষ্কোক্ত বামন
স্বামীর দক্ষিণভাগে জানকীশ্বর নামে এক মহামহি-
মাবিত ব্রহ্মপূজিত উত্তম লিঙ্গ ছিল । সনৎকুমার
মুনি শ্রদ্ধার সহিত হেমপুষ্কর দ্বারা যথাবিধি তাঁহার
পূজা করিয়াছিলেন । সেই জন্ত ঐ লিঙ্গ নিখিল
পাতকহর পুষ্করেশ্বর নামে বিখ্যাত হয় । যে নর
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা ভক্ত করিয়া তাঁহার পূজা করে,
তাঁহার নিশ্চয়ই সমগ্র পৌষ্করী যাত্রা করা হয় । ১-৪ ।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫ ।

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবীঃ
সৌভাগ্যকারিণীম্ । কুণ্ডেশ্বরীতি বিখ্যাতাঃ পুষ্ক-
রাশায়াঃগাচরে ॥ ১ ॥ ধনুঃষাং ত্রিংশতা দেবি ভূত-
নাথাক্ষ নৈঋতে । সংস্থিতা পাপদমনী দারিদ্র্যোঘ-
বিনাশিনী ॥ ২ ॥ তস্মা নৈঋতদিগ্ভাগে ধনুঃপঞ্চ-
দশে স্থিতম্ । শঙ্খোদকং নাম কুণ্ডং সৰ্পপাতক-
নাশনম্ ॥ ৩ ॥ তত্র স্নাত্বা তু য়ে মর্ত্যা নারী বা
শুভবারিণি । পূজয়েন্তাং মহাদেবি শঙ্খাবর্তেতি
বিজ্ঞাতাম্ ॥ ৪ ॥ কলৌ কুণ্ডেশ্বরী নাম সৰ্বসৌখ্য-
প্রদায়িনী । শঙ্খো নাম পুরা দেবি বিষ্ণুনা নিহতঃ
প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ তস্মা দেহং সমাদায় মহাস্তং শঙ্খ-
রূপিনম্ । তীর্থোদকেন সম্পূজ্য প্রভাসং ক্ষেত্র-
মাগতঃ ॥ ৬ ॥ তত্র শঙ্খং তু প্রক্ষাল্য কৃতং তীর্থং
মহাপ্রভম্ । তত্র পুরিতবান্ শঙ্খং মেঘগন্তীর-
নিহনম্ ॥ ৭ ॥ তস্মা নাদেন মহতা দেবী তত্র
সমাগতা । পৃচ্ছন্তী কারণং তত্র তৎকুণ্ডস্য সমী-
পগা । তেন কুণ্ডেশ্বরী খ্যাতা কুণ্ডং শঙ্খোদকং

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পুষ্কর হইতে বায়ুকোণে এবং
ভূতনাথের নৈঋতে ত্রিংশৎ ধনু দূরে পাপদমনী
দারিদ্র্যরাশিনাশিনী কুণ্ডেশ্বরী বিরাজমানা । হে
মহাদেবি ! নর পুষ্করেশ্বরের পূজার পর সেই
সৌভাগ্যদায়িনী কুণ্ডেশ্বরী দেবীর সমীপেই গমন
করিবে । সেই দেবীস্থানের নৈঋতকোণে পঞ্চদশ
ধনু দূরে শঙ্খোদক নামে এক সফলপাতকহর কুণ্ড
আছে । মনব বা মানবী সেই শুভসলিলশালী
শঙ্খোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া তৎসম্বিহিতা শঙ্খাবর্তা
দেবীর পূজা করিবে । ঐ দেবীই কলিতে সৰ্ব-
সৌখ্যদায়িনী, পুষ্পোক্ত কুণ্ডেশ্বরী নামে বিখ্যাত ।
প্রিয়ে ! পুরাকালে বিষ্ণু শঙ্খাস্বরূপে নিহত করেন ।
পরে তাহার মহাশঙ্খরূপী দেহ লইয়া তীর্থোদকে
পরিপূরণপূর্বক প্রভাসক্ষেত্রে সমাগত হন । তিনি
পুষ্পোক্ত কুণ্ডে তদীয় শঙ্খ প্রক্ষালিত করিয়া
উাকে এক মহাতীর্থে পরিণত করেন । বিষ্ণু
যখন সলিল দ্বারা শঙ্খ পূরণ করেন, তখন এক
মেঘগন্তীর নাদ উথিত হইয়াছিল । সেই মহানাদ
শুনিয়া পুষ্পোক্ত দেবী তথায় আগমনপূর্বক সেই
কুণ্ডসমীপে অবস্থিত হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা
করেন । সেই জন্ত তিনি কুণ্ডেশ্বরী নামে এবং

স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥ মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং যন্তাং পূজ-
য়েত নরঃ । নারী বা ভক্তিসংযুক্তা স গৌরীপদ-
মাপুয়াৎ ॥ ৯ ॥ দম্পত্যোৰ্ভোজনং তত্র দেয়ং
যাত্রাকলেম্পুভিঃ । কঙ্কুকং কলদানঞ্চ গৌরীণীনাঞ্চ
ভোজনম্ ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে শঙ্খোদককুণ্ডেশ্বরগৌরীমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ষোড়শাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি ভূত-
নাথেশ্বরং হরম্ । কুণ্ডেশ্বর্যা ঈশভাগে ধনুঃষাং
বিশ্বেকেশ্বরে ॥ ১ ॥ কল্পলিঙ্গং মহাদেবি হনাদি-
নিধনং স্থিতম্ । পূর্বং ত্রেতাযুগে দেবি বীরভদ্রে-
শ্বরীতি চ ॥ ২ ॥ প্রখ্যাতং ভুবি দেবেশি কলৌ
ভূতেশ্বরং স্মৃতম্ । পুরা দ্বাপরসম্বৌ চ তত্র ভূতানি
কোটিণঃ ॥ ৩ ॥ সংসিদ্ধিং পরমাং জগ্মুস্তল্লিঙ্গস্য
প্রভাবতঃ । তেন ভূতেশ্বরং নাম প্রখ্যাতং ধরণী-
তলে ॥ ৪ ॥ তত্র কবচতুর্দিশাং রাত্নৌ সম্পূজ্য

কুণ্ড শঙ্খোদক নামে বিখ্যাত হয় । মাঘ মাসের
তৃতীয়া তিথিতে সে নর-নারী ভক্তিভাবে ঐ দেবীর
পূজা করে, তাহাদের গৌরীলোক লাভ হয় ।
যাত্রাকলেম্পু ব্যক্তিগণ তথায় দম্পতিকে ভোজন
করাইয়া কঙ্কুক ও কল দান করিবেন এবং কুমারী-
দিগকেও ভোজন করাইবেন ১—১০ ।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৬ ।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
ভূতনাথেশ্বর হরের সমীপে গমন করিবে । কুণ্ডে-
শ্বরীর ঈশানকোণে বিংশতি ধনু ব্যবধানে ঐ
অনাদিনিধন কল্পলিঙ্গ অবস্থিত । হে দেবি ! পূর্বে
ত্রেতাযুগে ঐ লিঙ্গ বীরভদ্রেশ্বর এবং কলিতে
ভূতেশ্বর নামে প্রখ্যাত হইয়াছে । দ্বাপরযুগের
সন্ধিসময়ে ঐ লিঙ্গের প্রভাবে কোটি কোটি ভূত
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল । সেই জন্ত উহা
ধরণীতলে ভূতেশ্বর নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে ।
যে নর কবচপঞ্চাশ চতুর্দিশীর নিশাকালে জিতেন্দ্রিয়

শঙ্করম্। দক্ষিণাং দিশমাশ্রিত্য অঘোরং পূজয়েতু
যঃ ॥ ৫ ॥ দূতং জিতেন্দ্রিয়ো ভূত্বা নির্ভয়ো ধ্যান-
সংযুতঃ। তৈশ্চৈব জায়তে সিদ্ধির্বা কাচিদ্ধৃতলে
স্থিতা ॥ ৬ ॥ তিলহেমপ্রদানঞ্চ পিণ্ডদানঞ্চ তত্র বৈ।
পিতৃহৃদ্বিশ্রু দদ্যাৎ তেষাং প্রেতহুমুক্তয়ে ॥ ৭ ॥
ইতি নিগদিতমেতদ্ভূতনাথেশ্বরস্ত প্রচুরকলিমলানাং
নাশনং পুণ্যহেতুঃ। পঠতি চ পুরুষো বা যঃ
শৃণোতীহ ভক্ত্যা সুরবরমহিমানঃ শ্রুত্যেতে পাত-
কৌঘৈঃ ॥ ৮ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ভূতনাথেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তুতো গচ্ছেমহাদেব গোপ্যা-
দিত্যমনুজমম্। ভূতেশাদ্ বায়বে ভাগে ধনুবাঃ
ত্রিংশকেহস্তরে ॥ ১ ॥ বলাতিবলদৈত্যস্ত্রীং দক্ষিণাঘ্নেয়-
সংস্থিতম্। ধনুবাং দশকে দেবি সংস্থিতং পাপ-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ তস্তোৎপাত্তং প্রবক্ষ্যামি মহাপাপ-
হর্যং শুভাম্। যাং ক্রত্বা মানবো ভক্ত্যা দুঃখ-

নিভয় ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ঐ স্থানে শঙ্করের পূজা-
পূরক দক্ষিণদিকে গিয়া অঘোরের পূজা করে,
তাঁহার ভূতলস্থ সমস্ত সিদ্ধিই করায়ত্ত হয়। মানব
পিতৃগণের উদ্দেশে তাঁহাদের প্রেতর মুক্তির জন্ত
তিল, স্বর্ণ, ও পিণ্ড প্রদান করিবে। দেব! এই
আমি ভূতনাথেশ্বরের কলিমলাপহ পুণ্য মাহাত্ম্য
কৌতূহল করলাম। যে নর ভক্তিভরে ইহা পাঠ বা
শ্রবণ করে, সে পাতকরাশি হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে। ১—৮।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১১৭।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অল্পতম গোপ্যা-
দিত্য সমীপে গমন করিবে। ভূতেশ্বরের বায়ু-
কোণে ত্রিংশৎ ধনু দূরে ঐ গোপ্যাদিত্যদেব
অবস্থিত। তাঁহার দক্ষিণে অগ্রিকোণে দশ ধনু
দূরে দেবী বলাতিবলদৈত্যস্ত্রী অবস্থিত। গোপ্যা-
দিত্য দর্শনের পর ঐ দেবীর স্থানে গমন করিতে
হইবে। এক্ষণে গোপ্যাদিত্যের মহাপাপহারিণী

শোটিকঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ পুরা কৃষ্ণো মাতাজ্জা
যদা প্রভাসমাগতঃ। সহিতো যাদবৈঃ সর্বেঃ
ষট্‌পঞ্চাশতিকোট্যভিঃ ॥ ৪ ॥ ষোড়শৈব সহস্রাণি
গোপ্যাস্তত্র সমাগতাঃ। লক্ষমেকং তথা যষ্টিরেতে
কৃষ্ণমুতাঃ প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
সংস্থিত্যঃ পাপনাশনে। যাদবস্বলমাসাদ্য যাবদ্রেব-
তকো গিরিঃ ॥ ৬ ॥ তত্র দ্বাদশবর্ষাণি সংস্থিতান্তে
মহাবলাঃ। ক্ষেত্রং পবিত্রমাদ্য শিবলিঙ্গানি তে
পৃথক্। স্থাপয়াক্রুরে সর্বে হস্তিতানি স্নানমভিঃ ॥
৭ ॥ এবা সমগ্রং তৎক্ষেত্রং যাদ্বেবদাশযোজনম্।
ধ্বজলিঙ্গাক্ষিতং চক্ৰং সর্বে যাদবপুংসবাঃ ॥ ৮ ॥ হস্ত-
হস্তান্তরে দেবি প্রাসাদাঃ ক্ষেত্রমধ্যতঃ। সুবর্ণ-
কলশোপেতাঃ পতাকাগুলিতাংহরাঃ। বিরাজন্তে তু
তত্রস্থাঃ কৌর্তিস্তম্ভা হরোরিব ॥ ৯ ॥ ততো গোপ্যো
মহাদেবি আদ্যা যাঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ। তাসাং নামানি
তে বক্ষ্যে তানি হে কমনাঃ শৃণু ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মিনী
চন্দ্রিকা কান্তা ক্রুরা শান্তা মহোদয়া। ভীষণী নন্দিনী
শোকা সুপর্ণা বিমলাক্ষ্যা ॥ ১১ ॥ শুভদা শোভনা

উৎপত্তিকথা বলিতেছি, ইহা শ্রবণে নর দুঃখ-
শোক হইতে মুক্ত হয়। পূর্বে মহাতেজা ত্রীকৃষ্ণ
একদা ষট্‌পঞ্চাশৎ কোটি যাদব ও স্বীয় ষোড়শ
সহস্র গোপী সহ প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করি-
য়াছিলেন! তাঁহার সমভিবি্যাহারে তদীয় এক
লক্ষ যষ্টিসহস্র পুত্র পবিত্র প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া
রৈবতকাচল যাবৎ যাদবস্বলীতে অবস্থান করেন।
সেই সকল মহাবলেরা ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত
ঐ স্থানে অবস্থানপূরক পবিত্র ক্ষেত্র পাইয়া সকলেই
স্ব স্ব নামাক্তিত এক এক লিঙ্গ পৃথক পৃথক রূপে
স্থাপন করিলেন। এইরূপে যাদবপুংসবেরা সেই দ্বাদশ
যোজন-পরিমিত সমগ্র ক্ষেত্রই ধ্বজ ও লিঙ্গসমূহ
দ্বারা অঙ্কিত করিলেন। হে দেবি! সেই ক্ষেত্র
মধ্যের এক এক হস্ত ব্যবধানেই এক এক প্রাসাদ
নির্ম্মিত হইয়া সুবর্ণ-কলস ও পতাকারাজি দ্বারা
সমলঙ্কৃত হইল। ঐ সকল প্রাসাদ হরির কৌর্তি-
স্তম্ভসমূহের স্তায় তথায় থাকিয়া বিরাজ করিতে
লাগল। ১—৯। হে মহাদেবি! অনন্তর ত্রীকৃষ্ণের
বাহারা প্রধান ষোড়শ গোপী ছিলেন, তাঁহাদের নাম
সকল বলিতেছি, একমনে শ্রবণ কর; যথা,—লক্ষ্মিনী,
চন্দ্রিকা, কান্তা, ক্রুরা, শান্তা, মহোদয়া, ভীষণা,
নন্দিনী, অশোকা, সুপর্ণা, বিমলা, অক্ষ্যা, শুভদা,

তুপুণ্য হংসশ্চৈতাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ । হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ
পরমাশ্রা জনাঙ্গিনঃ ॥ ১২ ॥ তশ্চৈতাঃ শক্রয়ো
দেবী যোড়শৈব প্রকীর্তিতাঃ । চন্দ্ররূপী ততঃ কৃষ্ণঃ
কলারূপাশ্চ তাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং
মালিনী যোড়শী কলা । প্রতিপত্তিথিমারভ্য বিচ-
রত্যাশ্চ চন্দ্রমাঃ ॥ ১৪ ॥ যোড়শৈব কলা যাস্তা
গোপীকুপা বরাননে । একৈকশস্তাঃ সন্তিনাঃ সহ-
শ্রেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫ ॥ এবং তে কথিতং দেবি
ব্রহ্মসং জ্ঞানসম্ভবম্ । এবং যো বেদ পুরুষঃ স
জ্যেষ্ঠো বৈষ্ণবো বৃধেঃ ॥ ১৬ ॥ অথ তাতিঃ কৃতান্
জ্যোত্সা প্রাসাদান্ যাদবৈঃ পৃথক্ । ততো গোপ্যোহপি
তাঃ সর্বাঃ সহস্রাণি তু যোড়শ । কৃষ্ণমাজ্ঞাপ্য
ভাবেন স্থাপয়াক্রিয়ৈ রবিম্ ॥ ১৭ ॥ ঋষিভির্নার-
দাদৈশ্চাস্তান্ত্রা ক্ষেত্রনিবাসিভিঃ । তং প্রতিষ্ঠাপদ্য-
মানুঃ প্রতিষ্ঠাবিধিনা রবিম্ ॥ ১৮ ॥ প্রতিষ্ঠিতে তত্রঃ
সূর্যো দহুর্দানানি ভূরিশঃ । তত্রঃ ক্ষেত্রনিবাসিত্য
গোভূহেমাদরাণি চ ॥ ১৯ ॥ ততস্ত ঋষয়ঃ সর্বে
সম্ভবো হুষ্টিমানসাঃ । চকুর্নাম রবেস্তত্র গোপ্যা-
দিত্যেতি বিকৃতম্ । সর্বপাপহরং দেবং মহা-

সৌভাগ্যদায়কম্ ॥ ২০ ॥ এবং কৃতে কৃতার্থীভাঃ
সম্প্রাপ্যাতিমহদযশঃ । জয়মুখাগতং সর্বা দ্বারকাং
কৃষ্ণসংযুতাঃ ॥ ২১ ॥ পুনঃ কালান্তরে দেবি
শাপাদুর্দাসসঃ প্রিয়ে । যাদববংশলতাং প্রাপ্তাঃ ।
প্রভাসে পাপনাশনে ॥ ২২ ॥ এবং তে কথিতো
দেবি গোপ্যাদিত্যসমুদ্ভবঃ । মাহাত্ম্যং তস্ত তে
বচি পূজাবন্দনজং ক্রমাৎ ॥ ২৩ ॥ অগ্নিগ্নিজবনে
দেবি যো গোপীভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । তস্ত দর্শনমাত্রেণ
দুঃখশোকৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ স্মৃতপ্তেনেহ তপসা
যজ্ঞৈকো বহুদক্ষিণৈঃ । তাং গতিং তে নরা যান্তি
যে গোপীরবিমাত্রিতাঃ ॥ ২৫ ॥ যেন সর্বাঙ্গানা
ভাবো গোপ্যাদিত্যে নিবেশিতঃ । মহেশ্বরী
কৃতার্থহাং স শ্লাঘ্যো ধন্ত এব সঃ ॥ ২৬ ॥ অপি নঃ
স কুলে ধন্তো জায়তে কুলপাবনঃ । ভাগ্যবান্
ভক্ত্যভাবেন যেন ভানুরূপাসিতঃ ॥ ২৭ ॥ সপ্তম্যাং
পূজয়েদযম্ব মাষে মাহাত্ম্যমসি প্রিয়ে । সপ্তবরান্
সপ্ত পুঙ্গবান্ পিতৃন সোহপ্যুদ্বরেন্নরঃ ॥ ২৮ ॥ ছিনন্তি
রোগান্ হৃশ্চেষ্টান্ দুঃজয়ান জয়তি হরান্ ॥ ২৯ ॥ ন
সপ্তম্যাং স্পৃশেত্তৈলং নীলবস্ত্রং ন ধারয়েৎ । ন

শোভনা, ও পুণ্য। এই যোড়শ গোপীই যেন
হংসেরই যোড়শ কলা। বস্তুতঃ পরমাশ্রা জনাঙ্গিন
শ্রীকৃষ্ণই হংস বলিয়া নিকৃপিত, তাহা এই
যোড়শ শক্তি বিখ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র পু, আর
ঐ যোড়শী গোপী তাঁহার কলারূপিনী। এই সকল
গোপীর মধ্যে সম্পূর্ণমণ্ডলা মালিনীই যোড়শী
কলা। হে সুবদনে! প্রতিপৎ তিথি হইতে
আরম্ভ করিয়া চন্দ্রমা তাঁহার যোড়শ কলা
বিহার করেন। সেই যে যোড়শ কলা, ইহারাই
এই গোপীকুপা। এই সকল গোপীরাই এক এক
জনে সহস্র সহস্র রূপে বিভিন্ন। হে দেবি! এই
তোমার নিকট আমি জ্ঞানজনক রহস্যবার্তা বলি-
লাম। এই রহস্যবার্তা যে পুরুষ জ্ঞানেন, তিনি
বিজ্ঞগণের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া বিদিত হইয়া
থাকেন। অনন্তর যাদবগণ প্রভাসে পৃথক্ পৃথক্
প্রাসাদ নির্মাণ করিলেন জানিয়া সেই যোড়শ সহস্র
গোপী কৃষ্ণের অল্পমতি লইয়া ভক্তিভরে রবিদেবকে
স্থাপন করিলেন। ক্ষেত্রবাসী নারদাদি ঋষি সেই
রবিকে প্রতিষ্ঠাবিধি অল্পসারে প্রতিষ্ঠা করাইলেন।
সূর্য্য প্রতিষ্ঠার পর গোপীগণ ক্ষেত্রবাসী ঋষি-
দিগকে প্রভূত গো, ভূ, ত্রিগুণ ও বস্তু দান করি-
লেন। অনন্তর ঋষিগণ সমস্ত হইয়া হুষ্টিচতে

সেই গোপীপ্রতিষ্ঠিত রবির গোপ্যাদিত্য নাম নির্মা-
চন করিলেন। ঐ গোপ্যাদিত্য দেব সর্বপাপহর ও
মহাসৌভাগ্যদায়ক। এইরূপে গোপীগণ প্রতিষ্ঠা-
কার্য্য করিয়া মহৎ যশঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ
সম্ভাব্যাহারে দ্বারকা য় গমন করিলেন। ১০—২১।
হে দেবি! কালান্তরে দুর্দাসার শাপে পুনরায়
তাঁহার পাপহর প্রভাসের যাদববংশলীতে উপনীত
হইরাছিলেন। দেবি! এই আমি তোমার নিকট
গোপ্যাদিত্যের উৎপত্তিবার্তা বলিলাম, এক্ষণে
তাঁহার মাহাত্ম্য ও পূজাভাবাদন ক্রম বলিতেছি।
এই মিত্রবনে গোপীজনপ্রীতিত গোপ্যাদিত্যের
দর্শনমাত্রেই নর দুঃখশোক হইতে মুক্ত হয়। এই
স্থানে সম্যক্ তপস্যা ও বহু দক্ষিণাচিত যজ্ঞ
করিলে গোপ্যাদিত্যের আশ্রয়ে নরগণ পরম
গতি প্রাপ্ত হয়। যে নর সর্বপ্রকারে গোপ্যা-
দিত্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, সে কৃতার্থ, শ্লাঘ্য
এবং ধন্ত। আমাদের কুলে কি কোন কুলপাবন
ধন্ত নর জন্মগ্রহণ করিবে—যে ভাগ্যবান্ পুরুষ
দ্বারা ভানুদেব উপাসিত হইবেন। বস্তুতঃ নর
মাঘমাসের সপ্তমী তিথির প্রত্যুষে এই রবি-
দেবের পূজা করিলে তাঁহার উদ্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষ
উদ্ধার কার্য্য থাকে। সে নর রোগনাশে সক্ষম

চাপ্যামলকৈঃ শ্রানং ন কুর্যাৎকলহং কচিৎ ॥ ৩০ ॥
 নীলরক্তেন বস্ত্রেণ যৎকৰ্ম্ম কুরুতে দ্বিজঃ ॥ শ্রানং
 দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতৰ্পণম্ ॥ বৃথা তস্মৈ
 মহাযজ্ঞা নীলসূত্রস্ত ধারণাৎ ॥ ৩১ ॥ নীলীরক্তং যদা
 বস্ত্রং বিশ্রব্ধেযু ধারয়েৎ ॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা
 পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩২ ॥ যোমকূপে যদা
 গচ্ছেদ্রসং নীলস্ত কচিৎ ॥ পতিতস্ত তবেদ্বিপ্র-
 স্তিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্যাপোহতি ॥ ৩৩ ॥ নীলমধ্যং যদা গচ্ছেৎ
 প্রমাদাদব্রাহ্মণঃ কচিৎ ॥ অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা
 পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৩৪ ॥ নীলদাক্ষ যদা ভিদ্যেদ-
 ব্রাহ্মণানাং শরীরকে ॥ শোণিতং দৃষ্টতে তত্র
 দ্বিজচাত্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩৫ ॥ কুর্যাদজ্ঞানতো যস্ত
 নীলং বৈ দন্তধাবনম্ ॥ কৃষা কৃচ্ছ্রয়ং তস্মৈ শুদ্ধি-
 ক্রজ্ঞা মনৌষিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি
 গোপ্যাদিত্যমহোদয়ম্ ॥ পাপস্বঃ সৰ্বজন্তুনাং শ্রুতং
 সৰ্বার্থসাধকম্ ॥ ৩৭ ॥ গবাঃ শতসহস্রৈশ্চ দত্তৈর্ঘং
 কুরুজ্ঞানলে ॥ পুণ্যং ভবতি দেবেশি তদগোপ্যা-
 দিত্যদর্শনে ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোপ্যাদিত্যমাহাশ্রমাবর্ণনঃ
 নামাষ্টাদশাধিকশততমো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

হয় এবং দুষ্কিয়্যাত দুৰ্জয় অরিদিগকেও জয়
 করিতে পারে। সপ্তমীতে তৈল স্পর্শ করিবে
 না; নীলবস্ত্র ধারণ করিবে না; আমলক জলে শ্রান
 করিবে না বা কদাচিৎ কলহ করিবে না। নীল
 রক্তবস্ত্র পরিয়া যে দ্বিজ শ্রান, দান, জপ, হোম,
 স্বাধ্যায়, পিতৃতৰ্পণ, বা মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করে, নীল
 সূত্র ধারণের কলে তাহার হেই সেই কৰ্ম্ম নিফল
 হইয়া যায়। যে বিপ্র নীলীরক্ত বস্ত্র অঙ্গে ধারণ
 করে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পরে পঞ্চগব্য দ্বারা
 তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয়। নীলরস যদি কোন
 বিপ্রের লোমকূপে প্রবেশ করে, তবে সে পতিত
 হইয়া থাকে। তিনটি কৃচ্ছ্র চাত্রায়ণ দ্বারা তাঁহার
 সেই পাতিত্য নাশ হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ কখন
 নীলমধ্যে গমন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস
 করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা তাহাকে শুদ্ধ হইতে হয়।
 ব্রাহ্মণদিগের শরীরে যদি নীল দাক্ষ বিদ্ধ হয়, আর
 সেই বেধ স্থানে যদি রক্ত দেখা যায়, তবে ব্রাহ্ম-
 ণকে চাত্রায়ণ করিতে হইবে। যাহারা অজ্ঞানত
 নীল কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করে, মনৌষীগণ দুইটি কৃচ্ছ্র
 চাত্রায়ণে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা কবিয়াছেন। হে

একেনবিংশত্যধিকশততমোদধ্যায়ঃ ॥

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মহাদেবীঃ
 মহাপ্রভাম্ ॥ বলাতিবলদৈত্যস্বীঃ নারৈতি প্রথিতাঃ
 কিতৌ ॥ ১ ॥ আনাদিনিধনাঃ দেবীঃ তত্র ক্ষেত্রে
 ব্যবস্থিতাম্ ॥ কোটিভূতপরীবারাং সৰ্বদৈত্যানিব-
 হিণীম্ ॥ ২ ॥ দেব্যাবাচ। বলাতিবলদৈত্যস্বী কথ-
 মুক্তা ভয়া প্রভো ॥ বলাতিবলনামানো কথং দৈত্যৌ
 নিপাতিতো ॥ ৩ ॥ কুত্র তিষ্ঠতি সা দেবী কিস্ত্র-
 ভাবা মহেশ্বর ॥ মাহাশ্রমখিলং তন্তাঃ সৰ্বাঃ বিস্ত-
 রতো বদ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি
 কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ যাং শ্রুত্বা মানবো ভক্ত্যা
 মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ আসীজ্ঞানসুরো নাম
 মহিষস্ত সূতো বলী ॥ মহাকাশে মহাবাহুর্হিরণ্যাক্ষ
 ইবাপরঃ ॥ ৬ ॥ বলাতিবলনামানো তস্মৈ পুত্রৌ

দেবি! এই আমি তোমার নিকট গোপ্যাদিত্যের
 মাহাশ্রম কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণে সৰ্ব জীবের
 সৰ্বার্থসিদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়। হে দেবেশি! কুরু-
 জ্ঞানলে শতসহস্র গোদামে যে পুণ্য হয়, একমাত্র
 গোপ্যাদিত্য দর্শনে সেই পুণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩২-৩৮ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

উনবিংশাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অতঃপর কিত্তি-
 প্রসিদ্ধ বলাতিবলদৈত্যস্বী নামী মহাপ্রভা মহাদেবী
 সমীপে গমন করিবে। ঐ দেবী অনাদিনিধনা, ক্ষেত্র
 মধ্যে অবস্থিতা, কোটি কোটি ভূতপরিবৃত্তা ও
 সমস্ত দৈত্যসংহারশালা। দেবী কহিলেন,—
 প্রভো! বলাতিবলদৈত্যস্বী নাম কিরূপে নিরু-
 পিত হইল? বলাতিবল নামক দৈত্যদ্বয় কিরূপে
 নিপাতিত হইয়াছিল? হে মহেশ্বর! ঐ দেবী
 কোথায় আছেন? কিরূপ তাঁহার প্রভাব? সেই
 দেবীর অখিল মাহাশ্রম বিস্তৃতরূপে বলুন। ঈশ্বর
 কহিলেন,—দেবি! ঐ পাপহারিণী কথা কহিতেছি
 শ্রবণ কর। মানব ভক্তিতরে ইহা শ্রবণ করিলে
 সৰ্ব পাতক হইতে মুক্ত হয়। পুরাকালে মহিষা-
 সুরের রক্তাক্ষ নামে এক বলবান পুত্র উৎপন্ন
 হইয়াছিল। ঐ মহিষপুত্র মহাকায়, মহাবাহু, অপর
 হিরণ্যাক্ষের স্তায় দেদীপ্যমান। উহার দুই পুত্র;
 তাহাদেরই নাম বল ও অতিবল। তাহার

বভুবতুঃ। তৌ বিজিত্য সুরান্ সর্বান দেবেন্দ্রাণি-
 পুরোগমান। ৭। ত্রৈলোক্যেহস্মিন্নিরাভ্যাতৌ চক্রতু-
 রাজ্যমঙ্গসা। তয়োঃ সেনামখে বীরাস্থয়স্ত্রিশংখকৌ-
 র্তিতাঃ। ৮। রৌদ্রাঙ্গানৌ মহাঘোষাঃ সহস্রাঙ্কো-
 হিণীযুধাঃ। সিংহস্কন্ধা মহাকায়্য দুর্ভাঙ্গানৌ মহাবলাঃ।
 ৯। ধ্বজাঙ্কো ভীমদংষ্ট্রশ্চ কালবাহুয়ো মহাহবুঃ।
 ব্রহ্মস্রো যজ্ঞকোপশ্চ স্ত্রীষুঃ পাপনিকেতনঃ। ১০।
 বিদ্যাম্বালী চ বজ্রকঃ শঙ্খকর্ণো বিভাবসুঃ। দেবান্তকো
 বিকর্ণা চ হর্ভিক্ষঃ ক্রুর এব চ। ১১। হৃদগ্রীবোহশ্ব-
 কর্ণশ্চ কেতুমানুষ্যভো দ্বিজঃ। শরভঃ শলভো
 ব্যাঘ্রো নিকুন্তো মণিকো বকঃ। ১২। শূৰ্পকো
 বিক্ষরো মালী কালো দণ্ডককেরলঃ। এতে
 দৈত্যা মহাকায়ান্তয়োঃ সেনাবিকারিণঃ। ১৩।
 এবং তৈঃ পৃথিবী ব্যাপ্তা পঞ্চাশৎকোটিবিস্তরা।
 এবং জ্ঞাত্বা তদা দেবা ভয়েনোদ্বিগ্নমানসাঃ। ১৪।
 সর্বেদেবর্ষিভিঃ সার্কিং জম্বুস্তে হিমবত্ননম্। স্তোত্রৈ-
 গানেন তাং দেবীং তুষ্টুবুঃ প্রযতাস্তদা। ১৫। দেবা
 উচুঃ। জয়াঙ্করে জয়ানন্তে জয়াবান্তে নিরাময়ে।
 জয় দেবি মহামায়ে জয় দেবর্ষিবান্দিতে। ১৬। জয়
 বিশেষ্বরে গঙ্গে জয় সর্বাখসিদ্ধিদে। জয়

ব্রহ্মাণি কোমারি জয় নারায়ণীশ্বরী। ১৭। জয়
 ব্রহ্মাণি চামুণ্ডে জয়েন্দ্রাণি মহেশ্বরী। জয় মাতর্নহা-
 লক্ষ্মি জয় পার্বতি সর্বগে। ১৮। জয় দেবি জগৎ-
 সৃষ্টে জয়ৈরাবতি ভারত। জয়ানন্তে জয় জয়ে
 জয় দেবি জলাবিলে। ১৯। জয়েশানি শিবে
 শর্বে জয় নিতাং জয়ার্চিত্তে। মোক্ষদে জয়
 সর্বজ্ঞে জয় ধর্ম্মার্থকামদে। ২০। জয় গায়ত্রী
 কল্যাণি জয় সহ্যে বিভাবরি। জয় দুর্গে মহাকালি
 শিবদূতি জয়াজয়ে। ২১। জয় চণ্ডে মহামুণ্ডে জয়
 নন্দে শিবপ্রিয়ে। জয় ক্ষেমঙ্করি শিবে জয় কল্যাণি
 রেবতি। ২২। জয়োমে সিদ্ধিমাঙ্গল্যো হরসিদ্ধে
 নমোহস্তু তে। জয়াপর্ণে জয়ানন্দে মহিষাসুরঘাতিনি।

জয় মেবে বিশালাক্ষি জয়ানন্দে সরস্বতি।
 জয়াশেষগুণাবাসে জয়াবর্ত্তে। সুরাস্তকে। ২৪।
 জয় সঙ্কল্পসংসিদ্ধে জয় ত্রৈলোক্যসুন্দরি। জয়
 শুভ্রনিশুভ্রয়ে জয় পদ্মেহজ্জিসম্ভবে। ২৫। জয়
 কৌশিকি কোমারি জয় বারুণ কামদে। নমো-
 নমস্তে শর্বাণি ভূয়োভূয়ো জয়াদিকে। ২৬।
 ত্রাহি নস্ত্রাহি নো দেবি শরণ্যে শারণাগতান্। ২৭।
 সৈবং স্ততা ভগবতী দেবৈঃ সর্বেষ্বরাননে। আত্মানং

ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত সুর নির্জিত করিয়া এই ত্রৈলোক্যে
 নিভীকভাবে রাজ্য করিতেছিল। তাহাদের
 ত্রয়শংখং কোটি বীর সেনানী ছিল। তাহারা
 সকলেই রৌদ্রাঙ্গা, মহাঘোষা, সহস্র সহস্র অঙ্কো-
 হিণীর নেতা, সিংহস্কন্ধ, মহাকায়, দুর্ভাঙ্গা, ও
 মহাবল। তাহাদের নাম যথা,—ধ্বজাঙ্ক, ভীমদংষ্ট্র,
 কালবাহু, মহাহবু, ব্রহ্মস্র, যজ্ঞকোপ, স্ত্রীষু, পাপ-
 কেতন, বিদ্যাম্বালী, বজ্রক, শঙ্খকর্ণ, বিভাবসু,
 দেবান্তক, বিকর্ণা, হর্ভিক্ষ, ক্রুর, হৃদগ্রীব, অশ্বকর্ণ,
 কেতুমান, বুষভ, দ্বিজ, শরভ, শলভ, ব্যাঘ্র, নিকুন্ত,
 মণিক, বক, শূৰ্পক, বিক্ষর, মালী, কাল ও দণ্ডক-
 কেরল এই সকল মহাকায় মহাদৈত্য এই রক্তাঙ্কর
 সেনাবিপাক্ত ছিল। এই প্রকার পঞ্চাশং কোটি
 দানব পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। দেবগণ
 এই ঘটনা জানিয়া ভয়ে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন এবং
 সমস্ত দেব ও ঋষিজনে পারবৃত্ত হইয়া সকলেই
 হিমালয়াচলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া
 তাহারা প্রযতভাবে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।
 দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি অক্ষয়া, অনন্তা,
 অব্যক্তা, নিরাময়া, মহামায়া, ও দেবর্ষিবান্দিতা।
 তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে বিশেষ্বরী! তুমি

গঙ্গা, সর্বসিদ্ধিপ্রদা; তুমি ব্রহ্মাণী, কোমারী নারায়ণী,
 ঈশ্বরী, তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে ব্রহ্মাণি!
 তুমি চামুণ্ডা, ইন্দ্রাণী, মহেশ্বরী, তোমার জয় হোক।
 হে মাতঃ! তুমি মহালক্ষ্মী, পার্বতী, সর্বগামিনী,
 জগৎ সৃষ্টিকর্তা, ঐরাবতী, ভারতী, অনন্তা, জয়া,
 ও জলাবিলা, তোমার জয় হোক। হে ঈশানি!
 তুমি শিবা, শর্বা, জয়ার্চিত্তা মোক্ষদা, সর্বদা, সর্ব-
 কামার্থদায়িকা, নিত্য তোমার জয় হোক জয় হোক।
 হে দেবি! দুর্গে! তুমি গায়ত্রী, কল্যাণী, সহিস্রু,
 বিভাবরী, মহাকালী, শিবদূতী, জয়া, ও অজয়া,
 তোমার জয় হোক, জয় হোক। হে শিবপ্রিয়ে!
 তুমি চণ্ডা, মহামুণ্ডা, নন্দা, ক্ষেমঙ্করা, শিবা, কল্যাণী,
 রেবতী, উমা, সিদ্ধিমাঙ্গল্যা, তোমার জয় হোক;
 তোমাকে নমস্কার। হে অর্পণে! তুমি আনন্দা,
 মহিষাসুরহতী, মেঘা, বিশালাক্ষী, অনঙ্গা, সরস্বতী,
 অশেষগুণাবাসা, আবর্ত্তা, অশুরাস্তকা, সংকল্পসংসিদ্ধা,
 ত্রৈলোক্যসুন্দরী, শুভ্রনিশুভ্রবাতিনী, পদ্মা, অজি-
 সন্তবা, কৌশিকী, কোমারী ও কামদা, তোমার
 জয় জয়কার, মা জয় জয়কার। হে শর্বাণি! হে
 অম্বিকে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে দেবি!
 হে শরণ্যে! আমরা তোমার শরণাগত, আমা-
 দিগকে রক্ষা কর রক্ষা কর। ঈশ্বর কহিলেন,—হে

দর্শয়ামাস ভাষাসিতদিগন্তরম্ ॥ ২৮ ॥ নমস্কৃত্য
তু তামুচুঃ সুরাস্তে ভয়নাশনীম্ । বলাতিবলনা-
মানৌ হৃদ্য দৈত্যৌ মহাবলৌ । তেষাং চৈব মহৎ-
পাহতো মহতো ভয়াৎ ॥ ২৯ ॥ তেষাং তদ্ব-
চনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তেভ্যোহভয়ং ততঃ । বভূবাহুতরুপা
স ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা ॥ ৩০ ॥ সিংহারুতা মহাদেবি
নানাশস্ত্রাশ্রয়িণী । সুবক্ত্রা বিংশতিভুজা ক্ষুর্জ্ব-
লিতোপমা ॥ ৩১ ॥ ততোহদ্বিকা নিনাদৌচৈঃ
সাত্ত্বাসং মুহুর্ভুঃ ॥ ৩২ ॥ তস্তা নাদেন ঘোরেন
ক্লেশমাপূরিতং নভঃ । প্রকম্পিতাখিলা চোবর্বা
সরিধ্বারিধিমেখলা ॥ ৩৩ ॥ শৈলতুঙ্গস্তনৌ রম্যা
প্রমদেব ভয়াতুরা । তেহপি তত্রাসুরাঃ প্রাপ্তা-
শতরঙ্গবলারিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ সমাধিতবিক্রান্তাঃ
কালান্তকযমোপমাঃ । রক্ষেদানবদৈত্যাসচ পাতালে
যেহপি সংস্থিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তে সর্গ এব দৈত্যোদ্ভাঃ
কোটিশঃ সমুপার্গতাঃ । ততোহভবমহাযুদ্ধং দেব্যা-
স্তত্রাসুরৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥ বভূব সর্গব্রহ্মাণ্ডে হৃদাণ্ড-

ক্ষয়কারণম্ । অক্ষৌহিণীসহস্রাণি ত্রয়স্রিংশৎ
সুরেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥ একবিংশৎসহস্রাণি শতান্তষ্টৌ
চ সপ্ততিঃ । সান্নগানাং সযোধানাং রথানাং
বাতরংহসাম্ ॥ ৩৮ ॥ হৃদ্য সা লীলয়া দেবী নিস্তে
ক্ষয়মনাকুলা ॥ ৩৯ ॥ ততো দেব্যা হতানাঞ্চ দান-
বানাং মহোজসাম্ । গজবাজিরথানাঞ্চ শরীরৈরা-
বৃতা মহৌ ॥ ৪০ ॥ কবন্ধনৃত্যসঙ্কুলে অবদ্রসাম্বি-
কর্দমে । রণাজিরে নিশাচরাহতো বিচেক্র-
জ্জিতাঃ ॥ ৪১ ॥ শৃগালগৃধ্রাঘসাঃ পরং প্রপাত-
মাদদুঃ । কচিৎপরে নিশাচরাঃ প্রপীতশোণিতোৎ-
কটাঃ । প্রতর্প্য চান্ননঃ পিতৃন সমর্চয়ন্তথা স্বয়ীন্ ॥
৪২ ॥ গজান্নরংস্তরঙ্গমান বভক্ষিরে অনির্ঘৃণাঃ ।
রথোদ্ভূপৈস্তথা পরে তরন্তি শোণিতার্ণবম্ ॥ ৪৩ ॥
ইতি প্রগাঢ়সঙ্গরে সুরারিসংজ্ঞসঙ্কুলে । বিরাজতেহ-
দ্বিকা ধনুঃশরাসিশূলধারিণী ॥ ৪৪ ॥ গজেন্দ্রদর্পমর্দিনী
তুরঙ্গযুগপোখিনী । সুরারিসৈন্তনাশিনী ইতস্ততঃ
প্রপশুতী ॥ ৪৫ ॥ সিংহাষ্টকযুক্তে মহাপ্রত্যকে

বরাননে! দেবগণ সেই ভগবতীকে এইরূপ স্তব
করিলে সেই দেবী ভগবতী স্বীয় তেজে দিগাদিগন্ত
উদ্ভাসিত করিয়া তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হই-
লেন । তখন সুরগণ সেই অভয়াকে নমস্কার
করিয়া বলিলেন,—হে দেবি! বল ও অতিবল
নামক মহাবল দৈত্যদ্বয়কে এবং তাহাদের বিপুল
বাহিনীকে বিনাশ করিয়া আমাদের মহাভয়
হইতে উদ্ধার করুন । দেবগণের সেই বাক্য
শুনিয়া দেবী তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং তৎ-
কালে এক অপূর্ণ রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন ।
ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, সিংহারুতা, নানা শস্ত্রাশ্র-
ধরা, সুবক্ত্রা বিংশতিভুজা ও ক্ষুরংসৌদামিনীবৎ
সুশোভনা হইলেন । অনন্তর অদ্বিকা মুহুর্ভুঃ
অট্টহাস্ত করিয়া উচ্চ সিংহনাদ করিলেন । সেই
ঘোর নাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পূর্ণ হইল এবং সমগ্র
সারদ্বারিধিমেখলা উব্বী কম্পিত হইতে লাগিল ।
দেবী তখন শৈলোপম তুঙ্গ স্তন ধারণ করিয়া
অবলা প্রমদায় ত্রায় রম্যা শোভা ধারণ করিলেন ।
তখন অসুরেরা চতুরঙ্গ বলে অধিত হইয়া দেবীর
অভিमुखে উপস্থিত হইল । ঐ অসুরেরা সকলেই
বিশেষরূপে বিদিতবিক্রান্ত ও কালান্তক-যমোপম ।
উহাদের দলে পাতালস্থ রাক্ষসগণ, দানবগণ ও
দৈত্যগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিল । ঐ সকল
দৈত্যশ্রেষ্ঠ কোটি কোটি সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া

তৎকালে উপস্থিত হইল । তখন সেই অসুরগণের
সহিত দেবীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । ঐ যুদ্ধ যেন
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আকাশক ক্ষয়কারণ হইয়া দাঁড়া-
ইল । হে সুরেশ্বর! ঐ যুদ্ধে সেই দেবী অসুর-
দিগের ত্রয়স্রিংশৎ সহস্র অক্ষৌহিণী এবং একাংশ-
শতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততিসংখ্যক বায়ুবেগী রথ ও
পদাতি যোধ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া
অনাকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১-৩৯ ।
দেবী কর্তৃক নিহত মহাবল দানবদিগের এবং গজ,
বাজী ও রথসমূহের অবশেষে বহুসংখ্যক আবৃত হইল ।
রণাঙ্গনে কবন্ধেরা নৃত্য করিতে লাগিল । অশ্বি-
যুক্ত বসাকদম ক্ষরিত হইল । উজ্জিত নিশাচরেরা
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল । শৃগাল, গৃধ্র ও
বায়ুসেরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল ।
কোণা ও প্রেত-নিশাচরগণ শোণিত পান করিয়া স্বীয়
পিতৃগণের তর্পণ করত স্বাধিগণেরও অর্চনা করিতে
লাগিল । তাহারা নিতান্ত নিম্বর্ণভাবে নয়,
তুরগ, ও গজদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ।
কোন কোন নিশাচর রথরূপ প্লব দ্বারা শোণিতা-
র্ণব পার হইতে লাগিল । এইরূপে অসুরসংজ্ঞ-
সঙ্কুল প্রচণ্ড সমরে শর, শরাসন, অসি ও
শূলধারিণী অদ্বিকা, দেবী বিরাজ করিতে লাগি-
লেন । ঐ দেবী গজেন্দ্রদর্পদলনী তুরঙ্গযুগ-
পোখিনী, অসুরসৈন্তনাশিনী ও ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী

কৃধরহংসশুভ্রোজ্জলভাবরাতে বৃষভসমানে মানিনী-
মথ তে দৈত্যৈশ্চবীরঃ পশুভুঃ সমুদ্ভূতরোষা-
ন্ততোহপি জঘূর্নদন্তো রবন্তো বরং মেঘনাদাঃ ॥ ৪৬ ॥
হাহাকারঃ বিকূৰ্ণাণা হস্তমানান্ততোহশুরাঃ ॥
কেচিৎসমুদ্রং বিবিশুরজীন কেচিচ্চ দানবাঃ ॥ ৪৭ ॥
কেচিৎকৃষিতমূৰ্খানো জাখা কুৰ্ব্বা বনেহবসন্।
দয়াধর্ম্যঃ ক্রবাণাশ্চ নিগ্রহরহমাশ্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
কেচিৎপ্রাণপরা ভীতাঃ পাষণ্ডাশ্চমমাশ্বিতাঃ।
হেতু-বাদপরা মুঢ়া নিশোচা নিরপেক্ষকাঃ ॥ ৪৯ ॥
তে চাদ্যাশ্চৈহ দৃশুস্তে লোকে ক্ষণকাঃ কিল।
তথৈব ভিন্দকাশ্চান্তে শিবশাস্ত্রবহিকৃতাঃ ॥ ৫০ ॥
কেচিৎ কোলব্রতা হস্মিন্ দৃশুস্তে সকলৈর্জ্ঞৈঃ।
সুরাস্ত্রী-মাংসভূষিষ্ঠা বিকর্ষস্বাশ্চ লিঙ্গিনঃ ॥ ৫১ ॥
প্রায়ো নৈকৃতিকাস্তাঃ পাপা জিহ্বোপস্থপরায়ণাঃ।
এবং দেব্যা হতাঃ সর্ষে বলাতিবলসংযুতাঃ ॥ ৫২ ॥
প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা সা তদাশ্বকা।
যোগিনীনাং চতুঃষষ্টিয়া সংযুতা পাপনাশিনী।
বলাতিবলনাশীতি প্রভাসে প্রথিতা কিতৌ ॥ ৫৩ ॥
দেব্যাবাচ। চতুঃ-
ষষ্টিশ্চয়া শ্রোক্তা যোগিনো য়াঃ সুরেশ্বর।
তাসাং

দৈত্যৈশ্চগণ দেখিল,—ঐ দেবী সিংহাষ্টকযুক্ত ভূধর,
হংস ও বৃষভসম শুভ্রোজ্জল মহাপ্রেতাসনে সমা-
সীন রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ
হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে
তদভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর অশুরেরা
তাঁহার হস্তে নিহত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে
কেহ সমুদ্রে এবং কেহ কেহ অদ্রিমধ্যে প্রবেশ
করিল। কোন কোন অশুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া
বর্ষরের স্তায় বন বাস করিতে লাগিল। এবং
নিগ্রহ ব্রত অবলম্বন করিয়া দয়াধর্মের ব্যাখ্যা
করিতে লাগিল। কেহ কেহ পাষণ্ডাশ্চম আশ্রয়
করিয়া ভীত ভীত ভাবে প্রাণরক্ষায় তৎপর হইল।
তাহারা হেতুবাদনিষ্ঠ, মুঢ়, শোচাচারবর্জিত,
নিরপেক্ষভাবে রহিল। এ জগতে অদ্যাপি
তাহাদিগকে ক্ষণকবেশে দেখিতে পাওয়া যায়।
এইরূপে অনেক অশুর শিবশাস্ত্রবহিকৃত হইল।
কেহ কেহ কোলব্রতী হইল। তাহারা সুরা, স্ত্রী,
ও মাংসেসবী, বিকর্ষস্ব, লিঙ্গী, নৈকৃতিক, পাপা-
চার, এবং জিহ্বা ও উপস্থপরায়ণ হইয়া
অদ্যাপি সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হইতেছে।
এইরূপে সেই দেবী প্রভাসক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়া
বল ও অতিবল নামক অশুরদিগের সহিত সমস্ত

নামানি মে ত্রাহি সর্বপাপহরাণি চ ॥ ৫৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগিনীনাং
মহোদয়ম্। সর্বরক্ষাকরং দিব্যং মহাভয়বিনাশনম্।
৫৫ ॥ আদৌ তত্র মহালক্ষ্মীর্নন্দা ক্ষেমঙ্করী তথা।
শিবদূতী মহাভদ্রা ভ্রামরী চন্দ্রমণ্ডলা ॥ ৫৬ ॥
রৈবতী
হরসিন্ধিচ তুর্গা বিষমলোচনা। সহজা কুলজা কুজা
মায়াবী শান্তবী ক্রিয়া ॥ ৫৭ ॥ আদ্যা সর্বগতা শুক্লা
ভাবগম্যা মনোহতিগা। বিদ্যাবিদ্যা মহামায়া সূর্যা
সর্বমঙ্গলা ॥ ৫৮ ॥ ওঙ্কারাক্ষা মহাদেবী বেদার্থ-
জননী শিবা। পুরাণাবৌদ্ধিকী দীক্ষা চামুণ্ডা
শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৫৯ ॥ ব্রাহ্মী শান্তিকরী গৌরী
ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণপ্রিয়া। ভদ্রা ভগবতী কৃষ্ণা গ্রহ-
নক্ষত্রমালিনী ॥ ৬০ ॥ ত্রিপুরা ঝরিতা নিত্যা সাখ্যা
কুণ্ডলিনী ধ্রুবা। কল্যাণী শোভনা নিত্যা নিকলা
পরমা কলা ॥ ৬১ ॥ যোগিনী যোগসম্ভাবা যোগগম্যা
গুহাশয়া। কাত্যায়নী উমা সর্ষা হৃৎপর্ণেতি প্রকৌ-
র্তিতা ॥ ৬২ ॥ চতুঃষষ্টিশ্চহাদেবি এবং তে পরিকৌ-
র্তিতাঃ। স্তোত্রোপায়েন দিব্যেন ভক্ত্যা যঃ স্তোতি

বিনাশ করিলেন। চতুঃষষ্টি যোগিনী-পরিবৃত্তা পাপ-
নাশিনী দেবী অস্থিতা তখন হইতে প্রভাসক্ষেত্রে
বলাতিবলনাশিনী নামে প্রথিতা হইলেন। ৫০-৫৩।
দেবী কহিলেন,—হে সুরেশ্বর। আপনি যে চতুঃষষ্টি
যোগিনীর উল্লেখ করিলেন, তাহাদের নিখিল পাপ-
হর নামনিচয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—শুন দেবি! যোগিনীদিগের মহাভয়
হর, সর্ব রক্ষাকর দিব্য মহোদয় বলিতেছি। তাঁহা-
দিগের মধ্যে প্রথমা মহালক্ষ্মী, দ্বিতীয়া নন্দা, এই-
রূপে ক্ষেমঙ্করী, শিবদূতী, মহাভদ্রা, ভ্রামরী, চন্দ্র-
মণ্ডলা, রৈবতী, হরসিন্ধি, তুর্গা, বিষমলোচনা, সহজা,
কুলজা, কুজা, মায়াবী, শান্তবী, ক্রিয়া, আদ্যা,
সর্বগতা, শুক্লা, ভাবগম্যা, মনোহতিগা, বিদ্যা,
অবিদ্যা, মহামায়া, সূর্যা, সর্বমঙ্গলা, ওঙ্কারাক্ষা,
বেদার্থজননী, শিবা, পুরাণাবৌদ্ধিকী, দীক্ষা,
চামুণ্ডা, শঙ্করপ্রিয়া, ব্রাহ্মণী, শান্তিকরী, গৌরী,
ব্রহ্মণ্যা, ব্রাহ্মণপ্রিয়া, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, গ্রহ-
নক্ষত্রমালিনী, ত্রিপুরা, ঝরিতা, নিত্যা, শাখা,
কুণ্ডলিনী, ধ্রুবা, কল্যাণী, শোভনা, নিকলা, পরমা
কলা, যোগিনী, যোগসম্ভাবা, যোগগম্যা, গুহাশয়া,
কাত্যায়নী, উমা, সর্ষা, ও অর্পণা। এই সকলই
চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম বলিয়া কীর্তিত। এই নাম-
ময় দিব্য স্তোত্র দ্বারা যে নর ভক্তিরে চণ্ডিকার

চণ্ডিকাম্ । ৬৬ । তঃ পুত্রমিব শৰাণী সৰ্বাপৎ- ।
 স্ততিরক্ষতি । চতুর্দশামধাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।
 ৬৪ । উপবাসৈকভক্তেন তথৈবাচাচিতেন চ ।
 গৃহীতনিয়মা দেবি যে জপন্তি চ চণ্ডিকাম্ । ৬৫ ।
 বর্ধার্কঃ বর্ধমেকং বা সিক্তাস্তে তৎকারিণঃ । অশ্বযুক্-
 তরূপক্ষে চ মর্বাদিষষ্টকানু চ ॥ ৬৬ ॥ কৃত্বা মহোৎসবং
 দেবীং যজ্ঞেচ্ছয়োহতিবৃদ্ধয়ে । পাত্ৰকে ধারয়েদেব্যা
 হৃগ্নাভক্তো হিরণ্যয়ে । ৬৭ । প্রসাদং বিশ্বশাস্ত্যর্থং
 ক্ষুরিকাঞ্চ সদা পুমান্ । পশুমাংসাসবৈশ্চবমানুরং
 ভাবমাস্তিতাঃ । ৬৮ । যে যজন্ত্যস্বিকাং তে স্মাদৈত্যা
 ঐশ্বর্যভোগিনঃ । দেবত্বং সাধিকা যান্তি সাধিকো
 ভক্তিমাহিতাঃ । ৬৯ । এতবে কথিতং দেবি
 মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । বলাতিবলনাশিন্দ্ৰা দেব্যাঃ
 সর্বার্থসাধকম্ । প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়ঃ সঙ্ক্ষেপাৎ
 কীর্তিবর্দ্ধনম্ । ৭০ ।

ইতি শ্রীকান্দে বলাতিবলদৈত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নামৈকোনবিংশতিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১৯ ।

স্তব করে, সর্বাণী তাহাকে সর্বাংপদে পুত্রের জায়
 রক্ষা করেন । চতুর্দশী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে
 উপবাসী বা একভক্তানী হইয়া নিয়মাবলম্বনপূর্বক
 একবর্ষ বা বর্ধার্ক যাহারা চণ্ডিকার মন্ত্র জপ করে—
 হে দেবি ! তাদৃশ ভক্তিनिष्ठ ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া
 থাকেন । আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষে এবং সমস্ত
 মধুস্তরা ও অষ্টকা তিথিতে মহোৎসব করিয়া
 মঙ্গলবৃদ্ধির জন্ত দেবীর পূজা করিতে হয় । হৃগ্না-
 ভক্ত ব্যক্তি দেবীকে হিরণ্য পাত্ৰকা প্রদান করি-
 বেন এবং প্রমাদ ও বিশ্বশাস্তির জন্ত ক্ষুরিকা দান
 করিবেন । এইরূপে পশুমাংস ও মদ্য সেবায়
 আশুর ভাব আশ্রয় করিয়া যে সকল নর অস্বিকা-
 দেবীর অর্চনা করে, তাহারা ঐশ্বর্যভোগী দৈত্য
 হইয়া প্রাহুর্ভূত হয় ! সাধিকভক্তিভংগর সাধিক
 ব্যক্তিগণ দেবহ লাভ করেন । ঐশ্বর কহিলেন,
 —হে দেবি এই আমি তোমার নিকট প্রভাসস্থিত
 বলাতিবলনাশিনী দেবীর পাপহর মাহাত্ম্য
 সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম । ৫৪—৭০ ।

উনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৯ ।

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি গোপী-
 শ্বরমমুত্তমম্ । বলাতিবলদৈত্যায়্য উত্তরে ধনুবাং
 ত্রয়ে । ১ । সংস্থিতং পাপশমনং গোপীতিঃ সস্ত-
 তিষ্ঠিতম্ । সমাধায়া মহাদেবং পুত্রহেতোর্ষহে-
 শ্বরম্ । সর্ষকামপ্রদং নৃণাং পুজিতং সন্ততিপ্রদম্ ।
 ২ । চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং যন্তং পূজয়তে নরঃ ।
 গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ স প্রাপ্নোতীপিতং কলম্ । ৩ ।
 এবং সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
 গোপীশ্বরস্ত দেবস্ত প্রভাসক্ষেত্রবাসিনঃ । ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গোপীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১২০ ॥

একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি রামেশ্বর-
 মমুত্তমম্ । জামদগ্ন্যেন রামেণ স্বয়ং তত্র প্রতি-
 ষ্ঠিতম্ । ১ ॥ গোপীশ্বরাস্ত বায়ব্যে ধনুবাং ত্রিংশ-
 কেহস্তরে । স্থিতং মহাপ্রভাবং হি লিঙ্গং পাতক-

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
 বলাতিবলদৈত্যনাশিনী দেবীর উত্তরদিকে তিন
 ধনু দূরে অবস্থিত গোপীজনপ্রতিষ্ঠিত পাপহর
 গোপীশ্বর সমীপে গমন করিবে । এই সর্ষকাম-
 প্রদ মহেশ্বর মহাদেবকে গোপীগণ পুজলাভার্থ
 আরাধনা করিয়াছিলেন । নরগণ ইহাকে অর্চনা
 করিয়া সন্ততি লাভ করে । চৈত্রমাসের শুক্ল-
 তৃতীয়ায় যে নর গন্ধপুষ্পাদি উপহার দ্বারা ইহার
 পূজা করে, সে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকে ।
 এই আমি প্রভাসক্ষেত্রবাসী গোপীশ্বর দেবের
 পাপহর মাহাত্ম্য সংক্ষেপতঃ কীর্তন করিলাম । ১—৪ ।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর অমু-
 ত্তম রামেশ্বর সমীপে গমন করিবে । জমদগ্নি-
 নন্দন রাম স্বয়ং ঐ লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
 গোপীশ্বরের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে ঐ

নাশনম্ ॥ ২ ॥ যদা রামেণ দেবেশি জমদগ্ন্যনুভেন
বৈ । কৃতো মাতৃবধো ঘোরঃ পিতুরাজানুবর্তনা ॥
৩ ॥ তদা মনসি সন্তাপঃ কৃত্বা নিবেদমাগতঃ ।
ততঃ প্রসন্নতাং যাতে জমদগ্ন্যিহাং পাতঃ ॥ ৪ ॥
দদৌ বরং ততঃ স্তোত্রো রেণুকায়ান্ত জীবিতম্ । এবং
যদ্যপি সা তত্র জীবিতা বরবর্ণিনী ॥ ৫ ॥ তথাপি
সন্তপো দেবি জামদগ্ন্যো মহাপ্রভঃ । প্রভাসং
ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে ততোহদ্ধুতম্ ॥ ৬ ॥ প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ । দিব্যং
বর্ষশতং সাগ্রং ততঃ স্তোত্রো মহেশ্বরঃ ॥ ৭ ॥ দদৌ
তন্তোপিতং সর্বং স্বয়ং তদৈব সংস্থিতং । ততঃ
কৃতার্থতাং প্রাপ্তো জামদগ্ন্যো মহাখ্যঃ ॥ ৮ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্ব পৃথিবীং জিহ্বা হৃদা চ ক্ষত্রিয়ান্ । কৃত্বা
পঞ্চনদং তত্র কুরুক্ষেত্রে মহামনাঃ ॥ ৯ ॥ রক্তৈঃ
সম্পূর্ণতাং নীত্বা ক্ষত্রিয়ানাং বরাননে । আনুগাং
সমুদ্রপ্রাপ্তঃ পিতৃণাং যো মহারতঃ ॥ ১০ ॥ এবং
ক্ষত্রান্তকং কৃত্বা দত্ত্বা বিপ্রেবু মোদনৌম্ কৃতার্থতা-
মুদ্রাপ্রাপ্তস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতপৌরুষঃ ॥ ১১ ॥ তেন
তৎস্থাপিতং লিঙ্গং ক্ষেত্রে প্রভাসিকে শুভে । যন্তঃ

মহামহিম মহাপাতকহর লিঙ্গ অবস্থিত । হে
দেবেশি ! পিতার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া জমদগ্নি-
নন্দন রাম যখন ঘোর মাতৃবধ করেন, তখন
ভীহার মনে সন্তাপ হয় । তিনি অশান্ত নিবেদ
প্রাপ্ত হন । অনন্তর মহাপ্রভ জমদগ্নি প্রসন্ন হইয়া
ভীহারকে বরদান করেন । বরপ্রভাবে রামজননী
রেণুক পুনরায় জীবন লাভ করেন । এইরূপে
সেই বরবর্ণিনী যদিও তখন জীবিত হইয়াছিলেন,
তথাপি মহাপ্রভ জামদগ্ন্য অন্তরে শাস্তি লাভ করিতে
পারেন নাই । তিনি প্রভাসক্ষেত্রে অগ্নিগ্ন্য
লোকশঙ্কর শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য শত-
বর্ষ খাবৎ ঘোর তপস্তা করিলেন । অনন্তর মহে-
শ্বর তুষ্ট হইলেন এবং সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া
জামদগ্ন্যকে ঈপ্সিত বরদান করিলেন । মর্হর্ষি
জামদগ্ন্য তখন কৃতার্থ হইলেন । তিনি ত্রিঃসপ্ত-
বার পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়াদিকে
নিহত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পঞ্চনদ নিষ্কাশনপুষ্ক
ক্ষত্রিয়গণের ক্রোধের তাহা পূর্ণ করত পিতৃ-ঋণ
হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । সেই মহামনা জাম-
দগ্ন্য এইরূপে ক্ষত্রিয় সংহার করিয়া বিপ্রাদিকে
মোদনৌ দানপুষ্ক এই ত্রৈলোক্যে প্রখ্যাতকর্ত্তি
ও কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি শুভ

পূজয়তে ভক্ত্যা পাপমুক্তোহপি মানবঃ । স যুক্তঃ
পাতকৈঃ সৈবৈর্ঘাতি লোকমুদ্রাপতেঃ ॥ ১২ ॥
জ্যেষ্ঠকৃকচতুর্দশাং জাগ্র্যাত্তত্র যো নরঃ । সোহ-
শমেধফলং প্রাপ্য মোদতে দেবি দেববৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে জামদগ্ন্যেশ্বরহাশ্ব্যবর্ণনং
নামৈকবিংশত্যধিকশততমো-
অধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি লিঙ্গ-
চিত্রাঙ্গদেশ্বরম্ । তদৈব নৈকান্তে ভাগে ধনু-
ক্ৰিশ্চিতিভিঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ চিত্রাঙ্গদেন দেবেশি
গন্ধর্বপতিনা প্রিয়ে । ক্ষেত্রং গাবিষং জ্ঞাত্বা বৈ
লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । কৃত্বা তপো মহাবীরং
সমারাম্য মহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ অথ যো ভাব-
সংযুক্তস্তলিঙ্গং সম্প্রপূজয়েৎ । গন্ধর্বলোকমাপ্নোতি
গন্ধর্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩ ॥ তত্র শুক্লত্রয়োদশাং
সংস্রাপ্য বিবিদ্যা শিবম্ । পূজয়েদ্বিধৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধ-

৩

প্রভাসক্ষেত্রে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন । যে নর
ভক্তিতে ঐ লিঙ্গের পূজা করে, সে পাপমুক্ত
হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয় । জ্যেষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ-
চতুর্দশীর নিশায় যে নর তথায় জাগরণ করে, সে
অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে সুরজনবৎ বিহার
করিয়া থাকে । ১—১৩ ।

একাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২১ ।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেব ! অনন্তর চিত্রাঙ্গ-
দেশ্বর সমীপে গমন করবে । এই লিঙ্গ পুষ্পোক্ত
লিঙ্গের নৈকান্ত কোণে বিংশত ধনু ব্যবধানে
অবস্থিত । হে দোবশ ! গন্ধর্বপাত চিত্রাঙ্গদ
পাবত্র ক্ষেত্র-বাধে প্রভাসে ঘোর তপস্তা করিয়া
মহেশ্বরের আরাধন স্তে ঐ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
ছিলেন । যে নর ভাবান্ধ হইয়া ঐ লিঙ্গের পূজা
করে, সে গন্ধর্ব লোক প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব সহ বিহার
করিয়া থাকে । তথায় শুক্ল চতুর্দশীর দিন বিবিধ
শিব-দান করাইয়া যে নর বিবিধ গন্ধ পুষ্প ও

ধূপৈরন্নক্রমাৎ । স প্রাপ্নোত্যাখিলং কামং মনসা ।
যদ্যদীপ্সিতম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চিত্রাঙ্গদেখরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি রাবণে-
শ্বরমুত্তমম্ । তস্মাদক্ষিণনৈঋত্যে ধনুর্বাৎ ষোড়শে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ প্রতিষ্ঠিতং দশাশ্বেন সর্ষপাতক-
নাশনম্ । পৌলস্ত্যো রাবণো দেবি রাক্ষসস্ত
সুদারুণঃ ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়াকাজ্ঞী পুষ্পকেণ
চচার হ । কশ্চিৎকথ কালস্ত বিমানং তস্ত পুষ্পকম্ ॥
৩ ॥ ব্রজদৈ কোমমার্গেণ নিশ্চলং সঙ্গমভবৎ ।
স্তম্ভিতং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা রাবণো বিস্ময়াযুক্তঃ ॥ ৪ ॥
প্রহস্তঃ প্রেসয়ামাস কিমিদং ব্রজ মেদিনীম্ । অহ-
তাস্ত গতির্বস্মাত্রৈলোকে সচরাচরে ॥ ৫ ॥ তৎ-
কস্মান্নিশ্চলং জাতং বিমানং পুষ্পকং মম । অথাসৌ
সত্তরো দেবি জগাম বসুধাতলে ॥ ৬ ॥ অপশ্য-
দেবদেবেশঃ শ্রীসোমেশঃ মহাপ্রভম্ । স্তম্ভমানঃ

ধূপাদি দ্বারা যথাক্রমে ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
তাঁহার অখিল মনোভীষ্ট লাভ হয় । ১--৪ ।

দ্বাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২২ ।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর চিত্রাঙ্গ-
দেবের নৈঋতে ষোড়শ ধনু দূরে অবস্থিত উত্তম
বারণেশ্বর সমীপে গমন করবে । ঐ দশবদন-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ সর্ব পাপনাশন । হে দেবি !
পুলস্ত্যবংশীয় সুদারুণ রাক্ষস রাবণ ত্রিলোকজিগীষু
হইয়া পুষ্পক রথে পরিভ্রমণ করিতেছিল । একদা
তদীয় পুষ্পক ব্যোমপথে যাইতে যাইতে সহসা
নিশ্চল হইল । পুষ্পক স্তম্ভিত হইল দেখিয়া রাবণ
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ জ্ঞান-
বার জন্য প্রস্তুতকৈ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন ।
কেন না, তিনি ভাবিলেন,—এই চরাচর ত্রৈলোকে
আমার পুষ্পকের গতি অপ্রতিহত ! তথাচ কেন
সহসা এ বিমান নিশ্চল হইল । যাগ হউক, রাব-
ণের আজ্ঞায় প্রহস্ত সত্তর বসুধাপৃষ্ঠে অবতরণ

সুরগণৈঃ শতশোহংগ সহস্রশঃ ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা
রাক্ষসেন্দ্রায় তৎসর্বং বিস্তরাৎপ্রিয়ে । প্রহস্তঃ
কথয়ামাস যদদৃষ্টং ক্ষেত্রমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ প্রহস্ত উবাচ ।
রাক্ষসেশ মহাবাহো শিবক্ষেত্রং নিজং প্রভো ।
প্রভাসেতি সমাখ্যাতং গণগন্ধর্বসেবিতম্ ॥ ৯ ॥
তত্র সোমেশ্বরো দেবঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ।
অবতীর্ণৈর্বাযুভক্ষৈশ্চ দন্তোলুখলিতিস্তথা । ঋষিভি-
র্কালখিলৈশ্চ পূজ্যমানঃ সমস্ততঃ ॥ ১০ ॥ প্রভাবা-
ত্তস্ত দেবস্ত নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্ । ন স প্রাল-
জ্যতে দেবো হুলজ্যো যঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়োৎফুল্লনোঢ়নঃ ।
অবতীর্ণ্য ধরাপৃষ্ঠং সোমেশং সমপশ্যত ॥ ১২ ॥ পূজয়া-
মাস দেবেশি ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ । রত্নৈর্বহুবিধৈ-
র্কৈর্দ্বৈর্গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ১৩ ॥ অথ পৌরজনো
দৃষ্ট্বা রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ । সর্ষদিক্ষু বরারোহে
ভয়াদ্বীভাঃ প্রতুঙ্গবুঃ ১৪ ॥ শূন্যং সমভবৎসর্বং
তত্র দেবো ব্যবস্থিতঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু
বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ২৫ ॥ দশগ্রীব মহাবাহো অয়নে

করিল এবং দেখিল,—শত শত সহস্র সহস্র সুর নর
মহামহিম সোমেশ্বর দেবকে স্তব করিতেছেন ।
প্রহস্ত তাহা দেখিয়া আসিয়া সেই ক্ষেত্রমধ্যে যাহা
হইতেছিল, সমস্তই রাক্ষসেন্দ্রকে নিবেদন
করিল । ১-৮ । প্রহস্ত কহিল,—হে মহাভূজ রাক্ষসে-
শ্বর ! এখানে এক সাক্ষাৎ শিবক্ষেত্র বিরাজমান ।
এই স্থান দেব-গন্ধর্বসেবিত প্রভাস নামে বিখ্যাত ।
সোমেশ্বর শঙ্কর দেব এখানে অবস্থিত । অশুমাত্র-
ভোজী বায়ুমাত্রভক্ষী, দন্তোলুখলী, ও কালখিল্য
ঋষিগণ ইহার পূজা করিতেছেন । এই জন্য সেই
দেবদেবের প্রভাবে প্রভাস হইতে পুষ্পক গমন
করিতেছে না । এই দেব কাহারও লজ্জনীয় নহেন ।
সুরাসুর মধ্যে কেহই উঁহাকে লজ্জন করে না ।
ঈশ্বর কহিলেন,—প্রহস্তের সেই বাক্য শুনিয়া
রাবণ বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে ধরাপৃষ্ঠে অবতরণপূর্বক
সোমেশ্বকে দর্শন করিলেন । পরম ভক্তির সাহিত
বহু, রত্ন, বহু গন্ধ-পুষ্প, ও অনুলেপন দ্বারা
তাঁহার পূজা করিলেন । অনন্তর পৌরজনগণ
রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দেখিয়া ভীতভ্রান্তভাবে
নানাদিকে পলায়ন করিল । তখন সেই সমস্ত
স্থান শূন্য হইল । একমাত্র দেবদেব অবস্থান
করিতে লাগিলেন । ইত্যবকাশে এক অশরী-
রিণী বাণী উত্থিত হইল ; বালিল,—হে মহাভূজ

চোস্তরে তথা। যাত্রাকালে তু দেবস্ত সৰ্বপাপ-
প্রণাশনে। ১৬। দূরতঃ সমুদ্রপ্রাপ্তা ভূরিলোক।
বিজাতয়ঃ। রাক্ষসানাং ভয়াভীতাঃ প্রযান্তি হি দিশো
দশ। ১৭। তয়ান্না স্বং রাক্ষসেন্দ্র যাত্রাবিস্করো
ভব। বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্কক্যো যোবনেহপি
চ। তৎসৰ্বং কালয়েন্নর্যো দৃষ্টা সোমেশ্বরং প্রভূম্।
১৮। ততোহসৌ রাক্ষসেন্দ্র গঠৈকাস্তে সুগ-
হ্মরে। লিঙ্গঞ্চ স্থাপয়ামাস তক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
১৯। ততস্তন্নিরতো ভূত্বা সৰ্বৈস্তে রাক্ষসেশ্বরঃ।
পূজয়ামাস দেবেশি উপবাসপরায়ণঃ। ২০। চকার
পুরতন্তু গীতবাদ্যেন জাগরম্। ততোহর্করাত্র-
সময়ে বাণবাচাশরীরিণী। ২১। দশগ্রীব মহাবাহো
পরিভূটোহস্মি তেহনঘ। মম প্রণাদাত্রৈলোক্যং
বশগং তে ভবিষ্যতি। অত্র সন্নিহিতো নিত্যং
স্থাস্তাম্যহমসংশয়ম্। ২২। যে চৈতৎপূজয়িষ্যন্তি
লিঙ্গং ভক্তিযুতা নরাঃ। অজ্ঞেয়াস্তে ভবিষ্যন্তি
শত্রুণাং রাক্ষসেশ্বরঃ। ২৩। যাস্তান্তি পরমাং সিদ্ধিং
মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্। এবমুক্তা বরারোহে বিবরাম
বৃষধ্বজঃ। ২৪। রাবণোহপি স সন্মুখো ভূয়োভূয়ো

দশানন! এই উত্তরায়ণ দেবদেবের সৰ্ব
পাপহর যাত্রাকাল। এ সময়ে তুমি তুমি বিজাতি
দূরদেশ হইতে এখানে উপস্থিত; কিন্তু তাঁহারা
রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করি-
তেছেন। অতএব হে রাক্ষসেন্দ্র! তুমি যাত্রা-
বিস্কর হইও না। মৰ্ত্তলোক বাল্যে, যোবনে, ও
বার্কক্যে যে সকল পাপ করে, সোমেশ্বরকে সন্দর্শন
করিয়া তৎসমস্তই প্রকালিত করিয়া থাকে।
অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র এক গহ্বরে গিয়া পরম ভক্তির
সহিত একান্তে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। হে
দেবেশি! রাক্ষসেশ্বর উপবাসী থাকিয়া অন্তান্ত
রাক্ষসদিগের সহিত সেই লিঙ্গপূজনেই তৎপর
হইলেন। তিনি গীতবাদ্যপুরঃসর সেই লিঙ্গ
সমীপে জাগরণ করিলেন। অনন্তর নিমীধ সময়ে
এক অশরাগী বাণী রাক্ষসেশ্বরকে সন্দোষন করিয়া
বলিল,—হে মহাভূজ দশগ্রীব! আমি পরিভূট
হইয়াছি। আমার প্রসাদে সমস্ত ত্রৈলোক্যই
তোমার বশীভূত হইবে। আমি এই খানেই নিত্য
সন্নিহিত থাকিব। যে সকল নর ভক্তিযুক্ত হইয়া
এই লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহারা মৎপ্রসাদে
শত্রুগণের অজ্ঞেয় হইবে। এবং পরম সিদ্ধি
প্রাপ্ত হইবে। হে বরারোহে! এই বলিয়া বৃষধ্বজ

মহেশ্বরম্। পূজয়িত্বা চ তন্নিঙ্গং সমাকৃষ্ণ চ
পুষ্পকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়াকাকৌ ইষ্টং দেশং জগাম
হ। ২৫।

ইতি শ্রীস্কান্দে রাবণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ। ২৩।

চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি গৌরীঃ
সৌভাগ্যদায়িনীম্। পশ্চিমে রাবণেশক্ত ধনুযাং
পঞ্চকে স্থিতাম্। ১। যত্রাতপাত্তপো ঘোরং স্বয়ং
দেবী অরুন্ধতী। সৌভাগ্যং কাঙ্ক্ষমাণা সা গৌরী-
পূজাপরায়ণা। ২। সস্ত্রাপ্তা পরমাং সিদ্ধিং তস্তা
দেব্যাঃ প্রভাবতঃ। তৃতীয়ায়াং শুক্রাণ্যক মাঘে
মাসি বরাননে। ৩। যস্তাং পূজয়তে তক্ত্যা স
সৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ। অস্তজন্মনি দেবেশি নাত্র
কার্য্য বিচারণা। ৪।

ইতি শ্রীস্কান্দে সৌভাগ্যেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ। ১২৪।

বিরত হইলেন। রাবণ সন্তুষ্ট হইয়া পুনঃপুনঃ মহে-
শ্বরের পূজাপ্রদক পুষ্পকারোহণে ত্রৈলোক্যবিজয়
বাসনার অভীষ্ট দেশে প্রস্থান করিলেন। ১—৪।

ত্রয়োবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৩।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
সৌভাগ্যদায়িনী গৌরীর সমীপে গমন করিবে।
রাবণেশ্বরের পশ্চিমে পঞ্চধনু ব্যবধানে এই গৌরী-
দেবী বিরাজিত। স্বয়ং অরুন্ধতী দেবী সৌভাগ্য-
লাভার্থ গৌরী-পূজায় নিরত হইয়া ঐ স্থানে কঠোর
তপস্বী করেন এবং সেই দেবীর প্রভাবে পরম
সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। হে সুবদনে! মাঘ মাসের
শুক্রতৃতীয়ায় যে নর ভক্তি করিয়া গৌরীপূজা
করে, জন্মান্তরে তাহার সৌভাগ্য লাভ হয়,
সন্দেহ নাই। ১—৪।

চতুর্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৪।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ষড়্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহালিঙ্গং মহাদেবি
সুপ্রিয়ম্ । রাবণেশ্বরবায়বো ধনুঃখণ্ডে
স্থিতঃ ৷ ১ ৷ স্থিতং কামপ্রদং লিঙ্গং সঙ্গপাতকনাশনম্ ।
পৌলোমীশ্বরনামাঢ্যং পৌলোম্য্য সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ৷ ২ ৷
তারকেন যদা ধনুঃখণ্ডদশাঃ সঙ্গরে স্থিতাঃ ।
ত্রৈলোক্যাং বিহৃতং সঙ্গং স্বয়মিল্লহমাগতঃ ৷ ৩ ৷
তদা শক্রঃ সুদুঃখার্ভো ভয়োধিগ্নো ননাশ বৈ । তদা
তস্তার্থায়া দেবি ইন্দ্রাণ্য শোককর্ষণ্য ৷ ৪ ৷ ইন্দ্রশ্চ
জয়মিচ্ছন্ত্য শত্রুরাধিতস্তয়া । ততস্তষ্টৌ মহাদেব
স্তামুবাচ শুভেক্ষণাম্ ৷ ৫ ৷ ভগবানুবাচ । উৎ-
পৎস্রতি সূতোহস্মাকং যুগ্মশ্চ মহাবলঃ । তারকং
দৈত্যরাজানং স চৈনং ঘাতয়িষ্যতি ৷ ৬ ৷ গচ্ছ স্বং
বিজয়া ভূত্বা শূণ্ণ ভূয়ো বচস্চ মে ৷ ৭ ৷ অত্র স্থিত-
মিদং লিঙ্গং যোহস্মাকং পূজয়িষ্যতি । স নুনং মে
গণো ভূত্বা মৎসকামশ্রুতৈষ্যতি ৷ ৮ ৷ এবমুক্তা গতা
সাক্ষী দেবরাড়যত্র সংস্থিতঃ । সঙ্গদুঃখবিনশ্চক্র
সঙ্গদৈত্যভযোজ্যবিতা ৷ ৯ ৷

ইতি শ্রীকান্দে পৌলোমীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ১২৫ ৷

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
পৌলোমীপ্রতিষ্ঠিত পৌলোমীশ্বর নামক মহালিঙ্গ
সমীপে গমন করিবে । এই সুপ্রিয় লিঙ্গ রাবণে-
শ্বরের বায়ুকোণে ত্রিংশৎ ধনু ব্যবধানে অব-
স্থিত । ইহা কামদ ও নিগিল পাতকনাশন ।
তারকাসুর সমরে সুরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া
ত্রৈলোক্যরাজ্য হরণপূর্বক নিজেই যখন ইন্দ্রপদ
অধিকার করে, তখন ইন্দ্র দুঃখার্ভ ও ভয়োধিগ্ন
হইয়া স্বর্গ হইতে পলায়ন করেন । তাঁহার
পত্নী শচী শোক-সন্তপ্তা হইয়া ইন্দ্রের ত্রয় কামনা
তৎকালে শত্রুর আরাধনা করিলেন । মহাদেব
সন্তুষ্ট হইয়া শুভাননা শচীকে বলিলেন,—ষড়ানন
নামে আমাদের এক মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে ।
সেই পুত্রই দৈত্যরাজ তারককে নিহত করিবে ।
তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন কর । অপিচ পুনরায়
আমার বাক্য শ্রবণ কর । আমার অত্রস্থিত এই
লিঙ্গ যে পূজা করিবে, সে আমার পারিষদ হইয়া
আমারই সমীপে উপনীত হইবে । মহাদেব এই
কথা কহিলে সাক্ষী শচী সঙ্গদুঃখ-বিনশ্চক্র ও

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি শাণ্ডিল্যো-
শ্বর মন্ত্যম্ । ব্রহ্মণঃ পশ্চিমে ভাগে ধনুঃখণ্ডে
ষোড়শস্থিতঃ ৷ ১ ৷ মহাপ্রভাবং লিঙ্গং তদদর্শনাৎ
পাপনাশনম্ । শাণ্ডিল্যো নাম ব্রহ্মর্ষিঃ সারথি-
ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ । তপস্বী স মহাতেজা জ্ঞান-
নিষ্ঠো জিতেন্দ্রিয়ঃ ৷ ৩ ৷ স প্রভাসং সমাসাদ্য
তপস্তপে সুদারুণম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং
সোমেশ্বরত্বত্রে স্থিতম্ ৷ ৪ ৷ স স্বয়ং পূজয়া-
মাস দিব্যাদানাং শতং প্রিয়ে । ততোহভিলষিতং
প্রাপ্য কৃতকৃত্যো বভূব হ ৷ ৫ ৷ নন্দীশ্বরপ্রসাদেন
অগ্নিমাগ্নিগুণৈর্যুতঃ । তং দৃষ্ট্বা তু নরঃ সদ্যো বিপাপঃ
সম্প্রজায়তে ৷ ৬ ৷ বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্কক্যে
যোবনেহাপ বা । অজ্ঞানাজ্ঞানতো বাপি যঃ
করোতি নরঃ প্রিয়ে । তৎসঙ্গং নাশমায়াতি
শাণ্ডিল্যেশ্বরদর্শনাৎ ৷ ৭ ৷

ইতি শ্রীকান্দে শাণ্ডিল্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষড়্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২২৬ ৷

সঙ্গদৈত্যভয়-বিবর্জিত হইয়া ইন্দ্রসমীপে গমন
করিলেন ৷ ১—২ ৷

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১২৫ ।

ষড়্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
শাণ্ডিল্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে । ব্রহ্মার পশ্চিমে
ষোড়শ ধনু ব্যবধানে এই মহামহিম লিঙ্গ অবস্থিত ।
ইহার দর্শনমাত্রেই পাপনাশ হয় । ব্রহ্মর্ষি শাণ্ডিল্য
ব্রহ্মার সারথি ছিলেন । তিনি তপস্বী, মহাতেজা,
জ্ঞাননিষ্ঠ, ও জিতেন্দ্রিয় । তিনি প্রভাসে আসিয়া
সোমেশ্বরের উত্তরে এক মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্বক তৎ-
সমীপে ঘোর তপস্রা করেন । প্রিয়ে ! তিনি দিব্য
শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন ।
অনন্তর সেই পূজার ফলে অতীষ্ট বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া
পরিপূর্ণ লাভ করেন । নন্দীশ্বরের প্রসাদে
তাঁহার অগ্নিমাগ্নি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয় । নর ঐ
শাণ্ডিল্যেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে সদ্যই পাপমুক্ত হইয়া
থাকে ! নর বাল্যে, যৌবনে বা বার্কক্যে জ্ঞানত

সপ্তবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি ক্ষেমেশ্বর-
মহত্তমম্ । তস্মাদ্ভ্রতরকোণস্থং কপালেশাগ্নিগোচরে ॥
১ ॥ ধনুযাং পঞ্চদশকে কপালেশ্বরতঃ স্থিতম্ । লিঙ্গং
মহাপ্রভাবং হি সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥ ক্ষেমমূর্তিঃ
পুরা রাজা বভূব স মহাবলঃ । তেন তত্র রূপ-
স্তপ্তং চিরকালং মহান্বনা ॥ ৩ ॥ ততঃ সংস্থাপিতঃ
লিঙ্গঃ তক্ত্যা ভাবিতচেতসা । তদ্বৃষ্টা ক্ষেমমায়াতি
কার্য্যং ক্ষেমেণ সিধ্যতি ॥ ৪ ॥ সর্বকামসমৃদ্ধাত্মা
ভূয়াজ্জন্মনিজন্মনি । এবং ক্ষেমেশ্বরং লিঙ্গং খাতং
পাতকনাশনম্ ॥ ৫ ॥ সর্বকামপ্রদং নৃণাং ক্রতঃ
সৌভাগ্যদায়কম্ । দর্শনেনাপি তস্মাপি গোশতশ্চ
ফলং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎক্ষেত্রফলাকাজ্জী নিত্যং
তল্লিঙ্গমাশ্রয়েৎ ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি সাগরা-
দিত্যমৃতমম্ । তৈরবেশাৎপশ্চিমতো রুদ্রান-
মুতাজ্জয়াত্থা ॥ ১ ॥ কামেশাদক্ষিণায়েষে নাতিদূরে
বাবস্থিতম্ । সর্বরোগপ্রশমনং দারিদ্র্যৌষধিঘাত-
কম্ । প্রতিষ্ঠিতং মহাদেবি সাগরেণ মহান্বনা ॥
২ ॥ যষ্টিপুত্রসহস্রাণি যঃ প্রাপ্নোতি স্মদনঃ । সূর্য্যং
তত্র সমারাধ্য সগরঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩ ॥ যএস
সাগরো দেবি যোজনায়তবিস্তরঃ । আয়তোহশীতি-
সাহস্রং যোজনানাং প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥ অগ্নিগ্নাশ্ব-
স্তরে ক্ষিপ্তঃ সাগরৈশ্চ চতুর্দিশম্ । তসোদং
কীর্তিতং দেবি নাম সাগবসংক্রিতম্ ॥ ৫ ॥ যস্মাদ্যা-
পীহ গাধন্তে পুৰাণে প্রথিতং যশঃ । তেনাযং
স্থাপিতো দেবো ভাস্করো বারিতস্কবঃ ॥ ৬ ॥
তং দৃষ্ট্বা ন জড়ো নাফো ন দরিরদ্রো ন দুঃখিতঃ । ন
চৈবেষ্টবিঘ্নেণী স্মান্ন রোগী নৈব পাপকরঃ ॥ ৭ ॥
মাঘে মাসি মহাদেবি সিত্তে পক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বর্ষামুপোষিতো ভূত্বা রাতৌ তস্মাক্রতঃ স্বপেৎ ॥
বিবৃদ্ধস্থং সপ্তম্যাং ভক্ত্যা ভানুং সমর্চয়েৎ । রাশি-

বা অজ্ঞানতঃ যে যে পাপ করে, শাণ্ডিল্যেশ্বর দর্শনে
তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১—৭ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি । অনন্তর উত্তম
ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । পুরোক্ত
লিঙ্গের উত্তরভাগে কপালেশ্বরের লিঙ্গ অবস্থিত ।
পূর্বে ক্ষেমমূর্তি নামে এক মহাবল রাজা ছিলেন ।
সেই মহাত্মা বহুকাল তপস্ব্যকরিয়া ভয়ানকভারে বিশুদ্ধ
মনে উক্ত লিঙ্গ স্থাপন করেন এবং তাঁহার সমীপে
দীর্ঘকাল তপস্ব্য করেন । ঐ লিঙ্গ দর্শনে ক্ষেম হয়
এবং কুশলে কার্য্যসিদ্ধি হয় । অপিচ দর্শনকারী
জন্মে জন্মে সর্ববিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ।
এইরূপে ঐ পাতকহর ক্ষেমেশ্বর লিঙ্গ বিখ্যাত
হইয়াছে । উহা নরগণের সর্বকামপ্রদ এবং শ্রবণে
সর্ব সৌভাগ্যদায়ক । উহার দর্শনমাত্রেই শত
গোদানফল হয় । অতএব ক্ষেত্রফলাকাজ্জী নর
নিত্য ঐ লিঙ্গের সেবা করিবে ॥ ১—৭ ॥

সপ্তবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
সাগরাদিত্য সমীপে গমন করিবে । ইহা তৈরবেশ,
রুদ্রেশ ও মুতাজ্জয়েশ্বর পশ্চিমে এবং কামে-
শ্বরের দক্ষিণে অগ্নিকোণে নাতিদূরে অবস্থিত ।
মহাত্মা সগর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন । ইহা রোগ-
হারী ও দারিদ্র্যনাশিনী । পৃথিবীপতি অরিন্দম
সগর ঐ স্থানে সূর্য্যাবধনা করিয়া যষ্টি সহস্র পুত্র
লাভ করেন । হে দেবি । এই যে যোজনায়ত
বিস্তৃত সাগর—সাহস্রাশীতি সহস্র যোজন আয়ত
বাণিয়া কীর্তিত, ইহার সর্ব স্থান এই মনস্তরে উৎ-
খাত হইয়াছিল । এইজন্য ইহা সাগর-সংজ্ঞায়
অভিহিত । পুরাণশাস্ত্রে অদ্যাপি ইহার যশঃ
খ্যাতি গীত হইয়া থাকে । সগরই উক্ত বায়ি-
তস্কর ভাস্করকে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইহাকে
দর্শন করিলে নর জড়, অন্ধ, দরিদ্র, দুঃখী, ইষ্ট
বিঘ্নেগী, রোগী, বা পাপকারী হয় না । হে মহাদেবি !
মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় বর্ষাতে উপবাসী থাকিয়া
জিতেন্দ্রিয় নর রাত্রিকালে উক্ত ভাস্করসমীপে শয়ন
করিতে । অনন্তর সপ্তমীতে জাগরিত হইয়া ভক্তি-

গান ভোজয়েন্তু ক্র্যা বিতশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥
সুতপ্তেনেহ তপসা যজ্ঞৈর্ধা বহুদক্ষিণৈঃ । তাং
গতিং ন নরা যান্তি যাং গতাঃ সূর্যামাগ্রিতাঃ ॥ ১০ ॥
ভক্ত্যা তু পুরুষৈঃ পূজা কৃতা দুর্ধাক্ষুরৈরপি । ভানু-
দ্দিদাতি হি কলং সর্ষযজ্ঞৈঃ সুদুর্লভম্ ॥ ১১ ॥
তস্মাৎসর্ষপ্রযত্নেন সূর্য্যমেবাভিপূজয়েৎ । জনকা-
দযো যথা সিদ্ধিং গতা ভানুং প্রপূজ্য চ ॥ ১২ ॥
সর্ষাণা সর্ষলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ । সূর্য্য
এব ত্রিলোকেশ মূলং পরমদৈবতম্ ॥ ১৩ ॥ বসন্তে
কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসম্ভবঃ । শ্বেতবর্ণশ্চ
বর্ষায় পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ ॥ ১৪ ॥ হেমন্তে তাম্র-
বর্ণশ্চ শিশিরে লোহিতো রবিঃ । এবং বর্ণবিশেষে-
ন ধ্যায়েৎসূর্য্যং যথাক্রমম্ ॥ ১৫ ॥ পূজয়িত্বা বিধা-
নেন যতাত্মা সংযতেল্লিয়ঃ । পঠেন্নামসহস্রং তু সর্ষ-
পাতকনাশনম্ ॥ ১৬ ॥ দেব্যাচাচ । নাম্নাং সহস্রং
মে ক্রহি প্রসাদাঙ্কুর প্রভো । তুলাং নামসহস্রশ্চ
কিমপ্যন্তং প্রকৌর্ভয় ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অলং
নাম সহস্রেন পঠিষ্যেৎ শুভং স্তবম্ । যানি শুভানি

নামানি পবিত্রানি শুভানি চ । তানি তে কৌর্ভয়ি-
ষ্যামি প্রযত্নাদবধারণম্ ॥ ১৮ ॥ বিকর্তনো বিবস্বান্শ্চ
মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ । লোকপ্রকাশকঃ স্রীমন্লোক-
চক্ষুঃপ্রহেৎস্বরঃ ॥ ১৯ ॥ লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ
কর্তা হর্তা তমিস্রহা । তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ
সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ ২০ ॥ গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ষদেব-
নমস্কৃতঃ । একবিশতিরিতিত্যেব স্তব ইষ্টো মহাত্মনঃ ॥
২১ ॥ শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবুদ্ধিযশস্করঃ ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতিম্ভিষু লোকেষু বিস্তৃতঃ ॥ ২২ ॥
যশচানেন মহাদেবি হে সঙ্কোহস্তমনোদয়ে ।
স্তোত্যর্কঃ প্রযতো ভূয়া সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।
সর্ষকামঃ মুক্তাত্মা সূর্য্যালোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥
ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং সাগরার্কজম্ ।
শ্রুতং হুঃপৌষশমনং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি স্রীস্কান্দে সাগরাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

পুষ্কক ভানুর অর্চনা করিবে । শ্রদ্ধাপূর্ষক ব্রাহ্মণ-
দিগকে ভোজন করাইবে । "এই কার্যে বিত-
শাঠ্য করিবে না । এক করিলে নরগণ সূর্য্যা-
শয়ে একপ গাঁত লাভ করে যে, তাহা অত্যাশ্র নর-
গণ সম্যক তপস্যা বা ভূরিদাক্ষিণ্যদিত যজ্ঞ করিয়াও
প্রাপ্ত হয় না । ভক্তপুষ্কক নরগণ যদি দুর্ধা-
ক্ষুর দ্বারাও ভানুপূজা করে, তথাচ তিনি সর্ষযজ্ঞ-
জনিত সুদুর্লভ কল প্রদান করিয়া থাকেন ।
অতএব সর্ষ প্রযত্নে নর সূর্য্যকেই পূজা করিবে ।
জনকাদি রাজর্ষিগণ ভানুপূজা করিয়াই সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন । ভানু—সর্ষা, সর্ষলোকেশ, দেব-
দেব ও প্রজাপতি । সূর্য্য ত্রিলোকেশ মূল এবং
তিনিই পরম দৈবত । সূর্য্য বসন্তে কপিল—
গ্রীষ্মে কাঞ্চনভ—বর্ষায় শ্বেতবর্ণ—এবং শরতে
পাণ্ডুবর্ণ হইয়া বিরাজ করেন । তিনি হেমন্তে তাম্র-
বর্ণ এবং শিশিরে লোহিত । এইরূপ বর্ণবিশেষে
যথাক্রমে সূর্য্যের ধ্যান করিতে হয় । পরে
জিতেন্দ্রিয় নর যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিয়া
ভদ্রীয় নিখিল পাতকহর সহস্র নাম পাঠ করিবে ।
দেবী কহিলেন,—প্রভো ! শঙ্কর ! আপনি প্রসন্ন
হইয়া সূর্য্যের সহস্র নাম বলুন । অথবা তাঁহার
সহস্র নামের তুল্য আর যদি কোন নামাবলী
থাকে, তবে তাহাই কৌর্ভন করুন । ঈশ্বর

কহিলেন,—সহস্র নামের প্রয়োজন কি ? এই শুভ
স্তব পাঠ কর । সূর্য্যের যে সকল গোপনীয় শুভ,
পুণ্য নাম আছে, তাহাই আমি কৌর্ভন করিতেছি ।
অবাহিত হইয়া শ্রবণ কর । বিকর্তন, বিবস্বান,
মার্ত্তণ্ড, ভাস্কর, রবি, লোকপ্রকাশ, স্রীমান, লোক-
চক্ষু, প্রহেৎস্বর, লোকসাক্ষী, ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্তা,
তমিস্রহা, তপন, তাপন, শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভস্তি-
হস্ত, ব্রহ্মা, ও সর্ষদেবনমস্কৃত । এই এক বিংশতি-
নামাত্মক স্তবই মহাত্মা সূর্য্যের প্রিয় স্তব । ইহা
আরোগ্যপ্রদ, ধনবুদ্ধিকর ও যশস্কর । এই
স্তবরাজ ত্রিলোকে বিখ্যাত । হে মহাদেবি ! হুই
সঙ্ক্যা অন্তোদয় বেলায় যে ব্যক্তি স্রীত হইয়া এই
স্তবে সূর্য্যের স্তব করে, সে সর্ষপাপ হইতে মুক্ত
হয় এবং সর্ষবিধ কামসুখে সমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্যালোকে
গমন করিয়া থাকে । দেবি ! এই আমি সাগরা-
দিত্যের মাহাত্ম্য বলিলাম, ইহা শ্রবণে হুঃখরাশি
নাশ পায়, এবং মহাপাতক সকল ক্ষয় হয় । ১—২৪ ।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২৮ ।

একোনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়মহাদেবি অক্ষ-
মালেশ্বরং পরম্ । সাগরাকাদীশকোণে পঞ্চাশ-
দ্বয়ান্তরে ॥ ১ ॥ সংস্থিতং পাপশমনং যুগলিঙ্গং
মহাপ্রভম্ । অক্ষমালেশ্বরং নাম পুরা তন্ত প্রকী-
ৰ্ত্তিতম্ । উগ্রসেনেশ্বরং নাম খ্যাতং তস্মৈব
সাম্প্রতম্ ॥ ২ ॥ দেবুবাচ । অক্ষমালেশ্বরং নাম
যৎপূৰ্ব্বং সমুদাহৃতম্ । কথং তদভবদেব কথং
প্রসাদতঃ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । আসাৎ পুরা
মহাদেবি সতী চাধমযোনিজা । অক্ষমালোত বৈ
নায়া সতীধর্মপরায়ণা ॥ ৪ ॥ কদাচিৎ সমুদ্রপ্রাপ্তে
হুর্ভিক্ষে কালপর্যয়াৎ । ঋষয়শ্চ মহাদেবি ক্ষুধাক্রান্তা
বিচেতসঃ ॥ ৫ ॥ সর্কে চারং পরীক্ষস্তো গতান্তগা-
বেশ্মনি । জাহ্নবসংগ্রহং তন্ত প্রা-য়াক্কুরন্তাজম্ ॥
৬ ॥ ভোভোহন্ত্যজ মহাবুদ্ধে রক্ষাশ্রমন্নদানতঃ ।
প্রাণসন্দেহমাপন্নান্ কুশাঙ্গান্ ক্ষুৎপ্রপীড়িতান্ ॥ ৭ ॥
অহো ধন্তোহসি পূজ্যোহসি ন হ্রমন্ত্যজ উচ্যসে ।
যদস্মিন প্রলয়ে যাতে স্থিতং ধাত্তং গৃহে তব ॥ ৮ ॥
অনারুষ্টিহতে দেশে শস্ত্রে চ প্রলয়ং গতে । একং

উনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
অক্ষমালেশ্বর সমীপে গমন করিবে । সাগরাদি-
ত্যেয় ঈশান কোণে পঞ্চাশৎ ধনু ব্যবধানে এই
মহামহিম পাপনাশক যুগলিঙ্গ অবস্থিত । পূর্বকালে
এই লিঙ্গের অক্ষমালেশ্বর নাম কীর্ত্তিত হইত ।
সম্প্রতি ইনি উগ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত । দেবী কহি-
লেন,—পূর্বে ইহার অক্ষমালেশ্বর নাম কিরূপে
হইয়াছিল, অতঃপর করিয়া বলুন ? ঈশ্বর কহিলেন,
—মহাদেবি ! পুরাকালে অক্ষমালা নামে এক সতী-
ধর্মপরায়ণা অস্ত্রজাতীয়া রমণী ছিল । একদা
কালক্রমে ঘোর হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ঋষিগণ
ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া অন্নলাভ লালসায় জনৈক চণ্ডাল-
গৃহে গমন করেন এবং সেই চণ্ডালের অন্নসংস্থান
আছে জানিয়া তাহার নিকট অন্নপ্রার্থনা করিয়া
বলেন,—ভো ভো মহাবুদ্ধে অস্ত্যজ ! তুমি অন্ন
প্রদান করিয়া আমাদের গৃহে রক্ষা কর । আমাদের
প্রাণ-সংশয় উপস্থিত । আমরা কুশ হইয়াছি ; ক্ষুধায়
অত্যন্ত কাতর হইয়াছি । অহো তুমিই ধন্ত ; তুমিই
পূজ্য ; তোমাকে এখন আর অস্ত্যজ বলা যায়
না । কেননা, এ দুর্দিনে তোমার গৃহে ধাত্ত রহি-

যো ভোজ্যোদ্যপ্রঃ কোটিভবতি ভোজিতা ॥ ৯ ॥
অন্ত্যজ উবাচ । অহো আশ্চর্য্যমতুলং যদেতদৃশ্যতে-
হধুনা । যদেতদ্বদগৃহং প্রাপ্তা ঋষয়শ্চান্নকাক্ষিণঃ ॥
১০ ॥ শূদ্রান্নমপি নাদেয়ং ব্রাহ্মণৈঃ কিমুচ্যন্ত্যাজাৎ ॥
১১ ॥ আমং বা যদি বা পকং শূদ্রান্নং যন্ত ভক্ষতি ।
স তবেচ্ছুকরো গ্রামান্তস্ত বা জয়তে কুলে ॥ ১২ ॥
অমৃতং ব্রাহ্মণস্তান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্ ।
বৈশ্যান্নমন্নমিত্যাহঃ শূদ্রান্নং কধিরং স্মৃতম্ ॥ ১৩ ॥
শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেণ চ সহাসনম্ । শূদ্রা
দন্নগমশ্চৈব জলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ১৪ ॥ অগ্নি-
হোত্রী তু যো বিপ্রঃ শূদ্রান্নান্ন নিবর্ত্ততে । এতে
তন্ত প্রণশ্ণন্তি আত্মা ব্রহ্ম ত্রয়োহয়ঃ ॥ ১৫ ॥
শূদ্রান্নেনোদরশ্চেন ব্রাহ্মণো ম্রিয়তে যদি । যগ্না-
সাত্যন্তরে বিপ্রঃ পিশাচঃ সোহভিজায়তে ॥ ১৬ ॥
শূদ্রান্নেন দ্বিজো যন্ত অগ্নিহোত্রঃ জুহোতি চ চণ্ডালো
জায়তে প্রেত্য ; শূদ্রাচ্চৈবেহ দৈবতঃ ॥ ১৭ ॥ যন্ত
ভুঙ্গতি শূদ্রান্নং মাসমেকং নিরন্তরম্ । ইহ জন্মানি
শূদ্রত্বং মৃতঃ শূদ্রোহভিজায়তে ॥ ১৮ ॥ রাজান্নং

যাচ্ছে । দেশ অনারুষ্টি দ্বারা নষ্ট হইলে এবং শস্ত্র
সকলের অভাব ঘটিলে যে জন একটা মাত্র ব্রাহ্ম-
ণকেও ভোজন করায়, তাহার কোটি ব্রাহ্মণ-
ভোজনের ফল হয় । অস্ত্যজ কহিল,—অহো !
আজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, আমার গৃহে
ঋষিগণ অদ্য অন্নকাক্ষী হইয়া উপস্থিত হইয়া-
ছেন । ব্রাহ্মণের শূদ্রান্ন গ্রাহ্য নহে ; তাহাতে আমি
অন্ত্যজ ; আমার অন্ন তাহারা গ্রহণ করিবেন ;
ইহা আশ্চর্য্য নহে কি ? পক হউক, অপক হউক,
যে বিপ্র শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহাকে গ্রাম্য শূকর
হইয়া জন্মিতে হয় । ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত ; ক্ষত্রি-
য়ান্ন পয়ঃ, বৈশ্যান্ন অন্ন এবং শূদ্রান্ন কধির
বলিয়া বিদিত । শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্রে সহিত
একাসনে বাস, এবং শূদ্র হইতে অন্নপ্রাপ্ত এ সকল
তেজস্বী ব্রাহ্মণকেও পাতিত্যযুক্ত করে ॥ ১—১৪ ॥ যে
অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ শূদ্রান্নসেবা হইতে নিবৃত্ত হয় না,
তাহার আত্মা, ব্রহ্ম ও অগ্নিত্রয় এই তিনটাই নষ্ট
হইয়া যায় । উদরস্থ শূদ্রান্ন লইয়া যত্নমুখে পতিত
হইলে যগ্নাসের মন্যেই ব্রাহ্মণ পিশাচ হইয়া থাকে ।
যে দ্বিজ শূদ্রান্ন দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করে, সে
ভবান্তরে চণ্ডাল হয় । যে বিপ্র মাসাবধি নিরন্তর
শূদ্রান্ন ভক্ষণ করে, তাহার ইহজন্মে শূদ্র হয় !
জন্মান্তরেও তাহাকে শূদ্র হইতে হয় । রাজান্নে

তেজ আদতে শূদ্রাঃ ব্রহ্মবর্চসম্ । আয়ুঃ সুবর্ণ-
কারঃ যশশ্চর্য্যাবকর্ষিতঃ । ১৯ । কারুকারঃ প্রজা
হন্তি বলং নির্ণেজকস্ত ১ । গণারঃ গণিকারুঞ্চ
লোকেভ্যঃ পরিকৃত্তি । ২০ । পুয়ঃ চিকিৎসক-
স্তারঃ পুংচল্যাচারমিল্লিয়ম্ । বিষ্ঠা বাকুর্বিষ্কস্তারঃ
শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ । ২১ । সহস্রকৃৎস্নেভেষামগ্নে
যন্তকিতে ভবেৎ । তদেকবারঃ ভুঞ্জন কস্তা-
বিক্রয়িণো ভবেৎ । ২২ । সহস্রকৃৎস্নেভেষা ভুঞ্জে-
হগ্নে যৎফলং লভেৎ । তদন্ত্যজানামগ্নে স কৃৎ-
ভুঞ্জন বৈ ভবেৎ । ২৩ । তৎকথং মম বিপ্রেস্তা-
শগুলস্তাধমাত্মনঃ । ধর্ম্মমেবং বিজানন্তো নুনমগ্নঃ
জিহীর্ষত । ২৪ । ঋষয় উচুঃ । জীবিতাত্ময়মা-
পন্নো যোহন্নমজ্জিয়েত ততঃ । আকাশ ইব পঙ্কন
ন স পাপেন লিপাতে । ২৫ । অজীগর্তঃ সূতঃ
হন্ত্যুপসর্পন বভূক্ষিতঃ । ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎ-
প্রতীষাতমচরন্ । ২৬ । ভারদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তং সপুত্রো
বিজনে বনে । বহ্মীগাঁউপজগ্রাহ বৃহজ্জ্যোতির্মহা-
মনাঃ । ২৭ । ক্ষুধার্ত্তো গীতমভ্যাগাঃ স্বখামিত্রাঃ
ব্রজাঘনৌম্ । চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ ।
২৮ । স্বমাসমিচ্ছন্নর্ত্তৌ তু ধর্ম্মার চ্যবতে স্ম সং ।

তেজ, শূদ্রাঃ, ব্রহ্মতেজ, সুবর্ণকারের অগ্নে আয়ু, চর্য্যকারের অগ্নে যশ, কারুকারে প্রজা, রজুকারে গণার ও গণিকারে বলক্ষয় হয় । চিকিৎসকের অগ্ন পুয়, পুংচলীর অগ্ন উপস্থ, বাকুর্বিষ্কের অগ্ন বিষ্ঠা এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর অগ্ন মলম্বরূপ । এই সকলের অগ্ন সহস্রবার ভোজন করিলে যে দোষ হয়, কস্তাবিক্রয়ী ব্যক্তির অগ্ন একবার ভক্ষণে সেই দোষ হইয়া থাকে । কস্তাবিক্রয়ীর অগ্ন সহস্রবার ভোজন করিলে যে ফল হয়, অন্ত্যজ-দিগের অগ্ন একবার ভোজনে সেই ফল হইয়া থাকে । অতএব হে বিপ্রেস্ত্রগণ! আমি অধমাত্মা চণ্ডাল, আপনারা ধর্ম্মগ্রহ হইয়া আমার অগ্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কিরূপে? ঋষিগণ কহিলেন,—জীবনান্তকালে এইরূপ দূষিতাৎ যে গ্রহণ করে, আকাশ ঘেমন পক্ষ লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সেও পাপস্পৃষ্ট হইবার নহে । অজীগর্ত্ত ক্ষুধানিবারণের জন্য বভূক্ষিত হইয়া নিজে পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । কিন্তু তিনি পাপলিপ্ত হন নাই । সপুত্র ভারদ্বাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বহু গো উপগ্রহ করিয়াছিলেন; মহামনা বৃহজ্জ্যোতি গীত উপগত হইয়াছিলেন; ধর্ম্মাধর্ম্ম-

প্রাণানাং পরিরক্ষার্থঃ বামদেবো ন লিপ্তবান্ । ২৯ ।
এবং জ্ঞাহা ধর্ম্মবুদ্ধে সাম্প্রত্যং মা বিচারয় । দদ-
স্বারঃ দদস্বারমস্মাকমিহ যাচতাম্ । ৩০ । চণ্ডাল
উবাচ । যদ্যেবং ভবতাং কার্য্যমিদমকীকৃতং
ক্ৰবম্ । তদীয়ং মৎসুতা কস্তা ভবন্তিঃ পরিগৃহ-
তাম্ । ৩১ । ভবতাং যোহগ্রীর্জ্যেষ্ঠঃ স চেমামুষধেদ-
ক্ৰবম্ । দাস্তে বর্ধাশনং পশ্চাদীপ্সিতং ভবতাং
দ্বিজাঃ । ৩২ । ঈশ্বর উবাচ । ইত্যুক্তা ঋষয়ো
দেবি লজ্জয়ানতকঙ্করাঃ । প্রত্যালোচ্য যথাস্থায়ং
বসিষ্ঠং সমনুদ্বহন । ৩৩ । বসিষ্ঠোহপি সমাখ্যায়
আপদ্রুগ্নঃ মহামনাঃ । কালস্তানন্তরপ্রেক্ষী প্রোথ-
বাহাস্ত্যাজ্ঞানাম্ । অক্ষমালেতি বৈ নারীঃ প্রসিদ্ধাঃ
ভুবনত্রয়ে । ৩৪ । যদা স্বীয়তেজোভরকবিদ্ব
মকঙ্কত । অকঙ্কতৌ তদা জাতা দেবদানববন্দিভা ।
৩৫ । যদৃশেন তু ভর্ত্তা স্ত্রী সংযজ্যতে যথাবিধি ।
সা তাদৃগেব ভবতি সংদ্রেণেব নিয়গা । ৩৬ ।

বিচক্ষণ বিশ্বামিত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চণ্ডালের হস্ত হইতে কুক্কুরমাংস গ্রহণ করিয়াছিলেন । বামদেব প্রাণ-পরিরক্ষার্থ কুক্কুরমাংস ভোজনে সমুৎসুক হইয়াও পাপলিপ্ত হন নাই । এইরূপে অনেকেই জীবন রক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও স্বীয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই । হে ধর্ম্মবুদ্ধে! তুমি এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্প্রতি আর বিবেচনা করিও না । আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে অন্ন দাও-অন্নদাও । ১৫—৩০ । চণ্ডাল কহিল,—যদি এইরূপই আপনাদের কর্তব্য হয়, তবে আমি অন্নদানে স্বীকার ক'লিাম; পরন্তু আপনারা আমার এই কস্তাটিকে গ্রহণ করুন । আপনাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ অগ্রণী, তিনিই ইহার পাণি গ্রহণ করুন । হে দ্বিজগণ! আমি পশ্চাৎ আপনাদিগকে এক বৎসরোপযোগী ঈর্ষ্যসত্ত অন্ন প্রদান করিব! ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া লজ্জায় নতশির হইলেন এবং পরস্পর যথাযোগ্য আলোচনা করিয়া বসিষ্ঠকে বলিলেন,—মহামনা বসিষ্ঠ তৎপ্রবণে আপদ্রুগ্ন আলোচনা করিয়া কালাতিক্রমপ্রতীক্ষায় সেই অন্ত্যজ কস্তার পাণিপীড়ন করিলেন । ঐ কস্তা অক্ষমালা নামে দ্রিভুবনে প্রসিদ্ধা । অক্ষমালা স্বীয় তেজে অর্কবিশ্ব রোধ করিয়াছিল বলিয়া দেব-দানব-বন্দিভা অকঙ্কতী নামে তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে । যেরূপ ভর্ত্তা, পত্নীও সেইরূপই হইয়া থাকে ।

অক্ষমালা বসুধৈব কুমাৰমণিভা। শাক্যব. ১০। ম প্রভাস সমাসায়া পুত্রার্থে লিঙ্গমেঘি.
 মন্দপালেন জগাম হংগীতাম্ ৩। এঃ কাল- বান। ৪৭। অক্ষমালেশ্বরঃ নাম জ্ঞাতা মায়া-
 ক্রমেণৈব প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাগতঃ। সপ্তময়ো মহা- মধু-ন্য। সমারাধ্যা মহাদেবঃ নব বর্ষাণি পঞ্চ ৫।
 ত্রানো হরুক্ষত্যা সমধিতাঃ ৭৮। তৌখানি প্রেয়সা- সপ্তাশ্রবাংসুদা পুত্রঃ কংসান্নামিতি শ্রুতম্ ৮৮।
 মানুঃ সর্ষসিদ্ধিপ্রদান তাম্ ৩৯। এষামবেষ- তৎকালান্তরমারভা উগ্রসে শ্বরোহভবৎ। পাপশ্রঃ
 মাণানাং তত্র দেবী হরুক্ষতী। অপশ্রুৎসমেকন্ত সর্ষজন্তুনাং দর্শনাৎ স্পর্শাদপি ৪৯। ব্রহ্মহত্যা
 বৃক্ষজালাস্তরে স্থিতম্ ৪০। তৎ দৃষ্টা দেবদেবেশ- সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ধক্ষনাগমঃ। মহান্তি পাতকান্ধা-
 মেবং জাতিশ্রবাতবৎ। পৃষস্মিন্ জন্মনি ময়া রজো- নৃশান্তি তস্মা দর্শনাৎ ৫০। তত্রৈব ঋষিপঞ্চম্যাং
 ভাবান্তরস্থয়া ৪১। অজ্ঞানভাবাদেবেশে নুনং প্রাপ্তে ভাদ্রপদে শুভে। অক্ষমালেশ্বরং পূজ্য
 চাত্রাচ্চিতঃ শিবঃ। তস্মাৎ কর্ম্মফলং প্রাপ্তমস্তাজমং তদ্রায়মদকং তথা। সর্ষপাপবিনাশায় প্রেতানন্ত
 দ্বিজম্ননা ৪২। কন্তেন সদৃশো দেবঃ শস্ত্রনা সুখায় চ ৫২। ইতি তে কথিতং দৌব হৃক্ষমালে-
 ভুবনত্রয়ে। রাজ্যং নিয়মিনামেবং যো কষ্টে হাপ নিরুভাতবৎ। পূজ্যমাস তল্লিঙ্গং দিব্যাদানাং
 প্রযচ্ছতি ৪৩। ইতি সঞ্চিস্তা মনসা তত্রৈব শতং প্রিয়ে ৪৪। এবং তস্মা প্রভাবেন দৃশ্ততে
 নিরুভাতবৎ। পূজ্যমাস তল্লিঙ্গং দিব্যাদানাং গগনান্তরে। অরুক্ষতী সতী হেবা দৃষ্টা হরুক্ষত-
 শতং প্রিয়ে ৪৪। এবং তস্মা প্রভাবেন দৃশ্ততে নানিশিনী ৪৫। অক্ষমালেশ্বরস্তেবং যথাবৎ কথিত-
 গগনান্তরে। অরুক্ষতী সতী হেবা দৃষ্টা হরুক্ষত- স্তব। ততস্ত্ব হাপরস্তান্তে কলৌ সক্ষ্যাংশকে
 নানিশিনী ৪৫। অক্ষমালেশ্বরস্তেবং যথাবৎ কথিত- গতে ৪৬। অক্ষানুরমুতশাসীহুগসেন ইতি

ইতি শ্রীক্ষান্দে উগ্রসেনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ
 নামৈকোনাত্রিশদধিকশততমো-
 অধ্যায়ঃ ১২৯ ॥

দৃষ্টান্ত—সাগরযুক্তা নদী সগরেরই গুণানুরূপিনী
 হয়। অধমযোনিজাতা অক্ষমালা বাসন্তী সহ
 সংযুক্ত হইয়া মন্দপালানুগা শাপার জ্ঞান পূজনীয়া
 হইল। এইরূপে কালক্রমে মগ্নায়া সপ্তর্ষি অরু-
 ক্ষতীর সহিত প্রভাসতীরে আগমন করিলেন।
 তাঁহার সর্ষসিদ্ধিপ্রদ তীর্থসমূহে অরুক্ষতীকে
 প্রেরণ করিলেন। সপ্তর্ষিও তীর্থপর্যটনে নির্গত
 হইলেন। দেবী অরুক্ষতী বৃক্ষজালাস্তরস্থিত এক
 লিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই দেবদেবকে দেখিয়া
 তিনি জাতিশ্রব হইলেন। তাঁহার মনে হইল—
 আমি পূর্বজন্মে রজোভাবে অধিত হইয়া নিশ্চয়ই
 দেবদেবকে এইস্থানে অজ্ঞানভাবে অর্চনা করিয়া
 ছিলাম। সেই জন্ত আমি তখন দ্বিজাতি হইয়াও
 এই অন্তাজজন্মরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়াছি। অত-
 এব শস্ত্র সমান দেব ত্রিভুবনে আর কে আছে?
 বিনি কষ্ট হইয়াও নিয়মনিষ্টদিগকে রাজ্য পর্য্যন্ত
 অর্পণ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! অরুক্ষতী মনে
 মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দিব্য শত বর্ষ পর্য্যন্ত সেই
 লিঙ্গের পূজা করিলেন। সেই পূজার ফলে
 অদ্যাপি হরুক্ষতানিশিনী সতী অরুক্ষতী গগনান্তরে
 দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই আমি তোমার নিকট
 অক্ষমালেশ্বরের বিবরণ যথাযথ কীর্তন করিলাম।

হাপরান্তে কলির সক্ষ্যাংশ অতীত হইলে অক্ষা-
 নুরের পুত্র উগ্রসেন প্রভাসে আসিয়া অক্ষমালে-
 শ্বরের অপূর্ব মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ক্ষেত্রলাভার্থ
 চতুর্দশবর্ষ পর্য্যন্ত ঐ লিঙ্গেরই আরাধনা করেন।
 সেই আরাধনার ফলে তিনি কংসাসুর নামে
 বিখ্যাত পুত্র প্রাপ্ত হন। তখন হইতে ঐ লিঙ্গ
 উগ্রসেনেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করে। উহা দর্শনে
 স্পর্শনে সর্ষ প্রাণীর পাপ হরণ করিয়া থাকে। ঐ
 লিঙ্গদর্শনে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, ও গুর্ধক্ষনা-
 গমনাদি মহাপাতক সকলও নষ্ট হয়। শুভ ভাদ্র-
 মাসের ঋষিপঞ্চমী ত্রিথিতে ঐ অক্ষমালেশ্বরকে
 পূজা করিয়া নর নরক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।
 সর্ষ পাপাবিনাশার্থ এবং ইহ পরজন্মের অনন্ত
 সুখার্থ এই স্থানে গো, অন্ন ও উদক দান প্রশস্ত।
 হে দৌব! এই আমি শ্রবণমাত্রেই পাপহর নিখিল
 দুঃখনিবারক অক্ষমালেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন
 করিলাম ৩১—৫০।

উনত্রিশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত। ১২৯।

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছনুহাদেবি দেবং
পাশুপতেশ্বরম্ । উগ্রসেনেশ্বরাদেবি পূর্বভাগে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ গোপাদিত্যাস্থথাগ্রেয়াং ক্রবেশাদ্
দক্ষিণং ত্রিতম্ । সর্বপাপহরং দেবি পূর্বভাগে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ২ ॥ গোপাদিত্যাস্থথা লিঙ্গং দর্শনাৎ-
সর্বকামদম্ । অশ্বিন যুগে সমাপাতং সন্তোষেশ্বর-
সংজ্ঞতম্ ॥ ৩ ॥ সন্তুষ্টো ভগবান্ যস্মাস্তেষাং তত্র
তপস্বিনাম্ । তেন সন্তোষনাত্মা তু প্রথাতং ধরণী-
তলে ॥ ৪ ॥ যুগলিঙ্গং মহাদেবি সিদ্ধিস্থানং মহা-
প্রভম্ । স্থানং পাশুপতানাঞ্চ ভেষজং পাপরোগি-
ণাম্ ॥ ৫ ॥ চত্বারো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তশ্চিল্লিঙ্গে যশস্বিনি ।
বামদেবস্ত সাবর্গিরিষোরঃ কপিলস্তথা । তশ্চিল্লিঙ্গে
তু সংসিদ্ধা অনাদীশে নিরঞ্জনৈঃ ॥ ৬ ॥ তস্য দেবস্ত
সমীপো বনে শ্রীমুখসংক্রতম্ । লক্ষ্মীস্থানং মহা-
দেবি সিদ্ধমৌগৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ৭ ॥ তত্র পাশুপতাঃ
শ্রেষ্ঠা মম লিঙ্গার্চনে রতাঃ । তেষামিচ্ছব নিবাসার্থং
হৃদেব্যা নিশ্চিতং বলম্ ॥ ৮ ॥ তস্য মধ্যে তু
সুশোণি লিঙ্গং পূর্বমুখং স্থিতম্ । তশ্চিন পাশুপতাঃ

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর পাশু-
পতেশ্বর দেবের সমীপে গমন করিবে । এই দেব
উগ্রসেনেশ্বরের পূর্বদিকে গোপাদিত্যের অগ্নি-
কোণে, ও ক্রবেশ্বরের দক্ষিণে অবস্থিত । এই লিঙ্গ
দর্শনমাত্রেই সর্বপাপহর ও সর্বকামপ্রদ হইয়া
থাকে । এই ভগবান্ এইযুগে তপস্বীদিগের প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বর্তমানে সন্তোষেশ্বর
নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । হে মহাদেবি !
এই যুগলিঙ্গ সন্তোষ নামে বিখ্যাত । এই লিঙ্গাধি-
ষ্ঠিত স্থানই মহামহিম সিদ্ধিস্থান । এই স্থানই
পাশুপতগণের আশ্রয় এবং পাপরোগীদিগের
ভেষজস্বরূপ । হে যশস্বিনি ! বামদেব সাবর্গি
অঘোর ও কপিল, এই মুনিচতুষ্টয় ঐ অনাদি
নিরঞ্জন লিঙ্গ সমীপে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।
ঐ সন্তোষেশ্বর দেবের সমীপস্থ কাননে শ্রীমুখ নামে
লক্ষ্মীস্থান আছে । উহা সিদ্ধযোগিগণের সেবিত !
শ্রেষ্ঠ পাশুপতগণ ঐ কাননে থাকিয়া মদীয় লিঙ্গা-
র্চনে নিরত । পাশুপতগণের বাসের নিমিত্তই
ঐ বনে দেবী কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছে । হে সুশোণি !
তাহার মধ্যে উক্ত লিঙ্গ পূর্বমুখে অবস্থিত । পাশু-

সিদ্ধা অঘোরাদ্যা মহর্ষয়ঃ । অনেনৈব শরীরেণ
গতান্তে শিবমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥ তত্র প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
সুরসিদ্ধনিবেষিতে । রোচেতে যে সদা বাসন্ত-
শ্মিন্নায়তনে শুভে । সর্বেষামেব স্থানানামতি
রম্যমতিপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥ তত্র পাশুপতা দেবি মম
ধানপরাযণাঃ । মম পুত্রাস্ত তে সর্বে ব্রহ্মচর্যোণ
সংযুতাঃ ॥ ১১ ॥ দাস্তাঃ শাস্তা জিতক্রোধা ব্রাহ্মণান্তে
তপস্বিনঃ । তল্লিঙ্গস্থ প্রভাবেন সিদ্ধিঃ তে পরমাং-
গতাঃ ॥ ১২ ॥ তস্মাত্তঃ পূজয়েন্নিত্যং ক্ষেত্রবাসী
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥ দেবুবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ
সংসারার্ণবতারক । প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে বদীয়-
ব্রতচারিণাম্ ॥ ১৪ ॥ স্থানং তেষাং মহৎপুণ্যং
যোগং পাশুপতং তথা । কথয়স্ব প্রসাদেন লিঙ্গ-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥ কিমাদিনাম দেবস্ত কথং
পূজ্যো নরোত্তমৈঃ । কথং পাশুপতাস্তত্র সন্দেহাঃ
স্বর্গমাগতাঃ ॥ ১৬ ॥ এতৎকথয় দেবেশ দয়াং কুত্বা
মম প্রভো ॥ ১৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যস্মা পৃচ্ছ্যতে
ভদ্রে যোগঃ পাশুপতো মহান । তেষাং চৈব

পতগণ এবং অঘোরাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ ঐ স্থানে
উপাসনা করিয়াই শরীরে শিবমন্দিরে গমন
করিয়াছেন । প্রভাসের সেই সুর-সিদ্ধনিবেষিত
ক্ষেত্রে বাস করিতে আমার সদাই অভিলাষ । ঐ
শুভায়তনে অবস্থান আমার একান্তই কটিকর ।
ইহা সর্বস্থান অপেক্ষাই মনোরম ও অতীব প্রিয়-
তম ! হে দেবি ! তথায় পাশুপতগণ আমারই
ধ্যানে নিরত এবং আমারাই তাঁহারা পুত্র স্থানীয় ।
তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারী, দান্ত, শাস্ত, জিতক্রোধ,
তপস্বী ব্রাহ্মণ । ঐ লিঙ্গের প্রভাবেই তাঁহারা
পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । অতএব ক্ষেত্রবাসী
দ্বিজোত্তম নিত্য ঐ লিঙ্গের পূজা করিবেন ।
১—১৭ । দেবী কহিলেন—হে সংসারসাগরতারণ
দেবদেব ভগবন্ ! মহাক্ষেত্র প্রভাসে যাঁহারা
ভবদীর্ঘ ব্রতচরণে নিরত, তাঁহাদের স্থান মহৎ
পুণ্যকল, পাশুপত যোগ ও উত্তম লিঙ্গমাহাত্ম্য
আমার নিকট অমুগ্রহ করিয়া কীৰ্ত্তন করুন । ঐ
দেবের আদি নাম কি ছিল ? কিরূপে নরোত্তম-
গণের তিনি পূজনীয় ? এবং কিরূপেই বা পাশু-
পতগণ সন্দেহে স্বর্গারোহণ করিলেন ? হে
দেবেশ ! রূপা করিয়া ইহা আমার নিকট বর্ণন
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—ভদ্রে ! তুমি মহা-
পাশুপত যোগ লিঙ্গপ্রভাব, ও অনাদীশ্বর দেবের

প্রভাবো যন্তথা লিঙ্গস্ত স্মরতে । ১৮ । অনাদৌ-
শস্ত দেবস্ত আদিনাম মহাপ্রভে । তস্মিন্মিঙ্গে তু
যে দেবি মদীয়ব্রতমাস্রিতাঃ । ১৯ । চিরং নিয়োগং
সুশ্রোণি ব্রতং পাশুপতং মহৎ । ধারয়ন্তি যথোক্তং
তু মম বিশ্বয়কারকম্ । তেষামনুগ্রহার্থায় মম চিত্তং
প্রধাবতি । ২০ । স্মৃত উবাচ । হরস্ত বচনং শ্রুত্বা
দেবী বিশ্বয়মাগতা । উবাচ বচনং বিপ্রাঃ সর্ব-
লোকপতিং পতিম্ । ২১ । মমাপি কৌতুকং দেব
কিমকারীততো ভবান্ । তদব্রুহি মে মহাদেব
যদ্যহং তব বল্লভা । ২২ । তস্তাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা
মহাদেবো জগাদ তাম্ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মম
ভক্তবিচেষ্টিতম্ । ২৩ । দৃষ্ট্বা চৈব তপোনিষ্ঠাং
তেষামাদাঃ সুরেশ্বরঃ । উবাচ বচনং দেবঃ প্রণতান্
পার্বতঃ স্থিতান্ । ২৪ । ঈশ্বর উবাচ । গচ্ছ শীঘ্রং
নন্দিকেশ যত্র তে মম পুত্রকাঃ । চরন্তি চ ব্রতং
ঘোরং মদীয়ং চাতিহরম্ । ২৫ । তৎক্ষেত্রস্ত
প্রভাবেন ভক্ত্যা চ মম নিত্যশঃ । তেন তে মুনয়ঃ
সিদ্ধাঃ স্বশরীরেণ স্মরতাঃ । ২৬ । তস্মান্নবচনার-
দ্দিন গচ্ছ প্রাভাসিকং শুভম্ । আমন্ত্রয় তং তান্

সর্বান কৈলাসং শীঘ্রমানয় । ২৭ । ইদং পদ্মং
গৃহণ ত্বং সনাতন কলিকোজ্জলম্ । লিঙ্গস্ত মুক্তি
দধেদং পদ্মনালমিহানয় । ২৮ । মুক্তস্তদা স বৈ
নন্দী দেবদেবেন শম্ভুনা । কৈলাসনিগমাস্তস্মাৎ
প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ । ২৯ । দৃষ্ট্বা চৈব পুনর্লিঙ্গং
দেবদেবস্ত শূলিনঃ । দৃষ্ট্বা তাত্শৈব যোগীজ্ঞান পরং
বিশ্বয়মাগতঃ । ৩০ । কেচিদ্ধ্যানরতাস্তত্র কেচিদ্
যোগং সমাস্রিতাঃ । কেচিৎপাখ্যাং প্রকুর্যন্তি বিচার-
মপি চাপরে । ৩১ । কুর্যন্তাস্তে লিঙ্গপূজাং প্রণামক
তথাপরে । প্রদক্ষিণং প্রকুর্যন্তি সাষ্টাঙ্গং প্রণমন্তি
চ । ৩২ । কেচিৎ জতিং প্রকুর্যন্তি ভাবযজ্ঞেস্তথা
পরে । কেচিৎ পূজাঞ্চ কুর্যন্তি অহিংসাকুসুমৈঃ
শুভৈঃ । ৩৩ । ভাস্মগ্রানং প্রকুর্যন্তি গণ্ডূকৈঃ স্নাপয়ন্ত
চ । এবং ব্যাকুলতাং যাতং তপাঃসগণমণ্ডলম্
৩৪ । ততাদৃশমখ্যালোক্য নন্দী বিশ্বয়মাগতঃ ।
চিন্তয়ামাস মনসা সর্বং তেষাং নিরীক্ষ্য চ । ৩৫ ।
আগতোহহমিমাং দেশং ন কশ্চিনমাং নিরীক্ষতে ।
ন কেনচিদহং পৃষ্টোহভ্যাগতঃ কুত্র কস্মৈ চ । ৩৬ ।
অহঙ্কারাবৃত্তাঃ সর্বৈ ন বদন্তি চ মাং কচিৎ । এবং

আদি নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এ সম্বন্ধে বলি-
তেছি, এই লিঙ্গস্থানে মদীয় ব্রতাবলম্বী সাধক-
গণ চিরন্তরে মহাপাশুপত ব্রত-ধারণ করিয়া
ধাকেন । এই ব্রত আমার বড়ই বিশ্বয়বহ । উক্ত
ব্রতাবলম্বীদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণার্থ চিত্ত
আমার সদাই ব্যগ্র । স্মৃত कहিলেন,—বিপ্রগণ !
হরের বাক্য শুনিয়া দেবী বিশ্বিতভাবে তাঁহার সেই
স্বর্গলোক-পতি পতিকে বলিলেন,—দেব ! আপনি
তাঁহার পর কি করিলেন ? তাহা শুনিতে আমার
বড় কৌতুহল হইয়াছে । অতএব আমি যদি
আপনার বল্লভা হই, তবে তাহা আমার নিকট
বলুন । মহাদেব দেবীর বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—
দেবি ! মদীয় ভক্তচরিত শ্রবণ কর । আদি-
দেব সুরেশ্বর তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা এবং তাঁহাদি-
গকে প্রণতভাবে পার্শ্ব দোখিয়া নন্দীকে বলিলেন,
—হে নন্দিকেশ্বর ! শীঘ্র আমার পুত্রগণের নিকট
গমন কর । তাঁহারা মদীয় অতি হর কঠোর
ব্রত অবলম্বন করিয়াছে । ক্ষেত্রের প্রভাবে এবং
আমার প্রতি সার্বকালিক ভক্তিবশে এই সকল
সুব্রত মুনি শরীরে সিদ্ধ হইয়াছেন । অতএব
নন্দি ! তুমি আমার আদেশে শুভ প্রভাসক্ষেত্রে
গমন কর এবং উইদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া

সহর কৈলাস ধামে আনয়ন কর । ১৪-২৭ । এই কলি-
কোজল সনাতন কমল গ্রহণ কর । ইহা তত্ত্বতা লিঙ্গ-
মস্তকে প্রদান করিয়া কমলের নালটী এই স্থানে
লইয়া আইস । দেবদেব শম্ভুর প্রেরণায় নন্দী কৈলাস
ক্ষেত্র হইতে প্রভাসে আগমন করিলেন । আসিয়া
দেবদেব শূলপাণির লিঙ্গ এবং তৎসমীপস্থ যোগি-
শ্রেষ্ঠকে অবলোকনপূর্বক পরম বিশ্বয়াপন্ন হই-
লেন । দেখিলেন,—কেহ ধ্যানী, কেহ যোগী,
কেহ ব্যাখ্যাতংপর, কেহ বিচারনিরত, কেহ
কেহ লিঙ্গপূজা ও লিঙ্গপ্রণামে নিরত, কেহ
প্রদক্ষিণতংপর, কেহ সাষ্টাঙ্গে প্রণতিনিষ্ঠ, কেহ
জ্ঞতিনিরত, কেহ ভাবযো ১-পরায়ণ, কেহ কেহ
শুভ অহিংসাকুসুমৈ লিঙ্গার্চনরত এবং কেহ
কেহ ভাস্ম দ্বারা, ও কেহ কেহ গণ্ডুক দ্বারা লিঙ্গ
স্পর্শনে কৃতপ্রযত্ন । এইরূপে সেই তপস্বিগণ
সকলেই লিঙ্গার্চনায় ব্যাকুলিত । তদদর্শনে নন্দী
বিশ্বাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাদের কার্যপ্রণালী
নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—
আমি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ; অথচ
কেহই আমার দেখিতেছে না এবং কোন
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না, ইহারা সকলে
অহঙ্কারাবৃত্ত হইয়াই আমার সহিত কথা কহিতেছে

মনসি সঙ্ঘায় লিঙ্গপাৰ্শ্বপাগতঃ । ৩৭ । দন্তঃ
লিঙ্গস্ত তৎপদ্ম-নাং ছিহ্না তু নন্দিনা । অৰ্চয়িত্বা
তু তন্নন্দী লিঙ্গং পাণ্ডপতেশ্বরম্ । নাং গৃহীত্বা
যত্নেন ঋষীন্ বচনমব্রবীৎ । ৩৮ । নন্দিকেশ্বর
উবাচ । শাসনাদেবদেবস্ত ভবতাং পার্শ্বমাগতঃ ।
আজ্ঞাপয়তি দেবেশস্তপস্বিগণমণ্ডলম্ । ৩৯ । যুখ্য-
ভিস্তত্র গন্তব্যঃ যত্র দেবঃ সনাতনঃ । যুখ্যান্ সখ্যান্
সমাদায় গমিষ্যামি ভবালয়ম্ । ৪০ । উত্তীৰ্ণতাশ্চ
গচ্ছামঃ কৈলাসং পৰ্ষিতোত্তমম্ । তুষ্ণীভূতাস্ততঃ
সৰ্কে প্রে'চুস্তে সংজয়া দ্বিজাঃ । গম্যতামগ্রতো
নন্দিন্ পশ্চাদেব্যামহে বয়ম্ । ৪১ । এবমুক্তস্ত
মুনীর্ভিন্নন্দী শীঘ্রতরং গতঃ । কথয়ামাস তৎসৰ্বং
কুপিতেনাস্তরাগ্ননা । ৪২ । নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
দেব তত্র গতোহহং বৈ যত্র তে যোগিনঃ স্থিতাঃ ।
সন্তোষিতো ন চৈবাহং কেনচিত্তত্র সংস্থিতঃ । ৪৩ ।
ন মাং দেব নিরীক্ষন্তে নানপস্তুি কথঞ্চন । পদ্মং
তত্র ময়া দেব স্থাপিতং লিঙ্গমূৰ্দ্ধনি । ৪৪ । উক্তং
দেব ময়া তেষাং যোগেন্দ্রাণাং মহেশ্বর । আশ্রপ্তা
দেবদেবেন ইহাগচ্ছত মা চিরম্ । ৪৫ । এতচ্ছুহা

বচঃ স্বামিন সৰ্কে তত্র মহর্ষয়ঃ । আগমিষ্যাম
ইতি বৈ পৃষ্ঠতো গচ্ছ মা চিরম্ । ৪৬ । ইত্যাঞ্জে
তৈস্তথা দেব অহং শীঘ্রমিহাগতঃ । নাং চেমং
গৃহণ স্বঃ যথেষ্টং কুরু মে প্রভো । ৪৭ । একং মে
সংশয়ং দেব ছেদুর্মহান্ সাঙ্গ্রতম্ । ময়া বিনা
মহাদেব আগমিষ্যন্তি তে কথম্ । সংশয়ো মে
মহাদেব কথংস্ব মহেশ্বর । ৪৮ । ঈশ্বর উবাচ ।
শৃণু নন্দিন্ যথার্থ্যং যেষাং বৈ ভাবিতাস্তনাম্ । ন
দৃশ্যন্ত ইমে সিদ্ধা মাং মুক্তাত্তেঃ স্তুতৈরপি । ৪৯ ।
মদ্ভাবতাবিতাস্তে বৈ যোগং বিদন্তি শকরম্ ।
পশ্চৈতৎ কৌতুকং নন্দিন্ দর্শয়ামি তবাধুনা । ৫০ ।
আনীতঃ যন্তয়া নাং তস্মিন্নালে তু স্বস্ববৎ ।
প্রবিষ্টা চাগতাঃ সৰ্কে যোগৈর্গর্ধ্যবলেন চ । ৫১ ।
এবমুক্তাস্তদা নন্দী বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ । অপস্ত-
ন্নালামধ্যস্থান্ মহানীন্ পরমাণুবৎ । ৫২ । যথাক্রম-
মধ্যস্থান্ দৃশ্যন্তে পরমাণবঃ । এবং তন্নালামধ্যস্থান্
দৃশ্যন্ত ঋষয়ঃ পৃথক্ । ৫৩ । এবং দৃষ্ট্বা তদা নন্দী
বিশ্বয়োৎফুল্ল লাচনঃ । আশ্চর্য্যং পরমং গম্ভা
কিকির্নৈবাব্রবীৎ পুনঃ । ৫৪ । এবং তৎ কৌতুকং

না, এইরূপ মনে করিয়া নন্দী লিঙ্গপাৰ্শ্বে উপস্থিত
হইলেন এবং পদ্মনাল ছেদন করিয়া লিঙ্গ
মস্তকে প্রদানপূর্বক পাণ্ডপতেশ্বর লিঙ্গের অর্চনাস্তে
সযত্নে পদ্মনাল গ্রহণ করিয়া ঋষিগণকে বলিলেন,
—আমি দেবদেবের শাসনে আপনাদের নিকট
আগমন করিয়াছি। ভবাদৃশ তপস্বীদিগকে
দেবদেব আজ্ঞা করিয়াছেন,—আপনাদিগকে
সেই সনাতন দেবের সন্নিধানে গমন করিতে
হইবে। আমি আপনাদিগের সকলকে লইয়া
ভবমন্দিরে গমন করিব। অতএব গাত্ৰোত্থান
করুন। আমরা সকলেই পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে
গমন করি। এই কথা শুনিয়া সেই দ্বিজগণ প্রথমে
তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—নন্দিন্!
আপনি অগ্রে গমন করুন। আমরা পশ্চাৎ আসি-
তেছি। মূনিগণ এই কথা কহিলে নন্দী সহর
কৈলাসে গিয়া কুপিত চিত্তে দেবদেবকে সেই সকল
কথা কহিলেন। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—দেব!
আমি সেই যোগিগণের নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু
তদ্রূপে কেহই আমার সন্তোষ সাধন করে নাই।
তাহাদের মধ্যে কেহ আমার সহিত আলাপ বা
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। হে দেব! আমি
সেই লিঙ্গ মস্তকে পদ্মস্থাপনপূর্বক সেই যোগিশ্রেষ্ঠ-

গণকে বলিলাম,—দেবদেব মহাদেব আদেশ
করিয়াছেন,—তোমরা অবিলম্বে আমার সহিত
আগমন কর। হে স্বামিন্! এই কথা শুনিয়া
সেই মহর্ষিরা বলিলেন,—তুমি যাও আমরা পশ্চাৎ
আসিব। হে দেব! তাঁহারা এই কথা কহিলে
আমি সহর চলিয়া আসিয়াছি। প্রভো! এই সেই
পদ্মনাল গ্রহণ করুন। হে দেব! এ ক্ষেত্রে
আমার একটি সংশয় আছে, তাহা আপনি ছেদন
করুন। আমার সংশয় এই যে আমি ব্যতীত
ঐ সকল মহর্ষি কিরূপে কৈলাসে আগমন করিবেন?
হে মহেশ্বর! এ সংশয় আমার নিরাকরণ করুন।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে নন্দিন্! সেই সকল ভাবি-
তাব্য ঋষির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। আমি ভিন্ন
অস্তান্ত কোন দেবই ঐ সকল সিদ্ধ ঋষিদিগকে
দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। কেননা তাঁহারা
মদ্ভাবে ভাবিত হইয়া শৈব যোগ লাভ করিয়াছেন।
হে নন্দিন্! অধুনা তোমায় আমি এক কৌতুক
দেখাইতেছি। ঐ যে তুমি পদ্মনাল আনয়ন করি-
য়াছ, সেই সকল ঋষি যোগৈর্গর্ধ্যবলে উহার মধ্যে
প্রবেশ করিয়া স্বস্বাকারে আসিয়াছেন। মহাদেব
এই কথা কহিলে, নন্দী বিশ্বয়োৎফুল্ল-নয়নে সেই
নালামধ্যস্থ মহর্ষিদিগকে পরমাণুবৎ অবলোকন

দৃষ্টা দেবী বচনমব্রবীৎ । কিং দৃষ্টতে মহাদেব
 হৃষ্টে কস্মায়হেশ্বর ॥ ৫৫ ॥ ইত্যুক্তে বচনে দেব্যা
 প্রোবাচেনঃ মহেশ্বরঃ ॥ ৫৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 যোগযুক্তা মহাত্মানো যোগে পাশুপতে স্থিতাঃ ।
 এতে মাঞ্চ সমায়াধ্য প্রভাসক্ষেত্রবাসিনম্ । ঈদৃশীং
 সিদ্ধিমাশ্রিত্য স্বচ্ছন্দগতিচারিণঃ ॥ ৫৭ ॥ ইত্যুক্তবতি
 দেবেশ স্বয়ম্ভে মগপ্রভাঃ । পদ্মনালাধিনিঃসৃত্য
 সর্ষে বৈ যোগমায়য়া । প্রদক্ষিণাং প্রকৃষতি দেবং
 দেব্যা বহিষ্কৃতম্ ॥ ৫৮ ॥ দেবাবাচ । কিমর্থং মাং ন
 পশুন্তি ত্রাধার ইমে দ্বিজাঃ । বিশ্বয়োহয়ং মহাদেব
 কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ । প্রকৃতি-
 ত্বায় পশুন্তি সিদ্ধা হেতে মহাতপাঃ । এবমুক্তা তু
 গিরিজা দেবদেবেন শ্যলিনা ॥ ৬০ ॥ চুকোপ ক্লেমাং
 স্মৃশোণী শশাপ ক্রোধিতাননা । স্বীলোলোলৈন দূষা-
 চারা নাশমেব্যথ গর্ষিণঃ ॥ ৬১ ॥ রাজপ্রসিদ্ধাসক্তা
 বৃত্ত্যা দেবার্চনে রতাঃ । ভবিষ্যথ কলৌ প্রাপ্তে
 লিঙ্গদ্রব্যোপজীবিনঃ ॥ ৬২ ॥ বেষ্ঠাসক্তাশ্চ
 সঘাণ্টাঃ সর্ষলোকবহিষ্কৃতাঃ । দেবদ্রব্যবিনাশাধ

ভবিষ্যথ কলৌ যুগে ॥ ৬৩ ॥ ইতি দত্তে তদা শাপ
 ঋষীণাং চ মহাত্মনাম্ । গৌরীং প্রসাদয়ামাস্তুস্তে চ
 সর্ষে সুরেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥ দেবদেবস্ত বচনাৎ প্রসঙ্গা
 সাভবৎপুনঃ । নালং দেবোহপি সংগৃহ্য দক্ষিণাশাং
 সমাক্ষিপৎ ॥ ৬৫ ॥ পতিতং তচ্চ বৈ নালং প্রভাস-
 ক্ষেত্রমধ্যতঃ । তদেব লিঙ্গং সঞ্জাতং মহানালেতি
 বিদ্যতম্ ॥ ৬৬ ॥ কলৌ যুগে চ সম্ভ্রাণ্ডে তদ্রূপে-
 স্বরসংজ্ঞিতম্ । সংস্থিতং চোত্তরেশানে তস্মাৎপাশু-
 পতেশ্বরঃ ॥ ৬৭ ॥ পুরানাদীশনামেতি পশ্চাৎ
 পাশুপতেশ্বরঃ । প্রভাসে তু মহাক্ষেত্রে স্থিতঃ
 পাহকনাশনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইদং স্থানং পরং শ্রেষ্ঠং মম
 ব্রতনিষেবনম্ । ইদং লিঙ্গং পরং ব্রহ্ম অনাদীশেতি
 সংজ্ঞিতম্ ॥ ৬৯ ॥ অথ সিদ্ধিঞ্চ মুক্তিঞ্চ ব্রাহ্মণাণাং
 ন সংশয়ঃ । অগ্নেইব শরীরেণ যদুত্তীর্ণমস্মৈ
 সিধ্যতি ॥ ৭০ ॥ সংসারস্ত বিমোক্ষার্ণবমদং লিঙ্গং
 তু দৃষ্টতাম্ । তুল্লভং সর্ষলোকানামিদং মোক্ষপ্রদং
 পরম্ । ইদং পাশুপতং জ্ঞানমাস্মিন্নক্ষে প্রতি-

করিলেন। যেমন অর্করশ্মি মধ্যে পরমাণু সকল
 দেখা যায়, তেমনি নালমধ্যস্থ ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন-
 রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। নন্দী হৃদশ্রবণে
 বিশ্বয়োৎফুল্ল-নয়নে পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আর
 কিছু মাত্র বাক্যব্যয় করিলেন না। তখন ঐরূপ
 কোতুক দেখিয়া দেবী বলিলেন,—মহাদেব! কি
 দেখিতেছেন? কেন হৃষ্ট হইতেছেন? দেবী এই
 কথা কহিলে, মহেশ্বর কহিলেন—এই সকল যোগ-
 যুক্ত মহাত্মগণ পাশুপত যোগে অবস্থিত হইয়া
 প্রভাসক্ষেত্রে আমাকে আরাধনা করিয়া পরম
 সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্বচ্ছন্দ গতি লাভ
 করিয়াছেন। দেবদেব এই কথা কহিলে, মহাপ্রভ-
 ঋষিগণ যোগমায়াবলদ্বনে পদ্মনাল হইতে নিষ্ফাস্ত
 হইয়া দেবীকে বাদ দিয়া দেবদেবকে প্রদক্ষিণ করি-
 লেন। দেবী কহিলেন,—মহাদেব! অল্পগ্রহ
 করিয়া বলুন, কি নিমিত্ত ঐ ত্বরুন্ত দ্বিজগণ আনাকে
 দেখিল না; এতো বড়ই বিশ্বয়ের কথা! ঈশ্বর
 কহিলেন,—এই সকল মহাতপা সিদ্ধগণ প্রকৃতি
 হেতু দেখেন। তৎশ্রবণে গিরিজা কুপিত হই-
 লেন এবং সক্রোধে তাঁহাদিগকে এই বালিয়া অভি-
 শাপ দিলেন যে, রে ত্বরুন্ত গর্ষিত ব্রাহ্মণগণ! স্বী-
 চাপল্যেই তোরা নষ্ট হইবি। কলিকালে তোরা
 রাজপ্রতিগ্রহে আসক্ত হইবি; লিঙ্গ দ্রব্যই তোদের

উপজীবিকা এবং দেবার্চনাই বৃত্তি হইবে। তোরা
 বেষ্ঠাসক্ত, সঘাণ্ট, ও সর্ষলোক হইতে বহিষ্কৃত
 হইবি। কলিতে দেবদ্রব্য নষ্ট করাই তোদের কার্য্য
 হইবে। গৌরী মহাত্মা ঋষিগণকে এইরূপ শাপ
 প্রদান করিলেন, তাহারা এবং সমস্ত সুরেশ্বরেরা
 গৌরীকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। দেবদেব
 নিজেও অনুরোধ করিলেন। তখন দেবী পুনরায়
 প্রসন্ন হইলেন। দেবদেব সেই পদ্মনাল লইয়া গিয়া
 দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ নাল প্রভাস-
 ক্ষেত্রে পতিত হইয়া মহানাল নামে বিখ্যাত এক
 লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। ২৮ ৬৬ কলিযুগের অধি-
 কারে উহা ক্রবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পাশু-
 পতেশ্বরের উত্তরে ঈশানকোণে অবস্থান করিল।
 পূর্বে যে লিঙ্গ অনাদীশ নামে খ্যাত হইত, পরবর্ত্তী
 কালে তাহাই পাশুপতেশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া-
 ছিল। ঐ পাপহর লিঙ্গ মহাক্ষেত্রে প্রভাসে অব-
 স্থিত। এই স্থানই আমার ব্রতার্থ্যার পরম স্থান;
 এবং অনাদীশ লিঙ্গই পরম ব্রহ্ম। এখানে ব্রাহ্মণ-
 গণের সিদ্ধি এবং যুক্ত উভয়ই হইয়া থাকে।
 সাধক তাহার বর্ত্তমান দেহেই ছয় মাসে এখানে
 সিদ্ধিলাভ করে। অতএব সংসারমোচনের জন্ত
 এই লিঙ্গ দর্শন কর। যাহা সর্ষলোক তুল্লভ, পরম
 মোক্ষপ্রদ, সেই পাশুপত জ্ঞান এই লিঙ্গেই প্রতি-

ঐতম্ ॥ ৭১ ॥ যশ্চৈতৎ পূজয়েত্তজ্জা মাঘে মাসি
নিরন্তরম্ । সর্বেষাং বৈ ক্রতুনাং চ দানানাং
লভতে ফলম্ ॥ ৭২ ॥ হিরণ্যং তত্র দাতব্যং
সম্যগ্‌যাত্রাকলেপুভিঃ ॥ ৭৩ ॥ ইত্যেতৎকথিতং
দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । পশুপাশবিমোক্ষার্থং
সম্যক্‌পাশপতেষ্বরম্ ॥ ৭৪ ॥ চতুর্গামপি বর্ণনাং
পূজ্যো ব্রাহ্মণ উচ্যতে । তস্মৈ বাহিকারোহন্ত
চাশ্বিন্ পাশপতেষ্বরে ॥ ৭৫ ॥ যদেবতানাং প্রথমং
পবিত্রং বিশ্বব্রতং পাশপতং বভূব । অগ্নঃ পহ
নৈষ্টিকো বৈ ময়োক্তো যেন দেবা যান্তি সুবানি
বিশ্বা ॥ ৭৬ ॥ সুরাঃ পীষা শুকদারাস্ত গহা
স্তেয়ং কৃষা ব্রাহ্মণং চাপি হহা । ভস্মছুরো ভস্ম-
শযাশয়ানো রুদ্রাধ্যায়ী মুচ্যতে পাতকেভ্যঃ ॥ ৭৭ ॥
অগ্নিরিত্যাदिনা ভস্ম গৃহীত্বাঙ্গানি সংস্পৃঃ
গৃহীত্বাং সংযতে চার্যো ভস্ম তদগৃহবাসিনাম্ ॥ ৭৮ ॥
অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম
স্থলমিতি ভস্ম সসং হ বা ইদং ভস্মাভবৎ ।
এতানি চক্ষুঃষি নাদীক্ষিতঃ সংস্পৃশেৎ ॥ ৭৯ ॥
ব্রাহ্মণৈশ্চ সমাদেয়ং ন তু শূদ্রৈঃ কদাচন । নাধি-
কারোহন্ত শূদ্রস্ত ব্রতে পাশপতে সদা ॥ ৮০ ॥
ব্রাহ্মণেষ্বধিকারোহন্ত ব্রতে পাশপতে শুভে ।

ঐত । যে ব্যক্তি মাঘ মাসে প্রত্যহ ভক্তি করিয়া
এই লিঙ্গের পূজা করে, তাহার সমস্ত যজ্ঞ ও দান-
ফল হইয়া থাকে । সম্যক্‌ যাত্রাকলেপু, ব্যক্তিগণ
ঐ স্থানে সুবর্ণ দান করিবে । হে দেবি ! এই
আমি পশুপাশবিমোক্ষার্থ পাশপতেষ্বরের পাপ-
নাশন মাহাত্ম্য কীর্তন করলাম । ব্রাহ্মণই চতু-
বর্ণের পূজ্য ; এই পাশপতেষ্বরে তাহারই অধি-
কার আছে । দেবগণের যাহা আদি পবিত্র ব্রত,
তাহা পাশপত । এই পাশপত পছাই নৈষ্টিক পহা
বালিয়া আমি বর্ণন করিলাম । এই পথ ধরিয়াই
সুর নরাদ সমস্ত বিশ্বাসী প্রধাণ করিয়া থাকেন ।
সুরাপান, শুকদারগমন, স্তেয়, এবং ব্রহ্মহত্যা
করিয়া নর ভস্মভূষত, ভস্মশযায় শয়ন, ও
রুদ্রাধ্যায়্যাঠে নিরত হইলে পাতকযুক্ত হয় ।
'অগ্নিরিত্যাदि মত্রে ভস্ম গ্রহণ করিয়া অঙ্গে লেপন
করিবে । অগ্ন সংযত হইলে ভস্ম গ্রহণ করিবে ।
, অগ্ন, বায়ু, জল, স্থল এমন কি সমস্তই ভস্ম
হইয়াছিল ! অদীক্ষিত ব্যক্তি এই সকল ভস্ম
চক্ষুতে স্পর্শ করাইবে না । ব্রাহ্মণেই ভস্ম গ্রহণ
করিবে, শূদ্রে নহে । শূদ্রের পাশপত ব্রতে অধি-

ব্রাহ্মণীঃ তন্নমাস্ত্রায় সন্তবামি যুগেযুগে ॥ ৮১
চণ্ডালবেশ্যস্তথ বা শ্মশানে রাজশ্চ মার্গেষ্বথ বর্ষ-
মধ্যে । করৌষমথো নিঃসৃত্য নরাধমাঃ শৈবং পদং
যান্তি ন সংশয়োহত্র ॥ ৮২ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে পাশপতেষ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীপেদুবাচ । যদেতত্ত্ববতা প্রোক্তং নালেখর-
মিতি ঐতম্ । এবেশ্বরোতি তান্নমং কথং বৈ
সদভূব ২ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রব-
ক্ষ্যামি এবেশ্বরমগোদয়ম্ । যচ্ছুরা মানবো দেবি
মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ২ ॥ উত্তানপাদনূপাতে পুষ্কো-
হভূদ্রুবসংজ্ঞিতঃ । মহাত্মা জ্ঞানসম্পন্নঃ সসজ্জঃ
প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩ ॥ স কদাচিত্তসমানাদ্য প্রভাসং
ক্ষেত্রমুত্তমম্ । ততাপ বিপুলং দেবি তপঃ পরম-
দারুণম্ ॥ ৪ ॥ দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রাতিষ্ঠাপ্য মহে-
শ্বরম্ । সম্পূজয়িত সন্তজ্জা স্তোতি স্তোত্রেঃ পৃথ-
থিবেঃ ॥ ৫ ॥ তৎ স্তোত্রং তে প্রবক্ষ্যামি যেনাং

কার নাই । শুভ পাশপতব্রতে ব্রাহ্মণেরই অধি-
কার । আমি ব্রাহ্মণদেহ অবলম্বন করিয়া যুগে
যুগে সমুত্ত হইয়া থাকি । চণ্ডালগৃহে, শ্মশানে, রাজ-
পথে, পথান্তরে, বা করৌষমধ্যে নরাধমেরাও ভস্ম-
ভূষত হইলে শৈবপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১৬৭—৮২ ।
ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩০ ।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

দেবী কাহলেন,—আপনি এই যে নালেখরের
কথা কাহলেন, উহা এবেশ্বর লিঙ্গরূপে কিরূপে
উৎপন্ন হইল ? ঈশ্বর কাহলেন,—দেবি ! শ্রবণ
কর,—এবেশ্বরের মাহাত্ম্য বলতোছি—যাহা শ্রবণে
মানব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । উত্তান-
পাদ নূপাতর এব নামে এক পুত্র ছিলেন । তিনি
মহাত্মা, জ্ঞান সম্পন্ন, সসজ্জ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন ।
একদা তিনি প্রভাসক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া দিব্য সহস্র-
বর্ষব্যাপিনা ঘোরতর তপস্তা আরম্ভ করেন ।
অনন্তর তিনি ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তি-
পূর্বক তাঁহার পূজা ও পৃথক্ পৃথক্ স্তোত্র দ্বারা
স্তব করিতে থাকেন । সেই স্তব আমি তোমা

তুষ্টিমাগতঃ । ৬ । এব উবাচ । কৈলাসতুঙ্গশিখরং
প্রবিকম্পমানং কৈলাসশৃঙ্গসদৃশেন দশাননেন । য-
পাদপদ্মপরিপীড়নয়া দধার তং শঙ্করং শরণদং শরণং
ব্রজামি । ৭ । যেনাশ্রয়শ্চাপি দনোশ্চ পুত্রা
বিদ্যাধরোরগগণৈশ্চ বৃত্তাঃ সমগ্রাঃ । সংযোজিতা
ন তু কলং কলমূলমুক্তান্তঃ শঙ্করং শরণদং
শরণং ব্রজামি । ৮ । যস্তাখিলং জগদিদং
বশবর্তি নিত্যং যোহষ্টাভিরেব তত্ত্বভির্ভুবনানি
ভুভুজ্যে । যঃ কারণং পরমকারণকারণানাং তং
শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ৯ । যঃ সব্য-
পানিকমলাগ্রনথেন দেবস্তং পঞ্চমঞ্চ সহসৈব
পুরাতিকৃষ্টঃ । ব্রাহ্ম শিরস্তরুণপদ্মানিভং চকর্ত তং
শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ১০ । যন্ত প্রণম্য
চরণৌ বরদস্ত ভক্ত্যা স্বহা চ বাগ্ভিরমলাভি-
রহস্ত্রিতাভিঃ । দীপ্তস্তমাংসি হৃদতি স্বকরৈর্বব-
শ্যাস্তঃ শঙ্করং শরণদং শরণং ব্রজামি । ১১ । যঃ
পঠেৎ স্তবমিদং কচিরার্থং মানবো এবকৃতং
নিয়তাত্মা । বিপ্রসংসদি সদা শুচিসিদ্ধঃ স প্রয়াতি
শিবলোকমনাদি । ১২ । তস্মৈবং স্তবতো দেবি
তুষ্টোহহং ভাবিতাত্মন । পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে এব-

বালতোছ ; এই স্তবে আমও তুষ্টিলাভ করিয়া-
ছিলাম । এব বলিয়াছিলেন,—কৈলাসটীল সদৃশ
দশানন কর্তৃক পরিকম্পমান কৈলাসের উতুঙ্গ শৃঙ্গ
যিনি পাদপদ্মপরিপীড়নে স্থিরীকৃত করিয়াছিলেন,
সেই শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি । যিনি
কল-মূল-মুক্ত দৈত্য ও অশুরগণকে বিদ্যাধরোরগ-
গণের সহিত কল বিয়োজিত করেন নাই, সেই
শরণদ শঙ্করের আমি শরণ লইতেছি । এই অখিল
জগৎ ঐহার নিত্য বশবর্তী, যিনি অষ্ট মুক্তি দ্বারা
ত্রিভুবন পালন করেন, এবং যিনি কারণ-কারণরেও
পরম কারণ, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ
লইতেছি । যিনি পূর্ণের কৃষ্ট হইয়া সব্য পানি-
কমলের নথ দ্বারা ব্রাহ্মের পঞ্চম শির ছেদন করিয়া-
ছেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের শরণ লইতেছি ।
দীপ্ত দিদাকর ঐহার চরণকমলে প্রণত হইয়া এবং
অমল অভ্রাস্ত বাক্যে স্তব বরিয়া স্বীয় কিরণ দ্বারা
তমঃ-অপনোদন করেন, আমি সেই শরণদ শঙ্করের
শরণ লইতেছি । যে জন সংযতাত্মা হইয়া বিপ্র-
সভায় এবকৃত এই কচিরার্থ স্তব পাঠ করে, সে
অনাদি শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । হে দেবি!
মহাভাগ এব এইরূপ সহস্র বৎসর স্তব করিলে

স্বাহ মহাত্মনঃ । ১৩ । পুত্র তুষ্টোহস্মি ভদ্রঃ
জাতস্ত্বং নির্ম্মলোহধুনা । দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ
পশু মাং বিগতজ্বরঃ । ১৪ । যচ্চ তে মনসা
কিঞ্চিৎ কাক্ষিতং কলমুস্তমম্ । তৎসর্বস্তে
প্রদাস্তামি ক্রহি শীঘ্রং মমাপ্রভঃ । ১৫ । ব্রাহ্ম্যং বা
বৈষ্ণবং শাক্তং পদমন্তং সুহৃদলভম্ । দদামি নাত্ৰ
সন্দেহো ভক্ত্যা সম্প্রীণিতস্তব । ১৬ । এব উবাচ ।
ব্রাহ্ম্যং বৈষ্ণবং মাহেশ্বরং পদমাবৃন্তিলক্ষণম্ । বিদিতং
মম তৎসর্বং মনসাপি ন কাময়ে । ১৭ । যদি
তুষ্টোহসি মে দেব ভক্তিং দেহি সুনির্ম্মলাম্ ।
অস্মিন্ধে সদা বাসং কুরু দেব বৃষধ্বজ ॥
১৮ । ঈশ্বর উবাচ । ইতি যৎ প্রার্থিতং সর্বং
তদন্তং সর্বমেব হি । স্থানঞ্চ তন্ত তদ্রোব্যাং
তদ্বিক্রোঃ পরমং পদম্ । ১৯ । শ্রাবণস্ত
অমাবস্ত্যং যন্তল্লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । অথযুক-
পোর্ণমাস্ত্যং বা সোহংশমেধফলং লভেৎ । ২০ ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনাধী লভতে ধনম্ ।
রূপবান সুভগো ভোগী সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ । হংস-
যুক্তবিমানেন রুদ্রলোকে মহীয়তে । ২১ । অশুর-
শুরগণানাং পুজিতস্ত এবস্ত কথয়তি কমনীয়াং

আ মি ভাহার প্রাতি তুষ্ট হইয়া বলিলাম—অধিপুত্র !
আমি তুষ্ট হইয়াছি, অধুনা তুমি নির্ম্মল হইয়াছ । এই
আমি তোমায় দিব্য চক্ষু প্রদান করিলাম, তুমি নিক-
ষেগে দর্শন কর । আর তোমার যাহা যাহা কাক্ষিত,
তাহা বল আমি সহস্র তোমায় প্রদান করিতেছি ।
১—১৫ । আমি তোমার অচলা ভক্তিতে প্রীণিত
হইয়াছি, তুমি ব্রাহ্ম বা বৈষ্ণব বা ঐশ্বর অথবা অন্ত
যে কোন সুহৃদভপদ প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই
তোমাকে দিব সন্দেহ নাই । এব বলিলেন,—
ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বা ঐশ্বরপদ পুনরাবৃন্তি-লক্ষণ, ইহা
আমার বিদিত ; সুতরাং সে সকলের কোনপদই
আমার মনোভীষ্ট নহে । হে দেব ! যদি তুষ্ট
হইয়া থাকেন, তবে আমায় সুনির্ম্মলা ভক্তি দান
করুন । হে বৃষধ্বজ ! আপনি এই লিঙ্গে সদা বাস
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—এবের এই সমস্ত
প্রার্থিত বস্তুই প্রদত্ত হইল । বিষ্ণুর পরমপদই
এবস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । শ্রাবণের অমাবস্ত্যায়
অথবা আশ্বিনের পূর্ণিমায় ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে
মানবের অংশমেধফলাভ হয় । অপুত্র পুত্র ও
ধনাধী ধন লাভ করে । এই লিঙ্গপূজাকারী রূপ-
বান, সৌভাগ্যবান, ও সর্বশাস্ত্রার্থসুনিপুণ হইয়া

কার্ভমেতাঃ শৃণোতি । সকলসুখনিধানং ক্রু-
লোকঃ সুশান্তঃ সুরগণদলানাথৈরর্চিতঃ যাত্য-
নন্তম্ । ২২ ।

ইতি জীক্সান্দে ঋবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩১ ।

ষাট্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি বৈষ্ণবীঃ
শক্তিমুত্তমাম্ । সোমেশাদৌশদিগুভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ । ১ । সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিখ্যাতা হুত্র
পীঠাধিদেবতা । ২ । ব্রহ্মাণ্ডে প্রথমঃ পীঠঃ যৎ
প্রভাসং ব্যবস্থিতম্ । তত্র দেবি মহাপীঠে
যোগিস্তো ভূচরঃ খগাঃ । ভৈরবোপ সমেতাঃ
ক্রীড়ন্তে শ্বেচ্ছয়া প্রিয়ে । ৩ । জালঙ্ঘরঃ মহাপীঠঃ
কামরূপঃ তথৈব চ । জীমদ্ভদ্রনৃসিংহঃ চতুর্থঃ পীঠ-
মুত্তমম্ । ৪ । রত্নবীর্ঘ্যঃ মহাপীঠঃ কাশ্মীরঃ পীঠ-
মেব চ । এতানি দেবি পীঠানি যো বেত্তি
স চ মজ্জবিৎ । ৫ । সর্বেষাং তৈব পীঠানামা-
ধারঃ পীঠমুত্তমম্ । সৌরাষ্ট্রে তু মহাদেবি নান্য

অস্তে হংসযুক্ত বিমানে ক্রুদ্রলোকে বিহর করিয়া
থাকে । এই সুরাসুরপূজিত ঋবেশ্বর রমণীয়
কৌর্ভিকথা যে সুশান্ত ব্যক্তি শ্রবণ করে, যে সুরা-
সুরার্চিত সকল সুখনিধান, ক্রুদ্রলোকে উপনীত
হয় । ১৬—২২ ।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩১ ।

ষাট্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
সোমেশ্বরের ঈশানকোণে অনতিদূরস্থিতা উত্তম
বৈষ্ণবী শক্তি সমীপে গমন করিবে । এই স্থানের
পীঠাধিদেবতা সিদ্ধলক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা । ব্রহ্মাণ্ডে
আদি পীঠ প্রভাস । হে দেবি ! এই মহাপীঠে
ভূচর, খেচর, যোগিনীগণ, ভৈরব সহ যথেষ্ট
ক্রীড়া করিয়া থাকেন । প্রভাসবাতীত আরও
কয়েকটা মহাপীঠ আছে, যথা—জালঙ্ঘর, কামরূপ,
জীমদ্ভদ্রনৃসিংহ, রত্নবীর্ঘ্য ও কাশ্মীর । এই সকল
মহাপীঠতন্ম যে জানে, সেই মজ্জবিৎ । হে মহা-
দেবি ! সমস্ত পীঠের উত্তম আধারপীঠ সৌরাষ্ট্রে

খ্যাতঃ মহোদয় । কামরূপধরং জ্ঞানং যত্রাদ্যাপি
প্রবর্ততে । ৬ । তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি
বিখ্যাতা । সর্বপাপপ্রশমনী সর্বকারণোত্তপ্রদা । ৭ ।
ত্রীপঞ্চম্যাং নরো যন্ত পূজয়েতাং বিধানতঃ । গচ্ছ-
পুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা তন্ত্রালক্ষ্মীভয়ং কুতঃ । ৮ । উত্তরাং
দিশমাস্থায় মহালক্ষ্মীতি সন্নিধৌ । যো জপেয়ম্
রাজ্যৌ তাং সিদ্ধলক্ষ্মীতি বিখ্যতাম্ । ৯ । লক্ষজাপ্য-
বিধানেন দীক্ষাপ্রানাদিপূর্বকম্ । দশাংশহোম-
সংযুক্তং ত্রিমধুত্রীকলেজুতিঃ । ১০ । এবং প্রত্য-
ক্ষতাং যাতি তন্ত্র লক্ষ্মীর্ন সংশয়ঃ । দদাতি বাঙ্কিতাং
সিদ্ধিমিহ লোকে পরত্র চ । ১১ । তৃতীয়ায়ামখাষ্টম্যাং
চতুর্দশ্যাং বিধানতঃ । যস্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা তন্ত্র
সিদ্ধিঃ করে স্থিতা । ১২ ।

ইতি জীক্সান্দে সিদ্ধলক্ষ্মীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাট্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩২ ।

অবস্থিত । উহা মহোদয় নামে খ্যাত । অদ্যাপি
ঐ পীঠে কামরূপী জ্ঞান প্রবর্তিত হইয়া থাকে ।
সেই পীঠস্থ দেবী মহালক্ষ্মী নামে বিখ্যাত । ঐ
দেবী সর্বপাপপ্রশমনী ও সর্বকারণোত্তপ্রদায়িনী ।
যে নর ত্রীপঞ্চমীদিনে গচ্ছপুষ্পাদি দ্বারা ভক্তি-
ভরে তাঁহার পূজা করে, তাহার অলক্ষী ভয় থাকে
না । মহালক্ষ্মীর সমীপে উত্তরদিকে অবস্থিতা
মন্ত্ররাজ্য সিদ্ধলক্ষ্মী দেবীর মন্ত্র যে নর জপ
করে; লক্ষ্মী তাহার প্রত্যক্ষ হন এবং ইহ পর-
লোকে তাহাকে বাঙ্কিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া
থাকেন । দীক্ষা প্রানাদি করিয়া লক্ষবার জপ
করিতে হয় এবং ঐ জপের দশমাংশ হোম করিতে
হয় । এইরূপে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ হন—হইয়া ইহ
পরকালে বাঙ্কিত সিদ্ধি প্রদান করেন । তৃতীয়া,
অষ্টমী কিম্বা চতুর্দশী দিনে যে নর সিদ্ধলক্ষ্মীর পূজা
করে, সিদ্ধি তাহার করম্বা হইয়া থাকে । ১—১২ ।

ষাট্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩২ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতা দেবি মহা-
কালীতি বিজ্ঞতা । অধঃ স্থিতে মহাপীঠে পাতাল-
বিবরাধিতে । ১ । সৰ্ব্বদুঃখপ্রশমনৌ সৰ্ব্বশত্রুক্ষয়-
ঙ্করৌ । পূজনীয়া বিধানেন কৃকাক্ষিম্যাং মহানিশি ।
গর্ভকৈঃ পুষ্পস্তথাধুটৈঃ ক্রবৈর্কালিভিরেব চ । ২ ।
ফলভূতীয়াং নারী চ কুর্ধ্যাদৈ তত্র ভাবিতা । বর্ষমেকং
সিতে পক্ষে দেবীং পূজা বিধানতঃ । ফলানি ব্রাহ্মণে
দেয়াস্তেব নুনং বিধানতঃ । ৩ । এতানি বর্জ্জয়ৈরক্কে
হরানি সুরসুন্দরি । নিম্পাবা আচকৌ মুক্কা মাষাট্চৈব
কুলথকাঃ । ৪ । মসুরা রাজমাষাণ্ড গোধূমশ্চি-
পুটাস্থতা । চণকা বর্জ্জলা বাপি মকুষ্ঠাট্চৈবমাদয়ঃ । ৫ ।
ন ভক্ষ্যাস্তাবস্তে দেবি যাবদগৌরীব্রতং চরেৎ ।
তস্তাঃ পুণ্যফলং বক্ষ্যে কথ্যমানং শৃণু মে । ৬ ।
ধনং ধাত্ত্বং গৃহে তস্তা ন কদাচিত্ ক্ক্ষয়ঃ ব্রজেৎ ।
দুঃখিতা হর্ভগা দৌনা সপ্ত জন্মানি নো ভবেৎ । ৭ ।
মহাকালীব্রতং প্রোক্তং দেব্যা মহান্ধ্যায়মুতম্ ।
কৃতং পাতকনাশায় সৰ্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে । ৮ । এবং
দেবি সমাখ্যাতং মহাকালীমহোদয়ম্ । ক্ষেত্রপীঠং

ত্রয়স্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! এই স্থানেই অবস্থিত
পাতালবিবরাধিত মহাপীঠে মহাকালী দেবী অব-
স্থিতা । এই দেবী সৰ্বদুঃখনাশিনী ও সৰ্বশত্রু-
ক্ষয়ঙ্করী । কৃকাক্ষিমীর মহানিশায় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
বলি প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি উহার পূজা করিতে
হয় । এই স্থানে স্থীলোক সংযতভাবে একবর্ষ যাবৎ
শুক্লপক্ষে দেবীর পূজা করিয়া ফলভূতীয়া করিবে ।
ফল সকল যথাবিধি ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিবে । হে
সুরসুন্দরি ! এই কার্যে নিম্পাব, আচক, মুক্কা,
মাষ, কুলথ, মসুর, রাজমাষ, গোধূম, ত্রিপুটী,
চণক, বর্জ্জল, ও মকুষ্ঠাদি অন্ন বর্জ্জন করিবে ।
যতদিন গৌরীব্রত করিবে, সে পর্য্যন্ত এই সকল
অন্ন ভক্ষণ করিবে না । এই ব্রতচারিণী
নারীর পুণ্যফল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ।
ফলভূতীয়াকারিণী রমণীয় গৃহে ধনধাত্ত্ব অক্ষয়
হইবে । সপ্তজন্মাবধি এই নারী দুঃখিতা হর্ভগা
বা দৌনদশাগ্রস্তা হইবে না । দেবীর মহান্ধ্যা-
মণ্ডিত মহাকালীব্রত বলিলাম । এই ব্রতচরণে
পাতকনাশ ও সৰ্বকামসমৃদ্ধি হয় ! হে দেবি !
এই আমি মহাকালীর মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ মহোদয় ক্ষেত্র-

মহাদেবি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । ৯ । অব্যবৃকশুক্ল-
পক্ষে তু নবম্যাং তত্র জাগৃথাৎ । পীঠে পূজাবলিঃ
দত্ত্বা মন্ত্রং কামং জপেদগ্নি ন । সৌম্যচিত্তঃ সমাপ্নোতি
বাহ্বিতাং সিদ্ধিমুত্তমাম্ । ১০ ।

ইতি ত্রীকান্দে মহাকালীমাগ্ধ্যাবর্ণনং নাম ত্রয়স্রিংশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমহাদেবি পুষ্করা-
বর্তকাং নদীম্ । ব্রহ্মকুণ্ডান্তরতো নাতিদূরে ব্যব-
স্থিতাম্ । ১ । পুরা যজ্ঞে বর্জ্জমানে সৌমন্ত তু
মাহান্নমঃ । ব্রহ্মা সুরগণৈঃ সর্কিং প্রভাসং ক্ষেত্রমা-
গতঃ । ২ । সৌমনাথপ্রাতিষ্ঠার্থমুৎকরাজনিমজ্জিতঃ ।
প্রতিজ্ঞাতঃ পুরা তেন ব্রহ্মণা লোককারিণা । ৩ ।
যাবৎ স্থাস্ত্রামাংসং মর্ত্যে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ।
তাবৎ সঙ্ক্যাত্রয়ং বন্দ্যং নিতামেব ত্রিপুরকরে । ৪ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু লগ্নকাল উপস্থিতে । আদিষ্টং
শোভনং কালং ব্রাহ্মণৈর্দেবচিহ্নকৈঃ । ৫ । ততস্তঃ
প্রস্থিতং ত্রাহা পুরকরে তু পিতামহম্ । সঙ্ক্যাত্রং

বৃত্তান্ত বলিলাম । আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয়
নবমীতে এই পীঠস্থানে জাগরণ করিয়া পূজা ও বলি-
প্রদানপুষ্ক সমস্ত রাত্রি যথাসাধ্য মন্ত্র জপ করিবে ।
এইরূপ করিলে নর সৌম্যচিত্ত হইয়া বাহ্বিত সিদ্ধি
লাভ করে । ১—১০ ।

ত্রয়স্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর পুষ্করা-
বর্তকা নামী নদীর নিকট গমন করিবে । এই নদী
ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে অনাতদূরে অবস্থিতা । পূর্ষ-
কালে মহান্ধ্যা সোমের যজ্ঞে নিমজ্জিত হইয়া সুরগণ-
সহ ব্রহ্মা সৌমনাথের প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করেন । তৎকালে লোককারী ব্রহ্মা এইরূপ
প্রতীকৃত হন যে, যতদিন কোন কারণ উপলক্ষে
আমি মর্ত্যধামে অবস্থান করিব, তাবৎ নিতাই
ত্রিপুরকরে ত্রিসঙ্ক্যা বন্দনা করিব । ইতাবসরে লগ্ন-
কাল উপস্থিত হইলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শুভকাল
বিজ্ঞাপন করিলেন । তখন পিতামহ পুরকরে প্রস্থানো-
দ্যাত হইলেন নিশাপতি ঠাঁহাকে সঙ্ক্যাবন্দনার্থ এই

রাত্রিনাথো বৈ বাক্যমেতদ্বাচ ২ ৬ ॥ দৈবজ্ঞৈঃ
কলিতঃ কাল এষ এব শুভোদয়ঃ । যথা কালাত্যয়ো
ন স্মাতথা নীতিমিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥ তং জ্ঞাত্বা
সাম্প্রতং কালং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । মনসা
চিন্তয়ামাস পুঙ্করাণি সমহাহিতঃ ॥ ৮ ॥ তানি
বৈ স্মৃতমাত্মাণি ব্রহ্মণা বরবর্ণিণি । প্রাহুর্ভূতানি
তত্রৈব নদ্যাশ্চীরে সুশোভনে ॥ ৯ ॥ আবর্তাস্তত্র
সঞ্জাতা জ্যেষ্ঠমধ্যকনৌয়সঃ । অথ নামাকরো-
ক্তশ্চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১০ ॥ পুঙ্করাবর্তকা
নায়া অদ্যপ্রভৃতি শোভনা । নদী প্রয়াস্তুতে লোকে
খ্যাতিং মম প্রসাদতঃ ॥ ১১ ॥ অত্র স্নানাহা নরো
ভক্ত্যা তর্পয়িষ্যতি যঃ পিতৃন । ত্রিপুঙ্করসমং পুণ্যং
লপ্যতে স তথেষ্পিতম্ ॥ ১২ ॥ শ্রাবণে শুক্লপক্ষশ্চ
তৃতীয়ায়াং নরোত্তমঃ ১ যঃ পিতৃস্তপ্নয়েত্তত্র তৃপ্তিঃ
কল্লায়ুতং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে পুঙ্করাবর্তকানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুস্তিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর টিবাচ । তত্রৈব সংস্থিতাং পশ্চেদেবীং
দুঃখাস্তকারিণীম্ । শীতলেনি পুরা খ্যাতাং যুগে
দ্বাপরসংজ্ঞতে । কলৌ পুনঃ সমাখ্যাতাং কলি-
দুঃখাস্তকারিণীম্ ॥ ১ ॥ শীতলং কুরুতে দেহং
বালানাং রোগবার্জিতম্ । পূজিতা ভক্তিভাবেন
তেন সা শীতলা স্মৃতা ॥ ২ ॥ বিষ্ণোটানাং
প্রশান্তার্থং বালানাকৈব কারণাৎ । মানেন
মাপিতান্ কৃৎস্না মমূর্যাস্তত্র কুটুয়েৎ ॥ ৩ ॥
শীতলাপুরতো দধা বালঃ সন্ত নিরাময়াঃ ।
বিষ্ণোটচর্চ্চতাদীনাং বাতাদীনাং শমো ভবেৎ ॥
৪ ॥ শ্রাদ্ধং তত্রৈব কুর্য্যত ব্রাহ্মণাস্তত্র ভোজয়েৎ ॥
৫ ॥ কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব মৃগনাভিং সুচন্দনম্ ।
পুষ্পাণি চ স্নগন্ধানি নৈবেদ্যাং স্নতপায়সম্ । নিবেদ্য
দেবৈ্য তৎসকলং দম্পত্যোঃ পরিধাপয়েৎ ॥ ৬ ॥
নবম্যাং শুক্লপক্ষে তু মালাং বিশ্বময়ীং শুভাম্ ।
ভক্ত্যা নিবেদ্য তাং দেবৈ্য সর্বসিদ্ধিমবাধুয়াৎ ॥ ৭ ॥
ইতি শ্রীক্ষান্দে দুঃখাস্তকারিণীশীতলাগৌরীমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমো-

হধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫ ॥

বাক্য বলিলেন যে, হে পিতামহ ! দৈবজ্ঞগণ এই
সময়কেই শুভকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
যাহাতে কালাত্যয় হয় এরূপ ব্যবস্থা করুন ।
লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সময়কেই সঙ্কোচাপাসনার
যোগ্য জানিয়া মনে মনে পুঙ্করত্রয়ের চিন্তা করিলেন ।
অরুণমাতেই ত্রিপুঙ্কর তত্রত্য নদীতীরে আসিয়া
প্রাহুর্ভূত হইল । এই নদীর জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ-
ভেদে তিনটা আবর্ত হইয়া ছিল । এই জন্ত ব্রহ্মা
তাহার নামকরণ করিলেন, পুঙ্করাবর্তকা ; এই শুভ
নাম অদ্যাপি বর্তমান । তখন এক্ষা বলিলেন, - এই
নদী আমার প্রসাদে জগতে খ্যাতি লাভ করবে ।
যে নর ভক্তি করিয়া এখানে স্নানান্তে পিতৃগণের
তর্পণ করিবে, তাহার ত্রিপুঙ্করসম পুণ্য লাভ
হইবে । যে নরোত্তম শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয়
তৃতীয়ায় এই নদীতে তর্পণ করে, তাহার পিতৃ-
গণের অমৃত কল্ল যাবৎ তৃপ্তি হয় । ১—১৩ ।

চতুস্তিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এ স্থানেই দুঃখাস্তকারিণী
দেবীকে দর্শন করিবে । ইনি দ্বাপরযুগে শীতলা
নামে বিখ্যাত ছিলেন । কলিতে দুঃখাস্তকারিণী
নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন । এই দেবী ভক্তি-
ভাবে পূজিতা হইয়া বালকদিগের দেহ নীরোগ ও
শীতল করেন । এই জন্ত ইনি শীতলা নামে
খ্যাতিহতা । বালকগণের বিষ্ণোটক শান্তির জন্ত
মানমাপিত মমূর সকল কুটন করিবে । পরে
শীতলার সম্মুখে তাহা প্রদান করিয়া বলিবে,—
বালকগণ নিরাময় হোক । এইরূপ করিলে
বিষ্ণোট, চর্চ্চকা, ও বাতাদির প্রশমন হইবে ।
তথায় শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় ।
কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, স্নগন্ধ পুষ্প, ও স্নত
পায়সাদির নৈবেদ্য এই দেবীকে নিবেদন করিয়া
দম্পতিকে নব বস্ত্র পরিধান করাইবে । শুক্লপক্ষের
নবমীদিনে ভক্তি করিয়া এই দেবীকে বিশ্বময়ী শুভ

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নশাদেবি লোমশেশ্বরমুত্তমম্ । দুঃখাস্তকারিণীপূর্বে ধনুবাং সপ্তকে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ স্থাপিতং তত্র দেবেশি লোমশেন মহর্ষিণা । গুহামধ্যে মহালিঙ্গং তপঃ কৃৎস্না সুহৃচ্চরম্ ॥ ২ ॥ কোটীনাং ত্রিতয়ং সার্কমিত্রাদ্যাঃ স্বর্ভুজঃ প্রিয়ে । যদা নাশং গময্যন্তি তদা তস্মৈ ক্ষয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥ যাবন্তি দেহরোমাণি ইন্দ্রাস্তাবন্ত এব চ ক্রমাদিন্দ্রে বিনষ্টে তু তল্লোমপতনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥ এবমীশপ্রসাদেন চিরায়ুর্লোমশোহভবৎ । ব্রহ্মাণঃ ষড়্বিনশ্চান্তি সমগ্রায়ুষি লোমশে ॥ ৫ ॥ য এবং পূজয়েত্তজ্য তল্লঙ্গং লোমশাচ্চিতম্ । সোহপি দীর্ঘায়ুরাপ্নোতি নির্বাণধীনকজঃ সুখী ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে লোমশেশ্বরমহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

মালা নিবেদন করিলে সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১—৭ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম লোমশেশ্বর সমীপে গমন করিবে । হে দেবোশি ! এই মহালিঙ্গ দুঃখাস্তকারিণী দেবীর পূর্বে সপ্তধন ব্যবধানে অবস্থিত । মহর্ষি লোমশ হৃচ্চর তপস্বী করিয়া গুহামধ্যে এই লিঙ্গ স্থাপন করেন । হে প্রিয়ে ! যখন সার্ক ত্রিকোটি ইন্দ্রাদি দেবগণ বিনষ্ট হইবেন, ঐ লিঙ্গেরও তথনি অন্তর্ধান ঘটিবে । লোমশ ঋষির দেহে যত রোম, ইন্দ্র-সংখ্যক তত ! ক্রমে এক এক ইন্দ্রের বিনাশে ঐ ঋষির এক একগাছি লোমপাত হইবে । ঈশ্বরের প্রসাদে এইরূপ বর পাইয়াই লোমশ চিরায়ু হইয়া ছিলেন । লোমশের সমগ্র আয়ুষ্কাল মধ্যে ষট্‌সংখ্যক ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ভক্তিভরে লোমশার্চিত ঐ লিঙ্গের পূজা করে, তাহারও দীর্ঘায়ু লাভ হয় । সে নীরোগ ও সুখী হইয়া থাকে । ১—৬ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চৎ ক্ষেত্রপালমুত্তমম্ । ককালভৈরবং নাম ভৈরবেণ নিয়োজিতম্ । তস্মৈ ক্ষেত্রস্ত রক্ষার্থং প্রাণিনাং হৃষ্টচেতসাম্ ॥ ১ ॥ শ্রাবণে শুক্লপঞ্চম্যামষ্টম্যামাশ্বিনস্ত চ । যন্তং পূজয়তে তজ্য বলিপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ তস্মৈ ক্ষেত্রে নিবসতঃ পুঙ্করস্ত মহাত্মনঃ । নির্বিয়-

ইতি শ্রীকান্দে ককালভৈরবক্ষেত্রপালমহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুবাং পঞ্চকে স্থিতম্ । তৃণবিন্দীশ্বরং নাম তীব্রভক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ কৃৎস্না মহন্তপো দেবি তৃণবিন্দু-
শ্বরঃ । মাসিমাসি কুশাগ্রাণ জলবিন্দু নিপীয বৈ ॥ ২ ॥ সংবৎসরাণ্যনেকানি এবমারাধ্য চেশ্বরম্

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই উত্তম ক্ষেত্রপাল দেবকে অবলোকন করিবে । স্বয়ং ভৈরব হৃষ্টচেতা প্রাণী হইতে ঐ ক্ষেত্র রক্ষার্থ উঁহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন । উনিই ককালভৈরব নামে বিখ্যাত । শ্রাবণের শুক্লপঞ্চমী, অথবা আশ্বিনের অষ্টমীতে যে ব্যক্তি ভক্তি করিয়া বলি-পুষ্পাদি দ্বারা ঐ ক্ষেত্রপতির পূজা করে, সেই ক্ষেত্রবাসী মহাত্মারও তিনি নিঃস্বয়কারী হইয়া থাকেন এবং তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করেন । ১- ৩ ।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাহারই পশ্চিমভাগে পঞ্চধনু-
দূরে তৃণবিন্দীশ্বর অবস্থিত । ঐ দেব তীব্রভক্তি-
যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । হে দেবি ! যুনিবর তৃণবিন্দু মহাতপস্বী করিয়াছিলেন । তিনি মাসে মাসে কুশাগ্রাণ জলবিন্দু পান করিয়া বহুবৎসর

সম্প্রাপ্তঃ পরমাং সিদ্ধিঃ ক্ষেত্রে প্রভাসিকে
শুভে । ৩ ।

ইতি ত্রীকান্দে তৃণবিন্দীশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নামা-
ষ্ট্রত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৩৮ ।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি চিত্রাদিত্য-
মহুত্তমম্ । তন্ত্বেব দক্ষিণে ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড-
সমীপতঃ । ১ । মহাপ্রভাবো দেবেশি সর্বদারিদ্ৰ্য-
নাশনঃ । মিত্রো নাম পুরা দেবি ধর্ম্মাত্মভূক্তরাতলে ।
কায়স্থঃ সর্বভূতানাং নিত্যং ভূতহিতে রতঃ । ২ ।
তস্তাপত্যদ্বয়ং জজ্ঞে ঋতুকালভিগামিনঃ । পুত্রঃ
পরমতেজস্বী চিত্রো নাম বরাবনে । ৩ । তথা
চিত্রাভবৎকস্তা রূপাত্যা শীলমগুনা । ৪ । আভ্যাং
তু জাতমাত্রাভ্যাং মিত্রঃ পঞ্চমমেষিবান । অথ তস্মৈ
বরা ভাৰ্য্যা সহ তেনাগ্নিমাশিষ্যঃ । ৫ । অথ ভৌ-
বালকো দীনাবৃষিভিঃ পরিপালিতো । বৃদ্ধিঃ গতো
মহারণ্যে বালাবেব স্থিতো ব্রতে । ৬ । প্রভাসং ক্ষেত্র-

যাবৎ ঈশ্বরের আরাধনা করেন । সেই আরা-
ধনার ফলে তিনি শুভ প্রভাসক্ষেত্রে পরমসিদ্ধি
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১--৩ ।

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৮ ।

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর ব্রহ্ম-
কুণ্ডের সমীপে এবং লোমশেশ্বরের দক্ষিণে
অহুত্তম চিত্রাদিত্যসমীপে গমন করিবে । ঐ
চিত্রাদিত্য দেব মহাপ্রভাব ও সর্বদারিদ্ৰ্যহর ।
হে দেবি ! পূর্বকালে মিত্র নামে এক সর্বভূত
হিতৈষী ধর্ম্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন । তিনি ঋতু-
কালে দারাভগমন করতেন । তাঁহার দুই
অপত্য হয় । তন্মধ্যে চিত্র নামক পরম
তেজস্বী পুত্র এবং চিত্রানারী রূপশীলগুণাবিতা
কস্তা হইয়াছিল । এই অপত্যদ্বয় জন্মিবা মাত্র
মিত্র পঞ্চম প্রাপ্ত হন । তাঁহার সাক্ষী ভাৰ্য্যা
তৎসহ চিতারোহণ করেন । অনন্তর তাঁহাদের
দুর্ববস্থাগ্রস্ত বালক-বালিকা দুইটিকে ঋষিগণ পালন
করেন । তাহার্য্য মহারণ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে
প্রভাসক্ষেত্রে আগমনপূর্বক পরম তপস্বী করিল ।

মাসাদ্য তপঃ পরমমাস্বিতৌ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং
ভাস্করং বারিতস্করম্ । ৭ । পূজয়ামাস ধর্ম্মাত্মা পুন্স-
মাল্যানুলেপনৈঃ । বশিষ্ঠকথিতৈশ্চৈব হৃষ্টবষ্টি সম-
যিতৈঃ । নামভিঃ সূর্য্যদেবেণ তুষ্ঠাব প্রাজ্ঞনিঃ
প্রভুম্ । ৮ । চিত্র উবাচ । প্রণম্য শিরসা দেবং ভাস্করং
গগনাধিপম্ । আদিদেবং জগন্নাথং পাপহরং রোগ-
নাশনম্ । ৯ । সহস্রাক্ষং সহস্রাণ্ডং সহস্রাকিরণহৃত্যিতম্ ।
১০ । তমহং সংস্তুবিষ্যামি সমপূক্তং শুদ্ধনামভিঃ ।
মুণ্ডীরস্বামিনং প্রাতর্গঙ্গাসাগরসঙ্গমে । কালপ্রিয়ং তু
মধ্যাহ্নে যমুনাতীরমাশ্রিতম্ । ১১ । মূলস্থানং
চাস্তমনে চন্দ্রভাগাতটে স্থিতম্ । যত্র সাধুঃ স্বয়ং
সিদ্ধ উপবাসপরায়ণঃ । ১২ । বারাগ্যাং লোহিতাক্ষং
গোভিলাক্ষে বৃহনুযম্ । প্রয়াগেষু প্রতিষ্ঠানং বৃদ্ধা-
দিত্যং মহাহৃত্যিতম্ । ১৩ । কোট্যক্ষে দ্বাদশাদিত্যং
গঙ্গাদিত্যং চতুর্গটে । নৈমিষে চৈব গোয়ে
চ ভদ্রং ভদ্রপুটে স্থিতম্ । ১৪ । জয়ায়াং বিজয়া-
দিত্যং প্রভাসে স্বর্ণবেতসম্ । কুরুক্ষেত্রে চ সামন্তং
ক্রিমম্বক ইলারূতে । ১৫ । মহেশ্ব্রে ক্রমণাদিত্যমুণে
সিন্ধেশ্বরং বিষ্ণুঃ । কোশাধ্যায়ং পদ্মবোধক ব্রহ্মবাহৌ
দিবাকরম্ । ১৬ । কেদারে চণ্ডকান্তিক নিত্যে চ
তিমিরাপহম্ । গঙ্গামার্গে শিবদ্বারমাদিত্যং ভূপ্রদৌ-

ধর্ম্মাত্মা চিত্র দেবদেব বারি-ভাস্কর ভাস্করকে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়া, ধূপ, মাল্য ও অহুলেপনাদি দ্বারা পূজা
করিল এবং বসিষ্ঠের উপদেশে অষ্টবষ্টি নামের
উল্লেখ করিয়া কৃতাজলিপুটে সূর্য্যদেবের স্তব
করিতে লাগিল । চিত্র কহিল,—আমি গগনাধিপ,
আদিদেব, জগন্নাথ, পাপহর, রোগহর, সহস্রাক্ষ,
সহস্রাণ্ড, সহস্রাকিরণহৃত্যিত, ভাস্করকে মন্তক
দ্বারা প্রণাম করিয়া তদীয় শুভ নামসমূহ দ্বারা
স্তব করিতেছি । যিনি প্রভাতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে
মুণ্ডীরস্বামী, মধ্যাহ্নে যমুনাতীরায়ী কালপ্রিয় এবং
সায়ংকালে চন্দ্রভাগাতটে মূলস্থান, তাঁহাকে আমি
নমস্কার করি । ঐ চন্দ্রভাগাতটেই উপবাসী সাধু
স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছিলেন । যিনি বারাগসীতে
লোহিতাক্ষ, গোভিলাক্ষে বৃহনুয, প্রয়াগে প্রতিষ্ঠান,
বৃদ্ধাদিত্য, ও মহাহৃত্যিত, কোট্যক্ষে দ্বাদশাদিত্য,
চতুর্গটে গঙ্গাদিত্য, নৈমিষে, গোয়ে, ও ভদ্রকূটে
ভদ্র, জয়ায় বিজয়াদিত্য, প্রভাসে স্বর্ণবেতস, কুরু-
ক্ষেত্রে সামন্ত, ইলারূতে ক্রিমম্ব, মহেশ্ব্রে ক্রমণাদিত্য,
ঋণে সিন্ধেশ্বর, কোশাধ্যাতে পদ্মবোধ, ব্রহ্মবাহুতে
দিবাকর, কেদারে চণ্ডকান্তি, নিত্যে তিমিরাপহ,

পনে । ১৭ ॥ হংসং সরস্বতীতীরে বিশ্বামিত্রঃ
পৃথুদকে । উজ্জয়িন্তাং নবদ্বীপং সিদ্ধায়ামলদ্ব্যতিম্ ॥
১৮ ॥ স্বর্ঘ্যং কুন্তীকুমারে চ পঞ্চনদ্যাং বিভাবসুখ ।
মথুরায়াং বিমলাদিত্যং সংজ্ঞাদিত্যস্ত সংজ্ঞকে ॥
১৯ ॥ ত্রীকণ্ঠে চৈব মার্কণ্ডে দশার্ণে দশকং স্মৃতম্ ।
গোধনে গোপতিং দেবং কর্ণে চৈব মরুতশ্চ ॥
২০ ॥ পুষ্পং দেবপুরে চৈব কেশবাক্ষং লোহিতে ।
বৈদিশে চৈব শাৰ্দূলং শোণে বাক্ষগবাসিনম্ ॥ ২১ ॥
বর্ধমানে চ সাহায্যং কামরূপে শুভঙ্করম্ । মিহিরং
কান্তকুন্ডে চ মন্দারং পুণ্যবর্ধনে ॥ ২২ ॥ গন্ধারে
ক্ষোভণাদিত্যং লঙ্কায়ামমরদ্ব্যতিম্ । কর্ণাদিত্যক
চম্পায়াং প্রবোধে শুভদর্শিনম্ ॥ ২৩ ॥ দ্বারাবত্যাং
তু পাক্ষতাং হিমবন্তে হিমাপহম্ । মহাতেজস্ত
লোহিত্যে অমলাক্ষে চ ধৃজ্জটিম্ ॥ ২৪ ॥ রোহিণী
তু কুমারাত্ম্যং পদ্মাত্ম্যং পদ্মসম্ভবম্ । ধর্ম্মাদিত্যস্ত
লাট্যায়াং মন্দকে স্ববিরং বিজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥ সুখপ্রদস্ত
কৌবেৰ্য্যং কোশলে গোপতিং তথা । কোঙ্কণে
তু পদ্মদেবং তাপনং বিদ্যাপক্বতে ॥ ২৬ ॥ হৃষ্টার-
কৈব কাশ্মীরে চরিত্তে রত্নসম্ভবম্ । পুষ্পরে হেম-
গর্ভস্থঃ বিদ্যাং স্বর্ঘ্যং গভাস্তিকে ॥ ২৭ ॥ প্রকাশাত্ম্যং
তু মুজ্ঞবানং তীর্থগ্রামে প্রভাকরম্ । কাশ্মিলো
য়িল্লকাদিত্যং ধনকে ধনবাসিনম্ ॥ ২৮ ॥ অনলং

গঙ্গামার্গে শিবদ্বার, ভূপ্রদীপনে আদিত্য, সরস্বতী-
তীরে হংস, পৃথুদকে বিশ্বামিত্র, উজ্জয়িনীতে নর-
দ্বীপ, সিদ্ধায় অমলদ্ব্যতি, কুন্তী-কুমারে স্বর্ঘ্য, পঞ্চ-
নদীতে বিভাবসু, মথুরায় বিমলাদিত্য, সংজ্ঞকে
সংজ্ঞাদিত্য, ত্রীকণ্ঠে মার্কণ্ডে, দশার্ণে দশক, গোধনে
গোপতি, মরুতলে কর্ণদেব, দেবপুরে পুষ্প, লোহিতে
কেশবাক্ষ, বৈদিশে শাৰ্দূল, শোণে বাক্ষগবাসী,
বর্ধমানে সাহ, কামরূপে শুভঙ্কর, কান্তকুন্ডে
মিহির, পুণ্যবর্ধনে মন্দাব, গন্ধারে ক্ষোভণা-
দিত্য, লঙ্কায় অমরদ্ব্যতি, চম্পায় করণদিত্য,
প্রবোধে শুভদর্শী, দ্বারাবতীতে পাক্ষতা, হিমবন্তে
হিমাপহ, লোহিত্যে মহাতেজ, অমলাক্ষে ধৃজ্জটি,
রোহিণীতে কুমার, পদ্মায় পদ্মসম্ভব, লাটায়
ধর্ম্মাদিত্য, মন্দকে স্ববির, কৌবেৰ্য্যতে সুখপ্রদ,
কোঙ্কণে গোপতি, কোঙ্কণে পদ্মদেব, বিদ্যাচলে
তাপন, কাশ্মীরে হৃষ্টা, চরিত্তে রত্নসম্ভব, পুষ্পরে হেম-
গর্ভস্থ, গভাস্তিকে স্বর্ঘ্য, প্রকাশায় মুজ্ঞবান, তীর্থ-
গ্রামে প্রভাকর, কাশ্মিলোয়িল্লকাদিত্য, ধনকে ধন-
বাসী, নন্দাদিত্যে অনল, এবং সক্ষত্র গমনাধিক,

নন্দাদিত্যে সক্ষত্র গমনাধিকম্ । অষ্টষষ্টিস্ত দেবস্ত
ভাক্ষরস্তামিত্রদ্ব্যতেঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাক্ষরথায় বৈ নিত্যং
শক্তিমান্ শুচিমান্নরঃ । যঃ পঠেচ্ছ্রুয়াদ্যপি সক্ষ-
পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ রাজ্যাখী লভতে রাজ্যং
ধনাখী লভতে ধনম্ । পুত্রাখী লভতে পুত্রান্
সৌখ্যাখী লভতে সুখম্ ॥ ৩১ ॥ রোগাক্ষৌ মুচ্যতে
রোগাদিকৌ মুচ্যতে বন্ধনাৎ । যান্ যান্ প্রার্থয়তে
কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩২ ॥ ঐশ্বর
উবাচ । এবঞ্চ স্ববতস্তস্ত চিত্তস্ত বিমলায়নঃ ।
ততস্তপ্তঃ সহস্রাংস্তঃ কালেন মহতা বিভূঃ ॥ ৩৩ ॥
অথবোধৎস ভদন্তে বরং বরম্ সুব্রত ॥ ৩৪ ॥
সৌহবোধদ্যদি মে তৃপ্তো ভগবন্তীক্ষদাষিতো ।
প্রৌঢ়ং সক্ষকাধ্যোব নম মাং জ্ঞানিতাং তথা ॥ ৩৫ ॥
তত্থেতি প্রতিজ্ঞাতং স্বনোব বরবর্ণনাম্ । ততঃ
সক্ষজ্ঞতাং প্রাপ্তশ্চিত্তো মিত্রকুলোদবঃ ॥ ৩৬ ॥ তা-
জ্ঞানী ধর্ম্মরাজস্ত বুদ্ধ্যা পরমদ্যুতম্ । চিন্তয়ামাস
মেধাবী লেখকোহয়ং ভবেদ্যদি ॥ ৩৭ ॥ ততো মে
সক্ষসিদ্ধিঃ স্থান্নির্ভূতশ্চ পরা ভবেৎ । এবং চিত্ত-
যতস্তস্ত ধর্ম্মরাজস্ত ভামিনি ॥ ৩৮ ॥ অগ্নিতীর্থে
গতে চিত্তে দ্বানার্থং লবণাস্তমি । স তত্র প্রাবিশ-

তাহাকে আমি নমস্কার করি। অমিতপ্রভাব
ভাক্ষরের এই অষ্টষষ্টি নাম যে শক্তিমান ও শুচিমান
নর নিত্য প্রাতে উঠিয়া পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সক্ষ-
পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১ ৩০ এই স্তবপাঠে রাজ্যাখী
রাজ্য, ধনাখী ধন, পুত্রাখী পুত্র, এবং সুখাখী সুখ
লাভ করে। রোগাক্ষ রোগ হইতে এবং বন্ধ বন্ধন
হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি মানব যে যে কামনা
করে, তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐশ্বর কহি-
লেন,—বিমলায়না চিত্র ঐরূপে স্তব করিলে বহুকাল
পরে ভগবান্ সহস্রকর তৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া বল
লেন,—হে বৎস! হে সুব্রত! তুমি বর প্রার্থনা
কর। চিত্র বলিল,—হে ভগবন! উৎকরশ্বে!
আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সক্ষকাধ্য
আমার প্রাধাত্য হউক। এবং আমাকে জ্ঞান দান
করুন। হে বরবর্ণন! স্বর্ঘ্য “তথাস্ত” বলিয়া এই-
রূপ বরদানে প্রতিজ্ঞিত হইলেন। মিত্রায়জ চিত্র
তখন সক্ষজ্ঞতা লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ চিত্রকে
পরম বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিয়া মনে মনে স্থির করিলেন,—
এই মেধাবী ব্যক্তি যদি আমার লেখক হয়, তাহা
হইলে আমার সক্ষসিদ্ধি ও পরম নিমৃতি হইবে।
ধর্ম্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এদিকে চিত্র

সেব নীতঃ যমকিঙ্করৈঃ । ৩৯ । সশরীরো মহা-
দেবি যমাদেশপরায়ণৈঃ । স চিত্রগুপ্তনামাভূত্ব-
চারিত্রলেকখঃ । ৪০ । চিত্রাদিত্যোতিনামাভূততো
লোকে বরাননে । ৪১ । সপ্তম্যাং নিয়তাহারো
যন্তঃ পুঞ্জয়তে নরঃ । সপ্ত জন্মানি দারিড্র্যং ন
দুঃখং তস্য জায়তে । ৪২ । তত্রৈব চাশৌ দাতব্যঃ
সকোষং খণ্ডামেব চ । হিরণ্যং চৈব বিপ্রায় এবং
যাত্রাকলং লভেৎ । ৪৩ ।

ইতি ঐশ্বান্দে চিত্রাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নার্ম-

কোনচত্বারিংশদধিকশততমো-

হধ্যায়ঃ । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগদেবি নদীং
চিত্রপথাং ততঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থাঃ চিত্রাদিত্যস্থ
মধ্যতঃ । ১ । যদা চ চিত্রঃ সন্নীতো যমদূতৈঃ পু-
ত্রিয়ে । সশরীরো মহাপ্রাজ্ঞো যমাদেশপরায়ণৈঃ ।
২ । এবং জাহ্নবী তু তত্রস্থা ভগিনী তস্য দুঃখিতা ।
চিত্রা নদী ততো ভূত্বা স্বস্যা তস্য মহান্বনঃ । ৩ ।

লবণসাগরের অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন । তিনি
যেমন সাগরজলে প্রবেশ করিয়াছেন অমনি যমা-
দৃষ্ট যমকিঙ্করেরা তাঁহাকে সশরীরে যমপুরে লইয়া
গেল । এই চিত্রই বিষ্ণুচারিত্রলেকখ চিত্রগুপ্ত নামে
বিখ্যাত হইলেন এবং চিত্রপ্রতিষ্ঠিত ভাস্কর
জগতে চিত্রাদিত্য নামে খ্যাতি লাভ করিলেন ।
সপ্তমীতে নিয়তাহার হইয়া যে নর চিত্রাদিত্যের পূজা
করে, সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার কোন দারিড্র্য বা দুঃখ
হয় না । ঐ স্থানে ব্রাহ্মাকে অশ্ব, সকোশ খণ্ডা,
এবং হিরণ্য দান করিতে হয় । এইরূপ দানে যাত্রা
কল লাভ হইয়া থাকে । ৩১—৪৩ ।

উনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩৯ ।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর চিত্রা-
দিত্যের মধ্যস্থ ও ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপস্থ চিত্রপথা
নদীতে গমন করিবে । প্রিয়ে! যমাদৃষ্ট যমদূতেরা
যখন মহাপ্রাজ্ঞ চিত্রকে সশরীরে যমালয়ে লইয়া
আইসে, তখন তদীয় ভগিনী তত্রস্তা চিত্রা

প্রবিষ্টা সাগরে দেবি অষেষন্তী চ বাস্তুবম্ । তত-
শ্চিত্রপথা নাম তস্তাশ্চক্লুর্দ্বিজাতয়ঃ । ৪ । এবং তত্র
সমুৎপন্ন সা নদী বরবর্ণিনি । ৫ । তস্তাঃ স্নান-
নরো যন্ত চিত্রাদিত্যং প্রপশ্যতি । স যাতি পরমং
স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ । ৬ । অগ্নিন্ কলি-
যুগে দেবি অন্তর্দানং গতান্দী । প্রাবৃত্তিকালে চ
দৃশ্যেত দুর্লভং তত্র দর্শনম্ । ৭ । স্নানং দানং
বিশেষেণ সর্গপাতকনাশনম্ । ৮ । ভুক্তো বাপ্য-
খবাত্তুক্তো রাত্ত্রো বা যদি বা দিবা । পক্ষকালে-
হখবাকালে পবিত্রোহ্যপ্যখবাত্তুচিঃ । ৯ । যদৈব
দৃশ্যেত তত্র নদী চিত্রপথা প্রিয়ে । প্রমাণং দর্শনং
তস্তান কালস্তত্র কারণম্ । ১০ । দৃষ্টী নদীং মহা-
দেবি পিতরঃ স্বর্গসংস্থতাঃ । গায়ন্তি তত্র সামানি
নৃতান্তি চ হসন্তি চ । ১১ । অস্মাকং বংশজঃ
কাশ্চক্লুমত্র করিষ্যতি । যাবৎ কল্পং তথাস্মাকং
প্রীতিমুৎপাদয়ন্যতি । ১২ । এবং জাহ্নবী নরস্তত্র
স্নানং শ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েৎ । সর্গপাপবিনাশার্থং পিতৃণাং
প্রীত্যে তথা । ১৩ । ইত্যেতৎ কথিতং দেবি যথা

দুঃখিত হইয়া নদীরূপ ধারণপূর্বক জাহ্নবী অষে-
ষণে সাগরে প্রবেশ করেন । দ্বিজাতিগণ তখন
হইতে তাহার নাম রাখিলেন—চিত্রপথা । এই-
রূপে চিত্রপথা নদীর উৎপত্তি হইল । নর ঐ
নদীতে স্নান করিয়া চিত্রাদিত্য দর্শন করিলে
দিবাকরের পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । হে দেবি !
বর্তমান কলিযুগে ঐ নদী অন্তর্হিতা হইয়া-
ছেন । কেবলমাত্র প্রাবৃত্তিকালেই লক্ষিত হইয়া
থাকেন । সূতরাং সর্গদা তাঁহার দর্শন সুদুর্লভ ।
ঐ নদীতে স্নান, দান, সর্গপাতকহর । ভুক্ত
বা অভুক্ত অবস্থায় হোক, রাত্রিতে, দিবসে,
পক্ষকালে, বা অকালে হোক পবিত্র বা অপবিত্র
দেহে হোক, যখনই ঐ চিত্রপথা নদী নয়নপথে
নির্পাতিতা হন, তখনি পুণ্যজননী হইয়া থাকেন ।
তাঁহার দর্শনই প্রমাণ । কোন বিশেষ কাল
তাঁহাতে কারণ নহে । হে মহাদেবি ! ঐ নদী
দর্শনে পিতৃগণ স্বর্গস্থ হইয়া নৃত্য গীত ও আমোদ-
আহ্লাদ করিতে থাকেন । তাঁহার একরূপ ও
বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কোন্ বংশধর এই
স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে । আর সেই শ্রাদ্ধের ফলে
আমাদের বংশান্তস্থায়িনী প্রীতি উৎপাদন করিবে ।
এই রহস্য জানিয়া নর তথায় সর্গপাপবিনাশ ও

চিত্রপথানদী । প্রভাসক্ষেত্রমাসাদ্য সংস্থিতা পাপ-
নাশিনী । ১৪ ।

ইতি ত্রীকান্দে চিত্রপথানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪০ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি কপদৌ
যত্র সংস্থিতঃ । তন্ত্বেষ উত্তরে ভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতঃ । চিত্তিতার্থপ্রদো দেবি চিন্তামণিরিবা-
পরঃ ॥ ১ ॥ চতুর্থ্যাং তং তু দেবেশি অঙ্গারকদিনে
পুনঃ । জ্ঞাপয়িষ্য তু সম্পূজ্য নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ
ভুতৈঃ । সন্তর্গ্য বিষয়াজেশং সর্বান্ কামানবাণু-
য়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কপর্দিচিন্তামণিমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৪১ ॥

পিতৃলোকের প্রীত্যর্থ জ্ঞান ও জ্ঞান করিবে ।
দেবি চিত্রপথানদী যেক্ষেপে প্রভাসে আসিয়া পাপ-
হারিণীরূপে অবস্থান করিতেছে, এই আমি তোমার
নিকট তাহা কীৰ্ত্তন করিলাম । ১—১৪ ।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪০ ।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! উহারই
উত্তরে অনতিদূরে যথায় অপর চিন্তামণির স্তায়
চিত্তিতার্থপ্রদ কপদৌ দেব অবস্থান করিতেছেন,
অতঃপর নর সেই স্থানেই গমন করিবে । হে
দেবেশি ! মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ঐ দেবকে
জ্ঞান করাইয়া এবং বিবিধ উত্তম নৈবেদ্য দ্বারা বিষ-
য়াজেশ্বরের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া নর সর্বকাম
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১—২ ।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪১ ।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি চিত্রেশ্বর-
মমুত্তমম্ । ধনুযাং সপ্তকে তন্ত্ৰ স্থিতমায়েয়দক্ষিণে ॥
১ ॥ লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি সর্বপাতকনাশনম্ ।
তত্র চিত্রেশ্বরং পূজ্য নরকার ভবেত্তমম্ ॥ ২ ॥
পটস্থিতং তন্ত্ৰ পাপং চিত্রো মার্জয়তি প্রিয়ে ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে চিত্রেণ পূজয়েৎ সদা । যঃ
জ্ঞাত্যং পাপযুক্তো বাপি নরকং নৈব গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রীকান্দে চিত্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি বিচিত্রে-
শ্বরমুত্তমম্ । তন্ত্বেষ পূর্বাঙ্গভাগে কিকিদায়েয়-
গোচরে । ধনুযাং দশকে তত্র স্থিতং পাপপ্রণাশনম্ ॥
১ ॥ বিচিত্রেণ মহাদেবি লেখকেন যমস্ত চ ।
স্থাপিতং তন্নহালিঙ্গং তপঃ কৃৎস্না সুদৃশ্যম্ ॥ ২ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
অনুত্তম চিত্রেশ্বর সমীপে গমন করিবে । ঐ
নিখিল পাতকহর মহামহিম লিঙ্গ কপদৌ দেবের সপ্ত-
ধনু দূরে দক্ষিণে অগ্নিকোণে অবস্থিত । চিত্রেশ্বরের
পূজা করিলে নরকভয় থাকে না । চিত্রশপ্ত
লেখ্যপত্রস্থিত তর্কায় পাপরূপান্ত প্রোক্তন করিয়া
থাকেন । অতএব সর্বপ্রযত্নে সর্বদা চিত্রেশ্বরের
পূজা করিবে । ইহার পূজার ফলে নর পাপযুক্ত
হইয়াও নরক দর্শন করে না । ১—৩ ।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪২ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,— হ দেবি ! অতঃপর বিচিত্রে-
শ্বর লিঙ্গ সমীপে গমন করিবে । পূর্বাঙ্গ লিঙ্গের
পূর্বাঙ্গভাগে কিকিৎ অগ্নিকোণে দশধনু দূরে
এই পাপহর লিঙ্গ অবস্থিত । যমের অন্ততম
লেখক বিচিত্র সুদৃশ্য তপস্তা করিয়া উক্ত মহালিঙ্গ

তং দৃষ্ট্বা পুজিতকৈব মুক্তঃ স্মাৎ সৰ্বপাতকৈঃ ।
সম্পূজ্যা চ বিধানেন ন তুংখী জায়তে নরঃ । ৩ ।
ইতি শ্রীকান্দে বিচিত্রেশ্বরমাহাভাষ্যবর্ণনং নাম ত্রিচত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি তৃতীয়ঃ
পুঙ্করং মহৎ । তত্শ্চৈব পূৰ্বদিগ্ভাগে কিঞ্চিদীশান-
গোচরে । কনীয়ঃ সংস্মৃতং কুণ্ডং পুঙ্করং নাম
নামতঃ । ১ । যত্র মধ্যাহ্নসময়ে ব্রহ্মণা সমুপাসিতা ।
সঙ্ঘ্যা ত্রৈলোক্যজননৌ প্রতিষ্ঠাখং গতেন চ । ২ ।
তত্র যঃ কুরুতে স্নানং পৌৰ্ণমাস্যং সমাহিতঃ ।
সম্যক্ কৃতং ভবেত্তেন স্নানং তত্রাদিপুঙ্করে । ৩ ।
হিরণ্যং তত্র দাতব্যং সৰ্বপাপহন্তয়ে । ৪ । ইতি
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাভাষ্যং তব পৌঙ্করম্ । ঋতং
পাপহরং নৃণাং সৰ্বকামপ্রদং তথা । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে পুঙ্করকুণ্ডমাহাভাষ্যবর্ণনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

স্থাপন করেন । ঐ লিঙ্গের দর্শনে এবং পূজনে
নর সৰ্ব পাতক হইতে মুক্ত হয় । বিধিপূৰ্বক পূজা
করিলে মানব কখনই তুংখভাগী হয় না । ১—৩ ।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম, অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর নর
তৃতীয় পুঙ্করে গমন করিবে । পূৰ্বোক্ত লিঙ্গের
পূৰ্বদিকে কিঞ্চৎ ঈশানকোণে এই তৃতীয় পুঙ্কর
কুণ্ড অবস্থিত । ব্রহ্মা মধ্যাহ্নকালে এই কুণ্ডে
ত্রৈলোকজননৌ সঙ্ঘ্যার উপাসনা করিয়াছিলেন ।
হেথায় পূৰ্ণিমা তিথিতে যে নর সমাহিত হইয়া স্নান
করে, তাহার আদি পুঙ্করে সম্যক্ স্নানের ফল
হয় । পাপাপনোদনের নিমিত্ত এই স্থানে সুবর্ণ
দান করিতে হয় । এই আমি সংক্ষেপে পুঙ্কর-
মাহাভাষ্য ব্যক্ত করিলাম । ইহা শ্রবণে নরগণের
সৰ্বপাপ নষ্ট হয় এবং সৰ্ব কাম সিদ্ধ হইয়া
থাকে । ১—৫ ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শ্চৈব সংস্থিতঃ পঞ্চো বিদ্যেশং
পাপনাশনম্ । গজকুন্ডোদরং নাম সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
তত্র কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা চতুৰ্থাং প্রযতান্ববান । পুঙ্ক-
য়েদ্যন্ত তং তক্ত্যা বিদ্যেশন্তস্ত তুষ্যতি । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে গজকুন্ডোদরমাহাভাষ্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ । ১৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি ধৰ্ম্মরাজ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । যমেধরং মহাদেবং তত্শ্চৈবোত্তরতঃ
স্থিতম্ । ১ । যদা শপ্তৌ ধৰ্ম্মরাজশ্চায়মা বরবর্ণনি ।
তদা তস্তাপতৎপাদঃ স চ তুংখাবিতোহভবৎ । ২ ।
ততঃ প্রভাসিকে ক্ষেত্রে তপন্তপে মহাতপাঃ ।
স্থাপয়ামাস লিঙ্গং তু তত্র দেবস্ত শূলিনঃ । ৩ । তন্ত
তুষ্টৌ মহাদেবন্ততঃ প্রত্যক্ষতাঃ গতঃ । অববীক্ষ্ম

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই গজকুন্ডোদর
নামক সৰ্বসিদ্ধিদাতা, পাপহৰ্ত্তা বিদ্যেশ্বর আছেন
তাঁহাকে দর্শন করিবে এবং পূৰ্বোক্ত কুণ্ডে
স্নান করিয়া চতুর্থী তিথিতে প্রীতভাবে বিদ্যেশ্বর-
পূজা করিবে । এইরূপ পূজায় তৎপ্রতি বিদ্যে-
শ্বর তুষ্ট হইবেন । ১—২ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! উক্ত বিদ্যেশ্বরের
উত্তরে ধৰ্ম্মরাজপ্রতিষ্ঠিত যমেধর মহাদেব অব-
স্থান করিতেছেন । অনন্তর নর সেই স্থানে
যাইবে । হে দেবি ! ছায়া যখন ধৰ্ম্মরাজকে
অভিশাপ করেন, তখন তাঁহার পদ পতিত হয় ।
তিনি অতি তুংখিত হন । অনন্তর ধৰ্ম্মরাজ প্রভাসে
আসিয়া তপস্তা করেন এবং দেবদেব শূলপানির
লিঙ্গ স্থাপন করেন তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া
তাঁহার প্রত্যক্ষ হন এবং বলেন,—হে ধৰ্ম্ম !

ভদ্রঃ তে বরং বরয় চেপ্সিতম্ । ৪ ॥ ইদাববী-
কর্ণরাজঃ পাদঃ প্রপতিতো মম । প্রসাদাত্তব
দেবেশ জায়তাং পুনর্যেব হি । ৫ ॥ এতলিঙ্গং সুর-
শ্রেষ্ঠ যমুয়া নিশ্চিতং তব । এদ্যে ভক্তিসংযুক্তাঃ
পশ্যন্তি প্রাণিনোভূবি । ৬ ॥ তেষাং তব প্রসাদেন
ভূয়াংপাপবিমোক্ষণম্ । ৭ ॥ এবং ভবিষ্যতী-
ত্বাকা হস্তর্কানং গতৌ হরঃ । যমোহপি
লক্শপাদস্ত পুনর্যেব দিবং যযৌ । ৮ ॥
তস্মিন দৃষ্টে সুরশ্রেষ্ঠ যমলোকসমুদ্ভবম্ ।
ন ভয়ং বিদ্যাতে নৃণামপি ত্বদুতকারিণাম্ । ৯ ॥
ভ্রাতৃবিভীয়াসংযোগে স্নাত্বা পুষ্করিণীজলে । যমে-
শ্বরসমীপস্থো যমেশমবলোকয়েৎ । ১০ ॥ তিলপাত্রঃ
প্রদাহব্যঃ দীপং গাঃ কাঞ্চনাদিকম্ । যমদেবং
সন্মাদকম্ সূচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ১১ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্চত্বা-
রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমহাদেবি ব্রহ্মকুণ্ড-
মমুত্তমম্ । তন্ত্বেব নৈকান্তে ভাগে ব্রহ্মণা নিশ্চিতং

তোমার মঙ্গল হোক, তুমি ইষ্টবর প্রার্থনা কর ।
তখন ঋষ্যরাজ বলেন,—আমার পদ পতিত হই-
য়াছে, হে দেবেশ! ভবংপ্রসাদে তাহা আমার
পুনরুৎপন্ন হোক । হে সুরশ্রেষ্ঠ! এই যে লিঙ্গ
আমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যে সকল দেহী ভক্তি-
যুক্ত হইয়া ইহা দর্শন করিবে, ভবদীয় প্রসাদে
তাহাদের যেন পাপক্ষয় হয় । ভগবান হর 'এবমস্ত'
বলিয়া অস্তহিত হইলেন । যম লক্শপাদ হইয়া
স্বর্গে গেলেন । ঐ বমপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শনে
পাপীদিগের যমলোকভয় থাকে না । ভ্রাতৃ-
বিভীয়ায় যমেশ্বরসমীপস্থ পুষ্করিণীজলে স্নান
করিয়া নর যমেশ্বর দর্শন করিবে এবং যমদেবের
উদ্দেশে তিলপাত্র প্রদীপ ও কাঞ্চনাদি নিবেদন
করিবে । এইরূপ করিলে সর্ব পাতক হইতে
মুক্ত হইবে । ১—১১ ।

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অমু-
ত্তম ব্রহ্মকুণ্ডে যাইবে । পুষ্করিণী লিঙ্গের নৈকান্তে

পুত্র । ১ : যদা তু ঋক্ষরাজেন সোমনাথঃ প্রতি-
ষ্ঠিতঃ । তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্বৈ তত্র সমাগতাঃ ।
প্রতিষ্ঠার্থং হি গোবস্ত শশাঙ্কেন নিমগ্নিতাঃ । ২ ॥
অথহব্রবীশ্মশানাথো ব্রহ্মাণঃ বিনয়াদ্বিতঃ । ৩ ॥
কৃতং ভবন্তির্জানতি স্থাপনং বৈ যথা জনঃ । তথা
কুরু সুরশ্রেষ্ঠ চিহ্নমাস্তসমুদ্ভবম্ । ৪ ॥ এবং ব্রহ্মা
তদা ব্রহ্মা ধ্যানং কৃৎস্বা তু নিশ্চলম্ । আহ্বয়ং সর্ব-
তীর্থানি পুষ্করাদানি সর্বশঃ । ৫ ॥ স্বর্গে বৈ যানি
তীর্থানি তথৈব চ রসাতলে । তপঃসামর্থ্যযোগেন
ব্রহ্মণাকর্ষিতানি চ । অতন্ত্বেব নাত্মা তু ব্রহ্মকুণ্ডস্ত
গীয়তে । ৬ ॥ গণানাক সন্থশ্রেষ্ঠ চতুর্দশভির্যোজ্যতে ।
অতচ্চাভক্তিযুক্তানাং দুস্ত্রাপ্যং তীর্থমুত্তমম্ । ৭ ॥
অথাব্রবীং সর্বদেবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ৮ ॥ অত্র
কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যঃ পিতৃঃস্তপ্যিষ্যতি । অগ্নিষ্টোম-
ফলং সর্বং লপ্যতে স চ মানবঃ । তৎপ্রসাদাৎ স্বর্গ-
লোকে বিমানেন চরিস্যতি । ৯ ॥ গোদানং চাশ্ব-
দানঞ্চ তথা স্বর্গকমণ্ডলুম্ । দদ্যাৎপ্রায় বিদুষে
সর্বপাপাপনুত্তয়ে । ১০ ॥ পৌর্নমাস্তাং মহাদেবি

কোণে পূর্বে ব্রহ্মা উহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ।
যৎকালে চন্দ্রমা সোমনাথের প্রতিষ্ঠা করেন,
তখন তাঁহার নিমন্ত্রণে দেবদেবের প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাদি
দেবগণ ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন । অন-
ন্তর নিশানাথ ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে বলিলেন,—হে
সুরশ্রেষ্ঠ! লোকে যাহাতে প্রতিষ্ঠাবিধি জানিতে
পারে, তাহা আপনারা করিয়াছেন । পরন্তু একটা
আত্মচিহ্ন আপনি প্রতিষ্ঠা করুন । ব্রহ্মা ঐ কথা
শুনিয়া নিশ্চলভাবে ধ্যান করিলেন । ধ্যানান্তে
তিনি পুষ্করাদি নিশ্চল তীর্থ আহ্বান করিলেন ।
স্বর্গে এবং পাতালে যে সকল তীর্থ ছিল,
তপোবলে ব্রহ্মা তাহাদের সমস্তকেই আকর্ষণ
করিলেন । স্মৃত্যং তাঁহারই নামানুসারে
ব্রহ্মকুণ্ড নাম গীত হইতে লাগিল । ১—৬ । চতুর্দশ
সহস্র শিবগণ সর্বদা ঐ কুণ্ডের পর্যবেক্ষণ
করেন । অতএব অভ্যন্তরীণ নরগণের পক্ষে
ঐ উত্তম তীর্থ অতীব দুর্লভ । অনন্তর লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবকে বলিলেন,—যে নর এই
কুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে, তাহার
সহস্র অগ্নিষ্টোম ফললাভ হইবে । সে নর ঐ কুণ্ড-
মাহাত্ম্যে বিমানে চড়িয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে ।
ঐ স্থানে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে সর্ব পাপাপনোদনের
জন্তু গোদান, অশ্বদান, ও স্বর্গকমণ্ডলু দান করিবে ।

তথা চ প্রতিপদ্মিনে । সর্বপাপবিনাশার্থং তত্র ।
শ্রুতি সুরস্বতী ॥ ১১ ॥ সিদ্ধং রসায়নং দেবি তত্র
বৈ হ্যাদকং প্রিয়ে । নানাবর্ণসমায়ুক্তমুপদেশেন
সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ দারিদ্র্যদুঃখকুছোকাগ্নানবঃ
সেবতে কথম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমলুপ্রাপ্য কল্পবৃক্ষমিবা-
পরম্ ॥ ১৩ ॥ দেবাবাচ । ভগন বিস্তরাদক্রুহি ব্রহ্ম-
কুণ্ডমহোদয়ম্ । সর্বপ্রাণিহিতার্থায় বিস্তরাদদ মে
প্রভো ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডম্ মাহাত্ম্যং শ্রোতুং মে
কৌতুকং মহৎ । লোকানাং দুঃখনাশায় দারিদ্ৰ্যাক্ষয়-
হেতবে ॥ ১৫ ॥ ভগবন্মানুষ্যঃ সর্বৈঃ দুঃখশোক-
নিপীড়িতঃ । ভ্রমন্তি সকলং জন্ম রসায়নবিমোহিতাঃ ॥
১৬ ॥ তেষাং হিতায় মে ক্রুহি নির্মাণং রসমুত্তমম্ ।
আদাবিহ শরীরং তু অক্ষয়াস্তু যথা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
অষ্টসিদ্ধিসমায়ুক্তং সর্ববিদ্যাসমব্রিতম্ । কামরূপং
ক্রিয়াযুক্তং সর্বব্যাবিধিবর্জিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্ত
পরমং দেব নির্মাণং যেন বৈ লভেৎ । মানবঃ
কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে চ যথা প্রভো ॥ ১৯ ॥ তথা
কথয় মে দেব দ্ব্যং কুয়া জগৎপ্রভো । নির্মাণ-
পরমং কল্পং সর্বভ্রান্তিবিবর্জিতম্ । প্রসিদ্ধং সুখদং
দিব্যং সমাচক্ষু মহেশ্বর ॥ ২০ ॥ ঈশ্বর উবাচ । সাধু-

সাধু মহাদেবি লোকানাং হিতকারিণি । মর্ত্য লোকে
মহাদেবি তীর্থং তীর্থবরং শুভম্ ॥ ২১ ॥ প্রভাসং
পরমং খ্যাতং তচ্চ দ্বাদশযোজনম্ । তত্র সোমে-
শ্বরো দেবস্বিস্থ লোকেষু বিজ্ঞতঃ ॥ ২২ ॥ তন্ত পূর্বে
সমাখ্যাতঃ শ্রীকৃষ্ণো দৈত্যহৃদনঃ । চণ্ডিকা যোগিনী
তত্র সখীভিঃ পরিবারিতা ॥ ২৩ ॥ ততঃ পূর্বে
দিশাং ভাগে চতুর্দিক্রেণ নির্মিতম্ । তীর্থাতীর্থং
বরং দিব্যং সর্বাশ্চর্য্যময়ং শুভম্ ॥ ২৪ ॥ সেবিতং
সর্বদেবৈশ্চ সিদ্ধৈঃ সাধৈর্গ্ৰহৈস্তথা । অপ্সরো-
মুনাভির্দৈব্যাণ্যৈশ্চ পন্নগৈঃ সদা ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধার্থং
সর্বকামার্থং দিব্যভোগাবহং শুভম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমিতি
খ্যাতং ব্রহ্মণা নির্মিতং যতঃ ॥ ২৬ ॥ তন্ত বায়ু-
বাকোণে তু হিরণ্যেশঃ স্বয়ং স্থিতঃ । তমারাধ্য
মহাদেবঃ হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ মহামন্ত্রঃ
জপেৎক্ষিপ্ৰং দশাংশং হোময়েৎসুধীঃ । হোমেন
সিদ্ধাতে মন্ত্রঃ সত্যং সত্যং বরাননে ॥ ২৮ ॥ তন্তো-
ত্তরে তু দিগ্ভাগে কিঞ্চিদোশানমাধিতঃ । চতুর্দিক্রেণ
মহাদেবি ক্ষেত্রপো লিঙ্গরূপধক্ ॥ ২৯ ॥ তৎস্থানং
রক্ষতে দৌব লিঙ্গরূপেণ শঙ্করঃ । তমারাধ্য
শ্রযত্নেন ততঃ কুণ্ডং সমাগ্রয়েৎ ॥ ৩০ ॥ সর্বৈশ্চর্য্য-

হে মহাদেবি ! পূর্ণিমা এবং প্রতিপদে সরস্বতী দেবী
সর্ব পাপবিনাশার্থে এই স্থানে স্নান করিয়া থাকেন ।
প্রিয়ে ! তত্রত্য উদক্ সিদ্ধ রসায়নস্বরূপ । উহা
নানাবর্ণাধিত । এই স্থানে দীক্ষালাভে সিদ্ধ হওয়া
যায় । অপর কল্প বৃক্ষের স্তায় ব্রহ্মকুণ্ড প্রাপ্ত
হইয়া মানব দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ ও শোক ভোগ
করে কেন ? দেবী কহিলেন,—ভগবন্ ! সর্ব
প্রাণীর হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মকুণ্ডের বিস্তৃত মাহাত্ম্য
বলুন উহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার বড়ই
কৌতুহল হইতেছে । লোকসমূহের দুঃখনাশ ও
দারিদ্র্যক্ষয় হে হুই ব্রহ্মকুণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার প্রয়ো-
জন । ভগবন্ ! মল্লসাগর দুঃখশোকে নিপীড়িত
হইয়া মদবিমোহিতের স্তায় নানা জন্ম পরিভ্রমণ
করে ; তাহাদের হিতের নিমিত্ত আপনি নির্মাণ
রস প্রকাশ করুন । অগ্রে এ দেহ যাহাতে অক্ষয়,
অষ্টসিদ্ধিসূত, সর্ববিদ্যানিভ, কামরূপী, ক্রিয়াযুক্ত, ও
সর্বব্যাবিধিবর্জিত হয় এবং পরে যাহাতে কৃতকৃত্য
হইয়া মানব পরম নির্মাণ লাভ করিতে পারে, হে
দেব, হে জগৎপতে ! আপনি রূপা করিয়া সেই
বিষয়ই বলুন । হে মহেশ্বর ! যাহা সর্ব ভ্রান্তি-
বিরহিত, প্রসিদ্ধ সুখদ নির্মাণকল্প, তাহাই আমার

নিকট ব্যাখ্যা করুন ॥ ১৭—২০ ॥ ঈশ্বর কহিলেন,—হে
মহাদেবি ! হে গোকহিতৈষিণি ! সাধু সাধু ; মর্ত্য-
লোকে প্রভাসতীর্থেই পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত ।
তীর্থ দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত । তথায় ত্রিলোকবিজ্ঞত
সোমেশ্বর দেব বিরাজিত । তাহার পূর্ব-
দিকে দৈত্যহৃদন শ্রীকৃষ্ণ এবং সখীগণ-
পরিবৃত্তা যোগিনী চণ্ডিকা দেবী বিরাজ করিতে-
ছেন । তাহার পূর্বদিক্ ভাগে ব্রহ্মনির্মিত এক
তীর্থ আছে । তাহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড । এই কুণ্ড
তীর্থেরও তীর্থ, শ্রেষ্ঠ, দিব্য, সর্বাশ্চর্য্যময়, ও
মঙ্গলাবহ । দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গ্রহ, অপ্সরা, মুনি,
যক্ষ, ও পন্নগগণ সিদ্ধিলাভার্থে এই ব্রহ্মকুণ্ডের সেবা
করয়, থাকেন । উহা দিব্য ভোগাবহ শুভতীর্থ ।
উহার বায়ুকোণে হিরণ্যেশলিঙ্গ অবস্থিত । সুখী
ব্যক্তি সেই উত্তম হিরণ্যেশ্বর দেবের আরাধনা-
পূর্বক মহামন্ত্র জপ ও জপদশাংশ দ্বারা হোম করিলে
মন্ত্রাসিদ্ধি হইয়া থাকে । হে দেবি ! একথা ক্রব
সত্য । এই লিঙ্গের উত্তর দিকে কিঞ্চিং ঈশান-
কোণে চতুর্দিক লিঙ্গরূপধারী ক্ষেত্রপাল অবস্থিত
হে দেবি ! শঙ্কর নিজে লিঙ্গরূপে এই তীর্থস্থান
রক্ষা করিতেছেন । তাঁহাকে আরাধনা করিয়া

ময়ং দেবি নানাবর্ণবিচিত্রিতম্ । কুণ্ডলান্বেশাদিগু-
 ভাগে ভৈরবেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ হর্গন্ধা ভানুরা দেবি
 বহতে রসরূপিনী । তস্তা রসেন সংযুক্তং পৃথগ্বর্ণ-
 হি কর্করম্ ॥ ৩২ ॥ মেঘবর্ণং মহাদিবাং রাজতঞ্চ
 পুনঃ শুভম্ । কপিলং হৃদ্যবর্ণং চ কর্পূরাভং সুশো-
 ভনম্ ॥ ৩৩ ॥ কদা কস্তুরিকাভাসং কুঙ্কুমচ্ছবি-
 বহম্ । সৌগন্ধং চন্দ্রনোপেতং কদাচিত্রোদীরো-
 দকম্ ॥ ৩৪ ॥ এতে রসাস্ত বিবিধা দৃষ্টান্তে তত্র
 সৰ্বদা । যন্ত তুষ্টি মহাদেবঃ সিংহাস্তে তন্ত তৎ-
 কণাৎ ॥ ৩৫ ॥ রজতং ক্ষিপ্যতে তত্র সুবর্ণমিব জায়তে
 ত্রাত্যক্ষমেব তত্রৈব রসায়নমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ পশুস্তি
 মানবা দেবি কোতুং তৎক্ষণাদৃশম্ । রসং হি
 পরমং দিবাং তত্রস্থং চ কলৌ যুগে ॥ ৩৭ ॥ সিদ্ধঃ
 সিদ্ধরসং পুংসাং ব্যাধীনাং ক্ষয়কারকম্ । হেমবীজ-
 ময়ং দিবাং ব্রহ্মকুণ্ডোত্তমং মহৎ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং
 তে প্রবক্ষ্যামি মনুষ্যাণাং হিতায় বৈ । দারিদ্ৰ্য-
 ক্ষয়মাপ্নোতি তৎক্ষণাচ্চ যশস্বিনী ॥ ৩৯ ॥ আদাবেব
 প্রকৃষ্ণস্তি তাম্রকুণ্ডঃ দৃঢ়ঃ শুভম্ । তীর্থোদক-
 ক্ষিপেত্তত্র পত্রৈস্তাত্মৈস্তথা যুতম্ ॥ ৪০ ॥ নিক্ষিপ্য

সর্বৈশ্বৰ্য্যময় নানা বর্ণবিচিত্র উল্লিখিত ব্রহ্মকুণ্ডের
 অর্চনা করিতে হয় । ঐ কুণ্ডের ঐশানভাগে
 ভৈরবেশ্বর আছেন । হে দেবি ! ঐ স্থানে রস-
 রূপিনী হর্গন্ধা ভানুরা নদী প্রবাহিতা । তাহার
 রসের সংস্রবে বিবিধ বর্ণ হইয়া থাকে । কখন
 কর্কর, কখন মেঘবর্ণ, কখন মহাদিবা রজতবর্ণ,
 কখন কপিলবর্ণ, কখন হৃদয়স্নিগ্ধ, কখন কর্পূরাভ,
 কখন কস্তুরিকাভাস, কখন কুঙ্কুমচ্ছবি, কখন সুগন্ধ-
 চন্দনযুক্ত, এবং কখন কখন রক্তোদকনিভ
 এই সকল বিবিধ রস তথায় সৰ্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে
 মহাদেব যাহার প্রতি তুষ্ট হন, তৎক্ষণাৎ তাহার
 সিদ্ধি লাভ হয় । উক্ত রসে রজত ক্ষিপ্ত হইলে
 তাহা সুবর্ণের স্তায় হইয়া যায় । হে দেবি ! এই
 অল্পময় রসায়ণ তথায় সকলেরই প্রত্যক্ষ । মানব-
 গণ কোতুকের সহিতই ইচ্ছা বারংবার দেখিয়া
 থাকে । কলিযুগে তত্রাত্য রস এক পরম দিব্য
 বস্তু । উহা সিদ্ধ, সিদ্ধরস ব্যাধিক্ষয়কর, হেমবীজ-
 ময়, দিব্য, এবং ব্রহ্মকুণ্ডোত্তম । হে দেবি !
 ইদানীং আমি মনুষ্যাগণের হিতের নিমিত্ত
 তোমার নিকট উক্ত বিষয় বলিতেছি । ইহা
 অমুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ দারিদ্ৰ্য্য নাশ হয় ।
 প্রথমত এক তাম্রকুণ্ডে করিবে । ঐ কুণ্ডে তীর্থো-

দুমৌ তৎকুণ্ডং জালয়েদনলং ততঃ । চুল্লীরূপেণ
 ষণ্মাসং পাচয়েত্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪১ ॥ পশ্চাত্তুভ্য
 তং কুণ্ডং পুনর্যেব জলং ক্ষিপেৎ ॥ মাসমেকং পুনঃ
 কুৰ্ঘ্যাম্মাসমেকং পুনর্ভূশম্ ॥ ৪২ ॥ ততঃ সর্বাণি
 খণ্ডানি একীকৃত্য প্রযত্নতঃ । পুনর্যেবোদকে নৈব
 প্রাচ্য চাবর্তয়েৎ পুনঃ ॥ ৪২ ॥ কাঞ্চনং জায়তে তত্র
 যদি তুষ্টি মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ সিদ্ধিং শরীরজাং দেবি
 যদৌচ্ছেমানবোত্তমঃ । স স্নানমাদিতঃ কৃত্বা সংবৎ-
 সরত্রয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ যোনেন নিয়মে নৈব মতামন্ত্র-
 জপাধিতঃ । পূজয়েচ্চ হিরণ্যেশং ক্ষেত্রপালং
 প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥ পঞ্চোপচারসংযুক্তং ধ্যানধারণ-
 সংযুতম্ । তীর্থোদকে নৈব পাকং বৈ পেয়ং তদ্বৎত্বয়ে ॥
 এবং বর্ষত্রয়েণৈব দিব্যদেহঃ প্রজায়তে । তেজস্বী
 বলবান্ প্রাজঃ সর্বব্যাদিবর্জিতঃ ॥ ৪৮ ॥ জীবৈশ্বৰ্য-
 শতান্তেব জ্ঞানি হঃখবিবর্জিতঃ । বর্ষত্রয়মবিচ্ছিন্নং
 যন্তত্র স্নানমাত্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ বাগীশ্বরীং জপেরিত্যং

দক ও তাম্রপত্র সকল প্রদান করিবে । জল প্রদা-
 নের পর ঐ কুণ্ড ভূমিতে স্থাপনপূর্বক অগ্নি
 প্রজালিত করিবে । পরে ঐ কুণ্ডকে চুল্লীর উপর
 স্থাপন করিয়া ছয় মাস কাল যাবৎ মন্দ মন্দ
 জাল দিবে । অনন্তর ঐ কুণ্ড চুল্লী হইতে
 উত্থাপিত করিয়া তাহাতে জল ক্ষেপণ করিবে ।
 পুনরায় ঐ কুণ্ড একমাস কাল যাবৎ চুল্লীতে
 রাখিয়া জাল দিবে ; পুনরায় তাহা নামাইয়া
 তাহাতে জল সেক করিয়া একমাস কাল জাল দিবে ।
 অনন্তর যত্নপূর্বক কুণ্ডস্থিত সমস্ত তাম্রপাত্র
 একত্র করিয়া তাহা জল দ্বারা ধৌত করত পুনঃ
 পুন আবৃত্তিত করিবে । একরূপ করিলে কাঞ্চন উৎ-
 পন্ন হয়—যদি মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন ৥ ২১—৪৪ ॥
 যদি কোন মানব শরীরজা সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তাহা
 হইলে সে প্রথমতঃ স্নান করিয়া যাবৎ মোনো নিয়ম-
 যুক্ত, মতামন্ত্র-জপনিরত ও ধ্যানধারণাধিত হইয়া
 পঞ্চোপচার দ্বারা ক্ষেত্রপাল হিরণ্যেশ্বরের যত্ন সহ-
 কারে পূজা করিবে । পরেপাক তীর্থোদক
 দ্বারা করিতে হয় ; আর ঔষধ পান করিতে হয়
 উদ্বদ্বরপাত্রে (তাম্র পাত্র) । বর্ষত্রয় কাল এই
 নিয়ম পালন করিলে মানব দিব্য দেহ লাভ করে ।
 অপিচ সে তেজস্বী, বলবান্, প্রাজঃ, সর্ব ব্যাধিবিব-
 জিত ও হঃখবিবর্জিত হইয়া শতত্রয় বর্ষ যাবৎ
 জীবিত থাকে । যে জন তিন বৎসর অবিচ্ছিন্ন
 ভাবে ঐ স্থানে স্নানোচরণ করে এবং পূজা-হোম-
 সমাপ্ত হইয়া গিয়া বাগীশ্বর মন্ত্র জপ করে,

পূজাশোমসমধিতঃ । তস্ত প্রবর্ত্ততে বাণী সিদ্ধিঃ । সারস্বতী ভবেৎ ॥ ৫০ ॥ সংস্কৃতঃ প্রাকৃতঃ চৈবাপভ্রংশঃ । ভূতভাবিতম্ । গাঙ্গস্রোতঃপ্রবাহেন উদগিরেদিগর-
মাঙ্গবান্ । অশ্রান্তাঃ চ বরারোহে হবিচ্ছিন্নাঃ চ
সন্ততম্ ॥ ৫১ ॥ বদেদ্বাদিসহস্রৈশ্চ ন শ্রমস্তস্ত
জায়তে । তীর্থস্তাস্ত প্রভাবেণ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥
৫২ ॥ পণ্ডিতা গৰ্ভিতাঃ সৰ্বৈ তর্কশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
আগচ্ছন্তি সমঃ তাত বিদ্যামোক্তকঙ্করাঃ । ন
শক্নুবন্তি তে বভূঃ জহুঃ বক্তৃমপি শ্রিয়ে ॥ ৫৩ ॥
বাদিনাং চ সহস্রাণি ভনক্ত্যেব নিরীক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥
উদ্গ্রাহয়তি শাস্ত্রাণি বিবুদ্ধাখানি সত্ত্বরম্ । বিমলঃ
পাক্ষরাজঃ চ বৈকবঃ শৈবমেব চ ॥ ৫৫ ॥ ইতিহাস-
পুরাণঞ্চ ভূতভক্ত্যং চ গারুড়ম্ । ভৈরবং চ মহাত্মনঃ
কুলমার্গঃ দ্বিধা শ্রিয়ে ॥ ৫৬ ॥ রথপ্রবরবেগেন বাণী
চাশ্বলিতা ভবেৎ । নশস্তি বাদিনঃ সৰ্বৈ গরুড়শ্চেব
পন্নগাঃ ॥ ৫৭ ॥ ন দারিড্র্যঃ ন রোগশ্চ ন হুঃখঃ
মানসঃ পুনঃ । রাজমাঙ্গো মহামানী ভবেদব্রহ্ম-
প্রসাদতঃ ॥ ৫৮ ॥ উৎসাহবলসংযুক্তো দেববজ্জী-

বতে স্তুধীঃ । দাতা ভোক্তা চ বাগ্মী চ তীর্থস্তাস্ত
প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥ তৈলাভ্যক্তস্ত যন্তেজো জায়তে
মল্লজেষু চ । স্নাতমাত্রে তথা তেজস্বীর্ধৈশ্চৈব প্রসা-
দতঃ ॥ ৬০ ॥ যৎপাপং কুরুতে জন্তুঃ পৈশুশ্চঞ্চ
কৃতব্রতম্ । মিত্রদ্রোহে চ যৎপাপং যৎপাপং পার-
দারিকম্ । তৎসৰ্বং বিলয়ং যতি কুণ্ডলানরতস্ত
চ ॥ ৬১ ॥ মুঘলঃ লজ্জয়েদ্যন্ত যো গান্ধ্যজতি বৈ
দ্বিজঃ । তৎপাপং কয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডল দর্শনাৎ ॥
৬২ ॥ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৈবতানি তথা
পুনঃ । পুজিতানি চ সৰ্বানি কুণ্ডলানপ্রভাবতঃ ॥
৬৩ ॥ সপ্তজন্মার্জিতং পাপং দর্শনাৎ কয়মাব্রজেৎ
৬৪ ॥ যৎপাপং শুক্লগোম্রে চ পরম্বহরণেষু চ
তৎপাপং কয়মাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডলিষেবণাৎ ॥ ৬৫ ॥
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুৰ্ব্যাৎ স্নাত্বা কুণ্ডলং নামতঃ
সংখ্যা পঞ্চদশ বৈ শৃণু তস্তাপি যৎফলম্ ॥ ৬৬ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বনুক্ষরা । সপ্ত-
পাতালসহিতা তীর্থকোটিভিরাবৃতা ॥ ৬৭ ॥ আহার-
মাত্রে যো দদ্যাত্তত্র বেদবিদাং বরে । লক্ষভোজ্যং
কৃতং তেন তীর্থস্তাস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মেশ্বরঞ্চ

তাহার বাণীসিদ্ধি প্রবর্ত্তিত হয় । অপিচ সেই
ব্যক্তি গঙ্গা প্রবাহের স্তায় অনর্গল সংস্কৃত, প্রাকৃত,
অপভ্রংশ, ও ভূত ভাবিত উচ্চারণ করিতে সমর্থ
হইয়া থাকে । হে বরারোহে ! ঐ ব্যক্তি সহস্র
বক্তার সহিত অশ্রান্ত ও অবিচ্ছিন্নভাবে কথা
কহিতে পারে, তাহাতে তাহার শ্রম হয় না । সৰ্ব
শাস্ত্রজ্ঞ বহু গৰ্ভিত পণ্ডিত ও তর্কশাস্ত্রবিশারদ
অনেক বিদ্যোদ্ধাতমস্তক মনোবী ব্যক্তি তৎসহ
বিচারার্থ আগমন করিলেও এই তীর্থপ্রভাবে
তাঁহারা কিছুই বলিতে সক্ষম হন না । এমন কি
এই তীর্থসেবীর বক্তৃ পৰ্য্যন্ত নিরীক্ষণে তাঁহারা
অপারগ হইয়া থাকেন । তীর্থসেবী ব্যক্তি সহস্র
সহস্র বাদী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রেই পরাজয় করিয়া
থাকেন । ঐ ব্যক্তি সত্ত্বর সৰ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয় ।
বিমল পাক্ষরাজ, বৈকব ও শৈব শাস্ত্র ইতিহাস,
পুরাণ, ভূত, গারুড় ও ভৈরব তন্ত্র, মহাতন্ত্র, এবং
দ্বিধাবিভক্ত কুলমার্গ তাঁহার আয়ত্ত হয় । তদীয়
বাণী রথবেগের স্তায় অশ্বলিত ভাবে নির্গত
হইতে থাকে । গরুড় দর্শনে পন্নগের স্তায় তৎ-
সমক্ষে সমস্ত বাদীই নিরস্ত হইয়া থাকে । ব্রহ্মার
প্রসাদে তাহার দারিড্র্য, রোগ, বা মানস হুঃখ
কিছুই থাকে না । সে রাজমাত্ত মহামানী হয় ।
দেবতার স্তায় উৎসাহ বল সহকারে তদীয় জীবন

যাপন হইতে থাকে । ঐ ব্যক্তি তীর্থের প্রভাবে
দাতা, ভোক্তা, ও বাগ্মী হয় । মল্লঘ্যলোকে তৈলা-
ভ্যক্ত ব্যক্তির যে তেজ হয়, উক্ত তীর্থে স্নানমাত্রে
তৎপ্রসাদে সেইরূপ তেজই হইয়া থাকে ।
মানব পৈশুশ্চ, কৃতব্রতা, মিত্রদ্রোহ, বা পরদার
গমনাদি যে কোন পাপই করুক, ঐ কুণ্ডলানের
কলে তৎসমস্তই বিলয় পাইয়া যায় । যে ব্যক্তি
মুঘল লজ্জন করে, কিম্বা গো পরিত্যাগ করে,
এই কুণ্ড দর্শনে তাহারও পাপক্ষয় হয় ।
পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও দেবতা আছেন,
এই কুণ্ডলানের প্রভাবে তৎসমস্তই অর্চিত
হইয়া সেবিত হইয়া থাকেন । ইহার দর্শন মাত্রেই
সপ্ত জন্মার্জিত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । গোহত্যা
ও পরম্বহরণাদি কার্যে যে পাপ হয়, এই
ব্রহ্মকুণ্ডসেবনে সে সকলই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া
যায় । যে ব্যক্তি কুণ্ডে স্নান করিয়া পঞ্চদশবার
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করে, তাহার যে ফল হয় শ্রবণ কর ।
ঐ ব্যক্তি সপ্ত পাতাল, ও কোটি কোটি তীর্থ-পরি-
বৃত্তা সপ্তদ্বীপা বনুক্ষরা প্রদক্ষিণ করার ফল পাইয়া
থাকে ॥ ৬৫—৬৭ ॥ যে ব্যক্তি ঐ স্থানে বেদবিৎ ব্রাহ্ম-
ণকে আহার প্রদান করে, ঐ তীর্থপ্রভাবে তাহার
লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন করান হয় । ব্রহ্মেশ্বরের পূজা

সম্পূজ্য হিরণ্যেশ্বরমুত্তমম্ । ক্ষেত্রপালং চতুর্ভক্ত-
পুঞ্জয়েচ্ছিত্তিতঃ লভেৎ ॥ ৬৯ ॥ একবিংশতি কুল-
বৃত্তঃ সর্বপাপবিবর্জিতঃ । ব্রহ্মলোকং স বৈ যাতি
নাভ্য কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ বিরজিকুণ্ডে স্নাত্বা
বা যো জপেদেদমাতরম্ । লক্ষজাপাবিধানেন স
মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ স এব পুণ্যকর্তা চ স
এব পুরুষোত্তমঃ । যাত্ৰা কৃত্ব কৃত্য যেন ব্রহ্মকুণ্ডে
বরাননে ॥ ৭২ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামুর্দ্ধ-
রেতসাম্ । ব্রহ্মকুণ্ডং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মদেবমুপাসতে
৭৩ ॥ তাবদগর্জন্তি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
যাবদব্রহ্মেশ্বরং তীর্থং ন পশুন্তি নরাঃ প্রিয়ে ॥ ৭৪ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে চ পানীয়ং যে পিবন্তি নরাঃ সুরুং । ন
তেষাং সংক্রমেৎ পাপং বাচিকং মানসং তনৌ ॥ ৭৫ ॥
ব্রহ্মাণ্ডোত্তরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ ।
তেষাং পুণ্যমবাপ্নোতি ব্রহ্মকুণ্ডে প্রদক্ষিণাং ॥ ৭৬ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যো মহাত্মা চ পরব্রহ্মস্বরূপবান্ । সোহপি
কুণ্ডং ন মুঞ্জেত নিকুন্তান্ত গণস্তথা ॥ ৭৭ ॥ ইতি
সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডজম্ । তব
স্নেহেন দেবেশি কিমন্তং পরিপূচ্ছসি ॥ ৭৮ ॥ য

ইদং শৃণুমান্ত্যঃ সম্যক্ শ্রবাসমধিতঃ । স যুক্তঃ
পাতকৈঃ সর্বেষ্বব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৯ ॥

ইতি ত্রীকান্দে ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমহাদেবি কুপং
কুণ্ডলসম্ভবম্ । তত্শিব চোত্তরে ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড-
সমীপতঃ ॥ ১ ॥ যত্র সিদ্ধো মহাদেবি রূপকুণ্ডল-
হারকঃ । তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যেৎ স্তেয়কৃত্য-
দঘাৎ ॥ ২ ॥ সপ্ত জন্মানি দেবেশি ন তস্মাৎস্ব-
সম্ভবঃ । চোরঃ কশ্চিদ্ভবেৎ ক্রুরস্তত্র স্নানপ্রভা-
বতঃ ॥ ৩ ॥ শিবরাত্র্যাং বিশেষেণ পিণ্ড-
দানাদিকাং ক্রিয়াম্ । কুর্য্যাচ্ছত্ৰহতানাঞ্চ পাপিনাং
তত্র মুক্তয়ে ॥ ৪ ॥ দেবুবাচ । কথং কুণ্ডলরূপস্ত
পৃথিব্যাং খ্যাতিমাগতম্ । এতৎ কথয় মে দেব
বিস্তরান্নদভাং বর ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
মহাপুণ্যং কথ্যং পাপপ্রণাশনম্ । যাং শ্রদ্ধা
মুচ্যতে পাপান্নরো জন্মশতার্জিতাং ॥ ৬ ॥ প্রভাস-

মর্ত্য সম্যক্ শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া ইহা শ্রবণ করে, সে
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত
হইয়া থাকে । ৬৮—৭৯ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! ব্রহ্মকুণ্ডের
উত্তরে নিকটেই কুণ্ডলসম্ভব এক কূপ আছে। অন-
ন্তর নর সেই স্থানে গমন করবে। তথায় এক রূপ-
কুণ্ডলহারী চোর সিদ্ধ হইয়াছিল। ঐকূপে স্নান-
করিলে নর স্তেয়জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া থাকে। হে দেবি! ঐ কূপে স্নান করার
প্রভাবে কুপন্যায়ী নরের বংশসম্ভবগণ সপ্তজন্ম চোর
হয় না। শত্ৰুহত পাপিগণের মুক্তির নিমিত্ত ঐ কূপে
শিবরাত্রিতে পিণ্ড দান করিতে হয়। দেবী বলি-
লেন,—হে দেব! কি রূপে পৃথিবীতে কুণ্ডলকূপ
খ্যাতি লাভ করিল! আপনি ইহা আমার নিকট
বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি!
যে কথা শ্রবণ করিয়া শিবরাত্র্যোপবাসী নর প্রভাস-

করিয়া উত্তম হিরণ্যেশ্বর ও চতুরানন ক্ষেত্রপালের
পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় অভীষ্ট লাভ
হইয়া থাকে এবং একবিংশতি কুল সহ সর্বপাপ
হইতে মুক্ত হইয়া সে ব্রহ্মলোকে গমন করে। এ
কথা নিশ্চিতই। বিরজিকুণ্ডে স্নান করিয়া যে
নর লক্ষবার বেদমাতার জপ করে, তাহার নিখিল
পাতক হইতে মুক্তি হয়। হে দেবি! যেনর
ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রা করে, সেই প্রকৃত পুণ্যকর্তা এবং
সেই যথার্থ পুরুষোত্তম। অষ্টাশীতি সহস্র উর্দ্ধরেতা
ঋষি ব্রহ্মকুণ্ড আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মদেবের উপাসনা
করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! যে পর্য্যন্ত নরগণ
ব্রহ্মেশ্বর তীর্থ দর্শন না করে, সচরাচর ত্রৈলোক্যে
নিখিল তীর্থই তাবৎ গজ্জন করিয়া থাকে।
নরগণ ব্রহ্মকুণ্ডের পানীয় একবার পান করিলে
ভ্রাতাদের বাচিক বা মানসিক পাপ দেহে আর
সংক্রান্ত হয় না। ব্রহ্মকুণ্ড প্রদক্ষিণ করিলে
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ নিখিল তীর্থ প্রদক্ষিণ জন্ত পুণ্য লাভ
হইয়া থাকে। মহাত্মা পরমাত্মস্বরূপী যাজ্ঞবল্ক্য এবং
নিকুন্তাখ্যগণ এতদ্ব্যয়ে কেহই ঐ কুণ্ড পরিত্যাগ
করেন না। এই আমি তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ
সংক্ষেপে ব্রহ্মকুণ্ডমাহাত্ম্য বিবৃত করিলাম। হে
দেবেশি! তুমি অন্য আর কি জানিতে চাও। যে

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যাজ্জিবরাজ্যামুপোষিতঃ । আসীৎ সুদ-
র্শনো রাজা পৃথিব্যামেকরাটু সুধীঃ । ৭ । ধস্তো হি
স ধনাঢ্যশ্চ প্রজাঃ যত্নৈরপালয়ৎ । রাজ্যং তন্ত
সুসম্পন্নং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ । সমৃদ্ধমুদ্বিসংযুক্তং
বিটতস্করবর্জিতম্ । ৮ । তস্মিন্ জনপদে রম্যো পুরী
ভগবতী শুভা । চতুর্দ্বার্যসমায়ুক্তা পুরপ্রাকার-
মণ্ডিতা । ৯ । তস্মিন্ পুরবরে রম্যো রাজ্যং
নিহতকণ্টকম্ । কুরোতি বান্ধবৈঃ সার্কমুদ্বিসুক্তঃ
সুদর্শনঃ । হিরণ্যদন্তস্ত স্নাতো জাতো গান্ধার-
কন্তয়া । ১০ । তন্ত ভাৰ্য্যা প্রিয়া সাক্ষী ভৰ্জব্রত
পরায়ণা । সুনন্দা নামবিখ্যাতা কাশিরাজস্নাতা
শুভা । ১১ । তয়া সার্কং হি রাজেন্দ্রো ভোগান
স বৃদ্ধজে সদা । ভুঞ্জমানস্ত ভোগান্ বৈ চিরকালো
গতস্তদা । ১২ । অকরোৎ স মহাযজ্ঞান দদৌ
দানানি ভূরিশঃ । এবং কালো গতস্তন্ত ভাৰ্য্যয়া
সহ সূত্রতে । ১৩ । কদাচিন্মাঘমাসে তু শিব-
রাজ্যাঃ বরাননে । সস্মার পূৰ্বজাতিং স ভাৰ্য্যামাহুয়
চাত্রতীৎ । ১৪ । সুদর্শন উবাচ । শিবরাজি-

ব্রতং দেবি ময়া কার্য্যং বরাননে । ব্রতস্তান্ত
প্রভাবেন প্রাপ্তং রাজ্যং ময়া কিল । ১৫ । রাজ্য-
বাচ । মহান্ প্রভাবে রাজেন্দ্র এবমুক্তং ব্রুয়া মম ।
এতন্মৈ কারণং ক্রটি আশ্চর্য্যং হৃদি বর্ততে । ১৬ ।
রাজোবাচ । শৃণু তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং শিবরাজিমুপো-
ষণাৎ । তস্মিন্ শিবপুরে রম্যে স্বৰ্গধারে স্নশো-
ভনে । ১৭ । আদিতীর্থে প্রভাসে তু কাম্যক্ষে-
তীর্থ উত্তমে । ১৮ । ঋদ্ধিযুক্তে পুরে তস্মিন্মিত্যং
ধৰ্ম্মানুসেবিতৈ । শিবরাজ্যাং গতৌ রাজি তিথীন-
মুত্তমা তিথিঃ । ১৯ । মানবাস্তজ যে কেচিৎ পুররাষ্ট্রনি-
বাসিনঃ । তত্রাগতা বরারোহে শিবরাজ্যামুপো-
ষিতুম্ । ২০ । ধননামা বণিক্শ্চিহ্নত্বৈব বসতে
সদা । ধনাঢ্যঃ স তু ধৰ্ম্মাত্মা সদা ধৰ্ম্মপরায়ণঃ । ২১ ।
স ভাৰ্য্যাসহিতস্তত্র শিবরাজিমুপোষিতঃ । তন্ত
ভাৰ্য্যাভবৎসাক্ষী রূপযোবনসংবৃত্তা । ২২ । প্রচ-
লম্বেখলাহারা সৰ্ব্বভরণভূষিতা । স তয়া ভাৰ্য্যয়া
সার্কং কাম্যক্রোধবিবর্জিতঃ । ২৩ । প্রভাসস্তাশ্রতো
ভূত্বা স্নাতঃ শুক্লাবরঃ শুচিঃ । যথোক্তেন বিধানেন
ভক্ত্যা নিদ্রাবিবর্জিতঃ । ২৪ । তত্রাহঃ চৌররূপেণ
পাপঃ স্তৈস্তং সমাশ্রিতঃ । স চ্ছদ্রাগাং কুলে জাতো

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে শতজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্তি
লাভ করে, তুমি সেই পাপপ্রণাশিনী মহাপুণ্য কথ্য
শ্রবণ কর । পৃথিবীতে সুদর্শন নামে এক রাজা
ছিলেন । তিনি সম্রাট, সুধী, ধন্য, ও ধনাঢ্য
ছিলেন । তিনি যত্নসহকারে প্রজা পালন করি-
তেন । তাঁহার সুখসম্পন্ন রাজ্য ব্রাহ্মণগণে পরি-
শোভিত ছিল । তাঁহার সেই সমৃদ্ধ রাজ্যে বিট-
তস্কর ছিল না । তাঁহার রাজধানীর নাম ভগবতী ।
এই ভগবতী পুরী শোভনীয়, চতুর্দ্বার্যসমায়ুক্তা ও
পুরপ্রাকারমণ্ডিতা ছিল । নৃপতি সুদর্শন বান্ধব-
গণের সহিত এই সমৃদ্ধ পুরীতে নিকটকে রাজ্য
করিতেন । তিনি হিরণ্যদন্তের স্নাত ছিলেন এবং
গান্ধার কন্তায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তাঁহার প্রিয়া
ভাৰ্য্যা—সাক্ষী ও ভৰ্জব্রত পরায়ণা ছিলেন । তাঁহার
নাম ছিল সুনন্দা । তিনি কাশীরাজের হুহিতা
ছিলেন । তাঁহার সহিত রাজা সুদর্শন বহু ভোগ
উপভোগ করিয়াছিলেন । এইরূপে তাঁহাদের
সুচির কাল অতিবাহিত হইয়াছিল । একদা তিনি
এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভূরিদান প্রদান
করেন । হে সূত্রতে ! এই ভাবে তাঁহার কালা-
তিপাত হইতে থাকিলে কদাচিৎ মাঘমাসে শিব-
রাজি আগমন করিলে তিনি পূৰ্বজাতি স্মরণ করিয়া
রাজ্যীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—অগ্নি বরা-

ননে ! আমি শিবরাজিব্রত করিব । এই ব্রত
প্রভাবেই আমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । রাজ্যী
বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! আপনি যাহা বলিলেন,
ইহাত মহান্ প্রভাবই বটে । আপনি ইহার কারণ
বলুন, আমি চমৎকৃত হইয়াছি । রাজা বলিলেন,—
হে দেবি ! তীর্থমাহাত্ম্য ও শিবরাজি উপবাসের
কথ্য শ্রবণ কর । একদা আমি উত্তম তীর্থ শিব-
রাজিতে রম্য শিবপুর, স্বৰ্গধার, স্নশোভন, আদ-
তীর্থ, উত্তম কার্যকতীর্থ, ঋদ্ধিযুক্ত ধৰ্ম্মানুসেবিত
প্রভাসক্ষেত্রে গমন করি । আরও পুররাষ্ট্রনিবাসী
বহু মানব শিবরাজিতে উপবাস দিব্য নিমিত্ত ঐ
স্থানে আগমন করে । ধন নামক এক বণিক্ ঐ
তীর্থক্ষেত্রে নিত্য বাস করিত । সে ধনাঢ্য, ধার্মিক
ও ধৰ্ম্মপরায়ণ ছিল । সেও ভাৰ্য্যার সহিত শিব-
রাজির উপবাস করিয়াছিল । বণিক্পত্নী সাক্ষী,
রূপযোবনশালিনী, চকল-মেখলাহারা, ও সৰ্ব্বভরণ-
ভূষিতা ছিল । বণিক্ কাম্যক্রোধবিবর্জিত হইয়া
ভাৰ্য্যার সহিত ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্নান করত
শুক্লাবর ধারণপূর্বক শুচিভাবে যথোক্ত বিধানে
ভক্তির সহিত জাগরণ করিতে লাগিল ।
আর পাপাত্মা আমি ঐস্থানে চৌর্য্য অবলম্বন

দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্বকর্ম্মানুসংযোগাধি-
কর্ম্মণি রতঃ সদা । তস্মাৎ রাজ্যামহং তত্র জন-
মধ্যে তু সংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ কুণ্ডলীনঃ স্থিতস্তত্র
রজ্জাপেক্ষী বরাননে । বণিজস্তস্ত ভাৰ্য্যায়াছিদ্রা-
বেষণতৎপরঃ ॥ ২৭ ॥ সা রাজির্জাগ্রতস্তস্ত গতা মে
বিজনে তথা । গীতনৃত্যাদিনির্ঘোষৈর্বেদমঙ্গল-
পাঠকৈঃ ॥ ২৮ ॥ তালশব্দৈস্তথা বটৈঃ পুষ্পকানাক
বাচকৈঃ । এবং রাজ্যাস্ত শেষায়াং যাবন্তি তি তত্র
বৈ ॥ ২৯ ॥ নিরোধেন সমাযুক্তা পীড়্যমানা শুচি-
শ্রিতা । ধনিভাৰ্য্যা নিরোধার্থা দেবাগারাবহির্গতা ॥
৩০ ॥ তস্মাৎ কণৌ ত্রোটয়িত্বা পুপ্পবেহং জলে
স্থিতঃ । ততঃ কোলাহলস্তত্র কৃতস্তৎপুরবাসিভিঃ ॥
৩১ ॥ ঋত্বা কোলাহলং শব্দং কর্ণত্রোটনজং তদা ।
ধাবিতা রক্ষকাস্তত্র রাজশাসনকারকাঃ ॥ ৩২ ॥
তৈরহং শস্ত্রহস্তৈশ্চ উদ্ধাহস্তৈঃ সমস্ততঃ । নিরী-
ক্ষিতোহহং ন প্রাপ্তং সুবর্ণং মনুখে স্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ ছিদ্ৰা নীৰ্ঘং তদা মম । উদ্ধা-
হস্তা নিরীক্ষন্তো নাপশ্চন্ স্বর্ণমথপি ॥ ৩৪ ॥ হিদ্মা
মাং তে গতাঃ সর্ষে গত্বা রাজে স্তবেদয়ন্ । ন

করিয়া অবস্থান করিতাম । আমি তথায় সং-
শুদ্ধের গৃহে জন্মিয়াছিলাম । দেবব্রাহ্মণের পূজা
আমাদের ধর্ম্ম ছিল । পূর্বজন্মের কর্ম্মদোষে আমি
সকলদা বিকর্ম্মস্থ হইয়াছিলাম । শিবরাত্রির দিন
আমি রজ্জাপেক্ষী হইয়া জলে কুণ্ডলীন হইয়া বাস
করিতে লাগিলাম । আমি ঐ ভাবে থাকিয়া বণিক্-
পত্নীর ছিদ্ৰ অবেষণে তৎপর रहিলাম । জাগ-
রিত অবস্থায় আমার রাত্রি প্রভাত হইল । প্রভাতে
গীত-নৃত্যাদিনির্ঘোষ, বেদমঙ্গলপাঠ, তালশব্দ ও
পুষ্পকপাঠ হইতে লাগিল । এই সময় জনতায়
পীড়্যমান হইয়া শুচিশ্রিতা বণিক্ভাৰ্য্যা নিরোধার্থা
হইয়া যেমন দেবগৃহ হইতে বাহিরে আসিবে,
অমনি আমি তাহার কর্ণ ত্রোটিত করিয়া জলে
সম্ভরণ দিতে লাগিলাম । পুরবাসী জনগণ
তখন কোলাহল করিয়া উঠিল । কোলাহল
শ্রবণ করিয়া রাজ্য শাসক রক্ষগণ ধাবিত
হইল । তাহারা শস্ত্র ও উদ্ধা হস্তে করিয়া
ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে আমাকে
নিরীক্ষণ করিল । কিন্তু তাহারা সুবর্ণ, প্রাপ্ত
হইল না,—সুবর্ণ আমি মুখে রাখিয়াছিলাম ।
তাহারা তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক ছেদন
করিয়া উদ্ধাঘাতা নিরীক্ষণ করত বিন্দুমাত্রও স্বর্ণ

কিঞ্চিৎ সন্মাপ্তং হতোহস্মাভিষ্চ তৎকণাৎ ॥ ৩৫ ॥
কথয়িত্বা তু তে সর্ষে যথাদেশং গতাঃ পুনঃ । ততো
বৈ বন্ধুনা তত্র ভয়ভীতেন চেতসা ॥ ৩৬ ॥ নিখাতং
মম তত্রৈব শিরঃ কায়েন সংযুতম্ । খাতং কৃৎবা
প্রিয়ে তত্র ব্রহ্মতীর্থস্ত চোত্তরে ॥ ৩৭ ॥ শিহিতো-
হহং তু তত্রৈব প্রভাসে তীর্থ উত্তমে । শিবরাত্রি-
প্রভাবেন তজ্জাতিস্মরতাং গতঃ ॥ ৩৮ ॥ রাজ্যং
নিকণ্টকং প্রাপ্তং সমৃদ্ধং বরবর্ণিনি । এতৎ প্রভাস-
মাহাস্ম্যঃ শিবরাত্রেকপোষণাৎ । এতৎকলং ময়া লকং
গত্বা তস্মাদুপোষয়ে ॥ ৩৯ ॥ রাজ্যুবাচ । গচ্ছাবস্তত্র
যত্রৈব কপালং পতিতং তব । ফোটিতে চ কপালে
চ হিরণ্যং দৃষ্টতে যদি । প্রত্যয়ো মে ভবেৎ পশ্চান্তব
বাক্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ রাজৌবাচ । কল্পং হি
তিষ্ঠতে চান্ধ্র যাবজ্জুমিবিপর্য্যয়ঃ । উত্তিষ্ঠ ব্রজ
ভদ্রং তে প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ তস্মাৎ
তদ্বচনং ঋত্বা যদাভ্যঃ সমুদীরিতম্ । ঋমনায় মতিং
যত্রে শিবরাত্র্যা উপোষণে ॥ ৪২ ॥ ততোহনৈ-

পাইল না । তখন তাহারা আমাকে পরিত্যাগ
করিয়া রাজসমীপে উপাশ্রিত হইয়া নিবেদন করিল
যে, আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কিছুই পাই-
লাম না, তাহাকে তৎকণাৎ নিহত করিয়াছি ।
রাজসান্নিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহারা
যথানিদিষ্ট স্থানে গমন করিল । এদিকে তখন
আমার এক বন্ধু আমার খণ্ডিত মস্তক দেহে
যোজিত করিয়া ভয়ে ভয়ে আমাকে ঐ প্রভাসক্ষেত্রে
ব্রহ্মতীর্থের উত্তরে নিখাত করিল । আমি ঐ
উত্তমতীর্থ প্রভাসে মুক্তিকাচ্ছাদিত रहিলাম ।
পরে আমি শিবরাত্রিপ্রভাবে জাতিস্মরণ ও
নিকণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করিলাম । হে বরবর্ণিনি !
এই প্রভাসক্ষেত্রে শিবরাত্রি উপবাসের আমি
এই কল লাভ করিয়াছি । এজন্ত আমি ঐ স্থানে
যাইয়া উপবাস করিব ॥ ৩৯—৪২ ॥ রাজী বলিলেন,
—হে রাজন্ ! যেখানে আপনার কপাল পতিত
আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করিব । সম্ভবত আপ-
নার কপাল ক্ষুটিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থানে হিরণ্য
দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে । হিরণ্য দেখিতে
পাইলে তবে আপনার বাক্যে আমার প্রত্যয়
জন্মিবে, সংশয় নাই । রাজা বলিলেন,—কল্পকাল
পর্য্যন্ত যাবৎ না জুমিবিপর্য্যয় হয়, তাবৎ ঐ অস্থি
বিদ্যমান থাকবে । তোমার মঙ্গল হোক, উখিত
হও, উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে চল । রাজকথিত উক্ত

জীবনৈবুক্রং রবং হেমবিভূষিতম্ । অশ্বর সহ পত্নাঃ ।
৫ প্রভাসং ক্ষেত্রেমুদ্রিতম্ । ৭৩ । ত্রতং কৃৎস্না
প্রভাসে তু যথোক্তং বরবর্ণিনি । ব্রহ্মতীর্থে সমা-
গত্য উদ্ধৃগ্য সকলং ততঃ । ৪৪ । হিরণ্যং দর্শয়-
মাস ফোটিষিত্বা শবং স্বয়ম্ । ৪৫ । ঈশ্বর উবাচ ।
জাতসম্প্রত্যয়া ভাৰ্য্যা তস্তা রাত্নো বভূব হ । জগম
পরমং স্থানং যত্র কল্যাণমুত্তমম্ । ৪৬ । জনোহপি
বিস্মিতঃ সর্বো দৃষ্ট্বা চিত্রং তদদ্ভুতম্ । ৪৭ । নদী
চিত্র পথানাম তত্রোৎপন্ন বরাননে । চিত্রাদিত্যস্ত
পূৰ্ণেণ ব্রহ্মতীর্থস্ত চোত্তরে । ৪৮ । তস্তাং তন্তিষ্ঠতে
তত্রসৰ্পপাপপ্রণাশনম্ । ৪৯ । শ্রাবণে মাসি সম্প্রাপ্তে
তস্মিন্ কূপে বিধানতঃ । যঃ শ্রানং কুরুতে দেবি
শ্রাদ্ধং তত্র বিশেষতঃ । ৫০ । চিত্রাদিত্যস্ত সম্পূজ্য
শিবলোকে মহীয়তে । ৫১ । এতন্তে কথিতং সৰ্বং
শিবরাজ্যা মহৎ কলম্ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং
সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ । ৫২ । যঃ ইদং পঠতে নিত্যং
শৃণুয়াদ্যপি মানবঃ । সৰ্পপাপবির্নির্মুক্তো কদলোকে
মহী যতে । ৫৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে কুণ্ডলকূপমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৪৮ ।

প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্যী শিবরাজ্যের উপ-
বাস উপলক্ষে প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত
হইলেন । তখন রাজ্যী রাজ্যীর সহিত হেমবিভূষিত
জবন তুঙ্গকুণ্ড রথবরে আরোহণ করিয়া প্রভাস-
ক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন । হে বরবর্ণিনি ! অনন্তর
ভাঁহার। যথোক্ত ব্রতচরণপূৰ্ব্বক প্রভাসে উপনীত
হইয়া ব্রহ্মতীর্থে গমন করত সমাধিহান খনন করিয়া
শবদেহ ফোটিত করিয়া হিরণ্য দর্শন করিলেন ।
ঈশ্বর বালিলেন,—তখন ভাঁহার। ভাৰ্য্যা জাতপ্রত্যয়া
হইলেন । অনন্তর ভাঁহার যথানে উত্তম কল্যাণ
অবাস্তত, সেই পরম স্থানে গমন করিলেন । জন-
গণ ঐ অদ্ভুত চিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল ।
ঐ স্থানে চিত্রাদিত্যের পূৰ্ণে ব্রহ্মতীর্থের উত্তরে
ত্রিপথগানায়ী নদী উৎপন্ন হইল । ঐ নদীতেই
সৰ্প-পাপপ্রণাশন কুণ্ডলকূপতীর্থ বিরাজিত । হে
দেবি ! যে জন শ্রাবণ মাসে চিত্রাদিত্যের পূজা
করিয়া ঐ কূপে বিধিপূৰ্ব্বক শ্রান ও শ্রাদ্ধ করে, সে
শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে । এই আমি
সৰ্পপাপপ্রণাশন ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, পুণ্য, শিব-
রাজ্যমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম । যে ব্যক্তি ই

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি ভৈরবে-
শ্বরমুত্তমম্ । ব্রহ্মকুণ্ডস্ত ঈশানে স্থিতং পাপপ্রণা-
শনম্ । চতুর্ধিক্রুঃ মহাদেবং সংস্থিতং তীর্থরক্ষণে ॥
১ ॥ তত্র শ্রাদ্ধা মহাকুণ্ডে যন্তঃ পূজয়তে নরঃ ।
পঞ্চোপচারবিধিনা ভক্তিমুক্তো যতেল্লিখঃ ॥ ২ ॥
কুলানি যান্ততীতানি ভাবিয়াণি চ যানি বৈ । ত্রা-
য়েৎস নরো দেবি নাত্র কার্য্য বিচারণ ॥ ৩ ॥
ন চাত্র সম্ভবন্তস্ত বিমাণো নৈব জয়তে । বিমানে-
শ্বরেতে নিত্যং দিবাকরমমপ্রভেঃ ॥ ৪ ॥ স্বীসহ-
শ্রৈরুতো নিত্যং ক্রৌড়তে দেববদ্বিবি ॥ ৫ ॥ এত-
ল্লিঙ্গং মহাদেবি চতুর্ধিক্রুঃ মহাপ্রভম্ । দৃষ্ট্বাপি
তদ্বিমুচ্যতে সৰ্পপাপৈশ্ব মানবঃ ॥ ৬ ॥ ১৪৯—১৫০

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং

নামৈকোনপঞ্চাশদধিকশততমো-

হধ্যায়ঃ । ১৪৯ ।

নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সৰ্প-পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া কদলোকে বিহার করিয়া থাকে ।

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৮।

— — —

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
ভৈরবেশ্বরসমীপে গমন করিবে । ব্রহ্মকুণ্ডের
ঈশান কোণে তীর্থরক্ষার ঐ পাপহর চতুর্ধিক্রু
মহাদেব অবস্থিত । তত্রত্য মহাকুণ্ডে শ্রান করিয়া
যে নর ভক্তিমুক্ত ও জিতেল্লিখ হইয়া পঞ্চোপচারে
ভৈরবেশ্বরের পূজা করে, সে তাহার অতীত ভবিষ্য
সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়া থাকে । এ বিষয়ে সন্দেহ
মাত্র নাই । ঐ ব্যক্তির জন্ম-মরণ নাই । সে
নিত্য দিবাকরপ্রভ বিমানে বিচরণ করে এবং
সহস্র সহস্র রমণীজনে পরিবৃত্ত হইয়া নিত্য নিত্য
দেববৎ ক্রৌড়া করিয়া থাকে । হে দেবি ! মানব
এই চতুর্ধিক্রু মহামাহিম লিঙ্গ দর্শন মাতেই সৰ্প-পাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১ ৮।

উনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪৯ ।

— — —

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো ব্রহ্মেশ্বরং গচ্ছেত্তত
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । ব্রহ্মণা স্থাপিতং পূৰ্ণং ব্রহ্মকুণ্ড-
সমীপতঃ । ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং ব্রহ্মমাণং
গণৈশ্ৰম ॥ ১ ॥ তত্র স্নানং চতুর্দশামাবস্থাং বিশে-
ষতঃ । শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিবৎকৃৎ ব্রহ্মেশং পূজয়েন্ততঃ ॥
২ ॥ বিপ্রেভ্যঃ কাঞ্চনং দদ্যাৎপ্রীত্যৈ শঙ্করস্তা
চ ॥ ৩ ॥ এবং কৃৎস্না নরো দেবী লভতে জন্মনঃ
কলম্ । বিপুলং কীর্ত্তিমায়াতি মোদতে ব্রহ্মণা
প্রিয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শিব দক্ষিণে ভাগে তৃতীয়ে
ভৈরবঃ স্থিতঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপে তু সাবিত্র্যা সম্প্রতি-
ষ্ঠিতঃ ॥ ১ ॥ আরাধ্য তত্র দেবেশং দেবানাং প্রপি-
তামহম্ । বয়ন্তক্ষা নিরাহারা তোময়ামাস শঙ্করম্ ॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ লিঙ্গের দক্ষিণ পাশে
ব্রহ্মকুণ্ড-সমীপে পূর্বে ব্রহ্মা যে ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন
করেন,—অনন্তর তীর্থযাত্রী তৎসমীপে গমন
করিবে । ঐ লিঙ্গ ত্রিলোকবিখ্যাত এবং মদায়-
গণসমূহ কর্তৃক পরিরক্ষিত । চতুর্দশী বা অমাব-
স্নায় তত্রত্য কুণ্ডে স্নান করিয়া বিধিমত শ্রাদ্ধ
করিবার পর ব্রহ্মেশ্বরের পূজা করিবে এবং শঙ্ক-
রের স্ত্রীতির নিমিত্ত বিপ্রগণকে কাঞ্চন প্রদান
করিবে । হে দেবি ! নর এইরূপ করিয়া জন্ম-
সাকল্য লাভ করে । তাহার বিপুল কীর্ত্তি হয় ।
সে ব্রহ্মার সহিত বিহার করে । ১—৪ ।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫০ ।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত লিঙ্গের দক্ষিণ
ভাগে ব্রহ্মকুণ্ডের সমীপে সাবিত্রীপ্রতিষ্ঠিত তৃতীয়
ভৈরব অবস্থিত । সেই দেবপ্রপিতামহ দেবে-
শ্বরকে তথায় আরাধনা করিয়া সাবিত্রী বায়ু-

২ ॥ তুষ্টঃ প্রাহেশ্বরো দেবি শঙ্করস্তাং বরাননাম্ ॥
৩ ॥ যোহশ্বিন্ কুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা মল্লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি
পৌর্ণমাস্তাং বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
দাস্তে তস্ত দ্বিবরানিষ্টান্মনসাতীপিতান্ শুভান্ ॥ ৫ ॥
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তো ভবতি পাতকৈঃ । সর্ব-
কামসমৃদ্ধায়া স ভূয়াদৃষভধ্বজঃ ॥ ৬ ॥ ইত্যেবমুक्ता
দেবেশি ততোহন্তর্দ্বানমাগতঃ । সাবিত্রী ব্রহ্মলোকে
তু গতা সংস্থাপ্য শঙ্করম্ ॥ ৭ ॥ ইতি সংক্ষেপ-
প্রোক্তং সাবিত্রীশমহোদয়ম্ । শৃণুধাৎ যন্ত মতিমান্
স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে সাবিত্রীশ্বরভৈরবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তৃতীয়ো ভৈরবঃ প্রোক্তচতুর্থঃ
ভৈরবঃ শৃণু । ব্রহ্মেশাৎপশ্চিমে ভাগে ধনুর্ঘাৎ
ত্রিতয়ে স্থিতম্ ॥ ১ ॥ সর্বপাপপ্রশমনং সর্বকাম-
প্রদং নৃণাম্ । নারদেশ্বরনামানং স্থাপিতং নারদেন

ভোজনে এবং অনাহারে শঙ্করের সন্তোষ উৎপাদন
করেন । শঙ্কর ইহাতে তুষ্ট হইয়া সে বরবর্ণি-
নীকে বলেন,—হে দেবি ! যে নর এই কুণ্ডে স্নান
করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মদীয়
লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহাকে আমি মনোভীষ্ট শুভ
বর সকল প্রদান করিব । সে মহাপাতকী হইলেও
পাতকমুক্ত ও সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ বৃষভ-
ধ্বজরূপ ধারণ করিবে । হে দেবেশি ! শঙ্কর
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হন । সাবিত্রী
শঙ্করলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন ।
এই লিঙ্গের নাম—সাবিত্রীশ্বর । আমি সংক্ষেপে
ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিলাম । মতিমান্ নর ইহা
শ্রবণে পাতকমুক্ত হইয়া থাকে । ১—৮ ।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তৃতীয় ভৈরবের কথা বলা
হইল । অতঃপর চতুর্থ ভৈরবের বিষয় শ্রবণ কর ।
ব্রহ্মেশ্বরের পশ্চিমে তিন ধনু দূরে সর্ব পাপহর
সর্ব কামপ্রদ চতুর্থ ভৈরব অবস্থিত । পূর্বে নারদ

বৈ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মলোকে স্থিতঃ পূৰ্ব্বঃ নারদো ভগ-
বানুখিঃ । তত্র দৃষ্ট্বা মহাবীণাং দিবাং তজ্জ্যযুতৈ-
ৰুতাম্ ॥ ৩ ॥ সরস্বত্যা বিনিৰ্গুণাং ব্রহ্মলোকে
মহাপ্রভাম্ । তেনাসৌ কোতুকাবিষ্টো বাদয়ামাস
তাং তদা ॥ ৪ ॥ তজ্জীভ্যো বাদ্যমানাভ্যো ব্রাহ্মণাঃ
পতিতা ভূবি । সপ্ত স্বরাস্তে বিখ্যাতা মুচ্ছিতাঃ
ষড়্জকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ তান দৃষ্ট্বা দ্বিম্ময়াবিষ্টো মুক্কা
বীণাং প্রযত্নতঃ । পপ্রচ্ছ দেবং ব্রাহ্মণং কিমিদং
কোতুকং বিভো ॥ ৬ ॥ বাদ্যমানাসু তজ্জীব্ পতিতা
ব্রাহ্মণা ভূবি । ক এতে ব্রাহ্মণা দেব কিং মৃত্যু
ইব শেরতে ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । এতে স্বরা মহা-
ভাগ মুচ্ছিতাঃ পতিতা ভূবি । অজ্ঞানবাদনেনৈব
পাপং জাতং তবাধুনা ॥ ৮ ॥ সপ্তব্রাহ্মণবিশ্বংস-
পাতকং তে সমাগতম্ । তস্মাচ্ছীঘ্রং বজ্জ যুনে
প্রভাসং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥ সমারাম্য দেবেশং
সৰ্বপাপবিশুদ্ধয়ে । ইত্যুক্তো নারদস্তত্র সন্তপ্য
চ মুহুৰ্দ্ধৃকঃ ॥ ১০ ॥ কৃৎন্য বিষাদং বহুশঃ প্রভাসং

ইহাকে স্থাপন করেন । এই জন্ত ইনি নারদেশ্বর
নামে অভিহিত । ভগবান্ নারদ ঋষি একদা
ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় দেখি-
লেন, অমৃত তজ্জী-সমবিত্তা মহামহিমাবিত্তা এক দিবা
মহাবীণা সরস্বতী পরিত্যাগ করিয়াছেন । তদর্শনে
তিনি কোতুকাবিষ্ট হইয়া ঐ মহাবীণা বাজাইতে
লাগিলেন । বাদনকালে উহার তজ্জীসমূহ হইতে
কতিপয় ব্রাহ্মণ পতিত হইলেন । এই ব্রাহ্মণেরাই
ষড়্জাদি বিখ্যাত সপ্ত স্বর ও সপ্ত মুচ্ছিতা । নারদ
তদর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সযত্নে বীণা পরিত্যাগ-
পূৰ্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো !
কি এ কোতুকব্যাপার ? আমি তজ্জী বাজাইতে
লাগিলাম, আর তাহা হইতে ব্রাহ্মণগণ ভূতলে
পতিত হইলেন । হে দেব ! কে এই ব্রাহ্মণগণ ?
কেন ইহারা মৃতের জায় গুইয়া আছেন ? ব্রহ্মা
কহিলেন—হে মহাভাগ ! ইহাঁরাই বিখ্যাত সপ্ত
স্বর, মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন ।
অজ্ঞানপূৰ্ব্বক বাজাইয়াছ বলিয়া তোমার অধুনা
পাপসঞ্চয় হইয়াছে । সহজ পাপ নহে, সপ্ত
ব্রাহ্মণবধের পাতক হইয়াছে । অতএব মূনে !
শীঘ্র প্রভাসক্ষেত্রে গমন কর । সেখানে গিয়া সৰ্ব
পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত দেবদেবের আরাধনা কর ।
ব্রহ্মা এই কথা কহিলে নারদ বারবার অন্তরে সন্তাপ
অনুভব করিয়া বিষাদসহকারে প্রভাসক্ষেত্রে আগ-

ক্ষেত্রমাগতঃ । তত্রৈব ব্রহ্মকুণ্ডং তু সমা-
সাদ্য প্রযত্নতঃ ॥ ১১ ॥ তৈরবং পূজয়ামাস
দিব্যাদানাং শতং প্রিয়ে । ততো নিকম্যযো ভূত্বা
গীতজ্ঞশ্চাভবত্তথা ॥ ১২ ॥ ততঃ প্রভৃতি তল্লিঙ্গং
নারদেশ্বরতৈরবম্ । খ্যাতং লোকে মহাদেবি
সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৩ ॥ অজ্ঞানাদায়দ্যম্
বীণাকৈব তথা স্বরান । স তৎপাতকশুদ্ধার্থং তত্র
গচ্ছন্নহেশ্বরী ॥ ১৪ ॥ মাঘে মাসি জিতাহার-
স্বিকালং যোহর্চয়েত্ততঃ । নারদেশং তৈরবং স
স্বর্গরাম্যমনোহরঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম দ্বিগুণাশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫২ ॥

ত্রিগুণাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি হিরণ্যেশ্বর-
মুত্তমম্ । ব্রহ্মকুণ্ডস্থ বায়ব্যে ধনুবাং দ্বিতয়ে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ সৰ্বপাপপ্রশমনং দারিদ্ৰ্যোঘবিনা-
শনম্ । কৃতস্মরাচ্চ পরতো হৃদিতীর্থীচ্চ পূৰ্ব্বতঃ
২ ॥ যমেস্মরাচ্চ নৈখার্ভ্যে সমুদ্রেশ্চোত্তরে তথা ।

মন করিলেন । প্রিয়ে ! তথায় আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে
অতীব যত্নসহকারে দিবা শত বর্ষ যাবৎ নারদ
তৈরবের পূজা করিলেন । পূজাকালে তিনি নিম্পাপ
ও গীতজ্ঞ হইলেন । তখন হইতে ঐ লিঙ্গ নারদে-
শ্বর নামে জগতে বিখ্যাতি লাভ করিল । হে দেবি !
যেজন অজ্ঞান বীণাবাদন করে, সে পাতকশুদ্ধির
নিমিত্ত ঐ স্থানে গমন করিবে । মাঘমাসে জিতা-
হার হইয়া যেনর কালজয় নারদেশ তৈরবের
অর্চনা করে, সে অস্ত্রে স্বর্গে গিয়া সুরাসুন্দরীগণের
মনোহরণ করিয়া থাকে । ১—১৫ ।

দ্বিগুণাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫২ ।

ত্রিগুণাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
হিরণ্যেশ্বর সমীপে গমন করিবে । ব্রহ্মকুণ্ডের
বায়ুকোণে হই ধনু দূরে এই সৰ্বপাপহর নিখিল
দারিদ্ৰ্যনাশন দেব অবস্থিত । ইহা কৃতস্মরের
পশ্চিমে, অগ্নিতীর্থের পূর্বে, সোমেশ্বরের নৈখার্ভ্যে
ও সমুদ্রের উত্তরাংশে বিরাজমান । ঐ লিঙ্গের

তস্ত লিঙ্গস্ত প্রাগ্ভাগে ব্রহ্মা তেপে মহন্তঃ। আরা-
ধয়ামাস তদা দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩ ॥ ততঃস্থ্যৌ
মহাদেবৌ ব্রহ্মন্ ক্রুহি বরো যম ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ।
যদি তুষ্টৌহসি মে দেব যাক্ষয়ামীতি মে মতিঃ।
স্থানঞ্চ যহান্নশাপুণ্যং তন্মমাখ্যাতুমহসি ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। কৃতস্মরাদ্ ব্রহ্মকুণ্ডঃ যমেশাং সাগর্যাবধি।
এতদন্তরমাসাদ্য পান্ধি চাপি বিয়ুচাতে ॥ ৬ ॥
বহেষ্টিষুবতী তত্র সদা পুণ্যাত্মনাং নৃণাম্। যত্র
তত্র কুরু বিভো মনসা ত্রে যথেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা ব্রহ্মা প্রারেভে যজ্ঞমুক্তমম্ ॥ ৮ ॥
ততো ভাগাধিনো দেবা ইন্দ্রাদ্যস্তত্র চাগতাঃ।
ঋষয়ো ভাগকামাস্ত সর্ষে তত্র সমাগতাঃ ॥ ৯ ॥
ততো যজ্ঞাগতেভ্যঃ স দক্ষিণামদদাৎ পুনঃ। ততো-
হথ দক্ষিণা কীণা দৌয়মানা যশস্বিনি ॥ ১০ ॥ ততো
ব্রহ্মা বহুদ্বিষো দধৌ বৈ মনসা তদা। বন্ধাঞ্জলি-
পুটৌ ভূবা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ ভগবন্ বৈ
বিরূপাক্ষ ক্রতুর্নৈব সমাপ্যতে। দক্ষিণাহিত্যতো
দেব ন যাতি পরিপূর্ণতাম্ ॥ ১২ ॥ দক্ষিণাসহিতা
সর্ষে যথা যাতি তথা কুরু। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা

পূর্বভাগে ব্রহ্মা মহাপতন্তা করিয়াছিলেন। তিনি
ত্রিলোচন দেবদেবকে আরাধনা করিলে, তিনি তুষ্ট
হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমার নিকট বর গ্রহণ
কর। ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব! যদি তুষ্ট হইয়া
পাওকেন, তবে ইচ্ছা—আমি একটি যজ্ঞ করিব;
সেই যজ্ঞের যাচা মহাপুণ্য স্থান হয়, তাহা আপনি
বলুন। ঈশ্বর কহিলেন—কৃতস্মর হইতে ব্রহ্মকুণ্ড ও
যমেশ্বর হইতে সাগর পর্য্যন্ত যে ভূভাগ আছে,
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পাণিষ্ঠও মুক্ত হইয়া
থাকে। তথায় পুণ্যাত্মা নরগণের জন্ত 'ববুবতী'
নদী সদা প্রবাহিতা হইতেছেন। হে ব্রহ্মন্!
আপনি উহার যে কোন স্থানে ইষ্ট যজ্ঞ সম্পাদন
করুন। মহাদেব এই কথা কহিলে ব্রহ্মা তখন
সেই স্থানে এক উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন
অনন্তর ভাগাধী ইন্দ্রাদি দেব ও ঋষিগণ সমাগত
হইলে ব্রহ্মা যজ্ঞাগত ব্যক্তিগণকে দক্ষিণা দিলেন।
কিন্তু তাঁহার সেই দৌয়মান দক্ষিণা যজ্ঞের অল্পপযুক্ত
হইল। অনন্তর ব্রহ্মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মনে
মনে ধ্যান করিলেন এবং বন্ধাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—
হে ভগবন্! বিরূপাক্ষ! দক্ষিণা বিনা আমার যজ্ঞ
সমাপ্ত হইতেছে না, হে দেব! হৌন দক্ষিণায়
যজ্ঞের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় না। অতএব যজ্ঞাগত

কৃত্বা ধ্যানং তদা যম ॥ ১৩ ॥ স্মৃতা সরস্বতী দেবী
দেবানাং হিতকাময়া। আগতা সা মহাপুণ্যা উক্তা
দেবী যম তদা ॥ ১৪ ॥ প ণানেধনিং কীণং
ক্রতুর্নৈব সমাপ্যতে। তস্মাৎ। প্রসাদেন ভব
কাঞ্চনবাহিনী ॥ ১৫ ॥ সরস্বত্যা তঃ শ্রোত উখিতং
পশ্চিমাযুধম্। কাঞ্চনানাস্ত দ্যানি উজ্জিতানি
সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥ কাঞ্চনেন প্রবাহেণ তোয়ং সার-
স্বতং শুভম্। দৈত্যাস্তদনমাসাদ্য অগ্নিতীর্থাবধি
প্রিয়ে। পুরয়ামাস পশ্চৈশ্চ কোটিশ্চ সমস্তভঃ ॥
১৭ ॥ কাঞ্চনানি তু তান্তেব দধা বিপ্রৈর্ দক্ষি-
ণাম্। যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস হৃষ্টো ব্রহ্মা দ্বিজৈঃ সহ ॥
১৮ ॥ শেষাণি যানি পদ্মানি তানি নিঃক্ষিপ্য
ভূতলে। তদুর্দ্ধং স্থাপয়ামাস লিঙ্গং তু কনকে-
শ্বরম্ ॥ ১৯ ॥ তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য সর্ষদেব-
নমস্কৃতম্। ঋষিভ্যো দক্ষিণাং প্রাদাদৈকেকস্য যথা-
ক্রমম্। কাঞ্চনানাক্ষ পদ্মানাং প্রত্যেকমযুতং দদৌ ॥
২০ ॥ ততঃ শেষাণি পদ্মানি নিহিতানি ধরাতলে।
ব্রহ্মকুণ্ডস্ত মধ্যো তু নাপুণ্যো লভতে নরঃ ॥ ২১ ॥
তৎকুণ্ডতোয়মদ্যাপি নানাবর্ণং প্রদৃশতে। তত্রাধঃ

ব্যক্তিগণ যাহাতে দক্ষিণা পাইতে পারেন, আপনি
তাগাই করুন। পিতামহের বাক্য শুনিয়া আমি
ধ্যান করিলাম এবং দেবগণের হিতকামনায় সরস্বতী
দেবীকে স্মরণ করিলাম। সেই মহাপাবনৌ দেবী
স্মরণ মাত্র সমাগত হইলে আমি বলিলাম,—পদ্ম-
যোনির ধনক্ষয় বশত যজ্ঞ সমাপ্ত হইতেছে না।
অতএব মৎপ্রসাদে তুমি কাঞ্চনবাহিনী হও। এই
কথার পর সরস্বতীর শ্রোত পশ্চিমাভিমুখে উখিত
হইল। সহস্র সহস্র কাঞ্চন-পদ্ম তাহাতে প্রক্ষুটিত
হইল। প্রিয়ে! দৈত্যাস্তদনের ক্ষেত্র হইতে অগ্নিতীর্থ
পর্য্যন্ত শুভ সারস্বত জল কাঞ্চন প্রবাহে ও কোটি
কোটি কাঞ্চন-পদ্মে পূর্ণ হইল ৷ ১—১৭ ॥ ব্রহ্মা হৃষ্ট
হইয়া সেই সকল কাঞ্চন বিপ্রগণকে দক্ষিণাদানে
যজ্ঞ সমাপন করিলেন। অবশিষ্ট যে সকল কনক-
পদ্ম ছিল, তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি
তিনি কনকেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন।
তথায় সর্ষদেবনমস্কৃত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মা
প্রত্যেক ঋষিকে অযুত অযুত কাঞ্চন পদ্ম দক্ষিণা
স্বরূপ প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট পদ্ম সকল ধরা-
পৃষ্ঠস্থ ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যে রাখিয়া দিলেন। অকৃতপুণ্য
ব্যক্তি হা লাভ করিতে পারে না। স্বর্ণপদ্ম
নিষ্কি হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জল অদ্যাপি

পদ্মসংযোগারোহঃ স্বায়তে কাণ্ডে ২২ । হিরণ্য-
রানি পদ্মানি অধঃ কুহা প্রজাপতিঃ । লিঙ্গমূৰ্দ্ধা
প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ং পূজিতবাস্তদা । হিরণ্যকমলৈ-
দিবোহিরণ্যেশস্ততোহভবৎ ২৩ । সৰ্বপাপ-
প্রশমনং তথা দারিদ্ৰ্যানাশনম্ । দৃষ্ট্বা হিরণ্যয়ে-
শানং সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ২৪ । মাঘমাসে
চতুর্দশীঃ যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ । পূজিতং তেন
সকলং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ২৫ । সৰ্বদানানি
দত্তানি সৰ্বে দেবাশ্চ তোষিতাঃ । ব্রহ্মাণ্ডং তেন দত্তং
শ্রাদ্ধেন তল্লিঙ্গমর্চিতম্ ২৬ । এতন্নগ্না তে কথিতং
স্নেহেন বরবর্ণিনি । ন কন্তুচিন্নয়াধাতং মহা-
গোপ্যং বরাননে ২৭ । য ইদং শৃণুয়াত্ত্বয়া
পঠেৎবা ভক্তিসংযুতঃ । স গচ্ছেদেবলোকং তু
মুক্তঃ সৰ্বৈশ্চ পাতকৈঃ ২৮ । ইতি তে চাতি-
বিধাতাঃ পবিত্রাঃ পঞ্চ ভৈরবাঃ । ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থাঃ
কথিতাস্তব সুন্দরি ২৯ ।

ইতি শ্রীকাল্পে হিরণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫৩ ।

নানাবর্ণ অবলোকিত হয় । পদ্মসংযোগে ঐ
কুণ্ডের অধঃপ্রদেশস্থ জল এখনও স্বর্ণের আয়
প্রতিভাত হয় । প্রজাপতি হিরণ্যয় পদ্ম সকল
নিম্নে রাখিয়া তদুর্দ্ধে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠান্তে স্বয়ং কনকময়
কমলদল দ্বারা উহার পূজা করিয়াছিলেন । এই
জন্ত ঐ লিঙ্গ হিরণ্যক নামে বিখ্যাত হয় । সৰ্ব
পাপহর দারিদ্ৰ্যানাশন হিরণ্যেশ্বরকে দর্শন করিয়া
সৰ্ব পাপ হইতেই মুক্ত হওয়া যায় । মাঘমাসের
চতুর্দশী দিনে যে নর ঐ লিঙ্গ পূজা করে, তাহার
চরাচর সকল ব্রহ্মাণ্ডেরই অর্চনা করা হয়, সৰ্বদেয়
বস্তু প্রদান করা হয়; সৰ্বদেবের পরিতোষ করা
হয়; অধিক কি, লিঙ্গপূজক ব্যক্তির এই নিখিল
ব্রহ্মাণ্ডদানেরই ফল হয় । হে দেবি! তোমাকে
ভালবাস, তাই ইহা বলিলাম । এই মহাগোপ্য
বিষয় আমি আর অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ
করি নাই । যে নর ভক্তিয়ুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা
পাঠ করে, তাহার দেবলোকে গতি হয়; সপাতক
দূরে যায় । হে দেবি! এই আমি ব্রহ্মকুণ্ডসমীপস্থ
অতি বিখ্যাত পবিত্র পঞ্চ ভৈরবের কথা কীর্তন
করিলাম । ১৮—২৯ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৩ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি লিঙ্গং
পাপবিমোচনম্ । হিরণ্যেশ্বরবায়ব্যে ধনুঃখণ্ডে ত্রিতয়ে
স্থিতম্ ১ । পাপস্বঃ সৰ্বজন্তুনাং দর্শনাৎ স্পর্শনা-
দপি । আদ্যাং লিঙ্গং মহাদেবি গায়ত্র্যা সম্প্রতিষ্ঠি-
তম্ ২ । তল্লিঙ্গং সমস্তপ্রাপ্য গায়ত্রীং জপতে তু
যঃ । ব্রাহ্মণস্ত শুচির্ভূত্বা মূচ্যতে দ্ব্যুপরিগ্রহাৎ ৩
জ্যৈষ্ঠম্ পূর্ণিমায়াম্ তু দম্পতী যন্ত ভোজয়েৎ
পরিধাপ্য যথাশক্ত্যা দৌর্ভাগৈর্গায়ত্রে নরঃ ৪
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ পৌর্ণমাস্যাম্ তু যোহর্চয়েৎ
ব্রাহ্মণাং জায়তে তস্ত সপ্ত জন্মানি সুন্দরি ৫
ইত্যেবং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
ব্রহ্মকুণ্ডপ্রসাদেন সারাসারতরং শ্রিয়ে ৬ ।

ইতি শ্রীকাল্পে গায়ত্রীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ১৫৪ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর পাপ-
মোচন লিঙ্গের নিকট গমন করিবে । হিরণ্যে-
শ্বরের বায়ুকোণে তিন ধনু বাবধানে এই আদ্য
লিঙ্গ অবস্থিত । ইহা দর্শন ও স্পর্শন মাছেই জীব-
গণের পাপহরণ করে । স্বয়ং গায়ত্রী দেবী এই
আদি লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই লিঙ্গ
সমীপে গমন করিয়া যে ব্রাহ্মণ শুচিতাবে গায়-
ত্রী জপ করেন, তিনি সমস্ত দ্ব্যুপরিগ্রহ-দোষ হইতে
মুক্ত হন । এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যে নর
দম্পতীকে বসন-ভূষণ প্রদান করিয়া যথাশক্তি
ভোজন করায়, তাহাকে আর দুর্ভাগ্য ভোগ
করিতে হয় না! যে নর পূর্ণিমায় গন্ধপুষ্পের
উপহার দিয়া লিঙ্গার্চনা করে, হে সুন্দরি! সপ্তজন্ম
তাহার ব্রহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ থাকে । দেবি! এই আমি
পাপহর মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ব্রহ্মকুণ্ডের
প্রসাদে ইহা সারাসারতর হইয়াছে । ১—৬

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি রত্নেশ্বর-
মহুত্তমম্ । তত্র তপ্ত্বা তপো দেবি বিষ্ণুনা প্রভ-
বিষ্ণুনা । স্থাপিতং তত্র তল্লিঙ্গং সৰ্বকামপ্রদং
প্রিয়ে ॥ ১ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যন্তং পূজয়তে
সদা । সৰ্বোপচারৈর্ভক্ত্যা স প্রাপ্নুয়াদৌষিতং ফলম্ ॥
২ ॥ অত্র কৃতা তপো ঘোরং কৃষ্ণেনামিততেজসা ।
প্রাপ্তং সুদর্শনং চক্রে সৰ্বদৈত্যাস্তকারকম্ ॥ ৩ ॥ এতৎ
স্থানং মহাদেবি সদা প্রিয়তরং মম । বসামি তত্র
দেবেশি প্রলয়েহপি ন সন্ত্যজে ॥ ৪ ॥ স্মৃতং তদৈ-
শ্বরং ক্ষেত্রং নাত্মা দেবি সুদর্শনম্ । ধবন্তরাণি
যট্টত্রিংশৎ সমস্তাং পরিমণ্ডলম্ ॥ ৫ ॥ এতদন্তর-
মাসাদ্য যে কেচিৎ প্রাণিনোহধমাঃ । মৃত্যুঃ কাল
বশাদেবি তে যাস্তস্তি পরং পদম্ ॥ ৬ ॥ কাঞ্চনং
তত্র গরুড়ং পীতানি বসনানি চ । বিষ্ণুদ্ভিষ্টা যো
দদ্যাৎ স তু যাত্রাকলং লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যাবলম্বনং নাম পঞ্চ-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
রত্নেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণু তপস্তা করিয়া এই স্থানে এই সৰ্ব কামপ্রদ
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন । য নর ব্রহ্মকুণ্ডে
স্নান করিয়া ভক্তিপূৰ্বক সৰ্বোপচার দ্বারা ঐলিঙ্গের
পূজা করে, সে ঐশ্বিত্য ফল লাভ করিয়া থাকে ।
অমিততেজা কৃষ্ণ এই স্থানে ঘোর তপস্তা করিয়া
সৰ্ব দৈত্যাস্তকর সুদর্শন চক্র লাভ করিয়াছিলেন ।
হে দেবি ! এই স্থান আমার নিত্য প্রিয়তর ।
আমি এই স্থানে বাস করি, প্রলয়েও উহা
পরিত্যাগ করি না । এই স্থান সুদর্শন নামে বৈষ্ণব
ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রের পরিমাণ যট্টত্রিংশৎ ধনু ।
এই সীমামধ্যে যে কোন পাপী কালবশে মৃত্যু
প্রাপ্ত হয় । সে পরমপদ লাভ করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু উদ্দেশে কাঞ্চনময় গরুড় ও পীত
বসন দান করে, সে যাত্রাকল লাভ করিয়া
থাকে ॥ ১—৭ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বৈন-
তেয়প্রতিষ্ঠিতম্ । রত্নেশ্বরাদন্তরতো ধনুষাং ত্রিভয়ে
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ বৈনতেয়শ্চ দেবেশি জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রং
তু বৈষ্ণবম্ । লিঙ্গং প্রতিষ্ঠয়ামাস সৰ্বপাপপ্রণাশ-
নম্ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা পঞ্চম্যাং তু
বিধানতঃ । ন বিষং ক্রমতে তস্মৈ সপ্ত জন্মানি
সর্পজম্ ॥ ৩ ॥ পঞ্চায়তেন সংগ্ৰাপ্য পূজয়িত্বা বিধা
নতঃ । প্রাপ্নুয়াৎ সকলং পুণ্যং মোদতে দিবি
দেববৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গরুড়েশ্বরমাহাত্ম্যাবলম্বনং নাম ষট্-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সত্য-
ভামেশ্বরং শুভম্ । রত্নেশ্বরাদক্ষিণে তু ধনুষাত্ত-
রমাস্থিতম্ ॥ ১ ॥ সৰ্বপাপপ্রশমনং স্থাপিতং সত্য-
ভাময়া । কৃষ্ণস্তা কান্তয়া দেবি রূপোদার্যাসমেতয়া ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর বৈ-
নতেয়ের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ রত্নেশ্বরের উত্তরে তিন ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
এ স্থান বৈষ্ণবক্ষেত্র জানিয়া বৈনতেয়ে ঐখানে
সৰ্বপাপনাশন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । যে জন
পঞ্চমীদিনে ভক্তিপূৰ্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করে,
সপ্তজন্ম যাবৎ ঐ ব্যক্তিতে কদাপি সর্পবিষ সংক্রা-
মিত হয় না । পঞ্চায়ত দ্বারা স্নানপূৰ্বক বিধি-
পূৰ্বক ঐ লিঙ্গের পূজা করিলে মানব লিপিল পুণ্য
লাভ করিয়া স্বর্গে দেববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়া
থাকে ॥—৪ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর সত্য-
ভামেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
রত্নেশ্বরের দক্ষিণে কতিপয় ধনু অন্তরে অবস্থিত ।
কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী সত্যভামা এই সৰ্বপাপপ্রশমন লিঙ্গ

২ । গ্রাহ্য তদৈক্যং স্থানং নৃণাং পাতকনাশনম্ ।
৩ । মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াং নারী বা পুরুষোহপিবা ।
যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা স মুক্তঃ পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৪ ॥
দৌর্ভাগ্যদুঃখশোকৈভ্যন্তথা বিদ্বৈঃ ৬ ভুংখিতঃ । মৃত্যুতে
নাত্র সন্দেহঃ সত্যভামাধিতো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সত্যভামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপহাদেবি অনঙ্গ-
শ্বরমুত্তমম্ । রত্নেশ্বরাদগ্রতঃস্থং ধনুযাস্তরমাস্তম্ ॥
১ ॥ স্থাপিতং কামদেবেন তল্লিঙ্গং বিষ্ণুহৃদয়া ।
জাহ্না তদৈক্যং স্থানং কলৌ পাতকনাশনম্ ॥ ২ ॥
তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু কামদেবসমো ভবেৎ । স্বর্গ-
বিদ্যাধর্যগাক জায়তে চিত্তমোহকঃ ॥ ৩ ॥ তন্ত্রা-
ধয়েহপি ন ভবেৎ কুরুপো ভূভগোহপি বা ॥ ৪ ॥
তত্রানঙ্গত্রয়োদশাং ব্রতেন বরবর্ণনি । বিশেষা-
রাধনং তত্র জগদ্রক্ষাকারকম্ ॥ ৫ ॥ শযাদানং

স্থাপন করিয়াছিলেন । এই বৈক্যব স্থান গ্রাহ্য
ব্যক্তির পাতকনাশন । নারী বা পুরুষ যে কেহ
মাঘী পূর্ণিমায় ভক্তিপূৰ্ব্বক এই লিঙ্গের পূজা করিলে
পাতক, দৌর্ভাগ্য, দুঃখ, শোক, ও বিষ হইতে মুক্তি
লাভ করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ; অপিচ
তাহারা সত্যবাদী এবং কান্তি ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া
থাকে । ১—৫ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর অনঙ্গ-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ রত্নেশ্বরের
অগ্রবস্তী এবং তাহার ধনু পরিমিত দূরে অবস্থিত ।
বিষ্ণুহৃদ কামদেব ঐ স্থান বৈক্যবস্থান এবং পাতক-
নাশন জানিয়া ঐ স্থানে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
ছিলেন । ঐ লিঙ্গ দর্শন এবং তাহার পূজা করিয়া
মানবগণ কামদেব সম ও স্বর্গবিদ্যাধরী গণের চিত্ত-
মোহক হয় । অপিচ তাহাদের কুলে কেহ কখন
কুরুপু ও ভূভগ হয় না । ঐ স্থানে অনঙ্গ চতুর্দশী
ব্রত করিয়া বিশেষ আরাধনা করিলে তাহা জগদ্রক্ষ

তু দাতব্যং তন্ন বিপ্রায় শীলিনে । বিশেষাধিষ্ণু-
ভক্তায় সম্যগ্‌যাত্রাকলং লভেৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যোহনঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্য-
নামাষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮ ॥

একোদশকাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপহাদেবি রত্নকুণ্ডমনু-
ভমম্ । রত্নেশ্বাদক্ষিণে ভাগে ধনুযাং সপ্তকে স্থিতম্ ।
মহাপাপোপশমনং বিষ্ণুনা নিশ্চিতং স্বয়ম্ ॥ ১ ॥ অষ্ট-
কোটীশ্ব তীর্থাণি ভূদ্যোহস্তরিক্ষগাণি তু । সমানীয-
তু কুরুশ্চেন তত্র ক্ষিপ্তান ভূরিশঃ ॥ ২ ॥ গণানাং
কোটীরেকা তু তৎকুণ্ডং রক্ষতি শ্রিয়ে । কলৌ
যুগে তু সম্রাণে দুষ্প্রাপ্যমকৃতান্তিভিঃ ॥ ৩ ॥ তত্র
গ্রাহ্য মহাদেবি বিধিদ্ষ্টেন কর্মণা । প্রাধুদ্যদশমে-
ধস্ত কলং শতগুণেত্তমম্ ॥ ৪ ॥ একাদশ্যাং বিশ্বে-
শেণ পিণ্ডং তত্র প্রদাপয়েৎ । অক্ষয়াং তৃপ্তি-
মায়ান্তি পিতরস্তস্য তর্পমনি ॥ ৫ ॥ কুর্যাজ্জাগরণং
তত্র একাদশ্যাং বিধানতঃ । বাহুতং লভতে দেবি

সাক্ষ্যাকারণ হইয়া থাকে । তথায় শ্রীসম্পন্ন
বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শয্যা দান করিলে
সম্যক্‌ যাত্রাকললাভ হয় । ১—৬ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৮ ।

উনবিদ্বাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর অমুত্তম
রত্নকুণ্ডে গমন করিবে । এই তীর্থ রত্নেশ্বরের
দক্ষিণে সপ্তধনু অন্তরে অবস্থিত । এই মহা-
পাপোপশমন তীর্থ বিষ্ণু কর্তৃক নিশ্চিত হইয়াছিল ।
ভগবান্‌ বিষ্ণু ভৌম আস্তরিক্ষ ও স্বর্গীয় অষ্টকোটী
তীর্থ আনয়ন করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন ।
এক কোটিগণ ঐ কুণ্ড রক্ষা করিয়া থাকে । ঐ
কুণ্ড কলিযুগে অকৃতান্ত ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য ।
ঐ স্থানে স্নান করিলে অশ্বমেধ যাগের শতগুণ
অধিক পুণ্য লাভ হয় । যে জন একাদশী তিথিতে
ঐ স্থানে পিণ্ড নিক্ষেপণ করে, তাহার পিতৃগণ
অক্ষয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে । ঐ একাদশী
তিথিতে ঐ স্থানে বিধিপূর্বক জাগরণ করিতে হয় ।
ব্রহ্মপূর্বক জাগরণ অমুষ্ঠিত হইলে বাহুত লাভ

যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দেৱানি পীতবস্ত্রাণি
তথা ধেনুঃ পয়স্বিনী । তত্র বিষ্ণুঃ সমুদ্ভিষ্ট সমাগ্যাজ্ঞা-
কলাপয়ে ॥ ৭ ॥ হেমকুণ্ডং কৃতে প্রোক্তং ত্রেতায়াং
রোপানামকম্ । আপরে চক্রকুণ্ডস্ত রত্নকুণ্ডং কলৌ
স্থতম্ ॥ ৮ ॥ পাতালবাহিনীগঙ্গাশ্রোতাংসি তত্র ভূরিশঃ
সমানীতানি হরীণা তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি ॥ ৯
তত্র স্নানেন দেবেশি সৰ্ব্বতীৰ্থাভিষেচনম্ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রত্নেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৯ ॥

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি রাজ-
ভট্টারকং পরম্ । রেবন্তকং সূর্যাপুংসমগারুঢং মহা-
বলম্ ॥ ১ ॥ সংস্থিতং ক্ষেত্রমধ্যে তু সাবিজ্ঞা নৈঋতে
প্রিয়ে । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সৰ্ব্বাপন্ত্যো
বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং যন্তং পূজয়তে
নরঃ । তস্তাষয়েহপি নো দেবি দরিদ্রো জায়তে
নরঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন তমেবারাধয়েন্মনাক্ ।
নিৰ্ব্বিঘ্নং ক্ষেত্রবাসাৰ্থং রাজা বাহুবলবৃদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে রেবন্তকরাজভট্টারকমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

হইয়া থাকে । বিষ্ণু উদ্দেশে ঐ স্থানে পীত বস্ত্র,
ও পয়স্বিনী ধেনু, দান করিতে হয় । ইহাতে
সম্যক যাজ্ঞাকল পাওয়া যায় । এই কুণ্ডের নাম
সত্যযুগে হেমকুণ্ড, ত্রেতায় রোপ্য কুণ্ড আপরে চক্র-
কুণ্ড এবং কলিযুগে রত্নকুণ্ড । হে দেবি ! ভগবান
হরি ঐ স্থানে পাতাল গঙ্গা আনয়ন করিয়াছেন ।
গঙ্গা ঐ স্থানে বিরাজিত । তথায় স্নান করিলে
সৰ্ব্বতীৰ্থস্নানের কল লাভ হইয়া থাকে । ১—১০ ।

উনষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫৯ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
পরম রাজভট্টারক, সূর্যানন্দন মহাবল রেবন্তক
সমীপে গমন করিবে । এই অগারোহী দেবকে
দেবি সাবিজ্ঞী নৈঋত দিকে ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপন
করিয়াছেন । হে দেবি ! মানব ইহাকে দেখিলে
সৰ্ব্বাপং হইতে বিমুক্ত হয় । রবিবার সপ্তমী
তিথিতে যেন্ন ইহার পূজা কবে, তাহার বংশে

একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি তন্ত
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । ঈর্শানে লক্ষ্মণেশাচ্চ ধনুবাং
ষোড়শে প্রিয়ে ॥ ১ ॥ অনন্তেশ্বরনামানমনন্তেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । নাগরাজেন দেবেশি জ্ঞাহা ক্ষেত্রং
তু পাবনম্ ॥ ২ ॥ যন্ত তং পূজয়েদেবি পঞ্চম্যাং
কান্তনে সিতে । পঞ্চোপচারবিধিনা জিতাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ ন তং দশন্তি কণিনো দশ
বর্ষাণি পঞ্চ চ । বিষং ন ক্রমতে দেবি দেহে স্বচ-
রমেব বা ॥ ৪ ॥ তস্মাস্তং পূজয়েদ্যত্নাৎপঞ্চম্যাং চ
বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ তত্ত্রানন্তরতঃ কার্যং মধুপায়স-
সংযুতম্ । পায়সং মধুসংযুক্তং দেয়ং বিপ্রায় ভোজ-
নম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হনন্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬১ ॥

কেহই আর কখন দরিদ্র হয় না । অতএব নিৰ্ব্বিঘ্নে
ক্ষেত্রবাসার্থ সৰ্বপ্রযত্নে ইহার আরধনা করিবে ।
অশ্বরুদ্ধিকামনায় ভূপতিও ইহার অর্চনা
করিবেন । ১—৪ ।

ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উক্ত
রেবন্তকের দক্ষিণে লক্ষ্মণেশ্বরের ঈর্শানকোণে
ষোড়শদধু দূরে অনন্তেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে । প্রিয়ে ! নাগরাজ অনন্ত এই
ক্ষেত্রের পবিত্রতা বুঝিয়া উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া-
ছিলেন । যে জিতাহার জিতেন্দ্রিয় নর কান্তনের
শুক্লপঞ্চমী তিথিতে ঐ দেবকে পঞ্চোপচার বিধানে
পূজা করে, কণিগণ তাহাকে দংশন করে না ।
তাহার দেহে কোন বিষই সংক্রামিত হয় না ।
অতএব যত্ন করিয়া উক্ত পঞ্চমীতে বিশেষরূপে
তাহার পূজা করিবে । ঐ দিনে মধু-পায়সাদি দ্বারা
অনন্তরত করিবে এবং মধুযুক্ত পায়স প্রদান
করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে । ১—৬ ।

একষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬১ ।

দ্বিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্মাৎ-
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । লক্ষ্মণেশাচ্চ পূর্বস্মিন্ লিঙ্গমষ্ট-
কুলেশ্বরম্ ॥ ১ ॥ সর্বপাপপ্রশমনং মহাবিশ্বপ্রশমনম্ ।
পূজিতং সিদ্ধগন্ধর্বৈবাহিতার্থপ্রদায়কম্ ॥ ২ ॥ যন্তুং
পূজয়তে মর্ত্যঃ কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ । সমুজ্জ্বলঃ
পাতকৈর্ঘোরৈর্নীগলোকে মহীয়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হষ্টকুলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্মাৎ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । নাসত্যেশ্বরনামানং মহাকল্মষ-
নাশনম্ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নাসত্যেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩ ॥

দ্বিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর উক্ত
লিঙ্গের দক্ষিণে লক্ষ্মণেশ্বরের পূর্বে অষ্টকুলেশ্বর নামক
লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সর্বপাপ-
নাশন, মহাব্যবহর, বাহিতার্থদায়ক এবং সিদ্ধগন্ধর্ব-
গণ কর্তৃক পূজিত। যে মর্ত্য কৃষ্ণাষ্টমীতে যথা-
বিধানে ইহার পূজা করে, সে সর্বপাতক হইতে
মুক্ত হইয়া নাগলোকে বিহার করিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥

দ্বিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! পূর্বোক্ত লিঙ্গের
পূর্বদিকে অবস্থিত নাসত্যেশ্বর নামক লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে। ইহার পূজনে মহাপাতক নাশ-
প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

ত্রিষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্মাৎ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । মহাপাপোঘনমনং পূজিতং
সর্বকামদম্ ॥ ১ ॥ অশ্বিনেশ্বরনামানং বহুবাং
পঞ্চকে স্থিতম্ । সর্বরোগপ্রশমনং দৃষ্টং সর্বার্থ-
সাধকম্ ॥ ২ ॥ যে কেচিজ্যোগিনো লোকে ভেষাং
তদ্বৈষজ্ঞং মহৎ । মাঘমাসে দ্বিতীয়ায়াং দর্শনং তত্ত্ব
তুর্লভম্ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ পশ্যেচ্চ তত্ত্বজ্ঞা যদি শ্বেয়ো-
হভিকাজ্জিতম্ । মহাপাপোঘনমনং পূজিতং সর্ব-
কামদম্ ॥ ৪ ॥ ইতি লিঙ্গস্বয়ং দেবি স্বর্ঘ্যপূজ্যপ্রতি-
ষ্ঠিতম্ । তস্মিন্বেব দিনে পশ্যেৎ সংযতাত্মা
নরোত্তমঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অশ্বিনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃষষ্ঠা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪ ॥

তুঃষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
উক্তলিঙ্গের পূর্বদিকে পঞ্চবহু দূরে অবস্থিত
অশ্বিনেশ্বর নামক সর্বরোগহর লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে। এই লিঙ্গের পূজায় মহাপাপরাশি নষ্ট
হয় এবং দর্শনেই সর্বকাম ও সর্বার্থসাধন হয়।
জগতে যে সকল রোগী আছে, মাঘমাসের দ্বিতীয়া-
দিনে এই লিঙ্গ দর্শন, তাহাদের পক্ষে পরম তুর্লভ
মহৌষধি। অতএব যদি শ্বেয়োভিলাষ থাকে,
তবে নর ভক্তি করিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করিবে।
উহার অর্চনায় মহাপাপরাশি নষ্ট হয় ও সর্বকামনা
লাভ হইয়া থাকে, নাসত্যেশ্বর ও অশ্বিনেশ্বর
এই দুই লিঙ্গ স্বর্ঘ্যপূজ্যস্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। সংযতাত্মা
নরবর মাঘমাসের দ্বিতীয়া দিনে এই উভয় লিঙ্গ
দর্শন করিবে। ১—৫ ॥

চতুঃষষ্ঠাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥

পঞ্চমোক্ত্যধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সাবিত্রীঃ
লোকমাতরম্ । মাহাপাপপ্রশমনীং সোমেশাদৌশদিক-
স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ সংযতাত্মা নরঃ পশ্চেক্তত্র তাং
নিয়তান্ববান্ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মণা যষ্টুকামেন সাবিত্রী
সহধর্ম্মিণী । কৃত্বা তাং বলতো জাহ্না গায়ত্রীঃ
কোপমাবিশং ॥ ৩ ॥ ততঃ সন্ত্যজ্য সা দেবী
ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ । সপত্নীয়োবদন্তপ্তা প্রভাসং
ক্ষেত্রমাত্রিতা ॥ ৪ ॥ তপঃ করোতি বিপুলং দেবৈ-
রপি স্নহঃসহম্ । তত্র স্থলে স্থিতা দেবী সাদ্যাপি
প্রিয়দর্শনা ॥ ৫ ॥ জীনেবুবাচ । কিমর্থঃ সা পরি-
তাক্রা সাবিত্রী ব্রহ্মণা পুরা । গায়ত্রী চ কথং প্রাপ্তা
কেন চাস্ত্র নিবেদিতা ॥ ৬ ॥ কৌদূশীং তাক্র সাবিত্রীং
লব্ধবান্ পদ্মসম্ভবঃ । যন্তাং পত্নীং সমুৎসজ্য
তস্তামেব মনো দধৌ ॥ ৭ ॥ কস্ত সা তৃহিতা দেব
কিমর্থকং বিবাহিতা । এতন্মে কোতুকং সন্মঃ
যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ৮ ॥ ঐশ্বর উবাচ শ্রু দেবি
প্রবক্ষ্যামি সাবিত্রীাক্রি়তঃ মহৎ । যথা সা ক্ষণা
তাক্রা গায়ত্রী চ বিবাহিতা ॥ ৯ ॥ পুরা বৃদ্ধিঃ

পঞ্চমোক্ত্যধিক শততম অধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর মহাপাপ-
নাশিনী লোকমাতা সাবিত্রীদমপে গমন করিবে ।
এই দেবী সোমেশ্বরের ঐশানকোণে অবস্থিতা ।
সংযতাত্মা নর তাঁহাকে তথায় অবগুহই দর্শন
করিবে । যজ্ঞকামী ব্রহ্মা গায়ত্রীকে সহধর্ম্মিণী
করিয়াছিলেন । তাহাতে সাবিত্রীর ক্রোধ হয় ।
সাবিত্রী কমলযোনিকে পরিত্যাগ করিয়া সপত্নীয়োষে
সম্ভ্রমমনে প্রভাসক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন ।
প্রভাসে থাকিয়া সেই প্রিয়দর্শনা দেবী দেবহঃসহ
বিপুল তপস্তা করিতে লাগিলেন । দেবী কহি-
লেন,—ব্রহ্মা সাবিত্রীকে কিজন্ত পূর্বে পরিত্যাগ
করেন ? গায়ত্রীকেই বা কিরূপে লাভ করিয়া-
ছিলেন ? পরে আবার কাহার নিকটই বা সাবিত্রী
গায়ত্রীগ্রহণ সংবাদ প্রাপ্ত হন । পদ্মজন্মা সাবিত্রীকে
পরিত্যাগপূর্ব্বক যে গায়ত্রীকে লাভ করিয়া তাঁহা-
তেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রী পত্নী
তাঁহার কৌদূশী ? তিনি কাহার তৃহিতা ? কিজন্ত
বিবাহিতা ? এই কৌতুককর জ্ঞাতব্য বিষয় আমার
নিকট যথাবৎ বর্ণন করুন । ঐশ্বর কহিলেন,—
শুন দেবি ! যেরূপে ব্রহ্মা সাবিত্রীকে ত্যাগ করিয়া

সমুৎপন্ন ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ । ইতি বেদা যয়া
ব্রোক্তা যজ্ঞার্থং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ যজ্ঞেঃ সন্তু-
র্পিতা দেবা বৃষ্টিং দাস্ত্যস্তি ভূ নলে । ততশ্চৌষধয়ঃ
সন্না ভাবিষ্যন্তি ধরাতলে ॥ ১১ ॥ তস্মাৎ সজায়তে
শুক্রঃ শুক্রাৎ সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে । সৃষ্টার্থং সন্ম-
লোকানাং ততো যজ্ঞঃ করোমাহম্ ॥ ১২ ॥ দৃষ্টা
মাং যজ্ঞ আসক্তং যে চ বিপ্রা ধরাতলে । তে
যজ্ঞান প্রচরিষ্যন্তি শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥
এবং স নিশ্চয়ঃ কৃত্বা যজ্ঞার্থং সুরমুন্দরি । তীর্থং
নিবেশয়ানাস পুংকরং নাম নামতঃ ॥ ১৪ ॥ যজ্ঞবাটো
মহাঃশুভ্র আসীতশ্চ মহান্বনঃ । তত্র দেবর্ষয়ঃ সর্কে
দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৫ ॥ সমাযাতা মহাদেবি
যজ্ঞে পৈতামহে তদা । পুণ্ড্রাহুহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা-
শুভ্রবিজঃ প্রজাজ্ঞরে ॥ ১৬ ॥ সাবিত্রী লোকজন্মণী
পত্নী তস্ত মহান্বনঃ । গৃহকাৰ্য্যো সমাসক্তা দৌক্ষা-
কালব্যাতক্রমাৎ । অধর্ষুণা সমাহতা সাবিত্রী
ব্যাক্যমববীৎ ॥ ১৭ ॥ সাবিত্রীবাচ । অদ্যাপি ন
কৃতো বেনৌ ন গৃহে গৃহমণ্ডনম্ । লক্ষ্মীর্নাদ্যাপি
সম্প্রাপ্তা ন ভবানী ন জাহবী ॥ ১৮ ॥ ন স্বাহা ন

গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সাবিত্রীর
যাহা মহনীয় চরিত্র, তাহা আমি কীর্তন করিতেছি ।
পুন্মকালে অষ্টমজন্মা ব্রহ্মার এইরূপ বৃদ্ধি হয় যে,
এই সকল বেদ আমি নিশ্চিতই যজ্ঞনিমিত্ত প্রকাশ
করিয়াছি । যজ্ঞ দ্বারাই সন্তর্পিত হইয়া দেবগণ
ভূতলে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন । পরে ওষধিসকল
সমুৎপন্ন হইবে । তাহা হইতে শুক্র জন্মবে ।
শুক্র হইতেই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি হইবে । অতএব সন্ম-
লোকের সৃষ্টির নিমিত্ত আমি যজ্ঞ করিব ।
আমাকে যজ্ঞাসক্ত দেখিয়া ধরাতলবাসী ব্রাহ্মণ-
গণও ভবিষ্যতে শত সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন ।
১—১৩ । ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ নিমিত্ত
পুংকর নামক এক তীর্থস্থান সন্নিবেশিত করিলেন ।
মহাত্মা ব্রহ্মার ঐ স্থানে মহাযজ্ঞবাট প্রস্তুত হইল ।
তথায় ইন্দ্রাদি দেব ও দেবর্ষিগণ সেই পৈতামহ যজ্ঞে
তৎকালে সমাগত হইলেন । তথায় পবিত্র দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ঋষিকগণ প্রাভূর্ত্ত হইলেন । মহাত্মা ব্রহ্মার
লোকজন্মণী পত্নী সাবিত্রী তখন গৃহকাৰ্য্যে সমাসক্ত
ছিলেন । পাছে দৌক্ষা-কাল ব্যাতক্রান্ত হইয়া
যায়, এই আশঙ্কায় অধর্ষুণী সাবিত্রীকে যজ্ঞে
আহ্বান করিলেন । সাবিত্রী আসিয়া বলিলেন,—
অদ্যাপি আমার বেশবিশ্রাণ বা গৃহ-সজ্জা করা

স্বধা চৈব তথা চৈবাপ্যকৃদ্ধতৌ । ইন্দ্রাণী দেবপত্ন্যা-
হস্তাঃ কথমেকাकिनो बजे ॥ ১৯ ॥ উক্তঃ পিতা-
মহো গতা পুলস্ত্যেন মহাত্মনা । সাবিত্রী দেব
নায়াতি প্রসক্তা গৃহকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥ স্বংপত্নী কিমিদং
কর্ম্ম কলেন সম্প্রবর্ত্ততে । তচ্ছ্রুত্বা দৌক্ষিতো বাচং
শিখী মুণ্ডী মুগাজিনী ॥ ২১ ॥ পত্নীকোপেন সমুপ্তঃ
প্রাহ দেবং পুরন্দরম্ ॥ ২২ ॥ গচ্ছ মদ্বচনাচ্ছক
পত্নীমন্তাঃ কুতশ্চন । গৃহীত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ ন স্মাৎ
কালাত্যয়ো যথা ॥ ২৩ ॥ জগাম বলহা তুং বচনাৎ
পরমেষ্ঠিনঃ । অপশ্রুমানঃ কাঞ্চিৎ স্ত্রীং যা যোগ্যা
হংসবাহনে ॥ ২৪ ॥ অথ শাপাদ্বিতীতেন সহস্রাক্ষেণ
ধীমতা । দৃষ্টা গোপানকন্ত্যকা রূপযৌবনশালিনী ॥
২৫ ॥ বিভ্রতী তত্র পূর্ণং সা কুন্তং কন্তেত্যচোদয়ৎ ।
তাং গৃহীত্বা ততঃ শক্রঃ সমায়াদ্যত্র দৌক্ষিতঃ ।
দেবদেবশ্চতুর্বক্তো বিষ্ণুঃ সদসমব্রিতঃ ॥ ২৬ ॥ সম্প্র-
দানস্ত কৃতবান কন্ত্যায়া মধুসূদনঃ ॥ ২৭ ॥ প্রেরিতঃ
শঙ্করেণৈব ব্রহ্মা দেবর্ষিভিস্তথা । পরিণীয় তাং ততো
দৌক্ষাং তস্মাশ্চক্রে যথাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রব-

হয় নাই । লক্ষ্মী, ভবানী, জাহ্নবী, স্বাহা, স্বধা,
অকৃদ্ধতৌ, ইন্দ্রাণী, বা অন্তান্ত দেবপত্নীগণ এখনও
আগমন করেন নাই, সুতরাং আমি একাকিনী
কি প্রকারে গমন করি? তখন মহাত্মা পুলস্ত্য
পিতামহকে বলিলেন,—দেব! সাবিত্রী গৃহকর্ম্মে
আসক্তা; তাই আসিতে পারিতেছেন না; অথচ
এই যজ্ঞকর্ম্ম অপত্নীক অবস্থায় করিলেও ফলপ্রসূ
হইবে না । এই কথা শুনিয়া যজ্ঞদৌক্ষিত শিখী,
মুণ্ডী, মুগাজিনী ব্রহ্মা পত্নীর প্রতি কোপকলুষিত
হইয়া পুরন্দরকে বলিলেন,—শক্র! তুমি শীঘ্র
যাও, আমার নিমিত্ত অত্ন কোন পত্নী কোথা হইতে
আনয়ন কর; শীঘ্র গিয়া লইয়া আইস । দেখিও
কালাত্যয় যেন না হয় । পরমেষ্ঠীর বাক্যে ইন্দ্র
সহর গমন করিলেন । কিন্তু ব্রহ্মার যোগ্যা
পত্নী তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ।
অনন্তর সহস্রাক্ষ পৈতামহশাপে ভীত হইলেন ।
সুতরাং এক রূপযৌবনশালিনী পূর্ণকুন্ত-
ধারিনী গোপকন্ত্যাকে দেখিয়া তাহাকেই লইয়া
দৌক্ষিত ব্রহ্মার নিকট আগমন করিলেন ।
দেবদেব চতুরানন যজ্ঞক্ষেত্রে বিষ্ণু-কুন্দের
সতিন অবস্থান করিতেছিলেন । তখন মধু-
সূদন সেই ইন্দ্র-আনীত গোপকন্ত্য ব্রহ্মাকে
সম্প্রদান করিলেন । শঙ্কর অনুমোদন করিলেন ।

ভিত্তৌ যজ্ঞঃ সর্বকামসমব্রিতঃ ॥ ২৯ ॥ অত্রিহোতা-
র্চিকস্তত্র পুলস্ত্যোহধ্বৰ্য্যুরেব চ । উদগাতাথো-
মরীচিশ্চ ব্রহ্মাহং সুরপুত্রবঃ ॥ ৩০ ॥ সনৎকুমার-
প্রমুখাঃ সদন্তান্তস্ত নিম্বিতাঃ । বৈশ্বরাত্তরণৈযুক্তা
মুকুটৈরঙ্গুলীযকৈঃ ॥ ৩১ ॥ ভূষিতা ভূষণোপেতা
একৈকস্ম পৃথক্ পৃথক্ । ত্রয়স্বয়ঃ পৃষ্ঠতোহন্তে তে
চৈবং ষোড়শবিজঃ ॥ ৩২ ॥ প্রোক্তা ভবন্তির্বজ্রে-
হস্মিন্নন্নগৃহোহস্মি সর্বদা । পত্নী মমেয়ং গায়ত্রী
যজ্ঞেহস্মিন ননু গৃহতাম্ ॥ ৩৩ ॥ মুহুবসনধরা সাক্ষাৎ
কৌমবসনাবগুণ্ঠিতাম্ । নিক্ষমা পত্নীশালাত
ঋত্বিগভির্বেদপারগৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ঔদ্বহরেন দণ্ডেন
সংবৃত্তৌ মুগচর্ম্মণা । তয়া সার্কিং প্রবষ্টশ্চ ব্রহ্মা তং
যজ্ঞমণ্ডপম্ ॥ ৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এতস্মিন্নেব
কালে তু সম্প্রাপ্তা দেবযোষিতঃ । সম্প্রাপ্তা যত্র
সাবিত্রী যজ্ঞে তস্মিন্ নিমজ্জিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ ভূগোঃ
খ্যাতিয়াং সমুৎপন্ন্য বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনি । আমজিতা সা
লক্ষ্মীশ্চ তত্রায়াতা স্বরাধিতা ॥ ৩৭ ॥ তত্র দেবী মহা-
ভাগা যোগনিদ্রা বিভূষিতা । দেবী কাস্তিস্তথা ব্রহ্মা

ব্রহ্মা দেবর্ষীগণের সমক্ষে তাঁহার পরিণয়কার্য্য
সমাধা করিয়া তাঁহাকে আত্মানুরূপ দৌক্ষ প্রদান
করিলেন । অনন্তর সর্বকামসমব্রিত যজ্ঞ প্রব-
র্ত্তিত হইল । এই যজ্ঞে অত্রি হোতা, পুলস্ত্য
অধ্বৰ্য্যু, মরীচি উদগাতা, সনৎকুমার প্রমুখ সদন্ত
এবং আমি ব্রহ্মা হইলাম । যজ্ঞের ত্রিগণ সক-
লেই বস্ত্র, আভরণ, মুকুট ও অঙ্গুরীয় দ্বারা ভূষিত
হইলেন । তাহাদের এক এক জনের পশ্চাতে
পশ্চাতে আরও তিন তিন জন ভূষণযুক্ত ঋত্বিক্
ব্রতী হইয়া সমষ্টিতে ষোড়শ ঋত্বিক্ যজ্ঞে ব্রতী
হইলেন । তখন ব্রহ্মা ঋত্বিক্গণকে বলিলেন—
আপনারা এই যজ্ঞে আমার প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহ
বিতরণ করিতেছেন । আমার পত্নী এই গায়ত্রী ;
এ যজ্ঞে ইহাকেও আপনারা অনুগ্রহ করুন । এই
কথার পর মুহুবসনধারিনী, কৌমবসনাবগুণ্ঠিতা
ব্রহ্মপত্নী গায়ত্রী গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইলে ঔদ্বহর
দণ্ডধারী মুগচর্ম্মাবৃত ব্রহ্মা তৎসহ যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ
করিলেন । ১৪—৩৫ । ঈশ্বর কহিলেন,—এই সময়
নিমজ্জিত দেবরমণীগণ সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হই-
লেন । ভৃগুনাঙ্গিনী যশস্বিনী বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, স্বরাধিত
হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন । অনন্তর
যোগনিদ্রা বিভূষিতা মহাভাগা অন্তান্ত দেবীগণ,—

দ্রুতিতুষ্টিতৈব চ ॥ ৮১ ॥ সত্য যা দক্ষশুন্য উমা যা পার্শ্বতী শুভা । ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবী স্ত্রীণাং সৌভাগ্যদায়িকা ॥ ৮২ ॥ জয়া চ বিজয়া চৈব গৌরী চৈব মহাধনা । মনোজবা বায়ুপত্নী ঋদ্ধিশ্চ ধনদ-প্রিয়া ॥ ৮৩ ॥ দেবকস্তাস্তথাযাতা দানবো দম্ব-বংশজাঃ । সপ্তযৌগা তদা পত্ন্য ঋষীণাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৮৪ ॥ প্রবা মিত্রা হৃদিতরো বিদ্যাধরগনাস্থা । পিতরো বক্ষসাং কস্তাস্থখাত্তা লোকমাতরঃ ॥ ৮৫ ॥ বধুতিশ্চৈব যুধ্যতিঃ সাবিত্রী গন্তমিচ্ছতি । অদি-ত্যা দ্যাস্থা দেবো দক্ষকস্তাঃ সমাগতাঃ ॥ ৮৬ ॥ তাতিঃ পরিবৃত্তা সার্কঃ ব্রহ্মাণী কমলালয়া । কাশ্চি-য়োদকমাদায় কাশ্চিৎ পুপং বরাননে ॥ ৮৭ ॥ কলানি তু সমাদায় প্রযাতা ব্রহ্মণোহস্তিকম্ । আঢ়কৌ-শ্চৈব নিম্পাবান্ রাজমাযাস্থা পরাঃ ॥ ৮৮ ॥ দাড়িম্যনি বিচিত্রাণি মাতুলিন্য়ানি শোভনে । করৌ-রাণি তথা চান্তা গৃহীত্বা করমর্দকান ॥ ৮৯ ॥ কৌশুম্ভঃ জীরকৈব খর্জুরং চাপরাস্থা । উততীচাপরা গৃহ নারিকেলানি চাপরাঃ ॥ ৯০ ॥ দ্রাক্ষা পুরিতং চান্তঃ শৃঙ্গারায় যথা পুরা । কর্ণরাণি বিচিত্রাণি জম্বুকানি শুভানি চ ॥ ৯১ ॥ অক্ষোটামলকান গৃহ জম্বুগণি তথা পরাঃ । বিশ্বানি পরিপকানি চিৰ্ভটানি বরাননে ॥ ৯২ ॥ অন্নপানাদি-

কাস্তি, শ্রদ্ধা, দ্রুতি, তুষ্টি, দক্ষশূন্য সত্য—ত্রিলোক-সুন্দরী সৌভাগ্যদায়িনী পার্শ্বতকন্তা উমা, জয়া, বিজয়া, গৌরী, বায়ুপত্নী, মনোজবা, ধনদপ্রিয়া, ঋদ্ধি, অপরাপর দেবকন্তা, দম্ববংশজা দানবী সকল, সপ্তর্ষি-পত্নীগণ, প্রবা, মিত্রা, বিদ্যাধরসুতাগণ, সিদ্ধ ও ব্রাক্ষসকন্তাগণ এবং অন্ত লোকমাতৃগণ সমাগত হইলেন। এই সকল শ্রেষ্ঠ বধুসহ সাবিত্রী যজ্ঞক্ষেত্রে গমনোদ্যতা হইলেন। অদিতি-প্রমুখ দক্ষকন্তাগণে পরিবৃত্তা হইয়া কমলা-লয়া ব্রহ্মাণী যাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনু-গামিনী দেববধুগণের মধ্যে কেহ কেহ মোদক, কেহ কেহ পুপ, কেহ কেহ বিবিধ ফল, কেহ কেহ আঢ়কৌ, নিম্পাপ, রাজমায, বিচিত্র দাড়িম, মাতুলিন্য়, করৌর, করমর্দ, কৌশুম্ভ, জীরক, খর্জুর, অপর কেহ কেহ উততী, নারিকেল, দ্রাক্ষা-পূর্ণ আত্র, ও বিবিধ বর্ণের সুন্দর সুন্দর জম্বু, কেহ কেহ অক্ষোড়, আমলক ও জম্বুগণ, কেহ কেহ পরিপক বিশ্ব, চিৰ্ভট, ও বহু বিবিধ অন্নপান এবং কেহ কেহ শর্করাপুস্তনী, কৌশুম্ভ বসনযুগ্ম ও এই-

কারাণি বহুনি বিবিধানি চ । শর্করাপুস্তনী চান্তা বস্ত্রে কৌশুম্ভকে তথা ॥ ৯৩ ॥ এবমাদীনি চান্তানি গৃহ পূর্বে বরাননে । সাবিত্র্যা সহিতাঃ সর্বাঃ সম্প্রাপ্তাস্ত তদা শুভাঃ ॥ ৯৪ ॥ সাবিত্রীমাগতাং দৃষ্ট্বা ভীতস্তত্র পুরন্দরঃ । অধোমুখঃ স্থিতো ব্রহ্মা কিমেমা মাং বদিস্যতি ॥ ৯৫ ॥ ত্রপাশ্বিতো বিষ্ণু-কুজো সর্ষে চান্তে বিজ্ঞাতয়ঃ । সভাসদস্তথা ভীতা-স্তথৈবান্তে দিবোকসঃ ॥ ৯৬ ॥ পুত্রপোত্রা ভাগি-নেয়া মাতুল্য ভ্রাতরস্তথা । ঋতবো নাম যে দেবা দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৯৭ ॥ বিলঙ্কাস্ত তথা সর্ষে সাবিত্রী কিং বদিস্যতি । ব্রহ্মবাক্যানি বাচ্যানি কিং বৈ গোপকন্তয়া ॥ ৯৮ ॥ মৌনভূতাশ্চ শূন্যনাঃ সর্ষেবাং বদতাং গিরঃ । অধ্বযুগা সমাহুতা নাগতা বরবর্ণিনী ॥ ৯৯ ॥ শক্রেণান্তা তথানীতা দত্তা সা বিষ্ণুনা স্বয়ম্ । অনুমোদিতা চ কুজেন পিত্রাদস্তা স্বয়ং তথা ॥ ১০০ ॥ কথং সা ভবিষ্য যজ্ঞঃ সমাপ্তিঃ বা কথং ব্রজেৎ । এবং চিন্তয়তাং তেবাং প্রবিষ্টা কমলালয়া ॥ ১০১ ॥ বৃত্তো ব্রহ্মা ভাৰ্য্যা স ঋষিগ্ভর্ষেদপাংগৈঃ ।

রূপ অস্ত্র আরও অনেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সক-লেই সাবিত্রীর সহিত যজ্ঞস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রীকে আসিতে দেখিয়া পুরন্দর ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মা অধোমুখে থাকিয়া ভাবি-লেন,—সাবিত্রী আমার কি বলিবে? এদিকে বিষ্ণু ও কুজ লজ্জিত হইলেন। অন্তান্ত সভাসদ বিজ্ঞাতি ও দেবগণও ভীত হইয়া পড়িলেন। ১০২—১০৩ এইরূপে পুত্র, পোত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, ভ্রাতা, ঋষি দেবগণ ও অন্তান্ত দেববিপগণও সাবিত্রী কি বলিবেন ভাবিয়া লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—গোপ-কন্তাই বা ব্রহ্মবাক্য কিরূপে প্রকাশ করিবে? এই ভাবিয়া সকলেই মৌনী হইয়া বজ্রগণের বাক্য-পরম্পরা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সভায় আলো-চনা চলিতে লাগিল,—বরবর্ণিনী সাবিত্রীকে অধ্বযুগ্ম আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সময়মত আসিলেন না; কাজেই ইহু ব্রহ্মার জন্ত অন্ত পত্নী আনয়ন করিলেন, বিষ্ণু তাহাকে সম্প্রদান করি-লেন, কুজ তাহা অনুমোদন করিলেন; ঘটনা এমন হইল, যেন স্বয়ং পিতাই কন্তাদান করিলেন। অন্তথা কিরূপে যজ্ঞ হইত বা যজ্ঞসমাপ্তি হইতে পারিত? এইরূপ চিন্তাচর্চা চলিতেছিল, এমনই সময় সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—ব্রহ্মা ভাৰ্য্যাপরিবৃত্ত হইয়াছেন, বেদপারগ ঋষিক ব্রাহ্মণ-

হুয়ন্তে চায়ায়ন্তত্ৰ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ॥ ৫৯ ॥
 পত্নীশালে তথা গোয়ী যোপাশুঙ্গা সমেধলা ।
 ক্ষৌমবস্ত্রপয়োধানা ধায়ন্তী পরমেশ্বরম্ ॥ ৬০ ॥
 পতিব্রতা পতিপ্রাণা প্রাধাত্তেন নিবেশিতা ।
 কৃপা-
 বিতা বিশালাক্ষী তেজসা ভাস্করোপমা ॥ ৬১ ॥
 দ্যোতয়ন্তী সদন্তত্র সূর্যাস্তেব যথা প্রভা ।
 জলমান-
 স্তথা বহির্ভ্রমন্তে চহিজনস্তথা ॥ ৬২ ॥
 পশুনামব-
 দানানি গৃহস্তি বিজসন্তমাঃ ।
 প্রাপ্তা ভাগার্থিনো
 দেবা বিলম্বসমগোহতবৎ ॥ ৬৩ ॥
 কালহীনং ন
 কর্তব্যং কৃতং ন ফলদং ভবেৎ ।
 বেদেষুয়মধীকারো
 দৃষ্টঃ সর্বো মনৌষিভিঃ ॥ ৬৪ ॥
 প্রবর্ণো ক্রিয়মাণে
 তু ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ ।
 ক্ষৌরধয়ে হুয়মানে মন্ত্ৰে-
 গাধবুগা তথা ॥ ৬৫ ॥
 উপহৃতোপহৃতেন আগতেষু
 দ্বিজম্ভু ।
 ক্রিয়মাণে তথা ভক্ষ্যে দৃষ্টা দেবী
 ক্রুধাবিতা ।
 উবাচ দেবী ব্রহ্মাণং সদোমধ্যে তু
 মৌনিনম্ ॥ ৬৬ ॥
 কিমেবং বুধ্যতে দেব কৃতমেত-
 দ্বিচেষ্টিতম্ ।
 যাং পরিত্যজ্য যঃ কামাংকৃতবানসি
 কিঞ্চিদম্ ॥ ৬৭ ॥
 ন তুল্যা পাদরজসা সমা সাধি-
 শিরঃ কৃতা ॥ ৬৮ ॥
 যদ্বদন্তি নরাঃ সর্বো সঙ্গতাঃ

গণ অগ্নিতে হোম করিতেছেন। পত্নীস্থানে
 গোপকস্তা যোপাশুঙ্গ, মেধলা ও ক্ষৌমবস্ত্রা-
 বিতা হইয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন।
 তাঁহাকেই পতিব্রতা ও পতিপ্রাণারূপ প্রাধাত্ততঃ
 স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি কৃপাবতী, বিশা-
 লাক্ষী, তেজে ভাস্করসদৃশী, এবং সূর্যের স্তায়
 সভাগৃহোদ্ভাসিনী। দেখিলেন,—বাহু প্রজলিত;
 ঋত্বিক্গণ ইতস্ততঃ ভ্রমণতৎপর; দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ
 পশুগণের অবদান গ্রহণ করিতেছেন। ভাগাধী
 দেবগণ আগমন করিয়াছেন, বলিতেছেন—সময়া-
 তিক্রম হইল। কালাত্যায়ে ক্রিয়া করা উচিত নহে;
 করিলে ফলজনক হয় না। মনৌষিগঃ! বেদে এই-
 রূপই নির্দেশ দেখিয়া থাকেন। এই কথার পর বেদ
 পারগ বিপ্রগণ ক্রিয়ারস্ত করিয়াছেন, অধ্বৰ্যু মন্ত্ৰো-
 চ্চারণপূরক উপহৃত ও অল্পপহৃত ক্রমে চক্রয
 হোম করিতেছেন। সমাগত দ্বিজগণ ভক্ষ্য ভোজনে
 নিরত হইয়াছেন। এই সকল দেখিয়া দেবী সাবিত্রী
 ক্রুদ্ধা হইলেন এবং সভামধ্যে মৌনাবলম্বনে অব-
 স্থিত ব্রহ্মাকে বলিলেন—দেব! আপনার এ কিরূপ
 ব্যবহার? আপনার এই বুদ্ধিই বা কি প্রকার?
 আপনি আমাকে আগ্রহ করিয়া কামবশে পাপাচরণ
 করিলেন? যে পদরঞ্জের তুল্যা নয়, তাহাকে

সদসি স্থিতাঃ ।
 আশ্চর্য্যঞ্চ প্রভুগাং কুরুতে যং-
 মিচ্ছতি ॥ ৬৯ ॥
 ভবতা রূপলোভেন কৃতং কর্ম
 বিগর্হিতম্ ॥ ৭০ ॥
 ন পুত্রেষু কৃতা লজ্জা পৌত্রেষু
 চ ন তে বিভো ।
 কামকারকৃতং মন্ত্রে হেতৎকর্ম
 বিগর্হিতম্ ॥ ৭১ ॥
 পিতামহোহসি দেবানামৃষীণাং
 প্রপিতামহঃ ।
 কথং ন তে ত্রপা জাতা আশ্বনঃ
 পশুতন্তুম্ভু ॥ ৭২ ॥
 লোকমধ্যে কৃতং হান্তমিহ চৈব
 বিগর্হিতঃ ।
 যদ্যেব তে স্থিতো ভাবন্তিষ্ঠ দেব
 নমোহস্ত তে ॥ ৭৩ ॥
 অহং কথং সখীনাং দর্শয়ি-
 যামি বৈ মুখম্ ।
 ভর্তা মে বিহিতা পত্নী কথমেত-
 দহং বদে ॥ ৭৪ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 ঋত্বিক্গণৈরহমাজ্ঞপ্তো
 দীক্ষা কালোহতিবর্ততে ।
 পত্নীং বিনা ন হোমোহত্র
 শীঘ্রং পত্নীমিহানয় ॥ ৭৫ ॥
 শক্রেণৈষা সমানীতা
 দত্তা চৈবাথ বিষ্ণুনা ।
 গৃহীতা চ ময়া ত্বং হি ক্ষম-
 ন্নৈকং ময়া কৃতম্ ।
 ন চাপরাধ্যং ভূয়োহস্তং করিষ্যে
 তব সূত্রতে ॥ ৭৬ ॥
 ঈশ্বর উবাচ ।
 এবমুক্তা তদা

আপনি মন্ত্রকোপরি স্থান দিলেন? এই সভাস্থ
 সভাগণও সকলেই এ কথা বলিতেছেন!
 ইহাই আশ্চর্য্য যে, প্রভুগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই
 করিয়া থাকেন। আপনি রূপলোভে গর্হিত কর্ম
 করিয়াছেন। হে বিভো! পুত্র পৌত্রাদি হইতে
 আপনার কি লজ্জা হইল না? আপনার কৃত এই
 গর্হিত কর্ম আমি কামকারকৃত বলিয়া মনে করি।
 আপনি দেবগণের পিতামহ এবং ঋত্বিক্গণের
 প্রপিতামহ; নিজেই এই অবস্থা দর্শনেও আপনার
 কি লজ্জা হইল না! লোকমধ্যে এই হাস্যজনক
 কার্য্য আপনা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল। আপনি নির্দিত
 হইলেন। যদি আপনার এইরূপ ভাবং থাকিয়া যায়,
 তবে দেব থাকুন। আপনাকে আমার নমস্কার।
 হায়! আমি সখীসমাজে কিরূপে আমার মুখ দেখা-
 ইব? স্বামী আমার দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিয়া-
 ছেন, এ কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? ৫৪-৭৪।
 ব্রহ্মা কহিলেন,—ঋত্বিক্গণ আমায় আজ্ঞা করি-
 লেন,—দীক্ষাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়; পত্নী
 বিনা হোম হইতেছে না; অতএব শীঘ্র পত্নী
 আনয়ন করুন। এই কথার পর ইন্দ্র এই পত্নী
 আনিলেন; বিষ্ণু দাতা আর আমি গৃহীতা হই-
 লাম, যাহা হউক, যৎকৃত এই কার্য্য তুমি ক্ষমা
 কর। হে সূত্রতে! আমি আর দ্বিতীয়বার
 তোমার নিকট কোন অপরাধ করিব না। ঈশ্বর
 কহিলেন,—ব্রহ্মা এই কথা কহিলে, তখন সাবিত্রী

ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মণঃ শপ্তমুদ্যতা । যদি মেহন্তি তপস্তপ্তং
 গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ সৰ্বব্রাহ্মণশালাসু
 স্থানেষু বিবিধেষুপি । ন তু তে ব্রাহ্মণাঃ পূজাং
 করিষ্যন্তি কদাচন ॥ ৭৮ ॥ ঋতে বৈ কার্তিকো-
 মেকাং পূজাং সাংবৎসরীং তব । করিষ্যন্তি দ্বিজা
 সৰ্গে সত্যোনানেন তে শপে । এতদ্বুদ্ধা ন
 কোপোহন্ত হতো হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ সাবিত্র্যবাস
 ভোভোঃ শক্র হৃদ্যানীতা অভীরৌ ব্রহ্মণোহর্ষিকম্ ।
 যস্মাদৌদুকৃতং কৰ্ম্ম তস্মাৎ লপ্স্যসে কলম্ ॥ ৮০ ॥
 যদা সংগ্রামমধ্যে হুং স্থাতা শক্র ভবিষ্যসি ।
 তদা হুং শক্রভীষকো নীতঃ পরমিকাং দশম ॥ ৮১ ॥
 অকিঞ্চনো নষ্টশ্রুতঃ শক্রাণাং নগরে স্থিতঃ । পরাভবং
 মহৎপ্রাপ্য অচিরাদেব মোক্ষ্যসে ॥ ৮২ ॥ শক্রং
 শস্ত্বা তদা দেবী বিষ্ণুং চাখ বচোববাৎ ॥ ৮৩ ॥ গুরু-
 বাক্যেণ তে জন্ম যদা মর্ত্যে ভবিষ্যতি । ভাৰ্য্যা-
 বিরহজং দুঃখং তদা হুং তত্র ভোক্ষ্যসে ॥ ৮৪ ॥ হুতং
 শক্রগর্ভে পত্নীং পরে পারে মহোদধেঃ । ন চ হুং
 জায়সে সৌভাঃ শোকোপহন্তনঃ ॥ ৮৫ ॥ ভ্রাতা

সহ পরাং কাষ্ঠামাপদং দুঃখিতস্তথা । পশুনাং চৈব
 সংযোগশ্চিরকালং ভবিষ্যতি ॥ ৮৬ ॥ তথাহি ক্রুদ্ধং
 কুপিণা যদা দাক্ষবনে স্থিতঃ । তদা তে মুনয়ঃ ক্রুদ্ধাঃ
 শাপং দাস্ত্যন্তি তে হর ॥ ৮৭ ॥ ভোভোঃ কাপালিক
 ক্ষুদ্র পত্ন্যোহস্মাকং জিহীৰ্ষসি । তদেতদভ্যুতং
 লিঙ্গং ভূমৌ ক্রুদ্ধ পতিষ্যতি ॥ ৮৮ ॥ বিহীনঃ পৌর-
 য়েণ হুং মুনিশাপাচ্চ পীড়িতঃ । গঙ্গাতীরে স্থিতা
 পত্নী সাঃ আশ্বাসয়িষ্যতি ॥ ৮৯ ॥ অগ্রে হুং
 সৰ্বভক্ষোহসি পুরং পুত্রোণ মে কৃতঃ । জগৎ
 ধৰ্ম্ম ইত্যেষ কথং দধং দদাম্যহম্ ॥ ৯০ ॥ জাত-
 বেদস ক্রুদ্ধাং রেতসা প্লাবয়িষ্যতি । মেধ্যেষু চ
 কৃতজালো জালয়া হুং জলিষ্যতি ॥ ৯১ ॥ ব্রাহ্মণা-
 নৃহিজঃ সন্ধান সাবিত্রী হৃশপত্তদা ॥ ৯২ ॥ প্রতি
 গ্রহাগ্নিহোত্রাশ্চ বুধাদারা বুধাশ্রমাঃ । সদা ক্ষেত্রাণি
 তীর্থান লোভাদেব গমিষ্যথ ॥ ৯৩ ॥ পরা-
 মেঘে সদা তৃপ্তা অতৃপ্তাঃ স্বগৃহেষু চ । অযাজ্য-
 যাজনং কৃষা কুংসিতস্ত প্রাহগ্রহম্ ॥ ৯৪ ॥ বুধা

নইয়া যাইবে, তুমি তাহা জানিতে পারিবে না ;
 তোমার চিত্ত শোকে সমাচ্ছন্ন রহিবে । তুমি ভ্রাতার
 সহিত দুঃখিতভাবে আপদের চরম সীমায় উপনীত
 হইবে । পরে বহুদিন ধরিয়া পশুগণের সহিত
 তোমাকে সংসর্গ করিতে হইবে । অনন্তর সাবিত্রী
 ক্রুদ্ধকে বলিলেন,—তুমি যখন দাক্ষবনে বিচরণ
 করিবে, তখন ক্রুদ্ধ মুনিগণ তোমাকে এইরূপে
 অভিশপ্ত করিবেন যে, ভো ভো নীচস্বভাব
 কাপালিক ! পত্নীগণকে হরণ করিতে সমুৎ-
 স্কৃক হইয়াছিস্ ; অতএব তোমার ভুষণস্বরূপ
 লিঙ্গ ভূতলে খসিয়া পড়িবে । এইরূপ মুনি-
 শাপে পুরুষহীন হইয়া তুমি পীড়িত হইবে ।
 তোমার গঙ্গাতীরবাসিনী পত্নী তোমায় আশ্বাস
 দিবেন । আর হে অগ্রে ! পূর্বে মৎপুত্রই তোমাকে
 সৰ্বভক্ষ্য করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং দধ ব্যক্তিকে
 দাহ করা জগৎহত্যাভূয়া ধৰ্ম্ম হয় । হে জাতবেদঃ !
 ক্রুদ্ধ তোমায় রেতো দ্বারা প্লাবিত করিবেন ।
 তুমি মেধ্য বস্তুতে অবস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধের
 রেতোজালায় জলিত হইতে থাকিবে । ৭৫—৮১ ।
 অনন্তর ঋষিকৃ ব্রাহ্মণগণকেও সাবিত্রী শাপ দিলেন ;
 বলিলেন,—তোমাদের প্রতিগ্রহ, অগ্নিহোত্র, দার-
 পরিগ্রহ ও আশ্রম, সকলই বুধা হইবে । তোমরা
 তীর্থক্ষেত্রসমূহে সৰ্বদা লোভবশেই গমন
 করিবে, পরায়ে তৃপ্ত হইবে, স্বগৃহে অতৃপ্ত

ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপদানে উদ্যতা হইলেন ;
 বলিলেন,—যদি আমার তপস্তা থাকে, গুরুগণ
 তোষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি শাপ
 দিলাম, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের গৃহসমূহে বা অন্ত কোন
 স্থানে তোমার পূজা করিবেন না । একমাত্র
 কার্তিকী সাংবৎসরী পূজাই তোমার তাঁহার করি-
 বেন । তবে ব্রাহ্মণের দ্বিজগণের নিকট তুমি
 সৰ্বদাই পূজা পাইবে । আমার এই অভিশাপের
 বিষয় বুঝিয়া তুমি কে.প করিও না ; কেন না
 লোকে আঘাত পাইলেই আঘাত দিয়া থাকে,
 একথা নিশ্চিতই । এই বলিয়া সাবিত্রী পরে
 ইন্দ্রকে বলিলেন,—ভো ভো শক্র ! তুমিই ব্রাহ্মার
 নিকট একটা অভীরৌকে পত্নীরূপে আনয়ন করি-
 য়াছ ; অতএব তোমার এই কৃত কৰ্ম্মের ফল তুমি
 অবশ্যই লাভ করিবে । হে শক্র ! তুমি সংগ্রাম-
 মধ্যস্থ হইয়া শক্রগণ কর্তৃক বন্ধ ও দুঃখবস্থায় উপ-
 নীত হইবে, তুমি অকিঞ্চন, নষ্টপুত্র ও শক্রপুত্র
 বন্দী থাকিবে । এইরূপ বিষম পরাভব প্রাপ্ত হইয়া
 পরে মুক্ত হইবে । দেবী সাবিত্রী ইন্দ্রকে শাপ
 দিয়া পরে বিষ্ণুকে বলিলেন—বিষ্ণো ! গুরুবাক্যে
 বধন তোমার ধরাতলে জন্ম হইবে, তখন তুমি
 ভাৰ্য্যাবিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিবে, শক্রগণ
 মহোদধির পর পারে তোমার ভাৰ্য্যা সৌতাকে

ধন্যর্জনং কৃৎস্না ব্যয়শ্চৈব তথা বৃথা । মৃতানাং তেন
প্রতপ্তং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এবং শক্রং
তথা বিষ্ণুং ক্রুদ্রং বৈ পানকং তথা । ব্রহ্মাণং
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সর্বাঃস্তানশপতদা ॥ ১৬ ॥ শাপং দত্ত্বা
তথা তেষাং তদা সাবিত্রী হিরা ॥ ১৭ ॥ লক্ষ্মীঃ
প্রাহ সখীঃ তাক্ষ ইন্দ্রাণী চ বরাননা । অস্তা
দেবাস্তথা প্রাহঃ নাহং স্বাস্তামি নাত্র বৈ । তত্র চাহং
গমিষ্যামি যত্র শ্রোষো ন তু ধ্বনিম্ ॥ ১৮ ॥ ততস্তাঃ
প্রমদাঃ সর্বাঃ প্রয়াতাঃ স্বনিকেতনম্ । সাবিত্রী
কুপিতা তাসাং পুনঃ শাপায় চোদাতা ॥ ১৯ ॥
যস্মান্নাং সম্প্রতিভ্যজ্য গতাস্তা দেবযোষিতঃ ।
তাসামপি তথা শাপং প্রদাত্তে কুপিতা ভূশম্ ॥ ১১০ ॥
নৈকত্র বাসো লক্ষ্মীস্তু ভবিষ্যতি কদাচন । কৃদ্ধাপি
চঞ্চলা তাবন্মুখ্যে চ বসিষাসি ॥ ১১১ ॥ স্নেহেযু
পার্বত্যৈষু কুৎসিতে কুণ্ডিতে তথা । বাচাটে
চাবলিপ্তে চ অভিশস্তে হুয়াস্মি । এবংবিধে নরে
ভুভ্যং বসতিঃ শাপকারিতা ॥ ১১২ ॥ শাপং দত্ত্বা
ততস্তস্তা ইন্দ্রাণীমশপতদা ॥ ১১৩ ॥ হুত্বাচা গৃহী-
তেন্দ্রে পত্যো তে হুষ্টকারিণি । নহস্যয় গতে

রহিবে, অযাজ্য যাজন করিবে; কদর্যা প্রতি-
গ্রহে আসক্ত হইবে, তথা ধন্যর্জন ও ব্যয়
বৃথা হইবে; এবং নরনাশ্তে তোমাদের
প্রতপ্ত হইবে; এইরূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ক্রুদ্র, অগ্নি,
ব্রহ্মা, ও ব্রাহ্মণদিগকে সাবিত্রী যখন শাপ দিলেন,
শাপ দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে তিনি অবস্থান করিতে
লাগিলেন, তখন লক্ষ্মী, ইন্দ্রাণী ও অস্তাত্ত দেবী-
গণ সাবিত্রীকে বলিলেন,—এখানে আর আমরা
থাকিব না। যথায় কোন শব্দ শুনা যায় না,
আমরা সেইরূপ স্থানেই চলিলাম। এই বলিয়া
সেই সকল প্রমদা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।
সাবিত্রী কুপিতা হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকেও শাপ-
দানে উদ্যত হইলেন; বলিলেন,—দেবপত্নীগণ
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এজন্ত তাঁহা-
দিগকেও আমি শাপ প্রদান করিব। আমার
বাক্যে লক্ষ্মীর একত্র বাস কদাচ হইবে না। সেই
চঞ্চলা ক্রুদ্র হইয়াও মূখলোকেই কিছুকাল বাস
করিবে। এই শাপের ফলে স্নেহ, পারিত্য, অসত্য,
কুৎসিত, কুণ্ডিত, বাচাল, অবলিপ্ত, অভিশস্ত ও
হুয়াস্মা মানবেই লক্ষ্মীর বাস হইবে। লক্ষ্মীকে শাপ
দিয়া পরে ইন্দ্রাণীকে অভিসম্পাত করিলেন; বলি-
লেন,—হে হুষ্টকারিণি! হুত্বার বাক্যে তোমার পতি

ব্রাজো দৃষ্ট্বা স্মাং যাচয়িষ্যতি ॥ ১০৪ ॥ অহমিন্দ্রঃ
কথং চৈষা নোপভিষ্ঠতি চালসা । সর্বাং দেবান
হনিষ্যামি লপ্সো নাহং শচীং যদি ॥ ১০৭ ॥ নষ্টা
ত্বঞ্চ তদ শস্তা বনে মহতি হুংখিতা । বসিষাসি
হুয়াচায়ে শাপেন মম গর্ষিতে ॥ ১০৬ ॥ দেব-
ভাৰ্য্যানু সর্বাণু তদা শাপমঘচ্ছত ॥ ১০৭ ॥ ন
চাপত্যকৃত্য ক্রীতিঃ সর্বাশ্চৈব ভবিষ্যতি । দহমানা
দিবারাজো বদ্ধাশকেন হুংখিতাঃ ॥ ১০৮ ॥ গৌরী-
মেবং তথা শস্তা সা দেবী বরবর্ণিনী । উচ্চৈ
করোদ সাবিত্রী ভর্তৃযজ্ঞাদবহিঃ স্থিতা ॥ ১০৯ ॥
রোদমানা তু সা দৃষ্টা বিষ্ণুনা চ প্রশাদিতা । মা
রোদীস্বঃ বিশালাক্ষি এহাগচ্ছ সদঃ শুভে ॥ ১১০ ॥
প্রবিষ্টা চ শুভে যাতো মেখলাং কোমলাঙ্গনী । গৃহাণ
দীক্ষাং ব্রহ্মাণি পাদৌ তে প্রথমে শুভে ॥ ১১১ ॥ এব-
মুজ্জারবীদেনং নাহং কুৰ্য্যাং বচস্তব । তত্রাহং চ
গমিষ্যামি যত্র শ্রোষো ন চ ধ্বনিম্ ॥ ১১২ ॥ এতাব-

ইন্দ্র নিগৃহীত হইলে নহব লক্ষবাজ্য হইয়া তোমাকে
কামনা করিবে। বলিবে,—আমি ইন্দ্র; কেন এই
অলসা ইন্দ্রপত্নী আমার ভজন করিতেছে না?
আমি যদি শচীলাভ না করিতে পারি, তবে সর্ব
দেবতার উচ্ছেদসাধন করিব। এই কথা শুনিয়া
তখন তুমি পলায়ন করিবে। ঘোর অরণ্যে হুংখের
সহিত বাস করিবে। রে গর্ষিতে, হুয়াচায়ে!
আমারই শাপে তোমার এই অবস্থা নিশ্চয়ই
ঘটিবে। অনন্তর সাবিত্রী সমস্ত দেবভাৰ্য্যাকে
শাপ দিলেন; বলিলেন,—অপত্যকৃত্য ক্রীতি
তোমাদের কাহারই থাকিবে না। বদ্ধাশকে
হুংখিত হইয়া তোমরা অহর্নিশ দহ হইতে থাকিবে।
অনন্তর বরবর্ণিনী দেবী সাবিত্রী গৌরীকেও অভি-
সম্পাত করিলেন—করিয়া ভর্তার যজ্ঞস্থলীর বহি-
র্ভাগে অবস্থানপূর্বক উচ্চৈশ্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া
প্রসাদিত করিলেন; বলিলেন,—হে শুভে, বিশা-
লাক্ষি! আপনি রোদন করিবেন না, আশ্বিন, এই
যজ্ঞসভায় আগমন করুন। এই শুভযোগে
প্রবেশপূর্বক মেখলা কোমলবস্ত্র ও যজ্ঞদীক্ষা গ্রহণ
করুন। হে ব্রহ্মাণি! আপনার পদযুগ্মে আমি প্রণাম
করি। ১০২—১১১। বিষ্ণু এই কথা কহিলে সাবিত্রী
বলিলেন,—না আমি তোমার কথা ব্রহ্মা করিব না;
যথায় কোন ধ্বনি নাই, আমি সেই স্থানেই গমন
করিব। এই বলিয়া ভূমির উর্দ্ধ স্থানস্থিতা দেবী

ভুক্তা ব্যরমহুতৈঃ স্থানে কিতো স্থিতা ॥ ১১০ ॥
 বিষ্ণুস্তদগ্রতঃ স্থিতা বন্ধা চ করমম্পৃষ্টম্ । তুষ্টাব
 প্রণতো ভূত্বা ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ১১৪ ॥ বিষ্ণু-
 বাচ । নমোহস্ত তে মহাদেবি ভূর্ভুবঃস্বয়মায়ি ।
 সাবিত্রি হৃগ্তরিণি স্বং বাণী সপ্তধা স্মৃতা ॥ ১১৫ ॥
 সর্গাণি স্ততিশাস্ত্রাণি লক্ষণানি তথৈব চ । ভবিষ্যা
 সর্গশাস্ত্রাণাং স্তুত্ব দেবি নমোহস্ত তে ॥ ১১৬ ॥
 যেতা স্বং শ্বেতরূপাসি শশাঙ্কেন সমাননা । শশি-
 রশ্চিপ্রকাশেন হরিণোরসি রাজসে । দিব্যকুণ্ডল-
 পূর্ণাভ্যাং শ্রবণাভ্যাং বিভূষিতা ॥ ১১৭ ॥ স্বং
 সিদ্ধিষ্ণুং তথা ঋদ্ধিঃ কৌর্তিঃ স্ত্রীঃ সন্ততিশ্রুতিঃ ।
 বন্ধ্যা রাজিঃ প্রভাতস্বং কালরাত্রিস্বমেব চ ॥ ১১৮ ॥
 কষুকাণাং যথা সীতা ভূতানাং ধারিণী তথা ।
 এবং স্তবস্তং সাবিত্রী বিষ্ণুং প্রোবাচ সুব্রতা ॥ ১১৯ ॥
 সম্যক্ স্ততা স্বয়া পুত্র অজ্ঞেয়স্বং ভবিষ্যসি ।
 অবতারে সদা বৎস পিতৃমাতৃসুবল্লভঃ ॥ ১২০ ॥
 অনেন স্তবরাজেন স্তোষ্যতে যন্ত মাং সদা ।
 সর্গদোষবিনিশ্চুক্তঃ পরং স্থানং গমিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
 গচ্ছ যজ্ঞং চিরং তন্তু সমাপ্তিং নয় পুত্রক ॥ ১২২ ॥
 কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে চ ভবিষ্যে যজ্ঞকর্ম্মণি । সমীপগা

বিরতা হইলেন । বিষ্ণু তাঁহার অগ্রে থাকিয়া
 অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রণতভাবে পরম ভক্তিযোগে
 তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । বিষ্ণু
 বলিলেন,—হে ভূর্ভুবঃ স্বয়মায়ি, মহাদেবি,
 হৃগ্তরিণি সাবিত্রি ! তোমাকে নমস্কার করি,
 তুমিই সপ্তধা স্মৃতা বাণী ; সমস্ত স্ততিশাস্ত্র, সমস্ত
 লক্ষণ, সমস্ত ভবিষ্য শাস্ত্র, এসকলই তুমি । হে
 দেবি ! তোমায় আমার নমস্কার, তুমি শ্বেতা,
 শ্বেতরূপা, ও শশাঙ্ক সদৃশাননা ; তুমি দিব্য কুণ্ডল-
 মণ্ডিত শ্রবণযুগলে বিভূষিতা, তুমি সিদ্ধি, ঋদ্ধি,
 কৌর্তি, স্ত্রী, সন্ততি, রতি, সন্ধ্যা, রাজি, প্রভাত ও
 কালরাত্রি । যেমন কষুকাদিগের সীতা, তেমনি
 তুমি ভূতধাত্রী । বিষ্ণু এইরূপ স্তব করিলে সুব্রতা
 সাবিত্রী বলিলেন—পুত্র ! তুমি আমার সুন্দর
 স্তব করিয়াছ, অতএব তুমি সর্গজ্ঞ অজ্ঞেয় হইবে ।
 বৎস ! সমস্ত অবতারে তুমি পিতামাতার অত্যন্ত
 বৎসল হইবে । এই স্তবরাজ দ্বারা যে আমার
 স্তব করিবে, সে সর্গদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পরম
 স্থান প্রাপ্ত হইবে । যাও বৎস ! যাইয়া ব্রহ্মার
 যজ্ঞ সমাধা কর । ভাবী কালে কুরুক্ষেত্রে
 এবং প্রয়াগে যে যজ্ঞাঙ্কষ্ঠান হইবে, তাহাতে

স্থিতা ভর্তৃঃ করিষ্যে তব ভাষিতম্ ॥ ১২৩ ॥ এব-
 মুক্তো গতো বিষ্ণুব্রহ্মাঃ সদ উত্তমম্ । সাবিত্রী তু
 সমায়াতা প্রভাসে বরবর্ণিণি ॥ ১২৪ ॥ গতায়ামথ
 সাবিত্র্যাঃ গায়ত্রী বাক্যমববৌৎ ॥ ২৫ ॥ শৃণু
 মুনয়ো বাক্যং মদৌষং ভর্তৃসন্নিধৌ । যদহং বচি
 সন্তুষ্টি বরদানায় চোদ্যতা ॥ ১২৬ ॥ ব্রহ্মাণঃ পূজয়ি-
 যাস্তি নয়া ভক্তিসমম্বিতঃ । তেষাং বস্ত্রং ধনং ধান্তং
 দারঃ সৌধ্যং স্তুতাশ্চ বৈ ॥ ১২৭ ॥ অবিচ্ছিন্নং
 তথা সৌধ্যং গৃহং বৈ পুত্রপৌত্রিকম্ । ভুক্তাসৌ
 স্তুচিরং কালং ততো মোক্ষং গমিষ্যতি ॥ ১২৮ ॥
 শক্রাং তে বরং বচি সংগ্রামে শক্রভিঃ সহ ।
 তদা ব্রহ্মা মোচয়িতা গতা শক্রনিকেতনম্ ॥ ১২৯ ॥
 সপুত্রশক্রনাশাৎ লপ্যাসে চ পরাং যুদম্ । অকণ্টকং
 মহাদ্রাজ্যং ত্রৈলোক্যে তে ভবিষ্যতি ॥ ১৩০ ॥ মর্ত্য-
 লোকে যদা বিবেকো হবতারং করিষ্যসি । ভ্রাতা সহ
 পরং দুঃখং স্বভার্য্যাহরণং চ যৎ ॥ ১১ ॥ ইদা শক্রঃ
 পুনর্ভার্য্যা লপ্যাসে সুরসন্নিধৌ । গৃহীত্বা তাং পুনঃ
 প্রাজ্যং রাজ্যং কৃৎস গমিষ্যসি ॥ ১৩২ ॥ একাদশ-

ভর্তার সমীপে থাকিয়া আমি তোমার বাক্য রক্ষা
 করিব ॥ ১১২—১২৩ ॥ সাবিত্রী এই কথা কহিলে, বিষ্ণু
 উত্তম ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন । হে বরবর্ণিণি !
 তৎকালে সাবিত্রী প্রভাসক্ষেত্রে আসিলেন ।
 সাবিত্রী প্রস্থান করিলে গায়ত্রী কহিলেন,—মূনি-
 গণ ! ভর্তৃসন্নিধানে তুষ্ট হইয়া আমি বরদানে
 উদ্যত হইয়াছি । এক্ষণে যাহা বলি, আপনারা
 শ্রবণ করুন, যে সকল নর ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
 ব্রহ্মার পূজা করিবে, তাহাদের ধন, ধান্ত, বসন,
 স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, গৃহ ও অবিচ্ছিন্ন সুখ-সৌভাগ্য
 হইবে । ব্রহ্মার্চনাকারী নর বহুকাল ভোগ-
 সুখের পর মোক্ষ লাভ করিবে । হে শক্র ! আমি
 তোমায় বরদান করিতেছি, যৎকালে সংগ্রামে
 শক্রদিগের হস্তে তুমি বন্ধন প্রাপ্ত হইবে, তখন
 ব্রহ্মা শক্রপুত্রে গিয়া তোমায় মোচন করিবেন,
 তুমি সপুত্র-শক্রনাশেও পরম প্রমোদ প্রাপ্ত
 হইবে । এই ত্রৈলোক্যে তুমি অকণ্টক মহা-
 রাজ্যে আধিপত্য করিবে । হে বিবেক ! তুমি
 যখন এই মর্ত্যালোকে অবতার স্বীকার করিবে,
 তখন ভ্রাতার সহিত পরম দুঃখ এবং ভার্য্যাহরণ-
 মনস্তাপ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু কালে শক্র-সংহার
 করিয়া পুনরায় ভার্য্যালভ করিবে ; তাহা
 গ্রহণপূর্ব্বক তুমি প্রাজ্য রাজ্য পালন করিবে ;

সহস্রাণি কৃতা রাজ্যং পুনর্দিবম্ । খ্যাতিস্তে বিপুল।
লোকে চাহুরাগো ভবিষ্যতি ॥ ১৩৩ ॥ গায়ত্রী
ব্রাহ্মণাংস্তাংচ সর্বানৈবাবৌদিদম্ ॥ ১৩৪ ॥ যুস্মাকং
জীর্ণনং কৃতা তৃপ্তিং যাস্তস্মি দেবতাঃ । ভবন্তো ভূমি-
দেবান্ বৈ সর্বে পূজ্যা ভবিষ্যথ ॥ ১৩৫ ॥ যুস্মাকং
পূজনং কৃতা নৃষা দানান্তনেকশঃ । প্রাণায়ামেন চৈকেন
সর্বমেতত্তরিয়্যথ ॥ ১৩৬ ॥ প্রভাণে তু বিশেষণ
জপ্তামাং বেদ মাতরম্ । প্রতিগ্রহকৃতান্ দোষান
প্রাপ্স্যধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৩৭ ॥ পুঙ্করে চার্দদানেন
প্রীতাঃ সর্বে চ দেবতাঃ । একস্মিন্ ভোজিতে
বিপ্রৈ কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥ ১৩৮ ॥ ব্রহ্মহত্যা-
দিপাপানি দুরিতানি চ যানি চ । তরিয়্যাস্তি নরঃ
সর্বে দন্তে যুস্মৎকরে ধনে ॥ ১৩৯ ॥ মহৌষধে তু
জাপোন প্রাণায়ামৈশ্চিভিঃ কৃতৈঃ । ব্রহ্মহত্যা-
সমং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চ্যতি ॥ ১৪০ ॥ দশভির্জন্ম-
জনিতং শতেন তু পুরা কৃতম্ । ত্রিযুগং তু সহস্রেন
গায়ত্রী হস্তি কিম্বিদম্ ॥ ১৪১ ॥ এবং জ্ঞাত্বা সদা
পূজ্যা জাপো চ মম বৈ কৃতে । ভবিষ্যধ্বং ন
সন্দেহো নান্ন কার্ঘ্যং বিচারণা ॥ ১৪২ ॥ ওঙ্কারেন

ত্রিযাত্রেন সার্কেন চ বিশেষতঃ । পূজ্যা সর্বে ন
সন্দেহো জপ্তা মাং শিরসা সহ ॥ ১৪৩ ॥ অষ্টাক্ষর-
স্থিতা চাহং জগদ্ব্যাপ্তং ময়া হি দম্ । মাতাহং সর্ব-
বেদানাং বেদৈঃ সর্বেয়লঙ্কৃতা ॥ ১৪৪ ॥ জপ্তা মাং
পরমাং সিদ্ধিঃ পশ্যন্তি দ্বিজসন্তমাঃ । প্রাধাত্যং মম
জাপোন সর্বেষাং বো ভবিষ্যতি ॥ ১৪৫ ॥ গায়ত্রী-
সারমাজোহপি বরং বিপ্রঃ সুষজিতঃ । নার্যজিত-
শতকর্ষদঃ সর্বাণী সর্ববিক্রয়ী ॥ ১৪৬ ॥ যস্মাত্তবতাঃ
সাবিত্র্যা শাপো দত্তো স দে বিহ । অত্র দন্তঃকৃতকপি
সর্বমক্ষয়কারকম্ । দত্তো বরো ময়া তেন যুস্মাকং
দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ১৪৭ ॥ অগ্নিহোত্রপর্য্য বিপ্রাত্তিকালং
হোমদায়িনঃ । স্বর্গং তে তু গমিষ্যাস্ত একবিংশ-
তিভিঃ কুলৈঃ ॥ ১৪৮ ॥ এবং শক্রে চ বিকো চ
কুদে বৈ পাবকে তথা । ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গায়ত্রী
সা বরং দদৌ । তাস্মিন্ কালে বরং দত্ত্বা ব্রহ্মণঃ
পার্শ্বাভবৎ ॥ ১৪৯ ॥ হরিণা তু সমাখ্যাতং লক্ষ্ম্যাঃ
শাপস্ত কারণম্ । যুবতীনাঞ্চ সর্বাণাং শাপস্তাণাং
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৫০ ॥ লক্ষ্ম্যাস্তদা বরং প্রাদান্যায়ত্রী
ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥ ১৫১ ॥ অকুৎসিতাঃ সদা পূজি

একাদশ সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগের পর তুমি স্বর্গ-
য়েহণ করিবে । এ জগতে তোমার অতুল কীর্তি
হইবে ; লোকে তোমায় ভক্তি করিবে । পরে
গায়ত্রী ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—দেবগণ তোমা-
দের জীর্ণন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন ।
তোমরা ভূমিদেব হইয়া সকলেই সর্বত্র পূজ্য
হইবে । লোকে তোমাদিগকে পূজা করিবে ;
নানাবিধ বস্তু দান করিবে ; কিন্তু তোমরা একটা
মাত্র প্রাণায়াম জপ করিয়াই সমস্ত প্রতিগ্রহদোষ
হইতে মুক্ত হইবে । বিশেষতঃ প্রভাসে বেদমাতা
—আমাকে জপ করিয়া হে দ্বিজোত্তমগণ ! তোমরা
প্রতিগ্রহদোষ প্রাপ্ত হইবে না । পুঙ্করে অন্ন দান
করিলে সমস্ত দেব প্রীত হইয়া থাকেন । কিন্তু
তথায় একটা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ
ভোজনের ফল লাভ হয় । নরগণ তোমাদের
হস্তে ধনদান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-
দি নিখিল দুরিত হইতে অব্যাহতি পাইবে । তোমাদের সম্মান
হইবে । তিনবার প্রাণায়াম জপ করিলেই ব্রহ্ম-
হত্যা তুল্য পাপ তোমাদের তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে ।
পূর্বতন দশশত জন্মার্জিত পাপ সহস্রবার গায়ত্রী-
জপে নষ্ট হয় । ইহা জানিয়া তোমরা সদা আমায়
জপ করিবে । এরূপ করিলে তোমরা সর্বত্রই

পূজ্য হইবে সন্দেহ নাই । অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত ত্রিযাত্র
ওঙ্কার দ্বারা শিরঃসহ আমাকে (গায়ত্রী) জপ করিয়া
সকলেই পূজ্য হয়, নিঃসন্দেহ । আমি অষ্টাক্ষরস্থিতা ;
এই জগৎ মৎকর্তৃক পরিব্যাপ্ত । সর্ববেদালঙ্কৃতা
আমি সর্ববেদের মাতা । দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আমার
জপ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ।
তোমাদের সকলেরই প্রধানতঃ আমিই জপ্য
হইব । গায়ত্রীকে যিনি সার করিয়াছেন, তথাবিধ
সুষজিত বিপ্রও শ্রেষ্ঠ ; পরন্তু চতুর্বেদবেদী সর্বাণী
সর্ববিক্রয়ী বিপ্র অযজিত হইলেও শ্রেষ্ঠ নহেন ।
এই যজ্ঞ-সভায় সাবিত্রী তোমাদিগকে যে হেতু
অভিশাপ দিয়াছেন, এই জন্ত আমি তোমাদিগকে
বর প্রদান করিলাম ;—এইখানে দান, হোম, যাহা
কিছু করা যাইবে, সকলই অক্ষয় হইবে । এখানে
অগ্নিহোত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ত্রৈকালিক হোম বিধান
করিয়া একবিংশতি কুল সহ স্বর্গ লাভ করিবেন ।
১২৪—১৪৮। এইরূপে গায়ত্রী, ইন্দ্র, বিষ্ণু, কুদ্, অগ্নি,
ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণদিগকে বর প্রদান করিলেন । এই বর
দিয়া তিনি ব্রহ্মার পার্শ্ববর্তিনী হইলেন । তখন হরি
লক্ষ্মীর এবং অন্তান্ত যুবতীগণের পৃথক্ পৃথক্ শাপ-
প্রাপ্তির কথা কহিলেন । ব্রহ্মপ্রিয়া গায়ত্রী তৎ-
ক্ষণে লক্ষ্মীকে বর দিলেন,—পূজি ! তোমার বাক্যে

ভব বাসেন শোভনে । ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহঃ
সর্ষেভাঃ প্রীতিদায়কাঃ ॥ ১৫২ ॥ যে ত্বয়া বৌদ্ধিতাঃ
সর্ষে সর্ষে বৈ পুণ্যভাজনাঃ । তেষাং জাতিঃ
কুলং শীলং ধর্মশ্চৈব বরাননে ॥ ১৫৩ ॥ পরি-
তাক্ষায়া যে তু তে নরা দুঃখভাগিনাঃ । সভায়াং
তে ন শোভন্তে মন্ত্রন্তে ন চ পার্থিবৈঃ ॥ ১৫৪ ॥
আশিষশ্চৈব তেষাং তু কুর্ষতে বৈ দ্বিজোত্তমাঃ ।
সৌজন্তং তেষু কুর্ষন্তি নপ্তা ভ্রাতা পিতা গুরুঃ ॥
১৫৫ ॥ বান্ধবোহসি ন সন্দেহো ন জীবহং ত্বয়া
বিনা । ত্বয়ি দৃষ্টে প্রসন্নো মে দৃষ্টিভবতি শোভনা ।
মনঃ প্রসাদতেহত্যর্থং সত্যং সত্যং বদামি তে ॥
১৫৬ ॥ এবংবিধানি বাক্যানি ত্বয়া দৃষ্ট্যা নিরী-
ক্ষিতে । সজ্জনাস্তে বদিষ্যন্তি জনানাং ক্রীতি-
দায়কাঃ ॥ ১৫৭ ॥ ইন্দ্রাণি নহ্যঃ প্রাপ্য স্বর্গং হ্যাং
যাচয়িষ্যতি । অদৃষ্টা তু হতঃ পাপো হৃগন্ত্যবচ-
নাদ্ভ্রতম্ ॥ ১৫৮ ॥ সর্পং সমুদ্রপ্রাপ্য প্রার্থয়ি-
ষ্যতি তং যুগ্মম্ । দর্পেণাহং বিনষ্টোহস্মি শরণং
মে যুনে ভব ॥ ১৫৯ ॥ বাক্যেন তেন তস্মাসৌ
নৃপশ্চ ভগবানুযিঃ । কৃষা মনসি কারুণ্যমিদং বচনম-

ব্রবীৎ ॥ ১৬০ ॥ উপপৎসুতি কুলে রাজা স্বদীয়ে
কুরুনন্দন । সার্পঃ কলেবরঃ দৃষ্টা প্রমোদয়ামুদ্রি-
ষ্যতি ॥ ১৬১ ॥ সৌহৃদ্যজ্যগরতাং ত্যক্তা পুনঃ স্বর্গং
গমিষ্যতি । অশ্বমেধে কৃতে ভর্তা সহ যাসি পুন-
র্দ্বিবি । প্রাপ্যাসে বরদানেন মমানেন সুলোচনে ॥
১৬২ ॥ দেবপত্ন্যস্তদা সন্ধ্যাক্ষয়ী পরিভাষিতা ।
অপত্যৈরপি হীনাঃ স্মার্নৈব দুঃখং ভবিষ্যতি ॥ ১৬৩ ॥
ইতি দত্তা বরান দেবী গায়ত্রী লোকসম্মতা । জগামা-
দর্শনং দেবী সর্ষেভাং পশুতাং তদা ॥ ১৬৪ ॥
সাবিত্রী তু তদা দেবী প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতা । কৃত-
শ্রমশ্চ শৃঙ্গে তু ত্রীসোমেশ্বরপূরিতঃ ॥ ১৬৫ ॥ মধ-
ন্তরে চাক্ষুষে চ দ্বিতীয়ে দ্বাপরে শুভে । তত্র যজ্ঞঃ
সমারম্ভো ব্রহ্মণা লোককারিণা ॥ ১৬৬ ॥ যজ্ঞে
যাতা মহাত্মানো দেবাঃ সপ্তর্ষয়ো বরাঃ । স্বায়ত্ত্ববে
তু যে শস্তাঃ শপ্তাস্তে চাভবন্ পুরা ॥ ১৬৭ ॥ তস্মাৎ
কালো সমারম্ভ্য প্রভাসং ক্ষেত্রমাশ্রিতাঃ ॥ ১৬৮ ॥
সাবিত্রী লোকজননী লোকানুগ্রহকারিণী । যন্তাং
পূজয়তে তক্ত্যা পক্ষমেকং নিরন্তরম্ । ব্রহ্মপূজা-
বিধানেন তস্মা পুত্রো ধ্রুবো ভবেৎ ॥ ১৬৯ ॥ পাণ্ডু-

সমস্তই অকুৎসিত হইবে । তোমার দৃষ্টি যাহাদের
উপর পড়িবে, তাহারা পুণ্যভাজন হইবে । তাহা-
দের জাতি, কুল, শীল, ধর্ম সকলই সুরক্ষিত
থাকবে । আর তুমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ
করিবে, তাহারা দুঃখভাগী হইবে ; সভায় তাহাদের
শোভা হইবে না ; পার্থিবগণ তাহাদের আদর
করিবেন না । তোমার আশ্রিত নরগণ ব্রাহ্মণ-
দিগের আশীর্বাদ-ভাজন হইবে । তাহাদের
নপ্তা, ভ্রাতা, পিতা, গুরু, বান্ধবগণ তাহাদের প্রতি
সৌজন্ত প্রকাশ করিবে । অধিক কি, তোমা
ব্যতীত আমার অস্তিত্ব রহিবে না । তোমার
দর্শনে আমার দৃষ্টি ও মন একান্ত প্রসন্ন হইবে ।
ইহা আমি সত্যসত্যই বলিলাম । তোমার দর্শনে
সজ্জনগণ জনসাধারণের ক্রীতিদায়ক হইয়া এই
এই প্রকার বাক্য সকল উচ্চারণ করিবেন । হে
ইন্দ্রাণি ! নহ্য স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়া তোমাকে
প্রার্থনা করিবে । কিন্তু তোমার দর্শন না পাইয়া
পরে অগন্ত্যবাক্যে ঐ পাপাত্মা বিনষ্ট হইবে ।
তাহার সর্পযোনি লাভ হইবে । সে তদবস্থায় প্রার্থনা
করিবে,—হে যুনে ! আমি দর্পবশত বিনষ্ট হই-
য়াছি । আপনি আমায় পরিভ্রাণ করুন । সেই
রাজার বাক্যে স্বয়ি কারুণ্যপূর্ণমনে বলিবেন,—

তোমার কুলে এক রাজা জন্মিবেন । তিনি সর্প
কলেবর দর্শনে প্রমোদিত প্রদান করিয়া তোমার
উদ্ধার সাধন করিবেন । এই ঘটনার পর নহ্য
স্বীয় অজগরত্ব পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্বর্গ গমন
করিবেন । তোমার ভর্তা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া
তোমার সহিত স্বর্গাধিপত্য লাভ করিবেন । হে
সুলোচনে ! আমার বরদানফলে এইরূপেই তুমি
পতি প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর গায়ত্রী তুষ্ট হইয়া অস্তান্ত
দেবপত্নীদিগকে বলিলেন,—তোমরা অপত্যহীন
হইলেও তোমাদের সে জন্ত দুঃখ হইবে না ।
লোকমাতা গায়ত্রী এইরূপ বরদান করিয়া সকলের
সমক্ষেই অদৃষ্ট হইলেন । অনন্তর সাবিত্রী দেবী
প্রভাসে আসিলেন । এখানে সোমেশ্বরের পূর্বে
কৃতশ্রমের শৃঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন । পরে
চাক্ষুষ মধ্বন্তরে দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে লোককর্তা ব্রহ্মা
এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন । ঐ যজ্ঞে মহাত্মা দেব
সপ্তর্ষিগণ—যাহারা স্বায়ত্ত্বব মধ্বন্তরে অভিশপ্ত হইয়া-
ছিলেন, তাহারা সকলেই সমাগত হইলেন ।
এবং সেই সময় হইতে প্রভাসক্ষেত্রেই বাস
করিতে লাগিলেন । লোকানুগ্রহকারিণী লোকজননী
সাবিত্রীকে যাহারা একপক্ষ কাল ভক্তির সহিত
পূজা করে, তাহাদের পুত্রলাভ নিশ্চতই । নর

কূপে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা লিঙ্গানি পঞ্চ বৈ । পাণ্ডবৈঃ
স্থাপিতানীহ দৃষ্ট্বা যজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ১৭০ ॥ জ্যেষ্ঠশ্চ
পূর্ণিমায়াস্ত সার্বিত্রীস্থলসন্নিধৌ । পঠেদ্যো ব্রহ্ম-
সূক্তানি মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৭১ ॥ এতন্তে
সৰ্ববিখ্যাতমাখ্যাভং কল্মষাপহম্ । যশ্চৈদং শৃণুয়া-
ন্তক্ত্যা স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীকাল্দের সাবিত্রীমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম পঞ্চ-
ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

দেবুবাচ । প্রভাসে সংস্থিতা যা তু সাবিত্রী
ব্রহ্মণঃ প্রিয়া । তন্ত্ৰাশ্চরিত্রং মে ক্রহি দেবদেব
জগৎপতে ॥ ১ ॥ ব্রতমাহাত্ম্যাসংযুক্তমিতিহাসসম-
বিতম্ । পাতিব্রতাকরং স্ত্রীণাং মহাভাগ্যং মহো-
দয়ম্ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । কথয়ামি মহাদেবি
সাবিত্র্যাশ্চরিতং মহৎ । প্রভাসক্ষেত্রসংস্থায়ঃ
স্থলস্থানে মহেশ্বর । যথা চীর্ণং ব্রতবরং সাবিত্র্যা
রাজকন্তয়া ॥ ৩ ॥ আসীন্নজ্বেষু ধৰ্ম্মাত্মা সৰ্বভূত-

পাণ্ডুকূপে স্নান করিয়া পাণ্ডবস্থাপিত পঞ্চলিঙ্গ
দর্শনে যজ্ঞকল লাভ করিয়া থাকে । জ্যেষ্ঠ মাসের
পূর্ণিমায় সাবিত্রীস্থলের সমীপে যে নর ব্রহ্মসূক্ত
পাঠ করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । এই
আমি তোমার নিকট সৰ্বপাপাপহ উপাখ্যান সকলই
কৌতুহল করিলাম, যে নর ভক্তিপূরক ইহা শ্রবণ
করে, তাহার পরমপদ লাভ হয় । ১৪৯—১৭২ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে জগৎপতে ! দেবদেব-
প্রভাসক্ষেত্রে যে ব্রহ্মপ্রিয়া দেবী অবস্থান করিলেন,
ঐহার চরিত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।
ঐ চরিত্র ব্রতমাহাত্ম্য-মণ্ডিত, ইতিহাসাধিত, এবং
স্ত্রীগণের পাতিব্রত্যা ও মহাভাগ্যজনক । ঈশ্বর
কহিলেন,—মহাদেবি ! আমি প্রভাসক্ষেত্রস্থ সাবি-
ত্রীর মহৎ চরিত্র কৌতুহল করিতেছি । সাবিত্রী
রাজকন্তা হইয়া যেরূপ ব্রতচরণ করিয়াছিলেন,
তাহাই এক্ষণে আমার বক্তব্য । পুরাকালে ময়-
দেশে অশ্বপতি নামে এক ধৰ্ম্মাত্মা ভূপতি ছিলেন ।

হিতে রতঃ । পার্শ্ববোধস্থপতির্নাম পৌরজানপদ-
প্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাদী জিতে-
প্রিয়ঃ । প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায়মাজগাম স ভূপতিঃ ।
যাত্রাং কুরুন্ বিধানেন সাবিত্রীস্থলমাগতঃ ॥ ৫ ॥ স
সভার্যো, ব্রতমিদং তত্র চক্রে নৃপঃ স্বয়ম্ । সাবি-
ত্রীতি প্রসিক্তঃ যৎসৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৬ ॥ তন্তু
তুষ্ঠাভবদেবি সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া । ভূর্ভুবঃ-
স্বরভৌত্যেবা সাক্ষান্মূর্তিমতী হিতা ॥ ৭ ॥ কমণ্ডলু-
ধরা দেবী জগামাদর্শনং পুনঃ । কালেন বহুনা
জাতা হুহিতা দেবরূপিনী ॥ ৮ ॥ সাবিত্র্যা স্ত্রীতয়া
দত্তা সাবিত্র্যাঃ পূজয়া তথা । সাবিত্রী-
ভোব নামাস্তাশ্চক্রে বিপ্রাজয়া নৃপঃ ॥ ৯ ॥
সা বিগ্রহবতীব স্ত্রীঃ প্রাবর্জিত নৃপাশ্রজা । সাবিত্রী
সুকুমারাক্ষী যৌবনস্থা বভূব হ ॥ ১০ ॥ যা সূমধ্যা
পৃথুশ্রোণী প্রতিমা কাঞ্চনৌ যথা । প্রাপ্তেয়ং দেব-
কন্তা বা দৃষ্ট্বা তাং মেনিরে জনাঃ ॥ ১১ ॥ সা তু
পদ্মা বিশালাক্ষী প্রজলন্তীব তেজসা । চোয় সা
চ সাবিত্রী ব্রতং যদভূগণোদিতম্ ॥ ১২ ॥ অথো-

তিনি সৰ্বভূতহিতে রত, পৌরজানপদপ্রিয়, ক্ষমাবান,
সত্যবাদী ও জিতেপ্রিয় । কিন্তু তিনি অনপত্য ;
তাই একদা প্রভাসক্ষেত্রযাত্রায় ভূপতি সমাগত
হইলেন । প্রভাসে সাবিত্রীস্থলে উপস্থিত হইয়া
তিনি যথাবিধি তীর্থযাত্রা নির্বাহ করিলেন । অনন্তর
রাজা স্বয়ং ভার্য্যার সহিত সৰ্বকামফলপ্রদ সুপ্রসিক্ত
সাবিত্রীব্রত আচরণ করিলেন । হে দেবি ! ব্রহ্ম-
প্রিয়া সাবিত্রী সেই ব্রতে রাজার প্রতি তুষ্ট হই-
লেন । প্রভাসে সাবিত্রীদেবী সাক্ষাৎ মূর্তিমতী-
সাক্ষাৎ ভূর্ভুবঃস্বরূপিনী ছিলেন । তিনি করে
কমণ্ডলু ধারণ করিতেন । কিন্তু রাজার ব্রত-
চরণের পর তাঁহার অদর্শন ঘটিল । অনন্তর বহু-
কাল পরে ঐ রাজার এক দেবরূপিনী হুহিতা
জন্ম গ্রহণ করিল । সাবিত্রী রাজার পূজায় স্ত্রীত
হইয়া রাজাকে ঐ কন্তা দিয়াছিলেন বলিয়া রাজা
ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—
সাবিত্রী । ঐ নৃপবাল্য বিগ্রহবতী কমলার স্তায়
রাজগৃহে বর্জিত হইতে লাগিলেন । ক্রমে কোম-
লাক্ষী সাবিত্রী যৌবনে পদার্পণ করিলেন ।
তিনি সূমধ্যা, সূশ্রোণী, দেখিতে যেন অবিকল
কাঞ্চনৌ প্রতিমা ; তাঁহাকে দেখিয়া জনগণ আলো-
চনা করিত,—ইনি কি সাক্ষাৎ দেবকন্তা আসিয়া
জন্ম লইলেন ? সেই বিশালাক্ষী সাবিত্রী সাক্ষাৎ

পোষ্য শিরঃস্নাতা দেবতামভিগম্য চ। হৃদয়ান্নি
বিধিবহিপ্রান্ বাচয়েদ্বরবর্ণিনী ॥ ১৩ ॥ তেভ্যঃ স্তু-
নসঃ শেবাং প্রতিগৃহ্য নৃপাত্মজা। সখীপরিবৃত-
ভ্যেভ্য দেবী জীবৎসকুপিণী ॥ ১৪ ॥ সাভিবাদ্য
পিতুঃ পাদৌ শেবাং পূৰ্ণং নিবেদ্য চ। কৃতাজলি-
বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বতঃ স্থিতা ॥ ১৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা
যৌবনপ্রাপ্তাং স্বাং স্মৃতাং দেবকুপিণীম্। উবাচ
রাজা সমুদ্রা পুত্রার্থঃ সহ মজ্জিভিঃ ॥ ১৬ ॥ পুত্রি
প্রদানকালন্তে ন হি কশ্চিচ্চণোতি মাম্। বিচার-
য়ন্ন পশ্চামি বরং তুল্যমিহাশ্রয়ঃ ॥ ১৭ ॥ দেবা-
দীনাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু। পঠ্য-
মানং ময়া পুত্রি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চ শ্রুতম্ ॥ ১৮ ॥ পিতৃ-
র্গেহে তু যা কস্তা রজঃ পশ্চত্যসংস্কৃতা।
ব্রহ্মহত্যা পিতৃহন্তা সা কস্তা বুধলী স্মৃতা ॥ ১৯ ॥
অতোহর্থং প্রেষয়ামি ত্বাংকুরু পুত্রি স্বয়ম্বরম্। বৃদ্ধৈর-
মাতৈঃ সহিতা শীঘ্রং গচ্ছাবধারণম্ ॥ ২০ ॥ এব-
মব্ধিতি সাবিত্রী প্রোচ্য তস্মাদিনির্ধয়ো। তপো-

বনানি রম্যাপি রাজযৌগং জগাম সা ॥ ২১ ॥ মাত্তানাং
ভত্র বৃদ্ধানাং কুত্র পাদাভিবন্দনম্। ততোহভিগম্য
তীর্থানি সর্বাণ্যেবাজ্ঞমাণি চ ॥ ২২ ॥ আজগাম
পুনর্দেব্যা সাবিত্রী সহ মজ্জিভিঃ। তজাপশ্চত
দেবর্ষিঃ নারদঃ পুরতঃ শুচিম্ ॥ ২৩ ॥ আসীনমাসেন
বিপ্রং প্রণম্য স্মিতভাবিণী। কথয়ামাস তৎকার্যং
যেনারণ্যং গত্বা চ সা ॥ ২৪ ॥ সাবিত্র্যবাচ।
আসীচ্ছাশ্বেষু ধর্ম্মাচ্ছা ক্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ। দ্যুমৎ-
সেন ইতি খ্যাতো দৈবদাক্ষো বভূব সঃ ॥ ২৫ ॥
আর্য্যস্ত বালপুত্রস্ত দ্যুমৎসেনস্ত কল্পিণা। সামন্তেন
হুতঃ রাজ্যং হিহেহস্মিন্ পূর্ববৈরিণা ॥ ২৬ ॥ স বাল-
বৎসয়া সাক্ষিঃ ভার্য্যা প্রস্থিতো বনম্ ॥ ২৭ ॥ স
তস্ত চ বনে বৃদ্ধঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ। সত্যবাননু-
রূপো মে ভর্ত্তেতি মনসেঙ্গিতঃ ॥ ২৮ ॥ নারদ
উবাচ। অহো বত মহৎকষ্টং সাবিত্রী। নৃপতে
কৃতম্। বালম্ভাবাদনয়া গুণবান্ সত্যবাগ্ভূতঃ ॥ ২৯ ॥
সত্যং বদত্যস্ত পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে। সত্যং

লক্ষ্মীর স্তায় আপন তেজে আপনিই যেন প্রদীপ্ত
হইতেন। একদা ভৃগুমুনির আদেশে সাবিত্রী
এক ব্রত করিলেন। এই ব্রতে সাবিত্রী উপবাস
করিয়া শিরঃ স্নানান্তে দেবারাধনা ও হোম করিয়া
জ্ঞানগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর
নৃপবাল্য ঠাঁহাদের নিকট পুষ্প প্রসাদ লাভ করিয়া
সখী সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপে সমাগত হইয়া
পিতার পাদযুগল বন্দনা করিলেন এবং বিপ্রদত্ত
পুষ্পপ্রসাদ ঠাঁহাকে নিবেদন করিয়া যুক্তকরে
পিতার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা
স্বীয় স্মৃতাকে যৌবনযুগে দেবীর স্তায় দর্শন করিয়া
মজ্জিগণ সহ মজ্জণ করিয়া বলিলেন,—পুত্রি! তোমার
এখন সম্প্রদানকাল উপস্থিত; কিন্তু কেহই তোমার
জন্ত আমার নিকট প্রার্থনা করে নাই। আমি
নিজেও বিচার করিয়া তোমার তুল্য বর দেখিতেছি
না। যাহা হোক, আমি যাহাতে দেবসমাজের
নিন্দনীয় না হই, তুমি তাহাই কর। বৎসে! আমি
ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছি, যে কস্তা অসংস্কৃত অব-
স্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, তাহার পিতার
ব্রহ্মহত্যাপাপ হয়, আর সেই কস্তা বুধলীপদব্যাচ্য
হইয়া থাকে। বৎসে! এই কারণেই তোমায়
নিয়োগ করিতেছি, তুমি স্বয়ম্বর কর; যাও, বৃদ্ধ
অমাত্যগণ সহ গিয়া শীঘ্র এ বিষয় অবধারণ কর।
সাবিত্রী ‘এবমন্ত’ বলিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত

হইলেন এবং রাজর্ষিগণের রম্য রম্য তপোবনসমূহে
গমন করিলেন। ১—২১। সেই সকল বনে গিয়া
মান্য বৃদ্ধবর্গের পাদ বন্দনাপূর্বক সমস্ত তীর্থ ও
পুণ্যভ্রমসমূহ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় বৃদ্ধ মজ্জিগণ
সহ স্বভবনে প্রত্যাগত হইলেন। ভবনাগত
হইয়া সাবিত্রী সম্মুখে পুত্ৰাচ্ছা দেবর্ষি নারদকে
আসনে সমাসীন দেখিলেন এবং ঠাঁহাকে প্রণাম
করিয়া স্মিতপূর্বক অভিভাষণপূর্বক স্বীয়
অরণ্যগমন-বৃত্তান্ত ঠাঁহার নিকট বলিতে লাগি-
লেন। সাবিত্রী কহিলেন,—শাস্ত্রদেশে দ্যুমৎসেন
নামে এক ধর্ম্মাচ্ছা ক্রিয় নরপতি ছিলেন।
দৈবক্রমে তিনি অন্ধ হন। দ্যুমৎসেনরাজের
অঙ্গবয়স্ক বালক পুত্র ছিলেন। অন্ধরাজার কল্পি-
নামক জনৈক সামন্ত পূর্বশক্তাবশতঃ ঠাঁহার
ছিদ্র পাইয়া রাজ্যাপহরণ করে। তিনি বালক
পুত্র ও ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বাস করেন।
একণে ঠাঁহার সেই বালক পুত্র বনে থাকিয়াই
বর্দ্ধিত হইয়াছেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক। ঠাঁহার
নাম সত্যবান্। তিনিই আমার অল্পরূপ ভর্ত্তা হন।
ইহাই আমার ইচ্ছা। নারদ এই কথা শুনিয়া
নরপতিকে সাবধানপূর্বক বলিলেন,—অহো মহা-
রাজ! আপনার কস্তা সাবিত্রী বালম্ভাববশতঃ
বড়ই দুঃখাবহ সঙ্কল্প করিয়াছে। এই বাল্য
গুণবান সত্যবান্কে বরণ করিয়াছে। সত্যবানের

বদেতি মুনিভিঃ সত্যবান্নাম বৈ কৃতম্ । ৩০ ॥
 নিত্যং চাখাঃ প্রিয়ান্তস্ত কয়োত্যখাঃশ্চ মুগ্ময়ান্ ।
 চিত্তেহপি চ লিখত্যখাঃশ্চিহ্নাশ্চ ইতি চোচ্যতে । ৩১ ॥
 সত্যবান্ রস্তিদেবশ্চ শিষ্যো দানশুভৈঃ সমঃ ।
 ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদৌ চ শিবিরেগৌলীনরো যথা । ৩২ ॥
 যযাতিরিব োদারঃ সোমবৎপ্রিয়-
 দর্শনঃ । রূপেণান্ততমোহরিভ্যাং দ্যামৎসেনশ্রুতো
 বলী । ৩৩ ॥ একো দোষোহস্তি নান্তশ্চ সোহদ্য-
 প্রভৃতি সত্যবান্ । সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহত্যাগং
 করিষ্যতি । ৩৪ ॥ নারদশ্চ বচ শ্রদ্ধা হৃহিতা প্রাহ
 পার্থিবম্ । ৩৫ ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ ।

রাজনঃ সক্রজ্জলন্তি ব্রাহ্মণাঃ । সক্রৎকস্তা প্রদীয়েত
 জৌণ্যেতানি সক্রৎ সক্রৎ । ৩৬ ॥ দীর্ঘায়ুরথবান্নায়ুঃ
 সশুণো নির্গুণোহপি বা । সক্রদ্রুতো ময়া ভর্তা ন
 দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ । ৩৭ ॥ মনসা নিশ্চয়ং কুর্দ্ভা
 ততো বাচাভিধীয়তে । ক্রিয়তে কৰ্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং

পিতা সত্যবাদী ; মাতাও সত্যবাদিনী । এইজন্ত
 মুনিগণ তাহাদের পুত্রের ‘সত্যবান্’ নাম প্রদান
 করিয়াছেন । ঐ সত্যবান্ সততই অশ্বপ্রিয় ;
 তাই সে সৰ্বদা মুগ্ময় অশ্ব প্রস্তুত করে এবং চিত্র-
 পটেও অশ্বমূর্তি চিত্রিত করিয়া থাকে । এই জন্ত
 তাহাকে চিহ্নাশ্চ নামেও অভিহিত করা হয় । সত্য-
 বান্ রস্তিদেবের শিষ্য ; দানশুভে তাঁহারই সম-
 কক্ষ । অপিচ ঐ সত্যবান্ ব্রহ্মণ্য, সত্যবাদী,
 গৌলীনর শিবির স্থায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যযাতির স্থায়
 উদারস্বভাব, চন্দ্রের স্থায় প্রিয়দর্শন এবং রূপে
 অশ্বিনীকুমারযুগলের অন্ততমের স্থায় প্রতিভাত ।
 সেই দ্যামৎসেন-নন্দন সৰ্বশুণাৰ্হিত হইলেও একটা
 ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় দোষ নাই । ঐ সত্য-
 বান্ অদ্য হইতে সংবৎসর মধ্যে ক্ষীণায়ু হইয়া
 দেহ ত্যাগ করিবে । ইহাই তাহার দোষ ।
 নারদের বাক্য শুনিয়া হৃহিতা সাবিজ্ঞী রাজাকে
 বলিলেন,—রাজগণ একবার বলেন ; ব্রাহ্মণগণও
 একবার বলিয়া থাকেন এবং কস্তাও একবার
 মাত্রই প্রদত্ত হইয়া থাকে । জগতে এই তিনটি
 এক একবারই হয় । সূতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হউন
 বা অল্পায়ু হউন, সশুণ হউন বা নির্গুণই হউন,
 আমি একবার যখন তাঁহাকে ভর্ত্ত্বরূপে বরণ
 করিয়াছি, তখন আর দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ
 করিব না । মনঃ দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্য
 দ্বারা প্রকাশ, ও কৰ্ম্ম দ্বারা ক্রিয়া করা হয় ।

হি মনস্ততঃ । ৩৮ ॥ নারদ উবাচ । যদ্যেতদ্বিষ্টং
 ভবতঃ নীভ্রমেব বিষীয়তাম্ । অবিরেন তু সাবিজ্ঞাঃ
 প্রদানং হৃহিতুস্তব । ৩৯ ॥ এবমুক্তা সমুৎপত্যা
 নারদজিদিবঃ গতঃ । রাজা চ হৃহিতুঃ সৰ্বং বৈবাহিক-
 মথাকরোৎ । শুভে মুহূর্ত্তে পার্শ্বদৈর্ঘ্যাক্ষণৈর্কোদ-
 পারগৈঃ । ৪০ ॥ সাবিজ্ঞ্যাপি চ তং লক্ষা ভর্ত্তারং
 মনসেঙ্গিতম্ । মুমুদেহতীব তবক্ষৌ স্বর্গং প্রাপ্যেব
 পুণ্যকৃৎ । ৪১ ॥ এবং তজ্জাত্র্যম তেবাং তদা
 নিবসতাং সতাম্ । কালন্ত পশুতাং কিঞ্চিদতি-
 চক্রাম পার্শ্বতি । ৪২ ॥ সাবিজ্ঞ্যাস্ত তদা নার্ষ্যান্তিষ্ঠ-
 ত্যাশ্চ দিবানিশম্ । নারদেন যত্নঃ তদ্বাক্যঃ
 মনসি বর্ত্ততে । ৪৩ ॥ ততঃ কালে বহতিথে
 ব্যতিক্রান্তে কদাচন । প্রাপ্তঃ কালোহথ মর্ত্তব্যো
 যত্র সত্যব্রতো নৃপঃ । ৪৪ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে সিতে পক্ষে
 দাদশ্যাং রজনীমুখে । গণয়ন্ত্যশ্চ সাবিজ্ঞ্যা নার-
 দোক্তং বচো হৃদি । ৪৫ ॥ চতুর্থেহর্হনি মর্ত্তব্য-
 মिति সঙ্কিন্ত্য ভামিনী । ব্রতং ত্রিরাত্রমুদিত্ব
 দিবারাত্রং স্থিতাশ্রমে । ৪৬ ॥ ততঃত্রিরাত্রং

পশ্চাৎ মনই তাহার প্রমাণ হইয়া থাকে । নারদ
 কহিলেন,—যদি তোমার এইরূপই ইষ্ট হইয়া
 থাকে, তবে একাধি সম্পাদন কর । মহারাজ !
 তোমার হৃহিতা সাবিজ্ঞীর সম্প্রদানকার্য্য নির্ধারিত
 সম্পন্ন হোক । নারদ এই বলিয়া গাত্রোথানপূর্ব্বক
 সুরালয়ে গমন করিলেন । রাজা অশ্বপতিও হৃহিতার
 সমস্ত বৈবাহিক কার্য্য শুভ মুহূর্ত্তে বেদপারগ ব্রাহ্মণ-
 গণ দ্বারা সম্পাদন করাইলেন । ২২—৪০ । পুণ্য-
 কৰ্ত্তা যেমন স্বর্গ লাভ করিয়া আনন্দিত হয়, তবক্ষৌ
 সাবিজ্ঞীও তেমন মনোভীষ্ট পতি লাভ করিয়া
 অত্যন্ত মুদিত হইলেন । হে পার্শ্বতি ! এইরূপে
 বিবাহান্তে তাঁহার সাক্ষী সকলে সেই বনা-মে বাস
 করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে কিয়ৎকাল
 অতিক্রান্ত হইল । এদিকে নারদ যাহা বলিয়া-
 ছিলেন, সাবিজ্ঞীর অন্তরে সৰ্বদাই সে কথা জাগ-
 রুক হইতে লাগিল । অনন্তর অনেককাল অতীত
 হইলে একদা এমন কাল আসিল, যেকালে সত্য-
 বানের মরণ নিকটবর্ত্তী হইল । জ্যৈষ্ঠমাসের
 শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিন প্রদোষকালে সাবিজ্ঞী নার-
 দের কথা হৃদয়ে গণনা করিয়া দেখিলেন,—চতুর্থ
 দিবসে সত্যবান্ মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন । ঐ বিষয়টা
 চিন্তা করিয়া ভামিনী সাবিজ্ঞী ত্রিরাত্রব্যাপী ব্রতাব-
 লম্বনে দিবারাত্র আশ্রমে অবস্থান করিলেন । অন-

স্বপ্নস্য স্নাত্বা সন্তর্পণা দেবতাম্ । স্বপ্নশ্চরয়োঃ
পাদৌ ববন্দে চাক্রহাসিনী ॥ ৪৭ ॥ অথ প্রহস্বে
পরশুং গৃহীত্বা সত্যবান্ বনম্ । সাবিত্র্যপি চ ভর্তারঃ
গচ্ছন্তঃ পৃষ্ঠতোহব্রহ্মাণ্ড ॥ ৪৮ ॥ ততো গৃহীত্বা
তরসা কলপুশ্পসমিকুশান্ । অথ পুষ্পাণি চাদায়
কাষ্ঠভারমকল্পয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ অথ পাটয়তঃ কাষ্ঠঃ
জাতা শিরসি দেবনা । কাষ্ঠভারঃ ক্ষণান্তান্ত
বটশাখাবলম্বিতঃ ॥ ৫০ ॥ সাবিত্রীঃ প্রাহ শিরসো
বেদনা মাং প্রবোধতে । তবোৎসঙ্গে ক্ষণং ভাবং
মি সুন্দরি ॥ ৫১ ॥ বিশ্বমস্র মহাবাহো
সাবিত্রী প্রাহ হুঃখিতা । পশ্চাদপি গমিষ্যামি
হ্রাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥ ৫২ ॥ যাবজ্জস্রগং কৃত্বা
শিরোহস্ত তু মহীতলে । তাবদদর্শ সাবিত্রী পুরুষঃ
কৃষ্ণপিঙ্গলম্ ॥ ৫৩ ॥ কিরীটিনঃ পীতবস্ত্রঃ সাক্ষাৎ
সূর্য্যমিবোদিতম্ । তমুবাচাথ সাবিত্রী প্রণম্য
মধুরাক্ষরম্ ॥ ৫৪ ॥ কন্তুঃ দেবোহথবা দৈত্যো
যো মাং ধর্ষিতুমাগতঃ । ন চাহং কেনচিচ্ছক্তা ॥

স্তর ত্রিরাত্র ত্রতবাসের পর স্নানান্তে দেবগণকে
তর্পণ করিয়া চাক্রহাসিনী সাবিত্রী স্বপ্ন ও স্বপ্নের
পাদদ্বয় বন্দনা করিলেন । পরে সত্যবান্ পরশু
গ্রহণ করিয়া বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । সাবি-
ত্রীও ভর্তার পশ্চাদানুসরণ করিলেন । অনন্তর
সহর কল-পুষ্প-সমিকুশ ও শুককাষ্ঠ আহরণ
করিয়া সত্যবান্ কাষ্ঠভার স্বন্ধে লইলেন । কাষ্ঠ
পাটন করিতে করিতে তাঁহার শিরঃপীড়া উপস্থিত
হইয়াছিল । তাই তিনি ক্ষণেকের জন্ত কাষ্ঠ-
ভার ভূতলে রাখিয়া এক বটশাখা অবলম্বনপূর্ব্বক
সাবিত্রীকে বলিলেন,—শিরঃপীড়ায় আমি বড়ই কষ্ট
পাইতেছি । হে সুন্দরি ! তাই তোমার উৎসঙ্গে
কিছুকাল মস্তক রাখিয়া আমি শুইতে ইচ্ছা করি ।
সাবিত্রী হুঃখিত হইয়া বলিলেন,—মহাবাহো ! তাহা
হোক, আপনি বিশ্রাম করুন ; পরে শ্রমহর আশ্রমে
গামরা গমন করিব । এই বলিয়া সাবিত্রী যেমন
সেই সত্যবানের মস্তক নিজ ক্রোড়ে রাখিয়া
ভূতলে অবস্থান করিলেন, অমনি এক রক্তপিঙ্গলা-
কৃতি পুরুষ তিনি দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন,
—ঐ পুরুষ কিরীটি, পীতবস্ত্রধারী এবং সাক্ষাৎ
সূর্য্যের স্থায় উদীয়মান । সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিয়া
প্রণামপূর্ব্বক মধুরাক্ষরে বলিলেন,—কে তুমি দেব
বা দানব আমাকে ধর্ষণ করিবার জন্ত আগমন
করিলে ? কিন্তু দেব, বলিয়া রাখি, আমার

স্বপ্নাদেব রোধিতুম্ ॥ ৫৫ ॥ বিদ্ধি মাং পুরুষ-
শ্রেষ্ঠ দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ৫৬ ॥ যম উবাচ ।
যমঃ সংযমনশ্চামি সর্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥
ক্ষীণাশুরেষ তে ভর্তা সন্নিধৌ তে পতিব্রতে ।
ন শক্যঃ কিঙ্করের্নৈতুমহোহহঃ স্বয়মাগতঃ ॥ ৫৮ ॥
এবমুক্তা সত্যব্রতশরীরায় পাশসংযুতঃ । অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রং পুরুষং নিচক্ৰ যমো বলাৎ ॥ ৫৯ ॥ অথ প্রযাতু-
মারভে পশ্বানং পিতৃসেবিতম্ । সাবিত্র্যপি
বরারোহা পৃষ্ঠতোহব্রহ্মগাম হ ॥ ৬০ ॥ পতিব্রতস্বা-
চ্ছান্ত্যন্ত্যং তামুবাচ যমস্তথা । নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি
মূহর্ত্তং হমিহাগতা ॥ ৬১ ॥ এব মার্গো বিশালাক্ষি
ন কেনাপ্যনুগম্যতে ॥ ৬২ ॥ সাবিত্র্যবাচ । ন
শ্রমো ন চ মে গ্লানিঃ কদাচিদপি জায়তে । ভর্তার-
মনুগচ্ছন্ত্যা বিশিষ্টা চ সন্নিধৌ ॥ ৬৩ ॥ সত্যং
সন্তো গতির্নাত্যা ক্ষীণাং ভর্তা যদা গতিঃ । বেদো
বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ শিষ্যাণাঞ্চ গতির্ভুক্তঃ ॥ ৬৪ ॥ সর্ষেযা-
মেব ভূহানাং স্থানমস্তি মহীতলে । ভর্তারমেক-
মুৎসৃজ্য স্ত্রীণাং নান্তঃ সমাশ্রয়ঃ ॥ ৬৫ ॥ এবমন্তৈঃ

স্বপ্ন হইতে বিচ্যুত করিবার কাহারও ক্ষমতা
নাই । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমার আপনি প্রদীপ্ত
পাবকশিখার স্থায়ই অবগত হইবেন । যম
কহিলেন,—আমি যম সংযমন, সর্বলোকভয়ঙ্কর ;
অগ্নি পতিব্রতে ! তোমার এই ক্ষীণাশু ভর্তা
তোমার সন্নিধানে রহিয়াছে । আমার কিঙ্করেরা
ইহাকে লইয়া যাইতে পরিবে না বলিয়া আমি
স্বয়ং আগমন করিয়াছি । এই বলিয়া যম সত্য-
বানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে সবলে
পাশবন্ধনে আকর্ষণ করিলেন এবং পিতৃসেবিত
পথে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন । এদিকে
বরারোহা সাবিত্রী যমের অনুসরণ করিলেন ।
পাতিব্রতাবশে সাবিত্রীর শ্রান্তিবোধ হইল না ।
যম তাঁহাকে কহিলেন,—সাবিত্রি ! তুমি এ স্থান
হইতে নিবর্ত্ত হও । মূহর্ত্ত মধ্যে তুমি এতদূর
আসিয়াছ । কিন্তু হে বিশালাক্ষি ! এই পথে
কেহই আমার অনুগমন করিতে পারে না । সাবিত্রী
কহিলেন,—ভর্তার অনুসরণে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির
সন্নিধানে আমার শ্রম বা গ্লানি কখন হয় না । সৎ-
লোকের সজ্জনই একমাত্র গতি । স্ত্রীগণেরও ভর্তাই
একমাত্র গতি । এইরূপে বর্ণাশ্রমিগণের বেদ এবং
শিষ্যগণের গুরুই একমাত্র গতি । ৪১—৬৪ । সর্ব-
প্রাণীরই মহীতলে স্থান আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের ভর্তা

‘সুমধুরৈবাক্যৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ । তুতোষ সূর্য্যতনয়ঃ
সাবিজীঃ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥ যম উবাচ ।
তুষ্টোহস্মি তব ভক্তঃ তে বরং বরয় ভামিনি । সাপি
বব্বে চ রাজ্যং স্বং বিনয়াবনতাননা ॥ ৬৭ ॥ চক্ষুঃ-
প্রাপ্তিঃ তথা রাজ্যং স্বগুরস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৬৮ ॥
পিতুঃ পুত্রশতং চৈব পুত্রাণাং শতমাত্মনঃ । জীবিতঞ্চ
তথা ভক্তুর্ধর্মসিদ্ধিঞ্চ শাস্বতীম্ । ধর্ম্মরাজো বরং
দদ্বা প্রেষ্যামাস তাং ততঃ ॥ ৬৯ ॥ অথ ভর্ত্তার-
মাসাদ্য সাবিজী হৃষ্টমানসা । জগাম স্বাশ্রমপদং সহভর্ত্তা
নিরাকুলা ॥ ৭০ ॥ জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমায়াঞ্চ তয়া চীর্ণং
ব্রতং ব্রিদম্ । মাহাত্ম্যতোহস্ত নৃপতেশ্চক্ষুঃপ্রাপ্তির-
ভূৎপুরঃ ॥ ৭১ ॥ ততঃ স্বদেশরাজ্যঞ্চ প্রাপ
নিকটকঃ নৃপঃ । পিতাম্হাঃ পুত্রশতকং সা চ লেভে
সুতান শতম্ ॥ ৭২ ॥ এবং ব্রতস্ত মাহাত্ম্যং
কথিতং সকলং ময়া ॥ ৭৩ ॥ দেবুবাচ । কৌদৃশং
তদব্রতং দেব সাবিজী চরিতং মহৎ । তস্মিন্
জ্যৈষ্ঠমাসে হি বিধানং তস্ত কৌদৃশম্ ॥ ৭৪ ॥ কা
দেবতা ব্রতে তস্মিন্ কে মন্ত্রাঃ কিং ফলং বিভো ।
বিস্তরেন মহেশ ত্বং ক্রহি ধর্ম্মং সমাতনম্ ॥ ৭৫ ॥

ব্যতীত দ্বিতীয় আশ্রয় নাই । সাবিজীর এইরূপ
এবং অস্তান্ত ধর্ম্মময় সুমধুর বাক্যে সূর্য্যানন্দন
তুষ্ট হইয়া সাবিজীকে বলিলেন,—হে ভামিনি !
আমি তুষ্ট হইয়াছি । তোমার মঙ্গলকর বর
প্রার্থনা কর । তৎপ্রবণে সাবিজী বিনয়াবনত হইয়া
মহাত্ম্য স্বগুরের রাজ্য ও চক্ষুলাভ, পিতার শতপুত্র,
নিজের শতপুত্র, ভর্ত্তার জীবন এবং শাস্বতী ধর্ম্ম-
সিদ্ধি প্রার্থনা করিলেন । ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রার্থিত
বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন ।
অনন্তর সাবিজী ভর্ত্তাকে লাভ করিয়া হৃষ্টমনে তৎ-
সহ স্বাশ্রমে আগমন করিলেন । জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণি-
মায়া সাবিজী ব্রতচরণ করিয়াছিলেন । সেই
ব্রতের মাহাত্ম্যে তদীয় শুভুরের চক্ষুঃপ্রাপ্তি হয় ।
অনন্তর হ্যামৎসেন রাজ্য স্বীয় নিকটক রাজ্য প্রাপ্ত
হন । সাবিজীর পিতা শতপুত্র এবং সাবিজী নিজেও
শতপুত্র লাভ করেন । দেবি ! এই আমি
ব্রতের সকল মাহাত্ম্য বলিলাম । দেবী কহিলেন,
—সাবিজী যে মহাব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কি
প্রকার ? জ্যৈষ্ঠমাসে কোন্ বিধানে কিরূপে উহা
নিরূহ করিতে হয় ? ঐ ব্রতে কোন্ দেবতা
কি কি মন্ত্র এবং ফলই বা কৌদৃশ ? হে বিভো !
মহেশ ! আপনি তাহা বিস্তররূপে কৌর্জন করুন ।

ঈশ্বর উবাচ । অয়মাতং দেবদেবেশি সাবিজীব্রতমা-
দরাৎ । কথয়ামি যথা চীর্ণং তয়া সত্য্য মহেশ্বরি
৭৬ । জ্যৈষ্ঠমাসে তু জ্যৈষ্ঠমাসে দম্ভধাবনপূর্ব্বকম্
জিরাভ্যঃ নিয়মং কুর্ধ্যাত্তপবাসস্ত ভামিনি ॥ ৭৭ ॥
অশক্ভ জ্যৈষ্ঠমাসে নক্তং কুর্ধ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়
অযাচিতং চতুর্দশ্যঃ হ্যাপবাসেন পূর্ণিমায়া ॥ ৭৮
নিত্যং স্নান্য তড়াগে বা মহানদ্যাঞ্চ নির্য্যয়ে
পাণ্ডুকূপে তু সূত্রোণি সর্গগ্নানফলং লভেৎ ॥ ৭৯
বিশেষাৎ পূর্ণিমায়াঃ তু স্নানং সর্ব্বপমুজ্জলৈঃ ॥ ৮০
গৃহীত্বা বালুকং পাশ্বে প্রস্থমাত্রৈ যশস্বিনি । অথবা
ধাত্তমাদায় যবশালিতিলাদিকম্ ॥ ৮১ ॥ ততো
বংশময়ে পাশ্বে বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতে । সাবিজীপ্রতিমাং
কুত্বা সর্গাবয়বশোভিতাম্ ॥ ৮২ ॥ সৌবর্ণীং
মুগ্ধযীং বাপি স্বশক্ত্যা দাকুনির্ম্মিতাম্ । রক্তবস্ত্রযুগ্মং
দদ্যাৎ সাবিজী । ব্রহ্মণঃ সিতম্ ॥ ৮৩ ॥ সাবিজীঃ
ব্রহ্মণা সার্কমেবং শক্ত্যা প্রপূজয়েৎ । গন্ধৈঃ সুগন্ধ-
পুষ্পৈশ্চ ধূপনৈবেদ্যাদৌপকৈঃ ॥ ৮৪ ॥ পূর্ণকোশা-
তকৈঃ পকৈঃ কুশাণ্ডবর্কটীকৈঃ । নারিকেলৈঃ
সখর্জ্জীরৈঃ কপিথৈর্দাড়িমৈঃ শুভৈঃ ॥ ৮৫ ॥ জম্বু-
জয়ীরনারিকৈরক্ষৌটৈঃ পনসৈস্তথা । জীরকৈঃ
কটুখণ্ডৈশ্চ শুভৈঃ লবণেন চ ॥ ৮৬ ॥ বিরুদ্ধৈঃ সপ্ত-

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবদেবেশি ! সত্য সাবিজী
যেকূপে ঐ ব্রত করিয়াছিলেন, তাহা কহিতেছি,
তুমি সাদরে ঐ সাবিজীব্রত অবলম্বন কর । হে
মহেশ্বর ! জ্যৈষ্ঠমাসের জ্যৈষ্ঠমাসীতে দম্ভধাবন-
পূর্ব্বক নিয়মনিষ্ঠ হইয়া জিরাভ উপবাস করিবে ।
অশক্ভ পক্ষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া জ্যৈষ্ঠমাসীতে নক্ত-
ভোজন করিবে । চতুর্দশীতে অযাচিত এবং পূর্ণি-
মায়া উপবাস করা বিধেয় । হে সূত্রোণি ! এইব্রতে
তড়াগে, মহানদীতে, নির্য্যয়ে বা পাণ্ডুকূপে নিত্য
স্নান করিলে সর্গগ্নানফল লাভ হয় । পূর্ণিমায়া
মুজ্জল দ্বারা বিশেষ স্নান কর্তব্য । প্রস্থমাত্র পাশ্বে
বালুকা অথবা যবশালি-তিলাদি, ও ধাত্ত গ্রহণ
করিয়া অনন্তর বস্ত্রযুগ্মবেষ্টিত বংশময় পাশ্বে সর্গা-
বয়বশোভিতা সৌবর্ণী মুগ্ধযী বা দাকুময়ী সাবিজী
প্রতিমা নির্মাণ করিয়া সাবিজীকে রক্তবস্ত্রযুগ্ম ও
ব্রহ্মাকে শুভ্রবস্ত্র প্রদানান্তে যথাশক্তি ব্রহ্মার সহিত
সাবিজীর পূজা করিবে । গন্ধ-পুষ্প, ধূপ, দৌপ,
নৈবেদ্য, পূর্ণকোশাতক, পক কুশাণ্ড, ও বর্কটী-
ফল, নারিকেল, খর্জ্জুর, কপিথ, দাড়িম, জয়ীর,
নাগরঙ্গ, অক্ষৌট, পনস, জীরক, কটুখণ্ড, শুভ,

ধাত্তি বংশপাত্রকল্পিতৈঃ । রঞ্জয়েৎপটুত্বৈশ্চ
 শুভৈঃ কুজুমকেশরৈঃ । ৮৭ । অবতারং করোত্যেব
 সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া । ৮৮ । তামর্চয়ীত মন্ত্রেণ
 সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সমম্ । ইতরেবাং পুরাণোক্তো
 মন্ত্রোহয়ঃ সমুদাহৃতঃ । ৮৯ । ওঙ্কারপূর্ব্বকে দেবি
 বীণাপুস্তকধারিণি । বেদাঙ্কিকে নমস্তভ্যামবৈবধ্যং
 প্রযচ্ছ মে । ৯০ । এবং সম্পূজ্যা বিধিবজ্জাগরং
 তত্র কারয়েৎ । গীতবাদিত্রশব্দেন নরনারীকদম্বকম্ ।
 নৃত্যাদ্ধনসংযোজ্যে নৃত্যশ শ্রুতিশারদৈঃ । ৯১ ।
 সাবিত্র্যাখ্যানকং চাপি বাচয়ীত দ্বিজোত্তমান । যাবৎ-
 প্রভাতসময়ঃ গীতভাবরসৈঃ সহ । ৯২ । বিবাহমেবং
 কৃৎস্না তু সাবিত্র্যা ব্রহ্মণা সহ । পরিধাপ্য সিতৈ-
 র্কটৈর্দম্পতীনাং তু সপ্তকম্ । ৯৩ । গৃহদানং প্রদা-
 তব্যং সর্কোপকরণসংযুক্তম্ । ব্রাহ্মণে বেদবিদ্বষে
 সাবিত্রীঃ বিনিবেদয়েৎ । ৯৪ । অথ সাবিত্রীকল্পজে
 সাবিত্র্যাখ্যানবাচকে । দৈবজ্ঞে হ্যঙ্কুরন্তিস্থে দরিদ্রে
 চাগ্নিহোজিগি । ৯৫ । এবং দবা বিধানেন তস্তাং
 রাজ্ঞৌ নিমন্তয়েৎ । পৌর্ণামাস্যং বটাদিস্তাদম্পতীনাং
 চতুর্দশ । ৯৬ । ততঃ প্রভাতসময়ে উষঃকাল উপ-

লবণ, এবং বংশপাত্রকল্পিত বিরূত সপ্তবিধ ধাত্ত
 দ্বারা পূজা করিতে হয় । আর কুজুমকেশরাবিত
 শুভ পটুত্ব দ্বারা রঞ্জন করিতে হয় । ব্রহ্মপ্রিয়া
 সাবিত্রী এইরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । ব্রহ্মার
 সহিত তাঁহাকে যথামন্ত্র পূজা করিতে হয় । এ সম্বন্ধে
 পুরাণোক্ত মন্ত্র এইরূপই উল্লিখিত হইয়া থাকে ; যথা,
 “ওঙ্কারপূর্ব্বিকে দেবি” ইত্যাদি । এইরূপে বিধি-
 মত পূজা করিয়া তথায় রাজিজাগরণ করিবে । নর-
 নারীগণ গীতবাদিত্র-শব্দের সহিত নৃত্যশাস্ত্রিশারদ-
 গণের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও হাস্ত করিয়া রাজিযাপন
 করিবে । ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সাবিত্রীর উপাখ্যান পাঠ
 করাইবে । প্রভাতকাল পর্য্যন্ত এইভাবে গীত-
 ভাবরসে কাটাইয়া দিবে । পরে ব্রহ্মার সহিত
 সাবিত্রীর বিবাহ দিয়া সপ্ত দম্পতিকে শুক্ল বস্ত্র পরি-
 ধান করাইবে । অনন্তর বেদবেদৌ ব্রাহ্মণকে
 সর্কোপকরণাধিত গৃহদান ও সাবিত্রীপ্রতিমা প্রদান
 করিবে । অথবা সাবিত্রীকল্পজ, সাবিত্রীর আখ্যান-
 বাচক, দৈবজ্ঞ, উঙ্কুরন্তিনীল দরিদ্র বা অগ্নিহোজী
 ব্যক্তিকে উহা নিবেদন করিয়া দিবে । এইরূপ
 বিধানে সেই রাজিতে দান করিয়া পরে পূর্ণিমার
 দিন চতুর্দশ দম্পতিকে বটবৃক্ষের অধোভাগে নিম-
 জ্ঞ করিয়া আনিবে । পরে প্রভাতকাল উপস্থিত

হিতে । তৎকালোজ্জাদিকঃ সর্গ সাবিত্রীস্থল-
 মানয়েৎ । ৯৭ । পাকং কৃৎস্না তু শুচিনা ব্রহ্মাং কৃৎস্না
 প্রযত্নতঃ । ব্রাহ্মণানৃগৃহিণীযুক্তাংস্তত্র আহ্বানয়েৎ
 সুধীঃ । ৯৮ । সাবিত্র্যাং স্থলকে তত্র কৃৎস্না পাদা-
 ভিষেচনম্ । স্নানাতান্ব্রাহ্মণাংস্তত্র সভার্য্যাহুপবেশ-
 য়েৎ । ৯৯ । সাবিত্র্যাঃ পুরতো দেবি দম্পত্যো-
 র্তোজনং দদেৎ । তেনাহং তৌজিতস্তত্র ভবামীহ
 ন সংশয়ঃ । ১০০ । দ্বিতীয়ঃ ভোজয়েদ্বষষ্ঠ ভোজিত-
 স্তেন কেশবঃ । লক্ষ্মাঃ সহায়ো বরদো বরাংস্তস্ত
 প্রযচ্ছতি । ১০১ । সাবিত্র্যা সহিতো ব্রহ্মা তৃতীয়ে
 ভোজিতো ভবেৎ । একৈকং ভোজনং তত্র কে টি-
 ভোজসমং স্মৃতম্ । ১০২ । অষ্টাদশপ্রকারেণ বড়-
 রসৌকৃতভোজনম্ । দেব্যাস্তত্র মহাদেবি সাবিত্রীস্থল-
 সন্নিবো । ১০৩ । বিধবা ন কুলে তস্ত ন বধ্যা ন
 চ হর্ভগা । ন কস্তাজননৌ চাপি ন চ স্তান্তর্জুরপ্রিয়া ।
 অষ্টৌ দোষাস্ত নারীণাং ন ভবন্তি কদাচন । ১০৪ ।
 তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন সাবিত্র্যাগ্রে চ ভোজনম্ ।
 দাতব্যং সর্বদা দেবি কটুনীলবিবর্জিতম্ । ১০৫ ।

হইলে ভোজ্যভোজ্যাদি সমস্ত সামগ্রী সাবিত্রীস্থানে
 আনয়ন করিবে । অনন্তর যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে
 পাক করিয়া ব্রহ্মা করিবে । পরে অভিজ্ঞ ব্রতী
 গৃহিণীযুক্ত বিপ্রগণকে আহ্বান করিয়া সাবিত্রীস্থলে
 স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবে ।
 স্নানাত ব্রাহ্মণদিগকে ঐস্থানে তাঁহাদের নিজ নিজ
 ভার্য্যাসংযোগে উপবেশন করাইবে । ৬৫—৯৯ ।
 অনন্তর হে দেবি ! সাবিত্রীর পুরোভাগে দম্পতিকে
 ভোজন প্রদান করিবে । এইরূপ ভোজনে আমিই
 ভোজিত হইয়া থাকি, সন্দেহ নাই । দ্বিতীয়
 দম্পতীকে ভোজন করাইলে কেশবকেই ভোজন
 করান হয় এবং কেশব লক্ষ্মীর সহিত বর-
 প্রদ হইয়া তাহাকে বরদান করিয়া থাকেন ।
 তৃতীয় দম্পতিকে ভোজন করাইলে সাবিত্রী-
 সহ ব্রহ্মারই ভোজন করান হয় । এইরূপে এক
 এক জনকে ভোজন করাইলে কোটি ভোজ-
 নের সমান হইয়া থাকে । হে মহাদেবি ! বড়ুরস-
 মিশ্রিত অষ্টাদশ প্রকার ভোজনসামগ্রী দ্বারা এই-
 রূপে সাবিত্রীস্থলে দেবী সাবিত্রীর সম্মুখে দম্পতি-
 দিগকে ভোজন করাইতে হয় । এইরূপ করিলে
 সে কুলে কোন রমণীই বিধবা, বধ্যা হর্ভগা, কস্তা-
 জননৌ বা ভর্তার অপ্রিয়া হয় না ; নারীগণের উক্ত
 অষ্টদোষ কদাচ ঘটে না । অতএব হে দেবি ! সর্ব-

ন চান্নং ন চ বৈ কারং স্ত্রীণাং ভোজ্যং কদাচন ।
পঞ্চপ্রকারং মধুরং হৃদ্যং সর্বং সুসংস্কৃতম্ ॥ ১০৬ ॥
স্বতপ্তপূর্ণাপুপকঞ্চ বহুকৌরসমধিতাঃ । পূপকাস্তাদৃশাঃ
কার্ঘ্যা দ্বিতীয়াশোকবর্তিকা ॥ ১০৭ ॥ তৃতীয়া পুপিকা
কার্ঘ্যা খর্জুরেণ সমধিতাঃ । চতুর্থশ্চৈব সংযাবো
গুড়াজ্যাত্যাং সমধিতাঃ ॥ ১০৮ ॥ আহ্লাদ-কারিণী
পুংসাং স্ত্রীণাং চাতীৰ বস্ত্রতা । ধনধান্যজনোপেতাং
নারীনরশতাকুলম্ । পুপকৈশ্চ কুলং তস্তা জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ ন জরো ন চ সন্তাপো হৃৎখণ্ড
ন বিয়োগজম্ । অশোকবর্তিকাদানেন কুলানামেক-
বিংশতিম্ ॥ ১০ ॥ বধুভিঃ পুত্রেভ্যশ্চৈব দাসীদাসৈ-
রনন্তকৈঃ । পুরিতঞ্চ কুলং তস্তাঃ পুরিকা যা প্রয-
চ্ছতি ॥ ১১১ ॥ পুত্রিণ্যৌ বৈ হৃদিতরো বধুভিঃ সহিতাঃ
কুলে । শিখরিনী প্রদাহীণাং যুবতীনাং ন সংশয়ঃ ॥
১১২ ॥ মোদতে চ কুলং সর্বং সর্বসিদ্ধিপ্রপুরিতম্ ।
মোদকানাং প্রদানেন এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১১৩ ॥
এতচ্চ গোরিনীনাং তু ভোজনং হি বিশিস্যতে ॥ ১১৪ ॥
সুভগা পুত্রিণী সাধ্বী ধনশুদ্ধিসমধিতা । সহস্র-

প্রযত্নে সাবিত্রীর অগ্রে সর্বদা কটুনীলবর্জিত
ভোজন দান করিবে । স্ত্রীগণের পক্ষে কার্য বা
অন্ন ভোজন কদাচ কর্তব্য নহে । তাহাদের
ভোজ্য বস্তুর মধ্যে পঞ্চবিধ দ্রব্য মধুর, হৃদ্য ও
সুসংস্কৃত করিতে হইবে । প্রথম বহু-কৌরাস্থিত
স্বতপ্ত পূর্ণ অপূপক, দ্বিতীয়—তথ্যবিধ অশোকবর্তিক
নামক পুপক, তৃতীয় খর্জুরযুক্ত পুপি, ও চতুর্থ
—গুড়যুক্ত সংযাব নারীগণের ভোজনার্থ
প্রস্তুত করিতে হয় । এই সকল বস্তু নর ও নারী-
গণের আহ্লাদকর ও অত্যন্ত প্রিয় । এই উল্লি-
খিত প্রকার পুপক দানে দানকর্তার কুল ধনধান্যযুক্ত
ও শত শত নরনারীসমাকুল হয় । যে নারী
অশোকবর্তিক নামক পুপক দান করে, তাহার এক-
বিংশতি কুল যাবৎ সন্তাপ বা বিয়োগজন্ত হৃৎখণ্ড
কদাচ হয় না । যে নারী পুরিকা প্রদান করে,
অসংখ্য পুত্র, পুত্রবধু, দাসী ও দাসজনে তাহার কুল
পরিপূর্ণ হয় । যে সকল যুবতী এই ব্রতে শিখরিনী
দান করে, তাহাদের কুলে কন্তা দৌহিত্র ও পুত্র-
বধুগণ বিহার করিয়া থাকে । পিতামহ বলিয়াছেন
মোদকপ্রদানে সর্বকুল সর্বসিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রমুদিত
হয় । এই ব্যাপারে সুবাসিনীদিগকে ভোজন
করানই প্রশস্ত । হে দেবি ! এই ব্রতের প্রভা-
নারী জন্মে জন্মে সুভগা, পুত্রবতী, সাধ্বী, সমৃদ্ধি-

ভোজিনী দেবি ভবেজ্জয়নিজয়নি ॥ ১১৫ ॥ পানানি
চৈব মুখ্যানি হৃদ্যানি মধুরানি চ । আকাপানং তু
চিকায়ঃ পানং গুড়সমধিতম্ ॥ ১১৬ ॥ সরসেন তু
ভোয়েন কৃতখণ্ডেন বৈ শুভম্ । সুবাসিনীনাং
পেয়ং বৈ দাতব্যঞ্চ বিজ্ঞয়নাম্ ॥ ১১৭ ॥ ইতরে-
ন্নিতরণ্যেব বর্ণযোগ্যানি যানি চ । সুরভীণি চ
পানানি তানু যোগ্যানি দাপয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ প্রক্তি-
পূজ্য বিধানেন বস্ত্রদানৈঃ সৰ্বকুলকৈঃ । কুসুমেনাঙ্ক-
লিপ্তাদ্ভাঃ স্নগুদামতিবলকৃতাঃ । গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ সম্পূজ্য
নারিকেলান্ প্রদাপয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ নেত্রাণাঞ্চাঙ্গনং
কুহা সিন্দূরধৈব মস্তকে । পুগীকলানি হৃদ্যানি
বাসতানি মৃদুনি চ । হস্তে দ্বা সপাত্ৰাণি প্রণিপত্য
বিসজ্জয়েৎ ॥ ১২০ ॥ স্বয়ং ভোজয়েৎ পঞ্চাধিকৃতি-
বালকৈঃ সহ ॥ ১২১ ॥ অথবা নৈব সম্পদ্যন্ত্যর্থে
চৈব তু ভোজনম্ । গৃহে গহা প্রভোকৃত্যং তুষ্টি
দেবী যথা ভবেৎ ॥ ১২২ ॥ এবমেব পিতৃগণ
আগম্য স্বে চ মন্দিরে । পিতৃপ্রদানপুঙ্ক
আন্ধং
কুহা বিধানতঃ । পিতরস্তস্ত তুষ্টি বৈ ভবন্তি ব্রহ্মণো
দিনম্ ॥ ১২৩ ॥ তীর্থাদষ্টগুণং পুণ্যং স্বগৃহে দদতঃ
শুভে । ন চ পশুন্তি বৈ নীচাঃ শ্রদ্ধাং দত্তাং বিজা-
শালিনী ও সহস্রভোজিনী হইয়া থাকে । ইহাতে
হৃদ্য, মধুর, উত্তম উত্তম পান সধবা ও বিজ্ঞাদিগকে
দান করিতে হয় । আকাপান, এবং গুড়যুক্ত সরস
তোয়ময় চিকাপান প্রদান করিবে । অস্তান্ত বস্তু
দ্বারা অল্প যে সকল বর্ণযোগ্য সুরভি পান প্রস্তুত
হইতে পারে, তৎসমস্ত দান করিতে হয় । এই
ব্রতে সধবাদিগকে সৰ্বকুল বস্ত্র দানান্তে কুসুম
দ্বারা অল্পলিপনপুঙ্কক মাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত
করিয়া গন্ধ ধূপাদি দ্বারা অর্চনাপুঙ্কক নারিকেল
প্রদান করিবে । সধবাদিগের নেত্রে অঙ্গন, মস্তকে
সিন্দূর এবং হস্তে সপাত্র হৃদ্য বাসিত মৃদু পুগীকল
সকল প্রদান করিয়া পরে প্রণিপাতপুঙ্কক তীর্থা-
দিগকে বিদায় দিবে ॥ ১১০—১২০ ॥ অনন্তর
স্বয়ং বন্ধু ও বালক গণ সহ ভোজন করিবে ।
অথবা তীর্থক্ষেত্রে যদি ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন
করান না হইয়া উঠে, তাহা হইলে দেবীর যাহাতে
পরিভূষ্টি হইতে পারে, একরূপভাবে ভোজন
করাহবে । এইরূপে তীর্থ-হইতে গৃহে প্রত্যা-
গত হইয়া পিতৃ দানপুঙ্কক পিতৃগণের শ্রদ্ধা
বিধান করিবে । ইহাতে তাহার পিতৃগণ
ব্রহ্মদিনাবধি পরিতৃপ্ত থাকিবেন । হে প্রভো !
স্বগৃহে শ্রদ্ধা দান করিলে তীর্থপেক্ষা অষ্টগুণ ক-

তিতিঃ ॥ ১২৪ ॥ একান্তে তু গৃহে শুভে পিতৃণাঃ
শ্রাদ্ধমিচ্ছতে । নীচং দৃষ্টা হতং তত্তু পিতৃণাঃ নোপ-
তিষ্ঠতি ॥ ১২৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্বেন শ্রাদ্ধং শুশ্রূষ
করয়েৎ । পিতৃণাং তৃপ্তিদং শ্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়-
জ্ঞুবা ॥ ১২৬ ॥ গৌরীভোজ্যাদিকা যা তু উৎসর্গাৎ
ক্রিয়তে ক্রিয়া । রাজসৌ সা সমাখ্যাতা জনানাং
কীর্তিদায়িনী ॥ ১২৭ ॥ ইদং দানং সদা দেয়মায়নো
হিতমিচ্ছতা । শ্রাদ্ধে চৈব বিশেষেণ যদীচ্ছৎ
সাবিকং কলম্ ॥ ১২৮ ॥ ইদমুদযাপনং দেবি সাবি-
ত্র্যাক্ষ ত্রতস্ত চ । সৰ্বপাতকশুদ্ধার্থং কার্যং দেবি
নরৈঃ সদা । অকামতঃ কামতো বা পাপং নশ্বতি
তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৯ ॥ ইহ লোকে তু সৌভাগ্যং
ধনং ধাত্তং বরাঃ স্থিঃ । ভবন্তি বিবিধাস্তেষাং
যৈষাং তত্র বৈ কুলা ॥ ১৩০ ॥ ইদং যাত্রাবিধানস্ত
ভক্ত্যা যঃ কুরুতে নরঃ । শৃণোতি বা স পাপৈশ্চ
সৰ্বৈরেব প্রযুচ্যতে ॥ ১৩১ ॥ জ্যৈষ্ঠমা পূর্ণিমায়ান্ত
সাবিত্রীস্থলকে শুভে । প্রদক্ষিণা যঃ কুরুতে
ফলদানৈর্বধাবিধি ॥ ১৩২ ॥ অষ্টোত্তরশতং বাপি
সংস্কৃত্য তদর্দ্ধকম্ । যঃ করোতি নরো দেবি
সৃষ্টা তত্র প্রদক্ষিণাম্ ॥ ১৩৩ ॥ অগম্যাগমনং যৈশ্চ

হয় । এইরূপ শ্রাদ্ধ নীচগণের দৃষ্টগোচর হয় না ।
এই জন্ত দ্বিজাতিগণ একান্তে শুশ্রূষে পিতৃশ্রাদ্ধ
বিধান ইচ্ছা করিয়া থাকেন । নীচজনে শ্রাদ্ধ দর্শন
করিলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা আর পিতৃ-
গণের নিকট উপস্থিত হয় না । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে
গোপনে শ্রাদ্ধ করবে । স্বয়ং স্বজন্তু বলিয়াছেন,
এইরূপ শ্রাদ্ধই পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ । গৌরীদিগকে
ভোজনদানাদি যে কিছু ক্রিয়া করা হয়, উহা জন-
গণের কীর্তিদায়িনী রাজসিক ক্রিয়া বলিয়া আখ্যাত
হইয়া থাকে । আত্মহিতার্থ এইরূপ দানই কর্তব্য ।
যদি সাবিক ফললাভের ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রাদ্ধ
কার্য বিশেষরূপে বিধেয় । হে দেবি ! সৰ্ব পাতক
শুদ্ধির নিমিত্ত এই সাবিত্রীস্তবের উদযাপন করা
নরগণের কর্তব্য । ইহা কামত বা অকামতঃ করিলে
তৎক্ষণাৎ পাপ নষ্ট হয় । ইহা লোকে সৌভাগ্য, ধন,
ধাত্ত, উত্তম স্ত্রী, তাহাদেরই হইয়া থাকে—যাহারা
ঐরূপে যাত্রা বিধান করে । যে নর ভক্তি
করিয়া এইরূপ যাত্রাবিধান করে, বা ইহার কথা
শ্রবণ করে, তাহার সৰ্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় ।
জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় শুভ সাবিত্রীস্থানে যে নর
ফলদানপূর্বক যথাবিধি অষ্টোত্তর শত, তদর্দ্ধ বা

কৃতং জানাচ্চ মানবৈঃ । অস্তানি পাতকাস্তেব
নশ্বন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ যৈর্গম্বা স্থলকে সন্ধ্যা
সাবিত্র্যাঃ সমুপাসিতা । স্বপত্ন্যাশ্চৈব হস্তেন পাণ্ডু-
কুপজলে ন চ ॥ ১৩৫ ॥ ভৃঙ্গারকনকেনৈব মৃন্ময়ে-
নাথ ভামিনি । আনীত তু জলং পুণ্যং সন্ধ্যো-
পান্তিঃ করোতি যঃ । তেন দ্বাদশবর্ষাণি ভবেৎ
সন্ধ্যা হ্যুপাসিতা ॥ ১৩৬ ॥ অশ্বমেধফলং স্নানে
দানে দশগুণং তথা । উপবাসে অনন্তং চ কথায়াঃ
শ্রবণে তথা ॥ ১৩৭ ॥

ইতি শ্রীহৃদে সাবিত্রীস্তববিধিপূজনপ্রকারোদ্য-
পনাদিকথনং নাম ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি তত্রস্তাঃ
ভূতমাতৃকাম্ । সাবিত্র্যা বাক্ষণে ভাগে শতধনুস্তরে
স্থিতাম্ ॥ ১ ॥ নবকোটিগণৈর্গুণ্ডাং প্রেতভূতসমা-
কুলাম্ । পূজিতাং সিদ্ধগন্ধর্ষৈর্দেবাদিত্রিনেকশঃ ॥

তদর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করে, উপর পাপ নষ্ট হয় ।
যে সকল মানব জ্ঞানপূর্বক অগম্যাগমন বা অস্তাশ্র
পাতক করিয়াছে, ঐরূপ প্রদক্ষিণ ব্যাপারে তাহা-
দেরও সৰ্বপাপ বিলয় পাইয়া যায় । যে নর
সাবিত্রীস্থানে গিয়া সন্ধ্যোপাসনায় সাবিত্রীর উপাসনা
করে এবং যাহারা নিজ পত্নীর আনীত পাণ্ডুকুপ-
জলে অথবা নিজানীত মৃন্ময় বা স্বর্ণময় ভৃঙ্গারজলে
তথায় সন্ধ্যোপাসনা করে, তাহাদের সকলেরই
দ্বাদশবর্ষব্যাপিনী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয় । এখানে
স্নানে অশ্বমেধফল, দানে তদপেক্ষা দশগুণ
এবং উপবাসে ও কথাশ্রবণে অনন্ত ফল
হইয়া থাকে ॥ ১২১—১৩৭ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
তত্রস্তা ভূতমাতৃকাস্থানে গমন করবে । সাবিত্রীর
পশ্চিমভাগে শত ধনু দূরে এই মাতৃকা অবস্থিতা ।
তিনি নবকোটিগণে পরিবৃত্তা, ভূত-প্রেতগণে সমা-
কুলা, এবং সিদ্ধগন্ধর্ষগণের অর্চিতা । দেবী

২ । দেব্যাচ । ভূতমাত্তেতি সংহৃষ্টা গ্রামে গ্রামে
পুরে পুরে । গায়ন্ত্যন হর্ষলোকঃ সর্বতঃ পরি-
ধাবতি ॥ ৩ ॥ উন্নতবৎ প্রলপতে কিতৌ পততি
মত্তবৎ । ক্রুদ্ধবদ্ধাবতি পরান্ মৃতবৎকৃত্যতে হি
সঃ ॥ ৪ ॥ মুখভঙ্গাশ্চ কুরুতে লোকো বাতগৃহীত-
বৎ । ভূতবস্ত্রমুত্রাশুকর্দমানবগাহতে ॥ ৫ ॥ কিমেব
শাস্ত্রনির্দিষ্টো মার্গঃ কিমুত লৌকিকঃ । মুহূর্তে মে
মনো দেব তেন ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৬ ॥ কথং সা পুরুষৈঃ
পুত্র্যা প্রভাসক্ষেত্রবাসিভিঃ । কস্মাত্তত্ত্ব গতা দেবী
কস্মিন্ কালে সমাগতা । কস্মিন্ দিনে তু মাসে তু
তস্তাঃ কার্যো মহোৎসবঃ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্তে কিঞ্চিন্ননোগতম্ ।
আস্তিক্যঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভবন্তীতি মতির্মম ॥ ৮ ॥
চাক্ষুণ্যস্তরেহতাতে প্রাপ্তে দৈবঘতেহন্তরে ।
দক্ষাপমানাং সজ্জাতা তদা পরিতপ্তজিকা ॥ ৯ ॥
দ্বাপরে তু দ্বিতীয়ে বৈ দত্তা ত্বং পরিতেন মে ।
বিবাহে চৈব সজ্জাতে সর্বদেবমনোরমে ॥ ১০ ॥ ত্রয়া

চ সহিতঃ পূর্নঃ মন্দরে চাক্ষুণ্ডরে । অক্রৌড়ঃ চ
মুদা যুক্তো দিব্যক্রৌড়নকৈঃ প্রিয়ে । পীনোন্নত-
নিতম্বেন ভ্রাজমানাঃ কুচোরতাং ॥ ১১ ॥ সিতাজ-
বদনাঃ হৃষ্টাঃ দৃষ্টাহং ত্বাং মহাপ্রভাম্ । দম্বকাম-
তরোঃ কন্দকন্দলৌমিব নিঃসৃতাম্ । মহার্হশয়নত্বাং
ত্বাং তদা কামিতবানহম্ ॥ ১২ ॥ সুরতে তব সজ্জাতঃ
দিব্যং বর্ষশতং যদা । তদা দেবি সমুখায় নিরোধা-
রিগতা বহিঃ ॥ ১৩ ॥ তবোদকাং সমুত্তমো নার্যেকা
গহ্বরোদরা । কৃষ্ণা করালবদনা পিঙ্গাক্ষী মুক্ত-
মুর্দ্ধজা ॥ ১৪ ॥ কপালমালাভরণা বন্ধমুণ্ডার্দ্ধপিণ্ডকা ।
খট্বাককঙ্কালধরা কণ্ডমুণ্ডকরা শিবা ॥ ১৫ ॥ দ্বাপি-
চন্দ্রাস্রবরা রণকাক্ষিকণিমেখলা । ডমডমককারা চ
ফেৎকারপুরিতাস্ররা ॥ ১৬ ॥ তস্তাশ্চ পার্শ্বগা অন্তা-
স্তাসাং নামানি মে শৃণু । সখ্যা ব্রাহ্মণরাক্ষসস্তাসা-
নকৈব সুদর্শনাঃ ॥ ১৭ ॥ দশকোটীপ্রভেদেন ধরাং
ব্যাপ্য সুসংস্থিতাঃ । মুখ্যাস্তত্র চতস্রো বৈ মহাবল-
পরাক্রমাঃ ॥ ১৮ ॥ রক্তবর্ণা মহাজিহ্বাক্ষরা বৈ পাপ-
কারিণী । এতাসামন্বয়ে জাতাঃ পৃথিব্যাং ব্রহ্ম-

কহিলেন,—লোকে ভূতমাতার নামে গ্রামে গ্রামে,
পুরে পুরে নৃত্য, গীত ও হাশুপূর্বক হুটচিহ্নে দিকে
দিকে ধাবিত হইয়া থাকে । লোকে উন্নতের ন্যায়
প্রলপ করে ; মত্তের ন্যায় ভূপতিত হয় ; ক্রুদ্ধের
ন্যায় ধাবিত হয় এবং মৃতের ন্যায় অপর লোকদিগকে
আকর্ষণ করে । এরূপে লোক বায়ুগ্রস্তের ন্যায়
ত্বং স্ব সুখরাগ গ্রহণ করে এবং ভূতের ন্যায় ভস্ম,
মূত্র, অশ্ব ও কর্দমসমূহে অবগাহন করিয়া থাকে ।
লোকে যে এইরূপ করে, ইহা কি শাস্ত্রনির্দিষ্ট
পন্থা অথবা লৌকিক আচারপদ্ধতি? দেব!
এ বিষয়ে আমার মন মোহাপন্ন হইয়াছে । আপনি
উহা বলুন । আমার আরও জিজ্ঞাস্য এই যে,
প্রভাসক্ষেত্রবাসী পুরুষেরা কিরূপে তাঁহার পূজা
করিয়া থাকেন? কবে কোথা হইতে ঐ দেবী
প্রভাসে সমাগত হইয়াছেন? কোন দিনে বা
কোন মাসে তাঁহার উদ্দেশে মহোৎসব করিতে হয়?
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি! শ্রবণ কর, হোমার
মনোগত বিষয় বলিতেছি । ইহা শ্রবণে লোকে
সকল আস্তিক ও শ্রদ্ধাধান হয়, ইহাই আমার
ধারণা । চাক্ষুষ মনুর অধিকার কাল অতীত
হওয়ার পর বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে তুমি
দক্ষ হইতে অপমান প্রাপ্ত হইয়া পরিতরাজপুত্রী-
রূপে জন্মগ্রহণ কর । পরে দ্বিতীয় দ্বাপরে পরিত-
রাজ তোমাকে আমায় প্রদান করেন । সর্বদেব-

মনোরম আমাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে
মন্দরের চাক্ষুণ্ডরে তোমার সহিত আমি হৃষ্টান্তঃ-
করণে দিব্য ক্রৌড়নক সকল দ্বারা ক্রৌড়া করি ।
ঐ সময় তুমি বিপুলনিতম্বা, পীনোন্নতপয়োধরা,
সিতাজবদা, ও দম্ব কাম-তরুর নবোদগত কন্দ-
কন্দলীর ন্যায় ছিলে । আমি তোমাকে এতাদৃশী
দর্শন করিয়া মনোহর শয্যায় কামনা করি ।
অনন্তর সুরতা ক্রৌড় অবস্থায় যখন আমাদের
দিব্য শহবর্ষকাল অতিবাহিত হইল, তখন
তুমি অবরোধ হইতে নির্গত হইয়া বহিঃ-
প্রদেশে গমন করিলে । তোমার ব্যবহার উদক
হইতে এক গহ্বরোদরা নারী উৎপন্ন হইল । নারী
কৃষ্ণবর্ণা, করালবদনা পিঙ্গাক্ষী, মুক্তকেশী, কপাল-
মালাভরণা, বন্ধমুণ্ডার্দ্ধপিণ্ডকা, খট্বাকধারিণী, কপাল-
মালিনী, কণ্ডমুণ্ডধারিণী, মঙ্গলদায়িনী, দ্বাপিচন্দ্রাস্র-
ধারিণী, সশর্দাকাক্ষীমালিনী, মেখলাশালিনী ও
ডমডমককারা । তিনি ফেৎকার রবে অদ্বরতল
পুরত করিতে লাগিলেন, তাঁহার পার্শ্বধারিণী
আরও অনেক রমণী ছিলেন, তাঁহাদের
পরিচয় বলিতেছি শ্রবণ কর । তাঁহারা ব্রহ্ম-
রাক্ষসী; ঐ দেবীর সঙ্গিনী । এই সঙ্গিনীগণ
সকলেই সুদর্শনা । ইহারা দশকোটী সংখ্যায়
ধরাতল ব্যাপিয়া অবস্থিতা । ইহাদের মধ্যে চারি
জন মুখ্য মহাবলপরাক্রমা ১—১৮ ঐ চারি জনের

রাক্ষসাঃ । ১৮ । শ্লেষাতকতরৌ হেতে প্রায়শঃ
স্কৃততালয়াঃ । উত্তালতালচপলা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ ॥
২০ । বিজ্ঞেয়া ইহলোকেহস্মিন ভূতানাং মূলনাথকাঃ ।
অতিকৃষ্ণা ভবন্ত্যেতে ব্যস্তরাস্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥
বৃক্ষাগ্রমাত্র-মাকাসং তে চরন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
তথৈব মম বীৰ্য্যাত্ম মজ্রপাতরণঃ পূমান্ । কপাল-
খট্কাধরো জাতশর্যবিগ্ৰহিতঃ ॥ ২৩ ॥ অন্নগম্য-
মানো বহ্নিভূতৈরপি ভয়ঙ্করঃ । সিংহশাব্দীবদনৈ-
র্বাদনোজ্জিখিতাহরৈঃ ॥ ২৪ ॥ এবং দেবি তদা জাতঃ
ক্ষুধাক্রান্তো বভাষ মাম্ । অতোহহং ক্ষুধিতং দৃষ্ট্বা
বরং হীমং চ দত্তবান্ ॥ ২৫ ॥ যুবয়োহঁস্তসংস্পর্শায়ুক্ত-
মেবান্ত সর্কশঃ । নক্তকৈব বলীয়াংসৌ দিবা নাতি-
বলাবুভৌ । পুত্রবজ্রকতং লোকান্ ধর্ম্মশ্চৈবানুপাল্য-
তাম্ ॥ ২৬ ॥ ইত্যুক্তৌ তৌ ময়া তত্র ভূতমাতৃগণৌ
প্রিয়ে । একীভূতৌ ক্ষণেনৈব তৌ ভবানীভবো-
ক্তবৌ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনাঃসহমবোচং স্বাং শুচি-
স্মিতে ॥ ২৮ ॥ কল্যাণি পশুপশ্চৈতৌ মমাংশাচ্চ
সমুদ্ভবৌ । বীভৎসাকুতশৃঙ্গারধারিণৌ হান্তকারিণৌ ॥

নাম—রক্তবর্ণা, মহাজিহ্বা, অক্ষয়া ও পাপকারিণী ।
ইহাদিগের বংশেই পৃথিবীতে ব্রহ্মরাক্ষসেরা
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । এই ব্রহ্মরাক্ষসগণ
শ্লেষাতকবৃক্ষেই প্রায়শ বাস করে এবং উত্তাল-
তালে চঞ্চল হইয়া কখন কখন নৃত্য ও হাস্য করিয়া
থাকে । ইহারাই এলোকে ভূতগণের মূল
নাথক । ইহার মধ্য মধ্য কৃকবর্ণ হয় এবং
বৃক্ষাগ্রে ও আকাশে বিচরণ করে । এইরূপে
আমার বীৰ্য্য হইতেও আমারই অন্নরূপ আভরণ-
শালী এক পুরুষ প্রাপ্তবৃত্ত হয় । ঐ পুরুষ কপাল-
খট্কাধারী, চর্ম্মাবগুষ্ঠিত, ও ভয়ঙ্কর; ইহার পশ্চাতে
পশ্চাতে বহু সিংহশাব্দীবদন ভূত গমন করিত ।
হে দেবি! ঐ পুরুষ প্রাপ্তবৃত্ত হইয়া ক্ষুধাতুর ভাবে
আমার নিকট গমন করে । আমি তাকে ক্ষুধিত
দেখিয়া এইরূপ বরদান করি যে, তোমাদের হস্ত-
সংস্পর্শে সর্বত্রই রাত্রিকাল হইবে; রাত্রিকালে
তোমরা বলবান্ ও দিবসে নাতিবলশালী হইবে;
তোমরা পুত্রবৎ লোকসকল রক্ষা কর এবং ধর্ম্ম-
পালন কর । হে প্রিয়ে! আমি সেই ভূতমাতৃগণ-
দ্বয়কে এই কথা কহিলে, ক্ষণমধ্যেই সেই ভবানী
ও ভবোক্তব স্ত্রীপুরুষ একীভূত হইয়া গেল । আমি
তাহা দেখিয়া হৃষ্টমনে তোমাকে বলিলাম—হে শুচি-
স্মিতে! হে কল্যাণি! দেখ দেখ, আমার অংশোৎ-

২৯ । ভ্রাতৃভাণ্ডা ভূতমাতা তথৈবোদকসেবিতা ।
সংজ্ঞায়ঃ স্মৃতং দেবি লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্ ॥ ৩০ ॥
পুনঃ কৃতাজ্জলিপুটৌ দৃষ্ট্বা মামুচুস্তদা । আবয়োর্ভ-
গবন্ কুত্র স্থানে বাসো ভবিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ ইত্যুক্ত-
বন্তৌ তৌ তত্র বরেণ চ্ছন্দিতৌ ময়া । অস্তি
সৌরাষ্ট্রবিষয়ে ভারতে ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥ প্রভা-
সেতি সমাখ্যাতং তত্র ক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্ । কুর্ম্মন্ত
নৈশ্বর্ত্তে ভাগে স্থিতং বৈ দক্ষিণে পরে ॥ ৩৩ ॥
স্বাতী বিশাখা মৈত্রক যত্র ঋক্কত্রয়ঃ স্মৃতম্ । তস্মিন্
স্থানে সদা স্নেহঃ যাবন্মরন্তরাবধি ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রদা-
জীবিকং বচি তব ভূতপ্রিয়ে সদা ॥ ৩৫ ॥ যত্র
কটকিনো বৃক্ষা যত্র নিস্পাববল্লরী । ভার্য্যা পুনর্ভু-
ক্সন্মাকস্তান্তে বসতয়শ্চিরম্ ॥ ৩৬ ॥ যস্মিন্ গৃহে
নরঃ পঞ্চ স্ত্রীত্রয়ং তাবতীর্শ গাঃ । অন্ধকারেচ্ছ-
নাগ্নিশ্চ তদ্ গৃহে বসতিস্তব ॥ ৩৭ ॥ ভূতৈঃ প্রেতৈঃ
পিশাচৈশ্চ যৎস্থানঃ সমধিষ্ঠিতম্ । একাবি চাষ্ট-
বালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষম্ । সড়ং সপ্তমাতঙ্গং
তদগৃহে বসতিস্তব ॥ ৩৮ ॥ উদালকারপিটকং

পত্র এই দুই ব্যক্তি বীভৎস অদ্ভুত, শৃঙ্গার ও
হাস্য রসের আধার হইয়া কেমন ভাবে হাস্য করি-
তেছে! হে দেবি! এ জগতে ইহাদের ভ্রাতৃ-
ভাণ্ডা, ভূতমাতা ও উদকসেবিতা—এই প্রখ্যাত-
পৌরুষ নামজয় প্রসিদ্ধ হইল । অনন্তর আবার
তাহারা আমাকে দেখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিল,—
ভগবন্! আমাদের কোন স্থানে বাস হইবে?
তাহারা এই কথা বলিলে, আমি তাহাদিগকে বর
দিলাম; বলিলাম—ভারতের সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস
নামে এক উত্তম ক্ষেত্র আছে । ঐ ক্ষেত্র আমার
বড় প্রিয়স্থান । কূর্ম্মের নৈশ্বর্ত্তাংশে দক্ষিণ দিকে
যথায় স্বাতী, বিশাখা ও মৈত্রকত্রয় বিদ্যমান,
তথায় মরন্তর পর্যন্ত তোমরা অবস্থান করিবে । হে
ভূতপ্রিয়ে! তোমার অস্ত্র এক বৃন্তির কথা বলি-
তেছি, যথায় কটকী বৃক্ষ, যথায় নিস্পাববল্লরী, এবং
যথায় পুনর্ভু ভার্য্যা ও বল্লরী আছে, তথায় তোমার
দ্বি বসতি হইবে । যে গৃহে পঞ্চ নর, তিন নারী ও
তাবৎসংখ্যক গাভী এবং অন্ধকারে ইক্ষনাগি বিদ্য-
মান, সেই গৃহেই তোমার বাস হইবে । যথায় ভূত,
প্রেত ও পিশাচগণের নিত্য আধিষ্ঠান;—যেখানে
একটি মেঘ, অষ্ট গর্দভ, তিন গাভী, পঞ্চ মহিষ, ছয়
অশ্ব ও সপ্ত মাতঙ্গ বিদ্যমান, সেই গৃহেই তোমার
বাস হইবে ॥ ৩৯—৩৮ ॥ যে গৃহের যত্র তত্র উদালক,

তদ্বৎস্থাল্যাতিভাজনম্ । যত্র তত্রৈব ক্ষিপ্তঞ্চ
তব তচ্চ প্রতিজ্ঞয়ম্ ॥ ৩১ ॥ মুষলোলুখলে স্ত্রীণা-
মাস্তা তদ্বৎস্থলম্ । ভাষণং কটুকৈব তত্র দেবি
স্থিতিস্তত্র ॥ ৪০ ॥ খাদান্তে যত্র ধাত্তানি পকা-
পকানি বেশ্মনি । তদ্বচ্ছাখাশ্চ তত্র ত্বং ভূতৈঃ সহ
চরিস্যসি ॥ ৪১ ॥ স্থালীপিথানে যত্রাগ্নিঃ দদতে
বিকলা নরাঃ । গৃহে তত্র তুরিষ্টানামশেষাণাং সমা-
শ্রয়ঃ ॥ ৪২ ॥ মানুষ্যাশ্চি গৃহে যত্র অহোরাত্রঃ
ব্যবস্থিতম্ । তত্রায়ঃ ভূতনিবহো যথেষ্টঃ
বিচরিস্যতি ॥ ৪৩ ॥ সর্গস্বাদধিকং যে ন
প্রবদন্তি পিনাকিনম্ । সাধারণং বদন্ত্যনং তত্র
ভূতৈঃ সমাবিশ ॥ ৪৪ ॥ কস্তা চ যত্র বৈ বল্লী
রোহী নাম জটী গৃহে । অগস্ত্যাপাদপো
বাপি বজ্রজীবো গৃহেষু বৈ ॥ ৪৫ ॥ করবীরো
বিশেষণ নন্দ্যাবর্ষস্তথৈব চ । মল্লিকা বা গৃহে
যেষাং ভূতযোগ্যাং গৃহং হি তৎ ॥ ৪৬ ॥ তালং
তমালং ভল্লাতং তিস্তিভীখণ্ডমেব বা । বকুলং
কদলীখণ্ডং কদম্বঃ খদিরোহপি বা ॥ ৪৭ ॥ স্ত্রগ্ৰোধো
হি গৃহে ঘেষামশ্রুং চূত এব বা । উত্থরশ্চ পনসঃ
সর্বভূতপ্রিয়ং হি তৎ ॥ ৪৮ ॥ যত্র কাকগৃহং বৈ
স্মাদারামে বা গৃহেহপি বা । ভিক্ষুবিশ্বঞ্চ বৈ যত্র

অন্নপিটক ও তদ্বৎস্থাল্যাতি ভাজন বিক্ষিপ্ত,
তাহাই তোমার আবাস হইবে । হে দেবি ! যে
গৃহে মুষল উলুখল বিক্ষিপ্ত, গৃহের দ্বারকাষ্ঠে স্ত্রীগণ
উপবিষ্ট এবং সর্গদাই কটুভাষণ উচ্চারিত, সেই-
খানেই তোমার বাস হইবে । যে গৃহে পকাপক ধাত্ত
সকল ভক্ষিত হয়, তথায় তুমি ভূতগণ সহ বিচরণ
করিবে । যথায় বিকল নরগণ স্থালীপিথানে অগ্নি
প্রদান করে, সেই গৃহই অশেষ তুরিষ্টের আশ্রয় ।
যে গৃহে অহোরাত্র মানুষ্যাশ্চি সকল অবস্থিত, তথায়
ভূতনিবহ যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকে । যাহারা
পিনাকী দেবকে সর্গাপেক্ষা অধিক না বলিয়া
সাধারণরূপে নির্দেশ করে, তুমি ভূতগণ সহ
তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিবে । যে গৃহে স্বত-
কুমারী, বল্লী, রোহী ও জটীনারী বল্লী বিদ্যমান
এবং যে সকল গৃহে অগস্ত্য, বজ্রজীব, করবীর
নন্দ্যাবর্ষ বা মল্লিকা বৃক্ষ অবস্থিত । সে গৃহ নিশ্চয়ই
ভূতবাসের যোগ্য । তাল, তমাল, ভল্লাতক,
তিস্তিভী, বকুল, কদলী, কদম্ব, খদির, স্ত্রগ্ৰোধ,
অশ্রু, চূত, উত্থর ও পনস বৃক্ষ যথায় বিদ্যা-
মান, সে গৃহ সর্বভূতের প্রিয় ; যে আরামে বা গৃহে

গৃহে দক্ষিণকে তথা ॥ ৪৯ ॥ বিহমূর্ধ্বঞ্চ যত্রস্থং
তত্র ভূতনিবেশনম্ ॥ ৫০ ॥ লিঙ্গার্চনং ন যত্রৈব
যত্র নাস্তি জপাদিকম্ । যত্র ভক্তিবিহীনা বৈ ভূতানাং
তান্ গৃহান্ বদেৎ ॥ ৫১ ॥ মলিনাস্তা যে মর্ত্যা
মলিনাশ্রবধারণাঃ । মলদস্তা গৃহস্থা যে গৃহং
তেষাং সমাবিশ ॥ ৫২ ॥ অগম্যানিরতা যে তু
মৈথুনে ব্যভিচারতঃ । সন্ধ্যায়াং মৈথুনং
যান্তি গৃহং তেষাং সমাবিশ ॥ ৫৩ ॥ বহুনা কিং
প্রলাপেন নিত্যকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ । কদভক্তিবিহীনা যে
গৃহং তেষাং সমাবিশ ॥ ৫৪ ॥ অদম্বা ভূততে ঘোহন্নং
বজ্রভোহন্নং তথোদকম্ । সপিণ্ডান্ সোদকাশ্চৈব
তৎকালান্তান্নরান্ তজ্জ ॥ ৫৫ ॥ যত্র ভাৰ্য্যা
চ ভর্তা চ পরস্পরবিরোধিনৌ । সহ ভূতৈর্গৃহং
তস্তা বিশ ত্বং ভয়বর্জিতা ॥ ৫৬ ॥ বাসুদেবে
রতির্নাস্তি যত্র নাস্তি সদা হরিঃ । জপহোমাদিকং
নাস্তি তস্মৈ নাস্তি গৃহে নৃণাম্ ॥ ৫৭ ॥ পর্কদশ্যার্চনং
নাস্তি চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ
যে মর্ত্যাঃ সন্ধ্যায়াং ভস্মবর্জিতাঃ । পঞ্চদশ্যাং
মহাদেবং ন যজন্তি চ যত্র বৈ ॥ ৫৯ ॥ পৌরজান-
পদৈর্ঘজ প্রাকপ্রসিক্তা মহোৎসবাঃ । ক্রিয়ন্তে পূর্ক-

কাকুলায়, এবং যে দক্ষিণদিকস্থিত গৃহে ভিক্ষু-
বিষ বা বিহমূর্ধ্ব অবস্থিত, সেই স্থানই ভূতের
আবাস । যে গৃহে লিঙ্গার্চনা নাই, জপাদি নাই,
বা ভক্তি নাই, সেই সকলই ভূতগৃহ বলিয়া
উল্লিখিত । যে সকল গৃহস্থ মলিনবদন, মলিনাশ্র
ও মলাচিতদস্ত, তুমি তাহাদের গৃহে বাস কর ।
যাহারা অগম্যাগামী, ব্যভিচারক্রমে মৈথুনাসক্ত
অথবা সন্ধ্যায় মৈথুনকারী, তুমি তাহাদের গৃহে
প্রবেশ কর । অধিক আর কি বলিব, যাহারা
নিত্যকর্ম্মে পরাশ্রুত ও কদভক্তিহীন, তুমি তাহা-
দেরই গৃহে আশ্রয় লও । যাহারা বজ্রবর্গকে অন্ন
জল না দিয়া এবং সপিণ্ডদিগকে উদক প্রদান না
করিয়া ভোজন করে, তুমি সেই সকল নরকেই
আশ্রয় কর । যেখানে ভর্তা ও ভাৰ্য্যা পরস্পর
বিরুদ্ধভাবে, তুমি সেই গৃহেই ভূতগণ সহ নির্ভয়ে
প্রবেশ কর । যেখানে বাসুদেবে রতি নাই, সদা
হরি যেখানে অবিদ্যমান, যেখানে জপ-হোমাদি ও
ভস্ম নাই, যেখানে পর্ক বিশেষতঃ চতুর্দশীদিনে
অর্চনা নাই, কৃষ্ণাষ্টমীতে যেখানে মর্ত্যগণ ভস্ম-
বর্জিত, পঞ্চদশীতে যেখানে মহাদেবের পূজা হয়
না, পৌর-জানপদগণ যেখানে পূর্কপ্রসিক্ত মহোৎস-

বর্ষেব তদগৃহং বসতিস্তব । ৬০ । বেদঘোষো ন
যত্রাস্তি গুরুপূজাদিকং ন চ । পিতৃকশ্ম্মবিহীনঞ্চ
তদুত্তম গৃহং স্মৃতম্ । ৬১ । রাত্রোরাত্রৌ গৃহে
যস্মিন্ জায়তে কলহো মিথঃ । বালানাং
প্রেক্ষমাণানাং যত্র বৃদ্ধশ্চ পূর্বতঃ । ভক্ষয়েন্তত্র
বৈ হৃষ্টা ভূতৈঃ সহ সমাবিশ । ৬২ ।
কস্মিন্ মাসে দিনে চাপি ভবিত্রী লোকপূজিতা ।
ইত্যুক্তোহহং তয়া দেবি তামবোচং পুনঃ প্রিয়ে
৬৩ । অমা যা মাধবে মাসি তস্মিন্ যা চ চতুর্দশী ।
তস্ত্যামহোৎসবস্তত্র ভবিত্রী তে চিরন্তনঃ । ৬৪ । যাঃ
স্নিগ্ধস্বাক্ষ যক্ষ্যন্তি তস্মিন্ কালে মহোৎসবে । বলিভিঃ
পুষ্পধূপৈশ্চ মা তাসাং হং গৃহে বিশ । ৬৫ ॥ নারী-
রণ হৃষীকেশ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধব । অচ্যুতানন্ত
গোবিন্দ বাসুদেব জনার্দন ॥ ৬৬ ॥ নৃসিংহ বামনা-
চিন্ত্য কেশবেতি চ যে জনাঃ । রুদ্র রুদ্রেতি রুদ্রেতি
শিবায় চ নমোনমঃ ॥ ৬৭ ॥ বক্ষ্যন্তি সততঃ হৃষ্টা-
স্তেষাং ধনগৃহাদয়ু । আরমে চৈব গোষ্ঠে চ মা
বিশেখাঃ কথঞ্চন ॥ ৬৮ ॥ দেশাচারান জ্ঞাত্বৈশ্ব্যান
জপং হোমঞ্চ মঙ্গলম্ । দৈবতেজ্যাং বিধানেন শৌচং
কুর্কন্তি যে জনাঃ । লোকাপবাদভীতা যে

পুমাংসস্তেষু মা বিশ । ৬৯ । দেবাবাচ ।
কদা পূজা প্রকর্তব্য ভূতমাতুঃ সুখার্থিতঃ । পুরু-
ষৈর্দেবদেবেশ এতন্নে বজ্রমহাসি । ৭০ । ঈশ্বর
উবাচ । সৰ্বজ্ঞেষা ভগবতী বালানাং হিত-
কারিণী । নামভেদৈঃ কালভেদৈঃ ক্রিয়াভেদৈশ্চ
পূজ্যতে । ৭১ । প্রতিপৎ প্রভৃতি বৈশাখে
যাবচ্চতুর্দশীতিথিঃ । তাবৎ পূজা প্রকর্তব্য
প্রেরণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ । ৭২ । ভগ্নামপি গতাং
চৈনাং জয়ন্তরুতলে স্থিতাম্ । সেচয়িষ্যন্তি যে
ভক্ত্যা জনসম্পূর্ণগণ্ডকৈঃ । ৭৩ । গ্রীবাস্থত্রক-
সিন্দূরৈঃ পুষ্পধূপৈস্তথার্চয়েৎ । তত্র সিদ্ধবটঃ
পূজ্যঃ শাখাং চাস্ত্র বিনাক্ষপেৎ ॥ ৭৪ ॥ পূজিতাং
তাং নরৈর্ঘড়াবলোক্য শুভেঙ্গুভিঃ । ভোজয়েৎ
ক্ষিপ্ৰাসংযাবকুশরাপূপপায়টৈঃ ॥ ৭৫ ॥ এবং বিধঃ
যঃ কুরুতে পুরুষো ভক্তিত্যাবতঃ । স পুত্রপশুবৃদ্ধিঞ্চ
শরীরারোগ্যমাশ্नुয়াৎ ॥ ৭৬ ॥ ন শাকিস্তো গৃহে
তস্ত ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ । পীড়াঙ্কুরান্ত শিশবো
যান্ত বৃদ্ধিমনাময়ম্ ॥ ৭৭ ॥ অথ দেবি প্রবক্ষ্যামি
প্রতিপৎপ্রভৃতি ক্রমাৎ । যথোৎসবো নরৈঃ

সব পূর্ববৎ করে না, সেই স্থানে তোমার বসতি ।
৩৯—৬০। যেখানে বেদঘোষ, গুরুপূজাদি ও পিতৃবশ্ম
হয় না, তাহাই ভূতগৃহ । যেখানে প্রতিরাত্র পরস্পর
কলহ হয়, যথায় বালকগণ অভুক্ত অবস্থায় তাকাইয়া
থাকে আর বৃদ্ধগণ অগ্রে অগ্রে ভোজন করে, তুমি
সেই স্থানে ভূতগণের সহিত প্রবেশ কর । হে
প্রিয়ে! তুমি পুনরায় বলিলে,—কোন মাসে বা
কোন দিনে আমি লোকপূজিতা হইব? এইরূপ
জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি পুনরায় তোমায় বলিলাম,—
বৈশাখমাসের যে অমাবস্তা ও চতুর্দশী, তাহাতে
তোমার চরন্তন উৎসব হইবে । যে সকল নারী
এ সময়ে মহোৎসবে বাল, পুষ্প, ধূপ দ্বারা তোমার
পূজা করবে, তাহাদের গৃহে তুমি প্রবেশ করি না ।
নারায়ণ, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, মাধব, অচ্যুত-
অনন্ত, গোবিন্দ, বাসুদেব, জনার্দন, নৃসিংহ, বামন,
অচিন্ত্য, কেশব, রুদ্র, রুদ্র রুদ্র ও শিবায় নমো-
নমঃ, এই সকল যাহারা সতত হৃষ্ট হইয়া উচ্চারণ
করে তাহাদের ধনগৃহাদিতে, আরামে ও গোষ্ঠে
তুমি কোন প্রকারে প্রবেশ করিও না । যাহারা
দেশাচার ও জ্ঞাত্বৈশ্ব্য পালন, জপ, হোম,
মঙ্গল, বিধিপূর্বক দেবপূজা ও শৌচ করে, এবং

লোকাপবাদ-ভীত, তুমি সেই সকল পুরুষে প্রবেশ
করিও না । দেবী কাহলেন,—হে দেবদেব!
সুখার্থী পুরুষেরা কোনকালে ভূতমাতার পূজা
করিবে, তাহা আমার নিকট বলুন । ঈশ্বর
কাহলেন,—এই ভগবতী ভূতমাতা সৰ্বদাহ বালক-
গণের হিতকারিণী । ইনি নামভেদে, কালভেদে ও
ক্রিয়াভেদে পূজিত হইয়া থাকেন । বৈশাখমাসের
প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত ইহার পূজা করা
কর্তব্য । হান জীব তরুতলে ভগ্নাবস্থায় অবাস্থত
হইলেও ভক্তগণ জলপূর্ণ গণ্ডুক দ্বারা ইহার অভ-
ষেক করবে এবং গ্রীবাস্থত্র, সিন্দূর, পুষ্প ও ধূপ
দ্বারা অর্চনা করিবে । এই সময় সিদ্ধবটের পূজা
করিয়া তাহার একটা শাখা নিষ্কেপ করিতে হয় ।
শুকামী নরগণ ভূতমাতাকে সযত্নে সুপূজিত
দেখিয়া সংযাব, কুশর, অপূপ ও পায়স দ্বারা সত্বর
তাঁহাকে ভোজন করাইবে । যে পুরুষ ভক্তিতাবে
ভূতমাতার উদ্দেশে এইরূপ আচরণ করে, তাহার
পুত্র ও পশুবৃদ্ধি হয়; দেহ নীরোগ হয়; শাকিনী,
পিশাচ ও রাক্ষসেরা তাহার গৃহে কোন পীড়া উৎ-
পাদন করে না; তদীয় শিশুগণ নিরাময়ভাবে বৃদ্ধি
প্রাপ্ত হয় । ৩৯—৭৭। হে দেবী! নরগণ প্রতিপৎ হইতে

কার্য্যঃ প্রেরণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ । ৭৮ ॥ বিকর্ষকল-
নির্দেশঃ পাবণানাং বিড়ম্বনৈঃ । প্রদম্বতে
হাস্যপট্টের্নরৈরুত্তচেষ্ঠিতৈঃ । ৭৯ ॥ পঞ্চম্যাং তু
বিশেষেণ রাজ্ঞৌ কোলাহলঃ শুভে । জাগরং তত্র
কুব্বীত দেবীং পূজ্য প্রযত্নতঃ । ৮০ ॥ বিশ্বাস্ত
ধনলোভেন স্বাধ্যায়ী নিহতঃ পতিঃ । আরোপ্য-
মাণাং শূলাগ্রমেনাং পশুত ভো জনাঃ । ৮১ ॥ দৃষ্টৌ
ভবন্তিহৃষ্টে স পরদারাবমর্শকঃ । ছিদ্ৰা হন্তৌ চ
খড্গেন খরাকুণ্ড গচ্ছতি । ৮২ ॥ নীর্ণট্টচবাসি-
পত্রেণ অস্ত্রাভরণভূষিতঃ । সুগানসমারুতঃ
সুকৃতী যাতাসৌ সুখম্ । ৮৩ ॥ হে জনাঃ কিং ন
পশুধ্বং স্বামিদ্ভোহকরং পরম্ । করপট্টৈর্কিদিদ্যাস্ত-
মুচ্ছলচ্ছাণিতান্তরম্ । ৮৪ ॥ চোরঃ কিলায়ঃ
সম্প্রাপ্তঃ সর্বৌষেগকরঃ পরঃ । দণ্ডপ্রাহার্য্যভিহতো
নীযতে দণ্ডপাশদৈঃ । ৮৫ ॥ প্রেক্ষকৈচেষ্ঠিতঃ
শব্দদারটন বিবিধৈঃ স্বরৈঃ । সংযম্য নীযতে হস্তঃ

লজ্জিতোহধোমুখো জনাঃ । ৮৬ ॥ সিতকেশাং
সিতশৃঙ্গাং সিতাদ্বরধরধ্বজম্ । বিটকাদিদ্যন্ত
চেটীভির্হস্তমানং ন পশুধ্বং । ৮৭ ॥ গৃহারিক্রম্য মাং
রগাং গৃহং নীহাকরোদ্রতিম্ । কস্মাদসৌ ন কুরুতে
মূঢ়ো ভরণপোষণম্ । ৮৮ ॥ ভৈরবাত্তরণে নেতা
সদা ঘূর্ণিতলোচনঃ । প্রবৃত্তহস্তবনুঢ়ো বধ্যশ্চাসা-
বিতস্ততঃ । ৮৯ ॥ নির্বেদঃ কোহস্ত হৃদয়ে ধন-
ক্ষেত্রাদিসম্ভবঃ । গৃহীতং যদনেনাদ্য বালেনাপি মহা-
ব্রতম্ । রক্তাকং কাককৃকাকং সহরং কিং ন
পশুধ্বং । ৯০ ॥ তরুকোটরগান্ বন্ধা অস্তান্ শৃঙ্খ-
লয়া তথা । শরৌষেঃ কাষ্ঠকৈশ্চৈব বহভিঃ শকনৌ-
কৃতান্ । ৯১ ॥ বিমুক্তহস্তাক্ষারান্ সুপ্রহার্য্যিরমৌ-
কৃত । ৯২ ॥ ইমাং কৃষার্কবদনাং গ্রহীষ্যসি হুয়া-
স্বিকাম্ । বিমুক্তকেশাং নৃত্যন্তীং পশুধ্বং যোগিনী-
মিব । ৯৩ ॥ গভীরনৃপুংস্বানপ্রবুদ্ধোদ্ধততাণ্ডবা ।

আরম্ভ করিয়া যেরূপে উৎসব ব্যাপার সমাধা
করিবে, অতঃপর তাহাই বলিতেছি । এই উৎসবে
পরিহাস-কুণ্ডল জনগণ, পাবণগণের আচার-ব্যব-
হারের অনুকরণে বিবিধ অদ্ভুত ভাব-ভঙ্গীসহকারে
নানাবিধ বিচিত্র অভিনয় দ্বারা অসংকল্পের কুৎসিত
কল প্রদর্শন করিবে । হে শুভে ! পঞ্চমীতে
রাত্রিকালে যজুসহকারে দেবীর অর্চনা করিয়া
সর্বিশেষ কোলাহল করিয়া রাত্রিজাগরণ করিবে ।
—৫০। অল্পরূপ অভিনয়সহকারে বক্ষ্যমাণ বাক্যা-
বলী বলিবে । একটা রমণীকে শূলে আরোপিত
করিয়া বলিবে,—] হে জনগণ ! এই পানীয়সী
ধনলোভে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বীয় স্বাধ্যায়রত
পতিকে হত্যা করিয়াছে । তোমরা দর্শন কর ।
(কোনও ছিন্নহস্ত পুরুষকে গর্দভোপরি আরোপিত
করিয়া বলিবে,—) এই পারদারিক দুষ্টকে আপ-
নারা দেখিলেন ভো ? খড়্গাঘাতে ইহার হস্তদ্বয়
ছিন্ন এবং শরীরও ভিন্ন করা হইয়াছে ; এ এক্ষণে
গর্দভারোহণে গমন করিতেছে । ঐ দেখ, এই
সুকৃতী ব্যক্তি আভরণে ভূষিত হইয়া সুখকর-যানা-
রোহণে সুখে গমন করিতেছে । হে জনগণ !
তোমরা কি দেখিতেছ না ?—এই ব্যক্তি নিতান্ত
স্বামিদ্ভোহী ; করপট্ট দ্বারা ইহাকে বিদারিত করা
হইয়াছে, শোণিত ধারায় ইহার সর্বশরীর পরিপ্লুত
হইয়া গিয়াছে । এই যে আসিয়াছে, এই ব্যক্তি
সকলের উদ্বেগকর মহাচোর ; দণ্ডপাশদ্বারা

পুরুষগণ ইহাকে বন্ধন-পূর্বক দণ্ডপ্রহার করিতে
করিতে শাসনের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছে ।
ঐ দেখ, দর্শকগণ বিবিধ বাক্যে ইহাকে
পরিবেষ্টন করিয়াছে ; জনগণ ! এ ব্যক্তি
লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছে । শ্বেতকেশ,
শ্বেতশৃঙ্গ, শ্বেতাদ্বরাদি বিবিধ শ্বেতচিহ্নে ভূষিত
এই ব্যক্তিকে চেটিগণ বিটকাদি দ্বারা প্রহার করি-
তেছে, তোমরা কি দেখিতেছ না ? আমি বিধবা
হইলে এই মূঢ় আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া
নিজগৃহে লইয়া গিয়া সম্ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে
আমার ভরণ-পোষণ করে না কিজন্ত ? ভৈর-
বোচিত আভরণধারী সতত ঘূর্ণিতনয়ন তন্ত্রাক্রান্তবৎ
প্রতীক্ষমান এই মূঢ় দস্যুদলের নেতা ; ইহাকে
সর্বত্র সকলেরই প্রহার করা কর্তব্য । এই রক্তনেত্র
কাকসম কৃকাক্য চপল বালবটিকে দেখিতেছ না ?
ইহার হৃদয়ে ধনক্ষেত্রাদি জনিত কোন নির্বেদ
ঘটিয়া থাকিবে ; যে হেতু এ বালক, হইয়াও মহাব্রত
অবলম্বন করিয়াছে । ৭৮—৯০। ঐ দেখ, এই দুষ্টগণ
তরুকোটরে লুক্কায়িত থাকিত, ইহাদিগকে এবং
অপর কতিপয় দুষ্টকেও শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধনপূর্বক
বহবাণাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া কাষ্ঠাদি দ্বারা
নিদারুণ প্রহার করা হইতেছে ; যাতনায় ইহার হা-
হাকার করিতেছে । হে জনগণ ! ঐ দেখ, যোগিনী-
সমানা আলুলায়িতকেশে নৃত্যপরায়ণা ঐ হুয়াস্বিক
কামিনীর মদন-মণ্ডলের অর্দ্ধভাগ কৃকবর্ণ ; ওহে !

উন্নতেনৈতচ্চরণা যাতেষা ভিষ্টমণ্ডলা । ৯৪ । কটী-
তটস্থপিটিকোল্লসৎকদলধারিণী । অটন্তে নটতী হ্যক্ষীঃ
পরিভ্রুত গৃহাদগৃহম্ ॥ ৯৫ ॥ ইত্যেবমাদিভিনিত্যঃ
প্রেরণীপ্রেক্ষণীয়কৈঃ । প্রেরয়েজ্ঞানহানিখং পুত্র-
ভ্রাতৃস্বহৃদবৃত্তঃ ॥ ৯৬ ॥ একাদশ্যাং নবম্যাং বা দীপ-
প্রজাল্য কুণ্ডকম্ । মুখবিস্তানি তত্রৈব লেপদাক-
কৃতানি বৈ ॥ ৯৭ ॥ বিচিত্রাণি মহাহাণি রৌজ-
শাস্তানি কারয়েৎ । মাতৃণাং চণ্ডিকাদৌনাং রাক্ষ-
সানাং তথৈব চ ॥ ৯৮ ॥ ভূতপ্রতপিশাচানাং
শাকিনীনাং তথৈব চ । মুখানি কারয়েত্তত্র হাব-
ভাবকৃতানি চ ॥ ৯৯ ॥ রক্ষিত্বৈবভূতগুপ্তং ত্রিধীগু-
ধ্বনিপূরঃসরম্ । অমাবান্তাং মহাদেবি ক্ষিপেৎ
পূজাক্রমৈরন্যঃ ॥ ১০০ ॥ ততঃ প্রদোষসময়ে যত্র
দেবী জনৈর্বৃত্তা । তত্র গচ্ছেন্নয়নরাতৈঃ কেৎকাবা-
কুলকৌর্ভনৈঃ ॥ ১০১ ॥ বীরচর্য্যাবিধানেন নগরে
ভ্রাময়েন্নিশি । বীরচর্য্যা স কথিতো দীপঃ সর্বার্থ-
সাধকঃ ॥ ১০২ ॥ নিত্যং নিক্রাময়েদৌপং যাবৎপঞ্চ-

দশী তিথিঃ । পঞ্চদশ্যাং প্রকুর্কীত ভূতমাতৃস্বহৃৎ-
সবম্ । তস্ত গৃহেশ্বরং যাবদগৃহে বিদ্বঃ ন জায়তে ।
অথ কালান্তরেহতীতে ভূতমাতৃঃ শরীরতঃ । জাভাঃ
প্রবেদবিন্দুভ্যাঃ পিশাচাঃ পঞ্চকোটয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ সর্কে
তে কুরবদনা জিহ্বাজালাকুশোদরাঃ । পাণিপাত্ভাঃ
পিশাচান্তে নিশ্চেষ্টবলিতোজনাঃ ॥ ১০৫ ॥ ধমনী-
সন্ততাঃ শুকাঃ শৃঙ্গলাচক্ষুস্বাসসঃ । উলুখলৈরাত-
রণৈঃ শূর্ণচ্ছত্রাসনাঘরাঃ ॥ ১০৬ ॥ নক্তং জলিত-
কেশাঢ্যা অঙ্গারানুদারস্তি বৈ । অঙ্গারকাঃ পিশা-
চান্তে মাতৃমার্গানুসারিণঃ ॥ ১০৭ ॥ আকর্ণদারিতা-
স্তাশ্চ লব্কস্কুলনাসকাঃ । বলাঢ্যাশ্চ পিশাচা বৈ
স্মৃতিকাগৃহবাসিনঃ ॥ ১০৮ ॥ পৃষ্ঠতঃ পাণিপাদাশ্চ
পৃষ্ঠগা বাহরংহসঃ । বিষাদনাঃ পিশাচান্তে সংগ্রামে
পি শতাননাঃ ॥ ১০৯ ॥ এবংবিধান পিশাচান্তে দৃষ্ট্বা
দীনান্নকম্পয়া । তেভ্যোহহমবদং কিঞ্চিৎকাকৃণ্যা-
দল্লচেতসাম্ ॥ ১১০ ॥ অন্তর্দ্বানং প্রজাদেহে কাম-
রুপিহমেব চ । উভয়োঃ সন্ধ্যায়োচ্চারণং স্থানান্তা-

ভূমি কি উহাকে ধায়াইতে পার? এই দেখ,
ভিষ্টমণ্ডলী উদ্ধত ভাণ্ডব সহকারে উত্তম ভাবে
নয়ন-চরণ বিক্ষেপ করত গন্তীর নৃপুত্রধ্বনিতে দিগন্ত
পূরিত করিয়া গমন করিতেছে । এই নর্তকী কটী-
তটে পিটিক ও স্কন্ধে দোহুল্যমান কদল লইয়া নৃত্য
বরিতে করিতে ভূতলের সর্বত্র এক গৃহ হইতে
গৃহান্তরে বিচরণ করিতেছে । প্রতিদিনই পুত্র ভ্রাতা
স্বহৃদগণপরিবৃত্ত হইয়া অভিনেতৃবর্গ দ্বারা এই
প্রকার দর্শনযোগ্য বিবিধ অভিনয় মহোৎসব করা
ইবে । একাদশীতে ও নবমীতে দীপ ও একটি
অগ্নিকুণ্ড প্রজালিত করবে এবং কাষ্ঠ বর্ণকাদি দ্বারা
চণ্ডিকাদি মাতৃকা রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ,
শাকিনী প্রভৃতির বিচিত্র আনন্দবর্দ্ধক বিবিধ
হাবভাবদ্যোতক শাস্ত রৌদ্ৰাদি বিবিধকার মুখ-
প্রতিকৃতিনিচয় নিৰ্ম্মাণ করিবে । হে মহাদেবি!
মানব, বহু রক্ষিজনে পরিবৃত্ত হইয়া অমাবান্তাতে
বাদ্যোদ্যম সহকারে ভূতমাতা দেবীর বিধানক্রমে
পূজা করিয়া বিসর্জনে করিবে । অতঃপর পরদিন
প্রদোষ সময়ে যেখানে বিসর্জিতা দেবীমূর্তি রহিয়া-
ছেন, জনগণ সহ কেৎকার কৌর্ভনাদি ধ্বনি সহকারে
তথায় গমন করিবে এবং রাত্রিকালে বীরচর্য্যা-
বিধানে সেই প্রতিমাকে নগরে ভ্রমণ করাইবে ।
দেবীপূজায় যে দীপ প্রজালিত করা হয়, সেই দীপটি
সর্বার্থসাধক । সেই দীপটি লইয়াই দেবীকে নগর

ভ্রমণ করাইতে হয়; ইহাকেই বীরচর্য্যা কহে । পূর্ণিমা
তিথি পর্য্যন্ত এইরূপ উৎসব করা কর্তব্য । পূর্ণিমা-
দিনে ভূতমাতার মহোৎসব করিলে তাহার গৃহে
কদাচ কোনও বিষয় হয় না । ১১—১০৩ । অনন্তর
কিয়ৎকালান্তে ভূতমাতার শরীরের স্বেদবিন্দুনিচয়
হইতে পঞ্চকোট পিশাচ সমুৎপন্ন হয় । তাহার
সকলেই কুরমুখ, জলজিহ্বা, ও কুশোদর, তাহার
সকলেই পাণিপাত্রে পরিত্যক্ত বালি ভোজন করিয়া
থাকে । উহাদের শরীর শিরাজালে পরিব্যাপ্ত, শুষ্ক,
ও শৃঙ্গল । উহারা চক্ষুস্বরধারী, উদুখলাভরণভূষিত
এং অনেকে শূর্ণ দ্বারা ছত্র, আসন ও বসনের কার্য্য
সম্পাদন করিতেছিল । রাত্রিকালে তাহাদের অনেক-
কেই কেশপাশ জলিত হয় এবং মুখ হইতে
অঙ্গার উদ্গীর্ণ হয় । ইহারা অঙ্গারক নামে প্রখ্যাত
পিশাচ । ইহারা মাতৃগণের অল্পগামী । বলাঢ্য
নামক পিশাচগণ আকর্ণবিন্দুতমুখ, লব্ক ও স্কুল
নাসায়ুক্ত, ইহারা স্মৃতিকাগৃহবাসী । যাহাদিগের
পাণিপদ পূর্বাদিকে, যাহারা পশ্চাদিকেই বায়ু-
বেগে গমন করে, যাহারা যুদ্ধস্থলে শোণিত পান
করে, সেই সমস্ত পিশাচ বিষাদন নামে পরি-
চিত । আমি এবাধি পিশাচদিগকে অব-
লোকন করিয়া দীন জনের প্রতি করুণা-
বশে সান্নিক্রোশে সেই অল্পজদিগকে কহিলাম
যে, তোমরা প্রজাবর্গের দেহে অন্তর্হিত হইয়া

জীবিতং তথা । ১১১ । গৃহাণি যানি নগ্নানি শূন্তা-
স্তায়তনানি চ । বিধ্বস্তানি চ যানি স্ম্য রচনারো-
বিতানি চ । ১১২ । রাজমার্গোপরধ্যাশ্চ চত্বরাণি
ত্রিকাণি চ । দ্বারাণ্যটোলকাংশ্চৈব নির্গমান্ সংক্রমাং-
স্তথা । ১১৩ । পথো নদীশ্চ তীর্থানি চৈত্যবৃক্ষানহা-
পথান্ । স্থানানি তু পিশাচানাং নিবাসায়াদদাং
প্রিয়ে । ১১৪ । অধার্মিক জনাস্তেষামাজীবো
বিহিতঃ পুরা । বর্ণাশ্রমাচারহীনঃ কারুশিল্লিজন-
স্তথা । ১১৫ । অহুতাপাশ্চ সাধুনাং চৌরা বিশ্বাস-
ঘাতিনঃ । এতৈরন্তেষ্চ বহুভিন্নস্তায়োপার্জিতৈ-
র্জনৈঃ । ১১৬ ॥ আরভ্যাতে ক্রিয়া যাস্ত পিশাচান্ত্র
দেবতাঃ । মধুমাসদিনে দধা তিলচূর্ণসুয়াসবৈঃ ।
১১৭ । পুণৈহারিভ্রক্শত্রৈস্তিলৈরিস্কুণ্ডভৌদনৈঃ ।
কৃষ্ণানি চৈব বাসাংসি ধূপাঃ স্মমনসস্তথা । ১১৮ ।
সর্বভুতপিশাচানাং কুতা দেবী ময়া শুভা । এবংবিধা
ভূতমাতা সর্বভুতগণৈর্বৃতা । ১১৯ । প্রভাসে
সংস্থিতা দেবী সমুদ্রোত্তরেণ তু । য এতাং বেদ বৈ

ধাকিতে পারিবে, আর তোমরা কামরূপও
লাভ করিবে । উভয় সম্ব্যাকালেই গমনাগমন
করিবে । জীবিকা ও বাসস্থানের কথা বলি-
তেছি ।—অনাবৃত, শূন্ত, বিধ্বস্ত কিম্বা অর্ধনির্গীত
ভবন বা আয়তন, রাজপথসংশ্লিষ্ট উপপথ, চতু-
পথ, ত্রিপথ, ভবনদ্বার, অটোলিকার প্রবেশনির্গম-
পথ, সাধারণ পথ, নদী, তীর্থ, চৈত্যবৃক্ষ, মহাপথ,
এই সমস্ত স্থানে তোমরা বাস করিবে । হে
প্রিয়ে ! পূর্বে সেই পিশাচগণের বাসের জন্ত এই-
রূপ স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়া জীবিকার জন্ত
অধার্মিক জনগণকেই নিরুপিত করিয়া দিয়াছিলাম ।
বর্ণাশ্রমাচারভ্রষ্ট, কারুশিল্লিকারী, শিল্পী, সজ্জনপীড়ক,
চোর, বা বিশ্বাসঘাতী ব্যক্তিরা যে সংক্রিয়ারন্ত
করে, আর অস্তায়োপার্জিত ধনদ্বারা যে সংকল্পের
অহুতান হয়, সেই সমস্ত কার্যে পিশাচগণই দেবতা-
বৎ সেই সেই পূজোপহারাদি ভোগ করিয়া থাকে ।
চৈত্রমাসে অমাবস্তাদিনে দধি, তিলচূর্ণ, সুয়া,
আসব, পিষ্টক, হরিদ্রাবহুল কুশরাস, তিল, ইস্কু,
শুভৌদন, কৃষ্ণবসন, ধূপ, পুষ্প প্রভৃতি উপচার দ্বারা
সেই ভূতমাতা দেবী এবং পিশাচবর্গের অর্চনা
করিবে । আমি সেই শুভা ভূতমাতাকে এইরূপ
নিয়মে সমস্ত ভূত-পিশাচাদির দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত
করিয়াছিলাম । এবংবিধা ভূতমাতা দেবী সর্বভুত-
গণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রভাসক্ষেত্রে সূর্যের উত্তর-

দেব্যা উৎপত্তিঃ পাপনাশিনীম্ । ১২০ । কুংসিতা
সন্ততিস্ত্র্য ন ভবেচ্চ কদাচন । ভূতপ্রেতপিশাচানাং
ন দোষৈঃ পরিভূষতে । ১২১ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ
সর্বসৌভাগ্যসংযুতঃ । সর্বান কামানবাগ্নোতি
নারীহৃদয়নন্দনঃ । ১২২ । যে মানয়ন্তি নিজহাস-
কলৈর্কিলানৈঃ সংসেবয়া অভয়দাং ভবভূতমাতাম্ ।
তে ভ্রাতৃত্বভ্রাতৃত্ববন্ধুজ্ঞৈর্ঘৃতাশ্চ সর্বোপসর্গ রহিতাঃ
সুখিনো ভবন্তি । ১২৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে ভূতমাতাকামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
মষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৬৭ ।

অষ্টমষ্ট্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈয়হাদেবি দেবীঃ
শালকটকটাম্ । সাবিজ্রা দক্ষিণে ভাগে রৈবত্যাং
পূর্বতঃ স্থিতাম্ । ১ । মহাপাপোপশমনীং সর্বদুঃখ-
বিনাশিনীম্ । পুজিতাং সর্বগন্ধর্বৈঃ সুরদংষ্ট্রোগ্র-

দিকে অবস্থিতা রহিয়াছেন । যে জন সেই ভূত-
মাতা দেবীর এই পাপনাশক উৎপত্তি বৃত্তান্ত অব-
গত হয়, তাহার কদাচ কুংসিতা সন্ততির সমুৎপত্তি
হয় না এবং ভূত-প্রেত-পিশাচাদি জনিত কোনও
পরিভব ঘটে না । সে সর্বপাপমুক্ত, সর্ব-
সৌভাগ্যযুক্ত, সর্বকাল প্রাপ্ত, এবং রমণী মনোমো-
হন মূর্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে । যে সকল মানব
স্বয়ং হস্ত-পরিহাস ও কলাবিলাস দ্বারা অভয়দা
ভূতমাতাদেবীর সেবা সহকারে তদীয় সম্মাননা
করে, তাহার ভ্রাতা পুত্র সূহৃদ ভৃত্যাদি পরিজন-
বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে কালান্তিপাত করিতে
সমর্থ হয় ; কদাচ তাহাদিগের কোনরূপ উপসর্গ-
পীড়া ঘটে না । ১০৪—১২৩ ।

সপ্তমষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৭ ।

অষ্টমষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! অতঃপর
রৈবতপর্বতের পূর্বদিকে, ও সাবিজ্রীর দক্ষিণদিকে
অবস্থিতা শালকটকটা দেবীর সমীপে যাইবে ।
পৌলস্ত্যকর্তৃক প্রভাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতা সেই শাল-

ভীষণাম্ ॥ ২ ॥ মহাপ্রচণ্ডদৈত্যস্রীঃ পৌলস্ত্যেন
প্রতিষ্ঠিতাম্ । মহিষস্রীং মহাকায়াং ক্ষেত্রে প্রাভাসিকে
স্থিতাম্ ॥ ৩ ॥ মাঘে মাসে চতুর্দশ্যাং যন্তামারাবয়েন্নরঃ ।
স ভবেৎ পশুমান্ ধীমান্ স্রীবান্ পুত্রবান্ সুধীঃ ॥
৪ ॥ যন্তাং পশুপ্রদানেন সন্তপস্যাতি ভক্তিতঃ । বলি-
পূজোপহারৈশ্চ স স্মারুর্জীববিক্রান্তঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শালক্যটামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
ষষ্টিাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

একোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি লিঙ্গং বৈব-
স্বতেশ্বরম্ । দেব্যা দক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুত্রিংশক-
সংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ বৈবস্বতেন মনুনা স্থাপিতং সৰ্বকামদম্ ।
তৎসমীপে দেবখাতং তিষ্ঠতে তু মহাদ্রুতম্ ॥ ২ ॥
স্রাস্তা তত্র বরাবোধে যন্তাং পূজয়তে নরঃ ।
পঞ্চোপচারৈবিধিনা ভক্তিপ্রস্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ
জপেদঘোরবিধিনা স্তোত্রং সিদ্ধিঃ স চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩ ॥
ইতি শ্রীকান্দে বৈবস্বতেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯ ॥

কটকটো দেবী মহাপাপশমনী, সৰ্বহঃখবিনাশিনী, সৰ্ব-
গন্ধৰ্বপূজিতা, ক্ষুরিত-ভীষণোগ্রাদশনা, মহাপ্রচণ্ড-
দৈত্যনাশিনী, মহিষঘাতিনী, ও মহাকায়া । যে যানব
মাঘমাসে চতুর্দশীতে তাঁহার আরাধনা করে, সে
পশুমান্, ধীমান্, লক্ষ্মীবান্ ও পুত্রবান্ হয় । যে
ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া
পশুবলি প্রদানে তদীয় জীতিসাধন করে, সে শত্রু-
হীন হয় । ১—৫ ।

অষ্টষষ্টিাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৮ ।

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈ র কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! অতঃপর
বৈবস্বতেশ্বর লিঙ্গসমীপে যাইবে । ঐ লিঙ্গ দেবীর
দক্ষিণদিগ্ভাগে অবস্থিত । ঐ তীর্থের পরিমাণ
ত্রিংশৎ ধনু । বৈবস্বত গনু উক্ত সৰ্বকামদ লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । উহার সমীপে একটি দেব-
খাত বিদ্যমান ; উহা অতীব অদ্ভুত । অগ্নি বরা-
রোধে । যে জিতেন্দ্রিয় নর সেখানে গ্নান করিয়া
ভক্তিবিনম্রমনে বিধি-বিধানে পঞ্চোপচারে সেই

সপ্তত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি তত্র
মাতৃগণান্ সুধীঃ । তত্রৈব বলদেবীক্ নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ শ্রাবণ্যাং শ্রাবণে মাসি যন্তাং
পূজয়তে নরঃ । পায়সৈশ্মধুনা বাপি দিব্যপুষ্পো-
পহারকৈঃ ॥ ২ ॥ তন্ত্র বর্ষং মহাদেবি সুখং গচ্ছেৎ
সুপুজিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মাতৃগণবলদেবীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি দেবী-
মেকল্লবীরকাম্ । একল্লবীবাযাম্যে তু নাতিদূরে
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ পূৰ্ণং দশরথো যোহসৌ সূৰ্য্য-
বংশবিভূষণঃ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চক্রে
সুহৃশ্চরম্ ॥ ২ ॥ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য ভোষ্যমাস
শঙ্করম্ । স দেবং প্রাৰ্থ্যমাস পুত্রং চৈবামিতৌজ-
স্করম্ ।

লিঙ্গের অর্চনা করে, এবং তদন্তে অঘোর-বিধান-
মতে স্তোত্র পাঠ করে, সে অভিমত সিদ্ধি প্রাপ্ত
হয় । ১—৩ ।

উনসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬৯ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সুধী-
ব্যক্তি মাতৃগণসমীপে এবং তাহারই অনতিদূর-
স্থিতা বলদেবীর নিকট গমন করিবে । শ্রাবণ
মাসের শ্রাবণানক্ষত্রে যে নর পায়স, মধু ও দিব্য
পুষ্পোপহার দ্বারা পূজা করে, হে দেবি ! তাহার
বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয় । ১—৩ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭০ ।

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর একল্লবী-
রিকা দেবীর প্রান্তে গমন করিবে । একল্লবীরায়
দক্ষিণে অনতিদূরে এই দেবী অবস্থিতা । পূর্বে
দশরথ নামে জর্নৈক সূর্য্যবংশাবতঃস রাজা
ছিলেন । তিনি প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া হস্তর
তপস্তা করেন এবং তথায় এক শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

সম্ ॥ ৩ ॥ দদৌ তস্ম তদা পুত্রং দেবং ত্রৈলোক্য-
পূজিতম্ । রামেতি নাম যন্তানৌ ত্রৈলোক্যে প্রথিতঃ
যশঃ ॥ ৪ ॥ যন্তাদ্যাপীহ গাধন্তি ভূৰ্ভুবঃশ্বনিবাসিনঃ ।
দেবদৈত্যানুরাঃ সর্ষে বান্দ্রীক্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥
তল্লিঙ্গস্ম প্রভাবেণ প্রাপ্তং রাজ্য মহদযশঃ ।
কার্তিক্যাং কার্তিকে মাসি বিধিনা যন্তমর্চয়েৎ ।
দীপপূজোপহারেণ যশস্বী সোহপি জায়তে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীহান্দে দশরথেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়হাদেবি লিঙ্গং
তত্তরতেশ্বরম্ । কৃত্বাহুতরকোণস্থং নাতিদূরে বাব-
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ ভরতো নাম রাজাহুদায়ীশ্বঃ প্রথিতঃ
ক্ষিতৌ । যন্তেদং ভারতং বর্ষং নাম্না লোকেষু
গীষতে ॥ ২ ॥ স চ চক্রে তপো ঘোরং ক্ষেত্রেহশ্বিন
পার্বতি প্রিয়ে । দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রতিষ্ঠাপ্য

করিয়া তাহার পূজা করিতে থাকেন । অনন্তর
তিনি দেবীর নিকট এক অমিতজা পুত্র প্রার্থনা
করেন । দেবী তাঁহাকে ত্রিলোকপূজিত দেবাত্মা
পুত্র প্রদান করেন । এই পুত্র রাম নামে বিখ্যাত ।
এই রামের যশ অদ্যাপি ত্রিলোকে প্রথিত ।
আজও ভূৰ্ভুবঃশ্বনিবাসী দেব, দৈত্য, অসুর ও
বান্দ্রীকাদি মহর্ষিগণ রামগুণ গান করিয়া থাকেন ।
রাজা দশরথ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ফলেই মহাযশঃ প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন । কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় যে নর
বিধিপূর্বক দীপ ও পূজোপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের
অর্চনা করে, সেও যশস্বী হইয়া থাকে ॥ ১—৬ ॥

একসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭১ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উক্ত
লিঙ্গেরই অনতিদূরে উত্তর কোণস্থিত ভরতেশ্বর
লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । অগ্নীধনন্দন ভরত এই
ক্ষিততলে প্রথিত নামা রাজা ছিলেন । এ জগতে
তাঁহারই নামানুসারে এই ভারতবর্ষ গীত হইয়া
থাকে । হে প্রিয়ে ! তিনি এই ক্ষেত্রে মহেশ্বর
প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্য সহস্র বৎসর ঘোর তপস্বা

মহেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ পুত্রকামো নরশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস
শঙ্করম্ । ততশ্চষ্টঃ স ভগবান বরং দাতুং সমুৎসুকঃ ।
৪ ॥ অষ্টৌ পুত্রান দদৌ তস্মৈ কন্তাং চৈকাং যশ-
শ্বিনীম্ । স তু প্রাপ্যাতিলম্বিতং কৃতকৃত্যো নরা-
ধিপঃ ॥ ৫ ॥ ভারতং নবধা কৃত্বা পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ
পৃথক্ । তেষাং নামাঙ্কিতান্তেব ততো দ্বীপানি
জজিরে ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেক্ষ চ তাম্রবর্ণো
গভস্তিমান্ । নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্তথ
চাক্রণঃ ॥ ৭ ॥ অয়ং তু নবমো দ্বীপঃ কুমারী সংজিতঃ
প্রিয়ে । অষ্টৌ দ্বীপাঃ সমুদ্রেণ প্লাবিতাশ্চ তথা
পরে ॥ ৮ ॥ গ্রামাদিশেষসংযুক্তাঃ স্থিতাঃ সাগর-
মধ্যগাঃ । এক এব স্থিতস্তেষাং কুমারীখান্ড
সাম্প্রভম্ ॥ ৯ ॥ বিন্দুসরঃ প্রভৃত্যেব সাগরাদক্ষিণো-
ত্তরম্ । যোজনানাং সহস্রাণি নব দৈর্ঘ্যং প্রকীর্তিতম্ ।
তশ্চৈতজ্জুষ্টিতং দেবি ভরতস্ম মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
ষট্পঞ্চাশদধমেধান গঙ্গানুসর চকার যঃ । যন্ত্রিশদ্যু-
নাপ্রাপ্তে ভরতো লোকপূজিতঃ ॥ ১২ ॥ স চেশ্বর-
প্রসাদেন মোদতে দিবি দেববৎ ॥ ১৩ ॥ যন্তুৎ-
প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গং ভারতং পূজয়িষ্যতি । স সৰ্ব-
যজ্ঞদানানাং ফলং প্রাপয়িতা ক্রবম্ ॥ ১৪ ॥ কার্তি-

করার পর পুত্রকামী হইয়া তাঁহার পূজা করেন ।
পূজায় তুষ্ট হইয়া শঙ্কর তাঁহাকে বররূপে অষ্ট পুত্র
ও এক যশস্বিনী কন্তা প্রদান করেন । নরপতি
অভিমত বর লাভে কৃতকৃত্য হইয়া এই ভারত-
বর্ষকে নবধা বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথকরূপে পুত্র-
দিগকে প্রদান করেন । তাঁহাদের নামানুসারে ঐ
বিভক্তাংশ দ্বীপ সকলের নাম হয়—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেক্ষ,
তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নীলদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব
ও অক্রণ । নবম দ্বীপ কুমারী সংজায় অভিহিত ।
পূর্বোক্ত অষ্ট দ্বীপ সমুদ্র-প্লাবিত । অপরাপর দ্বীপ
সকল গ্রামাদি দেশসংযুক্ত হইয়া সাগরমধ্যে অব-
স্থিত । এই সকল দ্বীপের মধ্যে সাম্প্রতি কুমারী দ্বীপ-
টাই আছে । এই দ্বীপ বিন্দুসর হইতে সাগর পর্য্যন্ত
উত্তর-দক্ষিণে প্রসৃত । ইহার বিস্তার এক সহস্র এবং
দৈর্ঘ্য নয় সহস্র যোজন । এই দ্বীপ মহাত্মা ভরতের
জুষ্টিত স্বরূপ । যিনি গঙ্গাতীরে ষট্পঞ্চাশৎবার
এবং যমুনাতীরে ত্রিশৎবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন, সেই লোকপূজিত রাজা ভরত ঈশ্বর-
প্রসাদে স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন ।
যে জন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই ভারত লিঙ্গের পূজা

ক্যাং কৃত্তিকায়োগে যন্তঃ পশ্চতি মানবঃ । ন স
পশ্চতি স্বপ্নেহপি নরকং ঘোরদারুণম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে ভরতেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গানাং
চ চতুষ্টিয়ম্ । একস্থানস্থিতানাং তু সাবিজ্ঞাস্তত্র
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ লিঙ্গানাং দ্বিতীয়ং পূর্বে পশ্চিমে
সমুখদ্বয়ম্ । কুশকেশ্বরনামেতি লিঙ্গং বৈ প্রথমং
স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ গর্গেশ্বরং দ্বিতীয়ং তু তৃতীয়ং পুরুষে-
শ্বরম্ । মৈত্রেয়েশ্বরনামেতি চতুর্থং সমুদাহৃতম্ ॥ ৩ ॥
এতানি যন্ত লিঙ্গানি পশ্চোক্তক্কা জিতেন্দ্রিয়ঃ । স
মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্গৈর্গচ্ছেচ্ছিবপুরং মহৎ ॥ ৪ ॥
শুরুপক্ষে চতুর্দশাং বৈশাখে তু বিশেষতঃ । স্নানং
কৃৎ প্রযত্নেন ব্রাহ্মণাস্তত্র ভোজয়েৎ ॥ ৫ ॥ তেভ্যো
দদ্যাদযথাশক্ত্যা কাঞ্চনং বসনানি চ । এবং কৃতে
ভবেদযাত্রা পরিপূর্ণা সুরেশ্বরী ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কুশকাদিলিঙ্গচতুষ্টিয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

করিবে, সে নিশ্চিতই সর্ব দান-যজ্ঞের ফল লাভ
করিবে । যে মানব কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী
পূর্ণিমায় উক্ত লিঙ্গ দর্শন করে, সে স্বপ্নেও কদাচ
নরক দর্শন করে না ॥ ১৫—১৫ ॥

দ্বিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় । ১৭২

ত্রিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
একস্থানস্থিত লিঙ্গচতুষ্টিয়সন্নিধানে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গচতুষ্টিয় সাবিজ্ঞার পশ্চিমে অবস্থিত ।
লিঙ্গচতুষ্টিয় মধ্যে পূর্বে দুইটি ও পশ্চিমে দুইটি
এইরূপ মুখ্যভাবে বিরাজিত । প্রথম লিঙ্গের নাম
কুশকেশ্বর, দ্বিতীয়ের নাম গর্গেশ্বর, তৃতীয়ের নাম
পুরুষেশ্বর এবং চতুর্থের নাম মৈত্রেয়েশ্বর । যে
মানব জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই লিঙ্গচতুষ্টিয় দর্শন করে,
সে নিম্পাপ হইয়া শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ।
যে জন শুরুপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে বিশেষতঃ বৈশাখ
মাসে ঐ স্থানে স্নান করিয়া যতপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কুন্তীশ্বর-
মহত্তমম্ । সাবিজ্ঞাঃ পূর্বভাগস্থং খাতমধ্যে ব্যব-
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ কুন্ত্যা প্রতিষ্ঠিতং দেবি ক্ষেত্রে প্রভা-
সিকে প্রিয়ে । পাণ্ডবাস্ত্র যদা পূর্বঃ প্রভাসক্ষেত্রে-
মাগতাঃ ॥ ২ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কুন্ত্যা চৈব সম-
বিতাঃ । তস্মিনকালে মহাদেবি জ্ঞাত্বা ক্ষেত্রমহত্তমম্ ॥
৩ ॥ কুন্ত্যা প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং সর্বপাপভয়াপহম্ ।
কার্ত্তিক্যাং তু বিশেষেণ যন্তঃ পূজয়তে নরঃ । স
সর্বকামতৃপ্তাত্মা কুড়লোকে মহীয়তে ॥ ৪ ॥ বাচিকং
মানসং পাপং কৰ্ম্মণা যত্পার্জিতম্ । তৎসর্বং নশ্বতে
দেবি তন্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কুন্তীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃ-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি পুণ্যমর্ক-
স্থলং শুভম্ । তস্মাদাগ্নেয়কোণস্থং সর্বপাতকনাশনম্ ॥

বরায় এবং যথাশক্তি ভীষ্মাদিগকে বসন ও কাঞ্চন
দান করে, তাহার যাত্রাফললাভ হয় ॥ ১৫—৬ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৩

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কুন্তীশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই লিঙ্গ
সাবিজ্ঞার পূর্বভাগে খাতমধ্যে অবস্থিত । পূর্বে
পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কুন্তীদেবীর
সহিত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন, তখন তিনি
উত্তম স্থান জানে এই স্থানে এই লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । যে নর বিশেষতঃ
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই লিঙ্গের পূজা করে, সে সর্ব
কামতৃপ্ত হইয়া কুড়লোকে গমন করিয়া থাকে । এই
লিঙ্গ দর্শন করিলে কায়মনোবাক্যে যে সকল পাপ
অর্জ্জন করা যায়, তৎসমস্তই বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

চতুঃসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর পূর্বোক্ত
লিঙ্গের অগ্নিকোণস্থ সর্ব পাতকহর শুভ পুণ্য অর্ক-

১। তং দৃষ্ট্বা মানুষো দেব ন শোচ্যঃ সম্প্রজায়তে ।
সপ্ত জন্মানি দেবেশি দারিদ্র্যং নৈব জায়তে ॥ ২ ॥
কুষ্ঠানি নাশমায়াস্তি তং দৃষ্ট্বা দশধা প্রিয়ে । গো-
শতশ্চ প্রদত্তশ্চ কুরুক্ষেত্রেষু যৎকলম্ ॥ ৩ ॥ তৎ
কলং সমবাপ্নোতি দৃষ্ট্বা চার্কস্থলং রবিম্ । স্নাত্বা
ত্রিসঙ্গমে তৌর্থে সষ্টৈব রবিবাসরান্ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্ম-
ণান্ ভোজয়িত্বা তু মহিষীঃ তত্র দাপয়েৎ । দিব্যং
বর্ষসংস্রজ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দেহর্কস্থলমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমাহাদেবি সিদ্ধে-
শ্বরমিতি শ্রুতম্ । অর্কস্থলাস্তথায়েযাং নাতিদূরে
বাবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ অষ্টাদশসহস্রানি ঋষীণামূর্ধ্ব-
রেতসাম্ । তস্মিন্মিঞ্জে তু সিদ্ধানি সিদ্ধেশ্বরমতঃ
শ্রুতম্ ॥ ২ ॥ স্নানার্চ্যয়েন্নরো ভক্ত্যা সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । সম্পূজ্য বিধিবদ্দেবং দদ্যাাদিপ্রেসু

স্থলে গমন করিবে । হে দেবি ! তদর্শনে মানুষ
কণন শোকভাজন হয় না । সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত
তাহার দারিদ্র্য দূঃখ থাকে না । প্রিয়ে ! ঐ অর্ক-
স্থল দর্শনে দশবিধ কুষ্ঠই নষ্ট হয় । কুরুক্ষেত্রে
শত গোদানে যে কল হয়, অর্কস্থলে রবিদর্শনে
সেই কলই হইয়া থাকে । ত্রিসঙ্গম তৌর্থে স্নান
করিয়া সপ্ত রবিবার মহিষী দান করিবে । এইরূপ
কার্য্যে নর দিব্য সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে বিহার করিতে
পারে ১—৫ ।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৫

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর অর্ক-
স্থলের অগ্রিকোণে অনতিদূরস্থিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধে-
শ্বরাত্মা লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । অষ্টাদশ সহস্র
উর্ধ্বরেতা ঋষি ঐ লিঙ্গে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন
বলিয়া পরবর্তী কালে উহা সিদ্ধেশ্বরাত্মায় অভিহিত
হইয়াছে । জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নর স্নানান্তে ভক্তি-
পূর্ণক যথাবিধি ঐ লিঙ্গের অর্চনা করিয়া

দক্ষিণাম্ । সর্বকামসমৃদ্ধস্ত স যাতি পরমং
পদম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মৈব পূর্বদিগ্‌ভাগে লকুলী-
শশ্চ মূর্তিমান্ । স্বয়ং তিষ্ঠতি দেবেশি কৃত্বা ঘোরং
তপঃ পুয়া ॥ ১ ॥ সংস্থিতঃ পাপশমনে তত্র
স্থানে স্থলোপরি । কার্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে যজ্ঞং
পূজয়ত নরঃ ॥ ২ ॥ স পূজাতে মহাদেবি সর্বৈ-
রপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে লকুলীশমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমাহাদেবি তস্মাদক্ষি-
ণতঃ স্থিতম্ । ভার্গবেশ্বরনামানং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥

অর্চনান্তে বিপ্রগণকে দক্ষিণা দিবে । এই
কার্য্যের ফলে সে সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া পরম পদে
প্রয়াণ করিবে । ১—৩ ।

ষট্‌সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৬ ।

সপ্তসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত লিঙ্গের পূর্বদিকে
সাক্ষাৎ লকুলীশ দেব অবস্থান করিতেছেন । হে
দেবেশি ! পুরাকালে কঠোর তপশ্চা করিয়া তিনি
পাপ শমনার্থ তত্রত্য স্থলোপরি নিজেই অবস্থিত
হইয়াছিলেন । কার্তিক মাসের কৃত্তিকানক্ষত্রদিনে যে
নর তাঁহার পূজা করে, সুরাসুর সকলের নিকটেই
সে পুজিত হইয়া থাকে । ১—৩ ।

সপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৭ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উক্ত
লিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থিত ভার্গবেশ্বর নামক সকল

১ । যন্তঃ পূজয়তে দেবি দিব্যপুষ্পোপহারকৈঃ ।
স ভবেৎ কৃতকৃত্যস্ত সৰ্বকামৈঃ সমৃদ্ধিমান ॥ ২ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ভার্গবেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নামাষ্ট-
সপ্তাধ্যায়িকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮ ॥

একোনাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
পাপপ্রণাশনম্ । সিদ্ধেশাদক্ষিণে কোণে ধনুৰ্ঘা-
ত্রিতয়ে স্থিতম্ । মাণ্ডবোশ্বরনামানং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ মাঘে মাসে চতুর্দশ্যাং পূজাং জাগরণং
তথা । কুৰ্যাদঘোহিতিল্লিয়ো মৰ্ত্ত্যো ন স মৰ্ত্ত্যো পুন-
ত্রজৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে মাণ্ডবোশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নামৈকোন-
াশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চৈৎ পুষ্পদন্তে-
শ্বরং শুভম্ । পুষ্পদন্তেশ্বরো নাম গণেশঃ শঙ্কবন্ত

হরিতহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । হে দেবি !
যে নর দিব্য দিবা পুষ্পোপহার দ্বারা এই লিঙ্গের
পূজা করে, সে কৃতকৃত্য হয় । তাহার সৰ্বকাম-
সমৃদ্ধি লাভ হয় । ১—২ ।

অষ্টসপ্তাধ্যিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৮ ।

উনান্বীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সিদ্ধে-
শ্বরের দক্ষিণ কোণে ত্রিধনুদ্বরে মাণ্ডবোশ্বর নামক
মহাপাতকহর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । যে
জিতেন্দ্রিয় মানব মাঘ মাসের চতুর্দশীতে ঐ লিঙ্গের
পূজা ও রাত্রি জাগরণ করে, তাহাকে আর এ
মৰ্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । ১— ।

উনান্বীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭৯ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! ঐ স্থানেই শুভ
পুষ্পদন্তেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে । পুষ্পদন্ত নামে

তু ॥ ১ ॥ তেন তপ্তং তপো ঘোরং তদ্র লিঙ্গং প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা যুচ্যতে জম্বজয়সংসার-
বন্ধনাৎ । প্রাপ্নুয়াদৌপিত্যান্ কামানিহ লোকে
পরত্র চ ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে পুষ্পদন্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নামাশীতা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮০ ॥

একান্বীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ক্ষেত্রপে-
শ্বরমুত্তমম্ ॥ সিদ্ধেশ্বরসমীপস্থং পূর্বস্মিন্নতিদূরতঃ ॥

১ তং দৃষ্ট্বা শুক্লপঙ্কম্যাং ন চ নাইগৈঃ স দশ্রুতে
২ ॥ পূজয়েন্তঃ বিধানেন গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ।
ভোজয়েদ্ভাঙ্গান্ শক্ত্যা তক্ষ্যভোজ্যৈরনেকশঃ ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ক্ষেত্রপালেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নামৈ-
কান্বীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮১ ॥

দ্বান্বীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো মাতৃগণান পশ্চেষ্মনুন্দাদি-
নামতঃ । অর্কশূলসমীপস্থান দক্ষিণে নতিদূরতঃ ॥

শঙ্কতের এক গণাধিনায়ক ঐ স্থানে ঘোর তপস্যা
করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । সেই লিঙ্গ দর্শনে
জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ইহ পরকালে
ঈশ্বিত্য কাম সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১—৩ ।

অশীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮০ ।

একান্বীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর সিদ্ধে-
শ্বরের পূর্বদিকে অনতিদূরস্থ উত্তম ক্ষেত্রপেশ্বর-
সমীপে গমন করিবে । শুক্ল পঙ্কমীদিনে ক্ষেত্রপে-
শ্বরের দর্শন করিলে কদাচ নাগদষ্ট হইতে হয় না ।
গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি তাহার পূজা করিতে
হয় এবং পূজাস্তে বহাবধ তক্ষ্য ভোজ্য দ্বারা যথা
শক্তি ভ্রামণাদিগকে ভোজন করান কর্তব্য । ১—৩ ।

একান্বীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮১ ।

দ্বান্বীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর অর্কশূলের সমীপে
দক্ষিণে অনতিদূরে বনুন্দাদি নামক মাতৃগণকে

১। শাশ্বতকুরূপক্ষে তু নবম্যাং নিয়তান্বান ।
যন্তাঃ পূজয়ন্তে মাতৃর্কিধিনা ভাবিতান্বান ॥ ২ ॥ স
সমৃদ্ধিমবাপ্নোতি দুয়্যাপামকৃতান্বভিঃ । তত্রৈব
সংস্থিতং পশ্চেক্ষুযুখং বিবরপ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥ তস্মিন্নেব
দিনে পূজ্যাং সিদ্ধিকামৈর্নরৈঃ সদা । এতৎ পূর্যঃ
ময়াখ্যাতং তব বিস্তরতঃ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ তস্মিন্নেব
দিনে পূজ্যাং তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে বনুন্দামাতৃগণশ্রীমুখবিবরমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮২ ॥

—

ত্র্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি মিথ্যতীর্থমু-
ত্তমম্ । ত্রিসঙ্গমেতি বিখ্যাতং সৌরং তীর্থমুত্তমম্ ॥
১ ॥ সরস্বতী হিরণ্যা চ সমুদ্রেণৈব ভামিনি । ত্র্যগাং
সঙ্গমো যত্র তুপ্রাপেয়া দৈবতৈরপি ॥ ২ ॥ সর্বেষাং
তত্র তীর্থানাং প্রধানং তীর্থমুত্তমম্ । সূর্য্যপূর্ণি
সম্প্রাপ্তে কুরুক্ষেত্রাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥ জ্ঞানং দানং
জপস্তত্র সর্বং কোটিগুণং তবেৎ ॥ ৪ ॥ মক্কা-
শ্বরামহাদেব যাবল্লিঙ্গং কৃতস্মরম্ । এতস্মিন্নন্তরে

দর্শন করিবে । আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী-
দিনে যে নিয়তান্বা ভাবিতান্বা নর ঐ মাতৃগণকে
বিধিযুক্ত পূজা করে, তাহার এমন সমৃদ্ধি লাভ হয়
যাহা অকৃতান্বা প্রাপ্ত হইতে পারে না । ঐ
স্থানেই বিবরপ্রিয় শ্রীমুখ দর্শন করিবে এবং সিদ্ধি-
কামী নর ঐ দিবসেই তাঁহার পূজা করিবে ।
হে প্রিয়ে ! এই শ্রীমুখবৃত্তান্ত তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
পূর্বেই তোমার নিকট বিস্তৃতরূপে বলিয়াছি । ১—৫।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮২

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর অল্পত্তম
মিত্রতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ উত্তম সৌর-
তীর্থ ; ইহা ত্রিসঙ্গমাখ্যায় অভিহিত । হে ভামিনি !
সরস্বতী হিরণ্যা ও সমুদ্র এতলয়ের সঙ্গম দেব-
গণেরও তুপ্রাপ্য । ইহা সর্বতীর্থের প্রধান তীর্থ ।
এই তীর্থ সূর্য্যপূর্ণি কুরুক্ষেত্র হইতেও বিশিষ্ট ।
জ্ঞান, দান, জপ, সকলই হেথায় কোটিগুণ হইয়া
থাকে । হে মহাদেবি ! মক্কাশ্বর হইতে কৃতস্মর

দেবি তীর্থানাং দশকোটয়ঃ ॥ ৫ ॥ কুমিকৌটপতঙ্গাশ্চ
শপচা বা নরাধমাঃ । সোহপি স্বর্গমবাপ্নোতি কিং
পুনর্ভাবিতান্বান ॥ ৬ ॥ তত্র পীতানি বস্ত্রাণি
কাঞ্চনং সুরভিস্থখা । ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্য্য সমাগ্-
যাত্রাকলেপুভিঃ ॥ ৭ ॥ কুরুপক্ষে চতুর্দশাং স্নান-
যন্তর্পয়েৎ পিতৃন । তর্পিতাঃ পিতরন্তেন যাবৎকল্মা-
সারকম্ ॥ ৮ ॥ এতত্রিসঙ্গমঃ দেবি মহাপাতক-
নাশনম্ । দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্যাস্ত বিশে-
ষতঃ ॥ ৯ ॥ বুধোৎসর্গো বিশেষেণ তত্র কার্য্যো
নরোত্তমৈঃ । সমপাপবিনাশায় পিতৃনাং প্রীত্যে
প্রিয়ে ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে ত্রিসঙ্গমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্র্যশী-

ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

—

চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি মক্কাশ্বর-
মুত্তমম্ । ত্রিসঙ্গমসমীপস্থং সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥
মক্কা নাম ঋষিঃ পূর্ব্বমাসীৎ স তপতাং
বরঃ । স চ জাহ্নবা মহাক্ষেত্রং প্রভাসং

লিঙ্গ পর্য্যন্ত এই তীর্থের বিস্তৃতি । এই তীর্থ-
মধ্যে দশকোটি তীর্থ বিদ্যমান । কুমি, কৌট, পতঙ্গ
বা নরাধম শপচ—এ তীর্থবৈভবে সকলেই স্বর্গ-
প্রাপ্ত হয় । ঐহারা ভাবিতান্বা, তাঁহাদের আর
কথা কি ? সম্যক্ যাত্রাকলেচ্ছু মানব এই তীর্থে
ব্রাহ্মণাদগকে পীত বস্ত্র, কাঞ্চন ও সুরভি দান
করিবেন । কুরুপক্ষীয় চতুর্দশীতে এ তীর্থে স্নান
করিয়া যে নর পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ করে,
আচক্ষার্কতারক তাহার পিতৃগণ তর্পিত হইয়া
থাকেন । হে দেবি ! এই ত্রিসঙ্গম মহাপাতকহর
ত্রিলোকদুর্লভ, বিশেষত বৈশাখে ইহা আরও দুর্লভ ।
নরশ্রেষ্ঠগণ এ তীর্থে সর্ব পাপক্ষালন ও পিতৃগণের
প্রীণনার্থ বিশেষরূপে বুধোৎসর্গ করিবেন । ১—১০ ।

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৩ ।

৫

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
ত্রিসঙ্গমসমীপস্থ সকল হ্রিতহর মক্কাশ্বরসমীপে
গমন করিবে । পুণ্ড্র মক্কা নামক ঋষি এই উত্তম
স্থান প্রভাস শকরাশ্রয় জানিয়া মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা-

শকরপ্রিয়ম্ । ২ । অতপদৈ হিপো ঘোরঃ
কন্দমূলফলাশনঃ । বর্ষণামযুতং সাগ্রঃ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহেশ্বরম্ । ৩ । ততঃস্তোত্রো মহাদেবো দদৌ জীতো
বরং তদা । স বত্রে যদি তুষ্টিহসি অস্মিন স্থানে
স্থিতো ভব । ৪ । মন্মামাক্তিলিঙ্গস্ত বস কল্মাযুত-
যুতম্ । এবমস্তিত্যথেত্যুকা তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
৫ । তদাপ্রভৃতি তল্লিঙ্গং মন্মীশ্বরমিতি শ্রুতম্ ।
মাঘে মাসি ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যামথপি বা । ৬ ।
পূজ্যাঃ পঞ্চোপচারেণ প্রাপ্নুযাদীপিতং ফলম্ ।
গোদানং তত্র বৈ দেয়ং সমাগ্যাত্মকলেপ্সুভিঃ । ৭ ।

ইতি জীক্ষান্দে মন্মীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবমাত-
রমব্যয়াম্ । মন্মীশাত্মৈশ্বৰ্য্যে ভাগে গৌরীরূপ-
সমাস্তিতম্ । দেবমাতা সরস্বত্যা নাম লোকেষু
গীয়তে । ১ । পাত্ৰকাসনসংস্থা চ তত্র দেবী সর-

পূরক কন্দমূলফলাশনে ঐ স্থানে সপাদ অযুত বর্ষ-
কাল যাবৎ তপস্তা করিয়াছিলেন । অনন্তর মহা-
দেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন । মন্মী
বলেন,—দেব যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই
স্থানে অবস্থান করুন । মদীয় নামাক্তি লিঙ্গরূপে
অযুত অযুত কল্পকাল এই স্থানে বাস করিতে
থাকুন । মহাদেব তাহাতে 'এবমন্ত' বলিয়া তৎক্ষ-
ণাৎ অন্তর্হিত হইলেন । সেই হইতে ঐ লিঙ্গ
মন্মীশ্বর নামে বিখ্যাত হইল । মাঘমাসের ত্রয়ো-
দশী বা চতুর্দশীতে পঞ্চ উপচার দ্বারা ঐ লিঙ্গের
পূজা করিতে হয় । এইরূপ পূজায় ঈশ্বর ফল
লাভ হইয়া থাকে । সম্যক্ যাত্রাকলেপ্সু ব্যক্তির
ঐ ক্ষেত্রে গোদান করা কর্তব্য । ১—৭ ।

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর অব্যয়া
দেবমাতার নিকট গমন করিবে । মন্মীশ্বরের
নৈঋত্যাঙ্গে দেবী দেবমাতা গৌরীরূপ ধারণ
করিয়া অবস্থিতা ; লোকে সরস্বতীর নামেই দেব-
মাতা গীত হইয়া থাকেন । তথায় দেবী সরস্বতী

স্থতী । গৌরীরূপেণ সা তত্র বড়বাশ্চিত্তবিগ্রহা । ২ ।
মাতৃবদ্রক্ষিতা দেবি বাড়বানলভীতিতঃ । দেব-
মাতোত লোকেহস্মিন্স্থিতঃ সা বিবুধৈঃ কৃত্য । ৬ ।
মাঘে মাসি তৃতীয়ায়াঃ যন্তামর্চয়তে নরঃ । নারী
বা সংযতা সাক্ষী সর্বান কামানবাণুয়াৎ । ৪ ।
দম্পতৌ ভোজয়েদ্যন্ত পায়সৈঃ শর্করাदिभिः । গৌরী-
সহস্রভোজাস্ত দত্তস্ত ফলমাণুয়াৎ । ৫ । সুবর্ণ-
পাত্ৰকা দেয়া তত্র বিপ্রায় শীলিনে । ৬ ।

ইতি জীক্ষান্দে দেবমাতৃগৌরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৮৫ ।

ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি নাগস্থান-
মল্পন্তমম্ । মন্মীশাৎপশ্চিমে ভাগে সঙ্গমস্তিতয়ং
গতম্ । ১ । পাপহরং সর্বজন্তুনাং পাতালবিবরং
মহৎ । ২ । বলভদ্রঃ পুরা দেবি শ্রুত্বা কৃষ্ণস্ত পঞ্চ-
তাম্ । ভল্লভীর্থে তু ভল্লেন ততঃ প্রভাসমাগতঃ ।
ক্ষেত্রং মহাপ্রভাবং হি জ্ঞাত্বা সর্বাধসিদ্ধিদম্ ।

পাত্ৰকাসনে অবস্থিতা, তিনিই গৌরীরূপে বড়বা-
ধিষ্ঠিতা, বড়বানলের ভয় হইতে দেবগণকে তিনি
মাতার আয় রক্ষা করিয়াছিলেন ; এই জগৎ বিবুধ-
গণ তাঁহাকে দেবমাতা নামে কীৰ্ত্তন করেন ।
মাঘমাসের তৃতীয়ায় যেন নর বা সংযমশীলা সাক্ষী-
নারী তাঁহার অর্চনা করে, তাহার সর্বকাম লাভ
করিয়া থাকে । যে নব পায়স কিংবা শর্করাদির
দ্বারা তথায় দম্পতী ভোজন করায়, সে গৌরীসহস্র
ভোজনের ফল লাভ করে । ঐ ক্ষেত্রে শীল-
দম্পতী ব্রাহ্মণকে সুবর্ণপাত্ৰকা প্রদান করিতে
হয় । ১—৬ ।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৫ ।

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর মন্মীশ্ব-
রের পশ্চিমে ত্রিসঙ্গমগত উত্তম নাগস্থানে গমন
করিবে । এই স্থান সর জীবের পাপহর এবং
ইহা একটা বৃহৎ পাতালবিবর । যে দেবি !
পূর্বে ভল্লভীর্থে ভল্লভাতে কৃষ্ণ পঞ্চ পাইয়াছেন
শুনিয়া বলভদ্র প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন এবং
সেই ক্ষেত্রের সর্ব-সিদ্ধিজনক ও মহামাহাত্ম্য

যাদবানাং ক্ষয়ং কুত্বা ততো বৈরাগ্যমে-
ষিবান ॥ ৪ ॥ শেষনাগেশরূপেণ নিজ্জম্য চ শরী-
রতঃ । গচ্ছন গচ্ছন্তদা প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যমং-
পরম ॥ ৫ ॥ পাতালস্ত তদা দৃষ্টা দ্বারঃ বিবররূপ-
কম্ । প্রবিষ্টোহথ জগামাশু যত্রানন্তঃ স্বয়ং স্থিতঃ ॥
৬ ॥ যতো নাগস্বরূপেণ স্থানেহস্মিংশ্চ সমাবিশৎ ।
তৎপ্রভৃত্যেব দেবেশি নাগস্থানমিতি শ্রুতম্ ॥ ৭ ॥
নাগরাদিত্যপূর্বেণ যত্র কায়ো বিসর্জিতঃ । তদদ্যাপি
প্রসিক্তং বৈ শেষস্থানমিতি শ্রুতম্ ॥ ৮ ॥ অতঃ স্নাত্বা
মহাদেবি তত্র তীর্থে ত্রিসঙ্গমে । নাগস্থানং সমভর্জ্য
পঞ্চম্যামকুতাশনঃ ॥ ৯ ॥ শ্রাদ্ধং কুত্বা যথাশক্ত্যা
দৃষ্টা বিপ্রায় দক্ষিণাম্ । বিমুক্তঃ সর্বজুঃখেভ্যো
রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০ ॥ পায়সং মধুসম্মিশ্রং
ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সমধিতম্ । শেষনাগং সমুদ্दिষ্ট
বিপ্রং যন্তত্র ভোজয়েৎ ॥ কোটিভোজ্যকৃতং তেন
জায়তে নাক্স সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নাগস্থানমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষড়শী-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬ ॥

অবগত হন । অনন্তর যাদবগণের ক্ষয় সাধনে
তিনি বৈরাগ্য লাভ করেন । পরে বলভদ্র
শেষনাগরূপে শরীর হইতে নিজ্জমণপূর্বক
যাইতে যাইতে ঐ পয়স সঙ্গম তীর্থ প্রাপ্ত হন ।
তখন এক বিবররূপী পাতাল দ্বার তাঁহার দৃষ্টিপথে
পতিত হয় । তিনি সেই পথে প্রবেশ করিয়া
সাক্ষাৎ অনন্তের অবস্থিতিস্থানে গমন করেন ।
হে দেবি ! বলরাম নাগরূপে এই স্থান দিয়া
প্রবেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া তখন হইতে ইহা
নাগস্থান নামে প্রসিক্ত হইয়াছে । নাগরাদিত্যের
পূর্বে যথায় তাঁহার দেহবিসর্জন হইয়াছিল,
তাহা অদ্যাপি শেষস্থান নামে অভিহিত হই-
তেছে । অতএব হে মহাদেবি ! ঐ ত্রিসঙ্গমতীর্থে
স্নান করিয়া উপবাসী নর পঞ্চমীতে নাগস্থানের
অর্চনা, তথায় শ্রাদ্ধ এবং যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে
দক্ষিণা দান করিয়া সর্বজুঃ হইতে মুক্ত হইবে এবং
অন্তে রুদ্রলোকে গমন করিবে । যে ব্যক্তি ঐ
স্থানে ভক্ষ্য-ভোজ্য-সমধিত মধুমিশ্র পায়স—শেষ
নাগোদ্দেশে একটা ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহাতে
তাহার কোটিব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয় ১১-১১১

ষড়শীত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৬ ।

সপ্তাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সর্ব-
কামকলপ্রদম্ । প্রভাসপঞ্চকং পূণ্যমাদ্যং তত্র
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ তন্ত্বেব পশ্চিমে ভাগে প্রভাস ইতি
চোচ্যতে । বৃদ্ধপ্রভাসশ্চ ততো দক্ষিণে নাতিদূরতঃ ॥
২ ॥ জলপ্রভাসশ্চ ততো দক্ষিণেন বরাননে ।
কৃতশ্মরপ্রভাসশ্চ শ্মশানং যত্র ভৈরবম্ ॥ ৩ ॥ এবং
পঞ্চপ্রভাসান্ যঃ পশ্চেষ্টকৃত্য সমধিতঃ । স যাতি
পরমং স্থানং জরামরণবর্জিতম্ ॥ ৪ ॥ ন নিবর্ততি
যৎপ্রাপ্য হুপ্রাপ্যং ত্রিদশৈরপি । প্রভাসং প্রথমং
তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ৫ ॥ দেবানামপি
হুপ্রাপ্যং মহাপাতকনাশনম্ । প্রভাসে হৈকরাত্রেণ
অমাবস্তাঃ কৃতোদকঃ ॥ ৬ ॥ মৃত্যুতে পাতকৈঃ
সর্বৈঃ শিবলোকং স গচ্ছতি । সপ্তজন্মকৃতং
পাপং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৭ ॥ জন্মানাং চ সহস্রৈণ
যৎ পাপং কুরুতে নরঃ । স্নানাদেবাস্ত নশ্বেত
সাগরে লবণাস্তসি ॥ ৮ ॥ চতুর্দশামাবস্তাঃ
পঞ্চদশাঃ বিশেষতঃ । অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা
ব্রাহ্মণান্ ভোজ্য শক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ দৃষ্টা গাং কাঞ্চনং
তেভ্যঃ শিবঃ প্রীতো ভবন্বিতি । এবং কুত্বা নরো

সপ্তাশীত্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কাহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সর্ব
কামকলপ্রদ পবিত্র প্রভাসপঞ্চকে গমন করিবে ।
প্রথমে আদ্য প্রভাস, তৎপশ্চিমে প্রভাস, তদনন্তর
বৃদ্ধ প্রভাস, তাহার দক্ষিণে অনতিদূরে জলপ্রভাস
এবং ইহার দক্ষিণভাগে ভীষণ শ্মশানযুক্ত কৃতশ্মর
প্রভাস । যে ব্যক্তি ভক্তিসংকারে এই পঞ্চপ্রভাস
দর্শন করে, তাহার জরামরণবর্জিত পরমপদ লাভ
হয়; সে আর সে পদ হইতে নিবৃত্ত হয় না ।
তাহার প্রাপ্য পদ দেবগণেরও হুস্ত । প্রথম প্রভাস
তীর্থ ত্রিলোকবিজ্ঞত । এই মহাপাতকহর তীর্থ দেব-
গণেরও হুস্ত । প্রভাসে একবার অবস্থান করিয়া
অমাবস্তায় তর্পণ করিলে মানব সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে । গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে মানবের সপ্তজন্মার্জিত পাতক নষ্ট হয় ।
আর লবণসাগরে স্নানমাত্রেই মানবের সহস্রজন্ম-
ার্জিত পাপ প্রনষ্ট হইয়া থাকে । চতুর্দশী, অমাবস্তা,
বিশেষতঃ পূর্ণিমায় অহোরাত্র উপবাস করিয়া যথা
শক্তি ব্রাহ্মণভোজনাগ্রে “শিব প্রীত হউন” এই
বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গাত্ৰী ও কাঞ্চন দান করিবে ।

দেবি কুলানাং ভারয়েচ্ছতম্ ॥ ১০ ॥ দেবুবাচ ।
 প্রভাসপঞ্চকং হেতদ্বয়ং পরিবার্তিতম্ । কথমত্র
 সমুদ্ভূতমেতন্মে কোতুকাং মহৎ ॥ ১১ ॥ এক এব
 ঋতোহস্মাভিঃ প্রভাসস্তীর্থবাসিতঃ । প্রভাসাঃ
 পঞ্চ দেবেশ যদ্বয়া পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২ ॥ এতন্মে
 সংশয়ং সর্বং যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং পাপপ্রণাশনম্ । যাং
 ঋত্বা মানবো ভক্ত্যা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৪ ॥
 পুরা মহেশ্বরো দেবশ্চাচার বসুধামিমাম্ । দিব্য-
 রূপধরঃ কান্তো দিগ্বাসঃ স যদৃচ্ছয়া ॥ ১৫ ॥ এবং চ
 রমমাণস্ত ঋণোণামাশ্রমং মহৎ । জগাম কোতুকাবিষ্টো
 তিষ্কারং দারুকে বনে ॥ ১৬ ॥ ভ্রমমাণস্ত তস্তাথ
 দৃষ্ট্বা রূপমভূতম্ । তা নার্যাঃ কামসন্তপ্তা বভূবু-
 র্বাথিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ সানুরাগাস্ততঃ সৰ্বা
 অনুরূপাঃ সন্তাঃ সদা । সমালিঙ্গন্তি তাঃ কাশ্চিৎ
 কাশ্চ বীক্ষন্তি রাগতঃ ॥ ১৮ ॥ প্রার্থয়ন্তি তথা চাত্মাঃ
 পরিত্যজ্য গৃহান্ স্বকান্ ॥ ১৯ ॥ এবং তা সাং
 স্বরূপং তে দৃষ্ট্বা সর্বৈ মহর্ষয়ঃ । কোপেন মহতা

যুক্রাঃ শেখুস্তং বৃষভধ্বজম্ ॥ ২০ ॥ যস্মাৎ নগ্নতা-
 মেতা আশ্রমেহস্মিন্ সমাগতঃ । মোহমানঃ স্থিযো-
 হস্মাকং লজ্জাং নৈবং করোমি চ । তস্মাক্তে পততা-
 লিঙ্গং সদা এব বৃষধ্বজ ॥ ২১ ॥ ততস্তৎ পতিতং
 লিঙ্গং তৎক্ষণাচ্ছবন্ত চ । তস্মিন্ প্রপতিতে ভূমৌ
 প্রাকম্পিত বসুন্ধরা ॥ ২২ ॥ স্মৃতিতাঃ সাগরাঃ সর্বৈ
 মর্যাদাং বিজহস্তদা । শীর্ণানি গিরিশৃঙ্গানি ত্রস্তাঃ
 সর্বৈ দিবোকসঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ
 সমহোরগকিন্নরাঃ । উচুঃ পিতামহং গদ্বা কিমেতৎ
 কারণং বিভো ॥ ২৪ ॥ সাগরাঃ স্মৃতিতা যেন
 প্রাবয়ন্তি বসুন্ধরাম্ । শীর্ণ্যন্তে গিরিশৃঙ্গানি কম্পতে
 চ বসুন্ধরা ॥ ২৫ ॥ চিহ্নানি লোকনাশায় দৃশ্যন্তে
 দারুণানি চ । ত্রৈলোক্যং তবচনং ঋত্বা ব্রহ্মলোকে
 পিতামহঃ ॥ ২৬ ॥ ধ্যাত্বা তু স্মৃচরং কালং বাক্য-
 মেতদ্বাচ হ । শিবলিঙ্গং নিপাততং পৃথিব্যাং সুর-
 সন্তমাঃ ॥ ২৭ ॥ শাপেন ঋষিমুখাণাং ভার্গবাণাং
 মহান্বনাম্ । তস্মিন্ প্রপতিতে ভূমৌ ত্রৈলোক্যং
 সচরাচরম্ ॥ ২৮ ॥ এতদবস্থাং প্রাপ্তং তস্মাক্ত-
 ত্রৈ গম্যতাম্ । বিষ্ণুনা সহ গীর্মানাস্তথা নীতি-

হে দেবি! নর এইরূপ করিয়া তাহার শতকুল
 উদ্ধার করিতে পারে। ১-১০। দেবী কহিলেন,—
 আপনি যে প্রভাসপঞ্চকের কথা কহিলেন,—
 ইহা কিরূপে উদ্ভূত হইল, তাহা আমার
 নিকট প্রকাশ করুন। হে দেবেশ! আমার
 তীর্থরূপে একই প্রভাসের কথা শুনিয়াছি,
 আপনি এক্ষণে পঞ্চ প্রভাসের কথা কহি-
 লেন। ইহা আমার বড়ই সংশয়ের বিষয়।
 আপনি যথাযথ ব্যক্ত করুন। ঈশ্বর কহিলেন,—
 দেবি! পাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ কর। মানব
 ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। পুরাকালে দেব মহেশ্বর দিব্যরূপধর কম-
 নীয় দিগম্বররূপে যদৃচ্ছাক্রমে সমগ্র বসুধা বিচরণ
 করেন। এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে তিনি
 একদা কোতুকাবিষ্ট হইয়া তিষ্কার দারুবনে ঋষি-
 গণের আশ্রমে গমন করিলেন। আশ্রমে ভ্রমণ
 কালীন ঋষিপত্নীরা তাঁহার অপূর্বরূপ দেখিয়া কাম-
 সন্তাপে বিকলোদ্ভূত হইয়া পড়েন। তাঁহারা অনুরাগ-
 ভরে সকলেই সেই দিগম্বরের অনুরণন করেন।
 তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে জড়াইয়া ধারণ,
 কেহ কেহ বা তৎপ্রতি সানুরাগ দৃষ্টিনিষ্কপ
 করেন, অপর কেহ কেহ স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ
 করিয়া প্রকান্তভাবে তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন।

ঋষিগণ পত্নীগণের এবিধ ভাববিপর্যয় দেখিয়া
 মহাকোপান্বিত হন এবং বৃষধ্বজকে এইরূপে
 অভিসম্পাত করেন যে, ভূমি নগ্নাবস্থায় আমাদের
 আশ্রমে আসিয়া, আমাদের ভার্গাদিগকে মোহিত
 করিয়াছে, লজ্জা কিছুমাত্র কর নাই, অতএব সদ্যই
 তোমার লিঙ্গ পতিত হোক। ঋষিগণ এইরূপ অভি-
 সম্পাত করিলে শঙ্করের লিঙ্গ ভূপতিত হইল।
 লিঙ্গপতনে বসুধা কম্পিত হইলেন; সাগর সকল
 স্মৃতিত হইয়া মর্যাদা উলঙ্ঘন করিল; গিরিশৃঙ্গ
 সকল শীর্ণ হইল এবং দেবগণ ত্রস্ত হইলেন।
 অনন্তর দেব, গন্ধম, মহোরগ ও কিন্নরগণ
 পিতামহসমীপে গমন করিয়া বলিলেন,—
 বিভো! একি! সাগর সকল ক্ষোভিত হইয়া
 বসুধা প্রাবত করিল; গিরিশৃঙ্গ সকল
 শীর্ণ হইল; বসুধা কম্পিত হইলেন; ফলতঃ
 লোকসংহারের দ্বারকণ চিহ্ন সকলই দেখা
 যাইতেছে। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য
 শুনিয়া কিঞ্চিৎ কাল ধ্যান করিলেন। ধ্যানান্তে
 বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! ভৃগুবাংশীয় মহাত্মা
 ঋষিশ্রেষ্ঠগণের অভিশাপ বশতঃ পৃথিবীতে শিবলিঙ্গ
 পতিত হইয়াছে। সেই লিঙ্গপতনে চরাচর
 ত্রৈলোক্য এতদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব

সিধীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ কীরোদধিঃ জগুর্ব্রহ্মাদ্যা ।
 দ্বিদিবোকসঃ । যত্র শেতে চতুর্দ্বারোগনিদ্রাক্ষ
 সঙ্গতঃ ॥ ৩০ ॥ তন্মৈ সর্গঃ সমাচখ্যাস্তেনৈব সহি-
 তান্ততঃ । জগুর্ধ্বত্র মহাদেবো লিঙ্গেন বহিতো
 বিভূঃ ॥ ৩১ ॥ উচুঃ সমাহিতাঃ সর্গে প্রনিপতা
 দিবোকসঃ ॥ ৩২ ॥ লিঙ্গমুৎকৃষ্যাতামেতদ্যং
 ক্ষিতৌ পতিতং বিভো । এতে মহার্বাঃ সর্গে
 প্রাবয়ন্তি বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৩ ॥ ভগবানুবাচ । ঋষিভিঃ
 পাতিতং হেতুগম লিঙ্গং সুরেশ্বর্যঃ । ন তু শক্যো
 ময়া কর্তুং বাধস্তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৪ ॥ শাপো
 হি ভার্গবেন্দ্রাণামতো মে জায়তাং বচঃ । পূজয়ধ্বং
 সুরাঃ সর্গে ব্রহ্মবিষ্ণুপুংসরাঃ ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গ-
 মেতত্ততঃ সর্গে সর্গং লপ্যথ সন্তমাঃ । প্রকৃতিং
 সাগরাঃ সর্গে যাস্তস্তি গিরয়স্তথা ॥ ৩৬ ॥ এতৎ
 পুণ্যতমে ক্ষেত্রে ধ্বংস সর্গে সমাহিতাঃ । অখো-
 দ্ভ্য সুরাঃ সর্গে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥
 তত্রৈব নিদধুঃ সর্গে ততঃ পূজাং প্রচক্রিরে ।

ব্রহ্মণা পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ৩৮ ॥
 শক্রেণাথ কুবেরেণ যমেন বরুণেন চ । উচুশ্চৈব
 ততো দেবা লিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অদ্যা-
 প্রভৃতি ব্রহ্মলিঙ্গং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । ভবিষ্যামো
 ন সন্দেহস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে ॥ ৪০ ॥ য এনং
 পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিয়ুক্তাশ্চ মানবাঃ । যাস্তস্তি তে
 সুরাবাসং সশরীর্য নরোত্তমাঃ ॥ ৪১ ॥ অত্রৈব
 প্রথমং লিঙ্গং যতোহস্মাভিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । প্রভাসং
 নাম চান্তাপি প্রভাসেন্দি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥ এবমুক্তা
 গতাঃ সর্গে ত্রিদিবঃ সুরসন্তমাঃ । তং দৃষ্ট্বা ত্রিদিবঃ
 যাস্তি ভূয়াংসঃ প্রাণিনো ভূবি ॥ ৪৩ ॥ ততঃ ত্রিবিষ্টপং
 ব্যাপ্তং বহুভিঃ প্রাণিভিঃ প্রিয়ে । তদৃষ্ট্বা ত্রিদিবঃ
 ব্যাপ্তং সহস্রাক্ষঃ স্তম্ভখিতঃ ॥ ৪৪ ॥ জাহ্নবা লিঙ্গ-
 প্রভাবং তু ততশ্চাগত্য ভূতলম্ । বজ্রেনাচ্ছাদয়-
 মাস সমস্তাং স বরাননে ॥ ৪৫ ॥ ততঃ প্রভৃতি নো
 দেবি স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ । ইতি সংক্ষেপতঃ
 প্রোক্তঃ প্রভাসস্ত মহোদয়ঃ । সর্বপাপোপশমনঃ
 সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৪৬ ॥

সেই স্থানেই গমন কর। হে গীর্ধীগণ!
 লোমরা বিষ্ণুর সহিত সেই স্থানে গিয়া যেরূপ
 নীতি আলোচনা করা উচিত, তাহা কর।
 অনন্তর ব্রহ্মাদি ত্রিদশগণ সকলেই কীর-
 সাগরে যথায় চতুর্দ্বার বিষ্ণু যোগনিদ্রাবলম্বনে
 শয়ন করিয়াছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন এবং
 তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া যথায়
 লিঙ্গবিরহিত ভগবান্ মহাদেব অবস্থান করিতে-
 ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহার
 তথায় গিয়া সকলেই প্রনিপাতপূর্ব্বক মহাদেবকে
 বলিলেন—হে বিভো! আপনার ক্ষিতিলগত
 লিঙ্গ উন্মোলন করুন। এই দেখুন, ইহারই
 জন্ত এই সকল মগরব বসুন্ধর্য প্রাবিত করি-
 তেছে। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরেশগণ।
 আমার এই লিঙ্গ ঋষিগণ পাতিত করিয়া-
 ছেন। আমি সেই সকল মহাত্মার কথায়
 অস্তথা করিতে পারিব না। ইহা ভার্গবশ্রেষ্ঠগণের
 অভিশাপের ফল। অতএব হে ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখ
 সুরগণ! আপনারা আমার এই লিঙ্গ পূজা করুন।
 এই লিঙ্গপূজার ফলে সকলেই মনোভীষ্ট লাভ
 করিতে পারিবেন। সাগর ও শৈল সকলও প্রকৃ-
 তি হইবে। আপনারা সমাহিত হইয়া এই পুণ্য-
 তম ক্ষেত্রে লিঙ্গগ্রহণপূর্ব্বক পূজা করুন। অনন্তর
 সুরগণ সকলেই লিঙ্গগ্রহণপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে

ইতি ত্রীক্ষান্দে প্রভাসপঞ্চকমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 সপ্তাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৭ ॥

আগমন করিলেন এবং তথায় তাহা স্থাপন
 করিয়া সকলেই পূজা করিলেন। ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, একে একে
 সকলেই পূজা করিলেন। ভক্তিতরে লিঙ্গার্চনার
 পর সকলেই বলিলেন,—অদ্য হইতে ভক্তিতরে
 ব্রহ্মলিঙ্গ পূজা করিয়া আমরা নিশ্চিতই নিরাপদ
 হইব। এই লিঙ্গপূজায় পিতৃগণও পরিতুষ্ট হই-
 বেন। যে সকল মানব ভক্তিয়ুক্ত হইয়া এই লিঙ্গের
 পূজা করিবে, তাহার সশরীরে স্বর্গে যাইবে।
 আমরা এই স্থানেই প্রথম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিলাম।
 অদ্য হইতে এই স্থান প্রভাস নামে প্রখ্যাত
 হইবে। এই কথা বলিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণ ত্রিদিব-
 ধামে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের প্রতি-
 ষ্ঠিত লিঙ্গ দর্শন করিয়া বহু প্রাণী স্বর্গে যাইতে
 লাগিল। হে প্রিয়ে! এই ঘটনায় স্বর্গ স্থান বহু
 প্রাণী দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইল। তখন দেবরাজ স্বর্গভূমি
 প্রাণিপরিবৃত দেখিয়া ঋগ্বিত হইলেন এবং লিঙ্গের
 প্রভাব অবগত হইয়া ভূতলে আগমনপূর্ব্বক স্বীয়
 বজ্র দ্বারা লিঙ্গাবিষ্ঠিত স্থানের চতুর্দিক আচ্ছাদন
 করিয়া রাখিলেন। হে দেবি! তখন হইতেই
 মানবেরা আর সশরীরে স্বর্গে গমন করিতে

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তত্র স্থানে
তু সংস্থিতম্ । কুদ্রেশ্বরেতিনামানং স্বয়মুত্তং ধরা-
তলে ॥ ১ ॥ আদিপ্রভাসাৎ পুরতো ধনুবাং ত্রিতয়ে
স্থিতম্ । কুদ্রেণ ধ্যানমাস্থায় স্বং তেজস্তত্র যোজি-
তম্ ॥ ২ ॥ ততো কুদ্রেশ্বরং নাম সর্বপাতকনাশনম্ ।
তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ সর্বান কামানবাণুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুদ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টাশীত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮ ॥

একোনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্মৈব পশ্চিমে ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতা । চণ্ডিকা কৰ্ম্মমোটী চ যোগিনী-
কোটিসংযুতা । পীঠত্রয়ং মহাদেবি আদ্যং ত্রৈলোকা-
বন্দিতম্ ॥ ১ ॥ নবম্যাং তত্র সম্পূজ্য দেবীপীঠক-

পারিল না । এই আমি প্রভাসের মহোদয় সংক্ষেপে
বলিলাম । ইহা সর্বপাপহর ও সর্বকাম
ফলপ্রদ ॥ ১১—৪৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর তত্রতা
স্বয়মুৎপন্ন কুদ্রেশ্বরনামধেয় লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে । এই লিঙ্গ আদি প্রভাসের সম্মুখে ত্রিধরু
ব্যবধানে অবস্থিত । সাক্ষাৎ কুদ্র ধ্যানাবলম্বন-
পূর্বক তথায় স্বীয় তেজ যোজিত করিয়াছিলেন ।
এইজন্ত কুদ্রেশ্বর নামক সর্বপাতকহর লিঙ্গ দর্শন ও
অর্চন করিলে সর্বফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১—৩ ।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৮ ।

উনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! কুদ্রেশ্বরের
পশ্চিমদিকে অনতিদূরে কোটিযোগিনীপরিবৃত্তা
কৰ্ম্মমোটী নাম্নী চণ্ডিকা বিরাজমানা । আর এই
স্থানে তিনটি পীঠ আছে । এই পীঠত্রয় ত্রৈলোক্যর

যোগিনীম্ । স সর্বান প্রাপুয়াৎ কামান ভবেৎ
স্বর্গাঙ্গনাপ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কৰ্ম্মমোটীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
বত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তত্র
যুক্তিপ্রদং হরিম্ । প্রভাসান্নৈকাত্রে ভাগে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ একাদশ্রাং জিতাহারো যন্তঃ দেবি
প্রপূজয়েৎ । মাঘে মাসি বিশেষেণ সোহগ্নিষ্টোম-
ফলং লভেৎ ॥ ২ ॥ যন্তজানশনং কুৰ্ব্বাদ্ ব্রতং
চান্দ্ৰায়ণাদিকম্ । সোহন্ততীর্থাৎ কোটিগুণং প্রাপু-
য়াৎ ফলমৌপিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মোক্ষস্বামিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি অজী-
গর্ভেশ্বরং হরম্ । চন্দ্রবাপীসমীপস্থং কৰ্ম্মমোটীসমী-
বন্দিত আদ্য পীঠ । নবমী তিথিতে এই দেবীপীঠ
ও যোগিনীগণের পূজা করিলে মানব সর্ব কামনা
লাভ করিয়া স্বর্গাঙ্গনা-প্রিয় হয় । ১১২ ।

উনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮৯ ।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
যুক্তিপ্রদ হরি-সমীপে গমন করিবে । এই তীর্থ
প্রভাসক্ষেত্রের নৈকাত্রে কোণে অনতিদূরে অবস্থিত ।
যে জিতাহার মানব একাদশী তিথিতে বিশেষত মাঘ
মাসে এই দেবের পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোমফল
লাভ করিয়া থাকে । যে জন এখানে অনাহারে
চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে, সে অন্ত তীর্থের কোটিগুণ
ঐপিতফল প্রাপ্ত হয় । ১—৩ ।

নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯০ ।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
অজীগর্ভেশ্বর হরসমীপে গমন করিবে । দেব

পতঃ । ১ । তত্ভাং শ্রাব্য মহাদেবি যন্তল্লিঙ্গং
প্রপূজয়েৎ । স যুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরৈর্গচ্ছেচ্ছিবপদং
মহৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেহজীর্গর্ভেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বিশ্বকর্ম-
প্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং হি মোক্ষস্বামিন
উত্তরে ॥ ১ ॥ ধনুর্বাং পঞ্চকে দেবি স্থিতং পাতক-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সমাগ্যাজ্ঞাকলম-
বাণুয়াৎ । বাচিকং মানসং পাপং দর্শনাস্তম্ভ
নশ্রুতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিশ্বকর্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১২ ॥

ত্রিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি যমে-
শ্বরমমৃতমম্ । তস্মৈব নৈঋতে ভাগে নাতিদূরে

অজীর্গর্ভেশ্বর চল্লবাপীসমীপে কর্মমোটা-সন্নিধানে
অবস্থিত । যে নর এই চল্লবাপীতে শ্রান করিয়া
অজীর্গর্ভেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সে ঘোর পাতক
হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহৎ শিবলোকে গমন
করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

একনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১

দিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
বিশ্বকর্মপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গ মহাপ্রভাব, পাপনাশন এবং মোক্ষস্বামীর
উত্তরে পাঁচ ধনু ব্যবধানে অবস্থিত । এ লিঙ্গ
দর্শন করিলে মানব সম্যক্ যাভ্রাকল লাভ করে
এবং তাহার বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হয় ১-৩
দিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১২ ।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
অমৃতম যমেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই

ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ দর্শনাৎ পাপশমনং সর্বকাম-
কলপ্রদম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে যমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিনব-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জাহা প্রভাবং ক্ষেত্রস্ত সর্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র কুহা তপশ্চোদ্রং লিঙ্গং
দেবৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কৃত-
কৃত্যঃ প্রজায়তে ॥ ২ ॥ গোদানং তত্র দেয়ং তু
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । সম্যক্ লভতে দেবি যাজ্ঞায়াঃ
কলমুর্জিতম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হমরেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্নব-
ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো বৃদ্ধপ্রভাসস্ত গচ্ছেচ্চ
নিয়তাস্থান আদিপ্রভাসাদক্ষিণতো নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ চতুর্মুখং মহালিঙ্গং দর্শনাৎপাপ-

লিঙ্গ পুরোক্ত নিঙ্গের নৈঋত কোণে অনতিদূরে
অবস্থিত । দর্শনমাত্রে এই লিঙ্গ পাপ নাশ করিয়া
সর্বকাম কলপ্রদান করিয়া থাকেন ১১২ ।

ত্রিনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! অতঃপর মানব
ক্ষেত্রপ্রভাব অবগত হইয়া সর্বপাতকনাশন দেবগণ-
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই স্থানে
তপশ্চা ও লিঙ্গ দর্শন করিয়া মানব কৃতকৃত্য হইয়া
থাকে । এই ভাবে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে গোদান
করিলে মানব সম্যক্ যাভ্রাকল লাভ করিয়া ১-৩

চতুর্নবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
নিয়তাস্থা হইয়া বৃদ্ধ প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিবে ।
এই ক্ষেত্র আদি প্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে

নাশনম্ ॥ ২ ॥ ক্রীদেবাবাচ । কথং বুদ্ধপ্রভাসং
তু নাম তপ্তভবংপ্রভো । তস্মিন্ দৃষ্টে ফলং কিং
স্বাস্তবৈ সম্পূজিতে তথা ॥ ৩ ॥ এতৎকথয়
মে দেব সংক্ষেপায়াতিবিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । আদৌ স্বায়ত্ত্ববে দেবি পূৰ্বমবস্তুরে
পুরা । ত্রেতাযুগে চতুর্থে তু প্রভাসে ক্ষেত্র
উত্তমে ॥ ৫ ॥ তস্মিন্ কালে মহাদেবি পূৰ্ব-
মবস্তবে পুরা । ত্রেতাযুগে চতুর্থে তু স্বায়-
ত্ত্ব সঙ্গতাঃ ॥ ৬ ॥ দর্শনাথঃ প্রভাসস্ত উত্তরা-
পথগামিনঃ । তং দৃষ্টাচ্ছাদিতং দেবং বজ্রেন তু মহে-
শ্বরী ॥ ৭ ॥ বিষাদং পরমং জঘূৰ্বাক্যং চেদমথা-
ক্রবন্ । অদৃষ্টা শাকরঃ লিঙ্গং ন যাস্তামো বয়ং
গৃহম্ ॥ ৮ ॥ স্বর্গার্গিনো বয়ং প্রাপ্তা মহদধ্বানমেব
হি । তস্মাদেবৈব তিষ্ঠামো যাবল্লিঙ্গস্য দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
এবন্তে নিশ্চয়ং কুত্বা পরস্মিন্ স্তপসি স্থিতাঃ ।
বর্ষাস্বাকাশগা ভূত্বা হেমন্তে সলিলাশ্রয়াঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনা গ্রীষ্মে নিযতা ব্রহ্মচারিণঃ । বহু-
বর্ষগণান্ বিপ্রা জরাগ্রস্তাস্তদাতবন্ ॥ ১১ ॥ এবং
বুদ্ধত্বমাপ্না যদা তে বরবর্ণিনি । ছন্দ্যমানা বরৈস্তে

অবস্থিত । এখানে এক মহালিঙ্গ আছে, তাঁহার
চারিটা মুখ, দর্শন মাতেই ইনি পাপহরণ করিয়া
 থাকেন । ক্রীদেবী বলিলেন,—হে প্রভো ! কি
জন্ত ইহঁদের নাম হইল—বুদ্ধপ্রভাস এবং ইহা
দর্শনে, পূজনে বা স্তবনে কি ফল লাভ
হয় ? আপনি ইহা সংক্ষেপে বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি ! পূর্বে স্বায়ত্ত্বব মবস্তুরে চতুর্থ
ত্রেতাযুগে উত্তম ক্ষেত্র প্রভাসে ঋষিগণ একদা
সমাগত হন । তাঁহারা উত্তর পথে প্রস্থান করিয়া-
ছিলেন, প্রভাস ক্ষেত্র দর্শন করাই তাঁহাদের
উদ্দেশ্য ছিল । মহেশ্বর ! ঋষিগণ সেখানে দেব-
দেবকে বজ্রাচ্ছাদিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়া-
বলিলেন,—আমরা শাকরলিঙ্গ দর্শন না করিয়া গৃহে
গমন করিব না । স্বর্গ কামনা করিয়া আমরা এই
প্রশস্ত পথে আসিয়াছি, অতএব যতদিনে এই
লিঙ্গ দর্শন না হয়, এইখানেই থাকিব । ঋষিগণ
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরম তপস্বী অবলম্বন করি-
লেন । তাঁহারা বর্ষায় আকাশতলে, হেমন্তে জরা-
ভাস্তরে ও গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যে অবস্থিত হইয়া
ব্রহ্মর্ষ্য সহকারে বহুবর্ষ যাবৎ তপস্বী করিলেন ।
ক্রমে তাঁহাদের জরা আসিল । তাঁহারা বুদ্ধ হইলেন ;

তু শকুরেন মহাশ্রনা ॥ ১২ ॥ লিঙ্গস্য দর্শনং মুক্তা ন
তেহন্তঃ বরিষে বরম্ ॥ ১৩ ॥ তেষাং নিশ্চয়ঃ
জাহ্না সর্ষেণাঃ বৃষভধ্বজঃ । অমুকম্পাপরো ভূত্বা
শ্লিঙ্গং তানদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥ এতস্মিন্বেব কালে তু
ভিষা চৈব বসুধারাম্ । উখিতং সহসা লিঙ্গং
তদেব বরবর্ণিনি ॥ ১৫ ॥ ঋষয়স্তে চ তং দৃষ্টা সর্ষে
চ ত্রিদিবং গতাঃ । অথ তেবু প্রয়াতেষু শক্রস্তপ্ত-
মনা হভূৎ ॥ ১৬ ॥ তমপি ছাদয়ামাস বজ্রেন শত-
পর্কণা ॥ ১৭ ॥ বুদ্ধভাবে যতস্তেষামৃষীণাং দর্শনং
গতঃ । অতো বুদ্ধপ্রভাসং তৎকীর্ত্যতে বসুধা-
তলে ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে বরারোহে অদ্যাপি
লভতে ফলম্ । রাজস্ব্যশ্বমেধানাং নরো ভক্তি-
সমব্রিহঃ ॥ ১৯ ॥ এবং তত্র সমুৎপন্নং প্রভাসং
বুদ্ধসংজ্ঞকম্ । তত্রোক্ষ ব্রাহ্মণে দেয়ঃ সম্যগ্‌যাত্রা-
ফলেম্প্রতিঃ ॥ ২০ ॥

ইতি ক্রীদেন্দে বুদ্ধপ্রভাসমাহারাবরণং নাম পঞ্চ-
নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

হে বরবর্ণিনি ! ঐ সময় মহাত্মা শাকর তাঁহাদিগকে
বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন । ঋষিগণ লিঙ্গ
দর্শন ব্যতীত বরাস্তর প্রার্থনা করিলেন না । বৃষ-
ধ্বজ তাঁহাদের দৃঢ় নিশ্চয় জানিয়া দয়াপরবশভাবে
তাঁহাদিগকে শ্লিঙ্গ সন্দর্শন করাইলেন । দেবি !
ঐ সময় সহসা বসুধা ভেদ করিয়া সেই লিঙ্গ উখিত
হইল । ঋষিগণ তাহা দর্শন করিয়া সকলেই স্বর্গ-
ধামে গমন করিলেন । তাঁহারা স্বর্গ গমন করিলে
শক্র সন্তপ্তচিত্ত হইলেন এবং স্বীয় শতপর্ক বজ্রদ্বারা
সেই লিঙ্গ ও ঢাকিয়া রাখিলেন । ঋষিগণের বার্ষিক্য-
দশায় শাকর দর্শন দিয়াছিলেন, এই জন্ত বসুধা-
তলে ঐ লিঙ্গ বুদ্ধপ্রভাস নামে কীর্তিত হইল ।
ভক্তিমান মানব সেই ক্ষেত্র দর্শনে অদ্যাপি রাজ-
স্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে । হে বরা-
রোহে ! এইরূপে তথায় বুদ্ধ প্রভাসের উৎপত্তি
হইয়াছিল । সম্যক যাত্রাফলেম্পু ব্যক্তি তথায়
ব্রাহ্মণগণকে বৃষ দান করিবেন । ১—২০ ।

পঞ্চনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯৫

ঘনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি প্রভাসং
জলসংস্থিতম্ । বৃদ্ধপ্রভাসাদক্ষিণতো নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ ॥ ১ ॥ তত্বেব দেবি দেবস্ত শৃণু মাহাত্ম্য-
মুক্তমম্ ॥ ২ ॥ জামদগ্ন্যেন রামেন যদা ক্ষত্রবধঃ
কৃতঃ । তদাস্ত পরমা জাতা স্তৃণা মনসি ভামিনি ॥
৩ ॥ ততস্তারায়ামাস মহাদেবঃ সুরেশ্বরম্ । উগ্রঃ
তপঃ সমাহ্বায় বহুন্ বর্ষগণান্ প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ তত-
স্তষ্টৌ মহাদেবস্তস্ত প্রত্যক্ষতাং গতঃ । অত্রবৌ-
দ্বরদন্তেহং বরং বরয় সূত্রত ॥ ৫ ॥ রাম উবাচ ।
যদি তুষ্টৌহাসি মে দেব যদি দেয়ৌ বরৌ মম ।
দর্শয়স্ব স্বকং লিঙ্গং যন্তে বজ্রেণ ছাদিতম্ ॥ ৬ ॥
স্বণা মে মহতী জাতা হত্বেমান ক্ষত্রিয়ান্ বহুন্ ।
দর্শনাত্তব লিঙ্গস্ত যেন মে নশ্ততে স্বণা ॥ ৭ ॥ তথা
মে পাতকং সর্বং প্রসাদিত্তব শকর ॥ ৮ ॥ শকর
উবাচ । মম লিঙ্গং সহস্রাক্ষ উখিতং তু পুনঃপুনঃ ।

ঘনবত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর জল-
সংস্থিত প্রভাসে গমন করিবে । এই ক্ষেত্র বৃদ্ধ-
প্রভাসের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত । হে দেবি !
এক্ষণে অত্রত্য দেবমাহাত্ম্য শ্রবণ কর । জামদগ্ন্য
রাম যখন ক্ষত্রিয়কুলের সংহার সাধন করেন,
তখন তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত স্তৃণার সঞ্চারণ
হয় । সেই জন্ত তিনি কঠোর তপস্তা অবলম্বন
করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ দেবদেব মহাদেবের
আরাধনা করেন । অনন্তর মহাদেব তৎপ্রতি
তুষ্ট হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া
বলিলেন,—সূত্রত ! আমি বর দিতে আসি-
য়াছি, বর গ্রহণ কর । পরশুরাম কহিলেন,—দেব !
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, যদি আমার বর দান
করেন, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা—আপনি
আপনার সেই বজ্রাচ্ছাদিত লিঙ্গ দর্শন করান ।
আমি এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়াছি,
তাই আমার স্তৃণার উদ্ভেদ হইয়াছে । আপনার
ঐ লিঙ্গদর্শনেই আমার সে স্তৃণার যেন অবসান
হয় । অপিচ আমার যে কিছু পাতক আছে,
তাহাও যেন তবৎপ্রসাদাৎ প্রশমিত হইয়া যায় ।
শকর কহিলেন—সহস্রাক্ষ মহাতীত হইয়া আমার

বজ্রেণাচ্ছাদয়তোব ভয়েন মহতা বৃতঃ ॥ ১ ॥ ন
তেহং দর্শনং যাস্তে লিঙ্গরূপী কদাচন ॥ ১০ ॥ যন্মাং
বদসি স্তৃণয়া বৃতোহং পাতকেন তু । তন্তেহং
নাশয়িষ্যামি স্পর্শনাটু দ্বিজোত্তম ॥ ১১ ॥ অশ্বিন
জলাশয়ে পুণ্যে জলমধ্যে মহামতে । উখাস্ততি
মহালিঙ্গং তস্ত হং দর্শনং কুরু ॥ ১২ ॥ ভবিষ্যতি
স্বণা সর্বা নিস্পাপস্বং ভবিষ্যতি । উক্লেবমুদ-
তিষ্ঠচ্চ জলমধ্যাদরাননে ॥ ১৩ ॥ জলপ্রভাসনামাস্ত
ততো জাতং ধরাতলে । তস্তালং স্পর্শনাদেবি
শিবলোকং ব্রজেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ একং ভোজ্যতে
যোহত্র ব্রাহ্মণং শংসিতব্রতম্ । ভোজিতোহং
ভবেত্তেন সপত্নীকো ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ এষা জল-
প্রভাসস্ত সত্ত্বাত্তে ময়োদিতা । ক্রতা পাপোপশ-
মনী সর্বকামফলপ্রদা ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে জলপ্রভাসমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ঘন-
বত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

পুনঃপুনঃ উখিত লিঙ্গ বজ্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া
রাখেন । সুতরাং আমি লিঙ্গরূপে কখনই তোমাকে
দর্শন দিতে পারিব না । পরন্তু তুমি যে আমার
বলিয়াছ, স্তৃণায় এবং পাতকে তুমি আবৃত হইয়াছ,
হে দ্বিজোত্তম ! তোমার সে স্তৃণা ও পাতক আমি
স্পর্শমাত্রেই নাশ করিয়া দির্ভেছি । হে মহামতে !
এইখানে এই পবিত্র জলাশয় মধ্যে আমার মহা-
লিঙ্গ উখিত হইবে । তুমি তাহাই দর্শন করিও ।
তাহাতেই তোমার সমস্ত স্তৃণা অপগত হইবে ;
তুমি নিস্পাপ হইবে । হে বরাননে ! এই কথা
বালবামাত্র জলমধ্য হইতে লিঙ্গ উখিত হইল ।
তাহাতে ঐ ক্ষেত্র ধরাতলে জলপ্রভাস নামে খ্যাতি
লাভ করিল । হে দেব ! তাহার স্পর্শ মাত্রেই
নর শিবলোকে প্রয়াণ করিয়া থাকে । এই স্থানে
একজন মাত্র শংসিতব্রত ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-
ইলে গোত্রী সহ আমাকেই ভোজন করান হয় ।
দেবি এই আমি জলপ্রভাসের উৎপত্তিবাস্তা বলি-
লাম ইং । শ্রবণে পাপোপশম হয় এবং সর্ব-
কামফল লব্ধ হইয়া থাকে । ১—১৬

ঘনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৬

সপ্তনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি জমদগ্নী
শ্বরঃ শিবম্ । বৃদ্ধপ্রভাসসামীপ্যে নাতিদূরে ব্যব-
স্থিতম্ । ১ । সর্ষপাপোপশমনং স্থাপিতং জমদগ্নিনা ।
তৎ দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ । ২ ।
স্নাত্বা নিধানবাণ্যাং চ সম্পূজ্য প্রাপ্নুয়াক্ষনম্ ।
নিধানং পাণ্ডুবৈৰ্লকং তত্র স্থানে পুরা প্রিয়ে । ৩ ।
নিধানেনৈব সা খ্যাতা বাপ্তী ত্রৈলোক্যবন্দিতা । ৪ ।
তস্তাং স্নাত্বা মহাদেবি তুৰ্ভগা সুভগা ভবেৎ ।
লভতে বাঞ্ছিতান্ কামানিতি প্রোক্তং ময়া তব । ৫ ।

ইতি ত্রীকান্দে জমদগ্নীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১০৭ ।

অষ্টনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মহা-
প্রভাসমুত্তমম্ । জলপ্রভাসতো যাম্যে যমমার্গবিধা-
তকম্ । ১ । শৃণু তন্ত্বেব মাহাত্ম্যং যথা জাতং
ধরাতলে । ২ । পূৰ্ব্বং ত্রেতায়ুগে দেবি স্পর্শলিঙ্গং

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর বৃদ্ধ-
প্রভাসের সমীপে অনতিদূরে অবস্থিত জমদগ্নী-
শ্বর শিবসমীপে গমন করিবে । স্বয়ং জমদগ্নি এই
সর্ষপাপোপশমন লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।
এই লিঙ্গ দর্শনে মানব ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় ।
এই স্থানের নিধানবাণীতে স্নান করিয়া লিঙ্গ-
পূজাস্তে নর ধন লাভ করে । প্রিয়ে ! পুরাকালে
পাণ্ডবগণ এই স্থানে নিধিলাভ করিয়াছিলেন ।
এই নিধানবিখ্যাতা বাপ্তী ত্রৈলোক্যবন্দিতা । হেথায়
স্নান করিলে তুৰ্ভগাও সুভগা হয় এবং বাঞ্ছিত
বস্তু লাভ করিয়া থাকে । এ রহস্য তোমার
নিকট আমি ব্যক্ত করিলাম । ১—৫ ।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০৭ ।

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর উৎস
মহাপ্রভাসে যাত্রা করিবে । জল-প্রভাসের দক্ষিণে
এই যমমার্গবিধাতক পুণ্যক্ষেত্র বিদ্যমান । এই
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যেরূপে ধরাতলে বিস্তৃত হইয়াছিল,

তু তৎ স্মৃতম্ । দিব্যং তেজোময়ং নৃণাং স্পর্শনা-
মুক্তিদায়কম্ । ৩ । অথ কালে চ কশ্মিংশিচর্জিণা-
চ্ছাদিতং প্রিয়ে । ইন্দ্রেণাগত্য বসুধাং ভয়াক্রান্তেন
সুন্দরি । ৪ । উহা তদুত্তমো দেবি নির্গচ্ছন্নব-
রোধিতঃ । দশকোটিপ্রবিস্তীর্ণং জালাগ্রং লিঙ্গ-
রূপধৃক্ । ৫ । প্রভাসক্ষেত্রমাহায় ভিষ্মাবির্ভাব-
মাস্থিতম্ । বজ্রেন কৃদ্ধিতে দেবি ভিষ্মা চৈব বসু-
ধরাম্ । ৬ । ধূমসজ্জৈঃ সমেতং তু ব্যাপ্যমাস
তজ্জগৎ । ততঃ ত্রৈলোক্যকর্মাখলং জালাভিক্ষ্যাকুলী-
কৃতম্ । ৭ । ততঃ সুরগণাঃ সর্ষ ঋষয়ো বেদ-
পারগাঃ । অস্তবন্ বিবিধৈঃ সূক্তৈর্বৈদোক্তৈঃ শশি-
শেখরম্ । ৮ । সংহরন্ত সুরশ্রেষ্ঠ তেজঃ স্বং দহনা-
ত্মকম্ । ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতমেবং সর্ষং চরা-
চরম্ । ন যাবৎ প্রলয়ং য়াতি তাবদ্রক্ষ্য সুরেশ্বর ।
৯ । ঈশ্বর উবাচ । এবমাত্ম্যমাণেষু ত্রিদিবেষু
সুরেশ্বর । তন্ত্বেজঃ পঞ্চধাবিষ্টং ব্যাপ্যশেষং
জগন্ময়ম্ । ১০ । পঞ্চপ্রভাসরূপেণ ভিষ্মা তত্র
বসুধরাম্ । যেন মার্গেণ নিষ্কান্তং তন্মার্গে চ মহ-
ন্থহঃ । ১১ । তত্র তৈঃ স্থাপিতং দ্বারং সুপ্রদেশে-

শ্রবণ কর । পূর্বে ত্রেতায়ুগে এইস্থানে এক স্পর্শ-
লিঙ্গ ছিল । উহা দিব্য তেজোময় এবং স্পর্শমাত্রেই
নরগণের মুক্তিদায়ক অনন্তর কালক্রমে বজ্রধারী
ইন্দ্র ঐ লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখেন । সুন্দরি !
ইন্দ্র ভয়াক্রান্ত হইয়াই বসুধাপৃষ্ঠে অবতরণপূর্বক
ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন । ঐ লিঙ্গ হইতে যে
তেজ নির্গত হইত, তাহাও অবরুদ্ধ হইয়াছিল ।
ঐ জালাধিত তেজ লিঙ্গরূপে দশকোটি যোজন
বিস্তৃত হইয়া প্রভাসক্ষেত্র ভেদ করিয়া আবির্ভূত
হইয়াছিল । কিন্তু ইন্দ্র যখন বজ্র দ্বারা রোধ করি-
লেন, তখন উহা বসুধা ভেদ করিয়া ধূমস্তোমে
সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল । তখন সমগ্র
ত্রৈলোক্য জালামালায় ব্যাকুলীকৃত হইল । অনন্তর
সুরগণ ও বেদপারগ ঋষিগণ বেদোক্ত বিবিধ সূক্তে
শশিশেখরের স্তব করিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—
হে সুরশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় দাহনাত্মক তেজ সংহার করুন ।
এই সচরাচর ত্রৈলোক্য ব্যাকুলীভূত হইয়াছে ।
যে পর্য্যন্ত না ইহার প্রলয় ঘটে, তাবৎ ইহাকে রক্ষা
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—হে সুরেশ্বর ! স্বর্গ-
বাসীগণ এইরূপ কহিলে সেই ত্রিজগদ্ব্যাপ্তি মহা-
তেজ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া বসুধা ভেদপূর্বক পঞ্চ-
প্রভাসরূপে যে পথে নিষ্কান্ত হইয়াছিল, সেই পথের

হৃদয়ং প্রিয়ে । পিহিতেহধ চ রজ্জ্বহস্মিন্ ধুমো
নাশযুপেধিবান্ । ১২ । স্বহৃষ্টৈববাবলোকান্তেজ-
স্ত্রৈব সংস্থিতম্ । এবং ময়া প্রেরিতান্তে লিঙ্গং
তত্র সমাদধুঃ । ১৩ । তন্নহস্তত্র দেবেশি বিশ্বাম-
মকরোত্তরা । ততো মহাপ্রভাসেতি কীর্ত্যতে দেব-
দানবৈঃ । ১৪ । যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা লিঙ্গং
পুষ্পৈঃ পুধগুবিধৈঃ । স যাতি পরমং স্থানং জরা-
মরণবর্জিতম্ । ১৫ । দৃষ্টেন তেন দেবেশি মুচ্যতে
পাতকৈর্নরঃ । লভতে বাহিতান্ কামান্ননসা
চোপ্সিতান্ প্রিয়ে । ১৬ । হিরণ্যং তত্র দাতব্যং
ব্রাহ্মণে শংসিতব্রতে । গোদানং বিধিবত্তত্র দেয়-
কৈব দ্বিজস্বনে । ১৭ । এবং কৃত্বা মহাদেবি
লভতে জন্মনঃ কলম্ । রাজস্ব্যামমেধানাং প্রাপ্নুয়াৎ
কলমুর্জিতম্ । ১৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে পঞ্চমপ্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নামাষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১৯৮ ।

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি তন্ত
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ । সরস্বত্যাস্তটে রম্যে দেবঃ তত্র
কৃতস্মরম্ । ১ । স্বয়মুতং মহাদেবি সর্বপাপপ্রণা-
শনম্ । তন্তোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি যথা জাতং মহী-
তলে । ২ । পুরা কামো ময়া দত্তো যদা তত্র বরা-
ননে । তদা রতিঃ সমাগম্য বিললাপ স্তুত্বাধিতা ।
তাং তু শোকাভুরাং দৃষ্ট্বা তত্রাহং করুণাধিতঃ ।
অবোচং মা কাদবেতি তব ভর্তা পুনঃ শুভে ।
সমুখাস্থতি কালেন মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ । ৪ ।
দেবুবাচ । কিমর্থং স পুরা দত্তঃ কামদেবস্বয়া
বিভো । কথমাপ পুনর্জয় বিস্তরাৎ কথয়স্ব মে ।
৫ । ঈশ্বর উবাচ । দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পুণ্যং বভূব
স্তুত্বাধিতা প্রিয়ে । শতং স্তুতানাং জজ্ঞেহস্ত গৌরীণাং
দীর্ঘচক্ষুযাম্ । ৬ । দদৌ ত্বাং প্রথমং মহং সতী-
নামেতি কীর্তিতাম্ । দদৌ দশ চ ধর্ম্মায় ব্রহ্মা মেধা
ধৃতিঃ ক্রমা ॥ ৭ ॥ অনসূয়া শুচির্লজ্জা স্মৃতিঃ শক্তিঃ
ঋতিস্থখা । হে ভার্য্যে কামদেবায় রতিঃ প্রীতি-

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি । অনন্তর উজ্জি-
খিত ক্ষেত্রের দক্ষিণে সরস্বতীর রম্য তটে অবস্থিত
কৃতস্মর দেবের সমীপে গমন করবে । হে দেবি ।
এই লিঙ্গ স্বয়মুত ও নিখিল ছরিতনাশন । তুতলে
যেখানে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, বলিতেছি । হে
বরাননে ! পুরাকালে আমি যখন মদন-দহন করি,
তখন তৎপত্নী রতি আসিয়া অতি ক্রোধের
সহিত বিলাপ করেন । তাঁহাকে শোকাভুর
দর্শনে আমার করুণা হয় ; আমি তাহাকে
বলিলাম,—শুভে ! যোদন করিও না ।
আমার প্রসাদে তোমার ভর্তা পুনরুত্থিত
হইবেন ; নিশ্চিতই । দেবী কহিলেন,—হে বিভো !
কি জন্ত আপনি কামদেবকে দত্ত করিয়াছিলেন ?
কিরূপে তিনি পুনর্জয় লাভ করেন ? তাহা আমার
নিকট বিস্তররূপে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—প্রিয়ে !
পূর্বে দক্ষপ্রজাপতি তোমার পিতা ছিলেন । তাঁহার
শত কন্যা উৎপন্ন হয় । কন্যাগণ সকলেই বিশাল-
নয়না ও গৌরবর্ণা । তাহাদের মধ্যে প্রথমে সতী-
নামী কন্যা তোমাকে আমার করে সম্প্রদান করেন ।
পরে ব্রহ্মা, মেধা, ধৃতি, ক্রমা, অনসূয়া, শুচি, লজ্জা,
শক্তি, ও ঋতিনামী দশকন্যা ধর্ম্মকে ; রতি

সুপ্রদেশে দেবগণ এক প্রস্তরদ্বার স্থাপন করেন ।
তাহাতে রজ্জ্বদেশ আচ্ছাদিত হইলে সেই ধুমস্তোম
নষ্ট হইয়া গেল । লোকসকল প্রকৃতিস্থ স্বস্থ হইল ;
সেই তেজ সেইখানেই রহিল । এইরূপে মৎ-
প্রেরিত দেবগণ তথায় আমার লিঙ্গ আচ্ছাদন
করিলেন । তখন আমার মহাতেজ সেইখানে
বিশ্রাম করিল । এই কারণে দেব ও দানবগণের
নিকট ঐ ক্ষেত্র মহাপ্রভাস নামে বিখ্যাত হইল ।
যে নর নানাবিধ পুষ্প দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ঐ লিঙ্গের
পূজা করে, তাহার অজর অমর পরম স্থান লাভ
হয় । হে দেবেশি ! নর ঐ লিঙ্গ দর্শনে পাতক
হইতে মুক্ত হয় । তাহার মনোভীষ্ট বস্তু লব্ধ
হইয়া থাকে । হে দেবি ! ঐখানে শংসিতব্রত
ব্রাহ্মণকে যথাবিধি হিরণ্য ও গোদান করিতে হয় ।
এরূপ করিয়া নর জন্মসাক্ষ্য লাভ করে এবং
রাজস্ব্য ও অশ্বমেধযজ্ঞের উৎকট ফল লাভ
করিয়া থাকে । ১—১৮ ।

অষ্টনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯৮ ।

স্তৈবে চ ৮ । এতাঃ স্বাহাঃ দদৌ বহুঃ পিতৃণাঞ্চ
ততঃ স্বধাম্ । সপ্তবিংশচ্ছাঙ্কায় অশ্বিতাদ্যাঃ
প্রকৌর্ভিতাঃ ৯ । তথাপি বিদিতা দেবি রেবতাঙ্কা-
স্তথা জনৈঃ । কঙ্কপায় দদৌ দেবি স তু কন্তা
জ্যোদশ ১০ । অদিতিঞ্চ দিতিশ্চৈব বিনতা
কঙ্করেব চ । সিংহিকা সুপ্রভা চৈব উল্লুকী যা
বরাননে ১১ । অন্নবিদ্ধা সিতা চৈব ঈর্ষ্যা হিংসা
তথা পরা । মায়া নিকৃতিসংযুক্তা দক্ষঃ পুংসঃ মহা-
মতিঃ ১২ । গৌরী চ সুপ্রভা চৈব বার্তা সাক্ষী
সুমানিকা । বক্রণায় দদৌ পঞ্চ তদাসৌ পরিতান্নজে ১৩ ।
ভদ্রা চ মদিরা চৈব বিদ্যা ধন্তা ধনা শুভা ।
দদৌ পঞ্চ কুবেরায় পত্ন্যর্থং পরিতান্নজে ১৪ । জয়া
চ বিজয়া চৈব মধুস্পন্দা ইরাবতী । সুপ্রিয়া জনকা
কান্তা সুভদ্রা ধার্মিকা শুভা ১৫ । রুদ্রাণাং প্রদদৌ
কন্তা দশানাং ধর্ম্যবিন্দতা । প্রভাবতী সুভদ্রা চ বিমলা
নির্মলানুতা ১৬ । তীব্রা দক্ষাক্রুণা বিদ্যা ধার-
পালা চ বর্চসা । আদিত্যানাং দদৌ দক্ষঃ কন্তা
দ্বাদশকং প্রিয়ে ১৭ । যোগনিদ্রাভিতুতস্ত সংসর্পা
সরমা শুভা । মালা চম্পা তথা জ্যোৎস্না স বিষ্ণে-
ভ্যশ্চ এব চ ১৮ । অশ্বিত্যাং দ্বৈ তথা কন্তে
সুবেশা ভূষণা শুভা । একা কন্তা তথা বায়োর্দিতা
এতাঃ প্রকৌর্ভিতাঃ ১৯ । সাবিত্রীং ব্রহ্মণে প্রাদা-
ল্লক্ষ্মীং বিষ্ণোর্বহান্ননঃ । কন্তচিৎকালস্ত স ঈজে
দক্ষিণাবতা ২০ । যজ্ঞেন পরিতান্নতে হিমবন্তে

ও জীর্জিত নারী কন্তাষয় কামদেবকে ; স্বাহানারী-
কন্তা বহুকে ; স্বধানারী কন্তা পিতৃগণকে ; অশ্বি-
তাদি সপ্তবিংশতি কন্তা চন্দ্রকে ; অদিতি, দিতি,
বিনতা, কঙ্ক, সিংহিকা, সুপ্রভা, উল্লুকী, অন্নবিদ্ধা,
সিতা, ঈর্ষ্যা, হিংসা, মায়া, ও নিকৃতিনারী জ্যোদশ
কন্তা কঙ্কপকে ; গৌরী, সুপ্রভা, বার্তা, সাক্ষী, ও
সুমানিকা নারী পঞ্চকন্তা বক্রণকে ; ভদ্রা, মদিরা,
বিদ্যা, ধন্তা, ও ধনানারী শুভ পঞ্চকন্তা কুবেরকে ;
জয়া, বিজয়া, মধুস্পন্দা, ইরাবতী, সুপ্রিয়া, জনকা
কান্তা, সুভদ্রা, ও ধার্মিকানারী কন্তা রুদ্রগণকে ;
প্রভাবতী, সুভদ্রা, বিমলা, নির্মলা, অমৃতা, তীব্রা,
দক্ষাক্রুণা, বিদ্যা, ধারপালা, ও বর্চসী নারী দ্বাদশ
কন্তা আদিত্যগণকে ; সংসর্পা, সরমা, শুভা, শালা,
চম্পা, ও জ্যোৎস্না নারী কন্তা বিশ্বদেবগণকে ;
সুবেশা ও ভূষণানারী কন্তাষয় অশ্বিনীকুমার-
দ্বয়কে ; এক কন্তা বায়ুকে ; সাবিত্রী ব্রহ্মাকে ; এবং
লক্ষ্মীনারী কন্তা মহানারী বিষ্ণুকে সম্প্রদান করেন ।

মহাগিরো । যজ্ঞবাটো হৃভুঃ সর্বকামসমৃদ্ধিমান্ ।
২১ । তন্মিন্ যজ্ঞে সমায়াতা আদিত্যা বসবস্তথা ।
বিষ্ণে দেবাশ্চ মরুতো লোকপালাশ্চ সর্বশঃ ২২ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সহস্রাঙ্কো বক্রণো যম এব চ । ধনদশ্চ
কুমারশ্চ তথা নদাশ্চ সাগরাঃ ২৩ । বাপাঃ
কৃপাস্তথা চৈব তড়াগাঃ পশ্বানি চ । সুপর্ণশ্চ
যে নাগাঃ সর্কৈ মূর্ত্তা বাবস্তিকাঃ ২৪ । দানবাপ্স-
রসশ্চৈব যক্ষাঃ কিরুরগুহকাঃ । সাঙ্কগাশ্চ
সভার্যাশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ২৫ । মহর্ষয়ো
মহাভাগাস্তথা দেবর্ষয়শ্চ যে । তে ভার্য্যাসহিতা-
স্তত্র বসন্তি চ বরাননে ২৬ । পালমালোভ
রণশ্চিহ্নাভয় বিভর্ত্তি যঃ । অপবিত্রতয়া
শত্ৰুনাং হৃদয়ং তথাবিধঃ ২৭ । যতস্ততঃ সমা-
য়াতা কৈলাসে পরিশেষতমে । অশ্বিতাদ্যা ভগিন্ত-
স্তান্নাং প্রতীদঃ বচোব্রুবন ২৮ । কিং তুষ্টেন চ
কল্যাণি তিষ্ঠসি ত্বং সুষম্যমে বয়ং চ প্রস্থিতাঃ সর্বাঃ
পিতৃর্ঘজ্ঞে সন্তর্ভুকাঃ ২৯ । বয়মাকারিতাস্তেন
স্বতাঃ সর্গা যশস্বিন । ন তামাহুবান দক্ষদ্বপতে
শঙ্করাদ্যতঃ ৩০ । ত সাং বচনমাকর্ণ্য সতী প্রাহ

একদা মহামতি দক্ষ মহাগিরি হিমালয়ে প্রভূত
দক্ষিণা সহকারে এক যজ্ঞারম্ভ করিলেন । তাঁহার
সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমস্ত কামসমৃদ্ধি সম্পন্ন হইল ।
আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ, লোক-
পালগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বক্রণ, যম, কুবের, স্কন্দ,
নদী ও সাগরগণ, বাপী, কৃপ, তড়াগ ও পশ্ব
সকল, সুপর্ণ, নাগগণ, দানব, অপ্সরা যক্ষ,
কিরুর, ও গুহকগণ, সাঙ্কচর সপত্নীক বেদ-
বেদাঙ্গপারগ মহর্ষি মহাভাগ দেবর্ষিগণ, সেই যজ্ঞে
সমাগত হইলেন । ঋষিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা সমভি-
বাহারে দক্ষালয়ে বাস করিতে লাগিলেন । ১—২৬।
কিন্তু একমাত্র সেই কপালমালামণ্ডিত চিতাভয়-
ধারী শত্ৰু অপবিত্র বলিয়া সে যজ্ঞে নিমজ্জিত হই-
লেন না । নিমজ্জিত দেবদেবগণ পর্তবর
কৈলাসের চতুর্দিক দিয়া যজ্ঞবাটে যাইতে লাগি-
লেন । যাইবার কালে তোমার অশ্বিতাদি ভগিনী-
গণ তোমায় বলিলেন,—অগ্নি কল্যাণি ! কেন তুমি
সন্তোষের ভাষ্য অবস্থান করিতেছ ? আমরা সকলে
স্ব স্ব পতির সহিত পিতার যজ্ঞে প্রস্থান করি-
য়াছি । পিতা তাঁহার সমস্ত কন্তাকে আমন্ত্রণ
করিয়াছেন । তোমায় তিনি আহ্বান করেন
নাই । কারণ, জামাতা শঙ্কর হইতে তিনি

কুধাবিতা। হা ধিক্ দুরাচার কিং বদীবো
মহেশ্বরম্ ॥ ৩১ ॥ কথং সন্দর্শয়ে বক্রমিত্যুক্তান-
মাত্মনা। বিসমর্জ্য তপোযোগাৎ সম্মারাম্র কঞ্চন ॥
৩২ ॥ অথ দৃষ্ট্বা মহাদেবঃ সতীং প্রাণৈবিনা স্থিতাম্ ।
অবমানান্তথাআনং ত্যক্তা মহা কপালিনম্ ॥ -৩ ॥
গণান্ সশ্রেষ্ঠয়ামাস যজ্ঞবিধ্বংসনায় চ। তে গতাশ্চ
গণা রোজাঃ শতশোহং সহস্রশঃ ॥ ৩৪ ॥ বিকৃতা
বিকৃতাকারা অসং যাতা মহাবলাঃ। ক্রোধে প্রেরি-
তান দৃষ্ট্বা বীরভদ্রপুরোগমান্ ॥ ৩৫ ॥ ততো
দেবগণাঃ সর্বে বসবঃ সহ ভাস্করৈঃ। বিধেদেবাশ্চ
সাধ্যাশ্চ ধনুর্হস্তা মহাবলাঃ ॥ ৩৬ ॥ যুদ্ধায় চ বিনি-
ক্রান্তা যুদ্ধঃ সাধকাজিতান্। তে সমেত্য ততো-
হন্তোন্ত্য প্রমথ্য বিবুধৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥ মুমূচুঃ শরবর্ষণি
বারিধারাং যথা ঘনাঃ। তেষাং হস্তী গণেনাথ
শূলেন হৃদিভেদিতঃ ॥ ৩৮ ॥ স তু তেন প্রহারেণ
বিসংজ্ঞো বিষাদ হ। অথ মুষ্ট্যা হতঃ কুন্তে নাগ
ঐরাবন্তদা ॥ ৩৯ ॥ সহসা স হতস্তেন বারণো
ভৈরবানুবান্। বিনদ্য জবমান্বায় যজ্ঞবটমুপাদ্রবৎ ॥

বড়ই লজ্জিত আছেন। ভগিনীগণের সেই
বাক্য শুনিয়া সতী সক্রোধে কহিলেন,—হা দক্ষ !
হা দুরাচার ! ধিক্ তোমায় ! কি বলিয়া আমি
মহেশ্বরকে ব্রথ দেখাইব ! এই বলিয়া তপোযোগ
অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে পরি-
ত্যাগ করিলেন ; অন্ত কিছই স্মরণ করিলেন
না। অনন্তর মহাদেব সতীকে প্রাণহীন দেখিয়া
নিজেকে কপালী বোধে অবমাননায় আত্মত্যাগ
করিয়া দক্ষের যজ্ঞধ্বংসার্থ প্রমথগণকে প্রেরণ
করিলেন। ক্রোধের আদেশে শত শত সহস্র সহস্র
রোজপ্রকৃতি বিকৃতাকার মহাবল প্রমথ প্রস্থান
করিল। ক্রোধপ্রেরিত বীরভদ্র প্রমথ প্রমথসৈন্য
দেখিয়া বশুগণ, ভাস্করগণ, বিধদেবগণ এবং
সিদ্ধ সাধ্য নামক মহাবল দেবগণ ধনুর্হস্তহস্তে
যুদ্ধার্থ নিজক্রান্ত হইলেন এবং ত্রীশ্ব ত্রীশ্ব সাধক
সকল নিষ্কেপ করিতে লাগিলেন। প্রমথগণ
বিবুধগণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া মেঘমুক্ত
বারিধার স্রায় শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। দেব-
হস্তী ঐরাবত প্রমথগণের শূলাঘাতে হৃদয়ে বিদ্ধ
হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতল আশ্রয় করিল। অন-
ন্তর তদীয় কুন্তে মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করায় সহসা আহত
হইয়া ঐরাবত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে
যজ্ঞবটটিমুখে ছুটিয়া আসিল। রোজ মহাশরানিকরে

৪০ ॥ বিধেদেবা নিকৃচ্ছাসাঃ কৃতা রৌদ্রেঈশ্বরাশরৈঃ।
চকর্ব স ধনুষ্যেণ বশুমান্ বলবন্তরঃ ॥ ৪১ ॥ নিস্তেজ-
সস্তদাদিত্যাঃ কৃতান্তেন রণাজিরে। এতস্মিন্নস্তয়ে
দেবাঃ কৃতান্তেন পরাশুখাঃ ॥ ৪২ ॥ ততস্তে শরণং
জম্বুদ্বীপঃ তত্র চ সংস্থিতম্। ততঃ কোপসমাবিষ্টৌ
বিষ্ণুর্দেবান্ সবাসবান্ ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্ট্বা বিদ্রাবিতান
সর্গায়ুযোগাশ্চ সুদর্শনম্। তমাপতন্তঃ বেগেন
বিষ্ণোশ্চক্রঃ সুদর্শনম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রসাধ্য বক্রং সহসা
উদরস্থঃ চকার হ। তস্মিংশক্রে তদা গ্রস্তে অমোঘে
পরিতাপ্তজৈঃ ॥ ৪৫ ॥ চূকোপ ভগবন্ বিষ্ণুঃ শার্ঙ্গহস্তো
হত্যধ্যাবত। স হত্যা দশভিত্তীকৈর্নন্দিং ভৃগিং
শতেন চ ॥ ৪৬ ॥ মহাকালং সহস্রেণ হৃষুভেন
গণাধিপম্। বাণানামঘূর্তিভিরা বীরভদ্রমুপাদ্রবৎ ॥
৪৭ ॥ তং হত্যা গদয়া বিষ্ণুদ্বীপলং কধিরোক্ষিতম্।
গৃহীত্যা পাদয়োৰ্ভূমৌ নিজঘানাতিরোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
হন্তমানস্ত তস্তাথ ভূমৌ চক্রঃ সুদর্শনম্।
কধিরোদগারসংযুক্তঃ প্রহারমকরোর তু ॥ ৪৯ ॥
কুজলকবরো দেবি বীরভদ্রো গণেশ্বরঃ। যত্র

বিশ্ব দেবগণ নিকৃচ্ছাস হইয়া পড়িলেন। অনন্তর
বলবন্তর বশুমান্ ধনু আকর্ষণ করিতে লাগি-
লেন। আদিত্যগণ রণক্ষেত্রে নিস্তেজ হইয়া
পড়িলেন। এইরূপে তখন দেবগণ সকলেই
রৌদ্রেসৈন্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। অনন্তর
দেবগণ বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন
কোপাক্রান্ত বিষ্ণু বাসবাদি দেবগণকে বিদ্রাবিত
দেখিয়া স্বীয় সুদর্শনচক্রে নিষ্কেপ করিলেন। বেগে
বিষ্ণুচক্র আসিতেছে দেখিয়া বীরভদ্র বদন ব্যাদান
করিয়া সহসা তাহা উদরস্থ করিলেন। সেই
অমোঘচক্রে গালিত হইল দেখিয়া শার্ঙ্গপাণি ভগবান্
সক্রোধে ধাবি হইলেন। তিনি দশটি ত্রীশ্ববাণে
নন্দাকে, শত বাণে ভৃগ্বীকে, সহস্র বাণে
মহাকালকে, অযুতবাণে গণাধ্যক্ষকে এবং
অপর অযুত বাণে বীরভদ্রকে আহত করিয়া
তদভিমুখে প্রস্থান করিলেন ১২৭—৪৭। বিষ্ণু তাহার
গদা দ্বারা বীরভদ্রকে প্রহার করিলেন। বীর-
ভদ্র বিহ্বল হইল। তাহার সর্বাঙ্গ শোণিতাক্ত
হইল। বিষ্ণু তাহার পাদদ্বয়গ্রহণ করিয়া অতি
ক্রোধে ভূতলে আহত করিতে লাগিলেন। এই-
রূপে আহত করায় বীরভদ্রের উদর হইতে
কধিরোদগারযুক্ত সুদর্শনচক্রে ভূপতিত হইল। বিষ্ণু

পঞ্চরূপায়ো গদয়া পীড়িতোহপি সঃ । ৫০ ।
 পতিতঃ বীক্য ভং সর্ক্রে বিষ্ণুতেজোবলান্বিতাঃ ।
 বিক্রতাঃ সর্ক্রেতো যাতা যজ্জ দেবো মহেশ্বরঃ । ৫১ ।
 তস্মৈ সর্ক্রে তথা কৃত্তঃ সমাচখ্যাঃ পরাভবন্ ।
 বিক্রমঃ বীরভদ্রস্ত ততঃ ক্রুদ্ধো মহেশ্বরঃ । ৫২ ।
 প্রগৃহ্য সহসা শূলং প্রস্থিতঃ স্বগণৈঃ সহ । যজ্জবাটং
 তু দক্ষস্ত পরাভবভবঃ ততঃ । বিক্রমন্ বীরভদ্রেণ
 যজ্জ বিষ্ণুঃ স্বয়ং স্থিতঃ । ৫৩ । তমায়াস্তং সমালোক্য
 কোপযুক্তঃ মহেশ্বরম্ । সংগ্রামে সোহজ্জয়ং মদ্বা
 তজ্জৈবাস্তরধীয়ত । ৫৪ । মরুভিঃ সার্কিমিল্লোহপি
 যশুভিঃ সহ কিরুরৈঃ । শিবঃ ক্রোধপরীতায়া
 ততশ্চাদর্শনং গতঃ । ৫৫ । কেবলং ব্রাহ্মণাস্তত্র
 স্থিতাঃ সদসি ভামিনি । তে দৃষ্টা শঙ্করং প্রাপ্তং
 কোপসংরক্তলোচনম্ । ৫৬ । হোমং চকুস্ততো
 ভীতা রুদ্রমন্ত্রৈঃ সমস্ততঃ । অস্ত্রে ত্রাসসমায়ুক্তাঃ
 পলায়ন্তে দিশো দশ । ৫৭ । অথাগত্য মহাদেবো
 দৃষ্টা তান্ ব্রাহ্মণোত্তমান । অপশ্রুতানো বিবৃথাস্তত্র

তাহা দ্বারা বীরভদ্রকে প্রহার করিলেন না।
 হে দেবি! বিষ্ণুগদায় পীড়িত হইয়াও গণেশ্বর
 বীরভদ্র পঞ্চদ্র প্রাপ্ত হইল না। কেননা, সে
 রুদ্রের নিকট লঙ্কবর ছিল। বীরভদ্রকে পতিত
 দেখিয়া বিষ্ণুর তেজোবলপীড়িত প্রমথগণ দৌড়িয়া
 মহেশ্বরের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার
 নিকট বীরভদ্রের পরাক্রম ও পরাভববার্তা ব্যক্ত
 করিল। মহেশ্বর তৎপ্রবণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং
 সহসা শূল গ্রহণ করিয়া স্বগণ সমভিব্যাহারে দক্ষের
 যজ্জবাটে গমন করিলেন। ঐ স্থানেই তখনও বিষ্ণু
 বীরভদ্রের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন।
 বিষ্ণু দেখিলেন,—ক্রুদ্ধ মহেশ্বর আগমন করিতে-
 ছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন,—সংগ্রামে
 জয়লাভ করা সম্ভব নহে। এই বুঝিয়া মরুদগণ
 সহ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও
 বসুগণ ও কিরুরগণ সহ অন্তর্ধান করিলেন।
 ক্রোধপূর্ণচেতা শিব যখন তথায় উপস্থিত হইলেন,
 তখন কেবল ব্রাহ্মণগণই সে সভায় অবস্থান
 করিতেছিলেন। তাঁহারা শঙ্করকে কোপরক্তনেত্রে
 মস্ত্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ভীত ভীত ভাবে রুদ্রমন্ত্রে
 হোম করিতে লাগিলেন। অস্ত্র অনেক ব্রাহ্মণ
 ত্রাসাশ্রিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। অনন্তর
 মহাদেব আসিয়া দেখিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সেই
 যজ্জসভায় অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দেবগণের

যজ্জঃ জঘান সঃ । ৫৮ । স চ যুগবপুর্ভুত্বা প্রনষ্টঃ
 শিবভীতিতঃ । পৃষ্ঠতস্ত ধনুশ্পানির্জগাম ভগবান্
 শিবঃ । অদ্যাপি দৃষ্টতে ব্যোমি তারাকপে
 মহেশ্বরিঃ । ৫৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে দক্ষযজ্জবিধ্বংসনো নাম নবনবত্যা-
 ধিকশততমোহধ্যায়ঃ । ১১২ ।

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । এবং বিধ্বংসিতে যজ্জ গতাশ্চে
 ব্রাহ্মণা গৃহম্ । অপ্ৰাপ্তকামনা দেবি 'যে চান্তে তত্র
 বৈ গতাঃ । ১ । হরোহপি বিগতামর্ষঃ কৈলাসং
 পর্কতং গতঃ । ২ । এতন্নিরবে কালেন তারকো-
 নাম দানবঃ । উৎপন্নঃ স মহাবাহুর্দেবানাং
 বলদর্পহা । ৩ । তেন ইন্দ্রাদিকান্ সর্কান্ সুরান্
 জিহ্বা মহাহবে । স্বর্গঃ শৈর্ক্যাপিতো দেবি
 ব্রহ্মলোকং ততো গতঃ । উচুঃ সুরা হুঃখযুক্তা
 ব্রাহ্মণং পর্কতাশ্চজে । ৪ । তারকেণ সুরশ্রেষ্ঠ
 স্বর্গান্নির্কাসিতা বয়ম্ । স্বয়মিল্লঃ সমভবদ্বসবোহস্তে
 তথা কৃতাঃ । ৫ । রুদ্রাঃ সাধ্যাস্তথা বিশে অশ্বিনৌ

একজনও তথায় নাই। তদর্শনে তিনি যজ্জকে নিহত
 করিলেন। যজ্জ শিবের ভয়ে যুগরূপ ধরিয়া পলায়ন
 করিল। ভগবান্ শিব ধনুর্কাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ
 প্রধাবিত হইলেন। হে মহাদেবি। অদ্যাপি তিনি
 আকাশে তারাকপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন । ৫৮—৫৯ ।

নবনবত্যাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১২ ।

দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বহিলেন,—এইরূপে যজ্জধ্বংস হইলে
 ব্রাহ্মণগণ এবং অস্ত্রান্ত্র নিমন্ত্রিতগণ অনরুচকাম হইয়া
 গৃহে গমন করিলেন। ভগবান্ হর বিগতামর্ষ
 হইয়া কৈলাসে গেলেন। ইত্যবসরে তারক নামে
 এক দেবদর্পহারী মহাবল দানব প্রাভূর্ত হইল।
 তারকাসুর মহাসংগ্রামে ইন্দ্রাদি সুরগণকে জয়
 করিয়া সগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গরাজ্য অধিকার
 করিল। তখন সুরগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক
 হুঃখিতভাবে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ!
 তারকাসুর আমাদিগকে স্বর্গ হইতে নির্কাসিত
 করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে এবং বসু, রুদ্র, সাধ্য,

মরুতস্তথা । আদিত্যশ্চ বধোপায়ঃ তস্মাদ্ভদ্র পিতা-
মহ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অবধ্যঃ স তু সর্কেষাং
দেবানামিতি মে মতিঃ । ঋতে তু শাক্ষরং তেজো
নাশ্চেন বিনিপাত্যতে । তস্মাদগচ্ছত ভদ্রং বো দেব-
দেবঃ মহেশ্বরম্ ॥ ৭ ॥ তস্ম ভাৰ্য্যা যুতা পূৰ্ণং জাতা
হিমবতো গৃহে । তস্মাৎ চ জায়তে পুত্রঃ স হনিষ্যতি
তারকম্ । তস্মাৎ প্রসাদয়ধ্বং বৈ তদৰ্থং শূল-
পাণিনম্ ॥ ৮ ॥ ততো দেবৈঃ সমাদিষ্টঃ কামদেবো
বরাননে । যুতভাৰ্য্যাং হরং গতা ততঃ
সায়কৈঃ ॥ ৯ ॥ যেনাসৌ কামসন্তপ্তো ভাৰ্য্যার্থঃ
যত্নবান ভবেৎ । অয়ং গচ্ছতু তে ভ্রাতা বসন্তশ্চ
মনোহরঃ ॥ ১০ ॥ স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় কৈলাসং
পৰ্বতং গতঃ । ততো দৃষ্টী মহাদেবঃ কামদেবং
ধৃতায়ুধম্ ॥ ১১ ॥ বসন্তসহিতঃ দেবি কদ্রোহঙ্কক-
নিষুদনঃ । গঙ্গাদ্বারমুপ্রাপ্য অপশ্চদ্যাবদগ্রতঃ ॥
১২ ॥ দস্তায়ুধং কামদেবং দুৰ্জবে স ভয়াৎ পুনঃ ।
ততো বারাণসীং গতা নৈমিষং পুষ্করং তথা ॥
১৩ ॥ ত্রীকৰ্ণং কদ্রকোটিং চ কুরুক্ষেত্রং গয়াং তথা ।

জালামার্গং প্রয়াগং চ বিশালামৰ্কুদং শুভম্ ॥ ১৪ ॥
বহুন্ বৰ্ষগণানবং ভ্রমন্ স ধরনীতলো কামদেবস্তয়া-
দেবি দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ অবৈক্যত তদা
কামং বিস্ফাৰ্য্য নয়নং তদা । তৃতীয়ং দেবদেবেপি
দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ॥ ১৬ ॥ তস্ম তং বীক্ষমাণস্ত
সজ্জাতাঃ পাবকার্চিষঃ । তাভিঃ স ধনুৰ্বা যুক্তো
ভস্মসাৎসমপদ্যত ॥ ১৭ ॥ তং
রোষস্ত নিৰ্গম্য । নিবাসমকরোত্তম ক্ষেত্রে প্রাভা-
সিকে শুভে ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ দৃষ্টে তদা কামে রতিঃ
শোকপরায়ণা । বিললাপ মুহুঃখার্তা পতিভক্তিপর-
য়া ॥ ১৯ ॥ হা নাথ নাথ ভোঃ স্বামিন্ কিং জহাসি
পতিব্রতাম্ । পতিব্রতাং পতিপ্রাণাং কস্মায়াং ত্যজসি
প্রভো ॥ ২০ ॥ এবং বিলপতীং তাং তু বাণবাচা-
শরীরিণী । মা হং কদ বিশালাক্ষি পুনরেব পতি-
স্তব ॥ ২১ ॥ প্রসাদাদেবদেবস্ত উচ্ছ্রান্ততি শিবস্ত
তু । এতাং বাচং রতিঃ ক্ৰুহা ততঃ স্বহা বভূব হ ॥
ততো দেবাঃ শিবং নম্রা প্রার্থয়ামানুরীষরি । কলজ-
সংগ্রহং দেব কুরু কার্য্যার্থসংগ্রহে ॥ ২৩ ॥ এষ কাম-

বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারযুগল, মরুদগণ, ও আদিত্য-
গণের পদে অপরাপর ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়াছে ।
অতএব হে .পিতামহ ! উহার বধোপায় বলুন ।
ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি জানি, ঐ অশুর সর্কদেবের
অবধ্য । শক্কেবর তেজ ব্যতীত অস্ত্র কেহই
উহাকে নিপাতিত করিতে পারিবে না । অতএব
তোমরা দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর ।
তোমাদের মঙ্গল হইবে । পূৰ্বে মহেশভৰ্য্যা
দেহত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন । তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ
করিবে, তাহারই হস্তে তারকাসুর নিহত হইবে ।
অতএব পুত্রোৎপাদনার্থ শূলপাণিকে প্রণোদিত
কর । অনন্তর দেবগণ কামদেবকে আদেশ করি-
লেন,—তুমি বিপত্তীক হরের নিকট গিয়া শরাঘাতে
তাঁহাকে সম্ভাষিত কর । এমন ভাবে কার্য্য
করিবে, যাহাতে তিনি কামাসন্তপ্ত হইয়া ভাৰ্য্যার্থ
প্রযত্ন প্রকাশ করেন । এই তোমার ভ্রাতা
মনোহর বসন্তও তোমার সহিত গমন করুন ।
মদন ‘তথাস্ত’ বাক্যে প্রতিজ্ঞিত হইয়া কৈলাস
শৈলে গমন করিলেন । অনন্তর অঙ্কক-
নাশন মহাদেব কদ্র বসন্ত সহ কামদেবকে
চাপহস্ত দেখিয়া গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন । সে
স্থানে গিয়াও সম্মুখে ধৃতায়ুধ কামদেবকে দেখি-

লেন । তদদর্শনে বারাণসী, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর,
ত্রীকৰ্ণ, কদ্রকোটি, কুরুক্ষেত্র, গয়া, জালা-
মার্গ, প্রয়াগ, বিশালা ও অৰ্কুদ এই সকল স্থানেও
দেবদেব মহেশ্বর কামদেব ভয়ে বহু বর্ষ ভ্রমণ করি-
লেন ১—১৭ । অনন্তর ত্রিলোচন শিব তৃতীয় নয়ন
বিস্ফারিত করিয়া কামদেবের প্রতি তাকাইলেন ।
তাঁহার সেই দর্শনে অগ্নিশিখা সকল উৎপন্ন হইল
এবং তাহা দ্বারা ধনুর্দারী কাম ভস্মীভূত হইয়া
গেল । ভগবান্ শঙ্কু কামকে দগ্ধ করিয়া ক্রোধের
শান্তি করিলেন এবং শুভ প্রভাসক্ষেত্রে বাস
করিতে লাগিলেন । কাম দগ্ধ হইলে পতিভক্তি-
যুক্তা দুঃখার্তা রতি শোকভরে বিলাপ করিতে
লাগিলেন ; বলিলেন,—হা নাথ ! হা নাথ ! হা
স্বামিন্ ! আমি পতিব্রতা, পতিপ্রাণা ; আমাকে কেন
পরিত্যাগ করিলেন ? এইরূপ বিলাপকারিণী
রতিকে সঙ্ঘোদন করিয়া এক অশরীরিণী বাণী
বলিল,—অগ্নি বিশালাক্ষী ! রোদন করিও না ।
দেবদেবের প্রসাদে তোমার পতি পুনরুজ্জীবিত
হইবেন । রতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত হু
হইলেন । অনন্তর দেবগণ শিবকে নমস্কার করিয়া
তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব !
আপনি দারপরিগ্রহ করুন । আপনি মহাক্রোধে

স্বয়া দধঃ ক্রোধেন মহতা স্বয়ম্ । বিনা স্তেন বিভো
নষ্টা সৃষ্টিকৈ ধরণীভলে ॥ ২৪ ॥ ভগবানুবাচ । এম
কামো ময়া দধঃ ক্রোধেন সুরসন্তমাঃ । তস্মাদনঙ্গ
এবৈষ প্রজাসু প্রচরিস্যতি । তদ্বীৰ্য্যাস্তৎপ্রভাবশ্চ
বিনা দেহঃ ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥ দেবা উচুঃ । ভগবন
বৃক পূৰ্ব্বং ত্বং সংস্মরস্ব রতীশ্বরম্ । হিতায় সৰ্ব-
লোকানাং যথানং প্রত্যায়ৌ ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

সংস্মৃতবান্ কামঃ স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ । তস্ম-
চ্ছাৰ্ত্তং লিঙ্গং সমুত্তমৌ মহীতলে ॥ ২৭ ॥ কৃত-
স্মরঃ পুনস্তত্র অনঙ্গো বলবাংস্তথা । তেনোঢ়া
শৈলজা তেন শক্তরেণ মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥ জাতঃ
স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠস্তারকো যেন সৃদিতঃ । পশ্নিতে
নৈব লিঙ্গেন যস্মাচ্চৈব কৃতঃ স্মরঃ ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ
কৃতস্মরো লোকে কীৰ্ত্তিতে সমহীতলে । তং দৃষ্ট্বা
ন জড়ো নাক্ষো নাসুখী ন চ দুৰ্ভগঃ । জায়তে তু
কদা মৰ্ত্ত্যো ন দরিত্রো ন রোগবান ॥ ৩০ ॥ এবং
তে সৰ্বমাখ্যাতং যন্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি । দক্ষো
যথা স্মরঃ পূৰ্ব্বং পুনৰ্বীৰ্য্যাবিতঃ স্মিতঃ ॥ ৩১ ॥

এই কামকে দধ করিয়াছেন, হে বিভো! কাম
বাতীভ এই ধরাতলে সৃষ্টি নষ্ট হইবার উপক্রম
হইয়াছে। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠগণ।
এই কামকে আমি মহাক্রোধে দধ করিয়াছি; অত-
এব এ, অনঙ্গ হইয়াই প্রজাগণ মধ্যে বিংরণ
করিবে। ইহার সেই বীৰ্য্য, সেই প্রভাব—দেহ
ব্যতিরেকেই হইবে। দেবগণ কহিলেন,—ভগবন্
আপনি সৰ্বলোকের হিতের নিমিত্ত এবং আমাদের
যাহাতে প্রত্যয় হইতে পারে, এই জন্ত আপনিই
অগ্রে রতীশ্বরকে স্মরণ করুন। অনন্তর মহেশ্বর
স্বয়ং কামকে স্মরণ করিলেন। অনন্তর এক
শাস্ত লিঙ্গ মহীতলে প্রাক্তৃত হইল। বলবান
অনঙ্গের আবার আবির্ভাব ঘটিল। তিনি মহা-
দেবের কৃতস্মর লিঙ্গ নামে অভিহিত হইলেন।
মহাত্মা শক্তর অতঃপর শৈলনন্দিনীর পাণিপীড়ন
করিলেন। তাহাতে তারকস্কন্দন সুরবর স্কন্দ উৎপন্ন
হইলেন। লিঙ্গ পতিত হইলে যে হেতু স্মর পুনরায়
সৃষ্ট হইলেন, এই জন্ত ঐ লিঙ্গ কৃতস্মর নামে
লোকে কীৰ্ত্তিত হইতে লাগিল। এই লিঙ্গ দর্শনে
নর জড়, অন্ধ, অসুখী, দুৰ্ভগ, দরিত্র, বা রোগবান
কখনই হয় না। হে দেবি! তুমি আমার নিকট
যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে, স্মর যেরূপে দধ হইল, পুন-
রায় বীৰ্য্যাবিত ও স্মিত হইল, সকলই তোমার

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং কুণ্ডং দক্ষিণেন
কৃতস্মরাৎ । কামকুণ্ডেতি বৈ নাম যত্রোদ্ভূতঃ পুনঃ
স্মরঃ ॥ ৩২ ॥ অনঙ্গরূপী দেব্যত্র স্নানার্থে রূপবান্
ভবেৎ । ইক্ষবন্তত্র বৈ দেয়াঃ সূবর্ণং গান্তথৈব চ ।
বস্মাণি চৈব বিধিবদ্ভ্রাক্ষণে বেদপারগে ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কামকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মিন্ স্থানে মহাদেবি স্নানং
কালভৈরবম্ । ব্রহ্মকুণ্ডং বরারোহে যাবদেবঃ
কৃতস্মরঃ ॥ ১ ॥ তত্র যে প্রাণিনো দক্ষা মৃত্যুঃ কাল-
বিপর্য্যায়ঃ । তে সৰ্ব্বা মুক্তিমায়াস্ত মহাপাতকিনো-
হপি বা ॥ ২ ॥ কৃতস্মরাস্তমহাদেবি যাবদ্যজ্ঞশ্বরঃ
স্থিতঃ । মহাস্নানং তদেবি অপুনর্ভবদায়কম্ ॥
৩ ॥ তস্মিন্ স্থানে বহেদ্যত্র বিষুবং প্রাণিনাং
প্রিয়ে । তত্রোবরং স্মৃতং ক্ষেত্রং তন্মে প্রিয়তরং

নিকট বলিলাম। এই বলিয়া ঈশ্বর আবার বলি-
লেন,—ঐ স্থানেই কৃতস্মরের দক্ষিণে একটা কুণ্ড
আছে, উহার নাম কামকুণ্ড। ঐ কুণ্ড হইতেই
অনঙ্গরূপী স্মর, পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল।
দেবি! যেখানে স্নান করিলে নর রূপবান্ হয়।
এখানে বেদপারগ ভ্রাক্ষণকে ইক্ষু, সূবর্ণ, গান্ধী ও
বিবিধ বস্ত্র বিধিপূৰ্ব্বক দান করিতে হয়। ১৬—৩৩।

দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০০ ॥

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন;—অয়ি মহাদেবি! সেই স্থানে
কালভৈরব স্নান ও ব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান। হে
বরারোহে! উহা কৃতস্মর ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ।
কালবিপর্য্যয় বশে সেখানে যে প্রাণী মৃত বা দধ
হয়, তাহার মহাপাতকী হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া
থাকে। হে মহাদেবি! সেই মহাস্নান কৃতস্মর
হইতে মক্ষাশ্বর ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। উহা পুন-
র্জন্মনিবারক। প্রিয়ে! যে স্থানে প্রাণিগণের
সুস্মানভীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই স্থানই
উৎকর্ষম উৎপত্তিনিবারক। উক্ত স্নানেও
সুস্মানেই শ্বাসপ্রবাহ হইয়া থাকে; সেই জন্তই

সদা । ৪ । কল্পান্তেহপি ন মুখ্যমি অবিমুক্তাৎ
প্রিয়ং মম । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে কালভৈরবঋশানমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০১ ।

দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগাদেবি রামেশ্বর-
মহত্তমম্ । মন্মথাদক্ষিণে ভাগ আয়েয়ে তু কৃত-
স্মরাৎ । পূর্বতন্তু সরস্বত্যা বলভদ্রপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
১ । যত্র মুক্তোহভবদেবি রামো ব্রহ্মবধাৎ কিল ।
পাতকাৎ প্রতিলোমাং তামগাহত সরস্বতীম্ । ২ ।
দেবুবাচ । কথং স পাতকান্মুক্তঃ কথং পাপমভূৎ
পুরা । কথং তৎস্থাপিতং লিঙ্গং কিম্ভাবৎ বদস্ব
মে ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শুনু দেবি প্রবক্ষ্যামি
কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাঃ শ্রদ্ধা মানবো দেব
মুক্তঃ সংসারসাগরাৎ । সর্সান্ কামান্ স লভতে
সততঃ মনসি প্রিয়ান্ ॥ ৪ ॥ রামঃ পূর্বঃ পরাং

উগ্ধ আমার সতত প্রিয়তর । আমি কল্পান্ত-
কালেও সেই ঋশান পবিত্রাব করি না ; উগ্ধ
আমার অবিমুক্ত ক্ষেত্র ইহাতেও প্রি । ১ - ৫ ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০১ ।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন ;—হে মহাদেবি ! অতঃপর
অনুত্তম রামেশ্বরক্ষেত্রে যাইবে । বলভদ্র-প্রতি-
ষ্ঠিত সেই ক্ষেত্র, মন্মথেশ্বর দক্ষিণে, কৃতস্মরের
অগ্নিকোণে, এবং সরস্বতীর পূর্বদিকে বিরাজিত ।
হে দেবি ! রাম এই স্থানে ব্রহ্মহত্যাপাতক হইতে
বিমুক্ত হইয়াছিলেন । তিনি সেই প্রতিলোমা
সরস্বতীতে অবগাহন করিয়াছিলেন । দেবী
কহিলেন,—তিনি পাতক হইতে মুক্ত হইলেন
কিভাবে ? কিভাবেই বা পূর্বে তাঁহার ব্রহ্মহত্যাপাপ
ঘটিয়াছিল ? কি প্রকারেই বা তিনি সেই লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করেন ? আর সেই লিঙ্গের প্রভাবই
বা কি প্রকার ? এসকল আমাকে বলুন । ঈশ্বর
কহিলেন,—হে দেবি ! শ্রবণ কর ; আমি তোমাকে
সেই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি,—যাহার শ্রবণে
সংসারসাগরমগ্ন মানব সতত বাঞ্ছিত কামসমূহ

প্রীতিং কুহা কৃৎস্ন লাভলী । চিন্ত্যমাস বহবা কিং
কৃতং স্মৃতং ভবেৎ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণেন হি বিনা নাহং
যান্তে ত্বর্ধ্যোধনান্তিকম্ । পাণ্ডবান বা সমাশ্রিত্য
কথং ত্বর্ধ্যোধনং নৃপম্ ॥ ৬ ॥ জামাতরং তথা
শিষ্যং ঘাতয়িষ্যে নরেশ্বরম্ । তস্মায় পার্থঃ
যান্তামি নাপি ত্বর্ধ্যোধনং নৃপম্ ॥ ৭ ॥ তীর্থেষা-
প্লাবয়িষ্যামি তাবদাত্মনমাশ্রনা । কুরুণাং পাণ্ড-
বানাং চ যাবদস্থায় কল্পতে ॥ ৮ ॥ ইত্যাদিগু হৃদী-
কেশং পার্থত্বর্ধ্যোধনাবপি । জগাম দ্বারকাং শৌরিঃ
স্বসৈন্তৈশ্চ পরীকৃতঃ ॥ ৯ ॥ গতা দ্বারাবতীং রামো
হৃষ্টতুষ্টিজনাকুলাম্ । শ্বৈরন্তঃপুরগৈঃ সার্কং পপৌ
পানং হলায়ধঃ ॥ ১০ ॥ পৌতপানো জগামাধ রৈব-
তোদ্যানমুদ্রিমৎ । হস্তে গৃহীত্বা স গদাং রেবত্যা-
দিভিরবিতঃ ॥ ১১ ॥ শ্রীকদম্বকমধ্যস্থো যযৌ মন্ত-
বদাশ্রলন । দদর্শ চ বনং বৌরো রমণীয়মনুত্তমম্ ॥
১২ ॥ সর্বত্র তরুপুষ্পাঢ্যং শাখামৃগগণাকুলম্ ।
পুষ্পপদ্মবনোপেতং সপঞ্চলমহাবনম্ ॥ ১৩ ॥ স শৃণু
প্রীতিজনকান্ কন্তামদকলাঙ্কুতান্ । শ্রোত্ররম্যান্
সুমধুরাঙ্কান খগমুখেরিতান্ ॥ ১৪ ॥ সর্বতঃ কল-

উপভোগান্তে ভস্মে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । পূর্বে হল-
ধর রাম, কৃষ্ণের প্রতি পরম প্রীতি বশতঃ
চিন্তা করিলেন যে, কি করিলে মুক্ত হইবে ?
কৃষ্ণকে ছাড়িয়া ত্বর্ধ্যোধনের পক্ষ আশ্রয় করা
আমার কর্তব্য নহে ; আবার পাণ্ডবগণের পক্ষা-
বলঘন করিয়াই বা জামাতা ও শিষ্য ত্বর্ধ্যো-
ধন রাজাকে ঘাতিত করিব কিরূপে ? অতএব
কি পাণ্ডব কি ত্বর্ধ্যোধন—কোন পক্ষেই আমি যাইব
না, পরন্তু যাবৎ কুরুপাণ্ডবগণের ক্ষয় না হয়,
তাবৎ আত্মা দ্বারা তীর্থনিচয়ে আত্মাভিষেকবিধান-
পূর্বক বিচরণ করিব । হলধর কৃষ্ণকে, পার্থকে ও
ত্বর্ধ্যোধনকে এই কথা বলিয়া স্বসৈন্তে পরিবৃত্ত
হইয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন । হলধর রাম হৃষ্ট-
তুষ্টিজনাকুলা দ্বারাবতী নগরীতে যাইয়া অন্তঃপুরে
প্রবেশপূর্বক স্বীয় অন্তঃপুরগ জনগণসহ হালাপানান্তে
গদাহস্তে রেবতী প্রভৃতি নারীবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া
ঋদ্ধিযুক্ত রৈবতকোদ্যানে গমন করিলেন । বীব
হলধর, নারীকদম্ব মধ্যে মস্তাং শ্লিষ্ট হইতে হইতে
সেখানে যাইয়া তত্রত্য অনুত্তম রমণীয় উদ্যান
বিলোকন করিতে লাগিলেন ১-১২ । দেখিলেন, উহার
প্রায় সকল স্থলই প্রসূনপাদপে মণ্ডিত ও শাখামৃগ-
বর্গে সমাকুল ; উহা বিবিধ পুষ্পোদ্যানে ও পদ্ম-

রত্নাট্যান্ সৰ্গতঃ কুসুমোজ্জলান্ । অশশাৎ পাদপাং-
শ্চৈব বিহগৈঃ সন্মোদিতান্ ॥ ১৫ ॥ আত্মানাত্মা-
কান্ ভব্যান্নারিকেলান্ সতিনুকান্ । আবদলাস্তথা
শীতান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্ ॥ ১৬ ॥ পনসান্নকূচ-
মোচাংস্তাপাংস্তাপি মনোহরান্ । পার্শ্ববতান্ কুসুম-
ল্লারলিনানধ বেতসান্ ॥ ১৭ ॥ ভল্লাতকানামলকাং
স্তিনুকান্চ মহাকলান্ । ইন্দুদান্ করমর্দাংচ হরী-
তকবিত্তীতকান্ ॥ ১৮ ॥ এতানস্তাংচ স তরুণ দদর্শ
যত্নন্দনঃ । তথৈবশোভপুত্রাগকেতকীবকুলাস্তথা ॥
১৯ ॥ পঞ্চকান্ সপ্তপর্ণাংচ কর্ণিকারান্ সূমালতীঃ ।
পারিজাতান্ কোবিদারায়ন্দারেন্দীবরাংস্তথা ॥ ২০ ॥
পাটলান্ পুষ্পিতান্ রত্নান্ দেবদারুক্রমাংস্তথা ।
শালাংস্তালাংস্তম্বালাংচ নিচুলান্ বঞ্জুলাংস্তথা ॥ ২১ ॥
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈঃ সমাবৃতান্ ।
কোকিলৈঃ কলবিকৈশ্চ হারীতৈজীবজীবকৈঃ ॥ ২২ ॥
প্রিয়পুত্রৈশ্চাতকৈশ্চ শুকৈরন্তৈর্হিহকমৈঃ । শ্রোত্ররম্যাং
সুমধুরং কুজস্তিষ্ঠাপ্যধিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২৩ ॥ সরাংসি চ
সপদ্মানি মনোজ্ঞসলিলানি চ । কুমুদৈঃ পুণ্ডরী-
কৈশ্চ তথা রোচনকোৎপলৈঃ ॥ ২৪ ॥ কহ্লাটৈঃ

কমলৈশ্চাপি চর্চিত্তানি সমস্ততঃ । কাদম্বৈশ্চক্র-
বাকৈশ্চ তথৈব জলকুকুটৈঃ ॥ ২৫ ॥ কারণ্ডবৈঃ
প্লবৈর্হংসৈঃ কূর্শৈর্গুণ্ডভিরেব চ । এতৈরন্তৈশ্চ
কৌর্ণানি তথাত্তৈর্জলবাসিতৈঃ ॥ ২৬ ॥ ক্রমেণ সঞ্চ-
রন্ রামঃ প্রেক্ষমাণো মনোরমম্ । জগামাহুগতঃ
স্রোতির্জগৎগৃহমহুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ স দদর্শ দ্বিজাংস্তত্র
বেদবেদাঙ্গপারগান্ । কৌশিকান্ ভার্গবাংশ্চৈব
ভারদ্বাজাংচ গৌতমান্ ॥ ২৮ ॥ বিবিধেষু চ
সমুতান্ বংশেষু দ্বিজসত্তমান্ । কথাশ্রবণসোৎ-
কণ্ঠানুপবিষ্টান্ মহাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥ কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু
কূর্শেষু চ বৃষীষু চ । স্ব ক তেষাং মধ্যস্থং কথয়ানং
কথাঃ শুভাঃ ॥ ৩০ ॥ পৌরাণিকাঃ সুরবাণীমা-
দ্যানাং চরিতক্রিয়াঃ । দৃষ্ট্বা রামং দ্বিজাঃ সর্ষে মধু-
পানাকর্ণেক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥ মন্তোহয়মিতি মথানাঃ
সমুত্তস্থ্যরাধিতাঃ । পূজয়ন্তোহলধরং তমুতে স্ত-
বংশজম্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ ক্রোধসমাবষ্টো হসৌ স্ত-
মহাবলঃ । নিজঘান বিরূঢ়াঙ্কঃ ক্ৰোড়িতাহাশেষ-
দানবঃ ॥ ৩৩ ॥ অধাসিতে পদং ব্রাহ্ম্যং তস্মিন্
স্ততে নিপাতিতে । নিক্রান্তাস্তে দ্বিজাঃ সর্ষে
বনাৎ কৃষ্ণাজিনাঘরাঃ ॥ ৩৪ ॥ অবধুতং তথাত্মানং

বনে সমুপেত এবং পশ্বে ও মহাবনে শোভিত ।
তিনি সেখানে মদমত্ত বস্ত্র পক্ষিগণের স্ত্রীতিকর,
শ্রুতিসুখাবহ, শুভ, মধুর বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিতে
করিতে সর্গতঃকলরত্নাট্য, সর্গতঃকুসুমোজ্জল,
বিহগগণানুমোদিত উদ্যানতরুরাজী দর্শন করিতে
লাগিলেন । যত্নন্দন রাম, আত্ম, আত্মাতক, ভব্য,
নারিকেল, তিনুক, আবদল, শীত, দাড়িম, বীজ-
পূর, পনস, লকুচ, মোচ, তাপ, পার্শ্ববতা, কুস-
ল্ল, নলিন, বেতস, ভল্লাতক, আমলক, মগা-
তিনুক, ইন্দুদ, করমর্দ, হরীতক, বিভীতকাদি
এবং শ্রুতিসুখাবহ সুমধুর কুজনপরায়ণ চকোর,
শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, কলবিক, হারীত,
জীবজীবক, প্রিয়পুত্র, চাতক, শুকাদি বিহঙ্গনিবহে
সংসেবিত অশোক, পুরাগ, কেতকী, বকুল, চম্পক,
সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, মালতী, পারিজাত, কোবিদার,
মন্দার, ইন্দীবর, পাটল, কদলী, দেবদারু, শাল,
তালা, তম্বালা, নিচুল, বঞ্জুলাদি, তরুনিকর বিলোকন
করিতে লাগিলেন । ১৩—২৩ । ইত্যন্ততঃ কত
কাদম্ব, চক্রবাক, জলকুকুট, কারণ্ডব, প্লব, হংসাদি
জলপক্ষী ও কূর্শ, গুণ্ডাদি জলচর জীবে সমাকীর্ণ,
পদ্ম, কুমুদ, পুণ্ডরীক, রোচনক, উৎপল, কহ্লা

কমলাদি জলকুসুমভূষিত, স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, সরো-
বর ভাঁহার নয়নগোচর হইল । রাম রমণীগণ সহ
এই সকল দোখতে দোখতে ভ্রমণ করিতে করিতে
ক্রমে একটি অল্পস্তম লতাগৃহ অবলোকন করি-
লেন । দেখিলেন, ঐ স্থানে কৌশিক ভার্গব
ভারদ্বাজ গৌতমাদি বিবিধ গোত্রসমুহ, বেদ-
বেদাঙ্গপারগ, মহাত্মা দ্বিজগণ কথাশ্রবণার্থ সমুৎসুক-
চিত্তে কৃষ্ণাজিন, কূর্শ, বৃষী প্রভৃতি আ-নে
উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; ভাঁহাদিগের মধ্যস্থলে
পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ স্তব বাসয়া সুরধি-রাজবিদগের
চরিতসংক্রান্ত শুভ কথা কীটন করিতেছেন ।
স্তবংশীয় সেই পৌরাণিক ব্যতীত অপরাপর সমস্ত
দ্বিজগণই হলধর রামকে অকর্ণলোচন দর্শনে ‘ইনি
মধুপানে মত্ত হইয়াছেন’ ভাবিয়া স্বরা সহকারে
উঠিয়া ভাঁহার বখোঁত অর্চনা করিতে লাগিলেন ।
অশেষ দানবকোভক মহাবল হলধর ইহাতে স্ত-
কর্ভুক আপনাকে অবজ্ঞাত বোধে স্তবের প্রতি
আতশয় কুপিত হইয়া বিফারিতনেত্রে তখন
তাহাকে নিহত করিলেন । সেই স্তব ব্রহ্মাসনে
উপবিষ্ট ছিলেন, হলধর তাহাকে হত্যা করিলেন,
দেখিয়া সেই কৃষ্ণাজিনাঘর মুনিগণ সকলেই সেই বন

মন্ত্যমানো হল্যুধঃ। চিন্ত্যামাস স্তুমহন্নয়া পাপ-
মিদং কৃতম্। ৩৫। ব্রহ্মাসনগতো হ্যেব যঃ স্মৃতো
বিনিপাতিতঃ। তথা হ্যেতে দ্বিজাঃ সর্বে মামবেক্ষ্য
বিনির্গতাঃ। ৩৬। শরীরস্ত চ মে গচ্ছো লোহ-
স্তেবাস্থখাবহঃ। আত্মানং চাবগচ্ছামি ব্রহ্মরমিতি
কুংসিতম্। ৩৭। দ্বিতুমমার্থং তথা মদ্যং মহিমান-
মকৌর্ভিদম্। যেনাবিষ্টেন স্তুমহন্নয়া পাপমিদং
কৃতম্। ৩৮। স্মৃত্যুক্তং তু করিষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং
যথাবিধি। উক্তমন্ত্যেব মমুনা প্রায়শ্চিত্তাদিকং
ক্রমাৎ। ৩৯। জপঃ প্রচ্ছন্নপাপানাং মনসস্তাপ
এব চ। ভূতাত্মনস্তপোবিদ্যে বুদ্ধেজ্ঞানং বিশো-
ধনম্। ৪০। ক্ষেত্রেশ্বরস্ত বিজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা
মতা। শরীরস্ত বিশুদ্ধিঞ্চ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
৪১। ততোহদ্যতঃ করিষ্যামি ব্রতং দ্বাদশবার্হ-
কম্। স্বকর্ম্মধ্যাপনং কুর্ষ্যন প্রায়শ্চিত্তমহুত্তমম্। ৪২।
ইয়ং বিশুদ্ধিরজ্ঞানাদ্ভয়া চাকামতো দ্বিজম্। কামতো
ব্রাহ্মণবধে নিকৃতির্ন বিধীয়তে। ৪৩। যঃ কামতো

মহাপাপঃ নরঃ কুর্ধ্যাৎ কথঞ্চন। ন তস্ত নিকৃতি-
দৃষ্টা ভৃগুশ্রিতনাদৃতে। ৪৪। অকামতঃ কৃতে
পাপে প্রায়শ্চিত্তং বিহবুধাঃ। কামকারকতেহপ্যাহ-
রেকে ঋতিনিদর্শনাৎ। ৪৫। বিধিঃ প্রাথমিক-
স্তস্মাদ্বিতীয়ে দ্বিগুণং চতুর্থং। তৃতীয়ে দ্বিগুণং
প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিকৃতিঃ। ৪৬। ঔষধং
স্নেহমাহারং দদদগোব্রাহ্মণাদিষু। দীযমানো
বিপত্তিঃ স্ত্রাণ স পাপেন লিপ্যতে। ৪৭। অক-
রণং তু যঃ কশ্চিদ্বিজঃ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ। তন্ত্বেব
তজ্জদোবঃ স্ত্রাণ তু যোহস্মৈ দদাতি তৎ। ৪৮।
পরিক্রতো যদা বিপ্রো হস্তাত্মানং মৃতো যদি।
নির্গুণঃ সতসা ক্রোধাদ্গৃহক্ষেত্রাদিকারণাৎ। ৪৯।
ত্রিবার্ষিকং ব্রতং কুর্ধ্যাৎ প্রতিলোমাং সরস্বতীম্।
গচ্ছেদ্যপি বিশুদ্ধ্যর্থং তৎপাপস্তেতি নিশ্চিতম্। ৫০।
উদ্ভিষ্ট কুপিতো হস্তা ভোষিতং বাসয়েৎ পুনঃ।
তস্মিন্ মৃতো ন দোষোহস্তি দ্ব্যেককল্পাবশে কৃতে।

হইতে চলিয়া গেলেন। অতঃপর হলধর ভাবিলেন
—আমি যে ব্রহ্মাসনস্থ হৃতকে মারিলাম, ইহাতে
মহৎ পাপাচারণ করা হইয়াছে; সেই জন্যই এই
সমস্ত দ্বিজগণ আমাকে দেখিয়া স্থানত্যাগ করিয়া
চলিয়া গিয়াছেন। আমার শরীরেও লৌহের
স্তায় অস্থখাবহ গন্ধ জন্মিয়াছে! আর আমি
নিজেও আপনাকে কুংসিত ব্রহ্মহাতী বলিয়া বুলি-
তেছি! আমার অকৌর্ভিকর অর্থে, মদ্যে ও
মহিমায় দ্বিধা!—যাহার আবেশে আমি এই স্তুমহৎ
পাপাচারণ করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমি
যথাবিধি স্মৃত্যুক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিব। যেহেতু মনু
বলিয়াছেন যে, পাপক্ষালনার্থ প্রায়শ্চিত্তাদি যথাক্রমে
করিতে হয়; জপদ্বারা প্রচ্ছন্ন পাপ, এবং মনস্তাপ
দ্বারা মানস পাপ বিনষ্ট হয়। দেহ ও মন তপস্যা ও
বিদ্যা দ্বারা এবং বুদ্ধি জ্ঞান দ্বারা বিশোধিত হইয়া
থাকে। ২৪—৪০। যদি ক্ষেত্রজ ও ঈশ্বরের তত্ত্ব-
বিজ্ঞান জন্মে, তবে পরমা শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।
আর পৃথক পৃথক প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শরীরশুদ্ধি
হইয়া থাকে। অতএব আমি অদ্য হইতে দ্বাদশ বর্ষ
কাল যাবৎ স্বকর্ম্ম কৌর্ভিন সহকারে বিচরণ করিব।
এইরূপ ব্রতাবলম্বন করিলেই আমার অহুত্তম
প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান হইবে। অকামতঃ অজ্ঞানবশে
ব্রহ্মহত্যা করিলেই এইরূপে শুদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু
যদি কামতঃ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করা হয়, তাহা

হইলে তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত বিহিত নাই। মানব
যদি কোনপ্রকারে কামতঃ মহাপাতক করে, তবে
তাহার ভৃগুপাত ও অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত অপর কোন
প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিতগণ অকামতঃ
পাতকাচারণেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন; তবে
কোন কোন পণ্ডিত ঋতি সমালোচনা করিয়া কামতঃ
কৃত পাতকেও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। পরন্তু
প্রথমাপরাধে বিহিত প্রায়শ্চিত্ত, দ্বিতীয়াপরাধে
দ্বিগুণ, তৃতীয়ে দ্বিগুণ, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।
চতুর্থবার অপরাধে সে পাপের নিকৃতি বিহিত হয়
নাই। যদি কেহ ঔষধ, স্নেহজব্য কিম্বা কোন
খাদ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণ গো প্রভৃতিকে প্রদান করে, আর
সেই দ্রব্যের ব্যবহারের পর যদি উক্ত ব্রাহ্মণাদির
মৃত্যু হয়, তবে তাহাতে উক্ত দাতার কোনরূপ
পাপ হয় না। যদি কোন ব্রাহ্মণ অকারণ
প্রাণপরিহার করে, তবে তাহার তাদৃশ মৃত্যু
জন্ত ঔষধাদিদাতা ব্যক্তি পাতকী হইবেন না;
কারণ তজ্জন্ত সেই মৃত ব্রাহ্মণ স্বয়ংই দোষী।
যদি কোন নিগুণ ব্রাহ্মণ, গৃহ ক্ষেত্রাদি নিমিত্ত
নির্ঘাতিত হইয়া ক্রোধবশে আত্মহত্যা করে, তবে
তজ্জন্ত নির্ঘাতনকারী তৎপাপক্ষালনার্থ ত্রৈবার্ষিক
ব্রতাচরণ, কিম্বা প্রতিলোমা সরস্বতীতে যাইয়া
স্নান করিবে। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ক্রোধবশে বিবদ-
মান ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে তাহার সন্তোষসাধন
করিতে হয়, আর যদি উভয়ের বিবাদে কোন

৫১ । যতঃ তু ভ্রাক্ষণং হত্বা শূদ্রহত্যাভ্রতঃ চরেৎ ।
বহুনামেককার্ষ্যাণাং সর্বেষাং শত্ৰুধারিণাম্ ॥ ৫২ ॥
যদ্যেকো ঘাতয়েত্তত্র সর্পি তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ।
প্রাশ্চিত্তে ব্যবসিতে যদি কর্তা বিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥
এনন্তং প্রাপ্তুয়াদেনমিহ লোকে পরত্র চ । তদহ-
কিং করোম্যেষ ক গচ্ছামি দুরাশ্রয়ান্ ॥ ৫৪ ॥
ধিক মাঞ্চ পাপচরিতং মহাত্মকৃতকর্মণম্ ॥ ৫৫ ॥
ঈশ্বর উবাচ । ইতোবাং বিলপন যাবচ্ছোক
কুলিতমানসঃ । ভাবদাকাশসমুতা বাণবাচাশরী-
রিণী ॥ ৫৬ ॥ ভোভো রাম ন সন্তাপস্তয়া কার্ষ্যঃ
কথঞ্চন । গচ্ছ প্রাভাসিকং ক্ষেত্রং যত্র দেবী সর-
স্বতী ॥ ৫৭ ॥ পঞ্চশ্রোতাঃ স্ততা তত্র পঞ্চপাতক-
নাশনী । নদীনাং প্রবরা সা তু ব্রহ্মভূতা সরস্বতী ॥
৫৮ ॥ একতঃ সর্বতীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডে সচরাচরে ।
গঙ্গাদীনি নরশ্রেষ্ঠ তেষাং পুণ্যা সরস্বতী ॥ ৫৯ ॥
তাবদ্ গজ্জন্তি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান চ । যাবন্ন
দৃশ্যতে দেবী প্রভাসস্থা সরস্বতী ॥ ৬০ ॥ তস্মাত্ত-

ত্রৈব গচ্ছ স্বং যত্র দেবী সরস্বতী । নাস্তৈস্তীর্থৈঃ
সহস্রৈশ্চ কৰ্ত্তুঃ শক্যো বিকল্যযঃ ॥ ৬১ ॥ তস্মা
কবীর্কিলম্বং স্বং গচ্ছ তীর্থং মহাদেবঃ । প্রাভা-
সিকে মহাদেবীং প্রতিলোমাং বিগাহয় ॥ ৬২ ॥
তত্রৈবারাধয় বিভূং লিঙ্গরূপমীশ্বরম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য
মহাপাপাচ্ছারীরাঙ্কং বিমোক্ষাসি ॥ ৬৩ ॥ ইতি
শ্রুত্বা বচো রামঃ পরমানন্দপুরিতঃ । প্রভাসক্ষেত্র-
গমনে মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥ ৬৪ ॥ ততঃ স্তনৈস্ত-
সংযুক্তো দেব্যোপস্করসংযুতঃ । আজগাম মহাক্ষেত্রং
প্রভাসমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ৬৫ ॥ দৃষ্ট্বা মনোরমং তীর্থং
সরস্বত্যাক্রিসঙ্গমে । চকার হৃদি সঙ্কল্পং প্রতি-
লোমাবগাহনে ॥ ৬৬ ॥ আহুয় ভ্রাক্ষণাংস্তত্র প্রভাস
ক্ষেত্রবাসিনঃ । সমাগ্যাত্মাবিধানেন যাত্নাং তত্রা
করোস্তিভূঃ ॥ ৬৭ ॥ যানি প্রাভাসিকে ক্ষেত্রে
তীর্থানি বিবিধানি তু । রবিযোজনসংস্থানি তেব
যাত্নাং চকার সং ॥ ৬৮ ॥ প্রত্যেকং চ দণ্ডী তেষু
দানানি বিবিধানি তু । তথাধঃ স্থাপয়ামাস স-
রস্বত্যাক্রিসঙ্গমে ॥ ৬৯ ॥ পূজ্যভাগে মহালিঙ্গং কুত্বা
যজ্ঞবিধিক্রিয়াম্ । এবং ক্রুতে মহাদেবি বিমুক্তঃ

ভ্রাক্ষণের মৃত্যু ঘটে, তা তজ্জন্ত দোষ
হইবে না । ক্রীব ভ্রাক্ষণকে হত্যা করিলে শূদ্র-
হত্যাভ্রত করিতে হয় । একোদ্দেশে বহু ব্যক্তি
শাস্ত্র গ্রহণপূর্বক সঙ্কুলভাবে আঘাত করিলে যাহার
আঘাতেই মৃত্যু হউক না কেন, সকলেই ঘাতক
বলিয়া গণ্য হইবে । প্রাশ্চিত্তের উদ্যম করিয়াও
কর্ত্তা যদি মরণাপন্ন হয়, তবে উক্ত পাপ তাহাকে
পরলোকে কিহা জন্মান্তরে ইহলোকে পুনরায়
আহুয় করে । অতএব এ অবস্থায় আমি কি
করি ? কোথায় যাই ? আমি দুরাশ্রা, দুকৃতকারী,
ও পাপাচারী ; আমাকে ধিক ! ঈশ্বর কহিলেন, -
রাম শোকাকুলচিত্তে এইরূপ বিলাপ করিতে
থাকিলে তখন অশরীরিণী আকাশবাণী প্রাহুর্ভূত
হইয়া কহিল, —ওহে, ওহে রাম ! তোমার এরূপ
ভাবে শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ; তুমি প্রভাস
ক্ষেত্রে গমন কর, —যেখানে ব্রহ্মভূতা নদীপ্রবরা
পঞ্চপাতকহারিণী সরস্বতী দেবী পঞ্চশ্রোতা হইয়া
বিরাজমানা । হে নরশ্রেষ্ঠ ! একদিকে গঙ্গাদি
সমস্ত তীর্থ, আর একদিকে পুণ্যা সরস্বতীকে
রাখিয়া তুলনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সরস্বতীই
তাহাতে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছেন । সেই প্রভাস
বাসিনী সরস্বতী যাবৎ নয়নগোচর না হয়, ব্রহ্ম-
হত্যাदि পাপসকল তাবৎ কালই আক্ষালন করিয়া

থাকে । ৪১—৬০ । অতএব তুমি সেই সরস্বতী-
স্থানে গমন কর ; নচেৎ অপরাপর শত সহস্র
তীর্থও তোমায় বিপাপ করিতে পারিবে না । অত-
এব তুমি আর বিলম্ব করিও না, সাগরতীরে
প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া প্রতিলোমা সরস্বতীতে অব-
গাহন কর এবং সেইখানেই শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া সেই বিভূর আরাধনা কর ; তাহাতে মহা-
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । মহামনা
রাম, এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে পরমানন্দ-
পুরিত-চিত্তে প্রভাসক্ষেত্রে গমন বিষয়ে সঙ্কল্প
করিলেন । তারপর তিনি সৈন্ত ও দেব্যসম্ভারসহ
বিপ্যাত প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিলেন । বিভূ রাম,
পরে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যাহা সেই মনোরম
তীর্থ দর্শনাঙ্কে প্রতিলোমা সরস্বতীতে অবগাহনার্থ
মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া প্রভাসবাসী ভ্রাক্ষণগণকে
আহ্বানপূর্বক বিধানানুসারে দ্বাদশযোজন পরি-
মিত প্রভাসক্ষেত্রস্থ যাবতীয় তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা
করিলেন । পরে তিনি সেই সকল তীর্থে যাইয়া
বিবিধ দানাদি কার্য্য করিলেন । পরে সরস্বতী-
সাগরসঙ্গমের পূর্বতটে যজ্ঞাদিসহ যথাবিধি সুমহৎ
শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন । হে মহাদেবি !
এইরূপ করিয়া তিনি পাতকমুক্ত হইলেন । ৬১—৭০ ।

পাতকৈরভূৎ ॥ ৭০ ॥ নিম্নলিখ্যস্ততো দেবি দিনানি
দশ সংস্থিতঃ । ততস্তাং ১৬ব স স্নানাহ্না প্রতিলোমাঃ
ক্রমাদৃশ্যো । প্রক্ষাবহরোণং যাবৎ সমুদ্রোচ্চ হিমালয়-
ম্ ॥ ৭১ ॥ এবমুক্তঃ স পাপোষে রামোহভূৎ প্রথিতঃ
প্রিয়ে । তন্তু লিঙ্গস্তু মাহাত্ম্যং সরস্বত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥
৭২ ॥ যন্তুৎপূজয়তে দেবি লিঙ্গং পাপভয়াপহম্ ।
রামেশ্বরেতি কথিতং সৌহপি মুচ্যেত পাতকান্ ॥ ৭৩ ॥
অষ্টমাং চ বিশেষেণ ব্রহ্মকূর্চবিধানতঃ । যন্তুত্র
কুরুতে দেবি সৌহগমেধকলং লভেৎ ॥ ৭৪ ॥ স্নানাহ্না
তত্র বরারোহে সরস্বতাক্সিসঙ্গমে । রামেশ্বরেতি-
নামানং ততঃ সম্পূজ্যা শঙ্করম্ । গোদানং তত্র
দেয়ং তু সম্যগ্‌যাত্রাকলেম্পূতিঃ ॥ ৭৫ ॥ ইত্যেবং
কথিতং দেবি রামেশ্বরমহোদয়ম্ । যচ্ছ্রদ্ধা মানবঃ
সম্যক্‌ শ্রদ্ধাবান প্রাপ্নোদ্যদিবম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে রামেশ্বরক্ষেত্রমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হে দেবি! তিনি নিম্নলিখিত শরীরে তথায় দশ দিন অব-
স্থান করিয়া পরে প্রতিলোমা সরস্বতীতে স্নানান্তে
সেই সমুদ্রতীর হইতে ক্রমে ক্রমে হিমালয়স্থ প্রক্ষা-
বহরণ তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিলেন । প্রিয়ে! সেই
লিঙ্গের প্রসাদে ও সরস্বতীর মাহাত্ম্যে সেই রাম
এইরূপে ব্রহ্মহত্যা দি পাতকনিচয় হইতে মুক্তিলাভ
করিয়া জগতে কীর্ত্তিভাজন হইয়াছিলেন । হে
দেবি! যে মানব, সেই রামেশ্বর নামক পাপভয়হর
শঙ্করলিঙ্গ পূজা করে, সেও পাতকমুক্ত হয় । হে
দেবি! সেখানে যে ব্যক্তি অষ্টমীতে ব্রহ্মকূর্চ বিধান
উক্ত লিঙ্গের অর্চনা করে, সে অশ্বমেধের ফল
প্রাপ্ত হয় । অগ্নি বরারোহে! সম্যক্‌ যাত্রাকল-
কামী মানবের সেখানে সরস্বতীসাগরসঙ্গমে
যথাবিধি স্নানান্তে রামেশ্বরনামক শঙ্করলিঙ্গের
অর্চনাপূর্ব্বক গোদান করা কর্তব্য । হে দেবি!
এই তোমার নিকট রামেশ্বরের মহৎ মাহাত্ম্য
কহিলাম; সম্যক্‌ শ্রদ্ধালু মানব ইহা শ্রবণে স্বর্গ
লাভ করে ॥ ৭১—৭৬ ॥

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০২ ।

ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি মক্ষাধর-
মহালয়ম্ । রামেশ্বরস্ততো ভাগে দেবমাতুঃ সমী-
পম্ ॥ ১ ॥ অর্কস্থলান্তরে যাম্যে পূর্ব্বতন্ত কৃত-
স্মরাৎ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবং তু মক্ষিনা স্থাপিতং
পুরা ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যগশ্বমেধকলং
লভেৎ ॥ ৩ ॥ দেবুবাচ । কোহসৌ মক্ষির্মহাদেব
কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ । কিম্‌প্রভাবঞ্চ তল্লিঙ্গ-
মেতন্মে বদ বিস্তরাৎ ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । মক্ষি-
র্নামাভবৎ পুংসঃ কুজকায়ে দ্বিজোত্তমঃ । প্রভাসঃ
ক্ষেত্রমাসাদ্য তপশ্চেন্দ্রেণ হুমন্তমম্ ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহাদেবঃ শিবভক্তিপরায়ণঃ । ন তুতোষ হরস্তস্মৈ
বহুবর্গগণার্চিতঃ ॥ ৬ ॥ তন্ত্বেবং তপ্যমানস্তু সিদ্ধিঃ
প্রাপ্তা হনেকশঃ । তত্রারাদ্য মহাদেবং স্বর্গলোক-
মিতো গতাঃ ॥ ৭ ॥ ততো হুংসং সমভবন্নক্সেত্তত্র
বরাননে । কস্মায়ে ভগবাংস্তৃষ্টিং ন গচ্ছতি মহে-
শ্বরঃ ॥ ৮ ॥ ততস্তীবরতিং চক্রে কৃতা ভাবানব-

ত্র্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি! অতঃপর
রামেশ্বরের উত্তরদিবস্থ দেবমাতার সমীপবর্তী
মক্ষাধর ক্ষেত্রে যাইবে । উহা অর্কস্থলের দক্ষিণে
এবং কৃতস্মরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত । পুরাকালে
মক্ষিমুনে এই স্থানে এক মহাপ্রভাশালী লিঙ্গস্থাপন
করিয়াছিলেন । তাহার দর্শনে মানব অশ্বমেধ
যাগের যথাবিধি ফল প্রাপ্ত হয় । দেবী কহিলেন,—
হে মহাদেব! সেই মক্ষি কে? কেনই বা তিসি
লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করেন? আর সেই লিঙ্গের প্রভা-
বই বা কি প্রকার? এ সকল আপনি আমাকে
স্বাভস্তার বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—পুণ্যে মক্ষি
নামে এক কুজ দ্বিজ ছিলেন; তিনি শিবভক্তি
পরায়ণ মানসে প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
পূর্ব্বক বহু বৎসর যাবৎ স্নমহৎ তপস্চরণ করেন ।
তাহার তপশ্চাকালমধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি এই
স্থানে মহাদেবের আরাধনা করিয়াই বিবিধ
সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বর্গগামী হইল । কিন্তু মহাদেব
তৎপ্রতি তুষ্ট হইলেন না । ইহাতে মক্ষির
মনে বড়ই হুংস হইল । অগ্নি বরাননে । মক্ষি
ভাবিলেন—ভগবান্‌ মহেশ্বর কিজন্ত আমার
প্রতি তুষ্ট হইতেছেন না । এইরূপ চিন্তা

হীনম্। এবং বৃদ্ধত্বমাপনৌ জপধ্যানপরায়ণঃ ১৯ ॥
তস্ত তুষ্টৌ মহাদেবো বয়সোহস্তে বরং দদৌ।
পরিতুষ্টৌহস্মি তে মম ক্রহি কিং করবাণি তে।
১০ ॥ মম্বিকবাচ। কিং বরেণ সুরশ্রেষ্ঠ মম বৃদ্ধস্ত
সম্প্রাপ্তম্। কিঞ্চিৎ পরমং কুংখং স্থিতস্তাৎ পরমং
প্রভো ১১ ॥ শিব উবাচ। শৃণু যৎ কারণং তত্র
তেবাং তব তপস্বিনাম্। ব্রতচর্য্যাগুয়ে বিপ্রাঃ
পূজয়ন্ত্যধিকং হি তে ১২ ॥ তে পুষ্পাণি সমানীয
নানাবর্ণাণি সৰ্বশঃ। বৃক্ষাণামতিগন্ধীনি ন তেষাং
হর্ব্যকারণম্ ১৩ ॥ তং পুনঃ কুজরূপশ্চ যজ্ঞপূজা-
পরায়ণঃ। ন চ প্রাপ্নোহি বৃক্ষাণাং শাখাগ্রাণ্যতি-
যজ্ঞবান্ ১৪ ॥ একেনাপি প্রদত্তেন পুষ্পেণ দ্বিজ-
সত্তম। তক্ত্যাশিরসি লিঙ্গস্ত লভ্যতে যাত্নিকং
কলম্ ১৫ ॥ লিঙ্গস্ত দক্ষিণে ব্রহ্মা স্বয়মেব ব্যা-
স্থিতঃ। বামে চ ভগবান্ বিষ্ণুর্মধোহং বৈ প্রতি-

করিয়া তিনি আরও কঠোর নিয়মাবলম্বনে ঘোর
তপস্বী আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে জপ-
ধ্যানাদি করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হই-
লেন। তাঁহার বয়সের শেষভাগে ভগবান্ মহেশ্বর
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। মহেশ্বর
আবির্ভূত হইয়া কহিলেন,—হে মম্বিক! আমি
তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। বল, তোমার কি
করিব? ১—১০ ॥ মম্বিক কহিলেন,—হে প্রভো!
সুরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং
এক্ষণে আমার আর বরগ্রহণে প্রয়োজন কি?
আমি এই স্থানে দীর্ঘকাল তপস্বী করিলাম,
কিন্তু আমার বড়ই কুংখ রহিল। শিব কহি-
লেন,—তুমি এবং সেই সমস্ত তপসগণ তুল্য-
রূপে তপস্বী করিলেও যে কারণ তাঁহারা সিদ্ধিলাভ
করিয়াছেন, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও নাই, তাহা
কেন। সেই বিপ্রগণ ব্রতচর্য্যার সম্যক ফল কামনা
করিতেন। তাঁহারা বিবিধ বৃক্ষ হইতে নানাবর্ণ
; সুগন্ধি কুসুমসমূহ আহরণ করিয়া আমার অর্চনা
করিতেন, পরন্তু তাহাতেও তাঁহারা উত্তম উপকার
দিয়াছি, ভাবিয়া আনন্দিত হইতেন না। তুমিও
পূজাযজ্ঞে তৎপর বটে, কিন্তু তুমি কুজ, এজন্ত
সবিশেষ যত্ন করিয়াও বৃক্ষশাখা হইতে তাদৃশ
পুষ্পচয়ন করিতে পারিতে না। হে দ্বিজসত্তম!
ভাক্তপুংসক শিবলিঙ্গমস্তকে একটি মাত্র পুষ্প সমর্পণ
করিলেও যজ্ঞফল লাভ হইয়া থাকে। সেই লিঙ্গের

স্থিতিঃ ১৬ ॥ ত্রয়োহপি পূজিতাস্তেন যেন লিঙ্গঃ
প্রপূজিতম্ ১৭ ॥ বিশ্বপত্নঃ শমীপত্নঃ করবীরঞ্চ
মালতীম্। উন্নতকং চম্পকঞ্চ সদ্যঃ প্রীতিকরং
ভবেৎ ১৮ ॥ চম্পকাশোককল্লাটৈঃ করবীরৈ-
স্তথা মম। পূজেষ্ঠ। দ্বিজশার্দূল যে চাস্তে বহু-
গন্ধিনঃ। এতৈর্হি পূজিতো নিত্যং শৌভ্রঃ তুষ্টিং
প্রয়াম্যহম্ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। যদি তুষ্টৌহসি
মে দেব যদি দেবো বরো মম। ইহাগত্য নরঃ
শ্রাদ্ধা যো জলেনাপি সিঞ্চতি ২০ ॥ লিঙ্গমেতন্নি
সৰ্বাসাং পূজানাং ফলমাপ্নুয়াৎ। অদ্যপ্রভৃতি যে
বৃক্ষা দৈবিকাঃ পার্থবাশ্চ যে। তেষাং সান্নিধ্য-
মত্ৰাস্ত প্রসাদান্তব শঙ্কর ২১ ॥ ভগবানুবাচ।
সলিলেনাপি যঃ পূজামস্মি লিঙ্গে বিধাস্ততি। তস্ত
পূজাফলং সৰ্বং ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম ২২ ॥
বৃক্ষাণামত্র সান্নিধ্যং সর্বোদাঞ্চ ভবিষ্যতি। অদ্য-
প্রভৃতি নাস্তৈতন্নাগস্থানং ভবিষ্যতি ২৩ ॥
যতস্ত সৰ্বনাগানাং সান্নিধ্য মত্ৰ সংস্থিতম্। স্বমপি
দ্বিজশার্দূল প্রযাস্তসি মমাস্তিকম্ ২৪ ॥ এবমুক্তা তু

দক্ষিণভাগে ব্রহ্মা, বামভাগে ভগবান্ বিষ্ণু এবং
মধ্যভাগে আমি বিরাজমান রহিয়াছি। এজন্ত
এই লিঙ্গের অর্চনা করিলে, উক্ত তিন দেবতাই
পূজিত হন। বিশ্বপত্ন, শমীপত্ন, করবীর, মালতী,
ধন্তুর, ও চম্পক পুষ্প আমার সদ্যঃ প্রীতিদায়ক
হে দ্বিজশার্দূল! চম্পক, অশোক, কল্লার, কর-
বীর ও অপরাপর সুগন্ধি কুসুমসমূহদ্বারা পূজা-
করিলে আমার প্রীতি হয়। এই সমস্ত দ্বারা নিয়ত
আমার অর্চনা করিলে আমি সর্বসন্তুষ্ট হই। ১১—
১৯ ॥ মম্বিক কহিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যদি
তুষ্ট হইয়া থাকেন যদি আমাকে বর দেয় হয়, তবে
এই বর দিউন, যে, যেন এর এখানে আসিয়া স্নানান্তে
জল দ্বারাও এই লিঙ্গের অভিসেক করিবে,
সেও যেন সমস্ত পূজার ফল লাভ করে। আর হে
শঙ্কর! আপনার প্রসাদে কি দৈবিক, কি লৌকিক
যত কিছু বৃক্ষ জগতে আছে, তৎসমস্তের এখানে
সান্নিধ্য হউক। ভগবান্ বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম!
যে ব্যক্তি জলমাত্র দ্বারাও এই লিঙ্গের অর্চনা
করিবে; তাহারও সমস্ত পূজাফল লাভ হইবে।
আর এখানে সমস্ত বৃক্ষেরই সান্নিধ্য হইবে এবং
অদ্য হইতে এই স্থান নাগস্থান নামে বিখ্যাত
হইবে; কারণ, এ স্থানে নাগগণের নিয়ত সান্নিধ্য
রহিয়াছে। আর হে দ্বিজশার্দূল! তুমিও আমার

ভগবাঃস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত । মক্ষিস্ত দেহমুৎসৃজ্য
শিবলোকং ততো গতঃ ॥ ২৫ ॥ ইত্যেবং কথিতং
দেবি মক্ষীশৌভবমুত্তমম্ । ঋতং হরতি পাপানি
সম্যক্ ঋদ্ধাসমধিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রীকান্দে মক্ষীশরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্ৰ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণব-
তারক । সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বিস্তরাৎ কথয়স্ব
মে ॥ ১ ॥ যাত্ৰাগতানাং দেবেশ পুরুষাণাং জিতান্ন-
নাম্ । মুখদ্বারে তু কিং পুণ্যং প্ৰানদানে চ শক্য ॥ ২ ॥
অবগাহনেন চাস্তত্র কলং কিংস্বিং প্রজায়তে ।
শ্রাদ্ধস্ত কিং বিধানং তু কে মজ্জাস্তত্র কে দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥
কিং গ্রাহং কিঞ্চ ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণৈঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
কানি দানানি দেয়ানি নৃত্তির্থাত্রাকলেম্পুতিঃ ॥ ৪ ॥
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দানশ্রাদ্ধ-

বিধিক্রমম্ । সরস্বত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কীর্ত্যমানং
নিবোধ মে ॥ ৫ ॥ পুণ্যং সারস্বতং তৌষং যত্র তত্রাব-
গাহতে । সাগরেণ তু সন্নিহ্নং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥
৬ ॥ সরস্বতী সর্দীনদীষু পুণ্যা সরস্বতী লোকসুখাব-
গাহা । সরস্বতীঃ প্রাপ্য ন হুঃখিতা নরাঃ সপা ন
শোচন্তি পরত্র চেহ বা ॥ ৭ ॥ পুণ্যং সারস্বতং তৌষং
পুণ্যকল্পততে নরঃ । দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু বৈশাখ্যাং
সোমপর্কণি ॥ ৮ ॥ অমা সোমেন সংযুক্তা যদি
তত্রৈব লভ্যতে । তত্র কিং ক্রিয়তে দেবি পর্ক-
কোটিশতৈরপি ॥ ৯ ॥ চান্দ্রায়ণানি কৃচ্ছ্রানি মহাসা-
স্তপনানি চ । প্রায়শ্চিত্তানি দীর্ঘস্তু যত্র নাস্তি সর-
স্বতী ॥ ১০ ॥ যাবদস্থি শরীরস্ত তিষ্ঠেৎ সারস্বতে
জলে । তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসেন্নরঃ ।
জাত্যন্ধৈস্তে সমা জ্ঞেয়া মৃতৈঃ পশুভিরেব চ ॥ ১১ ॥
সমর্থা যেন পশুস্তি প্রভাসস্থাঃ সরস্বতীম্ । তে
দেশান্তানি তীর্থানি আশ্রমাস্তে চ পর্কতাঃ ॥ ১২ ॥
যেবাং সরস্বতী দেবী মধ্যে যাতি সরিষয়া ।
ত্রৈলোক্যপাবনীঃ পুণ্যাং সংশ্রিতা যে সরস্বতীম্ ।

সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবে । ভগবান্ শক্য এই
বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । অতঃপর
মক্ষিও দেহত্যাগাস্তে শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন ।
হে দেবি ! আমি এই তোমার নিকট উত্তম
মক্ষীশলিক্কাণ্ডেব রতাস্ত কহিলাম ; ইহা শ্রদ্ধা
সহকারে সম্যক্ ঋত হইলে, পাপ হরণ করিয়া
ধাকে । ২০—২৬ ।

ত্ৰ্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৩ ॥

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক, দেব-
দেবেশ, ভগবন্ ! আমার নিকট আপনি সরস্বতীর
মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্তন করুন । হে দেবেশ !
যাত্ৰাপ্রবৃত্ত জিতান্না পুরুষগণের সরস্বতী মুখদ্বারে
প্ৰানদানে কিরূপ পুণ্য হয় ? হে শক্য ! সরস্বতীর
অপরাপর স্থলে অবগাহন করিলেই বা কি কল
হয় ? শ্রাদ্ধের বিধান কি ? মজ্জ কি ? কিরূপ
ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিতে হয় ? শ্রাদ্ধে কোন
কোন বস্তু গ্রাহ্য ? ব্রাহ্মণগণেরই বা শ্রাদ্ধ কর্ত্তে
কোন কোন দ্রব্য তক্ষণীয় ? আর যাত্ৰাকালেচ্ছ
নরগণের কোন কোন দান অমুষ্ঠেয় ? ঈশ্বর

কহিলেন,—হে দেবি ! শুন, আমি তোমার নিকট
দান, শ্রাদ্ধবিধান ও সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্তন
করিতেছি, তুমি অবধানসহকারে শ্রবণ কর ।
সরস্বতীতোয় সর্বত্রই পুণ্যপ্রদ ; পরন্তু যে স্থলে
সাগর সহ মিলিত হইয়াছে, ঐ স্থান দেবগণেরও
দুর্লভ । সরস্বতী সর্দীনদীমধ্যে পুণ্যা ও জনগণের
সুখাবগাহা ; সরস্বতীকে প্রাপ্ত হইয়া নরগণের
কি ইহ, কি পর, কোন কালেই হুঃখ-শোক করিতে
হয় না । পুণ্যবান্ মানবই পুণ্য সরস্বতীতোয়
প্রাপ্ত হয় । বৈশাখী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে উহা
ত্রিলোকে দুর্লভ । আর যদি সোমবারে অমবস্তার
যোগে সরস্বতীতোয় লভ্য হয়, তবে অপরাপর শত
কোটি পর্কে প্রয়োজন কি ? যেখানে সরস্বতী
নাই, সেই স্থলেই চান্দ্রায়ণ, মহাসান্তপন, কৃচ্ছ্র-
প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান প্রদত্ত হয় । সরস্বতীজলে
যাবৎ অস্থি বিদ্যমান থাকে, মানব জাবৎ সহস্র
বৎসর বিষ্ণুলোকে বাস করে । যাহারা সমর্থ
হইয়াও প্রভাসবাসিনী সরস্বতীকে দর্শন না করে,
তাহারা জাত্যন্ধ, পশু ও মৃততুল্য ॥ ১-১১ ॥ যাহাদিগের
মধ্য দিয়া সরিষয়া সরস্বতী দেবী প্রবাহিতা হইয়া-
ছেন, সেই সমস্ত দেশই দেশ, সেই সকল তীর্থই
তীর্থ, সেই সমস্ত আশ্রমই আশ্রম ও সেই সকল

সংসারকৰ্দমামোদমাজিহ্রস্তি ন তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥
 শব্দবিদ্যেব বিস্তীর্ণা মাতেব জগতঃ প্রিয়া। সত্যঃ
 মতিরিব স্বচ্ছা রমণীয়া সরস্বতী ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্য-
 শোভিতাঃ দেবীঃ দিব্যতোয়াঃ সুনিস্থলাম্। স
 নীচো যঃ পূমানতোঃ ন বন্দেত সরস্বতীম্ ॥ ১৫ ॥
 স্বর্গনিশ্চেষ্টসমুত্তা প্রভাসে তু সরস্বতী। নাপুণ্য-
 বন্তিঃ সম্প্রাপ্তাঃ পুন্তিঃ শক্যা মহানদী ॥ ১৬ ॥ চন্দ্র-
 ভাগা চ গঙ্গা চ তথা যত্র সরস্বতী। দেবাস্তে ন
 মনুষ্যাস্তে তিস্রো নদ্যঃ পিবন্তি যে ॥ ১৭ ॥ সত্য-
 মেব ময়া দেবি জাহুবী শিরসা ধৃত। যাঃ কশ্চিৎ
 সরিতো লোকে ভাসাং পুণ্যা সরস্বতী ॥ ১৮ ॥ দর্শ-
 নেন সরস্বত্যা রাজস্বয়ো ন রাজতে। গভূষচ্য-
 মেধাধৈ সর্বকৃত্বরং পয়ঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাচ্চিচক্ষুতো-
 যানি নথকেশাদিকানি চ। বাতৈরপি ধতাস্তেব
 তথা সারস্বতে জলে ॥ ২০ ॥ বহন্তি যেষাং কালেন তে
 ন কালবশা নরাঃ। দেবি কিং বহনোক্তেন বর্ণিতেন
 পুনঃপুনঃ। সরস্বত্যাঃ পরং তীর্থং ন ভূতং ন
 ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥ তত্রৈব তুর্লভং গ্নানং যত্র সাগর-

সঙ্গমঃ। তত্র গ্নানেন দানেন কোটিযজ্ঞকলং
 লভেৎ ॥ ২২ ॥ যত্র সারস্বতং ত্রায়াঃ সাগরোশ্মি-
 সমাকুলম্। তত্র স্নানান্তি যে মর্ত্যা ভাগ্যবন্তো
 যুগেযুগে ॥ ২৩ ॥ তে ধৃত্যন্তে নমস্কাযান্তেযাঃ
 ক্ষীততরং যশঃ। যেষাং কবে বরঃ পুণ্যং সিক্তং
 সারস্বতৈজলৈঃ ॥ ২৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে সরস্বতীসঙ্গমোহায়াবর্ণনং নাম
 চতুর্দশকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

দেবাবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ সংসারার্ণব-
 তারক। ত্রাহি শ্রাদ্ধাবধিঃ পুণ্যঃ বিস্তরাজ্জগতা-
 ম্পতে ॥ ১ ॥ কস্মিন বাসরভাগে তু শ্রাদ্ধকৃত্ত্বা-
 মাচরেৎ। অশ্মিন সরস্বতীতীর্থে প্রভাসক্ষেত্রে
 উত্তমে ॥ ২ ॥ কস্মিন্স্থীর্থে কৃত্ব শ্রাদ্ধং বহুপুণ্য-
 কলং ভবেৎ। এতৎসকলং মহাদেব যথাবদ্বক্তৃমর্হসি ॥
 ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ। স প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাঃ শৌন-
 সঙ্গবস্তাবদেব তু। মধ্যাহ্নক্সমুহূর্ত্তঃ স্তাদপরাহুস্ততঃ

ঘটিয়াছে, তথায় গ্নানই তুর্লভ। সেখানে গ্নান-
 দান কারলে কোটিযজ্ঞের কল লাভ হয়।
 সরস্বতীর জল যেখানে সাগরতরঙ্গমালায় সমাকুল,
 যে সকল মানব তথায় গ্নান করে, যুগে যুগে
 তাহারাই ভাগ্যবান। যে সকল নরের কলেবর
 সরস্বতীজল দ্বারা সিক্ত হইয়াছে, তাহারাই ধন্য,
 ও প্রণামাহ, আর জগতে তাহাদিগের যশহ
 ক্ষীততরুরূপে পরিব্যাপ্ত হয় ॥ ১২ ২৪ ॥

চতুর্দশক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

দেবী বহিলেন,—হে সংসারার্ণবতারক জগৎ-
 পতে দেববেশ ভগবন্! শ্রাদ্ধাবধি সবিস্তারে
 কীর্তন করুন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এই উত্তম প্রভাসক্ষেত্রে
 সরস্বতীর তীরে দিবসের কোন অংশে শ্রাদ্ধকুষ্ঠান
 করবে? আর শ্রাদ্ধকার্য্য কোন তীর্থে অক্লান্ত
 হইলেই বা বহু পুণ্যজনক হয়? হে মহাদেব!
 এই সকল আপনি আমাকে যথাযথ বলুন। ঈশ্বর
 কহিলেন,—সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃ-
 কাল, তৎপর তিন মুহূর্ত্ত সঙ্গব, তৎপর তিন

শৈলই প্রকৃত শৈল পদবাচ্য। যাহারা ত্রৈলোক্য-
 পাবনৌ পুণ্যা সরস্বতীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,
 ভীষাদিগকে কদাচ আর সংসারকৰ্দমতুর্গন্ধ আত্মাণ
 করিতে হয় না। রমণীয়া সরস্বতী শব্দবিদ্যার স্তায়
 বিস্তীর্ণা ও জনগণের অভিমতা; আর সজ্জন-
 মতিবৎ স্বচ্ছা। যে মানব ত্রৈলোক্যশোভা-
 শালিনী দিব্যজলা সুনিস্থলা সরস্বতীর বন্দনা
 না করে, সে নিতান্ত নীচ। অপুণ্যবান জনগণ
 সেই প্রভাসস্থা সর্গসোপানসমা মহানদী প্রাপ্ত
 হয় না। যাহারা চন্দ্রভাগা, গঙ্গা ও সরস্বতী, এই
 নদীত্রয়ের জল পান করে, তাহারাই দেবতা;—মনুষ্যা
 নহে। হে মহাদেবি! যদিও আমি গঙ্গাকেই
 মস্তকে ধারণ করিয়াছি, কিন্তু লোকে যত কিছু নদী
 আছে, সরস্বতীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠা। আমি সত্যই
 বলিতেছি; সরস্বতীর দর্শনেই রাজস্বয় যাগ
 নিম্প্রভ হইয়া পড়ে; আর উহার গভূষ প্রমাণ
 জল অশমেধাদি ক্রতুনিচয় হইতেও শ্রেষ্ঠ। যাহা-
 দিগের ভয়, অস্থি, কেশ, নখাদিও কালক্রমে বাত-
 চালিত হইয়া সরস্বতীজলপ্রবাহে পাতত হয়,
 কদাচ তাহার কালবশীভূত হয় না। হে দেবি!
 অনেক বলিয়া কি হইবে?—এছ বর্ণনায় কল কি?
 সরস্বতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাই, হইবেও না।
 এই সরস্বতীরও আবার যেখানে সাগরসঙ্গ সঙ্গম

পরম্ ৪৪ । সায়াহ্নমুহূর্তঃ শ্রাদ্ধাঙ্কঃ তত্র ন
কারয়েৎ । রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ক-
কর্ম্মসু ৫৫ । অহো মুহূর্তা বিখ্যাতা দশ পঞ্চ চ
সর্কদা । তত্রাষ্টমো মুহূর্তো যঃ স কালঃ কুতপঃ
স্মৃতঃ ৬৬ । মধ্যাহ্নে সর্কদা যশ্মান্দীভবতি
ভাস্করঃ । তস্মাদনন্তকলদস্তদারম্ভো ভবিষ্যতি ৭৭ ।
মধ্যাহ্নঃ খড়্গপাত্তস্ত তথাস্তে কালকন্দলাঃ ।
রূপাং দর্ভান্তিলা গাবো দৌহিত্রশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ৮৮ ।
পাপং কুৎসিতমিত্যাহস্তস্ত সস্তাপকারিণঃ । অষ্ট
চৈব মতান্তস্মাৎ কুতপা ইতি বিব্রতাঃ ৯৯ । উর্দ্ধং
মুহূর্তাৎ কুতপাদ্য়মুহূর্তচতুষ্টিয়ম্ । মুহূর্তপঞ্চকং চৈব
স্বধাভবনমিষ্যতে ১০১০ । বিকোদেহসমুদ্ভূতা কুশাঃ
কৃষ্ণান্তিলাস্তথা । শ্রাদ্ধস্ত রক্ষণার্থায় এতৎ প্রাহ-
র্দিবোকসঃ ১১১১ । তিলোদকাজলির্দেয়ো জলদ্বৈ-
তীর্থবাসিভিঃ । সুদর্ভহস্তেনৈকেন শ্রাদ্ধসেবন-
মিষ্যতে ১২১২ । ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রাঃ
কুতপস্তিলাঃ । ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শুদ্ধিমক্রোধম-
দ্যরাম্ ১৩১৩ । দৌহিত্রং খড়্গমিত্যুক্তং ললাটে
শৃঙ্গমন্তি যৎ । তস্মৈ শৃঙ্গস্ত যৎপাত্রং তদৌহিত্রমিতি

স্মৃতম্ ১৪১৪ । কীরিণী বাপি চিত্রা গৌস্তৎকীরাদ্যদ-
যুতং ভবেৎ । তদৌহিত্রমিতি প্রোক্তং দৈবে পিত্র্যে
চ কর্ম্মণি ১৫১৫ । দর্ভাগ্রং দৈবমিত্যুক্তং সমুলাগ্রস্ত
পৈতৃকম্ । তত্রাবলম্বিনো য়ে তু কুশাস্তে কুতপাঃ
স্মৃতাঃ ১৬১৬ । শরীরদ্রব্যদারাকৃম্যনোমজ্জবিজয়নাম্ ।
শ্রাদ্ধঃ সপ্তসু বিজ্ঞেয়া শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ ১৭১৭ ।
সপ্তধা দ্রব্যশুদ্ধি সোক্তমা মধ্যমাধমা ১৮১৮ ।
ঋতং শৌর্ধ্যং তপঃ কস্তা শিষ্যাদ্যাং চাষয়াগতম্ ।
ধনং সপ্তবিধং শুক্রমুপায়োহপ্যস্ত তাদৃশঃ ১৯১৯ ।
কুৎসিতং কৃষিবাণিজ্যং শুক্রং শিল্পাশু-
র্যুক্তিভিঃ । কুতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদা-
হতম্ ২০২০ । উৎকোচতস্ত যৎপ্রাপ্তং যৎ
প্রাপ্তং চৈব সাহসাৎ । ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ
তৎকৃষ্ণং সমুদাহতম্ ২১২১ । অন্ত্যায়োপার্জিতৈ-
র্দ্রব্যৈর্যজ্ঞানং ত্রিযতে নরৈঃ । তৃপ্যন্তি তেন
চণ্ডালাঃ পুঙ্কসাদ্যাপ্তা যোনিষু ২২২২ । অন্নপ্রকিরণং
যত্নু মনুষ্যৈঃ ক্রিয়তে ভূবি । তেন তৃপ্তিমুপায়াস্তি যে
পিশাচত্মমাগতাঃ ২৩২৩ । যৎপয়ঃ স্নানবস্ত্রোথং
ভূমৌ পততি পুত্রক । তেন যে তক্রতাং প্রাপ্তান্তেষাং

মুহূর্ত অপরাহ্ন, ও পরে তিন মুহূর্ত সায়াহ্ন নামে
উক্ত হয় । সায়াহ্ন বেলায় শ্রাদ্ধ করিতে নাই,
উহার নাম রাক্ষসী বেলা ; উহা সর্ককর্ম্মে গর্হিতা ।
সকল ঋতুতেই দিনভাগের পরিমাণ পঞ্চদশ
মুহূর্ত ; তন্মধ্যে অষ্টম মুহূর্তকে ‘কুতপ’ বলে ।
সকল ঋতুতেই মধ্যাহ্নকালে ভগবান ভাস্কর
কিঞ্চৎ মন্দতেজা হন, সেই জন্ত ঐ সময়ে শ্রাদ্ধা-
রম্ভ করিলে তাহা অনন্ত ফলজনক হইয়া থাকে,
মধ্যাহ্ন, খড়্গপাত্র, কালকন্দল, যোপা, দর্ভ, তিল,
গো এবং দৌহিত্র,—এই অষ্ট পদার্থ-কুতপপদবাচ্য ।
পাপকে তাপিত করে বলিয়া কুতপ বলা যায় ।
আর ইহার যে কালে পাপহরণ করে, সেই কাল ও
(অষ্টম মুহূর্ত) কুতপ নামে অভিহিত হয় । কুতপ
মুহূর্তের পর চারি বা পাঁচ মুহূর্তকাল স্বধাভবন-
সংস্কৃত ; এই সময়ে শ্রাদ্ধ-কার্য্য করিতে হয় । শ্রাদ্ধ
রক্ষার নিমন্তই বিষ্ণুর দেহ হইতে কুশ ও কৃষ্ণান্তিল
সকল উৎপন্ন হইয়াছে ; দেবগণ এইরূপ বলেন ।
তীর্থবাসিগণের পক্ষে জলস্থ হইয়া কুশহস্তে তিলমিশ্র
জলাঞ্জলি দান করা কর্তব্য । ইহাতে শ্রদ্ধাভূতানেরই
কল লাভ হয় । শ্রাদ্ধে—দৌহিত্র, কুতপকাল ও তিল
এই তিনটি পবিত্র ; আর শৌচ, অক্রোধ, অচাঞ্চল্য,
—এই তিনটি প্রশংসার্ত্ত । দৌহিত্র—খড়্গের নামা-

স্তর ; খড়্গের ললাটে যে শৃঙ্গ থাকে, সেই শৃঙ্গ
দ্বারা যে পাত্র নির্মিত হয়, সে পাত্রই দৌহিত্র পদ-
বাচ্য । বিচিত্র বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে যে স্তুত
প্রস্তুত হয়, দৈব ও পিত্র্য কার্য্যে তাহাই দৌহিত্র
পদবাচ্য । দর্ভাগ্রভাগ দৈব ও সমূল দর্ভাগ্র
পৈতৃক বলিয়া নিরূপিত ; যে সকল কুশ মূল্য-
সংযুক্ত, তাহাও কুতপ পদবাচ্য । শরীর, দ্রব্য, দারা
ভূ, মন, মন্ত্র, ও দ্বিজ, শ্রাদ্ধকালে এই সপ্ত
পদার্থের বিশেষরূপ শুদ্ধাবধান আবশ্যক ১০—১৭ ।
এই দ্রব্যশুদ্ধি আবার উক্তন মধ্যম অধম ভেদে
সপ্তবিধ । বিদ্যা, শৌর্ধ্য, তপস্তা, কস্তা, শিষ্য,
প্রাধান্ত ও বংশমর্যাদা দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, এই
সপ্তবিধ ধন সত্বপায়ে অধিগত হয় বলিয়া শুক্র পদ-
বাচ্য । ইহা উত্তম । কুসীদ, কৃষি, বাণিজ্য,
সংশ্লিষ্ট, অন্নবৃদ্ধি ও উপকারকরণহেতু যাহা লব্ধ
হয়, তাহা শবল পদবাচ্য । ইহা মধ্যম । উৎকোচ,
সাহস ও দ্যুতাদি দ্বারা যাহা লব্ধ হয়, তাহা কৃষ্ণ ।
ইহা অধম । মানব অন্যায়ার্জিত দ্রব্য দ্বারা যে শ্রাদ্ধ
করে, তদ্বারা চণ্ডাল পুঙ্কসাদি যোনিগত পিতৃগণ
তৃপ্তিলাভ করেন । নরগণ ভূতলে যে অন্ন বিকিরণ
করে, তদ্বারা পিশাচত্মপ্রাপ্ত পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ
করেন । হে পুত্রক ! স্নানবস্ত্রের যে জল ভূতলে

তুষ্টিঃ প্রজায়তে । ২৪ । যাত্ৰ গন্ধাধ্বকণিকাঃ
পতন্তি ধরণীতলে । তাত্তিরাপ্যায়নং তেবাং যে
দেবত্বপূর্ণগতাঃ । ২৫ । উদ্ধতবপি পিণ্ডেযু যাত্ৰা-
ধ্বকণিকা ভুবি- । তাত্তিরাপ্যায়নং তেবাং তিৰ্য্যক্
চ কূলে গতাঃ । ২৬ । যে চান্ধাঃ কূলে বালাঃ
শ্রিয়ো যাত্ৰাপ্যায়নং তেবাং । বিপন্নাস্তে তু বিকিরস-
মার্জনমূলসঃ । ২৭ । ভূকা বা ভ্রমতে যচ্চ জলং
যচ্চাহি সেবতে । ব্রাহ্মণানাং যথাম্নেন তেন তুষ্টিঃ
প্রয়াস্তি তে । ২৮ । পিশাচত্মমুপ্রাপ্তাঃ কুমিকীট-
ত্মমেব যে । অথ কালান্ প্রবক্ষ্যামি কথ্যমানান্নি-
বোধ মে । ২৯ । শ্রাদ্ধং কার্যমযাবাস্তাং মাসি-
মাসীনুসংক্ষয়ে । তথাষ্টকানু বিপ্রাপ্তৌ স্বর্ধোকু-
গ্রহণে তথা । ৩০ । অয়নে বিষুবে যুগ্মে সামান্তে
চাক্ষুসংক্রমে । অযাবাস্তাষ্টকায়ং চ কৃষ্ণপক্ষে
বিশেষতঃ । ৩১ । আর্জ্যমঘারোহিণীষু দ্রব্যব্রাহ্মণ-
সঙ্গমে । গজচ্ছায়াব্যতীপাতে বিষ্টিবৈধুতি-
বাসরে । ৩২ । বৈশাখস্ত তৃতীয়ায়াং নবম্যাং
কার্ত্তিকস্ত চ । পঞ্চদশ্যাং তু মাঘস্ত নভস্তে চ
জ্যৈষ্ঠাদনী । ৩৩ । যুগাদয়ঃ স্মৃতা এতা দত্তশ্রাদ্ধ

পাতত হয়, তদ্বারা তরুতা প্রাপ্ত পিতৃগণ্ডিতপ্ত হন ।
যে সকল গন্ধজল-কণা ভূতলে পতিত হয়, তদ্বারা
দেবত্বপ্রাপ্ত পিতৃগণের তুষ্টি হয় । ভূতল
হইতে পিণ্ড উঠাইয়া লইলে পর ভূতলে যে
অন্নকণা অবশেষ থাকে, তদ্বারা তিৰ্য্যক্‌যোনি-
গত পিতৃগণের তুষ্টি জন্মে । কূলের যে সকল
স্ত্রীলোক বালকাদি অগ্নিদগ্ধ বা সংস্কৃত হয় নাই;
তাহারা বিকিরমার্জন কামনা করে । আর যাহারা
পিশাচত্ম বা কুমিকীটত্ম লাভ করিয়াছে, অন্ন
ভোজনাস্তে ও দিবসের অন্তকালে পীত জলের
এবং ব্রাহ্মণভক্ষিত অন্নের অবশেষ দ্বারা তাহারা
তুষ্টিলাভ করেন । অতঃপর তোমাকে শ্রাদ্ধার্থ কাল
সকল বলিতেছি; অবধান সহকারে আমার নিকট
শ্রবণ কর । ১৮—২৯ । প্রতিমাসীয় চন্দ্রক্ষয়দিনে,
অযাবাস্তায়, অষ্টকায়, চন্দ্রস্বর্ধ্যগ্রহণে, যুগাদায়,
অয়নে, বিষুবে, ও সাধারণ সংক্রান্তিতে, শ্রাদ্ধানু-
ষ্ঠান প্রশস্ত । বিশেষতঃ কৃষ্ণ পক্ষে আর্জ্য, মঘা,
কিষা রোহিণীনক্ষত্র যোগে; আর বিশিষ্ট দ্রব্য ও
ব্রাহ্মণলাভ ঘটিলে কিষা গজচ্ছায়া, ব্যতীপাত,
বিষ্টিকরণ, অথবা বৈধুতিযোগ ঘটিলেও শ্রাদ্ধকার্য
সুপ্রশস্ত । বৈশাখী তৃতীয়া, কার্ত্তিকী নবমী, মাঘী
পূর্ণিমা, ভাদ্রী জ্যৈষ্ঠাদনী, এই সমস্ত যুগাদ্যা; ইহার

কারিকার । ৩৪ । যন্ত মনস্তরস্তাদৌ রথাক্রো-
দিবাকারঃ । মাঘমাসস্ত সপ্তম্যাং সা তু স্ত্রাজ্ধ-
সপ্তমী । ৩৫ । বৈশাখস্ত তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণায়াং
কান্তনস্ত চ । পঞ্চমী চৈত্রমাসস্ত তন্তৈবান্ত্যা তথা-
পর । ৩৬ । শুক্লাজ্যৈষ্ঠাদনী মাঘে কার্ত্তিকস্ত চ সপ্তমী ।
কার্ত্তিকী কান্তনৌ চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশীতি চ । মনস্তরা
স্মৃতা হেতা দত্তশ্রাদ্ধকারিকার । ৩৭ । শ্রাবণাস্তষ্টমী
কৃষ্ণা তথাষাটী চ পূর্ণিমা । কার্ত্তিকী কান্তনৌচৈত্রী
জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তিথিঃ । ২৮ । মঘাদয়ঃ স্মৃতাশ্চৈতা
দত্তশ্রাদ্ধকারিকার । নবমী মার্গশীর্ষস্ত সপ্তৈতঃ
সংস্রাম্যাহম্ । ৩৯ । কল্পনামাদয়ো দেবি দত্তশ্রাদ্ধকা-
রিকার । তথা মনস্তরস্তাদৌ দ্বাদশৈব বরাননে । ৪০ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বুদ্ধিশ্রাদ্ধং সপিণ্ডকম্ ।
পার্বণং চাতিবিজ্ঞানং গোষ্ঠং শুদ্ধার্থমুত্তমম্ । ৪১ ।
কর্ম্মাশ্রাদ্ধং নবমং প্রোক্তং দৈবকং দশমং স্মৃতম্ ।
একাদশং ক্ষয়াহং তু পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশং স্মৃতম্ । ৪২ ।
সর্ব্বেষামেব শ্রাদ্ধানাং শ্রেষ্ঠং সাংবৎসরং স্মৃতম্ ।
অহস্তহনি যজ্ঞাশ্রাদ্ধং নিত্যং তৎপরিকীর্ত্তিতম্ । ৪৩ ।
বৈশ্বদেববিহীনং তু অশক্তাবুদকেন তু । একোদ্বিষ্টস্ত
যজ্ঞাশ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে । ৪৪ । কামেন বিহিতং

দত্তবস্তুর অক্ষয়ত্বসাধক । মনস্তরের আদি কালে
ভগবান্ ভাস্কর মাঘী সপ্তমীতে সর্ব প্রথম রথ-
রোহণ করেন; এই তিথি রথসপ্তমী নামে প্রসিদ্ধা ।
সেই সপ্তমী, বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া, কান্তনৌ কৃষ্ণা-
তৃতীয়া, চৈত্রী পঞ্চমীদয়, মাঘী শুক্লাজ্যৈষ্ঠাদনী, কার্ত্তিকী
শুক্লা সপ্তমী, কার্ত্তিকী কান্তনৌ, চৈত্রী ও জ্যৈষ্ঠী
পূর্ণিমা, এই সমস্ত তিথি মনস্তরা পদবাচ্য ইহাতে
প্রদত্ত বস্ত্র অক্ষয় হয় । শ্রাবণী কৃষ্ণাষ্টমী, ও আষাঢ়ী,
কার্ত্তিকী কান্তনৌ চৈত্রী ও জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা, আর অগ্রা-
হরণী নবমী,—ইহার মঘাদি পদবাচ্য । এই সকল
তিথিতে ও দত্তদ্রব্য অক্ষয় হয় । হে দেবি! দত্তদ্রব্যের
অক্ষয়ত্বসাধক এই সপ্ত মঘাদি তিথি আমি নিয়তই
স্মরণ করিয়া থাকি । অগ্নি বরাননে! উক্ত মনস্ত-
রাদিতে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপি-
ণ্ডন, পার্বণ, গোষ্ঠশ্রাদ্ধ, শুদ্ধার্থশ্রাদ্ধ, কর্ম্মাশ্রাদ্ধ,
দৈবকশ্রাদ্ধ, ক্ষয়াহশ্রাদ্ধ, ও পৌষ্টিকশ্রাদ্ধ,—এই
দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ অন্তর্ভুক্ত । এই সমস্ত শ্রাদ্ধের মধ্যে
সাংবৎসর শ্রাদ্ধই শ্রেষ্ঠ । প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা
যায়, তাহা নিত্যশ্রাদ্ধ । উহা বৈশ্বদেববিহীন, অসা-
মর্থ্যে জলমাত্র দ্বারাও ইহার অনুষ্ঠান করা যায়
একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধকে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ বলে । কোন

কাম্যমভিপ্রেতাবসিকয়ে । বুদ্ধৌ যৎক্রিয়তে শ্রাদ্ধং
বুদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে । ৪৫ । যে সমানা ইতি দ্বাভ্যা-
মেতচ্ছ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্ । অমাবস্তাং তু যচ্ছ্রাদ্ধং
তৎ পার্শ্বমুদাহৃতম্ । ৪৬ । গোষ্ঠ্যাং যৎ ক্রিয়তে
শ্রাদ্ধং তদগোষ্ঠীশ্রাদ্ধমুচ্যতে । ক্রিয়তে পাপশুদ্ধার্থং
শুদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে । ৪৭ । নিবেদককালে সোমে
৫ সৌমস্তোরয়নে তথা । তথা পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং
কৰ্ম্মাক্রমেব চ । ৪৮ । দেবমুদ্দিষ্ট ক্রিয়তে যত-
দৈবকমুচ্যতে । গচ্ছেদদেশান্তরং যন্ত শ্রাদ্ধং কার্য্যং
তু সপিৰ্য্য । ৪৯ । পুষ্ট্যর্থমেতদ্বিজ্ঞেয়ং ক্ষয়াহং
দ্বাদশং স্মৃতম্ । যতেহহনি পিতৃবংশ ন কুৰ্য্যাচ্ছ্রাদ্ধ-
মাদরাৎ । ৫০ । মাতৃশ্চৈব বরারোহে বৎসরাস্তে
যতেহহনি । নাহং তস্ম মহাদেবি পূজাং গৃহ্নামি
নো হরিঃ । ৫১ । যতাহৰ্যো ন জানাতি মানবো
যদি বা কচিৎ । তেন কার্য্যমমাবাস্তাং শ্রাদ্ধং
মাঘেহং মার্গকে । ৫২ । অথ বিপ্রান প্রবক্ষ্যামি
শ্রাদ্ধে যে কেচন কমাঃ । বিশিষ্টঃ শ্রোত্রিয়ো যোগী
বেদবিদ্যাসমৰ্থিতঃ । ৫৩ । ত্রিণাটিকে তস্মিন্ধু-
ত্পর্ণঃ বড়কবিৎ । দৌহিত্রকঞ্চ জামাতা স্বশ্রীয়ঃ

স্বশ্রয়স্তথা । ৫৪ । পঞ্চায়িকৰ্ম্মনিষ্ঠশ্চ তপোনিষ্ঠশ্চ
মাতুলঃ । পিতৃমাতৃপরশ্চৈব শিষ্যসহস্রবান্ধবঃ ।
৫৫ । বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ ।
সহস্রিনঃ তথা সন্তঃ দৌহিত্রঃ হৃদিতুঃ পতিম্ । ৫৬ ।
ভাগিনেয়ং বিশেষেণ তথা বন্ধুগণানপি । নাতি-
ক্রমেত্তরেষুতান্মুখ্যানপি বরাননে । ৫৭ । ন ব্রাহ্ম-
ণান পরীক্ষেত দেবকৰ্ম্মণাপস্থিতে । পৈতৃকৰ্ম্মণি
সম্প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ । ৫৮ । যে স্তেনাঃ
পতিতাঃ ক্রৌবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ । তান্ হব্য-
কব্যয়োৰ্বিপ্রাননহ্নান্নন্নরব্রবীৎ । ৫৯ । জটিলঃ
চানধীয়ানঃ তুৰ্ললঃ কিতবং তথা । যাজয়ন্তি চ যে
শূদ্রাঃস্তাঃশ্চ শ্রাদ্ধে ন পূজয়েৎ । ৬০ । চিকিৎসকান
দেবলকান মাংসবিক্রয়িনস্তথা । বিপণৈঃ পরি-
জীবন্তো বৰ্জ্য্যঃ স্মার্য্যকব্যয়োঃ । ৬১ । প্রেষ্যো
গ্রাম্যশ্চ রাজশ্চ কুনখী শ্রাবদন্তকঃ । প্রতিরোদ্ধা
শুরোশ্চৈব ত্যক্তাগ্নিৰ্বাহুযিষ্ঠথা । ৬২ । যক্ষী চ
পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ । ব্রহ্মকৃক্ পরি-
বিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এব চ । ৬৩ । কুশীলশ্চৈব
কাণশ্চ বৃষলীপতিরেব চ । পৌনর্ভবশ্চ কানীনঃ
কিতবো মদ্যপস্তথা । ৬৪ । পাপরোগাভিশস্তশ্চ
দাস্তিকো রসবিক্রয়ী । ধনুঃশরাণাং কৰ্ত্তা চ যশ

অভিপ্রায় সাধনার্থ যাহার অন্নুষ্ঠান, তাহা কাম্যশ্রাদ্ধ ।
অভ্যাদয়ার্থ যাহার অন্নুষ্ঠান, তাহা বুদ্ধিশ্রাদ্ধ । “যে
সমানা” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়যুক্ত শ্রাদ্ধকে সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ
বলা যায় । অমাবস্তায় যাহার অন্নুষ্ঠান, তাহাকে
পার্শ্বশ্রাদ্ধ বলে । গোষ্ঠীমধ্যে যে শ্রাদ্ধ করা যায়,
তাহা গোষ্ঠীশ্রাদ্ধ পদবাচ্য । পাপশুদ্ধার্থ যাহা করা
যায়, তাহাকে শুদ্ধিশ্রাদ্ধ বলে । গৰ্ভধান, সৌম-
স্তোরয়ন, পুংসবনাদিতে যাহার অন্নুষ্ঠান, তাহা
কৰ্ম্মাক্রমশ্রাদ্ধ । দেবপ্ৰীত্যর্থ যাহা করা যায়, তাহাকে
দৈবিকশ্রাদ্ধ বলে । দেশান্তর গমনকালে পুষ্টি-
সাধনার্থ মৃত দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহা
পৌষ্টিক শ্রাদ্ধ আর মৃততিথিকৰ্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে
ক্ষয়াহশ্রাদ্ধ বলে । অগ্নি বরারোহে । যে ব্যক্তি
মাতা পিতার মরণাস্তে প্রতিবৎসর উক্ত মৃত
তিথিতে সাদরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করে, হে মহাদেবি ।
আমিও তাহার পূজা গ্রহণ করি না, আর হরিও
গ্রহণ করেন না । যদি কেহ মাতাপিতার মৃত তিথি
না জানে, তবে সে প্রতি বৎসর অগ্রহারণ কিম্বা
মাঘ মাসে অমাবস্তায়ই শ্রাদ্ধ করিবে । ২৪—৫২ ।
একণে শ্রাদ্ধ-যোগ্য ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি ।
শ্রোত্রিয়, যোগী, বেদপারগ, ত্রিণাটিকেত ত্রিমণ্ড,
ত্রিশূপর্ণ, বড়কবিৎ, দৌহিত্র, জামাতা, ভাগিনেয়,

স্বশ্রয়, পঞ্চায়িকৰ্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী, মাতুল, পিতৃ-মাতৃ-
প্রিয়, শিষ্য, সহস্রী, বান্ধব, বেদার্থবিৎ, সুবক্তা,
ব্রহ্মচারী, সহস্রদ, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে
সুপ্রশস্ত । হে বরাননে ! বিশেষতঃ সহস্রী,
দৌহিত্র জামাতা, ভাগিনেয় এবং অন্তান্ত বান্ধব-
গণ মুখ হইলেও শ্রাদ্ধকার্য্যে ইহাদিগকে কদাচ
অতিক্রম করিতে নাই । দৈবকৰ্ম্ম উপস্থিত হইলে
তদৰ্থে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবে না ; কিন্তু পিতৃ-
কার্য্যে যত্নসহকারেই ব্রাহ্মণপরীক্ষা কর্ত্তব্য ।
চোর, পতিত, ক্রৌব, ও নাস্তিকবৃত্তি ব্রাহ্মণ হব্য-
কব্যে অযোগ্য ; ইহা মন্ব বলিয়াছেন । জটিল,
বিদ্যাহীন, তুৰ্লল দ্যুতকার ও শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণও
শ্রাদ্ধে অনর্হ । চিকিৎসক, দেবল, মাংসবিক্রয়ী ও
বিপণিজীবী ব্রাহ্মণও হব্যকব্যে অনর্হ । গ্রাম-
প্রেষ্য, রাজপ্রেষ্য, কুনখী, শ্রাবদন্ত, গুরুপ্রতিপক,
অগ্নিত্যাগী, বার্কুটিক, যক্ষাক্রান্ত, পশুপালক, পরি-
বেত্তা, স্বাধ্যায়হীন, ব্রাহ্মণজোহী, পরিবিত্তি, গণবি-
শেষের অন্তর্ভুক্ত, কুশীল, কাণ, বৃষলীপতি, পৌন-
র্ভব, কানীন, দ্যুতাসক্ত, মদ্যপায়ী, পাপরোগাক্রান্ত,
অভিশক্ত, দাস্তিক, রসবিক্রয়ী, শর শরাসননিষ্ঠাতা,

শ্রাদ্ধিষুপতিঃ । ৬৫ । মিত্রক্রগুদূতবৃত্তিঞ্চ পুরা-
চার্যাস্তথৈব চ । ভ্রমরী মণ্ডপালী চ চিত্রাঙ্গঃ পিশুন-
স্তথা । ৬৬ । উন্নতৌহঙ্ক চ বধিরো বেদনিদক
এব চ । হৃৎগোহৰ্ষোহুদমকো নক্ষত্রজীব চ জীবতি ।
৬৭ । পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্যাস্তথৈব চ ।
শ্রোতঃসম্ভেদকো যশ্চ বেষ্ঠানাং পোষণে রত ।
৬৮ । গৃহসংবেশকো দূতঃ কৃষারোপক এব চ ।
আথেটী শ্চেনজীবী চ কস্তাদূষক এব চ । ৬৯ ।
হিংস্রো বৃষলপুত্রশ্চ গণানাং চৈব যাঁজকঃ । আচার-
হীনঃ ক্রাবশ্চ নিত্যযাজনকস্তথা । ৭০ । কৃষিজীবী
শ্লীপদী চ সন্তির্নিদ্ভিত এব চ । গুরভ্রিকো মাহি-
ষিকঃ পরপূৰ্ণপতিস্তথা । প্রেতনির্ধ্যাতকাস্চৈব
বর্জ্যনীয়ঃ প্রযত্নতঃ । ৭১ । এতান্ বৈ গার্হিত্য-
চারানপাশ্চেক্ষয়ান্ বিজাধমান্ । দ্বিজানাং সতি লাভে
তুভয়ত্রৈব বিবর্জ্যয়েৎ । ৭২ । বীক্ষ্যাক্ষো বৈকৃতঃ
কাণঃ কুষ্ঠী চ বৃষলীপতিঃ । পাপরোগী সহশ্রশ্চ
দাতুর্নশিষ্যতে ফলম্ ॥ ৭৩ ॥ যাবতঃ সম্পূর্ণ-
ত্যাঙ্গৈর্ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকঃ । তাবতাং ন ভবেৎ
প্রেত্যা দাতুর্বা তস্ত পৈত্রিকম্ । ৭৪ । আদৌ
মাহিষিকঃ দৃষ্টো মধ্যো চ বৃষলীপতিম্ । অন্তে
বান্ধুযিকঃ দৃষ্টো নিরাশাঃ পিতরো গতঃ । ৭৫ ॥

দিধিষুপতি, মিত্রদ্রোহী, দূতজীবী, পুত্রোপদিষ্ট,
ভ্রমরোগী, মণ্ডপালী, বিচিত্রাঙ্গ, পিশুন, উন্নত,
অন্ধ, বধির, বেদনিদক, অঘারোহী, অশ ও
উষ্ট্রের দমনকারী, নক্ষত্রজীবী, পক্ষিপোষক,
যুদ্ধাচার্য, শ্রোতোভেদক, বেষ্ঠাপোষক, গৃহসং-
বেশক, কৃষিরোপক, যুগযাপরায়ণ, শ্যেনজীবী,
কস্তাদূষক হিংসক, বৃষলীতনয়, গণযাজী, আচারহীন,
ক্রাব, নিত্যযাজী, ক্রাবজীবী, শ্লীপদরোগী, সজ্জন-
নিদ্ভিত, মেঘজীবী, মহনজীবী, পরপূর্ণপতি,
শবসংকারজীবী, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ যত্নসহকারে
শ্রাদ্ধব্যাপারে বর্জ্যনীয়। যোগ্য ব্রাহ্মণ লাভে
এই সমস্ত গার্হিত্যচারসম্পন্ন অপাংক্তেয় বিজাধম-
গণকে দৈব পিতৃ উভয়ত্রই বর্জন করবে। অন্ধ,
বিকৃতাকার, কাণ, কুষ্ঠরোগী, বৃষলীপতি ও পাপ-
রোগী, ইহাদিগের দর্শনেও পাতার সহশ্রগুণ ফল
বিনাশ করে। শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গ দ্বারা
যে সকল ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে, তাঁহাদিগের পর-
কাল নষ্ট হয়, আর ব্রাহ্মণকর্তার পিতৃগণও বিরক্ত
হইয়া থাকেন। অগ্রে মাহিষিক, মধ্যো বৃষলীপতি
এবং অন্তে বান্ধুযিককে দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ

মহিষী প্রোচ্যতে ভাৰ্য্যা সা বৈধবোহভিচারিণী ।
তস্তাং যঃ ক্ষপতে দোষাং স বৈ মাহিষিকঃ স্মৃতঃ ॥
৭৬ । বৃষলীভ্যচ্যতে শূদ্রী তস্তা যশ্চ পতিভবেৎ ।
তদোষ্ঠলালাসংসর্গাৎ পতিতো বৃষলীপতিঃ । ৭৭ ॥
স্বং বৃষং তু পরিত্যক্তা পরেণ তু বৃষায়তে । বৃষলী
সা তু বিজ্ঞেয়া ন শূদ্রী বৃষলী ভবেৎ । ৭৮ । চণ্ডালী
বন্ধকী বেষ্ঠা রজঃস্থা যা চ কস্তকা । কুটিলা চ
স্বগোত্রা চ বৃষলাঃ সপ্ত কৌর্ষিতাঃ । ৭৯ ॥ পিতৃগ্নে
তু যা কস্তা রজঃ পিতৃভ্যাসংস্কৃতা । পিতৃভ্যঃ
পিতরস্তস্তাঃ কস্তা সা বৃষলী ভবেৎ । ৮০ ॥
যন্ত তাং বরয়েৎ কস্তাং ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূৰ্ব্বতঃ ।
অশ্রাদ্ধেয়মপাশ্চেক্ষয়ং তং বিদ্যাদ্ধৃষলাপতিম্ । ৮১ ॥
গৌরী কস্তা প্রধানা বৈ মধ্যমা কস্তকা মতা
রোহিণী তৎসমা জ্ঞেয়া অধমা চ রজশ্বলা । ৮২ ॥
অপ্রাপ্তে রজসি গৌরী প্রাপ্তে রজসি রোহিণী ।
অব্যঞ্জনকৃতা কস্তা কুচহীনা তু নগ্নিকা । ৮৩ ॥
সপ্তবর্ষা ভবেদগৌরী নববর্ষা তু নগ্নিকা । দশবর্ষা
ভবেৎ কস্তা হত উর্দ্ধঃ রজশ্বলা । ৮৪ ॥ ব্যঞ্জনৈর্হস্তি
বৈ পুত্রান্ কুলং হস্তাৎ পয়োধরা । গতিমিহাং তথা
লোকান্ হস্তি সা রজসা পিতুঃ । ৮৫ ॥ য উষহেজ-

হইয়া প্রস্থান করেন। ব্যতিচারিণী বিববাকে
মহিষী বলে; যে ব্যক্তি তৎসহ নিশা যাপন
করে, তাহাকেই মাহিষিক বলা যায়। শূদ্রীকে
বৃষলী বলে, তাহার পতি,—তদীয় ওষ্ঠ-লালা-
সংসর্গহেতু পতিত ব্রাহ্মণই বৃষলীপতি পদ-
বাচ্য। আর যে নারী স্বীয় বৃষকে (পতিকে)
পরিত্যাগ করিয়া অপর দ্বারা তৎকার্য্য করে,
তাহাকেই বৃষলী বলা যায়; বৃষলী পদে কেবল শূদ্রী
নহে। চণ্ডালী, ব্যতিচারিণী, বেষ্ঠা, কুটিলা ও
স্বগোত্রা এই সপ্ত রমণী বৃষলী পদবাচ্য। যে কস্তা
অসংস্কৃতাবস্থায় পিতৃগৃহে রজোদর্শন করে, তাহাকেই
বৃষলী বলে। তদীয় পিতৃগণ পতিত হন ॥ ৭৩—৮০ ॥
যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই কস্তাকে বিবাহ করে,
সে অশ্রাদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় হয়, তাহাকেই বৃষলী
পতি বলে। গৌরী কস্তা উত্তমা, কস্তকা মধ্যমা,
রোহিণী ও তৎতুল্যা, আর রজশ্বলা অধমা। অপ্রাপ্ত-
রজস্কা কস্তা—গৌরী, প্রাপ্তরজস্কা—রোহিণী, রোমাদি
যৌবনচিহ্নহীনা—কস্তা, আর কুচহীনা—নগ্নিকা
বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চবর্ষা গৌরী, নববর্ষা নগ্নিকা,
দশবর্ষা কস্তা, তদধিকবয়স্কা রজশ্বলা পদবাচ্য।
যৌবনচিহ্নে পুত্র, কুচযুগলে কুল, আর রজোদর্শনে

জ্যোতুঃ স জ্যেয়ো বৃষলীপতিঃ । ৮৬ ।
যৎকরোত্যেকরাশ্রেণ বৃষলীসেবনাদ্বিজঃ । তদৈক্য-
ভুগুজপন্নিত্যং ত্রিভির্ধৈর্য্যাপোহতি । ৮৭ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে শ্রাদ্ধানর্হব্রাহ্মণপরীক্ষণকথনং নাম
পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৫ ।

ষড়্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ শ্রাদ্ধবিধিঃ বক্ষ্যে পার্শ্বগন্ত
বিধানতঃ । যথাক্রমং মহাদেবি শৃণুৈষকমনাঃ প্রিয়ে ।
১ । কৃত্বাপসব্যং পূর্বেভ্যঃ পিতৃপুত্রঃ নিমন্তয়েৎ ।
ভবন্তিঃ পিতৃকাৰ্য্যং নঃ সম্পাদ্যক প্রসীদথ ।
২ । সর্বগ্নং প্রেষয়েদাপ্তান দ্বিজানামুপমন্ত্ৰেণ । ৩ ।
অভোজ্যং ব্রাহ্মণস্তান্নং ক্ষত্রিয়াদ্যনিমন্ত্রিতৈঃ ।
তথৈবাব্রাহ্মণস্তান্নং ব্রাহ্মণেন নিমন্ত্রিতৈঃ । ৪ ।
ব্রাহ্মণান্নং দদেচ্ছূদ্রঃ শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো দদেৎ ।
উভাবেতাবভোজ্যান্নৌ ভূক্ষা চাস্ত্রায়ণং চরেৎ । ৫ ।
উপনিষেকপদ্বর্শ্বেণ শূদ্রান্নং যঃ পচেদ্ভিজঃ । অভোজ্যং

কস্তার পিতার সদগতি ও লৌকিক সুখ বিনষ্ট হয় ।
রজস্বলাকে যে বিবাহ করে, তাহাকেই বৃষলীপতি
বলে । দ্বিজ, একরাত্রি মাত্র বৃষলী সেবন করিলে
যে পাতক অর্জন করে, তিন বৎসর কালে তিষ্কা-
শনে জপপরায়ণ হইলে সেই পাপ কালিত
হয় । ৮১—৮৭ ।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৫ ।

ষড়্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহলেন,—হে মহাদেবি । এক্ষণে যথা-
বিধি যথাক্রমে পার্শ্বগন্তবিধান কীর্ত্তন কর
তেছি ; তুমি অবধান সহকারে শ্রবণ কর । পূর্ব-
দিন অপসব্য করিয়া পিতৃাদিক্রমে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ
করিবে । অথবা স্বজাতীয় বিখ্যস্ত ব্যক্তিকে তৎ-
পার্শ্বে নিয়োগ করিবে । “আপনারা প্রসন্ন হইয়া
মদীয় পিতৃকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন ।” এই বলিয়া
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হয় । ক্ষত্রিয়াদি দ্বারা নিম-
ন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণান্ন-ভোজন অবেধ ; আর কেবল
মাত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রিত হইলে ব্রাহ্মণেতর
জাতির অন্নও অভক্ষ্য । ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন এবং শূদ্র
ব্রাহ্মণান্ন পরিবেশন করিলে সেই অন্ন সকলেরই
অখাদ্য ; উহা ভোজনে চাস্ত্রায়ণ কর্ত্তব্য । ব্রাহ্মণ

তদ্ববেদন্নং স চ বিপ্রঃ পতেদধঃ । ৬ । শূদ্রান্নং শূদ্র-
সম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনম্ । শূদ্রাজ্ঞানাগমশ্চৈব
জলন্তমপি পাতয়েৎ । ৭ । শূদ্রাগোপহতা বিপ্রা
বিহ্বলা রতিলালসাঃ । কুপিতাঃ কিং করিষ্যন্তি
নির্কিষা ইব পরগাঃ । ৮ । নগ্নঃ স্ত্রান্নলবধাসা নগ্নঃ
কোপীনবস্ত্রধৃক্ । দ্বিকচ্ছোহম্মত্তরীয়শ্চ বিকচ্ছো-
হবস্ত্র এব চ । ৯ । নগ্নঃ কাষায়বস্ত্রঃ স্ত্রান্নশ্চার্দ্ধপটঃ
স্মৃতঃ । অচ্ছিন্নাগ্রং তু যদ্বস্ত্রং মৃদা প্রক্ষালিতং তু
যৎ । ১০ । অহতং ধাতুরক্তং বা তৎপবিত্রমিতি
স্থিতম্ । অগ্রতো বসতে মূর্খো দূরে চাস্ত্র গুণা-
ধিতঃ । ১১ । গুণাধিতে চ দাতব্যং নাস্তি মূর্খে
ব্যতিক্রমঃ । যস্তাসন্নমতিক্রম্য ব্রাহ্মণং পতিতাদৃতে ।
দূরস্থং পূজয়েন্মুঢ়ো গুণাঢ্যং নরকং ব্রজেৎ ।
১২ । বেদবিদ্যাব্রতস্নাত্তে শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে ।
ক্রীড়ন্ত্যোষধয়ঃ সর্ষা যাস্তামঃ পরমাং গতিম্ ।
১৩ । সন্ধ্যায়োকভয়োজ্জাপ্যো ভোজনে দন্ত-
ধাবনে । পিতৃকার্য্যে চ দৈবে চ তথা যুজ-
পুরীষয়োঃ । ১৪ । গুরুণাং সন্নিধৌ দানে যোগে

যদি উপনিষেকপ-ধর্ম্মানুসারে অর্থাৎ শূদ্রগৃহে শূদ্র
কর্ত্তক সাক্ষাৎভাবে প্রদত্ত অন্ন পাক করে, তবে
সেই প্রসন্ন অভোজ্য, উহা ভক্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণ অধঃ-
পতিত হয় । শূদ্রান্ন, শূদ্রসম্পর্ক, শূদ্র সহ একাশনে
উপবেশন, ও শূদ্রের নিকট জ্ঞান গ্রহণ করিলে
জলন্ত দ্বিজও পতিত হন । শূদ্রান্নদ্বারা উপহত,
রতিলালস, বিহ্বল দ্বিজগণ বিষহীন সর্পের স্তায়
কুপিত হইলেই বা কি করিতে পারে ? মলিনাশ্র-
ধারী, কোপীনমাত্রধারী, দ্বিকচ্ছশালী, উত্তরীয়হীন,
বিকচ্ছ, বসনপরিশূন্ত, কাষায়বস্ত্রধারী, ও অর্দ্ধবস্ত্র-
ধারী,—ইহারা নগ্ন-পদবাচ্য । যাহার অগ্রভাগ
(ছিঁলে) অচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালিত, যাহা
অচ্ছিন্ন আর যাহা ধাতুরঞ্জিত, সেই বস্ত্রই পবিত্র ।
এইরূপই নিশ্চিত আছে । মূর্খ ব্যক্তি নিকটে,
আর গুণবান্ মানব যদি দূরেও থাকেন, তথাপি
সেই গুণবান্কেই দান করিবে, ইহাতে মূর্খাতিক্রম
হেতু কোন দোষ হইবে না । পতিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত
নিকটস্থ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া যদি দূরস্থ গুণ-
বানের অর্চনা করে, তবে সেই মূঢ় মানব নরকন্ত
হয় । বেদ-বিদ্যাব্রতস্নাত্তে শ্রোত্রিয় যদি গৃহাগত
হন, তবে গৃহগত ওষধি সকল “আমরা পরম গতি
পাইব” ভাবিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে । উভয়
সন্ধ্যা, জপ, ভোজন, দন্তধাবন, পিতৃকার্য্য, দৈবকার্য্য,

চৈব বিশেষতঃ । এতেষু মৌনমাত্তিষ্ঠন স্বৰ্গঃ
প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৪ ॥ যদি বাগ্‌যমলোপঃ
স্বাক্ষপাদিষু কথঞ্চন । ব্যাহরেদ্বৈষ্ণবাঃ মন্ত্রঃ
স্মরেন্না বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥ দানে স্নানে জপে
হোমে ভোজনে দেবতাক্ষরেন । দেবানামৃজবো দৰ্ভাঃ
পিতৃণাং দ্বিগুণাস্থথা ॥ ১৭ ॥ উদঙমুখস্ত দেবানাং
পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ । অগ্নিনা ভস্মনা বাপি যবে-
নাপ্যুদকেন বা । দ্বারসংক্রমণেনাপি পত্তিক্রনোষো
ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥ ইষ্টেচ্ছাদ্বে ক্রতুর্দক্ষো বৃদ্ধো
সত্যবশু স্মৃতো । নৈমিত্তিকে কালকাম্যো কাম্যে
চাধ্ববিরোচনো ॥ ১৯ ॥ পুরুষবা মাদ্রবাশ্চ পার্শ্বণে
সমুদাহৃতো । পুষ্টিং প্রজাঞ্চ ত্রোগ্রোধে বুদ্ধিং প্রজাং
ধৃতিং স্মৃতিম্ ॥ ২০ ॥ রক্ষোয়ঞ্চ যশস্তঞ্চ কাশ্মর্য্যং
পাত্রমুচ্যতে । সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে মধুকে
সমুদাহৃতম্ ॥ ২১ ॥ কাশ্মনপাত্রে তু কুর্য্যনঃ সৰ্ব-
কামানবাগ্নুযাৎ । পরাং দ্ব্যতিমথাক্রে তু প্রাকাশ্তঞ্চ
বিশেষতঃ ॥ ২২ ॥ বিধে লক্ষ্মীং তপো মেধাং
নিত্যমায়ম্যমেব চ । ক্ষেত্রারামঃ ভাগেবু সৰ্ব-

মলমুত্রত্যাগ, গুরুসান্নিধ্য, ও বিশেষতঃ দান, যো-
গান্তর্ধান, এই সকল কালে মানব মৌনাবলম্বন
করিলে স্বর্গগামী হয় ১১—১৫। দান, স্নান, জপ,
হোম, ভোজন, দেবাক্ষরাদি কার্য্যে যদি কোন
কারণে মৌনভঙ্গ হয়, তবে বৈষ্ণব মন্ত্র বা অব্যয়
বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে । দৰ্ভ সকল দেবকার্য্যে ঋজু
ভাবে আর পিতৃকার্য্যে দ্বিগুণিত ভাবে স্থাপন
করিতে হয় দেবগণের দৰ্ভ উত্তরমুখে আর
পিতৃগণের দৰ্ভ দক্ষিণমুখেই স্থাপন করিবে ।
মধ্যস্থলে অগ্নি, ভস্ম, যব, জল ও দ্বারসংক্রমণ
(চৌকাঠ) স্থাপিত হইলে পংক্তিভেদ হয়, অর্থাৎ
একপংক্তিজনিত দোষ নিবারিত হইয়া থাকে ।
ইষ্টেচ্ছাদ্বে ক্রতু ও দক্ষ, বুদ্ধিচ্ছাদ্বে সত্য ও বশু,
নৈমিত্তিক চাদ্বে কাল ও কাম, কাম্য চাদ্বে অধ্ব ও
বিরোচন, এবং পার্শ্বণ চাদ্বে পুরুষবা ও মাদ্রবাকে
অর্চনা করিবে । বটপাত্রে পুষ্টি, বুদ্ধি, প্রজা, ধৃতি,
স্মৃতি ও সন্ততি লাভ হয় । কাশ্মর্য্যপাত্রে রক্ষোয়
ও যশঃপ্রদ বলিয়া উক্ত হয় । মধুক পাত্রে ইহ-
লোকে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয় । অর্জুনপাত্রে
সর্বকাম লাভ হয় । অর্কপাত্রে পরমকান্তি ও মহতী
কীৰ্ত্তি লাভ হয় । বিদ্যপাত্রে লক্ষ্মী, তপস্বী, মেধা,
ও নিয়ত আয়ুর্ভি হয় । ক্ষেত্র, আরাম, তড়াগা-

পাত্রে চৈব হি ॥ ২৩ ॥ বর্ষতাজ্ঞস্ত পর্জন্তে বেণু-
পাত্রে কুর্য্যতঃ । এতেষাং লভ্যতে পুণ্যং সূবর্ণৈ
রজতেস্তথা ॥ ২৪ ॥ পলাশকলস্ত্রোগ্রোধপ্রকাশখ-
বিকঙ্কতাঃ । ঐত্বহরস্তথা বিদ্বঃ চন্দনঃ যজ্ঞিয়াশ্চ
যে ॥ ২৫ ॥ সরলো দেবদাক্ষশ্চ শালশ্চ খদিরাস্থথা ।
সমিদখং প্রশস্তাঃ স্মারতে বৃক্ষা বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥
শ্লেষ্মাতকো নক্তমালঃ কপিখঃ শাল্মলী তথা ।
নিম্বো বিভীতকশ্চৈব শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতাঃ ॥ ২৭ ॥
অনিষ্টশকাং সঙ্কীর্ণাং রুক্ষাং জঙ্ঘমভীমপি । মূতি-
গন্ধাং তু তাং ভূমিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হয়েৎ ॥ ২৮ ॥
ত্রৈশঙ্কবঃ ত্যজেদেদশং সর্বং দ্বাদশযোজনম্ । উত্ত-
রেণ মহীনদ্যা দক্ষিণেন চ করলম্ ॥ ২৯ ॥ দেশ-
ত্রৈশঙ্কবো নাম বর্জিতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি । কারকরাঃ
কলিঙ্গাশ্চ সিদ্ধোক্তন্তরমেব চ । প্রনষ্টীশ্রমধর্ম্মাশ্চ
বজ্র্যা দেশাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৩০ ॥ ব্রাহ্মণং তু কৃতং
প্রোক্তং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং স্মৃতম্ । বৈশ্যং দ্বাপর-
মিত্যহঃ শূদ্রং কলিযুগং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥ কৃতে তু
পিতরঃ পূজ্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ স্মরাস্থথা । মুনয়ো দ্বাপরে
নিত্যং পায়ণাশ্চ কলৌ যুগে ॥ ৩২ ॥ শুক্লপক্ষস্ত
পূর্ণাঙ্কে শ্রাদ্ধঃ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ । কৃষ্ণপক্ষেইপরাঙ্কে তু

দিতে সর্ববিধ পাত্রেই শ্রাদ্ধ করা যায় । যখন
অজস্রধারায় বৃষ্টিপাত হয়, তখন যদি বেণুপাত্রে
শ্রাদ্ধ করা যায়, তবে সৌবর্ণ ও রজতপাত্রকৃত
শ্রাদ্ধের এবং পূর্বোক্ত পাত্রনিচয়ে কৃত শ্রাদ্ধের কল
লাভ হইয়া থাকে । পলাশ, বট, প্রক্ষ, অশ্বখ,
বিকঙ্কত, উত্বহর, বিদ্বঃ, চন্দন, সরল, দেবদাক্ষ,
শাল, খদির, এবং অপরাপর যজ্ঞিয় বৃক্ষনিচয় সমি-
দখে স্প্রশস্ত । শ্লেষ্মাতক, নক্তমাল, কপিখ,
শাল্মলি, নিম্ব ও বিভীতক, বৃক্ষ চাদ্বে অপ্রশস্ত ।
অপ্রিযশদযুক্ত, সঙ্কীর্ণ, রুক্ষ, কুমিকোটব্যাপ্ত ও
দুর্গন্ধাবিত ভূমি চাদ্বে বর্জ্যনীয় । ত্রিশঙ্কর স্থান
দ্বাদশ যোজন সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য । মহীনদীর উত্তরে
করল দেশের দক্ষিণে দ্বাদশযো ন স্থান ত্রিশঙ্কুদেশ,
উহা শ্রাদ্ধ কার্য্যে বর্জ্যনীয় । কারকর, কলিঙ্গ, সিন্ধুনদের
উত্তর প্রদেশ, এবং যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, তৎসমস্ত
দেশ চাদ্বে সযত্নে বর্জ্যনীয় । ১৬—৩০ । সত্যযুগ—
ব্রাহ্মণ, ত্রেতাযুগ—ক্ষত্রিয়, দ্বাপরযুগ—বৈশ্য, আর
কলিযুগ—শূদ্র বলিয়া নির্ণীত । সত্যযুগে পিতৃগণ,
ত্রেতায় দেবগণ, এবং দ্বাপরে মুনিগণ, পুজিত
হইয়া থাকেন, আর কলিযুগে শুণ্ড পায়ণ-
গণই পূজা লাভ করে । বিচক্ষণ মানব শুক্লপক্ষে

রৌহিণ ন বিলম্বয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ রত্নিমাত্রপ্রমাণঞ্চ
পিতৃতীর্থে তু সংস্কৃতম্ । উপমূলে তথা লুনাঃ
প্রস্তরার্থে কুশোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥ তথা শ্রামাকনীবারা
দূরীণচ সমুদাহৃত্যঃ । পূর্বঃ কীর্ত্তিমতাঃ শ্রেষ্ঠো
বহুকেশঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্ত কেশা নিপতিতা
ভূমৌ কাশবমাগতাঃ । তস্মায়েধ্যাঃ সদা কাশাঃ
শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পূজিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পিণ্ডনির্মাণং তেব
কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা । উৎসন্নঃ দ্বিজাতিভ্যাঃ শ্রদ্ধয়া
বিনিবেশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ অশ্রুত কলপুপেভ্যাঃ পান-
কেভ্যাশ্চ পণ্ডিতঃ । হস্তে দধা তু বৈ স্নেহান্নবর্ণং
ব্যাঞ্জনানি চ ॥ ৩৮ ॥ আয়সেন চ পাত্রেণ তদৈ
রক্ষাসি ভুঞ্জতে । দ্বিজপাত্রেবু দধান্নং তুষ্ণীং
সকল্লমাচরেৎ ॥ ৩৯ ॥ দক্ষাদিস্থেন নো তেষাং সন্ধদ্বো
দৃশ্যতে যতঃ । যশ্চ শূকরবভুংকু যশ্চ পানিতলে
দ্বিজঃ । ন তদশস্তি পিতরো যঃ সবাচঃ সমমুতে ॥
৪০ ॥ দ্বিহায়নশ্চ বৎসশ্চ বিপশ্যন্তাশ্চ যথা সুখম্ । তথা

পূর্বাহ্নে আর কৃষ্ণপক্ষে অপরাহ্নে শ্রদ্ধারুঠান
করিবে; পরন্তু রৌহিণ অতিক্রম করিবে না।
রত্ন-প্রমাণ সংস্কৃত স্থানই পিতৃতীর্থ। আস্তরণ
কুশনিচয় মূল-সরিহিতভাগে কর্ত্তিত করিয়া লইবে।
শ্রামাক, নীবার, ও দূরীণও এই ভাবেই ব্যবহার
করিতে হয়। পুরাকালে কীর্ত্তিমান্গণের অগ্রগণ্য
প্রজাপতি বহুকেশশালী ছিলেন, সেই কেশনিচয়ই
ভূপতিত হইয়া কাশরূপ ধারণ করিয়াছে। তজ্জন্তই
কাশ-সকল পবিত্র ও শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত হই-
য়াছে। বিভূতিকামী মানবের সেই কাশোপরি
পিণ্ডদান কর্ত্তব্য। দ্বিজাতিগণকে শ্রদ্ধাসহকারে
উৎসন্ন নিবেদন করিবে। পণ্ডিত মানব কল-
পুপব্যতীত অপর কোন দ্রব্যই হস্তে প্রদান
করিবে না। লবণ, ব্যঞ্জন কিম্বা স্নেহ দ্রব্য হস্তে
অথবা লৌহপাত্রে প্রদত্ত হইলে তাহা রাক্ষস-
গণের ভোগ্য হয়। তুষ্ণীস্তাবে দ্বিজগণের পাত্রে
অন্ন পরিবেশন করিয়া সকল্ল করিবে। দধী
প্রভৃতি দ্বারা অন্ন পরিবেশন করিলে সেই
দক্ষাদি পাত্রে যে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকে,
তৎসহ দ্বিজপাত্রে অন্নের কোনরূপ সন্ধ না
ঘটিলে তদ্বারা শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহাতে কোন
দোষ হয় না। দ্বিজগণ যদি শূকরের স্তায় কিম্বা
হাতে করিয়া অথবা কথা কহিতে কহিতে ভোজন
করেন, তবে তাহা পিতৃগণ ভোজন করেন না।
দুই বৎসরব্যয়ক বৎসের মুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে

কুর্যাৎ প্রমাণেন পিণ্ডান ব্যাসেন ভাষিতম্ ॥ ৪১ ॥
ন স্ত্রী প্রচালয়েস্তানি জ্ঞানহীনো ন চাত্রতঃ । স্বয়ং
পুত্রোহথবা যশ্চ বাহুদেহাদয়ঃ পরম্ ॥ ৪২ ॥ ভাজ-
নেষু চ তিষ্ঠৎসু স্বস্তিঃ কুর্সন্তি যে দ্বিজাঃ । তদন্নম-
সুরৈর্ভুক্তং নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অপ-
স্বেকং প্লাবয়েৎ পিণ্ডমেকং পট্টৈর্য নিবেদয়েৎ । একং
বৈ জুহুয়াদয়াবেষা তু ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ৪৪ ॥ ছন্দোগঃ
ভোজয়েচ্ছাদ্ধে বৈশ্বদেবে চ বহুচম্ । পুষ্টিকর্ম্মণ্যথা-
ধর্ম্ম্যুঃ শাস্তিকর্ম্মণ্যথর্ষণম্ ॥ ৪৫ ॥ দ্বৌ দেবেহধর্ম্মণৌ
বিশ্রৌ প্রাশুখৌ চ নিবেশয়েৎ । পিত্র্যে হ্যদম্মুখান্
কুর্যাৎসহস্রচাধর্ম্ম্যুসামগান্ ॥ ৪৬ ॥ জাত্যশ্চ সর্বা
দাতব্যা মল্লিকা শ্বেতযুথিকা । জলোদ্ভবানি সর্বাণি
কুসুমানি চ চম্পকম্ ॥ ৪৭ ॥ মধুকং রামঠং চৈব
কপূরং মরিচং গুড়ম্ । শ্রাদ্ধকর্ম্মণি শস্তানি সৈন্ধবং
ত্রপুসং তথা ॥ ৪৮ ॥ ব্রাহ্মণঃ কষলো গাবঃ সূর্য্যো-
গ্নিরতিথিঃ চৈব । তিলা দর্ভাশ্চ কালশ্চ নবৈতে
কুতপাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ আপদ্যানয়ো তীর্থে চ চন্দ্র-
স্মরণ্যগ্রহে তথা । নাচরেৎ সংগ্রহে চৈব তথৈবাস্ত-

এমন আকারে পিণ্ড নির্মাণ করিবে। ব্যাস
ইহা কহিয়াছেন। স্ত্রী জ্ঞানহীন, বা অনুপনীত
ব্যক্তি, প্রদত্ত পিণ্ড পরিচালিত করিবে না; পরন্তু
স্বয়ং পুত্র অথবা যাহার পরমাত্মাদয় কামনা থাকে,
সে পরিচালিত করিবে। ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাত্র ভোজন-
স্থানে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে দ্বিজগণ যদি
দক্ষিণাগ্রহণান্তে স্বস্তি উচ্চারণ করেন, তবে দ্বিজগণ
যে ভোজন করিয়াছেন, তাহা অনুরেয়াই ভোজন
করিয়াছে, পিতৃগণ নিরাশ হইয়া গিয়াছেন। ইহাই
বুঝিবে। একটা পিণ্ড জলে প্লাবন, একটা পট্টকে
নিবেদন এবং অপরটা আগ্নেতে নিক্ষেপ করিবে।
পিণ্ডের এই ত্রিবিধ গতি নির্দিষ্ট। আক্ষে ছন্দোগ
দ্বিজকে, বৈশ্বদেবে বহুচকে, পুষ্টিকর্ম্মে অধর্ম্ম্যকে
আর শাস্তিকর্ম্মে আধর্ম্মণ বিপ্রকে ভোজন করাইবে।
দৈবপক্ষে দুইজন আধর্ম্মণ বিপ্রকে পূর্ব্বান্তে উপ-
বেশন করাইবে। আর পিতৃপক্ষে বহুচ অধর্ম্ম্য
ও সামগ দ্বিজকে উত্তরান্তে উপবেশন করাইবে।
জাতি, মল্লিকা, শ্বেতযুথিকা, চম্পক, জলজকুসুম,
মধুক, হিঙ্গু, কপূর, মরিচ, গুড়, সৈন্ধব ও ত্রপুস,—
এই সমস্ত শ্রাদ্ধ কর্ম্মে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ, কষল,
গো, সূর্য্য, অগ্নি, আতিথি, তিল, কুশ ও শ্রাদ্ধ-
বিহিত কাল,—এ সকল কুতপদবাচ্য। আপৎ-
কালে, অগ্নির অভাবে, কিম্বা সূর্য্যাস্তকালে যদি

মুপাগতে ॥ ৫০ ॥ সংস্কা স্মাচ্চ দুর্গেহিং স্নাত্বা নারী
রজস্বলা । দৈবে কৰ্ম্মণি পিত্রো চ পঞ্চমেহংনি
শুধ্যতি ॥ ৫১ ॥ দ্রব্যভাবে দ্বিজাভাষে প্রবাসে পুত্ৰ-
জন্মনি । আমশ্রাদ্ধং প্রকুব্বীত যশ্চ ভাৰ্য্যা রজস্বলা ॥
৫২ ॥ সৰ্পবিপ্রহতানাকং দংষ্ট্রশৃঙ্গিসরীসৃপৈঃ । আত্মন-
ত্যাগিনাঈকৈব শ্রাদ্ধমেবাং ন বাবধেৎ ॥ ৫৩ ॥
চণ্ডালাহ্নদকাং সৰ্পাদ্ভ্রাক্ষণাদৈহতাদপি । দংষ্ট্র-
ভাশ্চ পশুভাশ্চ মরণং পাপকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৫৪ ॥ সৰ্পৈ-
রহ্নমভং কৃত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব চ যৎকৃতম্ । দ্রব্যেণ চ
বিভক্তেন সৰ্পৈরেব কৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥ অমা-
বাস্যং পিতৃশ্রাদ্ধে মন্থনং যজ্ঞ কারয়েৎ । তদকং
মদিরাতুলাং স্নতং গোমাংসবৎ স্নাতম্ ॥ ৫৬ ॥
ভুক্তস্তি ক্রমশঃ পূৰ্ণে তথা পিণ্ডাশিষোহপি চ ।
নিমন্তিতো দ্বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শরীত কিম্যসু ॥ ৫৭ ॥
শ্রাদ্ধভুক্তং প্রাতঃকথায় প্রকুৰ্য্যাদহ্নদাবনম্ । শ্রাদ্ধ-
কৰ্ত্তা ন কুব্বীত দহ্মানং ধাবনং বৃধঃ ॥ ৫৮ ॥ বর্ষে
বর্ষে তু যজ্ঞাধ্বং মাতাপিত্রোর্মত্রেহহনি । মলমাসে

ন কর্তব্যং বাসস্তা বচনং যথা ॥ ৫৯ ॥ গর্ভে
বান্ধবিকৈ প্রেতে ভূতো মাসানুমানকৈ । আদিকৈ
চ তথা শ্রাদ্ধে নাধিমাসো বিদীয়তে । ৬০ ॥ বিবা-
হাদৌ স্নাতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনঃ স্নাতঃ ।
আকিনে পিতৃকার্যো তু চান্দ্রো মাসঃ প্রশস্ততে ॥ ৬১ ॥
যাম্বিন রাশৌ গতে সূর্যো বিপণিঃ স্নাদ্বিজয়নঃ ।
তদাশাবেব কর্তব্যং পিতৃকার্যং ত্রেহহনি ॥ ৬২ ॥
বষট্কারশ্চ হোমশ্চ পৰ্ব্ব চাগ্রাভাং তথা । মল-
মাসেহপি কর্তব্যং কাম্যা ইষ্টৈর্বিবৰ্জ্যয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
অগ্ন্যাবোয়ং প্রতিষ্ঠাঞ্চ যজ্ঞদানব্রহ্মণি চ । বেদ-
ভক্ত্যবোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ ॥ ৬৪ ॥ মাজ্জল্য-
মভিষেকঞ্চ মলমাসে বিবৰ্জ্যয়েৎ । নিত্যনৈমিত্তিকৈ
কুৰ্য্যাৎ প্রযতঃ সন মলিন্যুচে । তীর্থে স্নানং গজ-
চ্ছায়াং প্রেতশ্রাদ্ধং তদৈব চ ॥ ৬৫ ॥ রসা যত্র
প্রশস্তম্ভে ভোক্তব্যো বন্ধুগোনিগৈঃ । রাজবার্ভাদি-
সংকল্পো রক্ষাশ্রাদ্ধা লক্ষণম্ ॥ ৬৬ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা
পবশ্রাদ্ধে যজ্ঞ ভুক্তৈরুচ্য বিহ্বলঃ । পতন্তি পিতর-

দ্রব্য-সম্ভারও সংগ্রহ হয়, তথাপি নীর্ণে কিছা চন্দ্র-
সূর্য্যগ্রহণ হইলেও শ্রাদ্ধ করিতে না । ৩১-৫০ ।
রজস্বলা নারী চতুর্থ দিবসে গোমাত্রে স্নানধারণ কর্ষে
শুদ্ধ হয়; পরন্তু দৈব কিছা পৈত্ৰ কর্ষে পঞ্চম
দিনেই পবিত্রা হইয়া থাকে । দ্রব্যভাবে, দ্বিজা-
ভাবে, প্রবাসে, পুত্র জন্মে এবং পত্নী রজস্বলা হইলে
আমার দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবে । যাহারা সৰ্প, দ্বিপ্ৰ,
দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী বা সরীসৃপ দ্বারা নিহত, আর যাহারা
আত্মঘাতী,—তাহাদের শ্রাদ্ধ করিবে না । চণ্ডাল,
জল, সৰ্প, ভ্রাক্ষণ, বজ্র, দংষ্ট্রী, ও পশু হইতে পাপি-
গণই মরণাপন্ন হইয়া থাকে । জ্যেষ্ঠ ভাতা যদি
অপর্যাপ্ত ভাতৃগণের মতে বিভাগানুসারে শ্রাদ্ধীয়
দ্রব্য লইয়া তদ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে, তবে সেই
শ্রাদ্ধ, সকল ভাতারই করা হইল বলিয়া জ্ঞানিবে ।
অমাবস্তুয় কিছা পিতৃশ্রাদ্ধদিনে যদি দমিমন্থন
করা হয়, তবে সেই তদ্রূপ মদির তুল্য; আর
সেই স্নতও গোমাংস সদৃশ । দ্বিজগণ প্রথমতঃ
ভোজনে বসিয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন করিতে
থাকিলে পরে পিণ্ড দান করিবে; একরূপ
করিলেই পিতৃগণের আশীর্বাদ লাভ হয় । শ্রাদ্ধ-
নিমন্তিত দ্বিজ স্ত্রীসহবাস করবেন না । শ্রাদ্ধ-
ভোজনে নিমন্তিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান
করিয়া দহ্মদাবন করিবেন । কিন্তু বীমান শ্রাদ্ধ-
কৰ্ত্তা শ্রাদ্ধদিনে দহ্মদাবন করিবেন না । পান-

বৎসর মাত্রা পিতার মৃত্তিথিতে যে শ্রাদ্ধ কবিত্তে
হয়, বাস বজিয়া ছন,—উহা মলমাসে অকর্তব্য ।
গর্ভ, স্নানদান, ভূতাবক্ষণ, প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসানুমানিক
শ্রাদ্ধ, ও সাংসারিক শ্রাদ্ধ এই সমস্ত স্থলে তদি-
মাস গণনীয় নহে । বিবাগাদি কার্যো সৌরমাস,
যজ্ঞাদি কার্যো সাবন মাস, সাংসারিক কার্যো ও
পিতৃশ্রাদ্ধাদি কার্যো চান্দ্র মাসই ব্যবহার্য্য । সূর্য্যের
যে বাশিতে অবস্থান কালে দ্বিজাতির প্রাণত্যাগ
ঘটে উক্ত মৃত্তিথিতে কর্তব্য সাংসারিক শ্রাদ্ধও
সূর্য্যের সেই বাশিতে অবস্থান কালেই কবিত্তে
হয় । বষট্কারসাধা পৌষ্টিক কার্য্য, হোম ও
অগ্ন্যাবরণকৃত্য নবান্নশ্রাদ্ধ মলমাসেও কর্তব্য;
পরন্তু কাম্যা যজ্ঞ বর্জ্জনীয় । অগ্ন্যাবান প্রতিষ্ঠা,
যজ্ঞ, মহাদান, কাম্য ব্রত, বৃষোৎসর্গ, চূড়াকরণ,
উপনয়ন, মেঘলাধারণ, ও কাম্য মাজ্জল্য অভিষেক
কার্য্য মলমাসে বর্জ্জন করিবে । পরন্তু নিত্য,
নৈমিত্তিক, তীর্থস্নান, গজচ্ছায়াযোগ, স্নান ও
প্রেতশ্রাদ্ধকার্য্য মলমাসেও প্রযতভাবে কর্তব্য ।
ভোজনকালে যদি ভোজ্যাবোর প্রশংসা,
কিছা রাজবার্ভাদি লৌকিক আলাপ হইতে থাকে
অথবা যদি কেবল বন্ধু-গোনিগণই ভোজন করে,
তবে সেই শ্রাদ্ধে রাক্ষসগণই তৃপ্তিলাভ করে;—
রাক্ষসশ্রাদ্ধের ইহাই লক্ষণ । যে মুঢ়মানব স্বয়ং
শ্রাদ্ধ করিয়া পরকীয় শ্রাদ্ধে ভোজন করে, তদীয়

স্তস্তা নৃপপিণ্ডোদককিয়াঃ ॥ ৬৭ ॥ তৈলমুদ্বর্তনং
জ্ঞানং দন্তধাবনমেব চ । কৃষ্ণরোমন্থেভ্যশ্চ দদ্যা-
দগ্না পণেহহনি ॥ ৬৮ ॥ নিমজ্জিতা যথাস্থায়ং হব্যো
কব্যো পিঞ্জোক্তমাঃ । কথঞ্চিদপাতিক্রামেৎ পাপঃ
শুকরতাঃ ব্রজেৎ ॥ ৬৯ ॥ দৈবে চ পিতৃশ্রাদ্ধে
চাপ্যার্ষোঃ জায়তে যদা । আশৌচান্তেহথবা তত্র
তেভ্যঃ শ্রাদ্ধং প্রদায়তে ॥ ৭০ ॥ অথ শ্রাদ্ধবাসানে
তু আৰ্হিষস্তত্র দাপয়েৎ । দৌৰ্ঘা নগাস্থথানদ্যো
বিবেগেহপি পদানি চ । এবমেমাঃ প্রমাণেন দৌৰ্ঘ-
মাগ্ৰবাধুযাম্ ॥ ৭১ ॥ অপাং মণ্যে স্থিতা দেবাঃ
সৰ্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্ । ব্রাহ্মণস্য করে স্তস্তঃ শিবা
আপো ভবন্ত নঃ ॥ ৭২ ॥ লক্ষ্মীৰ্হসতি পুষ্পেব লক্ষ্মী-
বসতি পুষ্করে । লক্ষ্মীৰ্হসতু বাসে মে সৌমনস্তাং
দদাতু মে ॥ ৭৩ ॥ অক্ষতং চান্স মে পুণ্যং শান্তিঃ
পুষ্টির্ধাতশ্চ মে । যদ্নচ্ছ্বেদ্যক্ষরং লোকে তত্তদস্ত
সদা মম ॥ ৭৪ ॥ দক্ষিণাযান্তু সৰ্বত্র বহুদেয়ং তথাস্ত
নঃ । এবমস্থিতি তৈর্বাচ্যঃ মুক্ধা গ্রাহক ভেন

তৎ ॥ ৭৫ ॥ পিণ্ডমগ্নৌ সদা দেঘাভোগার্থী সততং
নরঃ । প্রজাগং পট্টো বৈ দদ্যাদ্ধ্যামং মন্ত্র-
পূৰ্ব্বকম্ ॥ ৭৬ ॥ উত্তমাং হ্যতিমধিচ্ছন্ গোষু
নিত্যং প্রদাপয়েৎ । আজ্ঞামিচ্ছেদ্যশঃ কৌর্তিমপ্সু
নিত্যং প্রবেশয়েৎ ॥ ৭৭ ॥ প্রার্থয়ন দৌৰ্ঘ্যায়ুশ্চ বায়-
সেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ । কুমারলোকমধিচ্ছন্ কুকুটেভ্যঃ
প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৮ ॥ আকাশে প্রক্ষিপেদপি ত্রিতো
বা দক্ষিণামুখঃ । পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা চৈব
দিক্ তথা ॥ ৭৯ ॥ নক্তং তু বর্জয়েচ্ছ্রাদ্ধং রাহোরস্তত্র
দর্শনাৎ । সৰ্ব্বেষেণাপি কর্তব্যং ক্ষিপ্ৰং বৈ রাহু-
দর্শনাৎ ॥ ৮০ ॥ উপরাগে ন কুর্ধ্যাদ্ধ্যঃ পক্ষে গোরিব
সৌদতি । কুর্ধ্যানস্ত তরেৎ পাপং সা চ নোরিব
নাগরে ॥ ৮১ ॥ কৃকমাযান্তুলাটৈশ্চ ব্রেষ্টাঃ সূর্য্যব-
শালয়ঃ । মহাযবা ব্রাহ্মযবাস্তুধৈব চ মন্থরিকাঃ ॥ ৮২ ॥
কবঃ শ্চেতাশ্চ বা গ্রাহাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সৰ্বদা । বিদ্যা-
লকমৃদ্বীকং পনসাত্নাতনাড়িমম্ ॥ ৮৩ ॥ ভব্যং পারেবতং
চৈব খজ্জুরং করমন্দকম্ । স্কোরকা বদর্যাশ্চ তাল-
কন্দঃ তথা বিসম্ ॥ ৮৪ ॥ তমালাসনকন্দং চ মাবেল্লং

পিতৃগণের জল-পিণ্ড-লোপ হয় বলিয়া পিতৃগণ
স্বর্গভ্রষ্ট হন। শ্রাদ্ধের পরদিন শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজ-
গণকে তৈল, উদ্বর্তন, জ্ঞানীয়, ও দন্তধাবন দ্রব্য
প্রদান করিবে। আর শ্রাদ্ধভোজী দ্বিজগণও
পরদিন ক্ষৌরকর্ম্ম করিবেন। হব্য বা কব্য
যথাবিধি নিমজ্জিত দ্বিজগণ যদি কোনক্রমে উক্ত
শ্রাদ্ধ ভোজন না করে, তবে সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণ
মরণান্তে শূকরহ প্রাপ্ত হয়। ৫১—৬৯। যদি দৈব
বা পৈত্রকর্ম্মাভুষ্ঠান সময়ে কোনরূপ অশৌচ হয়,
তবে অশৌচান্তেই তৎকার্য্য করবে। শ্রাদ্ধাভুষ্ঠা-
নের পর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে আশীর্বাদ প্রদান
করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবেন;
যথা,—দৌৰ্ঘ বৃক্ষ, দৌৰ্ঘা নদী ও সুদৌৰ্ঘ বিষ্ণুপদজয়ের
স্থায় আমারও সুদৌৰ্ঘ আয়ঃপ্রাপ্তি হউক। জল
মধ্যে দেবগণ বাস করেন, আর জলেই
সমস্ত প্রতিষ্ঠিত; সেই জল ব্রাহ্মণকরে
স্তস্ত হইয়া আমাদের মঙ্গলসাধক হউক। লক্ষ্মী
দেবী পুষ্প ও বিশেষতঃ পণ্ডে বাস করেন
সেই লক্ষ্মী মদীয়াবাসে বাস করত আমায়
সৌমনস্ত প্রদান করুন। আমার পুণ্য অক্ষত
হউক, শাস্তি, পুষ্টি ও ধৃতি লাভ হউক, আর ইহ-
লোকে যাহা যাহা শ্রেয়ক্ষর, তৎসমস্তই সতত লাভ
হউক। দক্ষিণা দান করিলেই আমরা যেন বহু
দান করিতে পারি। দ্বিজগণ এইরূপ প্রার্থনায়

‘তাহাই হউক’ বলবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তাও তাঁহা-
দের সেই আশীর্বাদ মন্তকে গ্রহণ করিবেন।
ভোগার্থী মানব সৰ্বদাই অগ্নিতে পিণ্ড দান
করিবে; আর সন্তানকামী মানব মধ্যম পিণ্ডটী
পত্নীকে সমস্তক দিবেন। উত্তমকাস্তি-কামনায়
গোকে প্রদান করিবে। প্রভূহ, কৌর্তি, ও যশঃ কাম-
নায় জলমধ্যে নিক্ষেপ করবে। দৌৰ্ঘ্যাকামনায়
বায়সগণকে প্রদান করিবে। কুমারলোকপ্রাপ্তি
কামনায় কুকুটগণকে প্রদান করিবে। অথবা
দক্ষিণামুখী হইয়া আকাশেই পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে।
আকাশ ও দক্ষিণদিক পিতৃগণের স্থান। ৭০—৭৯।
গ্রহণদর্শন ব্যতীত রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ বর্জজনীয়।
গ্রহণদর্শনে সর্বত্র বায় করিয়া অবিলম্বেই শ্রাদ্ধ
কর্ত্তব্য। গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না করিলে পক্ষময়া গাভীর
স্থায় অবসন্ন হইতে হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধ করিলে নৌকা
দ্বারা সাগর পার হইবার স্থায় পাপ হইতে পারজাণ
পায়। কৃকমাশ ও তিল আর সব শালি, মহাযব,
ব্রাহ্মযব, মন্থর, এ সকল কৃক বা খেত উভয়-
বিধই শ্রাদ্ধকার্য্যে সতত প্রশস্ত বলিয়া গ্রাহ্য।
বিধ, আমলক, মৃদ্বীক, পনস, আম্রাতক, দাড়িম,
ভবা, পারেবত, খজ্জুর, করমন্দক, কোরক, বদর,
তালকন্দ, মুগাল, তমালকন্দ, অসনকন্দ, মাবেল্ল,

শতকন্দলী । কালেয়ঃ কালশাকঃ চ মুদগারঃ চ
 সুবৰ্চলম্ । ৮৫ । মাংসং ক্ষীরং দধি শাকং ব্যোমঃ
 বেতাক্করস্তথা । কটুকলং বজ্রকং দ্রাক্ষাং লকুচঃ
 মোচকম্ চ । ৮৬ । প্রিয়ামলকদ্রুগ্রীবঃ তিন্দুকং
 মধুসাহস্রম্ । বৈকঙ্কতং নারিকেলং শৃঙ্গাটকপত্রম্
 কম্ । ৮৭ । পিঙ্গলী মরিচঃ চৈব পটোলী বৃহতী-
 কলম্ । আরামস্ত তু সীমান্তঃসম্ভবং সৰ্বমেব তু ।
 ৮৮ । এবমাদীনি চাত্তানি পুষ্পানি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি ।
 মন্থরাঃ শতপুষ্পাশ্চ কুশুমং জ্বীনিকেননম্ । ৮৯ ।
 বৰ্ষা ঋতিষবা নিত্যং তথা বৃষঘবাসকৌ । বংশাঃ
 করীরাঃ সুরসা মার্জিতা ভৃশ্ণানি চ । ৯০ । বর্জ-
 নীর্ণানি বক্ষ্যামি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি নিত্যশঃ । লগুনং
 গৃগ্জনকৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্ । যোগরং চাত্ত
 বৈদেহং দীর্ঘমূলকমেব চ । ৯১ । দিবসস্তাষ্টমে
 ভাগে মন্দৌভূতে দিবাকরে । আশ্বরং তদ্বৈ-
 ক্কাং পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতে । ৯২ । চতুর্থে প্রহরে
 প্রাপ্তে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ । বৃথা শ্রাদ্ধম-
 বাপ্নোতি দাতা চ নরকং ব্রজেৎ । ৯৩ । লেখা-
 প্রভৃত্যাদিত্যে মুহূর্ত্তাশ্চয় এব চ । প্রাতস্তস্তোত্তরং
 কালং ভগমাহর্কিপশ্চিত্তঃ । ৯৪ । সঙ্গবস্ত্রমুহূর্ত্তো-
 হং মধ্যাহ্নসমস্তুতঃ । ততশ্চ ত্রিমুহূর্ত্তাশ্চ অপ-

রাহ্নো বিধীয়তে । ৯৫ । পঞ্চোহথ দিনাংশো যঃ
 স সায়াহ্ন ইতি শ্রুতঃ । ৯৬ । তথাচ ঋতিঃ ।
 যদৈবাদিত্যোহগ্রবসন্তো যদা সঙ্গবিকোহথ গ্রীষ্মো
 যদা বা মাঘ্যাদিনোহথ বর্ষা যদা রাহ্নোহথ শরৎ ।
 যদেবাস্তমেতথ হেমন্ত ইতি । ৯৭ । প্রারভা
 ক্রুতপে শ্রাদ্ধে কুর্যাদারোহণং বৃষঃ । বিধিভ্যো
 বিধিমান্বায় রৌহিণং ন তু লজ্জয়েৎ । ৯৮ । অষ্টমো
 যো মুহূর্ত্তশ্চ ক্রুতপঃ স নিগদ্যতে । নবমো রৌহিণঃ
 প্রোক্ত ইতি শ্রাদ্ধবিদো বিহঃ । ৯৯ । একোদ্বিষ্টে
 তু মধ্যাহ্নে প্রাতঃকৈ জাতকৰ্ম্মণি । পিত্রার্থং নির্জ-
 পেৎ পাকং বৈশ্বদেবার্থমেব চ । ১০০ । বৈশ্বদেবে
 ন পিত্রার্থং ন পিত্র্যং বৈশ্বদেবিকে । কৃত্বা শ্রাদ্ধং
 মহাদেব ব্রাহ্মণাশ্চ বিসর্জ্য শ্চ । ১০১ । বৈশ্ব-
 দেবাদিকং কৰ্ম্ম ততঃ কুর্যাদ্বারাননে । বহুব্যোদ্ধনে
 চাগ্নৌ স্নসমিদ্ধে বিশেষতঃ । ১০২ । বিধুমে লেলি-
 হানে চ কুর্য্যৎ কৰ্ম্ম প্রসিদ্ধয়ে । অপ্রবুদ্ধে সধুমে
 চ জুহুয়াদ্যো হতাশনে । ১০৩ । যজ্ঞমানো ভবেদঙ্কঃ
 কুপুত্র ইতি নিশ্চিতম্ । দ্বর্গদ্বৈশ্চৈব কৃকশ্চ নীলবর্ণৈব
 বিশেষতঃ । ১০৪ । ভূমিঃ বিগাহতে যত্র তত্র বিদ্যাৎ

অতঃপর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন । আর দিবসের
 পঞ্চমাংশকে সায়াহ্ন বলে । এইরূপ ঋতি ও
 আছে যে, যখন আদিত্যের দর্শন হয়, তখন
 বসন্ত, সঙ্গবিক সময় গ্রীষ্ম, মাঘ্যাদিন কাল বর্ষা,
 অপরাহ্ন শরৎ আর যখন আদিত্য অস্ত গমন
 করেন, তখন হেমন্তকাল । বিধিজন ধীমান্ মানব
 ক্রুতপ কালে বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইবে । রৌহিণ কাল কদাচ লজ্জন করিবে
 না । দিবসের অষ্টম মুহূর্ত্ত ক্রুতপ আর নবম
 মুহূর্ত্ত রৌহিণ কাল বলিয়া উক্ত হয় । শ্রাদ্ধতত্ত্বা-
 ভিজ্ঞগণ এইরূপ বলেন । একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে মধ্যাহ্নে
 এবং জাতকৰ্ম্মনিমিত্তক শ্রাদ্ধে ও বৈশ্বদেবার্থ
 প্রাতঃকালেই পাকারম্ভ করিবে, পরন্তু পিতৃপাকে
 বৈশ্বদেবকৰ্ম্ম কিম্বা বৈশ্বদেবপাকে পিতৃকৰ্ম্ম করিবে
 না । আগ্ন বরাননে দেবি । শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-
 বিসর্জনাগ্নে বৈশ্বদেবাদি কৰ্ম্ম করিবে । বহুল
 ব্যোদ্ধনদানে হতাশন স্নসমিদ্ধ বিধুম ও
 লেলিহান শিখা বিস্তার করিলে তাহাতে অতীষ্ট
 সিদ্ধার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবে । অল্পজলিত সধুম
 বহিতে হোম করিলে যজ্ঞমান কুপুত্রবান্ ও নয়ন-
 হীন হয় । ইহা নিশ্চিত । বহি যদি দ্বর্গদ্ব, কৃক-
 বর্ণ বিশেষতঃ নীলবর্ণ শিখা দ্বারা ভূমিলুণ্ঠন করে,

শতকন্দলী, কালেয়, কালশাক, মুদগার, সুবৰ্চল,
 মাংস, ত্বক, দধি, শাক, ব্যোম, বেতাক্কর, কটুকল,
 বজ্রক, দ্রাক্ষা, লকুচ, মোচকল, প্রিয়ামলক, দ্রুগ্রীব,
 তিন্দুক, মধুক, বৈকঙ্কত, নারিকেল, শৃঙ্গাটক, পক-
 শক, পিঙ্গলী, মরিচ, পটোল, বৃহতীকল, এবং উদ্যান-
 সীমাজাত, যাবতীয় শাক ফল পুষ্পাদি, আর মন্থর,
 শতপুষ্পী ও জ্বীনপুষ্প শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত । ঋতিষব,
 বৃষক, বাসক, সুরস বংশকরীরা, এবং মন্থর
 ভৃশ্ণণও শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত জানিবে । ৮০—৯০ । একপে
 শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে নিম্নত বর্জনীয়া দ্রব্যানিচয় কহিতেছি ।
 লগুন, গৃগ্জন, পলাণ্ডু, পিণ্ডালু, বিদেহদেশজ
 যোগর নামক মূলবিশেষ, ও দীর্ঘাকার মূলক যে
 শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হয়, আর দিবসের অষ্টম ভাগে
 দিবাকর মন্দর্য্য হইলে যে শ্রাদ্ধ অল্পাধিত হয়,
 তাহা আশ্বর শ্রাদ্ধ, উহা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধক
 হয় না । যেনর চতুর্থ প্রহরে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে,
 তাহার সেই শ্রাদ্ধ ব্যর্থ হয়, আর সেও নরকগামী
 হয় । সূর্য্যের উদয়াবধি তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল,
 তারপর তিন মুহূর্ত্তকে পণ্ডিতগণ ভগ বলেন
 ইহারই নাম সঙ্গব । তারপর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন ।

পর্যভবম্। অর্চিষ্ঠান পিঙ্গলনিধঃ সর্গিকাঞ্চনস-
প্রভঃ ॥ ১০৫ ॥ ত্রিধ্বঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহিঃ স্তাৎ
কার্যাসিদ্ধয়ে। অঞ্জনাভ্যঞ্জনং গন্ধান্ মস্তপ্রণয়নং
তথা ॥ ১০৬ ॥ কাঠৈঃ পুনর্ভবেৎ কার্ধ্যং হ্রস্বমেধ-
কলং লভেৎ। অষ্টজাতিকপুষ্পক অঞ্জনং নিত্য-
মেব হি ॥ ১০৭ ॥ কৃষ্ণেভ্যশ্চ তিলেভ্যশ্চ
তৈলং যত্নাৎ সুরক্ষিতম্। চন্দনাগুরুণী চোভে
তমালোশীরপদ্মকম্ ॥ ১০৮ ॥ ধূপশ্চ গোগু-
গুলঃ শ্রেষ্ঠৈস্তোকৈঃ ধূপ এব চ ॥ ১০৯ ॥ শুক্রাঃ
সুমনসঃ শ্রেষ্ঠাস্তথা পদ্মোৎপলানি চ। গন্ধবস্তাপ-
পন্নানি যানি চাত্তানি কুৎসস্তঃ। নিশিগন্ধা জপা
ভিগুরুপকঃ স্কুরটকঃ ॥ ১১০ ॥ পুষ্পাণি বর্জ্যনী-
য়ানি শ্রাদ্ধকর্ম্মণি নিত্যশঃ। সৌবর্ণং রাজতং
তাম্র পিত্ত্বাং পাত্রযুচ্যতে ॥ ১১১ ॥ রজতস্ত তথা
কিঞ্চিদর্শনং পূণ্যদায়কম্। কৃষ্ণাজিনস্ত সান্নিধ্যং
দর্শনং দানমেব চ ॥ ১১২ ॥ রক্ষোয়ঃ চৈব বর্জ্যস্তঃ
পশুন পুত্রাশ্চ তারয়েৎ। অথ মস্ত্রঃ প্রবক্ষ্যামি
অমৃতং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্ ॥ ১১৩ ॥ দেবতাত্য্যঃ পিতৃ-
ভ্যশ্চ মহাযোগিত্য্য এব চ। নমঃ স্বাহায়ে স্বাহায়ে
নিত্যমেব নমোনমঃ ॥ ১১৪ ॥ আদ্যাবসানে
শ্রাদ্ধস্ত ত্রিরাবর্ত্তমিমং জপন। অশ্বমেধকলং
হেতদ্বিটৈঃ সংজায় পুঞ্জিতম্ ॥ ১১৫ ॥ পিণ্ড-

হবে সেখানে পর্যভব ঘটনা বুঝিবে। পিঙ্গল
শিখাবান, স্তবর্ণ, কিম্বা কাঞ্চনসমবর্ণ, ত্রিধাকার ও
প্রদক্ষিণগামী বহিঃ কার্যসাধক। অঞ্জন, অভ্য-
ঞ্জন, মস্তপ্রণয়ন ও গন্ধার্ঘ কাশ ব্যবহার করিলে
অশ্বমেধ যাগের কল লাভ হয়। অষ্টজাত পুষ্প,
অঞ্জন, কৃষ্ণতিলতৈল, চন্দন, অগুরু, তমাল, উল্লী,
পদ্মক, এই সমস্ত অমুলেপন, গুগুণ্ডলু ও শিলারসের
ধূপ, এই সমস্ত শ্রাদ্ধে প্রস্তুত ॥ ১১—১০৯ ॥ শুক্র-
পুষ্প, পদ্ম, উৎপল, অপরাপর সমস্ত সুগন্ধি পুষ্পই
শ্রাদ্ধে প্রস্তুত। রজনীগন্ধা, জবা, রূপক, ও কু-
টক পুষ্প শ্রাদ্ধে নিষত বর্জ্যনীয়। কাঞ্চন রাজত ও
তাম্রপাত্রই পিতৃগণের পাত্র বলিয়া উক্ত হয়। শ্রাদ্ধ-
কালে রজতের দর্শনও পূণ্যদায়ক। কৃষ্ণাজিনের
সান্নিধ্য, দর্শন এবং দানও রক্ষোয়, তেজোবর্জক
আর পশুপুত্রাদিরও জ্ঞাপকারক। অতঃপর ব্রহ্ম-
নির্ম্মিত অমৃত মস্ত্র বলিতেছি। “দেবতাত্য্যঃ”
ইত্যাদি “নমোনমঃ” পর্য্যন্ত মস্ত্র, শ্রাদ্ধের আদিতে
ও অন্তে তিনবার করিবার পাঠ করিলে অশ্বমেধের
কল হয়। বিপ্রগণ ইহা জাগিয়াই শ্রাদ্ধে উক্ত মস্ত্রের

নির্বাণে বাপি জপেদেনং সমাহিতঃ। পিতরঃ কি প্র-
মায়াস্তি রাক্ষসাঃ প্রজবন্তি চ ॥ ১১৬ ॥ সপ্তার্চিষঃ
প্রবক্ষ্যামি সর্বকামমুত্তমদম্ ॥ ১১৭ ॥ অমূর্ত্তানাঞ্চ
মূর্ত্তানাং পিতৃণাং দৌশ্তেজসাম্। নমস্ত্যামি সদা
তেবাং ধ্যায়িনাং দিব্যচক্ষুসাম্ ॥ ১১৮ ॥ ইন্দ্রা-
দীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয় খা। তারমস্ত্যামি
সর্বান বৈ পিতৃশ্চৈবোষধীশ্বরা ॥ ১১৯ ॥ নক্ষত্রাণাং
গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগ্নেয়শ্চ পিতৃনপি। দ্যাবাপৃথিব্যোশ্চ
সদা নমস্ত্যামি কৃতাজলিঃ ॥ ১২০ ॥ নমঃ পিতৃভ্যঃ
সপ্তভ্যো নমো লোকেষু সপ্তসু। স্বয়ম্ভুবে নম-
স্ত্যামো ব্রহ্মণে যোগচক্ষুষে ॥ ১২১ ॥ এতদ্বক্ত্ব্যং
সপ্তার্চির্বর্জিগণসেবিতম্। পবিত্রং পরমং হেত-
চ্ছৌমজ্ঞকোবিনাশনম্ ॥ ১২২ ॥ অনেন বিধিনা
যুক্তস্বীন্ বারাংস্ত জপেররঃ। ভক্ত্যা পরময়া
যুক্তঃ শ্রদ্ধধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ সপ্তার্চিষঃ
জপেদ্যস্ত নিত্যমেব সমাহিতঃ। স তু সপ্তসমুদ্রায়াঃ
পৃথিব্যা একরাডু ভবেৎ ॥ ১২৪ ॥ শ্রাদ্ধকল্পং
পঠেদ্যো বৈ স ভবেৎ পণ্ডিত্রপাবনঃ। অষ্টা-
দশানাং বিদ্যাণাং স চ বৈ পারগঃ স্মৃতঃ ॥ ১২৫ ॥
পূজাং পুষ্টিং স্মৃতিং মেধাং রাজ্যমারোগ্যমেব চ।
শ্রীতা নিত্যং প্রচ্ছন্তি মানুষাণাং পিতামহাঃ ॥ ১২৬ ॥
এবং প্রভাসক্ষেত্রে স সর্বস্বতাক্ষিনকমে। কুর্ধ্যা-
চ্ছ্রাদ্ধং বিধানেন প্রভাসে চৈব তামিনি ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে শ্রাদ্ধবিধিবর্ণনং নাম ষড়্বিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৬ ॥

সমধিক আদর করেন, পিতৃদান কালেও সমাহিত
মনে ইহা পাঠ করিবে; তাহাতে পিতৃগণ স্বরায়
আগমন করেন আর রাক্ষসগণও বিজ্ঞাবিত হয়।
একপে সর্বকামমুত্তমদম সপ্তার্চি মস্ত্র বলিতেছি।
“অমূর্ত্তানাং” ইত্যাদি “যোগচক্ষুষে” পর্য্যন্ত সপ্তার্চি
মস্ত্র। এই তোমাকে সপ্তার্চি মস্ত্র কহিলাম।
বর্জিগণসেবিত এই মস্ত্র, পরম পবিত্র, শ্রীশ্রদ্ধ
ও রক্ষোবিনাশক। শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় বিধিযুক্ত
মানব পরমভক্তি সহকারে এই মস্ত্র তিনবার পাঠ
করিবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সমাহিতমনে
এই সপ্তার্চি মস্ত্র পাঠ করে, সে সপ্তসমুদ্রবে
পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হয়। যে মানব এই শ্রাদ্ধ-
কল্প পাঠ করিবে, সে পণ্ডিত্রপাবন হইবে; এবং
অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবে। পিতৃ-
গণ পুজিত হইলে মানবগণকে নিষত সম্মান, পুষ্টি,
স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, এমন কি রাজ্যও প্রদান

সপ্তাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শ্রাদ্ধ-
দানান্তমুক্রমাৎ । তারণায় চ স্মৃতানাং সরস্বতাক্ষি-
সস্রমে ॥ ১ ॥ লোকে শ্রেষ্ঠতমং সৰ্বং হ্যন্নমশ্চাপি
যৎ প্রিয়ম্ । সৰ্বং পিতৃণাং দাতব্যং তদেবাশ্রয়-
মিচ্ছতাম্ ॥ ২ ॥ জাম্বুনদময়ং দিব্যং বিমানং সূর্য্য-
সন্নিভম্ । দিব্যাপ্সরোভিঃ সন্নিবননদো লভতে
হক্ষয়ম্ ॥ ৩ ॥ আচ্ছাদনং তু যো দদাদদহতং শ্রাদ্ধ-
কৰ্ম্মণি । আয়ুঃ প্রকাশমৈশ্বর্য্যং রূপং তু লভতে চ
সঃ ॥ ৪ ॥ কমণ্ডলুঞ্চ যো দদাদ্য ব্রহ্মণে বেদ-
পারগে । মধুকৌরস্ববা ধেনুর্দাতারমল্লগচ্ছতি ॥ ৫ ॥
যঃ শ্রাদ্ধে অভয়ং দদাদ্য প্রাণিনাং জীবিতৈশিণাম্ ।
অশ্বদানসহস্রেন রথদানশতেন চ । দন্তিনাঞ্চ সহ-
স্রেন অভয়ঞ্চ বিশিষ্যতে ॥ ৬ ॥ যানি রথানি
মেদিন্যাং বাহনানি স্ত্রিয়স্তথা । কিপ্রং প্রাপ্নোতি তৎ-
সৰ্বং পিতৃভক্ত্য মানবঃ ॥ ৭ ॥ পিতরঃ সধিলোকেষু

করেন । অয়ি ভামিনি ! এই বিধানমতে সেই
প্রভাসক্ষেত্রে সরস্বতীসাগরসঙ্গম স্থলে শ্রাদ্ধানু-
ষ্ঠান কর্তব্য ॥ ১১০—১২৭ ॥

ষড়ধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৬।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বহিলেন,—অতঃপর প্রাণিগণের পরি-
ত্রাণার্থ সরস্বতীসাগরসঙ্গমে যথাক্রমে কর্তব্য শ্রাদ্ধ-
নিচয় কীৰ্ত্তন করিতেছি । লোকে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ-
তম দ্রব্য, আর যাহা আশুপ্রিয়, তৎসমস্তের আনন্ত্য-
কামনায় ততদ্দ্রব্যই পিতৃগণকে প্রদান করিবে ।
শ্রাদ্ধে অন্নদাতা দিব্যাপ্সরোপায়ে সমাকীর্ণ, জাম্বুনদ-
ময় সূর্য্যসন্নিভ অক্ষয় দিব্য বিমান লাভ করে ।
যে মানব শ্রাদ্ধে অচ্ছিন্ন আচ্ছাদন দান করে, সে
আয়ুঃ, যশ, ঐশ্বর্য্য ও রূপ প্রাপ্ত হয় । যে
জন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু দান করে,
মধুকৌরস্ববা ধেনু সেই দাতার অমুগামী হয় ।
শ্রাদ্ধে যে জন জীবিতৈশ্বরী ব্যক্তিকে অভয়
দান করে, সে সহস্র অশ্বদান, শত রথদান ও
সহস্র হস্তিদানাপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত
হয় । ধরাতেলে যত কিছু রমণী রত্ন বাহনাদি
আছে, পিতৃভক্ত মানব তৎসমস্ত সহসা প্রাপ্ত হইয়া

ত্রিধিকালেষু দেবতাঃ । সর্ষে পুরুষমায়াস্তানপান-
মিব ধেনব ॥ ৮ ॥ যান্ম তে প্রতিগচ্ছেয়ুঃ পরিকালে
হপূজিতাঃ । মোঘাস্তেষাং ভবন্ত্যশাঃ পরত্রেহ চ
মাকচিৎ ॥ ৯ ॥ সরস্বত্যাঙ্ক সান্নিধ্যে যশ্বেকং
ভোজয়েদ্ভুঞ্জম্ । কোটিভোজ্যকলং তস্ম জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ অমাবাশ্যাং নরো যশ্চ পরান্ন-
মুপভুঞ্জতে । তস্ম মাসকৃতং পুণ্যমন্নদাতুঃ প্রজা-
য়তে ॥ ১১ ॥ যথাঃসময়েন ভুঙ্তে জীম্মাসান্ বিষুবে
স্মৃতম্ । বর্ষেদ্বাদশভিষ্টৈশ্চ যৎপুণ্যং সযুপাঞ্জিতম্ ।
তৎসৰ্বং বিলয়ং যাতি ভুক্তা সূর্য্যেন্দুসংপ্লবে ॥ ১২ ॥
সাগ্রাঃ মাসং রবেঃ ত্র্যাস্তাবাদাশ্রাদ্ধে ত্রিৎসরম্ ।
মাসিকেহপাথ বর্ষশ্চ যথাসে বর্ষকবৎসরম্ ॥ ১৩ ॥
তথা সঞ্চয়নশ্রাদ্ধে জাতিজন্মকৃতং নৃণাম্ । মৃত-
শয্যাপ্রতিগ্রাহী বেদবিক্রয়ী চ ব্রহ্মসহায়ী
চ নরস্তস্ম শুদ্ধির্ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥ তড়াগানাং সহ-
স্রেন হবমেধশতেন চ । গবাঃ কোটিপ্রদানে
ভূমিহর্তা ন শুধ্যতি ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণমাসং গামেকাং
ভূমে রপ্যর্কমঙ্গুলম্ । হরন্নরকমাপ্নোতি যানদাতু-

ধা ক । সৰ্বলোকস্থ পিতৃদেবগণ সকলেই বিশিষ্ট
ত্রিধিকালাদিতে ধেনুগণের নিপানগমনবৎ কুলজ
পুরুষের নিকট শ্রাদ্ধকামনায় আগমন করিয়া
থাকেন । তাঁহারা যেন কদাচ পরিকালে অপূজিত
হইয়া প্রতিনিবৃত্ত না হন । ইহপরিকালে কদাচ
যেন তাঁহাদিগের আশা বিফল না হয় । যে জন
সরস্বতীর সন্নিহিত প্রদেশে একটি ব্রাহ্মণকেও
ভোজন করায়, তাঁহার কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের
ফল লাভ হয় ; ইহাতে সংশয় নাই । ১—১০ ।
যে নর অমাবাশ্যায় পরান্ন ভোজন করে, তাঁহার এক
মাসের পুণ্য উক্ত অন্নদাতা প্রাপ্ত হয় । অয়নে
পরান্ন ভোজনে ছয় মাসের, বিষুবে পরান্ন
ভোজনে তিন মাসের আর চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে
পরান্নভোজনে দ্বাদশবর্ষকৃত পুণ্য বিলীন হইয়া
যায় । রব সংক্রমণে সম্পূর্ণ একমাস আদ্য
শ্রাদ্ধে ত্রিৎসর, মাসিকে এক বৎসর, যথাঃসিকৈ
অর্ধবৎসর, আর সঞ্চয়ন শ্রাদ্ধে ভোজনে নরগণের
জন্মাবধিকৃত পুণ্যানিচয় বিনষ্ট হয় । মৃতশয্যা-
প্রতিগ্রাহী, বেদবিক্রয়ী ও ব্রহ্মসহায়ী নরের কোন
মতেই শুদ্ধি হয় না । ভূমিহারী নর সহস্র তড়াগ,
শত অশ্বমেধ কিম্বা কোটি গোদানেও শুদ্ধি লাভ
করিতে পারে না । মাষক পরিমাণ সুবর্ণ, একটি
মাত্র গো, কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণ ভূমি হরণ

সম্প্রবন্ম ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপানং, দরিদ্রস্ত ত
যজ্ঞনম্ । গুরোঃ পত্নী হিরণ্যক স্বর্গস্থমপি পাত-
য়েৎ ॥ ১৭ ॥ সহস্রস্মিতা ধেনুরনুভান দশ পেনবঃ ।
দশানুভং সমং যানং দশযানসমো হয়ঃ ॥ ১৮ ॥ দশ-
হুসমা কত্তা ভূমিদানং ততোহধিকম্ । তস্যাং
সর্গপ্রযত্নেন বিক্রয়ং নৈব কারয়েৎ ॥ ১৯ ॥ বিশে-
ষতো মহাক্ষেত্রে সর্গপাতকনাশনে । চিত্তিকাষ্টক
বৈ স্পৃষ্টা যজ্ঞযুপান্তর্থেব চ । বেদবিক্রয়কর্তারঃ
স্পৃষ্টা স্নানং বিধীয়তে ॥ ২০ ॥ আদেশঃ পঠিতে
যন্ত আদেশক দদাতি যঃ । দ্বাবেতো পাপকর্ম্মাণৌ
পাতালতলবাসিনৌ ॥ ২১ ॥ আদেশঃ পঠিতে যন্ত
রাজদ্বারে তু মানবঃ । সোহপি দেবি ভবেদ্রুক্ষ
উষরে কণ্টকারতঃ । স্থিতো বৈ নৃপতিদ্বারি যঃ
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ন
ভূতং ন ভবিষ্যতি । বরং কুর্ষন ক্রবং দেবিন
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২৩ ॥ হুয়া গাশ্চ বরং মাংসং
ভক্ষয়ীত বিজ্ঞাধমঃ । বরং জীবৎ সমং শ্লেচ্ছন
কুর্যাদ্বেদবিক্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥ প্রত্যক্ষোক্তিঃ প্রত্যয়চ

করিলেও প্রলয়াস্ত কাল যাবৎ নরকভোগ
করিতে হয় । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, দরিদ্রধনহরণ,
শুরুপত্নীগমন ও স্বর্গচৌর্য্য করিলে স্বর্গবাসীও
পতিত হয় । সাধারণ পশু অপেক্ষা একটি
ধেনু সহস্রগুণ অধিক ফলদায়ক, একটি অন-
ভান দশধেনু সমান, দশটি অনভানের তুল্য এক
খানি যান, দশখানি যানের তুল্য একটি অশ্ব,
দশটি অশ্বের তুল্য একটি কত্তা, কিন্তু ভূমিদান তদ-
পেক্ষাও অধিক ফল দায়ক । অতএব সর্গপ্রযত্নে
বিশেষতঃ সর্গপাপহর মহাক্ষেত্রে কদাচ এসকল
বিক্রয় করিবে না । চিত্তিকাষ্ট, যজ্ঞযুপ ও বেদবিক্রয়ী
ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয় । যে
মানব আদেশ দান করে, আর যে আদেশ পাঠ
করে, এই উভয় পাপকর্ম্মই পাতালতলগত নরকে
বাস করে । হে দেবি ! যে মানব রাজদ্বারেও
আদেশ পাঠ করে, সেও উষর স্থলে কণ্টকারত
রুক্ষরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে । রাজদ্বারে থাকিয়া
যে জন বেদ বিক্রয় করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাসম
পাতক হয় ; এমন পাপজনক অপরাধ কোন কাহা
এতাবৎ হয় নাই, আর হইবেও না । হে দেবি !
বরং ব্রহ্মহত্যা বা গোহত্যাও করিবে, পরন্তু
বেদ বিক্রয় করিবে না । অথম্ব দ্বিজ বরং গো-
হত্যা করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে, কিম্বা

প্রশ্নপূর্ব্বঃ প্রতিগ্রহঃ । যাজ্ঞান্যাপনে বাদঃ যজুর্বিধৌ
বেদবিক্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বেদাঙ্কবাণি যাবন্তি নিযুক্তৈরু
স্বার্থকারণাং । তাবতৌর্জ্জ্বলহত্যা বৈ প্রাপ্তুয়াদ্বেদ-
বিক্রয়ী ॥ ২৬ ॥ বেদানুযোগাদুযো দদাদ্ ব্রাহ্মণায়
প্রতিগ্রহম্ । স পূর্ব্বং নরকং যাতি ব্রাহ্মণ-
স্তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥ বৈবশ্বেদেবেন হীনা যে হীনা-
শ্চাতিথ্যতোহপি যে । কর্ম্মণা সর্গবৃষলা বেদযুক্তা
হপি দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥ যেসামধ্যায়নঃ নাস্তি যে চ
কেচিদনগ্রয়ঃ । কুলং বাশ্রোত্রিয়ং যেবাং তে সর্গে
শূদ্রজাতয়ঃ ॥ ২৯ ॥ যতেহহনি পিতৃর্ভগ্ন ন
কুর্য্যাজ্জান্নমাদরাৎ । মাতৃশ্চৈব বরারোহে স দ্বিজঃ
শূদ্রসমিভঃ ॥ ৩০ ॥ যতকে যন্ত ভুক্তীত গৃহীত-
শশিভাস্করে । গজচ্ছায়াশু যঃ কশ্চিৎ চ শূদ্র
বদাচরেৎ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মচারিণি যজ্ঞে চ যতো
শিল্পিনি দৌক্ষিতে । যজ্ঞে বিবাহে সত্রে চ সূতকং
ন কদাচন ॥ ৩২ ॥ গোরক্ষকান বণিজকাংস্তথা কারু-
কুলীবান । কুর্যান্ বান্ধুধিকান্শ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্র-
বদাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমানৌ
বিকর্ম্মনু । দান্তিকৌ তুচ্ছতপ্রায়ঃ স চ শূদ্রসমঃ

শ্লেচ্ছগণ সহ বাস করিবে, কিন্তু কদাচ বেদবিক্রয়
করিবে না । সাক্ষ্যপ্রদান, শপথগ্রহণ, প্রশ্নপূর্ব্বক
প্রতিগ্রহগ্রহণ, যাজ্ঞন, অধ্যাপন, ও তর্ক,—বেদ-
বিক্রয় এই যজুর্বিধি ॥ ১১—২৫ ॥ স্বার্থসাধন মানসে
যতগুলি বেদাঙ্কর ব্যবহার করে, বেদবিক্রয়ী তত-
গুলি জ্ঞানহত্যা প্রাপ্ত হয় । বেদের বিনিময়ে যদি
ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ দান করে, তবে প্রথমে দাতা
ও পরে প্রতিগ্রহী ব্রাহ্মণ নরকগামী হয় । বেদ-
বান্ধুদ্বিজগণও যদি বৈবশ্বেদেব ও আতিথ্য কর্ম্ম না
করে, তবে তাহারা সকলেই বৃষল পদবাচ্য । যাহা-
দের স্বাধ্যায় নাই অগ্নি নাই, কিম্বা যাহাদের
কুলে শ্রোত্রিয় নাই, তাহারা সকলেই শূদ্রজাতি
বলিয়া গণনীয় । অগ্নি বরারোহে ! যে জন
পিতামাতার মৃততিথিতে সাদরে শ্রাদ্ধ করে না,
সে শূদ্রতুল্য । মৃতশৌচে, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে ও
গজচ্ছায়া যোগে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে
ও শূদ্রের স্তায় মনে করিবে । ব্রহ্মচারী, শিল্পী ও
দৌক্ষিত ব্যক্তির এবং যজ্ঞ, বিবাহ ও সত্র ব্যাপারে
কদাচ সূতকাশৌচ হয় না । গোরক্ষক, বণিক,
শিল্পী, চারণ, কৃষিরত ও বান্ধুধিককে শূদ্রবৎ গণনা
করিবে । ব্রাহ্মণ যদি পতনসাধন হীন কর্ম্ম

মৃতঃ । ৩৪ । অন্নাত্মী মলং ভুঞ্জেত অজ্ঞানী
পুষ্যশোণিতম্ । অহং তু কুমীন ভুঞ্জেত অদম্বা
বিষভোজনম্ ॥ ৩৫ ॥ পরায়েন তু ভুঞ্জেত মৈথুনং
যোহধিগচ্ছতি । যস্তান্নং তস্মৈ তে পুত্রা অন্নাক্ষুণ্ণ-
প্রবর্ততে ॥ ৩৬ ॥ রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং
ব্রহ্মবর্চসম্ । আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নং যশশ্চক্ষাব-
কর্ষিনঃ ॥ ৩৭ ॥ কাকান্নং প্রজা হস্তি বলং
নির্গজকশ্চ চ । গণান্নং গণিকান্নং চ লোকেভ্যঃ
পরিব্রজতি ॥ ৩৮ ॥ পুয়ঃ চিকিৎসকস্তান্নং
পুংশ্চল্যাশ্বমমিশ্রিয়ম্ । বিষ্ঠা বার্ক্শুযিকস্তান্নং শস্ত্র-
বিক্রয়িণো মলম্ ॥ ৩৯ ॥ গায়ত্রীসারমাত্রোহপি বরং
বিপ্রঃ স্মৃতিতঃ । নায়ত্রিতশ্চতুর্বেদী সর্বাশী
সর্ববিক্রয়ী ॥ ৪০ ॥ সদ্যাঃ পততি মাংসেন লাক্ষ্মী
লবণেন চ । ত্র্যহণে শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণো
ক্ষীরবিক্রয়ী ॥ ৪১ ॥ রসা রসৈর্নিয়ন্তব্যং নত্বেব
লবণং রসৈঃ । কৃতান্নঞ্চ চ কৃতান্নেন তিলা ধাত্মেন
তৎসমাঃ ॥ ৪২ ॥ ভোজনাত্যগ্নানাদানাদ্যদন্তং
কুরুতে তিলৈঃ । কুমিভূতঃ স বিষ্ঠায়াং পিতৃতিঃ সহ

ব্রত হয়, কিম্বা দান্তিক অথবা দৃষ্টতকারী হয়, তবে
সেও শূদ্র সদৃশ ১২৬—৩৪। অন্নাত অবস্থায় ভোজন-
কারী মলই ভোজন করে, জপহীন ব্যক্তি পুষ-
্যশোণিতই ভোজন করে, হোমরহিত ব্যক্তি কুমিই
ভোজন করে, আর দান না করিয়া ভোজন
করিলে তাহার বিষভোজনই করা হয় । পরান্ন
ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে তাহাতে যে সন্তান
জন্মে, সেই সন্তান যাহার অন্ন ভোজন করা হই-
য়াছে, তাহারই ; কারণ অন্ন হইতেই শুক্র জন্মে ।
রাজার অন্ন তেজ, শূদ্রান্ন ব্রহ্মণ্য, স্বর্ণকারান্ন আয়ু,
কর্ণকারান্ন যশ, শিল্পীর অন্ন সন্তান, রজকারান্ন বল,
গণান্ন ও গণিকান্ন স্বর্গাদিলোকগতি বিনষ্ট করে ।
চিকিৎসকের অন্ন পুয়, ব্যভিচারিণীর অন্ন শুক্র,
বার্ক্শুযিকের অন্ন বিষ্ঠা এবং শস্ত্রবিক্রয়ীর
অন্ন মলম্বরূপ । সংযতচেতা বিপ্র গায়ত্রীমাত্র
সার হইলেও ভাল ; পরন্তু সর্বাশী সর্ববিক্রয়ী
অংঘযত চতুর্বেদীও ভাল নহে । ব্রাহ্মণ, মাংস,
লাক্ষ্য ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্যাঃ পতিত
হয় ; আর দৃষ্ট বিক্রয় করিলে তিন দিনেই শূদ্রত্ব
প্রাপ্ত হয় । রসের বিনিময়ে রস গ্রহণ করিবে,
পরন্তু লবণ গ্রহণ করিবে না ; আর কৃতান্ন দ্বারাই
কৃতান্ন গ্রহণ করিবে ; এবং ধাত্ত দ্বারা তিল সংগ্রহ
করিবে । তিল দ্বারা ভোজন, অভ্যাগ্ন ও দান

মজ্জতি ॥ ৪৩ ॥ অপুশঞ্চ হিরণ্যং ৫ গায়ত্র্যং পৃথিবীং
তিলান্ । অবিদ্বান্ প্রতিগ্রহাতি ভক্ষ্যীভবতি
কাঠবৎ ॥ ৪৪ ॥ হিরণ্যমায়ু রত্নং চ ভূচাকর্ষতর্গো-
স্তনুম্ । অশ্বশ্চক্ষুষ্যং বাসো যতঃ তেজস্তিলাঃ
প্রজাঃ ॥ ৪৫ ॥ অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ ক্ষণবান্
ক্রিয়তে যদি । অগ্নিহোত্রং তপশ্চৈব সর্বং তদ্ধনিনো
ধনম্ ॥ ৪৬ ॥ সোমবিক্রয়েণ বিষ্ঠা ভেষজে পুষ-
্যশোণিতম্ । নষ্টং দেবলকে দানং হুপ্রতিষ্ঠং চ
বার্ক্শুকে ॥ ৪৭ ॥ দেবার্চনপরো বিপ্রো বিষ্ঠার্থী
ভুবনজয়ে । অসৌ দেবলকো নাম হব্যকব্যেযু
গর্হিতঃ ॥ ৪৮ ॥ ভাতুম্ভূতস্ত ভাৰ্য্যায়াং যো গচ্ছেৎ
কামপূর্বকম্ । ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো
দিধিযুপতিঃ ॥ ৪৯ ॥ দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে
যোহগ্রজে স্থিতে । পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরি-
বিত্তিস্ত পূর্বজঃ ॥ ৫০ ॥ যো নরোহন্তস্ত বাসাংসি
কূপোদ্যানগৃহাণি চ । অদন্তান্নাপখুজানঃ স তৎ
পাপতুরীয়ভাক্ ॥ ৫১ ॥ আমন্ত্রিতস্ত যঃ শ্রাদ্ধে

ব্যতীত অপর কোন কার্য্য করিলে মানব পিতৃগণ
সহ কুমিরূপে বিষ্ঠায় মগ্ন হইয়া থাকে । অবিদ্বান্
মানব যদি হিরণ্য, গো, অশ্ব, পৃথিবী, তিল,—এ
সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে, তবে কাঠবৎ ভক্ষ্যী-
ভূত হয় । হিরণ্য ও রত্ন প্রতিগ্রহে আয়ু, ভূমি
ও গো প্রতিগ্রহে শরীর, অশ্ব প্রতিগ্রহে চক্ষু, বসন
প্রতিগ্রহে স্বক, যতপ্রতিগ্রহে তেজ এবং তিল
প্রতিগ্রহে প্রজা বিনাশ হয় । অগ্নিহোত্রী তপস্বী,
ও সংকল্পোন্মুখ মানব যাহার ধন দ্বারা তত্তৎকার্য্য
করে, বাহার ধন, তাহারই তত্তৎকার্য্যজনিত ফল
লাভ হয় । সোমবিক্রয়ীকে দান করিলে তাহা
বিষ্ঠা, এবং চিকিৎসককে দান করিলে তাহা পুষ-
্যশোণিত সদৃশ ; আর দেবলকে প্রদত্ত দ্রব্য নষ্ট
ও বার্ক্শুযিককে প্রদত্ত দ্রব্য ব্যর্থ হইয়া যায় !
ত্রিভুবনে যেজন ধনলোভে দেবার্চনপরায়ণ হয়,
তাহাকে দেবলক বলে ; সে হব্য-কব্যে নিন্দনীয় ।
মৃত ভাতার ভাৰ্য্যা ধর্ম্মানুসারে নিযুক্ত হইলেও
যদি কেহ কামবশে তাহাতে উপগত হয় ; তাহাকে
দিধিযুপতি বলে । অগ্রজ ভ্রাতা বর্তমানে যে
ব্যক্তি দারপরিগ্রহ কিম্বা অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে,
সে পরিবেত্তা, আর তদীয় অগ্রজ পরিবিত্তি বলিয়া
বিজ্ঞেয় ১৩৫—৫০ । যে মানব অদন্ত পরকীয় বসন,
কূপ, উদ্যান বা গৃহ উপভোগ করে, সে দ্রব্য-
স্বামীর পাপেরও চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয় । শ্রাদ্ধে

বৃষল্যা সহ মোদতে । দাতুর্দুষ্কৃতঃ কিঞ্চিৎ
সর্গং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫০ ॥ ঋতামৃত্যুভ্যাং জীবৈত
মৃতেন প্রমৃতেন বা । সত্যানুতাভ্যাং জীবৈত ন
ঋত্যা কথঞ্চন ॥ ৫১ ॥ ভৈক্ষ্যং নিত্যমৃতং জ্ঞেয়ম-
মৃতং স্তাদযাচিতম্ । মৃতস্ত বুদ্ধ্যাজীবিত্বং প্রমৃতং
কথঞ্চন স্মৃতম্ ॥ ৫২ ॥ সত্যানুতং চ বাণিজ্যং তেন
চৈবোপজীবাতে । সেবা ঋত্তিরাপ্যাতা তস্মাত্তাঃ
পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ বিপ্রযোনিং সমাসাদ্য সঙ্করং
পরিবর্জয়েৎ । মাহুধ্যং দুর্লভং লোকে ব্রাহ্মণ্য-
মধিকং ততঃ ॥ ৫৪ ॥ একশয্যাসনং পঙ্ক্তিকুর্ভাণ্ড-
পকান্নমিশ্রণম্ । যাজ্ঞনাধ্যাপনং যোনিমুখা চ
সহ ভোজনম্ । নবধা সঙ্করঃ প্রোক্তো ন
কর্তব্যোহধর্মৈঃ সহ ॥ ৫৫ ॥ অজীবন কৰ্ম্মণা
শ্বেন বিপ্রঃ ক্কাত্রং সমাশ্রয়েৎ । বৈশ্বকর্মাথবা
কুর্ধ্যাচার্হলং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ কুসৌদ-
কৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ভীত স্বয়ং কৃতম্ । আপৎ-
কালে স্বয়ং কুর্ক্বন স্নানেন স্পৃশ্যতে দ্বিজঃ ॥ ৫৭ ॥
লকলাভঃ পিতৃন দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব তর্পয়েৎ । তে

তৃণান্তস্ত তৎপাপং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
জলগোশকটীরামযাক্সাবুদ্ধিবণিকক্রিয়াঃ । অনুপ-
পকতো রাজা হৃভিকৈ জীবিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥
অসতোহপি সমাদায় সাধুভোগ্য যঃ প্রযচ্ছতি । ধনং
স্বামিনমাত্মনং সস্তারয়তি দুস্তরাৎ ॥ ৬০ ॥ শূদ্রে
সমগুণং দানং বৈশ্ণে তদ্বিগুণং স্মৃতম্ । শ্রোত্রিয়ে
তচ্চ সাহস্রমনন্তং চারিহোত্রিকে ॥ ৬১ ॥ ব্রাহ্মণাতি-
ক্রমো নাস্তি নাচরেদযোব্যবহিতিম্ । জলন্তমগ্নি-
মুৎসৃজ্য ন হি তস্মিন হুয়তে ॥ ৬২ ॥ বিদ্যা-
তপোভ্যাং হানেন নৈব গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ । গৃহ্নন
প্রদাতারমধো নয়ত্যাশ্বানমেব চ ॥ ৬৩ ॥ তস্মা-
চ্ছোত্রিয় এবার্হো গুণবাক্ত্রীলবান্ তৃচিঃ । অব্যক্তস্তত্র
নির্দোষঃ পাত্ৰাণাং পরমং স্মৃতম্ ॥ ৬৪ ॥ কপালস্থং
যথাতোয়ং ঋত্বতো চ যথা পয়ঃ । দুষিতং স্থানদোষেণ
বৃত্তহীনে তথা ঋতম্ ॥ ৬৫ ॥ দত্তং পাত্রমতিক্রম্য
যদপাত্রে প্রতিগ্রহঃ । তদন্তঃ গামতিক্রম্য গর্দভস্ত
গবাহিকম্ ॥ ৬৬ ॥ বৃত্তং তস্মাত্তু সংরক্ষেদ্বিত্ত-
মেতি গতং পুনঃ । অক্ষীণো বিত্ততঃ ক্ষীণো

নিমজ্জিত হইয়া যে দ্বিজ বৃষলী সন্তোষ করে, সে
ব্রাহ্মদাতার যাহা কিছু দ্রুত, তৎসমস্তই প্রাপ্ত
হয় । দ্বিজগণ, ঋত, অমৃত, মৃত, বা প্রমৃত বৃত্তি
দ্বারা কিছা সত্যানুত দ্বারা জীবন যাপন করিবেন;
পরন্তু কদাচ ঋত্তি অবলম্বন করিবেন না ।
ভিক্ষার নাম ঋত, অযাচিত বৃত্তিকে অমৃত;
বুদ্ধি দ্বারা জীবিকার নাম মৃত কৃষিকর্মেয় নাম
প্রমৃত আর বাণিজ্যের নাম সত্যানুত, এ সকলের
দ্বারা জীবন যাপন করিবে; পরন্তু সেবাকেই ঋত্তি
বলে, তাহা সর্বথা বর্জন করিবে । লোকে মাহুধ্য
দুর্লভ, ব্রাহ্মণহ আরও দুর্লভ । অতএব ব্রাহ্মণহ
লাভ করিয়া কদাচ হীনবৃত্তি গ্রহণ করিয়া বৃত্তি-
সঙ্কর করিবে না । এক শয্যা, একাসন, ও
একপাত্র ব্যবহার, একত্র পাক, পকান্নমিশ্রণ, যাজ্ঞন,
অধ্যাপন, যোনিসংস্পর্শ ও একত্র ভোজন,—এই
নববিধ কৰ্ম্ম সঙ্কর পদবাচ্য; অধমজন সহ ইহা
অকর্তব্য । ব্রাহ্মণ নিজবৃত্তি দ্বারা জীবিকাসাধনে
অসমর্থ হইলে ক্কাত্রবৃত্তি কিছা বৈশ্ববৃত্তি আশ্রয়
করিবে । পরন্তু শূদ্রকৰ্ম্ম—সেবা সর্বথা বর্জন
করিবে । আর আপৎকালে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কুসৌদ,
কৃষি ও বাণিজ্য করিতে পারে; উহা
করিলে স্নানান্তে সে স্পর্শযোগ্য হয় । আর
ঐ সকল কার্যে লাভান্তে পিতৃদেব বিপ্র

গণের তৃপ্তিসাধন করিবে; তাহাতে তাঁহার
তৃপ্ত হইয়া তাহার তত্ত্বকৰ্ম্মজানিত পাতক প্রশ-
মিত করেন; সংশয় নাই । হৃভিককালে জল,
গো, শকট, উদ্যান, ভিক্ষা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, অনুপ-
দেশ, পর্বত ও রাজা ইহাদের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ
করিবে । যে জন অসৎ ব্যক্তির নিকট ধনগ্রহণ
করিয়া যদি সাধুকে তাহা দান করে, তবে সে সেই
ধনস্বামীকে ও আত্মাকেও দুস্তর ভবসাগর হইতে
পরিজ্ঞান করিতে পারে । শূদ্রে দানে সমকল,
বৈশ্ণে তাহার দ্বিগুণ, শ্রোত্রিয়ে সহস্রগুণ, আর
অগ্নিহোত্রীকে দানে অনন্ত কল লাভ হইয়া থাকে ।
ব্রাহ্মণ সহস্রে সমাগন দূরস্থ ইত্যাদি বিচার অনা-
বজ্রক; কারণ জলন্ত অগ্নি পরিহার করিয়া ভস্মে
হোম করিতে নাই । তপোবিদ্যাহীন ব্রাহ্মণের
প্রতিগ্রহ করা অকর্তব্য । প্রতিগ্রহ করিলে দাতার
সহিত তাহার অধঃপাত ঘটে । এ নিমিত্ত অব্যক্ত
নির্দোষ স্ত্রীল গুণবান্ শ্রোত্রিয়েই প্রতিগ্রহের
যোগ্য;—তাদৃশ পাত্রই পাত্রনিচয় মধ্যে প্রশস্ত ।
কপালস্থ জল ও সারমেয়চর্ম্মহ দুগ্ধবৎ অসচ্ছিন্ন
ব্রাহ্মণের বিদ্যাও আধারদোষে নিন্দনীয় । পাত্র
ত্যাগ করিয়া অপাত্রে দান, গোকে না দিয়া
গর্দভকে আহার্যদানবৎ নিফল । অতএব সর্ব
প্রযত্নে বৃত্ত রক্ষা করিবে; বিত্ত বিগত হইলেও

হতো হতঃ । ৬৯ । প্রথমং তু
 গুরো দানং দত্তা শ্রেষ্ঠমনুক্রমাৎ । ততো-
 হন্তেষাং তু বিপ্রাণাং দদ্যাৎ পাত্ৰানুরূপতঃ । ৭০ ।
 গুরো ন দত্তঃ যদানং দত্তঃ পাত্রেষু মানবৈঃ ।
 নিফলং তন্তবেৎ প্রেত্য যাত্নাতাধোগতিং প্রতি । ৭১ ।
 অবমানং গুরোঃ কৃত্বা কোপয়িত্বা তু দুৰ্ম্মতি ।
 গুৰ্ধমানহতো মুঢ়ো ন শাস্তিমধিগচ্ছতি । ৭২ ।
 গুরোরভাবে তৎপুত্রং তদ্বাধ্যাং তৎপুত্রং বিনা ।
 পুত্রঃ প্রপৌত্রঃ দৌহিত্রঃ হত্যাং বা তৎকুলোদ্ভবম্ । ৭৩ ।
 পঞ্চযোজনমধ্যে তু শ্রয়তে স্বগুরুৰ্ধদা । তদা
 নাতিক্রমেদানং দদ্যাৎ পাত্রেষু মানবঃ । ৭৪ । যতি-
 শ্চেৎ প্রার্থয়েন্নোভাদ্যমানং প্রতিগ্রহম্ । ন তন্ত
 দেয়ং বিদ্বদ্ভিন্ন লোভঃ শস্ততে যতেঃ । ৭৫ । ধনং
 প্রাপ্য যতিলোকৈক মৌনং জ্ঞানং চ নাভ্যসেৎ ।
 উপভোগং তু দানেন জীবিতং ব্রহ্মচর্যয়া । ৭৬ ।
 কুলে জন্ম চ দীক্ষাভির্থে গতাশ্চে নরোত্তমাঃ ।
 সৌভাগ্যমাণুয়াল্লোকৈ নুনং রসবিবজ্জনাৎ । ৭৭ ।

আবার সমাগত হইতে পারে; বিত্ত ক্ষীণ
 হইলে মানব প্রকৃতপক্ষে ক্ষীণ হয় না, কিন্তু বৃত্ত
 বিহত হইলে সে মৃততুল্য হয় । ৫১—৬৯ । প্রথমে
 গুরুকে দান করিয়া পরে প্রাধান্য অনুসারে
 অপরাপর বিপ্রকে পাত্ৰানুরূপ দান করিবে ।
 মানবগণ গুরুকে না দিয়া যদি অপরাপর
 সুপাত্রেও দান করে, তবে সেই দান পরকালে
 নিফল হইয়া যায়, আর দাতার অধোগতি হইয়া
 থাকে । দুৰ্ম্মতি মুঢ় মানব গুরুর অপমান করিয়া
 কিছা তাঁহার কোপোৎপাদন করিয়া কদাচ শাস্তি
 লাভে সমর্থ হয় না । গুরুর অভাবে গুরুর পুত্র,
 তদভাবে ভাৰ্য্যা, তদভাবে পৌত্র, অভাবে প্রপৌত্র,

ব্যক্তিকেই গুরুবৎ সম্মান করিবে । স্বীয় গুরু পঞ্চ
 যোজন মধ্যে আছেন, ইঙ্গ জানিতে পারিলে মানব
 কর্ত্তে তাহাকে কদাচ অতিক্রম করিবে না । পরন্তু
 পঞ্চযোজন মধ্যে গুরু না থাকিলে সংপাত্রে দান-
 কার্য্য করিবে । যতি ব্যক্তি যদি লোভবশে দান
 প্রার্থনা করে, তবে বিদ্বান্ জনগণ তাঁহাকে দান
 করিবেন না; যেহেতু যতির লোভ প্রশস্ত
 নহে । ৭০—৭৫ । যতি যদি সংসারে ধনলাভ
 করে, তবে সে মৌন বা জ্ঞানাভ্যাস করিবে না;
 স্নাতরাং তাহাকে দান করা অকর্ত্তব্য । যাহারা
 দান দ্বারাই ধনোপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবন,

স্বায়ত্নতাঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বা ভবন্ত্যামিষবর্জ্জনাৎ । ৭৮ ।
 চীরবন্ধলধুক্ত্যক্কা বস্ত্রাণাভরণানি চ । নাগাধিপত্যং
 প্রাপ্নোতি উপবাসেন মানবঃ । ৭৯ । ক্রৌড়শ্চে সত্য-
 বাক্যেন স্বর্গে বৈ দৈবতৈঃ সহ । অহিংসয়া তথা-
 যোগাৎ দানাৎ কীর্ত্তিমনুক্রমাৎ । ৮০ । দ্বিজশুশ্রূষয়া
 রাজাং দ্বিজত্বং চাতিপুঙ্কলম্ । দিব্যরূপমবাপ্নোতি
 দেবশুশ্রূষয় নরঃ । ৮১ । অন্নদানাদ্ভবেতৃপ্তিঃ সৰ্ব্ব-
 কামৈরনুত্তমৈঃ । দীপস্ত তু প্রদানেন চক্ষুশ্চান্ জায়তে
 নরঃ । ৮২ । তুষ্টির্ভবেৎ সৰ্ব্বকালং প্রদানাদাক্ষ-
 মালাযোগঃ । লবণস্ত তু দাতারস্তিলানাং সর্গিষ-
 স্তথা । তেজস্বিনোহপি জায়ন্তে ভোগিনশ্চির-
 জীবিনঃ । ৮৩ । সুচিত্রবস্ত্রাভরণোপধানং দদ্যান্নরো
 যঃ শয়নং দ্বিজায় । রূপাদিতাং পশ্চবতীঃ মনোজ্ঞাং
 ভার্য্যামরালোপচিতাং লভেৎ সঃ । ৮৪ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে পাত্ৰাপাত্রবিচারবর্ণনং নাম
 সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৭ ।

অষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেবাবাচ । ইদং দেয়মিদং দেয়মিতি প্রোক্তং
 তু যক্ষুভৌ । দানাদানবিশেষাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি

আর দীক্ষা দ্বারা সংকুলজন্মের সাফল্য সাধন
 করিয়া গত হন, তাঁহারাই নরোত্তম । রস-
 বর্জ্জন করিলে সৌভাগ্য লাভ হয়; আর আশিষ
 বর্জ্জন করিলে স্বায়ত্নান সন্তান লাভ হয় । বস্ত্রা-
 ভরণবর্জ্জনপূর্ব্বক চীরবন্ধলধারণ করিয়া উপবাস
 করিলে হস্তিযুক্ত রাজত্ব লাভ হয় । সত্যভাষণকলে

আরোগ্য, দানে অনুত্তমা কীর্ত্তি, দ্বিজশুশ্রূষায়
 রাজ্য ও উত্তম দ্বিজত্ব, দেবশুশ্রূষায় দিব্যরূপ,
 অন্নদানে সৰ্ব্বকামযুতা তৃপ্তি, দীপদানে চক্ষুর্জ্যোতি,
 এবং গন্ধমালাদানে নিয়ত তৃপ্তিলাভ হয় । লবণ,

চিরজীবী হয় । যে মানব ব্রাহ্মণকে সচিত্র-বস্ত্র-
 আভরণ ও উপাধানসহ শয্যা দান করে, সে আরাল-
 পশ্মা মনোহরা সুরূপা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয় । ৭৬—৮৪ ।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৭

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দেবী কহিলেন,—ঋতিতে যে, “ইহা দিবে,
 ইহা দিবে” এইরূপ বলা হইয়াছে, তৎসদৃশে দান

তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ কানি দানানি শস্তানি কৈশ্চ দেয়ানি
কান্তপি । কালং দেশং চ পাত্রং চ সৰ্ব্বমাচক্ষু মে
বিভো ॥ ২ ॥ ঐশ্বর উবাচ । বুধা জন্মানি চহ্মরি
বুধা দানানি ষোড়শ । সুজন্মানি চ চহ্মরি মহাদানানি
ষোড়শ ॥ ৩ ॥ দেবুবাচ । এতদ্বিস্তরতো ক্রুহি
দেবদেব জগৎপতে ॥ ৪ ॥ ঐশ্বর উবাচ । বুধা
জন্মানি চহ্মরি যানি তানি নিবোধ মে । কুপুত্রাণাং
বুধা জন্ম যে চ ধৰ্ম্মবহিকৃতাঃ । প্রবাসং যে চ গচ্ছন্তি
পরদাররতাঃ সদা ॥ ৫ ॥ পরপাকং চ যেন্মন্তি পর-
দাররতাশ্চ যে । অপ্রত্যাখ্যা বুধা দানং সদোষং চ
তথা প্রিয়ে ॥ ৬ ॥ আকুটপতিতে চৈব অস্ত্রায়ো-
পার্জিতং ধনম্ । বুধা ব্রহ্মহণে দানং পতিতে
তস্বরে তথা ॥ ৭ ॥ শুরোশ্চাপ্রীতিজননে কৃত্বৈ
গ্রামযাজকে । ব্রহ্মবন্ধো চ যদন্তঃ যদন্তঃ
বৃষলীপতো ॥ ৮ ॥ বেদবিক্রয়িণে চৈব যন্ত
চাপোপতিগৃহে । স্ত্রীনির্জীতে চ যদন্তঃ বুধা
দানানি ষোড়শ ॥ ৯ ॥ সুজন্ম চ সুপুত্রাণাং যে চ ধৰ্ম্মে
রতা নরাঃ । প্রবাসং ন চ গচ্ছন্তি পরদারপরাসুখাঃ ॥
১০ ॥ গাবঃ সুবর্ণং রজতং রত্নানি চ সরস্বতী ।
তিলাঃ কস্তা গজোহংগু চ শয্যা বস্ত্রং তথা মহী ॥ ১১ ॥
ধাতুং পয়শ্চ চ্ছত্রং চ গৃহং চোপকরারিচম্ । এতা-

স্তেব মহাদেবি মহাদানানি ষোড়শ ॥ ১২ ॥ গৰ্ব্বা-
বৃত্তন্ত যো দদ্যাদ্ভ্যাং ক্রোধান্তধৈব চ । ভুভেক্ত
দানফলং তন্ধি গৰ্ভস্থো নাত্ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ বাল-
হেহপি চ সোহম্মতি যদন্তঃ দন্তকারণাৎ । মন্থ্যনা
মন্তনা চৈব তধৈবার্হন্ত কারণাৎ ॥ ১৪ ॥ দেশে
কালে চ পাত্রে চ শুক্লে ন মনসা তথা । স্ত্রায়ার্জিতং
চ যো দদ্যাদ্যৌবনে স তদশ্নুতে ॥ ১৫ ॥ অস্ত্রায়ো-
নার্জিতং জ্বামপাত্রে প্রতিপাদিতম্ । ক্রীষ্টং চ
বিধিহীনং চ বুদ্ধভাবে তদশ্নুতে ॥ ১৬ ॥ তস্মাদ্দেশে
চ কালে চ সুপাত্রে বিবিনা নরঃ । শুভার্জিতং
প্রযুক্তাত শ্রদ্ধয়া শাঠ্যবর্জিতং ॥ ১৭ ॥ স্বাধ্যায়্যাচ্য-
ভোগবন্তং প্রশান্তং পুরাণজং পাপভীকং বদা-
তম্ । স্ত্রীষু ক্ষান্তং ধার্ম্মিকং গোশরণ্যং ব্রতৈঃ
ক্রান্তং তাদৃশং পাত্রমাহঃ ॥ ১৮ ॥ সত্যং দম-
স্তপঃ শৌচং সন্তোষোহনৈর্ধ্যমার্জবম্ । জ্ঞানং
শমো দয়া দানমেতৎ পাত্রম্ লক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥
এবংবিধে তু যৎপাত্রে গামেকাং তু প্রযচ্ছতি ।
সমানবৎসাং কপিলাং ধেনুং সৰ্ব্বগুণাধিতাম্ ॥ ২০ ॥
রৌপ্যপাদাং স্বর্ণশৃঙ্গীং কুড্রলোকে মহীয়তে । একাং
গাং দশশৃঙ্গদ্যাদ্যোশতী চ তথা দশ ॥ ২১ ॥ শতং

গৃহ, এই ষোড়শ পদার্থ দানই মহাদান । গদ,
ক্রোধ, কিংবা ভয়বশতঃ যাহা দান করা যায়, তাহার
ফল গৰ্ভবাসকালেই ভোগ হয় । ইহাতে সংশয়
নাই । দস্তবশে দান করিলে বাল্যকালে তৎফল-
ভোগ হয় । হুঃখতভাবে কিংবা অসদভিপ্রায়ে অথবা
অর্থলোভে দান করিলে তাহারও বাল্যকালেই
ফলভোগ হইয়া থাকে । যোগ্য দেশ-কাল-পাত্রে
স্ত্রায়ার্জিত ধন প্রদত্ত হইলে যৌবনকালে তাহার
ভোগ হয় ; এজন্য মানবের পক্ষে দেশে কালে
পাত্রে বিধানমতে শ্রদ্ধাসহকারে সরলচিত্তে সংপথে
অর্জিত ধন দান কর্তব্য । ১—১৭ । স্বাধ্যায়্যাচ্য,
যোগী, প্রশান্ত, পুরাণজ, পাপভীক, বদান্ত, স্ত্রীজনে
জিতেপ্রিয়, ধার্ম্মিক, গোপালক, ও ব্রতকারী ব্যক্তি-
কেই পাত্র বলে । সত্য দম, তপস্তা, শৌচ, সন্তোষ
অনীষা, সরলতা, জ্ঞান, শম, দয়া, ও দান,—এ
সকল দানপাত্রের লক্ষণ ; অর্থাৎ এই সকল গুণ
যাহার আছে, তিনিই সংপাত্র । যে মানব এব-
দ্বিধ গুণবান্ পাত্রে বৎসাবিতা, রৌপ্যমণ্ডিতপাদা,
স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গী সৰ্ব্বগুণাধিতা কপিলা-গাভী প্রদান
করে, সে অস্তে কুড্রলোকে সসম্মানে বাস করিতে
পারে । যাহার দশটী গো আছে, সে একটী গোদান

দানের বিশেষ তত্ত্ব উল্লেখ করি । কোন্
কোন দান প্রশস্ত ? কাহাকে কোন্ জব্য দিতে
হয় ? হে বিভো ! কাল দেশ পাত্র—দান সম্বন্ধে
যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সমস্ত আমাকে বলুন । ঐশ্বর
কহিলেন,—চারিটী বুধা জন্ম, চারিটী সুজন্ম ; আর
চারিটী বুধা দান ও চারিটী মহাদান । দেবী কহি-
লেন,—হে জগৎপতি মহাদেব ! ইহাই আমাকে
সবিস্তরে বলুন । ঐশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! যে
চারিটী জন্ম বুধা, তাহা আমার নিকট অবগত হও ।
কুপুত্র, ধৰ্ম্মচ্যুত, প্রবাসী ও সদা পরনারীরত, এই
চারিজন্যের জন্ম বুধা । প্রিয়ে ! যে দান অপ্রত্যা-
খ্যা, যাহা সদোষ, আর যাহা স্ত্রায়ার্জিত ধনের দান, এবং
যে ব্রতাদি হইতে বিচ্যুত, ব্রহ্মঘাতী, পতিত, তস্কর,
শুরুষেয়ী, কৃত্রিম, গ্রামযাজী, ব্রহ্মবন্ধু, বৃষলীপতি,
বেদবিক্রয়ী, স্ত্রীজাতি, ও যাহার গৃহে উপপতি বিদ্যা-
মান,—এই সকলকে যাহা দান করা যায়, এই
ষোড়শবিধ দানই বুধা দান । সুপুত্র, ধার্ম্মিক, অপ্র-
বাসী ও পরদারপরাসুখ, ইহাদের জন্মই সুজন্ম ।
গো, সুবর্ণ, রজত, রত্ন, বিদ্যা, তিল, কস্তা, হস্তী,
অশ্ব, শয্যা, বস্ত্র, হুঁমি, ধাতু, হস্ত, চ্ছত্র, সোপকরণ

সহস্রশৃঙ্গদ্বারা সর্ষে সমকলাঃ স্মৃতাঃ । সুশীলা
সোমসম্পন্ন তরুণী চ পয়স্বিনী । সবৎসা স্তায়লকা
চ প্রদেয়া ব্রাহ্মণ্য গৌঃ ॥ ২২ ॥ বক্ষা সরোগা
হীনাকী হুষ্ঠা বৃদ্ধা যুতপ্রজা । অস্তায়লকা দূরস্থা
নেদৃশীং গাং প্রদাপয়েৎ ॥ ২৩ ॥ যো হৌদৃশীং গাং
দদাতি দেবোদেদেনে মানবঃ । প্রত্যাভোগতিঃ
যাতি ক্রিষ্টতে চ মহেশ্বরী ॥ ২৪ ॥ কষ্টা ক্রিষ্টা
হুর্জলা ব্যাধিতা চ ন দাতব্যা যা চ মূল্যৈরদন্তৈঃ ।
ক্ৰেশো বিপ্রভ্যো যথা জায়তে বৈ তস্তা দাতুশ্চাকলা
সর্বলোকাঃ ॥ ২৫ ॥ অতিথয়ে প্রশস্তায় সৌদতে
চাহিতায়ৈ । শ্রোত্রিয়ায় তথৈকাপি দত্তা বহুভণা
ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ গাং বিক্রীণাতি চেদেবি ব্রাহ্মণো
জ্ঞানহুর্জলঃ । নাসৌ প্রশস্ততে পাত্রং ব্রাহ্মণো নৈব
স স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গোগৃহং
শয়নং দ্বিঘঃ । বিভক্তা দক্ষিণা হেবা দাতারং
নোপতিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥ প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ শয্যা
রত্নোজ্জ্বলাস্তথা । বরাশ্চাপ্সরসো যত্র তত্র
গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ ॥ ২৯ ॥ নাস্তি ভূমিসমং
দানং নাস্তি গজাসমা সরিং । নাস্তি সত্যং

করিবে, শত গো থাকিলে দশটী আর সহস্র গো
থাকিলে শতগাভী দান করিবে । পরন্তু একরূপ দানে
তাহাদিগের সকলেরই তুল্যকল লাভ হইবে ।
সুশীলা, ভূগাদি খাদ্যে অভ্যস্তা, তরুণী, সবৎসা,
স্তায়লকা, দুগ্ধবতী গাভী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ।
বক্ষা, কয়া, অঙ্গহীনা, হুষ্ঠা, বৃদ্ধা, যুতবৎসা অস্তায়-
লকা, অথবা দূরস্থিতা গাভী দান করিবে না ।
অগ্নি মহেশ্বরী ! যে জন দেবোদেধে ঐদৃশী গাভী
দান করে, সে প্রত্যুত বহুক্রেশভোগান্তে অধো-
গতি প্রাপ্ত হয় । কষ্টা, ক্রিষ্টা, হুর্জলা, ব্যাধিতা
কিছা বাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই, ঐদৃশী গাভী
দিবে না । ফলতঃ যে গাভী দ্বারা প্রতীগ্রহী
ব্রাহ্মণের ক্রেশ জন্মে ; তাদৃশী গাভী দানে দাতার
সমস্ত লোকই বিফল হইয়া যায় । অতিথি,
প্রশান্ত, অবসর আহিতায়ি শ্রোত্রিয়, ইহাদিগকে
একটী গাভী দানেও বহুদানজ ফল লাভ হয় ।
অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি গো বিক্রয় করে, তবে সে
অব্রাহ্মণ, কদাচ পবিত্র পাত্রতা লাভ করিতে পারে
না । গো, গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী কদাচ বহুব্যক্তিকে
দিতে নাই ; এ সকল দক্ষিণা বিভক্ত হইলে
তদ্ব্যারা দাতার কোন ফল হয় না । যেখানে
প্রাসাদনিচয় সুবর্ণ নির্মিত, শয্যা রত্নোজ্জ্বল, এবং

পরো ধর্মো নাশ্তো দেবো মহেশ্বরী ॥ ৩০ ॥
উচ্চৈঃ পাবাণযুক্তা চ ন সমা নৈব চোষরা । ন
নদীকূলবিকটা ভূমির্দেয়া কদাচন ॥ ৩১ ॥ ষষ্টি-
বর্ষসহস্রাণ স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ । আচ্ছন্তা চামু-
মস্তা চ তান্তেব নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ কুরুতে
পুরুষঃ পাপং যৎককিহৃস্তিকর্ষিতঃ । অপি গোচর্য-
মাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥ ৩৩ ॥ চ্ছত্রং শয্যাসনং
শব্দে গজাশ্চামরাঃ দ্বিঘাঃ । ভূমিষ্টেযাং প্রদানশ্চ
শিবলোকঃ ফলং স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ আদিত্যেহহনি
সংক্রান্তো গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । পার্শ্বৈশ্চৈব
গোদানে নোপোষাঃ পৌত্রবান্ গৃহী ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্ৰ-
ক্ষয়ে তু সংক্রান্ত্যামেকাদশাং শতে কৃতে । উপবাসং
ন কুর্বাতি যদীচ্ছৎ সন্ততিং ক্রবম্ ॥ ৩৬ ॥ যথা
শুক্লা তথা কৃষ্ণা ন বিশেষ্যোহন্তি কশ্চন । তথাপি
বর্ধতে ধর্ম্যঃ শুক্লায়ামেব গর্ভদা ॥ ৩৭ ॥ দশমৈকা-
দশীবিদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা । নক্তং তত্র প্রকুর্বাতি
নোপবাসো বিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥ উপোষ্যেকাদশীং
যন্ত ত্রয়োদশান্ত পারশম্ । কুরোতি তন্ত নশ্তেতু
দ্বাদশদ্বাদশীকলম্ ॥ ৩৯ ॥ উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন

বরাপ্সরার্য বিরাজমান, গোদাতা সেই স্থানে গমন
করে । ভূমিসম দান নাই, গজাতুল্য নদী নাই,
সত্যাবিক ধর্ম্য নাই আর মহেশ্বর্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
দেবতা নাই । ১৮—৩০ । উচ্চ, পাবাণব্যাগু, অতি-
নিম্ন, উষর, নদীকূলগত ও বিকটাকার ভূমি কদাচ
দান করিবে না । ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে
বাস করে, পরন্তু দত্তভূমির অপহারক ও তদল্প-
মোদক ব্যক্তি তত কাল নরকে বাস করে । মনুষ্য
বৃত্তিকৌণতাবশতঃ যত কি ; পাপ কুরুক না কেন,
গোচর্য্যপ্রমাণ ভূমিদানেই পবিত্র হইতে পারে ।
পুত্র, শয্যা, আসন, শব্দ, গজ, অশ্ব, চামর, নারী
ও ভূমিদানের ফল শিবলোকেই নির্দিষ্ট । রবিবার,
সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, ও পার্শ্ববিহিত তিথিতে
এবং গোদানে পৌত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষেধ ।
বিশেষতঃ অমাবস্তাতে কিছা শত একাদশী উপ-
বাসের পর একাদশীতে সন্ততিস্থিতিকামী মানব
উপবাস করিবে না । একাদশী শুক্লাও যেমন,
কৃষ্ণাও তেমনই ; ইহার কোন ভারতম্য নাই ;
তথাপি কৃষ্ণাপেক্ষা শুক্লায় নিয়ত অধিক পুণ্য লাভ
হয় । গৃহস্থ মানবের পক্ষে দশমীবিদ্ধা একাদশীর
পর দিন দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে তদ্বিনে নক্ত ভোজন
কর্তব্য, উপবাস বিহিত নহে । যে মানব একা-

খাদেন্দ্রসুধাবনম্ । দন্তানাং কাষ্ঠসন্ধ্যাচ্চ হস্তি
সপ্তকুলানি বৈ । ৪০ । দর্শক পৌর্ণমাসক
পিতুঃ সাংবৎসরং দিনম্ । পূর্ববিদ্বানকুরীণো নরকং
প্রতিপদ্যতে । ৪১ । হানিচ্চ সম্বতে: প্রোক্তা
দৌর্ভাগ্যং সমবাণুয়াৎ । দ্রব্যাবাবেহথ শ্রাদ্ধস্ত বিধিঃ
বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ । ৪২ । একেনাপি হি বিপ্রৈণ
যট্টিপিতুং শ্রাদ্ধমাচরেৎ । ষড়র্ঘ্যান্ পারয়েত্তত্র তেভ্যো
দদ্যাৎ দ্যধাবিধি । ৪৩ । পিতা ভুঙ্কেকু দ্বিজকরে মুখে
ভুঙ্কেকু পিতামহঃ । প্রপিতামহস্তালুহঃ কণ্ঠে মাতা-
মহঃ স্মৃতঃ । ৪৪ । প্রমাতামহস্ত হৃদয়ে বুদ্ধো নাতৌ
তু সংস্থিতঃ । অলাভে ব্রাহ্মণশ্চৈব কুশঃ কার্য্যো
দ্বিজঃ প্রিয়ে । ইদং সর্বপুরাণেভ্যঃ সারমুদ্রিত্য
চোচ্যতে । ৪৫ । ন চৈতন্নাস্তিকে দেয়ং পিতুনে
বেদনিন্দকে । প্রাতঃপ্রাতঃসিদ্ধং শ্রাব্যং পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্ । ৪৬ । কুলীনং সর্বশাস্ত্রজ্ঞং যথা দেবং
মহেশ্বরম্ । অস্ত ধর্ম্মস্ত বক্তারং ছত্রং দদ্যাৎ
প্রপূজয়েৎ । ৪৭ । অপূজ্যাচ্চাচকাদ্যস্ত শ্লোকমেকং

দশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে,
তাহার দ্বাদশ-দ্বাদশীর কল বিনষ্ট হইয়া যায় । উপ-
বাস করিয়া শ্রাদ্ধবাসরে দশকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে
না ; ঐ দিন দশে কঠসংযোগ ঘটিলে সপ্তপুরুষ
পর্য্যন্ত দণ্ড হয় । অমাবস্তা, পূর্ণিমা, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও
সংবৎসরিক শ্রাদ্ধবিহিত কার্য্য পূর্ববিদ্ধাতেই
করিবে ; নচেৎ নরকভাগী হইতে হয় এবং
সন্তানহানি ও দৌর্ভাগ্য ঘটিয়া থাকে । অতঃপর
দ্রব্যাবাবে শ্রাদ্ধ কর্তব্য বিধান যথাতত্ত্ব বলিতোছি ।
৩১—৪২ । একজন বিপ্র দ্বারায়ণ ও যট্টিপিতু শ্রাদ্ধ
করিতে পারে । তাহাতে তখন ছয়টি অর্ঘ্যই প্রস্তুত
করিয়া পিতাদি উদ্দেশে যথাবিধি নিবেদন করিবে ।
ব্রাহ্মণের হস্তে পিতা, মুখে পিতামহ, তালুতে
প্রপিতামহ, কণ্ঠে মাতামহ, হৃদয়ে প্রমাতামহ এবং
নাভিতে বুদ্ধ প্রমাতামহ অবস্থানপূর্বক ভোজন
করিয়া থাকেন । প্রিয়ে ! ব্রাহ্মণের অলাভে কুশ
দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে ; ইহা আমি তোমাকে
সর্ব পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া কহিলাম । ৪৩—৪৫ ।
নাস্তিক, পিতৃন কিম্বা বেদনিন্দাকারীকে ইহা
দিবে না । প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহেশ্বরের অর্চ-
নাস্তে ইহা শ্রবণ করিবে । এই ধর্ম্মের বক্তা—কুলীন
সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিবতুল্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক ;
তাহাকে একটি ছত্র প্রদানপূর্বক পূজা করিবে ।
যে ব্যক্তি একটি শ্লোক শুনিয়াও বাচককে অর্চনা

শ্রণোতি চ । নাসৌ পুণ্যমাপ্নোতি শাস্ত্রচোরঃ
স্মৃতো হি সঃ । ৪৮ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পূজয়ে-
চ্চাচকং বৃধঃ । অস্তথা নিফলং তস্ত পুস্তকশ্রবণং
ভবেৎ । ৪৯ । যশ্চৈব তিষ্ঠতে গোহে শাস্ত্রমেতৎ
সুহৃৎভম্ । তস্ত দেবি গৃহে তীর্থে: সহ তিষ্ঠেচ্ছিবঃ
শ্রয়ম্ । ৫০ । বহনাত্ কিমুক্তেন ভবেন্মোকস্ত তাজ-
নম্ । ন চৈতৎ পিতুনে দেয়ং নাস্তিকে দন্তসংযুক্তে ।
৫১ । ইদং শাস্ত্রায় দাস্ত্রায় দেয়ং শৈবদ্বিজয়নে । ৫২ ।
ইতি শ্রীকান্দে দানপাত্রব্রাহ্মণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৮ ।

নবাবধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মার্ক-
ণ্ডেয়শমুদ্রমম্ । তস্মাহুত্তরদিগ্ভাগে মার্কণ্ডেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । ১ । সাবিজ্ঞাঃ পূর্বভাগে তু নাতি-
দূরে বাবস্থিতম্ । মহাধরভবৎ পূর্বং মার্কণ্ডেয়
ইতি ক্রতঃ । ২ । অজরশ্চামরশ্চৈব প্রসাদাৎ পদ্ম-
যোনিঃ । স গতা তত্র বিপ্রেন্দ্রো দেবদেবস্ত
শূলিনঃ । লিঙ্গস্ত স্থাপয়ামাস জাত্বা তৎ কেতুমুদ্র-

না করে, সে শাস্ত্রচোর ;—কদাচ পুণ্যকল প্রাপ্ত
হয় না । অতএব সর্বপ্রযত্নে বাচককে অর্চনা
করিবে ; নচেৎ পুস্তকশ্রবণ বৃথা হইবে । দেবি ।
এই সুহৃৎভ শাস্ত্র যাহার গৃহে থাকে, তাহার গৃহে
শ্রয় শক্তর অপরাপর তীর্থচয় সহ অবস্থান করেন ।
বহু বাগুবিশ্বাসে কলাক ? সেই মানব মোক্ষ-
ভাজন হয় । পিতৃন, নাস্তিক বা দাস্তিককে ইহা
দিবে না ; পরন্তু শাস্ত্র দাস্ত শৈব ব্রাহ্মণকেই ইহা
প্রদান করিবে । ৪৬—৫২

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাবধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
ইহার উত্তর দিকে উত্তম মার্কণ্ডেয়শ্বর তীর্থে
যাইবে । উহা সাবিজ্ঞীর পূর্বদিকে অনতিদূরে
বিরাজিত । পূর্বে মার্কণ্ডেয় নামে এক মহর্ষি
ছিলেন ; তিনি পদ্মজন্মা ব্রহ্মার প্রসাদে অজরামর
হইয়াছিলেন । সেই বিপ্রেন্দ্র উক্ত উত্তম কেতু
অবগত হইয়া সেখানে যাইয়া দেবদেব শিবের

সহস্রশতাব্দ্যাং সর্বে সমকলাঃ স্মৃতাঃ । সুশীলা
সোমসম্পন্ন্য তরুণী চ পয়স্বিনী । সবৎসা স্তায়লকা
চ প্রদেয়া ব্রাহ্মণায় গোঃ ॥ ২২ ॥ বহ্মা সরোগা
হীনাকী কৃষ্টা বৃদ্ধা যুতপ্রজা । অন্তায়লকা দূরস্থা
নেদৃশীঃ গাঃ প্রদাপয়েৎ ॥ ২৩ ॥ যো হৌদৃশীঃ গাঃ
দদাতি দেবোদেদেশেন মানবঃ । প্রত্যাভাষোগতিঃ
যাতি ক্রিষ্টতে চ মহেশ্বরী ॥ ২৪ ॥ কৃষ্টা ক্রিষ্টা
দুর্ভগা ব্যাধিতা চ ন দাতব্যা যা চ মূল্যৈরদত্তৈঃ ।
ক্ৰেশো বিপ্রেষ্যো যথা জায়তে বৈ তস্তা দাতৃশাকলা
সর্বলোকাঃ ॥ ২৫ ॥ অতিথয়ে প্রশান্তায় সৌদতে
চাহিতায়ৈ । শ্রোত্রিয়ায় তথৈকাপি দত্তা বহুভুগা
তবেৎ ॥ ২৬ ॥ গাঃ বিক্রীণাতি চেদেবি ব্রাহ্মণো
জানদুর্ভগা । নাসৌ প্রশস্ততে পাত্ৰং ব্রাহ্মণো নৈব
স স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥ বহুভ্যো ন প্রদেয়ানি গোগৃহঃ
শয়নং স্নিগ্ধং । বিভক্তা দক্ষিণা হোবা দাতারং
নোপতিষ্ঠতি ॥ ২৮ ॥ প্রাসাদা যত্র সৌবর্ণাঃ শয্যা
রত্নোজ্জ্বলাস্তথা । বরাশ্চাম্পরসো যত্র তত্র
গচ্ছন্তি গোপ্রদাঃ ॥ ২৯ ॥ নাস্তি ভূমিসমঃ
দানং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ । নাস্তি সত্যাত্

পরো ধর্মো নাশ্তো দেবে মহেশ্বরাৎ ॥ ৩০ ॥
উচ্চৈঃ পাষাণযুক্তা চ ন সমা নৈব চোষরা । ন
নদীকূলবিকটা ভূমিদেয়া কদাচন ॥ ৩১ ॥ যষ্টি-
বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ । আচ্ছত্তা চাহু-
মস্তা চ তাশ্চৈব নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ কুরুতে
পুরুষঃ পাপং যৎকিঞ্চিদ্বৃত্তিকর্ষিতঃ । অপি গোচর্য-
মাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥ ৩৩ ॥ চ্ছত্রং শয্যাসনং
শব্দে গজাশ্চামরাঃ স্নিগ্ধাঃ । ভূমিষ্টৈবাং পদানস্ত
শিবলোকঃ কলঃ স্মৃতম্ ॥ ৩৪ ॥ আদিত্যেহহনি
সংক্রান্তো গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । পার্শ্বগৈশ্চৈব
গোদানে নোপোষাঃ পৌত্রবান্ গৃহী ॥ ৩৫ ॥ ইন্দু-
ক্ষয়ে তু সংক্রান্ত্যামেকাদশাং শতে কৃতে । উপবাসঃ
ন কুবোত যদীচ্ছৎ সন্ততিঃ ক্রবম্ ॥ ৩৬ ॥ যথা
শুক্লা তথা কৃষ্ণা ন বিশেষ্যাহস্তি কশ্চন । ঋপি
বর্দ্ধতে ধর্ম্যঃ শুক্রাযামেব সর্বদা ॥ ৩৭ ॥ দশম্যোকা-
দশীবিদ্ধা দ্বাদশী চ ক্ষয়ং গতা । নক্তং তত্র প্রকুবোত
নোপবাসো বিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥ উপোষ্যৈকাদশীং
যন্ত জ্যোদগ্ধাস্ত পারণম্ । করোতি তন্ত নশ্তেতু
দ্বাদশদ্বাদশীকলম্ ॥ ৩৯ ॥ উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন

করিবে, শত গো থাকিলে দশটা আর সহস্র গো
থাকিলে শতগাভী দান করিবে । পরন্তু এরূপ দানে
তাহাদিগের সকলেরই তুল্যকল লাভ হইবে ।
সুশীলা, তৃণাদি খাদ্যে অভ্যস্তা, তরুণী, সবৎসা,
স্তায়লকা, তৃণবতী গাভী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ।
বহ্মা, কৃগা, অঙ্গহীনা, কৃষ্টা, বৃদ্ধা, যুতবৎসা অন্তায়-
লকা, অথবা দূরস্থিতা গাভী দান করিবে না ।
অগ্নি মহেশ্বরী ! যে জন দেবোদেশে ঐদৃশী গাভী
দান করে, সে প্রত্যুত বহুক্ৰেশভোগান্তে অধো-
গতি প্রাপ্ত হয় । কৃষ্টা, ক্রিষ্টা, দুর্ভগা, ব্যাধিতা
কিছা যাহার মূল্য দেওয়া হয় নাই, ঐদৃশী গাভী
দিবে না । কলতঃ যে গাভী দ্বারা প্রতীগ্রহী
ব্রাহ্মণের ক্ৰেশ জন্মে ; তাদৃশী গাভী দানে দাতার
সমস্ত লোকই বিফল হইয়া যায় । অতিথি,
প্রশান্ত, অবসন্ন আহিতায়ি শ্রোত্রিয়, ইহাদিগকে
একটা গাভী দানেও বহুদানজ কল লাভ হয় ।
অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি গো বিক্রয় করে, তবে সে
অব্রাহ্মণ, কদাচ পবিত্র পাত্ৰতা লাভ করিতে পারে
না । গো, গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী কদাচ বহুব্যক্তিকে
দিতে নাই ; এ সকল দক্ষিণা বিভক্ত হইলে
তদ্বারা দাতার কোন কল হয় না । যেখানে
প্রাসাদনিচয় সুবর্ণ নির্মিত, শয্যা রত্নোজ্জ্বল, এবং

বরাপসরার বিরাজমান, গোদাতা সেই স্থানে গমন
করে । ভূমিসম দান নাই, গঙ্গাতুল্য নদী নাই,
সত্যাদিক ধর্ম্য নাই আর মহেশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
দেবতা নাই । ১৮—৩০ । উচ্চ, পাষাণবাপ্ত, অতি-
নিম্ন, উষর, নদীকূলগত ও বিকটাকার ভূমি কদাচ
দান করিবে না । ভূমিদাতা যষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে
বাস করে, পরন্তু দত্তভূমির অপহারক ও তদনু-
মোদক ব্যক্তি তত কাল নরকে বাস করে । মনুষ্য
বৃত্তিকৌণতাবশতঃ যত কি ; পাপ করুক না কেন,
গোচর্য্যপ্রমাণ ভূমিদানেই পবিত্র হইতে পারে ।
পুত্র, শয্যা, আসন, শব্দ, গজ, অশ্ব, চামর, নারী
ও ভূমিদানের কল শিবলোকেই নির্দিষ্ট । রবিবার,
সংক্রান্তি, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, ও পার্শ্বাবহিত তিথিতে
এবং গোদানে পৌত্রবান্ গৃহস্থের উপবাস নিষেধ ।
বিশেষতঃ অমাবস্তাতে কিছা শত একাদশী উপ-
বাসের পর একাদশীতে সন্ততিস্থিতিকামী মানব
উপবাস করিবে না । একাদশী শুক্লাও যেমন,
কৃষ্ণাও তেমনই ; ইহার কোন তারতম্য নাই ;
তথাপি কৃষ্ণাপেক্ষা শুক্লায় নিয়ত অধিক পুণ্য লাভ
হয় । গৃহস্থ মানবের পক্ষে দশমীবিদ্ধা একাদশীর
পর দিন দ্বাদশীর ক্ষয় হইলে তদিনে নক্ত ভোজন
কর্তব্য ; উপবাস বিহিত নহে । যে মানব একা-

খাদেন্দ্রস্তম্বানম্ । দস্তানাং কাষ্ঠদ্বয়ং হস্তি
সপ্তকুলানি বৈ । ৪০ । দর্শক পৌর্য্যাসক
পিতৃঃ সাংবৎসরং দিনম্ । পূর্ব্ববিদ্ধমকুর্মাণো নরকং
প্রতিপদ্যতে । ৪১ । হানিঞ্চ সম্বতে: প্রোক্তা
দৌর্ভাগ্যং সমবাপুয়াৎ । দ্রব্যভাববেধে ব্রাহ্মণ্য বিধিঃ
বক্ষ্যামি ততঃ । ৪২ । একেনাপি হি বিপ্রেন
যট্টিপিতং ব্রাহ্মণ্যচরেৎ । ষড়্ধর্মান পারয়েত্তত্র তেভ্যো
দদ্যাৎ দ্বয়বিধি । ৪৩ । পিতা ভুঙ্কেতু দ্বিজকরে যুগে
ভুঙ্কেতু পিতামহঃ । প্রপিতামহস্তানুহঃ কণ্ঠে মাতা-
মহঃ স্মৃতঃ । ৪৪ । প্রমাতামহস্ত হৃদয়ে বুদ্ধো নাতৌ
তু সংস্থিতঃ । অলাভে ব্রাহ্মণ্যশ্চৈব কুশঃ কার্য্যো
দ্বিজঃ প্রিয়ে । ইদং সর্ব্বপুরাণেভ্যঃ সারমুচ্ছ্রুত্যা
চোচ্যতে । ৪৫ । ন চৈতেনাস্তিকৈ দেয়ং পিতৃণে
বেদনিন্দকৈ । প্রাতঃপ্রাতঃরিদং শ্রাব্যং পূজয়িত্বা
মহেশ্বরম্ । ৪৬ । কুলীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ যথা দেবং
মহেশ্বরম্ । অস্ত ধর্ম্মস্ত বক্তারং ছত্রং দদ্যাৎ
প্রপূজয়েৎ । ৪৭ । অপূজ্যাচ্চাচকাদ্যস্ত শ্লোকমেকং

দশীতে উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করে,
তাহার দ্বাদশ-দ্বাদশীর কল বিনষ্ট হইয়া যায় । উপ-
বাস করিয়া ব্রাহ্মবাসরে দশকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে
না ; ঐ দিন দশে কঠসংযোগ ঘটিলে সপ্তপুরুষ
পর্য্যন্ত দণ্ড হয় । অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পিতৃ ব্রাহ্ম ও
সংবৎসরিক ব্রাহ্মবিহিত কার্য্য পূর্ব্ববিদ্ধাতেই
করিবে ; নচেৎ নরকভাগী হইতে হয় এবং
সন্তানহানি ও দৌর্ভাগ্য ঘটয়া থাকে । অতঃপর
দ্রব্যভাবে ব্রাহ্ম কর্তব্য বিধান যথাতত্ত্ব বলিতোছি ।
৩১—৪২ । একজন বিপ্র দ্বারায়ণ ও যট্টিপিতৃ ব্রাহ্ম
করিতে পারে । তাহাতে তখন ছয়টি অর্ঘ্যই প্রস্তুত
করিয়া পিজাদি উদ্দেশে যথাবিধি নিবেদন করিবে ।
ব্রাহ্মণের হস্তে পিতা, যুগে পিতামহ, তালুতে
প্রপিতামহ, কণ্ঠে মাতামহ, হৃদয়ে প্রমাতামহ এবং
নাভিতে বুদ্ধ প্রমাতামহ অবস্থানপূর্ব্বক ভোজন
করিয়া থাকেন । প্রিয়ে ! ব্রাহ্মণের অলাভে কুশ
দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে ; ইহা আমি তোমাকে
সর্ব্ব পুরাণের সার উদ্ধার করিয়া কহিলাম । ৪৩—৪৫ ।
নাস্তিক, পিতৃন কিংবা বেদনিন্দাকারীকে ইহা
দিবে না । প্রতিদিন প্রাতঃকালে মহেশ্বরের অর্চ-
নাস্তে ইহা অর্ঘণ করিবে । এই ধর্ম্মের বক্তা—কুলীন
সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও শিবতুল্য ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক ;
তাহাকে একটি ছত্র প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে ।
যে ব্যক্তি একটি শ্লোক শুনিয়াও বাচককে অর্চনা

শ্রুণোতি চ । নাসৌ পুণ্যমাপ্নোতি শাস্ত্রচৌরঃ
স্মৃতো হি সঃ । ৪৬ । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পূজয়ে-
চ্চাচকং বৃধঃ । অস্তথা নিফলং তস্ত পুস্তকশ্রবণং
তবেৎ । ৪৭ । যন্তৈব তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রমেতৎ
সুদুর্লভম্ । তস্ত দেবি গৃহে তীর্থে: সহ তিষ্ঠেচ্ছিবঃ
শ্রমম্ । ৪৮ । বহুনাং কিমুক্তেন তবেন্নোক্তস্ত তাজ-
নম্ । ন চৈতৎ পিতৃণে দেয়ং নাস্তিকৈ দত্তসংযুতে ।
৪৯ । ইদং শাস্ত্রায় দান্তায় দেয়ং শৈববিদজয়নে । ৫০ ।
ইতি ব্রীহ্মান্দে দানপাত্রব্রাহ্মণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২০৮ ।

নবাবধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি মার্ক-
ণ্ডেয়শমুদ্রমম্ । তস্মাহুতরদিগ্ভাগে মার্কণ্ডেন
প্রতিষ্ঠিতম্ । ১ । সাবিজ্ঞাঃ পূর্ব্বভাগে তু নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্ । মহাবিরভবৎ পূর্ব্বঃ মার্কণ্ডেয়
ইতি ক্রতঃ । ২ । অজরশ্চামরশ্চৈব প্রসাদাৎ পদ্ম-
যোনিनঃ । স গতা তত্র বিপ্রেশ্রো দেবদেবস্ত
শূলিনঃ । লিঙ্গস্ত স্থাপয়ামাস জাত্বা তৎ ক্ষেত্রমুদ্র-

না করে, সে শাস্ত্রচৌর ;—কদাচ পুণ্যকল প্রাপ্ত
হয় না । অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বাচককে অর্চনা
করিবে ; নচেৎ পুস্তকশ্রবণ বৃথা হইবে । দেবি ।
এই সুদুর্লভ শাস্ত্র সাধারণ গৃহে থাকে, তাহার গৃহে
শ্রম শস্যর অপরাপর তীর্থচর সহ অবস্থান করেন ।
বহু বাগ্‌বিজ্ঞাসে কলিক ? সেই মানব মোক্ষ-
ভাজন হয় । পিতৃন, নাস্তিক বা দান্তিককে ইহা
দিবে না ; পরন্তু শাস্ত্র দান্ত শৈব ব্রাহ্মণকেই ইহা
প্রদান করিবে । ৪৬—৫২ ।

অষ্টাধিকদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০৮ ।

নবাবধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
ইহার উত্তর দিকে উত্তম মার্কণ্ডেয়শর তীর্থে
যাইবে । উহা সাবিজ্ঞীর পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে
বিরাজিত । পূর্ব্বের মার্কণ্ডেয় নামে এক মহর্ষি
ছিলেন ; তিনি পদ্মজন্মা ব্রাহ্মণ প্রসাদে অজরামর
হইয়াছিলেন । সেই বিপ্রেশ্র উক্ত উত্তম ক্ষেত্র
অবগত হইয়া সেখানে যাইয়া দেবদেব শিবের

মম্ । ৩ । স তঃ পূজা বিধানেন হি হা দক্ষিণতো
মুনিঃ । পদ্মাসনধরো ভূষা ধ্যানাবস্থদাতবৎ । ৪ ।
তস্ত ধ্যানরতশ্চৈব প্রযুতাস্তর্কুদানি চ । যুগান্য
সমভীতানি ন জানাতি মুনীশ্বরঃ । ৫ । অথ লোপং
সমাপন্নঃ প্রাসাদঃ শাক্তরঃ স্থিতঃ । কালেন মহতা
দেবি পাণ্ডুভীর্মাকতোত্তবৈঃ । ৬ । কশ্চিৎকথ
কালস্ত প্রবুদ্ধো মুনিসত্তমঃ । অপশ্রুৎ পাণ্ডুভি-
র্যাপ্তং তৎসর্বং শিবমন্দিরম্ । ৭ । ততঃ কচ্ছাৎ স
নিষ্ক্রান্তঃ খনিহা মুনিপুংগবঃ । অকরোৎ স্মমহাদ্বারং
পূজার্থং তস্ত ভামিনি । ৮ । প্রবিশ্য তত্র যো
ভক্ত্যা পূজয়েদ্বষভধ্বজম্ । স যাতি পরমং স্থানং
যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । ৯ । দেবুবাচ । অমরত্বং
কথং প্রাপ্তো মার্কণ্ডে মুনিসত্তমঃ । অভবৎ
কৌতুকং হেতস্তস্মাদ্বঃ বক্তুমর্হসি । ১০ । অমরত্বং
যতো নাস্তি প্রাণিনাং ভূবি শক্যং । দেবানা-
মপি কল্পান্তে স কথং ন মৃতো মুনিঃ । ১১ ।
ঈশ্বর উবাচ । অধাতস্তাং প্রবক্ষ্যামি যথাসাময়ো-
হভবৎ । আসীমুনিঃ পুরা কল্পে মুকণ্ড ইতি

বিজ্ঞতঃ । ১২ । ভূঞো পুত্রো মহাভাগঃ সর্ভাধ্য-
স্তপসি স্থিতঃ । তস্ত পুত্রস্তদা জাতো বসন্তে বনা-
স্তরে । ১৩ । স পাঞ্চবার্ষিকো ভূষা বাল এব গুণা-
স্থিতঃ । কশ্চিৎকথ কালস্ত জ্ঞানী তত্র সমাগতঃ ।
১৪ । তেন দৃষ্টস্তদা বালঃ প্রাক্ষণে বিচরন্ প্রিয়ে ।
স্মৃত্বাহসচ্চিরং কালং ভাবার্থঃ প্রতি নোদিতঃ । ১৫ ।
তস্ত পিতা স দৃষ্টে সামুদ্রকো বিদুত্তমঃ । হাস্তস্ত
কারণং পৃষ্টো বিস্ময়াস্থিতচেতসা । ১৬ । কস্মায়ে
শ্রুতমালোক্য স্মিতং বিপ্র কৃতং ত্বয়া । তত্র মে
কারণং ব্রহ্মন্ যথাবদ্বক্তুমর্হসি । ১৭ । ইতি তস্ত
বচঃ শ্রুত্বা জ্ঞানী বিপ্রো বচোহব্রবীৎ । ১৮ । অয়ং
পুত্রস্তব মুন্যে সর্বলক্ষণসংযুতঃ । অদ্যপ্রভৃতি
যগাসমধ্যে মৃত্যুমবাপ্যতি । ১৯ । যদি জীবৎ
পুনরয়ং চিরায়ুর্কৈ ভবিষ্যতি । অতো ময়া কৃতং
হাস্তং বিচিত্রা কৰ্ম্মণো গতিঃ । ২০ । এতচ্ছ্রুত্বা
বচো রোদং জ্ঞানিনা সমুদগতম্ । ব্রহ্মোপনয়নং
চক্রে বালকস্ত পিতা তদা । ২১ । আহ চৈনমুনিঃ
পুত্রং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণমাগতম্ । অভিবাদ্যাজ্ঞয়ো বর্ণা-
স্ততঃ শ্রেয়ো হবাপ্যসি । ২২ । এবমুক্তঃ স বৈ

একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । তার পর সেই
মুনিবর উক্ত লিঙ্গের দক্ষিণদিকে পদ্মাসনে সমা-
সীন হইয়া যথাবিধানে লিঙ্গপূজাস্তে ধ্যাননিরত
হইলেন । এইভাবে তাঁহার বহু প্রযুত অর্কুদ
বৎসর অতীত হইয়া গেল ; মুনিবর কিছুই জানি-
পারিলেন না । হে দেবি ! এদিকে সুদীর্ঘকালে
তদীয় শাক্তর প্রাসাদ বাতোদ্ধত পাণ্ডু দ্বারা সমাবৃত
হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল । কিয়ৎকাল পরে সেই
মুনিসত্তম প্রবুদ্ধ হইয়া সেই শিবমন্দির ধূলিসমা-
চ্ছাদিত দর্শনে অতি কষ্টে খননপূর্বক মন্দির হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবের পূজার ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্ত
সেই মন্দিরের একটি পুষ্কর দ্বার নির্মাণ করিলেন ।
যে মানব ভক্তিসহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশ-
পূর্বক শক্করের অর্চনা করে, যেখানে দেব মহেশ্বর
বিরাজমান, সে সেইখানে গমন করে । ১—৯ ।
দেবী কহিলেন,—মুনিসত্তম মার্কণ্ডে অমরত্ব পাইলেন
কিভাবে ? আমার এ বিষয়ে কৌতুক জন্মিয়াছে ;
অতএব আপনি তাহা বলুন । হে শক্কর ! ভূতলে
প্রাণিগণের তো অমরত্ব নাই, দেবগণেরও
প্রকৃত পক্ষে অমরত্ব নাই ; তবে সেই
মুনি কল্পান্ত কালেও মরিলেন না কেন ?
ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর সেই মুনি যেরূপে

অমর হইয়াছিলেন, তোমাকে তাহা বলিতেছি ।
পুরাকল্পে মুকণ্ড নামে এক বিখ্যাত মুনি ছিলেন,
তিনি ভৃগুর পুত্র । সেই মহাভাগ ভাধ্যার সহিতই
তপস্যা করিতেন । তাঁহাদিগের বনবাসকালে
একটি পুত্র জন্মে ; পঞ্চমবর্ষ বয়সেই সে গুণবান
হইয়াছিল । প্রিয়ে ! একদা কোন সামুদ্রিকশাস্ত্রা-
ভিজ্ঞ জ্ঞানী মুনি তদীয়াশ্রমে সমাগত হন । তিনি
প্রাক্ষণে বিচরণকারী বালককে নিপুণভাবে বিলো-
কনাস্তে ভাবিতবাতা চিন্তা করিয়া হাস্ত করিলেন ।
বালকের পিতা তদদর্শনে সর্বিস্ময়ে সেই সামুদ্রিক
জ্ঞানিবরকে হাস্ত কারণ জিজ্ঞাসিলেন । কহি-
লেন,—হে বিপ্র ! আপনি আমার পুত্রকে দেখিয়া
কিজন্য হাস্ত করিলেন ? ব্রহ্মন্ ! তাহার কারণ
আমাকে যথাযথ বলুন । তাঁহার এই কথা শুনিয়া
জ্ঞানী বিপ্র কহিলেন,—মুনে ! আপনার এই
পুত্রটী সর্বশুলক্ষণযুক্ত, পরন্তু অদ্য হইতে ছয়
মাসের মধ্যেই মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে । তবে যদি কোন
রূপে বাঁচে তো চিরায়ু হইবে । আমি এই বিচিত্রা
কর্ম্মগতি দর্শনে হাস্ত করিয়াছি । পিতা, মুকণ্ড
সেই জ্ঞানী বিপ্রের এই কঠোর কথা শুনিয়া অবি-
লম্বে বালক পুত্রের উপনয়ন সংস্কার করিলেন ।
আর বালককে কহিলেন যে, তুমি দ্বিজাতি বর্ণ-

বপ্রঃ করোত্যেবাভিবাদনম্ । ন বর্ণাবরজঃ বেত্তি
বালভাবাধ্বাননে ॥ ২৩ ॥ পঞ্চমাঙ্গা হতিক্রান্তা
দিবসাঃ পঞ্চবিংশতিঃ । এতস্মিন্নেব কালে তু প্রাপ্তাঃ
সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ২৪ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন তেন
মার্গেণ ভামিনি । কালেন তেন সর্কেহথ যথাবদভি-
বাদনৈঃ । আয়ুস্মান্ ভব তৈরুক্তঃ স বালো দণ্ড-
বন্ধলী ॥ ২৫ ॥ উক্তা তে তু পুনর্বালাং বীক্ষ্য বৈ
কৌণজীবিতম্ । দিনানি পঞ্চ তে হায়ুর্জীবা ভীতা-
স্ততোহনুভাৎ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মচারিণমাদায় গতাস্তে
ব্রহ্মণোহস্তিকে । প্রতিমুচ্যোগ্রতো বালঃ প্রণেমুস্তে
পিতামহম্ ॥ ২৭ ॥ ততস্তেনাপি বালেন ব্রহ্মা
চৈবাভিবাদিতঃ । চিরায়ুর্ব্রহ্মণা বালঃ প্রোক্তোহসা-
বৃষিসম্মিধো ॥ ২৮ ॥ ততস্তে মুনয়ঃ ক্রীতাঃ শ্রদ্ধা
বাক্যং পিতামহাৎ । পিতামহস্ত তান্ দৃষ্ট্বা স্বযীন
প্রোবাচ বিস্মিতান্ । কেন কার্ষ্যেণ বায়াভাঃ কেন
বালো নিবেদিতঃ ॥ ২৯ ॥ স্বয়ম্ উচুঃ । ভূগোঃ
পুত্রো মৃকগুপ্ত কৌণায়ুস্তস্ত বালকঃ । অকালেন
পিতা জাত্বা ববন্ধাস্ত চ মেখলাম্ ॥ ৩০ ॥ যজ্ঞোপ-

বীতঞ্চ ততস্তেন বিপ্রেন বোধিতঃ । যং কক্ষি-
দ্রক্ষ্যাসে লোকে ভ্রমন্তং ভূতলে দ্বিজম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মাভিবাদনং কার্য্যং নিত্যমেব চ পুত্রক । ততো
বয়মনেনৈব দৃষ্টা বালেন সন্তম ॥ ৩২ ॥ তীর্থযাত্রা-
প্রসঙ্গেন দৈবযোগাৎ পিতামহ । চিরায়ুরেষ বৈ
প্রোক্তো হুমৌতিষ্ঠাভিবাদিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বৎসকাশং
সমানীতস্বয়া চৈবমুদাহৃতঃ । কথং বাগনুভা দেব
হস্মাকং ভবতা সহ ॥ ৩৪ ॥ উবাচ বালমুদিশু
প্রহসন পদ্যসম্ভবঃ । মৎসমানায়ুষো বালো মার্ক-
ণ্ডেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ কল্পস্তাদৌ তথা চান্তে
সহায়ো মে ভবিষ্যতি । ততস্ত মুনয়ঃ ক্রীতা গৃহীত্বা
মুনিদারকম্ । তস্মিন্নেব প্রদেশে তু মুমূচুশ্চেষ্টিতঃ
যতঃ ॥ ৩৬ ॥ তীর্থযাত্রাং গত্যা বিপ্রা মার্কণ্ডেয়ো
গৃহং যযৌ । গংগা গৃহমধোবাচ মৃকগুপ্ত মুনিসন্তমম্ ॥
৩৭ ॥ ব্রহ্মলোকমহং নীতো মুনিভিস্তাত সপ্তভিঃ ।
উক্তোহয়ং ব্রহ্মণা কল্পস্তাদৌ চান্তে চ মে সখা ॥ ৩৮ ॥
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎসমায়ুশ্চ বালকঃ । ততস্তৈস্তে
পুনরানীতো মুক্তশৈবাত্মমং প্রতি ॥ ৩৯ ॥ মৎকৃতো

ত্বয়কে দেখিলেই অভিবাদন করিও । তাহাতে মঙ্গল
লাভ করিবে । হে বরাননে ! সে এইরূপ আদিষ্ট
হইয়া থাকে-তাকেই অভিবাদন করিত ; বালক-
স্বভাব বশত উচ্চনীচ বিচার করিতে পারিত না ।
অগ্নি ভামিনি ! এই ভাবে তাহার আরও পঞ্চ মাস
ও পঞ্চ-বিংশতি দিবস অতিক্রান্ত হইলে পর অমল
সপ্তর্ষিগণ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সেই পথে প্রাহৃত
হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দণ্ড-
বন্ধলধারী বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথাযথ অভি-
বাদন করিলে তাঁহারাও তাহাকে “আয়ুস্মান হও”
বলিয়া পরে নিপুণ-নিরীক্ষণে তাহাকে অল্পকাল-
জীবী, পঞ্চাদনমাত্র আয়ুঃসম্পন্ন জানিয়া মিথ্যাভি-
ভয়ে সেই বাল-ব্রহ্মচারীকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট
গমনপূর্ব্বক বালককে তাঁহার অগ্রে স্থাপন করিয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । পরে বালকও ব্রহ্মাকে
প্রণাম করিলে সেই ঋষিগণসম্মিধানে ব্রহ্মাও
তাঁহাকে “দীর্ঘায়ু হও” বলিয়া আলীঙ্গন করিলেন ।
তাহাতে তখন মুনিগণ ক্রীত ও বিস্মিত হইলেন ।
তদর্শনে ব্রহ্মা কহিলেন,—আপনারা কি প্রয়োজনে
আসিয়াছেন ? এ বালকটীই বা আপনাদিগকে কে
দিল ? ১০—২৯ । সপ্তর্ষিগণ কহিলেন,—এটা
কৃষ্ণবর্ণদান, মৃকগুপ্ত মুনির পুত্র, ইহার পিতা ইহাকে
কৌণায়ু দেখিয়া অল্প বয়সেই ইহার মেখলাবন্ধন

ও যজ্ঞোপবীতসংস্কার করিয়াছেন । তার পর
তিনি উপদেশ দেন যে, “পুত্র ! তুমি প্রতিদিনই
লোকে ভ্রমণ-কারী যে যে দ্বিজকে দেখিবে, তাহা-
কেই প্রণাম করিও !” অতঃপর দৈবযোগে একদা
আমরা তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বিচরণ করিতে থাকিলে
বালক আমাদের কাছে অভিবাদন করে ; আমরাও
ইহাকে “চিরায়ু হও” বলিয়া আলীঙ্গন করি ;
শেষে ইহাকে অল্পায়ু বুঝিয়া আপনার নিকট লইয়া
আসিয়াছি ; পরন্তু আপনিও তজ্জনই আলীঙ্গন
করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার এবং আমাদের বাক্য
সত্য হইবে কিরূপে ? ব্রহ্মা সহাস্যে কহিলেন,—
এই বালক মার্কণ্ডেয় মৎসম আয়ুঃসম্পন্ন হইবে
এবং কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সাহায্য
করিবে । এই কথা শুনিয়া সপ্তর্ষিগণ প্রীতমনে
সেই বালককে লইয়া পূর্ব্বস্থানে পৌছাইয়া
দিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ; মার্কণ্ডেয়ও
গৃহে গমন করিল । যাইয়া মুনিবর মৃকগুপ্ত
কহিল যে, সপ্তর্ষিগণ আমাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া
গিয়াছিলেন ; ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে, এই বালক
কল্পের আদিতে ও অন্তে আমার সহায় হইবে,
এবং আমারই মত আয়ুঃসম্পন্ন হইবে । ইহার
পর মুনিগণ আমাকে এখানে আশ্রমে আনিয়া

হি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাহু তে মনসো জরঃ । মার্কণ্ডেয়বচঃ
 ক্ৰত্বা যুকণ্ডো মুনিসন্তমঃ । জগাম পরমং হর্ষং কণ-
 মেকং স্নুঙ্গসহস্ ॥ ৪০ ॥ ততো ধৈর্য্যং সমাস্বায়
 বাক্যমেতদ্ব্যচ হ ॥ ৪১ ॥ অদ্য মে সকলং জ-
 জীবিতঞ্চ স্নুজীবিতম্ । যদগ্ৰা মে স্নুপুত্রো দৃষ্টো
 লোকপিতামহঃ ॥ ৪২ ॥ বাজপেয়সহস্রো রাজস্বয়-
 শতেন চ । যং ন পশুস্তি বিদ্বাংসঃ স ত্বেয়া লীলয়া
 স্নুত ॥ ৪৩ ॥ দৃষ্টশ্চিরায়ুৰ্যোবাং কৃতস্তেনাজ-
 যোনিনা । দিব্যরাত্রমহং তাত তব হৃৎথেন হৃথিতঃ ।
 ন নিজামল্পগচ্ছামি তয়ে হৃৎথং গতং মহৎ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়ব্রহ্মসংহিতায়াং নাম
 নবাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২০৯ ॥

দশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি পুলস্ত্য-
 ব্রহ্মসন্তমম্ । মার্কণ্ডেয়োত্তরে ভাগে ধনুর্বাং পঞ্চকে
 স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা
 বিধানতঃ । সপ্তজন্মানি দারিদ্ৰ্য্যং ন হৃৎথং তত্র
 সংশয়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুলস্ত্যব্রহ্মসংহিতায়াং নাম দশা-
 দিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

পৌছাইয়া দিয়াছেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! অতএব
 আমার জন্ত আপনার মানস ক্লেশ দূর হউক ।
 মুনিসন্তম যুকণ্ড, মার্কণ্ডেয়ের এই কথা শুনিয়া
 এমন পরম হর্ষাবিষ্ট হইলেন যে, কণকাল
 তিনি একবারে বিহ্বল হইয়া গেলেন । পরে ধৈর্য্য
 ধারণ করিয়া কহিলেন যে, অদ্য আমার জন্ম সকল,
 এবং জীবনও সার্থক হইল,—যেহেতু স্নুপুত্র তুমি
 পিতামহকে দর্শন করিয়াছ । হে পুত্র ! বিদ্বান্গণ
 সহস্র বাজপেয়, ও শত রাজস্বয় যজ্ঞ দ্বারাও যাহার
 দর্শন পায় না, তুমি সেই পিতামহকে অবলীলাক্রমে
 নয়নগোচর করিয়াছ, আর সেই পয়জন্মা তোমাকে
 দীর্ঘায়ু করিয়া দিয়াছেন । হে তাত ! আমি তোমার
 হৃৎথে দিব্যরাত্র হৃথিত থাকিতাম, নিজা হইত না ;
 আমার সেই মহৎহৃৎথ অপনৌত হইল ৩০—৪৪ ।

নবাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগ্নি মহাদেবি ! অতঃপর
 পুলস্ত্যব্রহ্ম তীর্থে গমন করিবে । উহা মার্কণ্ডেয়ের
 উত্তরদিকে পঞ্চধনু অন্তরে অবস্থিত । হে দেবি !

একাদশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পুলস্ত্যব্রহ্মসন্ততো দেবি নৈঋত্রে
 ধনুর্বাষ্টকে । পুলহেশ্বরনামানং তং চ তক্ত্যা প্রপূ-
 জয়েৎ ॥ ১ ॥ হিরণ্যদানং দত্ত্বা বৈ সম্যগ্ যাত্ৰাকলং
 লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে পুলহেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকা-
 দশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১১ ॥

দ্বাদশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । পুলহেশ্বরসন্ততো দেবি নৈঋত্রে
 ধনুর্বাষ্টকে । ক্রত্বীশ্বরেতিনামানং মহাক্রতুভল-
 প্রদম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পৌণ্ডরীককলং
 লভেৎ । সপ্তজন্মানি দারিদ্ৰ্য্যং ন হৃৎথং তত্র
 জায়তে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ক্রত্বীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বাদশা-
 দিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১২ ॥

মানব ভাঁহাকে দেখিয়া যথাবিধি পূজা করিলে সপ্ত-
 জন্মজ পাতক হইতে বিমুক্ত হয় । ইহাতে সংশয়
 নাই ১১২

দশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১০।

একাদশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পুলস্ত্যব্রহ্মর
 নৈঋত্ৰদিকে অষ্টধনু অন্তরে পুলহেশ্বর নামক লিঙ্গ
 বিরাজমান । ভাঁহাকে ভক্তিসহকারে অর্চনাস্তে
 সেখানে স্বর্ণদান করিলে সম্যক্ যাত্ৰাকল লাভ
 হয় ১২।

একাদশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১১।

দ্বাদশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পুলহেশ্বর
 নৈঋত্ৰদিকে অষ্টধনু অন্তরে ক্রত্বীশ্বর নামক মহা-
 ক্রতুকলদায়ক লিঙ্গ অবস্থিত । ভাঁহার দর্শনে মান-
 বের পৌণ্ডরীক যাগের ফল লাভ হয় এবং সপ্ত-
 জন্ম যাবৎ হৃৎথ-দারিদ্ৰ্য্য ভোগ হয় না । ১২।

দ্বাদশাদিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১১২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ক্রত্বীশাৎপূর্বিদগ্ভাগে ধনুঃ-
ষোড়শকান্তরে । কণ্ঠপেশ্বরনামানং মহাপাতকনা-
শনম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ধনবান্ পুত্রবান্
ভবেৎ । সর্গপাতকযুক্তোহপি মৃত্যুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২

ইতি শ্রীকান্দে কণ্ঠপেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ধনুঃষাষ্ঠভিস্তস্মাদীশানে
কণ্ঠপেশ্বরায় । কোশিকেশ্বরনামানং মহাপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ বসিষ্ঠতনয়ান্ হত্যা তত্র কোশিক-
সন্তমঃ । স্থাপয়ামাস তল্লিঙ্গং মুক্তপাপস্তাত্রেহভবৎ ॥
২ ॥ তং দৃষ্ট্বা পুঞ্জয়িত্বা তু লভতে বাঞ্ছিতং
কলম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কোশিকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
র্দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৪ ॥

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—ক্রত্বীশের পূর্বদিকে ষোড়শ
ধনু অন্তরে কণ্ঠপেশ্বর নামে মহাপাতকহর লিঙ্গ
বিদ্যমান । মানব তাহাকে দর্শন করিলে ধনবান্ ও
পুত্রবান্ হয় ; আর সে সর্গপাতকযুক্ত হইলেও
বিমুক্ত হয় ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১।২।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৩ ।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই কণ্ঠপেশ্বরের ঈশান-
কোণে অষ্টধনু অন্তরে কোশিকেশ্বর নামক মহা-
পাতকনাশক লিঙ্গ বিরাজমান । মুনিবর কোশিক
বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠতনয়গণের হত্যাসাধন করিয়া উক্ত
লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক পাপযুক্ত হন । তাহার দর্শন ও
অর্চন করিলে মানব বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় । ১।৩।

চতুর্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৪।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈষহাদেবি কুমারে-
শ্বরমুত্তমম্ । মার্কণ্ডেশ্বরতো দেবি দক্ষিণে
নাতিদূরতঃ । ধনুর্বিংশতিভিস্তত্র স্থিতং স্বামি-
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ ততঃ কৃৎবা তপো ধোয়ং
কার্ত্তিকেয়েন ভামিনি । পরদারাপহারোৎপাপানান্
নাশহেতবে ॥ ২ ॥ লিঙ্গং স্থাপিতবাস্তত্র স মুক্তঃ
কিঞ্চিৎকালতঃ । বৈরাগ্যাদ্ যৌবনং ত্যক্ত্বা কোমারং
পুনরাদদে ॥ ৩ ॥ পিতৃন হত্যা স্ত্রুমালী চ তমারাদিত-
বান্ পুরা । সোহপি যুক্তোহভবদেবি পাপাণ্
পিতৃবধোদ্ভবাণ্ ॥ ৪ ॥ কুমারেশ্বরনামৈতৎ পূজ্যতং
বৈ সুরাসুরৈঃ । তস্তাগ্রতঃ কুমারস্ত কৃপান্তিষ্ঠতি
ভামিনি ॥ ৫ ॥ তত্র স্নাত্বা পুঞ্জয়েদ্যঃ শূলিনং
স্বামিপূজিতম্ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈর্গচ্ছেৎ
স্বামিপুং মহৎ ॥ ৬ ॥ শাতকোত্তময়ং যন্ত তাম্রচূড়ং
দ্বিজাতয়ে । দদ্যাৎ স্বামিনমুদ্দিশ্রু স তু যাত্রাকলং
লভেৎ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৫ ॥

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! তারপর উত্তম
কুমারেশ্বর সমীপে যাইবে । দেবি ! মার্কণ্ডেশ্বরের
অনতিদূরে বিংশতি ধনু অন্তরে দক্ষিণদিকে উহা
বিরাজিত । কুমারস্বামী উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।
অগ্নি ভামিনি ! পূর্বে কার্ত্তিকেয় তথায় পরদারজ
পাপনাশমানসে একটি লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্তম্ভ
তপস্তা করিয়াছিলেন । তারপর তিনি পাপযুক্ত
হন । অতঃপর তিনি বৈরাগ্যবশে যৌবন পরি-
হারপূর্বক পুনরায় কোমার গ্রহণ করেন । এতদ্-
ভিন্ন পূর্বে স্ত্রুমালীও পিতৃগণের হত্যাসাধন
করিয়া উক্ত লিঙ্গের আরাধনা করিয়াছিল,
তাহাতে সেও পিতৃবধপাতক হইতে মুক্তি লাভ
করিয়াছিল । কুমারেশ্বর নামক ঐ লিঙ্গ সুরাসুর-
গণপূজিত । অগ্নি ভামিনি ! তাহার অগ্রে
কুমারের একটি কপও আছে । যে নর সেই কুণ্ডে
স্নান করিয়া উক্ত কুমারস্বামিপূজিত লিঙ্গ পূজা করে,
সে সর্গপাতকযুক্ত হইয়া মহৎ কুমারপুত্রে গমন
করে । যে জন স্বর্ণময় কুকুট নির্মাণপূর্বক

ষোড়শাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । মার্কণ্ডেয়ৈরতো দেবি উত্তরে
লিঙ্গমুত্তমম্ । ধনুর্ষাং পঞ্চদশভিঃগীতমেশ্বরনাম-
কম্ ॥ ১ ॥ গুরুং হবা পুরা দেবি গৌতমঃ পাপ-
দুঃখিতঃ । তত্র লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য তস্মাৎ পাপাহ্বা-
মুচ্যত ॥ ২ ॥ যন্তত্র কপিলাং দদাত্য গ্রাহ্য নদ্যাং
বিধানতঃ । সম্পূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং মুচ্যতে পঞ্চ-
পাতকৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গৌতমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষোড়শাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৬ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । গৌতমেশ্বরতো দেবি পশ্চিমে
না তদূরতঃ । ধনুঃষোড়শভিদেব দেবরাজেশ্বরঃ
স্থিতঃ ॥ ১ ॥ লিঙ্গং স স্থাপয়ামাস ততঃ পাতৈপক্সা-
মুচ্যত । যন্তঃ সমাহিতমনাঃ পূজয়িষ্যতি মানবঃ ।
স চ মানবসমুত্তাৎ পাতকাং সম্প্রমোক্ষ্যতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দেবরাজেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

কুমারস্বামীর কীর্তি-উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে,
সে যাত্রাকল প্রাপ্ত হয় । ১—৭ ।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! মার্কণ্ডেয়েশ্বরের
উত্তরে পঞ্চদশ ধনু অস্তরে গৌতমেশ্বর নামক
উত্তম লিঙ্গ বিরাজিত । হে দেবি ! পূর্বে গৌতম
গুরুহত্যা করিয়া পাপ ক্রেশে ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রা-
করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন । যে মানব সেখানে
নদীতে স্নানান্তে যথাবিধি লিঙ্গার্চন করিয়া কপিল
দান করে, সে পঞ্চপাতক হইতে বিমুক্ত হয় । ১—৩
ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! গৌতমেশ্বরের
অনতিদূরে ষোড়শ ধনু অস্তরে পশ্চিমদিকে
দেবরাজেশ্বর নামক লিঙ্গ বর্তমান দেবরাজ
উক্ত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপাধমুক্ত হইয়া-

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্শ্বেব মানবঃ লিঙ্গং মনুনা
নম্রপ্রতিষ্ঠিতম্ । পূর্বে হবা স্মৃতঃ দেবি মনুঃ পাপ-
সমধিতঃ ॥ ১ ॥ ক্ষেত্রঃ পাপহরঃ জাহ্নবা তত্র
প্রতিষ্ঠদৌশ্বরম্ । মুক্তশ্চৈবাত্বং পাপান্তস্মাৎ
পুত্রবধোত্তবাৎ ॥ ২ ॥ পূজয়েন্মানবো যন্ত স মুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মানবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টা-
দশাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২১৮ ॥

একোবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদাগ্নেয়কোণে তু মানবঃ
সমীপগম্ । গুহালিঙ্গং মহাদেবি নীলকণ্ঠেতি
বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুনা পূজিতঃ পূর্বে সক্ষপাতক-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ তত্র যঃ পুংসৈস্তজ্জাতা তল্লিঙ্গং পপ-
মোচনম্ । স পুত্রপশুমান ধীমান্ মোদতে পৃথিবী-

ছিলেন । যে মানব সমাহিতমনে উক্ত লিঙ্গের
অর্চনা করে, সে মানব সংসর্গজনিত পাতক হইতে
বিমুক্ত হয় । ১ । ২ ।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেইখানেই মনুপ্রতিষ্ঠিত
মানব লিঙ্গ বর্তমান । পূর্বে মনু পুত্রহত্যা করিয়া
পাপী হইয়াছিলেন ; কিন্তু উক্ত পাপহর ক্ষেত্রের
বিষয় অবগত হইয়া সেখানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন,
তাহাতেই তিনি পাপমুক্ত হন । যে মানব উক্ত
লিঙ্গের পূজা করে সে, পাপচয় হইতে বিমুক্ত
হয় । ১—৩ ॥

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২১৮ ॥

উনবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! মানবেশ্বরের
আগ্রকোণে মার্কণ্ডেয়ের নিকটেই নীলকণ্ঠ নামক
একটি বিখ্যাত গুহালিঙ্গ বিদ্যমান । পূর্বে বিষ্ণু
উক্ত সক্ষপাতকনাশন লিঙ্গের অর্চনা করিয়া-
ছিলেন । যে মানব তথায় যাহা ভাক্তিসহকারে

তলে । ৩ । এবং তত্র মহাদেবি মার্কণ্ডেশ-
সম্মিথৌ । ঋষীণামাশ্রমা যেষত্র দৃষ্টস্তেহদ্যাপি
ভামিনি । ৪ । অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামুর্কুরেত-
সাম্ । তত্র স্থিতানি দেবেশি মার্কণ্ডেশাশ্রমাস্তিকে ।
৫ । ঋষীগণা গুহাস্তত্র সন্না লিঙ্গসমষ্টিভাঃ ।
দৃষ্টস্তে পুণ্যতপসাং তদাশ্রমনিবাসিনাম্ । ৬ । তত্র
যঃ স্থাপয়েল্লিঙ্গং মার্কণ্ডেশদশমোপগম্ । কুলানাং
শতমুদ্রিত্য মোদতে দিব দেববৎ । ৭ । সর্বৈ
শিবময়া লোকাঃ শিবে সর্বঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তস্মাচ্ছিবঃ যজেরিষ্মান য ইচ্ছেক্ষিষ্যমাশ্বনঃ
। ৮ । শিবভক্তো ন যো রাজা ভক্তো-
হস্তেষু সুরেষু চ । স্বপতিং যুবতী ত্যক্তা
রমতেহস্তেষু বৈ যথা । ৯ । ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্বৈ
রাজানশ্চ মহর্ষিকাঃ । মানবা মুনয়শ্চৈব সর্বৈ লিঙ্গং
যজন্তি চ । ১০ । স্নানমুকুতচিহ্নানি লিঙ্গানীন্দ্রাদিভিঃ
ক্রমাৎ । স্থাপিতানি যথা স্থানে মানবৈরপি ভূরিণঃ ।
১১ । স্থাপনাদব্রহ্মহত্যাং চ ব্রহ্মহত্যাং তথৈব

চ । মহাপাপানি চাশ্তানি নিকীর্ণাঃ শিবভক্তসা
১২ । বৃত্রং হৃদ্য পুরা শক্রে মাহেন্দ্রঃ স্থাপ্য
শক্তরম্ । লিঙ্গং চ মুক্তপাপৌষত্ততোহসৌ ত্রিদিবং
গতঃ । ১২ । স্থাপয়িত্বা শিবং সূর্য্যো গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে । নিরামঘোহভূৎ সোমশ্চ প্রভাসে
পশ্চিমোদধেঃ । ১৪ । কাশ্ঠাং চৈব তথাদিত্যাঃ
সহে গরুডকাশ্ঠণৌ । প্রতিষ্ঠাং পরমাং প্রাপ্তৌ
প্রতিষ্ঠাপ্য জগৎপতিম্ । ১৫ । খ্যাতদোষা
হহল্যাপি ভর্তৃশপ্তাতবস্তদা । স্থাপ্যেশানং পুনঃ
স্ত্রীং লেভে পুত্রাংস্তথোত্তমান্ । ১৬ । পশ্চাত্যদ্যাপি
যাঃ স্নাত্বা তত্রাহল্যেশ্বরং স্নিগ্ধাঃ । পুরুষাশ্চাপি
তদদৌষধ্যুচ্যন্তে নাজ সংশয়ঃ । ১৭ । স্থাপয়িষ্যেশ্বরং
শ্বেতশৈলে বলিবিরোচনৌ । উভাবপি হি
সঞ্জাতাবমরৌ বলিনাং বরৌ । ১৮ । রামেণ রাবণং
হৃদ্য সৈন্যঃ ত্রিদেশেশ্বরঃ । স্থাপিতৌ বিধিবন্তজ্যা
তৌরে নদদৌপতেঃ । ১৯ । স্বায়ম্ভুবর্ষিদেবাদিলিঙ্গ-
হীনান ভূঃ কচিৎ । ব্যাপারান্ সকলান্শ্যক্তা

উক্ত পাপমোচন লিঙ্গর পূজা করে, সে পুত্রবান
পশুমান ও ধীমান হইয়া ধরাতলে পরম আনন্দ
উপভোগ করে । অগ্নি মহাদেবি ! এতদ্ভিন্ন সেখানে
মার্কণ্ডেশ্বর আশ্রমসমীপে যে সকল আশ্রম
অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, অগ্নি ভামিনি ! উহা অষ্টাশীতি
সহস্র উর্কুরেতা মুনির আশ্রম । হে দেবেশ । মুন-
গণ ঐ স্থানে মার্কণ্ডেশাশ্রমসমীপে বাস করিতেন ।
সেই সমস্ত আশ্রমবাসী পুণ্যতপস্বী ঋষিগণের ঙ্গ
আশ্রম সমস্ত পৃথক পৃথক গুহাসমষ্টি ; সেই
সকল গুহায় পৃথক পৃথক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় ।
সেখানে মার্কণ্ডেশ্বরসমীপে যে জন লিঙ্গ স্থাপন
করে, সে শত কুল উদ্ধারপুঙ্ক স্বর্গে দেববৎ
আনন্দ প্রমোদ করে । সমস্ত লোকই শিবময়,
আর শিবেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ; অতএব যদি
শ্রী কামনা থাকে, তবে বিদ্বান্ মানবের শিবারাধনা
কর্তব্য । যে রাজা শিবভক্ত না হইয়া অপর দেব-
তার প্রতি ভক্তিমান, সে পতিপরিত্যাগিনী উপপতি-
সঙ্গিনী তরুণী রমণীর স্তায় । ব্রহ্মাদিদেবতা, রাজা,
সমৃদ্ধিশালী মানব এবং মুনীগণ,—ইহারা সকলেই
লিঙ্গারাধনা করেন । ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অনেকা-
নেক মানব যথাক্রমে স্ব স্ব নাম দ্বারা চহিত করিয়া
স্থানে স্থানে বহু বহু লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন
অনেকে লিঙ্গ স্থাপনপ্রভাবে শিবরূপায় ব্রহ্মহত্যা,

ব্রহ্মহত্যা, ও অপরাপর মহাপাপ হইতে নিজার
প্রাপ্ত হইয়াছেন । পূর্বে শক্রদেব বৃত্রকে হত্যা
করিয়া মাহেন্দ্র নামক শক্তরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কলে
তৎপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন । সূর্য্য-
দেব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া
নিরাময় হইয়াছিলেন ; আর সোমদেবও পশ্চিম
সাগরতীরে প্রভাসক্ষেত্রে লিঙ্গস্থাপন করিয়া-
ছিলেন । এতদ্ব্যতীত আদিত্যদেব কানীতে
ও গরুড় ও বিষ্ণু সহ পর্ব্বতে জগৎপাত শক্তরের
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রভাবে পরম প্রতিষ্ঠা-
ভাজন হইয়া পরম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ।
খ্যাতদোষ অহল্যাও যখন ভর্তা কর্তৃক অভিশপ্ত
হন, তখন তিনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় স্ত্রী
লাভান্তে উত্তম পুত্র সকল পাইয়াছিলেন । ১—১৬ ।
অদ্যাপি সেখানে স্নানান্তে নরনারী সেই অহল্য-
েশ্বরকে অবলোকন করিলে উক্ত দোষ হইতে
বিমুক্ত হয় । ইহাতে সংশয় নাই । বলি ও
বিরোচন, উভয়েই শ্বেতশৈলে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
অমর ও প্রধান বলবান্ হইয়াছেন । রামচন্দ্র
সৈন্যে রাবণকে সংহার করিয়া সাগরতীরে ভক্ত
সহকারে যথাবিধি শক্তরপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । ফলতঃ
ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই, যেখানে স্বয়ম্ভূত কিম্বা
ঋষিদেবাদিপ্রতিষ্ঠিত কোন প্রকার লিঙ্গই নাই ।
তোমরা অপর ব্যাপারনিকর পরিহার করিয়া

পুঞ্জয়ধ্বং শিঃ সদা । নিকটো ইব দৃষ্টস্তে কৃতান্ত-
নগরোপগাঃ । ২০ । দেবি কিং বহুনোক্তেন
বর্ণিতেন পুনঃ পুনঃ । প্রভাসক্ষেত্রসারং তু
মার্কণ্ডেয়াশ্রমং প্রতি । ২১ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে মার্কণ্ডেয়শ্রমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
নবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২১৯ ।

বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগরাদেবি দেবং
ত্রৈলোক্যপুঞ্জিতম্ । বৃষধ্বজেশ্বরং নাম হিতং
দক্ষিণতন্তথা । ১ । যন্তদক্ষরমব্যাক্তং পরং যস্মৈ
বিদ্যতে । যোগগম্যমনাদ্যন্তং বৃষভধ্বজসংজ্ঞিতম্ ।
২ । সর্বাশ্রম্যময়ং দেবি বুদ্ধিগ্রাহ্যং নিরাময়ম্ ।
বিশ্বতঃপানিপাদং চ বিশ্বতোহক্ষিপিরোমুখম্ । ৩ ।
তং চ দেবং চিরং স্থাপুং বৃষভধ্বজসংজ্ঞিতম্ ।
পৃথুমক্ৰচ্চ ভরতঃ শশবিন্দুর্গয়ঃ শিবিঃ । ৪ । রামো-
হম্বরৌষো মাক্ষাতা দিলৌপোহথ ভগীরথঃ । সুহোত্রো
রস্তিদেবশ্চ যযাতিঃ সগরস্তথা । ৫ । ষোড়শৈতে
নৃপা ধন্তাঃ প্রভাসং ক্ষেত্রমশ্রিতাঃ । বৃষধ্বজেশমা-

সর্কদা শঙ্করের অর্চনে নিরত হও ; কারণ কৃতান্ত-
নাগরিকদিগকে নিকটবর্তী বলিয়াই বোধ হই-
তেছে । হে দেবি ! বারম্বার বলায়—বহু বাগা-
ভ্বরে কল কি ? প্রভাসক্ষেত্রের যাশ সার, তাহা
সেই মার্কণ্ডেয়াশ্রমসমীপেই বিরাজমান । ১৭-২১ ।

উনবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১১৯

বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! ইহার দক্ষিণে
বৃষধ্বজেশ্বর নামে ত্রৈলোক্যপুঞ্জিত লিঙ্গ বিদ্যমান ।
হে মহাদেবি ! পরে সেই তীর্থে যাইবে । যাহা
অক্ষয় ও অব্যক্ত, যাহার পর আর কিছুই নাই,
যাহা যোগগম্য, অনাদি ও অনন্ত, সেই পরব্রহ্মই
বৃষধ্বজমূর্তিতে অবাস্তিত । দেবি ! সেই চির
স্থির বৃষধ্বজ, বুদ্ধিগ্রাহ্য, নিরাময় ও সর্বাশ্রম্যময় ;
উহার সর্কই পাণি পাদ নেত্র মস্তক মুখ বির-
জিত । পৃথু, মক্ৰ, ভরত, শশবিন্দু, গয়, শিবি,
রাম, অম্বরৌষ, মাক্ষাতা, সুহোত্র, রস্তিদেব, যযাতি,
ও সগর এই ষোড়শ জন রাজা প্রভাসক্ষেত্র

রাধা যজ্ঞৈরিত্যে দিনং গতা । ৬ ॥ সত্যং বচি
হিতং বচি সারং বচি পুনঃ পুনঃ । অসারে দধ-
সংসারে সারং তত্র শিবার্চনম্ । ৭ । পুনর্জন্ম
পুনর্মৃত্যুঃ পুনঃ ক্লেশঃ পুনর্জন্ম । অহরহৃণীতায়ো ন
কদাচিদপৈদৃশঃ । ৮ । তদাযে তন্ত স সারগ্রন্থেরত্যন্ত-
দুর্ভিদঃ । পরং নিম্নলবিচ্ছেদি ত্রিমতাং তত্তবার্চনম্ ।
৯ । তন্ত চিন্তামণির্গেহে তন্ত কল্পক্রমঃ কুলে ।
কুবেরঃ কিঙ্করস্তন্ত ভক্তির্যন্ত শিবে স্থিতা । ১০ ।
সেয়ং লক্ষ্মীঃ পুরা পুংসাং সেয়ং ভক্তিঃ সমৌহিতা ।
সেয়ং শ্রেয়স্করী মূর্তির্ভক্তির্থা বৃষভধ্বজে । ১১ ।
পুটেশ্চ পঞ্চভিরপ্যত্র পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ । দশা-
নামশ্রমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । ১২ ।
বৃষভস্তত্র দাতব্যো বৃষভধ্বজসন্নিধৌ । সর্ব-
পাতকনাশার্থং সমাগযাত্যাকলেপ্সভিঃ । ১৩ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে বৃষভধ্বজেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২২০ ।

আশ্রয়পূর্বক বৃষধ্বজের আরাধনা করিয়া ধন্ত হইয়া-
ছেন ; তাঁহার বিবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ
করিয়াছেন । আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া সার
হিত কথা বলিতেছি, এই অসার দধসংসারে শিবা-
র্চনাই সার । ঘটীঘজ্ঞের উত্থানপতনের ভ্রাম
প্রাণিগণের অহরহঃ জন্ম মৃত্যু জরা ক্লেশ ঘটি-
তেছে, ঘটিবে, কিন্তু এতাদৃশ লিঙ্গ কদাচ হয় নাই
হইবে না । অতএব অবিলম্বেই এই অত্যন্ত
দুর্ভেদ্য সংসারগ্রন্থের পরম নিম্নলক্ষম বৃষধ্বজ
লিঙ্গের আরাধনা কর । শিবে যাহার ভক্তি আছে,
তাহার গৃহে চিন্তামণি, কুলে কল্পপাদপ, আর
কিঙ্করপদে ধনপাত আধষ্ঠিত ; বৃষধ্বজের প্রীতি,
যে ভক্তি, নরগণের তাহাই পরম শ্রী, তাহাই অভি-
মত ভোগৈশ্বর্য এবং তাহাই শ্রেয়োবিধায়িনী
বিভূতি । মানব পাঁচটি পুষ্প দ্বারাও মহেশ্বরের পূজা
করিলে দশটি অশ্রমেধের ফলপ্রাপ্ত হয় । সর্বপাপ
বিশুদ্ধি ও যাত্রাকলপ্রাপ্তি কামনায় সেই বৃষভধ্বজ-
সমীপে বৃষভ দান কর্তব্য । ১—১৩ ।

বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ১২০ ।

একবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবং চ
ঋণমোচনম্ তস্মিন দৃষ্টে ঋণং ন স্মাশ্বাতাপিতৃসমু-
ত্তবম্ ॥ ১ ॥ পিতরস্ত পুত্রা সর্বে দিব্যক্ষেত্রে সমা-
গতাঃ । প্রভাসে তপসা যুতাঃ স্থিতা বর্ষগণান
বহুন্ ॥ ২ ॥ অগ্নিষাক্তা বর্হিষদঃ সোমপা আজ্যপা-
স্তথা । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ সর্বে ভক্তিপরায়ণাঃ ॥
৩ ॥ ততঃ কালেন মহতা তুষ্টস্তেষাং মহেশ্বরঃ । ততঃ
প্রত্যক্ষতাং গম্বা বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৪ ॥ পরি-
তুষ্টোহস্মি ভদ্রং বো ক্রত যন্নসেপ্সিতম্ ॥ ৫ ॥
পিতর উচুঃ । অস্মাকং দীযতাং বৃত্তিজ্জগত্স্মিন
স্বয়ং কৃত্তে । দেবানাং চ ঋষীগাঞ্চ মাতৃগাণাং
মহীতলে ॥ ৬ ॥ ভবানেব পরো লোকে সন্নিবেশাৎ
পদ্মসম্ভব । আগত্য বর্ণাশ্চর্য ইহ যে শ্রদ্ধয়া-
ধিতাঃ ॥ ৭ ॥ পৈতৃকাঙ্কু ঋণানুজ্ঞা ভবন্তু গত-
কল্যাণাঃ । ব্যস্তরস্তঃ সুরশ্রেষ্ঠ যেষাং বৈ পিতরো
গতাঃ ॥ ৮ ॥ সর্পবাহুবিরৈক্যে যো নাশঃ
নীতাঃ পিতামহাঃ । অপুত্রা বা সপুত্রা বা সপিণ্ডী
করণং বিনা ॥ ৯ ॥ ন কৃত্তানি পুত্রা যেষামেকো

একবিংশত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! সেখান
হইতে ঋণমোচন দেবসমীপে গমন করিবে ।
তাহাকে দেখিলে পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ হয় ।
পুরাকালে অগ্নিষাক্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ ও সোমপ
পিতৃগণ দিব্য প্রভাসক্ষেত্রে আসিয়া ভক্তিব্যুক্ত
চিত্তে লিঙ্গস্থাপনাস্তে বহু বহু বৎসর যাবৎ তপস্বী
করিতে থাকেন । তারপর দীর্ঘকালান্তে মহেশ্বর
তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইলেন এবং
কহিলেন,—আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের
মঙ্গল হউক, যাঁহা অভিলাষ বল । পিতৃগণ কহি-
লেন,—হে পদ্মসম্ভব ! এ জগৎ আপনারই সৃষ্ট,
আপনিই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ; অতএব ভূতলে দেবা-
সুর-নরগণ মধ্যে আমাদের একটী বৃত্তি নির্দেশ
করিয়া দিউন । চারি বর্গই যদি শ্রদ্ধাসহকারে
এখানে আসিয়া এই লিঙ্গ দর্শন করে, তবে তাহার
যেন নিম্পাপ দেহে পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত হয় ।
হে সুরশ্রেষ্ঠ ! যাঁহাদিগের পিতৃগণ ব্যস্তরতা
প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা সর্প বহি বা বিষ দ্বারা নিহত
হইয়াছে, আর যাঁহারা অপুত্র বা সপুত্র অবস্থায়
সপিণ্ডীকরণহীন হইয়াছে, যাঁহাদের উদ্দেশে

দিক্টানি ঘোড়শ । তথা নৈব বুধোৎসর্গো গোহতা-
শ্চাপ্য চাস্ত্যজৈঃ ॥ ১০ ॥ অথাপরে যে চ যুতাঃ
শৌচেন তু বিনাকৃতাঃ । তে চাত্ত তর্পিতাঃ সর্বে
প্রয়াস্ত পরমাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
স্নাত্ব তু সলিলে পুণ্যে পিতৃগাং চৈব তর্পণম্ । যে
কার্য্যাস্তি মনুজাঃ পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ১২ ॥ অহং
বরপ্রদস্তেবাং তারিষ্যামি তৎকলাং । পিতৃন্
সর্বার সন্দেহো যদি পাপশতৈর্বৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ অগ্নি-
তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো লিঙ্গং পূজয়িষ্যতি । যুযাতিঃ
স্থাপিতং লিঙ্গং স মুক্তঃ পৈতৃকাদৃণাং ॥ ১৪ ॥ যস্মা-
দৃণাৎপ্রযুচ্যেত অস্ত লিঙ্গস্ত দর্শনাৎ । তস্মায়স্মা
কৃতং নাম ছেতস্ত ঋণমোচনম্ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
হিরণ্যং মস্তকে দত্ত্বা যঃ স্নাতি ঋণমোচনে । আত্মা
বৈ তারিতস্তেন দত্তং ভবতি গোশতম্ ॥ ১৬ ॥ এব-
মুক্তা স ভগবান্শ্রদ্ধৈবাস্তরধীয়ত । তস্মাৎসর্ব-
প্রযত্নেন তত্র শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ । পূজয়েত্তগ্নহাদেব
পিতৃলিঙ্গং সুরপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে ঋণমোচনমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-

বিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২১ ॥

ঘোড়শৈকোদষ্ট ও বুধোৎসর্গ অসুষ্ঠিত হয় নাই,
আর যাঁহারা গো বা অস্ত্যজ জাতি দ্বারা নিহত
হইয়াছে, যাঁহারা অশুচি অবস্থায় মরিয়াছে, তাঁহারা
সকলেই যেন এখানে তর্পিত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত
হয় ১—১১ । ভগবান্ কহিলেন,—যে সকল পিতৃ-
ভক্তিপরায়ণ মানব এখানে পুণ্যজলে স্নানান্তে
পিতৃতর্পণ করিবে, তাঁহাদিগের পিতৃগণ যদি শত
শত পাপে সমাবৃত্ত ও হয়, তথাপি বরদাতা আমি
তৎকলাং তাঁহাদিগের পরিদ্রাণ করিব ; ইহাতে
সন্দেহ নাই । যে নর অত্রত্য তীর্থে স্নানান্তে
আপনাদিগের স্থাপিত এই লিঙ্গের অর্চনা করিবে,
সে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইবে । আর লিঙ্গ-
দর্শনে পিতৃঋণমোচন হয় বলিয়া আমি ইহার “ঋণ-
মোচন” নামকরণ করিলাম । ঈশ্বর কহিলেন,—
যে জন মস্তকে স্বর্ণস্থাপনপূর্বক ঋণমোচন তীর্থে
স্নান করে, এবং পশ্চাৎ সেই সূবর্ণ দান করে,
তৎকর্তৃক আত্মা তারিত হয় ; এবং শত গোদানের
কল লব্ধ হয় । হে মহাদেবি ! ভগবান্ এই কথা
বলিয়া তথায়ই অন্তর্হিত হইলেন । অতএব সেখানে
সর্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও সুরপ্রিয় পিতৃলিঙ্গের
অর্চনা কর্তব্য । ১—১৭ ।

ংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২১ ।

ষাণ্ডিন্যত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতঃ লিঙ্গঃ কল্পবত্যা
প্রতিষ্ঠিতম্ । সর্বপাপোপশমনং সর্বকামফলপ্রদম্ ।
তত্র স্নাত্বা মহাতীর্থে লিঙ্গং সংপ্রাপ্য যত্নতঃ ।
বিশ্লেভ্যো দপয়েদ্বিস্তং মৃত্যুতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কল্পবতীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাণ্ডিন্যত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি লিঙ্গং
ত্রৈলোক্যপুজিতম্ । গাত্রোৎসর্গমিতি পাতং কল্প
দক্ষিণতঃ স্থিতম্ ॥ ১ ॥ যত্র গাত্রং পরিত্যজ্যঃ বল-
ভক্ত্যেণ ধীমতা । অস্তৈশ্চৈব মহাভাগৈর্গদাভ্যাস্তত্র
সংযুগে ॥ ২ ॥ যত্র তে যাদবাঃ ক্ষৌণ বক্ষশাপবলা-
গিনা । এতৎ পুরুষোত্তমং ক্ষেত্রং সমস্তাকল্পমা-
শ্রুতম্ ॥ ২ ॥ যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবি নিষ্ঠিতে পুরুষো-
ত্তম । তদেব বৈকবং ক্ষেত্রং কলৌ পাতকনাশনম্ ॥
৪ ॥ রহস্তঃ পরমং দেবি তীর্থানাং প্রবরং হি

ষাণ্ডিন্যত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন—সেই স্থানেই কল্পবতী প্রতি-
ষ্ঠিত সর্বপাপহর সর্বকামপ্রদ একটি লিঙ্গ বিদ্য-
মান । তথায় মহাতীর্থে স্নানান্তে সযত্নে উক্ত
লিঙ্গের অভিষেক সম্পাদন করিয়া বিপ্রগণকে ধন
দান করিলে মানব সর্বপাতক হইতে বিমুক্ত
হয় ॥ ১২ ॥

ষাণ্ডিন্যত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অগি মহাদেবি ! তারপর
উহার দক্ষিণদিকে অবস্থিত ত্রৈলোক্যপুজিত
গাত্রোৎসর্গ নামক বিখ্যাত লিঙ্গ সমীপে যাইবে ।
ঐ স্থানে ধীমান বলভক্ত, এবং অপরাপর মহা
ভাগ যাদবগণ গাত্রবিসর্জন করিয়াছেন । পূর্বে
ব্রহ্মশাপরূপ সর্প দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যাদবগণ
ঐ স্থানেই পরম্পর যুদ্ধ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । উহাই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ; উহার পরিমাণ
চতুর্দিকে ষোড়শ যোজন । দোব ! ঐ স্থানে
স্বয়ং পুরুষোত্তম অবস্থিত । কলিকালে ঐ পাপ-

তৎ । পূর্বে কৃতযুগে দেবি প্রেততীর্থং চ সংস্মৃতম্ ।
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে গাত্রোৎসর্গমিতি স্বভূৎ ॥
৫ ॥ ঋণমোচনপাথে তু মধ্যে তু পাপমোচনাৎ ॥
এতন্নধ্যং সমাশ্রিত্য মৃতঃ পাপৈর্বিমূচ্যতে ॥ ৬ ॥
তস্মা কিং বর্ণ্যতে দেবি যত্নানন্তকলং মহৎ ।
অশ্বমেধসহস্রশ্চ কলং স্নাত্বা হব্যাপ্যতে ॥ ৭ ॥
যত্নাশ্বখং সমাসাদ্য সমাধিস্তম্ভমানসঃ । মুমোচ
হস্তাজান্ প্রাণান ব্রহ্মদ্বারেণ কেশবঃ ॥ ৮ ॥ তত্র
নারায়ণং সাক্ষাদ্বলভভং চ কলিঙ্গীম্ । পূজয়িত্বা
বিধানেন মৃত্যুতে পাতকত্রয়াৎ ॥ ৯ ॥ তত্র স্নাত্বা
নরো ভক্ত্য যঃ সন্তপ্যতে পিতৃন । প্রেতদ্বাং
পিতরো মুক্তা ভবন্তি শ্রাদ্ধদায়িনঃ ॥ ১০ ॥ গোম্রঃ
সুবাণো হর্ষেরা ব্রহ্মণ গুরুতল্লগঃ । তত্র স্নাত্বা
নয়ঃ সদ্যো বিদ্যাপঃ সম্প্রদায়ে ॥ ১১ ॥ বাল্যে
বয়সি যৎপাপং বার্ককে যোবনেহপি বা । অজ্ঞানাজ-
জ্ঞানতো বাপি যঃ করোতি নরঃ প্রিয়ে । তত্র স্নাত্বা
প্রমুচ্যেত তীর্থে গাত্রমোচনে ॥ ১২ ॥ তত্র পিতৃ-
প্রদানেন পিতৃণাং জায়তে পরা । তৃপ্তির্ধর্মশতং
যাবদেতদাহ পুরা হরিঃ ॥ ১৩ ॥ যঃ পুনশ্চারণদানং
তু তত্র কুধ্যাৎ সমাহিতং । তস্মাশ্বমেহপি দেবেশি ন

হর বৈকব ক্ষেত্র পরম রহস্ত ও তীর্থশ্রেষ্ঠ । দেবি !
পূর্বে সত্যযুগে উহা প্রেততীর্থ নামে প্রসিদ্ধ ছিল,
পরন্তু কলিযুগাগমে উহা গাত্রোৎসর্গ নামে প্রখ্যাত
হইয়াছে । দেবি ! সেখানে স্নানাদিতে অনন্ত
ফল হয় ; সূতরাং তাহার মাহাত্ম্য আমি আর কি

ফল লাভ হয় । ঐ স্থানেই ভগবান কেশব, অশ্বখ-
মূলে সমাধিস্তম্ভচিত্তে ব্রহ্মদ্বার দ্বারা হস্তাজ প্রাণ
বিসর্জন করিয়াছিলেন । সেখানে নারায়ণ বল-
ভক্ত ও কলিঙ্গীকে যথাবিধানে অর্চনা করিলে
মানব পাতকত্রয় হইতে মুক্ত হয় । যে নর তথায়
স্নানান্তে ভক্তিসংকারে পিতৃগণের শ্রাদ্ধতর্পণ
করে, তাহার পিতৃগণ প্রেতদ্ব হইতে বিমুক্ত হয় ।
গোম্র, সুবাণায়া, ব্রহ্মণ, বা গুরুতপল্লগামী, হর্ষক
মানব ও তথায় স্নান করিয়া সদ্যঃ পাপমুক্ত হয় ।
বাল্যে যোবনে, বার্ককে, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে যে
কোন পাপাচরণ করে, প্রিয়ে ! গাত্রমোচনতীর্থে
স্নান করিলে তৎসমস্ত হইতে বিমুক্ত হয় । সেখানে
পিতৃপ্রদানে পিতৃগণের শতবার্ষিকী তৃপ্তিলাভ
হয় ; পূর্বে হরি এই কথা কহিয়াছেন । আর
সেখানে সমাহিতমানে যে মানব অন্নদান করে,

প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ১৪ ॥ ক্রীদেব্যবাচ । প্রেত-
তীর্থমিতি প্রোক্তং পশ্চাদ্ গাত্রবিমোচনম্ । বদ মে
দেবদেবেশ প্রেততীর্থস্ত কারণম্ ॥ ১৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি প্রেততীর্থস্ত কার-
ণম্ । যক্ষুঃসামানবো ভক্ত্যা মুক্তঃ স্ম্যৎ সর্ব-
কিঞ্চিদৈঃ ॥ ১৬ ॥ পুরাসীদ গোতমো নাম মহর্ষিঃ
শংসিতব্রতঃ । ভৃগুশ্লোকে সমাধাতঃ ক্ষেত্রে প্রাভা-
সিকে শুভে ॥ ১৭ ॥ অয়নে চোত্তরে পুণ্যে
ক্রীসোমেশদিদৃক্ষ্য । দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং দেবং স্মাদা
তীর্থেষু কুৎসনঃ ॥ ১ ॥ স গচ্ছন্তীর্থযাত্রায়াং
গাত্রোৎসর্গং ততো গতঃ ॥ ১৯ ॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণো
দেবি যাবৎ সীমামুপাগতঃ । তাবদ্বিসুপ্রিয়ং তত্র
দদৃশে বৈষ্ণবং বনম্ ॥ ২০ ॥ পুরুষোত্তমনামাচ্যঃ ক্ষেত্রঞ্চ
ধনুসং শতম্ । তস্মিন ক্ষেত্রে স চাপশ্চৈব পঞ্চ
প্রেতান সুদারুণান্ ॥ ২১ ॥ মহাবৃক্ষসমাক্রান্তমহাকায়া
মগোৎকটান । উরু কেশান শঙ্কুকর্ণান্ স্নানদ্র-
কলেবরান ॥ ২২ ॥ বিমানসকুধিরান্নগানথ কৃষ্ণ-
কলেবরান । দৃষ্ট্বাসৌ ভয়সস্তস্তো বিনষ্টোহস্মীত্য-
চিস্তয়ৎ ॥ ২৩ ॥ ধাত্বাহ স্মৃচিরং কালং ধৈর্য্যমাস্বায়

হে দেবেশি ! তাহার বংশে কদাচ কেহ প্রেতর
প্রাপ্ত না । ১—১৪ । দেবী কহিলেন,—হে দেব
দেবেশ ! আপনি প্রেততীর্থের গাত্রবিমোচন
নামে প্রসিদ্ধির কারণ কীর্তন করিয়াছেন, হে দেব-
দেবেশ ! সেই প্রেততীর্থের উৎপত্তিকারণ আমার
নিকট বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—শুন দেবি ! মানব
ভক্তিসহকারে যাহা শুনিলে সর্বপাতক হইতে
মুক্ত হয়, সেই প্রেততীর্থের কারণ বলিতেছি ।
পুরাকালে গোতম নামে এক সংশতব্রত মহর্ষি
ছিলেন । তিনি একদা পুণ্য উত্তরায়ণকালে
ক্রীসোমেশ্বর দর্শনার্থ ভৃগুশ্লোক হইতে শুভ প্রভাস-
তীর্থে আগমন করেন । আসিয়া যাবতীযতীর্থে
অভিষেকান্তে সোমেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরে
তীর্থযাত্রাক্রমে গাত্রোৎসর্গ তীর্থের দিকে যাইতে
লাগিলেন । যাইতে যাইতে সেই ব্রাহ্মণ ক্রমে
সীমার সমীপস্থ হইয়া এক বিষ্ণুপ্রিয় বন দেখিতে
পাইলেন । উহার নাম পুরুষোত্তম, পরিমাণ
শত ধনুঃ । তন্মধ্যে মহাবৃক্ষাক্রুত, মহাকায মহোৎ-
কট, উরুকেশ, শঙ্কুকর্ণ শিরাব্যাপ্তিশরীর, মাংস-
শেণিতহীন, কৃষ্ণকায়, নগ্ন, সুদারুণ পঞ্চপ্রেত
দর্শনে ভয়সস্তস্ত হইয়া ভাবলেন যে, আমি তো
বিনষ্ট হইলাম । পরে সমস্তে ধৈর্য্যধারণে কিয়ৎ

যত্নতঃ । কে যুগং বিকৃতাকারী দৃষ্টাঃ পুংসঃ যয়া
পুরা ॥ ২৪ ॥ ন কদাচিদযথা যুগং কিমর্থং ক্ষেত্র-
মধ্যতঃ । ধাবমানাঃ স্নুঃখার্থা এতন্মে কোতুভঃ
মহৎ ॥ ২৫ ॥ প্রেতা উচুঃ । বয়ং প্রেতা মহাভাগ
দূরাদিহ সমাগতাঃ । স্মাদা তীর্থবরং পুণ্যং প্রবেশং
ন লভামহে ॥ ২৬ ॥ গণৈরন্তর্জানগতৈঃ প্রহরৈর্জ-
জ্বরীকৃতাঃ । লেখকো রোহকশ্চৈব সূচকঃ শীঘ্রগন্তুধা ॥
২৭ ॥ অহং পর্য্যাপিতো নাম পঞ্চমঃ পাপকৃত্তমঃ ॥
২৮ ॥ গোতম উবাচ । প্রেতযোনৌ প্রবৃত্তান্যং
কেন নামানি কুৎসনঃ । যুগ্মকং নিশ্চিন্তান্তেব-
মেতন্মে কোতুভঃ মহৎ ॥ ২৯ ॥ প্রেতা উচুঃ ।
যাচমানস্ত বিপ্রস্ত লিখত্যেব ধরাতলে । নোত্তরং
পঠতে কিঞ্চিৎ তেনাসৌ লেখকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বিতীয়ো ব্রাহ্মণভয়াং প্রাসাদমধিরোহতি । ততোহসৌ
রোহকাণোহভূক্ষুণু বিপ্র তৃতীয়কম্ ॥ ৩১ ॥
স্মৃতিঃ বহবোহনেন ব্রাহ্মণা বিস্তস্যুতাঃ । রাজ্ঞে
পাপেন তেনাসৌ সূচকো ভুবি বিজ্ঞতঃ ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থ্যমানস্ত শীঘ্রং ধাবতি নিত্যশঃ । ন

কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—তোমরা কে ? পূর্বে
আমি তোমাদের স্থায় বিকৃতাকার প্রাণী দেখি
নাই ! আর এই ক্ষেত্রমধ্যেই বা কি জন্ত
তোমরা কুংখার্ত্তভাবে ধাবিত হইতেছ ? ইহাতে
আমার মহৎ কোতুক জন্মিতেছে । প্রেতগণ
কহিল,—হে মহাভাগ ! আমরা এই পুণ্যতীর্থের
নাম শুনিয়া দূর হইতে এখানে আসিয়াছি । পরন্তু
প্রবেশ করিতে পারিতেছি না । অদৃশ্য রক্ষিণের
প্রহারে জজ্বরীকৃত হইতেছি মাত্র । এই লেখক,
রোহক, সূচক, শীঘ্রগ, আর প্রধান পাতকা আমি
পর্য্যাপিত নামক । ১৫—২৫ । গোতম কহিলেন,—
প্রেত যোনিতে তোমাদের এই নামকরণ করিল
কে ? এ বিষয়ে আমার বড়ই কোতুহল জন্মি-
য়াছে । প্রেতগণ কহিল,—ভূতলে থাকিতে এই
ব্যক্তি প্রাণী ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা লিখিয়া জানাইত,
কিন্তু রাজকীয় উত্তর প্রবাদগকে বলিত না ।
এই জন্ত ইহার নাম হইয়াছে লেখক । আর এই
দ্বিতীয় ব্যক্তি যাচক ব্রাহ্মণগণের ভয়ে প্রাসাদে
আরোহণ করিয়া থাকিত ; সেই জন্ত ইহার নাম
হইয়াছে রোহক । বিপ্র ! এই তৃতীয় ব্যক্তির
কথা শুন । এ ব্যক্তি রাজার নিকট বহু বহু ধন-
বান ব্রাহ্মণের কথা তুলিয়াছে ; সেই পাপে ভূতলে
সূচক নামে খ্যাত হইয়াছে । আর এই চতুর্থ

কদাচিদকান্তি তস্য ভেনাসৌ শীত্ৰগঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
 ময়া কদম্বং দত্তঞ্চ পৰ্য্যুষিতং ব্রাহ্মণোত্তমৈ । ব্রাহ্ম-
 ণৈস্ত্যঃ সদা দানং মিষ্টায়ৈন তু পোষণম্ । তস্মাৎ
 পৰ্য্যুষিতো নাম সজ্জাতোহহং ধরাতলে ॥ ৩৪ ॥
 গৌতম উবাচ । ন বিনা ভোজনে নৈব পৰ্ব্বন্তে
 প্রাণিনো ভূবি । কিমাহারা ভবন্তো বৈ বদধ্বঃ
 মম কোতুকাৎ ॥ ৩৫ ॥ প্রেতা উচুঃ । প্রাপ্তে
 ভোজনকালে তু যত্র যুদ্ধং প্লবন্তে । তত্শাস্ত্র-
 রসং সৰ্ব্বং ভুঞ্জামো যজসস্তম ॥ ৩৬ ॥ নানুলিপ্তে ধরা-
 পৃষ্ঠে যত্র ভুঞ্জন্তি মানবাঃ । ব্রষ্টশৌচা দ্বিজব্র-
 তদস্মাকং তু ভোজনম্ ॥ ৩৭ ॥ অপ্রক্ষালিত-
 পাদস্ত যো ভুঙ্জেত দক্ষিণামুখঃ । যো বেষ্টিতশিরা
 ভুঙ্জেত প্রেতা ভুঞ্জন্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥ শ্রাদ্ধং
 সম্পত্ততে বা চেনারী চৈব রজস্বলা । অস্ত্যজঃ
 শূকরশ্চারণঃ তদস্মাকং তু ভোজনম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্যক্তা
 ক্রমাগতঃ বিপ্রঃ পূজিতঃ প্রণিতামদৈঃ । যো দানং
 দদতেহস্তমৈ তস্মৈ চাতুৰ্ব্বৈচেতসা ॥ ৪০ ॥ তস্ম
 দানস্ত যৎপুণ্যং তদস্মাকং প্রজায়তে । যস্মিন্ গৃহে

ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্রতবেগে ধাবিত
 হইত কিন্তু কদাচ কাহাকেও কিছুমাত্র দিত না ।
 সেই জন্ত এ ব্যক্তি ধাবক নামে অভিহিত । আর
 এই পঞ্চম আমি—উত্তম ব্রাহ্মণকেও জঘন্ত পৰ্য্যুষিত
 কদম্ব প্রদান করিতাম; আর নিজে উত্তমোত্তম
 মিষ্টান্ন দ্বারা আত্মপোষণ করিতাম । সেই জন্ত
 ধরাতলে আমি পৰ্য্যুষিত নাম ধারণ করিয়াছি ।
 গৌতম কহিলেন,—ভূতলে কোন প্রণীত আহার
 ব্যতীত বাচে না; অতএব তোমাদিগের আহার
 কি? তাহা জানিবার জন্ত আমার কোতুক হই-
 তেছে; আমাকে তাহা বল । প্রেতেরা কহিল,—
 হে দ্বিজসত্তম! যদি কোথায়ও ভোজন কালে বিবাদ
 আরম্ভ হয়, তবে আমরা সেই অন্নের সমুদয় রস
 ভক্ষণ করিয়া থাকি । অননুলিপ্ত ভূতলে রাখিয়া
 নীলব্রত মানবগণ যে ভোজন করে, হে দ্বিজবর!
 তাহাই আমাদের আহার । নরগণ অধোতপদে
 দক্ষিণমুখে, বা বেষ্টিতমস্তকে, যে ভোজন করে,
 প্রেতগণ প্রতিদিন তাহাই ভোজন করিয়া থাকে ।
 কুকুর, রজস্বলা, অস্ত্যজ কিম্বা শূকর যদি শ্রাদ্ধ বা
 অন্ন দর্শন করে, তবে তাহা আমাদের আহার ।
 পূর্বপুরুষক্রমাগত দানীয় ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যদি
 অন্ত ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, কিম্বা অশ্রদ্ধায় যাহা
 দান করা যায়, সেই দানফল আমরা প্রাপ্ত হই ।

সদোচ্ছিষ্টং সদা চ কলহো ভবেৎ । বৈশ্বদেববিশৌনে
 তু তত্র ভুঞ্জামহে বয়ম্ ॥ ৪১ ॥ গৌতম উবাচ ।
 যুযাকং কীদৃশে গেহে প্রবেশো ন চ বিদ্যতে ।
 সত্যং বদত মাসত্যং সত্যং সাধুষু সঙ্গতম্ ॥ ৪২ ॥
 প্রেতা উচুঃ । বৈশ্বদেবোত্তবা যত্র ধুমবর্ত্তিঃ প্রদৃশ্যতে ।
 তস্মিন্ গেহে ন চাস্মাকং প্রবেশো বিদ্যতে দ্বিজ ॥
 ৪৩ ॥ যস্মিন্ গৃহে প্রভাতে তু ক্রিয়তে চোপলোপনম্ ।
 বিদ্যতে বেদনির্বোধো যন্তাস্মাৎ ন কিঞ্চন ॥ ৪৪ ॥
 গৌতম উবাচ । কেন কৰ্ম্মবিপাকেণ প্রেতঃ
 ব্রজতে নরঃ । এতন্মে বিস্তরেনৈব যথাবদ্বক্তু-
 মহথ ॥ ৪৫ ॥ প্রেতা উচুঃ । যুযাপহারিণো যে চ
 যে চোচ্ছিষ্টা ব্রজন্তি চ । গোব্রাহ্মণহতান্চৈব প্রেতঃ
 তে ব্রজন্তি হি ॥ ৪৬ ॥ পৈশ্চশ্চনিরতা যে চ কূট-
 সাক্ষ্যরতা নরাঃ । জায়পক্ষে ন বর্ত্তন্তে মৃত্যুঃ
 প্রেতা ভবন্তি তে ॥ ৪৭ ॥ শ্লেষমুত্রপুত্রীবাণি যে
 ক্ষিপন্তি সরোবরে । প্রেতঃ তে সমাসাদ্য বিচ-
 রন্তি চ মানবাঃ ॥ ৪৮ ॥ দীযমানং তু বিপ্রাণাং
 গোষু বিপ্রাতুরেষু চ । যা দেহীতি প্রজল্পন্তস্তে
 চ প্রেতা ভবন্তি চ ॥ ৪৯ ॥ শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি
 বিপ্রো স্নিয়েত বৈ । প্রেতঃ যাত্যসৌ নুনং যদ্যপি
 স্ত্রাৎ যড়ঙ্গবিৎ ॥ ৫০ ॥ যন্ত্রীন হলে বলীবদ্দান
 বাহ-যজ্ঞদসংযুতঃ । অমাবাস্ত্যং বিশেষণে স প্রেতো

যে গৃহে উচ্ছিষ্টপাত্র দীর্ঘকাল থাকে, যেখানে সদাই
 কলহ হয়, কিম্বা যাহা বৈশ্বদেবহীন, আমরা সেখানে
 ভোজন করি ॥ ৪১ ॥ গৌতম কহিলেন,—কিরূপ
 গৃহে তোমাদের প্রবেশ ঘটে না? ইহা সত্য করিয়া
 বল; অসত্য বলিও না, কারণ সাধুজন সমীপে
 সত্যোক্তিই সঙ্গত । প্রেতগণ কহিল,—হে দ্বিজ!
 যে গৃহে অল্পাধিক বৈশ্বদেবের ধুমবর্ত্তি দৃষ্ট হয়,
 সেখানে আমাদের প্রবেশ নাই । প্রাতঃকালে যে
 সকল গৃহে উপলোপন ও বেদঘোষ হয়, সেখানেও
 আমাদের কোন অধিকার নাই । গৌতম
 কহিলেন,—মন্তব্য কোন কৰ্ম্মবিপাকে প্রেতঃ
 প্রাপ্ত হয়, তাহা আমায় সমস্তই যথাযথ বল ।
 প্রেতগণ কহিল,—যাহারা যুযাপহারী, উচ্ছিষ্টা-
 বস্থায় গমনকারী, কিম্বা যাহারা গো অথবা ব্রাহ্মণ
 দ্বারা হত হয়, তাহারা প্রেতঃ প্রাপ্ত হয় । ব্রাহ্মণ
 যড়ঙ্গবেতা হইলেও যদি উদরে শূদ্রাঙ্গ থাকিতে
 মৃত্যু হয়, তবে তাহারও প্রেতঃ হইয়া থাকে । যে
 মুচ মানব অমাবাস্ত্যায় হল চালনা করে, কিম্বা তিনটি
 বলীবদ্দ দ্বারা হল চালনা করায়, সেও প্রেতঃ

জায়তে নরঃ ॥ ৫১ ॥ নাস্তিকো নিন্দকঃ ক্ষুদ্রো
নিত্যনৈমিত্তবর্জিতঃ । ব্রাহ্মণান্ ধেষ্টি যো নুনং স
প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৫২ ॥ বিশ্বাসঘাতকো যন্ত
ব্রহ্মহা জীবধে রতঃ । গোয়ো গুরুষু পিতৃহা স
প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৫৩ ॥ যন্ত নৈব প্রদত্তানি
একোদ্দিষ্টানি বোড়শ । যন্ত ন বৃষোৎসর্গঃ স
প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৫৪ ॥ এতদ্ধি সর্মমাখ্যাতঃ
যৎ পুষ্টাঃ স্ম দ্বিজোত্তম । ভূয়ো ক্রহি দ্বিজশ্রেষ্ঠ
যচ্চাস্তি তব সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ গৌতম উবাচ । যেন
কর্ম্মবিপাকের্ণ ন প্রেতো জায়তে নরঃ । তন্মে
বদত নিঃশেষং কৌতুকং মেহত্র বিদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
প্রেতা উচুঃ । তীর্থযাত্রায়তো যন্ত দেবার্চন-
পরায়ণঃ । ব্রাহ্মণেষু সদা ভক্তো ন প্রেতো
জায়তে নরঃ ॥ ৫৭ ॥ নিত্যং শৃণোতি শাস্ত্রাণি
নিতাং সেবতি পণ্ডিতান্ । বৃদ্ধাংশু পৃচ্ছতে
মিত্যং ন স প্রেতৈঃ বিজায়ত ॥ ৫৮ ॥ এতস্মাৎ
কারণাৎ প্রাপ্তা বয়ং সর্বে সুদূরতঃ । ন শক্নুমো
প্রবেষ্টুঞ্চ পুণ্যেহস্মিন্ ক্ষেত্র উত্তম ॥ ৫৯ ॥ নির্ঝিগ্নাঃ
প্রেতরূপেণ তস্মাৎ দ্বিজসত্তম । গতির্ভব মহাভাগ
সর্বেষাং নঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬০ ॥ গৌতম উবাচ ।

প্রাপ্ত হয় ! নাস্তিক, নিন্দক, ক্ষুদ্রচেতা, নিত্য
নৈমিত্তিককর্ম্মভাগী, ও ব্রাহ্মণদেষী মানবও
প্রেতহ লাভ করে । বিশ্বাসঘাতক, ব্রহ্মহাতী,
জীবধাসক্ত, গোয়, এবং গুরুষু, ব্যক্তিই প্রেত হয় ।
যে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বোড়শ একোদ্দিষ্ট ও
বৃষোৎসর্গ না করা হয়, সেও প্রেতহ লাভ করে ।
হে দ্বিজোত্তম ! এই তো আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন সমস্ত कहিলাম । হে দ্বিজবর !
তোমার আর যাহা সংশয় থাকে বল । ৪২—৫৫ ।
গৌতম कहিলেন,—যে কর্ম্মের কলে প্রেতহ
হয় না, আমার নিকট তহো নিঃশেষরূপে
বল ; আমার এ বিষয়ে কৌতুক রহিয়াছে ।
যে মানব তীর্থযাত্রায়ত, দেবার্চনাপরায়ণ,
ও সদা ব্রাহ্মণভক্ত, সে প্রেত হয় না । যে
জন নিয়ত শ্রান্ত স্বরণ করে, নিত্য পণ্ডিতের উপা-
সনা করে, ও বৃদ্ধগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে, সেও
প্রেত হয় না । আমরা এই জন্তই সুদূর দেশ
হইতে এখানে আসিয়াছি, পরন্তু এই উত্তম পুণ্য
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিতেছি না । এই
প্রেতাবস্থায় আমরা নিত্যন্ত নির্ঝিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি
অতএব হে দ্বিজসত্তম ! আপনি একটু যত্ন করিয়া

কথং বো জায়তে মোক্ষো বদধ্বঃ কৃৎপ্রশো মম ।
রূপমাবিষ্টেচিন্তোহহং যতিষ্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥
প্রেতা উচুঃ । প্রভূতকালমস্মাকং প্রেতহে তিষ্ঠতাং
বিভো । ন ততোতি পুমান্ তচ্চিদস্মাকং যো
গতির্ভবেৎ ॥ ৬২ ॥ তস্মাৎ দেহিনঃ শ্রাদ্ধং গম্বা
ক্ষেত্রস্ত বৈকবম্ । নামগোত্রাণি চাদায় মোক্ষং
যাস্তামহে ততঃ ॥ ৬৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ততোহসৌ
ব্রাহ্মণো গম্বা দয়্যাবিষ্টো হরের্গৃহম্ । শ্রাদ্ধক প্রদদৌ
তেষামেকেকস্ত পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬৪ ॥ যন্তযন্ত যদা
শ্রাদ্ধং করোতি দ্বিজসত্তমঃ । স রাজৌ স্বপ্ন এতৈর্যনঃ
দর্শনে বাক্যমববোৎ ॥ ৬৫ ॥ প্রসাদাতব বিপ্রেত
মুক্তোহহং প্রেতযোনিতঃ । স্বস্তি তেহম্ গমিষ্যামি
বিমানং মে হ্যপস্থিতম্ ॥ ৬৬ ॥ এবং সস্তারিতান্তেন
চহারন্তে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬৭ ॥ অথাসৌ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ
সম্প্রাপ্তে পঞ্চমে দিনে । প্রদদৌ বিধিপূরিত্ত শ্রাদ্ধং
পর্যুষিতস্ত চ ॥ ৬৮ ॥ অথাপস্তত স্বপ্নান্তে প্রাপ্তঃ
পর্যুষিতঃ নরম্ । দীনবাক্যং পরিক্রিষ্টঃ
নিঃশসন্তঃ মুহুর্ভূতঃ ॥ ৬৯ ॥ পর্যুষিত উবাচ ।

আমাদের সকলের গতি হউন । গৌতম कहি-
লেন,—আমি তোমাদের প্রতি রূপাবিষ্টেচিন্ত হই-
য়াছি, অতএব কিরূপে তোমাদের মোক্ষ হইবে,
আমাকে সম্পূর্ণ বল, আমি যত্ন করিব, এ বিষয়ে
সংশয় নাই । প্রেতগণ कहিল—বিভো ! আমরা
প্রভূত কাল প্রেতভাবে আছি, কিন্তু এযাবৎ আমা-
দের মোচন করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিই
আমরা পাই নাই ; অতএব তুমি আমাদের জন্ত
বৈকব ক্ষেত্রে যাইয়া নাম গোত্র উল্লেখ সহকারে
শ্রাদ্ধ দান কর, তাহা হইলেই আমরা মোক্ষলাভ
করিব । ঈশ্বর कहিলেন,—তারপর সেই দয়্যাবিষ্ট
ব্রাহ্মণ গৌতম বৈকবক্ষেত্রে যাইয়া তাহাদের
প্রেতাকের উদ্দেশে পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিলেন ।
দ্বিজসত্তম গৌতম যে যে দিন যাহার যাহার জন্ত
শ্রাদ্ধ করিলেন সে সে সেই সেই রাজিতে স্বপ্নে
প্রত্যক্ষগোচর হইয়া कहিল,—হে দ্বিজবর !
আমি তোমার প্রসাদে প্রেতযোনি হইতে মুক্ত
হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, আমার বিমান
উপস্থিত ; আমি এখন যাইব । ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গৌতম
এইভাবে চারিজন প্রেতের পরিজ্ঞাপন করিয়া পঞ্চম
দিনে পর্যুষিতের উদ্দেশেও বিধিমত শ্রাদ্ধ দান
করিলেন ; পরন্তু রাজিকালে স্বপ্নে দেখিলেন যে,
পর্যুষিত আসিয়া উপস্থিত হইল । সে মুহুর্ভূত

ন মে জাতা গতিবিপ্র মন্দভাগ্যস্ত পাপি-
নঃ । ময়া হতঃ তড়াগার্থঃ যদ্বিতঃ প্রণী-
কৃতম্ ॥ ৭০ ॥ গৌতম উবাচ । কথং তে
জায়তে মোক্ষো বদ শীঘ্রমশেষতঃ । কার্ষ্যো নাত
সন্দেহো যদাপি জ্ঞাৎ সুহৃৎকৃতম্ ॥ ৭১ ॥ পর্যুষিত
উবাচ । অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে গতা তীর্থঃ হরি-
প্রিয়ম্ । শ্রাদ্ধং ত্বং দেহি মে নুনং ততো গতির্ভবি-
ষ্যতি ॥ ৭২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবমুক্তঃ স বিপ্রেন্দ্র-
স্তেন প্রেতেন বৈ মুনিঃ । অয়নে চোত্তরে প্রাপ্তে
গতা তীর্থঃ হরিপ্রিয়ম্ । প্রদদৌ বিধিবচ্ছাদ্ধং ততঃ
পর্যুষিতায় চ ॥ ৭৩ ॥ ততঃ পর্যুষিতো রাজৌ
স্বপ্নান্তে বাক্যমববৌ ॥ প্রসন্নবদনো ভূহা দিব্য-
মাল্যবপুর্ধরঃ ॥ ৭৪ ॥ পর্যুষিত উবাচ । মুক্তো-
হহং ত্বৎপ্রসাদেন প্রেতভাবাদ্বিজোত্তম । স্থতি
তেহহং গমিষ্যামি বিমানং মে হ্যপস্থিতম্ ॥ ৭৫ ॥
দেবত্বকং ময়া প্রাপ্তং সমর্থোহহং দ্বিজোত্তম । বরঃ
দদামি তে বিপ্র গৃহাণ ত্বং বরং শুভম্ ॥ ৭৬ ॥
ব্রহ্মণে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা । নিকৃতি-

বিহিতা সন্তি কৃত্যে নাস্তি নিকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥ গৌতম
উবাচ । যদি দেবো বরোহস্মাব সমর্থোহসি বর-
প্রদ । যত্র স্থানে ময়া দৃষ্টাঃ প্রেতা যুযৎ সু-
স্থখিতাঃ । তত্রাহং চাশ্রমং কৃহ্য করিষ্যে চোত্তমং
তপঃ ॥ ৭৮ ॥ নির্গস্তাস্মি গৃহং ভূতৈঃ স্নাত্বা তীর্থমদং
মহৎ । তত্র যো মানবো ভক্ত্য পিতৃমুদ্ভিত
ভক্তিতঃ ॥ ৭৯ ॥ বিধিবদাস্তি শ্রাদ্ধং স্নাত্বা
সত্বর্ণা দেবতাঃ । যুযৎপ্রসাদ-সুস্থ হৃদয়েহপি
কদাচন । মা ভূহাৎ প্রেতভাগো হি অপি পাপা-
ঘিতস্ত ভোঃ ॥ ৮০ ॥ পর্যুষিত উবাচ । গচ্ছ ত্বং
চাশ্রমং তত্র কুরু ব্রাহ্মণসত্তম । গমিষ্যসি পরাং
সিদ্ধিং নোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি ॥ ৮১ ॥ তত্র যে
মানবা ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং দাস্তন্তি সত্তমাঃ । পিতৃণাং তে
বিমানস্থা যাস্তন্তি ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ৮২ ॥ ন তেষাং
বংশজঃ কশ্চিৎ প্রেতভূতং গমিষ্যতি । প্রাহঃ সপ্ত-
পদীং মৈত্রীং পণ্ডিতাঃ স্থিরবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ মিত্রতাং
তু পুরস্কৃত্য কিং তদ্বক্ষ্যামি তঙ্কণ্ । তবাত্মমপদং
পুণ্যং ভবিষ্যতি মহীতলে ॥ ৮৪ ॥ সর্বপাপপ্রশ-

নিষাসপরায়াণ, দীনবচন ও পরিক্রষ্টাকায় । পর্যা-
ষিত কহিল,—বিপ্র! আমি অতি মন্দভাগ্য পাপী,
আমি তড়াগনিমিত্ত দ্বিগুনীকৃত বিত্ত অপহরণ
করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার মুক্তি হয় নাই ।
গৌতম কহিলেন,—কিরূপে তোমার মোক্ষ
হয়, শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বল । তাহা যদি তুমি সাধ্যও
হয়, তথাপি আমি তাহা করিব । ইহাতে সংশয়
নাই । পর্যাষিত কহিল,—উত্তরায়ণকালে তুমি
হরিপ্রিয় তীর্থে যাইয়া শ্রাদ্ধ দান কর, তা
হইলে নিশ্চয়ই আমার মুক্তি হইবে । এই
কথা শুনিয়া বিপ্রেন্দ্র গৌতম উত্তরায়ণকালে
সেই প্রেতের সহিত উক্ত হরিপ্রিয় ক্ষেত্রে
যাইয়া পর্যাষিতের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধ দান
করিলেন । পরে রাজ্যকালে পর্যাষিত প্রসন্নবদন ও
দিব্য মাল্যভূষিত দিব্যদেহে স্বপ্নে প্রত্যক্ষগোচর
হইয়া কহিল,—হে দ্বিজোত্তম ! তোমার প্রসাদে
আমি প্রেতভাব হইতে বিমুক্ত হইলাম । তোমার
মঙ্গল হউক, আমি এখন যাইব ; আমার বিমান
উপস্থিত । হে দ্বিজোত্তম । আমি এখন দেবত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছি, বরদান করিতে সক্ষম ; অতএব
তোমাকে বরদান করিব ; তুমি শুভ বর গ্রহণ
কর । এক্ষণাতী, সুরাপারী, চৌর ও ব্রতচ্যুত,—
সাধুগণ ইহাদেরও নিকৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু

কৃত্যের কোথাও নিকৃতি বিহিত নাই । ৫৬—৭৭
গৌতম কহিলেন,—হে বরপ্রদ ! তুমি তো বরদানে
সমর্থ ; সুতরাং যদি আমাকে বর দান কর, তবে
আমি যেখানে তোমাদিগকে সুস্থিতি পক্ষপ্রেত-
রূপে অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই স্থানে আশ্রম
নিষ্ঠা করিয়া উত্তম তপস্যা করিব ; এবং পরে
এই মহৎ তীর্থে স্নানান্তে গৃহে গমন করিব । যে
মানব সেখানে ভক্তিসহকারে স্নান ও দেবতর্পণ
বিধানান্তে পিতৃগণের উদ্দেশে যথাবিধি শ্রাদ্ধার্চন
করবে, তোমাদের প্রসাদে তাহাদের বংশে কেহ
পাপপী হইলেও যেন কদাচ প্রেতভাব প্রাপ্ত
হয় না । ৭৮—৮০ । পর্যাষিত কহিল,—হে ব্রাহ্মণ-
সত্তম ! যাও, তুমি সেখানে গিয়া আশ্রম নিষ্ঠা
কর । তুমি তাহাতে পরম শিদ্ধি ও নোকে সুখ্যাতি
প্রাপ্ত হইবে । সেখানে যে সকল মানবসত্তম পিতৃ-
গণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করবে, তাহারা বিমানারোহণে
ত্রিদিবধামে গমন করিবে । তাহাদের কুলে কদাচ
কেহ প্রেতভাগী হইবে না । স্থিরবুদ্ধি পণ্ডিতগণ
মিত্রতাকে সান্ত্বনাদী অর্থাৎ সপ্ত পদালাপসম্পাদ্য
বলিয়া থাকেন । তোমার সহিত আমার সেই
মিত্রতা ঘটিয়াছে ; অতএব সেই মিত্রতা অনুসারে
তোমাকে যাহা বলি, শুন । প্রেতো! মহীতলে
তোমার উক্ত আশ্রমপদ পুণ্য, সর্বপাপনাশন,

মনঃ সৰ্বজ্ঞঃখবিনাশনম্ । মন্নায়া ধ্যাতিমায়াতু,
প্ৰেততীৰ্থমিতি প্রভো ॥ ৮৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । তং
তথৈতি প্রতিজ্ঞায় গহস্তস্ত দ্বিজোত্তম । যথা
বেদোক্তমার্গেণ সৰ্বং কৃত্যং চকার সঃ ॥ ৮৬ ॥
সোহপি স্বৰ্গমল্পপ্রাপ্তো হৃষ্টঃ পৰ্য্যুষিতঃ প্রিয়ে ।
এতৎ সৰ্বং পুরাকৃতং স্থানেহস্মিন্ গাত্ৰমোচনে ॥ ৮৭ ॥
যঃ শৃণোতি নরঃ সম্যক সৰ্বপাপৈঃ সমুচ্যতে ।
শয়নোখাপনে যোগে যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
গাত্ৰোৎসর্গে তু গত্বাসৌ যজ্ঞাযুক্তকলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমতীৰ্থপ্ৰেততীৰ্থমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং
ন ম জ্যোবিশতাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বহাদেবি লিঙ্গ-
মিস্ত্রপ্রতিষ্ঠিতম্ । পাপমোচননামাঢ্যং দক্ষিণে
পুরুষোত্তমাং ॥ ১ ॥ বৃত্তং হত্বা পুরা শক্ৰো
ব্রহ্মহত্যাসমধিতঃ । অত্রবীৎ স ঋষীন্ দিব্যান্
কথমেষাঃ গমিষ্যতি ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহত্যা হি হৃষ্টেক্ষ্যা
বিবর্ণজননী মম । দুৰ্গন্ধচারিণী চৈব সৰ্বতেজো-

সৰ্বজ্ঞঃখহর, এবং মদীয় নামে 'প্ৰেততীৰ্থ' বলিয়া
খ্যাতিলাভ করিবে । ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বিজবর
গৌতম তাহার নিকট 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার
করিয়া সেই স্থানে যাইয়া বেদবিধি মতে সমস্ত কাৰ্য্য
করিলেন । আর সেই পৰ্য্যুষিত প্ৰেতও হৃষ্টচিত্তে
স্বৰ্গ লাভ করিল । প্রিয়ে! এই আমি গাত্ৰমোচন
তীৰ্থের সমস্ত ইতিহাস তোমার নিকট কহিলাম ।
যে মানব ইহা সম্যকরূপে শ্রবণ করে, সে সৰ্বপাপ-
মুক্ত হয় । যে জন শয়নোখানেকাদেশীতে গাত্ৰোৎ-
সর্গে যাইয়া পুরুষোত্তমকে দর্শন করে, সে অমৃত
যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় । ৮১—৮৮ ।

জ্যোবিশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর ইন্দ্র
প্রতিষ্ঠিত পাপমোচন নামক লিঙ্গের স্থানে যাইবে ।
উহা পুরুষোত্তমের দক্ষিণে অবস্থিত । পুরাকালে
শক্ৰ বৃত্তহত্যাহেতু ব্রহ্মহত্যায় আক্রান্ত হইয়া ঋষি-
গণের নিকট জিজ্ঞাসিলেন যে, এই মদীয় বৈবৰ্ণ্য-
জননী দুৰ্গন্ধচারিণী, সৰ্বতেজোহারিণী হৃষ্টেক্ষ্যা

বিনাশিনী ॥ ৩ ॥ অথোচুস্তং সুরগণা নারদাদ্যা
মহর্ষয়ঃ । প্রভাসঃ গচ্ছ দেবেশ ক্ষেত্রং পাপহরং
হি তৎ ॥ ৪ ॥ তত্ত্বারাধ্য মহাদেবং মোক্ষ্যসে ব্রহ্ম-
হত্যায়া । স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় গতত্ত্ব বরাননে ॥
৫ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।
তস্ত পূজারতো নিত্যং ধূপগন্ধালুলেপনৈঃ ॥ ৬ ॥
ততোহস্ত গাত্ৰদৌৰ্গন্ধ্যং নাশমাস্ত্যগচ্ছত ।
বিবৰ্ণং গতং সৰ্বং বপুশ্চাভূতখোত্তমম্ ॥ ৭ ॥ অথ
হৃষ্টমনা ভূত্বা বাক্যমেতদ্বাচ হ । অত্রাগত্য নরো
তক্ত্যা যশ্চেনং পূজয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মহত্যাাদিকং
পাপং নাশং তস্ত প্রয়াশ্চতি । এবমুক্তা সহস্রাঙ্কঃ
প্রহৃষ্টহৃদিবঃ যযৌ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যাবিনিপুঙ্কঃ পূজ্য-
মানো দিবোকটৈঃ । গোদানং তত্র দাতব্যং
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থঃ তত্র
ব্রাহ্মণঃ সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম চতু-
বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৪ ॥

ব্রহ্মহত্যা কিরূপে অপনীত হইবে? এই প্রশ্নে
নারদাদি মহর্ষি ও সুরগণ সকলেই ঠাহাকে কহি-
লেন যে, হে দেবেশ ! আপনি প্রভাসক্ষেত্রে গমন
করুন ; ঐ ক্ষেত্র পাপনাশক । সেখানে মহাদেবের
আরাধনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইবেন ।
ইন্দ্রও “তাহাই করিব” বলিয়া স্বীকার করিয়া উক্ত
প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন । অগ্নি বরাননে !
তিনি সেখানে দেবদেব শিবের লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
নিয়ত গন্ধ পুষ্প ধূপ অলুলেপনাদি দ্বারা তাহার
অর্চনা করিতে লাগিলেন । ইহাতে অতি অল্প-
কালেই তদীয় গাত্ৰদুৰ্গন্ধ অপনীত হইল । বিবৰ্ণতা
দূর হইল, শরীর সুদৃশ্য হইল । তিনি তখন
হৃষ্টমনে কহিলেন,—যে নর এখানে আসিয়া এই
লিঙ্গের অর্চনা করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যাাদি পাতক
বিনষ্ট হইবে । সহস্রাঙ্ক ব্রহ্মহত্যাবিমুক্ত হইয়া
এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলে ।
দেবগণ ঠাহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন ।
ব্রহ্মহত্যা নিবারণার্থ ঐ স্থানে বেদপারগ ব্রাহ্মণকে
গো দান ও ব্রহ্মালুষ্ঠান করিতে হয় । ১—১০ ।

চতুর্বিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবং
চানরকেশ্বরম্ । তস্মাহস্তরদিগুণ্ডাগে সৰ্বপাতক-
নাশনম্ । তস্মাহাস্ত্যং প্রবক্ষ্যামি শৃণু ত্বেকমনাঃ
শ্রিয়ে ॥ ১ ॥ মধুরা নাম বিখ্যাতা নগরী ধরনীতলে ।
তত্র বিপ্রো হস্তবৎপূৰ্ণঃ দেবশৰ্ম্মোতি বিক্ৰমতঃ ।
অগস্ত্যগোত্রো বিদ্বান্ বৈ স তু দারিদ্র্যপীড়িতঃ ॥ ২ ॥
অথাপরোহস্তবস্ত্র তাদৃগরূপবয়োহধিতঃ । তন্মাম-
গোত্রো দেবেশি ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ॥ ৩ ॥ অথ
প্রাহ যমো দূতং রৌদ্রমূৰ্দ্ধশিরোকুহম্ । গচ্ছ তো
মধুরাঃ নীত্রঃ দেবশৰ্ম্মাণমানয় ॥ ৪ ॥ অথাগত্য
ততো দূতো গৃহীত্বা তত্র বৈ গতঃ । তং দৃষ্ট্বা
যমো নত্বা প্রাহ দূতং ক্রুধাধিতঃ ॥ ৫ ॥ নায়মানেতু-
মাদিষ্টো দেবশৰ্ম্মা ময়া তব । অস্তোহস্তি দেবশৰ্ম্মা
যন্তমানয় গতায়ুষম্ । এনং বিপ্রঃ চ দীর্ঘায়ুঃ নয়
তত্রাবিলম্বিতম্ ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । অথাব্রবৌদ-
ব্রাহ্মণো বৈ নাহং যাশ্চে গৃহং বিভো । দারিদ্র্যো-

পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
ইহার উত্তরে অবস্থিত সৰ্বপাপহর অত্রকেশ্বর
দেবের নিকট যাইবে । শ্রিয়ে ! আমি তাঁহার
মাহাত্ম্য বর্ণিতছি, তুমি একাগ্রমনে শুন । পূর্বে
ধরাতলে মধুরা নামে বিখ্যাত নগরীতে দেবশৰ্ম্মা
নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি অগস্ত্য-
গোত্রীয় এবং বিদ্বান্ ; পরন্তু দারিদ্র্যে পীড়িত
ছিলেন । হে দেবেশি ! সেখানে ঐ নামে ঐ
গোত্রোৎপন্ন আরও এক বেদপারগ ব্যক্তি ছিলেন ;
তাঁহারও আকার প্রকার-বয়স ঐরূপই ছিল ।
একদা যম দ্বীয় রৌদ্রবেশধর দূতকে আদেশ করি-
লেন যে, ওহে ! তুমি সত্ত্বর মধুরায় যাও, যাইয়া
দেবশৰ্ম্মাকে লইয়া আইস । আদেশ পাইয়া দূত
যাইয়া দেবশৰ্ম্মাকে লইয়া গেল । যম সেই দেব-
শৰ্ম্মাকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক দূতকে সক্রোধে
কহিলেন যে, আমি তোকে এই দেবশৰ্ম্মাকে
আনিতে বলি নাই, সেখানে আর এক দেবশৰ্ম্মা
আছেন, তিনি কীণায়ু ; তাঁহাকে লইয়া আয় ।
আর অবিলম্বে এই দীর্ঘায়ু দ্বিজকে সেখানে লইয়া
যা । ঈশ্বর কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ তখন কহি-
লেন,—বিভো ! সুরেশ্বর ! আমি দারিদ্র্যে যাব-

গাতিনির্মিতো যাবজ্জীবং সুরেশ্বরঃ । ইহৈব কপয়ি-
ষ্যামি শেবমায়ুক্তবাস্তিকে ॥ ৭ ॥ যম উবাচ ।
অকালে নাত্র চায়াতি কশ্চিদব্রাহ্মণ-সত্তম । মুহূর্তমপি
নো জীবৎপূর্ণকালেন বৈ ভূবি ॥ ৮ ॥ অতএব হি
মে নাম ধৰ্ম্মরাজেতি বিক্ৰমতঃ ॥ ৯ ॥ ন মে সূহর
মে দেহ্যঃ কশ্চিদান্ত ধরাতলে বিক্ৰঃ শরশতে-
নাপি নাকালে স্রিয়তে যতঃ ॥ ১০ ॥ কুশাগ্রোণপি
বিক্ৰঃ সন্ কালে পূর্ণে ন জীবতি । তস্মাদগচ্ছ দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ যাবদগাত্রং ন দহতে ॥ ১১ ॥ অথাব্রবৌদব্রাহ্মণো-
হসৌ যদি প্লেষয়তে প্রভো । প্রথমে কং ময়া পৃষ্টো
যথাবদ্রকুমর্হসি ॥ ১২ ॥ ন বৃথা জায়তে দেব সাধুনাং
দর্শনং কচিৎ । যুস্মাকং চ বিশেষণে তস্মাদেতদব্রবৌ-
মাহম্ ॥ ১৩ ॥ এতে যে নরকা রোজা দৃষ্টান্তে চ
সুদারুণাঃ । কৰ্ম্মণা কেন কং গচ্ছেয়ানবো নরকং
যম ॥ ১৪ ॥ কতিসংখ্যাঃ সুরেশ্বরে চ নরকাঃ কিংপ্রমা-
ণতঃ । এতৎসৰ্গঃ সুরশ্রেষ্ঠ যথাবদ্রকুমর্হসি ॥ ১৫ ॥ যম
উবাচ । শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি যাবন্তো নরকাঃ

জীবন অতীব পীড়িত হইয়াছি, তজ্জন্ত আমি আর
সেখানে যাইব না ; এখানে আপনার কাছে থাকি-
য়াই অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল অতিবাহত করিব । যম
কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণসত্তম ! অকালে কেহই
এখানে আগমন করে না, আর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হই-
লেও কেহ ভূতলে মুহূর্তকালও থাকিতে পারে না ।
সেই জন্তই আমার ধৰ্ম্মরাজ নাম বিখ্যাত আছে ।
ধরাতলে কেহই আমার দেহ্য বা প্রিয় নাই ।
অকালে শত বাণে বিদ্ধ হইলেও কেহ মরে না,
পরন্তু কাল পূর্ণ হইলে কুশাগ্রের আঘাতেও প্রাণী
প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে । অতএব হে বিপ্র !
যাবৎ তোমার দেহদাহ না হয়, তাবৎকাল
মধ্যেই তুমি ধরাতলে প্রস্থান কর । সেই ব্রাহ্মণ
তখন কহিলেন,—প্রভো ! যদি আমাকে একান্তই
ভূতলে প্রেরণ করেন, তবে আমার একটা প্রশ্নের
যথাযথ উত্তর প্রদান করুন । হে দেব ! সাধু-
গণের দর্শন, বিশেষতঃ আপনাদের দর্শন কদাচ
বিকল হয় না ; সেই জন্তই আমি একথা কহি-
লাম । এই দারুণ রোজাকার নরকনিকর দেখা
যাইতেছে, হে যম ! মানব কোন্ কৰ্ম্মে ইহার
কোন নরক প্রাপ্ত হয় ? আর সমুদয়ে নরকসংখ্যা
কত ? উহাদিগের পরিমাণই বা কি ? হে সুর-
শ্রেষ্ঠ ! এই সমস্ত আমার নিকট যথাযথ বলুন ।
১—১৫ । যম কহিলেন,—হে দেব ! শ্রবণ করুন

স্থিতাঃ। কৰ্ম্মণা যেন গচ্ছত মানবো দ্বিজসত্তম।
একবিংশৎ সমাখ্যাতা নরকা মম মন্দিরে। ১৬।
যানেতান্ প্রেক্ষসে বিপ্র যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিতান্।
পীড়্যমানান্ কিল্করৈর্মে কৃতরান্ পাপসংযুতান্। ১৭।
লৌহাস্তবায়সা যেবাং নেত্রোদ্ধারং প্রকুর্তে।
এতৈর্নিরীকিতান্তেব কলজাণি দুরাশ্রয়িণিঃ। ১৮।
পরেবাং দ্বিজশাৰ্দূল সরাগৈঃ পাপিভিঃ সদা। কুষ্ঠী-
পাকগতানেতানখ পশ্চসি পাপিনঃ। ১৯। কূট-
শাক্যরতা হেতে কটুবাড়নিরতাস্থা। এতে লৌহ-
ময়ান্ সন্তান্ সন্তপ্তান্ পাবকপ্রতান্। ২০। আলি-
কন্তি হরাস্তানঃ পরদাররতাস্থা যে। এতে বৈতরনী-
মধ্যে পুষ্পোণিতসঙ্কুলে। ২১। যে তিষ্ঠন্তি দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ সর্বে বিশ্বাসঘাতকাঃ। অসিপত্রবনে ঘোরে
ভিদ্যন্তে যে তু খণ্ডশঃ। তে নষ্টাঃ স্বামিনং ত্যক্তা
সংগ্রামে সমুপস্থিতে। ২২। অঙ্গাররাশীন বৈ দীপ্তান্
যে গাহন্তে নরাধমাঃ। স্বামিদ্রোহরতা হেতে তথা
হেতুপ্রবাদকাঃ। ২৩। লৌহশঙ্কুভিরাকীর্ণমাক্রমন্তি
নরাধমাঃ। ক্রন্দমানা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উপানদানবর্জিতাঃ।

২৪। অধোমুখা নিবন্ধা যে বৃক্ষাগ্রে পাবকোপরি।
ব্রহ্মহত্যাবিতাঃ সর্গ এতে চৈব নরাধমাঃ। ২৫।
মশকৈর্ষংকুণৈঃ কটিকৈর্ষে ভক্ষ্যন্তে বিহঙ্গমৈঃ।
ব্রতভঙ্গরতা হেতে ব্রতিনাঃ চৈব হিংসকাঃ। ২৬।
কুঠারকণ্ঠিতাঃ হেতে ভূয়ঃ সন্তি তথাবিধাঃ। গো-
হস্তারো হরাস্তানো দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ। ২৭। যে
ভক্ষ্যন্তে শৃগালৈশ্চ বৃকৈর্লৌহময়ৈর্মুখৈঃ। পরস্বানাং
চ হর্ষারঃ পরস্বীণাং চ হর্ষকাঃ। আশ্রমাংসানি যে
পাপা ভক্ষয়ন্তি বুভুক্ষিতাঃ। ২৮। ন দত্তমরমেতৈশ্চ
কদাচিৎ দ্বিজোত্তম। ক্রধিরং যে পিবন্ত্যেতে বস-
পুষ্পপরিপ্লুতম্। ব্রাহ্মণানাং বিনাশায় গবামেতে সদা
স্থিতাঃ। ২৯। কূটশাশালিবদ্ধাশ্চ তীক্ষ্ণকটক-
পীড়িতাঃ। ছিদ্রাবেষণসংযুক্তাঃ পরেবাং নিত্য-
সংস্থিতাঃ। ৩০। ক্রকচেন তু হিদ্ৰ্যন্তে য ইমে
দ্বিজসত্তম। অভক্ষ্যনিরতা হেতে স্বধর্ম্মস্ত বিদু-
ষকাঃ। ৩১। কস্তাবিক্রয়কর্তারঃ কস্তানাং জীব-
ভঙ্গকাঃ। পুরীষমধ্যগা হেতে পচ্যন্তে মম কিল্করৈঃ।
৩২। সন্দংশদাকর্শণৈর্জিহ্বা যেষামুৎপাট্যেতে মুহুঃ।
বাগ্লোপনিরতা হেতে মুষাবাদপরায়ণাঃ। ৩৩।
যে নীতেন প্রবাধ্যন্তে বেপমানা মুহুর্ভূজঃ। দেবস্বানাং

যতগুলি নরক আছে, আর হে দ্বিজসত্তম! যে
যে কৰ্ম্মে মানব সেই নরকে গমন করে, তাহা
বলিতেছি। আমার এই গুরে একবিংশতিসংখ্যক
নরক আছে। হে বিপ্র! দেখিতেছ, এই যাহারা
যজ্ঞমধ্যে ব্যবস্থিত হইয়া মদীয় কিল্করগণ কর্তৃক
পীড়্যমান হইতেছে, ইহারা কৃতর পাপসংযুক্ত আর
লৌহমুখ বারসগণ এই যাহাদিগের চক্ষুঃপাটন করি-
তেছে, হে দ্বিজশাৰ্দূল! এই দুরাশ্রয়া কুভাবে পর-
নারী দর্শন করিয়াছে। আর এই যে কুষ্ঠীপাক
মধ্যে পাপীদিগকে দেবিতেনেছ, ইহারা কূটশাক্যদাতা
ও কটুবাদী ছিল। এই যে দুরাশ্রয়া সন্তপ্ত
পাবকপ্রত লৌহস্তম্ব সকল আলিঙ্গন করিতেছে,
ইহারা পরদারনিরত ছিল। আর হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!
এই যাহারা পুষ্পোণিতসঙ্কুল বৈতরনীতে পতিত
রহিয়াছে, ইহারা সকলেই বিশ্বাসঘাতক। এই ঘোর
অসিপত্র বনে যাহারা খণ্ডখণ্ডীকৃত হইতেছে,
ইহারা বৃদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রভুকে পরিত্যাগ
করিয়া পলাইয়াছিল। আর এই যে নরাধমেরা
জলন্ত অঙ্গাররাশি মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা
স্বামিদ্রোহরত ও হেতুবাদরত ছিল। এই যে
নরাধমগণ ক্রন্দন করিতে করিতে লৌহশঙ্কুমাকীর্ণ
পথ অতিক্রম করিতেছে, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! উহারা

উপানহদান করে নাই। ১৬—২৪। এই যে নরা-
ধমগণ বৃক্ষাগ্রে বিলম্বিত হইয়া পাবকোপরি অধো-
মুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতী।
আর এই যাহারা মশক মংকুণ, ও কাকাদি বিহঙ্গগণ
দ্বারা ভক্ষ্যমান হইতেছে, উহারা ব্রতভঙ্গকারী ও
ব্রতহিংসক ছিল। এই যে কুঠার দ্বারা সমাজাস্ত-
জনগণ রহিয়াছে, এই দুরাশ্রয়া গোঘাতী ও
দেবব্রাহ্মণ নিন্দক ছিল। লৌহমুখ বৃক ও শৃগাল
গণ দ্বারা যাহারা ভক্ষ্যমান হইতেছে, উহারা পরস্ব-
পরনারী-হারী। যে পাপিষ্ঠেরা ক্ষুধার্ত হইয়া আশ্র-
মাংস ভক্ষণ করিতেছে, হে দ্বিজোত্তম! উহারা
কদাচ অন্নদান করে নাই। এই যাহারা বস-
পুষ্পপরিপ্লুত ক্রধির পান করিতেছে; ইহারা সতত
গোব্রাহ্মণবিনাশে সমাসক্ত ছিল। এই কূটশাশালি-
বদ্ধ ও তীক্ষ্ণ কটকে পীড়িত ব্যক্তির নিরত
পরচ্ছিদ্রারসদান করিত। হে দ্বিজসত্তম!
এই যাহারা ক্রকচ দ্বারা পাটিত হইতেছে,
ইহারা অভক্ষ্য-ভক্ষক ও স্বধর্ম্মদূষক। এই
কস্তাবিক্রয়ী ও কস্তাঘনাশক ব্যক্তিদিগকে
মদীয় কিল্কর-গণ পুরীষমধ্যে রাখিয়া পীড়ন
করিতেছে। সন্দংশ দ্বারা যাহাদের জিহ্বা মুহুর্ভূজঃ

চ হর্ভারো ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥ তেষাং
শিরসি নিক্ষিপ্তো ভূরিভারো দ্বিজোত্তম । অতোহমৌ
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুংকারয়ন্তি ভৈরবম্ ॥ ৩৫ ॥ যম উবাচ ।
এবমেতৎসমাখ্যাতং তব সর্বং দ্বিজোত্তম । নরকা-
ণাং স্বরূপং তু কৰ্ম্মণাং বৈ যথাক্রমম্ ॥ ৩৬ ॥ গচ্ছ শীঘ্র-
মহাভাগ যাবৎ কায়ো ন দহতে ॥ ৩৭ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ ।
কথয় স্বং সুরশ্রেষ্ঠ যম সর্বং সমাহিতঃ । ন গচ্ছেৎ
কৰ্ম্মণাং যেন নরকং মানবঃ কচিৎ ॥ ৩৮ ॥ সত্যং
সপ্তপদং যৈত্রমিত্যাহৰ্ষুদ্বিকোবিদাঃ । মিত্রতাক
পুরস্কৃত্য সমাসাদুকুমারীসি ॥ ৩৯ ॥ যম উবাচ ।
প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্যানরকেশ্বরমুত্তমম্ । যঃ পশুতি
নরো ভক্ত্যা নরকঃ স ন পশুতি ॥ ৪০ ॥ স্থাপিতং
যময়া লিঙ্গং শিবভক্ত্যা যুতেন চ । এতদুত্তমং ময়া
প্রোক্তং তব শ্রীতৈর্য দ্বিজোত্তম ॥ ৪১ ॥ গোপনীয়ং
প্রযত্নেন মম বাক্যাদসংশয়ম্ । এবমুক্তস্তদা বিপ্রঃ
স্বপ্নমেবাবিনিং যযৌ ॥ ৪২ ॥ লক্ষা কলেবরং সৌম্য-
বিস্ময়ং পরমং গতঃ । তৎস্মাহা বচনং সর্বং ধৰ্ম্ম-

আকর্ষিত হইতেছে; উহার সত্যের অপলাপকারী
মিথ্যাবাদ-তৎপর । যাহারা শীতদ্বারা পীড়িত
হইতেছে, উহার দেবস্ব বিশেষতঃ ব্রহ্মস্বহর্ভা । হে
দ্বিজসত্তম! উহাদিগের মস্তকে ভূরিভার বিস্তৃত
হইয়াছে; তজ্জন্তই উহার ভৈরব রব করিতেছে ।
হে দ্বিজসত্তম! এই তো তোমার নিকট নরকের
ও কৰ্ম্মের স্বরূপ যথাক্রমে সমস্তই কহিলাম । হে
মহাভাগ! তুমি শীঘ্র যাও,—যাবৎ তোমার শরীর-
সংকার না হয় । ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ!
আপনি সমাহিত হইয়া আমার নিকট যে কৰ্ম্মে
মানবের কদাচ নরকগতি হয় না, তাহাই সম্পূর্ণ-
রূপে বলুন । সজ্জনগণের সপ্তপদ আলাপনেই
মিত্রতা হয়; ইহা বুদ্ধিমানগণ বলেন; অতএব
মিত্রতা পুরস্কারেও আপনি সংক্ষেপে বলিতে
পারেন । যম কহিলেন,—প্রভাসক্ষেত্রে যাইয়া যে
মানব অনরকেশ্বরকে ভক্তিসহকারে দর্শন করে,
তাহাকে নরক দর্শন করিতে হয় না । আমি শিব-
ভক্তিয়ুক্ত হইয়া সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি । হে
দ্বিজোত্তম! এই তোমাকে শ্রীতিনির্মিত্ত গুহ্য কথা
কহিলাম, আমার কথায় তুমি নিঃসংশয়চিত্তে সযত্নে
ইহা গোপনে রাখিও । এই কথা শুনিয়া সেই
বিপ্র স্বেচ্ছায়ই ভূতলে আসিলেন এবং স্বীয়দেহে
প্রবেশ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন । তিনি
এখানে ধৰ্ম্মরাজের সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া

রাজস্ব ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥ গহ্বা তত্র স নিত্যং বৈ
পূজয়ামাস তং প্রভুম্ । যাবজ্জীবং বরারোহে
ততঃ সিদ্ধিঃ পরাং গতঃ ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন ভক্ত্যা তমবলোকয়ন্ । অপি পাতক-
যুক্তোহপি ন যাতি নরকে নরঃ ॥ ৪৫ ॥ অশ্বযুক্ত-
কৃকপক্ষে তু চতুর্দিশাং বিধানতঃ । যন্তত্র কুরুতে
শ্রাদ্ধং সৌম্যমেধকলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥ কৃকাজিনঃ
তত্র দেয়ং ব্রাহ্মণে বেদপারগে । যাবন্তিলানঃ
সংখ্যানং তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দেহরকেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈব পূর্বভাগে তু নৈশ্বর্তে
পাপমোচনাৎ । মেঘেশ্বরেতি বিখ্যাতং সর্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ অনাবৃষ্টিভয়ে জাতে
শান্তিঃ তত্রৈব কারয়েৎ । বাকুলীঃ বিপ্রযুগোচ্ছ
ভাবয়েদহরকৈশ্বরীম্ ॥ ২ ॥ মেঘৈঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং
যত্র নিত্যং প্রপূজ্যতে । অনাবৃষ্টিভয়ং কিঞ্চিৎ চ
তত্র প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মেঘেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষড়-
বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৬ ॥

প্রতিদিন সেইস্থানে পূজা করিতে লাগিলেন । হে
বরারোহে! সেই দ্বিজ যাবজ্জীবন এই ভাবে তাঁহার
অর্চনা করিয়া পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ।
অতএব সর্বপ্রযত্নে ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অব-
লোকন করিবে । পাতকী ব্যক্তিও তাঁহাকে
দেখিলে নরকগামী হয় না । আশ্বিন মাসের শুক্ল-
পক্ষীয় চতুর্দশীতে সেখানে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সে
অশ্বমেধের কল প্রাপ্ত হয় । সেখানে বেদপারগ
ব্রাহ্মণকে কৃকাজিন দান করিবে; তাহাতে তিল-
সমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে সদাস্থানে বাস হয় ॥ ২৫—৪৭ ॥
পঞ্চবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—তাহারই পূর্বভাগে নৈশ্বর্ত-
কোণে পাপমোচন মেঘেশ্বর নামে বিখ্যাত সর্ব-
পাতকনাশন লিঙ্গ বিদ্যমান । অনাবৃষ্টিভয় উপ-
স্থিত হইলে সেই স্থলে মুখ্যবিপ্রগণ দ্বারা বাকুলী
শান্তি করিবে । তৎকর্ত্তে মহীকে উদকপূর্ণা ধ্যান

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বলভজ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং মহাপাপহরং গাত্ৰোৎ-
সর্গাত্তদ্বরে ॥ ১ ॥ মহালিঙ্গং মহাদেবি মহাসিদ্ধি-
কলপ্রদম্ । বলভজ্রেণ বিধিনা স্থাপিতং পাপ-
শুদ্ধয়ে ॥ ২ ॥ যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ
ক্রমাৎ । তৃতীয়ারেবতীযোগে স যোগেশপদং
লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বলভজ্রেণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
বিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৭ ॥

অষ্টবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মাতৃস্থান-
মনুত্তমম্ । ভৈরবেশেতি বিখ্যাতং সর্বভয়বিনা-
শনম্ ॥ ১ ॥ চতুর্দশাং বিধানেন কৃষ্ণপক্ষে যত্না-
বান্ । পূজয়েদগন্ধপুষ্পৈশ্চ বলিদানৈস্তথোত্তমৈঃ ॥ ২ ॥
তং পূর্যমিব যোগিন্তো রক্ষন্তি ভুবি মাতরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভৈরবেশ্বরমাতৃগণমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্ট্রবিংশত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৮ ॥

করিবে । মেঘপ্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গ যে দেশে নিত্য
পূজিত হয়, তথায় কদাচ অনারুণীভয় হয় না । ১—৩।
ষড়বিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৬ ।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
গাত্ৰোৎসর্গের উত্তরে বলভজপ্রতিষ্ঠিত মহাপাপহর
লিঙ্গস্থানে যাইবে । হে মহাদেবি ! সেই মহালিঙ্গ
মহাসিদ্ধিকলপ্রদ । বলভজ পাপবিশুদ্ধি নিমিত্ত
উহা স্থাপন করিয়াছেন । যে মানব তৃতীয়া-রেবতী-
যোগে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চনা
করে, সে যোগেশপদ প্রাপ্ত হয় । ১—৩ ।

সপ্তবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৭ ।

অষ্টবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! তারপর
অনুত্তম মাতৃস্থান, ভৈরবেশ নামে বিখ্যাত, সর্ষ-
ভয়হর ক্ষেত্রে যাইবে । সংযতান্ মানব কৃষ্ণা-
চতুর্দশীতে যথাবিধি গন্ধ পুষ্প উত্তম বলিদানাদি ।

একোনিত্রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি গঙ্গাং
ত্রিপথগামিনীম্ । অনরকেশতো দেবি ত্রিশাঙ্ক্যং দিশি
সংস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ স্বয়ম্ভূতাং ধরামধাদানীতাং বিষ্ণুমা
পুরা । যাদবানান্ত মুক্ত্যর্থঃ সর্বপাপোপশান্তয়ে ॥
২ ॥ যন্তত্র কুরুতে জ্ঞানং কথঞ্চিৎ পুণ্যসঞ্চয়াৎ ।
শ্রাদ্ধৈধ্বং বিধানেন ন স শোচেৎ কৃতাক্রুতে ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দত্ত্বা যৎ পুণ্যকলমাপুয়াৎ । তৎ
পুণ্যং প্রাপ্তুয়াদেবি কার্ত্তিক্যাং জাহুবীজলে ॥ ৪ ॥
কলৌ যুগে তু সম্প্রাপ্তে দুর্লভঃ তত্র দর্শনম্ । কিং
পুনঃ জ্ঞানদানন্ত প্রভাসে জাহুবীজলে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্বয়ম্ভুগঙ্গামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামেকোন-
ত্রিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২২৯ ॥

দ্বারা পূজা করিলে যোগিনী ও মাতৃগণ তাহাকে
ভূতলে পূজবৎ পালন করেন । ১—৩ ।

অষ্টবিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৮ ।

উনিত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! তারপর
অনরকেশের ঈশান-কোণে অবস্থিত ত্রিপথগামিনী
গঙ্গাতীরে যাইবে । ঐ গঙ্গা স্বয়ম্ভূতা ; সমস্ত যাদব-
গণের পাপশাস্তি ও মুক্তির নিমিত্ত পূর্বে বিষ্ণু এই
পাপনাশিনীকে আনয়ন করিয়াছেন । যে ব্যক্তি
পুণ্যসঞ্চয়বশে সেখানে জ্ঞান ও কোনরকমে যথা-
বিধি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, তাহাকে আর কৃতাক্রুত
নিমিত্ত শোক করিতে হয় না । দেবি ! সমগ্র
ব্রহ্মাণ্ড-দান করিলে যে ফল, এই জাহুবীর জলে
কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় জ্ঞানাদি করিলেও সেই ফলই
প্রাপ্ত হওয়া যায় । কলিযুগ উপস্থিত হইলে
প্রভাসক্ষেত্রই সেই জাহুবীর দর্শনই দুর্লভ
হইবে ; জ্ঞান দানের আর কথা কি ? ১—৫ ।

উনিত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৯ ।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবং
গণপতিপ্রিয়ম্ । তত্রৈব সংস্থিতং সম্যক্তৃ ময়া তত্র
নিয়োজিতঃ । ১ । গঙ্গায়্য দক্ষিণে দেবি ক্ষেত্র-
রক্ষণতৎপরঃ । মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশ্যং যজ্ঞং পূজয়তে
নরঃ । ২ । দিব্যমোদকনৈবেদ্যৈঃ পুষ্পধূপাদিভিঃ
ক্রমাৎ । ন তস্ত জায়তে বিঘ্নং ধ্রুবাৎ ক্ষেত্রে
বসত্যসৌ । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে গণপতিপ্রিয়মাহার্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩০ ।

একত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি যত্র জাহ-
বতী নদী । পুরা জাহবতী নাম বিকোর্ধা মহিষী
প্রিয়া । অপৃচ্ছদর্জুনঃ সাক্ষী বদ বার্তাঃ কুরুদহ ।
তস্তান্তদ্বনং ঋত্বা অর্জুনো নিবসনুহঃ । বাস্প
গদগদয়া বাচ ইদং বচনমব্রবীৎ । ২ । পরিত্যক্তা

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
গণপতিপ্রিয় দেবের নিকট যাইবে। হে
দেবি! আমিই তাঁহাকে সম্যক নিযুক্ত করিয়াছি।
তিনি গঙ্গার দক্ষিণতীরে ক্ষেত্র-রক্ষণপরায়ণ
হইয়া অবস্থান করিতেছেন। যে নর মাঘমাসে
কৃষ্ণচতুর্দশীতে দিব্য মোদক-নৈবেদ্য-পুষ্প-ধূপাদি
দ্বারা যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করে, পূজক ব্যক্তি
ঐ ক্ষেত্রে যতদিন বাস করে, তিনি কদাচ তাহার
কোন বিঘ্ন করেন না। ১—৩ ।

ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩০ ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি। তারপর জাহ-
বতী নদী সন্নিধানে যাইবে। পূর্বে বিষ্ণুর জাহ-
বতী নামে এক ভার্য্যা ছিলেন। সেই সাক্ষী
একদা অর্জুনকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—হে
কুরুদহ! বার্তা বল। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া
অর্জুন মূর্খুহু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাস্প-
গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—ভদ্রে! আমরা স্নমহাশক্তিঃ ।

বলদেবস্ত বীরশ্চ
সাত্যকেন্ মহাশ্বনঃ । ৩ । অশ্বেষাং যদ্বীরগাণাং
পাপকর্মাভিনিম্বগঃ । জিজীবিষুরিহ প্রাপ্তো বাসু-
দেবনিরাকৃতঃ । ৪ । সা ঋত্বা ভর্তৃনিধনমর্জুনাচ্চ
মহাসতী । গঙ্গাতীরে সমুৎপাদ্য পাবকং পাবক-
প্রভা । সমুৎসৃজ্য মহাকাশং নদীভূত্বা বিনির্ঘসৌ ।
৫ । সা গৃহীত্বা সতী ভর্তৃভূত্বা সর্বং চিতেশ্বরা ।
প্রবিষ্টা সাগরং দেবি তদা জাহবতী শুভা । ৬ । যা
নারী তত্র দেবেশি ভক্ত্যা শ্রানং সমাচরেৎ । তদ-
ন্থয়েহপি কাচিৎ স্ত্রী ন বৈধব্যমবাগ্নুয়াৎ । ৭ । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তত্র শ্রানং সমাচরেৎ । নরো বা যদি
বা নারী প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ । ৮ ।

ইতি শ্রীকান্দে জাহবতীনদীমাহার্যাবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩১

দ্বাত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি কুপং
ত্রৈলোক্যপূজিতম্ । পশ্চিমে তস্ত ভীষন্ত পাণ্ডবানাং
মহাশ্বনাম্ । ১ । যদারণ্যমহুপ্রাপ্তাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবী-

বলদেব, সাত্যকি ও অপরাপর যাদগণ কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়াছি। আমরা পাপকর্মা ও অতি
নিম্বগ। তাই বাসুদেব কর্তৃক নিরাকৃত হইয়াও
জীবনধারণ কামনায় এখানে আসিয়াছি। অর্জুনের
মুখে পতিনিধনবার্তা শুনিয়া সেই শুভা পাবকপ্রভা
মহাসতী জাহবতী গঙ্গাতীরে অগ্নি প্রজ্জালিত
করিয়া তাহাতে দেহ বিসর্জনপূর্বক নদী হইয়া
বিনির্গত হইলেন এবং পতির সমস্ত চিত্তান্ত
লইয়া সাগরে প্রবেশ করিলেন। হে দেবেশি!
যে নারী সেখানে ভক্তি সহকারে শ্রান করে,
তাহার বংশেও কেহ বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। অত-
এব সর্বপ্রযত্নে সেখানে শ্রান করিবে। নর বা
নারী যে কেহ সেখানে শ্রান করিলে পরমা গতি
প্রাপ্ত হইবে। ১—৮ ।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩১ ।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! তারপর ইহার
পশ্চিমদিকে মহাশ্বা পাণ্ডবগণের প্রতিষ্ঠিত ত্রৈলোক্য-
পূজিত কুপ সমীপে যাইবে। হে মহাদেবি!

তলে । ভ্রমমাণ্য মহাদেবি প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ
২ । ততস্তে স্তবসংস্তত্র কঞ্চিকালং সমাহিতাঃ ।
গহা ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং ততঃ কৃকারবীদিদম্ ৩ ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি ভুঞ্জতে স্তবতাং গৃহে । দূরে
জলাশয়শ্চৈব ন ভাবন্ত্যচ কিঙ্করাঃ ৪ । তস্মা
জলাশয়ঃ কার্য্য আশ্রমস্ত সমীপতঃ । যত্র স্নানং
করিষ্যামি যুস্মাকং সম্প্রসাদতঃ ৫ । ততস্ত
পাণ্ডবাঃ সর্বৈ সহিতাস্তে বরাননে । অথনঃস্তত্র
তে কুপং দ্রোণদৌবাক্যপ্রেরিতাঃ ৬ । অথাজগাম
তজ্জৈব ভগবান্ দেবকীশ্বতঃ । ক্রহা সমাগতান্ পার্থ
দ্বারাবত্যাঃ সবাঙ্কবঃ ৭ । প্রহায়েন চ সাংঘেন
গদেন নিষেধেন চ । যুযুধানেন দ্রামেণ চাক্রদেফেন
ধীমতা ৮ । অশ্বৈঃ পরিবৃত্তঃ শূরৈর্বাদ্যৈর্ষুন্ধ-
দুর্মদৈঃ । তে সমেত্য যথাক্রমে সমস্তা যত্পুঙ্গবাঃ ৯ ।
ততঃ কথাসানেন চ কস্মিংশিচংকারণান্তরে ।
বাসুদেবঃ পাণ্ডুশ্রুতমিদং বচনমববীৎ ১০ । যুধিষ্ঠির
মহাবাহো কিং তে কামং করোম্যহম্ । রাজ্যং ধাত্যং
ধনং চাপি অথবা রিপুনাশনম্ ১১ । যুধিরষ্টি উবাচ ।
শক্রস্ত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ সর্বকর্ম্মস্বসংশয়ম্ । প্রতিজ্ঞাতঃ

পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যে আগমন করেন, তখন
ভাঁহার পৃথিবীভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া উক্তম প্রভাস
ক্ষেত্রে উপস্থিত হন । সেই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে কিয়ৎ
দিবস রাস করিলে পর একদা দ্রোণদৌ কহিলেন
যে, আপনাদের গৃহে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন,
অথচ জলাশয় দূরে, আবার কিঙ্করও নাই; এতদ-
বস্থায় আশ্রমের সমীপে একটি জলাশয় করা
কর্তব্য;—যাহাতে আপনাদিগের প্রসাদে অক্লেশে
স্নান করিতে পারি। অতঃপর পাণ্ডবগণ দ্রোণদৌর
বাক্য-প্রণোদিত হইয়া সকলে মিলিয়া সেখানে
একটি কূপ খনন করিলেন। ইত্যবসরে ভগবান্
দেবকীনন্দন, ইহার বনে আসিয়াছেন শুনিয়া
সবাঙ্কবে দ্বারবতী হইতে আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন। ভাঁহার সহিত, প্রহায, সাঘ, গদ, নিষধ,
যুযুধান, রাম, ধীমান্ চাক্রদেফ এবং অপরায়
যুদ্ধ-দুর্মদ যাদব বীরগণও আসিয়াছিলেন। সেই
সমস্ত যত্পুঙ্গবগণ যথাক্রমে মিলিত হইয়া পরস্পর
আলাপ করিতে লাগিলেন। কথা-প্রসঙ্গে বাসু-
দেব যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাহো যুধি-
ষ্ঠির! আমি আপনার রাজ্য, ধাত্য, ধনলাভ ও
রিপুনাশ ইহার কোন কামনা সম্পাদন করিব? যুধি-
ষ্ঠির কহিলেন,—হে যাদবশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব-

স্বা পূর্বং বর্ধেদাদশভিঃ প্রিয়ম্ ১২ । তরাতি
জিহ্বলোকেষু যন্ন সিধ্যতি ভূতলে । অগ্নি তুষ্টি
জগন্নাথ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ১৩ । অবশ্যং যদি
তুষ্টিহসি মম সর্বজগৎপতে । অত্র সান্নিধ্যমাগচ্ছ
কূপে নিত্যং জনার্দন ১৪ । অত্রাগতা নরো
যন্ত ভক্ত্যা স্নানং সমাচরেৎ । স যাতু বৈকবং
স্থানং প্রসাদাতব কেশব ১৫ । ঈশ্বর উবাচ ।
এবং ভবিষ্যতীতু্যক্তা তদামজ্ঞা যুধিষ্ঠিরম্ । প্রযথো
দ্বারকাঃ কৃষ্ণঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ১৬ । তস্মিন্
শ্রীকং নরঃ কৃহা বাজ্রিমেষকলঃ লভেৎ । প্রসাদা-
দেবদেবস্ত বিষ্ণোরমিততেজসঃ ১৭ । তদর্কং
তর্পণেনৈব স্নানং পাদমবাগ্নুয়াৎ । তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন তত্র শ্রীকং সমাচরেৎ ১৮ । জ্যৈষ্ঠমাসে
পৌর্ণমাস্যং যঃ স্নানং শ্রীকং করিষ্যতি । সাবিজীকৈব
সম্পূজ্য স যাস্মতি পরং পদম্ ১৯ । গোদানং
তত্র দেয়ং তু সম্যগ্ যত্রাকলেম্পৃতিঃ ২০ ।
ইতি শ্রীকান্দে পাণ্ডবকৃপমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ১৩২ ।

কর্ম্মেই সমর্থ সংশয় নাই; পরন্তু এ বিষয়ে পূর্বে
আপনিই তো প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যাদব
বর্ধীক্বে প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন। হে জগন্নাথ!
ভূতলে সর্বদেবনমস্কৃত আপনি তুষ্টি থাকিলে
এমন কিছু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয়। হে সর্ব-
জগৎপতি জনার্দন! যদি অবশ্যই মৎপ্রতি তুষ্টি
হইয়াছে, তবে আমার এই কূপে নিত্য সন্নিহিত
হউন। হে কেশব! যে নর এখানে আসিয়া
ভক্তিপূর্বক স্নান করিবে, সে যেন তোমার
প্রসাদে বৈকব স্থান প্রাপ্ত হয়। ১—১০ ।
ঈশ্বর কহিলেন,—সর্বলোকনমস্কৃত কৃষ্ণ তখন
“তাহাই হইবে” বলিয়া আমন্ত্রণপূর্বক দ্বারকায়
প্রস্থান করিলেন। মানব সেখানে শ্রীক করিলে
অমিততেজা দেবদেব বিষ্ণুর প্রসাদে অবমেধের
কল প্রাপ্ত হয়। তর্পণে ইহার অর্ক কল এবং
স্নানে পাদমাত্র কল লাভ হয়। অতএব সর্বপ্রযত্নে
সেখানে শ্রীকানুষ্ঠান করিবে। জ্যৈষ্ঠমাসের পৌর্ণ-
মাসীতে সেখানে স্নান ও শ্রীক এবং সাবিজীক
অর্চনা করিলে মানব পরমপদ প্রাপ্ত হয়। সম্যক
যাত্রাক্ষণপ্রাধিগণের পক্ষে সেখানে গোদান
কর্তব্য। ১১—২০ ।

দ্বাত্রিংশত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩২ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব পূজয়েদেব পঞ্চ লিঙ্গানি
ভাবিতঃ । প্রতিষ্ঠিতানি দেবেশি পাণ্ডবৈশ্চ
মহাশক্তিঃ । ১ । যন্তান পূজয়তে ভক্তা স মুক্তঃ
পাতকৈর্ভবেৎ । ২ ।

ইতি ত্রীকান্দে পাণ্ডবেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রয়স্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । দশাশ্বমেধিকং নাম মহাপাতক-
নাশনম্ । ১ । বাজিমেধৈঃ পুবা চেতং দশভিস্তত্র
ভামিনি । ভরতেন সমাগত্য মত্তা ক্ষেত্রমবুস্তমম্ ॥
২ ॥ তত্র তপ্তঃ সহস্রাক্ষঃ সে'মনাধেন ভামিনি ।
রূপগাঃ খানপানৈশ্চ দক্ষিণাভিদিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥ অখো-
চুস্তদশাঃ সর্ষে সুপ্রোতা ভরতং নৃপম । তুষ্টাস্তব
মহাবাহো যজ্ঞে সন্তপিতা বয়ম্ । বয়ং কৃণীষ রাজেন্দ্র
যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪ ॥ রাজোবাচ । অত্রাগত্য

ত্রয়স্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! এই স্থানেই মহাত্মা
পাণ্ডবগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চালঙ্গ পূজা করিবেন ।
যে নর ভক্তির সহিত এই লিঙ্গপঞ্চকের পূজা করে,
তাহার সর্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় । ১-২ ।

ত্রয়স্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৩ ।

চতুস্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! অনন্তর ত্রিলোক-
বিশ্রুত মহাপাতকহর দশাশ্বমেধিক তীর্থে গমন
করিবে । পুরাকালে ভরত রাজা এই ক্ষেত্রের
উৎকৃষ্টতা বোধে এখানে আগমনপূর্বক দশটি অশ্ব-
মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । তাহাতে সোমনাথ ও
সহস্রাক্ষ পরম পরিতুষ্ট হন । খাদ্য পেয় দ্রব্য
দানগণ এবং দক্ষিণাদি দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট
হন । অনন্তর দেবগণ স্তীত হইয়া ভরত নর
পতিকৈ বলিলেন,—হে মহাভূজ ! তোমার যজ্ঞ
দ্বারা আমরা তুষ্ট হইয়াছি । হে রাজেন্দ্র ! তোমার
মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । রাজা কহিলেন,—

নরো ভক্ত্যা যঃ শ্রানং কুরুতে নরঃ । দশানামশ্ব-
মেধানাং সম্রাপ্নোতু ফলং শুভম্ ॥ ৫ ॥ দেবা উচুঃ ।
দশানামশ্বমেধানাং শ্রদ্ধয়া ফলমাপ্ন্যতি । দশাশ্ব-
মেধিকং নাম তীর্থমেতন্মহীতলে । খ্যাতিং যাস্ততি
রাজেন্দ্র নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
ততঃ প্রভৃতি ততীর্থঃ প্রখ্যাতং ধরণীতলে । দশাশ্ব-
মেধিকমিতি সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৭ ॥ ঐশ্বর্যকণ-
মাশ্রিত্য গোমুখাদাশ্বমেধিকম্ । অত্রান্তরে মহাদেবি
শিবক্ষেত্রং বিহ্ববুধাঃ ॥ ৮ ॥ সর্বপাপহরং দিব্যং
স্বর্গসোপানসম্নিতম্ । সপাদকোটিতীর্থানাং স্থানং
তৎপরিকীর্তিতম্ ॥ ৯ ॥ প্রাত্যাগে কৃতে তত্র
শিবলোকে চ মোদতে । ত্রিধ্যুযোনিগতাঃ পাপাঃ
কৌটপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ ১০ ॥ 'তেহপি যাস্তি পরং
স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । তিলোদকপ্রদানেন
মাতৃকাঃ পৈতৃকাস্তথা ॥ ১১ ॥' পিতরস্তস্য তপ-
স্বাবদাতু তসংপ্রবম্ । তত্রেষ্টা ব্রহ্মণা পূর্বমসজ্জাতা
মখোভুমাঃ ॥ ১২ ॥ শক্রচ্চ দেববাজহং তত্রেষ্টা
সমবাপ্তবান । কাৰ্ত্তবীৰ্য্যেণ তত্রৈব ক্রুৎ যজ্ঞশতং
পুরা ॥ ১৩ ॥ এতং তৎপ্রবরং স্থানং ক্ষেত্রগর্ভাঙ্ককং
প্রিয়ে । মৃতানাং তত্র জন্মানামপুনর্ভবদায়কম্ ॥ ১৪ ॥

এখানে আশিয়া যে নর ভক্তিপূর্বক শ্রান করিবে,
সে দশাশ্বমেধফল প্রাপ্ত হোক । দেবগণ কহি-
লেন—তাহাই হইবে । অত্রাগত শ্রদ্ধাশীল নর
দশাশ্বমেধের ফল লাভ করিবে । আপচ এই তীর্থ
দশাশ্বমেধিক নামে হুঁতলে প্রসিদ্ধ হইবে নিশ্চয়ই ।
ঈশ্বর কহিলেন,—তখন হইতে এই তীর্থ দশাশ্বমেধিক
নামে প্রখ্যাত হইল । গোমুখের পূর্বে ও আশ্ব-
মেধিকের পশ্চিমে এই তীর্থ অবস্থিত । হে মহা-
দেবি ! এই তীর্থেই মহাত্মাই এক দিব্য স্বর্গ-
সোপানসন্নিভ সর্বপাপহর শিবক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র
সপাদ কোটি তীর্থের আশ্রিত বলিয়া পাণ্ডবগণের
অভিমত । ত্রিধ্যুযোনিগত কাঁট পক্ষী মৃগাদি
পাপিগণ এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত্যাগ করিলে শিবলোকে
গিয়া বিহার করে । তাহারা মহেশ্বরসম্নিহিত
স্থানে নিয়তই বাস করিতে পারে । এখানে
তিলোদক দানে পিতৃমাতৃবংশীয়গণ প্রলয়াবধি
পরিতুষ্ট হইয়া থাকে । পূর্বে ব্রহ্মা এই স্থানে
অসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এইখানে যজ্ঞ
করিয়াই ইন্দ্র দেবরাজহ লাভ করেন ।
পূর্বে কাৰ্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞনও হেথায় শত যজ্ঞ অশ্ব-
মেধ বধেন । প্রিয়ে । এইরূপে ক্ষেত্রগর্ভ-

বৃষোৎসর্গঃ যন্তুঃ কুর্ঘ্যাদৈঃ ভাবিতান্বান । যাবন্তি
বৃষরোমাণি ভাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥১২॥

ইতি শ্রীকান্দে দশাশমেধমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামচতুস্ত্রিংশ-
দধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৩৪॥

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পঞ্চোল্লিঙ্গত্রয়মমুত্ত-
মম্ । শতমেধঃ সহস্রমেধঃ কোটিমেধমিতি ক্রমাৎ ॥১॥
দক্ষিণে শতমেধস্ত শতযজ্ঞফলপ্রদম্ । কার্ত্তবীৰ্য্যেণ
তত্রৈব কৃতং যজ্ঞশতং পুরা ॥ ২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহালিঙ্গং সৰ্বপাতকনাশনম্ । মধ্যভাগেহত্র
যল্লিঙ্গং কোটিমেধেতি বিকৃতম্ ॥ ৩ ॥ তত্রেষ্টা
ব্রহ্মণা পূৰ্ণং কোটিসম্ভ্যাং মখোক্তমাঃ । স-স্থাপ্য
তু মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥ তন্তু
উত্তরভাগস্থং সহস্রকৃতুসংজ্ঞকম্ । শক্ৰশ্চ দেব-
রাজোহপি সহস্রং যষ্টবান্ ক্রতুন্ ॥ ৫ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
মহালিঙ্গং দেবানামাদিদৈবতম্ । গন্ধপুষ্পাদি-
বিধিনা পঞ্চামৃতরসোদকৈঃ ॥ ৬ ॥ স প্রাপ্নুয়াৎফলং
দেবি লিঙ্গনামোদ্ভবং ক্রমাৎ । গোদানং তত্র
দেয়ং তু সমাগ্যাত্মাকলেপ্পূভিঃ ॥ ৭ ॥ দশলক্ষাণি

সম্মিহিত স্থান উত্তম হইয়াছে । ইহা অত্রত্য মূল-
জন্তুগণের অপূৰ্ণভবদায়ক । যে ভাবিতান্বান নর এই
স্থানে বৃষোৎসর্গ করে, বৃষরোমসমসংখ্যক কাল
তাহার স্বর্গবাস হয় । ১—১৫ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এ স্থানেই শতমেধ, সহস্রমেধ
ও কোটিমেধ নামক উত্তম লিঙ্গত্রয় দর্শন করিবে
দক্ষিণে শতযজ্ঞফলপ্রদ শতমেধ; কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্জন
এ স্থানে পাপহর মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া শতযজ্ঞ
করিয়াছিলেন । মধ্যভাগে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গ;
পূর্বে ব্রহ্মা লোকশঙ্কর শঙ্করলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ
স্থানে কোটিযজ্ঞ করিয়াছিলেন । উহার উত্তর-
স্থানস্থ লিঙ্গ সহস্রমেধ নামে বিখ্যাত । দেবরাজ
ইন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
ঐ স্থানে সহস্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন । যে নর গন্ধ-
পুষ্পাদি ও পঞ্চামৃতরস দ্বারা এই লিঙ্গার্চনা
করে, তাহার লিঙ্গনামের অনুরূপ সংখ্যক ফল

তীর্থানাং তত্র তিষ্ঠন্তি ভামিনি । লিঙ্গত্রয়ং তথা
মধ্যে সৰ্বপাতকনাশনম্ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শতমেধাদিলিঙ্গত্রয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চত্রিংশদধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২৩৫॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ততো গচ্ছেরাহাদেবি তুর্কাসাদিত্যমুত্তমম্ ।
যত্র তুর্কাসা তপ্তং তপো বর্ষসহস্রকম্ । নিরাশারো
জিতাহারঃ সূর্য্যারাদনতৎপরঃ ॥ ১ ॥ এবং কালেন
মহতা দিব্যতেজা জনাধিপঃ । প্রত্যক্ষং দর্শনং গয়া
প্রাহ সূর্য্যো মহানুনিম্ ॥ ২ ॥ সূর্য্য উবাচ । যা
ব্রহ্মণ সাহসং কাষাধিরং বরয় সুব্রত । অপ্রাপ্য-
মপি দাস্তামি যন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৩ ॥ তুর্কাসা
উবাচ । প্রসন্নো যদি মে দেব বরাহো যদি বাপ্যহম্ ।
যত্র স্থানে দ্বয়া স্বেদ্যং যাবন্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ৪ ॥
তুর্কাসাদিত্যনামাত্র লোকে খ্যাতিঞ্চ গচ্ছতু । ময়া
প্রতিষ্ঠিতা যা তু প্রতিমা তব সুন্দরী ॥ ৫ ॥ তস্তাং

লাভ হইয়া থাকে । সম্যক যাত্রাকলেপ্পূ ব্যক্তি ঐ
স্থানে গোদান করিবেন । হে ভামিনি ! দশলক্ষ-
তীর্থ ঐ স্থানে বিরাজিত । উক্ত লিঙ্গত্রয় সর্ববিধ
পাতকনাশক ১—৮ ।

পঞ্চত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর উত্তম
তুর্কাসাদিত্যসমীপে গমন করিবে । ঐ স্থানে
তুর্কাসা সূর্য্যারাদনতৎপর হইয়া নিরাশারে জিতা-
হারে সহস্রবর্ষ তপস্তা করিয়াছিলেন । যুনি এইরূপ
বহুতপস্তা করিলে দিব্যতেজা জনাধিপ আদিত্য
তাহার সাক্ষদুত হইয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ ! সাহস
করিও না; বরগ্রহণ কর । তোমার যাহা অভি-
কুচি এমন কি তাহা অপ্রাপ্য হইলেও আমি
তোমাকে প্রদান করিব । তুর্কাসা বলিলেন,—হে
দেব ! আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন,
এবং আমি যদি বরাই হই, তাহা হইলে
আপনি যাবৎ মেদিনী, এই স্থানে বাস
করুন এবং তুর্কাসাদিত্য নামে লোকে
প্রসিদ্ধ হউন । আর আমি যে এই আপনার
সুন্দরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলাম, এই প্রতিমায়

সারিধামেবাস্ত তব দেব জগৎপতে । সারিধাং
কুরুতাং চাত্ৰ যমুনা হৃহিতা তব । স্বংসুতস্ত মহাতেজা
ধৰ্ম্মরাজো মহাবলঃ ॥ ৬ ॥ স্বৰ্ঘ্য উবাচ । এতৎসৰ্বং
মুনিশ্রেষ্ঠ স্বয়ংক্রান্তঃ সন্তবিশ্যাতি । তীর্থানাং কোটি-
রস্তা চ গঙ্গাদীনাং মহামুনে ॥ ৭ ॥ আগমিষ্যতি
তে স্থানং নিশ্চিতং বচনাম্ময় । অত্র স্থানে ময়া
ব্রহ্মন স্বাতব্যং সহ দৈবতৈঃ ॥ ৮ ॥ আদিত্যাণাং
প্রভাবৈস্ত ব্রহ্মাণ্ডোদরবাসিনাম্ । তেষাং মাগন্যা-
সংযুক্তঃ স্থাস্তে চাত্ৰ মহামুনে ॥ ৯ ॥ সবিতৃণাং
সহশ্রৈশ্চ দৃষ্টেনৈব তু যৎকলম্ । তৎকলং কোটি-
গুণিতং তুর্ক্ষাসাদিত্যদর্শনাৎ ॥ ১০ ॥ লপ্সান্তে
প্রাণিনঃ সৰ্ব্বে যজ্ঞকোটিকলং তথা । এবমুক্তা তদা
স্বৰ্ঘ্যঃ সন্মার তনয়াং নিজাম্ । তথা চ ধৰ্ম্মরাজনং
সৰ্বপ্রাণিনিয়ামকম্ ॥ ১১ ॥ স্মৃতমাত্ৰা তত্র ভিষা
পাতালতলমুদ্যযৌ । সা নদীকূপিণী দেবী তীর্থ-
কোটীসমভিহা ॥ ১২ ॥ যমশ্চ তত্র ভগবান্ কালদণ্ড-
ধরস্তদা । উচ্যুতঃ প্রণয়োপেতৌ স্বৰ্ঘ্যঃ ভুবনসাক্ষি-
ণম্ ॥ ১২ ॥ যম উবাচ । আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো
যমুনা চ জগৎপ্রভুঃ । কার্যং যস্তাবিনোহর্থস্ত তৎ
করিষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ স্বৰ্ঘ্য উবাচ । অত্র

ক্ষেত্রে স্বরূপেণ স্বাতব্যং বচনাম্ময় । পাণিনাং
প্রাণিনাং চাত্ৰ রক্ষা কার্য্যা প্রকৃতঃ ॥ ১৫ ॥ স্বৰ্ঘ্য-
ভক্তাঃ সদা রক্ষা ব্রাহ্মণা গৃহমেধিনঃ । স্বঃ চাপি
যমুনে চাত্ৰ কোটিতীর্থেন সংতা ॥ ১৬ ॥ বসন্ত-
ভব সুলীতা স্থানে তুর্ক্ষাসোসোহস্তিকে ॥ ১৭ ॥ পশুতাং
সৰ্বদেবানাং মন্ত্রদানমগাৎ প্রভু । তুর্ক্ষাসাং তদা
হৃষ্টৌ যাবৎ পশুতি স্ত্রীশ্রমম্ ॥ ১৮ ॥ তাবৎ পাতাল-
মার্গেন যমুনা প্রাহুয়াভবৎ । যমশ্চ ভগবাস্তত্র
দৃষ্টে ক্ষেত্রপুরুষকৃৎ ॥ ১৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতং
সমভবস্তত্র যমুনোদ্ভেদমুক্তমম্ । কুণ্ডমাদিত্যো
যাম্যে তুন্দুভিস্তত্র পূৰ্ব্বতঃ ॥ ২০ ॥ ক্ষেত্রপালো
মহাদেবি যতো তুন্দুভির্নিঃস্বনঃ । তত্র স্নাত্বা মহা-
কুণ্ডে যঃ সন্তর্পয়তে পিতৃন ॥ ২১ ॥ দশ বর্ষাণি
পঠেৎকব তুষ্টিং যান্তি পিতামহাঃ । পিণ্ডদানেন দত্তেন
পিতৃণাং তুষ্টিমাবহেৎ । নরকে তু স্থিতানাঞ্চ মুক্তি-
র্ভূয়স্ সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ মাঘে মাসি সিতে পক্ষে
সপ্তমাং সংযতাস্তবান্ । তুর্ক্ষাসার্কঞ্চ সম্পূজ্য
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২৩ ॥ স্নাত্বা তু যমুনাকুণ্ডে
মাঘে মাসি মানবঃ । পূজয়েন্তুক্তিভাবেন রবিং

আপনি সারিধ্য করুন । আপনার হৃহিতা যমুনা এবং
পুত্র মহাতেজো ধৰ্ম্মরাজ ইহাতে সারিধ্য করুন ।
স্বৰ্ঘ্য বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ ! তুমি যাহা বলিলে তৎ
সমস্তই হইবে ; এতদ্ব্যতীত গঙ্গাদি কোটিতীর্থ,
আমার বাক্যে তোমার এই স্থানে আগমন করিবে ।
হে ব্রহ্মন ! ব্রহ্মাণ্ডোদরবাসী আদিত্যগণের
প্রভাবে ও মহিমায় দেবতাগণের সহিত এইস্থানে
অবস্থান করিব । সহস্র সবিতা দর্শন করিলে যে
কল হয়, এই তুর্ক্ষাসাদিত্য দর্শন করিলে তাহার
কোটিগুণ কল লাভ হইবে । প্রাণিগণ এখানে
কোটি যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হইবে । এই বলিয়া স্বৰ্ঘ্য
নিজ তনয়া ও সৰ্বপ্রাণিনিয়ামক ধৰ্ম্মরাজকে স্মরণ
করিলেন । স্মরণ করিবা মাত্র দেবী যমুনা কোটি-
তীর্থের সহিত নদীরূপে পাতালতল হইতে ঐ স্থানে
উদগতা হইলেন । কালদণ্ডধর যমও ঐ স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পরস্পর প্রণয়োপেত
যম-যমুনা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া ভুবনসাক্ষী
সবিতাকে বলিতে লাগিলেন । যম বলিলেন,—
হে জগৎপ্রভো ! ভাবিকার্য যাহা আমাদিগকে
নিশ্চয়ই করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন ।
স্বৰ্ঘ্য বলিলেন,—এই ক্ষেত্রে আমার বাক্যে তোমা-

দিগকে অবস্থান করিতে হইবে ! তোমরা এই
স্থানে যতপূৰ্ব্বক পাণীদিগের রক্ষা বিধান কর ;
যে হেতু স্বৰ্ঘ্যভক্ত গৃহমেধী ব্রাহ্মণগণ সৰ্বদা রক্ষ-
ণীয় । হে যমুনে ! তুমি কোটিতীর্থযুক্ত হইয়া
শ্রীতি সহকারে এই তুর্ক্ষাসোদ্রব তীর্থে বাস কর ।
ভগবান্ সবিতা তুর্ক্ষাসার সমীপে এই কথা বজ্রিয়া
সৰ্বদেবসমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর তুর্ক্ষাসা
হৃষ্ট হইয়া যেমন স্বীয় আশ্রম অবলোকন করিলেন,
অমনি পাতাল মার্গ হইতে যমুনা উপনীত হইলেন ।
যমও ঐ স্থানে তুর্ক্ষাসা কর্তৃক ক্ষেত্রপুরুষে দৃষ্ট হই-
লেন । ১—১৯ । ঈশ্বর কহিলেন,—এইরূপে আদি-
ত্যের যাম্যদিগ্ভাগে যমুনোদ্ভেদ নামক কুণ্ড, আর
পূৰ্ব্বদিকে তুন্দুভি নামক ক্ষেত্রপাল অবস্থিত । এই
তুন্দুভি হইতে তুন্দুভি স্বন নির্গত হয় । এই কুণ্ডে স্নান
করিয়া যে পিতৃদেবগণের তর্পণ করে, পিতামহ-
গণ পঞ্চদশ বর্ষ তাহার প্রতি তুষ্ট হন । এখানে পিণ্ড-
দান করিলে পিতৃগণের তুষ্টি হয় । তাহার নরকস্থ
হইলেও তাহাদের মুক্তি অবশ্যস্তাবিনী । মাঘ-
মাসের শুক্লসপ্তমীতে সংযতাস্ত্র নর তুর্ক্ষাসাদিত্যের
পূজা করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় । বৈশাখ
মাসে মানব যমুনাকুণ্ডে স্নান করিয়া গগনমণি রবিকে

গগনভূষাম ॥ ২৪ ॥ পঠেৎ সহস্রং নামাং তু
হুর্নাসাদিত্যসন্নিধৌ । যগ্নাসানুচ্যতে জন্তুর্ঘদ্যপি
ব্রহ্মহ নরঃ ॥ ২৫ ॥ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্বপাপ-
প্রণাশনম্ । হুর্নাসাদিত্যনামানং সূর্য্যং কো হু ন
পূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥ ন তদন্তি ভয়ং কিঞ্চিদঘদনে ন
শাম্যতি । দর্শনেনাপি সূর্য্যস্ত তত্র হুর্নাসসঃ প্রিয়ে ।
২৭ ॥ সম্প্রদ্যস্তে তথা কামাঃ সর্ব এব যথেষ্পিতাঃ ।
বজ্রানাম্ পুত্রকলদং ভীতানাং ভয়নাশনম্ ॥ ২৮ ॥
ভূতিপ্রদঃ দরিদ্রাণাং কুষ্টিনাং পরমৌষধম্ । বালানাং
চৈব সর্মেযাং গ্রহরক্ষোনিবারণম্ । মহাপাপোপশমনং
হুর্নাসাদিত্যদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ হোমাস্তত্র দাতব্যঃ
সূর্য্যমুদিশু ভামিনি । ব্রাহ্মণে বেদসংযুক্তো তেন
দত্তা মহী ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ যন্তত্র পূজয়েদেবং ক্ষেত্র-
পালঞ্চ হুন্মুতিম্ । স পুত্রপশুমান্ ধীমান্ ক্রীমান্
ভবতি মানবঃ ॥ ৩১ ॥ ন ভয়ং জায়তে তন্ত ত্রিবিধং
বরবর্ণিনি । অর্ধগব্যুতিমাত্রং তু তত্র ক্ষেত্রং রবেঃ
স্মৃতম্ ॥ ৩২ ॥ ন তত্র প্রবিশেজন্তুঃ সূর্য্যভক্তি-
বিবজ্জিতঃ । ইত্যোতং কথিতং দেবি মাহাত্ম্যং
সূর্য্যদৈবতম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি ঐক্কালে হুর্নাসাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষট্‌ত্রিংশদধিকাবিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৩৬ ॥

ভক্তিভাবে পূজা করিবে । এবং হুর্নাসাদিত্য
সন্নিধানের রবির সহস্র নাম পাঠ করিবে । এইরূপ
করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী নরও যগ্নাসান্তে মুক্ত
হইয়া থাকে । সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশন
হুর্নাসাদিত্য নামক সূর্য্যকে কে না পূজা করিবে ?
ইহা দ্বারা উপশান্ত হইতে না পারে এমন ভয় কিছুই
নাই । হুর্নাসাদিত্যের দর্শনমাত্রেই ইষ্ট কাম সকল
সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই পাপোপশমন হুর্নাসাদিত্য
দর্শন বজ্রাদিগেরও পুত্রকলদ ; ভীতগণের ভয়-
নাশক, দরিদ্রদিগের ভূতিপ্রদ ; কুষ্টিদিগের মহৌ-
ষধ ও বালকদিগের গ্রহভূতনাশন । হে ভামিনি !
তথায় সূর্য্যোদ্দেশে সুবর্ণের দান করিবে । এরূপ
দানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে মহীদানের কললাভ হয়
যে নর তথায় হুন্মুতি ক্ষেত্রপালকে পূজা করে,
সে পশু-পুত্র ও স্ত্রীসম্পন্ন হয় । তাহার জিতাপ-
ভয় থাকে না । হে বরবর্ণিনি ! ঐ স্থানে রবির
ক্ষেত্র অর্ধগব্যুতিমাত্র । ভক্তিশূন্য নর তথায়
প্রবেশ করিবে না । হে দেব ! এই হোমায়
সূর্য্যদৈবত-মাহাত্ম্য বলিলাম । ২০—৩৩ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৬ ।

সপ্তত্রিংশদধিকাবিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়মাহাদেবি যাদবস্থল-
মুত্তমম্ । যাদবা যত্র নষ্টা বৈ ষটপঞ্চাশচ্চ কোটয়ঃ ।
১ : যত্র বজ্রেবরো দেবো বজ্রেণারাবিতঃ সদা ।
যত্রোদ্ভিদ্যদৃষ্টীনাং যবীণামাশ্রমঃ কুলম্ ॥ ২ ॥ দেব্যাচ ।
কথং বিনষ্টা ভগবন্নৃককা বৃক্ষিভিঃ সহ । পশুতো
বাসুদেবস্ত ভোজ্যশ্চৈব মহারথঃ ॥ ৩ ॥ কেন
শস্ত্রাস্ত তে বীরা নষ্টা বৃক্ষাঙ্ককাদয়ঃ । ভোজ্যশ্চৈব
মহাদেব বিস্তরেণ বদন্ত মে ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
ষট্‌ত্রিংশে চ কলৌ বর্ষে সম্প্রাপ্তেহঙ্ককবৃক্ষাঃ ।
অন্তোন্তঃ মুমলৈস্তে হি নিজন্তুঃ কালনোদিতাঃ ॥ ৫ ॥
বিশ্বামিত্রঞ্চ কণ্ডক নারদঞ্চ যশস্বিনম্ । সারণ-
প্রযুখা ভোজ্যাদৃষ্টদ্বারকাং গতান্ ॥ ৬ ॥ তে বৈ
সাহসং সমানিহ্যতুর্ভয়বিদ্বাঃ স্নিগ্ধাঃ যথা । অক্রবন্নুপ-
সঙ্গম্য দেবদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥ ৭ ॥ ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্ত
বভ্রোরমিততেজসঃ । ঋষয়ঃ সাধু জনীত কিমিহ
জনয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্তান্তে তদা দেবি বিপ্রলন্ত-
প্রধর্ষিতাঃ । প্রত্যক্রবন্তানুন্নয়ন্তকুণ্ডল যথাতথ্যম্ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি ! যথায় ষটপঞ্চাশৎ
কোটি যাদব নষ্ট হইয়াছিলেন, অনন্তর সেই উত্তম
যাদব স্থলে যাইব । ঐ স্থানে পূর্বে বজ্র কর্তৃক
বজ্রেবর দেব আরাবিত হইয়াছিলেন এবং ঐ
স্থানে দিব্যদৃষ্টিশালী ঋষিগণের বহু আশ্রম ছিল ।
দেবী কহিলেন,—ভগবন্ ! বাসুদেবের সমক্ষে
কিভাবে মহারথ বৃক্ষি অঙ্ক ও ভোজগণ বিনষ্ট
হইয়াছিলেন ? কিভাবে ঐ সকল বীর কাহার
দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া নাশ পাইলেন ? তাহা বিস্তৃত-
রূপে বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—কালির ষট্‌ত্রিংশ
বর্ষে অঙ্ক বৃক্ষি প্রভৃতি যাদবগণ কালপ্রেরিত
হইয়াই মুঘল দ্বারা পরস্পর নিহত হইয়াছিলেন ।
একদা সারণপ্রযুখ ভোজগণ দ্বারকাগত বিশ্বামিত্র,
কণ্ড, ও যশস্বী নারদ ঋষিকে দর্শন করে । অন-
ন্তর তাহার সাহকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া তাঁহা-
দের সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক দেবদণ্ডনিপীড়িত
হইয়াই তাঁহাদিগকে কহিল,—ঋষিগণ ! আপনারা
সর্বজ্ঞ ; অতএব বলুন, পুত্রাকাজ্ঞী অমিততেজা
বক্রর এই পত্নী কি সম্ভান প্রদব করিবে ? দেবী !
প্রবকনা-প্রধর্ষিত ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া

৯। ঋষয় উচুঃ। বৃক্ষাঙ্ককবিনাশায় মুঘলং ঘোর-
মায়সম্। বাসুদেবস্ত দায়াদঃ সাহোহয়ং জনয়ি-
ষ্যতি। ১০। যেন যুগং সুদূরত্বা নৃশংসা জাত-
মন্তবঃ। উচ্ছেদ্যঃ কুলং সর্বমুতে রামাজ্জনা-
র্দনাৎ। ১১। ত্যাক্ষা যান্ততি বঃ স্রীমাস্ত্যাক্ষা ভূমিঃ
হলায়ুধঃ। জরা কৃষ্ণং মহাভাগং শয়ানস্ত নিবেৎ-
শ্চতি। ১২। ইত্যক্রবন্ততো দেবি প্রলঙ্কাস্তে
হুয়াস্ততিঃ। মুনয়ো ক্রোধরক্তাক্ষাঃ সমীক্ষ্যথ
পরম্পরম্। ১৩। তথোক্তা মুনয়স্তে তু ততঃ
কেশবমভ্যযুঃ। অথাবদন্তদা বৃক্ষীন্ ক্রটৈবং মধু-
সূদনঃ। ১৪। অভিজ্ঞো মতিমাংস্তস্ত ভবিতব্যঃ
তথেন্তি তৎ। এবমুক্তা হৃষীকেশঃ প্রবিবেশ পুন-
র্গৃহান্। ১৫। কৃতান্তমন্ত্যাকর্ষুঃ নৈচ্ছৎ স জগতঃ
প্রভুঃ। ষোড়শে স ততঃ সাহো মুঘলং তদন্তত
বৈ। ১৬। যেন বৃক্ষাঙ্ককুলে পুরুষা ভস্ম-
সাৎ কৃতঃ। বৃক্ষাঙ্ককবিনাশায় কিস্করপ্রতিমং
মহৎ। ১৭। অস্মত শাপজং ঘোরং তচ্চ
রাজ্যে স্তবেদয়ৎ। বিষমোহয়ং ততো রাজা স্মৃশং

চূর্ণমকারয়ৎ। ১৮। প্রাক্ষিপৎ সাগরে তত্র পুরুষো
রাজশাসিতঃ। অথোবাচ নগরে বচনাদাঙ্ককস্ত
হি। ১৯। জনাৰ্দ্দিনস্ত রামস্ত ভ্রাতৃশ্চৈব মহাত্মনঃ।
অদাপ্রভৃতি সর্ষেবাঃ বৃক্ষাঙ্ক। হেষ্টিহ। সুরাসবো
ন কর্তব্যঃ সর্ষেবিসম্বাসিতঃ। ২০। যশ্চ বো
বিদিতং কুর্যাদেবঃ কশ্চিৎ কচিৎ। স জীবন্ শূল-
মারোহেৎ স্বয়ং কৃতা সবাঙ্কবঃ। ২১। ততো রাজ-
ভয়াৎ সর্ষে নিয়মং তত্র চক্রিরে। নর্যঃ শাসন-
মাজ্জায় রামস্তাক্রিষ্টকর্মণঃ। ২২। এবং প্রযতমানানঃ
বৃক্ষীনাং মক্ষকৈঃ সহ। কালো গৃহাণি সর্ষাণি পরি-
ক্রাম নিত্যশ। ২৩। করালো বিকটো মুণ্ডঃ
পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ। সম্মাজ্জনৌমহাকেতুর্জবাপুষ্পা-
বতঃসকঃ। ২৪। ককলাসবাহনশ্চ রত্নিকাকর্ণভূষণঃ।
গৃহাণাবেক্ষ্য বৃক্ষীনাং নাদন্তত পুনঃ কচিৎ। ২৫।
তস্ত চাসমহেষাসাঃ শরৈঃ শতসহস্রণঃ। ন চাশক্যত
বেক্ষুঃ স সর্ষভূতাপায়ং সদা। ২৬। উৎপেদিরে
মহাবাতা দারুণা হি দিনে দিনে। বৃক্ষাঙ্ককবিনাশায়
বহবো লোমহর্ষণাঃ। ২৭। বিবৃদ্ধা মুষিকা রথ্যাবি-
ভূন্নমণিকাস্তথা। কেশান্ দদং শুঃ স্পৃষ্টানং নৃণাং

প্রত্যুত্তরে যাহা বলিলেন,—যথাযথ বলিতেছি
শ্রবণ কর। ঋষিগণ কহিলেন,—এই বাসুদেবনন্দন
সাদৃ বৃক্ষাঙ্ককবিনাশের নিমিত্ত এক ভীষণ লৌহ
মুঘল প্রসব করিবে। তোরা অতীব হৃষ্ট, নৃশংস;
তোরাই জাতক্রোধ হইয়া উহা দ্বারা এই সমগ্র কুলের উচ্ছেদ সাধন করিবে। বলরাম
শ্রীকৃষ্ণ ইহার সংশ্রবে থাকিবেন না। তাঁহারা
তোদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন।
জরাব্যাধ তরুতল-শয়ান শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিবে!
হে দেবি! হুয়াস্তা যাদবগণ কর্তৃক প্রচারিত মূনি-
গণ কোপরক্তনয়নে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া
এই কথা কহিলেন। অনন্তর তাঁহারা কেশব-
সমীপে গমন করিলেন! তখন সর্ষজ্ঞ সুবুদ্ধি
মধুসূদন ঐ কথা শুনিয়া বৃক্ষদিগকে বলিলেন,—
ঋষিরা যে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাই হইবে।
তোমাদের ভবিতব্যতা এইরূপই। এই বলিয়া
শ্রীকৃষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জগৎ-
প্রভু কৃষ্ণ সেই ঋষিশাপ অমুখ্য করিতে ইচ্ছা
করিলেন না। অনন্তর প্রভাতে ঋষিশাপে—
যাহাতে বৃক্ষাঙ্ককুল ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই
যমকিস্করসম্মিত মুঘল বৃক্ষাঙ্ককবিনাশ নিমিত্ত সাদৃ
প্রসব করিল?। মুঘল প্রসূত হইবা মাত্র রাজার
নিকট সে সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল! রাজা বিষয়

হইলেন এবং মুঘলকে স্মৃষ্ণচূর্ণে পরিণামিত কর-
লেন। অনন্তর রাজাদিষ্ট পুরুষেরা উহা লইয়া
গিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর
আঙ্কক, জনাৰ্দ্দিন, বলরাম ও বক্রপ্রমুখ যাদবশ্রেষ্ঠ-
গণের কথানুসারে নগরমধ্যে এইরূপ ঘোষণা
প্রচার করা হইল যে, অদ্য হইতে বৃক্ষাঙ্কক-
দিগের কোন গৃহে কেহই সুরাসব করিও না।
যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ঐরূপ কার্য করিবে,
সে সবাঙ্কবে সশরীরে শূলারোপিত হইবে। অনন্তর
রাজভয়ে এবং অক্লিষ্টকর্ম্ম রামের শাসনে নরগণ
নিয়মিত হইল। ঐরূপ নিয়মে থাকিয়া বৃক্ষাঙ্কক-
দিগের বহুকাল কাটিল। অতঃপর এক জবা-
পুষ্পাবতঃসক, ককলাসবাহন, শুভানির্ম্মিত-কর্ণভূষণ,
সম্মাজ্জনৌকেতু, করাল-বিকট, কৃষ্ণ-পিঙ্গল ভীষণ
পুরুষ নিত্য নিত্য যাদবগণের গৃহে গৃহে বিচরণ
করিতে লাগিল। তাহাকে কেহই একস্থানে
কোথাও দেখিতে পাইল না। মহাধনুর্দ্ধারী শত
সহস্র পুরুষ তাহার সন্ধানে রহিল। কিন্তু বহু শর
বিনিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিল
না। এই সময় দিন দিন বৃক্ষাঙ্ককবিনাশার্থ দারুণ
লোমহর্ষণ উৎপাতিক বহু বায়ু প্রাচুর্ভূত হইতে
লাগিল। ৯—১৭। মুষিক সকল বিবৃদ্ধ হইয়া

যুবতয়ে নিশি ॥ ২৮ ॥ চৌচৌকীত্যাশস্ত সারিকা
রুক্ষিবেশ্মনু । নোপশাম্যতি শব্দশ্চ সদিবরাত্রমেব
বা ॥ ২৯ ॥ অম্বকুর্মল্লুকাস্ত বায়সান রুক্ষিবেশ্মনু ।
অজ্ঞাঃ শিবানাং চ কৃতমম্বকুর্মিত ভামিনি ॥ ৩০ ॥
পাণ্ডুরা রক্তপাদাশ্চ বিহগাঃ কালপ্রেরিতাঃ ।
বৃক্ষাঙ্ককগৃহেষেবং কপোতা ব্যচরন্তদা ॥ ৩১ ॥
বাজায়ন্ত খরা গোম্ব করভাশ্চাতরীষু চ ।
শুনীষপি বিভালাশ্চ মুষকা নকুলীষু চ ॥ ৩২ ॥
তাপজ্ঞায়ন্তপাপানি কুর্মতো বৃক্ষয়ন্তথা । অধিন
ব্রাহ্মণাশ্চাপি পিতৃন দেবাশ্চতৈব চ ॥ ৩৩ ॥
গুরুশ্চাপ্যবমন্তস্তেন তু রামজনান্দিনো । ভাৰ্য্যাঃ
পত্নীন্ ব্যুচ্চরন্তি পত্নীশ্চ পুরুষান্তথা ॥ ৩৪ ॥ বিভাবশুঃ
প্রজ্জলিতো বামঃ বিপারিবর্ততে । নীললোহিত-
মাজ্জিষ্ঠা বিম্বজংচার্চিষঃ পৃথক্ ॥ ৩৫ ॥
উদয়াস্তম্ভনে নিত্যং পর্য্যন্তঃ স্তাদিবা করঃ । ব্যদৃষ্টত
সক্লং পুস্তিঃ কবন্ধৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬ ॥ মহানদেব
সিদ্ধান্তে সংস্কৃতেহন্রে তু ভামিনি । উত্তার্য্যমাণে

রথ্যা ঝুঁড়িতে এবং বৃহৎ বৃহৎ মৃতাণ্ড সচ্ছিন্ন
করিতে লাগিল । যুবতীগণ রাজিকালে স্পষ্ট নর-
গণের কেশপাশ দংশন করিতে লাগিল । সারিকা-
গণ রুক্ষদিগের গৃহে গৃহে চৌচৌ কুচী রব করিতে
লাগিল । দিবরাত্রমধ্যে সে শব্দের আর নিবৃত্তি
হইতে লাগিল না । উলুকগণ রুক্ষিবনে বায়স-
দিগের অম্বকরণ করিতে লাগিল । অজ্ঞাগণ
শিবদিগের রবের প্রতিধ্বনি তুলিল । কাল-
প্রেরিত হইয়া রক্তপাদ পাণ্ডুরাশ কপোতগণ
রুক্ষদিগের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল ।
গর্দভেরা গাভীতে, করভেরা অশ্বতরীতে, বিভাল-
গণ শুনীতে এবং মুষিকেরা নকুলীতে জগ্মিতে
লাগিল । রুক্ষগণ ত্রিতাপকর পাপাচরণ করিতে
লাগিল । তাহারা দেববিজ-পিতৃলোকদিগের প্রতি
দেষ করিতে লাগিল । রামজনান্দিন ব্যতীত অস্ত
সকলেই গুরুজনদিগের অবমাননা করিল ।
ভাৰ্য্যা পত্নিকে এবং পতি ভাৰ্য্যাকে অতিক্রম
করিয়া চলিতে লাগিল । প্রজ্জলিত পাবক বামা-
বর্তে পরিবর্তিত হইতে লাগিলেন এবং নীল
লোহিত ও মাজ্জিষ্ঠ বর্ণ বিভিন্ন শিখা নিঃসারণ
করিতে লাগিলেন । দিবাকর উদয়াস্তকালে প্রত্যহ
পর্বাষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং এক
একবার কবন্ধগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইতে লাগি-
লেন । মহানদসমূহে স্রসংস্কৃত সিদ্ধার সকল

কময়ে দৃষ্টান্তে চ বরাননে ॥ ৩৭ ॥ পুণ্যাহে
বাচ্যমানে চ পঠন্তু চ মহান্তনু । অভিধাবন্তি
ঋগন্তে ন চাদৃশাত কশ্চন ॥ ৩৮ ॥ পরম্পরস্ত
নক্ষত্রঃ হস্তমানঃ পুনঃপুনঃ । গ্রহৈরপশ্বন্ত সর্বৈস্তে
নাশ্বনস্ত কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ ন হতং পাচয়ত্যগ্নি-
বৃক্ষাঙ্ককপুংস্কৃতম্ । সমস্তাং প্রত্যাবার্তন্ত রাসতা
দাক্ষণ্যনাঃ ॥ ৪০ ॥ এবং পশ্বন্ত হ্রবীকেশঃ
সম্প্রাপ্তান কালপর্য্যায়ান । জয়োদনীঃ হ্রমাবান্তাঃ
তাং দৃষ্টা প্রাত্ৰবীদিদম্ ॥ ৪১ ॥ জয়োদনী পঞ্চদশী
কৃত্তেয়ঃ রাহুণা পুনঃ । তদা চ ভারতে যুদ্ধে প্রাণা
চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ ॥ ৪২ ॥ যিদ্ধিগিত্যেব কালং তং
পরিচিস্ত্য জনান্দিনঃ । মেনে প্রাপ্তং স বটজিংশং
বর্ষঃ কেশিনিস্বদনঃ । পুত্রশোকান্তিসমস্তা গান্ধারী
যত্নবাচ হ ॥ ৪২ ॥ এবং পশ্বন্ত হ্রবীকেশস্তদিদং
সমুপস্থিতম্ । ইদং চ সমস্তপ্রাপ্তমব্রবীদ্যদ
যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৪ ॥ পুরা ব্যাচেষ্টনীকেষু দৃষ্টোৎ-
পাতান স্রদাকৃণান । পুণ্যগ্রহস্ত শ্রবণচ্ছাতিহোমাবি-
শোধনাং ॥ ৪৫ ॥ পুততীর্থাভিষেকাচ্চ নান্তচ্ছ্রয়ো

উত্তারিত হইলে তন্মধ্যে কুমিকুল পরিদৃষ্ট হইতে
লাগিল । পুণ্যাহবাচন আরম্ভ হইলে, মহান্তগণ
পাঠ করিতে লাগিলে, যেন বিষকারী জন্তগণ
অভিধাবিত ও তাহাদের বিকট রব শ্রুত হইতে
লাগিল । কিন্তু কাহাকেই দেখা যাইতে লাগিল
না । গ্রহগণ কর্তৃক পরস্পরের গাত্র পুনঃপুন
অভিহত হইতে দেখা গেল । অগ্নি বৃক্ষাঙ্কক-পুং-
স্কৃত হত পাক করিতে লাগিলেন না । দাক্ষণ্যর
রাসভেরা চতুর্দিকে চৌক্য করিতে লাগিল ।
হ্রবীকেশ এইরূপ কালপর্য্যায় দর্শনে জয়োদনী ও
অমাবস্তার উপস্থিতি দেখিয়া কহিলেন,—রাহুকর্তৃক
এই জয়োদনী পঞ্চদশী কৃত হইয়াছে । যখন ভারত
যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ইহা একবার হইয়াছিল ।
আর অন্য আমাদের ক্ষয়ের নিমিত্ত উপস্থিত হই-
য়াছে । কেশিনিস্বদন জনান্দিন তখন কালকে মনে মনে
ধিক্কার প্রদানান্তে ভাবিলেন যে, পুত্রশোকসমস্ত ও
গান্ধারী যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বটজিংশ বর্ষ এই
উপস্থিত হইয়াছে । হ্রবীকেশ তুঃসময় সমুপ-
স্থিত বুঝিয়া পূর্বে ভারতযুদ্ধে সমস্ত সৈন্য মুক্তার্থ
সম্রাট হইলে যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও
স্মরণ করিলেন; বুঝিলেন—সেই কালই এই
সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে পুণ্যগ্রহ শ্রবণ, বিশো-
ধক শাস্তি-হোম, পুততীর্ঘনান,—এসবল ব্যতীত

ভবেদিতি । ইত্যাঙ্ক বাসুদেবস্তচ্চি কৌর্ধন সত্যমেব
 ৮। আজ্ঞাপয়ামাস তদা তীর্থযাত্রামবিন্দমঃ । ৪৬।
 অঘোষয়ন্ত পুরুষান্তত্র কেশবশাসনাৎ । তীর্থযাত্রা
 প্রভাসে বৈ কার্যোতি বরবর্ণিনি । ৪৭। অথারিষ্টানি
 বক্ষ্যামি পুরীং দ্বারবতীঃ প্রতি । কালৌ স্ত্রী
 পাণ্ডুরৈর্দষ্টৈঃ প্রাবিশ্ত নগরীঃ নিশি । ৪৮। ত্রিযঃ
 স্বপ্নেষু যুক্যন্তৌ দ্বারকাং প্রতি ধাবতি । অগ্নিহোত্র-
 নিকেতং ৮ স্নেমেধোষু ৮ বেষ্মনু । ৪৯
 বৃক্ষাঙ্ককাংষ্ট খাদন্তৌ স্বপ্নে দৃষ্টা ভয়ানকা । কুর্ক্যন্তৌ
 ভীষণং নাদং কুকুটখানসংযুতা । ৫০। তথা
 সহস্রশো রৌদ্রাশ্চতুর্কীদৃশ্ব এব চ । স্ত্রীণাং গর্ভেষ-
 জায়ন্ত রাক্ষসা শুভ্রকান্তথা । ৫১। অলঙ্কারাশ্চ
 ক্ষত্রাণি ধ্বজাশ্চ কবচানি চ । ত্রিযমাণানি দৃষ্টান্তে
 রক্ষোভিহন্ত ভয়ানকৈঃ । ৫২। যচ্ছাগ্নিদত্তং কৃষ্ণাশ্চ
 বজ্রনাভমগ্নয়নম্ । দিবমাক্রমে চক্রং বৃক্ষীনাং
 পঙ্ক্ততাং তদা । ৫৩। যুক্তং রথং দিব্যমাদিত্যবর্ণং
 পঙ্ক্ততো দাক্ষক্যম্ । তে সাগরস্তোপরিষ্টোদ্বর্ত-
 মানান্ননোজবাংষ্টতুরো বাজিমুখ্যান্ । ৫৪। তালঃ

সুপর্ণঞ্চ মহাধ্বজো তৌ সুপুঞ্জিতৌ রামজনাদিনা-
 ভ্যাম্ । উচ্চৈর্জঙ্ঘঃ স্বপ্নরসো দিবানিশং বাচং
 চৌচুর্গমাতাঃ তীর্থযাত্রাম্ । ৫৫। ততো জিগমিষন্তস্তে
 বৃক্ষাঙ্ককমহারথাঃ । সান্তঃপুরাঙ্গীর্থযাত্রামীহন্তে অ-
 নরধ্বতাঃ । ৫৬। ততো মাংসপরা হৃষ্টাঃ পেয়ং বেষ্মনু
 বৃক্ষয়ঃ । বহু নানাবিধং চকুর্মাংসানি বিবিধানি চ ।
 ৫৭। তথা সৌধেষু বন্ধেষু নির্ঘূর্ণগরারহিঃ । যানৈরনৈ-
 র্গজৈশ্চৈব শ্রীমন্তস্তিগ্নতেজসঃ । ৫৮। ততঃ
 প্রভাসে স্তবসন্ যথোদ্দেশং যথাগৃহম্ । প্রভূতভক্ষ্য-
 পেয়াস্তে সদায়া যাদবান্তদা । ৫৯। নির্কিষ্টাঃ স্তানি-
 শম্যথ সমুজাস্তে স যোগবিৎ । জগামামন্ত্য তান
 বীরামুদ্ববোহর্ষবিশারদঃ । ৬০। প্রস্থিতং তং মহাত্মা-
 নমতিবাদ্য কৃতাজলিম্ । জা নু বিনাশং ভোজ্যান্যুঃ
 নৈচ্ছদ্বারয়িতুং হরিঃ । ৬১। ততঃ কালপরীতাস্তে
 বৃক্ষাঙ্কমহারথাঃ । অপশুগ্নুদ্ববং যন্তিৎ তেজসাদীপ্য
 রোদসী । ৬২। ব্রাহ্মণার্থেষু যৎকৃপ্তমগ্নং তেষাং
 বরাননে । তদ্বাহনভ্যঃ প্রদত্তঃ সুরাগন্ধরসাবিতম্
 ৬৩। ততস্তুর্ঘ্যশতাকীর্ণং নটনর্ভকসঙ্কলম্ । প্রাবর্ত্তত

অপর প্রেয়স্কর উপায় নাই । অরিন্দম বাসুদেব
 এই বলিয়া সেই গাঙ্গারীবাক্য সত্য করিবার
 অভিপ্রায়ে তীর্থযাত্রার আদেশ করিলেন । হে
 বরবর্ণিনি ! কেশবের শাসনানুসারে কতিপয়
 পুরুষ “সকলকেই প্রভাসে তীর্থযাত্রায় যাইতে
 হইবে” একথা ঘোষণা করিল । ৮—৪৭। অতঃ-
 পর দ্বারবতী পুরীতে যে সকল অরিষ্ট প্রাহর্তুত
 হইয়াছিল তাহা বলিতেছি । স্বপ্নে দৃষ্ট হইতে
 লাগিল যে, কোন কৃষ্ণবর্ণী, পাণ্ডুরদশনা
 রমণী যেন দ্বারকায় প্রবেশ পূর্বক ইতস্ততঃ প্রধাবন
 ও নারীগণকে হরণ করিতে লাগিল । অগ্নিহোত্র-
 গৃহে এবং অপরাপর পবিত্র গৃহমধ্যেও বৃক্ষি-অঙ্কক-
 দিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল । সেই ভয়ানকা
 রমণী ককুট-ককুরগণে পরিবৃত্তা হইয়া ভীষণ নাদে
 বিচরণ করিতে লাগিল । যাদব নারীগণের গর্ভে
 সহস্র সহস্র রৌদ্রাকার শুভ্রক রাক্ষসগণ চতুর্ভুজা-
 কারে জয়গ্ৰহণ করিতে লাগিল । অলঙ্কার, ছত্র,
 ধ্বজ, কবচ প্রভৃতি, ভয়ানক রাক্ষসগণ কর্তৃক
 ত্রিযমাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল । বৃক্ষিগণের সমক্ষেই
 শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিদত্ত লৌহময় বজ্রনাভ চক্র স্বর্গে
 চলিয়া গেল । শ্রীকৃষ্ণের মনোজব অশ্ব চতুর্ভুজযুক্ত
 শক্রভয়াবহ আদিত্যবর্ণ রথও দাক্ষক্যের
 সাক্ষাতেই সাগরোপরি অদৃষ্ট হইয়া গেল । রাম-

জনাদিনের অতিপূজিত তাল ও গরুড়ধ্বজও সেই
 সঙ্গেই চলিয়া গেল । অপরারা অহর্নিশ উচ্চৈঃস্বরে
 গান করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে,
 ‘তীর্থযাত্রায় যাও ।’ অতঃপর নরধ্বতা বৃক্ষি ও অঙ্কক
 মহারথগণ তীর্থযাত্রাখী হইয়া উদ্‌যোগ করিতে
 লাগিলেন । মাংসপ্রিয় ভীষ্মতেজা শ্রীমান বৃক্ষিগণ
 হৃষ্টচিত্তে বিবিধ পেয় সৌধ ও মাংস প্রস্তুত করিয়া
 তৎসমস্ত বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া প্রভূত ভক্ষ-
 পেয়সহ অশ্ব গজ-যানারোহণে সজ্জীক নগর হইতে
 বাহির হইয়া প্রভাসে যাইয়া যথাস্থানে নিজ নিজ
 গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । অর্ধতত্ত্বজ্ঞ যোগ-
 বিৎ উদ্ধব সেই বীরগণকে প্রভাসে সম্যক্ নিবিষ্ট
 দেখিয়া সকলকে আমন্ত্রণপূর্বক প্রস্থানোদ্যত
 হইলেন । সেই মহাত্মা অভিবাদনান্তে কৃতাজলি
 হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণ যদুকুলের
 ভাবিবিনাশ জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ
 করিতে অভিলাষ করিলেন না । কালক্রান্ত
 যাদবেরা দেখিল যে, উদ্ধব নিজতেজে ত্র্যলোক-
 ভুলোক আলোকিত করিয়া যাইতেছেন । অগ্নি
 বরাননে ! ব্রাহ্মণগণের জন্ত যে সমস্ত খাদ্য
 প্রস্তুত ছিল, সুর্য্যমিষ্টানে তাহা সুর্য্যস
 গন্ধযুক্ত হওয়ায় তৎসমস্ত বাহনগণকেই
 প্রদত্ত হইল । অতঃপর সেই ভীষ্মতেজা যাদবগণ

মহাপানং প্রভাসে তিগ্নহেজসাম্ ॥ ৬৪ ॥ কৃষ্ণ
সন্নধৌ রামঃ স্নাতঃ কৃতবর্ণণা । অপিবদ্ যুযুধানশ্চ
গদো বক্রস্তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥ ততঃ পরিসদৌ মধ্যে
যুযুধানো মদোৎকটঃ । অত্রবীৎ কৃতবর্ণাণম-
বহস্তাবমস্ত চ ॥ ৬৬ ॥ কঃ কত্রিয়ো মন্তমানঃ
সুপ্তান্ হস্তানমৃতানিব । ন তন্মৃষ্যত হার্দিক্যস্বয়া
তৎ সাধু যৎ কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥ ইত্যুক্তে যুযুধানেন
পূজয়ামাস তদ্বচঃ । প্রত্ন্যসৌ রথিনাং শ্রেষ্ঠো
হার্দিক্যমথ ভর্ৎসয়ন্ ॥ ৬৮ ॥ ততঃ পুনরপি ক্রুদ্ধঃ
কৃতবর্ণা তমত্রবীৎ । নিক্ষিপামব সাবজ্ঞং তদা
সব্যোন পাণিনা ॥ ৬৯ ॥ ভূরিপ্রবাহিহ্নবাহুধুন্ধে
প্রায়োগতস্বয়া । ব্যাধেনেব নৃশংসেন কথং বৈরেণ
ঘাতিতঃ ॥ ৭০ ॥ ইতি তস্মৈ বচঃ ক্রভা কেশবঃ
পরবীরহা । তির্ধাক্ সরোষয়া দৃষ্ট্যা বীক্ষাক্ষক্রে
সমঃ পুমান্ ॥ ৭১ ॥ অপি স্তমস্তকং চৈব যঃ স
সত্রাজিতোহভবৎ । তৎকথাং স্মারয়ামাস সাত্যকি-
র্ষধুহৃদনম্ ॥ ৭২ ॥ তচ্ছ্রুবা কেশবস্তাক্ষমগমজ্ঞপতী
সতী । সত্যভামা প্রক্ষুভিতা কোপয়ন্তী জনাদ্দিনম্ ।
৭৩ ॥ তত উত্থায় স ক্রোধাৎ সাত্যকির্ব্যাক্যমত্রবীৎ ।

পঞ্চানাং দ্রোণদেয়ানাং ধৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ডিনঃ ॥ ৭৪ ॥
এষ যচ্ছামি পদবীং সত্যে তব পিতুঃ সদা ।
সৌপ্তিকে নিহতা যে চ সুপ্তান্তেন হুরাশ্বনা ॥ ৭৫ ॥
দ্রোণপুত্রসহায়েন পাপেন কৃতবর্ণণা । সমাপ্তং
চাযুয়স্তাদ্য যশশ্চাপি স্তমধ্যমে ॥ ৭৬ ॥ ইতীদমু-
ক্তা খড়্গেন কেশবস্ত সমীপতঃ । অতিহত্য শিরঃ
ক্রুদ্ধশিচ্ছেদ কৃতবর্ণণঃ ॥ ৭৭ ॥ তথাত্মানপি নিরস্তং
যুযুধানং সমস্ততঃ । অস্বধাবদ্ধবীকেশো বিনিবারয়িষু-
স্তথা ॥ ৭৮ ॥ একোভূতাস্ততস্তস্মৈ কালপর্যায়-
প্রেরিতাঃ । ভোজাঙ্ককা মহারোষাঃ শৈনেয়ং পর্য-
বারয়ন্ ॥ ৭৯ ॥ তান্ দৃষ্টাপতততূর্ণমভিক্রুবান
জনাদ্দিনঃ । ন চুক্ৰোধ মহাতেজা জানন
কালস্ত পর্যায়ম্ ॥ ৮০ ॥ তে চ পানমদাবিষ্টা-
শ্চোদিতাশ্চৈব মমুত্যা । যুযুধানমথাক্ষয়কৃচ্ছিতৈ-
র্ভাজনৈস্তথা ॥ ৮১ ॥ হস্তমানে তু শৌনেয়ে ক্রুদ্ধো
কৃষ্ণগীন্দনঃ । তদন্তরমথাধাবম্মোক্শিয়াহ্নিনে
সুতম্ ॥ ৮২ ॥ স ভোজৈঃ সহ সংযুক্তঃ সাত্যকি-
শ্চাক্ষকৈঃ সহ । বহুদ্বাভু হতো বীর্যাবুভৌ কৃষ্ণ

সেই প্রভাসে শত শত তুর্ধাবাদ্য ও নট-নর্তক-
ক্রিয়া প্রবর্তিত করিয়া মহাপানে প্রবৃত্ত হইলেন ।
রাম, কৃতবর্ণা, যুযুধান, গদ, বক্র, ইহার ক্রোধের
সমীপে উপবিষ্ট হইয়াই পান করিতে লাগিলেন ।
অতঃপর মদমত্ত যুযুধান কৃতবর্ণাকে অবজ্ঞাসহকারে
সোপহাসে কহিলেন,—কত্রিয়াভিমানী কোন ব্যক্তি
মৃতবৎ সুপ্ত জনগণকে হনন করিয়া থাকে? হে
হার্দিক্য! তুমি যাহা করিয়াছ, কেহই তাহা সাধু
বলিয়া ক্ষমা করিতে পারে না । এই কথা কহিলে
রথিবর প্রত্ন্যসে কথার প্রশংসা করিয়া, হার্দিক্যকে
ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন । তখন কৃতবর্ণাও
ক্রুদ্ধ হইয়া অবজ্ঞাসহকারে বামহস্তচালনায় নিরাস
করিয়াই যেন, কহিলেন,—তুমি নৃশংস ব্যাধের স্তায়
বৈরিভাবশে রণস্থলে ছিন্নবাহু প্রায়োপবিষ্ট ভূরি-
প্রবাহকে কিরূপে নিহত করিয়াছিলে? এই কথায়
পরবীরঘাতী কেশব সরোষ-নয়নে কুটিল দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন । সত্রাজিতের যে স্তমস্তক মণি
ছিল, সাত্যকি তখন কেশবকে তাহার কথা—কৃত-
বর্ণার প্ররোচনায়ই যে সত্রাজিতকে শতধরা হত্যা
করে, তদনুভাস্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন । ইহা শুনিয়া
সতী সত্যভামা রোদন করিতে করিতে কেশবের
অগ্রে পতিত হইয়া তদীয় কোপবর্জন করিলেন ।

অতঃপর সাত্যকি সক্রোধে উৎখিত হইয়া কহি-
লেন,—অগ্নি সত্যভামে! এই কৃতবর্ণাকে আমি
সুপ্ত পঞ্চ পাণ্ডবের, দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও ভোমার
পিতার পদবী প্রদর্শন করিতেছি । এই ওরাশ্বা
কৃতবর্ণা, দ্রোণপুত্রসহায়ে সুপ্ত ব্যক্তিদিগকে নিহত
করিয়াছিল বলিয়া অগ্নি স্তমধ্যমে! অদ্য ইহার আয়ুঃ
ও যশক্ষণ হইয়াছে । ক্রুদ্ধ যুযুধান এই বলিয়া ক্রোধের
সমক্ষেই খড়্গাঘাতে কৃতবর্ণার শিরচ্ছেদ করি-
লেন । পরে চতুর্দিকস্থ অপরাপর যাদবগণকেও
হত্যা করিতে লাগিলেন । তখন হৃষীকেশ তাঁহাকে
নিবারণার্থ বাধিত হইলেন; কিন্তু ভোজ ও অঙ্ক-
গণ কালপরিবর্তনে চালিত হইয়াই তখন মহারোষে
শনিতনয় যুযুধানকে পরিবেষ্টন করিলেন । মহা-
তেজা জনাদ্দিন তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে আপতিত
হইতে দেখিয়াও কালপরিবর্তন উপস্থিত জানিয়া
ক্রুদ্ধ হইলেন না ॥ ৮৮—৮০ ॥ তাঁহার সকলেই পান-
মদে মত্ত এবং ক্রোধে আবিষ্ট হইয়াছিলেন,
সুতরাং তখন তাঁহার উচ্ছিষ্ট পাত্রনিচেষ্ট দ্বারা
যুযুধানকে আঘাত করিতে লাগিলেন । শৈনেয়
যুযুধান এই ভাবে হস্তমান হইতে থাকিলে তদর্শনে
প্রত্ন্যস তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশপূর্বক যুযুধানের
পরিজ্ঞানে চেষ্টিত হইলেন । তিনি ভোজ-

পশুতঃ ॥ ৮৩ ॥ হতঃ দৃষ্টা তু শৈনেয়ঃ পুত্রক
যত্নন্দনঃ । এরকাণাং তদা মুষ্টিঃ কোপাজ্জগ্রাহ
কেশবঃ ॥ ৮৪ ॥ তদভূমুখলঃ ঘোরঃ বজ্রবলময়-
শ্রময় । জঘান তেন কৃষ্ণেহপি যে তস্ত প্রমুখে
স্থিতাঃ ॥ ৮৫ ॥ ততোহঙ্ককাশ্চ ভোজাশ্চ শিনয়ো
বৃক্ষয়ন্তদা । স্তম্ভস্তুস্তমাক্রন্দেদুর্নবলৈঃ কাল-
প্রেসিতাঃ ॥ ৮৬ ॥ যশৈকামেরকাঃ কশিচ্ছগ্রাহ
কৃষিতো নরঃ । বজ্রভূতা চ সা দেবি হৃদগুহ তদা
প্রিয়ে ॥ ৮৭ ॥ তৃণক মুখলভূতমথপি তত্র দৃশ্যতে ।
ব্রহ্মদণ্ডকৃতং সর্গমিতি তদ্বিকি ভামিনি ॥ ৮৮ ॥
আবিধ্যাবিধ্য দেবেশি প্রহরন্তি অসায়কান্ ।
তদ্বজ্রভূতঃ মুখলমপশ্যন্ত তদা দৃঢ়ম্ ॥ ৮৯ ॥ অবধীৎ
পিতরং পুত্রঃ পিতা পুত্রক ভামিনি । মন্তাস্তে পর্যা-
টন্তি অযোধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৯০ ॥ পতঙ্গা ইব
চাঘো তু স্তপতন যত্নপুংসবাঃ । নাসীৎ পলায়নে
বুদ্ধিবধ্যমানস্ত কস্তচিৎ ॥ ৯১ ॥ তং তু পশ্যন মহা-
বাহুর্জানন কালস্ত পর্যায়ম্ । মুখলং সমবষ্টভ্য
তস্মৈ স মধুসূদনঃ ॥ ৯২ ॥ সান্বক নিহতঃ দৃষ্টা

চাক্রদেবক মাধবঃ । প্রহৃতমনিকঙ্কণ ততশ্চক্ৰোদ
ভামিনি ॥ ৯৩ ॥ যাদবনু আশয়ানাং চ ভূশং
কোপসমব্রিতঃ । স নিঃশেষঃ তদা চক্রে শার্ঙ্গচক্র-
গণাবরঃ ॥ ৯৪ ॥ এবং ক্রতু মহাদেবি অভবদ্-
যাদবস্থলম্ । গব্যাক্রিমাচ্চ তদেবি যাদবানাং চিতাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৯৫ ॥ তেষাং কল্যাণিনিচয়ৈঃ স্থলরূপং
বভূব তৎ । ভাস্মপুঞ্জনিভাং তেনাভূদ্ যাদব-
স্থলম্ ॥ ৯৬ ॥ দিব্যরত্নসমায়ুক্তং মণিমাণিক্যপূরি-
তম্ । যাদবানাং কিরীটৈশ্চ দিব্যাগন্ধৈঃ সুপূরি-
তম্ ॥ ৯৭ ॥ তেষাং রক্ষণিমিত্তং হি গঙ্গা গণপতি-
স্তথা । যাদবানস্ত সর্ষেবাং জীবিতো বজ্র এব
হি ॥ ৯৮ ॥ বয়সোহস্তে ততঃ সোহপি প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতঃ । নিষিধ্য স্বহস্তে রাজ্যে নাম্না ধ্যাতং
মহস্থলম্ ॥ ৯৯ ॥ তেনাপি স্থাপিতং লিঙ্গং যাদবে-
শ্লেণ ধীমতা । বজ্রেধর্মমিতি ধ্যাতং তৎ স্থিতং
যাদবস্থলে ॥ ১০০ ॥ তত্বেব স্মৃতিরং কালং তপ-
স্তপ্তং সুপুঙ্কলম্ । নারদস্তোপদেশেন প্রভাসে
পাপনাশনে ॥ ১০১ ॥ প্রাপ্তবান পরমাং সিদ্ধিং স
রাজা যাদবোত্তমঃ তত্বেব যো নরঃ সম্যক্ স্নাত্বা

গণসহ এবং যুযুধান অঙ্ককগণ সহ যুদ্ধ করিতে
থাকিলে, কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রতিপক্ষের বহুত্ব
বশতঃ তাঁহারা উভয়েই নিহত হইলেন ।
যত্নন্দন কেশব তখন স্বীয় পুত্র প্রহরকে
ও যুযুধানকে নিহত দর্শনে সকোপে এরকামুষ্টি
গ্রহণ করিলেন । তাহা তখন ঘোর লৌহময়
বজ্রকল্প মুখল হইল ; কৃষ্ণও তদ্বারা যাহাকে সম্মুখে
পাইলেন প্রহার করিতে লাগিলেন । তখন বৃক্ষ
অঙ্কক ভোজ ও শিনিবংশীয় বীরগণ কালপ্রেসিত
হইয়া এরকাময় মুখল গ্রহণপূর্বক পরস্পর তুণুল
প্রহার করিতে লাগিলেন । প্রিয়ে ! তখন যে যে
ব্যক্তি একটা মাত্র এরকাও গ্রহণ করিল, তাহারই
হস্তে তাহা মুখলাকারে দৃষ্ট হইতে লাগিল ; অগ্নি
ভামিনি ! এতৎসমস্তই ব্রহ্মদণ্ডকৃত বলিয়া
জানিবে । তাঁহারা পরস্পর সবেগে লক্ষ্য করিয়া
বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দেখা গেল,—
সেই সমস্ত তৃণমুখল বজ্রবৎ দৃঢ়ই রহিল ; কোন-
টাই কণ্ঠিত বা ভিন্ন হইল না । অগ্নি ভামিনি !
মদমন্ত যাদবগণ তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে
বিচরণপূর্বক পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে
নিহত করিতে লাগিল । তাহারা এই ভাবে বধ্য-
মান হইলেও কাহারও পলায়নে বুদ্ধি হইল না ;
সেই যত্নপুঙ্কবগণ অনলপতিত পতঙ্গবৎ নিপতিত

হইতে লাগিলেন । মহাবাহু মধুসূদন এই দশা
দেখিয়া ‘কালপরিবর্তন’ বুঝিয়া মুখল আলিঙ্গনে
অবস্থিত হইলেন । অগ্নি ভামিনি ! শার্ঙ্গ-চক্রগদা-
ধর মাধব তখন, সান্ব, চাক্রদেব, প্রহর, অনিরুদ্ধ
প্রভৃতি যাদবগণকে নিহত অবস্থায় ভূপতিত দর্শনে
অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবশিষ্ট সকলকে স্বয়ংই
নিঃশেষে নিহত করিলেন । ৮১—৯৪ । হে মহা-
দেবি ! এই ভাবে সেখানে সেই যাদবস্থল হই-
য়াছে ; দেবি ! যাদবগণের চিতাব্যাগু সেইস্থান
গব্যাক্রিমাণ । যাদবগণের অস্ত্রিচয়ে উহা স্তূপা-
কার ভাস্মপুঞ্জনিভ লক্ষিত হয় ; সেই জন্তই উহা
যাদবস্থল নাম ধারণ করিয়াছে । উহা যাদবগণের
কিরীট-মণি-মাণিক্য-রত্নাদিতে পরিপূরিত এবং
দিব্য গন্ধে সমাকৌর্ণ । তৎসমস্তের রক্ষণার্থ গঙ্গা
ও গণপতি নিযুক্ত আছেন । সমস্ত যাদবগণের
মধ্যে একমাত্র বজ্রই তখন জীবিত ছিলেন । তিনিও
শেব বয়সে মহস্থল নামক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভি-
ষিক্ত করিয়া প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করেন । সেই
ধীমান যাদবেশ্রও সেখানে বজ্রেধর নামে একটী
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন ; এখনও সেই লিঙ্গ উক্ত
যাদবস্থলেই বিদ্যমান রহিয়াছে । যাদববর সেই
বজ্র সেই পাপনাশক প্রভাসে নারদের উপদেশে

জাহ্নবতীজলে ॥ ১০২ ॥ বজ্রেশ্বরস্ত সম্পূজ্য
ব্রাহ্মাণ্ডস্তত্র ভোজয়েৎ । যাদবস্থলসামৌপ্যে
গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ১০৩ ॥ ষট্‌কোণং তত্র
দাতব্যমষ্টাপাঙ্গমবিতম্ । যাত্রাকলমবাপ্নোতি সম্যক্
অঙ্কাসমবিতম্ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বজ্রেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপমহাদেবি হিরণ্যাং
পাপনাশিনীম্ । সর্বকামপ্রদাং পুণ্যাং দারিद्र্যাস্ত্রা-
কারিণীম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্ত্রীয়া বিধানেন কৃষ্য পিণ্ডো
দকক্রিয়ায় । প্রাপুয়াদকয়াল্লোকান পিতৃগণকৃত্য
পাপতঃ ॥ ২ ॥ একং যৌ ভোজয়েন্তত্র ব্রাহ্মণং
শংসিতব্রতম্ । তেনাযুতসহস্রং হি ভোজিতং
স্বাদিজন্মানাম্ ॥ ৩ ॥ তত্র হেমরথা দেবো ব্রাহ্মণে
বেদপারগে । বিধিনা শিবমুদ্দিষ্টা যাত্রায়ুতকলং
লভেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে হিরণ্যানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
ত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩৮ ॥

সূচিরকাল তপস্তা করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছেন । যে মানব তথায় জাহ্নবতীজলে স্নানান্তে
বজ্রেশ্বরের অর্চনাপূর্বক যাদবস্থলসমৌপে ব্রাহ্মণ
ভোজন করায়, সে সহস্র গোদানের পুণ্য প্রাপ্ত হয় ।
যাত্রাকলাথী মানব সেখানে সম্যক্ অঙ্কাসহকারে
স্বর্ণময় ষট্‌কোণ যন্ত্র প্রদান করিবে । ১৫—১০৪ ।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২২১ ।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
দারিद्र্যাস্ত্রাকারিণী সর্বকামপ্রদা পাপনাশিনী পুণ্যা
হিরণ্যাতে গমন করিবে ; এখানে যথাবিধি স্নান
পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া করিয়া পিতৃগণকে পাপ
হইতে উদ্ধার করত মানব অক্ষয় লোকে গমন
করে । মানব শিবের উদ্দেশে এই তীর্থে যাত্রা
করিয়া অযুত যাত্রার ফললাভ করিয়া থাকে । ১—৪১
অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩৮ ।

একোনিচত্রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপমহাদেবি হিরণ্যাং
পার্শ্বতঃ স্থিতম্ । প্রত্নাক্ষং নাগরাদিত্যং সর্বব্যাবি-
বিনাশনম্ ॥ ১ ॥ পুরা সত্রাজিভা রাজা দ্বারবত্যঃ
গতেন তু । আরাধিতো ভাস্করোহভূদযাদবেন মহা-
য়না ॥ ২ ॥ মহাব্রতমুপাস্থায় নিম্নপুত্রেন ধীমতা । তস্ত
তুষ্টিস্তদা ভানুঃ স্তম্ভকমণিঃ দদৌ ॥ ৩ ॥ স মণিঃ
সেবতে নিত্যং ভায়ানন্তৌ দিনেদিনে । সুবর্ণস্ত
সুশুভ্রস্ত ভক্ত্যা ব্রততপোযুক্তঃ ॥ ৪ ॥ ভূয়োহপি ভানুনা
প্রোক্তো বরং ক্রহি বরাননে । স চাৎ দেবদেবেশঃ
ভাস্করং বারিতস্করম্ ॥ ৫ ॥ যদি তুষ্টৌহসি মে দেব
বরদানং কয়োষি চ । অত্রৈবচাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং
সন্নিহিতো ভব ॥ ৬ ॥ এবং ভবিষ্যতীত্বাক্ষা সূর্য্যঃ
সত্রাজিভং নৃপম্ । অভিনন্দ্য বরং তস্ত তত্রৈবা-
দর্শনং গতঃ ॥ ৭ ॥ তেনাপি নিম্নপুত্রেন দেবদেবস্ত
ভাস্কতঃ । স্থাপিতা প্রতিমা শুভ্রা তত্রৈব বরবর্ণিনি ।
শম্ভুদন্তুভিনির্ঘোষৈর্বকধোদৈশ্চ পুঙ্কলৈঃ । ততস্ত

উনচত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর
হিরণ্যার পার্শ্বস্থিত সর্বব্যাবিবিনাশন নাগরাদিত্য
তীর্থে গমন করিবে । পুরাকালে নিম্ননন্দন মহাত্মা
রাজা যাদব সত্রাজিৎ দ্বারবতোতে গমন করিয়া
দিবাকরের আরাধনা করেন । ধীমান রাজা মহা-
ব্রত অবলম্বনপূর্বক ভানুর আরাধনা করিলে তিনি
তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যামস্তক মণি প্রদান করেন ।
এই ভানুদন্ত মণি প্রতিদিন অষ্টভার করিয়া বিশুদ্ধ
স্বর্ণ প্রসব করিতে লাগিল । ব্রততপোযুক্ত সত্রা-
জিৎ ভক্তিপূর্বক পুনরায় ভানুর আরা-
ধনা করিলেন । হে বরাননে ! তখন ভানু
সত্রাজিৎকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—তুমি
বর প্রার্থনা কর । সত্রাজিৎ সেই বারিতস্কর
দেবেশ দিবাকরকে কহিলেন,—হে দেব ! যদি
আমার প্রতি স্ত্রীত হইয়া থাকেন আর যদি আমাকে
বন্দন করেন, তবে এই পুণ্যশ্রমে নিত্য সন্নি-
হিত হউন । তখন সূর্য্য রাজা সত্রাজিৎকে ‘এই-
রূপই হইবে’ এই বলিয়া তাহাকে অভিনন্দনপূর্বক
বর দিয়া সেই স্থানেই অস্তর্হিত হইলেন । হে বর-
বর্ণিনি ! নিম্ননন্দন রাজা সত্রাজিৎও সেই স্থানে
দেবদেব ভাস্করের শুভপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিলেন ।

নাগরান্ সর্গান্ সমাহ্বয় দ্বিজোত্তমান্ । অত্রবীৎ
প্রণতো ভূহা দহা বৃদ্ধিমহুত্তমাম্ ॥ ১১ ॥ যুগ্ম-
পাদপ্রসাদেন সূর্য্যাস্ত্রুগ্রহেণ বৈ । সাধয়িত্বা
তপশ্চোগ্রঃ স্থাপিতা প্রতিমা ময়া ॥ ১০ ॥ ইন্দ্র
লোকাদিহানীতা জিত্বা শক্রঃ সুরারিণা । দশান-
নস্ত পুত্রেণ লক্ষ্মণাঃ স্থাপিতা পুরা ॥ ১১ ॥ তং
নিহত্য তু রামেণ লক্ষ্মণাভুগতেন বৈ । অযোধ্যায়াং
সমানীতা সৌমিত্রিজয়লক্ষিকা ॥ ১২ ॥ মিত্রাবরুণ-
পুত্রায় বসিষ্ঠায় সমর্পিতা । তেনাপি মম তুষ্টেন
দ্বারকায়াং নিবেদিতা ॥ ১৩ ॥ ময়াপি স্থাপিতা চাত্র
জাহ্নবীক্ষেত্রমহুত্তমম্ । কিমত্র বহুনোক্তেন ভবন্তিঃ
সর্গধৈব হি ॥ ১৪ ॥ পরিপাল্যা প্রযত্নেন যাবচ্চত্বার্ক-
তারকম্ । তস্মাদযুস্মাকমাদিত্তা প্রতিমেয়ং ময়া
ভূতা ॥ ১৫ ॥ নাগরাণাং তু বিপ্রাণাং সোমেশ-
পুরবাসিনাম্ । তস্মান্নাম ময়া দত্তং নাগরাদিত্যমেব
হি ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণ উচুঃ । সর্গমেব করিষ্যামো
দেবস্ত পরিপালনম্ । যাবয়মহী চ চন্দ্রার্কৌ যাব-
ন্তিষ্ঠতি সাগরঃ । তাবন্তে হুক্ষয়া কীর্তিঃ স্থানে

চাম্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ এবমুক্তা তু তে সর্গে
নাগরা দ্বিজপুঙ্গবাঃ । রাণাপি তুষ্টঃ প্রযযৌ তদা
দ্বারবতীং পুরীম্ ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু
দেবি প্রবক্ষ্যামি তস্মিন্ দৃষ্টে তু যৎফলম্ ।
গোশতস্ত প্রয়াগেষু সমাদত্তস্ত যৎ ফলম্ । তৎ
ফলং সমবাপ্নোতি নাগরার্কস্ত দর্শনাৎ ॥ ১৯ ॥
দারিদ্ৰ্য্যাহুঃখশোকার্ভেঃ বোহস্তোহস্তি হরণক্ষমঃ ।
প্রভাসে পাবনে ক্ষেত্রে মুরু । নাগরভাস্করম্ ॥ ২০ ॥
বন্ধকুষ্ঠাদিকং হুঃখং যে ভজন্ত্যগ্নবুদ্ধয়ঃ । তত্র
তে নৈব জানন্তি বৈদ্যা নাগরভাস্করম্ ॥ ২১ ॥
স্নাত্বা হিরণ্যাতোয়েন যন্তঃ পূজয়তে নরঃ । কল্প-
কোটিসহস্রাণি সূর্যালোকে মহীয়তে ॥ ২২ ॥ শুক্র-
পক্ষে তু সপ্তম্যাং যদা সংক্রমতে রবিঃ । মহাজয়া
তদা যাতা সপ্তমী ভাস্করপ্রিয়া ॥ ২৩ ॥ স্নানং দানং
জপো হোমঃ পিতৃদেবাভিপূজনম্ । সর্গং কোটি-
গুণং প্রোক্তং ভাস্করস্ত বচো যথা ॥ ২৪ ॥ একং
যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণঃ সূর্য্যসন্নিধৌ । কোটি-
ভোজ্যং কৃতং তেন ইত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ২৫ ॥
এতন্ময়া তে কথিতং পুরা নোক্তং বরাননে । যঃ
শৃণোতি নরো ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্ভাস্করং পদম্ ॥ ২৬ ॥

সাগর বিদ্যমান থাকিবে, এই স্থানে ততদিনই আপ-
নার অক্ষয় কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । ১—১৭ ॥ শ্রেষ্ঠ
নাগরব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলে, রাজাও তুষ্ট হইয়া
দ্বারবতীতে গমন করিলেন । ঈশ্বর কহিলেন,—
এই নাগরাদিত্য দর্শনে যে ফল, তাহা বলিতেছি
শ্রবণ কর । প্রয়াগে যথাবিধি শত গোদানে যে
ফল, মানব নাগরার্ক দর্শনেও সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।
পুত্র প্রভাসক্ষেত্রের নাগরভাস্কর ভিন্ন আর কে
দারিদ্ৰ্য্য ও শোকপীড়াহরণ করিতে সমর্থ ? বন্ধ-
কুষ্ঠাদিহুঃখহরণে নাগরভাস্কর যে বৈদ্যস্বরূপ, অল্প-
বুদ্ধি মানবগণ তাহা বিদিত নহে । যে নর হিরণ্যা-
নীরে অবগাহন করিয়া নাগরভাস্করের পূজা করে,
সে সহস্র বোটি বল্লকাল সূর্যালোকে পূজিত হয় ।
রবিসংক্রমণে শুক্রা সপ্তমী হইলে তাহা মহাজয়া
নামে আখ্যাত হয়, এই সপ্তমী ভাস্করের প্রিয় ;
ভাস্কর বলিয়াছেন,—এই মহাজয়ায় স্নান, দান, জপ,
হোম, পিতৃদেবগণের পূজন এ সমস্ত কোটিগুণফল
হয় । এ দিনে যে জন সূর্য্যসন্নিধানে একটা দ্বিজকে
ভোজন করায়, ভগবান্ হরি কহিয়াছেন,—তাহার
কোটি দ্বিজকে ভোজন করান হয় । হে বর ননে !
এই আমি তোমার নিকট এক অল্পভূক্তপূর্য্য বিষয়

এই ব্যাপারে বিপুল শঙ্ক-হৃদুভিনির্ঘোষ ও
বেদধ্বনি হইয়াছিল । অনন্তর রাজা নাগরবাসী
দ্বিজোত্তমগণকে আহ্বান করিয়া প্রণামপূরক তাঁহা-
দিগকে অহুত্তম বৃদ্ধিদান করিলেন এবং বলিলেন,
—আমি আপনাদের পাদপদ্মপ্রসাদে ও দিবা-
কন্দের অগ্নুগ্রহ উগ্র তপস্যার সাধন করত ভাস্কর-
প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি । পূর্বে দশাননতনয় সুরশক্র
ইন্দ্রজিৎ শক্রকে নির্জিত করিয়া ইন্দ্রলোক হইতে এই
প্রতিমা আনয়নপূরক লক্ষ্মণ প্রতিষ্ঠিত করে, অন-
ন্তর লক্ষ্মণসহায় রাম, লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে নিহত
করাইয়া লক্ষ্মণের বিজয়লক্ষ্মীরূপিণী এই মূর্তি অযো-
ধ্যায় আনয়নপূরক মিত্রাবরুণনন্দন বসিষ্ঠকে সম-
র্পণ করেন । বসিষ্ঠ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া
এই প্রতিমার বিষয় বলেন, আমিও দ্বারকাতে
উত্তম ক্ষেত্র জানিয়া দ্বারকাক্ষেত্রে ঐ প্রতিমা
প্রতিষ্ঠা করিয়াছি । এ বিষয় অধিক বলিয়া কি
হইবে, পৃথিবীতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, আপ-
নার যত্নপূরক সর্গবা ইহার রক্ষা করিবেন !
আমি সোমনাথপুরবাসী নাগর বিপ্রগণের আদেশে
এই শুভা প্রতিমা আনয়ন করিয়াছি ; অতএব এই
প্রতিমার নাম নাগরাদিত্যই প্রদান করিলুম ।
ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমরা এই দেবমূর্তির সর্গ-
প্রকার রক্ষা করিব, যতকাল মেদিনী, চন্দ্র, সূর্য্য ও

স্বর্ঘ্যাস্ত দেবি নামানি ব্রহ্মানি শৃণু মে । অলং
নামসহস্রেনাং পঠিত্বেনং শুভং স্তবম্ । ২৭ । বিকর্তনো
বিবস্বাংচ মার্কণ্ডে ভাস্করো রবিঃ । লোকপ্রকা-
রকঃ স্রীমান্ লোকচক্ষুঃ গ্রহেশ্বরঃ । ৮ । লোকসাক্ষী
ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা । তপনস্তাপন-
শ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ । ২২ । গভাস্তহস্তো
ব্রহ্মা চ সর্গদেবনমস্কৃতঃ । একবিশক ইত্যেব
নাগরাক্তবঃ স্মৃতঃ । ৩০ । স্তবরাজ ইতি খ্যাতঃ
শরীরায়োগ্যবুদ্ধিদঃ । ৩১ । য এতেন মহাদেবি
যে সঙ্কোহস্তমনোদয়ে । নাগরাক্তং তু সংস্কোতি স
লভেদ্বাঞ্ছিতং কলম্ । ৩২ ।

ইতি শ্রীকান্দে নাগরাক্তমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৩৯ ।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি বলভদ্রঃ
সুরেশ্বরম্ । স্মৃত্যং চ তথা কৃষ্ণং সর্গপাতক-
নাশনম্ । ১ । পূর্বকল্পে মহাদেবি দেহমজাত্যজ-
ক্লিঃ । অগ্নিন কল্পেহপি চ পুনর্গাত্রোৎসর্গমিতি

স্মৃতম্ । ২ । তত্র যে পূজয়িষ্যন্তি নাগরাদিত্য-
সন্নিধৌ । বলভদ্রঃ স্মৃত্যং চ কৃষ্ণং তে স্বর্গ-
গামিনঃ । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে বলভদ্রস্মৃত্যাক্তমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪০ ।

একচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চেষলভদ্র-
কলেবরম্ । শেষরূপেণ যত্রাসৌ প্রাত্যজ্যং স্ব-
কলেবরম্ । ১ । গভস্তৈসঙ্গমে তীর্থে তত্র পাতাল-
বন্দনা । অগ্নিগ্নিত্রবনে দেবি গব্যতিথয়বিস্কৃতে ।
২ । কলেবরং স্থিতং দেবি লিঙ্গাকারং
মহাপ্রভম্ । রেবত্যা সহিতং তত্র শেষনামেতি-
বিস্কৃতম্ । ৩ । যত্র সিদ্ধিঃ পুরা দেবি জয়ানামা
তু কোলিকঃ । বিষ্ণুহস্তা ভিন্নতীর্থে সোহগ্নিন্
স্থানে লয়ঃ গতঃ । ৪ । তৎপ্রভৃত্যেব সকলে
শেষ ইত্যভিবিজ্ঞতঃ । চৈত্রে শুক্রয়োদশ্যাং যন্তঃ
পূজয়তে নরঃ । স পুত্রপৌত্রপশুমান্ স্বং কেমেন

সর্গ নামে কথিত হয় । মানব নাগরাদিত্যের
সন্নিধানে স্বর্গবাসী বলভদ্র স্মৃত্য ও কৃষ্ণের পূজা
করিবে । ১—৩ ।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪০ ।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঐ স্থানেই বলভদ্রকলেবর
অবলোকন করিবে । পুরাকালে বলভদ্র ঐ স্থানে
স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরূপ প্রাপ্ত হন ।
তিনি পাতালপথে ত্রিসঙ্গমতীর্থে গমন করেন ।
বন হে দেবি ! অত্রত্য চারিক্রোশবিস্কৃত মিত্রবন
স্থানে বলভদ্র-কলেবর মহাপ্রভ লিঙ্গাকারে
বিরাজিত । তিনি এই স্থানে রেবতীর সহিত
শেষ নামে বিখ্যাত । হে দেবি ! পূর্বে বিষ্ণুহস্তা
জয়া নামক কোলিক যে স্থানে সিদ্ধ ও লয়প্রাপ্ত
হইয়াছিল, তাহাকে ভিন্নতীর্থ কহে ; আর জয়া-
ব্যাধির সিদ্ধিস্থানের পরই শেষ নামে বলভদ্রদেহ
বিস্কৃত হয় । যে মানব চৈত্রশুক্রয়োদশীতে
এই শেষ দেবের পূজা করে, সে পুত্র, পৌত্র ও

কৌর্টন করলাম, যে মানব ভক্তিপূর্বক ইহা শ্রবণ
করে, তাহার ভাস্করপদ লাভ হয় । দেবি ! স্বর্ঘ্যের
শুভ নাম সকল শ্রবণ কর, তাহার সহস্র নামে কি
করিবে, এই শুভ স্তব পাঠ কর । নাম যথা—
বিকর্তন, বিবস্বান, মার্কণ্ডে, ভাস্কর, রবি, লোক-
প্রকাশক, স্রীমান্, লোকচক্ষু, গ্রহেশ্বর, লোকসাক্ষী,
ত্রিলোকেশ, কর্তা, হর্তা, তমিস্রহা, তপন, তাপন,
শুচি, সপ্তাশ্ববাহন, গভাস্তহস্ত, ব্রহ্মা ও সর্গদেব
নমস্কৃত । এই একবিশতি নাম নাগরাক্তের স্তব
বলিয়া জানিবে ; ইহা স্তবরাজ বলিয়া খ্যাত এবং
শরীরের আরোগ্যদ ও বুদ্ধিদ । হে মহাদেবি ! যে
এই স্তবরাজ দ্বারা উদয়াস্তকালে নাগরাক্তের সমাক্ত
স্তব করে, তাহার অভীষ্ট লাভ হয় । ১৮—৩২ ।

উনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৩৯ ।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর সুর-
রাজ বলভদ্র, স্মৃত্য ও সর্গপাতকনাশন কৃষ্ণ-
তীর্থে গমন করিবে ; পূর্বকল্পে হরি এই স্থানে
তহু ত্যাগ করিয়াছিলেন ; এ কল্পেও ইহা গাত্রোৎ-

গজ্জিহবো মনু-রিকাদিরোগেভা শিশুনাঃ ভয়ং
 ভবেৎ । বিক্ষেপটিকাদিরোগেভা ন ভয়ং জায়তে
 ১২ । ১৩ । অশ্বিন্ কেষে মহাসিক্কে সিক্কেয়জ্জ যঃ
 কৃতঃ । বরানাঃ সান্তরালানাং সপ্তমেসাঃ চাতিবজ্জভঃ ।
 ১৪ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ১৫ । নিম্ব-পু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ১৬ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ১৭ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ১৮ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ১৯ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।
 ২০ । শতপু-শাপহা-বন্ত বলিদানৈঃ পূৰ্বধিধৈঃ ।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

কথং উবাচ । ইহো গজ্জিহবো দেবী যত্র দেবী
 কুমারিকা । ততঃ পুৰ্বদগ্ভাগে হিতা রক্ষাং মেব
 ১১ । পুণ্য রথস্তরে কল্ম-ককর্ণাম মহাসুরঃ
 উৎপন্নঃ স মহাকায়ঃ সৰ্বলোকভয়াবহঃ । ২ । তেন
 দেবাঃ সগন্ধম্বাসিতাস্তদিশালয়াঃ । তস্ত ভীত্যা
 ততঃ সৰ্গে ব্রহ্মলোকমধি স্থিতাঃ । ৩ । তথা ভূমিহলে
 বিপ্রান যজ্ঞনোহথ তপস্বিনঃ । নিজঘান স হৃষ্টাশ্চা যে
 চান্তে ধৰ্ম্মচারিণঃ । ৪ । নিঃশাখায়ববৃট্কায়াং তদাসৌ-

পশুপ্রাপ্ত হয় এবং এক বর্ষকাল তাহার নির্মিয়ে
 অতিবাহিত হইয়া থাকে । তাহার শিশুগণের মনু-
 রিকাদি রোগভয় হয় না এবং কদাচ বিক্ষেপটিকাদি
 ব্যাধিভয় থাকে না । এই মহাসিক্কে ক্ষেত্রে যিনি
 সিদ্ধযজ্ঞ নামে কথিত হন, তিনি বর্ষ সকলের অতি-
 বজ্জভ ; পৃথক পৃথক পুষ্পোপহার বলিদানে ইহার
 পূজা করিলে, অশেষ কলুষনাশন শেষ শৌভ্র তুষ্ট
 হন । ১-৮ ।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ২৪১৥

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! পুরোক্ত
 শেষের পূর্বদগ্ভাগে দেবী কুমারিকা বিরাজিতা
 থাকিয়া শেষদেবের রক্ষা করিতেছেন ; অনন্তর
 এই স্থানে গমন করিবে । পূর্বে রথাস্তর কল্মে
 সর্গলোকভয় কক নামক এক মহাকায় মহাসুর
 সমুৎপন্ন হইয়াছিল ; দেব ও গন্ধর্গগণ এই কক
 কর্তৃক ভীত বিত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মলোকে পরিত্যাগ-
 পূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করেন । ভূতলে যে সকল
 যজ্ঞা, তপস্বী ও ধর্ম্মাচারী অস্ত্রান্ত্র বিপ্র ছিলেন
 ওয়াশ্চা কক সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছিল । ককভয়-

করনীতলম্ । নষ্টেযজ্ঞোৎসব সৰ্গং করোত্তগ্নিনিপী-
 তিতম্ । ৫ । ততঃ প্রবাধি- দেবাস্তথা সর্গে মহ-
 যজ্ঞঃ । সমেতামজ্জয়জ্ঞঃ বধার্থং তস্ত তুৰ্য্যভেঃ ।
 ৬ । ততঃ কামোদ্যবঃ দেবঃ সর্গেবাং সমজায়ত ।
 ৭ । তেবাং চিন্তয়তাং দেব নিরে-বাজ্জগুত্চ তম্ । ৮ ।
 ৯ । কস্তা সমুৎপন্ন- কামলোচনা । বাপ-
 যন্তী দিশঃ সৰ্গাঃ সর্গেবাং পুরতঃ স্থিতা । ১০ ।
 সন্নান দেবাঃ স্তবঃ পাহ-কমর্গঃ নির্মিতাশ্চাহম্ ।
 ১১ । কাম্যঃ করিস্যামি শত্বা তস্তাশ্চদা গিরম্ ।
 ১২ । আদ্যঃ সন্তঃ তস্তাশ্চ দেবা ককচেষ্টিতম্ ।
 ১৩ । কস্তা জ্ঞাস সা দেবী দেবানাং কার্যাসিক্কে ।
 ১৪ । তস্তা হসন্ত্যা নিশ্চেকর্ব্বাসাঃ কস্তাঃ
 পুন । পাশাক্ষশধরাঃ সর্গাঃ পীনজ্ঞোণিপয়ো-
 ধরাঃ । ১৫ । ফেৎকারাবমীজ্ঞেণ জাসন্ন্যাস্তরা-
 চরম্ । অধগাং সা ককর্ব্বত তাভিঃ সার্কং যশ-
 স্বিনী । ১৬ । অথাভুতুমূলং তাসাং যুদ্ধং ঘোরং তু
 তৈঃ সহ । শস্ত্রাষ্ট্রবিবিধৈর্ঘোরৈঃ শক্রপক্ষক্ষয়-

পীড়িত বরনীতল তখন স্বাধায়া ও বষট্কাররহিত
 হইল এবং যজ্ঞ মহোৎসব একেবারেই বিনষ্ট
 হইয়া গেল । অনন্তর ব্যাধিত দেব ও মহর্ষিগণ
 সমবেত হইয়া সেই তুৰ্য্যভির বধার্থ মজ্জা করিতে
 লাগিলেন । মজ্জাকারী সুর ও মহর্ষিগণের ক্রোধে
 তাঁহাদের দেহ হইতে শ্বেদ নির্গত হইল । তাঁহারা
 সেই শ্বেদনিরোবায় তাহা ধারণ করিলেন । তখন
 সেই শ্বেদ হইতে দিব্য কমললোচনা এক কস্তা
 জন্মগ্রহণ করিলেন । তিনি সুরমহর্ষিগণের সম্মুখে
 অবাস্ত্রতা হইয়া দশাদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলি-
 লেন । অনন্তর কস্তা দেবগণকে সঙ্কোচনপূর্বক
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি জন্ত আমাকে
 সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি আপনাদের কোন কার্য
 সাধন করিব ? তাঁহারা কস্তার বাক্য শুনিয়া
 তাঁহার নিকট ককচেষ্টিত সন্তের বিষয় নিবেদন
 করিলেন । কস্তা দেবগণের বাক্য শুনিয়া হাস্ত
 করিলেন । দেবকার্যাসিক্কে জন্ত তাঁহার হাস্ত
 হইতে অনেক বরাদ্ধী কস্তা সমুদ্ভূত হইল । সক-
 লেই পাশাক্ষশধারিণী এবং সকলেরই শ্রোণি-
 পয়োধর পীন । তখন তাঁহারা ফেৎকার রব
 করিলেন ; সে রবে চরাচর বিত্রস্ত হইল । অনন্তর
 যশ্বিনী কস্তা তাঁহাদের সহিত ককসমীপে আগ-
 মন করিলেন । তখন ককপ্রমুখ অনুরগণের সঙ্কিত
 তাঁহাদের তুমুল যুদ্ধ হইল । কস্তাগণ শক্রপক্ষক্ষয়-

করৈঃ ॥ ১৩ ॥ তাভিস্তদমুগাঃ সর্গে প্রহারৈর্জর্জরী-
কৃতঃ । পরাশ্রুতাঃ ক্ষণেনৈব জাতাঃ কেচিৎনিপা-
তিতাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো হতং বলং দৃষ্ট্বা ককর্ম্ময়া
মথাস্বজং । তামসীং নাম দেবেশি স্ত্যামুহত নৈব
সা ॥ ১৫ ॥ ততোভূতে ততস্তত্র দেবৌ দৈত্যং তদা
ককর্ম্ম । শক্তাঃ বিভেদ হৃদয়ে ততো মুচ্ছাং জগাম
হ ॥ ১৬ ॥ মুহূর্ত্তমধ্যে ক্রোধান জাহ্না তস্থাঃ
পরাক্রমম্ । পলায়নকৃতোৎসাহ সমুদ্ভাভিমুখো
যযৌ ॥ ১৭ ॥ সাপি দেবৌ জগামাথ পৃষ্ঠতোহস্ত
হ্রাস্তনঃ । স্ত্রয়মানা সুরগণৈঃ কিম্নরৈঃ সমহো-
রগৈঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ প্রবিশু জলধিঃ তং দৃষ্ট্বা দানবঃ
ক্ৰমা । খড়্গাগ্রাণ শিরশ্চিহ্না চর্ম্মমুণ্ডধরা ততঃ ॥
১৯ ॥ নিশ্চক্রাম পুনস্তস্মাৎ প্রভাসঃ ক্ষেত্রমাগতা ।
কন্তাসৈন্তেন সংযুক্তা বহুরূপেণ ভাষতা ॥ ২০ ॥
দেবৈঃ সুবিস্মিতৈর্দৃষ্ট্বা চর্ম্মমুণ্ডধরা বরা । ততো
দেবাঃ স্ততিঃ চক্ৰুঃ কৃতজ্ঞলিপুটাঃ স্থিতাঃ ॥ ২১ ॥
দেবা উচুঃ । জয় স্বঃ দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপ-

হারিণি । জয় সর্গগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত
তে ॥ ২২ ॥ ভীমরূপে শিব বিদ্যা মহামায়ে মহো-
দয়ে । মহাভাগে জয়ে জুস্তে ভীমাক্ষি ভীমদর্শনে ॥
২৩ ॥ মহামায়ে বিচিত্রাঙ্গি গেয়নুপ্রায়ে শুভে ।
বিকরালি মহাকালি কালিকে কালরূপিণি ॥ ২৪ ॥
প্রাসহস্তে দণ্ডহস্তে ভীমহস্তে ভয়াননে । চামুণ্ডে
জলমানাগ্রে ত্রীকুদংষ্ট্রে মহাবলে । শবযানস্থিতে
দেবি প্রেতসঙ্ঘনিসেবিতৈঃ ॥ ২৫ ॥ এবং স্ততা তদা
দেবৌ সর্গৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ । প্রহৃষ্টবদনা কুহ্ম
বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ২৬ ॥ বরং বৃণুধ্বং ভদ্রং বো
নিত্যং যয়ানসি স্থিতম্ । অহং দাস্যামি তৎসর্গঃ
যদ্যপি স্মাৎ সুহৃদভম্ ॥ ২৭ ॥ দেবা উচুঃ । কৃত-
কৃত্যস্বরা ভদ্রে দানবস্ত নিষুদনাং ॥ ২৮ ॥
স্তোত্রেনানেন যো দেবি স্বাং বৈ স্তোতি বরাননে ।
তস্ত স্বঃ বরদা দেবি ভব সর্গগতা সতী ॥ ২৯ ॥
যশ্চৈদং শৃণুয়াস্তত্যা তব দেবি সমুত্তমম্ । সর্গ-
পাপবিনির্মুক্তঃ স প্রাপ্নোতু পরাং গতিম্ ॥ ৩০ ॥
অগ্নিন্ ক্ষেত্রে স্মাৎ দেবি স্থিতিঃ কার্ষ্যা সদা শুভে ॥

কর বিবিধাকার ঘোর অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক
প্রহারে অসুরগণকে ক্ষণকাল মধ্যে জর্জরিত
করিলেন । তখন অসুরেরা কেহ পরাশ্রুত ও কেহ
নিপাতিত হইল ; অনন্তর কক স্ববলের বিনাশ দর্শন
করিয়া এক তামসী মায়া উদ্ভাবিত করিল, যে
দেবেশি ! কন্তা সে মায়ায় মুগ্ধা হইলেন না ।
তিনি সেই অন্ধকারময় স্থানে শক্তি দ্বারা কক
দৈত্যের হৃদয় বিদ্ধ করিলেন, দানব মুচ্ছিত হইল ।
অনন্তর মুহূর্ত্তমধ্যে কক পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিল,
এবং সেই কন্তার পরাক্রম জানিতে পারিয়া সমুদ্ভা-
ভিমুখে পলায়নার্থ উদ্ভূত হইল । দেবীও ঐ হ্রাস্তা
দানবের পশ্চাদ্ ধাবিতা হইলেন, তখন সুর-কিম্নর
মহোরগগণ ভীহার শব্দ করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর তিনি জলধিমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া দানবকে
দর্শন করিলেন এবং রোষবশে খড়্গ দ্বারা তাহার
শিরচ্ছেদন করত চর্ম্মমুণ্ডধারিণী হইয়া সমুদ্র হইতে
নির্গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করি-
লেন । তখন বহুপাধারিণী অস্ত্রান্ত যে সকল কন্তা
ভীহার সেনারূপে নিযুক্তা হইয়াছিলেন, সেই দ্যুতি-
শালিনী কন্তার আসিয়া ভীহার সহিত যোগদান
করিলেন । দেবগণও সেই চর্ম্মমুণ্ডধারিণী কন্তাকে
অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং
কৃতজ্ঞলিপুটে অবস্থিত হইয়া ভীহার শব্দ করিতে
লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—হে ভূতাপহারিণি

চামুণ্ডে ! আপনার জয় হউক । হে দেবি !
আপনি সর্গগতা ও কালরাত্রি, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি ভীমরূপা, শিবা, বিদ্যা, মহামায়া, মহোদয়া,
মহাভাগা, জয়া, জুস্তা, ভীমদর্শনা, ভীষণদর্শনা,
মহামায়া, বিচিত্রদেহা, গীতনৃত্যপ্রিয়া, শুভা, বিক-
রালী, মহাকালী, কালিকা ও কালরূপিণী । পাশ
ও দণ্ড বিদ্যমান থাকায় আপনার হস্ত ভীষণদর্শন
হইয়াছে ; হে চামুণ্ডে ! আপনার বদন জাজ্বল্যমান
হইয়া ভয়ানক হইয়াছে ; আপনি ত্রীকুদংষ্ট্রা মহাবলা
ও শবযানে অবস্থিতা । হে দেবি ! প্রেতগণ
আপনার সেবা করে । তখন শক্রপ্রমুখ দেবগণ
কর্ত্ত্বক স্ত্রয়মানা দেবী প্রহৃষ্টবদনে দেবগণকে কহি-
লেন,—সতত আপনারদের মঙ্গল হউক, আপনারা
একপে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন । সুহৃদ হইলেও
আপা আপনার অভিলষিত প্রদান করিব । ১-২৭।
দেবগণ বলিলেন,—ভাদে ! আপান দানবকে
নিষুদিত করিয়াছেন, এজন্ত আমরা কৃতকৃত্য হই-
য়াছি । হে বরাননে ! আপনি সর্গগতা ; এই
স্তোত্র দ্বারা যে মানব আপনার শব্দ করিবে, আপনি
তাহার বরদা হউন । হে দেবি ! যে নর ভক্তি-
পূর্ব্বক আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে সর্গপাপ-
মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হউক । হে কন্যাণি !
আপনি এই ক্ষেত্রে নিত্য সন্নিহিতা হউন । যে

৩১। অত্র ত্রাং পূজয়েদযন্ত গুরুপক্ষে সমাহিতঃ
নবম্যামাশ্বিনে মাসি তন্ত কার্যং সদা শুভম্ ॥ ৩২ ॥
ঈশ্বর উবাচ। এবমুক্তা মহাদেবী তত্রৈব নিরতা-
ভবৎ। দেবান্দিবিস্টপং জগুঃ প্রহৃষ্টা হতশ্রবঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুমারীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বা-
রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি ক্ষেত্র-
পালং মহাপ্রভম্। ঈশানে সংস্থিতং দেবমন্ত্র-
মালাবিভূষিতম্ ॥ ১ ॥ হিরণ্যাতটমাত্রিত্য ব্রহ্মকাং
সমুপস্থিতম্। তত্রৈব হীরকং ক্ষেত্রং তস্মিন্ ব্রহ্মাং
করোতি সঃ ॥ ২ ॥ কুরুপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তত্র তং
পূজয়েন্নরঃ। গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ তথা বলিনিবে-
দনৈঃ ॥ ৩ ॥ এবং সম্পূজিতো দেবঃ সর্বকামপ্রদো
ভবেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহস্তামালিক্ষেত্রপালমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৩ ॥

মানব সমাহিত হইয়া আশ্বিনশুক্লনবমীদিনে আপ-
নার পূজা করিবে, তাহার কার্য সতত শুভযুক্ত
হউক। ঈশ্বর কহিলেন,—অনন্তর মহাদেবী ‘তাহাই
হউক’ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থিত হইলেন, বিনষ্ট-
শব্দে সুরগণও প্রহৃষ্ট হইয়া ত্রিবিষ্টপে চলিয়া
গেলেন। ২৮—৩৩।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর মহা-
প্রভ ক্ষেত্রপাল তীর্থে গমন করিবে। হিরণ্যা-
তটের ঈশানকোণে মন্ত্রমালাবিভূষিত ক্ষেত্রপাল
দেব বিদ্যমান। এখানে একটি হীরকক্ষেত্র অবস্থিত।
ক্ষেত্রপাল এই হীরকক্ষেত্রের ব্রহ্মা করিয়া থাকেন।
মানব কুরু ত্রয়োদশীদিনে গন্ধপুষ্পোপহার ও
বলিদান দ্বারা এই ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে,
এইরূপে পূজিত হইলে ক্ষেত্রপাল দেব মানবের
সর্বকামদ হন। ১—৪।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি বিচিহ্নে-
শ্বরমুক্তমম্। হিরণ্যাতীরনিমগ্নং মহাপাতকনাশনম্ ॥
১ ॥ বিচিহ্নেণ মহাদেবি লেখকেন যমশ্চ চ। তপঃ
কৃত্বা মহারোজঃ লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২ ॥ তং দৃষ্ট্বা
মানবো দেবি যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বিচিহ্নেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
শ্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি তত্রৈ-
বোপরিসংস্থিতম্। সরস্বত্যাশ্রমটে দেবি পর্ণাদিত্যশ্চ
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ তত্রাস্তে ধূমহল্লিঙ্গং স্থাপিতং ব্রহ্মণা
পূর্য। ব্রহ্মেশ্বরোতি বিপ্যাতং সর্বপাতকনাশ-
নম্ ॥ ২ ॥ তত্র স্নাত্বা দ্বিতীয়ায়াং সেপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ। অর্চয়েদেবদেবেশং নান্য ব্রহ্মে-
শ্বরং শুভম্। তর্পয়েচ্চ পিতৃন্ শ্রাদ্ধে যদৌচ্ছেচ্ছাশ্রতং
পদম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৫ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর অনু-
ত্তম বিচিহ্নেশ্বর তীর্থে গমন করিবে। অত্রত্যা
মহাপাতকনাশন বিচিহ্নেশ্বর লিঙ্গ হিরণ্যাতীরে
বিদ্যমান। হে দেবি! যমের লেখক বিচিহ্ন
এখানে তপস্বী করিয়া এই মহারোজ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন। মানব ইহাকে দর্শন করিলে যমলোক
দর্শন কবে না। ১—৩।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে মহাদেবি! অনন্তর
ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই ব্রহ্মেশ্বর
লিঙ্গ সরস্বতীতটে পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে ও বিচিহ্নে-
শ্বরসমীপে বিদ্যমান। পুরাকালে ব্রহ্মা এই
মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন, এজন্ত এই লিঙ্গ সর্ব
পাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বর নামে বিদ্যাত হইয়াছেন।

ষট্চত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্মহাদেবি পিজ্জলীং
পাপনাশিনীম্ । ঋষিতীর্থাৎ পশ্চিমতো নদীং
সাগরগামিনীম্ ॥ ১ ॥ তন্তাঃ সন্দর্শনাদেবি রূপ-
বান্ জায়তে নরঃ । পুরা মহর্ষয়ঃ প্রাপ্তাঃ
সোমেশ্বরদিদৃক্ষুযা ॥ ২ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য
নদীতীরে ব্যবস্থিতাঃ । দাক্ষিণাত্যা মহাদেবি
কৃষ্ণবর্ণা বিরূপকাঃ ॥ ৩ ॥ তত্রাশ্রমবরে স্নাত্বা
পশ্চন্তো রূপমাত্মনঃ । কামেন সদৃশং সর্কে বিশ্বয়ং
পরমং গতাঃ ॥ ৪ ॥ ততস্তে সহিতাঃ সর্কে
বিশ্বযোৎফুল্ললোচনাঃ । অত্র স্নাত্বা বয়ং সর্কে
যতঃ পিজ্জলমগতাঃ । অতঃপ্রভৃতি নামাস্তান্ততঃ
পিজ্জা ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি
ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ । ন তেষামন্যয়ে কশ্চিদ্ভবি-
ষ্যতি কুরূপবান্ ॥ ৬ ॥ দর্শনাৎ পিতৃমেধস্ত লপ্যতে

অক্ষয়পদপ্রার্থী মানব দ্বিতীয়াদিনে উপবাসী ও
জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখানে স্নান, শুভদ দেবেশ
ব্রহ্মেশ্বরের পূজা এবং শ্রাদ্ধদানে পিতৃগণের তৃপ্তি-
সাধন করিবে । ১—৩ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর পাপ-
নাশিনী পিজ্জলাসমীপে গমন করিবে । এই পিজ্জলা
নদী ঋষিতীর্থের পশ্চিমদিক দিয়া সাগরগামিনী
হইয়াছে । মানব এই নদী দর্শনে রূপবান্ হয় ।
পূর্বকালে মহর্ষিগণ সোমেশ্বরদর্শনার্থ প্রভাসক্ষেত্রে
আগমন করিয়া এই পিজ্জলা নদীর তীরে অবস্থিত
হন । হে মহাদেবি ! এই সকল ঋষি দাক্ষিণ-
পথবাসী ও কদাকার কৃষ্ণকায় ছিলেন । তাঁহারা
তথায় স্নান করিয়া নিজ নিজ রূপের প্রতি
চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা কামসদৃশ হইয়া
ছেন । এইরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহারা বিস্মিত
হইলেন এবং বলিলেন,—আমরা যখন এইস্থানে
স্নান করিয়া পিজ্জল প্রাপ্ত হইলাম, তখন এই তীর্থের
নাম হইল পিজ্জ । যাহারা পরম ভক্তিসহকারে
এখানে স্নান করিবে, তাহাদের বংশে কদাচ কেহ
কুরূপ হইবে না । মানব এ তীর্থ দর্শন করিলে
পিতৃমেধ ফল, এখানে স্নান করিলে তাহার দ্বিগুণ

মানবঃ ফলম্ । স্নানেন দ্বিগুণং পুণ্যং তর্পণেন
চতুর্গুণম্ ॥ ৭ ॥ অসংখ্যাতঃ কলঃ তস্ত যোহত্র
শ্রাদ্ধং করিষ্যতি । এবমুক্তা ততঃ সর্ক ঋষয়ো
বরবর্ণিনি ॥ ৮ ॥ ব্যভজংস্তরদীতীরং সর্কে তে
মুনিসন্তমাঃ । যজোপবীতমাত্রাণি চক্ৰতীর্থানি
সর্কতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পিজ্জানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্চত্বা-
রিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৬ ॥

—

সপ্তচত্বারিংশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চৈৎ সূর্য্যং
পাপপ্রণাশনম্ । তথা চ পিজ্জলাং দেবীং পার্বতী-
রূপধারিণীম্ ॥ ১ ॥ তৃতীয়ায়াং বিশেষেণ ছাপবাসং
করোতি যঃ । সর্কান কামানবাপ্নোতি ধনবান্ পুত্র-
বান্ ভবেৎ ॥ ২ ॥ তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চৈত্ৰক্ষেত্র-
মিতি শ্রুতম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুক্তঃ স্তাৎ
সর্কপাতকৈঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পিজ্জলাদিত্যপিজ্জাদেবাং শুক্রেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশদধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৭ ॥

কল, তর্পণ করিলে তাহার চতুর্গুণ ফল এবং শ্রাদ্ধ
করিলে অসংখ্য ফল লাভ করে । হে বরবর্ণিনি !
অনন্তর ঋষিগণ তত্রত্য নদীতীর যজোপবীত-
প্রমাণে বিভাগ করিয়া লইয়া তীর্থ প্রণয়ন
করিলেন । ১—৩ ।

ষট্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! মানব পূর্বোক্ত
স্থানে পাপপ্রণাশন সূর্য্যদেব এবং পার্বতীরূপধারিণী
পিজ্জলাদেবীকে দর্শন করিবে । যে ব্যক্তি (তাঁহা-
দের উদ্দেশে) তৃতীয়ার উপবাস করে, সে সর্ক
অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ; অপিচ ধনবান্ ও
পুত্রবান্ হয় । ঐ স্থানেই শুক্রেশ্বর লিঙ্গ দর্শন
করিবে । তাঁহাকে দর্শন করিয়া মানব সর্কপাতক
হইতে মুক্তি লাভ করে । ১—৩ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি পুরোক্তাঃ
ব্রহ্মপূজিতম্ । সরস্বত্যাশ্রিতে সংস্থং পর্ণাদিত্য
পশ্চিমে ॥ ১ ॥ তস্মোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণুৈক-
মনাঃ প্রিয়ে । সৃজতো ব্রহ্মণঃ পূৰ্ণং ভূতগ্রাম-
চতুর্দশম্ ॥ ২ ॥ উৎপন্নাত্তরুপাঢ্যা নারী কমল-
লোচনা । কপ্তগ্রীবী সুকেশান্তা বিদোঽধী তনুমধ্যমা ॥
৩ ॥ গভীরনাভিঃ সূত্রোণী পীনশ্রোণিপয়োধরা ।
পূর্ণচন্দ্রমুখী সা তু গৃহভক্ষা সিতাননা ॥ ৪ ॥ ন দেবী
ন চ গন্ধবী নানুরী ন চ পরগী । ষাট্‌গুপা বরা-
রোহা তাদৃশী সা বাজায়ত ॥ ৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা রূপ-
সম্পন্নং ব্রহ্মা কামবশোহভবৎ । অথ তং প্রার্থয়া
মাস রত্যাং বরবর্ণনি ॥ ৬ ॥ অথ প্রার্থয়তস্তস্মা
ভ্রপতৎ পঞ্চমঃ শিরঃ । স্বরূপং মহাদেবি তেন
পাপেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥ ততো জাত্বা মহৎপাপং
হৃদিতুঃ কামসম্ভবম্ । স্নগয়া পবরা যুকঃ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতঃ ॥ ৮ ॥ ন কাযস্ত যতঃ শুদ্ধির্বা ন তীর্থা-
বগাহনাৎ ॥ স স্নাতঃ সলিলে পুণ্যে সরস্বত্যা
বরাননে ॥ ৯ ॥ লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস দেবদেবস্ত

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
মানব পুরোক্ত ব্রহ্মপূজিত লিঙ্গসমীপে গমন
করিবে। এই লিঙ্গ পর্ণাদিত্যের পশ্চিমে সরস্বতী-
তটে অবস্থিত। উহার উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি,
অনন্তমনে শ্রবণ কর। পূর্বে ভগবান ব্রহ্মা চতুর্দশ
ভূতগ্রাম সৃজন করিতে থাকিলে এক অদ্ভুতরূপাঢ্যা
নারী উৎপন্ন হন। তিনি কমললোচনা, কপ্তগ্রীবী,
সুকেশান্তা, বিদোঽধী তনুমধ্যমা, গভীরনাভী, সূ-
ত্রোণী, পীনশ্রোণিপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রমুখী, গৃহভক্ষা ও
সিতাননা। তিনি ষাট্‌গুপা রূপবতী ছিলেন, দেবী,
গন্ধবী, অনুরী, বা পরগীর মধ্যে এরূপ রূপবতী
দৃষ্ট হইত না। তাঁহাকে তথাক্‌থ পূজা দোষ
পিতামহ কামবশীভূত হন। তিনি রত্যাং তাঁহাকে
প্রার্থনা করেন। এই পাপে তাঁহার স্বরূপ পঞ্চম
শির তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। তখন তিনি হৃদিত-
কামনা-সম্ভব মহৎ পাপ অবগত হইয়া এবং তীর্থা-
বগাহন ব্যতিরেকে এ পাপের শুদ্ধি হইবে না বিবে-
চনা করিয়া স্নগায় প্রভাসক্ষেত্রে গমন করেন।
প্রভাসে উপস্থিত হইয়া তিনি সরস্বতীসলিলে স্নান
করিয়া ঐ স্থানে দেবদেব শঙ্করের এক লিঙ্গ স্থাপন

শুলিনঃ। ততো বিকল্পযেঃ হৃদ্যা জগাম স্বয়ং
পুনঃ ॥ ১০ ॥ স্নাত্বা সারস্বতী ত্রোণে যক্ষলিঙ্গঃ
ব্রপজ্ঞানি। সরস্বত্যাশ্রিত্য কা ব্রহ্মলোকে মগী-
ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥ তৈয়ে শুক্র চূড়দন্তাঃ যন্তং পজ্ঞানি
মানবঃ। স যাতি পরমঃ এনং যত্র দেবো মত্রে-
পরঃ ॥ ১২ ॥
ঈতি স্ক্রীকান্দে ব্রহ্মপূজিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥
শদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৮ ॥

একোদশাংশদধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেরূপাদেবি দেবং বৈ
সঙ্গমেধরম্ । গোলক্ষমিতি বিখ্যাতং সর্ষপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ তস্মৈব পশ্চিমে ভাগে সর্ষকামকল-
প্রদম্ । স্বয়ংকদালকো নাম পুরা হাসীম্ভাতপাঃ ॥ ২ ॥
স পুরা সঙ্গমং প্রাপ্য সর্ষপাপপ্রণাশনম্ । সরস্বত্যাশ্র-
পিত্তায়ান্তপশ্চেষ্টেপে সুরেশ্বরী ॥ ৩ ॥ ততস্তপস্ততস্তস্মৈ তপো
রৌদ্রং মহাশ্বনঃ । পুরতো ছাখিতং লিঙ্গং ভক্ত্যা
যুক্তম্ সুন্দরী ॥ ৪ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু বাঙ-
বাচাশরীরীণী । উদালক মহাবাহো শৃণুৈতদ্বচো
মম ॥ ৫ ॥ অদ্যপ্রভতি বাসোহত্র মম নিতাং ভব

করিলেন। এইরূপে তিনি শুদ্ধি লাভ করিয়া
ব্রহ্মানে গমন করিলেন। সরস্বতীসলিলে স্নান
করিয়া যে জন ঐ লিঙ্গ দর্শন করে, সে সর্ষপাপ-
বিনশ্রুজ হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। চৈত্র-
মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে যে মানব তাহাকে দর্শন
করে, সে যেখানে দেব মহেশ্বর বিরাজিত, সেহ
পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। ১—১২।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪৮

উনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর
মানব উহারই পশ্চিমে গোলক্ষ নামক সঙ্গমে-
ধর লিঙ্গসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ সর্ষ-
কামকলপ্রদ ও সর্ষপাতকনাশন। পূর্বে মহাতপা
উদালক ঋষি ঐ স্থানে পিত্তা-সরস্বতীর সর পাপ-
নাশন সঙ্গম-সন্নিধানে তপস্তা করিয়াছিলেন।
তিনি ভক্তিযুক্তভাবে তপস্তা করিতে থাকিলে
তাঁহার সম্মুখে এক লিঙ্গ উৎপত্ত হন। এই সময়
এক অশরীরীণী বাণী উচ্চারিত হয় যে, হে মহাবাহু

যাতি । যস্মাদত্র সমুৎপন্নঃ সঙ্গমে লিঙ্গমুত্তমম্ ।
সঙ্গমেশ্বরমিত্যেব নাম চান্ত ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
যেহত্র জ্ঞানং নরাঃ কুত্বা সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
সঙ্গমেশ্বরমীকস্মে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৭ ॥
ঈশ্বর উবাচ । ততস্তং পূজয়ামাস দিব্যরাত্রমতত্রিতঃ ।
ততো দেহাবসানেহসৌ গতে । যত্র মহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
ইতি শ্রীকান্দে সঙ্গমেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোদ-

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । গঙ্গেশ্বরেতি বিখ্যাতং সঙ্গমে-
শ্বরপশ্চিমে ॥ ১ ॥ যদা গঙ্গা সমাহুতা বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা । অস্তুফালেহভিষেকার্থং স্বকায়স্থ বরা-
ননে ॥ ২ ॥ ততো দৃষ্ট্বা তু তৎক্ষেত্রং পুণ্যং
হৃষিনিষেবিতম্ । সর্বত্র ব্যাপিতং লিঙ্গৈরাশ্রমৈশ্চ
তপস্বিনাম্ ॥ ৩ ॥ ততো গঙ্গা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পূর্বসাগর-
গামিনী । স্থাপয়ামাস তল্লিঙ্গং শিবভক্তপরায়ণা ॥

উদালক! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর । অদ্য
হইতে এই স্থানে আমি নিত্য বাস করিব । সঙ্গমে
এই লিঙ্গ উৎপন্ন হইল বলিয়া ইহার নাম হইবে
সঙ্গমেশ্বর । যাহারা এই সঙ্গমে জ্ঞান করিয়া লিঙ্গ
দর্শন করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে ।
ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর মুনি দিব্যরাত্র ঐ লিঙ্গের
আরাধনা করিয়া দেহাবসানে শিবলোকে গমন
করিলেন । ১—৮ ।

উনপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪৯ ।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেব! অতঃপর মানব
সঙ্গমেশ্বরের পশ্চিম অবস্থিত গঙ্গেশ্বর নামক
ত্রৈলোক্যবিশ্রুত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
ভগবান্ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু স্বীয় কার্যকালের অন্তে
অভিষেকার্থ যখন দেবী গঙ্গাকে আহ্বান করেন,
তখন সরিচ্ছরা গঙ্গাদেবী তদ্রূপ ক্ষেত্র—খনি-
নিষেবিত, তপস্বিগণের আশ্রমে পরিপূরিত ও
সর্বত্র লিঙ্গময় দেখিয়া ঐ স্থানে এক লিঙ্গ স্থাপন

৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু বরারোহে গঙ্গান্নানকলং লভেৎ ।
অশ্বমেধসহস্রশ্চ কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫০ ॥

একপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি শঙ্করাদিত্য-
মুত্তমম্ । গঙ্গেশ্বরস্থ পূর্বেণ শঙ্করেণ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
১ ॥ সঠ্যাটীকব তু শুক্লায়ামেনং যঃ পূজয়িষ্যতি ।
গমিষ্যতি পরং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥ ২ ॥
রক্তচন্দনমিশ্রৈশ্চ রক্তপুষ্পৈঃ সমাহিতঃ । তাম্রপাत्रে
সমাধায় যোহর্ঘ্যং দান্ততি মানবঃ । স যান্ততি
পরং সিদ্ধিং ন চ যাতি দরিদ্রতাম্ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তস্মিন্ ক্ষেত্রে বরাননে । পূজয়েৎ
শঙ্করাদিত্যং সর্বকামকলপ্রদম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শঙ্করাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫১ ॥

করত পূর্বসাগরে গমন করেন । এই লিঙ্গ দর্শন
করিয়া মানব সহস্র অশ্বমেধকল ও গঙ্গান্নানকল
লাভ করিয়া থাকে । ১—৫ ।

পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫০ ।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
শঙ্করাদিত্যসমীপে গমন করিবে । ইহা গঙ্গে-
শ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত—শঙ্কর ইহার প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন । শুক্লপঙ্কীয় যজ্ঞীতে যে মানব
ইহার পূজা করে, সে, পরম স্থান—যেখানে দিবাকর
বিরাজিত, সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে । রক্ত-
চন্দন ও রক্তপুষ্পসম্বিত অর্ঘ্য তাম্রপাत्रে করিয়া
যে মানব ঐ দেবকে দান করে, সে পরম সিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকে । অপিচ কদাচ তাহার দরিদ্র্য
হয় না । অগ্নি বরাননে! অতএব সকলে সর্ব-
প্রযত্নে ঐ ক্ষেত্রে সর্বকামকলপ্রদ শঙ্করাদিত্যের
পূজা করিবে । ১—৪ ।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি লিঙ্গং
ত্রৈলোক্যবিক্রমতম্ । তত্র শঙ্করনাথোতি প্রসিদ্ধঃ
পাপনাশনম্ । ১ । স্থাপিতং ভাস্কর্য্যং দেবি কৃত্য
তত্র মহত্তপঃ । তমর্চয়িত্বা দেবেশং সোপবাসো
মহেশ্বরম্ । ২ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণঃ
কুৰ্য্যাচ্ছিত্তেভ্যঃ । শক্ত্যা হিরণ্যং বাসাসি বিপ্রে
দদ্যাৎ সমাহিতঃ । স যাতি পরমং স্থানং নাভ্য
কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৩ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শঙ্করনাথমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশ-
দধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৫১ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি শুষ্কেশ্বর-
মহত্তমম্ । হিরণ্য উত্তরে ভাগে সৰ্ব্বপাতক-
নাশনম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি কোটিহত্যাং
ব্যপোহতি । ১ ॥

ইতি ত্রীকান্দে শুষ্কেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিপঞ্চাশ-
দধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৫০ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
এক ত্রৈলোক্যবিক্রমত লিঙ্গসমীপে গমন করিবে ।
এই লিঙ্গের নাম শঙ্করনাথ । ইনি প্রসিদ্ধ পাপ-
নাশন । মহৎ তপশ্চরণের পর ভাস্কর্য্য এই লিঙ্গ
স্থাপন করিয়াছিলেন । জনগণ ইন্দ্রিয়সংযম করত
উপবাসী থাকিয়া এই লিঙ্গের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-
ভোজন করাইবে । অপিচ সমাহিত ভাবে ভাঁহা-
দিগকে যথার্থক্ৰমে হিরণ্য ও বাস দান করিবে ।
এরূপ করিলে নিঃসন্দেহ পরম পদ লাভ হয় । ১—৩ ।
দ্বিপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানবগণ
অনুত্তম শুষ্কেশ্বরসমীপানে গমন করিবে । হিরণ্যার
উত্তরদিক্ ভাগে এই লিঙ্গ অবস্থিত । ইনি সৰ্ব্ব-
পাতকনাশন । মানবগণ ইহাকে দর্শন করিয়া

চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চিমে
সৰ্ব্বপাতকনাশনম্ । ঘটেশ্বরমিতি খ্যাতং দেবদানব-
বন্দিতম্ । পূজিতং স্থিতিভিঃ সিদ্ধৈর্বাহিতার্থকল-
প্রদম্ । ১ । বারে সোমস্ত চাষ্টম্যাং যন্তঃ পূজয়েত
নয়ঃ । স লভেৎবাহিতান্ কামাণ্যুক্তঃ স্তাৎপাতকেন
হি । ২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে ঘটেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ; ততো গচ্ছন্নহাদেবি তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিক্রমতম্ । তত্রৈব পশ্চিমে ভাগে ঋষীনাং
পুণ্যকর্ম্মণাম্ । ১ । তস্মিন্স্থিতেন্দ্রা মংস্তাচ
দৃষ্টান্তেহদ্যাপি ভামিনি । অজ্জিরা গোতমোহগস্তাঃ
সুমতিঃ সুসংস্থিতাঃ । ২ ॥ বিশ্বামিত্রঃ শূলশিরাঃ

কোটি হত্যাভাজিত পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ
করে । ১ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত স্থানেই
ঘটেশ্বর নামক সৰ্ব্বপাতকনাশন আর এক লিঙ্গ
আছেন । এই লিঙ্গ দেব-দানববন্দিত, ঋষি-সিদ্ধ-
পূজিত ও বাহিতার্থকলপ্রদ । সোমবার অষ্টমীতে
যে জন ভাঁহার পূজা করে, সে পাতকমুক্ত হইয়া
অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে । ১।২ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৪ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত লিঙ্গের
পশ্চিমে পুণ্যকর্ম্মা ঋষীগণের এক ত্রৈলোক্য-বিক্রমত
লিঙ্গ আছেন । মানব এই স্থানে গমন করিবে ।
এই তীর্থক্ষেত্রে অদ্যাপি ত্রিনেত্র মংস্তা সকল দৃষ্ট
হইয়া থাকে । অজ্জিরা, গোতম, অগস্ত্য, সুমতি,
বিশ্বামিত্র, শূলশিরা, সংবর্ত্ত, প্রতিমর্দন, রৈভ্য,

সংবর্ত্তঃ প্রতিমর্দনঃ । রৈভেগ্য বৃহস্পতিশ্চৈব চ্যবনঃ
কণ্ডপো ভৃগুঃ । ৩ । তুর্কাসা জামদগ্ন্যশ্চ মার্কণ্ডে-
য়োহথ গালবঃ । উশনাথ ভরদ্বাজো যবক্রৌত-
দ্বিতস্তথা । ৪ঃ শূলাক্ষঃ সকলাক্ষশ্চ কথো মেধা-
তিথিঃ কুশঃ । নারদঃ পরীতশ্চৈব বসিষ্ঠোহরুদ্রতী-
তথা । ৫ । কাথোহথ গোতমো ধৌম্যঃ শতানন্দো-
হরুতব্রণঃ । জমদগ্নিস্তথা রামো বকশ্চৈত্যোব-
মাদয়ঃ । কৃষ্ণদৈপায়নশ্চৈব পুত্রশিষ্টৈঃ সমন্বিতঃ ।
৬ । এতৎ কেতুঃ সমাসাদ্য প্রভাসং মুনিসত্তমাঃ ।
তপস্তেপুর্নহাস্থানো বিবিধং পরমাদ্বুতম্ । ৭ । এবং
তে নিয়তাষ্টানো দমযুক্তান্তপথিনঃ । সমাধিনা
জিগীষন্তে ব্রহ্মলোকঃ সনাতনম্ । ৮ । অথাভব-
দনাশুষ্টিঃ কদাচিৎসহতী প্রিয়ে । কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তো
হভূত্তত্র সর্বলোকঃ ক্ষুধার্দিতঃ । ৯ । ততো নিরগ্রে
লোকেহস্মিন্নাত্মানস্তে পরীক্ষ্যবঃ । মৃতং কুমার-
মাদায় কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তান্তদাপচন । ১০ । অথোপরিচর-
ন্তত্র ক্রিষ্টমানান্ হি তানুযীন্ । দৃষ্টৌ রাজা বুযাদর্ভিঃ
প্রোবাচেদং বচস্তদা । ১১ । রাজোবাচ । প্রতিগ্রহো
ব্রাহ্মণানাং দৃষ্টো বৃত্তিরনিন্দিতা । তস্মাৎপ্রতিগ্রহঃ
মন্তো গৃহীধ্বং মুনিপুঙ্গবঃ । ১২ । মুদগায়াংশ্চ
ব্রীহীশ্চ তথা ব্রতানি কাঞ্চনম্ । যুগ্মাকং সম্প্রদা-
স্তামি যচ্চান্তদপি ত্বর্নভম্ । নিবর্ত্তধ্বমতঃ সফে

বৃহস্পতি, চ্যবন, কণ্ডপ, ভৃগু, তুর্কাসা, জামদগ্ন্য,
মার্কণ্ডেয়, গালব, উশন, ভরদ্বাজ, যবক্রৌত, দ্বিত,
শূলাক্ষ, সকলাক্ষ, কথ, মেধাতিথি, কুশ, নারদ,
পরীত, বশিষ্ঠ, অরুদ্রতী, কাথ, গোতম, ধৌম্য
শতানন্দ, অরুতব্রণ, জমদগ্নি, রাম, বক, ও সপুত্র-
শিষ্য কৃষ্ণদৈপায়ন, এই নিয়তাষ্টা দান্ত মুনিসত্তমগণ
এই তীর্থক্ষেত্রে পরমাদ্বুত বিবিধ তপস্যা করেন ।
ইহারা সকলেই পরস্পর সনাতন ব্রহ্মলোক জয়
করিতে উৎসুক ছিলেন । কোন সময় এক মহতী
অনাশুষ্টি হয় । তাহাতে সর্বলোক ক্ষুধাক্রান্ত হইয়া
পড়ে । সর্বলোক নিরগ্রে হইলে পুরোক্ত
ঋষিগণ অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার্থ
একটি মৃত বালক প্রাপ্ত হইয়া তাহা পাক করিতে
আরম্ভ করেন । বুযাদর্ভি রাজা উপরিচর তদর্শনে
ঋষিগণকে বলিলেন,—প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অনি-
ন্দিত বৃত্তি; অতএব আপনারা আমার নিকট
প্রতিগ্রহ করুন । আমি মুদগ, মাস, ব্রীহি,
বত্ৰ, কাঞ্চন প্রভৃতি যাহা কিছু ত্বর্নভ, তৎ-
সমস্তই আপনাদিগকে দান করিব । আপনারা

হেতস্মাৎ পাতকাৎ পরম্ । ১৩ । ঋষয় উচুঃ ।
তজ্জানন্তঃ কথং রাজন্ গৃহীমন্তে প্রতিগ্রহম্ । ১৪ ।
দশশূন্যাসমচক্রৌ দশচক্রিসমো ধ্বজৌ । দশধ্বজি-
সমা ধেষ্ঠা দশবেষ্ঠাসমো নৃপঃ । ১৫ । 'বো রাজাৎ
প্রতিগৃহ্নাতি ব্রাহ্মণো লোভমোহিতঃ । তামিসাদিষু
ঘোরেষু নরকেষু স পচ্যতে । ১৬ । তদগচ্ছ কুশলং
তেহম্ভ সহ দানেন পার্শ্বিব । অভেবাং দীপ্যতেত-
দিত্যুচ্চা তে বনং যযুঃ । ১৭ । অথ রাজঃ সমাদেশান্ত্র
গদা চ মস্ত্রিণঃ । উদ্বহরাণি ব্যকিরন্ হেমগর্ভাণি
তুহলে । ১৮ । অথ তানি ব্যচিৎশ্চ ঋষয়ো
বরবর্ণিন । গুরুণীতি বিদিত্বা তু ন গ্রাহ্যাণ্যঙ্গিরা-
ববোৎ । ১৯ । অত্রিকবাচ । নাস্মহে নাস্মহে মূঢ়
বয়মজ্ঞানবুদ্ধয়ঃ । হৈমানৌমানি জানীমঃ প্রতিবুদ্ধাঃ
স্ম জাভ্যতঃ । ২০ । বসিষ্ঠ উবাচ । ধর্ম্মার্থং সঞ্চয়ো
যশ্চ জব্যাকাং স ন শস্ততে । তপঃসঞ্চয়নং মন্তে
বসিষ্ঠো ধনসঞ্চয়ম্ । ২১ । ত্যজধ্বং সঞ্চয়ান্
সর্বান জাতীনাং সমুপজবান্ । ন হি সঞ্চয়বান্

এই মৃত বালকের পাতক হইতে নিবৃত্ত হউন ।
ঋষিগণ বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমরা জানিষ-
তনিয়া কিরূপে আপনার নিকট প্রতিগ্রহ করিব ?
দেখুন, দশশূন্যাসম চক্রৌ, দশচক্রী সম ধ্বজৌ, দশ-
ধ্বজিসমা বেষ্ঠা, আর দশ বেষ্ঠার সমান হলেন,—
নৃপ । যে ব্রাহ্মণ লোভমোহিত হইয়া রাজার
নিকট প্রতিগ্রহ করে, সে তামিসাদি ঘোর নরকে
পচ্যমান হয় । তাই বলি—হে রাজন্ ! তোমার মঙ্গল
হোক, তুমি তোমার 'দর্শন' লইয়া গৃহে যাও, অস্ত্র
কাহাদিগকে দাওগে । এই কথা বলিয়া তাঁহার
বনগমন করিলেন । এই সময় রাজমাত্রগণ রাজা-
দেশে সুবর্ণময় উড়ুঘর সকল লইয়া গিয়া তাঁহাদের
অগ্রভূমিতে ছড়াইয়া দিলেন । ঋষিগণ তাহা
কুড়াইয়া লইলেন । ভগবান্ . অঙ্গিরা কিন্তু
ভার্যাবগত হইয়া বলিলেন,—ইহা গ্রহণ করিবেন
না—করবেন না । অত্রি কহিলেন,—হে মূঢ়-
গণ ! চল চল, আমরা এখানে থাকিব না, আমরা
অজ্ঞানবুদ্ধি । এই জিনিষগুলি হৈম বলিয়া বোধ
হইতেছে । অধুনা আমরা জাভ্য হইতে প্রতি-
বুদ্ধ হইলাম । বশিষ্ঠ বলিলেন,—ধর্ম্মার্থ জব্য
সঞ্চয় করা প্রশস্ত নহে । বসিষ্ঠ আমি কিন্তু তপঃ-
সঞ্চয়কেই ধর্ম্মসঞ্চয় বলিয়া মনে করি না ।
তোমরা এই জাতি সমুপজব সঞ্চয় সকল পরি-
ত্যাগ কর । সঞ্চয় করিয়া কাহাকেও নিকপজব

তথা দোষিতা সদা ॥ ৪০ ॥ যা হস্ত্যজা হৃষ্মতিভির্বা
ন জীর্ঘ্যতি জীর্ঘ্যতঃ । যোহসৌ প্রাণান্তিকো
রোগস্তাঃ তৃণাং ত্যজতঃ সূখম্ ॥ ৪১ ॥ চণ্ডো-
বাচ । উগ্রাৎপ্রতিগ্রহাদ্যস্মাৎহিত্যতোতে মহে-
শ্বরাঃ । বলীয়ানসো দুর্ধলবস্তথা চৈব বিভে-
দ্যহম্ ॥ ৪২ ॥ পশুমুখ উবাচ । যদাচরন্তি বিদ্বাংসঃ
সদা ধর্ম্মপরায়ণাঃ । তদেব বিদুষা কার্য্যমাশ্রমো
হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইত্যাশ্রা
হেমগর্ভাণি ত্যক্তা তানি কলানি চ । ঋষয়ো জঘু-
রন্তত্র সর্ব্ব এব দূঢ়ব্রতাঃ ॥ ৪৪ ॥ ততস্তে বিচরন্তো
বৈ দদৃশুঃ সূমহৎ সয়ঃ । পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণং
সর্ব্বতো বরবর্ণিনি ॥ ৪৫ ॥ তস্মিন্দেশে তদা প্রাপ্তঃ
পরিব্রাজকঃ শুনোমুখঃ । তেনৈব সহিতান্ত্র স্নাতাঃ
সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্রাবতারঃ কৃষা তৈর্গৃহী-
তানি বিসানি তু । নিক্ষিপ্য সরসস্তীরে চক্ৰুঃ পুণ্যাং
জলক্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥ • অথোত্তীর্ঘ্য জলান্তস্মান্তে
সমেতা পরম্পরম্ । বিসানি তান্তপশুন্ত ইদং
বচনমব্রবন্ ॥ ৪৮ ॥ ঋষয় উচুঃ । কেন ক্ষুধাভি-
তস্তানামস্মাকং পাপকর্ম্মণা । বিসানি তানি সর্বাণি

হতানি চ মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৯ ॥ তে শক্যমানাস্তোন্তঃ
পর্য্যপৃচ্ছন্ বিজ্ঞোক্তমাঃ । চক্ৰন্তে শপথান্ সর্ব্বে
যথান্তায় চ ভামান ॥ ৫০ ॥ কষ্টপ উবাচ । সর্ব্ব-
ভক্ষঃ স ভবতু স্ত্রাসলোপং করোতু সঃ । কূটসাক্ষি-
ত্বমভ্যোতু বিসন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥ ৫১ ॥ বশিষ্ঠ
উবাচ । অনুতো মৈথুনং যাতু পরনারীং বিশেষতঃ ।
অতিথিঃ স্ত্রাস্তথাস্তোন্তঃ বিসন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥
৫২ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । নৃশংসো বৈ স ভবতু
সমৃদ্ধ্যা চাপ্যহকৃতঃ । মৎসরী শিশুনশ্চৈব বিস-
ন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥ ৫৩ ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ ।
নিত্যং কামরতঃ সোহম্ব দিবা সেবতু মৈথুনম্ । নীচ-
কর্ম্মরতশ্চৈব বিসন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥ ৫৪ ॥
জমদগ্নিরুবাচ । কন্তাং যচ্ছতু বৃদ্ধায় স ভূয়াদবশলী-
পতিঃ । যন্ত বার্ক্ধ্বিকো নিত্যং বিসন্তৈস্ত্রং করোতি
যঃ ॥ ৫৫ ॥ গৌতম উবাচ । স গৃহ্যাবিকাদানং
করোতু হ্রয়বিক্রয়ম্ । প্রকরোতু গুরোর্নিদ্রাং বিস-
ন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥ ৫৬ ॥ অত্রিউবাচ । মাতরং
পিতরং নিত্যং হৃষ্মতিঃ সোহবমন্তাতাম্ । শূদ্রঃ
পৃচ্ছতু ধর্ম্মার্থং বিসন্তৈস্ত্রং করোতি যঃ ॥ ৫৭ ॥
অরুন্ধত্যুবাচ । করোতু পত্ন্যঃ পূর্ব্বং সাংভোজনং

তৃণাও তরুণ দেহে অবস্থান করে । যে তৃণা
হৃষ্মতিদিগের হস্ত্যজা, যাহা (মানব) জীর্ণ হইলেও
জীর্ণ হয় না, যাহা প্রাণান্তিক রোগগ্রস্ত, সেই
তৃণাকে যে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহারই
সুখ । চণ্ডা বলিল,—এই বলীয়ান প্রভুগণ যে
প্রতিগ্রহ হইতে দুর্ধলের শ্রায় ভয় পাইতেছেন,
সেই প্রতিগ্রহ হইতে আমারও ভয় হইতেছে ।
পশুমুখ বলিল,—নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ
যে কার্য্য করেন, আশ্রমহিতৈষী বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের
তাহাই করা কর্তব্য । ঈশ্বর বলিলেন,—হে বর-
বর্ণিনি ! এই সকল কথা বলিয়া ঋষিগণ হেমগর্ভ
কল সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন । এবদা
ভাঁহারী বিচরণ করিতে করিতে এক সূমহৎ সরোবর
দেখিতে পাইলেন । সরোবরটী পদ্মে পরিপূর্ণ ।
শুনোমুখ নামক জনৈক পরিব্রাজক ঐ স্থানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । শুনোমুখের সহিত মিলিত হইয়া
ঋষিগণ সরোবরে স্নান করিলেন । ভাঁহারী সরো-
বরে অবতরণ করিয়া মৃগাল গ্রহণ করত তাহা তীরে
নিক্ষেপ করিলেন এবং সান্তার দিতে লাগিলেন ।
অনন্তর জলক্রীড়া শেষ করিয়া ভাঁহারী তীরে উত্থিত
হইয়া মৃগালগুলি দেখিতে না পাইয়া বলিতে লাগি-
লেন, হে মুনীশ্বরগণ ! কোন পাপকর্ম্ম ক্ষুধাভিতপ্ত

আমাদের মৃগালগুলি অপহরণ করিল ? এই বলিয়া
ভাঁহারী পরম্পরকে সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
এবং তজ্জন্ত ভাঁহারী সকলেই শপথ করিতে লাগি-
লেন । ৩৪—৫০ । কষ্টপ বলিলেন,—যে ব্যক্তি
মৃগাল চুরি করিয়াছে, সে সর্ব্বভক্ষ হউক ; সে স্ত্রাস
লোপ করুক ; সে কূটসাক্ষি প্রাপ্ত হউক । বশিষ্ঠ
বলিলেন—যে ব্যক্তি বিসন্তৈস্ত্র করিয়াছে, সে ঋতু-
কালান্তরে বিশেষতঃ পরনারীতে মৈথুন প্রাপ্ত হউক
এবং পরম্পর পরম্পরের অতিথি হউক । ভরদ্বাজ
বলিলেন—যে জন বিসচৌর্ধ্য করিয়াছে সে নৃশংস
সমৃদ্ধিহেতু অহঙ্কারী, মৎসরী, ও শিশুন হউক ।
বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসচৌর্ধ্য করি-
য়াছে, সে নিত্য কামরত হউক, দিবাভাগে মৈথুন
করুক, এবং নীচকর্ম্মরত হউক । জমদগ্নি বলি-
লেন,—যে জন বিসন্তৈস্ত্র করিয়াছে, সে বৃদ্ধকে,
কন্তাদান করুক, এবং বৃষলীপতি ও বার্ক্ধ্বিক হউক ।
গৌতম বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিসন্তৈস্ত্র করিয়াছে,
সে অবিকাদান গ্রহণ, অশ্ববিক্রয় এবং গুরুনিদ্রা
করুক । অত্রি বলিলেন, যে জন বিসন্তৈস্ত্র
করিয়াছে, সে নিত্য পিতামাতার অধমাননা করুক
এবং শূদ্রকে ধর্ম্মার্থ জিজ্ঞাসা করুক । অরুন্ধতা বলি-

শয়নং তথা । নারী হৃষ্টসমাচার্য্য বিসন্তেভ্যঃ করোতি
 যা । ৫৮ । চণ্ডোবাচ । স্বামিনঃ প্রতিকূলান্ত
 ধর্ম্মেষ্বং করোতু চ । সাধুেষ্বপরা চৈব বিসন্তেভ্যঃ
 করোতি যা । ৫৯ । পশুমুখ উবাচ । পরস্ত
 প্রেষ্যতাং যাতু সদা জন্মনিজন্মনি । সর্বধর্ম্মক্রিয়া-
 হোমো বিসন্তেভ্যঃ করোতি যঃ । ৬০ । শুনোমুখ
 উবাচ । বেদান স পঠতু জ্ঞানাদ গৃহস্থঃ স্ত্রীং
 প্রিয়াতিথিঃ । সত্যং বদতু চাক্ষুষঃ বিসন্তেভ্যঃ
 করোতি যঃ । ৬১ ॥ ঋষয় উচুঃ ॥ ইষ্টমেতাদৃজা-
 তীনাং যত্না শপথঃ কৃতঃ । যত্র কৃতং বিসন্তেভ্যঃ
 সর্বেষাং নং শুনোমুখ ॥ ৬২ ॥ শুনোমুখ উবাচ ।
 যত্র হতানি সর্বেষাং বিসানৌমানি বৈ দ্বিজাঃ । ধর্ম্ম-
 বৈ শ্রোতুকামেন জানৌধ্বং মাং পুরন্দরম্ ॥ ৬৩ ॥
 অলোভাদক্ষ্যা লোকা জিতা বৈ মুনিসত্তমাঃ ।
 প্রার্থয়ধ্বং বরং শুভ্রং, সর্বমেব হসংশয়ম্ ॥ ৬৪ ॥
 ঋষয় উচুঃ । ইহাগত্য নরো যন্ত ত্রিরাত্রপোষিতঃ
 তৃচিঃ । কৃষা নানং পিতৃস্তপ্য শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যাৎ
 সমাহিতঃ । ৬৫ ॥ সর্বভীর্ধৌতবং তস্ত পুণ্যং
 ভূয়াৎ পুরন্দর । নাধোগতিমবাপ্নোতি বিবুধৈঃ সহ

মোদতাং । তথৈতু্যক্য ততঃ শক্রস্তত্রৈবাস্তাই-
 তোহন্তবৎ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ঋষিভীর্মাহাশ্রয়বর্ণনং নাম পঞ্চ-
 পঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশদধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি নন্দাদিত্যঃ
 সমাহিতঃ । নন্দেন স্থাপিতং পূর্বং তত্রৈবামিত-
 বুদ্ধিনা ॥ ১ ॥ নন্দো রাজা পুরা হ্যাসীৎ সর্বলোক-
 মুখপ্রদঃ ॥ ন হুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালে মরণং
 নৃণাম্ ॥ ২ ॥ তস্মিন্স্থাসিত ধর্ম্মজ্ঞে ন চারুষ্টিকৃতং
 ভয়ম্ । কস্তচিৎকথ কলস্ত পূর্বকশ্মালুসারতঃ ॥ ৩ ॥
 কুঠেন মহতা ব্যাপ্তো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ।
 তেন রোগাভিভূতেন দেবদেবো দিবাকরঃ ॥ ৪ ॥
 প্রতিষ্ঠিতো নদীতীরে স চ রোগাদিমোচিতঃ ॥ ৪ ॥
 দেব্যাবাচ । কিমসৌ রোগবান্ রাজা সাক্ষভোমো
 মহীপতিঃ । তস্ত ধন্যরতস্তাপ কশ্মাজোগসমুদ্ভবঃ ॥
 ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এষ ধর্ম্মসদাচারো নন্দো রাজা

পুণ্য লাভ হয়, কদাচ যেন তাহাদের অধোগতি
 হয় না এবং তাহারা বিবুধগণের সহিত যেন ক্রীড়া
 করে । ইন্দ্র এই সকল বাক্য অনুমোদন করিয়া
 অস্তিত্ব হইলেন ॥ ৫১—৬৬ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশদধিকাবিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কাহলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নন্দা-
 দিত্যসমীপে গমন কারবে । অমিতবুদ্ধি নন্দ এই
 লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পূর্বে নন্দ নামে
 এক সর্বলোকমুখপ্রদ রাজা ছিলেন । তাহার
 শাসনকালে না হুর্ভিক্ষ, না ব্যাধি, না অকাল-
 মরণ এ সকল কিছুই ছিল না । একদা রাজা
 পূর্বকশ্মালুসারে মহৎ কুঠপ্রস্তুত হইয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত
 হন । তিনি তত্রত্য নদীতীরে রোগাভিভূত হইয়া
 দেবদেব দিবাকরের প্রতিষ্ঠা করেন,—করিয়া রোগ-
 মুক্ত হন । দেবী বলিলেন,—হে দেব ! কি
 জন্ত ঐ সাক্ষভোম রাজা ক্রম হইয়াছিলেন, তিনি তো
 পরম ধান্বিক ছিলেন । তাহার রোগোগতি
 কারণ কি ? ঈশ্বর কাহলেন,—হে দেবি ! এই

লেন,—যে বিসন্তেভ্যঃ করিয়াছে, সে পতির অগ্রে
 ভোজন ও শয়ন করুক এবং হৃষ্টসমাচার হোক ।
 চণ্ডা বলিল,—যে মৃণালচূরি করিয়াছে, সে প্রভুত
 প্রতিকূল হইয়া ধর্ম্মেষ্বং করুক এবং সাধুেষ্বপরাং
 হোক । পশুমুখ বলিল,—যে বিসন্তেভ্যঃ করিয়াছে,
 সে জন্মে জন্মে পরপ্রেষ্যতা লাভ করুক এবং সত্য
 ধর্ম্মক্রিয়াহীণ হোক ! শুনোমুখ বলিল,—যে জন বি-
 সন্তেভ্যঃ করিয়াছে, সে নিত্য বেদপাঠ করুক, প্রিয়া-
 তিথি গৃহস্থ হোক, এবং অজস্র সত্য বাক্য বলুক
 ঋষিগণ বলিলেন,—হে শুনোমুখ ! তুই যে শপথ
 করিলি, ইহা দ্বিজাতিগণের অভিলষিত ; অতএব
 আমাদের মনে হয়,—তুই বিসনিকর অপহরণ
 করিয়াছিস । শুনোমুখ বলিল,—হে দ্বিজগণ ।
 আমি সকলের বিসনিচয় অপহরণ করিয়াছি ।
 আমি ধর্ম্ম শ্রবণের নিমিত্ত এই কর্ম্ম কারয়াছি ।
 আপনারা আমাকে পুরন্দর বলিয়া জানিবেন । হে
 ঋষিসত্তমগণ ! আপনারা লোভরাহিত্য হেতু অক্ষয়
 লোক লাভ করিয়াছেন, নিঃসংশয়ে বর প্রার্থনা
 করুন । ঋষিগণ বলিলেন,—হে পুরন্দর ! এই
 স্থানে আগমন করিয়া যাহারা ত্রিরাত্র উপবাসের
 পর স্নানান্তে তৃচি হইয়া সমাহিতভাবে পিতৃতর্পণ
 ও শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের যেন সর্বভীর্ধৌতব

প্রভাপবান্ । ব্যচরৎ সৰ্বলোকান্ স বিমানবর-
মাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥ বিমানং তস্ত তুষ্টেন দন্তং বৈ বিষ্ণুনা
শ্বয়ম্ । কামগং বরবর্ণেন বর্হিণেন বিনাদিতম্ ॥ ৭ ॥
স কদাচিদ্ভূপশ্রেষ্ঠো বিচরৎস্তত্র সংস্থিতঃ । গত-
বান্মানসং দিব্যং সরো দেবগণাবিতম্ ॥ ৮ ॥ তজ্জা-
পশ্চদ্বৃহৎপদ্যং সরোমধ্যাগতং সিতম্ । তত্র চাক্ষু-
ষমাত্রং তু স্থিতং পূর্ববসন্তমম্ ॥ ৯ ॥ রক্তবাসোভিরাচ্ছন্নং
দ্বিভুজং তিগ্মভেজসম্ । তং দৃষ্ট্বা সারথিঃ প্রাহ
পদ্যমেতৎসমাহর ॥ ১০ ॥ ইদং তু শিরসা বিভ্রং
সর্বলোকস্ত সন্নিধৌ । শ্লাঘনীয়ো ভবিষ্যামি তস্মা-
দাহর মা চিরম্ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তস্ততস্তেন সারথিঃ
প্রবিবেশ হ । গ্রহীতুমুপচক্রাম তৎপদ্যং বরবর্ণিনি ।
স্মৃষ্টমায়ে তদা পদ্যে হৃদ্ধারঃ সমপদ্যত ॥ ১২ ॥
রাজা চ তৎক্ষণাতেন শব্দেন সমজায়ত । কুপ্তী
বিগতবর্ণচ বলবীৰ্য্যবিনর্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ তথাগত-
মথান্মানং দৃষ্ট্বা স পূর্ববর্ষভঃ । তস্মৈ তত্ৰৈব
শোকাক্তঃ কিমেতদिति চিন্তয়ন্ ॥ ১৪ ॥ তস্ত চিন্ত-
য়তো ধীমানাজগাম মহাতপাঃ । বসিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রস্ত
স তং পপ্রচ্ছ পার্শ্বিণঃ ॥ ১৫ ॥ এষ মে ভগবন জাতো

দেহশাস্ত্র বিপর্য্যয়ঃ । কুষ্ঠরোগাভিভূতাত্মা নাহং
জীবিতুমুৎসহে ॥ ১৬ ॥ উপায়ং ক্রাহি মে ব্রহ্মন
ব্যাদিতস্ত চিকিৎসতম্ । উতাহো ব্রতমন্ত্রা
দানং যজ্ঞমথাপি বা ॥ ১৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ ।
এতদ্রক্ষোত্তবং নাম পদ্যং ত্রৈলোক্যবিষ্ণুতম্ ।
দৃষ্টমায়েণ চানেন দৃষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥
এতন্নি দৃষ্টতে ধনৈঃ পন্থঃ কৈঃ কাপি পার্শ্বিণ ।
এতন্নি দৃষ্টমায়ে তু যো জলং বিশতে নরঃ ॥ ১৯ ॥
সর্বপাপবিনিশ্চুক্তঃ পদং নিক্ষেপমাশ্রুয়াৎ । এষ
দৃষ্ট্বা তু তে স্ততো হর্ষুঃ তোয়ে প্রবিষ্টবান্ ॥ ২০ ॥
তব বাক্যেন রাজেন্দ্র যতোহসৌ রোগবান্ ভবেৎ ।
ব্রহ্মপুত্রোহপ্যহং তেন পশ্চামি পরমেশ্বরম্ ॥ ২১ ॥
অহম্ভহনি চাগচ্ছংস্বং পুনর্দৃষ্টবানসি । বাহুভি
দেবতা নিত্যমমুং হৃদি মনোরথম্ ॥ ২২ ॥ মানসে
ব্রহ্মপদ্যং তু দৃষ্ট্বা শ্লাঘা কদা বয়ম্ । প্রাপ্যামঃ
পরমং ব্রহ্ম যদাঙ্গা ন পুনর্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ ইদং চ
কারণং ভূয়ো দ্বিতীয়ং শৃণু পার্শ্বিণ । কুষ্ঠস্ত স্বপ্না
প্রাপ্তং হর্ষুকামেন পঞ্চজম্ ॥ ২৪ ॥ প্রদ্যোতনস্ত

প্রভাববান রাজা বিমানবরে আরোহণ করিয়া সর্ব
লোকে বিচরণ করিতেন । ভগবান বিষ্ণু শ্বয়ং
ঊঁহাকে এই কামগামী বিমান দান করিয়াছিলেন ।
বরবর্ণ বহী এই বিমানে কেকারব করিত । একদা
নৃপতি ইতস্তত বিচরণ করিতে করিতে দেবগণ-
সেবিত মানস সরোবরে গমন করিলেন । সেখানে
উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবরমধ্যে এক বৃহৎ
সিতপদ্য অবলোকন করিলেন । এই পদ্যমধ্যে
রক্তবস্ত্র-পরিহিত দ্বিভুজ তিগ্মভেজা অক্ষুষ্ঠমাত্র এক
পূর্ববসন্তম বিরাজ করিতেছিলেন । রাজা এবস্থি
পদ্য দর্শন করিয়া সারথিকে বলিলেন,—ঐ পদ্য
উত্তোলন কর, আমি ঐ পদ্য মন্তকে ধারণ করিয়া
সর্ব লোকসংক্ষেপ শ্লাঘনীয় হইব । রাজা কর্তৃক
আদিষ্ট হইয়া সারথি সরোবরে অবতরণপূর্বক
যেমন পদ্য উত্তোলন করিতে গেল, অমনি ঐ পদ্য
হইতে এক হৃদ্ধারক্ষনি উখিত হইল । এই হৃদ্ধার
শ্রবণ করিবামাত্র রাজা তৎক্ষণাৎ কুপ্তী, বিবর্ণ ও বল-
বীৰ্য্যহীন হইয়া পড়িলেন । তখন রাজা আপনাকে
তথাবিধ দর্শন করিয়া শোকাক্তহৃদয়ে “একি হইল”
বলিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । তিনি এই প্রকার
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মপুত্র মহা-
ভগবান বসিষ্ঠ ঐ স্থানে আগমন করিলে—

ঊঁহাকে দেখিবামাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
ভগবন! এই দেখুন, আমি কেমন হইয়া গিয়াছি,
আমার দেহবিপর্য্যয় অবলোকন করুন, কুষ্ঠরোগে
আমার আত্মা অভিভূত হইয়াছে; এখন উপায়
কি? ইহার চিকিৎসাই বা কি হইবে? যদি কোন
ব্রত-দান-যজ্ঞাদি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা
বলুন । ১—১৭ । বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাজন! এই
পদ্য ব্রহ্মোত্তব নামে ত্রৈলোক্যবিষ্ণুতম । ইহা দর্শন
করিলে সর্বদেবতা দর্শন করা হয় । কচিৎ কোন
ধন্য ব্যক্তি ইহা দেখিতে পান । এই পদ্য দর্শন
করিয়া যে জলপ্রবেশ করে, সে সর্বপাপমুক্ত
হইয়া নিক্ষেপপদবী লাভ করিয়া থাকে । ভবদায়
আদেশে সারথি ইহা দর্শন করিয়া হরণমানসে
জলে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব জন্মান্তরে সে
রোগযুক্ত হইবে । পদ্যের প্রভাব দর্শনে আমি
ব্রহ্মপুত্র হইয়াও তাহা দর্শন করি । আপনি
এখানে আগমন করিয়া প্রতিদিন ঐ পদ্য দর্শন
করিতেছেন । দেবতাগণ নিত্য হৃদয়ে ভাবনা
করেন যে, কবে আমরা মানসে ব্রহ্মপদ্য দর্শন করিয়া
পরম ব্রহ্ম লাভ করিব; আর জন্মিতে হইবে না ।
হে নৃপ! আপনাকে আর এক কথা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন । আপনি পঞ্চজ হরণ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছিলেন বলিয়া কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়াছেন । শ্বয়ং

গর্ভেহ্মিন স্বয়মেব বাবস্থিতঃ। তবৈষা বুদ্ধির-
ভবদৃষ্টেদং বরপঞ্চজম্ ॥ ২৫ ॥ ধারয়ামি শিরশ্চোনঃ
লোকমধ্যে বিভূষণম্। ইদং চিন্তয়তঃ পাপমেবং
দেবেন দর্শিতম্ ॥ ২৬ ॥ ততঃ সর্বপ্রযত্নেন
তমারাম্য ভাস্করম্। প্রসাদাদেবদেবস্ত মোক্ষ্যসে
নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ প্রভাসং গচ্ছ রাজেন্দ্র তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিক্রমম্। তত্র সিদ্ধির্ভবেচ্ছীত্রমার্গানাং
প্রাণিনাং ভুবি ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ। তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ। প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য
মাহেশ্বর্যাস্তটে শুভে ॥ ২৯ ॥ নন্দাদিত্যং প্রতিষ্ঠাপ্য
গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ। পূজয়ামাস তং দেবি পুষ্পৈ-
রুচ্চাবচৈস্তথা ॥ ৩০ ॥ তস্ত তুষ্টো দিবানাথো
বরদোহমখ্যাতবী ॥ ৩১ ॥ নন্দ উবাচ। কৃষ্টেন
মহতা ব্যাপ্তং পশু মাং সুরসত্তম। যথায়ং নাশ-
মায়াতি তথা কুরু দিবাকর ॥ ৩২ ॥ সান্নিধ্যং কুরু
দেবেশ স্থানেহ্মনিত্যদা বিভো ॥ ৩৩ ॥ সূর্য
উবাচ। নীরোগগন্তং মহারাজ সদ্য এব ভবিষ্যসি।
অত্র যে মাং সমাগত্য দ্রক্ষ্যন্ত চ নরা ভুবি ॥ ৩৪ ॥
সপ্তম্যাং সূর্য্যবारेण याग्रांति परमां गतिम्।
অত্র মে সূর্য্যবारेण सान्निध्यं सप्तमौदिने।

প্রদ্যোতন ঐ পদ্মগর্ভে অবস্থিত। “এই বরপদ্ম
লোকসমাজে যন্তকে ধারণ করিব” এইরূপ কল্পনা
আপনি যে করিয়াছিলেন, দেব তাহাতেই আপনার
পাপ দর্শন করিয়াছেন। অতএব আপনি সর্ব
প্রযত্নে ভাস্করের আরাধনা করুন, তাঁহার প্রসাদে
রোগমুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। ত্রৈলোক্যবিক্রম
প্রভাসে গমন করুন। তথায় আর্চ্য প্রাণিগণের
অচিন্ত্য সিদ্ধি লাভ হয়। ঈশ্বর বলিলেন,—ঋষি-
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নন্দ প্রভাসে গমন করি-
লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মাহেশ্বরীশটে
নন্দাদিত্য প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা
তাঁহার পূজা করিলেন। তিনিও তুষ্ট হইয়া বলি-
লেন,—বরদান করিতেছি গ্রহণ কর। নৃপতি নন্দ
বলিলেন,—হে সুরসত্তম! এই দেখুন, আমি দারুণ
কৃষ্টগ্রস্ত হইয়াছি, যাহাতে ইহা নাশ প্রাপ্ত হয়,
আপনি তাহা করুন; আর এইস্থানে আপনার নিত্য
সান্নিধ্য হউক। সূর্য্য বলিলেন,—হে মহারাজ!
আপনি নীরোগ হইবেন। রবিবার সপ্তমীর দিন
যাহারা এইস্থানে আসিয়া আমাকে দর্শন করিবে,
তাহারা পরম গতি লাভ করিবে। রবিবার
সপ্তমীতে এইস্থানে আমার সান্নিধ্য হইবে,

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গমিষ্যে ইং সুখী ভব ॥ ৩৫ ॥
এবমুক্তা সহস্রাঃশুভত্বেবাস্তবধীয়ত ॥ ৩৬ ॥ নীরোগ-
ত্বমবাপ্যাসৌ কুত্বা রাজ্যমমুত্তমম্। জগাম পরমং
স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। তস্মিন্স্থীর্থৈ নরঃ
স্নাত্বা কুত্বা শ্রাদ্ধং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭ ॥ নন্দাদিত্যং
পুনর্দৃষ্ট্বা ন পুনশ্চাৰ্ত্ত্যতঃ ব্রজেৎ। প্রদদ্যাৎ
কপিলাং তত্র ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ৩৮ ॥
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা স্নতধেহুমখাপি বা। ন
তস্ত গণিতুং শক্যা সংখ্যা পুণ্যস্ত কেনচিৎ ॥ ৩৯ ॥
ইতোবাং দেবদেবস্ত মাহাত্ম্যং দীপ্তদীপিতেঃ।
কথিতং তব সূত্রোণি সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্-
পঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ত্রিতকূপ-
মিতি স্মৃতম্। নন্দাদিত্যস্ত পূর্ব্বৈণ যোজনত্রিতয়েন
তু ॥ ১ ॥ পুরা বভূব রাজেন্দ্রঃ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে সুখীঃ।
আত্রেয় ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ২ ॥
তস্ত পুত্রত্বং জজ্ঞ ঋতুকালান্তিগামিনঃ। একতশ্চ

সংশয় নাই, আপনি গৃহে গমন করিয়া সুখী
হউন। এই বলিয়া সহস্রাঃশু তথায় অন্তর্হিত
হইলেন। রাজাও অরোগ্য লাভ করিয়া রাজ্য
ভোগ করত অস্ত্রে পরমধাম সূর্য্যালোকে গমন
করিলেন। নরগণ এই তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ ও
নন্দাদিত্যকে দর্শন করিলে তাহাদিগকে আর মর্ত্ত-
ধামে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে জন এইস্থানে
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করে এবং
অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া স্নতধেহু দান করে,
তাহার অসংখ্য পুণ্য লাভ হয়। হে সূত্রোণি!
এই আমি তোমার নিকট নন্দাদিত্য দেবের সর্ব-
পাপপ্রণাশন মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। ১৮—৪০।
ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫৬।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর
ত্রিতকূপে গমন করিবে। এই কূপ নন্দাদিত্যের
পূর্বে তিন যোজন দূরে অবস্থিত। পূর্বে সৌরাষ্ট্র-
দেশে আত্রেয় নামে এক রাজক্লেষ্ট ছিলেন। তিনি

দ্বিতীয়েষু ত্রিতীয়েষু ভামিনি । ৩ । ত্রিতীয়েষু কনিষ্ঠোহতুর্বেদবেদাঙ্গপারগঃ । সর্বেষু যুজ্ঞেযু মুখ্যো জ্যেষ্ঠো বভূবতুঃ । ৪ । কশ্চিৎকালম্ আত্রেয়ো দ্বিজসন্তমঃ । তপঃ কৃৎস্না তু বিপুলঃ কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ । ৫ । ততস্তেষাং ত্রিতো রাজা বভূব গুণবন্তরঃ । ধুরমাকর্ষমাস পুত্রোহয়ং তস্ত যা পুরা । ৬ । তস্ত বুদ্ধিঃ সত্ত্বপরা কথং যজ্ঞঃ করোম্যহম্ । সন্নিমজ্জ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান যজ্ঞকর্ম্মস্বাধিষ্ঠান ৭ । ইন্দ্রাদীশ্চ সুরান সন্মানাবাহ্য বিপূর্ব্বকম্ দক্ষিণার্ধং দ্বিজেন্দ্রাণাং প্রভাসং স জগাম হ গৃহীত্বা ভাতরো জ্যেষ্ঠো গবাং প্রস্থিতো দ্বিজঃ ৮ । যস্ত যস্ত গৃহে যাতি স ত্রিতো বেদপারগঃ তত্র তত্র বরাং পূজাং লেভে গাষ্টেব পুঙ্কলাঃ । ৯ এবং স গোধনং প্রাপ্য ভাতৃত্যাং সহিতস্তদা গৃহায় প্রস্থিতো দেবি নিবৃতিং পরমাং গতঃ । ১০ ত্রিতস্তাভ্যাং পুরো মাতি পৃষ্ঠতো ভাতরো চ তৌ গোধনং চালয়ন্তস্তে প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতাঃ । ১১ অথ তদগোধনং দৃষ্ট্বা ভূরি দানার্থমাহতম্

ভাতৃত্যাং ত্রিতয়ে চেতি পাপা মতিরজায়ত । ১২ । পরস্পরমুচতুস্তৌ ভাতরৌ দৃষ্টচেতসৌ । ত্রিতো যজ্ঞেযু কুশলো বেদেযু কুশলস্তথা । ১৩ । মাত্তঃ পূজ্যশ্চ সর্বেষু আবাং মুখ্যৌ নিরর্থকৌ । এতদ্ধি গোধনং সর্গঃ ত্রিতো দাস্ততি সন্নধে । ১৪ । অশ্বাকং পিতৃপর্ষ্যাতো যদাপ্তং তৎসমং ভবেৎ । তন্মাদত্বেব যুক্তোহস্ত বধো বৈ ত্রিতযজ্ঞিনঃ । ১৫ । এবং তৌ নিশ্চয়ঃ কৃৎস্না প্রস্থিতৌ ভাতরাবুভৌ । ত্রিতস্ত পুরতো যাতি নির্বিকল্পা ঋজুঃ সুধীঃ । ১৬ । অহু তত্র সমুত্তরৌ ব্যাঘ্রৌ রোদ্রতরাকৃতিঃ । ব্যাদিতাস্তৌ রবং দেবি ব্যানদন্তৈরবং ততঃ । ১৭ । তস্ত শব্দেন তা গাবো নষ্টা জঘ্মুর্দিশৌ দশ । অহুকুপো মহান্তত্র প্রদেশে দাকৃণোহভবৎ । ১৮ । একতো দাকৃণো ব্যাঘ্রঃ কূপোহস্তত্র সুদাকৃণঃ । দৃষ্ট্বা তে ভাতরং সর্গে ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রহৃঙ্কবুঃ । ১৯ । অথ তে বিষমং প্রাপ্য তটং কুপস্ত ভামিনি । স্থিতা যাবদগতো ব্যাঘ্রস্ততো গন্তং মনো দধুঃ । ২০ । অথ তাভ্যাং ত্রিতো দেবি ভাতৃত্যাং নৃপসন্তমঃ ।

বেদবেদাঙ্গপারগ এবং ঋতুকালভিগামী ছিলেন । তাঁহার তিন পুত্র হয় ; নাম—একত, দ্বিত ও ত্রিত । ত্রিত সর্গকনিষ্ঠ ; ইনি বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্গগুণা-দ্বিত ছিলেন । জ্যেষ্ঠদ্বয় মূর্খ ছিলেন । কালে ইহাদের পিতা রাজা আত্রেয় বিপুল তপশ্চরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন । ত্রিত ভাতৃত্বয়ের মধ্যে সুযোগ্য বলিয়া রাজা হইয়া রাজ্যধুর বহন করিতে লাগিলেন । একদা ত্রিত ভাবিলেন,—কিরাপে আমি যজ্ঞকর্ম্মাধিষ্ঠিত দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিধিপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করিব ? এইপ্রকার চিন্তা করিয়া রাজা ত্রিত দ্বিজগণের দক্ষিণা আহরণার্থ প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিলেন । তিনি তাঁহার ভাতৃত্বকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণা প্রদানার্থ গোধন আহরণের জন্ত প্রস্থান করিলেন । যে যে গৃহে তিনি গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই উপযুক্ত সম্মান ও গো লাভ করিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনি গোধন আহরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভাতৃত্বয়ের সহিত গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । নৃপতি ত্রিত অগ্রে অগ্রে আর তাঁহার জ্যেষ্ঠদ্বয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিলেন । এইরূপে তাঁহার গোধন পরিচালন করিতে করিতে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । এই

সময় জ্যেষ্ঠ ভাতৃত্বয় কনিষ্ঠের দানার্থ ভূরি গোধন আহৃত দেখিয়া তাঁহার প্রতি পাপবুদ্ধি কল্পনা করিলেন । তাঁহার উভয় ভ্রাতায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, ত্রিত যজ্ঞকুশল, বেদপারগ, সাম্য ও সর্গজ পূজ্য ; আর আমরা দুইজন মূর্খ ও অর্থহীন । দেখ, ত্রিত এই গোধন সকল যজ্ঞে দান করিবে ; আর আমাদের সেই পিতৃপিতামহ-গত যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সমানই রহিল । সুতরাং আমি বলিতোছি যে, যজ্ঞকারী ত্রিতের বধ-সাবনই যুক্তিযুক্ত । তাঁহার উভয় ভ্রাতায় এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চলিতে লাগিলেন । সয়ল সুধী ত্রিত অগ্রে যাইতে লাগিলেন । এই সময় দৈবাৎ এক ব্যাদিতাস্য ভীষণাকার ব্যাঘ্র ভৈরব রব করিতে করিতে গোকর পালের পশ্চাৎ আসিয়া আপতিত হইল । ব্যাঘ্রের ভীষণ চীৎকার শ্রবণ করিয়া গোধন সকল দশ দিকে ধাবিত হইল । ঐ স্থানে বৃহৎ দাকৃণ অহুকূপ ছিল । একদিকে দাকৃণ ব্যাঘ্র আর একদিকে ভয়ঙ্কর কূপ । তাঁহার ভাতৃত্ব-ত্রিতয়ে ভয়ে পলায়ন করিলেন । পলায়ন করিয়া তাঁহার তত্রত্য কূপের এক বিষম তট আশ্রয় করিয়া ব্যাঘ্রের আগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন । পরে তাঁহার আবার গমন করিতে লাগিলেন । ১—২০ । এই সময় জ্যেষ্ঠ ভাতৃত্বয় কনিষ্ঠ ত্রিতকে তত্রত্য জল-

প্রক্ষিপ্তো দাক্ষণে কূপে জীর্ণে ত্রোষবিবর্জিতে । ২১ ॥
 ততস্তদগোধনং গৃহ প্রস্থিতৌ স্তুষ্টমানসৌ । ত্রিতস্ত
 পতিতস্তত্র কূপে জলবিবর্জিতে । ২২ ॥ চিন্তয়ামাস
 মেধাবী নাহং শোচামি জীবিতুম্ । ময়াহুতা দ্বিজ-
 শ্রেষ্ঠা যজ্ঞার্থং বেদপারগাঃ । ইত্ৰাদ্যাক্ষ নুবাঃ সর্বে
 স কৃতুঃ স্ত্রাং মে যতঃ । ২৩ ॥ স এবং চিন্তয়ামাস
 বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । মানসং যজ্ঞমারভ্য তত্রৈব
 বরবর্ণিনি । ২৪ ॥ অথমেব স সূক্তানি প্রোক্তা
 প্রোক্তা দ্বিজোত্তমঃ । রুতবান্ বালুকাহোমং তেন
 তুষ্ঠীকৃতং দেবতাঃ । ২৫ ॥ শ্রদ্ধাং তস্মৈ বিদিত্বা তাং
 ভূমন্তুগাং দেবতাঃ । আগত্য ব্রাহ্মণং প্রোচুঃ
 কূপমধ্যে ব্যবস্থিতম্ । ২৬ ॥ দেবা উচুঃ । ভো
 ভো বিপ্র যয়া নুনং সর্বে সন্তর্পিতা বধম্ ।
 মানসেন তু যজ্ঞেন তস্মাদ্ভূতমিহ মনোগতম্ । ২৭ ॥
 ব্রাহ্মণ উবাচ । যদি দেবাঃ প্রসন্নাস্তে
 কৃপারিক্ষমণে ব্রহ্ম । যথা স্বং মন্দিরং গচ্ছা
 দেবযজ্ঞং কৰোম্যহম্ । ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
 অথ দেবৈঃ সমাদৃষ্টা তস্মিন্ কূপে সরস্বতী । নির্গতা
 বসুধাঃ ভিত্ত্বা পূরয়ামাস বারিণা ॥ ২৯ ॥ অথ

নিষ্কম্য বিপ্রোহসৌ যাতঃ স্তবনং প্রতি । ততঃ
 প্রতুতি দেবেশি ত্রিতকূপঃ স উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ স্নাহা
 তত্র শুচির্ভূত্বা স্বয়ং সন্তর্পয়েৎ পিতৃন । অথমেধ-
 মবাপ্নোতি সৰ্বপাপবিবর্জিতঃ ॥ ৩১ ॥ তিলদানস্ত
 দেবেশি তত্র শস্তং সকাঞ্চনম্ । পিতৃণাং বহ্নতঃ
 তীর্থং নিত্যকৈব তু ভামিনি ॥ ৩২ ॥ অগ্নিধাত্তা
 বহিষদ আয়ন্ত ন ইতি স্মৃতাঃ । যো দিব্যাঃ পিতরো
 দেবি তেষাং সান্নিধ্যমত্র হি ॥ ৩৩ ॥ দর্শনাদপি
 তীর্থস্ত তস্মৈ বৈ স্ত্রসন্তমে । মুচ্যন্তে প্রাণিনঃ
 পাপাদাজন্মমরণান্তিকাং ॥ ৩৪ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রয-
 ত্তেন তত্র স্নানং সমাচরেৎ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য
 যদৌচ্ছেচ্ছ্রয় আশ্রয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে ত্রিতকূপমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্ত-
 পঞ্চাশদধিকাদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকাদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি শশাপান-
 মিত স্মৃতম্ । তন্ত্বেব দক্ষিণে তীর্থং সৰ্বপাপ-
 প্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যস্মিন্ স্নাহা নরঃ সম্যক্তপ-

লেন । তখন ত্রিত নিষ্কান্ত হইয়া গৃহে গমন
 করিলেন । এই সময় হইতেই এই কূপের নাম
 হইয়াছে—ত্রিতকূপ । এই কূপে স্নান করিয়া শুচি
 হইয়া মানব পিতৃতর্পণ কারবে । ইহাতে মানব
 সৰ্বপাপাববর্জিত হইয়া অথমেধকল লাভ করিয়া
 থাকে । এই স্থানে সকাঞ্চন তিলদান অতি প্রশস্ত ।
 এই তীর্থ নিত্য পিতৃবহ্নত । অগ্নিধাত্ত, বহি-
 ষদাদি দিব্য পিতৃগণ এই স্থানে বাস করিয়া
 থাকেন । এই তীর্থ দর্শনমাত্র প্রাণী আজন্ম-
 মরণ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।
 মানবগণ যদি প্রভাসক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া আশ্রয়িত
 ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সকলে সৰ্বপ্রযত্নে এই তীর্থে
 স্নানচরণ কারবে ৥ ১—৩৫ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকাদ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৥ ২৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকাদ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
 শশাপান তীর্থে গমন কারবে । এই তীর্থ পূর্বোক্ত
 তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহা সৰ্বপাতক-

শূন্য দাক্ষণ জীর্ণ কূপে নিষ্কেপ করিলেন । অনন্তর
 তাঁহার ঐ সকল গোধন গ্রহণ করিয়া স্তুষ্টমানসে
 প্রস্থিত হইলেন । নৃপতি ত্রিত ঐ জলশূন্য কূপে
 পতিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায় ! আমি
 জীবনের জন্ত শোক করি না ; কিন্তু আমি যে যজ্ঞ
 করিবার জন্ত বেদপারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে এবং
 ইত্ৰাদি দেবতা সকলকে আহ্বান করিয়াছিলাম ;
 সেই যজ্ঞ আমার হইল না ! তিনি এই প্রকার
 চিন্তা করিয়া ঐ কূপমধ্যেই মানস যজ্ঞ আরম্ভ
 করিলেন ; মনে মনে তিনি সূক্ত পাঠ করিয়া
 বালুকা দ্বারা হোম নিক্ষেপ করিলেন । দেবতা
 গণ তাঁহার ভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কূপে
 তৎসমীপে আগমনপূর্বক বলিলেন—ভো ভো
 বিপ্র ! যথার্থতঃ তুমি আমাদেরকে তর্পিত করি-
 য়াছ, আমরা সকলেই তোমার মানসযজ্ঞে
 ক্রীতলাভ করিয়াছি, তোমার মনোগত কি বল ?
 ত্রিত বলিলেন,—হে দেবগণ ! যদি আমার প্রতি
 আপনাত্ম প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে কূপ হইতে আমায়
 উদ্ধার করুন ; আমি গৃহে গমন করিয়া দেবযজ্ঞ
 সম্পন্ন করিব । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি !
 দেববাক্যে তখন দেবী সরস্বতী পাতালতল ভেদ
 করিয়া নির্গত হইয়া ঐ কূপ, বারি দ্বারা পূরণ কর-

মৃত্যুভয়ং লভেৎ । শূন্য যন্ত্রান্তর্যপতিং বদতো
মম বলভে ॥ ২ ॥ মথিহা সাগরং দেবা গৃহীত্বামৃত-
মুত্তমম্ । সত্ত্বাস্তত্র তে গহঃ পপূশ্চৈব যথেষদয়া ॥
৩ ॥ শিবতাং তত্র পীযুষং দেবানাং বরবর্ণিনি ।
বিন্দবঃ পতিতা ভূমৌ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু শশকস্তত্র চাগতঃ । প্রবিষ্টে
সলিলে তত্র তৃষার্ত্তো বরবর্ণিনি ॥ ৫ ॥ অমরত্বমমু-
প্রাপ্তো বর্জিতে সলিলালয়ে । তং দৃষ্ট্বা ত্রিদশাঃ
সর্বৈ স্পর্ধমানা মুহূৰ্দ্ধুঃ । জাহ্নবামৃতাবিতং তোয়ং
মন্ত্ৰং চকুর্ভয়াবিতাঃ ॥ ৬ ॥ কামৃতং পতিতং ভূমৌ
ভক্ষয়িষ্যন্তি মানবাঃ । ততোহমর্ত্য্য ভবিষ্যন্তি
নাং কার্য্য বিচারণা ॥ ৭ ॥ তর্ধাগুয়োস্তাং সমুৎ-
পন্নঃ কৃপণঃ শশকো হসম্ । অস্মাভিঃ স্পর্ধিতে
তস্মান্ততো ভয়মুপস্থিতম্ ॥ ৮ ॥ অথ প্রাপ্তো নিশা-
নাথো ব্যাধিনা স পরিপ্লুতঃ । অত্রবৌজিদ্দশান্
সর্দীনমৃতং মে প্রযচ্ছত ॥ ৯ ॥ কচ্ছেণ মহতা প্রাপ্তা
নাহঃ শক্ভো বিসর্পিতুম্ । অথোচুদ্ভিদশাঃ সর্বৈ

নাশন । এই তীর্থে স্নান করিলে নরের অপমৃত্যু-
ভয় থাকে না । আমি ইহার উৎপত্তিবিবরণ
বলিতেছি শ্রবণ কর । একদা দেবগণ সাগরমন্ডন
করিয়া অমৃত গ্রহণ করত ঐ তীর্থে গিয়া যথেষ্ট
অমৃত পান করিতে থাকেন । তাহাতে ঐ স্থানে
শত শত সহস্র সহস্র অমৃতবিন্দু পতিত হয় । এমন
সময় এক তৃষার্ত্ত শশক আসিয়া উক্ত তীর্থসলিলে
প্রবেশ করিয়া জল পান করে । ইহার ফলে
অমরত্ব লাভ করিয়া সে ঐ তীর্থজলাশয়ে বর্জিত
হইতে থাকে । তখন দেবগণ তাহাকে অমরত্ব
লাভ করিতে দেখিয়া স্পর্ধাবিত হন এবং তীর্থ-
জল অমৃতমিশ্রিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া
তাহারা পরস্পর এইরূপ মন্ত্ৰণা করেন যে, মর্ত্য্যধামে
অমৃত পতিত হইয়ল, নিশ্চয়ই ইহা মর্ত্য্যবাসিগণ পান
করিয়া দেবত্ব লাভ করিবে । দেখুন, এই ত্রিধ্যক-
যোনিজাত শশক অমৃতমিশ্রিত জল পান করিয়া
অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া আমাদের সহিত
স্পর্ধা করিতেছে । ইহা আমাদের একটি মহৎ
ভয়ের কারণ হইল । দেবগণ এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, এমন সময় ব্যাধিত নিশানাথ ঐস্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাগণকে
বলিলেন,—আমি মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি ; আমার
নড়িবার সামর্থ্য্য নাই ; আপনারা আমাকে অমৃত
প্রদান করুন । দেবগণ বলিলেন,—হায়! নিশা-

সমস্মাভির্ভকিতম্ ॥ ১০ ॥ বিস্মৃতস্তং নিশানাথ
চিরাৎ কস্মাদিহাগতঃ । কুরুষ বচনং চক্রে অস্মাকং
তিমিরাপহ ॥ ১১ ॥ অস্মিন্ জলেহমৃতং তুরি পতিতং
শিবতাং হি নঃ । তৎপিবন্ত নিশানাথ সর্বমেতচ্ছলা-
শয়ম্ ॥ ১২ ॥ অর্দ্ধঃ নিপতিতকাং সত্যমেতন্নিশা-
ময় । তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা নীতরশ্মিস্বরাবিতঃ ॥ ১৩ ॥
তৃষার্ত্তো বাপিবন্তোহং শশকেন সমধিতম্ । অস্থি-
শেষং তু তন্তস্ত কার্য্যং পীযুষভক্ষণাৎ ॥ ১৪ ॥ তৎ
ক্ষণাৎ পুষ্টিমগমৎ কাস্ত্যা পরময়া যুতঃ । ধাতুযু কীয-
মাণেষু পুষ্টো হি সুবয়া হি সঃ ॥ ১৫ ॥ স চাপি শশক-
স্তস্ত ন মৃতো জঠরং গতঃ । অদ্যাপি দৃষ্ট্রে তত্র
দেহে পীযুষভক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥ তৎক্ষণাত্তৃষ্টিমগমৎ
কাস্ত্যা পরময়া যুতঃ । অক্রবন খন্ততামেতদ্বথা
ভূয়ো জলং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অস্মাকং সঙ্গমাদেতচ্ছকং
খভঃ জলাশয়ম্ । তদ্যুক্তং চ কৃতং কর্ম নৈতৎ
সাধুবিচেষ্টিতম্ ॥ ১৮ ॥ ততোহখনংচ তে সর্বৈ

নাথ! আপনি এত বিলম্ব করিয়া আসিলেন
আমাদের আপনাকে মনেই ছিল না ; আমরা যে
সব পান করিয়া ফেলিয়াছি । হায়! আপনি
আমাদের তিমিরাপহ । যাহা হোক, সম্প্রতি
আপনি এক কার্য্য করুন—আমরা যখন অমৃত পান
করি, তখন এই জলে বহুতর অমৃত পতিত হইয়া-
ছিল, আপনি এই জল পান করুন । আপনি
সমস্ত জলাশয়ই পান করিয়া ফেলুন ; প্রায় অর্দ্ধেক
অমৃত ইহাতে পতিত হইয়াছে ; ইহা মিথ্যা মনে
করিবেন না । দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
তৃষার্ত্ত নিশানাথ শশকের সহিত জলপান করিতে
আরম্ভ করিয়া দিলেন । এইরূপ পীযুষপানের
ফলে তাহার অস্থিমাংসাবশিষ্ট শরীর তৎক্ষণাৎ
পুষ্টিলাভ করিল এবং কাস্তিযুক্ত হইল । তাহার
সমস্ত ধাতু ক্ষয় হইয়া গেলেও তিনি সুধাপানবশতঃ
পুষ্ট হইলেন । শশকটি সেখানে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় নাই,
সুধাপানের সময়ে তাহারই উদরে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিল । অদ্যাপি ঐ শশক সুধাপানফলে তাহার
উদরে দৃষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপে নিশা-
নাথ তৎক্ষণাৎ পরম কাস্তিযুক্ত হইলেন । দেবগণ
বলিলেন,—পুনরায় যাহাতে এই জলাশয় হইতে
জল বাহির হয়, এইভাবে ইহা খনন
করুন । আমাদের সংসর্গে এই জলাশয় শুষ্ক
বিবরের স্থায় হইয়াছে । আপনি সমস্ত জলাশয়
পান করিয়া ভাল করিলেন না ; ইহা সাধুবিচেষ্টিত

যাবন্তোয়বিনির্গমঃ । অধাক্রবন্ততঃ সৰ্কে হর্ষণ
মহতাবিতাঃ । ১৯ । যন্মাচ্ছশেন সংযুক্তং পৌত-
মেতজ্জলাশয়ম্ । চক্রেণ হি শশাপানং তন্মাদেতন্তবি-
ষ্যতি । ২০ । অত্রাগত্যা নরঃ শ্রানং ধঃ করিষ্যতি
ভক্তিতঃ । স যাস্ততি পরং স্থানং যত্র দেবো মহে-
শ্বরঃ । ২১ । অত্রারং সম্প্রদাস্তন্তি ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমা-
হিতাঃ । সৰ্ষযজ্ঞকলং হেষাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
২২ । অগ্নিন দৃষ্টে সুরাঃ সৰ্ষে দৃষ্টাঃ সুরাঃ সৰ্ষ-
দেবতাঃ । এবমুক্তা সুরাঃ সৰ্ষে জগ্মুশ্চৈব সুরা-
লয়ম্ । ২৩ । অথ কালেন মহতা প্রাপ্তা তত্র সর-
স্বতী । বড়বাগ্নিঃ সমাদায় তয়ানুপ্রাবিতঃ পুনঃ । ২৪ ।
ততো মেঘাতরং জাতং তীর্থং চ বরবর্ণিনি ।
তন্মাং সৰ্ষপ্রঘট্টেন তত্র শ্রানং সমাচরেৎ । ২৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে শশাপানমাশাস্ত্রাবণনং নামাষ্টপঞ্চাশ-
দধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৫৮ ।

নহে । এই বলিয়া তাঁহার জল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত
ঐ সরোবর খনন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয়
হর্ষের সহিত তাঁহার বলিলেন, যেহেতু নিশানাথ
শশযুক্ত এই সরোবর পান করিয়াছেন, অতএব এই
সরোবরের নাম হইবে শশাপান । এই স্থানে
আগমন করিয়া যে নর ভক্তিপূরক শ্রান করিবে, সে
পরম পদ মাহেশ্বর লোকে গমন করিবে ।
সমাহিত ব্যক্তিগণ এইস্থানে ব্রাহ্মণকে অন্নদান
করিবে । ইহাতে তাহাদের সৰ্ষযজ্ঞ কল লাভ
হইবে সন্দেহ নাই । এই সরোবর দর্শন করিলে
সৰ্ষ দেবতা দর্শন করা হয় । এই কথা বলিয়া সুর-
গণ স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন । অতঃপর সূচির-
কাল অতিবাহিত হইলে দেবী সরস্বতী বড়বাগ্নি
লইয়া ঐস্থানে গমন করিলেন । তিনি এই স্থান
প্রাবিত করিয়াছিলেন । এই জন্তই এই তীর্থ পুণ্য-
ময় হইয়াছে । জনগণ সৰ্ষপ্রঘট্টে এই তীর্থে শ্রান
করিবে । ১—২৫।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৮ ।

একোদশট্যাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নশদেবি পর্ণাদিত্যঃ
সুরেশ্বরম্ । প্রাচীসরস্বতীকূলে তটে চোত্তরতঃ
স্থিতম্ । ১ । পুরা ত্রেতাযুগে দেবি পর্ণাদো-নাম
বৈ দ্বিজঃ । প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য তপস্তপে
সুদাক্ষণম্ । আরাধয়ামাস রবিং ভক্ত্যা পরময়া
যুতঃ । ২ । তর্পয়িত্বা ততঃ সূর্য্যং ধূপমালাবিলে-
পনৈঃ । বেদোক্তৈঃ স্তবনৈঃ সৃষ্টৈর্দিব্যারাত্রং সমা-
হিতঃ । ৩ । এবঞ্চ ধ্যায়ন্তস্তস্ম কালেন মহতা
ভতঃ । তুহোষ ভগবান্ সূর্য্যো বাক্যমেতদ্বাচ
হ । ৪ । পরিতুষ্টোহস্ম বিপ্রেন্দ্র তপসানেন সুরত ।
বরং বরয় ভদ্রং তে নিত্যং যন্ননসেপ্সিতম্ । ৫ ।
ব্রাহ্মণ উবাচ । এষ এব বরঃ কামো যদুষ্টো ভগবান
স্বয়ম্ । দর্শনং তব দেবেশ স্বপ্নেদ্যপি চ ত্বলভম্ ।
৬ । অবশ্যং যদি দাতব্যো বরো মম দিবাকর ।
অত্র সন্নিহিতো দেব সদা ত্বং তব ভাস্কর । ৭ । তব
প্রসাদান্তে যাস্ত তব লোকং দিবাকর । এবং
ভবিষ্যতীত্যুত্বা হস্তকানং গতৌ রবিঃ । ৮ ।
পর্ণাদোহপি স্থিতস্তত্র তস্তারাধনতৎপরঃ । তত্র

উনষষ্ঠ্যাদিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সুরেশ্বর পর্ণাদিত্য সমীপে গমন করিবে । এই
দেব সরস্বতীর উত্তর কূলে অবস্থিত । পূর্বে ত্রেতা-
যুগে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । ইনি প্রভাস-
ক্ষেত্রে দাক্ষণ তপস্যা করিয়া পরম ভক্তিসংকারে
দেব রবির আরাধনা করেন । তিনি ধূপ, মালা,
বিলেপন, বেদোক্তস্তব ও সৃষ্ট এই সকল দ্বারা
সম্পদা সূর্য্যারাধনা করিতে লাগিলেন । এই প্রকার
আরাধনা করিলে দেব সূর্য্য তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া
বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! আমি তোমার তপস্শ্রায়
তুষ্ট হইয়াছি ; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর । ব্রাহ্মণ
বলিলেন,—হে দেব ! আপনার দর্শন স্বপ্নেরও
অগোচর ; আপনি যে তুঃ হইয়া দর্শন দান করিয়া-
ছেন, ইহাই আমার পরম বর । দেব ! যদি কৃপা-
করিয়া আপনি বর দান করেন, তাহা হইলে আমার
প্রার্থনা এই যে, আপনি এই স্থানে সদা সন্নিহিত
হউন । আপনার প্রসাদ লাভ করিয়া জনগণ ভব-
দায় লোকে গমন করুক । হে দেবি ! ‘তাহাই
হইবে’ বলিয়া দেব দিবাকর সেই স্থানে অন্তর্হিত
হইলেন । পর্ণাদদ্বিজ ঐ স্থানে তাঁহার আরাধনা

ভাদ্রপদে মাসে ষষ্ঠ্যাং স্নানং সমাচরেৎ । পর্ণাদিত্যাঃ
ততঃ পশ্চৈব স দুঃখমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ গোশতস্ত
প্রয়াগে তু সম্যগ্দ্দন্তস্ত যৎকলম্ । তৎকলং
লভতে বর্ষ্যঃ পর্ণাদিত্যস্ত দর্শনাৎ ॥ ১০ ॥ যে
সেবন্তে মহাকূর্টং পাক্সলাঞ্চ বিচর্চিকাঃ । পর্ণাদিত্যাং
ন জানন্তি নুনং তে মন্দবুদ্ধয়ঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পর্ণাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকমকান-
ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫৯ ॥

ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈয়হাদেবি তেবাং
সিন্ধেশ্বরং পরম্ । উত্তৈশ্চব পশ্চিমে ভাগে সিন্ধেঃ
সংস্থাপিতঃ পুরা ॥ ১ ॥ সিদ্ধা নাম সুরাঃ পূর্বঃ
তজাগত্য বরাননং । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাসুঃ সিদ্ধার্থং
সর্ববজ্রম্ ॥ ২ ॥ ততস্তষ্টৌ মহাদেবি তেবাং দৃষ্টৌ
তপো মহৎ । অগ্নিমাদিকৈমৈশ্বর্যং তেবাং সর্বং দদৌ
শিবঃ ॥ ৩ ॥ অত্রবীদত্র মে নিত্যং সান্নিধ্যঞ্চ
ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ চৈত্রশুক্রচতুর্দশ্যাং যোহত্র মাং
পূজয়িষ্যতি । স যান্ততি পরং স্থানং প্রসাদান্নম পূণ্য-

করিতে লাগিলেন । ভাদ্রমাসীয় ষষ্ঠীতিথিতে ঐ
স্থানে স্নান করিতে হয় ; স্থানান্ত্রে পর্ণাদিত্যকে
দর্শন করা কর্তব্য । ইহাতে মানব দুঃখ প্রাপ্ত
হয় না । প্রয়াগে শত গোদানের যে কল, পর্ণাদিত্য-
দর্শনে সেই কল হইয়া থাকে । যাহারা মহাকূর্ট,
পাক্সলা, ও বিচর্চিকাদি রোগ দ্বারা পীড়িত, নিশ্চয়ই
তাহারা পর্ণাদিত্য দর্শন করে নাই, বলিতে
হইবে । ১—১১ ।

উনষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫৯ ।

ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সিন্ধেশ্বর দেবসমীপে গমন করিবে । এই দেব
পূর্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে অবস্থিত ; দেবগণ ইহার
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । পূর্বে সিদ্ধ নামক সুরগণ
সর্ব বজ্রসিদ্ধির নিমিত্ত ঐ স্থানে থাকিয়া লিঙ্গ
স্থাপন করেন । ইহাতে শিব তাঁহাদের প্রতি তুষ্ট
হইয়া অগ্নিমাদি অষ্টৈশ্বর্য প্রদান করেন এবং বলিয়া
দেন,—এই স্থানে আমার নিত্য সান্নিধ্য হইবে ।
শুক্রা চতুর্দশীতে যাহারা আমার এই স্থানে পূজা ।

কৃত ॥ ৫ ॥ এবমুক্তাথ ভগবান্ জগামাদর্শনং ততঃ ।
সিদ্ধাশ্চৈব তদাগত্য পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
যন্তমারাধয়েন্তুজাঃ সংসিদ্ধিঃ লভতেহদ্ভুতাম্ ।
ঐপ্সিতাঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠে তস্মাত্তঃ পূজয়েৎ সদা ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সিন্ধেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষষ্ঠ্যধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬০ ॥

একষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছৈয়হাদেবি যত্র শুক্ল-
মতী নদী । মধ্যাদার্থং সমানীতা ক্ষেত্রশাস্ত্রো চ
শত্ৰুনা ॥ ১ ॥ তন্ত্বেব দক্ষিণে ভাগে সর্বপাপপ্রণা-
শিনা । তস্মাৎ স্নাত্বা চ বৈ সম্যগ্ণ্যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
নরঃ । স পিতৃস্তারয়েৎ সর্বান্নরকারাজ সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
বৈশাখে শুক্রপক্ষে তু তৃতীয়ায়ঞ্চ ভামিনি ।
স্নাত্বা তু তর্পয়েন্তুজাঃ তিলদর্ভজলৈঃ প্রিয়ে । শ্রাদ্ধং
কৃতং ভবেত্তেন গজায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শুক্লমতীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকষষ্ঠ্য-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬১ ॥

করিবে, তাহারা আমার প্রসাদে পরম পদ লাভ
করিবে । এই কথা বলিয়া দেবদেব অদৃষ্ট হই-
লেন । সিদ্ধগণ কিন্তু ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহার
পূজা করিতে লাগিলেন । যে জন ভক্তিপূর্বক
তাঁহার আরাধনা করে, সে অলৌকিক ঐপ্সিত
সিদ্ধি, লাভ করিয়া থাকে । অতএব সকলেরই
তাঁহার পূজা করা কর্তব্য । ১—৭ ।

ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
মানব ! শুক্লমতী নদীতে গমন করিবে । ভগ-
বান্ শুক্ল ক্ষেত্রের শান্তি ও সৌম্য বিধানের জন্ত
এই নদী আনয়ন করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত
লিঙ্গের দক্ষিণে এই সর্বপাপপ্রণাশিনী নদী
বিরাজিতা । এই নদীতে স্নান করিয়া যে নর
শ্রাদ্ধাচরণ করে, সে পিতৃলোকদিগকে নরক হইতে
উদ্ধার করে, সংশয় নাই । শুক্রপক্ষীয়া বৈশাখী
তৃতীয়ায় যে জন ঐ নদীতে স্নান, কুশ-তিল-জল

দ্বিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বরাহং
তত্র সংস্থিতম্ । গোপদাদক্ষিণে ভাগে স্থিতং
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ একাদশ্চাং সিতে পক্ষে যন্তুং
পূজয়তে নরঃ । স মুক্তঃ পাতকৈঃ সর্কৈর্গচ্ছেদ্বিষ্ণু-
পদং মহৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বরাহস্বামিমহাশাস্ত্রাবর্ণনং নাম দ্বিষষ্ঠ্য-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬২ ॥

ত্রিষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ছায়ালিঙ্গ-
মিতি শ্রুতম্ । উত্তরে স্তম্ভমত্যাশ্চ বহ্ন্যাশ্রয়ঃ
মহৎ ফলম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে
পঞ্চপাতকৈঃ । সার্কিষাদশহস্তং তু যোজনত্রিতয়েন
তু । ন পশ্যন্তি মহাদেবি পাপিষ্ঠা যে তু মানবাঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে ছায়ালিঙ্গমহাশাস্ত্রাবর্ণনং নাম ত্রিষষ্ঠ্য-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৩ ॥

দ্বারা তর্পণ, ও শ্রদ্ধা করে, তাহার গঙ্গায় শ্রদ্ধা
করার ফল হয় । ১২ ।

একষষ্ঠ্যধিক দ্বিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
তদ্রত্য বরাহসমীপে গমন করিবে । এই পাপ-
প্রণাশন বরাহ গোপদেব দক্ষিণে অবস্থিত । যে
ব্যক্তি সিতপক্ষীয় একাদশীতে তাহার পূজা করে,
সে সর্ক পাতকমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে । ১২
দ্বিষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
ছায়ালিঙ্গ সমীপে গমন করিবে । এই ছায়ালিঙ্গ
স্তম্ভমতীর উত্তরে অবস্থিত । এই লিঙ্গ বহু
আশ্রয় এবং মহাফলপ্রদ । এই লিঙ্গ দর্শন
করিলে নানাবিধ পাতক হইতে মুক্তিলাভ

চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতা দেবি শুকা
পাতকনাশিনী । ঋষীগাং সংস্থিতির্ভিন্ন সিদ্ধানাং
পুণ্যচেতসাম্ ॥ ১ ॥ তত্র গঙ্গা মহাদেবি শুকাং যঃ
পশ্যতে নরঃ । স মুক্তঃ সর্কশাপেভ্যাশ্চাল্লোষণকলং
লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নন্দিনীশুকামহাশাস্ত্রাবর্ণনং নাম
চতুঃষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ঐশাস্ত্রাং
দিশি সংস্থিতাম্ । দেবীং কনকনন্দায়াং সর্ককাম-
ফলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তত্র শুক্লভূমীয়াং চৈত্রে মাসি
বিধানতঃ । যাত্রাং কুর্ধ্যাচ্চ মতিমান্ সর্ককাম-
মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনকনন্দামহাশাস্ত্রাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ষষ্ঠ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৫ ॥

করে । সার্কিষাদশহস্তাধিক যোজনত্রিতয় হইল
এই লিঙ্গের পরিমাণ । ১২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৩ ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি । পূর্বোক্ত স্থানেই
মহাপাতকনাশিনী শুকা আছে । পুতচেতা সিদ্ধ
ও ঋষিগণ এই স্থানে বাস করিতেন । ঐ তীর্থে
স্নান করিয়া যে মানব শুকা দর্শন করে, সে সর্ক-
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চালায়ণ ফল
প্রাপ্ত হয় ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৪ ।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর পূর্বোক্ত
স্থানের ঐশানদিকস্থিত সর্ককামফলপ্রদ দেবী
কনকনন্দাসমীপে গমন করিবে । বিধিযুক্ত ব্যক্তি
চৈত্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে ঐ স্থানে যাত্রা

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি কুন্তীশ্বর
মহুত্তমম্ । শরভস্থানতঃ পূর্বে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কুন্তীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি স্থানং
গঙ্গাপথেতি চ । যত্র গঙ্গা মহাশ্রোতা গঙ্গেশ্বরঃ
শিবস্তথা ॥ ১ ॥ সমুদ্রগামিনী দেবি সা গঙ্গা পাপ-
নাশিনী । উত্তানেতি ভূবি খ্যাতা নদী ত্রৈলোক্য-
ভূষণা ॥ ২ ॥ তত্র পুত্রা মহাদেবি গঙ্গেশং যন্ত
পূজয়েৎ । মুক্তঃ শ্রাংপাতকৈর্গোবৈরশ্বমেধায়ুতঃ
লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গঙ্গাপথগঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৭ ॥

করিবেন, এরূপ করিলে সর্ব কামফল লাভ
হয় ॥ ১২ ॥

পঞ্চষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৫ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কুন্তীশ্বর সমীপে গমন করিবে । এই কুন্তীশ্বর-
দেব শরভ স্থানের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত ।
ইহাকে দেখিয়া মানব সর্বপাতক হইতে মুক্তি
লাভ করে । ১—৩ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৬ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
গঙ্গাপথে গমন করিবে । এই স্থানে মহাশ্রোতা
গঙ্গা ও গঙ্গেশ্বর শিব আছেন । গঙ্গাদেবী পাপ-
নাশিনী, সমুদ্রগামিনী, এবং ত্রৈলোক্যের ভূষণ-
শরুপা । ইনি ছুতলে উত্তানা বলিয়া বিখ্যাতা ।
এই তীর্থে গ্নান করিয়া যে ব্যক্তি গঙ্গেশ্বরের পূজা

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি চমসো-
দ্ভেদমুত্তমম্ । যত্র ব্রহ্মাকরোৎসজঃ বর্ষাণামযুজঃ
প্রিয়ে ॥ ১ ॥ চমসৈঃ পীতবস্ত্রে সোমঃ দেবা
মহর্ষয়ঃ । চমসোদ্ভেদনামেতি তেন খ্যাতং বরা-
তলে ॥ ২ ॥ তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং পিণ্ডদানং দদাতি
যঃ । গয়াকোটিলিং পুণ্যং বৈশাখ্যাং প্রাপুয়াম্বরঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চমসোদ্ভেদমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
ষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬৮ ॥

একোনসপ্ত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি বিহর-
শ্রাশ্রমং মহৎ । যত্রাকরোত্তপো রৌদ্রঃ বিহরো
ধর্ম্মমুর্তিমান ॥ ১ ॥ প্রতিষ্ঠাণ্য মহাদেবঃ লিঙ্গং
জিভুবনেশ্বরম্ । তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি সর্কান-
কামানবাণুয়াৎ ॥ ২ ॥ বিহরাট্টালকং নাম গণগন্ধর্ব্ব-

করে, সে সর্ব পাতক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া
অমৃত অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৭

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিবে । এই স্থানে ভগ-
বান্ অধুতবৎসরবাপী যজ্ঞ করেন । মহর্ষিগণ
ও দেবগণ এইখানে চমস দ্বারা সোমপান করি-
য়াছিলেন, এই জন্তই এই স্থানের নাম হইয়াছে—
চমসোদ্ভেদ । যাহারা বৈশাখী পূর্ণিমায় অত্রত্য
সরস্বতী নদীতে গ্নান করিয়া পিণ্ডদান করে,
তাহারা গয়াশ্রদ্ধের কোটিলিং ফল প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টষষ্ঠ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৮

ঊনসপ্ত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! যেখানে ধর্ম্মমুর্তি
বিহর জিভুবনেশ্বর মহাদেবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক
ঘোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর মানব সেই
পবিত্র বিহরাশ্রম তীর্থে গমন করিবে । অত্রত্য
শঙ্করলিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের সকল কামনা

সেবিতম্ । দ্বাদশস্থানকং স্থানং নাল্লপুণোর
লভ্যতে । ৩ । নাবৰ্ণং তবেত্ত্ব কদাচিদপি
পাশ্যতি । লিঙ্গানি তত্র দিব্যানি পশ্চৎপাপোপ
শান্তয়ে । ৪ ।

ইতি লীলাদে বিতরাশ্রমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন
সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৬৯ ।

সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি যত্র
প্রাচী সরস্বতী । তত্র স্থানে স্থিতং লিঙ্গং মল্লীশ্বর-
মিতি শ্রুতম্ । ১ । তস্তোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি
সৰ্পপাতকনাশিনীম্ । শূন্যদেবি মহাভাগে হ্যশ্চধ্যাং
যদভূৎপুত্রা । ২ । ঋষির্ষকণকো নাম স তেপে
পরমং তপঃ । প্রাচীমেতা যতাহারো নিত্যং স্বাধ্যায়-
তৎপরঃ । ৩ । বহুবর্ষসহস্রাণি তস্তাতীতানি ভামিনি ।
কশ্চচিৎকালস্ত বিদ্বাদস্ত বরাননে । ৪ । করাচ্ছা-
রসো জাতঃ কুশাগ্রেনেত নঃ শ্রুতম্ । স তং
দৃষ্ট্বা মহাশ্রদ্ধাং বিশ্বয়ঃ পরমং গতঃ । ৫ । মেনে
সিদ্ধিঃ পরাঃ প্রাপ্তো হর্ষাননৃত্যমথাকরোৎ । তস্মিন

পূর্ণহয় । বিদ্যুট্টালক নামক নাগ-গন্ধর্ব-সেবিত
এই স্থান অল্পপুণোর লভ্য নহে । এখানে কদাচ
অনাবৃষ্টি হয় না । মানব পাপশান্তির জন্ত অত্র
দিব্য লিঙ্গ সকল দর্শন করিবে । ১—৪ ।

উনসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬৯ ।

সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—মহাদেবি । যেখানে প্রাচী
সরস্বতী প্রবহমাণা, সেই স্থানে মল্লীশ্বর নামক এক
শঙ্খলিঙ্গ আছে । মানবগণ এই স্থানে গমন
করিবে । এই লিঙ্গের সর্ষা ১১ তকনাশি । ১ উৎপত্তি
কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । একথা অতি আশ্চর্য্য-
জনক । পূর্বে মল্লপক নামে এক ঋষি ছিলেন ।
তিনি অত্যন্ত তপস্বী করেন । যতাহার ৩ স্বাধ্যায়-
তৎপর হইয়া তিনি প্রাচী সরস্বতীতীরে তপস্বী
করিতেন । এই তপস্যায় তাঁহার বহু সহস্র বৎসর
অতীত হইয়া যায় । আমরা শুনিয়াছি যে একদা
কুশাগ্র দ্বারা মুনিবরের হস্ত বিদ্ধ হইলে ঐ বিদ্ধ
স্থান হইতে শাকরস নির্গত হয় । তিনি তদদর্শনে
বিস্মিত হইয়া মনে করেন,—আমি পরমসিদ্ধিলাভ

সমন্বৃত্যমানে চ জগৎস্বাবরজ্জন্মম্ । ৬ । অনন্ত
বয়োরোহে প্রভাবাত্তস্ত নৈ মূনেঃ । ততো দেবা
মহেন্দ্রাদ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরুষসরাঃ । উচুঃপুত্রহস্তারং
নাথঃ নৃতোঽথা কুরু । ৭ । চলিতাঃ পরিতাঃ
স্থানাত্শ্রুতিতো মকরালয়ঃ । ধরণী পণ্ডশো দেব-
পুষ্কাস্ত নিধনং গতাঃ । ৮ । উৎপথাস্ত মহানদো
গ্রহা উন্ন্যাসংস্থিতাঃ । ত্রৈলোকাং ব্যাকুলীভূতঃ
যাবৎপ্রাপ্তোতি সংক্ষমম্ । ৯ । ভাবিন্নবারয়শ্চেনঃ
নাত্তঃ শক্তো নিহারণে । ১০ । স তথোত প্রতি-
জ্ঞায় গতা তস্ত সমীপতঃ । দ্বিজরূপং সমাস্বায়
তমুযিঃ বাক্যমববীৎ । ১১ । কো হর্ষবিষয়ঃ
কস্মাৎস্বৈতননৃত্যতে দ্বিজ । তস্মাৎকাথ্যং বদাত্ত
ঋ পরঃ কোতুঃলং হি নঃ । ১২ । ঋষিকবাচ ।
কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন করাচ্ছাকরসং চ্যুতম্ ।
অতএব হি মে নৃত্যঃ সিদ্ধোহস্মৈ নীত্র সংশয়ঃ । ১৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । তস্তা তদচনং শ্রুত্বা ভগবাঃস্থিপুরা-
ন্থকঃ । অঙ্গুষ্ঠং হাত্যামাস অঙ্গুলাগ্রেণ ভামিনি ।

করিয়াছি । এই মনে কাঁবরা তিনি আনন্দে নৃত্য
করিতে থাকেন । তৎপ্রভাবে তাঁহার নৃত্যে এই
স্বাবর-জন্মমায়ক সমস্ত জগৎই নৃত্য করিতে
থাকে । ইহা দেখিয়া ব্রহ্মবিষ্ণুপুরুষ ইন্দ্রাদি
দেবগণ হ্রিপুরহর হৃদয়ে বলিলেন,—হে দেব !
যাহাতে তিনি নৃত্য না করেন, আপনি তাহা
করুন । দেখুন, পশ্চত চালিত—মকরালয়
শ্রুতিত—ধরণী পণ্ডিত—দেবপাদপ নিধন প্রাপ্ত
—মহানদী সকল উৎপথগত এবং ত্রৈলোক্য
ব্যাকুলীভূত হইয়াছে । ৭ চলি বিনষ্ট না হইতে
হইতে আপনি মুনিবরের নৃত্য হইতে নিবারণ
করুন, আপনি ব্যতীত অত্র কেহই আর তাঁহাকে
নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন । দেবগণ এই কথা
বলিলে দেবদেব ‘তথাক্ত’ বাক্যে তাঁহাদিগকে তুষ্ট
করিয়া দ্বিজরূপ দারণপূর্বক ঋষিসমীপে উপস্থিত
হইয়া বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আপনার এত হর্ষের
কারণ কি ? নৃত্য করিতেছেন কেন ? বলুন, আমার
অত্যন্ত কোতুহল জন্মিয়াছে । ঋষি বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন ! আপনি দেখিতেছেন না যে, আমার হস্ত দিয়া
শাকরস নির্গত হইতেছে, এই জন্তই নৃত্য করি-
তেছি, আমি যে সিদ্ধ হইয়াছি, ইহাতে আর কোন
সংশয় নাই । ভগবন ত্রিলোচন তাঁহার এতাদৃশ বাক্য
শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলাগ্রে স্বায় অঙ্গুষ্ঠ তাকন করি-

১৪। ততো বিনির্গতঃ ভস্ম তৎকণাঙ্কিমপাণ্ডুরম্ ।
অথাত্রবীং প্রহন্তেনং ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥ ১৫ ॥
পশু মেহস্মৃষ্টতো ব্রহ্মন্ ভূরি ভস্ম বিনির্গতম্ । ন
নৃত্যোহহং ন মে হর্ষস্তথাপি মুনিসন্তম ॥ ১৬ ॥
তদ্বদ্বী শ্রুতমহাস্বর্ঘ্যঃ বিশ্বয়ঃ পরমং গতঃ । অত্রবীং
প্রাঞ্জলিভূত্বা হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ১৭ ॥ নাস্তং দেব-
মহং মস্তে হ্যং মুক্তা বৃষভধ্বজম্ । নাস্তস্য বিদ্যাতে
শক্তির্দ্রৌণী ধরণীতলে ॥ ১৮ ॥ ভগবান্নবাচ ।
জাতোহস্মি মুনিশাঙ্গলি হুয়া বেদবিদ্যাং বর । বরং
বরয় ভদ্রঃ তে নিত্যং যন্ননসেপি তম্ ॥ ১৯ ॥
ঋষিরুবাচ । প্রসাদাদ্বেদেবস্ত নৃত্যেন মহতা
বিভো । যথা ন স্তাস্তপোহানিস্তথা নীতিবিন্দীয়-
তাম্ ॥ ২০ ॥ শম্ভুরুবাচ । তপস্তু বর্দ্ধতাং বিপ্র
মৎপ্রসাদাং সহস্রধা । প্রাচীমস্বিহ বৎসামি হুয়া
সাক্ষিমহং সদা ॥ ২১ ॥ সন্ন্যস্তী মহাপুণ্যা ক্ষেত্রে
চাম্মিন বিশেষতঃ । সন্ন্যস্ত্যন্তরে তৌরে যন্ত্যজ্ঞে-
দাত্তানন্তম্ ॥ ২২ ॥ প্রাচীনে হ্যবিশাঙ্গলি ন চেহা-
গচ্ছতে পুনঃ । আপ্লুতো বাজিমেধস্ত ফলং
প্রাপ্নোতি পুঙ্কলম্ ॥ ২৩ ॥ নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ
শোষয়ন দেহমাত্মনঃ । জলান্না বায়ুভক্ষাঃ পর্ণা-
হারাস্ত তাপসাঃ । তথা চ স্বণ্ডিলশয়া যে চাস্তে

নিয়তাঃ পৃথক্ ॥ ২৪ ॥ যে স্নানমাচরিষ্যন্তি তৌর্থে-
হস্মিরিয়মাষিতাঃ । তে যান্তি পরমাং সিদ্ধিং ব্রহ্মণ-
পরমং পদম্ ॥ ২৫ ॥ অস্মিন্তৌর্থে তু যো দানঃ
ক্ৰটিমাত্রঞ্চ কাঞ্চনম্ । দদাতি দ্বিজমুখ্যায় মেক-
তুলাং ভবেৎ কলম্ ॥ ২৬ ॥ অস্মিন্তৌর্থে তু যে
শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তীহ মানবাঃ । একবিংশৎকুলা-
পেতাঃ স্বর্গং যান্তস্তি তে ক্রবম্ ॥ ২৭ ॥ পিতৃণাং
বল্লভং তীর্থং পিণ্ডেনৈকেন তর্পিতাঃ । ব্রহ্মলোকং
গমিষ্যন্তি স্পৃশ্যেণেহ তারিতাঃ ॥ ২৮ ॥ ভূম্যচাস্ত্যং
প্রযচ্ছন্তি মোক্ষমার্গং ব্রজন্তি তে ॥ ২৯ ॥ অত্র যে
শুভকর্মাণঃ প্রভাসন্থাঃ সন্ন্যস্তীম্ । পশুন্তি তেহপি
যান্তস্তি স্বর্গলোকং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥ যে পুনস্তত্র
ভাবেন নরাঃ স্নানপরায়ণাঃ । ব্রহ্মলোকং সমা-
সাদ্য তে রমিষ্যন্তি সর্বদা ॥ ৩১ ॥ দধি প্রদদ্যাদ্যো-
হপীহ ব্রাহ্মণায় মনোরমম্ । সোহপ্যরিলোকমাসাদ্য
ভূক্তেভ্য ভোগান্ সুশোভনান্ ॥ ৩২ ॥ উর্ণাপ্রাবরণং
যোহপি তক্ত্যা দদ্যাদ্ভিজোত্তমে । সোহপি যাতি
পর্যং সিদ্ধিং মর্ত্যৈরষ্টৈঃ সুহৃদভাম্ ॥ ৩৩ ॥ যে
গত্র মলনাশায় বিশেষদুর্শ্মানবা জলম্ । গোপ্রদান-
কলং তেষাং সুখেন কলমাদিশেৎ ॥ ৩৪ ॥ ভাবেন

তপস্তা করিবে; নিয়ত স্বণ্ডিলশায়ী হইবে এবং
নিত্য স্নানোচরণ করিবে, তাহার পদম সিদ্ধি ও
ব্রহ্মলোক লাভ করিবে। এই তীর্থে যে ব্যক্তি
ক্ৰটি মাত্র কাঞ্চন বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে দান করিবে,
তাহার মেকদানতুল্য ফলাভ হইবে। ১—২৬।
এখানে যাহারা শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের এক-
বিংশতি কুল স্বর্গে গমন করিবে। এই তীর্থ পিতৃ-
গণের অতীব প্রিয়; যেহেতু তাহাদের পুত্র প্রদত্ত
সজ্জাত্য একটিমাত্র পিণ্ড দ্বারা ইহারা তৃপ্তিলাভ
করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। এই
তীর্থে যাহারা অন্নদান করেন, তাহাদের মোক্ষলাভ
হয়। যে শুভকর্ম্ম ব্যক্তিগণ এই স্থানে সন্ন্যস্তী
দেবীকে দর্শন করে, তাহারা স্বর্গলোকে গমন
করিয়া থাকেন। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এখানে স্নান
করে, তাহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ক্রীড়া
করে। যে ব্যক্তি এখানে বিপ্রকে উত্তম দধি
দান করে, সে অগ্নিলোক প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ
সকল উপভোগ করে। যাহারা উকীয় প্রাবরণ
দান করে, তাহারা অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
যে সকল মানব পাপনাশের জন্ত এই তীর্থজলে
প্রবেশ করে, গোপ্রদানকল তাহাদের সুখকর হয়

লেন, তাহাতে তাহা হইতে হিমপাণ্ডুর ভস্ম নির্গত
হইল। তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—আমার অস্মৃষ্ট
হইতে ভস্ম নির্গত হইল; কিন্তু তথাপি আমি নৃত্য
করিতেছি না; আমার হর্ষও হয় নাই। মুনিস্বর
তদ্বদ্বীর্ষ্যে বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, হে দেব!
আপনি নিশ্চয় বৃষভধ্বজ; ধরণীতলে আপনি
ব্যতীত কোং দেবতারই আর এরূপ শক্তি নাই।
ভগবান্ বলিলেন, হে বেদবিৎপ্রবর! আপনি যখন
আমাকে জানিতে পারিয়াছেন; তখন অভিলষিত
বর প্রার্থনা করুন। ঋষি বলিলেন,—হে দেব!
এই মহানৃত্য হইতে যাহাতে আমার তপোবিস্র
না হয়, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা করুন। শম্ভু
বলিলেন,—হে বিপ্র! আমার প্রসাদে আপনার
তপস্তাবৃদ্ধি হইবে; আমি এই প্রাচীসমীপে আপ-
নার সহিত বাস করিব। এই ক্ষেত্রে পুণ্যা সন্ন্য-
স্তী বিদ্যাজ্ঞান। ইহার উত্তর তীর্থে যাহারা
ভুক্ত্যাগ করিবে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে আর জন্ম
গ্রহণ করিতে হইবে না। অপিচ তাহারা বাজিমেধ
যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। যাহারা ঐ তীর্থে নিয়মোপ-
বাস দ্বারা দেহশুদ্ধ করিবে; জল-পত্র-বায়ু ভক্ষণে

দ্বিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তত্রৈব সংস্থিতং পশ্চৎ প্রাচী-
দেব্যাক্ষ সন্নিধৌ । লিঙ্গত্রয়ং সমাপ্যাতঃ ত্রিপুরাণাঃ
মহাশ্যনাম্ ॥ ১ ॥ বিদ্যাম্বালী তারকাখ্যঃ কপোলাখ্য-
স্তথৈব চ । তৈশ্চ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ত্রিপুরলিঙ্গত্রয়মাংশাবর্ণনং নাম
দ্বিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃগাদেবি যগুতীর্থ-
মমুত্তমম্ । সৰ্গপাপোপশমনং সৰ্গকামকলপ্রদম্ ॥
১ ॥ তন্মোৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধৈকমণাঃ শ্রিয়ে ।
পুরা পঞ্চশিরা আসীদব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২ ॥
শিরস্তস্ত ময়া ছিন্নং কাম্বিন্দিং কারণান্তরে । তত্র
গন্ধবতী জাতা ব্রহ্মণঃ সা চ শোণিতৈঃ ॥ ৩ ॥ তত্রো-
দাতা মহাতালান্তেন তালবনং স্মৃতম্ । অথ কর-
তলে লগ্নং কপালং ব্রহ্মণো মম ॥ ৪ ॥ শরীরং
কৃকতাং যাতং মম চৈব বৃষস্ত চ । অথ তীর্থান্তেন-

দ্বিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! পুরোক্ত স্থানেই
প্রাচী দেবীসন্নিধানে মগায়া ত্রিপুরগণের প্রতিষ্ঠিত
বিখ্যাত তিনটি লিঙ্গ আছে, মানবগণ ভীতাদিগকে
দর্শন করিবে । ত্রিপুরত্রয়ের নাম—বিদ্যাম্বালী,
তারক ও কপোল । ইহাদের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গত্রয়
দর্শন করিলে সৰ্গপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১।২ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭২ ।

ত্রিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
যগুতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ সৰ্গপাপোপ-
শমন ও সৰ্গকামকলপ্রদ । এই তীর্থের উৎপত্তি-
বিবরণ বলিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ কর । পূর্বে
লোকপিতামহ ব্রহ্মার চারিটি মস্তক ছিল । আমি
কোন কারণবশতঃ তন্মধ্যে একটি ছেদন করি । ঐ
সময় প্রভূত শোণিত ঝাব হয় ; ঐ শোণিতে গন্ধবতী
নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল । তথাই বহুসংখ্যক মহা-
তালবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান ‘তালবন’
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । ব্রহ্মকপাল আমার
করলগ্ন হওয়াতে আমি আর আমার বৃষটি আমার

কানি গতোহহং পাপশঙ্কয়া ॥ ৫ ॥ ন কচিদব্রজতে
পাপং ততঃ প্রভাসমাগতঃ । কেদ্রে তত্র ময়া দৃষ্টা
প্রাচী দেবী সরস্বতী ॥ ৬ ॥ তত্র মে বৃষতঃ শ্মাতুঃ
প্রবিষ্টৌ জলমধ্যতঃ । তৎকর্ণাভ্যুততাং প্রাণৌ
মুকোহহমপি হতয়া ॥ ৭ ॥ করমধ্যে চ মে লগ্নং
কপালং পতিতং তদা । কপালমোচনশাসৌ লিঙ্গ-
রূপী স্থিতোহভবৎ ॥ ৮ ॥ তত্রাপি যো দদেজ্জ্বলং
প্রাচীদেব্যাক্ষ সন্নিধৌ । মাতৃকং পৈতৃকং চৈব
তৃপ্তং কুলশতং তথা ॥ ৯ ॥ ভবেচ্চ তন্ত তৃপ্তি-
য়াবৎ কল্লাপ্ত সপ্ততিঃ । মাস আশ্বযুজে দৌবি কৃষ্ণ-
পক্ষে চতুর্দশী । তত্র দদ্যাতু যঃ শ্রদ্ধং দক্ষিণামুর্তি-
মাম্রিতঃ ॥ ১০ ॥ যথাবিত্তোপচায়েন সুপাত্রে চ যথা-
বিধি । যাবদ্যুগসহস্রস্ত তৃপ্তাঃ স্যুস্তে পিতামহাঃ ॥
১১ ॥ অগ্নঃ সুবর্ণদানঞ্চ দধিকহলমেব চ । তত্র দেয়ঃ
বিধানেন সৰ্গপাপোপশঙ্কয়ে ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণরূপো বৃষো
দেবি যদা বেতস্বমাগতঃ । যগুতীর্থমিতি ধ্যাতঃ
তেন ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে যগুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রিসপ্তত্যা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৩ ॥

উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলাম । তখন আমি
পাপাশঙ্কায় বহু তীর্থক্ষেত্রে গমন করিলাম ;
কিন্তু কোন তীর্থেই আমার পাপ বিনষ্ট হইল
না ; অবশেষে আমি প্রভাসে উপনীত হইলাম ।
প্রভাসে আসিয়া প্রাচীদেবীকে দর্শন করিলাম ।
আমার বৃষ স্থান করিবার জন্ত সরস্বতী-জলে
প্রবেশ করিয়া তৎকর্ণাৎ বেতবর্ণ হইল । আমিও
ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইলাম । আমার করলগ্ন ব্রহ্মকপালও
পতিত হইল । আমি লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া
কপালমোচন নামে ঐ স্থানে অবস্থান করিলাম ।
এই স্থানে প্রাচীদেবীর সন্নিধানে যে মানব
পিতামহের শ্রদ্ধা প্রদান করে, তাহার পিতা-
মাতার শতকুল উদ্ধার হয় । আর সে নিজেও
সপ্ততি কল্প পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে
আগ্নি মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে যে মানব এই স্থানে
দক্ষিণাভিমুখে শ্রদ্ধা প্রদান করে সহস্রযুগকাল
পর্যন্ত তাহার পিতামহগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন ।
সৰ্গ পাপ বিমুক্তির নিমিত্ত এই স্থানে অগ্ন সুবর্ণ দান
ও দধিকহল দান আচরণ করা কর্তব্য । হে দেবি !
আমার কৃষ্ণরূপী বৃষটি এই স্থানে শুক্লবর্ণ হইল বলিয়া
ইহা যগুতীর্থ নামে ত্রৈলোক্যপূজিত হইল । ১-১৩।

ত্রিসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭৩ ।

চতুঃসপ্তত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি স্বর্ঘ্য-
প্রাচীং মহাপ্রভাৎ । সর্বপাপোপশমনীং সর্বকাম-
কলপ্রদাম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নাত্বা মহাদেবি মূঢ়তে
পঞ্চপাতকৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্বর্ঘ্যপ্রাচীমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম চতুঃসপ্ত-
ত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায় ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবঃ
চব ত্রিলোচনম্ । ঋষিতীর্থসমীপে তু সন্নিপাতক-
নাশনম্ । শুদ্ধমত্মান্তরে কুল ঋষিভিঃ পূজিতং পুণ্য
ত্রিনেত্রা মৎস্তকা যত্র জলং স্ফটিকসরিভম্ । তত্র
স্নাত্বা নরো দেবি মূঢ়তে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপক্ষে
চতুর্দশ্যাং মাসে ভাদ্রপদে তথা । উবাসং তু
কুব্জীত রাজৌ জাগরণং তথা ॥ ৩ ॥ প্রাতঃ শ্রাদ্ধং
প্রকুব্জীত বিধিবৎপূজয়েচ্ছিবম্ । ক্রুদ্রলোকে
বসেদেবি বর্ষণামযুতজয়ম্ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ত্রিনেত্রেশ্বরমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম পঞ্চ-
সপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৫ ॥

চতুঃসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে মহাদেবি! অতঃপর
মানব মহাপ্রভা স্বর্ঘ্যপ্রাচীসমীপে গমন করিবে।
স্বর্ঘ্যপ্রাচী, সর্ব পাপের শমনী ও সর্বকামকল-
প্রদা। এই তীর্থে স্নান করিয়া নর পঞ্চ পাতক
হইতে মুক্তি লাভ করে। ১। ২।

চতুঃসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৪।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব-
গণ ঋষিতীর্থসমীপে ত্রিলোচনসন্নিধানে গমন
করিবে। এই তীর্থ সর্ব পাতকনাশন; ইহা শুদ্ধ-
মতীর উত্তরকূলে অবস্থিত। ঋষিগণ সর্বদাই
এই তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। এই তীর্থ-
সলিলে ত্রিনেত্র মৎস্ত সকল বিচরণ করে, ইহার
জল দেখিতে ঠিক স্ফটিকের স্তায়। নরগণ এই
স্থানে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসীয় কৃষ্ণা চতু-

ষট্ সপ্তত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ঋষি-
তীর্থস্থ সন্নিধৌ । কামিকং হি পয়ঃ ক্ষেত্রং
দেবিকানাং নামতঃ ॥ ১ ॥ মহাসিন্ধিবনং তত্র
ঋষিসিদ্ধসমাবৃতম্ । নানাঙ্জমলতাকৌর্ণং পর্বতৈরুপ-
শোভিতম্ ॥ ২ ॥ চম্পকৈরুৎকলৈর্দ্বৈব্যরশোতৈঃ
স্তবকৈঃ পটৈঃ । পুন্নাগৈঃ কিল্কিরাতৈশ্চ শূগন্ধৈ-
র্নাগকেশরৈঃ ॥ ৩ ॥ মল্লিকোৎপলপুষ্পৈশ্চ পাট-
লাপারিজাতকৈঃ । চূতচম্পকপিত্তৈশ্চ শ্রীকলৈঃ
পনসৈস্তথা ॥ ৪ ॥ খজুরৈর্বদরৈশ্চাতৈশ্চাতুলিঙ্গৈঃ
সদাড়িমৈঃ । জম্বীরৈশ্চৈব দিবেশ্যৈশ্চ নারঙ্গৈরুপ-
শোভিতম্ ॥ ৫ ॥ শিখিভিঃ কোকিলাভিঃ গীঘমানং
তু ষট্ পদৈঃ । যুগৈশ্চ কন্দরৈশ্চ সিংহৈশ্চাতৈশ্চ
স্তথা পটৈঃ ॥ ৬ ॥ শাপদৈর্ষিবিধাকারৈঃ কন্দরৈ-
র্গহ্বরৈস্তথা । সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধৈর্ষক্ষগন্ধর্ব-
পন্নগৈঃ ॥ ৭ ॥ অপরোরগনাগৈশ্চ বহুভিঃ
সমাকুলম্ । কেচিৎ স্তবন্তি ঈশং তু কেচিৎপ্রাণ্তি

দশীতে যে মানব ঐখানে উপবাস ও জাগরণ করে;
প্রাতঃস্নান করে, এবং বিধিবৎ শিবপূজা করে, সে
অধুত বৎসর ক্রুদ্রলোকে বাস করিয়া থাকে। ১—৪।

পঞ্চসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৫।

ষট্ সপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
ঋষিতীর্থসন্নিধানে গমন করিবে। এই তীর্থ
কামপ্রদ এবং দেবিকা নামে প্রসিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে
মহাসিন্ধি বন নামে এক বন আছে। এই বন
ঋষিসিদ্ধসমাকুল; নানাঙ্জমলতাকৌর্ণ; পর্বতোপ-
শোভিত, চম্পক, অশোক, স্তবক, বকুল, পুন্নাগ,
কিল্কিরাত, নাগকেশর, মল্লিকা, উৎপল, পাটলা,
পারিজাত, চূত, চম্পক, কপিথ, শ্রীকল, পনস,
খজুর, বদর, মাতুলিঙ্গ, দাড়িম, জম্বীর ও নারঙ্গ
বৃক্ষে উপশোভিত; কোথাও শিখী, কোকিল,
ও ষট্ পদ সকল মনোহর রব করিতেছে; কোথাও
যুগ, ঋক্ষ, বরাহ, সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি শাপদগণ,
কোথাও কন্দর ও গহ্বর সকল অবস্থিত; এবং
কোথাও সুরাসুর গন্ধর্ব, কোথাও যক্ষ-রক্ষ
উরগ সিদ্ধ নাগ পন্নগ, ও কোথাও বহু অপরোহণ
বচরণ করিতেছে। তথায় কেহ ঈশ্বরের স্তব

করিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে; কেহ পুষ্প-
বৃষ্টি করিতেছে; কেহ মুখবাদন করিতেছে; কেহ
হাস্ত করিতেছে; কেহ হর্ষ প্রকাশ করিতেছে;
কেহ গর্জ্জন করিতেছে; কেহ উর্দ্ধবাহু হইয়
দণ্ডায়মান আছে, এবং কেহ বা ধ্যান করিতেছে।
হে দেবি! আমি ঐ স্থানে দেবিকাতটে উমাপতী-
পুত্র নামে অবস্থিত ছিলাম। যুগ, কল্প বা মন্বন্তরের
মধ্যে আমি কখন ঐ স্থান পরিত্যাগ করি না।
ঐ লোককুল্লভ স্থান অতিপবিত্র এবং উহা আমার
অত্যন্ত প্রিয়। আমি তোমার সহিত ঐ স্থানে
বাস করিয়াছিলাম। উমার (তোমার) সহিত
আমার দেহ যুক্ত ছিল বলিয়া আমি ঐ স্থানে
উমাপতি নামে খ্যাত হইয়াছি। তাজমাসে অমাব-
সায় যেজন ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, আমি
তাহার পুণ্য পার দেখিতে পাই না। তত্রত্য লিঙ্গ
দর্শনে সহস্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ অপগত হয়।
বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ স্থানে গো, হিরণ্য, বাস, দান
করিবেন। যে জন ঐ স্থানে গমন করিয়া পিতৃলোক-
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাকেই উত্তম পুত্র
বলা যায়, তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধের কদাচ ক্ষয় হয় না।

পিতরো রসায় গ্রাসাদ্যমভিমন্তয়েৎ ॥ ৮ ॥ তেজোহসি
 শুক্রমিত্যাজ্যং দধিক্রাবণেন বৈ দধি। কীরমাজ্যায়
 মন্ত্ৰেণ ব্যঞ্জনানি চ যানি তু ॥ ৯ ॥ তন্মাতাভোজ্যানি
 সর্বাণি মহানিস্লেণ দাপয়েৎ। সংবৎসরোনিয়ো
 মন্ত্ৰং জপ্ত্বা তেনোদকং দ্বিজঃ ॥ ১০ ॥ এবং
 সন্তোজ্য বৈ বিপ্রান্ পিণ্ডদানং তু দাপয়েৎ
 ইত্যনেন বিধানেন যন্তত্র শ্রাদ্ধকৃত্তবেৎ ॥ ১১ ॥
 তন্ত তৃপ্তান্ত পিতরো যাবদিশ্রাশ্চতুর্দশ। গয়াশ্রাদ্ধং
 বিনাপীহ গয়াশ্রাদ্ধকলং লভেৎ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দে ভূধরযজ্ঞবরাহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 সপ্তসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্মহাদেবি মূলস্থান-
 মিতি শ্রুতম্। দেবিকায়ান্তটে রম্যে ভাস্করং
 বারিতকরম্ ॥ ১ ॥ যত্রাতপন্তপো ঘোরং বাল্মীক-
 ণ্মুনিপুঙ্গবঃ। বাল্মীকিনামা বিপ্রর্ষিষত্র সিন্ধো
 মহামুনিঃ ॥ ২ ॥ যত্র সপ্তর্ষয়ো যুগ্মান্তেনৈব মুনিনা
 প্রিয়ে। ভাস্কর পশ্চিমে ভাগে মরীচিপ্রমুখা
 দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥ দেবীবাচ। কথং তু সিন্ধো বাল্মীকিঃ

শুভসংস্কৃত্ত হবিষা, ও অন্নাদি “তেজোহসি শুক্রম্”
 মন্ত্ৰে আজ্য, “দধিক্রাব” মন্ত্ৰে দধি, “কীরমাজ্যায়”
 মন্ত্ৰে সর্গ প্রকার ব্যঞ্জন, “মহানিস্লেণ” মন্ত্ৰে সমুদয়
 তন্মাতাভোজ্য এবং “সংবৎসরোনিয়ো” মন্ত্ৰে উদক
 অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।
 ব্রাহ্মণভোজনের পর পিণ্ডপ্রদান। যে ব্যক্তি এই-
 রূপ বিধানে উক্ত তীর্থে শ্রাদ্ধদান করে, তাহার
 পিতৃগণ চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল পর্য্যন্ত তৃপ্ত
 থাকেন। গয়া শ্রাদ্ধ না করিলেও এই তীর্থে গয়া
 শ্রাদ্ধের কল লাভ করা যায়। ১—১২।

সপ্তসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৭৭।

অষ্টসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর দেবিকার
 রম্যতটে মূলস্থানাখ্য ভাস্কর সমীপে গমন করিবে।
 ঐ স্থানে মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি তপস্তা করিয়া সিন্ধ
 হইয়াছিলেন। উহারই পশ্চিমভাগে মরীচিপ্রমুখ
 সপ্তর্ষি ঐ মুনির্ভর্যক যুগ্ম হন। দেবী কহিলেন,—

কথং চৌর্ধ্যোহকরোয়নঃ। কথং সপ্তর্ষয়ো যুগ্মা
 এতন্মৈ বদ শঙ্কর ॥ ৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ। আসীৎ
 পূর্কং দ্বিজো দেবি নায়া খ্যাতঃ শমীমুখঃ।
 গার্হস্থ্যো বর্তমানস্ত তস্ত পুত্রো ব্যাজয়ত। বৈশাখ
 ইতি নামাসৌ রৌদ্রকর্ম্মা ব্যাজয়ত ॥ ৫ ॥ যুগ্মেকাঃ
 শুক্রশুক্রাঃ নান্তং কিঞ্চিদমৌ দ্বিজঃ। অকরো-
 চ্ছোভনং কর্ম্ম দিবাপ্রভৃতি নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥ অথ
 কালেন মহতা পিতরৌ তস্ত ভৌ প্রিয়ে। বার্কক্য-
 ভাবমাপনৌ ভর্তব্যৌ তস্ত বিহ্বলৌ ॥ ৭ ॥ স
 নিত্যং পদবীঃ গয়া যুগ্মা লোকান্ বশজিতঃ।
 দ্রব্যমাদায় পিতরৌ ভার্গ্যাঃ চাপি পুষ্পোষ চ ॥ ৮ ॥
 কশ্চচিৎকথ কালস্ত তেন মার্গেণ গচ্ছতঃ। সপ্তর্ষীশ্চ
 তদাপস্ততীর্থযাত্রাপরায়ণান্ ॥ ৯ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা যষ্টি-
 মুদ্যম্য ভর্ৎসয়ন্ পুরুষাক্ষরৈঃ। বার্কক্যকবাচ তান্
 সর্বাঃস্তিষ্ঠধর্ম্মমিতি ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥ অথ তে মুনয়ঃ
 শান্তাঃ সমলোষ্টাশ্চাকাংকনাঃ। সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে
 চ রোষরাগবিবর্জিতাঃ ॥ ১১ ॥ অস্মাকং দর্শনং

বাল্মীকি সিন্ধ হইলেন কিরূপে? কেন তাঁহার
 চৌর্ধ্য মনে হয়? সপ্তর্ষিরাই বা কিরূপে যুগ্ম
 হন, হে শঙ্কর! ইহা আমায় বলুন। ১—৪।
 ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূর্বে শমীমুখ
 নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তিনি যখন গার্হস্থ্য
 ধর্ম্ম পালন করেন, তখন তাঁহার এক পুত্র হয়।
 পুত্রটির নাম ছিল—বৈশাখ। বৈশাখ অত্যন্ত
 রৌদ্রকর্ম্মা ছিলেন। দ্বিজবালক একমাত্র শুক্র-
 শুক্রবা ব্যতিরেকে আর কোন সং কর্ম্ম করেন
 নাই। কালে তাঁহার পিতামাতা বার্কক্য দশায়
 উপনীত হইয়া অত্যন্ত বিহ্বল ভাবে তাঁহার
 পোষ্য হইতে বাধ্য হইলেন। দ্বিজপুত্র তখন সূদ্র
 কান্তারে গমন করিয়া দম্ভ্যবৃত্তি অবলম্বনে
 বলপ্রয়োগে পথিকদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন
 করিয়া আনিয়া পিতা, মাতা, ভার্গ্যা প্রভৃতি
 পরিবারবর্গের পোষণ করিতে লাগিলেন।
 একদা দৈবযোগে সপ্তর্ষিগণকে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
 ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি লগুড়
 উদাত্ত করত ধাবিত হইয়া পুরুষাক্ষরে ভর্ৎ-
 সনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—থাক থাক
 আর যাইতে হইবে না। দ্বিজপুত্র এরূপ কুকর্ষক্য
 বলিল বটে; কিন্তু মুনিগণ শান্ত; তাঁহাদের লোষ্ট্রে-
 কাংকনে সমজ্ঞান; শত্রুমিত্রে কোন ভেদ নাই;
 রাগরোষবর্জিত। অতীত এই সময় স্বগতভাবে

শ্রী সন্তাষামুখিতঃ সহ । সন্তাং নিফলং মা
দাদিত্যবাচাঙ্গিরা বচঃ ॥ ১২ ॥ অঙ্গিরা উবাচ ।
ভাভোস্কর মে বাক্যং শৃণুহাবহিতঃ কনাং ।
মান্বনস্ত হিতার্থায় সত্যং তৈব বদাম্যহম্ । তব
সঃ পোষ্যবর্গোহস্তি তচ্চ সর্গঃ বদস্ব মে ॥ ১৩ ॥
স্কর উবাচ । স্তাতাং মে পিতরো বৃদ্ধৌ ভার্য্যকা-
পত্যবজ্জিতা । একা দাসী হং যন্তৌ নান্দদন্ত্য-
ধকং মূনে ॥ ১৪ ॥ অঙ্গিরা উবাচ । গম্বা পৃচ্ছস্ব
তান সর্গান পুষ্টান পাপার্জজৈতৈর্ধনৈঃ । অহং করোমি
পাপানি সর্বৈ যুগং তু ভক্তকঃ ॥ ১৫ ॥ তৎপাপং
তবিতা কস্ত কথয়ন্তিতি মে লঘু । তথৈব গম্বা
পপ্রচ্ছ পিতরৌ তাবথোচতুঃ ॥ ১৬ ॥ মাতাপিতরা-
বৃচতুঃ । একঃ পাপানি কুরুতে কলং ভু ভুক্ত মহা-
জনঃ । ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্তা দোষেণ
লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥ যঃ কলোভ্যশুভং কৰ্ম্ম কুটুম্বার্থং
তু মন্দধীঃ । আত্মা ন বলভন্তস্ত নুনং পুংসঃ
সুপাপিনঃ ॥ ১৮ ॥ ঐশ্বর উবাচ । তয়োঃ স বচনং

শ্রী পুনর্ভীতমনান্তদা । তয়োঃ সন্ততিঃ কৃষা
পিতরৌ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥ যুবাভ্যাং হিতমেবাহং
যৎ করোম্যশুভং কচিৎ । তস্তাংশং ভূক্ত্যভ্যে
কিঞ্চিদ্ যুবাভ্যাং বা ন বোচ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ পিতরা-
বৃচতুঃ । পূর্বে বয়সি পুত্র সম্ভাব্যভ্যাং পাল্য এব
হি । উত্তরে তু বয়ং পাল্যাঃ সম্যক পুত্র সম্ভা-
পুনঃ ॥ ২১ ॥ ইত্যন্তরতরধর্ম্মোহয়ং নির্দিষ্টঃ পদ্ম-
যোনিরা । আবাত্যাং যৎকৃতং কৰ্ম্ম যুগ্মদর্শং শুভা-
শুভম্ । ভোক্ত্যামো বয়মেবেহ তৎসর্গং নাত্ত
সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ অথ সমপি যদ্বৎস প্রকরোষি শুভা-
শুভম্ । ভোক্ত্যসে সকলং তদ্বৎ স্বয়ং নাত্তঃ পরজ
চ ॥ ২৩ ॥ অবশ্যং স্বয়ময়াতি কৃতং কৰ্ম্ম শুভা-
শুভম্ । তস্মারয়েণ কর্তব্যং শুভং কৰ্ম্ম বৈপ-
শ্চিতা ॥ ২৪ ॥ চৌর্ধ্যং বাধ কৃষিঃ বাধ কুসৌদঃ বাধ
পুত্রক । বাণিজ্যমথবা প্রেষ্যঃ কৃষ্যামাকঞ্চ ভোজ-
নম্ । অহর্নিশং স্বয়া দেয়ং ন দোষোহস্মানু-
পুত্রক ॥ ২৫ ॥ তাভ্যাং তদ্বচনং শ্রী ততো ভার্য্যা-
মভাষত । তদেব বাক্যং সাবোচদ্ যৎ প্রোক্তং
শুক্রভিঃ পুরা । ততো বৈরাগ্যমাপন্নো বৈশাখো
মুনিসন্তমঃ ॥ ২৬ ॥ গর্হয়ন্তেবমাশ্বানং ভূয়োভূয়ঃ

বলিলেন, মূনিগণের দর্শন এবং তাঁহাদের সঙ্গতি
কদাচ নিফল হওয়া উচিত নহে । এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া তিনি প্রকাশে বলিলেন,—যে যে তস্কর !
তুই অবহিত হইয়া ক্ষণকাল আমাদের বাক্য শ্রবণ
কর । তোর হিতের নিমিত্তই আমি তোকে সত্য
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । বলি তোর কতগুলি
পোষ্য আছে, তাহা তুই বল । তস্কর বলিল,—
পিতা, মাতা, ভার্য্যা, একটা দাসী আর আমি, এই
ছয় জন আমরা সবে মাত্র, আর আমাদের কেহ
নাই । আমার স্ত্রীর এখন সন্তানাদি হয় নাই ।
অঙ্গিরা বলিলেন,—তুই এই পাপার্জিত ধন দ্বারা
যাহাদিগকে প্রতিপালন করিস, তাহাদের নিকট
গিয়া জিজ্ঞাসা কর যে, আমি করি পাপ, আর
তোমরা সকলে ভোজন কর, তা এ পাপ হইবে
কাহার ? লীভ করিয়া বল ? আমি এই কথা
বলিলে চোর গৃহে গমন করত প্রথমে পিতামাতাকে
জিজ্ঞাসা করিল । তাহার বলিল,—এক জন
করিবে পাপ, আর একজন তার ফলভোগ করিবে,
ইহা হইতে পারে না । যাহারা ভরণীয়, তাহার
ভরণকর্তার পাপভাগ গ্রহণ করে না ; ভরণকর্তা
স্বয়ংই স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে । যে
স্বত্বকী কুটুম্বভরণার্থ অশুভ কৰ্ম্ম করে, সেই পাপীর
আত্মা কখনই মঙ্গল্য নহে ॥ ১৫—১৮ ॥ ঐশ্বর কহি-
লেন,—তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে পুনরায়

সভয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—আমি
যাহা কিছু পাপ কৰ্ম্ম করি, তাহা ত তোমা-
দের হিতের জন্তই করি, তা তোমরা ইহার কিছু
কিছু অংশ গ্রহণ করিবে কি না বল ? পিতা-মাতা
বলিল,—অগ্নি পুত্র ! আমাদের প্রথম বয়সে
তুমি আমাদের পাল্য ছিলে, এখন আমাদের
উত্তর কাল উপস্থিত, এখন আমরা তোমার পাল্য
হইয়াছি । পিতা পুত্র পরস্পরের এই সনাতন
ধর্ম্ম ভগবান পদ্মযোনি নির্দেশ করিয়াছেন ।
তোমাকে পালন করিবার নিমিত্ত আমরা যে
সকল পাপার্জন করিয়াছি, সে সকল পাপের ফল
অবশ্যই আমরা ভোগ করিব, আর তুমি যে বৎস !
এখন আমাদের প্রাপ্তপালন করিবার জন্ত পাপ
করিতেছ, আমাদের জায় তাহার ফল তোমাকে
অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । তুমি চৌর্ধ্য
কুসৌদ কৃষি বাণিজ্য বা প্রেষ্য যে কোন কৰ্ম্ম করিয়া
সম্রদা আমাদের ভরণ পোষণ করিবে ; আমরা
কিন্তু কোন প্রকারেই তোমার পাপাংশ গ্রহণ করিব
না । পিতা-মাতা এই কথা বলিলে সে তখন
ভার্য্যার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল । ভার্য্যা,
শ্রী শ্রুতকথিত কথাই কহিল । চোর বৈশাখ

সুখঃশিতঃ। দ্বিঘাঃ হৃদন্তকর্মাণঃ পাপকর্ম্মরতং
সদা। ২৭। বিবেকেন পরিত্যক্তং সংসঙ্গেন
বিবর্জিতম্। যঃ করোতি নরঃ পাপং ন সেবয়তি
পণ্ডিতান্। ন চাশ্বা বজ্রভক্তস্ত এতন্মে বর্ত্ততে
হৃদি। ২৮। এবং বিকল্পহৃদয়ো গম্বা স ঋষি-
সম্মিথৌ। উবাচ শ্রদ্ধয়া বাচা গম্যতামিতি সাদরম্।
বুধী প্রগৃহ্যতামেবা তথৈব চ কমণ্ডলুঃ। বহুলানি চ
চৌরাণি। মৃগচর্ম্মাণ্যশেষতঃ। ৩০। ক্রমাতামপ
রাধো-মে দৌনস্ত কৃপণস্ত চ। সংসঙ্গেন বিযুক্তস্ত
মূৰ্খস্ত মুনিসন্তমঃ। ৩১। অদ্যপ্রভৃতি নিবৃত্তঃ
কর্ম্মণোহস্তাহমেব চ। রৌদ্রস্ত সুনৃশংসস্ত সাধুভ-
গর্হিতস্ত চ। তস্মাৎ কথয়তাস্মাকং নিবৃত্তিঃ চাস্ত
কর্ম্মণঃ। ৩২। যেন যুগ্মপ্রসাদেন পাপায়োক্ষমহং
ব্রজে। উপবাসোহথ মম্বো বা নিয়মো বাথ
সংযমঃ। ৩৩। ঋষয় উচুঃ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বৎস
তত্বমেকমনাঃ শৃণু। সংগৃহ্য কীৰ্ত্তয়িষ্যামস্তথাপোয়ং
ন কস্তাচিৎ। ৩৪। তেন জপ্তেন পাপাশ্চন মোক্ষঃ
প্রাপ্যাসি নিশ্চিতম্। ঝাটঘোটক্বয়া কীৰ্ত্তো

তখন বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া মুক্তিবৃদ্ধি অবলম্বন
করিল। সে ভার্য্যার এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া দুঃখিতভাবে এইরূপ আত্মনিন্দা করিতে
লাগিল যে, হায়! এই হৃদন্তকর্ম্মা পাপীকে
ধিক্! আমি বিবেক-রহিত ও সংসঙ্গ-
বর্জিত। আমার মনে হয়,—যে নর পাপ করে,
পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করে না, নিজ আত্মাও
তাহার প্রিয় পাত্র নহে। এইরূপ স্বগতভাবে
বিলাপ করিয়া বৈশাখ মুনিগণসন্নিধানে উপস্থিত
হইয়া অতি কাतरবচনে সাদরে বলিলেন,—হে
মুনিগণ! আপনারা গমন করুন; এই লউন আপ-
নাদের কমণ্ডলু, আসন, বহুল, চৌর, ও মৃগচর্ম্ম।
আপনারা এই সংসঙ্গবর্জিত মূৰ্খগরীব বেচারার
অপরাধ ক্ষমা করুন। অদ্য হইতে আমি এই
সাধুনির্ম্মিত ভীষণ নৃশংস কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হই-
লাম। আপনারা দয়া করিয়া আমার শাস্তিলাভের
উপায় বলিয়া দিন। আমি আপনাদের প্রসাদে এই
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করি। উপবাস, মন্ত্র, নিয়ম,
সংযম প্রভৃতি বাহ্যতে আমি পাপ হইতে মোক্ষ
লাভ করিতে পারি, প্রসন্ন হইয়া আপনারা আমায়
তাহা উপদেশ দিন। ঋষিগণ বলিলেন,—বৎস! তুমি
সাধু প্রার্থনা করিয়াছ; অনন্তমনে শ্রবণ কর।
আমরা সংগ্রহ করিয়া বলিতেছি, তুমি কাহারও নিকট
প্রকাশ করিও না। হে পাপাশ্চন। এই অপ্রকাঙ্ক্ষম

মম্বোহয়ং চতুরক্ষরঃ। ৩৫। সধিপাপহরো নৃনাং
স্বর্গমোক্ষকলপ্রদঃ। স তদৈতং হি তৈঃ প্রোক্তো
বৈশাখো মুনিপুঙ্গবৈঃ। তস্মৌ জ্ঞাপ্যপরো নিত্যং
গতান্তে মুনিপুঙ্গবাঃ। ৩৬। তস্মৈবং জপতো
দেবি দেবিকানান্তটে শুভে। অনিশং গুরু-
ভক্তস্ত সমাধিঃ সমপদ্যত। ৩৭। জুগুপিপাসা
তদা নষ্টা, শুদ্ধিমায়াৎ কলেবরম্। ৩৮। মম্বো ভীর্বে
দ্বিজো দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজ্ঞে গুরো। যাদৃশী ভাবনা
যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ৩৯। নির্ম্মলোহয়ং
স্বভাবেন পরমাত্মা যথা স্থিতঃ। উপাধিসঙ্গাসাদ্য
বিকারং ক্ষটিকো যথা। ৪০। যথা চ ভ্রমরী বহ্য
লকা জীবমণুঃ কচিৎ। স্বস্থানে স্থাপ্য তং ধ্যায়ৈদ-
ভ্রমরী ধ্যানসংযুতা। ৪১। স তু তদ্যানসংযুক্তো
জীবো ভবতি তাদৃশঃ। অন্তযোহ্মান্তবো বাপি
তথা নিদর্শনং সত্যম্। ৪২। আদিষ্টো গুরুণ যশ্চ
বিকল্পং যদি গচ্ছতি। নাসৌ সিদ্ধিমবাপ্নোতি
মন্দভাগ্যো যথা নিধিম্। ৪৩। এবং বর্ষসহস্রাণি
সমতীতানি ভূরিশঃ। তস্ত জ্ঞাপ্যপরস্তেব অমৃতত্বং

জপ করিয়া তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। তুমি অহরহ
চতুরক্ষর ‘ঝাটঘোট’ মন্ত্র জপ করিবে। ইহা সর্ব-
পাপহর ও স্বর্গমোক্ষপ্রদ। বৈশাখ মুনি মুনিগণ কর্তৃক
এইরূপ উক্ত হইয়া সর্বদা মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন।
এদিকে মুনিগণও তখন তথা হইতে প্রস্থান করি-
লেন। গুরুভক্ত বৈশাখ দেবিকাতটে অর্হর্নিশ জপ
করিতে থাকিলে ক্রমশঃ তিনি সমাধি প্রাপ্ত হই-
লেন। তাঁহার ক্ষুৎ-পিপাসা অপগত হইল; এবং
কলেবর শুদ্ধি লাভ করিল। এরূপ হবে না কেন?
দেখ, মন্ত্র, ভীর্বে, দ্বিজ, দৈবজ্ঞ, ভেষজ্ঞ ও গুরু এ
সকলে যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি
লাভ হইয়া থাকে। ক্ষটিকের বিকারপ্রাপ্তির
ভায়ে উপাধি-সঙ্গ লাভ করিয়া স্বভাব-নির্ম্মল
পরমাত্মা (ঈশ্বর) যেমন অবস্থান করেন,
মুনিবর বৈশাখও তজপ রহিলেন। বহ্য
ভ্রমরী যেমন যে কোন স্থান হইতে জীবাণু লাভ
করিয়া তাহা স্বস্থানে স্থাপনপূর্বক ধ্যান দ্বারা
বর্জিত করে, তজপ ইনি ধ্যান দ্বারা বর্জিত হইয়া
জীবাণুস্বরূপ হইয়াছেন। তুচ্ছরিজ হইয়া জন্ম
গ্রহণ করিলেও ইনি এখন সংব্যক্তিগণের আদর্শ-
পুরুষ হইয়াছেন। যাহারা গুরুপদেশে সংশয়াপন্ন
হয়, তাহার মন্দভাগ্যের নিধিলাভের অসম্ভাবনার
ভায়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ১৯--৪৬।

তন্ত্ৰ ৫।৪৪। ততঃ কালক্রমেণৈব বন্যোকেন স
বষ্টিতঃ। যেনাসৌ সৰ্বতো বাপ্তো ন চ তং স
বোধৈবৈ। ৪৫। কশ্চচিৎখ কালস্ত মুনয়ন্তে
সমাগতাঃ। তং প্রদেশং তু সম্প্রেক্ষ্য সগামিতরেত-
রম্। উচুঃ পরস্পরং সৰ্বৈ দৃষ্টা চৈব কঠৈঃ
করম্। ৪৬। ঋষয় উচুঃ। অত্রাসৌ তস্করঃ প্রাপ্তো
বৈশাখো দাক্ষিণাকৃতিঃ। যেন সৰ্বৈ বয়ং যুক্তা
অশ্বিন্ স্থানে সমাগতাঃ। ৪৭। এবং সঙ্কল্পমানান্তে
শব্দবুঃ শব্দযুক্তমম্। বন্যীকমধ্যতো ব্যক্তং ততন্তে
কৌতুকাবিতাঃ। ৪৮। অথনঃস্তত্র বন্যীকং কুশীভিঃ
পৰ্বতোপমম্। ৪৯। অথ তে দদৃশুস্তত্র বৈশাখং
মুনিসন্তমাঃ। জপস্তমসকৃদ্ব্যং তমেব চতুবক্ষরম্।
৫০। তং সমাধিগতং জ্ঞাত্বা ভেষজৈর্যোগসম্মতৈঃ।
মমর্দুঃ সৰ্বতো বিপ্রান্তত্র স্পৃগ্ততনো ভূশম্। ৫১।
ততোহব্রবীদৃষীন্ সৰ্বানি স্বমৰ্গং গৃহতাং দ্বিজাঃ।
যুমদীয়ং গৃহীতং যৎপাপেনাকৃতবুদ্ধিনা। ৫২।
গম্যতাং তীর্থযাত্রায়াং সৰ্বৈ মুক্তা ময়া দ্বিজাঃ।

হে দেবি! উক্ত প্রকার জপনিরত বৈশাখ মুনির
সহস্রবৎসর অতীত হইল। তিনি অমরত্ব লাভ
করিলেন। কিন্তু ক্রমে বন্যীকে তাঁহার গাত্র
বেষ্টন করিল। একরূপ বেষ্টন করিল যে, তাহাকে
আর মানুষ বলিয়া বোধ হইল না। এই ভাবে
বহুকাল অতীত হইয়া গেলে একদা সেই মুনিগণ
ঐ পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ঐস্থানে
উপস্থিত হইয়া স্থানটা দর্শন করিয়াই পরস্পর
হাসিতে লাগিলেন। এবং সকলে করতালি দিয়া
বলিলেন,—এই স্থানেই সেই ভীষণাকৃতি বৈশাখ
নামক তস্কর আমাদের গকে আক্রমণ করিয়াছিল।
এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা তত্রত্য বন্যীক-
মধ্য হইতে এক সুবাক্ত মনোহর শব্দ শুনিতে
পাইলেন। ইহাতে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহারা
যেমন কুশী দ্বারা বন্যীক খনন করিতে আরম্ভ
করিলেন, অমনি তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন
যে, মুনিবর সমাধিস্থ বৈশাখ সেই চতুরক্ষর
মন্ত্র জপ করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে
তথাবিধ দর্শন করিয়া যোগসম্মত ভেষজ দ্বারা
তাঁহার সর্বাঙ্গ মর্দন করিতে লাগিলেন। তাহাতে
চৈতন্ত্য লাভ করিয়া মুনিবর বৈশাখ তাঁহা-
দিগকে বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি অজ্ঞা-
নতা বশতঃ আপনাদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম,
এই নেন তাহা গ্রহণ করুন, আমি আপনাদিগকে

বাচ্যো মে পিতরো গহ্বা তথা ভাৰ্য্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
৫৩। সৰ্বসঙ্গপরিভাক্তো বৈশাখঃ সমপদ্যত।
দর্শনং কাক্ষতে নৈব ভবন্তিস্ত যথা পুরা। ৫৪।
ঋষয় উচুঃ। বহুবর্ষাণ্যতীতানি তবাত্র বসতো
মুনে। সৰ্বৈ তে নিধনং প্রাপ্তা যে চান্তে তে
কুটুম্বিনঃ। ৫৫। বয়ং চিরাৎ সমায়াতাঃ স্থানেহশ্বিন্
মুনিসন্তমাঃ। স ত্বং সিদ্ধিমুপ্রাপ্তো মন্ত্রাদম্মাদ-
সংশয়ম্। ৫৬। যস্মাক্তং মন্ত্রমেকাগ্রে ধ্যাযন্ বন্যীক-
মাস্ত্রিতঃ। তস্মাদ্বান্মীকিনামা ত্বং ভবিষ্যসি মহী-
তলে। ৫৭। স্বচ্ছন্দা ভারতী দেবী জিহ্বাগ্রে তে
ভবিষ্যতি। কৃদ্বা রামায়ণং কাব্যং ততো মোক্ষঃ
গমিষ্যসি। ৫৮। বৈশাখ উবাচ। গৃহতাং দ্বিজ-
শার্দ্দুলাঃ প্রসন্ন গুরুচক্ষিণাম্। যেনাহমনূণো কৃত্বা
করোমি স্মমহত্তপঃ। ৫৯। ঋষয় উচুঃ। এষা
নো দক্ষিণা বিপ্র যন্তঃ সিদ্ধিমুপাগতঃ। সৰ্বকাম-
সমৃদ্ধাত্মা কৃতকৃত্য বয়ং মুনে। ৬০। বয়ং বয়ম
ভূয়ন্তং যন্তে মনসি বর্ভতে। ৬১। বান্মীকিকবাচ।

সমর্পণ করিলাম, অধুনা আপনারা তীর্থ-
যাত্রায় গমন করুন। আপনারা আমার পিতা, মাতা
ও ভাৰ্য্যাকে বলিবেন যে, বৈশাখ আপনাদের সৰ্ব
সঙ্গ পরিভাগ করিয়াছে। সে আর পূর্বের স্তায়
আপনাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না।
ঋষিগণ বলিলেন,—মুনে! আপনি অদ্য বহুকাল
এই স্থানে বাস করিতেছেন। আপনার পিতা,
মাতা, বা ভাৰ্য্যা কেহই তাঁহারা জীবিত নাই।
আমরা বহুকালের পর এই স্থানে প্রত্যাগমস করি-
য়াছি। আর সেই হইতে আপনি এই স্থানে অব-
স্থান করিয়া মন্ত্রপ্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন
আপনি একাগ্রতা সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া বন্যীক-
মধ্য হইয়াছেন বলিয়া জগতে বান্মীকি নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিবেন। স্বচ্ছন্দা ভারতী দেবী আপনার
জিহ্বাগ্রে বাস করিবেন। অতঃপর আপনি রামায়ণ
কাব্য রচনা করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। ৪৭—৫৮।
বৈশাখ বলিলেন,—হে দ্বিজশার্দ্দুলগণ! আপনারা
আমার নিকট গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করুন; আমি
অর্থী হইয়া তপস্করণ করি। ঋষিগণ বলিলেন,
—হে বিপ্র! আপনি যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,
ইহাই আমাদের যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা হইয়াছে;
আমরা সৰ্বকামসমৃদ্ধাত্মা ও কৃতকৃত্য হইয়াছি।
আপনি আমাদের নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা
করুন। বন্যীকি বলিলেন,—আপনারা যদি আমার

ভবন্তো যদি তুষ্ণা মে যদি দেয়ো বরো মম ।
 কথ্যতাং তর্হি মে নীত্রঃ কো দেবো হুত্র সংস্থিতঃ ।
 দেবিকায়ান্তটে রম্যো সর্ষকামকলপ্রদঃ ৷ ৬২ ৷
 ঋষয় উচুঃ । শৃণুৈষকমনা বিপ্র যো দেবশ্রাত্ত
 সংস্থিতঃ । পশু নিম্মমিং বিপ্র বহুশাখান্নবিস্তরম্ ।
 ৬৩ ৷ অশ্ব মূলে স্থিতঃ সূর্য্যঃ কল্লাদৌ ব্রহ্মণো-
 হংশজঃ । তামারাদ্বয় যন্তোহসাবস্ত হানস্ত দেবতা ॥
 ৬৪ ৷ সূর্য্যক্ষেত্রঃ সমাখ্যাতমিদং গব্যাতিমাত্মকম্ ।
 অত্র স্থানে স্থিতা যেহপি তেষাং স্বর্গো ক্রবঃ ভবেৎ ।
 ৬৫ ৷ অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র মূলস্থানমিতি শ্রুতম্ ।
 স্থানং সূর্য্যস্ত বিপ্রেন্দ্র কার্য্যা চাত্ত বহ্না স্থিতিঃ ৷ ৬৬ ৷
 অদ্যপ্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র তীর্থমেতয়মীতলে । গমিষ্যতি
 পরাং খ্যাতিং দেবিকাতটমাত্রিতম্ ৷ ৬৭ ৷ বয়ঃ যুগ্মা
 যতো বিপ্র মূলস্থানে পুরা স্থিতাঃ । মূলস্থানেতি
 বৈ নাম লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ৷ ৬৯ ৷ অত্র যে
 মানবা ভক্ত্যা স্নানং সূর্য্যস্ত সঙ্গমে । উত্তরে তু
 করিষ্যন্তি তে যান্তন্তি ত্রিবিষ্টপম্ ৷ ৬৯ ৷ তর্পণং
 তিলমিশ্রেণ জলেন দ্বিজসন্তমাঃ । গয়াশ্রাদ্দসমা তুষ্টিঃ
 পিতৃণাং চ ভবিষ্যতি ৷ ৭০ ৷ অত্র যে মানবা ভক্ত্যা
 শ্রাদ্ধং দাস্তন্তি সন্তমাঃ । শাকমূলফলৈর্বাপি সম্যক্

প্রতি তুষ্টি হইয়াছেন, যদি আমাকে নিশ্চয়ই বর
 দিবেন, তাহা হইলে নীত্র বলিয়া দেন, এই দেবিকা-
 তটে সর্ষকামকলপ্রদ কোন দেবতা আছেন কিনা?
 ঋষিগণ বলিলেন,—হে বিপ্র! এখানে যে দেবতা
 আছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই যে বহু শাখা-
 সম্বিত নিম্ববৃক্ষ দেখিতেছেন, কল্লাদি হইতে
 ইহার মূলে ব্রহ্মাংশ সূর্য্য বাস করিতেছেন।
 আপনি তাঁহার আরাধনা করুন। তিনিই এই
 স্থানের দেবতা। এই ক্রোশবয়পারমিত স্থান
 সূর্য্যক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে যাহারা বাস করে,
 তাহাদের স্বর্গলাভ হয়। অদ্যাবধি এই সূর্য্যস্থান
 মূলস্থান নামে বিখ্যাত হইল। আপনি এই স্থানে
 বাস করুন। এই দেবিকাতটস্থিত তীর্থ অদ্য হইতে
 জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। পূর্বে আমরা এই
 মূলস্থানে যুগ্ম (আপনা কর্তৃক হুতদ্রব্য) হইয়াছিলাম
 বলিয়া ইহার নাম হইল মূলস্থান। যে সকল
 মানব উত্তরারণে এই সূর্য্যসঙ্গমে স্নান করে, তাহারা
 নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তিলমিশ্র জল দ্বারা
 এখানে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের গয়াশ্রাদ্দসদৃশ
 তৃপ্তি হয়। যাহারা এখানে শাক-মূল-ফল দ্বারা
 শ্রাদ্ধসহকারে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, তাহাদের পিতৃ-

শ্রাদ্ধসম্বিতাঃ ৷ ৭১ ৷ তেষাং যান্তন্তি পিতরো
 মোক্ষং নৈবাত্ত সংশয়ঃ ৷ ৭২ ৷ অপি কৌটপতঙ্গা যে
 পক্ষিণঃ পশবো যুগাঃ । তৃযার্ত্তা জলসংস্পর্শাদ্যান্তন্তি
 পরমাং গতিম্ ৷ ৭৩ ৷ বয়মেব সদাশ্রমঃ শ্রাবণে
 মাসি সন্তম। পৌর্ণমাস্তাঃ ভবিষ্যামস্তব স্নেহাদ-
 সংশয়ম্ ৷ ৭৪ ৷ তন্মিহহন যন্তোহৈঃ পিতৃন সন্তর্পয়ি-
 য়তি । তন্তাষ্টাদশকুষ্ঠানি ক্ষয়ং যান্তন্তি তৎক্ষণাৎ ॥
 ৭৫ ৷ কপালোহুহরাত্ম্যলম্বগুলাপ্যবিচার্চকাঃ । ঋষ্য-
 চত্বৈককিটিমাস্থালসবিপাদিকাঃ ৷ ৭৬ ৷ দক্ষ সিতা-
 কচি ফোটিং পুণ্ডরীকং সকাকণম্ । পামা চন্দ্রদলং
 চেতি কুষ্ঠান্তষ্টাদশৈব তু ৷ ৭৭ ৷ গমিষ্যন্তিন সন্দেহ
 ইত্যুক্তান্তর্দৃষ্ট তে । ঋষঃ সিসেবে চ রবিং চক্রে
 রামাঘণং ততঃ ৷ ৭৮ ৷ তন্মাৎ পশ্চোচ্চ তং দেবঃ
 সর্ষযজ্ঞকলপ্রদম্ । শৃণুযচ্চ কথ্যং তৈচনাং সর্ষপাতক-
 নাশনৌম্ ৷ ৭৯ ৷

ইতি শ্রীস্কান্দে দেবিকামাহাত্ম্যমূলস্থানমাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নামাষ্টসপ্তত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ২৭৮ ৷

লোকগণ মোক্ষপ্রাপ্ত হয় সংশয় নাই। পশু-পক্ষী,
 কৌটপতঙ্গ, যুগাদিও তৃযার্ত্ত হইয়া এই স্থানে
 জলস্পর্শ করিয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে।
 আমরা আপনাদি প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ প্রতি শ্রাবণ
 মাসের পৌর্ণমাসীতে এই স্থানে আসিয়া বাস
 করিব। এই দিন যাহারা এখানে পিতৃতর্পণ
 করিবে, তাহাদের অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ
 তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কপাল, উহুহর,
 ইন্দ্রমণ্ডল, বিচার্চকা, ঋষ্য চন্দ্র, কিটিম, সিধ্য,
 অলস, বিপাদিকা, দক্ষ, সিতকচি, ফোটি,
 পুণ্ডরীক, কাকণ, পামা, ও চন্দ্রদল, এই অষ্টাদশ
 প্রকার কুষ্ঠ। এই কথা বলিয়া ঋষিগণ অন্তর্দান
 করিলেন। আর বৈশাখ মূনি ঐ স্থানে সূর্য্যার-
 ধনা ও রামাঘণ কাব্য করিতে লাগিলেন।
 অতএব এই সর্ষযজ্ঞকলপ্রদ দেবতাকে দর্শন করা
 উচিত এবং ইহার সর্ষপাতকনাশিনী কথাও
 শুনিতে হয়। ৫৯—৭৯।

অষ্টসপ্তত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২৭৮ ৷

একোনাশীত্যাধিকবিংশতমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নগাদেবি চ্যবনার্ক-
হস্তমম্ । হিরণ্যপূর্যভাগস্থ চ্যবনেন প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥ সৰ্বকামপ্রদং নৃণাং পুজিতং বিধিবন্নরৈঃ ।
পুণ্যং চ বিধানেন যঃ স্তোষ্যতি রবিঃ নরঃ ॥ ২ ॥
মষ্টোত্তরশতৈর্নায়াং সম্যক শ্রদ্ধাসমব্রিতঃ । শৃণু
গানি মহাদেবি শুচিভূত্ব সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥ কণং স্বং
হৃদেবেশি সৰ্বং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ । ধোম্যেন তু
খা পূৰ্বং পার্থায় স্মমহান্ননে ॥ ৪ ॥ নামাষ্টশত-
পাখ্যাতঃ তক্ষুণ্ণ মহামতে । সূর্যোহৰ্য্যমা ভগবন্তী
পুযার্কঃ সবিতা রবিঃ ॥ ৫ ॥ গভস্তিমানজঃ কালো
তুর্দ্ধাতা প্রভাকরঃ । পৃথিব্যাপচ তেজস্ থং
গয়ুচ পরায়ণঃ ॥ ৬ ॥ সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো
বুধোহজারক এব চ । ইন্দ্রো বিবস্বান দীপ্তাঃ শুচিঃ
সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা ক্রতুঃ বিশ্বস্
কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ । বৈহ্বাতো জাঠরশ্চাগ্নিরিন্দন-
স্তুজসাং পতিঃ ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মধ্বজো বেদকর্তা
বেদাক্কো বেদবাহনঃ । কৃতং জ্ঞেতা স্বাপরশ্চ কলিঃ
সর্ষমরাশ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥ কলাকাঠামুহূর্তাশ্চ পক্ষা মাশা

উনাশীত্যাধিক শততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
চ্যবনার্কসমীপে গমন করিবে । চ্যবনার্ক দেব
হিরণ্য-পূর্যভাগস্থ, চ্যবন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নর-
গণের সর্বকামপ্রদ ও নরগণ কর্তৃক বিধিবৎ
পুজিত । হে দেবি ! নর যেক্রমে ব্রহ্মা-সমব্রিত
হইয়া সপ্তমী তিথিতে অষ্টোত্তর শত নাম দ্বারা
বধিপূরক রবির স্তব করিবে, শুচি ও সমাহিত-
ভাবে তাহা তুমি শ্রবণ কর । আমি ইহা অশেষ
প্রকারে বলিতেছি, তুমি অবহিত হও । পূর্বে
ধোম্য যেরূপ অষ্টোত্তর শত নাম পার্থকে বলিয়া-
ছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি ; যথা—সূর্য, অর্য্যমা,
ভগ, বন্তী, পুযা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান
জজ, কাল, যুত্বা, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, অপ,
ভজ, থ, বায়ু, পরায়ণ, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র,
বুধ, অজারক, ইন্দ্র, বিবস্বান, দীপ্তাঃ শুচি,
সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, ক্রতু, বিশ্ব, কন্দ, বৈশ্রবণ,
যম বৈহ্বাত, জাঠর, অগ্নি, ইন্দ্রন, তেজঃপতি, ধর্ম্ম-
ধ্বজ, বেদকর্তা, বেদাক্ক, বেদবাহন, কৃত, জ্ঞেতা,
স্বাপর, কলি, সর্ষমরাশ্রয়, কলা, কাঠা, মুহূর্ত, পক্ষ,

অহর্নিশাঃ । সংবৎসরকরোহবঃ কালচক্রো বিভা-
বনুঃ ॥ ১০ ॥ পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ
সনাতনঃ । লোকাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্মা
তমোহুদঃ ॥ ১১ ॥ বরুণঃ সাগরোঃশুচ জীবন্তো
জীবনোহরিহা । ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্বভূত-
নিবেবিতঃ ॥ ১২ ॥ অষ্টা সংবর্তকো বহ্নিঃ সর্ষভাদি-
করোহমল । অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্বতো-
মুখঃ ॥ ১৩ ॥ জয়ো বিষাদো বরদঃ সর্ষধাতুনিবেবিতঃ ।
সমঃ সুবর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ ॥ ১৪ ॥ ধ্ব-
স্তরিধুমকেতুরাদিদেবোহদিতৈঃ সূতঃ । দাদশান্নার-
বিন্দাক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ॥ ১৫ ॥ স্বর্গদ্বারঃ প্রজা-
দ্বারঃ মোক্ষদ্বারঃ ত্রিবিষ্টপম্ । দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা
বিগাত্মা বিশ্বতোমুখঃ । চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা মৈত্রেন
বপুষাব্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ এতৈশ্চ কৌর্টনীয়স্ত সূর্য্যাত্মা মিত-
তেজসঃ । নাম্যামষ্টোত্তরশতং প্রোক্তং শক্রেণ
ধীমতা ॥ ১৭ ॥ শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তো ধোম্যস্ত
তদনন্তবম্ । ধোম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্ষান
কামানবাগুবান্ ॥ ১৮ ॥ এতানি কৌর্টনীয়স্ত সূর্য্য-
াত্মা মিততেজসঃ । নামানি যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ষান
কামানবাগুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ সুরপিতৃমহজঘক্ষসেবিত-
মসুরনিশাচরসিদ্ধবন্দিতম্ । বরকনকহৃতাশনপ্রভং

মাস, অহর্নিশ, সংবৎসর, অব্যর্থ, কালচক্র, বিভা-
বনু, পুরুষ, শাশ্বত, যোগী, ব্যক্তাব্যক্ত, সনাতন,
লোকাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্মা, তমোহুদ, বরুণ,
সাগর, অশুচ, জীবন্ত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়,
ভূতপতি, সর্বভূতনিবেবিত, অষ্টা, সংবর্তক, বহ্নি,
সর্ষাদিকর, অমল, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ,
সর্বতোমুখ, জয়, বিষাদ, বরদ, সর্ষধাতুনিবেবিত,
সম, সুবর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, প্রাণধারক, ধ্বস্তরি,
ধুমকেতু, আদিত্য, আদিত্যসুত, দাদশান্না, অর-
বিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার,
মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশান্তাত্মা, বিগাত্মা,
বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, ও মৈত্রবপু দ্বারা
অব্রিত । এই হইল সূর্য্যের ঐ অষ্টোত্তর শতনাম ।
ইহা প্রথমতঃ শক্র কৌর্টন করেন । পরে শক্র হইতে
দেবর্ষি নারদ, তাহা হইতে ধোম্য, এবং ধোম্য
হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া সর্বকাম লাভ করেন ।
এই অষ্টোত্তর শতনাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার
সর্বকামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । তুমিও লোকহিতার্থ
সুর-পিতৃ-যক্ষ-সেবিত, অসুর-নিশাচর-সিদ্ধ-বন্দিত,

অমণি লোকহিতায় ভাস্করম্ । ২০ । স্বর্ঘ্যোদয়ে যম
সমাহিতঃ পঠেৎ স পুত্রলাভঃ ধনরত্নসঞ্চয়ান । লভেত
জাতিস্বরতাং সদা নরঃ স্মৃতিক মেধাক স বিন্দতে
পুমান্ । ২১ । ইমং স্তবং দেববরস্ত যো নরঃ
প্রকীৰ্ত্তয়েচ্ছুকমনঃ সমাহিতঃ । স মুচ্যতে শোক-
দবাগ্নিসারাস্তেভ্যে কামান্ননসা যথেষ্পিতান্ । ২২ ।

ইতি শ্রীকাল্পে চ্যবনাদিত্যমাহাশ্বাস্বর্ঘ্যোক্তোক্তঃ-
শতনামমাহাশ্বাবর্ণনং নামৈকোনানীত্যাদিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৭৯ ।

অশীত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নমহাদেবি চ্যবনেশ্বর-
মুত্তমম্ । তত্রৈব সংস্থিতঃ লিঙ্গং সর্গপাতকনাশনম্ ॥
১ ॥ যত্র শর্ঘ্যতিনা দত্তা সূকত্যা সা মহর্ষয়ে । যত্র
সংস্কৃতিতং সৈন্তমানাহার্তমথাকরোৎ ॥ ২ ॥ এষ
শর্ঘ্যতিযজ্ঞস্ত দেশো দেবি প্রকাশতে । প্রভাসক্ষেত্র-
মধ্যে তু সাক্ষাৎপাতকনাশনঃ ॥ ৩ ॥ সাক্ষাত্ত্রাতবৎ
সোমমণ্ডিত্যাং সহ কৌশিকঃ । চূকোপ ভার্গবশ্চৈব
মহেন্দ্রায় মহাতপাঃ ॥ ৪ ॥ সংস্কৃত্যমাস চ তৎ বাসবঃ

বরকনক-হ্রাশনপ্রভ, ভাস্করকে বন্দনা কর । এই
প্রবন্ধ যে জন স্বর্ঘ্যোদয়ে সমাহিত হইয়া পাঠ করে,
সে জাতিস্বর স্মৃতিসম্পন্ন ও মেধাবী হয় । পূর্বোক্ত
স্তব যাহারা শুদ্ধমনে কীর্ত্তন করে, তাহারা শোক-
দবাগ্নিভয় হইতে মুক্ত হইয়া অভিলষিত প্রাপ্ত
হয় । ১—২২ ।

উনানীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭৯ ।

অশীত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর চ্যবনেশ্বর-
সমীপে গমন করিবে । এই সর্গপাতকনাশন
লিঙ্গ পূর্বোক্ত দেবতাসমীপেই অবস্থিত । এই-
স্থানে শর্ঘ্যতি সূকতাকে মহর্ষি চ্যবনহস্তে
দান করিয়াছিলেন । আর মহর্ষিও এইস্থানে
তাহার সৈন্তগণকে উদরাদ্বারোগে আক্রান্ত করিয়া
শান্ত করিয়াছিলেন । এইস্থানই শর্ঘ্যতিযজ্ঞ-
ক্ষেত্র । প্রভাস ক্ষেত্র মধ্যে এইস্থানই সাক্ষাৎ
পাতকনাশন । কৌশিক অশ্বিনয়ের সহিত এই
স্থানেই সোমরস পান করিয়াছিলেন । এইস্থানেই
মহাতপা ভার্গব মহেন্দ্র পরিতের প্রতি কুপিত হন ।

চ্যবনঃ প্রভুঃ । সূকত্যাং চাপি ভার্ঘ্যাসং স রাজপুত্রী-
মবাগুবান্ ॥ ৫ ॥ দেব্যাবাচ । কথং বিষ্টম্ভিতস্তেন
ভগবান্ পাকশাসনঃ । কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং
চক্রে মহাতপাঃ ॥ ৬ ॥ নাসত্যো চ কথং ব্রহ্মন কৃত-
বান্ সৌমপায়িনৌ । তৎসকলং চ যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগ-
বান্মম ॥ ৭ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রো-
হভূচ্চ্যবনো নাম নামতঃ । স প্রভাসং সমাগাদ্য
তপস্তপে মহায়ুনিঃ ॥ ৮ ॥ স্থাপুত্ৰো মহাতেজা
বীরস্থানে চ ভামিনি । অতিষ্ঠৎসুচিরং কালমেক-
দেশে বরাননে ॥ ৯ ॥ স বন্মীকোহভবত্তত্র লতাভি-
রভিসংবৃতঃ । কালেন মহতা দেবি সমাকীর্ণঃ পিপী-
লকৈঃ ॥ ১০ ॥ স তথা সংবৃত্তো বীমান যুৎপিণ্ড ইব
সক্লতঃ । তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বন্মীকেন সমা-
বৃতঃ ॥ ১১ ॥ অথাস্ত যাতকালস্ত শর্ঘ্যতিনাম
পার্শ্বিণঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন শ্রীসোমেশদিদৃক্ষয়া ।
আজগাম মহাক্ষেত্রং প্রভাসং পাপনাশনম্ ॥ ১২ ॥
তস্তা স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্ব্যাসন পরিগ্রহাঃ ।
একৈব তু স্ত্রীভা শুভ্রা সূকত্যা নাম নামতঃ ॥
১৩ ॥ সা সংগতিঃ পরিবৃত্তা সর্ঘ্যভরণভূষিতা ।

চ্যবন এইস্থানেই বাসবকে স্তম্ভিত করেন এবং
রাজপুত্রী সূকতাকে প্রাপ্ত হন । ১-৫ ॥ দেবী বলিলেন,
হে ভগবন ! মহর্ষি চ্যবন কিজন্ত ইন্দ্রকে স্তম্ভিত
করিলেন ? ভার্গবই বা কোপ করিয়াছিলেন
কেন ? অশ্বিনীকুমারদ্বয় কিরূপে সৌমপায়ী হই-
লেন ? এই সকল আপনি আমায় বলুন । ঈশ্বর
বলিলেন,—চ্যবন মহর্ষি ভৃগুর পুত্র । তিনি প্রভাস
ক্ষেত্রে তপস্তা করেন ! তপস্তা করিতে করিতে
তিনি স্থাপুৎ হইয়া যান । তিনি এক স্থানেই
সুচিরকাল অবস্থান করিয়া তপ করেন । কালে তিনি
বন্মীক হইয়া লতা-পরিবেষ্টিত হন । এই সময়
তাহাতে পিপীলিকা আশ্রয় করে । ক্রমে তিনি
যুৎপিণ্ডের স্থায় হন । এইরূপে তিনি বন্মীকানুত
হইয়া ঘোর তপস্তা করেন । একদা রাজা শর্ঘ্যতি
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীসোমেশ্বর দর্শনেচ্ছায় পাপ-
নাশন মহাক্ষেত্র প্রভাসে যেখানে মহর্ষি তথাবিধ-
রূপে তপ করিতেছিলেন, ঐ স্থানে আসিয়া উপ-
স্থিত হন । রাজা শর্ঘ্যতির চারিসহস্র মহিষী ও
একটি কন্যা ছিলেন । ইহারা সকলেই সঙ্গে
আগমন করেন । রাজকুমারী গোব্রাহ্মী নামে
সূকত্যা ছিলেন । কাছে তাহার সখী ছিল । তিনি
সর্গালঙ্কারালঙ্কৃত ছিলেন । ঐ স্থানে ইতস্ততঃ

চতুঃক্রম্যমাণা বন্দীকঃ ভার্গবস্ত সমাসদৎ ॥ ১৪ ॥ সা
চৈব সুদতী তত্র পশুমানা মনোরমান। বনস্পতীন
বিচিষন্তী বিজহার সখীবৃত্তা ॥ ১৫ ॥ রূপেণ বয়সা
চৈব সুরাপানমদেন চ। বভঙ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ
পরমপুষ্পিতাঃ ॥ ১৬ ॥ তাং সখীরহিতামেকামেক-
বস্ত্রামলকৃতাম্। দদর্শ ভার্গবো ধীমাংসচরন্তৌমিব
বিদ্যুতম্ ॥ ১৭ ॥ তাং পশুমানো বিজনে স য়েমে
পরমহু্যতিঃ। কামকণ্ঠশ্চ ব্রহ্মর্ষিস্তপোবলসমবিতঃ ॥
১৮ ॥ তামভাষত কল্যাণীঃ সা চাস্ত ন শৃণোতি
বৈ। ততঃ সূকস্তা বন্দীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুযী ॥
১৯ ॥ কোতুহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎকৃত।
কিং হু খণ্ডিমিত্যুक्ता নির্ঝিভেদাস্ত লোচনে ॥ ২০ ॥
অজুধ্যৎ স তয়া বিদ্রে নেত্রে পরমমহু্যমান। ততঃ
শর্যাতিসৈন্তস্ত শক্নুত্রে সমাধুণোৎ ॥ ২১ ॥ ততো
কদ্ধে শক্নুত্রে সৈন্তমানাহু্যখিতম্। তথাগতমভি-
প্রেক্ষ্য পর্য্যতপ্যত পার্থিবঃ ॥ ২২ ॥ তপোনিভ্যস্ত
বুদ্ধস্ত রোষণস্ত বিশেষতঃ। কেনাপরুতমদ্যোহ
ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ। জাতং বা যদি বা জাতং তদিদং
কৃত মা চিরম্ ॥ ২৩ ॥ তত্রোচুঃ সৈনিকাঃ সর্বে ন

বিদ্যোহপকৃতং বয়ম্। সর্বৌপায়ৈর্বধাকামঃ
ভবান্ সমধিগচ্ছতু ॥ ২৪ ॥ ততঃ স পৃথিবীপালঃ
সায়্য চোগ্রেণ চ স্বয়ম্। পর্য্যাপৃচ্ছৎ সূক্তবর্গঃ
প্রত্যজান্নর চৈব তে ॥ ২৫ ॥ আনাহাতঃ ততো
দৃষ্ট্বা তৎসৈন্তং সম্মুখোদিতম্। পিতরং হুঃখিতঞ্চাপি
সূকন্তৈবমথাববীৎ ॥ ২৬ ॥ ময়া তাতেহ বন্দীকে
দৃষ্টং সর্ষমভিজ্ঞলৎ। উদ্যোতবদবিজ্ঞানান্তয়য়া
বিন্ধমাস্তিকাৎ ॥ ২৭ ॥ এতচ্ছুত্বা তু শর্যাতির্স্বয়ীকঃ
ক্ষিপ্ৰমভ্যাগাৎ। তত্রাপশুন্তপোবৃদ্ধঃ বয়োবৃদ্ধঞ্চ
ভার্গবম্ ॥ ২৮ ॥ অথাবদৎ স্বসৈন্তার্থং প্রাগ্জলিঃ স মহী-
পতিঃ। অজ্ঞানাদালয়া যন্তে কৃতং তৎকল্পমহসি।
২৯ ॥ ততোহব্রবীমহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা।
রূপৌদার্য্যসমায়ুক্তাং লোভমোহসমাবৃত্তাম্ ॥ ৩০ ॥
তামেব প্রতিগৃহ্যহং রাজন্ হুহিতরং তব। ক্ষমিষ্যামি
মহীপাল সত্যমেতদব্রবীমি তে ॥ ৩১ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। স্বর্ষেকচনমাজ্জায় শর্যাতিরবিচারয়ন।
দদৌ হুহিতরং তন্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥ ৩২ ॥
প্রতিগৃহ্য চ তাং কস্তাং ভবান্ প্রসাদ হ। প্রাপ্তে
প্রসাদে রাজা তু সসৈন্তঃ পুরমাব্রজৎ ॥ ৩৩ ॥
সূকস্তাপি পতিং লক্সা তপস্বিনমনিদিতম্। তিত্যং

বিচরণ করিতে করিতে তিনি ভার্গবের বন্দীক
দেখিতে পান। রূপ, বয়স ও সুরাপানমদে মত্ত
হইয়া তিনি সখীগণের সহিত ঐ স্থানে বিচরণ
করিতে করিতে তত্রত্য মনোহর পুষ্পিত বনস্পতি
ও অস্তান্ত বনতরু-শাখা ভাঙ্গিতে থাকেন। এক
সময় ভার্গব সখীরহিতা একবস্ত্রা অলঙ্কৃত সূকস্তাকে
একাকিনী বিদ্যুতের স্তায় বিচরণ করিতে দেখিয়া
বিজনে তাঁহার সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন।
সেই ব্রহ্মর্ষি তপোবানসমবিত হইয়াও কণীকণ্ঠ
হইয়াছিলেন; তাই তিনি সূকস্তাকে কোন কথা বল,
কিন্তু তিনি তাহা শুনিতে পান না। অতঃপর
রাজকুমারী বন্দীকে ভার্গবের চক্ষু দুইটি দেখিয়া
“নিশ্চিতই ইহা কিছু হইবে” এই বলিয়া
কৌতুকবশে বন্দীকস্থ ভার্গবের চক্ষুদ্বয় কটক
দ্বারা বিন্ধ করেন। তাঁহার নয়ন বিন্ধ
হইলে তিনি জুদ্ধ হন। তাহার ফলে শর্যাতি-
সৈন্তগণের মলমুক্তরোধ হয়। সৈন্তগণ ইহাতে
যারপর নাই হুঃখ পায়। রাজা পরিতাপ করেন।
তিনি বলেন,—তপোনিবৃত্ত বৃদ্ধ রোষতৎপর ভার্গ-
বের কে অদ্য অপকার করিল? যদি কেহ ইহা
জান, তাহা হইলে আমাকে অচিরে বল। সৈন্ত-
গণ বলে,—মহারাজ! আমরা মহর্ষির অপকার-

সম্বন্ধে কিছুই জানি না, আপনি সর্বতোভাবে
অবগত হইবার চেষ্টা করুন। অনন্তর রাজা সাম-
বাক্যে ও উগ্রবাক্যে তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গকে
কেহ জানেন কি না? জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন
সূকস্তা পিতাকে হুঃখিত দেখিয়া বলিলেন,—তাত!
কিন্তু আমি এই স্থানে এক বন্দীকে খদ্যোতবৎ
জ্যোতির্ময় পদার্থ দেখিয়া তাহা কটক দ্বারা বিন্ধ
করিয়াছি। রাজা শর্যাতি কস্তার এই কথা
শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দীকসমীপে গমন করিয়া
তৎপার্বক বয়োবৃদ্ধ ভার্গবকে দর্শন করিলেন এবং
সৈন্তগণকে নিয়াময় করিবার জন্ত কৃতাজলিপুটে
তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অজ্ঞান বশতঃ
আমার কস্তা আপনার যে অপরাধ করিয়াছে,
আপনি তাহা ক্ষমা করুন। ভার্গব নৃপবাক্য শ্রবণ
করিয়া বলিলেন,—রাজন্! আমি তোমার রূপৌ-
দার্য্যসম্পন্ন কস্তাকে প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা
করিব। ঈশ্বর বলিলেন,—শর্যাতি তখন স্বাধ-
বাক্যে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই তাঁহাকে কস্তা
দান করিলেন। মহর্ষি কস্তা প্রতিগ্রহ করিয়া আন-
ন্দিত হইলেন, রাজাও সসৈন্ত নগরাভিমুখে গমন

পর্যচরৎ ক্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ১৪ ॥ অগ্নীনাং-
তিথীনাঞ্চ শুক্রযুগনস্থয়া । সমান্নাধয়ত কিপ্রং
চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ১৫ ॥

ইতি ক্রীত্বাশ্চৈব চ্যবনেশ্বরমাশ্রয়ত্যাচরণং নামাশীত্যা-
ধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮০ ॥

একাদশীত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । কশ্চচিৎকালস্ত ত্রিংশা-
বর্ষিনো প্রিয়ে । কৃত্যভিষেকাং বিবৃতাং শ্রুত্বা
তামপশুতাম্ ॥ ১ ॥ তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াক্ষীং দেব-
রাজশ্রুতামিব । উচুতুঃ সমভিজ্ঞাত্যা নাসত্যাব-
ধিনাবধ ॥ ২ ॥ কশ্চ ত্বমসি বামোক্ষ কিং বনে-
হস্মিন্শিকৌর্বসি । ইচ্ছাবস্থাং চ বিজ্ঞাতুং তত্শ-
মাখ্যাহি শোভনে ॥ ৩ ॥ ততঃ শ্রুত্বা সংবীতা তাবু-
বাচ শ্রুত্বান্তমো । শর্য্যাতিতনয়াং বিস্তং ভার্য্যাঞ্চ
চ্যবনশ্চ মাম্ ॥ ৪ ॥ ততোহব্রিনো প্রহন্ত্যনাম-
কৃত্যং পুনরেব তু । কথং ত্বং চ বিদিত্বা তু পিত্রা
দত্তাগতা বনে ॥ ৫ ॥ ভ্রাজসে গগনোদেঙ্গে
বিত্যংসৌদামিনী যথা । ন দেবেষপি তুল্যাং হি

করিলেন । শ্রুত্বা তপস্বী পতি লাভ করিয়া তপো-
নিয়ম দ্বারা নিত্য তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে অস্থায়রহিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের শুক্রবা-
করিতে থাকিলেন ৬—১৫ ।

অশীত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ১২৮০ ।

একাদশীত্যাধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! একদা অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় স্নান-সময়ে বেদরাজসুতা সদৃশী দর্শনীয়-
য়াক্ষী শ্রুত্বাক্ষে অনারত অবস্থায় অবলোকন
করিয়া বলিয়াছিলেন,—অগ্নি শোভনে ! তুমি
কাহার কন্যা ? এই বিজ্ঞন বনে কি করিতেছ ?
আমরা তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি,
তুমি আমাদের নিকট যথাবদবৃত্তান্ত প্রকাশ
কর । শ্রুত্বা করিলেন, হে শ্রবোত্তমদ্বয় !
আমি রাজা শর্য্যাত্যের কন্যা এবং মহর্ষি
চ্যবনের ভার্য্যা । এই কথা শুনিয়া অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় হাসিয়া বলিলেন,—অগ্নি শ্রোত্রেণ ।
কিরূপে তুমি জ্ঞানপূরক তোমার পিতা কতক
প্রদত্তা হইয়া এই বিজ্ঞন বনে আগমন করত গগনা-

তব পশ্চাব ভামিনি ॥ ৬ ॥ সর্বাভরণসম্পন্না পর-
মাহরধারিণী । মা মৈবমনবদ্যাক্ষি ত্যাজেনমবিবে-
কিনম্ ॥ ৭ ॥ কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জরিতং
ভুবি । ত্বমুপাসসে হি কল্যাণি কামভাববাহকৃতম্ ॥
৮ ॥ অসমর্থং পরিজ্ঞাণে পোষণে বা শুচিস্মিতে ।
সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়ত্বৈকমাবয়োঃ ॥ ৯ ॥
পত্যর্থং দেবগর্ভাভে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ । এব-
মুক্তা শ্রুকন্তা সা শ্রুত্বো ভাবিদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
রতাঃ চ্যবনে পত্যো ন তৈবং পরিশকৃতম্
তাবক্রতাঃ পুনশ্চৈতামাবাঃ দেবভিষধরো ॥ ১১ ॥
যুবানঃ রূপসম্পন্নঃ করিব্যাবঃ পতিং তব । ততস্তত্শা-
বধোশ্চৈব পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১২ ॥ এতেন
সময়েনাবাঃ শমং নয় শ্রুমধ্যমে । সা তদ্বোর্বচনা-
দেবি উপসঙ্গম্য ভার্গবম্ । উবাচ বাক্যং যন্তাভ্যা-
মুক্তং ভৃগুশ্রুতং প্রতি ॥ ১৩ ॥ তদ্বাক্যং চ্যবনো
ভার্য্যামুবাচাদ্রিয়তামিতি । ইত্যুক্তা চ্যবনেনাথ
শ্রুকন্তা তাবুবাচ বৈ ॥ ১৪ ॥ ঃ এবং দেবো তবস্ত্যঃ

জনে সৌদামিনীর স্ত্রাব বিকাশ পাইতেছে ! আমরা
দেবগণের মধ্যেও তোমার মত সুল্লরী দেখি নাই ।
তুমি সর্বাভরণ-সম্পন্না ও পরমাহরধারিণী ; হে
অনবদ্যাক্ষি ! তুমি তোমার তাদৃশ অযোগ্য পতিকৈ
পরিত্যাগ কর । কেন তুমি এরূপ রূপ-গুণবতী
হইয়া কামভাব-বাহকৃত জরাজর্জরিত পতির উপা-
সনা করিবে ? অগ্নি শ্রোত্রে ! সে তোমায়
পোষণ বা পরিজ্ঞান করিতে পারিবে না । অতএব
তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের এক-
জনকে পাক্তি বরণ কর, যৌবন বৃথা যাপন করিও
না । অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই কথা বলিলে শ্রুকন্তা
বলিলেন,—আমি আমার পতি চ্যবনে রতা ;
তোমরা এরূপ বলিতে শঙ্কিত হইতেছ না ?
অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, সুল্লরি ! আমাদের
শক্তি নাই ; আমরা স্বর্গবিদ্যা ; আমরা তোমার
পতিকৈ রূপসম্পন্ন করিয়া দিব । তার পর তুমি
তোমার পতি ও আমাদের উভয়ের মধ্যে এক
জনকে বরণ করিবে । এই নিয়মে তুমি আমাদের
বাক্যে প্রতিশ্রুত হও । শ্রুকন্তা এই কথা শুনিয়া
স্বীয় স্বামি-সমীপে গমনপূরক সমস্ত বৃত্তান্তআমুলাগ্র
নিবেদন করিলেন । ১—১৩ । চ্যবন বলিলেন,
অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাক্যে উপেক্ষা করিও না ।
আমি অল্পমোদন করিলে শ্রুকন্তা শীঘ্র আসিয়া

৪৭ প্রোক্তং তং ক্রিয়তাং লঘু । ইত্যাকৌ ভিষজৌ
তত্র তয়া চৈব স্নকস্তয়া । উচতু রাজপুত্রীঃ তাং
পতিস্তব বিশবপঃ । ১৫ । ততোহপশ্যাবনঃ নীলঃ
রূপাধী প্রবিবেশ হ । অশ্বিনাবপি তদেবি ততঃ
প্রবিশতাং জলম্ । ১৬ । ততো মুহূর্ত্তাহুতীর্ণাঃ
সর্কে তে সরসস্ততঃ । দিব্যরূপধরাঃ সর্কে যুবানো
মুষ্টকুণ্ডলাঃ । ১৭ । দিব্যবেশধরাশ্চৈব মনসঃ
ক্রীতিবর্জনাঃ । তেহক্রবন্ সহিতাঃ সর্কে বৃগীষাশ্চ-
তমঃ শুভে । ১৮ । অশ্বাকমৌপ্পিতং ভদ্রে যতন্তঃ
বরবর্ণিনী । যজ্ঞ বাপাভিকামাসি তং বৃগীষ
সুশোভনে । ১৯ । সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্কাস্তল্য-
রূপধরান স্থিতান্ । নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবি
বত্রে পতিং শ্বকম্ । ২০ । লক্সা তু চ্যবনো ভার্য্যাং
বয়োরূপমবস্থিতঃ । হৃষ্টোহব্রবীন্মহাতেজাভ্যো না-
সত্যাবিদং বচঃ । ২১ । যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ
সমবিতঃ । কৃতো ভ্রমস্ত্যাং বুদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাক
প্রাপ্তবান্নিজাম্ । তদ্রূপং বৈ বিধাশ্চামি ভবতো-
র্ধদভৌপ্পিতম্ । ২২ । অশ্বিনাবচুতঃ । আবাং তু

দেববৈদ্যদ্বয়কে বলিলেন,—আপনারা যাহা বলি-
লেন, তাহা নীল সম্পাদন করুন । স্নকস্তা এই
কথা বলিলে তখন তাঁহারা বলিলেন,—নীল তোমার
পতি জল প্রবেশ করুন । এই কথা বলিবামাত্র
চ্যবন রূপাধী হইয়া জলপ্রবেশ করিলেন । এই
সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও জলময় হইলেন । পরে
মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সকলেই সমরূপ হইয়া জল
হইতে উৎখিত হইলেন । দেখিতে—তাঁহারা সর্ক-
লেই দিব্যরূপধর ; সকলেই যুবা, সকলেই কুণ্ডল-
ধারী এবং সকলেই দিব্যপরিচ্ছদপরিহিত ।
তাঁহারা সকলেই হৃদয়ানন্দবর্জক হইলেন । সর্ক-
লেই তাঁহারা এককালীন বলিলেন,—অয়ি শুভে !
অধুনা তুমি স্বীয় কামনাভুসারে আমাদের অন্ত-
তমকে বরণ কর ; আমাদের সকলেরই তুমি
অভিলষিত । হে দেবি ! তাঁহারা এই কথা বলিলে
তখন স্নকস্তা সকলকেই তুল্যরূপ ও সমবয়স্ক
দেখিয়া মনে মনে ধ্যান করিয়া পাতিব্রত্যা-প্রভাবে
স্বীয় পতিকেই বরণ করলেন । মহাতেজা বয়ো-
রূপপ্রাপ্ত চ্যবন তখন ভার্য্যা লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃ-
করণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বলিলেন,—আমি বৃদ্ধ
ছিলাম, আপনারা আমাকে যুবা ও রূপবান্ করি-
লেন ; অতএব আপনারা বলুন, কোন্ অভিলাষ
আমি আপনারদের পূরণ করিব ? অশ্বিনীকুমারদ্বয়

দেবভিষজৌ ন চ শক্ৰঃ করোতি নো । সোম-
পানাহতাং তস্মাৎ কুরু নো সোমপায়িনো । ২৩ ।
চ্যবন উবাচ । অহং বাং যজ্ঞভাগাহৌ ক রম্যে
সোমপায়িনো । ২৪ । ঈশ্বর উবাচ । ততস্তৌ
হৃষ্টমনসৌ নাসত্যৌ দিবি জগ্মতুঃ । চ্যবনোহপি
স্নকস্তা চ সুর্য্যাবিব বিজহুতুঃ । ২৫ ।

ইতি ক্রীত্বান্দে চ্যবনেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নার্মেকালীত্যা-
ধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৮১ ।

দ্ব্যণীত্যাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততঃ ঋত্বা চ শর্বাতির্বলভৌ-
স্থানসংস্থিতঃ । বয়স্বং চ্যবনং ঋত্বা আনন্দোদগত-
মানসঃ । ১ । প্রহৃষ্টঃ সেনয়া সার্কঃ স প্রায়াভার্গবা-
শ্রমম্ । চ্যবনং চ স্নকস্তাং চ হৃষ্টাং দেবসুতামিব
২ । ততো মহীপঃ শর্বাতিঃ কৃৎস্নানন্দমহোদধিঃ ।
ঋষিণা সংকৃতস্তেন সভার্য্যাঃ পৃথিবীপতিঃ ।
তত্রোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাস্তক্রে মহামনাঃ । ৩ ।
অথৈনং ভার্গবো দেবি হ্যবাচ পার্সাস্বয়ম্ ।

বলিলেন,—আমরা দেবভিষক্, এজন্ত শক্ৰ সোম-
পানে আমাদের অধিকার দেন নাই, আপনি আমা-
দিগকে সোমপায়ী করুন । চ্যবন বলিলেন,—
আমি আপনাদিগকে যজ্ঞভাগার্থ ও সোমপায়ী
করিব । ঈশ্বর বলিলেন,—অতঃপর দেবভিষক্-
যুগল স্বর্গে গমন করিলেন । আর ভগবান্ চ্যবন
ও স্নকস্তা দেবতাদিগের স্তায় বিহার করিতে লাগি-
লেন । ১৪—২৫ ।

একালীত্যাধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮১ ।

দ্ব্যণীত্যাধিক বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বলভৌস্থ রাজা শর্বাতি
ব্রবণ করিলেন যে, তাঁহার জামাতা মহর্ষি চ্যবন
রূপ-বোবন লাভ করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া
তিনি যারপর নাই আনন্দিত হইয়া মাহবীর
সহিত বিপুল সেনা সমভিব্যাহারে জামাতা-
আশ্রমে গমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত হইয়া
তিনি জামাতাকে ও স্বীয়সুহৃদিতাকে দেব-দম্পতির
স্তায় আনন্দিত দর্শন করিলেন । তাঁহার জামাতা
তাঁহাদের যথোচিত সংকার করিলেন । তাঁহাদের
পরস্পর হিতকরীকথা হইতে লাগিল । ভার্গব

যাজ্ঞয্যাম রাজ্যং সন্তারাজ্যপকল্পম্ ৪ ।
 ততঃ পরমসংকল্পঃ শয্যাতিঃ পৃথিবীপতিঃ ।
 চাবনস্ত মহাদেবি ভবাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ৫ ।
 প্রশস্তেহহনি যজ্ঞ সৰ্বকামসমৃদ্ধিমৎ । কারয়ামাস
 শয্যাতিথ্যজায়ত যুক্তমম্ ৬ । তত্রৈব চাবনো
 দেবি যাজ্ঞয়া ভার্গবম্ । অভুতানি চ তজ্ঞাসন্থানি
 তানি মহেশ্বর ৭ । অগৃহীচ্চাবনঃ সোমমশ্বিনো-
 দ্বেবয়োস্তদা । তমিল্লো বারয়ামাস মা গৃহণ
 তমোগ্রহম্ ৮ । ইল্ল উবাচ । উভাবেতৌ ন
 সোমাহৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ । তিস্রজৌ
 দেবতানাং হি কশ্মণা তেন গর্হিতৌ ৯ । চাবন
 উবাচ । মাবমংস্থা মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবর্চসৌ ।
 যৌ চক্রতুচ্চ মামদ্য বৃন্দারকমিবাজরম্ ১০ ।
 সমত্বেনান্তদেবানাং কথং বৈ নেক্ষতে ভবান ।
 অশ্বিনাবপি দেবেল্ল দেবৌ বিদ্ধি পরস্তপ ১১ ।
 ইল্ল উবাচ । চিকিৎসকৌ কশ্মকরৌ কামরূপ-
 সমথিতৌ । লোকে চরন্তৌ মর্ত্যানাং কথং সোম-
 মিহাহিতঃ ১২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এতদেব
 যদা বাক্যমাত্রেয়য়তি বাসবঃ । অনাদৃতা ততঃ

চাবন রাজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—হে রাজন্ !
 আমি আপনাকেযাজন করিব, আপনি সম্ভার সমুদয়
 আহরণ করুন । রাজা শর্ঘ্যতি আনন্দিত হইয়া জামাতৃ
 বাক্য অনুমোদন করিলেন । অনন্তর তিনি প্রশস্ত
 দিনে উত্তম যজ্ঞায়তন প্রস্তুত করাইলেন । মহর্ষি চাবন
 তাঁহাকে যাজন করিলেন । ঐ যজ্ঞে অলৌকিক দ্রব্য
 সম্ভার সকল আহৃত হইয়াছিল, মহর্ষি অশ্বিনী-
 কুমার-দ্বয়কে এই যজ্ঞে সোমরস প্রদান
 করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু ইল্ল তাহা
 অনুমোদন না করিয়া নিবারণ করিলেন ।
 তিনি বলিলেন,—আমার মতে ইহারা সোমাই নহে,
 ইহারা দেববৈদ্যা, ভৈষজ্যকর্ম্য হেতুই ইহারা
 সোমপানে গর্হিত । চাবন বলিলেন,—ইহারা
 আমাকে দেবগণের স্তায় অজর করিয়াছেন, এই
 রূপসম্পত্তিশালী দেবদ্বয়কে আপনার অবজ্ঞা
 করা কর্তব্য নহে । আপনি কি জন্ত ইহাদিগকে
 দেবনির্কিংশেষে দর্শন করেন না ? ইহাদিগকেও
 আপনি দেবতা বলিয়া জানিবেন । ইল্ল বলিলেন,—
 চিকিৎসক ভৃত্যমাত্র ; তদুপরি ইহারা আবার
 কামরূপী হইয়া মর্ত্যালোকে বিচরণ করে ; ইহারা
 কিরূপে ইহারা সোমাই হইবে ? ঈশ্বর বলিলেন,—
 বাসব যখন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপ্রাপ্তি-প্রস্তাবে

শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ১৩ । গ্রহীধ্যস্তঃ ততঃ
 সোমমশ্বিনোঃ সন্তমং তদা । সমীক্য বলভিদ্বেব
 ইদং বচনমব্রবীৎ ১৪ । আত্ম্যমর্থায় সোমঃ ত্বঃ
 গ্রহীয্যসি যদি স্বয়ম্ । বজ্রং তে প্রহরিয়ামি
 ঘোররূপমব্রুস্তমম্ ১৫ । এবমুক্তঃ স্বয়মিল্ল-
 মতিবৌক্য স ভার্গবঃ । জগ্রাহ বিধিবৎ সোম-
 মশ্বিত্যয়ুক্তমং গ্রহম্ ১৬ । ততোহস্মৈ প্রাহরৎ
 কোপাধজমিল্লঃ শচীপতিঃ । তস্ত প্রহরতো বাহং
 স্তস্তয়ামাস ভার্গবঃ ১৭ । স্তস্তয়ামাস চাবনো
 জুহবে মজ্ঞতোহনলম্ । কৃত্যার্থী স্তুমহাতেজা দেবঃ
 হিংসিতুমুদ্যতঃ ১৮ । তত্র কৃত্যোস্তবো যজ্ঞে
 যুনেস্তস্ত তপোবলাৎ । মদোনাম মহাবীৰ্য্যো
 মহাকাযো মহাসুরঃ ১৯ । শরীরঃ যস্ত নিদ্বেষ্ট-
 মশক্যং চ সুরাসুরৈঃ । তস্ত প্রমাণং বপুষা
 ন তুল্যমিহ বিদ্যাতে ২০ । তস্তাশ্বং চাভব-
 দ্ধেবারং দংষ্ট্রাহর্দর্শনং ময়ৎ । হনুরেকঃ স্থিতস্তস্ত
 ভূমাবেকো দিবং গতঃ ২১ । চতুশ্চাপি তা দংষ্ট্রা
 যোজনানাং শতং ৭ ম্ । ইতরে ত্বস্ত দশনা

দুই তিন বার প্রতিবাদ করিলেন, তখন চাবন
 তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের
 জন্ত সোম গ্রহণ করিলেন । তদর্শনে ইল্ল
 তাঁহাকে বলিলেন, আপনি যদি স্বয়ং উহাদের
 জন্ত সোম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বজ্র দ্বারা
 আপনাকে প্রহার করিব । ১ ১৫ । শক্র এই কথা
 বলিলে মহর্ষি চাবন তখন তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে
 অশ্বিনীকুমার-দ্বয় উদ্দেশে যথাবিধি সোম গ্রহণ
 করিলেন । এই সময় ইল্ল তাঁহাকে যেমন বজ্র
 প্রহার করিতে যাইবেন, অমনি মহর্ষি ব্রহ্মতেজঃ-
 প্রভাবে তাঁহার বাহ্যুগল স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন ।
 অনন্তর তিনি দেবকুল একেবারে উন্মুক্ত করি-
 বার জন্ত কৃত্য উৎপাদনমানসে অনলে আহুতি
 প্রদান করিলেন । তাহাতে কৃত্যরূপী এক
 অদ্ভুতবর্ষা মহাকায মদ নামক অসুর উৎপন্ন
 হইল । সুরাসুর কেহই এই অসুরের শরীরের
 দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলেন না । তাহার
 শরীরের তুলনা দিতে পারা যায় জগতে এমন
 কোন বৃহৎ বস্তু নাই । তাহার বদন অতি ভয়ঙ্কর,
 দন্তও তদুপযুক্ত —এক পাটী দাঁত তাহার ভূতনে,
 আর এক পাটী আকাশে । তাহার সম্মুখের চারিটী
 দাঁতের পরিমাণ শত যোজন করিয়া । আর
 পাশের দাঁতগুলির পরিমাণ দশ যোজন করিয়া ।

বত্ৰবুর্দশযোজনাঃ । ২২ ॥ প্রাকারসদৃশাকার।
মূলগ্রাসমদর্শনাঃ । নাম্না পর্বতসঙ্কশাশ্চাযুতায়ুত-
যোজনাঃ । ২৩ ॥ নেত্রে রবিশশিপ্রথো ক্রবাবস্তক-
সমিভে । লেলিহজ্জিহ্বা বক্রং বিদ্যুচ্চলিত-
লোলয়া । ব্যাস্তানন্যে ঘোরদৃষ্টিগ্রসন্নব জগ-
দ্বলাৎ । ২৪ ॥ স ভক্ষয়িষ্যন সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতু-
মুপাভবৎ । মহতা ঘোরনাদেন লোকান শব্দেন
হাদয়ন । ২৫ ॥

ইতি ত্রীকান্দে চ্যবনেন কৃত্যামদনুরোৎ-
পাদনবৃত্তান্তবর্ণনং নাম দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ২৮২ ।

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ
শতক্রতুঃ । আগ্রাস্তং ভক্ষয়িষ্যস্তং ব্যাস্তাননমিবা-
স্তকম্ । ১ ॥ ভয়াৎ স্তম্ভিতরূপেণ লেলিহানো
মুহুর্ধ্বতঃ । প্রণতোহরবীন্নহাদেবি চ্যবনঃ ভয়-
শীড়িতঃ । ২ ॥ সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব ।
ভবিষ্যতঃ সন্নিমেতদ্বচঃ সত্যং ব্রবীমি তে । ৩ ॥ মা

দাঁতগুলির অগ্র-মূল সমান; দেখিতে ঠিক
প্রাচীরের স্তায়, এক একটি দাঁতকে এক একটি
অযুতায়ুত যোজন পরিমিত পর্বত বলিলেও অত্যাশ্চি-
হ্য নহা। তাহার চক্ষু দুটি যেন চন্দ্র-সূর্য্য; ক্রতে
কৃতান্ত বসিয়া আছেন। জিহ্বা-ইতস্ততঃ চালিত
করায় মনে হইতেছে যেন তাহার বদনে
বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। সেই ঘোরদৃষ্টি অসুর
এইরূপে বদন ব্যাদন করিয়া বলপূর্ব্বক জগৎ
গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। অতঃপর সে ঘোর
রবে ত্রিভুবন আপুরিত করত ক্রোধে ইন্দ্রকে
ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। ১৬—২৫ ।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮২ ।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! ঘোরবদন মহা-
সুর ব্যাদিতানন গম্ভকের স্তায় শত্রুর প্রতি ধাবিত
হইলে স্তম্ভিতগাজ শত্রু তাহাকে দেখিয়া ভয়ে মহর্ষি
চ্যবনকে বারম্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ভার্গব!
আজ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমার্হ হইলেন,

তে মিথ্যা সমারভো ভবত্ত্ব তপোধন । জানামি চাঃ
বিপ্রর্ষে ন মিথ্যা ত্বং করিস্বাসি । ৪ ॥ সোমার্হাব-
শ্বিনাবেতো যথৈবাদ্য যথা কৃতৌ । ভূয় এব তু তে
বীর্ধ্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব । ৫ ॥ সুকন্তায়াঃ
পিতৃশাস্ত্র লোকে কীর্ত্তিভবেদিতি । অথো ময়ৈ-
তদ্বিহিতঃ তদ্বীর্ধ্যশ্চ প্রকাশনম্ । তস্মাৎপ্রসাদং
কুরু মে ভবত্বৈতদ্যথেষ্টসি । ৬ ॥ এবমুক্তশ্চ
শক্রো চ্যবনশ্চ মহাশ্বনঃ । মহ্যর্ক্যুপারমচ্ছৌভ্রং
মানশ্চৈব সুরেশিতুঃ । ৭ ॥ মদং চ ব্যভজদেবি
পানে জীযু চ বীর্ধ্যবান্ । অক্ষেযু যুগয়ায়াং চ পূর্ব্বং
স্বষ্টেঃ পুনঃপুনঃ । তথা মদং বিনিক্ষিপ্য শক্রং
সম্পূর্ণ্য চেন্দ্রনা । ৮ ॥ অশ্বিনায়াঃ সহিতান্ সর্ষান
যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্ । বিধ্যাপ্য বীর্ধ্যং সর্ষেযু
লোকেষু বরবর্ণিনি । ৯ ॥ সুকন্তয়া মহারণ্যে
ক্ষেত্রেহস্মিন বিজহার সং । তত্শতদেবি সংযুক্তং
চ্যবনেশ্বরনামভূৎ । ১০ ॥ লিঙ্গং মহাপাপহরং
চ্যবনেন প্রতিষ্ঠিতম্ । পূজয়েন্তং বিধানেন সোহং-
মেধফলং লভেৎ । ১১ ॥ তস্মাচ্চন্দ্রমসস্তীর্ধমুযয়ঃ

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। আপনি যে আজ
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমার্হ করিলেন, ইহা ঠিকই
হইয়াছে। আমি এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আপ-
নার প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে; সুকন্তার পিতা পৃথি-
বীতে কীর্ত্তি লাভ কারবেন; এই সকল কারণেই
আমি এরূপ করিলাম। আপনার প্রভাব খ্যাতি
করাই আমার উদ্দেশ্য জানিবেন। সম্প্রতি আপনি
আমাকে দয়া করুন। আপনার অভিলষিত সিদ্ধ
হউক। শত্রু এইকথা কহিলে মহর্ষি চ্যবনের
ক্রোধ উপশম প্রাপ্ত হইল। শত্রুও রোষ পরিহার
করিয়া শান্তলাভ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন ও দেবেন্দ্র
ইহাদের উভয়েরই সমান ক্রোধশাস্তি ও সম্মানরক্ষা
হইল। পান, জী, অক্ষ ও যুগয়া বিষয়ে পূর্ব্বস্বষ্ট মদ
বিতক্ত হইল মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত
শত্রুকে সোমরস প্রদানে অপ্যাগ্নিত করত সকলের
সহিত নৃপকে যাজন করিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার
যশ ঘোষিত হইল। অতঃপর তিনি মহারণ্যমধ্যে
এইক্ষেত্রে সুকন্তার সহিত বিহার করিতে লাগি-
লেন। এই জন্তই তত্রত্য লিঙ্গের চ্যবনেশ্বর নাম
যুক্ত হইয়াছে। এই মহাপাপহর লিঙ্গ চ্যবন প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গের পূজা করিলে অং-
মেধফল লাভ হয়। ইহা চান্দ্রসম তীর্থ। বৈশ্বানস

পৰ্য্যাপাসতে । বৈগানসাখ্য ঋষয়ো বালখিল্যাজ্ঞৈব
৮।১০। অজ্ঞাবিনে মাসি নয়ঃ পৌর্ণমাস্তাং বিশে-
ষতঃ । শ্রীকঃ কুৰ্ধ্যাদিধানেন ব্রাহ্মণান ভোজয়েৎ
পৃথক্ । কোটিতীর্থকলং তন্ত ভবেন্নৈহবাং সংশয়ঃ ।
১০। য ইমাং শৃণুয়াদেবি কথাং পাতকনাশিনীম্
সমস্তজন্মসঙ্কতাংপাপানুস্তো ভবেন্নয়ঃ । ১৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে চাবনেশ্বরমাহাশ্রাবর্ণনং নাম ত্র্যশী-
ত্যাধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৮৩ ।

চতুরশীত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি শুকস্তা-
সর উত্তমম্ । যজ্ঞাশ্বিনৌ নিমগ্নৌ তৌ চাবনেন
সহাধিকে । সমানরূপৌ হৃতবচ্চাবনৌ যজ্ঞ
সোহধিনা । ১। যজ্ঞ প্রাপ্তবতৌ কামং শুকস্তা
বরবর্ণিনী । সরঃস্নানপ্রভাবেণ তেন কস্তাসরঃ
স্মৃতম্ । তজ্জ্ঞানাতা শুভা নারী তৃতীয়ায়াং বিশে-
ষতঃ । ২। সমস্তজন্মসহস্রাণি গৃহভঙ্গং ন চাপ্নুয়াৎ ।
দরিদ্রো বিকণ্ডো দীনো নাক্ষস্তস্তা ভবেৎ পতিঃ । ৫।

ইতি শ্রীকান্দে শুকস্তাসরোমাহাশ্রাবর্ণনং নাম
চতুরশীত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৮৪ ।

বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ এ তীর্থের উপাসনা
করিয়া থাকেন । নয়গণ আশ্বিনমাসে বিশেষতঃ
পৌর্ণমাসী তিথিতে এখানে বিধিপূৰ্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । ইহাতে কোটিতীর্থকল
লাভ হয়, সন্দেহ নাই । যে মানব এই পাতক-
নাশিনী কথা শ্রবণ করে, তাহার সমস্তজন্মার্জিত
পাপরাশি বিনষ্ট হয় । ১—১৪ ।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৩ ।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর মানব
উত্তম শুকস্তাসরোবরে গমন করিবে । এই সরো-
বরে মহর্ষি চাবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত মজ্জন
করিয়া তাঁহাদের রূপসদৃশ লাভ করিয়াছিলেন ।
এই স্নানপ্রভাবে বরবর্ণিনী শুকস্তার মনোরথ
সিদ্ধি হইয়াছিল । একান্ত এই সরোবরের নাম
কস্তাসর হইয়াছে । মঙ্গলময়ী রমণীগণ বিশেষতঃ
তৃতীয়া তিথিতে এই সরোবরে স্নান করিলে

পঞ্চাশীত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি পুনর্ন্যা-
কুমতীঃ নদীম্ । তজ্জ কুৰ্য্য গয়াশ্রাদ্ধং গোপ্পদে
তীর্থ উত্তমৈ । ১। ততঃ পশ্চেষরাহং তু তন্মাকরি-
গৃহং ব্রজেৎ । তজ্জ মাতৃস্ত সম্পূজ্য শ্রাদ্ধা সাগর-
সঙ্গমে । ২। শুকুমত্যার্ণবোপেতে ততঃ পূৰ্ণমহু-
ব্রজেৎ । অগস্ত্যশ্রমং দিবাং ক্ষুধাহরমিতি
স্মৃতম্ । ৩। যজ্ঞেশ্বরক বাতাপিং সংহৃত্য ভগবান্
মুনিঃ । মুক্ষাপস্তো ব্রাহ্মণাংস্ত ভেভ্যঃ স্থানং
ততো দদৌ । ৪। অগস্ত্যশ্রমমেতন্নি অগস্তিপ্রিয়-
মুত্তমম্ । শুকুমত্যান্তটে রম্যে সৰ্পপাতকনাশনে ।
৫। দেব্যাবাচ । অগস্তিনেহ বাতাপিঃ কিমর্থশুপ-
শামিতঃ । অজ বৈ কিম্ভূতাবশ্চ স দৈত্যো
ব্রাহ্মণান্তকঃ । কিমর্থঃ চোপগতো মম্ব্যরগন্তে
মহাশ্বনঃ । ৬। ঈশ্বর উবাচ । ইবলো নাম
দৈত্যেষ্ম আসৌধে বরবর্ণিনি । মনিমত্যাং পুরা

সপ্ত সহস্র জন্ম যাবৎ তাঁহারা গৃহভঙ্গদোষে কল-
ঙ্কিত হন না । আর দরিদ্র, বিকল, দীন, বা অন্ধ
ব্যক্তি কখন তাঁহাদের পতি হয় না । ১—৩ ।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৪ ।

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
শুকুমতী নদীতে গমন করিবে । ঐ স্থানে উত্তম
তীর্থ গোপ্পদে গয়াশ্রাদ্ধ করিয়া বরাহ দর্শন করত
হরিগৃহে গমন করিবে । এই স্থানে উপস্থিত হইয়া
মাতৃকাগণের পূজা ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া
তথা হইতে পূৰ্ণমুখে গমন করিবে । যাইতে-
যাইতে পথে ক্ষুধাহর নামক অগস্ত্যশ্রম তীর্থ পাওয়া
যাইবে । এই স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি ইবল
বাতাপির বিনাশ সাধন করত দ্বিজগণকে আপনাকৃত
করিয়া তাঁহাদিগকে স্থান দান করেন । শুকুমতী-
তটে এই সৰ্পপাতকনাশন অগস্ত্যপ্রিয় উত্তম আশ্রম
অবস্থিত । দেবী বলিলেন,—ব্রাহ্মণঘাতী দৈত্য
বাতাপি এই স্থানে কি উপদ্রব করিত ? আর
ভগবান্ অগস্ত্য ঋষিই বা কি জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া
তাঁহাকে উপশমিত করিলেন ? ঈশ্বর বলিলেন,—
হে দেবি ! পূৰ্ণে মণিমতী পুরীতে ইবল নামে এক

পুণ্যং বাতাপিস্তু চাহুজঃ ॥ ৭ ॥ স ব্রাহ্মণঃ
তপোযুক্তমুখাচ দিভিনন্দনঃ । পুত্রং মে ভগবনেক-
মিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥ ৮ ॥ তস্মিন্ স ব্রাহ্মণো
দেহং পুত্রং দাতুং তথাবিধম্ । চুকোদ দিভিজ-
ন্তু ব্রাহ্মণস্ত ততো ভূষম্ ॥ ৯ ॥ প্রভাসক্ষেত্র
মাসাদ্য স দৈত্যঃ পাপবুদ্ধিমান্ । মেঘরূপী চ
বাতাপিঃ কামরূপোহন্তবৎ কণাৎ ॥ ১০ ॥ সংস্কৃত্য
ভোজয়েন্তু বিপ্রান্ স চ জিঘাংসতি । সমাহ্রয়তি
তং বাচা গতঐব ততঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥ স পুনর্দেহ-
মাহ্বয় জীবন্ অপ্রত্যদৃষ্টত । ততো বাতাপিরপি
তং ছাগং কৃষ্য অসংস্কৃতম্ । ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা
তু পুনরেব সমাহ্রয়ৎ ॥ ১২ ॥ স তন্তু পার্শ্বঃ
নির্ভিধ্য ব্রাহ্মণস্ত মহাশ্বনঃ । বাতাপিঃ প্রহসংস্তুজ
শিক্রোদ দ্বিজোদরায়ৎ ॥ ১৩ ॥ এবং স ব্রাহ্মণান্ দেবি
ভোজয়িত্বা পুনঃপুনঃ । বিনির্ভিধ্যোদরং তেষামেবং
হস্তি বিজান বহন ॥ ১৪ ॥ ততো বৈ ব্রাহ্মণাঃ
সর্পে ভয়ভীতাঃ প্রহৃৎবুঃ । অগস্ত্যেব্রাহ্মণ-
জয়ঃ কথয়ামানুরগতঃ ॥ ১৫ ॥ ভগবন্ শূন-
নো বাক্যমস্মাকং তু ভয়াবহম্ । নির্মাত্তাঃ স
সর্পে বা ইবলেন বয়ং প্রভো ॥ ১৬ ॥ অস্মাকং

মৃত্যুরূপং তদ্বোজনং নাস্তি সংশয়ঃ । তদস্মান্
রক্ষ ভগবন্ বিষণ্ণান্ গতচেতসঃ ॥ ১৬ ॥ ততঃ
প্রভাসমাসাদ্য যত্র তো দৈত্যপুত্রবো । ব্রহ্মণ্যৌ
পাপনিরতো দদর্শ স মহামুনিঃ ॥ ১৮ ॥ বাতাপিঃ
সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেঘরূপং মহানুরম্ । উবাচ দেহি মে
ভোজ্যং বভুক্ষা মম বর্ততে ॥ ১৯ ॥ ইত্যুক্তো
স্বাগতং তত্র চক্রোতে মুনয়ে তদা । ভগবন্ ভোজনং
তুভ্যং দাস্তেহং বহবিস্তরম্ । কিমস্মানজ্ঞায়ত-
স্তাবস্মানং পচাম্যহম্ ॥ ২০ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
অন্নং পচয় দৈত্যোস্তে কিঞ্চিৎকৃতির্ভবিষ্যতি । এব-
মস্মাত দৈত্যোস্তে পচমাহ যদ্যস্মানে ॥ ২১ ॥ আশু-
তামাসনমিদং ভূজ্যতাং শ্রেচ্ছয়া মুনৈ । ইত্যুক্তো
হঘোরমম্বঃ স জপন্ কল্লাস্তকারণম্ । ধূর্য্যাসনমখা-
সাদ্য নিষসাদ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥ তং পর্যবেশ-
দৈত্যোস্তে ইবলঃ প্রহসরিব । শতহস্তপ্রমণেন
রাশিমরস্ত সৌহকরোৎ ॥ ২৩ ॥ ততো দৃষ্টমনাগস্ত্যঃ
প্রাগ্রপৎ কবলধম্ । রূপং কৃষ্য মহন্তদদ্যৎ
সাগরশোষণে ॥ ২৪ ॥ সমস্তমেব তদ্বোজ্যং বাতাপিঃ

ইবল আমাদিগকে নিমজ্ঞ করিয়াছে । কিন্তু ঐ
নিমজ্ঞভোজন আমাদের মৃত্যুরূপ হইয়াছে ।
আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন । অনন্তর মুনিবর
অগস্ত্য, যেখানে ঐ ব্রহ্মঘাতী অনুরহস্য বাস করিত,
সেই স্থানে—প্রভাসক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহা-
দিগকে দর্শন করিলেন । তিনি বাতাপিকে সংস্কৃত
মেঘরূপী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—আমি বভুক্ষিত,
আমাকে ভোজন দান কর । মুনি কর্তৃক অভিহিত
হইয়া তাহার স্বাগত প্রত্নপূর্বক তাঁহাকে বলিল,—
ভগবন্! আমরা আপনাকে বিস্তর ভোজন প্রদান
করিব ; কিন্তু আপনার আহার কি পরিমাণ, সেইটী
বলুন, তাহা হইলে সেই মতই করি । ১--২০ । ঋষি
বলিলেন,—অন্নপাক কর, দৈত্যোস্ত, আমার কিঞ্চিৎ
তৃপ্তি হইবে মাত্র । ‘এবমস্ত’ বলিয়া অমনি দৈত্য
বলিল,—অন্ন প্রস্তুত, এই আসন, উপবেশন করুন ;
যথেষ্ট ভোজন করুন । দৈত্য এই কথা বলিলে ঋষি
কল্লাস্তকারক অঘোর মন্ত্র জপ করিয়া উত্তম আসনে
উপবেশন করিলেন । দৈত্য ইবল হাসিতে হাসিতে
পরিবেশন করিতে লাগিল । শতহস্তপরিমিত
অগ্নের রাশি হইল । ঋষি আনন্দিত হইয়া দুই
গ্রাসেই সাবাড় করিয়া দিলেন । এই সময় তাঁহার
ঠিক সাগরশোষণকালের মত রূপ হইয়াছিল ।
তিনি সেই ভোজ্যরূপ বাতাপিকে সম্পূর্ণরূপে

দৈত্য ছিল । বাতাপি তাহারই ভ্রাতা । একদা সে
জনৈক তাসস ব্রাহ্মণকে বলে,—আপনি আমায়
ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রদান করুন । তিনি তাহাতে সম্মত
হন না । দৈত্য তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়—হইয়া
দৃষ্টান্তসন্ধিতে প্রভাসক্ষেত্রে গমন করে । কামরূপী
বাতাপি তৎকণাৎ মেঘরূপ ধারণ করে । ইবল ঐ
মেঘকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করায় ।
ব্রাহ্মণগণ ইহাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন । ইবল ব্রাহ্মণ-
ভোজনাঙ্গে স্বীয় মেঘরূপী ভূক্ত ভ্রাতাকে আহ্বান
করিত—করিয়া গৃহে যাইত । আহ্বান করিবামাত্র
কামরূপী ভূক্ত বাতাপি দেহ ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া
আসিয়া দেখা দিত । এই ভাবে বাতাপিও আবার
ইবলকে ছাগল করিয়া ঐ ছাগের সংস্কার বিধান-
পূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাহাকে আহ্বান
করিত । ইবলও জীবিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের কুক্ষি
বিদারণপূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে
আসিয়া ভ্রাতাকে দেখা দিত । এই ভাবে ঐ
দুর্য্যস্বয় ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া তাঁহাদের বিনাশ-
সাধন করিতে থাকিলে তাঁহারা ভীত হইয়া অগস্ত্য-
জন্মে পলায়নপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগ-
বন্! আমাদের দুঃখের কথা শ্রবণ করুন । দুর্য্যস্ব

বুজ্জেন ততঃ । ভুক্তবত্যানুরে । স্থানমকরোত্তম
ইবলঃ । ২৫ । ততোহসৌ দত্তবানন্নমগন্ত্য
মহাস্বনঃ । ভুতশীচকার সর্বং স উদন্নঃ চ সদানবন্ ।
২৬ । ইবলঃ ক্রোধদৃষ্ট্যা তু ভুতশীচক্ষে মহা-
মুনিঃ । ততো হাহারবৎ কুহা সর্কে দৈত্য
ননংণিরে । ২৭ । ততোহগন্ত্য মহাতেজা
আহুয় দ্বিজপুঙ্গবান্ । তৎস্থানঞ্চ দদৌ তেভ্যো
দৈত্যাণাং দ্রব্যপূরিতম্ ॥ ২৮ ॥ ক্ষুধা হতা
ততো দেবি তত্রাগন্ত্য দানবৈঃ । তেন
ক্ষুধাহরণং নাম স্থানমাসৌদ্রজন্নাম্ । ২৯ । তস্মৈ
পশ্চিমভাগে তু নাতিদূরে ব্যবাস্বিতম্ । গঙ্গেশ্বর-
মিতি খ্যাতং গঙ্গয়া যৎপ্রতিষ্ঠিতম্ । ৩০ । বাতাপি-
তক্ষণে পূর্বমগন্ত্য মহাস্বনা । দৈত্যসন্তকানাং-
পন্নসর্বপাতকভক্ষয়ে । সমাহুতা মহাদেবি গঙ্গা
পাতকনাশিনী । ৩১ । ততো দেবি সমাঘাতা গঙ্গা
পাতকনাশিনী । শুক্লিঃ চকার তস্মৈ স্তম্ভে স্থানে
স্থিতান্তবৎ । ৩২ । অগন্ত্যস্ত্রাশ্রমে রম্যে নৃণাং
পাপভয়াপহে । তত্র গঙ্গেশ্বরঃ দৃষ্ট্য অভক্ষ্যাত্তব-
পাতকাৎ । মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ স্নানদান-
জপাদিনা । ৩৩ ।

ইতি শ্রীকাল্পে শঙ্কুমতীমাহাশ্রমঃ স্মাশ্রমগঙ্গেশ্বর-
মাহাশ্রমবর্ণনং নাম পঞ্চাশীত্যধিকাবিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ২৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি বালার্ক
পাপনাশনম্ । আগন্ত্যশ্রমতো দেবি উত্তরে
নাতিদূরতঃ । ১ । বাল এব তু যত্রাক্ষতপক্ষেপে
পুরা প্রিয়ে । তেন বালার্ক ইত্যেতন্মাম খ্যাতঃ
ধরাতলে । ২ ॥ তং দৃষ্ট্য রবিবারেণ ন কুষ্ঠী জায়তে
নরঃ । বালানাং যোগজা পীড়া ন সমুদ্রাৎ
কদাচন । ৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বালার্কমাগন্ত্যাবর্ণনং নাম ষড়শীত্য-
ধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি অজা-
পালেশ্বরীঃ শুভাম্ । অগন্ত্যস্থানপূর্বেণ নাতিদূরে
ব্যবাস্বিতম্ । ১ । রঘুবংশসমুদ্ভূতো হিজাপালো
নৃপোত্তমঃ । স তত্র দেবীমারাধ্য পাপরোগ-

দান ও জপাদি করিয়া গঙ্গেশ্বর দর্শন করিলে অভক্ষ্য-
ভক্ষণজনিত পাপ হইতে মানব মুক্ত হয় । ২১—৩৩ ।

পঞ্চাশীত্যধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৫ ।

ষড়শীত্যধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
পাপনাশন বালার্কসমীপে গমন করিবে । এই স্থান
অগন্ত্যশ্রমের উত্তরে অনতিদূরে অবস্থিত । পূর্বে
বাল্যকালে অর্ক এখানে তপস্বী করিয়াছিলেন ।
সেই জন্তই এই স্থান বালার্ক নামে খ্যাত হই-
য়াছে । এই স্থান দর্শন করিলে মানব কুষ্ঠী হয়
না এবং বালকগণের কদাচ কোন পীড়া জন্মে
না । ১—৩ ।

ষড়শীত্যধিক বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৬ ।

সপ্তাশীত্যধিক বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
অজাপালেশ্বরীসমীপে গমন করিবে । ইহা
অগন্ত্যশ্রমের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত । রঘু-
বংশসমুদ্ভূত রাজা অজাপাল উক্ত দেবীকে

ভোজন করিলেন । ইবল এই সময় একবার
বাতাপিকে ডাকিয়া পুনরায় ঋষিকে অন্ন প্রদান
করেন । ঋষি ঐ অন্ন দানবের সহিত ভক্ষণ
করিলেন । তাঁহার ক্রোধদৃষ্টিতে ইবলও ভক্ষণ
হইল । তখন দৈত্যগণ সকলে হাহাকার করিতে
করিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল । এই সময়
ঋষি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া বিবিধ দ্রব্য
পূর্ণ দৈত্যদিগের ঐ স্থান তাঁহাদিগকে প্রদান করি-
লেন । হে দেবি ! এই স্থানে দানবগণ অগন্ত্য
ঋষির ক্ষুধা হরণ করিয়াছিল বলিয়া এই স্থানের
নাম হইয়াছে ক্ষুধাহরণ । ইহার পশ্চিমে অনতিদূরে
দিগ্যাত গঙ্গেশ্বর আছেন । গঙ্গা ইহার প্রতিষ্ঠা
করেন । পূর্বে বাতাপিতক্ষণকালে ভগবান্ অগন্ত্য
অভক্ষ্যভক্ষণজনিত পাপাপনোদনের জন্ত গঙ্গা
দেবীকে আহ্বান করেন । তিনি আসিয়া তাঁহার
শুক্লি বিধান করত ঐ স্থানে অবস্থান করেন । ঐ
স্থান রমণীয় ও পাপহর । এই স্থানে স্নান

বশকরীম্ ॥ ২ ॥ অজারূপাংশ্চ রোগান বৈ চারয়ামাস
ভূমিপঃ । তত্র তাং স্থাপয়ামাস স্থানান্ পাপ-
নাশিনীম্ ॥ ৩ ॥ যন্তাং পূজয়তে ভক্ত্যা তৃতীয়ায়াং
বিধানতঃ । বলং বুদ্ধিং যশো বিদ্যাং সৌভাগ্যং
প্রাপুয়ামসঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্যোহজাপালেশ্বরী-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেম্মহাদেবি বালাদিত্য-
মিতি শ্রুতম্ । অগস্ত্যস্থানতঃ পূর্বে গব্যতি-
দ্বিতয়েন তু ॥ ১ ॥ স্থানং সপাটিকা নাম তস্মৈ দক্ষি-
ণতঃ স্থিতম্ । গব্যতিমাত্রং দেবেশি বালার্ক ইতি
বিশ্রুতম্ ॥ ২ ॥ যত্র চারীধিতা বিদ্যা বিশ্বমিত্রেন
ধীমতা । সংস্থাপ্য লিঙ্গত্রিতয়ং প্রতিষ্ঠাপ্য তথা
রবিম্ ॥ ৩ ॥ বিদ্যায়াঃ সাধনং চক্রে সিদ্ধিং সূর্য্যাদ-
বাপ্তবান্ । বালাদিত্যেতি তেনাসৌ ততঃ খ্যাতিমগাৎ
প্রভুঃ ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি ভাস্করং পাপ-

পাপরোগক্ষয়করী দেবীর আরাধনা করিয়া অজা-
রূপী রোগদিগকে ঐ স্থানে চারণ করিতেন । তিনি
নিজ নামে ঐ দেবীকে ঐ স্থান স্থাপনে করিয়াছি-
লেন । যে ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক তৃতীয়া তিথিতে ঐ
দেবীর পূজা করে, সে বল, বুদ্ধি, যশ, বিদ্যা ও
সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে । ১—৪ ।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৭ ।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
বালাদিত্য সন্নিধানে গমন করিবে । অগস্ত্যাত্মের
পূর্বে ক্রোশদ্বয়ের মধ্যে সপাটিকা নামক এক
স্থান আছে, তাহার দক্ষিণে চতুষ্কোশখুগ পরিমিত
যে স্থান, তাহাই বালাদিত্য-ক্ষেত্র । ধীমান্ বিশ্ব-
মিত্র লিঙ্গত্রয় সংস্থাপন এং রবিদেবের প্রতিষ্ঠা
করিয়া ঐ স্থানে বিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন ।
তিনি বিদ্যাসাধনা করিয়া ঐ স্থানে সূর্য্য হইতে
সিদ্ধি লাভ করেন । এই জন্তই ঐ দেব বালা-
দিত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । হে দেবি !

ভাস্করম্ । ন দারিদ্ৰ্যমবাপ্তোতি যাবজ্জীবতি
মানবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বালার্কমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্টাশীত্য-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৮ ॥

একোনবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মৈব দক্ষিণে দেবি তস্মাদ্-
গব্যতিমাত্রতঃ । পাতালগামিনী গঙ্গা সংস্থিতা
পাপনাশিনী ॥ ১ ॥ বিশ্বমিত্রেন চাহুতা স্নানার্থং
বরবর্ণিনি । তত্র স্নাত্বা মহাদেবি মুচ্যতে সর্ব-
পাতকৈঃ ॥ ২ ॥ তত্র গঙ্গেশ্বরং দৃষ্ট্বা বিশ্বমিত্রেশ্বরং
তথা । বাণেশ্বরঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সর্বান কামান-
বাণুয়াৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বালার্কমাহাত্ম্যে পাতালগঙ্গেশ্বরবিশ্বা-
মিত্রেশ্বরবালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোনবত্য-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯ ॥

নবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেম্মহাদেবি কুবের-
স্থানমুত্তমম্ । যত্র সিদ্ধঃ পুরা দেবি কুবেরো ধনদো-

মানব ঐ পাপতরুর ভাস্করকে দর্শন করিয়া যাবজ্জী-
বন দারিদ্ৰ্য্য প্রাপ্ত হয় না । ১—৫ ।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৮ ।

উননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! বালাদিত্যের
দক্ষিণে ক্রোশদ্বয়ের মধ্যে পাপনাশিনী গঙ্গা
আছেন । বিশ্বমিত্র স্নান করিয়া নর সর্ব-
পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে গঙ্গা-
শ্বর, বিশ্বমিত্রেশ্বর, এবং বালেশ্বরকে দর্শন করিলে
মানবগণের সর্বকাম সিদ্ধ হয় । ১—৩ ।

উননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮৯

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর
মানব কুবেরস্থানে গমন করিবে । পূর্বে ঐ

হভবৎ ১১। ব্রাহ্মণচৌররূপেণ তত্র স্থানেহবসৎ
 পুরা। স চ মে ভক্তির্যোগেন পুরা বৈ ধনদঃ কৃতঃ ১২।
 দেব্যাচ। কথং স ব্রাহ্মণো ভূত্বা চৌররূপো
 নরাধমঃ। তন্মে কথয় দেবেশ ধনদঃ স যথাভবৎ ১৩।
 ঈশ্বর উবাচ। তস্মিন্নর্থং মহাদেবি যদ্বৃত্তং
 চৌস্তমেহস্তয়ে। কথয়িষ্যামি তৎসৰ্বং শিবমাহাশ্বা-
 স্চকম্ ১৪। কশ্চিদাসৌদ্ধিজো দেবি দেবশর্যেতি
 বিশ্রুতঃ। প্রভাসক্ষেত্রনিলয়ো স্তম্ভমত্যাস্তটেহবসৎ ১৫।
 পুত্রক্ষেত্রকলত্রাদিব্যাপারৈরকরতঃ সদা। বিহা-
 য়াথ স গার্হস্থ্যং ধনর্থং লোভমোহিতঃ। প্রচচার
 মহীমেতাং সগ্রামনগরাস্তরাম্ ১৬। ভাৰ্য্যা তস্ত
 বিলোলাক্ষী তস্ত গেষাধিনির্গতা। স্বচ্ছন্দচারিণী
 নিত্যং নিত্যং চানঙ্গমোহিতা ১৭। তস্তাং কদাচিৎ
 পুত্রস্ত শূদ্রাজ্জাতো বিধেৰ্ষশাৎ। হৃষ্টাশ্বাতীব
 নিপুঞ্জো নান্না হুঃসহ ইত্যতঃ ১৮। সৌহৃৎ কালেন
 মহতা নামকৰ্ম্মপ্রবৰ্ত্তিতঃ। ব্যসনোপহতঃ পাপস্ত্যক্তো

১৯। পুজোপকরণং ভব্যাং স
 কাশ্মণ্ডিচ্ছিবালয়ে। বহু দোষামুখে দৃষ্টো হৰ্তু-
 কামোহবিশ্রুতঃ ২০। বাবলীপো গতপ্রায়ো

স্থানে তপস্তা করিয়া ধনদ কুবের সিদ্ধ হইয়াছিলেন।
 পূর্বে এক চোর ব্রাহ্মণ ঐ স্থানে বাস করিতেন।
 তিনিই আমার প্রতি ভক্তিপ্রভাবে ধনদ হন। দেবী
 বলিলেন,—হে দেব! কিজন্ত তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া
 চোর এবং ধনদ হইলেন বলুন? ঈশ্বর বলিলেন,
 —দেবি! এই ঘটনার পূর্বে উক্তম মনস্তরে যাহা
 ঘটয়াছিল, সেই শিবমাহাশ্বাস্চক প্রবন্ধ আমি
 বলিতেছি। প্রভাসক্ষেত্রে স্তম্ভমতীতীরে দেবশর্যা
 নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সৰ্বদা পুত্র-ক্ষেত্র-
 কলত্রাদিব্যাপারে রত থাকিতেন। গার্হস্থ্য ধৰ্ম্ম
 পরিত্যাগ করিয়া তিনি লোভবশত ধনর্থ সগ্রাম-
 নগরাস্তর। এই মহীতে বিচরণ করিতেন। তিনি
 প্রোষিত হইলে তাঁহার বিশালাক্ষী পত্নীও গৃহ
 হইতে নির্গত হইলেন। তিনি অনঙ্গমোহিতা
 হইয়া যথেষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালে
 দৈববশে শূদ্র হইতে তাঁহাতে এক পুত্র উৎপন্ন
 হইল। সে অত্যন্ত হৃষ্ট ও উচ্ছ্বলা হইল।
 তাহার নাম হইল হুঃসহ। কালে সে নামানুসঙ্গ
 কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এই পাপ ব্যসনোপহত হইলে
 বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। একদা সে
 প্রদোষসময়ে পুজোপকরণ ভব্যা অপহরণ
 করিবার জন্ত কোন শিবালয়ে প্রবেশ করে।

বর্তিচ্ছেদোহভবৎ কিল। তাবন্তেন দশা দত্তা
 ভব্যাবেষণকারণাৎ ১১। প্রবুদ্ধশোখিতস্তত্র
 দেবপূজাকরো নরঃ। কোহয়ং কোহয়মিতি প্রোচৈ-
 র্যাহয়ং পরিঘাযুধঃ ১২। স চ প্রাণভয়াব্রষ্টঃ
 শূদ্রজ্ঞাপি মৃতধীঃ। বিনিন্দন্নাত্মনো জন্ম কৰ্ম্ম
 চাপি স্তুতুঃখিতঃ ১৩। পুরপালৈর্হতোহবস্তাং
 মৃতঃ কালাদভূচ্চ সঃ। গান্ধারবিষয়ে রাজা খাতো
 নান্না স্তুতুঃখঃ ১৪। গীতবাদ্যরতস্তত্র বেষ্ঠাস্থ
 নিরতো ভূশম্। প্রজোপদ্রবকুর্মুখঃ সৰ্বধৰ্ম্ম-
 বহিষ্কৃতঃ ১৫। কিস্কৰ্চয়ন সৈদ্বাসৌ লিঙ্গং
 রাজাক্রমাগতম্। পুষ্পশৃঙ্গপনৈবেদ্যগন্ধাদি-
 ভিরমস্ত্রবৎ ১৬। মুখ্যেযু চ সদা কালে
 দেবতায়তনেষু চ। দদ্যাৎ স বহুলান দীপান বৰ্দ্ধি-
 ভিচ্চ সমুজ্জলান ১৭। কদাচিৎ গয়াসক্তো
 বভ্রাম স চ বৌধ্যবান্। প্রভাসক্ষেত্রমাগত্য পূৰ্ব্ব-
 সংস্কারভাবিতঃ ১৮। পট্টেরভিহতো যুদ্ধে
 স্তম্ভত্যাস্তটে ভূতে। শিবপূজারিধানেন বিধ-
 স্তাশেষপাতকঃ ১৯। ততো বিশ্ববসচ্চাসৌ
 পুত্রোহভূদ্ভুবি বিশ্রুতঃ। যঃ স এব মহাতেজাঃ
 সৰ্বযজ্ঞাধিপো বলী ২০। কুবের ইতি

মান্দরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, প্রদীপ গতপ্রায়;
 বর্তি শেষ হইয়াছে। তদর্শনে সে ভব্যাবেষণের
 নিমিত্ত প্রদীপে দশা প্রদান করে ১—১১। তখন
 দেবপূজাকর বিপ্র জাগ্রদা উঠিলেন। তিনি তখন এক
 মুদগার লইয়া “কে ও, কে ও” করিতে লাগিলেন।
 তখন ঐ শূদ্রজাত ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে তথা হইতে
 পলায়ন করিল। সে হুঃখিতভাবে আত্মজন্ম-কৰ্ম্মের
 নিন্দা করিতে লাগিল। কালে সে পুরপালগণ
 হইতে পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়া গান্ধার দেশে স্তুতুঃখ
 নামে গীতবাদ্যরত বেষ্ঠাসক্ত ব্যক্তি প্রজাপীড়ক
 মূৰ্খ সৰ্বধৰ্ম্মবাহিষ্কৃত রাজা হওয়া জন্মগ্রহণ করিল।
 কিন্তু সে জন্মে জন্মে কখন মূখ্য মূখ্য দেবায়তনে
 পুষ্প, মালা, ধূপ, দীপ, গন্ধ, নৈবেদ্যাদি দ্বারা
 লিঙ্গ আরাধনা করিতে বিরত হয় নাই। বর্তি
 দ্বারা উজ্জল করিয়া সে দেবায়তনে বহু দীপ দান
 করিত। একদা সে যুগয়াপ্রসঙ্গে প্রভাসে গিয়া
 স্তম্ভমতীতটে শব্দহস্তে নিহত হয়। জীবনান্তে
 শিবপূজার ফলে সমস্ত পাতক নাশ হওয়ায় সে
 পরজন্মে বিশ্ববার পুত্র কুবের হইয়া জন্মগ্রহণ করে
 —করিয়া সে স্তম্ভমতীর পূর্বে কোবেয়ের পশ্চিমে
 সোমনাথ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠানন্তর যথাবিধি

ধর্ম্মাচ্ছা ঋতলীলসমমখিতঃ। লিঙ্গঃ প্রতিষ্ঠায়ামাস
 শুক্লমত্যাশ্চ পূর্বতঃ। ২১। কোবেরাৎপশ্চিমে
 ভাগে সোমনাথেতি বিষ্ণুতম্। সম্পূজ্য চ বধে-
 শানং শুক্লমত্যাশ্চটে শুভে। স্তোত্রোপায়েন
 চান্তোষীভুক্ত্য। তং সর্বকামদম্। ২২। মূর্তিঃ
 কাপি মহেশ্বরস্ত মহতী যজ্ঞস্ত মূলোদয়া তুহী তুঙ্গ-
 কলাবতী চ শতশো ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্থা। ঘনানং ন
 পিতামহো ন চ হরিব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থিতো জানাত্যন্ত-
 সুরেষু কা চ গণনা সা সন্ততঃ বোহবতাৎ। ২৩।
 নম্যামহং দেবমজং পুরাণমুপেন্দ্রমিস্রাবররাজজুষ্টম্।
 শশাঙ্কসূর্য্যাসিসমাননেত্রঃ বৃষেক্ষচিহ্নঃ প্রলয়াদিহেতুম্।
 ২৪। সর্বৈশ্বরৈকত্ববলৈকবন্ধুঃ যোগাধিগম্যং
 জগতোহবিবাসম্। তং বিশ্বাধারমনন্তশক্তিং
 জ্ঞানোত্তমং ধৈর্য্যগুণাধিকং। ২৫। পিনাকপাশাঙ্কশ-
 শূলহস্তং কপর্দিনং মেঘসমানঘোষম্। সকালকণ্ঠঃ
 ফটিকাবভাসং ন্যামি শম্ভুঃ ভুবনৈকনাথম্। ২৬।
 কপালিনং মালিনমাদিদেবং জটাধরং ভীমভুজঙ্গ-
 হারম্। প্রভাসিতারঞ্চ সহস্রমূর্তিঃ সহস্রশীর্ষং পুরুষঃ
 বিশিষ্টম্। ২৭। যদক্ষরং নির্গুণমপ্রমেয়ং সজ্যোতি-
 রেকং প্রবদন্তি সন্তঃ। দূরজমং বেদ্যমনিন্দ্যবন্দ্যং
 সর্বৈবু হুংসং পরমং পবিত্রম্। ২৮। তেজোনিভং
 বালমৃগাক্ষমৌলিঃ নম্যামি রুদ্রং ক্ষুরগ্রুবজ্রম্।
 কালেশ্বনং কামদমন্তসসদিং ধর্ম্মাসনস্থং প্রকৃতি-

পূজাস্তে যে স্তোত্র পাঠ করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ
 কর;—মহাদেবের যে মহতী মূর্তি যজ্ঞের মূল-
 উদয়স্বরূপ, যাহা তুহী ও তুঙ্গকলাবতী, যাহা
 শত শত ব্রহ্মাণ্ডকোটিস্বরূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহার
 পরিমাণ জানেন না, অস্ত্র দেবতার কথা কি
 বলিব? সেই মূর্তি নিখিল জগৎ পালন করক।
 দেব, অজ, পুরাণ, উপেন্দ্র, ইন্দ্রাবররাজজুষ্ট,
 শশাঙ্কসূর্য্যাসি-সমাননেত্র, বৃষেক্ষচিহ্ন, প্রলয়াদিহেতু,
 সর্বৈশ্বরৈকত্ববলৈকবন্ধু যোগাধিগম্য, জগদ্বাস,
 বিশ্বাধার, অনন্তশক্তি, জ্ঞানোত্তম ধৈর্য্যগুণ-
 িক, পিনাকপাশাঙ্কশশূলহস্ত, কপর্দী, মেঘসমান-
 ঘোষ, সকালকণ্ঠ, ফটিকাবভাস, শম্ভু, ভুবনৈকনাথ,
 কপালী, মালী, আদিদেব, জটাধর, ভীম, ভুজঙ্গ-
 হার, প্রভাসিতা, সহস্রমূর্তি, সহস্রশীর্ষ, পুরুষ,
 বিশিষ্ট, অক্ষর, নির্গুণ, অপ্রমেয়, সজ্যোতি, এক,
 দূরজম, বেদ্য, অনিন্দ্য, বন্দ্য, সর্বহৃদয়স্থ, পরম
 পবিত্র, তেজোনিভ, বাম, মৃগাক্ষমৌলি, রুদ্র, ক্ষুর-
 গ্রুবজ্র, কালেশ্বন, কামদ, অন্তসঙ্গ, ধর্ম্মাসনস্থ,

দয়স্বম্। ২৯। অতীন্দ্রিয়ঃ বিশ্বভূজঃ জিতারিঃ
 গুণত্রয়াতীতমজঃ নিরীহম্। তমোময়ঃ বেদময়ঃ
 চিদংশঃ প্রজাপতীশঃ পুরুহুতমিস্রম্। অনাহ-
 তৈকধ্বনিক্রপমাধ্যঃ ধ্যায়ন্তি যং যোগবিদো
 যতীন্দ্ৰাঃ। ৩০। সংসারপাশচ্ছিহ্নয়ঃ বিমুক্তং
 পুনঃ পুনঃ প্রণাম্য দেবম্। ৩১। নিরুপ-
 মাস্তঞ্চ বলপ্রভাবঃ ন চ স্বভাবঃ পরমস্ত পুংসঃ।
 বিজায়তে বিষ্ণুপিতামহাদৈত্যস্তং বামদেবঃ প্রণমাম্য-
 চিত্ত্যম্। ৩২। শিবঃ সমারাধ্য তমুগ্রমূর্তিঃ পদৌ
 সমুদ্রঃ ভগবানগস্ত্যঃ। লেতে দিলৌপোহপ্যাখিলাশ্চ
 কামান্তং বিশ্বযোনিং শরণং প্রপাণ্যে। ৩৩। দেবেন্দ্রব-
 ন্দ্যোদ্ধর মামনাথং শস্তো রূপাকারুণিকঃ কিল ত্বম্।
 হুংখার্ণবে ময়মুন্মেষ দীনঃ সমুদ্রয় ত্বং ভব
 শঙ্করোহসি। ৩৪। সম্পূজয়ন্তো দিবি দেবসজ্জা
 ব্রহ্মেক্ষরুদ্রা বিহরন্তি কামম্। তং স্তোমি নোমৌহ
 জপামি শর্বং বন্দেহ্তিবন্দ্যং শরণং প্রপন্নঃ। ৩৫।
 স্তোত্রবমৌশং বিররাম যাবতাবৎস রুদ্রোহর্কসহস্র-
 তেজাঃ। দদৌ চ তন্মৈ বরদোহঙ্ককারির্বরত্ৰয়ং
 বৈশ্রবণায় দেবঃ। সখ্যঞ্চ দিকপালপদং চতুর্থং

প্রকৃতিদয়স্ব, অতীন্দ্রিয় বিশ্বভূজ, জিতারি, গুণত্রয়া-
 তীত, অজ, নিরীহ, তমোময়, বেদময়, চিদংশ,
 প্রজাপতীশ, পুরুহুত, ইন্দ্র, অনাহতৈকধ্বনিক্রপ
 এবং আদ্যকে আমি নমস্কার করি। যোগবিৎ
 যতীন্দ্রগণ তাঁহাকে ধ্যান করেন। আমি বিমুক্ত
 হইয়া সংসারপাশচ্ছিহ্নয় সেই দেবকে প্রণাম করি।
 ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ষাঁহার নিরুপম আস্য, বর্ণ, প্রভাব,
 ও স্বভাব জ্ঞাত নহেন, আমি সেই অচিন্ত্য বাম-
 দেবকে নমস্কার করি। ভগবান অগস্ত্য ষাঁহার
 আরাধনা করিয়া সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; দিলৌপ
 ষাঁহার প্রসাদে আখল কামনা লাভ করিয়াছিলেন;
 আমি সেই বিশ্বযোনিকে শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি।
 হে দেবেন্দ্রবন্দ্য! শস্তো! তুমি পরমরূপাকারিক, এ
 অনাথকে উদ্ধার কর। হে ভব! আপনি উন্মেষএবং
 মঙ্গলময়, আমি হুংখার্ণবে পতিত হইয়াছি, উদ্ধার
 করুন। স্বর্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ
 ষাঁহার পূজা করিয়া আভলাষত লাভ করত বিহার
 করেন, আমি তাঁহাকে স্তব করিতেছি, নমস্কার
 করিতেছি, জপ করিতেছি, বন্দনা করিতেছি এবং
 শরণরূপে প্রাপ্ত হইতেছি। এইরূপে স্তব করিয়া
 কুবের যেমন বিরত হইল, অমান সহস্রঅর্কভেজা
 রুদ্র তাহাকে বরত্ৰয় প্রদান করিলেন। যথা—

ধনাধিপত্যঞ্চ দিবৌকসাক্ষ ॥ ৩৬ ॥ যস্মাদত্র অগ্না
সম্যক্তুস্তুমত্যাশ্রুতে শুভে । আরাধিতোহং বিধি-
বৎকৃত্বা মূর্তিঃ মহীময়ীম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাত্তবৈব নাম্না
তৎস্থানং ধ্যাতং ভবিষ্যতি । কুবেরনগরেত্যেবং
মম জীতিপ্রদায়কম্ ॥ ৩৮ ॥ অগ্না প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গ-
মস্মান্স্থানাচ্চ পশ্চিমে । উমানাথস্ত বিধিবৎ সোমনা-
থেন্ধি তৎস্মৃতম্ ॥ ৩৯ ॥ জীপঞ্চম্যাং বিধানেন
যন্তচ্চ পূজয়িষ্যতি । সপ্তপুরুষাবধির্ধাবন্তস্ত লক্ষ্মী-
ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতি জীক্সান্দে কুবেরনগরোৎপত্তি-কুবেরস্থাপিত-
সোমনাথমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম নবত্যাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ২৯০ ॥

একনবত্যাধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদুত্তরভাগে তু স্থানাৎ
কৌবেরসংজ্ঞকাত্ ॥ ভদ্রকালী মহাদেবি বাহিতার্থ-
প্রদায়িনী ॥ ১ ॥ দক্ষযজ্ঞস্ত বিধংসে বীরভদ্র-
সমধিতা । ভদ্রকালী মহাদেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী ॥
২ ॥ চৈত্রে মাসি তৃতীয়ায়াং দেবীং তাং যন্ত
পূজয়েৎ । নবকোট্যন্ত চামুণ্ডা ভবিষ্যন্তি সুপু-

র্ভাহার সহিত সখ্য, দিক্‌পালপদ ॥ ৩ ॥ ধনাধি-
পত্ন । দেবদেব বলিলেন,—যে হেতু তুমি এই
স্থানে ন্যাকুমতীতটে আমার মহীময়ী মূর্তি করিয়া
বিধিবৎ আরাধনা করিয়াছ, অতএব তোমার নামে
এইস্থান কুবেরনগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ।
এইস্থান আমার অতিশয় জীতিদায়ক হইবে । আর
এইস্থানের পশ্চিমে তুমি যে উমানাথের লিঙ্গ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহা সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ
হইবে । যে জন জীপঞ্চমীদিনে ঐ লিঙ্গ পূজা করে,
সপ্ত পুরুষ যাবৎ তাহার লক্ষ্মী লাভ হয় ॥ ১২—৪০ ॥

নবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯০ ॥

একনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! পূর্বোক্ত
কুবেরনগরের উত্তরে বাহিতার্থপ্রদায়িনী ভদ্র-
কালী দেবী আছেন । দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার সময়
ভদ্রকালী বীরভদ্রসহ মিলিত হইয়া দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ
করিয়াছিলেন । যে জন চৈত্রী তৃতীয়ায় ভদ্রকালী

জিতাঃ । সৌভাগ্যং বিজয়ং চৈব তন্ত লক্ষ্মীভবি-
ষ্যতি ॥ ৩ ॥

ইতি জীক্সান্দে ভদ্রকালীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
নবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯১ ॥

দ্বিনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদুত্তরভাগে তু স্থানাৎ
কৌবেরসংজ্ঞকাত্ ॥ ভদ্রকালী মহাদেবি তপঃ ক্ষত্বা
সুহৃন্তরম্ ॥ ১ ॥ রবিং সংস্থাপয়ামাস ভক্ত্যা
পরময়া যুতা । রবিবারেণ সপ্তম্যাং রক্তপুষ্পানু-
লেপনৈঃ ॥ ২ ॥ যন্তং পূজয়তে ভক্ত্যা কোটিযজ্ঞ-
কলং লভেৎ । যুচ্যতে বাতপিত্তোথৈ রোগৈরন্তৈশ্চ
পুঙ্কলৈঃ ॥ ৩ ॥ অশ্বস্ত্রৈব দ্যাব্যঃ সমাগ্‌যাত্ৰাকল-
প্তভিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি জীক্সান্দে ভদ্রকালীবার্ণামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯২ ॥

দেবীর পূজাকরে, তাহার নব কোটি চামুণ্ডা পূজা
করার ফল হয় । অপিচ তাহার সৌভাগ্য, বিজয়,
এবং লক্ষ্মী লাভ হয় ॥ ১—৩ ॥

একনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯১ ॥

দ্বিনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—উক্ত স্থানের উত্তরে
ভদ্রকালী দেবী সুহৃন্তর তপস্বী করিয়া পরম ভক্তি
সহকারে রবিদেবকে স্থাপন করেন । যে জন
রবিবার সপ্তমীতিথিতে পুষ্পানুলেপন দ্বারা উক্ত
দেবের পূজা করে, সে কোটি যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত
হয় । অপিচ সে বাতপিত্তোথ ও অন্তান্ত রোগ
সকল হইতে মুক্তি লাভ করে । সমাক-
যাত্ৰাকলেপু ব্যাক্তগণ ঐ স্থানে অশ্ব দান
করিবেন ॥ ১—৪ ॥

দ্বিনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯২ ॥

ত্ৰিনবত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাৎ বৈশ্রবণ স্বানৈরঋত্যাঃ
বরবর্ণিনি । স্বয়ং স্থিতঃ কুবেরস্ত সৰ্বদারিদ্ৰ্য-
নাশনঃ । ১ । মকরাদিনিধানৈস্ত অষ্টাতিঃ পরি-
ভূষিতঃ । পঞ্চমাং পূজয়েন্তু গন্ধপুষ্পানুলে-
পনৈঃ । নিধানপ্রাপ্তিরতুলা নিক্সিয়া তস্ত জায়তে । ২ ।
ইতি শ্রীকাম্পে কুবেরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম ত্ৰিনবত্যধিক-
দ্বিশতমোহধ্যায়ঃ । ২০০ ।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কোবে-
রাং পূর্বসংস্থিতম্ । গব্যুতিপঞ্চকে দেবি পুঙ্করং
নামনামতঃ । যত্র সিক্কো মহাদেবি কৈবর্ত্তো মৎস্ত-
ঘাতকঃ । ১ । দেবুবাচ । সবিস্তরং মম ক্রুহি
কথং স সিদ্ধিমাণ বৈ । কথং প্রসাদেন দেবদেব
মহেশ্বর । ২ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু ত্বং যৎ-
পুরাবৃত্তং দেবি আরোচিষেহস্তরে । আসীৎ-
কশ্চিদ্রাচারঃ কৈবর্ত্তো মৎস্তঘাতকঃ । ৩ ।

ত্ৰিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বরবর্ণিনি ! পূর্বোক্ত
বৈশ্রবণ স্বানের নৈঋতকোণে সৰ্বদারিদ্ৰ্য-নাশন
কুবের বিদ্যমান । তিনি অষ্ট মকরাদি নিধানের
দ্বারা পরিশোভিত । যে জন পঞ্চমীতিথিতে গন্ধ-
পুষ্পানুলেপন দ্বারা তাঁহার পূজা করে, তাহার
নিক্সিয়ে অতুল নিধানপ্রাপ্তি হয় । ১ । ২ ।

ত্ৰিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২০০ ।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
কোবের নগরের পূর্বে ক্রোশদ্বয়পঞ্চক মধ্যে
অবস্থিত পুঙ্কর ক্ষেত্রে গমন করিবে । হে দেবি !
এই তীর্থে মৎস্তঘাতী কৈবর্ত্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছিল । দেবী বলিলেন,—হে দেবদেব মহেশ্বর !
আপনি কৃপা করিয়া বিস্তৃতরূপে বলুন, যেভাবে সে
সিদ্ধি লাভ করিল ? ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! এ
বিষয়ের পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর,—আরোচিষ মন্দির
আধিকারকালে এক হ্রদাচার মৎস্তঘাতী কৈবর্ত্ত ছিল ।

স কদাচিচ্চরনপাণঃ পুঙ্করে তু জগাম বৈ ।
দদর্শ শাকরং বেষ্ম লতাপাদপসঙ্কলম্ । ৪ । স
মাঘমাসে শীতার্ধঃ ক্রিন্নজালসমবিতঃ । প্রাসাদ-
মাকরোহাৰ্ধঃ সূর্য্যভাপজিহ্বাক্ষয় । ৫ । ততঃ স
ক্রিন্নজালং তচ্ছোষণায় রবেঃ কটয়ঃ । প্রাসাদধ্বজ-
দণ্ডাগ্রে সম্প্রসারিতবাংস্তদা । ৬ । ততঃ প্রাসাদতো
দেবি জাভ্যাৎসম্পাতিতঃ ক্রমাৎ । স মৃতঃ সহসা
দেবি তস্মিন্ ক্ষেত্রে শিবস্ত ৮ । ৭ । জালং তস্ত
প্রভুতেন জীর্ণং কালেন যন্তদা । ধ্বজা বন্ধা যতো
জালৈঃ প্রাসাদে সা শুভেহন্তবৎ । ৮ । ততোহগৌ
ধ্বজমাহাত্ম্যাজ্জাতোহবস্থাঃ নরাধিপঃ । ঋতধ্বজেতি
বিখ্যাতঃ সৌরাষ্ট্রবিষয়ে সুধীঃ । স হি ক্ষুর্দ্ধ্বজা-
গ্রেণ রথেন পর্যটনমহীম্ । ৯ । কামভোগাভি-
ভূতাত্মা রাজ্যং চক্রে প্রতাপবান্ । ততোহসৌ
ভবনে শঙ্কোদ্বিদৌ শোভাসমবিতাম্ । ধ্বজাঃ শুভ্রাঃ
বিচিত্রাঃ নাস্তৎকিঞ্চিদপি প্রভুঃ । ১০ । ততো
জাতিস্মরো রাজা প্রভাসক্কেত্রমাগতঃ । দদর্শ
তত্রায়তনং ধ্বজাজালসমবিতম্ । ১১ । অজোগন্ধস্ত
দেবস্ত পূর্বমারাদিতস্ত চ । প্রাসাদং কারয়ামাস

একদা সেই পাপাত্মা করিতে করিতে পুঙ্করে গমন
পূর্বক লতাপাদপসঙ্কল শকরভবন দর্শন করে ।
এক দিন মাঘমাসে ক্রিন্ন জালসমবিত ধীবর অত্যন্ত
শীতার্ধ হইয়া সূর্য্যভাপ গ্রহণেচ্ছায় প্রাসাদে আরো-
হণ করিয়া ক্রিন্ন জালটী শুষ্ক করিবার জন্ত প্রাসাদ-
ধ্বজদণ্ডে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং সে শীতে
অতিশয় কাতর হইয়া সহসা জাভ্যবশত প্রাসাদ
হইতে পতিত হয় ও পঞ্চকুপায় । এইরূপে তাহার
শিবক্ষেত্রে মৃত্যু হয় । জালটী তার অনেক কালের
জীর্ণ ছিল । এই জাল প্রসারিত করায় তাহার
ধ্বজা দেওয়ার কার্য্য হইল । ইহারই কালে সে
অবনীতে নরাধিপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । এই
ধীবর সৌরাষ্ট্রে ঋতধ্বজ নামক রাজা হইয়াছিল ।
রাজা ঋতধ্বজ ক্ষুরিতধ্বজ রথে আরোহণপূর্বক
মহৌ পর্যটন করিয়া বিবিধ কামভোগ উপভোগ
করত প্রতাপসহকারে রাজ্য করিতেছিলেন ।
একদা তিনি শত্রুভবনে শোভাসমবিত শুভ্রধ্বজা
প্রদান করেন । এতদ্ব্যতীত অন্য আর কোন কর্ম্ম
করেন না । ইহাতে রাজা জাতিস্মর হইয়া একদা
প্রভাসে আইসিলেন এবং ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া
দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্বজন্মপ্রদত্ত ধ্বজা-জাল
প্রাসাদে অদ্যাপি লম্বিত রহিয়াছে । অতঃপর তিনি

শিবোপকরণানি চ । ১২ । নিত্যং পূজয়ন্তে ভক্ত্যা
তল্লিঙ্গং পাপনাশনম্ । দশবর্ষসহস্রাণি রাজ্যং চক্রে
মহামনাঃ । ১৩ । তল্লিঙ্গস্ত প্রভাবেন ততঃ কাল-
দ্বিবং গতঃ । তস্মাস্তত্র প্রযত্নেন গন্ধা লিঙ্গং প্র-
জয়েৎ । ১৪ । স্নাত্বা পশ্চিমতঃ কুণ্ডে পুঙ্করে পাপ-
তঙ্করে । যত্র ব্রাহ্মাহজৎপূর্বং যজ্ঞৈর্কিপুলদক্ষিণৈঃ ।
১৫ । সমাহুয় চ তীর্থানি পুঙ্করাস্তত্র ভামিনি ।
তস্মিন কুণ্ডে তু বিস্তৃত্য অজোগন্ধসমীপতঃ । প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গমজোগন্ধেতি নামতঃ । ১৬ । ত্রিপুঙ্করে
মহাদেবি কুণ্ডে পাতকনাশনে । সৌবর্ণং কমলং তত্র
দদাদ্ভক্ষণপুঙ্কবে । ১৭ । দেবং সম্পূজ্য বিধি-
বদগন্ধপুষ্পাকতাদিভিঃ । মূচ্যতে পাতকৈঃ সর্কৈঃ
সপ্তজন্মার্জিতৈরপি । ১৮ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে পুঙ্করমাহাত্ম্যোহজোগন্ধেশ্বর-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্নবত্যাধিক-
দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৯৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর ঈবাচ । তস্মাদীশানদিগৃভাগে ইন্দ্রস্থান-
মবুত্তমম্ । গব্যুতিপঞ্চমাত্রেণ যত্র চন্দ্রসরঃ প্রিয়ে ।

ঐ পূর্বোক্তাধিত দেবের প্রাসাদ ও বিবিধ পূজাভব্য
প্রস্তুত করাইয়া দিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা
করিতে থাকিলেন । এইরূপে লিঙ্গপ্রভাবে তিনি
দশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া কালে স্বর্গলাভ করি-
য়াছিলেন । অতএব মানবগণ এই পাপতঙ্কর পুঙ্কর-
কুণ্ডে স্নান করিয়া যতপূর্বক লিঙ্গপূজা করিবে ।
পূর্বে ব্রহ্মা পুঙ্কর হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া
অজোগন্ধসমীপস্থ কুণ্ডে স্থাপন ও সেখানে অজো-
গন্ধ নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন
করিয়াছিলেন । হে দেবি ! মানব পাতকনাশন-
ত্রিপুঙ্করকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণপুঙ্করকে সুবর্ণ
কমল দান করিবে । এই স্থানে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা
বিধিবৎ দেবপূজা করিলে মানব সপ্তজন্মার্জিত
সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় । ১—১৮ ।

চতুর্নবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯৪ ।

পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

হে দেবি ! পূর্বোক্ত স্থানের ঈশানকোণে অবুত্তম
ইন্দ্রস্থান ; এই স্থানের উত্তরে অনতি দূরে

১ । তস্মাদুত্তরদিগৃভাগে নাতিদূরে ব্যবস্থিতম্ ।
যত্র চন্দ্রোদকং দেবি জরাদারিদ্য়ানাশনম্ । ২ ।
চন্দ্রোদক্যু তদ্বৃদ্ধিঃ ক্ষয়ন্তৎসঙ্কয়ে ভবেৎ । তস্মিন
পাপযুগেহপ্যেবঃ কদাচিত্ৎসম্প্রদৃষ্টতে । ৩ । তত্র
স্নাত্বা মহাদেবি যদি পাপসহস্রকম্ । কৃতং সোহত্র
সমায়াতি নাঃ কার্য্য্য বিচারণা । ৪ । তত্রাহল্যা-
প্রসঙ্গোখমহাপাতকভীকণা । গোতমোত্তবশাপেন
বিলক্ষ্যাকৃতচেতসা । ৫ । ইচ্ছ্যেণ চ পুরা দেবি
ইষ্টং বিপুলদক্ষিণৈঃ । তত্র বর্ষসহস্রাণি সংস্থাপ্য
শিবমীশ্বরম্ । ইচ্ছ্যেথেরেতি নাস্তা বৈ সর্বপাতক-
নাশনম্ । ৬ । চন্দ্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা সন্তর্প্য পিতৃ-
দেবতাঃ । ইচ্ছ্যেথরঞ্চ সম্পূজ্য মূচ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ । ৭ ।

ইতি শ্রীস্কান্দ ইচ্ছেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চনবত্যাধিকদ্বিশততমো-
হধ্যায়ঃ । ২৯৫ ।

ষষ্ণবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদায়েদিগৃভাগে গব্যুতি-
সপ্তকেন চ । স্থানং দেবকুলং নাম দেবানাং যজ্ঞ
সঙ্গমঃ । ১ । ঋষীণাং যত্র সিদ্ধানাং পুরা লিঙ্গে

দশ ক্রোশপরিমিত চন্দ্রসর বিরাজিত । ইহাতে
জরাদারিদ্য়ানাশন চন্দ্রোদক আছে । চন্দ্রের
বৃদ্ধিতে ইহার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ে ক্ষয় হয় । এই
পাপযুগে চন্দ্রোদকের স্নান সর্বোত্তম আর দেখা
যায় না । সহস্র পাপ করিলেও এই স্থানে স্নান
করিয়া নব স্বর্গে গমন করে, অহাল্যাপ্রসঙ্গজনিত
মহাপাতকভীক ও গোতমশাপদগ্ধচিত্ত ইন্দ্র পূর্বে
এই স্থানে লিঙ্গ স্থাপন করিয়া, সহস্রবর্ষব্যাপ্তি বিপুল
দক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এই জন্তই তত্রত্য
লিঙ্গের নাম ইচ্ছেশ্বর । নর চন্দ্রতীর্থে স্নান, পিতৃ-
তর্পণ, ও ইচ্ছেশ্বরের পূজা করিয়া নিঃসন্দেহ মুক্তি-
লাভ করে । ১—৭ ।

পঞ্চনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯৫ ।

ষষ্ণবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত স্থানে
অগ্রিকোণে চতুর্দশ ক্রোশ মধ্যে দেবকুল
নামক স্থান ; পূর্বে শিবলিঙ্গ পতিত হইলে
এই স্থানে দেবতাদিগের এবং ঋষি-সিদ্ধ-

নিপাতিতে । যস্মাজ্জাতো মহাদেবি তস্মাদ্বেবকুলং
স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ তত্র পশ্চিমদিগভাগ ঋষিতোয়া মহা-
নদী । ঋষীণাং বহ্নতা দেবি সর্ষপাতকনাশিনী ।
৩ ॥ তত্র স্নাত্বা নরঃ সম্যক পিতৃণাং নির্কপেন্নরঃ ।
সপ্তবর্ষায়ুতান্তেব পিতৃণাং তৃপ্তির্ভাবহেৎ ॥ ৪ ॥
সুবর্ণং তত্র দেয়স্ত অজিনং কষলং তথা । আবাচে
ত্বমাবাস্তায়াং যৎ কিকির্দীয়তে ক্রবম্ ॥ ৫ ॥ বর্দ্ধিতে
ষোড়শগুণং যাবদায়াতি পূর্ণিমা ॥ ৬ ॥ সুবর্ণং তত্র
দেয়স্ত অজিনং কষলং তথা । মৃত্যুতে পাতকৈঃ
সর্কৈঃ সপ্তজন্মকৃতে রপি ॥ ৭ ॥

ইতি ঈকাদ্দে ঋষিতোয়ানদীমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ

নাম ষষ্ঠবত্যাধিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ ॥ ২৯৬ ॥

সপ্তনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

দেব্যাবাচ । দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণব-
তারক । সবিস্তরং তু মে ক্রহি ঋষিতোয়ামহো-
দয়ম্ ॥ ১ ॥ ঋষিতোয়েতি তন্নাম কথং খ্যাতিং
ধরাতলে । কথং সা পুনরায়াতা দেবদাকুবনে
শুভে ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি

গণের সম্মিলন হয় । এই কারণেই এই স্থানের
নাম দেবকুল । ইহার পশ্চিমে ঋষিতোয়া নামী
মহানদী আছে । ইহা ঋষিবহ্নতা ও সর্ষ-
পাতকনাশিনী । নরগণ যদি এখানে স্নান
করিয়া পিতৃগণের পিতৃ নির্কপণ করে, তাহা
হইলে পিতৃগণ শতায়ুতবর্ষ তৃপ্তি লাভ করেন ।
এখানে সুবর্ণ, অজিন ও কষল দান করিতে হয় ।
আষাঢ়ী অমাবস্তাতে যাহা কিছু এখানে দেওয়া যায়,
পূর্ণিমা যাবৎ তাহা ষোড়শগুণ বর্দ্ধিত হয় । এখানে
অজিন, কষল ও সুবর্ণ প্রদত্ত হইলে সপ্তজন্মকৃত
পাপ হইতে মুক্তি হয় । ১—৭ ।

ষষ্ঠবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯৬ ।

সপ্তনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

দেবী বলিলেন,—দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণব-
তারক ! আপনি আমার নিকট ঋষিতোয়ার সমৃদ্ধি
কৌতূহল করুন । তাহার ঋষিতে য়া এই নাম ধরা-
তলে কিরূপে খ্যাতি হইল ? এবং সে দেবদাকু-

সাবধান বচো মম । মাহাত্ম্যমৃষিতোয়ায়াঃ সর্ষ-
পাতকনাশনম্ ॥ ৩ ॥ দেবদাকুবনে পুণ্য ঋষ-
স্তপসা যুতাঃ । নিবসন্তি বরাব্রোহে শতশোহথ
সহস্রশঃ ॥ ৪ ॥ তেষাং নিবসতাং তত্র বহুকালো
গতঃ প্রিয়ে । পুত্রপৌত্রৈঃ প্রবৃদ্ধান্তে দাকুকং ব্যাপ্য
সংস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ তে সর্কৈ চিত্তয়ামাসুঃ সমেত্য চ
পরম্পরম্ । সরস্বতী মহাপুণ্য শিরস্ত্রাধায় বাড়বম্ ॥
৬ ॥ প্রভাসং চিরকালেন ক্ষেত্রক্ষেব গমিষ্যতি ।
বাণীকূপতড়াগাদি মুক্তা সাগরগামিনীম্ ॥ ৭ ॥
নাহ্লাদং কুরুতে চেতঃ স্নানদানজপেষু চ । ব্রহ্মণং
প্রার্থয়িষ্যামো গবা ব্রহ্মনিকेतনম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । এবং নিমজ্জ্য তে সর্কৈ ঋষস্তপসোজ্জলাঃ ।
গতান্তে ব্রহ্মলোকং তু জহুঃ দেবং পিতামহম্ ।
তুষ্টবুর্কিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ব্রহ্মণং কমলোদ্ভবম্ ॥ ৯ ॥
ঋষয় উচুঃ । নমঃ প্রণবরূপায় বিশ্বকর্ত্রে
নমোনমঃ । তথা বিশ্বস্ত রক্ষিত্রে নমোহস্ত
পরমাত্মনে ॥ ১০ ॥ তথা তন্ত্বেব সংহত্রে
নমো ব্রহ্মস্বরূপিণে । পিতামহ নমস্তভ্যঃ সুরজ্যোষ্ঠ
নমোহস্ত তে ॥ ১১ ॥ চতুর্ভুজ নমস্তভ্যঃ পদ্মযোনে
নমোহস্ত তে । বিষ্ণুর্ভুজ নমস্তভ্যঃ বিধয়ে বেধসে

বনেই বা কিরূপে আসিল ? ঈশ্বর কহিলেন,—হে
দেবি ! আমি তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতেছি,
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । ঋষিতোয়ার মাহাত্ম্য
সর্ষ পাতকনাশন । শত শত সহস্র সহস্র ঋষি-
তপস্বী দেবদাকুবনে বাস করিতেন । বাস করিতে
করিতে বহু দিন তাঁহাদের অতীত হইল ; তাঁহা-
দের বহু পুত্রপৌত্র বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা
দাকুক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করেন । একদা
তাঁহারা মিলিত হইয়া পরস্পর চিন্তা করেন
যে, দেবী সরস্বতী বাড়বকে মন্তকে আধান
করিয়া চিরকালের জন্ত প্রভাসে গমন করি-
বেন । সেই সাগরগামিনী ব্যতীত বাণীকূপ-
তড়াগাদিতে স্নান-দান-জপে আমাদের চিত্ত
প্রসন্ন হয় না । অতএব আমরা ব্রহ্মসদনে গিয়া
সরস্বতীর জন্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জানাইব ।
ঈশ্বর কহিলেন,—তপোধন ঋষিগণ এইরূপ মন্ত্রণা
করিয়া পিতামহদর্শনেচ্ছায় তদীয় লোকে গমন করি-
লেন এবং এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন,—
হে বিষ্ণুরূপ ! প্রণবরূপ ! তোমাকে নমস্কার ।
তুমি বিশ্বরাক্ষতা পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার । তুমি
বিষ্ণুসংহর্তা সুরজ্যোষ্ঠ পিতামহ, তোমাকে নমস্কার ।

নমঃ । ১২ । চিদানন্দ নমস্ভ্যং হিরণ্যগর্ভ তে
নমঃ । হংসবাহন তে নিত্যং পদ্মাসন নমোহস্ত
তে । ১৩ । এবং সংস্রবতাং তেষামুদীণামুর্দ্ধরেত-
সাম্ । উবাচ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
১৪ । স্বাগতং বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠা যুগ্মকং কৃতবানহম্ ।
স্তোত্রোপায়েন দিব্যেন বৃগুধ্বং বরমুত্তমম্ । ১৫ ।
ঋষ উচুঃ । অভিষেকায় নো দেব নদী পাপপ্রণা-
শিনী । বিলোক্যতে সুরশ্রেষ্ঠ দেহি নো বর-
মুত্তমম্ । ১৬ । ঈশ্বর উবাচ । ইত্যুক্তস্তেত্তদা
ব্রহ্মা মুনিভিত্তপসোহুতৈঃ । বীক্ষাক্ষক্রে তদা
সর্বা মূর্ত্তিমত্যশ্চ নিয়গাঃ । ১৭ । গঙ্গা চ যমুনা
চৈব তথা দেবী সরস্বতী । চন্দ্রভাগা চ রেবা চ
সরযুগুপ্তী তথা । ১৮ । তাপী চৈব বরারোহে
তথা গোদাবরী নদী । কাবেরী চন্দ্রপুত্রী চ শিপ্রা
চর্ম্মধতী তথা । ১৯ । সিন্ধুশ্চ দেবিকা চৈব নদাঃ
সর্ব্বৈ বরাননে । মূর্ত্তিমতাঃ স্থিতাঃ সর্বাঃ পবিত্রাঃ
পাপনাশিনী । ২০ । দৃষ্ট্বা পিতামহঃ সর্বা গমরা
ধরণীং প্রতি । দেবদাকুবনে রম্যে প্রভাসক্ষেত্র
উত্তমে । কমণ্ডলৌ কৃত্য দৃষ্টিবর্ধিতস্তাঃ কমণ্ডলুয় ।

ব্রহ্মোবাচ । ধৃতাঃ সর্বা মহাপুণ্যা নদো ব্রহ্ম-
কমণ্ডলৌ । প্রবিষ্টাঃ পৃথিবীং যান্ত ঋষীণামগ্রকম্পয়া ।
২২ । প্রহিণোমি যদ্যেকাঞ্চ হস্তা কৃষ্যন্তি মে দ্বিজাঃ ।
তস্মাৎ সর্বাঃ প্রমোক্ষ্যামি কমণ্ডলুকৃতালয়াঃ । ২৩ ।
ঈশ্বর উবাচ । ততো ব্রহ্মা মুমোচাথ তত্রহাশ্চ
মহাপগা । মুক্তা ব্রহ্মা মুনীন সর্বান প্রোবাচেদং
পুনঃপুনঃ । ২৪ । ঋষিভিঃ প্রার্থ্যমানেন নদ্যো
মুক্তা যয়া যতঃ । তৌষরুপা মহাবেগা অভিষেকায়
সহরাঃ । ২৫ । ঋষিতোয়েতি নাম্না সা ভবিষ্যতি
ধরাতলে । ঋষীণাং বল্লভা দেবী সর্ব্বপাতক-
নাশিনী । ২৬ । ঈশ্বর উবাচ । এবং দেবি সমা-
য়াতা দেবদাকুবনে নদী । ঋষিতোয়েতি বিখ্যাতা
পবিত্রা চ বরাননে । ২৭ । তূর্য্যাদ্ভূতিনির্ঘোষৈ-
র্বেদমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ । সমুদ্রঃ প্রাপিতা দেবী ঋষিভি-
র্বেদপারগৈঃ । ২৮ । সর্ব্বত্র সুলভা দেবী ত্রিষু
স্থানেষু ত্বর্লভা । মহোদয়ে মহাতীর্থে মূলচণ্ডীশ-
সন্নিধৌ । ২৯ । সমুদ্রেণ সমেতা তু যত্র সা পূর্ব্ব
বাহিনী । যত্রঋষিতোয়া লভ্যেত তত্র কিং মৃগ্যতে
পরম্ । ৩০ । মনুষ্যাশ্চৈব সদা ধন্ত্যন্ততোয়ং তু

হে চতুর্ভুজ ! তুমি পদ্মযোনি, বিরিকি, বিধি, বেধা,
চিরানন্দ, হিরণ্যগর্ভ, হংসবাহন, ও পদ্মাসন,
তোমাকে নমস্কার । ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে
লোকপিতামহ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা স্নুখে আগমন করিয়াছে-
ন ত ? আপনাদের কি উপকার করিব বলুন ?
আপনাদের দিব্যস্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ
করুন । ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেব ! আমরা
যেন অভিষেকের নিমিত্ত পাপপ্রণাশিনী সরস্বতীকে
দেখিতে পাই, আপনি আমাদের এই বর প্রদান
করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন
ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা, রেবা, সরযু, গুপ্তী,
তাপী, গোদাবরী, কাবেরী, চন্দ্রপুত্রী, শিপ্রা, চর্ম্ম-
ধতী, সিন্ধু, ও দেবিকা প্রভৃতি মূর্ত্তিমতী নদী ও
নদগণকে অবলোকন করিলেন । নদী সকলকে
ধরণীতে প্রভাসে রম্য দেবদাকুবনে যাইতে উৎ-
সুক দেখিয়া কমণ্ডলুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-
লেন । দেখিলেন নদী সকল তাহাতে প্রবিষ্ট
রহিয়াছে । তিনি বলিলেন,—হে মহাপুণ্যা
নদীসকল ! আমি তোমাদিগকে কমণ্ডলুতে
ধারণ করিয়াছি, তোমরাও ইহাতে প্রবিষ্ট

আছ । অধুনা তোমরা ঋষিগণের প্রতি কৃপা
করিয়া ধরাতলে গমন কর । তোমাদের মধ্যে
একজনকে যদি আমি ধরাতলে প্রেরণ করে,
তাহা হইলে অপরে কষ্ট হইতে পারে, এজন্ত
আমার কমণ্ডলুবাণী তোমাদের সকলকেই আমি
পরিত্যাগ করিলাম । ১—২৩ ঈশ্বর বলিলেন,—অন-
ন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহানদী সকলকে মোচন করিয়া
ঋষিগণকে বলিলেন,—আপনাদের (ঋষিগণ)
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি এই তৌষরুপা নদী
অভিষেকের নিমিত্ত প্রেরণ করিলাম বলিয়া ধরা-
তলে ইহা ঋষিতোয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ।
এবং ঋষিবল্লভা ও সর্ব্বপাতকনাশিনী হইবে ।
ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । উক্ত নদী এইরূপে
দেবদাকুবনে আগমন করিয়া ঋষিতোয়া নামে
বিখ্যাত হইয়াছে । নদী আগমনকালে বেদ-
পারগ ঋষিগণ তূর্য্যাদ্ভূতিনির্ঘোষ ও মঙ্গল নিঃস্বন
করিতে করিতে তাহাকে সমুদ্র পাওয়াইয়াছেন ।
দেবী সরস্বতী সর্ব্বত্র সুলভা, কেবল মহোদয় মহা-
তীর্থ ও মূলচণ্ডীশ সন্নিধানে—এই স্থানত্রয়ে ত্বর্লভ ।
দেবী সরস্বতী যেখানে পূর্ব্ববাহিনী, সেই স্থানেই
সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে । ঋষিতোয়া
লব্ধ হইলে মানবের কি না লাভ হয় ? যাহারা

পিবন্তি যে। অস্বীনি যত্র নীযন্তে যথাশাস্ত্রান্তরেণ
তু ৩১। প্রাতঃকালে বহেগঙ্গা সাযঞ্চ যমুনা
তৎ ৩২। নদীসহস্রসংযুক্তা মধ্যাহ্নে তু
সরস্বতী। অপরাহ্নে বহেদ্রেবা সায়াহ্নে সূর্য্য-
পুত্রিকা ৩৩। এবং জানন্নরো যন্ত তত্র
জ্ঞানং বিচক্ষণঃ। আচরৈষিধিনা শ্রদ্ধাং স তস্তাঃ
কলভাগু ভবেৎ ৬৪। এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্ত-
যথিতোয়ামহোদয়ম্। সৰ্ব্বপাপহরং নৃণাং সৰ্ব্বকাম-
ফলপ্রদম্ ১৫।

ইতি শ্রীকান্দে ঋষিতোয়ামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
নবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ২২৭।

অষ্টনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ঋষিতোয়াপশ্চিমে তু তত্র
গব্যাত্মিযাত্রতঃ। সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সৰ্ব্বপাতক-
নাশনঃ ১। গুপ্তস্তত্র প্রয়াগচ্চ দেবো বৈ মাধব-
স্তথা। জাহ্নবী যমুনা চৈব দেবী তত্র সরস্বতী।
২। অস্তানি তত্র তীর্থানি বহুনি চ বরাননে।
স্নাত্বা দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব্বকিঞ্চিৎ ৩।
পার্বত্যাচ। কথয় ত্বং মহেশান সৰ্বদেবনমস্কৃত।

তাহার জল পান করিয়াছে, তাহার ধাত্ত। যথাশা-
স্ত্রান্তরেণ ঐ স্থানে অস্ত্রিক্ষেপ করা উচিত। ঋষি-
তোয়ায় প্রাতঃকালে গঙ্গা, সায়াহ্নে যমুনা, মধ্যাহ্নে
সহস্রনদীযুক্তা সরস্বতী, অপরাহ্নে রেবা, ও সায়াহ্নে
সূর্য্যপুত্রিকা প্রবাহিত হয়। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া
যে জন ঐ স্থানে স্নান ও স্নানচরণ করে, সে ঐ
স্থানে শ্রাদ্ধাচরণের ফললাভ করিয়া থাকে। এই
আমি সংক্ষেপে নরগণের সৰ্ব্ব কামফলপ্রদ ও সৰ্ব্ব-
পাপহর ঋষিতোয়ামাহাত্ম্য কৌতুহল করিলাম ১—১৫

সপ্তনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ২২৭।

অষ্টনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষিতোয়ার পশ্চিমে ক্রোশ-
দ্বয় পরিমাণ মধ্যে সৰ্বপাতকনাশন সঙ্গালেশ্বর
আছেন। এইখানে প্রয়াগ তীর্থ ও মাধব দেব
গুপ্তভাবে বিরাজিত। জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী,
ও অস্তান্ত বহু তীর্থ এই স্থানে বিরাজিত। এখানে
স্নান, দর্শন, পূজা করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ

তীর্থরাজঃ প্রয়াগচ্চ কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ৪।
কথং গঙ্গা চ যমুনা তথা দেবী সরস্বতী। অস্তান্তপি
বহুস্তেব তীর্থানি বুধতক্ষজ ৫। সমায়াতানি তত্রৈব
সঙ্গালেশ্বরসন্নিধৌ। সঙ্গালেশেতি কিং নাম হেতয়ে
বদ কোতুকম্ ৬। ঈশ্বর উবাচ। পুরা বৈ
লিঙ্গপতনে সৰ্বদেবসমাগমে। সার্কজিত্তয়কোটানি
পুণ্যানি সুরসুন্দরি ৭। তীর্থানি তীর্থরাজোহয়ং
প্রয়াগঃ সমুপস্থিতঃ। আত্মানং গোপয়ামাস তীর্থ-
কোটিভিরাবৃতম্ ৮। ততস্তত্র সমায়াতা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুপুরোগমাঃ। বিবুধাস্তীর্থরাজঃ তং দদৃগুর্দ্বি-
চক্ষুযা ৯। তীর্থকোটিভিরাকীর্ণং পবিত্রং পাপ-
নাশনম্। লিঙ্গস্ত পতনং ব্রহ্মা মহাত্ম্যেথেন সংবৃত্তাঃ।
১০। স্থিতাঃ সৰ্ব্বে তদা দেবি ব্রহ্মাদাঃ সুর-
সন্তমাঃ ১১। এতস্মিন্নেব কালে তু দেবো রুদ্রঃ
সনাতনঃ। নিরানন্দঃ সমায়াতো বাক্যমেতদ্ব্যচ
হ ১২। শৃণুধ্বং বচনং দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুপুরোগমাঃ।
ঋষিশাপাশ্রিতিতং মম লিঙ্গমহুত্তমম্। তস্মাল্লিঙ্গং
পূজয়ত সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ১৩। এবমুক্তা মহাদেবো
দেশে তস্মিন্ স্থিতঃ প্রিয়ে। ব্রাহ্মণ্য বৈষ্ণবং রৌদ্রং

হয়। পার্বতী বলিলেন—হে সৰ্বদেবনমস্কৃত
মহেশ! কৌতুহ এই প্রয়াগ এবং সনাতন বিষ্ণু?
তাহা আপনি বলুন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও
অস্তান্ত বহু তীর্থ, সঙ্গমেশ্বরসমীপে কিরূপে
আসিল এবং সঙ্গালেশ্বর এই নামই বা কিরূপে
হইল, বলিয়া কোতুক নিবারণ করুন। ঈশ্বর
কহিলেন,—পূর্বে আমার লিঙ্গ পতিত হইলে
বহু দেবসমাগম হয় এবং সার্ক জিত্তিকোটি
তীর্থ আসিয়া এখানে উপস্থিত হয়। এমন
কি কোটিতীর্থপরিবৃত্ত তীর্থরাজ প্রয়াগও এখানে
উপস্থিত হইয়া আত্মগোপন করেন। অনন্তর ব্রহ্ম-
বিষ্ণুপ্রমুখ বিবুধগণ এখানে আগমন করিয়া দ্বি-
চক্ষে তাঁহার কোটিতীর্থপরিপূর্ণ পবিত্র পাপনাশন
এই তীর্থ রাজাকে দর্শন করেন এবং লিঙ্গপতন
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া মহাত্ম্যে অবস্থান করিতে
থাকেন। এমন সময় সনাতন দেব রুদ্র নিরানন্দ-
ভাবে আগমন করিয়া বলিলেন—হে ব্রহ্মবিষ্ণু-
প্রমুখ দেবগণ! তোমরা আমার বচন শ্রবণ কর।
ঋষিদিগের সমীপে আমার অহুত্তম লিঙ্গ পতিত
হইয়াছে, তোমরা তাঁহার পূজা কর, অতীষ্ট লাভ
হইবে। এই কথা বলিয়া মহাদেব সেইখানে অব-
স্থান করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানে ব্রহ্ম, বৈষ্ণব,

তত্র কুণ্ডলয়ং স্মৃতম্ । ১৪ । চতুর্থং ত্রিসঙ্গমাখ্যং
নদীনাং যত্র সঙ্গমঃ । গঙ্গায়াশ্চ সরস্বত্যাঃ সূর্য্য-
পুত্র্যাস্তথৈব চ । ১৫ । কোটিরেকা চ তীর্থানাং
ব্রহ্মকুণ্ডে অবস্থিতা । তথা চ বৈষ্ণবে কুণ্ডে
কোটিরেকা প্রকীর্তিতা । ১৬ । সার্কিকোটীশ্চ
সম্প্রোক্তা শিবকুণ্ডে প্রকীর্তিতা । পশ্চিমে ব্রহ্ম-
কুণ্ডঞ্চ পূর্বে বৈ বৈষ্ণবং স্মৃতম্ । ১৭ । মধ্যভাগে
স্থিতং যচ্চ ব্রহ্মকুণ্ডং প্রকীর্তিতম্ । কুণ্ডমধ্যাধি-
নির্গত্য যত্র গঙ্গা বরাননে । ১৮ । সূর্য্যপুত্র্যা
সমেতা চ ত্রিসঙ্গম উচ্যতে । অনন্তরন্তরে স্মৃতে
তত্র গুপ্তা সরস্বতী । ১৯ । এষু সন্নিহিতো নিত্যং
প্রয়াগস্তীর্থনায়কঃ । অত্রাগত্য নরো যচ্চ মাঘ-
মাসে বরাননে । ২০ । স্নান্য প্রভাতসময়ে মকরস্বে
রবৌ প্রিয়ে । কিঞ্চিদভ্যুদিতো সূর্য্যে শূন্য তস্ত চ
যৎকলম্ । ২১ । আদ্যো নৈকেন স্নানেন পাপং যন্ম-
নসাকৃতম্ । ব্যাপোহতি নরঃ সমাক্ষ্য ব্রহ্মযুক্তো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । ২২ । বাচিকং তু দ্বিতীয়েন কাংকিকং
তু তৃতীয়কাং । সংসর্গজং চতুর্থেন রহস্যং পঞ্চমেন
তু । ২৩ । উপপাতকানি যঠেন স্নানে নৈব ব্যাপো-
হতি । ২৪ । অভিষেকেন কুণ্ডানাং সপ্তরুদ্রো
বরাননে । মহাস্থি তৈব পাপানি কাল্যন্তে

পুরুষৈঃ সদা ॥ ২৫ ॥ যঃ স্নাতি সকলং মাসং
প্রয়াগে গুপ্তসংজ্ঞকে । ব্রহ্মাদিভর্ন তৎকুণ্ডং শক্যতে
কল্পকোটিভিঃ । ২৬ ॥ যানি কানি চ তীর্থানি
প্রভাসে সন্তি ভামিনি । তেভোহতিবল্লভং তীর্থং
সর্বপাপপ্রণাশনম্ । ২৭ ॥ এষাং সংরক্ষণার্থায় যয়া
বৈ তত্র মাতরঃ । পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন নৈবেদ্য-
কিবিধৈঃ শুভৈঃ । ২৮ ॥ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং
ব্রহ্মযুক্তেন চেতসা । তাসামনুচরো দেবি ভূত-
প্রেতাস্চ কোটিভিঃ । ২৯ ॥ তেষাং ভয়বিনাশায়
তা মাতৃশ্চ প্রপূজয়েৎ । অশ্মিন্দীর্থে নরঃ স্নাত্বা
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । ৩০ ॥ যঃ কশ্চিৎকুরুতে
শ্রাদ্ধং পিতৃভূদিভ্যু ভক্তিতঃ । উদ্ধরেচ্চ পিতৃক্লগং
মাতৃক্লগং নরোত্তমঃ । ৩১ ॥ বৃষভস্তুত্র দাতব্যঃ
সম্যগ্‌যাত্রাকলেপস্তুভিঃ । এবং যঃ কুরুতে যাত্রাং
তস্ত কলমনস্তকম্ । ৩২ ॥ এবং গুপ্তপ্রয়াগস্ত
মাহাত্ম্যং কথিতং তব । ঋত্বাভিনন্দ্য পুরুষঃ প্রাপু-
য়াচ্ছকরাণ্যম্ । ৩৩ ॥

ইতি ঐশ্বান্দে গুপ্তপ্রয়াগমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
নবত্ৰ্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৯৮ ॥

ও রোদ্ৰ এই কুণ্ডলয় হইল । চতুর্থ কুণ্ডল হইয়া-
ছিল, নাম ত্রিসঙ্গম । গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর
সঙ্গম এখানে আছে । ব্রহ্মকুণ্ডে এককোটী, বৈষ্ণব-
কুণ্ডে এক কোটি ও শিবকুণ্ডে সার্কিকোটী তীর্থ
বিরাজিত । পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ড, পূর্বে বৈষ্ণবকুণ্ড
এবং মধ্যভাগে ব্রহ্মকুণ্ড বিদ্যমান আছে । এই
স্থানেই গঙ্গাদেবী কুণ্ডমধ্য হইতে নির্গত হইয়া
যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন । এতদ্ব্যয়ের
অন্তরে স্নানভাবে সরস্বতী গুপ্ত আছেন । তীর্থনায়ক
প্রয়াগ এখানে নিত্য সন্নিহিত । যে নর মাঘমাসে
মকরস্ব রবিতে এখানে আগমন করিয়া প্রভাতে
সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদিত হইলে স্নান করে, তাহার
যে কল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর । ব্রহ্মযুক্ত
জিতেন্দ্রিয় নর এখানে প্রথম স্নান হইতে
মুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় স্নানে বাচিক পাপ
হইতে, তৃতীয় স্নানে কাংকিক পাপ হইতে, চতুর্থ
স্নানে সংসর্গজ পাপ হইতে, পঞ্চম স্নানে গুপ্ত পাপ
হইতে ও ষষ্ঠ স্নানে উপপাতকাদি পাপ হইতে
অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকে । সমস্ত কুণ্ডলে
মাতব্রাহ্ম অভিষিক্ত হইলে মানব মহাপাপ হইতে

বিশুদ্ধি লাভ করে । সম্পূর্ণ মাস যে এই গুপ্ত
প্রয়াগে স্নান করে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কল্পকোটী
কালেও তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন না ।
হে দোব ! প্রভাসে যত তীর্থ আছে, সেই সমুদয়
তীর্থ অপেক্ষা এই তীর্থ অধিক পাপনাশন । ইহার
রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত আমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষীয়
চতুর্দশীতে বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা সমস্ত মাতৃকা-
গণের পূজা করিয়া থাকি । তাহাদের অনুচররূপে
বহু ভূতপ্রেত আমি ঐ স্থানে প্রেরণ করিয়াছি ।
এই সকল ভূতের নিবারণের জন্ত মাতৃকাপূজা
করিতে হয় । মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্ম-
হত্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করে । যে ব্যক্তি
এখানে পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃ-
কুল ও মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া থাকে । সম্যক
যাত্রাকলেপসু ব্যক্তিগণ এখানে বৃষভ দান
করিবে । যে এইভাবে যাত্রা করে, যাত্রা তাহার
অনন্তফলদায়িকা হয় । এই আমি তোমার নিকট
গুপ্তপ্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ ও
অভিনন্দন করিয়া মানব শিবলোক প্রাপ্ত হয় । ১—৩৩
অষ্টনবত্ৰ্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯৮ ॥

নবনবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈব দক্ষিণে ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্ । শব্দচক্রেগদাধারী মাধবস্তত্র
সংস্থিতঃ । ১ । একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো
জিতেন্দ্রিয়ঃ । যন্তঃ পূজয়তে ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পান্ন-
লেপনৈঃ । স যাতি পরমং স্থানমপুনর্ভবদায়কম্ । ২ ।
অত্র গাথা পুরা গীতা ব্রহ্মণা লোককর্তৃণা
বিষ্ণুকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যো বৈ মাধবমর্চয়েৎ । স
যান্ততি পরং স্থানং যত্র দেবো हरिঃ স্বয়ম্ । ৩ ।
এতন্তে সর্বমাধ্যাতঃ মাহাত্ম্যং বিষ্ণুদৈবতম্ । সর্ব-
কামপ্রদং নৃণাং সর্বপাতকনাশনম্ । ৪

ইতি শ্রীকান্দে মাধবমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম নব-
নবত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৯৯ ॥

—

ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তন্ত্ৰৈবোত্তরদিগ্ভাগে কিঞ্চি-
দায়বাসংস্থিতম্ । সঙ্গালেশ্বরনামাস্তি সর্বপাতক-
নাশনম্ । ১ ॥ তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুচ লিঙ্গস্মারাদিনো-
দাতৌ । শক্রশ্চৈব মহাতেজা লিঙ্গং পূজিতবান্

নবনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—পূর্বোক্ত স্থানের দক্ষিণে
অনতিদূরে এক তীর্থ আছে । শব্দচক্রেগদাধারী
মাধব ঐ তীর্থে বিদ্যমান আছেন । সিতপক্ষীয়
একাদশীতে যে সোপবাস জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি—ভক্তি-
পূর্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তত্রতা দেব মাধবের
অর্চনা করে, সে আবৃত্তিরহিত পরম স্থানে গমন
করিয়া থাকে । পূর্বে বিধাতা এ বিষয়ে এক গাথা
কৌর্ভন করিয়াছেন যে, যে নর বিষ্ণুকুণ্ডে স্থান
করিয়া মাধবের অর্চনা করে, সে যেখানে हरि
বিরাজিত, সেই পরম লোকে গমন করিয়া থাকে ।
হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট সর্বকামদ
পাতকনাশন বিষ্ণুদৈবত মাহাত্ম্য কৌর্ভন করিলাম । ১-৪

নবনবত্যাধিক দ্বিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ২৯৯ ।

ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত দেবের উত্তরে কিঞ্চিৎ
দায়ব্যাপ্ণে সর্ব পাতকনাশন সঙ্গালেশ্বর লিঙ্গ

প্রিয়ে । ২ । বক্রণে ধনদশ্চৈব ধর্ম্মরাজোহথ
পাবকঃ । আদিত্যর্কশুভিশ্চৈব লোকপালৈঃ
সমস্ততঃ । ৩ । আরাধিতং মহালিঙ্গং সঙ্গালেশ্বর-
নামভূৎ । পূজয়িত্বা তু তে সর্কে দৃষ্টী মাহাত্ম্য-
মুত্তমম্ । ৪ । উচুশ্চ সহসা দেবি পরমামঙ্গলসংসূতা-
দেবানাং নিবহৈর্ধন্যাং সমাগত্য প্রতিষ্ঠিতম্ ।
সঙ্গালেশ্বরনামাস্ত ভবিষ্যতি ধরাতলে । ৫ ।
সঙ্গালেশ্বরনামানং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ । ন তেষা-
মদ্বয়ে কশ্চিগ্নর্ধনঃ সন্তুবিষ্যতি । ৬ । গোসহস্রশ্চ
দত্তশ্চ কুরুক্ষেত্রে চ যৎকলম্ । তৎকলং সমবা-
প্নোতি সঙ্গালেশ্বরদর্শনাৎ । ৭ । অমাবস্তাঞ্চ
সম্প্রাপ্য স্থানং কৃত্বা বিধানতঃ । যঃ করোতি নরঃ
শ্রদ্ধাং পিতৃণাং যোষবজ্জিতঃ । পিতরস্তশ্চ তৃপ্যন্তি
যাবদাভূতসংপ্রবম্ । ৮ । অর্ধকোশঞ্চ তৎক্ষেত্রং
সমস্তাং পরিমণ্ডলম্ । সর্বকামপ্রদং নৃণাং সর্বপাতক-
নাশনম্ । ৯ । অগ্নিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি জীবা
উত্তমমধ্যমাঃ । কালেন নিধনং প্রাপ্তান্তেহপি
যান্তি পরাং গতিম্ । ১০ । গৃহীহানশনং যে তু
প্রাণান্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ । নিশ্চয়ং তে মহাদেবি
লীয়ন্তে পরমেশ্বরে । ১১ । গবা হতা দ্বিজহতা যে
চ বৈ দংষ্ট্রিভির্হতাঃ । আত্মনো ঘাতকা যে তু

আছেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শক্র, বক্রণ, ধনদ, ধর্ম্মরাজ,
পাবক, আদিত্য, বসু, লোকপাল, ইহারা সকলেই
উক্ত মহালিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়া আরাধনা করিয়া-
ছেন । অর্চনান্তে মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আনন্দিত
হইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন, দেবনিবহ সমাগত হইয়া
প্রাতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া এই লিঙ্গ ধরাতলে
সঙ্গালেশ্বর নামে বিখ্যাত হইবেন । যে সকল
মানব ইহার পূজা করিবে, তাহাদের বংশে কেহ
নির্ধন হইবে না । কুরুক্ষেত্রে সহস্র গো দান
করিলে যে কল হয়, সঙ্গালেশ্বর দর্শন মাঝে সেই
কল লব্ধ হইবে । যে জন এখানে অমাবস্তায়
বিধিপূর্বক স্নান করিয়া শ্রদ্ধা করে, আভূতসংপ্রব
কাল পর্য্যন্ত তাহার পিতৃলোক তৃপ্তি অল্পভব করে ।
এই ক্ষেত্রে চতুর্দিকের পরিমণ্ডল অর্ধকোশ এবং
ইহা সর্বকামপ্রদ ও পাতকনাশন । উত্তমাধমমধ্যম
জীবগণ এই ক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি
লাভ করে । যাহারা অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া
এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা নিশ্চয় পরমে-
শ্বরে লয় প্রাপ্ত হয় । এখানে ষোড়শ শ্রদ্ধা বুঝাৎ-
সর্গ করিলে এবং ত্রাণ ভোজন করাইলে গোহত,

[illegible]

১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে

एकादिकदिनतद्वयविधायः ।

৩। ইহাং উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সিদ্ধেশ্বর-
 যমুত্তমম্ । তৈশ্চ পূৰ্ণদিগ্ভাগে নাতিদূরে বাব-
 য়িতম্ ॥ ১ ॥ যদা দেবৈঃ সমেতাশ্চ শিবলিঙ্গ-
 প্রতিষ্ঠিতম্ । সঙ্কালেশ্বরনামাচাং সৰ্বপাপহরঃ
 শুভম্ ॥ ২ ॥ তদা সিদ্ধিগণাঃ সৰ্বে সমায়ায্য বৃষ-
 ধ্বজম্ । স্থাপয়াক্রুরে লিঙ্গং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥
 ৩ ॥ তৎসিদ্ধেশ্বরনামাচাং মহাপাতকনাশনম্ ।
 তুৰ্গুর্নিস্বির্দেহঃ স্তোত্রৈস্তদা সিদ্ধগণা শিবম্ ॥ ৪ ॥
 ততস্তষ্টৌ মহাদেবো যাচ্যতাং বরমুত্তমম্ । নমস্কৃতা
 ততঃ সৰ্বে প্রোচুশ্চ শশিশেখরম্ ॥ ৫ ॥ ইহাং ত্য
 নরো যন্ত ভ্রাতা চ বিধিপূৰ্বকম্ । অৰ্চয়েৎ সিদ্ধনাথক

দ্বিজহত, দংত্রিহত, আত্মঘাতক, সর্গদষ্ট, শয্যামৃত ও শৌচবর্জিত মৃত ব্যক্তিগণও মুক্তিলাভ করে, সংশয় নাই। এই বলিয়া সুরগণ স্বর্গে গমন করিলেন। এই আমি সংক্ষেপে সন্মানেবরমাহারী কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে পাপ ও শোক হুঃখ বিনষ্ট হয়। ৯—১৬।

ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০০ ।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর कहিলেন,—হে দেবি! অতঃপর মানব
সিদ্ধেশ্বরসমীপে গমন করিবে। এই লিঙ্গ
পূর্বোক্ত লিঙ্গের পূর্বে অনতিদূরে অবস্থিত। যখন
দেবগণ মিলিত হইয়া সঙ্কালেশ্বর নামক সর্বপাপহর
শুভ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সিদ্ধগণ ব্রহ্মবজ্রের
আরাধনা করিয়া সর্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধেশ্বর নামক
লিঙ্গকে জ্ঞান করান এবং বিবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার

[illegible]

ইতি জীকামে সিদ্ধেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নার্মৈকাধিক-
ত্রিশততমোদধ্যায়ঃ । ৩০১ ।

ব্যাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নমহাদেবি গন্ধর্ষেঈশ্বর-
মুদ্রমম । তন্ত্বেবোক্তরদিগ্ভাগে ধনুযাং পঞ্চকে-
স্থিতম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা চ মহাদেবি রূপবান জায়ে-
নরঃ । গন্ধর্ষেঃ স্থাপিতং লিঙ্গং স্নাত্বা সম্পূজয়েৎ
সকুণং । সর্ষান কামানবাপ্রোতি রক্তকণ্ঠঃ
জায়তে ॥ ২ ॥

इति त्रैकाले गङ्गासैश्वर्याहास्यावर्णनं नाम
द्वाधिकत्रिंशत्तमोऽध्यायः । ७०२ ।

স্বত্ব করেন । তুষ্ণ হইয়া শক্তর বর প্রার্থনা করিতে বলেন । নমস্কারপূর্বক তাঁহারা বলেন,—হে দেব । যেনর এখানে আসিয়া যথাবিধি স্নানান্তে লিঙ্গনাথের পূজা এবং শতকুন্দিয় অঘোর মন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিবে, তাহারা যেন সম্যাসমধ্যেই অগ্নিমাди গুণৈশ্বর্য সহ সিদ্ধি লাভ করেন । ঐশ্বর, ‘এবং ভবিষ্যতি’ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । যে জন অশ্বযুক ক্রকপক্ষে চতুর্দশীর মহানিশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক নিতীক হইয়া সিদ্ধেশ্বরের পূজা করিয়া অঘোর মন্ত্র জপ করে, সে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । এই আমি সিদ্ধেশ্বর দেবের কামফলপ্রদ পাপনাশন মায়া কীর্ত্তন করিলাম । ১—১০ ।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত : ৩০১।

দ্ব্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর कहিলেন,—দেবি ! সিদ্ধেশ্বরের উত্তরে
পাঁচ ধর্মমধ্যে গন্ধর্বেশ্বর দেব বরাজিত । তাঁহাকে
দর্শন করিলে নব রূপবান হয় । গন্ধর্বস্বাপিত

ত্র্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি উত্তরে-
বরমুত্তমম্ । যন্তমারাধয়েদেবঃ মহাপাতক-
নাশনম্ । ১ ॥ তন্তৈব পশ্চিমে ভাগে ধনুবাং
ত্রিতয়ে স্থিতম্ । শেযাদিপ্রমুখৈর্নগৈর্মহতা তপসা
যুতৈঃ । সমারাধ্য মহাদেবং স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
যন্তমারাধয়েদেবঃ সর্পৈরারাদিতং পুরা । ন বিয়ং
ক্রমতে দেহে তস্ত জন্মাবধি প্রিয়ে । ৩ ॥ সর্পা
স্তস্ত প্রসাদস্তি ন কুহস্তি কদাচন । তস্মাৎসর্ব
প্রযত্নে তল্লিঙ্গং পূজয়েন্নরঃ । ৪ ॥ তত্র লিঙ্গান্ত-
নেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি তু । গঙ্গাতীরে
মহাপুণ্যে পশ্চিমে বরবর্ণিনি । ৫ ॥ তানি দৃষ্ট্বা
পূজয়িত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । অশ্বমেধসহস্রস্ত
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । ৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দ উত্তরেণ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্র্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩০৩ ॥

এই লিঙ্গ স্পর্শনান্তে একবারমাত্র পূজিত হইলে সর্ব-
কামপ্রাপ্ত ও রক্তকণ্ঠ হওয়া যায় । ১—২ ॥

ত্ৰ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০২ ॥

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! অতঃপর মানব
উত্তরেণ্বর দেবসমীপে গমন করিবে । ইহার
আরাধনা করিলে মহাপাতক নাশ হয় । পূর্বোক্ত
লিঙ্গের পশ্চিমে তিন ধনু মধ্যে এই লিঙ্গ অবস্থিত ।
তপোযুক্ত শেবপ্রমুখ মহামানবগণ আরাধনাপূর্বক
এই উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । যে জন
সর্পারাদিত এই লিঙ্গের অর্চনা করে, যাব-
জীবন তাহার গাত্রে বিষ প্রসর্পিত হয় না । অপিচ
সর্পগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়, দংশন করে না ।
অতএব নর সর্বপ্রযত্নে উক্ত লিঙ্গের পূজা করিবে ।
পশ্চিমে অত্রত্য মহাপুণ্য নদীতীরে ঋষিস্থাপিত
বহু লিঙ্গ আছেন, এই সকল লিঙ্গকে দর্শন ও
ঠাঁহাদের পূজা করিলে মানব পাপযুক্ত ও সহস্র
অশ্বমেধকলাধিকারী হয় । ১—৬ ॥

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০৩ ॥

চতুরধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি গঙ্গাং
ত্রিপথগামিনীম্ । সংকালেদধৈশান্তাং ধনুবাং
সপ্তকে স্থিতাম্ । ১ ॥ তস্তাং ত্রিনেত্রা মংস্তাঃ
স্মার্ত্তিভ্যামান্তসিকাঃ প্রিয়ে । কলৌ যুগেহপি
দৃষ্টস্তে সত্যংসত্যং ময়োদিতম্ । ২ ॥ তস্তাং
স্বাস্থ্য মহাদেবি মুচ্যতে পঞ্চপাতকৈঃ । ৩ ॥ সূত
উবাচ । তস্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা গিরিজা
সতী । উবাচ তং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রচলচ্চন্দ্রশেখরম্ ।
৪ ॥ পার্শ্বত্যাচ । কথং তত্র সমায়াতা গঙ্গা
ত্রিপথগামিনী । কথং ত্রিনেত্রাঃ সঞ্জাতা মংস্তা
আন্তসিকাঃ শিব । ৫ ॥ এতদ্বিস্মরতো ক্রহি যদ্যহঃ
তে প্রিয়া বিভো । ৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি
প্রবক্ষ্যামি যদি পৃচ্ছসি মাং শুভে । আন্তিকাঃ
শ্রদ্ধধানাশ্চ ভবন্তীত মতিশ্রম । ৭ ॥ যদা শপ্তো
মহাদেবো হস্তানভিমিরাবুতৈঃ । ঋষিভিঃ কোপ-
যুক্তৈশ্চ কস্মিংশ্চংকারণান্তরে । ৮ ॥ তদা তে
মুনয়ঃ সর্ষে শবং জ্ঞাত্বা মহেশ্বরম্ । নিরানন্দং
জগৎসর্বং দৃষ্ট্বা চান্মানমেব চ । ৯ ॥ আরাধ্য

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
মঙ্গলেশ্বরের ঈশানে সপ্ত ধনু ব্যবধানে অবস্থিত
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সমীপে গমন করিবে । এই
কলিতেও এখানে গঙ্গা-সলিলে ত্রিনেত্র মংস্ত
দেগিতে পাওয়া যায় ; ইহা কেহ মিথ্যা মনে
করিও না । এখানে শ্রান করিলে সর্ব পাপ
মুক্ত হয় । সূত বলিলেন,—হরের এতাদৃশ
বাক্যে দেবী বিস্মিতা হইয়া ঠাঁহাকে বলিলেন,
—হে দেব ! ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সেখানে কিরূপে
আগমন করিলেন ? আর মংস্তগণই বা ত্রিনেত্র
হইল কিরূপে ? আমাকে যদি ভাল বাসেন,
তবে এই সকল বিস্তৃতভাবে বলুন । ঈশ্বর বলি-
লেন,—হে দেবি ! যদি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা
হইলে বলি শুন—ইহা শ্রবণ করিলে আমার প্রতি
আন্তিক্য ও শ্রদ্ধা হয় । মহাদেব [আমি] যখন
কোন কারণ বশত অজানভিমিরাবৃত ক্রুদ্ধ ঋষি-
কর্তৃক শপ্ত হন, তখন ঠাঁহার মহাদেবকে শপ্ত ও
তন্নিবন্ধন সমস্ত জগৎ নিরানন্দ অবলোকন করিয়া
গজরূপধারী মহেশের আরাধনা করত ঠাঁহাকে

পরমেশানং দধতং গজরূপকম্ । উন্নতং স্থান-
মানীয় সানন্দং চক্রিরে দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রভৃতি
সর্কে তে শিবজ্যোহকরং পরম্ । আত্মানং মেনিরে
নিভ্যং প্রসন্নোহপি মৎশ্বরে ॥ ১১ ॥ মহোদয়ান্নহা-
তীর্থং সর্বং আগত্য সত্ত্বরম্ । তপস্তে পুশ্চহাঘোরং
সঙ্কালেমরসন্নিধৌ ॥ ১২ ॥ সঙ্কালেমরমানানং সর্কে
পূজ্য যথাবিধি । ভৃগুরত্রিস্থথা মন্ধিঃ কশ্চপঃ
কথং এব চ ॥ ১৩ ॥ গোতমঃ কৌশিকশ্চৈব
কুশিকশ্চ মহাতপাঃ । শূকরোহথ ভরদ্বাজো
ভার্গবিশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥ জাতুকর্ণো বসিষ্ঠশ্চ
সাবর্ণিশ্চ পরাশরঃ । শাণ্ডিল্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বৎস-
শ্চৈব মহাতপাঃ ॥ ১৫ ॥ এতে চাত্তে চ বহবো
হুসন্ত্যাতা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সঙ্কালেমরমাসাদ্যা
প্রভাতে পাপনাশনে । তপঃ কুর্ষন্তি সততঃ প্রতি-
ষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ ততঃ কালেন মহতা তে
সর্কে মুনিপুঙ্গবাঃ । ধ্যানাল্লিলোচনশ্চৈব অদৃষ্টে তু
মহেশ্বরে ॥ ১৮ ॥ ত্রিনেত্রহমুপ্রাপ্তান্তপোনিষ্ঠা-
স্তপোধনাঃ । পরম্পরং বীক্ষ্যমাণান্নিনেত্রস্তাভি-
শঙ্কয়া ॥ ১৯ ॥ স্ববস্তি বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্শ্রদ্ধমানা
মহেশ্বরম্ । জাহ্নবা ধ্যানেন দেবস্ত ত্রিনেত্রহমুপা-
গতাঃ ॥ ২০ ॥ চক্রকুণ্ডং তপস্তে তু পূজাং দেবস্ত
শূলিনঃ । তেষু বৈ তপ্যামানেষু রূপাবিষ্টো মহে-
শ্বরঃ ॥ ২১ ॥ উবাচ তাম্রনীন সর্কান শৃণুধ্বং বর-

মুত্তমম্ । প্রসন্নোহহং মুনিশ্রেষ্ঠাস্তপসা পূজ্যাপি
চ ॥ ২২ ॥ ঋষয় উচুঃ । যদি প্রসন্নো দেবেশ বরং
নো দাতুমর্হসি । গঙ্গামানয় বেগেন হৃতিবেকায়
নো হর ॥ ২৩ ॥ তস্তাঃ কৃতান্তিবেকাস্ত তব দ্রোহকরা
বয়ম্ । অজ্ঞানভাবাৎ পুতঙ্গং যাস্তামঃ পৃথিবীতলে ॥
২৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যুয়ং পবিত্রকরণাঃ পাবনানাঞ্চ
পাবনাঃ । গঙ্গাং চৈব নমিষ্যামি যুয়াকং চিত্ততুষ্টয়ে ।
২৫ ॥ পাবিত্র্যাস্তবতাং জাতং ত্রৈনেত্র্যং মুনিসন্তমাঃ ।
এবমুক্তা ততঃ শমুর্ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ । সম্মার
ক্ষণমাত্রেণ গঙ্গাং মীনকুলারূতাম্ ॥ ২৬ ॥ স্মৃতমাত্ৰা
তদা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী । তিষ্ঠা ভূমিতলং
পাপ্তা তত্র মীনকুলারূতা ॥ ২৭ ॥ ঋষিভিশ্চ যদা
দৃষ্টী গঙ্গা মীনযুতা শুভা । দৃষ্টমাত্ৰাস্ত তে মৎস্য-
স্ত্রিনেত্রহমুপাগতাঃ ॥ ২৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যুয়াকং
দর্শনাদ্বিপ্ৰান্ত্রিনেত্রহমুপাগতাঃ । এতন্নিদর্শনং সর্কং
লোকানাঞ্চ প্রদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ ঋষয় উচুঃ । আশ্বিন
কুণ্ডে মহাদেব মৎস্তানাং সন্ততিঃ সদা । ত্রিনেত্রা
হংপ্রসাদেন ভূয়াৎসর্কায় যুগেযুগে ॥ ৩০ ॥ অশ্বিন
কুণ্ডে সমাগত্য নরঃ স্নানং করোতি যঃ । দদাতি

কোন এক উন্নত স্থানে লইয়া গিয়া আনন্দ প্রকাশ
করেন । মহেশ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেও
তাঁহারা আপনাদিগকে শিবজ্যোহী মনে করিয়া
মহাতীর্থ সঙ্কালেমরসন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহার
পূজাপূর্বক ঘোর তপস্তা করিতে থাকেন । এই-
রূপে তাঁহারা অর্থাৎ ভৃগু, অত্রি, মন্ধি কশ্চপ, কথং,
গোতম, কৌশিক, কুশিক, শূকর, ভরদ্বাজ, ভার্গবি,
জাতুকর্ণ, বসিষ্ঠ, সাবর্ণি, পরাশর, শাণ্ডিল্য, পুলস্ত্য,
বৎস ও অজ্ঞাত অসংখ্য মহর্ষি পাপনাশন প্রভাসে
সঙ্কালেমরসমীপে মহেশ্বর প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরন্তর
তপস্তা করিতেন । একদা তাঁহারা ধ্যান করিয়াও
তাঁহার দর্শন না পাইয়া সকলেই ত্রিনেত্র হন ।
তখন তাঁহারা পরম্পর পরম্পরকে শিব মনে করিয়া
বিবিধ স্তব দ্বারা স্তুতি করিতে থাকেন । তার পর
তাঁহারা দেবদেবের ধ্যান করিয়া তাঁহারা যে ত্রিনেত্র
হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া দেবদেবের
পূজাস্তে উগ্র তপস্তা করিতে থাকিলেন । তাঁহারা
এই প্রকার তপস্তা করিলে হর তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদের পূজা ও
তপস্তায় তুষ্ট হইয়াছি; বরগ্রহণ কর । ১—২২ ঋষি-
গণ বলিলেন,—হে হর! আপনি যদি আমাদিগকে
বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে আমাদের
অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গা আনয়ন করুন । গঙ্গা-
জলে অভিষিক্ত হইয়া ভবংদ্রোহী পাপী আমরা
বিশুদ্ধি লাভ করিব । ঈশ্বর কহিলেন,—তোমরা
পবিত্রকরক, পাবনেরও পাবন; তথাপি আমি
তোমাদের চিত্ততুষ্টির জন্ত গঙ্গা আনয়ন করিব ।
হে ঋষিগণ! পবিত্রতা বশতই আপনাদের
ত্রিনেত্র হইয়াছে, এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল
ধ্যানস্তিমিতলোচনে অবস্থান করিয়া মীন-
কুলারূতা গঙ্গাকে স্মরণ করিলেন । স্মৃত হইয়া
মাত্র তিনি ধরণীতল তেদ করিয়া ঐস্থানে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । ঋষিগণ যখন তাঁহাকে দর্শন
করিলেন, তখন তত্রত্য মৎস্তগুলি দৃষ্টমাত্রে ত্রিনেত্র
প্রাপ্ত হইল । ঈশ্বর বলিলেন,—হে ঋষিগণ!
আপনাদের দৃষ্টমাত্রে এই মৎস্তগণ ত্রিনেত্র হই-
য়াছে । এই সকল মৎস্ত সর্বলোকের দর্শনের জন্ত
থাকিল । ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাদেব! এই
কুণ্ডে মৎস্তগণের সন্ততি সকল আপনার প্রভাবে
যুগে যুগে ত্রিনেত্র হইবে । যে নর এই কুণ্ডে

হেম বিপ্রায় গাশ্চ বস্ত্রং তথা তিলান্ । ৩১ ॥ অমা-
বাস্তাং বিশেষেণ ত্রিনেত্রঃ স প্রজায়তাম্ । এবং
ভবিষ্যতীত্যুক্ষা হস্তর্কানং গতৌ হরঃ ॥ ৩২ ॥
ব্রাহ্মণাঙ্ঘ্রিসংযুক্তা গতঃ সর্ষে মহোদয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
এতন্তে কথিতঃ দেবি গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ । ঋতঃ
পাপপ্রশমনং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে সঙ্গালেশ্বরসমীপবর্তিগঙ্গা-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুর্ধিকত্রিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০৪ ॥

পঞ্চাধিকত্রিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্তাঃ
পূর্বেণ সংস্থিতম্ । নারদাদিত্যনামানং জরাদারিড্র্য-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ পশ্চিমে মূলচণ্ডীশাক্ষহৃদাঞ্চ শত-
ত্রয়ে । আরাধ্য নারদো দেবি ভাস্করং বারিতক-
রম্ । জরানিশ্চুক্রদেহস্ত তৎক্ষণাৎসমপদ্যত ॥
২ ॥ দেবুবাচ । কথং জরামমুপ্রাপ্তো নারদো
মুনিপুঙ্গবঃ । কথমারাদিতঃ সূর্য্য এতয়ে
বদ শঙ্কর ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । যদা দ্বারবতীঃ

প্রাপ্তো নারদো মুনিপুঙ্গবঃ । সর্ষে দৃষ্টান্তদা তেন
বিকোঃ পুত্রা মহাবলাঃ ॥ ৪ ॥ তদ্রাজকুলমধ্যে
তু ক্রীড়মানাঃ পরস্পরম্ । আশ্রান্তং নারদং দৃষ্টা
সর্ষে বিনয়সংযুতাঃ ॥ ৫ ॥ নমস্ককুর্ষথাস্তাঃ বিনা
সাস্বং অরাধিতাঃ । অবিনীতস্ত তং দৃষ্টা কথয়ামাস
নারদঃ ॥ ৬ ॥ শরীরমদমতোহসি যস্মাৎসাস্ব হরঃ
সুত । অচিরেণৈব কালেন শাপং প্রাপ্যসি দারু-
ণম্ ॥ ৭ ॥ সাস্ব উবাচ । নমস্কারেণ কিং কার্য্য-
মুযীনাং চ জিতাস্তনাম্ । আলীক্সাদেন তেবাং চ
তপোহানিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥ মুনীনাং যঃ শতাবো
হি অয়ি লেশো ন নারদ । বিদ্যাতে ব্রহ্মণঃ পুত্র
উচ্যতে কিমতঃ পরম্ ॥ ৯ ॥ ন কলত্রং ন তে পুত্র
ন চ পৌত্রপ্রপৌত্রকাঃ । ন গৃহং নৈব চ দ্বারং ন
হি গাবো ন বৎসকাঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো
ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতঃ । অযুক্তং কুরুতে নিত্যং
কস্মাৎপ্রকৃতিরীদৃশী ॥ ১১ ॥ যুক্তং বিনা ন তে সৌখ্যং
সৌখ্যং ন কলহং বিনা । যাদৃশস্তাদৃশো বাপি বাধ্য-
দোহপি সদা প্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥ জ্ঞানং সঙ্গ্যা জপো
হোমস্তর্পণং পিতৃদেবযোঃ । নারদঃ কুরুতে চান্ত-
দন্তৎকুর্ষন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৩ ॥ কোমারেণ তু গম্বিষ্ঠৌ

আসিয়া জ্ঞান করিবে, এবং অমাবস্তায় এখানে হেম,
তিল, গো, বস্ত্র দান করিবে, সে ত্রিনেত্র হইবে
এবং ভবিষ্যতি বলিয়া হর তথা হইতে অন্তর্কান
করিলেন । ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইয়া মহোদয় তীর্থ প্রাপ্ত
হইলেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট
গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, এই কামফলপ্রদ
পাপপ্রণাশন বিষয় শ্রবণ করিলে ত ? ২৩—৩৪ ।

চতুর্ধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩০৪ ।

পঞ্চাধিক ত্রিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
গঙ্গার পূর্বে সংস্থিত জরাদারিড্র্যনাশন নারদাদিত্য-
সমীপে গমন করিবে । মূলচণ্ডীশ্বরের পশ্চিমে তিন
শত ধন ব্যবধানে এই দেব অবস্থিত । দেবর্ষি-
নারদ বারিতকর ভাস্করের আরাধনা করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ জরানিশ্চুক্রদেহ হইয়াছিলেন । দেবী
বলিলেন,—মুনিপুঙ্গব নারদ কিরূপে জরাপ্রাপ্ত
হইলেন ? কিজন্তুই বা তিনি সূর্য্যারাদনা করি-
লেন ? ইহা আশা বনুন । ঈশ্বর কহিলেন,—

মুনিপুঙ্গব নারদ যখন দ্বারবতী নগরীতে গমন
করেন, তখন তিনি তথায় গিয়া বিকুর পুত্র-
সকলকে পরস্পর রাজভবনে ক্রীড়া করিতে
দেখিলেন । মুনিকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সকলে
বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করেন ; কিন্তু সাস্ব
তাহা করেন নাই ! মুনি তাঁহাকে অবিনীত
দেখিয়া বলেন,—হে সাস্ব ! যেহেতু তুমি শরীর
মদে মত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি অচিরকাল মধ্যে
দারুণ হুং প্রাপ্ত হইবে । সাস্ব বলিলেন, ঋষি ও
ষিজদিগকে নমস্কার করিয়া লাভ কি আছে ?
তাঁহাদের আলীক্সাদে তপোহানি হয় । মুনিদের
যাহা গুণ, তাহার লেশমাত্র আপনাতে নাই ;
অথবা আপনি ব্রহ্মপুত্র বলিয়া কথিত হন । আপ-
নার কলত্র, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, গৃহ, দ্বার গো-
ক বাছুর এ সকল আপনার কিছুই নাই ; কেবল
আপনি ব্রহ্মার মানস পুত্র ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত ।
আপনি নিত্য অযুক্ত কৰ্ম্ম করেন । কিজন্তু আপ-
নার একরূপ প্রকৃতি । যুক্ত ও কলহ ব্যতিরেকে
আপনার সুখ হয় না । যে কোন প্রকার বাক্য-
বাদ আপনার প্রিয় ! জ্ঞান সঙ্গ্যা জপ হোম,
দেবপিতৃতর্পণ, এ সকলে আপনি একরূপ করেন ।

যস্মায়াঃ শাপয়িষ্যসি। তস্মাৎস্বমপি বিপ্রর্ষে জরা-
যুক্তো ভবিষ্যসি। ১৪। এবং শপ্তস্তদা দেবি
নারদো মুনিপুঙ্গবঃ। একাস্তে নিম্নলে স্থানে কণ্ট-
কাঙ্কিববর্জিতে। ১৫। কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছিন্নে হ্যপ-
বিষ্টো বরাসনে। ঋষিতোয়াতটে রমো প্রতিষ্ঠাপ্য
মহামুনিঃ। ১৬। সূর্য্যস্ত প্রতিমাং রমাং সর্ষ-
দারিড্রানাশিনীম্। তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈরাদিত্যং
তিমিরাপহম্। ১৭। নমস্ত ঋকৃশ্বরূপায় সায়াং
ধামগতে নমঃ। জ্ঞানৈকরূপদেহায় নির্মূর্ত্ততমসে
নমঃ। ১৮। শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপায় নির্মূর্ত্তায়ামলা-
জ্ঞানে। বরিষ্ঠায় বরেন্যায় সর্বস্বৈশ্চ পরমাজ্ঞানে।
১৯। নমোহখিলজগদ্ব্যাপিস্বরূপানন্দমূর্ত্তয়ে। সর্ব-
কারণভূতায় নিষ্ঠায়ে জ্ঞানচেতসাম্। ২০। নমঃ
সর্বস্বরূপায় প্রকাশালঙ্কারপিণে। ভাস্করায় নমস্তভ্যং
তথ্য দিনকৃতে নমঃ। ২১। ঈশ্বর উবাচ। এবং
সংস্রবতস্তস্মৈ পুরতস্তস্মৈ চেতসা। প্রাহর্ষভুব
দেবেশি জগচ্চক্ষুঃ সনাতনঃ। উবাচ পরমং শ্রীতো
নারদং মুনিপুঙ্গবম্। ২২। সূর্য্য উবাচ। বরং
বরয়ুঃবিপ্রর্ষে যন্তে মনসি বর্জতে। তুষ্টোহং তব
দাস্তামি যদ্যপি স্ত্রাং সুত্বর্ত্তমম্। ২৩। নারদ
উবাচ। কুমারবয়সা যুক্তো জরায়ুক্তকলেবরঃ।
প্রসাদাং স্ত্রাং হিতে দেব যদি তুষ্টো দিবাকরঃ। ২৪।

আর ব্রাহ্মণগণ অন্তরূপ করেন। কৌমার
গর্বে গর্কিত হইয়া আপনি আমাকে শাপ
দিলেন। অতএব হে বিপ্রর্ষে! আপনিও জরায়ুক্ত
হইবেন। হে দেবি! দেবর্ষি নারদ এইরূপে
শপ্ত হইয়া ঋষিতোয়াতটে নিম্নল কৃষ্ণাজিন
পরিচ্ছিন্ন আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিবেচনা
করত তথায় সর্বদারিড্রানাশিনী সূর্য্যপ্রতিমা
স্থাপনাস্তে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা আদিত্যের স্তব
করিতে লাগিলেন। হে সামসকলের ধামন!
তুমি ঋকৃশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্ঞানৈক-
রূপদেহ, নির্মূর্ত্ততমা, শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ অমূর্ত্ত,
অমূল্য বরিষ্ঠ বরেন্য, সর্ব, পরমাত্মা অখিল জগ-
দ্ব্যাপিস্বরূপ, আনন্দমূর্ত্তি, সর্বকারণভূত জ্ঞান-
চেতা, সর্বস্বরূপ, প্রকাশালঙ্কারপী, ভাস্কর ও দিন-
কৃৎ, তোমাকে নমস্কার। ঈশ্বর বলিলেন,—মুনি-
বর এই স্তব করিলে সূর্য্য তুষ্ট হইয়া বলিলেন,
বিপ্রর্ষে! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুষ্ট হই-
য়াছি ত্বর্ত্ত বর আমি তোমায় দিব। নারদ
বলিলেন,—হে দিবাকর! যদি তুষ্ট হইয়াছেন,

সপ্তম্যাং রবিবারেণ যন্তাং পশ্চতি মানবঃ। তস্মৈ
যোগভয়ং মাং প্রসাদাতিমিরাপহ। ২৫। ঈশ্বর
উবাচ। এবং ভবিষ্যতীতাস্থা হস্তর্কানং গতৌ
রবিঃ। ইত্যেৎকথিতঃ দেবি মাহাত্ম্যং সকলং
তব। নারদাদিত্যদেবস্ত নৃপপাতকনাশনম্। ২৬।
ইতি শ্রীহান্দে নারদাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চাশ-
দধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০৫।

ষড়ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছৈয়শাদেবি সাধা-
দিত্যমমুত্তমম্। তস্মাত্তরভাগে তু সর্বপাতক-
নাশনম্। ১। যত্র সাধুস্তপস্তপ্তা হারাধ্য চ দিবা-
করম্। প্রাপ্তবান্ সুন্দরং দেহং সহস্রাং
প্রসাদিতঃ। ২। যদা যোগেণ সংশপ্তঃ পিতা দ্বাদ-
বতীশুতঃ। আরাধ্যমাস তদা বিষ্ণু কমললোচনম্।
৩। অনুগ্রহার্থং শাপস্ত সাধো জাদবতীশুতঃ।
প্রসন্নবদনো ভূষা বিষ্ণুঃ প্রোবাচ তং প্রতি। ৪।
গচ্ছ প্রভাসিকে ক্ষেত্রে ব্রহ্মভাগমমুত্তমম্। ঋষি-

তবে আমার জরায়ুক্ত দেহ কুমারবয়সযুক্ত
হউক। যে মানব রবিবার সপ্তমীতে আপনাকে
দর্শন করে, হে তিমিরাপহ! আপনার প্রসাদে
তাহার রোগ যেন ভয় হয় না। ঈশ্বর বলিলেন,—
“এবং ভবিষ্যতি” বলিয়া রবি অন্তর্ধান করিলেন।
হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট নারদাদিত্য
দেবের সর্বপাপনাশন মাহাত্ম্য কোঁতন করি-
লাম। ১—২৬।

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০৫।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর সাধা-
দিত্যসমীপে গমন করিবে। পূর্ব্বোক্ত দেবের
উত্তরে এই সর্বপাতকনাশন দেব অবস্থিত। সাধ
এই স্থানে দিবাকরের আরাধনা করিয়া তাঁহার
প্রসাদে সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছিলেন। সাধ
যখন ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন,
তখন তিনি শাপানুগ্রহলাভের জন্ত তাঁহার
আরাধনা করেন। ঐ সময় প্রসন্ন হইয়া তিনি
সাধের প্রতি বলেন,—তুমি প্রভাসক্ষেত্রে অমুত্তম

তোয়াতটে রম্যে ব্রাহ্মণৈকপশোভিতে । ৫ ॥
তত্রাহং সূর্য্যরূপেণ বরং দাস্ত্যামি পুত্রক ।
ইতু্যক্তঃ স তদা সাযো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুন ।
গতঃ প্রভাসিত্রে ক্ষেত্রে রম্যে শিবপুরে
শিবে । তত্রায়াধ্য পরং দেবং ভাস্করং বারি-
তস্করম্ । ৭ ॥ প্রসাদয়ামাস তদা স্বহা স্তোত্রৈর-
নেকধা । ৮ ॥ প্রত্যাচাচ রবিঃ সাযঃ প্রসন্নস্তে স্তবেন
বৈ । শীঘ্রং গচ্ছ নরশ্রেষ্ঠ ঋষিতোয়াতটে শুভে ।
৯ ॥ ইতু্যক্তঃ স তদাগত্য ঋষিতোয়াতটং শুভম্ ।
নারদো যত্র ব্রহ্মবিস্তপস্তপ্যতি চৈব হি । ১০ ॥ তত্র
গহা হরেঃ সূর্য্যকরতস্থানবাসিনঃ । আসন্ য়ে
ব্রাহ্মণাস্তান্ স ইদং বচনমব্রবীৎ । ১১ ॥ সায উবাচ ।
এষ বৈ ব্রহ্মণো ভাগঃ প্রভাসে ক্ষেত্র উত্তমে । অত্র
বৈ ব্রাহ্মণা য়ে তু তে বৈ শ্রেষ্ঠাঃ স্মৃতা ভূবি । ১২ ॥
ভবতাং বচনাধিপ্রাঃ সূর্য্যমারাদয়াম্যহম্ । মম বৈ
পূৰ্ব্বমাদিষ্টং স্থানমেতচ্চ বিষ্ণুনা । ১৩ ॥ বিপ্রা উচুঃ ।
সিক্ষিস্তে ভবিতা সায আরাধ্য দিবাকরম্ । ইতু্যক্তঃ
স তদা বিপ্রৈঃ প্রবিষ্টোহথ প্রভাকরম্ । ১৪ ॥
নিভ্যমারাদয়াম্যস সাযো জাধবতীস্মৃতঃ । তপো-
নিষ্ঠক তং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ কারুণিকো মহান্ । ১৫ ॥ ইদং

বৈ চিস্তয়ামাস পুত্রবাৎসল্যসংযুক্তঃ । যথৈশ্বর্য্যপ্রদে
কজো যথা বিষ্ণুশ্চ মুক্তিদঃ । ১৬ ॥ যজ্ঞৈরিত্তৌ হি
দেবেভ্যো যথা স্বর্গপ্রদঃ স্মৃতঃ । শুদ্ধিকর্তৃ যথা
তোয়ঃ মৃত্তিকাতন্মসংযুক্তম্ । দহনাত্মা যথা বহি-
র্বিষ্মহর্ত্তা গণেশ্বরঃ । ১৭ ॥ স্বচ্ছন্দভারতীদানে
যথা ব্রহ্মসুতা নৃণাম্ । তথারোগ্যপ্রদাতা চ নাশ্তো
দেবো দিবাকরাৎ । ১৮ ॥ অনেকধারাদিতোহপি
স দেবো ভাস্করঃ শুচিঃ । ন দদাতি বরং যদু তস্মৈ
শাপস্ত কারণাৎ । ১৯ ॥ এবং সক্ষিস্ত্য ভগবান্
বিষ্ণুঃ কমললোচনঃ । সূর্য্যরূপং সমাশ্রিত্য তস্মৈ
জনর্দনঃ । ২০ ॥ যোহপরনারায়ণাখ্যস্তনৈব
সন্নিধৌ স্থিতঃ । প্রত্যক্ষঃ স ততো বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপী
দিবাকরঃ । উবাচ পরমজীতো বরদঃ পুণ্যকর্ম্মণাঃ ।
২১ ॥ অলং ক্রেশেন তে সায কিমর্থং তপ্যসে
তপঃ । প্রসন্নোহহং হরেঃ সুনো বরং বরয়
সুব্রত । ২২ ॥ সায উবাচ । নিশ্চলস্তৎপ্রসাদেন
কুষ্ঠমুক্তকলেবরঃ । ভবানি দেবদেবেশ প্রত্য-
ক্ষাস্বরভূষণ । আশ্রয়স্থানে স্থিতো রম্যে নিভ্যঃ
সন্নিহিতো ভব । ২৩ ॥ সূর্য্য উবাচ । অধুনা
নিশ্চলো দেবস্তব সায ভবিষ্যতি । ইহাগত্য নরো

ব্রহ্মভাগ তীর্থে গমন কর । এই স্থান ঋষিতোয়ার
ব্রাহ্মণশোভিত রম্য তটে অবস্থিত । আমি তথায়
সূর্য্যরূপে তোমাকে বর প্রদান করিব । এইরূপ
কথিত হইয়া সায তথায় গমনপূর্ব্বক চারি বৎসর
ভাস্করের আরাধনা করেন এবং অনেক প্রকার
স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসাদিত করেন । তখন রবি
বলেন,—সায ! তোমার স্তবে আমি তুষ্ট হইয়াছি ।
তুমি শীঘ্র ঋষিতোয়াতটে গমন কর । এইরূপ
অভিহিত হইয়া তিনি ঋষিতোয়াতটে—যেখানে
দেবর্ষি ভপস্তা করিয়াছিলেন, যেখানে উন্নত-
স্থানবাসী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন, সেই
স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—
এই প্রভাস ক্ষেত্রের ব্রহ্মভাগ ; এখানে যে সকল
ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ব্রাহ্মণ । হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের বাক্যে আমি
সূর্য্যারাদনা করিব । ভগবান্ বিষ্ণু আমায় এই
স্থানে তাঁহার আরাধনা করিতে বলিয়া দিয়াছেন ।
বিপ্রগণ বলিলেন,—হে সায ! তোমার সিক্ষি হইবে,
দিবাকরের আরাধনা কর । এইরূপ উক্ত হইয়া
সায তথায় প্রবেশ করত নিত্য প্রভাকরের
আরাধনা করিতে লাগিলেন । তখন সাযকে

তপোনিষ্ঠ দেখিয়া বিষ্ণু পুত্রবাৎসল্যে এইরূপ চিন্তা
করিলেন যে, কজ যেমন ঐশ্বর্য্যপ্রদ—বিষ্ণু যেমন
মুক্তিপ্রদ—যজ্ঞেষ্ঠ দেবেভ্য যেমন স্বর্গপ্রদ—
মৃত্তিকাতন্মসংযুক্ত তোয় ও দহনাত্মা বহি যেমন
শুদ্ধিপ্রদ—গণেশ যেমন অবিস্রপ্রদ—এবং সরস্বতী
যেমন স্বচ্ছন্দভারতীপ্রদ—তেমনি দিবাকর আরোগ্য
প্রদ । ইনি ভিন্ন আর আরোগ্য দানে কেহই সমর্থ
নহেন । ১-১৮ অনেকধা আরাধিত হইয়াও যখন তিনি
সাযকে বর দিলেন না, তখন আমারই শাপ ইহার
কারণ বলিতে হইবে । এই প্রকার চিন্তা করিয়া
কমললোচন বিষ্ণু সূর্য্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া সাযের
প্রতি তুষ্ট হইলেন । যে অপর নারায়ণ তাঁহার সন্নি-
ধান ছিলেন, সেই সূর্য্যরূপী বিষ্ণু প্রত্যক্ষ হইয়া
পরম জীতিসহকারে সাযকে বলিলেন,—হে সায !
আর ক্রেশের প্রয়োজন নাই, কি জন্ত তপ করি-
তেছ ? আমি প্রসন্ন হইয়াছি ; বর গ্রহণ কর ।
সায বলিল,—হে প্রমত্যক্ষাস্বরভূষণ ! আমি আপ-
নার প্রসাদে নিশ্চল ও কুষ্ঠমুক্তকলেবর হইতে ইচ্ছা
করি । আপনি এই রম্যস্থানে নিত্য সন্নিহিত হউন ।
সূর্য্য বলিলেন,—সায ! অধুনা তোমার নিশ্চলদেহ
হইবে । যে নর এখানে আসিয়া রবিবার সপ্তমীতে

যন্ত সপ্তম্যাং রবিবাসরে। উপবাসপরো ভূহা
রাজৌ জাগরণে স্থিতঃ। ২৪। অষ্টাদশানি কুষ্ঠানি
পাপরোগান্তথৈব চ। কদাচিত্ত ভবিষ্যন্তি কুলে
তন্ত মহান্ননঃ। ২৫। কুহা স্নানং নরো যন্ত ভক্তি
যুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ। পূজয়েৎপরিবারেণ সাধাদিত্যং
মহাপ্রভম্। স রোগহীনো ধনবান্ পুত্রবান্ জায়তে
নরঃ। ২৬। তন্ত্বেব পূর্বাঙ্গাগে কিঞ্চিদৌশান-
মাত্রিতম্। কুণ্ডং পাপহরং পুণ্যং স্বচ্ছাদপরি-
পূরিতম্। ২৭। তত্র স্নানং চ বিধিবৎ কুর্যাদ্ভাঙ্গ-
বিচক্ষণঃ। ভোজয়েদ্ ভ্রাতৃগান্ যন্ত সাধাদিত্যং
প্রপূজয়েৎ। ২৮। সৰ্বকামসমৃদ্ধায়া স্বর্ধ্যলোকে
মহীয়তে। ২৯।

ইতি শ্রীকান্দে সাধাদিত্যমাহাশ্রাবণং নাম বড়ধিক-
ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০।

সপ্তাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। সাধাদিত্যোচ্চ পূর্বেণ কিঞ্চিৎ
দায়েয়সংস্থিতঃ। অপরনারায়ণো নাম যস্মান্নাস্তি
পরো ভূবি। ১। স তু সাধস্ত দেবেশি স্বর্ধ্যো
বিষ্ণুস্বরূপবান্। অপরাং মূর্তিসম্ভায় বিষ্ণুরূপো

উপবাসপরায়ণ হইয়া রাত্রিতে জাগরণ করে, তাহার
কুলে কদাচ অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বা অন্তান্ত পাপ-
রোগ হয় না। যে ভক্তিয়ুক্ত জিতেন্দ্রিয় নর
স্নানান্তে সাধাদিত্যের পূজা করে, সে রোগহীন,
ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়। সাধাদিত্যের পূর্বে
কিঞ্চিৎ ঈশানে স্বচ্ছাদকপরিপূর্ণ পুণ্য পাপহর এক
কুণ্ড আছে, বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কুণ্ডে স্নান করিয়া
শ্রদ্ধা করিবেন। যাহারা এইস্থানে সাধাদিত্যের
পূজা করিয়া ভ্রাতৃগণভোজন করায়, তাহার সৰ্বকাম-
সমৃদ্ধা হইয়া স্বর্ধ্যলোকে পূজিত হয়। ১৯—২৯।

বড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবেশি! সাধাদিত্যের
পূর্বে কিঞ্চিৎ অগ্নিকোণে অপর নারায়ণ
নামক এক দেবতা আছেন। তাঁহা হইতে
শ্রেষ্ঠ দেবতা ভূবনে আর নাই। উনি
বিষ্ণুস্বরূপবান্। স্বর্ধ্য অপর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া

বরং দদৌ। ২। তেনাপরোতি নার্য বৈ খ্যাতে।
বিষ্ণুঃ পুরাতনঃ। কান্দনামলপক্ষে তু একাদশ্যাং
বিধানতঃ। ৩। পূজয়েৎ পুণ্ডরীকাকং তত্র স্বর্ধ্য-
স্বরূপিণম্। যুক্তো ভবতি পাপেভ্যাঃ সৰ্বকামৈঃ
সমৃধ্যতে। ৪।

ইতি শ্রীকান্দেহপরনারায়ণমাহাশ্রাবণং নাম
সপ্তাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩০।

অষ্টাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। তস্মান্নারায়ণাৎ পূর্বে কিঞ্চিৎ
দৌশানসংস্থিতম্। মূলচণ্ডীশনার্য তু বিখ্যাতে
ভূবনত্রেয়ে। ১। যত্র লিঙ্গং পুরান্নাকং পাতিতং
স্থিতিঃ প্রিয়ে। ক্রোধরক্তেক্ষণৈর্দেবী মূলচণ্ডী-
শতাং গতম্। ২। আদ্যং লিঙ্গোত্তমং দেবী ঋষি-
কোপান্নিপাতিতম্। যে কেচিদৃষয়ন্তত্ৰ দেব-
দাকবনে স্থিতাঃ। ৩। কালান্তরে মহাদেবী অহং
তত্র সমাগতাঃ। তেষাং জিজ্ঞাসয়া দেবী ততস্তে
রোষিতা ভবন। শপ্তস্ততোহহং দেবেশি চতুর্মে
লিঙ্গপাতনম্। ৪। দেবুবাচ। রোষোপহতসম্ভাভাঃ

সাধকে বরদান করিয়াছিলেন বলিয়া অপর নারায়ণ
নামে খ্যাত হইয়াছেন। কান্দন মাসের একদশীতে
এই তীর্থে বিধিপূর্বক স্বর্ধ্যরূপী পুণ্ডরীকাক্ষের
পূজা করিতে হয়। যে করে, সে সৰ্বপাপমুক্ত
ও সৰ্বকামসমৃদ্ধ হয়। ১—৪।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—নারায়ণ দেবের পূর্বে কিঞ্চিৎ
ঈশানে মূলচণ্ডীশ নামে এক ত্রিভূবনবিখ্যাত
দেব আছেন। হে প্রিয়ে! পূর্বে ক্রোধ-রক্তেক্ষণ
স্ববিষণ এই স্থানে আমার লিঙ্গ পাতিত করিয়া-
ছিলেন। সেই লিঙ্গই মূলচণ্ডীশতা প্রাপ্ত হইয়াছে।
এইই প্রথম লিঙ্গোত্তম। পূর্বে দেবদাকবনে স্ববিগণ
বাস করিতেন। একদা আমি ঐ স্থানে গমন
করি। স্ববিগণ আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া
কুণ্ড হইয়া শাপ দিয়া আমার লিঙ্গ পাতন করেন।
দেবী বলিলেন,—এই দ্বিজাতিগণ রোষোপহতচিত্ত

কথমেতে দ্বিজাতয়ঃ । সঞ্জাতা এতদাধ্যাহি পরঃ
কৌতুহলং মম ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ডিগিরূপঃ
পুয়া দেবি ভূহাং দাককে বনে । ঋষীণামাশ্রমে
পুণ্যে নগ্নো ভিক্ষাচরোহভবম্ । ভিক্ষুমাশ্রমে
দৃষ্ট্বা তাঃ সর্বা ঋষিষোষিতঃ ॥ ৬ ॥ কামস্ত বশমা-
পন্নঃ প্রিয়মুৎসৃজ্য সর্ষতঃ । তমূর্দ্ধলিঙ্গমালোক্য
জটামুকুটধারিণম্ ॥ ৭ ॥ ভিক্ষুং ভাস্মদিদ্ধাক্ষং
ঋষকেতুমিবাশ্রমম্ । বিকোভিতাশ্চ নঃ সর্ষে দারা
এতেন ভিগুনা ॥ ৮ ॥ তস্মাচ্ছাপক দাস্ত্যম ঋষয়ন্তে
তদাক্রবন্ । ততঃ শাপোদকং গৃহ্য সন্ত্যাহাথ
তপোধনঃ ॥ ৯ ॥ অস্ত লিঙ্গমধো যাতু দৃষ্টতে যৎ
সদোন্নতম্ । ইত্যাঙ্কে পতিতঃ লিঙ্গং তত্র দেব-
কুলে মম ॥ ১০ ॥ মূলচণ্ডীশনাম্না তু বিখ্যাতঃ ভুবন
ত্রয়ে । তল্লিঙ্গং পতিতং দৃষ্ট্বা কোপোপহতচেতনঃ ।
পুনর্হস্তং সমারদ্ধা ডিগুনং তে তপোধনঃ ॥ ১১ ॥
বৃষিকাণায়ঃ কেচিৎ কমণ্ডলুধরাঃ গয়ে । গৃহীত্বা
পাহুকাশান্তে তস্ত ধাবন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২ ॥ ডিগি-
শ্চান্তর্হিতো ভূত্বা হ্যমুবাচ স্মমধ্যমাম্ । রোষোপ-
হতচেতকান পৈগুতাংস্বং তপোধনান্ ॥ ১৩ ॥

এতস্মাৎকারণাদেবি তব বাক্যায়মানম্বে । ন
কতোহুগ্রহস্তেবাং সরোষাণাং তপশ্চিনাম্ ॥ ১৪ ॥
অত্রান্তরে তে মুনয়ো হপশ্চন্তো হি ডিগুনম্ ।
নিরানন্দঃ গতাঃ সর্ষে ভূষ্টং দেবঃ পিতামহম্ ॥ ১৫ ॥
তং দৃষ্ট্বা বিবুধেশানং বিরিক্ণিঃ বিগতজরম্ । প্রণম্য
শিরসা সর্ষ ঋষয়ঃ প্রাহরঙ্গসা ॥ ১৬ ॥ ভগবন্
ডিগিরূপেণ কশ্চিদস্তি তপোধনঃ । বিধ্বংস-
নায় দারাণাং প্রবিষ্টঃ কিম ভিক্ষিতুম্ ॥ ১৭ ॥
শপ্তোহস্মাভিষ্ত হর্ষতন্তস্ত লিঙ্গং নিপাতিতম্ ।
তস্মিন্নিপতিতেহস্মাকং তর্ধৈব পতিতানি চ ॥ ১৮ ॥
গতোহসৌ কারণান্তস্মাতল্লিঙ্গে পতিতে বয়ম্ ।
নিরানন্দাঃ স্থিতাঃ সর্ষ আচৈক্যভক্তি কারণম্ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মোবাচ । অশোভনমিদং কার্যং বুদ্ধ্যতির্থৎ
কৃতং মহৎ । রুদ্রস্তাতিশূরুপস্ত সেব্য্য। যে হস্ত-
মুদ্যতাঃ ॥ ২০ ॥ আশুর্যো দানবীঃ দৈবীঃ যক্ষিণীঃ
কিন্নরীঃ তথা । বিদ্যাধরীক গন্ধর্ব্বাঃ নাগকন্তাঃ
মনোরমাম্ । এতা বরস্বিয়ন্ত্যক্কা বৃন্দদীয়ানু
তাস্থপি ॥ ২১ ॥ আত্মাদং কুরুতে সর্ষে নৈব
জানীত ভো দ্বিজাঃ । ত্রৈলোক্যানাঘিকাং সর্ষাং

হইলেন কেন ? ইহা কহিয়া আমার কৌতুহল নিবা-
রণ করুন । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! পূর্বে আমি
ডিগিরূপে দাকবনে ঋষিগণের আশ্রমে নগ্নাবস্থায়
ভিক্ষাচরণ করিতাম । ঋষিপত্নীগণ আমাকে এব-
দ্বিধ অবলোকন করিয়া স্ব স্ব প্রিয়গণকে পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক কামের বশতাপন্ন হন । এই সময় ঋষিগণ
আমাকে জটামুকুটধারী ভাস্মদিদ্ধাক্ষ দ্বিতীয় মকর-
ধ্বজের স্তায় এবং উর্দ্ধলিঙ্গ অবস্থায় ভিক্ষা করিতে
দেখিয়া বলেন,—এই ডিগি আমাদের পত্নীগণকে
বিকোভিত করিতেছে, অতএব আমরা ইহাকে
শাপ দিব । এই বলিয়া তপোধনগণ শাপোদক
গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যানাস্তে বলিলেন যে, ইহার যে লিঙ্গ
সর্ষদা উন্নত হইয়া রহিয়াছে, সেই লিঙ্গের অধঃপাত
হউক । ঋষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র
দেবকুলে আমার লিঙ্গ পতিত হইল । ইহাই
মূলচণ্ডীশ নামে জিহুবনে বিখ্যাত । লিঙ্গকে
পতিত দেখিয়াও ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া মনরায়
ডিগিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । কেহ
কেহ বৃষিকা লইয়া, কেহ কেহ কমণ্ডলু ধারণ করিয়া,
কেহ কেহ বা পাহুকা গ্রহণ করিয়া ডিগির পশ্চাৎ
ধাবিত হইলেন । তখন ভিগু (আমি) অস্তর্হিত
হইয়া তোমাকে বলিলেন,—দেখ এই তপোধনগণ

ক্রোধাপহতচিত্ত হইয়া প্রহার করিতেছেন । এই
জন্তই ত আমি তোমার তদানীন্তন কথামত সেই
ক্রুদ্ধ ঋষিগণের প্রতি কৃপা করি নাই । অত্রা-
ন্তরে উক্ত ঋষিগণ ডিগিকে দেখিতে না পাইয়া
নিরানন্দে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রণাম-
পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্ ! ডিগিরূপ-
ধারী এক তপস্বী আছে । সে আমাদের পত্নী-
গণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ত ভিক্ষা করিতে যায় ।
তাঁহাকে আমরা শাপ দি । তাহাতে তাহার লিঙ্গ
পতিত হয় । তাহার লিঙ্গ পতিত হওয়ায় আমাদেরও
লিঙ্গ তরুণ পতিত হইয়াছে । লিঙ্গ পতিত হইলে
ডিগি অস্তর্হিত করে । তদবধি লিঙ্গপতন জন্ত
আমরাও নিরানন্দ আছি । আপনি এই সকল ঘট-
নার কারণ বলিয়া দেন ॥ ১—১১ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—
ঋষিগণ ! তোমরা ইহা মহৎ অশোভন কর্ম্ম করি-
য়াছ ; যে হেতু তোমরা অতি শূরুপ রুদ্রের প্রতি
ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত
হইয়াছ । অহহ ! তিনি আশুরী, দানবী, দেবী,
যক্ষিণী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্বা, নাগ-কন্তা
প্রভৃতি মনোরমা রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া
তোমাদের স্ত্রীসকলে আত্মদ করিতেছিলেন,
তোমরা ইহা বুঝিতে পার নাই ! দেখ, তিনি

কপাতিশয়সংযুতাম্ ॥ ২২ ॥ তাং তাক্ষা মুনিপত্নী-
নামাংলাদঃ কুরুতে কথম্ । তয়া কুরু হি বিজ্ঞপ্ত
ঋষীণাং কুরুগ্ৰহম্ ॥ ২৩ ॥ তেন বাক্যেন পার্শ্বত্যা
জিজ্ঞাসার্থঃ কৃতঃ মনঃ । চতুর্দশবিধস্তাপি ভূত-
গ্রামস্ত যঃ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥ স শপ্তো ডিগুরুপম
ভবতিঃ করণেশ্বরঃ । তচ্ছাপাচ্ছপ্তমেবৈতৎ সমস্তং
তদুগ্ধপাদম্ । দেবতিথ্যাদমন্ত্রাণাং নিরানন্দ-
মিতি স্থিতম্ ॥ ২৫ ॥ শাপেনানেন ভবতাং মহা-
দোষঃ প্রজায়তে । আরাধ্যাং নান্তথা লিঙ্গমুদ্রতিঃ
যাত্যধোগতম্ ॥ ২৬ ॥ এবমুক্রোদ্ধ দেবেন বিপ্রা
উচুঃ পিতামহম্ । দ্রষ্টব্যঃ কুত্র সোহস্মাভিঃ কথয়স্ব
যথাস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । আস্তে গজ-
রূপেণ কুবেরাশ্রমসংস্থিতঃ । তত্র গহ্বা তমাসাদ্যা
তোষয়স্ব পিনাকিনম্ ॥ ২৮ ॥ এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্মৈ
সর্কে তে, ক্রষ্টমানসাঃ । গন্তুঃ প্রবৃত্তাঃ সহসা কোটি-
সংখ্যাস্তপোধনাঃ ॥ ২৯ ॥ চিন্তয়স্বঃ শুভং দেশং
দ্রষ্টুং তং গজরূপিনম্ । ক্রুদ্রং পিতামহাখ্যাতং কুবে-
রাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৩০ ॥ ক্ষণকামকণা স্তম্বিতান্ গোৱী
মত্যা তপোধনান্ । আদায় গোরসং তেষাং কারুণ্যাৎ

সা পুরঃ স্থিতা ॥ ৩১ ॥ অসিতা কুটীলাঃ স্নিগ্ধামায়তাং
ভূজগৌমিব । বেণীঃ শিরসি বিনাশা গোৱী গোরস-
সংযুতা ॥ ৩২ ॥ সা তানাহ মুনীন সর্কান্ যম্মদ্যা
পর্কতাহতম্ । কপিখকলসদগচ্ছঃ গোরসং হম্মতো-
পমম্ ॥ ৩৩ ॥ তথৈবমুক্তা বিপ্রাশ্চ আহস্তাং বিপুলে-
ক্ষণাম্ । স্নান্বা চ সর্কে পান্ভামো গোরসং তু হম্মা-
হতম্ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ স্নান্বা তথা দেব্যা স্নানার্থং
তীর্থমুত্তমম্ । তপ্তোদকেণ সম্পূর্ণং কৃতং কুণ্ডং
মনোরমম্ ॥ ৩৫ ॥ তত্র তে সম্প্লুতাঃ সর্কে বিমুক্তা
বিপুলাজ্জমাৎ । কৃতাহা গোরসস্তৈব পানার্থং সমূপ-
স্থিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ পত্নৈদিবাকরতরোর্বিধায় পুটকান্
শুভান্ । উপবিষ্টা ক্রমাৎ সর্কে তে পিবন্তি স্ম
গোরসম্ ॥ ৩৭ ॥ গোরসেন স্নান্বা তেষামমৃতেনেব
পূরিতান্ । বৃদ্ধক্ষিতানাং পুটকান্মুনীনাং তৃপ্তি-
কারণাৎ ॥ ৩৮ ॥ পুনঃ পূরয়ন্তে গোৱী পীণা তে
তৃপ্তিমাগতাঃ । ক্ষুধাশ্রমনির্ধুক্রাঃ পুনর্জাতা ইব
স্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ স্বহৃদিভৈস্ততো জ্ঞান্বা নেয়ং
গোপালিসংজ্ঞিকা । অনুগ্রহগম্মস্মাকং গোৱীয়াং
সমুপাগতা ॥ ৪০ ॥ প্রণম্য শিরসা সর্কে তামুচুস্তে

ত্রিলোক-নাথিকা সর্করূপাতিশয়সংযুতা পার্শ্বতীকে
পরিভ্রাণ করিয়া মুনিপত্নীকে আহ্লাদ করিতে-
ছিলেন । একদা দেবী ঋষিদিগকে অনুগ্রহ করি-
বার জন্য ক্রুদ্ধকে জানান । তাঁহার বাক্যতেই
তিনি জিজ্ঞাসার্থ মনন করিয়াছিলেন । যিনি চতু-
র্দশ প্রকার ভূতগ্রামের প্রভু, সেই ডিগুরুপী
করণেশ্বরকে তোমরা শাপ দিয়াছ । তাঁহাকে শাপ
দেওয়ায় তদুগ্ধপাদার দেব, তিথ্যাক মন্ত্রম্বা সমুদয়
জগৎই অতিশপ্ত হইয়াছে । এরূপ শাপ দেওয়া
তোমাদের মহাদোষ হইয়াছে । অধুনা আরাধনা
ব্যতিরেকে অধোগত লিঙ্গ আর উন্নত হইবে না ।
পিতামহ এই কথা বলিলে ঋষিগণ বলিলেন,—
তাঁহাকে আমরা কোথায় দেখিতে পাইব, তাহা
বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—তিনি গজরূপে কুবেরা-
শ্রমে আছেন । সেখানে গিয়া তোমরা তাঁহাকে
তোষিত কর । এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কোটি
সংখ্যায় সংখ্যেয় হইয়া সহস্রে সেই স্থানে গমন
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে তাঁহারা সেখানে
উপস্থিত হইয়া পিতামহাখ্যাত গজরূপী কুবেরাশ্রম-
বাসী ক্রুদ্ধকে দর্শন করিলেন । গোৱী এই সময়
ঋষিগণকে ক্ষণকামকণ ও তৃপ্তিত মনে করিয়া
করুণাবশতঃ গোরস প্রদান করিলেন । গোরস

প্রদান কালে দেবীর অসিতা কুটীলা স্নিগ্ধা আয়তা
ভূজগৌমিব স্তায় বেণী পৃষ্ঠে পতিত ছিল । দেবী
বলিলেন,—হে তপোধনগণ ! আমি এই কপিখ-
কলসদগচ্ছ অমৃতোপম গোরস পর্কত হইতে আহ-
রণ করিয়াছি ॥ ২০—৩৩ ॥ দেবী কর্তৃক এইরূপ কথিত
হইয়া ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা স্নান করিয়া আপ-
নার আহত এই গোরস পান করিব । তাহা শুনিয়া
দেবী উত্তমতীর্থ তত্রত্য কুণ্ড তাঁহাদের স্নানার্থ
উৎকোদকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন । স্নানে অপ-
গত-শ্রম হইয়া ঋষিগণ তাহাতে সন্তরণ দিতে
লাগিলেন । তারপর তাঁহারা আত্মিকাদি কর্ম
সমাপনপূর্বক গোরস পানের নিমিত্ত উপস্থিত হই-
লেন । উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অর্কপত্রের পুটকে
করিয়া গোরস পান করিতে লাগিলেন । দেবী
গোৱী অমৃতকল্প গোরস দ্বারা তাঁহাদের পুটক
পুনঃপুন পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন । তাঁহারাও
পুনঃপুন পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে গোরস পান করিয়া তৃপ্ত বিগতক্রম
হইয়া তাঁহারা পুনর্জাতবৎ প্রতিভাত হইলেন ।
অনন্তর তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে,
গোরসদাত্রী গোপালী নহেন, আমাদিগকে অনু-
গ্রহ করিবার জন্য গোৱীই উপস্থিত হইয়াছেন ।

শুমধ্যমাম্ । উমে কথয় কৃত্বং দক্ষ্যামো কদ-
মেকদা ॥ ৪১ ॥ তথোক্তান্তে মহাত্মানস্তং পশ্যত
মহাগজম্ । গজতাঞ্চ সমাসাদ্য সঞ্চরন্তং মহা-
বনম্ ॥ ৪২ ॥ ভবন্তির্নিজভক্ত্যয়ং সংগ্রাহো হি
যথাসুখম্ । তে তদ্বচনমাসাদ্য সমৈত্যেকজ চ
দ্বিজাঃ ॥ ৪৩ ॥ পবিত্রাস্তং গজং দ্রষ্টুং ভাবিতেনা
স্তরাত্মনা । যত্রৈকজ স্থিতা বিপ্রাস্তজ তীর্থং মহো-
দয়ম্ । সঙ্গমেবরসংজ্ঞস্ত পূর্বং সর্বত্র বিস্তৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
ততস্তস্মাৎ প্রবৃত্তান্তে দ্রষ্টুকামা মহাগজম্ । কুণ্ডিকাঃ
সম্প্রিত্যজ্য সন্নহাত্মানমাত্মনা ॥ ৪৫ ॥ যত্র তাঃ
কুণ্ডিকাস্ত্যক্তান্তস্তীর্থং কুণ্ডিকাস্থয়ম্ । সর্বপাপহরং
পুংসাং দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদম্ ॥ ৪৬ ॥ কুবেরস্তাশ্রমং
প্রাপ্য ততস্তে মুনিসন্তাঃ । নারিকেলবনীসংস্থং
দদৃশুস্তং দ্বিপং তদা ॥ ৪৭ ॥ করে গ্রহীতুমারকাঃ
স্বকরৈরঙ্কুশ্ঠমানসাঃ । গজস্তান করসংলগ্নান বিচক্ষেপ
তপোধনান্ ॥ ৪৮ ॥ কাংচিদঙ্গমমালগ্নান সমস্তান্তয়-
বর্জিতান্ । এবং স তৈঃ পুনঃ সর্কৈর্মশকৈরিব
বেষ্টিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ক্রীড়াং করোতি বিবিধাং বন-

সংস্থো হরদ্বিপঃ । তদ্রূপং সম্প্রিত্যজ্য কৃত্তো
রৌদ্রগজাস্থকম্ ॥ ৫০ ॥ পুনরন্তর্জকারাসৌ ভিত্তি-
রূপং মনোরমম্ । জয়শব্দপ্রাঘোষণে বেদমঙ্গল-
কঃ ॥ ৫১ ॥ উন্মাদিতঃ পুনস্তেন যত্র লিঙ্গং
মহোদয়ম্ । তদ্ব্যমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং
বরম্ ॥ ৫২ ॥ গজরূপধরস্তত্র স্থিতঃ স্থানে মহাবলঃ ।
গণনাথস্বরূপেণ ত্যক্তো জগতি স্থিতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভিগুরূপধরো ভূহা রুদ্রঃ প্রাহ তপোধনান্ । যম্ময়া
ভবতাং কার্যাং কর্তব্যং তদিত্যেচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥
এবমুক্তস্ত তৈকুক্তঃ সর্বজ্ঞানক্রিয়াপরৈঃ । সানন্দাঃ
প্রাণিনঃ সন্ত ত্বংপ্রসাদাৎ পুরা যথা ॥ ৫৫ ॥ ক্ষম্য-
দেবদেবেশ কৃতং যমুচমানসৈঃ । ত্বংপ্রসাদাৎ
স্থরেশান তব্ধং সানুগ্রহো ভব ॥ ৫৬ ॥ এবমস্থিতি
তেনোক্তান্তে সর্বৈ বিগজরাঃ । তল্লিঙ্গাকৃতি
লিঙ্গমৌজিরে মুনয়স্তথা । চকুস্তে মুনয়ঃ সর্বৈ স্ততিং
বিগতমৎসরাঃ ॥ ৫৭ ॥ ক্ষম্য দেবদেবেশ কুর্স-
ম্মাকমহুগ্রহম্ । অস্মি লিঙ্গে লয়ং গচ্ছ মূলচণ্ডীশ-
সংজ্ঞকে । ত্রিকালং দেবদেবেশ গ্রাহ্য যত্র কলা

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা প্রণামপূর্বক তাঁহাকে
বলিলেন,—হে দেবি উমে ! আপনি বলুন, কোথায়
আমরা হরের সাক্ষাৎলাভ করিব ? ঋষিগণ
কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তিনি বলিলেন,—এ
দেখুন, আপনারা মহাগজ ; তিনি গজত্ব প্রাপ্ত
হইয়া মহাবনে বিচরণ করিতেছেন । আপনারা
নিজ ভক্তি দ্বারা উহাকে গ্রহণ করুন । তাঁহারা
গৌরী মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া পবিত্রাস্তঃকরণে গজ
দেখিবার জন্ত সফলে একত্র মিলিত হই-
লেন । যেখানে ঋষিগণ মিলিত হইলেন ঐ
স্থানে এক তীর্থ হইল । এই তীর্থের নাম
সঙ্গমেবর । পূর্বে এইরূপে ঐ তীর্থ প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছে । অতঃপর তাঁহারা কুণ্ডিকা পরি-
ত্যাগপূর্বক আত্মা দ্বারা আত্মাকে সন্নহন করিয়া
গজ-দর্শন করিবার উপক্রম করিলেন । যেখানে
তাঁহারা কুণ্ডিকা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থান
কুণ্ডিকাভীর্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এ
তীর্থ মানবগণের সর্বপাপহর ও দৃষ্টাদৃষ্টকলপ্রদ
ঋষিসন্তমগণ কুবেরাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া নারিকেলবনে
গজ-দর্শন করিলেন । তাঁহারা হুষ্টিমাননে কর
দ্বারা গজের কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন । গজ
করসংলগ্ন ভয়বর্জিত ঋষিগণকে সর্বতোভাবে
নিক্ষেপ করিলেন । পরে ঋষিগণ মশকের স্থায়

ঐ গজকে বেষ্টন করিলেন । হরদ্বিপ রৌদ্র-
গজাস্থক ঐরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে
লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । গজ পুন-
রায় ভিগুরূপ ধারণ করিলেন । অনন্তর তিনি
ঋষিগণের জয়শব্দে ও বেদমঙ্গলগীতে যেখানে
মহোদ' লিঙ্গ বিরাজিত, সেইখানে উপস্থিত
হইলেন । ঐ স্থান উন্নত বলিয়া কথিত এবং
স্থান সফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । গজরূপধর হর
ঐ স্থানে গণনাথস্বরূপে অবস্থান করিলেন । অন-
ন্তর ভিগুরূপে তিনি তপোধনগণকে বলিলেন,—
আমাকে আপনাদিগের যাঁহা করিতে হইবে,
তাঁহা এই স্থানে বলুন । এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া
সর্বজ্ঞানী ক্রিয়াপর ঋষিগণ বলিলেন,—আপনার
প্রসাদে প্রাণিগণ পূর্বের স্থায় সানন্দ হউক ; হে
দেবদেবেশ ! এই যুগগণ যাঁহা করিয়াছে, তাঁহা
ক্ষমা করুন । আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রতি
সানুগ্রহ হোন । হর 'এবম' বাক্যে তাঁহাদিগকে
বিগতজর করিলেন । তাঁহারা তল্লিঙ্গাকৃতি লিঙ্গ
লাভ করিলেন । অতঃপর তাঁহারা বিগতমৎসর
হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
বলিলেন,—দেবদেবেশ ! আপনি আমাদের ক্ষমা ও
অনুগ্রহ করুন । আপনি এই মূলচণ্ডীশ
নামক লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হউন । হে দেবদেবেশ !

ইয়া । ৫৮ । ঈশ্বর উবাচ । চণ্ডী তু প্রোচ্যতে
 দেবী তস্তা ঈশ্বরঃ স্মৃতঃ । তস্ত মূলঃ স্মৃতঃ
 লিঙ্গঃ তদত্র পতিতঃ যতঃ ৷ ৫৯ ৷ তস্মাস্তমূল-
 চণ্ডীশ ইতি খ্যাতিং গমিষ্যতি । বাপীকূপতড়াগানাং
 শতৈশ্চ বিপুলৈরপি । ৬০ ৷ কুঠৈর্ষজ্জায়তে পুণ্যঃ
 তৎপুণ্যং লিঙ্গদর্শনাৎ । ব্রহ্মাণ্ডঃ সকলঃ দৃষ্টা
 যৎপুণ্যকলমাপুয়াৎ । ৬১ ৷ তৎপুণ্যং লভতে দেবি
 মূলচণ্ডীশদর্শনাৎ । তত্র দানানি দেয়ানি ষোড়শৈব
 নরোত্তমৈঃ । ৬২ ৷ এবং তস্তবিতা সর্গঃ যন্ময়োক্তঃ
 দ্বিজোত্তমঃ । যাত দরুবনং বিপ্রাঃ সর্গে যুগ-
 তপোধনাঃ । ময়া সর্গে সমাদিষ্টা যাত দারুবনং
 দ্বিজাঃ । ৬৩ ৷ ততস্ত সম্প্রাপ্য মহেশচোমম সর্গে
 প্রহৃষ্টা মুনয়ো মহোদয়ম্ । গহ্বা চ তদারুবনং
 মহেশ্বরী পুনশ্চ চেকঃ স্মৃতপ পোধনাঃ । ৬৪ ৷
 এতস্মাৎ কারণাদেবি মূলচণ্ডীশসংজিতম্ । লিঙ্গঃ
 পাপহরঃ নৃণামর্কচন্দ্রোহ ভূষিতম্ । ৬৫ ৷ দোহনৌ
 হৃদ্যদানেন মুনীনাং ভূষিতাঙ্গনাম্ । শ্রমাপহারঃ
 যদেবি ত্বয়া কৃতমহুত্তমম্ । তন্তস্তোদকনায়া বা
 অকুণ্ড কুণ্ডঃ ধরাতলে ৷ ৬৬ ৷ ঋষিতোয়াজলে
 স্নাত্বা চণ্ডীশঃ যঃ প্রপূজয়েৎ । স প্রচণ্ডো ভবেত্তুমো
 ভুবনানামধীশ্বরঃ । ৬৭ ৷ এতৎ সংক্ষেপতো দেবি

এই লিঙ্গে ত্রিকাল যাবৎ তোমার কলাগৃহীত
 হইবে । ঈশ্বর কহিলেন,—দেবী-চণ্ডী ; তাঁহার
 ঈশ আমি । আর মূল লিঙ্গ ; সেই লিঙ্গ এখানে
 পতিত হইয়াছে । অতএব অত্রত্য পতিত লিঙ্গ
 মূলচণ্ডীশ নামে খ্যাতি লাভ করিবে । শত শত
 বিপুল বাপী-কূপ-তড়াগ খনিত হইলে যে পুণ্য
 হয়, তত্রত্য লিঙ্গদর্শনে সেই পুণ্য হইয়া
 থাকে । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দানে যে কল হয়, মূল-
 চণ্ডীশ দর্শনে সেইপুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে । মূল-
 চণ্ডীশসমীপে নরোত্তমগণ ষোড়শ দান বিতরণ
 করিবেন । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই আমি যাহা
 বলিলাম, তাহাই হইবে । অধুনা তোমরা
 আমার আদেশে দারুবনে যাও । হে মহেশ্বরী !
 অনন্তর দ্বিজোত্তমগণ আমার বাক্যে হৃষ্ট হইয়া দারু-
 বনে গমনপূর্বক পুনরায় তপস্বী করিতে লাগিলেন ।
 এই কারণে, নরগণের পাপহর অর্কচন্দ্রভূষিত লিঙ্গ
 মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক হইয়াছেন । হে দেবি ! যে হেতু
 তুমি দোহনৌহৃদ্যদানে ভূষিতাঙ্গা মুনিগণের শ্রমা-
 পনোদন করিয়াছ, একারণ ধরাতলে তন্তোদক
 নামক কুণ্ড হইবে । যে জন ঋষিতোয়া জলে স্নান

মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিতঃ ভব । মূলচণ্ডীশদেবন্ত ক্রতঃ
 পাতকনাশনম্ । ৬৮ ৷

ইতি শ্রীস্কান্দে মূলচণ্ডীশোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
 ন বাষ্টাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩০৮ ৷

নবাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়মহাদেবি বিনায়ক-
 মহুত্তমম্ । চতুর্খুখৈতি বিখ্যাতং চণ্ডীশাহুত্তরে
 স্থিতম্ । ১ । কিঞ্চিদীশানদিগ্ভাগে ধনুর্বাধ চতু-
 ষ্টয়ে । তং প্রযত্নাচ্চ সম্পূজ্য সর্ববিঘ্নৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 ২ । গন্ধপুষ্পাদিতস্তত্র ভক্যৈর্ভোজ্যৈঃ সমো-
 দকৈঃ । চতুর্খুখং চতুর্থাঙ্গ সম্পূজ্য সিদ্ধিতাগ্-
 ভবেৎ । ৩ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে চতুর্খুখবিনায়কমাহাত্ম্যবর্ণনঃ নাম
 নবাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩০৯ ৷

করিয়া চণ্ডীশের পূজা করে, সে পৃথিবীতে প্রচণ্ড
 রাজা হয় । হে দেবি ! এই আমি তোমায় মূল-
 চণ্ডীশদেবের মহাপাপনাশন মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-
 লাম । ৩৪—৬৮ ।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০৮ ।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর অল্প-
 তম বিনায়ক সমীপে গমন করিবে । ইনি চতুর্খুখ
 নামে বিখ্যাত এবং চণ্ডীশের উত্তরে কিঞ্চিং
 ঈশানে চারি ধনু মধ্যে অবস্থিত । সযত্নে এই
 লিঙ্গের পূজা করিলে সর্ববিঘ্ন বিনষ্ট হয় । গন্ধ-
 পুষ্পাদি এবং অমল উদক দ্বারা চতুর্খুখ চতুর্থাঙ্গ
 যে পূজা করে, সে সিদ্ধিলাভ করে । ১—৩ ।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০৯ ।

দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বায়ব্যাদিগ্ভাগে ধনুঃবা-
বিতয়ে স্থিতম্ । কলশেষরনামানং সৰ্বপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মুক্তঃ স্তাৎ সৰ্ব-
কিঞ্চিৎ । সোমবারে অমাবাস্তা তত্রৈব বহু-
পুণ্যদা । বিপ্রাণাং ভোজনং দেয়ং তত্র পুণ্য-
কলেপ্শ্চিৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে কলশেষর মহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১০ ॥

একাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি গোপাল-
স্বামিনং হরিসম্ । চণ্ডীশাং পূৰ্বদিগ্ভাগে ধনুঃবা-
বিশতো স্থিতম্ ॥ ১ ॥ সৰ্বপাপোপশমনং দারি-
দ্র্যোঘবিনাশনম্ । তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মাঘে মাসি
বিশেষতঃ । পূজাজাগরণং কৃৎস্না তত্র গচ্ছৎপয়ং
পদম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে গোপালস্বামিহরিসমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈ-
কাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১১ ॥

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূৰ্বোক্ত দেবের বায়ুকোণে
হই ধনু মध्ये এক লিঙ্গ অবস্থিত । ইহার নাম
কলশেষর ; ইনি সৰ্বপাতকনাশন । ইহাঁকে
দর্শন ও পূজা করিলে সৰ্বপাপমুক্তি হয় । ঐ
স্থানে সোমবার ও অমাবাস্তা বহু পুণ্যদা ; কলেপু
ব্যক্তি ঐ পুণ্যময় ক্ষেত্রে বিপ্রগণকে ভোজন দান
করিবেন । ১ । ২ ।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১০ ।

একদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
গোপালস্বামী হরিসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ চণ্ডীশলিঙ্গের পূর্বে বিংশতি ধনু ব্যবধানে
অবস্থিত এবং সৰ্ব পাপোপশমন ও দারিদ্র্য-
বিনাশন । বিশেষত মাঘমাসে এই লিঙ্গ দর্শন ও
ইহার পূজা-জাগরণ করিলে মানব পরম পদে গমন
করে । ১ । ২ ।

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১১ ।

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বস্তরদিগ্ভাগে ধনুঃসমষ্টি-
প্রিয়ে । বকুলস্বামিনং সূর্য্যং তং পশ্যেদুঃখনাশনম্ ॥
১ ॥ রবিবারেণ সপ্তম্যাং কুৰ্য্যাজাগরণং নরঃ ।
সৰ্বান কামানবাপ্নোতি সূর্য্যালোকে মহীয়তে ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বকুলস্বামিসূর্য্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বায়ব্যাদিগ্ভাগে ধনুঃ-
ষোড়শভিঃ স্থিতঃ । উত্তরার্ধচ নারী বৈ সদ্যঃ
প্রত্যয়কারকঃ । মূঢ়্যতে সৰ্বরোগৈশ্চ কৃৎস্না বৈ
নিম্নসপ্তমীম্ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীহান্দে উত্তরার্ধমহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৩ ॥

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
গোপালস্বামীর উত্তরে অষ্ট ধনু ব্যবধানে অবস্থিত
বকুলস্বামীর সমীপে গমন করিবে । এখানে রবি-
বার সপ্তমীতে জাগরণ করিতে হয় । একরূপ করিলে
সৰ্ব কাম লাভ করিয়া মানব সূর্য্যালোকে গমন
করিয়া থাকে । ১ । ২ ।

দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১২ ।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বকুলস্বামীর বায়ুকোণে
ষোড়শ ধনু ব্যবধানে উত্তরার্ধ দেব অবস্থিত ।
তিনি সদ্যঃ প্রত্যয়কারক । এখানে নিম্নসপ্তমী
করিয়া মানব সৰ্বরোগ হইতে মুক্তি লাভ করে । ১ । ২
ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৩ ।

চতুর্দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দেবহুলায়ৈষ্যাং গব্যত্যা তত্র সংস্থিতম্ । সমুদ্রত তটে রম্যম্বিতীর্থমমু-
ত্তমম্ ॥ ১ ॥ পাষাণাকৃতমুত্তমম্ ঋষয়োহদ্যাপি
সংস্থিতাঃ । দৃষ্টম্ মাভুবে দেবি সর্বপাতক-
নাশনাঃ ॥ ২ ॥ তত্র জ্যৈষ্ঠে অমাবাস্তাং প্রাপ্যতে
নাথমৈবরৈঃ । পিণ্ডদানং বিশেষেণ জ্ঞানং ব্রহ্মসম-
বিত্তৈঃ ॥ ৩ ॥ ঋষিতোয়াসঙ্গমে তু জ্ঞানং ব্রাহ্ম-
সুহৃৎভম্ । গোপ্রদানং প্রশংসন্তি তত্র তে মুন-
পুঙ্গবাঃ । ভোজনং ব্রাহ্মণানাং তু যথাশক্ত্যা প্রদা-
পয়েৎ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে ঋষিতীর্থসঙ্গমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতু-
র্দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মরুদার্ব্যাং
মহাপ্রভাম্ । তস্মাৎপশ্চিমদিগ্ভাগে ক্রোশার্দ্ধেন
ব্যবস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ মরুভ্যঃ পূজিতাং দেবীং সর্ব-
কামকলপ্রদাম্ । মহানবম্যাং যত্নেন সপ্তম্যাং পূজয়ে-
ন্নরঃ । গন্ধপুষ্পাদিবিধিনা সর্বকামপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ২ ॥
ইতি শ্রীক্ষান্দে মরুদার্ব্যাদেবীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৫ ॥

চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের অগ্নি-
কোণে ক্রোশযুগমধ্যে সমুদ্রতটে রম্য ঋষিতীর্থ অব-
স্থিত । এখানে পাষাণাকৃতি ঋষি সকল অদ্যাপি
দৃষ্ট হইয়া থাকেন । ইহার। সর্বপাতকনাশন ।
এই স্থানে জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবাস্তায় বিচক্ষণ ব্যক্তি-
গণ পিণ্ডদান ও জ্ঞান করিবেন । ঋষিতোয়াসঙ্গমে
জ্ঞান ব্রাহ্ম সুহৃৎভ । মুনিপুঙ্গবগণ এখানে গোপ্র-
দানের প্রশংসা করিয়া থাকেন । এই স্থানে
যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয় । ১—৪ ।

চতুর্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৪ ।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
মহাপ্রভা মরুদার্ব্যা সমীপে যাইবে । পুরোক্ত

ষোড়শাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ দেবকুলাৎপূর্বে পঞ্চগব্য-
তিমাত্রতঃ । শব্বরস্থানমধ্যে তু কেমাদিত্যোতি-
বিক্রান্তঃ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্টা মানবো দেবি ভবেৎ-
কেমার্থসিদ্ধিভাক্ । সপ্তম্যাং রবিবারেণ পূজিতঃ
সর্বকামদঃ ॥ ২ ॥ ইতি দেবকুলস্থানে কথিতা তীর্থ-
সংস্থিতিঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কেমাদিত্যমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষোড়শা-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৬ ॥

সপ্তদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবীং
কণ্টকশোষিণীম্ । উত্তরেণ দেবকুলাদক্ষিণেন্নোন্ন-
তাংস্থিতাম্ ॥ ১ ॥ তস্মাৎপত্তিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু
হে কমনাঃ প্রিয়ে । উন্নতাদক্ষিণে ভাগে যজ্ঞস্তে
দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ২ ॥ তুণ্ডরত্রিষ্মরীচিষ্ঠ তরঙ্গাজোহথ

তীর্থের পশ্চিমে ক্রোশার্দ্ধের মধ্যে ইনি আছেন । এই
দেবী মরুদগণপূজিতা ও সর্বকামকলপ্রদা । নরগণ
গন্ধপুষ্পাদি বিধানে মহানবমী ও সপ্তমীতে ইহার
পূজা করিবে । ইহাতে সর্বকামসিদ্ধি হয় । ১—৩ ।

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৫ ।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর দেবকুলের পূর্বে
পঞ্চগব্যতি ব্যবধানে শব্বরস্থানের মধ্যে কেমাদি-
ত্য নামে দেবতা আছেন । তাঁহাকে দর্শন
করিলে মানব সর্বকেমার্থ সিদ্ধিভাগী হয় । রবি-
বার সপ্তমীতে এই দেবতার পূজা করিলে তিনি
সর্বকামদ হন । এই আমি দেবকুল স্থানের
তীর্থসংস্থিতি বলিলাম । ১—৩ ।

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৬ ।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
দেবী কণ্টকশোষিণীসমীপে গমন করিবে । ইনি
দেবকুলের উত্তরে ও উন্নত স্থানের দক্ষিণে অব-
স্থিত । একমনে ইহার উৎপত্তিবিবরণ শ্রবণ কর

শ্রুপঃ । কথো মক্ষিচ্চ সাবর্ণিজাতুকণ্যন্তথৈব চ
১৮ । বৎসশ্চৈব বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ
যজুৰ্ধমোহঙ্গিরা বিষ্ণুঃ শাতাতপপরশরো ॥ ৪
শাণ্ডিল্যঃ কৌশিকশ্চৈব গোতমো গার্গ্য এব চ
দাম্ভ্যশ্চ শৌনকশ্চৈব শাকল্যো গালবস্তথা ॥ ৫
জাবালির্মুদগলশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ । বিষ্ণা-
মিত্রঃ শতানন্দো জহ্নুর্বিষ্ণাবনুস্তথা ॥ ৬ ॥ এতে
চাত্ত্বৈ চ মুনয়ো যজ্ঞস্তে বিবিধৈর্মথৈঃ । যজ্ঞবাটক
নিৰ্ম্মাণ্য ঋষিতোয়াতটে শুভে ॥ ৭ ॥ দেবগন্ধৰ্ব-
নৃত্যৈশ্চ বেণুগীণামিনাদিতম্ । দেবধ্বনিতঘো-
ষণে যজ্ঞহোম্যাগ্নিহোত্রজৈঃ ॥ ৮ ॥ ধূপৈঃ সমাবৃতং
সৰ্বমাজ্যগন্ধিভিরর্চ্চিতম্ । শোভিতং মুনিভির্দ্বৈত্যা-
শ্চাতুর্দৈর্দ্যোর্দ্বিজোক্তমৈঃ ॥ ৯ ॥ এবংবিধং প্রদেশং
তু দৃষ্ট্বা দৈত্যা মহাবলাঃ, সমুদ্রমধ্যাদায়াত যজ্ঞবিশ্বং-
সহেতবে ॥ ১০ ॥ মায়াবিনো মহাকায়াঃ শ্রামবর্ণা
মহোদরাঃ । লব্ধক্শ্মশ্রুসাগ্রা রক্তাক্ষা রক্ত-
মূৰ্দ্ধজাঃ ॥ ১১ ॥ যজ্ঞঃ সমাগতাঃ সৰ্ষে দৈত্যৈশ্চৈব
বরাননে । তান দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সৰ্ষে রৌদ্ররূপান্
ভয়ঙ্করান্ ॥ ১২ ॥ কেচিন্নিপতিতা ভূমৌ তথাস্তেহয়ৌ
ঋচীকরাঃ । পত্নীশালাঃ সমাবিষ্টা হবির্দানং তথা
পরে ॥ ১৩ ॥ ঋত্বিজস্ত সদোমধ্যে স্থিতা বাচঃ-

বলিতেছি । একদা ভৃগু, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ,
কশ্যপ, কধ, মক্ষি, সাবর্ণি, জাতুকর্ণ্য, বৎস, বসিষ্ঠ,
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, যম, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, শাতাতপ,
পরশর, শাণ্ডিল্য, কৌশিক, গোতম, গার্গ্য,
দাম্ভ্য, শৌনক, শাকল্য, গালব, জাবালি,
মুদগল, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, বিষ্ণামিত্র, শতা-
নন্দ, জহ্নু ও বিষ্ণাবনু প্রভৃতি অস্রান্ত মুনি-
গণ ঋষিতোয়াতটে যজ্ঞবাট নিৰ্ম্মাণ করিয়া যাগ
করেন । যজ্ঞ স্থানটী দেব গন্ধৰ্বগণের নৃত্য ও
বেণু বীণানিনাদে মুগ্ধিত, বেদধ্বনি-নাদিত,
যজ্ঞহোম্যাগ্নিহোত্রজ আজগন্ধী ধূমে পরিব্যাপ্ত ও
চাতুর্দৈর্দ্য মুনিগণ দ্বারা শোভিত । এই সময় মহা-
বল দৈত্যগণ যজ্ঞ বিশ্বস্ত করিবার জন্য সমুদ্রমধ্য
হইতে যজ্ঞবাটে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই
দৈত্য সকলেই মায়াবী, মহাকায শ্রামবর্ণ, মহোদর
লম্বা লম্বা ক্র—ক্শ্মশ্রু-নাসাগ্র-বিশিষ্ট, রক্তাক্ষ, ও
রক্তমূৰ্দ্ধজ । হে বরাননে ! দৈত্যগণ এইরূপে
যজ্ঞভূমিতে আসিয়া পড়িল । মুনিগণ তখন
ঐ রৌদ্ররূপী ভয়ঙ্কর দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া কেহ
বা ভয়ে ভূমিতলে পতিত হইলেন ; কেহ বা
অকৃৎসন হইয়াই পত্নীশালায় গিয়া প্রবেশ করি-

যমান্তথা ॥ ১৪ ॥ এবং দেবি যদা কৃত্তং মুনীনাঞ্চ
মহাস্থনাম্ । তদাধ্বর্যুর্গ্নাহোত্রজা ধৈর্য্যমালম্ব্য
সাদরঃ ॥ ১৫ ॥ অগ্নিহোত্রঃ হবিষ্যঞ্চ হবিক্সিভ্যস্ত
মজ্জবিৎ । অসমিক্তং জুহাবাগ্নিঃ রক্ষসাং নাশহেতবে ॥
১৬ ॥ হতে হবিষি দেবেশি তৎক্ষণাদেব চোখিতা ।
শক্তিঃ শক্তিত্রিশূলাঢ্যা চর্ম্মহস্তা মহোজ্জলা ॥ ১৭ ॥
তয়া তে নিহতা দৈত্যা যজ্ঞবিশ্বংসকারিণঃ । ততস্তাং
বিবিধৈঃ স্তোত্রৈশ্চুন্নয়ন্তষ্টবুস্তদা ॥ ১৮ ॥ প্রসন্না
ভূয়সী দেবী তানুযান্ প্রত্যাবাচ হ । বরং
বৃণুধ্বং মুনয়ো দাস্তামি বরযুক্তমম্ ॥ ১৯ ॥
ঋষয় উচুঃ । কৃতং বৈ সকলং কার্য্যং যজ্ঞা নো
রক্ষিতাস্থয়া । যদি দেয়ো বরোহস্মাকং ত্বয়া
চানুরমর্দ্দিনি ॥ ২০ ॥ অস্মিন স্থানে সদা তিষ্ঠ
মুনীনাং হিতকামায়া । কণ্টকাঃ শোষিতা দৈত্যা-
স্তেন কণ্টকশোষিণী । অদ্যপ্রভৃতি নামাস্ত তেন
দেবি সদা স্থিহ ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচ । এবং
ভবিষ্যতীতু্যক্তা সা দেব্যস্তহিতা তদা । অষ্টম্যাং
বা নবম্যাং বা পূজয়িষ্যতি মানবঃ ॥ ২২ ॥ রাক্ষ-

লেন ; কেহ বা হবির্দান গৃহে লুকায়িত হইলেন ;
ঋত্বিজগণ সভামধ্যেই ছিলেন, কিন্তু কাহার মুখে
বাক্য সয়ে নাই হে দেবি ! যখন মুনিগণের
এবদ্বিধ অবস্থা উপস্থিত হইল, তখন মজ্জবিৎ মহা-
তেজা অধ্বর্যু দৈত্যগণের বিনাশ সাধনের
নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে অসমিক্ত হবি হোম করি-
লেন । হে দেবি ! বলিব কি, হবি হত হইবা-
মাত্র তৎক্ষণাৎ চর্ম্মহস্তা মহোজ্জলা শক্তিত্রিশূলাঢ্যা
শক্তি অগ্নিহোত্র হইতে উখিত হইলেন । ১—১৭ ।
তিনি ঐ যজ্ঞবিশ্বংসকারী দৈত্যগণকে নিহত করি-
লেন । তখন মুনিগণ বাহিরে আসিয়া বিবিধ
স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
শক্তি দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—
বর গ্রহণ কর । মুনিগণ ! আমি উক্ত বর
প্রদান করিব । ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবি ।
আপনি ত আমাদের সকল কার্য্যই করিলেন,—
যজ্ঞরক্ষা করিলেন, ইহার উপরান্ত যদি বর দিব
বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদের
হিতকামনায় এইখানে সর্বদা বাস করুন । আপনি
আমাদের কণ্টক দৈত্যগণকে শোষণ করিলেন
বলিয়া অদ্য হইতে আপনার নাম হইল—কণ্টক-
শোষিণী । ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিগণের বাক্যে
তথাস্ত বলিয়া দেবী অস্তহিতা হইলেন । অষ্টমী বা

সেভ্যঃ পিশাচেভ্যো ভয়ং তন্ত ন জায়তে ।
প্রাপ্ত্বাৎ পরমাং সিদ্ধিং মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কণ্টকশোষণীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৭ ॥

অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাচ্চ সৰ্গদিগ্ভাগে নাতি-
দূরে ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গং মহাপ্রভাবঃ হি সৰ্গপাতক-
নাশনম্ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মেশ্বরেতি নামাচ্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ
প্রতিষ্ঠিতম্ । ঋষিতোয়াজলে স্নাত্বা তল্লিঙ্গং যঃ
প্রপূজয়েৎ । স ভবেদেদবিধিপ্রো জাড্যভাববিব-
ৰ্জিতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্র-
দশাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১৮ ॥

একোবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেয়মহাদেবি হারত-
স্থানমুত্তম । তন্ত্ৰৈবোত্তরদিগ্ভাগ ঋষিতোয়াতটে

নবমীতে মানবগণ যদি এই দেবীর পূজা করে,
তবে তাহাদের পিশাচ ও রাক্ষস হইতে কোন ভয়
না, অপিচ তাহারা পরম সিদ্ধি লাভ করে, ইহাতে
সংশয় নাই । ১৮—২৩ ।

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৭ ।

অষ্টদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—কণ্টকশোষণী দেবীর পূর্বে
অনতিদূরে এক লিঙ্গ আছে। তিনি মহা-
প্রভাব, সৰ্গপাতকনাশন ব্রহ্মেশ্বর। ভিষ এবং ব্রাহ্মণ-
গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ঋষিতোয়াজলে স্নান
করিয়া যে জন উক্ত লিঙ্গের পূজা করে, সে জাড্য-
বর্জিত বেদবিৎ বিপ্র হয় । ১।২ ।

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৮ ।

উনবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
উন্নতস্থান তীর্থে গমন করিবে । উহা ব্রহ্মেশ্বরের
উত্তরে ঋষিতোয়াতটে অবস্থিত । দেবি !

শুভে । ১। এতৎস্থানং মহাদেবি বিপ্রৈভ্যঃ প্রাদদাৎ
বলাৎ । সৰ্গসীমাসমায়ুক্তং চণ্ডীগণসুরক্ষিতম্ ॥ ২ ॥
দেব্যাচ । কথং স্তব্রতনামাস্ত বভূব সুরসত্তম ।
কথং ত্বয়া বলাদস্তং কিমৎ সীমাসমবিতম্ ॥ ৩ ॥
এতৎ সৰ্গং মমাক্ষু সঙ্কেপান্নাতিবিস্তরাৎ ॥
৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কথং
পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং ঋত্বা মানবো দেবি মুচ্যতে
সৰ্গপাতকৈঃ ॥ ৫ ॥ এতৎ সৰ্গং পুরা প্রোক্তং
স্থানসঙ্কেতকারণম্ । তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ কুণ্ডে সৃষ্টি-
সংক্ষেপস্বচকে ॥ ৬ ॥ তথাপি তে প্রবক্ষ্যামি
সংক্ষেপাচ্ছৃণু পার্শ্বতি ॥ ৭ ॥ উল্লাসিতং পুনস্তত্র
যত্র লিঙ্গং মহোদয়ে । তদ্ব্রতমিতি প্রোক্তং স্থানং
স্থানবতাং বরম্ ॥ ৮ ॥ অথবা চোন্নতং দ্বারং পূৰ্বং
প্রাভাসিকম্ বৈ । তদ্ব্রতমিতি প্রোক্তং স্থানং
স্থানবতাং বরম্ ॥ ৯ ॥ বিদ্যয়া তপসা চৈব যজ্ঞোৎ-
কৃষ্টা মহর্ষয়ঃ । তদ্ব্রতমিতি প্রোক্তং স্থানং স্থানবতাং
বরম্ ॥ ১০ ॥ যদা দেবকূলে বিপ্রা মূলচণ্ডীশ-
সংজ্ঞকম্ । প্রসাদ্য চ মহাদেবঃ পুনঃ প্রাপ্তা মহো-
দয়ম্ ॥ ১১ ॥ যষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপূর্বহর্ষয়ঃ ।
ধ্যায়মানা মহেশানমনাদিনিধনং পরম্ ॥ ১২ ॥ তেযু

চণ্ডীগণরক্ষিত সীমানির্দিষ্ট এই স্থান আমি
বিপ্রগণকে দান করিয়াছিলাম । দেবী কহি-
লেন,—হে সুরসত্তম ! কিজন্ত এই স্থানের নাম
উন্নত হইল ? আপনি কেন ইহা দান করিয়া-
ছিলেন ? এবং ইহার সীমানির্দেশই বা কি
প্রকার ছিল ? এই সকল আপনি নাতি বিস্তৃতভাবে
বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি । শ্রবণ কর,
আমি তোমায় এই পাপনাশিনী কথা বলিতেছি ।
একথা শুনিয়া মানব সৰ্গপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
আমি পূর্বে এই সকল কথা তোমায় সৃষ্টি-
সংক্ষেপস্বচক তৃতীয় ব্রহ্মকুণ্ডে বলিয়াছিলাম ।
তথাপি সংক্ষেপে আবার বলিতেছি শ্রবণ কর । ১-৭।
এই স্থানে আমার লিঙ্গ উল্লাসিত হইয়াছিল বলিয়া
এই স্থানশ্রেষ্ঠের নাম উন্নত হইয়াছে । আবার
এই স্থান পূর্বে প্রভাস ক্ষেত্রের উন্নত দ্বার ছিল
বলিয়া এই উত্তম স্থানের নাম হইয়াছে—(উন্নত)
কিন্তু ঐ স্থানের মহর্ষিগণ বিদ্যা ও তপস্যায় উৎকৃষ্ট
বলিয়া ঐ প্রধান স্থানের নাম হইয়াছে উন্নত ।
একদা কোটিসংখ্যক বিপ্র ঋষিতোয়াতটে দেব-
কূলে যষ্টিসহস্র বৎসর তপস্তা ও অনাদিনিধন

বৈ তপ্যমানেষু কোটিসংখ্যেযু পার্শ্বিতি। ঋষি-
তোয়াতটে রম্যে পবিত্রে পাপনাশনে। ভিক্ষুর্ভূবা
গতচ্চাহং পুনস্তত্রৈব ভামিনি। ১৩। ত্রিকাল-
দর্শিত্তিস্তত্র দোষরাগবিবর্জিতৈঃ। তপস্বিত্তিস্তদা
সর্কৈর্লঙ্কিতোহহং বরাননে। ১৪। দৃষ্টমাত্রস্তদা
বিশ্রৈবিরয়াম মহেশ্বরঃ। ক যাসি বিদিতো দেব
ইত্যুচ্চাখ্যমুর্জিকাঃ। ১৫। যাবদায়াস্তি মুনয় ঈশে-
শেতিপ্রভাবকাঃ। ধাবমানাঃ স্বতপসা দ্যোতয়ন্তো
দিশো দশ। ১৬। লিঙ্গমেব প্রপশুস্তি ন পশুস্তি
মহেশ্বরম্। ১৭। যে যে চ দদন্তুর্লিঙ্গং মূলচণ্ডীশ-
সংজ্ঞকম্। তদা চ মুনয়ঃ সর্কৈ সদেহাঃ স্বর্গমাযযুঃ।
১৮। যদা ত্রিবিষ্টপং ব্যাপ্তং দৃষ্টং বৈ শতযজ্ঞনা।
আয়াস্তি চ তথৈবান্তে মুনয়স্তপসোজ্জ্বলাঃ। ১৯।
এতদন্তর্যমাসাদ্য সমাগত্য মহীতলে। লিঙ্গমা-
চ্ছাদয়ামাস বজ্রৈণৈব শতক্রতুঃ। ২০। অষ্টাদশ-
সহস্রাণি মুনীনামুর্জৈরতসাম্। স্থিতানি ন তু পশুস্তি
লিঙ্গমেতদন্তুতমম্। ২১। শক্রস্ত সহসা দৃষ্টৌ
বজ্রৈণৈব সমধিতঃ। যাবদ্বদন্তি শাপস্তে তাবদ্রষ্টঃ
পুয়ন্দরঃ। ২২। দৃষ্টৌ তান্ কোপসংযুক্তান্ ভগবাং-

স্বিপূরাস্তকঃ। উবাচ সাঙ্ঘয়ন্ দেবো বাচা মধুরায়
মুনীন্। ২৩। কথং থিন্না বিজশ্রেষ্ঠাঃ সদা শান্তি-
পরায়ণাঃ। প্রসন্নবদনা ভূষা জ্ঞাতাং বচনং মম।
২৪। ভবন্তির্জ্ঞানসংযুক্তৈঃ স্বর্গঃ কিং মন্ততে বহু।
যত্রৈকে বসবঃ প্রোক্তা আদিত্যাস্ত তথা পরে।
২৫। ক্রদ্রসংজ্ঞাস্থা চৈকে হুশ্রিনাবপি চাপরৌ।
এতেষামধিপঃ কশ্চিদেক ইন্দ্রঃ প্রকৌর্ষিতঃ। ২৬।
স্বপুণ্যসংক্ষয়ে প্রাপ্তে যস্মাদ্বিত্তস্তে নরৈঃ। এবং
দুঃখসমায়ুক্তঃ স্বর্গো নৈবেষ্যতে বুধৈঃ। ২৭।
এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ কুরুধ্বং বচনং মম। গৃহীধ্বং
নগরং রম্যং নিবাসায় মহাপ্রভম্। ২৮। হৃদস্তাময়ি-
হোজ্ঞাণি দেবতাঃ সর্কদা দ্বিজাঃ। ইজ্যস্তাং
বিবিধৈর্ধ্যাগৈঃ ক্রিয়তাং পিতৃপূজনম্। ২৯।
আতিথ্যং ক্রিয়তাং নিত্যং বেদান্ত্যাস্তত্বেব
হি। ৩০। এবং হি কুরুতাং নিত্যং বিনা
জ্ঞানস্ত সৰ্ব্ধৈঃ। প্রসাদায়ম বিপ্রেশ্রাঃ প্রাপ্তে
মুক্তির্ভবিষ্যতি। ৩১। ঋষয়ঃ উচুঃ। অসমর্থাঃ
পরিজ্ঞাণে জিতাহারান্তপোষিতাঃ। নগরেষুহ
কিং কুরুন্তব ভক্তিমভীপসবঃ। ৩২। ঈশ্বর উবাচ।

মহেশ মূলচণ্ডীশের ধ্যান করিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত
করত মহৎ ঐশ্বর্য লাভ করিলে আমি ঐ স্থানে
ভিক্ষুরূপে উপস্থিত হই। তখন তাঁহারা আমায়
তথাবিধ দর্শন করেন। দৃষ্টমাত্র আমি ঐ স্থানে
বিরাম লাভ করি। পরে আমি গমন করিতে
থাকিলে তাঁহারা আমাকে জানিতে পারিয়া “কোথায়
যাইতেছেন দেব!” এই বলিয়া অনুগমন করেন।
ক্রমশঃ তাঁহারা স্বীয় তপঃপ্রভাবে দশ দিক্ উদ্-
ভাসিত করিয়া “ঈশ! ঈশ!” করিতে করিতে
আমার পশ্চাৎ ধাবিত হন। এইরূপ ধাবন করিতে
করিতে তাঁহারা আর আমাকে দেখিতে পাইলেন না,
অবশেষে কেবল লিঙ্গ দেখিতে পাইতে লাগিলেন।
যাঁহারা যাঁহারা মূলচণ্ডীশসংজ্ঞক ঐ লিঙ্গ দর্শন
করিয়াছিলেন, তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমন করি-
লেন। তাহাতে স্বর্গের সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত
হইল। শক্র দেখিলেন,—তপোজ্যোতিঃসম্পন্ন মুনি
সকল স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তদর্শনে তিনি
মহীতলে আগমনপূর্বক বজ্র দ্বারা লিঙ্গ আচ্ছাদিত
করিলেন। ঐ সময় অষ্টাদশ সহস্র মুনি লিঙ্গ
দেখিতে পাইলেন না; অনতিদূরে শক্রকে বজ্র
হস্তে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-
মাত্র তাঁহারা যেমন শাপ প্রদান করিলেন, অমনি

শক্র পলায়ন করিলেন! তখন আমি তাঁহাদিগকে
কুপিত দেখিয়া মধুর বাক্যে সাঙ্ঘনা দিতে লাগি-
লাম; বলিলাম,—হে দ্বিজগণ! আপনারা সদা
শান্তি-পরায়ণ প্রসন্নবদন হইয়া থিন্ন হইলেন
কেন? আমার কথা শুনুন। আপনারা জ্ঞানী
হইয়া স্বর্গকে কি এতই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া মনে
করেন। স্বর্গে ত কেবল কয়েকটি বস্তু, গোটাকতক
আদিত্য,—কতিপয় ক্রদ্র, হুতা অগ্নিনীকুমার—আর
ইহাদেরই অধিপ একটি ইন্দ্র আছে মাত্র। পুণ্যক্ষয়
হইলে আর সেখানে ভিত্তিবার উপায় নাই;
এরূপ দুঃখসঙ্কুল স্বর্গ পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখন ইচ্ছা
করেন না। অধুনা আমার বাক্য শ্রবণ করুন।
আমি এক নগর দিতেছি, তাহাতে আপনারা বাস
করুন। আমার প্রসাদে নিত্য সেখানে অগ্নিহোত্রে
হোম করুন—দেবতাগণের পূজা করুন—বিবিধ
যজ্ঞ করুন—পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করুন সর্কদা আতিথ্য
করুন—বেদান্ত্যাস করুন। এরূপ করিলে আমার
প্রসাদে জ্ঞান ব্যতিরেকে অস্তে আপনাদের মুক্তি
লাভ হইবে। ৮—৩১। ঋষিগণ বলিলেন,—আমরা
নগর লইয়া কি করিব? আমরা পালন করিতে
পারিব না; আমরা জিতাহার ব্যক্তি; আমরা চাই
কেবল আপনাতে ভক্তি। ঈশ্বর বলিলেন,—আপ-

ভবিষ্যতি সদা ভক্তিৰূপাকং পরমেশ্বরে । গুহীধ্বং
নগরং রম্যং কুরুধ্বং বচনং যম ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তা
ভগবান্ দেব ঈশানলিতলোচনঃ । সম্মার বিশ্বকর্মাণঃ
সঙ্গশিল্পবতাং বরম্ ॥ ৩৪ ॥ স্মৃতমাত্রে বিশ্বকর্মা
প্রাজ্ঞলিঙ্গাগ্রতঃ স্থিতঃ । আজ্ঞাপয়তু মাং দেবো
বচনং করবাণি তে ॥ ৩৫ ॥ ঈশ্বর উবাচ । নগরং
ক্রিয়তাং ত্বন্ত্রিপ্রার্থং সুন্দরং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তো
বিশ্বকর্মা স ভূমিং বীক্ষ্য সমস্ততঃ । উবাচ প্রণতো
ভূত্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩৭ ॥ পরীক্ষিতা ময়া
ভূমির্ন যুক্তং নগরং বিহ । অত্র দেবকুলং সাক্ষা-
ল্লিঙ্গস্ত পতনং তথা ॥ ৩৮ ॥ যতিভিষ্ঠাত্র বস্তব্যঃ
ন যুক্তং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা
সপ্তরাত্রং মহেশ্বর । পক্ষং মাসম্বতঃ বাপি হৃদয়ং
যাবদেব চ । পুত্রদারযুতেস্তীথে বস্তব্যং গৃহমে-
ধিভিঃ ॥ ৪০ ॥ বসতুর্দ্ধং তু সগ্নাসাদ্যদা তীর্থে
গৃহাধিপঃ । অবজ্ঞা জ্ঞাত্রে তস্ত মনশ্চাপলাভাবতঃ ।
তদা ধর্ম্মাধিনশ্চাস্তি সকলা গৃহমেধিনঃ ॥ ৪১ ॥ ইত্যুক্তঃ
স তদা দেবস্তেন বৈ বিশ্বকর্মাণা । পুনঃ প্রোবাচ
তং তস্ত প্রশস্ত বচনং শিবঃ ॥ ৪২ ॥ রোচতে
মে ন বাসোহত্র বিপ্রাণাং গৃহমেধিনাম্ । যত্র

নাদের আমার প্রতি ভক্তি হইবে; নগর গ্রহণ
করুন; আমার কথা শুনুন। এই বলিয়া ভগবান্
(আমি) ঈশানলিতলোচন হইয়া শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্ব-
কর্মাণকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রে সে রুতা-
ঞ্জলিপুটে দেবদেবের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল
এবং বলিল,—আদেশ করুন, আপনার কি করিব?
ঈশ্বর বলিলেন,—বিপ্রদিগের জন্ত নগর নির্মাণ
কর। এইরূপ উক্ত হইয়া সে ভূমি নিরীক্ষণ
করত প্রণামপূর্ব্বক লোকশঙ্কর শঙ্করকে (আমাকে)
বলিল,—আমি পরীক্ষা করিলাম; এখানে নগর
কর্তব্য নহে। যে হেতু এখানে সাক্ষাৎ দেবকুল
বর্ত্তমান এবং এখানে লিঙ্গ পতন হইয়াছে। যতি-
গণ এখানে বাস করিতে পারেন; গৃহমেধীদিগের
এখানে বাস করা কর্তব্য নহে। সপুত্রদার গৃহ-
মেধিগণ ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সপ্তরাত্র, পক্ষ, মাস,
ঋতু অথন কাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। সগ্নাসের
অধিক কাল যদি তাঁহারা এ তীর্থে বাস করেন, তাহা
হইলে মনের চাপলা বশতঃ তীর্থের প্রতি তাঁহাদের
অবজ্ঞা হইয়া থাকে। স্মৃত্যং তখন তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট
হন। দেবদেব বিশ্বকর্মা কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া
নগর নির্মাণ তাহাকে এক উত্তম বাক্য বলিলেন যে,

চোন্মামিতং লিঙ্গমুপিতোয়াতটে শুভে । তত্র
নির্মাণয় ত্বন্ত্রনগরং শিল্পিনাং বর ॥ ৪৩ ॥ তস্ত
তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্মা স্মরাধিতঃ । গতা কোর
নগরং শিল্পিকোটিভিরাবৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ উন্নতং নাম
যল্লোকে বিখ্যাতং সুরসুন্দরি । ততো দ্বষ্টমনা
ভূত্বা বিলোক্য নগরং শিবঃ । আহুয় ব্রাহ্মণান্
সর্ষানুবাচানতকন্দরঃ ॥ ৪৫ ॥ ইদং স্থানং বরং রম্যং
নির্ম্মিতং বিশ্বকর্মাণা । গ্রামাণাঞ্চ সহস্রৈশ্চ প্রোক্তং
সর্ষানু দিক্ষু চ ॥ ৪৬ ॥ নগরাং সর্ষতঃ পুণ্যো দেশো
নগরঃ স্মৃতঃ । অষ্টযোজনবিস্তীর্ণ আশ্রমব্যাসত-
স্তথা ॥ ৪৭ ॥ নগো ভূত্বা হরো যত্র দেশো ভাস্তো
যদৃচ্ছয়া । তং নগরমিত্যাহদেশং পুণ্যতমং জনাঃ ॥
৪৮ ॥ পূর্বে তু শাক্তরী চার্যা পশ্চিমে স্তম্ভুমতাপি ।
উত্তরে কনকনন্দা দক্ষিণে সাগরাবধিঃ । এতদন্তর-
মাসাদ্য দেশো নগরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥ অষ্টযোজন-
মানেন আশ্রমব্যাসতস্তথা । প্রোক্তোহয়ং সন্মলো
দেশ উন্নতেন সমং ময়া ॥ ৫০ ॥ গৃহতাং নগরশ্রেষ্ঠং
প্রসীদধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ । অত্র ভুক্তিঞ্চ মুক্তিঞ্চ ভবি-

আমারও এখানে গৃহাশ্রমী বিপ্রগণকে বাস করা-
ইতে ইচ্ছা হয় না। ঋষিতোয়াতটে যেখানে
আমার লিঙ্গ লঙ্কিত হইয়াছিল, হে ঈশ্বরে! সেই
স্থানে তুমি আমার আশ্রম নির্মাণ কর। দেবদেবের
এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিশ্বকর্মা স্মরাধিত হইয়া
আমায় কোটিশিল্পী সমিভব্যাভারে নগর প্রস্তুত
করিতে লাগিলেন। এই নগরই উন্নত নামে
বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর শিব বিশ্বকর্মা-
নির্ম্মিত নগর অবলোকন করিয়া আনন্দে
ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বিশ্বকর্মা
এই উত্তম স্থান নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার চতু-
র্দিকে সহস্র গ্রাম বিরাজিত। এই নগরের সমস্ত স্থান
পুণ্য নগর বলিয়া কথিত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার
আট যোজন। হর যদৃচ্ছাক্রমে এইস্থানে নগাবস্থায়
বিসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম
নগর হইয়াছে। ইহার পূর্বে আর্ঘ্যা, পশ্চিমে
ন্যাকুমতী, উত্তরে কনকনন্দা, এবং দক্ষিণে
সাগর। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম
নগর। ইহার আশ্রম ও ব্যাস আট যোজন করিয়া।
আমি এই সমস্ত দেশকে উন্নত সমান বলিয়া কীর্ত্তন
করি। ৩২—৫০। হে দ্বিজসন্তমগণ! আপনারা এই
নগরশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হউন; আপনারদের

যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তান্তে তদা সর্বে বিপ্রা
উচুর্নহেশ্বরম্ ॥ ৫২ ॥ বিপ্রা উচুঃ । ঈশরাজ্ঞা বৃথা
কর্তুং ন শক্যা পরমাশ্রমঃ । তপোহগ্নিহোত্রনিষ্ঠানাং
বেদাধ্যয়নশালিনাম্ ॥ ৫৩ ॥ অশ্রাকং রক্ষিতা
কোহস্তি কলিকালে চ দাক্ষণে । কো দাতারোগ্যদঃ
কশ্চ কো বৈ মুক্তিং প্রদাত্তি ॥ ৫৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
মহাকালস্বরূপেণ স্থিহা তীর্থে মহোদয়ে । নাশয়ি-
ষ্যামি শক্রান্ বঃ সমাগারাদিতোহহম্ ॥ ৫৫ ॥
উন্নতো বিশ্বরাজস্ত বিশ্বচ্ছেন্তা ভবিষ্যতি । গণ-
নাথস্বরূপোহয়ং ধনদো নিধিনাং পতিঃ ॥ ৫৬ ॥
যুযভ্যং দাত্ত্বতি জব্যং সমাগারাদিতোহপি সঃ ।
আরোগ্যদায়কো নিত্যং দুর্গাদিত্যো ভবিষ্যতি ॥
৫৭ ॥ মহোদয়ং মহানন্দদায়কং বো ভবিষ্যতি ।
সমাগারাদিতো ব্রহ্মা সর্বকার্য্যেষু সর্বদা । সর্বান
কামাংশ্চ মুক্তিঞ্চ যুযভ্যং সম্প্রদাত্ত্বতি ॥ ৫৮ ॥
বিপ্রা উচুঃ । যদি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি সর্বাণি অর-
সন্তম । সঙ্গালেশ্বরতীর্থে চ তথা দেবকুলে শিবে ॥
৫৯ ॥ কলাবপি মহারৌদ্রে হস্রাকং পাবনায় বৈ ।
স্বাতব্যং তহি গৃহ্যোমো নাস্তথা চ মহেশ্বর ॥ ৬০ ॥
স তথৈতি প্রতিজ্ঞায় দদৌ ত্রেভ্যঃ পুরং বরম্ ।

সপ্তভৌমঃ শশাঙ্কাতৈঃ প্রাসাদৈঃ পরিভূষিতম্ ।
নানাপ্রামসমায়ুক্তং সর্বতঃ সীময়াবৃত্তম্ ॥ ৬১ ॥ স্মৃত
উবাচ । এবং তেভ্যো হি নগরং দদ্বা দেবো
মহেশ্বরঃ । দদর্শ বিশ্বকর্মানং প্রাজ্ঞাং পুরতঃ
স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥ বিশ্বকর্ষোবাচ । বিলোকাভ্যাং
মহাদেব নগরং নগরোপমম্ । সৌবর্ণস্থলমাক্রু-
নিষ্ঠিতং স্বপ্রসাদতঃ ॥ ৬৩ ॥ বিশ্বকর্ষ-
বচঃ শ্রুত্বা ভগবাংস্ত্রিপুরাস্তকঃ । সমাকরোহ স্থলকং
সহ সর্কৈশ্বর্য্যহর্ষিভিঃ ॥ ৬৪ ॥ নগরং বিলোকয়ামাস
রম্যং প্রাকারমণ্ডিতম্ । ঋষয়স্ত্রিভূঃ সর্কৈ তত্রস্থং
ত্রিপুরাস্তকম্ । তালুবাচ মহাদেবো বৃণুধ্বং বর-
যুক্তমম্ ॥ ৬৫ ॥ ঋষয় উচুঃ । যদি তুষ্টো মহাদেব
স্থলকেশ্বরনামভূং । অবলোকয়ংশ্চ নগরং সদা
তিষ্ঠ স্থলে হয় ॥ ৬৬ ॥ ইত্যুক্তৈস্তত্তদা দেবঃ
স্থলকেশ্বিন্সদাস্থিতঃ । কতে রত্নময়ং দেবি ত্রেতা-
য়াঞ্চ হিরণ্ময়ম্ ॥ ৬৭ ॥ রৌপ্যঞ্চ দ্বাপরে প্রোক্তং
স্থলমশ্রময়ং কলৌ । এবং তত্র স্থিতো দেবঃ স্থল-
কেশ্বরনামতঃ ॥ ৬৮ ॥ সদা পূজ্যো মহাদেব উন্নত-
স্থানবাসিভিঃ । মাঘে মাসি চতুর্দশ্যাং বিশেষন্তত্

‘তথাস্ত’ বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিপ্রগণকে ঐ উত্তম
নগর প্রদান করিলেন । এই নগর শশাঙ্কাত
সাতটি প্রাসাদে শোভিত, নানা গ্রামযুক্ত ও চতু-
র্দিকে গৌমাবিশিষ্ট । স্মৃত বলিলেন,—হয় এইরূপে
নগর দান করিয়া সংস্থিত বিশ্বকর্ষাকে দেখিতে
পাইলেন । বিশ্বকর্ষা বলিলেন,—হে দেবদেব ! এই
নগরের মত নগর অবলোকন করুন । সৌবর্ণ
স্থানে আরোহণ করিয়া আপনার প্রাসাদ নির্মাণ
করিয়াছি । বিশ্বকর্ষার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর
বিপ্রগণের সহিত তথায় আরোহণ করিলেন । তথায়
থাকিয়া তিনি নগরের শোভা দেখিতে লাগিলেন ।
অনন্তর ঋষগণ দেবদেবকে স্তব করিতে লাগি-
লেন । দেবদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—বর
গ্রহণ কর । তাঁহারা বলিলেন,—হে দেব ! যদি
তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি স্থলকেশ্বর
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুন । আর নগর অবলোকন
করিয়া এই স্থানে সর্বদা বাস করুন । বিপ্রগণ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদেব সেই স্থানে
বাস করিতে লাগিলেন । এইস্থান সত্যযুগে
রত্নময়, ত্রেতায় হিরণ্ময়, দ্বাপরে রৌপ্যময় এবং
কলিকালে পাষণময় হয় । দেবদেব এইস্থানে
স্থলকেশ্বর নামে বাস করিতে লাগিলেন । উন্নত-

ভুক্তি মুক্তি লাভ হইবে, সংশয় নাই । মহাদেব
কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিপ্রগণ তাঁহাকে
বলিলেন,—আমরা ঈশরাজ্ঞা বৃথা করিতে সক্ষম
নহি । এই দাক্ষণ কলিতে তপোহগ্নিহোত্রনিষ্ঠ
বেদাধ্যয়নশালী আমাদের দেব ব্যতীত কে রক্ষক
হইবে ? কেই বা দান করিবে ? কেই বা আরোগ্য
প্রদান করিবে ? আর কেই মুক্তি বিতরণ করিবে ?
ঈশ্বর বলিলেন,—আমি মহাকাল স্বরূপে মহোদয়
তীর্থে থাকিব এবং আরাধিত হইয়া আপনাদের
শত্রু নাশ করিব । উন্নত বিশ্বরাজ আপনাদের
বিশ্বচ্ছেন্তা হইবেন । ইনিই গণনাথ স্বরূপ এবং
নিধিপতি ধনদস্বরূপ । ইনি সম্যক আরাধিত
হইয়া আপনাদিগকে জব্য দিবেন । দুর্গাদিত্য এই
নগরে আপনাদিগকে আরোগ্য দান করিবেন ।
তিনি মহোদয় ও মহানন্দদায়ক হইবেন । ভগবান্
ব্রহ্মা সম্যক আরাধিত হইয়া আপনাদিগকে সর্বকাম
ও মুক্তি দান করিবেন । বিপ্রগণ বলিলেন,—হে
মহেশ্বর ! যদি ঘোর কলিকালেও আমাদের শুদ্ধির
জন্ত সঙ্গালেশ্বর, দেবকুল ও শিবতীর্থে তীর্থ-
সকল বিরাজ করে, তাহা হইলে আমরা এইস্থানে
বাস করিব এবং এই নগর গ্রহণ করিব । দেবদেব

জাগরে । ৬২ । ইত্যোতং কথিতং দেবি হ্যনন্তম্
মহোদয়ম্ । অতঃ পাপহরঃ নৃণাং সৰ্বকামফল-
প্রদম্ । ৭০ ।

ইতি শ্রীকান্দে উন্নতস্থানমাহাশ্রয়বর্ণনং নামৈকোন-
বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩১৯ ।

বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাক পুৰিদিগুতাগে কিকি-
দাগ্নেয়সংস্থিতম্ । লিঙ্গদ্বয়ঃ মহাপুণ্যঃ বিশ্বকর্ষ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । ১ । যদা বৈ নগরং কর্তুং অষ্টা তত্র
সমাগতঃ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহাদেবং নগরং কৃত-
বাস্ততঃ । ২ । কৃত্বা চ নগরং রম্যং লিঙ্গস্তাশ্চ
প্রভাবতঃ । পুনঃ প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং তেন বৈ বিশ্ব-
কর্ষণা । ৩ । কর্মাদৌ কর্মণশ্চাস্তে যাজ্ঞোদাহ-
গৃহাদিকে । লিঙ্গদ্বয়ং পূজয়িত্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি
তৎক্ষণাৎ । ৪ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গচ্ছামৃত-
সোদকৈঃ । নৈবেদ্যৈর্বিধিবিধৈর্দেবি লিঙ্গযুগ্মং
প্রপূজয়েৎ । ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে লিঙ্গদ্বয়মাহাশ্রয়বর্ণনং নাম বিংশত্য-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩২০ ।

স্থানবাসী জনগণ মাঘমাসের চতুর্দশীতে বিশেষতঃ
জাগরোৎসবে এই স্থানে মহাদেবের পূজা করেন ।
হে দেবি ! এই আমি উন্নতস্থানের মহোদয় কীর্তন
করিলাম । ইহা নরগণের পাপহর ও সর্ব কাম-
ফলপ্রদ । ৫১—৭০ ।

উনাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১৯ ।

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—পূর্বোক্ত দেবতার পূর্বে কিঞ্চিৎ
অগ্নিকোণে বিশ্বকর্ষপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গদ্বয় বিরাজিত ।
বিশ্বকর্ষা ঐ স্থানে আগমন করিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাস্তে
নগর নির্মাণ করেন । পরে লিঙ্গপ্রভাবে নগর
নির্মাণ করিয়া পুনরায় তিনি ঐ স্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । যাজ্ঞোদাহগৃহাদি কর্ণের আদ্যস্তে লিঙ্গ-
দ্বয় পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । হে দেবি !
অতএব সকলে সর্বপ্রযত্নে গচ্ছামৃত রসোদক নৈবে-
দ্যাদি দ্বারা লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিবে । ১—৫ ।

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২০ ।

একবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । অথ তে কীর্তয়িষ্যামি রহস্যং

স্থানমুত্তমম্ । সৰ্বপাপহরং নৃণামুন্নতস্থান-
বাসিনাম্ । ১ । শ্রেষ্ঠদেবস্ত মাহাশ্রয়ঃ ব্রহ্মণো-
হব্যাক্তজন্মনঃ । উন্নতস্থানসংস্থস্ত দেবস্ত বাল-
কুপিণঃ । যস্ত দর্শনমাজ্ঞেয়ং সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।

২ । দেবুবাচ । বালকুপিতি যৎ প্রোক্তমুন্নতং
তৎকথং বদ । স্থানেষুস্তেষু সৰ্বত্র বুদ্ধকুপি পিতা-
মহঃ । ৩ । কশ্মিন স্থানে স্থিতস্তত্র কিমর্থঃ তত্র বা
গতঃ । কথং স পূজ্যো বিপ্রৈশ্চৈকান্তিধৌ কস্তাঃ
ক্রমাশ্চ । ৪ । ঈশ্বর উবাচ । ঋষিতোয়াপশ্চিমে
তু ঐশান্তাঃ স্থলেকেশ্বরাঃ । ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং
ব্রহ্মলোক ইবাপরঃ । ৫ । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ
পূজ্যঃ প্রাভাসিকে সদা । ব্রহ্মভাগে স্থিতো ব্রহ্মা
ঋষিতোয়াতটে শুভে । ৬ । রুদ্রভাগেহগ্নিতীর্থে
চ পূজ্যো রুদ্রঃ সনাতনঃ । গিরৌ রৈবতকে রম্যো
পূজ্যো দামোদরো হরিঃ । ৭ । সোমেন প্রার্থিতো
দেবো বালকুপি পিতামহঃ । আগতশ্চাষ্টবর্ষস্ত
হ্যনন্তে স্থান উত্তমং । ৮ । দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা বিজ্ঞান

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর তোমার
নিকট উন্নতস্থানবাসী নরগণের সর্বপাপহর রহস্য
—উত্তম স্থান এবং তত্ত্ব অব্যাক্তজন্মা বালকুপি
ব্রহ্মা—ঐহার দর্শনে সর্বপাপমুক্তি হয়, সেই
দেবের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । দেবী
বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যে উন্নতস্থানস্থ
বালকুপির কথা বলিলেন, তাহা কি প্রকার ? অস্ত্র
সর্বত্র বুদ্ধকুপি পিতামহ, ঐ উন্নত স্থানের কোথায়
কিজন গমন করেন ? ঐহার কোন স্থিতিতে
তিনি কিজন বিপ্রৈশ্চৈকান্তিধৌ পূজ্য ? এই সকল
আপনি ক্রমশ বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—ঋষি-
তোয়ার পশ্চিমে ও স্থলেকেশ্বরের ঈশানে অপর
ব্রহ্মলোকের স্থায় ব্রহ্মার পরম স্থান বিদ্যমান ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহঁরা প্রাভাসিক্তে পূজনীয় ।
ঋষিতোয়ার শুভ তটে ব্রহ্মভাগে ব্রহ্মা অবস্থান
করেন । অগ্নিতীর্থে রুদ্রভাগে সনাতন রুদ্র পূজনীয়
হন । আর রৈবতক গিরিতে দামোদর হরি পূজ-
নীয় । ১—৭ । বালকুপি পিতামহ, সোম কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া অষ্টম বর্ষ বয়সে উত্তম স্থান উন্নত স্থানে

ষষ্ঠাংস্তত্র স্থানে স্থিতো বিভূঃ । ৯ । নাস্তি ব্রহ্ম-
সমো দেবো নাস্তি ব্রহ্মসমো গুরুঃ । নাস্তি ব্রহ্মসমঃ
জ্ঞানঃ নাস্তি ব্রহ্মসমঃ তপঃ । ১০ । তাবদব্রহ্মসি
সংসারে দুঃখশোকভয়াপ্লুতাঃ । ন ভবন্তি সুরজ্যোষ্ঠে
যাবন্তক্তাঃ পিতামহে । ১১ । সমাসক্তং যথা চিত্তং
জন্তোর্ক্ষিয়গোচরে । যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্তম্ভং কো
ন যুচ্যেত বন্ধনাৎ । ১২ । পরমাযুঃ স্মৃতো ব্রহ্মা
পর্যর্কঃ তস্ত বৈ গতম্ । উন্নতস্থানসংস্থস্ত দ্বিতীয়ং
ভাবিতাধুন । ১৩ । যদাসাবন্নতে স্থানে ব্রহ্ম-
লোকাৎ পিতামহঃ । আগতশ্চাষ্টবর্ষস্ত বালরূপী
তদোচ্যতে । ১৪ । স্বনেষন্তেবু বিপ্রাণাং বৃদ্ধরূপী
পিতামহঃ । যুক্তং তদুন্নতস্থানং সদা চ ব্রহ্মণঃ
প্রিয়ম্ । ১৫ । দ্বায়া চ বিধিবৎপূর্বং ব্রহ্মকুণ্ডে
নরোত্তমঃ । পূজয়েৎপুষ্পধূপাদৈর্ব্রহ্মাণঃ বাল-
রূপিনম্ । ১৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্রহ্মমাহাত্ম্যবর্ণনং নার্মৈকবিশত্যা-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩২১ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি তস্ত
দক্ষিণসংস্থিতম্ । দুর্গাদিত্যোতিনামানং সর্ষপা-
প-প্রণাশনম্ । ১ । যদা দুঃখমহুপ্রাপ্তা দুর্গা দুঃখবিনা-
শিনী । সূর্য্যমারাদয়ামাস তদা দুঃখবিনুন্তয়ে । ২ ।
ততঃ কালেন বহুনা তস্তাশ্বষ্টো দিবাকরঃ । উবাচ
মধুরং বাক্যং দুর্গাং দেবো মহাপ্রভাম্ । বরং বরয়
দেবেশি তপসা তুষ্টবানহম্ । ৩ । দুর্গোবাচ । যদি
তুষ্টো দিবানাথ দুঃখসজ্জং বিনাশয় । ৪ । সূর্য্য
উবাচ । অচিরেণৈব কালেন ভগবাৎত্রিপুরাস্তকঃ ।
সম্প্রাপ্যত্মাত্মমং লিঙ্গমুন্নতে স্থান উত্তমৈ । ৫ ।
দুর্গা দতোতি মে নাম ইহ দেবি ভবিষ্যতি ।
এবমুক্তা মহাদেবি তত্রৈবাস্তদধে রবিঃ । সপ্তম্যাং
রবিবারেণ দুর্গাদিত্যং প্রপূজয়েৎ । ৬ । তস্ত
দুঃখানি সর্ষাপি কুষ্ঠানি বিবিধানি চ । বিলয়ং যান্তি
দেবেশি দুর্গাদিত্যপ্রপূজনাৎ । ৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে দুর্গাদিত্যমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশত্যাধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ১২২ ।

আগমন করেন । তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে অবলোকন
করিয়া এই স্থানে বাস করেন । ব্রহ্মার সমান
দেব—গুরু—জ্ঞান ও তপ নাই । সুরজ্যোষ্ঠ পিতা-
মহে যাবৎ ভক্তি না হয়, তাবৎ জীবকে দুঃখ-শোক-
ভয়ে সংসারে ভ্রমণ করিতে হয় । জন্তুগণের চিত্ত
বিষয়গোচরে যেরূপ সমাসক্ত, এরূপ যদি ব্রহ্মাতে
হইত, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত না হইত ?
ব্রহ্মাই পরমাযুঃ বলিয়া কথিত । তাঁহার উন্নতস্থান
বাসে পর্যর্ক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অধুনা
এখানে তাঁহার দ্বিতীয় পর্যর্ক অতীত হইবে । তিনি
যখন এই উন্নত স্থানে আইসেন, তখন অষ্টবর্ষীয়
ছিলেন, তাই তাঁহাকে বালক বলা হয় । এই
ব্রহ্মাই অন্তস্থানে বিপ্রগণের বৃদ্ধ পিতামহ ।
উন্নতস্থান যে সর্বদা ব্রহ্মার প্রিয়, তাহা যুক্তই ।
হে নরোত্তম ! অগ্রে বিধিবৎ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান
করিয়া পুষ্পধূপাদি দ্বারা বালরূপী ব্রহ্মার পূজা
করিবে । ৮—১৬ ।

একবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২১ ।

দ্বাবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
পূর্বোক্ত স্থানের দক্ষিণদিকে গমন করিবে । এই
স্থানে দুর্গাদিত্য নামক সর্ষপাপনাশন এক দেব
বিরাজিত । পূর্বে দুঃখবিনাশিনী দুর্গা দেবী এই
স্থানে দুঃখিতা হইয়া দুঃখাপনোদনের জন্য সূর্য্যার-
ধনা করেন । অনন্তর বহুকাল পরে তুষ্ট হইয়া
দিবাকর তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশি ! বর গ্রহণ
করুন, আমি আপনার তপস্যায় তুষ্ট হইয়াছি । দেবী
বলেন,—হে দিবানাথ ! যদি তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা
হইলে আমার দুঃখ নাশ করুন । সূর্য্য বলেন,—
অচিরকাল মধ্যে গুণবান ত্রিপুরাস্তক উত্তম স্থান
উন্নত স্থানে লিঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন । আর হে দেবি !
এই স্থানে আমার নাম হইবে দুর্গাদিত্য । হে মহা-
দেবি ! এই বলিয়া সূর্য্য অন্তর্ধান করেন । রবিবার
সপ্তমীতে দুর্গাদিত্যের পূজা করিলে সর্বদুঃখ,
ও বিবিধ কুষ্ঠ বিলয় প্রাপ্ত হয় । ১—৭ ।

দ্বাবিংশত্যাধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২২ ।

ତ୍ରୟୋବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କ୍ଷେର ଉବାଚ । ତତଃ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରହାଦେବି ତତ୍ତ୍ୱ ଦକ୍ଷି-
ଣତଃ ସ୍ଥିତଃ । କ୍ଷେମେଷ୍ୱରେତି ବିଧ୍ୟାତସ୍ତ୍ରୀତୋୟାତଟେ
ସ୍ଥିତଃ । ୧ । ଭୂତୀଶ୍ୱରେତିନାମାସ୍ତୁ ପୂର୍ବଃ ଚ ପାର୍-
ବୀର୍ଜିତଃ । କ୍ଷେମେଶେତି କଳୋ ଦେବି ତତ୍ତ୍ୱ ନାମ
ପ୍ରବୀର୍ଜିତଃ । ୨ । ତଃ ଦୃଷ୍ଟା ପୂଜୟିତ୍ବା ଚ ଯୁକ୍ତଃ
ହୀଂ ସର୍ବକ୍ଷିପ୍ତେଷଃ । ୩ ।

ଇତି ଶ୍ରୀକାନ୍ଦେ କ୍ଷେମେଶ୍ୱରମାହାତ୍ମ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ତ୍ରୟୋ-
ବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ୩୨୩ ।

ଚତୁର୍ବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କ୍ଷେର ଉବାଚ । ତତ୍ତ୍ୱାହୁତ୍ତରଦିଗ୍ଭାଗେ କିଞ୍ଚି-
ଦ୍ଧାୟବ୍ୟାମାନ୍ନିତଃ । ବିନାୟକଃ ପ୍ରପଞ୍ଚୋଚ୍ଚ ସର୍ବସିଦ୍ଧି-
ପ୍ରଦାୟକଃ । ୧ । ସୋହସୋ ଦେବି ମୟା ଧ୍ୟାତଃ ସଦା
ମେ ଧନଃ ପୁରା । ଗଣନାଥସ୍ୱରୂପେଽନିଧୀନଂ ପରିପା-
ଳକଃ । ଲୋକାନାଂ ସିଦ୍ଧିଦାନାର୍ଥମଗ୍ନିନ୍ ହ୍ରାନ୍ତେ ସ୍ଥିତଃ
ପ୍ରିୟେ । ୨ । ଚତୁର୍ଥ୍ୟାଂ ଭୋମବାର୍ଯ୍ୟେଽନ ଶକ୍ତାଭୋଜ୍ୟାଃ
ସମୋଦକେଃ । ପୂଜୟେଦ୍ଧିବିଧିବଦ୍ଧାଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବେଦ-
କ୍ରବଂ । ୩ ।

ଇତି ଶ୍ରୀକାନ୍ଦେ ଗଣନାଥମାହାତ୍ମ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶତ୍ୟା-
ଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ୩୨୪ ।

ତ୍ରୟୋବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କ୍ଷେର କହିଲେ,—ହେ ଦେବି ! ଅନନ୍ତର ଚୂର୍ଣ୍ଣା-
ଦିତ୍ୟେଷ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣେ ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱସିତୋୟାର ତଟଗତ
ବିଧ୍ୟାତ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗସମୀପେ ଗମନ କରିବେ ।
ପୂର୍ବେ ଏହି ଲିଙ୍ଗର ନାମ ଥିଲା—ଭୂତୀଶ୍ୱର ; ଅଧୁନା
କଳିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଇହାଙ୍କେ
ଦର୍ଶନ ଓ ଇହାର ପୂଜା କରିଲେ ସର୍ବପାପ ହୁଏତେ ମୁକ୍ତି
ହୁଏ । ୧—୩ ।

ତ୍ରୟୋବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୩୨୩ ।

ଚତୁର୍ବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କ୍ଷେର କହିଲେ,—କ୍ଷେମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରେ କିଞ୍ଚିତ୍
ବାୟୁକୋଣେ ସର୍ବସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକ ବିନାୟକ ଆଛନ୍ଦେ ;
ନରଗଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ହେ ଦେବି ! ଯିନି ଗଣନାଥ-
ରୂପେ ନିଧି-ପରିପାଳକ ଆମାର ସଦ୍‌ରୂପେ ବିଧ୍ୟାତ ;
ତিনি ଲୋକ ସକଳଙ୍କେ ସିଦ୍ଧିଦାନ କରିବାର ଜନ୍ମ ଏହି
ହ୍ରାନ୍ତେ ଅବସ୍ଥିତ । ମଙ୍ଗଳବାର ଚତୁର୍ଥୀତେ ଯେ ଜନ

ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କ୍ଷେର ଉବାଚ । ତତଃ ଗଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ରହାଦେବି ବିନାୟକ-
ମନ୍ତ୍ରନ୍ତୟମ୍ । ଶ୍ୱସିତୋୟାତଟେ ଯତ୍ୟେ ସର୍ବବିଘ୍ନନିବାରଣମ୍ ।
୧ । ସୋହସୋ ଦେବଗଣାଧ୍ୟାୟଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକଃ ।
ଗଞ୍ଜରୂପଂ ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ହ୍ୟଗ୍ନତେ ଜଗତି ସ୍ଥିତଃ । ପ୍ରାତଃ-
ସିକେ ମହାକ୍ଷେତ୍ରେ ଗଣାନାଂ କୋଟିତିର୍ବୃତଃ । ୨ ।
ତତ୍ତ୍ୱାଂସର୍ବପ୍ରସନ୍ନେନ ଯାତ୍ରାନିଷ୍ପନ୍ନହେତବେ । ଆରାଧ୍ୟୋ
ଗଣନାଥଃ ପୁଷ୍ପଧୂପାଦିଭିଃ ସଦା । ୩ । ଚତୁର୍ଥ୍ୟାଂ ଚ
ଚତୁର୍ଥ୍ୟାଂ ଚ ସର୍ବେଶ୍ୱରଗରବାସିଭିଃ । ତସ୍ମିନ୍ନାହୋଂସବଃ
କାର୍ଯ୍ୟୋ ରାତ୍ରିକ୍ଷେମାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ । ୪ ।

ଇତି ଶ୍ରୀକାନ୍ଦେ ଉଗ୍ରତନ୍ତ୍ରାମିମାହାତ୍ମ୍ୟାବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ ପଞ୍ଚ-
ବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ । ୩୨୫ ।

ଷଡ୍‌ବିଂଶତ୍ୟାଧିକତ୍ରିଂଶତତମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କ୍ଷେର ଉବାଚ । ତତଃ ଗଞ୍ଜେନ୍ଦ୍ରହାଦେବି ତତ୍ତ୍ୱେବୋ-
ତ୍ତରତଃ ସ୍ଥିତଃ । ମହାକାଳେଶ୍ୱରଂ ଦେବଂ ସର୍ବରକ୍ଷାକରଂ
ପଞ୍ଚମଂ । ୧ । ଅଧିଷ୍ଠାତା ପୁରସ୍ତାସ୍ତା ଭୈରବୋ କନ୍ଦ-

ସମୋଦକ ଶକ୍ତ୍ୟା ଭୋଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଇହାର ପୂଜା କରେ,
ତାହାର ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ । ୧—୩ ।

ଚତୁର୍ବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୩୨୪ ।

ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କ୍ଷେର କହିଲେ, ହେ ଦେବି ! ଅନନ୍ତର ଅନୁକ୍ରମ
ବିନାୟକ ସମୀପେ ଗମନ କରିବେ । ଏହି ସର୍ବବିଘ୍ନ-
ନିବାରଣ ଲିଙ୍ଗ ଶ୍ୱସିତୋୟାତଟେ ବିରାଜିତ । ସାକ୍ଷାତ୍
ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରୀ ଦେବଗଣାଧ୍ୟାୟ ଗଞ୍ଜରୂପ ଧାରଣ କରିବା
ଉଗ୍ରତ ଜଗତ୍ ପ୍ରଭାସ ମହାକ୍ଷେତ୍ରେ କୋଟିଗଣେର ସହିତ
ମିଳିତ ଆଛନ୍ଦେ, ଯାତ୍ରାନିଷ୍ପନ୍ନ ହେତୁ ପ୍ରତି ଚତୁର୍ଥୀତେ
ଏଥାନେ ନଗରବାସୀ ଜନ ପୁଷ୍ପ ଧୂପାଦି ଦ୍ୱାରା ତାହାର
ଆରାଧନା କରିବେ । ରାତ୍ରିକ୍ଷେମାର୍ଥ ଇହାର ମହୋଂ-
ସବ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ୧—୪ ।

ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ । ୩୨୫ ।

ସପ୍ତବିଂଶତ୍ୟାଧିକ ତ୍ରିଂଶତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କ୍ଷେର କହିଲେ,—ହେ ଦେବି ! ଅତଃପର ମାନବ
ଉଗ୍ରତନ୍ତ୍ରାୟର ଉତ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ସର୍ବରକ୍ଷାକର ମହାକାଳେ-
ଶ୍ୱର ସମୀପେ ଗମନ କରିବେ । ଏହି ତୃତୀୟର ଅଧିଷ୍ଠାତା

পদ্মক । দশে চ পুর্ণিমায়াঞ্চ মহাপূজাং প্রকারয়েৎ ।
মহোদয়ে নরঃ স্নাত্বা মহাকালঃ প্রপশ্বতি ।
নচ্যো জায়তে লোকে সপ্তজন্মসহস্রকম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাকালমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষড়-
বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো মহোদয়ং গচ্ছেত্তস্মাদৌ-
পানসংস্থিতম্ ॥ ১ ॥ বিধিনা তত্র যঃ স্নাতি তর্পয়েৎ
পিতৃদেবতাঃ । প্রতিগ্রহকৃতাদোষান ভয়ং তস্মৈ
বদ্যতে ॥ ২ ॥ মহোদয়ং মহানন্দদায়কং চ বিজ-
য়নাম্ । প্রতিগ্রহপ্রসক্তানাং বিষয়াসক্তচেতসাম্ ।
তথ্যমপি দদেমুক্তিং তেন খ্যাতং মহোদয়ম্ ॥ ৩ ॥
চত্বৈ রক্ষণার্থায় মহাকালস্ত চোত্তরে । নিযুক্তাশ্চ
হাদেবি মাতরস্তত্র সংস্থিতাঃ । তস্মিন্ স্নাত্বা
নরঃ পূর্য্য মাতৃস্তাশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥ এবং
দেবি ময়াখ্যাতং মহোদয়মহোদয়ম্ । সর্বপাপহরং
মুনামভিষেকাচ্চ মুক্তিদম্ ॥ ৫ ॥ অর্দ্ধক্রোশে
তত্তীর্থং সমস্তাৎপরিমণ্ডলম্ । এতন্মধ্যং মহাসারং
দৈব মুনিবল্লভম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহোদয়মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
বিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৭ ॥

সুন্দরপথারী ভৈরব । দর্শ পৌর্ণমাসীতে অত্রত্য
ই দেবতার পূজা করিতে হয় । নর মহোদয়ে স্নান
করিয়া মহাকাল দর্শন করিবে । একপ করিলে
সপ্তসহস্র জন্ম মানব ধনাঢ্য হয় । ১—৩ ।
ষড়বিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৬ ।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন, — অনন্তর নর পুন্মোক্ত লিঙ্গের
ঈশান কোণে অবস্থিত মহোদয় তীর্থে গমন করিবে ।
যে জন এই স্থানে বিধিপূরক স্নানান্তে পিতৃদেবতার
তর্পণ করে, প্রতিগ্রহজন্ত দোষ হইতে তাহার কোন
ভয় থাকে না । মহোদয় প্রতিগ্রহাসক্ত বিষয়াসক্ত-
চেতা বিজয়াদিগের মহানন্দদায়ক এবং মুক্তি-
প্রাপক । হে মহাদেবি ! অত্রত্য লিঙ্গের রক্ষার
জন্ত আমি মাতৃকাগণকে মহাকালের উত্তরে স্থাপন
করিয়াছি । নর এই তীর্থে স্নান করিয়া প্রথমে
মাতৃকাগণের পূজা করিবে । হে দেবি ! এই
আমি অভিষেকে নরগণের মুক্তিপ্রদ ও সর্বপাপহর

অষ্টবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদ্বায়বাদিগৃভাগে স্থিতং
পাপপ্রণাশনম্ । সঙ্গমেশ্বরনামাচ্যম্বয়ো যত্র সঙ্গতাঃ ॥
১ ॥ তস্মৈব পূর্বদিগৃভাগে কুণ্ডিকা পাপনাশিনী ।
বড়বানলসংযুক্তা যত্রায়াতা সরস্বতী ॥ ২ ॥ কুণ্ডি-
কায়াঃ নরঃ স্নাত্বা সঙ্গমেশ্বরমর্চয়েৎ । তস্মৈ জন্ম-
সহস্রাণি লক্ষ্যা পুত্রৈঃ প্রিয়েঃ সহ । অসঙ্গমং
মহাদেবি ন কদাচিৎপ্রজায়তে ॥ ৩ ॥ মুচ্যতে
পাতকৈঃ সর্বৈরাজন্মমরণান্তিকৈঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সঙ্গমেশ্বরমহাত্ম্যাবর্ণনং নামা-
ষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৮ ॥

উনত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অখোত্তরে দেবকুলান্তত্র গবুতি-
মাত্রতঃ । উত্তমস্থানমিতি চ প্রখ্যাতং ধরণীতলে ॥ ১ ॥

মহোদয় তীর্থের মহোদয় কীর্তন করিলাম । এই
তীর্থের পরিমণ্ডল অর্দ্ধক্রোশ । ইহার মধ্যস্থল
মহাসার ও মুনিসম্মত । ১—৬ ।
সপ্তবিংশত্যাধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৭ ।

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! মহোদয়ের
বায়বাদিগৃভাগে পাপপ্রণাশন সঙ্গমেশ্বর লিঙ্গ অব-
স্থিত । এই তীর্থে স্নানগণ বাস করেন । ইহার
পূর্বে পাপনাশিনী এক কুণ্ডিকা আছে । বড়বানল-
যুক্তা সরস্বতী এখানে মিলিতা হইয়াছেন । কুণ্ডিকায়
স্নান করিয়া নরগণ সঙ্গমেশ্বরের অর্চনা করিবে ।
এরূপ করিলে তাহার সহস্র জন্ম লক্ষ্য এবং প্রিয়পুত্র-
গণের সহিত কদাচিৎ অমিলন হয় না । অপিচ
আজন্মমরণকৃত সমস্ত পাপ হইতে সে মুক্তি লাভ
করে । ১—৪ ।

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২৮ ।

উনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! দেবকুলের
উত্তরে দুই ক্রোশ মধ্যে ধরণীতলপ্রখ্যাত উত্তমস্থান ।

ততোত্তরে তু দিগ্ভাগে ধনুর্দাদশকান্তরে । উন্নতো
বিষরাজস্ত সৰ্বপ্রত্যাশনাশনঃ ॥ ২ ॥ চতুর্থ্যাং
পুজিতঃ সম্যকশুগন্ধৈঃ কলমোদকৈঃ । দদাতি
বাহিতান্ কামাংস্বৈলোক্যে বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে উন্নতবিনায়কমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকোনত্রিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩২১ ॥

ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাত্তদুন্নতস্থানানুস্তরে যোজন-
ত্রয়াং । তত্র তপ্তোদকস্বামী তলো যত্র হতঃ পুরা ॥
১ ॥ দৈত্যানামধিপো দেবি বিষ্ণুনা প্রভাবিষ্ণুনা ।
কুহাববশতঃ যুদ্ধং তলস্বামী ততোহভবৎ ॥ ২ ॥
তপ্তকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা তলস্বামিনমর্চয়েৎ । কুহা
পিণ্ডপ্রদানস্ত কোটিযাত্রাকলং লভেৎ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে তলস্বামিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

আর ইহার উত্তরে দ্বাদশ ধনুমধ্যে সৰ্ববিষবিনাশন
উন্নত বিষরাজ বিরাজিত । ইনি চতুর্থীতে সৰ্ববিষ
শুগন্ধ কল-মোদকাদি দ্বারা পুজিত হইলে বাঞ্ছিত
কাম এবং ত্রৈলোক্যবিজয় দান করেন ॥ ১—৩ ॥

উনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২১ ।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! যোজনতরপরি-
মিত উন্নত স্থানের উত্তরে তপ্তোদকস্বামী বিরা-
জিত । এই স্থানে প্রভাবিষ্ণু বিষ্ণু তলদৈত্যকে
নিহত করিয়াছিলেন ! শত বর্ষ যুদ্ধ করিয়া এই
দৈত্য তলস্বামী হয় । নর তত্রত্য তপ্তকুণ্ডে স্নান
করিয়া তলস্বামীর অর্চনা করিবে । এখানে পিণ্ড-
দান করিলে কোটিযাত্রা ফল লাভ হয় । ১—৩ ।

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩০ ।

একত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কাল-
মেঘোতি বিক্রমতম । তস্মাত্তঃ পূর্বদিগ্ভাগে ক্ষেত্রপং
লিঙ্গরূপিনম্ ॥ ১ ॥ অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং পূজ্যো-
হসৌ বলিভির্নরৈঃ । বাহিতার্থপ্রদঃ সম্যক স
কলৌ কল্পপাদপঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কালমেঘমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদক্ষিণদিগ্ভাগে ধনুনাং
পঞ্চাভঃ প্রিয়ে । তত্র তপ্তোদকুণ্ডানি সন্তাদ্যাপি
বরাননে ॥ ১ ॥ কুণ্ডতঃ পূর্বদিগ্ভাগে ধনুনাং
পঞ্চাভঃ শতো । কক্ষিণী সংস্থিতা দেবী সৰ্বপাতক-
নাশিনী ॥ ২ ॥ স্নাত্বা তপ্তোদকে কুণ্ডে কোটিহত্যা
বিনাশনে । ততঃ সম্পূজয়েদেবীং কক্ষিণীং কল্প-
দাধিনীম্ । সপ্ত জন্মানি নারীণাং গৃহভঙ্গো
ন জায়তে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে কক্ষিণীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৩২ ॥

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
প্রসিদ্ধ কালমেঘ সমীপে গমন করিবে । ইহার
পূর্বদিগ্ভাগে এক লিঙ্গরূপী ক্ষেত্রপাল আছেন ।
অষ্টমী বা চতুর্দশীতে বলবান নর ইহার পূজা করি-
বেন । এই ক্ষেত্রপাল কক্ষির কল্পপাদপের দ্বারা
বাহিতার্থপ্রদ । ১।২ ।

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩১ ।

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! কালমেঘের
দক্ষিণে পাঁচধনু ব্যবধানে অদ্যাপি তপ্তোদকুণ্ড
আছে । এই কুণ্ডের পূর্বদিগ্ভাগে পঞ্চাভঃশক্তি
ধনুমধ্যে সৰ্বপাতকনাশিনী কক্ষিণী দেবী আছেন ।
কোটিহত্যাবিনাশন তপ্তোদক কুণ্ডে স্নান করিয়া

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । বলভদ্রাচ্চ পুৰ্বেণ হিতা
চাসৌ সরিষয়া । তুর্কাসেশ্বরনামেতি বললিঙ্গ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । ১ । সৰ্বপাপপ্রশমনং দৃষ্টং সৰ্বসুখা-
বহম্ । স্নানং চান্ত্র্য অমাবস্তাং পিণ্ডদানং দদাতি
যঃ । ২ । কল্পকোটিশতং সাগ্রং পিতৃণাং তৃপ্তি-
মাবহেৎ । তুর্কাসেশ্বরনামানং তত্র পূজ্য বিধা-
নতঃ । ৩ । কোটিযজ্ঞকলং প্রাপ্য সৰ্বান কামা-
নবাশুয়াৎ । তত্র লিঙ্গান্তনেকানি ঋষিভিঃ স্থাপিতানি
তু । ৪ । দৃষ্টা স্পৃষ্টা পূজয়িত্বা মুক্তঃ স্ত্রাৎসৰ্ব-
কিৰিষৈঃ । ইত্যেতৎকথিতং দেবি ক্ষেত্রাদ্যন্তঃ
যথাক্রমম্ । ৫ । ভদ্রায়াঃ পশ্চিমাৎপূৰ্বং যথানুক্ৰম-
মাদিতঃ । ঋতং পাপোপশমনং কোটিযজ্ঞকল-
প্রদম্ । ৬ । অথ ক্ষেত্রস্ত পরিধিস্থানং মধুমতীতি
চ । তস্মিন্নৈঋত্যদিগ্ভাগে স্থানং খণ্ডঘণ্টেতি চ ।
৭ । তত্র পিঙ্গেশ্বরো দেবঃ সমুদ্রতটসন্নিধৌ ।
কুপানঃ সপ্তকং তত্র পিতৃণাং যত্র পাণয়ঃ । দৃশুস্তে-

কল্পদায়িনী কঙ্কণী দেবীর পূজা করিতে হয় । একপ
করিলে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত নারীগণের গৃহভঙ্গ
হয় না । ১—৩ ।

ষাষ্টিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—বলভদ্রের পূৰ্বদিগ্ভাগে
এক সরিষয়া আছে । তাহার তীরে তুর্কাসেশ্বর
নামক বললিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত । এই লিঙ্গ সৰ্ব পাপ-
প্রশমন ও সৰ্বসুখাবহ । যে জন তত্রত্য নদীতে
স্নান করিয়া পিণ্ডদান করে, সে সপাদ কল্পকোটি-
শত কাল পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া থাকে ।
এখানে তুর্কাসেশ্বর নামক লিঙ্গের বিধিপূৰ্বক পূজা
করিলে কোটিযজ্ঞকল ও সৰ্বকাম লাভ হয় ।
এই তীর্থক্ষেত্রে ঋষিগণ বহুলিঙ্গ স্থাপন করিয়া-
ছেন । এই সকল লিঙ্গ দর্শন, স্পর্শন, অর্চন
করিলে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয় । হে দেবি ! এই
আমি ভদ্রার পশ্চিম হইতে পূৰ্ব পর্য্যন্ত আদ্য
ক্ষেত্র সকল যথাক্রমে বর্ণন করিলাম । এই প্রবন্ধ
ঋত হইলে পাপোপশমন ও কোটিযজ্ঞকলপ্রদ হয় ।
এই ক্ষেত্রের পরিধি—মধুমতী নদী । এই স্থানের
নৈঋত কোণে খণ্ডঘণ্ট স্থান । এই স্থানে সমুদ্র-
তটে পিঙ্গেশ্বর দেব অবস্থিত । আর এই পিঙ্গ-

শ্বর্যাপি দেবেশি যত্র পূৰ্বগিপূৰ্বগি । ৮ । তত্র শ্রাদ্ধং
নরঃ কৃত্বা গয়াকোটিগুণং কলম্ । লভতে নাত্র
সন্দেহঃ সোমামা যদি জায়তে । ৯ । তত্রৈব নাত্রি-
দূরে তু ভদ্রায়াঃ সঙ্গমঃ স্মৃতঃ । পশ্চিমাৎ সঙ্গমাৎ
পূৰ্বঃ সঙ্গমঃ সমুদ্রোত্তমঃ । ১০ । যৎ পুণ্যং লভতে
দেবি পূৰ্বপশ্চিমসঙ্গমে । গঙ্গাসাগরয়োস্তত্র তত্তজ-
সঙ্গমে লভেৎ । ১১ ।

ইতি জীকান্দে পিঙ্গেশ্বরভদ্রামাশাস্ত্র্যবর্ণনং নাম ত্রয়-
স্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ সংসার-
গবতারক । পৃচ্ছামি ত্বামহং ভক্ত্যা কিঞ্চিৎ কোতু-
হলাৎ পুনঃ । ১ । যত্নয়া কথিতং দেবতলস্বামিমহো-
দয়ম্ । কিং তত্র কারণং দেব তলো যেন নিপা-
তিতঃ । ২ । কোহসৌ তলঃ সমাধ্যাতঃ কিংবীৰ্য্যঃ
কিংপরায়ণঃ । কস্মাৎ স্থানাৎ সমুৎপন্নঃ কথং
জাতশ্চ মে বদ । ৩ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি

শ্বরসমীপেই সাতটা কূপ আছে । অন্য্যাপি
এই কূপ সকলে পূৰ্বে পূৰ্বে পিতৃগণের হস্ত
দেখিতে পাওয়া যায় । নর সোমবতী অমাবস্তায়
এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিয়া গয়াশ্রাদ্ধের কোটিগুণ
কল লাভ করে, সন্দেহ নাই । এই স্থানের অনতি-
দূরে ভদ্রাসঙ্গম । এই সঙ্গম পূৰ্বপশ্চিমে অব-
স্থিত । এই পূৰ্বপশ্চিমসঙ্গমে স্নান করিলে যে
পুণ্যলাভ হয়, গঙ্গা-সাগরসঙ্গমেও সেই পুণ্য লব্ধ
হইয়া থাকে । ১—১১ ।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৩৩ ।

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ভগবন্ দেবদেবেশ
সংসারগবতারক ! আমি কোতুহলাবিত হইয়া
আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি
যে তলস্বামীরমহোদয় কহিলেন, সেই তল যে
কারণে নিপাতিত হইল, সেই কারণ কি ? তল কে ?
তাহার বীৰ্য বা কার্য কিরূপ ? কোন স্থান হইতে
সমুৎপন্ন—আর কিজন্তই বা সমুৎপন্ন ?—আপনি
তাহা বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি । শ্রবণ

প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পাপনাশনম্ । যন্ন কস্ত-
চিদাখ্যাতং তন্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৪ ॥ দেবা
অপি ন জানন্তি তলশ্চোৎপত্তিকারণম্ । পূর্বে
কৃতযুগে দেবি গোবিন্দেতি প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫ ॥
জ্যৈষ্ঠায়ঃ বামনঃ স্বামী ঋতিস্বামী তৃতীয়কে । কলৌ
যুগে মহাদেবি তলস্বামী প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬ ॥ তথা
তগ্ণোদকস্বামী তন্ত নামান্তরং প্রিয়ে । অধুনা
সম্প্রবক্ষ্যামি তলোৎপত্তিঃ তব প্রিয়ে ॥ ৭ ॥ আসী-
ন্নহেন্সনামা চ দানবো রৌদ্ররূপধৃক্ । কোটিবর্ষাণি
তেনৈব তপস্তপ্তং পুরা প্রিয়ে ॥ ৮ ॥ স তপোবল-
মাবিষ্টো জিগ্যে দেবান্ সবাসবান্ । জিহ্বা দেবাঃ-
স্ততঃ সর্বাঃস্ততঃ কালে সমাগতঃ ॥ ৯ ॥ যুদ্ধং স
প্রার্থয়ামাস ময়া সার্কং স্তুভীষণম্ । ততোহভব-
ন্নহাযুদ্ধং ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কারকম্ ॥ ১০ ॥ ততঃ কোপা-
ন্নহাযুদ্ধে মম দেহাদ্বারাননে । জালা তত্র সমুৎপন্না
তন্মধ্যে স তলোহভবৎ ॥ ১১ ॥ তেন দৃষ্টো মহেন্সো-
হসৌ গর্জন্ গিরিগুহাভয়ঃ ॥ ১২ ॥ কথং গর্জসি
হে মুঢ় যুদ্ধং কুরু ময়া সহ । ইত্যুক্তে তত্র দেবেশি
তেন যুদ্ধমবর্তত ॥ ১৩ ॥ তত্র প্রবর্তিতে যুদ্ধে তল-
মাহেন্সয়োস্তয়োঃ ॥ ১৪ ॥ ক্রদ্রবীৰ্য্যন্ত যুক্তেন তলে-
নোদারকস্বর্ণা । মল্লযুদ্ধেন বলিনা মহেন্সো বিনি-

পাতিতঃ ॥ ১৬ ॥ ততস্তঃ পতিতঃ দৃষ্টা বিশ্বয়ং স
তলো গতঃ । গতপ্রাণঃ তদা জাত্বা হর্ষান্নৃত্যমখা-
করোৎ ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ সমুত্থামানে তু সর্কং স্বাবর-
জঙ্গমম্ । চক্ৰেণ তু বরারোহে প্রভাবান্ত
বীৰ্য্যতঃ ॥ ১৭ ॥ ততো ভারভরাক্রান্তা ধরণী তল-
পীড়িতা । অতীবভয়সন্ত্রস্তাঃ স দেবান্নরমানুষাঃ ॥
১৮ ॥ স্তুতিভা গিরয়ঃ সর্কো বিজ্রতাশ্চ
মহার্ণবাঃ । তরবো নিধনং জঘূর্নদ্যো বাহাশ্চ
তত্যজুঃ ॥ ১৯ ॥ গতপ্রভাবাঃ সূর্য্যাদ্যা জ্যোতীঃষি
ন বিরেজিরে । ত্রৈলোক্যং ব্যাকুলীভূতং তল-
নৃত্যপ্রভাবতঃ ॥ ২০ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্কো
শরণং ক্রদ্রমায়যুঃ । বৃত্তং যথাবৎ কথিতং ততো
ক্রদ্র উবাচ তান্ ॥ ২১ ॥ অবধ্যো মে তলো দেবাঃ
পুত্রযে হি প্রতিষ্ঠিতঃ । এবমুক্ত্ব হৃষীকেশং প্রভাস-
ক্ষেত্রবাসিনম্ ॥ ২২ ॥ ঋতিস্বামীতিনামানং স্থিতং
হর্কাসসং পুরঃ । প্রভাসক্ষেত্রসমীপ্যে পূর্ব্বেভাগে
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৩ ॥ তগ্ণোদকুণ্ডসমীপ্যে তত্র গচ্ছত
ভোঃ সুরাঃ । কল্লেকল্লৈ তু তেনৈব বধ্যতেহসৌ
হি দানবঃ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তে তদা দেবাঃ প্রভাসং
ক্ষেত্রমাগতাঃ । তত্র তে বিবুধা জঘূর্নু তগ্ণোদকা-

কর—যাহা কখন কাহাকেও বলি নাই, তাহা
তোমাকে বলিতেছি; দেবতারাও তলের উৎ-
পত্তি-বিবরণ জানেন না । হে দেবি! পূর্বে
কৃতযুগে তল গোবিন্দ নামে—জ্যৈষ্ঠায় বামন নামে,
ঋপরে ঋতিস্বামী নামে এবং কলিতে তলস্বামী নামে
প্রসিদ্ধ আছে । তলের নামান্তর তগ্ণোদকস্বামী ।
অধুনা তাহার উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর । মহেন্স
নামে এক ঘোররূপী দানব ছিল । এই দানব
কোটি বৎসর তপ করিয়া তপঃফলে সবাসব দেব-
গণকে পরাজিত করে । দেবগণকে জয় করিয়া
পরে সে আমার নিকট আসিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করে ।
তখন ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়কর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত
হয় । এই মহাযুদ্ধে কোপে আমার দেহ হইতে
এক জালা নিঃসৃত হয়, এই জালা হইতেই তলের
উৎপত্তি । এই তলকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই
দৈত্য মহেন্স গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া গর্জন করিতে
লাগিল । এই সময় তল বলিল,—“কথং গর্জসি
রে মুঢ়! যুদ্ধং কুরু ময়া সহ ।” তল এই কথা
বলিলে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । তল মল-
যুদ্ধে দৈত্য মহেন্সকে নিহত করিয়া ফেলি এবং

তাহাকে মৃত দেখিয়া বিস্মিত হইল । দৃষ্ট দৈত্য
মহেন্স এইরূপে বিনষ্ট হইলে তল সহর্ষে নৃত্য
করিতে লাগিল । তাহার নৃত্যদর্শে সচরাচর
ব্রহ্মাণ্ড কম্পাধিত হইল । ধরণী তলভারে পীড়িতা
হইলেন । স দেবান্নর মানুষ অতীব ভয়সন্ত্রস্ত
হইল । ১১-১৮ গিরি সকল চালিত, এবং মহার্ণব উদ্বে-
লিত হইয়া পড়িল । তরুনিচয় এইরূপ উন্মূলিত হইল ;
নদী সকল প্রবাহ পরিত্যাগ করিল ; চন্দ্র সূর্য্য
নিম্প্রভ হইলেন ; এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দীপ্তিহীন
হইয়া গেলেন । তলনৃত্যপ্রভাবে এইরূপে সমস্ত
ত্রৈলোক্যই ব্যাকুলীভূত হইয়া উঠিল । এই সময়
দেবগণ ক্রদ্রের শরণ লইয়া যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত
কহিলেন । ক্রদ্রও তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেব-
গণ! তল আমার অবধ্য ; যেহেতু ইহাকে আমি
পুত্রযে কল্লনা করিয়াছি । যেখানে—তগ্ণোদক
কুণ্ডসমীপে ঋতিস্বামী নামে প্রসিদ্ধ, হর্কাসার অগ্র-
ভাগে অবাস্থত এবং প্রভাসক্ষেত্রসমীপে পূর্ব্বেভাগে
প্রতিষ্ঠিত হৃষীকেশ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে
তোমরা গমন কর । তিনিই কল্লৈ কল্লৈ দানবগণকে
বধ করিয়া থাকেন । ক্রদ্র এই কথা বলিলে দেবগণ
প্রভাসক্ষেত্রে যথানে তগ্ণোদকাধিপ বিরাজিত,

ধিপঃ ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা নারায়ণং তত্র দেবাঃ শ্রদ্ধাসম-
 ধিতাঃ । তুষ্টবুঃ পরয়া ভক্ত্যা দেবদেবং জনা-
 দ্ধিনম্ ॥ ২৬ ॥ বৈকুণ্ঠ জাহি নো দেবাঃ স্তলেনো-
 চ্চাটিতা বয়ম্ । মহেন্দ্রকোধসমুত্ক্রুদ্ধতেজোন্তবেন
 বৈ ॥ ২৭ ॥ অস্মাতী ক্রুদ্ধসামীপ্যো কার্ধ্যং সর্বং
 নিবেদিতম্ । ততঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্কে ক্রোধেণ পর-
 মেষ্ঠিনা । তব পার্শ্বে মহাদেব নম্রং দেব গতির্ভব ॥
 ২৮ ॥ ইতি শ্রুত্বা বচস্তেমাং দেবদেবো জনাধিনঃ ।
 দানবস্ত বধার্থায় দেবানাং রক্ষণায় চ । চক্রে যত্নং
 মহাবাহুঃ প্রভাসকেন্দ্রবল্লভঃ ॥ ২৯ ॥ সমাহুয় তদা
 দৈত্যঃ প্রভাসকেন্দ্রমধ্যতঃ । যুদ্ধং চক্রে ততো
 দেবি বিশ্বপ্রলয়কারকম্ ॥ ৩০ ॥ ততস্ত্ব দেবাঃ সর্কে
 চ স্বসৈন্তপরিবারিতাঃ । চক্রুর্ভুঙ্কঞ্চ দৈত্যেন সুমহ-
 জ্জোমহর্ষণম্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ পর্বতসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা দৈত্যঃ
 মহাবলম্ । উবাচ চপলাগাঙ্গো গরুড়কৃতবাহনঃ ॥
 ৩২ ॥ অহো দৈত্য মহাবাহো মল্লযুদ্ধং দদশ্ব মে
 ত্বাহুযুগলং দৃষ্ট্বা ন যুদ্ধে বাঞ্ছিতং মম ॥ ৩৩ ॥ নারায়-
 ণবচঃ শ্রুত্বা করমুদাম্য দানবঃ । অভ্যধাবন্তদা
 দৈত্যঃ কালান্তকসমপ্রভঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ প্রবর্তিতঃ
 যুদ্ধমন্তোন্তং জয়কার্ষিকণোঃ । জজ্বাভ্যাং পাদ-

সেই স্থানে গমন করিলেন । সেখানে তাঁহার
 নারায়ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে এই
 বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে, হে বৈকুণ্ঠ !
 এই দেবগণকে পরিজ্ঞান করুন, আমরা মহেন্দ্র-
 কোধ-সমুত ক্রুদ্ধতেজোন্তব তল কর্তৃক উচ্চাটিত
 হইয়াছি । আমরা ক্রুদ্ধসমীপে এ সংবাদ জ্ঞাপন
 করিয়াছিলাম । তিনি আমাদেরকে আপনার
 নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, ইদানীং আপনিই আমা-
 দেব গতি । দেবদেব জনাধিন দেবগণের এই
 কথা শ্রবণ করিয়া দানবদিগের বধ ও দেবগণের
 রক্ষা বিধানের জন্ত দৈত্যগণকে আহ্বান করত
 তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই
 যুদ্ধ বিশ্বপ্রলয়কারী হইল । দেবগণ স্ব স্ব সৈন্তে
 পরিবারিত হইয়া দৈত্যাদিগের সহিত লোমহর্ষণ
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । গরুড়বাহন যুদ্ধে পর্বত-
 সঙ্কাশ দৈত্যগণকে অবলোকন করিয়া চকিত হইয়া
 বলিলেন,—অহো দৈত্য মহাবাহো ! মল্লযুদ্ধ প্রদান
 কর, তোমার বাহুযুগল দেখিয়া আমার আর অন্ত
 যুদ্ধে বাসনা নাই । নারায়ণের এই কথা শুনিয়া
 মহাবল দৈত্য বাহু প্রসারিত করিয়া কালান্তক
 যমের জায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইল । তখন

বশেন বাহুভ্যাং বাহুবন্ধনম্ ॥ ২৫ ॥ কঠেন বন্ধ-
 য়ন কণ্ঠমুদরেণোদরং তথা । এতদ্বিস্তরে দেবাঃ
 সভয়াঃ সদভূবিষে ॥ ২৬ ॥ ততঃ পীড়াসমাক্রান্তো
 বিষ্ণুঃ সংস্রবতে হরম্ । তৎক্ষণাদাগতো ক্রুদ্ধঃ কিং
 করোমি মহাবল ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণুর্কবাচ । জ্ঞাতোহহং
 দেবদেবেশ মল্লযুদ্ধেন শক্যঃ । তপোধিকং কুরুধেহ
 শ্রমনাশায় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥ ততস্তলং হনিষ্যামি
 ক্ষণমাত্রেণ ভৈরবম্ ॥ ৩৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ । আদৌ
 কৃতযুগে কৃষ্ণ উময়া যৎকৃতং পুরা । ঋণীণাং শ্রম-
 নাশার্থং তপোধং তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ৪০ ॥ তদৈত্য-
 পাপমাহাত্ম্যং পুনঃ শীতলতাং গতম্ । পুনস্তদ-
 ঋতাং নীতং ততঃ কল্লাস্তসংস্থিতো ॥ ৪১ ॥ এব-
 মুক্তা তদা দেবঃ বীক্ষাক্ষক্রে মহেশ্বরঃ । তৃতীয়-
 লোচনেনৈব জালামালোপশোভিনা ॥ ৪২ ॥ তেন
 জালাসমূহেন ব্যাপ্তং কুণ্ডং চতুর্দিশম্ । তপোধ-
 কুণ্ডমভবন্তেন খ্যাতিং ধরাতলে ॥ ৪৩ ॥ ততো
 নারায়ণেনেহ কালিতং গাত্রমুত্তমম্ । কালনাস্তস্ত
 দেবস্ত শ্রমো নাশমুপাগমৎ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ ঈশ্বরনা

পরম্পর জয়কামুকদ্বয়ের তুমুল মল্লযুদ্ধ আরম্ভ
 হইল—কখন বা জজ্বায় জজ্বায়—কখন বা বাহুতে
 বাহুতে—কখন বা উরুতে উরুতে এবং কখন বা
 কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহাদের যুদ্ধ হইতে লাগিল । এই
 সময় দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন । হরি নিতান্ত
 পীড়িত হইয়া হরকে স্মরণ করিলেন । তৎ-
 ক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ আগমন করিয়া বলিলেন,—কি করিতে
 হইবে মহাবল ? ১৯—৩৭ । হরি বলিলেন,—আমি
 মল্লযুদ্ধে যারপর নাই শ্রান্ত হইয়াছি, শীঘ্র জল
 গরম কর । জলে প্লাবিতচরণপুঙ্খক শ্রম নাশ
 করিয়া আমি ঐ ত্বয়কর তলকে বিনষ্ট করিব ।
 ঈশ্বর বলিলেন,—হে কৃষ্ণ ! পূর্বে কৃতযুগে
 ঋষিগণের শ্রমাপনয়নের জন্ত দেবী যে উষ-
 জলের কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে কুণ্ডের
 জল অধুনা পাপ দৈত্যসংসর্গে শীতল হইয়া
 গিয়াছে । অতএব পুনরায় আমি ঐ জলকে
 উষ্ণ করিয়া তাহা কল্লাস্তস্থায়ী করিতেছি । এই
 বলিয়া হর তৃতীয় নয়ন দ্বারা সেই তপোধকুণ্ড
 নিরীক্ষণ করিলেন । অমনি তাহা হইতে জালা-
 সমূহ নির্গত হইয়া কুণ্ডের চারিদিক্ ব্যাপিয়া
 কোলিল । এই জন্ত ঐ কুণ্ডের নাম হইয়াছে
 তপোধকুণ্ড । অনন্তর নারায়ণ উত্তমরূপে ঐ
 কুণ্ডজলে গাত্রকালন করিলেন । তাহাতে তাঁহার

দেবস্তীর্থানাং দশকোটিকাঃ । স স্মৃশ্বা তত্র বিধিবৎ
কিপ্ত্বা স্নাত্বা বরাননে ॥ ৪৫ ॥ ততশ্চক্রে মহায়ুদ্ধং
তলেনাতিভয়ঙ্করম্ । জঘান স তলং দৈত্যং মুষ্টি-
ঘাতেন মস্তকে ॥ ৪৬ ॥ তস্মিন্ প্রবৃন্তে তুমুলে তু
যুদ্ধে চকম্পিরে ভূমিসমেতলোকাঃ । বিজন্তদেবা
ন দিশো বিরেক্তূর্জহাক্ষকারারূতমুচ্ছিতং জগৎ ॥ ৪৭ ॥
নষ্টাশ্চ সিদ্ধা জগতোহস্ত শাস্তং কৰোতু বৈ পাপ-
বিনাশনো হরিঃ । ত্রাহীতি দেবেশি মহর্ষিসজ্জা
ভুতানি ভীতানি তথা বদন্তি ॥ ৪৮ ॥ ততো বৈ
মল্লযুদ্ধেন পাতিতো ভূবি দানবঃ । কণ্ঠমাক্রম্য
পাদেন খড়্গেন পরিশীড়িতঃ ॥ ৪৯ ॥ হস্তাং চকার
দৈত্যোহথ বিষ্ণুনা ক্রান্তকঙ্করঃ । তমাহ পুণ্ডরী-
কাক্ষ কিমেতদ্ধাস্তকারণম্ ॥ ৫০ ॥ বুদ্ধো হর্ষমবা-
প্রোতি ক্ষয়ে ভবতি হুঃখিতঃ । ইত্যোষা লৌকিকী
গাথা ততো দৈত্য বিপর্যয়ঃ ॥ ৫১ ॥ ইত্যুক্তস্ত তদা
দৈত্যঃ প্রত্যাচ জনাৰ্দ্দনম্ । অগ্নিস্টোমাদিভ-
র্ঘৈর্জবেদাভ্যাসৈরনেকধা ॥ ৫২ ॥ নিত্যোপবাস-
নিয়মৈঃ স্নানদানৈর্জপাদিভিঃ । নিশ্চলৈর্যোগগযুক্তৈশ্চ
প্রাপ্যতে যৎ পরং পদম্ ॥ ৫৩ ॥ তস্ময়া হৃষ্টভাবেন
প্রাপ্তং বিষ্ণোঃ পরং পদম্ । ইত্যুক্তে ভগবান্

বিষ্ণুর্বরদানপরোহভবৎ ॥ ৫৪ ॥ উবাচ পরমং বাক্যং
তলং দৈত্যাদিনায়কম্ । বরং বরয় দৈত্যৈস্তে যন্তে
মনসি সংস্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥ ইতি বিষ্ণোর্বচঃ শ্রুত্বা প্রার্থয়া-
মাস দানবঃ । মমাখ্যা বর্ত্ততে লোকে তথা কুরু
মহৌ র ॥ ৫৬ ॥ মার্গমাংসে তু শুক্রায়ামেকাদশাং
সমাহিতঃ । যন্তাং পশুতি ভাবেন তস্ত পাপং
বিনশ্তু ॥ ৫৭ ॥ এবং ভবিষ্যতীতু্যক্তা দেবো
হর্ষমুপাগতঃ । নানাহন্দুভয়ো নেতুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত
চ ॥ ৫৮ ॥ বিষ্ণুর্দীর্ঘমহাভাগে লোকাঃ স্বস্থা বভূ-
বিরে । ততো দেবগণাঃ সর্কে নৃত্যন্তি চ মুদাষিতাঃ ।
বদন্তি হর্ষসংযুক্তা নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৫৯ ॥ এততীর্থং
মহাতীর্থং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । শ্রমাপনোদনং বিষ্ণে-
র্ব্রহ্মহত্যাदिশোধনম্ ॥ ৬০ ॥ স্থিতো নারায়ণস্তত্র
ভৈরবস্তত্র শঙ্করঃ । ক্ষেত্রপালস্বরূপেণ কালমেঘেতি
বিশ্রুতঃ ॥ ৬১ ॥ তস্ত যাত্রাবিধিঃ বক্ষ্যে গতা তত্র
শুচিনরঃ । অরোহিষ্যং মহাদেবি তলস্বামীতি যঃ
শ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥ স্কৃয়াদিষুং মহাদেবি ইদং বিষ্ণুশ্রুতা
প্রিয়ে । সহস্রশীর্ষামস্ত্রেণ তর্পণাদি প্রকারয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
এবং স্নাত্বা বিধানেন দত্তা চার্ঘ্যং জনাৰ্দ্দনে । সম্পূজ্য

শ্রমাপনোদন হইল । তিনি সন্তুষ্ট হইয়া দশ কোটি
তীর্থ অন্ন করত ঐ কুণ্ডজে ছাড়িয়া দিলেন ;
দিয়া বিধিবৎ তাহাতে স্নান করিয়া পুনরায় তলের
সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই যুদ্ধে
তল মস্তকে মুষ্টিঘাত প্রাপ্ত হইল । যুদ্ধদর্পে
ভূসমেত সমস্ত লোক কম্পিত হইল ; দেবগণ
ত্রাস পাইলেন ; দিক্ সকল নিশ্চল হইল ; জগৎ
মহাঙ্ককারে আবৃত হইয়া গেল ; সিদ্ধগণ পলায়ন
করিলেন ; এবং মহর্ষগণ বলিতে লাগিলেন,—হে
পাপবিনাশন হরে ! শাস্তি স্থাপন করুন, পরিজ্ঞান
করুন । নিখিল ভূতই ভীত হইয়া এই কথা
বলিতে লাগিল । অনন্তর মল্লযুদ্ধে দানব পরিত
হইল । হরি পাদদ্বারা তাহার কণ্ঠ আক্রমণ করিয়া
খড়্গ দ্বারা তাহাকে পৌড়িত করিতে লাগিলেন ।
দৈত্য তাহাতে হাসিতে লাগিল । হরি তাহার
হাসি দেখিয়া বলিলেন,—তোমার হাসির কারণ
কি ? লোক সম্পদে হৃষ্ট আর বিপদে হুঃখিত হয় ;
কিন্তু তোমাকে তাহার বিপরীত দেখিতেছি । এই
রূপ উক্ত হইয়া দৈত্য বলিল,—লোক অগ্নিস্টোমাদি,
বেদ্যাভ্যাস, নিত্য উপবাস-নিয়ম-স্নান-দান-জপাদি
ও নির্মল যোগ করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে,

আমি সেই পরম পদ হৃষ্টভাবে লাভ করিলাম !
দৈত্য এই কথা বলিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে
বর দান করিতে উদ্যত হইলেন ; বলিলেন,—
দৈত্যৈস্তে ! তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই তুমি
বররূপে প্রার্থনা কর । দানব বলিল,—হে মহাধর !
যাহাতে আমার এই লোকে নাম থাকে, আপনি
তাহা করুন । মার্গশীর্ষ মাসের শুক্রা একাদশীতে
সমাহিত হইয়া যে তোমাকে ভাবের সহিত দর্শন
করিবে, তাহার যেন পাপনাশ হয় । ‘তাহাই হইবে’
এই বলিয়া দেব আনন্দিত হইলেন । হৃন্দুভি
নাদিত হইল, বিষ্ণুমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পড়িল ; সর্ব
লোক স্তম্ভ হইল ; এবং দেবগণ হর্ষে নৃত্য করিতে
লাগিলেন । তাঁহার আনন্দে বলিতে লাগিলেন,—
এই তীর্থ মহাতীর্থ ; ইহা সর্বপাপহর, বিষ্ণুর শ্রমাপ-
নোদন, এবং ব্রহ্মহত্যাदिনাশন ॥ ৬৪—৬৫ ॥ এ তীর্থে
নারায়ণ বাস করেন এবং শঙ্কর এখানে ভৈরব ।
কালমেঘ এখানে ক্ষেত্রপালরূপে বিরাজিত । অধুনা
এই কালমেঘের যাত্রাবিধি বলিতেছি । নর শুচি-
ভাবে ঐ স্থানে গমন করিয়া তলস্বামিস্বরূপ বিষ্ণুর
অন্ন, ‘ইদং বিষ্ণু’ এই ঋক্ দ্বারা তাঁহার স্তব এবং
সহস্রশীর্ষা মস্ত্রে তাঁহাকে অন্ন করিবে ।
অতঃপর বিধিপূর্বক তাঁহার স্নান, তর্পণ ও অর্ঘ্য-

গন্ধপুষ্পৈশ্চ বৈষ্ণুঃ পুষ্পান্নলেনপটনৈঃ ॥ ৬৪ ॥ মধু-
নেফ্রসেনৈব কুঙ্কমেন বিলেপয়েৎ । কর্পূরোশীর-
মিশ্রেন যুগনাভিযুতেন চ ॥ ৬৫ ॥ বৈষ্ণুঃ সংনেষ্টয়েৎ
পশ্চাদ্ধ্যায়ৈবেদায়ুতমম্ । ধর্ম্মশ্রবণসংযুক্তং কার্য্যং
জাগরণং ততঃ ॥ ৬৬ ॥ বৃষভস্তজ্জ দাতব্যং সুবর্ণং
বস্ত্রযুগলম্ । বিপ্রায় বেদযুক্তায় শ্রোত্রিয়ায় প্রদাপ-
য়েৎ ॥ ৬৭ ॥ উপবাসং ততঃ কুর্ধ্যাত্তিস্মিন্নহনি ভামিনি ।
কৃষ্ণীগীঃ চ প্রপঞ্চেত নমস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥ ৬৮ ॥
এবং কৃৎস্না নরো ভক্ত্যা লভতে জগজ্জং ফলম্ ।
দর্শকেষামেব যজ্ঞানাং দানানাং লভতে ফলম্ ॥
৬৯ ॥ তথা চ সর্ব্বভৌখানাং ব্রতানাং লভতে ফলম্ ।
উদ্ধরেত্তু পিতৃর্কৃগং মাতৃবর্গং তথৈব চ ॥ ৭০ ॥ জন্ম
প্রভৃতিপাপানাং নাশনং কৃতানাং ভবেৎ । ন হুঃখং ন
দারিদ্র্যং দুর্ভগং ন জায়তে ॥ ৭১ ॥ সপ্তজন্মান্তরং
যাবত্তলস্বামিপ্রদর্শনাৎ । সুবর্ণানাং সহস্রেন ব্রাহ্মণে
বেদপারগে । দন্তেন যৎফলং দেবি তৎকুণ্ডে
স্নানতো লভেৎ ॥ ৭২ ॥ এবং তলস্বামিচরিত্রমুত্তমং
কৃতং পুরা সিদ্ধমহর্ষিসংজ্ঞৈঃ । কৃৎস্না প্রভাবং
তলদেবসন্নিধৌ প্রাপ্নোতি সর্ব্বং মনসা
যদীপ্সিতম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে তলস্বামিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুস্তিংশ-
দধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥

দানাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গন্ধপুষ্পান্নলেনপন,
বস্ত্র, মধু, ইক্ষুরস, কুঙ্কম, কর্পূর, উশীর, যুগনাভি
দ্বারা ভাহার পূজা করিয়া বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত
নৈবেদ্য প্রদান করিবে। অনন্তর ধর্ম্মকপা শ্রবণ-
সংযুক্ত জাগরণ করিবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃষভ
ও সুবর্ণযুক্ত বস্ত্রযুগল দান করিবে। উপবাস
করিবে। জনার্দনকে নমস্কার করিয়া কৃষ্ণীগীকে
দর্শন করিবে। নর ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ করিয়া
সর্ব্ব যজ্ঞ, সর্ব্ব দান, সর্ব্ব ভৌখ, ও সর্ব্ব ব্রতের ফল
লাভ করিয়া থাকে। অপিচ সপ্তজন্ম যাবৎ তাহার
পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার, যাবজ্জীবন কৃত পাপবিনাশ
ও হুঃখ দারিদ্র্য, দুর্ভগত্বের অপায় হইয়া থাকে।
তলস্বামীকে দর্শন করিলে এবং বেদপরাধণ ব্রাহ্মণকে
সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, অত্রত্য কুণ্ডে স্নান
করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে। পূর্বে সিদ্ধ মহর্ষিগণ
এই উত্তম তলস্বামি-চরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন।
ইহা তলদেবসন্নিধানে শ্রবণ করিলে কৈপ্সিত লাভ
হয়। ৬১—৭৩।

চতুস্তিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ। ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছেন্ন্যাসু-
মত্যান্তটে শুভে। দক্ষিণাং দিশমাব্রিত্য স্থিতং
ভৌখং মহাপ্রভম্ ॥ ১ ॥ শঙ্খাবর্তমিতি খ্যাতং যত্র
চিত্রাক্ষিতা শিলা। স্বয়ম্ভুতা মহাদেবি রক্তগর্তা
সুশোভনা ॥ ২ ॥ ছিন্নে অদ্যাপি তত্রৈব সুরক্তং
সম্প্রদৃশ্যতে। বিষ্ণুক্ষেত্রং হি তৎপ্রোক্তং শঙ্খো
যত্র হতঃ পুরা ॥ ৩ ॥ বেদাপহারী দেবেশি বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা। কৃতং শঙ্খোদকং ভৌখং শঙ্খাকারং
তু দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো দেবি মুচ্যতে
ব্রহ্মহত্যায়া। সপ্ত জন্মানি বিপ্রত্বং শূদ্রস্বাপি
প্রজায়তে ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বং তত্রৈব গহ্বা চ ততো
রুদ্রগয়াং ব্রজেৎ ॥ গোদানং তত্র দেয়ং তু সমাগ্-
যাত্রাকলেপসুভিঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে শঙ্খাবর্তভৌখমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৫ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর
পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গের পশ্চিমে স্তম্ভমতীতটে গমন
করিবে। এই স্থানে দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়া
এক ভৌখ আছে। এই ভৌখ শঙ্খাবর্ত নামে খ্যাত।
এখানে চিত্রাক্ষিতা এক শিলা বিদ্যমান। এই
শিলা স্বয়ম্ভুতা রক্তগর্তা ও সুশোভনা। অদ্যাপি
ঐ শিলা ছিন্ন করিলে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।
এই স্থান বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়া কথিত। পূর্বে শঙ্খ
এই স্থানে প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়া-
ছিল। এই জন্ত এই স্থান শঙ্খোদক ভৌখ
নামে খ্যাত হইয়াছে। এই ভৌখ শঙ্খাকার দৃষ্ট
হয়। এই ভৌখে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে
মুক্তি হয় এবং শূদ্রের সপ্ত জন্ম যাবৎ বিপ্রত্ব হইয়া
থাকে। অগ্রে এই ভৌখে গমন করিয়া পরে রুদ্র-
গয়ায় গমন করিতে হয়। সম্যক্ যাত্রাকলেপসু-
ব্যক্তি এই স্থানে গোদান করিবেন। ১—৬।

পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশদধিকত্রিংশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি গোপ্পদং
তীর্থযুক্তম্ । যত্র শ্রাদ্ধং নরঃ কৃতা গয়াসপ্তগুণং
কলম্ । লভতে নাত্র সন্দেহো যদি শ্রদ্ধা দৃঢ়া
ভবেৎ ॥ ১ ॥ যত্র শ্রাদ্ধং পৃথুঃ কৃতা পিতরং পাপ-
যোনিভঃ । উদধায় মহাদেবি বেনং নাম মহাপ্রভুম্ ॥
২ ॥ দেবুবাচ । কস্মিন স্থানে স্থিতং তীর্থযুৎপত্তিস্থম্
কৌদৃশী । কথং স বেনরাজো বা উক্লুতঃ পাপ-
যোনিভঃ ॥ ৩ ॥ গয়াসপ্তগুণং পুণ্যং কথং তত্র
প্রজায়তে । শ্রাদ্ধস্ত কিং বিধানং তু কে মজ্জাস্তত্র
কে বিজ্ঞাঃ । এতন্নে কোতুকং দেব যথাবদ্বক্তুমহসি ॥
৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইদং রহস্যং দেবেশি যদ্বদ্য
পরিপৃচ্ছিতম্ । অপ্রকাশ্যমিদং তীর্থমস্মিন পাপযুগে
প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ তথাপি সম্প্রবক্ষ্যামি তব স্নেহাৎ
সুত্রেখরি । ন পাপিনি ইদং ক্রয়ান্নৈব তর্করতায়
বৈ ॥ ৬ ॥ ন নাস্তিকায় দেবেশি ন সুবর্ণেতরায় চ ।
অস্তি নৈবি মহাসিদ্ধা পুণ্যা স্তম্ভুমতী নদী ॥ ৭ ॥
মধ্যদীপং ময়ানীতা ক্ষেত্রস্থাস্ত মহেশ্বরী । সংস্থিতা
পাপশমনী পণাদিত্যাচ্চ দক্ষিণে ॥ ৮ ॥ নারায়ণ-
গৃহাৎ সৌম্যে নাত্তিদূরে ব্যবস্থিতা । তস্তা মধ্যে

ষট্ ত্রিংশদধিকত্রিংশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
গোপ্পদ তীর্থে গমন করিবে । শ্রাদ্ধসংকারে এ
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য ফল লাভ হয়,
সন্দেহ নাই । পৃথু এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া স্থপিতা
বেণকে পাপযোনি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ।
দেবী বলিলেন,—হে দেব ! এই তীর্থ কোন্ স্থানে
ছিল,—ইহার উৎপত্তিবিবরণ কিরূপ—বেনরাজ
কিরূপে পাপযোনি হইতে উদ্ধৃত হইলেন—গয়ার
সপ্তগুণ পুণ্য এখানে কিরূপে হয়—এখানে শ্রাদ্ধের
বিধান কি প্রকার—মজ্জা কি প্রকার এবং ব্রাহ্মণ কি
প্রকার ? ইহা বলিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ
করুন । ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবেশি ! এই
রহস্য—যাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে ইহা এ পাপযুগে
অপ্রকাশ্য ; তথাপি স্নেহবশতঃ তোমাকে বল-
তেছি । এই রহস্য পাপী, তক্ষর, নাস্তিক, ও
শ্রেষ্ঠবর্ণেতরকে বলিতে নাই । এখানে স্তম্ভুমতী,
নদী আছে । আমি তাহাকে এই ক্ষেত্রের সীমা
নির্দেশের জন্ত আনিয়াছি । এই নদী পণাদিত্যের
দক্ষিণে এবং নারায়ণগৃহের অনতিদূরে বাহিত ।

মহাদেবি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিষ্কৃতম্ ॥ ৯ ॥ গোপ্পদং
নাম বিখ্যাতং কোটিপাপহরং নৃণাম্ । গোপ্পদস্ত
সমীপে তু নাত্তিদূরে ব্যবস্থিতং ॥ ১০ ॥ অনন্তো নাম
নাগেস্ত্র স্নয়ন্তুতো ধরাতলে । তস্ত তীর্থস্ত রক্ষার্থং
বিষ্ণুনা সন্নিয়োজিতং ॥ ১১ ॥ কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ
পুত্রান্নরকাদতিভীরবঃ । গন্তা যো গোপ্পদে পুত্রঃ
স নস্তাতা ভবিষ্যতি । গোপ্পদে চ স্নাতঃ দৃষ্টা
পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ১২ ॥ পণ্ড্যামপি জলং
স্পৃষ্ট্বা অমৃত্যং কিং ন দাস্ততি । অপি স্নাতং স
কুলেহস্মাকং যো নো দদ্যাচ্ছান্নাঙ্গুলিম্ । প্রভাস-
ক্ষেত্রমাসাদ্য গোপ্পদে তীর্থ উত্তম ॥ ১৩ ॥ অপি
স্নাতং স কুলেহস্মাকং খজ্রমাংসেন যঃ সক্রৎ । শ্রাদ্ধং
কুর্যাৎপ্রযত্নেন কালশাকেন বা পুনঃ ॥ ১৪ ॥ অপি
স্নাতং স কুলেহস্মাকং গোপ্পদে দত্তদীপকঃ । আকল্প
কালিকা দীপ্তিস্তেনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
গোপ্পদে চারদাতা যঃ পিতরস্তেন পুত্রিণঃ । দিন-
মেকমপি স্থিত্বা পুনতাসপ্তমং কুলম্ ॥ ১৬ ॥ পিণ্ডঃ
দদ্যাচ্চ পিত্রাদেবায়ান্নোহপি স্নয়ং নরঃ । পিণ্ডা-
কেহুদকেনাপি তেন মুচ্যেদ্বরাননে ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্ম-
জ্ঞানেন কিং যোগৈর্গৌগ্রহে মরণেন কিম্ । কিং

ইহার মধ্যবর্তী স্থানে ত্রৈলোক্যবিষ্কৃত কোটি পাপ-
হর গোপ্পদ নামক বিখ্যাত তীর্থ বিরাজিত । এই
তীর্থের অনতিদূরে অনন্ত নামক নাগেস্ত্র ভগবান
বিষ্ণু কর্তৃক তীর্থরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছেন ।
নরকভীক পিতৃগণ এরূপ পুত্র বাহ্য করেন যে,
যাহারা গোপ্পদ তীর্থে গমন করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার
সাধন করিবে । গোপ্পদে পুত্র দর্শন করিলে
পিতৃগণের আনন্দের আর অবধি থাকে না ।
তাঁহারা মনে করেন,—পুত্রগণ কি পাদ দ্বারাও
জলস্পর্শ করিয়া আমাদেরিগকে তাহা প্রদান করিবে
না ? হায় (ঈশ্বরেচ্ছায়) আমাদের কুলে এরূপ
পুত্র জন্মগ্রহণ করে—যে প্রভাসক্ষেত্রস্থ গোপ্পদ
তীর্থে গমন করিয়া আমাদেরিগকে জলাঞ্জলি দেয়—
খজ্রমাংস বা কালশাক দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদান করে—
অথবা দীপ দান করে । যে পুত্র গোপ্পদ তীর্থে
অন্ন দান করে, সেই পুত্র দ্বারা পিতৃলোক পুত্রবান
হন । পুত্রগণ গোপ্পদতীর্থে এক দিনমাত্র অবস্থান
করিলে সপ্তমকুল পর্যন্ত জ্ঞান করিয়া থাকে । যে
নর ঐ তীর্থে পিতৃলোককে পিণ্ডাক, ইহুদ প্রভৃতি
দ্বারা পিণ্ড দান করে, দে মুক্তিভাগী হইয়া থাকে ।
যে গোপ্পদ তীর্থে গমন করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান,

কুরুক্ষেত্রবাসেন গোম্পদং যদি গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥
সকুন্তীর্থাভিগমনং সুরুংপিণ্ডপ্রপাতনম্ । দুর্লভ-
কিং পুনর্নিত্যমস্মিন্স্তীর্ণে ব্যবস্থিতম্ ॥ ১৯ ॥ অর্দ্ধ-
কোশস্ত ততীর্ণঃ তদর্দ্ধাঙ্কস্ত দুর্লভম্ । তদ্ব্যযো আর্দ্ধ-
কুণ্ডপুণ্যং গয়াসপ্তশৃণং লভেৎ ॥ ২০ ॥ আর্দ্ধকুণ্ডগোম্পদে
যন্ত পিতৃণামনুগো হি সঃ । পদমধ্যে বিশেষণে কুল-
নাং শতমুদরেৎ ॥ ২১ ॥ গৃহাচ্চলিতমাত্রস্ত গোম্পদে
গমনং প্রতি । স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃণাস্ত
পদেপদে ॥ ২২ ॥ পায়সেনৈব মধুনা শকুনা পিষ্টে-
কেন চ । চকুণা তণ্ডুলাদৈর্কী পিণ্ডদানং বিধীয়তে ।
গোপ্রচারে তু যঃ পিণ্ডাঙ্কমৌপত্রপ্রমাণতঃ । কন্দমূল-
ফলাদৈর্কী দ্বয়া স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন ॥ ২৪ ॥ গোম্পদে
পিণ্ডদানেন যৎকলং লভতে নরঃ । ন তচ্ছক্যং ময়া
বক্তুঃ কল্পকোটিশৈতরপি ॥ ২৫ ॥ অখাতঃ সস্ত্রা
বক্ষ্যামি সমাগ্ন্যাভ্যাবিধিং শুভম্ । যাভ্যাবিধানঞ্চ
তথা সম্যক্শ্রদ্ধাভিতা শ্রু ॥ ২৬ ॥ যদি তীর্ণং নরো
গচ্ছেদগয়াশ্রাদ্ধফলেপয়া । তথাবিধিবিধানেন যাভ্যঃ
কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মচারী শুচির্ভূত্বা হস্ত-

পাদেষু সংযতঃ । শ্রদ্ধাবানাস্তিকো ভাবী গচ্ছেত্তীর্ণ-
ততঃ সুবীঃ ॥ ২৮ ॥ ন নাস্তিকস্ত সংসর্গং তস্মিন্-
স্তীর্ণে নরশচরেৎ । সর্ষোপস্করসংযুক্তঃ শ্রাদ্ধার্থ-
দ্রব্যসংযুক্তঃ । গচ্ছেত্তীর্ণং সাধুসঙ্গী গয়াং মনসি
মানয়ন ॥ ২৯ ॥ এবং যন্ত দ্বিজো গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহ-
বিবর্জিতঃ । পদেপদেদেহমেষস্ত ফলং প্রাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ৩০ ॥ তত্র স্নাত্বা শুদ্ধমত্যাং সিদ্ধয়ে
পিতৃমুক্তয়ে । স্নাত্বাধ তর্পণং কুর্যাদেবদানীনাং
যথাবিধি ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মাদিস্তদপর্ধ্যস্তা দেবর্ষিমন্ত্র-
মানবাঃ । তৃপ্যাস্ত পিতরঃ সর্ষে মাতৃমাতামহা-
দয়ঃ ॥ ৩২ ॥ এবং সন্তর্প্যা বিধিনা কৃত্বা হোমাদিকং
নরঃ । শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কুর্যাদ্ভ্যন্তজ্ঞোক্তবিধানতঃ ॥
৩৩ ॥ আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণাস্তত্র শাস্ত্রজ্ঞান দোষবর্জিতান্ ।
এবং কৃতোপচারস্ত ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৪ ॥
কব্যাবাডনলঃ সোমো যমশ্চবার্যমা তথা । অগ্নিস্নাত্বা
বর্হিবদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ । আগচ্ছন্ত মহা-
ভাগা যুস্মাতী রক্ষিতাস্বিহ ॥ ৩৫ ॥ মদীয়াঃ পিতরো
যে চ কুলে জাতাঃ সনাভয়ঃ । তেষাং পিণ্ডপ্রদা-
তাহমাগতোহস্মিন পিতামহাঃ ॥ ৩৬ ॥ এবমুক্তা মহা-

যোগ, গোপ্রহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রবাসের প্রয়োজন
কি? গোম্পদ তীর্ণে একবার মাত্র গমন ও এক-
বার মাত্র পিণ্ড প্রদান করিলেই যথেষ্ট; নিত্য এ
তীর্ণে গমন করিলে আর কিফল দুর্লভ হয়? এই
তীর্ণ অর্দ্ধকোশপরিমিত; এই অর্দ্ধকোশের অর্দ্ধ
পরিমিত যে স্থান, তাহা দুর্লভ। এই স্থানে শ্রাদ্ধ
করিয়া শ্রাদ্ধকুণ্ড ব্যক্তি গয়া তুল্য ফল লাভ করিয়া
থাকে। গোম্পদ তীর্ণে যে শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চিতই
পিতৃগণ পরিশোধ করে। গোম্পদ মধ্যে শ্রাদ্ধ
প্রদত্ত হইলে শতকুল উদ্ধার হয়। গোম্পদ
উদ্দেশে গৃহ হইতে পাদক্ষেপ করিলেই ঐ এক এক
পাদক্ষেপ পিতৃলোকের স্বর্গারোহণ-সোপানস্বরূপ
হয়। পায়স, মধু, শকু, পিষ্টক, চকু ও তণ্ডুলাদি
দ্বারা এই তীর্ণে পিণ্ড দান করিতে হয়। যে জন
গোপ্রচার তীর্ণে কন্দ, মূল, ও ফলাদি দ্বারা শমীপত্র
প্রমাণ পিণ্ড প্রদান করে, সে আপনায় পিতৃগণকে
স্বর্গে উপনীত করিয়া থাকে। নর গোম্পদে পিণ্ড
দান করিয়া যে ফল লাভ করে, আমি শতকোটি
কল্প কালেও তাহা বলিতে সক্ষম নহি। হে দেবি!
অতঃপর আমি সম্যক্ যাভ্যাবিধি বলিতেছি, শ্রদ্ধা-
সহকারে শ্রবণ কর। মানবগণ যদি গয়াশ্রাদ্ধফলে-
চ্ছায় এই তীর্ণে গমন করে, তাহা হইলে তদনুযায়ী
নিয়মে গমন করিতে হয়। সুধী ব্যক্তি ব্রহ্মচারী,

শুচি, সংযতহস্তপাদ, শ্রদ্ধাবান, আস্তিক, ও তত্ত্বি-
মান হইবে। এই তীর্ণে গমন করিবেন। এই তীর্ণে
গমন করিয়া কেহ নাস্তিকসংসর্গ করিবে না। সর্ষ
উপকরণ ও শ্রাদ্ধার্থ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ‘গয়া যাই-
তেছি’ মনে করিয়া সাধুসঙ্গে এই তীর্ণে গমন
করিতে হয়। যে দ্বিজ প্রতিগ্রহ না করিয়া এই
ভাবে গোম্পদ তীর্ণে গমন করে, পদে পদে তাহার
অশমেধ ফললাভ হয়, উহাতে সংশয় নাই। ১-৩০।
সিদ্ধি ও পিতৃমুক্তির জন্ত তত্রত্য শুদ্ধমতীতে স্নান
করিয়া যথাবিধি দেবাদির তর্পণ করিতে হয়।
“ব্রহ্মাদিস্তদপর্ধ্যস্ত দেবর্ষি-মন্ত্র-মানব, এবং মাতৃ-
মাতামহাদি সর্ষে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ ককন” এই
মন্ত্রে তর্পণ করিয়া বিধিপূর্বক হোমাদি সম্পাদনাস্তে
শাস্ত্রোক্ত দোষবর্জিত ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করত
স্বতন্ত্রোক্ত বিধানে নরগণ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবে।
পরে কৃতোপচার হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে;
যথা—হে মহাভাগ কব্যাবাট্ অনল, সোম, যম,
অর্যমা, অগ্নিস্নাত্বা, বর্হিবদ ও সোমপা পিতৃদেবতা-
গণ! আপনারা আগমন ককন। আপনাদিগের
দ্বারা আমরা রক্ষিত হইতেছি। হে পিতামহগণ!
যাহারা আমাদের পিতা, যাহারা কুলজাত এবং
যাহারা সগোত্র, তাহাদিগকে পিণ্ড প্রদানের জন্ত

দেবি ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব
তথৈব প্রপিতামহঃ । মাতা পিতামহী চৈব তথৈব
প্রপিতামহী ॥ ৩৮ ॥ মাতামহঃ প্রমাতা চ তথা বৃদ্ধপ্রমা-
তৃকঃ । তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তো অক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্ ॥
৩৯ ॥ ঔ নমো ভানবে ভর্ক্রেহজ্ঞভোমসোমরপিণে ।
এবং নব্বার্কয়িত্বা তু ইমাং স্ততিমথো পঠেৎ ॥ ৪০ ॥
তত্র গোপদসামীপ্যে চক্ৰণা স্মৃশ্বতেন চ । পিতৃণা-
মনাথানাঞ্চ মন্ত্রেঃ পিণ্ডাংশ্চ নির্ধপেৎ ॥ ৪১ ॥
অশ্বৎকুলে মৃত্যু য়ে চ গতির্থেষাং ন বিদ্যতে ।
রোরবে চান্ধতামিশ্চ কালসূত্রে চ য়ে গতাঃ ।
তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪২ ॥
অনেকযাতনাসংহাঃ প্রেতলোকেষু য়ে গতাঃ ।
তেষামুদ্বরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥
পশুযোনিগতা য়ে চ য়ে চ কীটসরাসৃপাঃ । অথবা
বৃক্ষযোনিহাস্তেভ্যাঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥ অসংখ্য-
যাতনাসংহা য়ে নীতা যমশাসকৈঃ । তেষামুদ্বরণার্থায়
ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥ য়েহবান্ধবা বান্ধবা
য়ে য়েহজ্ঞাননি বান্ধবাঃ । তে সর্বৈ তৃপ্তিমায়াস্ত

আমি এখানে আগমন করিয়াছি । হে মহাদেবি !
উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে যথা—
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী,
প্রপিতামহী ; মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ,
উর্দ্ধাদিগকে আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি, ইহা
অক্ষয় প্রাপ্ত হউক । পরে “ঔ নমো ভানবে”—
ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার এবং অর্চনা করিয়া স্ততি পাঠ
করিবে । তথায় গোপদসমীপে স্মৃগন্ধ চক-
দ্বারা পিতৃ ও অনাথদিগকে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক
পিণ্ডদান করিবে । মন্ত্র যথা—যাহারা আমাদের
কুলে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, যুগ্মাদের গতি নাই,
যাহারা রোরব, অন্ধতামিশ্র ও কালসূত্র নরকে গমন
করিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্ত আমি পিণ্ড
প্রদান করিতেছি । যাহারা প্রেতর লাভ করিয়া
অনেক যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের
উদ্ধারের জন্ত পিণ্ড প্রদান করিতেছি । যাহারা
পশু, কীট, সরীসৃপ ও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন,
তাঁহাদিগকে আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি ।
যাহারা যমদূতগণ কর্তৃক নীত হইয়া অপার যাতনা
ভোগ করিতেছে, আমি তাহাদের উদ্ধারের
জন্ত এই পিণ্ড দান করিতেছি । যাহারা অবাধব,
বান্ধব বা অশ্র জন্মের বান্ধব, তাঁহারা সকলে
আমাদের পদত পিণ্ড তপ্তি লাভ করুন । আমার

পিণ্ডেনানেন সর্বদা ॥ ৪৬ ॥ য়ে কেচিৎ প্রেতরূপেণ
বর্ত্তন্তে পিতরো মম । তে সর্বৈ তৃপ্তিমায়াস্ত
পিণ্ডেনানেন সর্বদা ॥ ৪৭ ॥ দিব্যান্তরিক্-ভূমিস্ব-
পিতরো বান্ধবাদয়ঃ । মৃত্যুশাসংস্কৃতা য়ে চ তেষাং
পিণ্ডোহস্ত মুক্তয়ে ॥ ৪৮ ॥ পিতৃবংশে মৃত্যু য়ে চ
মাতৃবংশে তথৈব চ : গুরুশ্রববন্ধুনাং চ চান্তে
বান্ধবা মৃত্যুঃ ॥ ৪৯ ॥ য়ে য়ে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ
পুত্রদারবিবর্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা য়ে চ
জাত্যক্ষাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ ৫০ ॥ বিরূপা আমগর্ভা
য়েহজ্ঞাতা জ্ঞাতাঃ কুলে মম । তেষাং পিণ্ডো ময়া
দত্তো অক্ষয়মুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫১ ॥ প্রেতযাং
পিতরো মুক্তা ভবন্ত মম শাস্বতম্ । যৎকিঞ্চিদধু-
সামিশ্রং গোক্ষীরং স্নতপায়সম্ ॥ ৫২ ॥ অক্ষয়-
মুপতিষ্ঠেবহ্মিঃস্তীর্থে তু গোপদে । স্বাধ্যায়াং
শ্রাবয়েত্তত্র পুরাণান্তখিলান্তপি ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মা-ব্রহ্ম-
কুদ্রাণাং স্তবানি বিবিধানি চ । ঐন্দ্রাণি সোমসূক্তানি
পাবমানীশ্চ শক্তিভঃ ॥ ৫৪ ॥ বৃহদ্রথস্তরং তদ্বজ্রোষ্ঠ-
সাম সরোরবম্ । তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং মধু-
ব্রাহ্মণমেব চ ॥ ৫৫ ॥ মণ্ডলং ব্রাহ্মণং তত্র স্তীতিকারি
চ যৎপুনঃ । বিপ্রাণামান্ননশ্চৈব তৎসর্বং সমুদী-
রয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ এবং শুক্লমতীমধ্যো গোপদে তীর্থ
উত্তমে । দত্তা পিণ্ডাংশ্চ বিধিবৎ পুনশ্চত্বরিমং

পিতৃদেবতাগণ—যাহারা প্রেতরূপে অবস্থান করি-
তেছেন, তাঁহারা আমার এই প্রদত্ত পিণ্ডে তৃপ্তি
লাভ করুন ১৩১-৪৭। য়ে সকল পিতৃলোক ও বান্ধব
অসংস্কৃত অবস্থায় মৃত হইয়া দিব্যান্তরিক্-ভূমিষ্ঠ
হইয়াছেন, আমার এই প্রদত্ত পিণ্ডে তাঁহাদের
মুক্তির নিমিত্ত হউক । পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরু-
শ্রব, বন্ধু, বান্ধব, অশ্রান্ত ব্যক্তি, লুপ্তপিণ্ড, পুত্র-
দার-বর্জিত, লুপ্তক্রিয়, জাত্যক্ষ, পঙ্গু, বিরূপ,
আমগর্ভ, জ্ঞাতাজ্ঞাত-মৃত, ইহাদের উদ্ধারের জন্ত
আমি পিণ্ড প্রদান করিতেছি, এই পিণ্ড অক্ষয়
লোক । পিতৃগণ প্রেতবশুস্ত হোন । এই গোপদ-
তীর্থে যাহা মধুমিশ্র, গোক্ষীর, স্নত-পায়স, এ সকল
অক্ষয় হউক, এখানে শ্রাদ্ধভূতান করিয়া স্বাধ্যায়,
পুরাণ, ব্রহ্মা-বিশ্ব-অর্ক কন্দের স্তব, ঐন্দ্রসোমসূক্ত,
পাবমানী সূক্ত, বৃহদ্রথস্তর, জ্যোষ্ঠসাম, শান্তিকাধ্যায়,
মধু-ব্রাহ্মণ, মণ্ডলব্রাহ্মণ, এবং অশ্রান্ত আশ্রয়ীতি-
কারী ও ব্রাহ্মণস্তুতিকারী স্তবাদি পাঠ করিবে ।
শুক্লমতীমধ্যবর্তী গোপদ তীর্থে উক্ত প্রকারে
পিণ্ডদান করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যথা—

৪৭। ৪৭। সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মাদ্যা
বিশুদ্ধাঃ। ময়েদং তীর্থমাসাদ্য পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ
তা। ৫৮। আগতোহস্মি ইদং তীর্থং পিতৃকার্যে
রোক্তমাঃ। ভবন্তু সাক্ষিণঃ সর্বে মুক্তচাহমণ-
য়াঃ। ৫৯। এবং প্রদক্ষিণীকৃত্য গোপ্পদং তীর্থ-
তমম্। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্তা নদ্যাং পিণ্ডান্
। সজ্জয়েৎ। ৬০। গোদানং তত্র দেয়ন্তু তদ্বৎ
কাজিনং প্রিয়ে। অষ্টকাণু চ বৃদ্ধৌ চ গয়ায়াং
তবাসরে। ৬১। অত্র মাতুঃ পূর্বক শ্রাদ্ধমন্ত্র
তিনা সহ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃ-
র্ষেকম্। ৬২। গয়াবদন্ত্রেব পুনঃ শ্রাদ্ধং কার্য্যং
রোক্তমৈঃ। তস্মাদগুপ্তগয়া প্রোক্তা ইয়ং সা
বিস্তৃণা স্বয়ম্। ৬৩। গন্ধদানেন গন্ধাপ্তিঃ সৌভাগ্যং
পুপদানতঃ। ধূপদানেন রাজ্যাপ্তিদীপ্তিদীপ-
প্রদানতঃ। ৬৪। ধূপদানাৎ পাপহানির্ঘাত্তাকৃদ-
ব্রহ্মলোকভাক্। শ্রাদ্ধপিতৃদে লোকে বিষ্ণুর্নৈষ্যতি
বৈ পিতৃন। ৬৫। একং যো ভোজয়েত্তত্র ব্রাহ্মণং
শংসিতব্রতম্। গোপ্রচারে মহাতীর্থো কোটিভবতি
ভোজিতা। ৬৬। ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তান্তত্র

শ্রাদ্ধবিধিস্তব। অথ তে কথয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরা-
তনম্। ৬৭। বেনস্ত রাজ্ঞশ্চরিতং পৃথোশ্চৈব মহা-
ত্মনঃ। যথা তত্রাভবন্তুক্তিস্তস্ত চাণ্ডালঘোনিভঃ।
তৎসর্বং শৃণু দেবেশি সম্যক্ শ্রদ্ধাসমাবৃতা। ৬৮।
পিণ্ডনাশন পাপায় নাশিয়ায়াহিতায় চ। কখনীয়-
মিদং পুণ্যং নাত্রতায় কথঞ্চন। ৬৯। স্বর্গ্যং যশস্ত-
মাযুস্যং ধন্তং বেদেন সন্মিতম্। রহস্তমুভিভিঃ
প্রোক্তং শৃণুদ্যোহনম্বয়কঃ। ৭০। যশ্চৈনং শ্রাবয়ে-
ন্নর্তাঃ পৃথোশ্চৈব সন্তবম্। ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃদ্বা
ন স শোচেৎ কৃতাকৃতে। ৭১। গোপ্তা ধর্ম্মস্ত
রাজ্যাসৌ বভৌ চাত্রিসমপ্রভঃ। অত্রিবংশসমুৎপন্নো
হঙ্কো নাম প্রজাপতিঃ। ৭২। তস্ত পুত্রোহভবত্বেনো
নাতাথং ধার্ম্মিকস্তথা। জাতো মৃত্যুশ্চাত্মাৎ বৈ
সুনীথায় প্রজাপতিঃ। ৭৩। স মাতামহদোষেণ
তেন কালান্বকাননঃ। স ধর্ম্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পাপ-
বুদ্ধিরজায়ত। ৭৪। স্থিতিমুখাপয়ামাস ধর্ম্মোপেতাং
সনাতনীম্। বেদশাস্ত্রাণ্যতিক্রম্য হৃদয়নিরতো-
হভবৎ। ৭৫। নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কারাঃ প্রজান্তশ্চিন্
প্রশাসতি। ডিণ্ডিমং ঘোষয়ামাস স রাজা বিষয়ে
দ্বয়কে। ৭৬। ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং ময়ি রাজ্যং

হ ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহর্ষিগণ! আপনারা
কর্ণের সাক্ষী হউন; আমি এই তীর্থে পিতৃলোক-
দিগের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম। পিতৃকার্যের
নিমিত্তই আমি তীর্থে আগমন করিয়াছি। আপ-
নারা সাক্ষী হউন, আমি ঋণগ্রহণ হইতে মুক্ত
হইলাম। এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোপ্পদ
তীর্থে প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া
পিণ্ডসকল নদীজলে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই
তীর্থে অষ্টকায় বৃদ্ধিতে এবং গয়ায় মৃতবাসরে
গো ও কৃষ্ণাজিন দান করিবে। এ তীর্থে পৃথক-
রূপে আর অন্ত্র পতির সহিত মাতার শ্রাদ্ধ
করিতে হয়। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এখানে মাত্রাদি আর
গয়ায় পিতৃপূর্বক শ্রাদ্ধ হইবে। নরোত্তমগণ
গয়ায় স্নান এখানেও শ্রাদ্ধ করিবেন। সেই জন্তই
বিষ্ণু এই তীর্থকে গুপ্তগয়া বলিয়াছেন। এই
তীর্থে গন্ধদানে গন্ধ, পুপদানে সৌভাগ্য, ধূপদানে
রাজ্য, দীপদানে দীপ্তি, এবং ধূপদানে, ধর্ম্ম লাভ
হইয়া থাকে। যাত্রাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।
শ্রাদ্ধপিণ্ডপ্রদ ব্যক্তি পিতৃলোককে বিষ্ণুলোকে
প্রেরণ করে। এ তীর্থে যদি কেহ একটা ব্রাহ্মণ
ভোজন করান, তাহা হইলে গোপ্রচার মহাতীর্থে
কোটি ব্রাহ্মণভোজন করানের ফল হয়।

৪৮-৬৬। এইত আমি সংক্ষেপে শ্রাদ্ধবিধি বলিলাম।
অনন্তর আমি বেণ ও পৃথু এতদুভয়ের পুরাতন
ইতিহাস বলিতেছি। বেণরাজা যেরূপে চাণ্ডালঘোনি
হইতে মুক্তি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ করুন। পিণ্ডন,
পাপ, অশিষা, অহিত ও অপ্রজ ব্যক্তির নিকট
ইহা কর্ত্তিনীয় নহে। এই ঋষিপ্রোক্ত, স্বর্গ্য,
যশস্ত, আযুস্য, ধন্ত, বেদসন্মিত, রহস্তবিষয় অশ্রুয়া-
রহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি এই বৈন
পৃথুমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্বক শ্রবণ
করায়, তাহাকে কখন কৃতাকৃত বিষয়ে শোক
করিতে হয় না। অত্রিবংশসমুৎপন্ন অত্রিসম-প্রভ
অঙ্গ ধর্ম্মের গোপ্তা ও রাজা ছিলেন। তাঁহার
পুত্রের নাম বেন, বেন বেশি ধার্ম্মিক ছিলেন না।
ইনি মৃত্যুশ্চাত্মা সুনীথায় জন্মগ্রহণ করেন
মাতামহদোষে ইনি কালস্বরূপ হন। ইনি ধর্ম্মকে
পশ্চাতে রাখিয়া পাপবুদ্ধি হন; ধর্ম্মোপেতা
সনাতনী স্থিতির উচ্ছেদ সাধন করেন। বেদ-
শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ইনি অধর্ম্মনিরত হন।
ইহার শাসনকালে প্রজা নিঃস্বাধ্যায়বঘট্কার
হইল। এই রাজা স্বীয় রাজ্যে ডিণ্ডিম বাদিত
করিয়া এই ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছিল যে, আমার

প্রশাসতি। আসীং প্রতিজ্ঞা কুরেয়ং বিনাশে
প্রত্যাশ্বিতে। ৭৭। অহমীড্যশ্চ পৃজ্যশ্চ সর্বযজ্ঞৈ-
র্বিজ্যোন্তমৈঃ। ময়ি যজ্ঞা বিধাতব্য। ময়ি হোতব্য-
মিত্যপি। ৭৮। তমতিক্রান্তমর্যাদং প্রজাপীড়ন-
তৎপরম্। উচুর্মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা মরীচিপ্রমুখাস্তদা।
৭৯। মাধর্ষ্যং বেন কাষীশ্বঃ নৈষ ধর্ম্যঃ সনা-
তনঃ। অত্রেবংশে প্রভূতোহসি প্রজাপতির-
সংশয়ম্। ৮০। পালয়িস্যে প্রজাশ্চেতি পূর্বঃ
তে সময়ঃ কৃতঃ। তাংস্তথাবাদিনঃ সর্দান
ব্রহ্মযীনব্রবীতদা। ৮১। বেনঃ প্রহস্তা হর্ষবুদ্ধিরিদং
বচনকোবিদঃ। শ্রষ্টা ধর্ম্যস্তা কশ্চাত্তঃ শ্রোতব্যং
কশ্চ বা ময়া। ৮২। বীর্ষাশ্রুততপঃসতৈর্যশ্ম্যস্তঃ
কঃ সমো ভুবি। মদাঙ্কানো ন নুনং মাং যুগং
জানীধ তত্ত্বতঃ। ৮৩। প্রভবঃ সর্বলোকানাং
ধর্ম্যাণাং চ বিশেষতঃ। ইথং দেহেন পৃথিবীং
ভাবেন যজ্ঞেন চ। ৮৪। সৃজয়ঃ চ গ্রাসেয়ং চ
নাত্র কার্য্যা বিচারণা। যদা ন শক্যতে স্তম্ভান্নত-
শ্চৈব বিমোহিতঃ। ৮৫। অহুনেতুঃ নৃপো বেন-
স্তত্র ক্রুদ্ধা মহর্ষয়ঃ। আখর্ষণেন মজ্জেন হস্তা তং তে
মহাবলম্। ৮৬। ততোহস্ত বামবাহুং তে মমন্ত-

শাসন কালে কেহ যেন দান যজ্ঞ করিও না
সর্ব যজ্ঞে দ্বিজগণের আমিই ইচ্ছা, ও পূজ্য
আমাতেই যজ্ঞ বিধাতব্য এবং আমাতেই হোতব্য।
একদা এই অতিক্রান্তমর্যাদ প্রজাপীড়নতৎপর
রাজাকে মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলি-
লেন,—হে বেন! তুমি অধর্ম্য করিও না; ইহা
সনাতন ধর্ম্য নহে। তুমি অত্রির বংশে জন্মিয়াছ;
অতএব প্রজাপতি। প্রজাপালন করিব বলিয়া
পূর্বে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। অনন্তর বচন-
কোবিদ বেন ব্রহ্মর্ষিগণকে হাসিয়া বলিল,—
অপর আর কে ধর্ম্যের শ্রষ্টা আছে, কাহার
উপদেশই বা আমি শুনিব? বীর্ষা, শ্রুত, তপ
ও সত্যে ভূতলে আমার সমান কে আছে?
তোমরা মদাঙ্ক, আমাকে তত্ত্বতঃ জান
না। আমি সর্ব লোক বিশেষতঃ ধর্ম্যের
প্রভব। ভাব দ্বারা আমি পৃথিবীকে সৃজন, ও
যজ্ঞমান মুক্তি দ্বারা তাহাকে গ্রাস করি, সন্দেহ
নাই। মহর্ষিগণ যখন অহুনেয় দ্বারা মদবিমোহিত
বেনকে স্তম্ভিত করিতে পারিলেন না, তখন ক্রুদ্ধ
হইয়া আখর্ষণ মজ্জপ্রভাবে তাহাকে হস্তা করিলেন।
তারপর অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহার বাম-

ভূশকোপিতাঃ। তস্মাচ্চ মধ্যমাতাঈ জজ্ঞে পূর্বমিতি
শ্রুতিঃ। ৮৭। ব্রহ্মোহতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণশ্চাপি
তদা প্রিয়ে। স ভীতঃ প্রাজ্ঞলিষ্টৈশ্চ তস্তিবান
সম্মুখে প্রিয়ে। ৮৮। তমার্তং বিহ্বলং দৃষ্টা নিযৌ-
দেত্যক্রবন্ কিল। নিষাদৌ বংশকর্তা বৈ তেনাভূৎ
পৃথুবিক্রমঃ। ৮৯। ধীবরানসৃজ্ঞশ্চাপি বেনপাপ-
সমুদ্ভবান। যে চান্তে বিদ্যানিলয়াস্তথা বৈ তুহুরাঃ
খসাঃ। ৯০। অধর্ম্যে কৃচয়শ্চাপি বর্জিতা বেন-
পাপজাঃ। পুনর্মহর্ষয়স্তেহথ পাণি বেনস্ত দক্ষিণম্।
৯১। অরণীমিব সংরক্তা মমন্তুর্জাতমন্তবঃ।
পৃথুস্তস্মাৎ সমুৎপন্নঃ কক্সাজ্জলনসন্নিভঃ। ৯২। পৃথোঃ
করতলাচ্চাপি যস্মাজ্জাতস্ততঃ পৃথুঃ। দৌপ্যমানশ্চ
বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জলন। ৯৩। ধনুর্য়াজগবৎ
গৃহ শরাংশ্চানীবিষোপমান। খড়্গাঃ চ রক্ষন্ রক্ষার্থং
কবচঃ চ মহাপ্রভম্। ৯৪। তস্মিন জাতেহথ ভূতানি
সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ। সন্তভূবর্ম্মহাদেবি বেনশ্চ
ত্রিদিবঃ গতঃ। ৯৫। ততো নদাঃ সমুদ্ভাশ্চ
রত্নাত্মাদায় সর্বশঃ। অভিষেকায় তে সর্কে
রাজানমুপতস্থিরে। ৯৬। পিতামহশ্চ ভগবানুষ্ণিভিঃ
সহামরেঃ। স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ

বাহু মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থনের কালে
তাহা হইতে হস্ত, অতিমাত্র কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ
প্রাহুর্ভূত হইল। প্রাহুর্ভূত হইয়া সে ভয়ে মুনিগণের
সম্মুখে ক্রতায়লিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। ৮৭—৮৮।
ভীত দেখিয়া মুনিগণ তাহাকে নিদীদ, বলিলেন।
এই করণেই সে পৃথুবিক্রম বংশকর্তা নিষাদ হইল।
বেনপাপসমুদ্ভব বহু ধীবরকে সে সৃষ্টি করিল। এই
সময় বিদ্যাবানবাসী তুহুর খস, প্রভৃতি বহু অধ-
র্ম্মপরাগণ বেনপাপজা জাতি তৎপূর্বক বর্জিত
হইয়াছিল। ইহা দর্শনে ঋষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুন-
রায় অরণিমন্তনের স্তায় বেনের দক্ষিণ পাণি
মন্তন করিতে থাকেন। মথিত কর হইতে তখন
অগ্নিসন্নিভ পৃথু উৎপন্ন হইলেন। পৃথু-কবচল
হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম হইল—পৃথু।
এই পৃথুর চক্ষু দৌপ্যমান, সাক্ষাৎ অগ্নির স্তায়
জালাযুক্ত। ইহার হস্তে আজগব ধনু, আশী-
বিষোপম শর, ও রক্ষার্থ খড়্গ। ইহার গাত্র
কবচবদ্ধ। পৃথু জন্মিলে ভূতগণ হুগু হইল। (মৃত)
বেন ত্রিদিবধামে গমন করিলেন। নদী ও সমুদ্র,
সকল রত্ন দ্বারা অভিষেকার্থ রাজাসমীপে আগমন
করিতে লাগিল। ভগবান পিতামহ দেবতা, ঋষি ও

সর্বশঃ ॥ ৯৭ ॥ সমাগম্য তদা বৈশ্বমভ্যবিক্ষ-
ররাধিপম্ । সোহতিবিক্রো মহাতেজা দেবৈরঙ্গি-
রসাদিভিঃ ॥ ৯৮ ॥ অধিরাজ্যে মহাভাগঃ পৃথুর্বেশ্বঃ
প্রভাপবান্ । পিত্রান রঞ্জিতাশ্চ প্রজা বৈশ্বেন
রঞ্জিতাঃ ॥ ৯৯ ॥ ততো রাজেতি নামান্তে অনুরাগাদ-
জায়ত । আপস্তম্বস্তিরে চান্ত সমুদ্রমভিযাস্ততঃ ॥
১০০ ॥ : পর্বতাশ্চাপি নীৰ্য্যন্তে ধ্বজভদ্রোহপি
নাভবৎ । অকুপ্তপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্তমানি চিন্তয়া ।
সরসকামদ্বা গাবঃ পুটকেপুটকে মধু ॥ ১০১ ॥
তস্মিন্নেব তদা কালে পুনর্জজ্ঞেহথ মাগধঃ
সামগেযু চ গায়ৎসু অগ্নীভাওদৈবদেবিকাৎ ॥ ১০২ ॥
সামগেযু সমুৎপন্নস্তান্মাগধ উচ্যতে । ঐন্দ্রেন
হবিষা চাপি হবিঃ পুজুঃ বৃহস্পতিঃ ॥ ১০৩ ॥ যদা
জুহাব চেল্লোর ততস্ততো ব্যজায়ত । প্রমাদস্তত্র
সন্তাজে প্রায়শ্চিত্তঃ চ কৰ্ম্মমু ॥ ১০৪ ॥ শেষহবোনে
যৎপুস্তমভিভূতঃ গুরোহর্ষবঃ । অধরোত্তরস্বারেণ
জজ্ঞে তদ্বর্ণবৈকৃতম্ ॥ ১০৫ ॥ যজ্ঞস্তাং সমভবৎ
ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রযোনিভঃ । ততঃ পূর্বেণ সাধন্যাতুল্য-
ধর্ম্মা প্রকৌর্ভিতাঃ ॥ ১০৬ ॥ মধ্যমো হেব

তদ্বস্ত ধর্ম্মঃ ক্ষত্রোপজীবনম্ । ব্রধন।গাচরিতং
জঘন্তঞ্চ চিকিৎসিতম্ ॥ ১০৭ ॥ পৃথোঃ কথং ভো
তত্র সমাহুতো মহর্ষিভঃ । তাবুচুর্ম্মনয়ঃ সর্কে
স্বয়তামিতি পার্ধিবঃ ॥ ১০৮ ॥ কৰ্ম্মভিচ্চানুরূপো
হি যতোহয়ঃ পৃথিবীপতিঃ । তানুচতুস্তদা সর্কানুবীঃশ্চ
সুতমাগধো ॥ ১০৯ ॥ আবাং দেবানুবীঃশ্চৈব
ঐশ্বর্য্যাবঃ স্বকৰ্ম্মভিঃ । ন চান্ত বিদ্বো বৈ কৰ্ম্ম ন
তথা লক্ষণং যশঃ ॥ ১১০ ॥ স্তোত্রং যেনাস্ত সঙ্করো
রাজস্তেজস্বিনো দ্বিজাঃ । ঋষিভিস্তো নিযুক্তো তু
ভবিষ্যোঃ স্বয়তামিতি ॥ ১১১ ॥ যানি কৰ্ম্মাণি কুত-
বান পৃথঃ পশ্চান্নহাবলঃ । তানি গীতানি বন্ধানি
স্তব্ধাঃ সুতমাগধৈঃ ॥ ১১২ ॥ ততঃ ক্ষতার্থঃ
সুপ্রীতঃ পৃথঃ প্রাদাৎ প্রজেশ্বরঃ । অনুপদেশঃ
সুতায় মাগধামাগধায় চ ॥ ১১৩ ॥ তদাদি পৃথিবী-
পালাঃ স্তুত্বৈ সুতমাগধৈঃ । আশীর্বাদৈঃ প্রশংস্বন্তে
সুতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ১১৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা পরমং প্রীতাঃ
প্রজা উচুর্ম্মচর্ষভঃ । এষ বো বৃতিদো বৈশ্বো
বিহিতোহথ নরা ধপঃ ॥ ১১৫ ॥ ততো বৈশ্বঃ মহা-
ভাগঃ প্রজাঃ সমভিহুত্ববুঃ । তং নো বৃতিবিধাত্তি

স্বাবর অস্বাবর ভূতগণের সহিত বৈশ্বসমীপে
উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি-
লেন । তিনি দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া
যেৰূপ প্রজা রঞ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার
পিতা তজপ প্রজারঞ্জক ছিলেন না । অনুরাগ-
হেতুশ তিনি 'রাজা' নাম গ্রহণ করিলেন । তিনি
সমুদ্রাভিযান করিলে জল সকল স্তম্ভিত হইয়া
থাকিত । তাঁহার শাসনে পর্বত সকল নীর্ণ ইহল ।
ধ্বজভঙ্গ হইত না । পৃথিবী অকুপ্তপচ্যা ছিলেন ।
চিন্তায় অনলাভ হইত । গাভী সকল কামদ্বা
ছিল এবং পুটকে পুটকে মধু মিলিত । এই
সময় সমাগণ গান করিতে থাকিলে বৈশ্বদৈবিক
অগ্নীভাও হইতে মাগধ জন্মে । সামগ্ হইতে জাত
বলিয়া তাহাদের নাম হয়—মগধ । আর যজ্ঞে
ঐন্দ্র হা অস্ত্র হাবতে মিশ্রিত হয় । এই হবি
বৃহস্পতি ইন্দ্র-উদ্দেশে হোম করেন । তাহাতেই
প্রমাদ ও কৰ্ম্মে প্রায়শ্চিত্তের উৎপত্তি হয় । পরে
উক্ত হবি দ্বারা গুরুর হবি সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এবং
স্বরের অধরোত্তরস্থ বশতঃ বর্ণবিকৃতি জন্মে ।
এই সময় ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রযোনি হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন
হয় । ইহা পূর্বে সাধন্যাবশতঃ তুল্যধর্ম্ম হইল

প্রকার যজ্ঞোৎপত্তি মধ্যম ক্ষত্রমূলক ধর্ম্ম । এই
ক্ষত্রোপজীবী ধর্ম্ম জঘন্ত, কারণ ইহার অবলম্বন রণ,
নাগ ও অশ্চর্যা এবং চিকিৎসক । মহর্ষিগণ
পৃথুকথা কৌর্ভনের জন্ত এই স্থানে ঐ সুতমাগধকে
আহ্বান করিলেন ; করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—
তোমরা রাজার গুণগান কর । সুত মাগধ বলিল,—
আমরা স্বকৰ্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষিগণকে প্রীণিত
করিব ; এ রাজার ধর্ম্ম, কৰ্ম্ম, যশ, লক্ষণ কিছুই
আমরা অবগত নই ; সুতরাং কিরূপে স্তুতি সম্ভবিত্তে
পারে ? ঋষিগণ বলিলেন,—যদি তোমরা এই রাজার
অতীত কৌর্ভি অবগত না থাক, তবে ভবিষ্যৎ
কৌর্ভি-কলাপ দ্বারা ইহার গুণ গান কর ৷ ৮৯—১১২ ॥
তখন সুতমাগধ রাজার ভবিষ্যৎ চরিত অবলম্বনে
গীত রচনা করিয়া তাঁহার শ্রব করিতে লাগিল ।
তিনি ভুষ্ট হইয়া সুতকে অনুপদেশ ও মাগধকে
মগধদেশ প্রদান করিলেন । এই সময় হইতেই
সুত, মাগধ বন্দিগণ রাজাদের শ্রব, আশীর্বাদ
ও প্রশংসা করিয়া আসিতেছে । ঋষিগণ এই
সময় রাজাকে ভুষ্ট দেখিয়া প্রজামণ্ডলীকে বলিয়া
দিলেন, ইহাকেই তোমাদের গুতিবিধাতা
রাজা বরা হই ইহা শুনিয়া প্রজাগণ রাজার
নিকট গিয়া বলিলেন,—আপনি আমাদের কুন্ত

মহর্ষিবচনান্তথা ॥ ১১৬ ॥ সোহভীহিতঃ প্রভাভিস্ত
প্রজাহিতচীর্ষয়া । ধনুর্গৃহীত্বা বাণাংশ্চ বনুধামর্দ্য-
বলৌ ॥ ১১৭ ॥ ততো বৈশ্বতম্যব্রজ্তা গোর্ভূত্বা
প্রাজবন্মহী । তাং ধেনুং পৃথুরাদায় জবৌমধ-
বাবত ॥ ১১৮ ॥ সা লোকান ব্রহ্মলোকাদীন গতা
বৈশ্বতম্যান্তদা । দদর্শ চাগ্রতো বৈশ্বং কার্ষ্যকোদ্য-
তপানিনম্ ॥ ১১৯ ॥ জলন্তির্বিশিথৈস্তৌক্কৌদৌপ্ততেজঃ-
সমর্ষিতৈঃ । মহাবোগং মহাত্মানং দুর্দ্ধর্মমরৈরপি ॥
১২০ ॥ অনভন্তী তু সা জাণং বৈশ্বমেবাভ্যপদাত ।
কৃতাজলিপুটা দেবী পূজ্যা লোকৈকজ্জিভিঃ সদা ॥
১২১ ॥ উবাচ চৈনং নাধর্ম্যং স্ত্রীবধং পরিপশ্বসি ।
কথং ধারয়িত্বা চাসি প্রজা রাজন্ময়া বিনা ॥ ১২২ ॥
ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ময়েদং ধার্ম্যতে জগৎ ।
মদৃতে তু বিনশ্চেয়ঃ প্রজাঃ পার্থিব বিক্রি তৎ ॥ ১২৩ ॥
মমাং নার্ষি হস্তং বৈ শ্রেয়শ্চেষ্টং চিকীর্ষসি ।
প্রজানাং পৃথিবীপাল শৃণুশ্বেদং বচো মম ॥ ১২৪ ॥
উপায়তঃ সমারদ্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ । হস্ত-
মাং ত্বং ন শক্তো বৈ প্রজাঃ পালয়িতুং নৃপ ॥ ১২৫ ॥

অনুকূলা ভবিষ্যামি তাজ কোপ মহাদ্রোহে । অব-
ধ্যাশ্চ ত্রিয়ঃ প্রাহুস্তির্বাণ্যুযোনিঃ তা অপি ॥ ১২৬ ॥
একস্মিন্নিধনং প্রাপ্তে পাপিষ্ঠে জ্বরকর্ম্মণি । বহুনাং
ভবতি ক্ষেমস্তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ । সত্যোবং পৃথিবী-
পাল ধর্ম্মং মা ত্যক্তুমর্হসি ॥ ১২৭ ॥ এবংবিধং তু
তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজা মহাবলঃ । ক্রোধঃ নিগূহ
ধর্ম্মাত্মা বনুধামিদমববৌৎ ॥ ১২৮ ॥ একস্তার্থে
চ যো হত্যা দাত্ত্বেনো বা পরস্ত বা । একং
বাপি বহুন্ বাপি কামতশ্চাস্তি পাতকম্ ॥
১২৯ ॥ যস্মিন্শ্চ নিধনং প্রাপ্তা এধন্তে বহবঃ
সুখম্ । তাস্মিন্ হতে চ ভূয়ো হি পাতকং নাস্তি
তস্ত বৈ ॥ ১৩০ ॥ সোহহং প্রজানিমিত্তং ত্বাং হনি-
ষ্যামি বনুধরে । যদি মে বচনং নাদ্য করিষ্যসি
জগদ্ধিতম্ ॥ ১৩১ ॥ ত্বাং নিহত্যা দ্য বাণেন
মচ্ছাসনপরাজুখীম্ । আত্মানং পৃথু কহেহ প্রজা
ধারণিত্যাম্যহম্ ॥ ১৩২ ॥ সা হঃ বচনমাত্মা মম
ধর্ম্মভূতাং বরে । সত্ত্বীবয় প্রজা নিত্যং শক্তা হসি
ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৩ ॥ হুহিত্বং হি মে গচ্ছ এব-

বিধান করুন । রাজা প্রজাগণ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া তাহাদের হিতকামনায় শাসন
গ্রহণ করিয়া বনুধাকে মর্দিত করিতে উদ্যত হই
লেন । এই সময় পৃথিবী রাজভয়ে ভীত হইয়া
গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন । রাজাও
পশ্চাৎ ধাবন করিলেন । পৃথিবী পৃথিবী ছাড়িয়া
পলায়ন করত ব্রহ্মলোকাদি বিবিধ লোকে ভ্রমণ
করিয়া যখন কাহাকেও শরণরূপে প্রাপ্ত হইলেন না,
তখন তিনি অনন্তোপায় হইয়া রাজা পৃথুকেই শরণা-
পন্ন হইলেন ; দেখিলেন,—মহাবোগ মহাত্মা অমর-
দুর্দ্ধর্ম্ম রাজা তখন দীপ্ততেজঃসমর্ষিত প্রজ্বলিত
তীক্ষ্ণ বিশিষ্ট সকল যোজনা করিয়া কার্ষ্যে উদ্যত
করিয়াছেন । রাজাকে এতদবস্থা দেখিয়া তিনি কৃত-
জলিপুটে বলিলেন;—রাজন্! ইহাকে অবশ্য বলিয়া
মনে হইতেছে না? স্ত্রীবধ করিতে উদ্যত হইয়াছ,
উহা দেখিতে পাইতেছ না? হে রাজন্! তুমি আমা
ব্যতিরেকে কিরূপে প্রজা ধারণ করিবে? দেখ,—
আমাতেই সর্ব লোক বাস করে; আমিই জগৎ
ধারণ করিয়া থাকি; আমা বিরহে প্রজাগণ জীবিত
ধাকিতে পারে না, ইহা কি তুমি জান না? হে
রাজন্! যদি মঙ্গল চাও তবে আমাকে নিহত
করিও না, আমার কথা শোন । উবাচ সমারদ্ধ

উপক্রম সকল সুসিদ্ধ হয় । হে নৃপ! আমাকে
বধ করিয়া কোন প্রকারেই তুমি প্রজা পালন
করিতে পারিবে না । এখন এক কার্য্য কর, আমি
তোমার অনুকূলা হইব, তুমি কোপ পরিত্যাগ
কর । ত্রিবাণ্যুযোনি হইলেও স্ত্রী অবধা । এক
জন মাত্র পাপিষ্ঠ জ্বরকর্ম্মা ব্যক্তিকে বধ করিলে
যদি বহু বাক্যের মঙ্গল হয়, তাহা হইলে সেই
বধ পুণ্যপ্রদ । হে রাজন্! ইহাই হইল—ধর্ম্ম;
অতএব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না । রাজা
বনুধার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ
পরিত্যাগপুষ্টক বলিলেন,—নিজের জন্তই হোক,
আর পরের জন্তই হোক—একের জন্ত যদি
এক বা বহু ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তাহা হইলে
তাহা পাতক জানিবে । যে ব্যক্তি নিহত হইলে
বহু ব্যক্তির সুখ হয়, তাহাকে হত্যা করায় পাপ
নাই । অতএব বনুধরে! যদি তুমি আমার জন-
হিতকর বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি প্রজা-
গণকে সুখী করিবার জন্ত তোমাকে নিহত করিব ।
তুমি শাসনপরাজুখী হইয়াছ; অতএব আজ নিশ্চয়ই
তোমার বিনাশ সাধন করিয়া আমি প্রজাগণকে সুখী
এবং অত্মাকে গৌরবাধিত করিব ॥ ১১৩—১৩২ ॥
এখনও তুমি আমার বাক্যে প্রজাগণকে জীবিত
কর; করিয়া হুহিত্ব হতাজন হও; ইহাতে তোমার

মেতশহচ্চরম্ । নিযচ্ছে তদধার্ষক্য প্রযুক্তং ঘোর-
দর্শনম্ । প্রত্যাচ ততো বৈভ্রমেবমুক্তা মহাসতী ।
১৩৪ । সর্ষমেতদহং রাজন্ বিধাশ্চামি ন সংশয়ঃ ।
বৎসস্ত মম সংযুক্ত করেষং যেন বৎসলা । ১৩৫ ।
সমাং চ কুরু সর্ষত্র মাং স্বং সর্ষভূতাং বর । যথা
বিশ্রম্যমানাহং কীরং সর্ষত্র ভাবয়ে । ১৩৬ । ঈশ্বর
উবাচ । তত উৎসারয়ামাস শিলাজালানি সর্ষশঃ ।
ধনুকোটিা ততো বৈভ্রস্তেন শৈলা বিবর্জিতাঃ ।
১৩৭ । মঘস্তরেষতীতেষু চৈবমাসীদমুক্ষরা । স্বভাবে-
নান্তবস্তশ্চাঃ সমানি বিষমাণি চ । ১৩৮ । ন হি
পূর্ষনিসর্গে বৈ বিষমং পৃথিবীতলম্ । প্রবিভাগঃ
পুরাণাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চথ বিদ্যাতে । ১৩৯ । ন শস্তানি
ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিকপথঃ । ১৪০ । চাক্ষুষ-
শ্রান্তরে পূর্ষমাসীদেতৎ পুরা কিল । বৈবস্বতে-
হস্তরে চান্মিন্ সর্ষশ্চৈতস্ত সম্ভবঃ । সমস্তং যত্র
যত্রাসীদুমেঃ কশ্মিন্শ্চিদেব হি । ১৪১ । তত্র
তত্র প্রজাস্তা বৈ নিবসন্তি স্ম সর্ষদা । আহারঃ
কলমূলস্ত প্রজানামভবৎকিল । ১৪২ । কৃচ্ছ্রেণৈব
তদা ভাসামিত্যেবমহুতশ্চম । বৈভ্রাৎপ্রভৃতি
লোকেহান্মিন্ সর্ষশ্চৈতস্ত সম্ভবঃ । ১৪৩ । সঙ্কল্প-

য়িত্বা বৎসং তু চাক্ষুষং মমুমীশ্বরম্ । পৃথুর্দ্রদোহ
শস্তানি স্বহস্তে পৃথিবীং ততঃ । ১৪৪ । শস্তানি
তেন দৃষ্টা বৈভ্রেনেয়ং বমুক্ষরা । মমুং বৈ চাক্ষুষং
কৃতা বৎসং পাতে চ ভূময়ে । ১৪৫ । তেনায়েন
তদা তা বৈ বর্ষয়ন্তে সদা প্রজাঃ । ঋষিভিঃ ঋয়তে
চাপি পুনর্দৃষ্টা বমুক্ষরা । ১৪৬ । বৎসঃ সোমস্ত-
স্তেবাং দোষ্টা চাপি বৃহস্পতিঃ । পাত্রমাসন্ হি চন্দ্রাঃসি
গায়ত্র্যাঙ্গীনি সর্ষশঃ । ১৪৭ । কীরমাসীতদা তেবাং
তপো ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ । পুনস্ততো দেবগণৈঃ পুর-
ন্দরপুরোগমেঃ । ১৪৮ । সৌবর্ণং পাত্রমাদায়
হৃষ্টেয়ং ঋয়তে মহী । বৎসস্ত মঘবা চাসীদোষ্টা চ
সবিতাভবৎ । ১৪৯ । কীরমুর্জামধু প্রোক্তং
বর্ষস্তে তেন দেবতাঃ । পিতৃভিঃ ঋয়তে চাপি
পুনর্দৃষ্টা বমুক্ষরা । ১৫০ । রাজতং পাত্রমাদায় স্বধা
অক্ষযাতৃপ্তয়ে । বৈবস্বতো যমস্তাসীতেবাং বৎসঃ
প্রতাপবান্ । ১৫১ । অন্তকশ্চান্তবদোষ্টা পিতৃণাং
ভগবান্ প্রভুঃ । অশুরৈঃ ঋয়তে চাপি পুনর্দৃষ্টা
বমুক্ষরা । ১৫২ । আয়সং পাত্রমাদায় বলমাধায়
সর্ষশঃ । বিরোচনস্ত প্রাহ্লাদিস্তেবাং বৎসঃ প্রতাপ-

যোগ্যতা আছে, সংশয় নাই । আর যদি অস্তথা
কর, তাহা হইলে এই ঘোর বাণ তোমার বধের
নিমিত্ত প্রয়োগ করিলাম জানিবে । পৃথিবী বলি-
লেন,—রাজন্ ! আমি আপনার আদেশ মত
সমস্তই করিতেছি, আপনি বৎস নিয়োগ করুন ;
যাহাতে আমি ক্ষরিত হইতে পারি । আর এক
কার্য্য করুন, যাহাতে আমি সম হই, আমার
কীর যাহাতে সর্ষত্র সন্দিগ্ধ হয়, আপনি তদ্বি-
ষয়ে মনোযোগী হউন । ঈশ্বর বলিলেন,—অনন্তর
রাজা পৃথু ধনুকোটি দ্বারা শিলা সকল উৎসারিত
করিতে লাগিলেন । এই জন্তই পর্বত সকল
বর্জিত হইয়াছে । অতীত মঘস্তর সকলে
পৃথিবী উক্ত প্রকারই ছিলেন,—সভাবতঃ ভূমি
কোথাও সম বা কোথাও বিষম ছিল । পূর্বে
বিষম পৃথিবীতলের পুর-গ্রাম প্রভৃতি কোন
রকম বিভাগ ছিল না ; শস্ত, গোরক্ষা, কৃষি,
বণিকগণ প্রভৃতিও দৃষ্ট হইত না । পূর্বে চাক্ষুষ
অস্তরে পৃথিবীর এইরূপ অবস্থা ছিল । অধুনা
বৈবস্বত অস্তরেও পূর্বে যেখানে যেখানে
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমভূমি ছিল, সেইখানে সেইখানেই
প্রজাগণ বাস করিত ; তাহাদের কল মূল—আহার

মিলিত । বৈণ্য পৃথুর অধিকার কাল হইতে
পৃথিবী এরূপ সমৃদ্ধা হইয়াছেন । পৃথু চাক্ষুষ
মমুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবীকে
দোহন করেন । তিনি চাক্ষুষ মমুকে বৎস এবং
ভূমিকে পাত্র করিয়া শস্ত দোহন করিয়াছিলেন ।
তাহাতে অন্ন হয়, সেই অন্নে প্রজাগণ বৃন্তবিধান
করে । ঋত হওয়া যায় যে, ঋষিগণও পৃথিবীকে
দোহন করিয়াছিলেন । তাহার বৎস করিয়াছিলেন,
—সোমকে ; আর দোষ্টা হইয়াছিলেন,—বৃহস্পতি ;
গায়ত্রী আদি চন্দ্রঃ সকল দোহন-পাত্র হইয়াছিল ;
আর কীর হইয়াছিল—শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ তপঃ ।
পুরন্দরপ্রযুথ দেবগণ পুনরায় দোহন করিয়া
ছিলেন । উর্হারা সুবর্ণপাত্রে করিয়া দোহন করিয়া-
ছিলেন শুনা যায় । উর্হাদের বৎস হইয়াছিলেন—
মঘবা ; দোষ্টা হইয়াছিলেন,—সবিতা ; আর কীর
হইয়াছিল—উর্জামধু ; ইহাই দেবগণের জীবনো-
পায় । পিতৃগণও দোহন করিয়াছিলেন । ইর্হাদের
দোহন পাত্র—রজত, কীর—স্বধ ও অক্ষযা, বল-
বান্ বৎস—বৈবস্বত যম ; আর দোষ্টা ছিলেন—
অন্তক । অশুরেরাও ছাড়ে নাই । শুনা যায়
তাহারাও দোহন করিয়াছিল । ইর্হাদের আয়স
পাত্র, বিরোচন বৎস, ষ্মির্দৃষ্টা ও দোষ্টা যায়

বান্ । ১৫৩ ॥ ঋত্বিগ্ধিমূৰ্দ্ধা দৈত্যানাং দোক্ষা তু
 দিতিনন্দনঃ । মায়াকীরঃ হৃদোহাসৌ দৈত্যানাং
 তৃপ্তিকারকম্ । ১৫৪ ॥ তেনৈতে মায়াদ্যাপি
 সৰ্গে মায়াবদোহনুয়াঃ । বর্তয়ন্তি মহাবীৰ্য্যাস্ত-
 দেতেষাং পরং বলম্ । ১৫৫ ॥ নাগৈশ্চ ঋত্বতে
 হৃদ্ধা বৎসং কুহ্মা তু তক্ষকম্ । অলাবুপাত্রমাণায় বিষং
 কীরঃ তদা মহৎ । ১৫৬ ॥ তেষাং বৈ বাসুকিদোক্ষা
 কাজবেয়ৌ মহাযশাঃ । নাগানাং বৈ মহাদেবি সৰ্ম্মণাং
 চৈব সৰ্ম্মণঃ । ১৫৭ ॥ তেন বৈ বর্তয়ন্ত্যগ্রা মহা-
 কায়্য বিবোধণাঃ । তদাহারাস্তদাচারাস্তদীৰ্য্যাস্তদপা-
 শয়াঃ । ১৫৮ ॥ আমপাত্রে পুনহৃদ্ধা ত্বন্তর্কানমিয়ং
 মহী । বৎসং বৈশ্রবণং কুহ্মা যক্ষপুঞ্জেনস্তথা ॥
 ১৫৯ ॥ দোক্ষা রজতনাগস্ত চিন্তামণিরস্ত যঃ ।
 যক্ষাধিপো মহাতেজা বশী জ্ঞানী মহাতপাঃ । ১৬০ ॥
 তেন তে বর্তয়ন্তীতি যক্ষা বশুভিকজ্জিতৈঃ ।
 রাক্ষসৈশ্চ পিশাচৈশ্চ পুনহৃদ্ধা বশুক্ষরা ॥ ১৬১ ॥
 ব্রহ্মোপেন্দ্রস্ত দোক্ষা বৈ তেমাঙ্গনীং কুবেরতঃ ।
 বৎসং সুমালী বলবান্ কীরঃ কবিরমেব চ । ১৬২ ॥
 কপালপাত্রে নিহৃদ্ধা ত্বন্তর্কানং তু রাক্ষসৈঃ । তেন
 কীরেণ রক্ষাসি বর্তয়ন্ত্যহ সৰ্ম্মণঃ ॥ ১৬৩ ॥ পদ্ম-
 পত্রেষু বৈ হৃদ্ধা গন্ধৰ্ব্বাপসরসং গণৈঃ । বৎসং চৈত্র-
 যথং কুহ্মা শুচিগন্ধায়হী তদা ॥ ১৬৪ ॥ তেষাং

বৎসো কচিশাসীদোক্ষা পুত্রো মুনৈঃ শুভঃ । শৈলৈশ্চ
 ঋত্বতে দেবি পুনহৃদ্ধা বশুক্ষরা । ১৬৫ ॥ তদৌষধী-
 মূৰ্ত্তিমতী রত্নানি বিবিধানি চ । বৎসস্ত হিমবাং-
 স্তেষাং দোক্ষা মেকর্ষ্মহাগরিঃ । ১৬৬ ॥ পাত্র শিলাময়ং
 হাস্যন্তেন শৈলাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ । ঋত্বতে বৃক্ষবীকন্তিঃ
 পুনহৃদ্ধা বশুক্ষরা । ১৬৭ ॥ পালাশং পাত্রমাদায়
 ছিন্নদন্ধপ্ররোহণম্ । দোক্ষা তু পুষ্পিতঃ শালঃ প্রক্ষো
 বৎসো যশস্বিনি । সৰ্ব্বকামহৃদা দোক্ষা পৃথিবী ভূত-
 ভাবিনী । ১৬৮ ॥ সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধরণী চ
 বশুক্ষরা । হৃদ্ধা হিতার্থং লোকানাং পৃথুনা ইতি নঃ
 কৃতম্ । ১৬৯ ॥ চরাচরস্ত লোকস্ত প্রতিষ্ঠা যোনি-
 রেব চ । আসীদিদং সমুদ্রাস্তা মেদিনীতি পরি-
 ক্রতা । ১৭০ ॥ মধুকৈটভগ্নো পুংস মেদোমাংস
 পরিপ্লুতা । বশুন ধারয়তে যশ্মাদবশুধা তে-
 কোক্তিভা । ১৭১ ॥ ততোহতুাপসমদ্রাজঃ পৃথো-
 বৈশ্বস্ত ধামতঃ । হৃহিত্বমমুপ্রাপ্তা পৃথিবীতু চ্যতে
 ততঃ । ১৭২ ॥ প্রথিতা প্রবিতক্তা চ শোভিতা চ
 বশুক্ষরা । হৃদ্ধা হি যত্নতো রাজা পত্তনাকরমালিনী ।
 ১৭৩ ॥ এবংপ্রভাবো রাজাসীদৈশ্বন্তঃ স নৃপসত্তমঃ ।
 ততঃ স রজয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং তদা । ১৭৪ ॥

দোক্ষা—মুনির পুত্র কচি এবং কীর শুচিগন্ধ হইয়া-
 ছিল । শৈলগণও বশুক্ষরা দোহন করে । ইহাদের
 হৃদ্ধ বস্ত্র মূৰ্ত্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্ন, বৎস হিমবান,
 দোক্ষা মহাগরি মেক এবং পাত্র শিলাময় হইয়াছিল ।
 বৃক্ষবীকধ সকলও দোহন করিয়াছিল । ইহাদের
 পাত্র পলাশ, হৃদ্ধ বস্ত্র ছিন্নদন্ধপ্ররোহণ, দোক্ষা
 পুষ্পিত শাল, এবং বৎস হইয়াছিল প্রক্ষরক্ষ । হে
 দেবি ! সৰ্ব্বকামহৃদা, দোক্ষা, ভূতভাবিনী, সেই
 এই পৃথিবী ধাত্রী, বিধাত্রী ধরণী ও বশুক্ষরা !
 তিনিই লোকহিতার্থ রাজা পৃথু কর্তৃক হৃদ্যমান
 হইয়াছিলেন । ইনিই চরাচর লোকের প্রতিষ্ঠা ও
 যোনি । পুণে এই সমুদ্রাস্তা পৃথিবী মধুকৈটভের
 মেদোমাংসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার
 নাম হইয়াছে মেদিনী । ১৩৪-১৭০ : আর বশু ধারণ
 করেন বলিয়া ‘বশুক্ষরা’ ইহার অপর নাম জানিবে ।
 অপিচ বৈশ্বপৃথুর হৃহিত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইনি পৃথিবী
 নামে অভিহিত হইয়াছেন ! ইনি রাজা পৃথু কর্তৃক
 হৃদ্যমান হইয়া প্রথিতা, প্রবিতক্তা, শোভিতা বশু-
 শালিনী ও পত্তনাকরমালিনী হইয়াছেন । হে
 দেবি ! রাজা পৃথু উক্ত প্রকার প্রভাবসম্পন্ন
 ছিলেন । তিনি ধম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিয়া-

কীর হইয়াছিল । মায়াই ইহাদের তৃপ্তি-
 কারক এবং পরম বল । ইহা দ্বারাই ইহারা
 মায়াবিৎ হইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকে ।
 নাগগণও পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন শুনা
 যায় । তাঁহাদের বৎস—তক্ষক, পাত্র অলাবু,
 কীর—বিষ ও দোক্ষা বাসুকি হইয়াছিল । নাগ-
 গণ বিষ দ্বারাই জীবিত থাকে ; বিষই ইহাদের
 আহার—আচার বীৰ্য্য ও আশ্রয় । যক্ষগণও
 মহীকে দোহন করিয়াছিল । ইহারা আমপাত্রে
 দোহন করে । ইহাদের দোক্ষা রজত নাগ, বৎস
 বৈশ্রবণ এবং হৃদ্ধ চিন্তামণি হইয়াছিল । এই
 উজ্জিত বশু দ্বারাই ইহারা বৃত্তিবিধান করে ।
 রাক্ষস ও পিশাচগণও বশুধা দোহন করিয়াছিল ।
 ইহাদের দোক্ষা কুবের হইতে ব্রহ্মোপেন্দ্র পর্য্যন্ত,
 বৎস সুমালী, কীর কবির, এবং পাত্র কপাল হইয়া-
 ছিল । রাক্ষসগণ এই কীর কবির দ্বারাই বৃত্তি
 বিধান করে । ইহারা অন্তর্হিত থাকিয়া দোহন
 করিয়াছিল । গন্ধৰ্ব্ব ও অপরোগণ পদ্মপত্রে
 দোহন করিয়াছিল । ইহাদের বৎস—চৈত্রযথ,

ততো রাজ্যেতিশব্দোহথ পৃথিব্যাং রঞ্জনাদভূৎ ।
স রাজ্যং প্রাপ্য বৈশ্বস্ত চিন্তয়ামাস পার্শ্বিবিঃ ॥১৭৫॥
পিতা মম হৃদ্যর্শিষ্ঠে যজ্ঞাহ্যচ্ছিত্তিকারকঃ । কস্মিন
স্থানে গতচ্চারৌ জ্ঞেয়ং স্থানং কথং ময়া ॥১৭৬॥
কথং তস্মা ক্রিয়া কার্য্যা হতস্ত ব্রাহ্মণৈঃ কিল । কথং
গতির্ভবেত্তস্ত যজ্ঞদানক্রিয়াবলাৎ ॥১৭৭॥ ইত্যেবং
চিন্তয়ানস্ত নারদোহভ্যাজগাম হ । তঠৈশ্বর্যমাসনং দস্তা
প্রণিপত্য চ পৃষ্টবান্ ॥১৭৮॥ ভগবন্ সর্বলোকস্ত
জানাসি হং শুভাশুভতম্ । পিতা মম হৃদ্যচারৌ
দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥১৭৯॥ স্বকর্ম্মণা হতো বিপ্রৈঃ
পরলোকমবাণুবান্ । কস্মিন্স্থানে গতস্তাতঃ শব্দং
বা স্বর্গমেব চ ॥১৮০॥ ততোহব্রবীন্নারদস্ত জাহ্নবা
দিবোন চক্ষুযা । শৃণু রাজমহাবাহো যত্র তিষ্ঠতি
তে পিতা ॥১৮১॥ অত্র দেশো মক্ৰ্ণাম জলবৃক্ষ-
বিবর্জিতঃ । তত্র দেশে মহারোদ্রে জনকস্তে
নরোত্তম ॥১৮২॥ স্নেচ্ছমধ্যে সমুৎপন্নো যক্ষী
কুষ্ঠসমদিতঃ । উচ্ছিষ্টভোজী স্নেচ্ছানাং কুমিভিঃ
সংযুতো ব্রণৈঃ ॥১৮৩॥ তচ্ছূহা বচনং তস্ত

ছিলেন । তাঁহার অধিকার কাল অবধি রঞ্জন গুণ
হইতে পৃথিবীতে রাজা শব্দের প্রচলন হইয়াছে ।
রাজা বৈনা একদা রাজা প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করেন
যে, আমার পিতা বহু যজ্ঞের উচ্ছেদ সাধন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া অধার্মিক ছিলেন । তিনি কোন
লোকে গমন করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না ।
ব্রাহ্মণগণ লইয়া কিরূপে আমি তাঁহার পূজা করিব ?
যজ্ঞদানক্রিয়াবলে কি প্রকারে তাঁহার গতি হইবে ?
তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেবর্ষি
নারদ তথায় সমাগত হইলেন । তাঁহাকে আসন
দান ও প্রণিপাতপুরঃসর পৃথু জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ভগবন্ ! আপনিও সমস্ত জগতের
শুভাশুভ অবগত আছেন ; বলুন দেখি,—আমার
সেই হৃদ্যচার দেবব্রাহ্মণনিন্দক স্বকর্ম্মদোষে বিপ্র-
শাপহত পরলোকগত তাত কোথায় আছেন ?
শব্দে না স্বর্গে ? দেবর্ষি দিবা চক্ষুতে দেখিয়া বলি-
লেন,—রাজন শ্রবণ করুন—আপনার পিতা যেখানে
আছেন । এই ভূতলে মক্ৰ নামে জলবৃক্ষ-বর্জিত
এক স্থান আছে । সেই অতি ভয়ঙ্কর স্থানে স্নেচ্ছ-
মধ্যে যক্ষা ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া আপনার পিতা
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি স্নেচ্ছদিগের
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন ;
তাঁহার গাত্রে কুমি হইয়াছে । দেবর্ষির এই বাক্য

নারদস্ত মহাত্মন । হাহাকারং ততঃ কৃৎস্না মুচ্ছিতো
নিপপাত হ ॥১৮৪॥ চিন্তয়ামাস দুঃখার্তঃ কথং
কার্য্যং ময়া ভবেৎ । ইত্যেবং চিন্তয়ানস্ত মতির্জাতা
মহাত্মনঃ । পুঙ্ক স কথ্যতে লোকে পিতরং ত্রায়তে
তু যঃ ॥১৮৫॥ স কথং তু ময়া তাতঃ পাপা-
ন্যুক্তো ভবিষ্যতি । এবং সন্ধিত্য স ততো নারদঃ
পর্য্যপৃচ্ছত ॥১৮৬॥ ভগবন্ কথিতং সর্বং পিতৃশ্রম
বিচেষ্টি ন । কেন তস্ত ভবেম্মুক্তিঃ কর্ম্মণা বিজ-
সত্তম । ব্রতৈর্দানৈস্তপোভির্কা তীর্থানাং যাত্রায়া
বদ ॥১৮৭॥ নারদ উবাচ । গচ্ছ রাজন-
প্রধানানি তীর্থানি মনুজেশ্বর । পিতরং তেষু
চানীয় তস্মাদ্রাজন মক্ৰস্থলাৎ ॥১৮৮॥ যত্র দেবাঃ
সম্ভাবান্তীর্থানি বিমলানি চ । তত্র গচ্ছ
মহারাজ তীর্থযাত্রাং কুরু প্রভো ॥১৮৯॥ এবং
হবিতথং বিদ্ধি মোক্ষস্তে ভবিতা পিতুঃ । তচ্ছূহা
বচনং রাজা নারদস্ত মহাত্মনঃ । সচিবে ভারমাধায়
স্বরাজ্যান্ত জগাম হ ॥১৯০॥ স গহ্না মক্ৰভূমিঃ তু
স্নেচ্ছমধ্যে দদর্শ হ । কুষ্ঠরোগেণ মহতা ক্ষয়েণ চ
সমাবৃত্তম্ ॥১৯১॥ গব্যুতিমাত্রং তত্রৈব শৃণুঃ
মানুষ্যবর্জিতম্ । এবং দৃষ্ট্বা স রাজা তু সমস্তপ্তো

শ্রবণ করত রাজা হাহাকার করিয়া পতিত ও
মুচ্ছিত হইলেন । অনন্তর মুচ্ছা তঙ্গ হইলে
তিনি চিন্তা করিলেন,—হায় ! আমি কি করিব ?
যে ব্যক্তি স্বীয় পিতাকে উদ্ধার করিতে পারে,
তাহাকেই লোকে পুত্র বলিয়া থাকে । কিরূপে
আমি তাতকে পাপ হইতে উদ্ধার করিব ! এইরূপ
খেদ করিয়া তিনি পুনরায় দেবর্ষিকে বলিলেন,—
হে ভগবন্ ! আপনি আমার পিতৃবৃত্তান্ত সমস্তই
বলিলেন, অধুনা ব্রত, দান, তপ, ও তীর্থযাত্রাদি
কি করিলে তাঁহার মুক্তি হয়, বলিয়া দেন । নারদ
বলিলেন,—যেখানে দেবগণ ও বিমল তীর্থ সকল
বিদ্যমান, আপনি আপনার পিতাকে মক্ৰস্থল
হইতে আনয়ন করিয়া সেই উত্তম তীর্থক্ষেত্রে
লইয়া যাউন, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন ; আপ-
নার পিতার মুক্তি হইবে । রাজা দেবর্ষির এই
বাক্য শ্রবণ করিয়া সচিবে রাজ্যভার ত্যক্ত করত
মক্ৰ প্রদেশে গমন করিলেন ; দেখিলেন,—পিতা
মহৎ কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইয়া স্নেচ্ছমধ্যে অব-
স্থান করিতেছেন । ঐ স্থান দুইক্রোশ পর্য্যন্ত জন-
মানবশূন্য হইয়াছে । এইরূপ দর্শন করিয়া সমস্তপ্তভাবে
তিনি তত্রত্য এক স্নেচ্ছকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে

বাক্যমব্রবীৎ । ১৯২ । হে স্নেহে রোগপুরুষঃ
স্বগৃহং চ নয়ায়াহম্ । তত্রাহমেনং নিকৃজং কল্পেমি
যদি মন্তব্ধ । ১৯২ । জ্ঞাবেতি সর্গে তে স্নেহাঃ
পুরুষঃ তং দয়াপন্নম্ । উচুঃ প্রণতসর্বাঙ্গাঃ শীঘ্রং
নয় জগৎপতে । অস্মদ্রাগ্যবশান্নাথ তমেবাশ্র
সমাগতঃ । ১৯৪ । হৃগ্গছোপহতা লোকাস্থয়া নাথ
সুখীকৃতঃ । ততঃ আনাত্য পুরুষান্ শিবিকাবাহনো-
চিতান্ । ১৯৫ । ততঃ ক্রহা তু বচনং তস্মৈ রাজ্ঞো
দয়াবহম্ । প্রাপুস্তীর্থান্তনেকানি কেদারাদীন
কোটিশঃ । ১৯৬ । যত্রযত্র স গচ্ছেত বৈন্যো
বেনেন সংযুতঃ । তত্র তস্মৈব তীর্থানামাক্রন্দঃ
ক্রয়তে মহান্ । ১৯৭ । হা দৈব রিপুয়ায়তি অস্মাকং
নাশহেতবে । অধুনা ক গমিষ্যাম ইতি চিন্তা পুনঃ
পুনঃ । ১৯৮ । দর্শনেনাপি তস্মৈব হাহাকারঃ
বিধায় বৈ । পলায়ন্তে চ তীর্থানি দেবা নশ্চান্তি
তৎক্ষণাৎ । ১৯৯ । এবং বর্ষত্রয়ং রাজা তীর্থযাত্রাং
চকার বৈ । ন তস্মৈ মুক্তিদদুশে ততঃ শোকমগাৎ
পরম্ । ২০০ । ততস্তু প্রেরিতা ভৃত্যঃ কুরুক্ষেত্রে

স্নেহে! যদি তুমি অনুমোদন কর, তাহা হইলে
আমি এই কয় পুরুষকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া
রোগহীন করি। স্নেহগণ শ্রবণ করিবামাত্র
প্রণতভাবে বলিল,—আপনি যত শীঘ্র পারেন
এখান হইতে লইয়া যাউন; আমাদের ভাগ্য-
ক্রমেই আপনি ইহাকে লইতে আসিয়াছেন।
ইহার গাত্রগন্ধে লোক সকল মৃতপ্রায় হইয়াছিল,
আপনি তাহাদিগকে আজ সুখী করিলেন।
অনন্তর রাজা শিবিকাবাহক আনাইয়া তাহা-
দিগকে বহন করিতে বলিলেন। তাহার
রাজার তাদৃশ দয়াবহ বাক্য শ্রবণে কেদারাদি বহু
তীর্থে তাহাকে বহন করিতে লাগিল। তাদৃশ
বেনকে লইয়া রাজা যে যে তীর্থে গমন করিতে
লাগিলেন, সেই সেই তীর্থই এইরূপে মহান হাহাকার
করিয়া উঠিতে লাগিল যে, হা দৈব! কোথা হইতে
অদ্য আমাদের বিনাশের জন্ত শত্রু আসিয়া
উপস্থিত হইল। অধুনা আমরা কোথায় গমন
করি। তথাবিধ বেনকে দর্শন করিয়া তীর্থ সকল
এইরূপ হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিল;
দেবতাগণ অদৃশ্য হইতে থাকিলেন। রাজা পৃথু
তাদৃশ পিতাকে লইয়া এইরূপে বর্ষত্রয় যাবৎ তীর্থ-
যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাহার পিতার মুক্তি
হইল না; তদর্শনে তিনি যৎপরোনাস্তি শোকাবুল
হইলেন। অনন্তর তিনি পিতার পাপনক্ষি-

মহাপ্রভে। যদি বাপি পুনস্তত্র পাপমুক্তির্ভবেত্ততঃ ।
২০১ । গৃহীয়া শিবিকাং স্বক্ষে কুরুক্ষেত্রে গতাঃ
প্রিয়ে। তত্র নীয়া স্থাপুতীর্থমবতীর্থা চ তে গতাঃ ।
২০২ । ততঃ স রাজা মধ্যাহ্নে চিকীৰ্ষুঃ স্নানমাদ-
রাৎ । তস্মৈব তু পিতৃস্তত্র তথা দানানি ষোড়শ ।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দিৎস্বঃ শ্রদ্ধাবান্ ভাবতৎপরঃ ।
ততো বায়ুশ্চান্তরিক্ষ ইদং বচনমব্রবীৎ । ২০৪ ।
মা তাত সাহসং কুর্ধ্যাস্তীর্থং রক্ষ প্রযত্নতঃ । অয়ং
পাপেন ঘোরেন সমস্তাৎপরিবেষ্টিতঃ । ২০৫ । বেদ-
নিন্দাসমাচারো ব্রহ্মহত্যাশতৈর্যুতঃ । মোহয়ং পাপো
দ্ব্যচরস্তীর্থং নাশং নঘিষ্যতি । ২০৬ । মা তীর্থং
নাশয় বিভো মহদেনো ভবিষ্যতি । এতদ্বায়োর্বচঃ
ক্রহা হুঃখেন মহতাদিতঃ । উবাচ শোকসমস্তঃ
পিতৃহুঃখেন হুঃখিতঃ । ২০৭ । হা দৈবেতি চ চূক্রোশ
উক্লেবাহুঃ পুনঃপুনঃ । এব ঘোরেন পাপেন অতীব
পরিবেষ্টিতঃ । ২০৮ । যদনেনাপি তীর্থেন শুদ্ধঃ
কর্তুং ন শক্যতে । প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যেহং পিতৃ-
রর্থং ন সংশয়ঃ । ২০৯ । এবং তস্মৈ বচঃ ক্রহা
দয়াং ক্রহা মহীয়সীম্ । অন্তরিক্ষভবাং বাচঃ
খেচরাঃ পুনরক্রবন্ । ২১০ । ভোভো রাজম্পশ্বেষ্ঠ

সম্ভাবনায় পুনরায় শিবিকাবাহকগণকে কুরুক্ষেত্র
উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। তাহার তথায় উপ-
স্থিত হইয়া স্থাপুতীর্থে শিবিকা অবতারণিত করিল।
১৭১—২০২। রাজা পৃথু ঐ স্থানে স্নান করিয়া পিতৃ-
উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে ষোড়শ বিতরণ করিবার
জন্ত অভিলাষ করিলে তখন এক আন্তরিক্ষ বায়ু
বলিল,—হে তাত! এরূপ সাহস করিও না;
তীর্থরক্ষা কর। এই ব্যক্তি ঘোর পাপে পরি-
বেষ্টিত হইয়াছে। দেখিতেছি, এই বেদনিন্দা-
পরায়ণ শতব্রহ্মহত্যাকারী পাপ তীর্থকে বিনাশে
উপনীত করিবে। হে তাত! তীর্থনাশ করিও
না; ইহাতে মহাপাপ হইবে। পিতৃহুঃখে হুঃখিত
রাজা পৃথু বায়ুর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
স্বারও অধিক হুঃখশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া
উক্লেবাহু প্রসারণ করত এই বলিয়া পুনঃপুনঃ
খেদ করিতে লাগিলেন যে, হা দৈব! এই আমার
পিতা ঘোর পাপে পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, বহু যত্নেও
তীর্থ সকল ইহাকে শুদ্ধ করিতে পারিতেছে না।
অধুনা আমি পিতার মুক্তির জন্ত নিঃসন্দেহ
প্রায়শ্চিত্ত করিব। রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে
থাকিলে পুনরায় এক খেচরী বাণী উপিত হইল

ত্যাঙ্ক। শোকঃ বচঃ শৃণু। যেন তে জনক-
স্তাস্ত্র ভবেৎপাপক্ষয়ো মহান্ ॥ ২১১ ॥ অস্তি
ক্ষেত্রং মহাসিদ্ধং প্রভাসমিতি বিজ্ঞতম্। সৰ্ব-
পাপপ্রশমনং মহাপঞ্চকনাশনম্ ॥ ২১২ ॥ ব্রহ্মতত্ত্বং
হরিতত্ত্বং রুদ্রতত্ত্বং তৃতীয়কম্। তস্মিন্নেব মহা-
ক্ষেত্রে প্রভাসে শঙ্করপ্রিয় ॥ ২১৩ ॥ শাক্তেয়ং
যদি বা চান্দ্রং সৌরং সারস্বতং তথা। আগ্নেয়ং
বারুণং চাপি স্মৃতং ক্ষেত্রমনুত্তমম্ ॥ ২১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ডে
যানি তীর্থানি পুরা ক্ষেত্রানি খানি তু। প্রভাস-
মাগমিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥ ২১৫ ॥
অষ্টৌ কোটিসহস্রানি অষ্টৌ কোটিশতানি চ।
ক্ষেত্রং রক্ষন্তি তত্রস্থঃ প্রভাসঃ শঙ্করা গণাঃ ॥
২১৬ ॥ ইয়ং সরস্বতী পুণ্যা সৰ্বদেব হি বিদ্যতে।
পঞ্চশ্রোতাঃ প্রভাসে তু দ্ব্যুপ্রাপ্যা ত্রিদশৈরপি ॥
২১৭ ॥ তস্তা যৎপঞ্চমং শ্রোতৰ্ন্যাক্ষুমত্যাস্তটানি চ।
তস্ত মধ্যে স্থিতং তীর্থং গোম্পদেতি চ বিজ্ঞতম্ ॥
২১৮ ॥ তত্র প্রেতশিলা মধ্যে প্রেতানাং মুক্তি-
দায়িকা। যত্র প্রেতাঃ পুরা মুক্তা অষ্টাবিংশতি-
কোটয়ঃ ॥ ২১৯ ॥ পাপিনাং মুক্তিদং তীর্থমাদ্যং
রুদ্রগয়া স্মৃত। তদস্মিন গোম্পদং নাম কলৌ খ্যাতং
ধরাতলে ॥ ২২০ ॥ যদা কীরোদমবনান্নিসৃত

লোকমাতরঃ। তদা দেবৈঃ সমেতাঃ আগতাতীর্থ-
সন্নিবোধে ॥ ২২১ ॥ পদং তত্র নিমগ্নঞ্চ নন্দ্যাপদ
শিলাতলে। শিলাঃ খুরাক্তিতাঃ দৃষ্টা জাহ্নুদেশা-
কিতাঃ তথা ॥ ২২২ ॥ বিস্মিতাঃ সৰ্বদেবা
বৈ পপ্রচ্ছূৰ্গাঞ্চ নন্দিনীম্। কিমেতদ্বৃষ্টতে
দেবি পদং প্রেতশিলাতলে। কথং তু খেদঃ
সঞ্জাতশ্চান্মাকং স্বলনং কথম্ ॥ ২২৩ ॥ নন্দি-
ন্যাচ। ইদং মম পদং দেবাঃ শিলাসংস্থং
বিরাজতে। গগনজ্ঞানভূমিঃ চন্দ্রবিস্ময়-
পরম্ ॥ ২২৪ ॥ অদ্যপ্রভৃতি ভো দেবা-
স্ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। গোম্পদং নাম বিখ্যাতং
লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি ॥ ২২৫ ॥ অত্রাগত্য
নরো যন্ত স্নানং শ্রাদ্ধং করিষ্যতি। গয়াসপ্তগুণং
তস্ত কলং দেবা ভবিষ্যতি ॥ ২২৬ ॥ ন বারো ন
নক্ষত্রং ন কালস্তত্র কারণম্। যদেব দৃষ্টতে
তীর্থং তদা পঞ্চসংস্থকম্ ॥ ২২৭ ॥ অথবা পঞ্চ-
কাক্ষা চেষ্টানি মে শৃণু পার্বতি। অয়নে বিষুবে
যুগ্মে সামান্তে চার্কসংক্রমে ॥ ২২৮ ॥ অমাবাস্তাষ্ট-
কয়াঞ্চ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ। আর্জ্যমঘারোহিণীষু
দ্রব্যত্ৰাঙ্কণসঙ্কমে ॥ ২২৯ ॥ গজচ্ছায়াব্যতীপাতে
বৈধৃতে দ্বতচামরে। বৈশাখস্ত তৃতীয়য়াং নবম্যাং

যে, ভো ভো রাজন্! শোক পরিত্যাগ করিয়া
যাহাতে তোমার পিতার মুক্তি হইবে, শ্রবণ
কর,—প্রভাস নামে মহাপাতক-নাশন সৰ্ব-পাপ-
প্রশমন এক তীর্থ আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, হরিতত্ত্ব,
ও রুদ্রতত্ত্ব শঙ্করপ্রিয় প্রভাসে বিদ্যমান। এই
অনুত্তম ক্ষেত্র শাক্তেয়, চান্দ্র, সৌর, সারস্বত,
আগ্নেয় ও বারুণ, বলিয়া কীর্তিত। ব্রহ্মাণ্ডে
যত তীর্থ ও যত ক্ষেত্র আছে, তৎসমস্তই-
কলিযুগে প্রভাসে আগমন করে। অষ্ট কোটি
সহস্র এবং অষ্টকোটি শত শঙ্করগণ প্রভাস
ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া থাকে। ত্রিদশ-দ্ব্যুপ্রাপ্য পঞ্চ-
শ্রোতা সরস্বতী প্রভাসের সৰ্বদেবই প্রবাহিত।
সরস্বতীর পঞ্চম শ্রোত ও অক্ষুমতীর তট এতদ-
ভয়ের মধ্যে গোম্পদ-তীর্থ অবস্থিত। এই
গোম্পদ-তীর্থ মধ্যে প্রেতমুক্তিদায়িকা প্রেতশিল
আছে। পূর্বে এই স্থানে অষ্টাবিংশতি কোটি
প্রেত মুক্তি লাভ করিয়াছিল। এই তীর্থ পাপী
দিগের মুক্তিদ, আদ্যতীর্থ ও রুদ্রময়। এই তীর্থ
কলিতে ধরাতলে গোম্পদ নামে খ্যাত। যখন
কীরোদমবনকালে লোকমাতৃকাগণ নিঃসৃত হন,

তখন দেবগণ মিলিত হইয়া এই তীর্থে আগমন
করেন; করিয়া তত্রত্য শিলাতলে নন্দ্যাপদ নিমগ্ন
এবং শিলাকে খুরাক্তিত ও জাহ্নুদেশাক্তিত দর্শন
করিয়া বিস্মিতভাবে নন্দিনী গাতীকে জিজ্ঞাসা
করেন যে, হে দেবি! এ কি প্রেতশিলাতলে চিহ্ন
কিসের? কিজন্ত আমাদের খেদ জন্মিতেছে এবং
স্বলনই বা হইতেছে কেন? নন্দিনী বলিল,—হে
দেবগণ! গগনাজ্ঞানে চন্দ্রবিস্ময়ের স্তায় শিলাতলে
আমার পদাচহু বিরাজ করিতেছে। অদ্যাবধি এই
পদাচহু লোকে গোম্পদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে।
এই তীর্থে আগমন করিয়া যেনর স্নান ও শ্রাদ্ধ
করিবে, তাহার গয়ায় সপ্তগুণ কল লাভ হইবে।
এ তীর্থে আগমন করিবার বার, নক্ষত্র, কাল
প্রভৃতি কোন বিশেষ নিয়ম নাই; যখনই এ
তীর্থ দেখা যায়, তখনই সহস্রপক্ষ জানিবে।
তবে যদি পঞ্চকাক্ষা থাকে—হে দেবি! তাহা
হইলে শ্রবণ কর। অয়ন, বিষুব, যুগ্ম, সামান্ত
অর্কসংক্রম, অমাবাস্তা, অষ্টকা, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ
আর্জ্য, মঘা, রোহিণী, দ্রব্যত্ৰাঙ্কণসঙ্কমে, গজচ্ছায়া,
ব্যতীপাত, বৈধৃতি, দ্বতচামর, বৈশাখী তৃতীয়া,

কার্তিকীকৃত্য তু ২৩০ । পঞ্চদশীক মাঘস্তু নভস্শে চ
ত্রেয়োদশীম্ । যুগাদয়ঃ স্মৃতা হেতাস্তস্মিন্ কালে চ
বা পুনঃ ২৩১ । মনস্তরাদৌ কার্ধ্যাক্ষ তত্র শ্রাদ্ধাঃ
বিজ্ঞানতা । অশ্বযুক্তশুক্রনবমী দ্বাদশী কার্তিকে
তথা ২৩২ । তৃতীয়া চৈত্রমাসস্ত তথা ভাদ্রপদস্ত
চ । ফাল্গুনস্ত অমাবাস্তা পৌষদ্বৈতাদশী তথা ।
২৩৩ । আষাঢ়স্তাপি দশমী মাঘমাসস্ত সপ্তমী ।
শ্রাবণস্তাইমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ২৩৪ ।
কার্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী তথা । মঘ-
স্তুরাদয়শ্চৈতা দত্তশ্রাদ্ধকায়িকারিকাঃ ২৩৫ । বৈশাখস্ত
তৃতীয়ায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ ফাল্গুনস্ত চ । পঞ্চমী চৈত্র-
মাসস্ত তন্ত্বেষাবাস্তা তথা পরা ২৩৬ । শুক্লত্রয়ো-
দশী মাঘে কার্তিকীকৃত্য তু সপ্তমী । নবমী মার্গশীর্ষস্ত
সপ্তৈতাঃ কল্পকাদিমাঃ ২৩৭ । কল্পতপ্তির্ভবেচ্ছাদ্ধে
কল্পাদৌ তু কৃতে পুরা । ইতোবমুক্তা সা নন্দা
দেবানাং প্রতি নন্দিনী । অন্তর্দ্বানং জগামাশু
দীপো বাতহতো যথা ২৩৮ । ইতীদং কোতুকং
দৃষ্ট্বা সর্বে দেবাঃ সবারবাঃ । ব্রহ্মর্ষয়ো দেবর্ষয়ঃ
শ্লোকং পৌরাণিকং জগুঃ ২৩৯ । অহো তীর্থস্ত
মাহাত্ম্যং নন্দায়ান্তপসো বলম্ । সরস্বতীদেন দত্তেন
গয়াসপ্তগুণং ফলম্ ২৪০ । এবমুক্তা ততো দেবা-
শ্চকুঃ শ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াম্ । যথোক্তং ফলমাপুস্তে

কার্তিকী নবমী, মাঘমাসের পূর্ণিমা ও ভাদ্রমাসের
ত্রেয়োদশী, এগুলি যুগাদি ইহাতে বা মনস্তরাদিতে
তথায় শ্রাদ্ধ কর্তব্য । অশ্বযুক্ত শুক্রনবমী, কার্তিকী
দ্বাদশী, চৈত্র ও ভাদ্র মাসের অমাবাস্তা পৌষ
মাসের একাদশী, আষাঢ়ী দশমী, মাঘমাসের
সপ্তমী, শ্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়ী পূর্ণিমা
এবং কার্তিকী ফাল্গুনী জ্যৈষ্ঠী পঞ্চদশী, এই
গুলি মনস্তরাদি । এই সকল তিথি প্রদত্ত
দ্রব্যের অক্ষয়কারিকা । বৈশাখী তৃতীয়া, ফাল্গুনী
কৃষ্ণা তৃতীয়া, চৈত্রমাসের শুক্ল-কৃষ্ণা তৃতীয়া, মাঘী
শুক্লা ত্রেয়োদশী, কার্তিকী সপ্তমী ও মার্গশীর্ষের
নবমী, এই সপ্ত তিথি কল্পাদি । কল্পাদিতে শ্রাদ্ধ
কৃত হইলে কল্পকাল পর্য্যন্ত তপ্তি হয় । হে দেবি !
এই বলিয়া বাতহত দীপের স্তায় নন্দিনী অন্তর্হিত
হইল । তদদর্শনে সবাসব দেবগণ—ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি
প্রভৃতি এইরূপ পৌরাণিক শ্লোক গান করিতে
লাগিলেন যে, অহো তীর্থের কি মাহাত্ম্য ! অহো
নন্দার কি তপোবল ! একবার মাত্র তথায় শ্রাদ্ধ
প্রদান করিলে গয়ার সপ্তগুণ ফল লাভ হয় । এই
বলিয়া দেবগণ তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে লাগি-

নন্দিয়া পূর্বভাষিতম্ ২৪১ । ইথং তমপি রাজেন্দ্র
গচ্ছ নীত্রং হি গোম্পদম্ । তত্র শ্রাদ্ধাদিকাঃ কৃৎস্না
লপ্যাসে কলমোপিতম্ ২৪২ । অয়ং তে জনকো
রাজন পাপিনাঃ প্রবরঃ স্মৃতঃ । নারৈশ্চতীর্থশতৈঃ
শক্যঃ শ্রোক্তুঃ গোম্পদং বিনা ২৪৩ । তস্মাদ্-
ব্রজ মহারাজ মা কামীস্বঃ বিলম্বনম্ । এবং শ্রদ্ধা
তদা রাজা প্রভাসং ক্ষেত্রমাগতঃ ২৪৪ । তত্র
স্থানস্থিতান বিপ্রান্তীর্ণমাহাত্ম্যাকোবিদান । অগ্রে-
কৃত্য মহারাজো যযৌ ব্রহ্মমতীঃ নদীম্ ২৪৫ ।
তৈ রাজ্ঞো দর্শিতং তীর্থং পদং প্রেতশিলাস্থিতম্ ।
তদ্বৃষ্টা বিমলঃ তীর্থং বিশ্বমোৎফুল্ললোচনঃ । চক্রে
কুণ্ডানি বেদীশ্চ মণ্ডপান যজ্ঞসিদ্ধয়ে ২৪৬ । ততো
যজ্ঞঃ সমারকো বিধিবদ্ভূরিদক্ষিণঃ । প্রত্যক্ষং
পিতরস্তস্ত বভূবুর্জলনপ্রভাঃ ২৪৭ । ততঃ শ্রদ্ধাং
সমাহ্বায় শ্রাদ্ধৈর্ষজৈর্জহোদয়ম্ । তে চাক্রবন বচ-
স্তুষ্টাঃ পিতরো রাজসত্তমম্ ২৪৮ । ধন্তোহসি
রাজন পুণ্যোহসি বয়ং ধন্ততরাশ্বয়া । যদত্র তীর্থে
শ্রাদ্ধেন উদ্ধৃতা ভবতা বয়ম্ ২৪৯ । এবমুক্তা
ততঃ সর্বে বেবেন পিতরঃ সহ । বিমানবরসংস্থান্চ

লেন এবং নন্দিনীকথিত ফল লাভ করিতে
থাকিলেন ২০২-২৪১। হে রাজন ! অতএব আপনিও
গোম্পদে গমন করুন । তথায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া
ঈপ্সিত ফল লাভ করিবেন । গোম্পদ তীর্থ
বাতীত অপর শত শত তীর্থও আপনার এই
পাপিপ্রবর পিতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে
না ; অতএব আপনি অবিলম্বে তথায় গমন করুন ।
দেবর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া রাজা প্রভাস-
ক্ষেত্রে আগমন করিলেন । সেখানে উপস্থিত
হইয়া তিনি তত্রত্য তীর্থমাহাত্ম্য ব্রাহ্মণগণকে
আহ্বান করিয়া ব্রহ্মমতীতীরে গমন করিলেন ।
ব্রাহ্মণগণ তথায় তাঁহাকে প্রেতশিলাস্থিত পদচিহ্ন
দর্শন করাইলেন । রাজা তীর্থদর্শন করিয়া বিশ্বমো-
ৎফুল্ল লোচন হইলেন । তিনি কুণ্ড, বেদী প্রভৃতি
নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত মণ্ডপ সকল করা-
ইলেন । অনন্তর বিধিবৎ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ আরম্ভ
হইল । তাঁহার পিতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে দীপদেহে
বিরাজ করিতে লাগিলেন । শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা
সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ রাজাকে বলিলেন,—হে
রাজন ! তুমি ধন্ত ও পুণ্য এবং আমরাও তোমার
দ্বারা ধন্ততর হইলাম ; যে হেতু তুমি শ্রাদ্ধ প্রদান
করিয়া আমাদের উদ্ধার করিলে । বেগের

জন্মন্তে ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ২৫০ ॥ গচ্ছন্নুবাচ বেনস্তঃ
রাজানং পৃথুবক্ষসম্ । রাজন্ জন্মানি চত্বারি অভূবঃ
চান্তজন্মনি ॥ ২৫১ ॥ কুঞ্জী পাপো হুরাচারচাণ্ডালো-
চ্ছিষ্টভুক তথা । সোহহং পাপবিনিষ্টুকেণ গচ্ছামি
ত্রিদিবালয়ম্ ॥ ২৫২ ॥ তদাচ্ছ হং মহাভাগ রাজাঃ
ভূক্ষু চিরায় চ । কৃতং তে সকলং কার্য্যং পুত্রেন
ক্রিয়তে চ যৎ ॥ ২৫৩ ॥ এবং ক্রত্বা তদা রাজা
মুমূদে জ্ঞাতিসংযুতঃ । ব্রাহ্মণান হর্ষয়ামাস দানৈর্ভূ-
কাঞ্চনাদিভিঃ ॥ ২৫৪ ॥ ন তদন্তি জগত্যশ্মিংশুত্ব
যন্ন দদৌ নৃপঃ । দৃষ্ট্বা প্রভাবং তীর্থস্থ প্রত্যক্ষং
পিতৃদর্শনম্ ॥ ২৫৫ ॥ এবং রাজা স ক্রত্বা তু স্বকৌয়ং
স্থানমায়যৌ । ভূক্তা ভূমিঃ তু সকলাঃ প্রেতা স্বর্গং
সমাপ্তবান্ ॥ ২৫৬ ॥ এবম্প্রভাবং তৎক্ষেত্রং প্রভাসং
পাপনাশনম্ । যস্মিন্নায়ান্তি তীর্থানি দেবান্তিষ্ঠন্তি
কোটিশঃ ॥ ২৫৭ ॥ প্রভাসং ক্ষেত্রমাসাদ্য যোহন্থ-
তীর্থং হি মার্গতে । স করস্থং সমুৎসৃজ্য কূর্ণরেন
সমালিহেৎ ॥ ২৫৮ ॥ অক্রবন্ পিতরশ্চেনাং গাথাং
পৌরানিকৌ প্রিয়ে । গয়াং গন্তুং ন শক্নোতি যদি
পুত্রঃ কথঞ্চন । তদা যত্নেন গন্তব্যং গোম্পদং

তীর্থযুগ্মম্ ॥ ২৫৯ ॥ কন্দৈর্মূলৈঃ কলৈর্কাপি
পিণ্যাকৈঃ স্তদকেন বা । অপি নঃ স কুলে ভৃগাদ-
যোহত্র শ্রাদ্ধং প্রদান্ততি ॥ ২৬০ ॥ তত্র স্নান-
প্রযত্নেন ব্রাহ্মণান বেদবিস্তামান্ । আমন্ত্র্যঃ বিধি-
বজ্জ্ঞান্ভোজয়িত্বা প্রযত্নতঃ । পিণ্ডদানং তু কর্তব্যং
পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাং ॥ ২৬১ ॥ ন তিথির্ন চ
নক্ষত্রঃ পরিমাসাদিকঃ ন হি । সর্বদা তত্র গন্তব্যং
শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা ॥ ২৬২ ॥ ন কালনিয়মস্তত্র
প্রমাণং দর্শনং যতঃ । তত্রাক্ষয়তৃতীয়ায়াঃ দুর্লভং
গমনং প্রিয়ে ॥ ২৬৩ ॥ কার্তিক্যাং মাঘসপ্তম্যাং
পদ্মকে বাথ পূর্ণিমা ॥ ২৬৪ ॥ হিরণ্যদানং গোদানং
বস্ত্রং রূপ্যং ঘৃতং তিলাঃ । দাতব্যাস্তত্র যুক্তেন
পিতৃণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাং ॥ ২৬৫ ॥ এবং তে কথিতং
দেবী তীর্থগুহ্যং মহোদয়ম্ । ন কথ্যং হৃষ্টবুদ্ধীনাং
পাপিনাং ক্রুরচেতসাম্ ॥ ২৬৬ ॥ শ্রদ্ধাযুক্তায় দাতব্যং
পিতৃভক্তিরতায় চ । শ্রাদ্ধকালে বিশেষণে পঠেদ্
ভক্ত্যা পুরাণবিৎ ॥ ২৬৭ ॥ পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তিস্তেন
দ্বাদশবার্ষিকী । শ্রোতব্যং প্রযতৈর্নিত্যং নরৈর্নরকভী-
কৃতিঃ । পঠিতব্যং সদা ভক্ত্যা বিপ্রাণাং ভূক্ততাং

সহিত পিতৃগণ এই বলিয়া বিমানারূঢ় হইয়া ত্রিদিব-
ধামে গমন করিলেন । যাইতে যাইতে বেন,
রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি চারি জন্ম
কুঞ্জী, পাপ, হুরাচার চণ্ডাল ও উচ্ছিষ্টভুক হইয়া
আসিতেছি; অদ্য পাপনিষ্টুকে হইয়া স্বর্গলাভ
করিলাম । হে মহাভাগ! অধুনা গমন করিয়া চির
কালের জন্য রাজ্য ভোগ কর; তুমি পুত্রের
কার্য্য—সমস্তই করিয়াছ! এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
রাজা জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-
গণকে ভূ-কাঞ্চনাদি দ্বারা ভোষিত করিলেন । তিনি
তথায় প্রত্যক্ষভাবে পিতৃদর্শন করিয়া তীর্থপ্রভাব
বিশেষরূপ অবগত হইয়া সেখানে যাহা না দান
করিলেন, তাহা জগতে নাই । এইরূপ দানাদি
সম্পন্ন করিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন;
হইয়া সকল ভূমি ভোগ করত অস্ত্রে স্বর্গলাভ করি-
লেন । হে দেবি! এবম্প্রভাব সেই ক্ষেত্র—যাহা
পাপনাশন প্রভাস । সেখানে তীর্থসমূহ আগমন
করিয়াছে; কোটি কোটি দেবতা তথায় বাস
করেন । প্রভাস ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি অল্প
তীর্থ ইচ্ছা করে, তাহার দ্রব্যকে করস্থ না করিয়া
কূর্ণরস্থ করিয়া লেহন করা হয় । পিতৃগণ এক
গাথা গান করত এই যে পুত্র যদি কোন প্রকারে

গয়া যাইতে না পারে, তাহা হইলে যত্পূর্বক
গোম্পদ তীর্থে যাইবে । কন্দ, মূল, কল, পিণ্যাক,
ও ইস্কুদ দ্বারা যে গোম্পদে আনিয়া শ্রাদ্ধ করিবে,
এরূপ পুত্র আমাদের কুলে জন্ম গ্রহণ করুক ।
পিতৃগণের তৃপ্তনীচ্ছা ব্যক্তি সকলের গোম্পদতীর্থে
আসিয়া স্নানান্তে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণপূর্বক বিধিবৎ শ্রাদ্ধ
করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করানর পর পিণ্ড দান করা
কর্তব্য । তিথি, নক্ষত্র, মাস প্রভৃতি কোন নিয়ম
নাই, শ্রদ্ধাসংকারে সর্বদাই ঐ তীর্থে গমন করা
যায় । এ তীর্থে কালনিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা দেখি-
লেই হইল । তবে অক্ষয়তৃতীয়ায় এ তীর্থে আগ-
মন দুর্লভ । পিতৃতৃপ্তীচ্ছা ব্যক্তি রবিবার কার্তিকী
পূর্ণিমা, মাঘী সপ্তমী, পদ্মক বা পর্বে ঐ তীর্থে
হিরণ্যদান, গোদান, বস্ত্র, রূপ্য, ঘৃত, তিল প্রভৃতি
দান করিবেন । হে দেবি! এই আমি তোমাকে
তীর্থগুহ্য মহোদয়ের বিষয় বলিলাম । হৃষ্টবুদ্ধি,
পাপী ও ক্রুরচেতা ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা কথ্য
নহে । শ্রদ্ধাযুক্ত ও পিতৃভক্ত ব্যক্তিগণকেই ইহা
দিতে হয় এবং শ্রাদ্ধকালে পাঠ করা কর্তব্য ।
ইহাতে পিতৃগণের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয় । নরক-
ভীক ব্যক্তিগণ প্রযতচিত্তে নিয়ত ইহা শ্রবণ
করিবে । বিপ্রগণ ভোজন করিতে বসিলে তাঁহা-

পুয়ঃ । ২৬৮ । পানীয়মপ্যত্র তিগৈর্মিমিশ্রং দদ্যাৎ
পিতৃভ্যাঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ । শ্রাদ্ধং কৃতং তেন
সমাসহস্রং ব্রহ্মস্মৈতৎ পিতরো বদন্তি । ২৬৯ । ইদং
ব্রহ্মস্মৈ শ্রীনাং নিধানমিদং পিতৃণামতিবল্লভকং । ইদঞ্চ
বেদেষু ভায় নিত্যমিদং মহাপাপহরঞ্চ পুংসাম্ । ২৭০ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে গোম্পদতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৩ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবী নারায়ণ-
গৃহং পরম্ । গোম্পদাদক্ষিণে ভাগে সাগরস্ত তটে
ভূভে । ১ । শুক্লমত্যাঃ সমীপে তু সৰ্বপাতক-
নাশনে । তত্র কল্লাস্তরস্থায়ী স্বয়ং তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
২ । পিতৃণামুদ্বারার্থয় হৃদ্বিন রোদ্রে কলৌ যুগে ।
যদা দৈত্যবিনাশং স কুরুতে ভগবান্ হরিঃ । ৩ ।
বিজ্ঞামার্থং তদা তত্র গৃহে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ । নারায়ণ-
গৃহং তেন বিখ্যাতং জগতীতলে । ৪ । কৃতে জনা-
দ্দিনো নাম ত্রেতায়াং মধুসূদনঃ । স্থাপরে পুণ্ডরীকাক্ষঃ
কলৌ নারায়ণঃ স্মৃতঃ । ৫ । এবং চতুর্যুগে প্রাপ্তে

দেব সম্মুখে ইহা পঠ্য বরিতে হয় । প্রযত মনুষ্য
পানীয়টুকু পর্য্যাপ্ত তিলমিশ্রিত করিয়া পিতৃগণকে
দিবে । একপ করিলে সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করার
ফল হয় । এ ব্রহ্ম পিতৃগণ বলিয়াছেন । এই ব্রহ্ম
যশের নিধান, পিতৃগণের অতিবল্লভ, নিত্য অমৃত-
স্বরূপ এবং মানবগণের মহাপাপহর । ২৪২—২৭০ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৩ ।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অতঃপর
মানব নারায়ণ-গৃহে গমন করিবে । এই তীর্থ
গোম্পদ তীর্থের দক্ষিণে সাগরতটে শুক্লমতী
সমীপে অবস্থিত । এই ঘোর কলিযুগে কল্লাস্ত-
স্থায়ী কেশব পিতৃগণের উদ্ধারার্থ এই স্থানে বাস
করেন । যখন তিনি দৈত্যবিনাশ করেন, তখন
বিপ্রমার্গ এই স্থানে বাস করিতেন । এক্ষণ এই
স্থান পৃথিবীতে নারায়ণ-গৃহ নামে বিখ্যাত হই-
য়াছে । ভগবান্ হরি সত্যে জনাধিন, ত্রেতায়া
মধুসূদন, স্থাপরে পুণ্ডরীকাক্ষ এবং কলিতে নারা-

পুনঃপুনররিন্দম । কৃষ্ণা ধর্মব্যবস্থানং তৎস্থানং
প্রতিপদ্যতে । ৬ । একাদশ্যাঃ নিরাহারো যন্তঃ
দেবঃ প্রপশ্বতি । স পশ্বতি ক্রবং স্থানং প্রেত্যানন্তঃ
হয়েঃ পদম্ । ৭ । তেন পীতানি বস্ত্রাণি দেয়ানি
দ্বিজপুঙ্গব । স্নানং শ্রাদ্ধং চ কর্তব্যং সম্যগ্‌যাজ্ঞা-
ফলেপ্সুভিঃ । ৮ । ইতি তে কথিতং মহাপ্রভাবঃ
হরিসকেনিকেনোদভবম্ । শৃণুতে বা প্রযতন্ত
যঃ সুধীঃ পঠতে বা লভতে স সদগতিম্ । ৯ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণগৃহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দেবিকা-
তটসংস্থিতম্ । জালেশ্বরেতি বিখ্যাতং সুরাসুর-
নমস্কৃতম্ । ১ । মধস্তরে চাক্ষুষে চ সম্প্রাপ্তে
স্থাপরে যুগে । নারায় জালেশ্বরঃ লিঙ্গং দেবিকা-
তটসংস্থিতম্ । ২ । পূজাতে নাগকন্তাভিন
তৎ পশ্বন্তি মানবাঃ । মহাতেজোমণিময়ং চন্দ্রবিদ্য-
সমপ্রভম্ । স্মরণাত্তত দেবস্ত ব্রহ্মহত্যা প্রণশ্বতি ।
৩ । দেবুবাচ । কথং জালেশ্বরং নাম কশ্মিন্

য়ন নামে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে পুনঃপুনঃ ধর্ম-
সংস্থাপন করত ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন ।
একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া যে তাঁহাকে দর্শন করে,
তাঁহার ক্রবস্থান অবলোকন করা হয় এবং জীব-
নান্তে সে হরিলোক লাভ করে । এই তীর্থে যাত্রা-
ফলেচ্ছ ব্যাক্তিদিগের স্নান, শ্রাদ্ধ ও হরি উদ্দেশে
ব্রাহ্মণকে পীত বসন দান করা কর্তব্য । ১—২ ।

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৭ ।

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব দেবি-
কাতটস্থিত সুরাসুরনমস্কৃত বিখ্যাত জালেশ্বর লিঙ্গ
সমীপে গমন করিবে । চাক্ষুষ মধস্তরে স্থাপর যুগে
নাগকন্তাগণ এই দেবিকাতটস্থিত জালেশ্বর লিঙ্গের
পূজা করিত ; মানবগণ এ লিঙ্গ দর্শন করিত
পারিত না । এই মহাতেজোমণিময় চন্দ্রবিদ্যসমপ্রভ
লিঙ্গের স্মরণে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় । দেবী বলি-
লেন,—হে প্রভো ! জালেশ্বর লিঙ্গাক প্রকার, ইহা

কালে বহুব তৎ ৪। সাধুতিঃ সহ সংবাসাৎ কে
 গুণাঃ পরিকীর্তিতাঃ। কে লোকাঃ কানি পুণ্যানি
 তৎসৰ্গঃ শংস মে প্রভো ৫। ঈশ্বর উবাচ।
 অত্রৈবোদাহরন্ত্যামিতিহাসং পুরাতনম্। নাভাগস্ত
 চ সংবাদমাপস্তম্বতপোনিধেঃ ৬। মহধিরাঙ্গমান
 পূৰ্ব্বমাপস্তম্বো দ্বিজাগ্রণীঃ। উপাবসন সদায়ভো
 বহুব ভগবান্স্তদা ৭। নিত্যং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
 মোহং দ্রোহং বিসৃজ্য সঃ। দেবিকাসরিতো মध्ये
 বিবেশ সলিলাশয়ে ৮। ক্ষেত্রে প্রভাসিকে
 রম্যে সম্যগ্ জ্ঞাত্বা শিবপ্রিয়ে। তত্রাস্ত বসতঃ
 কালঃ সমভীতো মহান্স্তদা ৯। পরেণ ধ্যান-
 যোগেন স্থাপুভূতস্ত তিষ্ঠতঃ। ততঃ কদাচিদাগত্য
 তং দেশং মৎস্তজীবিনঃ ১০। প্রসার্য স্তুমহজ্জালং
 সৰ্কে চাকৰ্ষয়ন্ বলাৎ। অথ তঞ্চ মহামৎস্তং নিষাদা
 বলদর্পিতাঃ ১১। তস্মাদ্ভ্যন্তারয়ামাসুঃ সলিলাদ-
 ব্রহ্মনন্দনম্। তং দৃষ্ট্বা তপসা দীপ্তং কৈবৰ্ত্ত্য ভয়-
 বিহ্বলাঃ। শিরোভিঃ প্রণিপত্যোচ্চৈরিদং বচন-
 মব্রবন্ ১২। নিষাদা উচুঃ। অজ্ঞানাং কৃত-
 পাপানামস্মাকং ক্ষন্তুমর্হসি। কিং বা কাৰ্য্যং প্রিয়ং
 তেহদ্য তদাজ্ঞাপয় শূরত ১৩। স মুনিস্তম্বহ-
 দৃষ্ট্বা মৎস্তানাং কদনং কৃতম্। কুপয়া পরয়াবিষ্টো

দাশান্ প্রোবাচ হুঃখিতঃ ১৪। কেন মে স্তাদ্ভূপায়ো
 হি সৰ্কে স্বার্থে বত স্থিতাঃ। জ্ঞানিনামপি যচ্চেতঃ
 কেবলাবহিতে রতম্ ১৫। জ্ঞানিনোহপি যদা
 স্বার্থমাস্রিত্য ধ্যানমাহিতাঃ। হুঃখার্থানীহ সন্ধানি
 ক যাস্তস্তি সুখং ততঃ ১৬। যোহভিভাব্যতি
 ভোক্তুং বৈ হুঃখাস্তেকাস্ততো জনঃ। পাপং পাপ-
 তরং তং হি প্রবদন্তি মুমুক্শবঃ ১৭। কো হু মে
 স্তাদ্ভূপায়ো হি যেনাহং হুঃখিতাস্তবান্। অস্তঃ-
 প্রবিষ্টঃ সন্তানং ভবেয়ং সৰ্ব্বহুঃখভুক্ ১৮।
 যন্নমাস্ত শুভং কিঞ্চিদেনোহুপগচ্ছতু। যৎকৃতং
 হৃকৃতং তৈশ্চ তদশেষমুপৈতু মাম্ ১৯। দৃষ্ট্বাভান
 কুপণান্ ব্যাক্রাননাথান্ যোগিনস্তথা। দয়া ন
 জায়তে যস্ত স রক্ষ ইতি মে মতিঃ ২০। প্রাণ-
 সংশয়মাপন্নান্ প্রাণিনো ভয়বিহ্বলান্। যো ন
 রক্ষতি শক্নোহপি স তৎপাপং সমশ্রুতে ২১।
 আহর্জনানামার্তানং সুখং যদুপজায়তে। তস্মা
 স্বর্গোহপবর্গো বা কলাং নার্হতি যোড়শীম্ ২২।
 তস্মাশ্রিতানহং দীনাঃস্ত্যক্তা মীনান্ শূদ্রঃখিতান্।
 পদমাত্রান্ত যাস্তামি কিং পুনস্ত্রিদশালয়ম্ ২৩।

বলুন। মুনি মৎস্তদিগের মহাহুঃখ কৈবৰ্ত্তদিগের
 প্রতি কুপাপূৰ্ব্বক বলিলেন,—কিসে আমার উপকার
 হইবে? সকলেইত স্বার্থে অবস্থিত। জ্ঞানিগণেরও
 চিত্ত কেবল আত্মহিতে রত। জ্ঞানিগণও যখন স্বার্থ
 আশ্রয় করিয়া ধ্যান অবলম্বন করেন, তখন আর
 হুঃখার্ন্ত প্রাণিগণ সুখ কোথায় পাইবে? যেজন
 একান্ত হুঃখভোগ করিতে বাঞ্ছা করে, 'মুমুক্শুগণ
 তাহাকে পাপ হইতেও পাপতর বলিয়া থাকেন।
 আমার উপায় কি হইবে? যেহেতু আমি হুঃখি-
 তাস্তবান্। আমি সহগণের অস্তঃপ্রবিষ্ট সৰ্ব্বহুঃখভুক্
 হইব। আমার যাহা কিঞ্চিৎ স্মৃকৃত আছে, তাহা এই
 ইহাগিকে প্রাপ্ত হউক; আর তাহার যাহা হৃকৃতি
 করিয়াছে, তাহা আমাতে উপগত হউক। অহু,
 নিগ্রীহ, বিকৃতাক্ষ, অনাথ ও যোগিগণের প্রতি
 যাহার দয়া না হয়, সে ব্রাক্ষস। যে প্রাণসংশয় অবস্থা
 প্রাপ্ত ভয়বিহ্বল প্রাণীদিগকে মর্ষ হইয়াও না
 রক্ষা করে, সে তাহার পাপভাগী হইয়া থাকে।
 কথিত আছে যে (উপকৃত) আৰ্ত্তজন যে সুখ লাভ
 করে, স্বর্গ বা অপবর্গও তাহার যোড়শী কলার
 যোগ্য নহে। অতএব আমি এই শূদ্রঃখিত দীন
 মীনগণকে ত্যাগ করিয়া পদ মাত্রও যাইব না, তা

কোন কালে হইয়াছিল, সাধুসমাগমের গুণ কি, লোক
 কাহাকে বলে, এবং পুণ্যই বা কত প্রকার, এই
 সমস্ত বলুন? ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! তোমার
 প্রশ্নবিষয়ে পুরাতন ইতিহাস—নাভাগ ও আপস্তম্ব
 সংবাদ কীর্তিত হয়। তদযথা—পূর্বে আপস্তম্ব
 নামে এক দ্বিজবর ছিলেন। তিনি সৰ্বদাই সং-
 কর্ষে নিয়ত থাকিতেন। ক্রোধ, লোভ, দ্রোহ,
 মোহ এ সকল কিছুই তাঁহার ছিল না।
 তিনি প্রভাসক্ষেত্রে শিবপ্রিয় জানিয়া অত্রত্য
 দেবিকাসরিতের সলিলাশয় মধ্যে বাস করিতেন।
 তথায় ধ্যানযোগে স্থাপুভূত হইয়া বাস করিতে
 থাকিলে তাহাতে তাঁহার বহুকাল অতীত হইয়া
 যায়। অনন্তর একদা মৎস্তজীবগণ ঐ স্থানে
 স্তুমহৎ জাল প্রসারিত করত জালে বৃহৎ মৎস্ত
 পতিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহা বলপূর্ব্বক আক-
 র্ষণ করিতে থাকে। ক্রমে তাহার ব্রহ্মনন্দনকে
 জাল হইতে উস্তারিত করিয়া দেখিয়া ভয়ে মস্তক
 দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক বলিল,—হে দেব! অজ্ঞান
 বশতঃ এই কৃতপাপ ব্যক্তিগণকে ক্ষমা করুন;
 আর আমরা অপনার কি উপকার করিব, তাহা!

ঈশ্বর উবাচ । নিশম্যৈতদ্বৃষোবাধ্যং দাশান্তে জাত
সম্ভবাঃ । যথাকৃতং তৎসৰ্বং নাতাগায় শ্রবেদয়ন ।
২৪ ॥ নাতাগোহপি ততঃ শ্রুত্বা তং ভ্রষ্টং ব্রহ্মনন্দনম্ ।
শ্রুতঃ প্রযযৌ তত্র সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ ॥ ২৫ ॥
স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং দেবকল্পং মুনিং নৃপঃ ।
প্রোবাচ ভগবন্ ক্রহি কিং কৰোমি ভবাক্ষয়া ॥ ২৬ ॥
আপস্তম্ব উবাচ । অমেন মহতাবিষ্টাঃ কৈবৰ্ত্তা দুঃখ-
জীবিনঃ । মম মূল্যং প্রযচ্ছতি যদযোগাং মন্তসে
নৃপ ॥ ২৭ ॥ নাতাগ উবাচ । সহস্রাণাং শতং মূল্যং
নিষাদেভ্যো দদাম্যহম্ । নিগ্রহাখ্যস্ত ভগবন্ যথাহ
ব্রহ্মনন্দনঃ ॥ ২৮ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । নাহং শত-
সহস্রৈশ্চ নিয়ম্যঃ পার্থিব স্বৰ্গা । সদৃশং দীপ্ততাং
মূল্যমমাতৈঃ সহ চিন্তয় ॥ ২৯ ॥ নাতাগ উবাচ ।
কোটিঃ প্রদীপ্ততাং মূল্যং নিষাদেভ্যো দ্বিজোত্তম ।
যদ্যেতদপি তে মূল্যং ততো ভূয়ঃ প্রদীপ্ততে ॥ ৩০ ॥
আপস্তম্ব উবাচ । নার্হং মূল্যং চ মে কোটিরধিকং
বাপি পার্থিব । সদৃশং দীপ্ততাং মূল্যং ব্রাহ্মণৈঃ সহ
চিন্তয় ॥ ৩১ ॥ নাতাগ উবাচ । অৰ্দ্ধরাজ্যং সমস্তং বা
নিষাদেভ্যঃ প্রদীপ্ততাম্ । এতন্মূল্যমহং মন্তে কিং

বাস্তবমন্তসে দ্বিজ ॥ ৩২ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । অৰ্দ্ধ-
রাজ্যং সমস্তং বা নাহমর্হামি পার্থিব । সদৃশং
দীপ্ততাং মূল্যমুধিতিং সহ চিন্তয় ॥ ৩৩ ॥ মহর্ষেস্তম্বচঃ
শ্রুত্বা নাতাগঃ স বিষাদবান । চিন্তাশিস হুঃখার্ভঃ
সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কশ্চিদ্বিস্তৃত
লোমশস্ত মহাপতাঃ । নাতাগমব্রবীন্মা ভৈস্তোময়ি
ষ্যামি তং মুনিম্ ॥ ৩৫ ॥ নাতাগ উবাচ । ক্রহি মূল্যং
মহাভাগ মুনেরস্ত মহাত্মনঃ । পরিভ্রাণস্ব মামস্মাৎ
সজ্জাতিকুলবান্ধবম্ ॥ ৩৬ ॥ নির্দেহস্তগবান্ কল্প-
দ্বৈলোক্যং সচরাচরম্ । কিং পুনশ্চানুসং হীনমত্যস্ত-
বিষয়ান্নকম্ ॥ ৩৭ ॥ লোমশ উবাচ । তমৌভ্যো
হি মহারাজ জগৎপূজ্যো দ্বিজোত্তমঃ । গাবশ্চ
দিব্যাস্ত্রাদ্যাদৌর্মূল্যমেষৈ প্রদীপ্ততাম্ ॥ ৩৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা সামাত্যঃ সপুৰোহিতঃ । হর্ষেণ
মহতাবিষ্টঃ প্রোবাচেদং বচো মুনিম্ ॥ ৩৯ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভগবন্ ক্রীত এব ন সংশয়ঃ । এতদ-
যোগাতমং মূল্যং ভবতো মুনিসত্তম ॥ ৪০ ॥ আপ-
স্তম্ব উবাচ । উত্তিষ্ঠোম্যেয় সুপ্রীতঃ সম্যক্ ক্রীতো-

ত্রিংশালয়ের কথা কি? ঈশ্বর বলিলেন,—উক্ত-
প্রকার ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়া জাতসম্ভব ধীবর-
গণ গিয়া নাগ সমীপে যথাকৃত নিবেদন করিল।
তচ্ছ্রবণে নাতাগ অমাত্য ও পুরোহিতগণের
সহিত ব্রহ্মনন্দনের দর্শনমানসে ক্রতগতি ঐস্থানে
আগমন করিলেন। তিনি মুনিসমীপে উপস্থিত
হইয়া বলিলেন,—বলুন আপনার আজ্ঞায় আমি
কি করিব? আপস্তম্ব বলিলেন,—এই দুঃখজীবি-
কৈবর্ত্তগণ মহেশ্বর প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহা-
দিগকে আমার যোগ্য মূল্য প্রদান করুন।
নাতাগ বলিলেন—হে ব্রহ্মনন্দন! আমি ইহা-
দিগকে আপনার মূল্যস্বরূপ লক্ষমুদ্রা প্রদান করি-
তেছি। আপস্তম্ব বলিলেন,—হে পার্থিব! শত-
সহস্র মুদ্রা আমার মূল্য নির্দেশ করা আপনার
উচিত হয় না; সদৃশ মূল্য দেন; আপনি একবার
অমাত্যগণের সহিত বিবেচনা করুন। নাতাগ
বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! ধীবরগণকে তবে
কোটিই দেওয়া যাউক, যদি ইহাই আপনার মূল্য
হয়। আপস্তম্ব বলিলেন,—নরাধিপ! আমার
যোগ্য মূল্য কোটি বা তদধিক নহে, ব্রাহ্মণগণের
সহিত বিবেচনা করিয়া। আপনি সদৃশ মূল্য প্রদান
করুন। নাতাগ বলিলেন,—তবে অৰ্দ্ধরাজ্য, না

হয় সমস্ত ধীবরগণকে দেওয়া যাউক, ইহাই আমি
আপনার মূল্য বলিয়া মনে করিতেছি; আপনিই
বা অস্ত্র আর কি মনে করেন? আপস্তম্ব বলি-
লেন,—হে পার্থিব! অৰ্দ্ধরাজ্য বা সমস্ত রাজ্য
আমার যোগ্য মূল্য নহে, তুমি ঋষিগণের সহিত
চিন্তা করিয়া সদৃশ মূল্য নিরূপণ কর। তচ্ছ্রবণে
নাতাগ বিষম ও দুঃখিত হইয়া সামাত্যপুরোহিত
চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লোমশ মুনি
ঐস্থানে আসিয়া বলিলেন,—“মঃ ভৈঃ;” আমি
মুনিকে তোমিত কাহ্নতেছি। নাতাগ বলিলেন,—
মহাভাগ আপনি মূনির মূল্য বলিয়া দিয়া সজ্জাতি-
কুলবান্ধব আমায় মুক্ত করুন। মুনি ক্রুদ্ধ হইলে
যখন সচরাচর দ্বৈলোক্য দত্ত করিতে পারেন,
তখন আর অতঃস্থ বিষয়াসক্ত মানুষ আমাকে দত্ত
করিতে বিলম্ব কি? লোমশ বলিলেন,—যথারাজ্য!
আপনি মাননীয় গণনীয় ব্যক্তি, দ্বিজোত্তম জগৎ-
পূজ্য; আর গো সকলও দিব্য বস্তু; অতএব এই
মূনির মূল্য একটা গোক আপনি প্রদান করুন। রাজা
সামাত্যপুরোহিত হষ্ট হইয়া আপস্তম্বকে বলিলেন,—
ভগবন্! উঠুন, উঠুন, অধুনা আপনাকে নিঃসন্দেহ
ক্রয় করিয়াছি; আপনার উপযুক্ত মূল্য নির্দাচন হই-
য়াছে। ১—৪০। আপস্তম্ব বলিলেন,—হে রাজন্! আমি

ইন্দি পার্শ্বি । গোভো মূল্যং ন পশ্যামি পবিত্রং
পরমং ভুবি ॥ ৪১ ॥ গাবঃ প্রদক্ষিণীকার্থাঃ পূজ-
নীয়াশ্চ নিত্যশঃ । মঙ্গলায়তনং দেব্যাঃ সৃষ্টা হেতাঃ
স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪২ ॥ অগ্ন্যাগারানি বিপ্রাণাং দেবতায়ত-
নানি চ । বঙ্গোময়েন শুধ্যন্তি কিম্বুতমধিকং ততঃ ॥
৪৩ ॥ গোমূত্রং গোময়ং কীরং দধি সর্পিস্তম্ভৈব
চ । গবাং পঞ্চ পবিত্রাণি পুনস্তি সকলং জগৎ ॥
৪৪ ॥ গাবো মমাগ্রতো নিত্যং গাবঃ পৃষ্ঠত এব
চ । গাবো মে হৃদয়ে চৈব গবাং মধ্যে বসাম্যহম্
৪৫ ॥ এবং জপন্নরো ময়ং ত্রিসঙ্খ্যং নিয়তঃ শুচিঃ
মুচ্যেতে সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৬
তৃণাহারপরা গাবঃ কৰ্ত্তব্য ভক্তিতোহবহম্ । অকৃত্বা
স্বয়মাহারং কুর্স্বন্ প্রাপ্নোতি তুর্গতিম্ ॥ ৪৭
তেনায়মো হতাঃ সম্যক্ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ
দেবাশ্চ পুজিতাস্তেন যো দদাতি গবাহুকম্
৪৮ ॥ সৌরভেয়ী জগৎপূজ্যা দেবী বিষ্ণুপদে
স্থিতা । সর্বমেব ময়া দত্তং প্রতীচ্ছতু স্তুতোষিতা ॥
৪৯ ॥ রক্ষণাঙ্গালপূত্রাণাং গবাং কণ্ডুয়নাস্তথা ।

কীরার্ধরক্ষণাচ্চৈব নরঃ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৫০ ॥
আদির্গাবো হি মর্ত্যস্ত মধ্যে চান্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
রক্ষন্তি তান্ত দেবানাং কীরাজ্যমমৃতং সদা ॥ ৫১ ॥
তস্মাদ্গাবঃ প্রদাতব্যাঃ পূজনীয়াশ্চ নিত্যশঃ ।
স্বর্গস্ত সঙ্গমা হেতাঃ সোপানমিব নিশ্চিন্তাঃ ॥ ৫২ ॥
এতচ্ছূয়া নিষাদান্তে গবাং মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
প্রশিপত্য মহাত্মানমাপস্তদমখাক্রবন্ ॥ ৫৩ ॥ নিষাদা
উচুঃ । সম্ভাবো দর্শনং স্পর্শঃ কীর্ত্তনং স্মরণং
তথা । পাবনানি কিলৈতানি সাধুনামিতি চ
ব্রুতম্ ॥ ৫৪ ॥ সম্ভাবো দর্শনং চৈব সহস্মাভিঃ
কৃতং ভয়া । কুরুষ্বানুগ্রহঃ তস্মাদ্গৌরেষা প্রতি-
গৃহ্যতাম্ ॥ ৫৫ ॥ আপস্তম্ব উবাচ । এতাং বঃ
প্রতগৃহ্মামি গাং যুগং মুক্তকিঞ্চিমাঃ । নিষাদা গচ্ছত
স্বর্গং সহ মৎস্তেজ্জলোদ্ধতে ॥ ৫৬ ॥ প্রাণিনাং
শ্রীতিমুৎপাদ্য নিন্দিতেনাপি কৰ্ম্মণা । নরকং যদি
পশ্যামি বৎস্তামি স্বর্গং এব তৎ ॥ ৫৭ ॥ যয়স্মা স্মৃকৃতং
কিঞ্চিন্ননোবাক্যকৰ্ম্মভিঃ । কৃতং স্তাস্তেন তুংখার্থাঃ
সর্কে যান্ত শুভাং গতিম্ ॥ ৫৮ ॥ ততস্তস্মৈ প্রসাদেন

প্রীত হইয়াছি ; অধুনা আমি ক্রীত হইলাম । গো
সকল অমূল্য এবং জগতের পরমপবিত্র বস্তু । গো-
সমূহকে প্রদক্ষিণ করিতে হয় । তাহাদিগকে মান-
বের নিত্যপূজ্য, মঙ্গলায়তন, এবং দেবতাস্বরূপ
করিয়া ভগবান্ স্বয়ম্ভু সৃষ্টি করিয়াছেন । বিপ্রগণের
অগ্ন্যাগার দেবায়তন প্রভৃতি যখন গোময় দ্বারা
লিপ্ত হইয়া শুদ্ধি লাভ করে, তখন আর গো-
সমূহের পাবনত্বের পরিচয় দিতে হইবে না ।
গোময়, গোমূত্র, কীর, দধি, ও সর্পি, গোকর এই
পাঁচটা বস্তু জগৎ পবিত্র করে । “গোক আমার
অগ্নে নিত্য বর্ত্তমান ; গোক আমার পূর্বে সদা
বিরাজিত ; হৃদয়ে আমার গো অবস্থান কার-
তেছে এবং গোমধ্যে সর্বদা বাস করিয়া আছি ।”
নর শুচিভাবে ত্রিসঙ্খ্য এই মন্ত্র জপ করিলে
সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে ।
মানব স্বয়ং আহার না করিয়া প্রতিদিন গোগণকে
তৃণাহারে তুষ্ট করিবে ; যদি আহার করিয়া এই
কার্য্য করে, তাহা হইলে তুর্গতি প্রাপ্ত হয় । যে
ব্যক্তি গবাহুক প্রদান করে, তাহার অগ্নিতে
হোম করা হয়, পিতৃলোকদিগকে তর্পিত করা
হয়, এবং দেবতাদিগের পূজা করা হয় । গবা-
হুক দানের মন্ত্র যথা—হে সৌরভেয়ি ! আপনি
জগৎপূজ্যা, দেবী ও বিষ্ণুপদে স্থিতা ; আপনি

আমার প্রদত্ত দ্রব্য সকল গ্রহণ করুন । নর
বালবৎসা গাভীর রক্ষাবিধান করিলে, তাহার
গাত্রকণ্ডুয়ন করিয়া দিলে এবং ক্ষৌণ ও আর্ধ অব-
স্থায় তাহাকে পালন করিলে স্বর্গে পুজিত হয় ।
গো সকল স্বর্গসঙ্গমস্বরূপ ও স্বর্গের সোপান তুল্য ।
ধীবরগণ মুনি আপস্তম্বের এই সকল কথা শ্রবণ
করিয়া প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে বলিল,—সাধুজনের
দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, স্মরণ ও তাহাদের সহিত
সম্ভাষ এই সকলই পবিত্র । হে দেব ! আপনি
আমাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন ;
অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট হইতে
এক গাভী গ্রহণ করুন । আপস্তম্ব বলিলেন,—
আমি তোমাদের গো প্রাতঃগ্রহ করিতোঁছি ;
তোমরা বিগতপাপ হইয়া জলোদ্ধৃত মৎস্তের
সহিত স্বর্গে গমন কর । নিন্দিত কৰ্ম্ম দ্বারাও
প্রাণিগণের শ্রীতি উৎপাদন করিয়া যদি নরকে
বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে
নরকে বাস বলা যায় না, সে স্বর্গবাসেরই
তুল্য হয় । আমি কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু
স্মৃকৃত অর্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা অতি
তুংখী সকলেই স্বর্গগমন করুক । মুনি এই
কথা বলিলে ধীবরগণ মৎস্তগণের সহিত স্বর্গে
গমন করিল । তাহা দিগকে স্বর্গে যাইতে

মহধৈৰ্য্যবিতান্বনঃ । নিষাদাস্তেন বাক্যেন সহ
মৎস্তৈর্দ্বিঃ গতাঃ ৷ ৫৯ ৷ তান্ দৃষ্ট্বা ব্রজতঃ স্বৰ্গঃ
স মৎস্তান্মৎস্তজীবিনঃ । সামাত্যভৃত্যো নৃপতি-
ক্ষিৎস্বাদিদমব্রবীৎ ৷ ৬০ ৷ সেব্যাঃ শ্রেয়োহর্গিভিঃ
সন্তঃ পুণ্যতীর্থে জলোপমাঃ । ক্ষণোপাসনমপ্যত্র
ন যেষাং নিফলং ভবেৎ ৷ ৬১ ৷ সন্তিঃ সহ সদাসীত
সন্তিঃ কুবরীত সংকথাম্ । সতাং ব্রতেন বর্জিত
নাসন্তিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ৷ ৬২ ৷ সতাং সমাগমাদেতে
সমৎস্তা মৎস্তজীবিনঃ । ত্রিবিষ্টপমত্বপ্রাপ্তা নরাঃ
পুণ্যকৃতো যথা ৷ ৬৩ ৷ আপস্তম্বো মুনিস্তত্র লোমশচ
মহামনাঃ । বটৈস্তঃ বিবিধৈরিষ্টৈশ্ছন্দয়ামাসতুনু পম্ ।
৬৪ ৷ ততঃ স বরয়ামাস ধর্ম্মবুদ্ধিং সুতুল্লভাম্ ।
তথ্যেতি চোক্তা তৌ ক্রীত্যা তং নৃপং বৈ শশংসতুঃ ।
৬৫ ৷ অহো ধন্তোহসি রাজেন্দ্র যন্তে ধর্ম্মপর্য-
মতিঃ । ধর্ম্মঃ সুতুল্লভঃ পুংসাং বিশেষণ মহৌ-
ক্ষিতাম্ ৷ ৬৬ ৷ যদি রাজা মদাবিষ্টঃ স্বধর্ম্মং ন
পরিত্যজেৎ । ততো জগতি কস্তস্ম্যং পুমান-
ত্যাধিকো ভবেৎ ৷ ৬৭ ৷ ঋবঃ জন্ম সদা রাজ্ঞাঃ
মোহচাপি সদা ঋবঃ । মোহাদ্ধ্রুবশ্চ নরকো
রাজ্যং নিন্দন্তাতো বুধাঃ ৷ ৬৮ ৷ রাজ্যং হি

বহু মন্তস্তে নরা বিষয়লোলুপাঃ । মনৌষিগন্ত
পশুস্তি তদেব নরকোপমম্ ৷ ৬৯ ৷ তস্মাল্লোক-
দ্বয়ধ্বংসৌ ন কর্তব্যো মদস্বয়া । যদৌচ্ছসি মহা-
রাজ শাশ্বতীঃ গতিমান্বনঃ ৷ ৭০ ৷ ঈশ্বর উবাচ ।
ইত্যাশ্বা তৌ মহাত্মানৌ জগতুঃ স্বং স্বমাত্রমম্ ।
নাভাগোহপি বরং লভা প্রহৃষ্টঃ প্রাবিশৎ পুরম্ ।
৭১ ৷ এতস্তে কথিতং দেবি প্রভাবঃ দেবি-
কোত্তবম্ । ঋষিণা স্থাপিতশ্চাপি ভবো জালে-
শ্বরস্তদা ৷ ৭২ ৷ জালে নিপতিতো যস্মাদ্ভাশানা-
মুসিসন্তমঃ । জালেশ্বরেতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ
পৃথিবীতলে ৷ ৭৩ ৷ তত্র স্নাত্ব মহাদেবি জালে-
শ্বরদমর্চনাৎ । আপস্তম্বশ্চ নাভাগো নিষাদা
মৎস্তজীবিনঃ ৷ ৭৪ ৷ মৎস্তঃ সহ গতাঃ স্বৰ্গঃ
দেবিকায়াঃ প্রভাবতঃ । চৈত্রৈস্তেব তু মাসস্ত শুক্ল-
পক্ষে ত্রয়োদশীম্ ৷ ৭৫ ৷ দদ্যাৎ পিণ্ডং পিতৃভ্যো
যন্তস্তাস্তো নৈব বিদ্যাতে । গোদানং তত্র দেয়ং তু
ব্রাহ্মণে বেদপারগে । শ্রোতব্যৈকৈব মাহাত্ম্যং
দ্রষ্টব্যো জালকেশরঃ ৷ ৭৬ ৷

ইতি শ্রীস্কান্দে জালেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট্রত্রিংশ-
দধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ৷ ৩৬৮ ৷

দেখিয়া সামাত্য নাভাগ বিস্মিত হইয়া বলি-
লেন,—মঙ্গলার্থী জনগণ পুণ্যতীর্থজলোপম সং
বাক্তির সেবা করিবে; কারণ, তাঁহাদের ক্ষণ-
কাল মাত্র উপাসনা করিলেও তাহা নিফল হয় না ।
সংব্যক্তির সহিত একত্রে উপবেশন, বাক্যালাপ
ও ব্রতচরণ করিবে; অসং ব্যক্তির সহিত
কোন কর্ম্মই করিবে না । দেখ, এই মৎস্ত জীব-
গণ সংসঙ্গের গুণে পুণ্যবান ব্যক্তির স্নায়
স্বর্গে গমন করিল । অনন্তর মুনি আপস্তম্ব ও
লোমশ ইহারা উভয়ে বিবিধ বর প্রদানে রাজা
নাভাগকে তোষিত করিলেন । রাজা তাঁহাদের
নিকট ধর্ম্মবুদ্ধি প্রার্থনা করিলেন । তাহার
রাজবাক্যে ‘তথাস্ত’ বলিয়া বলিলেন,—হে
রাজেন্দ্র ! তুমি ধন্ত; যে হেতু তোমার ধর্ম্ম-
পরায়ণা বুদ্ধি হইল; ধর্ম্ম পুরুষ মাত্রের বিশেষতঃ
রাজাদিগের সুতুল্লভ । রাজা মদাবিষ্ট হইয়া
যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে
জগতের কোন পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে
পারে? রাজাদিগের জন্ম ঋব এবং মোহও
ঋব; এবং মোহ হইতে নরক ও ঋব, এই জন্ত
রাজ্যও নিন্দনীয় । বিষয়লোলুপ নরগণই রাজ্যকে

গৌরবের বস্তু মনে করে; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে
নরকোপম দেখেন । অতএব রাজন যদি আপনি
শাশ্বতী গতি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লোকদ্বয়-
ধ্বংসী মদ পরিতাগ করিবেন । ঈশ্বর কহিলেন,—
এই সকল কথা বলিয়া মুনিবরদ্বয় স্ব স্ব আশ্রমে
গমন করিলেন । রাজা নাভাগও বর লাভ
করিয়া সহর্ষ মনে স্বর্গে গমন করিলেন । হে
দেবি! এই ত তোমাকে দেবিকোত্তব ব্রতান্ত
বলিলাম । ঋষি আপস্তম্ব এই জালেশ্বর নামক
শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ঋষিসন্তম এই
স্থানে কৈবর্তগণের জালে পড়িয়াছিলেন বলিয়া
লিঙ্গেরও নাম হইয়াছে—জালেশ্বর । মহাদেবি!
এই তীর্থে স্নানান্তে জালেশ্বরের অর্চনা করিয়া
ঋষি আপস্তম্ব, রাজা নাভাগ এবং মৎস্তজীবী
দীৱরগণ মৎস্তসকলের সহিত দেবিকাপ্রভাবে
স্বর্গগমন করিয়াছেন । চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশীতে
এখানে পিণ্ড প্রদান করিলে তাহা অনন্ত হয় ।
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এখানে গোদান করা উচিত ।
এই মাহাত্ম্য শ্রোতব্য এবং জালেশ্বর লিঙ্গ
দ্রষ্টব্য । ৪১—৭৬ ।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৮ ।

একোনিচত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কৃপাং
ত্ৰৈলোক্যবিশ্রুতম্ । দেবিকায়ান্তটে রম্যে হুঙ্কারে-
ণৈব পূর্য্যতে ॥ ১ ॥ ততোহধস্তাং পুনর্ধাতি সলিলং
তত্র ভামিনি । তণ্ডী নাম পুরা প্রোক্তো দেবিকা-
তটমাস্থিতঃ ॥ ২ ॥ তপন্তেপে মহাদেবি শিবভক্তি-
পরায়ণঃ । তপ্তেবং তপ্যমানস্ত তস্মিন্ দেশে
বরাননে ॥ ৩ ॥ আজগাম যুগো বৃদ্ধস্তং দেশমন্ধদৃক্
প্রিয়ে । স পপাত মহাগর্ভে অগাধে জল-
বজ্জিতে ॥ ৪ ॥ তং হৃষ্টা রূপয়াবিষ্টঃ স মুনির্মৌনমা-
স্থিতঃ । হুঙ্কারং কুরুতে তত্র ভূয়োভূয়চ্চ ভামিনি ॥
৫ ॥ অথ হুঙ্কারশব্দেন তস্ত গর্ভঃ প্রপূরিতঃ ।
ততো যুগো বিনিক্রান্তঃ ক্রুদ্ধেণ সলিলাৎ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
মাহুযং রূপমাত্রিত্য তমুযিং পর্য্যপৃচ্ছত । বিস্ময়ং
পরমং গম্য কাম্যদং কুর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ৭ ॥ যুগে
পতিতশ্চাত্র নরো ভূত্বা বিনির্গতঃ । সোহব্রবীতস্ত
মাহাত্ম্যং সলিলস্ত দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ অতোহহং
নরতাং প্রাপ্তো নাতদন্তীহ কারণম্ । ততস্বৎসলিলং
ভূয়ঃ প্রবিষ্টং ধরণীতলে ॥ ৯ ॥ ততো হৃদ্যবান্ ভূয়ঃ
স স্থাযঃ কৌতুকাবতঃ । আপূরিতঃ পুনঃ কৃপাং

উনচত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
ত্ৰৈলোক্যবিশ্রুত কৃপে গমন করিবে । এ কৃপ
দেবিকাতটে অবস্থিত । ইহা হুঙ্কার দ্বারা পূর্ণ হয় ।
ইহার অধোদেশে সলিল প্রবাহিত । পূর্বে তণ্ডী
নামক এক শিবভক্ত দেবিকাতটে তপস্তা করি-
তেন । তিনি তপস্তা করিতে থাকিলে একদা
এক বৃদ্ধাঙ্গ যুগ ঐ স্থানে আসিয়া এক অগাধ গর্ভমধ্যে
পতিত হয় । তদর্শনে ঐ মৌনী মুনি কথা না
কহিয়া বারম্বার হুঙ্কার করিতে থাকেন । হুঙ্কার
শব্দে গর্ভ পূরিত হয় ; যুগ ভাসিয়া উঠে । পরে
সে বিস্মিত হইয়া মাহুয মূর্তিতে মুনিকে জিজ্ঞাসা
করে,—হে দেব ! আমি যুগ, এই গর্ভে পতিত
হইয়াছিলাম, মাহুয হইলাম কিরূপে ? দ্বিজোত্তম
তত্রত্য সলিলের সমস্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন ।
মাহুযরূপী যুগ বলিল, ও ! এই জন্তই আমি নরত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছি, অস্ত্র আর কোন কারণ নাই । এই
বলিয়া পুনরায় সে সেই গর্ভে প্রবেশ করিল ।
আবার আবার হুঙ্কার করিলেন । কৃপও পূর্ব্বের

সলিলেন পুরা যথা ॥ ১০ ॥ ততঃ স কৃতবান্ জ্ঞানঃ
তথা চ পিতৃতর্পণম্ । মহা তীর্থবরং তত্র ততঃ
প্রাপ্তঃ পরাং গতিম্ ॥ ১১ ॥ অদ্যাপি হৃদ্যে
তস্মিন্ সলিলৌঘঃ প্রবর্ত্ততে । তত্র গম্য নরো
ভক্ত্যা অপি পাপরতোহপি যঃ ॥ ১২ ॥ ন মাহুযাং
পুনর্জন্ম প্রাপ্নোতি জগতীতলে । তত্র স্নাত্বা
শুচিভূত্বা যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ ॥ ১৩ ॥ মৃত্যতে
সর্ব্বপাপেভ্যাঃ পিতৃলোকে মহীয়তে । কুলানি
তারয়েৎ সপ্ত অতীতানাগতানি চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে হুঙ্কারকৃপমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকোন-
চত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৯ ॥

চত্রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তত্র
স্থানে তু সংস্থিতম্ । চণ্ডীশ্বরং মহালিঙ্গং সর্ব্ব-
পাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র শুক্লচতুর্দশ্যাং কার্ত্তিকে
মাসি ভামিনি । উপবাসপর্য্যো ভূত্বা যঃ করোতি প্রজা-
গরম্ । স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চণ্ডীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চত্রা-
রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪০ ॥

স্থায় জলপূর্ণ হইল । অনন্তর ঐ মাহুয ঐ স্থান
তীর্থ বুঝিয়া তথায় জ্ঞান, পিতৃতর্পণ করিয়া
পরম গতি লাভ করিল । অদ্যাপি হুঙ্কার করিলে
ঐ কৃপ জলপূরিত হয় । মানব ঐ তীর্থে গমন
করিলে, পাপরত হইলেও মাহুযাযোনি বা পুনর্জন্ম-
প্রাপ্ত হয় না । সেখানে জ্ঞান করিয়া শুচি হইয়া যে
মানব শ্রাদ্ধ করে সে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া পিতৃলোকে পূজিত হয় এবং তাহার
অতীতানাগত সপ্ত কুল উদ্ধার পায় ॥ ১—১৪

উনচত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৩৯।

চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর মানব
তত্রত্য সর্ব্বপাতকনাশন চণ্ডীশ্বর মহালিঙ্গ দর্শন
করিবে । এই তীর্থে কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দশীতে
উপবাসপরায়ণ হইয়া যে জাগরণ করে, সে পরম
স্থান শিবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪০ ।

একচত্রারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । আশাপুরঃ ততো গচ্ছেদ্বি-
রাজমকম্বম । শশিভূষণবায়বো সংস্থিতঃ বিঘ্ন-
নাশনম্ । আশাঃ পুরয়তে যস্মাক্তেনাশাপুরকঃ স্মৃতঃ ।
১। যত্র রামেণ দেবেশি সীতয়া লক্ষ্মণেন চ । সমারাধ্য
চ বিঘ্নেশঃ প্রাপ্তঃ কামমভীষিতম্ । ২। যত্র
চন্দ্রমসা দেবি সমারাধ্য গণাধিপম্ । লক্ষ্যং তদা-
স্থিতং পূৰ্ব্বং সৰ্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্ । ৩। চতুৰ্থাং শুক্ল-
পঙ্কে চ মাসি ভাদ্রপদে তথা । তত্র সম্পূজ্য
দেবেশঃ মোদকৈর্ভোজয়েদ্ভিজান্ । ৪। বাঞ্ছিতাং
লভতে সিদ্ধিঃ বিঘ্নরাজপ্রসাদতঃ । ক্ষেত্রস্থানু
মহাদেবি রক্ষার্থং তু ময়া পুরা । ৫। ততো নিযুক্তো
দেবেশি যায়িনাং বিঘ্ননাশনঃ । ৬।
ইতি শ্রীকান্দে আশাপুরবিঘ্নরাজমাহাত্ম্যাবর্ণনং নানৈক-
চত্রারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪১।

ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্ম দক্ষিণনৈঋত্যে নাতিদূরে
ব্যবস্থিতম্ । লিঙ্গং পাপহরং দেবি স্বয়ং সোমপ্রাত-

একচত্রারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অতঃপর মানব আশাপুরক
অকম্বয় বিঘ্নরাজসমাপে গমন করিবে । ইনি শশি-
ভূষণের বায়ুকোণে আছেন । বিঘ্ননাশ করা ইহার
কার্য্য । আশাপুরণ করেন বলিয়া ইহার নাম
আশাপুরক । পূর্বে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এই
স্থানে ইহার আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত লাভ করিয়া-
ছিলেন । চন্দ্রমাও ইহার আরাধনা করিয়া বাঞ্ছিত
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থাতে
এই তীর্থদেবের পূজা করিয়া মোদক দ্বারা ভ্রাক্ষণ
ভোজন করাইতে হয় । এরূপ করিলে বিঘ্নরাজের
প্রসাদে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । হে মহাদেব !
আমি এই ক্ষেত্রের রক্ষার্থ পূর্বে এই বিঘ্নরাজকে
নিযুক্ত করিয়াছিলাম । ১—৬ ।

একচত্রারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪১

ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি । পূর্বোক্ত এক
তীর্থস্থানের দক্ষিণে নৈঋতকোণে অনতিদূরে

স্থিতম্ । ১। তত্রৈবামৃতকুণ্ডঃ কলাকুণ্ডঃ তু ৩৭
স্মৃতম্ । তত্র স্নাত্বা তু চন্দ্রেশঃ যো নরঃ পূজয়ি-
যাতি । ২। স তু বর্ষসহস্রাং তপঃকলমবাপ্নোতি ।
তত্রৈব সংস্থিতং দেবি তড়াগঃ চন্দ্রনির্ম্মিতম্ । ৩।
ধনুঃসোড়শবিল্লারং চন্দ্রেশাৎ পূর্বপশ্চিমে । তৎ
পূৰ্ব্বং তে সমাখ্যাতং মুক্তিদানাদিপুণ্যকম্ । ৪।

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রেশ্বরকলাকুণ্ডমা-
হাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪২।

ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি কপিলেশ্বর-
মুত্তমম্ । শশিভূষণপূর্বেণ কোটিতীর্থাচ্চ পশ্চিমে ।
১। জরদগবেশাদক্ষিণে সমুদ্রোত্তরতন্তথা । এতদৈ
কপিলং ক্ষেত্রং নাপুণ্যৈঃ প্রাপ্যতে নরৈঃ । ২।
কপিলেন পুরা দেবি যত্র তপ্তং তপো মহৎ ।
বর্ষাণামযুতং সাগ্ৰং প্রতিষ্ঠাপ্য মহেশ্বরম্ । ৩। সমা-
হুতা তত্র দেবী কপিলধারা মহানদী । সমুদ্রমধ্যে
সাদ্যাপি পুণ্যবন্তিঃ প্রদৃশ্যতে । ৪। তত্র স্নাত্বা মহা-

সোমপ্রতিষ্ঠিত পাপহর লিঙ্গ আছেন । ঐ স্থানে
অমৃতকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে । এই কুণ্ডের
নামান্তর কলাকুণ্ড । এই কুণ্ডে স্নান করিয়া যে নর
তত্রতা চন্দ্রেশ্বরের পূজা করে, সে সহস্র বৎসরের
তপঃকল প্রাপ্ত হয় । আর এই ক্ষেত্রে চন্দ্রনির্ম্মিত
এক তড়াগ আছে । এই তড়াগ ষোড়শ ধনু বিস্তৃত ।
ইহা চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমে অবস্থিত । এই তড়াগের
পূর্বে তোমার এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডে স্নান
করিয়াদানাদি করিলে মুক্তি হয় । ১—৪ ।

ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪২ ।

ষিচত্রারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর কপিলে-
শ্বর তীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ শশিভূষণের
পূর্বে কোটিতীর্থের পশ্চিমে জরদগবেশের দক্ষিণে
এবং সমুদ্রের উত্তর তটে অবস্থিত । এই স্থানকে
কপিল ক্ষেত্র বলে । এই স্থান অপুণ্যবান ব্যক্তি-
গণের গম্য নহে । পূর্বে মহর্ষি কপিল এই স্থানে
সপাদ অযুতবৎস ব্যাপিয়া লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
তপস্যা করিয়াছিলেন । মহানদী কপিলধারা ঐ

দেবি কপিলাষষ্ঠ্যাং বিশেষতঃ । কপিলাঃ দাপয়ে-
ত্ব গোকেটিকলভাগ্ভবেৎ ॥ ৫ ॥ সর্কেষাং চৈব
পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ । কপিলেশ্বরঃ তু
সম্পূজ্য কচ্ছাকোটিকলং লভেৎ ॥ ৬ ॥ দেব্যাবাচ ।
আশ্চর্য্যঃ মম দেবেশ কপিলষষ্ঠ্যা মহেশ্বর ।
বিধানং শোভুমিচ্ছামি দানমজ্ঞাদিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭ ॥
ঈশ্বর উবাচ । জন্মজীবিতমধ্যে তু যদ্যেকা লভ্যতে
নরৈঃ । সংযোগযুক্তা সা যষ্টী তৎকিং দেবি ত্রবী-
মহ্যম্ ॥ ৮ ॥ প্রোষ্ঠপদাসিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যামজ্ঞা-
রকো যদি । ব্যতীপাতশ্চ রোহিণ্যাং সা যষ্টী
কপিলা স্মৃতা ॥ ৯ ॥ তত্র ক্ষেত্রে নরঃ স্নাত্বা অথ-
বার্কশ্বলে শুভে । যদা শুক্লতিলৈশ্চৈব কপিলা-
সঙ্গমে শুভে ॥ ১০ ॥ কৃতজ্ঞানজপঃ পশ্চাৎসূর্য্যা-
য়ার্ধ্যং নিবেদয়েৎ । রক্তচন্দনতোয়েন করবীর-
যুতেন চ । কুসুমপাত্রাং শিরসি মস্ত্রেনানেন দাপ-
য়েৎ ॥ ১১ ॥ নমস্ত্রৈলোক্যানাথায় উভাসিতজগদ্রয় ।
বেদরশ্মে নমস্তত্যং গৃহাণার্য্যং নমোহস্ত তে ॥ ১২ ॥
সূর্য্যং প্রদক্ষিণীকৃত্য সম্পূজ্য কপিলেশ্বরম্ । উপ-

স্থানে আহুত হয় । এই নদী অদ্যাপি সমুদ্রমধ্যে
আছে, পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান । বিশে-
ষত এই স্থানে কপিলাষষ্ঠীতে স্নান করিয়া কপিলা-
দান করিলে কোটি গোদানের ফল হয় । এই
তীর্থ সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ । কপিলেশ্বরের
পূজা করিলে কোটি কচ্ছাদানের ফল লাভ হয়
দেবী বলিলেন,—হে মহেশ্বর ; আমি কপিল-
ষষ্ঠীর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ; অধুনা দান
মজ্ঞাদির সহিত উহার আচরণপদ্ধতি শুনিতে
ইচ্ছা করি । ঈশ্বর বলিলেন,—দেবি ! এই
যোগযুক্তা যষ্টী জন্মের মধ্যে যদি একটি লাভ কর
যায় ত বস, আর তাহার কিছুই দরকার হয় না ।
প্রোষ্ঠপদে আসিত পক্ষে যষ্টী তিথিতে যদি অজ্ঞারক
বার হয়, আর সেই দিন যদি রোহিণীতে ব্যতীপাত
ঘটে, তাহা হইলে কপিলা যষ্টী হয় । এই দিন
উক্ত ক্ষেত্রে অর্কশ্বলে অথবা কপিলাসঙ্গমে যুক্তিকা
ও শুক্ল তিল দিয়া স্নান করিয়া জপ সমাপনান্তে
সূর্য্যার্য্য দান করিবে । রক্তচন্দন করবীর দ্বারা অর্ঘ্য
প্রস্তুত করিয়া তাহা মস্তকে করিয়া বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে
প্রদান করিতে হয় । মন্ত্র যথা, “হে উভাসিত-
জগদ্রয় ! তুমি ত্রৈলোক্যনাথ, তোমাকে নমস্কার ।
হে বেদরশ্মে ! তোমাকে নমস্কার ; তুমি আমার
প্রাপ্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ; তোমাকে নমস্কার ।”

নিষ্ঠে শুভেদেদে পুষ্পাকতবিভূষিতে ॥ ৩ ॥ স্থাপয়ে-
দত্রণং কুন্তঃ চন্দনোদকপূরিতম্ । পঞ্চরত্নসমায়ুক্তং
দূর্কীপুষ্পাকতাবৃতম্ ॥ ১৪ ॥ রক্তবস্ত্রযুগল্লব-
তাম্রপাত্রেণ সংযুতম্ । রথো রক্তফলশ্চৈব একচিত্র-
বিচিত্রিতঃ ॥ ১৫ ॥ সৌবর্ণলসংযুক্তাঃ মূর্ত্তিঃ সূর্য্যাস্ত
কারয়েৎ । কুন্তস্তোপরিসংস্থাপ্যগন্ধপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ॥
১৬ ॥ কপিলেশ্বরসান্নিধ্যে মণ্ডপে হোমসংস্কৃতে ।
আদিত্যঃ পূজয়েদেবং নামভিঃ সৈবধোদিতৈঃ ॥
১৭ ॥ আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো স্বয়ং দিবাকর ।
প্রভাকর নমস্তত্যং সংসারনাগং সমুদ্ররং ॥ ১৮ ॥ ভক্তি-
মুক্তিপ্রদো যস্মাত্তস্মাচ্ছাতিং প্রযচ্ছ নঃ ॥ ১৯ ॥
নমো নমস্তে বরদ ঋক্সামযজুর্বাং পতে । নমো-
হস্ত বিশ্বরূপায় বিশ্বধায়ে নমোহস্ত তে ॥ ২০ ॥
অমৃতং দেবি তে ক্ষীরং পবিজ্জমিহ পুষ্টিদম্ । স্ব-
প্রসাদাৎপ্রমুচ্যন্তে মনুজাঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণোৎপাদিতে দেবি বহিঃকুণ্ডলমহাপ্রভে । নমস্তে
কপিলে পুণ্যে সর্ব্বদেবনমস্কৃতে ॥ ২২ ॥ সর্ব্বদেব-
ময়ে দেবি সর্ব্বতীর্থময়ে শুভে । দাতারঃ পূজ-
য়ানং মাং ব্রহ্মলোকং নয় স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥ এবং
সম্পূজ্য কপিলাং কুন্তশ্বকং দিবাকরম্ । ব্রাহ্মণে

তারপর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া কপিলেশ্বরের
পূজা করিবে । পরে পুষ্পাকতশোভিত উপলিষ্ট
স্থানে একটি নিখুঁত ঘট স্থাপন করিবে । ঘটটি
চন্দনোদকপূরিত পঞ্চরত্নসময়িত, দূর্কী পুষ্পাকতা-
বৃত রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত, এবং তাম্রপাত্রযুত হইবে ।
এবং চিত্রবিচিত্রিত রক্তনির্ম্মিত রথ নির্মাণ করিবে ।
আর সুবর্ণনির্ম্মিত এক সূর্য্যপ্রতিমা কুণ্ডের উপরি-
ভাগে স্থাপন করিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া তাহার পূজা
করিবে । কপিলেশ্বরসান্নিধানে হোম-সংস্কৃত মণ্ডপে
নামোল্লেকপূর্ব্বক আদিত্যের পূজা করিবে । ১—১৮।
মন্ত্র যথা, হে আদিত্য, ভাস্কর, রবি, ভানু, দিবাকর,
প্রভাকর ! তোমাকে নমস্কার, সংসার হইতে
আমাকে উদ্ধার কর । হে দেব । তুমি ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ, অতএব আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর ।
হে ঋক্সামযজুঃপতে বরদ ! তোমাকে নমস্কার
নমস্কার । হে বিশ্বরূপ, বিশ্বধামন ! তোমাকে নমস্কার ।
হে দেবি ! কপিলে তোমার ক্ষীর লোকে পবিজ ও
পুষ্টি ; তোমার প্রসাদে মনুষ্যগণ সর্ব্বপাতক হইতে
মুক্ত লাভ করে । হে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মোৎপাদিতে
মহাব্রতে, সর্ব্বদেবনমস্কৃতে, পুণ্যে, সর্ব্বদেবময়ি সর্ব্ব-
তীর্থভূতে, দেবি কপিলে ! তুমি আমাকে ব্রহ্মলোকে

বেদবিহুয় উভয়ং প্রতিপাদয়েৎ । ২৪ । ব্যাসায়
সূর্য্যভক্তায় যজ্ঞেনানেন দাপয়েৎ । ২৫ । দিব্য-
মুক্তিজগচ্ছূর্য্যাদশাক্ষা দিবাকরঃ । কপিলাসহিতো
দেবো মম মুক্তিং প্রযচ্ছতু । ২৬ । যশ্মাৎ কপিলে
পুণ্যং সৰ্বলোকস্ত পাবনৌ । প্রদত্তা সহ সূর্য্যেণ মম
মুক্তিপ্রদা ভব । ২৭ । পলেন দক্ষিণা কার্ধ্যা
তদর্দ্ধাৰ্দ্ধেন বা পুনঃ । শক্তিতো দক্ষিণায়ুক্তাঃ তাং
ধেহুঃ প্রতিপাদয়েৎ । ২৮ । যোহনেন বিধিনা
কুৰ্য্যাৎ যজীঃ কপিলসংজ্ঞিতাম্ । সোহবমেধসংস্রজ
ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ । ২৯ । যৎফলম্ সৰ্ব
ভীৰ্ধেব সৰ্বদানেব যৎফলম্ । তৎফলং সৰ্বমাপ্নোতি
যঃ যজীঃ কপিলাং চরেৎ । ৩০ । কপিলাকোটিসহস্রাণি
কপিলাকোটিশতানি চ । সূর্য্যপৰ্শ্বণি যদক্ষা তৎফলং
কোটিশো ভবেৎ । ৩১ । কোটিগোরামসংখ্যানি
বৰ্ণাণি বরবর্ণিনি । তাবৎ স বসতে স্বৰ্গে যঃ যজীঃ
কপিলাং চরেৎ । ৩২ । জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি
যৎপাপং পূৰ্বসঞ্চিতম্ । তৎসৰ্বং নাশমায়াতি
ইত্যাহ কপিলো মুনিঃ । ৩৩ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে কপিলাযজীব্রতবিধানমাহাশ্রবণনং নাম
ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি লিঙ্গং
পাপপ্রণাশনম্ । কপিলেশ্বরং শাস্ত্রামুত্তরেণ ব্যব-
স্থিতম্ । ১ । জরদগবেশ্বরং নাম জরদগবপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
ব্রহ্মহত্যাदिপাপানাং নাশনং নাত্র সংশয়ঃ । ২ ।
তত্রৈব সংস্থিতা দেবি দেবী অংগুমতী নদী । তত্র
স্নাত্বা বিধানেন পিণ্ডদানস্ত দাপয়েৎ । ৩ । বর্ষ
কোটিশতং সাত্ৰং পিতৃণাং তৃপ্তিমাভবেৎ । বৃষভ-
স্তত্র দাতব্যো ব্রাহ্মণে বেদপারগে । ৪ । ততশ্চ
পূজয়েদেবং গন্ধপুষ্পৈর্জরদগবম্ । পঞ্চামৃতরসে-
নৈব তথা গুণ্ডলুধূপনৈঃ । ৫ । ভূতিদণ্ডনমস্কারৈঃ
প্রদক্ষিণৈরহর্নিশম্ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র ভক্ষ্য-
ভোজ্যৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ । একেন ভোজ্যেভেনৈব কোটি-
ভবতি ভোজ্যিতা । ৬ । কৃতে সিদ্ধোদকং নাম ততীর্থং
পরিকীর্তিতম্ । জরদগবেশ্বরং তীর্থং কলৌ তু পরি-
কীর্ত্যতে । ৭ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে জরদগবেশ্বরমাহাশ্রবণনং নাম চতু-
শ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ২৪৪ ।

নইয়া চল । এইরূপে কপিলা ও কুণ্ডল দিবাকরের
পূজা করিয়া এতদ্ব্যতীত বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান
করিবে । সূর্য্যভক্ত ব্যাসকে এই যজ্ঞে দিবে,
যথা, হে দেব ! তুমি দিব্যমূর্তি, জনচক্ষু, হাদশাক্ষা,
দিবাকর ; তুমি কপিলার সহিত আমার মুক্তি প্রদান
কর । হে কপিলে ! যেহেতু তুমি পুণ্য, অতএব
তুমি সৰ্বলোকপাবনৌ । তুমি প্রদত্তা হইয়া সূর্য্যের
সহিত আমার মুক্তিপ্রদা হও । পলমিত স্রবণ দ্বারা
দক্ষিণা দিবে ; অথবা তাহার অর্দ্ধাৰ্দ্ধ দক্ষিণা দিবে ।
যথাসক্তি দক্ষিণা দিয়া ধেহু দান করিবে । এই
বিধি অনুসারে যে কপিলা যজী করে, সে সহস্র
অবমেধকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সৰ্ব ভীর্ণ ও
সৰ্বদানে যে ফল, কপিলা যজীতে তৎসমস্ত ফলই
পাওয়া যায় । সূর্য্যপৰ্শ্ব একটা মাত্র কপিলা দান
করিলে কোটি সহস্র ও কোটিশত কপিলাদানের
ফল হয় । যে জন কপিলা যজী ব্রত করে, সে
কোটি গো-রোমসংখ্যক বৎসর স্বর্গে বাস করিয়া
থাকে । অপিচ তাহার জ্ঞানত ও অজ্ঞানত যাহা
কিছু পূর্বার্জিত পাপ থাকে, তৎসমুদয়ই নাশ প্রাপ্ত
হয়, ইহা কপিল মুনি বলিয়াছেন । ১৮—৩৩।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! আর এক অনন্তর
পাপপ্রণাশন লিঙ্গসমীপে গমন করিবে । কপিলেশ্বরের
উত্তরে ঈশানকোণে এই লিঙ্গ আছেন । জরদগ
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম জরদগবেশ্বর ।
ইনি ব্রহ্মহত্যাदिপাপনাশন সংশয় নাই । হে দেবি !
এই লিঙ্গসমীপেই দেবী অংগুমতী নদী আছেন ।
ঐ নদীতে বিধিপূর্বক স্নান করিয়া পিণ্ড দিলে সপাদ
শতকোটি বৎসর কাল পিতৃলোকের তৃপ্তি হয় ।
বেদপারগ ব্রাহ্মণকে এই স্থানে বৃষ ও দান করিতে
হয় । পরে গন্ধপুষ্প, পঞ্চামৃত, গুণ্ডল, ধূপ, স্ততি,
দণ্ডবৎ নমস্কার ও প্রদক্ষিণাদ দ্বারা জরদগবেশ্বরের
পূজা করিবে । অনন্তর বিবিধ ভোক্ষভোজ্য দ্বারা
ব্রাহ্মণভোজন করাইবে । একটা ব্রাহ্মণভোজন
করাইলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয় । সত্য-
যুগে এই তীর্থ সিদ্ধোদক নামে পরিকীর্তিত ছিল ;
কলিতে জরদগবেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ১—৭।
চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪৪ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগদেবি লিঙ্গং বৈ
হটিকেশ্বরম্ । জয়দগবাৎ পূর্বভাগে ধনুবাং যষ্টিভি-
স্থিতিঃ ॥ ১ ॥ নান্না নলেশ্বরং দেবি স্থাপিতস্ত নলেন
বৈ । দময়ন্তীযুতেনৈব জাহ্না ক্ষেত্রং ভদ্রতমম্ ॥ ২ ॥
তং দৃষ্ট্বা মানবো দেবি পূজয়িত্বা বিধানতঃ । কলিভি-
মুচ্যতে ভক্তদ্যুতে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নলেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চচত্বা-
রিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । • তস্মাদায়েয়দিগ্ভাগে স্থিতঃ
কর্কোটকো রবিঃ । পূর্বকল্লো মহাদেবি স্মৃতঃ কর্কো-
টকাধিতঃ ॥ ১ ॥ তত্র দর্শনমাত্রেণ শ্রীতাঃ স্মৃ-
সর্গদেবতাঃ । সপ্তম্যাং রবিবারেণ ধূপগন্ধানু-
লেপনৈঃ । পূজয়েদ্যো বিধানেন মুচ্যতে সপ-
কিষিঠৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীহান্দে কর্কোটকার্কমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্-
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর হটিকে-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । হটিকেশ্বর জয়দগবেশ্বরে
পূর্বে ত্রিষষ্টি ধনু ব্যবধানে আছেন । নল রাজা
উক্তম স্থান জানিয়া দময়ন্তীর সহিত এই লিঙ্গ
স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উহা নলেশ্বর নামে
বিখ্যাত । এই লিঙ্গের দর্শন-পূজন করিয়া মানব
কলিমুক্ত ও দূতবিজয়ী হয় ॥ ১—২ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪৫।

ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! পূর্বোক্ত লিঙ্গের
অগ্নিকোণে কর্কোটক রবি আছেন । পূর্বকল্লো
ইনি কর্কোটকাধিত ছিলেন । ইহাকে দর্শন করিলে
সর্বদেবতা প্রসন্ন হন । রবিবার সপ্তমীতে ধূপ ও
গন্ধপুষ্পানুলেপন দ্বারা বিধিপূর্বক ইহার পূজা
করিলে সর্ব পাপ হইতে মুক্তি হয় ॥ ১—২ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ৩৪৬।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগদেবি লিঙ্গং
বৈ হটিকেশ্বরম্ । নলেশ্বরাৎ পূর্বভাগে শতধনুস্তর-
দ্বয়ে ॥ ১ ॥ আগন্ত্যাত্মবনং নাম তত্র স্থানে তু
সংস্থতম্ । চিন্তামণেশ পূর্বেণ ঈশানে ত্রিশতং ধনুঃ ।
তত্র পূরং তপস্তপ্তমগন্ত্যেন মগন্ধনা ॥ ২ ॥ দেব্যা-
বাচ । কস্মিন্ কালে মহাদেব সর্গঃ বিস্তরতো
বদ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বর উবাচ । পুরা দৈত্যগণা রৌদ্রা
বভূবুর্ধর্গিনি । কালকেয়া ইতি খ্যাতাত্মৈলোক্যো-
চ্ছেদকারকাঃ ॥ ৪ ॥ অথ তে নিহতাঃ সর্গে বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা । দৈত্যহৃদননামা তু প্রভাসক্ষেত্র-
বাগিনা ॥ ৫ ॥ কৃত্বা ব্যাঘ্রস্ত রূপস্ত নামা চক্রমুখীতি
চ । ইতা বৈ তেন রূপেণ ততোহভূদৈত্যহৃদনঃ ॥
৬ ॥ হতশেষাঃ সমুদ্রান্তে প্রবিষ্টা ভয়বিবিস্ফলাঃ ।
ততস্তে মজ্জ্যমানাসুঃ পীড়্যন্তে দেবতাঃ কথম্ ॥ ৭ ॥
ইত্যুপ্তাং ধর্ম্মিণো বেহত্ৰ বিদ্যন্তে ধরণীতলে । তপঃ-
পার্য্যনিরতা যজ্ঞদানরতাশ্চ যে ॥ ৮ ॥ অথ তে
সমগ্ধা কৃত্বা রাত্রৌ নিষ্ক্রম্য সাগরাৎ । নির্জয়ু-

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
হটিকেশ্বর সমীপে যাইবে । এই লিঙ্গ নলেশ্বরের
পূর্বে ত্রিশত ধনু অন্তরে অবস্থিত । এই স্থানে
অগস্ত্যর আত্মবন নামে এক স্থান আছে ।
তথায় এই লিঙ্গ বিদ্যমান, ঐ স্থান চিন্তা-
মণর পূর্বে ঈশানকোণে ত্রিশত ধনু
ব্যাপিয়া আছে । মূনবর অগস্ত্য এই স্থানে
পূর্বে তপস্তা করিয়াছিলেন । দেবী বলিলেন,—
মহাদেব ! কোন্ কালে ইহা হইয়াছিল, বিস্তৃত
ভাবে বলুন । ঈশ্বর বলিলেন,—ওহে বরবর্গিনি !
পূর্বে কালকেয় নামক দৈত্যগণ জৈলোক্যোচ্ছেদ-
কারক হইয়া উঠে । প্রভাসক্ষেত্রবাসী দৈত্যহৃদন
প্রভাবিষ্ণু বসু তাহাদিগকে নিহত করেন । তিনি
ঐ সকল দৈত্য বধকালে চক্রমুখী নামে ব্যাঘ্ররূপ
ধারণ করিয়াছিলেন । এই মূর্তিতেই দৈত্যগণ
নিহত হয় । তিনিও এই জন্তই দৈত্যহৃদন নাম
পান । হতশেষ দৈত্যগণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া
দেবতানিপীড়নাবশয়ে মজ্জনা করে । তাহারা
হ্রস্ব করে যে, পৃথিবীতে যে যেখানে আছে,
তপঃপার্য্যনিরত, আর যজ্ঞদানরত—দেখ, আর
মায় । এইরূপ প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া তাহারা রাত্রী-

স্তাপসঃ স্তত্র যজ্ঞদানরতান শ্রিয়ে ॥ ৯ ॥ প্রভাসে
তু মহাদেবি তত্র দ্বাদশযোজনে । বসিষ্ঠশাশ্রমে
তত্র মহাবীণাং মহাশ্রবণম্ ॥ ১০ ॥ ভক্ষিতানি সহস্রাণি
পঞ্চ সপ্ত চ তাপসান্ । শতান পঞ্চ রৈভ্যাস্ত্র বিনা-
মিত্রস্ত যোড়শ ॥ ১১ ॥ চ্যবনস্ত চ সপ্তৈব জাবালৈর্ধি-
শতং মুনৈঃ । বালখিল্যাশ্রমে পুণ্যে ষট্শতানি দ্বা-
শ্রুতিঃ ॥ ১২ ॥ যত্র কচ্ছিতবেদযজ্ঞস্তত্র গত্বা নিশা-
গমে । যজ্ঞদানসমায়ুক্তান্ স্বাহুজো ভক্ষয়ন্তি চ ॥
১৩ ॥ ততো ভয়াকুলাঃ সর্ষে বভূবুর্জগতীতলে ।
ন চ কচ্ছিতজানানি দৈত্যানাং তু বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৪ ॥
রাজৌ স্বপন্তি মুনয়ঃ সুখশয্যাগতাশ্চ তে । প্রভাতে
স্বপ্নরে তেষামহিসজ্যাশ্চ কেবলম্ ॥ ১৫ ॥ ততো
ধর্ম্মক্রিয়াস্ত্যক্তা ভূতলে সর্ষমানবৈঃ । নিঃস্বাধ্যায়-
বর্ষট্কারং ভূতলং সমপদ্যত ॥ ১৬ ॥ অথাশ্তে
তাপসা রাজৌ সংযুতাশ্চ ধৃত্যধ্বাঃ । অথোচ্ছেদং
গতে ধর্ম্মে পীড়িতাঙ্গিদিবৌকসঃ ॥ ১৭ ॥ কিমেত-
দিতি জল্পন্তো ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ । ভগবৎ-
স্তাপসাঃ সর্ষে তথা যে জ্ঞানশীলনঃ ॥ ১৮ ॥ ভক্ষ্যন্তে
কেনৈজ্যো মৃত্যুমেব প্রযাস্তি চ । নষ্টধর্ম্মক্রিয়াঃ

কালে সাগর মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপস-
গণকে নিহত করিতে থাকে । একদিন এই
দৈত্যদল দ্বাদশ যোজনব্যাপী বিরাট ক্ষেত্র প্রভাসে
উপস্থিত হইয়া বসিষ্ঠাশ্রমে আন্দাজ পাঁচ সাত
হাজার, রৈভ্যাশ্রমে পাঁচ শত, বিখামিত্রাশ্রমে বোল
জন, চ্যবনাশ্রমে সাত জন, জাবালির আশ্রমে দুই
শত, এবং বালখিল্যাদির আশ্রমে ছয় শত যজ্ঞদান-
রত তাপস বিপ্রকে নিহত করিল । এই ভাবে যে
কোন স্থানে যজ্ঞ হয়, রাজিকালে সেই স্থানে গিয়া
হুস্তেরা যজ্ঞদান-সমায়ুক্ত ঋষিকগণকে ভক্ষণ করে ।
তখন ধরাতল ভয়াকুল হইল । দৈত্যদিগের
ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারে না । রাজিকালে মুনি-
গণ সুখশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা ঘান, আর
প্রভাতে কেবল অস্থির স্তূপ দেখা যায় । এইরূপ
ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইলে মানবগণ ধর্ম্মক্রিয়া
পরিত্যাগ করিল । ভূতল নিঃস্বাধ্যায় ও নির্বর্ষট্-
কার হইল । তাপসদিগের মধ্যে কেহ কেহ দলবদ্ধ
ও অস্ত্রযুক্ত হইয়া রাজি যাপন করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে ধরণীতলে ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইলে দেবগণ
পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন । তাঁহাকে
বলিলেন,—হে ভগবন! তাপসগণ এবং জ্ঞানশীল
ব্যক্তিগণকে রাজিকালে কিসে ভক্ষণ করিতেছে;

সর্ষে ভূতলে প্রপিতামহ ॥ ৯ ॥ যো ধর্ম্মমাচরেন্দধি-
স রাজৌ মৃত্যুমেতি চ । ন স্বাধ্যায়বর্ষট্কারং
সমস্তে ভূতলে বিভো ॥ ১০ ॥ ধর্ম্মাভাবায়ং সর্ষে
সন্দেহঃ পরমং গতাঃ । তেষাং তদ্বচনং ব্রহ্মা
ধ্যাত্বা দেবঃ পিতামহঃ । অত্রবীৎ ত্রিদশান সর্ষান
সন্দেহঃ পরমং গতান ॥ ১১ ॥ কালেণা ইতি
বিখ্যাতা দানবারৌজকারিণঃ । তে সমুদ্রং সমা-
সাদ্য তাপসান্ ভক্ষয়ন্তি চ ॥ ১২ ॥ যুগ্মাকঞ্চ বিনা-
শায় তে ন শক্যা নিবুদ্ভিতুম্ । যতধ্বমেবাং নাশায়
নো চেম্মাশো ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মধ্বং ভূতলে
শীঘ্রমগন্ত্যো যত্র তিষ্ঠতি । ব্রতচর্য্যরতো নিত্যং
প্রভাসে ক্ষেত্রে উত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥ স শক্তঃ সাগরং
পাতুং মিত্রাবরুণসম্ভবঃ । প্রসাদাশ্চ স যুগ্মাভিঃ
সমুদ্রং পিব সন্তম ॥ ১৫ ॥ ততস্তথা কৃতে
তেন তে সর্ষে দানবাধ্বাঃ । বধ্যা যুগ্মাকং
ভবিষ্যন্তি এবঞ্চ ত্রিদিবেধ্বরাঃ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
এবমুকাঃ সুরাঃ সর্ষে ব্রহ্মাণা লোককারিণা । প্রভাসং
ক্ষেত্রমাসাদ্য অগস্ত্যঃ শরণং গতাঃ ॥ ১৭ ॥ দেবা
উচুঃ । রক্ষা ককুন রক্ষা ককুন ত্রৈলোক্যং সংশয়ং গতম্ ।

তাহারা রাজিতে পঞ্চই প্রাপ্ত হইতেছেন । হে
পিতামহ! ভূতলে সকলের ধর্ম্ম ও ক্রিয়া বিনষ্ট
হইয়াছে । অধুনা যে জন ভূতলে দিবাভাগে
ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, সে রাজিতে মৃত্যুমুখে পতিত
হইতেছে । সমস্ত ভূতলের মধ্যে স্বাধ্যায় বা
বর্ষট্কার কৃত্যপি নাই । ধর্ম্মাভাবে আমরা সংশয়া-
পন্ন হইয়াছি । দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
ধ্যানান্তে পিতামহ বলিলেন,—কালকেয় নামক
প্রচণ্ড দৈত্যগণ সমুদ্রমধ্যে থাকিয়া তাপসগণকে
ভক্ষণ করিতেছে । তাহারা তোমাদিগকেও
বিনাশ করিবে, তোমরা স্বয়ং তাহাদিগকে
বিনষ্ট করিতে পারিবে না, অতএব তাহাদের
বধের জন্ত সহর হও; নচেৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে ।
ভূতলে যেখানে মুনিবর অগস্ত্য ব্রহ্ম-
চর্য্যরত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই প্রভাসক্ষেত্রে
তোমরা গমনকর । তিনি সাগর পান করিতে সমর্থ ।
“সমুদ্র পান করুন” বলিয়া তোমরা তাঁহাকে
প্রসাদিত করিবে । তিনি সমুদ্র পান করিলে দৈত্য-
গণ তোমাদের বধ্য হইবে ॥ ১—২৬ ॥ ঈশ্বর বলি-
লেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ
প্রভাসক্ষেত্রে আগমন করিয়া মুনিবর অগস্ত্যের
শরণাপন্ন হইলেন । তাঁহারা বলিলেন,—দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ । রক্ষা করুন রক্ষা করুন; এই ত্রিলোক

কালকৈতয়েঃ প্রতিধ্বস্তং সমুদ্রঃ সমুপাশ্রিতৈঃ । ২৮ ।
তং শোষয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ হিতার্থং ত্রিদিবৌকসাম্ । নাস্তঃ
শক্তঃ পূমান্ কাশ্চৎ কর্তুমৌদুক্কিয়াং বিভো । ২৯ ।
ঈশ্বর উবাচ । এবমুক্তঃ সুরগণৈরগস্ত্যো মুনি-
পুঙ্গবঃ । জগাম ত্রিদশৈঃ সার্কং সমুদ্রং প্রতি হর্ষিতঃ ।
৩০ । গীষমানস্ত গন্ধর্কৈঃ স্তুষ্যমানস্ত কিন্নরৈঃ ।
শ্লাঘ্যমানস্ত বিবুধৈর্দাক্ষ্যমেতত্ত্বাচ হ । ৩১ । এব
ত্রৈলোক্যরক্ষার্থং শেষয়ামি মহার্হবম্ । দ্রক্ষ্যধ্বং
কৌতুকং দেবাঃ সমীক্ষ্যকরৈর্বহৎ । ৩২ । এবমুক্তা
দ্বিজশ্রেষ্ঠো হুগস্ত্যো ভগবান্ মুনিঃ । গণ্ডমকরোৎ
সর্বং সাগরং সরিতাং পতিম্ । ৩৩ । পীতৈ তত্র
মহাসিন্ধাবগস্ত্যেন মহাস্থনা । দানবা ভয়সস্তস্তা
ইতশ্চৈতশ্চ বভূবুঃ । ৩৪ । বধ্যমানাঃ সুরৈস্তত্র শব্দৈঃ
সুনিশ্চিতৈস্তথা । কান্তারমন্তে গচ্ছন্তঃ পলায়ন-
পরায়ণাঃ । ৩৫ ॥ হতভূয়েষু দৈত্যেষু বিদার্যা ধরণী-
তলম্ । পাতালং বিবিশুস্তং কধিরেণ পরিপ্লুতাঃ ।
৩৬ । অথোচুস্ত্রিদশা হৃষ্টা অগস্ত্যং মুনিসত্তমম্ ।
সিদ্ধং নো বাঞ্ছিতং সর্বং পূর্য্যতাং সাগরঃ পুনঃ । ৩৭ ॥
অগস্ত্য উবাচ । জীর্ণং তোষং ময়া দেবাস্তথৈবামেধা-
তাং গতম্ । উৎপৎস্তুতি রঘুণাং হি কুলে নৃপতি-
সত্তমঃ । ৩৮ । ভগীরথেতি বিখ্যাতঃ সর্বশস্তৃত্যং

বরঃ । স জ্ঞাতিকারণাদেব গঙ্গাং তত্রা নিযাতি ।
৩৯ । ব্রহ্মলোকাৎ সারিচ্ছ্রেষ্ঠাং তয়া পূর্ণো ভাবযাতি ।
এবমুক্তা সুরৈঃ সার্কং স্বস্থানং চাগমমুনিঃ । ৪০ ।
ততঃ স্বশাস্ত্রমঃ প্রাপ্তং দেবা বাক্যমথাক্রবন্ । অনেন
কশ্মণা ব্রহ্মণ্ পরিভূষ্টা বয়ং মুনৈঃ । ৪১ ॥ কিং কুর্ম্যো
ত্রাহি তেহতীষ্টং যদ্যপি স্মাৎ সুহৃদলভম্ । ৪২ ।
অগস্ত্য উবাচ । যাবদ্ ব্রহ্মসহস্রাণি পঞ্চবিংশতি-
কোটয়ঃ । বৈমানিকো ভবিষ্যামি দক্ষিণাধ্ব-
মূর্দ্ধনি । ৪৩ । অত্রাগত্য নরো যন্ত মমাস্রমপদে
শুভে । হটিকেশ্বরসান্নিধ্যে প্রভাসকৈত্রে উত্তমৈঃ ।
৪৪ । স্নানমাচরণতে সম্যক্ স যাতু পরমাং গতিম্ ।
পাতালাদবতীর্ণং তং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরম্ । ৪৫ ।
ময়া তপঃপ্রভাবেন স্থাপিতং যঃ প্রপূজয়েৎ ।
দিনে দিনে ভবেত্তস্ত গোশতস্ত কলং ধ্রুবম্ । ৪৬ ।
লোপামুদ্রাসহায়ং মাং যো মর্ত্যঃ সস্তপূজয়েৎ ।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ দ্বিধানেন কাশপুষ্পৈঃ সমাহিতঃ । ৪৭ ।
প্রাপ্তে শরদি কালে চ স যাতু পরমাং গতিম্ ।
লোপামুদ্রাসহায়ং মাং হটিকেশ্বরসংযুতম্ । ৪৮ ।
অয়নে চোত্তরে পূজ্য গোলকফলমাগ্নুধাৎ । যঃ
শ্রাদ্ধং কুরুতে চাত্র অয়নে চোত্তরে দ্বিজঃ । ভূযান্তস্ত

সংশয়াপন্ন হইয়াছে । কালকৈতয়গণ সমস্ত বিধ্বস্ত
করিতেছে । দেবগণের হিতার্থ আপনি সমুদ্র
শোষণ করুন । এই কার্য সম্পন্ন করিতে অল্প
কাহারও আর সামর্থ্য নাই । ঈশ্বর বলিলেন,—
এইরূপ অভিহিত হইয়া অগস্ত্য মুনি দেবগণের
সহিত সমুদ্রতটে গমন করিলেন । মুনিবর গন্ধর্ক-
গণ কর্তৃক গীষমান, কিন্নরগণ কর্তৃক স্তুষ্যমান ও দেব
গণ কর্তৃক শ্লাঘ্যমান হইয়া বলিলেন,—এই আমি
ত্রৈলোক্য রক্ষার্থ সাগর শোষণ করিতেছি । হে
দেবগণ! তোমরা দর্শন কর; আমি এই সালনা-
কর সাগর পান করিতেছি । এই বলিয়া মুনিবর
সমগ্র সাগরকে গণ্ডন করিলেন । তিনি সাগর
পান করিলে দৈত্যগণ তখন ভীত হইয়া ইতস্ততঃ
ধাবন করিতে লাগিল এবং সুরগণ কর্তৃক
প্রহৃত হইয়া তাহারা পলায়নপুষক কান্তারদেশে
যাইতে যাইতে রক্তাক্ত বলেবরে পাতালে
প্রবেশ করিল । দেবগণ তখন হৃষ্ট হইয়া মুনিবরকে
বলিতে লাগিলেন,—আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হই-
য়াছে । অধুনা আপনি সাগর পূর্ণ করুন । অগস্ত্য
বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি সাগরজল হজম
করিয়া কেলিয়াছি, অধুনা সে জল অমেধ্যতা (মলহ)

প্রাপ্ত হইয়াছে । রঘুনংশে শস্ত্রধারিপ্রবর ভা-
নামে এক নৃপতি জন্মবেন । তিনি জ্ঞাতি উদ্ধারের
নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবেন ।
সেই গঙ্গা এই সাগরকে পরিপূর্ণ করিবেন । এই
বলিয়া মুনি সুরগণের সহিত স্বাশ্রমে প্রত্যাগত
হইলেন । ২৭—৪০ । তথায় দেবগণ ভীত হইয়া
হে ব্রহ্মণ! আপনার এই কশ্মে আমরা যার পর
নাই তুষ্টি হইয়াছি; অধুনা আপনার কেন সুহৃদ
অভীষ্ট পূরণ করিব, তাহা বলুন । অগস্ত্য কহি-
লেন,—পঞ্চবংশাত বোটি সহস্র ব্রহ্মের স্থিতিকাল
যাবৎ আমি দক্ষিণাশাশিরে বিমানে চড়িয়া বিচরণ
করিব । আর আমার এই আশ্রমে আসিয়া যাহারা
হটিকেশ্বরসমীপে প্রভাসে স্নানোচরণ করিবে, তাহারা
পরম গতি লাভ করিবে । যে জন আমার ভগ্ন-
প্রভাবস্থাপিত পাতাল হইতে উদ্ধৃত অত্র্য লিঙ্গরূপী
মহেশ্বর পূজা করিবে, তাহাদের গোশত প্রদানের
কল লাভ হইবে । যাহারা শরৎকালে কাশ পুষ্প
দ্বারা, লোপামুদ্রার সহিত আমাকে অর্ঘ্য প্রদান
করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে ।
আর উত্তরায়ণে লোপামুদ্রার সহিত আমার পূজা
করিলে লক্ষ গো দানের কল পাইবে । যে দ্বিজ

ফলং কৃৎস্নং গয়াশ্রাদ্ধস্ত সন্তমাঃ ॥৪৯॥ ঐশ্বর উবাচ ।
বাচমিত্যেব তে চোক্তা সর্বে দেবাঃ স্বাসবাঃ ।
স্বহানন্ত গতাঃ সর্বে সংকটমনসস্তদা ॥ ৫০ ॥ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন প্রাপ্তে শরদি মানবঃ । অগস্ত্য-
শ্রাদ্ধমে গয়া হাটিকেশং প্রপূজয়েৎ ॥ ৫১ ॥ অগস্ত্য-
শ্রবণমাণং করলিকং সুরপ্রিয়ম্ । যশ্চ তচ্ছ্রুত্বা
ভক্তা ঋষেস্তস্মৈ বিচেষ্টিতম্ । অহোরাত্রকৃত্যং
পাপাতংক্ষণাদেব মুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে হাটিকেশরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ষট্-
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি পশ্চিমে
নারদেশ্বরীম্ । নারদেশ্বরসান্নিধ্যে সর্বদোৰ্ভাগ
নাশনোম্ ॥ ১ ॥ যা নারী পূজয়েদেবীং তৃতীয়ায়াং
সম্যাহিতা । তদ্বশয়ে ন দোৰ্ভাগাযুক্তা নারী
ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারদেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৭ ॥

এখানে উত্তরায়ণে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যশ্রাদ্ধের
ফল লাভ হয় । ঐশ্বর বলিলেন,—দেবী! বৎস-
বরের বাক্যে ‘তথা’ বলিয়া সহর্ষে অস্ত্রাণে প্রতান
করিলেন । অতএব মানব শরৎকালে অগস্ত্যশ্রাদ্ধে
গমনকরিয়া অগস্ত্যশ্রবণমা করলিক হাটিকেশবের
পূজা করিবে । যে জন ভক্তিপূৰ্ব্বক এই অগস্ত্য
ঋষিবিচেষ্টিত শ্রবণ করে, সে অহোরাত্রকৃত পাপ
হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয় ॥ ৪৯—৫২ ॥
ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
দুর্গকূটক লিঙ্গের পশ্চিমে নারদেশ্বর সান্নিধানে
সর্বদোৰ্ভাগ্যনাশিনী নারদেশ্বরী-সমীপে গমন
করিবে । যে নারী তৃতীয়াতে সমাহিত হইয়া এই
দেবী পূজা করে, তাহার অশ্রমে কদাচ দুৰ্ভাগ্য নারী
জন্মে না ॥ ১২ ॥

সপ্ত চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবীঃ
মহাবিভূষণাম্ । ভীমেশ্বরস্ত সান্নিধ্যে সোমেনা-
ধিতাং পূজা ॥ ১ ॥ আবণে মাসি বিধিনা যা নারী
তাং প্রপূজয়েৎ । তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে সা তুঃখে-
মুচ্যতেহখিলৈঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাবিভূষণাগৌরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৮ ॥

একোদশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি বিশেষণং
দুর্গকূটকম্ । ভগ্নতীর্থস্ত পূর্ণেণ যোগিনীচক্রদক্ষিণে ॥
১ ॥ আরাধিতোহসৌ ভীমেন সস্কামপ্রদোহভবৎ ।
কান্তনস্ত চতুর্থাং তু শুক্লপক্ষে বিধানঃ ॥ ২ ॥
যন্তঃ পূজয়তে দেবঃ গন্ধপুষ্পৈঃ সমোদকৈঃ ।
নিষ্কিয়ং জায়তে তস্ত বর্ষমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে দুর্গকূটগণপতিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোদশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর নর
মহাবিভূষণা দেবী সমীপে গমন করিবে । ইনি
ভীমেশ্বরসান্নিধানে অবস্থিত এবং সৌমকক্ক
আরাধিতা । যে নারী আবণ-মাসের শুক্লা তৃতী-
য়াতে তাঁহাকে বিধিপূৰ্ব্বক পূজা করে, সে সর্বদুঃখ
হইতে মুক্তলাভ করিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪৮ ॥

উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঐশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
দুর্গকূটক বিশেষসমীপে গমন করিবে । এই-
স্থান ভগ্নতীর্থের পূর্বে এবং যোগিনীচক্রের
দক্ষিণে অবস্থিত । এই সর্বকলপ্রদ দেবতা
ভামকক্ক আরাধিত হইয়াছিলেন । যে জন
ফাগুনমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে বিধিপূৰ্ব্বক গন্ধ-পুষ্প
ও মোদক দ্বারা এই দেবের পূজা করে, এক বৎসর
তাহার নিষ্কিয়ে গতিত হয় সংশয় নাই ॥ ১—৩ ॥

উনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তস্মাৎ
কৌরবেশ্বরীম্ । যন্ত নান্য কুরুক্ষেত্রং তেন
সারাধিতা পুরা ১ । আরাধিতাসৌ ভীমেন কৃষ্ণা
ক্ষেত্রস্ত রক্ষণম্ । মহানবম্যাং যন্তেন যন্তাং পূজয়তে
নরঃ । তং পুত্রমিব কল্যাণী রক্ষতে নাত্র সংশয়ঃ ২ ।
ভোজনং তত্র দাতব্যং দম্পতীনাং ন সংশয়ঃ ।
দিব্যৈর্ভটৈক্যঃ স্মিষ্টান্নৈঃ সা তুষ্যতি তত্রঃ সত্য ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে কৌরবেশ্বরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৫০ ।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি সুপর্ণেলাং
চ ভৈরবীম্ । দুর্গকূটাদক্ষিণতো ধনুঃপঞ্চাশতা-
স্তরে ১ । সুপর্ণেন পুরা দেবি পাতালাদমৃতং
হতম্ । গৃহীত্বা তত্র মুক্তং তু নাগানাং পশুতাং
কিল ২ । ততো দেব্যা তদা হৃদষ্টা রক্ষিতং

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর কৌরবে-
শ্বরীসমীপে গমন করিতে হয় । কুরুর নামেই
কুরুক্ষেত্র প্রসিদ্ধ । ইনি পূর্বে এই দেবীর
আরাধনা করিয়াছিলেন । ভীম ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া
এই দেবীর আরাধনা করেন । যে নর মহানবমীতে
যত্নপূর্বক এই দেবীর পূজা করে, তাহাকে তিনি
পুত্রের স্তায় রক্ষা করেন সংশয় নাই । এই তীর্থ-
ক্ষেত্রে মিষ্টান্নাদি দিব্য ভোজন দ্বারা দম্পতি
ভোজন করাইলে এবং স্তব করিলে দেবী
প্রীত হন । ১—৩ ।

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫০ ।

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
সুপর্ণেলা ভৈরবীসমীপে গমন করিবে । এইস্থান
দুর্গকূটের দক্ষিণে পঞ্চাশং ধনু অস্তরে অবস্থিত ।
সুপর্ণ পূর্বে পাতাল হইতে অমৃতহরণ করেন । তিনি
অমৃত হরণ করিয়া নাগগণ সমক্ষে রক্ষা করেন ।

নাগপার্শ্বতঃ । ততঃ সুপর্ণেলেত্যেবং খ্যাতা
সা বসুধাতলে ৩ । ইলা তু কথ্যতে ভূমিঃ
সুপর্ণেন প্রতিষ্ঠিতা । ততঃ সুপর্ণেলেত্যেবং নান্য
পাতকনাশিনী ৪ । সুপর্ণকূণ্ডে তত্রৈব নান্য
তাং পূজয়েন্নরঃ । বিপ্রৈভ্যো ভোজনং দদ্যাদ্রাপ্তি-
ম্নিয়তে নরঃ । জীববৎসা ভবেন্নরী আশ্রয়েচ্চাপ্য-
লঙ্কতা ৫ ।

ইতি শ্রীকান্দে সুপর্ণেলামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈক-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি তন্নতীর্থ-
মমুত্তমম্ । তস্মাচ্চ পশ্চিমে ভাগে যত্র বিষ্ণু-
শতভূজঃ ১ । যত্র ত্যক্তং শরীরং তু বিষ্ণুনা
প্রভবিষ্ণুনা । তস্মিন্নিভবনে রম্যো যোজনান্বীক-
বিস্তৃতে ২ । যুগেযুগে মহাদেবি কল্পমণ্ডরাদিবু ।
তত্রৈব সংস্থিতীর্বাণোন্নতত্র চ রতিভবেৎ ৩ ।
ক্ষেত্রাণামাদিক্ষেত্রং তু বৈকবঃ তদ্বিহর্কুধাঃ । তিস্রঃ

তখন দেবী তাঁহাকে নাগপার্শ্বে উহা রক্ষা করিতে
দেখেন ; এইজন্ত দেবী সুপর্ণেলা নামে বসুধাতলে
খ্যাত হইয়াছেন । ইলা বলে ভূমিকে ; আর এই
ইলা সুপর্ণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এজন্ত এই দেবী সুপ-
র্ণেলা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন ; ইনি পাতক-
নাশিনী । নর সুপর্ণকূণ্ডে স্নান করিয়া ঐ দেবীর
পূজা করিবে এবং বিপ্রগণকে ভোজন দান করিবে ।
এরূপ করিলে মানব আপৎপ্রাপ্ত হইয়া মরে না ।
নারী পূজা করিলে পুত্রবতী হয় । ১—৫ ।

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
তন্নতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ সুপর্ণেলার
পশ্চিমে অবস্থিত । এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিরা-
জিত । পূর্বে তিনি এইস্থানে কলেবর পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন । এই তীর্থক্ষেত্রস্থ ক্রোশপরিমিত
রম্য মন্দিরভবনে ভগবান বিষ্ণু যুগে যুগে কল্প মণ-
্ডরাদিতে অবস্থিত করেন ; তাঁহার আর অল্পত্র
কুজাপি রতি হয় না । পণ্ডিতবরগণ বলেন,—এই

কোট্যোহর্কোটিন্ধী তীর্থানাং প্রবরাণি ৫।৪। দিবি
 ভুবান্তরিক্ষে ৫ তানি তত্রৈব তামিনি। তত্র
 মুক্তিমতী গঙ্গা স্বয়মেব ব্যবহিতা। ৫। বিকোঃ
 সংপ্রদনার্থায় প্রাণিনাং ৫ হিতায় বৈ। গঙ্গা গয়া
 কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুষ্করাণি ৫। ৬। পুরীং দ্বার-
 বতীং ত্যক্ষা অত্রৈব বসতে হরিঃ। তন্তোর্দ্বৈদৈহিকং
 দেবি প্রকরোমি যুগেযুগে। ৭। নভশ্চে দ্বাদশী-
 যোগে তত্র গঙ্গা স্বয়ং প্রিয়ে। করোমি তদ্বিধানেন
 তত্র ব্রাহ্মণপুত্রবৈঃ। ৮। তত্র দ্বা তু দানানি
 বিধিবশেদপারগে। তত্রৈব দ্বাদশীযোগে স্নাত্বা চৈব
 বিধানতঃ। ৯। সন্তুর্প্যা ৫ পিতৃন ভক্ত্যা মুচ্যতে
 সর্বপাতকৈঃ। তত্র বিষ্ণুং তু সম্পূজ্য কৃৎস্না
 জাগরণং নিশি। ১০। দৌপাদিদানং কৃৎস্না তু
 কৃতকৃত্যোহভিজায়তে। ১১। অথ তন্তু প্রবক্ষ্যামি
 পুরাতনুসমং প্রিয়ে। সংসৃত্য দানবান্ সর্বান
 বাসুদেবঃ প্রতাপবান্। ১২। ত্রীয়াসসারলিপ্তেন
 পায়সেন পদস্তলে। বজ্রাঙ্কভূতদেহস্ত সর্বব্যাপী
 জনাধিনঃ। ১৩। গঙ্গা তীরং সমুদ্রস্ত সমাধিস্থো
 বভূব হ। সর্বস্রোতাংসি সংযম্য নিবেশ্যাত্মানমাশ্রয়ি।
 ১৪। এতস্মিন্নস্তরে প্রাপ্তো বাণহস্তো জরাতিথঃ।
 দাশপুত্রোহতিকুলাক্ষো মৎস্তঘাতী ৫ পাপক্লং। ১৫।

ক্ষেত্র আদি বৈষ্ণবক্ষেত্র। সার্কটিকোট উত্তম
 তীর্থ—যাহা স্বর্গে মর্ত্যে অন্তরিক্ষে বিরাজিত, তৎ-
 সমস্ত তীর্থই এই তীর্থে আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর
 অবগাহনের জন্তু এবং প্রাণিগণের হিতের নিমিত্ত
 এখানে গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া স্বয়ং অবস্থান করেন।
 গয়া, গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষ, পুষ্কর এবং দ্বারবতী
 পুরী পরিত্যাগ করিয়া হরি এইখানেই বাস করেন
 হে দেবি! যুগে যুগে আমি ঐ স্থানে গমন করিয়া
 ভাদ্রমাসের দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণগণের সাহিত বিধিবৎ
 দানাদ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া
 সমাধা করি। দ্বাদশীতে ঐ তীর্থে স্নানান্তে পিতৃ
 গণের তর্পণ করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।
 তথায় বিষ্ণুপূজান্তে জাগরণ ও দৌপাদি দান করিলে
 মানব কৃতকৃত্য হয়। হে দেবি! আমি এই তীর্থের
 এক পুরাতন বলিতেছি, শ্রবণ কর,—ভগবান্
 বাসুদেব দ্বাদশগণকে সংহার করিয়া ত্রীয়াস কর্তৃক
 পায়স দ্বারা অমূলিপ্তপদ হইয়া বজ্রাঙ্কভূতদেহে
 শরীরদ্বারা সকল সংযত করত আত্মায় আশ্রয়বেশ-
 পূর্বক সমুদ্রতীরে গিয়া সমাধিস্থ হন। এমন সময়
 জরা নামক এক মৎস্তঘাতী দাশপুত্র বাণহস্তে ঐ

তেন দৃষ্টন্ততো দূরান্নিষাদাশ্রয়মুদযঃ। বিকোঃ পদং
 যুগং মত্বা শরং তন্তু মুমোচ হ। ১৬। ততোহসৌ
 পশ্চাতে যাবদপত্বা তন্তু ৫ সন্নিধৌ। চতুর্দ্বাহং
 মহাকায়ং শম্ভুচক্রগদাধরম্। ১৭। পুরুষং নীল-
 মেঘাভং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্। তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্ত
 বেপমানঃ কৃতাজলিঃ। অত্রবৌর ময়া জাতস্ত্বং বিভো
 দিব্যরূপধরক। ১৮। অজ্ঞানাস্ত্বং ময়া বিদ্ধস্ত্বংপদাগ্রে
 সুরোত্তম। কস্তমহঁসি মে নাথ ন ত্বং ক্রৌঞ্চমি-
 হারঁসি। ১৯। বিষ্ণুকবাচ। শাপস্তাস্তোহদ্য মে ভদ্র
 শরপাতাং কৃতস্ত্বয়া। তস্মাৎস্বং মৎপ্রসাদেন স্বর্গং
 গচ্ছ মহাত্মাতে। ২০। যে চাস্তে মামিহাগত্য
 দ্রক্ষ্যস্তি হি নরোত্তমাঃ। তে যান্তস্তি পরং স্থানং
 যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ। ২১। ভল্লেনাহং যতো
 বিদ্ধস্ত্বয়া পাদতলে শুভে। ভল্লতীর্থমিতি খ্যাতং
 ততো হেতত্ত্ববিষ্যতি। ২২। হরিক্ষেত্রমিতি প্রোক্তং
 পূর্বং স্বায়ম্ভুবেহস্তরে। ২৩। ঈশ্বর উবাচ। ইত্যু-
 ক্তান্তর্দধে বিষ্ণুলুর্দ্ধকোহপি দিবং গতঃ। যেহত্র
 স্নানং করিস্যস্তি ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ। বিষ্ণুলোকং
 গমিস্যস্তি ত্রীত্যা তে মৎপ্রসাদতঃ। ২৪। যেহত্র

স্থানে উপস্থিত হয়। তথায় সে দূর হইতে বিষ্ণুপদ
 অবলোকনপূর্বক যুগভ্রমে তত্ৰদেশে বাণক্ষেপণ
 করে। বাণ মোচন করিয়া সে নিকটে গিয়া দেখিল
 যে, তাহা যুগ নয়,—চতুর্দ্বাহ নীলমেঘাভ পুণ্ডরীক-
 নিভেক্ষণ শম্ভুচক্র-গদাধর মহাকায় পুরুষ। তদ-
 ণনে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাজলিপুটে বলিল,—
 হে বিভো! আমি আপনাকে দিব্যরূপধর পুরুষ
 বলিয়া বুঝিতে পারি নাই; অজ্ঞানবশতঃ আপনার
 পাদাগ্রে শর বিদ্ধ করিয়াছি, ক্ষমা করুন; আমার
 প্রাতি জুঁক হইবেন না। ১—১৯। বিষ্ণু বলিলেন,—হে
 ভদ্র! তোমার শরঘাতে অদ্য আমার শাপমুক্ত
 হইল। অতএব তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গ গমন
 কর। যাহাও এখানে আসিহা আমাকে দর্শন
 করিবে, তাহার পরম স্থান মদীয়লোকে গমন
 করিবে। তুমি এইস্থানে ভল্লদ্বারা আমার পদ
 বিদ্ধ করিলে এজন্ত এইস্থান ভল্লতীর্থ নামে খ্যাত
 হইবে। পূর্বে স্বায়ম্ভুব অন্তরে এইস্থান হরি-
 ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঈশ্বর বলিলেন,—এই
 বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। লুক্কণ্ড
 স্বর্গে গমন করিল। যাহারা এই তীর্থে স্নান করে,
 তাহার আমার প্রসাদে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি পিতৃভক্তিপরায়ণাঃ । তৃপ্তিঃ
তেষাং গমিষ্যন্তি পিতরশ্চৈব তর্পিতাঃ । ২৫ । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য তৎ ক্লেদমুত্তমম্ । দৃষ্টো দেব-
চতুর্দাহঃ স্নাত্বা তীর্থে তু ভল্লকে । ২৬ । মন্ত্রিক্তি-
বলদর্পিতা মৎপ্রিয়ং ন নমন্তি যে । বাসুদেবং ন তে
জ্ঞেয়া মন্ত্রজাঃ পাপিনো হি তে । ২৭ । মন্ত্রকোহপি
হি যো কৃত্বা ভুতভুত একাদশীদিনে । মল্লিক্শার্চনং
কার্যং ন তেন পাপবুদ্ধিরা । ২৮ । যা তিথির্দয়িতা
বিফোঃ সা তিথির্ময় বল্লভা । ন তাং চোপোষয়েদ-
যন্ত স পাপিষ্ঠতারাধিকঃ । ২৯ । তদ্বৎ স ষাদশী-
যোগে ভল্লতীর্থস্থ সন্নিধৌ । যন্ত মাং পূজয়েন্তু
নারী বাপি নরোহপি বা । তন্ত জন্মসহস্রাণি
গৃহভক্ষো ন জায়তে । ৩০ । ইত্যেৎকথিতং দেবি
মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । ভল্লতীর্থস্থ বিফোন্ত সর্ব-
পাতকনাশনম্ । ৩১ । তত্র বিফোন্ত সন্নিধৌ
বায়বো কুন্তমুত্তমম্ । ভল্লতীর্থং তু বিখ্যাতং যত্র
ভল্লহতো হরিঃ । ৩২ । তত্র দেয়ানি বাসাংসি পদং
গাবো বিধানতঃ । দেয়ানি বিপ্রমুখোন্ত্যঃ সমাগ-
যাত্রাকলেপুভিঃ । ৩৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে ভল্লতীর্থমহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নরদেবি কর্দমাঙ্ক-
মমুত্তমম্ । তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং সর্বপাতক-
নাশনম্ । ১ । তস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে
স্বাবরজজন্মে । চন্দ্রার্কতপনে নষ্টে জ্যোতিষি
প্রলয়ং গতে । ২ । রসাতলগতাসুর্কীং দৃষ্ট্বা
দেবো জনার্দনঃ । বারাহং রূপমান্বায় দংষ্ট্রা-
গ্রেণ বরাননে । উৎক্লিপ্য ধরণীং মূর্দ্ধা স্বস্থানে
সন্ন্যবেশয়ৎ । ৩ । উদ্ধৃত্য ভগবান্ বিকুর্বাণ্যম্-
তদুবাচ হ । ৪ । অত্র স্থানে স্থিতেনৈব ময়া স্ব-
দেবি চোদ্ধতা । মমাত্র নিয়তং বাসঃ সদৈবায়ং
ভবিষ্যতি । ৫ । যে পিতৃঃস্তুর্গমিষ্যন্তি কর্দমালে
বরাননে । আকল্পং তর্পিতান্তেন ভবিষ্যন্তি ন
সংশয়ঃ । ৬ । তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি শাকৈর্মূলকলেন
বা । ভবিষ্যতি কৃতং শ্রাদ্ধং সর্বতীর্থেষু বৈ শুভে
৩ । অত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা যো মাং পশুতি
মানবঃ । অপি কীটপতঙ্গা যে নিধনং যান্তি
মানবাঃ । তে মৃত্যুগ্নিদিবং যান্তি স্মৃকুতেন বধা
দ্বিজাঃ । ৮ । ততো দ্বীপেষু জায়ন্তে ধনাঢ্যাস্চোত্তম-
কুল । দংষ্ট্রাভেদেন যন্তোয়ং নির্গতং তে শরীরতঃ

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
ত্রিলোকবিখ্যাত সর্বপাতকনাশন কর্দমাল তীর্থে
গমন করিবে । এক সময় জগৎ ঘোর একাধীকৃত
হইলে স্বাবর জন্ম সমস্ত পদার্থ, চন্দ্র, সূর্য ও
অপরূপ জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্তই বিনষ্ট হয় ।
পৃথিবী রসাতলে গমন করেন । ইহা দেখিয়া ভগবান্
জনার্দন বরাহশরীর ধারণ করিয়া মন্তক দ্বারা
ধরণীকে উৎক্ষেপণপূর্বক স্বস্থানে সন্নিবেশিত
করেন ; এবং বলেন,—হে দেবি ! যেহেতু আমি
এইস্থানে আপনাকে উদ্ধার করিলাম, অতএব
এখানে আমি নিয়ত বাস করিব । যাহারা এখানে
পিতৃলোককে তর্পিত করিবে, তাহাদের এই
তর্পণের ফলে পিতৃগণের আকল্পকাল তৃপ্তি হইবে
সংশয় নাই । শাক, মূল, কলাদি দ্বারা এখানে
শ্রাদ্ধ করিলে তাহা সর্বতীর্থশ্রাদ্ধের ফলদায়ক হয় ।
এখানে স্নান করিয়া আমাকে দর্শন করিলে এবং
কাট-পতঙ্গও এখানে নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের
স্বর্গে গতি হয় এবং স্বর্গান্তে ধনাঢ্য ও উত্তমকুলে জন্ম
হইয়া থাকে । হে পৃথি ! দংষ্ট্রাভেদ হেতু যে তোমার

এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তর্পিত হন ।
অতএব সকলে এই তীর্থে আগমন করিয়া স্নান ও
চতুর্দাহ দেবকে দর্শন করিবে । মন্ত্রিক্তিবল-
দর্পিত যে সকল ব্যক্তি এ তীর্থে আসিয়া আমার
প্রিয় বাসুদেবকে নমস্কার না করিবে, তাহারা
আমার ভক্ত নহে—পাপী । আমার ভক্ত হইয়া
যে একাদশীতে ভোজন করে, সেই পাপবুদ্ধি যেন
আমার লজ্জা পূজা না করে । কারণ—যে তিথি
বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহা নিশ্চিতই মদুবল্লভা ; তাহাতে যে
উপবাস না করে, সে পাপিষ্ঠতারাধিক । অতএব
ষাদশীতে নর বা নারী যে কেহ ভল্লতীর্থে আমার
পূজা করিলে তাহাদের সহস্র জন্মের মধ্যে গৃহভঙ্গ
হয় না । হে দেবি ! এই আমি তোমাকে ভল্ল-
তীর্থ ও বিষ্ণুমাহাত্ম্য বলিলাম । এই ক্লেদের
বায়ুকোণে বিষ্ণুসান্নদানে উত্তম কুণ্ড বিখ্যাত ভল্ল-
তীর্থ বিরাজিত । এইস্থানে ভল্লহত হরি বিদ্যমান ।
সম্যক যাত্রাকলেপু ব্যক্তি এইস্থানে বিপ্রমুখগণকে
ষথাবিধি বাস, ভবন, ও গো দান করিবে । ২০—৩৩ ।
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫২ ।

৯। তত্র স্নাত্বা নরো দেবি তিৰ্য্যগ্‌যোনো ন
জায়তে । ১০। ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি যথাবৃত্ত-
মাক্ষৰ্য্যং তত্র বৈ পুরা । মৃগযুথঃ শূন্যজন্তুঃ লুক্কৈঃ
পরিপীড়িতম্ । প্রবিষ্টে কৰ্দমাণে তু সদ্যো মানু-
ষতাং গতম্ । ১১। অথ তে লুক্কা দৃষ্টা বিস্ময়োৎ-
ফুল্ললোচনাঃ । অপৃচ্ছন্ত চ সন্তস্তাস্ত্যাক্ষ্যর্জ্যান বর
বিনি । ১২। মৃগযুথমহুপ্রাপ্তং কেন মার্গেণ
নির্গতম্ । অথোচুস্তে বয়ং প্রাপ্তা মানুষ্যং মৃগ-
রূপিণ । ১৩। এততীর্থপ্রভাবোহয়ং ন বিদ্যো
হ্যাক্ষর্য্যকরণম্ । ততস্তে লুক্কাস্ত্যাক্তা ধনুষি স
শরাণি চ । তত্র স্নাত্বা মহাভাগে যুক্তাশ্চ সর্ষ-
পাতকৈঃ । ১৪। পার্শ্বত্যাচ । ভগবন্ বিস্তরঃ
ক্রহি কৰ্দমালমহেদয়ম্ । উৎপত্তিঃ চ বিধানঃ চ
ক্ষেত্রসীমাদিকং ক্রমাৎ । ১৫। ঈশ্বর উবাচ । শৃণু
দেবি রহস্তং তু কৰ্দমালসমুদ্ভবম্ । গৃঢ়ং ব্রহ্মর্ষিসর্বস্বং
ন দেয়ং কস্তচিৎ । ১৬। পূৰ্ব্বমেকার্ণবে ঘোরে
নষ্টে স্বাবরজ্জন্মমে । চন্দ্রার্কপবনে নষ্টে জ্যোতিষি
প্রলয়ক্ৰতে । ১৭। একার্ণবং জগদিদং ব্রহ্মাপগু-
দশেষতঃ । তস্মিন্ বসুমতী মগ্না পাতালতলমাগতা ।

তোমার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই
অজ্ঞাত্য তোয়ে স্নান করিলে তিৰ্য্যক্‌যোনিতে জন্ম
হয় না। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি! পূৰ্বে ঐ
স্থানে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ
কর,—এক মৃগযুথ লুক্ক কৰ্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উক্ত
ক্ষেত্রে কৰ্দমাণে প্রবেশ করে। প্রবিষ্ট মাতে
তাহারা মানুষ্য হইয়া যায়। লুক্কগণ তখন তাহা-
দিগকে দেখিয়া হর্ষে জিজ্ঞাসা করে,—মহাশয়গণ!
এই স্থানে একদল মৃগ প্রবেশ করিয়াছিল:
তাহারা কোন্ দিকে গেল? তাহারা বলিল,—
আমরাই এই স্থানে ঢুকিয়া তীর্থপ্রভাবে মানুষ্য
হইয়া গেলাম। এই কথা শুনিয়া লুক্কগণ
সশর শরাসন পতিয়াপূৰ্ব্বক ঐ স্থানে স্নান করিল
এবং স্নান করিবামাত্র তাহারাও সর্ষপাতক হইতে
যুক্ত হইল। পার্শ্বতী বলিলেন,—হে ভগবন! কৰ্দ-
মালতীর্থের প্রভাব, উৎপত্তি, বিধান, ও ক্ষেত্রসীমা
যথাক্রমে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি!
ব্রহ্মর্ষিসর্বস্ব কৰ্দমালতীর্থের গৃঢ় রহস্ত শ্রবণ কর।
পূৰ্বে একার্ণব হইলে স্বাবর জন্ম, চন্দ্রার্কপবন,
ও জ্যোতিষকমণ্ডল সমস্ত নষ্ট হয়। ব্রহ্মা এই
একার্ণব জগৎ অবলোকন করেন। তিনি বিশেষ-
রূপে দেখিলেন যে, পৃথিবী মগ্ন হইয়া পাতালে

১৮। ততো যজ্ঞবরাহোহসৌ কৃষ্ণা যজ্ঞময়ংবপুঃ ।
উদ্ধার মহীঃ কৃৎস্নাং দংষ্ট্রাগ্রাণ বরাননে । ১৯।
বেদপাদো যুপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তঃ অচামুখঃ । অগ্নিজিহ্বো
দৰ্ভরোমা ব্রহ্মলীধা মহাতপাঃ । ২০। অহোরাত্রে-
ক্ষণপরো বেদাঙ্গপ্রতিভূষণঃ । আজ্যনাশঃ অবাভূতঃ
সামঘোষম্বনো মহান্ । ২১। প্রাগ্বংশকায়ো হ্যতি-
মান্ মাত্ৰাদীক্ষ্যতিরাবৃতঃ । দক্ষিণাহ্নদয়ো যোগী
মহাসম্রময়ো মহান্ । ২২। উপাকর্শোঠকচকঃ
প্রবর্গ্যাবর্তভূষণঃ । নানাছন্দোগতিপথো ব্রহ্মোক্ত-
ক্রমবিক্রমঃ । ২৩। তুত্বা যজ্ঞবরাহোহসাবুদধার
মহীঃ ততঃ । তস্তোদ্ধতবতঃ পৃথীঃ দংষ্ট্রাগ্রাঃ নির্গতঃ
বহিঃ । ২৪। তস্মিন্ প্রাভাসক্ষেত্রে কৰ্দমেণ
বিলেপিতম্ । তদংষ্ট্রাগ্রাঃ যতো দেবি কৰ্দমাণঃ
ততঃ স্মৃতম্ । ২৫। দণ্ডোদ্ভেদং মহাকুণ্ডং যত্র
দংষ্ট্রা শূন্যস্থিতা । তদংষ্ট্রোদ্ধতং তোয়ং কোটি-
গঙ্গাভিষেকবৎ । ২৬। তত্র গব্যাতিমাজ্জ বিষ্ণু-
ক্ষেত্রং সনাতনম্ । দেশান্তরং গতা যেষ চ দণ্ডো-
দ্ভেদে স্মিগ্ধস্তি বৈ । যাবৎ কল্লমহস্যানি বিষ্ণুলোকঃ
ব্রজন্তি তে । ২৭। যন্ত পশ্চোন্নহাদেবি কৰ্দমাণে
তু শূকরম্ । কোটিহিংসায়ুতো বাপি স প্রাপ্যতি
পর্যং গতিম্ । ২৮। দশজন্মকৃতং পাপং নষ্টে-

গমন করিয়াছে। তখন যজ্ঞবরাহ যজ্ঞময়মূর্তি
ধারণপূৰ্ব্বক দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করি-
লেন। এই সময় তিনি বেদপাদ, যুপদংষ্ট্র, ক্রতুদন্ত,
অচামুখ, অগ্নিজিহ্বা, দৰ্ভরোমা, ব্রহ্মলীধা, মহাতপা,
অহোরাত্রেক্ষণপর, বেদাঙ্গপ্রতিভূষণ, আজ্যনাশ,
অবাতুত, মহাসামঘোষম্বনযুত, প্রাগ্বংশকায়, হ্যতি-
মান, মাত্ৰাদীক্ষ্যাবৃত, দক্ষিণাহ্নদয়, যোগী, মহাসম-
্রময়, উপাকর্শোঠকচক, প্রবর্গ্যাবর্তভূষণ, নানাছন্দো-
গতিপথ ও ব্রহ্মোক্তক্রমবিক্রম হইয়াছিলেন।
পৃথিবী-উদ্ধার কালে তাঁহার দংষ্ট্রাগ্র নির্গত হইয়া-
তাহা প্রভাসক্ষেত্রে কৰ্দমাক্ত হয়। এই জন্তই
তত্রত্য ক্ষেত্রের নাম কৰ্দমাল হইয়াছে। ১—২৫।
প্রভাসের যেখানে তাঁহার দংষ্ট্রা নির্গত হইয়াছিল,
ঐ স্থানে এক মহাকুণ্ড হয়, তাহার নাম দংষ্ট্রোদ্ভেদ।
তিনি দংষ্ট্রা দ্বারা দ্বারা কোটি গঙ্গা প্রবাহবৎ
জল নিঃসারণ করেন, ঐ ক্রোশযুগপরিমিত
স্থানকে বিষ্ণুক্ষেত্র কহে। দেশান্তরগত ব্যক্তি
যদি ঐ স্থানে মগ্ন, তবে সহস্র কল্প যাবৎ সে
বিষ্ণুলোকে বাস করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি
কৰ্দমাণে শূকররূপী ভগবানকে দর্শন করে, সে

তদর্শনাৎ প্রিয়ে। জন্মান্তরসহস্রেষু যৎকৃতং পাপ
সঞ্চয়ম্। ২১। কৰ্দ্দমালে 'হু' বারাহং দৃষ্ট্বা তন্নাশ-
মেত্যতি। হেমকোটীসহস্রাণি গবাং কোটিশতানি
চ। ৩০। দৰা যন্নভতে পুণ্যং সৰুদ্বারাহদর্শনাৎ।
কলৌ যুগে মহারৌদ্রে প্রাণিনাঞ্চ ভয়াবহে। নাস্তত্র
জায়তে মুক্তিযুক্তা ক্বেত্রঃ হু শৌকরম্। ৩১।
এতৎ সারত্ত্বং দেবি প্রাক্ষমুদেদশতম্বব। কৰ্দ্দ-
মালস্ত মাহাত্ম্যং সৰ্বপাতকনাশনম্। ৩২।

ইতি শ্রীকান্দে কৰ্দ্দমালমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ত্রিশপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবং
শুপ্তেশ্বরং প্রিয়ে। তত্র পশ্চিমবায়বো যত্র
সোমোহকরোত্তপঃ। ১। শুপ্তো ভূহা কুষ্ঠরোগা-
লজ্জয়াধোমুখঃ স্থিতঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু প্রভাস-
ক্ষেত্র উত্তমে। ২। ততঃ প্রত্যক্ষতাং যাতঃ সৰ্ব-
দেবপতিঃ শিবঃ। তুষ্টো বভূব চন্দ্রশ্চ ক্ষয়নাশঃ
তথাকরোৎ। ৩। ক্ষয়রোগাবিনির্মুক্তস্ততোহভূদ্ভূগ-

কোটি হিংসায়ুক্ত হইলেও পরম গতি প্রাপ্ত
হয়। অপিচ দেবদর্শনে তাহার দশজন্মকৃত
পাপ নষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র জন্মান্তরে যে
পাপ কৃত হয়, কৰ্দ্দমালে দেব বরাহকে দর্শনে
তাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সহস্র কোটি হেম
'ও' শত কোটি গো দানে যে পুণ্য, একবার
মাত্র বরাহ দেবকে দর্শন করিলে তাহা প্রাপ্ত
হওয়া যায়। এই বরাহতীর্থ ব্যতীত কলিকালে
নরগণের অস্ত্র আর মুক্তিপ্রদ স্থান নাই। হে
দেবি! এই আমি কৰ্দ্দমালের সৰ্বপাতকনাশন
মাহাত্ম্য তোমাকে বলিলাম। ২৬—৩২।

ত্রপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫৩।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর
দেব শুপ্তেশ্বরে গমন করিবে। সোম কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া
লজ্জায় অধোমুখে এই স্থানের পশ্চিমে বায়ু কোণে
দিব্য সহস্র বৎসর গোপণে তপস্তা করিয়াছিলেন।
তাঁহার এই তপস্তায় শিব সাক্ষাদুত হইয়া তাঁহার

লাহনঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য মহালিঙ্গং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
৪। শুপ্তস্তেপে তপো যস্মাতস্মাদশুপ্তেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
সৰ্বকুষ্ঠহরো দেবো দর্শনাৎ স্পর্শনাদপি। ৫।
সোমবারে বিশেষণ যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। তস্তা-
বয়েহপি দেবেশি কুপ্তী কশ্চিন্ন জায়তে। ৬।

ইতি শ্রীকান্দে শুপ্তেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছন্নহাদেবি দেবং বহু-
সুবর্ণকম্। হিরণ্যাপূৰ্ণদিগ্ভাগে স্থানে বহুসুবর্ণকে।
১। ধর্মপুত্রেণ যত্রৈব কৃতো যজ্ঞঃ সূত্বকরঃ। নান্না
বহুসুবর্ণেতি স্থাপ্য লিঙ্গং মহাপ্রভম্। ২। সৰ্ব-
কৃতুনাং ফলদং নান্না সৰ্বেশ্বরং বিহুঃ। তত্রৈব
সংস্থিতং লিঙ্গং পূর্ণং সারস্বতৈর্জ্জলৈঃ। ৩। নাস্তা
তত্র বরারোহে পিণ্ডদানং দদাতি যঃ। কুলকোটিং
সমুদ্ভূত্যা কুন্ডলোকে মহীয়তে। ৪। যন্তঃ পূজ-
য়তে ভক্ত্যা গঙ্গপুটৈর্পার্বধানতঃ। কোটিপূজাকলং
তস্ত তথৈত্যাহ সদাশিবঃ। ৫।

ইতি শ্রীকান্দে বহুসুবর্ণেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ। ৩৫৫।

ক্ষয়নাশ করেন। তিনি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া
ঐ স্থানে শুপ্তভাবে তপস্তা করেন। এ জন্ত
লিঙ্গের নাম হয়—শুপ্তেশ্বর। দর্শন-স্পর্শনে এই
লিঙ্গ সৰ্বকুষ্ঠহর হন। যে সোমবারে এ লিঙ্গের
পূজা করে, তাহার বংশে কেহ কুপ্তী হয় না। ১—৬।
চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন—হে দেবি! অনন্তর নর দেব
বহু-সুবর্ণক সমীপে গমন করিবে। এই দেবস্থান
হিরণ্যার পূর্বে সুবর্ণময় স্থানে বিদ্যমান। ধর্মপুত্র
এই স্থানে যজ্ঞফলদ বহুসুবর্ণাখ্য লিঙ্গ স্থাপন করিয়া
সুত্বকর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে কৃতুভলদ
সারস্বত জলপূর্ণ সৰ্বেশ্বর নামক আর এক লিঙ্গ
আছেন। এই তীর্থে স্নানান্তে পিণ্ডদান করিলে
কোটি কুল উদ্ধার করিয়; কুন্ডলোকে পূজিত হওয়া

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি শৃঙ্গেশ্বর-
মহত্তমম্ । শুকস্থানস্থ সারিধৌ সৰ্বপাতকনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ স্নাত্ব তত্রৈব বিধিবচ্ছৃঙ্গেশং পূজয়েন্নরঃ ।
মুক্তঃ স্নাত্তকৈঃ সৰ্বৈঃ স্নাত্বাশৃঙ্গো যথা পুরা ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শৃঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । তস্মাদৌশানদিগ্‌ভাগে তৎকোটি-
নগরং স্মৃতম্ । তন্ত দক্ষিণদিগ্‌ভাগে স্থিতং যোজন-
মাত্ৰকম্ । কোটীশ্বরং মহানিষ্কং কোটিযজ্ঞকলপ্রদম্ ॥
১ ॥ স্নাত্ব তত্র বিধানেন যন্তলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ।
স মুক্তঃ পাত্তকৈঃ সৰ্বৈঃ কোটিযজ্ঞকলং লভেৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কোটীশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্ত-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৭ ॥

যায় । ভক্তিপূৰ্ব্বক গন্ধ-পুষ্প দিয়া এই লিঙ্গের পূজা
করিলে কোটি পূজাকল হয়, সদাশিব বলেন ॥ ১—৭ ॥
পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫৭ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

হে দেবি ! অনন্তর শুকস্থানসন্নিধানে সৰ্ব-
পাতকনাশন শৃঙ্গেশ্বরসমীপে গমন করিবে ।
এখানে বিধিবৎ স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে নর
স্ব্যশৃঙ্গের স্নায় সৰ্বপাতকমুক্ত হয় ॥ ১২ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন — হে দেবি ! পুৰ্ব্বোক্ত স্থানের
ঈশানে কোটিনগর নামে এক নগর আছে ।
তাহার দক্ষিণে যোজনমধ্যে কোটি যজ্ঞকলদ
কোটীশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত । এখানে স্নানান্তে
লিঙ্গপূজা করিলে নর নিষ্পাপ হইয়া কোটি যজ্ঞ-
কল লাভ করে ॥ ১২ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেবি ভীৰ্ণ-
নারায়ণাভিধম্ । তৈশ্চবেশানদিগ্‌ভাগে বাপী
শাণ্ডিল্যকীর্তিতা ॥ ১ ॥ স্নাত্ব তত্রৈব বিধিবচ্ছাণ্ডিল্য-
যঃ প্রপূজয়েৎ । ঋষিপঞ্চমাং বিধিনা নারী চৈব
পতিত্বত । স্পৃষ্ট্বাস্পৃষ্ট্বা বিমুচ্যেত রজোদোষভয়াদ-
ক্ৰবম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে নারায়ণভীৰ্মহাত্ম্যাবর্ণনং নামাষ্ট-
পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৮ ॥

একোন্‌ষট্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নহাদেব স্থানং
শৃঙ্গসরোহভিধম্ ॥ ১ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তত্র দেবঃ
প্রতিষ্ঠিতঃ । শৃঙ্গারং বিধিবচ্চক্রে যত্র গোপীযুতো
হরিঃ ॥ ২ ॥ শৃঙ্গারেশ্বরনামা চ তেন পাপোষ-
নাশনঃ । পূজয়েদ্যো বিধানেন তত্র স্থানে স্থিতং
ভবম্ । দারিদ্র্যভুংসংযুক্তো ন স ভূয়ান্তবে
কচিৎ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে শৃঙ্গারেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামেকোন্‌-
ষট্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৯ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
নারায়ণতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থের ঈশানে
শাণ্ডিল্য-কথিতা বাপী আছে । যেনর বা নারী
এখানে ঋষিপঞ্চমৌদনে স্নানান্তে শাণ্ডিল্যের
পূজা করে, তাহার নিশ্চয়ই প্রতি স্পর্শে
রজোদোষভয় হইতে মুক্ত হয় ॥ ১—২ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫৮ ॥

উনষট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ! অনন্তর নর
শৃঙ্গসরে গমন করিবে । এইখানে শৃঙ্গারেশ্বর
নামক দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন । জীহার গোপী-
যুক্ত হইয়া এই স্থানে যথাবিধি শৃঙ্গার করিয়া-
ছিলেন ; এই জন্তই তত্রত্য লিঙ্গের নাম শৃঙ্গার-
েশ্বর । যে অত্রত্য ভবকে পূজা করে, সে কখন
দারিদ্র্যযুক্ত হইয়া জন্মে না ॥ ১—৩ ॥

উনষট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫৯ ॥

ষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি হিরণ্য-
তটসংস্থিতম্ । ঘটিকাস্থানমিতি চ যত্র সিদ্ধঃ পুরা
ঋষিঃ । ১ । নাড়্যেকয়া যুকগুহ্য ধ্যানযোগাদ্বরা-
ননে । তত্ৰৈব স্থাপিতঃ লিঙ্গং মার্কণ্ডেশ্বরনামতঃ ।
সৰ্বপাপোপশমনং দৰ্শনাৎ পূজনাদপি । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেশ্বরমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম ষষ্ঠ্য-
ধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি মণ্ডুকেশ্বর-
মিত্যপি । মাণ্ডুকায়ননায়্যৈ লিঙ্গং তত্র প্রতি-
ষ্ঠিতম্ । ১ । তত্র কোটিহ্রদে দেবি তথা কোটিশ্বরঃ
শিবঃ । তত্র মাতৃগগনৈব স্থিতঃ কামকলপ্রদঃ ।
২ । স্নাত্বা কোটিহ্রদে তীৰ্থে তল্লিঙ্গং যঃ প্রপূজয়েৎ
মাতৃস্তত্ৰৈব সম্পূজ্য হুঃখশোকাদিমুচ্যতে । ৩ ।
তস্মাৎ পূৰ্বেণ দেবেশি যোজনে কেন নিৰ্ম্মলম্ ।
ত্রিতকূপেতি বিখ্যাতং সৰ্বপাতকনাশনম্ । সৰ্বেষাং
দেবি তীৰ্থানাং যন্তত্ৰৈব ব্যবস্থিতিঃ । ৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে কোটিহ্রদমণ্ডুকেশ্বরমাহাশ্রয়বর্ণনং
নামৈকষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬১ ।

ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অনন্তর নর
হিরণ্যতটস্থিত ঘটিকা স্থানে গমন করিবে । এই
স্থানে যুকগু ধ্যানযোগে এক ঘটিকামধ্যে সিদ্ধি
লাভ করিয়া মার্কণ্ডেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপন করেন ।
ইহার দর্শনে পূজনে পাপনাশন হয় । ১।২ ।

ষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬০ ।

একষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর
মণ্ডুকেশ্বর দর্শনে যাইবে । মাণ্ডুকায়ন নামক লিঙ্গ
এইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে । এই তীৰ্থে কোটি
হ্রদ, কোটিশ্বর শিব ও কামকলপ্রদ মাতৃকাগণ
অবস্থিত । যে, তত্রত্য কোটিহ্রদে স্নান করিয়া
লিঙ্গ ও মাতৃকাপূজা করে, সে হুঃখ ও শোক
হইতে মুক্ত হয় । এই তীৰ্থের পূর্বে যোজন মধ্যে ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি গোম্পদ-
শ্রোতরে স্থিতম্ । গবুতিস্থিতয়েনৈব বলায় ইতি
বিজ্ঞতম্ । ১ । তত্ৰৈকাদশকুদ্রাণাং স্থানলিঙ্গান্তপি
প্রিয়ে । অজৈকপাদহর্ষধ্যঃ সন্তীত্যাদীনি নামতঃ ।
পূজয়েত্তানি বিধিবন্মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে একাদশকুদ্রলিঙ্গমাহাশ্রয়বর্ণনং
নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ । ৩৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছন্নহাদেবি হিরণ্য-
তটসংস্থিতম্ । স্থানং তুণ্ডপুরং নাম যাত্রাসৌ
ঘর্ঘরো হ্রদঃ । ১ । তত্র কন্দেশ্বরো দেবো যত্র
বন্ধা জটা ময়া । তত্র স্নাত্বা নরঃ সমাকৃ তং দেবং যঃ
প্রপূজয়েৎ । স মুক্তঃ পাতকৈর্ঘোরেঃ প্রাপুয়াচ্চাসনং
শুভম্ । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে হিরণ্যাতুণ্ডপুরঘর্ঘরহ্রদকন্দেশ্বর-
মাহাশ্রয়বর্ণনং নাম ত্রিষষ্ঠ্যধিকত্রিশত-
তমোহধ্যায়ঃ । ৩৬৩ ।

সৰ্ব পাপনাশন 'ত্রিতকূপ' আছে । এই কূপে
যাবতীয় তীৰ্থের অবস্থিতি । ১—৪ ।

একষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬১ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি! অনন্তর নর
গোম্পদের উত্তরে ক্রোশযুগ মধ্যে অবস্থিত 'বলায়'
তীৰ্থে গমন করিবে । এখানে একাদশ কুদ্রের
স্থানলিঙ্গ অজৈকপাদ, অহিগ্র প্রভৃতি নামে
বিখ্যাত আছে । এই সকল লিঙ্গপূজায় সৰ্ব-
পাপ নষ্ট হয় । ১।২ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! অতঃপর নর
হিরণ্যাতটস্থ তুণ্ডপুর নামক স্থানে গমন করিবে ।
এই স্থানে ঘর্ঘর নামক হ্রদ আছে । তত্রত্য কন্দে-
শ্বরসমীপে আমি জটা বাধিয়াছিলাম । এই স্থানে
স্নান করিয়া দেবপূজা করিলে মানব নিম্পাপ হইয়া
শিবশাসন লাভ করে । ১।২ ।

ত্রিষষ্ঠ্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৩

চতুষ্টয়াদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি সংবর্ষেধর-
মৃতমম্ । ইল্লেশ্বর্যংপশ্চিমতঃ পূর্বতশ্চাৰ্দ্ধাক্ষর্যং ।
১ । তং দৃষ্ট্বা তু মহাদেবং স্নাত্বা পুষ্করিণীজলে ।
দশানামধ্বমেধানাং কলমাপ্নোতি মানবঃ । ২ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে সংবর্ষেধরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুষ্টয়াদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৬৫॥

পঞ্চষট্যাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেন্নগাদেবি হিরণ্য-
য়াশ্চ উত্তরে । সিদ্ধিস্থানানি দিব্যানি যত্র সিদ্ধা
মহর্ষয়ঃ । ১ । তত্র লিঙ্গান্তনেকানি শক্যন্তে কথিতুং
মহি । সাগ্ৰং শতং পুনস্তত্র লিঙ্গানাং প্রবরং
শ্রুতম্ । ২ ॥ বজ্রিণাশ্চ তটে দেবি লিঙ্গান্তেকোন-
বিশতিঃ । স্তম্ভমত্যাস্তটে দেবি সহস্ৰং দ্বিশতাধিকম্ ।
৩ । প্রাধান্তেন বরারোহে পূর্বে স্বায়ম্ভুবেহস্তরে ।

চতুষ্টয়াদিক ত্রিশততম অধ্যায়

ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! অতঃপর মানব
সংবর্ষেধরসমীপে গমন করিবে । এই স্থান
ইল্লেশ্বরের পশ্চিমে অৰ্দ্ধভাস্করের পূর্বে অবস্থিত ।
তত্রত্য পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দেব পূজা করিলে
মানব দশ অধ্বমেধ কল প্রাপ্ত হয় । ১।২ ।

চতুষ্টয়াদিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৪ ।

পঞ্চষট্যাদিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! অনন্তর নর
হিরণ্যার উত্তরাস্থিত দিব্য সিদ্ধিস্থানে গমন করিবে ।
এই স্থান সিদ্ধমহর্ষিসোবিত । এখানে বর্ণনাতীত
বহু লিঙ্গ আছেন ; এই স্থানে সত্ত্বাশত প্রধান
লিঙ্গ বিরাজিত । তত্রত্য বজ্রিণীতটে একবিশতি
এবং স্তম্ভমতীতীরে দ্বিশতাধিক সহস্র লিঙ্গ
আছেন । পূর্বে স্বায়ম্ভুর অস্তরে ঐ সকল স্থানে ঐ

কপিলায়াস্তটে দেবি লিঙ্গানাং ষষ্টিরুত্তমা । ৪ ॥
স্বরস্বত্যাং পুনস্তত্র লিঙ্গসংখ্যা ন বিদ্যাতে । এবং
পঞ্চমুখা দেবি লিঙ্গমালা বিচ্ছুরিতা । ৫ । প্রভাসে
কথিতা দেবি পঞ্চশ্রোতাঃ সরস্বতী । বস্তাঃ প্রবাহৈঃ
সম্ভিন্নঃ ক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনম্ । ৬ । তত্র বাপী
কূপেষু যত্র তত্রোদ্ভবং জলম্ । সারস্বতং তু তজ্-
জ্যেং তে ধত্তা যে পিবন্তি তৎ । ৭ । যত্র তত্র নরঃ
স্নাত্বা সম্যক্ শ্রদ্ধাসমধিতঃ । সারস্বতস্নানকলং
লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ৮ । যৎপ্রোক্তং স্পর্শলিঙ্গ
শ্রীসোমেশেতি বিজ্ঞতম্ । প্রভাসক্ষেত্রলিঙ্গানাং
কলা তস্মৈব শাকরী । ৯ । দৃষ্ট্বা তদ্বা পূজায়িত্বা লিঙ্গং
ক্ষেত্রম্ মধ্যগম্ । শ্রীসোমেশমিতি জ্ঞাত্বা সোমেশঃ
পূজিতো ভবেৎ । ১০ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণে একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
তাং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে প্রথমে প্রভাসক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যো প্রকীর্ত্তনলিঙ্গমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চষট্যাদিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৬৫॥

সমস্ত প্রধান লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় । কপিলাক্ষে-
ত্রটি সংখ্যক লিঙ্গ বিরাজিত । তত্রত্য সরস্বতীতে যে
কত লিঙ্গ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই । এই প্রকার
পঞ্চমুখী লিঙ্গমাল ঐ তীর্থক্ষেত্রে সুশোভিত । সর-
স্বতীও ঐ স্থানে পঞ্চশ্রোতা । তাঁহার প্রবাহে দ্বাদশ
যোজন উক্ত ক্ষেত্র পরিপ্লুত । তত্রত্য বাপী, কূপ
প্রভৃতি যে কোন স্থানের জল সারস্বতজল তুল্য ;
যে তাহা পান করে, সে ধত্তা । মানব এই ক্ষেত্রে
যেখানে-সেখানে স্নান করিয়া সারস্বতস্নান কল-
লাভ করে সংশয় নাই । শ্রীসোমেশ্বর নামক
যে স্পর্শলিঙ্গ আছেন,—প্রভাসক্ষেত্রস্থ লিঙ্গ সক-
লের মধ্যে তাঁহারই শাকরী কলা আছে । সোমে-
শ্বর জ্ঞানে এই ক্ষেত্রমধ্যস্থিত যে কোন লিঙ্গের
পূজা করিলে শ্রীসোমেশ্বর দেবই পূজিত হন । ১-১০ ।

পঞ্চষট্যাদিক ত্রিশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬৫ ।

প্রভাসখণ্ডঃ ।

বঙ্গাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি ক্ষেত্র-
গৰ্ভং মহোদয়ম্ । তদ্বঙ্গাপথমাহাত্ম্যং যত্র রৈবতকে
গিরিঃ ॥ ১ ॥ দামোদরঃ রৈবতকে ভবঃ বঙ্গাপথে
তথা । এতদ্রৈতকং ক্ষেত্রং বঙ্গাপথমিতিস্মৃতং ॥
২ ॥ সুবর্ণরেখা যত্র স্তা নদী পাতকনাশিনী । যত্র
সাক্ষাৎ স্থিতঃ কৃষ্ণো দামোদর ইতি স্মৃতঃ ॥
৩ ॥ যত্র স্থিতঃ মৃগীকুণ্ডঃ মহাপাতকনাশনম্
সকলজ্ঞানকৃতে যত্র কল্লকোটীসহস্রকম্ । পিতৃণাং
জায়তে তৃপ্তিরপুনর্ভবকাজিগী ॥ ৪ ॥ দেবুবাচ ॥
ভগবান্ বিস্তরাদব্রূহি দামোদরমহোদয়ম্ । ক্ষেত্র-
গৰ্ভস্ত মাহাত্ম্যং কর্ণিকারূপসংস্থিতম্ ॥ ৫ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দারোদরহর্যং প্রতি ।
ইতিহাসং পুরা খ্যাতমুখ্যিভিঃ কল্লাবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥
গঙ্গাতীরে শুভে রম্যে পুণ্যে জনপদাকুলে ।

প্রথম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—এক্ষণে তোমার নিকট মহো-
দয় ক্ষেত্রগৰ্ভের কথা কহিতেছি । তাহাই
বঙ্গাপথ, যথায় রৈবতকাচল বিরাজিত । সেই
বঙ্গাপথ-মাহাত্ম্যই কীর্তনীয় । রৈবতকে দামোদর
এবং বঙ্গাপথে ভবদেব বিরাজমান । এই রৈবতক
ক্ষেত্রই বঙ্গাপথ নামে বিখ্যাত । তথায় পাতক-
হারিণী সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত এবং সাক্ষাৎ
শ্রীকৃষ্ণ তথায় দামোদর নামে বিস্তৃত । সেখানে
এক মৃগীকুণ্ড আছে, তাহা মহাপাতকহর । তথায়
একবার মাত্র শ্রাদ্ধ করিলেই পিতৃগণের কল্লকোটী
সহস্র যাবৎ অক্ষয়া তৃপ্তি হয় । দেবী কহিলেন,—
ভগবন্ ! দামোদরের মহোদয় এবং কর্ণিকারূপস্থ
ক্ষেত্র-গৰ্ভ-মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন ।
ঈশ্বর কহিলেন,—দেবি ! শ্রবণ কর, দামোদর
হরি-বিষয়ে এক ইতিহাস বলিতেছি, ইহা
কল্লাবাসী ঋষিগণ পূর্বে কীর্তন করিয়াছেন । জন-

ঋষিভিঃ সেবিতো নিত্যং স্বর্গমার্গপ্রদে ক্রবম্ ॥ ৭ ॥
তত্র জ্ঞানবিদো বিপ্রা যজন্তি বিবিধৈর্মথৈঃ । ঋষয়ঃ
সাক্ষ্যযোগেন দানেনৈবেতরে জনাঃ ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাঃ স্বর্গমভীপসবঃ । সেবন্তে
তজ্জনং দিব্যং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৯ ॥ তত্র
রাজা গজো নাম বলী সর্ষজনাদ্বিপঃ । গঙ্গাজলাভি-
সেকার্থং তাক্ষা রাজ্যং জগাম হ ॥ ১০ ॥ ভার্যা
তস্ম সতী সাক্ষী পুত্রিণী রূপসংযুতা । সাপায়াৎ সচ
তেনৈব ভর্তা বৈ ভর্তৃবৎসলা ॥ ১১ ॥ সঙ্গতা
নাম নামা চ দক্ষা দাক্ষায়ণী যথা । এবং নিবসতোস্তত্র
বর্ষানামযুতং গতম্ ॥ ১২ ॥ আজগাম ঋষিস্তত্র
ভদ্রো নাম মহাযশাঃ । সহিতো বহুভির্বিপ্রৈর্জপ-
গোমপরায়ণৈঃ ॥ ১৩ ॥ তাক্ষা সংসারমার্গং তু স্বর্গ-
মার্গজিগীষবঃ । গঙ্গানিবেষণং কৃত্বা ফোটয়িত্বাজং
মলম্ ॥ ১৪ ॥ জনং দৃষ্টা তু ভূতেভ্যঃ পূজয়িত্বা

পদ-পরিব্রাজ্য সুপবিত্র শুভ রম্য গঙ্গাতীর,—
নিত্য ঋষিগণ কর্তৃক নিষেবিত এবং নিশ্চিতই স্বর্গ-
মার্গপ্রদ । তথায় জ্ঞানী বিপ্রগণ ও সাংস্কর্য্যোগী
ঋষিগণ বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অস্ত্র জন-
সাধারণ দানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন ; গঙ্গায়
দেবদুর্লভ দিব্য জল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
চারি বর্ণই স্বর্গাভিলাষে সেবা করেন । তথায় গঙ্গা
নামে এক সর্ষজনাদ্বিপাতি বলবান্ রাজা ছিলেন ।
তিনি এবদা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাজলে
অভিসেকার্থ গমন করিলেন । তাঁহার পুত্রবতী সতী
সাক্ষী রূপবতী ভার্যা—ভর্তৃবৎসলাবশে ভর্তার
অনুগামী হইলেন ; নাম—সঙ্গতা, দাক্ষায়ণীর
স্ত্রায় সুদক্ষা । তাঁহারা পতি-পত্নী এইরূপে গঙ্গাতীরে
আসিয়া অযুত বর্ষ বাস করিলেন । ১—১২ । একদা
ভদ্রনামে এক মহাযশ ঋষি সেই গঙ্গাতীরে সমাগত
হইলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারে জপ-হোম-পরা-
য়ণ বহু বিপ্র আগমন করিলেন । তাঁহারা সকলেই
সংসারনাগী ও স্বর্গ-মার্গজিগীষু । সেই ভদ্রকাদি

জনর্দ্দনম্ । ষাণ্মহাশক্তি নদীতীর ঋষয়ো ভদ্রকাদয়ঃ ।
 তাবৎ পশুস্তি রাজানং গজং বরগজোপমম্ ॥ ১৫ ॥
 তেনৈব দৃষ্টা মুনয়ো রাজা নিহতঃস্বয়াঃ । সপ্তর্ষয়ো
 যথা স্বর্গে সুররাজেন ধীমতা ॥ ১৬ ॥ তদ্ব্যং স চ
 সম্প্রেক্ষ্য পদানি দশ পঞ্চ চ । আগচ্ছত্ব পূজাং
 ভবন্তো মম মন্দিরম্ ॥ ১৭ ॥ পশুস্ত সঙ্গতাং সর্কে মম
 ভাষ্যাং যশস্বিনীম্ । তস্তাঃ পূজাং সমাদায় যো
 মার্গো মনসি স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ তং গচ্ছধ্বং মহাভাগাঃ
 পুণ্যাঃ পুণ্যমভীষবঃ । এবমুক্তাস্ত তে রাজা ঋষয়ঃ
 কৌতুকাবিতাঃ । আজগুর্ষন্দিরং শুভং পুরন্দর-
 পুরোপমম্ ॥ ১৯ ॥ আসনানি বিচিরাণি দত্ত্ব তেষাং
 মনস্বিনী । সঙ্গতা রাজরাজেন সাক্ষিগ্রে ব্যবস্থিতা ॥
 ২০ ॥ কৃষ্মা করপুটং রাজা ঋষীণং পুণ্যকর্ণ্যাম্ ।
 বভাবে বচনং রাজা ভদ্রো ভদ্রং সুসঙ্গতম্ ।
 রাজোবাচ । বসুধা বসুসম্পূর্ণা মণ্ডিতা নগরী পুরী ।
 পর্বতৈশ্চ সমুদ্ভৈশ্চ সরিষ্ঠৈশ্চ সরোবরৈঃ ॥ ২২ ॥
 গ্রামৈশ্চ তুষ্ণপৈথৈর্ঘোটেঘৈর্গোকুলৈরাকুলৌক্যৈঃ । নররত্নৈ-

রত্নরত্নৈর্গজরত্নৈশ্চ সঙ্কুল ॥ ২৩ ॥ ইত্যাজ্ঞা ভোগ-
 ভোক্তৃণাং পরং জ্ঞানমজ্ঞানতাম্ । সংসারেহত্র মহা-
 ঘোরে পুনরাবৃত্তিকারিণি ॥ ২৪ ॥ পতন্তি পুরুষা ভদ্র
 পত্নাণীব পুনঃপুনঃ । কৃতেন যেন বিপ্রেশু স্বর্গং
 প্রাপ্নোতি নিশ্চলম্ । দানেন তপসা চৈব তত্বমাচক্ষু
 সুরত ॥ ২৫ ॥ ভদ্র উবাচ । তীর্থানি তোয়পূর্ণানি
 দেবাঃ পায়ণমুদয়াঃ । আত্মহং যেন পশুস্ত তে ন
 পশুস্তি তৎপরম্ ॥ ২৬ ॥ সন্তি তীর্থান্তনেকানি
 পুণ্যান্ভায়তনানি চ । পুণ্যতোয়াঃ পবিত্রাশ্চ সর্বতঃ
 সাগরাস্তথা । বহুপুণ্যপ্রদা পৃথী স্থানে স্থানে
 পদে পদে ॥ ২৭ ॥ যদ্যস্তি তব রাজেন্দ্র জ্ঞানং
 জ্ঞানবতাং বর । বিষ্ণুং জিষ্ণুং হৃষীকেশং
 শঙ্খিনং গদিনং তথা ॥ ২৮ ॥ চতুর্ভুজং মহা-
 বাহুং প্রভাসে দৈত্যাস্তদনম্ । বারাহং বামনং
 চৈব নারসিংহং বলার্জুনম্ ॥ ২৯ ॥ রামং রামং চ
 রামং চ পুরুষোত্তমমেব চ । পুণ্ডরীকেশং চৈব
 গদাপাণিং তথৈব চ ॥ ৩০ ॥ রাঘবং শত্রুদমনং
 গোবিন্দং বহুপুণ্যদম্ জয়ং চ ভূবরং চৈব দেব-
 দেবং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৩১ ॥ সুরোত্তমং ত্রীধরং চ হরিং
 যোগীশ্বরং তথা । কপিলেশং ভূতনাথং শ্বেতদ্বীপ-
 পতিং হরিম্ ॥ ৩২ ॥ বদধ্যাশ্রমবাসো চ নরনারায়ণো

গোকুলে পরিব্যাপ্তা ; নর, অশ্ব, গজ ও রত্নাদি
 দ্বারা সমাকুলিত, পরমার্থ জ্ঞানে অনভিজ্ঞ ভোগ-
 ভোগীদগের ইহা হৃদয়াজ্ঞা । এই মহাঘোর সংসার
 পুনরাবৃত্তিকর । এখানে পুরুষগণ গলিত পত্র-
 পুঙ্কেয় জ্বায় পুনঃপুনঃ পতিত হয় । কিন্তু কিরূপ
 তপস্তা বা দান করিলে নর নিশ্চল স্বর্গ পাইতে
 পারে, হে সুরত ! তাহা আপনি সহর আমায়
 বলুন । ৩-২৫। ভদ্র কহিলেন,—তীর্থ সকল জলপূর্ণ ;
 দেবগণ পায়ণ ও মৃত্তিকাময় । এ অবস্থায় আত্মহ
 পরম পদ যাহারা না দেখে, তাহারা কিছুই দেখে
 না । বহুভাগ্য, বহুপুণ্য আয়তন, বহু পুণ্যতোয়া
 পবিত্র সারিৎ-সাগর এমন কি, এই সমগ্র পৃথী
 স্থানে স্থানে পদে পদে বহু পুণ্যদায়িনী । হে জ্ঞানি-
 প্রবর রাজবর্য ! যদি তোমার জ্ঞান থাকে, তবে
 বিষ্ণু, জিষ্ণু, হৃষীকেশ, প্রভাসস্থ শঙ্খগদাদিধর চতু-
 র্ভুজ, দৈত্যাস্তদন, বারাহ, বামন, নারসিংহ, বাল-
 ঈর্জুন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, পুরুষোত্তম,
 পুণ্ডরীকাক্ষ, গদাধর, রাঘব, ইন্দ্র-দমন, গোবিন্দ,
 বহুপুণ্যদ জয়, ভূবর, দেবদেব, জনাৰ্দ্দন, সুরোত্তম
 ত্রীবর, হরি, যোগেশ্বর, কপিলেশ, ভূতনাথ, শ্বেত-

ঋষি যখন গজাজল নিসেবণে আত্মমল প্রক্ষালন-
 পূর্বক ভূতবর্গকে জলদান ও জনর্দ্দনকে পূজা
 করিয়া গজাতীর বাহিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন
 একস্থানে তাঁহারা গজরাজোপম রাজা গজকে
 দেখিতে পাইলেন । রাজার দৃষ্টিও সেই সকল
 নিকৃষ্ট ঋষিগণের প্রতি পতিত হইল ।—যেন ধীমান
 সুররাজ সপ্তর্ষিদিগকে দেখিতে লাগিলেন । রাজা
 ঋষির্দর্শন মাত্র দশ কি পঞ্চদশ পদ মাত্র প্রত্যুদ-
 গমনপূর্বক বলিলেন,—আপনারা পূজ্যপাদ ঋষি-
 মণ্ডলী—আমার মন্দিরে আগমন করুন এবং মদীয়
 ভাষ্যা যশস্বিনী সঙ্গতাকে দর্শন করুন । সঙ্গতা
 আপনাদিগের পূজা করিবেন, তাঁহার প্রদত্ত পূজা
 লইয়া—হে মহাভাগ পুতচিত্ত, পুণ্যভিলাষী
 ঋষিগণ ! আপনারা যথেষ্ট পথে গমন করুন ।
 রাজা এই কথা কহিলে ঋষিগণ কৌতুকাবিত হইয়া
 পুরন্দরপুরোপম স্কন্দর রাজকীয় মন্দিরে আগ-
 মন করিলেন । মনস্বিনী সঙ্গতা তাঁহাদিগকে
 বিচিত্র আসন সকল প্রদানপূর্বক ভর্তা রাজাবি-
 রাজের সহিত তাঁহাদিগের অগ্রে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন । অনন্তর রাজা কৃতাজলি হইয়া
 পুণ্যকর্ণ্য ঋষিদিগের নিকট এই সুসঙ্গত ভদ্র
 বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রেশু ভদ্র ! এই
 বসুপূর্ণা বসুধারা ; এই সুসজ্জিতা নগরী—শৈল,
 সমুদ্র, সরিৎ, সরোবর, গ্রাম, চতুষ্পথ ও গণেশ

তথা । পদ্মনাভঃ সুনাতঃ ৫ হৃদগ্রীবঃ বিশাম্পতে ।
৩৩ । দ্বিজনাথঃ ধরানাথঃ খড়্গাপাণিঃ তথৈব চ ।
দামোদরঃ জলাবাসঃ সৰ্বপাপহরঃ হরিম্ ॥ ৩৪ ॥
এতাস্তেব হি স্থানানি দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ।
গচ্ছতে যত্র তত্রৈব মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গা চ যমুনা চৈব তথা দেবী সরস্বতী । দৃষদ্বতী
গোমতী চ তাপী কাবেরিণী তথা ॥ ৩৬ ॥ নৰ্মদা
শত্ৰুঙ্গা চৈব নদী গোদাবরী তথা । শতজ্জ্বল তথা
বিঙ্ধ্যা পয়োকী বরদা তথা ॥ ৩৭ ॥ চক্ষুধতী চ
সরযুগুণ্ডী চণ্ডপাপহা । চন্দ্রভাগা বিপাশা চ
শোণশ্চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥ এতাস্তাস্তাশ্চ বহবো
হিমবৎপ্রভবাঃ শুভাঃ । ভানু প্রাতো নরঃ
স্বৰ্গং যাতি পাতকবর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥ বনানি নন্দ-
নাদীনি পরিত্যজ্য মন্দরাদয়ঃ । নামোচ্চারণে যেষাং
হি পাপং যাতি রসাতলে ॥ ৪০ ॥ গজ উবাচ
ভদ্রঃ হ ভাষিতং ভদ্র আখ্যানমমুতোপমম্
পৃচ্ছামি সৰ্বাশ্রিত্ত্ব স্বামহং কিঞ্চিদেব হি ॥ ৪১ ॥
যস্মিন্মাসে দিনে যস্মিন্স্থলীর্থে যস্মিন্ ক্রমান্বয়ে
অক্ষয়ং সেব্যতে স্বৰ্গস্তন্মাসচক্ষুঃ পুরত ॥ ৪২ ॥
জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতार्চনম্
অক্ষয়ো যেন বৈ স্বৰ্গস্তন্মাসে গাদিতুমর্হসি ॥ ৪৩ ॥

দ্বীপাধিপ হরি, বদরিকশ্রমস্থ নর নারায়ণ, পদ্মনাভ,
সুনাত, হৃদগ্রীব, দ্বিজনাথ, ধরানাথ, খড়্গাপাণি,
জলাবাসী, দামোদর ও সৰ্বপাপহর-হরি এই সকল
দেবদর্শন কর। এই সকল দেবাধিষ্ঠিত স্থানই
দেবদেব চক্রপাণির সাম্রাজ্যস্থল। যে ব্যক্তি ঐ
সমুদায় স্থানের যে কোন একটি স্থানে গমন করে,
তাহার সেই স্থানেই সৰ্বপাতক হইতে মুক্তি হয়।
গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, গোমতী, তাপী,
কাবেরিণী, শত্ৰুঙ্গা নৰ্মদা, গোদাবরী, শতজ্জ্বল, বিঙ্ধ্যা,
পয়োকী, বরদা, চক্ষুধতী, সরযু, চণ্ডপাপহারণী
গুণ্ডকী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা ও শোণ নদ, এই সকল
এবং অস্তান্ত হিমবৎসম্ভবা বহু নদী বিদ্যমান।
এই সমুদায় নদীতে স্নাত নর পাপমুক্ত হয়। নন্দ-
নাদি বন এবং মন্দরাদি পর্বত অতি পুণ্যস্থান;
উহাদের নামোচ্চারণ মাজেই পাপতাপ রসাতলে
বিলীন হইয়া যায়। গজ কহিলেন,—হে সূত্রত
ভদ্রাশ্ব! আপনি সূত্র বাচ্যই বলিয়াছেন; পরন্তু
এ সম্বন্ধে আখ্যান কীর্ত্তন করুন। জ্ঞান, দান, জপ,
হোম, স্বাধ্যায় ও দেবতর্চন, এই সমুদায়ের মধ্যে
যাহা দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ হয়, তাহা আমার নিকট

ভদ্র উবাচ। অয়ং রাজশাৰ্দূল কথং কথয়তো
মম। যাং শ্রদ্ধা মুচ্যতে পাপান্নরো নরবরোত্তম ॥
৪৪ ॥ ঋষীণাং কথিতং পুৰ্ব্বং নারদেন মহাত্মনা ॥
৪৫ ॥ এবং পৃষ্টশ্চ তৈঃ সর্কৈর্নারদো মুনিসত্তমঃ ।
কথয়ামাস সংহৃষ্টো মেঘহৃদুভিনিষ্টনৈঃ ॥ ৪৬ ॥ রম্যে
হিমবতঃ পৃষ্ঠে সমবাসে যয়া শ্রুতম্। তদহং তব
বক্ষ্যামি শ্রোতুকাম নরবর্ত ॥ ৪৭ ॥ তীর্থান্তেব হি
সর্বাণি পুনরাবর্তকানি তু। অক্ষয়ালভতে লোকাংস্ত-
তীর্থং কথয়ামি তে ॥ ৪৮ ॥ মার্গশীর্ষে কাশ্যকুজ উষিত্বা
রাজসত্তম। ন শোচতি নরো নারী স্বর্গং যাতি
পর্যবরম্ ॥ ৪৯ ॥ পৌষস্ত পৌর্ণমাসী যা যদি সা
ক্রিয়হেহর্কুদ। বর্ষাণ্যমর্কুদং স্বর্গে মোদতে
পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫০ ॥ মাঘ্যাসে যদি গয়াশ্রদ্ধং পিতৃণাং
যচ্ছতে নরঃ। ত্রয়ামাপ দেবানাং চতুর্থঃ স প্রজা-
য়তে ॥ ৫১ ॥ কাশ্যকুজ হিমবৎপৃষ্ঠে বসন্তেকাং নিশাং
নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনাৰ্দ্দনঃ ॥
৫২ ॥ চৈত্র্যাসে শ্রদ্ধাং প্রভাসে তু যে কুর্কন্তি মনী-
ষিণঃ। ন তে মর্ত্যো ভবন্তীহ কুলজৈঃ সহ

বধুন। ভদ্র বাচলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! আমি বলি-
তেছি শ্রবণ করুন; ইহা শ্রবণে নর পাপ হইতে
মুক্ত হয়। নরবর! পুৰ্ব্বে মহাত্মা নারদ ঋষিগণের
নিকট এই বিষয়ই বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ সেই
মুনিপ্রবরকে এইরূপ প্রশ্নই করেন, তাহাতে সেই
নারদ সংহৃষ্ট হইয়া মেঘহৃদুভিনিষ্টনে যে কথা
কহিয়াছিলেন, রম্য হিমালয়পৃষ্ঠে ঋষিসমাজে আমি
তাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে নরবর্ত! এক্ষণে
তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাই তোমার নিকট
তাহাই আমি বলিতেছি ॥ ২৬-৪৭ ॥ প্রায় সমস্ত তীর্থই
পুনরাবর্তিকর; পরন্তু যে তীর্থ সেবায় অক্ষয়
লোক লাভ হয়, তাহাই তোমায় বলিতেছি। হে
রাজশ্রেষ্ঠ! মার্গশীর্ষে কাশ্যকুজে বাস করিয়া নর
বা নারী কদাচ শোক করে না; তাহার অক্ষয়
স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। পৌষ মাসের পূর্ণিমাঙ্কত্যা
যদি অর্কবৃদ্ধক্ষেত্রে অঙ্কুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে
পিতৃগণসহ অর্কবৃদ্ধ বর্ষ যাবৎ স্বর্গবাসে বিহর করিয়া
যায়। নর মাঘমাসে যদি গয়াশ্রদ্ধ করে তবে
ব্রহ্মাদি দেবজয়ের মধ্যে সে চতুর্থ দেব হইয়া
অবতীর্ণ হয়। নর কাশ্যকুজের একরাজ্যে যদি হিম-
বৎপৃষ্ঠে বাস করে, তবে সে জনাৰ্দ্দনাধিষ্ঠিত
পরম স্থানে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে সকল
মনীষী চৈত্রমাসে প্রভাসক্ষেত্রে শ্রদ্ধা করেন,

সত্তমাঃ ॥ ৫৩ ॥ চতুর্ভুজে তু বৈশাখ্যাঃ যে কুর্ষন্তি
জলপ্রিয়ে । তথাবস্ত্যাঃ নরঃ কশ্চিৎ স যাতি পরমাঃ
গতিম্ ॥ ৫৪ ॥ জ্যৈষ্ঠ্যাঃ জ্যৈষ্ঠক যুক্তায়াঃ শ্রাদ্ধং চ
ত্রিত্বপক্ষে কুর্য়্যুর্য়ুগানি তে জীবনি বসন্ত নাকসম্মনি
৫৫ ॥ যো ব্রজেশবনে নদ্যাং দিনানি নব পঞ্চ চ ।
তিষ্ঠতে চ নরঃ স্বর্গং বৈকুণ্ঠমভিগচ্ছতি ॥ ৫৬ ॥
শ্রাবণস্ত তু মাসস্ত পুষ্যায়াঃ পূর্বসাগরে । স্নানং
দানং জপং শ্রাদ্ধং নরঃ কুর্ষন্ন শোচতি ॥ ৫৭ ॥ তথা
ভাদ্রপদে ক্ষেত্রে প্রভাসে শশিভূষণম্ । পূজয়িত্বা
নরো লিঙ্গং দেবলিঙ্গী ভবেত্ততঃ ॥ ৫৮ ॥ আশ্বিনে
চন্দ্রভাগায়াঃ শ্রাদ্ধং স্নানং করোতি যঃ । স্থানং যুগ-
সহস্রাণাং কৃতং তেন ত্রিপিষ্টপে ॥ ৫৯ ॥ অশ্বিনের
চতুর্দশ্যঃ ধ্যাযন্তি মুনিসত্তমাঃ । বহ্নাহর্য কিমুক্তেন
গজাং প্রবদামি তে ॥ ৬০ ॥ দামোদরসমং তীর্থং ন
ভূতং ন ভবিষ্যতি । মানান্যং কার্ত্তিকঃ শ্রেষ্ঠঃ পাত্তকে
ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৬১ ॥ তত্রাপি দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা রাজন
দামোদরে জলে । কিমন্তে বহুভিত্তীর্থৈঃ কিং ক্ষেত্রৈঃ
কিং মহাবনৈঃ । দামোদরে নরঃ স্নাত্বা সঙ্গতাপৈঃ

প্রমুচ্যতে ॥ ৬২ ॥ গজ উবাচ । ভদ্র ভদ্রং ত্বয়া
প্রোক্তং রসায়নমিবাশ্রমম্ । ভূয়োহং শ্রোতুমি-
চ্ছামি তীর্থস্থানমহাকলম্ ॥ ৬৩ ॥ কে দেশাঃ কিং
প্রমাণস্ত কান্দী কে চ পর্বতাঃ । জনা বসন্তি কে
তত্র ঋষয়ঃ কে তপস্বিনঃ ॥ ৬৪ ॥ ভদ্র উবাচ ।
পৃথিবী বসুসম্পূর্ণা সাগরেণ তু বেষ্টিতা । মণ্ডিতা
নগরৈর্গ্ৰামৈঃ পুরৈঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ৬৫ ॥ বারানসী
প্রভাসঞ্চ সঙ্গমং সিতকুঙ্কযোঃ । এবং সারানি
তীর্থানি যস্মান্মৃত্যুহরাণি চ ॥ ৬৬ ॥ দামোদরৈতি
যে নুনং স্মরন্তো যত্র তত্র হি । তে বসন্তি হরের্গেহং
ন সরন্তি কদাচন ॥ ৬৭ ॥ সোমনাথস্ত সান্নিধ্য উদ-
য়ন্তো গিরির্মহান । তস্ত পশ্চিমভাগে তু রৈবতক
ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ বাহিনী বহতে তত্র নদী কাঞ্চন-
শেখরাং । ধাতবস্তত্র তে রক্তাঃ শেতা নীলাস্তথা-
সিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ পাষাণাঃ কুঞ্জরাকারান্তে সৈরিভ-
সন্নিতাঃ । চণকাকৃতদৃশ্যে তে অস্ত্রে গোক্ষুরক শভাঃ ॥
৭০ ॥ বৃক্ষা বন্যাশ্চ গুল্মাশ্চ সন্তানাঃ সন্ত্যনেকশঃ

স্নান করিলেই সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ।
গজ কহিলেন,—হে ঋষে! ভদ্র! দ্বিতীয় রস-
ায়নের ক্রায় পরম শুভ কথাটি আপনি বলিলেন ।
আমি পুনরায় এই তীর্থের মহাকল প্রসঙ্গ শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি । কোন দেশ? কোন প্রমাণ?
কোন নদী? কোন কোন পর্বত এবং কোন কোন
ঋষি তপস্বী লোক তথায় বাস করেন? ৬৮ ৬৯ ॥ ভদ্র
কহিলেন,—হে পরপুরঞ্জয়! এক পুর-নগর-গ্রাম-
মণ্ডিত বসুপূর্ণ ভূমিভাগ আছে বারানসী, প্রভাস
ও গঙ্গাযমুনাৰ সঙ্গম প্রভৃতি সারাৎসার তীর্থও
তাহারই মাগায়ে মৃত্যুহর । সেই ভূভাগের
মধ্যেই দামোদর; যাহারা যে কোন স্থানে 'দামো-
দর' এই নাম স্মরণ করে, নিশ্চয় তাহারা হরির
আলয়ে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আর
কদাচ সংসারে পতিত হইতে হয় না । সোম-
নাথের সমীপে উদয়ন্ত নামে এক মহাগিরি আছে ।
তাহার পশ্চিম ভাগে প্রসিদ্ধ গিরি রৈবতক ।
তাহার কাঞ্চনশিখর হইতে একটি শ্রোতস্বিনী
প্রবহমাণা হইতেছে । তথায় শেত, রক্ত, নীল ও
কৃষ্ণবর্ণের ধাতু সকল বিরাজমান । তাহার
কতকগুলি পাষাণ কুঞ্জরাকার, কতকগুলি কৃষ্ণ
মহিষাকার, কতকগুলি চণকাকার, এবং
কতকগুলি গোক্ষুর-প্রমাণ । সেখানে বৃক্ষ,
বন্য, গুল্ম, ও লতা প্রভৃতি অনেক আছে । তাহার

উাহারা স্ব স্ব কুলোৎপন্নদের সঙ্গিত সমুদ্রোপদ
প্রাপ্ত হন । যাহারা বৈশাখ মাসে চতুর্ভুজ জন-
প্রিয়ে তথা যে কেহ অশ্বিনীক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ দবে,
তাহাদের সকলেরই পরম গতি হয় । জ্যৈষ্ঠ
মাসের জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দিনে যাহারা ত্রিত্বপক্ষে
শ্রাদ্ধ করে, তাহারা যুগত্রয় বাবৎ স্বর্গবাসে সিংহ
করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি বৃন্দাবন-পরিসরবাহিনী
যমুনার দুই সপ্তাহ বাস কবে তাহার স্বর্গ এমন হি
বৈকুণ্ঠবাসও হইয়া থাকে । শ্রাবণ মাসের
পূর্ণিমায় যে নর পূর্বসাগরে স্নান, দান, জপ বা শ্রাদ্ধ
করে, তাহাকে আর শোক করিতে হয় না ।
ভাদ্র মাসে প্রভাসক্ষেত্রে শশিভূষণ লিঙ্গে পূজা
করিয়া নর দেবলিঙ্গী হয় । যে ব্যক্তি অশ্বিনে
চন্দ্রভাগায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করে, সহস্র যুগ পুষ্যা
তাহার স্বর্গবাস হয় । মুনিশ্রেষ্ঠগণ অষ্টাঙ্কর মন্ত্রে
চতুর্ভুজ দামোদরকে ধ্যান করিয়া থাকেন, হে
গজ! এসম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি?
দামোদরের সমান তীর্থ হয় নাই, হইবেও
না । হে রাজন! মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ;
তন্মধ্যে আবার ভীষ্মপঞ্চক আরও উত্তম ।
এই ভীষ্মপঞ্চকের মধ্যেও আবার দামোদর-
জলে দ্বাদশী প্রশস্ত তীর্থ । অন্ত বহু তীর্থ, ক্ষেত্র,
বা মহাবন দ্বারা প্রয়োজন কি? নর দামোদরে

সং তৎকাঞ্চনময়ঃ মূলঃ পুষ্পঃ ফলঃ দলম্ ॥ ৭১ ॥
 ন হি পশুতি শাপাত্মা মুক্খঃ পাপেন পশুতি ।
 সেবাতে স গিরিনিষ্ঠাঃ ধাতুবাদপট্টৈর্নরৈঃ ॥ ৭২ ॥
 ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্বে শূদ্রৈঃ শূদ্রাভূগৈর্বহিঃ ।
 পক্ষিণস্তত্র বহবঃ প্ৰবাসিবাগরস্তদা ॥ ৭৩ ॥ হংস-
 সারসচক্রাবাঃ শুককোকির্বহিঃ । যুগাশ্চ বানরে-
 স্তাশ্চ সিংহা ব্যাভ্রান্তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥ ততর্ষিস্ত
 প্রভাবেন ন দৃষ্টোচ্চরন্তি তে । কালেন মৃত্যুমায়াস্তি
 পশুপক্ষিসরীষপাঃ ॥ ৭৫ ॥ সর্কৈ বিমানমাক্রুতা
 গচ্ছন্তি হরিমন্দিরম্ । বায়ুনা পাতিতং যত্র পত্র
 পুষ্পফলাদিকম্ ॥ ৭৬ ॥ তস্মা নদ্যা জলং স্পৃষ্ট্বা
 সখ্যং বৈ মুক্তিমাশ্নুতে । সা নদী পৃথিবী ভিষ্মা
 পাতালাদাগতা নৃপ ॥ ৭৭ ॥ পুষ্পং পন্নগরাজস্ত
 তেন মার্গেণ চাগতঃ । স্নাতুং দামোদরে তীর্থে
 জয়মৃত্যুপ্রঘাতিনি ॥ ৭৮ ॥ স্বর্গাদাগতা চন্দ্রোহপি
 যদুঃ যত্রঃ সুপুলকম্ । যক্ষরোগাধিনির্ধুকো গতঃ
 স্বর্গং নিরাময়ঃ ॥ ৭৯ ॥ বলিনা চৈব দানানি দত্তা-
 স্তাগম্য কার্তিকে । হরিশ্চন্দ্রেন বিধিনা নলেন
 নহ্ষেন চ ॥ ৮০ ॥ নাভাগেনাস্বরীষাদৈঃ কৃতং

কর্ম্ম সুহৃদরম্ । দদ্বা দানান্তেনেকানি গঞ্জী গাবো
 হয়া রথাঃ ॥ ৮১ ॥ অনড়ংকাঞ্চনং ভূমিং বস্ত্রানি
 বিবিধানি চ । ছত্রাণি বিপ্রমুখোভ্যো যানানি চৈব
 বাসসী ॥ ৮২ ॥ অন্নানি রসমিষ্টাণি দদ্বা দামোদরী-
 গ্রতঃ । গতান্তে বিষ্ণুভূবনং নাগচ্ছন্তি মহীতলে ॥
 ৮৩ ॥ পত্রং পুষ্পং ফলং ভোজ্যং তস্মিন্স্থার্থে দদাতি
 যঃ । দ্বিজানাং ভক্তিসংযুক্তঃ স যাতি জলশায়িনম্
 ॥ ৮৪ ॥ প্রস্তুতং চাপি যো দদ্যাৎকুটিং বাধ ক্ষুধার্থিনে ।
 বিমানবরমাক্রুতঃ স সোমং প্রাপ্তি গচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
 দামোদরাগ্রতঃ কৃত্বা পরিতানরসস্তবান্ । পুজিতান্
 ফলপুষ্পৈশ্চ দীপং দদ্যাৎ সর্বাভিকম্ ॥ ৮৬ ॥ অবাণ্য
 হৃদরং স্থানং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ । চতুরঙ্গুল-
 মাত্রৈহপি দত্তে দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৭ ॥ দানে যু সহ-
 স্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে । মা গচ্ছ হিমবৎপৃষ্ঠং
 মলয়ং মা চ মন্দরম্ ॥ ৮৮ ॥ গচ্ছ রৈবতকং শৈলং
 যত্র দামোদরঃ স্থিতঃ । কৃত্বা মাসোপবাসং তু দ্বিজো
 দামোদরাগ্রতঃ ॥ ৮৯ ॥ ন নিবর্ততি কালেন দামো-
 দরপুরং ভ্রজেৎ । করোত্যানশনং যশ্চ নরো নার্যথবা

সমস্ত স্থানই কাঞ্চনময় এমন কি ফল, মূল, পুষ্প
 পত্রও কাঞ্চনময় । কিন্তু পাপাত্মা তাহা দেখিতে
 পায় না ; পাপযুক্ত ব্যক্তিরই তাহা দর্শনগোচর হয় ।
 বাত্বাদ-পরায়ণ নরগণকর্তৃক নিতাই এই গিরি
 সৌধিত । তন্নিব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও
 শূদ্রাভূগণ উহার বহির্ভাগে অবস্থিত । খ্যাত্তা-
 শুভরাবী বহু পক্ষী আছে । হংস, সারস, চক্রবাক,
 শুক, কোকিল, ময়ূর, যুগ, চৈব বানর, সিংহ এবং
 ব্যাগ্রগণ তথায় বাস করে । কিন্তু সেই তীর্থের
 প্রভাবে তাহারা দৃষ্টোচ্চর কিছুই করে না । পশু,
 পক্ষী, যুগ ও সরীষপগণ সেখানে যথাকালেই
 মৃত্যুগ্রস্ত হয় এবং সকলেই বিমানে চড়িয়া হরি-
 মন্দিরে গমন করে । বায়ুপাতিত পত্র-পুষ্প-ফলাদি
 সকলই তত্রত্য নদীর জল স্পর্শ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত
 হয় । হে নৃপ ! এই নদী পৃথিবী ভেদ করিয়া
 পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছে । পূর্বে পন্নগরাজ
 জনন-মরণ-হর দামোদরতীর্থে গ্নান করিবার জন্ত
 সেই পথেই আগমন করিয়াছিলেন । পূর্বে চন্দ্রমাও
 এই স্থানে মধ্যযত্র সম্পাদনের জন্ত স্বর্গ হইতে
 আসিয়া যক্ষরোগ হইতে নির্ধুক হন এবং নিরাময়
 হইয়া স্বর্গে গমন করেন । কার্তিকমাসে বলিরাজ
 আসিয়াও নানা জব্য দান করিয়াছিলেন । হরিশ্চন্দ্র,

নল, নহ্ষ, নাভাগ, ও অঙ্গরীষাদি রাজর্ষিগণও
 এই স্থানে সুহৃদর কস্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ।
 তাহার গজ, গো, অশ্ব, রথ, বলীবদ্ধ, কাঞ্চন, ভূমি,
 বিবিধ রত্ন, ছত্র, যান, বস্ত্র এবং নানা রসময় অন্ন
 দামোদরের অগ্রে যথার্থি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে
 প্রদান করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছেন ; পুনরায়
 আর মহীমণ্ডলে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই । ৬৬—৮৩ । যে
 ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই তীর্থ পত্র, পুষ্প, ফল,
 জল ব্রাহ্মণদিগকে দান করে, সে শেষশায়ী হরিকে
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে
 তথায় প্রস্তুত বা মৃষ্টিমাত্র অন্নও প্রদান করে, সে
 বিমানবরে আরোহণ করিয়া চন্দ্রলোকে গমন
 করিয়া থাকে । যে জন দামোদরের সম্মুখে অন্নচল
 করিয়া ফল পুষ্পাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক
 সর্বাভিক দীপ দান করে, সে তুলভ স্থান প্রাপ্ত
 হইয়া শতকুল উদ্ধার করিয়া থাকে, অধিক কি,
 দামোদরের অগ্রে চতুরঙ্গুল মাত্র দানজব্য প্রদান
 করিলেও নর সহস্র যুগ যাবৎ স্বর্গলোকে বিহার
 করে । হিমাচলপৃষ্ঠে, মলয়ে মন্দরে গমন করিও
 না ; রৈবতকাচলেই গমন কর । সেখানে সাক্ষাৎ
 দামোদর বিরাজমান । ব্রাহ্মণ দামোদরের অগ্রে
 মাসোপবাস ত্রত করিয়া দামোদরপুরে
 প্রয়াণ করে ; তাহাকে আর কোন কালেই

পুনঃ। সৰ্বলোকানতিক্রম্য স হরৈর্গেঃপানুযাৎ।
 বিদ্বানি তত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যং পঞ্চশতানি চ। ধর্ম-
 বিধঃসকর্তৃণি নরন্তত্র ন গচ্ছতি। ১১। প্রত্নায়-
 বগশৈশ্চেন্নয়গদাচক্রাদিভিঃ সদা। শতলক্ষপ্রমাতৈশ্চ
 সেব্যতে স গিরির্নহান। ১২। ক্রৌড়ন্তি নার্যাশ্চেবাঃ
 হ নিত্যং দামোদরাগ্ৰতঃ। সুচন্দ্রবদনা গোষ্ঠাঃ
 স্ত্রীমাশ্চৈব স্তম্ভাঃ। ১৩। নিহৃদিতঃ সুকেশাশ্চ
 শুভ্রাঃ স্নায়তলোচনাঃ। সুগণ্ডা লালিতাশ্চৈব সুকক্ষাঃ
 সুপদোদরাঃ। ১৪। শোভমানাঃ সুজজ্ঞাশ্চ সুপাদাঃ
 সুন্দরাজূলীঃ। রাজপুত্রো গিরৌ তখিন্ হসন্তি চ
 রম্যন্তি চ। ১৫। কৌমুদ্যং পাদযুগলে কুঙ্কমঃ
 পীতকঙ্কম্। ব্রাহ্মণীভ্যো দদন্তীঃ স্পর্দ্ধমানাঃ
 পৃথক্ পৃথক্। ১৬। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেষঞ্চ লেহ্যং
 চোষ্যঞ্চ পিচ্ছিলম্। তাপুলং পুষ্পসংযুক্তং কার্ত্তিকে
 হরিবাসরে। ১৭। দৃষ্ট্বা তু রেবতীকুণ্ডঃ প্রদদ্যাৎ
 কলযুক্তমম্। পূজিণী ঋদ্ধিসম্পন্ন্য সুভগা জায়তে
 সতী। ১৮। এবং কুহা তু সা রাজ্ঞীমুদতে নিদ্রয়া
 বিনা। বেদঘোষৈঃ সুপুণ্ড্রৈশ্চ ভারতাত্মানবাচনৈঃ।
 ১৯। হৃদ্যৈস্তলশব্দৈশ্চ তালশব্দৈঃ পুনঃপুনঃ।

সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। যে নর
 কিছা নারী তথায় অনশনব্রত করে, সে সর্ব লোক
 অতিক্রম করিয়া হরির গৃহে উপনীত হয়। তাহার
 এক স্থানে ধর্মবিধঃসকর পঞ্চশত বিদ্ব নিত্য
 অবস্থান করে। নর সে স্থানে গমন করিবে না।
 প্রত্নায়, বল, শৈশ্চেন্নয়, গদ প্রভৃতি এক কোটি যাদব
 নিত্য এই মহাগিরির সেবা করেন। সেখানে
 দামোদরের সম্মুখে তাঁহাদের রমণীগণ নিত্যই
 ক্রৌড়া করিয়া থাকেন। এই সকল রমণী চন্দ্রবদনা,
 গোরাঙ্গী, নবযৌবনা, স্তম্ভা, নিহৃদবতী,
 সুকেশা, শুভদেহা শুভ আয়তনয়না, শুভগণ্ডুল-
 মণ্ডিতা, ললিতা, সুকক্ষা, সুস্তন্বী, সুন্দরী, সুজজ্ঞা,
 সুপাদা, সুন্দরাজুলি ও রাজনন্দিনী। এই সকল
 যাদবরমণী নিত্যই সেই রৈবতকে আমোদপ্রমোদ
 করেন। উহারা পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণ-
 বনিতাদিগকে কৌমুদ্য, কুঙ্কম ও পতিকঙ্কম
 প্রদান করিয়া থাকেন। যে সতী রমণী কার্ত্তিক
 মাসের হরিবাসরে রেবতীকুণ্ড দর্শন করিয়া তাপুল,
 পুষ্প ও উত্তম কল ব্রাহ্মণকে দান করে, সে
 পূজিণী, ঋদ্ধিমতী ও সৌভাগ্যবতী হয়। হে
 রাজন! দামোদরের অগ্রে এইরূপ করিয়া
 সুপবিত্র বেদনির্ঘোষ, ভারতাত্মানবাচন, হৃদ্য,

দেশভাষাভিভাষণো রামামণ্ডলমধ্যতঃ। হাশ্চ-
 নৃত্যসমায়ুক্তা রাজন্ দামোদরাগ্ৰতঃ। ১০০। পঞ্চ-
 পাষণকং হর্ম্যং যঃ করোতি শিবালয়ম্। পঞ্চবর্ষ-
 সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে। ১০১। দশপাষণ-
 সংযুক্তং কুহা দামোদরাগ্ৰতঃ। দশবর্ষসহস্রাণি
 স্বর্গে হন্তি মন্ততি। ১০২। শতপাষণকং হর্ম্যং যঃ
 করোতি মহেন্দ্রপ। মন্দিরং সুন্দরং শুভ্রং স যাতি
 হরিমন্দিরম্। ১০৩। কুহা সাহস্রিকক্ষেত্যং বহু-
 রূপসমব্রিতম্। সমালোকানতিক্রম্য পরং ব্রহ্মাধি-
 গচ্ছতি। ১০৪। পঞ্চবর্ষধ্বজং দদ্যাদামোদর-
 গৃহোপার। তন্ত্রপ্রমাণবর্ষাণি দিব্যানি স দিব্যং
 ব্রজেৎ। ১০৫। তন্ত্র গব্যুতিমাত্রেন ক্ষেত্রং বস্ত্রা-
 পথং শুভম্। যদৃষ্ট্বা সর্বপাপানি বিলীয়ন্তে বহুনি
 চ। ১০৬। রাজসংস্রং পদমাগাতি যগাহা ন নিব-
 র্ত্ততে। পূজিত্বা ভবং দেবং ভবসন্তবনাশনম্।
 ১০৭। নরো নারী নৃপঃশ্রষ্ট শবলোকে মহীয়তে।
 কুহা বচনং তন্ত্র ভদ্রম্ চ সুভাষিতম্। ১০৮।
 আগতঃ কার্ত্তিকীঃ কর্ত্তুং দেবে দামোদরে ততঃ।

তলশব্দ ও তালশব্দ দ্বারা রাত্রি জাগরণ
 করিবে। রমণীগণ দেশভাষায় কথা কহিবে এবং
 বামামণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া হাশ্চ পরিহাস ও নৃত্য-
 কাণ্ড্য করিবে। যে ব্যক্তি পঞ্চপাষণক হর্ম্য
 নিষ্ঠাণপূরক শিবালয় করিয়া দেয়, পঞ্চসহস্র বর্ষ
 স্বর্গলোকে তাহার বাস হয়। দামোদরাগ্রে শত
 পাষণযুক্ত হর্ম্য নিষ্ঠাণ করিলে নর দশ সহস্র
 বর্ষ স্বর্গলোকে ক্রৌড়া কৌতুক করে। যে শত
 পাষণময় শুভ্র সুন্দর সুবৃহৎ মন্দির নিষ্ঠাণ করিয়া
 দেয়, তাহার হরিমন্দিরে স্থান হয়। নর বহু রূপা-
 ব্রিত সাহস্রিক চৈত্য় নিষ্ঠাণ করিয়া সর্বলোক
 অতিক্রমপূরক পরম ব্রহ্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি
 দামোদরের মন্দিরোপার পঞ্চবর্ষময় ধ্বজ নিষ্ঠাণ
 করিয়া দেয়, সে সেই ধ্বজপটের তন্ত্রসংখ্যক
 দিব্য বর্ষ যাবৎ স্বর্গভোগ করে। দামোদরমন্দিরের
 দুই কোশ দূরে শুভ বস্ত্রাপথক্ষেত্র বিদ্যমান। উহা
 দর্শন করিলে সর্বপাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়! হে রাজন!
 তদর্শনে সেই ব্রহ্মপদ লাভ করা যায়—যাহা পাইলে
 আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। হে
 নৃপবর! তথায় সংসারোৎপত্তিহর ভবদেবকে
 পূজা করিয়া নরনারী সকলেই অস্ত্রে শিবলোকে
 বিহার করিয়া থাকে। গজ রাজা ভদ্র ঋষির সেই
 সুভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দামোদরদেবের অগ্রে

ଋଷଭଃସାମସଂସୃଜେତ୍ରୀକ୍ଷଣେର୍ବକ୍ଷବିକ୍ଷୟେ । ୧୦୯ ।
 କକ୍ଷିୟେ କକ୍ଷଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେର୍ବକ୍ଷେଦାନପରାୟଣେ । ସହ
 ଶୂଦ୍ରେ ସମାସ୍ତାତନ୍ତ୍ରାନ୍ତାନ୍ତୌର୍ବେ ଗଞ୍ଜୋ ନୃପଃ । ୧୧୦ ।
 ଦକ୍ଷା ଦାନାନ୍ତନେକାନି ହସ୍ତା ହବିହ୍ତାଶନେ । ଅଗ୍ନି-
 ଷ୍ଟୋମାଦିକାନ୍ ଯଜ୍ଞାନ୍ ହସ୍ତମେଧାଦିକାନ୍ ବହୁନ । ଚକାର
 ବିଧିବଦ୍ଧାଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜନ୍ତଃ ସମାହତଃ । ୧୧୧ । ତତଃ ଶ୍ରବ-
 ସନ୍ତଃ ତପଃ କର୍ତ୍ତୁଃ ସହସିଧିଃ । ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱାଦାଃ ହିତା ବିପ୍ରାଃ
 ମିତ୍ରା ଧୂମସେଧୋମୁଖାଃ । ଶୁକ୍ଳପତ୍ରାଶନାଚାନ୍ତେ ଅନ୍ତେ
 ବୈ କଳଭୋଜନାଃ । ୧୧୨ । ଯୁଗାନ୍ ଚାନ୍ତେ ଭକ୍ତାନ୍ତି
 ଅନ୍ତେ ବାଧ୍ୟାଶନା ଦିକ୍ଷାଃ । ଆଲୋକନ୍ତି ସ୍ବୟନ୍ତେ ଚ
 ତଥାନ୍ତେ ଜଳଶାୟିନଃ । ୧୧୩ । ପଞ୍ଚାଗ୍ନିସାଧକାଚାନ୍ତେ
 ଶିଳାଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତକାଃ । ଜପନ୍ତି ଚାନ୍ତେ ସଂସ୍କ୍ରା ଗାୟତ୍ରୀଃ
 ବେଦମାତରଂ । ସାବିତ୍ରୀଃ ମନସା ଚାନ୍ତେ ଦେବୀମନ୍ତେ
 ସରସ୍ବତୀଂ । ୧୧୪ । ହୃଦ୍ଧାନି ହି ପବିତ୍ରାଣି ବ୍ରହ୍ମଣା
 ନିର୍ମିତାନି ଚ । ଶନ୍ତେ ବସନ୍ତୁତା ତତ୍ର ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷର-
 ଚିତ୍ତକାଃ । ୧୧୫ । ଆଲୋକ୍ୟ ସର୍ବମାତ୍ମାଣି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଚ

ପୁନଃପୁନଃ । ଇଦମେବ ଭୁନିଷ୍ଠଃ ଧ୍ୟାୟୋ ନାରାୟଣଃ
 ସଦା । ୧୧୬ । ଆରାଧିତଃ ଭୃହସ୍ପାରେ ତବେ ଭଗବତୋ
 ବିନା । ତଥା ନାନ୍ତୋ ମହାଦେବାଂ ପତନ୍ତଃ ସୋହିତି-
 ରକ୍ଷତି । ୧୧୭ । ଗତାଗତା ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର୍ହ୍ୟାଦୟୋ
 ଗ୍ରହାଃ । ଅଦ୍ୟାପି ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷରଚିତ୍ତକାଃ ।
 ୧୧୮ । ସେହକ୍ଷରା ଶ୍ଵୟନ୍ତାନ୍ତେ ଦେବଲୋକଜିଗୀବଃ ।
 ପ୍ରାପ୍ତୁଃସ୍ତି ତତଃ ସ୍ଥାନଂ ଦକ୍ଷବୀଜଃ ତତ୍ତ୍ଵା । ୧୧୯ ।
 ସକୃତ୍ତ୍ଵଚ୍ଚରିତଂ ସେନ ହରିରିତ୍ୟକ୍ଷରହସ୍ୟଂ । ବକ୍ତଃ ପରି-
 କରନ୍ତେନ ଯୋକ୍ଷାୟ ଗମନଃ ପ୍ରୀତି । ୧୨୦ । ଏକତତ୍ତ୍ଵଂ
 ତଥା ନକ୍ତମସାଚ୍ୟୁସିତଂ ତଥା । ଏବମାତ୍ମୀନି ଚାନ୍ତାନି
 କୃତ୍ଵା ଦାୟୋଦରାଗ୍ରତଃ । କୃତକୃତ୍ୟା ଭବନ୍ତୋହ ସାବନା-
 ହୃତସଂଗ୍ରବଂ । ୧୨୧ । ସ ରାଜା ଶ୍ଵସିତିଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ
 ସାବନ୍ତିର୍ଘଟିତ ଉତ୍ତରାୟଣେ । ବିମାନାଂ ସହସ୍ରାଣି ତାବ-
 ନ୍ତ୍ରାଗତାନି ଚ । ୧୨୨ । ଗନ୍ଧର୍ବାମ୍ପରସନ୍ତଃ ସିଦ୍ଧଚାରଣ-
 କିନ୍ନରାଃ । ସର୍ବେ ବିମାନମାରୁଟାଃ ଶତଶୋହ ସହସ୍ରଃ ।
 ୧୨୩ । ସର୍ବେର୍ଜ୍ଜନପତେଃ ସାର୍ଦ୍ଧଂ ସ ରାଜା ଭାବ୍ୟା
 ସହ । ଗତୋ ବିମାନମାରୁଟୋ ଯତ୍ନଂ ପଦମନାୟଂ ।

କାର୍ତ୍ତିକୀ ତୀର୍ଥକ୍ରିୟା କରିତେ ଆସିଲେନ । ନରପତି
 ଗଞ୍ଜେର ସମଭିବ୍ୟାହାରେ ଋଷଭଃସାମବେଦୀ ବ୍ରହ୍ମବିକ୍ଷୟ
 ବହ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କକ୍ଷଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହ କକ୍ଷିୟ, ଦାନପରାୟଣ
 ବହ ବୈଶ୍ଣବ ଏବଂ ଅନେକ ଶୂଦ୍ର ଆଗମନ କରିଲେନ ।
 ରାଜା ଗଞ୍ଜ ତଥାୟ ଆସିଲା ବହ ଦାନ କରିଲେନ,
 ହତାଶନେ ହବିରାହତି ଦିଲେନ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମାଦି
 ଓ ହସ୍ତମେଧାଦି ବହତର ଯଜ୍ଞ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପାଦନ
 କରିଲେନ । ଅନନ୍ତର ତିନି ଋଷିଗଣସହ ସେହି ତୀର୍ଥ
 କ୍ଷେତ୍ରେ ତପସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟତେ ଲାଗିଲେନ । ତଥାୟ କତ
 ବିପ୍ର ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱା ପାଦେ, ଅନେକେ ଅଧୋମୁଖେ, କେହ କେହ
 ଶୁକ୍ଳ ପତ୍ରାଶନେ, କେହ କେହ କଳ ଭୋଜନେ, କେହ କେହ
 ଯୁଗତକ୍ଷେପେ ଏବଂ ଅପର ଅନେକ ଦିକ୍ଷ ବାୟୁ ମାତ୍ର
 ଅଶନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଲେନ । ଅନେକ ବିପ୍ର
 ଆନ୍ତର୍ଦର୍ଶନେ ତନ୍ମୟ ରହିଆଛେନ । ଅନ୍ତ କେହ କେହ
 ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ କେହ କେହ ବା ପଞ୍ଚାଗ୍ନିମଧ୍ୟେ ଥାକିଆ
 ତପସ୍ତା କରିତେଲେନ । ଅନ୍ତ ଅନେକ ବିପ୍ର ମାତ୍ର
 ଶିଳାଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଆ ସାଧନାୟ ନିରତ ରହିଆଛେନ
 ଏବଂ ଅନେକେ ଭୂବିଷ୍ଣୁ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ
 ଦେବୀର ଉପାସନା କରିତେଲେନ । ଅନ୍ତ କେହ କେହ
 ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀକେ ଏବଂ କେହ କେହ ବା ସରସ୍ବତୀ
 ଦେବୀକେ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାନ କରିତେଲେନ । ବ୍ରହ୍ମା ସେ
 ସକଳ ପବିତ୍ର ହୃଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଆଛେନ, କେହ ବା
 ସେହି ସଂସାର ହୃଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିତେଲେନ । ଅନ୍ତ
 ଅନେକେ ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷର ଭଗବନ୍ନାମ୍ନେର ଚିନ୍ତାୟ ତନ୍ମୟ-
 ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଲେନ । ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷରଚିତ୍ତକ

ବିପ୍ରଗଣ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଆ ଏବଂ ପୁନଃପୁନଃ
 ବିଚାରାଲୋଚନା କରିଆ ଇହାହି ହିର କରିଆଛେନ ସେ,
 ନାରାୟଣ ଦେବହି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତନୀୟ । ଏହି ହସ୍ପାର ସଂସାରେ
 ଭଗବାନେର ତଥା ମହାଦେବେର ଆରାଧନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତ
 କିଛିହି ଆର ନାହି । ସେହି ମହାଦେବହି ପତନୋନ୍ମୁଖ
 ମାନବକେ ରକ୍ଷା କରିଆ ଥାକେନ । ଚକ୍ଷୁର୍ହ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ-
 ଗଣ ଝାହାରହି ପ୍ରେରଣାୟ ସତତ ଗତାଗତ କରିତେଲେନ ।
 ଦ୍ଵାଦଶାକ୍ଷରଚିତ୍ତକ ସାଧକସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ ପଦ ଲାଭ
 କରିଆଛେନ, ଅଦ୍ୟାପି ତାହା ହିତେ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ ହନ
 ନାହି । ସେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷି ଶ୍ଵର୍ଗଲୋକଜିଗୀବୁ
 ହିରା ତଥାୟ ତପସ୍ତା କରିତେଲେନ, ଝାହାରା ତତ୍ତ୍ଵ-
 ପ୍ରସାଦେ ଅପୁନର୍ଭବକର ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହିରା ଥାକେନ ।
 'ହରି' ଏହି ହିତୀ ଅକ୍ଷର ସେ ବ୍ୟାକ୍ତ ଏକବାର ମାତ୍ର
 ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ସେ ଯୋକ୍ଷମାର୍ଗଗମନେ ବକ୍ତବ୍ୟକର
 ହିରାହି ଆଛେ । ନରଗଣ ଦାୟୋଦରେର ଅଗ୍ରେ ଏକା-
 ହାର, ନକ୍ତାହାର, ଅପ୍ରୀତିଗ୍ରହ, ଉପବାସ, ଏବଂ ଅନ୍ତାନ୍ତ
 ସଂକାର୍ଯ୍ୟ କରିଆ ପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତକୃତ୍ୟ ହିରା
 ଥାକେ । ରାଜା ଗଞ୍ଜ ତପସ୍ତାନ୍ତେ ସେହି ସ୍ଥାନେ ଯଥନ
 ଋଷିଗଣସହ ବିଷ୍ଣୁ କରିତେଲେନ, ତଥନ ସହସ୍ର
 ସହସ୍ର ବିମାନ ଆସିଆ ଉପସ୍ଥିତ ହିରା । ବିମାନାରୁଟ
 ଶତ ଶତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅମ୍ପରା, ସିଦ୍ଧ,
 ଚାରଣ ଓ କିନ୍ନରଗଣ ଆଗମନ କରିଲେନ । ତଥନ
 ଭାବ୍ୟାସହାୟ ରାଜା ଗଞ୍ଜ ସମସ୍ତ ଜନପଦବାସୀର ସହିତ
 ବିମାନାରୋହଣପୂର୍ବକ ଅନାମୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହିରାଲେନ ।

১২৪। য ইদং পঠতে নিত্যং পুণ্যমাপি মানবঃ ।
সৰূপাপবিনিমুক্তঃ পরঃ স্বর্গাধিকাংকতি ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে মল্লপুৰাণে একাংশীহিসাহস্রাঃ সংহি-
তাস্থাঃ সপ্তমে প্রভাসপাঠে দ্বিতীয়ে বঙ্গাপথ-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দামোদরমহাশ্রাবণঃ

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । ততো গচ্ছেমহাদেবি ক্ষেত্রং
বঙ্গাপথং পুনঃ । যং প্রভাসস্ত সৰূপং ক্ষেত্রং
নাতিঃ প্রিয়ং মম ॥ ১ ॥ যত্র সাক্ষাৎ দেবঃ
সৃষ্টিসংহারকরকঃ । পৃথিব্যাং স অধিষ্ঠাতা তদ্বা-
নামাদিমঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ স স্বদন্তঃ স্তিতস্তত্র প্রভাসে
ভূতিনো ভবঃ । ভবভৌদঃ জগদ্ব্যস্মাদস্মাদ্ভব ইতি
স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥ যঃ সৰুৎ কুরুতে যাত্রাং ক্ষেত্রে বঙ্গা-
পথে পুনঃ । বিগাহ্য তত্র তীর্থানি কৃতকৃত্যঃ স
জায়তে ॥ ৪ ॥ অথ দৃষ্টা ভবং দেবং সৰুৎ পূজা বিধা-
নতঃ । কেদারযাত্রাকলভাক্ স ভবেন্নরজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥
চৈত্রমাসি ভবং দৃষ্টা ন পুনর্জায়তে ভুবি । বৈশা-

যে মানব নিত্য এই বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে,
সে সৰূপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম বঙ্গপদ প্রাপ্ত
হয় ॥ ৮৪—১২৫ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাদেবি ! যাহা প্রভাস
ক্ষেত্রের সৰূপ এবং আমার প্রিয় নাভিস্বরূপ, সেই
বঙ্গাপথক্ষেত্রে তৎপরে গমন করিবে । তথায়
সাক্ষাৎ সৃষ্টিসংহারকর্তা ভবদেব বিরাজিত । তিনি
পৃথিবীর আদি অধিষ্ঠাতা, তদ্বসমূহের আদিম,
প্রভু এবং স্বয়ম্ভু । সেই ভূতপ্রদ ভব প্রভাসক্ষেত্রে
অবস্থিত এবং জগৎ তাঁহা হইতে প্রাহুর্ভূত
বলিয়া তিনি ভব নামে বিখ্যাত । যে ব্যক্তি এক
বার মাত্র বঙ্গাপথক্ষেত্রে যাত্রা করে, ও তত্রত্য
তীর্থসমূহে অবগাহন করে, সে কৃতকৃত্য হইয়া
থাকে । তথায় ভবদেবকে দেখিয়া এবং একবার
মাত্র বিধিমত পূজা করিয়া মানব শ্রেষ্ঠ কেদার-
যাত্রার কলভাগী হয় । চৈত্রমাসে ভবদেবকে
দেখিলে পুনর্জন্ম হয় না এবং বৈশাখ মাসে দর্শন

থামধবা সমাপ্ত ভবং দৃষ্টা বিচ্ছ্যতে ॥ ৬ ॥ বারা-
নস্তাং কুরুক্ষেত্রে নন্দীদ্বীপে ২ কলম্ । তৎ কলং
নিমেষাঙ্কেন ভবং দৃষ্টা দিনে দিনে ৭ ॥ দ্বর্ভ-
স্কম্ব বাসস্ত ত্রুভং ভবদর্শনং । প্রেতঃশ্চ মৈব
তচ্ছান্তি ন যাম্যা নারকো ব্যাধা ॥ ৮ ॥ যেবাং
ভবালয়ে প্রাণা গতা ইব বরবার্ণনি । যন্তানামপি
যন্তান্তে দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৯ ॥ বঙ্গাপথে
মতির্যেবাং ভবে যেবাং মতিঃ স্থিরা । গোদানং
তত্র শংসন্তি ব্রাহ্মণানাক ভোজনম্ । পিণ্ডদানক
তত্রৈব কল্লাস্তঃ তৃপ্তিমাংবহেৎ ॥ ১০ ॥ ইতি
সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মাহাত্ম্যং তে ভবোত্তমম্ ।
ঋতং পাপোপশমনং যজ্ঞাযুক্তকলপ্রদম্ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বঙ্গাপথক্ষেত্রমহাভবমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অথ বঙ্গাপথে ক্ষেত্রে সন্তি
তীর্থানি কোটিশঃ । তথাপি সারং তে বগ্নি সৰু-
করিলে নর মুক্ত হইয়া থাকে । বারানসীতে কুরু-
ক্ষেত্রে কিছা নন্দীদ্বীপে যে কল, দিনে দিনে
ভবদর্শনে নিমেষাঙ্কি মাত্রেই সেই কল হয় ।
সেই ক্ষেত্রে বাস কর্তব্য ; এবং ভব দর্শনও কর্তব্য ।
মাহার ভবদর্শন ঘটে, তাহার আর প্রেতঃ বা
যাম্য নরকযন্ত্রণা ঘটে না । হে বরবার্ণনি ! ভবা-
লয়ে যাহাদের প্রাণ নির্গত হয়, তাহারাই যন্ত
হইতেও যন্ত এবং দেবগণেরও দেবতা । যাহাদের
মতি বঙ্গাপথে যা ভবদেবে স্মৃনিশ্চলা, তাহারাই
পুরুষোক্তরূপ যন্ত ও দেবদ্ব-সম্পন্ন । বঙ্গাপথ
ক্ষেত্রে গোদান, ব্রাহ্মণভোজন ও পিণ্ডদান প্রশংস-
নীয় । এই সকল কার্যে কল্লান্ত পর্যান্ত তৃপ্তি হইয়া
থাকে । এই আমি সংক্ষেপতঃ ভবোত্তম-মাহাত্ম্য
কীর্তন করিলাম । ইহা শুনিলে পাপশান্তি ও অমৃত
যজ্ঞের কলপ্রাপ্তি হয় ॥ ১—১১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—বঙ্গাপথ ক্ষেত্রে কোটি কোটি
তীর্থ আছে । তথাপি যাহা সৰুতীর্থমহোদয় সার-
তীর্থ, তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি । দামো-

ভীৰ্মমহোদয়ঃ ॥ ১ ॥ দামোদরে নদী প্রোক্তা স্বর্ণরেখতি
যা স্মৃতা। ব্রহ্মকুণ্ড তত্রৈব তথা ব্রহ্মেশ্বরঃ
স্মৃতঃ ॥ ২ ॥ কালমেঘশ্চ সম্প্রোক্তো ভবো দামোদরঃ
স্মৃতঃ। গব্যাদিত্যিত্যেনৈব কালিকা তত্র কীর্তিতা।
ইন্দ্রেশ্বরশ্চ তত্রৈব রৈবতঃ পৰ্বতস্তথা। উজ্জয়ন্তশ্চ
তত্রৈব দেবঃ কুন্তীশ্বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥ ভীমেশ্বরশ্চ
তত্রৈব ততঃ ক্ষেত্রং মহাপ্রভম্। তৈলসারণিকং নাম
ত্রৈতায়াং হৈমমারকম্ ॥ ৫ ॥ পঞ্চগব্যতিমাত্রং তু
তৎক্ষেত্রং সম্প্রকীর্তিতম্। মৃগীকুণ্ডং চ তত্রৈব
সৰ্পপাতকনাশনম্ ॥ ৬ ॥ এতদ্বস্ত্রাপণং ক্ষেত্রং রত্ন-
ধাতোন্তথাকরম্। কথিতং তব দেবেশি পুনঃ
সংক্ষেপতো ময়া ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে বস্ত্রাপণক্ষেত্রমাহাত্ম্যো প্রবরতীর্থানু-
কীৰ্ত্তনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি দূরাবিল্লিত
বিষ্ণুতম্। যোজনস্রান্তরে দেবি পশ্চিমে মঙ্গল
স্থিতেঃ ॥ ১ ॥ দূরকো যত্র ভীমেন ভূকা ত্যক্তঃ

দরে যে নদী আছে, তাহা স্বর্ণরেখা নামে প্রসিদ্ধ।
তথায় ব্রহ্মকুণ্ড আছে, সেখানে ব্রহ্মেশ্বর শিব
বিখ্যাত। এতদ্বিত্ত কালমেঘ ভব ও দামোদর দেবও
বিরাজমান। ইহাদের চারিক্রোশ দূরে কালিকা
দেবীর অবস্থান কীর্তিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রেশ্বর,
রৈবতকাদি, উজ্জয়ন্ত, কুন্তীশ্বর ও ভীমেশ্বর দেবও
ঐ স্থানে অধিষ্ঠিত; স্মৃতরাং ঐ ক্ষেত্র মহামহিমা-
বিত। পূর্বে উহার নাম ছিল তৈলসারণিক, আর
ত্রৈতাযুগের নাম হৈমমারক। ঐ ক্ষেত্র পঞ্চগব্যতি
মাত্র; সৰ্প পাতকহর মৃগীকুণ্ড ঐ স্থানেই অবস্থিত।
ইহাই বস্ত্রাপণ ক্ষেত্র; এ ক্ষেত্র রত্ন ও ধাতুসমূহের
আকর। হে দেবেশি! এই আমি সংক্ষেপে ইহা
বলিলাম। ১—৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! অনন্তর প্রসিদ্ধ
‘দূরাবিল্ল’ ক্ষেত্রে গমন করিবে। এই স্থান মঙ্গল-
ক্ষেত্রের পশ্চিমে এক যোজন মধ্যে অবস্থিত।
প্রিয়ে! পুরাকালে ভীমসেন দূরক ভোজন করিয়া

পুরা প্রিয়ে। তত্রৈব বিবরং দিব্যং মহাপাতাল-
মার্গদম্ ॥ ২ ॥ তস্ত কল্পঃ পুরা প্রোক্তঃ পাতালো-
ত্তরসংগ্রহে। তত্র লিঙ্গান্তনেকানি সিদ্ধস্থানানি
ষোড়শ ॥ ৩ ॥ সুবর্ণশ্রাকরঃ পূৰ্ণঃ তৎ স্থানমভবৎ
প্রিয়ে। তস্মিন্ স্থানে নরৈর্দেবি গম্যব্যং ভূতি-
লিপ্সয়া ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে দূরাবিল্লহৃদিশ্রীস্থানমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বর উবাচ। ততো গচ্ছেন্নহাদেবি মঙ্গলাৎ
পশ্চিমে স্থিতম্। গঙ্গাস্রোতস্তথা লিঙ্গং সুরার্কং চ
বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ তান্ গচ্ছেদ্বিধবদেবি যদি
যাত্রাকলেপ্তা। স্নাত্বা পিণ্ডপ্রদানঞ্চ কুৰ্য্যাত্তত্র
বধার্থতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যস্তথা দেয়মন্নং ভূরি সদ-
ক্ষিণম্ ॥ ২ ॥ ইতি তে কথিতং ময়া প্রিয়ে কলি-
পাপৌষবিনাশনং শুভম্। নিখিলং ভীৰ্মমহোদয়ো-
দয়ং পঠিতং সন্নিহিতস্তি পাপসংহতিম্ ॥ ৩ ॥ ইদং
ন দেয়ং হৃদ্বুদেঃ স্মৃতরাং পাপনাশনম্। শ্রোতব্যং
বিধিনা তদ্বস্ত্রবিষ্যোক্তবিধানতঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে গঙ্গেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এই স্থানেই তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এইখানেই
এক পাতালগামী দিব্য বিবর আছে, পাতালোত্তর
সংগ্রহে তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। হেথায়
বহালঙ্গ ও ষোড়শটি সিদ্ধস্থান আছে। প্রিয়ে!
এই স্থানই পূর্বে সুবর্ণের আকর ছিল। হে দেবি!
নরগণ ভূতিলিপ্সয় ঐ ক্ষেত্রে গমন করিবে। ১—৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—মহাদেবি! মঙ্গল স্থানের
পশ্চিমে গঙ্গাস্রোত ও সুরার্ক লিঙ্গসমূহে গমন
করিবে। যাত্রাকলে অভিলাষ থাকিলে উক্ত
স্থানসমূহে যাহাতেই হইবে। গিয়া স্নান, পিণ্ডদান,
ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন ও ভূরি দক্ষিণা প্রদান কর্তব্য।
প্রিয়ে! এই আমি তোমার নিকট কলিকলুষহর
নিখিল ভীৰ্মমহোদয় কীর্তন করিলাম; ইহা পাঠে
পাপরাশি বিনষ্ট হয়। হৃদ্বুদে ব্যক্তিকে ইহা প্রদান

যষ্ঠোছধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি মঙ্গলাৎ
পশ্চিমে ব্রজেৎ । তত্র সিদ্ধেশ্বরঃ পশ্চৈবসমসিদ্ধি-
প্রদায়কম্ ॥ ১ ॥ তত্রৈব চক্রতীর্থস্তু তীর্থকোটি-
কলপ্রদম্ । লোকেশ্বরঃ স্বয়ম্ভুতঃ পূৰ্ণমিল্লেশ্বরেতি
চ ২ ॥ দৃষ্ট্বা তং বিধিবদ্ধেবি ততো যক্ষবনং ব্রজেৎ ।
মঙ্গলাৎপশ্চিমে ভাগে যত্র দেবী স্বয়ং স্থিতা ॥ ৩ ॥
যক্ষেশ্বরী মহাভাগা বাক্তিতার্থপ্রদায়িনী । তাং
সম্পূজ্য বিধানেন ততো বস্ত্রাপথং পুনঃ ॥ ৪ ॥ গিরিঃ
রৈবতকঃ গঙ্গা কুৰ্ণাদ্বাতাঃ বিধানতঃ । যুগীকুণ্ডা-
দিতীর্থানি সন্তি তত্রৈব কোটিশঃ ॥ ৫ ॥ যজুর্জি-
শিথরে দেবি সীমালিঙ্গং হি তৎস্মৃতম্ । দশকোটিস্ত
তীর্থানি তত্র সন্তি বরাননে ॥ ৬ ॥ যত্র বৈ যাদবাঃ
লিঙ্গাঃ কলৌ যে বুদ্ধিরূপিণঃ । শতং সহস্রার্কুদক
লিঙ্গং তত্রৈব তিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥ গজেন্দ্রস্য পদং তত্র
তত্রৈব রসকূপিকাঃ । সপ্ত কুণ্ডানি তত্রৈব রৈবতে
পৰ্বতোত্তমে ॥ ৮ ॥ অধ্বিকা চ স্থিতা দেবী প্রত্যয়ঃ

করিতে নাই । ভবিষ্যোক্ত বিধানে ইহা শ্রবণ
করাই কর্তব্য । ১—৪ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অধুনা মঙ্গল ক্ষেত্রের আরও
পশ্চিমে যাত্রার কথা বলিতেছি । তথায় সিদ্ধিদায়ক
সিদ্ধেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে হয় ।
সেইখানেই তীর্থকোটিকলপ্রদ চক্রতীর্থ ; এবং
স্বয়ম্ভু লোকেশ্বর দেব । ইহার পূৰ্ণনাম ইল্লেশ্বর,
দেবি ! ইহাকে যথাবিধি দর্শন করিয়া পরে যক্ষবনে
গমন করিবে । মঙ্গল ক্ষেত্রের পশ্চিমদিকস্থিত
উক্ত বনে সাক্ষাৎ যক্ষেশ্বরী দেবী অবস্থিত । ইনি
মহাভাগা ও ইষ্টার্থপ্রদা । ইহাকে পূজা করিয়া পুন-
রায় বস্ত্রাপথে যাইবে । বৈরতকাচলে গিয়া যথা-
বিধি যাত্রা সমাপন করিবে । তথায় যুগীকুণ্ডাদি
কোটি কোটি তীর্থ বিদ্যমান । দেবি ! প্রসিদ্ধ
সীমালিঙ্গ রৈবতকাচলেরই ভুক্তিশিথরে অবস্থিত ।
তথায় দশকোটি তীর্থ এবং যাদবগণ কলিকালে
তথায় বুদ্ধিরূপী সিদ্ধদেহে বিরাজমান । এতদ্ব্যতীত
শত সহস্রার্কুদ লিঙ্গ, গজেন্দ্রের পদচিহ্ন, রস-
কূপিকা, সপ্তকুণ্ড, অধ্বিকাদেবী, প্রত্যয়, সাধ,

সাধ এবং চ । লিঙ্গাকারে পরিত্তে তু তত্র তীর্ণানি
কোটিশঃ ॥ ৯ ॥ যুগীকুণ্ড তত্রৈব কালমেঘকুণ্ডে
চ । ক্ষেত্রপালকরূপেণ মহোদধিঃ স্বয়ং স্থিতঃ ।
দামোদরশ্চ তত্রৈব ভবেৎ ব্রহ্মাওনায়কঃ ॥ ১০ ॥
পার্বত্যাচ । ঋতানি তব তীর্থানি দেবেশ বদ-
তন্তব । গঙ্গা সরস্বতী পূর্ণা যমুনা চ মহানদী ।
১১ ॥ গোদাবরী গোমতী চ নদী তাপী চ নর্মদা ।
সরযুঃ স্বর্ণরেখা চ তমসা পাপনাশিনী ॥ ১২ ॥ নদ্যাঃ
সমুদ্রসংযোগঃ সর্গাঃ পূর্ণাঃ ঋতা ময়া । মোক্ষ-
রণ্যানি দিব্যানি দিব্যক্ষেত্রানি যানি চ ॥ ১৩ ॥
নগরোঁ মুক্তিদায়িক্তান্তাঃ ঋতাস্বংপ্রসাদতঃ । ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশিবা দীনাঃ সূর্যোন্মুবরুণশ্চ চ ॥ ১৪ ॥ দেবতানা-
মুবাণাঞ্চ সন্তি স্থানান্ত্রনেকশঃ । পরং দেবং হুয়া
পূর্ণা প্রভাসঃ কবিতং মম ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ যচ্চা-
ধিকং প্রোক্তং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং ত্রয়া । শৃণুত্যা চ
ময়া পূৰ্ণং ন পৃষ্টং কারণং তদা ॥ ১৬ ॥ ইদানীঞ্চ
ঋতঃ সর্গাঃ স্বস্তাহং কারণং বদ । প্রভাবং প্রথমং
ক্রহি ক্ষেত্রশ্চ চ ভবশ্চ চ ॥ ১৭ ॥ কস্মিন্ দেশে
চ ততীর্থং শিবঃ কেনাত্র সংস্থিতঃ । স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ ক্রজঃ
কথং তত্র স্থিতঃ স্বয়ম্ । প্রভো মে মহেশচর্য্যং

লিঙ্গাকার কোটি কোটি তীর্থ, যুগীকুণ্ড, ক্ষেত্রপালকপে
কালগিরিতটে মেঘদেব, সাক্ষাৎ মহোদধি, দামো-
দর ও ব্রহ্মাওনায়ক ভবদেব বিরাজিত । পার্বতী
কহিলেন,—হে দেবেশ ! আপনার মুখে বহু তীর্থ-
বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ণানদী গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা,
মহানদী, গোদাবরী, গোমতী, তাপী, নর্মদা, সরযু,
স্বর্ণরেখা, তমসা, সমুদ্র-সম্মিলিত অন্তান্ত পাপহারিণী
নদী ; দিব্য দিব্য মোক্ষারণ্য ও দিব্য ক্ষেত্র ; মুক্তি-
দায়িনী নগরী সকল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য,
চন্দ্র ও বরুণাদি দেব ও ঋষিগণের পূর্ণায়তনসমূহ—
আপনার প্রসাদে বহুধা আমার ঋত হইয়াছে ।
পরন্তু দেব ! আপনি সকল প্রভাসক্ষেত্রেরই পবি-
ত্রতা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । এক্ষণে ঐ
প্রভাস হইতেও বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রের পূর্ণাধিক্য বলি-
লেন । আমি এ কথা পূর্বে আপনার নিকট শুনিয়া
তখন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই । এক্ষণে
অবহিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসিতেছি । প্রথমে
আপনি ভবক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন, ঐ তীর্থ-
ক্ষেত্র কোন দেশে ? কে ঐ স্থানে শিব প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন ; ভগবান্ স্বয়ম্ভু ক্রজ কীরূপে হেথায়
অবস্থিত হইলেন ? প্রভো ! এ বিষয়টা আমার

বর্জতে তদ্বাদনা ॥ ১৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বজ্রাপথস্ত
ক্ষেত্রস্ত প্রভাবঃ প্রথমঃ শৃণু । পশ্চাৎবস্ত মহাত্ম্যং
শৃণু স্বং চ বরাননে ॥ ১৯ ॥ কান্তকুজে মহাক্ষেত্রে
রাজাভোজ্যেতি বিজ্ঞতঃ । পুরা পুণ্যযুগে ধর্ম্মাঃ
প্রজা ধর্ম্মেণ শাসতি ॥ ২০ ॥ বিশালাক্ষো দৌর্ঘবাহু-
ক্ষিধান বাগ্মী প্রিয়ংবদঃ । সর্বলক্ষণসম্পূর্ণো বহু-
শর্ষ বিলোককঃ ॥ ২১ ॥ বনাৎ কদাচিদভ্যুত্যা বন-
পালোহব্রবৌদদম্ । আশ্চর্য্যঃ ভ্রমতা দেব বনে দৃষ্টং
ময়াধনা ॥ ২২ ॥ গিরৌ বিষমভূত্যাগে বহুবৃক্ষসমা-
কূলে । মৃগযুগতা নারী ময়া দৃষ্টা মৃগাননা ॥ ২৩ ॥
মৃগবৎ প্রবতে বালা সদা তত্ৰৈব দৃশ্যতে । ইতি
জ্ঞাত্বা বচো রাজা তুষ্টিমুত্থৈ ধনং দদৌ ॥ ২৪ ॥ চতুরং
তুরগং দিব্যং বাসুসী স্বর্ণভূষণম্ । ইদানীমেব
যাস্মামি সেনাধ্যক্ষ ত্বয়া সহ ॥ ২৫ ॥ অশ্বানাং দশ-
সাহস্রং বাগুরাণাং হ্রেনেকধা । পশুয়ো যাস্ত সর্বত্র
বেষ্টয়ন্ত গিরিং বরম্ ॥ ২৬ ॥ ন হস্তব্যো মৃগঃ
কশ্চিৎক্ষণীয়া হি সা মৃগী । স্ত্রীবেশধারিণী নারী মৃগী

ভবতি ভূতলে ॥ ২৭ ॥ ক যাস্ততি বরাকৌ সা
মহলৈঃ পরিপীড়িতা । শস্ত্রানুবর্জিতং সৈন্তং বন-
পালপদাভুগম্ ॥ ২৮ ॥ অহোরাত্রৈশ সম্প্রাপ্তং বহু-
ব্যাধজনাগ্রতঃ । অশ্বাধিকৃঢ়ো বলবান্ ভোজরাজো
যযৌ স্বয়ম্ ॥ ২৯ ॥ নিঃশব্দপদসঞ্চারঃ সংজ্ঞা-
সঙ্কেতভাষকঃ । গিরিং সমেষ্টয়ামাস বাগুরাভিঃ
স্বয়ং নৃপঃ ॥ ৩০ ॥ বনপালেন সহিতো মৃগযুগ-
দদর্শ সঃ । সা মৃগী মৃগমধ্যস্থা নারীদেহা মুখে
মৃগী । মৃগবচ্চেষ্টতে বালা ধাবতে চ মৃগৈঃ সহ ॥
অখগন্ধান সমাভ্রায় সজ্জতা মৃগযুগাঃ । ক্রুকা ভ্রান্তাঃ
ক্ষেপে তস্মিন সর্কৈ খাতি দিশো দশ ॥ ৩১ ॥
মৃগবক্রা তু যা নারী মৃগৈঃ কতিপয়ৈঃ সহ । প্রবমানা
নিপতিতা বাগুরায়াঃ বিচেতনা ॥ ৩২ ॥ বলাধ্যক্ষেণ
বিধূতা মৃগৈঃ সহ শনৈর্নৃপঃ । দদর্শ মহদাশ্চর্য্যং
ভোজরাজো জনৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কোলাহলো
জাতঃ পরমানন্দিনিশ্বনঃ । মৃগৈঃ সহ সমানিস্তে

এ বড় আশ্চর্য্য কথা । কিন্তু যাহাই হউক, মদ্বল
দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই বরাকৌ কোথায়
যাইবে? অনন্তর সেই বনপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ভোজরাজের বহু সৈন্ত চলিল । কাহারও
হস্তে অস্ত্র শস্ত্র রহিল না! তাহার এক
অহোরাত্র মধ্যে সেই গিরিপ্রদেশে গিয়া উপস্থিত
হইল । বলবান্ ভোজরাজ স্বয়ং অশ্বারোহণে চলি-
লেন । তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গমন করিতে
লাগিলেন এবং সঙ্কেত দ্বারাই কথাবার্তা করিতে
লাগিলেন । রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া গিরি-
প্রদেশ বাগুরা দ্বারা বেষ্টন করাইলেন । ১—৩০ ।
অনন্তর সেই বনপালের সঙ্গে তত্রত্য মৃগযুগ অব-
লোকন করিলেন । দেখিলেন,—যুগমধ্যে সেই নারী-
রূপিনী মৃগী আছে । তাহার মুখধানাই মৃগীর জায়;
অস্ত্র সন্মাজ নারীতুল্য । সেই বালার মৃগের জায়
চেষ্টা এবং মৃগের সহিত তাহার গতিবিধি । দেখি-
লেন,—মৃগযুগপতিগণ অখগন্ধ পাইয়া সজ্জত ক্রু-
ক ও ভ্রান্ত হইয়াছে । তাহার সেই ক্ষেপে নানাদিকে
ছুটছুটি করিতেছে । কিন্তু সেই মৃগবদনা নারী
কতিপয় মৃগসমভিব্যাহারে ছুটিতে ছুটিতে বাগুরায়
আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে! অনন্তর বলাধ্যক্ষ মৃগ-
গণ সহ সেই নারীরূপিনী মৃগীকে ধরিয়া ফেলিল ।
তখন ভোজরাজ অস্ত্রাস্ত্র লোকজন সহ সেই মহা-
শর্ঘ্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন । অনন্তর পরম
আনন্দ-কোলাহল হইল । রাজা মৃগগণ সহ সেই

নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এক্ষণে
উহা বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—সুবদনে! প্রথমে
বজ্রাপথক্ষেত্রের পরে ভবদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । পুর্বে পুণ্যযুগে মহাক্ষেত্র কাল্যকুজে ভোজ
নাথে এক সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি
ধর্ম্মানুগারে প্রজাপালন করিতেন । রাজা ভোজ—
বিশালাক্ষ, দৌর্ঘবাহু, বিদ্বান, বাগ্মী, প্রিয়বদ, সর্ব-
লক্ষণলক্ষিত ও বহু আশ্চর্য্যদর্শী ছিলেন । একদা
বন হইতে তাঁহার এক বনপাল আসিয়া বলিল,—
দেব! বহু বৃক্ষাঘত বিষম ভূমিময় গিরি প্রদেশে
বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি সম্প্রতি
এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি । দেখিলাম,—
এক মৃগাননা রমণী মৃগযুগমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে
এবং মৃগের জায় উৎপত্তি হইতেছে । এই কথা
শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন । সংবাদদাতাকে যথেষ্ট
ধন দিলেন এবং চতুর তুরঙ্গ, দিবা বসনযুগল
ও বিবিধ স্বর্ণভূষণ প্রদান করিলেন । তিনি বলি-
লেন,—সেনাপতে! আমি এখনি তোমার সহিত
ঐ স্থানে যাইব । দশ সহস্র অশ্ব, বহু মৃগবন্ধন
বাগুরা এবং অসংখ্য পদাতি ঐ পবিত্রপ্রদেশে
গমন করুক । তাহার গিয়া গিরিবরের সর্বস্থান
বেষ্টন করুক; কিন্তু কেহ যেন কোন মৃগের প্রাণ-
নাশ করে না । কেন না, সেই মৃগকে অবশ্যই
রক্ষা করিতে হইবে । ভূতলে স্ত্রীবেশধারিণী মৃগী,

কান্তকুজঃ মৃগীং নৃপঃ । ২৫ । দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছন্ন
দিব্যাত্মরূষিতা । নরযনাশ্রিতা নারী প্রবিবেশ
মৃগৈর্বৃত্তা । ৩৬ । বাদিতৈর্ব্রহ্মণ্যৈশ্চ নীযতে নৃপ
মন্দরম্ । জনৈর্জ্ঞানপদৈর্ম্মার্গে দৃষ্টতে নৃপমন্দিরে ।
৩৭ । নীযমানা নাগরৈশ্চ মহদাশ্রয়ভাষকৈঃ ।
পুণ্যে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সা মৃগী নৃপমন্দিরম্ ।
৩৮ । প্রতিহারেণ রাজৈস্তে বচসা বারিতো জনঃ ।
গতঃ সেনাপতিঃ সৈন্ত্য গৃহীত্বা স্বনিকেতনম্ । ৩৯ ।
রাজাপি স্বগৃহং প্রাপ্য স্নাত্বা সম্পূজ্য দেবতাঃ ।
তাং মৃগীং স্নাপয়ামাস দিব্যগন্ধানুলেপনাম্ । ৪০ ।
কুক্ষুমেণ বিলিঙাকীঃ দিব্যবস্ত্রাবশুষ্ঠিতাম্ ।
যথোচিতং যথাস্থানং দিব্যাত্মরূষিতাম্ । ৪১ ।
একান্তে নির্জনে রাজা বভাষে চাক্রলোচনাম্ ।
কাঃ কস্তা স্তুতা কেন কারণেন মৃগৈঃ সহ । ৪২ ।
জ্ঞীণাঃ শরীরং তে কস্মানমৃগীণাং বদনং কৃতঃ ।
ইতি সর্গঃ সমাচক্ষু পরং কোতুহলং হি মে । ৪৩ ।
এবং সা প্রোচ্যমানাপি ন বভাষে কথঞ্চন । মুকবৎ
ন বিজ্ঞানান্তি ন চ ভুঙ্জেতু লোচনা । ৪৪ । ন

ভুঙ্জেতু পৃথিবীপালো ন রাজ্য বহু মন্ততে । ন
দারৈবদাতে কার্ষাং নার্ষৈর্ন চ গজৈ রথৈঃ । ৪৫ ।
তদেব রাজাঃ তে দারান্তে গজাস্তকনং বহু ।
প্রমদামদসংরক্তং যত্র সংকীর্ণতে মনঃ । ৪৬ ।
আহুয়াহ প্রতিহারং তয়া সম্মোহিতা নৃপঃ । পুরো-
ধসং গুরং বিপ্রানাচার্য্যান শীত্ৰমানব । ৪৭ । দৈবজ্ঞানথ
মন্ত্ৰজ্ঞান ভিষজস্তাত্ত্বিকাস্তথা । ইতি সন্নোদিতো
রাজা প্রতিহারো যযৌ স্বয়ম্ । ৪৮ । আজগাম স
বেগেন সমানীয দ্বিজোত্তমান । রাজ্যে বিজ্ঞাপয়-
মাস দেব বিপ্রাঃ সমাগতাঃ । ৪৯ । প্রবেশয় গুরুং
দ্বাঃস সম্প্রাপ্তান মন্দিতে রতান্ । ইতি সন্নোদিতো
রাজা তথা চক্রে চ বুদ্ধিমান । ৫০ । অচ্যুত্থায়
নৃপঃ পুংসং নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ । আসনেনুপবিষ্টো-
স্তান বভাষে কার্ষাতৎপরঃ । ৫১ । ইদমাশ্রম্য-
মেবৈকং কথং শকাং নিবেদিতুম্ । জানোত হি স্বয়ং
সর্গে লোকতঃ শাস্ত্রতোহপি বা । ৫২ । কথমেবা
সমুৎপন্ন কশ্চৈদং কর্ম্মণঃ ফলম্ । অস্তাং কেন
প্রকারেণ বচনং মানুযং ভবেৎ । ৫৩ । স্বয়ং মনুষ্য-

মৃগীকে কান্তকুজে লইয়া আসিলেন । ঐ মৃগী
দিব্য বস্ত্রে সমাচ্ছন্ন, দিব্যাত্মরূপে ভূষিত ও নরযানে
সমারূঢ় হইয়া মৃগগণ সহ রাজ্যভবনে প্রবেশ করিল ।
মৃগীকে নৃপমন্দিরে লইয়া যাইবার কালে বহু বাদিত
ও ব্রহ্মণ্য হইতে লাগিল । জনপদবাসীরা সেই
দৃষ্ট পথিমধ্যে দেখিল এবং নাগরিকেরা সেই
আশ্রম্য কথা কহিতে কহিতে রাজ্যলয়ে সেই নারী-
মৃগী দর্শন করিল । পুণ্য মুহূর্ত্তে মৃগী নৃপমন্দিরে
প্রবেশ করিল । প্রতিহারী রাজাজ্ঞায় জনসাধা-
রণকে প্রবেশে নিষেধ করিল । সেনাপতি স্বয়ং
সৈন্তদল লইয়া নিজাবাসে প্রস্থান করিলেন । রাজা
স্বভবনে উপস্থিত হইয়া স্নান ও দেবপূজান্তে সেই
মৃগীকে স্নান করাইলেন । স্নানান্তে মৃগী দিব্য
গন্ধ ও কুক্ষুমে দ্বারা অনুলিপ্ত ও দিব্য বসনে অব-
শুষ্ঠিত হইল । অনন্তর রাজা একান্তে সেই দিব্যা-
ত্মরূষিতা চাক্রনয়না মৃগীকে জিজ্ঞাসিলেন,—কে
তুমি ? কাহার কস্তা ? কেন তোমার মৃগগণ সহ
পরিভ্রমণ ? তোমার নারীর স্তায় শরীর এবং
মৃগীর স্তায় বদন হইল কেন ? আমার বড়ই
কোতুহল হইয়াছে, তুমি এ সকল রহস্য আমার
নিকট খুলিয়া বল । রাজা এইরূপে তাহাকে
বলিলেন ; কিন্তু সেই মৃগী মুকের স্তায় কোন
কথাই কহিল না । স্নানোচনা মৃগী কিছুই জানে

না ; কিছুই ভোজন করে না । এদিকে রাজাও
কিছুই ভোজন করিলেন না । রাজ্য তাঁহার নিকট
ভাল লাগিতে লাগিল না । গজ, অশ্ব, জ্ঞী, পুত্র,
কিছুই তাহার তৃপ্তিকর হইতে লাগিল না । বস্তুতঃ
প্রমদা-মদাহরক্ত মন যথায় ক্রোড়া করে, তাহাই
রাজ্য এবং তাহাই স্ত্রী, পুত্র ও গজাদি ধনরত্ন ।
যাহাই হোক, সেই মৃগীসম্মোহিত রাজা প্রতি-
হারীকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি শীত্ৰ আমার গুরু
পুরোহিত অস্তান্ত, আচার্য্যকল্প ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ,মন্ত্ৰজ্ঞ,
ভিষক ও তাত্ত্বিকদিগকে ডাকিয়া আন । রাজাজ্ঞায়
প্রতিহারী গমন করিল এবং উক্ত দ্বিজোত্তমগণকে
ডাকিয়া আনিব ; আনিয়া রাজাকে বলিল,—হে
রাজন্ ! ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছেন । রাজা
বলিলেন,—স্বাস্থ ! গুরুকে এবং অস্তান্ত মদীয় হিতে
রত ব্রাহ্মণগণকে ভবনমধ্যে প্রবেশ করাও । প্রতি-
হারী রাজা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার
আদেশানুযায়ী কার্য্য করিল । ৩১—৫০ । নৃপ গাজো-
থানপূর্ব্বক অগ্রে তাঁহাদের পূজা ও নমস্কার করিয়া
তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং
বলিলেন,—এই আশ্রম্যের কথা কিরূপে আপনা-
দিগকে নিবেদন করিব ? আপনারা কি কখন
লোকে বা শাস্ত্রে এরূপ দেখিয়াছেন ? এই অদ্ভুত
মৃগী কিরূপে উৎপন্ন হইল ? এ কোন কর্ম্মের

বদনা কথমেবা ভবিষ্যতি । সাবধানৈর্দ্বিজৈর্ভূয়ঃ সর্বং সঞ্চিন্ত্য চোচ্যতাম্ ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রা উচুঃ । দেব সারস্বতো নাম কুরুক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমঃ । উর্দ্ধ রেতাঃ সরস্বত্যাং তপস্তপে জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ কথয়িষ্যতি সর্বং তে তেনাদিষ্টা মুগী স্বয়ম্ । ইতি ক্ষত্বা বচো রাজা যযৌ সারস্বতং দ্বিজম্ ॥ ৫৬ ॥ সরস্বতীজলে স্নাতং প্রভাতে ধ্যানতৎপরম্ । দৃষ্টা প্রদক্ষিণীকৃত্য সাষ্টাঙ্গং তং প্রণম্য চ । উপবিষ্টো নৃপো ভূমৌ প্রাজ্ঞলিঃ সঞ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ মনুষ্য-পদসঞ্চারণ ক্ষত্বা জাহা চ কারণম্ । সারস্বতো বভাষেৎ তং নৃপং ভক্তিতৎপরম্ ॥ ৫৮ ॥ সারস্বত উবাচ । ভোজরাজ শুভং তেহং জাতং তং কারণং ময়া । মুগাননা যয়া নারী সমানোতা বনাং কিল ॥ ৫৯ ॥ মহদাশ্চর্য্যমেবৈতত্ত্বং চেতসি বর্ততে । আদিষ্টা তু ময়া বালা সর্বং ত্রে কথয়ি-ষ্যতি ॥ ৬০ ॥ জানামাইং মহারাজ চরিত্রং জন্ম যাদৃশম্ । আশ্চর্য্যং সম্ভবেজ্জোকে কথ্যমানং তয়া

স্বয়ম্ ॥ ৬১ ॥ ইত্যাদিশ্চ গতৌ বেগোদ্রথেনাদিত্য-বর্চসা । অহোরাত্রদ্বয়েনৈব সম্প্রাপ্তো নৃপমন্দিরম্ ॥ ৬২ ॥ প্রবিশ্চ চ মুগীঃ দৃষ্টা যত্রাস্তে মৃগলোচনা । তয়া সারস্বতো জাতো ধর্ম্মজঃ সর্ববিদ্বিজঃ ॥ ৬৩ ॥ মুণ্ডবাচ । এষ সর্বং হি জানাতি কারণং যচ্চ যাদৃ-শম্ । বর্তমানং ভবিষ্যৎ ভূতং যদুৎপত্তয়ে ॥ ৬৪ ॥ এতেন মরণং জাতং মদীয়ং পূর্বজন্মনি । বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে তপস্তপ্তং ভবালয়ে ॥ ৬৫ ॥ বিধূষ কলুষং সর্বং জ্ঞানমুৎপাদ্য যত্নতঃ । জরামরণ-নির্মুক্তঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্টবান ভবম্ ॥ ৬৬ ॥ অস্ত তুষ্টো ভবো দেবো জাতং তীর্থস্থ কারণম্ । আদিষ্টয়া ময়া বাচ্যং ভবেজ্জন্মনি কারণম্ ॥ ৬৭ ॥ ইতি চিন্তাপরা যাবস্তাবদ্বিপ্রঃ সমাগতঃ । তন্মৈ প্রণামপরমা মুচ্ছিতা নিপপাত সা ॥ ৬৮ ॥ অথ সারস্বতো জ্ঞানজ জাতবান কারণঞ্চ তৎ । আনয়ন্ত দ্বিজা বেগাৎ কলসং তোয়সমুতম্ ॥ ৬৯ ॥ সর্বৌষধীঃ পল্লবাংশ্চ দূর্বাঃ পুষ্পাণি চাক্তান ।

কলে একুপ হইল ? কিরূপে ইহার মানবের ন্যায় বাক্য হইতে পারে ? এ কিরূপে মনুষ্যবদনা হইবে ? আপনারা সকলে অবহিত হইয়া চিন্তা করুন । বিপ্রগণ বলিলেন,—কুরুক্ষেত্রে সারস্বত নামে এক উর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ আছেন । ইনি সরস্বতীতীরে তপস্তা করেন । তৎ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই মুগী সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, এই কথা শুনিয়া রাজা সরস্বতীতীরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন । সেখানে গিয়া দেখিলেন,—ঐ তপস্বী ব্রাহ্মণ প্রভাতে সরস্বতীজলে স্নান করিয়া ধ্যানতৎপর আছেন । তিনি তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম সহকারে, প্রদ-ক্ষিণপূর্বক কৃতাজলি হইয়া ভূমিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন । তখন ঐ তাপস ব্রাহ্মণ মনুষ্য-পদসঞ্চারণ বৃত্তিতে পারিয়া এবং সম্যক বৃত্তান্ত অব-গত হইয়া ভক্তিতৎপর রাজাকে বলিলেন, হে ভোজরাজ ! আপনার মঙ্গল হোক । আমি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি । আপনি বন মধ্য হইতে এক মুগাননা নারী আনয়ন করিয়াছেন । ইহাকে দেখিয়া আপনার চিতে মহাশ্চর্য্য উপস্থিত হইয়াছে । যাহা হোক, আমার আদেশে ঐ নারী সকলই আপ-নাকে বলিবে । মহারাজ ! আমি উহার জন্ম এবং চরিত্র সকলই জানি । ঐ বালা স্বয়ং যদি বলে; তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই হইবে ।

এইরূপ আদেশ করিয়া রাজার সহিত সূর্যাসন্নিত রথে আরোহণপূর্বক দুই অহোরাত্র মধ্যেই বেগে রাজমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজভবনে প্রবেশ করিয়া যথায় সেই মুগাননা রহিয়াছে, সেই স্থানে গিয়া মুগীকে সন্দর্শন করিলেন । মুগী সেই ধর্ম্মজ সর্বজ্ঞ সারস্বত দ্বিজকে চিনিতে পারিল । মুগী মনে মনে কহিল,—এই দ্বিজ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্ত কারণই অবগত আছেন । জিহুবনের কোন ঘটনাই ইহার অজ্ঞাত নাই । পূর্ব জন্মে আমি যে ভাবে মরিয়াছিলাম, তাহাও ইনি অবগত আছেন । এই দ্বিজ মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে ভবমন্দিরে তপস্তা করিয়াছিলেন । তপস্তায় ইহার সর্বপাপ বিদূরিত হয় । ইনি পরম যত্নে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং জরামরণবর্জিত হইয়া ভবদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ইহার প্রতি ভবদেব তুষ্ট হইয়া-ছিলেন । ইনি ঐ তীর্থের কারণ বিদিত আছেন । ইহার আদেশে আমি পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলিতে বাধ্য হইব । ৫১—৬৭ । মুগী এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ঐ সারস্বত বিপ্র মুগীসন্নিধানে পস্থিত হইলেন । মুগী তাঁহাকে দেখিয়া যেমন মনস্কার করিল, অমনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িল । জ্ঞানবান সারস্বত বিপ্র তখন ঐ মুচ্ছার কারণ বৃত্তিতে পারি-লেন । বলিলেন,—দ্বিজগণ ! আপনারা সত্বর জলপূর্ণ কলস, সর্বৌষধি, পল্লবদল, দূর্বা, পুষ্প, অক্ষত,

ধূপং চ চন্দনং চৈব গোময়ং মধুসর্পিষী । ৯০ ॥
 ইত্যাদিষ্টৈষির্জৈবৈগোং সমানীকং নৃপাক্ষয় ।
 উপলিপ্য চ ভূভাগং স্তম্বিকং সন্নিবেশ্য চ ৯১ ॥
 তত্রাগ্নিকার্য্যং কৃত্বাথ দেবান্ কুন্তে নিধায় সঃ
 ইন্দ্রঃ তাম্রাংস্ত বিস্তৃত্য দিকৃপালাংস্ত যথাক্রমম্
 হস্তাগ্নিঃ স চকং কৃত্বা গ্রহপূজামকারয়ৎ ৯২
 তোয়ং সুবর্ণপাত্রাংস্ত কৃত্বা কুন্তান্ স্বয়ং গুরুঃ
 অভিষেকং ততশ্চক্রে মুহূর্ত্তে সার্বকামিকে ৯৩
 অতিবিক্রা তু সা তেন পুতা স্নানার্থবারিণা
 জাতা সচেতনা বালা সর্বং পশুতি চক্ষুবা ৯৪
 শূণোতি সর্বং জ্ঞানাতি চরিত্রং পূর্বজন্মনঃ
 বদরীকলমাত্রং তু পুরোডাশং দদৌ গুরুঃ ৯৫
 তয়োপভুক্তং যত্নেন ততশ্চক্রে স মার্জ্জনম্
 মাছুবে বচনে কর্ণে দদৌ জ্ঞানং গুরুস্ততঃ ৯৬
 গুরুবে দক্ষিণাং দত্ত্বা ততঃ সা চ মুগাননা । ভোজ-
 রাজায় সর্বং চ চরিত্রং পূর্বজন্মনঃ ৯৭ ॥ বক্তুং
 প্রচক্রম বালাদযদবৃত্তং পূর্বজন্মনি । নমস্কৃত্য
 গুরুং পূর্বং ব্রাহ্মণান্ কত্রিয়াংস্তথা ৯৮ ॥ মুণ্ড্যব'চ ।
 ন বিষাদন্তয়া কার্য্যো রাজন্ ক্রহা ময়োদিতম্ ।

ধূপ, চন্দন, গোময়, মধু ও ব্রত আনয়ন করুন ।
 সারস্বতের আদেশে এবং রাজার অনুমোদনে
 দ্বিজগণ সহর সমস্ত বস্তাই আনয়ন করিলেন ।
 অনন্তর সারস্বত ভূভাগ উপলিপ্ত করিয়া স্তম্বিক-
 সন্নিবেশ অগ্নি স্থাপন, কুন্তে বেদনিধাপন, ইন্দ্র
 ও অন্তান্ত দিকৃপালগণকে যথাক্রমে আবাহন এবং
 অগ্নিতে হোম করিয়া চকুপাকান্তে গ্রহপূজা করি-
 লেন । তিনি স্বয়ং সুবর্ণপাত্রে জল রাখিয়া সর্ব-
 কামপ্রদ শুভ মুহূর্ত্ত কুন্তজলে অভিষেক করা-
 ইতে লাগিলেন । মুগী অতিবিক্রা ও স্নান পুতা
 হইয়া চেতনাবতী হইল । সেই বালা পরে চক্ষু
 চাহিয়া সকলই দেখিল, সকলই শুনিল এবং স্বায়
 পূর্বজন্মবৃত্তান্ত সকলই স্মরণ করিতে লাগিল ।
 গুরু এইবার তাহাকে বদরীকলপারমিত পুরো-
 ডাশ প্রদান করিলেন । মুগী যতপূর্বক তাগ ভোজন
 করিয়া মুখ মার্জন করিল । অনন্তর গুরু তাহার
 কর্ণে মাছুষবাক্যে জ্ঞানদান করিলেন । মুগা-
 ননা গুরুদেবকে দক্ষিণা দিয়া নিজের পূর্বজন্ম-
 চরিত্র সমস্তই ভোজরাজকে বলিতে আরম্ভ
 করিল । মুগী তাহার শৈশব হইতে সমস্ত পূর্বজন্ম-
 ঘটনা বলিতে গিয়া প্রথমে গুরুদেবকে পরে অন্তান্ত
 ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়বর্গকে নমস্কারপুরঃসর বলিল,—

ইতঃ সপ্তমে স্থানে কলিঙ্গাধিপতেঃ স্মৃতঃ ৯৯ ॥
 স্মৃতে পিতরি বালস্বঃ স্তম্বিকঃ স্মমজ্জিতিঃ । অহঃ
 হি বঙ্গরাজস্র সস্ত্রাশা দ্বিহতা কিল ১০০ ॥ পরিলীলা
 তদা দেব পিত্র দত্তা স্বয়ং নৃপ । তদাঃ পট্টমগ্রিষী
 কৃত্য যোষিতা যতঃ ১০১ ॥ যুবা জাতঃ ক্রমেণৈব
 হিংস্রঃ কুরো বভূব হ । বেদশাস্ত্রকুশলো দয়া-
 ধর্ম্মবিবজ্জিতঃ ১০২ ॥ নকো মানী মহাক্রোধী
 সত্যচোরবহিষ্কৃতঃ । ন দেবঃ ন গুরুং বিপ্রান্নো
 জানাতি দ্রবশয়ঃ ১০৬ ॥ বিরক্তা হি প্রজাস্তস্ত
 ব্রাহ্মণোচ্ছেদকারকঃ । সমাসন্নৈর্নৃপৈস্তস্ত দেশঃ
 সর্বো বিলুপ্তিতঃ । সৈন্তং সর্বং সমাদায় যুদ্ধায়োপ-
 জগাম সঃ ১০৪ ॥ সৈন্যবাহঃ গতা দেব যুদ্ধঃ জাতঃ
 নৃপৈঃ সহ । হারিতঃ সৈনিকৈস্তস্ত গতা নষ্টা
 দিশো দশ ১০৫ ॥ ত্যক্তা ধর্ম্মং নিজঃ রাজা
 পলায়নপরোহভবৎ । গচ্ছমানস্ত নৃপতিঃ শত্রুভিঃ
 পরিপীড়িতঃ ১০৬ ॥ তবাম্মিবাদী দুষ্টাশ্বা হতো

রাজন! আপনি মহাক্র বাণী শ্রবণ করিয়া
 বিষাদ করিবেন না । আপনার পূর্বতন সপ্তম
 জন্মে আপনি কলিঙ্গাধিপতির পুত্র হইয়াছিলেন ।
 বাল্যকালেই আপনার পিতৃবিয়োগ হয় । মন্ত্রিগণ
 আপনাকে তখন পিতৃসিংহাসনে অতিবিক্র করেণ ।
 আমি তখন বঙ্গরাজের দ্বিহতা । দেব! পিতা
 আমাকে আপনার করে সম্প্রদান করেন । আমি
 বরদ্বী বলিয়া আমাকে আপনি পট্টমগ্রিষীর পদে
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ক্রমে যৌবনকাল
 আসিল । আপনি অত্যন্ত ক্রুর ও হিংস্রপ্রকৃতি
 হইলেন । বেদশাস্ত্রে আপনার পাণ্ডিত্য হইল
 না; দয়া-ধর্ম্ম পারিত্যাগ করিলেন; সেই অবস্থায়
 আপনি লুক মানী, মহাক্রোধী, সত্যচোরবহিষ্কৃত,
 দ্রবশয় এবং দেব, দ্বিজ, ও গুরুগণের পূজা সং-
 কারে অনভিজ্ঞ হইলেন । ব্রাহ্মণগণের উচ্ছেদ-
 সাধন করায় প্রজাগণ বিরক্ত হইল । সমাসন্ন
 নরপাতগণ কর্তৃক ভবদৌর সমস্ত দেশ লুপ্ত
 হইল । আপনি সৈন্তসজ্জা করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর
 হইলেন । হে দেব! আমিও তখন আপনার
 সহিত গমন করিলাম । বিপক্ষ নরপালগণের সহিত
 ঘোর যুদ্ধ হইল । আপনার সৈন্তগণ রণে পৃষ্ঠ
 প্রদর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করিল । রাজা
 আপনি তৎকালে স্বীয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পলায়ন
 করিলেন । তখন পলাইয়াও নিস্তার পাইলেন
 না । পথে যাইতে যাইতে শত্রুগণ আপনাকে

লোকবিরোধকঃ । দেহং তস্ত গৃহীত্বাগ্নৌ প্রবিষ্টাং নুপোত্তম ॥ ৮৭ ॥ মৃতশ্চৈবং গতির্নাস্তি নরকে স বিপচ্যতে । মৃতং কাস্তং সমাদায় ভাব্যাগ্নৌ প্রবিশেদ্যদি ॥ ৮৮ ॥ সা তারয়তি পাপিষ্ঠং যাবদাত্তুতসং প্রবন্ম । ইহ পাপক্ষয়ং কৃত্বা পশ্চাৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৮৯ ॥ অতঃ প্রাক্ষণো জাতো দেশে মালবকে নৃপ । তশ্চৈব তত্র ভাব্যাং সমুতা ব্রাহ্মণী নৃপ ॥ ৯০ ॥ ধনধান্তসমৃদ্ধোহুতুত্থা জীব-ধনাধিকঃ । মৃতঃ পিতা মৃত্যু মাতা স চ ভ্রাতৃবিব-জ্জিতঃ ॥ ৯১ ॥ ধনধান্তসমৃদ্ধোহপি লুকো ভ্রমতি ভূতলে । অতীব কোপনো বিপ্রো বেদপাঠবিব-জ্জিতঃ ॥ ৯২ ॥ স্নানসঙ্ক্যা দিহোনশ্চ মায়াবী যাচতে জনম্ । ভক্তিং করোমি পরমাং স চ ক্রুধ্যতি মাং প্রতি ॥ ৯৩ ॥ সন্তানং তস্ত বৈ নাস্তি ধনরক্ষাপরো

হি সঃ । ন দদাতি ন চান্নাতি ন জুহোতি স রক্ষতি ॥ ৯৪ ॥ ন তর্পণং তিলৈর্বিপ্রো বিদধাত্যতিলোভতঃ । কার্তিকেহপি চ সম্প্রাপ্তে বিষ্ণুপূজাবিবজ্জিতঃ ॥ ৯৫ ॥ দীপং দদাতি নো বিপ্রো মাসমেকং নিরন্তরম্ । ন ভুঙ্কে শাকপত্রং স একাহারো নিরন্তরম্ ॥ ৯৬ ॥ মাসে ন তস্তে সম্প্রাপ্তে প্রাপ্তে কৃষ্ণে নুপোত্তম । ন করোতি গৃহে শ্রাদ্ধং স্নানতর্পণবজ্জিতঃ ॥ ৯৭ ॥ ন জানাতি দিনং পিত্রাং পক্ষমেকং নিরন্তরম্ । অস্ত্রত্র ভুঙ্কে বিপ্রোহসৌ ক্ষয়াহেহপি সমাগতে ॥ ৯৮ ॥ মকরস্বেহপি সংক্রান্তো কুশরান্নং দদাতি ন । তিলান্ সুবর্ণং তারং বা বস্ত্রং বা কলমেব চ । শাকপত্রং স পুষ্পং বা ন দদাতি তথেক্ষনম্ ॥ ৯৯ ॥ গবাং গবাহুকং নৈব কথং মুক্তির্ভবিষ্যতি । ন যাতি বিষ্ণুশরণং সম্প্রাপ্তে দক্ষিণায়নে ॥ ১০০ ॥ ধেনুং দদাতি নো বিপ্রো গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ১০১ ॥ একাপি দস্তা সুপয়স্বিনী সা সবস্ত্রঘণ্টা-ভরণোপপন্ন । বৎসেন যুক্তা হি দদাতি দাত্রে মুক্তিং কুলস্তান্ত করোতি বুদ্ধিম্ ॥ ১০২ ॥ যাবন্তি যোমাণি ভবন্তি তস্তান্তাবন্তি বর্ষাণি মহীয়তে সঃ । ব্রহ্মালয়ে

অর্থ ছিল, কিন্তু কাহাকেও এক কপদক দিতেন না; নিজেও ভোগ করিতেন না; বা দেবোদ্দেশেও দান করিতেন না; কেবল ধনরক্ষাতেই তিনি তৎপর হইলেন। সেই বিপ্র অতিলোভী; তাই তিলতর্পণও করিতেন না। এমন কি, কার্তিক মাসেও তিনি বিষ্ণুপূজায় পরাশ্রুত ছিলেন। ঐ মাসে প্রত্যহ দীপদান করিতে হয়, তাহাও তিনি করিতেন না। তিনি শাক, পত্র আহার করিতেন, একাহারে থাকিতেন। হে নৃপবর! শ্রাবণ মাসেও তাঁহা দ্বারা স্নান তর্পণ বা শ্রাদ্ধ অল্পাধিক হইত না। তিনি পিতৃপক্ষ বা পিতৃশ্রাদ্ধতিথি জানিতেন না; অমাবস্তাদিনেও তিনি অস্ত্রের বাড়ী আহার করিতেন। মকরসংক্রান্ত দিনেও কুশ-রান্ন, তিল, সুবর্ণ, বস্ত্র, কল, শাকপত্র, পুষ্প, বা ইক্ষন তিনি দান করিতেন না; বা গোগ্রাসাদিও তাঁহা দ্বারা প্রদত্ত হইত না। সূতরাং কিরূপে মুক্তি ঘটিবে? ঐ বিপ্র দক্ষিণায়ন কালেও বিষ্ণু শরণ গ্রহণ করিতেন না। এমন কি চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালেও ধেনুদান করিতেন না। বস্ত্রভঃ বস্ত্র ও ঘণ্টাভরণাধিত একটীও যদি সবৎসা সুপয়স্বিনী গাভী প্রদত্ত হয়, তবে দাতার মুক্তি হয়; কুলবুদ্ধি হয়। ঐ গাভীর শরীরে যত রোম, তত বর্ষ

আক্রমণ করিল। আপনি আহুসমর্পণ করিলেন। তথাচ আপনি হুষ্টোজ্ঞা ও লোকবিরোধী বলিয়া তাহার আশনাকে হত্যা করিল। অনন্তর আপনার মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া—নৃপবর! আমিও হতাশনে প্রবেশ করিলাম। ৬৮—৮৭। এই অবস্থায় যে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয়ই সদগতি হয় না; সে নরকেই পচিতে থাকে। কিন্তু ভাব্যা যদি মৃত পতিকে লইয়া হতাশনে প্রবেশ করে, তবে সে আপ্রাণ তদীয় পাপিষ্ঠ পতির উদ্ধারের কারণ হইয়া থাকে। ইহকালে তাহার পাপক্ষয় হয়; অস্তে তাহার স্বর্গবিহার ঘটয়া থাকে। যা হোক, অতঃপর তোমার যে জন্ম হইল, তাহাতে তুমি মালব-দেশের এক ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিলে। ে নৃপ! ঐ জন্মে আমিও সেই ব্রাহ্মণের ভায়া হইলাম। ব্রাহ্মণ ধনে, ধাত্রে সমৃদ্ধ হইলেন। জীবনে এবং ধনে তাঁহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা হইল। কিন্তু পিতা, মাতা ভ্রাতা সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কালক্রমে মৃত্যুকবলিত হইলেন। ব্রাহ্মণ বন্ধুহীন; ধন-ধান্ত যথেষ্ট আছে, তথাচ লুকভাবে ভূমণ্ডলে তিনি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই বিপ্র অতি কোপনস্বভাব হইলেন। দেবপাঠ, স্নান, সঙ্ক্যা, কিছুই তিনি ধার ধারিলেন না; মায়াবী হইয়া লোকের কাছে কেবল অর্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রতি সদাই ক্রোধী। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। তিনি অপুত্রক; তথাচ ধনরক্ষায় সর্বদাই তৎপর হইলেন। তাঁহার

সিদ্ধগণৈর্বৃত্তোহংসো সন্তিষ্ঠতে সূর্যাসমানতেজাঃ ।
 ১০৩ । দেবালয়ং নো বিদধাতি বাপীঃ কুপং তড়াগং
 ন করোতি কুণ্ডম্ । পুণ্যং বিবাহং সূজনোপকারং
 নান্যো সত্যং বা দ্বিজমন্দিরঞ্চ ॥ ১০৪ ॥ ধনং সদা
 ভূমিগতং করোতি ধর্ম্যং ন জানাতি কুলশ্চ চান্যো ।
 অহং হি তন্ত্রাস্ত্রগতা ভবামি কথং হি কাস্তং পরি-
 বক্ষ্যামি ॥ ১০৫ ॥ এবং হি বর্ত্তমানঃ স কালধর্ম্ম-
 মুপেষিবান্ । ধনলোভান্ময়া দেব মরণং পরিবজ্জি-
 তম্ ॥ ১০৬ ॥ পশুন্ত্যা গোত্রিভিঃ সর্ব্বং গৃহীতং
 ধনসঞ্চয়ম্ । কালেন মহতা দেব যুতাং দ্বিজ-
 মন্দিরে ॥ ১০৭ ॥ ধ্বংসপঃ সমভবদ্দেশে তস্মি-
 ন্নরোত্তম । তত্রৈবাহং ব্রাহ্মণশ্চ সজাতা তনয়া নৃপ
 ॥ ১০৮ ॥ বর্ষেহষ্টমে তু সম্প্রাপ্তে পরিণীতা দ্বিজয়না ।
 তস্মিন্নেব গৃহে সর্পো মদীয়ে বসতে নৃপ ॥ ১০৯ ॥
 ভাৰ্য্যা মমেতি সন্দ্রষ্টো রাত্রৌ ভর্ত্তা মহাহিনা ।
 যুতোহপি ব্রাহ্মণৈঃ সর্পো লগ্ধত্ৰৈক্ষিনিপাতিতঃ ॥ ১১০ ॥
 বৈধব্যং মম দত্তা তু দ্বিজসর্পো যুতাবৃত্তো ।

ব্রহ্মলোকে দাতা বিহার করিয়া থাকে ; সিদ্ধগণ
 তাহাকে ঘিরিয়া থাকেন ; সে সূর্য্যতুল্য তেজে
 স্বমহিমায় অবস্থান করিতে থাকে । সেই বিপ্র কিন্তু
 ঐরূপ দান কিছুই করলেন না । দেবালয়, বাপী,
 কুপ, তড়াগ, বা কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ কিম্বা পবিত্র বিবাহ
 দান, সজ্জনের উপকার, সাধুর আশ্রয় দান বা দ্বিজ
 মন্দির নিৰ্ম্মাণ কিছুই তাঁহা দ্বারা করা হইল না ।
 তিনি সর্ব্বদা ধনরাশি ভূগর্ভে রাখিতে লাগিলেন ;
 নিজের কুলধর্ম্ম কিছুই জানিলেন না । আমিও
 তাঁহার অল্পগতা হইলাম ; স্বামীকে বঞ্চনা করি
 কিরূপে ? এইরূপ অবস্থায় তিনি কালধর্ম্মের
 বশবস্তী হইলেন । কিন্তু আমি ধনলোভে সহমুতা
 হইতে পারিলাম না । এই অবস্থায় জ্ঞাতগণ
 আমার সমক্ষেই আমাদের সাক্ষত ধন গ্রহণ
 করিল ! কালে আমিও মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম ।
 আমার পতি সেই দেশেই ধ্বংস সর্প হইয়া
 জন্মিলেন । আমিও সেই স্থানেই এক ব্রাহ্মণের
 তনয়া হইয়া জন্মিলাম । অষ্টমবর্ষে আমায় এক
 দ্বিজপুত্র বিবাহ করিলেন । আমাদের বিবাহ-
 মন্দিরে সেই সর্প আশ্রয় লইয়াছিল । রাত্রিকালে
 সেই সর্প আমাকে “আমার ভাৰ্য্যা” বলিয়া আমার
 ভর্ত্তাকে দংশন করিল । ব্রাহ্মণগণ লগ্ধভাঘাতে
 তাহাকে নিপাতিত করিলেন । আমার ভর্ত্তা ও
 সর্প ইহারা উভয়ে আমার বৈধব্য বিধান করিয়া

পিত্রা মাত্রা মহাশোকং কৃহ্য মে যুত্তিতঃ
 শিরঃ ॥ ১১১ ॥ বসান্য ধ্বংসবস্ত্রঞ্চ বিকৃতভক্তি-
 পরায়ণা । মাসোপবাসনিরতা যানি তীর্থান্তনেকশঃ ॥
 ১১২ ॥ সর্পৈশ্চ মকরো জাতো গোদাবরীয়াং
 শিবালয়ে । দেবঃ ভীমেশ্বরঃ দ্রষ্টুং গতাঃ স্বজ্ঞনৈঃ
 সহ ॥ ১১৩ ॥ যাবৎ স্নাতুং প্রবিষ্টাঃ বৃত্তা সর্ব্ব-
 জনৈর্নৃপ । মকরেণ তদা দৃষ্টা ভাৰ্য্যেয়ং মম বল্লভা ।
 গৃহীতা মকরেণাং নেতুমন্তজ্জলে নৃপ ॥ ১১৪ ॥
 হাহাকারঃ সমভবজ্জনঃ ক্ষুদ্রঃ সমস্ততঃ । কুস্তাঘাতেন
 কেনাসৌ মকরশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১১৫ ॥ বাষভক্ৰ-
 হ্বিতা চাহং মৃত্যু কৃষ্টা জনৈর্দক্ষিঃ । অগ্নিং দত্তা জলে
 ক্ষিপ্তা তস্ম লোকা গৃহান্ গতাঃ ॥ ১১৬ ॥ জীবধা-
 লুককো জাতো বাষভীর্থপ্রভাবতঃ । মানুষ্যৈঃ
 যোনিমাপন্নস্তাস্মিন্নেব মহাবনে ॥ ১১৭ ॥ অগ্নেজ্জলাচ্চ
 সর্পাচ্চ গজাৎসিংহাৎস্বাদপি । ঋষাচ্ছোটাকাম্-
 ভাৰ্য্যেয়াং তে নরকে গতাঃ ॥ ১১৮ ॥ আত্মহা
 ভ্রূণহা স্ত্রীহা ব্রহ্মঘ্নঃ কূটসাক্ষাদঃ । কন্তাবিক্রয়কর্ত্তা
 চ মিথ্যাব্রতধরশ্চ যঃ ॥ ১১৯ ॥ বিক্রীণাতি ক্রতুঃ

মৃত্যুমুখে পতিত হইল । আমার পিতা-মাতা তখন
 অত্যন্ত শোক করিয়া আমার মস্তক মুগুন করিয়া
 দিলেন । আমি ধ্বংসবস্ত্র পরিধান করিয়া বিকৃতভক্তি-
 পরায়ণা, মাসোপবাসনিরতা ও তীর্থাসক্ত হইলাম ।
 সর্পও গোদাবরীতে মকর হইয়া জন্মিল । একদা
 আমি সজ্জনগণের সহিত ভীমেশ্বর দর্শন করিতে
 গেলাম । তথায় গিয়া যেমন স্বজনগণের সহিত
 স্নান করিতে অবতরণ করিয়াছি, অমনি এক
 মকর আমাকে দর্শন করিয়া “এ আমার ভাৰ্য্যা
 বল্লভা” বলিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়া জলমধ্যে
 লইয়া গেল । এই সময় সকলেই হাহাকার করিয়া
 উঠিল ; সকলেই ক্ষুব্ধ হইল । জনৈক পুরুষ কুস্তা-
 ঘাতে মকরকে নিপাতিত করিল । জনগণ মকর-
 বদনগত মৃত্যুবস্থায় আমাকে জলমধ্যে হইতে তীরে
 উত্থাপিত করিল—করিয়া, আমার অগ্নিকার্য্য সমাপন
 পূর্ব্বক তস্ম নিষ্কেপ করত চলিয়া গেল । তীর্থ-
 প্রভাবে ঐ মকর মানুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া ঐ মহা-
 বনে লুক্ক হইয়া জন্মিল । ৮৮—১১৭ । অগ্নি, জল,
 সর্প, গজ, সিংহ, বৃষ, ঋষভ ও বিষ্ণোটক, হইতে
 বাহারা মৃত হয়, তাহারা নরকে গমন করে । আত্মহা,
 ভ্রূণহা, স্ত্রীঘাতী, ব্রহ্মঘাতী, কূটসাক্ষাদ, কন্তাবিক্রয়ী,
 মিথ্যাব্রতধর, ক্রতুবিক্রয়ী, মদ্যপায়ী দ্বিজ, রাজ-

বর্ষ মদ্যপঃ স্রাদ্ধজঙ্ঘ যঃ । রাজদ্রোহী স্বর্ণচোরো
ব্রহ্মবৃন্তিলোপকঃ ॥ ১১০ ॥ গোব্রহ্ম নিক্ষেপহরো
গ্রামসীমাহরঃ যঃ । সর্কে তে নরকং যান্তি যা চ
স্ত্রী পতিবঞ্চকা ॥ ১২১ ॥ ঋষমৃত্যুপ্রভাবেণ জাতা
ক্রৌঞ্চী বনে নৃপ । গোদাবরীবনে ব্যাধো ভ্রমতে
মৃগমার্গকঃ ॥ ১২২ ॥ বনে ক্রৌঞ্চঃ সন্ধ্যামো মাং মুদা
কাময়িতুমুদ্যতঃ । দৃষ্টাহং ভ্রমতা তেন ব্যাধেনাকুব্য
কার্ষুকম্ ॥ ১২৩ ॥ হতঃ ক্রৌঞ্চো মৃতো রাজন্ নষ্টা
স্থানাদহং ততঃ । গোদাবরীবনে তস্মিন্নেব রূপং
দদর্শ তম্ ॥ ১২৪ ॥ ঋষির্বাধঃ শশাপাথ দৃষ্টা কস্ম
বিগহিতম্ । কামধর্মমকুরাণং প্রিয়াসন্তাষতৎপরম্ ।
ক্রৌঞ্চঃ হমবধৌষ্মাস্তস্মাৎসিংহো ভবিষ্যসি ॥ ১২৫ ॥
ঋষিস্তেন বিনীতেন স্থিহা সন্তোষিতো নৃপ । ঋষি-
বদতি তস্তাগ্রে ন মে মিথ্যা বচো ভবেৎ ॥ ১২৬ ॥
সিংহস্যস্ত প্রসাদঃ তে করিস্যে মুক্তিহেতবে ।
সুরাষ্ট্রদেশে ভবিতা সিংহো রৈবতকে গিরৌ ॥ ১২৭ ॥
বঙ্গাপথে মহাক্ষেত্রে মুক্তিস্তে বিহিতা ক্রবা ।
ইত্যাঙ্কা স ঋষির্দেব গতো ভৌমেশ্বরঃ প্রতি ।

দ্রোহী, স্বর্ণাচোর, ব্রহ্মবৃন্তিলোপী, গোব্রহ্ম, নিক্ষেপ-
হর, গ্রামসীমাহর, ইহারা সকলেই নরকে গমন
করে । পতিবঞ্চনাকারিণী স্ত্রীও নরকে গমন
করিয়া থাকে । হে নৃপ ! আমি তীর্থপ্রভাবে
মকরমুখে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও ঐ স্থানে ক্রৌঞ্চী হইয়া
জন্মিলাম । ঐ স্থানে গোদাবরীবনে মৃগাধেয়ী ব্যাঘ্র
সকল সর্ষদাই বিচরণ করিয়া থাকে । ঐ বনে এক
ক্রৌঞ্চ ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ধ্যাকালে আমাকে
দর্শন করিয়া আহ্লাদে কামনা করিতে উদ্যত
হইল । এক ব্যাধ ঐ সময় কার্ষুক আকর্ষণ করিয়া
ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল । আমি তদর্শনে তথা
হইতে পলায়ন করিলাম । ক্রৌঞ্চকে তথাভূতরূপে
নিহত করিতে দেখিয়া এক ঋষি ব্যাধকে এই
বলিয়া শাপ দিলেন যে, যেহেতু তুই এই কাম-
ধর্মোৎসুক, প্রিয়াসন্তাষতৎপর ক্রৌঞ্চকে বধ
করিলি, অতএব তুই সিংহ হইয়া জন্ম গ্রহণ
করিবি । এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া ব্যাধ তখন
ভাঁহাকে বোধিত কারিতে লাগিল । ঋষি বলি-
লেন,—আমার বাক্য অস্তথা হইবার নহে ;
তবে এই পর্য্যন্ত অল্পগ্রহ করিতেছি যে, তুই
সুরাষ্ট্রদেশে রৈবতক গিরিতে সিংহ হইয়া জন্মিবি ;
বঙ্গাপথে মহাক্ষেত্রে তোর মুক্তি হইবে । এই বলিয়া
ঋষি ভৌমেশ্বর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । ব্যাধ

দ্রবচঃপ্রবণাধ্যাধঃ ক্রমাৎ পঞ্চহমাষযৌ ॥ ১২৮ ॥
ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চবিশোগেন গতী সা চ বনান্তরে ।
মৃত্যুদৈববশাজ্জাতা মৃগী রৈবতকে গিরৌ ॥ ১২৯ ॥
মৃগযুগলো নিত্যং মোদতে মদবিহ্বলা । ব্যাধঃ
সিংহঃ সমভবদ্বিগ্নেনস্তস্মৈ মহাবনে ॥ ১৩০ ॥ কামার্ভা
ভ্রমতা দৃষ্টা মৃগী সিংহেন যত্নতঃ । তত্র সন্ধ্যতে
নিত্যং সিংহশ্চাপি মৃগী বনে ॥ ১৩১ ॥ সিংহোহপি
দৈবযোগেন মমেয়মিতি মন্ততে । পরং হিংস্রশক্তা-
বেন তামাদাতুং প্রচক্রে ॥ ১৩২ ॥ চলন্তঃ মৃগজাতী-
নাঃ বিহিতং বেদসা স্বয়ম্ । পুনর্গতা মৃগী যুগং
ক্রীড়তে চাকুলোচনা ॥ ১৩৩ ॥ ভবন্ত পশ্চিমে ভাগে
তত্র রৈবতকে গিরৌ । অল্পযাতঃ শনৈঃ সৌহৃদ
মৃগেন্দ্রো মৃগযুগলঃ । উৎপাতততঃ সিংহো মৃগ-
সঙ্ঘস্ত মুর্দ্ধনি ॥ ১৩৪ ॥ সিংহস্ত ন মৃগৈঃ কার্য্যঃ
হরিণীং প্রতি পশ্যতঃ । যত্র সা হরিণী যাতি যযৌ
সিংহস্তথৈব তাম্ ॥ ১৩৫ ॥ যদা বেগঃ মৃগী চক্রে
সিংহঃ ক্রুদ্ধস্তদা বনে । সিংহোহপি বেগবান্ জাতো
মৃগীবেগাদিকোহভবৎ ॥ ১৩৬ ॥ যদা সিংহেন সংক্রান্তা

কালে পঞ্চম প্রাপ্ত হইল । এদিকে ক্রৌঞ্চী (আমি)
তখন ক্রৌঞ্চবিরহে মৃত্যুগ্রস্তা হইয়া দৈববশে
বনান্তরে রৈবতক গিরিতে গিয়া মৃগী হইয়া জন্মিল ।
সে মদবিহ্বল হইয়া নিত্য মৃগযুগলমধ্যে গমন
করিতে লাগিল । এদিকে ব্যাধও মহাগির্গি বনে
সিংহ হইয়া জন্মগ্রহণ করিল । একদা মৃগী কামার্ভা
হইয়া বিচরণ করিতে করিতে ঐ সিংহের নয়নপথে
পতিত হইল । ঐ বনে সিংহ ও মৃগী উভয়েই
নিত্য ভ্রমণ করিতে লাগিল । একদিন দৈবযোগে
সিংহ “এ আমার” বলিয়া হিংস্র-স্বভাববশতঃ ঐ
মৃগীকে গ্রহণ করিতে উপক্রম করিল । কিন্তু
বিধাতা স্বয়ং মৃগজাতির চঞ্চল স্বাভাবিক করিয়াছেন,
এজন্ত মৃগী পুনরায় মৃগযুগলমধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া
ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইল । একদিন মৃগযুগলপতি
ভবদেবের পশ্চিমদিকে (রৈবতকপর্বতে) মন্দ মন্দ
বিচরণ করিতেছে, এমন সময় সিংহ ঐ মৃগযুগ
মস্তকে আপতিত হইল । কিন্তু সিংহের ত’ মৃগে
প্রয়োজন নাই, মৃগীর প্রতি দৃষ্টি ; যেদিকে সেই
মৃগী গমন করিল, সিংহও সেইদিকে ধাবিত হইতে
লাগিল । যখন মৃগী বেগে গমন করিল, তখন
সিংহও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, তাহার প্রবল বেগ
হইয়া উঠিল । বেগাধিক্যে সে মৃগী অপেক্ষাও
আধিক বেগবান হইল । এই অবস্থায় সিংহ যখন

দদৌ বাম্পাং মৃগী তু সা । ভবন্তাগ্রে নদীভোয়ে
পতিতা জলমূৰ্ছনি । ১৩৭ । লঘতে তু শরীরং মে
বেণৌ প্রোভঃ শিরো মম । সিংহঃ সঠৈব পতিতো
মৃতঃ পয়সি মধ্যতঃ । ১৩৮ । স্বর্ণরেখাজলে দেব
বিশীর্ণঃ মম তদ্বপুঃ । ন তু বক্ত্রঃ নিপতিতঃ ত্বকসার-
শিরসি স্থিতম্ । ১৩৯ । এতচ্চরিত্রং যৎসৰ্বং দৃষ্টঃ
সারস্বতেন বৈ । ততীর্থস্থ প্রভাবেন সিংহঃ
সমজায়তাঃ । ১৪০ । ইদং হি সপ্তমং জন্ম সৰ্বপাপ-
ক্ষয়োদয়ম্ । কান্তকুঞ্জে মহাদেশে রাজা ভোজেতি
বিজ্ঞতঃ । ১৪১ । অহং হি হরিনীগর্ভে জাতা
মাল্লবরূপিনী । জাতং বক্ত্রং মৃগীণাং মে যস্মান্ন
পতিতং জলে । ১৪২ ।

ইতি শ্রীকান্দে মৃগাননাকথিতপ্রাক্সপ্তজন্ম-
বৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

রাজোবাচ । কথং ত্বং হরিনীরূপে জাতা
মাল্লবরূপিনী । কেন সঙ্কীর্ণতা বাল্যে কথং তে
মৃগীকে আক্রমণ করিল, তখন মৃগী এক বাম্প প্রদান
করিয়া ভবদেবের অগ্রে নদীজলে নিপতিত হইল ।
আমিই সেই মৃগী । তখন আমার দেহ লঙ্ঘিত
এবং শিরোদেশ বংশস্তম্বে আবদ্ধ হইল । সিংহও
আমার সহিত জলে পতিত হইয়া মৃত হইল । হে
দেব ! স্বর্ণরেখাজলে আমার সেই দেহ বিশীর্ণ
হইল । কিন্তু মুখভাগ পতিত হইল না ; তাহা
বংশস্তম্বে অগ্রদেশে রহিয়া গেল । আমার এই
সকল ঘটনা সারস্বত বিপ্র প্রত্যক্ষ করিলেন ।
সেই তীর্থের প্রভাবে তুমি সিংহ—বর্ধমান রাজা
হইয়াছ । এই সেই সপ্তম জন্মেই সৰ্ব পাপক্ষয়
সম্পাদিত হয় । পরে মহাদেশ কান্তকুঞ্জে তুমি ভোজ-
রাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছ । আমি হরিনীর গর্ভে
মাল্লবরূপিনী হইয়া জন্মিয়াছি । আমার মুখমণ্ডল
মৃগীর স্তায় হইয়াছে । কেননা, দেহের এই ভাগ
আমার সেই পূণ্যজলে পতিত হয় নাই । ১১৮-১৪২ ।
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায়

রাজা কহিলেন,—কিরূপে তুমি হরিনীরূপে
মাল্লবরূপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে ? বাল্যাবস্থায়

রূপমীদৃশম্ । ১ । মৃত্যুবাচ । শূনু দেব প্রবক্ষ্যামি
যদ্বন্তং কন্তুং বনে । ঋষিউদালকো নাম গঙ্গা-
কূলে মহাতপাঃ । ২ । প্রভাতে মুত্রমুৎসর্জ্য গতো
দেব বনান্তরে, মৃত্যুস্তে পতিতো ভ্রমো বীৰ্য্য-
বিন্দুবিজয়নঃ । ৩ । যাবৎ স চলিতো বিপ্রঃ শৌচঃ
কৃত্বা প্রযত্নতঃ । তাবন্মৃগী সমায়তা দৃষ্ট্বা পুষ্প-
বনান্তরাং । ৪ । চাপল্যাস্তিকিতং বীৰ্য্যং দৃষ্টং
ব্রহ্মধিগা স্বয়ম্ । যস্মাদস্মাতি মে বীৰ্য্যং তস্মাদগর্ভে
ভবিষ্যতি । ৫ । মমরূপা তববক্ত্রা নারী গর্ভে
ভবিষ্যতি । বর্দ্ধিষ্যন্তি দেবাস্তাঃ রসৈদিদৈব্যৈঃ স্তুতাং
তব ॥ ৬ ॥ কেনাপি দৈবযোগেন জ্ঞানং তস্মা
ভবিষ্যতি । এবমুদালকাদেব সজ্জাতাহং মৃগাননা ।
প্রাবন্তাগ্রে মৃগা পূৰ্ব্বং ত্বয়া সাক্ষিঃ নরাধিপ । ৭ ।
তস্মাজ্জাতং সতীত্বং মে সপ্তজন্মান বৈ প্রভো ।
যব্বা কুর্বতা রাজ্যং পাপং বৈ সমুপাজ্জিতম্ । ৮ ।
ক্ষত্রধর্ম্যং পরিত্যজ্য পলায়নপরে মৃতঃ । তেনো

কে তোমায় লালন-পালন করিল ? কিরূপে
তোমায় এমন রূপ ঘটিল ? মৃগী কহিল—শুনুন—
মহারাজ ! কন্তুবনে যাহা ঘটয়াছিল বলিতেছি ।
গঙ্গাতীরে উদালক নামে এক মহাতপাঃ ঋষি
ছিলেন । একদা প্রভাতে উঠিয়া তিনি মুত্র পরি-
ত্যাগার্থ বনান্তরে গমন করেন । মৃত্যুস্তে সেই
বিজের বীৰ্য্যবিন্দু ভূতলে পতিত হয় । সেই বিপ্র
শৌচান্তে যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি নিকটস্থ পুষ্প-
বনের অন্তরাল হইতে এক মৃগী আসিয়া চাপল্য-
বশে সেই বীৰ্য্যবিন্দু ভক্ষণ করিল । ব্রহ্মধি
উদালক এই ঘটনা দেখিলেন ; বলিলেন,—
মৃগী যখন আমার বীৰ্য্য ভক্ষণ করিয়াছে, তখন
উহার গর্ভ হইবে নিশ্চিতই । ঐ গর্ভে এক নারী
জন্মবে । সেই নারীর আমার অনুরূপ অবয়ব
হইবে ; মুখভাগ মৃগীমুখের স্তায় হইবে । দেবী-
গণ দিব্য রস দ্বারা সেই নারীকে বর্দ্ধিত করিবেন ।
কোন এক দৈব ঘটনায় সেই মৃগীর জ্ঞানসঞ্চার
হইবে । এইরূপে সেই উদালক ঋষি হইতেই
আমি মৃগাননা হইয়া জন্মিয়াছি । হে নরাধিপ ।
তোমার সহিত একযোগে অগ্নিপ্রবেশে পূর্বে আমি
মরিয়াছিলাম । এই জন্ত সপ্ত জন্ম যাবৎ আমার
সতীত্ব অক্ষুর রহিয়াছে । হে প্রভো ! তুমি রাজ্য
করিতে করিতে পূর্বে পাপার্জন করিয়াছিলে ;
ক্ষত্রধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়মান অবস্থায় মৃত্যু-
মুখে নিপতিত হইয়াছিলে ; তোমার সেই পাপ

হি ময়া দক্ষং চিত্তায়ো নৃপসত্তম ॥ ১ ॥ পতিং গৃহীত্বা
যা নারী মৃতপতি সহ চিত্তানলে প্রবেশ করে, সে
তাহার ভর্তা, আত্মা, এবং পিতৃ ও পতিকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে। গোরক্ষণে, দেশভঙ্গে বা সংগ্রামে
সম্মুখে মৃতঃ। স সূর্য্যমণ্ডলঃ ভিষা ব্রহ্ম-
লোকে মহীয়তে ॥ ১১ ॥ অনাশকঃ যো বিদধাতি
মৰ্ত্ত্যো দিনে দিনে যজ্ঞসংস্পৃশংস্। স যাতি যানেন
গণাধিতেন বিধ্বংসপাপানি সূরৈঃ স পূজ্যতে ॥ ১২ ॥
গঙ্গাজলে প্রয়াগে বা কেদারে পুষ্করে চ যে। বস্ত্রা-
পথে প্রভাসে চ মৃতাস্তে স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৩ ॥
দ্বারাবত্যাঃ কুরুক্ষেত্রে যোগাভাসেন যে মৃতঃ
হরিরিত্যক্ষরঃ মৃত্যো যেষাং তে স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৪ ॥
পূজয়িত্বা হরিং যে তু ভূমৌ দর্ভতিলৈঃ সহ
তিলান্চ পঞ্চলোহং চ দত্ত্বা যে তু পয়স্বিনীম্ ॥ ১৫ ॥
যে মৃতঃ রাজশার্ঙ্গুল তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ
উৎপাদ্য পুত্রান্ সংস্থাপ্য পিতৃপৈতামহে পদে ॥ ১৬ ॥
নির্মলা নিষ্কলঙ্কা য়ে তে মৃতঃ স্বর্গগামিনঃ।
ব্রতোপবাসনিরতাঃ সত্যাচারপরায়ণাঃ। অহিংসা-
নিরতাঃ শাস্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৭ ॥

আমি চিত্তানলে দক্ষ করিয়াছিলাম। বস্ত্রতঃ যে
নারী মৃতপতি সহ চিত্তানলে প্রবেশ করে, সে
তাহার ভর্তা, আত্মা, এবং পিতৃ ও পতিকুল উদ্ধার
করিয়া থাকে। গোরক্ষণে, দেশভঙ্গে বা সংগ্রামে
যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, সে সূর্য্য-
মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করিয়া থাকে।
এইরূপে যে মানব দিনে দিনে সহস্র যজ্ঞবৎ পুণ্য-
জনক অনাশক ব্রত আচরণ করে, সে নিখিল পাপ
প্রক্ষালিত করিয়া গণাধিত যানে স্বর্গগমন করে।
স্বর্গে সুরগণ ভাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। গঙ্গা-
জলে, প্রয়াগে, কেদারে, পুষ্করে, বস্ত্রাপথে,
প্রভাসে, দ্বারাবতীতে, এবং কুরুক্ষেত্রে, যাহারা
প্রাণত্যাগ করে, সেই সকল নর স্বর্গগামী হইয়া
থাকে। যাহারা যোগাভাস করিয়া দেহত্যাগ
করে, এবং যাহাদের মরণে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয়ই
সহস্র, স্বর্গই তাহাদের শেব স্থান। যাহারা কুশ
তিল দ্বারা সংকল্প করিয়া বিষ্ণুপূজাস্তে তিল,
পঞ্চলোহ ও পয়স্বিনী দান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত
হয়, হে রাজবর! সেই সকল লোকই স্বর্গগামী
হইয়া থাকে। যাহারা পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক পুত্র-
দিগকে পিতৃপৈতামহপদে স্থাপনাস্তে নির্মল ও
নিষ্কলঙ্কভাবে জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়,
তাহারাই স্বর্গগামী হইয়া থাকে। যাহারা ব্রতোপ-

সাপবাদো রণং ত্যক্তা মৃত্যো যস্মিন্নরাধিপ।
সপ্তযোনিবু তে জন্ম তস্মাক্সাতঃ ময়া সহ ॥ ১৮ ॥
ত্য়াং বিনা মে পতিত্বা ভূমরুণে যাচিহ্নঃ ময়া।
তদাস্তরিক্ষে রাজেন্দ্র বাণবাচাশরীরগী।
আদৌ পাপকলং ভুক্তা পশ্চাৎ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ১৯ ॥
যদি বস্ত্রাপথে গহা শিরঃ কশ্চিৎক্ষমুভতি।
স্বর্গরেখা-
জলে রাজমাহুসঃ স্তান্মুখং মম ॥ ২০ ॥ অহং
মাহুসবস্ত্রাশ্চি পাপচ্ছায়াবৃতং মুখম্।
দৃষ্টতে মৃগবস্ত্রাভং তস্মাক্সৌভং বিমুঞ্চয় ॥ ২১ ॥ ইতি ক্রত্বা
বচো রাজা সারস্বতমুদৈকত। জনো বিহস্ত
সানন্দঃ সর্বং সত্যং মৃগীবচঃ ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তাহ
দ্বিজেন্দ্রঃ স এবং কুরু নৃপোত্তম। এবং রাজা
সমাদিষ্টঃ প্রতীহারো যযৌ বনম্ ॥ ২৩ ॥
বস্ত্রাপথে মহাতীর্থে ভবং ভ্রষ্টুং হরারিহিতঃ।
স্বক্সার-
জালির্মহতী স্বর্গরেখাজলোপরি ॥ ২৪ ॥ বর্ত্ততে
তচ্ছিরো যত্র বংশপ্রোতং মহাবনে। সারস্বতস্ত

বাস, সত্য, সদাচার, ও অহিংসানিরত, শাস্ত নর,
তাহারাই স্বর্গগামী হয় ১৮—১৭ হে নরাধিপ! তুমি
ভয়ে রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপবাদগ্রস্ত হইয়া
মরিয়াছিলে, এই জন্ত আমার সহিত তোমার
সপ্তবিধ যোনিতে জন্ম হইয়াছে। মরণকালে
আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তোমা ব্যতীত
আমার যেন পত্যস্তর হয় না। রাজেন্দ্র!
তখন এইরূপ এক আকাশবাণী হইয়াছিল যে,
তুমি অগ্রে পাপকল ভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্বর্গমুখ
উপভোগ করিবে। হে রাজন! যদি কেহ
বস্ত্রাপথে গিয়া স্বর্গরেখার জলে আমার এই
মস্তক নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহা মাহুসের
মুখের স্তায় হইতে পারে। আমি মাহুসের স্তায়
কথা কহিতেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ পাপচ্ছায়ায়
আবৃত রহিয়াছে। আমার মুখখানা মৃগমুখের স্তায়
দেখা যাইতেছে। অতএব আর বিলম্ব করিবেন
না। ইহা স্বর্গরেখার জলে পরিত্যক্ত হইবার
ব্যবস্থা করুন। রাজা এই কথা শুনিয়া সারস্বতের
মুখপানে তাকাইলেন। সারস্বত হাসিয়া সানন্দে
বলিলেন,—মৃগের বাক্য সমস্তই সত্য। এই
বলিয়া দ্বিজেন্দ্র রাজাকে বলিলেন,—নৃপবর! আপনি
মৃগীর কথা মতই কার্য্য করুন। এই কথার পর
রাজা প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন। প্রতিহারী
বাগ্রভাবে মহাতীর্থে বস্ত্রাপথে ভবদেবের দর্শনার্থ
অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় স্বর্গরেখার

শিষ্যেণ কুশলেন নিবেদিতম্ । ২৫ । তীর্থ-
বস্ত্রাপথং দ্রুগত্বা ভবন্তাগ্রে মহানদী । জালে তত্র
শিরো দৃষ্টং তচ্চ ভোয়ে বিমোচিতম্ । ২৬ । স্নাত্বা
সম্পূজ্য তীর্থেশং প্রতীহারঃ সমভ্যাগাৎ । শিষ্যেণ
সহিতো বেগাদ্রধেনাদিত্যবর্চসা । ২৭ । যদাগতঃ
প্রতীহারস্তদা সারস্বতেন সা । সূতা চান্দ্ৰায়ণেনৈব
মাসমেকং নিরন্তরম্ । ২৮ । সম্পূর্ণে তু ব্রতে তন্তা
দিধ্যাং বক্ত্বা সুলোচনম্ । সুশোভনং দীর্ঘকেশং দীর্ঘ-
কর্ণং শুভদ্বিজম্ । ২৯ । কশ্যপীবাং পদ্মগন্ধং সর্বলক্ষণ-
সংযুতম্ । ব্রতান্তে মুচ্ছিতা বালা গজজ্ঞান্য বভূব
সা । ৩০ । ন দেবী ন চ গন্ধৰ্বা নাসুরী ন চ
কিন্নরী । যাদৃশী সা তদা জাতা তীর্থভাবেন
সুন্দরী । ৩১ । পরিণীতা তু সা তেন ভোজ-
রাজেন সুন্দরী । মৃগীমুখীতি বিখ্যাতা দেবী
সা ভুবনেশ্বরী । ৩২ । ন জানাতি পুনঃ কিঞ্চিদ্
যদন্তঃ রাজমন্দিরে । কৃত্বা সা পটমহিবী

জলোপরি মহতী অককার শ্রেণী রহিয়াছে । ঐ
মহাবনস্থ বংশাভ্যন্তরেই মৃগীর মস্তক প্রোত ছিল ।
সারস্বতের কুশল নামক জনৈক শিষ্য বস্ত্রাপথের
মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন । তদনুসারে প্রতিহারী
তথায় গিয়া তত্রত্য ভবদেবের অগ্রে মহানদী
স্বর্ণরেখা সন্দর্শন করিল । দেখিল,—নদীতীরস্থ
বংশজালে মৃগীর মস্তক আবদ্ধ আছে । তদর্শনে
সে তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া মোচন করিয়া
দিল এবং তথায় স্নানান্তে তীর্থেগরের
পূজা করিয়া সারস্বতশিষ্য কুশলের সাহিত্যে গজ-
রথারোহণে বেগে তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল ।
প্রতিহারী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সারস্বত
দ্বিজ সেই মৃগাননা কন্যাকে একমাসনিম্পাদ্য
চান্দ্রায়ণকার্যে নিযুক্ত করিলেন । ব্রত যখন সম্পূর্ণ
হইল, তখন সেই মৃগাননার বদনমণ্ডল অতি সুন্দর
হইল । উহা সুলোচন, সুশোভন, দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ-
কর্ণ, সুন্দরদন্ত, কশ্যপীবা, পদ্মগন্ধ ও সর্বলক্ষণাক্রান্ত
হইল । ব্রতাবসানে সেই বালা অজ্ঞানাবস্থায়
মুচ্ছিতা হইল । তখন তীর্থ প্রভাবে সেই বালা
এমনি সুন্দরী হইয়া উঠিল যে, দেবী, গন্ধৰ্বা,
অসুরী, বা কোন কিন্নরীও সেরূপ সুন্দরী ছিল
না । সেই সুন্দরীকে ভোজরাজ বিবাহ করিলেন ।
রাজমহিবী মৃগীমুখী নামেই বিখ্যাতা হইলেন ।
কিন্তু রাজার কৃত্যভিষেকা মহিবী ভুবনেশ্বরী রাজ-
ভবনে এই যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিল, তাহার কিছুই

ভোজরাজেন যৌমতা । ৩৩ । ঈশ্বর উবাচ ।
দেশানাং প্রবরো দেশো গিরীণাং প্রবরো
গিরিঃ । ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং বনানামুত্তমং
বনম্ । ৩৪ । গঙ্গা সরস্বতী তাপী স্বর্ণরেখা-
জলে স্থিতা । ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সূর্য্যশ্চ সর্ব
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ । ৩৫ । নাগা যক্ষাশ্চ গন্ধৰ্বা
অস্মিন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থিতাঃ । ব্রহ্মাণ্ডং নির্মিতং যেন
ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । ৩৬ । দেবা ব্রহ্মাদয়ো
জাতাঃ স ভবোহত্র ব্যবস্থিতঃ । শিবো ভবোহি
বিখ্যাতঃ স্বয়ং দেবস্ত্রিলোচনঃ । ৩৭ । বেবেতি
সুন্দবচনান্তবানী চাত্র সংস্থিতা । অতো যত্রাধিকং
প্রোক্তং তীর্থং দেবি ময়া তব । ৩৮ । তস্মিন্ জলে
স্নানপরো নরো যদি সন্ধ্যাং বিধায়াকুরোতি
তর্পণম্ । শ্রাদ্ধং পিতৃণাঞ্চ দদাতি দক্ষিণাং ভবো-
ন্তবং পশুতি মুচ্যতে ভবাৎ । ৩৯ । অথ যদি ভব-
পূজাং দিব্যপুষ্পৈঃ কুরোতি তদনু শিবশিবৈতি
স্তোত্রপাঠক গীতম্ । সুরবরগণবৃন্দৈঃ স্তুযমানো
বিমাতৈঃ সুরবরশিবরূপো মানবো যাতি নাকম্ । ৪০ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে স্বর্ণরেখামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

সপ্তমোহধ্যায়ঃ । ৭ ।

জানিলেন না । ক্রমে ভোজরাজ মৃগীমুখীকে
পটমহিবীর পদে বরণ করিলেন । ঈশ্বর কহি-
লেন,—এই বস্ত্রাপথক্ষেত্র দেশসকলের মধ্যে উত্তম
দেশ, গিরিসকলের মধ্যে উত্তম গিরি, ক্ষেত্র
সকলের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র, এবং বন সকলের মধ্যে
উত্তম বন । এখানে গঙ্গা, সরস্বতী, তাপী, স্বর্ণরেখা-
জলে অবস্থিত । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্রাদিদেবতা,
নাগ, যক্ষ, ও গন্ধৰ্বগণ এই ক্ষেত্রে বিরাজিত ।
সচরাচর ত্রৈলোক্য যিনি নির্মাণ করিয়াছেন, এবং
ব্রহ্মাদি দেবগণ ঈশ্বর হইতে জাত, সেই ভবদেব
এই স্থানে বিদ্যমান আছেন । স্বয়ং দেব ত্রিলোচন
শিব এখানে ভব বলিয়া বিখ্যাত । দেবকার্যের
নিমিত্ত সুন্দবচন হেতু দেবী ভবানীও (তুমি)
এখানে অবাস্থত । হে দেবি! আমি এই তীর্থ
অপেক্ষা উত্তম নীর্থের কথা আর তোমাকে
বলি নাই । নরগণ যদি ঐ তীর্থ জলে স্নান করিয়া
সন্ধ্যা, তর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও তত্পলক্ষে দক্ষিণা দান
করিয়া ভবদেবকে দর্শন করে, তাহা হইলে সে
ভব-যাক্তনা হইলে মুক্তি লাভ করে । অথবা যদি

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ভোজরাজ উবাচ । প্রভো সারস্বত ময়া ঋতঃ
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । বস্ত্রাপথস্ত ক্ষেত্রস্ত গিরে রৈবতকস্ত
চ । ১ । বিশেষণ স্বর্ণরেখাভবস্ত চ জলস্ত চ ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তীর্থোৎপত্তিঃ বদস্ব মে । ২ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং মধ্যে কোহয়ং ব্যবস্থিতঃ ।
কেয়ং নদী স্বর্ণরেখা সর্বপাতকনাশিনী । ৩ ।
কস্মাদব্রহ্মাদয়ো দেবা অশ্বিনীস্তীর্থে সমাগতাঃ ।
কথং নারায়ণো দেবঃ স্বয়মেব সমাগতঃ । ৪ ।
হেমালয়ং পরিত্যজ্য ভবানী গিরিমূর্ধনি । সংস্থিতা
স্কন্দমাদায় দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ । ৫ । সারস্বত
উবাচ । শৃণু সর্বং মহারাজ কথয়িষ্যে সবিস্তরম্ ।
যেন বৈ কথ্যমানেন সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ । ৬ ।
পুরা ব্রহ্মদিনস্তান্তে জগদেতচ্চরাচরম্ । সংহত্য
ভগবান্ কদ্রো ব্রহ্মবিষ্ণুপুয়স্কৃতঃ । ৭ । তাক্ষ তে
সকলাং রাত্রিমেকমুর্তিভবাস্ত্রয়ঃ । তিষ্ঠন্তি রাত্রি-

পর্যন্তে পুনর্ভিন্না ভবন্তি তে । ৮ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা
দেবা রজঃসম্বতমোময়াঃ । সৃষ্টিং করোতি ভগবান্
ব্রহ্মা পালয়তে হরিঃ । ৯ । সর্বং সংহরতে কদ্রো
জগৎ কালপ্রমাণতঃ । তেনাদৌ ভগবান্ সৃষ্টৌ
দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ । ১০ । সর্বং সংক্ষেপতঃ
কুত্ৰা ব্রহ্মাণ্ডঃ সচরাচরম্ । তিহ্মা দেবান্নয়ো জাতাঃ
সত্যলোকব্যবস্থিতাঃ । ১১ । জ্যোতীষ্যঃ সমাসাদ্য
কৌতুকাবিষ্টচেতসঃ । কৈলাসং তে গিরিবরং
সমাক্রুতঃ সুরৈর্ভূতাঃ । ১২ । অহং জ্যোতীষ্য অহং
জ্যোতীষ্য বাদোহভূদ্ব্রহ্মকুডয়োঃ । তদা ক্রুদ্ধো
মহাদেবো ব্রহ্মাণঃ হস্তমুদ্যতঃ । ১৩ । বিষ্ণুনা
বারিতো ব্রহ্মা ন তে বাদস্ত যুজ্যতে । তস্বং নাহং
যদা নেদং ব্রহ্মাণ্ডঃ সচরাচরম্ । ১৪ । এক এব
তদা দেবো জলে শেতে মহেশ্বরঃ । জাগর্তি চ যদা
দেবঃ স্বেচ্ছয়া কৌতুকান্ততঃ । ১৫ । অনেন ত্বং
কৃতঃ পূর্বমহং পশ্চাৎচা কৃতঃ । ব্রহ্মাণ্ডঃ কুর্ম-
রূপেণ ধৃতমস্ত প্রসাদতঃ । ১৬ । অল্পপ্রবিষ্টা

কেহ এখানে দিব্য পুষ্প দ্বারা ভবপূজা করিয়া
পশ্চাৎ 'শিব শিব' বলিয়া স্তোত্র পাঠ গীত করে,
তাহা হইলে সে সুরবরগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া
সুরশ্রেষ্ঠ শিবরূপী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া
থাকে । ১৮—৪০ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ভোজরাজ কহিলেন,—ভগবন সারস্বত ! বস্ত্র-
পথক্ষেত্র, রৈবতকচল, এবং স্বর্ণরেখার জল এই
কয়েকটীর মাহাত্ম্য আমি বিশেষরূপেই শুনিয়াছি ।
অধুনা তীর্থোৎপত্তি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।
আপনি তাহা বলুন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি
দেবগণের মধ্যে এখানে কোন্ দেব অবস্থিত ।
কে এই নিখিল কলুষহারিণী স্বর্ণরেখা নদী ?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবগণ কিজন্ত হেথায় সমাগত
হইয়াছেন ? দেব নারায়ণ স্বয়ং এখানে আগমন
করিলেন কেন ? আর দেবী ভবানী হিমালয় পরি-
ত্যাগ করিয়া স্কন্দকে লইয়া কেন এই গিরিশিখরে
ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ অবস্থান করিতেছেন ? সারস্বত
কহিলেন,—শুনুন মহারাজ ! সকল কথা সবিস্তরে
বলিতেছি ।—যাহা বলিলে সর্বপাপক্ষয় সজাটিত
হয় । পূর্বে ব্রহ্মদিবার অবসানে ভগবান্ কদ্র

এই চরাচর জগৎ সংহার করিয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-
সমভিব্যাহারে ত্রিমূর্তি এক হইয়া সেই ব্রাহ্ম্যরাত্রি
অবস্থান করেন । পুনরায় রাত্রি প্রভাতে তাঁহার
পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যান । ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই দেব-
ত্রয় রজঃসম্ব ও তমোময় । ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্টি
করেন । হরি পালন করেন । এবং কদ্র সকল
সংহার করেন । অনন্তর সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্
দক্ষ প্রজাপ্রতি সৃষ্ট হন । ঐ দেবত্রয় সংক্ষেপে
চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে সত্য-
লোকে অবস্থান করেন । পরে তাঁহার কৌতুকা-
বিষ্টচিত্তে ভূতলে আসিয়া সুরগণ সহ কৈলাশশৈলে
আরোহণ করেন । একদা ব্রহ্মা এবং কদ্র উভ-
য়ের মধ্যে জ্যোতীষ্য লইয়া বিবাদ হয় । ব্রহ্মা বলেন,
আমি জ্যোতীষ্য, কদ্র বলেন, আমি জ্যোতীষ্য । তখন
মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত
হন । বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বারণ করেন ।—তিনি বলেন,
—আপনার বিবাদ করা উচিত, হয় না । আমি তুমি
এমন কি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের যখন অস্তিত্ব থাকে
না, তখন একমাত্র দেব মহেশ্বরই জলোপরি শয়ন
করিয়া থাকেন । তিনি নিজের ইচ্ছায় কৌতুক-
ক্রমে জাগিয়া রহেন । এই দেব মহেশ্বর প্রথমে
তোমাকে সৃষ্টি করেন ; পশ্চাৎ তোমা হইতে আমি
উৎপন্ন হই । ইহারই প্রসাদে আমি কুর্মরূপে
পৃথিবী ধারণ করিয়াছি । ১—১৬ শব্দের প্রসাদেই

ব্রহ্মাণ্ডে প্রসাদাচ্ছবন্ত ৫। সৃষ্টিশ্রম কৃত্য
সৰ্বা মহি রক্ষাং ব্যবস্থিতা ১৭। উদাসীন-
বদাসীনঃ সংসারাৎসারমৌক্যতে। এক এব শিবো
দেবঃ সৰ্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ১৮। পিতামহঃ
সজাতঃ প্রসাদাচ্ছবন্ত তে। প্রসাদয়ামাস হরঃ
ঋত্বা ব্রহ্মা বচো হরঃ ১৯। অনাদিনিধনো
দেবো বহুশীৰ্ষো মহাভূজঃ। ইত্যাদিবেদবচনৈ-
স্ততঃপ্তৌ মহেশ্বরঃ। প্রাহ ব্রহ্মন বরং যন্তে কুণীষ
মনসি স্থিতম্ ২০।

ইতি জীকান্দে ব্রহ্মকৃতকল্পপ্রসাদনবর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ৮।

নবমমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ। যদি সৃষ্টং ময়া সৰ্বং ত্রৈলোক্যং
সচরাচরম্। তদা মূর্তিমিমাং ত্যক্তা তব সৃষ্টৌ
ময়াধুনা ১। পিতামহমহমহং স্মাত্বা শীঘ্রং বিধী-
য়তাম্। ব্রহ্মণো বচনং ঋত্বা বিষ্ণুনা স প্রমো-
দিতঃ ২। মহাদান্ধ্যাজনকে সম্প্রাপ্তো গিরি-
মূৰ্দ্ধান। ন বিচারস্তয়াকার্য্যঃ কৰ্ত্তব্যং ব্রহ্মভাবিতম্।

আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি
সৃষ্টি কর। আমার উপর সেই সৃষ্টির রক্ষাভার
স্তম্ভ আছে। কিন্তু সৰ্বব্যাপী মহেশ্বর দেব শিব
উদাসীনের স্তায় আসীন হইয়া ত্রিসংসারের সার
যাহা, তাহাই নিরীক্ষণ করেন। তোমার পিতা-
মহমহ শব্দের প্রসাদেই হইয়াছে। ব্রহ্মা হরির
এই কথা শুনিয়া হরের প্রসন্নতা উৎপাদন করি-
লেন। বলিলেন,—তুমি দেব অনাদিনিধন, বহু-
শীৰ্ষ ও বহুবাহু। ব্রহ্মোচ্চারিত ইত্যাদি বেদ-
বাক্যে মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—ব্রহ্মণ!
তোমার মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ১—২০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ৮।

নবম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দেব! এই সচরাচর ত্রৈলোক্য
যদি আমারই সৃষ্ট হয়, তবে তুমি এই মূর্তি পরি-
ভাগ কর এবং আমারই সৃষ্ট জীবের অন্তর্ভূত
হও। আমার যাহাতে পিতামহোচিত মহমহ প্রতিষ্ঠিত
হইতে পারে, তাহাই তুমি শীঘ্র সম্পাদন কর
ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া বিষ্ণু মহাদেবকে সেই মাহাত্ম্য-

৩। তথৈত্যাশ্বা শিবো দেবস্তত্রৈবাস্তবধীয়ত।
ব্রহ্মা যথো মেরুশৃঙ্গং মনসঃ শিরসি স্থিতম্ ৪।
তপস্তপে প্রজানাতো বেদোচ্চারণতৎপরঃ। অথর্ষ-
বেদোচ্চারণং যাবচ্চক্রে পিতামহঃ ৫। মুখাজ্জঃ
সমভবজ্যোদ্রুপো ভবাপহঃ। অর্ধনারীনারবপু-
ত্ৰপ্প্রেক্ষ্যোহতিভয়ঙ্করঃ ৬। বিভজ্যান্মনিত্যাক্ষা
ব্রহ্মা চান্তর্দধে ভয়াৎ। তথোক্তোহসৌ দ্বিধা
স্ত্রীহং পুরুষহং তথাকরোৎ ৭। বিভেদ
পুরুষহং দশধা ঐকধা পুনঃ। একাদশৈতে
কথিতা কদাপিভূবেন্দ্রাঃ ৮। কৃত্বা নামানি
সর্কেষাং দেবকার্য্যে নিয়োজিতাঃ। বিভজ্য
পুনরীশানৌ স্বান্নানঃ শব্দরাহিতোঃ ৯। মহাদেব-
নিয়োগেন পিতামহমুপস্থিতা। তামাহ ভগবান্
ব্রহ্মা দক্ষস্ত হুহিতা ভব ১০। সাপি তস্ত নিয়ো-
গেন প্রাত্তরাসীৎ প্রজাপতেঃ। নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণো
দক্ষো দদৌ কৃত্বায় তাং সতীম্ ১১। দাক্ষ্যো

জনক গিরিশিখরে সমুৎসাহিত করিলেন। বলি-
লেন,—দেব! আপনি বিচারণা করিবেন না।
ব্রহ্মবাক্য আপনার অবশ্যই পালনীয়। শিবদেব
'তথাস্ত' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।
ব্রহ্মা মেরুশৃঙ্গে গমন করিলেন। তথায় গিয়া
প্রজানাত বেদোচ্চারণপুরঃসর তপস্তা করিতে
লাগিলেন। তিনি বেদ পাঠ করিতে করিতে
যেমন অথর্ষ বেদ উচ্চারণ করিলেন, অমনি
তাঁহার মুখ হইতে রুদ্ররূপী ভীষণ রুদ্র প্রা-
ভূত হইলেন। তাঁহার দেহ অর্ধনারী ও অর্ধ
নারাকারে পরিণত হইল। তিনি অতি দুশ্প্রেক্ষ্য
ভয়ঙ্করমূর্তি হইলেন। ১—৬। অনন্তর "আমদেহ
বিভাগ কর" এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা ভয়ে অতর্কিত
করিলেন। সেই কথার পর শিব নিজেকে স্ত্রী-পুরুষ
রূপে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তাঁহার পুরুষ
একাদশধা বিভক্ত হইল। এই একাদশ ভাগ
ত্রিভূবনাধিপ একাদশ রুদ্র নামে অভিহিত হইল।
তিনি ঐ সকল রুদ্রের নামকরণ করিয়া দেবকার্য্যে
নিয়োগ করিলেন। অনন্তর তাঁহার ঐশীমূর্তি
ভগবান্ শব্দ হইতে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া
তাঁহারই আদেশে পিতামহসমীপে উপস্থিত
হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন,—তুমি
দক্ষের হুহিতা হও। ব্রহ্মার নিয়োগে সেই ঈশানী
দক্ষ প্রজাপতি হইতে প্রাত্তর্ভূতা হইলেন। দক্ষ
তাঁহার সেই কণ্ঠ্যকে রুদ্রের করে সম্প্রদান করি-

কুজোহপি জগ্রাহ স্বকীয়ামেব শূলভুং । অথ ব্রহ্ম
বভাষে তং সৃষ্টিং কুরু সতীপতে ॥ ১২ ॥ ক্রুদ্র উবাচ ।
সৃষ্টির্শ্রম্য ন কর্তব্য্য কর্তব্য্য ভবতা স্বয়ম্ । পালনং
বিষ্ণুনা কার্য্যং সংহর্ত্তাহং ব্যবহৃত্তঃ ॥ ১৩ ॥ স্বাগু-
বৎ সংস্থিতো যস্মাত্তস্মাৎ স্বাগুর্ভবাম্যহম্ ॥ ১৪ ॥
রজোরূপাঃ সৰ্ব্বরূপান্তমোরূপাশ্চ যে নরাঃ । সৰ্ব্বে
তে ভবতা কার্য্য্য গুণত্রয়বিভাগতঃ ॥ ১৫ ॥ যদা
তে তামসৈঃ কার্য্য্য তদা রৌদ্রো ভব স্বয়ম্ । যদা
তে রাজসৈঃ কার্য্য্য তদা স্বঃ রাজসো ভব ।
সাত্ত্বিকৈস্তে যদা কার্য্য্য তদা স্বঃ সাত্ত্বিকো ভব ॥
১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইত্যাজ্ঞাপ্য চ ব্রহ্মাণঃ স্বয়ং
সৃষ্ট্যাদিকৰ্ম্মশু । গৃহীত্বা তাং সতীং ক্রুদ্রঃ কৈলাস-
মধিতিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥ দক্ষঃ কালেন মহতা হরস্তালয়-
মাযযৌ ॥ ১৮ ॥ অথ ক্রুদ্রঃ সমুখায় ক্রুতবান
গৌরবঃ বহু । তলৌ যথোচিতাং পূজাং ন
দক্ষো বহু মন্ততে ॥ ১৯ ॥ তদা বৈ তমসাবিষ্টঃ
সৌহৃদিকং ব্রাহ্মণঃ শুভঃ । পূজামনর্থ্যামবচ্ছন্ন
জগাম কুপিতো গৃহম্ ॥ ২০ ॥ কদাচিত্তাং গৃহং

লেন । শূলপাণি ক্রুদ্র সেই দক্ষনন্দিনীর পাণিগ্রহণ
করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—হে
সতীপতে! আপনি সৃষ্টিবিস্তার করুন । ক্রুদ্র
কহিলেন,—আমি সৃষ্টি করিব না । সৃষ্টি তোমারই
নিজের কর্তব্য্য । বিষ্ণু পালন করিবেন । আমি
সর্বসংহারক হইয়া অবস্থান করিব । আমার
স্বাগুর স্তায় অবস্থান বলিয়া আমি স্বাগু নামে
অভিহিত হইব । গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে সৰ্ব্ব
রজঃ ও তমোগুণময় নরগণকে তুমিই সৃষ্টি করিবে ।
যখন তোমার তামস কার্য্য্য, তখন তুমি স্বয়ং রৌদ্র,
যখন রাজস কার্য্য্য, তখন রাজস, আর যখন সাত্ত্বিক
কার্য্য্য, তখন তুমি সাত্ত্বিক হইবে । ঈশ্বর কহি-
লেন,—ক্রুদ্র ব্রহ্মাকে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য্যে এইরূপ
আদেশ দিয়া স্বয়ং সতীকে গ্রহণপূর্ব্বক কৈলাসে গিয়া
অবস্থান করিতে লাগিলেন । বহুকাল পরে দক্ষ
হরালয়ে আগমন করিলেন । অনন্তর হর গাজ্রো-
থানপূর্ব্বক তাঁহার বহু সন্মান করিলেন । কিন্তু
দক্ষ তাঁহার যথোচিত পূজা হইল বলিয়া মনে করি-
লেন না । তখন তাঁহার অন্তরে তমোভাবের
উদ্বেক হইল । ব্রহ্মনন্দন দক্ষ অনর্থ্য পূজা প্রাপ্তির
আশা করিয়াছিলেন, তাহা না হওয়ায় কুপিত
হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন । একদা সতী
পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলে তুর্ভবুদ্বি দক্ষ রোষ-

প্রাপ্তাঃ সতীঃ দক্ষঃ তুর্ভবুদ্বিঃ । তত্রা সহ
বিনিদ্র্যানাং ভর্সন্ন্যাস বৈ কষা ॥ ২১ ॥ পঞ্চবজ্রেন
দশভুজো মুখে নেত্রদ্বয়বিতঃ । কপদী খণ্ড-
চন্দ্রোহসৌ তথাসৌ নীললোহিতঃ ॥ ২২ ॥ কপালী
শূলহস্তোহসৌ গজচর্ম্মাবগুঠিতঃ । নাস্ত মাতা ন
চ পিতা ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবঃ ॥ ২৩ ॥ সর্পাশ্চিমত্ত-
গ্রীবস্ত্যক্তা হেমবিভূষণম্ । ভিক্ষয়া ভোজনং যন্ত
কথমন্নং প্রদাত্ততি ॥ ২৪ ॥ কদাচিত্ত পূর্ব্বতো যাতি
গচ্ছন যাতি স পশ্চিমে । দক্ষিণস্তাং বৃষো যাতি স্বয়ং
যাতি স চোত্তরে ॥ ২৫ ॥ তির্ঘ্যগূর্ধ্বমধো যাতি নৈব
যাতি ন তিষ্ঠতি । ইতি চিত্রং চরিত্রং তে তুর্ভবুদ্বি
দৃশ্যতে ॥ ২৬ ॥ নির্গুণঃ স গুণাতীতো নিঃস্নেহো মুক-
বৎস্থিতঃ । সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ পঠ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥
২৭ ॥ কদাচিত্তৈব জানাতি ন শৃণোতি ন পশ্যতি ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ রাক্ষসানাং দদাতি যঃ ॥ ২৮ ॥
ন চাস্ত চ পিতা কশ্চিদ চ ভ্রাতান্তি কশ্চন । এক
এব বৃষাক্রুরো নরো ভ্রমতি ভূতলে ॥ ২৯ ॥ ন গৃহং
ন ধনং গোত্রমনাদিনিধনোহব্যয়ঃ । স্থিরবুদ্ধির্ন
চৈবাসৌ ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে ॥ ৩০ ॥ কদাচিত্ত সত্য-

পরবশ হইয়া তদীয় ভর্ত্তার সহিত তাঁহাকে
যথেষ্ট ভর্সনা করিলেন । বলিলেন,—তোমার স্বামী
পঞ্চবজ্র, দশভুজ, ত্রিনেত্র, কপদী, চন্দ্রখণ্ড-
ধারী, নীললোহিত, কপালপাণি, শূলহস্ত ও গজ-
চর্ম্মাচ্ছাদিত । উহার মাতাপিতা, ভ্রাতা, বান্ধব,
কিছুই নাই । স্বামী তোমার হেমভূষণ পরিত্যাগ
করিয়া গ্রীবাদেশে সর্পাশ্চ ভূষণ ধারণ করে ।
ভিক্ষায় যাহার ভোজন, সে কিরূপে তোকে অন্ন
দান করবে? সে কখন পূর্বে এবং কখন পশ্চিম
দিকে গমন করে । তাহার বৃষ দক্ষিণ দিকে যায়,
আর সে নিজে উত্তর দিকে ছুটিতে থাকে । তোমার
স্বামী তির্ঘ্যক্ উর্দ্ধ অধঃ সকল দিকেই যায় । আবার
কোথাও যায় না বা কোথাও অবস্থান করে না ।
এইরূপ বিচিত্রচরিত্র তোমার ভর্ত্তা ব্যতীত আর
কাহারও দেখা যায় না । সে নির্গুণ, গুণাতীত;
নিঃস্নেহ, মুকাবস্থ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ ও ভুবনত্রয়ে সর্ব্ব
বলিয়া কীর্ত্তিত । সে কখন কিছু জানে না, শুনে
না বা দেখে না । দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সর্প-
লেরই সে বরপ্রদ । তাহার না আছে পিতা, না
আছে ভ্রাতা; সে একাকী নর্যাবস্থায় বৃষাক্রু হইয়া
ভূতলে ভ্রমণ করে । তাহার গৃহ নাই, ধন নাই,
গোত্র নাই, আদি নাই, অন্ত নাই । সে স্থিরবুদ্ধি

মোকেহসৌ পাতালমধিষ্ঠতি । গিরিসানুযু শেতে-
হসাবশিবোহপি শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥ ত্রীখণ্ডাদৌনি
সন্ত্যজ্ঞা সদা ভস্মাবগ্ণীকৃতঃ । সৰ্বদেতি বচঃ সত্যং
কিমন্তং স প্রদাত্ততি ॥ ৩২ ॥ দিক্কাং জামাতরং
দিক্কাং যয়োঃ স্নেহঃ পরস্পরম্ । তন্তু ত্বং বল্লভা
ভাৰ্গ্যা স চ প্রাণাধিকন্তব ॥ ৩৩ ॥ ন চ পিত্রাস্তি তে
কাৰ্য্যং ন মাত্ৰা ন সখীষু চ । কেবলং ভৰ্ভুভক্তা
ত্বং ভস্মাদাচ্ছ গৃহায়ম্ ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রে জামাতরঃ
সৰ্বে ভৰ্ভুস্তব পিনাকিনঃ । স্বমদৈব্যাক্ত চাস্মাকং
গৃহাদাচ্ছ বরং প্রাপ্ত ॥ ৩৫ ॥ তন্তু ত্বাক্যমাকৰ্ণ্য
সাদেবী শঙ্করপ্রিয়া । বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং ধাত্ৰা
দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥ - শ্বেতবস্ত্রা জলে স্নাত্বা
দদাহান্মানমাত্মনা । যাচিতন্ত শিবো ভৰ্ত্তা পুনর্জন্মা-
স্তরে তয়া ॥ ৩৭ ॥ পিতা মে হিমবানস্ত মেনাগর্ভে
ভবাম্যহম্ । অত্রাস্তরে হিমবতা তপসা তোষিতো
হয়ঃ । প্রত্যক্ষং দৰ্শনং দত্ত্বা হিমবন্তং বচোহব্রবীৎ ।

নহে । এই ত্রিভুবনই তাহার ক্রীড়াস্থলী । সে
কখন সত্যলোকে, কখন পাতালে, এবং কখন
গিরিসানুতে শয়ন করে এবং অশিব হইয়াও
শিব নামে বিখ্যাত হয় । সে ত্রীখণ্ডাদি উত্তম
বস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া সৰ্বদাট ভস্মাবগ্ণ
ধাকে । তাহার ‘সৰ্বদ’ এই নামই সত্য বটে,
কেন না, সে আর অস্ত্র কি প্রদান করিবে ? অতঃ-
এব এ হেন জামাতাকেও দিক্ এবং কন্তাকেও
দিক্—যাহাদের এইরূপ পরস্পর স্নেহ । তুই
আমার কন্তা, তাহার প্রিয়ভাৰ্গ্যা, আর সেও
তোর প্রাণাধিক পতি, অতএব পিতৃ, মাতা ও
সখী প্রভৃতি দ্বারা তোর কোন প্রয়োজন নাই ।
তুই কেবল ভৰ্ভুভক্তা । স্মৃত্যং আমার গৃহ
হইতে চলিয়া যা । তোর ভৰ্ত্তা পিনাকী
অপেক্ষা আমার অন্তান্ত অনেক উত্তম জামাতা
আছেন । তাই বলিতেছি, তুই অদ্যই আমা-
দের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোর পতির উদ্দেশে
প্রস্থান কর । শঙ্করপ্রিয়া সত্য দেবী দক্ষের সেই
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে পিতার নিন্দা এবং
মহেশ্বরের ধ্যানান্তে শ্বেতবস্ত্র পরিধানপূৰ্ব্বক গমন
করিয়া আত্মা দ্বারা আত্মদেহ দগ্ধ করিলেন ।
দেহ দগ্ধ করিবার পূৰ্বে প্রার্থনা করিলেন,—
জন্মাস্তরে শিবই যেন আমার ভৰ্ত্তা হন । পিতা
আমার হিমবান্ হউন । আমি মেনার গর্ভে
উৎপন্ন হইব । অত্রাস্তরে হিমালয়ের তপস্শ্রা

৩৮ ॥ এষা দত্তা স্মৃতা তুভা পরিণেযামি তাম-
হম্ । দেবানাং কাৰ্য্যাসন্ধ্যর্থং গিরিরাজো ভবি-
ম্যসি ॥ ৩৯ ॥ আত্মমুক্তৌ প্রবিঃ তাং জ্ঞাত্বা দেবো
মহেশ্বরঃ । শশাপ দক্ষং কুণ্ঠিতঃ সমাগত্যাথ তদ-
গৃহম্ ॥ ৪০ ॥ ত্যাক্য দেহমিমং ব্রাহ্মাং ক্ষত্রিয়ানাং
কুলে ভব । স্বায়ত্ত্ববস্ত্রং সন্ত্যজ্য দক্ষ প্রাচেতসো
ভব ॥ ৪১ ॥ স্বস্তাং স্মৃত্যামুচ্যায়ং পুত্রমুৎপাদয়ি-
ম্যসি । এবং শত্ৰু মহাদেবো যয়ো কৈলাসপৰ্ব-
তম্ ॥ ৪২ ॥ স্বায়ত্ত্ববোহপি কালেন দক্ষঃ প্রাচে-
তসোহভবৎ । ভবানীং স স্মৃতাং লক্সা গিরিষ্ঠৌ
হিমালয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ মেনাপ তাং স্মৃতাং লক্সা ধন্তং
মেনে গৃহাশ্রমম্ । তাং দৃষ্ট্বা জায়মানাং চ স্বেচ্ছ্যেব
বরাননাম্ ॥ ৪৪ ॥ মেনা হিমবতঃ পত্নী প্রাহেদং
পৰ্বতেশ্বরম্ । পশু বালামিমাং রাজন্ রাজীবসদৃশান-
নাম্ ॥ ৪৫ ॥ হিতায় সৰ্বভূতানাং জাতাকু তপসা
শুভাম্ । সোহপি দৃষ্ট্বা মহাদেবীং তরুণাদিত্য-
গ্নিভাম্ ॥ ৪৬ ॥ কপদিনীং চতুৰ্দ্ধ্রুং ত্রিনেত্রা-
মতিলালসাম্ । অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রাবয়য-
ভষণাম্ ॥ ৪৭ ॥ প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা তু

শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দৰ্শন দিয়া কহি-
লেন,—এই কন্তা তোমাকে আমি প্রদান করিলাম,
দেবগণের কাৰ্য্যাসন্ধ্যর্থ পুনরায় আমিই ইহার
পানগ্রহণ করিব । তুমি গিরিরাজরূপে বিরাজ
করিবে । ১—৩৯ ॥ এদিকে মহেশ্বর সত্যকে আত্ম-
মুক্তিতে প্রবিষ্ট জানিয়া সন্কোথে দক্ষালয়ে আগমন-
পূৰ্ব্বক দক্ষকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন
যে, তুমি ব্রহ্মোৎপাদিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়
কুলে উৎপন্ন হইবে । হে দক্ষ ! তুমি স্বায়ত্ত্ববস্ত্র
পরিত্যাগ করিয়া প্রাচেতস হইবে এবং স্বীয়
স্মৃত্য পানগ্রহণ কার্য্য তাহাতে গুহোৎপাদন
করিবে । মহাদেব এইরূপ অভিশাপ দিয়া কৈলাস
শৈলে গমন করিলেন । কালক্রমে স্বায়ত্ত্বব দক্ষও
প্রাচেতস হইলেন । এদিকে হিমালয় ভবানীকে
কন্তারূপে প্রাপ্ত হইয়া তুষ্ট হইলেন । তৎপত্নী মেন-
কাও তথাবিধ কন্তা লাভে গৃহাশ্রম ধন্ত বলিয়া মনে
করিলেন । বলিলেন—দেখ মহারাজ ! এই নলি-
নাভনয়না কন্তাকে দেখ, হিমালয় দেগিলেন,—
তাহার তপস্শ্রা কলে সৰ্বভূতের হিতেরনিমিত্ত স্বয়ং
মহাদেবী তাহার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।
তাহার দেহকাণ্ডি নবোদিত দিবাকরের স্থায়;
তান কপদিনী, চতুৰ্দ্ধনা, ত্রিনয়না, অমিতপ্রভা,

সুবিহ্বলঃ । ভীতঃ কৃতাজলিঃ স্তব্ধঃ প্রোবাচ পর-
মেশ্বরীম্ ॥ ৪৮ ॥ হিমবানুবাচ । কা স্বঃ দেবি
বিশালাক্ষি ণংস মে সংশয়ো মহান ॥ ৪৯ ॥ দেব্য-
বাচ । মাং বিদ্ধি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাপ্রায়াম্ ।
অনন্তামব্যয়ামেকাং মাং পশুন্তি মুমুক্শবঃ ॥ ৫০ ॥
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশু মে রূপমেশ্বরম্ ।
এতাবদুক্ষা বিজ্ঞানং দত্ত্বা হিমবতে স্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥
সূর্য্যাকোটীপ্রতীকাশঃ তেজোবিশ্বঃ নিরাকুলম্ ।
জালামালাসহস্রাঢ্যঃ কালানলশতোপমম্ ॥ ৫২ ॥
দংষ্ট্রাকরালযুদ্ধধ্বং জটামণ্ডলমণ্ডিতম্ । প্রশান্তং
সৌম্যবদনমনন্তার্চ্য্যসংযুতম্ ॥ ৫৩ ॥ চন্দ্রাবয়ব-
লক্ষ্মাণং চন্দ্রাকোটিসমপ্রভম্ । কিরীটিনং গদাহস্তং
নুপূরৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥ দিব্যাগন্ধাভুলেপনম্ ।
শব্দচক্রধরং কাম্যং ত্রিনেত্রং কৃতিবাসসম্ ॥ ৫৫ ॥
অগুহ্যং চাণুবাহুস্বং বাহু-
মভ্যস্তরং পরম্ । সর্বশক্তিময়ং শুভ্রং সর্কালঙ্কার-
সংযুতম্ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্রেবন্দ্যমান-

অষ্টহস্তা, বিশালনেত্রা ও চন্দ্রাবয়বভূষণা । হিমালয়
কন্ডার এ হেন রূপ দেখিয়া তাঁহার তেজে বিহ্বল
হইয়া ভীত ও স্তব্ধভাবে কৃতাজলিকরে ভূতলে
প্রণামপূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরীর স্তব করিতে
লাগিলেন । হিমাচল কহিলেন,—হে দেবি ! বিশা-
লাক্ষি ! কে তুমি ? আমার নিকট প্রকাশ কর ।
আমার বড়ই সংশয় হইয়াছে । দেবী কহিলেন,—
আমাকে মহেশ্বরপ্রায়ীণী পরমা শক্তি বলিয়া জানি-
বেন । আমি অদ্বিতীয়া, অব্যায়া ; মুমুক্শুগণ আমাকে
এইরূপেই অবলোকন করেন । আমি তোমায়
দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি । তুমি আমার ঐশ-
্বরিক রূপ অবলোকন কর । এই বলিয়া তিনি তখন
হিমাচলকে জ্ঞান দান করিলেন । হিমাচল তখন
সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অবলোকন করিলেন ।
দেখিলেন ;—তিনি কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, নিরাকুল
তেজোবিশ্ব, সহস্র সহস্র জালামালায় পরিব্যাপ্ত,
শতশত কালানলোপম, দংষ্ট্রাকরাল, অটহাসাধিত,
অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট, জটামণ্ডলমণ্ডিত, প্রশান্ত,
সৌম্যবদন, অনন্তার্চ্য্যসমবিত, চন্দ্রাবয়বচরিত,
চন্দ্রাকোটিসমপ্রভ, কিরীটী, গদাহস্ত, নুপূরশোভিত,
দিব্য মালাস্বরধর, দিব্য-গন্ধাভুলেপন, শব্দ-
চক্রধর, কাম্য, ত্রিনেত্র, কৃতিবাসা, অগুহ্য,
আণুবাহু, বাহু, অভ্যস্তর, পর, সর্বশক্তিময়,
শুভ্র, সর্কালঙ্কারসংযুক্ত, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রযোগীন্দ্র-

পদাশূজম্ । সর্বতঃপানিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষি-
শিরোমুখম্ ॥ ৫৭ ॥ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠন্তঃ দদর্শ
পরমেশ্বরম্ । দৃষ্ট্বা নন্দীশ্বরং দেবং দেব্যা মহেশ্বরং
পরম্ ৫৮ ॥ ভয়েন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্ট-
মানসঃ । আশ্চর্য্যাদায় চান্মনমোক্ষারং সমবুশ্রবন্ ॥
৫৯ ॥ নান্যমষ্টসহস্রৈশ স্তব্ধাসৌ হিমবান্ গিরিঃ ॥
৬০ ॥ ভূয়ঃ প্রণম্য ভূতান্ প্রোবাচেনং কৃতাজলিঃ ।
যদেতদৈশ্বরং রূপং জাতস্তে পরমেশ্বরি ॥ ৬১ ॥
ভীতোহস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা তত্ত্বমন্তং প্রদর্শয় ।
এবমুক্তা চ সা দেবী তেন শৈলেন পার্শ্বতী ॥ ৬২ ॥
সংহৃত্য দর্শায়মাস স্বরূপমপরং পরম্ । নীলোৎপল-
দলপ্রথ্যং নীলোৎপলসুগন্ধিকম্ ॥ ৬৩ ॥ দ্বিনেত্রং
বিভূজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্ । রক্ত-
পাদাশূজতলং সুরক্তকরপল্লবম্ ॥ ৬৪ ॥ শ্রীমদ্বিশাল-
সদৃশং ললাটতিলোকোজ্জ্বলম্ । ভূষিতং চাক্র-
সর্কাকং ভূষণৈরতিকোমলম্ ॥ ৬৫ ॥ দধানং
চোরসা মালাং বিশালাং হেমনির্ম্মিতাম্ । ঈষৎ স্মিতং
সুবিদ্যোষ্ঠং নুপুরারাবশোভিতম্ ॥ ৬৬ ॥ প্রসন্ন-
বদনং দিব্যং চাক্রকর্মহিমাশ্পদম্ । তদীদৃশং সমা-
লোক্য স্বরূপং শৈলসন্তমঃ । ভয়ং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাশ্চ

বন্দ্যমান-পদাশূজ, সর্বতঃপানিপাদ, সর্বতোক্ষি-
শিরোমুখ । তিনি হৃষ্টমানসে দেবীর সহিত
দেব নন্দীশ্বর মহেশ্বরকে এইরূপে সমস্ত ব্যাপ্ত
করিয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া ভীত অথচ হৃষ্ট
হইলেন । তখন তিনি আত্মাতে আত্মনিধান করিয়া
ওঙ্কার অনুশ্রবণপূর্ব্বক অষ্টাধিক সহস্র নাম স্তোত্র
দ্বারা স্তব করিয়া প্রণামপূরঃসর কৃতাজলিপুটে বলি
লেন,—হে পরমেশ্বর ! যদিও তোমার এই ঐশ্বররূপ
জন্মিয়াছে, তথাপি সম্প্রতি তুমি আমায় অন্ততত্ত্ব
প্রদর্শন করতাও, আমি ভীত হইয়াছি । শৈলরাজ
কর্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া দেবী তখন এরূপ
সংহার করত অন্তরূপ দর্শন করাইলেন । তাঁহার
সেই রূপ—নীলোৎপলদলনিভ, নীলোৎপলসুরভিত,
দ্বিনেত্র, বিভূজ, সৌম্য, নীলালকমণ্ডিত, রক্তপদা-
ভূজ, সুরক্তকরপল্লব, শ্রীসম্পন্ন, ললাটতিল কোজ্জ্বল,
ভূভূষণে ভূষিত, সুন্দরাক, অতি কোমল ।
সেরূপে বক্ষে তিনি হেম-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিতে-
ছেন ; ঈষৎ স্মিতশোভায় শোভিত হইয়াছেন ;
সুন্দর বিদ্বকলের দ্বায় ওষ্ঠ ধারণ করিয়াছেন ;
নুপুরবন্ধারে বিনাদিত হইতেছেন, এবং প্রসন্নবদনে
সুন্দর ক্রয়ুগ ও দিব্য শোভায় শোভি হইয়াছেন ।

বভাবে পরমেশ্বরীম্ ৬৭ । হিমবালুবাচ । অদ্য
মে সকলং জন্ম অদ্য মে সকলাঃ ক্রিয়াঃ । যস্মৈ
সাক্ষাৎসমব্যক্তা প্রসন্ন৷ দৃষ্টিগোচরা । ইদানীং
কিং ময়া কার্য্যং তস্মৈ ক্রহি মহেশ্বরি ৬৮ ।
মহেশ্বৰুবাচ । শিবপূজা স্ময়া কার্য্যা ধ্যানেন তপসা
সদা । অহং তস্মৈ প্রদাতব্য৷ কেনচিৎ কারণেন
বৈ ৬৯ । যাদৃশস্ত স্ময়া দৃষ্টো ধ্যেয়ো বৈ
তাদৃশস্তয়া । এক এব শিবো দেবঃ সৰ্ব্বাধারো
ধরাধরঃ ৭০ । সারস্বত উবাচ । তপস্ত কৃতবান
কল্পঃ সমাগম্য হিমাচলম্ । তস্মোমা পরমাঃ ভক্তিঃ
চকার শিবসন্নিধৌ ৭১ । দেবকার্ষ্যেণ কেনাপি
দেবো বৈ জ্ঞাপিতঃ প্রভুঃ । উপযমে হরো
দেবীমুমাঃ ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ৭২ । স শপ্তঃ শভুনা
পূৰ্বে দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ । বিনিন্দ্য পূৰ্ব্বৈবৈরেণ
গঙ্গাধারেহজঙ্ঘরীম্ ৭৩ । দেবাশ্চ যজ্ঞভাগার্ধ-
মাহুতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্ । সত্বেহ মুনিভিঃ সৰ্বৈরাগতা
মুনিপুত্রবাঃ ৭৪ । দৃষ্ট্বা দেবকুলং কৃৎস্নং শক্রেণ
বিনাগতম্ । দধীচো নাম বিপ্রৰ্ষিঃ প্রাচেতসমথা-

ববীৎ ৭৫ । দধীচিকুবাচ । ব্রহ্মাণ্যস্ত পিশাচাস্তা
যন্তাজ্জানুবিধায়িনঃ । স হি বঃ সাম্প্রতং ক্রদ্যে
বিধিনা কিং ন পূজ্যতে ৭৬ । দক্ষ উবাচ ।
সৰ্বৈষেব হি যজ্ঞেষু ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ । ন মত্ৰা
ভার্য্যা সার্কিঃ শকরশ্চেতি নেষ্যতে ৭৭ । বিহস্ত
দক্ষঃ কুপিতো বচঃ প্রাহ মহামুনিঃ । শৃণুতাং
সৰ্বদেবানাং সৰ্বজ্ঞানময়ঃ স্বয়ম্ ৭৮ । যতঃ
প্রবৃতির্কিঞ্চিৎ যন্তাসৌ ভুবনেশ্বরঃ । ন ত্বং
পুজয়সে ক্রদ্যং দেবৈঃ সম্পূজ্যতে হরঃ ৭৯ ।
দক্ষ উবাচ । অশ্বিমলাধরো নয়ঃ সংহর্তা তামসো
হরঃ । বিষকণ্ঠঃ শূলহস্তঃ কপালী নাগবেষ্টিতঃ ৮০ ।
ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্যোহসৌ সনাতনঃ ।
সত্বাত্মকোহসৌ ভগবানিচ্ছ্যতে সৰ্বকৰ্ম্মসু ৮১ ।
দধীচিকুবাচ । কিং স্ময়া ভগবানেষ সহস্রাংশুর্ন
দৃশ্যতে । সৰ্বলোকৈকসংহর্তা কালাত্মা পরমেশ্বরঃ ।
৮২ । এষ ক্রদ্যো মহাদেবঃ কপদী চাগ্রীহরঃ ।
আদিত্যো ভগবান্ সূর্য্যো নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ ।
৮৩ । দক্ষ উবাচ । য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা
যজ্ঞভাগিনঃ । সৰ্বৈ সূর্য্যা ইতি জ্ঞেয়া ন হন্তো

শৈলবর তাঁহার তথাবিধ স্বরূপ অবলোকন করিয়া
নির্ভয়ে হৃষ্টচিত্তে পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—অদ্য
আমার জন্ম সকল ; কার্য্য সকল ; যেহেতু সাক্ষাৎ
অব্যক্তরূপিণীকে প্রসন্নরূপে অদ্য আমি দৃষ্টিগোচর
করিলাম । হে মহেশ্বরি ! এক্ষণে আমি কি করিব ?
আদেশ করুন ১৪০—৬৮, মহেশ্বরি কহিলেন,—তপস্তা
এবং ধ্যানযোগে সৰ্বদা তুমি শিবপূজা কর । অন-
ন্তর কোন কারণে তুমি আমায় তাঁহারই করে সম্প্র-
দান করিবে । তুমি এই যে রূপ দেখিলে, এইরূপেই
তাঁহার ধ্যান করিবে । হে ধরাধর ! এক সেই
শিবদেবই সৰ্ব্বাধার জানিবে । সারস্বত কহিলেন,
—ক্রদ্য হিমাচলে আসিয়া তপস্তা করিলেন ।
উমাদেবী তৎসন্নিধানে পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর কোন দেবকার্ষ্যের জন্ত
তাঁহার নিকট আবেদন করা হইল । প্রভু হর
ত্রিভুবনেশ্বরী উমাদেবীকে বিবাহ করিলেন । শভুর
পূৰ্বে শাপে দক্ষ প্রজাপতি প্রাচেতস নৃপ হইয়া
পূৰ্ব্বৈব বশতঃ ক্রদ্যের নিন্দাবাদ করত গঙ্গাধারে
হরিত্রীতিকর যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । স্বয়ং বিষ্ণু
যজ্ঞভাগার্ধ দেবগণকে আহ্বান করিলেন । সমস্ত
মুনি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ সেই যজ্ঞে সমাগত হইলেন ।
বিপ্রাৰ্ষ দধীচি দেখিলেন,—শকর ব্যতীত সমস্ত
দেবসমাজই যজ্ঞক্ষেত্রে আসিয়াছেন । তদর্শনে !

তিনি প্রচেতাকে বলিলেন,—ব্রহ্মাদি পিশাচাস্ত
সকলেই তাঁহার আজ্ঞাতনুবর্তী সেই দেব শকরকে
সম্প্রতি কেন বিধিপূৰ্ব্বক পূজা করা হইতেছে না ?
দক্ষ কহিল,—কোন যজ্ঞেই শকর ও শকরীর ভাগ
পরিকল্পিত হয় নাই এবং আমরাও তাহা ইচ্ছা
করি না । তখন মহামুনি দধীচি কুপিত হইয়া
সহস্র-আশ্র বালিলেন,—দক্ষ ! তুমি সৰ্বদেব-
সমক্ষে শ্রবণ কর—সেই ক্রদ্য স্বয়ং সৰ্ব জ্ঞানময়,
তাঁহা হইতেই সমস্ত প্রাভূত । তিনি বিধাতা এবং
তিনিই ভূনেশ্বর । তুমি সেই ক্রদকে পূজা করি-
তেছ না ; কিন্তু ঐ দেবগণ সকলেই তাঁহার পূজা
করেন । দক্ষ কহিলেন,—হর-আশ্বমলাধর ; নয়,
হামস, সংহারকর্তা, বিষকণ্ঠ, শূলহস্ত, কপালধারী,
ও নাগবেষ্টিত ; কিন্তু যিনি ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, তিনি
সৰ্বপ্রভু সনাতন পুরুষ । তিনি সত্বাত্মক সাক্ষাৎ
ভগবান্ । তাঁহাকে সৰ্ব কৰ্ম্মেই পূজা করা হইয়া
ধাকে । দধীচি কহিলেন,—যিনি সৰ্বলোকের
একমাত্র কর্তা, কামাত্মা, পরমেশ্বর, সেই ঐ সহ-
স্রাংশু ভগবান্কে তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না ?
ইনি সৰ্বগ্রামী, ক্রদ্য, কপদী, হর, মহাদেব, আদিত্য,
সূর্য্য, নীলগ্রীব, বিমোহিত । ভগবান্, দক্ষ কহিলেন,
—এই যে যজ্ঞভাগী দ্বাদশাদিত্য আগমন করিয়া-

বিদ্যাতে রবিঃ । ৮৪ । এবমুক্তে তু মুনয়ঃ সমায়াতা
দিদৃক্ষবঃ । বাটমিত্যাক্রবন্ দক্ষং তন্ত সাহায্য-
কারিণঃ । ৮৫ । তপসাবিষ্টমনসো ন পশন্তি
বৃষধ্বজম্ । সহস্রশোহথ শতশো বহুশোহথ য এব
হি । ৮৬ । দেবাস্ত সর্বে ভাগার্গমাগতা বাসবাদয়ঃ ।
নাপশন্ত দেবমীশানমুতে নারায়ণং হরিম্ । ৮৭ ।
কৃত্রং ক্রোধপন্নং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা ব্রহ্মাসনাদযযৌ ।
অস্তহিতে ভগবতি দক্ষো নারায়ণং হরিম্ । ৮৮ ।
রক্ষকং জগতাং দেবং জগাম শরণং স্রয়ম্ ।
প্রবর্তয়ামাস চ তং যজ্ঞং দক্ষোহথ নির্ভয়ঃ । ৮৯ ।
রক্ষকো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণাগতরক্ষকঃ । পুনঃ
প্রাহাধ্বরে দক্ষং দধৌচো ভগবান্মুপ । ৯০ ।
নির্ভয়ঃ শূণু দক্ষ হং যজ্ঞভক্তো ভবিষ্যতি । অপূজ্য-
পূজনাৎ দক্ষ পূজ্যস্ত চ বিবর্জনাৎ । ৯১ । নরঃ
পাপমবাপ্নোতি মহদ্ বৈ মাত্র সংশয়ঃ । অসত্যং
প্রগ্রাহা যত্র সত্যৈকৈব বিমানতা । ৯২ । দণ্ডো
দেবকৃতস্তত্র সদাঃ পততি দারুণঃ । এব-
মুক্তা স বিপ্রর্ষিঃ শশাপেশ্বরবিদ্বিষঃ । ৯৩ । যস্মা-
দ্বহিকৃতো দেবো ভবন্তিঃ পরমেশ্বরঃ । ভবিষ্যধ্বং

ছেন, ইহাঁহা সকলেই সূর্য্য । তদিতর অন্ত কোন
দেব বলিয়াই জ্ঞেয় নহেন । দক্ষ এই কথা कहিলে
যজ্ঞদর্শনার্থ সমাগত মুনীগণ দক্ষের সাহায্যার্থ
সকলেই দক্ষবাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।
তঁাহারা তপস্বী হইয়াও বৃষধ্বজকে দেখিলেন না ।
তিনিই যে শত সহস্রও তদপেক্ষা বহুরূপে বিরাজিত,
তাঁহাও তঁাহারা বুঝিলেন না । ইন্দ্রাদি যে সকল
দেব যজ্ঞভাগার্থ আসিয়াছিলেন, তঁাহাদের মধ্যে
একমাত্র নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই ঈশানকে
দেখিতে পাইলেন না । তখন ব্রহ্মা কৃত্রকে ক্রুদ্ধ
দেখিয়া ব্রহ্মাসন হইতে পলায়ন করিলেন । ভগবান্
ব্রহ্মা অস্তর্ধান করিলে দক্ষ বিশ্বরক্ষক নারায়ণেরই
শরণাপন্ন হইলেন এবং তঁাহারই রক্ষকতায়
নির্ভয়ে যজ্ঞারম্ভ করিলেন । শরণাগতরক্ষক বিষ্ণু
দক্ষের রক্ষক হইলেন । মহর্ষি দধৌচি এই সময়
পুনরায় দক্ষকে নির্ভয়ে বলিলেন,—দক্ষ ! শ্রবণ
কর, তোমার এই যজ্ঞভঙ্গ অবশ্যই হইবে । দেখ,
অপূজ্যের পূজনে এবং পূজ্যের অপমাননে
লোকে মহৎপাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই ।
আরও দেখ, যেখানে অসৎ লোকের সংকার
আর সৎ লোকের অবমাননা, সেখানে দেবকৃত
দারুণ দণ্ড সত্যই পতিত হইয়া থাকে । সেই

জয়ীবাহাঃ সর্বেহপীশ্বরবিদ্বিষঃ । ৯৪ । মিথ্যা-
ব্রীতিসমাচার্য মিথ্যাজ্ঞানপ্রভাবিণঃ । প্রাণ্ডে
কলিযুগে ঘোরে কলিজৈঃ কিল পীড়িতাঃ । ৯৫ ।
কৃত্বা তপোবলং ঘোরং গচ্ছধ্বং নরকং পুনঃ ।
ভবিষ্যতি হৃষীকেশঃ স্বামী বোহপি পরাভুযুধঃ ।
৯৬ । সারস্বত উবাচ । এবমুক্তা স ব্রহ্মর্ষিকির-
রাম তপোনিধিঃ । জগাম মনসা কৃত্রমশেষাধ্বর-
নাশনম্ । ৯৭ । এতন্নিব্রস্তরে দেবী মহাদেবং
মহেশ্বরম্ । গতা বিজ্ঞাপয়ামাস জাত্বা দক্ষমথঃ
শিবা । ৯৮ । দেব্যুবাচ । দক্ষো যজ্ঞেন যজ্ঞতে
পিতা মে পূর্বজন্মনি । তেন হং দূষিতঃ পূর্বমহং
চাভীষ হৃঃখিতা । বিনাশয়ত্ব তং যজ্ঞং বরমেনং
বুণোম্যহম্ । ৯৯ । সারস্বত উবাচ । এবং বিজ্ঞা-
পিতো দেব্যা দেবদেবো মহেশ্বরঃ । সসর্জ্জ সহসা
কৃত্রং দক্ষযজ্ঞজিহ্বাংসয়া । ১০০ । সহস্রশিরসং ক্রুরং
সহস্রাক্ষং মহাভুজম্ । সহস্রপাণিঃ দুর্ধ্বং যুগান্তা-
নলসম্ভিতম্ । ১০১ । দংষ্ট্রাকরালং হৃপ্রেক্ষ্য শঙ্খচক্র-
ধরং প্রভুম্ । দণ্ডহস্তং মহানাদং শার্ঙ্গিণং ভূতি-

বিপ্রর্ষি এই বলিয়া ঈশ্বরদেবীদিগকে অভিসম্পাত
করিলেন যে, যে হেতু তোমরা পরমেশ্বরকে যজ্ঞ-
ভাগ হইতে বহিকৃত করিয়াছ, এই জন্ত ঘোর
কলিকালে তোমরা বেদবাহু, ঈশ্বরদেবী, মিথ্যাচার-
পরায়ণ, মিথ্যাজ্ঞানভাবী, ও কলিদোষসমূহে পীড়িত
হইবে । তোমরা ঘোর তপস্বী করিয়াও নরকে
যাইবে । প্রভু হৃষীকেশও তোমাদের প্রতি পরাভুত
হইবেন । ৯৯—১০৬ । সারস্বত कहিলেন,—তপোনিধি
ব্রহ্মর্ষি এই কথা কাংয়া বিরত হইলেন এবং অশেষ
যজ্ঞনাশন কৃত্র দেবকে মনে মনে ধ্যান করিলেন ।
ইত্যবসরে এদিকে দেবী শিবসীমন্তিনী দক্ষযজ্ঞের
সংবাদ অবগত হইয়া মহাদেব মহেশ্বরের নিকট
তাঁহা নিবেদন করিলেন । দেবী कहিলেন,—মম
পূর্ব পিতা দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, তৎকর্তৃক আপনি
দূষিত হইয়াছেন, তাই পূর্ব হইতেই আমি অত্যন্ত
হৃঃখিত আছি । আমি বর চাহিতেছি ; আপনি
সেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করুন । সারস্বত कहিলেন,
—দেবী এই কথা कहিলে দেবদেব মহেশ্বর দক্ষ-
যজ্ঞ-ধ্বংসের নিমিত্ত সহসা এক বীরভদ্রাখ্য
ভীষণ কৃত্রকে সৃষ্টি করিলেন । ঐ কৃত্র
সহস্রশিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাণি, দুর্ধ্ব, যুগান্তায়-
সদৃশ, দংষ্ট্রাকরাল, হৃপ্রেক্ষ্য, শঙ্খ-চক্রধর,
গুহস্ত, শার্ঙ্গপাণি, বিভূতিভূষিত, মহানাদ-

ভূষণম্ । ১০২ । বীরভদ্র ইতি খ্যাতঃ দেবদেব-
সমৰিতম্ । স জ্ঞাতমাত্রে দেবেশমুপতন্তে কৃতা-
ঞ্জলিঃ । ১০৩ । তমাহ দক্ষস্ত মথঃ বিনাশয় শমস্ত
তে । বিনিদ্য মাং স যজ্ঞতে গঙ্গাধারে গণেশ্বর ।
১০৪ । ততো বহুপ্রমুজেন সিংহেনৈব চ লীলয়া ।
বীরভদ্রেণ দক্ষস্ত নাশার্থং রোম গোদ্ধৃতম্ । ১০৫ ।
রোয়া সহস্রশো রুদ্রা বিস্ফোন্তেন ধীমতা । রোমজা
ইকি বিখ্যাতাঃ স সাহায্যকারিণঃ । ১০৬ । শূল-
শক্তিগদাহস্তা দণ্ডোপলকরাস্থথা । কালাগ্রিকঙ্ক-
সঙ্কাসা নাদয়ন্তো দিশো দশ । ১০৭ । সর্কে বৃষ-
সমারুঢ়াঃ সভার্য্যাস্চাতিভীষণাঃ । সমারিত্য গণ-
শ্রেষ্ঠঃ যযুর্দক্ষমথং প্রতি । ১০৮ । দেবাক্সনাসহস্রাঢ্য-
মপ্সরোগীতিনাদিতম্ । বীণাবেগুনিদাদাঢ্যং বেদ-
বাদাভিনাদিতম্ । ১০৯ । দৃষ্ট্বা দক্ষং সমাসীনং
দেবৈর্ব্রহ্মর্ষিভিঃ সহ । উবাচ স বৃষারুঢ়ো দক্ষঃ
বীরঃ স্মরন্নিব । ১১০ । বয়ং হনুচর্য্যঃ সর্কে

শরশ্যামিততেজসঃ । ভাগার্ণবপয়া প্রাপ্তা ভাগান
যচ্ছ স্বমীপ্ততান । ১১১ । ভাগো ভবন্ত্যো দেবস্ত
নাস্ত্যভ্যমিতি কথ্যাতাম্ । ত তা বয়ং বিনিশ্চিত্য
করিষ্যামো যথোচিতম্ । ১১২ । এবমুক্তা গণেশেন
প্রজাপতিপুরঃসর্য্যঃ । ১১৩ । দেবা উচুঃ । প্রমাণং
নো বিজানীথ ভাগঃ মজ্জা ইতি ধ্রুবম্ । ১১৪ ।
মজ্জা উচুঃ । সুরা যুগং তমোভূতাস্তমোপহতচেতসঃ ।
যে নাধ্বরস্ত রাজানং পূজয়েম্ হেধ্বরম্ । ঈশ্বরঃ
সর্বভূতানাং সর্বদেবতহৃদয়ঃ । ১১৫ । গণ উবাচ ।
পূজাতে সর্বযজ্ঞেযু কথং দক্ষো ন পূজয়েৎ । ১১৬ ।
মজ্জাঃ প্রমাণং ন কৃতা যুযাতির্লগ্নক্সিতৈঃ । যস্মাদ-
সহং তস্মান্নো নাশয়াম্যদ্য গর্ষিতম্ । ১১৭ । ইত্যাশ্বা
যজ্ঞশালাং তাং দবোহনু গণপুত্রবঃ । গণেশ্বরাস্ত
সংক্রুদ্ধা যুপাহুংপাট্য চিকিণুঃ । ১১৮ । প্রস্তোতারং
সহোতারমধ্বর্য্যুং গণেশ্বরঃ । গৃহীত্বা ভীষণাঃ সর্কে
গঙ্গাস্রোতসি চিকিণুঃ । ১১৯ । বীরভদ্রোহপি
দীপ্তাত্মা বজ্রযুক্তঃ করং হরেঃ । ব্যাঙস্তদদীনাশ্চ

কারী, ও দেবদেবসহায় । ঈদৃশ বীরভদ্র প্রাহুর্ভূত
হইবামাত্র কৃতাঞ্জলিকরে দেবদেবসম্মুখে দণ্ডায়-
মান হইল । দেবদেব তাহাকে কহিলেন,—তুমি
দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর । হে গণেশ্বর ! সে আমার
নিন্দাবাদ করিয়া গঙ্গাধারে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে ।
অনন্তর বহুপ্রমুজ সিংহের স্তায় বীরভদ্র লীলা-
ক্রমে দক্ষের বিনাশার্থ উদ্যত হইয়া স্বীয় দেহ
হইতে একগাছি রোম উৎপাটন করিলেন । সেই
রোম হইতে সহস্র সহস্র রুদ্র প্রাহুর্ভূত হইল ।
উহার রোম হইতে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞধ্বংসে বীর-
ভদ্রের সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া তখন রোমজ
আখ্যায় বিখ্যাত হয় । ঐ রোমোৎপন্ন রুদ্রগণ
শূল, শক্তি, গদা, দণ্ড ও উপলহস্ত ; এবং কালাগ্রি-
কঙ্ক সদৃশ । উহাদের সিংহনাদে দর্শাদিক্ নিনা-
দিত হইতে লাগিল । তাহার সকলেই বৃষারুঢ় ;
সকলেই সভার্য্য ; এবং সকলেই অশ্রু ভয়ঙ্কর ।
ঐ রুদ্রগণ সকলেই গণনাথ বীরভদ্রের অধিনায়-
কতায় দক্ষযজ্ঞাভিযুগে ধাবিত হইল । তাহার
দেখিল,—ঐ যজ্ঞে সহস্র সহস্র দেবাক্সনা আগিয়া-
ছেন ; অপ্সরাদিগের গীতবাক্যে যজ্ঞভূমি নিনা-
দিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে বেদধ্বনি শুনা যাই-
তেছে ; এবং বেণুবীণা প্রভৃতির নিনাদে যজ্ঞস্থান
মুখরিত হইতেছে । দক্ষ দেব ও ব্রহ্মদিগণ
সহ উপবিষ্ট আছেন । তদর্শনে বৃষারুঢ়, বীরভদ্র
হাস্তপূর্ব্বক দক্ষকে কহিলেন,—আমরা অমিততেজা

শক্তরের যজ্ঞভাগ-লিপ্যায় সমাগত হইয়াছি । অত-
এব ইষ্টভাগ প্রদান কর । অপিচ আমাদিগকে
ভাগ প্রদান করিবে কিনা তাহাও বল । আমরা তাহা
বুঝিয়া যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করিব । ১৭—১১২।
গণাধিপ এই কথা বলিলে প্রজাপতি পুরঃসর দেবগণ
বলিলেন,—যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে
আমাদের মতগণই প্রমাণ । তাহাদের নিকটই
অবগত হও । মতগণ কহিলেন,—সুরগণ ।
তোমরা সকলেই তমোভিভূত ও তমোপ-
হতচিত্ত হইয়াছ ; কেননা তোমরা যজ্ঞের রাজা
মহেশ্বরকে পূজা করিতেছ না ? সর্বদেবময় হর
সর্বভূতেরই ঈশ্বর । গণাধিপ কহিলেন,—সেই
ঈশ্বর সর্বযজ্ঞেই পূজিত হন । দক্ষ কেননা তাঁহার
পূজা করিবে ? তাঁহার অপূজ্যতা সম্বন্ধে মতগণকে
তোমরা প্রমাণ করিতে পারিলে না ? অতএব
তোমরা বলগর্ষিত হইয়াই হরার্চনায় অসহিষ্ণু
হইয়াছ । এইজন্ত অদ্য আমি তোমাদের গর্ষ চূর্ণ
করিব । গণশ্রেষ্ঠ এই কথা কহিয়া তত্রত্য যজ্ঞ-
শালা বিধ্বস্ত করিলেন । অস্তান্ত গণেশ্বরগণ ক্রুদ্ধ
হইয়া যজ্ঞরূপ সকল উৎপাটনপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ
করিল । ভীষণ গণাধক্ষগণ যজ্ঞের প্রস্তোতা,
হোতা ও অধ্বর্য্যুকে ধরিয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিল ।
দীপ্তদেহ বীরভদ্র বজ্রপাণি ইশ্বরের এবং অস্তান্ত
দেবগণের হস্ত স্তম্ভিত করিয়া দিলেন । কয়টি

তথ্যেযাং দিবৌকসাম্ ॥ ১২০ ॥ ভগনেষু তথোৎ-
পাটা করাগ্রেণৈব লৌলয়া । নিহত্য মুষ্টিনা দৈগুঃ
সম্ভাষ্যত্বং ত্রাপাতয়ৎ ॥ ১২১ ॥ তথ চন্দ্রমসং দেবং
পদাঙ্গুষ্ঠেন লৌলয়া । ধ্বংসামাস বলবান্ অগ্ন্যমানো
গণেশ্বরঃ ॥ ১২২ ॥ বহুহস্তদ্বয়ং ছিত্বা জিহ্বায়ৎ-
পাট্য লৌলয়া । জঘান মুক্তি পাদেন মুনীনপি মুনী-
শ্বরান্ ॥ ১২৩ ॥ তথা বিষ্ণুং সগরভুং সমায়াতং
মহাবলঃ । বিব্যাধ নিশিতৈকধাণৈঃ স্তম্ভয়িত্বা সুদর্শ-
নম্ ॥ ১২৪ ॥ ততঃ সহস্রশো ভদ্রঃ সমর্জ্জ গরুড়ান-
বহুন্ । বৈনতেয়ানভ্যাধিকান্ গরুভুং তে প্রহুজবুঃ ॥
১২৫ ॥ তান দৃষ্ট্বা গরুড়ো ধীমান্ পলায়নপরো-
হভবৎ । তৎস্থিতো মাধবো বেগাদযথা গোঃ
সিংহপীড়িতা ॥ ১২৬ ॥ অন্তর্হিতো বৈনতেয়ে বিকৌ
চ পদ্মসম্ভবঃ । আগত্য বারয়ামাস বীরভদ্রং শিব-
প্রিয়ম্ ॥ ১২৭ ॥ প্রসাদয়ামাস স তং গৌরবাৎ
পরমেষ্ঠিনঃ । তেহদৃষ্ট্বা নৈব জ্ঞানন্তি কদ্রঃ তত্রা-
গতং সুরাঃ ॥ ১২৮ ॥ স দেবো বিষ্ণুনা জাতো
ব্রহ্মণা চ দধীচিনা । তুষ্টিব ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষো
বিষ্ণুদিবৌকসঃ ॥ ১২৯ ॥ বিশেষাৎপার্বত্যৈঃ দেবৌ-

মৌশরাদ্ধিশরীরিণীম্ । স্তোত্রৈর্জান্নাবিধৈর্দক্ষঃ প্রণম্য
চ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ১৩০ ॥ ততো ভগবতৌ প্রাহ
প্রহসন্তৌ মহেশ্বরম্ । অমেব জগতঃ সৃষ্টা সংহর্তা
দৈব রক্ষকঃ ॥ ১৩১ ॥ অনুগ্রাহো ভগবতা দক্ষ-
শচাপি দিবৌকসঃ । ততঃ প্রহস্য ভগবান্ কর্পদৌ
নীললোহিতঃ । উবাচ প্রণতান্ দেবান্ দক্ষং প্রাচে-
তসং হরঃ ॥ ১৩২ ॥ গচ্ছধ্বং দেবতাঃ সর্বাঃ
প্রসন্নো ভবতামহম্ । সম্পূজ্যঃ সর্ষযজ্ঞেষু প্রথমং
দেবকর্ম্মপি ॥ ১৩৩ ॥ ত্ব চাপি শূণ্ মে দক্ষ বচনং
সর্বরক্ষণম্ । ত্যক্তা লৌকিকগণ্যমেনাং মন্ত্রকো
ভব যতুতঃ ॥ ১৩৪ ॥ ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্লাস্তে-
হমুগ্রহায়ম্ । তাবন্তিষ্ঠ মমাদেশাৎস্বাধিকারেষু
নির্বৃত্তঃ । ইত্যাক্ষাদর্শনং প্রাপ্তো দক্ষস্তামিত্তেজসঃ ॥
১৩৫ ॥ দধীচিনা শিবো দৃষ্টো বিজ্ঞপ্তঃ শাপ
মোচনে । কথং শাপং ময়া দত্তং তরিস্যন্তি তবাজ্জয়া
॥ ১৩৬ ॥ শিব উবাচ । ভবিষ্যন্তি ত্রয়ীবাহাঃ সম্প্রাপ্তে
তু কলৌ যুগে । পঠিষ্যন্তি চ যে বদাংস্তে বিপ্রাঃ

দ্বারা ভগ্নের নেত্রদ্বয় উৎপাটনপূর্বক তাঁহাকে
মুষ্টি ও দণ্ড দ্বারা আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন ।
এইরূপে সেই বলবান্ গণেশ্বর হস্ত করিতে
করিতে চন্দ্রকেও পাদাঙ্গুষ্ঠে নিপীড়ন করিলেন ।
বাহুর হস্তদ্বয় ছেদনও জিহ্বা উৎপাটন করিয়া
তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন । তখন মুনী ও
মুনীশ্বরগণেরও ঐ অবস্থা ঘটিল । অনন্তর বিষ্ণু
গরুড়বাহনে আগমন করিলেন । মহাবল বীর-
ভদ্র নিশিত শরনিকরে তদীয় সুদর্শনকে স্তম্ভিত
করিয়া অবশেষে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন । অন-
ন্তর বীরভদ্র বৈনতেয় অপেক্ষাও অধিক বলবান্
সহস্র সহস্র গরুড়কে সৃজন করিলেন । তাহার
উৎপন্ন হইয়া গরুড়াভিমুখে ধাবিত হইল । তদ-
র্শনে ধীমান্ গরুড় পলায়নপর হইলেন । তদু-
পরিস্থিত মাধবও সেই সঙ্গে গমন করিলেন ।
গরুড় ও বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে পদ্মজয়া আসিয়া
শিবপ্রিয় বীরভদ্রকে বারণ করিলেন । বীরভদ্র
পরমেষ্ঠীর গৌরববশতঃ তাঁহাকে প্রসাদিত করি-
লেন । কদ্র যে তথায় অদৃষ্টভাবে আসিয়াছেন
একথা সুরগণের মধ্যে কেহই জানিতে পরি-
লেন না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দধীচি ইহারাই
সেই শিবদেবকে বিদিত আছেন । অনন্তর

ভগবান্ ব্রহ্মা, কদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন ।
এদিকে অমিততেজা দক্ষও বিষ্ণু ও অন্তান্ত
দেবগণসহ স্তব করিতে লাগিলেন । বিশেষত
ঈশ্বরাদ্ধিশরীরিণী দেবী পার্বত্যীকে বিবিধ স্তোত্রে
স্তব করিয়া দক্ষ কৃতাজ্জলিকরে প্রণাম করিল ।
অনন্তর ভগবতৌ হস্ত করিয়া মহেশ্বরকে কহিলেন,
—তুমি দেব জগৎসৃষ্টা জগৎপাতা ও জগৎসংহর্তা ।
তুমি অনুগ্রহ করিয়া দক্ষকে ও অন্তান্ত দেবগণকে
মুক্ত কর । অনন্তর ভগবান্ কর্পদৌ নীল-
লোহিত প্রণত দেবগণ এবং প্রাচেতস দক্ষকে
বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা গমন কর; আমি
তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । আমি দৈবকর্মে
সর্ব যজ্ঞে প্রথমে পূজিত হই । হে দক্ষ! তুমিও
আমার সর্বরক্ষাকর বাক্য শ্রবণ কর । তুমি এই
লৌকিকগণা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হও;
কল্লাস্তে গাণপত্য লাভ করবে । আমার আদেশে
তুমি তাবৎকাল স্বীয় অধিকার প্রতিপালন কর ।
ভগবান্ দেবদেব অমিততেজা দক্ষকে এই
কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে অতঃপর দধীচি
দেবদেবকে দর্শন করিয়া বিপ্রগণের শাপমোচ-
নের জন্য বিজ্ঞাপন করিলে তিনি বলি-
লেন,—শিব কহিলেন,—কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে
তাঁহারা ত্রয়ীবাহ হইবেন । তাঁহাদের মধ্যে

স্বৰ্গগামিনঃ । ১৩৭ । আগমা বিষ্ণুরচিতাঃ পঠ্যন্তে
যৈ দ্বিজাতিভিঃ । তেহপি স্বৰ্গং প্রয়াশ্চক্ষি মৎপ্রসাদায়
সংশয়ঃ । ১৩৮ । কলিকালপ্রভাবেন যেবাং পাঠো
ন বিদ্যতে । গৃহস্থধৰ্ম্মাচরণং কৰ্ত্তব্যং যম পূজনম্ ।
অবশ্যং ময়া কাৰ্য্যং তেবাং পাপবিমোচনম্ । তিকাং
ভ্রমামি মধ্যাহ্নে অতীতে ভস্মগুণ্ঠিতঃ । ১৪০ ।
জটাজুটধরঃ শাস্তো তিকাপাত্ৰকরো দ্বিজঃ । যো
দদাতি চ মে তিকাং স্বৰ্গং যাতি স মানবঃ । ১৪১
উপানহো বা ছত্রং বা কোপীনং বা কমণ্ডলুম্ । যো
দদাতি তপস্বিভ্যো নরো মুক্তঃ স পাতকৈঃ ।
দধীচৈঃ স বরান্ দদ্বা বভাবে সহ বিষ্ণুনা । ১৪২ ।
কৃষ্ণ উবাচ । যন্তে মিত্রং স মে মিত্রং যন্তে রিপুঃ স
মে রিপুঃ । যন্তাং পূজয়তে বিষ্ণো স মাং পূজয়তে
কবম্ । ১৪৩ । যঃ স্তোতি ত্বাং স মাং স্তোতি
প্রিয়ো যন্তে স মে প্রিয়ঃ । অহং যত্র চ তত্র ত্বং
নাস্তি ভেদঃ পরস্পরম্ । ১৪৪ । কৃষ্ণ উবাচ ।
এবমেতৎ পরং দেব কৰ্ত্তব্যং যন্তথৈব তৎ । অৰ্দ্ধ-

নারীনরবর্ষপূৰ্ণদা দৃষ্টো ময়া পুরঃ । ১৪৫ । নেয়
নারী ময়া দৃষ্টো দৃষ্টং রূপং কিলান্ননঃ । শঙ্খচক্র-
গদাহস্তং বনমালাবিভূষিতম্ । ১৪৬ । জীবৎসাকং
পীতবস্ত্রং কোমলভেন বিরাজিতম্ । দ্বিতীয়ার্দ্ধং ময়া
দৃষ্টং শূলহস্তং ত্রিলোচনম্ । ১৪৭ । চন্দ্রাবয়বসংযুক্তং
জটাজুটকপালিনম্ । একীভাবং প্রপন্নোহহং যথা
পূৰ্বে তথাধুনা । ন মাং গোয়ী প্রপণ্ডেত প্রপণ্ডামি
তথৈব চ । ১৪৮ । ঈশ্বর উবাচ । আবয়োরস্তরং
নাস্তি চৈকরূপাবুভাবপি । যো জানাতি স জানাতি
সত্যলোকং স গচ্ছতি । ১৪৯ । ইত্যাশ্বা স যযৌ
তত্র কৈলাসং পৰ্ব্বতোত্তমম্ । কৃষ্ণোহপি মন্দরং
প্রাপ্তো দেবকার্ষেণে কেনচিৎ । ১৫০ । অজ্ঞাস্তরে
দৈত্যরাজো মহাদেবপ্রসাদতঃ । হিরণ্যনেত্রতনয়ো
বাধতেহসৌ জগত্তমম্ । ১৫১ । অমরত্বং হর্যাক্ষা
কামাক্ষো নৈব পশুতি । হর্যাক্ষধারিণীং দেবীং
দিব্যরূপাং সুলোচনাম্ । ১৫২ । মমেতি স
জানাতি যাচতে চ হরং প্রতি । হরোহপি কাৰ্য্য-
ব্যসনস্ত্যাশ্বা কৈলাসপৰ্ব্বতম্ । ১৫৩ । মন্দরং সমু-
প্রাপ্তো দেবঃ দ্রষ্টুং জনাৰ্দ্দনম্ । পরস্পরং সমা-

আপনার অৰ্দ্ধনারীনররূপ দেখিয়াছি, ইহা সে
নারীরূপ নহে । ইহা আশ্বরূপই দেখিতেছি ; এরূপ
শঙ্খচক্রগদাহস্ত, বনমালা-বিভূষিত, জীবৎসাক,
পীতবস্ত্র ও কোমলভবিরাজিত এবং এই দেহের
অপরার্ক শূলহস্ত, ত্রিলোচন, চন্দ্রাবয়ব-সংযুক্ত ও
জটাজুটকপালী । হে হর ! আমরা উভয়ে একী-
ভাব প্রাপ্ত ; পূৰ্বেও যেমন, এখনও তেমনি । দেবী
গোয়ীও আমাকে দেখেন নাই ; আমিও তাঁহাকে
দেখি নাই । ১১৩—১৪৮ । ঈশ্বর কহিলেন,—আমা-
দের ভেদ নাই ; আমরা উভয়েই একরূপ । ইহা যে
জানে, সেই অভিজ্ঞ । তাহারই সত্যলোকে গমন
হইয়া থাকে । এই বলিয়া তিনি কৈলাস পৰ্ব্বতে
গমন করিলেন । কৃষ্ণ কোন এক দেবকার্য্য উপ-
লক্ষে মন্দরাচলে উপনীত হইলেন । এই সময়
হিরণ্যনেত্রের তনয় দৈত্যরাজ অশ্বক মহাদেবের
প্রসাদে উদ্ধৃত হইয়া ত্রিজগৎ উৎপীড়িত করিতে
লাগিল । অশ্বক হরের নিকট অমরত্ব বর লাভ
করিয়া কামাক্ষ্যভাবে ভদ্রাভদ্র কিছুই দেখিতে লাগিল
না । সে হরের অৰ্দ্ধাঙ্গসঙ্গিনী দিব্যরূপা দেবী
সুলোচনাকে আমার বলিয়া জ্ঞান করিল এবং হরের
নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিল । হর কাৰ্য্যগতিকে
কৈলাস পৰ্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া মন্দরাচলে দেব
জনাৰ্দ্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত

ঐহারা বেদপাঠ করিবেন, তাঁহারা স্বৰ্গে গমন
করিবেন । ঐহারা বিষ্ণুরচিত আগম পাঠ করিবেন,
তাঁহারাও আমার প্রসাদে স্বৰ্গে গমন করিবেন
সংশয় নাই । যে সকল দ্বিজ কলিকালপ্রভাবে
বেদপাঠ-বর্জিত হইবেন, তাঁহারা গৃহস্থ ধৰ্ম্মাচরণ
ও আমার পূজা করিবেন । এরূপ করিলে অবশ্যই
আমি তাঁহাদের পাপ বিমোচন করিব । আমি
কলিতে ভস্ম-ভূষিত হইয়া জটাজুটধর শাস্ত দ্বিজ-
রূপে তিকাপাত্ৰ করে ধারণপূৰ্ব্বক মধ্যাহ্নে ও
সায়্নাহ্নে তিকাটন করিব । যে মানব আমাকে
তিকা প্রদান করিবে, সে অবশ্যই স্বৰ্গে গমন
করিবে । যে নর তপস্বিগণকে ছত্র, উপানহ,
কোপীন ও কমণ্ডলু প্রদান করে, সে সৰ্ব পাতক
হইতে মুক্ত হয় । ভগবান্ হর মহাত্মা দধীচিকে
এইরূপ বর প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সহিত আলাপ
করিতে লাগিলেন । তিনি বলিলেন,—হে হরে !
যে তোমার মিত্র, সে আমার মিত্র ; যে তোমার
শত্রু, সে আমার শত্রু ; যে তোমার পূজা করে,
সে আমার পূজা করে ; যে তোমার স্তব করে,
সে আমার স্তব করে ; যে তোমার প্রিয়, সে
আমার প্রিয় ; তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে ;
তোমার ও আমার পরস্পরের কোন ভেদ নাই ।
কৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেব ! আপনি যাহা বলিলেন,
তাঁহা পরম রহস্য, একরূপই বটে ; আমি পূৰ্বে যে

লোচ্যামুখদেবীঃ স মন্দরে । ১৫৪ ॥ নারায়ণগৃহে
দেবী স্থিতা দেবীগণৈর্হৃত্য । অজান্তরে গৌতমস্ত
গোবধায়মিনীকৃতঃ । ১৫৫ ॥ পবিত্রীকরণায়ান্ত
ভিক্ষুরূপধরো হরঃ । গৌতমস্ত গৃহং প্রাপ্তো মন্দরং
চান্তকো গতঃ । ১৫৬ ॥ যযাচে পার্শ্বতীং তুষ্ঠো যুদ্ধঃ
চক্রে স বিষ্ণুনা । হারিতং তু গণৈঃ সর্কৈর্দেবীং
দৈত্যো ন পশুতি । ১৫৭ ॥ স্ত্রীরূপধারী কৃষ্ণেহসৌ
গৌরীঃ রক্ষতি মন্দিরে । গৌরীগাং তু শতং চক্রে
হরিস্তত্র স মায়ায়া । ১৫৮ ॥ বিকোদৈর্দেহসমুদ্ভূতা
দিব্যরূপা বরদ্বিজঃ । অঙ্ককো নৈব জানাতি কৈষা
গৌরী ন পার্শ্বতী । ১৫৯ ॥ বিলম্বস্তত্র সজ্ঞাতো
মোহিতো বিষ্ণুমায়ায়া । তাবচ্ছিবঃ সমায়াতঃ কৃৎস্না
গৌতমপাবনম্ । ১৬০ ॥ ভিক্ষামাত্রেন চাগ্নেন
গৌতমো নিম্নলীকৃতঃ । সোহঙ্কসেন তদা যুদ্ধঃ
চক্রে ক্রজোহপি কোপিতঃ । ১৬১ ॥ অমরোহসৌ
হরাজ্জাতঃ শূলে প্রোতঃ সুদারুণে । শূলস্থস্ত স্ততিং

চক্রে তস্ত তুষ্ঠো মহেশ্বরঃ । ১৬২ ॥ গণেশস্তঃ দদৌ
তস্মৈ যাবদাভূতসম্প্রবন্ । স্বরূপানুমাংদেবীং কৃষ্ণ-
স্তস্মৈ দদৌ স্বয়ম্ । ১৬৩ ॥ গৌরীকৃপাঃ দ্বিরচাস্তা
ধরিত্যাং তাস্ত প্রেবিতাঃ । কৃৎস্না নামানি সর্কাসাং
লোকে পূজ্যা ভবিষ্যথ । ১৬৪ ॥ এতা য়ে পূজয়ি-
ষ্যন্তি পূজয়িষ্যন্তি তে শিবাম্ । শিবাং য়ে পূজয়ি-
ষ্যন্তি তেহর্চয়ন্তে হরং হরিসম্ । ১৬৫ ॥ উমাং
সমাদায় যযৌ হরো গিরিং বুধং সমাকহ সুরাসুরা-
র্চিতঃ । হরিস্ত রেমে রময়া সহাস্তকে হতে চ
দেবাঃ সুররাজমাযযুঃ । ১৬৬ ॥ ব্রহ্মেশনারায়ণ-
পুণ্যচেতসাং শৃণুস্তি চিত্রং চরিতং মহাস্থনাম্ ।
মুচ্যন্তি পাটৈঃ কলিকালসম্ভবৈধাত্তন্তি নাকং গণ-
বৃন্দবন্দিতাঃ । ১৬৭ ॥ এবং কালে বর্তমানে হরঃ
কৈলাসপর্কতে । রকোদানবদৈত্যৈস্ত গৃহতেহস্মাদ-
বরান্ বহুন্ । ১৬৮ ॥ ব্রহ্মদত্তবরো রৌদ্রস্তারকাখ্যো
মহাসুরঃ । তেন সর্কং জগদ্ব্যাপ্তং তস্ত নষ্টো সুরা
রণে । ১৬৯ ॥ মহাদেবস্তুতেনাজো হস্তব্যোহসৌ

করিলেন। সেখানে তাঁহার পরম্পর আলোচনা
করিয়া উমা দেবীকে মন্দরাচলে আনয়ন করিলেন।
উমাদেবী দেবগণের সহিত নারায়ণগৃহে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। এই সময় গৌতম গোবধে
মলিনীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পবিত্র করিবার
নিমিত্ত হর ভিক্ষুরূপে তদীয় গৃহে গমন করিলেন।
অঙ্ককাসুরও মন্দরাচলে আসিয়া উপস্থিত হইল।
এবং সেই দৃষ্ট দৈত্য পার্শ্বতীকে প্রাথনা করিল।
এই ব্যাপারে বিষ্ণুর সহিত তাহার যুদ্ধ হইল যুদ্ধে
প্রথমগণ পরাজিত হইল। কিন্তু দৈত্য অঙ্কক দেবী
পার্শ্বতীকে দেখিতে পাইল না। কৃষ্ণ স্ত্রীরূপ ধারণ
করিয়া গৌরীকে স্বীয় মন্দিরে রক্ষা করিতে লাগি-
লেন। হরি মায়া করিয়া শত শত গৌরী সৃষ্টি করি-
লেন। বিষ্ণুর দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত
বরাঙ্গনাই দিব্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।
অঙ্কক বৃত্তিতে পারিল না যে, কে তাহাদের মধ্যে
পার্শ্বতী বা গৌরী? সে বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত
হওয়ায় তাহার সেখানে বহু বিলম্ব ঘটিল। ইতি-
মধ্যে গৌতমকে পবিত্র করিয়া শিব তথায় সমাগত
হইলেন। ভিক্ষামাত্র অন্ন দ্বারাই গৌতম নিম্নলী-
কৃত হইয়াছিলেন। অনন্তর অঙ্ককের সহিত ক্রুদ্ধ
রুদ্ধ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। হরের সুদারুণ শূলে অঙ্কক
বিনষ্ট হইল। কিন্তু হরের বরে অমর বলিয়া তাহার
প্রাণবিদ্যোগ হইল না; সে সেই শূলস্থ অবস্থায়

হরের স্ততি করিল। মহেশ্বর তুষ্ঠ হইয়া তাহাকে
আভূতপ্রলয় গণাধিপত্য প্রদান করিলেন। অন-
ন্তর কৃষ্ণ স্বরূপা উমা দেবীকে হরের করে অর্পণ
করিলেন। অন্ত যে সকল গৌরীকৃপিনী রমণী
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহার ভূতলে প্রেরিত হই-
লেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম করণ
করিয়া বলিয়া দিলেন,—ভুলোকে তোমরা পূজ্যা
হইবে। তিনি আরও বলিলেন,—ইহাদিগকে
যাহারা পূজা করিবে, তাহাদের দ্বারা শিবসৌমস্তি-
নীরই পূজা করা হইবে। যাহারা শিবকে পূজা
করিবে, তাহাদের হরিহরেরই অর্চনা করা হইবে।
অনন্তর সুরার্চিত হর উমা লইয়া বুধারোহণে
কৈলাসে গেলেন। হরিও রমার সহিত রমণ করিতে
লাগিলেন এবং অঙ্কক নিহত হওয়ায় দেবগণ
ইন্দ্রসমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-ঈশান-
প্রমুখ পুণ্যাত্মা মহাত্মাদিগের এই বিচিত্র চরিত্র
যাহারা শ্রবণ করে, তাহারা কলিকালে সমস্ত পাপ
হইতে মুক্ত হয়। এবং গণবৃন্দ বন্দিত হইয়া স্বর্গ-
ধামে গমন করে। এইরূপ কালে হর কৈলাস
পর্কতে অবস্থিত আছেন। বহু রাক্ষস, দানব ও
দৈত্য তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতেছে।
ইতি মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাসুর ভায়ক ব্রহ্মার নিকট
হইতে বর গ্রহণ করিল। লঙ্কবর ভায়ক সমস্ত

সসজ্জ তম্ । কার্তিকেষুমাপুৰাং ক্রদ্রবীৰ্য্যসমুদ্ভবম্ ।
 ১৭০ । দেবৈরিন্দ্ৰাদিভিঃ সৈমৈঃ সেনায্যাকোহভি-
 য়েচিতঃ । তেনাপি দৈবযোগেন তারকাখ্যো
 নিপাতিতঃ । ১৭১ । কৈলাসশিখরাসীনো দেব-
 দেবো জগদ্গুরুঃ । উময়া সহ সন্তুষ্টো নন্দি-
 ভদ্রাদিভির্ভূতঃ । ১৭২ । স্কন্দেন গজবক্রেন
 ধনাধ্যক্ষেণ সংযুতঃ । অথ হাসপরং দেবং শনৈঃ
 প্রোবাচ তং শিবা ॥ ১৭৩ ॥ কেন দেব প্রকারেণ
 তোষং যাস্ততি শঙ্কর । মর্ত্যানাং কেন দানেন
 তপসা নিয়মেন বা ॥ ১৭৪ ॥ কেন বা কৰ্ম্মণা দেব
 কেন যজ্ঞেণ বা পুনঃ । জ্ঞানেন কেন দেবেশ কেন
 ধূপেন তুষ্যসি ॥ ১৭৫ ॥ পুষ্পেণ কেন মে নাথ কেন
 পত্রেণ শঙ্কর । কয়া সন্তুষ্যতে স্তত্যা সাহসেন চ
 কেন বৈ ॥ ১৭৬ ॥ নৈবেদ্যেন চ কেন ঙ্গং কেন
 হোমেন তুষ্যসি । কেন কষ্টেন বা দেব কেনাঘোণ
 মম প্রভো ॥ ১৭৭ ॥ ষোড়শৈতে ময়া প্রশ্নাঃ পৃষ্টা
 মে নির্ণয়ং বদ ॥ ১৭৮ ॥ শঙ্কর উবাচ । সাধু পৃষ্টং
 ত্বয়া দেবি কথয়িষ্যে মম প্রিয়ম্ । শিবপূজাপ্রকারো-

জগৎ অধিকার করিল । সুরগণ সময়ে তাহার
 নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন । মহাদেব-
 নন্দন কার্তিকেয় ঐ অসুরকে সংহার করিবেন
 বলিয়া তাঁহাকে তখন উৎপাদন করা হইল ।
 ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই ক্রদ্রবীৰ্য্যসমুদ্ভূত উমাসুতকে
 সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত করিলেন । দৈবযোগে
 কার্তিকেয়ের হস্তে তারকাসুর নিপাতিত হইল ।
 অনন্তর একদা দেবদেব জগদ্গুরু উমার সহিত
 কৈলাসশিখরে সমাসীন ; নন্দী, ভৃঙ্গী, স্কন্দ,
 গজানন ও কুবের তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট ; দেব-
 দেবের মুখে হাস্যরেখা পরিস্ফুট ; এহেন কালে
 শিবা শনৈঃশনৈঃ শিব দেবকে বলিলেন—দেব ।
 শঙ্কর ! কিরূপে আপনি মর্ত্যলোকে তুষ্ট হইয়া
 থাকেন ? কিরূপ দান, তপস্যা, নিয়ম, কৰ্ম্ম, মন্ত্র,
 জ্ঞান, ধূপ, পুষ্প বা পত্র দ্বারা আপনার পরিতোষ
 হয় ? হে শঙ্কর ! কোন স্তবে স্তব কবিলে আপনি
 তুষ্ট হন ? কিরূপ সাহসে, কৌদৃশ্য নৈবেদ্যে
 কিরূপ হোমে, কৌদৃশ্য কৃচ্ছ্রে, এবং কিরূপ অর্ঘ্যে
 আপনার পরিতোষ হয় ? হে প্রভো ! এই
 ষোড়শ প্রশ্ন আমি করিলাম, আপনি নিশ্চিত উত্তর
 প্রদান করুন । শঙ্কর বলিলেন,—হে দেবি ! তুমি
 সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তোমাকে বলিতেছি ।
 গুরুবাক্যসারে শিবপূজা কর্তব্য । হে দেবি !

হয়ং কিম্বতে বচসা গুরোঃ ॥ ১৭৯ ॥ অভয়ং সৰ্ব-
 জন্তুনাং দানং দেবি মম প্রিয়ম্ । সত্যং তপঃ
 সমাখ্যাভং পরদারবিবৰ্জনম্ ॥ ১৮০ ॥ প্রিয়ো মে
 নিয়মো দেবি কৰ্ম্ম তল্লোকরত্নম্ । ময়োঃনমঃ
 শিবায়েতি মনোহয়মুররীকৃতঃ ॥ ১৮১ ॥ সৰ্ব্বপাপ-
 বিনাশুকো মম দেবি স বল্লভঃ । পাপত্যাগো
 ভবেৎ জ্ঞানং ধূপো মে গোষ্ঠগুলঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৮২ ॥
 ধতুরকশ্য পুষ্পং মে বিশ্বপত্রঃ মম প্রিয়ম্ ।
 স্ততিঃ শিবশিবায়েতি সাহসং রণকৰ্ম্মণ ॥ ১৮৩ ॥
 ন বিভেতি নরো যন্ত তস্যাগ্রে সন্তবাম্যহম্ ।
 হস্তকারো গবাং যন্ত নৈবেদ্যং মম বল্লভম্ ॥
 ১৮৪ ॥ পূর্ণাহত্যা পরা প্রীতির্জায়তে মম
 সুন্দরি । শুক্রাষা বল্লভং কষ্টং যতীনাঞ্চ তপস্বি-
 নাম্ ॥ ১৮৫ ॥ স্বর্ঘ্যোদয়ে মহাদেবি মধ্যাহ্নেহস্তমেনে
 তথা । অর্ঘ্যো যো দীযতে স্বর্ঘ্যে বল্লভোহসৌ মম
 প্রিয়ে ॥ ১৮৬ ॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভির্বা কিং
 যজ্ঞৈর্ভাববজ্জিতৈঃ । দয়া সত্যং স্তৃণাস্তেষং দম্ভ-
 পৈশুশ্রবজ্জিতম্ । ভক্ত্যা যদীয়তে স্তোকং দেবি
 তদ্বল্লভং মম ॥ ১৮৭ ॥ এবং যাবৎকথয়তি প্রশ্নান্
 স্বস্মান্ যথোদিতান্ । তাবদ্রক্ষাদিভির্দৈবৈর্বিষ্ণুস্তত্র
 যযৌ স্বয়ম্ ॥ ১৮৮ ॥ বিষ্ণুর্বাচ । নাহং পালয়িতুং

সৰ্ব জন্তুর অভয় দান, সত্য, তপ ও পরদার-
 বর্জন এ সকল আমার অত্যন্ত প্রিয় । আর লোক-
 রঞ্জন কৰ্ম্ম ও নিয়ম আমার অতিশয় প্রিয় জানিবে ।
 “ওঁ নমঃ শিবায়া” এই মন্ত্র আমার অল্পমোদিত ।
 ইহা সৰ্বপাপমোচন, এবং আমার প্রিয় । পাপ-
 কালন জ্ঞান ও ধূপ, গুগুণ্ডলু, ধতুরপুষ্প, বিশ্বপত্র
 শিব শিবায়ে বলিয়া স্ততি ও রণকৰ্ম্মে সাহস এ সকল
 আমার অতিশয় প্রিয় । যেনর নিভীক, তাহার
 অগ্রে আমি উপস্থিত থাকি । গোসহস্রিনী ভক্তি
 এবং নৈবেদ্য এ সকল আমার বল্লভ । পূর্ণাহ-
 তিতে আমার পরম প্রীতি হয় । যাত ও তপস্বি-
 গণের শুক্রাষা ও কষ্ট নিবারণ আমার অত্যন্ত
 প্রিয় । প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াং সময়ে যে স্বর্ঘ্যার্ঘ্য-
 দান, তাহাও আমার অতিশয় প্রিয় । হে দেবি !
 ভাববজ্জিত দান, তপ ও বহু যজ্ঞের প্রয়োজন
 কি ? দয়া, সত্য, স্তৃণা, অস্তেষ্য এবং দম্ভপৈশুশ্র-
 বজ্জিত স্বল্পমাত্র দানও আমার প্রিয় । ভগবান্
 দেবদেব যথোচিত প্রশ্ন সকল বলিতেছেন, এমন
 সময় স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ ঐ স্থানে
 উপস্থিত হইলেন । ১৪৯—১৮৮ । বিষ্ণু বলিলেন,—

শক্ৰঃ দদাসি বরান বহুনা । দৈত্যানাং দানবাদীনাং
রাক্ষসানাং মহেশ্বর ॥ ১৮৯ ॥ বিরক্তিং যান্তি পশ্চাত্তে
কষ্টং বধ্যা ভবন্তি মে । পত্রেণ পুষ্পমাত্রাণে ওঙ্কারেণ
শিবেন চ । মুক্তিং যান্তি নরো দেব ভবভক্তিঃ
করোতু বঃ ॥ ১৯০ ॥ ইন্দ্রাদিগোহপি যে দেবা
যজ্ঞেরাপ্যাস্থি তে । ন যজন্তি দ্বিজা যজ্ঞান
ভিক্ষাদানেন তুষ্যসি ॥ ১৯১ ॥ ক্রজ উবাচ ।
ইন্দ্রাদিভির্ন মে কার্য্যঃ ব্রহ্মা মে কিং করিস্যতি । যেন
কেন প্রকারেণ প্রজাঃ পাল্যস্বাধনা ॥ ১৯২ ॥
মদায়া প্রকৃতিস্বৈয়া তাং কথং ত্যক্তুংসহে ।
স্বয়াহং ব্রহ্মণা দেবৈর্ষরকর্ম্মণি যোজিতঃ ॥ ১৯৩ ॥
ইদানীমেব কিং নষ্টং মুক্তা দেবীঃ তবাগ্ৰতঃ
ভূত্বা মুর্ত্তিঃ পরিত্যজ্য একাকৌ বিচরাম্যহম্ ॥
১৯৪ ॥ ইতুক্ষাস শিবো দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
গতে ভস্মিন শিবো তত্র সংক্ষেভঃ স্তুমহান-
ভূং ॥ ১৯৫ ॥ উমা প্রোবাচ চেন্দ্রাদীন ব্রহ্মবিষ্ণু
গণাঃস্তথা । ইদানীং কিং ময়া কার্য্যং ভবন্তিঃ
শিববর্জিতৈঃ ॥ ১৯৬ ॥ অত্রান্তরে চ যে চাত্তে

দেবাস্তত্র সমাগতাঃ । ঋষয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ তথা
নারদপর্ষতো ॥ ১৯৭ ॥ গন্ধা সরস্বতী নদ্যো নাগা
যক্ষাঃ সমাগতাঃ । ব্রহ্মাদিভিঃ সমালোচ্য কথ-
... এবিস্যতি ॥ ১৯৮ ॥ বিষ্ণুর্বাচ । সঠৈব
গম্যতাং তত্র যত্র দেবো গতঃ শিবঃ । স্নান্নায়াসেন তে
যাস্ত নরাঃ স্বর্গং শিবায়া ॥ ১৯৯ ॥ সত্যলোকে নরা
যাস্ত দেবা যাস্ত ধরাতলম্ । রক্ষোদানবদৈত্যানাং
বরান যচ্ছতু শক্ৰঃ ॥ ২০০ ॥ তেথাঃ বাধা ময়া
কার্য্যা যে চ স্মার্কলোপকঃ । হৃষ্টে শিবো ময়া
কার্য্যা ব্যবস্থা স্বর্গগামিণাম্ ॥ ২০১ ॥ ত্রয়ীধর্ম্মং
পরিত্যজ্য যেহস্ত্যং ধর্ম্মমুপাসতে । তে নরা নরকং
যাস্ত যাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ২০২ ॥ যদাদৃশুঃ শিবো
জাতঃ প্রবিবেশ গিরৈর্ষনম্ । গিরীণাং মধ্যমাস্থায়
ত্যক্সা দিব্যো স বাসসী ॥ ২০৩ ॥ গজাজিনঃ
পরিত্যজ্য ত্যক্সা মুর্ত্তিঃ মহেশ্বরঃ । ভিত্তা ভূমিতলং
দেবঃ স্বাপুরুষো বভূব সঃ ॥ ২০৪ ॥ যস্মাৎ স্বয়ম্ভু-
র্ভবতি ভবস্তস্মাৎ স্বয়ং হরঃ । অত্রান্তরে সুরাঃ
সর্পে ন পশ্যন্তি মহেশ্বরম্ । জ্ঞানাতীতং কলাতীতং

হে দেব ! আমি পালন করিতে সক্ষম হইতেছি না ;
আপনি দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে বর প্রদান
করিতেছেন ; বরপ্রভাবে তাহারা বিরক্তি প্রাপ্ত
হইতেছে, পশ্চাৎ তাহাদিগকে বধ করিতে কষ্ট
পাইতে হইতেছে । কেহ বা একটীমাত্র পত্র বা
পুষ্পমাত্র প্রদান করিয়া, কেহ বা একবারমাত্র
ওঙ্কার কিম্বা শিবনাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তিলাভ
করিতেছে । একপ সুবিধা থাকিতে ভবভক্তি
করিলে কে ? ইন্দ্রাদি দেবতাগণই যজ্ঞদ্বারা
যাজন করিতেছেন ; কিন্তু দ্বিজগণ তাহা করিতে-
ছেন না । কারণ, আপনি ভিক্ষাদানমাত্রই
ভুঁষ্ট হন । ক্রজ বলিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণে
আমার প্রয়োজন কি ? ব্রহ্মাই বা আমার
কি করিবেন ? যে কোন প্রকারে তুমি অধুনা
প্রজা পালন কর । আমার স্বভাবটী হইল একরূপ
তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? তুমি ব্রহ্মা ও
দেবগণকর্তৃক আমি বর দেওয়ার কার্য্যে যোজিত
হইয়াছি । এখন আমার কি ক্ষতি হইয়াছে ?
আমি তোমারই অগ্রে দেবীকে—আমার মুর্ত্তিকে
পরিত্যাগ করিয়া একাকৌ বিচরণ করিব । শিব-
দেব এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ।
তিনি চলিয়া গেলে একটা মহাসংক্ষেভ উপস্থিত
হইল । উমা,—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে

কহিলেন,—আমি শিব ব্যতীত তোমাদিগের দ্বারা
অধুনা কি করিব ? অত্রান্তরে অস্ত্রান্ত দেবগণ,
ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, নারদ ও পর্ষত ঋষি, গন্ধা ও সর-
স্বতী নদী, এবং নাগগণ ও যক্ষগণ সমাগত হই-
লেন । তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ পরামর্শ করিতে
লাগিলেন,—একপে কিরূপে কার্য্যসাধন হইবে ?
তন্মধ্যে বিষ্ণু বলিলেন,—যথায় শিবদেব গিয়াছেন,
সেইখানেই সকলে গমন কর । নরগণ স্নান্নায়া-
সেই শিবায়া স্বর্গগমন করুক । নরগণ সত্য-
লোকে যাক ; দেবগণ ধরাতলে যাউন । শক্ৰ—
রাক্ষস, দানব ও দৈত্যাদিগকে বর দান করুন ।
যাহারা ধর্ম্মলোপী হইবে, তাহাদিগকে আমিই বাধা
প্রদান করিব । শিব হৃষ্ট রহিলে স্বর্গগামীদিগের
ব্যস্থা আমিই করিব । ত্রয়ীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া
যাহারা ধর্ম্মান্তরের উপাসনা করে, আশ্রয় সেই
সকল লোকের নরকবাস হউক । এদিকে শিব যখন
অদৃশ্য হইয়া গিয়িবনে প্রবেশ, গিরিমধ্য আশ্রয়-
পুঙ্খক দিয়া বসনযুগল পরিত্যাগ, গজাজিন উন্মো-
চন, এমন কি স্বীয় মুর্ত্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করি-
লেন, তখন তিনি ভূমিতল ভেদ করিয়া স্বাপুরুষে
অবস্থান করিতে লাগিলেন । স্বয়ম্ভু যাহা হইতে
উৎপন্ন, ভবদেব হরণও তাহা হইতেই স্বয়ং সৃজিত
হইলেন । ইত্যবকাশে সুরগণ যখন জ্ঞানাতীত

দিব্যধ্যানবহিঃ স্থিতম্ ॥ ২০৫ ॥ যদা দেবা ব্যাকুলাঃ
সম্প্রতি ব্রবিব্যুন্নয়নঃ ভোগমুকৌ । নিজে স্থানে
বর্তমানা উমায়াঃ শশংসুর্কৈ দেবদেবং সুরাগাম্ ॥
২০৬ ॥ স্বর্গে ধরিত্র্যাঃ চরিতং তলেষু দেবেষু
মর্ত্যেষু সরীসৃপেষু । স্থলেষু স্তম্বেষু যথা তথৈব
সত্যং হি বাচ্যং পদমশ্রদীযম্ ॥ ২০৭ ॥ ততো
দেবাঃ প্রচলিতাঃ কৃশা গৌরীঃ পুরঃসরম্ । নন্দি-
ভদ্রাদয়ঃ সর্কৈ দেবা ইন্দ্রাদয়স্তথা ॥ ২০৮ ॥ স্বন্দেন
সহিতা দেবী সিংহারুতা যযৌ স্বয়ম্ । অধিকৃষ্ণ
গরুড়স্তঃ যযৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ২০৯ ॥ হংসাধি-
ক্লতো ভগবান্ ব্রহ্মা যাতি স পৃষ্ঠতঃ । ঐরাবতঃ
সমাকৃষ্ণ দেবরাজোহগমৎ স্বয়ম্ ॥ ২১০ ॥ গঙ্গা
সরস্বতী দেবী যমুনা চ মহানদী । দেবতাশ্চ গতাঃ
সর্কৈ নাগা যক্ষাঃ সন্ধিরসরাঃ ॥ ২১১ ॥ গতাঃ সংক্ষে-
পতঃ সর্কৈ যত্র দেবো মহেশ্বরঃ । অধিকৃষ্ণ গিরেঃ
শৃঙ্গমদ্বা দেবী ব্যবস্থিতা ॥ ২১২ ॥ বিষ্ণুর্গৃক্ণ গরু-
ড়স্তঃ স্থিতো রৈবতকে গিরৌ । স্ততিঞ্চক্রে তদা
দেবী জগদীত্যং সুরসংযতাঃ ॥ ২১৩ ॥ ঐরাবতপদ-
ক্রান্তো চচাল স পর্কতঃ । ভিষ্ম ভূমিতলং তত্র
নাগরাজঃ সমাগতঃ ॥ ২১৪ ॥ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ

দিব্য-ধ্যানবহির্ভূত কলাভীত মহেশ্বরের অদর্শনে
ব্যাকুলভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন,
তখন রবি, বায়ু, অশ্বর, জল ও পৃথ্বী স্বয়ং স্থানে
ধাকিয়া উমাদেবীকে ও দেবদেবগণকে দেবদেবের
সংবাদ প্রদান করিল; বলিল,—তিনি স্বর্গে, ভূতলে,
পাতালে, সুর নর ও সরীসৃপে, স্থল স্তম্ভে সদি
পদার্থেই বিরাজমান; আমাদের এই বাক্য
যথার্থ। তখন গৌরীকে অগ্রাবর্তিনী করিয়া দেবগণ
নন্দী ভদ্র প্রভৃতি প্রমথগণ ও ইন্দ্রাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ
প্রস্থান করিলেন। দেবী উমা স্বন্দের সহিত
সিংহারোহণে চলিলেন। তৎপশ্চাৎ গরুড়ারোহণে
বিষ্ণু, হংসারোহণে ভগবান্ ব্রহ্মা, ঐরাবতারোহণে
দেবরাজ, এবং গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, সমস্ত দেব,
সমস্ত নাগ, সমস্ত যক্ষ ও সমস্ত কিন্নর, এক কথায়
বলিতে কি সকলেই মহেশ্বরাদিষ্ঠিত স্থানে প্রয়াণ
করিলেন। অদ্বা দেবী গিরিশঙ্ক্রে আরোহণপূর্বক
অবস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণু গরুড় পরিহারপূর্বক
রৈবতকাচলে অবস্থান করিলেন। তখন দেবী
শিবের স্তব করিতে লাগিলেন; সুরসংযত দেব-
গন্ধর্বগণ গান করিতে লাগিলেন; ঐরাবতের
পদাক্রমণে পর্কত কিছু মাত্র বিচলিত হইল না,

সর্কাস্তেন রজ্জ্বেণ চাগতাঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দেবাঃ
স্ততিঃ চক্ৰুঃ সমস্ততঃ ॥ ২১৫ ॥ দদর্শ রূপং ভগবান্
ভবো দেবস্তদা হরঃ ॥ ২১৬ ॥ ততো হৃষ্টাঃ সুরাঃ
সর্কৈ অদ্বা হৃষ্টা গণাশ্চ তে । গম্যতাং দেব
কৈলাসং দেব্যোতি সম্প্রমোদিতঃ ॥ ২১৭ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । যদি হৃষ্টাঃ সুরাঃ সর্কৈ গঙ্গাদ্যাঃ সরিত-
স্তথা । গিরৌ রৈবতকে বিষ্ণুর্দ্বা চাত্রেব তিষ্ঠতু ॥
২১৮ ॥ সরস্বতী চ যমুনা রেবা চান্মিন্ ব্যবস্থিতাঃ ।
স্বর্ণরূপং জলং যস্মাৎ স্বর্ণরেখতি সানদী ॥ ২১৯ ॥
বস্ত্রাপথমিদং ক্ষেত্রং ভবো দেবোহত্র তিষ্ঠতু ॥
তীর্থমেতন্ময়া প্রোক্তং ভুক্তিমুক্তিপ্ৰদায়কম্ । অত্র
স্নাতো নরো নারী যুগ্মতঃ সর্কপাতকৈঃ ॥ ২০ ॥
ইতি প্রোচ্য শিবো দেবঃ কলাং স্তম্ভ ভবে গদা ।
পশুতাং সর্কদেবানাং যত্র কৈলাসপর্কতম্ ॥ ২১ ॥
অদ্বৈতি স্বন্দবদনাৎ কলাং স্তম্ভ গিরৌ তদা ।
দেবেন সাহিত্য দেবী বৃষাকৃতা যযৌ স্বয়ম্ ॥ ২২২ ॥
নারায়ণো রৈবতকে গিরৌ রম্যো স্থিতঃ স্বয়ম্ ।
কল্পাদৌ চ যুগাদৌ চ স্থিতো বিষ্ণুঃ সদা গিরৌ ॥

ভূতল ভেদ করিয়া নাগরাজ আসিয়া উপস্থিত হই-
লেন। গঙ্গাদি সরিৎ সকল সেই রজ্জপথে আগ-
মন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ
চারিদিক্ হইতে ভবদেবের স্তব করিতে লাগি-
লেন ॥ ২১০—২১৫ ॥ তখন ভগবান্ ভবদেব নিজ রূপ
প্রদর্শন করাইলেন। অনন্তর সুরগণ, অদ্বাদেবী,
ও প্রমথবৃন্দ সকলেই হৃষ্ট হইয়া কহিলেন—দেব!
আপনি কৈলাসে গমন করুন। ঈশ্বর কহিলেন,
—যদি সুরগণ ও গঙ্গাদি সরিৎ সকল হৃষ্ট হইয়া
থাকেন, তবে তাঁহারা এবং স্বয়ং বিষ্ণু ও অদ্বাদেবী
এই রৈবতকাচলে অবস্থান করুন। সরস্বতী,
যমুনা ও রেবা এই নদীত্রয় এখানে প্রবাহিত
হউক। উহাদের জল স্বর্ণরূপ হওয়ায় উহারা
একমাত্র স্বর্ণরেখা নদীরূপেই প্রবাহিত হইতে
থাকুক। এই ক্ষেত্র বস্ত্রাপথ; এখানে ভবদেব
বিরাজ করুন, এই মহত্ব তীর্থ ভুক্তিমুক্তিদায়ক
হইল। এই তীর্থে স্নান করিয়া নরনারী নিখিল
পাতক হইতে মুক্ত হইবে। এই কথা কহিয়া শিব
ভবদেবে স্বীয় কলা বিস্তাসপূর্বক দেবগণের
সমক্ষেই কৈলাস শৈলে গমন করিলেন। উমা
দেবীও স্বন্দবদন হইতে বিনির্গত ‘অদ্বা’ এই
নামাঙ্কক কলা সেই শৈলে বিস্তাস করিয়া দেবদেব
সমুদ্বারোহণে গমন করিলেন। স্বয়ং নারায়ণ

২২৩ । হিরাণ্যস্থিতো দেবঃ কৃশা দৈত্যনিবহনম্ ।
 রেমে রৈবতকে দেবো যাবদাভূতসমগ্রবম্ ॥ ২২৪ ॥
 নারসিংহেন রূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ । হস্তা তদা
 গতস্তত্র নারসিংহঃ মুমোচ হ ॥ ২২৫ ॥ মহাবরাহ-
 রূপেণ হিরণ্যাক্ষে নিপাতিতঃ । তদেব মুক্তা
 দেবেশঃ স্থিতো রৈবতকে গিরৌ ॥ ২২৬ ॥ স পৃথুঃ
 পার্শ্বিং কৃশা দেবকার্ষ্যেণ বৈ নৃপ । গিরৌ রৈবতকে
 দেব উবাস সুরপুজিতঃ ॥ ২২৭ ॥ অত্রাগত্য পৃথুঃ
 পূর্বং চক্রে দেবপ্রপূজনম্ । জপমালা তদা কণ্ঠে
 পৃথুনা সন্নিবেশিতা দামোদরেতি দেবেশনাম
 চক্রে পৃথুঃ স্বয়ম্ ॥ ২২৮ ॥ বস্ত্রাপথে দেববরো ভবঃ
 স্থিতো দামোদরো রৈবতকে ব্যবস্থিতঃ । অশ্বতি
 দেবী গিরিমুর্দ্ধি সংস্থিতা দেবাশ্চ সর্বৈ পরিভঃ
 প্রলিষ্ঠিতাঃ ॥ ২২৯ ॥ ক্ষেত্রাধিপাস্তীর্থবরস্ত বক্ষক!
 দেবেন মুক্তা ভবসন্নিধানতুঃ । পশুস্তি যে দেববরঃ
 ভবাভিধং মুচ্যস্তি তে যান্তি দিবং নরা ভুবঃ ॥ ২৩০ ॥
 বস্ত্রাপথস্ত ক্ষেত্রস্ত ভবস্ত চ ময়া তব । উৎপত্তিঃ
 কথিতা রাজন্ কিমন্তুচ্ছোতুমিচ্ছাসি ॥ ২৩১ ॥ শৃণোতি

পঠতে যশ্চ কথাং চেগাঃ সমস্ততঃ । সর্বপাপবিনি-
 মূক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৩২ ॥ ব্রহ্মরশ্চ
 সুরাপশ্চ ক্রগহা শুকতল্লগঃ । স্বর্ণরেখাজলে স্নাতো
 মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ২৩৩ ॥ যে চ কৌটপভদ্রাদ্যাঃ
 স্বর্ণরেখাজলে মৃত্যুঃ । সর্বপাতকনির্মুক্তান্তে প্রযান্তি
 সুরালয়ম্ ॥ ২৩৪ ॥ স্বর্ণরেখাজলে স্নাত্বা সন্ধ্যাং
 শ্রাদ্ধং করোতি যঃ । বস্ত্রাপথে তবং পূজ্য ব্রহ্ম-
 লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩৫ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে ভবোৎপত্তিকৃতাস্তবর্ণনং নাম
 নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

পার্কত্যাচ । অহো তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং গিরে
 রৈবতকস্ত চ । ভবস্ত দেবদেবস্ত তথা বস্ত্রাপথস্ত
 চ ॥ ১ ॥ গঙ্গা সরস্বতী চৈব গোমতী নর্মদা
 নদী । স্বর্ণরেখাজলে সর্ভাস্তথা ব্রহ্মা সবাসবঃ ।
 ২ ॥ ব্রহ্মেন্দ্র-বিষ্ণুযথানাং দেবানাং শঙ্করস্ত চ ।
 বাসো বিরচিত-স্তত্র যাবদব্রহ্মদিনং ভবেৎ ॥ ৩

ক্ষেত্র, ও ভবদেবের উৎপত্তিবাক্তা কহিলাম, এক্ষণে
 অস্ত্র আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? যে নর
 ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া
 স্বর্গলোকে বিহার করিয়া থাকে । ব্রহ্মর, সুরাপ,
 ক্রগহা বা শুকতল্লগ ব্যক্তি স্বর্ণরেখাজলে স্নান
 করিলে সর্ব পাপ হইতেই মুক্ত হয় । কৌট পত-
 দ্রাদি যে কোন প্রাণীই স্বর্ণরেখাজলে প্রাণ পরি-
 ত্যাগ করিয়া, নিম্পাপ দেহে স্বর্গগমন করে । স্বর্ণ-
 রেখায় জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও শ্রাদ্ধাহুতান
 করিলে এবং বস্ত্রাপথে ভবদেবের পূজা করিলে নর
 ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১৬—২৩৫ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

পার্কতী কহিলেন,—অহো! তীর্থভূত রৈবত-
 কাচলের, ভবদেবের, তথা বস্ত্রাপথক্ষেত্রের কি
 অপূর্ব মাহাত্ম্য! গঙ্গা, সরস্বতী, গোমতী ও নর্মদা
 সকলেই স্বর্ণরেখাজলে বিরাজমানা । ব্রহ্মা, ইন্দ্র,
 বিষ্ণু ও শঙ্করপ্রমুখ দেবগণ সকলেই তথায় ব্রহ্ম-
 দিন পর্য্যন্ত স্ব স্ব বাস বিরচন করিয়াছেন । হে

রম্য রৈবতকাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
 কি কল্পাদি, কি যুগাদি, সর্গদাই বিষ্ণু ঐ অচলে
 অবস্থিত । দেব বিষ্ণু দৈত্যসংহার করিয়া বহু
 রাত্রি ঐ অচলে অবস্থানপূর্বক আশ্রয় বিহার
 করিয়াছিলেন । হারি নরসিংহরূপে দৈত্য হিরণ্য-
 কশিপুকে নিহত করিয়া রৈবতকে আগমনপূর্বক
 নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করেন । দেবেশ বিষ্ণু
 মহাবরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে নিহত করিয়া বৈরতকে
 আসিয়া সেই রূপ পরিত্যাগপূর্বক অবস্থিত হইয়া-
 ছিলেন । তিনি দেবকার্ষ্য পৃথুকে রাজা করিয়া
 রৈবতকে বাস করেন ; সুরগণ সেইখানে তাঁহার
 পূজা করিয়াছিলেন । পৃথু রাজ এই রৈবতকে
 আসিয়া পূর্বের বিষ্ণুর পূজা করেন এবং কণ্ঠে
 জপমালা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন । বিষ্ণুর
 দামোদর নাম পৃথু হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল ।
 বস্ত্রাপথে ভবদেব এবং রৈবতকে দামোদর
 অবস্থিত হন । অহা দেবী গিরিশিখরে বাস
 করেন । সমস্ত দেব তাঁহার চতুর্দিকে অবস্থিত
 হন । দেবদেব নিজের নিকট হইতে বহু
 ক্ষেত্রাধিপকে এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের বক্ষকরূপে নিযুক্ত
 করেন । যাহারা ভবাভিধেয় ঈশ্বরকে দর্শন
 করে, তাহার পাশমুক্ত হইয়া স্বর্গধামে গমন
 করিয়া থাকে । হে রাজন্! এই আমি বস্ত্রাপথ-

ক্ষেত্রতীর্থপ্রভাবঞ্চ প্রসাদান্তব শঙ্কর। ক্ষতং
সবিস্তরং সৰ্বমিদং অদ্ভুতং ময়া। ৪। মহেশ্বর
প্রভো কহি কিং চকার জনেশ্বরঃ। ভোজরাজো
মুগীং প্রাপ্য ন চ সারস্বতো মুনিঃ। ৫। ঈশ্বর উবাচ।
তান্ন সন্ধ্যা নারীষু রূপোদার্যগুণাধিকা। নিত্যং
প্রমুদিতা শাস্তা নিত্যং মঙ্গলকারিকা। ৬। মাতা
স্বসা সখী পুত্রী স্ত্রীষু সস্বজ্বলিনী। পিতা ভ্রাতা
গুরুঃ পুত্রঃ পুরুষেষু তথা কৃতঃ। ৭। এবং গুণবতীঃ
ভার্যাঃ প্রাপ্য হৃষ্টো জনেশ্বরঃ। সারস্বতঃ মুনিঃ
স্বত্বা রাজা বচনমব্রবীৎ। ৮। রাজোবাচ। ব্রহ্মা
বিষ্ণুহরঃ সূর্য্য ইন্দ্রোহর্গির্যকৃতাং গণঃ। ব্রহ্মচর্য্যেণ
তপসা অগ্নি সন্তোষিতাঃ প্রভো। ৯। দৈবতং পরমং
মে ত্বং পিতা মাতা গুরুঃ প্রভুঃ। যেন জন্মা-
ন্তরং সৰ্বং প্রত্যক্ষং কথিতং মম। ১০। সুরাষ্ট্র-
দেশো বিখ্যাতো গিরী রৈবতকো মহান। ভবঃ
স্বয়ম্ভূতগবান্ ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে ক্ষতঃ। ১১। উজ্জয়ন্ত-
গিরের্মুর্দ্ধি গৌরীস্কন্দগণেশ্বরঃ। ভাবয়ন্তো ভবঃ

শঙ্কর! ভবংপ্রসাদে আমি ক্ষেত্রতীর্থ প্রভাব
সকলই শুনিলাম, আপনিও বিস্ময়রূপে সমস্ত
কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। এক্ষণে হে
প্রভো! হে মহেশ্বর! সেই জনাধিপ ভোজরাজ
মুগীকে প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন এবং সেই
সারস্বত মুনিই বা কি বলিয়াছিলেন? তাহা আমার
নিকট বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজের
অন্তঃপুরে তাঁহার যত পত্নী ছিলেন, সেই মুগী নারী
তাহাদের সৰ্ব্বাপেক্ষা রূপে ওদার্য্য গুণাধিকা হই-
লেন। তিনি নিত্য হৃষ্ট, নিত্য শাস্ত এবং
নিত্যই মঙ্গলকারিণী। মাতা স্বসা সখী, পুত্রী
প্রভৃতি নারীজনে তিনি সদা সস্বজ্বলিনী; পিতা,
ভ্রাতা, গুরু ও পুত্রজনেও তাঁহার সেইরূপ ব্যবহার।
এ হেন গুণবতী ভার্যা প্রাপ্ত হইয়া জনাধিপ
হৃষ্ট হইলেন এবং সারস্বত মুনিকে স্তব করিয়া
কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র,
অগ্নি ও মরুদগণকে আপনি ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্তাবলে
পরিতুষ্ট করিয়াছেন। আপনি সমস্ত জন্মান্তর-
বিবরণ আমার নিকট প্রত্যক্ষত পরিবাক্ত করিয়া-
ছেন। আপনিই পিতা, মাতা, গুরু প্রভৃ পরম দেব।
বিখ্যাত সুরাষ্ট্রদেশ, মহাগিরি রৈবতক ও বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রস্থিত ভগবান্ স্বয়ম্ভু ভবদেব, সকলের কথাই
আপনার মুখে শুনিলাম, উজ্জয়ন্ত গিরির শিখরে
গৌরী, স্কন্দ ও গণেশ্বরগণ দেবদেবকে ধ্যান করিতে

সময়ে সংস্থিত। ব্রহ্মবাসরম্। ১২। বামনো নগরঃ
স্থাপ্য শিবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ প্রতি। জিহ্বা দৈত্যঃ বলিঃ
বন্ধা স্বয়ং রৈবতকে স্থিতঃ। ১৩। ইত্যোতৎ সৰ্ব-
মাশ্রয়ঃ জীবন্তি যদি দৃশ্যতে। তীর্থযাত্রাবিধানেন
ভবো বস্ত্রাপথে হরিঃ। ১৪। ত্যক্তা রাজ্যং প্রিয়ান্
পুত্রান্ পস্তাশ্বরথকুঞ্জরান্। পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য
গন্তব্যং নিশ্চিতং ময়া। ১৫। ত্বংপ্রসাদাক্তঃ সৰ্বং
গম্যতে যদি দৃশ্যতে। তীর্থযাত্রাবিধানেন ভবো
বস্ত্রাপথে হরিঃ। ১৬। সূর্য্যালোকং সৌমলোক-
মিন্দ্রলোকং হরেঃ পুরম্। ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য
যাস্তেহং শিবমন্দিরম্। ১৭। অহা হি বাক্যং
বিবদ্যং নরেন্দ্রাং প্রহৃষ্টরোমা স মুনিরুভব।
জিজ্ঞাসমানোহি নৃপশ্চ সৰ্বং নিবারয়ামাস মুনি-
রেন্দ্রম্। ১৭। সারস্বত উবাচ। গৃহেহপি দেবা
হরবিষ্ণুমুখ্যা জ্ঞানি দত্তা নৃপতে তিলাশ্চ। অনেক-
দে শাস্ত্রদর্শনাথঃ মনোনিবার্য্যঃ নৃপতে ত্রয়েতি। ১৮।
ইতি ত্রীক্ষান্দে সারস্বতমুনিকৃতোপদেশবর্ণনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ। ১০।

করিতে ব্রহ্মদিনাবধি বিরাজমান। বামন-দেব সিদ্ধে-
শ্বর শিবের উদ্দেশে নগর স্থাপন করিয়া বলিকে
জয় ও বন্ধন পুষ্টক স্বয়ং রৈবতকাচলে অবস্থিত।
এই সমস্তই আশ্চর্য্য। যদি জীবন সময়ে তীর্থযাত্রা
নিমিত্তকমে বস্ত্রাপথাস্থিত ভব ও হরীচন্দ্র দর্শন
করা যায়, তবেই জীবনের সাফল্য। আমি নিশ্চয়
করিয়াছি, প্রিয় পুত্র, রাজা, পদাতি অথ, ব্রথ,
কুঞ্জর সকলই পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের উপর
রাজ্য ভার অর্পণপুষ্টক তীর্থযাত্রা করিবে।
ভবংপ্রসাদে সমস্তই শুনিয়াছি; এক্ষণে সেই
সকল স্থানে গমন করিবে। যদি তীর্থযাত্রাবিধি-
ক্রমে বস্ত্রাপথাস্থিত ভব ও হরিকে দর্শন করিতে
পারি, তবে সূর্য্যালোক সৌমলোক ইন্দ্রলোক এমন
কি ব্রহ্ম ও বিষ্ণুলোকও অতিক্রম করিয়া শিব-
মন্দিরে প্রয়াণ করিব। সারস্বত মুনি নরেন্দ্রের
মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হই-
লেন। পরন্তু রাজাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উক্ত
কার্য্যে নিষেধ কারলেন। সারস্বত কহিলেন,—
নরপতে? আপনার গৃহেই তো হরিহরপ্রমুখ
দেবগণ রহিয়াছেন এবং জল, দর্ভ, তিল, এ সকলও
রহিয়াছে। অতএব অনেক দেশদর্শনোৎসুক মনকে
আপনি নিবারণিত করুন। ১—১৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । সারস্বতস্ত বিপ্রস্ত ঋষা ভোজ-
নুপো বচঃ । বিবর্ণবদনো ভূষা প্রগৃহ্যজিহ্বা বগো-
হব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মূনে নৈবং ত্বয়া বাচ্যঃ গন্তব্যঃ
নিশ্চিতঃ ময়া । নরাণাং পুণ্যদা যাত্রা কথয়ন্ত কথং
ভবেৎ ॥ ২ ॥ কিং গ্রাহং কিঞ্চ মোক্তব্যং কিং
দেয়ং কিং ন দীয়তে । তীর্থোপবাসঃ স্নানঞ্চ সঙ্ক্যা-
স্নানবিধিক্রমঃ । পূজা নিদ্রা জপো রাত্রৌ সর্বং
সংক্ষেপতো বদ ॥ ৩ ॥ সারস্বত উবাচ । সুরাষ্ট্র-
দেশে গন্তব্যং গিরৌ রৈবতকে যদি । নৃপ যাত্রা-
বিধিং বক্ষ্যে স্মেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতি-
বলং গৃহ স্বর্ধ্যং সন্তর্প্য চোত্তমম্ । বামতঃ পৃষ্ঠতঃ
সর্বং কৃহ্য সংশোধ্য বাসরম্ ॥ ৫ ॥ চল্ললয়ং
গ্রহাজ্জাহ্নবা বলিষ্ঠাজ্জন্মরাশিতঃ । শকুনঞ্চ শুভং লক্ষ্য
প্রস্থাতব্যং নৃপৈনৃপ ॥ ৬ ॥ তীর্থে সदैব গন্তব্যং
সর্বৈ মাসাশ্চ শোভনাঃ । তিথয়শ্চোত্তমাঃ সর্বাঃ
স্নানদানার্চনাাদিষু ॥ ৭ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং
মাসান্তে পূর্ণিমাদিনে । নংক্রান্তৌ গ্রহণে কালো

একাদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—ভোজরাজ সারস্বত মুনির
বাক্য শুনিয়া বিবর্ণাদন হইলেন এবং তাঁহার
অজিহ্বা যুগল গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মূনে । আপনি
একুশ কথা কহিবেন না । আমি তীর্থযাত্রায় কৃত-
নিশ্চয় হইয়াছি । অতএব নরগণের যাত্রা
কিরূপে শুভকরী হয়, তাহাই আপন বলুন ।
তীর্থে কি গ্রাহ, কি ত্যাজ্য, কি দেয়, কি অদেয়,
কিরূপ উপবাস, স্নান ও সঙ্ক্যা, স্নানবিধিক্রম এবং
রাত্রিকালেই বা কি প্রকার পূজা, নিদ্রা বা জপ
কর্তব্য, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন । সারস্বত
কহিলেন,—নৃপ ! আপনি যদি সুরাষ্ট্র দেশস্থ
রৈবতকাচলে গমন স্থির করিয়া থাকেন, তবে
আমি যাত্রাবিধি বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ
করুন । নৃপগণ এ বিষয়ে বৃহস্পতি গ্রহের বল
গ্রহণ, স্বর্ধ্যসন্তর্পণ, বাম ও পৃষ্ঠগত শুভাশুভ বিচার,
বাসরশুদ্ধি, জন্মরাশিস্থ বলিষ্ঠ গ্রহ হইতে চল্ললয়
জ্ঞান এবং শুভ শকুন লাভপূর্বক প্রস্থান করি-
বেন । তীর্থে সর্বদাই গমন করা যায়, তীর্থগমনে
সমস্ত মাসই প্রশস্ত । স্নান দান ও অর্চনাদি-
ব্যাপারে সমস্ত তিথিই উত্তম । অষ্টমী, চতুর্দশী,

এতে প্রোক্তা ভবার্চনে ॥ ৮ ॥ কৈলাসং পর্বতঃ
ত্যাগ্য দেবীং দেবাংশ্চ সঙ্গতান্ । বৈশাখে পঞ্চ-
দশ্যাং তু ভূমিং তিষ্ঠা ভবোহভবৎ ॥ ৯ ॥ তন্নি-
শ্বেব দিনে দেবী স্বর্গরেখা নদী তলাৎ । পহ্লানং
বাসুকিং প্রাপ্য সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১০ ॥ ঐরাবত-
পদাক্রান্ত উজ্জয়ন্তো মহাগিরিঃ । সুরাব তোয়ং
বহুধা গজপাদোদ্ভবঃ শুচি ॥ ১১ ॥ দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ
সর্বৈ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা । বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে
ভবভাবেন সঙ্গতাঃ ॥ ১২ ॥ বস্ত্রাপথস্ত ক্ষেত্রস্ত
প্রমাণং শৃণু ভূপতে । হরস্ত ত্যজতো ভূমৌ পতিতঃ
বস্তুভূষণম্ ॥ ১৩ ॥ তাবম্যাত্র স্মৃতং ক্ষেত্রং দেবৈ-
র্বস্ত্রাপথং কৃতম্ । উত্তরেণ নদী ভদ্রা পূর্বস্থাং
যোজনদ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥ দক্ষিণেন বলেঃ স্থানমুজ্জয়ন্তো
নদীমবু । অপস্রস্তাঃ পরং নদ্যোঃ সঙ্গমং বামনাৎ
পুরাৎ ॥ ১৫ ॥ এতদ্বস্ত্রাপথং ক্ষেত্রং ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়কম্ । ক্ষেত্রস্ত বিস্তারো জ্ঞেয়ো যোজনানাং
চতুষ্টিয়ম্ ॥ ১৬ ॥ বৈশাখপঞ্চদশ্যাং তু ভবো ভাবেন
ভূপতে । পূজ্যতে শিবলোকে তু স্বীয়তে ব্রহ্ম-
বাসরম্ ॥ ১৭ ॥ অতো বসন্তে সম্প্রাপ্তে প্রমাণং

মাসান্ত, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং গ্রহণ এই সকল
কাল ভবার্চনে প্রশস্ত । ভবদেব বৈশাখের পঞ্চ-
দশী তিথিতে কৈলাসশৈল, সমস্ত দেব ও দেবীকে
পরিত্যাগপূর্বক ভূতল ভেদ করিয়া প্রাহুর্ভূত
হইয়াছিলেন, ঐ দিনেই নিখিলপাপনাশিনী স্বর্গ-
রেখা নদী ভূতল হইতে বাসুকির পথানুসরণ-
পূর্বক উত্থিত হয় । মহাগিরি উজ্জয়ন্ত ঐরাবত-
পদে সখাক্রান্ত হইয়া গজপাদোদ্ভব পবিত্র জল
বহুধা ক্ষরণ করিয়াছিল । ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
গঙ্গাদি সরিৎসকল মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে ভবভাবে
সঙ্গত হইয়াছেন । হে ভূপতে ! এক্ষণে বস্ত্রাপথ-
ক্ষেত্রের প্রমাণ শ্রবণ করুন ; হর স্বীয় বস্তু
ভূষণ পরিত্যাগ করিলে তাহা যেখানে পতিত
হইয়াছিল, তাবৎপরিমিত ক্ষেত্রই দেবগণ-কৃত
বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র । উত্তরে ভদ্রা নদী ; পূর্বে
যোজনদ্বয় ; দক্ষিণে বলিষ্ঠান উজ্জয়ন্ত, পশ্চিমে
বামনপুর হইতে উভয় নদীর সঙ্গম স্থান, এই
চতুঃসীমামধ্যবর্তী ক্ষেত্রই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ বস্ত্রাপথ
ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্রের বিস্তার সমষ্টিতে যোজন-
চতুষ্টিয় । হে ভূপতে ! বৈশাখ মাসের পঞ্চদশী
তিথিতে ভক্তিপূর্বক ভবদেবের পূজা করিলে
ব্রহ্মদীনাবিধি শিবলোকে বাস হয় । অতএব হে

কুরু ভূপতে । নিগৃহ নিয়মান্ ভূহা শুচিঃ শ্রাতো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ গজবাজিরথাঃ স্ত্যাক্তা পদাভ্যাঃ
যাতি যো নরঃ । পুষ্পকেন বিমানেন স যাতি শিব-
মন্দিরম্ ॥ ১৯ ॥ একতন্ত্রেন নন্তেন তথৈবাযা-
চিতেন চ । ভিক্ষাহারেণ ভোয়েন কলাহারেণ বা
যদি ॥ ২০ ॥ উপবাসেন কচ্ছের শাকাহারেণ যাতি
যঃ । স যাতি সুন্দরীবৃন্দৈর্বীজ্যমানো গণৈর্দ্বিবি ॥
২১ ॥ মলম্নানং বিনা মার্গে পাদাভ্যঙ্গবিবর্জিতঃ ।
মলধারী কৌণতমূর্ধষ্টিহস্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥
নীতাতপজনক্লিষ্টঃ শিবস্মরণতৎপরঃ । যদি যাতি
নরো যাতি স ভিষ্মা সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ২৩ ॥ নরক-
স্থানপি পিতৃমাতৃতঃ পিতৃতো নৃপ । অক্ষয়ং সপ্ত
সপ্তৈব নয়দেবং শিবালয়ে ॥ ২৪ ॥ লুণ্ঠন ভূমৌ
যদা যাতি যুগচর্য্যাবশুষ্ঠিতঃ । দণ্ডপ্রমাণভূমেক্ষা
সম্মাণং কুর্কন্নরো যদি ॥ ২৫ ॥ অরণ্যে নির্জলে
স্থানে জলান্তঃপরিপীড়িতঃ । শরণ্যঃ শকরং কৃৎস্না
মনো নিশ্চলমান্বনঃ ॥ ২৬ ॥ সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং সমুদ্র-
বসনাং নৃপ । স লক্সা বহুভির্ধৈর্জৈর্ধজে দদ্যা চ

মেদিনীম্ ॥ ২৭ ॥ সপ্তভৌমবিমানেষু দিব্যদেহে
হরাকৃতিঃ । নিরীক্ষ্য মেদিনোং মন্দং কৃতমঙ্গল-
মণ্ডনম্ ॥ ২৮ ॥ যুগেনেত্ৰাভুতস্পর্শলগ্নপীনপয়োধরঃ ।
গীতবাদ্যবিনোদেন সত্যলোকং ব্রজেররঃ ॥ ২৯ ॥
বিধায় ভুজবেগং বা পাদৌ বদ্ধা শনৈঃ পনৈঃ ।
মৌনেন মাহুবো মায়াঃ ত্যক্তা যাতি শিবালয়ে ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মসৌ বা সুরাপো বা স্তেয়ী বা গুরুতল্লগঃ ।
কৃতয়ো মুচ্যতে পাটৈর্মৃতো মুক্তিমবাগ্নুযাৎ
॥ ৩১ ॥ মাতরং পিতরং দেশং ভ্রাতরং
স্বজনবান্ধবান্ । গ্রামং ভূমিং গৃহং ত্যাগ্য কৃৎস্না
গেন্দ্রিয়সংযমঃ ॥ ৩২ ॥ গৃহীত্বা শিবসংস্কারং
নরো ভ্রাম্যতি ভূতলে । দ্রষ্টুং তীর্থান্তনেকানি
পুণ্যাস্থায়তনানি চ ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণিস্তার্থে শুভে
স্থানে ছিষ্টা সংসারবন্ধনম্ । অভয়াং দক্ষিণাং
দদ্যা শিবশিবৈতিভাষকঃ ॥ ৩৪ ॥ একান্তে নিঃশ্বাসে
স্থানে শিবস্মরণতৎপরঃ । যদি তিষ্ঠতি তং যাস্তি
নমস্কর্তুং নরাধিপ ॥ ৩৫ ॥ আয়াস্তি দেবতাঃ সর্কে
চিহ্নং তত্ত্ব নিরীক্ষিতুম্ । বিমানবৃন্দৈর্নেতব্যঃ
কদাসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৬ ॥ যদা তু পঞ্চতমুপৈতি

নৃপ ! বসন্তকাল উপস্থিত হইলে আপনি নিয়ম-
নিষ্ঠ, শুচি, শ্রাত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তীর্থযাত্রা
করিবেন । যে নর গজ-বাজিরথ পরিত্যাগ করিয়া
পাদচাপে তীর্থযাত্রা করে, সে পুষ্পক বিমানে
আরোহণপূর্ব্বক শিবমন্দিরে প্রয়াণ করিয়া থাকে ।
একতন্ত্র, নক্সাহার, অঘাচিন্তাহার, ভিক্ষাহার,
জল বা কলমাত্রাহার, অথবা উপবাস কচ্ছ
বা মাত্র শাকাহার করিয়া যে নর তীর্থযাত্রা
করে, সুন্দরীবৃন্দ ও প্রমথগণ কর্তৃক বীজ্যমান
হইয়া সে নর স্বর্গে গিয়া থাকে । দেহের মল
প্রক্ষালন করে নাই, পাদধাবন করে নাই, এ
হেন হীনাঙ্গ ষষ্টিহস্ত জিতেন্দ্রিয় মলাচিত নীতাতপ-
জনক্লিষ্ট জন যদি শিবস্মরণ করিতে করিতে
গমন করে, তবে তাহার নরকস্থ পিতৃপিতা-
মহাদি সপ্ত ও মাতৃমাতামহাদি সপ্ত পুরুষকে সে
শিবালয়ে উপনীত করে এবং স্বয়ং সূর্য্যমণ্ডল ভেদ
করিয়া স্বর্গে গিয়া থাকে । যে জন অনন্তমনে
একমাত্র শকরকে শরণ্য করিয়া অরণ্য, নির্জন বা
জলান্তরে পৌড়িত হইতে হইতে, যুগচর্য্যাবশুষ্ঠনে
লুণ্ঠিতে লুণ্ঠিতে, উক্ত তীর্থে গমন করে, সে
সপ্তদ্বীপবতী সমুদ্রবসনা মেদিনী লাভ করিয়া
বহু যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক তাহা দান করিয়া থাকে

এবং পশ্চাৎ সে হরাকৃতি কৃতমঙ্গলমণ্ডন দিব্য
দেহ লাভ করিয়া সপ্ততল বিমানে আরোহণ
করত পৃথিবী দেখিতে দেখিতে মুহুমন্দ গমনে
সত্য লোকে গমন করে । এই সময় রথে যুগেনেত্ৰা-
দিগের ভুজস্পর্শ হওয়ায় তাঁহাদের পীন পয়োধর
সকল তাহার গাত্রে লগ্ন হয় এবং গীতবাদ্যের
বিনোদও এই সময় হইয়া থাকে । ১—২৯ । অথবা
মানবমায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদদ্বয় শুদ্ধ করত কেবল
ভুজবেগ দ্বারাই মোনাবলম্বনে শিবালয়ে গমন
করে । এই তীর্থপ্রভাবে ব্রহ্মস্ব, সুরাপায়ী,
স্তেয়ী, গুরুতল্লগ ও কৃতদ্বগণ পাপমুক্ত হইয়া
মুক্তি লাভ করে । মাতা, পিতা, দেশ, ভ্রাতা,
স্বজন, বন্ধু, গ্রাম, ভূমি, গৃহ, ত্যাগ করিয়া
ইন্দ্রিয়সংযম করত শিবসংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক নর
ভূতলে বহু তীর্থায়তন দর্শনমানসে ভ্রমণ
করিয়া থাকে । হেনরাধিপ ! এরূপ নর সংসার-
বন্ধন ছিন্ন করিয়া অভয় দক্ষিণা প্রদান করত
কোন নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক ‘শিব শিব’
বলিতেছে, তাহা দর্শন বিশেষতঃ তাহার চিহ্ন
নিরীক্ষণ ও তাহাকে নমস্কার করিবার জন্ত
দেবগণ আগমন করিয়া থাকেন । তাঁহারা তাবেন,
—এরূপ পুরুষসত্তমকে কবে আশ্রয় বিমনাক্ত

কালে কলেবরং স্বকৃৎ নরৈশ্চ । নিরীক্ষ্যমাণঃ
সুসুন্দরীতিঃ স নীয়মানো মদবিহ্বলাতিঃ ॥ ৩৭ ॥
সুরেন্দ্রসুৰ্য্যাগ্নিধনেশকর্দৈঃ সম্পূজ্যমানঃ শিবরূপ-
ধারী । সুরাদিলোকান্ প্রবিষ্য বেগাচ্ছিবালয়ে
তিষ্ঠতি রুদ্রভক্তঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বস্ত্রাপথযাত্রাবিধানবর্ণনং

নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ঐকাদশোহধ্যায়ঃ ।

সারস্বত উবাচ । গন্ধোদকং মধুস্বতে কুঙ্কমা-
ঙ্কচন্দনম্ । গুগ্গুলং বিশ্বপত্রাণি বকপুষ্পং চ যৌ
বহেৎ ॥ ১ ॥ পদচাবী শুচিতম্ভারং স্বস্ত্রে নিধায়
চ । তীর্থে স্নাত্বা শিবং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং শঙ্করং
প্রিয়ম্ ॥ ২ ॥ দৃষ্ট্বা নিবেদ্যে দ্ব্যস্ত স মুক্তঃ সর্ব-
বন্ধনৈঃ । স নরো গণভ্যং যতি যাবদাভূতসংপ্র-
বম্ ॥ ৩ ॥ কলত্রমিত্রপুত্রৈর্বা ভ্রাতৃভিঃ স্বজনৈর্নরৈঃ ।
সহিতো বা নরৈর্যাতি তীর্থে দেবং বিচিন্ত্য চ ॥ ৪ ॥
দেবমূর্তিঃ শুভাং কৃৎবা রথস্থং সুপ্রতিষ্ঠিতাম্ । চন্দনা-

ও নরস্বকাসীন করিয়া লইয়া যাইব ?—যখন তাঁহার
কালে কলেবর পরিত্যাগ করিবেন, তখন লইয়া
যাইব । অস্ত্রে ঐরূপ শিবরূপধারী শিবভক্তগণ
সুরেন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ধনেশ, ও রুদ্র, কর্তৃক পূজ্য-
মান হইতে হইতে মদবিহ্বল সুসুন্দরীগণ কর্তৃক
নিরীক্ষ্যমাণ হইয়া বেগে সুরলোক অতিক্রম করত
শিবলোকে নীত হয় । ৩০—৩৮ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—স্বস্ত্রে ভার লইয়া যে পুত-
গাত্র ব্যক্তি গন্ধোদক, মধু, স্বত, কুঙ্কম, অঙ্কু,
চন্দন, গুগ্গুল, বিশ্বপত্র ও বকপুষ্প বহন করে ;
এবং তীর্থস্নান করিয়া পদব্রজে গিয়া শিব, বিষ্ণু,
ও ব্রহ্মাকে দর্শনপূর্ব্বক ঐ সকল বস্তু নিবেদন করে,
তাহার সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয় । সে গণস্ব প্রাপ্ত
হইয়া আগ্রলয় বাস করে । যে ব্যক্তি দেবস্মরণ
করিয়া কলত্র, মিত্র, পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণের
সহিত তীর্থযাত্রা করে, তাহারও পূর্ব্ববৎ গণস্ব-
প্রাপ্তি হয় । যে নর বধোপরি চন্দনাঙ্কু-কুঙ্কমচর্চিত

ঙ্করকপূরৈরর্চিতাঃ কুঙ্কমেন চ ॥ ৫ ॥ পূজয়ন
বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপাদিকৈর্নৃপ । সীতনৃত্যৈঃ
সবাদিত্রৈহীশ্চলাষ্টমরনেকধা ॥ ৬ ॥ ধরিত্রীং কাকনং
গাশ্চ জলাশ্রবসনানি চ । তুণেচ্ছনে প্রিয়াং বাণীং
যচ্ছন যতি নরো যদি ॥ ৭ ॥ দেবাজ্ঞানাকরণগ্রাহ-
গৃহীতো নন্দনং বনম্ । প্রাপ্য ভুঞ্জেক্ত শুভান
ভোগান্ যাবদাচলভারকম্ ॥ ৮ ॥ তীর্থে সঞ্চরিতঃ
পুরুষো যোগৈঃ প্রাণান্ বিমুক্তি । অদৃষ্টা দৈবভঃ
তীর্থে দৃষ্টতীর্থকলং লভেৎ ॥ ৯ ॥ সংসারদোষান-
বিবিধান বিচিন্ত্য স্ত্রীপুত্রমিত্রেষপি বন্ধযুক্তঃ । বিজ্ঞায়
বন্ধং পুরুষং প্রধানৈঃ স সর্বতীর্থানি করোতি দেহম্ ॥
১০ ॥ আজন্মজন্মান্তরসঞ্চিতানি দন্ধা স পাপানি
নরো নরেন্দ্র । তেজোময়ঃ সর্বগতঃ পুরাণঃ
ভবোদ্ভবঃ পশুতি মুচ্যতে সঃ ॥ ১১ ॥ তীর্থে বিপ্র-
বচো গ্রাহং স্নাত্বা সঙ্ঘ্যার্কনাদিকম্ । দর্ভাস্তিলা
হবিষ্যন্নং প্রযোগাঃ শ্রদ্ধয়া কৃত্যঃ ॥ ১২ ॥ অগস্ত্যঃ
ভৃঙ্গরাজঞ্চ পুষ্পং শতদলং শুভম্ । কর্পূরাঙ্কু-
ক্রীখণ্ডং কুঙ্কমং তুলসীদলম্ ॥ ১৩ ॥ বিশ্বপ্রমাণ-

শুভ বিবিধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদান-
পূর্ব্বক নৃত্য, গীত, বাদিত্র, ও বহুবিধ হস্ত-লাস্ত সহ-
কারে তাঁহার পূজা করে, এবং ভূমি, কাকন, গো,
জল, অন্ন, বসন, তুণ, ইচ্ছন, ও প্রিয়বাণী প্রদান
করে, সে দেবাজ্ঞানাগণের করণত হইয়া নন্দনবনে
যায় এবং সেখানে আচলভারক শুভভোগ
সকল উপভোগ করিতে থাকে । তীর্থযাত্রা করিয়া
যে নর দেবদর্শন হইবার পূর্বেই যোগাক্রান্ত হইয়া
প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার তীর্থদর্শনজন্ত ফলই
হইয়া থাকে । পুরুষ সংসারের অশেষ দোষ
আলোচনাপূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্র-মিত্রবর্গরূপ বন্ধন হইতে
মুক্ত হইয়া আপনাকে বন্ধজ্ঞানে প্রধান
প্রধান ব্যক্তির সহিত সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া
থাকে । ঈদৃশ নর আজন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত নিখিল
পাপ দন্ধ করিয়া তেজোময় সর্বগত ভবোচ্ছেদ্য
পুরাণপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করে । এই
সাক্ষাৎকারেই তাহার সংসারমুক্তি ঘটে । তীর্থে
বিপ্রবাক্যই গ্রাহ্য ; তথায় স্নানান্তে সঙ্ঘ্যার্কনাদি
করিতে হয় । শ্রদ্ধাসহকারে দর্ভ ও তিল, দ্বারা
তীর্থকৃত্য নির্বাহান্তে হবিষ্যন্নে জীবন ধারণ করিতে
হয় ১—১২ অগস্ত্য, ভৃঙ্গরাজ, ও শতদলপুষ্প এবং
কর্পূর, অঙ্কু, ক্রীখণ্ড, কুঙ্কম, ও তুলসীদল তীর্থ-

পিণ্ডেযু দীপোদ্যোতিতভূমিষু । তাশুলফল-
নৈবেদ্যাং তিলদর্ভোদকেন চ ॥ ১৪ ॥ তীর্থে
সকল্লিঙ্গং মর্ত্যোত্তমদনন্তঃ প্রজায়তে । অয়নে বিবুবে
চৈব সংক্রান্তো গ্রহণেযু চ ॥ ১৫ ॥ মাসান্তেহপর-
পক্ষে তু ক্ষয়াহে পিতৃমাতৃকে । গজচ্ছায়াং ত্রয়োদশ্যাং
ত্রয়ো প্রাপ্তৌ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৬ ॥ গৃহে শ্রাদ্ধং
প্রকুব্বাত পিতৃগাম্যপুত্রয়ে । গৃহাচ্ছতভুগং নদ্যাং
যা নদী যাতি সাগরম্ ॥ ১৭ ॥ প্রভাসে পুষ্করে
রাজন গজায়াং পিণ্ডতারকে । প্রয়াগে নৃপ গোমত্যাং
ভবদামোদরাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥ নর্ম্মদাদিষু তীর্থেষু
কুর্ধ্যাং শ্রাদ্ধং নরো যদি সর্গপাপবিনর্ম্মকঃ
পিতরৌ যান্তি সঙ্গতিম্ ॥ ১৯ ॥ সন্তানমুত্তমং
লঙ্কা ভুলা ভোগানভুতমান । দিব্যাং বিমানমাক্রু-
প্রাপ্তে যাতি সুরালয়ম্ ॥ ২০ ॥ জাতকর্মাদিযজ্ঞেযু
বিবাহে যজ্ঞকর্মাণি । দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রারম্ভে বুদ্ধিশ্রাদ্ধং
প্রকল্পয়েৎ ॥ ২১ ॥ তুপাশ্চি দেবতাঃ সর্গাস্তৃ-
পাশ্চি পিতরৌ নৃণাম্ । বুদ্ধিশ্রাদ্ধকৃতো গেহে

জায়তে সর্গমঙ্গলম্ ॥ ২২ ॥ কামঃ ক্রোধঃ
লোভঃ মোহো মদ্যাদিদম্ ॥ মায়া
মাৎসর্য্যপৈশুন্মবিবেকো বিচারণা ॥ ২৩ ॥ অন্ধ-
কারো যদৃচ্ছা চ চাপল্যং লৌল্যতা নৃপ । অত্যায়া-
সোহপানায়াসঃ প্রমাদো দ্রোহসাহসম্ ॥ ২৪ ॥ আলস্যং
দীর্ঘমুত্রং পরদারোপসেবনম্ । অল্লাহারো নিরা-
হারঃ শোকশোধ্যাং নৃপোত্তম ॥ ২৫ ॥ এতান্দোষান
গৃহে নিত্যং বর্জয়ন যদি বর্ত্ততে । স নরো মণ্ডনং
ভূমের্দেশস্ত নগরস্ত চ ॥ ২৬ ॥ শ্রীমান বিদ্বান
কুলীনোহসৌ স এব পুরুষোত্তমঃ । সর্গতীর্থাভিষে-
কশ্চ নিত্যং তস্ত প্রজায়তে ॥ ২৭ ॥ তদা তীর্থকলং
সম্যাক্ত্যক্তদোষস্ত জায়তে । যানং সঙ্ঘাত্য জপে হোমঃ
পিতৃদেবযিতর্পণম্ । শ্রাদ্ধং দেবস্ত পূজা চ ত্যক্ত-
দোষস্ত জায়তে ॥ ২৮ ॥ প্রয়াগে বা কুরুক্ষেত্রে । সর-
স্বত্যাং চ সাগরে । গয়াং বা কদ্রুপদে নরনারায়ণা-
শ্রমে ॥ ২৯ ॥ প্রভাসে পুষ্করে কৃষ্ণে গোমত্যাং
পিণ্ডতারকে । বস্ত্রাপথে গিরৌ পুণ্ডো তথা দামোদরে
নৃপ ॥ ৩০ ॥ ভীমেশ্বরে নর্ম্মদায়াং স্বান্দে রামেশ্বরা-
দিষু । উজ্জয়িন্ত্যাং মহাকালে বারাগস্ত্যাং চ ভূর্ভুবঃ ॥
৩১ ॥ কালিন্দ্যাং মথুরায়াং চ স্কন্দযাতি নরো যদি ।

ক্ষেত্রে প্রদোজনীয় । তীর্থে গিয়া যাহার পিণ্ডদান
করিতে হইবে, সেই স্থান দীপ দ্বারা প্রদ্যোতি-
করিয়া পরে বিষ্ণুপ্রমাণ পিণ্ড তথায় অর্পণ করিবে ।
তাশুল, ফল, নৈবেদ্য, তিল ও দর্ভোদক তীর্থ
ক্ষেত্রে সকলপুত্রক প্রদেয় । মানবেরা এইরূপ
তীর্থসেবায় অনন্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দ্বিত্তো-
ত্তম অয়নে, বিবুবে, সংক্রান্তিদিনে, গ্রহণ
উপলক্ষে, মাসান্তে, অপর পক্ষে, পিতৃমাতার
মৃত্যুহে, কুঞ্জরচ্ছায়ায়, ত্রয়োদশীতে কিম্বা শ্রাদ্ধযোগ্য
ত্রয়োপ্রাপ্তিদিনে পিতৃগণের স্বর্গযুক্তির নিমিত্ত
স্বর্গহে শ্রাদ্ধ করিবেন । সাগরগামিনী নদীতে
শ্রাদ্ধ করিলে গৃহ হইতে ত্রুণ ফল হয় । হে
রাজন! মানব যদি প্রভাসে, পুষ্করে, গজাতীরে,
পিণ্ডতারকে, প্রয়াগে, গোমতীতীরে, ভব ও দামো-
দরের অগ্রে, কিম্বা নর্ম্মদাদি তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তবে
তাহার সর্গপাপ হইতে নিষ্কৃতি হয় এবং তাহার
পিতৃগণ সঙ্গতি লাভ করেন । এইরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তা
উত্তম সন্তান লাভ করিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ
উপভোগ করিয়া অস্ত্রে দিব্য বিমানারোহণে স্বর্গে
গমন করে । জাতকর্মাদিতে, যজ্ঞকর্মে, বিবাহে
ও দেবপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য । এই
রূপ শ্রাদ্ধে দেবগণ ও পিতৃগণ, পরিতুষ্ট হইয়া

থাকেন । বুদ্ধিশ্রাদ্ধকর্ত্তার গৃহে নিখিল মঙ্গলাগম
হয় । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্য, মদাদি,
মায়া, মাৎসর্য্য, পৈশুন্ম, আবিবেক, বিচারণা,
অহঙ্কার, যদৃচ্ছা চাপল্য, লৌল্যতা, অত্যায়াস,
অনায়াস, প্রমাদ, দ্রোহ, সাহস, আলস্য,
দীর্ঘমুত্রতা, পরদারোপসেবা, অল্লাহার, নিরাহার,
শোক ও শোধ্যা, এই সকল দোষ বর্জন
করিয়া নর যদি গৃহাশ্রয়ে অবস্থান করে, তবে
নগরের, দেশের, এমন কি নিখিল পৃথিবীরই
সে ভূষণস্বরূপ হইয়া থাকে । সে বর শ্রীমান,
বিদ্বান, কুলীন ও পুরুষোত্তম হয় । নিত্য তাহার
সর্গতীর্থাভিষেক হইয়া থাকে । তথাবিধ ত্যক্ত
দোষ ব্যক্তিরই সম্যক তীর্থকল লাভ হয় । মান,
সঙ্ঘাত্য, জপ, হোম, পিতৃদেব-স্বর্গ-তর্পণ, শ্রাদ্ধ,
এবং দেবপূজা তাহার সম্যক্ অনুরূপ হইয়া
থাকে । নর যদি প্রয়াগে, কুরুক্ষেত্রে, সর-
স্বতীতে, সাগরে, গয়ায়, কদ্রুপদে, নরনারায়ণাশ্রমে
প্রভাসে, পুষ্করে, কৃষ্ণপদে, গোমতীতে, পুণ্য-
তারকে, পুণ্যগিরিষু বস্ত্রাপথে, দামোদরে, ভীমে-
শ্বরে, নর্ম্মদায়, স্কন্দতীর্থে, রামেশ্বরাদিতীর্থে,
উজ্জয়িনীতে, মহাকালপ্রান্তে, বারাগসীতে, যমুনা

সদোসো মূর্তিতে দোষৈরঙ্গহত্যাচিত্তিঃ কৃতিঃ ॥ ৩২ ॥
 অপি কীটঃ পতঙ্গো বা পক্ষী বা শূকরোহপি বা ।
 খরোহুঁকুংরা বাজ্রমৃগসিংহসরীসৃপাঃ ॥ ৩৩ ॥ জ্ঞান-
 তোহজ্ঞানতো রাজ্ঞঃস্তেবু স্থানেবু তে মৃত্যুতঃ । সর্কে
 তে পুণ্যকৰ্ম্মাণঃ স্বৰ্গং ভুক্তা শূখং বহু ॥ ৩৪ ॥ চতু-
 র্ধর্মেষু সর্কে ৎ জায়ন্তে কৰ্ম্মবন্ধনাং । কৰ্ম্মবন্ধং
 বিহায়াশু মুক্তিং যান্তি নরাঃ পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ মোদন্তে
 তীর্থমরণাং স্বৰ্গভোগাবসানতঃ । সম্প্রাপ্য ভারতে
 খণ্ডে কৰ্ম্মভূমিং মহোদয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ অনেকাশ্চর্য্য-
 সংযুক্তং বহুপৰীতমণ্ডিতম্ । গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ
 সর্কাঃ সমুদ্রৈঃ সহ সঙ্গতঃ ॥ ৩৭ ॥ পদেপদে বিধা-
 নানি সন্তি তীর্থাত্নৈকশঃ । যেষাং স্মরণ-
 মাত্রেণ সৰ্পপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ পাতাল-
 মার্গা বহবঃ স্বৰ্গমার্গশ্চ দৃশ্যতে । গগনে
 দৃশ্যতে স্বৰ্ঘ্যো হৃদয়ে দৃশ্যতে হরঃ ॥ ৩৯ ॥ ধ্যানেন
 জ্ঞানযোগেন তপসা বচসা শূরোঃ । সত্যেন
 সাহসেনৈব দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥ বেদস্মৃতি
 পুরাণৈশ্চ যে ন পশ্যন্তি ভূতলম্ । পাতালং
 স্বৰ্গলোকং চ বাকিতান্তে নরা ইহ ॥ ৪১ ॥ যে
 বিরজ্যন্তি ন স্ত্রীষু কামাসক্তা বিচেতসঃ । দেহোহন্তথা

বা মথুরায় একবার মাত্র ও যায় তবে সে ব্রহ্মহত্যা
 দোষদৃষ্ট হইলেও মুক্ত হইয়া থাকে । কীট, পতঙ্গ,
 পক্ষী বা শূকর, কিম্বা খর উহুঁ, কুঙ্কর, অশ্ব, মৃগ
 ও সরীসৃপগণও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পূর্বোন্নিখিত
 তীর্থস্থানসমূহে মৃত হইলে সকলেই পুণ্যাত্মা হইয়া
 বহু স্বৰ্গশুখ ভোগ করে । তাহারা কৰ্ম্মবন্ধনক্রমে
 সকলেই চতুর্ধর্ম্মমধ্যে জন্ম লয় এবং পরে কৰ্ম্ম
 বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।
 তীর্থমরণের ফলে নরগণ স্বৰ্গভোগের পর এই
 অনেক আশ্চর্য্যময় বহু শৈল-সম্মণ্ডিত মহাসমুদ্র-
 শালী ভারত-খণ্ডে প্রাক্তর্ভূত হইয়া পরমানন্দে অব-
 স্থান করে । ভারতের গঙ্গাদি সরিৎ সকল
 সমুদ্র সহ সম্মিলিত হইয়াছে । এখানে পদে পদে
 প্রভূত তীর্থ ও নিধান সকল বিদ্যমান । ঐ সমু-
 দয়ের স্মরণমাত্রেই সর্ক পাপক্ষয় হয় । এখানে
 বহু পাতালমার্গ ও বহু স্বৰ্গমার্গ লক্ষিত হইয়া থাকে ।
 গগনে স্বৰ্ঘ্য, এবং হৃদয়ে হর, ধ্যান, জ্ঞানযোগ,
 তপশ্চা, ও গুরুবাক্যে পরিদৃশ্যমান হন । সত্য, এবং
 সাহস দ্বারাই ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে । যে সকল
 নর বেদ, স্মৃতি, পুরাণবাক্যের উপদেশ পাইয়াও
 ভূতল, পাতাল ও স্বৰ্গলোক দর্শন করে না, তাহারা

বরঙ্গীণামন্তথা তৈশ্চ চিন্তিতম্ ॥ ৪১ ॥ জন্মভূমিষু
 তে রক্তা জন্তন্তে জন্তবঃ পুনঃ । মুক্তিমাগাং
 পুনত্রষ্টী জায়ন্তে পশুযোনিষু ॥ ৪৩ ॥ ধনানি
 সম্প্রাপ্য বরাটিকাং যে বিজাতিমুখ্যায় বিধায়
 পূজাম্ । যচ্ছন্তি নো নিশ্চলচেতনা যে নরাধমা
 দৈবহতা মৃতান্তে ॥ ৪৪ ॥ দেহং সুপুষ্টং বিজরং
 চ যৌবনং লব্ধা ন গঙ্গাদিষু যান্তি যে নরাঃ ।
 মাতা পিতা নো ন সূতো ন বান্ধবো ভাৰ্য্যাশ্চ নো
 হৃহিতা ন বিদ্যাতে ॥ ৪৫ ॥ একস্ত যো যতি কথং
 ন ক্রিণ্ততে মূর্খো ন জানাতি ভবং মহেশ্বরম্ ।
 স্নাত্বা ন পশ্যন্তি হরং মহেশ্বরং দৈবেন তে বৈ মুষিতা
 নরাধমাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীক্ষান্দে বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যো যাত্রাবিধি-
 বর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সারস্বত উবাচ । ছিদ্ৰা শুভাশুভং কৰ্ম্ম
 মুক্তিমিচ্ছেচ্ছিবাং ততঃ । ইদং ন শক্যতে

একান্তই বঞ্চিত । যে সকল কামাসক্ত অজিতেন্দ্রিয়
 লোক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, এবং স্ত্রীগণের
 একরূপ দেহের অন্তথা চিন্তা করে সেই অনুরক্ত
 নরগণ স্ব স্ব জন্মভূমিতে জন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ।
 তাহাদিগকে মুক্তিমার্গ হইতে পতিত হইতে হয় ।
 তাহারা পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে । যাহারা
 ধন ও বরাটিকা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চলচিত্তে বিজগ্রেষ্ঠ-
 দিগের অর্চনা করিয়া তাহা দান না করে, সেই
 সকল দৈবহত নরাধমেরা মৃত বলিয়াই অবধারিত ।
 সুপুষ্ট জরাবর্জিত দেহ এবং যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া
 যে সকল নর গঙ্গাদি-তীর্থে গমন করে না, তাহা-
 রাও দৈবহত মৃত বলিয়াই নিশ্চিত । যাহার সঙ্গ
 মাতা, পিতা, সূত, বন্ধু, ভাৰ্য্যা, ভগ্নী ও হৃহিতা
 নাই, যে একাকী তীর্থ গমন করে, সে কেননা ক্লে-
 শভাগী হইবে ? বস্ত্রতঃ মূর্খজন মহেশ্বর ভবদেবকে
 জানে না । যাহারা স্নানান্তে হর মহেশ্বরকে দর্শন
 করে না, তাহারা নিশ্চিতই দৈবহত নরাধম । ১৩-৪৬।
 দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—নর শুভাশুভ কৰ্ম্ম ছেদন
 করিয়া মঙ্গলকরী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে । এই-

১। শুভং কার্যং তদা নরৈঃ ॥ ১ ॥ উখায়োখায়
স্নাতব্যং পুজ্যো হরিহরো যযম্ । সত্যং বাচ্যং
হিতং কার্যং দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ ॥ ২ ॥ পরাপ-
বাদভীরুত্বং পরদারান্ বিবর্জয়েৎ । সুবর্ণভূমি-
হরণব্রহ্মদেবস্ববর্জনম্ ॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মণস্ত্রীনরেন্দ্রাণাং
বালবৃদ্ধতপস্বিনাম্ । পিতৃমাতৃগুরুণাঞ্চ নাপ্রিয়ং মনসা
বদেৎ ॥ ৪ ॥ দেশকালপরিজ্ঞানং পাত্ৰাপাত্রবিবে-
চনম্ । ছায়া নৃণাং ন বক্তব্যং তক্রাগ্নৌদ্ধনকাঙ্ক্ষি-
কম্ ॥ ৫ ॥ ঔষধং শাকমর্ষিভ্যো দাতব্যং গৃহ-
মেধিভিঃ । একাদশীপঞ্চদশীচতুর্দশীষ্টমীষু চ ॥ ৬ ॥
অমাবস্ত্যাবাতীপাতসংক্রান্তিগ্রহণেযু চ বৈধৃতে পিতৃ-
মাত্রোশ্চ কন্যাহদিবসেযু চ ॥ ৭ ॥ যুগাদিম্বাদিদিনে
গৃহে কার্যো মহোৎসবঃ । তীর্থে বা গমনং কার্যং
গৃহাচ্ছতগুণং যতঃ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং জয়ঃ কার্যো
মদ্যং দ্যুতং বিবর্জয়েৎ । বিবাদং গমনং যুদ্ধং
গৃহী যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৯ ॥ স্নানং দানং জপো
হোমো দেবপূজা দ্বিজার্চনম্ । অক্ষয়ং জায়তে
সর্বং বিধিবচ্ছতবেৎ কৃতম্ ॥ ১০ ॥ একাপি গোঃ
প্রদাতব্যো বস্ত্রালঙ্কারভূষণা । দোগ্ধ্রী সবৎসা

তরুণী বিজমুখ্যায় কল্পিতা ॥ ১১ ॥ সস্ত্রাপ্য ভারতং
খণ্ডং মানুসং জন্ম চোত্তমম্ । ধন্তো দদাতি যো
ধেহুং স নরঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ । তিস্রা য়াতি বিমানেন
গম্যামানো গবাদিভিঃ ॥ ১২ ॥ সপ্ত জন্মানি পাপানি
কুহা পাপীহ চাধমঃ । একো দদাতি যো ধেহুং
মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১৩ ॥ যদা স নীয়তে
বন্ধো যমমার্গেণ কিকটৈঃ । তদা নন্দা সমাগত্য
স্বং পুত্রমিব পশ্নতি ॥ ১৪ ॥ বিজিতা তরুভেনৈব
তান দূতান দূরতঃ স্থিতান । গোপ্রদং তং সমা-
দায় প্রয়াতি শিবমন্দিরম্ ॥ ১৫ ॥ বুধো ধর্ম্ম ইতি
প্রোক্তো যেন মুক্তঃ স মুচ্যতে । গোষু মধ্যে
পিতৃন সন্ধান হরমুদ্ভিষ্ট বা হরিম্ ॥ ১৬ ॥ সূর্য্য-
ব্রহ্মপুরে বাসো জায়তে ব্রহ্মবাসরে । দৃঢ়ং ককু-
দ্দিনং সন্তং সুবানং ভারসাধনম্ ॥ ১৭ ॥ হলক্ষমং
বলৌবদ্ধং দহা বিপ্রায় পশ্নতু । তমাক্রম্য নরো
য়াতি গোলোকং শিবসন্নিধৌ ॥ ১৮ ॥ অশ্বং সান্ত-
রণং দহা খলীনেন চ সংযুতম্ । অশ্বরাজবলাৎ
স্বর্গে মোদতে ব্রাহ্মবাসরম্ ॥ ১৯ ॥ গজদানাদাজ্জ-
শ্রেণ নীয়তে নন্দনং বনম্ । পৃথিব্যাং সাগরাস্তায়া-

রূপ শুভকার্য যদি করিতে না পারে, তবে প্রতি-
দিন শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া স্নান করিবে;
হরিহরের পূজা করিবে; সত্য বলিবে; হিত
করিবে; স্বশক্তি অনুসারে দান করিবে; পরাপ-
বাদভীরু হইবে; পরদার বর্জন করিবে; সুবর্ণ
হরণ, ভূমি হরণ, ব্রহ্ম হরণ, ও দেবস্ব হরণ বর্জন
করিবে; ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, নরেন্দ্র, বালক, বৃদ্ধ, তপস্বী,
পিতা, মাতা, ও গুরু, মনে মনেও ইহাদিগকে
অপ্রিয় বলিবে না; দেশকালজ্ঞ হইবে; পাত্ৰাপাত্র
বিবেচনা করিবে; মানবের ছায়া বলিবে না; গৃহ
মেধী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিকে তক্র, অগ্নি, ইন্ধন,
কাঙ্ক্ষক, ঔষধ, ও শাক দান করিবে; একাদশী
পঞ্চদশী, চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, ব্যাতীপাত,
সংক্রান্তি, গ্রহণ, বৈধৃতি, পিতৃ-মাতৃ-শিখি, অক্ষয়া,
যুগাদি ৫ ম্বাদি দিনে গৃহে মহোৎসব করিবে;
অথবা তীর্থে গমন করিবে; ইহাতে গৃহমহোৎসবের
শতগুণ ফল হইবে; ইন্দ্রিয় জয় করিবে; মদ্য ও
দ্যুত বর্জন করিবে; এবং গৃহী বিবাদ ও যুদ্ধযাত্রা
যত্নে বর্জন করিবে। যে নর স্নান, দান, জপ,
হোম, দেবপূজা, ও দ্বিজার্চনা করে, যদি বিধিবৎ
করা হয়, তবে তাহার এ সকল অক্ষয় হইয়া
থাকে। বস্ত্রালঙ্কারভূষণা দোগ্ধ্রী, সবৎসা, তরুণী

একটি মাত্র গাভীও দ্বিজমুখ্যকে দান করা
উচিত। ভারতখণ্ডে যে মানুস জন্ম লাভ করিয়া
ধেহু দান করে, সেই একমাত্র ধন্ত; সে বিমানে
আরোহণপূরক সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন
করে। এই সময় গোগণ তাহার অনুসরণ করিয়া
থাকে। অধম পাপী সপ্তজন্ম পাপ করিয়া
যদি একটি মাত্র ধেহুদান করে, তাহা হইলে সে
সর্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অস্ত্রে
যমকিন্ধর যখন তাগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়,
তখন নন্দা আসিয়া তাহাকে নিজ পুত্রের স্থায়
দেখে এবং সে ভক্তার দ্বারা তাহাদিগকে অপ-
সারিত করিয়া সেই গোদাতাকে শিবমন্দিরে লইয়া
যায়। ১—১৫। গোগণের মধ্যে বুধত ধর্ম্মরূপী; যে
নর পিতৃগণ বা হরিহর উদ্দেশে ঐ বুধ মোচন
করে, সে মুক্ত হইয়া থাকে। তাহার ব্রহ্মদিন পর্য্যন্ত
সূর্য্যব্রহ্মপুরে বাস হয়। যে নর পর্ষাদিনে ককুদযুক্ত,
যুবা, ভারবাহী, হলচালনক্ষম, দৃঢ়োত্তম বলৌবদ্ধ—
বিপ্রকে দান করে, সে তাহাতে আরোহণ করিয়াই
গোলোকে ও শিবসন্নিধানে প্রয়াণ করিয়া থাকে।
নর আস্তরণ, ও খলীনযুক্ত অশ্ব দান করিয়া
ব্রহ্মদিনাবধি স্বর্গে বিহার করে। গজদানের ফলে
নর গজেন্দ্র কর্তৃক নন্দনবনে নীত হয় এবং সে

মেঘ রাজা ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ গৃহং সোপস্করং
দক্ষা বিপ্রায় গৃহমেধিনে । লভতে নন্দনে দিব্যঃ
বিমানঃ সাক্ষিকামিকম্ ॥ ২১ ॥ জ্বাং পৃথিব্যাং
পরমং সুবর্ণং হব্যস্তি দেবা যদি দীযতে ততঃ ।
সূর্যোহপি তন্মৈ কচিরং বিমানং দদাতি তাবদ্-
ভ্রমতেহত্র যাবৎ ॥ ২২ ॥ রৌপ্যং পিতৃণামতি-
বল্লভং তদদ্বা নরো নির্মলতামুপৈতি । সোমস্ত
লোকং লভতে স তাবদ্রূপে নিবন্ধা ঋষয়ো হি
যাবৎ ॥ ২৩ ॥ জীথগুপ্পূরসমাকুলানি তাম্বুলরত্নাদি
কলানি দদ্বা । পুষ্পাণি বস্ত্রাণি সূথেন যাতি সাকং
শশাঙ্কং দিবি দেববৃন্দৈঃ ॥ ২৪ ॥ তক্রোদকঠৈল-
স্বতত্বক্কুরসমধুনি যো দদ্যাৎ । খর্জুরখণ্ড্রাক্ষ-
বাতামান্ জীরকৈঃ সাকম্ ॥ ২৫ ॥ দর্ভাক্ষতমৃগোময়-
দূক্ষায়জোপবীতানি । তিলচর্ম্মসূর্য্যাপটিকং দদ্বা খ্যাত-
চিরং স্বর্গে ॥ ২৬ ॥ আত্মাহারাক্ততূর্ভাগং সিদ্ধান্নাদ-
যদি দীযতে । হস্তকারঃ স তং দদ্বা এবং যাতি ক্রবা-
লয়ে ॥ ২৭ ॥ আত্মাহারপ্রমাণেন প্রত্যহং গোমূ দীযতে ।
গবাহিকং তান্ন দদ্বা নরো যাতি সুরালয়ম্ ॥ ২৮ ॥
কণুনীপেষণীচুল্লীমার্জ্জনীতিষ্ঠ যৎকৃতম্ । পাপং গৃহী

কালয়তি দদন্তিকাং দিনং প্রতি ॥ ২৯ ॥ গ্রাসমাত্রা
ভবেন্তিকা সা নিত্যং যত্র দীযতে । তদ্ গৃহং
গৃহমন্তচ্চ আশানমিব দৃষ্টতে ॥ ৩০ ॥ কুন্তান্
সোদকসিদ্ধান্নাংশ্চজোপানং কমণ্ডলুম্ । অঙ্গুলীয়ক-
বাসাংসি দদ্বা যান্তি নরো দিবি ॥ ৩১ ॥ শাস্ত্র-
যানং তৃষিতস্ত পানমন্নং ক্ষুধার্ত্তস্ত নরো নরেন্দ্র ।
দদ্বা বিমানেন সুরাক্রনাভিঃ সংস্কৃষমানস্ত্রিদিবং স
যাতি ॥ ৩২ ॥ ভোজনং সততং দেয়ং যথা-
শক্ত্যা স্তুতপ্লুতম্ । তন্ময়া হি যতঃ প্রাণা অতঃ
পুষ্যস্তি প্রাণিনঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্ষুৎপীড়া মহতী লোকে
হন্নং তদ্বৈষজং স্মৃতম্ । তেন সা শাস্তিমায়াতি
ততোহন্নং দেয়মুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥ অন্নং বস্ত্রং কলং
তোয়ং তক্রং শাকং স্তুতং মধু । পত্রং পুষ্পং
তথোপানং কন্থাং যষ্টিং কমণ্ডলুম্ ॥ ৩৫ ॥ ছত্রপাত্রে
ব্রতং বিদ্যা অক্ষমালা সুরার্চনম্ । কন্তা
কুশোপবীতানি বীজৌষধগৃহাণি চ ॥ ৩৬ ॥ শস্ত্রং
ক্ষেত্রং যজ্ঞপাত্রং যোগপটং চ পাত্ৰকে । কৃষ্ণাজিনং
বুদ্ধিদানং ধর্ম্মোদেশকধানকম্ ॥ ৩৭ ॥ অঐথতৎ
সততং দেয়ং তেন শ্রেয়ো মহন্তবেৎ । সর্বপাপ-

ব্যক্তি সাগরাস্তা বসুন্ধরার রাজা হইয়া থাকে ।
গৃহমেধী ব্রহ্মণকে উপস্করসহ গৃহ দান করিয়া
নন্দন বনে সাক্ষিকামিক দিব্যবিমান প্রাপ্ত হয় ।
পৃথিবীতে সুবর্ণই উত্তম জ্বা ; তাহা দান করিলে
দেবগণ হুঁষ্ট হন এবং সূর্য্য সেই সুবর্ণদাতাকে
সুন্দর বিমান দান করিয়া থাকেন । রৌপ্য,
পিতৃগণের অতিপ্রিয় ; তাহা দান করিয়া
নর নির্মল হয় এবং ক্রবোপরি ঋষিসঙ্কটের
অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে চন্দ্রলোকে বিহার করে ।
জীথগু, কপূর, তাম্বুল, রত্ন, ফল, পুষ্প, ও বস্ত্র
সকল দান করিয়া নর দেববৃন্দ সহ পরমসুখে
শশাঙ্কলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি তক্র, উদক,
তৈল, স্বত, ত্বক্ক, ইকুরস, ও মধু দান করে এবং
খর্জুরখণ্ড, ড্রাক্ষা, বাতাম, জীরক, দর্ভ, অক্ষত,
মৃত্তিকা, গোময়, দূক্ষা যজোপবীত, তিল, মৃগচর্ম্ম ও
সূর্য্যাপটিক দান করে, তাহার চির স্বর্গবাস হয় ।
নিজের আহার্য্য সিদ্ধান্নের চতুর্ভাগ প্রদত্ত
হইলে তাহাকে হস্তকার বলে । নর ঐরূপ
দানের কলে নিশ্চয়ই ক্রবালয়ে প্রমাণ করিয়া
থাকে । প্রত্যহ গোদিগকে যে নিজের আহার-
প্রমাণ খাদ্য প্রদান করা হয়, তাহার নাম গবাহিক ।
এই গবাহিক দানে নর সুরালয়ে সমুপনীত হইয়া

থাকে । কণুনী, পোষণী, চুল্লী ও মার্জ্জনী দ্বারা
গৃহী যে পাপ করে, প্রতিদিন ভিক্ষাদানে তাহাদের
সেই পাপ বিনষ্ট হয় । যথায় নিত্য গ্রাসমাাত্র ভিক্ষা
প্রদত্ত হয়, তাহাই গৃহ এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য
গৃহ আশানবৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । উদক ও
সিদ্ধান্নসম্বিত কুন্ত সকল এবং ছত্র, উপানং,
কমণ্ডলু, অঙ্গুলীয়ক ও বস্ত্র এই সকল দান করিয়া
নর স্বর্গে গমন করে । হে নরেন্দ্র ! নর শাস্ত্র
ব্যক্তিকে যান, তৃষিতকে পান এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন
দান করিয়া বিমানারোহণে সুরাক্রনাগণে স্তুত হইয়া
স্বর্গধামে গমন করে । প্রাণ অন্নময় এবং অন্ন
হইতেই প্রাণিগণের পোষণ হয় । এই জন্ত যথা-
শক্তি সতত স্তুতপ্লুত অন্ন দান করিবে । জগতে
ক্ষুৎপীড়াই প্রবল পীড়া, অন্ন সেই পীড়ার ভেদ-
স্বরূপ । অন্ন দ্বারা সেই পীড়ার উপশম হয় ।
অতএব উত্তম অন্ন সর্বদা প্রদান করিবে । অন্ন,
বস্ত্র, কল, জল, তক্র, শাক, স্বত, মধু, পত্র,
পুষ্প, চর্ম্মপাত্ৰকা, কন্থা, যষ্টি, কমণ্ডলু, ছত্র, পাত্ৰ,
ব্রত, বিদ্যা, অক্ষমালা, কন্তা, কুশ, যজোপবীত,
ঔষধ, গৃহ, শস্ত্র, ক্ষেত্র, যজ্ঞপাত্র, যোগপট,
কৃষ্ণাজিন, পাত্ৰকা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মোপদেশ, এই সকল
সতত দান করিবে এবং সর্বদা দেবার্চনা

ক্ষয়ং কৃতা দাতা যাতি শিবালয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ শ্রাদ্ধে
গৃহস্থা ভোক্তব্যঃ কুলীনা বেদপারগাঃ । অক্রোধনাঃ
জ্ঞানশীলাঃ স্বদেশাচারতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥ আমন্ত্রা
পূৰ্ণদিবসে নিরীহা অপি যে দ্বিজাঃ । অলো-
লুপা ব্যাধিহীনা ন তু যে গ্রামযাজিনঃ ॥ ৪০ ॥
তেষাং পুরঃ প্রদাতব্যঃ পিণ্ডদানং বিধানতঃ ।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাবিহীনেন কৃতমপাকৃতং ভবেৎ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্ভুক্তাধিতৈঃ শ্রাদ্ধাঃ কৰ্ত্তব্যঃ ক্রোধবর্জিতৈঃ ।
বানপ্রস্থো ব্রহ্মচারী পথিকস্তীর্থসেবকঃ ॥ ৪২ ॥
অতিথির্বৈশ্বদেবাস্তে স পূজ্যঃ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণি । সৰ্বদা
যতনঃ পূজ্যাঃ স্বশক্ত্যা গৃহমেধিভিঃ ॥ ৪৩ ॥ যাত্রা-
বিধিমথো বক্ষ্যে সেতিহাসং নৃপোত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে তীর্থযাত্রাবিধিবর্ণনে শ্রাদ্ধদানাদি-
মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করিবে। ইহাতে মহাশ্রেয়ঃসাধন হইবে। দাতা
ব্যক্তি সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবালয়ে গমন,
করিবে। শ্রাদ্ধে কুলীন, বেদপারগ, অক্রোধন,
জ্ঞানশীল, স্বদেশাচারনিষ্ঠ, গৃহস্থ, ব্রাহ্মণদিগকে
ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে
হইলে দ্বিজগণকে এমন কি ষাঁহার নিরীহ, তাঁহা-
দিগকেও পূৰ্বদিন নিমন্ত্রণ করিতে হয়। ষাঁহার
অলোলুপ ও ব্যাধিবর্জিত, তাঁহারাই শ্রাদ্ধে
নিমন্ত্রণার্থ। কিন্তু গ্রামযাজীরা কদাচ নিমন্ত্রণযোগ্য
নহে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে বিধি-
পূৰ্বক পিণ্ডদান করিবে। অশ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ করলে
তাঁহা অকৃতমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। অতএব
শ্রদ্ধাযুক্ত ও ক্রোধবর্জিত হইয়া শ্রাদ্ধ করিবে।
বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, তীর্থসেবক পথিক ও বৈশ্ব-
দেবাস্তে সমাগত অতিথি শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে পূজনীয়।
গৃহমেধিগণ স্বীয় শক্তি অনুসারে সৰ্বদা যতিগণের
পূজা করিবে। হে নৃপোত্তম! অতঃপর সেতিহাস
যাত্রাবিধি কীৰ্ত্তন করিতেছি। ১৬—৪৪।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

সারস্বত উবাচ। বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে নগরে
বামনে পুরা। পুত্রশোকাভিসম্পত্তৌ বসিষ্ঠৌ ভগ-
বানুভবঃ ॥ ১ ॥ আজগাম তপস্তুপুং স্বর্ণরেখানদী-
তটে। ঐশানকোণে নগরাং স্বর্ণরেখানদীজলে ॥
২ ॥ ষায়া ধ্যায়া শিবং দেবং মনসাচিক্ষয়দ্দদা।
তদা রুদ্রঃ সমাঘাতাস্ত্রেনেত্রৌ বৃষভধ্বজঃ। মহর্ষে
তব তুষ্টোহহং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ৩ ॥ বসিষ্ঠ
উবাচ। যদি তুষ্টৌ মহাদেব বরো দেহো মমাদুনা।
তদাত্ত ভবতা স্বয়ং যাবদাচল্লতারকম্ ॥ ৪ ॥
অত্র স্নানং করিষ্যাম্ মে নরাঃ পাপকৰ্ম্মিণঃ। তেষাং
পাপক্ষয়ো দেব কৰ্ত্তব্যো ভবতা সদা ॥ ৫ ॥ নরা যে
পাপকৰ্ম্মাণঃ পূজয়ন্তু ত্রিলোচনম্। তন্নরান্নয়
দেবেশ বিমানৈঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥ সারস্বত উবাচ।
তথৈতুক্তা হরো দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত। হিরণ্য-
কশিপুং হস্তা নরাসংহো মহাবলঃ। ত্রৈলোক্যমিশ্রায়

চতুর্দশ অধ্যায়

সারস্বত কহিলেন,—পুরাকালে মহাক্ষেত্র বস্ত্রা-
পথে বামননগরে স্বর্ণরেখা নদীর তটে পুত্র-
শোক-সম্পত্ত ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি তপস্কার্য আগমন
করেন। বামননগরের ঐশানকোণে স্বর্ণরেখা
নদী অবস্থিত। তাহার জলে স্নান করিয়া ধ্যানা-
বলদ্বনে বসিষ্ঠ যখন মনে মনে শিবদেবকে চিন্তা
করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিলোচন বৃষভধ্বজ রুদ্র
আগিয়া বলিলেন,—মহর্ষে! আমি তোমার প্রতি
তুষ্ট হইয়াছি, কি বর দিব বল? বসিষ্ঠ কহি-
লেন,—মহাদেব! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
যদি আমাকে অধুনা বর দান করেন, তাহা
হইলে প্রার্থনা—আপনি আচল্লতারক এই স্থানেই
অবস্থান করুন। এইখানে যে সকল পাপী
নর স্নান করিবে, আপনি সৰ্বদা তাহাদের পাপ-
ক্ষয় করিবেন। যে সকল পাপকৰ্ম্মী নর ত্রিলোচ-
নের পূজা করিবে, তাহাদিগকে আপনি বিমান-
যোগে শিবমন্দিরে লইয়া যাইবেন। ১—৬। সারস্বত
কহিলেন,—হরদেব ‘তথাস্ত’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্ত-
হিত হইলেন। পূর্বে মহাবল নরসিংহ হিরণ্য-
বাণপুকে নিহত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য প্রদান-
পূৰ্বক স্বয়ং কালরুদ্রে লীন হইয়াছিলেন। হিরণ্য-
কশিপু বংশে বলি নামে এক অতিবড় বলবান

দদৌ কালকৃত্যং স্বয়ং যথো ॥ ৭ ॥ তদ্বয়ে বলিজাতঃ,
স চাত্তীব বলাধিকঃ । একাতপত্ন্যাঃ পৃথিবীঃ বলি-
শক্রে বলাধিকঃ । অকুষ্ঠপচ্যা, সূজলা ধরিজী
শস্তশালিনী ॥ ৮ ॥ গন্ধবস্তি চ পুষ্পাণি রসবস্তি
ফলানি চ । আকৃষ্টফলিনো বৃক্ষাঃ পুটকে পুটকে
মধু ॥ ৯ ॥ চতুর্বেদা দ্বিজাঃ সর্বে কত্রিয়া যুদ্ধ-
কোবিদাঃ । গোমু সেবাপরা বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ শুক্রাষণে
রতাঃ ॥ ১০ ॥ সদাচার্য জনপদা ঐতিব্যাদিবিবজ্জিতাঃ ।
হৃষ্টপুষ্টিজনাঃ সর্বে সদানন্দাঃ সদোদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥
কুঙ্কমাশুকলিগুণ্ডাঃ সুবেশাঃ সাধ্মগুতাঃ । দারিদ্র্য-
হুঃখমরণৈর্বিমুক্তাশ্চিরজীবিনঃ ॥ ১২ ॥ দীপোদ্যোতিত-
ভূতাগা রাত্রাবপি যথা দিনে । বিচরন্তি তথা মর্ত্যা
দেবা দেবালয়ে যথা ॥ ১৩ ॥ পৃথিব্যাং স্বর্গরূপায়াঃ
রাজ্যং চক্রেহসুরো বলিঃ । নিত্যং বিবাহবাদিত্রে-
নাদিতং ভূপমন্দিরম্ ॥ ১৪ ॥ ধরিজীং বৃহুজে দৈত্যো
দেবরাজো যথা দিবি । দেবেস্ত্রো বলিনা নিত্যং
যজ্ঞে সন্তোষিতস্তদা ॥ ১৫ ॥ দেবানাং দানবানাং চ
নাস্তি যুদ্ধং পরস্পরম্ । একএব মহীপালো যুদ্ধং নাস্তি
ধরাতলে ॥ ১৬ ॥ সপত্ন্যকলিনীম নাস্তি যুদ্ধং হরে

গর্জৈঃ । ন সর্পনকুলৈর্নিভ্যং ন বিভালৈশ্চ মূষকৈঃ ॥
১৭ ॥ মৈত্রীভাবং গতাং সর্বং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ।
ত্রৈলোক্যভ্রমণং কৃত্বা নারদো নন্দনে বনে ॥ ১৮ ॥
গতো ন পশ্যতে যুদ্ধং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
তাবস্ত্রোদরে পীড়া মহতী সমজায়ত ॥ ১৯ ॥ ন মে
জ্ঞানাদিনা কার্য্যং তর্পণৈঃ কিং প্রয়োজনম্ । জপ-
হোমাদিনা সর্বমস্তথা মম চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥ তৎস্নানং
যত্র যুধ্যস্তে গজা দন্তবিঘটনৈঃ । সা সন্ধ্যা যত্র নিহতাঃ
কবন্ধৈর্ভূবিভূষিতা ॥ ২১ ॥ কুস্তঘাতবিনির্ভিন্নগজ-
কুস্তোভবাস্রজা । তৃপ্যন্তি যত্র ক্রব্যাদাস্তর্পণং তন্নম
প্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥ গজশীর্ষেরগম্যাস্তে নিহতাঃ কত্রিয়া
রণে । স হোমো যত্র হুয়ন্তে গজাশ্বনরপুঞ্জবাঃ ॥ ২৩ ॥
শব্দায়ো নারদস্তাষং হোমস্ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতঃ । ছিন্ন-
পাদশিরোহস্তৈরস্তরাজ্জবিলম্বিতৈঃ ॥ ২৪ ॥ যদর্চ্যতে
ভূমিতলং তন্মে নিত্যং স্মরার্চনম্ । কিং দেবৈর্দিবি
মে কার্য্যং কিং মনুষ্যৈর্ধরাতলে ॥ ২৫ ॥ পরগৈঃ কিং
হু পাতালে ন যুধ্যস্তে পরস্পরম্ । তথা করিবো
দেবেস্ত্রাপেস্ত্রাচ্চ ধরাতলে ॥ ২৬ ॥ রসাতলং বলি-
ধাতু সত্যমস্ত বচো মম । জীবিতেনাপি রাজ্যেন

অসুর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । বলাধিক
বলি পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হইয়াছিল ।
তাহার অধিকারকালে ধরিজী আকুষ্ঠপচ্যা, সূজলা,
ও শস্তশালিনী; পুষ্পসকল গন্ধশালী; ফলসকল
রসযুক্ত; বৃক্ষ সকল স্বকৃপধ্যস্ত ফলধারী; পুটকে
পুটকে মধু; দ্বিজগণ চতুর্বেদী; কত্রিয়গণ যুদ্ধ-
কোবিদ; বৈশ্ণবগণ গো-সেবারত; শূদ্রগণ ত্রিবর্ণ-
শুক্রাষণ তৎপর; জনপদ সকল সদাচারনিষ্ঠ ও
ঐতি-ব্যাদি-বজ্জিত; জনগণ সর্বদা সানন্দ, উদ্যম-
শীল, হৃষ্টপুষ্টি, কুঙ্কমাশুকলিগুণ্ডা, সুবেশ, সুমাণ্ডত,
দারিদ্র্যহুঃখ-মরণবজ্জিত, ও চিরজীবী এবং ভূভাগ
সকল দিনের স্তায় রাত্রিতেও দীপদ্যোতিত হইয়া-
ছিল । তখন মর্ত্যবাসীরা স্বর্গে স্বর্গবাসীদিগের স্তায়
ভূতলে বিচরণ করিত । অসুরবর বলি স্বর্গরূপী
পৃথিবীতে রাজ্য পালন করেন । রাজভবন নিত্যই
বিবাহবাদিত্রে নিনাদিত হইত । দেবরাজের স্বর্গ-
ভোগের স্তায় দৈত্যবর ধরিজী ভোগ করিতেন ।
বলি নিত্য নিত্য যজ্ঞ করিয়া দেবরাজের পরিতোষ
জন্মাইতেন । দেব-দানবদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ
ছিল না, ধরাতলে একই মহীপাল, কাজেই রাজায়
রাজায় যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিতে লাগিল না; পরস্পর
বিরোধ রহিল না; এমন কি, সিংহে গজে, সর্পে

নকুলে, বিভালে মূষিকে, বিরোধ ঘটিতে লাগিল
না । চরাচর সমস্ত জগৎই মৈত্রীভাব প্রাপ্ত হইল ।
এই সময় এক দিন মহর্ষি নারদ ত্রৈলোক্য পরি-
ভ্রমণ করিয়া নন্দনবনে গেলেন; কিন্তু চরাচর
ত্রৈলোক্যে যুদ্ধবিগ্রহ না দেখিয়া তাহার মহতী
উদরপীড়া উপস্থিত হইল । তিনি ভাবিলেন,—
জ্ঞান, তর্পণ, জপ ও হোমাদি দ্বারা আমার প্রয়ো-
জন নাই । সমস্ত কার্য্যই বৃথা হইতেছে ।
যেখানে গজগণ দন্ত বিঘটন সহকারে যুদ্ধ করে,
তাহাই জ্ঞান, যে কালে নিহত কবন্ধসমূহে মহী
ভূষিতা হয়, সেই সন্ধ্যাই সন্ধ্যা; কুস্তঘাতবিদা-
রিত ছিন্নদকুস্তনিস্ত কধির দ্বারা ক্রব্যাদগ্ধণের
তর্পণই আমার প্রিয়তর্পণ । গজশীর্ষ ও নিহত
রণে যে গজাশ্ব ও নরপুঞ্জবগণের
অনবরত পতন, তাহাই আমার হোম । শব্দায়িতে
ঐদৃশ হোমই নারদের ত্রৈলোক্যবিজ্ঞত
হোম । অস্ত্রজড়িত ছিন্ন পাদ, মস্তক, ও হস্ত
দ্বারা যে ভূমিতলের অর্চনা, তাহাই আমার নিত্য
স্মরার্চন । স্বর্গীয় দেব, মর্ত্যমানব এবং পাতালস্থ
পরগণ দ্বারাই বা আমার প্রয়োজন কি?—
যদি তাহারা পরস্পর না যুদ্ধ করে । অতএব
আমি ধরাতলে দেবেস্ত্র, উপেস্ত্র দ্বারা এমন কার্য্য

যদাদামোদয়ঃ হরিম্ । ২৭ । ভোবয়িষ্যতি যন্তেন ।
তদেবোহসৌ ভবিষ্যতি । দেবেস্তো বৃজ্ঞা ভূষা
ভট্টরাজ্যো ভবিষ্যতি । ২৮ । যদা বস্ত্রাপথে গতা ভবঃ
ভাবেন পূজয়েৎ । সুরাধিপন্তা ভূয়ো ব্রহ্মহত্যাবিব-
ৰ্জিতঃ । ২৯ । অনেন মন্ত্রজাপোন স শাস্তোদয়-
বেদনঃ । নারদো দেবরাজস্ত সমীপং সহসা যযৌ ।
৩০ । সিংহাসনং সমাক্রুজ নন্দনে সংস্থিতো হরিঃ ।
আন্তে পরিবৃত্তো দেবৈর্দেবরাজো মহাবলঃ । ৩১ ।
নিরীক্ষমাণো নৃত্যন্তীঃ রস্তাঃ তাং সুরসুন্দরীম্ ।
আয়াস্তং দদৃশে দেবো নারদং বিশ্বযাবিতঃ । ৩২ ।
অহো বিকঙ্কো ভগবান্নারদো ময়ি দৃষ্টতে । নৃত্যতে
কিং ন বা নৃত্যো গীয়তে কিং ন গীয়তে । ৩৩ ।
বাদ্যতাং তালমাতৈঃ কিং যাবচ্চিত্তাপরো হরিঃ ।
ঋষিঃ সমাগতস্তাবজ্জলাভ্যাক্ষণতৎপরঃ । ৩৪ ।
সিংহাসনং পরিত্যজ্য সমুখায়াগ্রতঃ স্থিতঃ । স্বাগতে-
নাভিবাদ্যাধ বভাবে নারদং হরিঃ । ৩৫ ॥ মহর্ষে

করাইব, ইহাতে বলি রসাতলে যাটবে। আমার
এই বাক্য সত্য হউক। ইন্দ্র, রাজ্য ও জীবন
দ্বারা যৎকালে দামোদর হরির জীতি উৎপাদন
করিবেন, তখনই তাঁহার স্বপদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।
দেবেস্ত বৃজ্ঞকে হত্যা করিয়া ভট্টরাজ্য হইবেন।
পরে যখন তিনি বস্ত্রাপথে গিয়া ভাবভরে ভবদেবের
পূজা করিবেন, তখনই তিনি ব্রহ্মহত্যামুক্ত হইয়া
পুনরায় সুরাধিপ হইবেন। এইরূপ যুদ্ধোত্তব
চিহ্নরূপ মন্ত্রের পুনঃপুনঃ জপে নারদের উদর-
পীড়া শান্ত হইল। নারদ সহসা দেবরাজসমীপে
গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন,—ইন্দ্র নন্দন-
বনে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, দেবরাজের
চতুর্দিকে অপরাপর দেব বিরাজ করিতেছেন।
সুরসুন্দরী রস্তা সেখানে নৃত্য করিতেছে।
ইত্যবসরে নারদকে অসিতে দেখিয়া দেবরাজ
বিশ্বযাবিত হইলেন; ভাবিলেন,—অহো! আমার
নিকট ভগবান্ নারদের আগমন, একান্তই বিকঙ্ক।
দেখিতেছি, এমন নৃত্য হইতেছে, তথাপি ইনি
নাচিতেছেন না; এমন গান হইতেছে, তথাপি
গাহিতেছেন না; আর এমন তালমান সহকারে
বাদ্য হইতেছে; এদিকেও ইহার মনোযোগ নাই।
ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সময় জলা-
ভ্যাক্ষণ করিতে করিতে নারদ আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। ১—২ ইন্দ্র সিংহাসন হইতে উখিত হইয়া
তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলেন এবং অভিবাদনাতে

স্বাগতং তেহদ্য কুতো বাগমাতে স্বয়া । শ্রানে
সম্ভ্যার্চনে হোমে কুশলং তব বিদ্যাতে । ৩৬ । ইতি
প্রোক্তো বিহস্তাথ বভাবে নারদো হরিম্
যদ্যেতজ্জায়তে মতং কিমনেন প্রয়োজনম্ । ৩৭
প্রেক্ষণীকস্ত তে স্থানং নাহং পশ্যামি স্বপ্নতে
যাবজ্জায়ং বলেস্তাবয়য়া মে ন প্রয়োজনম্ । ৩৮
আদিত্যায়া গ্রহাঃ সর্বে কালমানেন যোজিতাঃ
আহত্যা প্রাবিতা মেঘাঃ বর্ষন্তি হাবতা ভূবি । ৩৯
রোগাদিমরণং নাস্তি যমো ধর্ম্মেণ পীড়িতঃ । ৪০
একাতপজাঃ পৃথিবীঃ বুভুজে স নরাধিপঃ । ত্রৈলোক্য
নাথেনি মহানুপেনি সংগ্রামবিদ্যাকুশলেনি নিতাম্ ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকুচকামুকেতি সংস্কৃষতে চারণবন্দি-
বৃন্দৈঃ । ৪১ । ব্রহ্মেতি কুকেতি হর্যেতি ভূমাবিল্পেতি
সূর্যোতি ধনাধিপেনি । দেবারিনাথেনি সুরাধিপেনি
জ্যেষ্ঠীয়তে চারণবন্দিবৃন্দৈঃ । ৪২ । যুদ্ধং বিনা
দৈত্যগণা হসন্তি মন্তাঃ প্রমন্তাঃ করিণো
নদন্তি । রথাধিকৃতাঃ পুরুষা ভ্রমন্তি সেনাধিপা

স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদকে বলিলেন,—মহর্ষে!
আপনার শুভাগমন ত? অদ্য কোথা হইতে
আপনার আগমন হইল? শ্রানে সম্ভ্যার্চনে ও
হোমাদি ব্যাপারে আপনার কুশল ত! ইন্দ্র এই
কথা কহিলে নারদ হাসিয়া বলিলেন,—যদি আমার
সম্বন্ধে এমনই ব্যবহার চলিতে থাকে, তবে নারদ
দ্বারা প্রয়োজন কি? হে স্বপ্নতে! তুমি যে, দর্শক-
রূপে থাকবে, তোমার এ অবস্থা আমি দেখিতে
চাণি না। অতএব যাবৎ বলির রাজ্য আছে,
তাবৎ আর তোমা দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই।
আদিত্যাদি দেবগণ সকলেই কালনিয়মে যোজিত
আছেন; আহুতিপ্রাবিত মেঘগণ হুষ্টি হইয়া
ভূতলে বর্ষণ করিতেছে; মর্ত্যে যোগাদি দ্বারা
মরণ নাই; যম ধর্ম্মপ্রভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন;
নরাধিপ বলি মর্ত্যাধিপ হইয়া একচ্ছত্ৰা পৃথ্বী ভোগ
করিতেছে; চারণ ও বন্দিবৃন্দ “হে ত্রৈলোক্য-
নাথ! হে মহানুপ! হে সমরবিদ্যাকুশল!
হে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীকুচ-কামুক!” ইত্যাদি সম্বোধন
করিয়া নিত্য স্তব করিতেছে। শুধু ইহাই নহে,
চারণ ও বন্দিবৃন্দ ভূতলে সেই বলির অঙ্গা,
কৃষ্ণ, হর, ইন্দ্র, সূর্য্য, ধনাধিপ, দেবারিনাথ, সুরা-
ধিপ, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা জয় ঘোষণা করি-
তেছে। যুদ্ধ ব্যতীত দৈত্যগণ হাসিতেছে;
প্রমত্ত মাতঙ্গগণ রূহণ করিতেছে। পুরুষগণ

স্বীকৃত গৃহে রমন্তি । ৪৩ । যজ্ঞাধিপুমে নভো বিরাজতে সুবর্ণরূপা পৃথিবী বিরাজতে । শৃঙ্গং তু বেদৈর্ভুবনঞ্চ শোভতে দিগ্ধ্যং বলেদৈত্য-গণৈশ্চ শোভতে । ৪৪ । বলির্ন জানাতি সুরা-ধিপং ত্বাং সুরাশ্চ সর্গে বলিযজ্ঞভোজিনঃ । অমেব তেহরিং হৃদি চিন্তয় স্বয়ং যুক্তং তবেদং কথিতং ময়েতি । ৪৫ । রস্তা ন রাজতে রক্ষে মেনকা ত্বাং ন মন্ততে । তিলোত্তমাপি মন্ততে বলিরাজং সুরেশ্বরম্ । ৪৬ । উর্ধ্বশী চৈব তং যাতি সুরেশা সহ ভাবতে । মঞ্জুঘোষা মুখং বক্রং কৃতা ত্বাং ন নিরীকতে । ৪৭ । পুলোমা পুলকোদ্ভেদং ন করোতি বলিঃ বিনা । পৌলোমীপুরতো গতা বলিঃ স্তোতি চ মন্তরা । ৪৮ । নারদঃ পরতশ্চৈব হাশা হুহুশ্চ তুফুরঃ । বলিরাজ্যং প্রশংসন্তি রুদ্র-স্রাগ্রে ময়া শ্রুতম্ । ৪৯ । আজ্যাহতীতিঃ সন্তুগ্না ঋষয়ো ব্রহ্মসন্নিহিতা । ব্রহ্মণৌহরণে প্রশংসন্তি তদেবং কথিতং ময়া । ৫০ । বৃহস্পতির্বিদ্যাচক্রে ন তদ্ব্যচ্যঃ

ময়া তব । ইন্দ্রাণী বলিনং মহা বলিঃ চিত্তেষ্ণু পশ্চতি । ৫১ । অনেন বাক্যেন সুরাধিপঞ্চ চোলা কোপাবরিতস্তদানীম্ । গজেনি বজ্রেনি জগাদ সূতং সমানয়াসিং কবচং রথঞ্চ । ৫২ । রথেন সূর্য্যো মকুতো গজেন রুষেণ কড্রো মহিষেণ সৌরিঃ । বাদ্যাস্ত বাদ্যানি রণায় মেহদ্য চণ্ডী গণেশাশ্রিতাঃ প্রয়াস্ত । ৫৩ । দৃষ্ট্বা সুরেন্দ্রং সংকুঙ্কং বৃহ-স্পতিকদারবীঃ । ঋষিমধ্যে গতৌ বিদ্বান্ বভাবে সময়োচিতম্ । ৫৪ । সামাদ্যা নীতয়ঃ প্রোক্তাশ্চ-তক্সো মন্তুনা পুরা । সামসাধ্যেষু কার্যেষু দণ্ডস্তেন ন পাত্যতাম্ । ৫৫ । অতো হ্যাপেক্ষমাহুয় মন্ত-য়স্ত সুরোত্তমাঃ । তদধীনং জগৎ সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । ৫৬ । বিনষ্টেষু চ কার্যেষু তস্ত বাচ্যং শুভাশুভম্ । স এব প্রথমং গচ্ছেৎ পৃথিব্যাং স্বাধিসিদ্ধয়ে । ৫৭ । তথেনি দেবৈর্বিজ্ঞপ্তস্তথা চক্রে সুরেশ্বরঃ । মন্দরেহথ গিরৌ বিষ্ণুঃ সত্যলোকাং সমাগতঃ । ৫৮ । ঋষয়স্তত্র তে যাস্ত সমানেতুং জনাঙ্গিনম্ । ইত্যুক্তো নারদঃ স্বর্গাং শ্রাতুং প্রাপ্তঃ

রথাদিরূঢ় হইয়া যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেছে । সেনা-পতিগণ গৃহে থাকিয়া স্ত্রী-সন্তোগ করিতেছে । যজ্ঞাধিপুমে নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইতেছে । পৃথিবী সুবর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন । দেবশৃঙ্গ ভুবন শোভিত হইতেছে । দৈত্যগণপূর্ণ বলির স্থান শোভা পাইতেছে । বলি সুরাধিপকে জানিতেছে না । কিন্তু সুরগণ সকলেই বলির যজ্ঞে ভোজন করিতেছেন । অতএব তুমি তোমার সেই অগ্নির বিষয় হৃদয়ে একবার নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ । ফলতঃ আমি ইহা এক যৌক্তিক কথাই কহিলাম । আরও দেখ, রস্তা তোমার রক্ষে অনুরক্ত নহে, মেনকা তোমায় মানে না ; তিলোত্তমা যে তিলো-ত্তমা—সেও বলিরাজকে সুরেশ্বর বলিয়া মনে করে ; উর্ধ্বশী তাহার নিকট যায় ; সুরেশা তৎসহ কথা কয় ; মঞ্জুঘোষা মুখ বাঁকাইয়া তোমার প্রতি তাকায়ও না ; পুলোমার বলি-বিনা পুলকোদার হয় না ; পৌলোমী মন্তরগমনে বলির নিকট গিয়া তাহাকেই স্তব করে । নারদ পরত, হাশা, হুহু, ও তুফুর ইহারা—রুদ্রের নিকট শানলাম,—বলিরাজ্যেরই প্রশংসা করিতে ছেন । ঋষিগণ আজ্যাহতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মার নিকটও ঐরূপ প্রশংসা করিতে-ছেন । এই পর্য্যন্ত আমি কহিলাম । কিন্তু বৃহস্পতি যাহা কহিয়াছেন, সে কথাটি

তোমার নিকট আমি এখনও বলি নাই ; তিনি বলিয়াছেন,—ইন্দ্রাণী বলিকেই মনোমত । ১৫—৫১ । বুঝিয়া চিত্রপটে সর্বদাই বলিকে দেখিতেছেন । এই বাক্যে সুরাধিপ বিচলিত হইলেন । তিনি কোপপূর্ণ হইয়া সারথিকে কহিলেন,—কোথায় আমার গজ—কোথায় আমার বজ্র ? শীঘ্র আমার রথ, কবচ ও অসি আনয়ন কর । আমার রণবাদ্য সকল বাদিত হউক । রথে সূর্য্য, গজে মকুৎগণ, রুষে রুদ্র এবং মহিষে ঘম আরোহণ করিয়া চলুন । এবং চণ্ডী ও গণেশগণ সহর প্রয়াণ করুন । সুরে-ন্দ্রকে সংকুঙ্ক দেখিয়া উদারবী বৃহস্পতি ঋষিগণ মধ্যে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন,—পুরাকালে মন্তু সামাদি চতুর্বিধ নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করি-য়াছেন । সামসাধ্য কার্যে দণ্ড প্রয়োগ উচিত নহে । অতএব উপেক্ষকে আহ্বান করিয়া সুরেন্দ্র-গণ মন্তুনা করুন । এই চরাচর ত্রৈলোক্য তাঁহারই অধীন । কর্ম্মাবিনষ্ট হইলে তাঁহার নিকট শুভাশুভ বলা উচিত । পৃথিবীর স্বাধিসিদ্ধির জন্ত তিনিই অগ্রসর হইবেন । দেবগণ সকলেই এ কথায় অনু-মোদন করিলেন । সুরেশ্বরও সেই মত কার্য্য করিলেন । অনন্তর দিগ্ধ সত্যলোক হইতে মন্দ-রাচলে আসিলে, ঋষিগণ জনাঙ্গিনকে আনয়ন করিবার জন্ত গমন করুন । এই কথা শুনিয়া

স মন্দরে ॥ ১২ ॥ গোতমোহত্রিভুৱদ্বাজো বিশ্ব-
মিত্রোহথ কশ্চপঃ । জমদগ্নিঃসিষ্ঠশ্চ সম্প্রাপ্তা হরি-
মন্দিরে ॥ ৬০ ॥ গিরৌ গঙ্গাজলে স্নানঃ সন্ধ্যাঃ
চক্রে স নারদঃ । যাবদাস্তে তদা হৃষ্টা বালখিল্যা
মহর্ষয়ঃ ॥ ৬১ ॥ বিনয়েনাভিবাধ্যাথ কথয়ামাস নারদঃ ।
ঋষয়ো মন্দরে প্রাপ্তা বিষ্ণুঃ নেতুঃ সুরালয়ে ॥ ৬২ ॥
ঋষয়ো দর্শনং কর্তুং ভবতামপি যুজাতে । তদে-
তদ্বচনং শ্রুত্বা হৃষিতাস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ অঙ্গুষ্ঠ-
পক্ষমাভ্রাংস্তাষামনান্ হরিমন্দিরে । গতান্ গঙ্গা-
জলে স্নাতুং বালখিল্যান্ পুরো হরিঃ ॥ ৬৪ ॥ জহাস
বামনান্ সন্ধান্ ভাবিকাৰ্য্যবলাভতঃ । ব্রহ্মপুত্রা
বালখিল্যাঃ সন্ধ্যে তে শংসিতব্রতাঃ ॥ ৬৫ ॥ জলা-
ধিতাঃ ক্রোধপরা উচ্চকরুচঃ পরস্পরম্ । কেনাপি
দেবকার্ষ্যেণ বামনোহয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৬৬ ॥ ঋষি-
ভিক্ষিষুনা সন্ধ্যে প্রতিবোধ্য প্রসাদিতাঃ । ভাগ্য-
মোক্ষঃ কদা বিকোৰ্ভবিষ্যতি তদুচ্যতাম্ ॥ ৬৭ ॥
প্রভাসাদধিকং ক্ষেত্রং যদা বস্ত্রাপথং ভবেৎ । ভবি-
ষ্যতি তদা বৃদ্ধিক্রবমণ্ডলব্যাপিনী । তথা বস্ত্রাপথঃ

ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি যবাধিকম্ ॥ ৬৮ ॥ দৃষ্ট্বা সোমে-
শ্বরং দেবং দোষমুক্তো ভবিষ্যতি । অসাধ্য-
সাধনৌ শক্তির্ভবিষ্যতি স্থিরা তব ॥ ৬৯ ॥ বস্ত্রাপথে
সোমনাথঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি । ইন্দ্রোপেন্দ্রৌ
সমালিঙ্গ্যাথাসৌনৌ তৌ বরাসনে ॥ ৭০ ॥ বিষ্ণু-
বাচ । কিং তে কার্য্যং দেবরাজ তদবশ্যং করোমা-
হম্ ॥ ৭১ ॥ ইন্দ্র উবাচ । হিরণ্যকশিপোর্কশে
বলিদৈত্যো মহাবলঃ । তেনেদং সকলং ব্যাপ্তং
দেবা যজ্ঞভূজঃ কৃতাঃ ॥ ৭২ ॥ দেবলোকে ভূমি-
লোকো গতঃ সর্বোহপি কেশব । যাবনো বিকৃতিং
যাতি পুরুষৈর্মরুশ্চরন । ভ্রষ্টরাজ্যো বলিস্তাবৎ
পাতালমধাতিষ্ঠতু ॥ ৭৩ ॥ সূর্যাসোমায়ৈ কশি-
ত্রাজা ভবতু ভূতলে ॥ ৭৪ ॥ সারস্বত উবাচ ।
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা স্বয়ং সঞ্চিস্তা চেতসা । তথা
করিস্যো তং প্রোচ্য মুনীন প্রাহ জনাঙ্গনঃ ॥ ৭৫ ॥
ঋষয়স্তত্র গচ্ছন্ত কারান্ত মহামথম্ । অহং ত্রা-
গমিষ্যামি সাধয়িষ্যামি তং বলিম্ ॥ ৭৬ ॥ ইত্যুক্তা

নারদ স্বর্ণ হইতে মন্দরে স্নানার্থ গমন করিলেন ।
অনন্তর গোতম, অত্রি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, কশ্চপ,
জমদগ্নি, ও বশিষ্ঠ, হরিমন্দিরে সমাগত হইলেন ।
নারদ মন্দরাজলে গঙ্গাজলে স্নান সন্ধ্যা করিয়া যৎ-
কালে উপবেশন করিলেন, তখন বালখিল্যমহাবিরা
হৃষ্ট হইলেন । নারদ বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে
অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—ঋষিগণ বিষ্ণুকে লইয়া
যাইবার জন্য দেব স্থান মন্দরে আসিয়াছেন । অত-
এব তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা আপনাদেরও
সঙ্গত । নারদের সেই বাক্য শুনিয়া বালখিল্য
ঋষিগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা গঙ্গাজলে স্নান
করিয়া আসিয়া পরে হরিমন্দিরে গমন করিলেন ।
হরি তাঁহাদের পুরোভাগস্থ বালখিল্যাদিগকে অঙ্গুষ্ঠ-
পক্ষপরিমিত দেখিয়া হাস্ত করিলেন । ইহাতে
সেই সংশিতব্রত বালখিল্যগণ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া
পরস্পর বলিলেন,—কোনএক দেবকার্য্য উপলক্ষে
ইহাঁকেও বামন হইতে হইবে । এই কথার পর
ঋষিগণ এবং স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহাদিগকে অনেক বুঝা-
ইয়া স্নুকাইয়া প্রসাদিত করিলেন এবং বণি-
লেন,—বিষ্ণুর ভাগ্যে মোক্ষ কবে হইবে, তাহা
বলুন । তাঁহারা কহিলেন,—হে বিষ্ণো ! যখন বস্ত্রা-
পথক্ষেত্র প্রভাস হইতে অধিক হইবে, তখন ক্রব-
মণ্ডলব্যাপিনী উহার সমৃদ্ধি হইবে । কিন্তু তাহা হই-

লেও বস্ত্রাপথক্ষেত্র উহা হইতে মাত্র যবপরিমাণ
অধিক হইবে । তখন সোমেশ্বর দেবের দর্শনে দোষ-
মুক্তি ঘটিবে । তোমার অসাধ্য সাধনৌ স্থিরা শক্তি
হইবে । যে ব্যক্তি পশ্চাপথে সোমনাথকে দর্শন
করে, সেই প্রকৃত দেবদ্বা থাকে । অনন্তর ইন্দ্র
ও উপেন্দ্র পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া বরাসনে
সমাসীন হইলেন ॥ ৭১—৭০ ॥ তখন বিষ্ণু বলিলেন,—
দেবরাজ ! তোমার কি কার্য্য উপস্থিত বল ? আমি
অবশ্যই নিকাহ করিব । ইন্দ্র কহিলেন,—হিরণ্য-
কশিপুর বংশে বলি নামে এক মহাবল দৈত্য
জন্মিয়াছে । তাহা দ্বারা সকল জগৎ অধিকৃত এবং
দেবগণ সকলেই যজ্ঞভোজী হইয়াছেন । হে
কেশব ! সমগ্র ভুলোক দেবলোকে আসিয়াছে ;
কিন্তু পুরুষের স্মরণ করিয়া এই দৈত্য যে পর্য্যন্ত না
বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাবৎ আপনি উহাকে রাজ্যভ্রষ্ট
করুন ; বলি পাতালে গিয়া বাস করুক । আর
এদিকে ভূতলে সূর্য বা চন্দ্রবংশীয় কোন রাজা
হউন । সারস্বত কহিলেন,—ইন্দ্রের এই কথা
শুনিয়া জনাঙ্গন মনে মনে চিন্তা করিলেন, এবং
প্রকাণ্ডে বলিলেন,—আমি তাহাই করিব । এই
কথার পর তিনি ঋষিগণকে কহিলেন,—ঋষিগণ
বলির ভবনে গমন করুন, গিয়া এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ
করুন । পরে আমি সেখানে গমন করিব ; করিয়া
বলিকে পাতালে প্রেরণ করিব । এইরূপ অভি-

মুনয়ঃ সর্ষে গতান্তে যজ্ঞমগুপে । দ্বাদশাহো
মহাযজ্ঞঃ প্রারকঃ সর্বদক্ষিণঃ । ৭৭ । সুরাষ্ট্র-
দেশং বিখ্যাতং ক্ষেত্রং বস্ত্রাপথং নৃপ । তন্ত
দক্ষিণদিগ্ভাগে বলেঃ সিন্ধুঃ মহাপুরম্ । ৭৮ ।
ক্ষেত্রাধিঃ সমারকো যজ্ঞঃ সর্বস্বদক্ষিণঃ । শুক্রে-
ণামজিতাঃ সর্ষে মুনয়ো যজ্ঞকর্মণি । অতিহৃষ্টৌ
বলির্ঘঞ্জে দদৌ দানান্তনেকধা । ৭৯ । স্বর্ণপাত্রেবু
সর্ষেষু দীযতে ভোজনং বহু । অতিথির্ব্রাহ্মণো
বিদ্বান সর্বস্বেনাপি পূজ্যতে । দানাদ্যজ্ঞো ভবেৎ
পূর্ণো দানহীনো বৃথা ভবেৎ । ৮০ । এতস্মিন্নেব
কালে তু বিশ্বব্রাহ্মনতাং গতাঃ । মধ্যদেশে চতু-
র্ষেদো ব্রাহ্মণস্তীর্থযাত্রিকঃ । মহোদরো হৃষভুজঃ
পঞ্চপাদো মহাশিরাঃ । ৮১ । মহাহুঃ স্থলজজ্যঃ
স্থলগ্রীবোহতিলাম্পটঃ । শ্বেতবস্ত্রো বন্ধশিখ-
স্থপানংকমণ্ডলুঃ । ৮২ । দ্রষ্টুং তীর্থান্তনেকানি
বভ্রাম স মহীতলে । সুরাষ্ট্রদেশে সম্প্রাপ্তঃ ক্ষেত্রে
বস্ত্রাপথে দ্বিজঃ । ৮৩ । স্বর্ণরেখানদীতীরে চিন্ত্যমাস
বামনঃ । প্রথমং কিং ভবং দৃষ্ট্বা যামি সোমেশ্বরং
শিবম্ । ৮৪ । অথ সোমেশ্বরং পূজ্য পশ্চাদ্ভাস্তামি

হিত হইয়া মুনিগণ বলিভবনে গমন করিলেন ;
করিয়া তথায় দ্বাদশাহ-সাধ্য সর্বদক্ষিণ মহাযজ্ঞ
আরম্ভ করিলেন । হে নৃপ ! সুরাষ্ট্র দেশে বস্ত্রাপথ
ক্ষেত্র বিখ্যাত । তাহারই দক্ষিণদিকে বলিরাজের
সিন্ধু মহাপুরী । ক্ষেত্রের বহির্ভাগে সর্বস্বদক্ষিণ
যজ্ঞ আরম্ভ হইল । শুক্রেণা যজ্ঞকার্য্যে মুনি-
গণকে আহ্বান করিলেন । বলি অতি হৃষ্ট
হইয়া অনেক প্রকার দানদ্রব্য দান করিতে
লাগিলেন । তিনি স্বর্ণপাত্রে করিয়া অর্থি-
দিগকে বহু ভোজন প্রদান করিতে লাগিলেন ।
অতিথি ব্রাহ্মণ, বিদ্বান হইলে তাহাকে সর্বস্ব দিয়াও
পূজা করিতে হয় । দান হইতেই যজ্ঞের পূর্ণতা
এবং দানহীন যজ্ঞই বৃথা হইয়া থাকে । যাহা
হোক, এদিকে এমন সময় বিশ্ব বামনরূপে আগ-
মন করিলেন । তাঁহার মধ্যদেশে চতুর্ষেদ । তিনি
তীর্থযাত্রিক ব্রাহ্মণবেশে মহীতলে বহু তীর্থ দর্শনার্থ
ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সুরাষ্ট্র দেশের
বস্ত্রাপথক্ষেত্রে উপস্থিত । তিনি মহোদর, হৃষভুজ,
প.পাদ, মহামন্তক, মহাহু, স্থলজজ্য, স্থলগ্রীব,
অতিলালুপ, শ্বেতবস্ত্রধারী, বন্ধশিখ, এবং ছত্র,
উপানং ও কমণ্ডলুধারী । এ হেন বামন স্বর্ণরেখা-
নদীতীরে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—

মন্দরম্ । ইতি চিন্তাপরো ভূহা কৃত্যং সঞ্চিন্ত্য
চেতসা । অত্র স্থিতং সোমনাথং পূজয়িষ্যামি নিশ্চি-
তম্ । ৮৫ । বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে ভবং সোমেশ্বরং
যথা । পূজয়ন্তি জনা নিত্যং তথা কার্য্যং ময়া
ক্রবম্ । ৮৬ । দেশানামুত্তমো দেশো গিরীণামুত্তমো
গিরিঃ । ক্ষেত্রানামুত্তমং ক্ষেত্রং নদীনামুত্তমা সরিৎ ।
৮৭ । দিব্যং বনং বনানাং তু দেবানামুত্তমো ভবঃ ।
যদা সোমেশ্বরো দেবো ভূমিং ভিষা ভবিষ্যতি । ৮৮ ।
তদাত্মমণ্ডলে দিব্যং ক্ষেত্রমেতদ্যবাধিকম্ । চৈত্র-
শুক্লাতুর্দশীমগ্নিসাধনতৎপরঃ । ৮৯ । উর্দ্ধবাহঃ
স্বর্ধ্যাকালে ভবং তাবৎ স পশ্চতি । মধ্যাহ্ননং পরং
যাতে দিননাথে বিলম্বিতে । ৯০ । অগ্নিতাপান্ন-
সহস্তুস্তাবৎপশ্চতি শকরম্ । সোমনাথং শিবং
শান্তং সর্বদেবনমস্কৃতম্ । অর্ঘ্যোণ পুষ্পমিশ্রো জল-
মিশ্রো ভামিনি । ৯১ । সারস্বত উবাচ । ভূমিং
ভিষাথ দেবশঃ স্বয়ং সোমেশ্বরঃ স্থিতঃ । লিঙ্গরূপো
মহাদেবো যাষদব্রজবাসরম্ । ৯২ । সোমেশ্বর

আমি প্রথমে কি ভবদেবকে দেখিয়া পরে সোমে-
শ্বরসমীপে যাইব ! অথবা অগ্রে সোমেশ্বরের
পূজা দিয়া পরে মন্দরালে গমন করিব ? এইরূপ
চিন্তার পর তিনি মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন ;
ভাবিলেন,—আমি অত্রত্য সোমেশ্বরেরই পূজা
করিব । জনগণ মহাক্ষেত্র বস্ত্রাপথে আসিয়া ভবদেব
ও সোমেশ্বরের যেরূপ পূজা করে, আমিও নিত্য
সেইরূপেই করিব নিশ্চিতই । ইহা সমস্ত দেশের
মধ্যে উত্তম দেশ—সমস্ত গিরিমধ্যে উত্তম গিরি
—সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে উত্তম ক্ষেত্র—সমস্ত নদী
মধ্যে উত্তম নদী—সমস্ত বনমধ্যে দিব্য বন এবং
সমস্ত দেবমধ্যে উত্তম ভবদেব । যে কালে সোমে-
শ্বর দেব ভূমিভেদ করিয়া উত্থিত হইবেন, তখন
আত্মমণ্ডলে এই দিব্য ক্ষেত্র যবাধিক পরিমাণে
অবস্থিত হইবে । চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী
তিথিতে স্বর্ধ্যোদয়কালে অগ্নিসাধনতৎপর উর্দ্ধ-
বাহ বামন ভবদেবকে দর্শন করেন । আবার যখন
দিনকর মধ্য গগনে যান, বা অস্তাচলচূড়া অবলম্বন
করেন, তখন অগ্নিতাপসম্পূর্ণ বামন পুষ্পজলমিশ্র
অর্ঘ্য লইয়া সর্বদেব-নমস্কৃত শান্ত শিব সোমনাথ
শকরকে দর্শন করিতে থাকেন । সারস্বত কহিলেন,—
দেবদেব মহাদেব সোমেশ্বর, স্বয়ং ভূমি ভেদ করিয়া
ব্রহ্মদিবাবধি লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছিলেন ।
সেই সোমেশ্বর বামনকে সন্মোদন করিয়া কহি-

উবাচ । সিদ্ধস্বঃ মৎপ্রসাদেন কার্যং সিদ্ধং ভবি-
ষ্যতি । ইত্যুক্তো বামনো দেবঃ প্রত্যাচ মহেশ-
্বরম্ ॥ ১৩ ॥ বামন উবাচ । যদি তুষ্টি মহাদেব
যদি দেবো বরো মম । তদাত্ম লিঙ্গং স্থাতব্যমম
দিব্যং পুরো মম ॥ ১৪ ॥ যন্ত স্বয়ম্ভুবঃ লিঙ্গং
বামনে নগরে মম । পূজয়িষ্যতি ব্রহ্মস্রো গোম্রো
বা বালঘাতকঃ ॥ ১৫ ॥ গুরুদ্রোহী স্বর্ণচোরো
মুচ্যতে সৰ্পপাতকৈঃ । নির্দোষঃ পূজয়েদযন্ত সৰুৎ
সোমেশ্বরঃ হরম্ ॥ ১৬ ॥ মৃতো বিমানমাক্রুহ দিব্য
জীপরিবেষ্টিতঃ সংস্কৃত্যমানো দিক্‌পালৈর্থাতু স্বর্গে
শিবালয়ে ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য কুড্রলোকে
স গচ্ছতু । তথেষ্টুত্বা সোমনাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥
১৮ ॥ প্রকান্ত বামনো লিঙ্গং সোমনাথঃ স্বয়ম্ভুবম্ ।
প্রাপ্তজ্ঞানো লক্ষ্মণকির্ঘ্যো দ্রষ্টুঃ ভবঃ হরম্ ॥ ১৯ ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সন্নিহিতঃ সৰ্বাঃ স্বর্ণরেখাজলে স্থিতাঃ ।
এতাঃ সোমেশ্বরোৎপত্তিঃ যে শৃংগস্তি নরাঃ স্নিগ্ধাঃ ।
সৰ্পপাপক্ষয়ন্তেষাং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে সোমেশ্বরোৎপত্তিবর্ণনং নাম

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

লেন,—তুমি মৎপ্রসাদে সিদ্ধ হইলে; তোমার
কর্ম সিদ্ধ হইবে । অনন্তর বামনদেব মহেশ্বরকে
কহিলেন,—মহাদেব ! যদি তুষ্টি হইয়া থাকেন, যদি
আমায় বর দান করেন, তবে আমার প্রার্থনা—
আপনি এই লিঙ্গে অবস্থান করুন এবং ইহা
আমার দিব্য পুরী হউক । যে ব্যক্তি আমার
বামননগরে এই স্বয়ম্ভু লিঙ্গের পূজা করিবে, সে
ব্রহ্মস্র, গোম্র, বালস্র, গুরুদ্রোহী বা স্রবর্ণচোর,
যাহাই হোক, সৰ্পপাতক হইতে মুক্ত হইবে ।
যে নির্দোষ ব্যক্তি একবারও সোমেশ্বর হরের
পূজা করিবে, সে মরণান্তে বিমানাভ্যোগে দিব্যপু-
রিবেষ্টিত ও দিক্‌পালগণ কর্তৃক স্বতঃ হস্ত
স্বর্গে শিবালয়ে যাইবে । ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মলোক
আতিক্রম করিয়া কুড্রলোকে গমন করিবে । সোম-
নাথ বামনের প্রার্থনায় ‘তথাস্থ’ বলিয়া অস্থিহিত
হইলেন । এদিকে বামন স্বয়ম্ভু সোমনাথ লিঙ্গ
আবিষ্কৃত করিয়া জ্ঞানসমৃদ্ধিলাভান্তে ভবদেবকে
দেখিবার জন্ত গমন করিলেন । গঙ্গাদি সমস্ত
সরিৎসই স্বর্ণরেখাজলে অবস্থিত । যে সকল নরনারী
এই সোমেশ্বরের উৎপত্তি শ্রবণ করে তাহাদের
সৰ্পপাপক্ষয় হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১১—১০০ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

সারস্বত উবাচ । অথাসৌ বামনো বিপ্রো
লক্ষ্যজ্ঞানো ভবার্চনে । জগাম তখনঃ রম্যঃ
গিরে রৈবতকস্ত যৎ ॥ ১ ॥ যত্র বৃক্ষা বহুবিধা
দীর্ঘশাখাঃ ফলাধিতাঃ । বটোদ্রুহরবিষাশ্চ সর্জাজ্জুন-
কদম্বকাঃ ॥ ২ ॥ পালাশাশ্বনিম্বাশ্চ ধবাণী বাকুলী-
ক্রমাঃ । শমীকঙ্কোলনিম্বাশ্চ বীজপুরী চ দাড়িমঃ ॥
৩ ॥ বদরী নিম্বকঃ পুগঃ কদলী শল্লকী শিবা ।
তালহিস্তালশিরসা বীজকাবংশখাদিরাঃ ॥ ৪ ॥ অজ-
গাসনগাশুচ্ছা ইন্দ্রদীকোরবেঙ্গুদাঃ । ব্রহ্মবৃক্ষাঃ
কুরুবকাঃ করুণাঃ পুজ্জীবিনঃ ॥ ৫ ॥ অক্কোলাঃ
পরিভদ্রাশ্চ কলঙ্গাঃ পনসাস্তথা । উজ্জ্বলাশ্চ হরি-
দ্রাশ্চ গঙ্গাড়ীবায়বা ক্রমাঃ ॥ ৬ ॥ তেঙ্গুগুকাঃ শিরী-
ষাশ্চ খর্জুরীকরবান্দিকাঃ । সেবালী শাল্মলী
শালা মধুকাস্চ বিভীতকাঃ ॥ ৭ ॥ হরীতকাঃ
কটাহাশ্চ কণ্ঠাষ্টা আটরুশকাঃ । বিকচ্ছবঃ কপিখাশ্চ
রোহিণীবৈত্রকক্রমাঃ ॥ ৮ ॥ মদনফলা নির্গুণী পাটলা
নন্দিপাদপাঃ । লবঙ্গৈলালবলাশ্চ সন্তানা অশুরু-
ক্রমাঃ ॥ ৯ ॥ শ্রীখণ্ডকর্ণরনগাঃ কল্পবৃক্ষা নগোত্তমাঃ ।
বামনেন তদা দৃষ্টোচ্ছায়াবৃক্ষাঃ সুরার্চিতাঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—অনন্তর বিপ্র বামন লক্ষ-
জ্ঞান হইয়া ভবার্চনাথ রৈবতকাচলের রম্য বনে
প্রবেশ করিলেন । তথায় দীঘ দীঘ শাখাবিশিষ্ট
বহুবিধ ফলবান বৃক্ষ বিরাজমান । বট, উদ্-
দ্র, বিধ, সর্জ, অজুন, কদম্ব, পালাশ, অশ্বথ,
নিম্ব, ধব, অটবী, বারগী, শমী, কঙ্কোল, বিধ,
বীজপুর, দাড়িম, বদরী, নিম্বক, পুগ, কদলী,
শল্লকী, শিবা, তাল, হিস্তাল, বীজক, বংশ, পাদির,
অজগ, আসনগ, শুচ্ছ, ইন্দ্রদী, কোরব, ইন্দ্রদ,
ব্রহ্মবৃক্ষ, কুরুবক, করুণ, পুজ্জীব, অক্কোলা,
পারিভদ্র, কলঙ্গ, পনস, উজ্জল, হরিদ্রা, গঙ্গাডা,
বায়ব, তেঙ্গুগু, শিরীষ, খর্জুরী, করবান্দক,
সেবালী, শাল্মলী, শালা, মধুক, বিভীতক, হরিতকী,
কটাহ, কণ্ঠাষ্ট, আটরুশক, বিকচ্ছ, কপিখ, রোহিণী,
বৈত্রক, মদনফলা, নির্গুণী, পাটলা, নন্দিপাদ, লবঙ্গ,
এলা, লবলী, সন্তান, অশুরু, শ্রীখণ্ড, কর্পরু এবং
সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পক্রম সকল ঐ বনে অবস্থান করি-
তেছে । বামন দেখিলেন,—সে বনে সুরার্চিত

উদয়াস্তমনে যেষাং ছায়া ন প্রতিহন্ততে । তেষাং
দর্শনমাত্রেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ যে জনাঃ
পুণ্যকর্ম্মাণস্তেষাং তে দৃষ্টিগোচরাঃ । এতান্ পশ্বন্
যযৌ বৃক্ষাঃস্ততো রৈবতকঃ গিরিষ ॥ ১২ ॥ যাব-
দ্রিয়ৌক্যতে তুঙ্গ শিখরং তস্ত মূর্ধনি । আশ্চর্য্যং
দদৃশে বিপ্রো মহল্লোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১৩ ॥ ধুমজলন-
মধ্যস্থান পুরুষান্ পঞ্চ পশ্বতি । কৃষ্ণান্ খেচরান্
রৌদ্রান্ কৃষ্ণাঙ্কুরবিভূষিতান্ ॥ ১৪ ॥ সারমেয়-
সমাক্রান্তান্ করিহন্তান্ সমে লান্ । খড়্গাখেকটহস্তাংশ্চ
ডমরুডডামরস্বনান্ ॥ ১৫ ॥ সঘর্ষরৌচরণকস্তাসনাদিত-
পর্ষিতান্ । কেৎকারভানুধাকারান্ কাশকুক্ষিত-
মূর্ধজান্ ॥ ১৬ ॥ নরমাংসবসাংসারকবলবাগ্র-
তালুকান্ । জনগন্ধসমাজ্ঞানভবতীত্রিবলোচনান্ ॥
১৭ ॥ পঞ্চাশিসাধনাব্যাণ্ডদিব্যচক্ষুঃপ্রভাবতঃ । দেবান্
পশ্বতি বিপ্রেন্দ্রো জ্ঞাতকার্য্যপরম্পরঃ ॥ ১৮ ॥
এতে ক্ষেত্রাধিপাঃ পঞ্চ মহাদেবেন নিষ্প্রিহাঃ ।
মহাবল্য রৈবতকে নিবসন্তি গিরৌ সদা ॥ ১৯ ॥
স্বেচ্ছাচারান্নরাশ্রমর্ত্যান্বারয়ন্তি নগে তথা । হরিং হরং
নদৌং দেবৌং ন পশ্বন্তি গিরিঃ যথা ॥ ২০ ॥ দৃষ্টৌ
জ্ঞাত্যন্তি চক্রে ধ্যাত্য দেবং মহেশ্বরম্ । জয়ন্তি

বহু ছায়াবৃক্ষ বিদ্যমান ! সুখের উদয়ে বা অস্ত-
গমনে যে সকল বৃক্ষের ছায়া প্রতিহত হয় না !
উহাদের দর্শন মাত্রেই সর্বপাপক্ষয় হয় । যাহারা
পুণ্যকর্ম্মা, তাহাদেরই এই সকল বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর
হয় । বামন এই সকল বৃক্ষ দেখতে দেখিতে
রৈবতকাচলে উপনীত হইলেন । সেখানে গিয়া
যেমন তিনি তাহার তুঙ্গ শৃঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন,
অমনি এক ভীষণ আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহার নেত্রা-
তিথি হইল । তিনি দেখিলেন,—তত্রত্য ধুমজলন-
মধ্যে পাঁচজন পুরুষ অবস্থান করিতেছে । এই পুরুষ-
পঞ্চক কৃষ্ণাঙ্গ, খেচর, রৌদ্রম্ভাব, কৃষ্ণাঙ্কুরূষণ,
সারমেয়সমাক্রান্ত, করিকর-সমেখল, খড়্গাখেকটহস্ত,
ডমরুডডামরস্বর, ঘর্ষরশব্দযুক্ত চরণস্থাসে নাদিত-
পর্ষিত, কেৎকারভানুর, কাশবৎ কুক্ষিতমূর্ধজ,
নরমাংসবসাংসার ভক্ষণে বাগ্রতালুক, মনুষ্যগন্ধা-
ত্ৰাণে তীব্রলোচন ও পঞ্চাশিসাধনধূমে ব্যাণ্ডনেত্র-
প্রভ । তিনি তাঁহাদের কার্য্যপরম্পরায় এইরূপ
জ্ঞাত হইলেন যে, ইহারা ক্ষেত্রাধিপ । মহাদেব
ইহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন । এই মহাবলগণ
সর্বদা এই রৈবতক গিরিতে বাস করিতেছে ।
অত্রত্য হরি, হর, নদী, দেবী ও গিরি দর্শ-

দৃষ্টদৈত্যোজয়ুদ্ধাশ্রয়ানাঙ্কিতং বণঃ । বিজতি ভ্রাতরৌ
যে তে পঞ্চেন্দ্রস-বিক্রমাঃ ॥ ২১ ॥ রুদ্রবক্রো-
ভবা দক্ষা দক্ষাধরবিনাশকাঃ । শাবলীঢ়াহতী-
নষ্টভীতবাড়বর্নান্দিতাঃ ॥ ২২ ॥ কুক্ষুমাগুরুকপূর-
লিপ্তাঙ্গাঃ সুবিভূষিতাঃ । মদিরামোদমস্তানৃত্য-
গীতকরাঃ সুরাঃ ॥ ২৩ ॥ ত্রক্ষাণ্ডভ্রমণশ্রান্তস্বগন্ধ-
ত্রস্তসঞ্চরাঃ । মনোজবাঃ কামগমাঃ ক্ষেত্রপালা জয়ন্তি
তে ॥ ২৪ ॥ ইত্যাদিবচনাত্তুষ্টো বিজ্ঞস্তাগ্রে স্বয়ংস্থিতাঃ ।
একপাদোহস্ম্যহৈকৈকো দ্বিতীয়ো গিরিদাক্ষণঃ ॥
২৫ ॥ তৃতীয়ো মেঘনাদস্ত সিংহনাদস্ততুর্ধকঃ ।
পঞ্চমঃ কালমেঘোহহং কুর্শ্বঃ কিং তে বদন্ত তৎ ॥
২৬ ॥ বিজ্ঞ উবাচ । যদি তুষ্টো ভবন্তো মে যদি
দেয়ো বরো ধ্রুবম্ । অহো আপ্রলয়ং যাবৎ স্থাতব্যং
মৎপ্রতিষ্ঠিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ একপাদো গিরিতটে
প্রধ্বাৎ প্রথমং স্থিতঃ । বসন্তো বসন্তা তেন গিরৌ
চ গিরিদাক্ষণঃ ॥ ২৮ ॥ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রসাদাধ বরদো-
হসৌ স্বয়ং স্থিতঃ । উজ্জয়ন্তগিরের্মৃদ্ধি মেঘনাদঃ

নার্থ আগত স্বেচ্ছাচার মর্ত্যগণকে বারণ করাই
ইহাদের কার্য্য । বামন উহাদিগকে দেখিয়া,
পরিচয় জানিয়া, মহেশ্বরকে ধ্যান করিয়া, উহা-
দের স্তব করিতে লাগিলেন । বামন বলি-
লেন,—ঐহারা তুষ্ট দৈত্যোজদিগের যুদ্ধাশ্রয়ানাঙ্কিত
দেহ ধারণ করিতেছেন, সেই ইন্দ্রসমবিক্রম
পঞ্চভ্রাতা জয়যুক্ত হউন । ঐহারা রুদ্রবক্রোভব,
দক্ষ, দক্ষাধরহর, স্বদন্ত অর্জাত অবলেহনের তরে
ভীত বাড়বগণ-কর্ত্তক বন্দিত, কুক্ষুমাগুরুকপূর-
লিপ্তাঙ্গ, মদিরামোদমস্তাঙ্গ, নৃত্য-গীতরত, ত্রক্ষাণ্ড-
ভ্রমণ-ভ্রান্ত, স্বীয় গণ্ঠে জন্মগণের ত্রাসোৎপাদক,
মনোজব ও কামগামী ; সেই ক্ষেত্রপালপঞ্চক
জয়যুক্ত হোন । এই সকল ভ্রতিবচনে তুষ্ট হইয়া
এই পুরুষপঞ্চক বামন বিপ্রের সম্মুখে আসিয়া উপ-
স্থিত হইল । এবং বলিল,—আমরা পাঁচ জন ;
আমাদের নাম—একপাদ, গিরিদাক্ষণ, মেঘনাদ,
সিংহনাদ ও কামমেঘ । আমরা তোমার
কি করিব বল ? বামন বলিলেন,—আপনারা
যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, আর
যদি আমায় নিশ্চয়ই বর দেয় বলিয়া মনে করেন,
তাহা হইলে বলি, অহো ! আপনারা মৎ-
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আ-প্রলয় এইখানে অবস্থান
করুন । এই কথার পর প্রথমেই একপাদাধ্য
ক্ষেত্র-পাল সহর্ষে গিরিতটে অবস্থান করিলেন

স্বয়ং যযৌ । ২২ । ভবানীশঙ্করঃ স্বয়ং সিংহনাদ-
স্থধাবিশং । স্বয়ং বস্ত্রাপধেইনব ভবস্ত্রাগ্রে নিরু-
পিতঃ । ৩০ । স্বর্ণরেখানদীতীরে কালমেঘো মহা-
বলঃ । সর্বলোকোপকারার্থং তীর্থং সংস্থাপিতং
পুরা । ৩১ । বামনেন স্বয়ং গঙ্গা ক্ষেত্রপালায়
পূজিতাঃ । পুরা যুগাদৌ রাজেন্দ্র সসৈ দেবাঃ
সমাগতাঃ । ৩২ । সুরাষ্ট্রদেশে সম্প্রাপ্তাঃ পুণে
রৈবতকে গিরৌ । স্বার্থঃ সমলোকানাং বধার্থঃ
দেববৈরিণাম্ । ৩৩ । বিষ্ণোঃ কণ্ঠে তদা মুক্তা
জয়মালা সুরোত্তমৈঃ । দামোদরেতি বিখ্যাতং
দন্তং নামোত্তমং হরৈঃ । ৩৪ । তত্রাদৌ কার্তিকে
তু ক্রে বাসরে বিষ্ণুবল্লভে । উপোষ্য সহিতৈ-
র্দেবৈস্ততীর্থং বিষ্ণুনা কৃতম্ । ৩৫ । সর্বতীর্থময়ী
পুণ্য স্বর্ণরেখা নদী স্থিতা । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পুণ্যং
বিষ্ণুলোকপ্রদায়কম্ । ৩৬ । ফালগুনং সর্বপাপানাং
রোগদারিদ্ৰ্যনাশনম্ । দামোদরং রৈবতকে
পরমানন্দদায়কম্ । ৩৭ । যে পশুস্তি বিমানেন্তে
নীয়েন্তে বিষ্ণুন্দিরে । ন গৃহে কার্তিকঃ কার্যো

এইরূপে গিরিপ্ৰদেশে গিরিদারণ প্রতিষ্ঠিত হই-
লেন । মেঘনাদ উজ্জয়ন্ত গিরিশিখরে রম্য ভবানী-
শঙ্করের সমীপে গমন করিলেন । সিংহনাদ স্বয়ং
বস্ত্রাপধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভবাগ্রে প্রতিষ্ঠিত
হইলেন । আর মহাবল কালমেঘ স্বর্ণরেখা নদী-
তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন । বিপ্র বামন
এইরূপে সর্বলোকের উপকারার্থ তীর্থ প্রতিষ্ঠা
করেন এবং নিজেই গিয়া ঐ সকল ক্ষেত্র-
পালের পূজা করিয়াছিলেন । হে রাজেন্দ্র ! পুণে
যুগাদিকালে দেবগণ শক্রনাশ ও সর্বলোকের
রক্ষানিমিত্ত সুরাষ্ট্রদেশের পবিত্র রৈবতকাণ্ডে
আগমন করেন । এখানে আসিয়া তাঁহারা বিষ্ণুর
কণ্ঠে জয়মালা পরাইয়া দেন এবং তাঁহার 'দামো-
দর' এই উত্তম নাম প্রদান করেন । পুণে
বিষ্ণু কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে উপ-
বাস করিয়া দেবগণ সহ এইখানে এই তীর্থ
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এখানে সর্বতীর্থময়ী পুণ্য-
তোয়া স্বর্ণরেখা নদী অবস্থিত । বৈরতকে পরমা-
নন্দদায়ক দামোদর আছেন । তিনি ভুক্তিমুক্তি-
প্রদ, পবিত্র, বিষ্ণুলোকপ্রদ, সর্বপাপ ও রোগ-
দারিদ্ৰ্যনাশক । তাহারা তাঁহাকে দর্শন করে,
তাঁহারা বিমানযোগে বিষ্ণুন্দিরে নীত হইয়া
থাকে । কেহ গৃহে থাকিয়া কার্তিককৃত্য, বিশেষতঃ

বিশেষাভীষপঞ্চকম্ । ৫৮ । পঞ্চাদাদশী শ্রেষ্ঠা
কার্য্য দামোদরে জলে । প্রাতঃস্নানঃ প্রকর্তব্যঃ
সম্প্রাপ্তে কার্তিকে জনৈঃ । ৩৯ । মাসোপবাসঃ
কর্তব্যো যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ । সতীভিক্ষিব্যভিচ্চ
মুক্তিস্থানমভীপ্সুভিঃ ৪০ । একভস্কেন নস্কেন
তথৈবাযাচিতেন চ । উপবাসেন কৃচ্ছ্রণ শাকাহারেণ
বা পুনঃ । ৪১ । সংসেব্যঃ কার্তিকে বিষ্ণুদীপ-
দানপট্টৈর্নরৈঃ । ব্রহ্মচর্য্যপট্টৈর্শাসো নীয়তে যদি
মানবৈঃ । ৪২ । তদা বিষ্ণুপুরে বাসঃ ক্রিয়তে
বিষ্ণুনা সহ । পঞ্চোপবাসঃ কর্তব্যঃ সম্প্রাপ্তে
ভীষপঞ্চকে । ৪৩ । একাদশীং সমারভ্য পঞ্চমী
পূর্ণিমাদিনম্ । তদেতৎ পঞ্চকং প্রোক্তং সর্ব-
পাপহরং নৃণাম্ । ৪৪ । সর্বেষামপি মাসানাং
পঞ্চাৎ কার্তিকাদপি । একাদশী কার্তিকস্তা পুণ্য
দামোদরে কৃত্য । ৪৫ । মিত্ঠারং কার্তিকে দেয়ং
হবিষ্যং স্নানং তপস্বিতম্ । সূর্য্যং রজতং বসুং তোয়ং
ফলানি চ । ৪৬ । মাসান্তে বিবিধং দেয়ং গোস্তিলাঃ
কুহুমনি চ । সপদানেষু যৎপুণ্যং সর্বভীর্থেষু
যৎফলম্ । ৪৭ । অশ্বমেধাদিভির্গজৈর্গন্যং
পিণ্ডদস্ত যৎ । তৎফলং জায়তে নৃণাং দৃষ্টে দামো-
দরে নৃপ । ৪৮ । একাদশীং কৃত্যনো দেব-

ভীষপঞ্চক করিবে না । ১—৫৮ । ভীষপঞ্চক মধ্যে
দ্বাদশী শ্রেষ্ঠা তিথি । এই তিথিকৃত্য দামোদর জলে
কর্তব্য । কার্তিক মাস আসিলে জনগণ প্রাতঃস্নান
করিবে । যতি, ব্রহ্মচারী, ও মুমুক্ এবং সাধ্বী
বিবাহগণ মাসোপবাস করিবেন । কার্তিকে দীপদান-
তৎপর নরগণ একভক্ত, নক্ত, অযাচিত, উপবাস,
কৃচ্ছ্র কিম্বা শাকাহারে থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করিবে ।
মানবেরা ব্রহ্মচর্য্য থাকিয়া যদি উক্ত মাস অতি-
বাহিত করে, তবে তাহাদের বিষ্ণুপুরে বাস হয়,
তাঁহারা বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়া করে । ভীষপঞ্চকে
একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচদিন উপবাস
করা কর্তব্য । এই ভীষপঞ্চক নরগণের সর্বপাপ-
হর । সমস্ত মাস এমন কি, কার্তিকের ভীষ-
পঞ্চক অপেক্ষাও দামোদরে অশুষ্টিতা কার্তিকী
একাদশী পুণ্যতম । কার্তিকে মিত্ঠার, ঘৃতপ্লুত
হবিষ্য, সুবর্ণ, রজত, বসু, জল, অন্ন ও ফল প্রদেয় ;
মাসান্তে গো, তিল, ও বিবিধ কুহুম ইত্যাদি
নানাবিধ দান কর্তব্য । হে নৃপ ! সর্ববিধ দানে
সর্ববিধ ভীর্থে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ও গম্য পিণ্ডদানে
যে ফল, দামোদরদর্শনে নরগণের সেই ফলই

পূজাপরো ভবেৎ । আপ্য পঞ্চামৃতেনৈব ততস্তীর্ণো-
দকেন চ ॥৪৯॥ কুঙ্কমাণ্ডকখীণ্ডকপূরোদকমিশ্রিতৈঃ ।
পূজয়িত্বা ততঃ পুষ্পৈঃ শতপটৈঃ স্নগন্ধিভিঃ ॥ ৫০ ॥
মালতীকুসুমৈঃ শুভ্রৈর্বহুভিঃ সৌন্দর্যৈঃ । বসু-
যজ্ঞোপবীতঃ চ দ্বাধ্ব ধূপঃ প্রধূপয়েৎ ॥ ৫১ ॥ দীপঃ
দদ্যাদমৃতেনৈব তৈলেনাপি যতঃ বিনা । নৈবেদ্যং
বিবিধং দেয়ং ফলং তাম্বুলমেব চ ॥ ৫২ ॥ প্রাসাদ-
পূজা কর্তব্য্যা ধ্বজদানাদিনা নৃপ । গোঃ সবৎসা ততো
দেয়া সংসারার্ণবতারিণী ॥ ৫৩ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণাং
কুত্বা গীতবাদিত্রিনিশ্চনৈঃ । বেদপাঠপুরাণৈশ্চ ব্যাখ্যা-
দিব্যকথাভিঃ ॥ ৫৪ ॥ দেবাগ্রে জাগরঃ কার্যো
দীপো দেয়োহস্তিভূমিবু । সপ্তধাতুময়াঃ সপ্ত পক্ষতা
দীপসংযুতাঃ ॥ ৫৫ ॥ কলতাম্বুলপকান্নপুриতাঃ পরি-
কলিতাঃ । বিদ্বদ্ভিঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ শ্রাষ্ট্রব্রাহ্মণৈর্গৃহ-
মেধিভিঃ ॥ ৫৬ ॥ স্তীভিঃ চ নরশার্ঙ্গল শ্রোতব্যা
বৈষ্ণবী কথা । এবং জাগরণং কার্য্যং রাগক্রোধ-
বিবর্জিতৈঃ ॥ ৫৭ ॥ কুত্বা জাগরণং বানাদিতৈ
স্বর্ঘ্যমণ্ডলে । পূর্বাং সন্ধ্যাং ততঃ স্নাত্বা কুত্বা মধ্যাহ্ন-
মাচরেৎ ॥ ৫৮ ॥ দেবান পিতৃন মনুষ্যাংশ্চ সৰ্বপা

বিধিপূষিকম্ । কুত্বা শ্রাদ্ধং পিতৃণাং তু দদ্যাদানং
স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৯ ॥ দেবং দামোদরং পুত্ৰা পুষ্পধূপা-
দিনা পুনঃ । নরসিংহং সুরং পূজা বৈনতেয়ং চ
পূজয়েৎ ॥ ৬০ ॥ কুত্বা জাগরণং রাত্রাবধায় মধু-
হৃদনম্ । দ্বাদশীভুক্তিমাশাদ্য কার্য্যং পারণকং নরৈঃ ॥
৬১ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ সহিতঃ পুত্ৰবান্ধবৈঃ ।
বিকলাঙ্গরূপণানাং দেয়মগ্নং স্বশক্তিতঃ ॥ ৬২ ॥
দামোদরে রৈবতকে স্বর্ণরেখানদীজলে । এবং যঃ
কুরুতে যাত্নাং তন্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মরশ্ম
সুরাপশ্চ গ্রামসীমাপহারকঃ । রাজদ্রোহী গুরু-
দ্রোহী মিথ্যাব্রতধরশ্চ যঃ ॥ ৬৪ ॥ কূটসাক্ষ্যপ্রদো
যশ্চ যশ্চ স্ত্রাসাপহারকঃ । বালস্বীঘাতকো বিপ্রঃ
সন্ধ্যাগ্নানববর্জিতঃ ॥ ৬৫ ॥ দেবব্রহ্মস্বহর্তা চ বেদ-
বিক্রয়কারকঃ । কন্যাবিক্রয়কর্তা চ দেবব্রাহ্মণ-
মন্দকঃ ॥ ৬৬ ॥ বিশ্বাসঘাতকো বিপ্রঃ শূদ্রাদ্রোহিত্ব
লুক্ককঃ । নারকঃ পরদারগাং স্বয়ং দস্তাপহারকঃ ॥
৬৭ ॥ পরমৈথুনসেবী চ তথা বৈ সেতুভেদকঃ ।
পরিণীতামৃতস্নাতাং স্বয়ং যো নাভিগচ্ছতি ॥ ৬৮ ॥
ব্রাহ্মণী বিধবা বাল্য ন ভবেচ্ছতধারিণী । মহা-
পাতকিনৈশ্চ তথাস্তে বহবো নৃপ ॥ ৬৯ ॥ স্বর্ণ-
রেখাং নৈব প্রাহঃ দৃষ্ট্বা দামোদরং হরিত্বা । রাজো
জাগরণং কুত্বা যুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ৭০ ॥ ন তু

কার্য্যান্তিষ্ঠাৎক করিবে এবং শ্রাদ্ধান্তে যথাশক্তি
দান করিবে । অনন্তর পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা পুনর্বার
দেব দামোদরের পূজা করিয়া বৈনতেয়ের পূজা
করিবে । নরগণ রাত্রিজাগরণান্তে মধুহৃদনকে
উত্থাপিত করিয়া দ্বাদশীর কিয়দংশ অতীত হইলে
ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পুত্ৰ ও বান্ধবদিগ
সহিত পারণ করিবে । এই দিন বিকল, অন্ধ ও
দুঃখীদিগকে যথাশক্তি অন্ন দান করিতে হয় ।
দামোদরের রৈবতকে ও স্বর্ণরেখার জলে এইরূপে
যে যাত্না করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । ব্রহ্মরশ্ম,
সুরাপ, গ্রামসীমাপহারী, রাজদ্রোহী, গুরুদ্রোহী,
মিথ্যাব্রতী, কূটসাক্ষ্যদাতা, স্ত্রাসাপহারী, বালস্বী-
ঘাতী, সন্ধ্যাগ্নানববর্জিত বিপ্র, দেব ব্রহ্মস্বহর্তা, বেদ-
বিক্রমী, কন্যাবিক্রমী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, বিশ্বাসঘাতী,
দ্রোহিত্বভোজী, লোভী দ্বিজ, পারদারিক, স্বয়ং
দস্তাপহারী, পরমৈথুনসেবী, সেতুভেদী, ঋতুস্নাতা
বিজপত্রাশ্রয়ী এবং তপোজপরহিত বিধবা
ব্রাহ্মণী—ইহারা এবং অন্যান্য আরও বহু মহাপাতকী
দ্বারেকাজলে স্নান, দামোদর হরির দর্শন এবং

হইয়া থাকে । একাদশীর দিন কুত্বান্ন হইয়া
মানব দেবপূজায় তৎপর হইবে । পঞ্চামৃত, তীর্ণো-
দক, এবং কুঙ্কম, অণ্ডক, খীণ্ড ও কপূরোদক
দ্বারা দেবতার স্নান করাইয়া স্নগন্ধি শতপট,
শুভ্র শুভ্র মালতীপুষ্প ও তুলসীদল দ্বারা পূজা
করিবে । পূজাকাল বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, ধূপ, স্তুত-
প্রদীপ, ব্রতভাবে তৈলদীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, বিবিধ
ফল ও তাম্বুল দান করিবে । তৎপরে ধ্বজাদি
দ্বারা দেবপ্রাসাদের পূজা করিবে । এই পূজার
পর সংসারার্ণবতারিণী সবৎসা ধেনু দান করিবে ।
অনন্তর দক্ষিণা করিয়া গীত, বাদিত্র, বেদপাঠ,
পুরাণপ্রস্তাব, পুণ্যখ্যান ও দিব্য দিব্য কথাপ্রসঙ্গে
দেবাগ্রে জাগরণ করিবে । জাগরণরাত্রিতে
দেবস্থানের সমস্ত দীপ দান করিবে । অতঃপর
কলতাম্বুল-পকান্ন-পরিপূরিত দীপাধিত সপ্ত ধাতু-
ময় পক্ষিত প্রস্তুত করিয়া দেবজীভার্গ প্রদান
করিবে । এই কার্য্যের পর শ্রোত্রিয়, বিদ্বান, গৃহ-
মেধী, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ বৈষ্ণবী কথা শ্রবণ
করিবে । রাগক্রোধবর্জিত হইয়া এইরূপে রাত্রি
জাগরণ করিতে হয় । জাগরণান্তে স্বর্ঘ্যোদয়ে
স্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যা ও পরে ক্রমে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা
এবং যথাবিধি দেব-পিতৃ ও মনুষ্যাগণের তর্পণ

যে পাপকৰ্ম্মাণঃ সমায়াতাঃ প্রজাগরে । সংসারসাগরে
তীৰ্ণেগচ্ছন্তি ন হরেঃ পুরম্ ॥ ১১ ॥ যথা যথা যাতি
নরঃ প্রজাগরে তথা তথা বিষ্ণুপুরে বিচিন্ত্যতে ।
বাসঃ সুরৈবৈকবলোকহেতবে মৃদঙ্গগীতধ্বনিনাদিতে
গৃহে ॥ ১২ ॥ গদাসিশিখারিধরাশ্চতুর্ভুজা দৈত্যেয়
দৰ্শাপহরূপধারিণঃ । প্রগীষ্যমানাঃ সুরসুন্দরীভিস্তে
যাস্তি খং খেচরগাত্রসন্ধাঃ ॥ ১৩ ॥ বারাহকল্পে প্রথমঃ
যুগান্দো দামোদরো রৈবতকে প্রসিদ্ধঃ । সৈবা নদী
যা সরিতাঃ বরিতা সৌহৃদ্য হরির্যো ভুবনস্ত কৰ্ত্তা ॥
১৪ ॥ ইদং পুরাণং পঠতে শৃণোতি নরো বিমানৈ-
র্ষদ্বন্দ্বনালয়ে । দেবান্দনাদভুজশ্চতুর্ভুজঃ স
নীযতে দেবগণৈরভিহুতঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে ক্রীদামোদরবাহ্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ । অথাসৌ বামনো বিপ্রঃ প্রবিষ্টো
গহনে বনে । একাকৌ কিং চকাং য কোতুকাং

তদ্বদম্ মে ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ । অথাসৌ
বামনো বিপ্রো গয়া রৈবতকে গিরৌ । স্বর্ণরেখা
নদীতোয়ে শ্রাদ্ধাধ বিধিপূৰ্ণকম্ ॥ ২ ॥ সুগন্ধপু-
ষ্পাদৈর্দেবং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ । তসৌ তদগ্রতো
রাজমেকাকৌ নিৰ্জ্জনে বনে ॥ ৩ ॥ সৰ্গসম্বসমাযুক্তে
সরীসৃপসমাকুলে । অনেকস্বরসঙ্ঘুষ্ঠে ময়ধ্বনি-
নাদিতে ॥ ৪ ॥ কোকিলারাবরমো চ বনকু-
কুটঘোষিতে । খদ্যোতদ্যোতিতে তস্মিন্ বলী-
মুখবিধুনিতৈ ॥ ৫ ॥ কচিৎশাশ্বিনা শাস্তে কচিৎ
পুষ্পিতপাদপে । গগনাসক্তবিটপে সূৰ্য্যতাপ-
বিবজ্জিতে ॥ ৬ ॥ লুককাষাঃ সত্ত্বস্ত্রান্তশুকর-
শব্দরে । স হৃষ্টকজিয়রাতস্থানদানবিচক্ষণে ॥ ৭ ॥
অনেকাশ্চর্য্যাসম্পন্নঃ সন্মার মনসা হরিসম্ । তং
ভৌমিব বিজ্ঞায় নরসিংহঃ সমাযযৌ ॥ ৮ ॥ রক্ষা-
তস্ত বিপ্রস্ত বভাষে পুরতঃ স্থিতঃ । ন ভেতব্যঃ
অয়া বিপ্র বদ তে কিং কৰোম্যহম্ ॥ ৯ ॥
বিপ্র উবাচ । যদি তুষ্টো বরো দেযো নরসিংহ
অয়া মম । সদাত্ত রক্ষা কৰ্ত্তব্য সৰ্ব্বেষাং তীর্থবাসি-
নাম্ ॥ ১০ ॥ দেবত্যাগ্রে সদা স্বেদ্যং যাবদিত্যশ্চতু-
র্দশ । এবমস্থিতি তং প্রোচ্য তথা চক্রে হরিস্তদা ॥

রাজিজাগরণ করিয়া সৰ্পপাতক হইতে মুক্ত হয় ।
যে সকল পাপকৰ্ম্মা নর এই সংসার-সাগরোত্তারক
তীৰ্ণে হরির জাগরণে যোগদান না করে, তাহাদের
ভাগ্যে হরিপুরপ্রাপ্তি ঘটে না । নর যেমন যেমন
জাগরণ করিতে যায়, বিষ্ণুপুরে সুরগণ মৃদঙ্গধ্বনি-
নাদিতগৃহে তাহাকে বাস করাইবার জন্ত তেমনি
তেমনি চিন্তিত হইয়া থাকেন । এই তীৰ্ণে জাগরণ-
কারী নরগণ গদা-অসি-শিখা চক্রধারী, চতুর্ভুজ,
দৈত্যদৰ্শাপহ-রূপধারী হইয়া ও সুরসুন্দরীগণ কর্তৃক
উপগীষ্যমান হইয়া স্বৰ্গপথে প্রবেশ করিয়া থাকে ।
পূর্বে আদিযুগে বারাহকল্পে স'রস্বতী নদী স্বর্ণ-
রেখা, আর এই ভুবনপতি দামোদর হরি রৈবতকে
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । যে নর এই পুরাণ পাঠ বা
শ্রবণ করে, সে দেবান্দনাদভুজ, চতুর্ভুজ ও
সুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া বিমানযোগে মধুসুন্দনালয়ে
উপনীত হয় ॥ ৩১—৭২ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

সারস্বত কহিলেন,—অতঃপর বিপ্র বামন রৈব-
তকাচলে গিয়া স্বর্ণরেখানদীজলে বিধিপূৰ্ণক স্নান

করিলেন এবং সুগন্ধ পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা ভক্তি-
পূৰ্ণক দামোদর দেবের অর্চনা করিয়া তথা হইতে
একাকৌ নিৰ্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । ঐ
অরণ্যে সৰ্পসম্বসমাগুল, সরীসৃপসময়, বিবিধ স্বর-
সঙ্ঘুষ্ঠ, ময়ধ্বনিনাদিত, কোকিল-কুজনরমণীয়,
বনকুকুটকুজিত, খদ্যোতদ্যোতিত, বলীমুখবিধুনিত,
কচিৎ উপশমিতবাশি, কচিৎ পুষ্পিতপাদপ,
কচিৎ গগনাসক্তবিটপ ও সূৰ্য্যতাপবিবজ্জিত ।
লুককাণের আঘাতে শূকর ও শব্দর-সমূহ তথায়
সদা সত্ত্বস্ত ও ভ্রান্ত অবস্থায় অবস্থিত । ঐ
অরণ্যে সংহৃষ্ট কজিয়গণকে সৰ্বদা স্থান দানে
বিচক্ষণ । তিনি তথায় অনেকাশ্চর্য্যময় হরিকে মনে
মনে স্মরণ করিলেন । নরসিংহ হরি তাহাকে ভীত
মনে করিয়া সহসা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং
তিনি তাঁহার রক্ষার্থ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলি-
লেন—হে বিপ্র ! ভয় করিও না; বল, আমি
তোমার কি করিব ? বিপ্র বলিলেন,—হে নর-
সিংহ ! যদি তুষ্ট হইয়া আপনি আমাকে বর
দিব মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনি এই
স্থানে সৰ্বদা তীর্থবাসীদিগকে রক্ষা করিবেন
এবং চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকালপর্য্যন্ত আপনি

১১ । অতো দামোদরস্তাগ্রে নরসিংহঃ স পূজ্যতে ।
বনঃসৌম্যঃ কৃতঃ তেন তীর্থরক্ষাং করোতি সঃ ।
ভূতপ্রেতাভিসংবাসো বনে তস্মিন্ন জায়তে । নর-
সিংহপ্রভাবেন নষ্টঃ সিংহাদিজং ভয়ম্ ॥ ১৩ ॥
কার্তিকে বাসরে বিকোদ্ধাদজ্ঞাঃ পারণে কৃতৈ ।
দামোদরঃ নমস্কৃত্য ভবঃ ভ্রষ্টঃ ততো যযৌ ॥ ১৪ ॥
চতুর্দশীং কৃতম্নানো ভবঃ সম্পূজ্য ভাবতঃ । ভব-
ভাবভবঃ পাশং ভস্মীভূতং ভবার্চনাং ॥ ১৫ ॥ স
ক্ষীণপাপনিচয়ো জাতো দেবস্ত দর্শনাং । ভব-
স্তাগ্রে স্থিতং শাস্তং তথা বন্যাপথস্ত চ ॥ ১৬ ॥ কাল-
মেঘঃ সমভ্যর্চ্য ততো বন্যাপথং যযৌ । দেবঃ
সম্পূজ্য মেষঃ স বেদোক্তৈর্নিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥
ধপদাপাদিনৈবেদ্যৈঃ সৰ্বৈঃ চক্রে স বামনঃ । প্রদ-
ক্ষিণাশতং কুন্ডা ভবস্তাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥ যাব
ন্নরীক্ষতে সৰ্বং তাদং পশুতি পরিতম্ । উজ্জয়ন্তঃ
গিরিবরং মৈনাকস্ত সোধদরম্ ॥ ১৯ ॥ সুরাষ্ট্রদেশে
বিখ্যাতং যুগাদৌ প্রথমং স্থিতম্ । ভুবরং ভুবরৈশৃকঃ
শিলাপাদপমণ্ডিতম্ ॥ ২০ ॥ তং দৃষ্ট্বা চিত্তদ্ব্যমাস

স্বস্মান্ ধর্ম্মান্ স বামনঃ । অন্নায়াসান্ হাহসান্
পুত্রলক্ষ্মীপ্রদায়কান্ ॥ ২১ ॥ অবজ্ঞাং ক্রিয়মাণেনু স্বধর্ম্ম
উপজায়তে । দৃষ্ট্বা নদীং সাগরগাং স্নাত্বা পাতৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ গাং স্পৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং নদ্রা সম্পূজ্য
গুরুদেবতাঃ । তপস্বিন্যং যতিং শাস্তং শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ২৩ ॥ পিতরং মাতরং ভগ্নীং
তৎপতিং হৃহিতাং পতিম্ । ভাগিনেয়মথ দৌহিত্র্যং
মিত্রসদক্ষিবান্ধবান্ । সম্ভোজ্য পাতকৈঃ সর্বেশ্বচ্যন্তে
গৃহমেধিনঃ ॥ ২৪ ॥ রাজা গজাশ্বনকুলং সতীদৃশ-
মহৌধরঃ । আদর্শক্ষীরদৃক্ষাশ্চ সত্যব্রহ্মপ্রদাশ্চ
তে ॥ ২৫ ॥ দৃষ্ট্বা মাত্রাঃ পুনস্তোত্রে যে নিত্যং সত্য-
বাদিনঃ । বেদধর্ম্মকথাং শ্রুত্বা ভুক্তিমুক্তিপ্রদাং
নরান্ ॥ ২৬ ॥ স্মৃত্বা হরিহরৌ গঙ্গাং কুন্ডা তৌরেন
মাস্মিনম্ । গঙ্গা জাগরণে বিকোদিত্বা দানক
শক্তি তঃ ॥ ২৭ ॥ ভাঙ্গুলং কুসুমং দীপং নৈবেদ্যং
তুলসীদলম্ । গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ বিধায় সুর-
মন্দিরে ॥ ২৮ ॥ এতে স্বস্মাঃ স্মৃতা ধর্ম্মাঃ ক্রিয়-
মাণাঃ মহোদয়াঃ । অতো গিরীন্তঃ পশ্যামি সর্ব-
দেবালয়ং শুভম্ ॥ ২৯ ॥ তেষাং করতলে স্বর্গঃ

অত্রত্য দেবাগ্রে সর্বদা সন্নিহিত থাকিবেন । হরি
'এবমস্ত' বলিয়া তখন হইতে তাহাই করিলেন ।
এই জন্ত দামোদরের অগ্রে নরসিংহ পূজিত হইয়া
থাকেন । তিনি বনপথ নিরূপণ করিয়া দেন এবং
স্বয়ং তীর্থ রক্ষা করিতেছেন । এই হেতু ইবনে
ভূত-প্রেতাতির বসবাস নাই । নরসিংহের প্রসাদে
সিংহাদি জন্ত ভয় ও নষ্ট হইয়াছে । কার্তিকমাসে
বৈকুণ্ঠতিথি দ্বাদশীতে পারণান্তে দামোদরকে নম-
স্কারপূর্বক বামন ভব দর্শনার্থে গমন করিলেন ।
তিনি চতুর্দশীতে কৃতম্নান হইয়া ভাস্কিপূর্বক ভবের
পূজা করিলেন । সেই পূজার ফলে ভবভাবো-
দ্ভূত পাপ ভাঙ্গার ভস্মীভূত হইয়া গেল । দেব
দর্শনে তদীয় পাপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । বন্য-
পথস্থ ভবের অগ্রে স্থিত শাস্ত কালমেঘাখ্য ক্ষেত্র-
পালকে অর্চনা করিয়া পরে বামন বন্যাপথক্ষেত্রে
গমন করিলেন । বামন বেদোক্ত মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও
নৈবেদ্যাदि দ্বারা যথাবিধি সমস্ত কাণ্ড সম্পাদন
করিলেন এবং শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া ভবাগ্রে
অবস্থানপূর্বক যখন চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,
অমনি মৈনাক সোধদর উজ্জয়ন্ত গিরি ভাঙ্গার দৃষ্টি-
গোচর হইল । উজ্জয়ন্ত সুরাষ্ট্রদেশের বিখ্যাত
ভূধর ; ইহা অন্তান্ত বহু ভূধরাধত, বহুশিলা ও

পাদপমণ্ডিত এবং যুগাদি হইতেই অবস্থিত ১—২০।
বামন উজ্জয়ন্ত দেখিয়া অন্নায়াসসাধ্য বহুল পুত্র-
লক্ষ্মীপ্রদ স্বস্মান্ ধর্ম্ম সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন,
—তাবলে', অবজ্ঞা কর্তব্যের অমুষ্ঠানেই স্বধর্ম্ম-
রক্ষা হয় । সাগরগামিনী নদীর দর্শন এবং
তাহাতে স্নান করিলেই সর্বপাপ হইতে মুক্ত
হওয়া যায় । গোম্পর্শ, ব্রাহ্মগাভিবাদন, ও গুরু-
দেবতার পূজা করিয়া তপস্বী, যতি, শাস্ত
শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী, পিতা, মাতা, ভগিনী, ভগিনী-
পতি, হৃহিতা, হৃহিতৃপতি, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, মিত্র,
সহক, ও বান্ধবদিগকে ভোজন করাইয়া গৃহ-
মেধগণ সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । রাজা,
গজ, অশ্ব, নকুল, সতী, বৃষ, মহৌধর, আদর্শ, ক্ষারি-
রক্ষ, সর্বদা অন্নপ্রদায়ক ব্যক্তি এবং যাহারা নিত্য
নিত্য সত্যবাদী, এই সকলের দর্শন মাত্রেই পুণ্য
হয় । ভুক্তিমুক্তিপ্রদা বেদধর্ম্মকথা শ্রবণ, হরিহর ও
গঙ্গা স্মরণ, গঙ্গাতীরমৃত্তিকায় 'দেহমার্জ্জন, বিষ্ণুর
সম্মুখে জাগরণার্থ গমন এবং তাঁহাকে যথাসক্তি
ভাঙ্গুল-কুসুম-দীপ-নৈবেদ্য ও তুলসীদল অর্পণ ;
আর সুরমন্দিরে নৃত্য-গীত বাদ্য বিধান ; এই
সমস্তই স্বস্মান্ ধর্ম্ম ; এই সকল ধর্ম্মের অমুষ্ঠানেই
মহাকল । অতএব আমি সর্ব দেবালয় ও শুভ

শিখরং যান্তি যে নরাঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি জাহ্নবা সমা-
কটো বামনো গিরিমূৰ্দ্ধনি । ঐরাবতপদাক্রান্ত্য
যত্র তোষঃ বিনিঃসৃতম্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ শিখরমাকটঃ
ভবানীঃ স্কন্দমাতরম্ । দ্রষ্টুং স বামনো যাতি
শিখরে গগনান্ত্রিতে ॥ ৩২ ॥ যথাযথা গিরিবরে
সমারোহন্তি মানবাঃ । তথা তথা বিমুচ্যন্তে পাতকৈঃ
সমুদেহিনঃ ॥ ৩৩ ॥ ইতি কৃষ্ণা মতিং বিপ্রো
জগাম গিরিমূৰ্দ্ধনি । ভবভক্তো ভবানীঃ সদদর্শ
স্কন্দমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥ অহোতি ভাবতে স্কন্দস্ততে
হস্তে সক্ষদেবতাঃ । পৃথিব্যাং মানবাঃ সক্ষৈ
পাতালে সক্ষপন্নগাঃ ॥ ৩৫ ॥ অতো হৃষ্যতি বিখ্যাতা
পৃথ্বীতে গিরিমূৰ্দ্ধনি । সম্পূজ্য্য বিবিধৈশ্চৈত্যাঃ
কলৈর্নানাবিধৈঃস্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥ গগনাসক্তশিখরে
সংস্থিতঃ কোতুকাধিতঃ । একাকী শিখরে তস্মিন্ন দ্ব-
বাহস্যবাসিতঃ ॥ ৩৭ ॥ নিরীক্ষ্য মেদিনীঃ সক্ষা
সপক্ষতসাগরাম্ । আদ্যং সনাতনং দেবং
ভাস্করং ত্রিগুণাত্মকম্ ॥ ৩৮ ॥ সক্ষতেজোময়ং সক্ষ-
দেবং দেবৈর্নমস্কৃতম্ । ভ্রমমাণং নিরাধারং কাল-

মানপ্রযোজকম্ ॥ ৩৯ ॥ যাবৎ পশ্চতি তং বিপ্র-
স্তাবৎ পশ্চতি শঙ্করম্ । দিগম্বরঃ ভবং দেবং
সমস্তাদশার্জা গুতম্ ॥ ৪০ ॥ বৃদ্ধকপাকৃতিং দেবং
সক্ষজং শুণ্ডভূষিতম্ । কৃশাঙ্গং জটিলং সৌম্যং
ব্যোমমার্গে স্থয়ং স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥ ত্রীশিব উবাচ ।
শৃণু বামন তুণ্ডোহহং দাস্তে তে বিবিধান্ বরান ।
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী বুদ্ধিভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
প্রতিভাস্তি তে বেদা গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ ।
অসাধাসাধনী শক্তিভবিষ্যতি তব স্থিরা । পরং
বহ্মপথে গতা কুরু তীর্থাবলোকনম্ ॥ ৪৩ ॥ বামন
উবাচ । বহ্মপথে মহাদেব যানি তীর্থানি তানি
মে । বদ দেব বিশেষণেণ যদাস্তি ককৃণা ময়ি ॥
৪৪ ॥ ক্রুদ্র উবাচ । বহ্মপথশ্চ বায়বো কোণে
দিব্যং সরোবরম্ । তস্ত পশ্চিমদিশ্চাগে জালি-
র্গহনপন্নবা ॥ ৪৫ ॥ বিপ্রবৃক্ষময়ী মধ্যো লিঙ্গ-
ত্ৰয়োস্তি মুগ্ধময় । যত্রাসে লুক্ককঃ সিদ্ধো গতো
মম পুরে পুরা ॥ ৪৬ ॥ তীক্ষ্ণ দর্শনমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা
বিনশ্চতি । ইন্দ্রো বে বৃহদ্রথায়ামন বিমুক্তো বক্ষ-

গিরীশ দর্শন করিব। ঐ গিরীশ্বরের শিখরে
যাহারা যায়, স্বর্গ তাহাদেরই করায়ত্ত। এই
সকল অবগত হইয়া বামন গিরিশিখরে আরো-
হন করিলেন। ঐরাবতের পদাক্রমণে ঐ স্থানেই
জল নির্গত হইয়াছিল। অনন্তর বামন শিখর
কট স্কন্দমাতা ভবানীকে দেখিবার জন্ত সেই
গগনচূড়ী গিরিশিখরে গমন করিলেন। মানবগণ
যেমন যেমন গিরিশিখরে উঠিতে থাকে, তেমন
তেমন তাহাদের সঙ্গপাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া
থাকে। ভবভক্ত বামন এইরূপ মনে করিয়া
গিরিশিখরে আরোহণপূরক স্কন্দমাতা ভবানীকে
দর্শন করিলেন। স্কন্দদেব ভবানীকে অঙ্গবলি
সম্ভাষণ করিতেন; এই জন্ত অন্তান্ত দেবগণ,
পৃথিবীর মানবগণ এবং পাতালস্থ পন্নগগণও
তাঁহাকে অঙ্গ বলিতে লাগিলেন। তখন হইতে অঙ্গ
নামেই তিনি বিখ্যাত হইয়া গিরিশিখরে অধিষ্ঠিত
হইতে লাগিলেন। বিপ্র বামন, উত্তম ইত্তম
বিবিধ কল দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া গগনচূড়ী
গিরিশিখরে সর্বোত্তম অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। তিনি একাকী সেই গিরিশিখরে উর্দ্ধবাহ
হইয়া অবস্থানপূরক সটেশসাগরা মেদিনীর
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর যেমন সেই
গমন আদ্য, সনাতন, ত্রিগুণাত্মক, সক্ষতেজো-

ময়, সক্ষদেবনমস্কৃত, কালমানপ্রযোজক, ভ্রমমাণ,
নিরাধার ভাস্করের দিকে তাকাইলেন, অমনি শঙ্কর
তাঁহার সাক্ষাৎকৃত হইলেন দেখিলেন,—ভবদেব
দিগম্বর শঙ্কর ব্যোমমার্গে অবস্থান করিতেছেন।
তাঁহার চতুর্দিকে প্রস্তরবস্ত্রধন, তিনি বৃদ্ধকপী;
সক্ষজ, স্কলশুণ্ডভূষিত, কৃশাঙ্গ, জটিল, ও সৌম্য।
শিব সাক্ষাৎকৃত হইবামাত্র বামনকে বলিলেন,—
মহা-এবং কব, আমি তুই হইয়াছি। তোমায়
বিবিধ বর প্রদান করিব। তোমার ত্রৈলোক-
ব্যাপিনী বুদ্ধি হইবে, বেদ সকল তোমার আয়ত্ত
হইবে; তুমি গীত-নৃত্যাদি ব্যাপারে দক্ষতা লাভ
করবে, তোমার অসাধাসাধনী স্থিরা শক্তি
লাভ হইবে। পরন্তু তুমি বহ্মপথে গিয়া তীর্থদর্শন
কর। ২১—২৩ বামন বলিলেন,—হে মহাদেব!
আমার প্রতি যদি আপনার ককৃণা থাকে,
তবে বহ্মপথে যে সকল তীর্থ আছে, তাহা
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। ক্রুদ্র
বলিলেন,—বহ্মপথের বায়বো কোণে এক
দেবতার সরোবর আছে। তাহার পশ্চিম দিকে এক
বৃদ্ধকপী গহনপন্নবা জালি রহিয়াছে। ঐ
জালির অভ্যন্তরে আমার এক মুগ্ধয় লিঙ্গ অব-
স্থিত। এক লুক্কক ঐ স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়া
আমার পুরে গিয়াছিল। সে লিঙ্গের দর্শনেই

হত্যা ৮৭ । তস্মাহস্তরদিগ্ভাগে ধনদেন প্রতি-
 ষ্ঠিতম্ । লিঙ্গং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তত্র দেবী
 ত্রিশূলিনী ৮৮ । যন্তা দর্শনমাত্রেণ পুত্রোহস্ত নল-
 কুবরঃ । পাশাল্লম্বকহস্তোহভূদেবঃ চক্রে ত্রিশূলি-
 নম্ ৮৯ । ভবন্ত নৈখাত কোণে গণো হেরম্ব-
 সংজ্ঞিতঃ । যমেন কুর্বতা লিঙ্গং প্রথমঞ্চ প্রতি-
 ষ্ঠিতঃ ৯০ । বিচিত্রং তন্ত মাহাত্ম্যং চিত্রশৃঙ্গোহতি
 বিস্মিতঃ । দৃষ্ট্বা সমাভ্যো জষ্টং দেবং তং মৃগয়ং
 পুরা ৯১ । তেনাপি নিস্মিতং লিঙ্গং তস্মিন ক্ষেত্রে
 বিজ্যোন্তম । চিত্রশৃঙ্গেশ্বরঃ নাম বিখ্যাতঃ ভুবন
 ত্রয়ে ৯২ । পশ্চিমেণ চকারোচ্চৈঃ প্রজাপতি-
 কদারবীঃ । কেশরাখ্যং তদা লিঙ্গং গিরৌ রৈব-
 তকে স্থিতম্ । প্রজাপতিঃ স্বয়ং তস্মৈ তত্র পরীত-
 সাল্লনি ৯৩ । ক্রদ উবাচ । ইন্দ্রেশ্বরস্ত মাহাত্ম্যং
 কথয়িষ্যে শৃণু তৎ । ঈশানকোণে বিখ্যাতঃ ভবন্ত
 বিদিতঃ মম ৯৪ । বামন উবাচ । কস্মাদিল্লং সমা-
 যাতঃ কথং চক্রে হরং হরিঃ । কথং সবিস্তরামেতাং
 কথয়ন্ত মম প্রভো ৯৫ । ক্রদ উবাচ । লুককস্ত

পুরা সিদ্ধঃ শিবরাজিপ্রজাগরাৎ । শিবলোকে তদা
 প্রাপ্তঃ বিমানঃ গণসংযুতম্ ৯৬ । সর্বজগৎ শ্লুক-
 চিরং দিব্যাস্ত্রীগীতনাদিতম্ । তদাক্রম্য সমায়াতো
 জষ্টং তাং নগরীং হরেঃ ৯৭ । যন্তাং যুদ্ধং সম-
 ভবদগাণাং যমকিঙ্করৈঃ । আগচ্ছমানং তং জ্যোত্সা
 দেবরাজেন চিস্তিতম্ ৯৮ । শৃঙ্গোহয়ং হরবৎ
 সর্পৈশ্চিত্রশৃঙ্গমাদিভিঃ । ইন্দ্রো গজং সমাক্রম্য
 মহিষেণ যমো যতঃ ৯৯ । বিধায় লেখনীং কর্ণে
 চিত্রশৃঙ্গো যমাজ্জয়া । ততো হুতা গণাঃ সর্পৈঃ যে
 নীতা ধরণীতলাৎ ১০০ । নিজাপরাধসম্পত্তা গতাশ্চে
 দক্ষিণামুখম্ । আতিথ্যপূজা কর্তব্য্যা লুককে গৃহ-
 মাগতে ১০১ । অপূজিতে গতে হস্মিন হরো মাং
 শপয়িষ্যতি । তস্মাৎ পূজাঃ করিষ্যামি যথা ত্বয়াতি
 শঙ্করঃ ১০২ । দেবং জষ্টং সমায়াতং দদর্শাদুরতঃ
 স্থিতম্ । বিমানস্বং হরাকারং সূর্য্যাকোটীসমপ্রভম্ ।
 ১০৩ । সংস্কৃতমানঃ চরিতৈঃ শিবরাজৈঃ শিবন্ত চ ।
 মাঘে মাসি চতুর্দশ্যাং কৃক্যায়াং জাগরে কৃতে ১০৪ ।

আমায় সবিস্তরে বসুন । ক্রদ বলিলেন,—পুরা-
 কালে জনৈক লুকক শিবরাজি-জাগরণে সিদ্ধি লাভ
 করিয়াছিল । অনন্তর মদীয় গণগণিত লুককাক্রুত
 বিমান শিবলোকে আসিয়া উপস্থিত হইল । এই
 বিমান সর্বগামী, শ্লুকচির এবং স্বর্গীয় নারীর সঙ্গীত-
 বন্ধারে মুখরিত । লুকক সেই বিমানারোহণে
 ইন্দ্রপুরী দেখিতে আসিল । তথায় যমকিঙ্করদিগের
 সহিত মদীয় গণদিগের যুদ্ধ হইল । লুকককে
 আসিতে দেখিয়া দেবরাজ ভাবিলেন,—এই ব্যক্তি
 চিত্রশৃঙ্গ ও যম প্রভৃতি সকলের নিকট হরবৎ পূজ-
 নীয় । এই ভাবিয়া ইন্দ্র গজ ও যম মহিষারোহণ
 করিলেন । যমাদেশে চিত্রশৃঙ্গ কণে লেখনী স্থাপন
 করিল । অনন্তর ধরণীতল হইতে যে সকল গণ
 লুকককে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা আহৃত হইল
 এবং নিজাপরাধে সম্পত্ত হইয়া দক্ষিণামুখে প্রস্থান
 করিল । এদিকে “লুকক গৃহাগত হইলে আতিথ্য
 সংকার কর্তব্য ; যদি অপূজিত হইয়া চলিয়া যায়
 তবে হর আমায় অভিশপ্ত করিবেন ; অতএব
 শঙ্করের পরিতোষের জন্ত লুককের পূজা আমি
 করিব” এইরূপ স্থির করিয়া ইন্দ্র তাঁহার দর্শনার্থ
 সমাগত লুকককে অদূরে বিমানোপরি অবস্থিত
 দেখিলেন । লুকক তখন বিবিধ বাক্যে স্তত হইতে-
 ছিল; তাহার আকৃতি হরের স্তায় ; উহাতে কোটি
 সূর্য্যসম প্রভাচ্ছটা দেখাযমান । ইন্দ্র তাহাকে

ত্রয়হত্যা বিনষ্ট হয় । ব্রহ্মা ইন্দ্র এই স্থানেই
 ত্রয়হত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । উহার উত্তরে
 ধনদপ্রতিষ্ঠিত আমার এক ত্রিলোক-বিক্ষত লিঙ্গ
 আছে । দেবী ত্রিশূলিনী তথায় সমিহিতা ।
 তাঁহার দর্শন মাত্রেই কুবেরনন্দন নলকুবর পাশ-
 পাণি হয় এবং ত্রিশূলী নামে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
 করে । ভবের নৈখাত কোণে হেরম্ব নামে এক
 গণ আছে । যম লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া
 অগ্রে তাঁহাকেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই গণ-
 দেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্য । তাহাতে চিত্রশৃঙ্গ ও অতি
 বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূরক মৃগয় দেবকে
 দেখিবার জন্ত আসিয়াছিলেন । হে বিজ্যোন্তম !
 এই ক্ষেত্রে চিত্রশৃঙ্গ-নির্ম্মিত এক লিঙ্গ আছে ।
 তাঁহার নাম বিখ্যাত—চিত্রশৃঙ্গেশ্বর । ক্ষেত্রে
 পশ্চিম দিকে উদারচেতা প্রজাপতি কেশর নামে
 এক লিঙ্গ স্থাপন করেন । এই লিঙ্গ রৈবতালেই
 অবস্থিত । প্রজাপতি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাশ্চে নিজেও
 তত্রত্য গিরিসানুদেশে অবস্থান করেন । ক্রদ
 বলিলেন,—এক্ষণে ইন্দ্রেশ্বরমাহাত্ম্য বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । ভবনামধেয় মূর্ত্তির ঈশান কোণে
 এই লিঙ্গ অবস্থিত ; ইহা আমার বিদিত । বামন
 বলিলেন,—ইন্দ্র কেন আসিলেন ? কি জন্ত হর-
 লিঙ্গ নির্মাণ করিলেন ? হে প্রভো ! এ কথা

তদেবং জায়তে সৰ্বং সুরেশ্বর ধরাতলে । এবং
দেবান্না কাচিদাচক্ষন্তী পুরন্দরম্ । নিবার্য হস্ত-
মুদাম্য গজেন্দ্রং চাকলোচনা ॥ ৬৫ ॥ কিং দানৈ-
রহতির্দৈবৈতৈঃ কিং কিং সুরার্চনৈঃ । কিং
যোগৈঃ কিং তপোভিচ্চ ব্রহ্মচর্যৈঃ সুরেশ্বর ॥ ৬৬ ॥
গম্যমাং পিণ্ডদানেন প্রয়াগমরণেন কিম্ । সোমে-
শ্বরে সরস্বত্যাং সোমপর্কণি কিং গতেঃ ॥ ৬৭ ॥
কুরুক্ষেত্রগতেঃ কিং স্ফাড্রাহগ্রস্তে দিবাকরে ।
তুলামুবর্ণদানেন বেদপাঠেন কিং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥
সর্কপাণকয়ো যেন বুঘোৎসর্গেণ তেন কিম্ ।
গোদানং কিং করোত্যেব জলদানং তথৈব চ ॥ ৬৯ ॥
অয়নে বিংব ঙৈব সংক্রান্তো কৌদৃশং কলম্ । মাঘ-
মাসে চতুর্দশ্যাং যাদৃশং জাগরং কৃতম্ ॥ ৭০ ॥ যমঃ
সম্ভাষতে বাণ্য মহিষোপরি সংস্থিতঃ । পশু ক্রুদ্ধস্ত
মাহাশ্ব্য চিত্তগুপ্ত বিচারয় ॥ ৭১ ॥ অয়ং স লুক্কো
যেন হরঃ সম্পূজিতঃ পুরা । সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতঃ
তীর্থং বস্ত্রাপথং শূণু ॥ ৭২ ॥ উজ্জয়ন্তো গিরিস্তত্র তথা
রৈবতকো গিরিঃ । মহতী বর্ততে জালিস্ত্যোর্মধ্যে
ময়া কৃতম্ ॥ ৭৩ ॥ ময়ময়ং বর্ততে লিঙ্গং রাজৌ

দেখিতেছেন, তখন কোন এক চাকলোচনা দেবা-
জনা বহির্গত হইয়া হস্ত উত্তোলনপূর্বক দেবেন্দ্রকে
বলিল,—মাঘমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে ঐ ব্যক্তি
জাগরণ করিয়াছিল। হে সুরেশ্বর! শিবরাত্রি
জাগরণের ফলেই ইহার এমন প্রভাব। অহ-
এব বিবিধ দান, ব্রত, দেবার্চনা, যোগানুষ্ঠান,
তপস্কা বা ব্রহ্মচর্য দ্বারা কি হইবে? আর গায়ত্রী
পিণ্ডদান, প্রায়গে মরণ, সোমেশ্বরে সরস্বতীতে
সোমপর্কণ গমন, গ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা,
তুলামুবর্ণদান, বেদপাঠ সর্ক পাণকয়কর বুঘোৎ-
সর্গ, গোদান, জলদান, অয়ন বা বিষ্ণুপদী সংক্র-
মণেই বা কৌদৃশ কল কালবে?—যাদৃশ কল
মাঘ মাসের চতুর্দশীতে জাগরণ করিলে হইয়া
থাকে। অনন্তর মহিষাক্রুত যম চিত্তগুপ্তকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—চিত্তগুপ্ত! দেখ দেখ,
কন্দের মাহাশ্ব্য! একবার আলোচনা করিয়া দেখ,
এই লুক্ক, পূর্বে একবার মাত্র হরের পূজা করি-
য়াছিল! তাহাতেই ইহার এইরূপ প্রভাব! সুরাষ্ট্র-
দেশের বিখ্যাত তীর্থ বস্ত্রাপথের কথা শ্রবণ কর,
তথায় উজ্জয়ন্ত ও রৈবতকাকলে বিরাজিত। শুনি-
য়াছি সেই গিরিশ্বরের মধ্যে মহতী জালি বিদ্যমান
আছে। সেই জালির অভ্যন্তরে এক ময়ময় লিঙ্গ

চানেন পূজিতম্ । রাজৌ জাগরণং কর্তুং যেন
কার্যেণ চাগতঃ ॥ ৭৪ ॥ তদস্মাভিঃ কথং বাচ্যং
স্বয়ং জানন্তি তে সুরাঃ । বরাহানা বরং দ্রষ্টুং
বরয়ন্তি পরস্পরম্ । ইল্লাবাসাং সমায়াতা নন্দনে
বেগবন্তরাঃ ॥ ৭৫ ॥ বিরকিনারায়ণশঙ্করদ্বিবা
দেহেন চাগচ্ছতি কোহপি পুরুষঃ । পুরীং সুরে-
শাধিপতের্নিরীক্ষিতুং ভর্তা মমায়ং তব চাস্তি কিং
পতিঃ ॥ ৭৬ ॥ মুদঙ্গবীণাপটহস্বরজ্ঞৈঃ প্রবো-
ধিতাভিঃ সুররাজমন্দিরে । দেবো হরোহয়ং ন
নরো হরাকৃতির্দৃষ্টোহজ্ঞানাভিস্তব কিং কিমাবয়োঃ ॥
৭৭ ॥ গায়ন্তি কাশ্চিদ্ধিহসন্তি কাশ্চিন্মৃত্যন্তি কাশ্চিৎ
প্রপঠন্তি কাশ্চিৎ । বদন্তি কাশ্চিৎজয়শব্দসংযুতৈ-
র্কটিকারনৈকৈর্গুরুসম্মিধানৈঃ ॥ ৭৮ ॥ কাচিচ্ছবঃ
স্তোতি শিবাং তথাস্তা পৃচ্ছত্যথাস্তা কিম্ব বিশ্ব-
পত্নাৎ । কিং বোপবাসেন কলং তবেদং নিদ্রা-
ক্ষয়েণাথ কলং তবেতৎ ॥ ৭৯ ॥ তাসাং নানাবিধা
বাচঃ ক্রয়ন্তে নন্দনে বনে । ব্রহ্মলোকাদিকা বার্তাঃ

আছেন। এই লুক্ক রাজি কাল তাঁহার পূজা
করিয়াছিল। এ ব্যক্তি যে কার্যের জন্য রাজি
জাগরণ করিতে আসিয়াছিল, তাহা আমি আর
কি বলিব! সুরগণ সকলেই তাহা বিদিত আছেন।
একগণে বরাহনাগণ ইহাকে পত্নীরূপে পরস্পর
বরণ করিতে চাহিতেছে। ইহারা ইল্লাবাস হইতে
সহর নন্দনে আসিয়াছে; বলিতেছে,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও শঙ্করের তুলাকাঙ্ক্ষিদেহধারী হইয়া এই দেখ
কোন এক পুরুষ সুরপতির পুরী নিরীক্ষণ কর-
বার জন্য আগমন করিতেছে। এ পুরুষ আমারই
ভর্তা; তোমার কি পতি আছে? সুররাজনাগণ
সুররাজমন্দিরে মুদঙ্গ, বীণা, ও পটহস্বরে প্রবো-
ধিত হইয়া এইরূপে এই পুরুষকে দোষিতেছে;
আর বলিতেছে,—ইনিই মাঝাৎ হর; ইনি কখন
নরাকৃতি হর নহেন। এই ভাবিয়া পরস্পর বলি-
তেছে, এপুরুষ কি তোমার হইবেন অথবা আমা-
দের উভয়ের হইবেন? কোন কোন সুররাজনা
গান করিতেছে, কেহ কেহ হাসিতেছে; কেহ
কেহ নাচিতেছে; কেহ কেহ স্তুতি পাঠ করিতেছে
এবং কেহ কেহ গুরুসমীপে জয়শব্দাবিত বহু বাক্য
উচ্চারণ করিতেছে। কোন অজ্ঞা শিব-শিব
স্তব করিতেছে। অন্ত কোন ললনা সেই পুরুষকে
জিজ্ঞাসিতেছে, “তোমার এইরূপ কল বিশ্বপত্রে,
উপবাসে, কিম্বা কেবল জাগরণেই কি ঘটিয়াছে?”

কৃষ্ণা চ তদনন্তরম্ ॥ ৮০ ॥ দেবেস্তো লুককং
ভূয়ো বভাবে কোতুকাবিতঃ । কশ্মিন দেশে গিরৌ
জালির্লিঙ্গং যত্রাস্তি দর্শয় ॥ ৮১ ॥ লুকক উবাচ ।
সুরাষ্ট্রদেশে বিখ্যাতো যশ্মিন দেশে সরস্বতী ।
বাড়বঃ শিরসা ধৃষ্টা প্রবিষ্টা লবণোদধৌ ॥ ৮২ ॥ যত্র
সা গোমতী যাতি যত্রাস্তে গন্ধমাদনঃ । উজ্জয়ন্তো
গিরিবরো যত্র রৈবতকো গিরিঃ ॥ ৮৩ ॥ তত্র
বস্ত্রাপথঃ ক্ষেত্রং ভবন্তত্র ব্যবস্থিতঃ । তত্রাস্তে
মুময়ং লিঙ্গং জালিমধ্যে সুরোত্তম ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্র
উবাচ । সহিতৈস্তত্র গন্তব্যং পূজয়িত্বো ভবং
শ্রয়ম্ । জালিমধ্যে তথা লিঙ্গং দর্শয় ৫ লুকক ।
৮৫ ॥ পরদারাদিকং পাপং দৈত্যানাং তু বিকৃতনে ।
বধে বৃদ্ধস্ত সঞ্জাতং তৎসর্বং কালগ্রাম্যহম্ ॥ ৮৬ ॥
ইত্যুক্তা সহিতাঃ সর্ষে সম্প্রাপ্তা গিরিমূর্ধনি । বাহ-
নানি চ তে ত্যক্তা প্রস্থিতাঃ পাদচারিণঃ ॥ ৮৭ ॥
উজ্জয়ন্তগিরের্মূর্ধী গজরাজঃ সমাগতঃ । তদাগ্রচরণং
তস্ত দদৌ মূর্ধনি কারণাৎ ॥ ৮৮ ॥ তেনাক্রান্তো

গিরিবরস্তোয়ঃ সুরাব নির্মলম্ । গজপাদোভবঃ
বারি ভবিষ্যতি সদা স্থিরম্ ॥ ৮৯ ॥ ইতি প্রোক্তং
সুরেন্দ্রেন লোকানাং হিতকাম্যয়া । সর্ষে সমা-
গতাস্তত্র যত্র জালির্সাবস্থিতা ॥ ৯০ ॥ সম্পূজ্য
বিবিধৈঃ পুষ্পৈশ্চাম্বাসে চতুর্দশী । তস্তাং
জাগরণং কৃৎসজ্জাতো নির্মলো হরিঃ ॥ ৯১ ॥ বস্ত্র-
পথে ভবং পূজ্য হরিঃ রৈবতকে গিরৌ । ইন্দ্রেণ
প্রতিষ্ঠাপ্য সম্প্রাপ্তঃ শনিকেতনম্ ॥ ৯২ ॥ লুককো-
হপি বিমানেন সম্প্রাপ্তো হরিমন্দিরে । ইত্যুক্তা স
ভবো দেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ ৯৩ ॥ বামনোহপি
ততশ্চক্রে তত্র তীর্থাবগাহনম্ । যাদৃগুরুপঃ শিবো-
দৃষ্টঃ সূর্য্যবিষে দিগদ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥ পদ্মাসনস্থিতঃ
সৌম্যস্তথা তং তত্র সংস্মরন্ । প্রতিষ্ঠাপ্য মহামূর্ত্তিঃ
পূজয়ামাস বাসরম্ ॥ ৯৫ ॥ মনোহভীষ্টার্থসিদ্ধার্থঃ
ততঃ সিদ্ধিমবাগুবান্ । নেমিনাথ শিবোত্যেবং নাম
চক্রে স বামনঃ ॥ ৯৬ ॥ ভবন্ত পশ্চিমে ভাগে
প্রত্যাগমনে ধরাভলে । বামনো বসতি চক্রে তীর্থে
বস্ত্রাপথে তদা ॥ ৯৭ ॥ অতো যবাধিকং প্রোক্তং

এইরূপে সুরসুন্দরীগণের বিবিধ বাণী নন্দনে পরি-
কৃত হইতে লাগিল । দেবেস্ত ব্রহ্মলোকাদি বিষয়ক
সংবাদাদির জিজ্ঞাসার পর সকোতুকে লুকককে
পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—বল, পুরুষ ! কোন্, দেশে,
কোন পর্ব্বতে, লিঙ্গাধিষ্ঠিত জালি আছে ? উহা
আমায় দেখাইয়া দাও । লুকক বলিল,—বিখ্যাত
সুরাষ্ট্রদেশে যথায় মন্তকে বাড়বানল ধরিয়া সরস্বতী
নদী লবণাক্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন, যথায় গোমতী
নদী, গন্ধমাদন গিরি, উজ্জয়ন্ত গিরি ও রৈবতবাহু
বিরাজিত, সেই দেশে বস্ত্রাপথ ক্ষেত্র ; সেই
ক্ষেত্রে ভগবান্ ভবদেব অবস্থিত । হে সুরোত্তম !
এই ক্ষেত্রে জালিমধ্যে এক মুময় লিঙ্গ বিরাজ করি-
তেছেন । ইন্দ্র কহিলেন,—লুকক আমায় দেখা-
ইয়া দাও, আমি সপরিবারে তথায় গিয়া ভবদেবের
পূজা করিব এবং ঐ জালিমধ্যস্থ লিঙ্গপূজাও
আমাকে করিতে হইবে । আমার পারদারিক পাপ
আছে ; এ ছাড়া দৈত্যগণের বধে বিশেষতঃ বৃদ্ধ-
হত্যায় আমার যে পাপ জন্মিয়াছে, আমি তাহা
ক্ষালন করিব । এই বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব
বাহন সমভিব্যাহারে গিরিশিখরে গমন করিলেন ।
সেখানে গিয়া বাহন সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক পাদ-
চারেই যাইতে লাগিলেন । ইন্দ্রবাহন গজরাজ
উজ্জয়ন্ত গিরির মস্তকে উপস্থিত ছিল । সে
কোন কারণবশে তাহার পাদাগ্র ঐ গিরিশিখরে

বিস্তৃত করিয়াছিল । তাহার পাদাক্রান্ত হইয়া
গিরিবর নির্মল জল ক্ষরণ করিতে লাগিল । এই
গজপাদোভব জল ভাবী কালের জন্ত সর্বদা স্থির
রহিল । শ্রয়ং সুরেন্দ্র লোকহিতার্থ ঐ গজপাদো-
ভব সলিলের স্থায়িত্ব নির্দেশ করিয়াছিলেন । যাহা
হউক দেবগণ সকলেই সেই জালিস্থানে সমাগত
হইলেন । ইন্দ্র মাঘমাসের চতুর্দশীতিথিতে বিবিধ
পুষ্পে পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক নিশাপ
হইলেন । তিনি বস্ত্রাপথে ভবদেবের এবং রৈবতকা-
চলে হরির অর্চনাস্তে ইন্দ্রেণের প্রতিষ্ঠা করিয়া
শ্রবণে প্রত্যাগমন করলেন । লুকক তখন
বিমানযোগে হরিমন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল ।
ভবদেব বামনকে এই সকল কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ
অন্তর্দান করলেন । বিপ্র বামনও তখন হইতে
তীর্থাবগাহনপূর্ব্বক পদ্মাসনে সৌম্যভাবে অব-
স্থিত হইয়া, পূর্ব্ব সূর্য্যবিষে শিবের যাদৃশ দিগ-
দ্বররূপ দেখিয়াছিলেন, সেইরূপেরই ধ্যান করিতে
লাগিলেন । তিনি মনোভীষ্টসিদ্ধির জন্ত মহা-
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতে লাগি-
লেন । পূজাকালে তাহার সিদ্ধি লাভ হইল । তিনি
তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির নাম রাখিলেন,—নেমি-
নাথ । ৪১—৯৬ । বামন ভবদেবের পশ্চিমাঙ্গের

তীর্থং দেবৈঃ সবার্হৈঃ । ইন্দ্ৰেণ কুরুতা দেবং
সমাগত্য ভবাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥ যবাধিকং প্রভাসান্তু
তীর্থমেতত্ত্বাজয়া । অশ্বেষাং যড়গুণং তীর্থং ভবি-
ষ্যতি শিবাজয়া ॥ ১৯ ॥ ইত্যেতৎকথিতং সৰ্বং
কিমন্তং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১০০ ॥ রাজোব. ৫ । শিব-
রাত্রিপ্রভাবোহমৃতলঃ পরিকীর্তিতঃ । অজানতা
কৃতা তেন লুক্কেন পুরা কৃতম্ ॥ ১০১ ॥ ইদানীং বদ
কর্তব্যং কথমন্তৈজ্জৈর্নামিভো । কিং গ্রাহ্যং কিং হু
মোক্তব্যং শিবরাত্র্যাং বদস্ব মে ॥ ১০২ ॥ সারস্বত
উবাচ । সম্প্রাপ্য মানুষ্যং জন্ম জাহ্না দেবং
মহেশ্বরম্ । শিবরাত্রিঃ সদা কার্ঘ্যা ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়িনী ॥ ১০৩ ॥ ঈদৃশং জায়তে পুণ্যমেকয়া
কৃতয়া নৃপ । যে কুরুন্তি সদা মর্ত্যাস্তেষাং পুণ্য-
মনন্তকম্ ॥ ১০৪ ॥ দ্বাদশাংকং ব্রতমিদং কর্তব্যং
প্রতিবৎসরম্ । জীবিতং চঞ্চলং নৃণাং যদি কর্তুং ন
শক্যতে ॥ ১০৫ ॥ তদা দ্বাদশাভির্ন্যাসৈর্ব্রতমেতৎ

সমিহিত ভূভাগে বস্ত্রাপথ তীর্থে বাস করিতে লাগি-
লেন । অতএব সবার্হ দেবগণ এই তীর্থকে
প্রভাস হইতে যবাধিক বলিয়া নির্দেশ করেন ।
ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া ভবাগ্রে এক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করেন । ভবাদেশে বস্ত্রাপথ তীর্থ প্রভাস হইতে
যবাধিক হয় । অন্তান্ত যে সকল তীর্থ আছে,
শিবাজয় সেই সেই তীর্থ হইতে এ ক্ষেত্র যড়গুণ
অধিক হয় । এই আমি সমস্তই বলিলাম, অত
আর আপনার কি জিজ্ঞাস্তা আছে ? রাজা কহি-
লেন,—আপনি এই শিবরাত্রির অতুল প্রভাব
কীর্তন করিলেন,—আমার শুনা আছে, লুক্ক
উহা না জানিয়াই করিয়াছিল । হে বিভো !
এক্ষণে বলুন,—অন্তান্ত লোকে কিরূপে উহা
আচরণ করিবে ? আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন,
শিবরাত্রিতে কি হয়, আর কি উপদেশ ? সার-
স্বত কহিলেন,—মানুষজন্ম লাভ করিয়া এবং
মহেশ্বরদেবের মহাশ্রয় বিদিত হইয়া তৎপ্রীতি-
জননী ভুক্তিমুক্তিদায়িনী শিবরাত্রি সকলেরই সদা
কর্তব্য । একবার মাত্র শিবরাত্রি করিলেই পুরোক্ত
রূপ পুণ্য প্রাপ্তি হয় । বিদ্যুৎ যে সকল মর্ত্য সকল
ঐ ব্রতচরণ করে, তাহাদের ফলের অন্ত করা
যায় না । প্রত্যেক বৎসর ব্রতচরণ করিয়া
দ্বাদশাংক পর্য্যন্ত ইহা করিতে হয় । নরগণের
জীবন অণাবনশ্বর ; তাই যদি এই দীর্ঘদিন-
সাধ্য ব্রত তাহার করিতে না পারে, তবে

সমাপ্যতে । মাঘমাসে চতুর্দশ্যাং প্রারম্ভঃ ক্রিয়তে
নৃপ ॥ ১০৬ ॥ প্রতিমাসং ততঃ কার্ঘ্যং পৌষান্তে তু
সমাপ্যতে । বিষ্মশ্চেজ্জায়তে মধ্যে কথঞ্চিদৈব-
যোগতঃ ॥ ১০৭ ॥ ন ভবেদ্ ব্রতভঙ্গস্ত পুনঃ কার্ঘ্য-
মনন্তরম্ । দ্বাদশৈব প্রকর্তব্যঃ কৃত্বা সংখ্যাং
বিশেষতঃ ॥ ১০৮ ॥ কৃতং ন নশ্বতে লোকে শুভং
বা যদি বা শুভম্ । কৃত্বায়াং তু চতুর্দশ্যাং কৃত-
পূর্নাত্ত্বকক্রিয়ঃ ॥ ১০৯ ॥ উপবাসনিয়মো গ্রাহ্যো
নদ্যাং স্নানং বিধীয়তে । তদভাবে তড়াগাদৌ
কার্ঘ্যং স্নানং স্বশক্তিতঃ ॥ ১০ ॥ তৈলাভ্যঙ্গো ন
কর্তব্যো ন কার্ঘ্যং গমনং কচিৎ । তীর্থসেবা প্রক-
র্তব্যাত্তিম্মিৎস্যাগমনং শুভম্ ॥ ১১১ ॥ শিবরাত্রিঃ সদা
কার্ঘ্যা লিঙ্গে স্বায়ত্বে নরৈঃ । তদভাবে মহাপুণ্যো
লিঙ্গে বর্ষশতাধিকে ॥ ১১২ ॥ গিরৌ বনে
সমুদ্রান্তে নদ্যাং যচ্চ শিবাজয়া । তদৈ স্বায়ত্বং
লিঙ্গং স্বয়ং তদৈব সংস্থিতম্ ॥ ১১৩ ॥ বালু-
লিঙ্গাদিকং লিঙ্গং পুজিতং ফলদং শ্রুতম্ । দিবা
সম্পূজ্য যত্নেন পুষ্পধূপাদিনা নরঃ ॥ ১১৪ ॥
বর্জ্জঘ্নেনাদিরাং দূতং নারীঃ নথনিকৃন্তনম্ । ব্রহ্মচর্য্যে-
পটৈঃ শাটৈঃ কর্তব্যং সনুপোষণম্ ॥ ১১৫ ॥ রাত্রৌ

দ্বাদশমাসেই এ ব্রতের সমাপ্তি করিবে । মাঘ
মাসের চতুর্দশীতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসের
চতুর্দশীতে ব্রতচরণপূর্বক পৌষের অবসানে ইহার
সমাপন করিবে । যদি দৈবাৎ বিষ্ম ঘটে, তবে
ব্রতভঙ্গ হইবে না ; উহার পরে পুনরায় করিতে
হইবে । বিশেষরূপে সংখ্যা রাখিয়া দ্বাদশটীব্রতই
আচরণীয় । এইরূপ করিলে কৃতব্রত নষ্ট হয় না ।
নর পূর্নাত্ত্বক ক্রিয়া সমাপনান্তে কৃকচতুর্দশীতে
উপবাসী থাকিয়া নদাজলে স্নান করিবে । নদীর
অভাবে তড়াগাদিতে স্নান কর্তব্য । এই দিন
তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না ; কোথাও যাইবে না ; কেবল
তীর্থসেবা করিবে । নরগণ স্বয়ম্ লিঙ্গের সমীপেই
সকল শিবরাত্রি করিবে । তদভাবে শতাধিক-
বর্ষীয় মহাপুণ্য লিঙ্গে পর্বতে—বনে—সমুদ্রান্তে—
নদাতে বা শিবালয়ে ঐ ব্রত আচরণীয় । যে লিঙ্গ
যদ্য উৎপন্ন হইয়া অবস্থিত, তাহারই নাম স্বায়ত্ব
লিঙ্গ । বালুলিঙ্গাদি সমস্ত লিঙ্গই পুজিত হইয়া ফল-
প্রদ হয় । নর দিবাভাগে সযত্নে পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা
অর্চনা করিয়া ঐ দিন যদিরা, দূত, নারী ও নথ-
চ্ছেদ বর্জন করিবে । ব্রহ্মচর্য্যে নিরত হইয়া শান্তভাবে
উপবাস করিতে হইবে । ১১—১১৫ । রাত্রিকালে

দেবাগ্রতো গহা কর্তব্যঃ সপ্ত পক্ষাঃ । পক্ষান্ন-
কলতাস্থলপুষ্পধূপাদিচর্চ্চিতাঃ ॥ ১১৬ ॥ স্তুতেন
দীপঃ কর্তব্যঃ পাপনাশনহেতবে । যতো দীপস্ত
মাহাশ্রাং বিজ্ঞেয়ঃ মুক্তিদায়কম্ ॥ ১১৭ ॥ দীপঃ
সদৈব কর্তব্যো গৃহে দেবালয়ে নরৈঃ । দিব
নিশি চ সঙ্ঘায়াং দীপঃ কাথ্য স্বশক্তিতঃ ॥ ১১৮ ॥
কিঞ্চিদ্যোক্তমাত্রেণ দেবাস্তস্যস্তি ভূতলে ।
পিতৃণাং প্রথমং দীপঃ কর্তব্যঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥ ১১৯ ॥
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং যথা নিদ্রা ন জায়তে ।
শিবরাত্রিপ্রভাবোহয়ং শ্রোতব্যঃ শিবসন্নিধৌ ॥ ১২০ ॥
শিবস্ত চরিতং রাত্রৌ শ্রোতব্যং বহুবিস্তরম্ ।
গীতং নৃত্যং তথা বাদ্যং কর্তব্যং শিবসন্নিধৌ ॥
১২১ ॥ এবং স্মা নীয়তে রাত্রির্মুখ্যং জাগরণং
যতঃ । রাত্রৌ দেয়ানি দানানি শক্ত্যা বৈ তত্র
জাগরে ॥ ১২২ ॥ পুনঃ শ্রাভ্য প্রভাতে তু কর্তব্যং
শিবপূজনম্ । পূজনীয়াস্চ যতয়ো ভোজনাচ্ছাদনা-
দিভিঃ ॥ ১২৩ ॥ তপস্বিনাং প্রদাতব্যং ভোজনং
গৃহমেধিভিঃ । দ্বাদশাষ্টৌ চ চত্বারো ভোক্তব্য
এক এব বা ॥ ১২৪ ॥ একোহপি ব্রহ্মচারী যো

ব্রহ্মবিচ্ছিন্নপূজকঃ । সহস্রাণাং সমো ভক্ত্যা গৃহে
সম্ভোজিতো ভবেৎ ॥ ১২৫ ॥ অক্ষারাগবণং পত্রে
ভোক্তব্যং বাগ্‌যতৈঃ স্বয়ম্ । পুত্রমিত্রকলত্রাণাং
দাতব্যং ভোজনং পুরঃ ॥ ১২৬ ॥ অনেন বিধিনা
কার্য্যা শিবরাত্রিঃ শিবব্রতৈঃ । দ্বাদশৈতদা যদা
পূর্ণাঙ্কিতপাক্ষাণি বৈ তদা ॥ ১২৭ ॥ দ্বাদশৈব
প্রদেয়ানি গুরুব্রাহ্মণভ্রাতৃষু । ব্রতান্তে গোঃ প্রদা-
তব্যো কৃষ্ণ বৎসযুতা দৃঢ়া ॥ ১২৮ ॥ সবস্ত্রভরণা
দেয়া ঘণ্টাভরণভূষিতা । অঙ্গুলীয়কবার্গস
চ্ছত্রোপানং কমণ্ডলু ॥ ১২৯ ॥ গুরবে দক্ষিণা দেয়া
ব্রাহ্মণৈঃ স্বশক্তিতঃ । এবং কৃষা ততো দেয়ং
তপস্বিত্যোহথ ভোজনম্ । মিষ্টান্নং বিবিধং দক্ষা
ক্ষমাপ্য চ বিসর্জয়েৎ ॥ ১৩০ ॥ এবং যঃ কুরুতে
সত্যং তস্ত পাপং ন বিদ্যতে । সন্তানমৃতমং লক্ষা
ভুক্তা ভোগানমুত্তমান ॥ ১৩১ ॥ দিব্যং বিমান-
মারুচো দিব্যস্ত্রীপরিবেষ্টিতঃ । গীতবাদিত্রিনির্ঘোষৈ-
নীয়তে শিবমন্দিরে ॥ ১৩২ ॥ তদেতৎ কথিতং
পুণ্যং শিবরাত্রিব্রতং যথা । কৃতেন যেন লোকানাং
সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শিবরাত্রিমাহাশ্রাব্যবর্ণনং নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

দেবসমীপে গিয়া পক্ষান্ন, কল, তাস্থল ও পুষ্প-
ধূপাদি-চর্চ্চিত সপ্ত পক্ষত প্রস্তুত করবে। পাপ-
নাশার্থ স্তুত-প্রদীপ জালিয়া দিবে। কেননা,
দীপমাহাশ্রা মুক্তিপ্রদ বলিয়াই বিজ্ঞেয়। নরগণ
গৃহে বা দেবালয়ে সর্বদাই দীপ দিবে। নিজের
শক্তি অনুসারে দিবসে, নিশায় বা সঙ্ঘায় দীপ
প্রদান করিবে। দীপ কিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত হইলেই
ভূতলাগত দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন। পিতৃ-
শ্রাদ্ধের দীপ প্রথমেই প্রজ্বলিত করিতে হয়।
যাহাতে নিদ্রা না আসে; এমন ভাবে রাত্রি-
জাগরণ করিতে হয়। রাত্রি জাগিয়া শিবসান্নধানে
শিবরাত্রির মাহাশ্রা এবং বহু শিবচরিত শ্রবণ
করিতে হয়। এইরূপে শিবসান্নধানে নৃত্য, গীত,
ও বাদ্য রাত্রিযোগে কর্তব্য। এইরূপে রাত্রিযাপন
করিতে হয়; কেননা, এই ব্রতে জাগরণই মুখ্য-
কর্ম্ম। শক্তি অনুসারে সেই রাত্রিতে বিবিধ
দানীয় দ্রব্য প্রদান করবে। অনন্তর প্রভাতে
স্নান করিয়া পুনরায় শিবপূজা করিবে। শিবপূজার
পর ভোজনাচ্ছাদনাদি দ্বারা গৃহস্থগণ যতি ও
তপস্বীদিগের সৎকার করবেন। দ্বাদশ, আট,
চার বা এক জনকেও অন্ততঃ ভোজন করাইবে।
শিবপূজক একজন ব্রহ্মচারীও ভক্তিপূর্ব্বক ভোজিত

হইলে সহস্র ব্রহ্মচারী ভোজনের কল হইয়া
থাকে। অনন্তর নিজে বাগ্‌যত হইয়া অক্ষারাগবণ
ভোজন করিবে এবং পুত্র-মিত্র-কলত্রদিগকে
নিজের সম্মুখেই ভোজন করাইবে। শিবব্রত-
পরায়ণ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিধি অনুসারেই শিব-
রাত্রি করিবেন। যখন দ্বাদশ ব্রত পূর্ণ হইবে,
তখন গুরু, ব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃদিগকে দ্বাদশটী তিল-
পাত্র প্রদান করিতে হইবে। ব্রতান্তে সবস্ত্রভরণা
ঘণ্টাভরণভূষিতা বসৎসা কৃষ্ণা গাভী, অঙ্গুরীয়,
বস্ত্র, ছত্র, উপানহ, ও কমণ্ডলু প্রদান করিবে
এবং নিজের শক্তি অনুসারে গুরু ও ব্রাহ্মণদিগকে
দক্ষিণা দিবে। এইরূপ করিয়া পরে তপস্বীদিগকে
ভোজ্য ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রদানপূর্ব্বক ক্ষমা গ্রহ-
ণান্তে বিদায় করিবে। এই ভাবে যে সম্যক্
ভাবে ব্রতচরণ করে, তাহার আর পাপ থাকে না;
সে উত্তমসন্তান লাভ করিবে ও উত্তম উত্তম ভোগ্য
বস্তু উপভোগ করিয়া দিব্য স্ত্রী-পরিবৃত্ত দিব্য
বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গীত-বাদ্যাদি নির্ঘোষ সহ-
কারে শিবমন্দিরে নীত হইয়া থাকে। এই আদি

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ । বিচিত্রমিদমাখ্যানং স্বপ্নপ্রসাদ-
চ্ছৃতং ময়া । দৃষ্ট্বা নারায়ণং শপ্তং নারদো মন্দরে
গিরৌ ॥ ১ ॥ কিং চকার মুনৌগ্রোহথ তন্মে বিস্ত-
রতো মুনৈ । বদ সংসারসরণোদ্ধৃতমায়াপ্রপীড়িতম্ ।
কথামৃতজলৌঘেন বিতুষং কুরু মাং প্রভো ॥ ২ ॥
সারস্বত উবাচ । অথাসৌ নারদো দেবং জাহ্নবা
শপ্তং বিজ্ঞয়ন । ভৃগুণা চ তথা পূৰ্ব্বং নাভ্যর্থৈত-
ত্তবিষ্যতি ॥ ৩ ॥ ভবিষ্যৎ যন্তং দেব বর্তমানং
বিচিন্ত্যতাম্ । অয়ঞ্চ বামনো হুত্বা বিমুগ্ধাশ্রুতি
তাং পুরীম্ ॥ ৪ ॥ নিগ্রহং স বলেঃ পশ্চাৎ করিষ্যতি
মম প্রিয়ম্ । যুদ্ধং বিনা কথং হেয়ং বর্তমানং
মহোদধম্ ॥ ৫ ॥ দেবদানবযুদ্ধানি দৈত্যগন্ধৰ্ব-
রক্ষসাম্ । নিবারিতানি সর্বাণি সরীসৃপপতঙ্গিনাম্ ॥
৬ ॥ সাপতন্ত্রঃ কলির্নাশ্তি মম ভাগ্যপরিষ্কয়ে ।
দেবেন্দ্রো গুরুণা পূৰ্ব্বং বারিতঃ কিং করোম্যহম্ ॥

৭ ॥ মাননীয়ো গুরুর্গ্ৰেহয়মতস্তং ন শপাম্যহম্ ।
যুদ্ধার্থং তু ততো যত্তো ন সিধ্যতি করোমি কিম্ ॥ ৮ ॥
কেনাপি দৈবযোগেন পুরুষার্থে ন সিধ্যতি । তথাপি
যত্নঃ কৰ্তব্যঃ পুরুষার্থে বিপশ্চিতা । দৈবঃ পুরুষ-
কারণে বিনাপি কলতি কচিং ॥ ৯ ॥ যত্নস্তং তদ্বচো
ব্যর্থং যতঃ সিদ্ধিঃ প্রযত্নতঃ । বলিং গতা ভগিষ্যামি
যথা যুদ্ধং করিষ্যতি ॥ ১০ ॥ ন শ্রোষ্যতি স চেদ্বাক্যঃ
নিশ্চিতং তং শাপাম্যহম্ । ইত্যুক্তা স যযৌ
বেগান্নারদো বলিমন্দিরে । নিমেষান্তরমাত্রেণ
শিষ্যাভ্যাং গগনে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ প্রাসাদে শৈল-
সঙ্কাশে সপ্তভোমে মহোজ্জ্বলে । তন্তোপরি সভা
দিব্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মা ॥ ১২ ॥ তস্তাং সিংহাসনং
দিব্যং তত্রাসীনো বলিনৃপ । দৈত্যৈঃ পরিবৃতঃ
সঠৈঃ প্রৌঢ়িহাস্তকথাপটৈঃ ॥ ১৩ ॥ স্ববিভ্রীক্ষণৈঃ
শাতৈস্তথৈবোশনসা স্বয়ম্ । পুত্রমিত্রকলত্রৈশ্চ
সংবৃত্তো দিব্যমন্দিরে ॥ ১৪ ॥ দেবান্ধনাকরগ্রাহ-
গৃহীতৈর্দিব্যাচামটৈঃ । সংবীজ্যমানো দৈত্যৈঃ

পুণ্য শিবরাত্রি বলিলাম, এই ব্রতানুষ্ঠানে নর-
গণের নিখিল পাপ ক্ষয় হয় ॥ ১১৬—১৩৩ ॥

সোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রাজা বললেন,—হে মুনৈ! আপনার প্রসাদে
আমি বিচিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলাম । মুনিশ্রেষ্ঠ
নারদ মন্দরাচলে নারায়ণকে শপ্ত দেখিয়া কি
করিয়াছিলেন? অধুনা আপনি তাহা বিস্তৃতরূপে
আমায় বলুন । হে প্রভো! আমি সংসারসরণ-
জনিত মায়ায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি,
আপনি কথামৃত-বারিপ্রদানে আমায় বিতুষ ককুন ।
সারস্বত বলিলেন,—ভগবান্ নারদ, বিষ্ণু দেবকে
ভৃগুকর্তৃক পুৰাভিশপ্ত জানিয়া ভাবিলেন,—এ শাপ
অন্তথা হইবার নহে । এই শাপবাণী এতদিন
ভবিষ্যবাণী ছিল; কিন্তু অধুনা সেইকাল বর্তমান ।
ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপী হইয়া বলিরাঙ্গপুরে গমন
করিতেছেন । তিনি বলিকে নিগৃহীত করবেন ।
ইহা আমারই প্রেয়ঃ হইবে । অধুনা আমি
যুদ্ধ ব্যতিরেকে থাকি কি করিয়া? যুদ্ধাভাবে
বর্তমান সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হই-
য়াছে । দেব-দানব যুদ্ধ ও দৈত্য-গন্ধৰ্ব-রাক্ষস
যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই নাই; এমন কি, সরীসৃপ-পতঙ্গী-

দিগেরও সপত্নজ কলহ নাই । এ সকল আমার
ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে । দেবেন্দ্রও
পূর্বে গুরুকর্তৃক যুদ্ধে নিবারিত হইলেন; কি
করিব! বৃহস্পতি আমার মাননীয় গুরু; এজন্ত
শাপ দিতেও পারিলাম না । যুদ্ধার্থ যে যত্ন করিয়া-
ছিলাম, তাহা বিফল হইয়া গেল, করি কি! দৈব-
যোগে পুরুষকার সিদ্ধ না হইলেও বিপশ্চিতংগণ
তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন । কখন কখন পুরুষকার
ব্যতিরেকেও দৈব কলিত হয়;—এই যে কথা,
ইহা ব্যর্থ; যে হেতু সিদ্ধি প্রযত্ন হইতেই হয় ।
অতএব বলিকে গিয়া আমি বলিব—যাহাতে সে
যুদ্ধ করে । যদি আমার বাক্য পালন না করে,
নিশ্চয় শাপ দিব । এই কথা বলিয়া দেবর্ষি ক্ষত-
গতি বলমন্দিরে গমন করিলেন; নিমেষ মধ্যে
তিনি শিষ্যদ্বয় সহ গগনপথে সেখানে উপস্থিত
হইলেন—দেখিলেন,—মহোজ্জ্বল শৈলসঙ্কাশ শাপ্ত-
ভোম (সপ্ততল) প্রাসাদ; তত্‌পরি বিশ্বকর্ম-
নির্মিত মহতী সজ্জা; এ হেন সভায় দিব্য সিংহাসন,
তত্‌পরি বলিরাঙ্গ আসীন । দৈত্যগণ তাঁহার
চতুর্দিকে থাকিয়া প্রৌঢ়োক্তি সহকারে হাস্তকর কথা
কহিতেছে । শান্ত ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং উশনা, এবং
বলিরাঙ্গের পুত্র-মিত্র কলত্র সকলেই তাঁহার চতু-
র্দিকে অবস্থিত । দেবান্ধনাগণ তাঁহাকে বীজন করি-

জুয়মানঃ স চারুণৈঃ । ১৫ । যাবদাস্তে মদোন্নতা
মন্ত্রয়ন্তি পরস্পরম্ । দৈত্যদানবমুখ্য। যে তে সর্কে
যুদ্ধকাম্ভিঃ । ১৬ । উখায়েখায় ভাষন্তে প্রগল্ভন্তে
শুটরৈঃ সহ । অশ্বদীয়মিদং সর্কঃ ত্রৈলোক্যং সাম্প্রতং
গতম্ । ১৭ । শুক্রবুদ্ধ্যা বিনা যুদ্ধঃ প্রাপ্যতে কিং
মহোদয়ঃ । দৈত্যোস্তো দেবরাজেন শ্বেহঃ চ কুরুতে
বদি । ১৮ । ঐরাবণঃ সদা মন্তঃ কথং নো যাচতে
বলঃ । চতুরঃ তুরগঃ কস্মিন্নার্পয়তি দিবাকরঃ । ১৯ ।
যাবন্নাক্রম্যতে লোকো ধনাধ্যক্ষো রণাজিরে । ভাব-
ন্নার্পয়তে বিস্তঃ যদা তৎসঙ্কিতং শূটরৈঃ । ২০ । ন
দর্শয়তি রত্নানি জলরাশী রসাতলাৎ । যাবন্ন মন্দরং
ক্ষিপ্তা বিমখ্যৌমো বয়ং চ তম্ । ২১ । যথামৃতকলা-
শ্চন্দ্রাভুজ্যন্তে ক্রমশঃ শূটরৈঃ । এবং ভাগং বলৈঃ
কস্মিন্ন দদাতি জলাশ্বকঃ । ২২ । স্বধুনীশীতলো
বাতঃ পদ্মকিঞ্জলবাসিতঃ । স্বর্গে বাতি শনৈর্ধন্বন্তথা
ন বলিমন্দিরে । ২৩ । ইন্দ্রচাপোদ্যতা মেঘা জলং
মুঞ্চন্তি ভূতলে । বলিখড়্গোদ্ধৃতাঃ স্বর্গং পুনন্তে
যান্তি ভূতলাৎ । ২৪ । অশ্বদীয়ে ধরাপৃষ্ঠে যমো

মারয়তে জনম্ । নৈবঃ স্বর্গে ন পাতালে পশ্চাত্তো
কার্যাকারণম্ । ২৫ । আয়ুর্ভক্তিঃ স্তুতান্ সৌখ্য-
মস্মাকং লিখতি স্বয়ম্ । ললাটে চিত্রশৃঙ্গোহসৌ ন
দেবানাস্ত তৎসমম্ । ২৬ । বর্ষশীতাতপাঃ কালো
বর্ষন্তে ভুবি সাম্প্রতম্ । ন স্বর্গে নৈব পাতালে
ভীতা ভূমৌ ভ্রমন্তি হি । ২৭ । একবীৰ্য্যোদ্ধবা
যুযং স্বশ্রীয়া দেবদানবাঃ । ভূমৌ স্থিতা বয়ং কস্মা-
দেবাঃ কেনোপরি কৃতাঃ । ২৮ । সমুদ্রে মধ্যমানে
তু দৈত্যোস্তো বঞ্চিতঃ শূটরৈঃ । একতঃ সর্কদেবাশ্চ
বলিশ্চৈবৈকতঃ স্থিতঃ । ২৯ । উৎপন্নেষু চ রত্নেষু
ভাগ্যং বৈ যন্ত যাদৃশম্ । গজাশ্বকল্পবৃক্ষাদ্যাস্ত্র-
গোপদন্তিনঃ । ৩০ । গৃহীত্বা হযুতং দেবৈর্কষং
পানে নিয়োজিতাঃ । এতয়া ঘৃণিতা যুযং ন জানী-
খাতিগম্বিতাঃ । ৩১ । পীতাবশেষং পীযুষং সত্য-
লোকে ধৃতং শূটরৈঃ । অহোহতিকুটিলা দেবাঃ
কস্মাচ্ছেষং ন দীয়তে । ৩২ । সুরামৃতমিতি জাহ্নবা
পীযুষাধ্বকিতা বয়ম্ । তিলতৈলমেব মিষ্টং ঘৈর্ল
দৃষ্টং স্মৃতং কচিৎ । ৩৩ । বিষ্ণোর্জকচরিত্রজাণং

তেছে এবং চারুণগণ স্ততিপাঠে নিরত রহিয়াছে ।
সমরাজক্ষী সভাস্থ মুখ্য মুখ্য দৈত্য-দানবগণ পর-
স্পর মন্ত্রণা করিয়া একে একে উঠিয়া সুর-
গণের উদ্দেশে প্রগল্ভতা প্রকাশপূর্বক বলিতেছে,
যে, আমাদের এই সমস্ত ত্রৈলোক্য-রাজ্য সম্প্রতি
শুক্রবুদ্ধিতে গল ; বিনা যুদ্ধে আর কি আমরা সে
মহোদয় পুনরায় প্রাপ্ত হইব ! দৈত্যোস্ত যদি দেব-
রাজকে শ্বেহই করেন, তাহা হইলে তিনি সদামন্ত
ঐরাবত প্রার্থনা করেন না কেন ? দিবাকরই বা
কেন চতুর তুরঙ্গ অর্পণ না করেন ? ফলতঃ বর্তমান
না আমরা সেই লুদ্ধ ধনাধ্যক্ষকে রণাঙ্গনে আক্রমণ
করিতেছি, ততদিন সে দেব-সঙ্কিত বিস্ত্র আমা-
দিগকে প্রদান করিবে না । যাবৎ আমরা মন্দর
নিষ্কেপ করিয়া জলরাশিকে মন্থন না করিতেছি,
তাবৎ সেও আমাদের রসাতল হইতে রত্ন সকল
দেখাইবে না । জলাশ্বা চন্দ্র সুরগণকে যেমন
অমৃত কলা প্রদান করেন, তজ্ঞা বলিকে কেন
ভাগ প্রদান করেন না ? পদ্মকিঞ্জল-বাসিত
স্বধুনী-শীতল বাত, স্বর্গে যেমন মন্দ মন্দ প্রবাহিত
হয়, বলিমন্দিরে ত কৈ সেরূপ বহে না ! মেঘনিচয়
ইন্দ্রচাপোদ্যত হইয়া ভূতলে বর্ষণ করে, কিন্তু বলি-
খড়্গোদ্ধৃত হইয়া তাহার ভূতল হইতে স্বর্গে পলা-
য়ন করিয়া থাকে । যম আমাদের ধরায় মানুষ

মারে ; কিন্তু স্বর্গে বা পাতালে ঘেঁষিতে পারে না ;
অহো কার্য্য-কারণ দেখ ! চিত্রশৃঙ্গ স্বয়ং আমাদের
ললাটে আয়ু, রুতি, সন্তান, সৌখ্য, লিখিয়া দেয়,
কিন্তু দেবতাদের এরূপ নহে । বর্ষা, শীত, আতপ
প্রভৃতি কাল সকল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে
সম্প্রতি ভূতলে বাস করিতেছে, স্বর্গে বা পাতালে
তাহাদের অধিকার নাই । ১—২৭ ! দেব-দানব
আমরা সকলেই ত একবীৰ্য্যোদ্ধব ; তবে আমরাই
বা কি জন্ত ভূতলে আর দেবতার কি জন্ত
স্বর্গে ? সমুদ্রমন্থনে সুরগণ দৈত্যোস্তকে বঞ্চিত
করিয়াছে ;—একদিকে সর্কদেবতা ; আর এক
দিকে বলি ; রত্ন উৎপন্ন হইলে কি হয়, যার
যেমন ভাগ্য ! গজ, অশ্ব, কল্পবৃক্ষ, চন্দ্র, গোসমূহ,
দন্তী ও অমৃত, এ সকল—আমাদের সুরা-
পানে নিয়োজিত করিয়া দেবগণ গ্রহণ করিল !
আর আমরা সুরার ঘোরে মন্ত হইয়া কিছুই
জানিতে পারিলাম না ! পীতাবশেষ পীযুষ সুর-
গণ সত্যলোকে ধারণ করিল ! অহো অতি-
কুটিল দেবগণ কি হেতু আমাদের সুধাভাগ
প্রদান করিল না ! অহো সুরাকে অমৃত মনে
করিয়া আমরা পীযুষ হইতে বঞ্চিত হইলাম ।
তিলতৈলই আমাদের মিষ্ট হইল ; স্মৃত কখন
দেখিতে পাইলাম না ! বিষ্ণুর চক্র-চরিত্রের

সংখ্যা কর্তৃঃ ন শকাতে । তথাপি কথ্যতে তুষ্টৈ-
 জুষ্টৈশ্চৈবদমুষ্টিতম্ ॥ ৩৪ ॥ গোরাঙ্গী সুন্দরী সুক্লঃ
 পীনোরতপযোধরা । সুকেশা চন্দ্রবদনা কর্ণা-
 সজ্জবিলোচনা ॥ ৩৫ ॥ বলিভ্রাঙ্কিতা মধো বালা
 মুষ্ট্যপি গৃহতে । স্থলারবিন্দচরণা লতৈব ভূজ-
 ভূষিতা ॥ ৩৬ ॥ সা সর্ষাতরণোপেতা সর্ষলক্ষণ-
 সংযুতা । ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী সঙ্গাহামৃতমস্থনে
 ॥ ৩৭ ॥ অমৃতাহুতি পূর্ষং যন্ত সা তন্ত তদুভম্ ।
 ত্রৈলোক্যং বশগং তন্ত যন্ত সা চাকুলোচনা ॥ ৩৮ ॥
 তয়া সম্মোহিতাঃ সর্ষে দেবদানবরাক্ষসঃ । বিমুচ্য
 মন্থনং সর্ষে তাং গ্রহীতুং সমুদাতাঃ ॥ ৩৯ ॥ একা
 স্ত্রী বহুবো দেবা দানবা দৈত্যরাক্ষসঃ । বিবাদঃ
 স্তুমহান জাতঃ কথমত্র ভাবয়তি ॥ ৪০ ॥ আগত্য
 বিষ্ণুনা সর্ষে ভূজে ধরা নিবারিতাঃ । অস্ত্রাণে
 কিমহো বাদঃ ক্রিয়তে ভোঃ পরস্পরম্ ॥ ৪১ ॥
 অমৃতার্থে সমারম্ভে মহিলাণে বিনষ্টাঃ । সঙ্কেতঃ
 প্রথমঃ কৃত্বা বিষ্ণুনা চাহিত্য পুনঃ ॥ ৪২ ॥ দিব্যরূপ-
 ধরঃ শ্রী বনমালো বিভূষিতঃ । কৌন্তভোদ্যোতিত-
 তনুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্তা হস্তে শুভাঃ

ইয়তা করা হুঃসাধা ; তথাপি হুঃ-তুঃ দেবগণের
 অল্পশ্রিত বিষয় বলিতেছি । গোরাঙ্গী, সুন্দরী,
 সুক্ল, পীনোরতপযোধরা, সুকেশা, চন্দ্রবদনা,
 কর্ণানন্ত-বিলোচনা, ত্রিবগীয়ুতমব্যা, মুষ্টগ্রাহ-
 ণটি, স্থলারবিন্দ-চরণা, লতাসদৃশ-ভূজা, সর্ষাতরণভূষিতা,
 সর্ষলক্ষণযুতা, ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবী লক্ষ্মী অমৃত-
 মস্থনে উপরা হইলেন । তিনি অমৃত হইতে
 উদ্ধৃত হইয়া প্রথমে যাহার হইলেন, তাহারই
 তিনি । এই চাকুলোচনা যাহার, এই ত্রৈলোক্যই
 তাহার বশবর্তী । তিনি দেব-দানব রাক্ষস সকলকে
 মোহিত করিয়াছিলেন । এই সময় সকলেই মন্থন
 করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল ।
 সবে মাত্র একটা স্ত্রী ; আর বহু দেব-দানব দৈত্য-
 রাক্ষস । কাহেই মহান বিবাদ উপস্থিত হইল ।
 সকলের তাঁহাকে লাভ করিতে দ্বিষ্টা ; এমন সময়
 বিষ্ণু আসিয়া সকলের হাতে ধরিয়া বিবাদ
 মিটাইয়া দিলেন । তিনি বলিলেন,—একটা
 স্ত্রীলোকের জন্ত তোমরা পরস্পর বিবাদ করি-
 তেছ ! হঃ তোমারা অমৃতার্থ মন্থন আরম্ভ করিয়া
 তাহা মহিলাগণ হিন্দে করিবে ? দৈত্যগণকে
 এই বলিয়া তিনি সঙ্কেত করিয়া দেবীকে একটা
 চন্দন দিলেন, দিয়া দিব্যরূপধারী শ্রী, বনমালা-

মালাঃ দয়া বিষ্ণুঃ পুংঃ স্থিতঃ । উদ্ধৃতা বাহুঃ
 সর্ষেবাঃ বভাষে বচনং হরিঃ ॥ ৪৪ ॥ কুর্ষন্ত কুণ্ডলঃ
 সর্ষে ত্রিভুজ স্বয়মাসনে । বিলোকা স্বেচ্ছয়া লক্ষ্মী-
 ঋরমালাং প্রযচ্ছতু ॥ ৪৫ ॥ স্বয়ং বরবিত্তদং যঃ
 করিষাত্যতিলম্পটঃ । স বধাঃ সহিতৈঃ সর্ষেঃ
 পরস্মীলুক্কো যথা ॥ ৪৬ ॥ পরদারকৃতং পাপং
 স্ত্রীবধা তন্ত জায়তাম্ । অস্ত্রোহপি যঃ করো-
 হোবমেবমন্ত হত্যাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥ সাধারণঃ হরিঃ
 জাহ্না তথৈতুক্তা তথা কৃতম্ । দেবদানব-
 দৈত্যানাং গন্ধর্বোরগরাক্ষসাম্ । মধো যোহভি-
 মতো ভর্তা স তে সত্যং ভবেদিত্তি ॥ ৪৮ ॥ তেনাপৌ
 মোহিতা পুংঃ দৃষ্টিদানেন কর্ষিতা । আদ্যং সম্মো-
 হন স্ত্রীণাং চক্রে দৃষ্টিনিরীক্ষণম্ ॥ ৪৯ ॥ এব-
 মেবেতি তৎকর্ণে হস্তং দয়া যচ্ছ্যন্তে । দধতি
 হৃদি যঃ নারী কামবাণপ্রপীড়িতম্ ॥ ৫০ ॥ তমেব
 বরদেহ কশিঙ্গাস্তোব সংশয়ঃ । সঙ্গাতে
 কলহে পুংঃ হরিণা তং নিবর্তিতুম্ ॥ ৫১ ॥ যদা
 গৃহীতা সর্ষেঃ স হারং নৈব বিমুক্তি । তমেব

বিভূষিত, কৌন্তভোদ্যোতিততনু ও শঙ্খ-চক্র-
 গদাধর হইয়া তাহার হস্তে একটা মালা প্রদান
 করিয়া বাহু উদ্ধৃত করিয়া সকলকে বলিলেন,—
 সকলে কুণ্ডলাকারে আসনে উপবেশন কর ;
 লক্ষ্মী দেবী স্বেচ্ছায় দেখিয়া-শ্রুতিয়া বরমালা প্রদান
 করিবেন । যে ব্যক্তি অতি লম্পট হইয়া স্বয়ং বর
 করে, সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বধ করিতে
 হয়, আর তাহার পরদাবকৃত ও স্ত্রীহত্যাভাজনিত
 পাপ হইয়া থাকে । অত্রত্য যদি কেহ উক্ত
 প্রকার আচরণ করে, তাহা হইলে সে ‘এবমন্ত’
 বলুক । অতঃপর দেব, দানব, দৈত্য, গন্ধর্ব, উরগ,
 ও রাক্ষস সকলেই হরিকে সাধারণ (সম্মুখিতব্য)
 বলিয়া তাহার বাক্য অনুমোদন করিল । হরি
 লক্ষ্মীকে বলিলেন,—এই সকলের মধ্যে যে তোমার
 অভিমত, সেই তোমার ভর্তা হইবে, ইহা সত্য
 জানিবে । হরি পূর্বেই দৃষ্টিমাত্র আকর্ষণ করিয়া
 লক্ষ্মীকে মোহিত করিয়াছিলেন ; যে হেতু দৃষ্টি-
 নিরীক্ষণই রমণীগণের প্রথম সম্মোহন হয় । হরি
 লক্ষ্মীর কর্ণে হস্ত দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—
 এইরূপ এইরূপ করিবে । কামবাণপীড়িত হইয়া নারী,
 যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাকেই বরণ করিয়া
 থাকে, সংশয় নাই । লক্ষ্মীস্বয়ংয়ের কলহ নিবারণ
 করিবার জন্ত হরি প্রস্তুত থাকিলেন । ক্রমে যখন

ভর্তা: সাচেষ্টে মুঞ্চ মাং বজ দূরতঃ । ৫২ । মুঞ্চা
দূরং ততো বিষ্ণু: প্রবিশ্তে: সুরমণ্ডলে । তদা সর্পে
চ মাযুকা যথাস্থানং স্বয়ং গতঃ । ৫৩ । আচষ্টে
বিজয়া পূর্বা সর্পান দেবান যথাক্রমম্ । সা চ নিরী-
ক্ষতে পশ্চাৎ বিচার্য্য যিমুক্তি । ৫৪ । উদাসীনঃ
শিবঃ শান্তো গৌরীকান্তস্থিলোচনঃ । নাস্তাং নিরী-
ক্ষতে নিত্যং ধ্যানাসক্তস্থিলোচনঃ । ৫৫ । পিতা-
মহোৎসবমিত্যুক্তং যদা সখা তদা তয়া । নমস্ততা
গতং দূরে কুমা মোনং ন পশুতি । ৫৬ ।
আদিত্যঃ পদ্মকং মুঞ্চ দহনং দহনাত্মকম্ ।
বাতি বাতো গতঃ দূরে বরুণো মে পিতা
যতঃ । ৫৭ । পৌলোমীবদনাসকো দেবেন্দ্রো মে ন
রোচতে । ৫৮ । বধবন্ধকতচ্ছেদভেদদণ্ডবিকর্ষণম্ ।
কুর্ধ্বম্ কুরুতে সৌম্যং কপং বৈবস্বতো যম । ৫৯ ।
দেবদানবগন্ধর্ষিদৈত্য্যরগন্ধ্রাক্ষসান । ৬০ । দৃষ্টা-
ত্যাগ্রাস্ততো যাতি দৃষ্টোহসৌ পুরুষোত্তমঃ ।
কর্ণাস্তলোচনভ্রাস্তবক্ত্রং দৃষ্ট্যাবলোক্য তম্ । ৬১
সৌভাগ্যাতিশয়াক্রান্তঃ রম্যঃ কামমনোহরম্ ।

সজ্জাতপুলকোদ্ভেদস্নেদবারিকণাক্তিতম্ । ৬২ । দেব
দানাদৈতেন্দ্রকোবদৃষ্টিনিরীক্ষিতম্ । রম্যঃ রম্য
বরং চক্রে দদৌ মালাং ততঃ স্বয়ম্ । ৬৩ । দৈত্য্যঃ
পরম্পরং প্রোচুঃ প্রেক্ষ্য তৎ সুরচেষ্টিতম্ ।
বিভাগং পশু দেবানাং স্বর্গে সর্পে স্বয়ং গতঃ । ৬৪ ।
পাতালস্তা বলে দূরং মানবা ধরণীতলে । দেবাস্তিভু-
বনে যাস্ত ন বয়ং স্বর্গগামিণঃ । ৬৫ । মানবাঃ
ক্ষুধয়া রাজ্যং কুর্ধ্বম্ পৃথিবীতলে । পাতালস্ত
পরিত্যজ্য ধাত্বী যদি তু রক্ষ্যতে । ৬৬ । দৈত্য্য-
দানবৈজৈঃ কৈশিচ্ছাক্ষৈঃ সন্তম্ শোভনম্ । অথ কিং
বহনোক্তেন রাজা ত্রিভুবনে বলিঃ । ৬৭ । সন্ধি-
ভজ্যথ রত্নানি সমং রাজ্যং বিধীয়তাম্ । যাবদেবং
প্রগল্ভস্তে তাবৎ পশুস্তি নারদম্ । ৬৮ । গগনাং
সমুপায়ান্তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ । ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্ত-
যুদ্ধপুস্তকধারিণম্ । ৬৯ । কৃষ্ণাজিনধরং শান্তং
ছত্রবাণাকমণ্ডলন । মৌলীগুণত্রয়াসক্তগ্রন্থিপ্রবর-
মেখলম্ । ৭০ । ব্রহ্মরূপধরং শান্তং দিব্যকুন্ডল-
ভূষিতম্ । গতকল্পকৃতগ্রন্থিস্থমালাবলম্বিতম্ । ৭১ ।
বিরঞ্চিতরসবাদো জম্বাহকারগর্জিতৈঃ । সংকুন্ঠৈঃ

সজ্জাতপুলক, স্নেদবারিকণাক্তি এবং দেব, দানব ও
দৈত্য্যগণ কর্তৃক কোবদৃষ্টিতে অবলোকিত ।
এস্থান রম্য পুরুষকে রম্য মাল্য প্রদান করিয়া বরণ
করিলেন । ৬৩—৬৩ দৈত্য্যগণ সুরচেষ্টিত অবলোকন
করিয়া বলিল,—দেবতাদের ভাগ করা দেখ একবার,
তাহারা যখন স্বর্গে গেল; আর তোমাদের জন্ত
পাতাল আর মানবদের জন্ত ভূতল । দেবগণ
ত্রিভুবনের সর্বত্রই যাইতে পারে; কিন্তু আমরা
স্বর্গে যাইতে পারি না । ক্ষত্রিয় মানবগণ ভূতলে
রাজ্য করিতে থাকুক; কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ
যদি পাতাল পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী শাসন করিতে
থাকে তো, সেটা ভাল হয় না! অধিক আর কি
বলব? বলি ত্রিভুবনের রাজা; অতএব তোমরা
রত্ন সকল সমভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য কর ।
দৈত্য্যগণ যেমন এইরূপ প্রগল্ভ প্রকাশ করিতেছে,
অর্মান তথায় দেবধিনারদ গিয়া উপস্থিত হইলেন ।
তিনি গগন হইতে দ্বিতীয় ভাস্করের স্থায় আগত
হইলেন । তিনি ব্রহ্মদণ্ডকরাসক্তযুদ্ধপুস্তকধারী;
কৃষ্ণাজিনধর; শান্ত, ছত্র, বাণা, কমণ্ডলু, ও কৃষ্ণ-
জিন্ধর, মৌলীগুণত্রয়াসক্ত, গ্রন্থিপ্রবর-মেখল; ব্রহ্ম-
কণী, কুন্ডলভূষিত; গতকল্পকৃতগ্রন্থি স্থমাল-
ধারী; এবং “অদ্য কোন্ জম্বাহকারবর্জিত সংকুন্ঠ
ব্যক্তি বর্ধক বিরঞ্চিতরসবাদ কৃত হইতেছে”

সকলে লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিতে উদাত হইল,
তখন দেবী হরিকে মোচন করিলেন না । তিনি
বলিলেন,—আপনি আমার ভর্তা; আপনি
আমাকে মোচন করিয়া দূরে লইয়া চলুন অনন্তর
হরি তাঁহাকে লইয়া সুরমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন ।
এই সময় সকলেই লক্ষ্মীকে সম্ভাষণ করিয়া যথাস্থানে
গমন করিলেন । বিজয়া দেবগণের কথা পূর্বেই
যথাক্রমে বলিয়াছিলাম । দেবী দেবতাদের সকলকে
নিরীক্ষণ করিয়া বরণার্থ কি না বিবেচনার পশ্চাৎ
ভাগ করিতে লাগিলেন । উদাসীন, শান্ত, গৌরী-
কান্ত, স্থিলোচন শিব ধ্যানযুক্ত অবস্থায় অস্ত্র কোন
রমণীকেই অবলোকন করেন না । সুতরাং তিনি
লক্ষ্মীকে দেখিলেন না । লক্ষ্মী দেবী পিতামহকে
দেখিয়া ‘ইনি পিতামহ’ বলিয়া নমস্কারপূর্বক সখা
সহিত দূরে গমন করত মৌন অবস্থায় কঁবলেন
তাঁহাকে দেখিলেন না । আদিত্য, পদ্মক, দহনাত্মক
দহন ও বায়ু পরিহৃত হইলেন । বরুণকে পিতা
বলিয়া দূরে গেলেন । তিনি বলিলেন,—পৌলোমী-
বদনাসক্ত দেবেন্দ্র আমার কুটিকর নহে; বধ, বন্ধ,
ছেদ, ভেদ, দণ্ড ও বিকর্ণকারী বৈবস্বত যমও
কুরুপ । অনন্তর তিনি দেব দানব, গন্ধর্ষ, দৈত্য,
পুত্র ও রাক্ষসদিগকে দর্শন করিয়া অশেষদেব
পুরুষোত্তমকে দর্শন করিলেন । তিনি কর্ণাস্ত-
লোচন-ভ্রাস্তবদন, সূভগ, রম্য, কামমনোহর

ক্রিয়তে কোহদা চিন্তাতৎপরমানসম্ । ৭২ ।
 আযান্তঃ নারদঃ দৃষ্টা বিস্মিতাঃ সমুপস্থিতাঃ । প্রভো
 প্রসাদঃ ক্রিয়তামাগন্তব্যং গৃহে যম । ৭৩ । ধনো-
 হং কৃতপুণ্যোহং যন্ত মে ত্বং গৃহাগতঃ । ইত্যুক্তে
 বলিঃ বিপ্রো বিবেশাসুরমন্দিরে । আসনং পাদা-
 মর্দ্যঞ্চ দধা সম্পূজিতো দ্বিজঃ । ৭৪ । প্রবিষ্টো সহিতাঃ
 সর্ষে সংবিষ্টা দৈত্যদানবাঃ । শুক্রেণ সহিতো
 দৈত্যো বভাষে নারদং বলিঃ । ৭৫ । ইদং রাজ্য-
 মিমে দায়া ইমে পুত্রা অহং বলিঃ । ক্রুহি যেনাত্ত
 তে কার্যং দানং মে প্রথমং ব্রতম্ । ৭৬ । নারদ
 উবাচ । ভক্ত্যা তুষ্যন্তি যে বিপ্রান্তে বিপ্রা ভূমি-
 দেবতঃ । ন তু যে পূজিতাঃ শক্ত্যা পুনর্বাচস্তি
 তেহধমঃ । ৭৭ । বয়াহং পূজিতো হৃষ্টো ন বিতুর্ভবে
 প্রয়োজনম্ । হৃষ্টোহং তব রাজ্যেন যজ্ঞৈর্দানৈ-
 র্ভুতৈশ্চখা । ৭৮ । দেবৈঃ কৃতং বিপ্রিয়ং তে কিঞ্চিৎ
 পশ্যাম্যহং বলে । ত্বয়া সম্পূজ্যমানোহপি দেব-
 রাজ্যেন তুষ্যতি । ৭৯ । ন ক্ষমন্তি সুরাঃ সর্ষে
 তব রাজ্যং ধরাতলে । স্বর্গে নে তাপকো জাতো
 দেবানাং তব বিগ্রহে । ৮০ । সন্নহা প্রথমং যাতি

য সৈন্তং শক্রভূমিষু । স ক্ষত্রিয়ো বিজয়তে তন্ত
 রাজ্যঞ্চ বর্ধতে । ৮১ । উচ্ছেদন্তব রাজ্যাস্ত ভবি-
 স্যতি শ্রুতং ময়া । এবং জাহা যথায়ুক্তং তচ্ছীঘ্রং
 তু বিধীয়তাম্ । ৮২ । বলিরূবাচ । যৈশ্চুণৈঃ
 কুরুতে রাজ্যং রাজা তান বদ মে বিভো । দানং
 পাতে প্রদাতব্যং ময়া ত্বমপি তং বদ । ৮৩ । নারদ
 উবাচ । বড়বংশদগুনসম্পন্নো রাজা রাজ্যং করোতি
 চ । স রাজ্যকলমাপ্নোতি শূন্য তৎকথয়াম্যহম্ ।
 ৮৪ । চরেদ্ধর্মানকটুকো মুক্কেৎ স্নেহমনাস্তিকৈ ।
 অনুশংসন্তরেদর্শং চরেৎ কামমল্লকৃতঃ । ৮৫ । প্রিয়ং
 ক্রয়াদকুপণঃ শূরঃ স্তাদবিকখনঃ । দাতা চায়ামবজ্জঃ
 স্তাৎ প্রগল্ভঃ স্তাদনিষ্ঠুরঃ । ৮৬ । সন্দ্বীত ন
 চানার্থ্যান বিগুরীয়ার বন্ধুভিঃ । নানাপৈশ্চর্যেচ্চারান
 কুর্যাৎ কার্যমপীড়য়ন । ৮৭ । অর্থান ক্রয়ান চাপৎশু
 গণান ক্রয়ান চান্ননঃ । আদদ্যান চ সাধুভ্যো
 নাসৎ পুরুষমাশ্রয়েৎ । ৮৮ । নাপরীক্ষ্য নয়েদগুং
 ন চ মজ্জং প্রকাশয়েৎ । বিসৃজেন্ন চ লুকেভ্যো
 বিশ্বসেনাপকারিষু । ৮৯ । আশৈঃ সুগুণদারঃ

শুনিতে পাওয়ায় স্বর্গ আমার সম্ভাপক হইয়াছে ।
 যে জন প্রথমে সন্নহ হইয়া সমরে শক্রসৈন্ত মধ্যে
 গমন করে, সেই ক্ষত্রিয় বিজয়শ্রীযুক্ত হয় এবং
 তাহার রাজ্য বাড়ে । আমি শুনলাম,—তোমার
 রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবে । ইহা জানিয়া-শুনিয়া যাহা
 কর্তব্য তাহা কর । বলি বলিল,—হে বিভো !
 যে গুণে রাজারা রাজা করে, তাহা আপনি
 আমাকে বলুন । আর উপযুক্তপাথে দান করার
 কণাও বলুন । ৬৪—৮৩ । নারদ বলিলেন,—মড়-
 বিংশতি গুনশতযুক্ত হইয়া রাজা রাজ্য করিবেন ।
 একপ করিলে তিনি রাজ্যফল প্রাপ্ত হন, বলি-
 হেঁচি শ্রাব কর । রাজা অকটক হইয়া ধর্ম্মাচরণ
 করিবে; অনাস্তিকে মেহ পারতাগ করিবে;
 অনুশংসভাবে অর্থাচরণ করিবে; অলুপ্ত হইয়া
 কামাচরণ করিবে, অকুপণভাবে প্রিয় বলিবে,
 অবিকল্যত হইয়া শূর হইবে, আরামবজ্জিত দাতা
 হইবে, অনিষ্ঠুর প্রগল্ভ হইবে, অনাধেয়র সহিত
 সন্ধি করিবে না; বন্ধুর সহিত বিগ্রহ করিবে না;
 বিনয় আপ্তজনকে চার করিবে; পীড়িত না
 করিবে কার্য্য করিবে; আপদে অর্থ বলিবে
 না; আশ্রয়ণ স্থাপন করিবে না; সাধু হইতে
 প্রতিগ্রহ করিবে না; অসৎপুরুষ আশ্রয় করিবে
 না; পরীক্ষা না করিবে দণ্ড দিবে না; মজ্জণ

এইরূপ চিন্তাতৎপরমানস । এতাদৃশ দেবগণকে
 দেখিয়া দৈত্যগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া উপস্থিত
 হইল । বলি বলিল,—প্রভো ! প্রসাদ করুন;
 আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন; আমি ধন্ত ও
 কৃতপুণ্য । বলি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া দেবান
 দৈত্যমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । আসন, পাদা-
 অর্ঘ্য, দিয়া বলি ভাঁহার পূজা করিলেন । সকল
 দৈত্যই প্রবেশ করিয়া দেবর্ষিসমীপে উপবিষ্ট
 হইল । শুক্রেণ সহিত বলি দেবগণকে বলিলেন,—
 এই রাজ্য, দায়, পুত্র, ও আমি বলি, ইহার মনে
 আপনাকে কি দিব, বলুন, কিসে আপনার কাহা
 হইবে? যে হেতু দানই আমার প্রধান ব-
 নারদ বলিলেন,—ভক্তিতে বাহারা তুষ্ট হন, সেই
 বিপ্রগণই ভূমিদেবতা । কিন্তু বাহারা শক্তিতে
 পূজিত হইয়া যাচ্ঞা করে, তাহার অধম । তোমা
 কর্তৃক পূজিত হইয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি; বিস্তে
 আমার প্রয়োজন নাই । আমি তোমার রাজ্য, যজ্ঞ,
 দান ও ব্রতে অহ্লাদিত হইলাম । কিন্তু আমি
 তোমার দেবকৃত নিপ্রিয় কিঞ্চিৎ দেখিলাম । তোমা
 কর্তৃক পূজিত হইয়াও দেবরাজ তুষ্ট হন না ।
 সুরগণ ধরাতলে তোমার রাজ্য সহিতে পাবেন না ।
 দেবতাদিগের তোমার সহিত বিগ্রহ করিবার কথা

শ্রাদ্ধক্যশ্চাত্তো ঘৃণী নৃপঃ । স্থিয়ং সেবেত নাতার্ক-
স্বষ্টং ভূঞ্জীত নাহিতম্ ॥২০॥ অস্ত্যেয়ং পূজয়েন্নাত্তান
শুকং সেবেদমায়ায়া । অর্চেয়া দেবো ন দন্তেন
শ্রিয়মিচ্ছেদকুৎসিতাম্ ॥২১॥ সেবেত প্রণয়ং কৃত্বা
দক্ষঃ শ্রাদ্ধ কালবিৎ । সান্ত্বাক্যং সদা বাচ্যমমু-
গৃহ্নত চাক্ষিপেৎ ॥২২॥ প্রহরেন চ বিপ্রায় হস্তা
শক্রয় শেষয়েৎ । ক্রোধং কুর্ধ্যান চাক্ষ্মানমুজুঃ
শ্রাদ্ধাপকারিষু ॥২৩॥ এবং রাজ্যে চিরং স্থেয়ং
যদি শ্রেয় ইহেচ্ছসি । তপঃস্বাধ্যায়দানানি তৌর্গ-
যাত্ৰাশ্রমাণি চ ॥২৪॥ যোগেনাশ্বপ্রবোধস্ত কালং
নাহন্তি যোড়নীম্ । জয়া সংসারবৈরাগ্যং কর্তব্যং
বিপ্রপূজনম্ ॥২৫॥ যষ্টব্যং বিবিধৈর্ধনৈর্জৈর্ধোয়ো
নারায়ণো हरिः । প্রসঞ্জন সমায়াতো যাস্তে রৈব-
তকে গিরৌ ॥২৬॥ তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্নদৌ
ত্রৈলোক্যপাবনৌ । তত্রাস্তে চ শিবাবৃক্ষো বহু-
পুষ্পকলাবিতঃ । তত্র গাত্বা করিষ্যামি ব্রতং
তদ্বিষুবল্লভম্ ॥২৭॥ বলিরূবাচ । কোহয়ং রৈব-
তকো নাম ব্রতং কিং বিষুবল্লভম্ । শিবাবৃক্ষাঙ্গ

প্রকাশ করিবে না; লুক্ককে কুত্রাপি প্রেরণ
করিবে না; অপকারীকে বিশ্বাস করিবে না,
আপুদ্বারা সুশুভ-দাব হইবে; দম্বাযুক্ত হইয়া রক্ষা
করিবে; অত্যন্ত ক্রূপেবা করিবে না; অন্যন্ত
অধিক মিষ্ট খাইবে না; অস্ত্যেয়ী হইয়া মান্য
পূজা করিবে; মায়াবজ্জিত হইয়া গুরুসেবা
করিবে; অদন্তে দেবর্চনা করিবে; অকুৎসিতা
স্রী ইচ্ছা করিবে; প্রণয়পূরক নিপুণভাবে সেবা
করিতে; সদা সান্ত্বাক্য বলিবে; অমুগ্রহ
করিয়া তিরস্কার করিবে না; বিপ্রকে প্রহার করিবে
না; শক্রে নিহত করিয়া শেষ রাখিবে না, অকস্মাৎ
ক্রোধ করিবে না এবং অপকারী ব্যক্তির সহিত
যুগ্ম ব্যবহার করিবে না । তুমি যদি শ্রেয় ইচ্ছা কর,
তবে এইভাবে চিরকাল রাজ্য পালন করিবে । তপঃ-
স্বাধ্যায় দান ও তীর্থযাত্রাশ্রম, এ সকল যোগদ্বারা
শ্রাদ্ধপ্রবোধের যোড়নী কলারও যোগ্য নহে ! তুমি
সংসার-বৈরাগ্য, বিপ্রপূজা, বিবিধ ধ্যান ও নারায়ণ-
ধ্যান করিবে । হে রাজন্ ! আমি প্রসঙ্গাধীন এখানে
আসিয়াছি; রৈবতকাচলে গমন করিব । সেখানে
ভগবান্ বিষ্ণু, ত্রৈলোক্যপাবনী নদী, ও বহু পুষ্প-
কলাবিত শিবাবৃক্ষ আছেন । তথায় উপস্থিত হইয়া
আমি বিষুবল্লভ ব্রত করিব । বলি বলিল,—
রৈবতক গিরি, বিষুবল্লভ ব্রত ও শিবাবৃক্ষ কি ?

কে প্রোক্তান্তং কথং কথয়ন্ত মে ॥২৮॥ নারদ
উবাচ । পুরা যুগাদৌ দৈত্যৈশ্চ সপক্ষাঃ পর্বতাঃ
কৃতাঃ । সন্ধিস্তা ব্রজা পশ্চাদচলাস্তে কৃতাঃ পুনঃ ॥
২৯॥ উৎপত্তি মহাকাব্য নিপত্তি যদুচ্ছয়া ।
মেরুমন্দরকৈলাসা বঙ্গা সংস্থিতাঃ স্থিরাঃ ॥৩০॥
বারিত্তান স্থিতা য়ে তু ত ইন্দ্রেন স্থিরীকৃতাঃ ।
মেরোর্দক্ষিণশৃঙ্গে তু কুমুদেতি স পর্বতঃ ॥৩১॥
দিব্যঃ সপক্ষঃ সৌবর্ণো দিব্যাবৃক্ষে সমাবৃতঃ ।
তস্তোপরি পুরী দিব্যা বৈকুণ্ঠী বিষ্ণুনা কৃতা ॥৩২॥
তস্তা মধ্যে গৃহং দিব্যং যস্মিন্ লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা ।
মেরোঃ শৃঙ্গে পুরী রম্যা গৃহং তত্র মনোরমম্ ॥
৩৩॥ তত্রাস্তে স ভবো দেবো ভবানী যত্র
সংস্থিতা । সভা মাহেশ্বরী রম্যা সৌবর্ণী রত্ন-
মণ্ডিতা ॥৩৪॥ তত্রাস্তে ভগবান্ বিষ্ণুর্দেবৈ-
র্জ্ঞাদিভির্ভূতঃ । তস্তাং বিষ্ণুঃ সদা যাতি দেবং
দ্রষ্টুং মাহেশ্বরং ॥৩৫॥ সৌবর্ণৈঃ কুমুদৈর্ধন্যাদসৌ
সর্গয় মণ্ডিতঃ । কুমুদেতি কৃতং নাম দেবৈস্তত্র
সমাগতেঃ ॥৩৬॥ একদা ভগবান্ ক্রজৌ গিরৌ
তস্মিন্ সমাগতঃ । দ্রষ্টুং তচ্ছিরে রম্যে তাং পুরীং
বিষ্ণুপালিতাম্ ॥৩৭॥ গৃহাগতং হরং দৃষ্ট্বা হরিণা

হায়া আপনি আমাকে বলুন । নারদ বলিলেন,—
দৈত্যৈশ্চ । পুরী যুগাদিতে পর্বত সকল
সপক্ষ ছিল । পশ্চাৎ ব্রজা বিবেচনাপূরক ইহা-
দিগকে অচল করেন । ইহারা যদুচ্ছায় উৎপত্তিত
ও নিপত্তিত হইত । মেরু, মন্দর ও কৈলাস ইহারা
বাক্যে স্থির থাকিত কিন্তু অজ্ঞ যে সকল পর্বত
বারিত্ত হইয়াও স্থিরীকৃত হইল না, ইন্দ্র তাহা-
দিগকে স্থিরীকৃত করিয়াছেন । মেরুর দক্ষিণে শৃঙ্গে
কুমুদ নামে এক পর্বত আছে । এই পর্বত দিব্য
সপক্ষ, সৌবর্ণ, ও দিব্যাবৃক্ষসমাবৃত । ইহার
উপরি ভাগে বিষ্ণুকৃত বৈকুণ্ঠী পুরী আছে ।
তাহার দিব্য গৃহ, সেই গৃহে লক্ষ্মী সর্গদা
বাস করেন । আর মেরুশৃঙ্গে এক রম্যা পুরী;
আছে, এ পুরীমধ্যেও এক মনোহর পুরী
এই গৃহে ভবভবানী বাস করিয়া থাকেন । ঐ
স্থানে এক মাহেশ্বরী সভা আছে । সভা সৌবর্ণী
ও রত্নমণ্ডিতা; সুতরাং রমণীয়া । ব্রহ্মাদি দেব-
গণের সহিত ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে অব-
স্থান করেন । তিনি দেবদর্শনমানসে সর্গদাই ঐ
স্থানে আগমন করেন । সৌবর্ণ কুমুদ দ্বারা ঐ
স্থান সর্গয় মণ্ডিত; এ জন্ত সমাগত দেবগণ ঐ
স্থানের নামকরণ করিয়াছেন—কুমুদ । একদা

স তু পূজিতঃ । লক্ষ্মী সম্পূজিতা গৌরী হি হিতা
তত্র সংস্থিতা ॥ ১০৮ ॥ একাসনোপবিষ্টৌ হৌ
মহুঃসন্তৌ পরস্পরম্ । হরেণ কারণং জ্ঞাত্বা তৎ
সং কথিতং হরেঃ ॥ ১০৯ ॥ অয়েষাং নগরী কার্ধ্যা
মন্দরে পরীতোক্তমে । প্রষ্টেবাঃ কারণং নাঃমবশ্যং
তত্ত্ববিষ্যতি ॥ ১১০ ॥ হর এব বিজানতি কারণং
কতমোহপি ন । এবং তথৈতি তৌ প্রোক্ষ্য স স্থিতৌ
পরীতোহপি সঃ ॥ ১১১ ॥ তং দৃষ্ট্বা সঙ্গত কুন্দ-
কুমুদঃ স্বয়মাযযৌ । যন্তোহহং কৃতপুণ্যোহহং যস্য
মে গৃহমাগতো ॥ ১১২ ॥ দ্বাভ্যামুক্তৌ পিরবরৌ
দদাব কিং বরং তব । ইতাক্ষঃ পরীকৃষ্যভা-
বরং ববে স মূঢ়বীঃ ॥ ১১৩ ॥ ভবিষ্যৎকার্যাহেতু-
তু ব্রাহ্মবিন্যতি ন কদ্বা । যত্রাহং হত্র বক্তব্যং
ভবন্ত্যামঞ্চ মে বরঃ ॥ ১১৪ ॥ মৎসন্নিবৌ সমা-
গতা স্বাহব্যাং ব্রহ্মবাসরম্ । তথৈতাক্ষা সপত্নীবৌ
গতৌ হরিহরাবুভৌ ॥ ১১৫ ॥ পরীমো যো মনুঃ
পুংসং রৈবতো নাম বিষ্ণুতঃ । তস্যোৎপত্তৌ তু
যদুক্তঃ কুমুদাশ্রে শৃণুহ তৎ ॥ ১১৬ ॥ ঋষিবাণী-

ভগবান ভব বিষ্ণু-পার্বতী রম্য পুত্রী দন্দ-
মানসে ঐ স্থানে আগমন করেন। হর হরকে
গৃহগত দেখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। আর
লক্ষ্মীদেবী হুই হইয়া ভদ্রানীর পূজা করিলেন।
হর-পার্বতী পূজিত হইয়া একাসনে উপবিষ্ট হইয়া
মণ্ডনা করিলে পরে দেবী হঃ হইতে কারণ অবগত
হইয়া হরিকে বলিলেন,—হরে! তুমি এই নগর
পরীতোক্তম মন্দরে করিবে। ইহার কারণ তুমি
আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ কি
আছে, না আছে, তাহা তুমি হরকে জিজ্ঞাসা
করিও। হরি ও লক্ষ্মী তাঁহাদের বাক্যে ‘তথাস্থ’
বলিয়া অবস্থিত হইলে স্বয়ং কুমুদ পরিত কুন্দদর্শন-
মানসে ঐ স্থানে আসিল এবং বলিল,—আমি
যন্ত, ও কৃতপুণ্য; যে হেতু আপনারা আমার গৃহে
আগমন করিয়াছেন। পরীতের বাক্য শ্রবণ
করিয়া হর-ও বলিলেন,—তোমাকে কি বর দান
করিব? মূঢ় পরীত বলিল,—আপনাদের ভবিষ্যৎ
কার্য হেতু যেখানে আমি, সেইখানেই আপনারা
উভয়ে বাস করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। আর
আমার সন্নিবনে আসিয়া আপনারা ব্রহ্মবাসর পর্য্যন্ত
বাস করুন। পরীতবাক্যে ‘তথাস্থ’ বলিয়া সপত্নীক
হইতর প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! পুর্বে রৈবত
নামে যে পঞ্চম মনু ছিলেন, কুমুদ-পুত্রের তহার উৎ-

সহাভাগ্য ঋতবাগিতি বিষ্ণুতঃ । তস্মাপুত্রস্ত পুত্রো-
হভুঃসেবতাস্তে মহান্ননঃ ॥ ১১৭ ॥ স তস্মা বিধিবচ্চক্রে
জাতকশ্মাদিকঃ ক্রিয়াঃ । তথোপনয়নাদ্যাশ্চ স
চাশীলোহভবন্নপ ॥ ১১৮ ॥ যতঃ প্রভৃতি জাতো-
হসৌ ততঃ প্রভৃত্যামাযুষিঃ । দীর্ঘরোগপরামর্শ-
মবাপাতৌব তুষ্ণরম্ ॥ ১১৯ ॥ মাতা চাস্ত পরামর্শিঃ
কুষ্ঠরোগাভিপীড়িতা । জগাম চিন্ত্য স ঋষিঃ
কিমেতদিতি হুংখিতঃ ॥ ১২০ ॥ মূর্খস্ত মন্দবীঃ পুত্রো
হুঃসং জনয়তে পিতৃঃ । অমার্গগো বিশেষেণ হুংখা-
দুঃখহরং হি তৎ ॥ ১২১ ॥ অপুত্রতা মনুষ্যাণাং
শেষেষে ন কুপুত্রতা । সুহৃদাং কোপকারায় পিতৃণাং
নাশি তুণ্ডযে ॥ ১২২ ॥ অপুত্রো হৃদয়েহভ্যোতি
মাতাপিত্রোদিনোদনে । পিত্রোদুঃখায় ধিগ্জন্ম তস্মা
দুঃখতৎস্মনঃ ॥ ১২৩ ॥ যন্তাস্তে তনয়া যে স্যুঃ সধ-
লোকান্তিসম্মতা । পরোপকারিণঃ শান্তাঃ সাধু-
কর্মণ্যনুরতাঃ ॥ ১২৪ ॥ অনির্বৃতং নিরানন্দং
হুংখশোকপরিপ্লুতম্ । নরকায় ন স্বর্গায় কুপুত্রং
হি জগ্মনঃ ॥ ১২৫ ॥ কয়োত সুহৃদাং দৈন্ত-
মহিতানাং তথা মদম্ । অকালে তু জরাং পিত্রোঃ
কুপুত্রঃ কুরুতে কিল ॥ ১২৬ ॥ নারদ উবাচ।

পতিবিবরণ শ্রবণ কর। পুর্বে ঋতবাক্য নামে বিখ্যাত
এক অপুত্রক ঋষি ছিলেন। রেবতীর অশ্রে তাঁহার
এক পুত্র হয়। তিনি পুত্রের উপনয়নাদে ‘বিধিবৎ
সংস্কার বিধিবৎ সম্পন্ন করেন। পুত্রটী কিছু তাশীল
হয়। যদবাধি ঐ দুর্লক্ষণ সম্ভান প্রসূত হইয়াছিল, তদ-
বিন ঋষি উৎকট রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন। বাল-
কের মাতা ও পুত্রকে প্রসব করিয়া অবাধি কুষ্ঠরোগা-
ভিপীড়িত হন। ঋষি ‘এ কি হইল!’ বলিয়া চিন্তিত
ও হুংখিত থাকেন। তিনি ভাবেন,—মূর্খ মন্দবী
পুত্র সঙ্গদা পিতার হুংখ জন্মাইয়া থাকে। আর
কুমার্গগামী পুত্র হুংখ হইতেও হুংখতর হয়।
অপুত্রতা মানুষের বরং ভাল, তথাপি কুপুত্রতা
ভাল নহে। সে কখন সুহৃদের উপকার ও
পিতার তৃপ্তি বিধান করে না। অপুত্র দিন দিন
মাতার পিতার হৃদয় অধিকার করে। দুঃখী পুত্র
সঙ্গদা মাতা-পিতার হুংখ জন্মায়। সংকল্পানয়ন,
শান্ত, পরোপকারী, সধলোকসম্মত পুত্রই যন্ত।
অনির্বৃত, নিরানন্দ, হুংখশোকপরিপ্লুত কুপুত্র জন-
কের নরকের নিমিত্ত, স্বর্গের নিমিত্ত নহে। এরূপ
পুত্র সুহৃদের দৈন্ত, আর শত্রুর হৃৎবর্জন করে।
কুপুত্র অকালে মাতা-পিতার জরা আনয়ন করিয়া

এবং সোহত্যাস্তৃষ্টস্ত পুত্রস্ত চরিতৈশ্বুনিঃ ।
দহমানমনোবৃষ্টির্দগগর্মপৃচ্ছত ॥ ১২৭ ॥ ঋতবাণ্ড
বাচ । সুরভেন পুত্রা বেদা অধীতা বিধিনা ময়া ।
সমাপ্য বিদ্যা বিধিবৎ কৃতো দারপরিগ্রহঃ ॥ ১২৮ ॥
সদায়েণ হি যাঃ কার্য্যাঃ শ্রৌতস্মার্ত্তাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
তাঃ কৃতাস্ত বিধানেন কামং সমবুরুধ্য চ ॥ ১২৯ ॥
পুত্রার্থে জনিতস্তায়াং পুত্রায়ো বিচু্যতো যুনে ।
সোহয়ং কিমান্নদোষণে মাতৃদোষণে কিং মম ।
অশ্বদুঃখাবহো জাতো দোঃশীল্যাদদ কোবিদ ॥
১৩০ ॥ গর্গ উবাচ । রেবত্যস্তে মুনীশ্রেষ্ঠ জাতোহয়ং
তনয়স্তব । তেন তুংখায় তে হৃষ্টে কালে যস্মাদ-
জায়ত ॥ ১৩১ ॥ ত্বাপচারো নৈবাস্ত মাতুর্নাপি
কুলস্ত চ । অত্নদোঃশীল্যহেতুহং রেবত্যস্ত
উপাগতম্ ॥ ১৩২ ॥ রেবতী অশ্বিনোশ্বধ্যমাশ্লেষা
মঘয়োস্তথা । জ্যেষ্ঠামূলক্কাং যোঃ প্রোক্তং গণ্ডান্তং
তু ভয়াবহম্ ॥ ১৩৩ ॥ গণ্ডত্রয়ে তু যে জাতা
নরনারীতুরঙ্গমাঃ । তিষ্ঠন্তি ন চিরং গেহে
তিষ্ঠন্তোহপি ভয়ঙ্করাঃ । এবমুক্তোহথ গর্গেণ
চুক্ৰোধাতীব কোপেণ ॥ ১৩৪ ॥ ঋতবাণ্ডবাচ ।

দেয় ॥ ১০৭—২৬৭ নারদ বলিলেন,—আমি ঋতবাক
পুত্রের হৃষ্ট চরিত্রে দহমান হইয়া বৃদ্ধ গর্গকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে কোবিদ ! আমি পূর্বে বিধিপূর্বক
বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ; সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন
শেষ করিয়া অবশেষে যথাবিধি দারপরিগ্রহ করি-
য়াছি । সদার যাহা করিতে হয়—শ্রৌত-স্মার্ত্তাদি
ক্রিয়া, তৎসমস্তই কামনিরোধ করিয়া বিধিপূর্বক
সম্পন্ন করিয়াছি । পুত্রাম নরক হইতে মুক্তির জন্য
এক পুত্রও উৎপাদন করিয়াছি । সেই পুত্রটি
আমার কি আশ্বদোষে—কি মাতার দোষে—অথবা
আমার দোষে দোঃশীল্যবশতঃ আমাদের একরূপ
দুঃখাবহ হইল, আপনি তাহা বলুন । গর্গ বলি-
লেন,—হে মুনীশ্রেষ্ঠ ! তোমার পুত্র রেবতীর অস্ত্রে
জন্মিয়াছে ; হৃষ্টকালজাত বলিয়াই পুত্র তোমার
দুঃখাবহ হইয়াছে । ইহাতে তোমার, তোমার পুত্রের,
পুত্রের মাতার বা কুলের কোন দোষ নাই । এক-
মাত্র রেবত্যস্তে জন্মই দোষ বলিয়া জানিবেন ।
রেবতী, অশ্বিনী, মঘা, অশ্লেষা এবং জ্যেষ্ঠা ও মূল্য
নক্ষত্রের মধ্যস্থলকে গণ্ডান্ত বলে । ইহা অতি
ভয়ানক । গণ্ডত্রয়ে যে জন্মে,—নর-নারী তুরঙ্গম
যাহাই হোক, তাহার কদাচ চিরকাল গৃহে থাকে
না ; আর থাকিলেও অতি ভয়ঙ্কর হয় । গর্গ এই

যস্মান্মমৈকপুত্রস্ত রেবত্যস্তে সমুদ্ভবঃ ॥ ১৩৫ ॥
রেবতী কিং ন জানাতি মাং বিপ্রঃ শাপয়িষ্যতি ।
জাজ্ঞ্যামান্য গগনান্তস্মাৎ পততু রেবতী ॥ ১৩৬ ॥
নারদ উবাচ । তেনৈবং ব্যাহতে বাক্যে রেবত্যক্ষং
পপাত হ । পশুভঃ সর্গলোকস্ত বিশ্বাবিষ্টচেতসঃ ॥
১৩৭ ॥ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রভাবেন পতিতা গিরিমূর্ধনি ।
রেবত্যক্ষং নিপতিতং কুমুদাজৌ সমস্ততঃ ॥ ১৩৮ ॥
সুরাষ্ট্রদেশে স প্রাপ্তঃ পতিতো ভূতলে শুভে ।
হিমাচলস্ত পুত্রো য উজ্জয়ন্তো গিরিসুহান্ ॥ ১৩৯ ॥
কুমুদেন সমং মৈত্রী কৃতা পূর্বং পরস্পরম্ । যত্র
স্বং স্থাস্তসে স্থাতা তত্রাহমপি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪০ ॥
ইতি কৃতা গৃহীত্বাথ গঙ্গাবারি সযামুনম্ । সারস্বতঃ
তথা পুণ্যং সিকিভুং তং সমাগতঃ ॥ ১৪১ ॥
আভূতসংগ্রবং যাবৎ সংস্থিতৌ ভৌ পরস্পরম্ ।
কুমুদাদ্রিচ্চ তৎপাতাৎ খ্যাতৌ রৈবতকোহতৎ ॥
১৪২ ॥ অতীব রম্যঃ সর্গস্থাঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ।
কুমুদাদ্রিচ্চ সৌবর্ণো রেবতীচ্যবনাং পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
পঙ্কজাতঃ সবাহেন জাতো বর্ণেন ভূপতে ।
মেকবর্ণঃ সমধ্যে তু সৌবর্ণঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ১৪৪ ॥
ততঃ সগুনয়ামাস কস্তাং রৈবতকো গিরিঃ ।
রেবতীকান্তসমুতাং রেবতীসদৃশাননাম্ ॥ ১৪৫ ॥

কথা বলিলে ঋতবাক অত্যন্ত কুপিত হইলেন ।
তিনি বলিলেন,—আমার পুত্রের রেবত্যস্তে জন্ম
হইল ! রেবতী জানে না যে, ব্রাহ্মণ শাপ দিবেন !
অতএব জাজ্ঞ্যামান্য অবস্থায় ঋটিতি রেবতী গগন
হইতে পতিত হউক । নারদ বলিলেন,—ঋতবাক
এই কথা বলিলে রেবতী নক্ষত্র পতিত হইল ।
জনগণ বিশ্বাবিষ্টমনে তাহা দর্শন করিল । সে
সুরাষ্ট্রদেশে ঈশ্বরেচ্ছায় কুমুদগিরিমস্তকে পতিত
হইল । উজ্জয়ন্ত নামে হিমালয়ের এক পুত্র ছিল ।
কুমুদালয়ের সহিত তাহার মৈত্রী হয় । উজ্জয়ন্ত
কুমুদকে বলে,—তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও
সেইখানে থাকিব । এই কথা বলিয়া উজ্জয়ন্ত
গাঙ্গা, যামুন ও সারস্বত তীর লইয়া কুমুদকে অভি-
ষিক্ত করিবার জন্য সমাগত হইল । কুমুদ ও
উজ্জয়ন্ত আশ্রয় একত্র থাকিল । রেবতীপাতে
কুমুদাদ্রি রৈবতক নামে বিখ্যাত হইল । রৈবতক
সম্রাটসুন্দর, রেবতীপতনে সুবর্ণবর্ণ ও বাহো
পঙ্কজাত । এই সুবর্ণবর্ণ পর্বতোত্তম মধ্যে মেক-
বর্ণ । অতঃপর রৈবতকগিরি এক কস্তা উৎপাদন
করিল । কস্তা রেবতীসমুতা ও রেবতীসদৃশাননা

প্রমুচো নাম রাজর্ষিস্তেন দৃষ্টা বরাহনা । পিতৃবদ্-
 রেবতী নাম কৃতঃ তস্তা নৃপোত্তম ॥ ১৪৬ ॥
 রেবতীতি চ বিখ্যাতা সা সর্গয় বরাহনা ।
 সর্গতেজোময়ঃ স্থানং সর্গতীর্থজলাশ্রয়ম্ ॥ ১৪৭ ॥
 গঙ্গাজলপ্রবাহৈশ্চ সংযুক্তং যামুনৈস্তথা । স্থিতং
 সারস্বতং তোয়ং তত্র গর্ভেযু তল্লয়ম্ ॥ ১৪৮ ॥
 বিখ্যাতং রেবতীকুণ্ডং যত্র জাতা চ রেবতী ।
 অরণ্যাদর্শনাৎ স্থানাৎ সর্গপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১৪৯ ॥
 সা বালা বর্দ্ধিতা তেন প্রযুঞ্জন মঙ্গলানা । যৌবনং
 হু তস্মা প্রাপ্তং তস্মিন রৈবতকে গিরৌ ॥ ১৫০ ॥
 তাং তু যৌবনসম্পন্নঃ দৃষ্ট্বাথ প্রমুচো মুনিঃ ।
 একান্তে চিন্তয়ামাস কোহস্তা ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ১৫১ ॥
 হুহাহুহা স পপ্রচ্ছ শুক্লং বহিঃ দ্বিজোত্তমঃ ।
 প্রসাদং কুরু মে ক্রহি কোহস্তা ভর্তা ভবিষ্যতি ॥
 ১৫২ ॥ অন্তোহস্তাঃ সদৃশঃ কোহপি বংশে নাস্তি
 কয়ামি কিম্ । বহিুকুণ্ডাৎ সমুখায় প্রোক্তবান
 হব্যবাহনঃ ॥ ১৫৩ ॥ শুনু মে বচনং বিপ্র যোহস্তা
 ভর্তা ভবিষ্যতি । প্রিয়ব্রতাস্বভাবো মহাবল-
 পরাক্রমঃ ॥ ১৫৪ ॥ পুত্রো বিক্রমশীলস্ত কালিন্দী-

জঠরেত্তবঃ । হৃদমো নাম ভবিষ্য ভর্তা হুশ
 মহীপতিঃ ॥ ১৫৫ ॥ অত্ৰাস্তরে সমায়াতো হৃদমঃ
 সমহীপতিঃ । গিরৌ মুগবধাকাজ্ঞায় মুনিং গেহে
 ন পশ্যতি । প্রিয়েহয়ি তাং ক গত এহি সত্যং
 ত্রবীহি মে ॥ ১৫৬ ॥ নারদ উবাচ । অগ্নিশালা-
 স্থিতে নৈব তচ্ছ্রুতং বচনং শ্রিয়ম্ । প্রিয়েতামত্ৰণং
 কোহয়ং কয়োতি মম বেষ্মনি ॥ ১৫৭ ॥ স দদর্শ
 মহাত্মানং রাজানং হৃদমঃ মুনিঃ । জহর্ষ হৃদমঃ দৃষ্ট্বা
 মুনিঃ প্রাহ স গোতমম্ ॥ ১৫৮ ॥ শিষ্যং বিনয়
 সম্পন্নমধ্যঃ পাদ্যং সমানয় । একং তাবদয়ং
 ভূশ্চিরকালাহুপাগতঃ ॥ ১৫৯ ॥ জামাতা সাম্প্রতং
 রাজা যোগ্যাস্তা চ সূতা মম । ততঃ স চিন্তয়ামাস
 রাজা জামাতাকাবণম্ ॥ ১৬০ ॥ মোদেন বিধিনা
 রাজা জগৃহেহর্ঘ্যং দ্বিজাজ্ঞয়া । তমাসনগতং বিপ্রো
 গৃহীতর্ঘ্যং মহামুনিঃ ॥ ১৬১ ॥ প্রস্তুতং প্রাহ
 রাজেন্দ্রং নৃপতে কুশলং পুরে । কোশে বলে চ
 মিত্রে চ ভৃত্যামাতাপ্রজাপু চ । তথাত্মনি মহাবাহো
 যত্র সমং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬২ ॥ পত্নী চ তে কুশ-

হইল । প্রমুচ নামে এক রাজর্ষি ছিলেন । একদা
 তিনি এই বরাহনাকে দেখিতে পান । তিনি
 পিতার স্তায় ঐ কস্তার নাম রাগিলেন,—রেবতী ।
 ঐ কস্তা রেবতী নামে বিখ্যাত হইল । রৈবতকে
 এক সর্গতেজোময় স্থান আছে । ঐ স্থান সর্গতীর্থ-
 জলাশ্রয় এবং গাঙ্গ, যামুন, ও সারস্বত তোয়-
 প্লাবায়ুক্ত । এতদ্ব্যতীত গর্ভ সকলেও উক্ত
 তোয়স্বয় বর্তমান । এই স্থানই রেবতীকুণ্ড নামে
 বিখ্যাত । এইখানে রেবতী জন্মিয়াছিল । এ
 তীর্থের অরণ, দর্শন ও অবগাহনে সর্গ পাপ ক্ষয়
 হয় । ঐ রৈবতক পর্ষতেই বালিকা রেবতী প্রমুখ
 কর্তৃক বর্দ্ধিতা হইয়া ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইল ।
 তাহাকে যুবতী দেখিয়া মুনি একান্তে এইমূ চিন্তা
 করিতেন যে কে ইহার ভর্তা হইবে ? তিনি
 হোম সমাপন করিয়া শুক ও বহিউদ্দেশে জিজ্ঞাসা
 করিতেন,—আপনার প্রসন্ন হইয়া বলিয়া দেন,
 —কে ইহার ভর্তা হইবে ? ইহার সদৃশ বর
 বংশে কেহ নাই ; করি কি ? অনন্তর বহিুকুণ্ড
 হইতে হব্যবাহন প্রাহুর্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে
 বিপ্র ! আমার বাক্য শ্রবণ কর ; যে ইহার ভর্তা
 হইবে, বলিয়া দিতেছি । প্রিয়ব্রত স্বভাব মহাবল-
 পরাক্রম কালিন্দীজঠরোত্তব বিক্রমশীলের পুত্র

মহীপতি হৃদম ইহার ভর্তা হইবেন । হব্যবাহন
 এই কথা বলিবামাত্র মহীপতি হৃদম ঐ গিরিতে
 মুগবধাকাজ্ঞায় ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
 তিনি দেখিলেন,—মুনি গৃহে নাই । তখন তিনি
 রেবতীকে সন্ধান করিয়া বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে !
 তোমার তাক কোথায় ? এস তোমাকে একটা সত্য
 কথা বলি ॥ ১২৭-১৫৬ ॥ নারদ বলিলেন,—মুনি অগ্নি-
 শালা হইতে ‘প্রিয়ে’ সন্ধান শুনিতে পাইয়া মনে
 মনে ভাবিলেন,—কে এ আমার আশ্রমে ‘প্রিয়ে’
 সন্ধান করিল ? অনন্তর তিনি রাজাকে দেখিতে
 পাইলেন । তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সহর্ষে তিনি
 স্বীয় বিনীত শিষ্য গোতমকে বলিলেন,—পাদ্য ও
 অর্ঘ্য আনয়ন কর । একে ত ইনি রাজা ;
 তাহার উপর আবার বহুকাল পরে আগমন
 করিয়াছেন । অধুনা ইনি আমার জামাতা ;
 আমার সূতাও ইহার যোগ্য । রাজা মুনিমুখে
 ‘জামাতা’ এই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন । তিনি
 মুনির আদেশে মৌনাবলম্বনে অর্ঘ্য গ্রহণ করি-
 লেন । অতঃপর মুনি রাজাকে আসনাসীন ও
 গৃহীতর্ঘ্য দেখিয়া প্রস্তুত বিষয় বলিলেন ; বলি-
 লেন,—রাজন ! রাজধানীর মঙ্গল ? আপনার
 কোশ, বল, মিত্র, ভৃত্য, অমাত্য, ও প্রজা,
 এ সকলের মঙ্গল ? আপনি স্বয়ং কুশলে আছেন

লিনো যাত্র স্থানে হি তিষ্ঠতি । অস্ত্রাসাং কুশলঃ
ব্রহ্মি যাঃ সন্তি তব মন্দিরে । ১৬৩ । রাজোবাচ ।
অংপ্রসাদাদকুশলং নাস্তি রাজ্যে কচিন্নম । জাত-
কৌতূহলোহম্যস্মি মম ভার্য্যাত্ম কা মূনে । ১৬৪ ।
প্রমুখ উবাচ । রেবতী তে বরা ভার্য্যা কিং ন
বেৎসি নৃপোত্তম । ত্রৈলোক্যসুন্দরী যা তু কথং
সা বিস্মৃতা তব । ১৬৫ । রাজোবাচ । সুভদ্রাঃ
শান্তপাপাঞ্চ কাবেয়ীতনয়াং তথা । সুরাস্বজানু-
জাতাঞ্চ কদম্বাঞ্চ বরপ্রজাম্ । ১৬৬ । বিপাঠাঃ
নন্দিনীকৈব বেদ্বি ভার্য্যাং গৃহে মম । তিষ্ঠন্তি নৈব
জানামি ভার্য্যা মে রেবতী কুতঃ । ১৬৭ । ঋষিক-
বাচ । প্রিয়েতি সাম্প্রতং প্রোক্তা রেবতী সা প্রিয়া
তব । তদন্তথা ন ভবিতা বচনং নৃপসত্তম । ১৬৮ ।
রাজোবাচ । নাস্তি ভাবকৃতো দোষঃ কস্মাতাঃ
তদ্বচো মম । নির্নিগতং বচো বক্ত্রান্নাং জানে
দ্বিজোত্তম । ১৬৯ । ঋষিকবাচ । নাস্তি ভাবকৃতো
দোষঃ পরিবেদ্বি কুরুষ তৎ । বহুনা কথিতন্তঃ
মে জামাতাদ্য ভবিষ্যসি । ১৭০ । ইত্যাদিবচনে

রাজা ভার্য্যাং মেনে স রেবতীম্ । ঋষিস্তথোদ্যতঃ
কর্তুং বিবাহং বিধিপূৰ্ব্বকম্ । উবাচ কস্তা পিতরঃ
কিঞ্চিয়ে শ্রয়তাঃ পিতঃ । ১৭১ । যদি মে পতিনা
তাত বিবাহং কর্তুমিচ্ছসি । রেবত্যাঞ্চং বিবাহং মে
তৎকরোতু প্রসাদন্তঃ । ১৭২ । ঋষিকবাচ । রেব-
ত্যাঞ্চং ন বৈ ভদ্রে চন্দ্রযোগে দিবি স্থিতম্ ।
ঋক্ষাণ্যন্তান্তপি সন্তি সুক্লষ্টৈর্বাহিকানি চ । ১৭৩ ।
কন্তোবাচ । তাত তেন বিনা কালো বিকলঃ প্রতি-
ভাতি মে । বিবাহো বিকলে তাত মদ্বিধায়াঃ কথং
ভবেৎ । ১৭৪ । প্রমুখ উবাচ । ঋতবাগিতি বিখ্যাত-
স্তপস্বী রেবতীঃ প্রতি । চকার কোপং ক্লেশেন
তেনাঞ্চং তান্নপাতিতম্ । ১৭৫ । ময়া চষ্টৈশ্চ প্রতি-
জাতা ভার্য্যোতি বিদিতং তব । ন চেচ্ছসি বিবাহং
ত্বং সঙ্কটং নঃ সমাগতম্ । ১৭৬ । কন্তোবাচ ।
ঋতবাগেব স মুনিঃ কিমেতস্তপ্তবান্ স্বয়ম্ । ন ত্বয়া
মম তাতেন ব্রহ্মবন্ধোঃ স্মৃত্যস্মি কিম্ । ১৭৭ ।
ঋষিকবাচ । ব্রহ্মবন্ধোঃ স্মৃতা ন ত্বং তপস্বী নাস্তি
মেহধিকঃ । স্মৃতা ত্বঞ্চ ময়া দেয়া নান্তং কর্তুং সমুৎ-

আপনাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত । যিনি এখানে রহিয়া-
ছেন, এই পত্নী আপনার কুশলিনী ? আপনার ভব-
নস্থ অস্ত্রারী সকলের মঙ্গল ত ? রাজা বলিলেন,
হে মূনে ! আপনার প্রসাদে আমার অকুশল কখন
নাই ; আমি একটি বিষয়ে জাতকৌতূহল হইয়াছি ;
এখানে আমার ভার্য্যা কে ? প্রমুখ বলিলেন,—হে
নৃপোত্তম ! রেবতী যে আপনার শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা ;
আপনি কি তা জানেন না ?—তিনি ত্রৈলোক্য-
সুন্দরী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত ; কিরূপে আপনি তাঁহাকে
বিস্মৃত হইয়াছেন । রাজা বলিলেন—মদগৃহস্থিতা
শান্ত-পাপা, কদম্বা, বরপ্রজা, বিপাঠা, নন্দিনী, কাবেয়ী-
তনয়া, সুরাস্বজানুজাতা সুভদ্রাকেই আমি ভার্য্যা
বলিয়া জানি ; কিন্তু জানিনা অত্রত্যা রেবতী আমার
ভার্য্যা হইল কিরূপে ? ঋষি বলিলেন,—হে রাজন !
আপনি এখনই রেবতীকে প্রিয়া বলিয়া সন্মোদন
করিলেন, স্মৃতরাং রেবতী আপনার প্রিয়া ; আপ-
নার এ বাক্য আর অস্তথা হইবে না । রাজা
বলিলেন,—হে মূনে ! ঐরূপ সন্মোদনে আমার
ভাবকৃত দোষ কিছুমাত্র নাই ; অতএব আপনি
আমায় ক্ষমা করুন ; আমার মুখ দিয়া ঐরূপ কথা
বারি হইয়া গেল, আমি কিছুই জানি না । ১৫৭—
১৬৯ । ঋষি বলিলেন,—হে নৃপ ! আপনার ভাবকৃত
দোষ নাই, তাহা জানি ; কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে

হইবে । বহি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি
অদ্য আমার জামাতা হইবে । ঋষির এই কথা
শুনিয়া রাজা রেবতীকে ভার্য্যা বলিয়া মনে
করিলেন । ঋষিও বিধিপূৰ্ব্বক বিবাহ দিতে
উদ্যত হইলেন । কস্তা বলিল,—হে পিতঃ !
শ্রবণ করুন,—আপনি যদি আমার বিবাহ দিতে
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অল্পগ্রহপূৰ্ব্বক রেবতী
নক্ষত্রে আমার বিবাহ দেন । ঋষি বলিলেন,—
হে ভদ্রে । এক্ষণে চন্দ্রযোগে রেবতী নক্ষত্র আর
গগনে নাই ; অস্ত্র বৈবাহিক নক্ষত্র সকল
আছে । কস্তা বলিল,—হে তাত ! তাহা ব্যতীত
আমার কাল দিকল বলিয়া প্রতীত হইতেছে ।
বিফল কালে মদ্বিধা কামিনীর কিরূপে বিবাহ হইবে ?
প্রমুখ বলিলেন,—ঋতবাক্ নামে প্রসিদ্ধ তপস্বী,
রেবতীর প্রতি তিনি কোপ করিয়াছিলেন, তাহাতে
রেবতী নক্ষত্র পতিত হয় । আমি এই রাজার
হস্তে তোমাকে প্রদান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি-
য়াছি, ইহা তুমি জান, জানিয়া শুনিয়াও যদি ইহার
সহিত বিবাহ ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তো আমার
মহান সঙ্কট উপস্থিত । কস্তা কহিল—ঋতবাক্ মুনী
কি তপস্বী করিয়াছেন ? আমার পিতা—আপনি
করেন নাই ? তবে কি আমি ব্রহ্মবন্ধুর স্মৃতা ?
ঋষি বলিলেন,—পুত্রি ! তুমি ব্রহ্মবন্ধুর স্মৃতা নহ ;

সহে ॥ ১৭৮ ॥ কস্তোবাচ । তপস্বী যদি মে
তাহন্তং কিমুক্ক্ষমিদং দিবি । সমারোপ্য বিবাহো
মে কস্মিন্ন ক্রিয়তে পুনঃ ॥ ১৭৯ ॥ ঋষিকবাচ ।
এবং ভবতু তদ্রং তে ভদ্রে প্রীতিমতী ভব ।
আরোপয়ামৌদুমার্গে রেবতাকং কুন্তে তব ॥ ১৮০ ॥
ততস্তপঃপ্রভাবেন রেবতাকং মহামুনিঃ ।
পুংসং তথা চক্রে সোমযোগি দিজোক্তম ।
বিবাহং হুহিতুঃ কৃৎস্না জামাতরমুবাচ হ ॥ ১৮১ ॥
ওদ্রাহিকং তে ভূপাল কথাতাং কিং দদাম্যহম্ ।
দুস্ত্রাপমপি দাস্তামি বিদ্যতে মে মন্তপঃ ॥ ১৮২ ॥
রাজো-
বাচ । মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্তাহমুৎপন্নঃ সন্ততো যুনে ।
মমস্তরাধিপঃ পুত্রং হুৎপ্রসাদাবুগোম্যহম্ ॥ ১৮৩ ॥
ঋষিকবাচ । ভবিষ্যতি মহীপালো মহাবলপর-
ক্রমঃ । রেবতী রেবতীকুণ্ডে স্নানং পুত্রং জনি-
ষ্যতি ॥ ১৮৪ ॥ এবং কৃৎস্না গতো রাজা সা চ
পুত্রমঞ্জীজনং । রেবতেনি কুন্তং নাম বভূব স
মম্বনূপঃ ॥ ১৮৫ ॥ অমুন্য চ তদা প্রোক্তমগ্নিন
রৈবতকে গিরৌ । স্থিঃ স্নানং করিষ্যন্তি তাসাং

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্বী আর নাই; তুমি আমার
পুত্র; আমি তোমায় প্রদান করিব; অথ কিছু
করিতে ইচ্ছা করে না । কস্তা বলিলেন,—তাহ
যদি আমার তপস্বী, তবে ঋক এখানে কেন,
তিনি ঋককে গগনে সমারোপিত করিয়া আমার
বিবাহ দিতে পারিতেছেন না কেন? ঋকি বলি-
লেন—হে ভদ্রে! আমি তাহাই করিতেছি, তুমি
প্রীতিমতী হও । আমি তোমার জন্ত ঋককে
ইন্দুমার্গে পূর্ববৎ আরোপিত করিতেছি । অনন্তর
যিনি তপঃপ্রভাবে রেবতী ঋককে সোমযুক্ত
করিলেন । তিনি হুহিতার বিবাহ দিয়া জামাতাকে
বলিলেন,—হে ভূপাল! বল—তোমায় আমি
কি যৌতুক প্রদান করিব? দুস্ত্রাপ্য হইলেও তাহা
আমি তোমাকে দিব; যে হেতু আমার মন্ত
আছে । রাজা বলিলেন,—হে যুনে! আমি
স্বায়ম্ভুব মম্বন বংশে উৎপন্ন; অতএব আমি আপ-
নার নিকট মম্বস্তরাধিপ পুত্র প্রার্থনা করি । ঋকি
বলিলেন—হে মহীপাল! তোমার মহাবলপর-
ক্রম পুত্র হইবে; রেবতী রেবতীকুণ্ডে স্নান
করিয়া পুত্র প্রসব করিবে । রাজা এইরূপ বর লাভ
করিয়া গমন করিলেন; রেবতীও পুত্র প্রসব
করিল । পুত্রের নাম হইল—রৈবত । এই
রৈবত যুনি হইল । রৈবত বলিয়াছিল, এই গিরিতে

পুরা মহাবলঃ । দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি হুংখদারিদ্র্য-
বজ্জিতাঃ ॥ ১৮৬ ॥ নারদ উবাচ । ইত্যাক্ষে পক্ষতো
রাজদীর্ঘো ভূষা পাপাত সং । এতৌ তৌ সংশতো
দেবৌ সভার্যৌ হরিশঙ্করৌ ॥ ১৮৭ ॥ স্মৃতমাতৌ তদা-
মাতৌ তেন বদৌ পুরা যতঃ । যত্রাহং তত্র স্নাতব্যং
ভবদ্যাদিতি নির্ণতম্ ॥ ১৮৮ ॥ অতো বিশ্বহরৌ
দেবৌ স্থিতৌ তৌ পক্ষতোত্তমে । গিরৌ রৈব-
তকে রম্যে স্বর্ণরেখানদীজলে । আরাধয়দ্যিঃ
দেবং রেবতী তাক সোহরবীৎ ॥ ১৮৯ ॥ ভবতাচ্চন্দ-
যোগন্তে গগনে ব্রাহ্মণাজ্জয়া । অম্বদ্রবীষ তুষ্ণোহহং
বরং মনসি যৎ স্থিতম্ ॥ ১৯০ ॥ রেবতুবাচ ।
গিরৌ রৈবতকে দেব স্নাতব্যং ভবতা সদা । ময়া
স্নানং কৃতং যত্র তত্র স্নাত্যন্তি যে জনাঃ ॥ ১৯১ ॥
তেষাং বিশ্বপুরে বাসো ভবদ্রিতি বৃতং ময়া ।
এবমস্তু তদা প্রোচ্য গিরৌ রৈবতকে স্নিতঃ ।
দামোদরশ্চতুর্দ্বীপঃ স্বয়ং কদ্রোহপি সংস্থিতঃ ॥ ১৯২ ॥
গঙ্গাদ্যাঃ সন্নিহিতঃ সর্বাঃ সংস্থিতা বিশ্বনা সহ ।
ক্ষীরোদে মথ্যমানে তু যদা বৃক্ষঃ সমুৎথিতঃ ॥
১৯৩ ॥ আমদে দেবদৈত্যানাং তেন সামদকী

যে সকল নারী স্নান করিবে, তাহারা মহাবল
পুত্রলাভ করিবে । আর এই পুত্রগণ দীর্ঘায়ু ও
হুংখদারিদ্র্যবজ্জিত হইবে ॥ ১৭০—১৮৬ ॥ নারদ
বলিলেন,—হে রাজন! এইরূপ উক্ত হইয়া রৈবত
পক্ষদ দীর্ঘ হইয়া পাত্ত হইল । সভার্য হরিশঙ্কর
এই পক্ষতে বাস করিলেন । পক্ষত ইহারিগকে
স্মরণ করিণামাত্র ইহারা আগমন করিলেন, যে
হেতু ইহারা পুষ্ক পক্ষতের নিকট এইরূপ প্রতি-
শ্রুতি ছিলেন যে, যেখানে এই পক্ষত থাকিবে, সেই
খানেই হরি-হর থাকিবেন । অতএব হরি-হর এই
পক্ষতে স্বর্ণরেখাসমীপে বাস করিলেন । রেবতী
এই স্থানে হরির আরাধনা করিয়া তাহাকে বলি-
লেন,—ব্রাহ্মণাজ্য গগনে চন্দ্রযোগ দৌক । হরি
বলিলেন,—অন্ত বর—যাহা তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ
কর, আমি তুষ্ট হইয়াছি । রেবতী বলিল,—
আপনি রৈবতক গিরিতে সর্বদা অবস্থান করুন ।
আমি যেখানে স্নান করিয়াছি, সেই স্থানে যাহারা
স্নান করিবে, তাহাদের যেন বিশ্বপুরে গতি হয় ।
রেবতীর বাক্যে ‘এবমস্তু’ বলিয়া ভগবান চতুর্দ্বীপ
দামোদর বিষ্ণু এবং স্বয়ং কদ্রু এই স্থানে বাস
করিতে লাগিলেন । গঙ্গাদি সন্নিহিত সকল এই স্থানে
হরির সন্নিহিত বাস করিতে লাগিলেন । ক্ষীরোদ-

স্মৃতা। অশ্বিন বৃক্ষে স্থিতা লক্ষ্মীঃ সদা পিতৃগৃহে
নৃপ ॥ ১১৪ ॥ শিবা লক্ষ্মীঃ স্মৃতো বৃক্ষঃ সেবাতে
সুরসন্তমৈঃ। দেবৈর্বর্জাদিভিঃ সর্ষৈর্বৃক্ষোহসৌ
বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ১১৫ ॥ সর্ষৈঃ সক্ষিস্তা যুক্তো-
হসৌ গিরৌ রৈবতকে পুরা। অশ্ব বৃক্ষস্ত
যাত্রাং যে করিষ্যন্তি হরের্দিনে ॥ ১১৬ ॥ ফাল্গুনে চ
সিতে পক্ষ একাদশ্যাং নৃপোত্তম। তেবাং
পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি গুণাধিকাঃ। প্রাপ্তে
বিষ্ণুপুরে বাসো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৭ ॥ বলি-
কবাচ। কথমেতদ্ ব্রতং কার্য্যং বৈষ্ণবং বিষ্ণুবল্লভম্।
রাত্রৌ জাগরণং কার্য্যং বিধিনা কেন তদ্বদ ॥ ১১৮ ॥
নারদ উবাচ। ফাল্গুনস্ত্র সিতে পক্ষ একাদশ্যামুপো-
ষিতঃ। স্নানাদ্যং তডাগে বা বাপাং কুপে
গৃহেহপি বা ॥ ১১৯ ॥ গহ্না গিরৌ বনে বাপি যত্র
সা প্রাপ্যতে শিবা। পূজ্যা পুষ্পৈঃ শুভৈ রাত্রৌ
কার্য্যং জাগরণং নরৈঃ ॥ ২০০ ॥ অষ্টাধিকশতৈঃ
কার্য্যা নলৈস্তম্ভাঃ প্রদক্ষিণা। প্রদক্ষিণীকৃত্য নগং
ভোজ্যং তু ফলং নরৈঃ ॥ ২০১ ॥ কয়কং জলপূর্ণং
তু কর্তব্যং পাত্রসংযুতম্। হবিষ্যারং তু কর্তব্যং
দীপঃ কার্য্যো বিধানতঃ ॥ ২০২ ॥ এবং জাগরণং

কার্য্যং কথ্যব্রতংপটৈঃ। মূচ্যন্তে দেহিনঃ পাটৈঃ
কলিঙ্গৈঃ কায়সম্ভবৈঃ ॥ ২০৩ ॥ দেহান্তে তে নরঃ।
সর্ষে পূজ্যন্তে হরিমন্দিরে ॥ ২০৪ ॥ সারস্বত
উবাচ। ইহাস্থা নারদো দৈত্যঃ যযৌ রৈবতকং
গিরিম্। দৈত্যোল্লো ময়্যামাস কিং কার্য্যং সাম্প্রতং
ময়া ॥ ২০৫ ॥ নরোচতে সুরৈঃ সার্দং বিগ্রহো মে
সুরোত্তমাঃ ॥ ২০৬ ॥ মজ্জিগ উচুঃ। নাস্তি ক্ষমা
ভৃশং তেষাং ক্ষত্রিয়ণাং গৃহে সত্যম্। অশক্তমপি
মন্তন্তে স্বয়ম্যাস্তি তে বচঃ। তস্মাৎ স্বয়ং প্রযা-
ন্ত্যামো দেবেস্তঃ সহিতা-বয়ম্ ॥ ২০৭ ॥ ইতি ব্রহ্মা
দদৌ চক্রাং প্রথমং সুরবিগ্রহে। গৃহীত্বা বাহিনীং
দৈত্যাঃ প্রস্থিতা মেরুপর্ষতে ॥ ২০৮ ॥ যত্র সা
নগরী রম্যা দেবরাজস্ত পুষতঃ। আগচ্ছমানাং
তাং জ্ঞাত্বা বাহিনীং মেরুপর্ষতে ॥ ২০৯ ॥ দেব-
রাজসমাদেশাচ্চলিতা দেববাহিনী। সুরমেরুঃ
পূর্বদিগ্ভাগে যুদ্ধমাসীৎ পরম্পরম্ ॥ ২১০ ॥ দেব-
সৈন্তং যদা সর্ষং দৈত্যসৈন্তেন সংযুতম্। মহা-
প্রলয়সাদৃশ্যং যুদ্ধং বৃন্তং তদা তয়োঃ ॥ ২১১ ॥
এরাবণং সমাকৃহ দেবরাজঃ সমাগতঃ। রথমাকৃহ
দৈত্যোল্লো যুদ্ধায়ান্তে সমাগতাঃ ॥ ২১২ ॥ দেবা

মহনসময়ে এক বৃক্ষ সমুৎখিত হয়। দৈব-দৈত্যের
আমাদর্শন জাত বলিয়া এই বৃক্ষের নাম আমর্দকৌ।
পিতৃগৃহে থাকার মত লক্ষ্মী সদা এই বৃক্ষে বাস
করেন। এই বৃক্ষ শিবা-লক্ষ্মী বলিয়া কথিত।
ব্রহ্মপ্রমুখ সুরগণ ইহার সেবা করেন। ইহাকে
বৈষ্ণব বৃক্ষও বলে। সকলে চিন্তা করিয়া এই
বৃক্ষকে রৈবতকে মোচন করেন। যাহারা ফাল্গুনে
সিটেকাদশীতে হরিবাসরে এই বৃক্ষের যাত্রা
করে, তাহাদের গুণাধিক পুত্র পৌত্র হয়। আর
অন্তে তাহারা বিষ্ণুপুরে গমন সংশয় নাই। বলি
বলিলেন,—হে দেবর্ষে! এই বিষ্ণুবল্লভ ব্রত
এবং এতদুপলক্ষে রাত্রিজাগরণ কিরূপে করিতে
হয় তাহা বলুন। নারদ বলিলেন,—ফাল্গুনের
সিটেকাদশীতে নদী তড়াগ বা বাপা
কূপ গৃহে স্নানান্তে গিরি বা বন যেখানে শিবাকে
প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানে গিয়া শুভ পুষ্প সকল
দ্বারা পূজা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে।
অনন্তর অষ্টাধিক শত ফল দ্বারা নগ প্রদক্ষিণ
করিয়া নর ফল ভোজন করিবে; কয়ক জলপূর্ণ
ও পাত্র সংযুক্ত এবং বিধি পূর্বক হরিষ্যার করিবে।
এই সময় দীপদান বিধেয়। অনন্তর কথা শ্রাণ

তৎপর ব্যক্তিগণ জাগরণ করিবে। একরূপ করিলে
দেহিগণ কাযসম্ভব কলিঙ্গ পাপ হইতে মুক্তি লাভ
করে। দেহান্তে এই সকল নর হরিমন্দিরে পূজিত
হয়। ১৮৭—২০৪। সারস্বত বলিলেন,—এই সকল
কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ রৈবতকাচলে গমন
করিলেন। দৈত্যোল্লোও চিন্তা করিতে লাগিল যে,
সম্প্রতি আমার কি করা কর্তব্য? সুরগণের সহিত
বিগ্রহ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। মজ্জিগণ
বলিল,—ক্ষত্রিয় গৃহবাসিগণের ক্ষমা নাই; যেহেতু
তাহারা অশক্ত বুঝলে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।
অতএব আমরা স্বয়ং দেবেস্ত অভিমুখে প্রয়াণ
করিব। এইরূপ মন্তনার পর প্রথমই দৈত্যগণ
সমর-সূচক চক্রা নাদিত করিল। তাহারা সৈন্ত
লইয়া মেরুপর্ষত উদ্দেশে প্রস্থিত হইল। পূর্বে
এই স্থানে দেবরাজের রম্যা নগরী ছিল। মেরু-
পর্ষত দৈত্যসৈন্তাক্রান্ত হইয়াছে জানিতে পারায়
দেবরাজের আদেশে তদভিমুখে দেব সৈন্ত
চালিত হইল। ক্রমে যখন দেব-সৈন্ত দৈত্য-
সৈন্তের সন্নিহিত হইল, তখন সুরমেরু পূর্ব-
দিগ্ভাগে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মনে
হইল মহাপ্রলয়ের সূচনা হইতেছে। এই সময়

যজ্ঞভুক্তো যস্মাত্তস্মান যুদ্ধকাজিকণঃ । ঐরাবণো
বলিঃ দৃষ্টো ন চণ্ডালাগ্রভো যুধে ॥ ২১৩ ॥ সংগ্রামে
বিমুখো যাতি দিগ্গজৈঃ পরিবেষ্টিতঃ । অধ্ববে
বাহুনা যেন সঙ্কলং কৃতবান বলিঃ ॥ ২১৪ ॥ স্নেন
বৈ স সুরান সর্গীন বারয়ামাস সংযুগে । বারিকা
বিমুখা যাতি দেবরাজঃ কবোত কিম্ ॥ ২১৫ ॥
কুলিখং ন কুরুকে কশ্মু ভুজমুকং ন গচ্ছতি ॥
২১৬ ॥ এবং বহুনি যুদ্ধানি নিবৃদ্ধানি তদা
তয়োঃ । ন হস্তঃ শক্যতে যুদ্ধে দেবৈর্দৈত্যা
মহাবলাঃ ॥ ২১৭ ॥ বলাকাঙ্ক্ষাঃ স্থিতা দেব
শুক্রণা তে প্রবোধিতাঃ । অমরা দেবতাঃ সর্গ
ইতি শুক্রেণ বারিতাঃ ॥ ২১৮ ॥ অবতারঃ তুর-
জ্জৈব পঞ্চমঃ বামনঃ স্থিতম্ । অতিহৃষ্টোহমরা-
বতাং রাজাঃ চক্রে সুরেশ্বরঃ ॥ ২১৯ ॥ ননর্ভু যুদ্ধে
দৈত্যোন্তঃ স্বগৃহে যজতে সুরান্ । পাতালাভিসৃত্য
দৈত্যা রাজাঃ কুর্বাতি মানবাঃ ॥ ২২০ ॥ তদা দেব-
গণাঃ সর্গে মন্তয়ন্তি সুরৈঃ সহ । দৈত্যো লোকদ্বয়
শান্তি স্বর্গঃ শান্তি সুরেশ্বরঃ ॥ ২২১ ॥ ক্ষত্বাঃ তাবদে-
বাস্ত বামনো রৈবতঃ গিরিম্ । যাবদ্যাতি সুরৈঃ

কার্ধ্যং মৌনং দৈত্যজিতৈরপি ॥ ২২২ ॥ যদাপ্রভৃতি
সঞ্জাতো বামনো ধরণীতলে । তদাপ্রভৃতি দৈত্যানাং
দুর্নিমিত্তানি জজিরে ॥ ২২৩ ॥ শিবা প্রবিষ্ট নগরে
রোতি সা বিশ্বরঃ নিশি । ভ্রমন্তি নগরে কাকা
দিবারাত্র্যং বিরামিণঃ ॥ ২৪ ॥ সর্পাঃ সর্পস্তি গেহেষু
কৃষ্ণা রোদ্রা বিষোধণাঃ । কক্কা গৃধ্রা বকা ভ্রাস্তা
ভ্রমন্তি নগরোপরি ॥ ২২৫ ॥ জায়ন্তে বিমুখা গর্ভাঃ স্ত্রীষু
গোষু মৃগীষু বা । স্রুতং হৃদ্যং চ নৈবাস্তি তিলে তৈলং
ন বিদ্যতে ॥ ২১৬ ॥ জনৈর্জানপদো নিত্যং যুদ্ধতে
চ পরস্পরম্ । কালী করালবদনা দৌর্ধকেশী বিলো-
চনা ॥ ২২৭ ॥ অজ্ঞাতা কদম্বী যাতি নগরে সা গৃহং
প্রতি । কোহয়ং ন জায়তে কস্মাত্তপস্বী ভস্ম-
ভীর্ণতঃ ॥ ২২৮ ॥ যতিশ্চৌনব্রতী নগঃ পুরো
যাতি গৃহে গৃহে । ডমকুডামকঃ পশ্চাদ্ভুঙ্কারং বিদ-
ধাতি চ ॥ ২২৯ ॥ অকালে কুপিতা মেঘা জলং
মুঞ্চন্তি পুঙ্কলম্ । করকৈঃ পুরিতা গর্ভা গর্জন্তি
গিরয়ো বভ ॥ ২৩০ ॥ সমজায়ত ভূকম্পো দিগ্‌দাহ-
শ্যাপ্যজায়ত । মলিহা স্বগণঃ সর্বো মুখমুচ্চেক্ষিধায়-

ঐরাবতারোহণে দেবরাজ আগমন করিলেন ।
দৈত্যোন্ত ও অজ্ঞাত যোদ্ধা রথখানে আগমন
করিল । দেবগণ যজ্ঞভোজী বলিয়া যুদ্ধকাজী
নহেন । আর ঐরাবত বলিকে দেখিয়া যুদ্ধে অগ্রসর
হইতে পারিল না, সে দিগ্‌গজপরিবেষ্টিত হইলেও
সময়ে বিমুখ হইতে লাগিল । অধ্বরে যেখানে বলি
বাহুস্ফোট করিতে লাগিল, সে দিক দিয়া কোন
দেবসৈন্তই ঘেষিতে পারিল না; সূতরাং বিমুখ
হইল; দেবরাজ কি করবেন, তাঁহার কুলিখ কোন
কশ্মু করিল না; সে ভুজমুক হইয়াও বেগে চলিত
হইল না । ক্রমশঃ বলি-বাসবের যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল;
কিন্তু দেবগণ দৈত্যগণকে নিহত করিতে পারিলেন
না । সেই সময় শুক ‘দেবগণ বলাকাঙ্ক্ষা’ বলিয়া
তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিলেন; আর শুক্রচার্য্য
‘দেবতাগণ অমর’ বলিয়া দৈত্যদিগকে যুদ্ধ হইতে
নিবৃত্ত করিলেন । হরির বামনরূপে অবতীর্ণ হওয়া
জানিতে পারিয়া সুরেশ্বর অমরাবতীতে হৃষ্টাশ্র-
করণে রাজ্য করিতে লাগিলেন । দৈত্যোন্ত যুদ্ধে
উল্লাস প্রকাশ করিয়া পরে স্বগৃহে সুরগণকে যজন
করিতে লাগিল । দৈত্যগণ পাতালে গমন করিয়া
রাজ্য করিতে লাগিল । এই সময় দেবগণ পরস্পর
মন্তণা করিতে লাগিলেন যে, দৈত্যোন্তা লোকদ্বয়

শাসন করিতেছে; আর সুরেশ্বর কেবল স্বর্গ
শাসন করিতেছেন! বামন যাবৎ রৈবতকে গমন
না করিতেছেন, তাবৎ দৈত্যজিত—আমাদিগকে
মোনাবলহনে থাকিতে হইবে । ২০৫—২২৩ ।
যদবধি ধরণীতলে বামন জন্মিয়াছেন, তদবধি
দৈত্যদিগের দুর্নিমিত্ত সকল দেখা দিয়াছে ।
রাত্রিকালে দৈত্যনগরে বিকটরূপে শিবা ডাকি-
তেছে; দিবারাত্র্য বায়সকুল বিকৃতরূপে রব করি-
তেছে; গৃহসমূহে কৃষ্ণ, রোদ্র—বিষোধণ সর্প
সকল দৃষ্ট হইতেছে; কক্কা, গৃধ্র, বকা, ভ্রাস্ত হইয়া
ভ্রমণ করিতেছে; গো, স্ত্রী, ও মৃগীগণের গর্ভ
বিমুখ হইতেছে; নগর হইতে ঘৃত হৃদ্য অস্ত্রহিত
হইয়াছে; তিলে তৈল দৃষ্ট হইতেছে না; জান-
পদগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে; কালী করাল-
বদনা, দৌর্ধকেশী ও ত্রিশোচনা হইয়া অজ্ঞাতসারে
নগরে গৃহে গৃহে রোদন করিতেছেন; কে এ,
কোথা হইতে আসিল, কিছুই জানা যাইতেছে না;
অথচ ভস্মভীর্ণ তপস্বী, যতি ও মৌনব্রতিগণ
নগ্নাবস্থায় প্রতিগৃহে গমন করিতেছেন; তাঁহা-
দের পশ্চাৎ ‘ডমকুডামক’ হুঙ্কার শ্রুত হইতেছে;
অকালে কুপিত হইয়া মেঘাশ্রয় পুঙ্কল জল বর্ষণ
করিতেছে; করকপূরিত গিরিসমূহ গর্জ্জন করি-
তেছে; কখন ভূকম্প বা কখন দিগ্‌দাহ হইতেছে,

চ। ২৩১ । যৌতি রাজ্যে পুরে নিত্যং ঘৃকঃ শব্দঃ
বিশদতে । বলিরাজ্যক্ষয়ো জাতো দিবি কেতু-
দয়ো নিশি । ২৩১ । আদিত্যমণ্ডলে বেধঃ কীমকৈ-
দৃষ্টতে কৃতঃ । কবন্ধসঙ্কুলে ব্যোমি চলমা ন
প্রকাশতে । ২৩৩ । স জাতো রোহিণীবেধো যো
জাতো যুগব্যাত্যয়ে । নক্ষত্রাণি দিবা লৌকৈর্গণ্যন্তে
শুণবস্তরৈঃ । ২৩৫ । বীজানাং ব্যাত্যয়ো জজ্ঞে
ভূমিস্ত্রীগোমৃগীষু চ । অশ্বা হ্রেমন্ত সহসা মদঃ
কুর্বন্তি নো গজাঃ । ২৩৫ । মস্ত্রিণাং মস্ত্রিতো মস্ত্রো
ভিদ্যতে রাজ্যসংক্ষয়ে । যুতাহত্যা হতো বহি-
জলতি ন তদা দ্বিজৈঃ । ২৩৫ । প্রচণ্ডঃ পবনো
বাতি বাত্যা ঘূর্ণিতক্রমঃ । ধ্বজা জলন্তি চৈত্যোবু-
নভো ভবতি ধূসরম্ । ২৩৭ । এতে চান্তে চ
বহব উৎপাতা বলিনা গৃহে । সজাতা বামনে
জাতে নারদাগমনাদনু । ২৩৭ । অশ্রুচ্চ জায়তে
রোদ্ভঃ যদিবা স্বপ্নদর্শনম্ । সন্নহন্তে যদা দৈত্য-
পাতিতা নিপতন্তি চ । ২৩৯ । নিমিত্তানি স সৈন্ত-
দৃষ্টেবঃ ন প্রবর্ত্ততে । সদা সন্তিষ্ঠতে গেহে রাজ্য-
চ কুরুতে বলিঃ । ২৪০ । শরীরে ন স্মৃৎ তন্ত

গাত্রভঙ্গঃ শিরোব্যথা । জরিতো ন স্মৃৎ শেতে
ন ভুঙ্কে ন পিবত্যসৌ । ন ভুংকং জীৰ্য্যতে
লোকঃ সর্বোহপি ব্যাকুলীকৃতঃ । ২৪১ । বিপরীতঃ
জগদৃষ্ট্য বলির্ব্যাকুলমানসঃ । মস্ত্রয়ামাস কিমিদং
ব্রাহ্মণৈঃ সহ হুংখিতঃ । ২৪২ । শুক্রঃ শুক্রঃ সমা-
নীয় সভায়াঃ সন্নিবেশ চ । পপ্রচ্ছ কুশলং দৈত্যো
ভক্ত্যা পশময়া যুতঃ । বিপরীতমিদং সর্বং বর্ত্ততে
তদ্বদশ মে । ২৪৩ । নারদেন যত্নতঃ মে শুরো
সত্যং ভবিষ্যতি । উৎপাতশাস্তিকং ক্রহি ব্রাহ্মণৈঃ
সহিতো মম । ২৪৪ । শুক্র উবাচ । উৎপাত-
শাস্তয়ে কার্যো যজ্ঞঃ সর্বস্বদক্ষিণঃ । ব্রাহ্মণৈঃ
ক্ষত্রিয়ৈঃ সার্কিঃ দ্বাদশাকো বিধীয়তাম্ । ২৪৫ ।
ঋষয়ো ব্রাহ্মণা যে চ মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ । আগচ্ছন্ত
মহাযজ্ঞে যে চ দূরেহপি সংস্থিতাঃ । ২৪৬ । নগ-
র্যং পুৰীদিগৃভাবে কর্তব্যো যজ্ঞমণ্ডপঃ । যন্ত
যন্তাভিক্রুচিৎ দেয়ং দানং হ্রদা নৃপ । তথা করিষ্য
ইত্যাশ্রয় যজ্ঞার্থং তৎপরো হতবৎ । ২৭ । আনায
ব্রাহ্মণান সর্বান কুশলান যজ্ঞকর্ম্মণি । গৃহীতা যজ্ঞ-
দীক্ষা তৈর্ধ্বজৈ বৈ সর্বদক্ষিণে । ২৪৮ । ব্রাহ্মণায়

রাজিকালে সারমেয় সমূহ মিলিত হইয়া উদ্ধৃমুখে
রব করিতেছে; অনবরত পেচক ডাকিতেছে;
কেতু উদিত হইতেছে; আদিত্যমণ্ডলে কৌলকবেধ
দৃষ্ট হইতেছে; কবন্ধসঙ্কুল ব্যোমমার্গে চলমা
প্রকাশ পাইতেছে না; যাহা যুগক্ষে হইয়াছে, সেই
রোহিণীবেধ প্রকাশিত হইতেছে; লোক সকল
দিবাভাগে নক্ষত্র গণিতেছে; গো, ভূ, জী, মৃগী,
ইহাদের বীজব্যাত্যয় ঘটিতেছে; অশ্ব সহসা
হ্রেমিত হইতেছে, গজ মদ বিসর্জন করিতেছে না;
মস্ত্রিগণের মস্ত্রিত মস্ত্র রাজ্যসংক্ষয়ে ভিন্ন হইতেছে;
যুতাহতাত বহি প্রজলিত হইতেছে না; প্রচণ্ড
পবন বাহিতেছে; বাত্যাঘ বৃক্ষ সকল চূর্ণিত হই-
তেছে; চৈত্যস্থান ধ্বজা জলিয়া উঠিতেছে;
এবং নভোমণ্ডল সর্বদা ধূসরবর্ণ হইয়াছে । এই
সকল ও অশ্রুচ্চ আরও অনেক উৎপাত, বামন-
জন্মের পর নারদাগমনের পশ্চাৎ বলিগৃহে দৃষ্ট হই-
তেছে । জনগণ ভয়ঙ্কর দিবাঃপ্ন দর্শন করিতেছে ।
দৈত্যগণ যুদ্ধাশ সন্নহন কালে পাতত হইতেছে ।
বলি সৈন্তদের তুর্নামিত্ত অবলোকন করিয়া যুদ্ধ-
প্রবৃত্তি অপনোদন করিতেছে । সে সর্বদা গৃহেই
অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য করিতেছে । শরীরে

তাহার স্মৃৎ নাই; সর্বদাই গাত্রভঙ্গ, শিরোব্যথা ।
জরিত হইয়া সে শয়ন করিয়া ও স্মৃৎ লাভ করিতে
পারিতেছে না; পান-ভোজনে স্পৃহা নাই ।
এরূপ ব্যাকুলীকৃত ইহিলে কেহই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ
করিতে পারে না । জগৎ বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিয়া
বলি ব্যাকুল হইয়া ‘একি হইল’ বলিয়া হুংখিত
ভাবে ব্রাহ্মণগণের সহিত মস্ত্রণা করিতেছে । শুক্র
শুক্রকে আনয়ন করাইয়া সে, সভায় কুশল জিজ্ঞাসা
করিতেছে । বলিতেছে,—হে শুরো! সমস্তই
বিপরীত ভাবাপন্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি
বলুন? দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শুরো!
তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে! অধুনা আপনি ব্রাহ্মণ-
গণের সহিত এই উৎপাতশাস্তির কারণ বলুন ।
শুক্র বলিলেন,—উৎপাত শাস্তির নিমিত্ত সর্বস্ব-
দক্ষিণ যজ্ঞ করিতে হয় । এইযজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-
দিগের সহিত দ্বাদশাক করণীয় । ঋষি, ব্রাহ্মণ, মুনি,
ব্রহ্মচারী ও দূরত্বজনগণ, ইহারা সব এই মহাযজ্ঞে
আগমন করুন । নগরের পুৰীদিকে যজ্ঞ মণ্ডপ
কর, যাহার যাহা অভিক্রুচি দান কর । অনন্তর
তাহাই করিব, বলিয়া বলি যজ্ঞার্থ তৎপন্ন হইল ।
সে যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণগণ আনয়ন করাইল! ব্রাহ্মণগণ
যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন । বলি বলিল,—প্রাণী ব্রাহ্মণ-

ময়া দেহং সৰ্বস্বমিহ যাচিহ্নে । শরীরপুত্রমিত্রাণি
দারান দাস্যামি যাচিহ্নে ॥ ২৪৯ ॥ দাতব্যং সন্তঃ
দানং ব্রাহ্মণেভ্যো মহাধ্বরে । বারিতেনাপি ন
শ্বেদ্যং দাতব্যং নিশ্চিহ্নং ময়া । যাচিহ্নেষ্মৈ দাস্যামি
তদা ব্যৰ্থো মমাদ্বয়ঃ ॥ ২৫০ ॥ বিধায় মণ্ডপং দিবাং
বহুযোজনবিস্তরম্ । তত্র দানানি দীযন্তে ভোজ-
নাচ্ছাদনানি চ ॥ ২৫১ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ সমাখ্যাতা গগনান্দ্বরণী
তলে । দিগ্ভ্যাঃ সমাগতাঃ সৰ্বে ব্রাহ্মণাঃ সন্তি
যে ভূবি ॥ ২৫২ ॥ ক্ষত্রিয়ান্চ সমাখ্যাতা বিগৃহ্য
বিবিধং বশু । নিক্কেদয়ন্তি তে রাজ্যে প্রারন্ধে যজ্ঞ-
কৰ্ম্মণি ॥ ২৫৩ ॥ আসমুদ্রাং সমাখ্যাতা নটনর্ভক
যাচকাঃ । গীতবাদিত্রিনির্দোষো বেদধ্বনিবিমিশ্রিতঃ ॥
২৫৪ ॥ ত্রৈলোক্যং বধিরীচক্রে দেব দেহৌতি
যাচিহ্নম্ । মা দেহৌতি বচো নাস্তি স্তোকং দেহৌতি
চৈব ন ॥ ২৫৫ ॥ যদ্যদ্যযো যাচতে বস্তু তন্তুস্মৈ তত্র
দীযতে ব্রহ্মণো হি ন সৌহপ্যাস্তি যো হি তং বহু
যাচতে ॥ ২৫৬ ॥ ভোজনাচ্ছাদনার্থকং ন গৃহ্ণন্তি
দ্বিজাতয়ঃ । সুবর্ণরত্নরৌপ্যাণি তথাস্থরথকুণ্ডরান্ ॥
২৫৭ ॥ গৃহপোভূমিগ্রামাশ্চ ন গৃহ্ণন্তি দ্বিজাতয়ঃ ।

বলিরাজ্যেন সন্তুষ্টাঃ কিং কুর্বাণ্ডি ধনেন তে ॥ ২৫৮ ॥
এবং প্রবর্ততে যজ্ঞো মহান্ সৰ্বস্বদক্ষিণঃ ॥ ২৫৯ ॥
নৃত্যান্তি গায়ন্তি পঠন্তি চান্তে স্ববাস্তি যজ্ঞং বহুদান-
যুক্তম্ । ব্রহ্মেশ্ব ক্রুদগ্রহসূর্য্যচন্দ্রাঃ প্রসাদিতা আহুতি-
ভিশ্চ মত্ৰৈঃ ॥ ২৬০ ॥ বালিং প্রশংসন্তি গুরুং তথান্তে
হোতারমেকে পরিবারমেকে । প্রজাপতেবাপি
সুরাদিপশু সমাপ্যতে চেদধ যাস্মতি ক্রবম্ । প্রদায়
রাজ্যং দ্বিজপুঙ্গবেভাঃ সপুত্রমিত্রৈঃ সহিতো রসা-
তলম্ ॥ ২৬১ ॥ ইতীতি বাচঃ প্রবদন্তি বাভবাঃ
শৃণুন্তি দৈত্যাঃ কিমিদং বদন্তি । বলেঃ পুরঃস্বাঃ
কথয়ন্তি সঙ্গতা বালিঃ প্রশষ্টঃ প্রদদাতি যাচি-
তম্ ॥ ২৬২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলিযজ্ঞপ্রভাববর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

রাজোবাচ । বস্ত্রাপথে মহাক্ষেত্রে সম্ভ্রান্তো
বামনো যদা । তদাপ্রভৃতি কিং চক্রে তন্মে
বদ ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ । বামনো

গণকে আমি সৰ্বস্ব দান করিব । পুত্র, মিত্র, দার,
এমন কি স্বশরীরও আমি যাচিহ্ন হইয়া বিতরণ
করিতে কুর্পিত হইব না । এই অধ্বরে আমি
ব্রাহ্মণকে সন্ত দান করিতে বিরত থাকিব না ।
নিষিদ্ধ হইলেও আমি দানে ক্ষান্ত হইব না, নিশ্চয়ই
দান করিব । যাচিহ্ন হইয়া দান না করিলে
যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে । এই বলিয়া বালি বহুযোজনবিস্তৃত
যজ্ঞস্থান নিৰ্ম্মাণ করাইয়া বহু বস্ত্র ও ভোজনাচ্ছাদ-
নাদি দান করিতে লাগিল । এমন কি সপ্তর্ষিগণও
যজ্ঞদর্শনমানসে ধরাতলে আগমন করিলেন ।
নানা দিগ্দিগন্ত হইতে ভূতলস্থ ব্রাহ্মণ সমস্ত আগ-
মন করিতে লাগিলেন । ক্ষত্রিয়গণ বিবিধ ধনসঙ্গে
আগমন করিয়া তাহা বালিকে নিবেদন করিতে
লাগিল । আসমুদ্র স্থান হইতে নট-নর্ভক-যাচক
সকল আগমন করিল । বেদধ্বনি-মিশ্রিত-গীত
বাদিত্রিনির্দোষ হইতে লাগিল । প্রার্থীর 'দাও দাও'
শব্দে ত্রৈলোক্য পূর্ণ হইল । 'দিও না' বা 'অল্প-
দাও' এশব্দ যজ্ঞস্থলে ছিল না । যে যা যজ্ঞা
করিয়াছিল, সে তাহাই পাইয়াছিল । এমন ব্রাহ্মণ
কেহ সেখানে ছিল না—যে বহু প্রার্থনা করিয়াছিল ।
তত্ৰত্য ব্রাহ্মণগণ ভোজনাচ্ছাদন, সুবর্ণ-রত্ন-রৌপ্য,
রথ-শকুণ্ডর ও গৃহ-গো-ভূমি-গ্রাম, এসকল প্রার্থনা

করেন নাই—কারণ,—বলিরাজ্যে ব্রাহ্মণগণের
কোন ধনেরই অভাব ছিল না । এইরূপে ঐ
সৰ্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ প্রবর্তিত হইলে কেহ নৃত্য,
কেহ গীত, ও কেহ কেহ বহু দানযুক্ত যজ্ঞের
স্বব করিতে লাগিল । ব্রহ্মেশ্ব ক্রুদ ও গ্রহ-সূর্য্য-
চন্দ্র, ইত্যাদি 'আহুতি দ্বারা হৃষ্ট হইয়া বালি, গুরু,
হোতা ও পরিবারগণের প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন । প্রজাপতি ও সুরাদিপের বাক্য শুনিয়া
ব্রাহ্মণগণ বলাবালি করিতে লাগিলেন,—যজ্ঞ সমাপ্ত
হইলে বালি ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়া
সপুত্রমিত্র রসাতলে গমন করিবেন । এই কথা
দৈত্যাগণ শুনিয়া 'এ কি বলিতেছে' মনে করিয়া
তাহারা বলিসমীপে ঐ কথা বলিল । বালি তাহাতে
হৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিলষিত দান করি-
লেন ॥ ২২৪—২৬২ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

রাজা বলিলেন,—বস্ত্রাপথ মহাক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া
বামন কি করিয়াছিলেন ? তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন ।
সারস্বত বলিলেন,—বামন তথায় ভবাগ্রে বাস

বসতিং চক্রে ভবন্তাগ্রে নৃপোত্তম । স্বর্ণরেখা-
জলে স্নাত্বা ভবং সম্পূজ্য ভাবতঃ ॥ ২ ॥
একান্তে নিশ্চলে স্থানে কণ্টকাদিবিবর্জিতে ।
কৃষ্ণাজিনপরিচ্ছন্ন উপবিষ্টো বরাসনে ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণা
পদ্মাসনং ধীরো নিশ্চলোহুদ্ভিজ্জোত্তমঃ । বিধায়
কঙ্করাবন্ধমুজুনাসাবলোককঃ ॥ ৪ ॥ গৃহক্ষেত্রকল
ত্রাণাং চিন্তাং মুক্তা ধনস্ত চ । মায়াঞ্চ বৈষ্ণবীং
ত্যাগ্য ক্রান্তমোনো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ নিরাহারো
জিতক্রোধো মুক্তসংসারবন্ধনঃ । ভুজ্যে পদ্মাসনে
কৃষ্ণা কিঞ্চিন্নীলিতলোচনঃ । মনোহতিচঞ্চলং স্নাত্বা
স্থিরং চক্রে হৃদি দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥ ক্রমেণাভ্যাসযোগেন
ভিন্নাংশচক্রে স চৈকতঃ । প্রাণাপানব্যানোদানসমানা-
গ্যাংশ্চ মাকৃতান্ ॥ ৭ ॥ এবং তং হৃদয়ে কৃষ্ণা
গৃহীত্বা সর্বসঙ্কিম্ব । *আনীয় ব্রহ্মণঃ স্থানে দৃঢ়ং
ব্রহ্মণ্যযোজয়েৎ ॥ ৮ ॥ গৃহীত্বা পবনং বাহুং যদা
পুরয়তে তত্ত্বম্ । তদা স পুরকো জ্যেয়ো রেচকং
তু বদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ যদা চাভ্যন্তরো বায়ুর্গাছে
যাতি ক্রমান্বপ । তদা স রেচকো জ্যেয়ঃ স্তম্ভনাং
কুস্তকো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যদা
জানান্তি যোগিনঃ । মুচ্যন্তে পাতকৈঃ সর্গৈঃ সপ্ত-

করিয়াছিলেন । তিনি স্বর্ণরেখার জলে ভক্তিপূর্বক
স্নান ও হরপূজা করিয়া কণ্টকাদিবিবর্জিত কৃষ্ণাজিন-
পরিচ্ছন্ন নির্জল স্থানে বরাসনে উপবিষ্ট
হইয়া পদ্মাসন করিয়া ধীর ও নিশ্চলভাবে অবস্থান
করিলেন । তিনি কঙ্করাবন্ধ বিধান করিয়া ঋজু
নাসা অবলোকন করিতে লাগিলেন । গৃহ-ক্ষেত্র-
কলত্র, ধন, ও বৈষ্ণবী মায়া পরিহারপূর্বক তিনি
মোনী, জিতেন্দ্রিয়, নিরাহার ও জিতক্রোধ হইয়া
সংসারবন্ধন মোচন করিলেন । তিনি ভুজ্যুগল
পদ্মাসনে রাখিয়া লোচনদ্বয় ঈষৎ মীলিত করিলেন ।
মনকে অতি চঞ্চল জানিয়া তিনি তাহা হৃদয়ে ধারণ
করিলেন । প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান
বায়ুকে তিনি ক্রমশঃ অভ্যাসযোগে এক হইতে
ভিন্ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি ঐ বায়ুকে
হৃদয়ে ধারণ ও সর্বসঙ্কিতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মস্থানে
আনয়ন করত তাহাতে যোজনা করিলেন । বাহু
বায়ু গ্রহণ করিয়া যখন দেহ পূরণ করা যায়, তখন
তাহাকে 'পুরক' বলে । রেচক যথা—যখন আভ্যন্তর
বায়ু ক্রমশঃ বাহির করিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহাকে
রেচক বলা যায় । আর বায়ুস্তম্ভনকে কুস্তক বলে
যোগী যখন পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব জানিতে পারেন,

জন্মকুটৈরপি ॥ ১১ ॥ রাজোবাচ । কাশি তত্ত্বানি
কো দেহৌ কিং জ্যেয়ং যোগিনাং বদ । উৎপন্নজ্ঞান-
সম্ভাবো যোগযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । প্রকৃতিশ্চ ততো বুদ্ধিরহঙ্কারস্ততোহতবৎ ।
তন্মাত্রপঞ্চকং তন্মাদেশ্য প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ১৩ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়াণি চ । একাদশং
মনো বিদ্ধি মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ১৪ ॥ গণঃ ষোড়-
শকঃ সাংখ্যো বিস্তরেণ প্রকীর্তিতঃ । চতুর্বিংশতি-
তত্ত্বানি পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ১৫ ॥ দেহৌতি প্রোচ্যতে
দেহে স চাত্মানঞ্চ পশুতি । বিন্দন্তি পরমাত্মানং যষ্ঠং
তং বিংশতেঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥ আসনাদিপ্রকারা য়ে তে
জ্যেয়াঃ প্রথমং সদা । যদা দীপশিখাপ্রায়ং জ্যোতিঃ
পশুন্তি তে হৃদি ॥ ১৭ ॥ উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাবা ভগ্নাস্তে
যোগিনো বৃধেঃ । পূর্নং জরাং জরয়তি রোগা
নশ্রুতি দূরতঃ ॥ ১৮ ॥ সর্বপাপচয়ে কীণে পশ্চান-
মৃত্যুং স বিন্দতি । মৃত্যো লোকে নরো নাস্তি
যোগী জানাতি চেৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ তদা দ্বার্যাণ
সংকল্প্য দশ প্রাণান্ স মুঞ্চতি । পুণ্যপাপক্ষয়ং

তখনই সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ।
রাজা বলিলেন—তত্ত্ব কতিবিধ ? দেহী কে ?
যোগিগণের জ্যেয় কি ? উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাব ও
যোগযুক্ত কিরূপে হয় ? ঈশ্বর বলিলেন,—প্রথমতঃ
মূল প্রকৃতি, তাহা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার
এবং অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রপঞ্চক ; এই আট
প্রকার প্রকৃতি । আর বুদ্ধীন্দ্রিয় পাঁচ—কশ্মেন্দ্রিয়
পাঁচ—মন ও পঞ্চমহাভূত, এই সাংখ্যোক্ত ষোড়শ-
গণ,—সর্ব সমষ্টিতে (আট প্রকার প্রকৃতি, আর
এই ষোড়শগণ) চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; পুরুষ—
পঞ্চবিংশক । এই পঞ্চবিংশক পুরুষকেই দেহী
বলে । দেহী পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করে । এই
পরমাত্মাকেই যড়বিংশক বলিয়া জানিবে । আস-
নাদি যোগাভ্যাস প্রথমান্তর্ভুক্ত । যোগিগণ যখন
হৃদয়ে দীপশিখাপ্রায় জ্যোতি দর্শন করেন, তখন
তাহাদিগকে উৎপন্নজ্ঞানসম্ভাব যোগী বলা যায় । অগ্রে
যোগী জরাকেও জরিত করেন ; রোগ (তাহাকে
দেখিয়া) দূর হইতে পলায়ন করে ; পরে সর্ব
পাপক্ষয়ে তাঁহার মৃত্যু হয় । আর যোগী যদি স্বয়ং
একরূপ জ্ঞান করেন যে, এ লোকে নর মৃত হয়
না, তাহা হইলে তিনি দশ দ্বার কল্প করিয়া
প্রাণবায়ু মোচন করেন মাত্র । যোগি-প্রাণ তাঁহা-

কৃশা প্রাণা গচ্ছান্তি যোগিনাম্ । অনিমাдиशुनैर्ध्याः
 प्राप्नुवन्ति शिवालये । ২০ । অনেন ধ্যানযোগেন
 ভবং পশ্যতি মানবঃ । মনসা চিস্তিতং সৰ্বং সম্প্রাপ্তং
 ভবদর্শনাৎ । ২১ । এবমাস্তে যদা বিপ্রো বামনো
 ভবসন্নিধৌ । গগনাদবতীর্ণঃ তং তদা পশুতি
 নারদম্ । ২২ । বামন উবাচ । মহর্ষে কুশলং
 তেহৃদ্য কস্মাদাগম্যতে ত্বয়া । প্রণমামি মহর্ষে ত্বাং
 ব্রহ্মৈব ত্বং জগৎত্রেয় । ২৩ । নারদ উবাচ । স্বর্গ
 লোকাদহং প্রাপ্তঃ কুশলং কিং ব্রবীমি তে । ২৪ ।
 যাতায়াতেদিনেশস্ত পৃথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ । দিনান্তে
 জায়তে রাজী রাত্নো নশুন্তি দেবতাঃ । ২৫ । কা
 কথা মৃত্যুলোকস্ত যে ত্রিযন্তে দিনেদিনে । নভো
 ধুমাকুলং জাতং দেবা বলিগৃহে গতাঃ । ২৬ । সপ্ত-
 র্ষয়ো গতান্তত্র ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচারিণঃ । হাহাহুহুত্বুরুশ্চ
 গতৌ নারদপরীতো । ২৭ । অপ্সরোগণগন্ধর্বাঃ
 সম্প্রাপ্তা বলিমন্দিরে । উৎপাতশাস্তিকো যজ্ঞঃ
 ক্রিয়তে বলিনা শ্রয়ম্ । ২৮ । ততৈব গন্তুমিচ্ছামি
 দ্রষ্টুং যজ্ঞং বলিগৃহে । সহস্রমেকং যজ্ঞানামেকোনং
 বিদধে বলিঃ । ২৯ । দৈত্যানাং ভুবনং সৰ্বং

দেব পুণ্য-পাপক্ষয় করিয়া গমন করে । যোগি-
 গণ শিবালায়ে অনিমাди शुनैर्ध्या प्राप्नुवन्ति হন।
 এইরূপ ধ্যানযোগে মানব ভব দর্শন করে ।
 আর ভবদর্শনের কালে তাহাদের অভিমত লাভ
 হয় । বামন ভব-সন্নিধানে যখন এইরূপ ধ্যানস্থ
 থাকেন, তখন তিনি নারদকে গগন হইতে
 অবতরণ করিতে দেখেন ; দেখিয়া বলিলেন,—
 মহর্ষে! আপনার কুশল ত? আগমনকারণ
 কি? প্রণাম হই; আপনিই ত্রিজগতের ব্রহ্ম ।
 নারদ বলিলেন,—স্বর্গলোক হইতে আমি আসি-
 তেছি; কুশলের কথা আর কি বলিব । দেখ,
 দিনেশের যাতায়াতে ব্রহ্মার দিন পূর্ণ হয়;
 দিনান্তে রাত্রি আসে; আর রাত্রিতে দেবতারা
 বিনষ্ট হন; এই হইল দেবতাদের কথা, তা
 দিনে দিনে যাহারা মৃত হয় এরূপ মৃত্যুলোকের
 কথা আর কি বলিব?—এ সংবাদ জ্ঞান ।
 নভোমণ্ডল ধুমাকুল হইয়াছে; দেবতা মহর্ষি,
 ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী, হাহা, হুহু, তুরুশ, নারদ, পরীত,
 অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, সমস্ত বলিগৃহে গমন করিয়া-
 য়াছে; বলি উৎপাতশাস্তিক যজ্ঞ করিতেছে ।
 আমিও যজ্ঞ দেখিতে সেইখানে যাইতে ইচ্ছা
 করিতেছি । বলি একটি-কম হাজার যজ্ঞ করিবে;

সম্পূর্ণহোম্নন ভাবয়তি । অসাবতিশয়ঃ কোহপি
 প্রারকো যজ্ঞকর্ম্মণি । দ্বিজাতিভো ময়া দেয়ং যেন
 যদ্যাচ্যতে শ্রয়ম্ । ৩০ । বারিতেনাপি মে দেয়ং
 সত্যমন্ত বচো মম । আত্মানমপি দারান্ত রাজ্যং
 পুত্ৰান প্রিয়ান মম । ৩১ । প্রার্থিতশ্চৈব দাস্তামি ব্যাধৌ
 ভবতু মেহধরঃ । অনেন বচসা জাতা মহতী মে
 শিরোব্যথা । প্রতিজ্ঞায় কথং যজ্ঞঃ সম্পূর্ণোহয়ং
 ভবিষ্যতি । ৩২ । ভঙ্গোপায়ং ন পশ্যামি ভ্রমামি
 ভুবনত্রেয় । বিধ্বংসকারিণং জ্ঞাত্বা ভবন্তঃ পর্য়ুপ-
 স্থিতঃ । ৩৩ । যথা ন পৃথ্যতে যজ্ঞস্তথৈদানীং বিধৌ
 যতাম্ । ৩৪ । বামন উবাচ । মহর্ষে শৃণু মে বাক্যং
 কা শক্তিস্মম বিদ্যতে । কোহহং কস্মাৎ করিষ্যামি
 যজ্ঞে দেবাঃ সমাগতাঃ । ৩৫ । শ্রবয়ো ব্রাহ্মণাঃ
 সর্বে কথং ব্যাধৌ ভবিষ্যতি । অপরং শৃণু মে
 বাক্যং ব্রহ্মর্ষে ব্রহ্মসম্পতে । ৩৬ । ন কলত্রং ন তে
 পুত্রাঃ কস্মাৎ প্রকৃতিরীদৃশী । যুদ্ধং বিনা ন তে
 সৌখ্যং ন সৌখ্যং কলত্রং বিনা । ৩৭ । যাদৃশ-
 স্তাদৃশো বাপি বাখ্যামোহপি সদা প্রিয়ঃ । স্নানং

এই সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমস্ত পৃথিবী দৈত্য-
 দেব হইবে । যজ্ঞকর্ম্মে বলির এক অতিশয়ী
 আরম্ভ এই যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে,—যে যাহা
 যাচঞা করিবে, দ্বিজাতিগণকে আমি তাহাই প্রদান
 করিব; বারণ করিলেও আমি নিবৃত্ত হইব না,
 বাক্য সত্য করিবই করিব । প্রার্থিত হইলে
 আমি রাজ্য, দার, পুত্র, এমন কি নিজ আত্মা
 পর্যন্তও যদি দান না করি, তাহা হইলে আমার
 যজ্ঞ বার্থ হইবে । বলির এই প্রতিজ্ঞাবাক্যেই
 আমার মহতী শিরোব্যথা জন্মিয়াছে; প্রতিজ্ঞা
 করিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিবে কিরূপে! ৩২। এইজন্তই
 আমি ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু যজ্ঞভঙ্গের
 কোন উপায় দেখিতেছি না । তুমিই একমাত্র
 বিধ্বংসকারী জ্ঞানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি;
 যাহাতে তাহার যজ্ঞ পূর্ণ না হয় তাহা তুমি কর ।
 বামন বলিলেন,—মহর্ষে! আমার বাক্য শ্রবণ
 করুন; আমার সাধ্য কি, আমি কে! কিজন্ত
 আমি যজ্ঞভঙ্গ করিব? যজ্ঞে দেব, ঋষি, ব্রাহ্মণগণ
 সমাগত হইয়াছেন, কিরূপে তাহা ব্যর্থ হইবে!
 অপর এক কথা বলি শুনুন,—আপনার পুত্র নাই;
 কলত্র নাই; কিজন্ত আপনার এরূপ প্রকৃতি?—
 যুদ্ধ ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না; কলহ
 ব্যতিরেকে আপনার সৌখ্য হয় না । যাদৃশ তাদৃশ

সক্ষা। জপো গোমস্তর্পণং পিতৃদেবয়োঃ । ৩৮ ॥
নারদঃ কুরুতে চান্তদন্তং কুর্ষন্তি ব্রাহ্মণাঃ । মমাপি
কৌতুকং জাতং মহর্ষে বদ সবরম্ । ৩৯ ॥ নারদ
উবাচ । পান্মকল্পে ব্যক্তিক্রান্তে ব্রাহ্মান্তে শৃণু বামন ।
ব্রহ্মাণ্ডং বারিণা ব্যাপ্তমন্তঃ কিঞ্চিন্ন বিদ্যাতে । ৪০ ॥
অপ্পশেতে দেবদেবঃ স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ । স
ব্রহ্মা স শিবো নাস্তি ভেদস্তেযাং পরস্পরম্ । ৪১ ॥
যদা ভবন্তি তে ভিন্নাস্তদা দেবত্রয়ঞ্চ তে । কর্ত্ত্বং
বায়াহকল্পস্ত ভিন্না জাতাস্বস্তদা । ৪২ ॥ ব্রহ্মাবিশু-
হরা দেবা রজঃসম্বতমোময়াঃ । সৃষ্টিং ব্রহ্মা করো-
ত্যেবং তাক্ষ পালয়তে হরিঃ । ৪৩ ॥ হরঃ সংহরতে
সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । এবং প্রবর্ত্য দেবেশ
উপবিষ্টো বরাসনে । কৈলাসশিখরে রম্যে মজ্জয়ন্ত
পরস্পরম্ । ৪৪ ॥ ত্রুয়াণাং কো বরো দেবঃ কো
জ্যেষ্ঠঃ কো গুণাধিকঃ । চতুর্থো নাস্তি যো বেত্তি
সহস্রাং তে ত্রয়ঃ স্থিতাঃ । ৪৫ ॥ তেভ্যঃ সমুখিতং
জ্যোতিরেকৌভূতং তদদরে । কালমানেন যুক্তং
তদ্ভ্রাম্যতে রবিমণ্ডলম্ । ৪৬ ॥ অহং জ্যেষ্ঠো হুহং
বাদোহভূদ্রব্রহ্মণোঃ । স্বয়োর্কিবদতোঃ

কোথাৎ সত্তাতোহহং যুধাৎ প্রভো । ৪৭ ॥
কথং দেব ন জানাসি যত্নকং ব্রহ্মণা তদা । দশাব-
তারান্তে রন্তঃ মৎস্তকুর্মাাদয়ঃ পুরা । ৪৮ ॥ কদ্রেণ
বারিতা গঙ্গা কলহো বো ন যুজ্যতে । তথৈব কৃতবান্
বিষ্ণুরবতারান্ দশৈব তান্ । ৪৯ ॥ কল্পাদৌ ব্রহ্মণো
বক্রাণ্যং সত্তাতোহহং দ্বিজোত্তম । কলহাজ্জয় মে
যস্মাস্তস্মায়ো কলহঃ প্রিয়ঃ । ৫০ ॥ কল্পাদৌ সৃজতা
পূর্বে চিন্তিতং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ । বেদান্তিনা কথং সৃষ্টিঃ
কর্তব্যাহো হরে ময়া । ৫১ ॥ নষ্টাশ্বেদান্ন জানামি ক
বেদান্তে গতা ইতি । পৃথ্বীমপি ন জানামি কিং
স্থানে কিমধো গতা । ৫২ ॥ গন্তঃ ন বিদ্যাতে শক্তি-
জলমধ্যে মমাধুনা । অবতারৈশ্চয়া কাষাং দশভিঃ
সৃষ্টিরক্ষণম্ । ৫৩ ॥ জলে জলচরো মৎস্তো মহা-
নদ্যাং ভবিষ্যসি । আদায় বেদান বেগেন মম হুং
দাতুমহাসি । ৫৪ ॥ তথাচ কৃতবান্ দেবো মৎস্তরূপং
জলে মহৎ । বেদান সমানয়ামাস দদৌ চ ব্রহ্মণে
পুরা । কুর্মরূপং পুনঃ কৃৎস্বা মন্দরং ধারয়িষ্যসি । ৫৫
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা বিষ্ণুলক্ষ্মীস্বাং বরাযয্যতি । পুরা
চিৎ চরিত্রং তে মথনে দৃষ্টবানহম্ । ৫৬ ॥ যদা

বাক্বাদেই সদা আপনি প্রিয় । শুনিয়াছি যে, স্নান—
সক্ষা—জপ—হোম—পিতৃদেবতার তর্পণ এসকল
নারদ একরূপ করেন, আর ব্রাহ্মণগণ একরূপ
করেন । আমার এসকল শুনিতে কৌতুহল
জন্মিয়াছে, মহর্ষি ! আপনি সত্ত্ব বলুন । নারদ
বলিলেন,—বামন ! শ্রবণ কর,—পান্ম কল্প অতীত
হইলে একদা ব্রাহ্মা ব্রাহ্মান্তে ব্রহ্মাণ্ড বারি-পরিব্যাপ্ত
হয়; অস্ত আর কিছুই থাকে না ! দেবদেব
জলে শয়ন করেন; তিনিই নারায়ণ, ব্রহ্মা
ও শিব । ইহাদের পরস্পরে ভেদ নাই ।
ইহারা যখন ভিন্ন হন, তখন উক্ত দেবতাত্রয়ই
হইয়া থাকেন । ইহারা তখন বরাহকল্প
করিবার জন্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হররূপে রজঃ-সম্ব-তমো-
গুণোপেত হইয়া জন্মেন এবং ব্রহ্মা-সৃষ্টি, বিষ্ণু
পালন ও হর চরাচর ত্রৈলোক্য সংহার করেন ।
ইহারা এই প্রকারে সৃষ্টি প্রবর্তিত করিয়া এক সময়
কৈলাসশিখরে রম্য বরাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া
পরস্পর মজ্জনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তিন-
জনের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ এবং গুণাধিক,
ইহাদের চতুর্থ নাই । ইহারা উক্ত প্রকারে অবস্থিত
থাকিলে ইহাদের শরীর হইতে এক একীভূত
জ্যোতিঃ উদ্গত হইল । এই জ্যোতি কালমানে

যুক্ত রবিমণ্ডল ভ্রামিত করিতে লাগিল । এমন
সময় হর-ব্রহ্মার মধ্যে “অহং জ্যেষ্ঠ অহং জ্যেষ্ঠ”
বাদ উপস্থিত হয় । বিবদমান তাঁহাদের মুখ হইতে
আমি উৎপন্ন হই । কেন তুমি কি জানিতে পারি-
তেছ না ? পূর্বে ব্রহ্মা ক্রোড়া করিবার জন্ত
তোমাকে মৎস্ত-কুর্মাাদি অবতার হইতে বলিয়া-
ছিলেন । ক্রুদ্ধ গিয়া “আপনাদের কলহ শোভা
পায় না” বলিয়া কলহ নিবারণ করিয়া দিলেন । তুমি
দশাবতার হইলে । এইরূপে আমি কল্পাদিতে বন্ধ
বদন হইতে জন্মি । কলহ হইতে আমার জন্ম
বলিয়া তাহা আমার একান্ত প্রিয় । কল্পাদিতে সৃষ্টি
করিতে করিতে ব্রহ্মা চিন্তা করিয়া বলিলেন—হে
হরে ! আমি বেদ-সাধায্যে কিরূপে সৃষ্টি করিব ? বেদ
সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহারা কোথায় চলিয়া
গিয়াছে, কিছুই জানি না । পৃথ্বী স্বস্থানে আছে, কি
অধোগত হইয়াছে, বিদিত নহি; জলমধ্যে গমন
করিতেও আমার সামর্থ্য নাই; অতএব তুমিই
দশাবতার হইয়া সৃষ্টিরক্ষা কর । তুমি মহানদীতে
মৎস্ত হইয়া সবেগে বেদ গ্রহণপূর্বক আমাকে প্রদান
কর । (নারদ বলিলেন,—) তুমি ব্রহ্মার উক্ত বাক্যে
মৎস্তরূপ ধারণ করিয়া বেদ আনিয়নপূর্বক তাঁহাকে
প্রদান করিয়াছিলে । এইরূপে পুনরায় কুর্মরূপ পরি-

রসাতলঃ প্রাপ্তা পৃথিবী নৈব দৃশ্যতে । ব্রহ্মাণ্ডার্থে
স্থানকৃতে তত্র সা নৈব দৃশ্যতে ॥ ৫৭ ॥ বারাহঃ
ক্রিয়তাং রূপং ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ স্বয়ম্ । মহাবরাহরূপঃ
স কৃতা ভূমেরধো গতাঃ ॥ ৫৮ ॥ উদ্ধৃতা চ তদা বিষ্ণু-
দংষ্ট্রাগ্রাণ বসুন্ধরাম্ । স নিনায় যথাস্থানং মুক্তাং
ব ধরণীতলাং ॥ ৯১ ॥ অবতারং তৃতীয়ং বৈ হর-
গাপি মনোহরম্ । যেন সা পৃথিবী পৃথ্বী পঞ্চভৈঃ
সহিতা ধৃতা ॥ ৬০ ॥ চতুর্থং নরসিংহং বৈ কথ্যামি
সুদাক্ষণম্ । আদিত্যাদিতৈঃ পুত্রা দিতৈঃ পুত্রৌ
মগাবলৌ ॥ ৬১ ॥ হিরণ্যকশিপুদৈত্যৌ হিরণ্যাক্ষৌ
মহাবলঃ । স্বর্গে দেবাস্ হিহাঃ সর্ষে পাতালে দৈত্য-
দানবাস্ ॥ ৬২ ॥ হিরণ্যকশিপুশ্চক্রে দৈত্যৌ রাজ্য-
রসাতলে । মনুপুত্রা ধরাপৃষ্ঠে স্থাপিতা দেবদানবৈঃ ॥
৬২ ॥ ব্যবস্থাঃ তমাতক্রম্য হিরণ্যকশিপুদিজ ।
রাজ্যং চক্রে ধরাপৃষ্ঠে সুরেন্দ্রঃ স বিজিতা চ ॥ ৬৪ ॥
সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথ্বী গৃহীত্বা সামরাবতীম্ ॥ গ্রহীত্ব-
কামো বভূজে পুত্রপৌত্রৈঃ কৃতাধরঃ ॥ ৬৫ ॥ প্রহ্লাদ-
প্রমুখান পুত্রান স পৌত্রয়তি মন্দধীঃ । পুত্রৈব পাঠ্য-
মানৈব প্রহ্লাদোহপি পপাঠ তৎ ॥ ৬৬ ॥ যেন বৈ

গ্রহ করিয়া তুমি মন্দের ধারণ কর । এই সময় লক্ষ্মী
তোমাকে বরণ করেন । পূর্বে সাগরমগনাম্ময়ে
আমি তোমার এইরূপ চিত্র চরিত্র পতাক্ষ করিয়া
ছিলাম । যখন পৃথিবী রসাতল প্রাপ্ত হন,
তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না ; ব্রহ্মাণ্ডে স্থানাভাব
হয় ; তখন তুমি ব্রহ্মার আদেশে মহাবরাহরূপ ধারণ
করিয়া ভূমির অধোভাগে যাইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা তথা
হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার কর । এই সময় তুমি
মুখ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে । ইহা তোমার হর-
মনোহর তৃতীয় অবতার । এই অবতারেই তুমি
সশৈল পৃথিবী ধারণ কর । চতুর্থ নরসিংহ অব-
তার । ইহা অতি সুদাক্ষণ । দেখ, আদিত্যগণ
অদিতির পুত্র । দিতির পুত্র মগাবল হিরণ্যকশিপু
আর হিরণ্যাক্ষ । এই কালে স্বর্গে দেবতা ও
পাতালে দৈত্য দানবগণ বাস করিত । হিরণ্য-
কশিপু রসাতলে এই সময় রাজ্য করিত ; আর
মনুপুত্রগণ দেবদানব কর্তৃক স্থাপিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে
রাজ্য করিতেন । কিন্তু হিরণ্যকশিপু সুরেন্দ্রকে জয়
করিয়া উক্ত ব্যবস্থা উপেক্ষা করত ধরাপৃষ্ঠ অধিকার
করিয়া লয় । ক্রমে সে সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবীতে
আধিপত্য স্থাপনপূর্বক অমরাবতী গ্রহণ করিতে
প্রয়াসী হয় । এই মন্দধী প্রহ্লাদপ্রমুখ পুত্রগণকে

পাঠ্যমানেন জাযতে তত্ত্ব বেদনা । ভুবনদ্বয়রাজ্যেন
দৈত্যৌ দেবার মন্যতে ॥ ৬৭ ॥ তপসা ভোগিতৌ
ব্রহ্মা দদৌ তৈস্মৈ বরং প্রভুঃ । অমরং স দেবেভ্যো
মনুষ্যোভ্যঃ সুরোত্তম ॥ ৬৮ ॥ কথ্যাদপি ন মে ভূয়ান-
মরণং যদি চেত্তবেৎ । কিঞ্চিং সিংহো নরঃ কিঞ্চিদ্যো
তবেদ্রগণীবরঃ ॥ ৬৯ ॥ তস্মাৎ করকটকভিন্নৌ মরিস্যে
ন ধরাতলে । এবং ভবিষ্যতীতুঃ স্কা গতো ব্রহ্মা চ
বিস্ময়ম্ ॥ ৭০ ॥ কালেন গচ্ছতা তত্ত্ব সজাতৌ
বিগ্রহৌ মহান্ । দেবাস্ কিং মে করিষ্যন্তি বিষ্ণুনা
কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৭১ ॥ যষ্টবোহহং সদা যজ্ঞে
কৃদঃ কিং মে করিষ্যন্তি । এবং তি বন্তমানস্ত
প্রহ্লাদঃ স্তোতি তং হরিম্ ॥ ৭২ ॥ যেনাস্ত
জাযতে মৃত্যুস্তমেব স্মরতে হরিম্ । যদাসৌ বার্ষ্য-
মানোহপি বিযোতি চ হরিং হরিম্ ॥ ৭৩ ॥ চতু-
র্ভুজঃ শঙ্খগদাসিধারিণঃ পীতাদ্বরঃ কৌমুভলাঙ্কিতঃ
সদা । স্মরামি বিষ্ণুঃ কৃৎসদেকনাথকং দদাতি মুক্তিং
স্তুতমাত্র এব যঃ ॥ ৭৪ ॥ অনেন বচসা স্কন্ধো

পাঠিত করিয়াছিল । তাহার গাঠ্যমান পুত্রগণের
মধ্যে প্রহ্লাদ এইরূপ পড়া পড়িত—যাহাতে হিরণ্য-
কশিপু অস্তরে বেদনা হইত । ভুবনদ্বয় অধিকার
করিয়া ঐ চত্রে দৈত্য দেবগণকে মানিত না ॥ ৬৭ ॥
তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে
বর দিয়াছিলেন । সে এইরূপ বর লইবাছিল যে,
‘আমার যেন সুর বা নর হইতে মরণ না হয়, যদি
কোন রকমে মরণ হয়, তাহা হইলে আমাকে যে
মারিবে, সে যেন কিঞ্চিং সিংহ—কিঞ্চিং নর এবং
ধরণীবর হয় । একদা ব্যক্তি কর্তৃক করকট দ্বারা
ভিন্ন হইয়া যেন আমি মরি ; কিন্তু ধরাতলে মারিলে
হইবে না । দৈত্যের ইত্যাচার বরপ্রার্থনায় ব্রহ্মা
‘তস্মাৎ’ বাক্যে পরে বিস্মিত হইলেন (পস্তাইতে
লক্ষ্যগলেন) । অতঃপর কিয়ৎকাল অতিবাহিত
হইলে এক মহাসমর উপস্থিত হইল । তখন দৈত্য
বলিতে লাগিল,—দেবতারা আমায় কি করিবে ?
বিষ্ণুতে আমার প্রয়োজন কি ? আমি সর্বদাই যজ্ঞ
করিব, কৃদ আমায় কি করিবে ? হিরণ্যকশিপু যখন
এরূপ অবস্থায় উপনীত হইল, তখন প্রহ্লাদ হরির
স্তব করিতে লাগিলেন । যাহা দ্বারা এই চত্রে দৈত্যের
বধ হইবে, প্রহ্লাদ সেই হরিকে স্মরণ করিতে
লাগিলেন । প্রহ্লাদ—বারিত হইয়াও যখন হরি
হরি রব করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগি-
লেন,—যিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খগদাসিধারী, পীতাদ্বর,

দৈত্যো দৈত্যান দিদেশ হ । মায়মধ্বস্ত তং দৃষ্টং
গজসর্পজলায়িতঃ ॥ ৭৫ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । গজেহপি
বিষ্ণুর্ভুজগোহপি বিষ্ণুর্জলেহপি বিষ্ণুর্জলনেহপি
বিষ্ণুঃ । অগ্নি স্থিতো দৈত্য মগ্নি স্থিতশ্চ বিষ্ণুঃ বিনা
দৈত্যাগণোহপি নাস্তি ॥ ৭৬ ॥ যদা স মাধ্যমাণোহপি
মৃত্যুং প্রাপ্নোতি ন কচিৎ । হিরণ্যকশিপোর্বক্ষো
দহতে ক্রোধবাহিনা । তদা শিক্ষয়িতুং পুত্রং মুখাগ্রে
সন্নিবেশ্য চ ॥ ৭৭ ॥ বচোভিঃ কঠিনৈঃ পুত্রঃ স্বয়ং
হস্তঃ সমুদ্যতঃ । শিক্কাঃ নারায়ণঃ স্তৌষি মমারিঃ
স্তৌষি ১৫৭ পুনঃ ॥ ৭৮ ॥ পুষ্পলাবং লবিত্যমি
শিরশ্চেহং বরাসিনা । অহং বিষ্ণুরণং ব্রহ্মা রুদ্র
ইন্দ্রো বরং বদ ॥ ৭৯ ॥ আত্মায়া পিতরং মুক্কা
কমতং স্তৌষি বালক ॥ ৮০ ॥ যদা ন পঠতে বালঃ
স্তৌতি নো পিতরং স্বকম্ । দণ্ডেনাহত্যা গুরুণা
প্রহ্লাদঃ প্রেরিতঃ পুনঃ । বদৈকং বচনং শিষ্য দেহি
মে গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৮১ ॥ যথা মে ত্বন্যতে স্বামী

কৌশলভাষিত ও জগদেকনাথক এবং স্মৃতিমাত্র-
মুকিপ্রদ, আমি সেই ত্রীহরিকে সর্বদা স্মরণ
করিব । প্রহ্লাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্য-
হিরণ্যকশিপু যারপর নাটী ক্ষুব্ধ হইয়া ঘাতক দৈত্য-
গণকে আদেশ দিলেন যে, এই ভৃষ্টকে লইয়া গিয়া
গজ, সর্প, জল বা অগ্নি দ্বারা যে কোন উপায়ে বধ
কর । প্রহ্লাদ বলিলেন,—পিতঃ ! মাতঙ্গ,
ভৃজঙ্গ—জলে, অনলে—আপনাতে আমাতে
অধিক কি দৈত্যগণেও বিষ্ণু আছেন । প্রহ্লাদ
ক্রমশঃ প্রবৃত্ত হইয়াও যখন প্রাণত্যাগ করিল না,
তখন ক্রোধানলে হিরণ্যকশিপু হৃদয় দগ্ধ
হইতে লাগিল । এই সময় সে স্বয়ং শিক্ষা দিবার
জন্ত প্রহ্লাদকে সম্মুখে রাখিয়া কঠিন বাক্শল্য
দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল, বলিতে
লাগিল যে, রে ভৃষ্ট পুত্র ! দিক্‌ ভোকে, তুই নারা-
য়ণের স্তব করিতেছিস্, পুনরায় যদি তুই আমার
অগ্নি সেই নারায়ণের স্তব করিস্, তাহা হইলে এই
ভীক্ষু অসি দ্বারা পুষ্পচ্ছেদনের স্থায় তোর শিরশ্ছেদ
করিব । রে বালক ! আমিই বিষ্ণু—আমিই ব্রহ্মা
—এবং আমিই রুদ্রেন্দ্র, আমাকে—তোর পিতাকে
পরিত্যাগ করিয়া তুই অন্য কাহার স্তব করিতেছিস্ !
প্রহ্লাদ যখন কোন ক্রমেই পড়িল না ; পিতার স্তব
করিল না, তখন গুরুমহাশয় দণ্ড দ্বারা তাড়িত করিয়া
বলিলেন,—শিষ্য ! একটা (হরি ছাড়া কথা) বচন
বল ; আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও ; দেখ, তুমি হরি-

দদাতি বিপুলং ধনম্ ॥ ৮২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । প্রহরশ্চ
প্রথমং মাং করিষ্যে বচনং গুরো । স্তৌমি বিষ্ণুমহং
যেনুত্রেলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৮৩ ॥ কৃতং সম্বন্ধিতং
শাস্তং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু । ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরো
বিষ্ণুরিন্দ্রো বায়ুর্বমোহননঃ ॥ ৮৪ ॥ প্রকৃত্যাদোনি
তদ্বানি পুরুষং পঞ্চাবংশকম্ । পিতৃদেহে গুরোর্দেহে
মম দেহেহপি সংস্থিতঃ ॥ ৮৫ ॥ এবং জানন্ কথং
স্তৌমি ত্রিযমাণং নরাদমম্ ॥ ৮৬ ॥ গুরুকবাচ ।
নরেষু কোহধমঃ শিষ্য জন্মাদিমরণেধম । কথং
ন পিতরং স্তৌমি ত্রিযমাণো হরিঃ হরিম্ ॥ ৮৭ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ । ভোজনে শয়নে যানে জরে
নিদ্রাবনে রণে । হরিরিত্যক্ষরং নাস্তি মরণেহমো
নরাদমঃ ॥ ৮৮ ॥ ভয়ে রাজকূলে যুদ্ধে ব্যাধৌ
স্ত্রীসঙ্গমে বনে । অশক্তৌ বাধ সন্ন্যাসে মরণে
ভূমিসংস্থিতাঃ । অরস্তি মাতরং মূর্খাঃ পিতরং চ
নরাদমাঃ ॥ ৮৯ ॥ মাতা নাস্তি পিতা নাস্তি নাস্তি
মে স্বজনো জনঃ । হরিং বিনা ন কোহপাস্তি
যদ্যকং তদ্বীয়তাং ॥ ৯০ ॥ ইত্যাদিবচনৈঃ

কথা না বলিলে প্রভু তুষ্ট হইয়া আমায় বিপুল ধন
প্রদান করিবেন । প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে গুরো !
আপনি আমাকে প্রহার করুন ; আমি আপনাকে
বচন বলিব ; কিন্তু সে বচনে আমি বিষ্ণুরই
স্তব করিব । যিনি সচরাচর ত্রৈলোক্যকে বির-
চিত সম্বন্ধিত ও শাস্ত করেন, সেই বিষ্ণু আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন । ব্রহ্মা, হর, ইন্দ্র, বায়ু, যম,
অনল, প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, পঞ্চাবংশক পুরুষ
পিতৃ গুরু ও মদীয় দেহ, এ সমস্তই বিষ্ণু, এবং এ
সকলেই বিষ্ণু অবস্থিত । ইহা জানিয়া আমি কি
জন্ত ত্রিযমাণ নরাদমের স্তব করিব ? গুরুমহাশয়
বলিলেন,—হে জন্মাদিমরণেধম শিষ্য ! নর
সকলের মধ্যে অধম কে ? তুমি ‘হরি হরি’ বলিয়া
ত্রিযমাণ হইয়াও কেন পিতার স্তব করিতেছ না ।
৮৪—৮৭ । প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহার ভোজনে—
শ্রানে—যানে—জরে—নিদ্রাবনে—রণে—মরণে—
‘হরি’ এই শব্দ উচ্চারিত না হয়, সেই ব্যক্তিই
নরাদম । ভয়ে, রাজকূলে, যুদ্ধে, ব্যাধিতে,
স্ত্রীসঙ্গে, বনে, অশক্তিতে, সন্ন্যাসে, মরণে
এবং ভূমিসংস্থিতিতে যে জন মাতাকে স্মরণ
করে সে মূর্খ ; আর যে পিতাকে স্মরণ করে, সে
নরাদম । হরি ব্যতিরেকে আমার মাতা, পিতা,
স্বজন, জন, কেহই নাই । আপনার যাহা ইচ্ছা হয়,

জুদো হৃদৈতঃ সমুখিতঃ । তদা মাতা
সমাগতা পুত্রস্ত পুরতঃ স্থিতা ॥ ১১ ॥ ভ্রাতরঃ
স্বজনো ভগ্নী ভাষতে মা হরিং বদ । অহং
মাতা স্বসা চেয়ং ভ্রাতরঃ স্বজনো জনঃ । যথা
সম্মিলিতবৎস স্বীয়তে বহুবাসরম্ ॥ ১২ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । মাতা মে কা স্বসা মে কা ভ্রাতরঃ কে
পিতা চ কঃ । স্বজনং শূণ্ণ মে মাতঃ সহিতৈঃ
স্বীয়তে সদা ॥ ১৩ ॥ যন্তাঃ পৌতঃ ময়া মূত্রং
পুরীষমুদয়ে বহ । সা মাতা নরকোহস্মাকমগ্রে
বক্তুং ন শক্যতে ॥ ১৪ ॥ নিশ্চিন্তো ন দ্বিতীয়স্ত
নিশ্চিন্তো বিশ্বকর্ষণা । আদ্যন্ত পুমান্ কশ্চিদ-
যন্ত নো হৃদয়ে হরিঃ ॥ ১৫ ॥ দশমাসং ক্রব-
মন্তে মূত্রং পাস্ততি তর্পিতঃ । ভ্রাতরো ভ্রাতরঃ
সত্যং গর্ভেহপি পুত্রাঃ কথং যাদি ॥ ১৬ ॥ যুযুতস্তান
কথং মাতা বরাকী বারযিস্যতি । স্বজনো দৃশ্যতে
বৃদ্ধঃ পরেষু পণ্ডিতায়তে ॥ ১৭ ॥ কুটুম্বং ভগ্ন্যতে
কস্মাদযন্ত নায়াতি যাতি চ । বন্ধনং চ কুটুম্বস্তা

তাহাই বিধান করুন । প্রহ্লাদের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া দৈত্য জুদ হইয়া প্রহার করিতে
উপস্থিত হইল । এই সময় প্রহ্লাদের মাতা, ভ্রাতা,
স্বজন, ভগিনী, ইহারা সকলেই আসিয়া তাহার
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আর
'হরি' বলিও না । মাতা বলিলেন,—বৎস ! আমি
মাতা ; এই তোমার ভগিনী ; এই ভ্রাতা ও স্বজন-
গণ আমরা সকলে যাহাতে তোমাকে লইয়া বহু দিন
বাস করিতে পারি, তাহা কর, ('হরি' আর বলিও
না) । প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে মাতঃ ! যাহাদের সহিত
সকলদা বাস করা যায় ; সেই মাতাই বা কে—
পিতাই বা কে—আর স্বসা, ভ্রাতা, স্বজনগণই বা
কে ? যাহার উদরে মলমূত্র উদরসাৎ করিয়াছি, সেই
মাতাই আমাদের নরকের হেতু ; কিন্তু মা ! এ
কথা আপনার সম্মুখে বলিতে আমি সমর্থ নহি ।
আমার পিতা ব্যতীত এমন দ্বিতীয় পুরুষ বিশ্বকর্মা
(ব্রহ্মা) সৃষ্টি করেন নাই—যাহার হৃদয়ে হরি
বিরাজ করেন না । আমি মনে করি,—ভ্রাতা
ভ্রাতাই (অংশহারী) বটে ; তাহা না হইলে জননী-
জঠরে দশমাস কাল মল-মূত্রে তর্পিত হইবে কেন ?
মাতা কেন উক্ত বিবদমান ভ্রাতাদিগকে বারণ
করিয়া থাকেন । আর স্বজনগণকে প্রায়ই বৃদ্ধ
দেখা যায় ; পরের উপরই তাঁহারা পাণ্ডিত্য
দেখাইতে মজপুত । যাহারা সঙ্গে আসে না,

জাহতে নরকায়নঃ ॥ ১৮ ॥ মাতা মে বিদ্যাতে
চাত্তা পিতাত্তো ভ্রাতরশ্চ যে । স্বসা স্বজনসদৃশং
জাহা মুক্তিমবাগ্নুযাৎ ॥ ১৯ ॥ মাতা প্রকৃতিরস্মাকং
স্বসা বুদ্ধির্নিগদ্যতে । অহঙ্কারস্ততো জাতো যোহহ-
মিতানুমীয়তে ॥ ১০০ ॥ তন্মাতাঃ সোদরাঃ পঞ্চ
যে গচ্ছন্তি সঙ্গেব মে । এষা প্রকৃতিরস্মাকং বিকারঃ
স্বজনো মম ॥ ১০১ ॥ এতেষাং বাহকো যন্ত পুরুষঃ
পঞ্চাবংশকঃ । স মে পিতা শরীরেহস্মিন পরমাত্মা
হারিঃ স্থিতঃ ॥ ১০২ ॥ যদ্যসৌ চিস্ত্যতে চিত্তে
দৃশ্যতে হৃদয়ে হরিঃ । অগ্নিমাণ্ডল্যগ্নৈর্দগ্ধাং পদং
তদেব জাহতে ॥ ১০৩ ॥ ভবতা সম্মতং রাজ্যং
তন্মে নিত্যং তৃণৈঃ সমম্ । যত্র নো পূজ্যতে
বিষ্ণুং ব্রহ্মা কদোহনিলোহনলঃ ॥ ১০৪ ॥ প্রত্যক্ষো
দৃশ্যতে যন্ত নিরালস্য ভ্রমত্যসৌ । স এব ভগ-
বান্ বিষ্ণু এতে গগনে স্থিতঃ ॥ ১০৫ ॥ কবে
বকা গ্রন্থঃ সঙ্ঘে য এত্বেহপুংসবঃ স্থিতাঃ । তে সঙ্ঘে
বিষ্ণুবচসা ন পরীপ্ত ধরাতলে ॥ ১০৬ ॥ কালে
বিনাশঃ সঙ্ঘেষাং তেনৈব বাহকঃ স্বয়ম্ । ইতি
সঙ্কিস্তা মে নাস্তি ভবন্তো মরণান্তয়ম্ ॥ ১০৭ ॥ ইতি

তাহাদিগকে আর কুটুম্ব বলা যায় কিরূপে !
আপচ কুটুম্বের বন্ধনই আমাদের নরক-নিদান ।
আমার অন্ত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্বসা, স্বজন
আছে ; তাহাদিগকে জানিতে পারিলে মুক্ত
লাভ হয় । প্রকৃতি, আমার মাতা ; এবং বুদ্ধি
স্বসা । বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কার—যাহা 'অহং' বলিয়া
ব্যবহৃত হয়, তাহা জন্মিয়াছে । পঞ্চ তন্মাত্র
আমার পঞ্চ সোদর ভ্রাতা ; ইহারা আমার অনু-
গমন করিয়া থাকে । প্রকৃতি-বিকৃতিই আমার
স্বজন । আর এই সকলের যিনি নিরালস্য, তিনিই
পঞ্চাবংশক অর্থাৎ পুরুষ—আমার পিতা । তিনিই
শরীরে পরমাত্মা বা হরি । যে জন এই হরিকে
চিন্তে চিন্তা এবং হৃদয়ে ধ্যান করে, অগ্নিমাণ্ড-
ল্যগ্নেই তাহার আশ্রয় হয় । পিতা : ! যে রাজ্যকে
আপনি বহুসম্মত বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাহাতে
বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুদ্র, অনিল, অনল, পূজিত হন না,
সেই রাজ্যকে আমি 'তৃণ' বলিয়া মনে করি । যিনি
প্রত্যক্ষদৃশ্য, যিনি নিরালস্য অবস্থায় ভ্রমণ করেন,
সেই ভগবান্ বিষ্ণু আদেশেই গগনস্থিত কবেবন্ধ
গ্রহ-নকত্রগণ ধরাতলে পরিত্যক্ত হইয়া না । কালে
তিনিই সকলের বিনাশ বিধান করিয়াছেন ।
এজন্য আমি আপনাদের নিকট হইতে মরণ

তদ্বচনশ্রোত্রে পদা হৃদা পিতাশ্রবীৎ । কুত্রাসৌ
হয়ি তং পূৰ্ব্বং পশ্চাৎ হরিভাষিণম্ ॥ ১০৮ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ । পৃথিব্যাঙ্গীনি ভূতানি তান্তেব
ভগবান্ হরিঃ । স্থলে জলে কিং বহ্না সৰ্বং বিষ্ণু-
ময়ং জগৎ ॥ ১০৯ ॥ তুণে কাঠে গৃহে ক্ষেত্রে দ্রব্যে
দেহে স্থিতো হরিঃ । জায়তে জানযোগেন দৃশ্যতে
কিং হু চক্ষুষা ॥ ১১০ ॥ ব্রহ্মালয়ে যাতি রসাতলে
বা ধরাতলেহসৌ ভ্রমতি কণেন । আত্মাতি গন্ধং
বিদধাতি সৰ্বং শৃণোতি জানাতি স চাক্ষুঃ ॥
ইত্যুক্তাঃ সহজাঃ মায়াঃ তাক্ষা সিংহাসনোপিতাঃ ।
দৃঢ়ং পরিকরং বদ্ধা খড়াং চাক্ষুষ্য চোজ্জলম্ ॥ ১১২ ॥
হৃদা তং কলকাগ্রেণ বভাষে হুঃসহং বচঃ । ইদানীং
স্মর্য রে বিষ্ণুং নো চেজ্জলিতকুণ্ডলম্ । পতিষ্যতি
শিরো ভূমৌ কলং পকং যথা নগাৎ ॥ ১১৩ ॥ নো
চেন্দর্শয় তং বিষ্ণুমস্মাৎ স্তম্ভাধিনির্গতম্ । প্রহ্লাদস্ত
ভয়ং তাক্ষা চক্রে পদ্মাসমং ভূবি ॥ ১১৪ ॥ বিধায়
কঙ্করাং নেতুমুচ্চৈঃ শ্বাসং নিরুধ্য চ । হৃদি ধ্যাস্থা
হরিং দেবং মরণায়োন্মুখঃ স্থিতঃ ॥ ১১৫ ॥ প্রভো

ময়া তদা দৃষ্টমাস্তর্ধ্যং গগনানুবি । পুষ্পমালা স্থিতা
কণ্ঠে প্রহ্লাদস্ত স্বয়ং গত ॥ ১১৬ ॥ গগনং ব্যাপ্যমানং
চ কিঞ্চিমেবং কৃতং জনৈঃ । ঋটিতি ক্রটাতি
স্তম্ভাচ্ছদেন ক্ষুভিতো জনঃ ॥ ১১৭ ॥ ধরণীং যাতি
পাতালং দ্যৌর্ধ্বা ভূমিং সমেষ্যতি । পতিষ্যতি
শিরো ভূমৌ খড়াঘাতাহতং হু কিম্ ॥ ১১৮ ॥
তাবৎ স্তম্ভাধিনির্গতঃ সিংহনাদো ভয়ঙ্করঃ ।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সৰ্ব্বৈ দৈত্যৈঃ শব্দেন মুচ্ছিতাঃ ॥
১১৯ ॥ হিরণ্যকশিপোর্হস্তাৎ খড়াগচ্ছ্য পপাত চ ।
ন স জানাতি কিং কিং কিমেতদ্বিত্তিপুনঃপুনঃ ॥ ১২০ ॥
উখিতো বীকতে যাবতাবৎ পশ্চতি তং হরিম্ ।
অধো নরং স্থিতং সিংহমুপরিষ্টাষিভীষণম্ ॥ ১২১ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনং লেলিহানমিবাশ্রয়ম্ । জাজ্জল্যমান-
বপুষং পুচ্ছাচ্ছোটিতমস্তকম্ ॥ ১২২ ॥ মহাকণ্ঠ-
কৃতারাবং সশকমিব তোয়দম্ । সমুজ্জ্বলিতকেশান্তঃ
দুর্নিরীক্ষ্যঃ সুরাসুতৈঃ ॥ ১২৩ ॥ নরসিংহমথো
দৃষ্টো নিপপাত পুনঃ ক্ষিতৌ । বিগৃহ্য কেশপাশে
তং ভ্রাময়ামাস চাহরম্ ॥ ১২৪ ॥ ভ্রাময়িত্বা শতশৃণং

ভয় করি না। এই কথা শুনিয়া হিরণ্য-
কশিপু প্রহ্লাদকে পাদ দ্বারা প্রহার করিয়া
বলিলেন,—কোথায় তোর হাঁড় আছে বল; অগ্রে
তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ (হরিভাবী) তাকে
বধ করিব। প্রহ্লাদ বলিলেন,—পৃথিব্যাঙ্গী ভূত
সকল ভগবান্ হরি—জলে হরি—স্থলে হরি, অধিক
আর কি বলিব, “সৰ্ব্বং হরিময়ং জগৎ ।” তুণে—
কাঠে—গৃহে—ক্ষেত্রে—দ্রব্যে—দেহে সৰ্ব্বত্রই হরি
বিরাজিত। জানযোগে ইহা জানা যায়, চক্ষুচক্
দ্বারা দেখিবার নহে। কি ব্রহ্মালয়—কি রসাতল—
কি ধরাতল সৰ্ব্বত্র তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি
গন্ধ আত্মাণ করেন; এবং সমস্তই বিধান শ্রবণ ও
জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদ এই সকল কথা
বলিলে হিরণ্যকশিপু এইবার সহজ মায়া পরিত্যাগ
পূর্বক সিংহাসন হইতে উখিত ও বদ্ধপরিকর হইয়া
উজ্জল খড়া আকর্ষণ করিয়া তদ্বারা ভাঙিত করত
প্রহ্লাদকে এই নিদাক্ষণ বাক্য বলিল যে, “ইদানীং
স্মর্য রে বিষ্ণুং;” নচেৎ বৃক্ষ হইতে পক কল-
পতনের শ্রায় তোর জলিতকুণ্ডল শির এখন ভূতলে
পতিত হইবে; কৈ দেখা, এই স্তম্ভ হইতে তোর
বিষ্ণু নির্গত হউক। প্রহ্লাদ নিভীকচিত্তে ভূতলে
পদ্মসনাসীন হইয়া কুন্তক দ্বারা শ্বাস রোধ করত
হৃদয়ে হরিকে ধ্যান করিতে করিতে মরণোন্মুখ

হইলেন। (নারদ বলিলেন,) হে প্রভো! বামন!
এই সময় গগনে থাকিয়া এই আস্তর্ধ্য ব্যাপার
অবলোকন করিয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় এক পুষ্প-
মালা স্বয়ং প্রহ্লাদের কণ্ঠে অলঙ্কৃত করিল; জন-
গণের “কি হইল!—কি হইল!” রবে গগনতল
বাপ্ত হইল। এই সময় ঋটিতি স্তম্ভ ক্রটিত
হওয়ায় বিপুল শব্দে জনগণ ক্ষুভিত হইল। ধরণী
পাতালে গেলেন, না—স্বর্গ ধরাতলে আসিল! অথবা
খড়াঘাতাহত মস্তক ভূতলে পতিত হইল? কিছুই
জানা গেল না! স্তম্ভ হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ
উখিত হইল! দৈত্যগণ ভূতলে পড়িয়া মুচ্ছা গেল।
হিরণ্যকশিপু হস্ত হইতে খড়া-চক্ষু খসিয়া পড়িল।
কিন্তু হিরণ্যকশিপু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া
পুনঃপুনঃ কি—কি—এ, কি করিতে লাগিল। সে
যেমন দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিল, অমনি দেখিল—সম্মুখে
হরি। এ হরির অধোভাগ নর এবং উর্দ্ধভাগ
সিংহাকৃতি; করাল বদন; যেন অশ্রুপথ লেলিহাস্ত
জাজ্জল্যমানবপু, পুচ্ছাচ্ছোটিতমস্তক, মহাকণ্ঠকৃত-
ারাব, ঘনবৎ গর্জনকারী, সমুজ্জ্বলিতকেশান্ত ও সুরা-
সুরদুর্নিরীক্ষ্য। দৈত্য এতাদৃশ নরসিংহবিগ্রহ
দর্শন কারয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। এই সময় হরি
তাহার কেশপাশে ধারণ করিয়া অশ্রুতলে তাহাকে
ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। ৮৯—১২৪। এইরূপে

পৃথিব্যাং সমপোধয়ৎ । ন মমার স দৈত্যোল্লো
ব্রহ্মণো বরকারণাৎ ॥ ১২৫ ॥ গগনস্থৈস্তদা দেবৈ-
কটৈঃ স স্মারিতো হরিঃ । দৈত্যং জাহ্নুনি চানীয
বক্ষো হৃষ্টো নিরীক্ষ্য চ ॥ ১২৬ ॥ জয়জয়তি
যক্ষাণাং পুরাণাং সোহবধায়ৎ । শকং কণে
ভূজো সজ্জো কৃতা ভৌ পদ্মলঙ্ঘিতো ॥ ১২৭ ॥
বিভেদ বক্ষো দৈত্যাস্ত বজ্রঘাতকিণাক্তিতম্ ।
নৈঃ কুন্দসমপ্রথোরস্থিসজ্জাতকর্ষিতম্ ॥ ১২৮ ॥ ভিন্নে
বক্ষসি দৈত্যোল্লোমমার চ পপাত চ । তদা সর্ষ-
মভবল্লৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ১২৯ ॥ মমাপি তৃপ্তিঃ
সজ্জাতা প্রসাদান্তব কেশব । যদা পুরত্রয়ে দদ্যে
প্রসাদাচ্ছরাস্ত চ ॥ ১৩০ ॥ হিরণ্যাক্ষে পুনজ্জাতা
সা কালে বিনিপাতিতে । ইদানীং নাস্তি মে তৃপ্তিঃ
কুত্র যামি করোমি কিম্ ॥ ২৩১ ॥ পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াঃ
সন্তি ন যুধাংস্তে পরস্পরম্ । দেবানাং দানবৈঃ সর্গাঃ
নাস্তি যুদ্ধঃ কথং প্রভো ॥ ১৩২ ॥ ইদানীং বলিনা
বাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ । পঞ্চমো যোহব-
তারস্তে ন জানে কিং করিষ্যতি । বলিনিগ্রহকালো-

বহু শতবার ভ্রামিত করিয়া তিনি তাহাকে ভূতলে
পোখিত করিলেন । কিন্তু ব্রহ্মার বরে দৈত্য
মরিল না । ইহা দেখিয়া গগনস্থ দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে
হরিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন । অতঃপর হরি
হৃষ্ট হইয়া দৈত্যকে জাহ্নুর উপরিতাগে বক্ষ
করিয়া নিরীক্ষণ করত সুরযক্ষগণকৃত “জয় জয়”
শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে পদ্মলঙ্ঘিত কংধুগল
ব্যাপ্ত করিলেন । তিনি কুন্দসমপ্রথ
নধর দ্বারা অস্থিসজ্জাত কণক কারয়া
দৈত্যের হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন । দৈত্য বজ্রা-
ঘাতবৎ বেদনা অনুভব করিল । এইরূপে
দৈত্যের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইলে সে মরিল এবং
পড়িয়া গেল । ঐ সময় সচরাচর ত্রৈলোক্য হুট
হইয়াছিল । হে বামন ! আপনার প্রসাদে ঐ
সময় আমারও তৃপ্তি হইয়াছিল । যখন শকর-
প্রসাদে ত্রিপুর দগ্ন এবং হিরণ্যাক্ষ নিপাতিত হয়,
তখনও আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম । ইদানীং কেবল
আমার তৃপ্তি নাই, কোথায় বা ঘাই, কি বা করি ?
পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় আছে বটে, কিন্তু তাহারা পরস্পর
যুদ্ধ করে না ; দেবতাদিগেরও দানবাদিগের
সহিত যুদ্ধ নাই ; যুদ্ধ না হয়ই বা কেন ? ইদানীং
ত বলি সচরাচর ত্রৈলোক্যই শাসন করিতেছে ।
আপনিই ত সম্প্রতি পঞ্চম অবতার, জানি না

হয় তদর্শয় জনাৰ্দ্দন । ১৩৩ । সারস্বত উবাচ ।
তদেতৎ সকলং জ্ঞাত্বা বভাষে বামনো মুনিম্ ॥ ১৩৪ ॥
বামন উবাচ । শৃণু নারদ যদবৃত্তং হিরণ্যকশিপৌ
হতে । দৈত্যরাজঃ কৃতো রাজা প্রহ্লাদোহতীব
বৈষ্ণবঃ ॥ ১৩৫ ॥ তেন রাজ্যং ধরাপৃষ্ঠে কৃতং
সংবৎসরান্ বহুন্ । তস্মাপি কুব্ধতো রাজ্যং
বিগ্রহো হি শুরৈঃ সমম্ ॥ ১৩৬ ॥ নো পশ্চামাপি
দৈত্যানাং পুষ্কৈবৈরমমুস্মরন্ । উৎপাদ্য পুত্রান
স বহুন্ রাজ্যং চক্রে স পুঙ্কলম্ ॥ ১৩৭ ॥ বিরো-
চনাঙ্গলজ্জাতো বাল এব যদাভবৎ । একাণ্ডে স
হরিং জাহ্না তদা যেগেন কেনচিৎ ॥ ১৩৮ ॥
মুক্তা রাজ্যং প্রিয়ান পুত্রান গতৌহনৌ গিরিসানুযু ।
কল্লাস্তস্থায়িনং দেহং তস্মা চক্রে জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১৩৯ ॥
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ বহুনাং রাজ্যকারণে ।
বিবাদোহতীব সজ্জাতঃ কো নো রাজা ভবে-
দিত ॥ ১৪০ ॥ নারদ উবাচ । হিরণ্যাক্ষস্তা যে
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বলবত্তরাঃ । বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ
সান্ত যে বলবত্তরাঃ ॥ ১৪১ ॥ বৃষপক্ষাপি বলবান
রাজ্যার্থে সমুপাস্থিতাঃ । ইন্দ্রবিশ্বেশবরুণা বায়ুঃ
সূর্য্যোহনলো যমঃ ॥ ১৪২ ॥ দৈত্যেন সদৃশান

আপনি কি করিবেন ? এই ত বলিনিগ্রহের
সময়, দেখুন, যা করিতে হয় করুন । সারস্বত বলি
লেন, এই সকল কথা শুনিয়া বামন দেবর্ষি নারদকে
বলিলেন,—হে নারদ ! শ্রবণ কর,—হিরণ্যকশিপু
হত হইলে যাগ ঘটয়াছিল । বৈষ্ণবচূড়ামণি
প্রহ্লাদ ঐ সময় রাজা হন । তিনি বহু বৎসর
রাজ্য করেন । তাঁহার রাজ্যকালে পুষ্কৈবের
বশতঃ দৈত্যগণের দেবগণের সহিত কণক যুদ্ধ
সম্বটি হয় নাই । প্রহ্লাদ বহুপুত্র উৎপাদন
করিয়া সমগ্র রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । বিরো-
চন হইতে বাল জন্মে । সে বাল্যকালেই কোন
যোগ্যভাবে হরিকে জানিতে পারিয়া রাজ্য
প্রিয়পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গিরিসানুতে
গমন করে । জনাৰ্দ্দন (আমি) তাগকে কল্লাস্ত-
স্থায়ী করেন । এই সময় কে রাজা হইবে ?
এই লইয়া দৈত্য-দানবের বিবাদ উপস্থিত হয় ।
১২৭—১৪০ নারদ বলিলেন,—বিরোচন প্রভৃতি
হিরণ্যাক্ষের যে সকল বলবান পুত্র-পৌত্র
ছিল, তন্মধ্যে বৃষপক্ষাই রাজ্যার্থ সমুপস্থিত
হয় । ইন্দ্র, বিশ্বেশ, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, অনল,
অনল, যম, ইত্যাদি কেহই বল-রূপ-ক্ষমাদিতে

সু্যবলরূপক্ষমাতিভিঃ । ঔদার্যাদিগুণৈঃ কুহা
সমুত্যা চানুরাধিকঃ ॥ ১৩৩ ॥ শুক্রেণাচাধ্যমাণান্তে
যুধ্যন্তে চ পরস্পরম্ । অমৃতাহরণে দৌষ্ট্যাং যদা
দৈত্যাঃ স্মরন্তি তৎ ॥ ১৪৪ ॥ পীতাবশেষমমৃতং
কস্মাদঘচ্ছন্তি দেবতাঃ । নান্মাকমিত্তি সন্নহ যুধ্যন্তে
চ পরস্পরম্ ॥ ১৪৫ ॥ কদাচিদপি নো যুদ্ধং বিশ্রান্তি-
মুপগচ্ছতি । এককাধ্যোদ্যতা যস্মাদহবো দৈত্য-
দানবাঃ ॥ ১৪৬ ॥ পীতামৃতং সুরা জাতা অমরান্তে
জয়ন্তি চ । দেবদানবদৈত্যানাং গন্ধর্বোরগরক্ষ-
সাম্ । বিষ্ণুর্গাধিকো যুদ্ধে তদেতৎ কারণং বদ ॥
১৪৭ ॥ বামন উবাচ । অনাদিনিধনঃ কৰ্ত্তা পাতা
হৰ্ত্তা জনাৰ্দ্দনঃ । একোহয়ং স শিবো দেবঃ স
চাযং ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ । একস্ত তু যদা কার্য্যং জায়তে
ভুবনে নৃপ ॥ ১৪৮ ॥ তস্ত দেহং সমাশ্রিত্য মৃত্যু-
কার্য্যং কুৰ্ব্বন্তি তে । ব্রহ্মাণ্ডং সকলং বিকোঃ করদং
বরদো যতঃ । তস্মাদ্ভগাধিকো বিষ্ণুর্ন তথাত্মোহন্তি
কশ্চন ॥ ১৪৯ ॥ পালনাদ্যোদ্যতো বিষ্ণুঃ কিমন্তেচক্ষু-
চক্ষুভিঃ । ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাঃ সর্গে বিকোৰ্য্যাপার-
কারিণঃ ॥ ১৫০ ॥ সৃষ্টিং কুহা ততো ব্রহ্ম কৈলাসে

সংস্থিতো হরঃ । ন শক্যতে সুরৈর্বিষ্ণুর্ভ্রাম্যন্তে
ভুবনত্রয়ে ॥ ১৫১ ॥ জগত্যশ্বিন্ যদা কশ্চিৎপে-
রীত্যোন বর্ত্ততে । তন্তোচ্ছেদং সমাগত্য করো-
ত্যেব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১৫২ ॥ অমেজয় মহাবাহো ন
মনো নারদাদয়ম্ । সৰ্ব্বপাপহরাং দিব্যাঃ তাং
কথাং কথয়াম্যহম্ ॥ ১৫৩ ॥ পুরা বিবদতাং তেষাং
দৈত্যানাং রাজ্যহেতবে । প্রহ্লাদেন সমাগত্য
ব্যবস্থা বিচিত্তা স্বয়ম্ ॥ ১৫৪ ॥ সৰ্ব্বলক্ষণসম্পন্নো
দীর্ঘায়ুর্বলবন্তরঃ । যজ্ঞশীলঃ সদানন্দো বহুপুত্রোহতি-
দুৰ্জয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥ ন যুধ্যতে সুরৈঃ সাকং বিষ্ণুঃ
যো বেত্তি দুৰ্জয়ম্ । সংগ্রামে মরণং নাস্তি যন্ত যঃ
সৰ্বদক্ষিণঃ ॥ ১৫৬ ॥ আত্মনো বচনং ব্যর্থং ন
করোতি কথঞ্চন । সর্গেষাং পুত্রপৌত্রাণাং মধ্যে
যো রাজতে ত্রিযা ॥ ১৫৭ ॥ অতিবিক্রমশ্চ শুক্রেণ স
বো রাজা ভবেদতি । গুরুপ্রমাণমিত্যুকা যথো
যত্রাগতঃ পুনঃ ॥ ১৫৮ ॥ তথা চ কৃতবন্তস্তে সহিতা
দৈত্যদানবাঃ । বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রাঃ পৌত্রাঃ
স্বয়ং গতাঃ ॥ ১৫৯ ॥ প্রত্যেকং বৌদ্ধিতাঃ সর্গে
গুরুণা জ্ঞানপূরকম্ । প্রহ্লাদেন গুণাঃ প্রোক্তা ন

ঔদার্যাদিগুণে, ধৃতি ও সমুচিত্তে ঐ অমুরাধিপের
সমকক্ষ ছিলেন না । অমুরগণ শুক্রাচার্য্যকে
আগার্য্য পাইয়া যুদ্ধ করিত । যখন তাহারা অমৃত-
হরণে দেবগণের ধুইতা স্মরণ করিত; যখন
তাহাদের মনে হইত, কিজন্ত দেবগণ আমা-
দিগকে পীতাবশেষ অমৃত প্রদান করে না; তখ-
নই তাহারা দেবগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিত;
যুদ্ধের বিরাম থাকিত না; কারণ—বহু দৈত্য
দানব যোদ্ধা ছিল । সুরগণ অমৃত পান করিয়া
অমর ও জয়শীল হইয়াছেন । দেব, দানব, দৈত্য,
গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস ইহাদের অপেক্ষা বিষ্ণু যুদ্ধে
বলাধিক ছিলেন, ইহার কারণ কি বলুন । বামন
বলিলেন,—একমাত্র অনাদিনিধন কৰ্ত্তা পাতা
হৰ্ত্তা, জনাৰ্দ্দনই শিব ও ব্রহ্মসংজ্ঞিত । এই ভুবনে
যখন সেই বিষ্ণুর কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন
তাঁহার দেহ আশ্রয়ে তাঁহাদের মৃত্যুকার্য্য সাধিত
হইয়া থাকে । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিষ্ণুর করদ;
যে হেতু তিনি সকলেরই বরদ । এই হেতু তিনি
বলাধিক; তাঁহা অপেক্ষা বলাধিক অস্ত্র আর
কেহ নাই । বিষ্ণু পালনে উদ্যত আছেন;
অস্ত্র আর চক্ষুচক্ষুদিগের প্রয়োজন কি ! ইন্দ্রাদি
দেবগণও বিষ্ণুর কৰ্ম্মকারী । সৃষ্টি সম্পাদন

করিয়া ব্রহ্মা ও হুয় কৈলাসে অবস্থিত । সুরগণ
বিষ্ণুকে ভ্রমিত করিতে পারেন না । তাঁহারাই
ত্রিভুবনে ভ্রমিত হইয়া থাকেন, জগতে যখন
কেহ বৈপরীত্য প্রাপ্ত হয়, তখন বিষ্ণু তথায়
উপস্থিত হইয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন করেন ।
হে দেবধি নারদ ! আপনি নিদ্রা মন স্থির করুন ।
আমি সৰ্ব পাপহারিণী দিব্য কথা আপনায় নিকট
কীৰ্ত্তন করিতেছি । রাজ্য লইয়া দৈত্যগণ বিবাদ
করিতে থাকিলে প্রহ্লাদ তাহার মীমাংসা করিয়া
দেন । প্রহ্লাদ বলেন যিনি সৰ্বলক্ষণসম্পন্ন, দীর্ঘায়ু,
বলবান, যজ্ঞশীল, সদানন্দ, বহুপুত্র, ও অতিদুৰ্জয় যিনি
সুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন না, বিষ্ণু তাহার অবি-
দিত নহেন; সমরে তাহার পরাজয় দেখা যায় না;
যিনি সৰ্বদক্ষিণ; কখন তিনি স্বীয় বাক্য ব্যর্থ করেন
না । যিনি ত্রীসম্ভবত হইয়া পুত্র পৌত্রগণের মধ্যে
বিরাজ করেন । শুক্রাচার্য্য কর্তৃক অতিবিক্রম হইয়া
তিনিই হোমাদের মধ্যে রাজা হইবেন । রাজনিরোচন
সময়ে দৈত্যগণ সকলেই ‘গুরুদেবই আমাদের
মধ্যস্থ ।’ এই বলিয়া বিরোচন প্রতি পুত্র-পৌত্র
সমভিব্যাহারে শুক্রাচার্য্যসমীপে গমন করে ।
১৪১—১৫২ । শুক্রাচার্য্য তাহাদের সকলকেই প্রণি-
ধানপূর্বক দেখিয়া বলিলেন,—প্রহ্লাদবর্ণিত লক্ষণ

তে সন্তি বিরোচনে ॥ ১৬০ ॥ অন্তেষামপি
দৈত্যানাং বৃষপক্ষাপি নৈদৃশঃ । যথা নিরীক্ষিতাঃ
পুত্রা বলিপ্রভৃত্যে মূনে । সর্গান সংবীক্ষ্য শুক্রেণ
বলৌ দৃষ্টা গুণাস্তথা ॥ ১৬১ ॥ বলিদেহেহধিকান
দৃষ্টা দৈত্যোভ্যাং বিনিবেদিতাঃ । বলির্জ্ঞানধিকো
দৈত্যাঃ কথং কার্য্যং ভবেয়ম্ ॥ ১৬২ ॥ কেনাপি
দৈবযোগেন বলিরিস্তো ভবিষ্যতি । যাদৃশস্ত
পিতা লোকে তাদৃশস্ত সূতো ভবেৎ ॥ ১৬৩ ॥
পৌত্রস্ত নিশ্চিতং তাদৃগ্ ভবতীতি ন চেৎ সূতঃ ।
প্রহ্লাদস্ত মহাযোগী বৈষ্ণবো বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ১৬৪ ॥
তস্মাদ্বিরোচনে কেচিদ্ধিরণ্যকশিপোর্জ্ঞাঃ । জ্যেষ্ঠো
বিরোচনো রাজ্যো যদি চেৎ ক্রিয়তেহসুরাঃ । নর-
সিংহঃ সমাগত্য নিশ্চিতং মারয়িষ্যতি ॥ ১৬৫ ॥
যুজং বিরোচনেনাপি রাজ্যং মরণভীরুণা । প্রহ্লা-
দস্ত গুণাঃ সর্গে বলিদেহে বাবুজিতাঃ ॥ ১৬৬ ॥
এবং তে সময়ং কুহা বলিং রাজ্যোহভ্যবিকল্পন । যঃ
প্রহ্লাদঃ স বৈ বিষ্ণুর্ধো বিষ্ণুঃ স বলিঃ স্বম্ ॥
১৬৭ ॥ অতো মিত্রীকতো দেবৈর্বিগ্রহৈশ্চ বিব-
জ্জিতঃ । একীভবং কৃতং সর্গং বলিরাজ্যো সুরা-

সুরৈঃ ॥ ১৬৮ ॥ তস্তাপি ভাবিতঃ শ্রদ্ধা দেবেন্দ্রো
মম মন্দিরে । সমাগতো বালখিলৈঃ শশ্তোহয়ং
বামনঃ কৃতঃ ॥ ১৬৯ ॥ প্রসাদ্য তে ময়া প্রোক্তাঃ
শাপমুক্তিপ্রদা মম । ভবিষ্যন্তীতি তৈরুক্তং বলি-
নিগ্রহণাদহং ॥ ১৭০ ॥ তবাপি কোতুকং যুদ্ধে
বলির্ধজং করোতি চ । দেবানাং নিগ্রহো নাস্তি
সর্গে যজ্ঞে সমাগতাঃ ॥ ১৭১ ॥ স মাং যজতি যজ্ঞেন
বধং তস্ত করোতু কঃ । অহং বামনো জাতো
নারদঃ কোতুকাঙ্কিতঃ ॥ ১৭২ ॥ বিপরীতমিদং
সর্গং বর্ততে মম চেতসি । তথাপি ক্রমযোগেন
সমং ভবাং করোমাহম্ ॥ ১৭৩ ॥ নারদ উবাচ ।
প্রসাদং কুরু দেবেশ যুদ্ধার্থং কোতুকং মম । একেন
ব্রাহ্মণেনাজৌ হস্তস্তে ক্ষত্রিয়া যদা । পিত্রা প্রোক্তঞ্চ
মে পুৰ্ণং তদা যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১৭৪ ॥ ব্রাহ্মণোহসি
ভবান জাতঃ কদা যুদ্ধং করিস্যসি । বিহস্ত বামনো
কতে সত্যং তব ভবিষ্যতি ॥ ১৭৫ ॥ জমদগ্নিসুতো
ভূহা গুরুঃ কুহা মহেশ্বরম্ । কার্তবীৰ্য্যং বধিষ্যামি
বহুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ ॥ ১৭৬ ॥ সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ

সকল বিরোচনে নাই অস্তান্ত দৈত্যগণের নাই,
বৃষপক্ষা ও ঈদৃশ গুণসম্পন্ন নহে । তিনি দৈত্য-
গণের সকলকেই বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া
বলিদেহে অধিক গুণ অবলোকন করত দৈত্যগণকে
বলিলেন,—হে দৈত্যগণ! বলিকেই আমি গুণচা-
দেখিতেছি, তা কি করিব বল! দৈবযোগে বলি
ইন্দ্র হইবে । হইবেই না বা কেন? পিতা যেমন
পুত্রও সেইরূপই হইয়া থাকে । আর যদি কোন
গাতিকে পুত্র সেরূপ না হয়, তাহা হইলে পৌত্র
নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে । প্রহ্লাদ, মহাযোগী
বৈষ্ণব ও বিষ্ণুবল্লভ ছিলেন । বিরোচনে হিরণ্য
কশিপুয় গুণ কিছু কিছু আছে । অতএব চে
দৈত্যগণ! জ্যেষ্ঠ বিরোচনকে যদি রাজা কর;
যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই নরসিংহ আসিয়া উহাকে
মারিবে । মরণভীরু বিরোচন গুরুবাক্য শ্রবণ
করিয়া রাজা হওয়ার আশা পরিত্যাগ করিল ।
তখন দৈত্যগণ প্রহ্লাদের গুণ বলিতে দেখিয়া
প্রতিজ্ঞাপূৰ্ণক তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ।
যে প্রহ্লাদ সেই বিষ্ণু; আর যে বিষ্ণু, সেই
বলি । বলির সহিত দেবগণের মিত্রতা আছে,
বিগ্রহ নাই । বলিরাজ্যে সুরাশুর একীভাব

প্রাপ্ত । তাহার বাক্যে দেবেন্দ্র বালখিল্যগণের
সহিত আমার গৃহে গিয়াছিলেন । ঐ সময়ই
বালখিল্যেরা আমাকে শাপ দিয়া বামন করেন ।
আমি প্রসাদিত করিয়া তাহাদিগকে বলি,—আমার
শাপ মোচন করুন । তাহার বালেন,—বালিনিগ্রহের
পশ্চাৎ শাপমোচন হইবে । দেবর্ষে! আপনাই ত
যুদ্ধে কোতুক; বলি যজ্ঞ করিতেছে কিন্তু এযজ্ঞেও
দেবতাদের বিগ্রহ নাই, তাহার সকলেই এ যজ্ঞে
সমাগত হইয়াছেন । বলি আমাকে যজ্ঞে যজ্ঞন
করিবে, তাহাকে বধ করে কে? তবে আমি বামন
হইয়াছি; আর তাহাতে আপনি কোতুকাধত
হইয়াছেন । ইহাতেই আমার চিন্তে বিপরীত ভাব
আনন্দন করিতেছে । তথাপি আমি ক্রমশঃ সমস্তই
মঙ্গলময় করিব । নারদ বলিলেন,—হে দেবেশ!
প্রসন্ন হও, দেখ, যুদ্ধার্থ আমার মহৎ কোতুহল জন্মি-
য়াছে । পুৰ্ণে পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে,
যখন এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিয়া সময়ে বহু ক্ষত্রিয়
নিহত করিবে, তখন খুব যুদ্ধ হইবে; তা আপ-
নিই ত ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছেন,—যুদ্ধ করিবেন কবে?
নারদের এই কথা শুনিয়া বামন হাসিয়া বলিলেন,
—কথা আপনার সত্যই হইবে । আমি জমদগ্নিসুত
হইয়া মহেশ্বরকে গুরু করিয়া বহু ক্ষত্রিয়ের সহিত
কার্তবীৰ্য্যকে বধ করিব ॥ ১৬০—১৭৬ ॥ সমস্তপঞ্চকে

করিস্যে কধিরব্রহ্মদান । তজ্জাহং তপস্বিণ্যামি পিতৃনথ
পিতামহান ॥ ১৭৭ ॥ পুণ্যক্ষেত্রং করিষ্যামি
ভবাংস্তজাগমিষ্যতি । পরঞ্চ কোতুকাং যুদ্ধে
ভবিষ্যতি তব প্রিয়ম্ ॥ ১৭৮ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যো
গ্রহীষ্যন্তি যদা কুং ক্ষত্রিয়াঃ পুনঃ । তদৈব
তান্ হনিষ্যামি পুনর্দাস্তামি মেদিনীম্ ॥ ১৮১ ॥
ত্রিঃসপ্তবারং দাস্তামি জিহ্বাজিতা বসুন্ধরাম্ । শত-
স্তাসং করিষ্যামি নির্বিঘ্নো যুদ্ধকর্মণি । বিহরিষ্যামি
রম্যেযু বনেষু গিরিসান্নেষু ॥ ১৮০ ॥ লঙ্কায়াং রাবণো
রাজ্যং করিষ্যতি মহাবলঃ । ত্রৈলোক্যকণ্টকং
নাম যদাসৌ ধারয়িষ্যতি ॥ ১৮১ ॥ তদা দাশরথী
রামঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ । ভবিষ্যে ভ্রাতৃভিঃ সার্কং
গমিস্যে যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ১৮২ ॥ তাড়কাং তাড়য়িত্বাহং
সুবাহুঃ যজ্ঞমন্দিরে । নীত্বা যজ্ঞাগমিষ্যামি সীতা-
য়াক্ষ স্বয়ংবরে ॥ ১৮৩ ॥ পরিণেয্যামি তাং সীতাং
ভট্টকো মাহেশ্বরং ধনুঃ । ত্যক্ত্বা রাজ্যং গমিষ্যামি
বনে বর্ষাংচতুর্দশ ॥ ১৮৪ ॥ সীতাহরণজং দ্বংখং
প্রথমং মে ভবিষ্যতি । নাসাকর্ণবিহীনং তাং
করিস্যে রাক্ষসীঃ বনে ॥ ১৮৫ ॥ চতুর্দশসহ

শাণি ত্রিংশিরঃখরদূষণান্ । হস্তা হনিষ্যে মারীচং
রাক্ষসং যুগরূপিণম্ ॥ ১৮৬ ॥ কৃতদারো গমিষ্যামি
দক্ষা গৃধ্রং জটায়ুসম । সুগ্রীবেন সমং মৈত্রীঃ কৃষ্ণা
হস্তাধ বালিনম্ ॥ ১৮৭ ॥ সমুদ্রং বন্ধয়িষ্যামি নল-
প্রমুখবানরৈঃ । লঙ্কাং সংবেষ্টয়িষ্যামি মারয়িষ্যামি
রাক্ষসান ॥ ১৮৮ ॥ কুস্তকর্ণং নিহত্যাঙ্গৌ মেঘনাদং
ততো রণে । নিহত্যা রাবণং রক্ষঃ পশ্চাত্তাং সর্ব-
রক্ষসাম্ ॥ ১৮৯ ॥ বিভীষণায় দাস্তামি লঙ্কাং
দেবনির্মিতাম্ । অযোধ্যাং পুনরাগত্য কৃষ্ণা
রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ১৯০ ॥ কালদূরীসসোচিত্র-
চরিত্রেণামরাবতীম্ । যাম্বেহং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং
রাজ্যং পুত্রে নিবেদ্য চ ॥ ১৯১ ॥ দ্বাপরে সমুদ্র-
প্রাপ্তে ক্ষয়ৈর্দীর্ঘভির্নৃনাম্ । ভারাক্রান্তা ন শক্নোতি
পাতালং গন্তুমুদাতা ॥ ১৯২ ॥ মথুরায়াং তদা কর্তা
কংসো রাজ্যং মহাসুরঃ । শিশুপালজরাসন্ধৌ
কালনেমির্মহাসুরঃ । পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বাণো
রাজা মহাসুরঃ । গজবাজিতুরগাঢ্যা বধ্যস্তে মে
তদা মুনে ॥ ১৯৪ ॥ কলৌ স্বল্লোদকো মেঘা অল্প-
দৃশ্যশ্চ ধেনবঃ । দৃষ্টে ব্রতং ন চৈবাস্তি নাস্তি সত্যং
জনেষু চ ॥ ১৯৫ ॥ চৌরৈরুপহতা লোকা ব্যাধিভিঃ

পঞ্চ কধিরব্রহ্ম হইবে ঐ ব্রহ্মে আমি পিতৃপিতামহ-
গণের তপস্বি করিব । এই সকল কর্ম করিয়া
আমি ঐ স্থান পবিত্র করিব । তখন ঐ স্থানে
আপনার আগমন হইবে এবং যুদ্ধ দর্শনে আপ-
নার পরম কোতুক জন্মিবে । ক্ষত্রিয়গণ ঐ সময়
ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিবে,
আমিও তাহাদিগকে নিহত করিয়া পুনরায় তাহা-
দিগকে প্রদান করিব । এই ভাবে আমি ত্রিঃসপ্ত-
বার জয় করিয়া করিয়া মহী ব্রাহ্মণসং করিব । অতঃ
পর আমি যুদ্ধে নির্বিঘ্ন হইয়া অন্তত্যাগ করিয়া রম্য-
বন ও গিরিসান্নেতে বিচরণ করিব । মহাবল রাবণ
এই সময় লঙ্কায় রাজ্য করিতে করিতে যখন
ত্রৈলোক্যকণ্টক নাম ধারণ করিবে, তখন আমি
কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন দাশরথি হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত
বিশ্বমিত্রযজ্ঞে গমন করিয়া তাড়কাকে তাড়িত করত
যজ্ঞাগার হইতে সুবাহুকে শমনসদনে পৌছাইয়া
দিয়া তথা হইতে সীতাস্বয়ংবরে গমন করিব । স্বয়ংবর-
সভায় উপস্থিত হইয়া আমি হরধনু ভঙ্গ করত
সীতার পাণগ্রহণ করিব । অতঃপর রাজ্য পরি-
ত্যাগ করিয়া চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনবাসী
হইব । এই সময় সীতাহরণজন্ত আমার প্রথম-
দ্বংখ সজ্জাটিত হইবে । আমি রাক্ষসী শূর্ণপথার

নাসাকচ্ছদন করিয়া ত্রিংশিরা, খরদূষণ প্রভৃতি
চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে নিহত করিয়া পরে যুগ-
রূপী মারীচকে নিহত করিব । অনন্তর জটায়ুর
অগ্নিসংকার সম্পন্ন করিয়া আমি সুগ্রীবের
সহিত মৈত্রী, বালিবধ, নলপ্রমুখ বানরগণ দ্বারা
সমুদ্র বন্ধন, ও পরে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা
বেষ্টন করত রাক্ষসগণের নিধন সাধন করিব ।
প্রথমত যুদ্ধে কুস্তকর্ণকে নিহত করিয়া মেঘনাদবধ
ও পরে রাবণের বধসাধনপূর্বক সর্বরাক্ষসসমক্ষে
বিভীষণকে দেবনির্মিতা লঙ্কা প্রদান করত অযো-
ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইব এবং নিকটকে রাজ্য পালন
করিয়া পুত্রে রাজ্য ত্যক্ত করত অবশেষে কাল-দূরী-
সার চিত্র-চরিত্রে ভ্রাতৃগণের সহিত অমরাবতীতে
উপনীত হইব ॥ ১৭৭—১৯১ ॥ দ্বাপরে বহু ক্ষত্রিয়গণ
দ্বারা মহী ভারাক্রান্তা ও ভারবহনে অসমর্থ হইয়া
পাতালে গমন করিতে উদ্যত হইবে । এই সময়
কংস মথুরায় রাজ্য করিবে । আমি শিশুপাল,
জরাসন্ধ, কালনেমি, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব ও বাণ,
এই সকল গজবাজিতুরগাঢ্য রাজাদিগকে
বধ করিব । কলিতে মেঘ স্বল্লোদক, ধেনু
অল্পদৃশ্য, দৃষ্ট স্বতহীন, লোক সত্যবর্জিত,

পরিপীড়িতাঃ । তাতারং নাভিগচ্ছন্তি ব্রুকাবস্থাং ।
গতা অপি ॥ ১৯৬ ॥ ক্ষুদ্রাঃ পশ্চিমবাহিন্যো নদ্যাঃ
শ্রুতান্তি কার্ত্তিকে । একাদশীরতং নাস্তি কৃষ্ণা যা চ
চতুর্দশী ॥ ১৯৭ ॥ ন জানাতি জনঃ কশ্চিদ্ধিক্রান্তমপি
স্বৈগৃহে । দরিদ্রোপহতং সর্ষং সঙ্ক্যাপ্তানবিব-
র্জিতম্ । ভবিষ্যতি কনৌ সর্ষং ন তৎপূরুষগুণত্রেয় ॥
১৯৮ ॥ পিতরং মাতরং পুত্রস্তাক্রা ভাৰ্য্যাং নিবে-
বতে । ন গুরুঃ স্বজনঃ কশ্চিৎ কোহপি কং নানু-
সেবতে ॥ ১৯৯ ॥ যথাযথা কলির্স্রাশ্চিৎ কয়োতি
ধরণীতলে । তথা তথা জনঃ সম একাকারো ভবি-
ষ্যতি ॥ ২০০ ॥ স্নেচ্ছরূপহতং সর্ষং সঙ্ক্যাপ্তান-
বিবর্জিতম্ । কচ্ছিরিত্যভিবিখ্যাতো ভবিষ্যে
ব্রাহ্মণো হৃদম্ ॥ ২০১ ॥ স্নেচ্ছানাং ছেদনং কৃদ্বা
যাজ্ঞবল্ক্যপুরোহিতঃ । বহুধর্মে যজ্ঞেন যক্ষ্যে
নিষ্কৃতিকারণাৎ ॥ ২০২ ॥ ভবিষ্যন্তাবতারা মে
যুদ্ধং তেষু ভবিষ্যতি । ইদানীং বলিনা যুদ্ধং
করিষ্যন্তি ন দেবতাঃ ॥ ২০৩ ॥ স মাং যজতি
দৈত্যৈস্তানান মে বধ্যো বলিভবেৎ । সর্ষসদান-
নিয়মং কয়োতি স মহাশ্ববে ॥ ২০৪ ॥ সারস্বত

উবাচ । ইত্যুত্কা নারদং দেবো বিশ্বজ্ঞা তম-
ধাত্যগাৎ । দ্রষ্টুং বলিকৃতং যজ্ঞং দেবকাধ্যপ্রাসি-
দ্ধয়ে ॥ ২০৫ ॥ বামনো নগরং গহ্বা বীক্ষমাণো
গৃহাদৃগৃহম্ । ব্রাহ্মণানাং গৃহং গহ্বা ভোজনং স তু
যাচতে ॥ ২০৬ ॥ নিত্যং স্নানপরো বিপ্রো বেদা-
ধ্যয়নতৎপরঃ । বামনো লভতে ভিক্ষাং ভোজনং
দ্বিজমন্দিরে ॥ ২০৭ ॥ চতুষ্পথেষু রম্যেষু দেবতায়-
তনেষু চ । আস্তে পরিব্রজে লৌকৈশ্চাগয়ন্ বিপুলাং
কটিম্ ॥ ২০৮ ॥ শিরো বিধনতে স্কুলং স্কুলস্কন্ধো মহা-
হুঃ । নৃত্যতে তালমানেন গায়ত্ৰ্যতিমনোহরম্ ॥
২০৯ ॥ বেদানধীতে চতুরো বামনো দ্বিজসংসদি ।
দৈত্যানাং তনয়াঃ সর্ষে ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥ ২১০ ॥
বামনং পূর্য্যাপাসন্তে দিব্যরাত্রং মনোরম্ । অথ তৈঃ
সকলৈনীতো বামনো যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ২১১ ॥ নিশ্চিতং
মণ্ডিলাস্থানং যাচিতব্যো বলিনা । তদস্মাকং মহ-
চ্ছ্রয়ো দেশস্ত নগরস্ত চ ॥ ২১২ ॥ বিজ্ঞপ্তো বামনঃ
সৌম্যৈকভাজিজকুমারকৈঃ । হৃদ্বা বামন বস্তব্যং
দৈত্যৈশ্চানগরে সদা ॥ ২১৩ ॥ সারস্বত উবাচ ।

জগৎ চৌরোপহত ও ব্যাধিত, যোকা সগদ-
বিহীন, এবং নদীসমূহ ক্ষুদ্রা পশ্চিমবাহিনী ও
কার্ত্তিক মাসে শুষ্কা হইবে । একাদশীরত ও কৃষ্ণ-
চতুর্দশী থাকিবে না । জনগণ স্বীয় গৃহে কাঠকে ও
বিক্রান্ত দেখিতে পাইবে না । সকলেই দারিদ্র্য-
পহত ও সঙ্ক্যাপ্তান-বিবর্জিত হইবে । এই সকল
ঘটনা কলিযুগেই ঘটিবে ; অপর যুগেই ঘটিবে
না । পিতামাতাকে পরিহৃত্যগ করিয়া জনগণ
একমাত্র ভাৰ্য্যাসেবী হইবে । গুরু, স্বজন-ভেদ
থাকিবে না । কেহ কাঠারও প্রতি সহ্যস্তম্ভিত
প্রদর্শন করিবে না । কলি যেমন যেমন ধরাতলে
প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তেমনি তেমনি একাগর
হইবে । সমস্ত স্নেচ্ছোপহত হইবে । দ্বিজাতি স্নান-
সঙ্ক্যা করিবে না । এই সময় আমি 'কলি'
নামক ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হইব । যাজ্ঞবল্ক্য
আমার পুরোহিত হইবেন । আমি স্নেচ্ছগণকে
ছেদন করিব । অবশেষে আমি স্নায় নিকৃতির
জন্ত বহুধর্মদক্ষিণ যজ্ঞ করিব । এইরূপ আমার
বহু অবতারণা হইবে । এই সময় যুদ্ধ ও সঙ্কট
হইবে । ইদানীং বলির সহিত দেবগণ যুদ্ধ করি-
বেন না । বলি আমায় যজ্ঞ করিবে ; স্মৃত্যং
সে আমার বধ্য হইবে না । সে মহাশ্বরে সর্ষস্ব

দান করিবে ॥ ১৯২-২০৪ ॥ সারস্বত বলিলেন,—বামন
দেব উক্ত বাক্য সকল বলিয়া নারদকে বিদায় দিয়া
দেবকাধ্যসিদ্ধার্থ বলযজ্ঞ দর্শনমানসে তথায়
গমন করিলেন । তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া
গৃহ হইতে গৃহস্থর দর্শন করিতে লাগিলেন ;
স্নান ও বেদাধ্যয়নপারগ হইয়া ভোজনার্থ ব্রাহ্মণ-
গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিতে লাগি-
লেন । জনগণ চতুষ্পথে ও দেবায়তনে তাঁহাকে
পরিব্রজ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, তিনি স্বীয় বিপুল
কটিদেশ দোলাইতে লাগিলেন । কখন বা স্কুল
মস্তক কাঁপাইতে লাগিলেন । তাঁহার স্কন্ধ ও হনু ও
অস্তিমহৎ ছিল । কখন কখন তিনি তাল-মানযুক্ত
করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন । কখন বা সূক্ষ্ম
মনোহর গান গাহিতে লাগিলেন । কখন কখন
তিনি ব্রাহ্মণদিগের সভায় বেদপাঠ করিতে থাকি-
লেন । দৈত্যবালক ও ব্রাহ্মণগণ দিব্যরাত্র
তাহাকে গভীরা ক্রোড়া করিতে লাগিল । ক্রমশঃ
তাঁহার বামন দেবকে যজ্ঞমণ্ডপে উপনীত করিল ।
তাঁহার বলি দিল, তুমি বাসের জন্ত বলির নিকট
একটা মণ্ডিকা প্রার্থনা কর তাহাতে আমাদের দেশ
ও নগরের মঙ্গল হইবে । দৈত্য-দ্বিজ-কুমারগণ
অনুরোধ করিল—বামন । তুমি এই দৈত্যৈশ্চানগরে

প্রবিবেশ তথেষ্টাক্ষা বামনো যজ্ঞমণ্ডপে । ততঃ
কোলাহলো জাতো দ্বাঃশৈর্দ্বারি ক্রতো মহান ॥ ২১৪ ॥
ব্রাহ্মণৈর্দ্বারিভিঃ সার্কঃ বেদোচ্চারণন স্থিতঃ । ততো
বেদধ্বনির্জাতো মহান বৈ যজ্ঞমণ্ডপে ॥ ২১৫ ॥
প্রবিষ্টৌ প্রথমঃ দৈত্যো দৈত্যায বিনিবেদিতঃ ।
জষ্টং সমাগতো দেব ব্রাহ্মণো বামনোহধ্বরে ॥ ২১৬ ॥
ভবন্তঃ কৌতূহলবদ্বারদেশে সমাবিশৎ । এক
এব যথায়ান্তি বামনস্তব সন্নিধৌ ॥ ২১৭ ॥ নিরীহো
বামনো দেব যাবত্তত্রৈব কিঞ্চন । বেদানাং তু
ধ্বনিং কৃত্বা চতুর্ণামেকবক্রতঃ ॥ ২১৮ ॥ বলিহস্তৌ
হব্রবীদ্বাক্যং দ্বাঃস্থমেনং প্রবেশয় । পূজয়িষ্যামি
বিপ্রেস্তং দাশ্তে চাস্ত যদোপিতম্ ॥ ২১৯ ॥ অয়ামি
স্মৃতিবাক্যানি যানি প্রাহ গুরুশ্রম । কিঞ্চিদেদময়ঃ
পাত্রং কিঞ্চিৎ পাত্রং তপোময়ম্ ॥ ২২০ ॥ আগমি-
ষ্যতি যৎপাশ্বঃ তৎপাশ্বঃ তারিষ্যতি । যজ্ঞে প্রবর্ত-
মানে তু দাতব্যঃ দক্ষিণা ময়া ॥ ২২১ ॥ বামনো
ন বিচার্ষ্যন্ত সত্যমন্ত বচো মম । ইতি ব্রহ্মা গুরুঃ
শুকো বারয়ামাস তং বলিম্ ॥ ২২২ ॥ শুক উবাচ ।

দ্বারি পূজ্যা দ্বিজাঃ সর্বে দীনাঙ্করূপাদয়ঃ ।
বধিরা বামনাঃ কুস্তা রোগিণো যে তু নিহীরাঃ ॥
২২৩ ॥ সুবর্ণরজতৈর্বাস্ত্রবামনো দ্বারি পূজ্যতাম্ ।
চতুর্ণাস্ত রুখা জন্ম রুখা দানানি যোড়শ ॥ ২২৪ ॥
অপুত্রাণাং রুখা জন্ম যে চ ধর্মবহিক্রতাঃ । পরপাকঞ্চ
যেহস্তস্তি পরদাররতাশ্চ যে ॥ ২২৫ ॥ অন্ত্যায়োপার্জিতং
বিস্তং ন দেয়ং শ্রেয় ইচ্ছতা । ব্যংমব্রাহ্মণে দান-
মারুঢপতিতে তথা ॥ ২২৬ ॥ সক্ষ্যাহীনে দ্বিজে নষ্টে
পতিতে তস্করে তথা । গুরোশ্চাত্ত্রীতিজনকে পিতৃ-
মাতৃপরায়ণে ॥ ২২৭ ॥ ব্রহ্মবন্ধো চ যদন্তঃ যদন্তঃ
বৃষলীপতো । বেদবিক্রয়কে চৈব কৃতম্ গ্রামযাজকে ॥
২২৮ ॥ স্ত্রীনির্জিতে চ যদন্তঃ ব্যালগ্রাহে তথৈব চ ।
পরিবারেব যদন্তঃ রুখা দানানি যোড়শ ॥ ২২৯ ॥
সারস্বত উবাচ । অত্রাস্তুরে বলিক্রতে নৈব বাচ্যঃ
দ্বয়া গুরো । বেদানবীতে যঃ বশিৎ স মে বিষ্ণুঃ
সমাগতঃ ॥ ২৩০ ॥ ন বলিহস্ত কন্ডব্যঃ শ্রোত্রিয়ে গৃহ-
মাগতে । অভ্যুত্থানেন বচসা পাদপ্রক্ষালনে চ ॥
২৩১ ॥ যথাক্রিয়া প্রদাতব্যং ভোজনং গৃহমেধিনা ।
অপুজিতো যদা যাতি বামনো মণ্ডপাদহিঃ ॥ ২৩২ ॥

বাস কর, সারস্বত বলিলেন, অনন্তর বামন
যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । দ্বারে দ্বারপালগণ
কোলাহল করিতে লাগিল । বামন দেব
ব্রাহ্মণগণের সহিত বেদোচ্চারণ করিতে
লাগিলেন । ঐ সময় যজ্ঞমণ্ডপে মহান বেদধ্বনি
শ্রুত হইতে লাগিল । প্রথমে তুই দৈত্য গিয়া
দৈত্যোক্তসমীপে বলিল,—হে দেব ! এক
বামন ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছেন । তিনি দ্বার-
দেশে দণ্ডায়মান আছেন । ঐ নিরীহ বামন
যাহাতে একাকী এখানে আসিতে পারেন, আপনি
তথ্যবিধ অদেশ প্রদান করুন । তিনি এক
মুখে চতুর্দেধ্বনি করিতেছেন । দৈত্যোক্ত বলি
ঐহাকে প্রবেশ করাইতে আদেশ দিলেন ।
তিনি বলিলেন,—অনি এই বিপ্রেয় পূজা করিয়া
অভিলষিত প্রদান করিব । আমার গুরুবাক্য
স্মরণ হইতেছে । তিনি বলিয়াছিলেন,—কিঞ্চিৎ
বেদময়, কিঞ্চিৎ তপোময় যে পাত্র যজ্ঞে
আগমন করিবে, সেই পাত্রই তোমাকে উদ্ধার
করিবে । যজ্ঞ আরম্ভ হইলেও আমি 'বামন'
বলিয়া বিচার না করিয়াই ইহাকে দক্ষিণা প্রদান
করিব, আমার বাক্য সত্য হউক । দৈত্যো-
ক্তেয় এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরু শুক্রাচার্য্য

ঐহাকে নিষেধ করিলেন ; বলিলেন,—দ্বারদেশে
দীনাঙ্ক, রূপণ, বধির, বামন, কুস্ত, রোগী ও আতুয়
ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন ; তুমি, সুবর্ণ, রজত,
বস্ত্রাদি দ্বারা ঐহাদের পূজা কর । চারি প্রকার
জন্ম ও যোড়শ প্রকার দান রুখা, তন্মধ্যে রুখাজন্ম
যথা—অপুত্রের জন্ম রুখা—ধর্মবহিক্রতের জন্ম রুখা—
পরপাক যে ভোজন করে, তাহার জন্ম রুখা—আর
পরদাররত ব্যক্তির জন্ম রুখা । রুখা দান যথা—
(শ্রেয় অভিলাষী ব্যক্তি অন্ত্যায়োপার্জিত অর্থ দান
করিবে না । অত্রাহ্মণে দান রুখা—আকঢ-পতিতে
দান রুখা—সক্ষ্যাহীনে দান রুখা—এইরূপ পতিতে—
তস্করে—গুরুর অতীতিজনকে—পিতৃ-মাতৃ-পরায়-
ণে—ব্রহ্মবন্ধুতে—বৃষলীপতিতে—বেদবিক্রয়ীতে
—কৃতম্—গ্রামযাজকে—স্ত্রীনির্জিতে—ব্যালগ্রাহে—
ও পরিবারে দান রুখা হয় । ২০৫—২২৯ ।
সারস্বত বলিলেন,—অতঃপর বলি বলিলেন,—
গুরো ! এমন কথা বলিবেন না ; যে কেহ
বেদ অধ্যয়ন করে, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু ;
সেই বিষ্ণুই সমাগত হইয়াছেন । শ্রোত্রিয়
গৃহাগত হইলে, অভ্যুত্থান, স্বাগতপ্রশ্ন, ও পাদ-
প্রক্ষালনজন্য দ্বিবার বিলম্ব করিতে নাই । গৃহ-
মেধী ব্যক্তি যথাক্রিয়া ঐহাদিগকে ভোজন দান

ভদ্রাং ব্যর্থতাং যাতি যজ্ঞঃ সর্বস্বদক্ষিণঃ । অত্রা-
স্তরে সমানীভো বামনো বলিসন্নিধৌ ॥ ২৩৩ ॥
আয়ান্তঃ দদৃশে দৈত্যো বামনঃ বিষ্ণুরূপিনম্ ।
জাজ্ঞামানঃ বপুর্বা পিঙ্গলং সূর্যাসন্নিভম্ ॥ ২৩৪ ॥
উখার্য্যভিষুখঃ প্রায়স্মকুত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ । ধন্তোহহং
যন্ত মে যজ্ঞে প্রাপ্তো বিষ্ণুসমো দ্বিজঃ ॥ ২৩৫ ॥
বেদিমধ্যে সমানীভো দদৌ তস্মাসং বলিঃ ।
পাদমাচমনীয়ং চ দদ্বার্য্যং বিষ্টয়ং বলিঃ । ত্রীপণ্ড-
গন্ধপুষ্পাদিভ্যঃ পূজয়িত্বাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ২৩৬ ॥ মধুপর্ক-
চ গাং তস্মৈ সত্বয়ং স নিবেদ্য চ । আত্মাতে মধু-
পর্কে চ বামনেন ততঃ পরম্ ॥ ২৩৭ ॥ স্বাগতং বলিনা
প্রোক্তং স্বতীতুক্তং দ্বিজম্ভবা । অশ্মখী সমাগতো
দীয়তাং বল কিং বিভো ॥ ২৩৮ ॥ মেদিনীং দেহি মে
দৈত্য কিয়মাত্রাং দ্বিজোত্তম । বাসার্য্যং মম দৈত্যোত্তম
দীয়তাং মে ক্রমতঃ ॥ ২৩৯ ॥ বিধায় মটিকং
দিব্যং শিষ্যানধ্যাপয়ামাহম্ । দত্তং ক্রমতঃ তুভ্যং
গৃহীতং বামনোহববীং ॥ ২৪০ ॥ মাং দেহোত্যবদজ্ঞুক্রো-

বিষ্ণুরেন সনাতনঃ । হৃষ্টো ভ্রাত্রে বলিঃ শুক্রং পাত্নং
স্বাং কিমতঃ পরম্ ॥ ২৪১ ॥ সবাং কুত্বা বলির্দর্ভান
সাক্তান দক্ষিণে করে । প্রয়োগং ন শুক্রশক্রে ন
মুক্তি জনং করে ॥ ২৪২ ॥ বিস্মিতা ঋষয়ঃ সর্বৈ
হোতারো যে সভাসদঃ । ব্রাহ্মণো বটবো দৈত্যো
ভার্য্যাপ্ত্রাশ্চ বান্ধবাঃ ॥ ২৪৩ ॥ দৈত্যং গৃহীতমিত্যুক্তে
কস্মাত্তোষঃ ন মুক্তি । বামনায় করে তোযং বিবে-
কায় প্রদীয়তে ॥ ২৪৪ ॥ যদানং বচনা দত্তং কৰ্ম্মণা
নোপপাদাতে । বিধায় নরকে পুয়ে যজমানং ন
নিকৃতিঃ ॥ ২৪৫ ॥ উশনা প্রাহ দৈত্যোত্তম বামনো
হরিরিত্যব । কেনাপি দৈবযোগেন স্বাং ভ্রষ্টুং
সমপাগং ॥ ২৪৬ ॥ অপ্রিয়ং বা প্রিয়ং বাপি ন জানে
কিং করিস্বাতি । বভাষে ভার্য্যং যদা ক্ষয়তাং বচনং
শুয়ো ॥ ২৪৭ ॥ প্রোচাতে দানকালেষু যজ্ঞাটন-
দ্বিজৈরপি । অহমাত্মা দ্বিজো বিষ্ণুর্জ্যামাদিত্য-
দেবতা । তৎকথং ন ময়া দেয়ং বিকবে প্রীয়তা-
মিতি ॥ ২৪৮ ॥ ইতুক্রা স দদৌ তোযং বামনায়

করিবেন । বামন যদি অপূজিত হইয়া আমার
যজ্ঞমণ্ডপ হইতে নিক্ষেপ হন, তাহা হইলে আমার
এই সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ ব্যর্থ হইবে । অনন্তর বামন
বলি সন্নিধানে আনীত হইলেন । বলি তাঁহাকে
বিষ্ণুরূপী, জাজ্ঞামানবপু, পিঙ্গলবর্ণ ও সূর্যাসন্নিভ
দর্শন করিলেন । এইরূপ দর্শন করিয়া বলি গাত্ৰো-
ত্থান করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং
মনে করিলেন,—আমার যজ্ঞে যখন এই বিষ্ণুসম
দ্বিজ আগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্ত ।
এইরূপ মনে করিয়া দৈত্যরাজ তাঁহাকে বেদিমধ্যে
আনয়ন করিয়া আসন, পাদ্য, মাচমনীয়, অর্ঘ্য,
বিষ্টয়, ত্রীপণ্ড, গন্ধপুষ্পাদি, মধুপর্ক ও গাং প্রদান-
পূর্বক পূজা করিলেন । বামন কর্তৃক মধুপর্ক
অত্ৰাত হইল । বলি 'স্বাগত' প্রণয় করিলেন । দ্বিজ
'স্বস্তি' বলিলেন । তিনি আরও বলিলেন,—
আমি প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি; আমায় কি দান
করিবে বল ? আমাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভূমি
দান কর; বাসের নিমিত্ত আমার পাদক্রমতঃ-
পরিমিত ভূমি হইলেই হইবে । আমি ক্ষুদ্র মট
প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শিষ্যগণকে অধ্যাপন করিব ।
বামনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি বলিলেন,—
আমি আপনাকে পদক্রমতঃপরিমিত ভূমি দান করি-
লাম । এই কথা বলিবামাত্র বামন অমানি বলিয়া
উঠিলেন,—আমি গ্রহণ করিলাম । এই সময় শুক্রা-

চার্য্য বলিবাছিলেন,—বলি, দান করিও না; ইনি
সনাতন বিষ্ণু । শুক্রাচার্য্যের কথায় বলি হৃষ্ট হইয়া
বলিলেন,—তাহা হইলে ইহা হইতে দানের উৎকৃষ্ট
পাত্র কে আছে ? এই বলিয়া বলি সবাধিধানে
দক্ষিণহস্তে সাক্ত দর্ভ ধারণ করিলেন । কিন্তু
শুক্র শুক্রাচার্য্য মন্ত্রপ্রয়োগ না করায় উৎসর্গজল
মোচন করিতে পারিল না । এই সময় ঋষি,
হোতা, সভাসদ ব্রাহ্মণ, বটু, দৈত্য, ইহারা সকলেই
সদারপুত্র-বান্ধব বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—
'দত্তং' 'গৃহীতং' এ সকল যখন বলা হইয়া গিয়াছে,
তখন বলি উৎসর্গজল মোচন করিতেছেন না
কেন ? জ্ঞানপূর্বক বামনের হস্তে জল প্রদত্ত
হইয়াছে । বাক্যে দান করিয়া তাহা যদি কার্য্যে
পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে যজমান পুণ্যময়
নরকে গমন করে, কদাচ নিকৃতি লাভ করিতে পারে
না ॥ ২৩০-২৪৫ ॥ শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—হে দৈত্যোত্তম !
এই বামন—হরি; ইমি দৈবযোগে তোমার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইনি তোমার প্রিয়
করিবেন, কি অপ্রিয় করিবেন, তাহা জানিতে
পারিতেছি না । বলি বলিলেন,—হে শুয়ো ! আমার
বাক্য শ্রবণ করুন । কথিত আছে যে, দানকালে
যজমান,—ইন্দ্র, এবং দ্বিজ—বিষ্ণু এবং ভ্রব্য
আদিত্যতুল্য হয় । অতএব আমি কি জন্ত এই
দ্বিজরূপী বিষ্ণুকে দান করিব না ? এই বলিয়া

করে বলিঃ। ততঃ কিমিদমিত্যুক্তা সস্থিতো মণ্ড-
পাধিঃ ॥ ২৪৯ ॥ মধ্যেহপি বামনো বিপ্রো বলি-
মাত্রো বভূব সং । দত্তহস্তোহম্মুরেন্দ্রো গ্ৰহীতুং তু
পদত্ৰয়ম্ ॥ ২৫০ ॥ যজমানদ্বিজৌ হৃষ্টৌ দৃষ্টৌ যজ্ঞে
সুখাদিভিঃ । বরুধে বামনোহতীব কুদ্বা রূপং চতু-
ৰ্ভুজম্ ॥ ২৫১ ॥ নারদোহপি সমাগাতো বভাসে কিং
কৃতং বলে । শিষ্যাভ্যাং সহিতো হৃষ্টো নরৌনর্তি
পুরঃ স্থিতঃ ॥ ২৫২ ॥ গৃহাণ দক্ষিণাং দেব সভার্যো
ভাষতে বলিঃ । অদ্য কিং ন ময়া প্রাপ্তং যদ-
গৃহ্নাতি জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ২৫৩ ॥ সার্কক্রমক্ষয়ং কুদ্বা
ধরণীং যাচতে ত্রয়ম্ । যদস্তি তেন কর্তব্যঃ সন্তোষো
মধুহৃদন ॥ ২৫৪ ॥ বর্দ্ধমানঃ হরিং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণা শযয়ঃ
সুখাঃ । তুষ্টৈর্বুৰ্গগনে যাস্তং ভগবন্তং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ২৫৫ ॥
দেবর্ষি উচুঃ । জয় দেব জয়ানন্ত জয় বিষ্ণো জয়া-
চ্যুত । জয় মৎস্ত নমস্তভ্যাং জয় কুর্শ্ব ধরাধর ॥ ২৫৬ ॥
বরাহায় নমস্তভ্যাং নরসিংহ নমো নমঃ । জামদগ্ন্যা
নমস্তভ্যাং জয় রাম সলক্ষণ ॥ ২৫৭ ॥ জয় কৃষ্ণ

জগন্নাথ জয় দেবকিনন্দন । নমামি বৃদ্ধং কৃষ্ণং
কক্কিনং প্রণমামাহম্ ॥ ২৫৮ ॥ সারস্বত উবাচ ।
নরৌনর্তি তথা স্তৌতি নারদো গগনং গতঃ ।
যোগিনঃ সনকাদ্যা যো স্ববস্তি চ জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ২৫৯ ॥
অস্তরিক্ষে গতে কৃষ্ণে বর্দ্ধमानে বলেঃ পুরঃ । উৰ্দ্ধ-
বজ্রাঃ স্থিতাঃ সর্পে নিরীক্ষন্তে দিবাকরম্ ॥ ২৬০ ॥
দৃষ্টচ্ছত্রাকৃতিস্তাবৎ পশ্চাদুৰ্দ্ধা গতো হরিঃ । চূড়া-
মণিরিবাভাতি ভাস্করো হরিমস্তকে ॥ ২৬১ ॥ দৈত্যৈ-
নিরীক্ষিতঃ স্যাপুলনাটে তিলকায়তে । হরিঃ
সংবর্দ্ধিতে যাবৎ কর্ণেহসৌ কুণ্ডলায়তে ॥ ২৬২ ॥
বর্দ্ধমানস্ত চ হরেহৃদয়ে কোম্ভভাষতে । ইন্দ্রাদ্যা
দেবতা কুদ্বা বসবো গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৬৩ ॥ উৰ্দ্ধ-
পুনর্ভব হর্ষিণ তত্র গগনং মতম্ । বনমালা তদা
কণ্ঠে বাসবেন নিবেশিতা ॥ ২৬৪ ॥ পৃথিবী কম্পতে
সমা দিবিস্থং সূর্য্যমণ্ডলম্ । কিং ভবিষ্যতি দৈত্যাস্তে
ভীতাঃ পশ্যন্তি ভাস্করম্ ॥ ২৬৫ ॥ নাভৌ পদ্মায়তে
সূর্য্যঃ কটৌ চ রশনায়তে । এবং সংবর্দ্ধিতো বিষ্ণু-
র্জগৃহে চ পদদ্বয়ম্ ॥ ২৬৬ ॥ স্থানং নাস্তি তৃতীয়স্ত

বামনের করে জল প্রদান করিলেন । অনন্তর
'এ—কি' বলিয়া বলি মণ্ডপবাহিরে অবস্থিত হই-
লেন । মধ্যে কেবল বামনদেব থাকিলেন । এই
সময় অমুরেন্দ্র পদত্ৰয় ভূমি দান জন্ত হস্ত প্রসারিত
করিলেন । সুরগণ তখন যজমান ও দ্বিজকে
হৃষ্ট দেখিলেন । বামন চতুর্ভুজ মূর্তি ধরিয়া যার-
পর নাই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন । এমন সময়
দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে আগমন করিয়া বলি-
লেন,—বলে ! করিলে কি ? এই বলিয়া তিনি
বলির সম্মুখে শিষ্যাগণের সহিত নৃত্য আরম্ভ
করিয়া দিলেন এবং বামনকে বলিলেন,—হে দেব !
সভার্য্য বলি বলিতেছে—দক্ষিণা গ্রহণ করুন ;
অদ্য আমি কিনা প্রাপ্ত হইলাম ; যে হেতু জনা-
ৰ্দ্দন প্রতিগ্রহ করিলেন । নারদ বলিলেন,—হে
বলে ! বামনদেব সার্ক ত্রিপাদক্রম করিয়া ত্রিভুবন
প্রার্থনা করিতেছেন, যদি তোমার থাকে, তাহা
হইলে প্রদান করিয়া হরিকে তোমার সন্তুষ্ট করা
কর্তব্য । অতঃপর দেব, দ্বিজ, ঋষিগণ হরিকে
বর্দ্ধিত হইয়া গগনে যাইতে দেখিয়া স্তব করিতে
লাগিলেন । দেবর্ষিগণ বলিলেন,—জয় দেব !
জয় অনন্ত ! জয় বিষ্ণো ! জয়াচ্যুত ! জয় মৎস্ত !
নমস্তভ্যাং ; ধরাধর ! নমোহস্ত তে । হে বরাহ !
ভূমি নরসিংহ, জামদগ্ন্যা, সলক্ষণ রাম, কৃষ্ণ, জগ-

ন্নাথ, দেবকীনন্দন, বৃক, কৃষ্ণ, ও কক্কি, তোমাকে
আমরা প্রণাম করি । সারস্বত বলিলেন,—নারদ
গগনগত হইয়া নৃত্য ও বিষ্ণুর স্তব কারিতে লাগি-
লেন । সনকাদি যোগীগণও জনাৰ্দ্দনের স্তব
কারিতে থাকিলেন । হরি, বলিসন্নিধানে বর্দ্ধিত
হইয়া ক্রমশঃ অস্তরিক্ষের দিকে উঠিত হইতে
থাকিলে জনগণ উৰ্দ্ধবজ্র হইয়া দিবাকর দর্শন
করিতে লাগিল । প্রথমতঃ হরি ছত্রাকৃতি দৃষ্ট
হইলেন । পরে তিনি যেমন যেমন অধিকতর
উৰ্দ্ধে উঠিত হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি
ভাস্করকে কখন তাঁহার চূড়ামণি, কখন ললাট-তিলক,
কখন কর্ণকুণ্ডল, এবং কখন বা কোম্ভভমণির স্তায়
বোধ হইতে লাগিল । ইন্দ্রাদি দেবতা—কুদ্ব, বসু
প্রভৃতি গগনাক্ষেপে অবস্থিত হইলেন । হরি এত উৰ্দ্ধে
উঠিত হইলেন যে, সেখানে গগনেরও গতি নাই ।
বাসব এই সময় তাঁহার গলে বনমালা পরাইয়া
দিলেন । পৃথিবী ও গগনস্থ সূর্য্যমণ্ডল কম্পিত
হইতে লাগিল । কি হইবে ! বলিয়া দৈত্যগণ
দিবাকরদর্শন করিতে লাগিল । এবার তাহার
দিবাকরকে হরির নাভিপদ্ম ও রশনামণির স্তায়
দর্শন করিল । হরি একরূপ বর্দ্ধিত হইলেন যে,
তাঁহার পদযুগল তিনিই ধারণ করিলেন (ব্রহ্মাণ্ড
ধারণে অক্ষম হইল) । তাঁহার বিরাটু কলেবরে

ব্রহ্মাণ্ডং সকলং কৃতম্। অহর্দণ্ডো জগৎশ্রষ্টা ব্রহ্ম-
দণ্ডায়তে তদা ॥ ২৬৭ ॥ দেবদানবগন্ধর্ব-মনুষ্যো-
রগণপন্নগৈঃ। পূজাতে চরণো বিষ্ণোঃ সূর্যতে
চানুমীষতে ॥ ২৬৮ ॥ ধর্ম্মায়া যতদণ্ডো হি
গন্ধর্বৈগীযতে মুহঃ। জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ডঃ কিং
হরিণা নিষ্মিতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬৯ ॥ জিহ্বেদং ভুবনঃ
গঙ্গা ধ্বজদণ্ডোহমরৈঃ কৃতঃ। ত্র্যাবক্রমাঙ্ঘ্রি-
দণ্ডোহয়ং কীর্ত্তিদণ্ডায়তে ঋষম্ ॥ ২৭০ ॥ বেগে-
নাঙ্ক্ষপ্য হরিণা নীতো ব্রহ্মাণ্ডমস্তকে। পাদ-
স্তম্ভস্তকং ভিত্তা বহির্দ্বাশ্রীতং বেগতঃ ॥ ২৭১ ॥
তাবদব্রহ্মাণ্ডবেগোহয়ং বিরাজিতি হি সংজ্ঞিতঃ।
স সর্ববীজরূপো হি পরমাত্মোত গদ্যতে ॥ ২৭২ ॥
তেনেদং সকলং জাতং পাদস্তাশ্রে বাবস্থিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডভেদনং কুদ্রা ন গন্তব্যং বহিস্থদ্বা ॥ ২৭৩ ॥
তেনৈব সহ ব্রহ্মাণ্ডে সফল চরণো হরৈঃ। ব্রহ্মাণ্ডং
জর্জরং জাতং পাদসংকোচনাদাপ ॥ ২৭৪ ॥ ভিন্নে
ভস্মিন সমায়াতং ব্রহ্মাণ্ডং ভোয়ং জগদ্রয়ে। বিদু-
পাদোন্মত্তা গঙ্গা মস্তকান্নিকটো তদা ॥ ২৭৫ ॥
ত্রৈলোক্যপ্রাবিনী দেবী যা কদ্রোহ স্বদ্যুতী
ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় পাদেয় স্থান রহিল
না। সেই অহর্দণ্ড জগৎশ্রষ্টা তখন ব্রহ্মদণ্ডের
শ্রায় প্রতিভাত হইলেন। দেব-দানব-গন্ধর্ব-মানব-
উরগ-পন্নগ প্রভৃতির তাহার চরণের স্তব পূজা
করিতে লাগিলেন। তাহার অসুমান করিতে
লাগিলেন,—ইহা কি ধর্ম্মায়া যতদণ্ড অথবা স্বয়ং
হরি এই জ্যোতিশ্চক্রাক্ষদণ্ড নিষ্মিত করিয়াছেন ?
—অথচ ইহা ভুবনাবজ্যো অমরগণের গঙ্গারূপ
ধ্বজদণ্ড ?—না ইহা ত্র্যাবক্রমের আঙ্ঘ্রি-
দণ্ড, তাহার কীর্ত্তিদণ্ডের শ্রায় প্রতিভাত হইতেছে।
অতঃপর হরি স্বীয় পাদ বেগে আঙ্ক্ষপ করিয়া
ব্রহ্মাণ্ড মস্তকে নীত করিলেন। ঐ পাদ তৎক্ষণাৎ
ব্রহ্মাণ্ডমস্তক ভেদ করিয়া সবেগে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে
গিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় চরির 'বিরাজি-
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন। হরী সর্ববীজ-
স্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড
ভেদ করিয়া জাত বস্তু সকলকে “বাহিরে যাইতে
হইবে না” বলিয়া স্বীয় পাদাশ্রে বাবস্থিত করিয়া-
ছিলেন। এই সময় ব্রহ্মাণ্ডের সহিত হরির চরণ
বিদগ্ধিত হয়। তাহার পাদাঘাতে ব্রহ্মাণ্ড জর্জরী-
ভূত ও ভিন্ন হয়। তাহার কলে ব্রহ্মাণ্ডেয় বিষ্ণু
পাদোন্মত্তা গঙ্গা জিহ্ববনে আগমন করেন। গঙ্গা-
দেবী ত্রৈলোক্যপ্রাবিনী, কদ্রু হ্রদে মস্তকে বারন

স্বধুনী পূজ্যতে স্বর্গে গন্ধেতি গাং গতা সতী ॥
২৭৬ ॥ পাতালে সা যদা প্রাপ্তা খ্যাতা ত্রিপথগৈব
সা। যশ্চাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥
২৭৭ ॥ দর্শনাদম্বমেবম্ সম্পূর্ণম্ ফলং লভেৎ।
স্নানমাত্রেণ নশ্বেত সপ্তজন্মকৃতং ভ্রমম্ ॥ ২৭৮ ॥
স্নানমাত্রেণ দেবো হরিহরো নরঃ। ইন্দ্র-
লোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৭৯ ॥ বিষ্ণু-
পাদোদকং পীত্বা জাহ্নবা তদ্বানি সংযমী। উপোষ্য
দিবসং বিষ্ণুর্মুক্তিঃ গচ্ছতি দেহবান্ ॥ ২৮০ ॥
শুকসত্ত্বাবসরস্বা বিরক্তা জন্মভূমিষু। সংসারবন্ধনং
ছিন্না যান্তি তে পরমাং গতিম্ ॥ ২৮১ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বলিনিগ্রহবৃত্তান্তবর্ণনং নামাষ্টা-

দশেহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

এতানবিশোহধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ। গৃহীত্বা দক্ষিণাং দৈত্যান্নহা-
বিষ্ণুজনাঙ্কনঃ। চকার কিং মমাত্মকং পরং কৌতু-
হলং হি মে ॥ ১ ॥ সারস্বত উবাচ। এবং

করিতেছেন। স্বর্গে হীন ‘স্বধুনী’ বলিয়া পূজিতা
হন। ‘গাং গতা’ বলিয়া ইহার নাম গঙ্গা। হীন
যখন পাতালে যান, তখন ইহার নাম হয়—
ত্রিপথগা। ইহার স্মরণমাত্র সর্বপাপ ক্ষয় হয়।
ইহাকে দর্শন করিলে সম্পূর্ণ অম্বমেব যজ্ঞের ফল
পাওয়া যায়। আর ইহার জলে স্নান করিলে
সপ্তজন্মকৃত পাতক মদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে
নর গঙ্গাজলে স্নান করিয়া দেব হরি-হরের পূজা
করে, সে ইন্দ্রলোক পায় হইয়া গিয়া বিষ্ণুলোকে
পূজিত হয়। সংযমী ব্যক্তি বিষ্ণুপাদোদক পান
করিয়া তৎ সকল অবগত হইয়া বিষ্ণু উদ্দেশে
উপবাস করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শুক-সত্ত্ব স্বভাব
জন্মভূমি-বিরক্ত ব্যক্তিগণ সংসার-বন্ধন ছিন্ন
করিয়া পরম-গতি লাভ করে ॥ ২৪৬—১৮১ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

উনবিংশ অধ্যায়।

রাজা বলিলেন,—মহাবিষ্ণু জনাৰ্দ্দন দৈত্যের
নিকট দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তার পর কি করিলেন ?
আমাকে বলুন, আমার পরম কৌতুহল হইয়াছে।

কৃতঃ সুরৈর্দেবো গৃহীত্বা মেদিনীং হরিঃ । বলিং
নির্দাসয়ামাস সম্পূর্ণে যজ্ঞকর্ম্মণি । যজ্ঞান্তে দক্ষিণাং
লব্ধ্বা সম্পূর্ণোহুদ্ভদ্রাধ্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ভগবানপ্যসম্পূর্ণে
তৃতীয়ে তু ক্রমে বিভূঃ । সমভোতা বলিং প্রাহ
ঈষৎপ্রক্ষুরিতাধরঃ ॥ ৩ ॥ ঋণে ভবতি দৈত্যেন্দ্র
বন্ধনং ঘোরদর্শনম্ । ত্বং পুরয় পদং তন্মো
নোচেষদ্বং প্রতীচ্ছ ভোঃ ॥ ৪ ॥ তন্মুরারিবচঃ শ্রদ্ধা
পুরো ভূত্বা বলৈঃ সূতঃ । বাণো বামনমাস্তে
তদা তং বিশ্বরূপিণম্ ॥ ৫ ॥ কৃদ্ধা মহীমল্লতরাং
বপুঃ কৃদ্ধা তু বামনম্ । পদত্রয়ং যাচয়িত্বা বিশ্বরূপ-
মগাঃ কথম্ ॥ ৬ ॥ যদি তৃতীয়ং ক্রমণং যাচসে
জগদীশ্বর । পুনর্দামনতাং যাহি বলিদীপ্তান্তি
তৎপদম্ ॥ ৭ ॥ যাদৃশিধাব বলিমা বামনান্নোদকং
কৃতম্ । তত্তাদৃশায় দাতব্যমথ কিং বিশ্বরূপিণে ॥
৮ ॥ ভবৎকৃতমিদং বিশ্বং বিশ্বাস্মিন বর্ত্ততে বলিঃ ।
ছদ্মনা নৈব গৃহ্ণন্তি সার্বভৌমো যো মহেশ্বর ॥ ৯ ॥
জগদেতজ্জগন্নাথ ভাবকং যদি মন্তসে । জাহ্না
বলিমমর্যাদাং ভবন্ত্যুতরাশুধাম্ ॥ ১০ ॥ কর্ত্তপাশেন

নিদ্ধান্ত কেন বৈ বার্ষ্যতে ভবান্ । গোপালমন্ত
কুরুতে রক্ষণায় চ গোপতিঃ । সূত্বং চারয়ন্
পুরো গোপঃ কিং কুরুতে তদা ॥ ১১ ॥ ইত্যেব-
মুক্তে তেনাথ বচনে বলিস্থানা । প্রোবাচ
ভগবান বাক্যমাদিত্তা জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১২ ॥ যান্ব্যক্তানি
বচাংসীথ ত্বাং বালেন সাম্প্রতম্ । তেবাং ত্বং
হেতুসংযুক্তঃ শৃণু প্রত্নাত্তরং মম ॥ ১৩ ॥ পূর্ন-
মুক্তস্তব পিতা ময়া বাণ পদত্রয়ম্ । দেহি মহৎ
প্রমাণেন তদেতৎ সানুষ্ঠিতম্ ॥ ১৪ ॥ কিং ন
বেত্তি প্রমাণং যে বলিস্তব পিতা সূত । বলেরপি
ত্রিভাগায় কৃতমেতৎ পদত্রয়ম্ ॥ ১৫ ॥ তস্মাদযম
বালেন ত্বংপিত্রাশু করে মহৎ । দত্তং তেনাস্ত
সুতলে কল্পং যাবদ্বিস্ময়তি ॥ ১৬ ॥ গতে মনস্তরে
বাণ শ্রদ্ধদেবস্ত সাম্প্রতম্ । সাবর্ণিকে ভাগতে
চ বলিরিত্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥ ইতি প্রোক্তা
বলিস্ততঃ বাণঃ দেবস্ত্রিবিক্রমঃ । প্রোবাচ
বলিমভোতা বচনং মধুরাক্ষরম্ ॥ ১৮ ॥
শ্রীভগবানুবাচ । অপূর্ণদক্ষিণে যাগে গচ্ছ
রাজমহাতলম্ । সুতলং নাম পাতালং বস তত্র

সারস্বত বলিলেন,—হরি দেবগণ কর্ত্তক স্তত হইয়া
মেদিনী গ্রহণ করত যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে বলিকে
নির্দাসিত করিলেন । যজ্ঞান্তে দক্ষিণা লভ্যার
পর যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল । ভগবানের তৃতীয় পদক্রম
অসম্পূর্ণ হইলে তিনি বলির নিকট গিয়া ঈষৎ
প্রক্ষুরিতাক্ষরে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র ! ঋণে
বন্ধন হয় ; সেই বন্ধন ঘোরদর্শন ; অতএব
তুমি আমার পদ পূরণ কর ; নচেৎ বন্ধনপ্রাপ্ত হও ।
মুরারির এবদ্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিপুত্র
বাণ বলিল,—হে জগদীশ্বর ! তুমি মহীকে ছোট
করিয়া—নিজে বামন হইয়া—তিন পদ মাত্র প্রার্থনা
করিয়া—এখন বিশ্বরূপ হইলে কেন ? যদি তৃতীয়
পদ চাও, তবে পুনরায় বামন হও ; বলি এখনই
তাঁহা তোমায় প্রদান করিবেন । তিনি উৎসর্গ-
কালে যাদৃশ বামনের হস্তে জল প্রদান করিয়া-
ছিলেন, তাদৃশ বামনকেই প্রদান করিবেন, বিশ্ব-
রূপীকে প্রদান করিবেন কেন ? আরও এক
কথা এই যে, এই বিষ ভবৎ-কৃত ; আর ইহাতেই
যখন বলি রহিয়াছে, তখন ছলপুষ্পক গ্রহণ করাট।
আপনার উচিত হয় নাই ; উহা সাধুজনেচিত ব্যব-
হার নহে । আপনি যদি এই জগৎ আপনারই মনে
করিয়াছেন, আর যদি বলিকে অমর্যাদা ও ভবন্ত্যু-

পরামুগ্ধ ভাবিয়াছেন, তাহা হইলে গলায় দড়ী
বাধিয়া উহা কে টানিয়া লইয়া যান, আপনাকে বারণ
করিতে কে আছে ! আমি ইচ্ছা করিলে বলিকে
গোপালকবৎ করিতে পারেন, কারণ—গোপতি
ভিন্ন গোপালকের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহই নাই ।
গোপাল গোত্র চরায় মাত্র, তাহার কোন ক্ষমতা
নাই ॥ ১-১১ ॥ বলিস্থ এইরূপ বচন বলিলে ভগ-
বান আদিকর্ত্তা জনাৰ্দ্দন বলিলেন,—হে বালক !
সম্প্রতি তুমি যে সকল বাক্য বলিলে তাহার
হেতুযুক্ত প্রত্নাত্তর অধুনা আমার নিকট শ্রবণ কর
আমি তোমার পিতাকে পদত্রয়পরিমিত তুমিই
প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই জন্তই এইরূপ অনুষ্ঠান
করিলাম । তোমার পিতা বলি কি আমার একরূপ
প্রমাণ অবগত নহে ? হে বালক ! আমি বলির
হিতের নিমিত্তই পদত্রয় করিয়াছি । বলি যে,
আমার হস্তে দানবাগ্নি প্রদান করিয়াছে, তাহার
ফলে সে বহু কল্প যাবৎ পাতালে বাস করিবে ।
এই শ্রদ্ধদেব মনস্তর অতীত হইলে সাবর্ণিক
মনস্তর আসিলে বালি ইন্দ্র হইবে । এই বলিয়া
ত্রিবিক্রম বলিসমীপে উপস্থিত হইয়া মধুরাক্ষয়ে
বলিলেন,—হে রাজন ! তোমার যাগ অপূর্ণদক্ষিণ
হইয়াছে, অতএব তুমি সুতল নামক পাতালে

নিরাময়ঃ ॥ ১৯ ॥ বলিরূবাচ । স্মৃতলঙ্ঘ্য মে নাথ
কথং চরণ্যোন্তব । দর্শনং পূজনং ভোগো নিবসামি
যথাসুখম্ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবানুব্রূবাচ । দৈত্যৈশ্চ
হৃদয়ে নিত্যং ভাবকে নিবসামাহম্ । অতন্তে
দর্শনং প্রাপ্তঃ পুনঃ স্বাস্তে তবাস্তিতম্ ॥ ২১ ॥
তথাস্তমুৎসবং পুণ্যং বৃন্তে শক্রমহোৎসবে ।
দীপপ্রতিপন্নামাসৌ তত্র ভাবী মহোৎসবঃ ॥ ২২ ॥
তত্র ত্বাং নরশার্দ্দুলা হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ স্বলঙ্ঘতাঃ ।
পুষ্পদীপপ্রদানেন অর্চয়িষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ২৩ ॥
২৩ ॥ তত্রোৎসবঃ পুণ্যতমো ভবিষ্যতি ধরাতলে ।
তব নামাঙ্কিতো দৈত্য তেন ত্বং বৎসরং সুখী ॥ ২৪ ॥
ভবিষ্যসি নরী য়ে তু দৃঢ়ভক্তিসহাবিভাঃ । ত্বামর্চ-
য়ন্তি বিধিবন্তেহপি স্মৃতাঃ সুখভাগিনঃ ॥ ২৫ ॥ যথৈব
রাজ্যং ভবতন্তু সাম্প্রতং তথৈব সা ভাবাথ কোমু-
দীতি । ইতোবমুক্তা মধুমদিতীশ্বরং নিবাসয়িত্বা
স্মৃতলং সভার্যকম্ ॥ ২৬ ॥ উল্লীং সমাদায় জগাম
তুর্ণং স শক্রসদ্যামরসজ্জষ্টম্ । দত্ত্বা মঘোনে
মধুজিহ্নিবিষ্টপং কৃৎস্না তু দেবান্ মথভাগভোগিনঃ ॥
২৭ ॥ অন্তর্দধে বিশ্বপতির্মহেশাঃ সম্প্রস্তুতাঃ বৈ
বসুধাধিপানাম্ ॥ ২৮ ॥ গৃহীত্বৈতি বলে রাজ্যং

গমন করিয়া নিরাময়ে বাস কর । বলি বলিল,—
হে নাথ ! আমি পাতালে বাস করিলে কিরূপে আমি
আপনার চরণ দর্শন, ও পূজন এবং ভোগ করিয়া
যথাসুখে বাস করিব ? শ্রীভগবান বলিলেন,—হে
দৈত্যৈশ্চ ! আমি তোমার হৃদয়ে সর্বদা বাস
করিব, তোমার নিকটেই আমি থাকিব ; স্মৃতরা
তোমার দর্শন আমি প্রাপ্ত হইব । দীপপ্রতিপৎ
নামে যে তিথি আছে, ঐ তিথিতে মহোৎ-
সব হইবে । এই মহোৎসবে নরশার্দ্দুলগণ হৃষ্টান্তঃ-
করণে পুষ্পদীপপ্রদানে সেখানে তোমার পূজা
করিবেন । হে দৈত্য ! এই উৎসবে তুমি
সংবৎসর যাবৎ সুখী হইবে । যে সকল নর দৃঢ়-
ভক্তিসহকারে যথাবিধি তোমার অর্চনা করবে,
তাহারা সুখভাগী হইবে । সম্প্রতি তোমার যেমন
রাজ্য ছিল, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ কোমুদী লাভ
করিবে । এই বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সভার্য বলিকে
স্মৃতলে নির্ধারিত করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করত সহর
সুরসজ্জ-সেবিত সুরেন্দ্রসদনে গমন করিলেন ।
সেখানে গিয়া তিনি তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য প্রদান
করিয়া দেবগণকে যজ্ঞভাগভোজী করিয়া
বসুধাধিপগণের সমক্ষেই অধিষ্ঠিত হইলেন । হরি

মন্মথুহে নিয়োজিতম্ ॥ দ্বীপান্তরে চ তে দৈত্যাঃ
প্রেমিতাশ্চাক্ষয়া স্ময়ম্ ॥ ২৯ ॥ পাতালনিলয়া যে তু
তে তত্রৈব নিবেশিতাঃ । দেবানাং পরমো হর্ষঃ
সঙ্ঘাতো বলিনিগ্রহে ॥ ৩০ ॥ নিবাসায় পুনশ্চক্রে
বামনো বামনো মনঃ । তত্র ক্ষেত্রে স্বনগরে বামনঃ
স ন্যাবাস হ ॥ ৩১ ॥ সারস্বত উবাচ । প্রার্থ্যভাবন্তে
কথিতো নরেন্দ্র পুণ্যঃ শুচির্দামনস্বাঘরী । স্মৃতে
যস্মিন সংশ্রুতে কীর্তিতে চ পাপং যাদ্বাৎ সংক্ষয়ং
পুণ্যমেতি ॥ ৩২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ইতি সারস্বতবচঃ
শ্রুত্বা ভোজঃ স ভূপতিঃ । নমস্কৃত্য মুনিশ্রেষ্ঠং
পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥ ততো যথোক্তবিধিনা
স ভোজো নৃপসত্তমঃ । বস্ত্রাপথক্ষেত্রযাত্রাং পরি-
বারজনৈঃ সহ । কৃৎস্না কৃতার্বতাং প্রাপ্তো জগামাস্তে
পরং পদম্ ॥ ৩৪ ॥ এতন্ময়া পুণ্যতমঃ প্রভাসক্ষেত্রে
চ বস্ত্রাপথমীরিতং তে । শ্রুত্বা পঠিত্বা পরয়া
সমেতো ভক্ত্যা তু বিকোঃ পদমভ্যুপৈত ॥
৩৫ ॥ যথা পাপানি পূবন্তে গঙ্গাবারিবিগা-
হনাৎ । তথা পুরাণশ্রবাণাদুরিতানাং বিনাশনম্ ॥
৩৬ ॥ ইদং রহস্যং পরমং তবোক্তং ন বাচ্যমেত-
দ্রিভক্তিবিজ্ঞৈঃ । বিজ্ঞানিন্দানিরতেহতিপাপে

বলিরাজ্য গ্রহণ করিয়া মন্মথুহে তাহা নিয়োজিত
করিলেন । তাঁহার আদেশে দৈত্যগণ দ্বীপান্তরে
প্রেমিত হইল । যে সকল দৈত্যের নিবাস পাতালে,
তাহারা সেই স্থানেই থাকিল । বলিনিগ্রহে দেবতার
নারপর নাই হইল । খসিকৃতি বামন বলি-
নগরে বাস করিবার জন্ত মনঃসংযোগ করিলেন ।
এমন কি, তিনি তথায় বাস করিলেন । সারস্বত
বলিলেন,—হে রাজন ! যাহা স্মৃত, শ্রুত ও কীর্তিত
হইলে পাপ যায় এবং পুণ্য হয়, আমি সেই পবিত্র
বামনোৎপত্তি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ।
ঈশ্বর বলিলেন,—হে দেবি ! ভোজ ভূপতি মুনিবর
সারস্বতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তি-
পূষক তাঁহাকে নমস্কার ও তাঁহার পূজা করিলেন ।
অনন্তর তিনি পরিবারগণের সহিত বস্ত্রাপথ ক্ষেত্রে
যাত্রা করিলেন ; করিয়া অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত হই-
লেন । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট প্রভাস-
ক্ষেত্রস্থ বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্য বলিলাম, ভক্তিপুষক
ঈশ্বর শ্রবণ ও পাঠ করিলে বিষ্ণুপদ লাভ হয় ।
গঙ্গাসলিলসঙ্গমে যেমন ছরিত অপনীত হয়, তেমনি
পুরাণশ্রবণেও হইয়া থাকে । এই পরম রহস্য
বিষয় হরিভক্তিবিজ্ঞিত, বিজ্ঞানিন্দাকারী, অতিপাতক,

গুরাবভক্তে কৃতপাপবুদ্ধৌ । ৩৭ । ইদং নষ্টেনৈব
নিয়তং মনুষ্যঃ কৃতভাবনঃ । তস্মৈ ভক্তিঃ শিবে
কৃষ্ণে নিশ্চলং জায়তে শ্রবণম্ ॥ ৩৮ ॥ যন্তু কৃত্য
সকলনার্থান্ প্রাপ্নোতি পুরুষোত্তমঃ । পুরাণবাচিনে
দদ্যাৎগোভূষণবিভূষণম্ ॥ ৩৯ ॥ বিত্তশাঠ্যং ন

কর্তব্যং কুর্স্বন দারিদ্ৰ্যমাপ্নুয়াৎ । ত্রিকৃষা প্রপঠন
শৃণু সন্নান কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকন্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
ত্যাং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে দ্বিতীয়ে বহ্নাপথক্ষেত্র-
মাহাত্ম্যে বলয়ে বামনকৃতবরপ্রদানকৃতান্ত-
বর্ণনপুৰুষকবহ্নাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যে সারস্বত

ভোজ সংবাদ সমাপ্তি পুরঃসর বহ্নাপথ-

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যসমাপ্তিবর্ণনং নামৈক

একোনিবিংশতিতমো-

অধ্যায়ঃ । ১১ ।

গুরুদ্রোহী ও পাপবুদ্ধি ব্যক্তিকে বলিতে নাই ।
যে পুতচিত্ত ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, তাহার শিবে ও
কৃষ্ণে অচলা ভক্তি জন্মে । এবং ঐ ভক্তি দ্বারা
তাহার সকল অভিলষিতই লাভ হয় । পুরাণ-
পাঠককে গো, ভূমি ও সুশর্ণভূষণ দান করিতে হয় ।

বিত্তশাঠ্য করিতে নাই ; করিলে দরিদ্র হইতে হয়,
যাহারা তিনবার করিয়া পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ
করে, তাহার সর্ব অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । ১২—৪০ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

অৰ্জুদ-থগুন ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ । নমোহনস্য সৃষ্টি জ্ঞান-
গম্যায় বেধসে । শুকায় বিশ্বরূপায় দেবদেবায়
শস্তবে ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ । কবিতো বংশবিস্তারো
ভবতা সোমসূর্য্যবঃ । মনন্তরানি সন্ধানি সৃষ্টিক্ষে-
পৃথগ্বিধা ॥ ২ ॥ অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামস্তীৰ্ণমাহা-
ন্যস্তমম । কানি তীর্থানি পুণ্যানি ভূতলেহস্মিন
মহামতে ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ । নানাভীর্ণানি
লোকেহস্মিন যেষাং সন্ধ্যা ন বিস্মতে । তিস্রঃ
কোটোহর্ককোটিশ্চ তেষাং সন্ধ্যা কৃতা পুরা ॥ ৪ ॥
ক্ষেত্রানি সরিত্তৈশ্চৈব পদ্মভাশ্চ নদাস্থবা । কনৌজা
তপসো বীৰ্য্যান্নাহায়াং পরমং গতাঃ ॥ ৫ ॥ তেষাং
মধ্যেহর্কুদো নাম সঙ্গপাপহরোহনঘঃ । অস্পৃঃ
কলিদোষেণ বসিষ্ঠস্য প্রভবতঃ ॥ ৬ ॥ পুণ্যস্থ
সঙ্গতীর্থানি স্নানদানানিকর্ষবা । অর্জুনে দর্শনা-

প্রথম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—যিনি অনন্ত সৃষ্টি জ্ঞানগম্য
শুদ্ধ বুদ্ধ বিশ্বরূপী বিদ্যাত, সেই দেবদেব অর্জুকে
আমি নমস্কার করি । কবীগণ কহিলেন,—অহা!
তুমি সোম-সূর্য্যবংশের বিস্তার, সমস্ত মনস্তত্ত্ব
বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণন করিয়াছ, অধুনা আমরা
উত্তম তীর্থমাহাত্ম্যশ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি । হে
মহামতে! এ ভূতলে কিংবদন্ত্যাক পুণ্য ভীর্ণ
বিদ্যাজিত? সূত কহিলেন,—এ কোকে নানা
তীর্থ বিদ্যমান; সে সকল ভীর্ণের সংখ্যা হইয়া
অসম্ভব । তবে পুরাকালে উহাদের একটা সংখ্যা
নির্দেশ হইয়াছিল, সে সংখ্যা—সাত্ত্বিকোটী । যত
কিছু ক্ষেত্র পদ্মত নদ ও নদা আছে, কবীগণের
তপোবীৰ্য্যে উহারা পরম মাহাত্ম্যাপন্ন হইয়াছে ।
উহাদের মধ্যে অর্জুদ নামে এক সঙ্গপাপহর
পদ্মত আছে । উহা বাসিষ্ঠ ঋষির প্রভাবে কাল-
মল দ্বারা পৃষ্ট হয় নাই । অতীত নিখিল

দেব সঙ্গপাপহরো নৃণাম ॥ ৭ ॥ ঋষয় উচুঃ । কি-
ম্মাহোহর্কুদো নাম কস্মিন দেশে বাবস্থিতঃ । কথং
বাসিষ্ঠমাহাভ্যায়ং পথতো ধরণীতলে ॥ ৮ ॥ কানি
তীর্থানি মুখ্যানি হর্ষদে সন্তি পদ্মতে । সর্গং
বিস্তরতো ক্রহি পরং কোভুহলং হিনঃ ॥ ৯ ॥
সূত উবাচ । অহং সম্প্রকামি কথং পাপপ্রণা-
শিনীম । অর্জুনস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা মাহাত্ম্যক যথা
শ্রুতম্ ॥ ১০ ॥ বসিষ্ঠো নাম দেবর্ষিঃ পিতৃমহসমুদ্ভবঃ ।
স পুংসু ভূতলং প্রাপ্তস্তপশ্চেষ্টেণ স্নাদাক্রমম্ ॥ ১১ ॥
নিয়তো নিয়তাহারঃ সঙ্গতুহিতে রতঃ । বর্ষা-
আকাশবাসী হেমন্তে সঙ্গলাশয়ঃ ॥ ১২ ॥ পঞ্চাগ্নিসাধকো
গ্রীষ্মে জপভোজনবরঃ । তের্ণাচর্য্য কালেন তস্মৈ
ধেহঃ পদ্মসিনী । নন্দিনী নাম সুবিতাতা সা বৈ
কামধেনুশ্চ ॥ ১৩ ॥ সা বদাচিদরাপৃষ্ঠে ভ্রমমাণা
ভীষণা । হাপিতা দাক্ষণে বভে অগাধে তিমি-

তীর্ণ স্নানদানদির অতীতানে পবিত্রতা বিধান
করে, অর্জুদ চল দর্শনমাত্রই নরগণের সঙ্গপাপ
হরণ করিয়া থাকে । ১—৭ । কবীগণ কহিলেন—
মহাগুণের প্রমাণ কি? উহা কোন দেশে
এবং কত পন্থা দ্বারা পথতো কিরূপে এই গিরি
বরাবলি প্রাপ্ত হইয়াছে? অর্জুদাচলে কতিবিধ
প্রাচীন তীর্থ বিদ্যমান? এ সকল বিস্তৃতরূপে
আমাদের নিকট বসুন । শুনিবার জন্ত আমরা
বসন্ত কোভুহলী হইয়াছি । সূত কহিলেন,—
এই পাপ-শমনী কথার অবতারণা করিতেছি ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অর্জুদের মাহাত্ম্য আমার যেমন
জান আছে, সেইরূপই বলিতেছি । দেবর্ষি বসিষ্ঠ
নিগ্রামত হইতে উৎপন্ন । তিনি পুরাকালে ভূতলে
দাক্ষণ ভ্রমণ করেন । নিয়ত, নিয়তাহার, ও
সঙ্গতুহিতে বসিষ্ঠ বর্ষায় আকাশবাসী, হেমন্তে
সঙ্গলাশায়ী, এবং গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিসাধক হইয়া
জপভোজে নিরত ছিলেন । নন্দিনী নামে তাঁহার
এক পদ্মসিনী কামধেনু ছিল । এই ধেনু পৃষ্ঠে
সম্মুখ করিতে করিতে একদা তৃণলোভে তিমিরগর্ভ

রাবতে ॥ ১৪ ॥ এতন্মিমেব কালে তু ভগবাঃস্তীক্ৰ-
দীধিতিঃ । অন্তং গতৌ ন সম্প্রাপ্তা নন্দিনৌ
মুনিসন্তমাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্তাঃ কীরেণ নিত্যং স
সায়ংপ্রাতঃকিঙ্কো মুনিঃ করোতি হোমমগ্নৌ হি
সুসমিক্কে জিতব্রতঃ ॥ ১৬ ॥ অথ চিন্তাপরো বিপ্রঃ
প্রায়শ্চিত্তভয়াদ্ ভবম্ । বৌদ্ধাক্ষকে বনে তস্মিন
সমেষু বিষমেষু চ ॥ ১৭ ॥ স তুচ্ছভ্রমখাসাদ্য
ভুস্তারাবমখাশুণোৎ । তাঃ প্রোবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ
কথং হং পতিতা শুভে ॥ ১৮ ॥ অহং হোমস্ত
চোদেষগ্নিঃস্বতস্বামবোক্ষতুম্ । সারবৌদ্ধকমাণাহং
বিপ্রর্ষে ত্বণবাক্ষ্য ॥ ১৯ ॥ পতিতাত্ত বিভো ব্রাহ্মি
কুজ্জাদস্মাৎ সুহঃসহাৎ । তস্তাস্তদ্রচনং স ক্রুদা
স স্মানধ্যানমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥ সরস্বতীঃ সমা-
দধৌ নদীঃ ত্রৈলোক্যপাবনৌম্ । সা ধ্যাভ্যাস
মনসা তেন মুনিনা তত্র তৎক্ষণাৎ ॥ ২১ ॥ শূভ্রঃ
তৎ পূবয়ামাস সমস্তাধির্মসজ্ঞৈঃ । পরিপূর্ণে
ততঃ শূভ্রে নিজ্জাস্তা নন্দিনৌ তদা ॥ ২২ ॥ সংশ্লিষ্টৌ
মুনিনা সাক্ষিঃ যযাবাশ্রমসম্মুখম্ ॥ ২৩ ॥ স দৃষ্টৌ

শব্রমধ্যং তং গভীরং চ মহামুনিঃ । চিন্তয়ামাস
মেধাবৌ শূভ্রশ্রব প্রপূরণে ॥ ২৪ ॥ তস্ত চিন্তয়তো
বিপ্রা বুদ্ধিরেনোদপদ্যত । আনীয় পর্ত্তং মুক্তা
শব্রমেতং প্রপূর্য্যতে । তস্মাদাকাচ্ছাম্যহং নীলং
হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ স এব পর্ত্তং চাত্র
প্রেময়িষ্যতি ভূধরঃ । যেন স্তাৎ পরিপূর্ণং চ
শব্রমেতন্নগায়না ॥ ২৬ ॥ ততো জগাম স মুনি-
র্হিমবন্তং নগোত্তমম্ । দৃষ্টৌ বসিষ্ঠমায়াস্তং হিমবান্
হৃষ্টমানসঃ । অর্ঘ্যপাদ্যাদিসংস্কারৈঃ সম্পূজ্য
ইন্দ্রমবনীৎ ॥ ২৭ ॥ আগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ সকলং
মেহস্য জীবিতম্ । যন্তবান মে গৃহে প্রাপ্তঃ পূজ্যঃ
সর্পিদবৌকসম্ ॥ ২৮ ॥ ক্রহি কার্যং মুনিশ্রেষ্ঠ অপি
জীবিতমায়নঃ । নুনং তুভ্যং প্রদাতামি নিয়োগো
দীয়তাং মম ॥ ২৯ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । মমাশ্রমস্ত
সাগ্রিবো শব্রমস্তি স্পারকনম্ । অগাধং নন্দিনৌ
ইদং পতিতা ধেনুকৃতম্ ॥ ৩০ ॥ যত্রাদাকর্ষিতা
তস্মাদ্ভুতং পতনজাদযাৎ । তবাস্তুকমন্তপ্রাপ্তো
নাশ্তো যোগ্যো মহাপতিঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ

অগাধগর্ভে নিপতিত হয় । এদিকে ক্রমে ভগবান
উকরশ্মি অন্ত গমন করিলেন ; নন্দিনৌ তখনও বন
হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না । হে মুনিগণ ! জিত-
ব্রত বসিষ্ঠ মুনি নিত্য সায়ংপ্রাতঃ নন্দিনৌর তদ্ব-
দ্বারা দীপ্ত অনলে হোম করিতেম । তাঁহার এদিন
হোম হইল না । তিনি প্রায়শ্চিত্তভয়ে চিন্তিত হই-
লেন এবং সম-বিষম বনভূমির সমস্ত পর্ষ্যবেক্ষণ
করিতে লাগিলেন । ক্রমে বসিষ্ঠ সেই গর্ভপ্রান্তে
উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে 'ভূত' রব শ্রবণ করি-
লেন । তখন মুনিশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
শুভে ! কিরূপে তুমি পতিত হইলে ? হোম-
কার্যের বিলম্ব হওয়ায় আমি উদ্ভয় হইয়া তোমার
অনুসন্ধানে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি ।
নন্দিনৌ কহিল,—বিপ্রর্ষে ! আমি তৃণাশন-বাসনায়া
এদিকে আসিয়া হঠাৎ পাড়িয়া গিয়াছি । হে বিভো !
আমাকে এ দুঃসহ কুচ্ছ হইতে পরিভ্রাণ করুন ।
নন্দিনৌর সেই বাক্য শুনিয়া মুনি ধ্যানাবগমন করি-
লেন । ধ্যানে ত্রিলোকপাবনৌ সরস্বতী নদীর
চিন্তা করিলেন । মুনি মানসে ধ্যান করিবামাত্র
তৎক্ষণাৎ সরস্বতী আসিয়া তদীয় বিমলজল দ্বারা
সেই গর্ভের চতুর্দিক পূর্ণ করিলেন । গর্ভ পরি-
পূর্ণ হইলে নন্দিনৌ তাহা হইতে নিজ্জাস্ত হইল
এবং হৃষ্ট হইয়া মুনির সহিত, আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান

করিল । ৮—২৩। অনন্তর মহামুনি বসিষ্ঠ সেই গর্ভ-
ভান্তরের গভীরতা দেখিয়া তাহার পরিপূর্ণাবশয়ে
চিন্তা করিতে লাগিলেন । চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার
এক বুদ্ধি জন্মিল । বিপ্রগণ ! তিনি স্থির করি-
লেন,—আমি একটা পক্ষত আনিয়া এই গর্ভ-
মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক ইহাকে পরিপূর্ণ করিব । অত-
এব সন্ধর আমি নগোত্তম হিমালয়ে যাই । সেই
মহাত্মা হিমালয়ই যন্ত্রায়া এই গর্ভ পূর্ণ হইতে
পারে, একপ পক্ষত এখানে প্রেরণ করিবেন ।
এইরূপ স্থির করিয়া মুনিবর নগবর হিমালয়ে
গমন করিলেন । বসিষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া হৃষ্ট-
চিত্ত হিমালয় অর্ঘ্যপাদ্যাদি সংস্কার দ্বারা অর্চনা
বরিয়া কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার শুভা-
গমন হোক, দেবপূজ্য ভবদৃশ ব্যক্তি শুভাগমন
করিয়াছেন, ইহাতে অদ্য আমার জীবন সকল
হইল । মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনার কি কার্য, তা বলুন ?
আপনি আদেশ করুন, আমি আপনাকে আমার
জীবন পর্ষ্যস্ত নিঃসংশয়ে প্রদান করিব । বসিষ্ঠ কহি-
লেন,—আমার অশ্রমের সন্নিধানে একটা অগাধ
ভীষণ গর্ভ আছে । আমার উক্তমা ধেনু নন্দিনৌ
তাহাতে পতিত হইয়াছিল । আমি তাহাকে অতি
যত্নে উত্তোলন করিয়াছি । পাছে পুনরায় পতিত
হয়, সেই ভয়ে তোমার নিকট আসিয়াছি । তুমি

কচ্চিন্নগশ্চেষ্ঠং তত্র প্রেষয় ভূধরম্ । যেন তৎপূৰ্ণ্যতে
খন্ডঃ ভূশঃ প্রেষয় তাদৃশম্ ॥ ৩২ ॥ হিমবালুবাচ ।
কিন্ধ্রমাণং মূনে খন্ডং বিস্তারায়ামতো বদ । তৎ-
প্রমাণং নগং কক্ষিৎ প্রেষয়ামি বিচিন্ত্য চ ॥ ৩৩ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ । হ্রিসহস্রং তু দৈর্ঘ্যেন বিস্তরেণ
ত্রিসহস্রকম্ । ন স খ্যা বিদ্যাতেহহস্তান্তস্য পক্ষত-
সত্তম ॥ ৩৪ ॥ হিমবালুবাচ । কথং তেন প্রমাণেন
সঙ্গাতো বিবরো মহান্ । অভূৎ কোতুহলং তেন
সৰ্ব্বং বিস্তরতো বদ ॥ ৩৫ ॥

ইতি জীকান্দে মহাপুরাণ একাংশীতিসাহস্রায়াঃ
সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে তৃতীয়ে-
হর্ষদ্বাদশে বাসষ্ঠাশ্রমসমীপবর্ত্তিববর-
ব্রহ্মস্তোপক্রমবর্ণনং নাম প্রথমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ উবাচ । আসীৎ পুষ্কং মুনির্নান্না গৌতমশ্চ
মহাতপাঃ । অহল্যা দদিতা তস্য ধর্ম্মপত্নী যশ-
স্বিনী ॥ ১ ॥ শিস্যানন্যাপাণ্যামাস মুনিঃ শতশাস্ত্রদা ।
ঋতাব্যয়নসম্পন্নান বিদসংক্ তাহাঃ গৃহান ॥ ২ ॥

বাতীত এ ভয় নিবনের যোগে মশীপত্নী আর
কেহই নাই । অতএব কোন নগশ্চেষ্ঠকে কনিষ্ঠবায়
প্রেরণ কর, যাহা দ্বারা সেই নগভায়ে গর্ত্ত পূর্ণ হইতে
পারে । হিমালয় কহিলেন,—সেই গর্ত্ত দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে
বিস্তার-অগ্ন্যম কতপূর্ণ্যম, তখন স মুনি পূর্ণ্যম
করিয়া তদনুকূপ কোন পক্ষত তথ্য প্রেরণ করিব ।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—সেই গর্ত্ত দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারে
যথাক্রমে ছই ও তিন সহস্র । পরন্তু তাহা পূর্ণ্যম
তাহার অধোভাগের পরিমাণ হয় না । শিস্যান
কহিলেন,—এত বড় প্রমাণবিশিষ্ট মহাপুরুষ কিসে
উৎপন্ন হইল ? আপনি তাহা বিদ্রুপকপে বলুন ।
উহা স্তনিবার আমার বড়ই গোচরল ভয়-
যাছে । ২৪—৩৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

বসিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্বে গৌতম নামে এক
মহাতপা মুনি ছিলেন । যশস্বিনী অহল্যা তাহার
দদিতা ধর্ম্মপত্নী । মুনিবর শত শত শিষ্যকে
অধ্যাপন করিতেন । পরে ঋতাব্যয়নসম্পন্ন হইলে

তস্মাত্তোহপি চ যঃ শিষ্যো গুরুভক্তিপরায়ণঃ ।
উত্তকো নাম মেধাবী জবসত্তস্য মন্দিরে ॥ ৩ ॥ ন
তং বিসর্জয়ামাস জরয়পি পরিপ্লুতম্ । উত্তকোহপি
শুশিষ্যাত্মনো বেত্তি পলিতং শিরঃ ॥ ৪ ॥ জাত-
কাৰ্য্যসমায়ুক্তো বিদ্যাপারঙ্গতোহপি সঃ । কেন-
চিৎখ কালেন কাষ্ঠার্থং স বহির্ঘয়ো ॥ ৫ ॥ প্রভূতানি
সমাদায় আশ্রমং পরমং গতাঃ । অথাসৌ জক্ষিপত্তত্র
ভূতলে কাষ্ঠসঞ্চয়ম্ ॥ ৬ ॥ কাষ্ঠলগ্নাঃ তদা শ্বেতাং
জটামেকাং দদর্শ সঃ । স দৃষ্টা কুংসাপন্নঃ কুপণং
পথ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৭ ॥ ধিক্ষিতুমে জীবিতং নষ্টং কৃতঃ
কাৰ্য্যরতস্য চ । কলত্রসংগ্রহং নৈব ময়া কৃতম-
বিনী ॥ ৮ ॥ ভবিষ্যতি কুলচ্ছেদঃ শৈথিল্যায়ম
দৃশ্যতে । গুরুপত্ন্যা চ সংদৃষ্ট উত্তকো কুংসিতস্তদা ॥
৯ ॥ তস্য কুংসং ত্রয়া ক্ষিপ্তং গৌতমায় নিবেদিতম্ ।
গৌতমেন তথৈতাস্মা মুহব্যাণাং স ভসিতঃ ॥ ১০ ॥
বৎস গচ্ছ গৃহং ত্বং অগ্নিহোত্রাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
পালয়স্ব বিধানেন পত্ন্যা সহ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

তাহা দিগকে তিনি গৃহে প্রেরণ করিতেন । উত্তক
নামে এক গুরুভক্তিপরায়ণ মেধাবী শিষ্য তাহার
গৃহে বাস করিত । উত্তক এক হট্টলেও মুনিবর
চরণের পরিচারা করেন নাই । উত্তক জাত-
কাৰ্য্যসমায়ুক্ত ও বিদ্যাপারঙ্গ হইলেও শুশিষ্য
কিন্তু নীতি নিত্য আলোক মস্তক কখন তাহার
দৃষ্টান্তে পড়িত হয় নাই । একদা উত্তক কাষ্ঠ
অর্থের কাষ্ঠলগ্ন হইয়া বহিঃপ্রদেশে গমন
করিয়া প্রচুর কাষ্ঠসঞ্চয়পুঙ্ক আশ্রমে পুনরাগমন
করে । আশ্রমে আসিয়া সে কাষ্ঠের বোকা
ভূতলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংলগ্ন
একটা গুহক যাত্রা জটী দেখিতে পায় । পাকা জটী
দেখিয়া সে কুংসিতভাবে এইরূপে চিন্তা করিতে
লাগে যে, হায় হায় ! কোথায় কাৰ্য্যরত থাকিয়া
আমি ও এমন ব্যাপন করিলাম, আমাকে বিক ! আমি
যদি নিমিত্ত ; যে কেহ অদ্যাপি আমি কলত্র
সংগ্রহ করিলাম না । এই দৃষ্টান্তই শৈথিল্যে
কুলোচ্ছেদ হইল । উত্তককে এই ভাবে পরিতাপ
বিরিতে দেখিয়া তাহার গুরুপত্নী সহর ভগবান
গৌতমকে নিবেদন করিলেন । তিনি ঋতমাজে
‘তা সত্যই ত’ এই বলিয়া মধুর বচনে তাহাকে
বলিলেন,—অগ্নি বৎস ! তুমি গৃহে গমন করিয়া
পত্নীর সহিত বিধিপুঙ্ক অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া পালন
কর, অন্তথা করিও না ॥ ১০—১১ ॥ গুরু কর্ত্তক এই-

ইত্যুক্তো গুরুণা সোহপি প্রত্নাবাচ গুরুং প্রতি ।
দক্ষিণাং প্রার্থয় স্বামিনঃ দাস্ত্র্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ১২ ॥
গৌতম উবাচ । সেবা কৃত্বা ত্রয়া বৎস মহতী মম
সর্ষদা । তেইনব পরিপূর্ণঃ জাতঃ মে নাত্ন
সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ উত্তক উবাচ । কিঞ্চিদ্ গ্রাহ্যং ত্রয়া
স্বামিন সন্তোষো জায়তে মম । ত্বৎপ্রসাদানুশিষ্টে
বিদ্যাপারঙ্গতোহস্মাহম্ ॥ ১৪ ॥ গৌতম উবাচ ।
ন গ্রাহ্যঞ্চ ময়া পুত্র সন্তুষ্টঃ সেবয়াস্মাহম্ । নেচ্ছাম্যহং
ধনং ত্বন্তঃ সুখং গচ্ছ গৃহং প্রতি ॥ ১৫ ॥ ইত্যুক্তো
গুরুণা সোহপি মাতরং চাভ্যভাসত । কিঞ্চিদ্গ্রাহ্যং
ময়া মাতঃ সন্তোষো দীয়তাং মম ॥ ১৬ ॥ গুরু-
পত্ন্যুবাচ । সৌদাসং গচ্ছ পুত্র ত্বং মমাজ্ঞাং কুরু
সত্বরম্ । মদযন্তী প্রিয়া তস্মা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী
১৭ ॥ কুণ্ডলৈহানয় ক্ষিপ্ৰঃ মদযন্ত্যাশ্চ পুত্রক ।
নো চেষ্টাপং প্রদাস্তামি পঞ্চমেহং ন আগতঃ ॥
১৮ ॥ ইত্যুক্তো গুরুপত্নী স প্রস্থিতঃ সত্বরং তদা ।
সৌদাসস্ত গৃহং প্রাপ ব্যাঘ্রাণ্ড তঞ্চ দৃষ্টবান ॥ ১৯ ॥

রূপ অভিহিত হইয়া উত্তক তাঁহাকে বলিল,—
হে প্রভো! দক্ষিণা প্রার্থনা করুন, আমি নিশ্চই
আপনাকে তাহা প্রদান করিব। গৌতম বল-
লেন,—বৎস! তুমি সদা সর্ষদা আমার মহতী সেবা
করিয়াছ। তাহাতেই তোমার গুরুদক্ষিণা পূর্ণ হইয়াছে,
কোন সংশয় নাই। উত্তক বলিল,—হে প্রভো!
কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে আমি সন্তুষ্ট হই; যে হেতু
আপন র প্রসাদে আমি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ
করিয়াছি। গৌতম বলিলেন,—পুত্র! আমি
তোমার নিকট ধন ইচ্ছা করি না, তোমার
সেবায় আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি
সুখে গৃহে গমন কর। গুরু এই কথা বলিলে
উত্তক তখন মাতার (গুরুপত্নী) নিকট গিয়া
বলিল,—অগ্নি মাতঃ! কিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন, আমি
ইহাতে পরম সন্তুষ্ট হইব। গুরুপত্নী বলিলেন,—
পুত্র! তুমি সৌদাস-সমীপে গমন কর। যশস্বিনী
মদযন্তী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী। তুমি তাঁহার কুণ্ডল-
যুগল আনয়ন করিয়া সহর আমায় প্রদান কর।
যদি তুমি অদ্য হইতে পঞ্চম দিনে আগমন করিতে
না পার, তাহা হইলে আমি তোমায় শাপ প্রদান
করিব। উত্তক গুরুপত্নী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত
হইয়া সৌদাসভবনে গমন করিলেন। সেখানে
উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে ব্যাঘ্রাণ্ড দর্শন
করিলেন। সৌদাস তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলি-

দৃষ্ট্বা প্রাহ তদা বিপ্রঃ ভক্ষণার্থমুপস্থিতম্ । ভক্ষয়ি-
ব্যামি বৈ বিপ্র ত্রায়তং নাম সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ উত্তক
উবাচ । অবশ্যঃ ভক্ষয় ত্বং মামেকং শৃণু নরাধিপ ।
দেহি মে কুণ্ডলে তাত দদ্বাতং গুরবে পুনঃ ।
আগমিন্যামি ভক্ষয় মাং ত্বং কার্য্যবিবর্জিতম্ ॥ ২১ ॥
সৌদাস উবাচ । গচ্ছ ত্বং মন্দিরে হুর্গে যত্রান্তে
দয়িতা মম । তাং ত্রয়াসাদ্য যত্নেন জীবিতব্য-
ভয়াদ্বিজ ॥ ২২ ॥ ব্যাঘ্রাণ্ড মম বাক্যেন সা তে
দাস্ত্র্যতি কুণ্ডলে । ত্রয়া চ নাত্থা কার্য্যং যৎসত্যং
দ্বিজসত্তম ॥ ২৩ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । মদযন্ত্যাঃ
সমীপং তু গচ্ছোবাচ দ্বিজোত্তমঃ । দেহি মে কুণ্ডলে
দেবি সৌদাসত্বাং সমাদিশৎ ॥ ২৪ ॥ মদযন্ত্যুবাচ ।
সন্দেহোহদ্যাপি মে বিপ্র কুণ্ডলে দ্বিজসত্তম
অভিজ্ঞানং ত্রয়ানীং নৃপস্ত দ্বিজ দর্শয় ॥ ২৫ ॥
স গত্রা হারিতং ভূপমভিজ্ঞানমঘাচত ॥ ২৬ ॥
সৌদাস উবাচ । যৈকিনা সুগতির্নিস্তি হুর্গতিং
যে নর্যন্ত বৈ । গতেইবং ক্রহি তাং সাক্ষীঃ মম

লেন,—বিপ্র! আপনি আমার ভক্ষণার্থ উপ-
স্থিত হইয়াছেন, আমি আপনাকে নিশ্চয় ভক্ষণ
করিব। উত্তক বলিলেন,—রাজন! আপনি
আমাকে ভক্ষণ করুন; তাহাতে আপত্তি নাই;
কিন্তু আমার এক নিবেদন শ্রবণ করুন। অধুনা
আপনি আনয় আপনার পত্নীর কুণ্ডলযুগল দেন।
আমি গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক কার্য্যশেষ করিয়া
আগমন করিলে, আপনি আমার ভক্ষণ করিবেন।
সৌদাস কহিলেন,—আমার হুর্গাত্যস্তরস্থ মন্দিরে
যথায় আমার দায়িতা আছেন, সেইখানে তুমি গমন
কর। হে দ্বিজ! জীবনভয়ে তুমি তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইয়া আমার বাক্যানুসারে তাঁহার নিকট
প্রার্থনা কর। আমার পত্নী তাঁহার কুণ্ডলযুগল
অবশ্যই তোমায় দান করিবেন। কিন্তু দ্বিজবর!
যে সত্য করিয়াছ, তাহার অন্তথা করিও না।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—দ্বিজবর মদযন্তীর সমীপে গিয়া
বলিলেন,—দেবি! রাজা সৌদাস আদেশ করিয়া-
ছেন, আপনায় কুণ্ডলযুগল আমায় প্রদান করুন।
মদযন্তী কহিলেন,—দ্বিজবর! এ ব্যাপারে আমার
সন্দেহ হইতেছে। অতএব রাজার কোন অভি-
জ্ঞান আনিয়া আমায় প্রদর্শন করুন। উত্তক
পুনরায় রাজার নিকট গিয়া অভিজ্ঞান চাহিলেন।
সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজবর! আপনি গিয়া সেই
সাক্ষীকে এই কথা বলুন যে, বাহারা ব্যতীত সুগতি

বাক্যং বিজ্ঞোত্তম । প্রদাহুতি ততো নুনং কুণ্ডলে
 রত্নমণ্ডিতে ॥ ২৭ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । প্রত্যভিজ্ঞান-
 মাদায় গতা তস্মৈ স্তবেদয়ং ॥ ২৮ ॥ ততোহসৌ
 প্রদদৌ তস্মৈ গৃহ মে কুণ্ডলে দ্বিজ । উবাচ
 যত্নমাহ্বায় নীযতাং দ্বিজসত্তম ॥ ২৯ ॥ এতে চ
 বাহুতে নিতাং তক্ষকো দ্বিজ কুণ্ডলে । স হবোতি
 সমাদায় বিশ্বমোৎফুল্ললোচনঃ । কোতুকাং পুনরা
 গত্যা রাজানং বাক্যমববীৎ ॥ ৩০ ॥ অভিভ্রানায়
 ভূপ সম্প্রাপ্তে দীপ্তকুণ্ডলে । বাক্যগন্ত ন বিজ্ঞাত-
 স্ততোহহং পুনরাগতঃ ॥ ৩১ ॥ কোতুকাহম মে
 রাজন্ স্বকার্যো চ যথাহিতম্ । কৈশিনী সুগতি-
 নীতিং দুর্গতিং কে নমস্টি চ ॥ ৩২ ॥ সৌদাস উবাচ ।
 আরাধিতা দ্বিজা বিপ্র ভবন্তি সুগতিপ্রদা ।
 অসন্তুপ্তা দুর্গতিদাঃ সদো মম যদা পুরা ॥ ৩৩ ॥
 এতাবায়ম শাপোহয়ং বসিষ্ঠস্য মহামনঃ । তেনোকং
 জ্ঞাং যদা কশ্চিৎ প্রশ্নং বিধ্যাগবিদ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ত-
 দোষবিনির্মুক্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । হংসমাদা-

দ্বিনির্মুক্তো হহং শাপাদ্বিজোত্তম । সাধিকং ধাম
 চাপন্নো গচ্ছ বিপ্র নমোহস্ত তে ॥ ৩৫ ॥ বসিষ্ঠ
 উবাচ । উৎকলেন নিম্মুক্তঃ সত্বরং পথমাব্রিতঃ ।
 গচ্ছং চাতিক্ষুয়াবিশৌহপশু দ্বন্দ্বফলানি সং ॥ ৩৬ ॥
 ততঃ ক্রম্যজিনে বদ্ধা কুণ্ডলে স্তম্ভ ভূতলে ।
 অরুরোহ ফলাকাঙ্ক্ষী স মুনিঃ ক্ষুধয়াব্রিতঃ ॥ ৩৭ ॥
 এশ্মিরেব কালে তু তক্ষকঃ পন্নগোত্তমঃ । গৃগীত্বা
 কুণ্ডলে ভূমিগমদক্ষিণামুখঃ ॥ ৩৮ ॥ অখোত্তকঃ
 ফলাহারী অবলীয়া ধরাতলে । সর্পিতোহঘেষয়ামাস
 বেগেন মদভা রুতঃ ॥ ৩৯ ॥ স দৃষ্ট্বা সম্মুখং প্রাপ্তং
 সমাপং পন্নগোত্তমঃ । প্রবিবেশ বিলং রোদ্ৰমন্ধ-
 কারেন সংরুতম্ ॥ ৪০ ॥ উত্তকোহপি বিলং প্রাপ্তঃ
 প্রাবশু তমসা রুতম্ । দণ্ডকাঠং সমাদায় কুপিতো
 হবন ভদ্রা ॥ ৪১ ॥ ত-তথা দুঃখিতঃ দৃষ্ট্বা সক্রোধং
 গুরুকার্যতঃ । বহুমারোপয়ামাস দণ্ডান্তে পাক-
 শাসনং ॥ ৪২ ॥ ততো বিদারয়ামাস স শীঘ্রং ধরণী-
 তনম্ । প্রাবর্তন্তেব পাতালঃ কুণ্ডলার্থং পরিভ্রমন্ ॥

নাই, এবং বাহারা দুর্গতি ভোগ করাইয়া থাকেন ।
 এই কথা বলিলেই আমার সেই পণ্ডিত আপনাকে
 রত্নখচিত কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলে । বসিষ্ঠ
 কহিলেন,—উত্তক সেই প্রত্যভিজ্ঞান লইয়া গিয়া
 রাজপতীর নিকট নিবেদন করিলেন । অনন্তর
 মদয়ন্তী তাঁহাকে কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন ।
 বলিয়া দিলেন,—দ্বিজ! এই কুণ্ডল গ্রহণ করুন
 এবং সময়ে ইহাকে লইয়া যান । জ্ঞানিলেন,—
 এই দুইট কুণ্ডলের প্রতি তক্ষক নিত্য সম্পদ ।
 অনন্তর উত্তক বিশ্বমোৎফুল্লমণ্ডনে সেই কুণ্ডল দুইটা
 লইয়া পুনরায় কোতুক বশত রাজার নিকট আসিয়া
 বলিলেন,—হে ভূপ! আপনার প্রদত্ত অভিভ্রানে
 আমি দীপ্ত কুণ্ডলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি । কিন্তু
 আপনার বাক্যার্থ আমি বুঝি নাই, তাই
 পুনরায় আসিয়াছি । অতএব রাজন্! আমার নিকট
 উহা ব্যক্ত করুন । আপনি বলুন,—কাহার পণ্ডিত
 সুগতি হয় না এবং কাহারাই বা দুর্গতিভোগ
 করাইয়া থাকে । সৌদাস কহিলেন,—দ্বিজগণের
 আরাধনা করিলে, তাঁহারা সুগতিপ্রদ হইয়া
 থাকেন । আর অসন্তুপ্ত হইলে সদ্যই
 দুর্গতি দান করেন । ইহার দৃষ্টান্ত আমিই ।
 মহাত্মা বসিষ্ঠের আমার প্রতি এতাব্যাহাই অভি-
 শাপ । তবে তিনি পরে বলিয়া দেন, কেহ যখন
 তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন খ্যাপন করিবে, তখন

তুমি নিশ্চয়ই দোষযুক্ত হইবে । যাহা হোক হে
 দ্বিজবর! তোমার প্রসাদে এক্ষণে আমি শাপমুক্ত
 হইলাম; সাধিকধাম লাভ করিলাম । বিপ্র!
 আপনি প্রস্তান করুন! আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭-৩৫ ॥
 বসিষ্ঠ কহিলেন,—উত্তক তাহার নিকট বিদায় লইয়া
 সত্বর পথ চলিতে লাগিলেন । চলিতে চলিতে
 তাহার পূর্বাব উদ্দেশ হইল । তিনি সম্মুখে
 দক্ষিণে ফল দাল দেখিতে পাইলেন । অনন্তর
 কুণ্ডলযুগল লইয়া গিয়া ভূতলে স্থাপনপূর্বক
 গুরুর ভাঙনায় ফলাকাঙ্ক্ষায় বিশ্বরুদ্ধে আরোহণ
 করিলেন । ইত্যবকাশে পন্নগবর তক্ষক তাঁহার
 স্থাপিত কুণ্ডলযুগল গ্রহণ করিয়া সত্বর দক্ষিণাভি-
 মুখে প্রস্থান করিল । অনন্তর ফলাহারী উত্তক
 রুদ্ধ হইতে নাগিয়া ব্যস্তভাবে চারিদিক্ অবেশণ
 করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে সম্মুখাগত দেখিয়া
 পন্নগবর তক্ষক এক অক্ষয়ময় তক্ষক গর্ভে
 প্রবেশ করিল । এ দিকে উত্তক সেই তমসা-
 ক্ষয় গর্ভদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুপিতভাবে দণ্ডকাঠ
 দ্বারা খনন করিতে লাগিলেন । পাকশাসন দেখি-
 লেন,—উত্তক দুঃখিত এবং গুরুকার্যার্থ সেইরূপ
 ক্রোধ-প্রাপ্ত; তদনুসারে তাঁহার দণ্ডাশ্রে তিনি স্বীয়
 বহু আরোপ করিলেন । অনন্তর উত্তকের দণ্ড
 দ্বারা শীঘ্র ধরণীতল বিদারিত হইল । তিনি পাতালে
 প্রবেশ করিয়া কুণ্ডলার্থ ইত্যন্তত ভ্রমণ করিতে

৪৩। সৌহৃদ্যদ্বিজিনং তত্র সর্বিষেতং গুণাধিতম্ ।
 তেনোক্তঃ স্পৃশ মে গুহং ততঃ কার্যং ভবিষ্যতি ।
 ৪৪। স চকার তথা শীঘ্রং ততো ধুমো ব্যজায়ত ।
 পাতালং তেন সর্বিষেতং ব্যাপ্তং ভূধর বহুনা ॥ ৪৫ ॥
 ততশ্চ ব্যাকুলঃ সর্গে পন্নগাঃ সমুপাদ্রবন । তক্ষকঃ
 পুরতঃ ক্রুদ্বা সম্প্রাপ্তাঃ কুণ্ডলাধিতাঃ । উত্তঙ্কায়
 ততো দৃষ্টা প্রণিপত্য যমুগ্ধম্ ॥ ৪৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ ।
 অথাস্তমুবাচেদমহমগ্নির্দ্বিজোত্তম । যন্তরারাদিতঃ
 পূর্নমুপাধ্যায়নিদেশতঃ ॥ ৪৭ ॥ জাহ্নবাং চঃখিতং
 প্রাপ্তমিহ প্রাপ্তঃ কৃপাপরঃ । সর্বিষা তক্ষ মে পৃষ্ঠং
 ভগবাক্ষীভ্রমাক্রহ ॥ ৪৮ ॥ নয়ামি তত্র যত্রাস্তে
 গুরুঃ সর্বিগুণালয়ঃ । আকুচন্তু পৃষ্ঠে স প্রতস্থে-
 হ্যামমং প্রতি ॥ ৪৯ ॥ তৎক্ষণাৎ সমুপপ্রাপ্তো
 গৌতমশ্চ নিবেশনম্ । এতস্মিন্নেব কালে তু
 অহল্যা কৃতমণ্ডনা ॥ ৫০ ॥ স্নাতা চাতোভ্য ভর্তারং
 সাধ্বী বাক্যমুবাচ হ । উত্তঙ্কোহদ্য ন সম্প্রাপ্তঃ
 শাপং দাস্তাম্যহং ক্রবম্ ॥ ৫১ ॥ শিথিলো গুরু-

কতোষু স যদানাক্ষতো মতা । তস্তা বাক্যাবসানে
 তু উত্তঙ্কঃ পর্বদগুত ॥ ৫২ ॥ প্রসন্নবদনো হৃষ্টঃ
 কুণ্ডলাভ্যাং সমর্ষিতঃ । প্রণিপত্য স তাং ভক্ত্যা
 কুণ্ডলে সন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫৩ ॥ সা দৃষ্টা তৎক্ষণাৎ-
 সন্মৌ কণাভ্যাং সংভবেদয়ৎ । স্বগৃগয় ততক্ষণ-
 মুত্তকং বিদসজ্জত ॥ ৫৪ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । এবং
 স বিবরো জাতশ্চক্ষকো নৈককারণাৎ । যথা মে
 চিন্তাতে নিতাং বৈধর্ম্যঃ স্বয়ং পরে ॥ ৫৫ ॥ তস্মাৎ
 পুণ্য কিম্ নাস্ত্যঃ শকোহয় কর্ম্মণি । শীঘ্রং
 কুরু নগশ্রেষ্ঠ মম কার্যমসংশয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি জীহ্বান্দে গৌতমশিষ্যোত্তঙ্কগিরিবর্ণনং নান
 দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃত্যোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । অহা হিমাচলো বাক্যং বসিষ্ঠশ্চ
 মহাত্মনঃ । চিন্তয়ামাস তৎকার্যং বিবরশ্চ প্রপূরণে ॥
 ১ ॥ চিত্রং বিদ্যাং ত্র্যম্ববিদমাহ নগোত্তমঃ ।

নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব । গুরুপত্নীর বাক্য-
 বসান হইতে হইতেই উত্তঙ্ক আসিয়া দেখা দিলেন ;
 দেখা গেল,—তিনি প্রসন্নবদন হৃষ্ট ও কুণ্ডলযুগলে
 অধিত । উত্তঙ্ক আদিয়াই ভক্তিপূর্বক প্রণাম
 করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিলেন । সাধ্বী গুরু-
 পত্নী দোষবামায় তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তে লইয়া
 উভয়কর্ণে পারিলেন এবং উত্তঙ্ককে স্বগৃহগমনে
 বিদায় দিলেন । বসিষ্ঠ কহিলেন,—তক্ষক ও
 উত্তঙ্ক-ঘটিত ব্যাপারে এইরূপে সেই বিবর
 উৎপন্ন হইয়া ছল । বেদরক্ষার্থ তাহার পূরণের
 জন্তই আমি চিন্তা করিতেছি । অতএব হে
 ভূধরবর ! তুমিই তাহা পূরণ কর ; এ কার্যে আর
 কেহই সক্ষম নহে । হে নগশ্রেষ্ঠ ! তুমি শীঘ্র
 তোমার কার্য সাধন কর ॥ ৩৬—৫৬ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, মহাত্মা বাসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া
 হিমাচল সেই বিবর-পূরণের বিষয় চিন্তা করিতে
 লাগিলেন । অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নগরাজ
 স্বমিবরকে বলিলেন,—সেই স্থানের নগগণের ষাই-

করিতে তথায় সর্বিষেত গুণাধিত অশ্ব দর্শন করি-
 লেন । সেই অশ্ব কহিল,—দ্বিজ ! আমার গুহ
 স্পর্শ কর, তোমার কার্য্যাসক্তি হইবে । উত্তঙ্ক
 তাহাই করিলেন । তখন ধুমরাশি উৎপন্ন
 হইল ; দেখিতে দেখিতে সমগ্র পাতালতল
 বহিব্যাপ্ত হইয়া গেল । তখন পন্নগগণ ভয়-
 ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।
 অনন্তর পন্নগেরা তক্ষককে অগ্রে লইয়া কুণ্ডল
 হস্তে উত্তঙ্কের নিকট আসিল এবং তাঁহাকে কুণ্ডল
 দিয়া প্রণামান্তে গৃহাভিমুখে গমন করিল । বসিষ্ঠ
 কহিলেন,—অনন্তর সেই অশ্ব কহিল,—দ্বিজবর !
 উপাধ্যায়ের নিদেশক্রমে পূর্বে আপনি যাহাকে
 আরাধনা করিয়াছিলেন, আমিই সেই অগ্নি আসি ।
 আপনাকে চুঃখিত জানিয়া কৃপাপূর্বক এই স্থানে
 উপস্থিত হইয়াছি । হে ভগবন্ ! আপনি শীঘ্র
 আমার পৃষ্ঠারোহণ করুন, আপনার সকলগুণালয়
 গুরু যেখানে অবস্থান করিতেছেন, আমি আপ-
 নাকে সেইখানেই লইয়া যাইব । তখন উত্তঙ্ক
 অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ; অশ্ব গৌতমশ্রমা-
 ভিমুখে ধাবিত হইল । ক্ষণকাল পরেই উত্তঙ্ক তথায়
 উপনীত হইলেন । ইতিমধ্যে সাধ্বী অহল্যা
 স্নানান্তে স্নানোজ্জিত হইয়া ভর্তার নিকট আসিয়া
 বলিলেন,—দেখিতেছি, শিষ্য উত্তঙ্ক গুরু কার্য্যে
 অলস ; সে আজও আসিল না ; তাহাকে আমি

ক উপাযো নগানাং বৈ তত্র গন্তঃ বদন্ত মে ॥ ২ ॥
 পঞ্চচ্ছেদস্ত শক্রেণ সর্ষেবাং চ পুরা কৃতঃ ।
 তস্মাদস্তা মুনিশ্রেষ্ঠ কার্ষাস্তা পশু নিশ্চয়ম্ ॥ ৩ ॥
 বসিষ্ঠ উবাচ । অস্ত্যাপাযো নগানাং তু তত্র নেতৃঃ
 মহানগ । তবাং তনয়স্তত্র বিখ্যাতো নন্দিবর্দ্ধন ॥
 তস্মাক্ষুদ ইতি খ্যাতো বয়স্যঃ পরমঃ শ্রিয়ঃ । নাগঃ
 প্রাণভূতাং শ্রেষ্ঠঃ খেচরোহপি চ বীথ্যবান্ ॥ ৪ ॥
 স বা উর্দ্ধগতিঃ ক্ষিপ্রং ক্ণারেন্নাতাসংশয়ঃ । লৌনয়া
 সর্ষকৃত্যেযু তং বিদিত্বাহমাগতঃ ॥ ৫ ॥ আদেশো
 দীপ্ততামস্ত দুঃখং কর্তুং চ ন্যহাস । অবশ্যং যদি
 ভক্তোহসি তত্র প্রেষয় সহরম্ ॥ ৬ ॥ সূত উবাচ ।
 বসিষ্ঠস্ত বচঃ শ্রুত্বা হিমবান্ পুত্রবৎসলঃ ।
 দুঃখেন মহতাবিশ্রুতিচ্যুতামাস ভূবঃ ॥ ৭ ॥ মৈনাকস্তনয়ো-
 হস্মাকং প্রবিষ্টঃ সাগরে ভয়াৎ । জ্যেষ্ঠঃ তু সপা-
 চাথ বসিষ্ঠো নেতৃমাগতঃ । কিং কৃত্যমবুনাস্মাকং
 কথং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ইতঃ শাপভয়ং ভী-
 মিহো দুঃখঞ্চ পুত্রজম্ । বরং পুত্রবিয়োগোহস্ত
 ন শাপো দ্বিজসম্মতঃ ॥ ৯ ॥ স এবং নিশ্চয়-

কৃষ্ণা নন্দিবর্দ্ধনমুক্তবান্ । গচ্ছ স্বং পুত্র মে বাক্যাদ
 বসিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রতি ॥ ১১ ॥ তত্রাস্তি বিবরো
 রৌদ্রস্তং প্রপুণ্ড্র সহরম্ । অর্কুঃ নাগমাদায়
 মিত্রং প্রাণভূতাং বয়ম্ ॥ ১২ ॥ নন্দিবর্দ্ধন উবাচ ।
 পাপীয়ান্ স বিভো দেশঃ কলমূলৈর্কলবজ্জিতঃ ।
 পানাদিঃ খাদিতৈর্যো দেবৈঃ শাল্মলিভিস্থতা ॥
 ১৩ ॥ স্মৃষ্টিবৈশ্বাণ্ডিভির্ভিন্নৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
 নদ্যো বর্ষাশ্চ নো তত্র তৃপ্তা লোকাশ্চ বাসিনঃ ।
 নাহোহহং পশ্যতশ্চেষ্ট হত্র গন্তঃ কথঞ্চন ॥ ১৪ ॥
 অথোবাচ বসিষ্ঠস্তং সজ্জস্তং নন্দিবর্দ্ধনম্ । মা ভীঃ
 কার্ষা বদ্য তত্র দেশে দোষ্ট্যাং কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥
 তব মুক্তি সদা বাসো মম তত্র ভবিষ্যতি । তীর্থানি
 সারতো দেবাতঃ পুণ্যাস্থায়তনানি চ ॥ ১৬ ॥ বৃক্ষাশ্চ
 বিবিধাকারঃ পত্রপুষ্পফলাধিভাঃ । সদা তত্র ভাব-
 যাত্তৃমুগাশ্চ বিহগাঃ স্তভাঃ ॥ ১৭ ॥ অহমেবান্য-
 যানি তবার্থে চ মহেশ্বরম্ । তদা স্মৃষ্টি বৈ তত্র
 সর্ষে দেবাতঃ স্যাসবাতঃ ॥ ১৮ ॥ সূত উবাচ ।
 বসিষ্ঠস্ত বচঃ শ্রুত্বা সংহৃষ্টো নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
 অর্কুদং নাগমাদায় বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ১৯ ॥ তত্র যাবো-

বার উপায় কি আছে বলুন । জানেনই তো,
 পূর্বে ইন্দ্র সমস্ত পর্ষতেরই পঞ্চচ্ছেদ করিয়া দিয়া-
 ছেন! অতএব মূনিবর! স্থির করুন, কিরূপে এ
 কার্য্য সমাধা হইতে পারে? বসিষ্ঠ কহিলেন,—
 নগরাজ! নাগদিগকে তথায় লইয়া যাইবার এক
 উপায় আছে । তোমার তনয় বিখ্যাত নন্দিবর্দ্ধন,
 অর্কুদ নামে এক নাগ তাহার পরম প্রিয় বন্ধু
 আছে । সে প্রাণধারাদিগের শ্রেষ্ঠ, খেচর ও
 বীথ্যসম্পন্ন । সে উর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া
 ক্ণমধ্যেই নন্দিবর্দ্ধনকে সহজে তথায় লইয়া যাত্তে
 পারিবে । আমি তাকে সর্ষকার্য্যে সক্ষম জানিয়াই
 এই স্থানে আসিয়াছি । অতএব পুত্রকে আদেশ
 দাও; ইহাতে তাহা করিও না । যদি আমার
 ভক্ত হও, তবে অবশ্যই তাকে প্রেরণ কর ।
 সূত কহিলেন,—বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া পুত্রবৎসল
 হিমবান্ মহাত্ম্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
 পুত্র আমার মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সাগরে প্রবেশ
 করিয়াছে । জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বসিষ্ঠ মূনি সম্প্রতি
 লইতে আসিয়াছেন । অতএব অবশ্য আমার
 কর্তব্য কি, কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে ।
 এদিকে ভীষ শাপভয়, ওদিকে ভীষ পুত্রবিয়োগ-
 দুঃখ! বরং পুত্রবিয়োগ হউক, তথাচ যেন ব্রহ্ম-
 শাপ না হয় । ত্রিমালয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

পুত্র নন্দিবর্দ্ধনকে বার্লগেন,—পুত্র! তুমি আমার
 বাক্যে বশীভূত হইয়া গমন কর । সেখানে এক
 ভীষণ বিবর আছে । তুমি তোমার মিত্র অর্কুদ
 নাগের সঙ্গে গিয়া তথা পুরণ কর । নন্দিবর্দ্ধন
 কহিল—প্রভো! সে দেশ কলমূলবজ্জিত পাঠ
 দেশ! সেখানে পানাদি খাদ্য এবং শাল্মলী
 বৃক্ষেরই প্রাচুর্য্য; নিম্বরপ্রকৃতি নরপশু ভিন্নগণেরই
 তথায় বাস । সে দেশে নদীপ্রবাহ নাই; দুঃ
 লোক সকল সে দেশের আবাসী । অতএব
 হে পশতবর! আমি সে দেশে যাইতে ইচ্ছা
 করি না । অনন্তর বসিষ্ঠ নন্দিবর্দ্ধনকে সজ্জস্ত
 দেখিয়া বার্লগেন,—তুমি তথায় দুঃ লোক হইতে
 প্রবের আশঙ্কা করিও না; তোমার মস্তকে
 স্বয়ং আমি বাস করিব । সেখানে তীর্থ, সারৎ,
 দেব ও পুণ্যায়তনসমূহের অধিষ্ঠান ইহাবে ।
 বিবিধাকার বৃক্ষসকল পত্রপুষ্প ও ফলাধিত হইবে ।
 স্তভমুগ ও বিহগেমা তথায় বাস করবে । অধিক
 কি, আমি নিজেই তোমার জন্ত তথায় মহেশ্বরকে
 আনয়ন করিব; তখন সমস্ত সর্বাসব দেব তোমার
 ভীর অবস্থান করিবেন । ১—১৮ সূত কহিলেন,—
 বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া নন্দিবর্দ্ধন হৃষ্ট হইল এবং
 অর্কুদ নাগের নিকট আসিয়া বার্লগ,—ওহ আমার

হৃদ্য ভজং তে বয়স্তু বিনয়ান্বিত । এতৎ কার্যমহং
মন্তে সাম্প্রতং দ্বিজসত্ত্বম্ ॥ ২০ ॥ অৰ্কুদ উবাচ ।
অহং তত্রাগমিষ্যামি স্নেহান্তে পরিত্যজ । তত্রৈব
চ বাসিষ্যামি ত্রয়া সাক্ষিমসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥ কিং ব্রহ্ম
প্রণয়াদ্ভাতব্ধ্যামি যদ্বচঃ শৃণু । প্রণয়ান্নাত্বা কার্যং
যদ্যহং তব সম্মতঃ ॥ ২২ ॥ মরাস্মা প্যাতিমায়াতু
নাত্মং কিঞ্চিদ্রূপোন্মাদম্ । তঃ সোহপি প্রতি-
জায় আকটস্থ্য চোপরি । প্রণয়া পিতরৌ চৈব
প্রতপ্তে মুনিনা সহ ॥ ২৩ ॥ দিবে্যর্কক্ষেঃ শুভৈঃ
পূর্ণেন্দ্রানিবারসকুলৈঃ । মণ্ডৈঃসিহগৈর্ঘৃক্টো মৃগৈঃ
সৌম্যৈঃ সমাধিতঃ ॥ ২৪ ॥ মুক্তোহক্ষদেন তত্রৈব বিবরে
মুনিবাক্যতঃ । সমস্তস্ত্রানাসাগ্রং গতঃ পরিত্যক্তমঃ ॥
২৫ ॥ বিমুক্তো বিবরে তাম্রকর্কুদেন মহান্বনা ।
পরিপূর্ণে মহারৌদ্রে সন্তপ্তো মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৬ ॥
অববীচ্চাকর্কুদং নাগং বরং বরয় সুব্রত । পরিতুষ্টো-
হস্মি তে ভদ্র কৰ্ম্মণানেনা পরগ ॥ ২৭ ॥ অৰ্কুদ
উবাচ । এষ এব বরোহস্মাকং যদ্বং তুষ্টো মহা-

মুনে । অবশ্যং যদি দাতব্যং তচ্ছৃণু দ্বিজোত্তম ॥
২৮ ॥ যদেচ্ছতচ্ছিত্তরে হস্মি নিব্বলোদকম্ ।
নাগতীর্ণমিতি প্যাতিং ভূতলে যাতু সক্ষমঃ ॥ ২৯ ॥
অত্রৈবাহং বাসিষ্যামি মিত্রস্নেহাৎ সদা মুনে । তত্র
স্নানং দিবং যাতু মানবস্বত্বপ্রসাদতঃ ॥ ৩০ ॥ অপি
বক্ষ্য্যচ যা নারী স্নানমাত্রং সমাচরেৎ । সা স্ত্রী
পুত্রবতী বিপ্র সুখসৌভাগ্যসমুতা ॥ ৩১ ॥ বাসিষ্ঠ
উবাচ । যা বক্ষ্যামি জলে পূর্ণে স্নানমাত্রং করি-
ষ্যতি । সাপি পুত্রমবাপ্নোতি সক্ষমলক্ষণলক্ষিতম্ ॥
৩২ ॥ নভসঃ শুক্রপক্ষম্যাং কলৈঃ পূজাং করোতি
চ । আপ বর্ষণতা নারী সা ভবিষ্যতি পুত্রিণী ॥
৩৩ ॥ যেহত্র স্নানং করিষ্যন্তি হস্মিন্স্থীর্থে চ
ভক্তিভঃ । যাপ্রাপ্ত তে পরং স্থানং জরামরণবর্জি-
তম্ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানং চাত্র করিষ্যন্তি পক্ষম্যাং যে
সমাহিতাঃ । মাসে নভসি তীর্থশ্চ ফলং তেষাং
ভবিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥ স্মৃত উবাচ । এবং দত্তা বরং
তস্মা বাসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ । নন্দিবর্দ্ধনমভ্যোত্যা
বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥ বরঞ্চ ত্রিযতাং বৎস
পরিতুষ্টোহস্মি তেহনঘ । বিনয়াৎ সৌহৃদাৎ সক্ষমঃ

বিনয়ী বয়স্তু ! চল আমরা বাসিষ্ঠাশ্রমে যাই ;
ইহা দ্বিজকার্য্য বলিয়াই আমি মনে করি । অৰ্কুদ
কহিল,—হে পরিতনন্দন ! আমি তোমার স্নেহে
পাড়াই তথায় গমন করিব এবং তোমারই সহিত
সে স্থানে বাস করিব । কিন্তু ভাতিঃ ! আমি
প্রণয়বশতঃ তোমায় একটা কথা বলিতোঁছ, শ্রবণ
কর । আমি যদি তোমার অভিমত হই,
তবে তুমি প্রণয়ক্রমে আমার এ বাক্য অস্তথা
করিবে না । কথা এই যে, আমরা যে দেশে
যাইব, তাহা যেন আমরা নামে বিখ্যাত হয় ।
আর কিছুই চাহি না । অনন্তর নন্দিবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা
করিয়া তত্পরি আরোহণ করিল এবং পিতা-
মাতাকে প্রণামপুষ্পক দিবা দিবা বৃক্ষ, সুপূর্ণ
নদীনকার, মধুরভাবী বিহঙ্গ ও নানা প্রিয়-
দর্শন মৃগসমূহে সমাধিত হইয়া মুনিবরের সঙ্গে
সঙ্গে প্রস্থান করিল । অনন্তর অৰ্কুদ নাগ মুনির
বাক্যানুসারে ঐ নন্দিবর্দ্ধনকে তাহার আশ্রমস্থ
বিবরে পরিত্যাগ করিল । সে বিবরে নন্দিবর্দ্ধন
আ-নাসাগ্র নিমগ্ন হইল । মহাত্মা অৰ্কুদ নাগ সেই
বিবরে নন্দিবর্দ্ধনকে খোঁচন করিলে সেই মহাভয়ঙ্কর
বিবর পরিপূর্ণ হইল । মুনিপুঙ্গব সন্তপ্ত হইয়া
অৰ্কুদকে বলিলেন,—সুব্রত ! তুমি বর গ্রহণ কর ।
তোমার এই কন্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি । অৰ্কুদ
কহিল,—মহামুনে ! আপনি তুষ্ট হইলেন, ইহাই

আমার বর হইল । তবে যদি আরও কিছু বর
আমায় অবশ্যই দিতে চাহেন, তবে শ্রবণ করুন ।
হে দ্বিজোত্তম ! ঐ যে গিরিশিখরে এক নিষ্পলোদক
নিষ্কার আছে, উহা যেন ভূতলে নাগতীর্ণ নামে
বিখ্যাত হয় । হে মুনে ! আমি মিত্রস্নেহে সদাই
এখানে বাস করিব । এখানে স্নান করিয়া মানব
যেন ভবৎপ্রসাদাৎ স্বর্গে গমন করে । বক্ষ্যা-
নারীও যদি এখানে মাত্র স্নানচরণ করে, তাহা
হইলেন সে যেন সুখ-সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া পুত্রবতী
হয় । বাসিষ্ঠ বলিলেন,—যে বক্ষ্যা অত্রত্য পুণ্যজলে
স্নান করিবে, সে সক্ষমলক্ষণলক্ষিত পুত্র প্রাপ্ত
হইবে । শতবধবয়স্কা রমণীও যদি শ্রাবণ মাসের
শুক্রপক্ষমী তিথিতে ফল প্রদান করিয়া এই স্থানে
স্নান করে, তাহা হইলেও সে পুত্রবতী হইবে ! যাহারা
ভক্তিপুষ্পক এখানে স্নান করিবে তাহারা জরামরণ
বর্জিত পরম স্থানে গমন করিবে । যে সকল মানব
সমাহিত হইয়া এখানে শ্রাবণমাসীয় পক্ষমীতে
জ্ঞান করিবে, তাহাদের তীর্থ-ফল লভ হইবে । স্মৃত
বলিলেন,—ভগবান্ বাসিষ্ঠ তাহাকে উক্ত প্রকার
বর প্রদান করিয়া নন্দিবর্দ্ধন সমীপে গিয়া তাহাকে
বলিলেন,—বৎস ! বর গ্রহণ কর, আমি পরিতুষ্ট
হইয়াছি । বিনয় এবং সৌহৃদ বশতঃ আমি

দাশ্যামি যৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৩৭ ॥ • নন্দিবর্দ্ধন উবাচ ।
তবাস্তু বচনং সত্যং পুণ্যোক্তং মুনিসত্তম । সান্নিধ্যাৎ
জায়তামত্র অবশ্যং ত্বব সঙ্গদা ॥ ৩৮ ॥ যথাহমবর্দ্ধদে-
তোবাং খ্যাতিং গচ্ছামি ভূতলে । প্রসাদাচ্চৈব তে
ভূষাদেহস্মৈ মনসি স্থিতম্ ॥ ৩৯ ॥ সূত্র উবাচ ।
এবমস্থিতি তং প্রোচ্য বসিষ্ঠো ভগবান্মুনিঃ । চক্রে
স্বশাস্রমং তত্র তন্তু বাকোন নোদিতঃ ॥ ৪০ ॥
পনসৈশ্চম্পকৈরায়ৈঃ প্রিয়দ্রুপিস্বদিতৈঃ । নানা-
পঙ্কিসমাযুক্তো দেবগন্ধর্বসেবিতঃ ॥ ৪১ ॥ ততো
তত্র মুনিশ্রেষ্ঠো হরুক্ষতী সমাধতঃ । গোমতী-
মানঘামাস তপসা মুনিসত্তমঃ ॥ ৪২ ॥ যথা প্রোচ্য
দিবাং যাস্তি অতিপাপমতে নরঃ । মাঘমাসে
বিশেষণ মকরস্তে দিবাকরে ॥ ৪৩ ॥ যেহত্র স্নান-
করিষ্যস্তু তে যাস্ত্যস্তি পরং গতিম্ ॥ ৪৪ ॥ মাঘমাসে
বিশেষণ তিলদানং করোতি যঃ । তিলসংখ্যানি
বর্ধানি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ ॥ ৪৫ ॥ বভূবা
কিমিহোক্তেন স্নানমাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥ বসিষ্ঠস্ত
মুখং দৃষ্ট্বা পুনজ্জন্ম ন বিনাশে । অরুক্ষতী পূজনীয়া
পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে বিবরপূর্ববর্ণনং নাম

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তোমাকে সমস্তই প্রদান করিব। নন্দিবর্দ্ধন
বলিল—হে মুনিসত্তম! আপনার বাক্য সত্য
হোক, এই স্থানে আপনি সপদা সর্গাব করুন।
আমি যাগতে ভূতলে অন্দুরাখ্য লাভ করিতে
পারি, আপনার প্রদানে তাহা যোগ্য। তাহা
আমার মনোভাঙ্গ। ৩৭ • কহিলেন,—ভগবান্
বসিষ্ঠ মুনি তাহার কথায় ‘এবং বালক’ ইত্যাদি
বাক্যানুসারে তদুপরি নিজ আশ্রম নির্মাণ করি-
লেন। ঐ আশ্রম পনস, চম্পক, অম্র, প্রিয়দ্রু-
বিষ, ও দাড়িমাদি নানা বৃক্ষ ও নানাবিব পঙ্কিযুক্ত
হইয়া দেবগন্ধর্বগণে সেবিত হইতে লাগিল। মুনি-
শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ অরুক্ষতীর সহিত তথায় বাস করিতে
লাগিলেন। অনন্তর মুনিবর তথায় তপোবলে
গোমতীকে আনয়ন করিলেন। অতি পাপ-
কারী নরগণও ঐ গোমতীতে স্নান করিয়া স্বর্গে
গমন করে। বিশেষত মাঘমাসে মকরস্ত দিবাকরে
যাহারা ঐ গোমতীতে স্নান করে, তাহাদের পরম
গতি হইয়া থাকে। বিশেষত মাঘমাসে যে ব্যক্তি

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ । স কৃদা স্বাশ্রমং তত্র বসিষ্ঠো
ভগবান্মুনিঃ । তত্র শস্তোনিবাসায় তপস্তপে
সুদারুণম্ ॥ ১ ॥ স বভূব মুনিঃ সম্যক্ কলাহার-
সমর্থিতঃ । শীর্ণপাশনঃ পশ্চাদ্বে শতে সমপদ্যত ॥
জলাহারঃ পঞ্চশতবর্ধানি স বভূব হ । বর্ধানং
বায়ুভক্ষোহভূততো দশশতানি চ ॥ ৩ ॥ পঞ্চাগ্নি-
সাধকো গ্রীষ্মে হেমস্তে সলিলাশয়ঃ । বর্ধা-
শাকাশবাসী চ মহশ্বঃ চ ততোহভবৎ ॥ ৪ ॥
ততশ্চতৌ মহাদেবস্তস্তাধেঃ সুমহাশ্বনঃ । ভিহ্না
চ পক্ষতঃ সদাস্তংপুরো লিঙ্গমুখিতম্ । তং
দৃষ্ট্বা বিশ্বম্যাবিষ্টো মুনিঃ স্তোত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৫ ॥
নমঃ শিবায় শুক্লায় সপ্তগায়াত্ৰায় চ । কপদ্বিনে

এখানে তিল দান করে, তিলসমসংখ্যক বৎসর
তাহার স্বর্গলোকে বাস হয়। অধিক কি বসিষ্ঠের
মুখ দর্শন করিয়া এই স্থানে যে স্নান মাত্র আচরণ
করে, তাহার আর পুনজ্জন্ম হয় না। বিশেষতঃ
এখানে পূজনীয়া অরুক্ষতীকে পূজা করা সকলেরই
কর্তব্য। ১৯—৪৭।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

চতুর্থ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,—ভগবান্ বসিষ্ঠ মুনি সেই স্থানে
আব আশ্রম নির্মাণ করিয়া তথায় শস্তর অধি-
ষ্ঠানের জন্য সুদারুণ তপস্তা করিতে লাগিলেন।
মুনিবর প্রথমে কলশলাগবে তপস্তা করিয়া পশ্চাৎ
শীর্ণপাশনে ত্রিশত বৎসর তপস্তা করিলেন।
জলাহারে তাহার পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল।
দশ শত বৎসর তিনি বায়ু ভোজনে তপস্তা
করিলেন। বসিষ্ঠ ঋষি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নি-সাধক,
হেমস্তে জলশায়ী এবং বর্ধায় আকাশতনবাসী
হওয়া মহশ্ব বৎসর যাপন করিলেন। অন-
ন্তর মহাদেব সেই মহাত্মা ঋষির প্রতি ভূট
হইলেন। ঋষির অধিষ্ঠিত পক্ষত-ভূদেশ ভেদ
করিয়া তৎসম্মুখে সদর এক শিবলিঙ্গ প্রাকর্ষিত
হইল। তাহা দেখিয়া বিশ্বম্যাপন্ন মুনি স্তোত্র
উচ্চারণ করিলেন; যথা—যিনি শিব, শুক্ল,
নাম, অমৃত, কপাল, শাহাকে আমি নমস্কার করি।

নমস্তুভ্যঃ নমস্তুভ্যৈ ত্রিমূর্তয়ে । ৬ । নমঃ স্তূলায়
স্বন্দায় ব্যাপকায় মহান্নয়ে । নিষঙ্গীণে নমস্তুভ্যঃ
ত্ৰিনেত্রায় নমো নমঃ । ৭ । নমঃ চন্দ্রকলাধার নমো
দিগ্‌সনায় চ । পিনাকপাণয়ে . তৃত্যমষ্টমূর্তে
নমোনমঃ । ৮ । নমস্তে জ্ঞানরূপায় জ্ঞানগম্যায়
তে নমঃ । নমস্তে জ্ঞানদেহায় সৰ্বজ্ঞানময়ায় চ ।
৯ । কাশীপতে নমস্তুভ্যঃ গিরিশায় নমো নমঃ ।
জগৎকারণরূপায় মহাদেবায় তে নমঃ । ১০ ।
গৌরীকান্ত নমস্তুভ্যঃ নমস্তুভ্যঃ শিবান্নয়ে ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় ত্ৰিনেত্রায় নমো নমঃ । ১১ ।
বিশ্বরূপায় শুদ্ধায় নমস্তুভ্যঃ মহান্নয়ে । নমো বিশ্ব-
স্বরূপায় সৰ্বদেবময়ায় চ । ১২ । সূত উবাচ ।
এতস্মিন্‌নৈব কালে তু বাণ্ডবাচাশরীরিণী । পরি-
তুষ্টৌহস্মি তে ভদ্রং বরং বরয় সুরত । ১৩ । ইত্যুক্তা
পর্যন্তং ভিষ্মা তৎপুরো লিঙ্গমুখিতম্ । ১৪ ।
বসিষ্ঠ উবাচ । লিঙ্গৈহস্মিন্‌স্তব সান্নিধ্যং সদা
ভবতু শঙ্কর । ময়া পূৰ্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং নগেন্দ্রহ
মহান্নয়ঃ । সত্যং কুরু বচো মে ভূঃ যদি তুষ্টৌহসি
শঙ্কর । ১৫ । শ্রীভগবানুবাচ । অদ্যপ্রভৃতি
লিঙ্গৈহস্মিন্‌ সান্নিধ্যং মে ভবিষ্যতি । ব্রহ্মাক্যাদ্

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সৰ্বং সত্যং ভবিষ্যতি । ১৬
স্তোত্রৈরণানেন যো মৰ্ত্তো মাং স্তবিষ্যতি ভক্তিতঃ
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যামাশ্বিনে মুনিসন্তম । ১৭
মৎপ্রিয়াগঃ তু শক্ৰেণ প্রেরিতা মুনিসন্তম
মন্দাকিনীতি বিখ্যাতা নদী দেহলোক্যপাবনী । ১৮
দেবস্মোত্তরদিগ্‌ভাগে কুণ্ডে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ
তস্তাং হ্যাহা মুনিশ্রেষ্ঠ লিঙ্গং মে পশ্যতে তু যঃ
স যাতি পরমং জ্ঞানং জরামরণবর্জিতম্ । ১৯
অচলং ভেদঘ্নিত্ব তু যস্মান্নো লিঙ্গমুদগতম্
অচলেশ্বরনামৈব লোকে খ্যাতিং গমিস্যতি । ২০
অত্র লিঙ্গস্তা মহান্নায়ান্ন কদাচিচ্চলিস্যতি । সৰ্ব্বথা
য ইদং লিঙ্গং প্রলয়াস্তে ন চালাতে । ২১ । সূত
উবাচ । এতাবদ্বক্তা বচনং বিররাম মহেশ্বরঃ ।
বসিষ্ঠৌহপি সুরষ্টৌহা গোহমাদ্যা মুনীশ্বরঃ । ২২ ।
শক্রাদয়স্ততো দেবাস্তীগচ্ছাতনানি চ । আনয়ামাস
ব্রহ্মর্ষিস্তপসা পর্যন্তোত্তমো । ২৩ । ততস্তষ্টঃ
সুরশ্রেষ্ঠস্তত্র বাসমখাকরোৎ । ২৪ ।

ইতি শ্রীস্বামিন্দ্রহসেনেশ্বরোৎপত্তি বর্ণনং

নাম চতুর্থোঃখ্যায়ঃ । ৪ ।

দেব ! তুমি ত্রিমূর্তিধারী, তোমার সেই মূর্তি ত্রয়কে
আমার বারম্বার নমস্কার । হে দেব ! তুমি স্তূল,
স্বন্দ, ব্যাপক, মহান্না, নিষঙ্গী, এবং ত্রিনেত্র,
তোমাকে আমার নমস্কার । হে চন্দ্রকলাধর ! তুমি
দিগ্‌বসন, ও পিনাকপাণি, তোমাকে নমস্কার । হে
জ্ঞানরূপ ! তুমি জ্ঞান, গম্য, জ্ঞানদেহ, সৰ্বজ্ঞ, অবা-
ময়, তোমাকে নমস্কার । হে কাশীপতে ! তুমি
গিরিশ, জগৎকারণরূপ, মহাদেব, গৌরীকান্ত, ও
শিবান্না তোমাকে নমস্কার । হে ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপ ।
তুমি ত্রিনেত্র, বিশ্বরূপ, শুদ্ধ, ও মহান্না, তোমাকে
নমস্কার । তুমি বিশ্বস্বরূপ, সৰ্বদেবময়, তোমাকে
নমস্কার । সূত বলিলেন,—এমন সময় এইরূপ
অশরীরিণী বাক্ উখিত হইল যে, হে সুরত ! আমি
তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর ।
এইরূপ অশরীরিণী বাণীর পর তাঁহার সম্মুখে
এক লিঙ্গ উখিত হইল । বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে
শঙ্কর ! এই লিঙ্গে আপনার সদা সান্নিধ্য হউক ।
আমি মহান্না নগের নিকট পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,
যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাহা সত্য করুন ।
ভগবান্‌ কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণবর ! তোমার বাক্যা-
নুসারে অদ্য হইতে এই লিঙ্গে আমার সান্নিধ্য

হইবে । তোমার সমস্ত উক্তিই সত্য হইবে ।
তুমি যে স্তব করিলে, এই স্তবে যে মানব আমায়
ভক্তি করিয়া আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী-
দিবসে স্তব করিবে, এবং আমার প্রিয়াচরণার্থ ইন্দ্র
যে ত্রেলোক্যপাবনী মন্দাকিনী নাম্নী নদীকে প্রেরণ
করিয়াছেন, সেই মন্দাকিনীজলপূর্ণ শিবলিঙ্গের
উত্তরদিগ্‌স্থিত কুণ্ডে গ্নান বরিয়া যে আমার লিঙ্গ
দর্শন করিবে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তাহার জরামরণ-
বর্জিত পরম পদ লাভ হইবে । অচল ভেদ
করিয়া আমার লিঙ্গ উখিত হইয়াছে ; অতএব
ইহা অচলেশ্বর নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে ।
এই লিঙ্গের মহান্না এই ইহা কদাচ চালিত হইবে না
এমন কি প্রলয়াস্তেও এই লিঙ্গ কোনরূপে চালিত
হইবাব নহে । সূত কহিলেন,—মহেশ্বর এইমাত্র
বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন । ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ তখন
তুষ্ট হইয়া তপোবলে গোহমাদি মুনীশ্বরগণকে ইন্দ্রাদি
দেবগণকে, এবং সমস্ত তীর্থায়তনসমূহকে সেই
পর্যন্তে আনয়ন করিলেন । সুরশ্রেষ্ঠ তুষ্ট হইয়া
সেই স্থানে বাস স্থাপন করিলেন । ১—২৪ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । অৰ্কুদন্ত চ মাহাশ্মাৎ বিস্তরেণ
বদন্ত নঃ । কোতুকঃ স্মৃত নো জাতঃ কথয়স্ব যথা
শুভম্ ॥ ১ ॥ স্মৃত উবাচ । পুরাসীচ্চ ঋষিণোঃ
পুলস্ত্যো ভগবান্মুনিঃ । যযাতেশ্চ গৃহে যাতন্তঃ
নত্বা চাত্রবীম্বপঃ ॥ ২ ॥ যযাতিকল্পবা । স্বাগতং তে
মুনিশ্ৰেষ্ঠ সফলং মেহদ্য জীবিতম্ । কথয়স্ব
প্রসাদেন কথামৰ্কুদন্তস্তবাম্ ॥ ৩ ॥ অৰ্কুদন্তো
নগো নাম বিখ্যাতো যো ধরাতলে । তন্ত
যাত্রাক্রমং ক্রাহি তৎফলং বিজসন্তম্ ॥ ৪ ॥ সৰ্বাঃ
বিস্তরতো ক্রাহি তীর্থযাত্রাপরায়ণ । তস্মাদদ মুনিশ্ৰেষ্ঠ
যেন যাত্রাং করোমাহম্ ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
বহুধৰ্ম্মময়ো রাজরর্কুদঃ পশ্যতোত্তমঃ । অশক্তো
বিস্তরাধিক্রুতমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥ সংক্ষেপাদেব
বক্ষ্যামি তীর্থমুখ্যানি তে তথা । নাগতীর্থং তু
তত্রাদ্যং সৰ্বকামপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৭ ॥ নারীগং চ
বিশেষেণ পুত্রসৌভাগ্যদায়কম্ । শূন্য রাজন
পুত্রবৃত্তং যতোহত্যাশ্চধ্যমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥ গৌতমী

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—স্মৃত ! আমাদের বড়
কোতুহল হইয়াছে, তুমি অৰ্কুদের শুভ মাহাশ্মা
বিস্তৃতরূপে বর্ণন কর । স্মৃত কহিলেন,—পুৰীষে
পুলস্ত্য নামে এক ঋষিশ্ৰেষ্ঠ ছিলেন । তিনি
একদা যযাতির গৃহে গমন করিলেন । রাজা যযাতি
প্রণামপূর্বক বলিলেন,—মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! আপনার
শুভাগমন ত ? অদ্য আমার জীবন সফল হইল ।
আপনি প্রসন্ন হইয়া অৰ্কুদন্তকে ব্যক্ত করুন ।
অৰ্কুদ নামে ধরাতলে যে বিখ্যাত পশত আছে,
উহার যাত্রাক্রম ও ফলজ্ঞাপ্তির বিষয় প্রকাশ করিয়া
বলুন । হে তীর্থযাত্রাপরায়ণ মুনিবর ! আমি এই
তীর্থযাত্রা করিব । অতএব সমস্তই বিস্তৃতরূপে
বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন ! পশতবর
অৰ্কুদ বহু ধৰ্ম্মময় ; আমি শতবৎসরেও তাহার
বিস্তৃত বার্তা বর্ণন করিতে অক্ষম । অতএব
সংক্ষেপ ক্রমেই তত্রত্য প্রধান প্রধান তীর্থসমু-
হের বৃত্তান্ত বলিতেছি । তথায় প্রথমেই নরগণের
সৰ্বকামফলপ্রদ নাগতীর্থ ; বিশেষতঃ উহা নারী-
গণের পুত্রসৌভাগ্যদায়ক ! পুৰীষে এখানে যে
আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, রাজন ! অগ্রে তাহা

ব্রাহ্মণী নামা সতী সাক্ষী পতিব্রতা । বালবৈধব্য-
সম্প্রাপ্তা তীর্থযাত্রাপরায়ণা ॥ ৯ ॥ অৰ্কুদং সা চ
সম্প্রাপ্তা নাগতীর্থং বিবেশ হ । তস্মিন্ জলে নিমগ্না
সাপ্নাতুমভাষয়ৌ পুরা ॥ ১০ ॥ নায়কা পুত্রসংযুক্তা
ততীর্থং সমুপাগতা । শুক্রায়াং সা ততস্তস্মাশ্চক্রে
নানাবিধাং নৃপ ॥ ১১ ॥ সন্মোহকরনৈর্দর্ভৈঃ
শুমনোভঃ পৃথগ্ধৈঃ । অথ সা চিন্তয়ামাস
গৌতমী পুত্রহংখতা ॥ ১২ ॥ ধন্যোহয়ং তনয়ো
হস্তাঃ শুক্রবা কুরুতে সদা । পুত্রযুক্তা হ্রিয়ং ধন্তা
বিগহং পুত্রবর্জিতা ॥ ১৩ ॥ অহং তত্রী বিষুক্তা চ
পুত্রহীনা স্নেহাখতা । অথ সা নির্গতা তস্মাৎ
সলিলায়নপসন্তম ॥ ১৪ ॥ বিনাপি ভর্তৃসংযোগাৎ
সদ্যো গভবতী হতুৎ । সা গর্ভলক্ষণৈর্পুঞ্জা
মুজনত্রীভূতাবিতা ॥ ১৫ ॥ চকার মরণে বৃদ্ধিং
জাগ্রয়ামাস পাবকম্ । এতান্মরেনব কালে তু
বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥ ১৬ ॥ বাণ্ডবাচ । নো অং
গৌতমি চিত্তাঘ্নৌ প্রবেশং কর্তুমহসি । দোষো
নাশ্তি তবাত্মাথে তীর্থস্থান প্রভাবতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করুন । গৌতমী নামে এক সতী সাক্ষী
পতিব্রতা ব্রাহ্মণী ছিলেন । তিনি বাল্যকালেই
বৈবর্যদশাগ্রস্ত হইয়া তীর্থযাত্রায় নিরত হন ।
ক্রমে অৰ্কুদাচলে তিনি নাগতীর্থে প্রবেশ করেন ।
সেখানে গৌতমীজলমগ্ন হইয়া তীর্থগ্নান করিলেন ।
এই সময় এক পুত্রবতী রমণী সেই তীর্থে গ্নান
করিতে আসিলেন ; গৌতমী দর্ভ, পুষ্প, ও
অন্তান্ত বিবিধ উপকরণ দ্বারা তাঁহার শুক্রবা কর-
লেন । অনন্তর পুত্রহংখতা গৌতমী চিত্তা
করিতে লাগিলেন,—ধন্ত এই রমণীর পুত্র । ধন্ত
ইহার পুত্রবতী মাতা । এই পুত্র ইহাকে কতই না
শুক্রবা করিতেছে ! আহা ! আমি পুত্রবর্জিতা !
আমি সদা বিবৃকারেরই যোগ্যা । আমার ভার্ভা
নাই, পুত্র নাই, আমি অতিবড় দুঃখিতা । এইরূপ
ভাবিতে ভাবিতে গৌতমী সেই তীর্থ সলিল হইতে
উত্থিত হইলেন । কিন্তু কি আশ্চর্য ভর্তৃসঙ্গম
ব্যতীতই সদ্যঃ তাঁহার গর্ভলক্ষণ হইল ! তিনি
গভলক্ষণে লক্ষিতা ও সাপুজন হইতে লজ্জিতা
হইয়া দেহত্যাগার্থ আগ্নপ্রজাগন করিলেন । ইত্য-
বসরে এক অশরীরিণী বাণী উত্থিত হইয়া কহিল,—
গৌতমি ! তুমি চিত্তানলে প্রবেশ করিও না ।
তোমার গর্ভ লক্ষণ বিবয়ে তোমার নিজের কোন

যো যদ্বাহতি চিত্তে চ জলমধ্যে স্থিতো নরঃ ।
চিহ্নিতং চ তদাপ্নোতি নারী বা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥
অথ তস্তাঃ স্মৃতং দৃষ্ট্বা পুত্রবাহা কৃত্য হৃদি ।
তব গর্ভগণো নুনং পুত্রঃ পুত্রি ভবিস্যতি ॥ ১৯ ॥
তস্মাদিরম ভদ্রং তে নিদোষাণি পতিব্রতে ।
বিররাম ততঃ সাধ্বী গোতমী মরণান্বয় ॥ ২০ ॥
ঋতাকাশগতাঃ বাণীঃ দেবদূতেন ভাষিতাম্ ।
দৃষ্ট্বা পতিং বিনা গর্ভং বাক্যমেতহবাচ হ ॥ ২১ ॥
অগ্রে তীর্থপ্রভাবোহয়মপূর্ষঃ প্রতিভাতি মে ।
যত্র সঞ্জায়তে গর্ভঃ স্ত্রীণাং শুক্ররজো বিনা ॥ ২২ ॥
নাহং কুত্রাপি যাত্ৰামি মুক্তেদং তীর্থমুত্তমম্ ।
এবমুক্তা ততঃ সাধ্বী তদ্বৈব ত্ববসৎ সদা ॥ ২৩ ॥
পুত্রং বৈ জনয়ামাস সধিলক্ষণলক্ষিতম্ । তত্র
পার্বিবশাদ্বীল কৃষ্ণপক্ষেহস্থিনশ্চ ॥ ২৪ ॥ যঃ পুনঃ
কুরুতে শ্রদ্ধাং তস্ত বংশো ন নশ্বতি । ন প্রেতো
জায়তে রাজন বংশে তস্ত কদাচন ॥ ২৫ ॥ যঃ
পুমান্ কামরহিতঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ । শ্রাদ্ধঞ্চ
পার্বিবশেষে তস্ত লোকাঃ সনাতনানি ॥ ২৬ ॥ যা স্ত্রী

পুষ্পফলাস্তেব তীর্থে চাম্বিন্ বিসর্জয়েৎ । সা
স্মাৎ পুত্রবতী ধন্য সৌভাগ্যঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ২৭ ॥
নিকামা স্বর্গমাপ্নোতি তস্মাপ্যং ত্রিদশৈরাপ । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন যাত্ৰাং তস্ত সমাচরেৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নাগভীর্গমাহাভ্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠং
তপসাং নিধিম্ । যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ কৃত্যর্থম্
মবাগুযাৎ ॥ ১ ॥ তত্রাস্তি জলসম্পূর্ণং কুণ্ডং পাপ-
হরং নৃণাম্ । তস্মিন্ কুণ্ডে নৃপশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠেন
মহান্নন ॥ ২ ॥ গোমতী চ সমানীতা তপসা
নৃপসত্তম । তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈ-
র্বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ ঋষিধাত্তেন যন্তত্র শ্রাদ্ধং নৃপ
সমাচরেৎ । স পিতৃংস্তারয়েৎ সর্বান পক্ষ্যো-
কভয়োরপি ॥ ৪ ॥ অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন
মহান্নন । স্নাত্বা পুণ্যোদকে তত্র দৃষ্ট্বা তং মুনি-
সত্তমম্ ॥ ৫ ॥ কিং গয়াশ্রাদ্ধদানেন কিমন্তৈর্দর্শ-

তীর্থে পুষ্প ফল বিসর্জন করে, সেই ধন্য নারী
পুত্রবতী হইয়া থাকে । তাহার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি
হয় । যে নারী নিকামা হইয়া ঐরূপ আচরণ করে,
তাহার দেবহূলভ স্বর্গলাভ হয় । অতএব সর্ব-
প্রযত্নে ঐ তীর্থযাত্রা সম্পাদন করিবে । ১—২৮ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মানব তপো-
নিধি বসিষ্ঠসমীপে গমন করিবে । তাঁহাকে দর্শন
করিয়া মানব কৃত্যর্থ হইয়া থাকে । ঐস্থানে মানব-
গণের পাপহর জলপূর্ণ এক কুণ্ড আছে । মহাত্মা
বসিষ্ঠ ঐ স্থানে গোতমাকে আনয়ন করেন ।
নরগণ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া পাতক হইতে মুক্তি-
লাভ করে । যে জন উভয় পক্ষে ঋষিধাত্ত দ্বারা
ঐ স্থানে পিতৃগণ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে
পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে । পূর্বে মহাত্মা
নারদ এই স্থান সম্বন্ধে এক গাথা কীর্তন করিয়া-
ছেন যে, এই স্থানে পুণ্যোদকে স্নানান্তে মুনিসত্তম
বসিষ্ঠকে দর্শন করিলে, গয়াশ্রাদ্ধ বা অন্ত

দোষ নাই । তীর্থের প্রভাবেই এইরূপ ঘটনা
ঘটিয়াছে । দেখ, যে নর বা নারী এই জলমধ্যে
থাকিমা মনে মনে যে কামনা করে, তাহার সে
কামনা নিশ্চতই পূর্ণ হয় । তুমি পুত্রবতী রমণীর
পুত্রদোষদ্বা হৃদয়ে পুত্র বাহা কারিয়াছ, বৎসে !
এজন্ত তোমার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে । তাই
বালিগোছ তুমি মরণ হইতে বিরত হও । হে
পাতকিতে ! তুমি নিদোষা, তোমার মঙ্গল
হোক । হে নৃপ ! সেই দেবদূতভাবিত
আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সাধ্বী গোতমী মরণ
হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পতি ব্যতীত গর্ভ
হইতে দোষদ্বা এই বাক্য বলিলেন যে, অহো !
তীর্থের ঐ অপূর্ণপ্রভাব ! এখানে শুক্র ও রজঃ
ব্যতীতই স্ত্রীগণের গর্ভসঞ্চারণ হয় । অতএব আর
আমি এতদূর পারত্যাগ করিয়া কুত্রাপি যাইব না ।
এই বালিয়া সেই সাধ্বী সেইখানেই বাস করিতে
লাগিলেন । কালক্রমে তিনি একটা পুত্রসন্তান
প্রসব করিলেন । হে পার্বিবর ! আশ্বিন মাসের
কৃষ্ণপক্ষে যে নর ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করে, তাহার
বংশলোচন কখন হয় না এবং বংশের কেহই
প্রেতযোনি লাভ করে না । যে পুরুষ নিকামভাবে
তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধস্থান করে, নৃপবর ! তাহার
জন্ত সনাতন লোক সকল স্মৃতিশ্রুত । যে নারী এ

বিস্তরে: । বসিষ্ঠশাশ্রমং প্রাপ্য যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
নরঃ । স পিতৃন্তারয়েৎসকানাস্থনা নৃপসত্তম ॥
৬ ॥ তত্রৈবাক্ষতী সাক্ষী বসিষ্ঠশ্রমসমীপতঃ ।
পূজনীয়া বিশেষণে সন্নিকামপ্রদা নৃপম্ ॥ ৭ ॥ বালো
বর্ষাস যৎপাপং বার্কিকে যৌবনেহপি বা । বসিষ্ঠ-
দর্শনাৎ সদ্যো নরাণাং য়াতি সংক্ষয় ॥ ৮ ॥ দীপং
প্রযচ্ছতে যন্ত বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ । সুখসৌভাগ্য-
সংযুক্তস্তেজস্বী জায়তে নরঃ ॥ ৯ ॥ উপবাসপরো
যন্ত তত্রৈকং রজনীং নয়েৎ । স য়াতি পরমং স্থানং
যত্র সপ্তর্ষয়োহমলাঃ ॥ ১০ ॥ ত্রিরাত্রিঃ কুংসং যন্ত
বসিষ্ঠাগ্রে সমাহিতঃ । স য়াতি চ মহলোকং জরামরণ-
বর্জিতঃ । যন্ত মাসোপবাসং চ বসিষ্ঠাগ্রে কবোতি
চ । সোহপি মুক্তিমবাপ্নোতি ন য়াতি স ভবারণম্ ॥
১২ ॥ শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে পৌর্নমাস্যঃ সমাহিতঃ ।
ঋষিং তর্পয়েৎ যন্ত ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
বসিষ্ঠশ্রাগ্রেতো যন্ত গায়ত্রীশতং জপেৎ । আজয়-
মরণাৎ পাপাৎ সদ্যো মুচ্যেত মানবঃ ॥ ১৪ ॥ বাম-
দেবং যজেত্তত্র যদি শ্রদ্ধাসমম্বিতঃ । অগ্নিষ্টোমফলং

রাজন্ সদ্যঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাৎ
সপ্তপ্রযত্নে জইবোহসৌ মহাবুনিঃ । শুচিভিঃ
শ্রদ্ধা যুক্তান্তে যান্তান্ত পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ
সান্নাৎনা রাজন্ বামদেবং চ পূজয়েৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি ত্রীকান্দে বসিষ্ঠাশ্রমমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষষ্টোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য বাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্চেষ্ট সুপুণ্য-
মচলেশ্বরম্ । যঃ দৃষ্ট্বা সিন্ধুমাগ্নোতি নরঃ শ্রদ্ধা-
সমবহঃ ॥ ১ ॥ তত্র কৃষ্ণতুর্দশাং যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে
নরঃ । অগ্নিনে কাঙ্কনে বাপি স য়াতি পরমাং
গতিম্ ॥ ২ ॥ যন্ত পূজয়েৎ ভক্ত্য দাক্ষিণ্যং দিশ-
মাংসতঃ । পুষ্পৈঃ পটৈঃ ফলৈশ্চৈব সোহবশমেৎ ফলং
লভেৎ ॥ ৩ ॥ পঞ্চামৃতেন যন্তত্র তর্পণং কুরুতে
নরঃ । সোহপি দেবস্ত সান্নাৎ শিবলোকম-
বাগ্নুনাৎ ॥ ৪ ॥ প্রদাক্ষিণ্যন্তে যন্তস্তা প্রণামং কুরুতে
নরঃ । নগ্নান্ত সন্নিপাতানি প্রদাক্ষণপদেপদে ॥ ৫ ॥
তত্রাষ্টবামভূৎ পূর্ণং তত্রঃ শূন্যং মহামতে । মধ্য

এব সপ্তপ্রযত্নে নরগণা শুচি ও শ্রদ্ধাযিত হইয়া মহা-
মুন বসিষ্ঠকে তথায় সন্দর্শন করিবে । এইরূপ
করিলে পরমপদ লাভ হইবে । হে রাজন! এইজন্তই
সন্নিপাতানি বামদেবের অর্চনা করিতে হয় ১১—১৭।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর সুপুণ্য
অচলেশ্বরে গমন করবে । শ্রদ্ধার সহিত এই
অচলেশ্বরের দর্শনে নর সিদ্ধিলাভ করে । এই
স্থানে আগ্নে ও কাঙ্কনে কৃষ্ণতুর্দশাদিনে যে নর
শ্রাদ্ধ করে, তাহার পরম গতি লাভ হয় । যে নর
এ পন্থতের দাক্ষিণ্য দিব্য আশ্রয় করিয়া ভক্তিপূর্বক
পুষ্প পঞ্চ ফল দ্বারা অর্চনা করে, তাহার অশমেধ-
ফল লাভ হয় । মানব যে পঞ্চামৃত দ্বারা এই স্থানে
তর্পণ করে, তাহার শিবলোক লাভ হইয়া থাকে ।
যে প্রদাক্ষিণ্যন্তে উদাকে প্রণাম করে, তাহার পদে
পদে সন্নিপাত নষ্ট হইয়া যায় । হে মহামতে! এই
অচলেশ্বরে পুষ্পে এক আশ্রয় ঘটনা ঘটয়াছিল,

য়ের প্রয়োজন কি? যে নর বসিষ্ঠাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া
শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সে আগ্নার সহিত পিতৃগণকে
উকার করিয়া থাকে । এই স্থানেই বসিষ্ঠসমীপে
সাক্ষী অক্ষতী অবস্থান করিতেছেন । তাহাকে
বিশেষরূপে পূজা করিতে হয় । তিনি নরগণের
সন্নিকাম প্রদান করিয়া আসেন । বালো যৌবন,
বার্কিকো নরগণের যে পাপ দাক্ষিণ্য হই, বসিষ্ঠ-
দর্শনে সদ্যই তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে
নর সমাহিত হইয়া বসিষ্ঠাগ্রে প্রদীপ প্রদান করে,
সে সুখসৌভাগ্যযুক্ত তেজস্বী পুরুষ হইয়া থাকে ।
তথায় উপবাস করিয়া যে নর একরাত্রি বাপন করে,
তাহার পবিত্র সপ্তর্ষিগণাধিষ্ঠিত পরম স্থান লাভ
হয় । যে নর বসিষ্ঠাগ্রে ত্রিরাত্রি বাপন করে, সে
জরামরণবর্জিত হইয়া মহলোকে উপনীত হইয়া
থাকে । যে নর বসিষ্ঠাগ্রে মাসোপবাস করে, তাহার
মুক্তি হয়, তাহাকে আর ভাব্যবে পাবিত্র হইতে
হয় না । যে ব্যক্তি শ্রাবণের শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা দশ-
হিত হইয়া বসিষ্ঠ শ্রামের তর্পণ করে, তাহার ব্রহ্ম-
লোক লাভ হয় । বসিষ্ঠাগ্রে অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী
জপ করিলে মানব জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত
আচরিত সর্ব পাপ হইতেই সদ্য মুক্ত হয় । এই
স্থানে শ্রদ্ধাযিত হইয়া যদি নর বামদেবের অর্চনা
করে, তবে সদ্যই অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয় । অত-

পূৰ্ণং স্তবং স্বৰ্গে নারদাচ্চক্রমারিণো ॥ ৬ ॥ তত্র
পূৰ্ণং শুকো নীড়ঃ বৃক্ষে চৈবাকরোদ্ধিজঃ । গতা-
গতেন নীড়ন্ত কুরুতে তং প্রদক্ষিণাম ॥ ৭ ॥ ন চ
ভক্ত্যা মহারাজ পক্ষিযোনিসমুদ্ভবঃ । অথাসৌ
মৃত্যুমাশ্রয়ঃ কালেন মহতা শুকঃ ॥ ৮ ॥ সঞ্জাতঃ
পার্শ্বিবে বংশে রাজা বেণুরিতি স্মৃতঃ । জাতিস্মরো
মহারাজ সক্ষমক্রমিক্রান্তনঃ ॥ ৯ ॥ স তং স্মৃত্বা
প্রভাবং হি প্রদক্ষিণাসমুদ্ভবম্ । অচলেশ্বরমাসাদ্য
প্রদক্ষিণামধাকরোৎ ॥ ১০ ॥ নক্তং দিনং মহারাজ
নাশ্রুৎ কিঞ্চিৎ করোতি সঃ । ন তথা তপসে
যন্তো ন নৈবেদ্যো কথঞ্চন ॥ ১১ ॥ ন পুষ্পে
ধূপদানে চ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা । কেনচিৎকথ
কালেন মুনয়োহত্র সমাগতাঃ ॥ ১২ ॥ নারদঃ
শৌনকশ্চৈব হারীতো দেবলস্তথা । গালবঃ
কপিলো নন্দঃ সুহোত্রঃ কণ্ঠপো নৃপ ॥ ১৩ ॥ এতে
চাশ্বে চ বহবো দেবব্রতপরায়ণাঃ । কোচৎ শ্রান-
কার্যাস্তি তত্ত্ব লিঙ্গস্ত ভক্তিতঃ ॥ ১৪ ॥ অশ্বে চ
বিবিধাং পূজাং জপমশ্বে সমাহিতাঃ । একে নৃত্যান্তি
রাজেন্দ্র গাৰ্গ্যস্ত চ তথা পরে ॥ ১৫ ॥ বলিমশ্বে

শ্রবণ করুন। আমি ঐ ঘটনা শ্রবণে ইন্দ্র-সর্পবাণে
নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ঐ স্থানে পূর্বে
এক শুক অচলেশ্বরের প্রাসাদে নীড় নিশ্চায় কাঁটা-
ছিল। সে তাহার নীড়ে যাতায়াতকালে উহা
প্রদক্ষিণ করিত। মহারাজ! এই পক্ষিযোনিজাত
জীব ভক্তিপূরক ঐ কাণ্ড করত না; তথাচ দীর্ঘ
কাল পরে মৃত্যু হইলে ঐ শুক রাজবংশে রাজা
বেণু নামে জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ! সেই সক্ষ-
মক্রমসংহারী রাজার পুষ্কজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ ছিল।
তিনি একদা অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণমাধ্যম্য শ্রবণ
করিয়া তথায় আগমনপূরক তাহাকে প্রদক্ষিণ
করিলেন। হে রাজন! রাত্রি দিন তিনি ঐ অচল-
েশ্বরেরই প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, অশ্রু বহুই
করিলেন না। তপস্তায়, নৈবেদ্য নিবেদনে, চন্দ্র
পুষ্পধূপাদি-দানে কোন কিছুতেই তাহার যত্ন দেবা
গেল না। তিনি কেবল সেই অচলেশ্বরের প্রদ-
ক্ষিণ-পরায়ণ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথায়
নারদ, শৌনক, হারীত, দেবল, গালব, কপিল
নন্দ, সুহোত্র ও কণ্ঠপ এবং অন্যান্য দেবব্রত-পর-
ায়ণ বহু মুনী সমাগত হইলেন। তাহারা আসিয়া
কেহ কেহ ভক্তিপূরক শিবলিঙ্গের শ্রান করাইতে
লাগিলেন। কেহ পূজা, এবং কেহ কেহ বা জপ-

প্রযচ্ছন্তি স্তবং কুর্শন্তি চাপরে। অথাস্তর্ঘ্যঃ পরঃ
দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণাপরঃ নৃপম্ ॥ ১৬ ॥ পরং কৌতুক-
মাপরা বাক্যমেতদথাকবন। প্রদক্ষিণাসমুদ্ভুতং
কারণং ভ্রাতৃমিচ্ছবঃ ॥ ১৭ ॥ শাসয় উচুঃ । কস্মাৎ
পার্শ্বিবেশ্ঠ প্রদক্ষিণাপরঃ সদা । দেবস্তাস্ত্র নিশে-
ষণে সত্যং নো বক্রুমহিস ॥ ১৮ ॥ ন দদাসি জলং
লিঙ্গে প্রভুতং স্মনোত্তরম্ । পুষ্পধূপাদিকং বাথ
স্তোত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৯ ॥ সমর্থোহসি তথা
শ্বেবাং দানানাং স্বং মণীপতে। এতন্ন কৌতুকং
সক্ষমং যথাবদ্রকুমহিস ॥ ২০ ॥ বেণুকবাচ। যদহং
সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রয়তাং দ্বিজসন্তমাঃ । পূৰ্বদেহান্তরে
ব্রতং সর্বং সত্যং বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥ প্রাসাদেহস্মি
পুরা পক্ষী শুকোহহং স্থিতবাস্তদা। ক্রতবাচ
তদা দেবঃ প্রদক্ষিণামর্হিশম্ ॥ ২২ ॥ রূপয়াস্ত
প্রভবাচ্চ জাতো জাতিস্মরস্বহম্ । অধুনা পরয়া

বাস্যো নিরত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তাহাদের
মনো অনেক নৃত্য করিতে লাগিলেন। কেহ
সঙ্গীতে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ বলি প্রদান
করিলেন এবং অশ্রু অনেক স্তব করিতে
লাগিলেন। এই অবস্থায় তাহারা এই এক আশ্চর্য
বাপার দেখিলেন যে, বেণু রাজা কেবল সেই
অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণই করিতেছেন, তদ্ব্যতীত
আর কিছুই তিনি করিতেছেন না। তদদর্শনে
তাঁহাদের পরম কৌতুহল জন্মিল। তাঁহারা
প্রদক্ষিণা জন্ত কারণ জিজ্ঞাসার্থ রাজাকে কহি-
লেন,—নৃপবর! বিজ্ঞাত আপনি সক্ষম। এই
অচলেশ্বরের প্রদক্ষিণা বাপারে নিরত রহিয়াছেন?
সত্য করিয়া বলুন। আপনি লিঙ্গে জল দান
করিতেছেন না বা তদুপরি প্রচুর পুষ্পাদিও অর্পণ
করিতেছেন না; বিবিধ স্তোত্র মন্ত্র আপনা দ্বারা
উচ্চারিত হইতেছেন না; আপনি অন্যান্য বহু দান
করিতেই সমর্থ। তথাচ তাহা করিতেছেন না।
ইহার কারণ কি? আমাদের কৌতুহল হইয়াছে। এ
সকল কথা ব্যক্ত করুন। ১—২। বেণু বলিলেন,—
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি যাহা বলি, শ্রবণ করুন।
আমার কথিত বিষয় পূৰ্বদেহান্তরে ঘটিয়াছিল,
সুতরাং ইহা বিশেষরূপেই সত্য। পুরাকালে এই
প্রাসাদে আমি এক শুকপাক্ষরূপে অবস্থান করিতে-
ছিলাম। তখন আমা দ্বারা রাত্রিদিন এই অচল-
েশ্বর দেব প্রদক্ষিণীকৃত হইতেন। অনন্তর এই
দেবদেবের রূপায় আমার সেই কর্মপ্রভাবে আমি
১৬২গ

ভক্ত্যা যৎকরোমি প্রদক্ষিণাম্ ॥ ২৩ ॥ ন জানে
কিং কলং মেহদা দেবকাস্ত প্রসাদতঃ এত-
স্মাৎ-কারণাচ্চাহং নাত্মং কিঞ্চিৎ করোতি ভোগঃ ॥
২৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ : বেণুবাক্যং ততঃ
শ্রুত্বা মুনয়ঃ সংশ্লিষ্টব্রতঃ । বিস্ময়োৎফুল্লিত-
সামুদ্রাধ্বনিরিত্যেব চাক্রব- ২৫ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণপা-
দসময়ে তত্র মহেশ্বরঃ । বজ্রদণ্ড-
পরয়া যুতাঃ ॥ ২৬ ॥ সোহপি রাজা মহামোহো
বেণুঃ শস্ত্রোঃ প্রসাদতঃ । শব্দতঃ স্বপ্ন-
মাপন্নো তদভ্যং ত্রিদশৈরপি ॥ ২৭ ॥

ইতি জীষাদেহভগ্নেশ্বর পত্ন্যাবলম্বনঃ

নাম সপ্তমোহবাহ্যঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহবাহ্যঃ :

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চৈষ্ঠ ভদ্রকর্ণ
মহাহুদম্ । ত্রিনেত্রাভা শিলা যত্র দৃষ্টোচ্ছিন্নদাঁড়
কুরিশঃ ॥ ১ ॥ তস্যৈব পশ্চিমে ভাগে লিঙ্গমাস্ত
পিনাকিনঃ । যত্র দৃষ্টো মানবস্তত্র ত্রিনেত্রদৃশো
ভবেৎ ॥ ২ ॥ ভদ্রকর্ণগণো নাম পুৰাণীচ্ছিবাতঃ

জাতিস্বর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । তাঁহা
অধুনা পরম ভক্তিয়োগে ইহার প্রদক্ষিণা করিতে
করিছেছি । দেবদেবের প্রসাদে আমার এই
কার্যের ফল আরও যে কি হইবে তাহা আমি
জানি না । হে পুত্রিগণ । জাতিবৈলম্ব—এই কথার
আমি প্রদক্ষিণ ব্যতীত আর কিছুই করিতেছি না ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—বেণুরাজের বাক্য শ্রুতি
সংশ্লিষ্টব্রত মুনিগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত অক্লেশের
প্রদক্ষিণ কার্যে নিরত হইলেন । সেই মহাভাগ্য-
ধর বেণু রাজা শত্রুর প্রসাদে পরে নিত্যধাম প্রাপ্ত
হইলেন । এ ধাম দেবগণেরও তুল্য । ১—২ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্তি । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর ভদ্র-
কর্ণ নামক মহাহুদে গমন করিবে । ঐ
স্থানে অদ্যাপি ভূঁর ভূঁর ত্রিনেত্রাভ শিলা দৃষ্ট
হইয়া থাকে । ঐ মহাহুদের পশ্চিমভাগে মহা-
দেবের এক লিঙ্গ আছে । হৃদর্শনে মানব ত্রিনেত্র-
সদৃশ হয় । পুরাকালে ভদ্রকর্ণ নামে শিবের এক

হেনার স্থাপিতঃ লিঙ্গং হৃদশৈব বিনির্মিতঃ ॥ ৩ ॥
কেনচিৎকালেন সংগ্রামে দানবৈঃ সহ । যযুধে
পুত্রতঃ শস্ত্রোর্নানাগণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥ নষ্টে স্বন্দে
হস্তে সৈন্তো বীরভদ্রে পরাজিতে । গতাস্তে ভয়-
সঙ্কস্তা মহাকানো বিনির্জিতে ॥ ৫ ॥ বলবান্মূর্চিনাম
দানবো বনবধরঃ । বজ্রদণ্ডধরঃ শীঘ্রং মহেশ্বরমুপা-
দয়ৎ ॥ ভদ্রকর্ণ নাম দৃষ্টো দানবঃ পদনস্তরম্ । পতন্তঃ
সমুদ্রতঃ নির্গতীর্ষেতি চারবাহ ॥ ৬ ॥ ছিষ্টাসিম-
সিনা কস্য চক্ষুঃ চাপি মহাবলঃ । অনয়েরন্তরে দৈত্যং
কোপাবিষ্টোহকম্পম্ ॥ ৮ ॥ অধামো নিহতস্তেন
পবিত্রোহপিপ্লবঃ ক্রমঃ । নিপপাত মহাপৃষ্ঠে বায়ুভয়
ইব ক্রমঃ ॥ ৯ ॥ বয়ঃ প্রাপ্তস্য দৈত্যোহসৌ মনসা
কমমোহিতঃ ॥ সতো স্থিতঃ কং দৃষ্টো ততস্তস্তো
মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ শ্রী-গোবিন্দোবাচ । তব বীৰ্য্যেণ
সমুদ্রো ধর্মোহচ বিশেষতঃ । বয়ঃ বরয় ভদ্রং তে
নিবর্ত্য যো হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ভদ্রকর্ণ উবাচ ।
যযুধে স্থাপিতঃ লিঙ্গমর্জ্যে দে সুরসত্তম । অস্মাৎ
এব সার্বভাষ্যঃ তদেহস্থি-শক স্থিরো ভব ॥ ১২ ॥

প্রিয় প্রমথ ছিলেন । তিনি এই লিঙ্গ স্থাপন ও হৃদ
নিষ্কাশ করেন । কোন সময়ে ভদ্রকর্ণ নানাগণ-
সৈন্যে অগ্নি হুত্যা শত্রুর সমকে দানবগণ সহ যুদ্ধ
করিয়াছিলেন । সেই যুদ্ধে বাদ পলায়ন করেন ।
পলায়ন করিয়া যখন বায়ুভদ্রে পরাজিত
হন এবং মহাকানো বিনির্জিত হইয়াছিলেন ।
হস্তে সৈন্যে বীরভদ্রে পরাজিত হইয়াছিলেন ।
গতাস্তে ভয়-সঙ্কস্তা মহাকানো বিনির্জিত হইয়াছিলেন ।
বলবান্মূর্চিনাম দানবো বনবধরঃ । বজ্রদণ্ডধরঃ শীঘ্রং মহেশ্বরমুপা-
দয়ৎ ॥ ভদ্রকর্ণ নাম দৃষ্টো দানবঃ পদনস্তরম্ । পতন্তঃ
সমুদ্রতঃ নির্গতীর্ষেতি চারবাহ ॥ ৬ ॥ ছিষ্টাসিম-
সিনা কস্য চক্ষুঃ চাপি মহাবলঃ । অনয়েরন্তরে দৈত্যং
কোপাবিষ্টোহকম্পম্ ॥ ৮ ॥ অধামো নিহতস্তেন
পবিত্রোহপিপ্লবঃ ক্রমঃ । নিপপাত মহাপৃষ্ঠে বায়ুভয়
ইব ক্রমঃ ॥ ৯ ॥ বয়ঃ প্রাপ্তস্য দৈত্যোহসৌ মনসা
কমমোহিতঃ ॥ সতো স্থিতঃ কং দৃষ্টো ততস্তস্তো
মহেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ শ্রী-গোবিন্দোবাচ । তব বীৰ্য্যেণ
সমুদ্রো ধর্মোহচ বিশেষতঃ । বয়ঃ বরয় ভদ্রং তে
নিবর্ত্য যো হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ ১১ ॥ ভদ্রকর্ণ উবাচ ।
যযুধে স্থাপিতঃ লিঙ্গমর্জ্যে দে সুরসত্তম । অস্মাৎ
এব সার্বভাষ্যঃ তদেহস্থি-শক স্থিরো ভব ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ । মাঘমাসে চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে
সদা মম । সান্নিধ্যঞ্চ বিশেষেণ হৃদে লিঙ্গে ভবি-
ষ্যতি ॥ ১৩ ॥ ভদ্রকর্ণহৃদে স্নানাদ্রিনেত্রঃ যঃ
সমাহিতঃ । দ্রক্ষ্যতে স তু মে স্থানং শাস্তং
যান্ততি ঐবম্ ॥ ১৪ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন স্নানং
তত্র সমাচরেৎ । পূজয়িত্বা চ তল্লিঙ্গং শিবলোকং
স গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভদ্রকর্ণহৃদত্ৰিনেত্রমাহাশ্রাবণং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থ-
ত্রৈলোক্যবিশ্কৃতম্ । কেদারমিতি বিখ্যাতং সৰ্ব-
পাপহরং নৃণাম্ ॥ ১ ॥ যত্র মন্দাকিনী পুণ্যা সর-
স্বত্যা সমাগতা । তত্র স্নাত্বো নরো রাজনুচ্যতে
সৰ্বকল্মষৈঃ ॥ ২ ॥ শূন্য রাজন যবানুভূমিত্তাস-
পুরাতনম্ । ঋষিভিরভূষা গীতমৰ্কবৃন্দে পদ্মভোজমে ॥
৩ ॥ অজপালো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ । সপ্ত

লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছি, এই লিঙ্গে আপনি সন্নিধান
করুন । আর এই হৃদে আপনার স্থিতি হোক ।
ভগবান কহিলেন,—মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী
তিথিতে আমি বিশেষরূপে । এই লিঙ্গে হৃদে সন্নি-
হিত হইব । যে ব্যক্তি ভদ্রকর্ণ হৃদে স্নান করিয়া
সমাহিতভাবে ত্রিনেত্র লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার
শাস্ত স্থান লাভ হইয়া থাকে । অতএব সৰ্ব-
প্রযত্নে ঐ মহাহৃদে স্নানচরণ করিবে । স্নানান্তে
সেই লিঙ্গ পূজা করিয়া তীর্থযাত্রা শিবলোকে প্রধান
করিয়া থাকে । ১২—১৫ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর নর-
গণের নিখিলপাপহর ত্রিলোক-বিশ্কৃত কেদার-
তীর্থে গমন করিবে । তথায় পুণ্যা মন্দাকিনী সর-
স্বতীর সহিত সমাগত হইয়াছেন । হে রাজন !
নর তথায় স্নান করিলে সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে । রাজন ! পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ করুন ।
অৰ্কবৃন্দাচল সম্বন্ধে ঋষিগণ উহা বহুধা গান
করিয়াছেন । পূর্বে সূর্য্যবংশে অজপাল নামে

দ্বীপবতীঃ পৃথ্বীঃ স পাত্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ ন
হস্তিনো ন পাদাতা ন চান্বাস্তস্ত ভূপতেঃ । ন
রথান্চ মহারাজ ন কোশান্চ তথাবিধাঃ ॥ ৫ ॥ ন
গুরুনি করং রাজন প্রজাত্যোথাধিকং নৃপ । রাজ্যং
স ঐদৃশং চক্রে সৰ্বলোকহিতে রতঃ ॥ ৬ ॥ জাতাপ-
রাধো ভূপৃষ্ঠে জায়তে চেৎ কথঞ্চন । তং গতা
নিগ্রহং হস্তা চক্লুঃ শাস্ত্রাণি তৎক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥ এবমস্ত
নরেন্দ্রস্ত বর্তমানস্ত ভূতলে । সুখেন রমতে
লোকো রাজ্যো নিহতকট্টকে ॥ ৮ ॥ কামং বর্ষতি
পর্জন্ত্যঃ সন্তানি রসবার্হু চ । গাবঃ প্রভূতদুগ্ধাশ্চ
বিদ্যামানে নরাধিপে ॥ ৯ ॥ কেনচিৎকালেন
বসিষ্ঠো ভগবান মুনিঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ন
গেহমুপাগতঃ ॥ ১০ ॥ তং দৃষ্ট্বা পূজয়ামাস শাস্ত্রদৃষ্টেন
বর্য়না । প্রত্যাখানাভিবাদাত্যামর্য্যাদ্যাদিত্তত্বা ॥
১১ ॥ এবং সম্পূর্ণজতন্তেন ভক্ত্যা পরময়া নৃপ । সুখো-
পবিষ্টো বিশ্রান্তো বসিষ্ঠো মুনিসদমঃ । রাজর্ষীণাং
কথাস্তক্রে দেবর্ষীণাং তথৈব চ ॥ ১২ ॥ ততঃ কথাব-
সানে তু কস্মিংশ্চনুপদন্তম । পপ্রচ্ছ বিনয়োপেতন্তং

এক নৃপশ্রেষ্ঠ ছিলেন । তিনি সম্পূর্ণ সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী
পালন করিতেন । সেই নৃপতির হস্তী, অশ্ব,
পদাতি, রথ বা কোষাগার কিছুই ছিল না । তিনি
প্রজাগণের নিকট হইতে অধিক কর গ্রহণ করি-
তেন না । এইরূপে সেই রাজা সৰ্বলোকের
হিতৈষী হইয়া রাজ্য পরিচালন করিতেন । ভূতলে
যদি কেহ কোনরূপে অপরাধী হইত, তবে তৎক্ষণাৎ
তাহার শাস্ত সকল গিয়া তাহার শাস্ত বিধান করিত ।
এইরূপে ভূতলে সেই নরেন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে
লোকসকল সুখে বাস করিতে লাগিল । রাজার
রাজ্য কোনই উপদ্রব উৎপাত রহিল না । পঙ্কজ
যথাকালে যবেষ্ট বর্ষণ করিতে লাগিলেন । শস্ত
সকল রসবিশিষ্ট হইল এবং গো সকল
প্রভূত দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিল । একদা
ভগবান বসিষ্ঠ মুনি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সেই
রাজার গৃহে আগমন করিলেন । তাঁহাকে
দেখিয়া রাজা যথাবিধি প্রত্যাখান, অভিবাদন,
অর্ঘ্য ও পাদ্যাদি প্রদানে পূজা করিলেন । মুনি-
শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ এইরূপে তৎকর্তৃক পরম ভক্তিযোগে
পূজিত হইয়া তদালয়ে সুখোপবিষ্ট হইলেন এবং
বিশ্রামান্তে রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণের বিবিধ চরিত-
বার্তা কীর্তন করিলেন । ১—১২ । কথাবাসনে রাজা

মুনিঃ শংসিতব্রতম্ ১১০ ॥ অজপাল উবাচ । অতীত-
নাগতঃ বিপ্র বর্তমানঃ তথৈব চ । অং বেৎসি সকলঃ
ব্রহ্মপুংগবাঃ প্রভাবতঃ ॥ ১৪ ॥ কৌতুকং হৃদি মে
জাতং বর্ততে মুনিপুংগব । প্রসাদঃ ক্রিয়তঃ মহা-
কথং প্রসাদতঃ ॥ ১৫ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । ক্রাই-
পাথিঃ শাস্ত্রল যন্তে মনসি বর্ততে । কথ্যিষ্যামি
ত্বংসকঃ যদ্যপি স্থাৎসুহৃৎতম্ ॥ ১৬ ॥ বাজোবা-
কেন কস্মাবপাকেণ মমৈহদ্রাজ্যমুত্তমম্ ।
পটিকং সদা ক্ষেপং সর্ষকামসমাপ্তম্ ॥ ১৭ ॥
দীনো ন চ কুংখার্তো ব্যাবিগ্রহস্তো ন কোহা-
চ । বিদাতে মম রাজ্যে চ ন দারিদ্র্যো মহামুনে ॥
১৮ ॥ নারীয়াং মম সাক্ষী চ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী ।
মচ্ছিত্তা মপাতপ্রাণা নিত্যাং মম হিতে রতা । অনন্তা
চিস্তিতং ব্রহ্ম সর্ষঃ বিস্তরতো বদ ॥ ১৯ ॥
দানস্ত প্রভাবেন বত্যাগস্ত বা মুনে । উপমা বা
মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রতস্তা নিয়মস্তা চ ॥ ২০ ॥ জন্মান্তরকৃতং
পুণ্যং পরং কৌতুকং হি মে কথং প্রসাদে-
বিস্তরেণ বিজ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । শ্রী-
সর্ষা মহাপাল বিস্তরেণ চ কথ্যতে ন চ মত-

স্তম্মা কার্যো ন চ ব্রৌড়া মহামতে ॥ ২২ ॥ অজ-
দেহাত্মরে রাজশূদ্রজাতিসমুদ্ভবঃ । শূদ্রজাতিরিয়ং
সাক্ষী তব পত্নী হতুংপুরা ॥ ২৩ ॥ কেনচিত্তথ
কাসেন দ্বাভিক্ষে সমুপাশ্রিতে । অন্নক্ষয়ান্নহারাজ
সম-সাক্ষী ক্ষণাদিতঃ ॥ ২৪ ॥ ততস্তং ভাষায়া
সাক্ষী দেহাত্মরে গচ্ছতঃ । সমাক্রম্য চ কুঙ্কণ
সম-সাক্ষী সর্ষকামসমাপ্তম্ ॥ ২৫ ॥ ইদং দৃষ্টং মনোহারি
কং পঞ্চজলানম্ । ইদং গাহ্য পথঃ পীড়া পিতৃ-
নোঃ প্রত্যাগত্যঃ ২৬ ॥ মনসা চাপ্ততঃ হেতুং
পাশ্চাতিক্য করেমাহম্ । বিক্রয়ং যেন চাহারো
ভবেয়ম চ দম্যম্ ॥ ২৭ ॥ ততঃ পদ্মান ভূরণ
গৃহীত্বা ভাব্যমাহম্ । গচ্ছতঃ যত্র জনো ভূরি গচ্ছতঃ
পাথিঃ সতম্ ॥ ২৮ ॥ ন কেহান প্রত্যাগত্যঃ লোকা
দ্বাভিক্ষা পীড়িতাঃ । ভ্রমতঃ চ সর্ষক শ্রান্তো বৈরাগ্য-
নগতঃ ॥ ২৯ ॥ ততো বিদ্যাবসানে তু শুভাঃ মকং
সমাক্রম্য । ভূমৌ পদ্মান নিক্ষিপ্য স্রবাবতঃ
প্রবৃত্তবানঃ ততো ব্রহ্মসংসার কালে তু কণ
কোন্তে সনাতনঃ । পততি বিপ্রমুখানা দ্বান-
সনাতনঃ ৩০ ॥ ইদং শ্রুত্বা সহসোখ্যায়

অজপাল বিনীতভাবে সঙ্গীতব্রত মুনিঃ শংসিতব্রতম্
লেন,—বসন । আপন উপস্থাপ প্রভাবে অতীত
অনাগত ও বর্তমান বিদ্য সকলকে জানেন
সুতরাং হে মুনিপুংগব । আমি ক হৃদয়ে একটা ব্রত
কৌতুক হইয়াছে । আমার পটিক পরম্ব হোঁচ
অনুগ্রহপূর্বক সেই বিদ্য বসুন । বসিষ্ঠ কহি-
লেন,—বসুন রাজন ।—আপনার মনে যাহা উদ্ভূত
হইয়াছে, তাহা সুহৃৎ-ইলেও আমি কথ্যত
আপনাকে বলিব । রাজা অজপাল বহিলেন,
মুনিবর ! কোন কস্মাবপাকে আমার ব্রত নিকট
সর্ষকামসমুদ্র মঙ্গলময় উত্তম রাজ্য হইয়াছে
আমার এ রাজ্যে কেহ দীন, দুঃখী, রোঁড়া ব
দরিদ্র নাই ; ইহা কোন বড়োব কথ্যত । আপন
এই আমার সাক্ষী নারা প্রাণদেহাও গরীয়সী
ইনি মচ্ছিত্তা ; মপাতপ্রাণা, এবং নিত্যাং
হিতরতে নিরতা । ইনি যাহা মনে মনে চিন্তা
করিয়াছেন, তাহাও আপনি বিস্তরকপে ব্যক্ত
করুন বিজবর । কিংপ দান, ব্রত, বজ, উপস্থাপ
নিয়মপ্রভাবে জন্মান্তরকৃত পুণ্যকল ঘটে, তাহা
বিস্তরকপে প্রকাশ করিয়া বসুন । শুনবার আমার
বড়ই কৌতুক হইয়াছে বসিষ্ঠ কহিলেন,—
গতপাল কোনও দান, অজ্ঞান ব্রত

এই ব্রত, কোনও আপন ইহা অবশ্যে মনে
কেনইবা মনে না করি ব্রতের না রাজন !
সুতরাং আপনি শূদ্রজাতিয় এবং আপনার এই
সাক্ষী সাক্ষী শূদ্রজাতিয় হইলেন । মহারাজ !
অতঃপর যত্র দ্বাভিক্ষা ওপাতিত বহলে অন্নভাবে
কোনও মনো স্থাভূত হইয়া পড়ে । আপনি তখন
ভারি পতিত দেহাত্মরে গমন করেন এবং
অনিকটে কোনও গিরাননা গ্রনিকটে আগ্রহণ
করেন এবং মনোহর সুন্দর পঞ্চজবন দর্শন
করেন । তদনন্তে আপনি তথায় স্নানান্তে পিতৃ-
দেহাত্মরে তর্পণ করিয়া তথাকার জলপানপূর্বক
ননে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি এই স্থান
হতেই পদ্ম লইয়া গিয়া বিক্রয় করিব । তাহাতেই
আমার আহার সন্তান হইবে । সুপবর ! অনন্তর
আপন ভাগ্যিসহযোগে তথা হইতে প্রভূত পদ্ম
ভূক্তি লইয়া বজ জনাব্যাসিত নগরে গমন করি-
লেন । কিন্তু সর্ষলোক দ্বাভিক্ষা পীড়িত ; সুতরাং
কোনও আপনার সে পদ্ম গ্রহণ করিল না । আপনি
বজ তান ভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইলেন ; আপনার
বিরোগোদয় হইল ; আপনি দিব্যবসানে এক শুভা-
নুদ আশ্রয় করিয়া স্রবাত্মর অবস্থায় শুইয়া রহিলেন ।
আপনার পিতা নারীয়াং সর্ষকামসমাপ্তম্ । এই

জাত্ব জাগরণং ততঃ । পদ্মাত্মাদায় তদ্বৈব সভাৰ্থঃ
শিবমন্দিরে ॥ ৩২ ॥ তত্র নাগবতী বেষ্ঠা শিবরাত্রি-
পরায়ণা । কেদারে পরয়া ভক্ত্যা করোতি নিশি
জাগরম্ ॥ ৩৩ ॥ তন্তাঃ পার্শ্বে স্থিতা দাসী ত্রয়া
পৃষ্ঠা নরেশ্বর । দেবস্ত পুরতো নালে কিমর্থঃ
রাত্রিজাগরম্ ॥ ৩৪ ॥ ত্রয়োক্তাঃ শিবরাত্রাঃ বৈ
বেষ্ঠেধং বরবার্ণনা । কুরুতে নাগবতী নাম রাহৌ
ভক্ত্যা চ জাগরম্ ॥ ৩৫ ॥ যঃ শ্রদ্ধাভক্তিসংযুক্তঃ
কুরুতে রাত্রিজাগরম্ । পূজয়িত্ব মহাদেবঃ স
যাতি পরমং পদম্ ॥ ৩৬ ॥ কুরোপবাসং পদ্যেধঃ
পূজয়েদ্র্যক্ষকং নরঃ । স যাতি রুদ্রসালোক্যং
সেব্যমানোহপ্সরোগণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ সকামো নভতে
কামান্ দেবৈরপি সুহৃদ্বান্ । স ত্রং পদ্মানি মে
দেহি কাঞ্চনং চ পলত্রয়ম্ । এতেবাঃ মূল্যমাদায়
প্রাণাধারং সমাশ্রয় ॥ ৩৮ ॥ ততঃ ভাৰ্য্যা
প্রোক্তো গৃহমাণে চ কাঞ্চনে । ন গ্রাহ্যং
মূল্যমেতেবাং ত্রয়া নাথ কথঞ্চন ॥ ৩৯ ॥ উপবাসো

বলাজ্জাহ্নেঃ হস্তাভাবাদুয়োৰপি । পদ্মৈরেতিহরঃ
পূজো দ্বাভ্যাংমবাদ্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪০ ॥ ইদং ত্রয়াদ্য
কর্তব্যং ত্র্যাজ্যমস্ত্র্যস্ত্র্য কাঞ্চনম্ । ভাৰ্য্যয়া বচনং
ত্রয়া ভেদঃ পদ্যেঃ পূজিতঃ শিবা ॥ ৪১ ॥ শ্রদ্ধয়া চ
সভাৰ্থেণ জাগরক শিবাগ্রভঃ । রুতং ত্রয়া মহারাজ
ভাৰ্য্যয়া শিবমন্দিরে ॥ ৪২ ॥ পুরাণশ্রবণং জাতিং
তত্র পার্শ্ববাসকৃতম্ । শিবরাত্র্যাঃ মহারাজ পদ্মৈশ্চ
পূজিতঃ শিবা ॥ ৪৩ ॥ কেদারস্তাগ্রতো ভক্ত্যা
রাহৌ জাগরণং তথা । রুতং ত্রয়া মহারাজ একা-
গ্ৰেণ চ চেতসা ॥ ৪৪ ॥ ততঃ প্রভাতে সজ্জাতে
ভিক্ষাং রুদ্রা চ পারণা । কৃত্য ত্রয়া মহারাজ শিবাগ্রে
সহ ভাৰ্য্যয়া ॥ ৪৫ ॥ ততঃ কালান্তরেণৈব কালশ্রম্
গতো ভবান । ভাৰ্য্যেয়ক ত্রয়া সাক্ষিঃ সম্প্রবিষ্টো
হতাশনম্ ॥ ৪৬ ॥ ততো জাতা মহারাজ দর্শনার্থি-
পতেঃ সূতা । বৈদেহে নগরে রাজা জাতস্থঃ
পার্শ্ববাসকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥ অজপাল ইতি খ্যাতো নাম্না
চ ধরণীতলে । সপ্তেবাঃ প্রাণিনাং ত্রয় বরভো
নৃপসকৃতম্ ॥ ৪৮ ॥ এতস্মাৎ কারণাজ্জাতা ভাৰ্য্যেয়ঃ
প্রাণসমতা । ভূয়োহপি তব সজ্জাতা যন্মাং ত্রং
পতিপূজ্যসি ॥ ৪৯ ॥ তস্ত দেবস্ত্র্য মাহাত্ম্যাত্বে কেদা-

স্বামিন্ । এই পদ্ম সকলের মূল্য গ্রহণ করি-
বেন না । অন্যভাবে আমাদের উভয়েরই উপ-
বাস করা হইয়াছে ; এই পদ্ম দ্বারা আমরা
উভয়ে হরের পূজা করিব । ইহাই আমাদের করা
বর্তব্য , আপনি পদ্মমূল্য ফিরিয়া দেন ।
ভাৰ্য্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি শিবপূজা
করিলে এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভাৰ্য্যার সহিত শিবাগ্রে
জাগরণ অনুষ্ঠান করিলে । তোমার পূরণ শ্রবণ
সজ্জাটিত হইল । হে পার্শ্ববাসকৃতম্ ! এইরূপে
তোমার একাগ্রমানসে শিবরাত্রিতে পদ্মপুষ্পে শিব-
পূজা ও জাগরণ করা হইল । অনন্তর প্রভাতে
তুমি ভিক্ষা করিয়া ভাৰ্য্যাসহ শিবসমীপে পারণা
করিলে, কালান্তরে তোমার মরণ ঘটিল । তোমার
ভাৰ্য্যা তোমারই সাহিত হতাশনে প্রবেশ করিল ।
নৃপবর ! অতঃপর তোমার সেই ভাৰ্য্যা দশার্ণা-
ধিপতির কথা হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ; আর তুমি
বৈদেহনগরে রাজা হও । তারপর অজাপাল
নামে ধরণীতলে বিখ্যাত রাজা হইয়াছ । হে নৃপ-
বর ! তুমি সকল প্রাণীরই বরভ । আর তোমার
ভাৰ্য্যাও উক্ত কারণেই তোমার প্রাণপ্রিয়া হইয়া
পুনর্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন । তুমি আর যাহা

সময় বেদপুরাণপাঠক দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের বেদপুরাণ-
ধ্যান আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল । তৎ
শ্রবণে আপনি সহসা উত্থিত হইয়া অন্ততবে নিশা-
জাগরণোৎসব বুঝিতে পারিয়া পরম সন্মত গ্রহণ
পূর্বক ভাৰ্য্যাসমভিব্যাগারে তথাকার এক শিব-
মন্দিরে গমন করিলেন । তথায় কেদারক্ষেত্রে
নাগবতী নামী কোন এক বারবিলাসিনী পরম
ভক্তিসম্পন্ন নিশাজাগরণ করিতেছিল । তাহার
পার্শ্ববাসিনী দাসীর নিকট আপনি গিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন । অগ্নি বালে ! দেবতার সম্মুখে কি
জন্ত তোমরা রাত্রিজাগরণ করিতেছ ? সেই দাসী
বলিল,—আমরা এই স্বামিনী বরবার্ণনী নাগবতী
এক জন বারবিলাসিনী ; ইনি অদ্য শিবরাত্রিতে
ভক্তি করিয়া জাগরণ করিতেছেন । যে ব্যক্তি
শ্রদ্ধা ও ভক্তিসংযুক্ত হইয়া মহাদেবের পূজা
করিয়া রাত্রি জাগরণ করে, সে পরম পদ
লাভ করিয়া থাকে । উপবাস করিয়া যে নর পদ্ম
দ্বারা ত্র্যক্ষের পূজা করে, সে অপ্সরোগণ কর্তৃক
সেব্যমান হইয়া রুদ্রসালোক্য লাভ করে । সকাম
ব্যক্তি দেবভূক্ত অভিলষিত লাভ করিয়া থাকে ।
অতএব তুমি পলত্রয় সুবর্ণ মূল্য গ্রহণ করিয়া পদ্ম-
গুলি আমায় দাও ; আর ঐ মূল্যে প্রাণযাত্রা
নিকাহ কর । অনন্তর তুমি পদ্যের মূল্য কাঞ্চন
গ্রহণ করিলে, তোমার ভাৰ্য্যা তোমার বলিল,—

রস্ম মহীপতে! রাজাং তে সুখদং নৃণাং তথা
নিহতকণ্টকম্ ॥ ৫০ ॥ প্রাপ্তং ত্বয়া মহারাজ কেদা-
রস্ম প্রসাদতঃ। যেন ত্বং সৈন্তহীনোহপি পৃথিবী
পরিরক্ষসি ॥ ৫১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তস্মা তৎকালঃ
কৃত্বা স রাজা বিশ্বয়াধিতঃ। গমনায় মাতং চক্রে
কেদারঃ প্রীতি ভূমিপঃ ॥ ৫২ ॥ স গঙ্গা পশ্চতে
রম্যো পূজয়িত্বা চ তং বিভূম্। শিবরাত্রিপরে সমাগ্ন
বর্ষে বর্ষে বভূব হ ॥ ৫৩ ॥ পুত্রং রাজো চ সংস্থাপ্য
ততোহর্কুণ্ডমধাগমৎ। প্রাপ্তো মুক্তং ততো ভূমঃ
সভাধ্যাক্ষত্বপ্রভাবতঃ ॥ ৫৪ ॥ এতন্তে সমসামাগমঃ
কেদারস্ম মহীপতে। মাহাত্ম্যং শুভদং নৃণাং সস-
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৫৫ ॥ মাঘকান্তনয়োর্মধ্যে কৃষ্ণ-
পক্ষে চতুর্দশী। শিবরাত্রিরতি খ্যাতা ভূতলে-
হস্মিন মহামতে ॥ ৫৬ ॥ তস্মাং তু সমথ রাজন
যাত্রাং তস্মা সমাচরেৎ। কেদারস্ম মহারাজ
প্রকুর্ধ্যাৎ পূজনং নৃপ ॥ ৫৭ ॥ মাঘকৃষ্ণচতুর্দশীং যঃ
কুর্ধ্যাস্তত্র জাগরম্। কতোপবাসো নৃপতে শিব-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৮ ॥ স্নাত্বা গঙ্গাসরস্বতীঃ
সঙ্গমে সঙ্গকামদে। তে প্রপশ্যন্তি কেদারঃ তে

যাত্তন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৫৯ ॥ কুণ্ডে কেদারসংজ্ঞে
যঃ প্রপিবৈদ্বিমলং জলম্। সপ্ত পুণ্যান্ সপ্ত পরান্
বৃক্ষজাংস্তারয়েদু সঃ ॥ ৬০ ॥ যশ্চৈতচ্ছ্রুয়াব্রাত্যং
ভক্ত্যা পরময়া নৃপ। সোহপি পাপৈর্বিমুচ্যেত
কেদারস্ম প্রভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীশঙ্কর কেদারমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

যযাতিকবাচ। কেদারং ক্রথতে ব্রহ্মান পশ্যতে
চ হিমাচলে। গঙ্গা তস্মাদ্বিনক্ষাস্তা প্রবিষ্টা
পুণ্ড্রসাগরম্ ॥ ১ ॥ তথা সরস্বতী দেবী চূত-
বৃক্ষাধিনির্গতা। পশ্চিমং সাগরং প্রাপ্তা গৃহীত্বা
বভবানলম্ ॥ ২ ॥ কথমত্র সমাগাতঃ কেদারঃশ্যত্র
কৌতুকম্। সর্বঃ বিস্তরতো ক্রহি বিচিত্রঃ মম
ভূগুর ॥ ৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। মহামেতন্মহারাজ
যম্নোহত্র পাবপৃচ্ছসি। শৃণুযাবহতো ভূম্বা যথা

আমায় জিজ্ঞাসিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে বাল। হে
মহীপতে! দেবদেব কেদারের মাহাত্ম্য হইলেন
এই প্রজাপুংসকর নিকটক রাজ্য লক্ষ হইয়াছে।
মহারাজ! সেই কেদারের প্রবাদেরে তুমি সৈন্ত-
হীন হইয়াও পৃথিবী পরিপালন করিতেছ। পুলস্ত্য
কহিলেন,—তাহার সেই বাক্য শুনিয়া রাজা
অজপাল বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং কেদারভিমুখে
যাত্রা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সেই রম্য
পর্বতে গিয়া বিভূ মহাদেবের পূজা করিয়া বর্ষে বর্ষে
যথাবিধি শিবরাত্রিরত করিতে লাগিলেন।
অনন্তর রাজা অজপাল পুত্রকে রাজ্যভার হস্ত
করিয়া স্বয়ং অর্কুণ্ডাচলো গমন করিলেন এবং
তৎপ্রভাবে ভাষ্যাসহস্রে তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হই-
লেন। হে মহীপতে! এই আমি তোমার
নিকট কেদারের শুভদ মাহাত্ম্য কাটন করিলাম।
হে মহামতে! মাঘ বা কান্তনের শুভান্তরে কৃষ্ণ-
পক্ষীয় চতুর্দশী শিবরাত্রি বলিয়া জগতে বিখ্যাত।
হে রাজন! সেই তিথিতে সমগ্ধা কেদার-যাত্রা
করিবে, কেদারের পূজা করিবে। মাঘমাসের
কৃষ্ণচতুর্দশীতে যেনর উপবাসী থাকিয়া ঐ স্থানে
রাত্রি জাগরণ করে, তাহার শিবালোকে গতি
হয়। গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গকামদে সঙ্গমে গমন।

করিলে তাহারা কেদার দর্শন করে, তাহাদের পমর
গতি লাভ হয়। কেদারসংজ্ঞক কুণ্ডের বিমল
জল যে বার্ষিক গমন করে, তাহার উদ্ধাধঃ চতুর্দশ
পুত্রের উপর পাইয়া থাকে। এই কেদারমাহাত্ম্য
যে ব্যক্তি নিত্য উত্তম ভাঙসহকারে শ্রবণ
করে, কেদারের প্রভাবে তাহারও পাপক্ষয় হইয়া
থাকে। ১—৬১।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মন! আমরা শুনিয়াছি,
কেদার হিমাচল পর্বতে। সেইখান হইতে গঙ্গা
নিবাস্ত হইয়া পুণ্ড্র সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন।
আর সরস্বতী দেবীও তত্রতা চূত বৃক্ষ হইতে নিঃ-
সৃত হইয়া বাভবানল গ্রহণপুষ্টক পশ্চিম সাগরে
মিলিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই বড় কৌতুক যে,
কেদার এখানে আসিলেন কিমপে? যাহা হউক,
হে ভূদেব! আপনি এই সকল বিচিত্র কথা প্রকাশ
করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ!
আপনি যাহা জিজ্ঞাসিলেন, ইহা সত্য। এ সম্বন্ধে
যেকোন শুনিয়াছি, যেকপে কেদারসমাগম ঘটি-

জাতং ৰুতং তু বৈ ॥ ৪ ॥ গন্ধাদ্যানি চ তীর্ণানি
কেদারাদ্যা দিবৌকসঃ । ময়া সহ পুরা দেবাঃ
শক্রাদ্যা নৃপসন্তমঃ ॥ ৫ ॥ বক্ষাণং প্রক্তি রাজেন্দ্র
গতাঃ সর্ষে মহর্ষয়ঃ । সর্ষে তত্র কথাস্চকুর্দক্ষ্য
নাং পৃথক্পৃথক্ ॥ ৬ ॥ সমদায়ে চ দেবানাং সর্ষ-
তীর্ণানি পার্শ্ববঃ । ক্ষেত্রান্যাপস্থিতাত্তেব বনান্যাপ
বনানি চ ॥ ৭ ॥ ততঃ কথাপ্রসঙ্গেন ইন্দ্রঃ পাত
চতুর্ধুগম্ । কোতুকেন সমাসুক্রং পপ্রচ্চ নৃপসন্তম ॥
৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । ভগবন পুণ্যমাহায়াঃ শ্রোতু-
মিচ্ছামি সাম্প্রতম্ । প্রমাণং চৈব সর্ষেবাং কুতা-
দীনাং পৃথগ্ধর্মম্ ॥ ৯ ॥ ব্রজোবাচ । লক্ষং সপ্ত-
দশ প্রোক্তং যুগমানং সুরাধিপ । অষ্টাংশিভিঃ
সাক্ষিঃ সহস্রৈঃ কৃতমুচ্যতে ॥ ১০ ॥ লক্ষদ্বাদশভিঃ
প্রোক্তং যুগং ত্রৈলোক্যভিঃ সজ্ঞতম্ । যদ্ব্যবত্যাধিকৈশ্চৈব
সহস্রৈঃ পরিমাণিতম্ ॥ ১১ ॥ লক্ষাণ্যষ্টৌ চতুঃষষ্টি-
সহস্রৈঃ পৰিকীর্তিতম্ । ততো বৈ দ্বাপরং নাম
যুগং দেবপ্রকীর্তিতম্ ॥ ১২ ॥ ত্রৈলোক্যচতুর্ভিঃ
খাতো দ্বাত্রিংশতিঃ কলিস্তথা । সহস্রৈশ্চ সুরশ্রেষ্ঠ
যুগমানমিতীরিতম্ ॥ ১৩ ॥ চতুঃপাদঃ কৃতঃ ধর্ম্যঃ
শুক্লবর্ণো জনাদিনঃ । ন তুর্ভিঃ ন চ ব্যাধিস্তাম্নন
ভবতি বৈ কাচৎ ॥ ১৪ ॥ ক্রিয়তে চ তদা
ধর্মো নাকালে মরণং নৃণাম্ । লাগলেন বিনা

যাছে ; অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । পুর্বে গন্ধাদি
নিখিল তীর্ণ কেদারাদি ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং
মৎসরভবান্যাহারী মহর্ষিগণ একদা ব্রজার নিকট
গমন করিলেন । সেখানে গিয়া সকলেই বিবিধ
বর্ষ্যকথা অবতারণা করিতে লাগিলেন । হে
পার্থব ! সমস্ত তীর্ণ, সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, এবং সপ্ত-
বিধ বন-উপবনেরই কথা সেই দেবসমাজে আলো-
চিত হইতে লাগিল । অনন্তর ইন্দ্র কোতুকাবিস্ত
হইয়া কথাপ্রসঙ্গে চতুর্ধুগকে কহিলেন, ভগবন ।
সম্প্রতি কোন পুণ্য মাগায়া ও সত্যযুগাদির বিভিন্ন-
প্রমাণ শুনিতে ইচ্ছা বার । ব্রজা কহিলেন,—
সুরাধিপ ! কথিত হইয়াছে, সত্যযুগের মান সপ্ত
দশ লক্ষ অষ্টাংশিভিঃ সহস্র বৎসর । ত্রেতাযুগের
মান দ্বাদশ লক্ষ যদ্ব্যবতি সহস্র বধ । দেব কীর্তিত
দ্বাপরযুগের মান অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসর
আর কলিযুগের মান চারিলক্ষ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র
বৎসর । সত্যযুগে ধর্ম্য চতুঃপাদ, জনাদিন শুক্ল-
বর্ণ । ঐ যুগে তুর্ভিঃ বা ব্যাধি কখনই হয় না ।
লোক সকল ধর্ম্যাচরণ করে । অকালমৃত্যুর অধি-

শস্ত্রঃ ভূরিকীরাস্চ ধেনবঃ ॥ ১৫ ॥ কামঃ ক্রোধো
ভয়ং লোভো মৎসরশ্চাত্মস্বভা । তাম্নিন যুগে
সহস্রাঙ্ক ন ভবন্তি কদাচন ॥ ১৬ ॥ ততস্ত্রেতাযুগে
জাতিস্রিপাদো ধর্ম্য এব চ । তিরায়সো নরাস্তাম্নিন
রক্তবর্ণো জনাদিনঃ ॥ ১৭ ॥ তাম্নিন যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে
প্রাণিণামিষ্টদায়নঃ । ন ক দিপ্ররুতিশ্চ তাম্নিন
সজায়তে নৃগণ ॥ ১৮ ॥ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্মার্তৈ-
র্দানৈঃ পৃথগ্ধর্ম্যৈঃ । তথা যজ্ঞৈর্জপৈর্হোমৈস্তত্র
বৃন্তির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ১৯ ॥ ততস্ত দ্বাপরং নাম তৃতীয়ং
যুগমুচ্যতে । দ্বিপাদো ধর্ম্যঃ সজ্ঞাতঃ পীতবর্ণো
জনাদিনঃ ॥ ২০ ॥ কলাক জ্ঞাপ্রবৃত্তানি জপযজ্ঞ-
তপাসি চ । সত্যানুতাংস্তে লোকে দ্বাপরে
সুরসন্তম ॥ ২১ ॥ তত্রাত্তোক্তং মহীপালা যুধি-
র্ধনুযাতলে । সুপুত্রাশ্চ দিবং যাস্তি যজ্ঞৈরিত্তৌ
জনাদিনম্ ॥ ২২ ॥ ততঃ কলিযুগং ঘোরং চতুর্থং
তু প্রবর্ততে । একপাদো ভবেদ্র্যম্ : সন্তস্তো
নিত্যপূজনে ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণবর্ণো ভবেদ্রিষুঃ
পাপাধিক্যং প্রবর্ততে । ময়া চ মৎসরৈশ্চৈব কামঃ
ক্রোধস্তথা ভয়ম্ ॥ ২৪ ॥ অর্গলকাস্তথা ভূপা
লোভমোহশতাধিতাঃ অন্নায়সো নরাস্তত্র অন্নশস্তা
চ মেদিনী ॥ ২৫ ॥ অন্নকীরাস্তথা গাবঃ সত্যহীন

কার নাই । লাঙ্গল কর্ধণ বিনাই ভূমি হইতে শস্ত্র
উৎপন্ন হয় । বেহুগণ বহুহৃদ প্রদান করে । কাম,
ক্রোধ, ভয়, লোভ মাৎসর্য্য বা অস্বভা এসকল ঐ
যুগে নাই । অনন্তর ত্রেতাযুগে ধর্ম্য ত্রিপাদ মাত্র ;
নরগণ দীর্ঘায়ু ; জনাদিন রক্তবর্ণ । এই যুগে
নরগণের অভীষ্টদায়ী যজ্ঞ সকল প্রবর্তিত হয় ।
তখন নরগণের কামাদি প্ররুতি হয় না । তপস্তা
ব্রহ্মচর্য্য, স্মান, দান, যজ্ঞ, জপ, ও হোমাদি দ্বারাই
নরগণের বৃন্তির্বিধান হয় । অনন্তর তৃতীয় দ্বাপর-
যুগ । এযুগে ধর্ম্য দ্বিপাদ জনাদিন পীতবর্ণ । এযুগের
জপ, যজ্ঞ তপস্তা, সকলই কলাকাজ্ঞায় প্রবৃত্ত ;
লোক সকল সত্যানুত যুক্ত । এ যুগের মহীপাল-
গণ পরস্পর যুক্ত করেন । পরে সুপুত্র হইয়া ভাহারা
যজ্ঞ করিয়া জনাদিনের অর্চনাপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ
করেন । ১—২১ । অনন্তর ঘোর কলিযুগ । এযুগে
একপাদ ধর্ম্য । ইনি নিত্য পূজনে সদাই সন্তস্ত ;
বিষু কৃষ্ণবর্ণ এবং পাপাধিক্য প্রবর্তমান । ময়া,
মৎসর, কাম, ক্রোধ, ভয়, এ সকলের এযুগে পূর্ণ
প্রতিষ্ঠা । ভূপালগণ লোভ-মোহে অধিত হইয়া
অর্থলুক । এযুগে নরগণ অন্নায়ু ; মেদিনী অন্ন-

দ্বিজাতয়ঃ । তত্র মায়াবিনো লোকা জিহ্মোপস্থা-
পরায়ণাঃ ॥২৬॥ সত্যসৌম্যথা পাপা ভবিষ্যন্তি কলৌ-
যুগে তত্র যোড়শমে বর্ষে নরঃ পলিতকুল্লাঃ ॥২৭॥
নার্যো দ্বাদশমে বর্ষে ভবিষ্যন্তি সুগর্ভিণাঃ । ভবি-
ষ্যন্তি ক্রমাদ্বাদশবৎ সুবাবিপ ॥ ২৮ ॥ একাকার্য
ভবিষ্যন্তি সপ্তবর্ষশ্রমাশ্চ বৈ । নান্য যাস্তস্মৈ যজ্ঞাশ্চ
কুলধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ২৯ ॥ বর্গান তত্র ত্রীখানি
শ্লেচ্ছস্পৃষ্টানি সর্মণাঃ । ভবিষ্যন্তি সুরশ্রেষ্ঠে প্রভাব-
রহিতানি চ ॥ ৩০ ॥ এতচ্ছূয়া তলো বাক্যং
ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ । তত্র স্থিতানি ত্রীখানি ব্রহ্মণ-
মিদমকুবন ॥ ৩১ ॥ ত্রীখানাচ্চ । কথং বয়ং
ভাবিষ্যামঃ সম্প্রাপ্তে দাক্ষণে কলৌ । স্থানং নো
ক্রহি দেবেণ স্মাতব্যং সূচনং হি ॥ ৩২ ॥ এষে-
বাচ । অঙ্গুদঃ পদতশ্রেষ্ঠঃ পলিতকুল ন মিহাতে ।
অতস্তত্র । গুণ্ডব্যাং ত্রীখানি রহিতানি সহ ॥ ৩৩ ॥
অপি কুদ্বা মনুষ্যপাপমার্গ্যং প্রোক্তে তু যঃ । কলি-
দেববিনশ্চক্ৰঃ স যাস্তস্মৈ পরা গাংম্ ॥ ৩৪ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । এবমুদ্যতভূমিকো ব্রহ্মলোকঃ গতো
নৃপ । ততঃ সর্মণি ত্রীখানি গচ্ছন্তি চ কলৌ যুগে ॥

শম্মা; গোপগণ প্রজ্ঞাশীল, এবং দ্বিজাতি সন্তো-
হীন । কলিযুগে লোকসকল মায়াবী, ভবিষ্যন্তিগী
ও উপস্থাপবাদন । কলিযুগে ক্রমে নরদের সত্যত্ব
ও পাপময় হইবে । দোষদ্বারা নরগণ পাক-
কেশ হইবে । নারীগণ সনাতনকে গভি দারন
করিবে । ক্রমে ব্রহ্মসঙ্কর সমস্ত উৎপন্ন হইবে ।
সমস্ত বর্ণশ্রম একাকার হইয়া যাইবে । যজ্ঞ সকল
ও সনাতন কুলধর্ম্য নষ্ট হইবে । তৎকালে
শ্লেচ্ছস্পৃষ্ট হইয়া নানা ভেদে তত্র দেব বোম
মাহাত্ম্য থাকিবে না । অসত্যতা ব্রহ্মের দাক্ষ-
শ্রবণ করিয়া তদ্বৎ নারী সকল ব্রহ্মকে
বলিলেন,—হে দেবেশ ! দাক্ষ কলিদাল উপস্থিত
হইলে, আমাদের চিত্তে আশ্রয় থাকিবে । অতএব
আমাদের অবস্থানের উচ্চ স্থানে কোন স্তম্ভ
জুড়ান নির্দেশ করিয়া দিন । ইহা কীর্তন
অঙ্গুদ পদতশ্রেষ্ঠ; ইখায় কঃ ব অধিকার লাভ ।
অতএব অস্ত্রাঙ্গ ত্রীখানি আশ্রিত সমস্তাভ্যে
তোমরা সেইখানেই গমন কর । মহাপ্রভ
করিয়াও যে বাজি অঙ্গুদ অবলোকন করে, সে
কলিদোব হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয় ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—চতুরানন এষ্ট কথা কহিয়া
ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন । অতঃপর সমস্ত ত্রীখ

৩৫ । ভূমাবসুদশৈলেন্দ্রে সংস্থিতানি কলেভয়াৎ ।
গঙ্গা সরস্বতী চৈব যমুনা পুষ্করাণি চ ॥৩৬॥ কুরুক্ষেত্রং
প্রভাসঞ্চ ব্রহ্মাবর্তং তথৈব চ । ত্রিশ্রংকোট্যা-
বদ্ব্যকোটিশ্চ যানি ত্রীখানি ভূতলে ॥ ৩৭ ॥ তেষাং
বাসন্ত সঞ্জাতঃ পশ্চিমেহর্ষদৃশ্যজিকৈ । এবং তত্র
সমাপরা গঙ্গা চৈব সরস্বতী ॥ ৩৮ ॥ তত্র শাস্তা
নবাঃ সমাক্ পরঃ নিষ্কামমাধুযঃ । শ্রাদ্ধং কুত্বা
মহারাজ স্বর্গে যান্তি চ পুংসজাঃ ॥ ৩৯ ॥ শুব্র তত্র-
ভবৎপুংসঃ যদাশ্রয়ং মহামতে । ঋষির্ষক্গকো নাম
সরস্বতাস্তটে স্থিতঃ ॥ ৪০ ॥ রূপশ্রেণে সুধর্ম্মাশ্রা
কামকোষবিবিজিতঃ । তৈশ্চাং বর্তমানস্ত ক্ষতমা-
সীংকদাচন ॥ ৪১ ॥ পিতৃপুত্রপ্রতিভং তত্র তচ্চ
রক্তমাংসবজ্রী । হৃদয়তীব্র হৃৎসঃ স মঙ্গলধর্ম্মভূব
হ ॥ ৪২ ॥ সিকোহহর্ম্মাভি বিজায় ততো নৃত্যং
চকার সঃ । তৈশ্চাং বর্তমানস্ত জগৎস্বাবরজঙ্গ-
ম্য ॥ ৪৩ ॥ তত্র সজ্জোভর্যাপরঃ সাগরা অপি
চক্ষুঃ । গুণ্ডানাং নৃত্যাজা সমে বিশ্বম্মাগলাঃ
৪৪ ॥ তৈশ্চাং নৃত্যমানস্ত সমে লোকা নৃপোত্তম ।
নৃত্যুঃ পাণিবক্রেষ্ঠে প্রভাবাত্ম্য সমানে ॥ ৪৫ ॥ ততো
দেবগণ সমে গঙ্গা কামনিবননম্ । যথায় নৃত্যতে

কলির ভয়ে ভবনে পড়িলেন অঙ্গুদে গিয়া অশ্রয়
করিল । গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র,
প্রভাস ও ব্রহ্মাবর্ত ইত্যাদি ত্রীখানি অঙ্গুদাচলে
বাস করিতে লাগিলেন । এইরূপে কথায় গঙ্গা ও
সরস্বতী নদীদ্বয় সনাতন ঘাট আছে । শমপরাশ্রয়
নদী ও তদার সমাক নিষ্কাম লাভ করিয়া থাকে ।
এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পুণ্ড্রগণ স্বর্গে গমন করেন ।
দেবগণের । এইরূপে অরণ বক্র, বৃষে এই স্থানে
এক পাণ্ডব ঘটনা ঘটিয়াছিল । সরস্বতীর তটে
মঙ্গলক নামে এক ব্রহ্মাধ্ব ঋষি ছিলেন । তিনি
কলি জগৎ-বিজিত হইয়া নিত্য তপস্যা করিতেন ।
এক উপস্থায় সময় তাহার এক ক্ষবধু হইল ।
তাহার পিতৃপুত্র । পিতৃপুত্রের সেই স্থান
রক্তবর্ণ হইল । হৃদয়নে মঙ্গলক ঋষি ভাবি-
লেন—আমি সত্য হইয়াছি । ভাবিয়া নৃত্য করিতে
লাগিলেন । তাহার নৃত্যবস্ত্রায় চরাচর নিখিল
জগৎ ও সাগর সকল ক্ষুদ্র হইল । লোক সকল
তৎকাল পৃথক্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বিতমনে সেই
মুনির প্রভাবে নৃত্য করিতে লাগিল ৥২২-৪৫॥ তখন
দেবগণ মদনারির নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—

নৈব তথা কুরু মহেশ্বর । ৪৬ । যথ ব্রাহ্মণরূপেণ
শম্বুনোক্তো বিজ্ঞোক্তমঃ । ত্রয়া ব্রহ্মস্তুপশুপ্ত-
মধুনা নৃত্যতে কথম্ । ৪৭ । মঙ্গলক উবাচ ।
কিং ন পশুসি হে ব্রহ্মন রক্তং পিতৃক মে
স্থিতম্ । সঞ্জাতং সিদ্ধিমাণয়ো রক্তং পিতৃ-
যতো মম । ৪৮ । এতস্মাৎকারণাৰ্দ্ধবাদ্বিজ
নৃত্যং কৰোমাহম্ । এবমুক্তস্ততশ্চেন দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । ৪৯ । তজ্জন্ম তাদিয়ামাস স্বাক্ষুষ্ঠং
নৃপসন্তম । ততোহক্ষুষ্ঠাদিনিষ্ক্রান্তং তস্মৈ বৈ বিস-
পাণ্ডুরম্ । ৫০ । ততো মঙ্গলকং প্রাহ পশু বিপ্র
করাম্মম । শুভ্রং তস্মৈ বিনিষ্ক্রান্তং পশু মে দ্বিজ
কৌতুকম্ । ৫১ । পুলস্ত্য উবাচ । তদ্বৃষ্টা
নিম্মিতো বিপ্র জাহ্ন তং ব্রহ্মভক্ষজম্ । জাহ্নত্যা-
মবনিং গম্বা বাক্যমেতদুবাচ হ । ৫২ । মঙ্গলক উবাচ ।
নুনং ভবামহাদেবঃ সাক্ষাৎকৃষ্টঃ প্রসাদ মে । নিশ্চিতং
ত্বং ময়া জাত এতন্মে হৃদি যত্নতে । ৫৩ । নাস্তস্মায়
প্রভাবশ্চ ত্বয়া যো মে প্রদর্শিতঃ । মাং সমুদ্র

দেবেশ কৃপাং কৃদ্বা মহেশ্বর । ৫৪ । শ্রীমহাদেব
উবাচ । সমাগ্ জাতোহস্মি বিপ্রেন্দ্র ত্বয়াহং নাত্র
সংশয়ঃ । বরং বরয় ভদ্রং তে নৃত্যাধিক্যং যতঃ
কৃতম্ । ৫৫ । মঙ্গলক উবাচ । যেহত্র স্নানং
প্রকুর্নাস্তি সরস্বত্যাং সমাহিতাঃ । ত্বৎপ্রসাদাৎ
কপাং তেনাং রাজস্ব্যস্বমেধয়োঃ । ৫৬ । শ্রীমহাদেব
উবাচ । যেহত্র স্নানং করিস্যাস্তি সরস্বত্যাং
সমাহিতাঃ । তে যান্তিস্তি পরং স্থানং জরামরণ-
বর্জিতম্ । ৫৭ । অত্র গঙ্গাসরস্বত্যাঃ সঙ্গমে
লোকবিষ্ণতে । শ্রাদ্ধং কুৰ্যাদ্বিজশ্রেষ্ঠ তে যান্তিস্তি
পরং গতিম্ । ৫৮ । সুবর্ণং যেহত্র দাস্তাস্তি
যথাশক্যা বিজ্ঞোক্তমে । সৰ্বপাপবিনির্মুক্তান্তে
যান্তিস্তি পরং গতিম্ । ৫৯ । ইতাস্কান্তদর্শে
রাজন্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ৬০ ।

ইতি শ্রীকান্দে অৰ্কদাচলে সৰ্বভৌর্গাগমন-
বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

মহেশ্বর! মঙ্গলক যাহাতে নৃত্য না করে, আপনি
তাহার ব্যবস্থা করুন। অনন্তর মহাদেব ব্রাহ্মণ-
রূপে মঙ্গলকের নিকট আসিলেন, এবং
বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আপনি তপস্বী
করিয়াছেন, অধুনা নৃত্য করিতেছেন কেন?
মঙ্গলক কহিলেন,—ব্রহ্মন! আপনি দেখিতে
পাইছেন না যে, আমার পিতৃ রক্তবর্ণ
হইয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি সিদ্ধি লাভ করি-
য়াছি। হে দ্বিজ! এই কারণেই হর্ষে আমি নৃত্য
করিতেছি। দ্বিজবর এই কথা কহিলে দেবদেব
মহেশ্বর তজ্জননী দ্বারা স্বীয় অক্ষুষ্ঠ তাড়িত করি-
লেন। তাহাতে অক্ষুষ্ঠ হইতে বিসবৎ পাণ্ডুরাভ
তস্মৈ বিনির্গত হইল। অনন্তর তিনি মঙ্গলকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বিপ্র! এই দেখ,
আমার অক্ষুষ্ঠ হইতে শুভ্র-তস্মৈ বিনির্গত হইল।
দ্বিজ! এই কৌতুক ব্যাপার অবলোকন কর।
পুলস্ত্য কহিলেন,—তাহা দেখিয়া মঙ্গলক বিপ্র বিস্মিত
হইলেন এবং তাঁহাকে দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া
বিদিত হইয়া ভূতলে জাহ্নুয়ু পাতিয়া বলিলেন,—
দেব! দেখিতেছি আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব;
আমি আপনায় নিশ্চিতকপেই বুঝিয়াছি, অতএব
মৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। দেব! আমি মনে মনে
জানিয়াছি, আপনি যে প্রভাব আমায় দেখাইলেন,
ইহা অন্তের সাধ্যায়ত্ত নহে। হে দেবেশ! হে

মহেশ্বর! আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমায় উদ্ধার
করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি
আমায় সম্যক অবগত হইয়াছ, এ বিষয়ে সন্দেহ
নাই; তুমি অনেক নৃত্য করিয়াছ; তোমার মঙ্গল
হোক; এক্ষণে বর গ্রহণ কর। মঙ্গল কহিলেন,—
এই সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া যাহারা স্নান করিবে,
তবৎপ্রসাদে তাহাদের যেন রাজস্ব্য ও অশ্বমেধ-
ফল লাভ হয়। মহাদেব কহিলেন,—যাহারা এই
সরস্বতীতে সমাহিত হইয়া স্নান করিবে, তাহারা
জরামরণরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। এখানে
গঙ্গা ও সরস্বতীর লোকবিখ্যাত সঙ্গমস্থলে যাহারা
শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের পরম গতি হইবে। হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখানে যাহারা শক্তি অনুসারে দ্বিজ-
বরকে সুবর্ণ দান করিবে, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া
পরম গতি লাভ করিবে। হে রাজন! দেবদেব
মহেশ্বর এই কথা কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। ৪৬-৬০।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ দেবঃ
কোটিশ্বরং পরম্ । যঃ দৃষ্ট্বা মানবঃ সম্যক্ পরা
সিদ্ধিমবাগুযাং ॥ ১ ॥ শৃণু তত্রাতবৎ পূৰ্ব্ব
যদাশ্চর্য্যং মহীপতে । দক্ষিণস্থা মুনিবরঃ কোটি-
সংখ্যাপ্রমাণঃ ॥ ২ ॥ অন্তোহস্তঃ স্পর্কিয়া সৰ্গে
হেলয়ার্কুদমাগতাঃ । অহং পূৰ্ব্বমহং পূৰ্ব্বং প্রপশ্চামা-
চলেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥ আগমিস্যতি যঃ পশ্চাদ্ভ্রাক্ষণঃ
ভবিষ্যতি । পাপীগান ভক্তিরাহিতঃ শ্রদ্ধাহীনো
ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥ ইত্যেং স্পর্কমানাস্তে হেলয়ার্কুদ-
মাগতাঃ । ততঃ সৰ্গে যত্নান্নানঃ সমাগ্নব্রতপরায়ণাঃ ॥
৫ ॥ শাস্তান্তপস্বিনঃ সৰ্গে বেদবিদ্যাविशारदाः ।
তেষামৌহিত্যজ্ঞায় সম্যাক্‌মানিষুদনঃ ॥ ৬ ॥ কৃপয়া
পরয়াবিষ্টো ভক্তিভাবান্নহেশ্বরঃ । কোটিং কৃদ্বান্ন-
'লঙ্গানাং তস্মিন্ স্থানে বাবস্থিতঃ ॥ ৭ ॥ একস্মিন্নেব
কালে তু সৰ্গেদৃষ্টো মহেশ্বরঃ । মুনিভিঃ নৃপশ্রেষ্ঠ
কোটিসংখ্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮ ॥ অতঃ তে মুনয়ঃ সৰ্গে
সমং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্ । বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নাঃ সাধুসাম্বিতি

একাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর
পরম দেব কোটির নিকটে গমন করিবে,—
যাহাকে দেখিলে মানব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
মহীপতে! তথায় পূর্বে যে আশ্চর্য ঘটনা হইয়া
ছিল শ্রবণ করুন । একদা দক্ষিণদেশের কোটি
সংখ্যক, শ্রেষ্ঠ মুনি পরস্পর স্পর্কাসহকারে ‘অহ-
মহমিকা পূৰ্ব্বক অর্কুদাচলে আগমন করিলেন ।
সকলেই বলিলেন, আমি পূর্বে গিয়া অচলেশ্বরকে
দর্শন করিব । যে বিপ্র পরে আসিবেন, তাঁহাকে
কুকুর হইতে হইবে এবং তিনি পাপিষ্ঠ, ভক্তি-
বর্জিত, ও শ্রদ্ধাহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন ।
এইরূপে স্পর্ক করিয়া তাঁহারা হেলায় সকলেই
অর্কুদাচলে যাত্রা করিলেন । ঐ মুনিগণ সকলেই
যত্নান্না, সম্যক্ ব্রতচারী, শাস্ত, তপস্বী, ও বেদ-
বিদ্যাविशारद । ভগবান্ কামারি তাঁহাদের
অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরম কৃপাবিষ্ট হইলেন
এবং তাঁহাদের ভক্তি-নিষ্ঠা হেতু আশ্চর্য্য কোটি-
সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান
করিলেন । এদিকে সেই কোটিসংখ্যক ঋষি
যুগপৎ আসিয়া মহেশ্বরে দর্শন করিলেন ।

চাক্রবন ॥ ৯ ॥ ভক্তিয়ুক্তা দ্বিজাঃ সৰ্গেভবন্তে
বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ । তেষাং তুষ্টিশ্রুতঃ শঙ্করাক্য-
মেতদুবাচ হ ॥ ১০ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ । তুষ্টিহং
মুনয়ঃ সৰ্গে শ্রদ্ধয়া পরয়া হি বঃ । বরং বৈ ব্রিহতাঃ
শীঘ্রং সৰ্গেষ্টেব পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
এষ এব বরোহস্মাকং সৰ্গেষাং হৃদি বর্তিতঃ ।
যুগপদর্শনাদেব জায়তাং কলমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
শ্রীমহাদেব উবাচ । ন বুধা দর্শনং মে স্মাধিশেষাদ্-
ব্রাক্ষণস্ত চ । দর্শনং যে করিস্যান্ত তেষাক্ তীর্থজং
কলম্ ॥ ১৩ ॥ মুনয় উচুঃ । অবশ্যং যদি দাতব্যো
বরোহস্মাকং মহেশ্বর । একং কোটিময়ং লিঙ্গং
কিয়ং প্রসভধ্বজ ॥ ১৪ ॥ যস্মিন্ দৃষ্টে কলঃ
নুনাং জায়তে কোটিলিঙ্গজম্ । এবমেব বরো-
হস্মাকং দায়তাং বৃষভধ্বজ ॥ ১৫ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এবং সম্প্রার্থ্যমানানাং মুনিনাং
ভাবিতান্ননাম্ । নির্ভীক্য পীকৃতশ্রেষ্ঠং সহসা লিঙ্গ-
মুদগতম্ ॥ ১৬ ॥ এতাস্মিন্নেব কালে তু বাণ্ডবাচা
শরীরিনী । কৃপয়া পরয়া সন্মান্তানুযীন বনুধাধিপ ॥
১৭ ॥ বাণ্ডবাচ । কোটিশরাখ্যং মে লিঙ্গং লোকৈক

অনন্তর সেই সকল মুনি এককালে মহেশ্বরকে
সন্দর্শন করিয়া বিশ্বয়োৎফুল্লনেত্রে বারম্বার
সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন । অতঃ-
পর দ্বিজগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া বৈদিক স্তব দ্বারা
সকলেই তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেব বলিলে—
—হে মুনিগণ! আমি তোমাদের শ্রদ্ধায় তুষ্ট
হইয়াছি, তোমরা সকলে পৃথক্ পৃথক্ বর গ্রহণ
কর ১—১১ । ঋষিগণ বলিলেন,—ইহাই আমাদের
বর যে, আমরা সকলেই যুগপৎ আপনাকে দর্শন
করিলাম । শ্রীমহাদেব বলিলেন,—আমার দর্শন ব্যর্থ
হইবার নহে; বিশেষতঃ ব্রাক্ষণগণের । যাহারা
আমায় দর্শন করে, তাহাদের তীর্থজ কল লাভ
হইয়া থাকে । মুনিগণ কহিলেন,—মহেশ্বর! যদি
আমাদিগকে অবশ্যই বর দান করেন, তবে একটি
লিঙ্গকেই কোটিলিঙ্গগ্রন্থ করুন । সেই লিঙ্গ দর্শ-
নেই নরগণের যেন কোটিলিঙ্গদর্শনজন্ম কল
হয় । বৃষভধ্বজ! আমাদিগকে এইরূপই বর প্রদান
করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—ভাবিতান্না মুনিগণ!
এইরূপ প্রার্থনা করিলে গিরিশ্রেষ্ঠ ভেদ করিয়া এক
লিঙ্গ প্রাকুর্ভূত হইল । ঐ সময় এক অশরীরিনী বাণী
পরম কৃপা সহকারে সমস্ত মুনিকে সুস্বোধন করিয়া

খ্যাতিং গমিষ্যতি । মাঘকৃষ্ণচতুর্দশ্যাং যশ্চৈতনং
পূজয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥ সৰ্বং কোটিগুণং তন্তু কলং
বিপ্রা ভবিষ্যতি । দাক্ষিণাত্যো নরো যন্ত শ্রাদ্ধ-
মত্ৰ কৰিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ কলং কোটিগুণং তন্তু
গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ । তস্মাদ্বিশেষতঃ পূজ্যং যম
লিঙ্গং চ মানবৈঃ ॥ ২০ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এব-
মুক্তা তু সা বাণী বিরয়াম মহীপতে । ততস্তে মুনয়ঃ
সৰ্বে গন্ধৰ্বপানুলেপনৈঃ ॥ ২১ ॥ তল্লিঙ্গং পূজয়া-
মাসুঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া নুপ । পূজয়িত্বা গতাঃ সিদ্ধিং সৰ্বে
লিঙ্গপ্রসাদতঃ ॥ ২২ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কোটিশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকো-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেষুপশ্রেষ্ঠ রূপতীর্থ-
মন্ত্ৰস্তমম্ । সৰ্বপাপহরং নুণং রূপসৌভাগ্যদায়কম্ ॥
১ ॥ তত্র পূৰ্বং বপূর্নাত্মা লোকে খ্যাতা বরাপ্সরাঃ ।
সিদ্ধিং গতা মহারাজ যথা পূৰ্বং নিগদ্যতে ॥ ২ ॥
পুরাসৌ কাচিদাত্তৌরী বিরূপা বিরূতাননা ।

কহিলেন,—আমার এই কোটিশ্বরখ্যা লিঙ্গ জগতে
বিখ্যাত হইবে । মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে ইহার
পূজা করিলে নর কোটিগুণ কল প্রাপ্ত হইবে ।
যে কোন দাক্ষিণাত্য নর অত্র স্থানে শ্রাদ্ধ করিবে,
তাহার গয়াশ্রাদ্ধসম কোটিগুণ কল হইবে । অত-
এব মানবগণ আমার এই লিঙ্গ বিশেষরূপে পূজা
করিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ ! এই কথা
কহিয়া সেই বাণী বিরত হইল । অনন্তর মুনিগণ
পরম শ্রদ্ধা সহকারে গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা
সেই লিঙ্গের পূজা করিলেন । পূজান্তে তাঁহারা
লিঙ্গ-প্রসাদে সকলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন । ১২—২২
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নুপবর ! অনন্তর অন্তম
রূপতীর্থে যাইবে । এই তীর্থ নরগণের পাপহর
এবং রূপ-সৌভাগ্য-দায়ক । পূর্বে এই স্থানে বপু-
নাত্মী বিখ্যাত বরাপ্সরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ।
মহারাজ ! এ সম্বন্ধে আত্মপুস্তিক ঘটনা বলিতেছি ।

লম্বোদরী চ কুগ্রীবা স্কুলদশনশিবোকৃতা ॥ ৩ ॥ একদা
কলমাদাতুঃ ভ্রমমাণাহৰ্ষদ্বাদলে । মাঘশুক্লতৃতীয়ায়াং
পতিতা গিরিনিব্বরে ॥ ৪ ॥ দিব্যামাল্যাহরধরা
দিব্যৈরঙ্গৈঃ সমৰ্বিতা । পদ্মনেত্রা সূকেশান্তা সৰ্ব-
লক্ষণলাক্ষিতা ॥ ৫ ॥ সা সজ্জাতা মহারাজ তীর্থ-
স্থান্য প্রভাবতঃ । এতন্মিলেব কালে তু শত্রুস্তম্ভ
সমাগতঃ ॥ ৬ ॥ ক্রোধার্থং পক্ষতঃপ্রেষ্টে তাঃ দদর্শ
শুভেক্ষণাম্ । ততঃ কামশট্টৈর্বিদ্যুস্তামুবাচ সূমধ্য-
মাম্ ॥ ৭ ॥ ইন্দ্র উবাচ । কা হং বদ বরারোহে
কিমর্থং ভ্রমিহাগতা । দেবী বা নাগকন্তা বা সিদ্ধা
বিদ্যাধরী তু বা ॥ ৮ ॥ মনো মেহপহুতং সূক্লমুদ্রা
চ পদ্মনেত্রয়া । শক্ৰোহহং সৰ্বদেবেশো ভজ মাং
চাক্রহাসিনি ॥ ৯ ॥ নার্যুবাচ । আতৌরী ত্রিদশাধীশ
তথাহং বহুভর্তৃকা । কলার্থং তু সমায়াতা পতিতা
গিরিনিব্বরে ॥ ১০ ॥ স্নাত্বা রূপমিদং প্রাপ্তা সুরূপং
চ শুভং ময়া । ত্বলভস্বং হি দেবানাং কিং পুনশ্চর্য্য-
জন্মনাম্ ॥ ১১ ॥ বশগান্তে সুরাঃ সৰ্বে ময়ি

পূক্ষকালে বিরূপা, বিরূতাননা, লম্বোদরী, কুগ্রীবা,
ও স্কুলদশনশিবোকৃতা কোন এক আতৌরী ছিল ।
একদা এই আতৌরীকলাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে
অৰ্ষদ্বাদলে গমন করিল । এই দিন মাঘমাসের
শুক্লতৃতীয়া তিথি । আতৌরী চলিতে চলিতে তথা-
কার গিরিনিব্বরে পতিত হইল । অমনি তীর্থ-
প্রভাবে তাহার অপূৰ্ব রূপ হইল । মহারাজ ! এই
আতৌরী দিব্য-মাল্যাহরধারিণী, দিব্যাক্ষরাগ-
শালিনী, পদ্মনেত্রা, সূকেশান্তা, ও সৰ্ব সুলক্ষণে
লাক্ষিতা হইল । ইত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র এই
পক্ষতবরে ক্রোধার্থ আগমন করিলেন এবং সেই
সুলোচনাকে দেখিয়া তিনি কামশরে বিদ্ধ হইয়া
বলিলেন,—অয়ি বরারোহে ! বল—কে তুমি,
কেন হেথায় আসিয়াছ ? তুমি কি দেবী, দানবী,
নাগনন্দনী, সিদ্ধাঙ্গনা বা বিদ্যাধরী ? অয়ি
সূক্ল ! পদ্মপলাশাক ! তুমি আমার মন হরণ
করিয়াছ । চাক্রহাসিনি ! সৰ্বদেবাধিপতি ইন্দ্র
আমি ; আমায় আসিয়া ভজনা কর । ১—৯ । নারী
কহিল,—হে ত্রিদশাধিপ ! আতৌরী আমি ;
আমার বহু ভর্তা, কলাহরণার্থ এখানে আসিয়া
এই গিরিনিব্বরে আমি নিপতিত হইয়াছি ।
এখানে স্নান করিবার পরই আমার এই শুভ
সুরূপপ্রাপ্ত হইয়াছে । তুমি দেব !—দেবগণের ও
ত্বলভ ; মর্ত্যবাসীদিগের আর কথা কি ? সমস্ত

কিং ক্রিয়তে স্পৃহা । ভজ মাং ত্রিদশাধীশ
যথাকামঃ সুরাধিপ ॥ ১২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তস্তস্য শক্রঃ কাময়ামাস তাং হৃদা । নিবৃত্ত-
মদনো ভূত্বা ত্রামুবাচ সুমধ্যমাম্ ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র
উবাচ । বরং বরয় কল্যাণি যন্তে মনসি
বর্ত্ততে । বিনয়ান্তব তুষ্ণোহহং দাস্তামি বর-
মুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ নাযুঁবাচ । মাঘশুকৃত্তৃতীয়ায়াঃ
নরো বা বনিতা তথা । স্নানং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা
শ্রীতাঃ স্ন্যঃ সৰ্বদেবতাঃ ॥ ১৫ ॥ সুরূপং জাঘ্রাতাং
তেষাং তুষ্ণভঃ ত্রিদশৈরপি । মাং নয় ত্বং সহশ্রাক্ষ
সুরাবাসঃ সুরাধিপ ॥ ১৬ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমস্তি তাম্রকা গৃহীত্বা ত্ৰাং সুরাধিপঃ । বিমানে
চ তস্মা সার্কং জগাম ত্রিদিবঃ প্রতি ॥ ১৭ ॥ বপুঃ
প্রাপ্তং তস্মা যস্মান্তস্মাং পার্ধিবসন্তম । নাস্তা বপু-
য়িতি খ্যাতা সা বভূব বরাপসরাঃ ॥ ১৮ ॥ মাঘশুক-
ৃত্তৃতীয়ায়াঃ দেবাস্তস্মিন্ জলাশয়ে । স্নানং সৰ্বৈ
প্রকুমন্তি প্রভাতে ভক্তিসংযুক্তাঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রাত্য
দেবকন্তাশ্চ সিদ্ধযক্ষাঙ্গনাস্তথা । যন্তত্র কুরুতে

স্নানং তস্মিন্ কালে মরাধিপ ॥ ২০ ॥ রূপক লভতে
তাদৃগযাদৃগ্লকং তথা পুরা । সৰ্বৈ তত্র ভবিষ্যন্তি
সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ২১ ॥ তত্শৈব পূৰ্বদিগ্ভাগে
বিলম্বন্তি স্নশোভনম্ । যত্রাগত্য প্রকুমন্তি স্নানং
পাতালকন্তাকাঃ ॥ ২২ ॥ তত্র স্নাত্বা গৃহীত্বাপো
বিলে তস্মিন ব্রজন্তি তাঃ । তত্র বৈনায়কে পীঠে
মহৎ পাষাণজং জলম্ ॥ ২৩ ॥ তেনোদকেন সংযুক্তঃ
সিন্ধো ভবতি মানবঃ । গৃহীত্বা তজ্জলং যন্ত যত্র
যত্রাভিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ স্বর্গে বা ভূতলে বাপি ন
কেনাপি প্রধুষ্যতে । তত্রাস্তি বিবরদ্বারে তিলকে
নাম পাদপঃ ॥ ২৫ ॥ তস্ত পুষ্পঃ কলৈশ্চৈব
সৰ্বং কাধাং প্রসিদ্ধাতি । তক্ষণাক্ষারণাস্থাপি
সিন্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ২৬ ॥ তস্মিন্ বিলে
তু পাষাণাঃ সমস্তাচ্ছাস্রিতাঃ ॥ তেনো দকেন
স স্পৃষ্টা ভবন্তি চ হিরণ্ময়াঃ ॥ ২৭ ॥ বক্ষ্যা নারী
জলং তত্র যা পিবেত্তিগ্ধকারিতম্ । অপি বর্ষ-
শতাব্দা চ সদ্যো গৰ্ভবতী ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ ব্যাধি-
গ্রস্তোহপি যো মর্ত্যঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥
নীরোগো জায়তে সদ্যো গ্রহগ্রস্তো বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥

সুরসমাজ আপনার বনীভূত ; আমি হেন ললনায়
আপনার আবার স্পৃহা কি ? যাহা হোক, সুরা-
ধীশ ! আপনি আমায় যথেষ্ট ভজনা করুন ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—আতীত এই কথা কহিলে
ইন্দ্র তাহার সহিত রমণ করিলেন । কামক্রিয়ার
অবসানে ইন্দ্র সেই সুমধ্যমাকে সন্মোদন করিয়া
কহিলেন,—অয়ি কল্যাণি ! তুমি মনোভীষ্ট বর
প্রার্থনা কর । তোমার বিনয়ে আমি তুষ্ট হইয়াছি ।
অতএব আমি তোমায় উত্তম বর প্রদান করিব ।
নারী কহিল,—যে নর বা নারী মাঘমাসের শুক্ল-
তৃতীয়ায় অত্রত্যা তীর্থে স্নান করবে, তাহাদের
প্রতি সৰ্ব দেবতা প্রসন্ন হইবেন ; অপিচ তাহা-
দের দেবত্বলভ রূপ হইবে । হে সুরাধিপ ! আপনি
আমায় সুরাবাসে লইয়া চলুন । পুলস্ত্য বলি-
লেন,—‘এবমস্ত’ বলিয়া সুরাধিপ সেই অতীতকে
বিমানে আরোহণ করাইয়া তাহার সহিত ত্রিদিব-
ধাবে গমন করিলেন । হে পার্ধিবসন্তম ! আতীত
উত্তম বপু লাভ করিল বলিয়া বপুনায়ী বরাপসরা
রূপে খ্যাতি লাভ করিল । দেবগণ মাঘ মাসের শুক্ল-
তৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে ভক্তিসংযুক্ত হইয়া
তত্রত্যা জলাশয়ে স্নান করিয়া থাকেন । দেবকন্তা
এবং সিদ্ধ ও যক্ষাঙ্গনারাও যদি উক্ত সময়ে এখানে

স্নান করে, তাহা হইলে ঐ অভীরীর স্নায় ইহারাও
রূপলাভ করিয়া থাকে । সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও উরগ-
গণ ঐ স্থানে রূপসম্পন্ন হইতে পারেন । উহারই
পূৰ্বদিকে এক স্নশোভন দিল আছে । পাতাল-
কন্তাগণ ঐ স্থানে আসিয়া স্নান করিয়া থাকেন ।
তাহারা ঐখানে স্নানান্তে জল গ্রহণ করিয়া সেই
বিলেই পুনরায় প্রধান করেন । তত্রত্যা বৈনায়ক
পীঠে মহাপাবনের নিম্নাদিয়া যে জল প্রস্কৃত হয়,
তাহা স্পর্শ করিলে মানব সিদ্ধ হইয়া থাকে । ঐ
জল গ্রহণ করিয়া মানব স্বর্গে বা ভূতলে যে যে
স্থানেই গমন করুক, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে
পারে না । তত্রত্যা বিবরদ্বারে তিলক নামে এক
পাদপ আছে । তাহার পুষ্প কল দ্বারা সৰ্ব
কাষাট সিদ্ধ হইয়া থাকে । উহা ভক্ষণে কিম্বা
ধারণে মানব সিদ্ধ হয় । ঐ বিবরপথের চতুর্দিকে
শঙ্খসন্নিভ পাবনব্রাজি বিরাজমান । পুষ্পোক্ত
মহাপাবনের জলে যখন সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহার
হিরণ্ময় হইয়া থাকে ॥ ১০—২৭ ॥ যে কোন বক্ষ্যানারী
তত্রত্যা তিলকারিত্তজল পান করিলে শতবর্ষব্যয়
হইলেও সদ্য গৰ্ভবতী হইয়া থাকে । ব্যাধিগ্রস্ত
বা গ্রহগ্রস্ত মানব তথায় স্নান করিলে সদ্য নীরোগ
ও গ্রহবিমুক্ত হইয়া থাকে । সেই উদকস্পর্শে

ভূতপ্রেতপিশাচানাং দোষঃ সদ্যঃ প্রণশ্চতি ।
 তেনোদকেন সম্পৃষ্টে সৰ্বাঃ নশ্চতি তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥
 অপি কৌটপতঙ্গা য়ে পিশাচাঃ পক্ষিণো যুগাঃ ।
 তেনোদকেন য়ে সম্পৃষ্টাঃ সদ্যো যাস্তান্তি সঙ্গতিম্ ॥
 ৩১ ॥ যযাতিকুবাচ । অতাদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন
 মাহাশ্মাং ভবতা মম । কথিতং রূপতীর্ণশ্চ ন ভূতং
 ন ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥ কিমত্র কারণং ব্রহ্মন সৰ্বৈ-
 ভোহপাধিকং স্মৃতম্ । সৰ্বাঃ বিস্তরন্তে ক্রহি
 পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৩৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
 তত্র পূৰ্বং তপস্তপ্তমদিত্যা নৃপসন্তম । ইন্দ্রে
 রাজ্যপরিভ্রষ্টে বলৌ ত্রৈলোক্যানায়কে । অবতীর্ণ-
 শ্চতুর্দ্বীপহরদিত্যাঃ নৃপসন্তম ॥ ৩৪ ॥ তস্মিন্ জাতে
 মহাবিষ্ণুবিদিত্যা চানুরাস্তকে । শুশ্রুয়া বিবরদ্বারে
 ভয়াদানবসম্ভবাং ॥ ৩৫ ॥ জাহ্নমাত্রো হরিস্তস্মি-
 ন্স্থাপিতো নিব্বরে তয়া । তস্মাৎ পবিত্রতাং প্রাপ্তং
 তীর্থং নৃণামভীষ্টম ॥ ৩৬ ॥ ন চাত্তং কারণং
 রাজন সত্যমেব যদ্যেদিতম্ । মাঘশুকৃততীয়ায়াং
 তত্র জাহ্নস্বিক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥ তিলকঃ সৰ্বরূক্ষাণাঃ
 পুত্রবৎ পরিপালিতঃ । আদিত্যা সেবিতো নিত্যং
 সহস্রেন জলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৮ ॥ এতন্তে সৰ্বমাখ্যাতঃ

তীর্থমাহাশ্মায়ুতমম্ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন স্নানং
 তত্র সমাচরেৎ । সৰ্বকামপ্রদং নৃণামিহ লোকে
 পরত্র চ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ত্রীকালে রূপতীর্থমাহাশ্মাবর্ণনং নাম
 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ তীর্থং
 ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতম্ । অশ্বরৌষশ্চ রাজর্ষেঃৈরজ্ঞাতাং
 পাপনাশনম্ ॥ ১ ॥ যত্র স্বয়ং হৃষীকেশঃ কালে চ
 কলিসংক্রকে । তস্ত্র বাক্যাদৃতস্তীর্থৈ স্বয়ং হি পরি-
 তিষ্ঠতি ॥ ২ ॥ পুরাসীৎ পৃথিবীপালো অশ্বরৌষো
 যুগে কৃতে । হরিমারাধয়ামাস তপস্তপে স্তুত্বকরম্ ॥
 ৩ ॥ তস্মিন্স্তীর্থৈ স রাজেন্দ্রো মিতভক্ষো জিতে-
 স্ত্রিয়ঃ । সহস্রমেকং বর্ষাণাং তত আসীৎ কলাশনঃ ॥
 ৪ ॥ সহস্রে হে ততো রাজহীর্ণপর্ণাশনোহভবৎ ।
 সহস্রে হে ততো ভূয়ো জলাহারো বভূব হ ॥ ৫ ॥
 সহস্রত্রিতয়ং রাজন বায়ুভক্ষো বভূব হ । চিস্তয়ন্
 পুণ্ডরীকাক্ষং মানসে শ্রক্য়াবিভিঃ ॥ ৬ ॥ দশ বর্ষ-

ভূত প্রেত ও পিশাচাদিজনিত দোষ, এমন কি সৰ্ব
 ত্বক্ৰতই বিনষ্ট হয় । কৌট, পতঙ্গ, পিশাচ, পক্ষী বা
 যুগগণও সেই উদকস্পর্শে সদ্যঃ সঙ্গতি লাভ
 করে । যযাতি কহিলেন,—ব্রহ্মন! আপনি রূপ-
 তীর্থের এ বড় অদ্ভুত মাহাশ্মা কথাই আমার নিকট
 কীর্তন করিলেন । এরূপ তো কখন হয় নাই এবং
 হইবেও না । এষ্ট তীর্থের সৰ্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা
 সম্বন্ধে কারণ কি?—বিস্তৃতরূপে বলুন, আমার
 বড়ই কোতুহল হইয়াছে । পুলস্ত্য কহিলেন,—
 নৃপবর! পূর্বে ঐস্থানে অদिति তপস্কা করিয়া-
 ছিলেন । দৈত্যরাজ বলি যখন ত্রৈলোক্যের অধি-
 নায়ক এবং ইন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হন, তখন বিষ্ণু অদি-
 তির গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । অনুরাস্তকারী
 মহাবিষ্ণু জয়গ্রহণ করিলে অদिति দানবভয়ে
 গোপনে ঐ বিবরদ্বারে গিয়া তত্রত্য নিব্বরে
 হরিকে স্থাপন করেন । সেই জন্ত ঐ তীর্থ পবিত্র
 ও নরগণের অভীষ্টপ্রদ হইয়াছে । রাজন্ ।
 এ সম্বন্ধে আর কারণান্তর নাই । ইহা আমি
 সত্যই বলিলাম । মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়াদিনে
 ত্রিবিক্রম তথায় জন্ম গ্রহণ করেন । অদिति
 নিখিল ত্বক্ৰশ্রেষ্ঠ তিলকত্বকে পুত্রের স্থায় পালন

এবং নিত্য সহস্রে শুভ সলিল দ্বারা সেচন করি-
 তেন । এই আমি আপনার নিকট সমস্ত তীর্থ-
 মাহাশ্মা বর্ণন করিলাম । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে
 তথায় গিয়া স্নান করা কর্তব্য । তাহাতে নর-
 গণের ইহ-পরকালে সৰ্বভীষ্ট সিদ্ধ হয় । ২৮—৩৯ ।
 দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর ঈশান-
 দিকে রাজর্ষি অশ্বরৌষের ত্রিলোক্যবিখ্যাত পাপহর
 তীর্থগমন করিবে । স্বয়ং হৃষীকেশ অশ্বরৌষের
 বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া কলিকালে ঐ তীর্থ অবস্থান
 করেন । কৃতযুগে অশ্বরৌষ নামে এক পৃথ্বীপাল
 ছিলেন । তিনি হরির আরাধনায় দ্বকর তপস্কা
 করেন । সেই রাজেন্দ্র মিতাহার, জিতেস্ত্রিয়, ও
 কলাশী হইয়া এক সহস্র বর্ষ ঐ তীর্থে তপস্কা
 করিয়াছিলেন । হে রাজন্! তিনি শীর্ণপর্ণাশনে
 দুই সহস্র, জলাহারে দুই সহস্র এবং বায়ু ভোজনে
 তিন সহস্র বর্ষ যাপন করেন । হৃষীকেশে তাঁহার
 প্রগাঢ় ভক্তি ছিল । তিনি মনে মনে কেবল

নৃপসন্তম । তুভ্যে ভগবান্
বিষ্ণুস্তাস্যো দর্শনং দদৌ । ৭ । কৃষ্ণা দেবপতে
রূপমাক্রোহাবতং গজম্ । অত্রবীধরদোহমীতি
অহরীষং নরাধিপম্ । ৮ । ইন্দ্র উবাচ । বরং
বরয় ভদ্রং রাজন্ বন্যনসীপিতম্ । স্বাং দৃষ্টা
ভক্তিসংযুক্তম কৌঃসম শয়ম্ । ৯ । অহরীষ
উবাচ । মুক্তি দাতুমশক্তোহসি স্বক বৃত্তনিষূদন ।
তব প্রসাদাদে । ত্রৈলোক্যং মম বর্ততে । স্বাগতং
গচ্ছ দেবেশ ন বরো রোচতে মম । ১০ । সপথ
দাস্ততে মধ্যং বরং তুষ্টিচতুর্ভুজঃ । তদাহং প্রতি-
গৃহ্ণামি গচ্ছ দেব নমোহস্ত তে । ১১ । ইন্দ্র উবাচ ।
বরং বরয় রাজর্ষে যন্তে মনসি বর্ততে । ব্রহ্মবিস্ত-
ত্বিনেত্রাণামহমীশো নৃপোত্তম । ১২ । অশ্বেষাং
চৈব দেবানাং ত্রৈলোক্যস্থাপ্যহং বিভূঃ । বরং
বরয় তস্মাৎ প্রসাদাদে সুতুল্লভম্ । ১৩ । প্রসন্ন
ময়ি রাজেন্দ্র প্রসন্নঃ সর্বদেবতাঃ । কুরু মে বচনং
রাজন্ গৃহ্যতাং বরমুত্তমম্ । ১৪ । অহরীষ উবাচ ।

রাজা স্বঃ সর্বদেবানাং ত্রৈলোক্যস্থ তথৈবরঃ । সপ্ত-
ঋষিবতীরাজা অহং বৃত্তনিষূদন । ১৫ । স্বযী-
কেশস্ত সন্তকং বাক্রি মাং তাত নিশ্চয়ম্ । আগ-
তন্ত স্বযীকেশো বরং দাস্ততাস শয়ম্ । ১৬ ।
ইন্দ্র উবাচ । দদতো মম ভূপাল ন গৃহ্যাস বরং যদি ।
বজ্রং স্বাং প্রেরয়িষ্যামি বদায় কৃতানশ্চয়ঃ । ১৭ ।
এবমুক্ত সহস্রাক্ষঃ স্কন্ধী পরিলেহন । কুলিশ-
ভ্রাম্যামাস গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । ১৮ । তদৈবং
ভ্রাম্যামানস্ত মহোৎপাতা বভূবিরে । ততঃ পক্ষত-
শৃঙ্গাণি বশীর্ণান সমস্ততঃ । ১৯ । আবৃত্তং গগন-
মেঘবিবৃষানৈর্মহীঃ তদা । ন কিঞ্চিদুগ্রতে তত্র
সমং সন্তমসাবৃতম্ । ২০ । এতান্মুপেব কালে তু
স রাজা হরিবৎসলঃ । নিমীলা লোচনে স্বযে
সমাধিস্থো বভূব হ । ২১ । ততস্তিষ্ঠো জগন্নাথঃ
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষতাং গতঃ । ঐরাবতঃ স গরুড়
স্তংক্ষণাৎ সমজায়ত । ২২ । তমুবাচ স্বযীকেশো
মেঘগন্তীরয়া গিরা । ধ্যানস্থিতং নৃপশ্রেষ্ঠঃ শঙ্খ-
চক্রগদাধরঃ । ২৩ । ত্রীভগবানুবাচ । পরি-

পুণ্ডরীকাককেই চিন্তা করিলেন । অনন্তর দশ
সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তুষ্টি
হইয়া ইন্দ্রের রূপ ধারণ ও ঐরাবতে আরোহণ-
পূর্বক সেই রাজার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন ।
এবং বলিলেন,—আমি তোমায় বর দান করিতে
আসিয়াছি । রাজন্ ! তোমার মঙ্গল চোক । তুমি
অতীষ্ট বর গ্রহণ কর । তোমাকে ভক্তিসংযুক্ত
দেখিয়াই আমি আগমন করিয়াছি । অহরীষ
কহিলেন,—হে বৃত্তবিনাশন, দেবেশ ! আপনি
মুক্তি দানে সক্ষম নহেন । আপনার প্রসাদে
এই ত্রৈলোক্যও আমার আয়ত্তই আছে । অত-
এব আপনার ‘স্বাগত’ হইয়াছে, এক্ষণে গগন
ককন । আপনার নিকট বর গ্রহণ আমার অভি-
প্রেত নহে । চতুর্ভুজ বিষ্ণুই তুষ্টি হইয়া আমার
ইষ্ট বর দান করিবেন । তখন আমি বর গ্রহণ
করিব । দেব ! তোমায় নমস্কার করি । তুমি
স্বহানে প্রস্থান কর । ইন্দ্র কহিলেন,—নৃপবর !
তোমার ইষ্ট বর আমারই নিকট প্রার্থনা কর ।
ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ, অস্তান্ত দেবগণ, এমন কি
এই ত্রৈলোক্যেরই আমি প্রভু । অতএব আমার
প্রসাদে তুমি সুতুল্লভ বর গ্রহণ কর । রাজেন্দ্র !
আমি প্রসন্ন হইলে সর্বদেবই প্রসন্ন হইবেন ।
অতএব রাজন্ ! আমার বাক্য পালন কর ;

বর গ্রহণ কব । ১—১৪ । অহরীষ কহিলেন,—
আপনি সর্বদেবের রাজা এবং এই ত্রৈলোক্যেরও
অধীশ্বর । আর আমিও সপ্ত ঋষিবতী বসুমতীর
অধীশ্বর । এক্ষণে আমাকে স্বযীকেশের ভক্ত
বলিয়াই জানিবেন । স্বযীকেশ আসিবেন ; তিনিই
নিশ্চয় আমায় বর দান করিবেন । ইন্দ্র কহি-
লেন,—ভূপাল ! আমি বর দিতে প্রস্তুত থাকিলেও
তুমি যখন বর গ্রহণ করিতেছ না, তখন নিশ্চয়
জানিবে, তোমার বধের জন্ত আমি বজ্র প্রেরণ
করিব । সহস্রাক্ষ এই কথা কহিয়া স্কন্ধীদ্বয়
পরিলেহন করিতে করিতে দক্ষিণকরে বজ্র লইয়া
প্রাধ দুরাইতে লাগিলেন । বজ্র ঘূর্ণিত হইতে
থাকিলে তখন মহোৎপাত সকল প্রাণভূত হইল ।
পক্ষতশৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল । বসুধা-
বিকম্পী মেঘ সকল গগনতল আবৃত করিল ।
তথায় আর কিছুই দৃষ্ট হইল না, সকল ভয়সাজ্জ
হইয়া গেল । এই সময় বিষ্ণুবৎসল রাজা স্বীয় নয়ন-
দ্বয় নিমীলিত করিয়া সমাধিস্থ হইলেন । তখন ভগ-
বান্ জগন্নাথ তুষ্টি হইয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বয় মূর্তি
প্রকাশ করিলেন । ঐরাবত গজ তৎক্ষণাৎ
গরুড়রূপে পরিণত হইল ! তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর
স্বযীকেশ মেঘগন্তীর বাক্যে সেই ধ্যানস্থ নৃপশ্রেষ্ঠকে

তুষ্টোহসি তে বৎসানন্ততক জনেশ্বর। বর-
বরয় ভাষ্যং তে যদিপি স্মাৎ সুহৃৎভম্ ॥ ২৪ ॥
অশ্বরীষ উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবন যদি দেহো
বরো মম। সংসারাক্ষেপ্তারণায় বরদো ভব মে
হরে ॥ ২৫ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। অথাহ ভগবান
বিষ্ণুশ্বরীষঃ জনাধিপম্। জ্ঞানযোগঃ সুবিস্তীর্ণঃ
সংসারক্ষয়কারণম্ ॥ ২৬ ॥ যাস্মিন জ্ঞাতে নরঃ সদাঃ
সংসারামুচ্যতে নৃপ। অথ স নৃপঃ সমাক-
প্রণমোবাচ কেশবম্ ॥ ২৭ ॥ অশ্বরীষ উবাচ
ভগবন যস্যহা প্রোক্তো যোগোহয়ং মম বিস্তরাৎ
দুর্জয়ঃ স নৃপাৎ দেব বিশেষাচ্চ কলৌ যুগে ॥ ২৮ ॥
অপি চেৎ সুপ্রসন্নোহসি ক্রিয়াযোগঃ সবীতি মে।
লোকানাং তারণার্থায় শঙ্খচক্রগদাধর ॥ ২৯ ॥
পুলস্ত্য উবাচ। ভক্তস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় ক্রিয়াযোগঃ
জনাধিনঃ। যথাযোগ্যঃ নৃপশ্রেষ্ঠ কথয়ামাস
কেশবঃ ॥ ৩০ ॥ তং শ্রুত্বা তুষ্টহৃদয়োহশ্বরীষো বাক্যম-
ব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ অশ্বরীষ উবাচ। যদি তুষ্টোহসি
ভগবন রূপেণানেন মাধব। মমাত্মমে ত্বং দেবেশ
সদা সন্নিহিতো ভব ॥ ৩২ ॥ যতন্ত্বং প্রতিমামে-

কামর্চয়ামি বিধানতঃ। পূজয়িষ্যামি লোকাধা-
শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৩৩ ॥ পুলস্ত্য উবাচ। তথোক্তো
মাধবেনাসৌ চকার হরিশান্দরম্। প্রতিমাং পূজয়া-
মাস গন্ধপুষ্পানুলেপনৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ কালেন
মহতা ভগবান বিষ্ণুমান্দরে। তেনৈব বপুষা প্রাপ্তঃ
সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥ অদ্যাপি ভগবান বিষ্ণুঃ
সত্যবাক্যেন ভূপতেঃ। সদা সন্নিহিতো বিষ্ণু-
স্তাস্মিনবসরে কলৌ ॥ ৩৬ ॥ তদ্যরভ্য মহারাজ
ক্রিয়াযোগো ধরাতলে। প্রবৃত্তঃ প্রতিমাকারঃ কালে
চ কলিসংক্রমে ॥ ৩৭ ॥ যন্তং পূজয়েত ভক্ত্যা
হৃষীকেশো নৃপার্কবৃন্দে। স যাত বিষ্ণুসালোক্যং
প্রসাদাচ্চ ধরেনৃপ ॥ ৩৮ ॥ একাদশ্যাং মহারাজ
জাগরং যঃ সদা নৃপ। করিষ্যতি নিরাহারো হৃষী-
কেশাগ্রতঃ স্থিতঃ। স যাত্ততি পরং স্থানং দুর্লভং
ত্রিদশৈরপি ॥ ৩৯ ॥ যৎ পুণ্যং কপিলাদানে
কার্ত্তিক্যাং জ্যৈষ্ঠপুঙ্করে। তৎকলং লভতে
মর্ত্যো হৃষীকেশস্ত দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ শুক্রে বা
যদি বা কৃষ্ণে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। যঃ পশ্চতি
হৃষীকেশমধ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ৪১ ॥ তস্ম্যাৎ

বলিলেন,—হে বৎস! অনন্ততক জনাধিপতে।
তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, অতি দুর্লভ হইলেও
ভূমি সেই বর আমার নিকট প্রাপ্তনা করিয়া লও;
তোমার মঙ্গল হোক। অশ্বরীষ কহিলেন,—ভগ-
বন! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাকে বর দান
করা। যদি আপনার অভিমত হয়, তবে হে হরে!
সংসারসাগরের পরপারে পৌঁছবার জন্ত আমার
প্রতি বরপ্রদ হোন। পুলস্ত্য কহিলেন—অনন্তর
ভগবান বিষ্ণু রাজর্ষি অশ্বরীষকে সংসারক্ষয়কর
সুবিস্তৃত জ্ঞানযোগ উপদেশ দিলেন। হে নৃপ! নর
উহা অবগত হইলে সদাই সংসারমুক্ত হইয়া থাকে।
নরপতি অশ্বরীষ উহা শ্রবণ করিয়া সমাক্ প্রণামান্তে
কেশবকে কহিলেন,—ভগবন! আপন এই যে,
বিস্তৃতরূপে যোগ ব্যাখ্যা করিলেন, উহা নরগণের
বিশেষতঃ কলিকালের লোকের দুর্জয়। যদি
আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে হে শঙ্খচক্র-
গদাধর! লোকহিতার্থে কিঞ্চিৎ ক্রিয়াযোগ আমার
নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। পুলস্ত্য কহিলেন,
নৃপবর! অতঃপর কেশব সেই নরেন্দ্রের নিকট
যথাযোগ্য ক্রিয়াযোগ প্রকাশ করিয়া বলিলেন।
তজ্জবণে অশ্বরীষ হৃষ্টহৃদয় হইয়া বলিলেন,—ভগ-
বন! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনার

এইরূপে আপনি আমার আশ্রমে সদা সন্নিহিত
হউন। কেননা, আমি বিবিধধর্ম আপনার এক
প্রতিমার অর্চনা করিব। তাহার দৃষ্টান্তে লোক সকল
আপনাকে শঙ্খ-চক্র-গদাধররূপে পূজা করিবে।
১৫—৩৩। পুলস্ত্য কহিলেন,—মাধব ‘তথাস্ত’
বলিলে অশ্বরীষ এক হরিশান্দর নির্মাণ করিয়া গন্ধ-
পুষ্পানুলেপন দ্বারা তন্মধ্যে হরিপ্রতিমা পূজা
চরিতে লাগলেন। অতঃপর কালক্রমে ভগবান
বিষ্ণু সেইরূপ দেখেই সূচবান্ধবগণসহ তথায় উপ-
স্থিত হইলেন এবং ভূপতির সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া
অদ্যাপি এই কলিকালেও নিত্যকাল ঐ স্থানে
সন্নিহিত রহিয়াছেন। মহারাজ! তখন হইতে
ধরাতলে প্রাতিমাকার ক্রিয়াযোগ প্রবর্ত্তিত
হইয়াছে। হে নৃপ! যেনর অর্কবৃন্দাচলে ভক্তি-
পূষক হৃষীকেশের অর্চনা করে, হারির
প্রসাদে তাহার বিষ্ণুসালোক্য লাভ হয়। মহা-
রাজ! ঐ স্থানে একাদশীর দিন উপবাসী
থাকিয়া যে নর হৃষীকেশাগ্রে স্নাত্তিজাগরণ করে,
তাহার দেবদুর্লভ পরম স্থান লাভ হয়। কার্ত্তিকে
জ্যৈষ্ঠ পুঙ্করে কপিলাদানে যে পুণ্যকল হয়, হৃষী-
কেশদর্শনে এখানে সেই কলই হইয়া থাকে।
শুক্রে বা কৃষ্ণপক্ষীয় হরিবাসরে হৃষীকেশদর্শনে

সর্বপ্রযত্নেন পূজয়েতু বিধানতঃ । যন্তত্র চতুরো
মানান্ সনাগ্ৰনুপায়ণঃ । অভ্যর্চয়েদ্বষীকেশঃ
ন স ভূয়েহভিজায়তে ॥ ৪২ ॥ একঃ সর্বাণি
তীর্থানি করোতি নৃপসত্তম । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥ একো দানানি সর্বাণি
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৪ ॥ একঃ কল্যাসহস্রঃ
তু প্রদদ্যাচ্চ যথাবিধি । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে
দদ্যাদানমন্তুত্তমম্ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতু
র্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নিষ্টোদতির্ঘৈজ্জৈর্ঘজ-
ত্যেকঃ সদক্ষিণৈঃ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতু
র্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৭ ॥ একো হিমালয়ং গতা
ত্যজতি শকলেবরম্ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৮ ॥ একস্ত ভৃগুপাতেন
ত্যজ্জেদেহং সূতীর্থকে । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৪৯ ॥ একঃ প্রায়োপবেশেন
প্রাণান্ত্যজতি মানবঃ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ
চাতুর্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং বদত্যেকঃ
জ্ঞানবিহারদঃ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতু-
র্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ গয়াশ্রাং করোত্যেকঃ
পিতৃপক্ষে নৃপোত্তম । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতু-
র্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৫২ ॥ চান্দ্রায়ণসহস্রং চ করো-
ত্যেকঃ সমাহিতঃ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতু-

র্শ্রাস্তঃ সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মং তপঃ সহস্রাদমেকঃ
সম্যক চরেন্নর । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতুর্শ্রাস্তঃ
সমাহিতঃ ॥ ৫৪ ॥ একস্ত চতুরো বেদান্ সম্যক
পঠতি ব্রাহ্মণঃ । পশুত্যাগো হৃষীকেশঃ চাতুর্শ্রাস্তঃ
সমাহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু সংক্ষে-
পতো নৃপ । একতস্ত ভবেৎ সর্বমেকতো হরিদর্শ-
নম্ ॥ ৫৬ ॥ তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন স্বাতব্যং হরি-
সন্নিধৌ । অদ্বয়ীষস্তু রাজর্ষেঃ স্থানকে পাপনাশনে ॥
৫৭ ॥ একতস্ত হৃষীকেশ একতঃ কর্ণিকেশ্বরঃ । তয়ো-
শ্চর্জ্যমুতা যে চ মানবা নৃপসত্তমঃ ॥ ৫৮ ॥ অপি কুত্বে
মহৎ পাপং গচ্ছাস্তি হরিসন্নিধৌ । হৃষীকেশঃ সমা-
লোক্য সদ্যো মুক্তিমবাগ্মুবাৎ ॥ ৫৯ ॥ পুণ্যমেকং
হৃষীকেশো যচ্চারোপযতে নৃপ । সুখসৌভাগ্যমশ্রুত
ইহ লোকে পরম চ ॥ ৬০ ॥ হৃষীকেশস্ত যো ভক্তা
কায়নাত্মনুলেপনম্ । স যাস্তি পরং তানং জর-
মরণবাক্তিতম্ ॥ ৬১ ॥ সম্ভার্জনং চ তস্মাগ্রে যঃ
করোতি সমাহিতঃ । যাবত্যো রেণবস্তত্র তাবদ্বর্ষ-
শতানি সঃ । মোদতে বিষ্ণুলোকে নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ৬২ ॥ কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে চ একাদশ্যা
নৃপোত্তম । দীপমারোপয়েদ্ব্যচ হৃষীকেশাগ্রতো

অশ্বমেধ ফললাভ হয় । অতএব সর্বপ্রযত্নে তাহার
পূজা করা কর্তব্য । যে তথায় চারিমান সম্যক
ব্রতনিষ্ঠ হইয়া হৃষীকেশের অর্চনা করে, তাহাকে
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । একজন সন্ন্যাসী
সেবা করে, আর অন্তজন যদি চাতুর্শ্রাস্তে থাকিয়া
হৃষীকেশ দর্শন করে, একজন ব্রাহ্মণকে সর্বিদান
প্রদান করে, আর অন্তজন যদি চাতুর্শ্রাস্ত করিয়া
হৃষীকেশ দর্শন করে, তবে ফল উভয়েরই সমান
হইয়া থাকে । এইরূপে কেহ যথাবিধি কল্যাসহস্র
দান, কেহ সূর্য্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে উত্তম দান প্রদান,
কেহ সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কেহ
হিমালয়ে গিয়া তনুত্যাগ, কেহ পুণ্যতীর্থে গিয়া
ভৃগুপাতে দেহপাত, কেহ প্রায়োপবেশনে প্রাণ-
পরিহার, কোন জ্ঞানবিহারদ অধ্যয়নান্তে ব্রহ্মজ্ঞান
ব্যাখ্যান, কেহ পিতৃপক্ষে গয়াশ্রদ্ধবিধান, কেহ
সমাহতভাবে সহস্র চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান, কেহ সহস্রা

পঞ্চাশৎসম্যক বঃ তপস্চারণ এবং কেহ বা যদি
চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, আর অন্তজন যদি
চাতুর্শ্রাস্ত করিয়া হৃষীকেশ দর্শন করেন, তবে
ফল সমানই হইয়া থাকে । রাজন! অধিক
বলিব কি, সংক্ষেপে শ্রবণ করুন । একদিকে
নমস্ত বর্ষ্যকার্য্য, আর অত্র দিকে মাত্র হরিদর্শন ;
অতএব সর্বপ্রযত্নে রাজর্ষি অদ্বয়ীর পাপহার
তানে হরিসন্নিধানে অবস্থান করিবে । ৩৩—৫৭ ।
একদিকে হৃষীকেশ, অত্র দিকে কর্ণিকেশ্বর, এই
উভয়ের মধ্যে যে মর্ত্য প্রাণ পরিত্যাগ করিবে,
সংসারপাপ সঞ্চিত থাকিলেও হরিসন্নিধানে তাহার
পতি হইয়া থাকে ; হৃষীকেশ দর্শনে সদ্য পাপমুক্ত
হয় । রাজন! হৃষীকেশের যদি কেহ একটা
মাত্র পুষ্প প্রদান করে, তবে ইহ-পরকালে তাহার
সুখ-সৌভাগ্য হয় । যে জন ভক্তিতরে হৃষীকেশের
অনুলেপন করে, তাহার জরামরণ-বাক্তিত পরম
পদলাভ হয় । যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া তদগ্রে
সম্ভার্জন করে, ধূলিরেণুসংস্পৃশ্যপাতে তত শত
বর্ষ তাহার বিষ্ণুলোকে সুখবাস হইয়া থাকে ;
নিঃসন্দেহ । নৃপবর! কার্ত্তিকের শুক্লপক্ষীয়
একাদশীদিনে যে ব্যক্তি হৃষীকেশের সিন্মুখে দীপ

নূপ । ৩৬ । যথাযথা প্রকাশেত পাপং জন্মান্তরা-
জ্জিতম্ । তথা তথা ব্রজেন্নাশং তত্ত্ব কায়াদশেষতঃ ।
৬৪ । পঞ্চামৃতেন যঃ পূজাং হৃদীকেশে করিষ্যতি ।
দগ্না ক্ষীরেণ বা যন্ত ন স ভ্রূয়োহভিজায়তে । ৬৫ ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন হৃদীকেশং সমৰ্চয়েৎ । সংসার-
বন্ধতো রাজন্যক্রিমাপ্রোতি মানবঃ । ৬৬ । হৃদী-
কেশে বিশেষেণ কর্তব্যং পূজনং সদা । ৬৭ ।

ইতি শ্রীক্ষান্দে হৃদীকেশমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ । ২৩ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেয়্যশ্রেষ্ঠ দেবঃ
সিন্ধেশ্বরঃ পরম্ । সিদ্ধিং প্রাণিনাং সম্যক্ সিন্ধেন
স্থাপিতং পুরা । ১ । তত্র বিষ্ণাবধূৰ্ণম সিদ্ধস্তপে
মহাতপঃ । বহুবর্ষানি স স্থাপ্য শিবং ভক্তিপরায়ণঃ ।
২ । জিতক্রোধো জিতমদো জিতসর্ষেল্লিবক্রিয়ঃ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রান্তে ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ । তুতোস
নূপতেস্তস্ত স্বয়ং দর্শনমাবধৌ । ৩ । অববীতঃ
মহাদেবো বরদোহস্মীতি পার্থিব । ৪ । শ্রীভগবানু-

দান করে, জন্মান্তরাজিত পাপ যেমন যেমন প্রকাশ
পায়, তাহার কলেবর হইতে অশেষরূপে তথা তথা
বিনষ্ট হইয়া যায় । পঞ্চামৃত, দধি, কিসা ক্ষীর দ্বারা
হৃদীকেশের পূজা করিলে, পুনর্বার আর জন্ম গ্রহণ
করিতে হ- না । অতএব সৰ্ব্বথা হৃদীকেশের
অর্চনা করিবে; তাহাতে সংসারবন্ধ হইতে
মানবের মুক্তি ঘটিবে । মানব হৃদীকেশকে সতত
বিশেষরূপেই পূজা করিবে । ৫৮—৬৭ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর ! অনন্তর সিদ্ধ-
স্থাপিত সিদ্ধিপ্রদ পরম দেব সিন্ধেশ্বর নিকটে
গমন করিবে । বিষ্ণবধূ নামে এক ভক্ত সিদ্ধ
জিতক্রোধ, জিতমদ ও জিতেল্লিয় হইয়া ঐ স্থানে
শিবস্থাপন করিয়া বহু বর্ষ যাবৎ পরম তপস্তা
করিয়াছিলেন । ভগবান্ বৃষভধ্বজ সহস্র বর্ষান্তে
তুষ্ট হইয়া নূপতির সাক্ষাৎ হন এবং তাঁহাকে
সম্বোধন করিয়া বলেন,—পার্থিব ! আমি মহা-

বাচ । বরং বরয় ভদ্রং তে যত্নে মনসি বর্ত্ততে ।
দাতামি তে প্রসন্নোহহং যদ্যপি স্মাৎমুহূর্ত্তমম্ । ৫ ।
বিষ্ণাবধূকবাস । একলিঙ্গঃ সুরশ্রেষ্ঠ ধ্যাত্বা মনসি
নি-চ-ৎ । দধিন কানানবাপ্রোতি প্রসাদাত্তব
শকর । ৬ । পুলস্ত্য উবাচ । এবমস্থিতি স প্রোচ্য
তত্রৈবাপ্তবরীযত । সিন্ধেশ্বরঃ ততো গতা সিদ্ধিং
যাতি সতপ্রণঃ । ৭ । প্রভাবাত্তস্ত লিঙ্গস্ত কামানি-
ষ্টানবাপ্তবুঃ । ততো ধর্ম্মক্রিয়াঃ সর্বা গতা নাশং
পর্যন্তে । ৮ । ন কশ্চিদ্যজতে যৎকর্ণ দানানি
প্রযচ্ছতি । সিন্ধেশ্বরপ্রসাদেন সিদ্ধিং যাতি নরা
ভূবি । ৯ । উচ্ছিন্নেবু চ যজ্ঞেবু দানেষু নূপসত্তম ।
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রবশাঃ সর্বে পরং হুঃখমুপাগতাঃ । ১০ ।
জাহ্নবজ্জবিষাত্ত্বক তদ্বিষাত্ত্বয় বাসবঃ । বজ্রোচ্ছাদ-
নামাস যথা সিদ্ধির্ন জায়তে । ১১ । তথাপি সন্নিধৌ
তস্মা সিন্ধেশস্ত নূপোত্তম । কর্ম্মণো জায়তে সিদ্ধিঃ
পাতকস্ত পরিক্ষয়ঃ । ১২ । যন্ত মাঘচতুর্দশ্যাং সোম-
বারে নূপোত্তম । শুক্রায়াং বাধ কৃষ্ণায়াং স্পৃষ্টা

দেব,—তোমার প্রতি বরদ হইয়াছি । তোমার
মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর । উহা তুলিত হইলেও
আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা দান করব । বিষ্ণবধূ
বলিলেন,—হে শকর ! হে সুরবর ! এই লিঙ্গ মনে
মনে দৃঢ়রূপে ধ্যান করিয়া মানব ভবৎপ্রসাদে
সকলকাম লাভ করুক । পুলস্ত্য কহিলেন,—মহা-
দেব 'এবমস্ত' বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন ।
তখন হইতে সিন্ধেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোক
সিদ্ধি লাভ করিতে লাগিল এবং সেই লিঙ্গের
প্রসাদে ইষ্ট কাম সকল লাভ করিতে লাগিল, তখন
ধরাতলে ধর্ম্মক্রিয়া সকল লোপ পাইল । ১—৮ ।
কেহ কোন যজ্ঞ করে না, কেহ কাহাকে দান করে
না ; সিন্ধেশ্বরের প্রসাদে নরগণ অনায়াসেই সিদ্ধি
লাভ করিতে লাগিল । নূপবর ! এইরূপে যখন দান
যজ্ঞ সকলই উৎসন্ন হইল, তখন ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ
পরম দুঃখিত হইলেন এবং যজ্ঞবিঘ্নের কারণ জানিতে
পারিয়া বাসব তাহা ব্যাহত করিবার জন্ত বজ্র দ্বারা
সিন্ধেশ্বর লিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলেন ।
এই ব্যবস্থায় তখন হইতে আর অনায়াসে সিদ্ধি
ঘটিতে পারে না বটে, তথাপি সেই সিন্ধেশ্বর-
সন্নিহিত স্থানে কৃত কর্ম্ম সিদ্ধ হয় এবং পাতকপরি-
ক্ষয় হইয়া থাকে । নূপবর ! যে ব্যক্তি মাঘ মাসের
সোম বাসরে শুক্রা কিম্বা কৃষ্ণা চতুর্দশী ত্রিথিতে ঐ

সিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩ ॥ অদ্যাপি জায়তে সিদ্ধিঃ
সত্যমেতন্মমোদিতম্ । তস্মাৎসিদ্ধেশ্বরং গতা নম্রা
যাস্ততি সঙ্গতিম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সিকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ শুক্রেখরং গচ্ছে ক্রক্রেণ
স্থাপিতং পুরা । যং দৃষ্ট্বা মানবঃ সদাঃ সধৰ্ম্মপাটৈঃ
প্রযুচ্যতে ॥ ১ ॥ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ পুরা দেবৈর্নিক্জিতান্
নৃপসন্তম । চিন্তয়ামাস মেধাবী ভার্গবস্তান্ প্রতি
বিজঃ ॥ ২ ॥ কথং দৈত্যাঃ সুরান্ জিত্বা প্রাপ্যাস্তি চ
মহাযশঃ । আরাধ্য শঙ্করং সিদ্ধিং গচ্ছামি মন-
সেঙ্গিতাম্ ॥ ৩ ॥ এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা গতোহসিদ্-
মথাচলম্ । ভূমেষিবরমাদাদ্য তপশ্চপে স্নানক-
ণম্ ॥ ৪ ॥ শিবলিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপা ধূপগন্ধানুলেপনৈঃ ।
অনিশং পূজয়ামাস শ্রদ্ধা পরমার্থিতঃ ॥ ৫ ॥ ততো
বর্ষসহস্রান্তে তুতোষ ভগবান শিবঃ । তস্মৈ সন্দর্শনং

স্থান স্পর্শ করে, তাহার সিদ্ধি অদ্যাপি হইয়া থাকে,
ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি । অতএব
নর সিকেশ্বরের সমীপে যাইবে ও তাহাকে নম-
স্কার করিবে; ইহাতে তাহার সঙ্গতি লাভ
হইবে । ১—১৪ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর শুক্রস্থাপিত শুক্রে-
শ্বরসমীপে গমন করিবে । মানব ঐ লিঙ্গ দর্শনে
সধৰ্ম্মপাট হইতে মুক্ত হয় । নৃপবর । পুরাকালে
ধীমান ভার্গব দৈত্যগণকে দেবগণ কর্তৃক বিনিক্জিত
দেখিয়া তাহাদের জন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন—
কিরাপে দৈত্যগণ দেবগণকে জয় করিয়া মহাযশ
লাভ করিবে? আমি শঙ্করের আরাধনা করিয়াই
মনোভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিব । এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া শুক্র অৰ্ব্বদাচলে গেলেন এবং তত্রতা
ভূবির মध्ये অবস্থান করিয়া দাক্ষণ তপস্তা
করিতে লাগিলেন । তিনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করিয়া ধূপ গন্ধ ও অনুলেপন দ্বারা নিরন্তর পরম
শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন । অনন্তর

দত্তা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ ।
পরিভূষ্টোহস্মি তে বিপ্র ভক্ত্যা তব দ্বিজোত্তম ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যদাপি স্ম্যৎসুহৃৎভম্ ॥ ৭ ॥
শুক্র উবাচ । যদি তুষ্টো মহাদেব বিদ্যাং দেহি
মহেশ্বর । যয়া জীবন্তি সম্প্রাপ্তা মৃত্যুং সঙ্কোহপি
জন্তবঃ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । প্রদায় বৈ শিব-
স্তস্মৈ ত্বাং বিদ্যাং নৃপসন্তম । অরবীচ্চ পুনঃ
শুক্রং বরমন্তং বৃণীষ মে ॥ ৯ ॥ শুক্র উবাচ ।
এতৎকার্ত্তিকমাসস্ত শুক্লাষ্টম্যাং তু যঃ স্পৃশেৎ ।
ততো লিঙ্গং পূজয়েচ্চ যঃ পুমান্ শ্রদ্ধাযুক্তিঃ ॥ ১০ ॥
অপমৃত্যুভয়ং তস্মৈ মা ভূতব প্রসাদতঃ । ইষ্টান্
কামান্বাপ্নোতু ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ১১ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এবমস্থিতি স প্রোচ্য তজ্জৈবান্তরধীয়ত ।
শুক্রেহপি দানবান্ সঙ্কোহতাশ্চ দেবৈরনেকশঃ ॥
১২ ॥ বিদ্যাযাশ্চ প্রভাবেন জীবয়ামাস ভাগুনীঃ ।
তস্মাৎকোহস্মিগ্রহাকুণ্ডং নিষ্কলং পাপনাশনম্ ॥ ১৩ ॥
তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ পাতকৈশ্চ প্রমুচ্যতে ।
তত্র শ্রাকেন রাজেন্দ্র তুদ্য যাতি পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥

সংস্রবর্ণ্যন্তে ভগবান শিব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন
দানবৃক্ষক বলিলেন,—বিপ্র! তোমার ভক্তিব্যোগে
আমি পরিভূষ্ট হইয়াছি, যতই ছলিত বর হউক,
প্রার্থনা কর, আমি তোমায প্রদান করিব । শুক্র
কহিলেন,—দেব মহেশ্বর! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন,
তবে আমায় এমন বিদ্যা প্রদান করুন, যাহাতে
শুক-মৃত প্রাণিগণ ও পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! শিব শুক্রকে তথাবিধ
বিদ্যা প্রদান করিয়া পুনর্বার অস্ত বর গ্রহণার্থ
শুক্রকে বলিলেন । তখন শুক্র কহিলেন,—কার্ত্তিক
মাসের শুক্লাষ্টমীদিনে যে নর শ্রদ্ধাপুষ্টক এই
লিঙ্গ স্পর্শন ও অর্চন করিবে, ভবৎপ্রসাদে তাহার
যেন অল্পমাত্রও মৃত্যুভয় থাকে না । সে ইহ-পর-
লোকে ইষ্ট কাম সকল প্রাপ্ত হউক । ১—১১ । পুলস্ত্য
কহিলেন,—মহাদেব ‘এবমন্ত’ বলিয়া তৎকণাৎ
অন্তর্দান করিলেন । এদিকে লকবিদ্যা শুক্র
সময়ে দেবগণ কর্তৃক নিহত দানবগণকে সেই
বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে লাগিলেন ।
এখানে শুক্রেখরের সম্মুখে এক নির্মল মহাকুণ্ড
বিদ্যমান । নর তথায় স্নান করিলে পাতকজাল
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ঐ স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে
পিতামহগণ জল দ্বারা তর্পিত হইলেই পরম পরি-

তর্জিতাঃ সলিলেনৈব কিং পুনঃ পিণ্ডদানতঃ ।
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং তত্র সমাচরয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে শুক্রেণরমাধাশ্রাবণং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেননুপশ্রেষ্ঠ তীর্থ-
পাপপ্রণাশনম্ । মণিকর্ণিকসংজ্ঞং তু সর্বলোকেষু
বিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥ যত্র সিদ্ধিঃ গতা রাজান বালখিল্য
মহর্ষয়ঃ । তৈস্তত্র নিশ্চিতং কুণ্ডং সুরমাং গিরি-
গঙ্ঘরে ॥ ২ ॥ তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং মুনীনাং
ভাবিতাশ্চনাম্ । মহাশচ্যামভূতত্র তৎ শৃণু নরা-
ধিপ ॥ ৩ ॥ কিরীতবনিতা কাচিরায়া চ মণিকর্ণিকা ।
অতিক্রমা বিরূপাক্ষী করাল ভীষণাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥
তুয়ার্তা তত্র সম্প্রাপ্তা মধ্যদিনগতে রবৌ । গ্রস্তে
চ রাহুণা সূর্যো প্রবিষ্টা সলিলে তু সা ॥ ৫ ॥ এত-
স্মিন্নেব কালে তু দিব্যরূপবপুর্করা । মুনীনাং পশুতাং
চৈব বিনিক্ষিপ্তা স্মমধ্যমা ॥ ৬ ॥ অথ তস্তাঃ পতিঃ

তুষ্টি হন, আর যদি পিণ্ডদান করা যায়, তবে যে
তাঁহাদের বিরূপ পরিভোষ ঘটে, তাহা আর বিশেষ
করিয়া বলিব কি ! অতএব ঐ স্থানে সর্বদা স্নান
করা কর্তব্য । ১২—১৫ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৫ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নূপবর ! অতঃপর নয়
নিখিল লোকবিশ্রুত পাপহর মণিকর্ণিক ভীর্ণে গমন
করিবে । বালখিল্য মহর্ষিগণ ঐ স্থানে সিদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থে গিরিগঙ্ঘরে বালখিল্য-
বিনিশ্চিত এক রম্য কুণ্ড আছে । হে নরাধিপ !
তত্রস্থ ভাবিতায়া বালখিল্য মুনীগণ সম্বন্ধে পুণে
এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলি শ্রবণ
করুন । একদা মণিকর্ণিকা নামী কোন এক অতি
কৃষ্ণা, করালাকৃতি ভীষণা বিরূপনয়না কিরীতবনিতা
মধ্যাহ্নে রাহুগ্রস্তদিবাকরে তুয়ার্ত হইয়া ঐ তীর্থে
উপস্থিত হয় এবং তথাকার কুণ্ডজলে প্রবেশ
করে । অনন্তর মুনীগণের সমক্ষেই ঐ কিরীতী
দিব্য-রূপধারিণী সুন্দরী হইয়া কুণ্ডজল হইতে

প্রাপ্তস্তদবেশাতংপরঃ । পপ্রচ্ছ তাং বরারোহাং
পত্ন্যা হুংথেন হুংখিতঃ ॥ ৭ ॥ মম ভার্য্যাত্ত সম্প্রাপ্তা
যদি দৃষ্টা স্মমধ্যমে । শীঘ্রং বদ বরারোহে বাল-
কোহং তহদ্রবঃ ॥ ৮ ॥ তুয়ার্তচ ক্ষুধাবিষ্টো কদতে
চ মুহুর্ভুজঃ । দৃষ্টা চেৎকথাতাং সুভিক্ষিনাং তাং
মরিষ্যতি ॥ ৯ ॥ স্মুবাচ । সাহং তে দয়িতা কান্ত
তীর্থস্তাত্ত প্রভাবতঃ । দিব্যরূপমিদং প্রাপ্তা দেবৈ-
রপি স্মহর্ভবতম্ ॥ ১০ ॥ অং চাপি সলিলে হস্মিন্
কুরু জ্ঞানং ব্রহ্মাধিতঃ । প্রাপ্যসি অং পরং রূপং
যথা প্রাপ্তং ময়ানঘ ॥ ১১ ॥ অথাসৌ সহ পুত্রেন
প্রবিষ্টস্তত্র নিবর্তরে । বিমুক্তে তাকরে রাজন
বিরূপচাতবৎপুনঃ ॥ ১২ ॥ হুংথেন মৃত্যুমাশ্র-
স্তস্মিন্নেব জলাশয়ে । অথ সা ভর্তৃশোকাক্ষ মরণে
কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৩ ॥ চিত্তিং কুহা সমং তেন জ্ঞানয়ামাস
পাবকম্ । অথ তে মনযো দৃষ্টা তথাশীলাঃ শুভান-
নাম ॥ ১৪ ॥ রূপয়া পররাবিষ্টান্তামুর্ভিক্ষিময়াধিতাঃ ।
সর্বৈ তস্তাশ্চ সন্দৃষ্টা সাহসক নৃপোক্তমঃ ॥ ১৫ ॥
ঋষয় উচুঃ । দিব্যরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্তং দেবৈরপি

নিক্ষিপ্ত হয় । এই সময় সেই কিরীতীর পতি
তাহার অনুসন্ধানার্থ ঐ স্থানে আগমন করে এবং
পত্নীর হুংথে হুংখিত হইয়া তাহারই নিকট জিজ্ঞাসা
করে যে, হে স্মমধ্যমে ! আমার ভার্য্যা এই দিকে
আসিয়াছিল, যদি দেখিয়া থাক তো শীঘ্র বল, এই
তাহার বালক তুয়ার্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া মুহুর্ভুজ
ক্রন্দন করিতেছে । সে বিনা এ বালকের প্রাপ
বাঁচবে না । সেই নারী কহিল,—হে কান্ত !
আমিই সেই তোমার কামিনী ; এই তীর্থের প্রভাবে
আমি অধুনা দেবহর্ভব দিব্যরূপ লাভ করিয়াছি । ১—
১০ । হে অনঘ ! তোমাকে ও বলি, তুমিও এই তীর্থ-
সলিলে স্নান কর ; তোমারও পরম রূপ লাভ
হইবে । এই কথার পর সেই কিরীত তাহার
পুত্র সহ তত্রত্য নিবর্তজলে প্রবেশ করিল, কিন্তু
সূর্য্য তখন রাহুযুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তখন সে
পূর্ণাপেক্ষা আরও কদাকার হইল । তজ্জন্ত হুংথ-
ভরে কিরীত সেই জলমধ্যেই জীবন বিসর্জন
করিল । অনন্তর তাহার পত্নী মরণে কৃতনিশ্চয়
হইল ; চিত্তা রচনা করিল ; অগ্নি জালিল ।
মুনীগণ সেই সুন্দরীকে তাদৃশ সাধুশীলা দেখিয়া
পরম রূপাবিষ্ট হইলেন এবং সকলেই তাহার
সেই সৎ সাহস দেখিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে
ভাবিনি ! তুমি দেবহর্ভব দিব্যরূপ লাভ করিয়াছ ;

‘অহুর্লভম্ । কস্মাদেনং সুপাপানমভুগচ্ছসি ভামিনি ॥
 ১৬ ॥ জ্ঞাবাচ । পতিব্রহ্মহং বিপ্রেন্দ্রাঃ সদা
 তর্জুপরায়ণা কিং রূপেণ করিষ্যামি বিনা পত্যা
 নিজেন চ’ ॥ ১৭ ॥ বিরূপো বা সুরূপো বা
 দরিদ্রো বা ধনাধিপঃ । স্ত্রীণামেকঃ পতির্ভর্তা গতি-
 নীন্তা জগদ্রয়ে ॥ ১৮ ॥ বালকোহয়ং মুনিশ্রেষ্ঠা
 ভবচ্ছরণমাগতঃ । অহং কাণ্ডেন স যুগা প্রবিশামি
 হতাশনম্ ॥ ১৯ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । অথ তে
 মুনয়ঃ সর্বৈ জ্ঞাত্বা তন্তাঃ স্মৃনিষ্ঠনম্ । রূপয়া
 পরয়াবিষ্টাঃ সংবীক্ষ্য চ পরস্পরম্ ॥ ২০ ॥ ততো
 জীবাপয়ামাস্তুতপতিং তে মুনীশ্বরঃ । সজ্ঞপেণ
 সমাযুক্তঃ দিব্যলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্নেব
 কালে তু বিমানং মনসেপ্সিতম্ । দেবকৃত্যসমাকীর্ণং
 সদ্যস্তত্ত্ব সমাগতম্ ॥ ২২ ॥ অথ তৌ দম্পতৌ তেষাং
 মুনীনাং ভাবিতান্বনাম্ । পুরতঃ প্রণিপত্যথ
 প্রস্থিতৌ ত্রিদিবং প্রতি ॥ ২৩ ॥ অথ তৈশ্চন্দ্ৰভিঃ
 প্রোক্তা সা নারী মণিকর্ণিকা । বরং বরং কল্যাণি
 সর্বৈ তুষ্টা বয়ং তব ॥ ২৪ ॥ পতিব্রহ্মহেন
 তুষ্টাঃ সত্যেন চ বিশেষতঃ । নাস্মাকং দর্শনং বার্যং
 জায়তে চ কথঞ্চন ॥ ২৫ ॥ মণিকর্ণিকোবাচ । যদি

এই পাপিষ্ঠের অনুসরণ করিনেছ কেন? কিরাত-
 ক মিনী কহিল,—বিপ্রেন্দ্রগণ! আমি পতিগণ-
 প্রাণ; পতিব্রহ্ম, পতির অভাবে এ দৌলখ্যা লিয়া
 আমি কি করিব? পতি নিকট, সুরূপ, দরিদ্র বা
 ধনাঢ্য যাহাই হউন, পাণ্ডিত্য নারী ব্রহ্ম। পতি
 ভিন্ন ত্রিলোকে আর সন্তানের গতি নাই। হে মুনি-
 বরগণ! এই বালক আপনাদের শরুণাপন্ন হইল।
 আমি পতির সঙ্গে ভবঃশ্রমে প্রবেশ করি।
 পুলস্ত্য কহিলেন,—মুনিগণ সেই নারী ব্রহ্ম নিষ্কণ
 অবগত হইয়া পরম রূপাকুলচৈত্রে পরস্পর নিবন্ধন
 করত তাহার পতির প্রাণদান করিলেন। মুনি-
 গণের রূপায় কিরাতীপতি এবং সুরূপ ও সুরূপনা-
 দিত হইল। ইত্যবকাশে সুরূপনা-পরিবৃত্ত এক
 মনোজ্ঞ বিমান সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত
 হইল। কিরাতদম্পতি তখন ভাবিতান্বা মুনি-
 গণের অগ্রে প্রণাম করিয়া বিমানোহোহনে
 স্বর্গে প্রয়াণ করিল। অনন্তর মুনিগণ সেই
 কিরাতী মণিকর্ণিকাকে কহিলেন,—কল্যাণি!
 আমরা তোমার পতিব্রহ্ম এবং সত্যে বড়ই
 তুষ্ট হইয়াছি; তুমি বর গ্রহণ কর। দেখ,
 আমাদের দর্শন কখন বার্থ হয় না। মণিকর্ণিকা

মাং মুনয়শ্চৈঃ প্রযচ্ছৎ বং মুদা । যদভ্রান্তি
 মহালিঙ্গং মদ্রায়া তত্ত্ববিষাতি ॥ ২৬ ॥ এতদেব
 মমাতীষ্টং নান্তদন্তি প্রয়োজনম্ । সর্বৈষাঞ্চ
 প্রসাদেন স্বর্গং গচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ২৭ ॥ স্বয়ং
 উচুঃ । এবং ভবতু তে খ্যাতিস্তৌথলিঙ্গে বরাননে ।
 তব নামান্বিতং জাতং তীর্থং বৈ মণিকর্ণিকা ॥ ২৮ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । ভদ্রা সহ দিবং প্রাপ্তা পুত্রেনৈব
 সমধিতা । বালখিলান্তপোনিষ্ঠা বিশেষান্তত
 সংস্থিতাঃ ॥ ২৯ ॥ তত্র সূর্য্যগ্রহে প্রাপ্তে স্নান-
 দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । যঃ কৰোতি ফলং তন্ত
 কুরুক্ষেত্রসমং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ যঃ যঃ কামমতিধ্যায়
 গ্নানং তত্ কৰোতি যঃ । তং তং প্রাপ্নোতি রাজৈশ্চ
 সমাগ্ধ্যানসমধিতঃ ॥ ৩১ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্নানং
 তত্র সমাচরেৎ । তীর্থে দানং যথাশক্ত্যা দেবর্পি-
 পিতৃতর্পণম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মণিকর্ণিকেশ্বরমাংসাবর্ণনং নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কহিল,—মুনিগণ যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া
 থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, আমার নামে
 এই স্থানে যেন এক মহালিঙ্গ প্রাকৃত হই। ইহাই
 আমার অভিষ্ট, অল্প প্রয়োজন আমার নাই।
 আমি আপনাদের সকলের প্রসাদে সাম্প্রতি স্বর্গে
 গমন করিতেছি। স্বয়ংগণ কহিলেন,—হে বরা
 ননে! তীর্থলিঙ্গে তোমার খ্যাতি হইবে; এবং
 এই মণিকর্ণিকা তীর্থ তোমার নামে প্রতিষ্ঠা
 লাভ করবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—কিরাতী ভর্তা
 ও পুত্র সহ স্বর্গ লাভ করিল। তপস্বী বালখিলাগণ
 তখন হইতে সেই স্থানেই বিশেষরূপে অনুষ্ঠান
 কাটতে লাগিলেন। তথায় সূর্য্যগ্রহণে স্নান
 দানাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিলে কুরুক্ষেত্রে কৃত
 ক্রিয়ার সমান ফল হইবে। যে যে কামনা মনস্থ
 করিয়া যেন তথায় স্নান করে, সমাক্ধ্যানে,
 সেই সেই ফলই তাহার হইয়া থাকে। অতএব
 দক্ষতা ও তীর্থে স্নান করিবে এবং যথাশক্তি
 দান ও দেবকর্ষাপিতৃতর্পণ করিবে। ১১—৩২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । পঙ্গুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সৰ্ব-
পাতকনাশনম্ । যত্র পুৰীঃ তপস্তপ্তং পঙ্গুনা ব্রাহ্ম-
ণেন চ ॥ ১ ॥ পঙ্গুনামা দ্বিজঃ পুৰীং চ্যবনশ্রাব্যে
হতবৎ । অশকুচলিতুং ভূমৌ পুঙ্গুভাবানুপোতম ॥
২ ॥ গৃহকৃত্যানিযুক্তোহসাবেকদা বান্ধবনূপ ।
পঙ্গুর্গন্তুঃ ন শকোহসৌ পরং ছঃমবাপ্তবান্ ॥ ৩ ॥
অথাসৌ তৈঃ পরিত্যক্তো গহ্বার্কুণ্ডমবাচলম্ । একং
সরঃ সমাসাদ্য তপস্তপে স্নাদকণম্ ॥ ৪ ॥ লিঙ্গং
সংস্থাপ্য তত্রৈব পূজয়ামাস তং বিভূম্ । গন্ধপুষ্পা-
দিনৈবেদ্যৈঃ সমাকু শ্রদ্ধাসমৰিতঃ ॥ ৫ ॥ শিবভক্তি-
পরো জাতো বায়ুভক্ষো বভূব হ । জপহোমরতো
নিত্যং পঙ্গুনামা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥ ততঃস্ত্রো
মহাদেবো ব্রাহ্মণং নৃপসত্তম । পঙ্গুং প্রতি মহারাজ
বাক্যমেতদ্বাচ হ ॥ ৭ ॥ • ঈশ্বর উবাচ । পঙ্গো
তুষ্ণো মহাদেবো বরং বরয় সুব্রত । তব দাস্তাম্যহং
সখ্যং যদ্যপি স্তাৎসুহৃদভম্ ॥ ৮ ॥ পঙ্গুবাচ । নান্না
মে খ্যাতিমাত্মা তু তীর্থমেতৎপুণ্যধর । পঙ্গুভাবো-

সপ্তদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পাপহর পঙ্গু-
তীর্থে যাইবে । পূর্বে ঐ তীর্থে জনৈক পঙ্গু ব্রাহ্মণ
তপস্বী করিয়াছিলেন । পূর্বে চ্যবনশ্রাব্যে পঙ্গু
নামে এক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পঙ্গু
নিবন্ধন চলিতে পারিতেন না । হে নৃপ ! একদা
ঐ পঙ্গু দ্বিজ বান্ধবগণের সহিত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত
হইয়া চলিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলে
বান্ধবগণ তাঁহাকে লইয়া অর্কুণ্ডালে পরিত্যাগ
করিয়া আসিল । তিনি ঐ স্থানে পরিত্যক্ত হইয়া
তত্রত্য এক সরোবরতীরে দাক্ষণ তপস্বী করিতে
থাকেন । পরে তিনি ঐ স্থানে একলিঙ্গ স্থাপন
করিয়া গন্ধপুষ্প নৈবেদ্যাদি দ্বারা হ্রদা-সহকারে
তাঁহার পূজা করেন । এইরূপে তিনি অত্যন্ত শিব-
ভক্তিপরায়ণ হইয়া বায়ুভক্ষণে ও নিত্য জপগোমে
কালান্তিপাত করেন । অনন্তর মহাদেব তাঁহার
প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—সুব্রত পঙ্গো ! আমি
মহাদেব, তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, সুহৃদভ
হইলেও তোমাকে আমি সমস্ত বরই প্রদান করিব ।
পঙ্গু বলিলেন,—হে সুরেশ্বর ! এই তীর্থ আমার
নামে খ্যাতি লাভ করুক ; আপনার প্রসাদে

হই মে যাতু প্রসাদান্তব শক্য ॥ ৯ ॥ তবাত্ত
সততঃ চাত্ত সান্নিধ্যং সহ ভাষিয়া । এবমুক্তঃ স
তেনাথ বিপ্রঃ প্রতি বগোহববৌ ॥ ১০ ॥ ঈশ্বর
উবাচ । নান্না তব দ্বিজশ্রেষ্ঠ তীর্থমেতত্ত্ববিখ্যতি ।
খ্যাতিং তপঃপ্রভাবেন তীর্থং যাস্ততি সত্তম ॥ ১১ ॥
চৈত্রশকুচতুর্দশীং সান্নিধ্যং মে ভবেত্তথা ॥ ১২ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । স্নানমাত্রেন পিত্রোহসৌ দিবাক্রপ-
মবাপ হ । তত্র তস্মৈ মহাদেবো গোষ্ঠ্যাসহ
মহেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ তন্মিন দিনে নৃপশ্রেষ্ঠ স্নানং তত্র
সমাচরেৎ । স পঙ্গুহাদিনিযুক্তো দিবাক্রপমবা-
প্তুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে পঙ্গুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেৎপশ্চেষ্ট যমতীর্থ-
মহুত্তমম্ । মোচকং নরকেভাশ্চ প্রাণিনাং পাপনাশ-
নম্ ॥ ১ ॥ পুরা চিত্রাঙ্গদো নাম রাজা পরমলোভবান্ ।
ন তেন স্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং পার্থিবসত্তম ॥ ২ ॥

আমার পঙ্গু বিনিষ্ট হোক ; আর আপনি এই
স্থানে দেবীর সহিত সান্নিধ্য করুন । পঙ্গু কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া তিনি বলিলেন,—হে দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ ! এই তীর্থ তোমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করিবে এবং তোমার তপঃপ্রভাবে ইহা বিখ্যাত
হইবে । চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীতে আমি এই
তীর্থে সান্নিধ্য করিব । পুলস্ত্য বলিলেন,—ঐ
তীর্থে স্নানমাত্র বিপ্র দিবাক্রপ হইলেন । দেবদেব
মহাদেব দেবী গোষ্ঠীর সহিত ঐ স্থানে অবস্থান
করিলেন । হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! যে জন উক্ত দিনে
এখানে স্নানচরণ করে, সে পঙ্গুহাবমুক্ত হইয়া
দিবাক্রপ প্রাপ্ত হয় । ১—১৪ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর নর
অহুত্তম যমতীর্থে গমন করিবে । এই তীর্থ নরক-
মোচক ও প্রাণিগণের পাপনাশক । পূর্বে চিত্রা-
ঙ্গদ নামে এক লোভবান্ রাজা ছিলেন । তিনি

অতীব নিষ্ঠুরো দুঃখো দেবব্রাহ্মণপীড়কঃ । পরদার-
হরো নিত্যং পরবিত্তহরস্তথা ॥ ৩ ॥ সত্যশৌচ-
বিশৌনস্ত মায়ামৎসরসংযুতঃ । স কদাচিৎ গায়াসক্ত
আরুটোহর্ষদপক্ষিতে ॥ ৪ ॥ অটনাং স পরিগ্রাহ্যঃ
ক্ষুৎপিপাসাসমাকুলঃ । তেন তত্র হৃদঃ প্রাপ্তঃ
স্বচ্ছাদকপ্রপুরিতঃ ॥ ৫ ॥ পদ্মিনীভিঃ সমাকীর্ণো
গ্রাহনক্রবধাকুলঃ । নানাপক্ষিসমায়ুক্তো মনোহারী
সুবিস্তরঃ ॥ ৬ ॥ ভূবার্জঃ সম্প্রবিষ্টঃ স তস্মিন্নেব
জলাশয়ে । গ্রাহেণ তৎক্ষণাচ্ছাভা ভক্ষিতো নৃপ-
সত্তম ॥ ৭ ॥ তস্যার্থে নরকো যোদ্য নিশ্চিতাশ
যমেন চ । যমদূতৈস্ততঃ ক্ষিপ্তঃ স নৌদ্য পাপ-
কৃত্যমঃ ॥ ৮ ॥ তস্য স্পর্শেন তে সর্পে নরকস্থাঃ
সুখং গতাঃ । তে দূত ধর্ম্মরাজ্য বৃত্তান্তং নরকো-
ত্তম ॥ আচক্ষ্যাস্মিৎসাবিত্তো নরকস্থানাং সুখোত্তম ॥
তদা বৈবস্বতঃ গ্রাহ ভ্রমাবস্তার্কুদাচলঃ । তত্র
মেহতিপ্রিয়ং তীর্থং যত্র তপ্তং মধা তপঃ ॥ ১০ ॥
তত্রাসৌ মৃত্যুমাশ্রিতো ভাতাদস্থিঃ কারণম্ ।
তৈরুক্তং সত্যমেতন্নি মৃতোহসাবর্জদাচলে । গ্রাহেণ
স ধৃতস্তত্র মৃত্যুং প্রাপ্তো নৃপাধমঃ ॥ ১১ ॥ যম

উবাচ । মৃত্যুতামাশু তেনাং নানেষাশ্চাপরে জনাঃ ।
যে মৃত্যুমম তীর্থং বৈ সর্বপাতকনাশনে ॥ ১২ ॥
ততস্তৈঃ কিকরৈশ্চুক্তো যমবাক্যাদ্ভূপোত্তম । ত্রিবি-
ষ্টপং মৃদা প্রাপ্তঃ সেব্যমানোহপ্সরোগণৈঃ ॥ ১৩ ॥
যজ্ঞ ভক্তিসমায়ুক্তঃ স্নানং তত্র সমাচরেৎ । স
যাতি পরমং স্থানং জরামরণবর্জিতম্ ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎসর্বপ্রযত্নে স্নানং তত্র সমাচরেৎ । চৈত্র-
শুক্লত্রয়োদশ্যাং যত্র সিদ্ধিং গতৌ সমঃ ॥ ১৫ ॥
তস্মিন্নেব নরঃ সমাক্ষাৎকৃত্যং সমাচরেৎ ।
আকল্পং পিতরস্তস্ত স্বর্গে তিষ্ঠন্তি পার্থিব ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে যমতীর্থাংশাধ্যায়বর্ণনং নাম
অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট তীর্থ
পাপপ্রণাশনম্ । বারাহস্ত হরোরিষ্টং সদা বাসস্থখ-
প্রদম্ ॥ ১ ॥ বারাহেণাবতারেণ পৃথ্বী তত্র সমুদ্ভূতা ।

কিঞ্চিদ্ভিন্না পুণ্য করেন নাট। তিনি অতীব
নিষ্ঠুর, দুষ্ট দেবব্রাহ্মণ-পীড়ক, পরদারহর, নিত্য
পরম্পাপহারী, সত্য-শৌচবিশৌ- ৩ মায়ামৎসর
যুক্ত ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়াপ্রসঙ্গে
অর্কুদাচলে গমন করত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া
পরিগ্রাহ্য ও ক্ষুৎপিপাসার্ত হইয়া স্বচ্ছসলিলপুরিত
এক হৃদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ হৃদ পদ্মিনীসম-
বিত্ত, গ্রাহনক্রবধাকুল, নানাপক্ষিসমায়ুক্ত,
মনোহারী ও সুবিস্তরঃ । রাজা ভূবার্জ হইয়া
জলাশয়ার্ণ ঐ হৃদে যেমন অবতরণ করিলেন,
—অমনি এক গ্রাহ তাঁহাকে গরিমা গ্রাস করিল।
এদিকে যমরাজ ভাণ্ডার জন্ত নরক নিষ্কাশ
করিয়া রাখিলেন। যমদূতগণ তাঁহাকে গাইয়া
গিয়া সেই নরকে নিক্ষেপ করিল। ভাণ্ডার
স্পর্শে নরকস্থ জীবগণ সুখী হইল। দূতগণ
বিস্মিত হইয়া এই বৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে জানাইল।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—ভূতলে অর্কুদ নামক এক
অচল আছে ঐ অচলে আমার এক প্রিয় তীর্থ
অবস্থিত। আমি ইচ্ছায় তপস্তা করিয়াছিলাম।
বোধ হয় এই ব্যক্তি সেইখানে মৃত হইয়াছে, সেই
পুণ্যে একপ ঘটনা ঘটিয়াছে। দূতগণ বলিল,—
আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা সত্য। এ ব্যক্তি

অর্কুদাচলেই মরিয়াছে—এক গ্রাহ এই নৃপাধমকে
তত্রতা সরোবরে গ্রাস করিয়া মরিয়াছে। যম
বলিলেন,—তবে মদ্রব ইহাকে পরিভ্রাণ কর,
অপর আর কাহাকেও মেন—যাহারা আমার সর্ব-
পাতকনাশন সরোবরে স্নান করিয়াছে, তাহাদি-
গকে এখানে লইয়া আসিও না। অনন্তর যম-
বাক্যে দূতগণ কর্তৃক পরিভ্রাণ হইয়া রাজা চিত্রা-
ঙ্গদ স্বর্গে গমন করিয়া অপ্সরোগণ কর্তৃক সৌভ-
হৃদে গাঁগিলেন। যে জন ভক্তিসহকারে ঐ
সরোবরে স্নান করে, সে জরামরণবর্জিত পরম
স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সকলে সর্ব-
প্রযত্নে তথায় স্নানচরণ করবে। যম যথায় চৈত্র-
মাসের শুক্লত্রয়োদশীতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,
মানব সে স্থানে অবগুই স্নানচরণ করবে। এই-
রূপ করিলে আকল্পকাল তদীয় পিতৃপুরুষেরা স্বর্গে
বাস করেন। ১—১৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনিবিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর পাপহর
বারাহ তীর্থে গমন করবে। এই তীর্থ হরির
প্রিয় ও সতত বাস-স্থখপ্রদ। পূর্বে বারাহাবতারে

হরিনোক্তা স্থিরা তিষ্ঠ ন ভেতবাং কদাচন ॥ ২ ॥
অহং চেতো গমিষ্যামি বৈকুণ্ঠে চ পুনঃ শুভে । বরঃ
বরয় কল্যাণি যদ্যদিহৈঃ সুহৃৎভম্ ॥ ৩ ॥
পৃথিবাবাচ । যদি দেহো বরো মহাঃ শঙ্খচক্র-
গদাধর । অনেন বপুষা তিষ্ঠ হস্মিন্স্থার্থে সদা হরে
৪ ॥ হরিকবাচ । তনেন বপুষা দেবি পৰ্ব্বতে-
হৰ্ব্বদসংজ্ঞকে । অহং স্থাগামি তে বাক্যাৎসদা
লোকহিতে রতঃ ॥ ৫ ॥ মমাগ্রে সো ব্রহ্মঃ পুণ্যঃ
সুনির্মলজগাধিতঃ । মাঘমাসে সিতে পক্ষ একাদশ্যাং
সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে
ব্রহ্মতয়া । তত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি মনুষ্যাঃ
শ্রাদ্ধযাচিতাঃ ॥ ৭ ॥ পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তিৰ্যাবদা-
ভূতসম্প্রবন্ম্ । তস্মাৎসমপ্রবৃত্তেন স্নানং তত্র সম-
চরেৎ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । ইতাক্রান্তদধে
রাজন গোবিন্দো গুরুভৃগ্বজঃ । তস্মিন দিনে
নৃপশ্রেষ্ঠ স্নাত্বা ব্রতঃ সমাচরেৎ ॥ ৯ ॥ তর্পণং
পিণ্ডদানং চ যঃ কুর্যাদ্ভক্তিতৎপরঃ । স যাতি
বিষ্ণুসালোক্যং পূৰ্ব্বজৈঃ সহ পার্শ্বি ব ॥ ১০ ॥ তত্র
দানং প্রশংসন্তি গহ্বা ব্রাহ্মণসমুদয়ে । অস্মিন্স্থার্থে

নৃপশ্রেষ্ঠ গোদানং চ করোতি যঃ ॥ ১১ ॥ রোম-
সংখ্যানি বর্ষাণি স্বর্গে তিষ্ঠতি মানবঃ । তস্মাৎ
সর্গায়না রাজন গোদানং চ সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥
একাদশ্যাং বিশেষেণ কর্তব্যং স্নানমুত্তমম্ । দানং
কুর্যাদ্ধর্মকৃত্য স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বারাহতীর্থমাঙ্গল্যবর্ণনং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছত চন্দ্রেশং
প্রভাসং নৃপসত্তম । প্রভা তত্র পুরা প্রাপ্তা চন্দ্রেশ
সুমহাশ্রনা ॥ ১ ॥ দক্ষশ্চ কন্তকা রাজন্ সপ্তবিংশতি-
সংখ্যায়া । উগ্রাচন্দ্রেশ ভাঃ সর্গাঃ অশ্বিনীপ্রমুখাঃ
পুরা ॥ ২ ॥ তাসাং মধ্যে চ রোহিণ্যা সহ রেমে
স নিত্যদা । ত্যক্তাঃ সর্গাশ্চ চন্দ্রেশ দক্ষকন্তাঃ
সুহৃৎপিতা, গহ্বা স্বপিতরং নহ্ম প্রাহরস্রাবিলেক্ষণাঃ ॥
৩ ॥ বয়ং ত্যক্তাঃ প্রজানাত্ব নির্দোষাঃ পতিনা ততঃ ।

ভগবান্ হরি পৃথিবীকে উদার করিয়া বলিয়াছিলেন,
—পৃথি! তুমি স্থির হইয়া থাক, ভয় করিও না ।
হে শুভে! আমি পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করি-
তেছি । হে কল্যাণি! তোমার যাহা সুহৃৎভ
ইষ্ট বর হয়, প্রার্থনা কর । পৃথিবী কহিলেন,—হে
শঙ্খচক্রগদাধর! যদি আমায় বর দান করেন,
তবে এই প্রার্থনা করি, আপনি এই-কলেবরেই এই
তীর্থে অবস্থান করুন । হরি কহিলেন,—হে দেবি!
আমি তোমার বাক্যানুসারে এই দেহেই অৰ্ব্বদা-
চলে সতত লোকহিতৈষী হইয়া অবস্থান করিব ।
আমার অগ্রে এই যে সুনির্মল জন্ম পুণ্য ব্রহ্ম
আছে, মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় একাদশীতে ইহাতে
যে নর ভক্তি করিয়া স্নান করিবে, তাহার ব্রহ্মহত্যা-
পাপও নষ্ট হইবে । নরগণ ঐ স্থানে শ্রদ্ধাসহকারে
শ্রাদ্ধ করিলে আপ্রলয় কাল তাহার পিতৃপুরুষ-
গণের তৃপ্তি হইয়া থাকে । অতএব সর্ব যত্নে
তথায় স্নানচরণ করিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—
রাজন্ । গুরুভৃগ্বজ গোবিন্দ এই বলিয়া অর্চন
করিলেন । তাঁহার নির্দিষ্ট দিনে যে নর স্নানান্তে
ব্রতচরণ করিবে, এবং পিতৃগণোদ্দেশে ভক্তিভাবে
তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবে, তদীয় পুঁথপুরুষগণ
সহ তাহার নিজেরও বিষ্ণুসালোক্য লাভ হইবে ।

ঐ স্থানে গিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করা এক প্রশস্ত
কার্য । যে নর এই তীর্থে গোদান করিবে,
গাতীর রোমসংখ্যানুপাতে তত বর্ষ তাহার স্বর্গ-
বাস হইবে । রাজন্! এই জন্ত সর্বপ্রযত্নে
ঐ তীর্থে গোদান করা কর্তব্য । বিশেষতঃ একা-
দশীতিথিতে ঐ স্থানে স্নান অতীব পুণ্যকার্য ।
যে নর বারাহতীর্থে যথাশক্তি দান করে, তাহার
পরম গতি লাভ হয় । ১—১৩ ।

উনবিংশ অব্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশ অব্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অতঃপর নর
চন্দ্রেশ প্রভাসতীর্থে যাইবে । মহাত্মা চন্দ্র পুরা-
কালে ঐ স্থানে প্রভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । হে
রাজন্! পূর্বে চন্দ্রমা অশ্বিনীপ্রমুখ সপ্তবিংশতি
দক্ষকন্তার পাণিগ্রহণ করেন । তাহাদের মধ্যে
রোহিণীর সহিতই তাঁহার নিত্য কাল সুখবিহার
হইত । অত্যাচ্ছ দক্ষকন্তাগণ চন্দ্র কর্তৃক পরি-
ত্যক্ত হইয়া দুঃখের সহিত পিতার প্রাস্তে গমন-
পুষক প্রণামান্তে অশ্রুপূর্ণনয়নে একদা পিতাকে
বলিলেন,—প্রজাপতে! আমরা নির্দোষ হই-

শরণঃ আমলুপ্রাপ্তাঃ দুঃখেন মহতাবিতাঃ ॥ ৪ ॥
 গতিৰ্ভব সুরশ্রেষ্ঠ সৰ্বেবাং হং হিতং কুরু । অস্মাক-
 মুপদিষ্টোং চন্দ্রঃ চ রোহিণীরতম্ ॥ ৫ ॥ পুলস্ত্য
 উবাচ । স তাসাং বচনং শ্রুত্বা গতো যত্র
 নিশাকরঃ । অত্রবীচ্চ সমং পশু সৰ্বাসু তনয়াসু
 মে ॥ ৬ ॥ অথ ব্রীড়াসমায়ুক্শচন্দ্রস্তং প্রত্যভাবত ।
 তব বাক্যং করিষ্যামি দক্ষ গচ্ছ নমোহস্ত তে ॥ ৭ ॥
 গতে দক্ষে ততো ভূয়চ্চন্দ্রমা রোহিণীরতঃ । তাক্সা
 চ কন্তকাঃ সৰ্বাঃ প্রজাপতিসমুদ্ভবাঃ ॥ ৮ ॥ অথ
 গত্বা পুনঃ সৰ্বাঃ দক্ষমুচুঃ সুহৃৎখিতাঃ । ন কৃতং
 তব বাক্যং বৈ চন্দ্রেনৈব হুরাশ্বনা ॥ ৯ ॥ দৌৰ্ভাগ্য-
 দুঃখসন্তপ্তাঃ মরিষ্যাম ন সংশয়ঃ । অনেন
 জীবিতেনাপি মরণঃ নিশ্চয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । অথ রেবসমায়ুক্তো দক্ষো
 গত্বাববৌদ্ধিৰ্ভূম । মম বাক্যং শ্রুত্বা চন্দ্র যস্মাৎ
 পাপ কৃতং ন হি ॥ ১১ ॥ ক্ষয়মেবাসি তস্মাদ্ভুং
 যক্ষণা নাস্তি সংশয়ঃ । এবং দম্বা ততঃ শাপং গতো
 দক্ষঃ স্মালয়ম্ ॥ ১২ ॥ যক্ষণা ব্যাপিতচন্দ্রঃ ক্ষয়ং

যাও পতি করুক পরিত্যক্ত হইয়াছে । তাই
 অতিদুঃখে আপনায় শরণাপন্ন হইলেন । সুরবর !
 আমাদের উপায় বন্ধন । রোহিণীরত চন্দ্রকে
 আমাদের জন্ত উপদেশ দিয়! আমাদের হস্তকল
 করিয়া দেন । পুলস্ত্য কহিলেন,—প্রজাপতি দক্ষ
 কন্তাগণের বাক্য শুনিয়া নিশাকরনিকটে গমন
 করিলেন এবং বলিলেন,—চন্দ্র ! তুমি আমার
 সমস্ত কন্তার প্রতিই সমব্যবহার কর । অনন্তর
 চন্দ্র লাজ্জিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—
 আপনায় বাক্য শিরোধার্য্য ; নমস্কার করি, আপনি
 যথাস্থানে গমন করুন । দক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্র
 পুনরপি রোহিণীরত হইলেন । দক্ষের অন্ত্যাত্ম
 কন্তাদিগকে পারত্যাগ করিলেন । অনন্তর সেই
 সকল কন্তা পুনরায় গিয়া দুঃখের সঞ্চিত দক্ষকে
 কহিল,—পিতৃদেব ! হুরাক্সা চন্দ্র আপনায় বাক্য
 রক্ষা করিল না । অতএব দুঃখদৌৰ্ভাগ্যসহস্র
 —আমরা নিশ্চয়ই মরিব । আমাদের এই জীব-
 নই ত' নিশ্চয় মরণতুল্য । পুলস্ত্য কহিলেন,—
 অনন্তর রোবযুক্ত দক্ষ বিধিকে গিয়া বলিলেন,—
 চন্দ্র ! তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর নাই, এই
 পাপের ফলে তোমাকে অবশ্যই যক্ষারোগে ক্ষয়-
 গ্রস্ত হইতে হইবে । দক্ষ এইরূপ শাপ প্রদান
 করিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন । চন্দ্র যক্ষগ্রস্ত

যাতি দিনেদিনে । ক্ষীণো দ্যুতিবিশৌনস্ চিন্তয়ামাস
 চন্দ্রমাঃ ॥ ১৩ ॥ কিং কর্তব্যং ময়া তত্র হ্যস্মিন
 শাপে সুদারুণে । অথ কিং পূজয়িষ্যামি সৰ্বকাম-
 প্রদং শিবম্ ॥ ১৪ ॥ স এবং নিশ্চয়ং কৃত্বা গতো-
 হর্ষদমথ্যচলম্ । তপস্তপে জিতক্রোধো জপহোম-
 পরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মৈ তুষ্টো মহাদেবো বর্ষণাম-
 যুতে গতে । অত্রবীধরদোহস্মীতি ততোহস্মৈ
 দর্শনং দদৌ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । বরং বরয়
 ভদ্রং তে যদে মনসি বর্ততে । তব দাস্তাম্যৎ
 চন্দ্র যদাপি স্তাৎ সুহৃৎভূম্ ॥ ১৭ ॥ চন্দ্র উবাচ ।
 ব্যাবিক্ষয়ঃ সুরশ্রেষ্ঠ কুরু মে ত্রিপুরাস্তক । যক্ষণা
 ব্যাপিণো দেহো মমায়ং চ জগৎপতে ॥ ১৮ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । দক্ষশাপেন তে চন্দ্র যক্ষা কায়ে
 ব্যাবিস্ততঃ । ন শক্যো হস্তথা কর্তুঃ শাপস্তম্
 মহাক্ষঃ ॥ ১৯ ॥ তস্মাদ্ভুং তস্ত তঃ সৰ্বাঃ কন্তকা
 মম বাক্যতঃ । নিশাকর সমং পশু তব ব্যাধি-
 গমিয্যতি ॥ ২০ ॥ তুষ্ণে ক্ষয়চ্চ তে চন্দ্র শুক্রে
 দ্বীকর্ভবিয্যতি । বরং বরয় ভদ্রং তে অন্তমিষ্টং
 সুহৃৎভূম্ ॥ ২১ ॥ চন্দ্র উবাচ । চন্দ্রগ্রহে নরো

হইয়া দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে লাগিলেন । ক্ষীণ
 ও দ্যুতিবিশৌন হইয়া চন্দ্রমা চিন্তা করিলেন ; —এই
 সুদারুণ শাপের আমি কি করিব ? তবে কি আমি
 সৰ্বকামপ্রদ শক্তরের আরাধনা করিব ? তাহাই
 করিব । এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি অঙ্গদাচলে
 গেলেন । সেখানে গিয়া জিতেন্দ্রিয় ও জপহোম-
 রত হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন । —১৪। অযুত
 বর্ষ অতীত হইলে মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট
 হইলেন এবং চন্দ্রকে দর্শন দিয়া বলিলেন,—
 আমি বরদ ; বর দিতে আসিয়াছি ; তোমার
 মনোভীষ্ট বর গ্রহণ কর ; তুমি মঙ্গলভাজন হও ।
 চন্দ্র ! অতিবড় দুর্লভ হইলেও তোমাকে সে বর
 আমি প্রদান করিব । চন্দ্র কহিলেন,—হে ত্রি-
 পুরাস্তকারন ! সুরেশ্বর ! আমার ব্যাবিক্ষয় করুন ।
 জগৎপতে ! যক্ষায় আমার দেহ ব্যাপ্ত হইয়াছে ।
 ঈশ্বর কহিলেন,—চন্দ্র ! দক্ষের শাপে তোমার
 দেহে যক্ষা উপািস্ত হইয়াছে । সেই মহাত্মার
 শাপ আমি অন্তথা করিতে পারি না । অতএব
 তুমি আমার বাক্যে সমস্ত দক্ষকন্তার প্রতি সম-
 দর্শী হও । হে নিশাকর ! তাহাতে তোমার
 ব্যাধি নষ্ট হইবে । হে চন্দ্র ! কৃপণক্ষে তোমার
 ক্ষয় এবং শুক্লপক্ষে তোমার বৃদ্ধি হইবে । যাহা

যাহেই সোমবারে চ শকর । ভক্ত্যা স্নানং
করোত্যেব স যাতু পরমাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
পিণ্ডদানেন দেবেশ স্বর্গং গচ্ছন্ত পূর্বজাঃ ।
প্রসাদান্তব দেবেশ তীর্থং ভবতু মুক্তিদম্ ॥ ২৩ ॥
ঈশ্বর উবাচ । ভবিষ্যন্তি নরোহত্রৈব বিপাপ্যানো
নিশাকর । যস্মাৎ প্রভা হুয়া প্রাপ্তা তীর্থেহস্মিন্ বিম-
লোদকে ॥ ২৪ ॥ প্রভাসতীর্থং বিখ্যাতং তস্মাদেত-
ত্তবিষ্যতি । যত্র সোমগ্রহে প্রাপ্তে সোমবারে
বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ করিষ্যন্তি নরাঃ স্নানং তে
যান্তস্তি পরাং গতিম্ । যেহত্র শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি
পিণ্ডদানং তথা নরাঃ ॥ ২৬ ॥ গয়াশ্রাদ্ধসমং পুণ্যং
তেষাং চন্দ্র ভবিষ্যতি । তথা দানং প্রকর্তব্যং
সোম লোকৈর্গ্ৰহৈ তব ॥ ২৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুक्ता বিরূপাক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । চল্লোহপি
ব্রুজে সর্বাঃ পত্রোচ দক্ষসন্তবাঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রপ্রভাসতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেন্নৃপশ্রেষ্ঠ পিণ্ডোদক-
মমৃতমম্ । তীর্থং যত্র তপস্তপ্তং পিণ্ডোদক-
দ্বিজাতিনা ॥ ১ ॥ পুরা পিণ্ডোদকো নাম ব্রাহ্মণো
হভূমহামতে । মন্দপ্রজোহল্লমেধাবৌ সোপাধ্যায়েন
পাঠিতঃ ॥ ২ ॥ অশক্তোহধ্যয়নং কর্তুঃ জাড্য-
ভাবান্মহীপতে । স বৈরাগ্যং পরং গহ্মা সম্প্রাপ্তো
গিরিগঙ্ধরে ॥ ৩ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু তত্রৈব
চ সুরস্বতী । বীণাবিনোদসংযুক্তা বিবিক্তে
তমুপস্থিতা ॥ ৪ ॥ তং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণঃ ত্রিঃ বৈরাগ্যেণ
সমধিতম্ । রূপাবিষ্টা মহাদেবী বাক্যমেতদ্ব্যচ
হ ॥ ৫ ॥ সুরস্বত্যাচ । কস্মাৎ খিদ্দ্যসে বিপ্র
বিরক্ত ইব ভাসসে । কস্মাৎ হব্যাসি হৃদা কস্মাদত্র
ত্বমাগতঃ । বদ শীঘ্রং মহাভাগ তবাত্তিকে
বসামাহম্ ॥ ৬ ॥ পিণ্ডোদক উবাচ । অহং বৈরাগ্য-
মাপন্ন উপাধ্যায়তরস্কৃতঃ । জ্ঞানহীনো মহাভাগে
মৃত্যুং বাঞ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥ ন মে সুরস্বতী
দেবী জিহ্বাগ্রে পরিবর্ততে । কারণং নাত্তদন্তীহ

একবিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর নর
পিণ্ডোদকতীর্থে গমন করিবে । পূর্বে পিণ্ডোদক
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় তপস্বী করিয়াছিলেন ।
হে মহামতে ! পূর্বে পিণ্ডোদক নামে এক মন্দ-
প্রজ্ঞ অল্লমেধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার
উপাধ্যায় তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইতেন । কিন্তু
জাড্যবশতঃ তিনি অধ্যয়ন করিতে পারিতেন না ।
ইহাতে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হয় । তিনি গিরিগঙ্ধ-
রের আশ্রয় গ্রহণ করেন । এই সময় বীণাবিনো-
দিনী সুরস্বতী দেবী সেই বিবিক্ত প্রদেশে উপ-
স্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে বৈরাগ্যযুক্ত ও খিন্ন
দর্শনে রূপা করিয়া কহিলেন,—বিপ্র ! কেন তুমি
খেদ করিতেছ ? তোমাকে বিরক্তের স্থায় লক্ষিত
হইতেছে । মনে তোমার আনন্দ নাই কেন ?
কেনই বা তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ? তোমার
নিকট আমি উপবেশন করিলাম । তুমি সত্বর এ
সকল বিষয় ব্যক্ত কর । পিণ্ডোদক কহিলেন,—
আমি উপাধ্যায়ের তিরস্কারে বৈরাগ্যযুক্ত হই-
য়াছি । হে মহাভাগে ! আমার জ্ঞান নাই ।
সুতরাং সম্প্রতি মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয় । দেবী
সুরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে বাস করেন না । হে

হোক, তোমার অস্ত্র যাহা ইষ্ট বর আছে,
প্রার্থনা কর । চন্দ্র কহিলেন,—চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে
সোমবারে যে নর হেথায স্নান করিবে, হে শকর !
তাহার পরম গতি লাভ হউক । হে দেবেশ !
এখানে পিণ্ডদানকর্তার পুণ্যপুণ্যগণ স্বর্গে গমন
করুন । ভবৎপ্রসাদে এই তীর্থ মুক্তিদায়ক
হউক । ঈশ্বর কহিলেন,—নিশাকর ! এ স্থানে
নরগণ পাপহীন হইবে । এই স্থানের বিমলোদক-
তীর্থে তুমি প্রভা প্রাপ্ত হইয়াছ ; এই জন্ত ইহা
প্রভাসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইবে । চন্দ্রগ্রহণ
উপলক্ষে বিশেষতঃ সোমবারে নরগণ এই স্থানে
স্নান করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে । যে সকল
নর এখানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবে, তাহাদের
গয়াশ্রাদ্ধতুল্য পুণ্যফল হইবে । হে চন্দ্র ! চন্দ্র-
গ্রহণে এ তীর্থে দান করা একান্ত কর্তব্য । পুলস্ত্য
কহিলেন,—বিরূপাক্ষ এই বলিয়া অস্তহিত হইলেন ।
চন্দ্রও স্বীয় পত্নী দক্ষকন্যাগণকে সমভাবে ভোগ
করিতে লাগিলেন । ১৫—২৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

মৃতোন্মম বরাননে ॥ ৮ ॥ দৃষ্টৌহিকস্মাদ্ব্যা চাহং
ততো যাস্মিন্ চাত্ততঃ । মরণং হি মম শ্রেয়ো
মুক্ততাবান জীবিতম্ ॥ ৯ ॥ সরস্বত্যাবাচ । অহং
সরস্বতী দেবী সদাস্মিন্ বরপক্ষতে । নিশামুখে
ত্ৰয়োদশাং কৰোমি বসতিং দ্বিজ । তস্মাদ্ব্যং
প্রার্থয় বরং যদভীষ্টং সুদুর্লভম্ ॥ ১০ ॥ পিণ্ডোদক
উবাচ । প্রসাদাত্তব বৈ বাণি সৰ্বজ্ঞস্বং মমোপিতম্ ।
এতত্তীর্থস্তু মন্যন্তা খ্যাতিং যাতু শূচিাস্মতে ॥ ১১ ॥
সরস্বত্যাবাচ । অদ্যপ্রভৃতি সৰ্বজ্ঞো হুয় লোকে
ভবিষ্যসি । নান্না ভব তথা তীর্থমেতৎখ্যাতিং
প্রয়াস্তুতি ॥ ১২ ॥ নিশামুখে ত্ৰয়োদশাং যোহয়
শ্রানং করিষ্যতি । ভবিষ্যতি স সৰ্বজ্ঞো যদ্যপি
স্তাৎসুমন্দধীঃ ॥ ১৩ ॥ অত্র মে সততং বান্দো
ভবিষ্যতি দ্বিজোত্তম । যস্মাত্তস্মাৎ সদা শ্রানং
কর্তব্যং সুসমাহিতৈঃ ॥ ১৪ ॥ এবমুক্ত ততো দেবী
তত্রৈবাস্তরধীয়ত । পিণ্ডোদকো হি সৰ্বজ্ঞো ভূত্বাথ
স্বগৃহং যযৌ । ব্যাসাশ্রয়জ্ঞানান্ সৰ্বাঃস্তত্তীর্থস্ত সমা-
শ্রয়াৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীস্কন্দেবুপিণ্ডোদকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বরাননে! ইহা ব্যতীত আর আমার মৃত্যুর
কারণান্তর নাই। যাহা হোক, হঠাৎ তুমি আমায়
দেখিয়া ফেলিয়াছ, অতএব এস্থান হইতে আমি
অন্ত স্থানে যাইব। এই মুক্ততাব হইতে আমার
মরণই শ্রেয়স্কর ॥ ৯-১০ ॥ সরস্বতী কহিলেন,—হে দেউ!
আমি সরস্বতী দেবী; ত্ৰয়োদশী প্রদোশে সৰ্বদাই
আমার এই পক্ষতবরে অধিষ্ঠান। অতএব
তোমার যাহা দুর্লভ ইষ্টবর, আমার নিকট হইতে
প্রার্থনা করিয়া লও। পিণ্ডোদক কহিলেন,—হে
বাণি! আপনার প্রসাদে সৰ্বজ্ঞ হই আমার
অভীপ্সিত। আপচ, হে শূচিাস্মতে! এই
তীর্থস্থানও আমার নামে খ্যাতি-সম্পন্ন হইক।
সরস্বতী কহিলেন,—অদ্য হইতে তুমি ভুলোকে
সৰ্বজ্ঞ হইবে। আর তোমারই নামান্তরসারে
এই তীর্থ প্রখ্যাত হইবে। ত্ৰয়োদশী প্রদোশে
যে নর এখানে শ্রান করিবে, সে অতিবড়
মন্দবুদ্ধি হইলেও সৰ্বজ্ঞ হইবে। হে দ্বিজবর!
এই স্থানে সৰ্বদা আমি বাস করিব। অতএব
সুসমাহিত হইয়া সকলেরই হেথায় শ্রান করা
কর্তব্য। দেবী এই সকল কাহিন্য তৎক্ষণাৎ

দ্বাবিংশে অধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেনুশষ্ঠেষ্ঠীমাতাঃ
দেববন্দিভাম্ । সৰ্বকামপ্রদাঃ নৃণামিহ লোকে পরত
চ ॥ ১ ॥ যা চ সৰ্বময়ী শক্তিব্যা ব্যাপ্তমিদং
জগৎ । সা তস্মিন্ পক্ষতে সাক্ষাৎ স্বয়ং বাসমরো-
চয়ৎ ॥ ২ ॥ পুরা দেবযুগে রাজা কলিজো নাম
দানবঃ । জরামরণহীনোহসৌ দেবানাঞ্চ ভয়স্করঃ ॥
৩ ॥ তেন সৰ্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
বলপ্রভাবতঃ স্বর্গো জিতস্তেন সুরাধিপঃ । ব্রহ্ম-
লোকমনুপ্রাপ্তো দেবৈঃ সর্বেঃ সমাধিতঃ ॥ ৪ ॥ তেন
দৈত্যেন সর্বেহপি ত্রাসিতাঃ সুরমানবাঃ কলিজো
নাম দৈত্যঃ স স্বয়মিল্লো বভূব হ ॥ ৫ ॥ বসবো
মকৃতঃ সাধ্যা বিশ্বদেবাঃ সুরর্ষয়ঃ । তেন সর্বে
দৈত্য দৈত্যা যথাক্রোধ্যাঃ নরাধিপ ॥ ৬ ॥ যজ্ঞভাগান
স্বয়ং সর্বে বভূজুস্তে চ দানবাঃ । তপোহুগে চ
ততো দেবা গতাঃ সর্বেহর্ষদাচলম্ ॥ ৭ ॥ অদ্যাপি

অন্তর্হিত হইলেন। পিণ্ডোদক সৰ্বজ্ঞ হইয়া স্বগৃহে
গিয়া সৰ্বলোকের বিষ্ময়োৎপাদন করিলেন ॥ ১০-১৫ ॥
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশে অধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃণাবয়ব! অনন্তর নর দেব-
বন্দিরা শ্রীমাতার প্রাপ্তে গমন করিবে। শ্রীমাতা
হইপরকালে নরগণের সৰ্বকামপ্রদা। যিনি সৰ্ব
ময়ী শক্তি, যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত,
দেউ সাক্ষাৎ শ্রীমাতা দেবী আপনা হইতেই এই
সর্বদাচলে বাস করিয়া কার্য্যছেন। পুর্বে দেব
কুলে কলিজ নামে এক দানবরাজ ছিল। ঐ দানব
জরামরণহীন হইয়া দেবগণের ভয়স্কর হইয়া উঠিয়া-
ছিল। এই চরাচর ত্রৈলোকা তাহা দ্বারাই আক্রান্ত
হইয়াছিল। সেই দানবরাজ স্বায় বল-প্রভাবে
স্বর্গ ও স্বর্গাধিপতিকে পরাজয় করিয়াছিল। ইন্দ্র
তাহার ভয়ে সৰ্বদেবসমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়াছিলেন। কলে সেই দৈত্যরাজ কর্তৃক সুর-
নর সকলেই বিত্রাসিত হইয়াছিল। এইরূপে দৈত্য
রাজ কলিজ নিজেই ইন্দ্র হইয়া বাসিল। বশু, মরুৎ,
সাধ্য, বিশ্বদেব, ও সুরাধিপের পদে সে দৈত্য-
দিগকেই যোগ্যতানুসারে স্থাপন করিল। দানব-
গণ নিজেরাই যজ্ঞভাগ সকল ভোগ করিতে

দেবতাখ্যাতং ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমাগতম্ । তত্র
ব্রতপর্য্যঃ সর্বে পত্রমূলফলাশিনঃ ॥ ৮ ॥ অব্যক্তাঃ
পরমত্ৰাসাক্ষায়ন্তস্তে চ সংস্থিতাঃ । পঞ্চায়সাদকাঃ
কেচিত্তত্র ব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৯ ॥ একাহারা নিরাহার্য্য
বাযুভক্ষাস্থথা পরে । অস্ত্রে মাসোপবাসাশ্চ
চান্দ্রায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥ কৃচ্ছ্রসান্তপনে নিষ্ঠা
মহাপারাক্রিণঃ পরে । অশ্বুভক্ষা বাযুভক্ষাঃ কেন-
পাশ্চোদ্যপাঃ পরে ॥ ১১ ॥ জপহোমপর্য্যাস্ত্রে
ধানাসক্তাস্থথা পরে । বলিনৈবেদ্যদানৈশ্চ
গন্ধধূপৈর্নরাধিপ ॥ ১২ ॥ পূজয়ন্তঃ পরাং শক্তিং
দেবীং স্বার্থাহেতবে । এবং তেষাং ব্রতস্থানাং
তপসা ভাবিতান্যনাম্ । বিষুক্তিরভবদ্রাজন সর্বেষাং
কর্ম্মবন্ধনাং ॥ ১৩ ॥ ততঃ পূর্ণে ঃশ্রান্তে বর্ষণাং
নৃপসত্তম । দেবী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তা কল্লকারুপ-
ধারিণী ॥ ১৪ ॥ পূর্ষং জ্ঞাতা মহারাজ ধুমমূর্ত্তির্ভবাবহা ।
ততো জ্ঞাতা ততঃ কথ্য শুক্রবাসোহনুলেপনা । দৃষ্ট্বা
তাং তৃপ্তবুদ্ধেবাঃ কৃতাজলিপূটাস্ততঃ ॥ ১৫ ॥ দেবা

লাগিল । অনন্তর দেবগণ নিক্রপায় হইয়া তপ-
স্বার্থ অর্ক্ষদাচলে গমন করিলেন । এইজন্ত
অদ্যাপি তত্রতা দেবখ্যাত ত্রৈলোক্যে খ্যাতিসম্পন্ন
হইয়া রহিয়াছে । যাহা হোক, দেবগণ তখন অত্যন্ত
ভয়ে সেই অর্ক্ষদাচলে অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থান
করিতে লাগিলেন । তাঁহার্য্য সকলেই পত্রমূল-
ফলাহারে ব্রতনিষ্ঠ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন । কেহ
কেহ ব্রতনিরত হইয়া পঞ্চায়সমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক
উপাসনা করিতে লাগিলেন । কেহ একাহার, কেহ
কেহ নিরাহার, কেহ বা বাযুভক্ষ হইলেন ।
অনেকে মাসোপবাসী হইয়া চান্দ্রায়ণ করিতে
লাগিলেন । কেহ কেহ কৃচ্ছ্র সান্তপন করিলেন ।
অনেকে অশ্বুভক্ষ, বাযুভক্ষ, কেনপ ও উদ্যপ হইয়া
জপ-হোমে নিরত হইলেন । কেহ কেহ ধ্যানাসক্ত
হইয়া রহিলেন । এইরূপে দেবগণ নৈবেদ্য, গন্ধ,
ধূপ ও অন্যান্য উপহার প্রদান করিয়া স্বীয় কার্য্য-
সিদ্ধির জন্ত পরম শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন ।
হে রাজন ! ভাবিতা আ দেবগণ এইরূপে ব্রতস্থ
হইলে, ঃপঃপ্রভাবে কর্ম্মবন্ধন হইতে তাঁহাদের
বিমুক্তি ঘটিল । সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে দেবী কথ্য-
রূপে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ প্রাক্তর্ভূত হইলেন । প্রথমে
তাঁহার ভয়ঙ্কর ধুমমূর্ত্তি প্রকট হইল । পরে জ্ঞাতা,
তাঁহার পর শুক্র-বর্ষনানুলেপনা কথ্যমূর্ত্তি প্রাক্তর্ভূত
হইল । দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাজলিপূটে স্তব

উচুঃ । নমোহস্ত সর্ষগে দেবি নমস্তে সর্ষপূজিতে ।
নমস্তে কামগেহচিন্ত্যে নমস্তে ত্রিদশাশ্রয়ে ॥ ১৬ ॥
নমস্তে পরমা দেবি ব্রহ্ময়োনে নমো নমঃ । অর্ক্ষ-
মাত্রাক্ষরে চৈব তাস্মাক্ষর্কে নামা নমঃ ॥ ১৭ ॥ নমস্তে
পদ্মপত্রাক্ষি বিশ্বমাতর্নমো নমঃ । নমস্তে বরদে দেবি
রজঃসম্ব্রতমোময়ি ॥ ১৮ ॥ স্বস্বরূপস্থিতে দে ব ত্বৎ
সংসারলক্ষণম্ । ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং ধৃতিঃ ক্ষান্তিস্ত্বং
স্বাহা ত্বং স্বধা ক্ষমা ॥ ১৯ ॥ ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং গতিঃ কত্রী
শচী লক্ষ্মীশ্চ পার্শ্বতী । সাবিত্রী ত্বৎ গায়ত্রী
অজ্যেয়া পাপনাশিনী ॥ ২০ ॥ যচ্চাস্তদত্র দেবেশি
ত্রৈলোক্যেহস্তীতিসংজিতম্ । তজ্জপং তাবকং
দেবি পর্ষতেষু চ সংস্থিতম্ ॥ ২১ ॥ বহুনা চ যথা
কাষ্ঠং তন্তুনা চ যথা পটঃ । তথা ত্বয়া জগদ্ব্যাপ্তং
গুপ্তা ত্বং সর্ষহঃ স্থিতা ॥ ২২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবং স্বতা জগন্মাতা তানুবাচ সুরোত্তমনি । বরো
মে যাচ্যতাং শীঘ্রমভীষ্টে সুরসত্তমাঃ ॥ ২৩ ॥ কিমত্র
গুপ্তভাবেন তিষ্ঠথ স্বভ্রমধ্যগাঃ । মদ্রক্তানাং তদং
নাস্তি ত্রৈলোক্যেহপি চরাচরে ॥ ২৪ ॥ দেবা উচুঃ ।
কলিঙ্গেন বয়ং দেবি নিরস্তাঃ সঙ্গরে যুহঃ । তেন
ব্যাপ্তমিদং সর্ষং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞ-

করিতে লাগিলেন ।—হে দেবি ! তুমি সর্ষগা,
তোমাকে নমস্কার । হে সর্ষপূজিতে ! তোমাকে
নমস্কার । দেবি ! তুমি কামগা, অচিন্ত্যা,
ত্রিদশালয়া, পরমা দেবী, পদ্মযোনি, অর্ক্ষমাত্রাক্ষরা,
তদর্ক্ষাক্ষী, পদ্মপত্রাক্ষী, বিশ্বমাতা, বরদা, রজঃ-
সম্ব্রতমোময়ী, ও স্বস্বরূপস্থিতা, তোমাকে নম-
স্কার । তুমি সংশয়লক্ষণা, বুদ্ধি, ধৃতি, ক্ষান্তি,
স্বাহা, স্বধা, বুদ্ধি, রতি, কত্রী, শচী, লক্ষ্মী, পার্শ্বতী,
সাবিত্রী, গায়ত্রী, অজ্যেয়া ও পাপনাশিনী । হে
দেবোশ ! ত্রৈলোক্যে যত সংজ্ঞা আছে, তৎসমস্তই
আপনার রূপ এবং ঐরূপ পর্ষতে বিরাজিত । বহি
যেমন কাষ্ঠ এবং তন্তু যেমন বস্ত্রকে ব্যাপ্ত করে,
হে দেবি ! তুমিও তেমনি গুপ্তভাবে জগৎ ব্যাপ্ত
করিয়া অবস্থান করিতেছ । ১—২২ । পুলস্ত্য বল-
লেন,—জগন্মাতা এইরূপে স্তব হইয়া সুরগণকে
বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ ! তোমরা শীঘ্র অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর ; কি জন্ত তোমরা গোপনে গহ্বরে
অবস্থান করিতেছ ? এই চরাচর ত্রৈলোক্যে
আমার ভক্তগণের কৃত্যপ ভয় নাই । দেবগণ
বলিলেন,—হে দোব ! দৈত্য কলিঙ্গ আমাদিগকে
সমরে নিরস্ত করিয়া এই সচরাচর ত্রৈলোক্য অধি-

ভাগো হুতোহস্মাকং দৈত্যানাং স প্রকল্পিতঃ । তেন
 স্বর্গঃ সমাক্রান্তঃ সুরাঃ সর্গে নিরাকৃতাঃ ॥ ২৬ ॥ হস্তা
 দৈত্যান যথা ভূয়ঃ শক্রঃ স্বপদমাধুযাৎ । তথা কুরু
 মহাভাগে বর এবোহস্মদীপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥ দেবু-
 বাচ । যথা যুযং ময়া সৃষ্টোস্তথৈবায়ং মহাসুরঃ ।
 বিশেষো নাস্তি মে কশ্চিদ্ভয়োঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥
 তস্মাত্তান বারয়িষ্যামি শক্রাদ্যাজ্জিদিবাংপুনঃ ।
 এবমুক্তা বরারোহা প্রেষয়ামাস পার্থিব ॥ ২৯ ॥ দূতং
 কলিঙ্গদৈত্যায্য ত্যজ স্বং ত্রিদিবং জ্ঞত্ব ॥ স গতা
 বাস্কলিং দৈত্যং সামপূর্যঃ বচোহব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥ দূত
 উবাচ । যা সা সঙ্গগতা দেবী শক্তিরূপা শুচিস্মিতা ।
 শ্রীমাতা জগত্ৰাং মাতা দেবৈরারামিতা পরা ।
 তেষাং তুষ্টা চ দেবী ত্র্যমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥
 স্বস্থানং গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং শক্রো যাতু ত্রিবিষ্টপম ।
 মন্থাক্যান্দানবশ্রেষ্ঠ দেবত্বং ন ভবেত্তব ॥ ৩২ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । স দূতবচনং শ্রুত্বা দানবো মদ-
 গর্ষিতঃ ॥ ৩৩ ॥ অহং লোকেশ্বরো মত্তা সগর্ষমিদ-
 মব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥ বাস্কলিকুবাচ । কা শ্রীমাতেতি

কার করিয়াছে । সে আমাদের যজ্ঞভাগাধিকারিত্ব
 লোপ করিয়া তাহা দৈত্যদিগকে দিয়াছে এবং
 আমাদের নিরাকৃত করিয়া সমস্ত স্বর্গরাজ্য অধি-
 কার করিয়া লইয়াছে । হে মহাভাগে ! সমস্ত দৈত্য
 গণকে নিহত করিয়া শক্র যাহাতে পুনরায় স্বপদ
 লাভ করিতে পারেন, আপনি তাহা করুন, ইহাই
 আমাদের অভীপ্সিত বর । দেবী কহিলেন,—
 আমি তোমাদিগকে যেমন সৃষ্টি করিয়াছি, তেমনি
 এই মহাসুরও আমার সৃষ্টি জীব । হে সুরগণ !
 এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই । অতএব
 হে শক্রাদি সুরগণ ! ঐ সকল দৈত্যকে আমি স্বর্গ
 হইতে নিকাসিত করিব । বরারোহা দেবী এই
 বলিয়া কলিঙ্গদৈত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করি-
 লেন ; বলিয়া দিলেন,—দৈত্য ! তুমি শীঘ্র স্বর্গ পরি-
 ত্যাগ কর । দূত গিয়া সামপূর্যক দৈত্যের নিকট
 বলিল,—যিনি সর্ষরূপিণী জগজ্জননী শক্তিরূপিণী
 শ্রীমাতা দেবী, দেবগণের আরাধনায় তিনি তুষ্ট হইয়া
 তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন,—তুমি আমার আদেশে
 শীঘ্র স্বর্গস্থান পরিত্যাগ কর । ইন্দ্র স্বীয় স্থান প্রাপ্ত
 হউন । হে দানবশ্রেষ্ঠ ! তুমি দানবই ; তোমার দেবত্ব
 কখনও হইবার নহে । পুলস্ত্য কহিলেন,—মদগর্ষিত
 দানব দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজে লোকেশ্বর
 জ্ঞানে সগর্ষে বলিল,—কে সেই শ্রীমাতা ? আর

কে দেবা নাম্মাং স্বর্গং ত্যজাম্যহম্ । ন তাং
 জানামি তাস্টেব গতা কহিষ্যম্যজ্ঞয়া ॥ ৩৫ ॥ ন
 ভবন্ত্যস্বহং স্বর্গং প্রযচ্ছামি কথঞ্চন । দূতোহবধ্যো
 ভবেদ্রাজ্যমপি বৈরে সূদাক্ষণে । এতস্মাৎ
 কারণাদ্ত ন স্বাং প্রার্থেঁমিযোজয়ে ॥ ৩৬ ॥ শ্রীমাতাং
 যদি মে দূত দর্শয়িষ্যসি চেক্ততঃ । অভীষ্টান্ সম্প্র-
 দাশ্যামি সত্যমেব ব্রবাম্যহম্ ॥ ৩৭ ॥ অহং ত্বয়া
 সমং তত্র যাশ্চে যত্র স্থিতিঃ চ সা । নিগ্রহং চ করি-
 য়ামি বাকাং মে সত্যাকরণম্ ॥ ৩৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
 এবমুক্তা মদোন্নতো দূতেন চ স দানবঃ । অর্কুদং
 প্রযযৌ তুং রোষেণ মহতা বৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ দুষ্টা বাস্কল-
 মায়াস্তঃ দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ । বার্যমাণাস্তদা
 দেবা পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ৪০ ॥ ভয়েন মহতাবিষ্টা
 দিশো ভেজুঃ সমস্ততঃ । অথাসৌ বাস্কলিঃ প্রাপ্তঃ
 সৈন্তেন মহতা বৃতঃ ॥ ৪১ ॥ শ্রীমাতা তিষ্ঠতে যত্র
 পরতেহর্কুদসংজ্ঞকে । দূতং চ প্রেষয়ামাস তনুবাৎ
 নরাধিপ ॥ ৪২ ॥ বাস্কলিকুবাচ । গচ্ছ দূতবর
 ক্রহি শ্রীমাতাং চাক্ষুসিনীম্ । ভার্য্যা মে ভব
 সূত্রোণি অহং তে বশগঃ সদা ॥ ৪৩ ॥ ভবিষ্যতি
 হি মে রাজাঃ সর্বং বশগতং তব । অন্তথা
 কাহারাই বা দেবতা ? আমি স্বর্গ পরিত্যাগ করিব
 না । দূত ! তুমি আমার আজ্ঞায় ফিরিয়া গিয়া বল,—
 আমি দেব-দেবী জানি না । তাহাদিগকে আমি
 স্বর্গস্থান প্রদান করিব না । শক্রতা যতই প্রবল
 হোক, দূত রাজগণের অবধ্য, যে দূত ! এই
 জন্তই তোকে আমি বর করিলাম না । ১৫-৩৫ । তুমি
 যদি শ্রীমাতা দেবীকে আমায় দর্শন করাইতে পারিস্,
 তাহা হইলে সত্যই বলিতেছি, আমি তোকে
 অভীষ্ট বর প্রদান করিব । সেই দেবী যেখানে
 আছে, আমি তোর সহিত সেই স্থানে যাইব ;
 যাওয়া তাহার নিগ্রহ বিধান করিব । এ কথা সত্যই
 বলিতেছি । পুলস্ত্য কহিলেন,—মদোন্নত দানব
 এই কথা কহিয়া দূত সহ মহারোষে অর্কুদাচলে
 গমন করিল । ইন্দ্রাদি দেবগণ দানবের আগমন-
 দর্শনে দেবার নিসেব সঙ্কেত মহাভয়ে দশদিকে
 পলায়ন করিল । দানব বাস্কলি মহাসৈন্ত সমভি-
 বাগরে শ্রীমাতার অধিষ্ঠিত অর্কুদপর্বতে উপ-
 স্থিত হইল । হে নরাধিপ ! দানবরাজ তখন এক
 দূতকে বলিয়া পাঠাইল । বাস্কলি কহিল,—দূতবর !
 চাক্ষুসিনী শ্রীমাতাদেবার নিকট গমন করিয়া বল
 যে, হে সূত্রোণি ! তুমি আমার ভার্য্যা হও । আমি
 তোমার সর্বদাই বশীভূত থাকিব । আমার এই

ধ্বংসিয্যামি সর্গৈঃ সার্কঃ সুরোত্তমৈঃ । ৪৩ ।
 কিমিল্পেণান্নবৌর্ধ্যোণ কিমন্তৈশ্চ বরাননে । সহস্রাঙ্কে
 ন মে তুল্যো ন মে তুল্যাঃ সুরাসুরাঃ । ৪৪ ।
 পুলস্ত্য উবাচ । এতচ্ছ্রুত্বা ততো গত্বা স দূতঃ
 সন্ন্যবেদয়ৎ । তন্ত সর্গঃ যথাবাক্যং তেনোক্তং চ
 মহীপতে । ৪৫ ॥ ততঃ শ্রুত্বাশ্রিতং কৃত্বা চিন্তয়ামাস
 ভামিনী । জরামরণহীনোহয়ং দৈত্যোল্লঃ শম্ভুনা
 কৃতঃ । ৪৬ ॥ কথমন্ত ময়া কার্যো নিগ্রহো
 দেবতাকৃতে । পুনশ্চিন্তয়তে যাবৎ সা দেবী দানবঃ
 প্রাতি । তাবত্তত্রাগতঃ শীঘ্রং স কামেন পরিপ্লুতঃ ।
 অথ দৃষ্টিনিপাতেন সা দেবী দানবাধিপম্ ।
 বালোকযতন্তস্তা নিশ্চয়ঃ সহভূব হ । ৪৮ ।
 ততো জহাস সা দেবী শনকৈনৃপসত্তম । মুখান্তস্তা-
 স্ততঃ সৈন্তং নিষ্ক্রান্তমতিভীষণম্ । ৪৯ ॥ হস্তনো
 হয়বর্ষাশ্চ পাদাশ্চ পৃথিধাঃ । রথসাহস্মারুঢ়া
 যোধাশ্চাপি সহস্রশঃ । ৫০ ॥ তৈঃ সৈন্তং দানবেশস্ত
 সর্গঃ শস্ত্রৈর্নিপাতিতম্ । পশুতন্তস্ত দৈত্যস্ত
 নিশ্চলস্তাসুরস্ত চ । ৫১ ॥ হতে সৈন্তবলে

সমস্ত রাজ্যই তোমার বশীভূত হইবে । আর যদি
 এ প্রস্তাবে অমত কর, তবে সমস্ত দেবসহ তোমাকে
 বিশেষ লাঞ্ছনা প্রদান করিব । অন্নবৌর্ধ্য ইন্দ্র বা
 অন্তান্ত দেবগণ দ্বারা তোমার কোন সাহায্য
 হইবে? হে বরাননে! সহস্রাঙ্ক আমার তুল্য
 নহে । এমন কি সমস্ত সুরাসুরও আমার সমকক্ষ
 নহে । পুলস্ত্য কহিলেন,—দূত দানবের নিকট
 এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দেবীসমীপে গমন-
 পূর্বক দানবোক্ত সমস্ত বাক্য তাঁহাকে নিবেদন
 করিল । দেবী তৎশ্রবণে হস্তপূর্বক চিন্তা করি-
 লেন,—শম্ভু এই দৈত্যবরকে জরামরণহীন করিয়া-
 ছেন । দেবগণের হিতার্থ আমি কিরূপে ইহার
 নিগ্রহ বিধান করি? এই ভাবিয়া যেমন তিনি
 আবার চিন্তাবিষ্ট হইয়াছেন, অর্মানি কামার্ভ দানব
 তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । দেবী
 দানবাধিপের প্রতি যেমন দৃষ্টিনিষ্কেপ করিলেন,
 অর্মানি তাঁহার কর্তব্য হইল হইল । অনন্তর দেবী
 ঈধৎ হস্ত করিলেন । তাঁহার মুখ হইতে ভীষণ
 সৈন্তদল নিষ্ক্রান্ত হইল । হস্তী, অশ্ব, পদাতি, ও
 নানাবিধ বহুসহস্র রথাধিক্রুঢ় সহস্র সহস্র যোদ্ধা
 তৎক্ষণাৎ প্রাহুর্ভূত হইল । সেই সকল দেবার
 সৈন্ত, শস্ত্রপ্রহারে দানবসৈন্ত নিপাতিত করিল ।
 দৈত্যরাজ নিশ্চলভাবে নিজের এই সৈন্তসংহার-

তশ্চিন্নিলাদ্যাদিদিবোকসঃ । তামুর্চরচনং দেবি
 দানবঃ হস্তমর্হসি । নাস্মিন্ জীবতি নো রাজ্যং স্বর্গে
 দেবি ভাবিয়াতি । ৫২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । শ্রুত্বা
 তদচনং তেবাং জাহ্না তং মৃত্যুবাজ্জিতম্ । পরন্তস্ত
 মহাশৃঙ্গং দত্ত্বা তন্তোপারি স্বয়ম্ । ৫৩ ॥ নিবিষ্টা
 সা জগন্মাতা স্রীমাতা কামরূপিনী । হিতায় জগতাং
 রাজরদ্যাপি বরপদতে । তত্রৈব বসতে
 সাক্ষাৎস্বনাং কামপ্রদায়িনী । ৫৪ ॥ এতশ্চিন্নেব
 কালে তু সর্গে দেবাঃ সবারবাঃ । তুষ্টবুস্তাং
 মহাশক্তিঃ ভয়হস্তীঃ প্রহর্ষিতাঃ । ৫৫ ॥ প্রসন্ন-
 ভূততো দেবী তেবাং তত্র নর্যাধিপ । স্বং স্বং স্থানং
 সুরাঃ সর্গে পরিযাস্ত গত্যব্যাথাঃ । গত্বা স্থানং
 স্বকং সর্গে পরিযাস্ত গত্যব্যাথাঃ । ৫৬ ॥ বরং
 বরয় দেবেশ্চ ক্রহি যন্তে মনোগতম্ । তৎসর্গং
 সম্প্রদাত্যামি তুষ্টাহং ভক্তিতস্তব । ৫৭ ॥ ইন্দ্র
 উবাচ । যদি তুষ্টাসি মে দেবি শাস্ত্রে
 ভক্তিবৎসলে । যত্রৈব স্থায়তাং তাবৎ স্বর্গে
 যাবদহং বিভূঃ । ৫৮ ॥ প্রশাস্মি রাজ্যং দেবেশি
 শাস্ত্রে ভক্তিবৎসলে । অজরশ্চামরশ্চৈব যতো

বাপার দর্শন করিল । তদীয় সৈন্তবল বিনষ্ট হইলে
 ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবীকে বলিলেন,—দেবি! দানবকে
 বধ করুন । এই দানব জীবিত থাকিতে স্বর্গে
 আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিবে না । ৩৬—৫২ । পুলস্ত্য
 কহিলেন,—দেবগণের বাক্য শুনিয়া আর সেই
 দৈত্যকে মৃত্যুবাজ্জিত জানিয়া দেবী দৈত্যবরের
 উপর পরিতের এক মহাশৃঙ্গ নিক্ষেপপূর্বক তাহাকে
 আচ্ছাদন করিলেন । হে রাজন্! সেই কাম-
 রূপিনী জগন্মাতা স্রীমাতা দেবী অদ্যাপি জগতের
 হিতের নিমিত্ত সেই বর পরিতে বাস করিতেছেন ।
 ঐ দেবী নরগণের সাক্ষাৎ কামপ্রদায়িনীরূপেই
 তথায় অবস্থান করিলেন । ইত্যবসরে ইন্দ্রাদি
 সমস্ত দেব প্রহর্ষভরে সেই ভয়হারিণী মহাশক্তির
 স্তব করিতে লাগিলেন । স্তবে প্রসন্ন হইয়া দেবী
 সুরগণকে স্ব স্ব স্থান প্রদান করিয়া বলিলেন,—সুর-
 গণ! তোমরা নিকৃপভাবে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া
 স্ব স্ব অধিকার পালন কর । এই বলিয়া দেবী
 দেবেশ্বরের প্রতি বলিলেন,—দেবেশ! ভবদীয়
 মনোগত বর প্রার্থনা করুন । আমি আপনার
 ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া সমস্তই প্রদান করিব । ইন্দ্র
 কহিলেন,—হে ভক্তিবৎসলে! সনাতনি দেবি!
 যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে স্বর্গে আমার

দৈত্যঃ সুরেশ্বরী ॥ ৫৯ ॥ হরেণ নিশ্চিতঃ পূৰ্ণঃ
যেন তিষ্ঠতি নিশ্চলঃ । প্রসাদাত্তব লোকাস্ত ত্রয়ঃ
সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ৬০ ॥ অত্র ত্বাং পূজয়িষ্যামো
বয়ং সৰ্বে সমেত্যা চ । চৈত্রশুকচতুর্দশাং দৃষ্ট্বা
ত্বাং যাস্তু সদগতিম্ ॥ ৬১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা সহস্রাশ্বঃ সৰ্বদেবৈঃ সমবৃত্তাঃ । হৃষ্টত্বিবিষ্টপং
প্রাপ্তৌ দেবাস্তস্তাঃ প্রভাবতঃ ॥ ৬২ ॥ সাপি
তত্র স্থিতা দেবী দেবানাং হিতকাময়া ॥ ৬৩ ॥
যস্তাং পশুতি চৈত্রশু চতুর্দশাং সিতে নৃপ । স
যাতি পরমং স্থানং জয়ামরণবর্জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ কিং
অতৈর্নিয়মৈর্কাপি দাতৈর্দত্তৈর্নরাধিপ । সৰ্বে
তদর্শনস্থাপি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬৫ ॥
তত্রৈব পাতুকে দিব্যে তয়া স্তম্ভে নরাধিপ । যন্তে
পশুতি ভূয়োহসৌ সংসারং ন হি পশুতি । সমান
কামানবাপ্নোতি ইহ লোকে পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥
যযাতিরুবাচ । কস্মিন কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দেব্যা

বিস্তরতো মম ॥ ৬৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । তাং দেবীং
মানবাঃ সৰ্বে সংবীক্ষ্য নৃপসন্তম । প্রাপ্নুবন্তি পরাং
সিদ্ধিং দ্বিবিধাং ধর্মকারিণঃ ॥ ৬৮ ॥ এতান্মগ্নেব
কালে তু যজ্ঞদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । প্রনষ্টা ভূতপে
রাজ্যস্তীর্থযাত্রাত্তোদ্রবাঃ ॥ ৬৯ ॥ শূন্তান্তে নরকাঃ
সৰ্বে সন্তত্বর্ধমন্ত য়ে । যজ্ঞভাগবিহীনাশ্চ দেবাঃ
কষ্টমুপাগতাঃ ॥ ৭০ ॥ অথ সৰ্বে নৃপশ্রেষ্ঠ দেবাস্তত্র
সমাগতাঃ । উচুর্গন্ধার্কুদং তত্র ক্রীমাতাঃ পরমে-
শ্বরীম্ ॥ ৭১ ॥ দেবা উচুঃ । অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সৰ্বাঃ
ক্রিয়া নষ্টাঃ সুরেশ্বরী । মর্ত্যালোকে বয়ং তেন
কর্মণাতৌব পীড়িতাঃ ॥ ৭২ ॥ দৃষ্ট্বা ত্বাং দেবি
পাপ্যানঃ সিদ্ধিং যাস্তি সপুংজাঃ । তস্মাদযথা বয়ং
পুষ্টাঃ বজ্রামস্তে প্রসাদতঃ ॥ ৭৩ ॥ ন মিচ্ছামতি
দৈত্যশ্চ বাঙ্কলিহং তথা কুরু ॥ ৭৪ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দক্ষিণ্য সুরিষং তদা । যুক্তা
স্বৈ পাতুকে তত্র কহা চান্মসমুদ্ভবে । দেবানুবাচ
রাজেন্দ্র সৰ্বানর্জিমুপাগতান ॥ ৭৫ ॥ ক্রীদেব্যুবাচ ।
যুস্মদ্বাক্যেন ত্র্যক্টো হি ময়ায়ং পুংসতোত্তমঃ ।
যুক্তেহত্র পাতুকে । কস্মাচ্চ কারণাদ্ ত্রাহি সন্ম

যতদিন প্রভুত্ব থাকিবে, ততকাল আপনি এই
স্থানেই অবস্থান করুন । হে সুরেশ্বরী ! দেবেশি !
আমি আপনার প্রসাদে স্বর্গরাজ্য শাসন করিব ।
দেবদেব হর এই দৈত্যকে অজরামররূপে সৃষ্টি
করিয়াছিলেন । এক্ষণে এ যাহাতে নিশ্চলভাবে
অবস্থান করে, হে সুরেশ্বরী ! আপনি তাহাই
করুন । আপনার প্রসাদে লোকত্রয় নিরাময়
হোক । আমরা এইস্থানে আগমন করিয়া আপনার
পূজা করিব । চৈত্রশুকচতুর্দশী তিথিতে আপনার
দর্শনলাভ করিয়া লোক সকল সদগতি লাভ করুক ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—সহস্রাশ্ব এই বলিয়া সৰ্বদেব-
সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন ।
দেবী ক্রীমাতার প্রভাবেই তাহার পুনরায় স্বপদ-
প্রাপ্তি হইল । দেবগণের হিতকামনার সেই
দেবীও ঐস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
হে রাজন ! চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীতে যে নর
তাঁহাকে দর্শন করে, তাহার জয়ামরণবর্জিত পরম
পদ-লাভ হয় । কি ব্রত—কি নিয়ম—কি
দান—সেই দেবীদর্শনের ষোড়শাংশেরও এ
সকল যোগ্য নহে । হে নরাধিপ ! এ
অর্কুদাচলেই দেবী স্বয়ং দুইটি দিব্য পাতুকা
স্তম্ভ করিয়াছেন । যে তাহা দর্শন করে, তাহাকে
আর সংসার দর্শন করিতে হয় না ; ইহ-পরকালে
তাহার সর্বকাম লাভ হয় । যযাতি কহিলেন,—
দ্বিজবর ! দেবী কোন্ সময় কি কারণে ঐ স্থানে

পাতুকাযুগল বিস্তৃত করেন ? তাহা বিশেষরূপে
আমার নিকট বিদ্রুত করুন ॥ ৫৯—৬৭ ॥ পুলস্ত্য কহি-
লেন,—ধ্মিষ্ট-মানবগণ সেই দেবীকে সন্দর্শন করিয়া
ত্রাহক পারলৌকিক দ্বিবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে
লাগিল । তখন যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া এবং তীর্থযাত্রা
ও ব্রতনিয়মাদি ভূতলে বিলুপ্ত হইল । যমের
নরকস্থান শূন্য হইয়া পড়িল । দেবগণ যজ্ঞভাগ-
বিহীন হইয়া একান্ত কষ্টদশায় উপনীত হইলেন ।
অনন্তর দেবগণ অর্কুদাচলে আসিয়া পরমেশ্বরী
ক্রীমাতা দেবীর নিকট গমনপুঙ্কক বলিলেন,—হে
সুরেশ্বরী ! ভূতলে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রিয়াকলাপ আর
কখনো, তাহাতে আমরা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি ।
দেবী ! পাপী মানবেরা আপনাকে দর্শন করি-
য়াই স্ব স্ব পুংসপুরুষসহ সিদ্ধিলাভ করিতেছে ।
অতএব আপনার প্রসাদে আমরা যাহাতে পুষ্টিলাভ
করিতে পারি, আর দৈত্যবর বাঙ্কলিও যাহাতে
নিঃসন্ত হইতে না পারে, আপনি তাহারই ব্যবস্থা
করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবগণের বাক্য
শুনিয়া দেবী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন । চিন্তার পর
নিজের দুইটি পাষণ-পাতুকা ঐ স্থানে স্থাপন করিয়া
দৈত্যগণকে বলিলেন,—দেবগণ ! আমি
তোমাদের কথাবাসারে বাঙ্কলি দানবের রক্ষার

বিস্তস্তে পাত্ৰকে তস্য রক্ষার্থং বাস্কলে: সুরা: ৭৬
মৎপাত্ৰকাভরাক্রান্তো ন স দৈত্য: সুরোত্তমা:
স্থানাং প্রচলিতুং শক্ত: স্তম্ভিত: সাদ্যথা ময়া ৭৭
এতচ্ছাস্ত্রং ময়া কৃত্বাং পাত্ৰকাং বিনির্মিতম্
অধ্যাত্মকং হিতার্থীয় প্রাণিনাং পৃথিবীতলে ৭৮
শাস্ত্রমার্গেণ চানেন ভক্ত্যা যঃ পাত্ৰকে মম । পূজ-
য়িষ্যতি সিদ্ধি: স্তাত্ত্বা মদর্শনোদ্ভবা ৭৯ ॥ চৈত্র-
শুক্লচতুর্দশ্যামহমাত্রাক্ষুদ্রে সদা । অহোরাত্রং বসি-
ষ্যামি সুষুপ্তা গিরিগঙ্ঘরে ৮০ ॥ পর্বতোহয়ং
মমভীষ্টো ন চ ত্যক্তুং মনো দধে । তথাপি সম্পারি-
ত্যক্তো যুগ্মকং হিতকাময়া ৮১ ৥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা তু সা দেবী সমস্তাদেবকিন্নরৈ: । সূয়-
মানা যযৌ স্বর্গং মুক্তা তে পাত্ৰকে শুভে ৮২
অদ্যাপি সিদ্ধিমায়াস্ত যোগিনো ধ্যানতৎপর্য:
তন্নিষ্ঠাস্তকাতপ্রাণা যথা দেব্য: প্রদর্শনাং ৮৩
এতন্তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং স্বং পারপৃচ্ছাসি
ক্রীমাতাসম্ভবং পুণ্যং পাত্ৰকাত্ম্যাক ভূমিপ ৮৪

নিমিত্ত এখানে পাত্ৰকাযুগল বিস্তস্ত করিয়া এই
পক্ষতবর হইতে অন্তর্দান করিলাম । আমার
পাত্ৰকাতরে আক্রান্ত হইয়া সেই দৈত্য এস্থান
হইতে কিঞ্চিদ্দূর চলিত হইতে পারিবে না ।
তাহাকে আমি এখানে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলাম
আমার পাত্ৰকানিমিত্ত প্রাণিহিতার্থ আমি এই অধ্যাত্ম
শাস্ত্র ভূতলে নির্মাণ করিলাম । এই শাস্ত্রমার্গানু-
সারে যে মানব ভক্তি করিয়া আমার এই পাত্ৰকা-
দ্বয় পূজা করিবে, তাহার মৎসন্দর্শনজনিত সিদ্ধিলাভ
হইবে । চৈত্রমাসের শুক্লচতুর্দশীদিনে আমি অর্কুদা-
চলের গিরিগঙ্ঘরে অহোরাত্র গোপনে বাস করিব ।
এই পক্ষত আমার বড়ই প্রিয় । ইহা ত্যাগ করিতে
আমার ইচ্ছা হয় না । তথাপি তোমাদের হিতার্থ
আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—সেই দেবী এই কথা কহিয়া শুভ পাত্ৰকাদ্বয়
স্থাপনপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন । সুর-কিন্নর-
গণ চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।
ধ্যানতৎপর যোগিগণ তন্নিষ্ঠ হইয়া অদ্যাপি তথায়
দেবদর্শনজন্ত সিদ্ধি লাভ করিতেছেন । হে
ভূপাল ! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,
এই আমি সেই ক্রীমাতার পাত্ৰকাদ্বয়-ঘটিত পুণ্য
বৃন্তান্ত সকলই আপনাকে বাললাম । যে নর ভক্তি-

যন্তেতৎপঠতে ভক্ত্যা শ্লাঘতে বাথ যো নর: ।
সর্বপাপৈর্ষহারাজ যুচ্যতে জ্ঞানতৎপর: ৮৫ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে ক্রীমাতামাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়: ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়: ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট শুক্লতীর্থ-
মন্নুত্তমম্ । যৎখ্যাতিমগমৎপূর্বং সকাশাদাশবর্গত:
১ । পুরাসীদ্রজকো নামা শমিলাক্ষো মহীপতে
নৌলীমধ্যে তু বস্ত্রাণি প্রাক্ষিপ্তানি মহীপতে ২
অথাসৌ ভ্রমমাপনো জ্ঞান্বা বস্ত্রবিড়ম্বনম্
দেশান্তরং প্রস্থিতোহসৌ স্বকুটুম্বসমাবৃত: ৩
অথ তন্তু সূতা রাজন্ দাশকন্তাসখী শুভা । দুঃখেন
মহতাবিষ্টা দাশ্যন্তকমুপাদ্রবৎ ৪ ॥ তন্তু নিবে-
দয়ামাস ভয়ং বস্ত্রসমুদ্ভবম্ । বিদেশচলনং চৈব
বাপ্পগদগদয়া গিরা ৫ ॥ দাশকন্তাপি দুঃখেন
তন্তু দুঃখসমবিতা । অত্রবীক্ষাপ্পসংক্রিমা নিশ্বসন্তীং
মুহুমুহ: ৬ ॥ দাশকন্তোবাচ । অত্যাপায়ো
মহানত্র বিহিতো মম শোভনে । এবং তেন কৃতে-

পূর্বক ইহা পাঠ করে বা ইহার প্রশংসা করে—মহা-
রাজ ! সে নর জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সর্বপাপ হইতে
মুক্ত হয় । ৬৮—৮৫ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর অনুত্তম
শুক্লতীর্থে যাইবে । এই তীর্থ পূর্বে দাশবর্গের
নিকট হইতেই শুক্ল খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । হে
মহীপতে ! পূর্বে শমিলাক্ষ নামক এক রজক ছিল ।
সে একদা ভ্রমক্রমে নৌলীরস মধ্যে বহু শুভবস্ত্র
নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিল । পরে তাদৃশ বস্ত্র-
বিড়ম্বনা বুঝিয়া তাহার ভয় হয় । সে ভয়ে কুটুম্ব-
পরিজন সহ দেশান্তরে প্রস্থান করে । সেই রজ-
কের কন্তা এক দাশকন্তার সখী ছিল । রজক-
নন্দিনী এই ঘটনায় মহাঃখিত হইয়া সখী দাশকন্তার
নিকট গমনপূর্বক বস্ত্রসম্ভাত ভয় ও রজকের
বিদেশগমনাদি বাপ্পগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিল ।
দাশকন্তা তাহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া বাপ্পপূর্ণমুখে

নৈব নির্ভয়ং হে ১ তে পিতৃঃ ॥ ৭ ॥ অত্রাস্তি
নির্ভয়ঃ স্কন্ধরক্কুদে বরবর্ণিনি । তত্র মে ভ্রাতরশ্চৈব
তথাস্তে মৎস্রজীবিনঃ ॥ ৮ ॥ যচ্চাত্তদপি তত্রৈব
ক্ষিপ্যাতে সলিলে শুভে । তৎসৰ্বং শুক্লতামেতি
পশু মে বপুর্দৃশম্ ॥ ৯ ॥ সর্কেষামেব দাশানাং
তস্মা ভোয়স্ম মজ্জনাৎ । তানি বস্মাণি তত্রৈব
তাত্তব সুমধ্যমে । জলে প্রক্ষালয়েৎ ক্ষপ্ৰং
প্রয়াস্তস্তি সুশুক্লতাম্ ॥ ১০ ॥ অথাত্ত ন ভয়ং কার্য্যং
গত্বা তাতং নিবারয় । প্রস্থিতং পরদেশায় নাত্র
কার্য্য্য বিচারণা ॥ ১১ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । সা তস্মা
বচনং শ্রুত্বা গত্বা সৰ্বং শ্রবেদয়ৎ । জনকায় শ্রুত্বা
তুং ততোহসৌ তুষ্টমাপ্তবান্ ॥ ১২ ॥ প্রাতরুথায়
তুং স নির্ভয়ং তমুপাদবৎ । ক্ষিপ্তমাত্রাণি রাজেন্দ্র
তানি বস্মাণি তেন বৈ ॥ ১৩ ॥ তস্মিন্শ্রোত্বৈহাতি-
শুক্লত্বং গতানি বহ্লাং ততঃ । কাশ্ম্যাপুশ্চ
পরমাং তথা দৃষ্টাদ্বরাণ চ ॥ ১৪ ॥ অথাসৌ বিশ্বদ্যা-
বিস্তন্তানি চাদায় সত্বরঃ । রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস

বারদ্বার নিখাস কেলিতে ফেলিতে বলিল,—
হে শোভনে! এসম্বন্ধে আমার এক বিশেষ উপায়
জানা আছে। সেই উপায় আশ্রয় করিলেই হোমার
পিতা নিশ্চয় নির্ভয় হইবে। হে বরবার্ণিনি! এটি
অর্কদাচলে এক নির্ভর আছে। তাহাতে আমার
মৎস্রজীবী ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছে। অধি-
শুভে! ঐ নির্ভরনীরে যথা কিছু নিক্ষেপ করা-
যায়, সমস্তই শুক্লবর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্তরূপে
আমার দেহের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। শুব আমি
নয়, সেই জলমজ্জনের ফলে সমস্ত দীঘরবর্ণেরই
দেহ ঈদৃশ শুক্লবর্ণ হইয়াছে। তাই বর্ণিতোছি, হে
সুমধ্যমে! তোমার পিতা যদি সেই সকল নীল-
রসরঞ্জিত বস্ত্র অত্রত্য নির্ভরজলে নিক্ষেপ করে,
তাহা হইলে সত্বরই সে সকল শুক্লবর্ণ হইবে। অত-
এব তুমি ভয় করিও না। পরদেশপ্রস্থিত পিতাকে
নিবারণ কর। আমার কথায় সন্দেহ করিও না।
পুলস্ত্য কহিলেন,—রজকনান্দনো এই কথা শুনিয়া
সমস্ত ব্রতাস্ত গিয়া পিতার নিকট বিজ্ঞাপন করিল।
পিতা পরিবৃত্ত হইয়া প্রভাতে সত্বর সেই নির্ভর-
ভিমুখে প্রস্থান করিল এবং সেই নির্ভরজলে
সেই সকল বস্ত্র নিক্ষেপ করিবারাত্র তৎক্ষণাৎ পুরা-
পেক্ষা অধিক শুক্ল হইল। রজক তাহার অঙ্গর
সকল পরম কাশ্ম্যুশুক্ল হইল দেখিয়া বিশ্বয়াবিস্ত
হইল এবং সেই সকল আনিয়া সত্বর রাজার

দুস্তান্তক তদ্বস্তবম্ ॥ ১৫ ॥ ততো বিশ্বয়মাপন্নঃ
স রাজা তত্র নির্ভরে । অস্তানি নীলীরক্তানি
বস্মাণি চাক্ষিপজ্জলে ॥ ১৬ ॥ সর্বাণি শুক্লতাং যাস্তি
বাশিষ্টানি ভবাস্তি চ । জাহ্না ততঃ পরং তীর্থং
জ্ঞানং চক্রে যথাবিধি ॥ ১৭ ॥ তাস্মা রাজ্যং স
তত্রৈব তপস্তপে মহীপতিঃ । ততঃ সিদ্ধিঃ পরাং
প্রাপ্তস্বার্থশাস্ত্র প্রভাবতঃ ॥ ১৮ ॥ একাদশ্যাং
নরস্তত্র যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ । স কুলানি
সমুদ্ভূতা দশ যতি দিবং ততঃ । স্নানেনৈব বিপা-
পহং তৎক্ষণাদেব জায়তে ॥ ১৯ ॥

ইতি জীকান্দে শুক্লতীর্থমাশ্রয়বর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্নপশ্চেষ্ট গুহা-
মধ্যানিবাসিনো । দেবো কাত্যায়নৌ যত্র শুভদানব-
নাশিনৌ ॥ ১ ॥ শুভো নাম মহাদৈত্যঃ পুরাসীৎ
পৃথিবীতলে । তেন সৰ্বং জগদ্বাপ্তং জিত্বা দেবান
রণাজিরে ॥ ২ ॥ স শঙ্করবরাদিত্যো দেবদানব-
নিকট সমস্ত ব্রতাস্ত নিবেদন করিল। অনন্তর
রাজা বিশ্বয়মাপন্ন হইয়া সেই নির্ভরে অস্তান্ত
নীলীরসরঞ্জিত বস্ত্রবস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন;
সমস্ত বস্ত্রই শুক্লবর্ণ ও পুরাপেক্ষা বিশিষ্ট হইল।
অনন্তর রাজা ঐ নির্ভরকে পরম তীর্থ জ্ঞান করিয়া
উহাতে স্নান করিলেন এবং রাজোপধি ত্যাগ
করিয়া সেইখানেই গিয়া তপস্বী করিতে লাগি-
লেন। এই তীর্থের প্রভাবে তাহার পরম সিদ্ধি
লাভ হইল। হে নৃপ! যে নর একাদশীতে তথায়
শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার দশকুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গে
গিয়া থাকে। এই নির্ভরজলে স্নান মায়েই নর
পাপহীন হয়। ১—১৯।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২০

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর গুহামধ্য-
বাসিনো শুভদানবনাশিনো কাত্যায়নৌর ক্ষেত্রে গমন
করিবে। পুরাকালে পৃথীবীতলে শুভ নামে এক মহা-
দৈত্য ছিল। তাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ আক্রান্ত
হয়। রণাঙ্গনে দেবগণকে সে পরাজিত করে।

রক্ষসাম্ । অবধো যোষিতং মুক্তা সর্কেষাং
প্রাণিনাং ভূবি ॥ ৩ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্কেষ গহা-
র্কদুদমথালম্ । তপন্তে পূর্কেষার্থায় শুশ্রুস্ত জগতৌ-
পতে । দেবৌমারাদয়ামা মুক্যাক্তরূপাং সুরেশ্বরীম্ ॥
৪ ॥ অথ তেষাং প্রসঙ্গা সা দৃষ্টিগোচরমাগতা ।
অত্রবীহরদাম্মৌতি ক্রত কিং করবাণি চ ॥ ৫ ॥
দেবা উচুঃ । সর্কেষ নোহপহৃতং দেবি শুশ্রুস্তেন
সুহৃদাশ্চনা । তং নিষুদয় কল্যাণি সোহবধোহন্তৈঃ
সদা রণে ॥ ৬ ॥ অয়া সংরক্ষিতা দেবি পুরা বাহ-
লিতো বয়ম্ । নাত্যাম্মাকং গতিশ্চাতন্যং মুক্তা
চাক্রহাসিনীম্ ॥ ৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তা
সুরৈর্দেবৌ গহা শুশ্রুনিকেতনম্ । আজুহাব রণে
জুহ্বা ভর্সায়িত্বা মুহুর্ভুতঃ ॥ ৮ ॥ স তয়া যাচিতে
যুদ্ধে জাহা তাং যোষিতং নৃপ । অবজায় ততো
দৈত্যাঃ প্রেষয়ামাস দানবান্ ॥ ৯ ॥ জীবগ্রাহেণ
দুষ্টেয়ং গৃহতাং পকবশনা । ক্রিয়তাং দাক্ষণ্যে
দণ্ডো মম বাক্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ অথ তন্তু সমা-
দেশাদানবাস্তাং ততো ক্রতম্ । গহা নির্ভংসয়া-

মাসুরৈর্দৈত্যা দিশো দশ ॥ ১১ ॥ ততোহবলোকনা-
দৈত্যাশ্চ তে ভাস্মসাৎ কৃতাঃ । ততঃ শুভঃ
প্রকুপিতঃ স্রগমেব সমাযযৌ ॥ ১২ ॥ অরবীন্তিষ্ঠ-
তিষ্ঠেতি হজ্জাবদ্যমা ভীষণঃ । সোহপি দেব্যা
মহারাজ তথা চৈবাবলোকিতঃ ॥ ১৩ ॥ অভবদ্ব্য-
সাৎ সদাঃ পতঙ্গ ইব পাবকম্ । হতে তস্মিন্শুভো
দৈত্যাঃ শেযাঃ পার্থিবসহম্ । ভিত্তা রসাতলং জগুঃ
পাতালং ভয়স যুতাঃ ॥ ১৪ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্কেষ
ভুপ্তবুস্তাং সুরেশ্বরীম্ । অক্রবংশ বরং ক্রহি যন্তে
মনসি বর্ততে ॥ ১৫ ॥ দেব্যা বাচ । তদৈব পরন্তে
স্থাস্তে হর্কদুদেহং সুরোত্তমাঃ । অভীষ্টেঃ পরন্তো-
হস্মাকং স সদা স্মিদসংজ্ঞতঃ ॥ ১৬ ॥ দেবা উচুঃ ।
তত্রস্থং হাং সমালোক্য মর্ত্যা যান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ।
বিনা যজ্ঞেস্তথা দাটনৈঃ স্বর্গঃ সক্ষীর্ণতাং গতঃ ।
নাত্যং কারণমস্তৌহ নিষেধস্ত সুরেশ্বরি ॥ ১৭ ॥
দেব্যা বাচ । তত্রাহং বিজনে রম্যে শুভামধ্যে সুরে-
শ্বরাঃ । স্থাস্তামি বিরলাঃ কোচৈদ্যাস্তান্তি প্রাণিনো

অন্তথা না হয় । অনন্তর দৈত্যোদ্দেশে দানব-
গণ ক্রান্তগতি দেবোন্মোপে গমন করিয়া দশদিক্
বেষ্টন করত তাঁহাকে ভর্সনা করিতে লাগিল ।
এই সময় দেবী কটাক্ষমাত্রে তাহাদিগকে ভাস্ম
করিয়া ফেলিলেন । অনন্তর শুভ কুপত হইয়া
স্বয়ং গমন করিল এবং সে ভীষণরূপ ধারণ
করত থল্লা উদ্যত করিয়া “তিষ্ঠ, তিষ্ঠ” বলিতে
লাগিল । হে মহারাজ ! শুভও সেই দেবী
কর্তৃক তথাবিধরূপে অবলোকিত হইয়া পাবকে
অগ্নির স্তায় ভাস্মসাৎ হইয়া গেল । হে পার্থিব-
সন্তম ! শুভ নিহত হইলে অবশিষ্ট দৈত্যগণ
ভয়ে রসাতল (ভূতল) ভেদ করিয়া পাতালে গমন
করিল ১—১৪ তখন দেবগণ সেই সুরেশ্বরীর স্তব
করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—হে দেবি !
যাহা আপনার মনে আছে, বর গ্রহণ করুন । দেবী
বলিলেন,—হে সুরোত্তমগণ ! আমি সেই পরন্ত
অর্কদুদ থাকিব । ঐ পরন্ত আমার অত্যন্ত
অভিলষিত । দেবগণ বলিলেন,—হে দেবি !
মর্ত্যগণ তত্রত্য তৌমাকে অবলোকন করিয়া
দান, যজ্ঞ, ব্যতিরেকে স্বর্গে গমন করিবে ।
তাহাতে স্বর্গ সক্ষীর্ণ হইবে । হে সুরেশ্বরি !
ইহার প্রতিবেধের আর কারণ থাকিবে না ।
দেবী বলিলেন,—হে সুরেশ্বরগণ ! আমি সে
অচলে বিজনে রম্য শুভামধ্যে অবস্থান করিব,

শুভদানব শঙ্করের বরে একমাত্র গ্ৰীবাভীত দেব,
দানব, রাক্ষস ও অত্যাচার সমস্ত প্রাণীরই
অবধা হইয়াছিল । অনন্তর দেবগণ সকলেই অর্কদু-
দাচলে গিয়া শুভাসুরের বধের নিমিত্ত তপস্তা
করিতে লাগিলেন । তাহারা ব্যাক্রূপা, সুরেশ্বরী-
রই আরাধনা করিলেন । অনন্তর দেবগণের প্রতি
প্রসন্ন হইয়া দেবী সকলেরই দৃষ্টিপথাক্রমে হইলেন
এবং বলিলেন,—দেবগণ ! আমি বর দিতে আস-
য়াছি ; প্রার্থনা কর, কি করিব ? দেবগণ কহি-
লেন,—হে দেবি ! তুমি শুভ আমাদের সক্ষম
অপহরণ করিয়াছে । ঐ দৈত্য অস্ত্রের অবধা ।
অতএব হে কল্যাণি ! তুমি তাহাকে বধ কর । হে
দেবি । পুরাকালে বাস্কলদৈত্য হইতে তুমি আমা-
দিগকে রক্ষা করিয়াছিলে ! হে মাতঃ ! তোমা হেন
প্রসন্নবদনা দেবী ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী সুরগণ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া শুভনিকেতনে গমনপুষ্টক ক্রোধে
ভর্সনা করিয়া তাহাকে রণে আহ্বান করিলেন ।
দেবী যুদ্ধপ্রার্থনা করিলে দৈত্য স্রাজাতি জানিয়া
তাঁহাকে অবজ্ঞা করত দানবগণকে প্রেরণ করল
এবং তাহাদিগকে বলিয়া দল যে, তোমরা আমার
বাক্যে এই পুরুষাদিনী তুষ্ঠীকে জীবগ্রাহবৎ গ্রহণ
করিয়া ইহার দাক্ষণ্য দণ্ড বিধান করিবে, ইহার

মম । দৃষ্টগোচরমার্গে হি গতা তং পরিতং প্রতি ॥
১৮ ॥ দেবা উচুঃ । যদোবাং দেবি তেহভীষ্টমেবাং
কুরু শুচিস্মিতে । বয়ং হ্যং তত্র দক্ষ্যামঃ শুক্রা-
ষ্টম্যাং সদা ॥ ১৯ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । এব-
মুতাঃ সুরা দেবাঃ প্রহৃষ্টোহুদিবং যযুঃ । সাপি দেবী
গিরৌ তত্র গতা চৈবাব্দুদে নৃপ ॥ ২০ ॥ শুভ্রামধ্যাং
সমাসাদ্য নিত্যং জগদ্বিতায় বৈ । বিবিঞ্জে নৃবসং
ঐতা তুর্লভা সুরমানবৈঃ ॥ ২১ ॥ যন্তাং পশুতি
রাজেন্দ্র শুক্রাষ্টম্যাং সমাহিতঃ । অভীষ্টং স সদা
প্নোতি যদ্যপি স্থাৎসুতুল্লভম্ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীকালন্দে কাহ্ন্যদ্বীপাধিপত্যবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ পিণ্ডারকং গচ্ছেদ্বীপং
পাপহরং নৃপ । যত্র পৃথং তপস্বন্তঃ মন্দিরা ব্রাহ্মণেন
চ । সিকিং গতস্তথা রাজ্যস্তীর্থস্থায় প্রভাবতঃ ॥
১ ॥ পুরা মন্দিরভূতপ্রেঃ নামমাত্রেণ ভূপতে ।

অল্প প্রণীই মৎসরিধানে গমন করিবে । অনন্তর
দৃষ্টগোচরপথে সেট পক্ষতে উপস্থিত হইয়া দেব-
গণ কহিলেন,—হে দেবি ! যদি তোমার এইরূপট
অভীষ্ট হই কর । আমরা তোমাকে তথায় শুক্রা-
ষ্টমীদিনে অবলোকন করিব । পুলস্ত্য কহিলেন,—
দেবী সুরগণকে ‘তথাস্থ’ বলিলে দেবগণ হৃষ্টাশ্ব-
করণে স্বর্গে গেলেন । সেই দেবী অর্ধদ্বাদশে
গিয়া শুভ্রামধ্য আশ্রয়পুষ্কক জগতের হিতের নিমিত্ত
বিবিঞ্জে দেশে ঐতাচন্ডে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন । সুর ও মানবগণের পক্ষে তুর্লভ হইয়া
ব্রহ্মিলেন । হে রাজেন্দ্র ! শুক্রাষ্টমীদিনে যে নর
সমাহিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করে, অতি তুর্লভ
হইলেও তদভীষ্ট সঙ্গদা লভ হইয়া থাকে ॥ ১৫—২২ ॥

চতুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর পিণ্ডারক
ভীথে গমন করিবে । পূর্বে ঐ স্থানে মন্দির নামক
ব্রাহ্মণ তপস্তা করিয়াছিলেন, এবং তাঁথের
প্রভাবে সিকি লাভ করেন । হে রাজন ! পূর্বে

মুখো ব্রাহ্মণকৃত্যানামনভিজঃ স্মমন্দধীঃ ॥ ২ ॥
অথানৌ পরিতো রম্যো লোকানাং নৃপসত্তম । মহিষী
রক্ষয়ামাস ততঃ পিণ্ডারকস্থনি ॥ ৩ ॥ কস্তচিৎপথ
কালস্ত তেন বিতমুপার্জিতম্ । দূরাং কুঞ্জেণ চ
স্তোত্রং জগৃহে গোযুগং ততঃ ॥ ৪ ॥ ততস্তদময়া-
মাস গোযুগং নৃপসত্তম । অথ দৈববশাজাজন দমিতং
তস্ত গোযুগম্ ॥ ৫ ॥ নিবন্ধমুষ্ট্রমাসাদ্য গ্রীবাদেশে
বলাৎ স্থিতম্ । অথোষ্ট্রস্থরয়া রাজনুখিতস্তাসতৎ-
পরঃ ॥ ৬ ॥ গোযুগেন হি গ্রীবায়াং লক্ষ্মানেন
ভূপতে । তদুষ্ট্রা স্মমহাশ্বাঃ বিনাশং গোযুগস্ত
তু ॥ ৭ ॥ মাক্ষকৈরাগ্যাপন্নস্ত্যক্তা গ্রামং বনং
যযৌ । স গতা নিকরং কাক্ষদব্দুদে নৃপসত্তম ॥ ৮ ॥
ত্রিকালং কুরুতে স্নানং গায়ত্রীজপমুত্তমম্ । তেনাসৌ
গতপাপোহভূদ্বাদশী চ ভূমিপ ॥ ৯ ॥ এতস্মিন্নেব
কালে তু তেন মার্গেণ শঙ্করঃ । সহ গোযুগা বিন-
ক্রান্তঃ ক্রীড়ার্থং রম্যপথে ॥ ১০ ॥ স দৃষ্টঃ সতস্য
তেন পিণ্ডারেণ মহাত্মনা । প্রণামকরোজাজংস্ততস্তং
শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ ১১ ॥ ন দৃখা দর্শনং মে স্থাহরৌ
মে গৃহতাং দ্বিজ । যদভীষ্টং মহারাজ যদ্যপি স্থাৎ

মন্দির নামে জনৈক নামমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । মন্দির
ব্রাহ্মণকৃত্যে অনভিজ্ঞ, মুখ ও একান্ত মন্দ-
বুদ্ধি । ঐ ব্রাহ্মণ গ্রামপিণ্ড নিকাহের জন্ত রম্য
অসুদাচলে লোকদগের মহিষী বক্ষা করিতেন ।
একদা উপাঞ্জন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণ দূর দেশ হইতে
অতিকষ্টে হইটী গোক সাগহ করিল এবং ধীরে
ধীরে তাহাদগকে শিক্ষা দান করিল । অনন্তর
দৈববশতঃ তাহার ঐ শিক্ষিত এবং রক্ষাবদ্ধ গো-
যুগ এক উপবিষ্ট উষ্ট্রের গ্রীবাদেশে আটকাইয়া
গেল । হে রাজন ! উষ্ট্র সজ্ঞাসে উখিত হইয়া
সহর ধাবিত হইল । গোযুগ তাহার গ্রীবাদেশে
ঝুলিতে লাগিল । মন্দির গোযুগের সেই মহাশ্ব-
জনক অন্তর্দান দর্শনে বৈরাগ্যাপন্ন হইয়া আশ্রম
পরিত্যাগপুষ্কক অরণ্যশ্রয় গ্রহণ করিলেন । তিনি
অর্ধদ্বাদশের কোন এক নিকরে গিয়া ত্রিসঙ্খ্যা স্নান
ও গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন । হে ভূপ !
তাংতে তিনি নিষ্পাপ ও দিব্যদশী হইলেন ।
একদা হর ক্রীড়ার্থ পার্বতীর সহিত ঐ পথে রম্য
পক্ষেতে গমন করিতোছিলেন । পিণ্ডার মন্দির ঐ সময়
তাহাদগকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল । তখন
শঙ্কর তাহাকে বলিলেন,—হে দ্বিজ ! আমার দর্শন
দৃখা হইবার নয়, সুতুল্লভ হইলেও ভূমি অভীষ্ট বর

সুহৃৎভম্ । ১২ । পিণ্ডারক উবাচ । গণোহং
তব দেবেশ ভবানি ত্রিপুরাস্তক । যথা তথা কুরু
বিভো নান্নয়ে হৃদি বর্জতে । ১৩ । এতৎপিণ্ডারকং
তীর্থং মম নান্না প্রসিধ্যতু । ১৪ । ভগবানুবাচ ।
ভবিস্যসি গণোহংস্বাকং দেহান্তে অং দ্বিজোত্তম ।
এতৎপিণ্ডারকং নাম তীর্থমত্র ভবিষ্যতি । ১৫ । অত-
মত্র মহাষ্টম্যাং নিবেক্ষ্যামি মহামতে । যে চ স্থানং
করিস্যন্তি সম্প্রাপ্তে চাষ্টমৌদিনে । তে যাস্তন্তি পরং
স্থানং যত্রাহং নিত্যসংস্থিতঃ । ১৬ । পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তা মহাদেবস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত । মক্তিঃ পিণ্ডা-
রকস্তত্র তপস্তপে দিবানিশম্ । ১৭ । ততঃ
কালেন মহতা ভাক্তা দেহং দিবং গতঃ । যত্রাস্তে
ভগবান কুন্দো গণস্তত্র বভূবহ । ১৮ । তস্মাৎ
সর্গপ্রযত্নে স্থানং মন্মথেন চাচরেৎ । ১৯ । রাজেন্দ্র
মহিষীদানমবাষ্টম্যাং বিশেষতঃ । য ইচ্ছতি সদা-
ভীষ্টমিহ লোকে পরম চ । ২০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পিণ্ডারকতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৫ ॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছত্বপশ্চেষ্ট তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ । তস্মিন কনখলং নাম পরমতে
পাপনাশনে । ১ । শৃণু তত্রাতবৎ পূর্বং যদাশ্চর্য্যং
মহীপতে । পার্থিবঃ স্মৃতির্নাম সম্প্রাপ্তোহর্ষদু-
পরমতে । ২ । স্বর্ধাগ্রহে মহীপাল তীর্থং কনখলং গতঃ ।
তেন বিপ্রার্থমানীতঃ সুবর্ণং জাত্যমেব হি । ৩ ।
প্রভূতং পতিতং তোয়ে প্রমাদান্তস্ত ভূপতেঃ । ন
লকং তেন ভূপাল অবেষণপরেণ চ । ৪ । ততঃ স্নানার্থা
গৃহং প্রাপ্তঃ পশ্চাত্তাপসমব্রিতঃ । ততঃ কালেন
মহতা স ভ্রমস্তত্র চাগতঃ । ৫ ॥ স্নানার্থং ভাক্তরে
গ্রস্তে তত্র দেশমপশুত । চিন্তয়ামাস মেধাবী হস্মিন
দেশে তদা মম । ৬ । সুবর্ণং পতিতং হস্তায় চ
লকং কথঞ্চন । ৭ । পুলস্ত্য উবাচ । এবং চিন্তা-
য়তস্তস্ত বাণ্ডবাচাশরীরিণী । নান্ন নান্দোহস্তি
রাজেন্দ্র ইহ লোকে পরম চ । ৮ । অত্র কোটি-
গুণং জাতং সুবর্ণং যৎপর্য্যন্তম্ । পশ্চাত্তাপস্তয়া

ষড়বিংশ অধ্যায়ঃ ।

গ্রহণ কর । পিণ্ডারক বলিল,—হে দেবেশ ! আমি
যাহাতে আপনার গণ হই, আপনি তাগ করুন, অল্প
আর কিছু আমার হৃদয়ে নাই । হে দেব ! আর
এই তীর্থ আমার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করুক ।
ভগবান বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! তুমি দেহান্তে
আমার গণ হইবে । আর এই স্থান পিণ্ডারক
তীর্থ নামে খ্যাত হইবে । হে মহামতে ! আমি
এই স্থানে মহাষ্টমৌদিনে অবস্থান করিব । যে জন
অষ্টমৌতিথিতে এই স্থানে স্নান করিবে, সে পরম
স্থান—আমি যেখানে নিত্য বাস করি, সেই স্থানে
গমন করিবে । পুলস্ত্য কহিলেন,—এই কথা বলিয়া
মহাদেব তথায় অন্তহিত হইলেন । আর মক্তি
পিণ্ডারক এই স্থানে দিবানিশি তপস্তা করিতে
লাগিল । অনন্তর বহুকাল পরে সে দেহত্যাগ
করিয়া স্বর্গে গমন করিল । যেখানে ভগবান কুন্দ
বিরাজিত, মক্তি সেইস্থানে উপস্থিত হইল । নর-
গণ সর্গপ্রযত্নে শ্রদ্ধাপূর্বক এই স্থানে স্নানচরণ
করিবে ; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি ইহ পরলোকে
অভীষ্ট ইচ্ছা করে, তাহার অষ্টমৌতিথিতে এই স্থানে
মহিষীদান করা কর্তব্য । ১— ০ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর ঐ অচল-
স্থিত ত্রৈলোক্যবিশ্রুত পাপহর কনখল তীর্থে গমন
করিবে । মহীপতে ! ঐ তীর্থে এক আশ্চর্য্য
ঘটনা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ করুন । পুরাকালে একদা
স্বর্ধাগ্রহণ উপলক্ষে স্মৃতি নামক জনৈক রাজা
অক্লদাচলে কনখল তীর্থে আগমন করেন । তিনি
ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবার জন্য উত্তমজাতীয়
সুবর্ণ আনিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রমাদবশতঃ তাহার
অধিকাংশ জলে পড়িয়া যায় ভূপতি স্মৃতি বহু
অবেষণ করিলেন ; কিন্তু তাহা আর প্রাপ্ত হই-
লেন না । অনন্তর স্নানান্তে গৃহে আসিয়া তিনি
অনুতাপ করিতে লাগিলেন । অনেক কাল পরে
ভূপতি আবার স্বর্ধাগ্রহণ উপলক্ষে স্নানার্থ সেই
দেশে আগমন করেন । তাহার পূর্বের ঘটনা
স্মরণ ছিল, তাই তদেব দর্শনে তিনি তখন চিন্তা
করিতে লাগিলেন যে, এইখানেই আমার হস্ত
হইতে সুবর্ণ পতিত হইয়াছিল । আমি তাহা কোন
ক্রমেই আর লাভ করিতে পারি নাই । পুলস্ত্য
কহিলেন,—রাজার এইরূপ চিন্তাকালীন এক
আকাশবাণী হইল—রাজেন্দ্র ! অত্র পতিত সুবর্ণ
ইহ-পর্য্যন্ত নষ্ট হইবার নহে । এখানে পতিত
তোমার সেই সুবর্ণ কোটিগুণ হইয়াছে । সুবর্ণ-

কুরি কৃতো যদ্বানানশনে ॥ ৯ ॥ তস্মাৎ সংখ্যা চ
সজ্জাতা তথৈবাকল্পিতস্ত ৫ । যেহত্র ব্রাহ্মসমায়ুক্তাঃ
সুবর্ণৈর্নৃপসন্তম । যত্রাক্ষাৎ কারয্যন্তি সুবর্ণঞ্চ
বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদান্যন্তি সংখ্যা
তস্ত ন বিদ্যতে । অত্রাষেষয় দেশে ত্বং প্রাপ্যাসে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ স ব্রাহ্মা ভারতীঃ তত্র
হ্যাকাশাহুখিতাং নৃপ । অবেষমাণোহস্মিন্ দেশে
সুবর্ণং তচ্চ লক্ষবান্ ॥ ১২ ॥ শুভ্রং কোটিগুণং
প্রাজ্যং ততশ্চষ্টিং সমাগতঃ । জাহ্নবা তীর্থপ্রভাবঃ
তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ । প্রদদৌ চ দয়ামুক্ত
উদ্ভিষ্ট পিতৃদেবতা ॥ ১৩ ॥ ততস্তস্মৈ প্রভাবেণ স
দানস্ত মহীপতিঃ । সজ্জাতো ধনদো নাম যক্ষো
নানাদনপ্রদঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধং গ্রহে
সূর্য্যাস্ত ভূমিপ । আকল্পং পিতরস্তস্মৈ তৃপ্তিং যান্তি
সুতর্পিতাঃ ॥ ১৫ ॥ স্নানেন ঋষয়ো দেবাস্তৃপ্তিং যান্তি
মহোরগাঃ । নাশঃ সজ্জায়তে সদাঃ পাপস্ত পৃথিবী-
পতে ॥ ১৬ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রবর্ত্তেন স্নানং তত্র সমা-
চরেৎ । যথাক্রিয়া তথা দানং শ্রাদ্ধঞ্চ নৃপ
সন্তম ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে কনখলতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

নাশে ভূমি অনেক পশ্চাত্তাপ করিয়াছে । এই
জন্ত উহা অসংখ্য হইলেও সংখ্যায় হইয়াছে ।
জানিবে,—যাহারা এখানে শ্রদ্ধাষিত হইয়া সুবর্ণ
দ্বারা সমস্ত শ্রাদ্ধ করে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে
কেবল মাত্র সুবর্ণ দান করে, তাহাদের কলের সংখ্যা
হয় না । যাহাই হউক, ভূমি এইস্থানে তোমার
সেই নষ্ট সুবর্ণের সন্ধান কর ; অবশুই প্রাপ্ত
হইবে । রাজা সেই আকাশগীতা ভারতী স্বপ্ন
করিয়া সেই প্রদেশে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ।
কলে নষ্ট সুবর্ণের কোটিগুণ অধিক সুবর্ণ প্রাপ্ত
হইলেন । রাজার তৃপ্তি হইল । তিনি তীর্থ-
মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে সদয়-
ভাবে পিতৃগণের তৃপ্তি উদ্দেশে সেই সুবর্ণ প্রদান
করিলেন । সেই দানের প্রভাবে ভূপতি স্নানিত
নানাদনপ্রদ সাক্ষাৎ যক্ষরাজ ধনদ নামে অভিহিত
হইলেন । হে রাজন ! তথায় সূর্য্যগ্রহণে যে নর
শ্রাদ্ধ করে, আপ্রাণ্য তাহার পিতৃগণের তৃপ্তি হয় ।
এখানে স্নান করিলে দেব, ঋষি, ও মহোরগগণ
তৃপ্ত হন ; সদ্য পাপ নাশ হয় । অতএব সর্বপ্রবর্ত্তে

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেনৃপশ্রেষ্ঠ চক্রতীর্থ-
মহুত্তমম্ । যত্র চক্রং পুরা যুক্তং বিষ্ণুনা প্রভ-
বিষ্ণুনা ॥ ১ ॥ নিহত্য দানবান্ সংখ্যে কৃহ্য স্নানং
স্নানকীরে । বিষ্ণুঃ প্রাক্কালয়তোয়ঃ তেন তন্মেষ্যতাং
গতম্ ॥ ২ ॥ তত্র শ্রাদ্ধস্ত যঃ কুর্ধ্যাক্ষয়নে বোধনে
হরেঃ । আকল্পং পিতরস্তস্মৈ তৃপ্তিং যান্তি নরা-
ধিপ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে চক্রতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেনৃপশ্রেষ্ঠ অণ্ডা-
মান্ননং ব্রুদম্ । যত্র স্নাতো নরঃ সম্যগ্ভক্ষয়ো
জায়তে সদা ॥ ১ ॥ ন তির্ধাক্ষমবাপ্রোতি কৃহ্যপি
বহুপাতকম্ । তত্রার্চ্যমভূৎ পূর্য্য যতচ্ছূন্ নরা-

কি স্থানে স্নানচরণ ও যথাক্রমে শ্রাদ্ধদানাদি কার্য্য
করিবে ১—১৭ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর
অণ্ডময় চক্রতীর্থে গমন করিবে । প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু
এখানে পূর্বে চক্র ত্যাগ করিয়াছিলেন । তিনি
যুদ্ধে দানবগণকে হত্যা করিয়া অত্র তীর্থ-
সরোবরতোয়ে গাত্র প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, এ-
জন্ত তীর্থতোয় পবিত্র হইয়াছে । এখানে হরি-
শমনে ও তাহার জাগরণে যাহারা শ্রাদ্ধ করে, তাহা-
দের পিতৃলোক আকল্প তৃপ্তি লাভ করেন ১—৩ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর পবিত্র
মান্নব্রুদে গমন করিবে । তথায় স্নান করিলে
নর সম্যক্ মনুষ্য হইয়া থাকে । মানব বহু পাতক
করিয়াও তথায় স্নান করিলে তির্ধাক্ষোনি লাভ

ধিপ । ২ । মৃগযুধমন্ত্রপ্রাপ্তঃ ব্যাধব্যাধঃ সমস্ততঃ ।
তে মৃগা ভয়সন্ত্রস্তাঃ প্রবিষ্টা জলমধ্যতঃ । ৩ । সদ্যো
মন্ত্রযাতাঃ প্রাপ্তাঃ পূৰ্ণজাতিশ্মরাস্তথা । এতশ্চিরেব
কালে তু ব্যাধাস্তে সমুপাগতাঃ । ৪ ॥ চাপবাণধরাঃ
সর্ষে যথা বৈ যমকিকরাঃ । পশ্চক্ষুশ্চ মৃগান্ ভূপ
মানুষ্যমুপাগতান্ । ৫ ॥ মৃগযুধমন্ত্রপ্রাপ্তমশ্বিন
স্থানে জলাশয়ে । কেন মার্গেন তদ্ যাতঃ বদধ্বং
সহয়ং হি নঃ । বয়ং সর্ষে পরিশ্রান্তাঃ ক্ষুভ্ৰুভ্যাক
বিশেষতঃ । ৬ ॥ মন্ত্রয্যা উচুঃ । বয়ং তে হরিণাঃ
সর্ষে মানুষ্যাঃ ভাবমাজ্জিতাঃ । তীর্থস্থান প্রভাবেণ
সত্যমেতদসংশয়ম্ । ৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । ততস্তে
শবরাঃ সর্ষে ত্যক্তা চাপানি পার্শ্বিব । কুত্বা স্নানং
জলে তশ্চিন্ সদ্যঃ সিদ্ধিং গতানুপ । ৮ ॥ ততঃ
শক্রস্ত তদ্বৃষ্টা তীর্ণং পাপহরং নৃপ । পুরয়ামাস
সমুদ্র পাং শূভিনৃপসত্তম ॥ ৯ ॥ অদ্যাপি মন্ত্রজাস্তত্র
বৃধাষ্টমাং নরাধিপ । স্নানং যে প্রকরিস্যাস্তি
তীর্থাক্ষঃ ন ব্রজন্তি তে । ১০ ॥ পিতৃমেধ-
ফলং কুংসং শ্রাদ্ধদানাদবাণুযঃ । ১১ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে মন্ত্রযাতীর্থপ্রভাববর্ণনং
নামাষ্ট্রাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্রেষ্ঠ কপি-
লাতীর্থমুত্তমম্ । যত্র স্নাতো নরঃ সম্যচ্চুচাতে
সর্ষকিঞ্চিৎ । ১ ॥ পুরাভূত্বপতিনাম সুপ্রভঃ
পরবীরহা । নিত্যক মৃগয়াশীলো মৃগাণামহিতে রতঃ ।
২ ॥ ন তথা স্ত্রীষু নো ভোগে নাশ্বয়ানে ন বারণে ।
তস্তাভূদন্তুরাগশ্চ যথা মৃগবিমর্দনে । ৩ ॥ স কদাচিন্-
নুপশ্রেষ্ঠ মৃগাসকোহর্কুঃ গতঃ । অপশ্ৰুৎ সান্নদেশে
চ মৃগীঃ শিশুসমাবৃতাম্ । ৪ ॥ স্তনং ধন্যন্তীঃ স্নিগ্ধাঃ
শিশোঃ কীরানুরাগিণঃ । স তেন বিদ্ধা বাণেন
সহসা নতপর্শবা । ৫ ॥ অথ সা পার্শ্বিবঃ দৃষ্ট্বা
প্রগৃহীতশরাসনম্ । দ্বিতীয়ং যোজয়ানক মৃগী বাণং
সুনির্ম্মলম্ । ৬ ॥ ততঃ সা কোপসন্তপ্তা ভূপালং
প্রত্যভাষত । নাহং ধর্ম্মঃ স্মৃতঃ ক্ষাত্রো বশ্যাদ্য
নিষেবিতঃ । ৭ ॥ শয়ানো মৈথুনাসক্তঃ স্তনপো
ব্যাধিপীড়িতঃ । ন হস্তব্যো মৃগো রাজন্ মৃগী চ
শিশুনাবৃত । ৮ ॥ তদদ্য মরণং জাতং মম সর্ষ-

করিয়া তীর্থকুণ্ডোনি লাভ করে না । এই তীর্থে
শ্রাদ্ধদানে পিতৃমেধফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১—১১

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

হে নৃপবর । অনন্তর নর কপিলাতীর্থে গমন
করিবে । এখানে স্নান করিয়া নর সর্ষপাপ হইতে
মুক্ত হয় । পূর্বে সুপ্রভ নামে এক পরবীরহা
রাজা ছিলেন । তিনি নিত্য মৃগয়াশীল ও মৃগগণের
অহিতাচরণে রত থাকিতেন । এই রাজার মৃগ-
বিমর্দন বিষয়ে যেরূপ অনুরাগ ছিল, স্ত্রী, ভোগ,
অশ্বযান বা বারণে সেরূপ অনুরাগ ছিল না ।
একদা তিনি মৃগয়াসক্ত হইয়া অর্কুদাচলে গমন
করেন । সেখানে গিয়া এক মৃগীকে শিশুসমভি-
বাহারে সান্নদেশে বিচরণ করিতে দেখেন । তখন
ঐ মৃগী স্বীয় শিশুসন্তানকে স্তম্ভপান করাইতেছিল ।
এই সময় নতপর্শ এক বাণে তিনি তাকে বিদ্ধ
করিলেন । বাণবিদ্ধা মৃগী শরাসন রাজাকে পুন-
রায় বাণ যোজনা কারিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,
—হে রাজন্ ! তুমি যে ধর্ম্মাচরণ করিলে, ইহা ক্ষাত্র
ধর্ম্ম নহে । কারণ—শয়ান, মৈথুনাসক্ত, স্তনপ ও
ব্যাধিপীড়িত, মৃগ এবং শিশুপারিত্র মৃগী—ইহারা
হস্তব্য নহে । ১—৮ ॥ হে সর্ষনৃপাধম ! অদ্য তোমার

করে না । নরাধিপ ! তথায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার
হইয়াছিল শ্রবণ করুন । একদা একদল মৃগ চতুর্দিক্
হইতে ব্যাধাক্রান্ত হইয়া ভয়সন্ত্রস্ত ভাবে তত্রত্য
জলমধ্যে প্রবেশ করে । প্রবিষ্ট হইবামাত্র সদ্যঃ
তাহারা পূৰ্ণজাতিশ্মর মন্ত্রযারূপে পরিণত হয় ।
ইত্যবসরে ব্যাধগণ সেই স্থানে আগমন করে ।
উহারা সকলেই চাপবাণধর এবং দেখিতে সকলেই
যেন যমকিকর । তাহারা আসিয়া মন্ত্রযাপ্রাপ্ত মৃগ-
দিগকেই জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ! এই স্থানের
জলাশয়ে একদল মৃগ আসিয়াছে, কোন্ পথে
তাহারা গেল, সহর বল । আমরা সকলেই পরি-
শ্রান্ত ; বিশেষতঃ ক্ষুধাতৃকয় অত্যন্ত কাতর ।
সেই মন্ত্রযাগণ কহিল,—আমরাই সেই সকল মৃগ ;
সম্প্রতি এই তীর্থপ্রভাবে মন্ত্রযা হ লাভ করিয়াছি ।
ইহা তোমাদিগকে সত্যই বলিলাম । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—অনন্তর সেই ব্যাধগণ শরাসন পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক সেই জলে স্নান করিল এবং সদ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত
হইল । অনন্তর ইন্দ্র সেই তীর্থেই পাপহরত্ব দেখিয়া
তাহাকে পাং শূভ দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন । হে রাজন্ !
মন্ত্রযাগণ অদ্যাপি বৃধাষ্টমী দিনে ঐ স্থানে স্নান

নৃপাধম । তব বাণং সমাসাদ্য পুত্রস্ত চ ময়া
 বিনা ॥ ৯ ॥ যস্মাদহমধর্ষণে হতা ভূমিপতে ত্বরা ।
 তস্মাদত্রেব সানৌ ত্বং রোদ্রো ব্যাভ্রো ভবিষ্যসি ॥ ১০ ॥
 পুলস্ত্য উবাচ । তচ্ছ্রুত্বা স্তমহংপাপং স নৃপো ভয়-
 সঙ্কলম্ । তাং বৈ প্রমাদয়ামাস প্রাণশেষাং তদা মৃগীম্ ॥
 ১১ ॥ অবিবেকায়ৈ ভদ্রে হতাং নিম্বণেন চ ।
 কুরু শাপবিমোক্ষং ত্বং তস্মাদীনস্ত সন্মুগি ॥ ১২ ॥
 মৃগ্যবাচ । যদা তু কপিলাং নাম দ্রক্ষ্যসে ত্বং পয়-
 ফিনীম্ । তেহুং তয়া সমালাপাৎ প্রকৃতিং যাস্তসে
 পুনঃ ॥ ১৩ ॥ এবমুক্তা মৃগী রাজাগ্রতঃ প্রাণৈর্যায়ুজ্যত ।
 পীড়িতা শরঘাতেন পুত্রেনেহাদিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥
 অথাসৌ পার্শ্বিবাঃ সদ্যো রোদাস্তঃ সমজায়ত ।
 ব্যাভ্রো দংষ্ট্রাকরালশ্চ তৌকুদন্তনখস্তথা । ভঙ্ক-
 যামাস তাং সেনামান্নোদ্যোৎ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১৫ ॥
 ততস্তে সৈনিকা রাজন্ হতশেষাঃ স্তম্বথিতাঃ ।
 স্বগৃহাণি যযুস্তত্র যথা বৃত্তং জনৈ পুরৈ ॥
 ১৬ ॥ নিবেদয়ন্তো বৃদ্ধান্তং চরুরেষু ত্রিকেষু চ ।
 যথা বৈ ব্যাঘ্রভাং প্রাপ্তঃ নরাজানুপপন্নতে ॥
 ১৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্ত পুত্রং ভূরিপরাক্রমম্ ।
 রাজ্যেহভিষেদ্যমানুর্নয়িত্বা খাতঃ মহোজসম্ ॥
 ১৮ ॥ কস্তাচিৎকালকৃত্ত তস্মিন্ সানৌ নৃপোত্তম ।

বাণাঘাতে এই শিশুপুত্রের সহিত আমার প্রাণত্যাগ
 হইল । হে ভূমিপতে ! যে হেতু তুমি আমার
 অধর্ম্মপুত্রক বিনষ্টে করিলে, অতএব তুমিও এই
 সানুতে ভীষণ ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইবে । পুলস্ত্য
 কহিলেন,—রাজা তখন মৃগীর এইরূপ দক্ষিণ শাপ
 শ্রবণ করিয়া মৃতকল্পা মৃগীকে প্রমাদিত বারিতে
 লাগিলেন । রাজা বাণগেন,—অদি ভদ্রে ! আমি
 মূখ্যভাবশে তোমায় নিহত করিয়াছি, অতএব তুমি
 আমার শাপ মোচন কর । মৃগী বলিল—হে
 নৃপ ! তুমি যখন কাপলাধেয় দেখিতে পাইবে,
 তখন তাহার সহিত সম্ভাষণে তোমার শাপ-
 মোচন হইবে—তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে । এই বলিয়া
 মৃগী নৃপসম্মুখে শরাঘাত-ঘাতনায় পুত্রের সহিত
 জীবন বিসর্জন দিল । আর পার্শ্বিবা ভীষণানন
 করাল-তৌকুদংষ্ট্র ব্যাঘ্র হইয়া ক্রোধে নিজ
 দৈন্তদল ভঙ্কণ করিয়া ফেলিল । অনন্তর হতাব
 শিষ্ট সৈন্তগণ ছুটিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন-
 পুরীক যথাবৃত্ত নিবেদন করিল । তচ্ছ্রবণে
 (অমাত্যগণ) ভূরিপরাক্রম বিখ্যাতনামা রাজ-
 পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । একদা

তযার্ত্তং গোকুলং প্রাপ্তং গোপগোপী-সমাকুলম্ ।
 ১৯ ॥ তত্রৈকা গোঃ পরিভ্রষ্টা স্বযুখাঙ্গতক্ষয়া ।
 কপিলেতি চ বিখ্যাতা স্বযুখাঙ্গাগামিনী ॥ ২০ ॥
 অচ্ছিন্নাগ্রতণং যা তু সদা ভক্ষয়তে নৃপ ।
 অথ সা গহ্বরং প্রাপ্তা গিরেঃ শৃংগং ভয়-
 করম্ ॥ ২১ ॥ তত্রাসাদ তাং ব্যাভ্রো দংষ্ট্রোৎকট-
 মুখাবহঃ । সা তং দৃষ্টবতী পাপং ত্রাসমাপ মৃগীব
 হি ॥ ২২ ॥ অরতী গোকুলে বদ্ধং স্বমুতং ক্ষীর-
 পায়িনম্ । তুংথেন রুদতীঃ তাং স দৃষ্টোবাচ মৃগা-
 ধিপঃ ॥ ২৩ ॥ ব্যাঘ্র উবাচ । কিং বৃথা কথ্যতে
 ধেনো মাং প্রাপ্য ন হি জীবিতম্ । বিদ্যতে কস্ত-
 চিৎকারে অরেষ্টাঃ দেবতাং ততঃ ॥ ২৪ ॥ কপিলো-
 বাচ । স্বজীবিতভয়াস্বাপ্ত ন রোদিমি কথঞ্চন ।
 পুত্রো মে বালকো গোষ্ঠ্যাং ক্ষীরপায়ী প্রতীক্যতে ॥
 ২৫ ॥ নাদ্যপি স তৃণাত্তি তেনাহং শোকবিক্রব ।
 রোদি ব্যাঘ্র স্তম্ভেনেহাং সত্যোন্মানমালভে ॥ ২৬ ॥
 পাবয়িত্বা স্তুতং বালং দৃষ্টা দৃষ্টা জনং স্বকম্ । পুনঃ
 প্রত্যাগমিব্যামি যদি ত্বং মন্তসে বিতো ॥ ২৭ ॥

সানুবাসকালে ঐ ব্যাঘ্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গোপ-
 গোপীসমাকুল গোকুলে উপস্থিত হইল । এই সময়
 তথায় স্বযুখাঙ্গাগামিনী এক কপিলা তৃণলালসায় দল-
 ভ্রষ্টা হয় । হে নৃপ ! এই কপিলা সর্বদা অচ্ছিন্নাগ্রতণ
 ভক্ষণ করিত । দৈবাৎ সে বিচরণ করিতে করিতে
 এক ভঙ্কর শৃংগ গিরিগুহায় আশ্রয় উপস্থিত
 হইল । এই গহ্বরে দংষ্ট্রোৎকটমুখ ব্যাঘ্র তাহাকে
 প্রাপ্ত হইল । অনন্তর সেই পাপমূর্ত্তি ব্যাঘ্রকে
 দেখিয়া কপিলা মৃগীর স্তায় ত্রাসাশ্রিত হইল এবং
 মনে মনে গোকুলে বদ্ধ স্বীয় স্তম্ভপায়ী বৎসকে
 স্মরণ করিতে লাগিল । ক্রমে তুংথে সে কাণ্ডিয়া
 ফেলিল ॥ ১৯-২৩ ॥ তদর্শনে মৃগাধিপ বলিল,—হেধেয় !
 বৃথা কেন রোদন করিতেছ ? আমার গ্রাসে পতিত
 হইয়া কেন অবোধ প্রাণিহী জীবন ধারণ করিতে
 পারে না । অতএব ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর ।
 কপিলা কহিল,—ব্যাঘ্র ! আমি নিজের জীবন-
 ভয়ে রোদন করিতেছি না ; আমার এক স্তম্ভ-
 পায়ী বালবৎস গোষ্ঠমধ্যে মৎপ্রতীক্ষায় রহিয়াছে ;
 অদ্যাপি সে তৃণভক্ষণে অভ্যস্ত হয় নাই । তাই
 আমি শোকবিক্রব হইয়া স্তম্ভেনেহে রোদন করি-
 তেছি । ব্যাঘ্র ! একথা আমি শপথ করিয়াই
 বলিতেছি যে, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে
 আমি সেই বালবৎসকে তৃণপান করাইএয়া বৎ

ব্যাঘ্র উবাচ । গহ্না স্বমুতসারিধাং দৃষ্ট্বান্নীয়ক
গোকুলম্ । পুনরাগমনং যন্তে ন চ তচ্ছুদ্ধামাহম্ ॥
২৮ ॥ ভয়ান্নাং ভাবসে চৈবঃ নাস্তি প্রাণনমঃ ভয়ম্ ।
তস্মাৎপ্রাণভয়ান্ন স্বমাগমিষ্যসি ধেমুকে ॥ ২৯ ॥
কপিলোবাচ । শপথৈরাগমিষ্যামি সত্যমেতৎ
শৃণুয মে । প্রত্যয়ো যদি তে ভূম্যাং মুঞ্চ স্বং
মৃগাধিপ ॥ ৩০ ॥ ব্যাঘ্র উবাচ । ক্রহি তাক্ষপথান
ভদ্রে সমাগচ্ছসি যৈঃ পুনঃ । ততোহহং প্রত্যয়ঃ
গহ্না মোচয়িষ্যামি বা ন বা ॥ ২১ ॥ কপিলোবাচ ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ব্রাহ্মণঃ বঞ্চয়েত্তু যঃ তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩২ ॥ গুরুদ্রোহ-
রতানাঞ্চ যৎপাপং জায়তে নৃণাম্ । তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ যৎপাপং
ব্রাহ্মণং হস্তাংগাঞ্চ হস্তা প্রজায়তে । তেন পাপেন
লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৪ ॥ মিত্রদ্রোহে চ
যৎপাপং যৎপাপং গুরুবঞ্চকে । তেন পাপেন লিপ্যামি
যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ যো গাং স্পৃশতি পাদেন
ব্রাহ্মণং পাবকং তথা । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ॥ ৩৬ ॥ কুপরিমতভাগানাং যো ভঙ্গং
কুরুতে নরঃ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং

স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিয়া পুন-
রায় তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইব । ব্যাঘ্র
বলিল,—তুমি তোমার বালবৎসের নিকট যাইবে ;
গোকুলে আশ্রয়বর্গের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবে ;
তারপর আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে ; এ
কথায় আমি ব্রহ্মা স্থাপন করিতে পারিতেছি না ।
প্রাণসম ভয় নাই । তুমি সেই প্রাণভয়ে আমার
নিকট একরূপ বলতেছ । হে ধর্ম্মকে ! আমার মনে
হয়,—তুমি প্রাণভয়েই আর আমার নিকট আসিবে
না । কপিলা কহিল,—আমি শপথ করিয়া বলি-
তেছি—আসিব । আমার সত্য শ্রবণ কর । যদি
তোমার ইহাতে প্রত্যয় হয়, মৃগাধিপ ! তবে আমায়
ছাড়িয়া দিও । ব্যাঘ্র বলিল,—হে ভদ্রে ! যে
সকল শপথ করিয়া তুমি আবাব ফিরিয়া আসিবে,
তাহা প্রকাশ করিয়া বল । তাহাতে আমার প্রত্যয়
হইলে তোমায় মোচন করিব কিনা বিবেচনা করিব ।
কপিলা কহিল,—অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা
করিলে যে পাপ হয়, আমি ফিরিয়া না আসিলে
সেই পাপে লিপ্ত হইব । এইরূপে গুরুদ্রোহী
নরগণের, গোব্রাহ্মণঘাতীদিগের, মিত্রদোষীদিগের,
পদদ্বারা গো—ব্রাহ্মণ—ও পাবকম্পর্শীদিগের, কুপ,

নাগমে পুনঃ ॥ ৩৭ ॥ কৃতঘ্নস্ত চ যৎপাপং সূচকস্ত চ
যন্তবেৎ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৩৮ ॥ মদ্যমাংসরতানাং চ যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৩৯ ॥ রাজপৈশ্চল্যকর্জুণাং যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৪০ ॥ বেদবিক্রয়কর্জুণাং যৎপাপং সম্প্র-
জায়তে । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৪১ ॥ দায়মানং দ্বিজাতীনাং নিবারয়তি
যোহল্লধীঃ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৪২ ॥ বিশ্বস্তঘাতকানাং চ যৎপাপং সমুদা-
হৃতম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে পুনঃ ॥
৪৩ ॥ দ্বিজদেবরতানাং হি যৎপাপং জায়তে
নৃণাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৪৪ ॥ পরবাদরতানাং চ পাপং যচ্চ দূরা-
ত্নাম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং নাগমে
পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ রাত্নৌ যে পাপকর্ম্মাণো ভক্ষন্তি
দধিশক্তুকান । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ॥ ৪৬ ॥ বৃশ্চাকং মূলকং শ্বেতং রক্তং
যেহর্জন্তু গৃঞ্জনম্ । তেন পাপেন লিপ্যামি যদ্যহং
নাগমে পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । স তস্তাঃ
শপথান শ্রুত্বা বিশ্বম্ভোৎকুললোচনঃ । প্রত্যয়ং চ তদা
গহ্না ব্যাঘ্রো বাক্যমথাববীৎ ॥ ৪৮ ॥ ব্যাঘ্র উবাচ
গচ্ছ স্বং গোকুলে ভদ্রে পুনরাগমনং কুরু । ন
চৈতদবগন্তব্যং যদ্যহং বঞ্চিতো ময়া ॥ ৪৯ ॥ কপিলে
আরাম ও তড়াগভঙ্গকারীদিগের, কৃতঘ্ন ও সূচক-
দিগের, মদ্যমাংসরতদিগের, রাজপৈশ্চল্যকারী-
দিগের এবং বেদবিক্রয়কারিগণের যে যে পাপ হয়,
যদি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তবে আমিও যেন সেই
সেই পাপে লিপ্ত হই । অপিচ যে অল্লধী ব্যক্তি
ব্রাহ্মণকে দান করিতে নিবেদন করে, তাহার যে
পাপ, আমি না আসিলে সেই পাপে যেন পরিলিপ্ত
হই । যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা দ্বিজদেবরত,
যাহারা পরদাররত, যে সকল পাপিষ্ঠ রাত্রিকালে
দধিশক্তুভোজী এবং যাহারা শ্বেতবৃশ্চাক—মূলক ও
রক্তগৃঞ্জনভক্ষী, তাহাদের যে যে পাপ হয়, যদি
আমি পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তাহা হইলে
আমিও যেন সেই সেই পাপে লিপ্ত হই । পুলস্ত্য
কহিলেন,—ব্যাঘ্র ধেমুকে সেই শপথ শুনিয়া
বিশ্বম্ভোৎকুল-নয়নে বিশ্বাস করিয়া বলিল,—ভদ্রে !
তুমি গোকুলে যাও ; পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিও ।

গচ্ছ পশু ভং তনয়ং স্নাতবৎসলে । পায়সিহ্মা স্তনং
পূর্ণমবঘ্রায় চ মুৰ্দ্ধনি । ৫০ । মাতরং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা
সখীঃ স্বজনবান্ধবান্ । সত্যমেবাগ্রতঃ কুত্বা নান্ধবা
কৰ্ত্তুমহঁসি । ৫১ । পুলস্ত্য উবাচ । সাধুজ্ঞাতা
মৃগেন্দ্রেণ কপিলা পুত্রবৎসলা । অশ্রুপূৰ্ণমুখী দীনা
প্রস্থিতা গোকুলং প্রতি । ৫২ । বেপমানা ভয়ো-
দ্বিগ্না শোকসাগরমধ্যগা । করিণীব হি রৌদ্রেণ
হরিণা সা বলীধমা । ততঃ স্বগোকুলং প্রাপ্তা রম্ভমাণা
মুহূৰ্দ্ধকঃ । ৫৩ । তস্তাঃ শব্দং ততঃ শ্রদ্ধা জাহা
বৎসঃ স্বমাতরম্ । সমুখঃ প্রবযৌ তুৰ্ণমূৰ্দ্ধপুচ্ছঃ প্রহ-
ষিতঃ । ৫৪ । অকালাগমনং তস্তা রৌদ্রে ভস্তারবং
তথা । দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধা চ বৎসেহসৌ শঙ্কিতঃ পার-
পৃচ্ছতি । ৫৫ । বৎস উবাচ । ন তে পশ্যামি সৌম্যহঃ
দুৰ্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে । কিমর্থমন্তবেলায়াং সমায়াতা
বদস্ব মে । ৫৬ । কপিলোবাচ । পিব পুত্র স্তনং
পশ্চাৎ কারণঞ্চাপি মে শৃণু । আগতাহং তব শ্রেহাৎ
কুরু তৃপ্তং যথেষ্পিতাম্ । ৫৭ । অপচির্মমিদং

তুমি একরূপ মনে করিও না যে, আমি ব্যাঘ্রকে
বাঞ্ছিত কারিয়া আসিলাম । যাও কপলে ! যাও
স্নাতবৎসলে ! গিয়া স্বাম্ বালবৎসকে দেখিয়া
স্তম্ভপান করাইয়া মস্তকান্ধন লইয়া, এবং নাহা,
ভ্রাতা, সখী ও স্বজনবন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া পুনরায় আগমন কর । সত্যকে অগ্রবর্ত্তা
রাখিও । দেখিও ইহার যেন অন্তথা না হয় ।
পুলস্ত্য কহিলেন,—মৃগেন্দ্রেণ অল্পমোদনে স্নত-
বৎসলা কপিলা দীনভাবে অশ্রুপূর্ণমুখে গোকুলাত-
মুখে ধাবিত হইল । তাহার দেহ কাপিতে লাগিল ।
ভয়োদ্বিগ্না শোকসাগরের মধ্যগতা কপিলা প্রবল
সিংহাক্রান্ত করিণীর স্থায় ভয়োদ্বিগ্না হইল । সে
ক্রমে গোকুলে গিয়া মুহূৰ্দ্ধক হাদ্যবর করিতে
লাগিল । তাহার সেই শব্দ শুনিয়া বালবৎস
মাতার আগমন বুঝিতে পারিয়া উদ্ধপুচ্ছে রুদ্র
বদনে তদন্তিমুখে ধাবিত হইল । বৎস মাতার
সেই অকাল আগমন দেখিয়া ও ভীষন হাদ্যবর
শুনিয়া শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—মা ! তোমার
আজ সৌম্যতাব দেখিতেছি না ; তোমাকে দুৰ্ম্মনার
স্থায় দেখা যাইতেছে । মা ! কেন তুমি এমন অস-
ময়ে আসিলে, বল আমায় ? কপিলা কহিল,—
বৎস ! স্তম্ভ পান কর, পরে আমার আগমন-
কারণ শুনিবে । দেখ, তোমার প্রতি শ্রেহবশতই
আমি আসিয়াছি ; অতএব স্তনপানে যথেষ্ট তৃপ্ত

পুত্র দুৰ্গভং মাতৃদর্শনম্ । ময়াদ্য পুত্র গন্তব্যং
শপথৈরাগতা যতঃ । ৫৮ । ব্যাঘ্রস্ত কামরূপশ্চ
দাতব্যঃ জীবিতং ময়া । তেনাহং শপথৈর্গুণ্য কাৰণা-
স্তব পুত্রক । ৫৯ । ময়াহদ্য তত্র গন্তব্যং মৃগরাজ-
সমীপতঃ । বন্ধা চ শপথৈঃ পুত্র দাস্তামি চ কলে-
বরম্ । ৬০ । বৎস উবাচ । অহং তত্র গমিষ্যামি
যত্র স্বং গন্তুমিচ্ছসি । শ্লাঘ্যং হি মরণং মেহদ্য
দ্বয়া সহ ন সংশয়ঃ । ৬১ । একাকিনাপি মর্তব্যং
যস্মান্ময়া দ্বয়া বিনা । যদি মাং সহিতং তত্র দ্বয়া
ব্যাঘ্রে বধিয়াতি । ৬২ । যা গতিশ্চাত্তভক্তানাং ধ্রুবাং
সঃ মে ভবিষ্যতি । তস্মাদবশ্যং যাস্তামি দ্বয়া সহ
ন সংশয়ঃ । ৬৩ । অথবা ত্রৈব তিষ্ঠ ভং শপথঃ সন্ত
মে কন । তব স্থানে প্রয়াস্তামি মাতৃস্বং যদি
মন্তসে । ৬৪ । জনস্তা বিপ্রযুক্তস্ত জীবিতং ন হি
মে প্রিয়ম্ । নাস্তি মাতৃসমঃ কশ্চিদালানাং ক্ষীর-
জীবিনাম্ । ৬৫ । নাস্তি মাতৃসমো নাথো নাস্তি
মাতৃসমা গতিঃ । যে মাতৃনিরতাঃ পুত্রান্তে যাস্তি
পরনাং গতিম্ । ৬৬ । কপিলোবাচ । মমৈব বিহিতো

সাধন কর, বৎস ! ইহার পর আর তোমার মাতৃ-
দর্শন ঘটিবে না । আমি শপথ করিয়া আসিয়াছি,
অদ্যই আবার আমাকে যাইতে হইবে । আমি
এক কামরূপী ব্যাঘ্রব করে জীবন সমর্পণ করিয়া
আসিয়াছি । বৎস ! তোমারই কারণে শপথ করিয়া
তাহার নিকট হইতে মুক্তি পাইয়াছি । আমাকে
অদ্যই আবার সেই মৃগরাজসমীপে যাইতে হইবে ।
পুত্র ! আমি শপথবদ্ধ হইয়াছি । ব্যাঘ্রকে আমার
কলেবর দান করিতে হইবে । ২৪—৬০ বৎস বলিল,
—মা ! তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেখানে যাইব ।
তোমার সহিত মরণ আমি শ্লাঘ্য বলিয়াই মনে
কর । বিশেষতঃ তুমি না থাকিলে একক অবস্থায়
আমাকে ভোমারিতেই হইবে । যদি সেই ব্যাঘ্র
তোমার সহিত আমাকেও বধ করে, তবে ত মাতৃ-
ভক্তদিগের যে পতি, আমারও নিশ্চয় সেই গতি
হইবে । অতএব তোমার সহিত আমি অবশ্যই
যাইব । অন্তথা তুমি এই স্থানেই থাক, তুমি যে
সকল শপথ করিয়া আসিয়াছ, সেই সমস্ত আমারই
হোক । তোমার স্থানে—মা ! যদি মৃত কর, তবে
আমিই যাই । আমি জননৌ-বিযুক্ত হইয়া জীবনকে
প্রিয় জ্ঞান করি না । ক্ষীরজীবী বালকদিগের মাতৃ-
তুল্য রক্ষক নাই ; মাতৃসম গতি নাই । যাহারা
মাতৃভক্ত পুত্র, তাহাদের পরম গতি লাভ হয় ।

মৃত্যুৰ্ণ তে পুত্রক সাম্প্রতম্ । ন চায়মন্তৃত্তানাম্
মৃত্যুঃ স্তাদন্তমৃত্যুতঃ । ৬৭ । অপশ্চিমমিদং পুত্র
মাতুঃ সন্দেগমুক্তমম্ । শৃণুধাবহিতো হুবা পরিণাম-
সুখাবহম্ । ৬৮ । বনে চর সদা বৎস অপ্রমাদপরো
তব । প্রসাদাৎসরীকৃত্তানি বিনশ্চন্তি ন সংশয়ঃ ।
ন চ লোভেন চর্তুব্যঃ বিষমস্থং ত্বণং কচিৎ ।
লোভাঘিনাশো জন্তুনাশিহ লোকে পরম চ । ৭০ ।
সমুদ্রমটবীঃ যুদ্ধং বিশস্তে লোভমোহিতাঃ । লোভাক্চি
কার্যমত্যাগং কুরন্তি ত্যাজ্য এব সঃ । ৭১ ।
লোভাৎ প্রমাদাদাশাসাৎ পুরুষো বাধ্যতে ত্রিভিঃ
তস্মাল্পেভো ন কর্তব্যো ন প্রমাদো ন বিবসেৎ । ৭২ ।
আত্মা চ সততং পুত্র রক্ষিতব্যঃ প্রযত্নতঃ । সর্বেভ্যঃ
স্বাপদেভ্যশ্চ স্নেছেভ্যস্তস্করাদিতঃ । ৭৩ । তিৰ্য্যগ্ভ্যঃ
পাপযোনিভ্যঃ সদা বিচরতা বনে । ন চ শোকস্বয়া
কার্য্যঃ সর্কেবাঃ মরণং ধ্রুবম্ । ৭৪ । অস্মাকং
প্রতিবাচং চ শৃণু শোকবিনাশিনীম্ । যথা হি
পথিকঃ কচ্চিচ্ছায়াধী বৃক্ষমাশ্রিতঃ । বিশ্রান্তশ্চ
পুনর্ধাতি তত্ত্বত্সমাগমঃ । ৭৫ । পুলস্ত্য উবাচ ॥

এবং সন্তাষ্য তং বৎসমবজ্রায় চ মূৰ্দ্ধনি । সমাঃ রং
সখীবর্গঃ ততো ভ্রষ্টঃ সমাগতা । ৭৬ । অত্রবীচ
ততো বাক্যং পুত্রশোকেন দ্রুখিতা । অহা শৃণুত
মে বাক্যমপশ্চিমমিদং স্মৃটম্ । ৭৭ । অনাধমবলং দীনং
কেনপং মম পুত্রকম্ । মাতৃশোকাতিসন্তপ্তং
সরীসৃং পালয়িষ্যথ । ৭৮ । ভগিনীনাময়ং পুত্রঃ
সাম্প্রতং চ বিশেষতঃ । স্নানীয়ঃ পায়িতব্যঃ
পোষ্যঃ পাল্যঃ সপুত্রবৎ । ৭৯ । চরন্তং বিবমে
স্থানে চরন্তং পরগোকুলে । অকার্ধ্যো যু প্রবর্তন্তং হে
সখো বারয়িষ্যথ । ৮০ । কমধ্বং চ মহাত্মগা
যন্তেস্তৎ সত্যসংগ্রহাৎ । যত্রাসৌ তিষ্ঠতে ব্যাঘ্রো
মৃত্যুহং যেন সাম্প্রতম্ । ৮১ । সর্কাস্তা বচনং
অহা তস্তাঃ শোকসমধিতাঃ । বিষাদং পরমং গহ্বা
বাক্যমুচুঃ স্তদ্রুখিতাঃ । ৮২ । কপিলে নৈব গন্তব্যং
ন তে দোষো ভবিষ্যতি । প্রাণাত্যয়ে ন দোষো-
হস্তি সম্প্রায়ে চ দারুণে । ৮৩ । অত্র গাথা পুরাণীতা
মুনিভির্ধর্মবাদিভিঃ । প্রাণাত্যয়ে সমুৎপন্নে শপথে

পুনরায় চলিয়া যায়, এ সংসারের তুপ্রাণিপরম্পরায়
সমাগমও সেইরূপই । পুলস্ত্য কহিলেন,—কপিল।
এই সকল কথা কহিয়া বৎসের মস্তকোদ্ধার করিয়া
পরে স্বীয় মাতা ও সখীজন সহ সাক্ষাৎ করিতে
গেল । তাহাদের নিকট গিয়া পুত্রশোক-দ্রুখিতা
কপিল কহিল,—মাতৃগণ! আমার শেষ বাক্য
গ্রহণ কর । তোমরা আমার এই অনাথ, অবল,
দীন, কেনপ, মাতৃশোকতপ্ত পুত্রকে পরিপালন
করও । এই পুত্র সম্প্রতি তোমাদেরই
নিজ পুত্রের স্থায় বিশেষরূপে স্নানীয়, পায়নীয়,
পোষণীয় ও পালনীয় । এ যদি বিষম স্থানে
বা পরের গোকুলে বিচরণ করে, বা অকার্ধ্য
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হে সখীগণ! ইহাকে
তোমরা বারণ করিবে । হে ভাগ্যবতীগণ! আমার
ক্ষমা কর; আমি সত্যবশতঃ ব্যাঘ্রাধিষ্ঠিত স্থানে
গমন করিতেছি । সেই ব্যাঘ্রের নিকট হইতে
ছাড় পাইয়াই এখানে সম্প্রতি আসিয়াছিলাম ।
কপিলার আত্মীয় সখীবর্গ এই সংবাদ শুনিয়া
শোকাক্রান্ত হইল এবং পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া
অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিল,—কপিলে! তুমি
যাইও না; না গেলে তোমার কোনই দোষ হইবে
না । প্রাণাত্যয়ে বা দারুণ সময়ে শপথভঙ্গে
দোষ নাই । এ সম্বন্ধে ধর্মবাদী মুনিগণ পুরাকালে
এইরূপ গাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, প্রাণাত্য

কপিল কহিল,—বৎস! সম্প্রতি আমারই মৃত্যু
বিহিত হইয়াছে; তোমার নহে । একের মৃত্যু
নির্দেশে অন্যের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব । যাগ হৌক,
পুত্র! তোমার মাতার এই শেষ উপদেশ অবহিত
হইয়া শ্রবণ কর । ইহাতে পরিণামে সুখ হইবে ।
বৎস! সদা বনে বিচরণ করিবে; কখন অসতর্ক
হইবে না; প্রমাদ বশতই সর্ক প্রাণী বিনষ্ট হইয়া
থাকে । তুমি লোভ বশতঃ কদাচ বিষম স্থানস্থ
ত্বণের দিকে বিচরণ করিবে না; ইহ-পরলোকে
লোভে পড়িয়াই জীব বিনষ্ট হয় । জীবগণ লোভ-
মোহিত হইয়াই সমুদ্র, মহারণ্য ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ
করে । লোভবশতই লোকে অতি উগ্রকর্ম
করিয়া থাকে । অতএব সে লোভ সর্কদাই পরি-
ত্যাজ্য । দেখ, লোভ, প্রমাদ বা আশাস, এই
তিনটি দ্বারাই লোকঅভিভূত হয় । অতএব লোভ,
প্রমাদ বা বিশ্বাস কখনই করিবে না । বৎস! বনে
বিচরণ করিবার সময় আত্মাকে সতত সমস্ত স্থাপদ,
স্নেহ, তস্কর, তিৰ্য্যক্ জাতি ও অন্তান্ত পাপযোনি
হইতে সযত্নে রক্ষা করিবে । আমার মরণে তুমি
শোক করও না । জানিবে,—সকলেরই মরণ
নিশ্চিত । বৎস! আমার শোকহারিণী প্রবোধ-
বাণী শ্রবণ কর । যেমন কোন ছায়াধী পথিক
কোন বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া বিগ্রামলাভের পর

মাস্তি পাতকম্ । ৮৪ । কপিলোবাচ । প্রাণিণাং প্রাণ
রক্ষার্থং বদাম্যেবানুতং বচঃ । নাভ্যর্থমুপযুক্তামি
শ্রমমপানুতং কচিৎ । ৮৫ । অশ্বমেধসহস্রং তু
সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ । অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব
বিশিষ্যতে । ৮৬ । তস্মান্নানুতমাত্মানং করিষ্যে
জীবিতাশয়া । অজ্ঞাপয়ন্তু মামাৰ্থ্য যাস্তে যত্র
মৃগাধিপঃ । ৮৭ ॥ বয়স্তা উচুঃ । কপিলে ত্বং
নমস্কার্য্যাস্বৈরপি সুরাসুরৈঃ । যত্নং পরমসন্তোম
প্রাণান্ত্যজসি দৃষ্ট্যজান্ । ৮৮ । অবশ্যং ন চ তে
ভাবী মৃত্যুঃ সত্যং কথঞ্চন । প্রমাণং যদি সত্য
ই ব্রজ পন্থাঃ শিবোহস্তু তে । ৮৯ । পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুক্তা চ কপিলা গতা যত্র মৃগাধিপঃ ।
অথাসৌ কপিলাং দৃষ্ট্বা বিশ্বম্যোৎফুল্ললোচনঃ ।
অত্রবীৎ প্রথিতং বাক্যং হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৯০ ॥
ব্যাত্ত উবাচ । শ্রাগতং তব কল্যাণি কপিলে সত্য-
বাদিনি । ন হি সত্যবতাং কিঞ্চিদশুভং বিদ্যাতে
কচিৎ । ৯১ । অযোক্তং কপিলে পূৰ্ব্বং শপথৈ
রাগমায় চ । তেন মে কৌতুকং জাতং যাত্নাগচ্ছেৎ

পুনঃ বথম্ । ৯২ । তস্মাদগচ্ছ ময়া যুক্তা যত্নাসৌ
তনয়ন্তব । তিষ্ঠতে গোকুলে বন্ধঃ কীরপায়ী
সুদুঃখিতঃ । ৯৩ । পুলস্ত্য উবাচ । এতন্নির্যেব
কালে তু স রাজা প্রকৃষ্ণং গতঃ । মৃগীশাপেন
নিশ্চুক্তো দিব্যরূপবপুর্ধরঃ । ততোহরবীৎ প্রহৃষ্টোহস্তু
কপিলাং সত্যবাদিনীম্ । ৯৪ । রাজোবাচ ।
প্রসাদাত্তব মুক্তোহহং শাপাদত্মাৎ সুদারুণাৎ । কিং
তে প্রিয়ং করোমাদা ধেমুকে ক্রহি সহযম্ । ৯৫ ॥
কপিলোবাচ । কৃতকৃত্যাম্মি রাজেন্দ্র যত্নং মুক্তো-
হসি কিমিষ্যৎ । পিপাসা বাধতেহত্যাৰ্থং সাম্প্রতং
জলমানয় । ৯৬ । নৈবানুতং বিজানীহি সত্যমেত-
ন্ময়োদিতম্ । ৯৭ । পুলস্ত্য উবাচ । অথাসৌ
পাথিবো হস্তে চাপমাদায় সঙ্করম্ । সজ্যাং কুত্বা
শরং গৃহ্য জঘান ধরণীতলম্ । ৯৮ । ততঃ সলিল-
মুত্তস্থৌ নিশ্চলং শীতলং শুভম্ । তত্র সা কপিলা
স্নাত্বা বিতুষা সমপদাত ॥ ৯৯ ॥ এতন্নির্যন্তরে
ধর্ম্মঃ স্বয়ং তত্র সমাগতঃ । অত্রবীৎ কপিলাং হৃষ্টো
বরং বরয় শোভনে ॥ ১০০ ॥ তব সন্তোম তুষ্টোহহং
নাস্তি তে সদৃশী কচিৎ । ত্রৈলোক্যে সকলে ধেমুর্ন

ব্যাপারে শপথভঙ্গে পাতক নাই । কপিল
কহিল,—প্রাণিগণের প্রাণরক্ষার্থ আমি অনুত বাক্য
বলিতে পারি ; কিন্তু নিজের প্রাণরক্ষার্থ অল্পমাত্রও
অনুত বলিতে ইচ্ছা করি না । সংশ্র অশ্বমেধ ও
একমাত্র সত্যকে তুলায় আরোপ করা হইয়াছিল ।
কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ হইতে সত্যই বিশিষ্ট হইয়া-
ছিল । অতএব আমি জীবিতাশায় আত্মাকে অনুত-
লিঙ্গ করিতে চাহি না । হে আৰ্ধ্যাগণ ! আমায়
আজ্ঞা করুন । আমি সেই মৃগাধিপসমীপে যাই ।
বয়স্তাগণ কহিল,—কপিলে ! তুমি পরম সত্যের
জন্ত দৃষ্ট্যজ প্রাণ সকল পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত
হইয়াছ ; এজন্ত সমস্ত সুরাসুরের নমস্কারাই ।
যদি সত্য প্রমাণ হয়, তবে সত্যবশে তোমার মৃত্যু
কখনই কোনরূপে হইবে না । যাও তুমি তোমার
পথ মঙ্গলময় হউক । পুলস্ত্য কহিলেন,—বয়স্তা-
গণ এই কথা কহিলে কপিলা মৃগাধিপসমীপে
উপস্থিত হইল । কপিলাদর্শনে ব্যাত্তের লোচন
বিশ্বম্যোৎফুল্ল হইল । সে সাদর বাক্যে হর্ষগদগদ
ভাবে বলিল,—হে সত্যবাদিনি কল্যাণি কপিলে !
তোমার শুভাগমন হোক । সত্যশালীদিগের
কোথাও কিছুই অশুভ নাই । কপিলে ! তুমি
পূর্বে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইবার শপথ করিয়াছিলে,
তাহাতে আমার এইরূপ কৌতুক হইয়াছিল যে,

আমার নিকট হইতে গিয়া কিরূপে আবার প্রত্যা-
বর্তন করিবে । যাহা হউক, তুমি আসিয়াছ, আমি
তোমায় একেবারেই ছাড়িয়া দিলাম ; আবার
তোমার তনয়ের নিকট কিরিয়া যাও । তোমার
কীরপায়ী শিশু বৎস গোকুলে আবদ্ধ হইয়া সর্বিশেষ
তঃখিত আছে । ৬১—৯৩ পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্য-
বসরে রাজা প্রকৃষ্ণ প্রাপ্ত হইলেন । তিনি মৃগী-
শাপ হইতে নিশ্চুক্ত হইয়া দিব্যরূপ দেহ ধারণ
করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সত্যবাদিনী কপিলাকে
কহিলেন—হে ধেমুকে ! তোমার প্রসাদে সুদারুণ
শাপ হইতে মুক্ত হইলাম । তোমার কোন প্রিয়া-
চরণ করিব বল ? কপিলা কহিল,—রাজেন্দ্র !
আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইলেন, ইহাতেই কৃত-
কৃত্য হইয়াছি । আমার বড় পিপাসা হইয়াছে,
আপনি কিঞ্চৎ জলানয়ন করুন । আমার এই
পিপাসার কথা অসত্য নহে । সত্য সত্যই বলি-
য়াছি । পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সেই রাজা
হস্তে শর শরাসন জাঘুক্ত করিয়া ধরণীতলে
নিক্ষেপ করিলেন । তাহাতে শূনীতল শুষ্ক জল
উৎথিত হইল । তখন সেই কপিলা তাহাতে স্নান
পান করিয়া বিতুষ হইল । ইত্যবকাশে স্বয়ং
ধর্ম্ম সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া
কপিলাকে বলিলেন,—শোভনে ! বর গ্রহণ কর ;

ভবিষ্যতি বৈ শুভে ॥ ১০১ ॥ কপিলোবাচ ।
প্রসাদান্তব গচ্ছেয়ঃ সহ রাজ্ঞা সগোকুলা । সুপ্রভেণ
পদং দিব্যং জয়ামরণবর্জিতম্ ॥ ১০২ ॥ মন্নায়
খ্যাতিমায়াতু পুণ্যমেতজ্জলাশয়ম্ । সর্বপাপহরঃ
নুনাং সর্বকামপ্রদঃ তথা ॥ ১০৩ ॥ ধর্ম উবাচ ।
যেহ্রদ্রান্নানং করিষ্যন্তি সুপুণ্যে সলিলে শুভে ।
চতুর্দশাং বিশেষেণ তে যান্তস্তি পরাং গতিম্ ॥ ১০৪ ॥
তব নাম সুপুণ্যং হি তীর্থমেতত্তবিষ্যতি । দর্শ-
য়দ্বিষ্ণু মর্ত্যস্ত প্রাপ্নাতে গোপহৃদয়কম্ । স্নানলক্ষ-
ণং দানাং পুণ্যটীকং তথাক্ষয়ম্ ॥ ১০৫ ॥ যেহ্রদ্র
শ্রাদ্ধং করিষ্যন্তি মানবাঃ সুসমাহিতাঃ । সর্বদান
কলং তেবাং ভুক্তিমুক্তৌ মহাশয়নাম্ ॥ ১০৬ ॥ অপি
কৌটপতজ্জা য়ে তুষার্তাঃ সলিলে শুভে । মজ্জয়িষ্যতি
যান্তস্তি তেহপি স্থানং দিবোকসাম্ ॥ ১০৭ ॥ কিং
পুনর্ভিক্ষসংযুক্তা মানবাঃ সত্যবাদিনঃ । মনস্বিনো
মহাভাগাঃ শ্রদ্ধাবন্তো বিচক্ষণাঃ ॥ ১০৮ ॥ পুলস্ত্য
উবাচ । এতস্মিন্নেব কালে তু বিমানানি সহস্রশঃ ।
সমায়াতানি রাজৈস্ত কপিলায়াঃ প্রভাবতঃ ॥ ১০৯ ॥
তান্তাকুহাথ কপিলা গোপগোকুলসঙ্কুলা । সুপ্রভেণ

সমাযুক্তা তৎপদং পরমং গতা ॥ ১১০ ॥ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তদ্রান্নানং সমাচরেৎ । শ্রাদ্ধং দানং
শক্ত্যা দানং পার্থিবসত্তমম্ ॥ ১১১ ॥

ইতি শ্রীকৃত্তিকোপনিষদে কপিলাতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নামৈকোন-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ
পাবনং পরমং নৃণাম্ । তত্র বহিঃ পুরা নষ্টো লক্ষণ
ত্রিদেশৈরাপি ॥ ১ ॥ যযাতিকুবাচ । কিমর্থং ভগবন্
বহিঃ পুরা নষ্টো বিজ্ঞোক্তম্ । কথং তত্রৈব লক্ষণ
কৌতুকং মে মহামুনে ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । পুরা
বৃষ্টিনিরোধোহুদ্যাবদ্ধাদশবৎসরান্ । সংশয়ং পরমং
প্রাপ্তঃ সর্বো লোকঃ ক্ষুধাদিতঃ ॥ ৩ ॥ প্রায়ো
মৃতো মৃতপ্রায়ঃ শেবোহুদ্যবদ্রবীতলে । নষ্টো অন্নপাত্রা
গ্রাম্যাঃ পশবঃ পাক্ষিণো মৃগাঃ ॥ ৪ ॥ এবং কৃষ্ণ-
মল্পপ্রাপ্তে মর্ত্যলোকে নরাধিপ । বিশ্বামিত্রো
মুনিবরঃ সন্দেহং পরমং গতঃ ॥ ৫ ॥ অন্নোবাধর-

তোমার সত্যে আমি তুষ্ট হইয়াছি । এই ত্রৈলোক্যে
তোমার সদৃশী ধেনু নাই, হইবেও না । কপিলা
কহিল,—প্রভো! আপনার প্রসাদে আমি সমস্ত
গোকুল ও এই রাজ্যের সহিত জয়ামরণবর্জিত দিব্য
পদ পাইব । এই পুণ্য জলাশয় আমার নামে
বিখ্যাত হউক । ইহা সর্বমানবের সর্ব কামপ্রদ
ও সর্ব পাপহর হোক । ধর্ম কহিলেন,—হে শুভে!
এই পুণ্য জলে যাহারা চতুর্দশীতে বিশেষরূপে
স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইবে ।
তোমার নামানুসারে এই সুপবিত্র তীর্থ বিখ্যাত
হইবে । মর্ত্য অমায়ত্তাদানে এখানে স্নানে
গোসহস্রদানের পুণ্য লাভ করে । অত্র স্নানে
লক্ষগুণ পুণ্য হয় এবং দানে অক্ষয় পুণ্য হইয়া
থাকে । যে সকল মানব সমাহত হইয়া এইস্থানে
করে, তাহাদের সর্ব দানকল হয়; ভুক্ত-
মুক্ত লাভ হইয়া থাকে । কৌটিল্য হোক, পতঙ্গ
হোক, তুষার্ত হইয়া এই শুভ সলিলে মগ্ন হইলে
তাহারাও বর্ণে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা
ভুক্তিমুক্ত, সত্যবাদী, যশস্বী, মহাভাগ, শ্রদ্ধা-
শীল, বিচক্ষণ মানব, তাহারা এই সলিলাবগা-
হনে যে স্বর্গলাভ করিবেন, সে সন্দেহে আর কথা
কি? পুলস্ত্য কহিলেন,—ইত্যবসরে কপিলায়

প্রভাবে সহস্র সহস্র বিমান উপস্থিত হইল । গোপ-
গোকুল-সঙ্কুলা কপিলা সেই সকল বিমানারোহণে
পরম শেভায় সুশোভিত হইয়া পরম পদে উপনীত
হইলেন । অ-এব সর্বপ্রযত্নে ঐতীর্থে স্নান, যথা-
শক্তি শ্রাদ্ধ ও দান করিবে ॥ ১০৪—১১১ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯

ত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পরম পাবন অগ্নি-
তীর্থে যাইবে । এই তীর্থে ত্রিদেশগণ পুরাকালে
নষ্ট অগ্নিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যযাতি কহি-
লেন,—বিজবর! কিজন্ত পুরাকালে অগ্নি নষ্ট
হইয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা দেবগণ পুনরায়
তাঁহাকে ঐস্থানে লাভ করেন?—হে মহামুনে!
আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে, ঐ সকল কথা
বাক্ত করুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—পুরাকালে একদা
দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হয় । তাহাতে
সর্বলোক ক্ষুধার্ত হইয়া একান্ত প্রাণসঙ্কট
অবস্থায় উপনীত হয়, অনেকে মরিয়া যায়
এবং অবশিষ্ট অনেকে মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে
অবস্থান করে । বস্ত্র ও গ্রাম্য পশু পক্ষী ও মৃগ
সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হয় । হে নরাধিপ! এই-

সাত্ত্ববাদবিশেষো ব্যজায়ত । অস্তম্ভিন্ দিবসে
প্রাপ্তঃ স্কৃৎকামঃ পৰ্ব্যটন দিশঃ ৬ । চণ্ডালনিলয়ঃ
প্রাপ্তঃ ক্ষুভ্ব্যপীড়িতো ভৃশম্ । তত্রাপশ্বমৃতং
ধানং শুকং পার্শ্ববিস্তৃতম্ ৭ । তমাদায় গৃহং প্রাপ্তঃ
প্রকাল্য সলিলেন তু । স্কৃৎকামঃ পাচয়ামাস ততস্তং
পাবকেহজুহোৎ ৮ । অভক্ষ্যভক্ষণং জ্ঞাত্বা হব্য-
বাহন্ততো নৃপ । শক্রস্তোপরি মন্ব্যং স্বং চক্রে-
হতীব মহীপতে ৯ । নষ্টৌষধিরসে লোকে যুক্ত-
মেতন্ধি সাম্প্রতম্ । যাদৃগাপ্তং হবিস্তাদৃগগ্নিতক্ষে
বিশিষ্যতে ১০ । নাতক্ষ্যং ভক্ষয়িষ্যামি ত্যজিন্যে
ক্ষিতিমণ্ডলম্ । যেন শক্রাদয়ো দেবা যাতি কষ্টে-
তরাং দশাম্ ১১ । এবং সক্ষিত্য মনসা সকোপো
হব্যবাহনঃ । প্রনষ্টঃ সকলঃ হিহা মর্ত্যালোকঃ
চরাচরম্ ১২ । প্রনষ্টে সহসা বহুবর্ণিষ্টোমাদিকাঃ
ক্রিয়াঃ । প্রনষ্টো জনাঃ সর্কে বিশেষাৎ সংশয়ঃ
গতাঃ ১৩ । ততো দেবগণাঃ সর্কে সন্দেহং পরমং
গতাঃ । যজ্ঞভাগবিহীনস্বায়ত্ত্বং চক্ৰুস্ততো মিথঃ ১৪ ।

১৪ । ত্যক্তস্ত বহিনা মর্ত্যস্ততো নাশং গতানরাঃ । শেষনাশাশ্রয়ঃ সর্কে বিনং ক্র্যামো ন সংশয়ঃ ।
১৫ । তস্মাদবেষ্যতাং বহির্ধ্বজ তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্ ।
যথা চরতি মর্ত্যে চ তথা নীতিক্ষীণীয়তাম্ ১৬ ।
পুলস্ত্য উবাচ । এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা সর্কে দেবাঃ
সবাসবাঃ । অবৈষয়ঃস্তথাগ্নিঃ তে সমস্তাঃ ক্ষিতি-
মণ্ডলে ১৭ । ততস্তে পুরতো দৃষ্টৌ শুকঃ শ্রাত্তা
দিবোকসঃ । পপ্রচ্ছুঃ শ্রদ্ধয়া বহির্ধ্বজি দৃষ্টে
প্রকথ্যতাম্ ১৮ । শুক উবাচ । যোহয়ং
বংশো মহানগ্রে প্রদক্ষো বহিসঙ্গতঃ ।
প্রনষ্টো হব্যবাহোহত্র ময়া দৃষ্টো মহাহ্র্যতিঃ ১৯ ।
শুকেনাবোদিতো বহিঃ শত্ৰু তং মন্ব্যানাবৃতঃ ।
গঙ্গাদা ভাবি তে বাণী প্রোক্ষেদং প্রস্থিতো
জ্ঞতম্ ২০ । প্রবিশেষ শমীগর্ভমবশং তরুসত্তমম্ ।
তত্রহো দ্বিপরাজ্ঞা স কথিত্বো বিবধান্ প্রতি ২১ ।
স তং প্রোবাচ তে জিহ্বা বিপরীতা ভবিষ্যতি ।
ততো জলাশয়ং গহ্বা পর্ষতেহর্কদসংজ্ঞকে ২২ ।

রূপে মর্ত্যবাসীরা কষ্টের চরমসীমায় উপনীত হইলে
মুনিবর বিশ্বামিত্রকেও প্রাণসংশয় দশায় উপনীত
হইতে হয় । অন্নৌষধি রসের অভাবে তাঁহার দেহ
অস্থিমাাত্র অবশিষ্ট রহিল । একদিন তিনি স্কৃৎকাম
হইয়া নানাদিকে পার্শ্বভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধা-
ভুকাই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক চণ্ডালনিলয়ে
গিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে গিয়া এক মৃত
শুক কুকুরদেহ দেখিতে পাইলেন । বিশ্বামিত্র
তাহাই গ্রহণ করিয়া সলিলদ্বারা প্রকালনপূর্বক
নিজাশ্রমে আসিলেন । অনন্তর ক্ষুধার্ত হইয়া তিনি
সেই কুকুরমাংস পাক করিয়া পাবকে আহুতি
প্রদান করিলেন । হে নৃপ ! এদিকে হব্যবাহন
অভক্ষ্য ভক্ষণ জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের উপর
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি ভাবিলেন,—জগতে
ঔষধিরস নাই ; সুতরাং সাম্প্রতি ইহা উপযুক্তই
হইয়াছে । যাদৃশ হবিঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, অগ্নির
ভক্ষ্য তাদৃশই প্রশস্ত বটে ; কিন্তু আমি অভক্ষ্য
ভক্ষণ করিব না । যাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ কষ্টের
দশায় উপনীত হন, সে জন্ত আমি ক্ষিতিমণ্ডল
পরিভ্রমণ করিব । ক্রুদ্ধ হব্যবাহন মনে মনে এই-
রূপ চিন্তা করিয়া চরাচর মর্ত্যালোক পরিভ্রমণপূর্বক
অদৃষ্ট হইলেন । বহি সহসা অস্ত্রদান করিলে
অগ্নিষ্টোমাদি নিখিল ক্রিয়া নষ্ট হইল । জনগণের
কষ্টের আর অবধি রহিল না । অনন্তর দেবগণ

যজ্ঞভাগ-বিহীন হওয়ায় অত্যন্ত সন্দেহান হইয়া
পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—বাহু মর্ত্যালোক
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে নরগণ নষ্ট হইয়াছে ।
যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহাদের মরণ হইলে
আমাদেরও নিশ্চয় নাশ হইবে । অতএব বহি
দম্প্রতি কোথায় আছেন ; তাহার অনুসন্ধান করা
যাউক । তিনি যাহাতে পুনরায় মর্ত্যে বিচরণ করেন,
সেইরূপ নীতিই অবলম্বন করা হোক । ১—১৬।
পুলস্ত্য কহিলেন,—ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপ নিশ্চয়
করিয়া ভূতলে সর্বত্র অগ্নির অনুসন্ধান করিতে
লাগিলেন । যাইতে যাইতে শ্রান্ত দেবগণ এক-
স্থানে শুককে সম্মুখে দেখিয়া শ্রদ্ধার সহিত জিজ্ঞা-
সিলেন,—শুক ! তুমি যদি বারুকে দেখিয়া থাক ভ
বন ? শুক কহিল,—ঐ যে সম্মুখে মহাবংশ দেখা
যাইতেছে, উহা বারুসংযোগেই দগ্ধ হইয়াছে ।
আমি দেখিয়াছি, মহাহ্র্যতি হব্যবাহন উহার মধ্যে
গিয়াই অদৃষ্ট হইয়াছেন । শুক এই সংবাদ
বলিলে বহি ক্রোধভরে তাহাকে “তোমার গঙ্গাদ-
বাণী হইবে ।” এইরূপ অভিশাপ দিয়া সত্ত্বর
প্রস্থান করিলেন । অনন্তর তিনি সমীগর্ভ অশ্বখ
পাদপে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর কোন এক
গজেন্দ্র ঐ সংবাদ বিবৃদ্ধগণের নিকট বলিয়া দিল ।
এই জন্ত বহি তাহাকে বলিলেন,—তোমার জিহ্বা
বিপরীত হইবে । অনন্তর বহি অর্কদুর্গাচলস্থ

প্রবিষ্টো ভগবান্ বহ্নির্ধ্বা দেবৈর্ব লক্ষ্যতে ।
 তজ্জহেন দর্দুরেণ হেবাং প্রোক্তো হত্যাশনঃ ।
 ২৩ । অত্রাসো তিষ্ঠতে বহ্নির্নিব্বরে পরীতস্ত চ ।
 দক্ষাশ্চ জলজাঃ সর্কে অতপ্তেনৈব বারিণা । ২৪ ।
 কঙ্কাদহং বিনিক্ষান্তস্তস্মায় ত্যামুখাং সুরাঃ । তচ্ছুহা
 যতুমাস্থায় প্রবিষ্টো হব্যবাহনঃ । ২৫ । ভবিষ্যসি
 বিজিহ্মস্ব শত্ৰু তং দর্দুরং নৃপঃ । ২৬ । ততো
 দেবগণাঃ সর্কে নিক্ষান্তাঃ সলিলাশ্রয়াঃ । সন্বেষ্ট্য
 তুর্হুবুঃ সর্কে স্তবৈর্কোদোস্তবৈনৃপ । ২৭ । দেবা
 উচুঃ । অয়মে সর্বভূতানামস্ত্যচরসি পাবক ।
 অয়া হীনঃ জগৎ সর্বং নাশং যাস্ততি সহরম্ । ২৮ ।
 অঃ মুখং সর্বদেবানাং অয়ি লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 ভুলোকে চ অয়া ত্যক্তে বয়ং সর্কে সवासবাঃ ।
 বিনাশমেব যাস্তামস্তস্মাৎ জাতুমর্হসি । ২৯ । অঃ
 ত্রক্ষা অঃ মহাদেবস্বং বিষ্ণুঃ দিবাকরঃ । অঃ
 চন্দ্রশ্চ ধনদো মরুত্শ্চ সুরেশ্বরঃ । ৩০ । ইন্দ্রাদ্যা
 বিবুধাঃ সর্কে অদায়ন্তা হত্যাশন । কিমর্থঃ ভগবন্মর্ত্যং

ত্যাগ্য স্বমজ সংহিতঃ । কিমর্থঃ ভগবন্মর্ত্যানা-
 গাংস্ত্যক্তুমিচ্ছসি । ৩১ । পুলস্ত্য উবাচ । বেষ্টিতো
 ভগবান্ বহ্নির্দেবৈঃ স্ততিপরায়ণৈঃ । তন্ত্বেব নিব্বর-
 শ্চ তটস্থো বাক্যমববীৎ । ৩২ । বহ্নিরূপাচ
 অভক্ষ্যভক্ষণে শক্যো মামিচ্ছতি নিয়োজিতুম্ ।
 তেনৈব ন করোত্যেব রুষ্টিং মর্ত্যে সুরেশ্বরঃ । ৩৩
 অতোহহং ভূতলং ত্যক্তা প্রবিষ্টো নিব্বরে স্থিহ
 প্রনষ্টান্নরসে লোকে ন চাহং স্বাতুমুৎসহে । ৩৪
 শক্র উবাচ । শূন্যস্মায়্যা রোধঃ কৃতো রুষ্টিহতা-
 শন । দেবাণির্নাম ধর্ম্মজঃ কত্রিয়াণাং যশস্করঃ
 ৩৫ । প্রতীপস্তৎসুতঃ সাধুঃ সর্বশীলবতাং বরঃ
 দেবাপো চ গতে স্বর্গং জ্যেষ্ঠভ্রাতরমগ্রজম্ । সম্যক্তা
 জগৃহে রাজ্যং শাস্ত্রমুস্তৎসুতোহবরঃ । ৩৬ । এত-
 স্মাৎকারণাদ্রাজ্যে তৎ রুষ্টির্নিরাকৃত । তবাদেশাস্ত
 করিষ্যাম নিবর্ত্তস্ব হত্যাশন । ৩৭ । পুলস্ত্য
 উবাচ । এবমুক্তা সহস্রাশ্বঃ পুঙ্করাবর্ত্তকান্ ধনান্ ।
 দ্রুতমাজ্ঞাপয়ামাস রুষ্টিার্থং জগতীতলে । ৩৮ । অথ
 শক্রসমাদিষ্টা বিহাযন্তো বলাহকাঃ গন্তীররাবিণঃ
 সর্বং ভূতলং প্রচুরৈর্জজলৈঃ । পুরয়ামাসুরত্যাগ্রা

জলাশয়ে প্রবেশ করিলেন । এমন ভাবে প্রবিষ্ট
 হইলেন, দেবগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন
 না । কিন্তু সেই জলাশয়স্থ এক দর্দুর দেবগণকে
 হত্যাশনের বার্তা বলিয়া দিল । দর্দুর কহিল,—এই
 পরীতনিব্বরে বহ্নি অবস্থান করিতেছেন ।
 তাঁহার অবস্থানে সমস্ত জল প্রতপ্ত হইয়াছে ।
 তাহাতে জলজন্তুগণ দগ্ধ হইয়াছে । হে সুরগণ !
 আমি অতিকষ্টে সেই মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহতি
 পাইয়া আনিয়াছি । তচ্ছুবেণ বহ্নি দর্দুরকে “তুই
 বিজিহ্মস্ব হইবি ।” এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্বক
 সমস্তে স্থানান্তরে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর
 দেবগণ সলিলাশয় হইতে নিক্ষান্ত হইয়া সকলে
 সমবেতভাবে বেদস্ততি দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে
 লাগিলেন । দেবগণ কহিলেন,—হে অগ্নে ! তুমি
 সর্বভূতের অন্ত্যচর ; তুমি বিনা সমস্ত জগৎই
 সহর নষ্ট হইবে । তুমি দেবগণের মুখ, তোমা-
 তেই সর্বলোক প্রতিষ্ঠিত ; তুমি যদি ভুলোক পরি-
 ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমরা ইন্দ্রাদি নিখিল
 দেবই বিনষ্ট হইয়া যাইব । অতএব তুমি জ্ঞাপ
 কর । হে হত্যাশন ! ত্রক্ষা, হর, বিষ্ণু, দিবাকর,
 চন্দ্র, ধনদ, বায়ু, ও সুরেশ্বর, সকলই তুমি ।
 ইন্দ্রাদি বিবুধগণ সকলেই তোমার আয়ত্ত । অত-
 এব ভগবন্ । কি জন্ত তুমি মর্ত্য পরিত্যাগ করিয়া
 এখানে অবস্থান করিতেছ ? আমরা নির্দোষ ;

আমাদিগকেই বা কি জন্ত পরিত্যাগ করিতেছ ?
 ১৭-৩১ । পুলস্ত্য কহিলেন,—স্তবনিরত দেবগণ কর্তৃক
 ভগবান্ বহ্নি বেষ্টিত হইয়া সেই নিব্বরতটে অব-
 স্থানপূর্বক বলিলেন,—ইন্দ্র আমাকে অভক্ষ্য-
 ভক্ষণে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাই
 তিনি মর্ত্যালোকে রুষ্টি করিতেছেন না । আমার
 ভূতলত্যাগ, ও নিব্বরে প্রবেশ এইজন্তই হই-
 য়াছে । অতএব অন্নরসবজ্জিত লোকে আমি
 আর থাকিতে ইচ্ছা করি না । ইন্দ্র কহিলেন,—
 হত্যাশন ! কি জন্ত আমি রুষ্টিরোধ করিয়াছি,
 শ্রবণ করন । কত্রিয় কীর্তবর্দ্ধন ধর্ম্মজ দেবাণি
 ভূতলে রাজা হইলেন । তাঁহার পুত্র প্রতীপ সাধু-
 স্বভাব এবং চরিত্রবানদিগের অগ্রণী । প্রতীপের
 কনিষ্ঠ শাস্ত্রম্ । দেবাণি স্বর্গগমন করিলে জ্যেষ্ঠ-
 ভ্রাতা প্রতীপকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ শাস্ত্রম্
 রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন । এই জন্তই তাঁহার
 রাজ্যে রুষ্টি বিধান করিতেছি না । যাহা হোক,
 হত্যাশন ! আপনার আদেশে অবশ্যই আমি রুষ্টি
 বিধান করিব । সহস্রাশ্ব এই বলিয়া পুঙ্করাবর্ত্ত-
 কাদি মেঘদিগকে সহর বর্ষণার্থ আদেশ করিলেন ।
 ইন্দ্রের আদেশে বিহাযন্ত বলাহকগণ গন্তীর
 রব করিতে করিতে প্রচুর জলে সমগ্র

হ্যতিমভো মহীপতে । ৩৩ । ততোহগ্নিমংগরায়
 কৃষ্ণি ভগবান্ হব্যবাহনঃ । যোচ্যামাস ত্বপূর্থে
 বসতিং দেবকারণাং । ৩৪ । দেবা উচুঃ । তবা
 দেশাৎ কৃতা কৃষ্ণিরভ্যংকাৰ্য্যং হত্যাশনঃ । যন্তে প্রিয়ঃ
 তবশ্রাকং সুশীলং হি নিবেদয় । ৩৫ । অগ্নিকবাচ ।
 এতজ্জলাশয়ং পুণ্যং যন্নাস্য তীর্থমুত্তমম্ । ধ্যাতিঃ
 যাতু ধরাপূর্থে যুগাকং হি প্রসাদতঃ । ৩৬ । দেবা
 উচুঃ । অগ্নিতীর্থমিদং লোকে প্রখ্যাতিঃ সপ্তায়া-
 স্ততি । অত্র স্নাতো নরঃ সম্যগগ্নিলোকং প্রযাস্ততি ।
 ৩৭ । যন্তিলান্ দাস্ততি নরস্তীর্থেহস্মিন্ সুনমাহিতঃ ।
 অগ্নিষ্টোমস্ত যজ্ঞস্ত কলং তস্ত ভবিষ্যতি । ৩৮ ।
 পুলস্ত্য উবাচ । এবমুক্তা সুরাঃ সর্ষে স্বঃস্বঃ স্থানং
 যযুস্ততঃ । বারুচ ভগবান্ রাজনযথাপূর্বমবর্তত । ৩৯ ।
 যৈশ্চৈতৎপঠ তে নিত্যং প্রাতরুথায় চোত্তমম্ । অগ্নি-
 তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাতকৈঃ । ৪০ ।
 অহোরাত্রকৃতাতং পাণাৎ স শৃণুয়পি মুচ্যতে । ৪১ ।

ইতি জীকান্দেহগ্নিতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । রক্তাশ্ববহঃ বৈ গচ্ছেতীর্থং
 ত্রৈলোক্যবিক্রমতম্ । যত্র স্নাতো নরঃ সুনামুচ্যতে
 ব্রহ্মহত্যায়া । ১ । পুরাসীৎ পার্শ্বিবো নাম ইন্দ্রসেনো
 মহীপতিঃ । তস্তাসীৎসুপ্রিয়ঃ ভাৰ্য্যা সুনন্দা নাম
 ভামিনী । পতিব্রতা পতিপ্রাণা সদা পত্ন্যাঃ প্রিয়ে
 হিতা । ২ । কস্তচিৎকালস্ত স রাজা সপরিগ্রহঃ ।
 পরদেশং গতো হস্তঃ শত্রুসংজ্ঞঃ হুয়াসদম্ । ৩ ।
 তং নিহত্য ধনং ভূরি গৃহীত্বা প্রস্থিতো গৃহম্ ।
 ততোহগ্রে প্রেষয়ামাস স দূতং ক্রত্বিমং নৃপ । ৪ ।
 সুনন্দাং ক্রহি গতা স্বমিত্রসেনো হতো রণে ।
 তদাকারস্ততো লক্ষ্যঃ পাতিব্রত্যে যমাজগা । ৫ ।
 যদি সা নিশ্চয়ং গচ্ছেন্নরং প্রতি ভামিনী । তদা
 রক্ষ্য প্রযত্নেন বাচ্যং হস্তং যমোত্তমম্ । ৬ । এব-
 মুক্তো গতো দূতস্তৎকণাঘূর্ণসত্তম । তন্তৈ নিবেদয়-
 মাস যহক্তং তেন হুভূজা । ৭ । অথ তস্ত বচঃ শ্রুত্বা
 সুনন্দা চাক্রহাসিনী । গতপ্রাণা নৃপশ্চেষ্ট পতিপ্রাণা
 মহাসতী । ৮ । যস্মিন্ কালে যুতা সা তু সুনন্দা

ভূতল পরিপূরিত করিল। অনন্তর ভগবান্
 হব্যবাহন পরম পরিভূষ্ট হইলেন। দেবগণের
 অমুরোধে তিনি পুনরায় ভূতলে বাস করি-
 লেন। দেবগণ কহিলেন,—হত্যাশন! আপ-
 নার আদেশে কৃষ্ণি করা হইল। আপনার প্রিয়
 অস্ত্র কি কার্য্য আছে, শীঘ্র প্রকাশ করুন। অগ্নি
 কহিলেন,—তোমাদের প্রসাদে এই পুণ্য জলাশয়
 আমার নামে উত্তম তীর্থরূপে পরিণত হইয়া ধরা-
 পূর্থে প্রখ্যাতি লাভ করুক। দেবগণ কহিলেন,—
 জগতে এস্থান অগ্নিতীর্থ নামে প্রখ্যাত হইবে। এই
 স্থানে স্নান করিলে লোক অগ্নিলোকে যাইবে। যে
 নর এই তীর্থে তিল দান করিবে, তাহার অগ্নিষ্টোম
 যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
 সুরগণ এই কথা কহিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি-
 লেন। এদিকে বারুচ যথাপূর্ব অবস্থান করিতে
 লাগিলেন। যে নর প্রাতে উঠিয়া এই অগ্নিতীর্থ
 মাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করে, তাহার সৰ্ব্বপাপ হইতে
 মুক্তি হয়। নর ইহা শ্রবণে অহোরাত্রকৃত পাপ
 হইতে মুক্তিলাভ করে। ৩২—৪১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায়

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর নর ত্রৈলোক্য-
 বিকৃত রক্তাশ্ববহ তীর্থে গমন করিবে; যথায় স্নান
 করিলে নর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। পূর্বে
 ইন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পরম
 প্রেমসী ভাৰ্য্যার নাম ছিল—সুনন্দা। সুনন্দা
 প্রতিব্রতা, পতিপ্রাণা, সৰ্বদা পতির প্রিয়চরণে রতা।
 একদা রাজা সসৈন্তে হৃদ্বর্ষ শত্রুসমূহের উচ্ছেদ-
 সাধনার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন এবং শত্রুর
 নিধন সাধনান্তে প্রভূত ধনরত্ন লইয়া নিজ গৃহাতি-
 মুখে প্রস্থিত হইলেন। রাজধানীপ্রবেশের পক্ষে
 রাজা একজন ক্রত্বিম দূত প্রেরণ করিলেন ও বলিয়া
 দিলেন,—দূত! তুমি গিয়া সুনন্দার নিকট বল
 যে, রাজা ইন্দ্রসেন সময়ে নিহত হইয়াছেন। এই কথা
 বলিয়া তদীয় পাতিব্রত্যে কিরূপ আত্মা আছে, তাহা
 লক্ষ্য করিবে। যদি সেই ভামিনী মংগলী মরণের
 জন্য কৃতনিশ্চয় হয়, তবে তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা
 করিয়া আমার এই পরিহাসব্যাপার ব্যক্ত করিবে।
 রাজার আদেশে দূত তৎকণাৎ রাজত্ববনে গিয়া
 ভূপতি-কথিত সংবাদ রাজার নিকট নিবেদন
 করিল। পতিগতপ্রাণা মহাসতী সুনন্দা সুনন্দ

শীলমণ্ডল। তন্নিম্ন কালে নৃপঃ সোহপি তৎপাশে
সমাশ্রিতঃ । ১ । অধাপত্ত্বিতীয়াং স চ্ছায়াং গাজে
চোপরি । তথা শুকতরং কারং সালস্তং সমপদ্যত ।
১০ । তেজোহীনং সুদুর্গন্ধি বিবর্ণং নৃপসত্তম ।
অথ প্রাপ্তো গৃহং রাজা ক্ষয়া ভাব্যাসমুদ্ভবঃ । ১১ ।
বিনাশং হুঃখশোকাকর্ষঃ করুণং পর্যাদেবয়ং । স
জ্ঞায়া পাপমাত্মনং জীহত্যাসুবিদুশিতম্ । ১২ ।
ব্রাহ্মণানাং সমাদেশান্তথা যাজ্ঞপরোহভবৎ । কুরৌ-
র্দৈবিকং তস্তা লঘুযাজপরিগ্রহঃ । বারণশ্চাঃ
গতঃ পূর্বং তত্র দানং দদৌ বহু । ১৩ । কপাল-
মোচনে তীর্থে সর্গপাশপ্রণাশনে । ত্রিনেত্রো যত্র
নিপুঙ্কঃ পুরা বৈ ব্রহ্মহত্যায়া । ১৪ । তস্ত
চ্ছায়া দ্বিতীয়া সা ন নষ্টা তত্র ভূপতে । ততঃ
কনধলং প্রাপ্তঃ সুপুণ্যং শুদ্ধিদং নৃপাৎ । ১৫ ।
তথৈব পুঙ্করারণ্যং তস্মাদমরকটকম্ । কুরু-
ক্ষেত্রং ততো রাজন্ প্রাপ্তোহসৌ নৃপসত্তমঃ ।
১৬ । প্রভাসং সোমতীর্থে ততস্ত কুরুজাদলে ।
একহংসং ততো রাজন্ পুণ্যপারিগ্ৰবং ততঃ । ১৭ ।

করুকোটীং বিরূপাক্ষ উভঃ পঞ্চদশঃ নৃপ । এব-
মাদীনি তীর্থানি পুণ্যভ্যায়তনানি চ । পরিভ্রময়-
পাল পরিভ্রাতো নরাধিপাঃ । ১৮ । বতো বৎস-
শান্তে সম্ভ্রাপ্তোহর্কুদপর্কতে । তত্রাপত্ত্বিতরপতি-
তীর্থভ্যায়তনানি চ । ১৯ । তপসিসজ্জান্ বিবিধান্
ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ । দদৌ দানানি বহুশা
ব্রাহ্মণেভ্যো যদৃচ্ছয়া । ২০ । প্রাপ্তো রক্তানুবন্ধ-
তীর্থে তত্রৈব পর্কতে । তত্র ভ্রাতো বিনিক্ষিপ্তো
যানং পশুতি কুমিণঃ । ২১ । তাবদ্র দৃষ্টতে চ্ছায়া
দ্বিতীয়া জীবোধোভবা । লঘুং সর্গপাশাণি সম্ভ্রাপ্তানি
মহীপতেঃ । ২২ । বিগতভা প্রনষ্টা চ তেজোবুদ্ধিঃ
পর্যভবৎ । ততো হৃষ্টমনা কুয়া দদা দানানি
কুরিণঃ । স্তূয়মানশ্চতুর্দিকৃ বন্দিভিঃ প্রস্রিতো গৃহম্ ।
২৩ । ততো রক্তানুবন্ধস্ত সীমাতিক্রমণং নৃপ ।
যাবৎ কুরোতি রাজেন্দ্র তাবদন্ত পুনস্তথা । ২৪ ।
স চ্ছায়া দৃষ্টতে দেহে দ্বিতীয়া নৃপসত্তম । স এব
গজো গাজেষু তেজোহানিচ সা নৃপ । ২৫ । ততো
হুঃখাতিসন্তপ্তো গতন্তত্রৈব তৎক্ষণাৎ । রক্তবন্ধ-
মস্তপ্রাপ্তো বিপাপা সোহভবৎ পুনঃ । ২৬ ।
স জ্ঞায়া তীর্থমাশাস্ত্রাং পরং পার্শ্বিসত্তমঃ । তত্র

সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি-
লেন । যৎকালে সেই চরিত্রবতী রাজমহিষী মৃত্যু-
প্রাপ্ত হইলেন, রাজা ইন্দ্রসেনও তৎক্ষণেই সেই
পাশে লিপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি দেখিলেন,—
আর একটা ছায়া তাঁহার গাজোপরি পতিত হই-
য়াছে । তাঁহার কলেবর অলস, তেজোহীন, দুর্গন্ধ-
যুক্ত ও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে । রাজা এই অবস্থায়
ভাব্যার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গৃহে আসিলেন এবং
হুঃখশোকে অভিভূত হইয়া করুণকণ্ঠে রোদন
করিতে লাগিলেন । তিনি বুঝিলেন,—তাঁহার
জীহত্যাজ্ঞাপাপ হইয়াছে । বুঝিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-
গণের আদেশে পাপক্ষালনার্থ তীর্থযাত্রায় উদ্যত
হইলেন । যাইবার পূর্বে তিনি তাঁহার পত্নীর
ঐর্ষদৈহিক কার্য্য করিয়া গেলেন । পরে অল্পমাত্র
পরিজন সমভিব্যাহারে বারণসীধামে উপস্থিত
হইয়া রাজা বহুদান দান করিলেন । ঐ স্থানের
সর্গপাশহর কপালমোচন তীর্থে সাক্ষাৎ ত্রিনেত্র
ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন । সেই তীর্থে
গিয়া ভূপতির সেই দ্বিতীয় ছায়া নষ্ট হইল না । অন-
ন্তর তিনি নরগণের শুদ্ধিপ্রদ সুপুণ্য কনধল তীর্থে
গমন করিলেন । তথা হইতে পুঙ্করারণ্য, তাহার
পর অমরকটক, তথা হইতে কুরুক্ষেত্র, পরে
সোমতীর্থ প্রভাস ও তদনন্তর কুরুজাদলে, তদনন্তর

একহংসতীর্থে, পরে পুণ্য পারিগ্ৰব তীর্থে, তদনন্তর
করুকোটীতে, তৎপরে বিরূপাক্ষে, অনন্তর পঞ্চদশ
গমন করিলেন । এইরূপে মহীপাল বহু তীর্থ ও
পুণ্যায়তনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিভ্রান্ত হইলেন ।
অনন্তর সহস্র বর্ষের পর তিনি অর্কুদাচল প্রাপ্ত
হইয়া সেখানে বহু তীর্থ, আয়তন, তপসিসজ্জা ও
বিবিধ বেদপারগ ব্রাহ্মণ দর্শন করিলেন । অতঃপর
তিনি তত্রত্য রক্তানুবন্ধ তীর্থে প্রাপ্ত হইয়া যদৃচ্ছা-
ক্রমে ব্রাহ্মণগণকে বহু দেয় বস্তু বিতরণ করিলেন ।
এই তীর্থে স্নান করিয়া নৃপ যেমন নিষ্কান্ত হইলেন,
আর তাঁহার সেই জীবোধোভবা দ্বিতীয়া ছায়া দেখিতে
পাইলেন না । তাঁহার গাজ লঘু প্রাপ্ত হইল;
গাজে আর দুর্গন্ধ রহিল না । তাঁহার যার পর
নাই তেজোবুদ্ধি হইল । তখন তিনি চতুর্দিকে
বন্দিগণকর্তৃক স্তূয়মান হইতে হইতে আনন্দে গৃহে
গমন করিলেন । হে নৃপ! ঐ রাজা যেমন
রক্তানুবন্ধ তীর্থের সীমা অতিক্রম করিলেন, অর্থাৎ
তাঁহার সেই ছায়া পুনরায় উপাশ্রিত হইল । সেই
গাজগচ্ছ, সেই তেজোহানি, পুনরায় তাঁহার
আসিয়া জুটিল । তদদর্শনে পুনরায় তিনি তৎ-
ক্ষণাৎ সেই রক্তবন্ধতীর্থে গমন করিয়া বিগতপা

দাক্ষিণী চাহতা চিতাং কৃষা ততো নৃপ । দানং দধা
 দ্বিজাশ্রেষ্ঠাঃ প্রবিত্তো হব্যবাহনম্ । ২৭ । ততো
 বিমানমাক্রম্য পরিত্যজ্য কলেবরম্ । দিব্যমালা-
 ধরধরঃ শিবলোকমুপাগমৎ । ২৮ । শিবলোকমহু-
 প্রাপ্তে তস্মিন্ পার্শ্ববসন্তমে । দেব যন্তনা বাক্য-
 মিদমাহঃ সুবিস্ময়াৎ । ২৯ । তৌৰ্ধেভ্যস্ত পরঃ
 বৈ পাবনং পরম্ । ইন্দ্রসেনো হতঃ
 পাপান্তৌৰ্ধসন্ধাঘ্যমুচ্যত । ৩০ । ততঃ প্রভৃতি ততৌৰ্ধ-
 খ্যাতক ধরনীতলে । রক্তানাং প্রাণিনাং যস্মাদহু-
 বন্ধং করোতি যৎ । ৩১ । রক্তাহুবন্ধমিত্যেব
 তস্মাস্তৎ কৌৰ্ধ্যতে কিত্তো । তত্র সন্তপ্য বৈ
 দেবান্ যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নৃপ । ৩২ । তত্র সংক্রমণে
 ভানৌৰ্ধঃ স্নানং কুরুতে নরঃ । শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো
 যুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া । ৩৩ । পিতৃক্ষেত্রে গয়ায়াঞ্চ
 শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে নরঃ । গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রাহঃ কলঃ
 তস্ত মহর্ষয়ঃ । ৩৪ । চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে বা গোদানং
 নৃপসন্তম । যঃ করোতি নরস্তত্র স কুলান্ সপ্ত
 তারয়েৎ । ৩৫ ।

ইতি ঋক্‌সামে রক্তাহুবন্ধমাহাশ্রয়বর্ণনং

নার্মৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ । ৩১ ।

হইলেন । তখন তিনি তৌৰ্ধের এতাদৃশ প্রভাব
 অবগত হইয়া কাষ্ঠ আহরণ করত চিতা নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক
 দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ধন দান করিয়া তথায় অগ্নিপ্রবেশ
 করিলেন । অনন্তর তিনি কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক
 দিব্যমালাধরধর হইয়া বিমানবরে আরোহণ করত
 শিবলোকে গমন করিলেন । তিনি শিবলোক
 প্রাপ্ত হইলে দেবর্ষিগণ সবিস্ময়ে বলি-
 লেন,—এই তৌৰ্ধ তৌৰ্ধশ্রেষ্ঠ এবং পরম পবিত্র ;
 যেহেতু রাজা ইন্দ্রসেন এই তৌৰ্ধপ্রভাবে পাপমুক্ত
 হইয়াছেন । তদবধি এই তৌৰ্ধ ধরনীতলে প্রসিদ্ধ
 হইয়াছে । রক্ত প্রাণীদিগের অহুবন্ধ করে বলিয়া
 এই তৌৰ্ধ রক্তাহুবন্ধ নামে ক্রীত হইয়া থাকে ।
 এই তৌৰ্ধে দেবগণকে তর্পিত করিয়া যে
 মানব শ্রাদ্ধ করে, এবং ভাস্ক্রসংক্রমণে স্নান করে,
 সে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।
 পিতৃক্ষেত্রে গয়ায় যাহারা শ্রাদ্ধ করে, এই তৌৰ্ধে শ্রাদ্ধ
 করিলে তাহাদের সমান কলই হয়, ইহা মহর্ষিগণ
 বলেন । চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে যে নর ঐ তৌৰ্ধে গোদান
 করে, তাহার সপ্তকুল উদ্ধার হয় । ১—৩৫ ।

একত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । মহাবিনায়কঃ গজেন্দ্রভূতঃ
 পার্শ্ববসন্তম । যস্মিন্ দৃষ্টে নৃণাং সন্ধ্যো নিৰ্দ্ধিগ্নহঃ
 প্রজায়তে । ১ । যযাতিকবাচ । কথং মহম্‌মগমৎ
 পূৰ্ব্বং তত্র বিনায়কঃ । কস্মিন্ কালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সৰ্ব্বং
 বিস্তরতো বদ । ২ । পুলস্ত্য উবাচ । পুরো-
 বর্ত্তনজং লেপং গৃহীত্বা নৃপ পার্শ্বতী । বিনোদার্থং
 চকারাথ বালকঃ সুকুমারকম্ । ৩ । লেপাতাবা-
 ছিরোহীনঃ শেযাক্রাবয়বঃ নৃপ । যথোক্তং নিৰ্দ্ধি-
 গ্নিত্বা তং স্বন্দং বাক্যমধাতবীৎ । ৪ । লেপমানম্
 ভদ্রস্তে শিরোবর্ধং স্বন্দ সত্তরম্ । যেনাং পুত্রকো
 মে শ্রাদ্ধভ্রাতা তে পরহৃদয়ঃ । ৫ । ততো গৌরী-
 সমাদেশোন্নৈপালকৌ নৃপোত্তম । মন্তং গজবরং
 দৃষ্ট্বা শিরস্তস্ত সমানয়ৎ । ৬ । তস্মিন্মিষোজয়াস
 গাত্রে লেপসমুত্তবে । মহাক্ষৌদ্রঃ শিরো ভাবি পুত্র
 কস্মাভয়াহতম্ । ৭ । ক্রবন্ত্যাশ্চাপি পার্শ্বত্যা মা
 মোতি চ মুহুর্ভূতঃ । স্তস্তে শিরসি তলনাজে দৈব-
 যোগান্নরাধিপ । ৮ । বশেষান্নায়কবধ গাত্রেভ্যঃ

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপবর ! অনন্তর নর
 মহাবিনায়ক তৌৰ্ধে গমন করিবে । এই তৌৰ্ধ দর্শনে
 নরগণের কোন অন্তরায় থাকে না । যযাতি বলি-
 লেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । পূর্বে কোন সময়ে কি
 প্রকারে বিনায়ক মহম্‌ লাভ করিয়াছিলেন ? পুলস্ত্য
 কহিলেন,—হে নৃপ ! পূর্বে দেবী পার্শ্বতী উবর্ত্ত-
 নজাত লেপ লইয়া বিনোদার্থ এক সুকুমার বালক
 নিৰ্ম্মাণ করিতে থাকেন । লেপাতাবে ঐ বালকের
 মস্তক গঠিত হয় না । তখন তিনি সমস্ত অস্ত্রস্ত্র অব-
 যব নিৰ্ম্মাণ করিয়া স্বন্দকে বলিলেন,—বৎস স্বন্দ !
 মস্তক নিৰ্ম্মাণার্থ শীঘ্র লেপানয়ন কর ; ইহাতে এই
 আমার পুত্র—তোমার ভ্রাতা পরপক্ষের অজেয়
 হইবে । অনন্তর গৌরীর আদেশে স্বন্দ লেপানয়নে
 গেলেন ; কিন্তু তাহা নাপাইয়া একমস্ত গজরাজ দেখিয়া
 তদীয় মস্তক আনয়ন করিলেন এবং আনিয়া তাহা
 বালকের লেপসমুত্তব গাত্রে যোজনা করিতে উদ্যত
 হইলেন । পার্শ্বতী কহিলেন,—পুত্র ! এই এক
 বৃহৎ মস্তক কিরূপে তুমি সংগ্রহ করিলে ! এইরূপ
 বলিয়া মামা বাক্যে যেমন তিনি নিবেদ
 করিতে যাইবেন, অমনি দৈবযোগে তদীয় গা

সমজায়ত। বালকপ্রতিমং কাশ্যঃ সৰ্বলক্ষণলক্ষিতম্ । ১০ । ত্রিগভীরঃ চতুর্হস্তঃ সপ্তরক্তঃ মহোপতে । যদুন্নতঃ পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চদ্বন্দ্বঃ সুসুন্দরম্ । ১০ । ত্রিবিম্বীর্ণঃ মহারাজ দৃষ্টো গৌরী সুবিস্মিতা । সজীবঃ কারয়ামাস স্বপত্ন্যা শক্তিরূপিনী । ১১ । স সজীবঃ কৃতো দেব্যা সমুত্তমো চ তৎক্ষণাৎ । আদেশঃ যাচয়ামাস বিনয়ানতকঙ্করঃ । ১২ । তং দৃষ্টো চাকুতাকারঃ প্রোক্তো পুত্রঃ মুহূৰ্ত্ততঃ । শম্ভোঃ সকাশমনয়ৎ প্রহৃষ্টেনাশ্চরায়না । ১৩ । ততোহব্রবীৎ সূতঃ দেব মমৈম গাত্রলেপজম্ । দেহি দেব বরানিখং মহৎ যেন গচ্ছতি । ১৪ । ত্রিভগবানুবাচ । শরীরস্থঃ শিরো মুখ্যঃ যস্মাৎ পরিত-নন্দিনি । মহাবিদঃ শিরঃ প্রোক্তং তস্যা স্বন্দেন যোজিতম্ । ১৫ । বিশেষান্নায়কত্বক গাত্রে চাস্ত যতঃ স্থিতম্ । মহাবিনায়কো হ্যেব তস্মান্নায় ভবিষ্যতি । ১৬ । গণানাতৈকব সর্বেষামাধিপত্যঃ নগা-জ্ঞে । অস্ত দন্তঃ ময়া যস্মাস্তবিষ্যতি গণাধিপঃ । ১৭ । সর্বকাৰ্য্যেষু যে মর্ত্যাঃ পূৰ্ণমেব গণাধিপম্ ।

সেই মন্তক স্তম্ভ হইল। তে নরাধিপ! তখন সেই বালকের গাত্র হইতে বিশেষরূপ নেতৃত্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইল। বালকমূর্তি—কমনায়, সর্বলক্ষণলক্ষিত, ত্রিগভীর, চতুর্হস্ত, সপ্তরক্ত, যদুন্নত, পঞ্চদীর্ঘ, পঞ্চদ্বন্দ্ব, পঞ্চম সুন্দর ও ত্রিবিম্বীর্ণ হইল। মহারাজ! শক্তিরূপিনী গৌরী তদর্শনে সুবিস্মিত হইয়া স্বীয় শক্তিবলে তাহাতে জীব সঞ্চার করিলেন,—দেবীর কর্তৃত্বে জীব সঞ্চারিত হইবামাত্র বালক সজীব হইয়া উঠিল এবং বিনয়ানত কঙ্করে দেবীর আজ্ঞা প্রার্থনা করিল। অনন্তর পাক্ষতী সেই অকুতাকার বালক দেখিয়া তাহার সহিত বার-দ্বার সম্ভাষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে লইয়া শভুর সকাশে আসিলেন, এবং বলিলেন,—দেব! এই পুত্রটি আমার গাত্রলেপ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অতএব এ যাহাতে মহত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বর ইহাকে প্রদান করুন। ভগবানু কহিলেন,—অযি পাক্ষিত! শরীরের মধ্যে শিরই হইল প্রধান। তাই তুমি স্বন্দের সাহায্যে ইহার এই মহাশর যোজনা করাইয়াছ; বিশেষতঃ ইহার গাত্রে নেতৃত্বলক্ষণ বিদ্যমান। অতএব এই বালক মহাবিনায়ক নামে অভিহিত হইবে। হে গিরিজা! আমি ইহাকে সমস্তিগণের আধিপত্য প্রদান করি-লাম। তাই এ গণাধিপ বা গণেশ হইবে। মর্ত্য-

স্তরিস্যস্তি ন বৈ তেষাং কার্য্যহানির্ভবিষ্যতি । ১৮ । ততোহস্ত প্রদদৌ স্বন্দঃ প্রকৌড়ার্থং কুঠারকম্ । তদেব চাযুধং তস্ত সুপ্রিয়ং হি সদাভবৎ । ১৯ । ততো গৌরী দদৌ ভোজ্যপাত্রং মোদকপুস্তিতম্ । পুত্রস্নেহাৎ স তৎ প্রাপ্য লাস্তমেবঃ তদাকরোৎ । ২০ । তস্ত ভক্ষ্যস্ত গন্ধেন নিজ্জাস্তো মুষকো বিলাৎ । ভক্ষণাচ্চামরো জাতস্তস্ত বাহো ব্যজায়ত । ২১ । পুলস্ত্য উবাচ । মহাবিনায়কো হ্যেব তত্র জাতো মহোপতে । তস্মিন্ দৃষ্টে চ যৎপুণ্যং তদমেকমনাঃ শুনু । ২২ । বাল্যে বয়সি যৎপাপং বার্ককে যৌবনেহপি যৎ । করোতি মানবো রাজঃ-স্তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে । ২৩ । মাঘমাসে সিতে পক্ষে চতুর্থ্যাঃ সমুপোষিতঃ । যন্তং পঞ্জতি বাগ্মী স সর্বজ্ঞঃ প্রজায়তে । তস্তাগ্রে স্মৃৎসৎ কুণ্ডং স্বচ্ছাদকসুপুস্তিতম্ । ২৪ । তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্য যঃ পঞ্জতি বিনায়কম্ । তদ্বাৰয়েহপি সর্বজ্ঞা জায়ন্তে মানবা নৃপ । ২৫ । গণানাং হ্যেতি মত্রেণ কুহা বৈ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ । যন্তং পঞ্জতি রাজেন্দ্র হুরিতং ন স পঞ্জতি । ২৬ । তস্মাৎ সর্ব-

গণ সর্ব কাৰ্য্যেরই প্রথমে এই গণাধিপাতকে স্মরণ করিবে। তাহাতে তাহাদের কার্য্যহানি কখন হইবে না। অনন্তর স্বন্দ কৌড়ার নিমিত্ত ইহাকে কুঠার প্রদান করিলেন। সেই কুঠারই ইহার পরম প্রিয় আযুধ হইল। ১—১৯। অনন্তর গৌরী তাহাকে এক মোদকপূর্ণ ভোজ্যপাত্র প্রদান করিলেন। গণেশ তাহা পাইয়া তখন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই মোদকের গন্ধে এক মুষক বিবর হইতে নিজ্জাস্ত হইল। মোদক ভক্ষণে মুষক অমর হইয়া গণেশের বাহন হইল। পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন! এইরূপে মহাবিনায়ক উৎপন্ন হইলেন। তাহাকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, এক মনে শ্রবণ করুন। মানব বাল্যে, যৌবনে, এবং বার্ককে যে যে পাপ করে, তাহার দর্শনে সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় চতুর্থাদনে উপবাসী থাকিয়া যে নর গণেশ দর্শন করে, সে বাগ্মী ও সর্বজ্ঞ হয়। মহাবিনায়কের সম্মুখে এক স্বচ্ছাদকপূর্ণ বৃৎস কুণ্ড আছে। তাহার ভক্তপুঙ্গব স্নান করিয়া বিনায়ক দর্শন করিলে তাহার বংশধরগণ সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে। যে নর “গণানাং হ্যে” ইত্যাদি মত্রে তিনবার প্রদক্ষিণপুঙ্গব বিনায়ক দর্শন করে, তাহার হুরিত হুরিত হুরিত হয়। অতএব

প্রযত্নেন তং প্রপঞ্চেদ্বিনায়কম্ । য ইচ্ছেৎসকলান্
কামানিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৭ ॥ গৃহস্থো-
হপি চ যো ভক্ত্যা অরেকার্থা উপস্থিতে ।
অবিদ্বাং তস্ত তৎসৰ্বং সংস্ক্রিয়ুগচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
প্রীতকথায় যো মৰ্ত্ত্যঃ অরেন্দেবঃ বিনায়কম্ । তস্ত
তদ্দিনজাতানি সিদ্ধিঃ কৃত্যানি যান্তি হি ॥ ২৯ ॥
বিবাহে কলহে যুদ্ধে প্রস্থানে কৃষিকৰ্ম্মণি । প্রবেশে
চ অরেন্দ্রস্ত ভক্তিপূৰ্ণঃ বিনায়কম্ । তস্ত তদ্বাহিতং
সৰ্বং প্রসাদান্তস্ত সিধ্যতি ॥ ৩০ ॥ মহাবৈনায়কৌ
শান্তিঃ যঃ কয়োতি সমাহিতঃ । ন তং প্রেতা গ্রহা
রোগাঃ পীড়য়ন্তি বিনায়কাঃ ॥ ৩১ ॥ যযাতিকবাচ ।
মহাবৈনায়কৌ শান্তিঃ বদ মে মুনিসত্তম । কে মন্ত্রাঃ
কিং বিধানকং পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৩২ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । শুক্রপক্ষে শুভে বারে নক্ষত্রে
দোষবর্জিতে । শ্রেষ্ঠচন্দ্রবলে শান্তিঃ গণেশস্ত
সমাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ পূৰ্বোক্তরে সমে দেশে কৃত্বা
বেদীকং মণ্ডপম্ । মধ্যে চারুদলং পদ্মং গৃহ সূত্রং
প্রয়োজয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রাদিলোকপালাংশ্চ দিষ্টু
সক্ষম্য ভূপতে । গণেশপূজিকান্চাপি মাতরশ্চ
বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥ গন্ধপুষ্পোপহাটরশ্চ যথোক্তৈককলি-

বিস্তারৈঃ । শ্বেতবস্ত্রযুগচ্ছন্নঃ কলসঃ জলপূরিতম্ ।
৩৬ ॥ তন্ত্ৰৈব পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে সহিরণ্যঃ কলাবিতম্ ।
৩৭ ॥ গণানাং হেতি মন্ত্ৰেণ সহস্রং চাষ্টসংযুতম্ ।
জপেত্তন্ন তথা চারুন্ পঞ্চাঙ্গাঙ্গপসত্তম ॥ ৩৮ ॥
বিনায়কং সমুদ্ভিষ্ট পুরঃ কুণ্ডে করাস্বকে । চতুরশ্চে
যোনিসুতে মেখলাভিক্ষিপ্ত্বিভূষিতে ॥ ৩৯ ॥ মধুদূষাক-
তৈহোমৈগ্রহহোমাদনস্তরম্ । গণানাং হেতি
মন্ত্ৰেণ দশসংখ্যকস্তথা ॥ ৪০ ॥ কার্ধ্যো বৈ পার্শ্ব-
শ্রেষ্ঠ কার্ধ্যাশ্চোদমুখ্যাবিভৈঃ । চতুর্ভিচ্চতুর্দৈ
রাজন পৌতবস্ত্রভূলেপনৈঃ ॥ ৪১ ॥ পৌতাঘর-
ধরৈশ্চৈব ধৃতহোমাস্থলীয়কৈঃ । ততো হোমাবসানে-
তু যজমানঃ নৃপোত্তম ॥ ৪২ ॥ যুগচন্দ্রোপরিষ্বক
মন্ত্ৰৈরেভিক্ষিধানতঃ । আপয়েৎপ্রাঙ্গুধঃ শাস্তং
শুক্লবস্ত্রাবৰ্ণিতম্ ॥ ৪৩ ॥ ইমং মে গঙ্গে যমুনে
পঞ্চনদ্যাঃ সুপুঙ্করে । ত্রীমুক্তসহিতঃ বিকোঃ পাব-
মানঃ বৃষাকপিম্ ॥ ৪৪ ॥ সমাঙ্চ্চার্য্য বিদ্যানাং
ততো নাশঃ প্রপদ্যতে । গ্রহাঃ সৌম্যত্বমাস্তি ভূতা
নশ্চান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৫ ॥ আধয়ো ব্যাধয়ো রৌদ্রা

সৰ্বদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে এবং গণেশ-
পুরঃসর মাতৃকাদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে ।
উহার পূৰ্ব্বদিগ্ভাগে একটা জলপূর্ণ কলসস্থাপন
করিবে । এই কলস হিরণ্য ও কলাবিত এবং
শ্বেতবস্ত্রযুগ্মে আচ্ছাদিত হইবে । তৎপরে ‘গণানাং
হোম’ ইত্যাদি মন্ত্ৰে অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিতে
হইবে । তারপর স্বীয় সম্মুখে একহস্তমিত চতুরশ
কুণ্ড করিবে । এই কুণ্ড যোনিসুত ও মেখলামাণ্ডত
হইবে । অনন্তর মধু, দূষা ও অক্ষত দ্বারা গ্রহ-
হোম করিয়া পরে ‘গণানাং হোম’ ইত্যাদি মন্ত্ৰে
বিনায়কোদ্দেশে দশ সহস্রবার হোম করিবে । এই
হোম উদঙুমুখ হইয়া করিতে হইবে । হোমকার্ধ্য
চারিজন চতুর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইবেন । তাঁহাদের
পরিধানে পৌতবস্ত্র থাকবে । তাঁহারা অঙ্গে অম্বু-
লেপন এবং করাস্থলীতে হোমাস্থলীয় ধারণ করি-
বেন । অনন্তর হোমাবসানে যুগচন্দ্রোপরিষ্বত
যজমানকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিয়া জ্ঞান
করাইতে হইবে । জ্ঞানকালে যজমান শুক্লবস্ত্রাব-
ৰ্ণিত, শাস্ত ও প্রাঙ্গুধ হইয়া অবস্থান করিবেন ।
জ্ঞান মন্ত্র যথা—“ইমং মে গঙ্গে যমুনে—ইত্যাদি
ত্রীমুক্ত বিদ্যুৎ পাবমানীমুক্ত ও বৃষাকপিমুক্ত
এই সকল সম্যক উচ্চারণ করিলে বিদ্রবনুঃসর
নাশ হয়; গ্রহগণ সৌম্যভাবে ধারণ করে, ভূত-

যিনি ইহপরকালে সৰ্ব কাম লাভ করিতে ইচ্ছা
করেন, তিনি সৰ্ব প্রযত্নে বিনায়ক দর্শন করিবেন ।
যে গৃহস্থ কোন কার্ধ্য উপলক্ষে ভক্তি করিয়া বিনা-
য়ক অরুণ করে, তাহার সমস্ত কার্ধ্য নিশ্চয় হইয়া
সিদ্ধ হইয়া থাকে । যে মানব প্রাতে উঠিয়া বিনা-
য়ক অরুণ করে, তাহার দৈনিক কৃত্য সকল সিদ্ধ
হয় । বিবাহে, কলহে, যুদ্ধে, প্রস্থানে, কৃষিকৰ্ম্মে,
কিছা গৃহপ্রবেশে যে নর ভক্তিপূৰ্ণক বিনায়ক
অরুণ করে, বিনায়কের প্রসাদে তাহার সমস্ত
বাহিত সিদ্ধ হয় । যে নর সমাহিত হইয়া মহা
বিনায়কী শান্তির অম্বষ্ঠান করে, প্রেতা, গ্রহ, রোগ,
বা বিনায়কগণ তাহার পীড়া জন্মাইতে পারে না
যযাতি কহিলেন,—মুনিবর মহাবৈনায়কী শান্তি কি?
তাহাতে কি কি মন্ত্র? এবং কিরূপ বিধি, তাহা
আমাদ্দিগকে বলুন শুনিতে আমার বড়ই কোতু-
হল হইয়াছে । পুলস্ত্য কহিলেন,—শুক্লপক্ষে
শুভবার শ্রেষ্ঠ চন্দ্রবল এবং নির্দোষ নক্ষত্রযুক্ত দিনে
মহাবৈনায়কী শান্তি করিবে । পূৰ্বোক্তর সমদেশে
একটা বেদী ও মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া বেদীমধ্যে
অষ্টদল পদ্ম নিষ্কোণপূৰ্ণক সূত্র দ্বারা বেদী বেষ্টিত
করিবে । অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি উপহার দ্বারা

দুষ্টিরোগা জরাদয়ঃ । প্রণশ্চি ক্রুতঃ সর্ষে তথোৎ-
পাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৪৬ ॥ এতন্তে সর্ষমাখাতঃ
যয়াং যং পরিপৃচ্ছসি । বিনায়কস্ত মাহাত্ম্যং মহত্বং
শান্তিকং তথা ॥ ৪৭ ॥ যশ্চ কৈর্তয়তে সমাক্
চতুর্থ্যাং সুসমাহিতঃ । শৃণোতি বা নৃপশ্চেষ্ঠ তস্তা-
বিত্তং সদা ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ যং যং কামমতিধ্যায়ন-
যজ্ঞেচ্চেদং সমাহিতঃ । তত্তদাপোতি নুনঞ্চ গণ-
নাথপ্রসাদতঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি জীকান্দে বিনয়কমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাষ্টিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ পার্শ্বেশ্বরঃ গচ্ছদেবঃ
পাতকনাশনম্ । যঃ দৃষ্টো মানবঃ সমাশ্রুণাতে
সর্ষপাতকৈঃ ॥ ১ ॥ পাণ্ডিনায়াভবৎসাক্ষী দেবলস্ত
প্রিয়া সতী । তয়া পূৰ্ণং তপস্তপ্তং তত্র স্থানে মহৌ-
পতে ॥ ২ ॥ সা পূৰ্ণমভবৎসাক্ষী ঋষিপত্নী যশস্বিনী ।
বৈরাগ্যং পরমং গতা ততশ্চৈবাক্ষুদং গতা ॥ ৩ ॥
বায়ুভক্ষা নিরাহার্য সমচিত্তাসনে স্থিতা । ততো

বর্ষসহস্রান্তে তজ্জ্যা তস্তা মহৌপতে ॥ ৪ ॥ উভিদ্যা
ধরীপৃষ্ঠং সহসা লিঙ্গমুখিতম্ । এতন্নিবেব কালে
তু বাণ্ডবাচাশরীরী ॥ ৫ ॥ পূজয়েত্তমহাত্মাগে
শিবলিঙ্গং সুপাবনম্ । ব্রহ্মজ্যা ধরীপৃষ্ঠান্নিত্যং
কামদং মহৎ ॥ ৬ ॥ যো যং কামমতিধ্যায়ন পূজ-
য়িষ্যতি মানবঃ । অস্তোহপি তদভিপ্রেতং প্রাপ্যতে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ পার্শ্বেশ্বরার্থ্যমেতন্নি লোকে
প্যাতিং গমিষ্যতি । এবমুকা ততো বাণী বিবরায়
মহৌপতে ॥ ৮ ॥ ততঃ সা বিশ্বয়াবিষ্টা পূজয়ামাস
তত্তদা । ততঃ পুত্রশতং প্রাপ্তং বিদ্যাং বংশধরং তথা ॥
৯ ॥ ততঃ প্রভৃতি ভগ্নিঙ্গং বিখ্যাতং ধরীপৃষ্ঠে ।
তত্রাস্তি নির্মলং তোয়ং গিরিগঙ্ঘরনিঃসৃতম্ ॥ ১০ ॥
তত্র স্নান্না নরঃ সমাগ যন্তঃ পশুতি ভাবতঃ । ন স
পশুতি সংসারে দুঃখং সন্তানসম্ভবম্ ॥ ১১ ॥ শুক্লপক্ষে
চতুর্দশ্যাং জাগরং তস্ত চাগ্রতঃ । যঃ কয়োতি
নিরাহারঃ স পুত্রঃ লভতে ক্রবম্ ॥ ১২ ॥ পিণ্ড-
নির্দীপণং তত্র যঃ কয়োতি সমাহিতঃ । তস্ত
পুত্রতময়াশ্চ পিতরন্তঃপ্রসাদতঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি জীকান্দে পার্শ্বেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষাষ্টিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

গণ পলায়ন করে ; আধি, ব্যাধি এবং দুষ্টি জরাদি
রোগ ও দারুণ উৎপাত সকল অতিক্রান্ত প্রনষ্ট
হইয়া থাকে । রাজন ! আপনি যে আমার নিকট
বিনায়কের মাহাত্ম্য মহত্ব ও শান্তিকার্যের কথা
জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সকলই কীৰ্ত্তন করি-
লাম । যে নর সমাহিত হইয়া চতুর্থাৎদিনে ইহা
কীৰ্ত্তন বা শ্রবণ করে, তাহার সর্ষদা অবিশ্ব হইয়া
থাকে । যে নর যে যে কামনা করিয়া ইহার পূজা
করে, গণনাথের প্রসাদে তাহার সেই সেই কামনা
পূর্ণ হয় নিশ্চয়ই । ২০—৪৯ ।

ষাষ্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর পাতকহর পার্শ্ব-
েশ্বর দেবের সমীপে গমন করিবে । মানব ইহার
দর্শনে সর্ষপাণ হইতে মুক্ত হয় । পুরাকালে পার্শ্ব-
নায়ী সাক্ষী দেবলপত্নী ঐ স্থানে তপস্তা করিয়া-
ছিলেন । ঐ যশস্বিনী ঋষিপত্নী পূর্বে বক্ষা ছিলেন ।
সেই জন্ত পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া অর্কুদাচলে

গমন করিয়াছিলেন । সেখানে গিয়া তিনি একাগ্র
মনে কখন বায়ু ভক্ষণে, কখন বা আহার বিহনে
আসনে অবস্থান করিয়া তপস্তা করেন । রাজন !
অনন্তর সহস্র বর্ষাবসানে তদীয় ভক্তির গুণে ধরা-
পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সহসা এক লিঙ্গ উখিত হয় । এই
সময় আকাশে এইরূপ এক অশরীরী বাণী উখিত
হইল যে, হে মহাত্মাগে ! তুমি এই সুপাবন শিব-
লিঙ্গ ভক্তি করিয়া পূজা কর । এই লিঙ্গ ধরী-
তল ভেদ করিয়া উখিত হইয়াছে । ইহা একটী
কামপ্রদ মহালিঙ্গ হইল । যে নর যে কামনায় এই
লিঙ্গের পূজা করিবে, তাহার সে কামনা পূর্ণ
হইবে । জগতে এই লিঙ্গ পার্শ্বেশ্বর নামে প্রখ্যাতি
লাভ করিবে । এই বলিয়া ঐ বাণী বিবর্ত হইল ।
অনন্তর পার্শ্বা বিশ্বয়াপন্ন হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা
করিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার শত বংশধর
লব্ধ হইল । তখন হইতে ঐ লিঙ্গ ধরাতলে প্রসিদ্ধ
হইয়া উঠিল । তথায় গিরিগঙ্ঘরনিঃসৃত এক
নির্মল জলাশয় আছে । তাহাতে স্নান করিয়া যে
নর ভক্তিভাবে পার্শ্বেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করে, এসং-
সারে সন্তানজনিত দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে
হয় না । শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশীদিনে ঐ লিঙ্গাগ্রে যে

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কৃষ্ণতীর্থে ততো গচ্ছেৎকৃষ্ণ-
দক্ষিণং সদা । যত্র সরিহিতো নিত্যং স্বয়ং বিষ্ণু-
শ্রমহীপতে ॥ ১ ॥ যযাতিরুবাচ । কৃষ্ণতীর্থে কথং
তত্র জাতং ব্রাহ্মণসন্তম । কস্মিন কালে মূনে ব্রাহ্মি
সর্বং বিস্তরতো মম ॥ ২ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
তন্নিম্নেকার্ণবে ঘোরে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে । চন্দ্রা-
পবনে নষ্টে জ্যোতিষি প্রলয়ং গতে ॥ ৩ ॥ ততো
যুগসংশ্রান্তে বিবুদ্ধঃ কমলাসনঃ । একাকী চিন্তয়া-
মাস কথং সৃষ্টির্ববেদিতি ॥ ৪ ॥ ভ্রমংচাপি চতুর্দিক্রো
যাবৎপশ্যতি দূরতঃ । চতুর্ভুজং বিশালাক্ষং পুরুষং
পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৫ ॥ তং চোবাচ চতুর্দিক্রঃ কথং
কেন বিনির্মিতঃ । কিমর্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ সন্ধং বিস্ত-
রতো বদ ॥ ৬ ॥ তম্বাচাথ গোবিন্দঃ প্রহসন শ্লগ্নয়া
গিরা ॥ ৭ ॥ অহমাদ্যঃ পুমানেকো ময়া সৃষ্টো
ভবানপি । অষ্টমিচ্ছামি ভূমোহপি ভূতগ্রামং

নর নিরাহারে রাজি জাগরণ করে, তাহার নিশ্চয়ই
পুত্র লাভ হয় । যে মানব সমাহিতভাবে এই স্থানে
পিণ্ড নির্মাণ করে, লিঙ্গপ্রসাদে তদীয় পিতৃগণ
তাহারই পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ॥ ১—১৩ ॥
জ্যোতিঃশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ঐকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়
কৃষ্ণতীর্থে গমন করিবে । স্বয়ং মহাবাহু বিষ্ণু ঐ
তীর্থে নিত্যসরিহিত । যযাতি কহিলেন,—ব্রাহ্মণ-
বর । কৃষ্ণতীর্থের উৎপত্তি হইল কিরূপে ? উহা
কোন কালে হইয়াছিল ? হে মূনে ! এসকল আমার
নিকট বিস্তৃতরূপে বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—
ঘোর একার্ণবে স্বাবরজঙ্গম জগৎ নষ্ট হইলে চন্দ্র,
অর্ক, পবন ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল অদৃশ্য হইলে যখন
সহস্র যুগান্তে পূর্ণ প্রলয় উপস্থিত হইল, তখন কম-
লাসন বিবুদ্ধ হইয়া কিরূপে সৃষ্টি হইবে, তদ্বিষয়ে
একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন । চতুরানন ভ্রমণ
করিতে করিতে তৎকালে দূরে এক চতুর্ভুজ বিশাল-
নেত্র পুরুষ দেখিতে পাইলেন । তাঁহাকে দেখিয়াই
চতুরানন বলিলেন,—কে তুমি ? কাহার সৃষ্টি ?
কেন এখানে উপস্থিত ? এ সকল বিশেষরূপে বল ?
তখন গোবিন্দ হাস্ত করিয়া শ্লগ্ন বাক্যে ব্রহ্মাকে

চতুর্দিক্রম্ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ । তত্র তখনেনং
ব্রহ্ম কৃষ্ণো দেবঃ পিতামহঃ অত্রবীৎ পুরুষ
বাক্যং ভর্ষসমংচ পুনঃপুনঃ ॥ ৯ ॥ সৃষ্টং হি ময়া
মুট প্রথমোহহমসংশয়ম্ । তাদৃশানাং সহস্রাণি
করিস্যোহহমসংশয়ম্ ॥ ১০ ॥ এবং বিবদমানো ভৌ
মিধো রাজয়হাত্যাতী । স্পর্দ্ধয়া রোষতাম্রাকৌ
যুযধাতে পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥
ভিষ্টেব নৈধর্দৈস্তর্কিকর্ষণৈঃ । এবং বর্ষ-
সহস্রং তু তয়োর্বুদ্ধমবর্তত ॥ ১২ ॥ ততো বর্ষ-
সহস্রান্তে তয়োর্মধ্যে নৃপোত্তম । প্রাহুর্ভূতং মহা-
লিঙ্গং দিব্যাং তেজোময়ং শুভম্ ॥ ১৩ ॥ এতন্নিম্নেব
কালে তু বাণবাচাশ্রয়িণী । যুদ্ধাদব্রহ্মনিবর্তনং
চ বিবেশ মমাজয়া ॥ ১৪ ॥ এতন্মাহেশ্বরং লিঙ্গং
যোহস্ত চান্তে গামযাতি । স জ্যেষ্ঠঃ স বিভূঃ কর্তা
যুবয়োর্নাজ সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অধোভাগং ব্রজন্ত্যেক
একশোঙ্কং মময়া । তচ্ছ্রুত্বা সহস্রো ব্রহ্মা ব্যোমমার্গং
সমাস্রিতঃ ॥ ১৬ ॥ বিদার্য বসুধাং কৃকোহপ্যধস্তাং

বলিলেন,—আমিই একমাত্র আদ্যপুরুষ । তোমা-
কেও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি । এক্ষণে পুনরপি চতু-
র্দিক্র ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ১—৮ ॥
পুলস্ত্য কহিলেন,—তাঁহার সেইবাক্য শুনিয়া পিতা-
মহ দেব ক্রুদ্ধভাবে পুনঃপুন ভর্ষসনা করিয়া পুরুষ-
বাক্যে বলিলেন,—মুট ! আমিই তোমার সৃষ্টি
করিয়াছি, আমিই নিশ্চয় আদি পুরুষ । আমি
ভবাদৃশ সহস্র সহস্র ব্যক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ ।
রাজন ! এইরূপে সেই মহাপ্রভ মহাপুরুষদ্বয় পর-
স্পর বিবদ করিতে লাগিলেন । রোমাবেশে তাঁহা-
দের নয়ন তান্বর্ণ হইল । তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া
অবশেষে মুষ্টি, বাহু, নখ, ও দস্তাঘাতে এবং নানা
আকর্ষণ-বিকর্ষণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এইরূপে
সহস্রবর্ষ পর্যন্ত তাঁহাদের যুদ্ধ চলিল । সহস্র বর্ষের
পর হে নৃপবর ! তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক
দিব্য তেজোময় মহালিঙ্গ প্রাহুর্ভূত হইল । সঙ্গে
সঙ্গে ঐ সময় এইরূপ আকাশবাণী উথিত হইল—
হে ব্রহ্মন, হে বিবেশ ! আমার আদেশে তোমরা
যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও । এই মাহেশ্বর লিঙ্গ ; ইহার
অণ্ডে যে যাইতে পারিবে তোমাদের উভয়ের মধ্যে
সেই নিশ্চয় জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কর্তা হইবে ; সংশয়
নাট । আমার আদেশে তোমাদের এক জন
অধোদিকে এবং আর একজন উর্দ্ধদিকে গমন
কর । ভূঃশ্রবণে ব্রহ্মা সহস্র ব্যোমপথে প্রাবিত হই-

সহরঃ গন্তঃ। স তিষ্ঠা সপ্তপাতালানধো বাবৎ-
প্রযাতি ৫। তাবৎ কালাগ্নিক্রমস্ত দৃষ্টেস্তেন মহা-
শূন্য। ১৭। গন্তমিচ্ছঃস্তস্যোহধস্তাদযাবধেগঃ
করোতি সঃ। তাবন্তস্তুর্জিতির্দ্বন্দ্বঃ কৃষ্ণঃ সম-
পদ্যত। ১৮। ততো মুচ্ছাতিসন্তপ্তো দহমানো-
হতুতাপিনা। নিবর্ত্য সহসা বিষ্ণুর্দৈলক্যঃ পরমঃ
গন্তঃ। ১৯। তচ্ছলিঙ্গং সমাসাদ্য ভক্তা পূজা
কৃত্য ভক্তঃ। বেদোক্তৈঃ পরমৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং
চক্রে মহীপতে। ২০। ব্রহ্মাপি ব্যোমমার্গেণ
গতো হংসবিমানতঃ। দিব্যং বর্ষসহস্রং তু তস্যাস্তং
নাত্যপদ্যত। ২১। ততো বর্ষসহস্রাস্তে কেতকী
সোহপ্যপশুত। আশ্বাস্তোঃ ব্যোমমার্গেণ তয়া
পৃষ্ঠেচতুর্ভুজঃ। ২২। ক হয়া গম্যতে ব্রহ্মলিঙ্গালম্বে
মহাপথি। শূন্তে তৎ সমাচক্ষ পরং কোতুহলং
হি মে। ২৩। ব্রহ্মোবাচ। মম স্পর্শা সমুৎপন্ন
বিষ্ণুনা সহ শোভনং লিঙ্গস্তাত্ত্ব হি পর্যাস্তঃ যো
লভিষ্যতি চাবধোঃ। ২৪। স জ্ঞানানিতরো হোনো

হেতুর্জঃ পিনাকিনা। প্রহিতোহহঃ ততশ্চোক্ষ-
মধোমার্গঃ গতৌ হরিঃ। ২৫। লঙ্কা লিঙ্গস্ত পর্যাস্তঃ
বাস্তামি ক্ষিতিমঙলে। তস্ত তদ্বচনং ব্রহ্মা তৎ
পুণ্যমভ্যভাষত। ২৬। বার্ষসমোহসি লোকেশ
ন'স্তো লিঙ্গস্ত বিদ্যাতে। চতুর্ভুগসহস্রাণাঃ কোটিরেকা
পিতামহ। ২৭। লিঙ্গমূর্ধ্নঃ পতন্ত্যা মে কালো
জাণে। মহাত্মতে। তথাপি ক্ষিতিপৃষ্ঠঃ তু ন
প্রাপ্তামি কথঞ্চন। ২৮। যাবৎকালেন হংসস্তে
যোজনঃ সম্প্রগচ্ছতি। তাবৎ কালেন গচ্ছামি
যোজনানামহংশুশতম্। ২৯। তস্মান্নিবর্তনং যুক্তং
মম বাক্যেন তে বিভো। দর্শয়িষ্য চ মাং বিকো-
জ্যেষ্ঠঃ ব্রজ সাম্প্রতম্। ৩০। ততো ব্রহ্মমনা
ভূদা গগদা তাং চতুর্ভুজঃ। পুনর্বর্ষসহস্রাস্তে
ভূমিপৃষ্ঠমুপাগতঃ। দর্শয়ামাস তাং বিকোরেষা
লিঙ্গস্ত মূর্ধ্নতঃ। ৩১। ময়ানীতা শুভা মালা লক-
শ্যাস্তঃ চতুর্ভুজ। হয়া লঙ্কা ন বাসত্যং বদ মে
পুরুষোত্তম। ৩২। বিষ্ণুর্কবাচ। অনন্তস্তাপ্রমেয়স্ত
দেবদেবস্ত শূলিনঃ। ন হং শক্তঃ পরং পারং গন্তুং

লেন। আর কৃষ্ণ বসুধা ভেদ করিয়া সহর অধো-
দিকে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ সপ্তপাতাল ভেদ
করিয়া যখন তাহার আরও অধোদিকে গেলেন,
তখন তিনি কালাগ্নিক্রমকে দেখিতে পাইলেন।
মহাত্মা কৃষ্ণ তাঁহার দর্শনানন্তর যখন তাহা হইতেও
অধোদিকে যাইবার উদ্যোগী হইলেন, তখন সেই
কালাগ্নি ক্রমের জ্বালামালায় দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণই প্রাপ্ত
হইলেন। অনন্তর সেই অপূর্বানলে দগ্ধ হইয়া
কৃষ্ণ মুচ্ছাতিপন্ন হইলেন এবং মুচ্ছান্তে অত্যন্ত
লজ্জিত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক সেই লিঙ্গসমীপে
আগমনাস্তে ভক্তির সহিত পূজা করিলেন; অপিচ
বেদোক্ত পরম গুহ্য স্তবে তাঁহার স্তব করিতে লাগি-
লেন। এদিকে ব্রহ্মা হংসবিমানে ব্যোমপথে গিয়া-
ছিলেন। তিনি দিব্য সংস্রবৎসর পরিভ্রমণ করি-
য়াও সেই লিঙ্গের অন্তসীমা দেখিতে পাইলেন না।
সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহার সহিত কেত-
কীর সাক্ষাৎ হয় কেতকী ব্যোমপথে আসিতে
ছিল। সে চতুরাননকে জিজ্ঞাসা করিল,—ব্রহ্মণ!
এই নিরালম্ব মহাশূন্তপথে কোথায় যাইতেছেন?
সত্য করিয়া বলুন? আমার বড়ই কোতুহল
জন্মিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন,—সুন্দরি! একদা
বিষ্ণুর সহিত আমার স্পর্শা হইয়াছিল। অনন্তর
পিনাকীর প্রত্যাগমন হইল—তোমাদের মধ্যে যে
ব্যক্তি এই লিঙ্গের চরম সীমা প্রাপ্ত হইতে

পারিবে, সেই জ্যেষ্ঠ এবং ইতর ব্যক্তি তদপেক্ষা
হীন হইবে। অনন্তর আমি উর্দ্ধে আসিলাম, হরি
অধোদিকে গমন করিলেন। আমার অভিপ্রায়
এই যে, আমি লিঙ্গের চরম সীমা দেখিয়া পুনরায়
ক্ষিতিমঙলে গমন করিব। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া
কেতকী কাঁদল,—হে লোকেশ! তোমার শ্রম ব্যর্থ
হইতেছে। এ লিঙ্গের অন্ত নাই। হে পিতামহ!
আমি এক কোটি সহস্র চতুর্ভুগ পর্যাস্ত কাল লিঙ্গের
মস্তক দিক্ হইতে আসিতেছি, তথাচ এখনও ক্ষিতি-
পৃষ্ঠ প্রাপ্ত হই নাই। তোমার বাহন হংস যত-
কালে এক যোজন অতিক্রম করে, আমি সেই
কালমধ্যে শত যোজন অতিক্রম করিয়া থাকি।
তাই বলিতেছি, হে বিভো! আমার বাক্যে
এই অসম্ভব কার্য হইতে তোমার নিবর্তনই যুক্তি-
যুক্ত তুমি আমাকে দেখাইয়া বিষ্ণু হইতে জ্যেষ্ঠ হ
লাভ করিবে। অতএব নিবর্তন কর। ২—৩০। অন-
ন্তর চতুরানন ব্রহ্ম মনে কেতকী লইয়া পুনরায় বর্ষ-
সহস্রান্তে ভূপৃষ্ঠে আগমন করিলেন এবং বিষ্ণুকে
সেই কেতকী দেখাইয়া বলিলেন,—হে চতুর্ভুজ!
এই আমি লিঙ্গের মস্তক হইতে সুন্দর মালা আন-
য়ন করিয়াছি; লিঙ্গের অন্ত আমি পাইয়াছি।
তুমি লাভ করিয়াছ কি না—হে পুরুষোত্তম! সত্য
করিয়া বল। বিষ্ণু বলিলেন,—অনন্ত অপ্রমেয়

অক্ষন কথকন। ৩৩। যদি অস্মাক্ষ পর্যন্তো লক।
অক্ষন কথকন। তন্তে তুষ্টিং গতো নুং দেবদেবো
মহেশ্বরঃ। ৩৪। নাস্তথা চাস্ত পর্যন্তো দৃষ্টতে কেন
চিং কচিং। তস্মাজ্যোষ্ঠো ভবান শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠো-
হমসঃশয়ম্। ৩৫। পুলস্ত্য উবাচ। এতন্নিম্নেব
কালে তু ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ। কোপং চক্রে মহা-
রাজ ব্রহ্মাণঃ প্রতি তৎক্ষণাৎ। ৩৬। অথাহ
দর্শনং গম্বা ধিগ্নিগ্ভ্যর্থপ্রজন্মক। মিথ্যা প্রজন্ম-
মানেন কিমিদং সাহসং কৃতম্। ৩৭। যস্মাদ্ভ্যা যুগা
প্রোক্তং মম পর্যন্তদর্শনাম্। তস্মাৎ সর্বাধ্বনাং
পূজার্থো ন ভবিষ্যসি। ৩৮। যে চ ভ্যা
পূজয়িষ্যতি মানবা মোহসংযুতাঃ। তে কুচ্ছঃ
পরমং প্রাপ্য নাশং যাস্তস্তি কঃশশঃ। ৩৯।
কেতক্যা চ তথা প্রোক্তং যস্মাত্তস্মাৎ সুহৃদ্বৈ।
অস্তা হি স্পর্শনালোকঃ স্বপাকঃ প্রয়াস্তুতি। ৪০।
এবং শাপো তয়োর্দ্বা দেবঃ প্রোবাচ কেশবম্।
প্রসন্নবদনো তুবা তদা তুষ্টো মহেশ্বরঃ। ৪১।
ভগবান্নুবাচ। বাসুদেব মহাবাহো তুষ্টন্তেহহং
মহামতে। সত্যসন্তোষণাদেব বরং বরম্ সুব্রত।
৪২। জীবাসুদেব উবাচ। এষ এব বরঃ শ্রীষো।

দেবদেব শূলপাণির পরপার আমি প্রাপ্ত হই
নাই। যদি তুমি ইহার শেষসনঃ প্রাপ্ত হইয়া
থাক, তাহা হইলে দেবদেব মহেশ্বর তোমার
প্রতি নিশ্চয়ই তুষ্ট হইয়াছেন। অন্তথা ইহার
পর্যন্ত কেহই কদাচ দেখিতে সক্ষম নহে। অত-
এব তুমিই জ্যেষ্ঠ, তুমিই শ্রেষ্ঠ; আর আমিই
সর্গাধা কনিষ্ঠ। পুলস্ত্য কহিলেন।—হে মহারাজ!
এই সময় ভগবান্ বৃষভধ্বজ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মার প্রতি
কোপ করিলেন এবং সাক্ষাৎ হইয়া বলি-
লেন,—হে মিথ্যা প্রজন্মক! তোমাকে ধিক্! তুমি
মিথ্যা বলিতে সাহস করিয়াছ। যেহেতু তুমি
আমার অস্ত দর্শন মিথ্যা বলিয়াছ। এই জন্ত
কোন বর্ণেরই তুমি পূজাই হইবে না। যে সকল
মানব মোহবশে তোমার পূজা করিবে, তাহার
পরম কষ্ট পাইয়া সমুদ্রে বিনষ্ট হইবে। এই
অস্তিত্বটা কেতকীও মিথ্যা কহিয়াছে। ইহার
স্পর্শনে লোক চণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে
তাহাদিগকে বিবিধ শাপ প্রদান করিয়া দেবদেব
প্রসন্নবদনে কেশবের প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—
হে মহাবাহো! বাসুদেব! আমি তোমার সত্যবাক্যে
তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত! বর গ্রহণ

যতঃ তুষ্টো মহেশ্বরঃ। ন চাপুণ্যবতাং দেব ভ্যং
। অবশ্যং যদি মে দেয়ো বরো
দেবেশ্বর স্বয়ং। ৪৩। লিঙ্গমেতদনস্তাখ্যং লঘুতাং
নয় মা চিরম্। যেন সৃষ্টির্বল্লোকে ব্যাপ্তং বিশ্ব-
মনেন তু। ৪৪। পুলস্ত্য উবাচ। ততঃ সংকিপ্য
তল্লিঙ্গং লঘুকৃত্বা মহেশ্বরঃ। অরবীৎ কেশবং ভূয়ঃ
শৃণু বাক্যমিদং হরে। ৪৫। এতন্মোধ্যাতমে দেশে
লিঙ্গং স্থাপয় মে হরে। পূজয় স্বঃ বিধানেন পরং
শ্রেয়ঃ প্রপৎস্তসে। ৪৬। মম তেজোবিনির্দয়ঃ
কুৰ্ব্বতঃ হি যতো গতঃ। কুৰ্ব্ব এব ততো নাম লোকে
খ্যাতিং গমিষ্যতি। ৪৭। কুৰ্ব্বকুৰ্ব্বতি তে নাম
প্রাতকুখায় মানবঃ। কীৰ্ত্তয়িষ্যতি যো ভক্ত্যা স
যাতি পরমাং গতিম্। ৪৮। পুলস্ত্য উবাচ।
এবমুক্তা ভ্রমীশানন্তজৈবাস্তরধীয়ত। বাসুদেবো-
হপি তল্লিঙ্গং গৃহীত্বার্কদুপকীৰ্ত্তে। নিব্বারে স্থাপ-
য়ামাস সুপুণ্যো বিমলেন্দিকে। ৪৯। কুৰ্ব্বতীর্থ-
ততো জাতং নাম্বা হি ধরনীতলে। শৃণু পার্শ্ব-
শার্দূল তত্র স্নাতস্ত যৎকলম্। ৫০। স্নাত্বা কুৰ্ব্বদে
পুণ্যে তল্লিঙ্গং পশ্যতে তু যঃ। সর্গতীর্থোত্তমং শ্রেয়ঃ

কর। ৩১-৪২। বাসুদেব বলিলেন,—আপনি মহেশ্বর,
আমার প্রতি যে প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই আমার
উত্তম বর। বস্তুতঃ অপুণ্যকারীদিগের প্রতি
আপনি কখনই তুষ্ট হন না। হে মহাদেব! যদি
অবশ্যই আমায় অস্তবর প্রদান করেন, তবে
আমার প্রার্থনা—আপনার এই অনন্ত অসীম
লিঙ্গকে অচিরে লঘু করুন। এই লিঙ্গ বিশ্ব
ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইহার লঘুকরণে লোকসৃষ্টি
সাধিত হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর মহে-
শ্বর সেই লিঙ্গ সংকিপ্ত করিয়া কেশবকে কহিলেন,—
হে হরে! আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই
মধ্যতম দেশে আমার এই লিঙ্গ স্থাপন
করিয়া তুমি বিধিপূর্বক পূজা কর। ইহাতে
তোমার পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইবে। আমার
তেজ দ্বারা দৃষ্ট হইয়া তুমি যখন কুৰ্ব্ব প্রাপ্ত
হইয়াছ, তখন লোকে তোমার ‘কুৰ্ব্ব’ নামই
প্রসিদ্ধ হইবে। যেন প্রভাতে উঠিয়া ‘কুৰ্ব্ব, কুৰ্ব্ব’
এই নাম ভক্তিতরে কীৰ্ত্তন করিবে, তাহার পরম
গতি লাভ হইবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—ঈশান
এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তর্হিত হইলেন। বাসুদেব
তাহার সেই লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া অর্কুদাচলের বিমল
জলময় পুণ্য নিব্বারে স্থাপন করিলেন। তখন

স মর্ত্যো নভতেহখিলম্ । ৫১ । তথা চ সর্বদানানাং
নিকামঃ প্রাপ্তমাত্মকলম্ । সকাষোহপি কলঃ চেষ্টে
যদ্যপি স্তাৎসুহৃৎভম্ । ৫২ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
স্নানং তত্র সমাচরেৎ । য ইচ্ছেচ্ছাশ্রিতং যেষো নাত্র
কার্য্য বিচারণা । ৫৩ । একাদশাঃ মহারাজ নিরা-
হারো জিতেন্দ্রিয়ঃ । যন্তত্র জাগরং কুহা লিঙ্গস্তাগ্রে
মুত্তক্ৰিতঃ । ৫৪ । প্রভাতে কুরুতে শ্রাদ্ধং যন্ত
শ্রদ্ধাসমর্ষিতঃ । পিতৃন সস্তারয়েৎ সর্বান পূর্বজৈঃ
সহ ধর্ম্মবিৎ । ৫৫ । তিলান কুকারয়ন্তত্র ব্রাহ্মণে-
ভ্যো দদাতি যঃ । ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স মর্ত্যো
মুচ্যতে ঋষম্ । ৫৬ । দর্শনাদেব রাজেন্দ্র কৃষ্ণতীর্থস্ত
মানবঃ । মুচ্যতে সর্বপাপেভ্য। নাত্র কার্য্য
বিচারণা । ৫৭ ।

ইতি শ্রীশ্রদ্ধে কৃষ্ণতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৪ ।

হইতে ঐ তীর্থ ধরাতলে কৃষ্ণতীর্থ নামে খ্যাত
হইল । নৃপবর! এক্ষণে ঐ তীর্থস্থানের কল শ্রবণ
করুন । পুণ্য কৃষ্ণহুদে স্নান করিয়া যে নর ঐ
লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সর্বভীষণোন্মত্ত অখিল
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । নিকাম ব্যক্তি সর্ব-
দানকল এবং সকাম ব্যক্তি সুহৃৎভ ইষ্ট কলও
প্রাপ্ত হয় । অতএব যে নর শাস্ত্র শুভ কামনা
করেন, তিনি সর্ব প্রযত্নে ঐ স্থানে স্নান করিবেন ।
মহারাজ! যে জিতেন্দ্রিয় উপবাসী নর একাদশীর
দিন ভক্তিভরে লিঙ্গাগ্রে জাগরণ করিয়া প্রভাতে
শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ করে, সে তাহার পিতৃপিতা-
মহাদি সমস্ত পুরুষের উদ্ধার সাধন করিয়া
থাকে । যে ধর্ম্মজ্ঞ নর ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে
কৃষ্ণতিল দান করে, সে ব্রহ্মহত্যা দি পাপ হইতে
মুক্ত হয় । হে রাজেন্দ্র! মানব কৃষ্ণতীর্থের দর্শ-
নেই সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, এ কথা
নিঃসন্দেহ । ৪৩—৫৭ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য । উগাচ ততো গচ্ছেদ্বপশ্চেষ্ট তীর্থঃ পাপ-
প্রণাশনম্ । মামুহুদমিতি খ্যাতিং তস্মিন পর্বতয়োধসি
। ১ । তত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাবান্ স্নানমাহিতঃ ।
মুচ্যতে পাতকৈর্ঘোরেঃ পূর্বজমুকুতৈরপি । ২ ।
তত্র পশ্চিমদিগ্ভাগে লিঙ্গমস্তি মহীপতে । সর্বকাম-
প্রদং নৃণাং স্থাপিতং মুদগলেন তু । ৩ । স্নাত্বা
মামুহুদে পুণ্যে যন্তলিঙ্গঞ্চ পশ্চতি । শুক্লপক্ষে
চতুর্দশাঃ কান্ত্বেনে মাস মানবঃ । স প্রাপ্নোতি পুণ্যং
শ্রেয়ঃ সন্নতীর্ণেন হৃৎভম্ । ৪ । যন্তত্র কুরুতে
শ্রাদ্ধং দক্ষিণাং মুর্ত্যুশ্রিতঃ । পিতরস্তস্ত তৃপ্যন্তি
যাবদাভূতসম্ভবম্ । ৫ । তত্র দানং প্রশংসন্তি
নীবারাণাং মর্ষয়ঃ । শাকমূলাদিভিঃ শ্রাদ্ধং
পিতৃণাং তুষ্টিদং নৃ । ৬ । যযাতি কুবাচ । মামুহুদ-
মিতি বিভো কথং নামাভবৎ পুরা । মুদগলস্তাশ্রমং
ক্রহি মম সর্বং বিধানতঃ । ৭ । পুলস্ত্য উবাচ ।
তত্রস্থস্ত পুরা রাজমুদগলস্ত মহাশ্বনঃ । বিমানং
বরমাদায় দেবদূতঃ সমাগতঃ । ৮ । সোহব্রবীদেব-
রাজাঃ প্রোষতো মুনিমন্তম । তবার্ধাশ্রমকৈনং

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! অনন্তর অবধি-
দ্রির তটস্থিত পাপহর মামুহুদ তীর্থে গমন করিবে ।
সম্যক্ শ্রদ্ধাশ্রিত স্নানমাহিত নর তথায় স্নান করিয়া
পূর্বজমুকুত ঘোর পাতক হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া
থাকে । রাজন! উহার পশ্চিম দিকে মুদগল-
স্থাপিত সম্বকাম-প্রদ এক লিঙ্গ আছে । কান্ত্বেন
মাসের শুক্ল চতুর্দশীতে মামুহুদে স্নান করিয়া
যে নর সেই লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার সর্বভী-
ষণ ভয় মঙ্গল লাভ হয় । দক্ষিণা মুর্ত্তি
আশ্রয় করিয়া যে নর তথায় শ্রাদ্ধ করে, অপ্র-
লয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ পরিভূক্ত থাকেন ।
মহর্ষিগণ ঐ তীর্থে নীবার দানের প্রশংসা করিয়া
থাকেন । হে নৃপ! ঐ তীর্থে শাক, মূল ও কলাদি
শ্রাদ্ধ পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ । যযাতি কহিলেন,—
ভগবন! মুদগলাশ্রম মামুহুদ নামে কিরূপে বিখ্যাত
হইল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন ।
১—৭ । পুলস্ত্য কহিলেন,—রাজন! একদা মহাত্মা
মুদগল আশ্রমে আছেন, এমন সময় জনৈক দেবদূত
ঐ স্থানে আগমন করিল, আসিয়া বলিল,—
মুনিবর! দেবরাজ আমার আপনার নিকট পাঠা-

ই বিমানং গম্যতাং দিবঃ ১০ । মুদগল উবাচ ।
 স্বগন্ত যে গুণা দূত যে চ দোষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তায়ে বদ করিষ্যেহং শ্রদ্ধা বৈ যৎকমং ভবেৎ ১১ ।
 ১০ । ক্রিহি তান সকলান দূত স্বাগমিষ্যামাহঃ ততঃ ।
 ১১ । দেবদূত উবাচ । অলমেষেন দর্পেন ক্রিয়তাং
 শত্রুজয়িত্ব । পুণ্যৈঃ স্বকৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠ সমাগচ্ছেরিদং
 ততঃ ১২ । মুদগল উবাচ । অশ্রুতৈস্তৈর্ন
 গচ্ছেহংমেতয়ে হৃদি নিশ্চিতম্ । করিষ্যেহং তপো
 ভূমি পুণ্যবিষ্যে মহেশ্বরম্ ১৩ । দূত উবাচ । ন
 শত্রুত্বং বর্জ্যম্ বভূবুধি বর্ধনতৈরপি । সংক্ষেপাৎ
 কথয়িষ্যামি যদি তে নিশ্চয়ঃ পরঃ ১৪ । নন্দনা-
 দানি রম্যাণি তত্র দেববনানি চ । অনন্তসদৃশা
 ভোগাঃ সদা তৃপ্তির্দ্বিজোত্তম ১৫ । বভূবুধা নৈব
 তৃপ্তা চ নিজালস্তে ন চ প্রভো । রম্যাদাপরাসো
 মুখ্যং গচ্ছস্বাচ্ছরাদয়ঃ । রম্যস্তি নরঃ তত্র গীতৈ-
 নৃভ্যৈরনেকৈশ্চ ১৬ । এবং চ বসতে তত্র জনঃ
 স্বর্গে তপোধন । যাবৎ পুণ্যকর্যন্তাবৎ পশ্যাৎপাতম-
 বাধুয়াৎ ১৭ । এক এব মূনে দোষঃ স্বর্গলোকে

প্রতিভাতি মে । স এব পতনাত্মক স্বর্গনাং চ
 ভয়াবহঃ ১৮ । ন পুণ্যং লভতে তত্র কর্তুঃ বিপ্র
 কথকন । কর্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন ভোগভূমিত্ব সা
 স্মৃতা ১৯ । যদত্র ক্রিয়তে কর্ম শুভং ততোপ-
 ভূজ্যতে । তথা দৃষ্টা বিমানহান কুরিষ্যাদিসং-
 যুতান্ ২০ । বহুতেজোবিতান স্বর্গে ব্রহ্মপুণ্যো
 দ্বিজোত্তম । পশ্চাত্তাপজহুঃখেন স্বর্গমহো ভূখিতঃ
 সদা ২১ । ন ময়া স্মৃতং কুরি কৃতং মর্ত্যো
 কথকন ২২ । তথা চ পতমানাশ্চ দৃষ্টা চাস্তান
 সহস্রণঃ । আশ্বিনশ্চ মহদুখঃ জায়তে চ তদভূতম্ ২৩ ॥
 এতন্তে সর্গমাখ্যাতঃ গুণদোষসমুদ্ভবম্ ।
 স্বর্গসংক্ষেপিতং ব্রহ্মন কুরুষ যদভীপ্সিতম্ ২৪ ।
 মুদগল উবাচ । পতনস্ত ভয়ং যত্র পুণ্যহানির্ন বর্জনম্ ।
 হেন স্বর্গেন মে দূত নৈব কার্য্যং কথকন ২৫ ।
 বাচাস্থয়া মমাদেশাদেবরাজঃ ক্রুটং বচঃ । ক্রম্যতা-
 মপরায়ো মে ন স্বর্গায় স্পৃহা-মম ২৬ । তৎকর্ম্মাহং
 করিষ্যামি যেন নো পতনাত্মকম্ । সাধয়িষ্যামি

ইয়া দিয়াছেন । এই বিমানে আরোহণ করিয়া
 আপনি স্বর্গে আগমন করুন । মুদগল কহিলেন,—
 দেবদূত ! স্বর্গের কি কি দোষ বা কি কি গুণ,
 তাহা আমায় বল, আমি শুনিয়া যেহুপ হয়
 করিব । তুমি ঐ সকল বলিলে, পরে আমি আগমন
 করিব । দেবদূত কহিল,—এরূপ গর্ভোক্তির
 প্রয়োজন নাই । ইহা যাহা বলিয়াছেন, আপনি
 তাহাই করুন । দ্বিজবর ! শ্রী পুণ্যকলে আপনি
 এক্ষণে স্বর্গে আনুন । মুদগল কহিলেন,—আমি
 নিশ্চয় করিয়াছি, স্বর্গের গুণাগুণ না শুনিয়া তথায়
 বাহিষ্য না । আমি প্রভূত তপস্তা করিব : মহে-
 শ্বরের অর্চনা করিব । দূত কহিলেন,—আমি শত
 বর্ষও স্বর্গের গুণ বর্ণনে সক্ষম নহি । তথাচ
 যদি আপনার এরূপ নিশ্চয় হয়, তবে আমি
 সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিতেছি : স্বর্গে নন্দনাদি
 রম্য রম্য দেববনশ্রেণী ; অনন্তসদৃশ ভোগ
 এবং সর্গদাই তৃপ্তি বা সন্তোষ ; সেখানে ক্ষুধা-
 তৃষ্ণা নাই ; নিজালস্য নাই ; রম্যাদি প্রধান
 প্রধান অপরা ও ভূদ্বাদি গচ্ছস্বিগণ নৃত্যগীত
 বাজা নরগণের মনোহরণ করে । হে তপোধন !
 এইরূপে জমগণ স্বর্গে বাস করে । যখন তাঁহা-
 দেয় পুণ্যকর হইয়া যায়, তখন স্বর্গ হইতে পতন
 ঘটয়া থাকে । হে মূনে ! স্বর্গে মাত্র একটা

দোষই প্রতিভাত, সেই ভীষণ দোষ—স্বর্গ হইতে
 স্বর্গবাসীদিগের পতন । হে বিপ্র ! সেখানে কেহ
 কোনরূপ পুণ্যলাভ করিতে পারে না । আপনি
 যথায় আছেন, ইহা কর্মভূমি ; আর স্বর্গ হইল
 ভোগভূমি । এখানে যে কিছু শুভকর্ম্ম ক । যাহা,
 তাহার ফলভোগ স্বর্গে গিয়া হইয়া থাকে : স্বর্গে
 অল্পপুণ্য লোক, বিমানস্থ বহু ধর্ম্মাহুষ্ঠিয়া বহু
 তেজঃসম্পন্ন স্বর্গবাসীদিগকে দেখিয়া পশ্চাত্তাপ
 জুখে সদা জুখিত হয় এবং মনে মনে আলোচনা
 করে, আহা মর্ত্যো আমি ভূমি পুণ্য সঞ্চয় করি
 নাই । ৮—২২ । এইরূপে স্বর্গ হইতে পতনোন্মুখ
 অস্ত্র সহস্র সহস্র লোককে দেখিয়াও নিজের মহাভয়
 উপস্থিত হয় । ইহাই স্বর্গের আশ্চর্য্য । ব্রহ্মন !
 এই আমি স্বর্গের গুণদোষজড়িত সকল বৃত্তান্ত
 বলিলাম । আপনার যাহা অভিক্রটি হয়, করুন ।
 মুদগল কহিলেন,—যথায় পতনভয় আছে, পুণ্য-
 হানির সম্ভাবনা রহিয়াছে ; অথচ পুণ্য-বৃদ্ধির উপায়
 নাই ;—হে দূত ! এহেন স্বর্গে আমার প্রয়োজন
 নাই । তুমি আমার কথাস্বারে দেবরাজকে
 স্পষ্টই বলিবে,—আমার অপরাধ তিনি মার্জনা
 করুন ; স্বর্গে আমার স্পৃহা নাই । আমি এমন কর্ম্ম
 করিব—যাহাতে আর পতনভয় না থাকে । আমি
 এমন সমস্ত লোক জয় করিব ; যে সকল স্থান হইতে

ভীমোক্তান্বে সঙ্গা পাতিবর্জিতাঃ । ২৭ । পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুকা নৃশ্রেষ্ঠ মুদগলঃ স্বর্গনিঃস্পৃহঃ ।
হিতস্তত্বেব নিরতঃ শিবধানপাষণঃ । ২৮ । ঋষা
দূতৌহপি শক্রস্ত তস্ত বাক্যং স বিস্তরম্ । কথরা-
মাস শক্রস্ত তং কুয়ঃ সৌহৃদ্যভাবত । ২৯ । দেব-
দূতাপ্রমাণঃ চ বিমানঃ হি যস্য কৃতম্ । ন কৃতং
কেনচিৎপূর্বং ন করিষ্যতি কশ্চন । ৩০ । তস্মাস্তত্র
কৃতং গতা বলাদানয় তং মুনিম্ । আনয়ন্তাত্থা
শাপং তব দাস্তাম্যসংশয়ম্ । ৩১ । পুলস্ত্য উবাচ ।
শক্রস্ত বচনং ঋষা দেবদূতৌ ভয়াবিতঃ । প্রহিতঃ
সহরং তত্র মুদগলো যত্র তিষ্ঠতি । ৩২ । মুদগলৌহপি
বিমানস্বং পুনর্দৃষ্টৌ সমাগতম্ । মামহুদে প্রবিজ্ঞাথ
বারয়ামাস তং তদা । ৩৩ । স তস্ত বচনে-
নৈব স্তম্ভিতৌ লিখিতৌ যথা । চলিতুং নৈব
শক্লোতি প্রভাবাস্তস্ত সন্মুখৈঃ । ৩৪ ।
চিরকালগতং জাহ্না পুতং তু ত্রিদশাধিপঃ ।
স্বয়ং তজ্জাহ্নবৌ কোপাদাক্রোহৈরাবণং গজম্ । ৩৫ ।
অথ দৃষ্টৌ তদা দূতং স্তম্ভিতং মুদগলেন তু । বধার্থঃ
তুদ্যতস্তস্ত স বজ্রং ব্রময়ন্তদা । ৩৬ । এত-
দ্বিরেব কালে তু উৎপাতাস্তত্র দাক্ষণাঃ । অপ-

সব্যং যুগান্তকুঃ পশবঃ পাক্ষিণশ্চ বে ।
তান্ দৃষ্টৌ চিহ্নয়ামাস মুদগলো বিশ্বদাধিতঃ । ৩৭ ।
অথ দৃষ্টৌধরগঃ বজ্রোদ্যতকরঃ হরিম্ ।
স্তম্ভয়ামাস তং সদ্যো দৃষ্টিপাতেন মুদগলঃ । ৩৮ ।
তত্র শক্রঃ ভক্তিং চক্রে ভরোৎসাহো নৃপোত্তম ।
যুগ মাং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যান্তামি ত্রিদশালয়ম্ । ৩৯ ।
স্বর্গে বা যদি বা মর্ত্যে তিষ্ঠ স্বঃ বেচ্ছস্বা বিজ ।
ময়া কৃতঃ সমুদ্যোগো হিতার্থন্তে মূনে হরম্ । ৪০ ।
বরং বরয় ভজঃ তে নিত্যং যো মনসি স্থিতঃ । তং তে
সর্বং প্রদাস্তামি যদ্যপি স্তাৎ সুহৃদতম্ । ৪১ ।
মুদগল উবাচ । এষ এব বরঃ প্রাচ্যো যবঃ দৃষ্টঃ
সুরেশ্বর । দর্শনং তে সহস্রাক্ষ স্বপ্নেশপি সুহৃদ-
তম্ । ৪২ । অবশ্যং যদি মে দেবো বরো বৃজ-
নিবুদন । তৎপ্রসাদেন মে মোক্ষো জায়তাং
শীঘ্রমেব হি । ৪৩ । মা যু হুদং সমাগত্য দূতঃ
প্রোক্তো ময়া যতঃ । ততো মামুহুদমিতি ধ্যাতিং
যাতু ধরাতলে । ৪৪ । তৌর্বমেতৎ সহস্রাক্ষ সর্গ-
পাপপ্রণাশনম্ । অত্র স্নাত্বা দিবং যাতু স্বব-

লাগিলেন । এই সময় ঐ স্থানে দাক্ষণ উৎপাত
সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল । পণ্ডপাক্ষসমূহ অসম্ভব
করিতে লাগিল । এই সকল উৎপাত অবলোকন
করিয়া মুদগল চিন্তাবিত হইলেন । ২৩-৩৭ । অজ্ঞাতের
তিনি ইন্দ্রকে অধরে বজ্রোদ্যতকর দর্শন করিয়া দৃষ্টি
পাত করিয়াই ভীমকে স্তম্ভিত করিলেন । তখন শক্র
ভরোৎসাহ হইয়া এই বলিয়া ভক্তি করিতে লাগি-
লেন যে, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমাকে মোচন করুন,
আমি গৃহে গমন করি । স্বর্গে বা মর্ত্যে আপনার
যেখানে ইচ্ছা আপনি সেইখানেই অবস্থান করুন ।
হে মূনে ! আমি আপনার মঙ্গলের জন্যই এক্ষণ
আচরণ করিয়াছিলাম । আপনি উত্তম বর প্রার্থনা
করুন ; যাহা আপনার মনে নিত্য বিরাজিত, তাহা
হুদ হইলেও আমি প্রদান করিব । মুদগল বলি-
লেন—হে সুরেশ্বর ! ইহাই আমার প্রাচ্য বর যে,
আপনি আমার সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন । আপনার
দর্শন স্বপ্নের অগোচর । তবে যদি অবশ্যই আমার
বর দেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা হইলে আপ-
নার প্রসাদে যাহাতে আমার সমস্ত মোক্ষ লাভ হয়,
আপনি তাহা করুন । আর যে হেতু আমি এই হুদে
প্রবেশ করিয়া দূতকে ‘মামু’ বলিয়াছিলাম, অতএব
এই হুদ ধরাতলে মামু-হুদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করুক । অপিচ এই স্থান সর্গপাপপ্রণাশন তীর্থ-

পতন ঘটিবে না । পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ-
শ্রেষ্ঠ ! স্বর্গনিঃস্পৃহ মুদগল এই বলিয়া শিবধান-পর-
ায়ণ হইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন ।
দূত মুদগলের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্র-
সমীপে গিয়া নিবেদন করিলে তিনি তাহাকে পুন-
রায় বলিলেন,—হে দেবদূত ! তুমি বিমানকে অপ্র-
মাণ করিলে ; এক্ষণ কেহ কখন করে নাই এবং
করিবেও না । অতএব তুমি সহর গমন করিয়া
সেই মুনিকে লইয়া আইস ;—অস্ত্রধা নিঃসন্দেহ
আমি তোমাকে শাপ দিব । পুলস্ত্য বলিলেন,—দেব
দূত শক্রবাক্যে ভীত হইয়া পুনরায় যেখানে মুদগল
অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল ।
মুদগল তখন বিমানযোগে পুনরায় দেবদূতকে
আসিতে দেখিয়া মামু হুদে প্রবেশ করত তাহাকে
নিবারিত করিলেন । দেবদূত তখন তাহার বাক্যে
স্তম্ভিত হইয়া লিখিতের ভায় অবস্থান করিতে
লাগিল ; তাহার চলিবার সামর্থ্য ছিল না । এদিকে
ত্রিদশাধিপ দূতের বিলম্ব দেখিয়া কোপে স্বয়ং ঐরা-
বতাহোহণে তথায় আগমন করিলেন । ঐ স্থানে
উপস্থিত হইয়া তিনি—দূতকে মুদগল কর্তৃক স্তম্ভিত
দর্শন করত তাহার বধার্থ বজ্র জাঘ্রিত করিতে

প্রসাদাৎ সুরেশ্বর । ৪৫ । পিণ্ডদানং পরাঃ
প্রীতিঃ লভন্তাঃ পিতরোহত্র হি । ৪৬ । ইত্ৰ উবাচ ।
মামুহুদমিতি খাতং তীর্থযেতন্তবিষাতি । বরিত্তং
নান্ন সন্দেহে মৎপ্রসাদাচ্ছিজোত্তম । ৪৭ ।
অত্র যে কাস্তনে মাসি গোৰ্ণমাস্তাং সমাহিতাঃ ।
করিষ্যন্তি পুনঃ স্নানং তে যাস্তন্তি পরাং গতিম্ ।
পিণ্ডদানাদ্গয়াতুল্যাং লপ্যাস্তে কলমুত্তমম্ । পুণ্য-
দানকলং চাত্র সংখ্যাহীনং বিজোত্তম । ৪৯ । পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুক্তা যযৌ স্বর্গং দূতমাদায় বজ্রভূৎ ।
মুদগলোহপি পরং ব্রহ্ম চিন্তয়ন্ হনিশঃ ততঃ । ৫০ ।
ভুরুধ্যানপরো ভূহা মোক্ষং প্রাপ্তস্ততোহক্ষয়ম্ ।
৫১ । অত্র গাথা পুরা গীতা নারদেন মহাশ্রুতা ।
বহুবিপ্রসমাবায়ে গর্ভতেহস্মিন্নহীপতে । ৫২ । মামু-
হুদে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তং মুদগলেশ্বরম্ । ইহ
ভৃক্ষাখিলান্ কামিনাস্তে মুক্তিমবাপ্যতি । এতস্মাৎ
কারণজাজ্ঞামুহুদমিতি স্মৃতম্ । ৫৩ । তস্তীর্থং
সর্বতীর্থানাং প্রবরং লোকবিজ্ঞতম্ । তস্মাৎসর্ব
প্রযত্নেন স্নানং তত্র সমাচরেৎ । ৫৪ । মোক্ষকামো
বিশেষণে য ইচ্ছেৎ পরমং পদম্ । চণ্ডিকাশ্রম-
মাসাদ্য কি পুনঃ পরিতপ্যতে । ৫৫ ।

ইতি স্বীকান্দে মামুহুদোৎপত্তিবর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫ ।

রূপে পরিণত হউক । জনগণ এই তীর্থে স্নান
করিয়া আপনার প্রসাদে স্বর্গলাভ করুক এবং
পিতৃগণ পিণ্ডদান হেতু পরম প্রীতি প্রাপ্ত হউন ।
ইত্ৰ বলিলেন,—হে স্বীকোত্তম ! এই বরিত্ত তীর্থ
আমার প্রসাদে মামুহুদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে
সন্দেহ নাই । অধিকন্তু যে সকল মানব কাস্তনী
গোৰ্ণমাসীতে এখানে স্নান করিবে, তাহার পরম
গতি লাভ করিবে । এখানে পিণ্ডদানে গয়া তুল্য
কল্লাভ হইবে । হে স্বীকোত্তম ! অত্রত্য পবিত্র
দানকল অসংখ্য বলিয়া জানিবেন । পুলস্ত্য কহি-
লেন—এই বলিয়া ইত্ৰ দূতকে লইয়া স্বর্গে গমন
করিলেন । মুদগলও অর্হাংশ নিখিল ব্রহ্ম-ধ্যান-
পরায়ণ হইয়া অকস্মৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলেন । হে
মহীপতে ! পূর্বে দেবর্ষি নারদ বহু বিপ্র-সমাবায়ে
এই পর্বতে এই গাথা গান করিয়াছিলেন যে, নর
মামুহুদে স্নান করিয়া মুদগলেশ্বর দর্শন করিলে ইহ-
লোকে অবিল ভোগ ভোগ করিয়া অস্তে মুক্তি প্রাপ্ত
হয় ; এই কারণেই ইহাকে মামুহুদ বলে । এই
তীর্থ সর্বতীর্থশ্রেষ্ঠ এবং লোক-বিজ্ঞত । অতএব

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

যযাতিরুবাচ । চণ্ডিকায়া বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ কথং তত্র-
াশ্রমোহভবৎ । কস্মিন কালে কলং তেন কিং দৃষ্টেন
ভবেদ্বগাম্ । ১ । পুলস্ত্য উচাচ । শৃণু রাজন্
প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং ক্রত্বা
মানবঃ সমাক্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ২ । পুরা
দেবযুগে রাজস্মাহিবো নাম দানবঃ । পিতামহবরাদৃষ্টঃ
সর্বদেবভয়ঙ্করঃ । ৩ । তেন শক্রাদয়ো দেবা
জিতাঃ সস্রো সহস্রশঃ । ভয়াস্তস্ত দিবং হিত্বা
গত্যস্তে বৈ যথাশিশম্ । ৪ । ত্রৈলোক্যং স বশে
কৃত্বা স্বয়মিস্রো বভূব হ । ৫ । আদিত্যা বসবো
কজা নাসত্যো মরুতাং গণাঃ । কৃতান্তেন তথা
দৈত্যা যথার্থং বলবন্তরাঃ । ৬ । বহির্ভূতং সমা-
পন্নস্তাক্রা দেবগণাস্তদা । দানবৈভো হবির্ভাগং
দেবেভ্যো ন প্রযচ্ছতি । ৭ । উদ্যোতঃ কুরুতে

সর্বপ্রযত্নে এখানে স্নানোচরণ করা কর্তব্য । মোক্ষ-
কামী, বিশেষতঃ যে পরম পদ ইচ্ছা করে, সে
অত্রত্য চণ্ডিকাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া কি আর কখন পরি-
ত্যা করিবার থাকে ? ৩৬—৭৫ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

যযাতি কহিলেন,—হে স্বীকশ্রেষ্ঠ ! মামুহুদে
চণ্ডিকাশ্রম কি প্রকারে হইল এবং তথায় কোন
সময় কি দর্শন করিলে মানবগণের কি কল লাভ
হয় ? আপনি তাহা বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—
রাজন্ ! শ্রবণ করুন, সেই পাপ-প্রণাশিনী কথাই
কহিতেছি, যাগ তনয়া মানব সর্বপাপ হইতে মুক্তি
লাভ করে । হে রাজন্ ! পূর্বে দেবযুগে মাহু
নামে এক দানব ছিল । এই দানব পিতামহবরে
উদ্ধত হইয়া সর্বদেব-ভয়ঙ্কর হয় । সে শক্রাদ
সমস্ত দেবতাকে সমরে পরাজিত করে । দেবগণ
তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া নানা দিকে
যথেষ্ট পলাইয়া যান । দানব ত্রৈলোক্যকে বশী-
ভূত করিয়া স্বয়ং ইত্ৰ হয় ; হইয়া বলবান্ দৈত্য-
দিগকে আদিত্যা, বসু, কজ, অশ্বিনীকুমারস্বয় ও
মরুদগণের পদ প্রদান করে । বহি তখন ভয়ে
দেবতাদিগকে হবির্ভাগ প্রদান না করিয়া দৈত্য-
দিগকেই প্রদান করিতে লাগিলেন । পূর্য্য তাহার

স্বৰ্য্যো যাদুককৃত্যভিসম্বতঃ । যজ্ঞভাগং বিনাপোষ
ভয়াংপার্বিসন্তম ॥ ৮ ॥ লোকপালান্তথা সৰ্বৈ তন্ত
কৰ্ম্ম প্রচক্ৰিরে । দাসবৎ পার্বিবশ্ৰেষ্ঠ যজ্ঞভাগং
বিনাকৃত্যঃ ॥ ৯ ॥ কন্তুচিহ্নং কালন্ত সৰ্বৈ দেবাঃ
সমেত্য তু পশ্চচ্ছক্ৰিনয়োপেতা বিপ্রশ্ৰেষ্ঠঃ বৃহ-
স্পতিম্ ॥ ১০ ॥ ভগবন্ কিং বধং কুৰ্ম্মঃ কুজ যামো
নিরাশ্রয়াঃ । তস্মাদ্ জাহি কয়োপায়ং মহিবন্ত
হুয়াশ্বনঃ ॥ ১১ ॥ এবমুক্তো গুরুদৈবধায়া কালঃ
চিরং নৃপ । ততস্তাংগ্নিদশান প্রাহ জীবয়স্বি-
ত্বপতেঃ ॥ ১২ ॥ বৃহস্পতিব্রবাচ । ব্রহ্মলঙ্ঘনো
দৈত্যঃ পৌরুষে চ ব্যবহিতঃ । অবধ্যাঃ সৰ্বদেবানাং
মুক্তৈকাং ঘোষিতঃ সুরাঃ । ব্রহ্মধ্বং সহিতান্ত-
দাৰ্ক্যদং পৰ্ব্বতোত্তমম্ ॥ ১৩ ॥ তপোহৰ্ষং তজ্জ
সংসিদ্ধিকায়তামচিহ্নাক্ষি বঃ । শক্তিরূপাং পরাং
দেবীং চণ্ডিকাং কামরূপিণীম্ ॥ ১৪ ॥ আরাধ্য-
ধ্বমেকাশ্তে যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ ॥ সা তুষ্টি বৈ
বধাৰ্থং তু মহিবন্ত হুয়াশ্বনঃ ॥ ১৫ ॥ করিম্যতি
সমুদযোগমবতারসমুদ্ভবম্ । তস্তা হস্তেন সোহবশ্যঃ
বধং প্রাপ্ন্যতি হুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥ অহং বঃ কৌৰ্ত্তয়ি-
ষ্যামি শক্তিয়ং মম্বমুত্তমম্ । পূজাবিধানসংযুক্তঃ

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥ ১৭ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সৰ্বৈ হর্ষণে মহতাৰ্হিতাঃ । তেনৈব
সহিতা রাজান্ গতাঃ পৰ্ব্বতমৰ্কদম্ ॥ ১৮ ॥ তজ্জ
স্নাতান শুচীন সৰ্বান দৌকয়ামাস গীশতিঃ । শক্তিরৈঃ
পরমৈর্বজৈঃ সদ্যঃসিদ্ধিকরৈরূপ ॥ ১৯ ॥ সার্ব্বাম-
জ্ঞয়ং তজ্জ পরিবারসমগ্নিতাঃ । বলিপূজোপহারৈশ্চ
গন্ধমালাগুলেপনৈঃ ॥ ২০ ॥ মন্ত্রেণ বিবিধেনৈব
চাক্তোত্তোত্তেণ ভক্তিতঃ । প্রার্থয়ন্তস্তথা নিত্যং দীপ-
জ্যোতিঃসমাহিতাঃ ॥ ২১ ॥ নিৰ্ম্মমা নিরহঙ্কারা
গুরুভক্তিপরায়ণাঃ । অকল্হাসসমাবুজাঃ সমধর্ষিহ-
মাগতাঃ ॥ ২২ ॥ এবং সন্তিষ্ঠমানানাং তেষাং
পার্বিসন্তম । সপ্ত মাসা ব্যতিক্রান্তান্ততন্তী সুরে-
শ্বরী ॥ ২৩ ॥ দীপজ্যোতিঃসমাবেশান্তেষাং গাজেযু
পার্বিব । মন্ত্রেণ পরিপূতানাং পরং তেজো ব্যব-
হৃত ॥ ২৪ ॥ দ্বাদশার্কপ্রভা জাতাঃ বগ্নাসাত্য-
স্তরেণ তে । অথ তাংস্তেজসা যুক্তান্ জাহা জীবো
মহীপতে ॥ ২৫ ॥ মণ্ডলং চারয়ামাস সৰ্বসিদ্ধি-
প্রদায়কম্ । উপবেশ্ত ততঃ সৰ্বান সমস্তাংগ্নিদশান-

অভিমত তাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন । লোক-
পালগণ যজ্ঞভাগ-বর্জিত হইয়া দাসবৎ তাহার
কৰ্ম্ম করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিয়ৎ কাল
অতীত হইলে একদা দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া
বিনীতভাবে বিপ্রশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ভগবন্ ! আমরা করি কি, নিরাশ্রয়
অবস্থায়, যাই কোথায় ? আপনি আমাদেরকে
হুয়াশ্বা মহিষের বধোপায় বলিয়া দেন । হে
ত্বপতে ! অনন্তর দেবগণ বৃহস্পতি দেবগণ
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যানের পর
ঊর্ধ্বাঙ্গিকে জীবিত করিয়াই যেন বলিলেন,—
হে দেবগণ ! এই দৈত্য ব্রহ্মা হইতে বর
লাভ করিয়া বিশিষ্ট পৌরুষ লাভ করিয়াছে ।
সে এক রমণী ব্যতীত দেবভাগ্যের বধ্য নহে ।
অতএব তোমরা তপস্কার্য পৰ্ব্বতোত্তম অৰ্কদে গমন
কর ; অচিরে তোমাদের সিদ্ধিলাভ হইবে ।
সেখানে গিয়া শক্তিরূপিণী পরমা দেবী কামরূপিণী
চণ্ডিকার আরাধনা কর । এই জগৎ ব্যাপিয়া
তিনিই বিরাজ করিতেছেন । তিনি তুষ্ট হইলে
হুয়াশ্বা মহিষের বধসাধনার্থ অবতারোদযোগ
করিবেন । ঊর্ধ্বাঙ্গ হস্তে সেই হুৰ্ম্মতি অবশ্যই বধ

প্রাপ্ত হইবে । ১—১৬। আমি তোমাদের নিকট ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদ উক্ত শক্তিমন্ত্র ও পূজাবিধি কৌতুক করি-
তেছি । পুলস্ত্য কহিলেন, বৃহস্পতি এই কথা কহিলে
সুরগণ মহা হর্ষাবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বাঙ্গের সহিত অৰ্কদা-
চলে গমন করিলেন । সেখানে ঊর্ধ্বাঙ্গা স্নান
করিলে, বৃহস্পতি সদ্যঃ সিদ্ধিকর পরম শক্তিমন্ত্রে
ঊর্ধ্বাঙ্গিকে দৌকিত করিলেন, দেবগণ দৌকিত
হইয়া প্রতিদ্বিসের সার্ক যামজয় সপরিবারে বলি,
পূজোপহার, গন্ধ, মালা ও অমুলেপনাদি দ্বারা
বিবিধ মন্ত্রে মনোহর স্তোত্রে ভক্তির সহিত দেবীর
উপাসনা ও ঊর্ধ্বাঙ্গের নিকট প্রার্থনা জানাইতে
লাগিলেন । দেবগণ তৎকালে নিৰ্ম্মল, নিরহ-
ঙ্কার, নিতান্ত ভক্তিতৎপর, অকল্হাস-নিরত
সমদর্শী হইলেন এবং নিত্য নিত্য দেবীকে দীপ-
জ্যোতি দান করিতে লাগিলেন । এই অবস্থায়
ঊর্ধ্বাঙ্গের সপ্তমাস অতীত হইল । অনন্তর দেবী
সুরেশ্বরী তুষ্ট হইলেন । দেবগণ দীপজ্যোতি
প্রদান করিয়াছিলেন এবং সৰ্ব্বাঙ্গ মন্ত্রপরিপূরিত
করয়াছিলেন, এইজন্ত ঊর্ধ্বাঙ্গের গাজে পরম
তেজ বৃদ্ধি পাইল । ঊর্ধ্বাঙ্গা বগ্নাসাত্যস্তরে দ্বাদশা-
র্কের স্তায় দেদৌপ্যমান হইলেন । হে রাজন্ !
অনন্তর বৃহস্পতি ঊর্ধ্বাঙ্গিকে তেজোযুক্ত জানিয়া
এক সৰ্বসিদ্ধিকর মণ্ডল বিরচনপূর্বক তত্কাপরি সন্মত

যান। ২৬। তেবাং শরীরগং তেজঃ শক্তিরেশ্বর-
সত্তমৈঃ। আকর্ষা ভগবানস মণ্ডলে ভূম্য পার্শ্বিৎ।
২৭। ভূতভেদোময়ী কস্তা কস্তা জাতা বরুণী।
শক্তিরূপা মলকায়। দিব্যালক্ষণলক্ষিতা। ২৮।
ইন্দ্ররূপে নদৌ বজ্রঃ বপাশক জলেধরঃ। শক্তিক
ভগবানিতিঃ সিংহবানঃ ধন্যধিপঃ। ২৯। অস্তে
চৈব গণাঃ সর্গে নিজশস্ত্রাণি হর্ষিতাঃ। তন্তে
দম্বপুংগেভ্যে ভক্তিঃ চক্ৰঃ সমাহিতাঃ। ৩০। দেবা
কুন্ড। নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে কাঞ্চনপ্রভে।
নমস্তে পদ্মপদ্মাকি নমস্তে জগদধিকে। ৩১।
নমস্তে বিশ্বরূপে চ নমস্তে বিশ্বসংস্রতে। হং মতিত্ব
মুক্তিঃ কাক্ষিৎস্বং শূবা হং বিভাবরী। ৩২। কমা
শক্তি প্রভা বাহা সাবিজী কমলা সতী। হং গোমু
হং মহামায়া চামুণ্ডা হং সরস্বতী। ৩৩। ভৈরবী
ভীষণাকার্য চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী। ভূতপ্রিয়া মহাকায়
ঘটালী বিক্রমোৎকট। ৩৪। মদ্যমাংসপ্রিয়া
নিত্যঃ ভক্তজ্ঞাপনায়ণা। যস্য বাণমিদং সর্গং
জৈলোক্যং সচরাচরম্। ৩৫। পুলস্ত্য উবাচ।
এবং ভক্তা নুতৈঃ সর্গেভ্যো দেবী প্রহর্ষিতা।

স্বর্গবাসীদিগকে উপবেশন করাইলেন। দেবগণের
শরীরগত তেজ শক্তিমণ্ডে আকর্ষণ করিয়া পরে
তিনি সেই মণ্ডলে স্থাপন করিলেন। অনন্তর এক
তেজোময়ী কস্তা প্রাকৃত্ত হইল। ঐ কস্তা দিব্য-
লক্ষণলক্ষিতা, শক্তিরূপা ও মহাকলেবর। ইন্দ্র
তাঁহাকে বজ্র দান করিলেন। পরে জলেধর স্বীয়
পাশ, অগ্নি স্বশক্তি এবং ধন্যধিপ সিংহবাহন প্রদান
করিলেন। এইরূপে অস্ত্রাস্ত্র দেবগণ সহর্ষে স্ব স্ব
কৃত্ত-শস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া পরে সমাহিতভাবে
স্বপ্ন করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
হে দেবদেবেশি! হে কাঞ্চনপ্রভে! তোমাকে
নমস্কার নমস্কার। হে জগদধিকে! হে পদ্ম-
পদ্মাকি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। হে বিশ্ব-
রূপে! হে বিশ্বসংস্রতে! তোমাকে নমস্কার
নমস্কার। হে দেবি! তুমি সতি, তুমি ধৃতি, তুমি
কাক্ষি, তুমি শূবা, এবং বিভাবরী। তুমি কমা,
শক্তি, প্রভা, বাহা, সাবিজী, কমলা, সতী, গোমু,
মহাকায়, চামুণ্ডা, সরস্বতী, ভৈরবী, ভীষণাকার্য,
চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী, ভূতপ্রিয়া, মহাকায়, ঘটালী,
বিক্রমোৎকট, নিত্য মদ্যমাংসপ্রিয়া ও ভক্তজ্ঞাপন-
য়া। হে মাতঃ! তুমি সচরাচর নিখিল জৈলোক্য
বাণ করিয়া আছ। পুলস্ত্য কহিলেন,—দেবী দেব-

ভানববীধরং সখা গৃহস্থ মম দেবতাঃ। ৩৬।
দেবা উচুঃ। দানবো মহিবো নাম পিতামহবরাধিতঃ।
অব্যাঃ সর্গকৃত্তানাং দেবানাং তথা কৃতঃ। ৩৭।
মুক্তিকা যোমিতং দেবি তস্মাৎ বিনিপাত্য। ৩৮।
দেবুবাচ। গচ্ছধ্বং জিহবাঃ সর্গে আমি স্থানানি
নির্গতাঃ। ৩৯। অহং তং স্বদেবিত্বমি সময়ে
পশ্যাপদ্বিতৈ। এবমুক্তা গতাঃ সর্গে দেবাঃ স্থানানি
হর্ষিতাঃ। ৪০। দেবী তত্রৈব সংহৃষ্টা দ্বিতা
পর্কতরোধসি। কতচিৎ কালস্ত নারদো
ভগবান্ মুনিঃ। ৪১। তত্র দেবীক সংহৃষ্টা
তীর্থযাত্রাপরায়ণঃ। জীবিতপমহুপ্রাপ্তো মহিবো
যত্র তিষ্ঠতি। ৪২। তত্র দৃষ্টা মুনিং প্রাপ্তং প্রথম
মহিষাসুর। বিনয়েন সমাযুক্তো হস্তাখানমখা-
করোৎ। ৪৩। ততস্তং পূজয়ামাস মধুপর্কার্যবিষ্টরৈঃ।
শুখাসীনং সুবিশ্রান্তং জাহা বাক্যমুবাচ হ। ৪৪।
কুতো ভবানিতঃ প্রাপ্তঃ কিমর্থং মুনিসত্তম। অমী
পুত্রাস্তথা রাজ্যং কলত্রাণি ধনানি চ। ৪৫। অহং
ভূতাসমাযুক্তঃ কিমেনে দ্বিজোত্তম। সর্গং তেহং

গণের স্তবে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন,—
তোমরা বর গ্রহণ কর। ১৭—৩৬। দেবগণ বলি-
লেন,—হে দেবি! মহিষ নামক দানব পিতামহের বরে
সর্গভূতের ও দেবগণের অবস্থা হইয়াছে। এক রমণী
ব্যতীত তাহাকে আর কেহই বধ করিতে সমর্থ নহে।
হে দেবি! অতএব আপনি তাহাকে নিপতিত করুন।
দেবী বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা স্বস্থানে গমন
কর; আমি সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে বধ
করিব। দেবী বাক্যে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া স্বস্থানে
প্রস্থান করিলেন। দেবী হৃষ্টান্তঃকরণে সেই অচল-
পাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা ভগ-
বান্ নারদ মুনি তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অর্কুণ্ডাচলে গিয়া
তথায় দেবীকে অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বর্গে গমন
করিলেন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন যে, স্বর্গে
মহিষদানব অবস্থান করিতেছে। মহিষ মুনিকে
সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে অস্ত্রাখান করত
মধুপর্কার্যবিষ্টর দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।
পরে মুনি শুখাসীন হইলে প্রণামপূর্বক দানব
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুনিসত্তম! আপনি
কোথা হইতে এখানে কি জন্ত আগমন করিলেন?
আমার এই রাজ্য, পুত্র, কলত্র, ধন, সন্তত্য আমি, এ
সকলের কি দিয়া আপনার প্রয়োজন সাধন করিব?
আমি এই সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব;

প্রদ্যামি অহি যেন প্রয়োজনম্ । ৪৬ । আরদ
উবাচ । অভিনন্দামি তে সৰ্বমেতৎস্বাপনদ্যতে ।
নিম্পৃহা হি বরং নিত্যং মুনিধৰ্ম্মং সমাজিতাঃ । ৪৭ ।
কৌতুহলাদিহ প্রাপ্তচিত্তান্তে দৰ্শনং গতাঃ । মৰ্ত্ত্য-
লোকাৎ সমায়াতো যান্তামি ব্রহ্মণঃ পদম্ । ৪৮ ।
মহিষাসুর উবাচ । কচিদ্রুঃ স্বয়া কিঞ্চিদাশ্চৰ্য্যং
ভূতলে মূনে । দৈবং বা মাহুযং বাপি দানবা
লভিতা বিতো । ৪৯ । নারদ উবাচ । অত্যাশ্চৰ্য্যং
ময়া দৃষ্টং দানবেষু ধরাতলে । যত্র দ্রুঃ কচিৎ
পুৰীং জৈলোক্যে সচরাচরে । ৫০ । অন্তর্কুণ্ড
ইতি খ্যাতঃ পৰ্বতো ধংগীতলে । সৰ্ব্বকুপ্পিতৈ-
র্দৈবৈঃ শোভিতঃ স্বৰ্গপরিভঃ । ৫১ । বহুলৈশ্চম্পকৈ-
শ্চৈতরশোভৈঃ কর্ণিকারৈঃ । শাটলস্তালৈশ্চ
ধৰ্ম্মকৈর্বটৈর্ভদ্রাতকৈর্ধৈবৈঃ । ৫২ । সরলৈঃ পনসৈ-
র্দৈবৈঃ কবীরৈঃ । মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ
মলয়ৈশ্চন্দনৈস্তথা । ৫৩ । পুষ্পজ্ঞাতিবিশেষৈশ্চ
সুগন্ধৈরপ্যনেকৈঃ । খাদ্যৈঃ সৰ্বৈস্তথা লেহ্যৈ-
শ্চৌষ্যৈঃ কলবটৈর্ভূতঃ । ৫৪ । ন স বৃক্ষো ন সা বল্লী
নৌষধী সা ধরাতলে । ন তত্র যা স্তুভজ্যেষ্ঠ পৰ্বতে

বীকিতা ময়া । ৫৫ । পশ্চিমো মধুরারাবা-
শ্চকোরশিখিতাকঃ । কোকিল, ধার্ম্মরাষ্ট্র, ভ্রমর
শ্বেতপত্রকাঃ । ৫৬ । যেযাঃ শব্দং সমাশ্র্য মুনয়ো-
হপি সমাহিতাঃ । কোভঃ যান্তি ত্রিকালজ্ঞাঃ
কন্দৰ্পশরপীড়িতাঃ । ৫৭ । নির্ঝরাণি স্রবয়াণি
নদ্যাশ্চ বিমলোদকঃ । পদ্মিনীখণ্ডসংযুক্তা হ্রদাঃ শত-
সহস্রাঃ । ৫৮ । পদ্মপত্রবিশালাকা মধ্যাক্ষরাঃ
গুচিস্থিতাঃ । বিবেকিনো নরাস্তত্র শাস্ত্রব্রতসম-
বিতাঃ । ৫৯ । কিং চাত্র বহুনোক্তেন যৎকিঞ্চিৎ
পৰ্বতে । শ্বেদজাণ্ডজসংজ্ঞেয়া উদ্ভিজ্জাশ্চ জয়াবৃক্ষাঃ ।
সৰ্বলোকোত্তরাস্তত্র দৃষ্টন্তে পৰ্বতোত্তরে । ৬০ ।
দশযোজনবিস্তারো বাত্যাং সংহিতপৰ্বতঃ । উচ্চৈঃ
পঞ্চ চ স জীমান্বর্ত্যে স্বৰ্গো ব্যজায়ত । ৬১ ।
তত্রাঙ্কং কৌতুকাবিষ্ট ইত্যেতচ্চ বীক্ষয়ন্ । সৰ্বা-
শ্চধ্যময়ীং নারীমপশ্যঃ লোকসুন্দরীম্ । ৬২ । ন
দেবী নাপি গন্ধবী নানুগী ন চ মাহুযী । তাদৃশরূপা
ময়া দৃষ্টা ন জ্ঞাতা চ বরাহনা । ৬৩ । ইতি ক্রীতি-
ক্রমা লক্ষ্যো সাবিত্রী চ সরস্বতী । তস্তা রূপন্ত

যাহাতে আপনার প্রয়োজন সিক হয়, বলুন ।
নারদ বলিলেন,—হে মহিষ ! আমি তোমার এ
সমস্তই অহুমোদন করিতেছি ; ইহা তোমার উপ-
যুক্তই বটে ; কিন্তু দেখ, আমরা নিম্পৃহ ও মুনিধৰ্ম্ম
সমাজিত ব্যক্তি ; তবে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি
বহুকালের পর তোমায় দেখিতে আসিয়াছি
জানিবে । অধুনা আমি মৰ্ত্ত্যালোক হইতে আসি-
তেছি, ব্রহ্মলোকে গমন করিব । মহিষাসুর বলিল,
—হে মূনে । আপনি ভূতলে কোন দৈব বা মাহুয
আশ্চর্য্য দেখিয়াছেন কি ? অথবা দানবেরা কি
মিলিত হইয়াছে ? নারদ কহিলেন,—দানবেশু !
আমি ধরাতলে যে অত্যাশ্চর্য্য দেখিয়াছি তাহা
পূর্বে একবারও জৈলোক্যে দেখি নাই । ধরনী-
তলে অৰ্কুণ্ড নামক এক বিখ্যাত পৰ্বত আছে ।
উহা সকল ঋতুর সকল কুসুমেরে সুশোভিত হইয়া
স্বর্গের ভায় বিরাজ করিতেছে । ঐ পৰ্বতে বহুল,
চম্পক, আম্র, অশোক, কর্ণিকার, সাল, ভাল,
ধৰ্ম্মক, বট, ভদ্রাতক, ধব, সরল, পনস, তিলক,
কবীর, মন্দার, পারিজাত, মলয় ও চন্দনাদি বৃক্ষ
বিরাজিত । এতদ্বার নানাজাতীয় প্রচুর সুগন্ধ
পুষ্পে ঐ পৰ্বত পরিপূর্ণ । সেখানে সর্বাধি লেহ,
চেয্যাণি ঋত্যা আছে । নানা জাতীয় উত্তম

উত্তম কল আছে । হে অসুরবর ! ধরাতলে
এমন বৃক্ষ বল্লী বা ঔষধি নাই, যাহা সেখানে আনি
দেগি নাই । সেখানে চকোর, চাতক, ময়ূর,
কোকিল, ধার্ম্মরাষ্ট্র, শ্বেতপত্র ও ভ্রমর প্রভৃতি যে
সকল পক্ষী আছে, তাহাদের শব্দ শুনিলে সমাধিস্থ
মুনির মনও মুগ্ধ হয় । যাহারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি,
ভাহারাও কন্দৰ্পশরে পীড়িত হইয়া ক্ষতিত
হইয়া থাকেন । সেখানে রম্য রম্য নিঝর, বিমল
জলবাহিনী নানা নদী, এবং পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিত
শত সহস্র হ্রদ বিদ্যমান । তথায় যে সকল শাস্ত্রব্রত-
নিরত বিবেকী নর বাস করেন, তাহারা সকলেই
পদ্মপত্র বিশালাক, মধ্যাক্ষর গুচিস্থিত ।
অধিক কি, শ্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জয়াবৃক্ষ
প্রভৃতি যে কিছু পদার্থ পৰ্বতে আমি দেখিলাম,
সে সমুদায়ই অলোকসামান্য । ঐ পৰ্বতের বিস্তার
দশ যোজন । উহা উভয় পৰ্বতের সান্মুখনে অব-
স্থিত । উহার উচ্চতা পঞ্চযোজন । ঐ জীমান্ব-
বর যেন মৰ্ত্ত্যধামের স্বৰ্গ । সেখানে আমি কৌতুকা-
বিষ্ট হইয়া ইত্যন্তত দেখিতে দেখিতে একস্থানে
এক পরমা সুন্দরী সর্বাশ্চধ্যময়ী নারী দৰ্শন করিলাম ।
না দেবী—না গন্ধবী—না আনুরী—না মাহুযী,
কাহাকেই আমি সেরূপ রূপশালিনী দেখি নাই ;

লেশেন নৈতাঙ্গল্যাঃ স্নিগ্ধোহখিলাঃ । ৬৪ । অহং
দৃষ্টা তথাক্রপাং নারীঃ কামেন পীড়িতাঃ । তদা
দানবশাৰ্দ্ধল বৈক্রব্যঃ পরমঃ গতঃ । ৬৫ । ততো
ধৈৰ্য্যমবষ্টভ্য ময়া মনসি চিন্তিতম্ । ন করিষ্যে
সমালাপং তয়া সহ চ কহিচিৎ । ৬৬ । যন্তা দর্শন-
মাজ্ঞেয় কামো মে হৃদি বদ্ধিতঃ । তন্তাঃ সম্ভাষণে-
নৈব কিং ভবিষ্যতি মে পুনঃ । ৬৭ । চিরকালং
তপস্তপ্তং ব্রহ্মচর্য্যেণ বৈ ময়া । নাশং যাস্ততি
তৎসর্বং বিষয়ের্নির্জিতম্ । ৬৮ । তস্মাদাকাঙ্ক্ষাম চান্ত্র
যাবন্ন বিকৃতির্ভবেৎ । ৬৯ । নারী নাম তপোবিহীনপুং-
স্বষ্টেঃ স্বয়মুবা । অর্গলা স্বর্গমার্গস্ত সোপানং নরকস্ত
চ । ৭০ । তাবদৈর্ঘ্যং তপঃ সত্যং তাবৎ শৈর্ঘ্যং
কুলজপা । যাবৎ পশ্চতি নো নারীমেকান্তে চ
বিশেষতঃ । ৭১ । এতৎ সঙ্কিত্য বহুধা নিমীলা নয়নে
ভুতঃ । অপ্রজন্ম্য বরারোহাঃ চাত্র তামহং সংহিতঃ ।
৭২ । পুলস্ত্য উবাচ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা মহিষঃ
কামপীড়িতঃ । অবগাদপি রাজেন্দ্র পুনঃ পপ্রচ্ছ

তং মুনিম্ । ৭২ । মহিষানুর উবাচ । কাসো
ব্রাহ্মণশাৰ্দ্ধল তাদৃগুরুপা বরাকনা । যন্তাঃ সন্দর্শনা-
দেব ভবানেবঃ স্মরাধিতঃ । ৭৩ । দেবী বা মাহুবী
বাশি যক্ষিণী পরঙ্গী যুনে । কুমারী বা সকাঙ্ক্ষা বা
ক্রহি সর্বং সবিস্তরম্ । ৭৪ । নারদ উবাচ । ন
সা পুত্রা ময়া কিঞ্চিন্ন জ্ঞানামি তদধরম্ । এতন্মৈ
বর্ত্ততে চিন্তে সা কুমারী যশস্বিনী । ৭৫ । অক্ষ-
মালাধরা বালা কমণ্ডলুসমধিতা । তপস্তপে গিরৌ
তত্র হেতুনা কেনচিচ্ছুতা । ৭৬ । সোহহং যান্তামি
দৈত্যেশ ব্রহ্মলোকঃ সমান্তনম্ । নোৎসাহে তৎ-
কথাঃ কতুঃ কামবাণভয়াতুরঃ । ৭৭ । এবমুक्তা
ততো রাজন্ ব্রহ্মলোকঃ গতৌ মুনিঃ । মহিষোহপি
স্মরাবিষ্টচরঃ তন্তাঃ সমাধিশৎ । ৭৮ । গতা
ভবান দ্রুতং তত্র দৃষ্টা তাং বরাকনাম্ । কিমর্থং
সা তপস্তপে কো বৈ তন্তাঃ পরিগ্রহঃ । ৭৯ ।
অথাসৌ মহিষাদেশাদ্রুতঃ গভাক্ষুদাচলম্ । দৃষ্টা
তাং পদ্মগর্ভাভাং জাত্বা সর্ববিচেষ্টিতম্ । ৮০ ।

বা সেরূপ বরাকনা কেহ আছে বলিয়াও আমি ভুনি
নাই । রতি, স্ত্রীতি, উমা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, রশ্মতী, প্রভৃতি
অধিলব্ধমণীশিরোমণিই তাহার রূপলেশের সহিত
তুলনীয় হইবার নহেন । আমি সেইরূপ রূপবতী
নারীদর্শনে কামপীড়িত হইয়া—বলিব কি দানব-
রাজ ! তখনই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম ।
অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভাবিলাম,—এই
রমণীর সহিত কখনই আমি আলাপ করিব না ।
যাহার দর্শনমাত্রেরই আমার হৃদয়ে কামোদ্বেক
হইল । তাহার সহিত সম্ভাষণে না জানি আরও
আমার কি হইবে ? আমি চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবল-
ম্বনে তপস্তা করিয়াছি, যদি এখন বিষয়বিজিত হই,
তবে আমার সেই সকল তপস্কাই নষ্ট হইবে ।
অতএব যেন না আমার বিকৃতি ঘটে, আমি অন্ত্র
বাই । স্বয়ম্ পূর্বে নারীরূপ তপোবিহীন
করিয়াছেন । নারী স্বর্গমার্গের অর্গল ; এবং
নরকের সোপান বলিয়াই কীর্তিত । পুরুষের
ধৈর্য্য, তপস্তা, সত্য, শৈর্ঘ্য, কুল ও শীল তাবৎ
পর্য্যন্তই থাকে, যাবৎ না তাহার চক্ষে সুন্দরী নারী
নিপতিত হয় । এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া আমি
নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলাম এবং সেই রমণীর সহিত
কোনরূপ আলাপ পরিচয় না করিয়া যাববর এই-
পানেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম । পুলস্ত্য কহি-
লেন । রাজেন্দ্র ! নারদের কথা শুনিয়াই মহিষ

কামপীড়িত হইল এবং পুনরায় তাঁহার নিকট, জিজ্ঞা-
সিল,—দ্বিজবর ! তথাবিধ রূপশালিনী বরবর্ণিনী
কোথায় দেখিলেন ?—যাহার সন্দর্শনে আপনার
শ্রায় মহর্ষিও স্মরাধিত হইয়াছিলেন । হে মুনে !
আপনি যাহাকে দেখিয়া আসিলেন, সে কি দেবী,
মাহুবী, যক্ষিণী বা পরঙ্গী ? তাহার বিবাহ হই-
য়াছে কি হয় নাই ; এই সকল আমার নিকট সবি-
স্তর বলুন । ৩৭—৭৪ । নারদ কহিলেন, আমি তাহার
নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই ; তাহার বংশ—
পরিচয় কিছুই আমার জানাও নাই ; তবে আমার
মনে হয়,—সেই যশস্বিনী এখনও কুমারী । সেই
বালা অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারিণী হইয়া কোন
কারণবশে সেই ভূধরে তপস্তা করিতেছে । বাহা
হোক, হে দৈত্যবর ! আমি এক্ষণে সমান্তন ব্রহ্ম-
লোকে যাই ; কামশরাসনের ভয়ে পীড়িত হইয়া
আমি আর সেই কামিনীষটিত কথা কহিতে পারি-
তেছি না । হে রাজন্ ! নারদ মুনি এই কথা কহিয়া
ব্রহ্মলোকে গেলেন । মহিষও স্মরাবিষ্ট হইয়া
তৎকণাৎ দেবীসমীপে এক দূত প্রেরণ করিল ।
বলিয়া দিল,—দূত ! ক্ষত সেই ললনার নিকট
গিয়া তাহাকে দেখিয়া পরে জানিবে যে, সে কিসের
জন্ত তপস্তা করে ? কে তাহার পাণিপীড়ক ?
অনন্তর মহিষাদেশে দূত অর্কুদাচলে গিয়া সেই
কমলোদরসমিধা ললনাকে দেখিয়া তাহার সমস্ত

তদৈব নিবেদয়ামাস মহিষায় সবিস্ময়ঃ । দূতৌ
দৈত্যবর জী চ সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা । ৮১ । দেব-
তেজোভবা কস্তা সাদ্যাপি বরবর্ণিনী । বৃষধাৰ্থঃ
তপন্তেপে কোমারব্রতমাত্রিতা । ৮২ । এবং
তত্র ভবন্তী ন্য পৃষ্ঠাঃ সৰ্বৈ তপস্বিনঃ । সত্য-
মেতদ্ব্যভাগ কুরুষ স্বদনস্তরম্ । ৮৩ । তস্তা রূপং
বয়ঃ কাস্তিৰ্বর্ণিতুং নৈব শক্যতে । নালাপং কুরুতে
বালা সা কেনাপি সমং বিভো । ৮৪ । পুলস্ত্য
উবাচ । তচ্ছ্রুত্বা মহিষো বাক্যং ভূয়ঃ কামনিপী-
ড়িতঃ । দূতং সম্প্রেষয়ামাস দানবকৃ বিচক্ষণম্ ।
৮৫ । বিচক্ষণ ক্ষতং গদ্বা মদধে তাং তপস্বিনীম্ ।
সামন্তেন প্রদানেন দণ্ডেনাপি সমানয় । ৮৬ । অথাসৌ
প্রযযৌ নীত্বঃ প্রণিপত্য বিচক্ষণঃ । অৰ্কুদে পৰ্বত-
শ্রেষ্ঠে যত্র সা পরমেশ্বরী । প্রণম্য বিনম্রোপেতো
বাক্যমেতদুবাচ ভাম্ । ৮৭ । মহিষো নাম বিখ্যাত-
শ্রৈলোক্যাধিপতিৰ্বলী । দম্ববংশসমুদ্ভূতঃ কামরূপ-

সমধিতঃ । ৮৮ । স ত্বাং বাহুতি কল্যাণি ধৰ্ম্মপত্নীঃ
বধশ্রুতঃ । তস্মাদ্বরয় তত্রঃ তে সৰ্বকামপ্রদঃ
পতিম্ । ৮৯ । যদি স্তাস্তব কাঙ্ক্ষোহসৌ ত্বক
তস্ত তথা প্রিয়া । তৎকৃতার্থঃ স্বমোরব যৌবনং
নাত্র সংশয় । ৯০ । এববুক্তা ততস্তেন
দেবৌ বচনমববৌ । কিঞ্চিংকোপসমামুক্তা মুহঃ
প্রফুরিতাধরা । ৯১ । দেবুবাচ । অবধ্যঃ সৰ্বধা
দূতঃ সৰ্বত্র পারিকৌৰ্ভিতঃ । অবহানু ততো ন
ব্রং সহসা তস্মসাত্কৃতঃ । ৯২ । গদ্বা ক্রহি হুয়া-
চায়ে মহিষঃ দানবাধমম্ । নাহং শক্যা ত্বয়া পাপ
লক্শং নাশ্তেন কেনচিত্ । ৯৩ । বধার্থং তে সমুদ-
যোগে এষ সৰ্ব্বো ময়া কৃতঃ । তস্তাস্তদ্বচনং ক্রহঃ
মহিষং স পুনৰ্ঘযৌ । ৯৪ । ভয়েন মহতাবিষ্টস্তস্তা
রূপেণ বিস্মিতঃ । সৰ্বং নিবেদয়ামাস মহিষায় বিচে-
ষ্টিতম্ । তস্তাট্যেব তথালাপানস্পৃহকৃ কৃৎসনঃ ।
৯৫ । তচ্ছ্রুত্বা মহিষো রাজন্ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ।
সেনাপতিং সমাহুয় বাক্যমেতদুবাচ হ । ৯৬ । অৰ্কুদে
পশন্তে সেনাঃ কল্পয়স্ব সুহৃদ্বরাম্ । হস্ত্যধকল্পিতাঃ
ভীমাঃ বধপতিসমাকুলাম্ । ৯৭ । ততোহসৌ কল্পয়া-

কার্য্যাকার্য্য জানিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে মহিষের
নিকট নিবেদন করিল । দৈত্যবর ! আমি সেই
সৰ্বলক্ষণলক্ষিতা রমণীকে দেখিয়াছি । সেই
বরবর্ণিনী দেবতেজোভবা ; অদ্যাপি তাহার কস্তা-
বহা । সে কোমারব্রত অবলম্বন করিয়া মহা-
রাজেরই বধের জন্ত তপস্তা করিতেছে । আমি
তদ্রূপ তপস্বীদিগের নিকট সেই বরবর্ণিনীর কথা
জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাই জানিয়া আসিয়াছি । মহা-
রাজ ! আমার এ সংবাদ সত্য । অনন্তর আপ-
নার যাহা কর্তব্য, করুন । তাহার যে রূপ রূপ,
বয়স, ও কাস্তি দেখিগান, তাহা বর্ণন কারবার
শক্তি আমার নাই । হে বিভো ! সেই বালা
কাহারও সহিত আলাপ করে না । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—মহিষ দূতের কথা শুনিয়া পুনরপি কাম-
পীড়িত হইল এবং বিচক্ষণাখা অপর এক জন
দূতকে সেই দেবীর নিকট প্রেরণ করিল । মহিষ
বলিয়া দিল,—ওহে বিচক্ষণ ! তুমি ক্ষত দূতরূপে
গিয়া আমার জন্ত সেই তপস্বিনীকে সাম, দান,
ভেদ, বা দণ্ড প্রয়োগে লইয়া আইস । আজ্ঞামাত্র
বিচক্ষণ প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পরব্রতবর অৰ্কুদে
যদায় মহেশ্বরী তপস্তা করিতেছিলেন, সেই স্থানে
গমন করিল এবং সাবনয়ে তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া বলিল,—হে কল্যাণ ! বিখ্যাত বলবান্
দম্ববংশোদ্ভব কামরূপী মহিষ এক্ষণে এই শ্রৈলো-

কোর অধিপতি । তিনি আপনাকে ধৰ্ম্মাঙ্গসারে
ধৰ্ম্মপত্নীদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ; অত-
এব আপনি সেই দানবরাজকে পতিরূপে বরণ
করুন । যদি তিনি আপনার কান্ত ; আর আপনি
তাহার কান্তা হন, তাহা হইলে আপনাদের উভ-
য়েরই যৌবন কৃতার্থ হইবে । দানবদূত বিচক্ষণ
এই কথা কহিলে কিঞ্চিং কোপে অসকৃৎ ফুরিতা-
ধরা দেবী কহিলেন,—দূত সৰ্বধা অবধ্য, এ কথা
সৰ্বশাস্ত্রসম্মত ; এই জন্ত আমি তোমাকে সহসা
তস্মসাত্ করলাম না । তুমি যাও ; গিয়া সেই
হুয়াচার মহিষকে বল,—রে পাপ ! তুমি বা
তোমার স্ত্রী অস্ত কেহ আমাকে পাইতে পারিবে
না । আমি তোমারই বধের জন্ত সমস্ত উদ্যোগ
করিয়াছি । দেবীর এই কথা শুনিয়া মহিষদূত
মহাভয়াবষ্ট অথচ তদীয় রূপে বিস্মিত হইয়া মহি-
ষের নিকট গমন করিল এবং দেবীসহস্রীর সমস্ত
ঘটনাই মহিষকে নিবেদন করিল । অপিচ, দেবী
যে, মহিষের স্ত্রী ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেও
অনিচ্ছুক, এ কথাও দূত স্পষ্ট করিয়া কহিল ।
রাজন্ ! কামবাণপীড়িত মহিষ দূতের কথা শুনিয়া
তাহার সেনাপতিকে আজ্ঞান করিয়া বলিল,—
সেনাপতে ! আমার হস্ত্যধবধপতিসমাকুল

বৈবস্বতপুংগুপাতাঃ । ১১৬ । অথাসৌ মহিষো কষ্টঃ
সচিবৈর্কিনিপাক্রিষ্টৈঃ । বসৈস্তমান্যমাস তন্নি-
পকৃতমোহসি । ১১৭ । রথপ্রবরমাক্রুৎ সারথিঃ
সমভাবত । নম মাঃ সারথে তুং যত্র সাত্তে
ব্যবহিতা । ১১৮ । হৃদৈনামদ্য যাত্তামি পারং
মোহতঃ হস্তরম্ । এবমুক্তস্ততো রাজন্ প্রেরয়-
মাস সারথিঃ । ১১৯ । রথং তেনৈব মার্গেণ যত্র সা
জিহতে ক্রবন্ । এতান্মহেব কালে তু তজ্জোৎ-
পাতাঃ সূদাকৃণাঃ । ১২০ । বহবস্তেন মার্গেণ
য়েনাসৌ প্রস্থিতো নৃপ । সমুখঃ প্রববৌ বাতো রুকঃ
কর্করসংযুতঃ । ১২১ । পপাত মহতী চোকা নিহত্য
রবিমণ্ডলম্ । অপসব্যং যুগাংচকুস্তস্ত মার্গে নৃপোক্তম্ ।
১২২ । উপবিষ্টান্তথা বাস্তা বহুমুখঃ প্রসুত্ববুঃ ।
রথধ্বজে সমাবিষ্টো গৃধ্রঃ শব্দমথাকরোৎ । ১২৩ ।
স তান্ সন্ধাননাদৃত্য মহোৎপাতান্ সূদাকৃণান্ ।
প্রযযৌ সমুখস্তস্তা দেব্যাঃ কোপপরাগ্নয়ঃ । ১২৪ ।
বিমুক্তাশ্চ শরায়াদাংস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি চ ক্রবন্ । ন
কচ্চিকুস্তে তত্র তেবাং মধ্যে নৃপোক্তম্ । ১২৫ ।
মহিষঃ রোবসংযুক্তঃ যো বারয়তি সঙ্গরে । তেন

হবা গণগণান কৃতং কধিরকর্দমম্ । ১২৬ । ততো
দেবী সমাসাদ্য প্রোক্তা গর্বেণ পার্শ্বিৎ । ন যত্র
সঙ্গরো ভীক নুনং কৰ্ত্তুং ময়োচিতঃ । ১২৭ ।
ন চ বলিশি মে বীর্ধ্যং ন সৌভাগ্যং ন বা ধনম্ ।
ন করোষি হি তেন স্বঃ মম বাক্যং কথকন । ১২৮ ।
নুনং তত্বেন জানামি অবলিষ্ঠাসি ভামিনি ।
কুরুবাদ্যাপি মে বাক্যং ভাৰ্য্যা তব মম
প্রিয়া । ১২৯ । হ্রিৎ স্বাং নোৎসহে হস্তং
পৌকবে চ ব্যবহিতঃ । অসকৃদ্বিক্রিষ্টঃ সখ্যো
ময়া শক্রঃ সুরৈঃ সহ । ১৩০ । ত্রৈলোক্যো নাক্তি
মন্তুলাঃ পূমান্ কচ্চিচ্চ বাগিশি । এবমুক্তা ততো
দেবী কোপেন মহাতাবিতা । ১৩১ । প্রগৃহ্ সশরং
চাপং বাক্যমেতত্ত্বাচ হ । নালাপো বুধ্যতে পাপ
কৰ্ত্তুং সহ মম স্বয়া । ১৩২ । কুমার্যাঃ কামযুক্তেন
তথাপি শৃণুমে বচঃ । ন স্বয়া নিষ্কিষ্টঃ শক্রঃ স্ববীৰ্য্যেণ
য়গাজিরে । ১৩৩ । পিতামহবরং দেবা মন্তন্তে
দানবাধম । গৌরবাস্তস্ত তেন স্বমাত্মনং মন্তসে-
হধিকম্ । ১৩৪ । মূঢ়ৈকাকং কামিনীঃ পাপ স্বং
কৃতঃ পদ্যযোনিনা । অবধ্যাঃ সর্বসন্ধানং পুংসাং

সৈন্ত ও দানবসৈন্তে যুদ্ধ বাধিল । অনন্তর মুহূর্ত
মধ্যেই মহিষের সচিবদল যমভবনে গমন করিল ।
সচিবগণের নিপাতনে মহিষ কষ্ট হইয়া স্বীয় বিপুল
বাহিনী সেই পরকৃততটে আনয়ন করিল । অনন্তর
মহিষ এক ঐক্য রথে আরোহণপূর্বক স্বীয় সার-
থিকে কহিল,—সারথে ! যেখানে সেই দেবী অব-
হিতা, আমাকে সেই স্থানে সত্ত্বর লইয়া চল । অদ্য
আমি ইহাকে বধ করিয়া ক্রোধের অন্তসীমায় উপ-
নীত হইব । হে রাজন্ ! মহিষ এই কথা কহিলে
সারথি সেই পথে সেই স্থানেই মহিষকে লইয়া গেল
ইত্যবকাশে মহিষের অভিযানপথে বহু দাকৃণ উৎ-
পাত সকল প্রাকুর্ভূত হইল । কর্করযুত রুক বায়ু
মহিষান্তিমুখে আসিতে লাগিল । রবিমণ্ডল ভেদ
করিয়া মহতী উকা পতিত হইল । মহিষের গমন-
পথে বামে যুগদল ঘাইতে লাগিল । তাহার বামে
ধাকিয়া বমন ও বহুমুখ পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।
মহিষের রথধ্বজে বসিয়া গৃধ্র চীৎকার করিল ।
কিন্তু মহিষানুর সেই সকল দাকৃণ উৎপাত অগ্রাহ্য
করিয়া ক্রুদ্ধভাবে দেবীর সমুখে ঘাইতে লাগিল ।
মহিষ শর বর্ষণ করিতে লাগিল । আর মুখে ‘তিষ্ঠ
তিষ্ঠ’ রব করিতে থাকিল । নৃপবর ! সেখানে
এখন কাহারও দেখা গেল না যে, সেই রোব-কথা-

য়িত অনুরকে সমরে বারণ করিতে পারে । মহিষ
বহু গণসৈন্ত নিহত করিয়া সমরস্থল করিবে করিবে
কর্দমাক্ত করিল । ১০১—১২৬ । অনন্তর দেবীসমীপে
উপস্থিত হইয়া সগর্বে বলিল,—হে ভীক ! তোমার
সহিত যুদ্ধ করা আমার উচিত হয় না ; অগ্নি মুঢ়ে !
তুমি আমার বীর্ধ্য, সৌভাগ্য এবং ধনবস্তার বিষয়
কিছুই জান না । তাই আমার বাক্য রক্ষা করিতেছ
না । হে ভামিনি ! তুমি নিশ্চরই গর্ভিতা হইয়াছ ;
আমি এখন বলি, আমার বাক্য রক্ষা কর ;
আমার প্রিয় ভাৰ্য্যা হও । পুরুষ হইয়া জীজাতি
তোমায় বধ করিতে ইচ্ছা করি না । দেখ, আমি
ইহাকে সুরগণ সহ সমরে বহবার জয় করিয়াছি ।
অগ্নি মূর্খে ! জানিও,—এ ত্রৈলোক্যে মৎসঙ্গ বাজি
কেহই নাই । এইরূপ অতিহত হইয়া দেবী অতি
কোপে সশর শরাসন গ্রহণপূর্বক এই কথা বলিলেন
যে, রে পাপ ! কুমারীর প্রতি কামযুক্ত—তোমার
সহিত আমার আলাপ করাই যুক্তিসঙ্গত নহে ;
তথাপি আমার বাক্য শ্রবণ কর । তুই কদাচ
শত্রুকে স্ববীৰ্য্যে নিষ্কিষ্ট করিস্ নাই ; পিতামহ-
বরই তাঁহাকে জয় করার কারণ । পিতামহের
গৌরবে তুই আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিয়া-
হিস্ । রে পাপ ! ভগবান্ পদ্যযোনি তোকে

জাতো ধনাতলে । ১৩৫ । পিতামহবরঃ সোহ্র
জয়শীলোহসি দানব । যদি তে পৌরুষ চাঙ্কি
তচ্ছীজঃ সম্পদর্শয় । ১৩৬ । এষা হামিষুভিত্তী-
নৈর্দগ্ধাষি যমসাদনম্ । এবমুকা ততো দেবী শর-
নমৌ যুমোচ হ । ১৩৭ । চতুর্ভিচ্চতুরো বাহাননয়দ্-
যমসাদনম্ । সারথেষ্ট শিরঃ কায়াচ্ছরৈণে-
ফেন চাক্ষিপৎ । ১৩৮ । ধ্বজং চিচ্ছেদ চৈকেন
ততোহস্তেন হৃদি কতঃ । স গাত্রবিকো বাধিতো
ধ্বজযষ্টিঃ সমাশ্রিতঃ । ১৩৯ । মুচ্ছয়া সহিতো রাজন্
কিঞ্চিৎকালমধোমুখঃ । ততঃ সচেতনো ভূত্বা যুমোচ
নিশিতাঙ্কুরান্ । ১৪০ । দেবী সখীসমায়ুক্তা সর্ব-
দেশেষুভাষয়ৎ । ততঃ সুরপ্রবাণেন ধ্বস্তস্ত
বিধাকরোৎ । ১৪১ । ছিন্নধ্বা ততো দৈত্যশৃঙ্গ-
ধ্বংসমবিতঃ । বিজাব্য সহসা দেবীঃ তিষ্ঠতিষ্ঠেতি
চাববীৎ । ১৪২ । তস্ত চাপততত্বং খড়্গং দ্বাভ্যাং
হকৃত্তয়ৎ । শরাত্যামর্দ্ধবাণেন প্রহস্ত প্রাসমেব
চ । ১৪৩ । বিশস্তো বিরথো রাজন্ স তদা দানবাবধমঃ

ততোহম্মরচ্ছয়ান ভূপ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ । ১৪৪ ।
ব্রহ্মাস্ত্রং মনসি ধ্যায়ন্তুং তন্তৈশ্চ যুমোচ সঃ ।
মুক্তেনাস্ত্রেণ তস্মি শ্চ ধুমবর্ত্তিব্যজায়ত । ১৪৫ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু সত্রক্ষাত্তে দিবৌকসঃ ।
পরং তয়মহুপ্রাপ্তা দৃষ্ট্বা তস্ত পরাক্রমম্ । ১৪৬ ।
ততো দেবী কণং ধ্যাব্য তদস্ত্রং পার্শ্ববোক্তম্ ।
ততো বার্থং ব্যজায়ত । ১৪৭ ।

ব্রহ্মাস্ত্রে বিকলে জাতে হ্যায়ৈয়ং দানবোক্তমঃ ।
প্রেমধামাস তাং ক্রুদ্ধো হৃদনদ্যাক্ষণেন সা । ১৪৮ ।
এবং নানাপ্রকারাণি ভেন মুক্তানি সা
তদা । অস্ত্রাণি বিকলান্তেব চক্রে দেবী
সহস্রশঃ । ১৪৯ । এবং নিঃশেষিতাস্ত্রো-
হসৌ দানবো বলবন্তরঃ । চকার পরমাং মায়াং
দিব্যায়স্তুঃ সুরেশ্বরী । ১৫০ । ব্যাক্ষিপচ্চ
মহাকাযং মহিষং পরীতাকৃতিম্ । দীর্ঘভীক্ৰবিধাণাত্যাং
যুক্তমগ্ননসন্নিভম্ । ১৫১ । সিংহকৃচ্চ সা দেবী
ততস্তমধ্যায়োহত । খড়্গেন ভীক্ষেন শিরো দেবী
তস্ত স্তকৃচ্চত । ১৫২ । শূলেন ভেদয়ামাস পৃষ্ঠদেশে
সুরেশ্বরী । ততঃ কলেবরাত্তম্মাশ্রিতক্রাম মহান
পুমান্ । ১৫৩ । চর্ম্মখড়্গাধরো রৌদ্রস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি
চাববীৎ । তমপ্যোবং গৃহীত্বা তৎকেশপাশে

এক কামিনী বাতীত অন্ত সকলেরই অবধ্য করিয়া-
ছেন । সেই এই পিতামহবর কলিত হইবার
সময় উপস্থিত হইয়াছে । রে দানব ! যদি তুই
জয়শীল হস, তাহা হইলে নীচ পৌরুষ প্রদর্শন কর ।
এই আমি ভীক্ৰ শর প্রহারে তোকে শমনসদনে
প্রেরণ করিতেছি । এই বলিয়া দেবী অষ্টশর
মোচন করিলেন । তিনি চারিশরে তাহার চারি
বাহনকে সমালয়ে প্রেরণ করিলেন ; এক শরে
সারথির মস্তক কাট হইতে পৃথক্ করিয়া ক্ষেপণ
করিলেন ; এক বাণে তাহার ধ্বজ কাটিলেন
এবং অপর এক বাণ তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন ।
এই সময় দানব ব্যাধিত হইয়া ধ্বজযষ্টি আশ্রয়
করিল এবং মুচ্ছাপন্ন হইয়া সে কিঞ্চিৎকাল অধো-
মুখে অবাহিত হইল । ক্রমে পরে চৈতন্ত লাভ
করিয়া সে শাণিত শর সকল মোচন করিল ।
তখন সখীসমায়ুক্তা দেবী তাহার সর্বাঙ্গ ভাঙিত
করিলেন । তিনি সুরপ্রাস্ত দ্বারা তাহার ধ্ব ছিঁকাওত
করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন । তখন ছিন্নধ্বা হইয়া
দৈত্য খড়্গ হস্তে গ্রহণ করত সহসা দেবীকে বিজা-
বিত করিয়া 'ধাক্ ধাক্' বলিয়া উঠিল । দানব
এই ভাবে আগতিত হইলে দেবী তুই শর
প্রহারে তাহার খড়্গ ও অর্দ্ধ বাণে হস্তপূর্ব্বক প্রাস
ছেদন করিলেন । হে রাজন্ ! দানব তখন নিরস্ত্র
ও বিরথ হইয়া পড়িল । অনন্তর সে বিবিধ অস্ত্র

স্বরূপপূর্ব্বক মনে মনে ব্রহ্মাস্ত্র ধ্যান করত সত্বর
তাহা মোচন করিল । ব্রহ্মাস্ত্র মোচিত হইলে তাহা
হইতে ধুমবন্তী উদ্গত হইল । এই সময় ব্রহ্মাদি
দেবগণ তাহার পরাক্রম দর্শনে ভীত হইলেন ।
দেবী তখন কণকাল ধ্যান করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দানব
মোচিত ব্রহ্মাস্ত্র আহত করিয়া তাহা ব্যর্থ করিলেন ।
অনন্তর দানব ব্রহ্মাস্ত্র বিকল দেখিয়া আগ্নেয়াজ্ঞ
প্রয়োগ করিল । দেবী তাহা বাকুণাজ্ঞ দ্বারা প্রতি-
হত করিলেন । দানব এইরূপে সহস্র সহস্র অস্ত্র
মোচন করিল ; কিন্তু দেবী তৎসমুদয়ই বিকল
করিয়া ফেলিলেন । তখন ঐ বলবান্ দৈত্য
মহাকাযে উৎকট মায়া প্রকটিত করিল । দেবীও
দিব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ দীর্ঘ ভীক্ৰ বিধাণযুক্ত অগ্ননানিত
মহাকায পরীতাকৃতি মহিষকে বাক্ষিপচ্চ করিলেন ।
অনন্তর তিনি সিংহকৃচ্চ আরোহণপূর্ব্বক ভীক্ৰ
খড়্গ প্রহারে তাহার শিরচ্ছেদ করিয়া শূল দ্বারা
তাহার পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন করিলেন । তখন ঐ দানবের
কলেবর হইতে এক মহান্ পুরুষ নিষ্কাশ হইল ;
হইয়া ঐ ভীষণাকার পুরুষ ধাক্ ধাক্ বলিতে
লাগিল । দেবী কেশ গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকেও খড়্গ

শুভ্রেশ্বরী । ১৫৪ ৷ নিম্নিঃশেনাহনং প্রোঠৈঃ স
চ প্রাণৈব্যযুক্ত্যত । দানবঃ পার্শ্ববশ্চেষ্ট
পার্শ্বে সিংহবিদারিতে । ১৫৫ ৷ ততো জঘান
ভূয়োহপি দানবান্ সা কবাচিতা । হতশেষাশ্চ যে
দৈত্য্য নিৰ্ভিত্য ধরণীতলম্ । ১৫৬ ৷ প্রবিষ্টা
ভয়সন্ত্রস্তাঃ পাতালং জীবিতৈবিনে । ততো দেব-
গণাঃ সৰ্বে বসবো মরুতোহবিনে । ১৫৭ ৷
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যা কুদ্রা শুভ্রককিররাঃ ।
আদিত্যাঃ শক্রসংযুক্তাঃ সমেত্য পরমেশ্বরীম্ ।
১৫৮ ৷ সমস্তাদিব্যাপুষ্পৈশ্চ তাং দেবীং স্মমবা-
কিরন । অবস্তো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্নমস্তো ভক্তি-
তৎপর্য্যঃ । ১৫৯ ৷ যুক্তং কৃতং মহেশানি যদ্রতঃ
পাপকৃতমঃ । ত্রৈলোক্যং সকলং ধ্বস্তং পাপেনা-
নেন স্তুন্দরি । ১৬০ ৷ যয়া দত্তং পুনা রাজ্যং
বাসবস্ত জিবিষ্টপে । তুম্বাহরয় ভদ্রং তে বরং
যন্ননসৌমিতম্ । সৰ্বে দেবাঃ প্রসন্নান্তে প্রদ-
স্তস্তি ন সংশয়ঃ । ১৬১ ৷ দেব্যাবাচ । যদি দেবাঃ
প্রসন্নাস্যে যদি দেবো বরো মম । আশ্রমোহত্রৈব
মে পুণ্যো জায়তাং খ্যাতিসংযুতঃ । ১৬২ ৷
অশ্বিন্শ্চাহং সদা দেবাঃ স্বাস্তামি বরপৰ্বতে । ১৬৩ ৷

হারী ভীষণ প্রহার করিলেন । সিংহও তাহার
পার্শ্বদেশ ছিন্ন করিল । অতঃপর ঐ দানব প্রাণ
বিসর্জন দিল । অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া অপর
দানবগণকে নিহত করিলেন । হতাবশিষ্ট দৈত্য-
গণ ভয়ে ধরণীতল পরিত্যাগ করিয়া জীবনাশায়
পাতালে প্রবেশ করিল । তদর্শনে বসু, মরুৎ,
অধিনৌকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব, সাধ্য, কুদ্র, শুভ্রক,
কিরর ও আদিত্য প্রভৃতি সবাসব দেবগণ দেবী-
সমীপে উপস্থিত হইয়া তখন তাঁহার চতুর্দিকে
পুষ্প বর্ষণ, বিবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব ও ভক্তিতৎ-
পর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ।
বলিলেন,—হে মহেশানি ! তুমি এই পাপাত্মা
অস্তুরকে নিহত করিয়া উপযুক্ত কাৰ্য্যই করিয়াছ,
হে শুভে ! এই পাপিষ্ঠ সমস্ত ত্রৈলোক্য বিধ্বস্ত
করিয়াছিল । তুমিই এক্ষণে বাসবকে পুনরায়
রাজ্য সমর্পণ করিলে । অতএব তোমার মঙ্গল
হউক ; তুমি অভীষ্ট বর গ্রহণ কর, সমস্ত দেবই
তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দান করিবেন ।
দেবী কহিলেন,—যদি দেবগণ আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছেন ; আর আমাকে যদি বর দেওয়াই হয়,
তবে আমার ইচ্ছা এই যে, এখানে আমার একটা

ব্রহ্মোবাচ । রূপেণানেন দেবেশি যে হাং ভ্রূক্যন্তি
মানবাঃ । আশ্রমেহজ মহাপুণ্যে তে যান্তি পরাং
গতিম্ । ১৬৪ ৷ ব্রহ্মজানসমাবুজান্তে ভবিষ্যন্তি
মানবাঃ । ১৬৫ ৷ যশ্রাকণ্ডঃ কৃতঃ কশ্ব যয়া
দানবহৃদনাং । তস্মাৎ চণ্ডিকানাং লোকে খ্যাতিং
গমিষ্যসি । ১৬৬ ৷ তব নারী তথা খ্যাত
আশ্রমোহয়ং ভবিষ্যতি । ১৬৭ ৷ যেহজ কৃক-
চতুর্দশ্মাষিনে মাসি শোভনে । পিণ্ডদানং
করিষ্যন্তি স্নানং কুদ্রা সমাহিতাঃ । ১৬৮ ৷ গয়া-
শ্রাদ্ধকলং কুৎসং . তেযাং দেবি ভবিষ্যতি ।
স্বদর্শনাস্তথা মুক্তিঃ পাতকস্ত ভবিষ্যতি । ১৬৯ ৷
কৃক উবাচ । একরাত্রিং ভবিষ্যন্তি যেহজ শ্রদ্ধা-
সমরিতাঃ । উপবাসপরান্তেষাং পাপং যান্তি
সংক্ষয়ম্ । ১৭০ ৷ পুত্রহীনশ্চ যো মর্ন্ত্যো নারী
বাপি সমাহিতা । তন্ননাঃ পিণ্ডদানং বৈ তথা স্নানং
করিষ্যতি । অপুত্রো লভতে স্ত্রীং স্পৃহুং নাজ
সংশয়ঃ । ১৭১ ৷ ইত্ৰ উবাচ । ভট্টরাজ্যো নৃপো
যোহজ স্নানং দানং করিষ্যতি । সধ্বশক্রকরস্ত
রাজ্যাবান্তিভবিষ্যতি । ১৭২ ৷ অগ্নিকবাচ । অত্রা-
গত্য শুচিঃ শ্রাদ্ধং যঃ করিষ্যতি মানবঃ । আশ্র-

পুণ্যপ্রম প্রখ্যাত হউক, এই গিরিবরবিত্ত আশ্রমে
আমি সর্বদা বাস করিব । ব্রহ্মা কহিলেন,—
দেবেশি ! এই মহাপুণ্য আশ্রমে এইরূপ রূপে
তোমাকে যাহারা দর্শন করিবে, তাহাদের পরম
গতি লাভ হইবে ; তাহারা ব্রহ্মজানযুক্ত হইবে,
তুমি দানববল বিধ্বস্ত করিয়া যে হেতু হেথায় এই
প্রচণ্ড কশ্ব করিয়াছ, এই জন্ত জগতে তোমার
চাঁওকা নাম প্রখ্যাত হইবে এবং এই আশ্রমও
তোমার নামেই খ্যাতি লাভ করিবে । হে
শোভনে ! যাহারা আশ্বিনের কৃকচতুর্দশীদবসে
স্নানান্তে সমাহিত হইয়া এখানে পিণ্ড প্রদান করিবে,
তাহাদের গয়াশ্রাদ্ধের সমান ফল হইবে, তথা
তোমার দর্শনে পাতক হইতে মুক্তি পাইবে । কৃক
কহিলেন,—যাহারা উপবাসী থাকিয়া এক রাত্রি
এখানে বাস করিবে, তাহাদের পাপক্ষয় হইবে,
অপুত্রক মানব মানবী সমাহিত হইয়া একাগ্রতার
সহিত এখানে পিণ্ডদান বা স্নান করিলে স্পৃহু
লাভ করিবে, সন্দেহ নাই । ইত্ৰ কহিলেন,—যে
ভট্টরাজ্য রাজা এখানে স্নান-দান করিবে, তাহার
সর্ব শক্রক্ষয় ও রাজ্য লাভ হইবে । অগ্নি

বিতাহসারেণ তন্ত্ৰং যজ্ঞকলং ভবেৎ । ১৭০ ।
 যম উবাচ । অত্র নান্যে তিগান্ যম ব্রাহ্মণেভ্যঃ
 প্রদাত্তি । অন্নবৃত্তান্তং তন্ত্ৰং কদাচিত্তবিষ্যতি ।
 ১৭১ । রাক্ষসা উচুঃ । পিণ্ডদানং নরঃ যোহত্র
 করিষ্যতি ত্বাশ্রমে । প্রেতোখং ন ভয়ং তন্ত্ৰ
 দেবি কাপি তবিষ্যতি । ১৭২ । বরুণ উবাচ ।
 নানার্থঃ ব্রাহ্মণেশ্রোণাং যোহত্র তোরঃ প্রদাত্তি ।
 বিমলস্ত সদা ভাব ইহ লোকে পরত্র চ । ১৭৩ ।
 বায়ুবাচ । বিলপনানি শুভ্রাণি সুগন্ধানি বিশে-
 যতঃ । যোহত্র দাত্তি বিপ্রেভ্যো নীরোগঃ স
 ভবিষ্যতি । ১৭৪ । ধনদ উবাচ । যোহত্র
 বিত্তং যথাসক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাত্তি । ন
 তবিষ্যতি লোকে স বিত্তহীনঃ কথঞ্চন ।
 ঈশ্বর উবাচ । যোহত্র ব্রতপরো ভূত্বা চাতুর্দশাং
 বসিষ্যতি । ইহ লোকে পরে চৈব তন্ত্ৰ ভাবি
 সদা সুখম্ । ১৭৫ । বসব উচুঃ । ত্রিরাত্রং যো
 নরঃ সম্যগুপবাসং করিষ্যতি । আশ্রমজন্মমরণাৎ
 পাপাস্মৃত্যুঃ স চ তবিষ্যতি । ১৮০ । আদিত্য
 উবাচ । অত্রাশ্রমপদে পুণ্যে যে নরঃ ভক্তিসংযুতঃ ।
 হৃদ্রোপানং প্রদাত্তারন্তেবাং লোকাঃ সনাতনঃ ।

কহিলেন,—যে মানব এখানে আসিয়া শুচিভাবে স্বায়
 বিতাহসারে ব্রাহ্মাষ্টান করিবে, তাহার যজ্ঞকল
 লাভ হইবে । যম কহিলেন,—এখানে জ্ঞান করিয়া
 যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে তিলার্পণ করিবে, তাহার
 অপমৃত্যুভয় থাকিবে না । রাক্ষসগণ কহিল,—
 তোর আরম্ভে যে নর পিণ্ড দান করিবে তাহার
 কখনই প্রেতজন্তু ভয় হইবে না । বরুণ বলি-
 লেন,—এখানে যে নর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের স্নানজল
 প্রদান করিবে, ইহ-পরকালে তাহার বৈমল্য লাভ
 হইবে । বায়ু বলিলেন,—যে নর এখানে বিপ্রগণকে
 শুভ সুস্বাদু বিলপন সকল দান করিবে তাহার
 আরোগ্য লাভ হইবে । ধনদ কহিলেন,—যে
 ব্যক্তি এখানে ব্রাহ্মণদিগকে যথাসক্তি বিত্ত প্রদান
 করিবে, এ সংসারে সে কখনই বিত্ত-বিহীন হইবে
 না । ঈশ্বর কহিলেন,—যে ব্যক্তি এখানে ব্রতস্থ
 হইয়া চারিমাস বাস করিবে, ইহপরকালে তাহার
 অবিচ্ছিন্ন সুখ হইবে । বসুগণ বলিলেন,—যে
 নর এখানে ত্রিরাত্র সম্যক উপবাস করিবে, আশ্রম-
 মরণাত্তক পাপ হইতে তাহার মুক্ত হইবে ।
 আদিত্য কহিলেন,—যে সকল নর ভক্তিসম্বৃত্ত হইয়া
 এই পবিত্র আশ্রমে হৃদ্রোপানং প্রদান করিবে,

১৮১। অধিনাবৃত্তঃ । মিষ্টারঃ শ্রদ্ধায়োপেত্যো ব্রাহ্মণায়
 প্রদাত্তি । যোহত্র তন্ত্ৰ পরা ত্রীতির্ভবিষ্যত্য-
 বিনাশিনী । ১৮২ । ভীষানুচুঃ । অদ্য ব্রহ্মত্ব
 সর্বেষাং তীর্থানামিহ সংহিতাঃ । তবিষ্যতি
 বিশেষেণ হাশ্রমে লোকবিশ্রুতে । ১৮৩ । কৃষ্ণপদে
 চতুর্দশমাষিনে মাসি তজ্জিতঃ । উপবাসপরো
 ভূত্বা যোহত্র স্নানং করিষ্যতি । সর্বেষামেব
 তীর্থানাং স কলং হি লাভিষ্যতি । ১৮৪ । গন্ধর্বা
 উচুঃ । গীতবাদ্যানি যশ্চাত্র প্রকরিষ্যতি মানবঃ ।
 সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব রূপবান্ স ভবিষ্যতি । ১৮৫ ।
 ঋষয় উচুঃ । আশ্রমেহর্ষাশ্রিত্রিরাত্রং ব উপবাসং
 করিষ্যতি । চান্দ্রায়ণসংশ্রুত কলং তন্ত্ৰ তবিষ্যতি ।
 ১৮৬ । পুলস্ত্য উবাচ । এবং সর্বে বরান্ দত্ত্বা দেবৈ
 দেবা নৃপোত্তম । তদাজ্ঞা দিবঃ জগদ্দেবী তজ্জৈব
 সংহিতা । ১৮৭ । অথ মর্ত্যা দিবং জগদ্দেবী
 দেবীঃ তদাশ্রমে । অনায়াসেন সম্পূর্ণভূতো মর্ত্যোহ-
 বিষ্টপঃ । ১৮৮ । অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ সর্বাঃ ক্রিয়া
 নষ্টা ধরাতলে । ধর্ম্মাক্রিয়াস্তথা চান্তা মুক্তা
 দেব্যাঃ প্রপূজনম্ । ১৮৯ । ততো ভীহঃ

তাহাদের সনাতন লোক সকল লাভ হইবে ।
 অধিনীকুমারদ্বয় বলিলেন,—যে নর শ্রদ্ধাসম্বৃত্ত
 হইয়া এখানে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টার প্রদান করিবে,
 তাহার অনপায়িনী পরমা ত্রীতি হইবে । ভীষ
 সকল কহিল,—অদ্য হইতে এই লোকবিশ্রুত
 আশ্রমে তীর্থসমূহের বিশেষরূপেই অবস্থিতি
 হইবে ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে
 যে নর উপবাসী থাকিয়া ভক্তিসম্বৃত্ত এখানে
 স্নানচরণ করিবে, তাহার সর্ব তীর্থকল লাভ
 হইবে । গন্ধর্বগণ কহিলেন,—যে মানব এখানে,
 গীতবাদ্য করবে, সপ্ত জন্ম পর্যন্ত তাহার শৌন্দর্য
 লাভ হইবে । ঋষগণ কহিলেন,—যে নর এই
 আশ্রমে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, তাহার সহস্র
 চান্দ্রায়ণকল লব্ধ হইলে । ১২৭-১৮৬। পুলস্ত্য কহিলেন,
 —নৃপবর ! এইরূপে দেবগণ দেবীকে বর দান
 করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় শরণে গেলেন । দেবী সেই
 স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর
 মর্ত্যগণ সেই আশ্রমবাসিনী দেবীকে দর্শন করিয়া
 শরণে যাইতে লাগিল । সর্ব মর্ত্যবাসীদিগের অনা-
 য়াসেই আশ্রম হইয়া পড়িল । বরাহদের অগ্নি-
 ষ্টোমাদি বাবতীর ক্রিয়া নষ্ট হইল । একমাত্র দেবী-
 পূজা ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মক্রিয়া লোপ পাইল ।

সহস্রাক্ষঃ সশ্রীয়া শুক্লা সঃ । অশ্রীয়া
যাস বেগেন কামঃ ক্রোধঃ ভয়ঃ মদম্ । ১১০ ।
ব্যামোহঃ গৃহপুত্রোখঃ তু কামায়াসমবৃত্তম্ । গদা
বুধঃ ক্রতং মৰ্ত্যে যাতুকামাধরান্ শ্রিয়ঃ । ১১১ ।
চণ্ডিকাযতনে পুণ্যে সেবধঃ হি সমাজয়া ।
বিশেষৈষণাধিনে মাসি কৃকপক্ষেহস্তাবাসরে । ১১২ ।
এবমুক্তঃ ক্রতঃ সৰ্বে কামাদ্যাশ্চে ক্রতঃ যযুঃ ।
মৰ্ত্যালোকে মহারাজ রক্ষাং চক্ৰুশ সৰ্বশঃ । ১১৩ ।
এবং জাহ্নবা ক্রতঃ গচ্ছত তত্র পার্শ্ববসন্তম । যদৌচ্চসি
পরং ধৈর্য ইহলোকে পরত্র চ । ১১৪ । যো যাতি
চণ্ডিকাং জেইমক্ৰুদং প্রতি পার্শ্বব । নৃত্যন্তি পিতর-
স্তস্ত গৰ্জন্তি চ পিতামহাঃ । ১১৫ । তারয়িষ্যাতি
নঃ সৰ্বান স. পুত্রো য ইহাশ্রমে । চণ্ডিকায়ঃ
প্রগহ্বাধ কুৰ্য্যাৎ শ্রীকঃ সমাহিতঃ । ১১৬ । একয়া
লভাতে রাজ্যং স্বর্গশ্চৈব দ্বিতীয়য়া । তৃতীয়য়া
ভবেম্মোক্শো যাত্রায়া তত্র পার্শ্বব । ১১৭ । তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন যাত্রাং তত্র সমাচরেৎ । অৰ্জুনে
পৰ্বতশ্রোষ্ঠ সৰ্বভীৰ্থময়ে শুভে । ১১৮ । তত্র শ্লোকঃ
পুরা গীতো নারদেন মহর্গিণা শ্রীমহা তত্ত্বাশ্রমে
পুণ্যে বহুবিপ্রসমাগমে । ১১৯ । পুনস্ত্যোবাস্ত-

তীর্থানি শ্রীমানদর্শনৈঃ সংশ্রয় । অৰ্জুনা লোকনাথৈব
বিপাশা তত্র জায়তে । ১২০ । যঃ পুণোতি সৰ্বা-
ধ্যানমেতচ্ছ্রদ্ধাপমবিতঃ । স প্রাপ্নোতি নরশ্রেষ্ঠ
কামান্ মনসি বাহিতান্ । ১২১ । যন্তৈশ্চতুর্ভিঃ
গেহে লিখিতং পুস্তকং নৃপ । তস্তাপি বাহিতাঃ কামাঃ
সম্পদ্যন্তে দিনে দিনে । ১২২ । পঠতি ব্রহ্মরোপেভ্যো
যো বা ভূমিপতে নরঃ । সোহপি যাত্রাকলং রাজন
লভতে পুরুষোত্তমঃ । ১২৩ ।

ইতি শ্রীহান্দে চণ্ডিকাশ্রমোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম ষট্টিত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । নাগভৃদং ততো গচ্ছেতীর্থ-
পাশপ্রণাশনম্ । যত্র নাগৈস্তপস্তপ্তং রম্যে পরত-
রোধসি । ১ । কক্ষশাপং পুরা শ্রুত্বা নাগাঃ সৰ্বে
ভয়াতুরাঃ । পপ্রচ্ছূর্ণাগরাজানং শেবঃ প্রণতকঙ্করাঃ ।
২ । মাতৃশাপেন সন্তপ্তা বয়ং পরগসন্তম । কিং
কুৰ্ম্যঃ ক চ গচ্ছামঃ শাপমোক্শো ভবেৎ কথম্ । ৩ ।
শেষ উবাচ । প্রসাদিতা ময়া মাতা শাপমুক্তিকৃতে

সেই পুণ্যাশ্রমে শ্রীমান করিয়া পুরাকালে মহর্ষি নারদ
বহু বিপ্র-সমাজে এইরূপ শ্লোক কীর্তন করিয়াছিলেন
যে, অন্তান্ত তীর্থ শ্রীমানদান দ্বারাই পবিত্রীকৃত করে,
কিন্তু অৰ্জুনাচলের দর্শনমাত্রেই লোক পবিত্র হয় ।
যে নর ব্রহ্মসহকারে এই আখ্যান শ্রবণ করে,
তাহার সমস্ত বাহিত বস্ত লভ হয় । হে নৃপ ! যাহার
গৃহে পুস্তকাকারে ইহা লিখিত থাকে, তাহারও
বাহিত সকল দিনে দিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে । যে
নর ব্রহ্মসহকারে ইহা পাঠ করে, সেই পুরুষোত্তম
ব্যক্তিই যাত্রাকল লাভ করিয়া থাকে । ১৮৭—২০৩ ।
ষট্টিত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পাশহর নাগভৃদ
তীর্থে যাইবে । নাগগণ ঐ রম্য পরততটে
তপস্তা করিয়াছিল । পূর্বে নাগগণ কত্রর অভি-
শাপ শ্রবণ করিয়া ভয়াতুরভাবে প্রণতকঙ্করে নাগ-
রাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে পরম-বর !
আমরা মাতৃশাপে সন্তপ্ত হইয়াছি ; কি করিব ?
কোথায় যাইব ? কিরূপে আমাদের শাপমোক্শ

ইহাতে সহস্রাক্ষ ভীত হইয়া গুরুর সহিত মজ্জনাশ্বে
সমস্ত কাম, ক্রোধ, ভয়, মদ, ব্যামোহ, তৃষ্ণা ও
আয়াস প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমরা
অতি ক্রত মৰ্ত্যে যাও ; তথাকার পুণ্য চণ্ডিকায়-
তনে যে সকল নরনারী আশ্রিন মাসের কৃক-
পক্ষীর অন্ত্যবাসরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহা-
দিগকে গিয়া আশ্রয় কর । ইহা এই কথা কহিলে
কামাদিগণ সমস্ত মৰ্ত্যালোকে গমন করিল । মহা-
রাজ ! তাহার মৰ্ত্যে আসিয়া এখনও সেই স্থান
সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে । হে পার্শ্ববশ্রেষ্ঠ !
যদি ইহপরকালের মঙ্গল চাও, তবে ইহা জানিয়া
ক্রত ভূমি সেই স্থানে গমন কর । হে পার্শ্ব !
যে জন চণ্ডিকাকে দর্শন করিবার জন্য অৰ্জুনাচলে
গমন করে, তাহার পিতৃগণ ও পিতামহগণ নর্ত্তন
ও গৰ্জন করেন যে, যে পুত্র উক্ত স্থানে চণ্ডিকা-
শ্রমে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা হইতে
আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে । চণ্ডিকাকেজে
একবার যাত্রায় রাজ্য, দ্বিতীয় যাত্রায় স্বর্গ, এবং
তৃতীয় যাত্রায় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । তাই
বলিতেছি,—হে রাজন ! নর সর্বপ্রযত্নে সেই
সৰ্বভীৰ্থময় শুভ অৰ্জুনাচলে যাত্রা করিবে ।

পুরা ॥ তয়োক্তং যে তপোযুক্তা ধর্ম্মাচ্ছানঃ সুসং-
যতাঃ ॥ ৪ ॥ ন দহিষ্যতি তান্ বল্লির্ধজে পারিক্শিতস্ত
হি । তস্মাদ্ গহ্বার্কুণ্ডং নাম পরীতং ধরনীতলে ॥ ৫ ॥
তত্র যুগং তপোযুক্তা ভবধ্বং সুসমাহিতাঃ । যত্রাস্তে
স। স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা কামরূপিনী ॥ ৬ ॥ যন্তাঃ
সকৌর্ভেনেনাপি নশ্চন্তি বিপদো জবন্ । আরাধয়ধ্ব-
মনিশং তাং দেবীং যম বাক্যতঃ ॥ ৭ ॥ তন্তাঃ
প্রসদতঃ সর্বে ভবিষ্যৎ গতজরাঃ । এতমেবাত্র
পঞ্চামি হৃদায়াং নাগসন্তমাঃ । দৈবো বা মাহুযো
বাপি নাস্তো বো মুক্তিকারকঃ ॥ ৮ ॥ পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তান্ততো নাগা নাগরাজেন পার্শ্বব । প্রণম্য
তং ততো জঙ্ঘুর্কুণ্ডং পরীতং প্রতি ॥ ৯ ॥ তে ভিষ্মা
ধরনীপৃষ্ঠং পরীতে তদনন্তরম্ । নিজ্জঘ্রুবিলমার্গেণ
কুহ্মা স্বভঃ সুবিস্তরম্ ॥ ১০ ॥ ততো ব্রতব্রতাঃ সর্বে
দেবীভক্তিপরায়ণাঃ । বসন্তি ভক্তিসংযুক্তাচণ্ডিকা-
রাধনায় তে ॥ ১১ ॥ তস্মাস্তত্র সদা হোমং কুরুন্তো
জাপ্যমুত্তমম্ । একাহারা নিরাহার্য বায়ুতক্ষাস্থখা
পরে ॥ ১২ ॥ দন্তোলুখলিনঃ কেচিদশ্মকুটাস্থখা পরে ।
পঞ্চাগ্নিসাধকাস্তান্তে সদাঃপ্রক্ষালকাস্থখা ॥ ১৩ ॥

হইবে? তখন শেষ নাগ বলিলেন—আমি শাপ
মুক্তির নিমিত্ত পূর্বেই মাতাকে প্রসাদিত করিয়াছি ।
তিনি বলিয়াছেন,—যাহারা সুসংযত, তপোযুক্ত,
ধর্ম্মাচ্ছান, জনমেজয়ের যজ্ঞে পাবক তাহাদিগকে দণ্ড
করিবেন না । অতএব তোমরা ধরনীতলস্থ
অর্কুণ্ডাচলে যাও । সেখানে গিয়া সাবধানে তপস্তা
কর । তথায় স্বয়ং কামরূপিনী চণ্ডিকাদেবী আছেন ।
তাহার নামসকৌর্ভেনেই বিপজ্জাল দূরীভূত হয় ।
অতএব আমার বাক্যে তোমরা নিরন্তর সেই
দেবীর আরাধনা কর । তাহার প্রসাদে সকলেই
গতজর হইতে পারিবে । হে নাগগণ! আমি এই
একমাত্র উপায়ই দোখতেছি । ইহা ভিন্ন দৈব বা
মাহুয অস্ত কোন উপায়ই তোমাদের মুক্তিকারক
নহে । পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপ! নাগরাজ এই
কথা কহিলে নাগগণ তাহাকে প্রণাম করিয়া অর্কুণ্ডা-
ভিমুখে প্রস্থান করিল । অনন্তর তাহারা ধরনীপৃষ্ঠ
ভেদ করিয়া সুবিস্তৃত বিবর নির্মাণপূর্বক সেই
পথেই নির্গত হইল । তারপর চণ্ডিকার আরা-
ধনার্থ সমস্ত নাগই ধৃতব্রত ও ভক্তিয়ুক্ত হইয়া সেই-
খানে বাস করিতে লাগিল । তাহারা সতত জপ-
হোমশরায়ণ হইল । কেহ কেহ একাহার, কেহ
কেহ নিরাহার, কেহ বায়ুতক্ষ, কেহ দন্তোলুক,

গীতঃ বাদ্যঃ তথা চকুরন্তে দেব্যাঃ পুরস্তদা । অনন্ত-
শ্রদ্ধোপেতাঃ স্তান্ দৃষ্ট্বা পরগোস্তমান ॥ ১৪ ॥ ততো
দেবী সুসন্তোষী বাক্যমেতদ্ববাচ হ ॥ ১৫ ॥ দেব্যাবাচ ।
পরিভূষ্টান্মি বো বৎসাঃ কিমর্থং তপ্যতে তপঃ ।
বরয়ধ্বং বরং যন্তো যঃ স্থিতো ভবতাং হৃদি ॥ ১৬ ॥
নাগা উচুঃ । মাতৃশাপেন সন্তপ্তা বয়ং দেবি নিরা-
শ্রয়াঃ । নাগরাজসমাদেশোচ্ছরণং ধ্বং সমাগতাঃ ॥
১৭ ॥ সা ধ্বং রক্ষ ভয়াত্তস্মাচ্ছাপবাহুসমুত্তবাৎ ।
বধং মাত্রা পুরা শপ্তাঃ কস্মিন্শ্চিৎকারণান্তরে ।
পারিক্শিতস্ত যজ্ঞে বঃ পাবকো ভক্তয়িষ্যতি ॥ ১৮ ॥
দেব্যাবাচ । যাবন্তস্ত ভবেদযজ্ঞস্তাবদযুধং মমাস্তিকে ।
সন্তীতত বিনা ভীত্যা ভোগান্ ভুঙ্ধ্বং সুপুংলান ॥
১৯ ॥ সমাপ্তে চ ক্রতো ভূয়ো গম্ভারঃ স্বঃ
নিকেতনম্ । যুস্মাভির্ভে দিতং যস্মাদেতৎ-
পরীতকন্দরম্ ॥ ২০ ॥ নাগহৃদস্ত তন্তৌর্গ-
মেতদ্বাবি ধরাতলে । অত্র যঃ শ্রাবণে মাসি
পঞ্চম্যাং ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥ করিষ্যতি নরঃ
শ্রানং তস্ত নাহিকৃতং ভয়ম্ । ভবিষ্যতি পুনঃ
শ্রাদ্ধাৎ পিতৃন্ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ২২ ॥ যে ভোগা

কেহ অশ্মকুট, কেহ পঞ্চাগ্নিসাধক, কেহ সদাঃ-
প্রক্ষালক এবং কেহ কেহ গীত-বাদ্য-নিরত হইয়া
রহিল । তখন দেবী চণ্ডিকা সেই অনন্তশ্রদ্ধাশীল
পরগপ্রবরদিগকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলি-
লেন—বৎসগণ! কিজন্ত তোমরা তপস্তা করিতেছ,
আমি তুষ্ট হইয়াছি; মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ।
১-১৬ নাগগণ কহিল,—দেবি! আমরা মাতৃশাপে
সন্তপ্ত হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছিলাম । পরে নাগরাজের
উপদেশে আপনার শরণ লইয়াছি; আপনি শাপা-
নলোখিত ভয় হইতে আমাদেরিগকে রক্ষা
করুন । কোন কারণবশে মাতা আমাদেরিগকে
এইরূপ অভিশাপ দিয়াছেন যে, জনমে-
জয়ের যজ্ঞে পাবক আমাদেরিগকে দণ্ড করিবে ।
দেবী কহিলেন—যতদিনে সেই যজ্ঞ না
আরম্ভ হয়, তাবৎ তোমরা নির্ভয়ে বিবিধ ভোগ
উপভোগপূর্বক আমার নিকটে অবস্থান কর ।
অনন্তর সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে পুনরায়
তোমরা নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিবে । তোমরা
এই পরীত-কন্দর ভেদ করিয়াছ বলিয়া ইহা নাগরাজ
তৌর্গ নামে মর্ন্ত্যে বিখ্যাত হইবে । এখানে যে
ব্যক্তি ভক্তিয়ুক্ত হইয়া শ্রাবণী পঞ্চমী তিথিতে শ্রান
করিবে, তাহার অধিকৃত ভয় থাকিবে না । এখানে

কৃতলে খ্যাতা যে দিবা। যে চ মাছুষাঃ। তান
সর্গান্ স নরো নিত্যং লভিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ২৩ ।
পুলস্ত্য উবাচ । ততো হৃষ্টা বহুবৃন্তে মুক্তা তদাক্রণং
ভয়ম্ । দেব্যাঃ শরণমাণস্তুস্তুস্তত্র নগোক্তমে ।
২৪ । ততঃ কালেন মহতা সত্রে পারিক্রিতস্ত চ ।
নির্বৃন্তে তে তদা জগ্মুঃ স্নিহ্বীকৃত্য রসাতলম্ । ২৫ ।
দেব্যা চৈবাতাহুজাতাঃ প্রপিত্য মুহুর্ভুতঃ । কঙ্কাতং
পার্শ্বিশাঙ্গদূল ভক্ত্য ন্যাসিতকৃত্যঃ । ২৬ । অদ্যাপি
কৃৎপক্ষম্যাং শ্রাবণে মাসি পার্শ্বিবা । সারিধ্যং তত্র
কুর্কান্ত দেবীদর্শনলালসাঃ । ২৭ । তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ । স্নানঞ্চ পার্শ্বিবাশ্রেষ্ঠ
য ইচ্ছেক্ষ্যেয় আশ্বনঃ । ২৮ ।

ইতি শ্রীকালন্দে নাগোত্তবতীর্থমাগাশ্রাবণনং নাম
সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কুণ্ড শিবলিঙ্গাখ্যঃ ততো
গচ্ছ্যমহীপতে । যত্র সা জাহ্নবী গুপ্তা তিষ্ঠতে

শ্রাদ্ধ করিলে নর পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার সাধন
করিবে। যে সকল দিবা ভোম ভোগ বিখ্যাত
আছে, এই দিন স্নানের কালে নর এই সমস্ত ভোগই
নিশ্চয় লাভ করিবে। পুলস্ত্য কহিলেন, - অন-
ন্তর নাগগণ সেই দাক্ষণ শাপভয় হইতে মুক্ত হইয়া
হুই হইল এবং দেবীর শরণাপন্ন হইয়া নগবর
অর্কুদাচলে বাস করিতে লাগিল। অনন্তর দীর্ঘ-
কাল পরে যখন জনমেজয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া
গেল, তখন তাহার স্নিহ্বীভাবে রসাতলে গমন
করিল। নাগগণ দেবীর ভক্তিভরে নিশ্চলীকৃত
হইয়াছিল; তাই যাইবার সময় মুহুর্ভুতঃ প্রণাম
করিয়া অতিকষ্টে দেবীর অহুজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল।
অদ্যাপি শ্রাবণী কৃষ্ণা পক্ষমী তিথিতে সেই নাগগণ
দেবী-দর্শন-লালসায় তথায় সন্নিহিত হইয়া থাকে।
তাই বলিতেছি, হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে নিজের
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, সর্বপ্রযত্নে তাহার তথায় স্নান
ও শ্রাদ্ধাচরণ করা কর্তব্য। ১৭—২৮ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন! অনন্তর শিব-
লিঙ্গাখ্য-কুণ্ডে গমন করিবে। এই কুণ্ডে জাহ্নবী

কুপসত্তম । ১ । তস্তাং স্নাতো নরঃ সম্যক্
সর্বতীর্থকলং লভেৎ । মুচ্যতে পাতকাং কৃৎ-
স্নাদাজয়মরণান্তিক্যং । ২ । যযাতিব্রহ্মচ । কিমরং
তত্র সা গুপ্তা জাহ্নবী তিষ্ঠতে বিতো । কস্মিনকালে
সমাগতা পরং কোতুহলং হি মে । ৩ । পুলস্ত্য
উবাচ । যদা প্রসাদতো দেবৈর্ভগবান্ বৃষতধ্বজঃ ।
অর্কুদেহস্মিন সদা শ্বেদমচলেন স্নয়া বিতো । ৪ ।
তত্র সংস্থাপিতে লিঙ্গে স্নয়াং দেবেন শঙ্কনা ।
বৎপাতিতং পুরা লিঙ্গং বালখিল্যগুহ্মহ্রিতিঃ । ৫ ।
অতিকোপসমায়ুতৈঃ কংস্মিচ্চিৎ কারণান্তরে । তদা
দেবেন প্রতিজ্ঞাতং সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্ । ৬ ।
অচলে তু ময়াঐব স্বাতব্যং নাত্র সংশয়ঃ । ততঃ
কালেন মহতা বসতস্তস্ত তত্র চ । ৭ । অচলেশ্বর-
রূপস্ত গঙ্গা চিত্তে ব্যজায়ত । কথং নিতাং তদা
সাক্ষং ভবিষ্যতি সমাগমঃ । ৮ । অথ জানাতি নো
গৌরী মানিনী পরমেশ্বরী । হৃষ্টেবং চিন্তয়ান স্ত
বহুশো নৃপসত্তম । ৯ । উপায়ঃ স্নুমহদ্যাবা
জাহ্নবীসঙ্গসম্ভবম্ । তেনাদিষ্টা গণাঃ সর্বে নন্দি-
ভৃঙ্গিপুরঃসরাঃ । ১০ । অভিপ্রায়োহস্তু মে কশ্চিৎ-
জলাশ্রয়বতোত্তবঃ । ক্রিয়তামুত্তমং কুণ্ডমস্মিন্

সদা গুপ্তভাবে অবস্থিত। তথায় সম্যকরূপে স্নান
করিলে নর সর্বতীর্থকল লাভ করে; আজয়-
মরণান্তিক নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। যযাতি
কহিলেন,—হে বিতো! এই স্থানে কিজন্ত দেবী
জাহ্নবী গুপ্ত আছেন, এবং কোন্ কালেই বা
তিনি এই স্থানে আগমন করেন, বলুন, আমার
পরম কোতুহল জন্মিয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—
পূর্বে দেবগণ “হে দেব! আপনি এই
অর্কুদাচলে অচল হইয়া বাস করুন” এই বলিয়া
প্রসাদিত করিলে, স্নয়াং দেব শঙ্ক এইস্থানে
লিঙ্গ সংস্থাপন করেন। কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ
হইয়া বালখিল্যগণ ঐলিঙ্গ পাতিত করিয়াছিলেন।
ত ন সর্বদেবসমীপে দেব প্রতিজ্ঞা করেন যে,
আমি এই অচলে নিশ্চয়ই বাস করিব। এই
বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাস করিলেন। পরে অচ-
লেশ্বরের চিত্তে গঙ্গার কথা মনে পড়িল। জাব-
লেন কিরূপে নিত্য আমার গঙ্গাসহ সন্মিলন ঘটিবে।
অথচ আমার মানিনী গৌরী তাহা জানিতে পারি-
বেন না। নৃপবর! শঙ্ক এইরূপ বহু চিন্তায় পর
জাহ্নবীসঙ্গ লাভের সম্যক উপায় স্থির করিয়া নন্দি-
ভৃঙ্গিপ্রমুখ স্ত্রী গণদিগকে এইরূপ আদেশ করি-

পরিত্রোয়সি । ১১ । তত্রাহং জলমধ্যস্থঃ স্থান্যামি
জলতৎপরঃ । তচ্ছব্দা হারতঃ চক্ৰগণাঃ কুণ্ড
মনেকশঃ । ১২ । অচ্ছোদকসমাকীর্ণঃ সুতীর্থঃ
সুসুখাবহঃ । ততো গোপীমহুতাপ্য জাহুবী
সঙ্গলাসঃ । ১৩ । ব্রতবাজেন দেবেশো
বিবেণ তদনন্তরম্ । চিষ্টম্যাস তত্রহো গঙ্গাং
ত্রৈলোক্যপাবিনীম্ । ১৪ । সা ধাতা তৎকণাত্তত্র
শিবেন সহ সঙ্গতা । এবং স ভগবান্ভক্ত
জাহুবীঃ কুজতে সদা । ১৫ । ব্রতবাজেন
রাজেন্দ্র ন তু গোপী ব্যজ্ঞানত । কস্তচিৎপথ
কালস্ত নোরদো ভুভগবান্ মুনিঃ । কৈবল্য-
জ্ঞানসম্পন্নস্তজ্ঞাতঃ পরিভ্রমন্ । ১৬ । স তু দৃষ্টো
মহাদেবঃ জলস্থঃ ব্রতধারিণম্ । কামজৈরাঙ্গটো-
রুক্তঃ তত্রাসৌ বিশ্বযাচিতঃ । ১৭ । বক্ত্রনেত্রাবকা
রোহয়ঃ কিমস্ত ব্রতধারিণঃ । ঈদৃকামসম যুক্তস্ততো
ধ্যানস্থিতো মুনিঃ । ১৮ । অথাপশ্চক্ষ্যানদৃষ্টো গঙ্গা-
সক্তঃ মহেশ্বরম্ । গোপীয়া ভয়েন সব্যাজ ততো
বিশ্বম্যাগতঃ । ১৯ । তদা স কথ্যম্যাস সর্বং হর-
বিচেষ্টিতম্ । ২০ । ততো দেবো ত্রয়াযুক্তা যযৌ

যজ মহেশ্বরঃ । আত্মজনয়না রোহাষেপমানা
মুহুর্ভূতঃ । ২১ । তাঃ দৃষ্টা কোপসঃসুক্রাঃ সমদ্যাতাঃ
মহেশ্বরীম্ । উবাচ জাহুবী ভীতা জাহা দিব্যান
চক্ৰা । ২২ । আবয়োঃ সঙ্গমে দেবী নারদেন
নিবেদিতা । সেধঃ কষ্টা সমায়াতি কুক্ষয় বদনত-
রম্ । ২৩ । ঈশ্বহাদেব উবাচ । কর্তব্যং জাহুবি
শ্বেধঃ পুরো গবা নগান্ধজাম্ । অত্যর্থঃ মানিনী
হেবা সায়া চ বশবর্তিনী । ২৪ । তৎকণাজ্ঞাতেন্তে
তন্মাত্র সামপরা ভব । নো চেচ্ছাপং ময়া
সাক্ষং তব দাস্ত্যাসংশয়ম্ । ২৫ । এবমুক্তা চ
কজ্জেন জাহুবী নৃপসত্তম । কুণ্ডারিগত্য সা গঙ্গা
সম্মুখং প্রযযৌ তদা । ২৬ । প্রত্যা দৃষ্যৌ সলজ্জা চ
কৃতান্তলিপুরুঃসরা । প্রণম্য শিরসা চেধঃ ততঃ প্রাহ
বলকৃতা । ২৭ । পুরাঃ তব কাঙ্ক্ষেন নিপতন্তী
নতন্তলাৎ । ধৃতা দেব তবাণ্যেতাদ্বিতিতঃ নৃপতেঃ
কৃতে । ২৮ । ভগীরথার্থিধানস্ত ততঃ শ্বেহো
ব্যবর্জিত । আবয়োগ্তব ভীতা চ নাকুং কাপ

নারদ গোপীর নিকট সমস্ত হরচেষ্টিত বিবৃত করি-
লেন । দেবী তৎশ্রবণে ত্রয়াযুত হইয়া ক্রোধে
আত্মজনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে মহেশ্বরের সমীপে
উপস্থিত হইলেন । জাহুবী গোপীকে কোপা-
ক্রান্ত দোষিয়া ভীতা হইলেন এবং দিব্যচক্রে
সমস্ত ঘটনা জানিয়া মহেশ্বকে বলিলেন,—দেব ।
নারদ আমাদের সঙ্গমের কথা গোপীর নিকট
ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহাতে কষ্ট হইয়া গোপী
এদিকে আসিতেছেন ; অতএব এক্ষণে যাঁহা
কর্তব্য হয় করুন । মহাদেব কাহিলেন,—জাহুব ।
এক্ণে নগনান্দিনীর সম্মুখে গঙ্গা মঙ্গল বিধান
করিতে হইবে ; এই গোপী অতিবড় মানিনী ; ইনি
সামপ্রয়োগেই বশবর্তিনী । এই সাধবা সামপ্রয়োগে
অচিয়াৎ শাস্ত হইয়া থাকেন । অস্তথা ইনি আমাকে
ও তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান করবেন । ১—২৫।
কজ্জ এই কথা কাহিলে জাহুবী কুণ্ডমধ্যে নর্গত হইয়া
তৎকালে গোপীর প্রত্যাগমন করিলেন এবং
লাজ্জিতভাবে কৃতান্তলিপুটে প্রণামপূর্বক গোপীকে
বলিলেন,—হে দেবি । পূর্বে আমি যখন ভগীরথ
নৃপতির নিমিত্ত নতস্থল হইতে নিপাত্ত হই, তখন
তোমার ভর্তাই আমার ধারণ করিয়াছিলেন ।
একথা তোমারও অবদিত নহে । যাঁহা দোক,
সেই হইতেই আমাদের পরস্পর পরস্পরের উপর
স্নেহ সঞ্চিত হয় কিন্তু তোমার ভয়ে আমাদের

লেন যে, আমার একটা জলবাস ব্রত করিবার
ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব তোমরাই এই গিরিতটে
এক উত্তম কুণ্ড নির্মাণ কর । আমি ত্রয়াযুত
জলাভ্যন্তরে অবস্থান করিব । তৎ শ্রবণে বহুগণ
সহর এক কুণ্ড প্রস্তুত করিল । ঐ কুণ্ডে অচ্ছোদ-
কময় তীর্থ ও পরম সুখাবহ । অনন্তর জাহুবীসঙ্গ-
সমুৎসুক হেবে গোপীর সম্মতি লইয়া ব্রতবাজে
সেই কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় থাকিয়া
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গার ধ্যানে নিরত হন ।
গঙ্গা ধাত হইবা মাত্র তৎকণাৎ শিবের সহিত
আসিয়া মিলিত হইলেন । এইরূপে সেই ভ-
বান্ ব্রতবাজে সর্বদা জাহুবীর ভজন করিতে
লাগিলেন । পরন্তু গোপী ইহা জানিতে পারিলেন
না । একদা কৈবল্যজ্ঞানী নারদমুনি ভ্রমণ
করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন ।
নারদ তখন সেই জলস্থ ব্রতধারী মহাদেবকে
কামচেষ্টায় অধিত দেখিয়া বিস্মিতভাবে চিন্তা করি-
লেন,—এইরূপ কি ব্রতধারীর বক্ত্রনেত্রাবকার !
কিহা ব্রতী ব্যক্তি কি এইরূপ কামসম্বন্ধিত হয় ?
এই ভাবিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যান-
নৈবেদ্যে মহেশ্বকে গঙ্গাসক্ত এবং গোপীর ভয়ে ছল
সক্ত দেখিয়া আরও বিস্ময়াপন্ন হইলেন । অনন্তর

সমাগমঃ । ২৯ । অধুনা তব বাক্যেন জানেহং
ন সুরেশ্বরী । সমাহৃতানি কল্পেন কিং বা বজ্রহস্তঃ
ভূতে । ৩০ । ত্রৈলোক্যন্ত প্রভুরয়ং তন্নিকম্য
কথঞ্চন । তস্মাদনৈব সম্প্রাপ্তা সত্যমেতদ্যয়ো-
দিতম্ । ৩১ । পুলস্ত্য উবাচ । তস্তাত্ত্বমেনঃ
ক্ষমা ততো দেবী প্রার্থিতা । প্রোবাচ মধুঃ
বাক্যং সত্যমেতদ্যয়োদিতম্ । ৩২ । তস্মাদ্বরয় ভজঃ
তে বরং মন্তো যথেষ্টিতম্ । যুক্তৈকং পতিধর্ম্মযে
মম কান্তং মহেশ্বরম্ । ৩৩ । গন্ধোবাচ । অপি
দৌর্ভাগ্যবৃক্ষাং ভাৰ্য্যা জাতানি শূলিনঃ । তস্মা-
দেকং দিনং দেহি ক্রৌড়নার্থমেনেন তু । ৩৪ । চৈত্র-
শুক্রজ্যোদশীমহোরাত্রং সুরেশ্বরী । শিবকুণ্ডঃ
তথাশ্বেতয়য়া যস্মাৎ সমাবৃতম্ । ৩৫ । শিবগঙ্গা-
তিথানঞ্চ তস্মাৎ কুণ্ডং ধরাতলে । খ্যাতিং যাতু
প্রসাদেন তব পরিতনুদ্দিনি । ৩৬ । পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমব্ধিতি সা দেবী প্রোচ্য গঙ্গাং মহানদীম্ ।
ততো বিসর্জয়ামাস তামালিন্দ্রা যুতধ্বজঃ ।
৩৭ । গতায়ামথ গঙ্গায়ামধোবক্তা শূলোজ্জ্বলম্ ।
পার্শ্বো গৃহ যযৌ রুদ্রং ভ্রমমাণা গৃহং প্রতি ।

৩৮ । এবমেতৎ পুরাবৃত্তং ত . ন . কুণ্ডে
নরাধিপ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন চতুর্দশীং সমাহিতাং ।
৩৯ । শুক্রায় চৈত্রমাসে তু স্নানং তব সমাচরেৎ ।
সান্নিধ্যাদ্বেদেবস্ত গঙ্গায়ান্চ নৃপোত্তম । ৪০ ।
যজ সংক্ষয়ামায়াতি সর্বং ভজাত্তং কৃতম্ । ভজ
যো যবতং দদাদ্ আক্ষপায় নৃপোত্তম । ভজো-
সম্বায়া স্বর্গে স পুমান্ বসতি ক্রীবন্ । ৪১ ।
ইতি ত্রীকালে শিবগঙ্গাকুণ্ডোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনঃ
নামাষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

একোনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

যযাতিরুবাচ । যবয়া কীর্তিতঃ ব্রহ্মন্ পূর্নঃ
দেবৈঃ প্রসাদিতঃ । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস কিম্ব-
রূপো মহেশ্বরঃ । ১ । কস্মাস্তৎ পাতিতং লিঙ্গং বাল-
খিল্যেস্থগাত্তিঃ । কস্মাত্তজাচলো জাতো দেবদেবো
মহেশ্বরঃ । ২ । এতয়ে কোতুকং সর্বং যথাবদকু-
র্মহাস । তস্মিন দৃষ্টে চ কিং পুণ্যং নরানাং ভজ
জায়তে । ৩ । পুলস্ত্য উবাচ । মহেশ্বরস্ত

সমাগম এতাবৎ কাল কখন ঘটে নাই । হে সুরে-
শ্বরী । অধুনা আমি জানি না—হয় তোমারই বাক্যে,
না হয় কল্পের আস্থানে, কিবা স্বেচ্ছাক্রমেই কোন-
রূপে নিজাক্ষ হইয়া ইহাকে ত্রৈলোক্যপতি জানে
এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । ইহা আমি
সত্যই বলিলাম । পুলস্ত্য কহিলেন,—গঙ্গার সেই
বাক্য শুনিয়া দেবী কুণ্ডে হইলেন এবং মধুর
বাক্যে বলিলেন,—তুমি এই সত্য কথা কহিয়াছ,
এজন্য আমি হইতে উত্তম বর গ্রহণ কর । কিন্তু
আমার কান্ত মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার বর
প্রার্থনা করিও না । গঙ্গা কহিলেন,—আমি শূলপাণির
অতিবড় দুর্ভাগ্যশালিনী ভাৰ্য্যা হইয়াছি । অতএব
আমি প্রার্থনা করি, ইহীর সহিত ক্রৌড়া করিবার
জন্ত একটি দিন আমায় প্রদান করুন । অপিচ
চৈত্রশুক্রজ্যোদশীর অহোরাত্র এই মৎসমাবৃত্ত
শিবকুণ্ডেই সেই ক্রৌড়স্থান হোক । ধরাতলে
তোমার প্রসাদে হে নগনন্দিনি!—এই কুণ্ড যেন
শিবগঙ্গা নামে খ্যাতি লাভ করে । পুলস্ত্য কহি-
লেন,—দেবী গৌরী ‘তথাশ্চ’ বাক্যে সন্মত হইয়া
মহানদী গঙ্গাকে পুনঃপুন আনিজন-দানান্তে
বিদায় দিলেন । গঙ্গা গমন করিলে লজ্জায়
অধোবদনে অবস্থিত রুদ্রকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া

গৌরী গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । হে নরাধিপ ।
সেই কুণ্ডে এইরূপই পুরাবৃত্ত ঘটয়াছিল । অতএব
সর্বপ্রযত্নে চৈত্রমাসের শুক্রা চতুর্দশীর দিন সমাহিত
হইয়া তথায় স্নানচরণ করিবে । ঐ দিন দেব-
দেবের এবং গঙ্গাদেবীর ঐ স্থানে সান্নিধ্য হয়, বসিয
এইরূপ স্নানার্বাধ নির্দিষ্ট । যথায় সমস্ত অশুভ
কর্মপ্রাণ হয় সেই শিবগঙ্গাকুণ্ডে যে নর ব্রাহ্মণকে
বৃত্ত দান করে, নিশ্চয়ই তাহার সেই বৃত্তব্রাহ্মণসম-
সংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস হয় । ২৬—৪১ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

যযাতি বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ । আপনি কীর্তন
করিয়াছেন যে, পুর্বে দেবগণ কর্তৃক প্রসাদিত হইয়া
স্থিররূপ মহেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়াছেন; তা
কি জন্ত মহাত্মা বালখিল্যগণ ঐ লিঙ্গ পাতিত
করিলেন? কি জন্তই বা তথায় দেবদেব মহেশ্বর
অচল হইয়াছিলেন? আমার বড়ই কোকুহল
হইয়াছে, যথাবৎ বৃত্তান্ত বলুন । ঐ দেবদেবের
দর্শনে নরগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহাও আপনি
ব্যক্ত করিবেন । পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর

মাহাত্ম্যঃ শূণ্য পার্শ্ববসন্তম । অত্র তে কীর্ত্তিরিখ্যামি
পূর্বকৃত্য কথাস্তরম্ ॥ ৪ ॥ যদা পঞ্চমাপন্ন সত্যী
সত্যপরাক্রমা । অপমানেন দক্ষস্ত যজ্ঞে ন চ
নিমজ্জিতা ॥ ৫ ॥ তদা কামোজ্ঞতং গৃহ পুণ্যচাপং
ভমভ্যাগাৎ । কন্দর্পঃ সহসা দৃষ্টা সন্ধিতেষু
সুহৃদ্বিনম্ ॥ ৬ ॥ আপত্যন্ত তদাস্তস্ত প্রনষ্টদ্বিপুত্রা-
ন্তকঃ । স তদা ক্রীমমাশ্চ ইতশ্চেষ্ট চ পার্শ্বব ॥ ৭ ॥
বালখিল্যাত্ম্যঃ প্রাপ্তঃ পুণ্যঃ সঙ্কশোভিতম্ । স তত্র
ভগবাংস্তেষাং দারৈর্দৃষ্টঃ পুরুষবান্ ॥ ৮ ॥
দিখাসাঃ সুপ্রিয়লাপস্ততস্তাঃ কামমোহিতাঃ । তাক্ষা
পুত্রগৃহাভ্যক্ সর্বাভ্যংপৃষ্টসংস্থিতাঃ । বভূবুচা
নিশং রাজয়াং ভজ্যেতি চাক্রবন্ ॥ ৯ ॥ চক্রুরালিনঃ
কান্ধিচ্ছনক তথাপরাঃ । অন্ত্যস্তস্ত হি লিঙ্গং
তৎস্পৃশন্তি চ মুহুর্মুহঃ ॥ ১০ ॥ স চাপি ভগবান্
শঙ্করীকামঃ পরমেশ্বরঃ । ভগব্যাগ্নিং সমাশ্রিত্য
সর্বপ্রাণিষু বর্ততে ॥ ১১ ॥ স চাপি ভগবান্ শঙ্ক-
ভাসাং সন্নতি প্রাপ্তমুখঃ । ভ্রান্তস্তত্রাশ্রমে তেষাং
দারান্ কামেন পীড়য়ন্ ॥ ১২ ॥ অথ তে মুনয়ো

দৃষ্টা বিকৃতিং দায়সত্ত্ববান্ । অজানন্তো মহাদেব-
কটাক্তস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৩ ॥ দহঃ শাপং শূন্যস্তপাঃ
কলজার্ঘ্যে পরস্তপ । পততাম্পততাং লিঙ্গমেতন্তে
পাপকৃত্তম ॥ ১৪ ॥ বিভ্রময়সি নো দারানজন্ম-
চান্ত দর্শনাৎ । ততশ্চৈবাপত্যলিঙ্গং তৎকণাস্তৎ
পুরবিদ্যঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মবাক্যেণ রাজর্ষে চকম্পে
বশুধা ততঃ । শীর্ণানি গিরিশৃঙ্গাণ চূড়চূড়করালয়াঃ ॥
১৬ ॥ ততো দেবগণাঃ সর্বে ভয়জ্ঞতা নরাধিপ ।
অকালে প্রলয়ঃ যদা ত্রৈলোক্যে পর্যাবাসিতম্ ॥ ১৭ ॥
ততঃ পিতামহং জঘ্নুস্তস্মৈ সর্বং ভূদেবয়ন্ । প্রলয়-
স্তেব চিহ্নানি দৃষ্টান্তে পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥ কিং
নিমিত্তং সুরশ্রেষ্ঠ ন জানীমো বয়ং প্রভো । তেষাং
তদ্বচনং জঘ্না চিরং ধ্যাত্বা পিতামহঃ ॥ ১৯ ॥
অববীৎ পাতিতং লিঙ্গং বালখিল্যৈঃ পিনাকিনঃ ।
তেনৈতে দাক্ষণোৎপাতাঃ সঞ্জাতা ভয়মুচকোঃ ॥
২০ ॥ তস্মান্নয়া সম্যুচকোঃ সর্বে তত্র
দিবৌকসঃ । ব্রহ্মন্ত যেন তল্লিঙ্গং স্থানে সংস্থাপয়ে-
চ্ছিবঃ ॥ ২১ ॥ যাবন্নো জায়তে লোকে প্রলয়ো-
হকালসম্ভবঃ । এবং সম্ভব্য তে সর্বে ততো-

মহেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । আমি এ সবই
আপনার নিকট এক পুরাকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছি,
যৎকালে দক্ষযজ্ঞে অনিমজ্জিতা সত্যপরাক্রমা সত্যী
শিত্তকৃত অবমাননায় পঞ্চম প্রাপ্ত হন, তখন
কাম পুণ্যচাপ গ্রহণ করিয়া সহস্র লিঙ্গাভিমুখে
ধাবিত হইয়াছিল । ত্রিপুয়ারি দুর্জয় কন্দর্পকে
সশর শরাসনহস্তে সহসা সমাগত দেখিয়া ভয়ে
পলায়ন করেন । তিনি ইতস্তত ভ্রমণ করিতে
করিতে ক্রমে পবিত্র বালখিল্যাত্ম্যে উপনীত হন ।
অনন্তর ভজ্যতা মুনিপত্নীরা সেই সুন্দর সুমিষ্টালাপী
ভগবান্কে দিগম্বর দেখিয়া সকলেই কামমোহিত
হইয়া পড়িলেন এবং সকলেই পুত্র-গৃহাদি পরিত্যাগ-
পূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে ‘আমাকে
ভজনা করুন—আমাকে ভজনা করুন,’ এইরূপ কথা
বারাবার বলিতে লাগিলেন । কেহ তাঁহাকে আলি-
ঙ্গন এবং অপর কেহ কেহ চুষন দিলেন । অস্ত
অতিপয় মুনিপত্নী পুন পুন মহাদেবের লিঙ্গ স্পর্শ
করিতে লাগিলেন । কিন্তু ভগবান্ পরমেশ্বর শঙ্ক
মিহাম ; তিনি জগৎ ব্যাপিরা সর্ব প্রাণিদেহে
বিরাজমান । তাই সেই ভগবান্ কামপরাশ্রুত
হইয়া মুনিপত্নীদিগের সম্মুখ দিয়া ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন । তাঁহার ভ্রমণে সেই আশ্রমে মুনি-
পত্নীগণ কামপীড়িত হইতে লাগিলেন । অনন্তর

মুনীগণ স্ব স্ব পত্নীদিগের বিকৃতি বুঝিয়া ক্রোধে
মহাদেবকে জানিতে না পারিয়াই এইরূপ অভিশাপ
প্রদান করিলেন যে, যে পাপকৃত্তম ! তুমি লিঙ্গ
দেখাইয়া অজস্র আমাদের পত্নীগণকে বিভ্রান্ত
করিতেছিস ; এই জন্ত তোর এই লিঙ্গ এখন
পতিত হোক । হে রাজর্ষে ! ব্রহ্মবাক্যে ত্রিপু-
য়ারির লিঙ্গ তৎকণাৎ পতিত হইল । লিঙ্গপতনে
বশুধা কম্পিত হইল । গিরিশৃঙ্গ সকল শীর্ণ হইয়া
গেল । সাগর সকল সংক্ষুব্ধ হইল ॥ ১—১৬ ॥ অনন্তর
দেবগণ ভয়জ্ঞস্ত হইয়া অকালে প্রলয় মনে করিয়া
পিতামহসমীপে গমনপূর্বক নিবেদন করিলেন—
হে পরমেশ্বর ! প্রলয়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে ;
কেন এইরূপ হইল, আমরা তাহা জানিতেছি না ।
হে প্রভো ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! এ কি হইল !—বলুন ?
তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া পিতামহ বহুক্ষণ ধ্যান-
পূর্বক বলিলেন,—বালখিল্যগণ পিনাকীর লিঙ্গ
পাতিত কারণেছেন, তাহারই জন্ত এই সকল ভীষণ
দাক্ষণ উৎপাত প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব
শিব যাহাতে স্বীয় লিঙ্গ যথাস্থানে স্থাপন করেন,
সেজন্ত সকল দেবতাই আমার সহিত চলুন ।
আমাদের যাইবার অগ্রেই যেন জগতে প্রলয়কাল
আসিয়া উপস্থিত না হয় । এইরূপ মন্ত্রণাপূর্বক

অৰ্জুদর্শণমুপায়যুঃ ২২ । বালখিল্যাশ্রমে যত্র তল্লিঙ্গং
নিপপাত হ । তুষ্টিবুর্জিবিধৈঃ সৃষ্টৈর্দেবোক্তৈ-
র্কিনয়াচিভাঃ ২৩ । দেবা উচুঃ । নমস্তে
দেবদেবেশ ভক্তানাং চাতুৰ্যকর । নমস্তে সর্ববাসায়
সর্বযজ্ঞময়ায় চ ২৪ । সর্বেশ্বরায় দেবায় পরম-
জ্যোতিষে নমঃ । নমঃ স্থলায় স্মারায় জ্ঞানগম্যায়
বেধসে ২৫ । অ্যাক্ষকায় চ ভীমায় পিনাক-
বরপাণয়ে । অগ্নি সর্গমিদং প্রোক্তং সৃষ্ট্রে মণিগণা
ইব ২৬ । সংসারে বিবৃথশ্চেষ্ঠ জগৎ স্বাবর-
জ্ঞমম্ । ন তদস্তু ত্রিলোকৈহস্মিন্ সূক্ষ্মমপি
শক্যং । যদ্বা ন প্রভো ব্যাপ্তং সৃষ্টিসংহারকারণং ২৭ ।
পৃথিব্যাদৌনি সৃষ্টানি অয়া সৃষ্টানি কামতঃ ।
যাস্তস্তু তানি ভূয়োহপি তব কায়ে জগৎপতে ২৮ ।
প্রসীদ ভগবন্তু স্মারিঙ্গমেতৎ সুরেশ্বর । স্থানে
স্থাপয় ভদ্রং তে যাবন্ন স্তাৎ প্রজাক্ষয়ঃ ২৯ ।
শ্রীভগবানুবাচ । নিক্ষিকরস্তু মল্লিঙ্গং বালখিল্যৈঃ
প্রপাতিতম্ । কথং ভূয়ঃ প্রগৃহ্যামি যাবচ্চুর্জিন
জায়তে ৩০ । শক্তোহহং বালখিল্যানাং নিগ্রহং
কর্তুমঞ্জনা । কিন্তু মে ব্রাহ্মণা মাত্তাঃ পূজ্যাস্ত

সুরসন্তমাঃ ৩১ । অচলং লিঙ্গমেতন্নি নোকর্তু-
শক্যতে বিত্তো । এক এবাত্ত নিদিষ্ট উপায়ো
নপরঃ স্মৃতঃ ৩২ । যদি মে স্বং পুত্রা লিঙ্গং
পূজয়েথাঃ পিতামহ । ততো দেবগণাঃ সর্বে ততো
বিপ্রাস্ততোহপরে ৩৩ । ততো বৈ শান্তিমাগচ্ছ-
জ্জগৎ স্বাবরজ্ঞমম্ ৩৪ । পুলস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ শক্যেণ নৃপোত্তম । ততস্তৎ
পূজয়ামাস ব্রহ্মা পূর্নং সুভক্তিতঃ ৩৫ । ব্রহ্মণো-
হনন্তরং বিকৃন্ততঃ শক্যস্ততোহপরে । বালখিল্যা-
দয়ো বিপ্রা মন্দিরং শতকদ্রিযৈঃ ৩৬ । ততস্তে
দাকণোৎপাতা উপশাস্তাস্ত তৎক্ষণাৎ । অন্তবৎ
সুমুখো লোকো বৃত্তো গন্ধবহো বৃদ্ধঃ ৩৭ ।
অথোবাচ মহাদেবঃ সর্গাস্তাঃ ত্রিদশালয়ান্ । বৃণু-
সুবরং সর্গে মন্তো যন্ননসীপ্সিতম্ ৩৮ । দেবা
উচুঃ । তব লঙ্গস্তু সংস্পর্শাদপি পাপকৃতো নাঃ ।
স্বর্গং যাস্তস্তু দেবেশ নাশং যাস্ততি কিমিবম্ ।
ব্রতদানানি সর্গাণি তীর্থযাত্রাবুতানি চ ৩৯
তস্মাৎস্বজ্ঞেণ দেবেশ্রুতবৈতল্লিঙ্গমুত্তমম্ । ছাদয়িষ্যতি

দেবগণ সকলেই অৰ্জুদর্শনে—যথায় বালখিল্যা-
শ্রমে শিবলিঙ্গ নিপতিত হইয়াছিল, সেইখানে
গমন করিলেন। তথায় গিয়া সকলেই বিনীত-
ভাবে বৈদিক বিবিধ স্কৃত উচ্চারণ করিয়া দেবদেবের
স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—
হে ভক্তগণের অভয়কর দেবদেবেশ! আপনাকে
নমস্কার। হে সর্ববাস, আপনি সর্বযজ্ঞময়, সর্বে-
শ্বর, দেব, পরমজ্যোতি, স্থল, সূক্ষ্ম, জ্ঞানগম্য, বেধা,
অ্যাক্ষক, ভীম, ও পিনাকবরপাণি, আপনাকে নম-
স্কার। এই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট্রে মণির স্তায়
তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে বিবৃথশ্চেষ্ঠ! এই
স্বাবর জ্ঞম জগতে এমন কোন সূক্ষ্ম বস্তু নাই,
যাহা আপনি সৃষ্টিংতার কারণরূপে ব্যাপ্ত করেন
নাই। আপনি স্বেচ্ছায় যে পৃথিব্যাदि ভূত সকল
সৃজন করিয়াছেন। হে জগৎপতে! ঐ সকল
ভূত আবার আপনাতে গমন করিয়া থাকে।
হে সুরেশ্বর! এই সমস্ত প্রজা কয় হইতে না-
হইতে আপনি আপনার লিঙ্গ স্থানে স্থাপন
করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—নিক্ষিকার আমার
এই লিঙ্গ বালখিল্যগণ পাতিত করিয়াছেন; অতএব
ইহার শুদ্ধি না হইলে পুনরায় কি প্রকারে গ্রহণ
করি? আমি বালখিল্যগণের নিগ্রহ করিতে পারি

বটে; কিন্তু হে সুরসন্তমগণ! ব্রাহ্মণগণ আমার
মাননীয় পূজ্য। এই অচল লিঙ্গ আমি তুলিতে
পারিব না; তবে এই লিঙ্গ উদ্ধারের একটী-
মাত্র উপায় আছে, অস্ত্র উপায় আর
আমি কিছুই দেখিতেছি না; সেই উপায় এই যে,
সর্বাগ্রে আপনি এই লিঙ্গের পূজা করুন। তার-
পর দেবগণ; অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পূজা করুন,
করিলে তারপর এই সচরাচর জগৎ শান্তি লাভ
করিবে। ১৭-৩৪। পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর! শক্য
এই কথা কহিলে ব্রহ্মা ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা
করিলেন। ব্রহ্মার পর বিষ্ণু, বিষ্ণুর পর ইন্দ্র,
ইন্দ্রের পর বালখিল্যাदि অস্ত্রান্ত্র বিপ্রগণ শতক-
ল্লিয় মন্ত্রে শক্যের পূজা করিলেন। তখন অবিলম্বে
সেই দাকণ উৎপাতসমূহ শান্ত হইল। লোকের
চিত্ত প্রসন্ন হইল। গন্ধবহ বৃদ্ধ-মন্দভাবে বহিতে
লাগিল। অনন্তর মহাদেব সমস্ত ত্রিদশবাসীকে
বলিলেন,—তোমরা সকলেই আমার নিকট অভীষ্ট
বর গ্রহণ কর। দেবগণ বলিলেন,—আপনার লিঙ্গ-
স্পর্শে পাপকারী নরগণও স্বর্গে যাইবে। কিমি-
থরাশি নাশ পাইবে। ব্রত, দান এবং নিখিল তীর্থ-
যাত্রা লোপ পাইবে। অতএব হে প্রভো!
আপনার যদি অভিপ্রায় হয়, তবে দেবেশ্রুত
বজ্র দ্বারা এই উত্তম লিঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া

সর্বত্র যদি হং যন্তসে প্রভো ৪০। ত্রিভুগবান্ধবাঃ ।
অভিপ্রায়ো মমাপ্যেব বর্ততে হৃদি পশুজ । এবং
করোতু দেবেশঃ সর্বধর্মবিবৃদ্ধয়ে ৪১। গুলস্তা
উবাচ । ততঃ সঙ্ঘাদয়ামাস বজ্রেন ত্রিদশাধিপঃ
ভক্তিগঃ সর্বমর্ত্যানাং যথাদৃষ্টং ব্যজায়ত ৪২
অদ্যাপি বজ্রসংস্পর্শান্তঃসারিধ্যাং গতো নরঃ
আজন্মমরণাং পাপানুচ্যুতে নাত সংশয়ঃ ৪৩
মহাশূন্যঃ কীর্তিতঃ যস্মান্তম্নিকৈ শক্বেণ তু
বজ্রপাচ্ছাদিতঃ চৈব শক্রেণৈব ধরাতলে
৪৪ । ততঃপ্রভৃতি লিঙ্গস্ত মর্ত্যে । পূজা
ব্যজায়ত । পুরাসীচ্ছকরঃ পূজ্যা যথাস্তে
ত্রিদশালয়াঃ ৪৫ । এবমেতং পুরাতনমর্কুদে
পর্বকোত্তমে । লিঙ্গস্ত পতনাং পুরাং যস্মাং হং
পশুপৃচ্ছসি ৪৬ । কান্তনাস্তচতুর্দশাং নৈবেদ্যাং
নৃতনৈবৈবৈঃ । যো দদাত্যচলেশাং স ভূয়ো নেহ
জায়তে ৪৭ । আশ্বান্ন ভোজয়েদ্যন্ত তক্ত্যা
ভৃগ্নমবৈবৈবৈঃ । যবসম্ব্যাপ্রমাণানি যুগানি দিবি
যোদতে ৪৮ । তত্র দানং প্রাশংসন্তি শকুনাঃ
মুনিমন্তমাঃ । নৃতনানাং মহারাজ যতঃ প্রোকং

পুরারিধা ৪৯ । কিং দানৈক্সিবিধৈর্দৈতৈঃ কিং
যজ্ঞৈশ্চ সুবিস্তরৈঃ । কিং ভৌতৈক্সিবিধৈর্দৈতৈ-
স্তপোভিঃ কিঞ্চ কষ্টদৈঃ ৫০ । কান্তনাস্তচতুর্দশাং
সুমহেশ্বরসমিধৌ । ধর্ম্মাণ্যেতানি সর্বাণি কলাঃ
নাহিঞ্চি যোড়নীদ ৫১ । শূণ্ণ রাজন্ পুরা বৃত্তং
তদ্ব্যর্থ্যাং যত্নতমম্ । কশিৎ পাপসমাচারঃ কুঞ্জী
কামতমূর্নয়ঃ ৫২ । ভিকার্যাগতস্তত্র লৌকৈ-
রন্তৈঃ সমধিতঃ । তেন ভিকার্কিতঃ তত্র শকুনাং
কুড়বং নৃপ ৫৩ । ততো রোগপরিভ্রেষাভোজনং
ন চকার সঃ । দাষাদিতো জলে তস্মিন্ন স্নাতো
ভুক্তবিবজ্জিতঃ । শকুন্ কুস্তোপধানে তান্ স চ
সুপ্তো নিশাগমে ৫৪ । ততো নিদ্রাভিত্তস্ত সার-
মেঘো জহার চ । ভক্ষয়ামাস যুক্তোহন্তৈঃ সারমেয়ৈ-
র্কুত্বাক্তঃ ৫৫ । অথাসৌ বিশ্বয়াদ্রাজন্ পঞ্চদ্বং
সমুপাস্থতঃ ততো জাতিস্মরো জাতো বিদর্ভাধিপতে
গৃহে ৫৬ । ভীমো নাম নৃপশ্রেষ্ঠ দময়ন্তীপিতা হি
যঃ । তং প্রভাবং হি বিজায় শকুনাং তত্র পর্বতে ৫৭ ।
কান্তনাস্তচতুর্দশাং বর্ষে বর্ষে জগাম সঃ ।
কুহা চৈবোপবাসঃ তু রাজৌ জাগরণং তথা ৫৮ ।

রাখিবেন । ভগবান্ কহিলেন,—ব্রহ্মণ! আমারও
মনোভিপ্রায় এইরূপই । অতএব সর্ব ধর্ম্ম-বুদ্ধির
জন্ত দেবেশ এইরূপই করুন । গুলস্তা কহি-
লেন,—অনন্তর ত্রিদশাধিপ বজ্রের দ্বারা এরূপভাবে
সেই লিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলেন যে, তাহাতে সমস্ত
মানবের তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল । নর অদ্যাপি
বজ্রসংস্পর্শনার্থ এই লিঙ্গসমীপে গিয়া আজন্মমরণান্ত
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । শকর সেই লিঙ্গ-
মহাশূন্য কীর্তন করিয়াছেন । ইন্দ্র তাঁহাকে বজ্র
দ্বারা বন্ধুধাতলে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন । এই জন্ত
তৎকাল মর্ত্যে লিঙ্গপূজা প্রবর্তিত হইল । অন্তান্ত
ত্রিদশগণের স্তায় পূর্বে এই শকরলিঙ্গ পূজা হইয়া-
ছিল । পর্বতবর অর্কুদে পুরাতন এইরূপই
ঘটিয়াছিল । ভূমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিল, এই লিঙ্গপতনের পর তাদৃশ পূজা এই আমি
বলিলাম । যে নর কান্তনাস্তচতুর্দশী দিনে নৃতন
যব দ্বারা অচলেশ্বরকে নৈবেদ্য দান করে, তাহাকে
আর এই সংসারে জন্ম লইতে হয় না । তদ্ব্যয় নব
যব দ্বারা ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে যব-
সংখ্যক যুগ বাবৎ মানব বর্গে বিহার করে ।
হে ব্রহ্মপুত্র! এই স্থানে নৃতন প্রস্তুত শকু
দান প্রাপ্ত । এ কথা মহারাজ ! স্বয়ং

ত্রিপুরারি বলিয়াছেন । বিবিধ দান, বিপুল
যজ্ঞ, নানাতীর্থ, হোম, কিম্বা কুন্তাসাধ্য তপস্তা দ্বারা
কি হইবে? এই সকল ধর্ম্ম কান্তনাস্তচতুর্দশীদিনে
মহেশ্বর-দর্শন-জনিত কলের বোড়শবলার যোগ্য
নহে । রাজন্! এই স্থানঘটিত এক আশ্চর্যজনক
উত্তম বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন । একদা অন্তান্ত লোকের
সহিত এক পাপাচার, কৃশকার কুঞ্জী ব্যক্তি ভিকার্য
অচলেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়াছিল । ভিকার্য সে কুড়ব-
পরিমিত শকু সংগ্রহ করিল; কিন্তু রোগ-ক্রিষ্টতা-
বশতঃ তাহার এই শকু ভোজন করা হইল না । সে
উদ্বার্ত হইয়া তত্রত্য জলে অভক্তিভাবে স্নান
করিল; স্নানান্তে শকুগুলি শিয়রে রাখিয়া নিশাগমে
ঘুমাইয়া পড়িল । কুঞ্জী নর নিদ্রাভিত্ত হইলে
একটা কুকুর আসিয়া তাহার শকুগুলি হরণ
করিল এবং যন্ত আরও কতকগুলি কুকুর সহ এক-
যোগে তাহা খাইয়া ফেলিল । ৩৫-৫৮। রাজন্! অনন্তর
সেই কুঞ্জী নর পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল এবং বিদর্ভাধি-
পতির গৃহে জাতিস্মর রাজা হইয়া জয়প্রবেশ করিল ।
এই রাজাই দময়ন্তীর পিতা সেই প্রসিদ্ধ ভীম ।
রাজা ভীম জাতিস্মরতা নিবন্ধন শকু-সমূহের
প্রভাব অবগত হইয়া প্রতিবৎসর কান্তনাস্ত-চতু-
র্দশী দিনে অর্কুদাচলে গিয়া উপবাস ও রাজিকাগ-

অচলেশ্বরসান্নিধ্যে দদৌ শত্ৰু স্ত ত। বহুন্ ।
সহিরণ্যান্ বিজ্ঞেজ্ঞানাং পশুপক্ষিযুগেযু চ । ৫০ । অথ
তে মুনয়ঃ সর্ষে গালবপ্রমুখা নৃপ । পপ্রচ্ছুঃ
কৌতুকাবিষ্টাঃ শত্ৰুদানকৃতে নৃপম্ । ৫১ । স্বয়ম
উচুঃ । হস্ত্যশ্বরথদানানাং শক্তিরস্তি তবাকুতা ।
কস্মাৎ শত্ৰুন্ প্রমুক্তা হং নাস্তদাতুমিহেচ্ছসি । ৫২ ।
পুলস্ত্য উবাচ । অথাসৌ কথয়ামাস পূৰ্ণমেতৎ-
সমুত্তমম্ । শত্ৰুদানস্ত মাহাশ্বাঃ মুনীনাং ভাবিতা-
শ্বনাম্ । ৫৩ । পূৰ্ণং তজ্ঞা বিহীনস্ত ওনা বৈ
শক্তবো হতাঃ । তৎপ্রভাবাদিহং প্রাপ্তিস্থম জাতা
বিজ্ঞোক্তমাঃ । ৫৪ । সাস্ত্রং তজ্জিদত্তানাং কিং
জ্ঞানানি নো কলম্ । এতস্মাৎকারণাদানং
শত্ৰুনাং প্রকরোম্যাহম্ । তীর্থেহস্মিন্ ভক্তিসংযুক্তঃ
সত্যেনাশ্বানিমালভে । ৫৫ । পুলস্ত্য উবাচ ।
ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টাঃ সাধুসাধ্বিতি চাক্রবন্ । চক্ৰ-
শৈল্যশক্ত্যা তে শত্ৰুনাং দানমুত্তমম্ । ৫৬ ।
এব প্রভাবো রাজর্ষে শত্ৰুদানস্ত কীর্তিতঃ । মহে-
শ্বরস্ত মাহাশ্বাঃ সত্যকাপি প্রকীর্তিতম্ । ৫৭ ।

যশৈচ্ছগ্ন্যাস্তজ্ঞা কথ্যমানঃ বিজ্ঞাননাৎ । অহো-
রাজকৃতাৎ পাপানুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ । ৫৮ ।
ইতি জ্ঞিকান্দে শত্ৰুদানমাহাশ্বাবর্ণনং নামৈকোন-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৫৯ ।

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ কামেশ্বরঃ গচ্ছেত্তজ
কামপ্রতিষ্ঠিতম্ । যস্মিন্ দৃষ্টে সদা মর্ত্যঃ সুরূপঃ
সুপ্রভো ভবেৎ । ১ । যযাতিকবাচ । অগ্না প্রোক্তং
পুরা শত্ৰুঃ কামবাণভয়াৎ কিল বালখিল্যাত্মমঃ
প্রাপ্তো যত্র লিঙ্গং পপাত হ । ২ । স কথং পুজিত-
স্তেন শত্ৰুর্ষে কৌতুকঃ মহৎ । বদ সর্ষে বিজ-
শ্রেষ্ঠ কামেশ্বরনিবেশনম্ । ৩ । পুলস্ত্য উবাচ ।
মুক্তলিঙ্গেহপি দেবেশে ন অরস্তঃ মুমোচ হ ।
দর্শয়ন্নাশ্বনো বাণঃ তস্তাসৌ পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ । ৪ ।
ততো বারানসীঃ প্রাপ্তস্তজ্ঞাশ্চিপুৰাশ্বকঃ । তজাপি
চ তথা দৃষ্টী ধৃতচাপঃ মনোভবম্ । ৫ । ততঃ
প্রয়াগমাপন্নঃ কেদারক ততঃ পরম্ । নৈমিষং

কীর্তন করিলাম । যে জন ইহা ভক্তিপূরক বিজ-
মুখে শ্রবণ করে, সে অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে
মুক্ত হয় সংশয় নাই । ৫৬—৬৭ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৯ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর কামপ্রতিষ্ঠিত
কামেশ্বরসান্নিধানে গমন করিবে । মানব তাঁহাকে
দেখিলে নিত্য সুরূপ ও সুপ্রভ হইয়া থাকে ।
যযাতি কহিলেন,—মুনে ! আপনি প্রথমে বলিয়া-
ছেন, শত্ৰু কামবাণ-ভয়ে বালখিল্যাত্মমে উপাশ্রিত
হইলে তাঁহার লিঙ্গ পতিত হয় । কিন্তু সেই কামই
আবার শত্ৰুকে কিরূপে পূজা করিল ? এ আবার
বড়ই কৌতুক ; অতএব হে বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি
কামেশ্বরসান্নিধানে-বার্তা বিবৃত করুন । পুলস্ত্য
কহিলেন,—দেবদেব মুক্তলিঙ্গ হইলেও অর-
স্ত্রাহাকে ছাড়ে নাই । সে নিজ বাণ সজ্জান করিয়া
শত্ৰুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবস্থান করিতেছিল । জিপু-
রারি কামভয়ে বারানসীধামে আসিলেন । ৬৮-
৬৯ ।

রণপূর্বক অচলেশ্বরসমীপে প্রচুর শত্ৰু দান করিতে
লাগিলেন । পশু-পক্ষি-মৃগাদিগকে শত্ৰু দিয়া উত্তম
উত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শত্ৰুসহ হিরণ্য দান করিতে
লাগিলেন । অনন্তর তত্ত্বত্যা গালবাদি মুনিগণ
কৌতুকাবিষ্ট হইয়া শত্ৰুদান-রত রাজাকে জিজ্ঞাসি-
লেন,—রাজন ! হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি প্রধান
প্রধান বস্তু দান করিবার আপনার যথেষ্ট শক্তি আছে,
অথচ আপনি শত্ৰু ব্যতীত আর কিছুই দান করিতে
সমুৎসুক নহেন ; কারণ কি ? পুলস্ত্য কহিলেন—
অনন্তর তিনি সেই সকল ভাবিতাশ্বা মুনিদিগকে
শত্ৰুদানের অপারমহিম্যা কীর্তন করিলেন । বলি-
লেন,—পূর্বে আমি অভক্তিপূরক স্নান করিয়া
শিয়রে শত্ৰু রাখিয়া এখানে শুইয়াছিলাম, এক
কুকুর আসিয়া আমার সেই শত্ৰু হরণ করিয়াছিল ।
হে বিজবরগণ ! তাদৃশ শত্ৰুদানের প্রভাবেই
আমার এই রাজকর ঘটিয়াছে । না জানি সস্ত্রাতি
এই সকল ভক্তি-প্রদত্ত শত্ৰুর কলে ইহা অপেক্ষা
আরও কি উত্তম কল ঘটিবে । এই কারণেই
আমি এই ভীর্ষে আসিয়া ভক্তিযুক্ত হইয়া শত্ৰুদান
করিতেছি । পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মুনিগণ
হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া যথানক্তি শত্ৰু
দান করিতে লাগিলেন । হে রাজর্ষে ! এই আমি
শত্ৰুদানের প্রভাব, মহেশ্বর-মাহাশ্ব ও সত্যব্রত

ভদ্রকর্ণক জম্মুমাৰ্গে ত্ৰিপুৰকৰ্ম । ৬ । গোকৰ্ণক
প্রভাসক পুণ্যক কুমিজাঙ্গলম্ । গজাধারং গয়া-
শীৰ্ষং কালাভীষ্টং বটেশ্বরম্ । ৭ । কিং বা তেন
বহুজ্ঞেন তীৰ্থাভ্যায়তনানি চ । অসংখ্যানি ততো
দেবঃ কামক দদৃশে তথা । ৮ । যত্র যত্র মহা
দেবস্তত্তয়াষুপ গচ্ছতি । তত্র তত্র পুনঃ কামং
প্রাপ্ত্বতি ধৃতায়ুধম্ । ৯ । কস্তাচিৰ্থ কালস্ত
পুনঃ প্রাপ্তোহৰ্কৰ্ণং প্রতি । তত্রাপস্ততথা কামমা-
কর্ণাকবিতাযুধম্ । আকৃকিতৈকপাদক হিরদৃষ্টিঃ
নৃপোত্তম । ১০ । অধাসৌ ভগবাক্ষান্তঃ প্রিযা-
হুঃসমবিতঃ । ক্রোধঃ চক্রে বিণেষেণ দৃষ্টৌ তং
পুরতঃ স্থিতম্ । ১১ । তস্ত কোপাভভূস্ত
তৃতীয়ায়নায়ুপ । নিশ্চকাম মহাজালা যযাসৌ
ভঙ্গনাং কৃতঃ । ১২ । সগাপঃ সশরো রাজং-
স্তম্বিন্ পৰ্বতরোধসি । শঙ্করো রোষপৰ্বাস্তং
গজা সৌখ্যমবাপ্তবান্ । ১৩ । কৈলাসং পৰ্বত-
শ্ৰেষ্ঠং জগাম সুরপুঞ্জিতঃ । দক্ষো মনোভবে ভাৰ্য্যা
রতিবস্ত পতিব্রতা । ব্যলপৎকরণং দীনা পতি-
লোকপরিপ্লুতা । ১৪ । ততো দারুণ চাহতঃ চিতিং
কুহা নরাধিপ । আকুরোহাংগসন্দীপ্তাং চিতিং সা

গমন করিলেন । প্রয়াগ হইতে কেদাৰে, তথা
হইতে নৈমিষারণ্যে, তারপর ক্রমে ভদ্রকর্ণে, জম্মু-
মাৰ্গে, ত্ৰিপুৰকৰ্মে, গোকৰ্ণে, প্রভাসে, কুম-জাঙ্গলে,
গজাধারে, গয়াশীৰ্ষে, বটেশ্বরে, অধিক বালব কি,
এতাদৃশ অস্তান্ত অসংখ্য তীৰ্থায়তনেই তিনি গমন
করিলেন । তিনি যেখানেই যান, কামকে দৰ্শন
করেন । মহারাজ ! এইরূপে মহাদেব যত্র যত্র
যাইতে লাগিলেন, তত্র তত্রই ধৃতায়ু কামদেবকে
দোষিতে লাগিলেন । অনন্তর একদিন অৰ্জুন-
চলে আসিলেন । সেখানে গয়াও তিনি আকৃকিতৈক-
পাদ আকর্ণ আকৃষ্ট-শব্দ হিরলক্য কামকে দোষিতে
পাইলেন । এইবার সেই প্রিয়াহুঃসমাবিত শান্ত
শিব পুরোভাগে কামদৰ্শনে সর্বশেষ ক্রুদ্ধ হই-
লেন ; কোপে ভীষণ তৃতীয় মনন হইতে মৎস্ত গা
নিষ্কাশ হইয়া সশরশয়ান কামকে সেই পৰ্বত-
ভটে ভঙ্গনাং করিয়া ফেলিল । তখন শঙ্কর
রোষপারে উপনীত হইয়া সূহ হ লেন এবং
সুরপুঞ্জিত হইয়া পৰ্বতবর কৈলাসে গমন করি-
লেন । মনোভব দক্ষ হইলে অতশোক-পরিপ্লুতা
পতিব্রতা রতি দীনভাবে করণকণ্ঠে বিলাপ করিতে
লাগিলেন । পরে কাষ্ঠধারণ করিয়া চিতা প্রস্তুত

পতিহুঃখিতা । ভাবদাকাশগাং বাণীং শুদ্ধাব চ
যশস্বিনী । ১৫ । বাণ্ডবাচ । মা পুত্রি সাহসং
কাবীন্তপসা ভিষ্ট স্তুম্বরি । ভূয়ঃ প্রাপ্যাসি ভৰ্ভারং
কামং তুষ্টেন শত্বনা । ১৬ । সা জ্ঞাতা তাং তদা
বাণীং সমুত্তমৌ স্তুম্বর্যমা । দেবমারাদয়ামাস
দিবানন্তমতাস্ততা । ব্রতৈর্দানৈর্জপৈর্হোমৈরুপ-
বসৈস্তথা পটৈঃ । ১৭ । ততো বর্ষসংস্রান্তে তুষ্ট-
স্তস্তা মহেশ্বরঃ । অত্রবীৰদ কল্যাণি বরং যন্ননসি
স্থিতম্ । ১৮ । রতিকবাচ । যদি তুষ্টোহসি মে
দেব ভগবান্নৈকভাবনঃ । অকৃত্যঃ পুনঃ কামঃ
কাস্তো মে জায়তাং পতিঃ । ১৯ । এবমুক্তে তথা
বাক্যে তৎকণাং সমুপস্থিতঃ । বধা স্পৃষ্টো মহা-
রাজ তদ্রূপঃ স হর্ষিতঃ । ২০ । ইক্ষুযষ্টিময়ং চাপং
পুষ্পবাণসমবিতম্ । ভৃঙ্গশ্ৰেণিময়্যা মোক্ষী শোভিতং
সু মনোহরম্ । ২৫ । ততো রতিসর্মাযুক্তঃ প্রণিপত্য
মহেশ্বরম্ । অহুজাতস্ত ত্রেমৈব স্বব্যাপারেহ-
ভ্যবর্তত । ২২ । স দৃষ্টৌ শিবমাহাশ্রয়ঃ ব্রহ্মা
কুহা নৃপোত্তম । শিবং সংস্থাপয়ামাস পৰ্বতে-
হৰ্কুদসংজ্ঞতে । ২৩ । যম্বিন্ দৃষ্টে মহারাজ নারী

করত আত হুঃখতা রতি অগ্নিদীপ্ত চিতায় আরো-
হণ করিলেন । তখন এক আকাশবাণী ভীষণ
কর্ণগোচর হইল । ১—১৫ । বাণী বালন,—বৎসে ।
তুমি এরূপ সাহস করও না ; তপস্তা কর ; শত
তুষ্ট হইলে পুনরায় স্বীয় ভর্তা কামকে প্রাপ্ত
হইবে । রতি এই আকাশভারতা শ্রবণ করিয়া
চিতা হইতে উত্থিত হইলেন । রাজাদান
অতন্ত্রিতভাবে ব্রত, দান, জপ, হোম, ও
উপবাস দ্বারা দেবদেবের আরাধনা করিতে লাগি-
লেন । অনন্তর বর্ষসংস্রান্তে মহেশ্বর তৎপ্রতি
তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—কল্যাণ । তুমি অতীষ্ট বর
প্রার্থনা কর । রতি বলিলেন,—হে দেব । যদি
মৎপ্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার লোক-
ভাবন সমগীয়াক্রান্ত পাত কাম পুনরায় অকৃত্য
হউন । রতির এইরূপ প্রার্থনামাত্র ঈশানকম্পায়
ঃকণাং কাম উত্থিত হইলেন । মহারাজ । কাম
স্পৃষ্টোত্থিত ব্যাকুল ভায় স্বীয় পুত্রতন রূপেই সর্ব্ব
উত্থিত হইয়া ইক্ষুযষ্টিময় চাপ, পুষ্পবাণ ও ভৃঙ্গ-
শ্রেণীময়ী মোক্ষী দ্বারা শোভিত হইতে লাগিলেন ।
অনন্তর তিনি অহুজাতক্রে মহেশ্বরকে প্রণিপাত-
পূর্বক ভীষণ অহুজাতক্রে পূর্ববৎ স্বব্যাপারে নিরত
হইলেন । অনন্তর কামদেব ভাববিধ শিবমাহাশ্রয়

বা যদি বা নয় :। সপ্তজয়াস্তরাণ্যেব ন দৌৰ্ভাগ্য-
মবাপ্নুয়াৎ । ২৪ । এবমেভয়য়া খ্যাতঃ যদ্যাং যং
পরিপূচ্ছসি । কামেশ্বরস্ত মাহাত্ম্যং কামদাহং
সবিস্তরম্ । ২৫ ।

ইতি জিজ্ঞাস্তে কামেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪০ ।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়স্ত
চাশ্রমম্ । যত্র পূৰ্ণঃ তপস্তপ্তঃ মার্কণ্ডেন
মহাত্মনঃ । ১ । মুকণ্ডো ব্রাহ্মণো নাম পুরাসীচ্ছঃ-
সিতব্রহ্মঃ । অস্তে বয়সি সঞ্জাতস্তস্ত পুরোহতি-
অন্দরঃ । ২ । সর্বলক্ষণসম্পূর্ণঃ শাস্ত্রঃ সূর্য্যসমপ্রভঃ ।
কশ্যচেষধ কালস্ত তস্তাশ্রমপদে নৃপ । আগতো
ব্রাহ্মণো জ্ঞানী কশ্চিৎসামুদ্রবিচ্ছুতঃ । ততোহসৌ
ক্রীড়মানস্ত বালকঃ পঞ্চবার্ষিকঃ । ৪ । আনাসাগ্র-
শিখাগ্রাভ্যাং চিরং দৈবাবলোকিতঃ । ততোহহসৎ
স সহসা তং মুকণ্ডো হৃলক্ষয়ৎ । ৫ । অখাত্রবীচ্ছিরং

দৃষ্টব্রহ্মা পুরো যম বিজ্ঞঃ । ততো হসিতবান
কৃষ্ণ কিমিদং কারণং বদ । ৬ । অসকং স মুকণ্ডেন
যাবৎ পৃষ্ঠো বিজ্ঞোক্তমঃ । উপরে ধবশান্তৈশ্চ
যথাধং সত্রাবেদয়ৎ । ৭ । তস্ত বালস্ত চিহ্নানি যানি
কায়ে বিজ্ঞোক্তমঃ । ৮ । ঋণামরশৈব তৈর্ভবেৎপুরুষঃ
কিল । ৯ । যথাসেনাস্ত বালস্ত নুনং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।
এতন্মাং কারণাক্রান্তং ময়াকারি বিজ্ঞোক্তমঃ । অনৃতং
নোক্তপূৰ্ণং মে বৈরিষপি কদাচন । ১০ । পুলস্ত্য
উবাচ । এবমুক্তা তু স জ্ঞানী উষিহা তত্র শরীরীম্ ।
মুকণ্ডেনাত্মহুজাত ইষ্টং দেশং জগাম হ । ১০ ।
মুকণ্ডোহপি সূতং জাহা ততঃ কণায়ুযং নৃপ ।
পঞ্চবার্ষিকমপ্যার্তশ্চকারোপনয়নমিতিম্ । ১১ । ঋতা-
ধায়নসম্পন্নঃ যঃ যঃ পশুসি চাগ্রতঃ । কস্তাতিবাদনং
কার্যং ত্রয়া পুত্রক নিত্যশঃ । ১২ । ততশ্চক্রে ব্রহ্ম-
চারী পিতৃঋক্যং বিশেষতঃ । ১৩ । বালং বৃদ্ধং
যুবানং চ যঃ যঃ পশুতি চক্ষুযা । নমস্করোতি তং
সৰ্গং ব্রাহ্মণং বিনয়ামিতঃ । ১৪ । কশ্যচেষধ কালস্ত
তস্তাশ্রমসমীপতঃ । সপ্তর্ষয়ঃ সমায়াতাস্তৌৰ্ধ্বাভ্রা-
পরায়ণাঃ । ১৫ । অথ তান্ সত্বরং গবঃ বন্দয়ামাস

সন্দর্শন করিয়া ব্রহ্মা সহকারে অৰ্জুনাচলে এক শিব
স্থাপন করিলেন । সেই শিবসন্দর্শনে নর কিছা
নারী সকলেই সপ্তজয়েণ্ড দৌৰ্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না ।
আপনি যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই
কামেশ্বরের মাহাত্ম্য ও সবিস্তর কামদাহ বর্ণন
করিলাম । ১৬—২৫ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪০ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর মার্কণ্ডেয়া-
শ্রমে যাইবে । তথায় মহাত্মা মার্কণ্ড পূৰ্ণে তপস্তা
করিয়াছিলেন । পুরাকালে মুকণ্ড নামে জনৈক
সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ ছিলেন । বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার
একটি পরম অন্দর পুত্র হয় । পুত্রটি সর্বলক্ষণা-
ক্রান্ত, শাস্ত্র ও ভেজে সূর্য্যসন্নিভ । একদা মুকণ্ডর
আশ্রমপদে জনৈক জ্ঞানী সামুদ্রবিৎ ব্রাহ্মণ আগমন
করেন । তখন মুকণ্ডর পুত্রের বয়স পঞ্চম বর্ষ ;
বালক খেলা করিতেছিল । আগন্তুক ব্রাহ্মণ
অনেকণ ধরিয়া বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ
করিয়া হাস্ত করিলেন । মুকণ্ড ব্রাহ্মণের সেই হাস্ত
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বিজবর ! আপনি অনেক-

ক্ষণ ধরিয়া আমার পুত্রের প্রতি তাকাইলেন ;
পরে হাসিলেন । ইহার কারণ কি বলুন । মুকণ্ড
বার বার এই কথা জিজ্ঞাসিলেন । অনন্তর অহু-
রোধবশে আগন্তুক ব্রাহ্মণ এই বালকবিষয়ক
যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ; বলিলেন,—
এই বালকের দেহে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে
এ অজর অমর পুরুষ হইবে । কিন্তু যথাসে ইহার
নিশ্চিতই মৃত্যুযোগ ঘটিবে । এই কারণেই আমি
হাসিয়াছি । বিজ্ঞোক্তম ! জানিবেন,—আমি বৈর-
জনেও কদাচ অনৃত বাক্য বাল নাই । ১—২ । পুলস্ত্য
কহিলেন,—সেই আগন্তুক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই বাল্য
সে রাজি সেখানে বাস করত পঞ্চদিন মুকণ্ডের
নিবট বিদায় লইয়া অভীষ্টদেশে গমন করিলেন ।
এদিকে মুকণ্ড পুত্রকে কণায়ু জানিয়া পঞ্চমবর্ষ বয়-
সেই তাহার উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন ; বলিয়া
দিলেন,—বৎস ! তুমি সম্মুখে ঋতাধায়নসম্পন্ন যে
যে ব্রাহ্মণকে দেখিবে, নিত্য নিত্য তাঁহাকে অভি-
বাদন করিবে । অনন্তর ব্রহ্মচারী বালক পিতার
বাক্য অশেষরূপে পালন করিতে লাগিলেন ।
তিনি বালক বৃদ্ধ, যুবক, যে কোন ব্রাহ্মণকেই সম্মুখে
দেখেন, বিনীতভাবে নমস্কার করেন । একদা
তীর্থযাত্রাপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ মুকণ্ডের আশ্রমসমীপে

পার্বিব। বালঃ স বিনয়োপেতঃ সর্বাংষ্টেব বধা-
ক্রমঃ । ১৬ । দীর্ঘায়ুর্ভব তৈরুভ্যঃ স বালক-
ভংগৈঃ । অস্বিতাস্ত বধাতীষ্টং দেশং বালঃ
বিসর্জ্য তৎ । ১৭ । তেষাং মধ্যেহুদ্রিয়া নাম দিব্য-
জ্ঞানসমবিতঃ । তেনাবলোকিতো বালঃ স্মন্দৃষ্ট্যা
পরস্তপ । ১৮ । অথ তানব্রবীৎ সর্কান মুনীন্ কিকিৎ
সবিস্ময়ঃ । দীর্ঘায়ুর্ন চ বালোহুয়ঃ মুখ্যতিঃ সম্প্র-
কীর্ষিতঃ । ১৯ । গমিষ্যতি কুমারোহুয়ঃ নিধনং
পঞ্চমে দিনে । তন্ন কৃত্বং হি নো বাক্যমসত্যং
বিজ্ঞসন্তমাঃ । ২০ । যথায়ঃ চিরজীবী স্মাতথা
নীতিসিধীয়াশম্ । অথ তে মুনয়ো ভীতা মিথ্যা
বাক্যস্ত পার্বিব । ২১ । বালকং তং সমাদায়
ব্রহ্মলোকং গতাস্তদা । তত্র দৃষ্ট্বা চতুর্ধক্ৰঃ নমস্কক্
শুনীক্ৰমাঃ । ২২ । তেষামনন্তরং তেন বালকে-
নাভিবাদিতঃ । দীর্ঘায়ুর্ভব তেনাপি ব্রহ্মণোক্তঃ
স বালকঃ । ২৩ । ততঃ সপ্তর্ষয়ো হৃষ্টাঃ স্বচিতে
নৃপসন্তম । সুখানীনান্ স বিশ্ভাস্তানব্রবীমুনি-
পুংসবান্ । ২৪ । ব্রহ্মোবাচ । পরিপূচ্ছত কিং

আগমন করিলেন । বালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া
সমস্ত গিয়া বন্দনা করিল । বিনীত বালক যথাক্রমে
সকল ঋষিকেই নমস্কার করিল । ঋষিগণ সন্তুষ্ট
হইয়া সকলেই বলিলেন,—বালক, দীর্ঘায়ু হও ;
এই বলিয়া তাঁহারা বালককে বিদায় দিয়া যথেষ্ট
দেখে প্রস্থান করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে দিব্য-
জ্ঞানসম্পন্ন অদ্রিয়া ঋষি কৃতান্তিবাদন বালককে
স্বন্দভাবে দেখিয়াছিলেন । তিনি যাইতে যাইতে
অস্তান্ত ঋষিদিগকে সবিস্ময়ে বলিলেন,—তোমরা
সকলেই যাহাকে “দীর্ঘায়ুর্ভব” বলিয়া আশীর্বাদ
করিলে, ঐ বালক দীর্ঘায়ু নহে ; বালক অদ্য হইতে
পঞ্চম দিনে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে । অতএব আমাদের
বাক্য অসত্য হইবে । ইহাও ত যুক্তিযুক্ত নহে ।
পুত্রাঃ এই বালক যাহাতে চিরজীবী হয়, এরূপ
নীতি অবলম্বন করা উচিত । হে রাজন ! অনন্তর
সপ্তর্ষিগণ ঐ বাক্য মিথ্যা হইবার ভয়ে সেই
বালককে লইয়া ব্রহ্মলোকে গেলেন । সেখানে গিয়া
চতুরাননকে দেখিয়া নমস্কার করিলেন । তাঁহারা
একে একে নমস্কার করিলে পর সেই বালকও
ব্রহ্মাকে অভিবাদন করিল । ব্রহ্মাও তাহাকে
বলিলেন,—বৎস ! দীর্ঘায়ুর্ভব । এইবার সপ্তর্ষি-
গণ হৃষ্ট হইলেন । ব্রহ্ম সেই সুখোপবিষ্ট সুবিশাস্ত
মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে বলিলেন,—কি জন্ত তোমরা আগ-

কার্য্য কৃতো মুনিবিশিষ্টাঃ । ২৫ । অথ উচুঃ ।
তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভ্রমমাণা মহীতলম্ । অর্কুণঃ
পর্য্যতঃ নাম তস্ত তীর্থেষু বৈ গতাঃ । ২৬ । অথাগত্য
ক্রতং দূরাখ্যলেনানেন বন্দিতাঃ । দীর্ঘায়ুর্ভব
সন্নিষ্টস্ততশ্চায়ম্নেকথা । পঞ্চমে দিবসেহুদ্রিয়া
মৃত্যুর্দেব ভবিষ্যতি । ২৭ । যথা বয়ঃ স্মরা সার্কম-
সত্যা ন চতুর্ধ্ব । তবামোহস্ত কৃতে দেব তথা
কিকিষীদীয়াশম্ । ২৮ । অথ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টাশ্চা দৃষ্ট্বা
তং মুনিদারকম্ । মৎপ্রসাদাশ্রয়ং বালো ভাবী
কল্লায়ুঃব্রবীৎ । ২৯ । ততস্তে মুনয়ো হৃষ্টাতমা-
দায় গৃহং প্রাতি । প্রস্থিতা ব্রহ্মলোকান্ত নমস্কৃষা
চতুর্ধ্বম্ । ৩০ । অথ তস্ত পিতা তত্র যুক্তো
মুনিসন্তমঃ । ততো ভার্গ্যাসামযুক্তো বিল্লাপ
সুহৃৎবিতঃ । ৩১ । হা পুত্রপুত্র করুণঃ কদিস্বা ধর্ম-
বৎসলঃ । অনামস্ম্য চ মাং কস্মাদীর্ঘং পশ্বানমাজিতঃ ।
৩২ । অকুদ্যপি ক্রিয়াঃ কার্ঘ্যাঃ কথং মৃত্যুবশং
গতঃ । সোহহং স্মরা দিনা পুত্র ন জীবাম কথংকন ।

মন করিয়াছ, কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমাদের
কার্য্য কি, জিজ্ঞাস্ত কি ? ঋষিগণ কহিলেন,—তীর্থ-
যাত্রাপ্রসঙ্গে ভ্রমণে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা
অর্কুণচলস্থ তীর্থসমূহে গিয়াছিলাম । সেখানে
যাইবামাত্র এই বালক আদ্রিয়া দূর হইতে সমস্ত
ঋষিদিগকে অভিবাদন করিল । আমরা একে
একে সকলেই ইহাকে “দীর্ঘায়ুর্ভব” বলিয়া আশী-
র্বাদ করিলাম ; কিন্তু শেষে বুঝিলাম,—অদ্য হইতে
পঞ্চমদিনে ইহার মৃত্যু ঘটিবে । অতএব হে চতুর্ধ্ব !
যাহাতে আপনার বা আমাদের এই আশীর্বাদ
বাক্য অসত্য না হয়, আমরা যাহাতে মিথ্যাবাদী
না হই, হে দেব ! আপনি তাহাই করুন । ১০—২৮।
অনন্ত রহুষ্ঠাশ্চা ব্রহ্মা সেই মুনিবালককে দেখিয়া বলি-
লেন,—মৎপ্রসাদে এই বালক কল্লায়ুজীবী হইবে ।
তখন সপ্তর্ষিগণ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কারান্তে
বালককে লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে তাহার গৃহাভি-
মুখে প্রস্থান করিলেন । এদিকে বালকের পিতা
যুক্তও এবং তাঁহার পত্নী, পুত্র না দেখিয়া অত্যন্ত
দুঃখভরে বিলাপ করিতেছিলেন । হা পুত্র ! হা
পুত্র ! এই বলিয়া করুণায়ের রোদন করিতে
করিতে বলিতেছিলেন,—পুত্র ! তুমি আমার
কাছে না কহিয়া কেন দূরপথে গিয়াছ । তুমি তোমার
কর্তব্য কার্য্য না করিয়াই বা কেন মৃত্যুবশীভূত
হইলে ? বৎস ! তোমার অন্তরে আমি কিছু-

৩৩ । এবং বিলপতস্তত্ত্ব বহধা নৃপসন্তম । বাল-
শচাত্যাগতস্তত্ত্ব বহু দেশে পুরা স্থিতঃ । ৩৪ ।
অখাসৌ প্রযমৌ বালঃ প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্বনা । তং
বৃষ্টা পথি তাতশ্চ সস্ত্রাহুটৌ বজ্রব হ । ৩৫ । পপ্র-
জ্জাহঃ সমারোপ্য চিরাগমনকারণম্ । ততঃ স
কথয়ামাস সৰ্গং মুনিবিচেষ্টিতম্ । দৰ্শনং ব্রহ্মলোকস্ত
পদ্মঘোনেকৈরং তথা । ৩৬ । বালক উবাচ ।
অজরশ্চামরশ্চাহং কৃতস্তাত অঘজুবা । তস্মাৎসত্যং
মদধে তে ব্যোমসৌ মানসৌ জরঃ । ৩৭ । সোহহ-
মারাদিযিযামি তথৈব চতুরাননম্ । কৃদ্বাশ্রমপদং
রম্যমৰ্জুদে পরিতোস্তমে । ৩৮ । অমৃতশ্রাবি-
তদ্যাকঃ কৃদ্বা পুত্রস্ত স দ্বিজঃ । যুকণ্ডো হৰ্ষসংযুক্তো
বাচমিত্যববীচ তম্ । ৩৯ । মার্কণ্ডেহপি ক্রতঃ
গত্বা রম্যমৰ্জুদপূৰ্ব্বতম্ । তপস্তপে সুবিল্লীর্ণ
ধ্যায়ন দেবং পিতামহম্ । ৪০ । তস্তাশ্রমপদে পুণ্যে
শ্রাবণে মাসি পার্শ্বিবা । পৌর্ণমাস্তাং বিশেষণ যঃ
কুৰ্ব্ব্যাৎ পিতৃতর্পণম্ । পিতৃমেধকলং তস্ত সকলং
স্তাদসংশয়ম্ । ৪১ । ঋষিযোগেন যন্তজ তর্পয়েদ-
ব্রাহ্মণোত্তমান্ । ব্রহ্মলোকঃ চিরং বাসস্তস্ত সজা-

যতে নৃপ । ৪২ । যঃ স্নানঃ কুরুতে তজ্জ সত্যক-
শ্বকাসমধিতঃ । নারমৃত্যুভয়ং তস্ত কুলে কাপি
প্রজায়তে । ৪৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে মার্কণ্ডেয়াশ্রমপদোৎপত্তিবর্ণনং
নামৈকচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪১ ।

ষিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্চেষ্ট লিঙ্গং
পাপহরং পরম্ । উদালকেন মুনিনা স্থাপিতং
লোকবিক্রতম্ । ১ । তস্মিন্ স্পৃষ্টেহথ বা দৃষ্টে
পূজিতে চ বিশেষতঃ । সৰ্গরোগাবিনিশ্চুক্তো গার্হস্থ্য
প্রাপ্নুয়ন্নরঃ । ২ । সঙ্গপাপবিনির্মুক্তঃ শিবলোকে
মহীয়তে । ৩ ।

ইতি শ্রীকান্দ উদালকেশ্বরমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪২ ।

ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্চেষ্ট সিদ্ধলিঙ্গং
সুসিদ্ধিদম্ । সিদ্ধৈস্ত স্থাপিতং লিঙ্গং সৰ্ব্বপ

ব্রহ্মলোকে চিরবাস হয় । যে ব্যক্তি শুদ্ধাধিত
হইয়া ঐ আশ্রমে স্নান করে, তদীয় কুলে কদাচ
অপমৃত্যু ভয় থাকে না । ২২—৪৩ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অতঃপর উদা-
লক মুনি-প্রতিষ্ঠিত লোকবিক্রত পাপহর লিঙ্গসমীপে
গমন করিবে । তাঁহার দৰ্শনে, স্পর্শনে, বিশেষতঃ
পূজনে মানব সৰ্গরোগনিশ্চুক্ত হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম-
লাভ করে । ঐ ব্যক্তি সঙ্গপাপ হইতে মুক্ত হয়,
উহার শিবলোকে সুখবিহার হইয়া থাকে । ১—৩ ।

ষিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সিদ্ধগণস্থাপিত
সুসিদ্ধিপ্রদ সৰ্ব্বপাতকহর সিদ্ধলিঙ্গসমীপে গমন

তেই জীবন ধারণ করিব না । বালকের পিতা
এইভাবে বহু বিলাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে
বালক পূর্বে যেখানে অবস্থিত ছিল, সেইখানেই
আসিয়া উপস্থিত হইল । অনন্তর বালক হৃষ্টচিতে
প্রস্থান করিলে তদীয় পিতা তাহাকে পথে দেখিয়া
দ্রষ্ট হইলেন এবং অঙ্কে পুত্রকে আরোপণ করিয়া
তাহার চিরগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন
বালক মুনিচেষ্টিত ব্রহ্মলোকে গমন ও পদ্মঘোনির
দৰ্শনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল,—
তাত ! অরজু আমায় অজর অমর করিয়া দিয়া-
ছেন ; অতএব তাঁহার বাক্য সত্য নিশ্চয়ই হইবে ।
আমার জন্ত আপনার যে মনঃকষ্ট ছিল, তাহা
এক্ষণে অপগত হউক । আমি উত্তম অৰ্জুনাচলে
আশ্রম প্রাপ্ত করিয়া চতুরাননকে স্মারাদনা করিব ।
দ্বিজ যুকণ্ড পুত্রের সেই শীঘ্রযনিষ্যদী বাক্য শ্রবণ
করিয়া সর্বদা বলিলেন,—‘বাচম্’ । তখন মার্কণ্ড
ক্রত অৰ্জুদপূৰ্ব্বতে গিয়া পিতামহকে ধ্যান করিতে
করিতে সুবিল্লীর্ণ তপস্তা করিলেন । যে পার্শ্বিবা !
তদীয় পুণ্যাশ্রমে শ্রাবণে বিশেষতঃ শ্রাবণী পূর্ণিমায়
যে ব্যক্তি পিতৃতর্পণ করে, তাহার পিতৃমেধাশ্র-
ষ্ঠানের ধাবতীর কল হইয়া থাকে । যে নয় তথায়
ঋষিযোগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগের তর্পণ করে, তাহার

নাশনম্ । ১ । তজ্জাতি শোভনং কুণ্ডং স্নানির্মূল-
জলাধিতম্ । তত্র স্নাতো নরঃ সমাশুচ্যতে ব্রহ্ম-
হত্যয়া । ২ । যং যং কামমতিধারংস্তত্র স্নাতি নরো
নৃপ । অবস্ত্যং তমবাপ্নোতি নিষ্ঠান্তে চ পরাং
গতিম্ । ৩

ইতি শ্রীকান্দে সিদ্ধেশ্বরমহিমবর্ণনং নাম
ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৩ ।

চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেরূপশ্চেষ্ট গজতীর্থ-
মহত্তমম্ । যত্র পূর্ণং তপস্তপ্তং দিগ্গজৈর্ভাবি-
ভাষ্যতিঃ । ১ । কৃত্যরথরনৈশ্চাতৈরৈরাবণমুখৈ-
নৃপ । তত্র স্নাতো নরঃ সমাগ্গজদানকলং
লভেৎ । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে গজতীর্থপ্রভাববর্ণনং নাম
চতুশ্চছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৪ ।

করিবে। তথায় স্নানির্মূল জলাধিত এক গুড়
কুণ্ড আছে। তথায় স্নান করিলে নর ব্রহ্মহত্যা
হইতেও মুক্ত হয়। মানব যে যে কামনা করিয়া
স্নান করে, অবস্ত্যই তাহার সেই সেই কামনা সিদ্ধ
হয়। সে ব্যক্তি অন্তে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। ১—৩ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর
গজতীর্থে গমন করিবে। পূর্বে এইখানে কৃত্যর-
থরনকম ঐরাবণ-প্রমুখ ভাবিতাত্মা দিগ্গজ-
গণ তপস্তা করিয়াছিল। এই তীর্থে স্নান
করিলে গজদানের কল লাভ হয়। ১।২ ।

চতুশ্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । দেবধাতুং ততো গচ্ছেৎ
সুপুণ্ডং তীর্থমুত্তমম্ । যংধাতিকিঁবুধৈঃ সর্কৈঃ
বয়মেব বাধীয়ত । ১ । তত্র যঃ কুরুতে শ্রাদ্ধ-
মমাবান্তাং বিশেষতঃ । কস্তাগতে রবৌ রাজন্ স
লভেৎ পরমং পদম্ । পিতৃন্ স ভারয়তোব
প্রাপ্তানপি সুহৃগতিম্ । ২ ।

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীদেবধাতোৎপত্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৫ ।

ষট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো ব্যাসেশ্বরং গচ্ছেৎব্যাসেন
স্থাপিতঃ হি যৎ । তং দৃষ্ট্বান্নায়তে মর্ন্তো মেধাবী
মতিমান্ শুচিঃ । সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ব্যাসস্ত বচনং
যথা । ১ ।

ইতি শ্রীকান্দে ব্যাসতীর্থমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৬ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সুপুণ্ড দেবধাতো
গমন করিবে। স্বয়ং বিবুধগণ এই তীর্থের খ্যাতি
বিধান করিয়াছেন। এই তীর্থে অমাবস্তায় বিশ-
েষতঃ কস্তাগতাদবাকরে যে জন শ্রাদ্ধ করে, সে
পরমপদ লাভ করিয়া থাকে এবং সুহৃদ
পিতৃগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ১।২ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চছারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ব্যাস-স্থাপিত
ব্যাসেশ্বরে গমন করিবে। ব্যাসেশ্বরদর্শনে মানব
সপ্তজন্ম পর্যন্ত অবধি মতিমান্ ও শুচি হয়, ইহা
ব্যাসের বচন। ১ ।

ষট্চছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেমুপশ্চেষ্ট অশ্বপূর্ণ
গৌতমাত্মনাম্ । যত্র পূৰ্ণং তপস্তপ্তং গৌত-
মেন মহাত্মনাম্ ॥ ১ ॥ পুরাসীন্দ্রোহমো নাম মুনিঃ
পরমধার্মিকঃ । স ভক্ত্যারাধ্যমানস দেবদেব-
মহেশ্বরম্ ॥ ২ ॥ ভক্ত্যারাধ্যমানস্ত নির্ভীতা ধরণী-
তলম্ । সমুত্তমো মহান্নকঃ পরঃ মাহেশ্বরঃ নৃপ ॥ ৩ ॥
এতন্নির্যেব কালে তু বাণবাচাশ্রয়ীণী । পূজয়ৈ-
তদ্ব্যতীতঃ স্বভক্ত্যা সমুপস্থিতম্ । বরঃ বরয়
ভক্তঃ তে যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৪ ॥ গৌতম
উবাচ । অত্রাত্মমপদে দেব ত্বয়া শ্রুত্বো জগৎ-
পতে । সদা কার্য্যং হি সারিধ্যং যদি তুষ্টো
মম প্রভো ॥ ৫ ॥ যত্নাং পশ্চতি সন্তু ক্র্যা ব্রহ্মলোকং
স গচ্ছতু ॥ ৬ ॥ আকাশবাণীবাচ । মাঘমাসে
চতুর্দশীং যোহত্র মাং বীক্ষয়িষ্যতি । কৃষ্ণায়াং
ত্রাঙ্গণশ্চেষ্টে স যান্ততি পরাং গতিম্ ॥ ৭ ॥ এসমুক্তা
ততো বাণী বিস্তরাম মহীপতে । তত্রান্তে কুণ্ডমপরং
পবিত্রং জলপূরিতম্ । তত্র স্নাতো নরঃ সদাঃ কুলং
তারয়তেহখিলম্ ॥ ৮ ॥ যন্তত্র কুরুতে শ্রদ্ধাং

বিশোধাদিন্দুসংকয়ে । গয়াশ্রাদ্ধকলং তন্ত সকলং
জায়তে এবম্ ॥ ৯ ॥ তত্র দানং প্রশংসতি তিলানাম্
মুনিপুঙ্গবাঃ । তিলসংখ্যানি বর্ষানি দানান্ শ্রুত্ব
বসেমুপ ॥ ১০ ॥ অৰ্বুদে গৌতমীযাত্রা সিংহস্ব
চ বৃহস্পতি । অমাবাস্যে সোমবারেণ বিষড়গোদাবরী-
কলম্ ॥ ১১ ॥ ষষ্টির্দশমস্ত্রাণি ভাগীরথাবগাহনে ।
সরুদগোদাবরীস্নানান্ সিংহস্ব চ বৃহস্পতি ॥ ১২ ॥

ইতি জীক্সান্দে গৌতমাত্মতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । কুলসন্তারণং গচ্ছন্তত্র তীর্থ-
মমুত্তমম্ । যত্র স্নাতো নরঃ সম্যক্কুলং তারয়তে-
হখিলম্ ॥ ১ ॥ দশ পূৰ্ণান্ ভবিষ্যাংচ তথাক্তানং
নৃপোত্তম- । উদ্ধারেক্কৃষ্ণা যুক্তস্তত্র দানেন মানবঃ ॥
আসীদপ্রস্তুতো নাম রাজা পূৰ্ণং স পাপকৃৎ । নাপি
দানং তথা জ্ঞানং ন ধ্যানং ন চ সংক্রিয়া ॥ ৩ ॥
তন্নিহ্নাসতি লোকানাং নাসীৎ সৌখ্যং কদাচন ।
পরদারকাচর্চিত্যঃ মহাদগুপরচ্চ সঃ ॥ ৪ ॥ স্নায়তো-

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্চেষ্ট ! অতঃপর
অশ্বপূর্ণ গৌতমাত্মনে গমন করিবে । মহাত্মা
গৌতম পূর্বে এইখানে তপস্তা করিয়াছিলেন ।
পূর্বে গৌতম নামে এক পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন ।
তিনি ভক্তিপূর্বক দেবদেব মহেশ্বরের আরাধনা
করিতেন । মুনি ভক্তিপূর্বক এইরূপ আরাধনা
করিতে থাকিলে ধরণীতল ভেদ করিয়া ঐ স্থানে
এক মহৎ মাহেশ্বর লিঙ্গ উৎখত হন এবং এইরূপ এক
অশ্রয়ীণী বাণীও ঐ সময় প্রাক্তর্ভূত হয় যে, এই
মহৎলিঙ্গ পূজা কর ; তোমার ভক্তিতে আমি উপ-
স্থিত হইয়াছি ; তোমার মঙ্গল হোক ; মনোগত বর
প্রার্থনা কর । আকাশবাণী শুনিয়া গৌতম বলি-
লেন,—হে দেব ! যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া-
ছেন, তবে এই আত্মমপদে সারিধ্য ককন । যে
আপনাকে দর্শন করিবে, সে যেন ব্রহ্মলোকে গমন
করে । আকাশবাণী বলিল,—মাঘমাসে কৃষ্ণা
চতুর্দশীতে যে এখানে আমাকে দেখবে, সে পরম-
গতি লাভ করিবে । হে মহীপতে ! এই বলিয়া
বাণী বিস্তৃত হইল । ঐ স্থানে এক পবিত্র জলপূর্ণ
কুণ্ড আছে । ১ তত্র স্নাতনর সদা বীৰ্য্য অখিল

কুল উদ্ধার করে । যে নর ঐ স্থানে বিশেষতঃ
ইন্দুক্লে শ্রদ্ধা করে, তাহার গয়াশ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ কল
লাভ হয় । মুনিপুঙ্গবগণ এই স্থানে তিলদানের
প্রশংসা করিয়া থাকেন । তাহার এখানে তিল
দান করে, তাহার তিলসংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস
করিয়া থাকে । সিংহস্ব বৃহস্পতিতে ও সোমবার
অমাবস্তায় অৰ্বুদে গৌতমী যাত্রা হয় । এই যাত্রা
করিলে বিষড়গোদাবরীকল লাভ হয় । সিংহস্ব
বৃহস্পতিতে একবারমাত্র গোদাবরীস্নান, ষষ্টিদশ
বৎসর ভাগীরথী স্নানের সমান । ১—১২ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অতঃপর মানব কুলসন্ত-
রণে গমন করিবে । সেখানে অমুত্তম তীর্থ
আছে । এই তীর্থে শ্রদ্ধাপূর্বক স্নান করিয়া নর
দ্বীপ পূর্ব দশকুল ও ভাবিষ্যৎ দশকুল এবং নিজে-
কেও উদ্ধার করিয়া থাকে । পূর্বে অপ্রস্তুত নামে
এক পাণ্ডী রাজা ছিল । তাহার শাসনকালে
লোকের দান, জ্ঞান, ধ্যান সৌখ্য ও সংক্রিয়া ছিল

হত্যাযতো বাপি করৌতি ধনসংগ্রহম্ । স স্বাতয়তি
লোকান্তে নির্দোষান্ পাশকৃতমঃ ॥ ৫ ॥ ততো
বার্হক্যমাপন্নত্বাশি ন শমঃ গতঃ । কস্তচিৎক
কালস্ত পিতৃভিঃ প্রতিবোধিতঃ । তং প্রপুত্রং
সমাসাদ্য নারকেয়ৈঃ স্তুত্বিতৈঃ ॥ ৬ ॥ পিতর
উচুঃ । বয়ং শুদ্ধসমাচার্য নিতাং ধর্মপরায়ণাঃ ।
দানযজ্ঞতপশীলাঃ স্বদারনিরতাস্থা ॥ ৭ ॥ স্বকর্মভিঃ
কুলাকার্য দিব্যপ্রাপ্তা স্বধর্মিতঃ । কুপুত্রঃ ত্বাং সমাসাদ্য
নরকং সমুপহিতাঃ । তস্মাদ্ভুত্ব নঃ সর্বান কুহা
কিকিচ্ছভার্ত্তনম্ ॥ ৮ ॥ কর্মভিস্তব পাপাত্মন বয়ঃ
নরকমাস্রিতাঃ । নরকং দশ যাস্তস্তি ভবিষ্যন্ত
তথা ভবান ॥ ৯ ॥ এবমুক্তাচ তে সর্বৈ পিতরস্ত
স্তুত্বিতাঃ । যাতাচ নরকং ভূয়ঃ প্রবদ্ধঃ সোহপি
পার্বিবঃ ॥ ১০ ॥ ততো হুঃখমহুপ্রাপ্তঃ পিতৃবাক্যনি
সংশ্রবন । করৌদ প্রাতঃকথায় তং ভার্য্যা প্রভ্যা-
ভারত ॥ ১১ ॥ ইন্দ্ৰমত্যাচ । কিমর্থঃ রাজশাঙ্গীন
স্বঃ রৌদ্রিবি মহাশ্বনম্ । কথং তে কুশলং রাজ্যে
শরীরে বা পুরেৎস্ববা ॥ ১২ ॥ রাজ্যোবাচ । ময়া

না । রাজা নিত্য পরদায়কচি ও মহাদণ্ডপরায়ণ
ছিল । এই রাজা ভায়-অভায় বিচার না করিয়াই
ধনসকল করিত । এই পাপী নির্দোষ জন-
গণকেও নিহত করিত । অনন্তর বার্কক্য প্রাপ্ত
হইলেন এই হুঃ রাজা শমশ্রুণাবলম্বী হইল না ।
একদা তাহার নারকী পিতৃলোকগণ হুঃখিত হইয়া
প্রপুত্র অবস্থায় তাহাকে উত্থাপিত করিল ; বলিল,
—অরে কুলাকার্য ! আমরা শুদ্ধাচার ; নিয়ত ধর্ম-
শীল ; দান-যজ্ঞ-তপস্তানিরত ও স্বদারাসক্ত ছিলাম,
তাই স্ব স্ব কর্মফলে আমরা যথাযোগ্য স্বর্গবাস প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম ; কিন্তু তুই কুপুত্র, তাকে পাইয়া
আমরা নরকে নিপতিত হইয়াছি । অতএব কিঞ্চিৎ
শুদ্ধাচার করিয়া আমাদের উদ্ধার কর । ওরে
পাপাত্মন ! তোরই কর্মফলে আমরা নরক প্রাপ্ত
হইয়াছি । তোর ভবিষ্য দশ পুরুষ এবং তুই
নিজেও নরকে যাইবি । পিতৃগণ সকলেই এই
কথা করিয়া অত্যন্ত হুঃখের সহিত পুনরায় নরক-
ভিমুখে গমন করিলেন । এদিকে তাঁহাদের বংশ-
ধর্মরাজা প্রবুদ্ধ হইলেন । তিনি পিতৃবাক্য শ্রবণ-
পুরুষ হুঃখিত হইয়া প্রভাতে গাত্রোথানান্তে রোদন
করিতে লাগিলেন । রাজভার্য্যা ইন্দ্ৰমতী পতি
পার্বিবকে বলিলেন,—নৃপবর ! কিজন্ত আপনি
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করি তছেন ? আপনার রাজ্যের,

দৃষ্টোহদ্য স্বপ্নান্তে পিতা স্ব স্ব পিতামহঃ । অগস্ত্যঃ
হুঃখিতান্ দেবি ভাত্যামধাগ্রজান্ পিতৃন ॥ ১৩ ॥
উপালকোহস্মি তৈঃ সর্বৈস্তব কর্মভিরীদৃশৈঃ ।
দারুণে নরকে প্রাপ্তা অধর্মাদিবিচেষ্টিতৈঃ ।
অথান্তে দশ যাস্তস্তি ভবিষ্যন্ত ভবানপি । তস্মাৎ
কুহা শুভং কর্ম হুঃখভেষ্টোদ্ধরস্ব নঃ ॥ ১৪ ॥ এব-
মুক্তঃ প্রবুদ্ধোহহং পিতৃভিব্যবর্ণিনি । তেনাহং
হুঃখমাপন্নত্বাক্যং হৃদি সংশ্রবন ॥ ১৫ ॥ ইন্দ্ৰ-
মত্যাচ । সত্যমেতন্মহারাজ যত্নোহসি পিতা-
মহৈঃ । ন ত্বয়া স্মৃতং কর্ম সংশ্রয়েৎস্বঃ কৃতং
পুণ্য ॥ ১৬ ॥ যথা স্পৃহ্যমাশাদ্য তরস্তি পিতরো
নৃপ । কুপুত্রোহ তথা যাস্তি নরকং নাত্র সংশয়ঃ ॥
১৮ ॥ স ত্বমাহুয় বিপ্রেশান্ ধর্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্ ।
দৃষ্ট্বা তান কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ পিতৃণামাত্মনা সহ ॥ ১৯ ॥
আনয়ামাস রাজাসৌ ততো বিপ্রাননেকশঃ । বেদ-
বেদাঙ্গ তত্ত্বজান্ ধর্মশাস্ত্রবিচক্ষণান্ । উবাচ বিনম্রো-
পেতো ভার্য্যা সহিতো হিতান ॥ ২০ ॥ রাজ্যোবাচ ।
কর্মণা কেন পিতরো নিরয়স্থা স্বজ্যোন্তমাঃ । যাস্তি

দেহের এবং নগরের কুশল ত ? রাজা কহিলেন,—
দেবি ! আমি অদ্য স্বপ্নান্তে আমার পিতা, পিতামহ
ও অন্তান্ত উর্দ্ধহীন পুরুষদিগকে অত্যন্ত হুঃখিত
দেখিয়াছি । অপিচ তাঁহাদের দ্বারা আমি যথেষ্ট
হিরকৃত হইয়াছি । আমার এই সকল অধর্মভূট
কথেষ্টোহ্য তাঁহারা দারুণ নরকে নিপতিত হইয়াছেন ।
তাঁহারা বলিয়াছেন,—অধস্তন দশ পুরুষকে এবং এই
সঙ্গে আমাকেও নরকে যাইতে হইবে । এই কারণ
তাঁহারা শেষে আমার বলিয়া গেলেন তুমি শুভ কর্ম
করিয়া আমাদের গুণিত হইতে নিস্তার কর ।
পিতৃগণ এইকথা কহবার পর, আমি বরবর্ণিনি।—
আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি এবং সেই পিতৃকৃতান্ত শ্রবণ
করিয়া অন্তরে অন্তরে হুঃখানুভব করিতেছি ।
১—১৬ । ইন্দ্ৰমতী কহিলেন,—মহারাজ ! পিতা-
মহগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই বটে । আমি
প্রথম হইতে শ্রবণ করিয়া দেখিতেছি, স্পৃহ্য পাইয়া
পিতৃগণ যাহাতে নিস্তার পাইতে পারেন, এমন
কোন শুভ কর্মই আপনা দ্বারা অস্বষ্টিত হয় নাই ।
সুতরাং কুপুত্র দ্বারা পিতৃগণের নরকনিবাস,—সে
তো নিশ্চিতই । অতএব এ হেন কুপুত্র তুমি ধর্ম-
শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া পিতৃবিমোচনের
যাহা মঙ্গলোপায় জিজ্ঞাসা কর । অনন্তর রাজা বহু
বেদবেদান্ততত্ত্বজ ধর্মশাস্ত্রবিশারদ বিপ্রগণকে আহ্বান

হুগাঃ স্পৃহণেণ তারিতাঃ প্রোচ্যতাঃ স্কটম্ । ২১ ।
 ব্রাহ্মণা উচুঃ । পিতৃমেধেন রাজেন্দ্র কুতেন বিধি-
 পূর্বকম্ । নিরয়স্থা দিবঃ যান্তি যদ্যপি স্যুঃ স্পৃ-
 পিনঃ । ২২ । রাজোবাচ । দীক্ষয়ন্তু দ্বিজাঃ সর্বে
 তদর্থং মাং ধৃতব্রতম্ । যৎকিঞ্চিদত্র কর্তব্যং প্রোচ্য-
 তামধিলং হি তৎ । ২৩ । তথোক্তান্তে নৃপেন্দ্রেন
 ব্রাহ্মণাঃ সত্যবাদিনঃ । সমগ্রাঃ পার্শ্বিণ্যঃ প্রোচ্যম্বু-
 যন্তকর্ণণি । ২৪ । দীক্ষা গ্রাহ্য নৃপশ্রেষ্ঠ পুরন্দর
 মাদিতঃ । কৃষা কাষবিভক্ত্যর্থং ততঃ শ্রেয়স্করী
 ভবেৎ । ২৫ । স অঃ পাপসমাচারো বাল্যঃ
 প্রভৃতি পার্শ্বিণ্যঃ । অসম্মাঃ পাতকং তস্মাত্তীর্থযাত্রাঃ
 সমাচর । ২৬ । সর্বতীর্থভিষিক্তস্তঃ যদা স্মা
 নৃপসন্তম । প্রায়শ্চিত্তেন যোগ্যঃ স্মাস্ততো যন্তস্ত
 নাস্তথা । ২৭ । প্রভাসাদীনি তীর্থানি যানি সন্তি
 ধরাতলে । গন্তব্যং তেষু সর্বেষু স্নানং কুরু
 সমাহিতঃ । ২৮ । মনসা গচ্ছ তুর্গাণি দদদান-
 মহুতমম্ । নন্তেন্তেনাশুভং কিঞ্চিদপি ব্রহ্মবধো-

ভবম্ । যন্ন যাতি নৃণাং রাজ্যতীর্থস্থানাদিনী
 ভূবি । ২৯ । পুলস্ত্য উবাচ । বিপ্রাণাং বচনং
 শ্রুত্বা স রাজা ব্রহ্মযজিতঃ । তীর্থযাত্রাপরো কৃষা
 পরিবজ্রাম মেদিনীম্ । ৩০ । নিরতো নিরতাহারো
 দদদানানি ভূরিণঃ । রাজ্যো পুত্রঃ প্রতিষ্ঠাপ্য বনুঃ
 সত্যপরাক্রমম্ । ৩১ । কস্তচিৎকালস্ত তীর্থ-
 যাত্রাশ্রয়জতঃ । যাতোহসৌ নৃপতিশ্চৈব হর্কুদে
 নিশ্বলোদকম্ । ৩২ । স স্নানমকরোস্তত্র ব্রহ্মপুত্রেণ
 চেতসা । স্নাতমাত্রস্ত তস্তাথ তস্মিন্নেব জলাশয়ে ।
 বিমুক্তাঃ পিতরো যোজাররকাং স্প্রহর্ষিতাঃ ।
 ততো দিব্যবিমানস্থা দিব্যমালাঘরাধিতাঃ । ৩৩ ।
 তমুচুস্তারিতাঃ সর্বে বয়ং পুত্র স্বয়ংধনা । তীর্থস্তান্ত
 প্রভাবেণ ভবিষ্যন্ত তথা দশ । ৩৪ । আস্মাচ
 পার্শ্বিণ্যশ্রেষ্ঠ স্নানাক জলতর্পণাৎ । যস্মাৎ কুলং
 ত্বয়া পুত্র তীর্থেহস্মিন্স্থারিতং ততঃ । ৩৫ । কুল-
 সস্তারণং নাম তীর্থমেতত্তবিষ্যতি । তস্মাদ্ধর্মপি
 রাজেন্দ্র সহস্মাভিদিবং প্রতি । আগচ্ছানেন
 দেহেন তীর্থস্তান্ত প্রভাবতঃ । ৩৬ । পুলস্ত্য উবাচ ।

করিলেন । এবং বিনীতভাবে ভার্যাসমভিব্যাহারে
 তাঁহাদের নিকট পারলৌকিক হিতোপায় জিজ্ঞাসা
 করিলেন । রাজা কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ !
 কোন কর্ম করিলে নিরয়স্থ পিতৃগণ স্পৃহণ দ্বারা তারিত
 হইয়া স্বর্গগমন করেন, তাহা আপনারা প্রকাশ
 করিয়া বলুন ? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,— রাজেন্দ্র !
 বিধিপূর্বক পিতৃমেধযজ্ঞের অমুষ্ঠান করিলে নিরয়স্থ
 পিতৃগণ স্বর্গধামে উপনীত হইয়া থাকেন । রাজা
 কহিলেন,—দ্বিজগণ ! আমি ঐ সকল করিতে ধৃ-
 ত্ত হইলাম, আমাকে দীক্ষিত করুন এবং এসম্বন্ধে
 যাহা কিছু কর্তব্য, যথাবৎ উপদেশ করুন । নৃপবর
 এই কথা কহিলে সত্যবাদী ব্রাহ্মণগণ সকলেই যন্ত-
 সঙ্কীর সমস্ত কথা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ।
 তাঁহারা বলিলেন,—নৃপবর ! অগ্রে কাষভিক্ষার
 জন্ত পুরন্দর করিতে হয়, তদনন্তর দীক্ষা গ্রহণ
 বিধেয় । এইরূপ দীক্ষাই শ্রেয়স্করী হইয়া থাকে ।
 কিন্তু হে পার্শ্বিণ্য ! আপনি বাল্য হইতেই পাপাচারী !
 আপনার অসংখ্য পাতক অমুষ্ঠিত হইয়াছে ; অত
 এব অগ্রে আপনি তীর্থযাত্রা করুন । যখন আপনি
 সর্বতীর্থভিষিক্ত হইবেন, তখনই যন্তজন্ত প্রায়শ্চিত্ত-
 যোগ্য হইতে পারিবেন । অস্তথা যন্তামুষ্ঠানের
 অধিকারী হইতে পারিবেন না । ধরাতলে প্রভা-
 সাদি কে-কিছু তীর্থ আছে, সেই সেই তীর্থে গিয়া
 আপনাকে সমাহিতভাবে স্নান করিতে হইবে ।

আপনি উত্তম দানকার্য্য করিয়া তুর্গম তীর্থসমূহে
 যাইবার সঙ্কল্প করুন । তীর্থ স্নানাদি দ্বারা মর্ত্যে
 মানবগণের যে পাপ না অস্পীত হয়, ঐরূপ সঙ্কল্পা-
 মুষ্ঠানেও সেই সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে । ১৭-২৯।
 পুলস্ত্য কহিলেন,—বিপ্রগণের বাক্য শুনিয়া রাজা
 ব্রহ্মসহকারে তীর্থযাত্রাপরায়ণ হইলেন ; পৃথিবীর
 সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তিনি তাঁহার বনু
 নামক সত্যপরাক্রম পুত্রকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া
 নিরত ও নিরতাহার হইয়া প্রভূত দান করিতে লাগি-
 লেন । রাজা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ক্রমে একদা অর্কু-
 দাচলে গিয়া উপনীত হইলেন । তথাকার নিশ্ব-
 লোদকে ব্রহ্মপুত্রটিতে স্নান করিলেন । তজ্জাত
 জলাশয়ে স্নান করিবারাত্র তাঁহার পিতৃগণ তীর্থ
 নরক হইতে মুক্ত হইয়া প্রহর্ষিত হইলেন । তাঁহারা
 দিব্যবিমানে থাকিয়া দিব্যমালাঘরে অধিত হইয়া
 রাজাকে বলিলেন,—পুত্র ! অধুনা আমরা তোমা
 কর্তৃক তারিত হইলাম । এই তীর্থপ্রভাবে ভবিষ্য
 দশপুরুষ এবং তোমার উদ্ধার হইবে । হে পুত্র !
 এই তীর্থজলে স্নান ও তর্পণের কলে স্বকুল সন্তা-
 রিত হইল বলিয়া এই তীর্থ কুলসস্তারণ নামে অভি-
 হিত হইবে । হে রাজেন্দ্র ! তাই বলিতেছি, তুমিও
 আমাদের সহিত এই শরীরে তীর্থযাত্রা করিয়া স্বর্গে

এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্রো দিব্যকান্তিবপুস্তক। তং
বিমানমধাক্ষ গতঃ স্বর্গক তৈঃ সহ। ৩৮। এব
প্রভাবো রাজর্ষে কুলসস্তারগন্ত ৫। ময়া তে বর্ণিতঃ
সম্যগ্ ভূঃ কিং পরিপূজসি। ৩৯। যযাতিরুবাচ।
স কিশ্রভাবো রাজা স তথা পানসমবিতঃ। স্ব-
দেহেন গতঃ স্বর্গমেতন্মে কোতুকং মহৎ। ৪০।
পুলস্ত্য উবাচ। রাকাসোমবাতীপাতঃ সমকালে
নৃপোত্তম। স স্নাতো যন্ন ভূপালস্তমহজ্জেষসে
পরম্। ৪১।

ইতি জিহ্বান্দে কুলসস্তারগতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনঃ নামাষ্ট্র-
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ। ৪৮।

একোনিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। রামতীর্থং ততো গচ্ছৎ
পুণ্যবুধিনিবেষিতম্। তত্র স্নাতস্ত মর্জ্যস্ত জায়তে
পাপসংক্ষয়ঃ। ১। পিতৃনাক পরা তুষ্টির্ধাবদাত্ত-
সংগ্রহম্। পুরানীকার্গবো রামঃ সর্বশস্তৃত্যঃ
বরঃ। ২। তেন পূর্বং তপস্তপ্তং শক্রণামিচ্ছতা

কথম্। ততঃ পাণ্ডপতঃ নাম তস্তাস্ত্রং পরমং
দদৌ। ৩। তপস্তপ্তো মহাদেবো গতে বর্ষশত-
ত্রেয়ৈ। অত্রবীহরদোহস্মীতি স বরে শক্রসংক্ষয়ম্।
৪। ততঃ পাণ্ডপতঃ নাম তস্তাস্ত্রং পরমং দদৌ।
স্বরণেনাপি শক্রণাং যত্র সত্ত্বয়তে কথম্। ৫।
অরবীহচনং চাপি প্রহন্ত বৃষভধ্বজঃ। জামদগ্ন্য
মহাবাগো শৃণু মে পরমং বচঃ। ৬। অস্ত্রোণানেন
যুকস্তমজ্জেষঃ সর্ষদেহিনাম্। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো
মৎপ্রসাদাদভূগৃহহ। ৭। এহজ্জলাশয়ং পুণ্যং
ত্রৈলোক্যে সচরাচরে। রামতীর্থমিতি খ্যাতং মৎ-
প্রসাদাত্তবিখ্যাত। ৮। যেহত্র ভ্রাত্ত্বং করিষ্যসি
পৌর্ণমাস্যঃ সমাহিতাঃ। সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি
কৃত্তিকাযোগসমুৎ। ৯। পিতৃমেধকলং তেবা-
মশেষক ভাবয়্যতি। তথা শক্রকয়ো রাজন্ বাসঃ
স্বর্গেণ চাক্ষয়ঃ। ১০। পুলস্ত্য উবাচ। এবমুক্তা
মহাদেবস্ততশ্চাদর্শনং গচ্ছঃ। রামে হপ্যনুদয়ং
কল্পং পিতৃহৃৎখেন হৃৎখিতঃ। ১১। জিসত্ত্ব তর্পণা-
মাস পিতৃস্তত্র প্রহরিতঃ। জমদগ্নৌ মৃতে তেন
প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মন। ১২। দৃষ্ট্বা মাতুঃ কতান্তরে

আইস। পুলস্ত্য কহিলেন,—পিতৃগণ এইকথা
কহিলে দিব্যকান্তিকলের রাজবর বিমানে আরো-
হণ করিয়া তাহাদের সহিত স্বর্গধামে উপনীত হই-
লেন। হে রাজর্ষে! কুলসস্তারগ তীর্থের এইরূপ
প্রভাব আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তুমি
আমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর। যযাতি কহিলেন,—
তথাবিধ পাপাত্মা রাজা সশরীরে স্বর্গে গেলেন।
ইহা কাহার প্রভাব, শুনিতে আমার বড়ই বোতুহল
হইয়াছে। পুলস্ত্য কহিলেন,—সোমবার পূর্ণিমা
ও বাতীপাতযোগে সেই রাজা উক্ত তীর্থে স্নান
করিয়াছিলেন। এইরূপ যোগে স্নানই তাঁহার পরম
জ্যেষ্ঠকর হইয়াছিল। ৩০—৪৬।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮।

উনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ঋষি-নিবেষিত পুণ্য
রামতীর্থে গমন করিবে। মানব তথায় স্নান করিলে
পাপক্ষয় হয় এবং আগ্রহ পিতৃগণের পরা তুষ্টি
হইয়া থাকে। পুরাকালে সর্বশস্ত্রধরিশ্রেষ্ঠ ভার্গব-
রাম শক্রসংহারেচ্ছায় ঐ স্থানে তপস্তা করিয়া-
ছিলেন। তিন শতবর্ষ পরে তাঁহার তপস্তায় তুষ্টি

হইয়া মহাদেব তাঁহাকে পাণ্ডপত নামক পরমাস্ত্র
প্রদান করেন। তিনি সাক্ষাত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,
আমি তোমার প্রতি বরপ্রদ হইয়াছি। তখন রাম
শক্রসংহার বর প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে মহা-
দেব তাঁহাকে ঐ পাণ্ডপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।
এই অস্ত্রের স্মরণ করিলেও শক্রের ক্ষয় হইয়া
থাকে। বৃষধ্বজ অস্ত্রদানপূর্বক হস্ত কবিয়া কহি-
লেন,—হে মহাভূজ জামদগ্ন্য! আমার উত্তম বাক্য
শ্রবণ কর। এই অস্ত্র ধারণ করিয়া আমার প্রসাদে
তুমি সর্ব দেহীরই অজেষ হইবে, সন্দেহ নাই। হে
ভূগৃহহ! এই যে পুণ্য জলাশয় আছে, ইহা মৎ-
প্রসাদে সচরাচর ত্রৈলোক্যে রামতীর্থ নামে
বিখ্যাত হইবে। কৃত্তিকাযোগযুক্ত কার্ত্তিকমাসে
পূর্ণিমা তিথিতে সমাহিত হইয়া যে জন এখানে
ভ্রাত্ত্ব করিবে, তাহার অশেষ পিতৃমেধকল লাভ
হইবে। অপিচ তাহার শক্রক্ষয় ও অক্ষয় স্বর্গ-
বাস ঘটিবে। পুলস্ত্য কহিলেন,—এই বলিয়া
মহাদেব ঐ স্থানে অস্ত্রাহিত হইলেন। অনন্তর
রামও পিতৃহৃৎখে হৃৎখিত হইয়া জিসত্ত্ববার কজি
সংহারপূর্বক সর্ষদে পিতৃগণের তর্পণ করিলেন।
পিতা জমদগ্নি নিহত হইলে মহাত্মা পরশুরাম
আসিয়া মাতার অঙ্গে কতচিহ্ন সকল দেখিয়া

ত্রিঃসপ্ত মনুজাধিপ। শত্রুজাতানি বিপ্রাণাং সমাজে
সমুপস্থিতে। ১৩। পিতা মে নিহতো যশ্মাৎ
কত্রিঃসেস্তাপসো বিজঃ। অবুধ্যমান এবাধ তস্মাৎ
কৃষা ত্রিঃসপ্ত বৈ। ১৪। কস্ত্রহীনাঃ পৃথীঃ
প্রদান্তে সলিলং পিতৃঃ। তৎসৰ্বং তন্ত সজ্ঞাতং
তীৰ্থমাহাশ্রমো নৃপ। ১৫। তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন
শ্রাদ্ধং তত্র সমাচরেৎ। কত্রিয়চ্ বিশেষণ য
ইচ্ছেক্ষত্বে সংকল্পঃ। ১৬।

ইতি শ্রীকান্দে রামতীৰ্থমাহাশ্রাবর্ণনং নামৈকো-
পক্কাশোহধ্যায়ঃ। ৪২।

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। কোটীশীর্ষং ততো গচ্ছৎ
সৰ্পপাতকনাশনম্। তীৰ্থানাং যত্র সজ্ঞাতা কোটিঃ
পাৰ্ধিব হেলায়। ১। যদা স্মাৎ কলিকালস্ত্রয়ো
রাজন মতীশ্লে। স্নেহভূতা জনাঃ সৰ্গে তৎ-
স্পর্শীতীর্থবিপ্রবঃ। ২। তিস্রঃ কোট্যোহৰ্দ্ধকোটিশ্চ
তীৰ্থানাং ভূমিবাসিনাম্। তেষাং কোটিস্ততোহবাৎ-
সীৎ পর্যন্তেহৰ্দ্ধদশসংজ্ঞকে। ৩। পুঙ্করে চ তথা
কোটিঃ কুরুক্ষেত্রে চ পাৰ্ধিব। বারানস্তামৰ্দ্ধকোটিঃ

ব্রাহ্মণসমাজের সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন যে, কত্রিয়গণ আমার যুদ্ধাবস্থায় তাপস
পিতাকে যেহেতু নিহত করিয়াছে, অতএব আমি
ত্রিঃসপ্তবার এই পৃথিবীকে নিঃকত্রিয় করিয়া পরে
পিতার তর্পণ করিব। হে নৃপ! তীর্থের মাহাত্ম্যে
তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা সকলই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।
অতএব তথায় সৰ্বপ্রযত্নে শ্রাদ্ধ করা কৰ্ত্তব্য।
বিশেষত যে কত্রিয় শত্রুসংকল্প ইচ্ছা করেন,
তাঁহার শ্রাদ্ধাচ্ছতান একান্তই কৰ্ত্তব্য। ১—১৬।

উনপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪২।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর সৰ্পপাতকহর
কোটিতীর্থে গমন করবে। হে পাৰ্ধিব! তথায়
হেলাক্রমে কোটিসংখ্যক তীর্থ প্রকাশ পাইয়াছিল।
হে রাজন! যখন রোজ কলিকাল ধরাতলে প্রভাব
বিস্তার করে, জনগণ স্নেহভূত হয়, এবং তাহাদের
সংস্পর্শে তীর্থ সকল বিধূত হইয়া যায়, তখন
ভূতগণ সর্পি ত্রিকোটি তীর্থের এককোটি তীর্থ

ভূতা দেবৈঃ সবাসবৈঃ। রাজসেতানি বৃকন্তি সৰ্গে
দেবাঃ সবাসবাঃ। ৪। যদা যদা ভয়াতানি
স্নেহস্পর্শীং সমস্ততঃ। স্থানেবেতেষু তিষ্ঠন্তি
তীৰ্থাচ্ছাত্তেষু সহরম্। ৫। কোটিতীর্থানি জীণ্যেব
তত্র জাতানি ভূতলে। অৰ্দ্ধকোটিসংখ্যতানি সৰ্গ-
পাপহরাপি চ। ৬। তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন স্নানং তত্র
সমাচরেৎ। কুরুক্ষেত্রে ত্রয়োদশাং নভস্তে চ বিশে-
ষতঃ। ৭। তত্র স্নানাদিকং সৰ্বং জপহোমাদিকঞ্চ
যৎ। সৰ্বং কোটিগুণং রাজস্বং প্রসাদাদসংশ-
য়ম্। ৮।

ইতি শ্রীকান্দে কোটিতীর্থপ্রভাবর্ণনং নাম
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ। ৫০।

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ।

পুলস্ত্য উবাচ। ততো গচ্ছন্তুপশ্চেষ্ট চন্দ্রো-
দেদমহস্তমম্। তীর্থং পাপহরং নৃণাং নিশানাথেন
নিঃস্মৃতম্। ১। প্রতিজ্ঞাতং যদা রাজন গ্রহণে
চন্দ্রহর্য্যয়োঃ। রাহুণা কৃতবৈরেণ ছিন্নে শিরসি
বিস্কৃণা। ২। তদা ভয়াবিতশ্চন্দ্রো মহা দৈত্যঃ

অৰ্দ্ধদ্বাদশে বাস করে, পুঙ্করে এবং কুরুক্ষেত্রে এক
এককোটি আর বারানসৌধামে অৰ্দ্ধকোটি তীর্থের
অধিষ্ঠান হয়। সবাসব দেবগণ তীর্থগাজের স্বব
কায়তে থাকেন এবং তাঁহারাই এই সকল তীর্থ
রক্ষা করেন। যখন যখনই তীর্থসমূহ ভয়াত হয়,
তখন তখনই তাঁহার এই এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া
থাকে। এইরূপে সর্পি ত্রিকোটি পাপহর তীর্থ
ধরাতলে প্রভূত হয়। অতএব সৰ্বপ্রযত্নে এই
তীর্থে স্নান করবে। বিশেষতঃ স্নান দান জপ হোমাদি
কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে এই স্থানে স্নান দান জপ হোমাদি
সমস্ত কৰ্ম্মই তীর্থমাহাত্ম্যে কোটিগুণ হইয়া থাকে
সন্দেহ নাই। ১—৮।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন—নৃপবর! অতঃপর নিশা-
নাথনির্মিত পাপহর চন্দ্রোদেদভীর্থে যাত্রা করবে।
হে রাজন! বিষ্ণু রাহুর মস্তক ছেদন করিলে
রাহু যখন চন্দ্রহর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা

হুয়াসদম্। পীযুষতকণোদ্যুতং তুচ্ছাৰ্দ্ধমভা-
গাৎ ৩। তত্র তিষ্মা গিরেঃ শৃঙ্গে কুয়া
বিবরমুত্তমম্। প্রবিষ্টস্ত মধ্য তু তপস্তপে
সুহৃৎসম্। ৪। ততঃ কালেন মহতা তুষ্টিস্ত
মহেশ্বরঃ। অষবীক্ষণু তত্র তে বরং বস্তে হৃদি
স্থিতম্। ৫। চন্দ্র উবাচ। প্রতিজ্ঞাতঃ সুরশ্রেষ্ঠ
রাহণা গ্রহণং মহ। বলবানেষ হৃদ্বর্ষঃ প্রকৃত্যা
সিহিকাস্মৃতঃ। ৬। সাম্প্রত্যঃ তক্ষিতঃ তেন
পীযুষঃ সুরসত্তমঃ। অহং মধ্য ধুনশ্চাপি রাহণাসৌ
হুয়াসদঃ। ৭। পীযুষান্নেহমুতে দেব দেবৈঃ পূৰ্ণঃ
পরাজিতৈঃ। দৈবতং রূপমান্বায় দানবোহসৌ
সমাপ্তঃ। ৮। অপিবচ্চামৃতং রাহুস্তেনাস্ত মৃত্যু-
বর্জিতম্। অমৃতং চাক্ষয়ং জাতং শিরো দেব-
ভয়-প্রদম্। ৯। ততো দেবৈঃ কৃতং সাম গ্রহমধ্যো
প্রতিষ্ঠিতঃ। প্রতিজ্ঞাতে গ্রহেহস্মাকং ততো মে
জয়মাবিশং। ১০। ভয়াস্তস্ত সুরশ্রেষ্ঠ তিষ্মা শৃং-
গিরেরিহম্। কৃতং ব্রহ্মগণাধকং হপোহর্থঃ সুর
সত্তম। তস্মাদত্র প্রসাদং মে কুরু কামনিষ্পদন। ১১।
ভগবান্ভবাচ। অবধ্যঃ সৰ্বদেবানামজ্যেয়ঃ স মহা-

করে, তখন চন্দ্র ভীত হইয়া সুধাপানোদ্যত রাহকে
হৃদ্বর্ষ জানে অর্জুনাচলে গমন করিলেন। তিনি
ঐ গিরি ভেদ করিয়া গিরিশৃঙ্গে এক বিবর প্রকৃত
করত তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক হৃদয় তপস্তা করিতে
লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে মহেশ্বর তুষ্ট
হইলেন; বলিলেন,—চন্দ্র! তোমার মঙ্গল হউক,
তোমার অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর। চন্দ্র কহিলেন,
—সুরবর! রাহ আমার গ্রাস করিবার প্রতিজ্ঞা
করিয়াছে। এই সিংহিকাস্মৃত বলবান; এবং
বভাবতই হৃদ্বর্ষ; এ সম্প্রতি পীযুষ তকণ করি-
য়াছে। রাহ আমার মধ্যভাগে গ্রহণ করিলেও
তাহাকে আমি অতিভূত করিতে পারিতেছি না।
পূর্বে পরাজিত দেবগণ অমৃত পান করিতে থাকিলে
ঐ দানব দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দেবগণমধ্যে
আগমন করে এবং অমৃত্যুর অমৃত পান করিয়া
অক্ষয় হইয়া দেবগণের ভয়প্রদ হয়। অনন্তর
দেবগণ তাহার সহিত নিষ্পত্তি করেন। নিষ্পত্তির
কালে রাহ গ্রহগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আমা-
দের গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করার আমি ভীত হইয়া পড়ি।
তাহার ভয়ে পরে এই গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া তপ-
স্তাৰ্ণগভীর বিবর প্রকৃত করি। অতএব হে
কামদেবন! আগনি যৎপ্রতি প্রসন্ন হউন। ভগ-

বলঃ। করিষ্যতি গ্রহং সূন্যং রাহঃ কোপপরায়ণঃ।
পরং তব নিশানাধ করিষ্যেহং প্রতিক্রিমাৎ। ১২।
গ্রহণে তব সম্প্রাপ্তে স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। করি-
ষ্যতি জনা লোকে সম্যক্জ্যেয়ঃ সমধিতাঃ। ১৩।
ভাতিস্তব ন সজ্জাপঃ স্নোহপোহং ভবিষ্যতি।
অক্ষয়ং শুকৃতং তেবাং কৃতং কর্ণং ভবিষ্যতি। ১৪।
গ্রহণে তব সজ্জাতে মম বাক্যাদসংশয়ম্। এতত্তিরং
স্বয়া যস্মাস্তপোহং শিখরং গিরেঃ। চন্দ্রোত্তেদ-
মিতি খ্যাতং তীর্থং লোকে ভবিষ্যতি। ১৫।
গ্রহণে তব সম্প্রাপ্তে যোহত্র স্নানং করিষ্যতি। ন
তস্ত পুনরেষজ্জ জন্ম লোকে ভবিষ্যতি। ১৬।
যো বা সোমাদনে স্নানং দর্শনং তত্র চাচরেৎ। তব
লোকে ক্রবঃ বাসস্তস্ত স্ত্রে ভবিষ্যতি। ১৭। এব-
মুক্তা স ভগবান্ভবত্যস্তদর্শনে ভয়ঃ। চন্দ্রোহপি
প্রযযৌ হৃষ্টঃ স্বস্থানং নৃপসত্তম। ১৮।

ইতি শ্রীকান্দে চন্দ্রোত্তেদতীর্থমাধ্যমাবর্ণনং
নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ। ৫১।

বান্ কহিলেন,—সেই মহাবল রাহ সৰ্ব দেবের
অবধ্য ও অজ্যেয়; সে কুপিত হইয়া অবশ্যই তোমায়
গ্রহণ করিবে, তবে তোমার সহজে আমি এক
উপায় করিয়া দিতেছি। হে নিশানাধ! তবদীয়
গ্রহণ উপলক্ষে লোক সকল স্নানদানাদি ক্রিয়া
করিবে, তাহাতে তাহাদের পরম মঙ্গল হইবে
এবং সেই সকল ক্রিয়ায় তোমারও সজ্জাপ কমিয়া
যাইবে। আমার বাক্যে গ্রহণে স্নানদানকাণী-
দিগের কৃত কর্ণে তাহাদের অক্ষয় শুকৃত সঞ্চয়
হইবে। তুমি যখন তপস্তাৰ্ণ এই গিরিশৃঙ্গ ভেদ
করিয়াছ, তখন এ তীর্থ জগতে চন্দ্রোত্তেদ নামে
বিখ্যাত হইবে। তোমার গ্রহণ উপলক্ষে যেন
হেথায় স্নান করিবে, এ সংসারে তাহাকে আর জন্ম
গ্রহণ করিতে হইবে না। অথবা যে ব্যক্তি এখানে
সোমবারে স্নান ও দর্শন কার্য্য করবে, হে চন্দ্র!
তোমারই লোকে তাহার বাস হইবে। ভগবান্
হর এই বলিয়া অদৃষ্ট হইলেন এবং চন্দ্রও হৃষ্ট
হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ১—১৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেষুপশ্চৈষ্ঠ দৈশানৌ-
শিখরং মহৎ । যত্র গোষ্ঠ্যা তপস্তপ্তং সুপুণ্যং
লোকবিশ্রুতম্ । ১ । যন্ত সন্দর্শনেনাপি নরঃ
পাপাৎ প্রমুচ্যতে । লভতে চাতিসৌভাগ্যং সপ্ত-
জন্মান্তরাপি চ । ২ । যযাতিরুবাচ । কস্মিন কালে
তপস্তপ্তং দেব্যা তত্র মুনীশ্বর । কিমর্থক মহেশ্বতং
কৌতুকং বক্তুমর্হসি । ৩ । পুলস্ত্য উবাচ । শৃণু
রাজন্ কথাং দিব্যামদ্ভুতাং লোকবিশ্রুতাম্ । যন্তাঃ
নৃশ্রবণাদেব মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ । ৪ । পুরা
গোষ্ঠ্যা সমাসক্তং জ্ঞাত্বা দেবাঃ সর্বাসবাঃ । মন্ত্রঃ
চকুর্ভয়াবিত্তী একান্তে সমুপাস্বিতাঃ । ৫ । বীৰ্য্যঃ
যদি জিনেজন্তু ক্বেত্রে গোষ্ঠ্যাঃ পতিষ্যতি । অস্মাকং
পতনং নুনং ভগবন্ত চ ভবিষ্যতি । ৬ । সন্ততেষু
বিনাশায় ততো গচ্ছামহে বয়ম্ । ৭ । এবং সম্রজ্য
দেবান্তে কৈলাসঃ পৰ্বতঃ গতাঃ । ততস্ত নন্দিনা
সৰ্কে নিষিদ্ধাঃ সময়ং বিনা । ৮ । নন্দুবাচ ।

একান্তে ভগবান্ ক্রুদ্রঃ সহ গোষ্ঠ্যা বাবহিকঃ ।
তস্মাদেবগণাঃ সৰ্কে গচ্ছন্মঃ নিলয়ঃ স্বয়ং । ৯ ।
অথ দেবগণাঃ সৰ্কে বকস্মিহা চ তং গণম্ । শ্রেয়স-
স্তত্র বায়ুঞ্চ শুণুমুচুর্কচান্দম্ । ১০ । গম্বা বায়ো
ভবং ক্রাহন কার্থ্যা সন্ততিষ্মহা । এবং দেবগণা
দেব প্রার্থয়ন্তি তস্মাতুরাঃ । ১১ । ততো বায়ুঃ ক্রুৎ
গম্বা স্থিতো যত্র মহেশ্বরঃ । উচ্চৈর্জগাদ তথাক্যং
যদ্রুতং ত্রিংশালয়েঃ । ১২ । ততস্ত ভগবাহুর্কো
ব্রৌড়য়া পরমা যুতঃ । গোষ্ঠীং ত্যক্তা সমুত্তমো
বাচমিত্যেব চাত্রবাৎ । ১৩ । ততো গোষ্ঠী
সুহুঃখার্ভা শশাপ ত্রিংশালয়ান্ । ১৪ । গোষ্ঠ্যুবাচ ।
যস্মাদহ ক্রুতা দেবৈঃ পুত্রহীনা সমাগতৈঃ । তস্মা-
ন্তেহপি ভবিষ্যন্তি সন্তানেন বিবর্জিতাঃ । ১৫ ।
যস্মাৱায়ে সমায়াতঃ স্থানেহাস্মিন জনবর্জিতে ।
তস্মাৎ কায়বিন্দুভুত্বং ভবিষ্যসি সৰ্বদা । ১৬ ।
এবমুকা ততো দীর্ঘং ভক্তুঃ কোপপরায়ণা । ত্যক্তা
পাৰ্বঃ গতা রাজরব্বুৎ নগসন্তমম্ । ১৭ । সুতার্ভ
সা তপস্তেপে যতবাক্যমানসাঃ । ততো বর্বসহস্রান্তে
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । ১৮ । ইত্যটোদ্যক্ৰিষুধেঃ

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর মহোচ্চ
দৈশানৌশিখরে গমন করিবে । ভগবতী গোষ্ঠী
ঐ স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন । উহা লোকবিশ্রুত
অতি পুণ্য স্থান । উহার দর্শন মাতেই নর পাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং পরপর সপ্ত জন্ম
পর্যন্ত অতি সৌভাগ্য লাভ করে । যযাতি কহি-
লেন,—মুনীশ ! দেবী কোন কালে কি জন্ত তথায়
তপস্তা করিয়াছিলেন ? শুনিতে আমার বড়ই
কৌতুহল হইয়াছে, বলুন । পুলস্ত্য কহিলেন,—
রাজন্ ! লোক-বিশ্রুত দিব্য অদ্ভুত কথা শ্রবণ
করুন ; ইহা শ্রবণে লোক সৰ্ব পাপ হইতেই মুক্ত
হয় । পুরাকালে ত্রিলোচন গোষ্ঠী সহ সুরভাসক্ত
হইলে সর্বাসব দেবগণ তাহা জানিয়া ভয়াবিত্ত-চিত্তে
একান্তে বসিয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন যে,
যদি এই জিনেজ-বীৰ্য্য গোষ্ঠীর ক্বেত্রে পতিত
হয়, তবে আমাদের সন্তানসন্ততির এমন
কি ভগবতেরও পতন অবশ্যজ্ঞাবী, অতএব চল
আমরা কৈলাসে যাই । দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া
সকলেই কৈলাসে গেলেন । কিন্তু নন্দী প্রবেশের
অবকাশ নষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগকে হরগোষ্ঠীসাবধে
যাইতে নিষেধ করিলেন । নন্দী কহিলেন,—

ভগবান্ ক্রুদ্র গোষ্ঠী সহ একান্তে অবস্থান করিতে-
ছেন । অতএব সকল দেবই স্ব স্ব নিলয়ে গমন
করুন । অন্তর দেবগণ নন্দীকে বঞ্চিত করিয়া
বায়ুকে তথায় গোপনে প্রেরণ করিলেন ; বলিয়া
দিলেন,—বায়ো ! তুমি গিয়া দেবদেবকে বল যে,
আপনি সন্ততি উৎপাদন করিবেন না । ভয়বিস্মল
দেবগণ ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন । এই কথার
পর বায়ু ক্রুত গমনে মহেশ্বরস্থানে গিয়া উচ্চৈঃ-
স্বরে ত্রিংশগণদিষ্ট সমস্ত কথা কহিলেন । তখন
ভগবান্ শম্ভু অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া গোষ্ঠীকে পরি-
ত্যাগপূর্বক উখিত হইলেন এবং বায়ুর কথার
সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । ১—১৩ । অনন্তর গোষ্ঠী
অতি দুঃখের সহিত ত্রিংশগণকে অভিশাপ্যাদিলেন ;
বলিলেন,—যে হেতু আমি সমাগত দেবগণের
মন্ত্রণায় পুত্রহীনা হইলাম, এইজন্ত দেবগণও সন্তান-
বর্জিত হইবেন । আর, হে বায়ো ! যে হেতু
তুমি এই নির্জ্ঞান প্রদেশে আসিয়াছ, এই জন্ত
তোমাকেও কায়বর্জিত হইতে হইবে । এই বলিয়া
গোষ্ঠী ভর্তার প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইয়া তদীয়
পাৰ্শ্ব পরিত্যাগপূর্বক অৰ্জুনাচলে আগমন করি-
লেন এবং কায়মনোবাক্যে নিম্নমূৰ্ব্বক সন্তানার্হ
তপস্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর বর্ষ সহস্র

সাক্ষিঃ তদন্তিকমুপাগমৎ । অথ শক্ৰো বিনীতাত্মা
দেবীঃ তাং প্রভ্যভাষত ॥ ১৯ ॥ এষ দেবঃ শিবঃ
প্রাপ্তস্তব পার্থঃ সলজ্জয়া । নান্দ্রাতি তৎপ্রসাদোহস্ত
ক্রিয়তাং মহতী ভব ॥ ২০ ॥ দেব্যাবাচ । ত্যক্তাং
তব বাক্যেন পতিনা সময়াধিতা । পুত্রঃ লক্সা
প্রয়াস্তামি তন্তু পার্শ্বে সুরেশ্বর ॥ ২১ ॥ তস্তাস্তং
নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা স্বয়ং দেবঃ সমাযযৌ । অত্রবীৎ
প্রহসন্ বাক্যং প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২২ ॥ দৃষ্টি-
দানেন দেবেশি ভাষণেন বরাননে । ময়া দেব-
হিতং কার্য্যং সর্কীবহ্মাসু পার্কীতি ॥ ২৩ ॥ অকালে
তেন মুক্তাসি নিবৃতিঃ সুরতে কৃত্য । পুত্রার্থং তে
সমায়জ্ঞো যতচ্চাসীৎ সুরেশ্বর ॥ ২৪ ॥ তস্মাস্তে
ভবিতা পুত্রো নিজদেহসমুত্তবঃ । মৎপ্রসাদাদ-
সন্ধিঞ্চ চতুর্থে দিবসে প্রিয়ে ॥ ২৫ ॥ নিজাপ্রমল-
মাদায় যাদৃগৃকপং সুরেশ্বর ৷ করিয়াসি ন সন্দেহ
স্তাদৃগেব ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ সদ্যো দেবগণানাঞ্চ
দৈত্যানাঞ্চ বিশেষতঃ । তথা বৈ সর্গমর্ত্যানাং
সিদ্ধিদো বহুরুপশ্চক ॥ ২৭ ॥ এবমুক্তা ত্রিনোত্রণ
পরিভূতা সুরেশ্বরী । আলাপঃ পতিনা চক্রে সাক্ষিঃ

হর্বসমধিতা ॥ ২৮ ॥ চতুর্থে দিবসে প্রাপ্তে ততঃ
স্বাহা শিবা নুপ । তদোষর্জনঞ্চ লেপঃ গৃহীত্বা
কোতুকাৎ কিল । চতুর্ভুজঃ চকারাধ হরবাক্যা-
নায়কম্ ॥ ২৯ ॥ ততঃ সজীবতাং প্রাপ্য হর-
বাক্যেন তং তদা । বিশেষণে মহারাজ নায়কোহসৌ
কৃতঃ ক্রিতৌ । সর্কেষাং চৈব মর্ত্যানাং ততঃ
ধ্যাতো বভূব হ ॥ ৩০ ॥ বিনায়ক ইতি
ক্রীমান পুজ্যস্ত্রৈলোক্যবাসিনাম্ । সর্কেষাং দেব-
মুখ্যানাং বভূব হি বিনায়কঃ ॥ ৩১ ॥ ততো-
দেবগণাঃ সর্কেষে দেবীপ্রিয়হিতে রতাঃ । ততৈষ দম্ব-
রান্ দিব্যান্ প্রোচুর্দেবীঃ চ পার্থিব ॥ ৩২ ॥
দেবা উচুঃ । তবায়ঃ তনয়ো দেবি সর্কেষাং নঃ
পুরঃসরঃ । প্রথমং পূজিতে চান্মিন পূজা গ্রাহ্য ততঃ
সুরেঃ ॥ ৩৩ ॥ এতচ্ছ্রুৎ গিরে রম্যং তব সংসেব-
নাজ্জুভে । সর্কপাপহরঃ নুনাং দর্শন্যচ্চ ভবিষ্যতি ॥
৩৪ ॥ যেহত্র স্নানং কারিষ্যাস্তু সুপুণ্যে সলিলাশয়ে ।
তে যাস্ত্যস্ত পরং স্থানং জরামরণবাক্কিতম্ ॥ ৩৫ ॥
মাঘমাসে তৃতীয়ায়াং শুক্লায়াং যে সমাহিতাঃ । সন্ত-
জম্মাপ্তরাণোব ভাবিষ্যাস্তু সুখাধিতাঃ ॥ ৩৬ ॥ এব-

অভীত হইলে দেবদেব মহেশ্বর ইন্দ্রাদি বিব্রতবৃন্দ
সহ গৌরীর সমীপে আগমন করিলেন । তখন ইন্দ্র
বিনীতভাবে দেবীকে বলিলেন,—দেবি ! এই দেখু
শিবদেব সলজ্জভাবে আপনার পার্শ্বে আসিয়াছেন ;
ইহাঁর প্রতি আপনার প্রসন্নতা হইতেছে না কেন ?
দেবী কহিলেন,—তোমারই বাক্যে পতি কর্তৃক
আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি ; অতএব হে সুরেশ্বর !
আমি পুত্র লাভ করিয়াই তৎসমীপে যাইব ।
দেবীর তথ্যাবধ নিশ্চয় জানিয়া দেবদেব স্বয়ং
আসিয়া হস্তপূর্বক বলিলেন,—অগ্নি দেবেশি !
দৃষ্টিদানে তথা সন্তাষণে আমার প্রতি তুমি প্রসাদ
বিতরণ কর । দেখ, পার্কীতি ! সকল অবস্থায়ই
দেবগণের হিতবিধান আমার কর্তব্য ; তাই আমি
তখন সুরতনিবৃত্ত করিয়া তোমায় ত্যাগ করিয়া-
ছিলাম । যাহা হউক, তোমার পুত্র নিমন্তই যখন
সেই সুরতসমারম্ভ ছিল, তখন আমি বর দিতেছি,
মৎপ্রসাদে আগামী চতুর্থ দিবসে তোমার নিজ
দেহোত্তব এক পুত্র হবে ; এ কথা নিঃসন্দেহ । হে
সুরেশ্বর ! তুমি স্বয়ং অঙ্গ-মল গ্রহণ করিয়া যেকুপ
করিবে, তে আমার সেইরূপই সন্তান সমুৎপন্ন হইবে ।
এ পুত্র বহুরুপ-ধারী হইয়া দেব, দৈত্য, বিশেষতঃ
সমস্ত মর্ত্যবাসীর সিদ্ধিপ্রদ হইবে । ত্রিনোত্র এই

কথা কহিলে সুরেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া পতির সহিত
সহর্ষে আলাপ আপ্যায়ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর
চতুর্থ দিবসে শিবা দেবী স্নানান্তে স্বীয় অঙ্কোষর্জন-
জাত মল গ্রহণ করিয়া কোতুকক্রমে হরের বাক্যা-
নুসারে চতুর্ভুজ বিনায়ক দেবের সৃষ্টি করিলেন
তখন সেই বিনায়ক সজীবতা প্রাপ্ত হইলে হরবাক্যে
ক্ষীতভলে তাঁহাকে সর্কমানবের নায়কপদে প্রতি-
ষ্ঠিত করা হইল ॥ ১৪—৩০ ॥ অনন্তর তিনি ক্রীমান
বিনায়ক নামে বিখ্যাত হইয়া ত্রিলোক-বাসীর পূজ্য
হইতে লাগিলেন । বিনায়ক সমস্ত দেবমুখ্যেরও
বিনায়ক হইলেন, তখন দেবগণ সকলেই দেবীর
প্রিয়হিতে রত হইয়া তাঁহাকে দিব্য দিব্য বর প্রদান
করিলেন । দেবগণ কহিলেন,—দেবি ! আপনার এই
পুত্র আমাদের সকলেরই অগ্রণী হইবেন । ইনি
অগ্রে পূজিত হইলে পরে দেবগণ পূজা গ্রহণ করি-
বেন । হে শুভে ! এই রম্য গিরিশঙ্ক আপনার
আধষ্ঠান বশতঃ নরগণের সর্কপাপহর হইবে ।
যাহারা এই সুপুণ্য সলিলাশয়ে স্নান করিবে,
তাহারা জরামরণবাক্কিত পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ।
মাঘমাসের শুক্লতৃতীয়ায় সমাহিত হইয়া যাহারা ঐ
স্থানে স্নান করিবে, তাহারা পরপর সন্তজম্মাবধি
সুখভোগী হইবে । সুরগণ এই কথা কহিয়া সর্ক-

মুখ্য পুরাঃ সৰ্বে কৃষ্ণাঃ তু ততো গতাঃ । দেবো-
হপি সহিতো দেব্যা কৈলাসঃ পৰ্বতঃ গতঃ ॥ ৩৭

ইতি ত্রিংশোহধ্যায়ঃ
দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেদ ব্রহ্মপদং তীর্থং
ত্রৈলোক্যবিক্রমতম । যত্র পূৰ্বং পদং স্তম্ভং ব্রহ্মণা
লোককারিণা ॥ ১ ॥ পুরা ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্র সৰ্বে
সমাহিতাঃ । অৰ্জুনে পৰ্বতে রম্য ঋষয়শ্চ সুনির্মলা
২ ॥ অচলেশ্বরযাত্রায়াং সুভক্ত্যা ভাবিতা নৃপ ।
অথ তে মুনয়ঃ সৰ্বে প্রোচুর্দেবং পিতামহম্ ॥ ৩ ॥ ঋষয়
উচুঃ । প্রভুতনয়মৈহোমৈব্রতন্নানৈশ্চ নিত্যশঃ । উপ-
বাসৈশ্চ নিকিঞ্চ বয়ং সৰ্বে পিতামহ ॥ ৪ ॥ তস্মাৎ
সহপদেশং ত্বং কিঞ্চিদাতুমিহাৰ্হসি । তরামো যেন
দেবেশ ত্বং সংসারসাগরম্ ॥ ৫ ॥ অযাচিতোপচারৈশ্চ
জপহোমৈঃ সুহৃদৈঃ । মজ্জৈব্রতৈস্তথা দানৈঃ স্বর্গ-
প্রাপ্তিং বদস্ব নঃ ॥ ৬ ॥ তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তদা

দেবঃ কৃপাবিতঃ । চিন্তয়ামাস স্মৃতিরমিহ কিঞ্চিৎ
প্রবৃন্ত ৫ ॥ ৭ ॥ ততঃ স্বকং পদং ত্যক্ত্বা রম্যে
পৰ্বতরোধসি । অধোবাচ মুনীন সৰ্বান ব্রহ্মা সং-
ক্ৰম্য গিরা ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ । এতন্নহাপদং
রম্যং সৰ্বপাতকনাশনম্ । স্পৃশন্ত ঋষয়ঃ সৰ্বে ততো
যাস্তথ সদগতিম্ ॥ ৯ ॥ বিনা নানেন দানেন ব্রত-
হোমজপাদিভিঃ । হিতার্থং সৰ্বলোকানাং স্বা স্বস্তং
পদং শুভম্ ॥ ১০ ॥ অস্মিন পদে মম স্তম্ভে যান্তি
লোকাঃ সহস্রশঃ । স্পৃশন্ত ঋষয়ঃ সৰ্বে দেবাস্চাপি
পদং মম ॥ ১১ ॥ একৈবাচ প্রকণ্ঠব্য শ্রদ্ধা বাব্যভি-
চারিণী । যশ্চ শ্রদ্ধাবিতঃ সম্যক্ পদমেতন্মুনীশ্বরঃ ॥
১২ ॥ পূজয়িত্যতি সম্প্রাপ্তে কার্তিকে পূর্ণমাদিনে ।
তোদৈঃ ফলৈশ্চ বিবর্ধৈর্গন্ধমালাভূষণৈঃ ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু মিষ্টান্নেন যশাক্রিতঃ ।
স যাস্ততি ন সন্দেহো মম লোকং সুহৃদতম ॥ ১৪ ॥
পুলস্ত্য উবাচ । ততো মুনীগণাঃ সৰ্বে সম্যক্
শ্রদ্ধাসম্বিতাঃ । পূজয়িত্বা পদং তত্র ব্রহ্মলোকং
সমাগতাঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন পদং পূজ্যং
নরোত্তম । পিতামহপদং সম্যক্ শ্রদ্ধয়া স্বর্গদায়কম্ ॥
১৬ ॥ অস্তং কোতুহলং রাজয়হদৃষ্টং মহাসুতম্ ।

সকলেই ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । এদিকে
দেবদেবও দেবীর সহিত কৈলাস-শৈলে প্রস্থান
করিলেন । ৩১—৩৭ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর ত্রিলোক-বিক্রম
ব্রহ্মপদতীর্থে গমন করিবে । লোককারী ব্রহ্মা পূর্বে
ঐ স্থানে পদস্তাস করিয়াছিলেন । পূর্বে ব্রহ্মাদি
দেবগণ এবং নির্মলচেতা ঋষগণ একদা অৰ্জুনে
চলে অচলেশ্বরের যাত্রায় হস্তযুক্ত হইয়া আগমন
করেন । তখন মুনীগণ পিতামহকে বলেন,—পিতা-
মহ ! আমরা প্রভুত নিয়ম, হোম, ব্রত, দান ও উপ-
বাসাদি দ্বারা নিত্য নিকিঞ্চ হইয়াছি ; অতএব
যাহাতে ত্বং সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে
পারি, তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কোন উপদেশ
প্রদান করুন । অপিচ অযাচিতোপচার, জপ-
হোম ও মন্ত্র-দান-ব্রত দ্বারা যেরূপে স্বর্গপ্রাপ্তি
হয়, তাহা আপনি আমাদিগকে বলুন । অনন্তর
ভগবান্ পিতামহ তাহাদের তথাবিধ বাক্য শ্রবণ

করিয়া হাসিয়া কৃপাপূৰ্বক স্মৃতির কাল চিন্তা করি-
লেন । এইরূপ চিন্তার পর তিনি স্বীয় পদ পরিত্যাগ-
পূৰ্বক তথায় তীর্হাদিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন যে,
হে মুনীগণ ! আপনারা এই সৰ্ব পাতকনাশন
রম্য মহাপদ স্পর্শ করিয়া সদগতি লাভ করুন ।
আমি দান-দান-জপ-হোম-ব্রতাদি ব্যতিরেকে
লোকহিত বিধানের নিমিত্ত এই পদ স্তম্ভ করিয়াছি ।
আমার এই স্তম্ভ পদে সহস্র সহস্র লোক
অগমন করিবে । হে ঋষগণ এবং দেবগণ !
আপনারা আমার পদ স্পর্শ করুন । এই পদে
একমাত্র অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা বসিতে হয় । হে
মুনীশ্বরগণ ! যে জন কার্তিকী পূর্ণমায় শ্রদ্ধাবিত
হইয়া তোয় ফল, ও বিবিধ গন্ধমালাভূষণে দ্বারা
উক্ত পদ পূজা করিয়া যথাশক্তি মিষ্টান্ন দ্বারা ব্রাহ্মণ
ভোজন করায়, সে ত্বন্ত লোক লাভ করে, সন্দেহ
নাই । পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর মুনীগণ বিশেষ
শ্রদ্ধাসহকারে তথায় ব্রহ্মপদ পূজা করিয়া ব্রহ্মলোকে
গমন করিলেন । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে সম্যক্ শ্রদ্ধার
সহিত সেই স্বর্গদায়ক পৈতামহ পদ পূজা করা
কর্তব্য । হে রাজান্ ! ঐ পদসম্বন্ধে অস্ত্র একটা

পদস্ত তন্ত যজ্ঞং জায়তে বিশ্বয়ো মহান । ১৭ ।
 আয়ামবিস্তরোপাশি প্রাপ্তে কৃতযুগে নৃপ । ন
 সংখ্যা জায়তে রাজন্ শুক্লবর্ণঃ প্রদৃষ্টতে । সুব্যক্তঃ
 সংখ্যা যুক্তঃ সৰ্বলোকনমস্কৃতম্ । ১৮ । আপরে
 কাপলঃ তচ্চ লঘুমাং প্রদৃষ্টতে । কলৌ কৃষ্ণঃ
 সুস্বৰ্ণঃ স্যেৎ পৰ্বতরোধসি । ২০ ।

ইতি ত্রীকান্দে ব্রহ্মপদোৎপত্তিমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
 ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ । ৫০ ।

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃপ্রপুঙ্করং গচ্ছেদভীষ্টং
 পদ্মজন্ত চ । ব্রহ্মণা তৎসমানীতং পৰ্বতেহৰ্কুদ-
 সংজ্ঞকে । ১ । বসিষ্ঠস্ত পুরা সজে বৰ্ত্তমানে নরা-
 ধিপ । তস্মিন্নগ্রে সমায়াতা ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সুরোত্তমাঃ ।
 ২ । প্রতিজ্ঞাতঃ মহারাজ ব্রহ্মণ্যব্যক্তজয়না ।
 যাবৎস্থাস্তে নুলোকেহাস্মিন্স্তাবৎ সজ্যাং ত্রিপুঙ্করে ।
 বন্দয়িষ্যামি সম্রাণ্ডে সজ্যাকালে সমাহিতঃ । ৩ ।
 এতস্মিন্নেব কালে তু প্রস্থিতঃ পুঙ্করঃ প্রতি ।
 সজ্যার্থং পদ্মজো যাবৎবসিষ্ঠস্তাবদব্রবাৎ । ৪ ।

মহাকৌতুকর মহাত্মঃ ব্যাপার দেখা গিয়াছে । উহা
 শুনিলে মহাবিশ্বয় জন্মিয়া থাকে । সত্যযুগে মানব-
 গণ ঐ শুক্লবর্ণ পদের আয়াম বিস্তারের ইচ্ছা
 করিতে পারে না ; ত্রেতাযুগে উহা রক্তবর্ণ ; সুব্যক্ত
 ও ইচ্ছাযুক্ত ; আপরে কপিলবর্ণ লঘুমাং এবং
 কলিতে রম্য পৰ্বততটে কৃষ্ণবর্ণ সুস্বৰ্ণ পরিদৃষ্ট
 হইয়া থাকে । ১—২০ ।

ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫০ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পদ্মযোনির প্রিয়
 ত্রিপুঙ্করে যা বে । শয়ঃ ব্রহ্মাই উহা ক অৰ্কুদ-
 পৰ্বতে আনিয়াছিলেন । হে রাজন্ ! পুরাকালে
 বসিষ্ঠঋষি এক যজ্ঞ করেন ; ঐ যজ্ঞে ব্রহ্মাদি সুর-
 য়েষ্ঠগণ আগমন করিয়াছিলেন । ব্রহ্মার এইরূপ
 প্রতিজ্ঞা ছিল যে, আমি যতকাল মর্ত্যে থাকিব,
 তবৎ ত্রিপুঙ্করে গিয়াই সজ্যাকালে সজ্যা বন্দনা
 করিব । এই প্রতিজ্ঞাবশতঃ একদা সজ্যাকালে
 তিনি সজ্যাবন্দনার্থ ত্রিপুঙ্করে প্রয়াণোদ্যত হন ।

বসিষ্ঠ উবাচ । কৰ্ম্মকালশ্চ সম্রাণ্ডো যজ্ঞেহস্মিন্
 সুরসত্তম । স বিনা ন ত্বয়া দেব সিদ্ধিঃ যান্ততি
 কৰ্হিচিৎ । ৫ । তস্মাদানয় চাভৈব পদ্মযোনে ত্রিপু-
 ক্রম । সজ্যোপাস্তিঃ ততঃ কৃষ্ণা তজ্জ কৃষ্ণ সুরেশ্বর ।
 ব্রহ্মত্বং কৃষ্ণ দেবেশ সজে চাস্মিন্ দয়ানিধে । ৬ ।
 এবমুক্তো বসিষ্ঠেন ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । ধ্যাত্বা
 তজ্জানয়ামাস জ্যেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠকম্ । পুঙ্করজিতয়ঃ
 চাগাৎ স্পৃশ্যে সলিলাশয়ে । ৭ । ততঃপ্রভৃতি
 ৫মৰ্কুদেহস্মিন্ ত্রিপুঙ্করম্ । ৮ । তজ্জ যঃ কার্ত্তিকে
 মাসি পৌর্ণমাস্তাং সমাহিতঃ । স্নানং কৰোতি দানং
 চ তন্ত লোকাঃ সনাতনাঃ । ৯ । তন্ত চোত্তরদিগ্-
 ভাগে সাবিত্রীকুণ্ডমুত্তমম্ । স্নানদানাদিকং কুৰ্ব্বন্ যজ্ঞ
 যাতি শুভাং গতিম্ । ১০ ।

ইতি ত্রীকান্দে ত্রিপুঙ্করমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
 চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ৫১ ।

তখন বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলেন,—হে সুরবর ! সম্রাতি
 যজ্ঞকৰ্ম্মকাল উপস্থিত ; আপনি বিনা তাহা কখন
 সিদ্ধি হইবার নহে । অতএব হে পদ্মযোনে !
 আপনি আপনার প্রিয় ত্রিপুঙ্করকে এইখানেই
 আনয়নপূৰ্ব্বক সজ্যোপাসনা সমাপনান্তে পুনরায়
 মদীয় যজ্ঞে ব্রহ্মকৰ্ম্ম সম্পাদন করুন । বসিষ্ঠ এই
 কথা কহিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ধ্যানান্তে জ্যেষ্ঠ,
 মধ্য ও কনিষ্ঠ ভেদে ত্রিপুঙ্করকে সেইখানে
 আনয়ন করিলেন । তদন্ত্য পুণ্য তোয়াশয়ে
 পুঙ্করত্রয়ের অধিষ্ঠান হইল । তখন হইতে অৰ্কুদা-
 চলে ত্রিপুঙ্কর বিরাজ করিতে লাগিল । যে মানব
 কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ঐ ত্রিপুঙ্কর তীর্থে স্নানান্তে
 সমাহিত হইয়া দান করে, তাহার সনাতন লোক
 লাভ হয় । ত্রিপুঙ্করের উত্তরাদিকে সাবিত্রীকুণ্ড
 বিদ্যমান ; সেখানে স্নানদানাদি করিলেও শুভ
 গতি প্রাপ্তি হয় । ১—১০ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেমুপশ্রেষ্ঠ পুণ্যং
কৃত্বহুদং শুভম্ । যত্র স্নাতো নরো ভক্ত্যা গণা-
বীশম্যাপুয়াৎ ॥ ১ ॥ পুরা হুদাকং দৈত্যঃ সগগো
বৃষভধ্বজঃ । ততঃ স্নাতো হুদং কৃৎস্না ততো কৃত্ব-
হুদোহভবৎ ॥ ২ ॥ চতুর্দশাং মহারাজ যন্তত্র কুরুতে
নয়ঃ । স্নানং তন্তু ভবেৎ পুণ্যং সর্বতীর্থসমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

ইতি জীকান্দে কৃত্বহুদমাহাশ্র্যাবর্ণনং নাম

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছেমুপশ্রেষ্ঠ শুহেখর-
মল্লস্তমম্ । শুহামধ্যে গতং লিঙ্গং সিদ্ধিঃ সম্পূজিতং
পুরা ॥ ১ ॥ যং যং কামমতিব্যায় সম্পূজয়তি
মানবঃ । তংতং ল , লভতে রাজারিকামো
মোক্ষমাপুয়াৎ ॥ ২ ॥

ইতি জীকান্দে শুহেখরমাহাশ্র্যাবর্ণনং নাম

ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—নৃপবর ! অনন্তর পবিত্র
কৃত্বহুদে যাইবে । সেখানে ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে
মানব গণাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পূর্বে সগণ
বৃষভধ্বজ দৈত্য অঙ্ককে নিহত করিয়া তথায় হুদ
নির্দোষপূর্বক স্নান করেন, এজন্ত ঐ স্থানে কৃত্বহুদ
নামে হুদ হয় । হে মহারাজ ! চতুর্দশীতে যে নর
ঐ হুদে স্নান করে, তাহার সর্বতীর্থ-সমুত্তম পুণ্য
হইয়া থাকে । ১—৩ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর মানব
অমৃতময় শুহেখরলিঙ্গসমীপে গমন করিবে । এই
লিঙ্গ শুহাগত ও সিদ্ধগণের পূর্বপূজিত । মানব-
গণ যে যে কামনা করিয়া উক্ত লিঙ্গ পূজা করে,
সেই সেই কামনাই লাভ করিয়া থাকে; আর নিকাম
হইলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় । ১।২ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৬ ।

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য উবাচ । অবিশুদ্ধবনঃ গচ্ছন্ততঃ পার্ধিব-
সন্তম । যস্মিন দৃষ্টে নরোহতীষ্টৈর্ন বিযুক্তোহ্যত কহিচিৎ
॥ ১ ॥ তত্র পূর্কঃ শচী রাজন প্রবিষ্টা হুঃখসংকুতা ।
নহ্ষেণ হুতে রাজ্যে দেবেন্দ্রস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ২ ॥
তৎপ্রভাবাৎপুনঃ প্রাপ্তো বিমুক্তোহপি শতক্রতুঃ ।
ততস্তত্ত বরো দত্তো বনস্ত হি তয়া নৃপ ॥ ৩ ॥ নরো
বা যদি বা নারী বিযুক্তা বনে শুভে । প্রিয়ার্হিবাস
একস্মিন রাজ্রিমেকাঃ বসিষ্যতি ॥ ৪ ॥ স তেন
লভতে সঙ্গং ভূয় এব যথা ময়া । প্রিয়েঃ স
লভতে বাসমেকরাত্রং বসন্তপ ॥ ৫ ॥ কলদানঃ
প্রশংসন্তি তত্র ব্রাহ্মণসন্তমাঃ । বহ্যানাং বিশেষেণ
যতঃ পুত্রকলঃ লভেৎ ॥ ৬ ॥

ইতি জীকান্দেহবিযুক্তকেতুমাহাশ্র্যাবর্ণনং নাম

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে পার্ধিবসন্তম ! অনন্তর
নর অবিশুদ্ধ বনে গমন করিবে, যাহা দৃষ্ট হইলে
অতীষ্ট হইতে নর কদাপি বিযুক্ত হয় না । পূর্বে
নহষ দেবেন্দ্ররাজ্য অধিকার করিলে শচীদেবী
হুঃখিতা হইয়া ঐ বনে প্রবেশ করেন । প্রবেশ-
কালে শতক্রতু হুত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন । ঐ
সময় শচীদেবী বনকে বর প্রদান করেন যে, নর
বা নারী বিযুক্ত অবস্থায় যদি এক রাজ্য এই বনে
বাস করে, তাহা হইলে তাহাদের আমার মত
পুনরায় মিলন হইবে । ব্রাহ্মণগণ বিশেষ করিয়া ঐ
বনে বহ্যগণের কলদানের প্রশংসা করিয়া
থাকেন; যেহেতু তাহারা কলদানের কলে পুত্রকল
লাভ করে । ১—৬ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৭ ।

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । উমামাহেশ্বরং গচ্ছন্ততো
রাজন্ সুপুণ্যদম্ । স্থাপিতঃ ভক্তিযুক্তেন ধুম্মারেণ
যংপুরা ॥ ১ ॥ দাম্পত্যঃ পূজ্যেভ্যস্তা যন্তত্র মনুজা-
ধিপ । সপ্তজন্মান্তরাণ্যেব ন স দৌৰ্ভাগ্যামুঘাৎ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে উমামাহেশ্বরতীর্থমাहाख्याবর্ণনঃ
নামাষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোদশস্তিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো মহোজসং গচ্ছৎ তীর্থং
পাতকনাশনম্ । যস্মিন্ স্নাতো নরো রাজন্তেজসা
বুজ্যতেক্রবম্ । ত্র্যম্বত্যাগ্নিনা শক্রঃ পুরা দৈন্তঃ পরং
গতঃ ॥ ১ ॥ নিঃশ্রীকন্তেজসা হীনো হৃগন্ধেন সম-
ধিতঃ । পরিত্যক্তঃ সুরৈঃ সর্কৈর্বিষাদং পরমং গতঃ
॥ ২ ॥ ততঃ পপ্রচ্ছ দেবেভ্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ বৃহস্পতিম্ ।
ভগবন্তেজসো বৃদ্ধিঃ কথং স্নাত্যে যথা পুরা ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ । তীর্থযাত্রাং সুরশ্রেষ্ঠ কুরুষ ধরণী-
তলে । তীর্থং বিনা ধ্রুবং বৃদ্ধিতেজসো ন ভবি-
ষ্যতি ॥ ৪ ॥ ততস্তীর্থান্তনেকানি ভ্রাতা শক্ৰো

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! নর অনন্তর
উমা-মহেশ্বর-সমীপে গমন করিবে। পূর্বে
ধুম্মার ভক্তিপূর্বক ঐ লিঙ্গ স্থাপন করেন। যাহারা
তদ্বায় উক্ত দেবদাম্পতির পূজা করে, সপ্তজন্ম
পর্যন্ত তাহারা দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না ॥ ১২ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৮ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে রাজন্! যেখানে স্নান-
করিলে নর তেজোযুক্ত হয়, অনন্তর সেই পাতক
নাশন মর্গেজসতীর্থে গমন করিবে। পূর্বে শক্র
ত্র্যম্বত্যাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় দীন, নিশ্রীক, তেজো-
হীন, হৃগন্ধযুক্ত, সুরগণ-পরিত্যক্ত, ও অত্যন্ত বিষন্ন
হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে
ভগবন্! কি প্রকারে আমার পূর্ববৎ তেজোবৃদ্ধি
হয়? বৃহস্পতি বলিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তীর্থ-
যাত্রা উদ্দেশে ধরণীতলে গমন কর। তীর্থবিহনে

নরাধিপ । ক্রমেণৈবার্কুদং প্রাপ্তস্তত্র দৃষ্টা জলা-
শয়ম্ । স্নানং চক্রে ততঃ স্নাতো মহোজাঃ প্রত্য-
পদ্যত ॥ ৫ ॥ হৃগন্ধেন বিনিবৃত্তস্ততো দেবৈঃ
সমাবৃতঃ । উবাচ প্রহসন্ বাক্যং শৃণুধ্বং সর্ব-
দেবতাঃ ॥ ৬ ॥ যেহত্র স্নানং করিষ্যসি প্রাপ্তে
শক্ৰোচ্ছয়ে সদা । আধিনে শুক্লপকাস্তে তে
যাত্ৰাস্ত পরাং গতিম্ । সুশ্রীকাস্ত ভবিষ্যসি সদা
জন্মানজন্মান ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহোজসতীর্থপ্রভাবর্ণনঃ
নামৈকোদশস্তিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততো গচ্ছন্তুপশ্রেষ্ঠ
জম্বুতীর্থমহুতমম্ । তত্র স্নাতো নরঃ সমাগিষ্টং
কলমবাগুঘাৎ । জম্বুদ্বীপসমুখানাং তীর্থানাং মূপ-
সত্তম ॥ ১ ॥ আসীৎপুরা নির্মিত্য কত্রিয়ঃ সূর্য্য-
বংশজঃ । বয়সঃ পরিণামে স পর্যন্তং চার্কুদং
গতঃ ॥ ২ ॥ প্রায়োপবেশনং কৃত্বা স্থিতস্তত্র সমা-
ধিতঃ । অধাজম্বুদ্বীপগান্তস্ত পার্শ্বে সহস্রশঃ ॥ ৩ ॥

তেজোবৃদ্ধি অসম্ভব । অনন্তর শক্র বহু তীর্থ-
ভ্রমণান্তে অবশেষে অর্কুদাচল প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য
জলাশয়ে স্নান করিয়া মহোজা হইলেন । তাঁহার
গাত্রগন্ধ অপনৌত হইল; এবার দেবগণ তাঁহাকে
পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন । এই সময়
তিনি হাসিয়া বলিলেন,—দেবগণ শ্রবণ কর, যাহারা
আধিনের শুক্লপকাস্তে শক্ৰোচ্ছয়ে উক্ত জলা-
শয়ে স্নান করিবে, তাহারা পরম গতি লাভ করিবে
এবং জন্মে জন্মে সুশ্রী হইবে । ১—৭ ।

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৯ ।

ষষ্টিতম অধ্যায়ঃ

পুলস্ত্য কহিলেন,—হে নরবর! নর অনন্তর
জম্বুতীর্থে গমন করিবে । নরগণ ঐ তীর্থে স্নান
করিলে ইষ্ট কল লাভ করে । ঐ তীর্থ জম্বুদ্বীপ-
সমুখ তীর্থ সকলের মধ্যে উত্তম । পূর্বে নিম্ন নামে
এক সূর্য্যবংশীয় কত্রিয় রাজা ছিলেন । বয়ঃপরি-
ণামে তিনি অর্কুদাচলে গমন করিয়া সমাহতভাবে
প্রায়োপবেশন করেন । এই সময় সহস্র সহস্র

চক্রবৰ্জকথাং পূৰ্ণাং রাজবীণাং মহাশ্বনাম্ ।
 দেববীণাং পুরাণানাং তথাশ্ৰেয়াং মহাশ্বনাম্ ॥ ৪ ॥
 ততঃ কশ্চিৎকথাস্তে চ লোমশো নাম সন্মূনিঃ ।
 কীৰ্ত্তয়ামাস মহাশ্ব্যং সৰ্ব্বতীৰ্থসমুদ্ভবম্ ॥ ৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
 পার্শ্বিণো রাজশ্রিযিঃ পরমহৰ্ষনাঃ । বভূব ন কৃতং
 পূৰ্ণং যতন্তীৰ্থাবগাহনম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রোবাচ তং
 বিপ্রমশ্ব্যপাশো দ্বিজোত্তম । কশ্চিৎদৃশ্যেন চ সৰ্ষেযাং
 তীৰ্থানাং লভ্যতে ফলম্ ॥ ৭ ॥ লোমশ উবাচ ।
 দয়া মে নৃপ সজ্জাতা স্বাং দৃষ্ট্বা হুঃখিতং ভূশম্ । তীৰ্থ-
 যাত্রাক্রমে যস্মাৎ করিষ্যেহং তব প্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
 অত্রৈব চানয়িষ্যামি জম্বুদ্বীপোদ্ভবান চ সৰ্ব্বতীৰ্থানি
 যাজেস্তু মন্ত্রশক্ত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ স্নানং কুরু
 মহারাজ হে কৌভূতেষু তত্র চ । অগ্নিন্ জলাশয়ে
 পুণ্যে সত্যমেতদ্রবীৰ্যমহম্ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তা স
 বিপ্রবিক্ৰীণাং চক্রে সমাহিতঃ । ততস্তীৰ্থানি সৰ্ব্বাণি
 তত্রায়াতানি তৎক্ষণাৎ ॥ ১১ ॥ প্রত্যয়ার্থং রাজর্ষে
 জম্বুদ্বীপে ব্যজায়ত । তত্র স্নানং নৃপশ্চক্রে সৰ্ব্বতীৰ্থ-
 ময়ে ক্রবে ॥ ১২ ॥ সদেহশ্চ গতঃ স্বর্গে তীৰ্থস্নানা-
 দনন্তরম্ । ততঃ প্রভৃতি ততীৰ্থং জম্বুতীৰ্থমব্রূতম্ ॥

মুনি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পৌরাণিক, ও অস্ত্রাশ্র
 মহাশ্বাগণ ইহঁদের নিকট আগমন করিয়া ধর্মকথা
 কহিতে থাকেন । একদিন কথাস্তে লোমশ নামক
 কোন এক সন্মুনি সৰ্ব্বতীৰ্থ-সমুদ্ভব মহাশ্ব্য কীৰ্ত্তন
 করেন । হে রাজন্ ! রাজা তৎপ্রবণে হর্ষনায়মান
 হইয়া পড়িলেন ; কারণ—তিনি পূর্বে তীৰ্থাবগাহন
 করেন নাই । রাজা মুনিকে বলিলেন,—হে
 দ্বিজোত্তম ! এমন কোন উপায় আছে—যাহাতে
 সৰ্ব্ব তীৰ্থকল লব্ধ হইতে পারে ? লোমশ বলি-
 লেন,—হে নৃপ ! আপনাকে হুঃখিত দেখিয়া
 আমার অত্যন্ত দয়া হইতেছে ; তীৰ্থযাত্রার জন্ত
 আমি আপনার প্রিয়চরণ করিব । মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে
 এই স্থানেই আমি জম্বুদ্বীপোদ্ভব সমস্ত তীৰ্থকে
 আনয়ন করিব, সংশয় নাই । আপনি এই জলা-
 শয়ে একীভূত তীৰ্থসমূহে স্নান করুন । ইহা আপ-
 নাকে সত্যসত্যই বলিতোছ । বিপ্রর্ষি এই কথা
 বলিয়া সমাহিতভাবে ধ্যান করিলেন । ধ্যানমাত্র
 সমস্ত তীৰ্থই সেইস্থানে সমাগত হইল এবং
 রাজর্ষির প্রত্যয়ার্থ তৎক্ষণাৎ তথায় এক জম্বুদ্বীপ
 প্রাক্তভূত হইল । রাজা সেই সৰ্ব্বতীৰ্থময় তোয়াশয়ে
 স্নান করিলেন । তীৰ্থস্নানান্তে তিনি সশরীরে
 স্বর্গধামে উপনীত হইলেন । তখন হইতে ঐ

১৩ । কস্তাগতে রবৌ তত্র যঃ শ্রাভঃ কুরুতে নরঃ ।
 গয়ানীৰ্ষসমঃ তস্ত পুণ্যমাহর্ষহর্ষয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জম্বুতীৰ্থপ্রভাববর্ণনং নাম
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । গঙ্গাধরং ততো গচ্ছেৎ পুপুণ্যং
 বিমলোদকম্ । যেন গঙ্গা ধুতা রাজশ্রিপতন্তী
 নভস্তলাৎ ॥ ১ ॥ আহুতা দেবদেবেন অচলেশ্বর-
 রূপিণা । হরেশ রভসা রাজন্ যৎপুরা কথিতং তব ॥
 ২ ॥ তত্র যঃ কুরুতে স্নানমষ্টম্যাক সমাহিতঃ । স
 গচ্ছেৎ পরমং স্থানং দেবৈরপি সুহৃদভম্ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে গঙ্গাধরতীৰ্থমাহাশ্ব্যবর্ণনং নামৈক-
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

তীৰ্থ জম্বুতীৰ্থ নামে বিখ্যাত হইল । যেনর কস্তা-
 গতদিবাকরে ঐ তীৰ্থে স্নান করে, মহর্ষিগণ
 বলিয়াছেন, তাহার গয়ানীৰ্ষসম পুণ্যকল লাভ
 হয় । ১—১৪ ।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬০ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর পুণ্য-প্রসন্নোদকময়
 গঙ্গাধর তীৰ্থে গমন করিবে । ঐ তীৰ্থ পূর্বে
 নভস্তল হইতে গঙ্গার পতনকালীন ভাঁহাকে ধারণ
 করিয়াছিল । অচলেশ্বররূপী দেবদেব হয় ঐ
 গঙ্গাকে আস্থান করিয়াছিলেন । রাজন্ ! একথা
 আপনার নিকট পূর্বেই বলা হইয়াছে । যাহা
 ধৌক, অষ্টমীর দিন সমাহিত হইয়া যে নর ঐ
 গঙ্গাধর তীৰ্থে স্নান করে, তাহার দেবহৃদ পরম-
 পদ লব্ধ হইয়া থাকে । ১—৩ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬১ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ । ততঃ কটকেশ্বরঃ গচ্ছেন্নিকঃ
গৌরীনির্মিতম্ । তথা গজেশ্বরঃ চান্দ্রগজয়া
নির্মিতং স্বয়ম্ ॥ ১ ॥ পুরা সমভবদ্মুকুমারীয়াঃ সহ
গজয়া । সৌভাগ্যং প্রতি রাজেশ্ব ততো গৌরীভ্য-
তাবত ॥ ২ ॥ যয়া সম্পূজিতঃ শত্ৰুঃ শীঘ্রং যাস্ততি
দর্শনম্ । সা সৌভাগ্যবতী নুনমাবয়োঃ সন্তবিষ্যতি ॥
৩ ॥ এবমুক্তা ততো গজা সহরৈত্যা ত্র পর্কতে ।
লিঙ্গমবেষয়ামাস চিরকালাদবাপ সা ॥ ৪ ॥ দৃষ্ট্বা
গৌরীয়াং কটকঃ পর্কতস্ত মনোহরম্ । লিঙ্গাকারঃ
মহারাজ পূজয়ামাস সা তথা ॥ ৫ ॥ সম্যক্জ্ঞানাসমো-
পেতা ততস্ততো মহেশ্বরঃ । প্রদদৌ দর্শনং তস্তা
বরদোহস্মীতি চাত্রবী ॥ ৬ ॥ গৌরুবাচ । সাপত্না
জ্যৈষ্ঠ্যা দেব ময়া লিঙ্গং প্রকল্পিতম্ । তস্ম্যং কটে-
শ্বরাধ্যা চ লোকে চান্দ্র ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ যা নারী
পতিনা মুক্তা সপত্নীত্বঃখত্বা । অস্ত সন্দর্শনাদেব
সা ভবিষ্যতি বিজরা । সূতসৌভাগ্যসম্পন্ন্য তর্জ-
প্রাপসমা তথা । গজয়ারাধিতো দেব এবমেব বরঃ

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর গৌরীনির্মিত কট-
কেশ্বর ও গজানির্মিত গজেশ্বর লিঙ্গ নিকটে গমন
করিবে । পূর্বে গজার সহিত উমার সৌভাগ্য
লইয়া বিগ্রহ হয় । তাহাতে গৌরী বলেন,—
যৎকর্তৃক পূজিত হইয়া শত্ৰু শীঘ্র সাক্ষাদ্ভূত হই-
বেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় সৌভাগ্য-
বতী । গৌরী এই কথা কহিলে গজা সত্ত্বর সেই
পর্কতে লিঙ্গাবেষণ করিতে লাগিলেন । অনেক
াবেষণ করিয়া পরে এক লিঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন ।
এদিকে গৌরীও পর্কতের মনোহর কটকদেশই
লিঙ্গাকার অবলোকন করিয়া তৎকালে সবিশেষ
শ্রদ্ধার সহিত তাহার পূজা করিলেন । সেই পূজায়
পরিভূষ্ট মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন দানপূর্বক বল
লেন,—এই আমি বরদান করিতে আসিয়াছি ।
গৌরী কহিলেন,—দেব ! আমি সপত্নীর প্রতি
কিৰ্ঘ্য করিয়া আপনার এই লিঙ্গ কল্পনা করিয়াছি ।
অতএব এ জগতে আপনি কটকেশ্বর আখ্যায়
প্রখ্যাত হউন । যে পতিপরিভ্রাতা বা সপত্নীত্বঃখ-
ত্বখিতা নারী এই লিঙ্গ দর্শন করিবে, ইহার
দর্শনমাত্রই তাহার সর্ব সন্তাপ দূর হইবে ; সে
সূত-সৌভাগ্যবতী ও পতির প্রাপ্ততুল্যা হইবে ।

দদৌ । তস্ম্যলিঙ্গদ্বয়ং তচ্চ দ্রষ্টব্যং যদ্বজাধিপ ॥ ৯ ॥
বিশেষতঃ নারীভিঃ সপত্নীদোষহানিদম্ । সূত-
সৌভাগ্যদং নিত্যং তথাভীষ্টপ্রদং বৃণাম্ ॥ ১০ ॥
ইতি শ্রীকান্দে কটেশ্বরগজেশ্বরমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য উবাচ এতন্তে সৰ্বমাখ্যাতঃ যয়াং স্বং
গরিপুচ্ছসি । অৰ্কুদস্ত মহারাজ মহাত্ম্যঃ হি সমা-
সতঃ ॥ ১ ॥ বিস্তরেণ চ সংখ্যা স্তাদপি বর্ষশটৈরপি ।
অসংখ্যানৌহ তীর্থানি পুণ্যাস্তায়তনানি চ । পদে
পদে গৃহাণ্যেব নিশ্চিতানি মহাবিভিঃ ॥ ২ ॥ ন
ততীর্থং ন সা সিদ্ধির্ন স বৃক্ষো মহোপতে । ন সা
নদী ন দেবেশো যন্ত তজ্জাস্তি ন হিতিঃ ॥ ৩ ॥ যে
বসন্তি মহারাজ সুরমোহৰ্কুদপর্কতে । নুনং তে পুণ্য-
কৰ্ম্মাণো ন বসন্তি জিবিষ্টপে ॥ ৪ ॥ কিং তস্ত
জীবিতেনার্থঃ কিং ধনৈঃ কিং জপৈর্নৃপ । যো ন
পশুতি মন্দাত্মা সমস্তাদৰ্কুদাচলম্ ॥ ৫ ॥ অপি কৌটপতজ্জা

অনন্তর দেবদেব গজারাধিত হইয়াও এইরূপই
বর প্রদান করিয়াছিলেন । তাই উক্ত উভয়
লিঙ্গ সকলেরই দ্রষ্টব্য । বিশেষতঃ নারীগণের পক্ষে
ঐ লিঙ্গদ্বয় সপত্নী-দোষ-খণ্ডনকর সূত-সৌভাগ্যপ্রদ
নরগণের নিত্যভীষ্টদায়ক ॥ ১—১০ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

পুলস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ ! আপনি আমার
নিকট যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, এই আমি সেই
অৰ্কুদপর্কতমাহাত্ম্য সকলই সংক্ষেপে কোর্জন
করিলাম । যদি শতবর্ষ ধরিয়া বর্ণি করা যায়,
তাহা হইলে অজ্ঞাত তীর্থসমূহের ইয়ত্তা করা
যাইতে পারে । বস্তুতঃ মহাবিগণ এই অৰ্কুদে
অসংখ্য তীর্থ, অসংখ্য আয়তন, এবং পদে পদে
অসংখ্য পুণ্যভ্রম সকল নির্মাণ করিয়াছেন । এমন
তীর্থ, এমন সিদ্ধি, এমন বৃক্ষ, এমন নদী বা এমন
দেবশ্রেষ্ঠ নাই, ঐ অৰ্কুদে যাহার অধিষ্ঠান নাই ।
মহারাজ ! যাহারা সুরম্য অৰ্কুদপর্কতে বাস করেন,
সেই সকল পুণ্যকৰ্ম্ম নর নিশ্চয়ই স্বর্গবাসে সমুৎসুক
নহেন । যে মন্দাত্মা যদ্ব্য অৰ্কুদাচলস্বর সমস্ত

যে পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ । বেদজাশাণ্ডজাশাপি
হাতিজাশ জরায়ুজাঃ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্ মৃত্যু মহারাজ
নিকামাঃ কামতোহপি বা । তে যান্তি শিবসায়ুজ্যঃ
জরামরণবর্জিতম্ ॥ ৭ ॥ যশ্চৈতজ্জুঘাতিভ্যাং পুণ্যং
শ্রদ্ধাযিতঃ । অৰ্কুদন্ত মহারাজ স যাত্রাকলমমুতে ॥

৮ ॥ তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন যাত্রাং তত্র সমাচরেৎ ।
ইচ্ছেদা যুগঃ সিদ্ধিমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণে একাদশীতিসাহস্রাং
সংহিতায়াং সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে তৃতীয়ে-
হৰ্কুদখণ্ডেহৰ্কুদখণ্ডমাহাত্ম্যাকলমুতি-
বর্ণনং নাম ত্রিষষ্টি তমো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

স্থান সন্দর্শন না করে, তাহার জীবন, ধন বা
অপহোম দ্বারা কি প্রয়োজন? যে সকল কীট,
পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মৃগ—বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ
ও জয়যুজ, এ অৰ্কুদাচলে কামতঃ বা অকামতঃ
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, হে মহারাজ তাহারাও জরা
মরণবর্জিত শিবসায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকে । এট
পুরাণ শ্রদ্ধার সহিত যে নর নিতা শ্রবণ করে মহা-
রাজ ! তাহারাও অৰ্কুদযাত্রার কল লব্ধ হইয়া

থাকে । অতএব যিনি ঐহিকী ও পারলৌকিকী
আত্মসিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি সর্বপ্রযত্নে অৰ্কুদ-
পথে যাত্রা আচরণ করিবেন । ১—২ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । ৬৩ ।

প্রভাসখণ্ডে তৃতীয় অৰ্কুদখণ্ড সমাপ্ত ।

সমাপ্তমিদমৰ্কুদখণ্ডম্ ॥

প্ৰভাসখণ্ডম্ ।

দ্বারকা-মাহাত্ম্যম্ ।

প্ৰথমোহধ্যায়ঃ ।

শোনক উবাচ । কথং স্মৃত যুগে হুশ্বিন্ রৌদ্রে
বৈ কলিসংজ্ঞকে । বহুপাৰশুসঙ্কীৰ্ণে প্ৰাপ্যামো মধু-
সুদনম্ । ১ । যুগজয়ে ব্যতিক্ৰান্তে ধৰ্ম্মাচাৰপরে
সদা । প্ৰাপ্তে কলিযুগে ঘোরে ক বিষ্ণুৰ্ভগবানিতি ।
২ । স্মৃত উবাচ । দিবং যাতে মহাৰাজে নামে
দশৰথাস্বজে । হুষ্টে রাজন্তভাৱেণ পীড়িতে ধৰণী-
তলে । ৩ । দেবানাং কাৰ্য্যসিদ্ধাৰ্থং ভূভাৱহরণায়
চ । বসুদেবগৃহে সাক্ষাদাবিৰ্ভূতে জনাৰ্দ্দনে । ৪ ।
নন্দব্ৰজং গতে দেবে পুত্ৰনাশোষণে সতি । ঘাতিতে
চ ভৃগাবৰ্ত্তে শকটে পৰিবৰ্ত্তিতে । ৫ । দম্বিতে
কালিয়ে নাগে প্ৰলম্বে চ নিষুদ্বিতে । যুতে গোবৰ্দ্ধনে
শৈলে পৰিত্ৰাতে চ গোকুলে । ৬ । সুরভ্যা চাভি-
ষিক্তে তু ইন্দ্রে চ বিমদৌকতে । রাসক্ৰৌড়ায়তে
দেবে দাৱিতে কেশিদানবে । ৭ । অক্ৰুরবচনাদেবে
মথুৰায়্যাং গতে হরৌ । হতে কুবলয়াপীড় মল্লৰাজে
চ ঘাতিতে । ৮ । পশুতাং দেবদৈত্যানাং ভোজ-
ৰাজে নিপাতিতে । যদুপুৰ্ণ্যামতিষিক্ত উগ্ৰসেনে

প্ৰথম অধ্যায় ।

শোনক কহিলেন,—হে স্মৃত ! এই বহুপাৰশু-
সংকীৰ্ণ রৌদ্ৰ কলিযুগে কিরূপে মধুসুদনকে পাইব ?
সদা ধৰ্ম্মাচাৰপৰ যুগজয় অতীত হইয়া গিয়াছে,
একণে ঘোৱ কলিযুগ উপস্থিত ; এ সময় ভগবান
বিষ্ণু কোথায় ? স্মৃত কহিলেন,—দশৰথাস্বজ মহাৰাজ
রায় স্বৰ্গগমন কৰিলে পৰ ধৰণীতল হুষ্টে রাজন্ত-
ভাৱে পীড়িত হয় । তখন দেবকাৰ্য্য ও ভূভাৱহরণ
কৰিবার জন্ত ভগবান্ জনাৰ্দ্দন বসুদেবগৃহে
সাক্ষাৎ আবিৰ্ভূত হইয়া নন্দালয়ে গমন, পুত্ৰনা-
শোষণ, ভৃগাবৰ্ত্তঘাতন, শকটপৰিবৰ্ত্তন, কালিয়দমন,
প্ৰলম্ব নিষুদন, গোবৰ্দ্ধনধাৱণ, গোকুলপৰিত্ৰাণ,
সুৰভিক্ৰতাভিষেক-গ্ৰহণ, ইন্দ্রমদ-ভঞ্জন, রাস-
ক্ৰৌড়ায়তন, কেশিদানবদাৱণ, অক্ৰুরবচনে মথুৰা-
গমন, কুবলয়াপীড়-মাৱণ, মল্লৰাজঘাতন, দেবদানব

নরাধিপে । ৯ । জৱাসন্ধবলে রৌদ্ৰে যবনে চ
হতে ক্ৰিতৌ । রাজসুয়ে ক্ৰতুবরে চৈদ্যে চৈব
নিপাতিতে । ১০ । নিবৃন্তে ভাৱতে যুদ্ধে ভাৱে চ
কপিতে ভুবঃ । যাত্ৰাব্যাজসমানীতে প্ৰভাসং
যাদবে কুলে । ১১ । মদ্যপানপ্ৰসঙ্গে তু পৰস্পৰ-
বধোদ্যতে । কলচেনাতিৰৌদ্ৰেণ বিনষ্টে যাদবে
কুলে । ১২ । গাভ্ৰং সন্ত্যজ্য চাত্ৰেব গতেহনন্তে
ধৱাতলাং । অশ্বখমূলমাত্ৰিত্য সমাসীনে জনাৰ্দ্দনে ।
ব্যাধপ্ৰহাৱভিন্নাঙ্গে পৰিত্যক্তে কলেবরে । স্বধাম-
সংস্থিতে দেবে পাৰ্থে চ পুনৰাগতে । ১৪ । যদু-
পুৰ্ণ্যং প্লাবিতায়াং সাগরেণ সমস্ততঃ । শক্ৰপ্ৰস্থং
ততো গত্বা কাৱয়িত্বা হৱেৰ্গৃহম্ । ১৫ । হাপরে চ
ব্যতিক্ৰান্তে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিমিশ্ৰিতে । সস্ত্ৰাপ্তে চ মহা-
রৌদ্ৰে যুগে বৈ কলিসংজ্ঞিতে । ১৬ । কৌশমাণে চ
সন্ধৰ্ম্মে বিধৰ্ম্মে প্ৰবলে তথা । নষ্টধৰ্ম্মক্ৰিয়াযোগে
সমক্ষে ভোজৱাজ-নিপাতন, যাদবৱাজে । উগ্ৰসেন
নৃপতিৰ অভিষেকন, রৌদ্ৰ জৱাসন্ধবলেৰ শাতন,
যবননাশন, ক্ৰিতিতলে রাজসুহ-ক্ৰতুবৰপ্ৰতিষ্ঠা,
শিশুপাল-হনন ও ভাৱত ৱণ-নিবৰ্ত্তনাদি দ্বাৱা
ভূভাৱহরণান্তে যাত্ৰাচ্ছলে যদুকুলকে প্ৰভাসে
আনয়ন কৱেন ; পৰে তাহাৱা মদ্যপানে আসক্ত
হইয়া অতি ঘোৱ কলেহে পৰস্পৰেৰ বধোদ্যত
হয় এবং সকলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, অনন্তৰ
সাক্ষাৎ অনন্ত বলরাম স্বদেহ পৰিত্যাগপূৰ্ব্বক
ধৱাতল হইতে গমন কৱেন । পৰে হৱি অশ্বখ-
মূলে উপবিষ্ট ও ব্যাধবাণাঘাত্তে ভিন্নাঙ্গ হইয়া
কলেবৰ পৰিহাৱপূৰ্ব্বক ইহলোক হইতে স্বধামে
যখন গমন কৱেন, তখন অৰ্জুন প্ৰত্যাগত
হন ; অতঃপৰ সেই যদুপুৰী সমস্ততঃ সমুদ্ৰ দ্বাৱা
প্লাবিত হয় । অৰ্জুন ইন্দ্ৰপ্ৰহে যাইয়া হৱিভবন
নিৰ্দ্ধাণ কৱেন । ১—১৫ । ক্ৰমে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মমিশ্ৰিত
হাপৰযুগ অতীত হইলে মহাঘোৱ কলিযুগ প্ৰবৃত্ত
হইল । তখন সন্ধৰ্ম্ম কৌশমাণ, বিধৰ্ম্মেৰ বৃদ্ধি, ধৰ্ম্ম-
ক্ৰিয়াযোগেৰ নাশ ; বেদবাদেৰ বহিষ্কাৰ, ধৰ্ম্মেৰ

বেদবাদবহিকৃতে । একপাদে স্থিতে ধর্মে বর্ণাশ্রম-
বিবর্জিতে ॥ ১৭ ॥ অশ্বিন যুগে বিলুলিতে হ্রাসয়ো
বনচারণঃ । সমেহ্যামজয়ন্ সর্কে গর্গ্যেবনভার্গবাঃ ॥
১৮ ॥ অসিতো দেবলো ধোম্যঃ ক্রতুরুদালকস্তথা ।
এতে চান্তে ৫ বহবঃ পরম্পরমথাক্রবন্ ॥ ১৯ ॥
পশুধ্বঃ শুনয়ঃ সর্কে কলিবাণ্ডঃ দিগন্তরম্ ।
সমস্তাং পরিধাবন্তিদ্ভিষ্যভির্কাধাতে প্রজা ॥ ২০ ॥
অধর্মপরমৈঃ পুন্ড্রঃ সত্যার্জবনিরাকৃতৈঃ । কথং
স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সম্প্রাপ্যো মুনিসত্তমাঃ ॥ ২১ ॥
কো বা ভবাকৌ পততস্তারমিষাতি সঙ্গতান্ । ন
কলৌ সন্তবস্তস্ত্রিযুগো মধুসূদনঃ । তংবিনা পুণ্ড্রী-
কাক্ষঃ কথং স্তাম কলৌ যুগে ॥ ২২ ॥ তেষাং চিস্তয়-
তামেবং হুঃখিতানাং তপস্বিনাম্ । উবাচ বচনং
তত্র ঋষিরুদালকস্তথা ॥ ২৩ ॥ উদালক উবাচ ।
যাবন্ন কলিদোষেণ লিপ্যামো মুনিসত্তমাঃ । অপাপা
ব্রহ্মসদনং গচ্ছামঃ পরিসঙ্গতাঃ ॥ ২৪ ॥ পৃচ্ছামো
লোকধাতারং স্থিতং বিষ্ণু কলৌ যুগে । যদি বিষ্ণুঃ
কলৌ ন স্তাদ্ ক্রদ্রেণ ব্রহ্মণা সহ ॥ ২৫ ॥ তং বিনা
পুণ্ড্রীকাক্ষং ত্যক্ত্যামঃ স্বং কলেবরম্ । বিনা ভগ-
বতা লোকে কঃ স্থাস্তি কলৌ যুগে ॥ ২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
বচনং তন্ত ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ । সাধুসাম্প্রতি তে

একপাদমাত্রে স্থিতি ও বর্ণাশ্রমবিবর্জন হয় ।
কলিযুগের এই অবস্থা দেখিয়া বনবাসী
গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, অসিত, দেবল, ধোম্য, ক্রতু,
উদালক, ও অপরাপর অনেক ঋষি পরস্পর মিলিত
হইয়া কহিলেন,—মুনিগণ ! সকলেই দেখুন, দিগন্তর
কলিবাণ্ড হইয়াছে । ইতস্ততো ধাবমান দস্যুগণ
দ্বারা প্রজাবর্গ নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে । অধর্ম-
পরায়ণ জনগণ সত্যার্জব সাধনের অযোগ্য, সূতরাং
হে মুনিসত্তমগণ ! ইহারা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে
পাইবে কিরূপে ? এই ভবাক্ষিপিত জনগণকে
কেই বা পরিভ্রাণ করিবে ? মধুসূদন ত্রিযুগাশ্রয়ী,
সুতরাং কলিতে তদীয়াবতারের সম্ভাবনা নাই !
তবে সেই পুণ্ড্রীকাক্ষ ব্যতীত আমরাই বা থাকিব
কিরূপে ? তাহার এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে
তখন উদালক ঋষি বলিতে লাগিলেন ।
১৬—২৩ । উদালক কহিলেন,—মুনিসত্তমগণ !
আমরা যাবৎ পাপাক্রান্ত না হই, তাবৎ আসুন
নিম্পাপ আমরা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মলোকে যাইয়া
বিষ্ণু কলিযুগে থাকিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করি ;
যদি কলিযুগে ব্রহ্মরূপ সহ বিষ্ণু না থাকেন, তবে
আমরা সেই পুণ্ড্রীকাক্ষ ব্যতীত প্রাণত্যাগ করিব ;

চোকা প্রস্থিতা ব্রহ্মণোহস্তিকম্ ॥ ২৭ ॥ কথয়ন্তঃ
কথাং বিষ্ণোঃ স্বরূপমম্বর্ণনম্ । তাপসাঃ প্রযযুঃ সর্কে
সংহৃষ্টা ব্রহ্মণোহস্তিকম্ ॥ ২৮ ॥ দদৃশুস্তে তদা দেব-
মাসীনং পরমাসনৈঃ । পিতামহঃ ভূতগণৈর্মূর্ত্যমূর্ত-
রূতং তথা ॥ ২৯ ॥ দৃষ্ট্বা চতুর্মুখং দেবং দণ্ডবৎ প্রণতাঃ
কিতৌ । প্রণম্য দেবদেবং তু স্তোত্রেন তুহুবৃন্দা ॥
৩০ ॥ ঋষয় উচুঃ । নমস্তে পদ্মসমুত চতুঃক্ৰোচ্ছা-
বায় । নমস্তে সৃষ্টিকর্তে তু পিতামহ নমোহস্ত তে
৩১ ॥ এবং স্ততঃ সন্মুনিভিঃ স্প্রীতঃ কমলোত্তবঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যোভিবন্দ্যতান্ পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ৩২ ॥
ব্রহ্মোবাচ । কিমাগমনকৃত্যং বো ক্রত তব্ধেন
পুত্রকাঃ । কুশলং বো মহাভাগাঃ পুত্রশিষ্যারিবন্ধুযু ॥
৩৩ ॥ ঋষয় উচুঃ । ভবৎপ্রসাদাৎ সকলং প্রাপ্তং
নস্তপসঃ ফলম্ । যন্তবস্তং প্রপঞ্চামঃ সর্কদেবগুরুং
প্রভুযু ॥ ৩৪ ॥ শৃণ্বতৎকারণং শ্রোত্বা এতে প্রাপ্তা-
স্তবাস্তিকম্ । যুগত্রয়ে ব্যতিক্রান্তে কৃতাদিধাপরা-
হুকে ॥ ৩৫ ॥ প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরৈ ক বিষ্ণুঃ

কলিযুগে ভগবান্ ব্যতীত কে থাকিবে ? ঋষিগণ
এই কথা শুনিয়া সাধু সাধু বলিয়া ব্রহ্মসমীপে যাত্রা
করিলেন । সেই তাপসগণ বিষ্ণুর স্বরূপগুণবর্ণ-
নাম্বাক আলাপ করিতে করিতে হৃষ্টমনে ব্রহ্ম-
সদনে যাইয়া উপনীত হইলেন । দেখিলেন দেব
চতুরানন পিতামহ মূর্ত্যমূর্ত ভূতগণে পরিবেষ্টিত
হইয়া পরমাসনে সমাসীন । তাঁহাকে দেখিয়া
সেই ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে স্ততি
দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন । ২৪—৩০ । ঋষি-
গণ কহিলেন,—হে পদ্মসমুত, অক্ষয়, অব্যয়, চতুরা-
নন ! আপনাকে নমস্কার । হে সৃষ্টিকর্ত্তা ! আপ-
নাকে নমস্কার । হে পিতামহ ! আপনাকে নমস্কার ।
কমলোত্তব মুনিগণের এইরূপ স্ততিবাক্যে সন্তুষ্ট
হইয়া সেই মুনিপুঙ্গবগণকে পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা সম্মা-
নিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ।—ব্রহ্মা কহিলেন,—
বৎসগণ ! তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি ?
যথার্থ ব্যক্ত কর । হে মহাভাগগণ ! তোমাদিগের
পুত্র শিষ্য অগ্নি ও বন্ধুবর্গের কুশল তো ? ঋষিগণ
কহিলেন,—আমরা আপনার প্রসাদে সম্পূর্ণ তপ-
কল লাভ করিয়াছি, কারণ সর্কদেবগুরু প্রভু আপ-
নাকে দোষতে পাইতেছি, এই আমরা যে আপ-
নার নিকট আসিয়াছি, হে শুভবিধায়ক ! তাহার
কারণ শ্রবণ করুন । সত্য প্রভৃতি ১৬ আপরাহু
যুগত্রয় অতীত এবং ঘোর কলিযুগ উপস্থিত ;

পৃথিবীতলে। যং দৃষ্টা পরমাং মূর্তিঃ যাক্রামো মুক্ত-
বন্ধনঃ। ৩৬। অকোবাচ। মৎস্তকুর্খাদিক্রপৈশ্চ
ভগবান্ জায়তে ময়া। বিকোঃ পারমিকাঃ মূর্তিঃ
ন জানামি দ্বিজোত্তমাঃ। ৩৭। ঋষয় উচুঃ। যদি
ঋং ন বিজানাসি তাত বিকোরবাস্বিতম্। গহ্বা
প্রয়াগঃ তত্রৈব সন্তাক্যামঃ কলেবরম্। ৩৮।
অকোবাচ। মা বিবাদঃ ব্রজধ্বং ি উপদেক্যামি
বো হিতম্। ইত। ব্রজধ্বং পাতালং যত্রাস্তে
দৈত্যাসত্তমঃ। ৩৯। তং গহ্বা পরিপূচ্ছধ্বং প্রহ্লাদং
দৈত্যাসত্তমম্। স জ্ঞাস্তি হরেঃ স্থানং যাতীতথ্যেন
ভো দ্বিজাঃ। ৪০। তচ্ছূহা বচনং তস্ত ব্রজধ্বং
পরমাস্তনঃ। প্রপিপত্য চ দেবেশঃ প্রস্থিতাস্তে
তপোধনঃ। ৪১। জঘুঃ সংহৃষ্টমনসঃ স্ববস্তো
দৈত্যাসত্তমম্। ধন্তঃ স দৈত্যরাজোহয়ং যো
জ্ঞানান্তি জনার্দনম্। ৪২। ইতি সঙ্কল্পয়ানাস্তে
প্রাপ্তা বৈ সূতলং দ্বিজাঃ। ৪৩। গহ্বা তে তস্ত
নগরং বিবিশুর্ভবনোত্তমম্। দূরাদেব স তান দৃষ্টা
বলিবৈরোচনিস্তদা। প্রত্যাখ্যাইয়াক্রমে প্রহ্লাদেন
সমধিতঃ। ৪৪। মধুপর্কঞ্চ গাটৈব দধা চার্ঘ্যং

তথৈব চ। উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূহা প্রহৃষ্টেনাস্তরাস্তন।
৪৫। ঋগতং বো মহাভাগাঃ সূবৃষ্টা ব্রজনৌ মম।
ভবতো যৎপ্রপঞ্জামি ক্রত কিং করবাণি চ। ৪৬।
এবং হি দৈত্যরাজেন সংকৃতাস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
উচুঃ প্রহৃষ্টমনসো দানবেশ্বসুতঃ তদা। ৪৭। ঋষয়
হুঃ। কার্ধ্যার্থনস্ত সম্প্রাপ্তাঃ প্রহ্লাদ হরিবল্লভ।
তদস্মাকং, মহাবাহো ভবাংস্তাতা ভবার্ণবাৎ।
৪৮। কথং দৈত্য যুগে হস্মিন্ রৌদ্রে বৈ কলি-
সংক্রমে। ভবিষ্যামো বিনা বিষ্ণুং ভীতানামভয়-
প্রদম্। ৪৯। অস্মিন যুগে অধর্ম্মেণ জিতো ধর্ম্মঃ
সনাতনঃ। অনুতেন জিতং সত্যং বিপ্রাশ্চ বৃষলৈ-
র্জিতাঃ। ৫০। বিটৌর্জিতা বেদমার্গাঃ স্ত্রীভিশ্চ
পুরুষা জিতাঃ। ব্রাহ্মণাশ্চাপি বধ্যাস্তে স্নেহরাজস্ত-
রূপিভিঃ। ৫১। অস্মিন দিল্লিতপ্রায়ে বর্ণাশ্রম-
বিবার্জিতে। অবিনুশ্চ বেদমার্গে ক বিষ্ণুর্ভগবা-
নিতি। ৫২। বিনা জ্ঞানাদিনা ধ্যানাদিনা চোশ্রয়-
নিগ্রহাৎ। প্রাপ্যতে ভগবান্ যত্র তদুৎকৃষ্টং কথয়-
নঃ। ৫২। দৈত্যরাজ ইমস্মাকং সূহৃদমার্গপ্রদর্শকঃ।

একুণ্ডে ভূতলে বিষ্ণু কোথায়?—ঐহাকে
দেখিয়া আমরা মুক্তবন্ধন হইব। ব্রহ্মা কহি-
লেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবান্ মৎস্ত কুর্খাদি-
রূপে অবতার গ্রহণ করেন, ইহা আমি জানি;
কিন্তু সেই বিষ্ণুর কোনও পরম মূর্তি কল্পিত
আছে কিনা, তাহা আমি জানি না। ঋষিগণ কহি-
লেন,—হে তাত! বিষ্ণুর স্থিতি সম্বন্ধে আপনি
যদি না জানেন, তবে যাই প্রয়াগে গিয়া কলেবর
পরিত্যাগ করি। ব্রহ্মা কহিলেন,—তোমরা বিযা-
দিত হইও না, আমি হিত উপদেশ কহিতেছি;
এখান হইতে পাতালে, যেখানে দৈত্যাসত্তম প্রহ্লাদ
আছেন, তোমরা তথায় যাইয়া ঐহাকে জিজ্ঞাসা
কর, হে দ্বিজগণ! তিনি হরিস্থিতি বিষয়ে যথার্থ
সমস্তই জানেন। ৩১—৪০। পরমাত্মা ব্রহ্মার এই
কথা শুনিয়া সেই তপোধনগণ দেবেশকে প্রণাম-
পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐহারা
পথে যাইতে যাইতে দৈত্যাসত্তম প্রহ্লাদের প্রশংসা
করিতে লাগিলেন যে, সেই দৈত্যরাজ ধন্ত! যিনি
জনার্দনের সন্ধান জানেন। সেই দ্বিজগণ এই
কথা ভাবিতে ভাবিতে সূতলে যাইয়া বলিনগরে
বলিভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরোচননন্দন বলি
ঐহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াই প্রহ্লাদের সহিত

প্রত্যাখানপূর্ব্বক মধুপর্ক গো অর্ঘ্যাদি দ্বারা ঐহা-
দিগের অর্চনা করিলেন এবং প্রহৃষ্টচিত্তে কহি-
লেন,—হে মহাভাগগণ! আপনাদিগের সূখে
আগমন হইয়াছে তো? আজি আমার সুখভাত!
—কারণ আপনাদিগের দর্শন পাইলাম! বলুন, কি
করিব? সেই দ্বিজোত্তমগণ, দৈত্যরাজ কর্তৃক এই-
রূপে সংকৃত হইয়া প্রহৃষ্টমনে তখন সেই দানবেশ্ব-
নন্দন প্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন। ৪১—৪৭।
ঋষিগণ কহিলেন,—হে হরিবল্লভ মহাবাহো প্রহ্লাদ!
আমরা কোন কস্মোদ্দেশে আসিয়াছি, অতএব
আপনি আমাদিগের ভবার্ণবজ্ঞাতা হউন। হে দৈত্য!
এই রৌদ্র কলিযুগে ভীতান্তরদ বিষ্ণু ব্যতীত আমরা
কিরূপে থাকিব? এই যুগে অধর্ম্ম দ্বারা সনাতনধর্ম্ম,
অনুত দ্বারা সত্য, বৃষলগণ দ্বারা বিপ্রবর্গ, বিটগণ
দ্বারা বেদমার্গ এবং নারীগণ দ্বারা পুরুষবর্গ নির্জিত
হইয়াছে! স্নেহরূপী রাজস্তগণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণও
পীড়িত হইতেছেন। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিবার্জিত
ও বিপর্য্যস্তভাবাপন্ন কলিযুগে বেদমার্গ লুপ্তপ্রায়
হইয়াছে; এ যুগে ভগবান্ বিষ্ণু কোথায় থাকি-
বেন? যেখানে বিনাধ্যানে, বিনাজ্ঞানে, ও ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহ-বিহনে সেই ভগবানকে পাওয়া যায়? সেই
কথা আমাদিগকে বলুন। হে দৈত্যরাজ!

কথয়ত্ব মহাভাগ যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ । ৫৪ । এবং
স বিজমুখ্যেচ্চ সংপূঠো দৈত্যসত্তমঃ । প্রণম্য
ব্রাহ্মণান্ সৰ্বান ভক্ত্যা সংহৃষ্টমানসঃ । ৫৫ । স নম-
স্কৃত্য দেবেভ্যো ব্রহ্মণে পরমাত্মনে । ভগবন্তক্তি-
যুক্তঃ সন্ ব্যাহৰ্জুপচক্রে ॥ ৫৬ ॥

ইতি ঋকান্দে মহাপুরাণ একাশীতি সাহস্রাঃ
সংহিতায়াং সপ্তমং প্রভাসখণ্ডে চতুর্থে দ্বারকা-
মাহাত্ম্যে কলিতীতমহর্ষিভির্নববচনাৎ
প্রহ্লাদসারথৌ কলিযুগে ভগবৎ-
হিতবিষয়েপ্রব্রজকরণবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । সৰ্বেষামপি ভূতানাং দৈত্য-
দানবরক্ষসাম্ । ভবন্তো বৈ পূজ্যতমা দেবাদীনাং
ভূধেব চ ॥ ১ ॥ অহুজ্জয়া তু যুস্মাকং প্রসাদাৎ
কেশবস্ত হি । অধিষ্ঠানং ভগবতঃ কথয়ামি নিবো-
ধত ॥ ২ ॥ পশ্চিমস্ত সমুদ্রস্ত তীরমাব্রিত্য তিষ্ঠতি ।
কুশলীতি য়া পূৰ্ব্বঃ কুশেন স্থাপিতা পুরী ॥ ৩ ॥
বহতে গোমতী যত্র সাগরেণ সমস্ততঃ । দ্বার-
বতীতি সা বিপ্রা আনর্ভেবু প্রকীর্তিতা ॥ ৪ ॥ তস্তাঃ

বসতি বিশ্বাত্মা সৰ্বকামপ্রদো হরিঃ । কলাবোভূশ-
সংযুক্তো মূর্তিষাদশকাবিতঃ ৫ । তদেব পরমং
ধাম তদেব পরমং পদম্ । দ্বারকা সা চ বৈ ধাত্মা
যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ৬ । যত্র কৃষ্ণচতুর্ভাঃ শব্দ-
চক্রগদাধরঃ । নরা মুক্তিং প্রযাত্তি তত্র গতা
কলৌ যুগে ৭ । তদ্রূপা বচনং তস্ত প্রহ্লাদস্ত
মহাত্মনঃ । বিশ্বাবিষ্টমনস্তমুচ্যুর্নিসত্তমাঃ ৮ ।
ঋষয় উচুঃ । কথং যত্নকূলে যাতে ভারে চোপহৃতে
ভুবঃ । প্রভাসে যাদবশ্রেষ্ঠঃ স্বস্থানমগমচ্ছরিঃ ৯ ।
দ্বারাবত্যাঃ প্রাবিতায়াং সমস্তাঃ সাগরেণ হি ।
কথং স ভগবাঃস্তত্র কলৌ দৈত্য প্রকীর্তাতে ১০ ।
কথয়ত্বাসুতশ্রেষ্ঠ কথং বিশ্বহীতলে । হিতশ্চানর্ভ-
বিষয় এতদ্বিস্তরতো বদ ১১ । প্রহ্লাদ উবাচ ।
উগ্রসেনে নরপতৌ প্রশাসতি বশুদ্রায়াম্ । কৃষ্ণো
যত্নপুরীমেতাং শোভামাস সৰ্বতঃ ১২ । রামাণে
রমানাথে রামাভিরমণে হরে । একদা তু সমাসীনে
সভায়াং যত্নসত্তমে ১৩ । কথাতিঃ ক্রিয়মাণাভি-

যেখানে গোমতী নদী প্রবাহিত হইয়া সাগর সহ
মিলিত হইয়াছে, আনর্ভদেশান্তর্গত সেই স্থান
দ্বারবতী নামে প্রসিদ্ধ । সেই পুরীতে বিশ্বাত্মা
সৰ্বকামদাতা বোভূশকলাযুক্ত দ্বাদশমূর্তিসমবিত
হইয়া বাস করেন । উহাই পরম ধাম এবং উহাই
পরম পদ ; আর যেখানে মধুসূদন বাস করেন,
সেই দ্বারকাই ধাত্মা ! যেখানে কৃষ্ণ শব্দ-চক্র-গদা-
পদ্মবর চতুর্ভূজরূপে বিরাজমান, কলিযুগে নরগণ
সেখানে গমনে মুক্তিভাজন হইবে । মহাত্মা প্রহ্লা-
দের এই কথা শুনিয়া মুনিসত্তমগণ বিশ্বাবিষ্টচিত্তে
তাঁহাকে কহিলেন—প্রভাসে যত্নকূলের ঋষ এবং
ভূভার অপনীত হইলে যাদবশ্রেষ্ঠ হরি স্বস্থানে
গমন করেন । তার পর দ্বারবতী নগরী সমুদ্র দ্বারা
সমস্ততঃ প্রাবিত হয় । হে দৈত্য ! তবে কলিকালে
ভগবান্ সেখানে আছেন, একি রূপ কথা হইল ।
হে অনুরবর ! বিষ্ণু কি প্রকারে মহীতলে আনর্ভ-
দেশে অবস্থান করিলেন, ইহা আমাদিগকে
গবিস্তরে বলুন । ১—১১ । প্রহ্লাদ কহিলেন,—
উগ্রসেনে রাজার বশুমতীশাসন কালে কৃষ্ণ
এই মহাপুরীকে সৰ্ব্বথা শোভাসমায়ুক্ত করেন ।
একদা যত্নসত্তম রামাভিরাম রমানাথ সভায়
সমাসীন হইয়া বিবিধ বিচিত্র আলাপে রমমাণ
রহিয়াছেন, এমন সময় উক্ত সেই যত্নদমনকে

আপনি আমাদিগের সুহৃদরূপে সংপথ প্রদর্শন
করুন ; হে মহাভাগ ! কেশব যেখানে থাকিবেন,
তাঁহা আমাদিগকে বলুন । দৈত্যসত্তম প্রহ্লাদ
সেই বিজবরগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া
তাঁহাদের সকলকেই ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্বক
হৃষ্টমনে দেবগণকে ও পরমাত্মাকে প্রণামান্তে ভগ-
বন্তক্তিযুক্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৮—৫৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—আপনারা দেব দৈত্য দানব
রাক্ষসাদি সৰ্বভূতেরই পূজার্ত ; অতএব আপনা-
দিগের অহুজ্জয় ও কেশবের প্রসাদে আমি
ভগবদধিষ্ঠান স্থান কহিতেছি ; আপনারা অবধান
করুন । হে বিপ্রগণ ! পশ্চিম সাগরের তীরে পূর্বে
কুশরাজপ্রতিষ্ঠিত কুশলী নামে যে পুরী আছে,

খিচিডাভিন্নেনকথা । উক্তবঃ কথয়ামাস প্রচ্যবঃ
যদুনন্দনম্ ॥ ১৪ ॥ যাড্রায়ামহুসম্প্রাপ্তঃ তুর্কাসসম-
কল্পবম্ । স্থিতং তং গোমতীতীরে চক্রতীর্থসমী-
পতঃ ॥ ১৫ ॥ তচ্ছ্রুত্বা সহসোখায় ভগবান্ কঙ্কিণী-
গৃহম্ । জগাম হৃষ্টমনসা বিশ্বশক্তিরধোকজঃ ॥ ১৬ ॥
আগত্যোবাচ বৈদভীঃ সম্প্রাপ্তমুখিসন্তমম্ । তপো-
নিধুঁতপাণ্যায়মজিগুজো মহাতপাঃ ॥ ১৭ ॥ আতি-
থ্যোনার্চিতো বিপ্রো দাক্ষতে চ মনোদয়ম্ । গৃহিণী
ন গৃহে যন্ত সৎপাজাগমনঃ বুধা ॥ ১৮ ॥ তন্ত দেবা
ন গৃহান্তি পিতরশ্চ তথোদকম্ । তদাগচ্ছ
গচ্ছামো নিমন্তয়িতুমজিগম ॥ ১৯ ॥ তথৈতু্যক্তা তু
সা দেবী রথমাক্রুহে সতী । রথমাক্রুহ দেবেশো
কঙ্কিণ্যা সহিতো हरिः । জগাম তত্র যত্রাস্তে তুর্কাসা
মুনিসন্তমঃ ॥ ২০ ॥ দৃষ্ট্বা জলন্তং তপসা কুলে নদ-
নদীপতেঃ । কাপালিকস্ত পুরতঃ স্নানাতঃ বর-
শীকরৈঃ ॥ ২১ ॥ প্রণম্য ভগবান ভক্ত্যা পপ্রচ্ছানাময়ং
ততঃ । পশ্চাদ্বিদর্ভভনয়া কঙ্কিণী প্রণম্য তম্ ॥ ২২ ॥
তুর্কাসাশ্চাপি ভৌ দৃষ্ট্বা দর্শনার্থমুপাগতো । পপ্রচ্ছ
কুশলং তত্র আগতেনাভিনন্দ্য চ ॥ ২৩ ॥ তুর্কাসা

উবাচ । কুশলং কৃষ্ণ সর্বত্র কুত্র বাসন্তবানু ।
কতি দার্য্য বনাপত্যমেতদ্বিস্তরতো বদ ॥ ২৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । সমুদ্রেণ প্রদত্তা মে ভূমির্দ্বাদশ-
যোজনম্ । তস্তাঃ নিবসতো ব্রহ্মন্ পুরী হেমময়ী
মম ॥ ২৫ ॥ প্রাসাদান্তত্র সৌবর্ণা নবলক্ষাণি
সখ্যা । তস্তাঃ বসামি সংহৃষ্টম্ প্রসাদাৎ সুনির্ভয়ঃ ॥
২৬ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্ত বিশ্বয়াবিস্টেমানসঃ ।
প্রত্নবাচ স তুর্কাসাঃ প্রহস্ত মধুহৃদনম্ ॥ ২৭ ॥ বসন্তি
তাবকা যে চ তেষাং সংখ্যা বদন্ত ভোঃ । যাবত্যশ্চ
মহিব্যস্তে পুত্রাঃ পরিজনান্তথা ॥ ২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ
উবাচ । ব্রহ্মন্ বোড়শসাহস্রং ভার্ঘ্যাশ্চাষ্টাধিকা মম ।
তাসাং মধ্যে, হতীষ্টতমা বিদর্ভাধিপতেঃ সূতা ॥ ২৯ ॥
একেকস্তা দশ সূতাঃ কস্তা চৈকো তথা যুনে । বট-
পঞ্চাশদ্যদুনাং তু কোট্যাঃ পরিজনো মম ॥ ৩০ ॥
শেবাঃ প্রকৃতযো ব্রহ্মস্তুেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ।
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস কিমেতদिति বিস্মিতঃ ॥ ৩১ ॥
অহো হনন্তবীর্ণ্যস্ত মায়ামাত্রিত্য তিষ্ঠতঃ । অনস্তা
সর্বকর্ষুহে প্রবৃতির্দৃষ্টতামিষম্ ॥ ৩২ ॥ তুর্কাসা
উবাচ । আগতং তে মহাবাহো ক্রহি কিং করবাণি-

একটা সংবাদ নিবেদন করিলেন যে, অকল্প
তুর্কাসা ঋষি তীর্থযাত্রাক্রমে আসিয়া গোমতী-
তীরে চক্রতীর্থসমীপে অবস্থান করিতেছেন ।
বিশ্বশক্তি ভগবান্ অধোকজ এই কথা শুনিয়া
হৃষ্টমনে সহসা গাছোথানপূর্বক কঙ্কিণীভবনে
গমন করিলেন, এবং কঙ্কিণীকে কহিলেন যে, অত্রি-
পুত্র তপোনিধুঁতকন্যম মহাতপা ঋষিসন্তম তুর্কাসা
আসিয়াছেন, সেই বিপ্র আতিথ্যবিধানে অর্চিত
হইলে মহোদয় প্রদান করিবেন । যাহার গৃহে
গৃহিণী নাই, তাহার ভবনে সৎপাত্রের আগমনও
বুধা ; দেব পিতৃগণ তাহার জলগ্রহণ করেন না ।
অতএব আইস যাই, সেই অতিনন্দনকে নিমন্ত্রণ
করি গিয়া । সতী কঙ্কিণীদেবী তাহাই হউক,
বলিয়া রথারোহণ করিলেন । পরে দেবেশ हरिঃ
রথারোহণে কঙ্কিণী সহ যাইয়া যথায় মুনিবর তুর্কাসা
ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন,—
তুর্কাসা সাগরতীরে স্নানত ও তপঃপ্রজলিত-কায়ে
কাপালিকের পুরোভাগে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । ভগ-
বান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম-
পূর্বক অনাময় প্রণম করিলেন, তারপর বিদর্ভনন্দিনী
কঙ্কিণীও তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন । মুনিবর
তুর্কাসাও দর্শনার্থ সমাগত কৃষ্ণ-কঙ্কিণীকে বিলোক-

নাশ্চে স্বাগতাভিনন্দনপূর্বক কুশল প্রণম করিলেন ।
১২-২৩।—কৃষ্ণ ! তোমার সর্বত্র কুশল ভো ? অধুনা
তোমার নিবাস কোথায় ? কয়টি পুত্র ?—স্বা, ধন,
—এ সকল সবিস্তারে বল । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
সমুদ্র আমাকে দ্বাদশযোজন ভূমি দিয়াছেন ;
আমি তন্মধ্যে বাস করি । ব্রহ্মন্ ! আমার পুরী-
স্বর্ণময়ী । তাহাতে নয় লক্ষ সৌবর্ণ প্রাসাদ আছে ।
আমি আপনার প্রসাদে তাহাতে সংহৃষ্টমুখে সুনি-
র্ভয়ে বাস করি । ইহা শুনিয়া মহর্ষি তুর্কাসা বিশ্বয়াবিস্ট
চিত্তে সূতাস্তে কহিলেন,—ওহে ! তোমার ওখানে
যে সমস্ত লোকজন, যতগুলি পুত্র-পরিজন আছে,
তাহাদের কথা বল । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রহ্মন্ !
আমার ভার্ঘ্যা অষ্টাধিক বোড়শ সহস্র ; তন্মধ্যে
এই বিদর্ভাধিপ-নন্দিনীই প্রেমসী । যুনে ! এক এক
ভার্ঘ্যের দশ দশটি পুত্র ও একএকটি করিয়া কস্তা ।
বটপঞ্চাশৎকোটি যৎবংশ আমার পরিজন । ব্রহ্মন্ !
এতস্তির প্রজা লোকজন যা আছে, তাহার সংখ্যা
করা যায় না । ইহা শুনিয়া তুর্কাসা বিস্মিতমনে চিন্তা
করিলেন যে, অহো ! অনন্তবীর্ণ্য ভগবান্ মায়াকে
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, পরন্তু এই দেখ, সর্ব-
ত্রই ইহার অনস্তা প্রবৃতি । অনন্তর তুর্কাসা কহিলেন,
হে মহাবাহো । তোমার স্বাগত, বল তোমার কি

তে। দর্শনেন স্বদোয়েন ঐতিমেতি চ মে মনঃ।
৩৩। ঐকৃষ্ণ উবাচ। যদি প্রসন্নো ভগবন্তদা-
গচ্ছস্ব মে গৃহম্। শিরসা ধার্য্য পাদাশু সযাস্তামি
পবিত্রতাম্। ৩৪। হৃদ্রাসা উবাচ। অক্ষমাসার-
সর্ষস্ব কিং মাং নয়সি মাধব। নয় মাং যদি মহাকাং
করোষি সহ ভার্য্যা। ৩৫। প্রহ্লাদ উবাচ। এব-
মব্ধিতি চোক্ষা স প্রস্থিতঃ স্বরথেন হি। তং দৃষ্ট্বা
প্রস্থিতঃ বিষ্ণুঃ প্রহস্তোবাচ তৎসয়ন্। ৩৬। হৃদ্রাসা
উবাচ। হৃদ্রাসসং ন জানাসি মুঞ্চ্যমানং হ্যসন্তমান।
স্বক ভার্য্যা তথা চেয়ঃ বহন্তঃ স্বরথেন মাং। ৩৭।
ঐকৃষ্ণ উবাচ। ভগবন্ যথা প্রববৌষি বিপ্র কতীঅ
তত্তথা। অয়া কৃপালুনা ব্রহ্মন্ পারিতোহহং সবা-
হবঃ। ৩৮। প্রহ্লাদ উবাচ। তৌ তথা ঋষি-
বর্ধোহসৌ যুক্তাঃ দেবৌ রথে স্বক। তথৈব
পুণ্ডরীকাকং যাহি যাহৌত্যাভাবত। ৩৯। তং দৃষ্ট্বা
দেবতাঃ সর্ষা বহমানঃ রথং হরিম্। সাধুসাধ্বতি
ভাবন্ত উচুঃ সর্ষে পরম্পরম্। ৪০। অহো ব্রহ্মণ্য-
দেবস্ত পরাং ভক্তিং প্রপশ্বত। স্বক্ষে কৃদা ধুর-
যো হি বহতে ভার্য্যা সহ। ৪১। বিকোধ্যমাণঃ

করিব। তোমার দর্শনেই আমার মন
ঐতিলাভ করিয়াছে। ঐকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্!
যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমার গৃহে আগমন
করুন, আপনার পাদাশু শিরে ধারণ করিয়া পবি-
ত্রতা লাভ করি। হৃদ্রাসা কহিলেন,—মাধব!
অক্ষমাই আমার সারসর্ষস্ব। আমাকে কেন নিতে
চাও? যদি ভার্য্যার সহিত আমার বাক্য পালন
করিতে পার, তবে লইয়া চল। ২৪-৩৫। প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—কৃষ্ণ “তাহাই হইবে” বলিয়া স্বরথে গমনো-
দ্যত হইলেন; তাহা দেখিয়া হৃদ্রাসা সহাস্তে ৩৬-
৩৭। সন্য সহকারে কহিলেন,—হৃদ্রাসাকে জান না?
এই সদবক্তাকে মোচন করিয়া দেও। তুমি ও
তোমার এই ভার্য্যা—হুজনে তোমাদের এই রথে
করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চল। ঐকৃষ্ণ কহি-
লেন,—ভগবন্! যাহা বলিবেন, আমি তাহাই
করিব। ব্রহ্মন্! কৃপালু আপনি আনাকে
সবাহবে পরিভ্রাণ করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—
ঋষিবর্ধ হৃদ্রাসা “দেবৌ কৃষ্ণী ও পুণ্ডরীকাক কৃষ্ণকে
রথে যোজন করিয়া যাও যাও” বলিতে লাগি-
লেন। দেবগণ হরিকে রথ বহন করিতে দেখিয়া
‘সাধু সাধু’ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো
ব্রহ্মণ্যদেবের পরমা ভক্তি দর্শন কর,—যিনি ভার্য্যার

কুসুমৈঃ সুরসৈজ্যর্জুনান্দিনঃ। জগাম স রথং গৃহ
সভার্য্যো দ্বারকাং প্রতি। ৪২। উচ্চমানে রথে
তস্মিন্ কাক্ষণী তৃষিতাভবৎ। উবাচ কৃষ্ণঃ বৈদভী
শ্রমবাকুললোচনা। ৪৩। শ্রান্তা ভার্য্যারিক্রিষ্টা
বহতী কোপনং দ্বিজম্। পার্য্যিস্তোদকং কাস্ত নয়
মাং মন্দিরং স্বকম্। ৪৪। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তন্তাঃ
পাদাক্রান্ত্যা ধরাতলাৎ আনয়ামাস ভগবান্
গঙ্গাং ত্রিপথগাং শুভাম্। ৪৫। তদৃষ্ট্বা নির্মলং
শীতং সুগন্ধং পাবনং তথা। পপৌ পিপাসিতা
দেবী কাক্ষণী জাহ্নবীজলম্। ৪৬। শীতং তয়া
জলং দৃষ্ট্বা চুকেপ ঋষিসন্তমঃ। জজ্ঞাল জলনপ্রথ্যঃ
শশাপ পরমেশ্বরাম্। ৪৭। হৃদ্রাসা উবাচ। মাম-
পৃষ্ট্বা জলং যস্মাৎ শীতবত্যাং কাক্ষণি। তস্মাৎ
পানরতা নিত্যাং ভবিষ্যাস ন সংশয়ঃ। ৪৮।
অবিযুক্তা রথাদ্ যস্মায়ামপৃষ্ট্বা জলং অয়া। শীতং
তস্মাচ্চ কৃষ্ণেন বিযুক্তা ত্বং ভবিষ্যসি। ৪৯।
প্রহ্লাদ উবাচ। এতাবতুক্ষা বচনং ক্রোধসংরক্ত-
লোচনঃ পরিভ্রাজা রথং বিপ্রো ভূমাবেবাবতি-

সহিত স্বক্ষে ধুর ধারণ করিয়া মূনিবরকে বহন
করিতেছেন। এই বলিয়া সুরগণ—সেই ভার্য্যার
সহিত রথবহনপূর্বক দ্বারকাভিমুখে প্রস্থিত ঐকৃষ্ণো-
পরি কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিম্বদন্ত রথ-
বহনের পর কাক্ষণী তৃষিতা হইয়া পড়িলেন। সেই
কোপন ব্রাহ্মণের বহননিমিত্ত শ্রান্তা ও ভার্য্যারী
কাক্ষণী শ্রমবাকুললোচনে কৃষ্ণকে কহিলেন,—
কাস্ত! আমাকে একটু জল পান করাইয়া পরে
নিজ মন্দিরে লইয়া চল। ভগবান্ ইহা
শুনিয়া পাদাক্রমণে ধরাতল হইতে ত্রিপথগা
শুভা গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন। পিপাসিতা
কাক্ষণী দেবী ইহা দেখিয়া সেই নির্মল শীতল
সুগন্ধ পাবন জাহ্নবীজল পান করিলেন। তদ-
র্শনে ঋষিসন্তম হৃদ্রাসা কুপিত হইলেন; তিনি
বোপে প্রজ্বলিত হইয়া সেই পরমেশ্বরকে শাপ
দিলেন। হৃদ্রাসা কহিলেন,—কাক্ষণি! যেহেতু
তুম আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জল পান করি-
য়াছ, এজন্ত তুম নিয়ত পানরত হইবে; সংশয়
নাই। আর তুমি রথ হইতে বিযুক্ত না হইয়াই
আমাকে না বলিয়া জল পান করিয়াছ এ নিমিত্ত কৃষ্ণ-
সহ তোমার বিয়োগ ঘটবে। ৩৬—৪৯। প্রহ্লাদ
কহিলেন,—সেই বিপ্র, এই বলিয়া ক্রোধসংরক্ত-
লোচনে রথ পরিহার করিয়া ভূমিতে অবতরণ

ঠতি । ৫০ । এবং শপ্তা তদা দেবী করোদাতীব
বিহ্বলা । উবাচ কৃষ্ণঃ কৰুণঃ কথং স্বাস্তে স্বয়া
বিনা । ৫১ । ক্রীকৃষ্ণ উবাচ । আয়াস্তে প্রত্যহঃ
দেবি দিকালঃ ভবনঃ ভব । যো মাং পশুতি
চাক্ষুঃ স স্বামেব প্রপশুতি । ৫২ । মাং হি দৃষ্ট্বা
নরো যন্ত স্বাং ন পশুতি ভক্তিতঃ । অৰ্দ্ধং
যাজ্ঞিকলং তন্ত ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৬০ ।
আশাস্ত চ প্রিয়ামেবং ব্রাহ্মণঃ যত্নন্দনঃ । ততঃ
প্রসাদয়ামাস তুর্কাসসমকল্মষম্ । ৫৪ । বাহো-
পবনমধ্যে তু পূজয়ামাস তং তথা । অবনিজ্য স্বয়ং
পাদৌ বিপ্রপাদাবনেজনম্ । ধারয়ামাস শিরসা
জগতঃ পাবনো हरिः । ৫৫ । দর্শাধ্যং গাঞ্চ
বিপ্রায় মধুপৰ্কং স ভক্তিতঃ । বিধিবভোজয়ামাস
যত্নেন দ্বিজোত্তমম্ । ৫৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে তুর্কাসোদন্তকৃষ্ণীশাপবৃন্তান্ত-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ । ২ ।

করিলেন । দেবী কৃষ্ণী তখন এইরূপ অভিশপ্তা
হইয়া বিহ্বলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন । আর
সকলকণ ভাবে কহিলেন,—তোমাড়িনা! থাকিব
কেমনে? ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—দেবি! আমি প্রত্যহ
দুঃবেলা তোমার ভবনে আসিব । এখানে আমাকে
যে দেখিবে, সে তোমাকেও দেখিবে; যে মানব
আমাকে দেখিয়া তোমায় দর্শন নাকরিবে, নিশ্চয়ই
তাহার অর্দ্ধযাজ্ঞিকল লাভ হইবে । যত্নন্দন কৃষ্ণ
এইভাবে প্রিয়াকে আশ্বাসিত করিয়া পরে অকল্মষ
ব্রাহ্মণ তুর্কাসাকে প্রসাদিত করিলেন । তাঁহাকে
বহুরুপবনে যথাযোগ্য অর্চনা করিলেন । জগৎ-
পাবন हरि স্বয়ং সেই বিপ্রের পাদপ্রক্ষালন করিয়া
পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন । ভক্তিপূৰ্ব্বক
অর্ঘ্য মধুপৰ্ক-গো সেই বিপ্রকে নিবেদন করিলেন ।
অন্তঃপর ছয়রস দ্বারা সেই দ্বিজোত্তমকে যথাবিধি
ভাজন করাইলেন । ৫০—৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্ত কৃক্সামিত-
তেজসঃ । মহিমা যদয়ং নৈব মুখা চক্রে মুনের্জিহ ।
১ । তেন চক্রে ন রোষং স সেতুপালো জনাৰ্দ্দনঃ ।
ভৃগোর্ধ্বচরণাঘাতং দধার হৃদি লাহনম্ । ২ ।
স তু দেবী কথং তেন প্রেয়সা বিপ্রযোজিতা ।
একাকিনী হিতা তত্র কথ্যতামসুরেশ্বর । ৩ ।
উৎকণ্ঠিতা অতি বয়ং শ্রোতুং দ্বারবতীং মুদা ।
ইদমাদৌ বুভুৎসামশ্চিত্তখেদাপহুতয়ে । ৪ । প্রহ্লাদ
উবাচ । ঋয়তামুষয়ঃ সর্বে গদতো মম বিস্তরাৎ ।
যথা শাপোদ্রবং ক্ৰুংখং মুমোচ हरিবল্লভা । ৫ । অথ
তুর্কাসসঃ শাপমবাপ্যাক্রুদ্ধঃ তদা । যাদবেল্লগুহী
গৃহীণী সহসা পর্যদেবয়ৎ । ৬ । কৃষ্ণীণ্যবাচ ।
কল্যাণী বত বাণীয়ং লৌকিকৌ সংবিভাব্যতে । কুপকে
চৈব সিদ্ধৌ চ প্রমাণাদাধিকং জলম্ । ৭ । যা
সাহং ভূরিভাগ্যা বৈ প্রাপ্য নাথং জগৎপতিম্ ।
ইয়মেকাকিনী জাতা পোলস্ত্যাদেবহেলনাৎ । ৮ ।
ক মঙ্গলালয়ঃ শ্রীমাননবদ্যন্তুণো हरিঃ । অল্পপুণ্যা

তৃতীয় অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—অহো! ব্রহ্মণ্যদেব অমিত-
তেজা কৃষ্ণের কি মহিমা! যেহেতু ইনি কোনমতেই
মুনীবাচ্য মিথ্যা করেন নাই । যিনি হৃদয়ে ভৃগু-
পদাঘাতচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, সেই জনাৰ্দ্দন ধর্ম-
সেতুপালক, বলিয়াই ক্রুদ্ধ হন নাই । পরন্তু হে অনু-
রেশ্বর! সেই দেবী কৃষ্ণীণী প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়া
একাকিনী কিরূপে তথায় অবস্থান করিলেন? ইহা
আপনি বলুন । আমরা দ্বারবতীবৃন্তান্ত শ্রবণার্থ অত্যন্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়াছি । কিন্তু প্রথমতঃ এত বিষয়ক মন-
স্তাপ নিবারণার্থ এই বৃন্তান্তই শুনিতে অভিলাষ করি ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ঋষিগণ! সেই हरিপ্রিয়া
যে রূপে শাপজ সন্তাপ দূর করিয়াছিলেন, আমি
তাহা সর্বিস্তরে বলিতেছি, আপনারা সকলে তাহা
শ্রবণ করুন । সেই যাদবেল্লগৃহীণী কৃষ্ণীণী সহসা
তুর্কাসা হইতে অক্রুদ্ধ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া
বিলাপ করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণীণী কহিলেন,—
অহো! ‘কুপে বা সাগরে—কোন স্থলেই প্রমাণা-
ধক জল লাভ হয় না।’ এই যে লৌকিক প্রবাদ
আছে, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয় । যেহেতু
আমি ভূরিভাগ্যশালিনী বলিয়া জগৎপালক পতি
গাইয়াও পোলস্ত্যরূপ দেবাবহেলনে অধুনা একাকিনী

অসুখাধা কামিনী কাতিক্কেলা । ১ । তথাপি ঘটয়া-
 মাস ধাতা বন্ধনকোবিদঃ । বিধানমণ্ডতায় মে
 বিয়াগবিষমব্যর্থম্ । ১০ । অস্তথা বর্ণশ্রবঃ
 স্নাতত্বেবিদ্যাবস্তুনি । কথং হু শপ্তমর্হন্তি স্বয়ং
 ধিরামনাগসম্ । ১১ । বিদধে ব্রহ্মময়ন্ত কিং বিদঃ
 হৃদয়ং মেহন্তিকঠোরমেব হি । শতধা ন বিদীর্ঘাতে
 যতো বিরহে হৃদ্বিবহে মধুদ্বিষঃ । ১২ । অধিকৃত্য
 স্নুহুচরং তপঃ প্রাতিলকঃ প্রথমঃ ময়াশ্রজঃ ।
 তনয়েন বিনাকুতাপাহং ন যুতা পঞ্চমু বাসরে-
 য়িহ । ১৩ । উপলভ্য স্নুদাকুণামিমামপি সীডাম-
 বিতাস্তহং তদা । যদিদং বিধুনোতি কল্যঃ
 শনু তন্মাং সমুপেত্য লক্ষবৃদ্ধিম্ । ১৪ । ইতি
 সান্তিবিলপ্য হুঃখিতার্তী কুররীতুলাতয়া শুশোচ
 বেগাৎ । বিরহেণ বিঘূর্ণিতাণয়া দ্বিজশাপাহতা
 মুচ্ছাসদ্যঃ । ১৫ । অথ দুঃখাসসা শপ্তা কঙ্কণী
 কৃষ্ণবস্ত্রতা । মুচ্ছানামাপ তত্বেব হাজগাম পয়ো-
 নিধঃ । ১৬ । সুধাশীকরগর্ভেণ পদ্মকিঙ্করবায়ুনা ।
 স্তবীজয়দিমাং দেবীঃ কঙ্কণীং কৃষ্ণবস্ত্রতাম্ । ১৭ ।
 এহস্মিন্নস্তরে তত্র ব্যোমমাগেণ নারদঃ । গায়ন

হইলাম । অনিন্দিত গুণবান্ জীমান্ ভগবান
 হরিই-বা কোথায়, আর অল্পপুণ্যা বহরূপশালিনী
 অস্তঃপুরচারিণী আঁত চক্কা কামিনীই বা কোথায় ?
 তথাপি কিন্তু বন্ধনচতুর বিধাতা পাপিনী আমার
 বিষম ক্রেশপ্রদ বিয়োগ ঘটাইলেন । নচেৎ বর্ণ
 গুণ স্নাত ত্বেবিদ্যাপথে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, স্বয়ং ধিরা
 নিরপরাধাকে কেন শাপ দিবেন ? আমার
 হৃদয় দেখিতেছি অতীব কঠোর । বিধাতা কি ইহা
 ব্রহ্মময় করিয়াছেন ?—নচেৎ সেই মধুসূদনের হুঃসহ
 বিরহেও ইহা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না ! আমি
 প্রথমে স্নুহুচর তপশ্রণ করিয়া যে পুত্রলাভ করি-
 য়াছি, সেই পুত্রকে না দেখিয়াও এই পাঁচদিন আমার
 মৃত্যু হইল না ! আমি এইসুদাকুণ দশা প্রাপ্ত হইয়াও
 যে প্রাণ রাধিয়াছি, তাহার কারণ, পাপ, এক্ষণে উক্ত
 পাপ, ভোগ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত না হইলে, পরে ইহা লক্ষ-
 গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । সেই দ্বিজশাপহতা কঙ্কণী এই-
 ভাবে কুররীর স্তায় শোকবশে বহু বিলাপ করিয়া
 বিরহবেগে মস্তক বিঘূর্ণিত হওয়ায় সদ্যঃ মুচ্ছাপ্রাপ্ত
 হইলেন । দুঃখাসা কর্তৃক অ ভশপ্তা কৃষ্ণপ্রয়া কঙ্কণী
 মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলে সমুদ্র সৈধ্যনে আসিয়া সুধাশীকর-
 গর্ভ পদ্মকিঙ্করসম্পদী বায়ু দ্বারা সেই কৃষ্ণপ্রয়া
 কঙ্কণীকে বোজন করিতে লাগিলেন । ১—১৭ ।

গুণান ভগবতো বীণাপাণিঃ সমাগতঃ । ১৮ । স
 দৃষ্টা সিদ্ধনাথাস্তমানাঃ বিশ্বস্ত মাতরম্ । অবতীর্ঘ্য
 ক্ষতকণ্ঠে বোধয়ামাস নারদঃ । ১৯ । নারদ উবাচ ।
 মা খেদং দেবদেবেশি দেবি স্বদধিপে পতো ।
 দূরীকৃতে বিপ্রশাপাৎ কুরু কল্যাণি ধীরতাম্ । ২০ ।
 হং হি সাক্ষাত্তগবতী কৃষ্ণশ্চ পুরুষোত্তমঃ । অব-
 তীর্ণো ধরাভারমপনেতুং যদৃচ্ছা । ২১ । দেবো
 হসৌ পরং ব্রহ্ম সদানির্কিন্নমানসঃ । মায়াশক্তি-
 মেতস্ত সর্গস্থিত্যন্তকারিণঃ । ২২ । সংহৃত্য নিখিলং
 শেতে যয়ানৌ কলয়া স্বরাটু । তদাপি ন বিষৃজ্যেত
 ত্বয়া বিশ্বপতিঃ প্রভুঃ । ২৩ । অবিযুক্তত্বয়া নিত্যং
 দেবদেবো জগৎপতিঃ । লীলাবতারেষেতস্ত
 সর্কেষু ত্বং সহায়িনী । ২৪ । যোগং বিয়োগঞ্চ
 তথা ন যাতেষ ত্বয়ানঘে । বিতুষ্যতি
 ভূতানামুপকারায় চেশ্বরঃ । ২৫ । আরাধনীয়াঃ
 সততং ভূদেবা ভূতিমীপতা । প্রকোপনীয়া
 নৈবৈতে তদ্বজ্রা হি তপস্বিনঃ । ২৬ । ইত্যেবং

ইত্যবসরে বীণাপাণি নারদমুনি হরিগুণ-গান করিতে
 করিতে গগনপথে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।
 তিনি সেই বিশ্বজননী কঙ্কণীকে সাগরকর্তৃক
 আশ্রয়মান দর্শনে ভূতলে অবতরণপূর্বক সমস্ত
 বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ।
 নারদ কহিলেন,—হে দেবদেবেশি ! আপনি
 শোক করিবেন না ; বিপ্রশাপে যদিও আপনার
 পতির সহিত বিয়োগ সজ্জাটিত হইয়াছে, তথাপি
 হে কল্যাণি দেবি ! আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন ।
 আপনি সাক্ষাৎ ভগবতী, আর কুরু পুরুষোত্তম ;
 আপনারা ধরাভারাপনয়নার্থ যদৃচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন । সেই দেবই সৃষ্টিস্থিতিলয়বিধাতা পর-
 ব্রহ্ম, তিনি সতত অনির্কিন্নচিত্ত ; আপনি তদীয়া
 মায়াশক্তি সেই স্বরাটু বিশ্বপতি প্রভু, স্বাংশকলারূ-
 পিণী আপনা দ্বারা নিখিল জগৎ সংহার করিয়া যখন
 শয়ান থাকেন, তখনও আপনি তাঁহার সহিত বিষুক্ত
 হন না ; সেই দেবদেব জগৎপতি, নিয়তই আপ-
 নার সহিত অবিযুক্ত থাকেন ; আপনি তল্লয় নিখিল
 লীলাবতারে সহায়িনী হইয়া থাকেন । পরন্তু সেই
 ঈশ্বর ভূতগণের উপকার সাধনার্থ অবতার-লীলা
 দ্বারা লোক সকলকে বিভূষিত করেন । শুভাকাঙ্ক্ষী
 ব্যক্তির পক্ষে সতত ভূদেবগণের আরাধনা কর্তব্য ;
 পরন্তু কদাচ তাঁহাদিগের প্রকোপ জন্মাইতে নাই,
 কারণ তাঁহারা তপস্বী ও তদ্বজ্র । ১৮—২৬ । মুনি-

শিক্ষয় যোকং বিয়োগং তেহমমন্ততে । মুনিশা-
 ক্ষয়িঃ সাক্ষাদগুঢ়ঃ কপটমাত্মনঃ । ২৭ । অপি
 অরসি কল্যাণি জাতো রথুকূলে স্বয়ম্ । লোকাত্ম-
 গ্রহমবচ্ছিন্ন ভূতারহরণোৎসুকঃ । ২৮ । তং হরিং
 জগতামীশং কল্পিণি ত্বং ন বেৎসি কিম্ । প্রাণে-
 ভ্যোহপি গরীয়াংসময়ং দেবঃ স এব হি । ২৯ ।
 যেনেদং পূরিতং বিশ্বং বহিরন্তশ্চ সুরভে । অসঙ্গস্ত
 বিভোঃ সঙ্গঃ কথং স্তাদিত মন্যাতঃ । ৩০ । তয়া
 ত্বয়া নিযুক্তোহসাবিতি প্রত্যোমি সর্বদাঃ ।
 তদ্বিমূক্যধিমত্যর্থমাত্মানমমুসংসার । প্রসীদ মাভ্যঃ
 সন্ধেহি ধীরতাং স্বমনীষয়া । ৩১ । ইতি ব্রবতি
 দেবধীববসানে নদীপতিঃ । প্রোবাচ বচনং তৈশ্চ
 বাচা যুগ্মস্ববর্ণয়া । ৩২ । সমুদ্ৰ উবাচ । যদাহ দেবি
 দেবধিনী ত্বাং সত্যমেব তৎ । গীতসে ত্বং হি
 বেদেষু নিত্যং - বিবেকঃ সহায়িনী । ৩৩ ॥ পর
 পুমানেষ নিরন্তবিগ্রহে গৃঢ়োহধিপন্তে বিদধ্যতি
 ভূয়ঃ । বিশ্বং ব্যবস্থাপয়তি স্বরোচিষা ত্বয়া সহায়েন
 বিভক্তি মূর্তিম্ । ৩৪ । তদেষ পরিপেদন্তে ন
 মনাগপি যুজ্যতে । বন্ধঃস্থলস্থা ভবতৌ নিত্যং

জীবৎসলস্মনঃ । ৩৫ । ইয়ং ভাগীরথী দেবী
 মদাদেশাহাগতা । বিনোদঘিষ্যত্যনিশং দ্বাং হ
 দেবি শরীরী । ৩৬ । এতস্তাঃ স্তান্নহ স্বাহ পয়ঃ
 পুরোপশোভিতম্ । প্রদেশোহয়মশেষোহপি ভবিতা
 ত্বৎসুখপ্রদঃ । ৩৭ । নানাক্রমলতাকৌণ নিকুঞ্জৈ-
 রুপশোভিতম্ । মাতঙ্গৈশ্চ সমাজুষ্ঠং মঞ্জুশঙ্করধু-
 ব্রতম্ । ৩৮ । নবপল্লবভঙ্গীভঃ কুসুমস্তবকৈঃ
 শুভৈঃ । কলৈরমৃতকলৈশ্চ মঞ্জরীরাতিভিত্তা ।
 ৩৯ । নন্দনস্ত প্রিয়া জুষ্ঠং মনোনয়ননন্দনম্ । বনং
 রম্যতরং চাত্র হৃতিরেণ ভবিষ্যতি । ৪০ । স্বয়া
 সর্বোদনৌষাঃ স্রবয়ঃ মাতঃ সদৈব হি । অগম্যরূপা
 বিদ্যা ইমং মাভিকৌধ্যসে কথম্ । ৪১ । তদাবামমু-
 জানীহি প্রসীদ পরমেশ্বর । নমস্তে বিশ্বজননি
 ভূয়োহপি চ নমো নমঃ । ৪২ । প্রহ্লাদ উবাচ ।
 এবমুক্তা জগদ্ধাতো জগদুত্তো যথাগতম্ । আজগাম
 চ তত্ৰৈব দেবী ভাগীরথী স্বয়ম্ । ৪৩ । বনং সম-
 ভবতত্ত্ব দিব্যভূরহসেবিতম্ । সেব্যং সমস্তলোকানাং
 কলপুস্পসমৃদ্ধিমৎ । ৪৪ । প্রসাদেন চ ভূতানাং

শাপে কপটমাত্মন্যাকারে গুঢ়রূপে বিরাজমান হরি,
 এই ভাবে লোকশিক্ষা প্রদানার্থই তোমার বিয়োগ
 অমুমোদন করেন । অগ্নি কল্যাণি ! তোমার অরণ
 হয় কি?—ইনি যে লোকাত্মগ্রহকামনায় ভূতার
 হরণার্থ রথুকূলে জন্মিয়াছিলেন ? হে কল্পিণি !
 যিনি তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, এই জগদীশ্বর
 হরিই সেই দেব ; তুমি কি ইহা জান না ? হে
 সুরভে ! যিনি অন্তরে বাহিরে এই বিশ্ব পূরিত
 করিয়া রহিয়াছেন, সেই অসঙ্গ বিভুর সঙ্গ হইবে
 কিরূপে ? আমার তো ইহাই মত । আমি সর্বথা
 ইহাই বুঝি যে, তদীয় মায়াশক্তিরূপিণী তোমাদ্বারা
 তিনি সম্যক্ নিযুক্ত । অতএব আপনি এই মানস
 পীড়া সর্বথা পরিত্যাগ করুন ; মাঃ ! প্রসন্ন হউন,
 নিজ মনুষ্য দ্বারা ধীরতা অবলম্বন করুন । দেবর্ষি
 এইরূপ বলিলে পর সাগরও মধুরাক্ষরে তাঁহাকে
 বলিতে লাগিলেন । ২৭—৩২ । সাগর কহিলেন,—
 হে দেবি ! দেবর্ষি আপনাকে প্রণামপুষ্পক যাহা
 বলিলেন, তাহা সত্যই বটে ; বেদে আপনি নিয়-
 তই বিষ্ণুর সহায়িনী বলিয়া গীত হন । তোমার
 পতি এই অমরুত, পরম পুরুষ গুঢ়রূপে অবস্থানপুষ্পক
 তোমার সহায়তায় স্বকীয় প্রভাবে মূর্তি পারগ্রহ
 করিয়া এই জগতের বাবস্থা বিধান করেন । অত-

এব আপনার এ বিষয়ে অণুমাত্র খেদ করা কর্তব্য
 নহে । যে হেতু আপনি নিত্যই জীবৎসধারীর
 বন্ধোবাসিনী । হে দেবি ! এই ভাগীরথী দেবী
 আমার আদেশে মূর্তিমতী হইয়া এখানে আসিয়া
 নিয়মই আপনাকে বিনোদিত করিবেন । আপনার
 সমুখভাগে ইহার জলও মৃহমধুর ও কল্লোলমালী
 হইবে । এই সমগ্র প্রদেশই তোমার সুখসাধক
 হইবে । আর অচিরকালেই এখানে একটি নানা-
 ক্রমলতাকৌণ, নিকুঞ্জচয়-ভূমিত, মাতঙ্গসেবিত,
 মঞ্জু-মধুকরকুজিত, নবপল্লবভঙ্গী, শুভ কুসুমস্তবক,
 অমৃতকর কল ও মঞ্জরীকর দ্বারা সুশোভিত
 নন্দনক্রীসমবিত, মনোনয়নানন্দকর, রম্যতর বন
 প্রাহর্তুত হইবে । ৩৩—৪০ । হে মাতঃ ! আমরাই
 সর্বদা আপনা কর্তৃক প্রবোধনীয়, পরন্তু আপনি
 অগম্যরূপা বিদ্যা ; আমরা আপনাকে প্রবোধ দিব
 কিরূপে ? অতএব অগ্নি পরমেশ্বর ! এক্ষণে
 আমাদেরগকে গমনানুমতি প্রদান করুন, প্রসন্ন
 হউন ; হে বিশ্বজননি ! আপনাকে নমস্কার, বারম্বার
 নমস্কার । প্রহ্লাদ কহিলেন—তাঁহার। সেই
 জগজ্জননৌকে এইরূপ বলিয়া যথাস্থানে গমন
 করিলেন । অতঃপর দেবী ভাগীরথীও তথায়
 আগমন করিলেন । আর দিব্যাপাদপসঙ্গ কল-
 পুস্পসমৃদ্ধ সর্বলোকসেব্য একটি বনও জন্মিল ।

গঙ্গাশেখাচার্যগণি। ভূবয়ামাস তং দেশং সা চ
বিষ্ণুপদৌ সরিৎ ॥ ৪৫ ॥ দেবী চ মুনিবাক্যেন গঙ্গা-
ক্লান্ত বিনোদনাৎ ॥ সৌন্দর্য্যাস্তস্ত দেশস্ত কিকিৎ-
সাস্বামবাপ হ ॥ ৪৬ ॥ অথ বিষ্ণুপদৌ দেবীং ক্রু-
সাগরসঙ্গতাম্ ॥ ইত্যন্ততঃ সমাজগুঃ শ্রদ্ধাধনাঃ পয়-
সিনীম্ ॥ ৪৭ ॥ দ্বারকাবাসিনশ্চৈব জনাঃ কানন-
শোভয়া ॥ হৃষ্টচিত্তাঃ সমাজগুরনিশং কক্সিণীবনম্ ॥
ক্রুস তদধিলং সৰ্বং দুর্কাসাঃ শান্তবাকলা ॥ চূকোপ
স্বয়মানশ্চ ভূয় এতদভাষত ॥ ৪৯ ॥ দুর্কাস উবাচ ॥
কঃ প্রভৃদ্ধিষু লোকেষু মহং বচনমন্তথা ॥ বিধাতুমপি
দেবানামাদ্যো লোকপিতামহঃ ॥ কিং ন জানাতি
লোকোহয়ং ময়ি যোষকষায়তে ॥ শক্রং প্রতি
ত্রিভুবনং ভ্রষ্টক্ৰীকমভূতদা ॥ ৫১ ॥ মম শাপমবিজ্ঞায়
নন্দনপ্রতিমে বনে ॥ কথং সা কক্সিণী তত্র রমতে
জনসেবিতে ॥ ৫২ ॥ তদেতে তরবঃ সৰ্বৈ সঙ্ক-
তোজ্যকলা নৃণাম্ ॥ বিভ্রষ্টসৰ্বসৌভাগ্যাঃ কুসুম-
স্তবকোজ্জ্বিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ ইয়ং তু শাপনিদন্ধা
হরচূড়ামণিঃ সরিৎ ॥ বার্য্যস্তাঃ স্তাদপেয়ং তু

নৈবেহ স্বাতুমর্থতি ॥ ৫৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ॥ তদা
সৰ্বমভূতজ যদ্যদাহ চ বৈ মুনিঃ ॥ বাচি বীৰ্য্যং হি
বিপ্রাণাং নির্ভিতঃ বিষ্ণুনা স্বয়ম্ ॥ ৫৫ ॥ সা তু দেবী
তথা বৃত্তমবেক্ষ্য ভূশঙ্কখিতা ॥ মেনে হরভয়ং
দৈবমাগতস্তৎপুনঃপুনঃ ॥ ৫৬ ॥ ততস্ত সা বিনি-
শ্চিত্য মরণং দুঃখভেষজম্ ॥ উত্তরীয়াধরেণৈব
বহিঃ কিকিৎপ্রবক্ষ্য তু ॥ ৫৭ ॥ অথাববুধ্য তৎসৰ্বং
সৰ্বভূতজহাশয়ঃ ॥ তাং জ্যোতী সত্ত্বরং চাগাৎ সুপ-
র্গেন দদ্যানিধিঃ ॥ ৫৮ ॥ দদর্শ তাদৃশীং দেবীং কঠ-
পাশকরাং বিভূঃ ॥ অধস্তাস্তকুশাখায়াঃ নিম্নলিত-
বিলোচনাম্ ॥ ৫৯ ॥ বিভ্রষ্টভূষণগাং কুশদেহবলীং
ম্লানাননাসুজকচং মরণে প্রসক্তাম্ ॥ মেনে স
বিগ্রহবতীং ককনাং কুপালুস্তাং সৌখ্যদাং গুণবতীং
প্রণতার্জিহস্তীম্ ॥ ৬০ ॥ সংক্রত্য সাপি পতগাধি-
পত্রেবরং বৈ প্রোয়ীলা নেত্রকমলেহুধ দদর্শ কৃকম্ ॥
সামন্তত ত্রিকবিবর্তিতলোচনাজং প্রাপ্তং তমিষ্ট-
সুহৃদং নিজজীবনাথম্ ॥ ৬১ ॥ সা যোমহর্ষবিশা
ত্রপয়া পরীতা কোপানুরাগকলুষা কৃতবিপ্রলাপা ॥

অশেষ পাপহারিণী বিষ্ণুপদৌ গঙ্গানদৌ ভূতগণের
প্রতিদয়া করিয়া সেই প্রদেশের শোভা সম্পাদন
করিলেন। দেবী কক্সিণীও নারদ মুনির বাক্যে
গঙ্গার বিনোদনে ও তৎপ্রদেশের সৌন্দর্য্য দর্শনে
কিকিৎসাস্বাস লাভ করিলেন। অতঃপর বিষ্ণুপদৌ
নদী সাগর সহ সঙ্গতা হইয়াছেন, শুনিয়া হৃষ্টতঃ
নানা স্থান হইতে শ্রদ্ধাবান্ জনগণ ও দ্বারকাবাসীগণ
উন্মাদ নিয়ত আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা
তদ্রূপ কক্সিণীবনের শোভা সন্দর্শনে সন্তোষ লাভ
করিতে লাগিলেন। শক্ররাংশ দুর্কাসা ঋষি এই

সমস্ত শ্রবণ করিয়া জুড় হইলেন এবং
সাম্মত মুখে পুনরায় এই কথা কহিলেন,—আমার
বাক্যের অন্তথা করে, ত্রিভুবনে এমন শক্তি-
শালী কে আছে? দেবগণের আদ্য পিতামহও
সমর্থ নহেন। লোকেরা কি জানে না যে, আমি
শক্রের প্রতি যোষকষায়িত হইলে পর ত্রিভুবনই
ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সেই কক্সিণী মদীয় শাপবাণীর
অবজ্ঞা করিয়া কি জন্ত জনগণসেবিত নন্দন প্রতিম
বনে বিহার করিতেছে? অতএব ঐ বনের তরুগণ
নরগণের অভোজ্য-ফলসম্পন্ন, সৰ্বসৌভাগ্যবজ্জিত,
ও কুসুমস্তবকবিরহিত হউক। আর এই হর-
শিখণ্ডভূষণরূপা গঙ্গাও শাপদন্ধ হইয়া এখানে

খাবিতে পারিবে না। ইহার জল অপেয় হইবে
১৪১—৫৪। প্রহ্লাদ কহিলেন,—সেই মুনি যাহা
যাহা বলিলেন, তখনই তৎসমস্ত ঘটিল। কারণ
বিষ্ণু স্বয়ংই বিপ্রগণের বচনে বীৰ্য্য বিভ্রাস করিয়া-
ছেন। দেবী কাক্সিণী তাদৃশ অবস্থা ঘটিতে দেখিয়া
অতি দুঃখিতমনে বারম্বার আপাতত তাদৃশ
দুন্দেবকে আনিবার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন।
তার পর তিনি মরণকেই দুঃখরোগের ঔষধ বলিয়া
স্থির করিয়া বাহিরে কোন স্থলে উত্তরীয়াধর বন্ধন-
পুষ্পক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে
সৰ্বভূতহৃদয়বাসী দয়ানিধি বিষ্ণু এ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত
হইয়া গুরুড়ারোহণে সংগ্রহ তথায় আগমন করি-
লেন। বিভূ হার দেখিলেন—কক্সিণী দেবী, কঠে
সংযোজনার্থ রচিত পাশ হস্তে লইয়া তরুশাখাতলে
নিম্নলিতলোচনে অবস্থান মুকরিতেছেন। সেই
সৌখ্যদায়িনী, গুণবতী প্রণতার্জিহস্তী কক্সিণীকে
সমস্তাভরণহীনা, কুশদেহলতা, ম্লানমুখকমলা,
মরণোদ্যতা দর্শনে মূর্ত্তিমতী করুণা বলিয়াই
মনে করিলেন। কক্সিণী দেবী ত গুরুড়ের
রব শ্রবণে কৃককে সমাগত বোধে নয়নোন্মীলন
করিয়া কুটিল-চঞ্চল-নয়নকমল, প্রিয় সুহৃদ, প্রাণ-
নাথ কৃককে অবলোকন করিলেন। অবলো-
কন করিয়া সেই বিলাপপরায়ণী কক্সিণী তখন

সংবর্তিত্ত্বিগুণশোকভরা চ দেবী নানারসঃ বত
দৃশ্যবিষয়ঃ প্রপেদে । ৬২ ॥ তন্ত্ৰাঃ সসাম্বলসবিসর্গ-
চিকীর্ষিতায়াঃ পাশঃ ব্যাপোহ্য কর্ণচাকসরোকহেণ ।
আদায় পানিমমুতোপময়া চ বাচা সঞ্জীবয়ন্নমুদার-
মুদাজহার । ৬৩ ॥ ত্রীকৃষ্ণ উবাচ । কিমেতৎ
সাহসং ভীক চিকীর্ষন্তবিচারিতম্ । নহু দেবি
মযাচক্ষু কিং হু তে খেদকারণম্ । ৬৪ ॥ ত্বং
বিদ্যাহং পরো বোধন্তঃ মায়া চেশ্বরন্তহম্ । ত্বক
বুদ্ধিরহং জীবো বিয়োগঃ কথমাবয়োগঃ । ৬৫ ॥ ত্বয়া
বিমোহিতাঙ্গানো ভ্রাম্যন্ত্যজ্ঞভবাদয়ঃ । সা কথং
কৃত্যসি ত্বং তু কিং স্বধাম ন বুধ্যসে । ৬৬ ॥ ত্বয়া
হি বন্ধা ঋষয়ন্তে চরন্তীহ কস্মাভিঃ । তাং ত্বাং
কথমুযিঃ শপ্তুঃ শকুয়াধরবর্ণিনি । ৬৭ ॥ শিক্ষার্থং
ত্বিহ লোকানামেবং মে দেবি চেষ্টিতম্ । মন্যায়য়া
সমাবিষ্টঃ কুরুতে বিবশঃ পুমান । পশু কোপ-
পরীতাত্মা যঃ স শাস্তো মুনীশ্বরঃ । ৬৮ ॥ প্রহ্লাদ

উবাচ । সৌহৃদ্যেত্য ভক্তিনম্রোহথ হর্ষাসা
মুনিসত্তমঃ । বিচার্য মনসা সর্বঃ পশ্চাত্তাপাহ-
পাশয়ৎ । ৬৯ ॥ কিং ময়া কৃতমিত্যুত্থা তৎ-
সীপমুপাগমৎ । অপতঙ্গিলুঠন্ ত্বমো দণ্ডবচ্চাক-
সংযুতঃ । ৭০ ॥ পিতরো জগতো দেবো কাময়া-
মাস দীনবৎ । তুষ্টাব স্তব্ববাক্যেত্ব যুহন্তৈর্ভক্তি-
সংযুতঃ । ৭১ ॥ আহ চেদং জগন্নাথঃ যদি মধ্যস্ত্যহু-
গ্রহঃ । তদা পুরেব সংযোগো দেব দেব্যা বিবী-
তাম্ । ৭২ ॥ অথ প্রহন্ত গোবিন্দস্তমাহ মুনিসত্তমম্ ।
ন হি তে বচনং জাতু মৃষা ভবিতুমর্হতি । ৭৩ ॥
মথৈবং বিহিতঃ সেতুঃ কথমুচ্ছেদ্যতাং দ্বিজ । সত্তিরা-
চরিতঃ সেতুঃ সিদ্ধো লোকস্ত পালকঃ । ৭৪ ॥ দিনে
দিনে দ্বিকালং চ আয়াস্তে মুনিসত্তম । বিনোদয়িষ্যে
তাং তাং তু মুনিকন্তাং চ কাময়া । ৭৫ ॥ তুষ্যামি
সাধনৈর্নানৈশ্চৈবং কথাকথনৈরপি । যথা সম্পূজ্য মামত্র
মম প্রীতির্ভবিষ্যতি । ৭৬ ॥ যদা চ ময়ি বৈকুণ্ঠমধিষ্ঠতে
মহামুনে । প্রবেক্ষ্যতি তদা তেজো মম সর্বং

লজ্জিতা, প্রায়কোপে কলুবীকৃতা ও উজ্জলিত
দ্বিগুণ শোকাবেগে বিবশা হইয়া পড়িলেন;—
বসন্তঃ ত্রীকৃষ্ণদর্শনে তখন তিনি বিবিধ রসে
আবিষ্ট হইলেন । কৃষ্ণ তখন স্বীয় চাকরকরমল-
দ্বারা সেই প্রাণত্যাগে সমুদযুক্ত, ও কৃষ্ণসমাগমে
ঈহং ভীতা কঙ্কণীয় সেই পাশ অপসারিত
করিয়া হস্ত ধারণপূর্বক অমৃতোপম বচনে তাঁহাকে
যেন সঞ্জীবিত করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ।
ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন—অগ্নি ভীক ! তুমি বিবেচনা না
করিয়া এ কি সাহস অবলম্বন করিয়াছ ? হে দেবি !
তোমার ঈদৃশ খেদের কারণ কি ?—আমাকে তাহা
বল । তুমি বিদ্যা আর আমিই পরম বোধ, তুমি
মায়া আমিই ঈশ্বর ; তুমি বুদ্ধি আর আমিই জীব ;
অতএব আমাদিগের বিয়োগ সম্ভবে কিরূপে ?
শিব-ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমা কর্তৃক মোহিত হই-
য়াই সংসায়ে পরিভ্রমণ করিতেছেন ; হে তুমি
কৃষ্ণা হইতেছ কেন ? তুমি তোমার স্বীয় মহিমা
বুঝিতেছ না কি উক্ত ? ঋষিগণও তোমা কর্তৃক
কর্ণ দ্বারা বদ্ধ হইয়াই বিচরণ করিতেছেন ; হে
বরবর্ণিনি ! এতাদৃশী তোমাকে ঋষি কিরূপে শাপ
দিতে পারেন ? দেবি ! বসন্তঃ আমি লোকশিক্ষার্থ
এইরূপ আচরণ করিতেছি । জনগণ আমার
মায়ায় সমাবিষ্ট হইয়াই বিবশভাবে কস্মাচরণ করে ।
দেখ, যিনি তাদৃশ কোপপরীতাত্মা ছিলেন,
সেই মুনিবরও এক্ষণে শান্ত হইয়াছেন । ৫৫—৬৮ ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—অতঃপর সেই হর্ষাসা মুনিবরও
ভক্তিবিনয়মানসে সেখানে আসিয়া মনে মনে
সমস্ত বিচার করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ।
তিনি অশ্রুপ্রাবিতনেত্রে তাঁহাদিগের নিকটে
যাইয়া ‘আমি কি করিয়াছি !’ বলিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ
পতিত ও দীনভাবে বিলুপ্ত হইয়া সেই জগৎ-
পিতামাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে
প্রসাদিত করিলেন । পরে ভক্তিসহকারে রহন্ত
স্বকৃত বাক্যে স্তব করিয়া জগন্নাথ কৃষ্ণকে কহি-
লেন,—হে দেব ! যদি আমার প্রতি আপনার
অনুগ্রহ থাকে, তবে এই দেবীর সহিত আপনি
পূর্ববৎ সংযুক্ত হউন । অনন্তর গোবিন্দ সাহস-
আন্তে সেই মুনিবরকে কহিলেন,—আপনার বাক্য
কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না ; হে দ্বিজ ! আমিই
এই ধর্মসেতু রচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহার
উচ্ছেদ করা যায় কেমন করিয়া ? সাধুজনচরিত
রীতিই প্রসিদ্ধ হইয়া লোকসমাজের পালনসাধন
করে । অতএব হে মুনিবর ! আমি যেচ্ছার
প্রতিদিন ত্বই বেলাই এখানে আসিয়া এই
দেবীকে বিনোদিত করিব ; আমার এক্ষণে যাতা-
য়াতে বর্ষাষ্টমুনিবরিনী গোমতীও বিনোদিতা
হইবেন । এখানে অর্চনা করিলে আমার যেমন
প্রীতিলাভ হইবে, মদীয় চরিতকীর্তনাদি অপরা-
পর বিবিধ সাধনেও আমার তাদৃশ প্রীতি হইবে

ত্রিবিক্রমে । ৭৭ । কল্পিণীঃ চ মনুর্ভেঃ স-যোগঃ
পুনরেষ্যতি । ইয়ং ভাগীরথী চাপি সাগরেণ সমা
শুণৈঃ । ত্যক্তা হৃদয়স্থানি স্মৃৎ চৈব গমিষ্যতি ।
৭৮ । অমুগ্রহঃ বিধায়ৈবমুখিণা সহ কেশবঃ । বিবেশ
স্বপুত্রাঃ তত্র বিধায়োপাস্তিকং মুনিম্ । ৭৯ । সাপি
দেবী চ সংবুধ্য তদা তস্ত বিচেষ্টিতম্ । অমুগ্রহাঙ্গ-
বতো বভূব বিগতজরা । ৮০ । যতশ্চ মুক্তা হুঃখেন
তত্র দেবী হরিপ্রিয়া । ততো ভাগীরথী সা তু গাদিত্রা
হুঃখমোচিনী । ৮১ । অমাবান্তাঃ পৌর্ণমাস্তাঃ যন্তস্তাঃ
সঙ্গমেত্তে । স্নানাদশেষহুঃখাত্তু সনয়ঃ পরিমুচ্যতে ।
৮২ । অষ্টম্যাং চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাং চাবলোকিতা ।
নরগাং কল্পিণী দেবী সর্কান কামান্ কামান্ প্রয-
চ্ছতি । ৮৩ । ইত্যেতৎ কথিতং দেব্যা স্বযমো
হুঃখমোচমম্ । অমুগ্রহশ্চ দেবস্ত কিং ভূয়ঃ শ্রোতু-
মিচ্ছথ । ৮৪ ।

ইতি ঐক্সান্দে কল্পিণীহুঃখমোচনবর্ণনঃ নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৭ ।

না । হে মহামুনে! আমি বৈকুণ্ঠে গমন করিলে
তখন মদীয় সমগ্র ভেজই ত্রিবিক্রমমূর্তিতে প্রবেশ
করিবে । এই কল্পিণী দেবীও তখন আবার মদীয়
মূর্তিসহ সংযুক্ত হইবেন । আর এই ভাগীরথীও
পূর্ববৎ গুণগণে ভূষিতা হইয়া অশেষহুঃখ পরি-
হারপূর্বক অুখে যাইয়া সাগর সহ সঙ্গতা হইবেন ।
কেশব এইরূপ অমুগ্রহ বিধানান্তে মুনয় সহিত
নিজ পুয়ে প্রতিগমনপূর্বক মুনিকে স্বসমীপে উপ-
বেশন করাইয়া স্বয়ংও উপবেশন করিলেন । দেবী
কল্পিণীও ভগবান্ ঐক্ককের ত্রিঙ্গকলাপের মর্মে
বুঝিয়া তদীয়ানুগ্রহে মনস্তাপ পরিহার করিলেন ।
হারপ্রয়া কল্পিণী ঐ স্থানে হুঃখ মোচন করিয়া-
ছিলেন বলিয়! সেই ভাগীরথী সেখানে হুঃখমোচিনী
নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে । যে মানব তদীয় শুভ
সঙ্গম স্থলে অমাবস্তায় বিদ্যা পূর্ণিমায় স্নান করে,
সে অশেষ ক্লেশ হইতে মুক্ত পায় । অশ্রমী, চতু-
র্দশী ও নবমীতে কল্পিণী দেবী বিলোকিতা হইলে
নরগণকে সর্ব কামনা প্রদান করেন । হে স্বামিগণ!
এইতো আমি কল্পিণী দেবীর প্রতি ঐক্ককের
অমুগ্রহ এবং সেই দেবীর হুঃখমোচনবৃত্তান্ত
আপনাদিগকে কহিলাম ; পুনরায় আর কি শুনতে
আভিলাষ করেন ? ৬৯—৮৪ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । এবং সম্পূজিতস্তেন হরিণা
ব্রাহ্মণোত্তমঃ । উবাচ পরিসম্বৃষ্টো বরঃ ক্রহীতি
কেশবম্ । ১ । ঐক্কক উবাচ । যদি তুষ্টোহসি
ভগবন্ দেবি দেহো বরো মম । স্বাতব্যমত্র ভবতা ন
ত্যক্তব্যং কদাচন । ২ । দুর্কাসা উবাচ । যদি
তিষ্ঠামাহং কৃক তথা হমপি কেশব । তিষ্ঠস্ব যোড়শ-
কলো নিত্যং মমচেনৈ হি । ৩ । ঐক্কক উবাচ ।
যেহত্র পশুন্তি তক্ত্যা স্বাঃ মাং চাপি দ্বিজসত্তম । কিং
দাস্তসি কলং তেষাং ভাবিনাং ভগবন্ বদ । ৪ ।
দুর্কাসা উবাচ । যঃ স্নাত্বা সঙ্গমে কৃক গোমত্যাঃ
সাগরস্থ চ । স্বাঃ মাং সমর্চতি নরঃ সর্কপাপৈঃ স
মুচ্যতে । ৫ । তথাস্তঙ্কু কৃকত্র স্নাত্বা দাস্ততি ঘক-
নম্ । মম ততস্ত দেবেশ প্রাপ্নুয়াং যোড়শোত্তরম্ । ৬ ।
ঐক্কক উবাচ । যো নরঃ পূজয়িত্বা স্বাং পূজয়িষ্যতি
মামিহ । তস্ত মুক্তিং প্রদাস্তামি যা সুরৈরপি দুর্লভা ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হরি কর্তৃক এইরূপে
সম্মানিত হইয়া ব্রাহ্মণোত্তম দুর্কাসা অতীব সন্তুষ্-
মনে ঐক্কককে “বর গ্রহণ কর” এই কথা কহি-
লেন । ঐক্কক কহিলেন,—ভগবন্! যদি তুষ্ট
হইয়া থাকেন, আর যদি বর দেওয়া যোগ্য
বোধ হয়, তবে প্রার্থনা,—আপনি নিয়ত এখানে
থাকিলে, কদাচ এ স্থান পরিহার করিবেন না ।
দুর্কাসা কহিলেন,—কৃক! আমি যদি এখানে থাকি,
তবে হে কেশব! তুমিও আমার কথামত যোড়শ
কলায়ক মূর্তিতে নিয়ত এখানে অবস্থান কর ।
ঐক্কক কহিলেন,—হে দ্বিজসত্তম! আপনাকে ও
আমাকে যাঁহারা ভক্তভরে এখানে অবলোকন
করিবে, ভগবন্! আপনি তাহাদিগকে কি কল
প্রদান করিবেন?—বলুন । দুর্কাসা কহিলেন,—
কৃক! যে মানব গোমতী ও সাগরের সঙ্গম
স্থলে স্নানান্তে তোমাকে ও আমাকে দর্শন
করিবে, সে সর্কপাপ হইতে মুক্ত হইবে । হে
কৃক! আরও শুন; হে দেবেশ! যে মানব
এখানে স্নানান্তে আমার উদ্দেশে ধনদান করিবে,
সে যোড়শ ভাগ অধিক কলপ্রাপ্ত হইবে । ঐক্কক
কহিলেন,—যে নর আপনার পূজা করিয়া পরে
আমায় পূজা করিবে, তাহাকে আমি সুরগণদুর্লভা

প্রহ্লাদ উবাচ । পরস্পরং বরো দখ্য কৃষ্ণদুর্কাসসো
মুদা । ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেস্ত্রান্ত্রিন্ স্থানে স্থতিষ্ঠ-
তাম্ । বরদানমিতি প্রোক্তং ততীর্থং সৰ্বকামদম্ ॥৮॥
বরদানে নরঃ স্নাতো গোসহস্রকলং লভেৎ । বিষ্ণু-
দুর্কাসসৌৰ্জ্য বরদানমক্ষুণ্মুদা ॥৯॥ তদাপ্রভৃতি
বিপ্রেস্ত্রান্ত্রিষ্ঠতে দ্বারকাং হরিঃ । দুর্কাসসা গিরা-
বদ্ধো ন জহাতি কদাচন ॥১০॥ যত্র ত্রৈবিক্রমৌ
মূৰ্ত্তিৰ্হহতে যত্র গোমতী । নরা মুক্তিং প্রয়াস্তন্তি
চক্রতীর্থেন সঙ্গতাঃ ॥১১॥ কলেবরং পরিত্যক্তং
প্রভাসে হরিণা যদা । কলাভিঃ সহিতং তেজস্তপ্তাং
মূৰ্ত্তৌ নিবেশিতম্ ॥১২॥ তস্মাৎ কলিযুগে বিপ্রা
নাস্তত্র প্রাপ্যতে হরিঃ । যদি কার্য্যং হি কৃষ্ণেণ তত্র
গচ্ছত মা চিরম্ ॥১৩॥ ঋষয় উচুঃ । সাধু ভাগ-
বতশ্চৈষ্ঠ সাধু মার্গপ্রদর্শক । যব্ধা হি পরিজ্ঞাতং
তন্ন জানাতি কশ্চন ॥১৪॥ কিং কলং গমনে
তস্মাৎ কিং কলং কৃষ্ণদর্শনে । কানি তীর্থানি
তত্রৈব কে দেবাস্তদ্বদন্ত নঃ ॥১৫॥ কশ্মিন্মাসে

তিথৌ কস্তাঃ কশ্মিন্ পৰ্ৱণি মানবৈঃ । গন্তব্যং
কানি দেয়ানি দানাদি দক্ষুর্জবত ॥১৬॥ সূত
উবাচ । ইতি পৃষ্ট্বন্তদা তৈস্ত মহাভাগবতোহনুরঃ ।
কথ্যামাস বিপ্রেভ্যো ভগবন্তক্তিসংযুতঃ ॥১৭॥
প্রহ্লাদ উবাচ । ভো ভূমিদেবাঃ শৃণুত পরং
শুভং সনাতনম্ । যৎকন্তচিন্ন চাখ্যাভং তদ্বদামি
সুবিস্তরাৎ ॥১৮॥ যদা মতিং চ কুরুতে দ্বারকা-
গমনং প্রতি । তদা নরকনিষ্ঠুক্তা গায়ন্তি পিতরো
দিবি ॥১৯॥ যাবৎপদানি কৃষ্ণস্ত মার্গে গচ্ছন্তি
মানবঃ । পদে পদেহশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত লভতে
কলম্ ॥২০॥ যাত্রার্থং দেবদেবস্ত যঃ প্রেরয়তি
চাপরান্ । মানবান্নাত্র সন্দেহো লভতে বৈকবং
পদম্ ॥২১॥ দ্বারকাং গচ্ছমানস্ত যো দদাতি প্রতি-
শ্রয়ম্ । তথৈব মধুরাং বাচং নন্দনে ক্রৌড়তে হি
সঃ ॥২২॥ অধ্বনি শ্রান্তদেহস্ত বাহনং যঃ প্রযচ্ছতি ।
হংসযুক্তেন স নরো বিমানেন দিবং ব্রজেৎ ॥২৩॥
যাত্রায়াং গচ্ছমানস্ত মধ্যাহ্নে ক্ষুধিতস্ত চ । অন্নং
দদাতি যো ভক্ত্যা শৃণু তস্তাপি যত্বেবৎ ॥২৪॥
গয়াশ্রাদ্ধেন যৎপুণ্যং লভতে মানবো ভুবি । অন্ন-

মুক্তি প্রদান করিব । প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে
বিপ্রেস্ত্রগণ ! মুনিবর দুর্কাসা ও কৃষ্ণ পরস্পর
বরদানান্তে সানন্দমনে সেখানে অবস্থান করিতে
লাগিলেন । সেই সৰ্বকামদ তীর্থ বরদান নামে
প্রসিদ্ধ হইল । পূর্বে বিষ্ণু ও দুর্কাসা যেখানে
পরস্পর বরদান করিয়াছিলেন, নর সেই বরদান
তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো-দান-জনিত কলপ্রাপ্ত
হয় । হে বিপ্রেস্ত্রগণ ! তদবধি দুর্কাসার বাক্যে আবদ্ধ
হইয়া ভগবান্ হরি দ্বারকায় বাস করিতেছেন, কদাচ
সেস্থান পরিত্যাগ করেন না । যেখানে ত্রৈবিক্রম
মূৰ্ত্তি বিরাজিত, যেখানে গোমতী নদী প্রবাহিত
হইয়া চক্রতীর্থ সহ মিলিত হইয়াছে, মানবগণ
সেখানে স্নানাদিতে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে ।
হরি যখন প্রভাসে দেহ ভাগ করেন, তখন কলা-
সহ স্রীয় তেজ উক্ত ত্রৈবিক্রমমূৰ্ত্তিতে নিবেশিত
করিয়াছিলেন । সেই জন্ত হে বিপ্রগণ ! কলিযুগে
আর কুজাপি হরিকে পাওয়া যাইবে না ; এজন্ত
আপনাদের যদি সেই কৃষ্ণে প্রয়োজন থাকে,
তবে আপনারা অবিলম্বে সেই স্থানে গমন
করুন । ১—১৩ । ঋষিগণ কহিলেন,—হে সৎ-
পথপ্রদর্শক ! ভাগবত শ্রেষ্ঠ সাধু সাধু, আপনি যে
তথ্য জ্ঞাত আছেন, তাহা অপর কেহই পরিজ্ঞাত
নহে । এক্ষণে সেখানে গমনে কল কি ? কৃষ্ণ-
দর্শনেই বা কল কি ? সেখানে কোন্ কোন্ তীর্থ

আছে ? কোন্ কোন্ দেবতা আছেন ? হে
দানবর্ষত ! মানবগণের সেখানে কোন্ মাসে
কোন্ তিথিতে কোন্ পক্ষে গমন ও কোন্
দান কর্তব্য ? আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন ।
সূত কহিলেন,—তখন সেই মুনিগণ কর্তৃক এই
কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবানে ভক্তিমান
মহাভাগবত অনুরবর প্রহ্লাদ সেই দ্বিজ-
গণকে কহিতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—
হে ভূদেবগণ ! শ্রবণ করুন ; যাহা কাহারও নিকট
বাল নাই, তাহাই আপনাদিগকে সবিস্তরে বলি-
তেছি । মানব যখন দ্বারকায় গমনে আভিলাষ করে,
তখনই তদীয় পিতৃগণ নরকমুক্ত হইয়া স্বর্গগামী
হইয়া সঙ্গীত করিতে থাকেন । বস্তৃতঃ কৃষ্ণদর্শ-
নাধী মানব পথে যত পদ গমন করে, প্রতিপদেই
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় । যে জন ত্রীকঙ্কর
দর্শন-যাত্রার্থ অপর ব্যক্তিকেও প্রেরণ করে, সেও
বৈকব পদ প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই । যে জন দ্বারকা-
যাত্রীকে বাসস্থান দান করে, এবং মধুর সন্তাষণ
করে, সে নন্দনবনে বিহার করিতে পারে । আর
যে নর পথশ্রান্তকে বাহন দান করে, সে হংসযুক্ত
বিমানারোহণে স্বর্গগামী হয় । যাহার মধ্যাহ্নকালে
ক্ষুধিত দ্বারকাযাত্রীকে ভিক্ষাসহকারে অন্নদান

দানেন তৎপুণ্যং পিতৃণাং তুষ্টিরক্ষণা ২৫ । উপা-
নহৌ তু যো দদ্যাৎস্বারকাং প্রতি গচ্ছতাম্ । কৃষ্ণ-
প্রসাদাৎ স নরো গজকঙ্ঘেন গচ্ছতি ২৬ । বিদ্যা-
মাচরতে যন্ত স্বারকাং প্রতি গচ্ছতাম্ । নরকে
মজ্জতে মূঢ়ঃ কল্পমাজ্জঃ তু রোরবে ২৭ ।
মার্গস্থিতস্ত যো যন্তঃ প্রযচ্ছতি কমণ্ডলুম্ ।
প্রপাদানসহস্রস্ত কলমাপ্নোতি মানবঃ ২৮
যাত্রায়াং গচ্ছমানস্ত পাদাভ্যঙ্গং দদাতি যঃ ।
পাদপ্রক্ষালনং চৈব সর্বান কামানবাণুযাৎ ২৯ ।
গাথাং শৃণোতি যো বিষ্ণোগীতঞ্চ গায়তঃ
পথি । দানং দদাতি বিপ্রেন্দ্রাস্ত্রাদ্ভ্যস্ততরো
ন হি ৩০ । কৈলাসশিখরাভাসং শ্বেতাভ্রমিব
নির্মলম্ । প্রাসাদং কৃষ্ণদেবস্ত যঃ পশুতি নরো-
ত্তমঃ ৩১ । দূরাক্কেমময়ং দৃষ্ট্বা কলসঃ ধ্বজসংযুতম্
বাহনং সম্প্রিত্যজ্য নৃষ্ঠে ধরণীং গতঃ ৩২ ।
পঞ্চশূনাকৃতং পাপং তথাধর্ম্মকৃতঞ্চ যৎ । কুমিকৌট-
পতঙ্গাশ্চ নিহতাঃ পথি গচ্ছতা ৩৩ । পরাশ্র-
পরপানীয়মম্পৃক্তম্পর্শসক্ৰমম্ । তৎসর্বং নাশ-
মাপ্নোতি ভগবৎকেতুদর্শনাৎ ৩৪ । পঠেন্নামসহ-

স্রস্ত স্তবরাজমথাপি বা । গজেন্দ্রমোক্ষণকৈব পথি
গচ্ছন শনৈঃ শনৈঃ ৩৫ । গায়মানো ভগবতঃ
প্রার্থিতাবাননেকথা । নৃত্যাদির্হর্বসংযুক্তৈর্জ্ঞান্যমাণঃ
পুনঃপুনঃ । স্বয়ং নৃত্যনং হর্বযুক্তো ভক্তো গচ্ছেক্ষরে:
পুরম্ ৩৬ । বিষ্ণোঃ ক্রীড়াকরণং স্থানং তুষ্টিমুক্ত-
প্রদায়কম্ । যস্মিন দৃষ্টে কলৌ নুণাং মুক্তিরেবোপ-
জায়তে ৩৭ । প্রহ্লাদ উবাচ । পূর্বাং হি দেব-
রাজেন বৃহস্পতিকদারথীঃ । প্রণম্য পরমাত্মা
পৃষ্ঠৈশ্চ স মহামতিঃ ৩৮ । ইন্দ্র উবাচ । স্বার-
কায়াশ্চ মাহাত্ম্যং কথয়ন্ত প্রসাদতঃ । চতুর্যুগং যথা-
ভাগৈর্ধর্ম্মবুদ্ধিং জনো লভেৎ ৩৯ । এতচ্ছ্রু-
ত্বা মহেশ্বরস্ত বচনং মুনিসত্তমঃ । বৃহস্পতিকবাতেনং
মহেন্দ্রং দেবসংবৃতম্ ৪০ । বৃহস্পতিকবাচ । কৃতং
জ্ঞেতা স্বাপরঞ্চ কলিঞ্চ শুরসত্তম ! চতুর্যুগমিদং
প্রোক্তং তত্ত্বতো মুনিসত্তমৈঃ ৪১ । কৃতে ধর্ম্ম-
শতুপাদো বেদাদিকলমেব চ । তীর্থং দানং তপো
বিদ্যা ধ্যানমাগুরোগতা ৪২ । পাদহীনং সর্ব-
মেতদ্যুগং জ্ঞেতাভিধং প্রভো । পাদদ্বয়ং

ভগবৎকেতু দর্শনকলে বিনষ্ট হয় । যাত্রাকালে
পথে সহস্র নাম, অথবা স্তবরাজ কিংবা গজেন্দ্র-
মোক্ষণ পাঠ করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ গমন
করিবে । তক্ত মানব সেই হারপুরে গমন করিতে
করিতে ভগবানের বিবিধ প্রার্থাববিষয়ক
গান ও অপরপর নাক্ষগণ সহ নৃত্য সহকারে
সহর্ষে পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে হইতে
গমন করিবে ! বিষ্ণুর বিহারস্থান তুষ্টিমুক্তিপ্রদ ;
যাহার দর্শনে কলিকালে নরগণের নিশ্চিতই মুক্তি
হইয়া থাকে । প্রহ্লাদ কহিলেন,—পূর্বে একদা
দেবরাজ উদারথী মহামতি বৃহস্পতির নিকট বাইয়া
পরম ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।
ইন্দ্র কহিলেন,—যাহার প্রসাদে মানব চারি যুগেই
ধর্ম্মবুদ্ধি লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে
সেই স্বারকার মাহাত্ম্য বলুন । হে মুনিসত্তমগণ !
মহেন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি, দেবগণ-
পরিবৃত মহেন্দ্রকে উত্তর করিলেন । বৃহস্পতি
কহিলেন,—হে শুরসত্তম ! কৃত, জ্ঞেতা, স্বাপর
ও কলি—মুনিসত্তমগণ যথার্থতঃ এই চারি-
যুগের কথা কহিয়াছেন । প্রভো ! কৃত
যুগে ধর্ম্ম,—বৈদিক কথ্যের কল, তীর্থ, দান,
তপস্যা, বিদ্যা, ধ্যান, আরোগ্য—এইসকল
পূর্ণ চতুপাদ থাকে ; জ্ঞেতায় ঐশ্বর্যই

করে, তাহাদের যে কল হয়, শুন । ভূতলে মানব
গয়াশ্রদ্ধ করিয়া যে পুণ্য লাভ করে, উক্ত অন্ন-
দাতাও সেই কলই পায় । তদ পিতৃগণের
অক্ষয়া তুষ্টি হয় । স্বারকাগামীদিগকে যে বাক্তি
পাছুকাবুগল দান করে, সেই মানব কৃষ্ণের
প্রসাদে গজকঙ্ঘে ভ্রমণ করিতে পারে । যে
জন স্বারকাযাত্রীর বিদ্যাহুষ্ঠান করে, সেই মূঢ়
কল্পকাল যাবৎ রোরবে নিমজ্জিত থাকে । যে
ধন্তমানব স্বারকাযাত্রীকে পথি মধ্যে কমণ্ডলু
দান করে, সে সহস্র প্রপাদানের কল প্রাপ্ত হয় ।
যে জন স্বারকাযাত্রী পথিককে পাদাভ্যঙ্গ ও পাদ-
প্রক্ষালনাদিক দান করে, সে সমস্ত কামনা লাভ
করিতে পারে । যে ব্যক্তি পথিমধ্যে গৌরমান বিষ্ণু-
বিষয়ক গাথা বা গীত শ্রবণ করে, আর বিপ্রেন্দ্র-
গণকে দান করে, তদপেক্ষা ধন্ততর আর নাই ।
১৪-৩০ । যে নরোত্তম ক্রীষ্ণদেবের কৈলাসশৈলাভ,
শ্বেতাভ্রসম নির্মল প্রাসাদ অবলোকন করে, আর
দূর হইতে ধ্বজদণ্ড ও হৈম কলস অবলোকন করিয়া
বাহন পরিহারান্তে ধরণীতলে বিলুপ্ত হইয়া, তাহার
পঞ্চশূনাকৃত পাতক, অধর্ম্মাচরণ ও পথে কুমি কৌট-
পতঙ্গাদিহত্যাজনিত পাপ, পরাশ্র পরপানীয়
অম্পৃক্ত-ম্পর্শসংক্রব-জনিত সমস্ত পাতকই সেই

দ্বাপয়ে তু সৰ্বস্মৈতত্ত্ব বাসব । ৪৩ । পাদেদৈনকেন
তৎসৰ্গঃ বিভাগে প্রথমে কলৌ । উৰ্দ্ধং বিনাশঃ
সৰ্বস্মৈ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ । ৪৪ । মন্ত্রাস্তীর্থানি
যজ্ঞাশ্চ তপো দৈবাদিকং তথা । প্রগচ্ছন্তি সমুচ্ছেদঃ
বেদাঃ শাস্ত্রাণি চৈব হি । ৪৫ । শ্লেচ্ছপ্রাণাশ্চ ভূপাল
ভবিষ্যন্ত্যমরাধিপ । লোকঃ করিষ্যতে নিন্দাঃ
সাধুনাং ব্রতচারিণাম্ । ৪৬ । প্রহ্লাদ উবাচ ।
ঋত্বা বৃহস্পতেৰীক্যমেতস্তীর্থশ্চ ভো দ্বিজাঃ । প্রক-
ল্পিতাঃ সুরাঃ সৰ্গে 'শ্লেচ্ছসংসর্গজাস্তথা' । ৪৭ ।
বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ পপ্রচ্ছবিনমাধিতাঃ । শ্লেচ্ছ-
সংসর্গজো দোষো গজয়াপি ন পুয়তে । ৪৮ । কথ-
য়স্ব প্রসাদেন স্থানং কলিবিবর্জিতম্ । যত্র গতা
নিবৎস্তামো যাস্তামো নির্বৃত্তিঃ পরাম্ । ৪৯ । যেন
জুঃখবিনির্মুক্তা ভবিষ্যামো গতব্যথাঃ । কুপয়া
স্মমুখো ভূত্বা ক্রহি তীর্থং হিতায় নঃ । ৫০ । প্রহ্লাদ
উবাচ । এতচ্ছ্রদ্ধা সুরৈশ্চৈব বাক্যমঙ্গিরসাং বরঃ ।
চিরং ধ্যান জগাদেদং বাক্যং দেবপুরোহিতঃ । ৫১ ।
বৃহস্পতিক্রবাচ । পঞ্চকোশপ্রমাণং হি তীর্থং তীর্থ-

বগোত্তমম্ । দ্বারকা নাম বিখ্যাতং কলিদোষবিব-
র্জিতম্ । ৫২ । বিষ্ণুনা নির্মিতং স্থানং লোকস্ত
গতিদায়কম্ । মুক্তিদং কলিকালে তু জ্ঞানহীন-
জনস্ত চ । ৫৩ । উষরং কৰ্ম্মণাং ক্ষেত্রং পুণ্যং
পাপবিনাশনম্ । ন প্ররোহন্তি পাপানি পুনর্দষ্টানি
তত্র বৈ । ৫৪ । তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থ-
নৌহ মহীতলে । ৫৫ । এবং তীর্থযুতা তত্র দ্বারকা
মুক্তিদায়িকা । সেবনীয় প্রযত্নেন প্রাপ্য মাহুয্য-
যুত্তমম্ । ৫৬ । প্রহ্লাদ উবাচ । বৃহস্পতেৰ্বচঃ
ঋত্বা শতক্রতুরথাব্রবীৎ । বাচস্পতে মম ক্রহি
দ্বারবত্যা মহোদয়ম্ । গমনে কিং কলং প্রোক্তং
কৃষ্ণদেবস্ত দর্শনে । ৫৭ । অস্থানি তত্র তীর্থানি
মুখ্যানি বদ মে শুরো । যথাভিষেক গোমত্যাঃ
কলং যদপি সঙ্গমে । ৫৮ । বৃহস্পতিক্রবাচ ।
শ্রয়তাং তাত বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দ্বারকোত্তমম্ ।
মহুয্যরূপো ভগবান্ যত্র ক্রৌড়তি কেশবঃ । ৫৯ ।
নারায়ণঃ স ঈশানো ধোয়চ্চাদৌ জগন্ময়ঃ । স এব
দেবতামুখ্যঃ পুরীঃ দ্বারবতীঃ স্থিতঃ । ৬০ । একৈ-
কস্মিন্ পদে দস্তে পুরীঃ দ্বারবতীঃ প্রতি । পুণ্যং

একপাদহীন হয়; আর হে বাসব । দ্বাপরযুগে এসকল
দ্বিপাদ বিদ্যমান থাকে, পরন্তু কলির আরম্ভসময়ে
ইহারা এক এক পাদ থাকে, আর অন্তিমকালে
সম্পূর্ণ কীর্ণ হইয়া যায় । ইহাতে সংশয় নাই ।
মন্ত্র, তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা, বেদ, শাস্ত্র, দেবতাদি
সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায় । হে অমরাধিপ ! ভূপালকগণ
শ্লেচ্ছবহুল হইবে । লোক সকল সাধু ব্রতচারী-
দিগের নিন্দাবাদ করিবে । ৪১—৪৬ । প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—হে দ্বিজগণ ! সুরগণ সকলেই বৃহস্পাতর
এই কথা শুনিয়া এই তীর্থের শ্লেচ্ছসংসর্গ ভয়ে
প্রকল্পিত হইয়া সবিনয়ে সুরগুরু বৃহস্পতিকে
জিজ্ঞাসা করলেন যে—শ্লেচ্ছসংসর্গজ দোষ
গজা দ্বারাও নিরাকৃত হয় না; অতএব আপনি
অমুগ্রহ করিয়া কলিদোষবর্জিত কোনও স্থানের
উল্লেখ করুন । আমরা সেখানে যাইয়া নিবাস
করিয়া পরম নির্বৃত্তি লাভ করিতে পারি; যাহাতে
আমরা জুঃখনির্মুক্ত হইয়া গতব্যর্থ হইতে পারি,
আপনি কৃপা করিয়া প্রসন্নমুখে আমাদের হিত
নিমিত্ত তাদৃশ তীর্থের উল্লেখ করুন । ৪৭—৫০ ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—অঙ্গিরসবর দেবপুরোহিত
বৃহস্পতি, সুরেশ্বরের এই কথা শুনিয়া দীর্ঘকাল
চিন্তান্তে এই উত্তর করিলেন । বৃহস্পতি কহি-
লেন,—দ্বারকা নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে

সেই উত্তম তীর্থবর কলিদোষবর্জিত, উহার পরি-
মাণ পঞ্চকোশ । লোক সকলের গাতপ্রদ, পুণ্য,
ও শাপনাশক সেই তীর্থ বিষ্ণুবিনির্মিত । উহা
কলিকালে জ্ঞানহীন জনের মুক্তিবাদায়ক ।
উহা কৰ্ম্মানচয়ের উষর ক্ষেত্র; উহাতে পাপসমূহের
অস্মরোদগম হয় না, পরন্তু সমস্ত পাপই তথায়
বিনষ্ট হইয়া যায় । এই মহীতলে যে, সার্কি ত্রিকোটি
তীর্থ আছে, তৎসমস্তই সেই মুক্তিদায়িকা দ্বারকার
বিদ্যমান । অতএব উত্তম মহুয্যজন্ম লাভ করিয়া
সর্বপ্রযত্নেই সেই ক্ষেত্র সেবনীয় । বৃহস্পতির
কথা শুনিয়া শতক্রতু কহিলেন,—হে বাচস্পতে !
আপনি আমাকে দ্বারবতীর মহোদয়শালিনী মাহাত্ম্য-
কথা বলুন । হে শুরো ! সেখানে গমনে কি কল ?
কৃষ্ণদেবের দর্শনেই বা কি পুণ্য ? সেখানে অস্ত
যে সমস্ত মুখ্য তীর্থ আছে, গোমতীতে এবং সঙ্গম-
তীর্থে স্নানের যাহা কল, এতৎসমস্ত আমায় বলুন ।
বৃহস্পতি বলিলেন,—হে তাত ! শ্রবণ কর, ভগবান্
কেশব মাহুয্যরূপে যেখানে বিহার করেন, সেই
দ্বারকার মাহাত্ম্য বলিতেছি । যিনি সকলের
আদি, জগন্ময়, ধোয়, ঈশান, দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ,
তিনিই সেই দ্বারবতী পুরীতে অবস্থিত । কলি-

ক্রতুসহশ্রণ কলৌ ভবতি দেহিনাম্ । ৬১ । কলৌ
কৃষ্ণপুৰীং রম্যাং যে গচ্ছন্তি নরোত্তমাঃ । কুল-
কোটিশতৈৰ্বৃক্তান্তে গচ্ছ'ন্ত হরেঃ পদম্ । ৬২ ।
যে ধ্যায়ন্তি মনোবৃত্ত্যা গমনং দ্বারকাং প্রতি ।
তেষাং বিলীয়তে পাপং পুণ্ড্রজয়াযুতৈঃ কৃতম্ । ৬৩ ।
কৃষ্ণশ্চ দর্শনে বুদ্ধির্জায়তে যশ্চ দেহিনঃ । বক্তা-
বলোকনাস্তশ্চ পাপং যাতি সহস্রাঃ । ৬৪ । যে গতা
দ্বারকায়াঞ্চ যে যুতাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ । ন তেষাং
পুনরায়ুর্জিবা বদান্তসংপ্রবম্ । ৬৫ । সুলভা মথুরা
কালী হুবন্তী চ তথা সুরাঃ । অযোধ্যা সুলভা
লোকে হর্লভা দ্বারকা কলৌ । ৬৬ । গতা কৃষ্ণ-
পুৰীং রম্যাং যগ্নাসাং কৃষ্ণসন্নিধৌ । জীবনুক্রান্তে
তে জ্ঞেয়াঃ সত্যমেতৎ সুরোত্তম । ৬৭ । কৃষ্ণ-
ক্ৰীড়াকরং স্থানং বাহুস্তি মনসা প্রিয়ে । তেষাং
হৃদি স্থিতং পাপং কালয়েৎ প্রেতনায়কঃ । ৬৮ ।
অত্যাগ্ৰাণ্যপি পাপানি তাবাস্তন্তি বিগ্রহে । যাবন্ন
গচ্ছতি নরঃ কলৌ দ্বারবতীং প্রতি । ৬৯ । পুণ্য-
সংখ্যা চ তীর্থানাং ব্রহ্মণা বিহিতা পুরা । দানাদ্য-
য়নসংজ্ঞানাং মুক্তা দ্বারবতীং কলৌ । ৭০ । চক্র-

তীর্থে তু যো গচ্ছেৎ প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ । কুলৈক-
বিংশতিযুগঃ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ । ৭১ ।
লৌভেনাপ্যপরাধেন দন্তেন কপটেন বা । চক্র-
তীর্থঞ্চ যো গচ্ছন্ন পুনর্জিগতে ভবম্ । ৭২ ।
প্রয়াগে হৃদ্বিপাতেন যৎকলং পরিকৌষ্ঠিতম্ । তদেব
শতসাহস্রং চক্রতীর্থাহ্বিপাতনাং । ৭৩ । পৃথিব্যা-
কৈব ততীর্থং পরমং পরিকৌষ্ঠিতম্ । চক্রতীর্থ-
মিতি খাতং ব্রহ্মহত্যা বিনাশনম্ । ৭৪ । যে যে
কুলে ভবিষ্যন্তি তৎপুণ্ড্রং মানবাঃ কিতৌ । গর্বে
বিষ্ণুপুং যান্তি চক্রতীর্থাহ্বিপাতনাং । ৭৫ । কিং
জাটিলহভিঃ পুত্রৈর্গণনা পুরকাঙ্ক্যকৈঃ । বরমেকো
তবেৎ পুত্রশ্চক্রতীর্থং তু যো ব্রজেৎ । ৭৬ । তপসা
কিং প্রতপ্তেন দানেনাধায়নেন কিম্ । সর্গাবহো-
হপি মুচ্যেত গতাঃ কৃষ্ণপুৰীং যদি । ৭৭ । কলি-
কালকৃতদৌষেরত্যাগ্রেণাপি মানবঃ । কলৌ কৃষ্ণযুগং
দৃষ্ট্বা লিপাতে ন কদাচন । ৭৮ । দানং চাধ্যয়নং
শৌচং কারণং ন হি পুঙ্ক । হীনবর্ণোহপি পাপাত্মা
গতাঃ কৃষ্ণপুৰীং যদি । ৭৯ । বারানশাং কুরুক্ষেত্রে
নর্মদায়াঞ্চ যৎকলম্ । তৎকলং নিমিষাদ্ধেন দ্বার-

কালে সেই দ্বারকার উদ্দেশে এক এক পদ
প্রক্ষেপেই মানবগণ সহস্র ক্রতুর ফল প্রাপ্ত হয়।
কলিকালে যে নরগণ সেই পুণ্য কৃষ্ণপুৰীতে গমন
করে, তাহারা কোটিকুলের সহিত হরিপদ প্রাপ্ত
হয়। যাহারা মনে মনেও দ্বারকাগমনরিস্বয়ক
চিন্তা করে, তাহাদেরও অতীত অযুত জন্মের
পাতক বিলীন হয়। যে দেহীর কৃষ্ণদর্শনে বুদ্ধি
জন্মে, তাহার মুখদর্শনেও পাপ সকল সহস্রাতি নষ্ট
হইয়া যায়। যাহারা দ্বারকায় গমন কিম্বা কৃষ্ণ-
সন্নিধানে জীবন বিসর্জন করে, কল্পকাল যাবৎ
তাহাদিগের পুনরায়ুত্ত হয় না। হে দেবগণ!
মথুরা, কালী, অবন্তী কিম্বা অযোধ্যাপুরী কলিকালে
সুলভা, পরন্তু দ্বারকাপুরী হর্লভা বলিয়াই জানবে।
সেই কৃষ্ণপুৰীতে যাহা যাহারা ছয় মাস কাল কৃষ্ণ-
সন্নিধানে বাস করে, তাহারা জীবনুক্রান্ত বলিয়া
বিজ্ঞেয়। হে সুরো ম! ইহা সত্যই জানবে।
যাহারা সেই কৃষ্ণদেহরস্থানের কামনা করে,
প্রেতপতি তাহাদের হৃদয়স্থ পাতকও কালন কাগ্নয়
ধাকেন। মানব কালকালে যাবৎ দ্বারাবতীতে
গমন না করে, অত্যাগ্র পাতক সকল তাবৎকালই
শরীরে বর্তমান থাকে। পূর্বে ব্রহ্মা কলিকালে
একমাত্র দ্বারবতী ব্যতীত অপরাপর তীর্থ, দান

ও অধ্যয়নাদি সমস্তসংকল্পেরই পুণ্যেরসীমা নির্দেশ
করিয়াছেন। যে মানব প্রসঙ্গক্রমেও দ্বারকাহ চক্র-
তীর্থে গমন করে, সে একবিংশতি-পুরুষের সহিত
পরম পদ প্রাপ্ত হয়। লোভে, অপরাধে, দন্তে বা
কপটো—যে ভাবেই হউক, যে মানব চক্রতীর্থে
গমন করে, তাহাকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে
হয় না। প্রয়াগে অস্থিপাতনে যে ফল কৌষ্ঠিত,
চক্রতীর্থে অস্থিপাতনে তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ
অধিক ফল লাভ হয়। সেই ব্রহ্মহত্যা বিনাশক
চক্রতীর্থ—পৃথিবীতে পরম তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত।
চক্রতীর্থে অস্থিপাতন করিলে তৎপুণ্ড্রজ সমস্ত
পুরুষই বিষ্ণুপুরে গমন করে। সংখ্যানুরক
বহুপুত্র জন্মিলে ফল কি?—পরন্তু চক্রতীর্থে
গমন করিবে, এমন একটা পুত্রও ভাল
কঠোর তপশ্চরণ, দান, অধ্যয়ন,—এ সকলে প্রয়ো-
জন কি?—যদ কৃষ্ণপুরে গমন করে, তবে মানব
দর্শাবস্থায়ই বিমুক্ত হয়। কলিকালে কৃষ্ণযুগ দর্শন
করিলে মানব অত্যাগ্র কলিদোষেও কদাচ লিপ্ত হয়
না। বৎস! দান অধ্যয়ন কিম্বা শৌচ—পবিত্রতার
হেতু নহে, পরন্তু কলিতে পাপশীল মানবও যদি
সেই কৃষ্ণপুরে গমন করে, তবে বারানশীতে,
কুরুক্ষেত্রে, ও নর্মদায় যে ফল, সেই দ্বারবতীতে

বত্যাঃ দিনেদিনে ॥ ৮০ ॥ ধন্তানামপি ধন্তান্তে ,
 দেবানামপি দেবতাঃ । কৃষ্ণেণপি মতির্বেষাঃ
 হীষতে ন কদাচন ॥ ৮১ ॥ শ্রবণদ্বাদশী-যোগে
 গোমত্যাধিসঙ্গমে । স্নাত্বা কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা
 লিপ্যতে নৈব স কচিৎ ॥ ৮২ ॥ যন্ত কস্তাপি মাসস্ত
 দ্বাদশীঃ প্রাপ্য মানবঃ । কৃষ্ণক্ৰীড়াপুরীঃ দৃষ্ট্বা যুক্তঃ
 সংসারগহ্বরায় ॥ ৮৩ ॥ যেবাং কৃষ্ণালয়ে প্রাণা
 গত্যাঃ সুরপতে কলৌ : স্বর্গান তেষামাবৃন্তিঃ
 কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৮৪ ॥ বিজ্ঞেয়া মায়াবা বৎস
 গর্ভস্থান্তে মহী তলে । দ্বারবত্যাং ন যৈর্দেবো দৃষ্টঃ
 কংসনিবৃদনঃ ॥ ৮৫ ॥ দুর্লভো দ্বারকাবাসো দুর্লভঃ
 কৃষ্ণদর্শনম্ । দুর্লভঃ গোমতীস্নানং দুর্লভো কঙ্কণী-
 পতিঃ ॥ ৮৬ ॥ তপঃ পরং কৃত্যবুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান-
 মুচ্যতে । দ্বাপয়ে তু পরো যজ্ঞঃ কলৌ কেশব-
 কীর্তনম্ ॥ ৮৭ ॥ হেমভারসহশ্ৰৈশ্চ দৈতৈর্ধ্বংকল-
 মাপ্যতে । দৃষ্ট্বা তৎকোটিগুণিতং হরেঃ সর্বপ্রদং
 মুখম্ ॥ ৮৮ ॥ দ্বারকায়াঞ্চ যদন্তঃ শঙ্খোদ্ধারে
 তথৈব চ । পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দত্তং চৈবাক্ষয়ং
 তবেৎ ॥ ৮৯ ॥ গোমতীবিদ্যাং যদন্তঃ সূর্যবসনানি
 চ । বৃষো ভূমিগ্রহো রূপাং কস্তাদানং তথৈব চ ।

দিনে দিনে অর্ধনিমেষে সেই ফলপ্রাপ্ত হয় । কৃষ্ণের
 প্রতি যাহাদের মতি কদাচ হৌন হয় না, তাহারা ধন্ত
 হইতে ধন্যতর ও দেবতাগণেরও দেবতা সদৃশ ।
 শ্রবণদ্বাদশী-যোগে গোমতী-সাগর সঙ্গমে স্নানান্তে
 কৃষ্ণমুখ দর্শন করিলে সে কদাচ কোনও পাপে লিপ্ত
 হয় না । মানব যে কোন মাসে দ্বাদশীতে কৃষ্ণবিহার-
 পুরী দর্শন করিলে সংসারগহ্বর হইতে বিমুক্ত হয় ।
 হে সুরপতে ! কলিকালে সেই কৃষ্ণালয়ে যাহাদিগের
 প্রাণত্যাগ ঘটে, শতকোটি কল্পেও তাহাদিগের
 স্বর্গ হইতে আবর্তন হয় না । যাহারা দ্বারবতীতে
 দেব কংসদাতীকে দর্শন করে নাই, তুতলে তাহারা
 গর্ভস্থ বলিয়াই বিজ্ঞেয় । দ্বারকাবাস দুর্লভ, কৃষ্ণ
 দর্শন দুর্লভ, গোমতীস্নান দুর্লভ, আর সেই কঙ্কণী-
 পতিও দুর্লভ । সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান
 দ্বাপরে যজ্ঞ, আর কালী কেশবের কীর্তনই শ্রেষ্ঠ
 উপায় বলিয়া কীর্তিত হয় । সহস্রভার সুবর্ণদানে
 যে ফল, হরির সর্বাভীষ্টপ্রদ মুখদর্শনে তাহার
 কোটিগুণ অধিক ফললাভ হয় । দ্বারকায়, শঙ্খো-
 দ্ধারে ও পিণ্ডারক মহাতীর্থে যাহা দান করা যায়,
 তাহা অক্ষয় হয় । হে দেবেশ ! উক্তস্থানত্রয়ে
 গো, মহিষ, বৃষ, সুবর্ণ, রজত, বসন, ভূমি, কস্তা

২০ । যচ্ছান্তদপি দেবেশ জিষু স্থানেষু যচ্ছতি ।
 তন্মুক্তিকারকং প্রোক্তং পিতৃণানামনন্তথা ॥ ২১ ॥
 উষরং হি যতো লোকে ক্ষেত্রমেতৎপ্রকীর্তিতম্ ।
 অতো মুক্তিকরং সর্বং দানং চোক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥
 যৎকিঞ্চিৎকৃত্যে তত্র দানং ক্রীড়াবগাহনম্ । তদ-
 নন্তফলং প্রাহ ভগবান্ধৃশূদনঃ ॥ ২৩ ॥ প্রেতস্ব-
 নৈব তস্তান্তি ন যাম্যা নারকীবাধা । যেন দ্বার-
 বতীঃ গতা কৃতং কৃষ্ণাবলোকনম্ ॥ ২৪ ॥ বারি-
 মাত্রেণ গোমত্যাং পিণ্ডদানে কৃত্যে কলৌ । পিতৃণাং
 জায়তে তৃপ্তির্থাবদাভূতসম্প্রবম্ ॥ ২৫ ॥ নিত্যং
 কৃষ্ণপুরীঃ রম্যাং যে স্মরন্তি গৃহস্থিতাঃ । নমস্তাঃ
 সর্বলোকানাং দেবানাঞ্চ সুরোত্তম ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং
 গয়াশ্রাদ্ধং মরণং গোগ্রহেষু চ । বাসঃ পুংসাং
 দ্বারকায়াং মুক্তিরেবা চতুর্ষিধা ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন
 মুচ্যতে প্রয়াগে মরণেন বা । অথবা স্নানমাত্রেণ
 গোমত্যাং কৃষ্ণস্নিগ্ধো ॥ ২৮ ॥ কৃতার্থঃ কৃতপুণ্যো-
 হং ব্রবীত্যেবং মহোদধিঃ । পবিত্রীকৃতঞ্চ মদগাজং
 গোমতীবারিসংপ্রবাৎ ॥ ২৯ ॥ অত্যাগ্ৰাণ্যপি পাপানি
 তাবত্তিষ্ঠন্তি বিগ্রহে । যাবৎস্নানং ন গোমত্যাং

প্রভৃতি যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই নিজের
 ও পিতৃগণের মুক্তিবিধায়ক । যেহেতু লোকে উক্ত
 ক্ষেত্র উষর বলিয়া কীর্তিত হয়, সেই জন্তই দেখানে
 যাহা কিছু দান করা যায়, মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,—
 তৎসমস্তই মুক্তিকর হইয়া থাকে । ভগবান্
 ধৃশূদনই বলিয়াছেন যে, সেখানে দান ক্রীড়াব-
 গাহন যাহা কিছু করা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত
 ফলদায়ক । যে ব্যক্তি দ্বারবতীতে বাইয়া কৃষ্ণা-
 বলোকন করিয়াছে, তাহার প্রেতস্ব কিম্বা নরক-
 ভোগাদি যমযাতনা নাই । কলিকালে গোমতীতে
 জলমাত্র দ্বারাও পিণ্ডদান করিলে কল্পকাল যাবৎ
 পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করেন । যাহারা গৃহে
 থাকিয়াও প্রতিদিন সেই রম্যা কৃষ্ণপুরী
 স্মরণ করে, হে সুরোত্তম ! তাহারাও সর্ব-
 লোকের ও দেবগণেরও নমস্ত । ব্রহ্মজ্ঞান, গয়া-
 শ্রাদ্ধ, গোগ্রহে মরণ ও দ্বারকায় বাস,—নয়গণের
 মুক্তিহেতু এই চতুর্ষিধ । ব্রহ্মজ্ঞানে, প্রয়াগে মরণে,
 অথবা গোমতীতীর্থে কৃষ্ণস্নানোপে স্নানমাত্রে মুক্তি-
 ভাজন হওয়া যায় ॥ ২১—২৮ ॥ মহোদধিও এই-
 রূপ জ্ঞানা করেন যে, আমি গোমতীজলসংস্পর্শে
 কৃতার্থ কৃতপুণ্য হইলাম । মদীয় গাজও পবিত্রীকৃত
 হইল । অত্যাগ্ৰ পাতক সকলও তাবৎকালই দেহে

বারিণা পাপহারিণা ॥ ১০০ ॥ চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা
গোমত্যাঃ কল্মষীহৃদে । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং রম্যং কুলানাং
ভারয়েচ্ছতম্ ॥ ১০১ ॥ কৃষ্ণকং যে দ্বারবতীঃ মনুষ্যাঃ
স্মরন্তি নিত্যং হরিভক্তিযুক্তাঃ । বিধূতপাশাঃ
কিল সম্ভবান্তে গচ্ছন্তি লোকং পরমং মুরারেঃ ॥
১০২ ॥ অর্ধোতপাদঃ প্রথমঃ নমস্কৃত্যাদ-
গণেশ্বরম্ । সর্গবিষ্মবিনাশস্ত জায়তে নাত্র শংসঃ ॥
নীলোৎপলদলপ্লামঃ কৃষ্ণঃ দেবকীনন্দনম্ । দণ্ডবৎ
প্রণমেৎপ্রীত্যা প্রণমেদগ্রজঃ পুনঃ ॥ ১০৩ ॥ বাল্যে
চ যৎকৃতং পাপং কৌমায়ে যৌবনে তথা । দর্শনাৎ
কৃষ্ণদেবস্ত তন্নশ্বেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥ বাণ্যাধ
মনসা যচ্চ কৰ্ম্মণা সমুপার্জিতম্ । পাপং জন্মসহ-
শ্রেন তন্নশ্বেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ হেমভারসহশ্রেন
দন্তৈর্বৎকলমাপ্যতে । তৎকলং কোটিভণিতং
কৃষ্ণবক্ত্রাবলোকনাৎ ॥ ১০৬ ॥ নমস্কৃত্য চ দেবেশং
পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্ । তুর্হাসসং মহেশানং দ্বারকা-
পরিরক্ষকম্ ॥ ১০৭ ॥ প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা বৈন-
তেষসম্বিতম্ । দ্বারমাগত্য চ পুনঃ স্বর্গদ্বারোপমং
ভূতম্ ॥ ১০৮ ॥ বিশ্রম্য চ মুহূর্তাধঃ স্মৃতিবীক্ষ্যদে-

ধাকে, যাবৎ গোমতীর পাপহারী বারি দ্বারা স্নান-
চরণ না হয় । মানব চক্রতীর্থে গোমতীতে ও
কল্মষীহৃদে স্নানান্তে কৃষ্ণমুখ দর্শন করিয়া কুলের শত
পুরুষের পরিভ্রাণ সাধন পরিতে পারে । যে
সমস্ত হরিভক্ত মানব প্রতিদিন কৃষ্ণকে ও
দ্বারবতীকে স্মরণ করে, তাহার নিষ্পাপ
হইয়া মুরারির পরম ধামে গমন করিয়া
ধাকে । সেখানে যাইয়া প্রথমতঃ পাদপ্রক্ষা-
লনের পুরেই গণেশ্বরকে নমস্কার করিবে ; তাহাতে
সর্গবিষ্ম বিনষ্ট হয় ; সংশয় নাই । তারপর ভক্তি-
সহকারে নীলোৎপলদলপ্লাম দৈবকীনন্দন কৃষ্ণকে ও
বলরামকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । বাল্যে,
কৌমায়ে যৌবনে, যাহা কিছু পাপার্জন করা হয়,
কৃষ্ণদেবের দর্শনে তৎসমস্ত বিনষ্ট হয় ; এ বিষয়ে
সংশয় নাই । সহস্র জন্ম যাবৎ কৰ্ম্মমনোবাক্যা-
জ্ঞিত পাতকও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয়
নাই । সহস্র ভার সুবর্ণদানে যে কল, কৃষ্ণমুখ-
দর্শনে তাহার কোটিভণ অধিক ফললাভ হয় । বুদ্ধি-
মান মানব দেবেশ পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে নম-
স্কারান্তে দ্বারকাপরিরক্ষক মহেশান তুর্হাসা ও
গরুড়কে পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম করিবে । তার-
পর স্বর্গদ্বারোপম ভূত দ্বারদেশে আসিয়া স্মৃতিবী-

র্ষিতঃ । তত্রাভিতান সমাহুয় ব্রাহ্মণান মন্ত্রকোবিদান ।
পূজাদ্রব্যঃ সমানীয ততস্তীর্থং ব্রজেদুখঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি ত্রিষ্টোত্রে দ্বারকাযাত্রাবিধিবর্ণনং নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গৌ
গোমতীঃ কৃষ্ণসংগ্রাম্য । যন্তা দর্শনমাত্রেণ যুচ্যতে
সর্গপাতকৈঃ । সর্গপাপবিনির্গুক্তঃ কৃষ্ণসামুদ্র্যাম্পু-
য়াৎ ॥ ১ ॥ ত্রিভৌষক্যকরমমঙ্গল্যাবিনাশনম্ ।
সর্গকামপ্রদঃ নৃণাং প্রণমেদগোমতীজলম্ ॥ ২ ॥ মহা-
পাপক্ষয়করমগতীনাং গতিপ্রদম্ । পূর্বপুণ্যবশাৎ
প্রাপ্তং প্রণমেদগোমতীজলম্ ॥ ৩ ॥ ঋষয় উচুঃ
দৈত্যৈশ্চ সংগ্রোহস্মাকং তুং স্বং ছেত্তুমিহাসি ।
ইয়ং কা গোমতী তত্র কেনানীতা মহামতে ॥ ৪ ॥
কেন কার্যবশেনেহ সম্প্রাপ্তা বক্রণালয়ম্ । সর্গ-
ভাগবতশ্রেষ্ঠ ছেতবিস্তরতো বদ ॥ ৫ ॥ প্রহ্লাদ

ব্রাহ্মবগণসহ অর্জমুহূর্তকাল বিশ্রাম করিবে । অতঃ-
পর তৎস্থানস্থ মন্ত্রকোবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানান্তে
পূজাদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তীর্থপরিভ্রমণ যাত্রা
করিবে । ৯৯—১১০ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪

পঞ্চম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর
কৃষ্ণসন্নিধানস্থিতা গোমতীতে গমন করিবে ।
তাহার দর্শন মাত্রেই নর সর্গ পাতক হইতে মুক্ত
হয় এবং অস্ত্রে নিষ্পাপদেহে কৃষ্ণসামুদ্র্য লাভ
করে । গোমতীর জল ত্রিভৌষ-বিঘাতক,
অমঙ্গল্যনাশক, ও নরগণের সর্গকামপ্রদ । অতএব
সকলেই উহাকে প্রণাম করিবে । ঐ জল মহাপাপহর,
ও অগতির গতিপ্রদ ; উহা পুণ্যবশেই প্রাপ্ত হওয়া
যায় ; উহাকে প্রণাম করিবে । ঋষিগণ কহিলেন,
—হে দৈত্যৈশ্চ ! হে ভাগবতপ্রধান ! আমাদের
একটা বড় সংশয় হইয়াছে, আপনি তাহা নিরাস
করুন । আমরা জিজ্ঞাসা করি,—এই গোমতী কে ?
কে ইহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছে ? কোন্ কার্য-
বশে ইনি সাগর সহ সন্নিহিত হইয়াছেন ? এই

উবাচ । একাৰ্ণবে পুৰা ভূতে নষ্টে স্বাবরজজন্মে ।
তদা ব্রহ্মা সমভবদ্বিকোৰ্ণাভিসরোজহাং । ৬ ।
আদিষ্টঃ প্রভুণা ব্রহ্মা স্বজন্ম বিবিধাঃ প্রজাঃ । ইতি
ধাতা সমাদিষ্টো হরিণা সৃষ্টিকারণে । ৭ । উক্তা
বাচমিতি ব্রহ্মা ততঃ সৃষ্টৌ মনো দধে । সসৰ্জ
মানসাং সদাঃ সনকাদ্যান্ কুমারকান্ । উবাচ
বচনং ব্রহ্মা প্রজাঃ স্বজত পুত্রকাঃ । ৮ । ব্রহ্মণো
বচনং ব্রহ্মা তে কৃতাজ্ঞসরোহক্রান্ । ভগবান্ ভগ-
বজ্রপং ভ্রষ্টকামা বয়ং প্রভো । ৯ । ন বন্ধমমুৰ্ত্তামঃ
সৃষ্টিকপং হ্রাসদম্ । ইত্যাুক্তা তে যযুঃ সর্ষে সন-
কাদ্যাঃ কুমারকাঃ । ১০ । পশ্চিমাঃ দিশমাহ্বায়
তীরে নদনদীপহেঃ । তেজোময়স্ত রূপস্ত ভ্রষ্টকামা
মহামনঃ । ১১ । তস্মিন্ মানসমাধায় তেপিহে পরমঃ
তপঃ । ১২ । বহুবর্গসহস্রৈশ্চ প্রসন্নৈ ধরনীধরে ।
ভিষ্মা জলং সমুত্তরৌ তেজোরূপং হ্রাসদম্ । ১৩ ।
অনেকদৈত্যদমনং বহুযজ্ঞবিদারণম্ । স্বর্ধ্যাকোটি-
প্রভাতাসং সহস্রাং সুবর্ণনম্ । ১৪ । তং দৃষ্ট্বা
বিস্মিতাঃ সর্ষে ব্রহ্মপুত্রাঃ পরস্পরম্ । বৌদ্ধমাণা
ভগবতঃ পরমায়ুধযুগ্মম্ । ১৫ । তান্ বিনোক্তা
তথাভূতান্ বাণবাণাশরীরিণী । ভো ব্রহ্মপুত্রা

ভগবান্ শীঘ্রমাবির্ভবিষ্যতি । ১৬ । অর্হণাঞ্চ
ভগবতঃ শীঘ্রমর্ধ্যাং প্রকল্পাতাম্ । আয়ুধং
লোকনাথস্ত দ্বিজাঃ শীঘ্রং প্রসাদ্যতাম্ । ১৭ ।
তচ্ছূদ্রাকাশবচনং তুষ্টবৃন্তে সুদর্শনম্ । ১৮ ।
ঋষয় উচুঃ । জ্যোতির্ময় নমস্তেহস্ত নমস্তে হরি-
বল্লভ । সুদর্শন নমস্তেহস্ত সহস্রাঙ্করাব্যয়ঃ ।
১৯ । নমস্তে স্বর্ধ্যরূপায় ব্রহ্মরূপায় তে নমঃ ।
অমোঘায় নমস্তভ্যঃ রথান্নায় নমোনমঃ । ২০ ।
এবং তে পূজয়ামাসুঃ স্তম্ভনোভিজ্ঞাধিকৃতৈঃ ।
২১ । স্তবৈর্নানাবিধৈঃ স্তব প্রণেয়ুর্হরিবল্লভম্ ।
তৎপ্রসাদ্য সুনাতন্তু প্রভূসদর্শনোৎসুকাঃ । ২২ ।
অশ্রয়ন্ননসা দেবং ব্রহ্মাণং পিতরং স্বকম্ । তেষাং
তু চিহ্নিতং ভ্রাতৃ ব্রহ্মাগজামধাববৌ । ২৩ । যাহি
শীঘ্রঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে পৃথিব্যাং হরিকারণাং । গাং গতা
হং মহাভাগে ততো বহুমতীসি মে । ২৪ । উর্ষ্যাং
তে গোমতী নাম সুপ্রসিদ্ধাঃ ভবিষ্যতি । ২৫ ।
বসিষ্ঠগান্ধা কুহা যাহি শীঘ্রঃ ধরাতলম্ । তাতঃ

র্শনে সকলেই পরস্পর বিস্ময়াবিত হইলেন ।
ভাঁহার পুনঃপুন ভগবানের সেই পরমায়ুধের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ভাঁহাদিগকে তদবস্থ
দেখিয়া এক অশরীরিণী বাণী বলিল,—ভো ভো
ব্রহ্মপুত্রগণ ! শ্রীমান ভগবান্ শীঘ্রই আবির্ভূত হই-
বেন । ভাঁহার অর্চনার্থ শীঘ্র তোমরা অর্ঘ্য করনা
কর । দ্বিজগণ । এই ভগবান্ জগন্নাথের আয়ুধকেও
তোমরা প্রসন্ন কর । ১—১৬। সেই আকাশবাণী শ্রবণে
সনকাদি ঋষিগণ সুদর্শনের স্তব করিতে লাগি-
লেন ; কহিলেন,—হে জ্যোতির্ময় ! হে হরিপ্রিয়
সুদর্শন ! তুমি সহস্রাং, অক্ষয়, অব্যয়মূর্তি ; তোমাকে
প্রতিপদে নমস্কার, নমস্কার । তুমি স্বর্ধ্যরূপ
ব্রহ্মরূপ, অমোঘ রথান্ন, তোমাকে পদে পদে
নমস্কার নমস্কার । এইরূপে বিবিধ স্তবে স্তব
করিয়া পুষ্পাকতাদি দ্বারা সেই হরিপ্রিয় সুদর্শনের
পূজা ও পূজান্তে প্রণাম করিলেন । ভাঁহার সুদ-
র্শনকে প্রসাদিত করিয়া ভগবদদর্শনে সমুৎসুক
হইলেন এবং মনে মনে স্থপিতা ব্রহ্মদেবকেও
স্মরণ করিলেন । ব্রহ্মা পূজগণের তথাবিধ চিন্তার
বিষয় জানিয়া গজাদেবীকে বলিলেন,—সরিষরে !
হরির কারণে সত্ত্ব তুমি পৃথীতলে যাও । হে
মহাভাগে ! তুমি ভূতলগতা হইলে আমার বহু-
মানোন্মদ হইবে । ক্রিতিতলে তোমার ‘গোমতী’
নাম সুপ্রখ্যাত হইবে । অতএব তুমি রসিষ্ঠের

সকল বিস্তৃতভাবে বলুন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—
পূর্বে জগৎ একাৰ্ণবীকৃত হইলে, চরাচর নষ্ট হইয়া
গেলে, বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মা প্রাভূত হন ।
বিভূ বিষ্ণু ভাঁহাকে বিবিধ প্রজাস্বজনে আদেশ
করেন । হরি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিধাতা ‘বাচ’
বলিয়া সৃষ্টিব্যাপারে মনঃসংযোগ করেন । অন-
ন্তর তিনি অগ্রে সনকাদি কতিপয় মানস পুত্র সৃষ্টি
করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—বৎস-
গণ ! তোমরা প্রজা সৃষ্টি কর । ব্রহ্মার বাক্য
শুনিয়া তদীয় সনকাদি পুত্রগণ কৃতাজ্ঞলিকরে বলি-
লেন,—ভগবান্ ! আমরা ভগবৎস্বরূপ দর্শন
করিতে সমুৎসুক ; সৃষ্টিকপ হুশ্ছেদ্য বন্ধনের অমু-
বর্ত্তন আমরা করিব না । এই কথা কহিয়া সনকাদি
ব্রহ্মপুত্রগণ পশ্চিমদিক্ আশ্রয়পূর্বক নদ-নদীপতির-
তীরে গমন করিলেন এবং তেজোময় ভগবৎ-
স্বরূপের দর্শনলালসায় ভাঁহাতে মনঃসমাধানপূর্বক
পরম তপস্বী করিতে লাগিলেন । বহু সহস্র বর্ষ
অতীত হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন । ভাঁহার
অনেক দৈত্যসুদন, বহুযজ্ঞবিদারণ, স্বর্ধ্যাকোটিসম-
প্রভ, সহস্রাং, সুহ্রাসদ, তেজোরূপ সুদর্শন চক্ৰ
জল ভেদ করিয়া উথিত হইল । ব্রহ্মপুত্রগণ তদ-

পূজ্যবান্নগাতা বসিষ্ঠতনয়া ভব ! ২৪ ॥ বাটমিত্যেব
সা দেবী প্রতিষ্ঠা বরুণালয়ম্ । বসিষ্ঠশ্রুতৌ যাত্নি
তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোহবগাৎ ॥ ২৫ ॥ তাং দৃষ্ট্বা মনুজাঃ
সর্বৈ বসিষ্ঠেন সমমিতাম্ । নমস্ক্রুৎ গঙ্গাভাগাঃ
গন্ধমুখ্যৈঃ পশ্চিমার্ণবম্ ॥ ২৬ ॥ আবির্ভূত্ব তত্ৰৈব যত্র
তে মুনয়ঃ স্থিতাঃ । জট্টকামা হরে রূপং ত্রিমা জুষ্টং
চতুর্ভুজম্ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠমনুগামায়াস্তৌ সুর-
পাবনীম্ । অবাকিরমহাভাগাঃ সুনমোভিষ্ট সর্বশঃ ॥
২৮ ॥ দিব্যৈর্মাল্যৈঃ স্নগন্ধৈশ্চ গন্ধধূপৈস্তথাক্ষতৈঃ ।
সম্পূজ্য হৃষ্টমনসঃ সাধুসাধ্বিভি চাক্রবন ॥ ২৯ ॥
বসিষ্ঠং তেহগ্রগং দৃষ্ট্বা হৃদতীর্থাংস্ততো দ্বিজাঃ ।
অর্ঘ্যাদিসংক্রিয়াং কৃৎ প্রসঙ্গী ইদমক্রবন ॥ ৩০ ॥
যস্মাৎসমা সমানীতা হুস্মিন্নোক্তৈ সবিদ্বযা । তস্মাত্তব
সুভেতোব খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ৩১ ॥ গোঃ
স্বর্গাদাগতা যস্মাদিদং স্থানং মতী মত ॥ তস্মাদি
গোমতী নাম খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
অস্তা দর্শনমাত্রেণ মুক্তিং যাপ্তন্তি মানবাঃ । কিং
পুনঃ আনদানাদি কৃৎ যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুগামিনী হইয়া সত্তর ধাতলে যাও । কল্প
ধেমন পিতার অনুবর্তিনী হয়, তুমিও তেমনি বসি-
ষ্ঠের তনয় হইয়া তদীয় অনুগামিনী হও । গঙ্গা-
দেবী 'তথাস্ত' বলিয়া সাগরাভিমুখে প্রস্থান করি-
লেন । বসিষ্ঠ অগ্রে অগ্রে চলিলেন । গঙ্গা তাঁহার
অনুসরণ করিলেন । মনুজগণ সেই বসিষ্ঠ-
সমভিব্যাহারিণী পশ্চিমার্ণবগামিনী মহাভাগা গঙ্গা-
দেবীকে দেখিয়া নমস্কার করিতে লাগিল । গঙ্গা-
গিয়া ক্রমে সেই বিষ্ণু ও বিষ্ণুপ্রিয়র দর্শনাভি-
লাষী সনকাদি মুনিগণের অধিষ্ঠিত স্থানে আবির্ভূত
হইলেন । বসিষ্ঠানুগামিনী সুরপাবনী সুরতরঙ্গীকে
দেখিয়া তাঁহার চতুর্দিক হইতে তত্পরি পুষ্পবর্ষণ
করিলেন এবং দিব্য মালা, স্নগন্ধ কুসুম, গন্ধ-
ধূপ ও অক্ষতাদি দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া কৃষ্ণ-
মনে সাধু সাধু বাক্য উচ্চারণ করিলেন । ব্রহ্ম
নন্দনগণ পরে বসিষ্ঠদেবকে অগ্রগামী দেখিয়া
অর্ঘ্যাদি সংক্রিয়া প্রতিপাদনান্তে মুদিতমনে বলি-
লেন,—ভগবন! আপনি এজগতে এই সরিদ্বয়াকে
আনন্দন করিলেন । এজন্ত ইনি আপনার হৃদিতরূপে
জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন । গো অর্ঘ্য স্বর্গ হইতে
পৃথিবীতলের এই স্থানে আসিয়াছেন, এজন্ত ইনি
গোমতী নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবেন
ইহার দর্শন মাত্রেই মানবগণ মুক্তি পাইবে । ইহাতে

তামেব চার্ঘ্যং দত্ত্বা তে যোগীন্দ্রা ঐড়িরে হরিম্ ।
পরং পুরুষসূক্তেন পুরুষং শেবশায়িনম্ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সংস্বেবতাং তেষাং হরিবারিভূব হ । পীত-
কৌশেষবসনো বনমালাবিভূষিতঃ । দিব্যমালাসু-
লিপ্তাক্ষো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥ ৩৫ ॥ শেবাসন-
গতং দেবং দিব্যানেকোদ্যাতায়ুধম্ । জলংকিরীট-
মুকুটং সুরনমকরকুণ্ডলম্ ॥ ৩৬ ॥ ভক্তাভয়প্রদং
শান্তং শ্রীবৎসাক্ষং মহাভুজম্ । সদা প্রসন্নবদনং
ঘনশ্রামং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩৭ ॥ পাদসংবাহনাসক্তলক্ষ্মী
জুষ্টং মনোহরম্ । তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বৈ হর্ষোৎ-
কর্ষসমমিতাঃ । বিষ্ণুঃ তে বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ তুর্ভু-
বৈদসস্ততৈঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং সংস্বেবতাং তেষাং
বিষ্ণুদীনাঙ্কম্পকঃ । উবাচ সুপ্রসন্নেন মনসা
দ্বিজসন্তমান ॥ ৩৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । ভোভোঃ
কুমারাস্তদ্বৈহং প্রদাতামি যথেষ্পিতম্ । ভবিষ্যথ
জ্ঞানযুতা অম্পৃষ্টা মম মায়ায়া ॥ ৪০ ॥ যস্মান-
মোক্ষার্থিভির্বিপ্রা জলেনাহং প্রসাদিতঃ । তস্মাদিদং
পরং তীর্থং সর্ষকামপ্রদং পরম্ ॥ ৪১ ॥ অল্প-
গ্রহায় ভবতাং যত্র চকং সূদর্শনম্ । নিঃসৃতং

আনদানাদি করিয়া সকলেই যে হরির পদ অধিগত
হইবে, সে সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই বলিয়া
সেই যোগীন্দ্রগণ গোমতীকে অর্ঘ্য দানপুষ্পক
পুরুষসূক্ত দ্বারা শেবশায়ী পরমপুরুষ হরির স্তব
করিতে লাগিলেন । তাঁহার স্তব করিবামাত্র পীত-
কৌশেষবসন, বনমালামণ্ডিত দিব্যমালাসু-
লিপ্তাক্ষ দিব্যাভরণভূষিত, ভগবান্ হরি আবি-
ভূত হইলেন । মুনিগণ সেই শেবাসনগত দিব্যা-
নেকোদ্যাতায়ুধ, জলংকিরীট-মুকুট, সুরনমকর-
কুণ্ডল, ভক্তাভয়প্রদ, শ্রীবৎসাক্ষ, মহাভুজ, প্রসন্নবদন,
ঘনশ্রাম, চতুর্ভুজ, পাদসংবাহনাসক্তলক্ষ্মীযুক্ত, মনো-
হর হরিদেবকে দর্শন করিয়া হর্ষোৎকর্ষ-সমভিব্যাহারে
বৈদিক বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা সেই বিষ্ণুদেবকে বারবার
স্তব করিলেন । এই ভাবে স্তব করিলে দীনাঙ্ক-
ম্পক ভগবান্ বিষ্ণু সুপ্রসন্নমনে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণকে বলিলেন—ভোভো ব্রহ্মকুমারগণ! আমি
তুষ্টি হইয়াছি; তোমাদিগকে ইষ্ট প্রদান করি-
তেছি, তোমরা আমার মায়ায় অম্পৃষ্ট হইয়া
পরম জ্ঞানবান হইবে । হে বিপ্রগণ!
তোমরা মুমুক্ষু হইয়া যে হেতু আমাকে জল দ্বারা
প্রসাদিত করিয়াছ, এই জন্তই ইহা সর্ষকামপ্রদ
পরমতীর্থ হইবে । ১৭—৪১ । তোমাদের প্রতি

প্রথমং বিপ্রা জলং ভিষা মমাগ্ৰতঃ ॥ ৪২ ॥ চক্র-
তীর্থমিতি খ্যাতং তস্মাদেতদ্বিষ্যতি । মমাপি
নিয়তং বাসো ভবিষ্যতি মহার্ণবে ॥ ৪৩ ॥ যেহত্র
জ্ঞানং প্রকুর্নুস্তি প্রসঙ্গেনাপি মানবাঃ । চক্রতীর্থে
দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৪৪ ॥ ভব-
হোহপি সদা হত্র তিষ্ঠধ্বঞ্চ দ্বিজব্ধতাঃ । বায়ুভূতা-
স্তরিক্ষহাঃ সর্বকামস্ত দায়কাঃ ॥ ৪৫ ॥ প্রহ্লাদ
উবাচ । তচ্ছ্রদ্ধা হৃষ্টমনসঃ কুহাব্যং সুরপাবনীম্ ।
অবনিজ্য হরেঃ পাদৌ মুর্দ্ধাপক্ষ্যপ্যধারয়ন্ ॥ ৪৬ ॥
প্রক্ষাল্য সা হরেঃ পাদৌ প্রবিষ্টা বক্রণালয়ম্ ।
তস্মিন্ মহাপাপহরা গোমতী সাগরং গতা ॥ ৪৭ ॥
বরং দত্ত্বা ততো বিষ্ণুস্তত্রৈবাস্তরধীয়ত । সন-
কাদ্যা ব্রহ্মনুতাস্তৃনুতত্র সমাহিতাঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং
সা গোমতী তত্র শঙ্কতা সাগরজমা । সর্বপাপহরা
প্রোক্তা পূর্বগন্ধেতি বা শ্রুতা ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীহান্দে গোমতীতাপ্তিমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অমুগ্রহার্য যথায় জল ভেদ করিয়া প্রথমে আমার
সুদর্শন চক্র নির্গত হইয়াছে, ঐ স্থান চক্রতীর্থ
নামে প্রখ্যাত হইবে । আমি মহার্ণবে নিয়তই
বাস করিব । যে সকল মানব প্রসঙ্গক্রমেও
এই চক্রতীর্থে জ্ঞান করিবে, বলিব কি, দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠগণ ! তাহাদের মুক্তি করায়ত্তই রহিবে ।
হে দ্বিজব্ধগণ ! তোমরাও এই স্থানে বায়ুভূত,
অস্তরিক্ষ ও সর্বকামপ্রদ হইয়া নিত্য অবস্থান
কর । প্রহ্লাদ কহিলেন,—সনকাদি মুনিগণ তৎ
ক্ষেত্রে হৃষ্টমনে সুরপাবনীর অর্ঘ্য বল্লনা করিয়া
তদীয় জলে হরির পাদযুগ্ম প্রক্ষালনপূর্বক : সেই জল
মস্তকে ধারণ করলেন । পাপহারিণী গোমতী
তখন হরির পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া বক্রণালয়ে
প্রবেশ করিলেন । এ দিকে বিষ্ণু মুনিগণকে
পূর্বোক্তরূপ বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত
হইলেন । সনকাদি ব্রহ্মনন্দনগণ তখন হইতে
সমাহিতভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে
লাগিলেন । এইরূপে সেই গোমতী তথায়
প্রাকৃত্ত হইয় সাগরগামিনী হইলেন । এই গোমতী
সর্বপাপহরা ও ‘পূর্বগন্ধা’ বলিয়া প্রসিদ্ধা ॥ ৪২—৪৯ ॥
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । সাধু সাধু মহাভাগ প্রহ্লাদাসুর-
সত্তম । যেন নঃ কলিমধ্যে তু দর্শিতো ভগবান
হরিঃ ॥ ১ ॥ স্বয়ংকীরসিকুখা কথেষমুতোপমা ।
কর্ণাভ্যাং পিবতাং তৃপ্তির্মুনীনাং ন প্রজায়তে ।
কথয়স্ব মহাবাহো তীর্থযাত্রাং সুবিস্তরাম্ ॥ ২ ॥
অস্মাভিস্তত্র গন্তব্যং বহতে যত্র গোমতী । তিষ্ঠতে
যত্র ভগবাংচক্রতীর্থাবলোককঃ ॥ ৩ ॥ ভবাকৌ
পতিতাংস্তাত উদ্ধরস্ব ভবার্ণবাৎ । তীর্থযাত্রা-
বিধানঞ্চ কথয়স্ব মহমতে ॥ ৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।
গহ্বা তু গোমতীতীরে প্রণমেদগুবচ্চ তাম্ ।
প্রক্ষাল্য পানিপানৌ চ কুহা চ করম্বোঃ কুশান ॥ ৫ ॥
গৃহীত্বা তু কলঃ শুভ্রমক্ষতৈশ্চ সমন্বিতম্ । প্রামুখ্য-
প্রযতো ভূত্বা দদ্যদর্ঘ্যং বিধানতঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্ম-
লোকাৎ সমায়াতে বসিষ্ঠতনয়ে শুভে । সর্বপাপ-
বিশুদ্ধার্থঃ দদ্যদর্ঘ্যাস্ত গোমতি ॥ ৭ ॥ বসিষ্ঠতনয়ে
দেবি সুরবন্দো যশস্বিনি । ত্রৈলোক্যবন্দিতে দেবি
পাপং মে হঃ গোমতি ॥ ৮ ॥ ইত্যুচ্চাৰ্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে ‘মহাভাগ’ অনুরসত্তম
প্রহ্লাদ ! সাধু সাধু ; যে হেতু আপনি কলিমধ্যে
আমাদিগকে ভগবান হরি দর্শন করাইলেন ।
আপনার বদনকীরসিকুখ অমুতোপমা কথা
কর্ণদ্বারা পান করিয়া মুনিগণেরও তৃপ্তিশেষ
হয় না । হে মহাবাহো ! অতএব আপনি তীর্থ-
যাত্রাবিধিণী কথা কীর্ত্তন করুন । যেখানে
গোমতী প্রবাহিত হইয়াছেন, এবং যথায় চক্র-
তীর্থাবলোকী ভগবান অবস্থান করিতেছেন, আমরা
তথায় গমন করিব । হে তাত ! ভবাক্ষিপতিত
অস্মাদৃশ জনগণকে উদ্ধার কর । আমাদের
নিকট তীর্থযাত্রাবিধান বল । প্রহ্লাদ কহিলেন,—
গোমতীতীরে গিয়া নর অশ্রেষ্ঠ তঁাহাকে দণ্ডবৎ
প্রণাম করিবে । পরে পানিপাদ প্রক্ষালনপূর্বক
করমুখে কুশ, কল ও শুভ্রাক্ত লইয়া প্রামুখ্য-
ভাবে প্রযত হইয়া যথাবিধি অর্ঘ্যদান করিবে ।
অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা,— হে শুভে ! বসিষ্ঠতনয়ে !
তুমি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিয়াছ ।
গোমতি ! তোমায় আমি অর্ঘ্যদান করিতেছি ।
হে গোমতি ! তুমি বসিষ্ঠনন্দিনী, সুবন্দিনী

মুদমালভ্যাপাণিনা। বিষ্ণুং সংস্মৃত্য মনসা মন্ত্র-
মেতমুদীরয়েৎ। ১। অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণু-
ক্রান্তে বহুধ্বরে। উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শত-
বাহনা। ১০। মৃত্তিকে হর মে পাপং যমগ্না পুষ্ক-
সঙ্কিতম্। ত্বয়া হতেন পাপেন পুতঃ সংবৎসরঃ
ভবেৎ। ১১। ইত্যেবং মুদমালিন্য স্নানং কুর্ধ্যাদ-
যথাবিধি। আপো অস্মানিতি স্নাত্বা শৃণুধ্বং যৎকলং
লভেৎ। ১২। কুরুক্ষেত্রে চ যৎপুণ্যং ব্রাহ্মণ্যে
দিবাকরে। স্নানমাত্রেণ তৎপুণ্যং গোমত্যাঃ কৃষ্ণ-
সন্নিবোধৈঃ। ১৩। ভক্ত্যা স্নাত্বা তু তত্রৈবং কুর্ধ্যাৎ
কর্ম যথোদিতম্। দেবান্ পিতৃমহুযাংশ্চ তর্পয়েদ-
ভাবসংযুতঃ। ১৪। যে চ যৌরবসংস্থা হি যে চ
কৌটম্বাগতাঃ। গোমতীনীরদানেন মুক্তিং যাস্তি
ন সংশয়ঃ। ১৫। বিনাপ্যক্তদর্ভৈর্স্নাত্বা বিনা ভাব-
নয়া তথা। বারিমাতেণ গোমত্যাং গয়াশ্রাদ্ধকলং
লভেৎ। ১৬। ততশ্চ বিপ্রানাং হুয় বেদজ্ঞা স্তীর-
সংশ্রয়ান্। বিধেদেবাদি সম্পূজ্য পিতৃণাং শ্রাদ্ধ-

জিলোকপূজিতা; হে দেবি! তুমি আমার পাপ
হরণ কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিয়া হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা লইয়া মনে মনে বিষ্ণু
স্মরণপূর্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে; যথা,
হে বহুধ্বরে! তুমি অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও
বিষ্ণুক্রান্তা। শত-বাহ বরাহমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তোমায়
উদ্ধার করিয়াছেন। হে মৃত্তিকে! তুমি আমার
পুষ্কসঙ্কিত পাপ হরণ কর। তোমা কর্তৃক
পাপ প্রণাশিত হইলে আমি সংবৎসর যাবৎ
পুত্ৰ রহিব। এই বলিয়া মৃত্তিকা লেপনপূর্বক
যথাবিধি ‘আপোহস্মান’ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান
করিবে। এইরূপ স্নানে যাদৃশ কল লাভ
হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ-
্মণ্যদিবাকরে যে পুণ্য লাভ হয়, কৃষ্ণ ত্রিধিগতা
গোমতীতে স্নান মাত্রেই তাদৃশ পুণ্য লাভ হইয়া
থাকে। গোমতীতে ভক্তিপূর্বক স্নান করিয়া
যথাশাস্ত্র কর্ম করিবে এবং ভাবনিষ্ঠ হইয়া দেব-
পিতৃ-মহুযাদিগকে তর্পণ করিবে। যাহারা যৌরব
বা কৌটম্বোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, গোমতীর নীর দানে
তাহারাও নিশ্চয় মুক্ত হইয়া থাকে। অক্ষত, দর্ভ,
বা কোন বাসনা ব্যতিরেকেও গোমতীতে জলমাত্র
দানেই গয়াশ্রাদ্ধসম কললাভ হয়। তর্পণান্তে গোমতী-
তীরবাসী বেদজ্ঞ বিপ্রগণগকে আহ্বানপূর্বক
বিশ্বদেবাদির অর্চনান্তে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ

মাচরেৎ। ১৭। শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ শ্রাদ্ধঃ কৃষা
বিধানতঃ। দক্ষিণাঞ্চ ততো দদ্যাৎ সুবর্ণং রজতং
তথা। ১৮। সুবর্ণশৃঙ্গসহিতাঃ রাজতধ্বজভূষিতাম্।
রত্নপুচ্ছাং বহুযুতাং তাম্রপৃষ্ঠাং সবৎসকাম। ১৯।
দদ্যাৎ বিপ্রাঃ সমভ্যর্চ্য বহ্নালঙ্কারভূষণৈঃ। সপ্ত-
ধাতুযুতাং দদ্যাৎ বিষ্ণুর্মে জীয়তামিতি। ২০।
আসীমান্তঃ বিশ্বজ্যৈতান ব্রাহ্মণান্নিয়তেজিঃ।
দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দানং দদ্যাৎ অশক্তিতঃ। ২১।
গোমতী গোময়স্নানং গোদানং গোপিচন্দনম্।
দর্শনং গোপিনাথস্ত গকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ। ২২।
তস্মাচ্চৈব প্রকর্তব্যং গোদানং গোমতীতটে। এবং
কৃষা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। ২৩। যে
গতানরকং ঘোরং যে চ প্রেতস্বমগতাঃ। পূর্ষ-
কর্মবিপাকেণ স্বাবরতং গতাস্থ য়ে। ২৪। পিতৃ-
পক্ষে চ যে কেচিন্নাতৃপক্ষে কুলোদ্ভবাঃ। সর্ষে তে
মুক্তিমায়াস্তি গোমত্যা দর্শনাৎ কলৌ। ২৫। কৃতং
শ্রাদ্ধং নরৈর্ধৈম্য গোমত্যাং ভূমুরোস্তুমাঃ। হরমেধস্ত
যজ্ঞস্ত কলমায়াস্ত্যসংশয়ম্। ২৬। গঙ্গাস্নানেন যৎ
পুণ্যং প্রয়াগে পরিকীর্তিতম্। তৎ পুণ্যং সমবাপ্নোতি
গোমত্যাং শ্রাদ্ধকরমঃ। ২৭। বিষ্ণুলোকং হি
গচ্ছন্তি পিতরস্তৎকুলোদ্ভবাঃ। অনেকজন্মসাহস্রং

করিবে। পরম শ্রদ্ধা সহকারে বিধিযুক্ত শ্রাদ্ধ
করিয়া অনন্তর সুবর্ণ বা রজত দক্ষিণা দিবে ১—১৮
অনন্তর “বিষ্ণুর্মে জীয়তাম্” এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে
বহ্নালঙ্কারাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক স্বর্ণশৃঙ্গী, রজত-
ধ্বজা, রত্নপুচ্ছা সবস্ত্রা তাম্রপৃষ্ঠা সবৎসা ধেনু দান
করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে সীমান্তে বিদায়
দিয়া আসিয়া জিতেস্ত্রিয়ভাবে দীন, অন্ধ ও কৃপণ-
দিগকে যথাশক্তি দান করিবে। গোমতী, গোময়
স্নান, গোদান, গোপিচন্দন ও গোপিনাথ দর্শন,
এই পঞ্চ গকার সুদুর্লভ। অতএব গোমতীতীরে
গোদান করা কর্তব্য। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপ
দানে নর কৃতকৃত্য হয়। পিতৃবংশীয় বা মাতৃ-
বংশীয় যে কেহ নরকে গিয়া প্রেত হইয়াছে;
কিবা পূর্ষ কর্মবিপাকে স্বাবরত লাভ করিয়াছে,
কলিকালে গোমতীদর্শনে তাহারা সকলেই মুক্তি
পাইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহুযাগণ গো-
মতীতে শ্রাদ্ধ করিলে নিশ্চয়ই হরমেধ যজ্ঞের কল
লাভ হইয়া থাকে। গঙ্গাস্নানে কিবা প্রয়াগব্রাহ্মণ
যাদৃশ পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, গোমতীতীরে
শ্রাদ্ধকর্তা নর সেই পুণ্য লাভ করে। তাহার

পাপং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ বাচা চ যৎকৃতং
পাপং কৰ্ম্মণা মনসা তথা । তৎ সৰ্ব্বং বিলয়ং যাতি
গোমতীদৰ্শনেন হি ॥ ২৯ ॥ যো নরঃ কার্তিকৈ
জ্ঞানং গোমত্যাং কুরুতে বিজ্ঞাঃ । প্রসন্নো ভগবা-
ন্তস্ত লক্ষ্ম্যা সহ ন সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ প্রত্যহং হুত-
ভোজ্যং তর্পয়েৎ সুসমাহিতঃ । প্রত্যহং বড়ুরসং
দেয়ং ভোজনং চ বিজ্ঞাতয়ে ॥ ৩১ ॥ পূজয়েৎ কৃষ্ণ-
দেবং চ প্রত্যহং ভক্তিতৎপরঃ । যেন কেনাপি
বিপ্রেস্তাঃ স্বাতব্যং নিয়মেন তু ॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মণানু-
জ্ঞয়া তজ্জ গৃহীয়ান্নিয়মায়রঃ । সম্পূর্ণে কার্তিকে
মাসি সম্প্রাপ্তে বোধবাসরে ॥ ৩৩ ॥ পঞ্চামৃতেন
দেবেশং প্রাপয়েত্তীর্থবারিণা । ত্রীখণ্ডং কুঙ্কুমোদিশ্রং
যুগনার্তিসমধিতম্ । বিলপয়েচ্চ দেবেশং ভক্ত্যা
দামোদরং হরিশ্চ ॥ ৩৪ ॥ কুসুমৈর্দ্বারিসমুত্তৈস্তলপ-
ত্রকরবীরকৈঃ । তদেধনসম্ভবে পুষ্পৈঃ পূজয়েদগুরু-
ধ্বজম্ ॥ ৩৫ ॥ নৈবেদ্যং কচিরং দব্যাবিসুর্ষে
শ্রীযতামিতি । গীতবাদ্যাভিনুত্যান তথা পুষ্পক-
বাচনৈঃ ॥ ৩৬ ॥ স্নাত্তো জাগরণং কার্ধ্যং স্তোত্রৈর্নানা-

বিধৈরপি । আহুয় ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা ভোজয়েচ্চ যশ-
ক্ৰিতঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো রথস্থিতং দেবং পূজয়েদ্-
গুরুধ্বজম্ । কার্তিকান্তে চ বিপ্রেস্তা গোমত্যা-
দধিসঙ্গমে ॥ ৩৮ ॥ স্নাত্তা পিতৃশ্চ সন্তর্প্য পূজয়েচ্চ
জনর্দনম্ । সুবস্তুৈর্ভূষণৈশ্চাপি সমভ্যর্চ্য রমাপতিম্ ।
অমুজ্ঞয়া তু বিপ্রাণাং ব্রতং সম্পূর্ণতাং অয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং যঃ স্নাত্তি বিপ্রেস্তাঃ কার্তিকে কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
সৰ্পপাবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
মাঘস্নানং নরো ভক্ত্যা গোমত্যাং কুরুতে তু যঃ ।
বৈনতেষোদয়ে নিত্যং সন্তুষ্টঃ সহভাৰ্য্যা ॥ ৪১ ॥ তিলা
হিরণ্যসহিতা দেয়া ব্রাহ্মণসন্তমে । মোদকা শুভ-
সংমিথঃ প্রত্যহং দক্ষিণাষিতা ॥ ৪২ ॥ তিলৈ-
রাজ্যাপ্তুর্ভৈর্যমঃ কর্তব্যঃ প্রত্যহং নরৈঃ ।
হোমার্থং সেবয়েদ্বহ্নিঃ ন শীতার্থং কদাচন ॥ ৪৩ ॥
গোমত্যাং স্নাত্তি যো ভক্ত্যা মাঘং মাঘবব্রজতম্ ।
সমাপ্তৌ রক্তবস্ত্রাণি কঙ্ককোকাশমেব চ ॥ ৪৪ ॥
দদ্যাৎপানহৌ ভক্ত্যা কুঙ্কমঞ্চ বিশেষতঃ ।
কমলস্তলপত্রঞ্চ বিষ্ণুর্ষে শ্রীযতামিতি ॥ ৪৫ ॥
স্বামিকার্য্যমুতানাক সংগ্রামে শস্ত্রসঙ্কুলে । গবার্ধে

পিতৃপুরুষগণ বিষ্ণুলোকে উপনীত হইয়া থাকে ।
গোমতীদৰ্শনে বহুসংখ্য জন্মাজ্জিত কার্য্যিক,
বাচিক ও মানসিক পাপ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ
নাই । হে দ্বিজগণ ! যে নর কার্তিকমাসে গো-
মতীতে স্নান করে, লক্ষ্মী সহ ভগবান্ হংপ্রতি
প্রসন্ন হইয়া থাকেন । কার্তিকে প্রত্যহ নর সুসমা-
হিত হইয়া অগ্নিহোত্র বৈশ্বদেবাদি হোমানুষ্ঠানে
অগ্নিকে তুষ্ট করিবে ; প্রত্যহ ব্রাহ্মণকে বড়ুরস-
যুক্ত ভোজন দান করিবে ; প্রত্যহ ভক্তিপূর্বক
শ্রীকৃষ্ণদেবের অর্চনা করিবে । হে বিপ্রেস্তগণ !
সম্পূর্ণ কার্তিক মাস যে কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া
ঐ স্থানে অবস্থান করিবে । ব্রাহ্মণের অমুজ্ঞা
লইয়াই নর নিয়ম গ্রহণ করিবে । কার্তিক মাস
পূর্ণ হইলে হরির উত্থানদিবসে পঞ্চামৃত ও
তীর্থবারি দ্বারা দেবেশকে স্নান করাইবে ।
ভক্তিপূর্বক দামোদর হরির গায়ে ত্রীখণ্ড কুঙ্কম
ও যুগনার্তি লেপন করিবে । অনন্তর জলজ
কুসুম, তুলসী, করবীর ও তদেধনজাত অস্ত্রান্ত
পুষ্প দ্বারা গুরুধ্বজের পূজা করিবে । ‘বিষ্ণু
আমার প্রতি প্রীত হউন !’ এই বলিয়া মনোহর
নৈবেদ্য প্রদান করিবে । পরে গীত, বাদ্য, নৃত্য
পুষ্পকবার্চন ও নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্নাত্তি জাগ-

রণ করিবে । পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তির সহিত
যথাশক্তি ভোজন করাইয়া তদনন্তর রথস্থ গুরু-
ধ্বজের অর্চনা করিবে । হে বিপ্রেস্তগণ ! কার্তিক
মাসের শেষেই গোমতীনাগরসঙ্গমে পিতৃগণকে
তর্পণ করিয়া সুন্দর বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা রমাপতি জনা-
র্দনের অর্চনা করিবে । অনন্তর বিপ্রগণের অমুজ্ঞা
লইয়া গৃহীত কার্তিকব্রত সম্পূর্ণ করিবে ॥ ১৯—৩৯ ॥
হে দ্বিজবরগণ ! এইরূপে কার্তিকে নিয়মনিষ্ঠ হইয়া
যে নর কৃষ্ণসন্নিধানে স্নান করে, সে সৰ্পপাপ
হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । নিত্য
অকণোদয়ে যে নর ভক্তি করিয়া গোমতীতলে
মাঘস্নান করে, তাহার প্রতি লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট
হইয়া থাকেন । এইরূপ স্নানে প্রত্যহ হিরণ্য
তিল ও শুভমিথ্র মোদক দক্ষিণায় সহিত প্রত্যহ
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে দান করিতে হয় । মাঘমাসের
প্রত্যেক দিনই স্বতন্ত্র তিল দ্বারা হোম করিতে
হয় । নর এই মাসে হোমনিমিত্তই বহি সেবন
করিবে ; শীত নিমিত্ত নহে । মাঘবব্রজ মাঘ
মাসে প্রত্যহ যে নর ভক্তিপূর্বক গোমতী
স্নান করে, এবং মাসান্তে ‘বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত
হউন’ এই বলিয়া রক্তবস্ত্র, কঙ্কক, উকীষ, উপানহ-
যুগল, কুঙ্কম, কমল ও তৈলপত্র বস্ত্র সন্তোষক

ব্রাহ্মণার্থে চ মৃতানাং যা গতিঃ স্মৃতা ।
 ৪৬। মাঘশ্রাদ্ধে চ সা শ্রোক্তা গোমত্যাঃ নাত্র
 সংশয়ঃ । সৰ্বদানফলং তন্তু সৰ্বভৌতফলং তথা ।
 ৪৭। মাঘশ্রাদ্ধান্নরো যাতি বিষ্ণুলোকে সনাতনম্ ।
 সৰ্বান কামান্বাপ্নোতি সমভার্চ্য জনাৰ্দ্দনম্ । ৪৮।
 মাঘঃ যঃ কপতে সৰ্বং গোমত্যাধিসঙ্গমে । ব্রাহ্ম-
 ণাত্মজয়া বিপ্রাঃ সৰ্বং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ । ৪৯।
 পাপিনোহপি বিজশ্ৰেষ্ঠা যে শ্রাতা গোমতীজলে ।
 যজ্ঞানঞ্চ গতিং যান্তি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ । ৫০।
 ব্রহ্মকৃত্রপদাধ্বন্যং যৎপদং চক্রপাণিনঃ । শ্রানমাভ্রোণ
 গোমত্যাং তৎপ্রোক্তং কৃষ্ণস্নিগ্ধৌ । ৫১। মিত্র-
 দ্রোহে চ যৎপাপং যৎপাপং শুক্ণঘাতিনি । তৎপাপং
 সম্বাপ্নোতি যাত্নাভঙ্গং কৰোতি যঃ । ৫২। ব্রহ্মস্ব-
 হারিণঃ পাপান্তথা দেবস্বহারিণঃ । শ্রানমাভ্রোণ শুভান্তি
 গোমত্যাং নাত্র সংশয়ঃ । ৫৩। ভীতাভয়প্রদানেন
 যৎপুণ্যং লভতে নরঃ । তৎপুণ্যং সম্বাপ্নোতি
 গোমত্যাং শ্রানমাভ্রতঃ । ৫৪। ভীতাভয়প্রদানেন
 পুত্রানিষ্টোহ সংশয়ঃ । ধনকামস্ত বিপুলং লভতে
 ধনমুজ্জিতম্ । ৫৫। প্রাপ্তুয়াদৌপিতান্ কামান্

গোমতীনীরসঙ্গমে । কৃতকৃত্যো ভবেদ্বিপ্রা ঋণান্-
 মুচ্যেত পৈতৃকাং । ৫৬। মনসা বচসা চৈব কৰ্ম্মণা
 যত্পাঞ্জিতম্ । তৎসৰ্বং নশ্বতে পাপং গোমতী-
 নীরসঙ্গমাং । ৫৭। পীতাহরধরো ভূষা তথা গরুড়-
 বাহনঃ । বনমালী চতুর্ভূহাদিব্যগচ্ছাত্মলেপনঃ । যাতি
 বিষ্ণুলয়ং বিপ্রা অপূনর্ভবলক্ষণম্ । ৫৮। গোমতী-
 শ্রানমাভ্রোণ মানবো নাত্র সংশয়ঃ । সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্তো
 যাতি বিষ্ণুং সনাতনম্ । ৫৯।

ইতি শ্রীস্কান্দে গোমত্যাধিসঙ্গমে শ্রানদানাদিমাহাখ্য-
 বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো 'গচ্ছেদ্বিজশ্ৰেষ্ঠা
 রথাক্ষাখ্যং মহোদধিম্ । চক্ৰাঙ্ক যত্র পাষণা দৃষ্টান্তে
 মুক্তিদায়কাঃ । ১। যৈঃ পুণ্যতে জগন্নাথঃ প্রত্যহং
 ভাবসংযুতৈঃ । সদা নেত্রৈরনিমিষেবীক্যতে চ
 জনাৰ্দ্দিনঃ । ২। যচ্চ সাক্ষাত্তগবতা দৃষ্টং কৃষ্ণেন

এবং সে যদি ধনকামী হয়, তবে প্রচুর ধন লাভ
 করিয়া থাকে । গোমতীনীরসঙ্গমে নর দীপ্ত
 কামলাভ করে ; কৃতকৃত্য হয় ও পৈতৃক ঋণ হইতে
 মুক্তি লাভ করে, এবং কায়মনোবাক্যে যে পাপ
 অর্জুন করে, সেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া
 থাকে । গোমতীশ্রানমাভ্রে মানব পীতাহরধর,
 গরুড়বাহন, বনমালী, চতুর্ভূহ, ও দিব্যগচ্ছাত্মলিঙ্গ
 হইয়া অপূনর্ভবলক্ষণ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া
 থাকে, সংশয় নাই । গোমতীশ্রানমাভ্রে নর সৰ্ব-
 পাপবিনিশ্চুক্ত হইয়া সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন
 করে । ৪০—৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—বিজবরগণ ! অনন্তর
 মহোদধির সন্নিহিত চক্রতীর্থে যাইবো। এইস্থানে
 চক্রাঙ্কিত মুক্তিপ্রদ পাষণ সকল পরিদৃষ্ট হইয়া
 থাকে । ঐ সকল পাষণে প্রত্যহ ভাবতরে জগ-
 ন্নাথের পূজা করা হয় এবং অনিমিষনেত্র নরগণ
 ঐ সকলেই জনাৰ্দ্দনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে ।
 সাক্ষাৎ তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে 'যাং সৰ্বদা

প্রদান করে, তাহার সৰ্বদানফল ও সৰ্ব ভৌতফল
 হয় । প্রভুর কৰ্ম্মে শতশতুল সময়ে ত্যক্তপ্রাণ
 ব্যক্তিদিগের কিছা গবার্থে বা ব্রাহ্মণার্থে মৃত ব্যক্তি-
 দিগের যে গতি হয়, গোমতীতে মাঘশ্রাদ্ধেও সেই
 গতি লব্ধ হইয়া থাকে, নিশ্চয়ই । গোমতীতে
 মাঘশ্রাদ্ধে নর সনাতন বিষ্ণুলোকে গমন করে ।
 জনাৰ্দ্দনকে অর্চনা করিয়া সৰ্বভৌত প্রাপ্ত হয় ।
 গোমতী-সাগর-সঙ্গমে যে নর ব্রাহ্মণের অমুক্তা-
 ক্রমে মাঘমাস যাপন করে, তাহার সৰ্বকাৰ্য্যই
 সম্পূর্ণ হয় । হে বিজশ্ৰেষ্ঠগণ ! গোমতীজলে শ্রান
 করিয়া পাপিষ্ঠগণও চক্রপাণির প্রসাদে যজ্ঞযাজী-
 দিগের গতি লাভ করে । ব্রহ্মপদ ও কৃত্রপদের
 উর্দ্ধে যে চক্রপাণির পদ প্রতিষ্ঠিত, কৃষ্ণস্নিগ্ধিত
 গোমতীজলে শ্রানমাভ্রেই নর সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে । মিত্রদ্রোহে এবং শুক্ণহত্যায় যে পাপ হয়,
 গোমতী-শ্রানে যাত্নাবিশ্র ঘটাইলে নর সেই পাপের
 ভাগী হইয়া থাকে । ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বহরণে যাহারা
 পাপী হইয়াছে, তাহারা গোমতীশ্রানে নিশ্চয়ই শুদ্ধ
 হইয়া থাকে । ভীত ব্যক্তিকে অভয় প্রদান
 করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, গোমতীশ্রানে
 সেই পুণ্য লব্ধ হইয়া থাকে । অপিচ ঐ
 ভীতাভয়প্রদাতা ব্যক্তি ইষ্ট পুত্র লাভ করে ;

দৃষ্টিতঃ । ততীর্থং সর্গপাপহরং চক্রাখ্যং পরমং হরেঃ ।
যন্ত প্রসিদ্ধিঃ পরমা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । প্রয়াগা-
দধিকং যচ্চ মুক্তিদং হস্তি পাবনম্ ॥ ৪ ॥ সূর্যরপি
প্রপূজ্যস্তে যত্রাঙ্গানি শরীরণাম্ । অক্তিতানি চ
চক্রেণ যোগাঙ্গান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ যদ্বৃষ্টা মৃত্যুতে
পাপাং প্রসঙ্গেনাপি মানসঃ । ততীর্থং সর্গতীর্থানাং
পাবনং প্রবরং স্মৃৎস্ব ॥ ৬ ॥ তত্র গহা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ
প্রকাল্য চরণৌ মুদা । করৌ চান্ত্যৈকৈব পুনঃ
প্রণমেদগুবংপুনঃ ॥ ৭ ॥ প্রণিপত্য গৃহীত্বার্ঘ্যং
পঞ্চরত্নসম্বিতম্ । সুপুষ্পাকত-কৈশব কলহেম-
সুচন্দনৈঃ ॥ ৮ ॥ সম্প্রসন্নমাদায় মন্ত্রমেতমুদীরয়েৎ ।
প্রত্যঙ্গুধঃ স্নানিয়তঃ সস্মৃখো বা মহোদধেঃ ॥ ৯ ॥
ও নমো । বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণুচক্রায় তে নমঃ ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং সর্গকামপ্রদো ভব ॥ ১০ ॥
অগ্নিচ্চ তেজো মৃত্যু চ ক্রোধো রেশোধা
বিষ্ণুরমৃতস্ত নাতিঃ । এতদ্রুবন বাভবাঃ
সত্যবাক্যং ততোহবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥ ১১ ॥
মুদমালভ্য সজ্জলাং বিপ্রা দেবকরচ্যুতাম্ । ধারয়িত্বা
তু শিরসা স্নানং কুর্যাদ যথাবিধি ॥ ১২ ॥ তর্পয়েচ্চ
পিতৃন দেবান্নমুখ্যাংচ্চ যথাক্রমম্ । তর্পয়িত্বা বহি-
র্জবাঃ প্রোক্ষয়িত্বা .৫ ভক্তিতঃ ॥ ১৩ ॥ অধমেধ-
সহস্রৈশ সম্যগৃযষ্টেন যৎফলম্ । স্নানমাত্রেণ তৎ

প্রোক্তং চক্রতীর্থে দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ প্রয়াগে
যৎফলং প্রোক্তং মাধ্যাং মাধবপুঞ্জনে । স্নান-
মাত্রেণ তৎ প্রোক্তং চক্রতীর্থে দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ১৫ ॥
কাশ্যেচ্চ ততঃ শ্রীকঃ পিতৃণাং শ্রদ্ধয়াষিতঃ । বিবে-
দেবান্ সুবর্ণেন রাজভেন তথা পিতৃন ॥ ১৬ ॥ সন্তপ্য
ভোজনেনৈব বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ । দীনান্দ্রুপণেভ্যশ্চ
দানং দেয়ং স্বশক্তিভ্যঃ ॥ ১৭ ॥ চক্রতীর্থে তীর্থবরে
বিশেষাদ্বিজসত্তমাঃ । রত্নদানং প্রকুসবীত প্রাণনার্থং
জগৎপতেঃ ॥ ১৮ ॥ গম্ভীমনডুহাযুক্তাং সর্গাস্তরনসং-
যুতাম্ । সোপস্কারাঞ্চ দদ্যাদৈ বিষ্ণুর্নৈ শ্রীযতামিতি ॥
১৯ ॥ সুবিনীতং শীলযুক্তং তথা সোপস্করং
হয়ম্ । ভূষয়িত্বা চ বিপ্রায় দদ্যাদক্ষিণয়া
সহ ॥ ২০ ॥ এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো
ভবেন্নরঃ । মুক্তিং প্রয়াস্তি তস্মৈব পিতৃশ্রিত্বলো-
ভবঃ ॥ ২১ ॥ প্রেতযোনিং গতা যে চ যে চ কৌট-
ভমাগতাঃ । পচ্যন্তে নরকে যে চ মহারৌরব-
সংজ্ঞকে ॥ ২২ ॥ তে সর্গে ভূপ্তিমায়াস্তি চক্রতীর্থ-
প্রভাবতঃ । শ্রীকৈ কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গয়াশ্রাদ্ধকলঃ
লভেৎ ॥ ২৩ ॥ যা গতিস্মাত্ততক্তানাং যজ্ঞনাং যা

সম্যক্ অমুষ্টিত অধমেধসংশ্রে যে ফল হয়, হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! চক্রতীর্থে স্নানমাত্রেই সেই ফল হইয়া
থাকে। মাঘে প্রয়াগে মাধবীচনায় যে ফল, চক্র-
তীর্থে স্নানমাত্রেই সেই ফল হয়। স্নানান্তে শ্রদ্ধা-
ষিত নর পিতৃগণের শ্রদ্ধা করিবে। এই শ্রদ্ধা
বিবেদেবগণকে সুবর্ণ এবং পিতৃগণকে রজত,
ভোজ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণ দ্বারা পরিতুষ্ট
করিবে। পরে যথাশক্তি দীন, অন্ধ ও রূপণ-
দিগকে অর্থ বিলাইবে। ১—১৭। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!
জগৎপতির প্রাণনার্থ তীর্থশ্রেষ্ঠ চক্রতীর্থে রত্নদান
করা বিশেষভাবেই কষ্টব্য। অনন্তর 'বিষ্ণু
আমার প্রতি প্রীত হউন।' এই বলিয়া সর্গা-
স্তরনযুতা সোপস্কারা সবলৌবদ্ধা শকটিকা এবং
সুবিনীত শীলযুক্ত সোপস্কর অথ বিভূষিত
করিয়া দক্ষিণা সহ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এত
রূপ করিলে নর কৃতকৃত্য হয়। তাহার ত্রিকুলো-
ভব পিতৃগণ মুক্তি পাইয়া থাকেন। যে সকল নর
প্রেত হইয়াছে, কৌটযোনি লাভ করিয়াছে, এবং
যাহারা মহারৌরবাখ্য নরকে নিপতিত হইয়াছে,
চক্রতীর্থের প্রভাবে তাহারা সকলেই তৃপ্ত হইয়া
থাকে। এখানে শ্রদ্ধা করিলে গয়াশ্রাদ্ধের সমান
ফল লাভ হয়। মাতৃভক্তগণের এবং যজ্ঞযাজী

দর্শনকরেন, তাহাই হরির চক্রনামক সর্গ-
পাপহর পরমতীর্থ। চরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্যেই
উক্ত তীর্থের পরম প্রসিদ্ধি! উহা প্রয়াগ অপেক্ষাও
অধিক পবিত্র ও মুক্তিপ্রদ। এই তীর্থগত নরগণের
দেহ সুরগণও পূজা করিয়া থাকেন। যথাস মধোই এই
সমস্ত দেহ চক্রেচিহ্নাঙ্কিত হয়। মানব প্রসঙ্গক্রমেও
যে তীর্থদর্শনে মুক্ত হয়, সেই তীর্থই তীর্থসমূহ-
মধ্যে পরম পাবন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই তীর্থে
গিয়া প্রফুল্লভাবে চরণধ্বজ, করদ্বয় ও মুখপ্রক্ষালন-
পূর্বক গুবং প্রণাম করিবে। অনন্তর পঞ্চরত্না-
ষিত পুষ্প, অক্ষত, গন্ধ, ফল, স্বর্ণ, ও সুচন্দন দ্বারা
সুসম্পন্ন অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া প্রাঙ্গুধ, স্নানিয়ত, ও
সুপ্রসন্নমুখে মহোদধিকে “ও নমো বিষ্ণুরূপায়”
ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর
ব্রাহ্মণ “অগ্নিচ্চ তেজঃ” ইত্যাদি সত্যবাক্যময় মন্ত্র
উচ্চারণপূর্বক নীরনিধিতে অবগাহন করিবে।
পরে সজ্জল মুক্তিকা-মস্তকে ধারণপূর্বক যথাবিধি
স্নান, যথাক্রমে দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগকে তর্পণ,
তর্পণান্তে = ক্ষির সহিত হবিজবা প্রোক্ষণ করিবে।

গতিঃ স্মৃতা। চক্রতীর্থে বিজশ্ৰেষ্ঠাঃ স্নাত্বা তাং
লভতে নরঃ। ২৪। শ্রাদ্ধং প্রশস্তং বিপ্রেশ্রাঃ
সম্প্রাপ্তে চন্দ্রসংকয়ে। সূর্য্যগ্রহে বিশেষণ কুর্ক-
ক্ষেত্রকসং স্মৃতম্। শ্রাদ্ধে স্নানে তথা দানে পিতৃণাং
তর্পণে তথা। ২৫। প্রশস্তং চক্রতীর্থক নাত্র
কার্য্যবিচারণা। ২৬। সর্গদা পাবনং বিপ্রাশ্র-
তীর্থং ন সংশয়ঃ। যন্ত শ্রাদ্ধং প্রকুর্বাতি যাত্রায়া-
মাগতো নরঃ। ২৭। চক্রতীর্থে দ্বিজশ্ৰেষ্ঠাঃ সম্পূজ্য
মধুসূদনম্। পুঞ্জিতেষু বিজেশ্রেষু বিষ্ণুসান্নিধ্য-
মাণ্ডুয়াৎ। ২৮। বাচা কৃতং কৰ্ম্মকৃতং মনসা
সমুপার্জিতম্। স্নানমাত্রেন তৎপাপং নশ্ততে নাত্র
সংশয়ঃ। ২৯।

ইতি ত্রীকান্দে গোমত্যাধিসঙ্গমতীরস্থচক্র-

তীর্থমাশাস্ত্রাবর্ণনং নাম সপ্তমো-

অধ্যায়ঃ। ৭।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

প্রহ্লাদ উবাচ। মা গচ্ছধ্বং সুরনদীং কালিন্দীং মা
সরস্বতীম্। গচ্ছধ্বং চ দ্বিজশ্ৰেষ্ঠা গোমত্যাধিসঙ্গমে।
১। প্রাপ্যন্তে হেলয়া যত্র সর্বে কামান সংশয়ঃ।

দিগের যে গতি বিহিত হইয়াছে, এই চক্রতীর্থে
স্নান করিলে মানব সেই গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
হে বিপ্রেশ্রগণ! অমাবস্তাদিনে এই স্থানে শ্রাদ্ধ করা
প্রশস্ত। বিশেষতঃ সূর্য্যগ্রহণে শ্রাদ্ধ করিলে
কুর্কক্ষেত্রের সমান ফল লাভ হয়। শ্রাদ্ধ, দান,
স্নান ও পিতৃতর্পণ এই সকল কৰ্ম্মে চক্রতীর্থ প্রশস্ত;
একথা নিশ্চিত। হে বিপ্রগণ! এই চক্রতীর্থ সার্ব-
কালিক পবিত্র। এই তীর্থযাত্রী যে নর এখানে
শ্রাদ্ধ করে এবং মধুসূদনের পূজা করিয়া দ্বিজশ্ৰেষ্ঠ-
গণের অর্চনা করে, সে বিষ্ণু-সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। বাক্য, মন ও কৰ্ম্মার্জিত নিখিল পাপই
চক্রতীর্থে স্নানমাত্রে বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ১৮--২৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্ৰেষ্ঠগণ! আপনারা
গঙ্গা, যমুনা বা সরস্বতীতে যাইবেন না; যথায়
গোমতী সাগরসঙ্গম, সেই স্থানেই গমন করুন।

গোমতীজলকল্লোলৈঃ ক্রৌড়তে যত্র সাগরঃ। ২।
পাপহঃ গোমতীতীরং প্রাপ্যতে পুণ্যবনরৈঃ। সাগ-
রেণ চ সন্নিধিং মহাপাতকনাশনম্। ৩। গোমতী
সঙ্গতা যত্র সাগরেণ দ্বিজোত্তমাঃ। মুক্তিদারঃ তু
তৎ প্রোক্তং কলিকালে ন সংশয়ঃ। ৪। যৎপুণ্যং
লভতে তুর্গং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। তৎপুণ্যং সম-
বাপ্নোতি গোমত্যাধিসঙ্গমে। ৫। নমস্কৃত্য চ
তোয়েশং গোমতীং চ সন্নিধরাম্। অর্ঘ্যং দদ্যাদ্দিধা-
নেন কৃত্বা চ করঘোঃ কুশান্। ৬। মন্ত্রোণানেন
বিপ্রেশ্রা দদ্যাৎপুণ্যং বিধানতঃ। শ্রাদ্ধণৈঃ সহ সঙ্গত্যা
সদা ততীর্থবাসিতঃ। ৭। ভক্ত্যা চার্ঘ্যং প্রদাতামি
দেবায় পরমাস্তনে। ত্রাহি মাং পাপিনং ঘোরং
নমস্তে সুররূপিণে। ৮। তীর্থরাজ নমস্তভ্যং রত্না-
কর মহার্ণব। গোমত্যা যঃ গোবিন্দ গৃহণার্থ্যং
নমোহস্ত তে। ৯। দত্তা চার্ঘ্যং শিখাং বজ্রা সংস্মৃতা
জলশায়িনম্। কুর্য্যাক্ষ প্রাশুধঃ স্নানং ততঃ
প্রত্যশুযন্তথা। ১০। স্নাত্বা চ পরয়া ভক্ত্যা
পিতৃন্ সন্তর্পয়েন্ততঃ। বিশ্বেদেবাদি সম্পূজ্য
পিতৃণাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ। ১১। যথোক্তাঃ দক্ষিণাঃ
দদ্যাদ্ভিক্ষুর্নে প্রীয়তামিতি। বিশেষতঃ প্রদাতব্যং

যেখানে গোমতীজলকল্লোল সহ সাগরবারি ক্রৌড়া
করে, সেখানে অবলীলাক্রমে সমস্ত কামই সিদ্ধ
হয়। পুণ্যকারী নরগণই পাপহর গোমতীতীর
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই গোমতী যথায় সাগর
সহ সন্নিহিত হইয়াছেন, সে স্থান মহাপাতকনাশন।
হে দ্বিজশ্ৰেষ্ঠগণ! সাগরসহ গোমতীর সঙ্গমস্থানই
কলিকালে মুক্তিদার বলিয়া উল্লিখিত। গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমে যে পুণ্য লভ হয়, গোমতী-সাগরসঙ্গমেও
সেই পুণ্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অশ্বনিধি ও সন্নিধরা
গোমতীকে নমস্কার করিয়া করঘয়ে দর্ভ লইয়া
যথাবিধানে সেই তীর্থবাসী ব্রাহ্মণগণ সহ বক্ষ্যমাণ
মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিবে; মন্ত্র যথা—আমি পরমাস্ত্র
দেবকে ভক্তিভরে অর্ঘ্য দান করিতেছি; আমি
ঘোর পাপী; আমাকে তুমি পরিজ্ঞান কর। হে
তীর্থরাজ! হে গোমতীসহিত মহার্ণব রত্নাকর! হে
গোবিন্দ! তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার
করি। এইরূপে অর্ঘ্যদান, শিখাবন্ধন, এবং পরে
জলশায়ী দেবকে স্মরণ করিয়া প্রথমে প্রাশুধে পরে
প্রত্যশুধে স্নান করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিয়া
পরে পিতৃতর্পণ করিবে এবং বিশ্বেদেবাদির
পূজা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে। “শ্রাদ্ধে বিষ্ণু

সুবর্ণং বিপ্রসত্তমাঃ । ১২ । দম্পত্যোর্বাসসৌ চৈব
কঙ্কুকোবীষমেব চ । লক্ষ্মী সহ জগন্নাথো বিষ্ণুর্মে
ঈয়তামিতি । ১৩ । মগাদানানি সর্গানি গোমত্যা-
দধিসঙ্গমে । সপ্তদ্বীপপতির্ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহৌ-
যতে । ১৪ । যন্তলাপুরুষঃ দদ্যাদগোমত্যা-
দধিসঙ্গমে । সপ্তদ্বীপপতির্ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহৌযতে ।
১৫ । আত্মানং তোলয়েদ্যন্ত স্বর্ণেন রজতেন বা ।
বর্জ্যেব কুঙ্কুমেবাপি কলৈবাপি তথা রসৈঃ । ১৬ ।
ভূক্তা ভোগান সুবিপুলান্তথা কামান্ মনোহরান্ ।
সম্পূজ্যমানস্তদিশেষান্তি বিষ্ণালয়ং নরঃ । ১৭ ।
হিরণ্যরূপাদানঞ্চ যঃ ধেনুং তথৈব চ । গোমতী-
সঙ্গমে দত্ত্বা সর্গান কামানবাগ্নুয়াৎ । ১৮ । ভূমি-
দানঞ্চ যো দদ্যাদগোমত্যা-দধিসঙ্গমে । স্নাত্বা শুচি-
হরিত্বে স্নাত্বা তস্মাক্ততরো ন হি । ১৯ । কস্তা-
দানঞ্চ যঃ কুর্যাদিদাদানমথাপি বা । গোমত্যাঃ
সঙ্গমে স্নাত্বা যাতি ব্রহ্মপদং নরঃ । ২০ । যো
দদ্যৎ স্বর্ণধেনুঞ্চ স্তুতধেনুং সমাহিতঃ । ব্রহ্মাণ্ডদান-
মপি বা তস্ত পুণ্যমনন্তকম্ । ২১ । তথা লবণ-
ধেনুঞ্চ জলধেনুমথাপি বা । দত্ত্বা যাতি পরং স্থানং

আমার প্রতি প্রীত হউন" এই বলিয়া যথা-
যোগ্য দক্ষিণা বিশেষতঃ সুবর্ণ দান করিবে ।
হে বিপ্রবরগণ ! "লক্ষ্মীসহ নারায়ণ মৎপ্রতি ক্রীত
হউন" এই বলিয়া গোমতীসাগরসঙ্গমে দম্পতি-
দিগকে বস্ত্রযুগ্ম, কঙ্কুক ও উকীষ এবং বিহিত মগা-
দান সকল প্রদান করিবে । এইরূপ দানের কলে
মর্ত্যে সপ্তদ্বীপাধিপতি হইয়া অস্ত্রে বিষ্ণুলোকে
বিহার করিয়া থাকে । যে পুরুষ গোমতী-সাগর-
সঙ্গমে 'তুলাপুরুষ' দান করে, তাহারও উক্ত প্রকার
ফল লাভ হয় । যে নর স্বর্ণ, রজত, কুঙ্কুম, ফল বা
রস দ্বারা আত্মাকে তুলিত করিয়া সেই সেই বস্তু
দান করে, সে বিপুল ভোগ ও মনোরম কামসমূহ
ভোগ করিয়া অস্ত্রে ত্রিদশগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া
বিষ্ণুভবনে উপনীত হয় । গোমতীসঙ্গমে হিরণ্য,
রৌপ্য, অশ্ব ও ধেনু দান করিলে সর্গাতীষ্টই প্রাপ্ত
হওয়া যায় । উক্ত সঙ্গমে স্নানান্তে শুচি হইয়া হরি
স্মরণপূর্বক যে বর ভূমি দান করে, তাহাপেক্ষা
ধস্ততর ব্যক্তি আর নাই । গোমতীসঙ্গমে স্নান
করিয়া কস্তাদান বা বিদ্যাদান করিলে নর ব্রহ্মপদ
প্রাপ্ত হয় । এখানে যে নর সমাহিতভাবে স্বর্ণধেনু,
স্তুতধেনু বা ব্রহ্মাণ্ড দান করে, তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা
হয় না । অপিচ এই সঙ্গমস্থলে লবণধেনু বা জল-

গোমত্যা-দধিসঙ্গমে । ২২ । যুগাদিষু চ সর্কেষু
গোমত্যা-দধিসঙ্গমে । স্নাত্বা সন্তর্প্য চ পিতৃনক্ষত্রং
লোকমাগ্নুয়াৎ । ২৩ । অযাঢ্যাক তথা মাঘ্যাং
কার্তিক্যাং সঙ্গমে নরঃ । পিতৃণাং তর্পণং স্নানং
শ্রাদ্ধং পাবকপূজনম্ । কুর্যাদ্ভৈব তথা দানং যদৌ-
চ্ছেদক্ষয়ং পদম্ । ২৪ । পিতৃণাং চাক্ষর্য তৃপ্তি-
র্গয়াশ্রাদ্ধেন বৈ যথা । তদ্বজ্রাক্ষর্যভাগ গো-
মত্যা-দধিসঙ্গমে । ২৫ । কুর্য্যাৎ স্নানং তথা দানং
পিতৃণাং তর্পণং তথা । পঞ্চকাসু বিজ্ঞেষ্ঠান্তথা
চৈবাষ্টকাসু চ । ২৬ । বৈশ্বতৌ চ ব্যতীপাতে
ছায়্যায়াং কুঞ্জরস্ত চ । যষ্ঠ্যাঞ্চ কপিলাখ্যায়াং তথা
হি দ্বাদশীষু চ । ২৭ । গোমত্যাং সঙ্গমে স্নাত্বা
দদ্যাদানং বিশেষতঃ । নির্ম্মলং স্থানমাপ্নোতি
যত্র গন্ত্য ন শোচতি । ২৮ । শ্রাদ্ধপক্ষে অমাবস্তাঃ
গোমত্যা-দধিসঙ্গমে । হেলয়া প্রাপ্যতে পুণ্যং দত্ত্বা
পিণ্ডং গয়াসমম্ । ২৯ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
অমাবস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাদ্ধং হি পিতৃপক্ষান্তে
কার্য্যং গোমতিসঙ্গমে । ৩০ । যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং
শ্রাদ্ধং যদ্যপ্যুপহতং ভবেৎ । পক্ষশ্রাদ্ধকৃতং পুণ্যং
দিনেনৈকেন লভ্যতে । ৩১ । শ্রদ্ধাহীনং মন্ত্রহীনং পাত্র-
হীনমথাপি বা । দ্রব্যাহীনং কালহীনং মনসঃ স্বাস্থ্যবর্জ-

ধেনু দান করিলেও পরম ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
সমস্ত যুগাদিতে গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান ও পিতৃ-
তর্পণ করিয়া নর অক্ষয় লোক লাভ করে ।
অযাঢ্য, মাঘী, বা কার্তিকী পূর্ণিমা, আশ্বমুজি-
প্রয়াসী নর এখানে স্নান, পিতৃতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ ও
অগ্নিপূজা করিয়া যথাশক্তি দান করিবে । গয়া
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের যেমন অক্ষয় তৃপ্তি
হয়, গোমতীসাগরসঙ্গমে শ্রাদ্ধ করিবার ফলও
সেইরূপই । হে দ্বিজোত্তমগণ ! সমস্ত পঞ্চকা, অষ্টকা,
এবং বৈশ্বতি, ব্যতীপাত, কুঞ্জরছায়া, কপিলা যজ্ঞ ও
সমস্ত দ্বাদশীতে গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া
বিশেষরূপে দান করিবে । এরূপ স্নান-দানের
ফলে নর এমন স্থান প্রাপ্ত হয়, যেখানে গেলে
আর শোক করিতে হয় না । শ্রাদ্ধপক্ষে অমাবস্তা-
দিনে গোমতীসাগরসঙ্গমে পিণ্ড প্রদান করিয়া নর
অনায়াসেই গয়াশ্রাদ্ধ সম পুণ্যলাভ করিয়া থাকে ।
অতএব সর্বপ্রযত্নে গোমতীসঙ্গমে পিতৃপক্ষীয়
অমাবস্তাদিনে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । এই শ্রাদ্ধ যদিও
অশ্রোত্রিয় বা উপহত হয়, তথাচ একটি দিনেই
সেই পক্ষশ্রাদ্ধকৃত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । ১১-৩১।

তম্ ॥ ৩২ ॥ শ্রাদ্ধপক্ষে অমায়ান্ত্র গোমত্যাধিসঙ্গমে ।
 পরিপূর্ণং ভবেৎ সৰ্বং পিতৃণাং তৃপ্তিরক্ষয়া ॥ ৩৩ ॥
 গোমতী কমলা চৈব চন্দ্রভাগা তথৈব চ । তিস্রস্ত
 সঙ্গতা সদাঃ প্রবিষ্টাঃ বরুণালয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ গয়ায়াং
 পিণ্ডদানেন প্রয়াগে স্থস্থিপাতনে । তৎপুণ্যং
 সমবাপ্নোতি পক্ষান্তে শ্রাদ্ধকরম্ ॥ ৩৫ ॥ যদৌ-
 চ্ছেৎ সৰ্বতীর্থেষু হেলয়া হতিষেচনম্ । স্নানং কুবীত
 ভক্ত্যা বৈ গোমত্যাধিসঙ্গমে ॥ ৩৬ ॥ পক্ষেপক্ষে
 সমগ্ৰা তু পিতৃপূজা কৃত্য চ যৈঃ । সম্পূর্ণা জায়তে
 তেষাং গোমত্যাধিসঙ্গমে ॥ ৩৭ ॥ শ্রাদ্ধে কৃতে
 অমাবস্ত্যাং পিতৃপক্ষে চ বৈ দ্বিজাঃ । অপূজ্য চৈব
 যানাতী কাকবক্ষ্য্য চ য়া ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ যুতপুত্রা
 তথা বিপ্রাঃ সঙ্গমে স্নানমাচরয়েৎ । দোষৈঃ প্রযু-
 চ্যতে সৰ্বৈর্গোমত্যাধিসঙ্গমে । স্নাত্বা স্নানমবা-
 প্নোতি প্রজাঞ্চ চিরজীবনীম্ ॥ ৩৯ ॥ যানি কানি
 চন্দানানি পৃথিব্যাং সম্ভবন্তি হি । তানি সৰ্বানি
 দেয়ানি গোমত্যাধিসঙ্গমে ॥ ৪০ ॥ সৰ্বদৈব চ
 বিশেষ্যে বিশেষ্যে সঙ্গপক্ষম্ । স্নানং কুবীত
 নিয়তো গোমত্যাধিসঙ্গমে ॥ ৪১ ॥ দর্শনাদেব
 পাপস্ত কয়ো ভবতি ভো দ্বিজাঃ । প্রণামে মনস-

স্ততিমুক্তিশ্চৈবাবগাহনে ॥ ৪২ ॥ শ্রাদ্ধে কৃতে পিতৃণাং
 তু তৃপ্তিৰ্ভবতি শাশ্বতী । দানে মনোরথাবাস্তি-
 র্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ কৃতকৃত্যস্ত তে ধন্তা
 যৈঃ কৃতং পিতৃতর্পণম্ । শ্রাদ্ধঞ্চ ঋষিশার্দ্দলা
 গোমত্যাধিসঙ্গমে ॥ ৪৪ ॥ পিতৃপক্ষে চ যে কেচিন্-
 মাতৃপক্ষে তথৈব চ । তথা স্বশুরপক্ষে চ যেচাস্তে
 মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ৪৫ ॥ স্বাবরহ গণা য চ পুঙ্গলহঃ চ
 যে গতাঃ । পিশাচহঃ গতা য়ে চ য়ে চ প্রেতহ-
 মাগতাঃ ॥ ৪৬ ॥ তির্ধ্যাক্ জ্যোতিগতা য়ে চ য়ে চ কৌটহ-
 মাগতাঃ । স্নানমাত্রেণ তে সৰ্বৈ মূক্তিং বাস্তু ন
 সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ কিং পুনঃ শ্রাদ্ধদানাদি গোমতীসঙ্গমে
 তথা । কুহা মুক্তিমবাপ্নোতি মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ৪৮ ॥ শ্রবণদ্বাদশীযোগে গোমত্যাধিসঙ্গমে । স্নাত্বা
 মুক্তিমবাপ্নোতি যত্র গহা ন শোচতি ॥ ৪৯ ॥ সম্যাজ্জা
 সৰ্বতীর্থানি গোমত্যাধিসঙ্গমে । স্নানং কুহা তথা
 শ্রাদ্ধং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ । পরং শোকমবাপ্নোতি
 হর্ষদ্বিত্বা তু বামনম্ ॥ ৫০ ॥ সম্যক্ স্নাত্বা নরো
 যস্ত পুঞ্জয়েৎ গরুড়ধ্বজম্ । পীতাহ্বরধরো ভূত্বা
 দিব্যভরণভূষিতঃ ॥ ৫১ ॥ বীক্ষ্যমাণঃ সুরস্বীতি-
 ন্যাগারিকৃতকেতনঃ । চতুর্ভূজধরো ভূত্বা বনমালা-
 বিভূষিতঃ । সংস্কৃয়মানো মুনিতির্ধাতি বিষ্ণুালয়ং

অত্রকৃত শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাহীন, মন্ত্রহীন, পাত্রহীন, দ্রব্যাহীন,
 দানহীন ও মনঃস্বাস্থ্যহীন হইলেও পিতৃপক্ষে অমা-
 বস্তাদিনে গোমতীসাগরসঙ্গমে তাহা সর্বথা পরিপূর্ণ
 হয়; পিতৃগণ অক্ষয়তৃপ্ত লাভ করেন । গোমতী,
 কমলা ও চন্দ্রভাগা, এই নদীত্রয়ই মিলিতভাবে
 সাগরে প্রবেশ করিয়াছে । সুতরাং গয়ায় পিণ্ড
 দানে এবং প্রয়াগে বা প্রতাসে অস্থিপাতনে যে
 ফল, এই তীর্থে পক্ষান্তে শ্রাদ্ধকারী নরও সেই
 ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদি হেলাক্রমে সৰ্বতীর্থে
 স্নান করিতে চাও, তবে ভক্তি করিয়া গোমতী-
 সাগর-সঙ্গমে স্নান কর । বাহারা পক্ষে পক্ষে সমগ্র
 পিতৃপূজা করে, গোমতীসাগরসঙ্গমে পিতৃপক্ষীয়
 অমাবস্তায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের সেই পূজা
 সুসম্পূর্ণ হইয়া থাকে । পুত্রহীনা, কাকবক্ষ্য্য বা
 যুতবৎসানারী গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নান করিলে
 সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় । এইখানে এইসঙ্গমে
 স্নানকালে তাহারা স্নান ও চিরজীবী প্রজা লাভ
 করে । পৃথিবীতে যে কোন বস্তু দান করা সম্ভব-
 পর, গোমতীসাগরসঙ্গমে সেই সমস্তই সর্বদা বিশে-
 যতঃ সৰ্ব পক্ষের দান করা কর্তব্য । এই সঙ্গমজলে
 নর নিয়ত হইয়া স্নান করিবে । হে দ্বিজগণ! এই

সঙ্গমতীর্থে দর্শনে পাপক্ষয়, প্রণামে মনঃস্বষ্টি, অব-
 গাহনে মুক্তি, এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের নিত্য
 তৃপ্তি এবং দান করিলে মনোরথাবাস্তি হইয়া থাকে,
 নিশ্চয়ই ॥ ৩২—৪৩ ॥ হে ঋষিগণ! গোমতীসাগর-
 সঙ্গমে যাহারা পিতৃতর্পণ, ও শ্রাদ্ধ করে, তাহারাই
 কৃতকৃত্য ও ধন্ত । পিতৃ, মাতৃ, স্বশুর, ও মিত্র
 বান্ধবকুলের যে কেহ, স্বাবরহ, পুঙ্গলহ, পিশাচহ,
 প্রেতহ, তির্ধ্যাক্ জাতিহ, বা কৌটহ প্রাপ্ত হইয়াছে,
 গোমতীসাগরসঙ্গমে স্নানমাত্রে নিশ্চয়ই তাহারা
 মুক্তি পাইয়া থাকে । এখানে যদি শ্রাদ্ধদানাদি
 করা হয়, তবে তাহার পুণ্যফলের কথা আর
 কি কহিব? মানব সেরূপ অল্পজ্ঞানে নিশ্চয়ই
 মুক্তিনাভ করে । শ্রবণদ্বাদশীযোগে উক্ত সঙ্গমে
 স্নান মাত্রে শোকনাশিনী মুক্তি লাভ হয় । সৰ্ব-
 তীর্থ ত্যাগ করিয়া এই সঙ্গমে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিলে
 নর কৃতকৃত্য হয় । এখানে বামন দেবকে অর্চনা
 করিলে পরম লোক লাভ হইয়া থাকে । এখানে
 বিধিযত স্নান করিয়া যে নর গরুড়ধ্বজের পূজা
 করে, সে পীতাহ্বরধর, দিব্যাহ্বরভূষণ, সুরসুন্দরী-
 গণ কর্তৃক নিরীক্ষ্যমাণ, গরুড়-কেতন, চতুর্ভূজধর,

নরঃ ॥ ৫২ ॥ গোমতীসঙ্গমে যত্র কৃতকৃত্যো
ভবেন্নরঃ । যত্র দৈত্যবধঃ কৃষা বিষ্ণুনা প্রভ-
বিষ্ণুনা ॥ ৫৩ ॥ চক্রং প্রকালিতং পূৰ্ণং কৃষ্ণেন
শ্রয়মেব হি । তেনৈব চক্রতীর্থে হি খ্যাতিঃ লোক-
জয়ে দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥ ভবন্তি যত্র পাষণাশ্চক্রাঙ্কা
মুক্তিদায়কাঃ । যৈঃ পূজিতৈর্জগন্নাথঃ কৃষ্ণঃ সান্নিধ্য-
মাত্রজ্ঞেয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ তত্রৈব যদি লভ্যেত চক্রৈ-
র্দ্বাদশভিঃ সহ ॥ ৫৬ ॥ দ্বাদশাঙ্কা স বিজ্ঞেয়ো
মোক্ষদঃ সর্বদেহিনাম্ । একচক্রাক্ষিতো যন্ত দ্বার-
বত্যাং সুশোভনঃ ॥ ৫৭ ॥ সুদর্শনাভিধানোহসৌ
মৌলিককলদো হি সঃ । লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং
ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ৫৮ ॥ ত্রিভিঃপুংক্রমাশ্চৈব
ত্রিবার্গকলদায়কঃ । ত্রীপ্রদো রিপুহস্তা চ চতুর্ভিঃ
সংযুতঃ স হি ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চভির্বাশুদেবস্ত জন্মমৃত্যু-
ভয়াপহঃ । প্রহায্যঃ ষড়্ভুজৈর্যাসৌ লক্ষ্মীং কাশ্টিং
দদাতি যঃ ॥ ৬০ ॥ সপ্তভিঃপলভদ্রশ্চ চক্রগোহত্র
প্রকীর্তিতঃ । লাক্ষিতশ্চাভির্ভক্তিং দদাতি
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬১ ॥ সর্বং দদ্যাদ্ভববৃদ্ধো
হর্লভো যঃ সুরৈরপি । দশাবতারো দশমী রাজ্যাদো

নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥ একাদশভিত্তৈরধ্ব্যং চক্রগঃ
সম্প্রযচ্ছতি । নির্ধাণঃ দ্বাদশাঙ্কা চ দ্বাদশাভির্দদ্যতি
চ ॥ ৬৩ ॥ অত্র উল্লং মহাভাগাঃ সৌখ্যমোক্ষপ্রদা-
য়কাঃ । যত্রোহত্র তে চ পাষণাঃ কৃষ্ণচক্রৈঃ চিত্রিতাঃ ।
৬৪ ॥ তেষাং স্পর্শনমাত্রেন মুচ্যতে সর্গকিঞ্চিৎ ।
চক্রতীর্থে নরঃ স্নাত্বা কৃষ্ণচক্রৈঃ চিত্রিতঃ ॥ ৬৫ ॥
পূজ্যং হা চক্রধরং হরিং ধ্যায়েৎ সনাতনম্ ।
নাপুত্রো নাধনো রোগী ন স সঞ্জায়তে নরঃ ॥ ৬৬ ॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং মনোবাকায়ককর্মজম্ । তৎ
সর্বং বিলয়ং যাতি স ক্রুচ্চক্রাঙ্কদর্শনাৎ ॥ ৬৭ ॥ স্নেচ্ছ-
দেশে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো দৃষ্টতে যদি । তত্র
চৈব হরিক্ষেত্রং মুক্তিদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ মৃত্যু-
কালেহপি সম্প্রাপ্তে যদি ধ্যায়েদ্ধরিং নরঃ । চক্রাঙ্কং
ধারণেদঙ্গং স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৬৯ ॥ হৃদ-
য়ে চ চক্রাঙ্কে পুতো ভবতি তৎক্ষণাৎ । নোপ-
সর্গ্যন্ত তং ভীতা দৃতাঃ কৃষ্ণাযুধং তদা । বৈষ্ণবং
লোকমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭০ ॥ অপি
পাপসমাচারঃ কিং পুনর্ধার্মিকঃ শুচিঃ । গোমতী-
সঙ্গমে স্নাত্বা চক্রতীর্থে তথৈব ব । মুচ্যতে পাতকৈ-
র্ঘোতৈর্মর্মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥ রাজাসাঃ সর্ব-

বনমালাভূষণ ও মুনিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া
বিষ্ণুর আবাসে উপস্থিত হয় । গোমতী-সঙ্গমে
স্নান করিয়া নর সর্গসাধক কৃতকৃত্য হয় । প্রভ-
বিষ্ণু বিষ্ণু দৈত্য বধ করিয়া পূর্বে যেখানে চক্র
কালন করিয়াছিলেন, তাহাই চক্রতীর্থ নামে লোক-
জয়ে প্রখ্যাত হইয়াছে । এই চক্রতীর্থে চক্রাক্ষিত
পাষণ সকল মুক্তিপ্রদরূপে উৎপন্ন হয় । ঐ সকল
পাষণে জগন্নাথের পূজা করিলে তিনি শ্রয়ঃ সান্নি-
হিত হইয়া থাকেন । উহাদের মধ্যে যদি দ্বাদশ-
চক্রাক্ষিত পাষণ পাওয়া যায়, তবে তাহা সর্ব দেহীর
মোক্ষপ্রদ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যে দ্বারাবতী-
শিলা একচক্রাক্ষিত ও সুশোভিত, তাহার নাম
সুদর্শন । উহা মৌলিককলদায়ক । দ্বিচক্রাক্ষিত
শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ আখ্যায় অভিহিত ; উহা ভুক্তি-
মুক্তি-কলপ্রদ । ত্রিচক্রাক্ষিত ত্রিবার্গমাধ্য শিলা
ত্রিবার্গকলদায়ক । যাগ চতুঃচক্রাক্ষিত, তাহা
ত্রীপ্রদ ও রিপুহস্তা । পঞ্চচক্রাক্ষিত বাশু-
দেবমাধ্য শিলা জন্মমৃত্যুভয়াপহ । ষট্চক্রাক্ষিত শিলা
প্রহায্য ; উহা ত্রী এবং কাশ্টিপ্রদ । সপ্তচক্রাক্ষিত
পাষণ বলভদ্র নামে অভিহিত । অষ্টচক্রলাঙ্ঘিত
পাষণ পুরুষোত্তমাখ্য ; উহা ভক্তিপ্রদ । নববাহ
পাষণ সুরগণের সুরঙ্গ ; উহা সর্গসিদ্ধিপ্রদ ।

দশচিহ্নযুক্ত পাষণ দশাবতারমাধ্য ; উহা নিশ্চিতই
রাজ্যপ্রদ । একাদশ-চক্রচিত্রিত পাষণ ঐশ্বর্য্যপ্রদ ।
দ্বাদশচিত্রিত দ্বাদশাঙ্কা পাষণ নির্ধাণপ্রদ । নির্দিষ্ট
সংখ্যার অধিক সংখ্যক চিহ্নাক্ষিত সমস্ত পাষণই
মহাভাগ ও সুখমোক্ষদায়ক । অত্রত্য পাষণ সকল
কৃষ্ণচক্রৈঃ চিত্রিত বলিয়া তাহাদের দর্শন মাছেই নর
সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । নর চক্রতীর্থে স্নান
করিয়া কৃষ্ণচক্রৈঃ চিত্রিত হইয়া চক্রধর সনাতন হরির
পূজা ও ধ্যান করিয়া কদাচ অপুত্র, অধন ও রোগ-
প্রাপ্ত হয় না । যে কিছু ব্রহ্মহত্যা দি পাপ ও মনো-
বাক্ কায়-কর্মজন্ত পাতক সক্রুচ্চ চক্রাঙ্ক দর্শনে তৎ-
সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয় । যদি স্নেচ্ছ দেশেও
চক্রাঙ্ক পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই দেশও মুক্তিপ্রদ
হরিক্ষেত্র সংশয় নাই । মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে
নর যদি হরিস্থান করিয়া নিজাঙ্গে চক্রাঙ্ক ধারণ
করে, তবে তাহার পরম পদ লাভ হইয়া থাকে ।
হৃদয়ে চক্রাঙ্ক থাকিলে নর তৎক্ষণাৎ পুত হয় । যম-
দূতগণ ভীত হইয়া তাহার নিকট আগমন করে না ;
তাহার বৈষ্ণব লোক লাভ হয় ; এসম্বন্ধে আর
বিচার বিতর্ক নাই । পাপাচারীই বা কি, আর
ধার্মিকই বা কি, গোমতীসঙ্গমে চক্রতীর্থে স্নান

মায়ান্তি বিষ্ণুধর্মং সনাতনম্ । ক্বেত্রস্ত তস্ত মাহাত্ম্যং
সত্যমেতৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ । ৭২ । তামসং রাজসং
চাপি বৎকিকিদ্ বিষ্ণুপূজনে । তচ্চ সত্ত্বমায়ান্তি
নিয়গা চ যথার্থবে । ৭৩ । তুর্লভা দ্বারকা বিপ্র
তুর্লভং গোমতীজলম্ । তুর্লভং জাগরো রাত্রৌ
তুর্লভং কৃষ্ণদর্শনম্ । ৭৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে চক্রেতীর্থমাংশস্যবর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সপ্ত-
কুণ্ডান্ সুবিশ্রুতান্ । সৰ্ষপাপপ্রশমনানুক্ৰিয়ক্ৰিবিবৰ্দ্ধ-
নান্ । ১ । আরাধিতঃ স চ যদা হরিরাবিস্ৰভূব হ ।
সংস্কৃতমানো মুনিভীর্লক্ষ্য্য সহ জগৎপতিঃ । ২ ।
অর্হণক তদা চক্ৰহরয়ে সুর ভয়া । বামপাশে
স্থিতাঃ পদ্মামভিষেকুঃ সমুদ্রাতাম্ । ৩ । সনকাদ্য
ব্রহ্মমুতাঃ সপ্তৈস্তে মানসাদ্বজাঃ । পৃথক পৃথক্-
ভদ্রান কুহা সিংহচূঃ সাগরোত্তবাম্ । ৪ । ততো

করিয়া সকলেই সমান শুচি হয় । আর পাণী মানব
ঘোর পাপ হইতেও পরিষ্কার পায় । আমি সত্যই
বলিতেছি, ঐক্বেত্রের মাহাত্ম্যে রাজসগণও সবময়
সনাতন বিষ্ণুধর্ম লাভ করে এবং যে কোনরূপে
কিঞ্চিৎ বিষ্ণুপূজা করিলেই তামস ও রাজস মনও
অর্ণবে নিয়গার জায় সবভাবে উপনীত হয় । হে
বিপ্রগণ ! দ্বারকা, গোমতীজল, দ্বারকায় রাত্রি জাগ-
রণ এবং কৃষ্ণদর্শন, এ সকলই সুতুর্লভ । ৪৪—৭৪ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর
সৰ্ষপাপপ্রশমন ঋদ্ধি-বুদ্ধি-বিবৰ্দ্ধন, সুপ্রসিদ্ধ সপ্ত-
কুণ্ডে গমন করিবে । ভগবান্ হরি যখন মুনিগণ
কর্তৃক আরাধিত ও স্তুত হইয়া লক্ষ্যসহ জগৎপতি-
রূপে আবির্ভূত হন ; তখন মুনিগণ তাঁহাকে সুর
গঙ্গাসলিল দ্বারা সংকৃত করেন । তদীয় বামপাশে
পদ্মাদেবী অভিষেকার্থ সমুদ্রাত হইয়া অবস্থিত হইয়া
ছিলেন । ব্রহ্মার সনকাদি মানস পুত্রগণ পৃথক পৃথক্
ভদ্র প্রস্তুত করিয়া সাগরোত্তবা দেবীকে অভিষেক

লক্ষ্মীভূতাঃ প্রোক্তা দেব্যা নারৈব সংজিতাঃ । প্রাপ্তে
তু দ্বাপরযুগান্তে কল্মষীসংশ্রয়েণ তু । ৫ । কল্মষী-
ভূদমিত্যেবং কলৌ খ্যাতিং গতাঃ পুনঃ । ভৃগুণা
সেবিতং যস্মাদভৃগুতীর্থমিতি স্মৃতম্ । ৬ । তস্মিন
গহা মহাভাগাঃ প্রকাল্য চরণৌ যদা । আচম্য চ
কুশান গৃহ্য প্রাভূমুখো নিয়তঃ শুচিঃ । ৭ । সম্পূর্ণ
চার্য্যমাদায় কলপুস্পাকতাদিভিঃ । রজতক শিরে
কুহা মস্তমেতমুদীরয়েৎ । ৮ । ভক্ত্যা চার্য্যং প্রদা-
শ্রামি হুদে কল্মষিসংজিতে । সৰ্ষপাপবিনাশায়
কল্মষ্যাঃ প্রীণনায় চ । ৯ । স্নানং কুর্ধ্যাত্ততো
বিপ্রাঃ কুহা শিবসি তারকম্ । দেবায়মুদ্রায়ান্
সম্পূর্ণ্য পিতৃনথ বিশেষতঃ । ১০ । শ্রাদ্ধং ততঃ
প্রকুব্বীত বিপ্রানাহুয় ভক্তিতঃ । দক্ষিণাক ততো
দদ্যাদ্ভজতং কল্মষেব চ । ১১ । বিশেষতঃ প্রদে-
শ্রামি কলানি রসবাস্ত চ । দম্পত্যোর্বোজনং
দদ্যানিমিষ্টায়ৈন দ্বিজোত্তমাঃ । ১২ । বিপ্রপত্ন্যস্ত
সম্পূজ্যাঃ স্নিয়চাত্তাঃ স্বশক্তিতঃ । কঙ্কৈ রক্ত-
বস্ত্রেণ কল্মষী প্রীণ্যামিতি । ১৩ । এবং কুতে
দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ । সৰ্ষান কামান-
বাপ্রোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি । ১৪ । বসতে

করিলেন । সেই সকল ভদ্র তখন হইতে লক্ষ্মীভূদ
নামে প্রখ্যাত হইল । অতঃপর দ্বাপরযুগান্তে কলিতে
কল্মষীসংশ্রয়ে উহা কল্মষীভূদ বলিয়া বিখ্যাত
হয় । ভৃগু সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া উহা ভৃগু-
তীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে । ঐ তীর্থে গিয়া
মুক্তিকা দ্বারা পদপ্রক্ষালনান্তে আচমনপূর্বক কুশ
গ্রহণ করিয়া শুচি ও নিয়ত ভাবে কল-পুস্পাকতাদি
দ্বারা সম্পূর্ণ অর্ঘ্য লইয়া মস্তকে রজত ধারণান্তে এই
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ; যথা—আমি সৰ্ষপাপ কাল-
নার্থ এবং কল্মষীর প্রীণনার্থ ভক্তিপূর্বক কল্মষীভূদে
অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি । হে বিপ্রগণ ! অনন্তর
মস্তকে রজত ধারণপূর্বক স্নান ও দেব, পিতৃ,
মহুগ্যগণের তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণবাহনান্তে ভক্তি-
পূর্বক শ্রাদ্ধ করিবে । শ্রাদ্ধান্তে রজত বা সুবর্ণ
বিশেষতঃ রসবৎ কল সকল দক্ষিণার্থ প্রদান
করিবে । হে দ্বিজবরগণ ! অতঃপর দ্বিজদম্পত্যিকে
মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করাইয়া ‘কল্মষী মৎপ্রতি
প্রীত হউন’ বলিয়া কঙ্ক ও রক্তবস্ত্র দ্বারা
যথাসক্তি বিপ্রপত্নীগণের অর্চনা করিবে ।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এরূপ করিলে নর কৃতকৃত্য
হয় ; সৰ্ষকাম লাভ করে ; এবং ‘বিষ্ণুলোক

চন্দা গেহে লক্ষ্মীস্বস্ত্য ন সংশয়ঃ । আরোগ্যং
মনসস্তপ্তি চোদ্যেগঃ কদাচন । ১৫ । পিতৃণামক্ষয়া
তপ্তিঃ প্রজা ভবতি নিশ্চল।। হীনসম্বো নৈব
ভবেদীর্ঘায়ুশ্চ ভবেন্নয়ঃ । ১৬ । আঢ্যো ভবতি
সর্বত্র যঃ স্নাতো কল্মষীগৃহে । ন লক্ষ্ম্যা মুচ্যতে
বিপ্রা নালক্ষ্ম্যা ত্রিযতে নরঃ । ১৭ । ন বৈরং
কলহস্তস্ত যঃ স্নাতো কল্মষীগৃহে । গমনাগমনং ন
স্তাৎ সংসারভ্রমণং তথা । ১৮ । হৃৎশোকো কৃত-
স্তস্ত যঃ স্নাতো কল্মষীগৃহে । সৰ্বপাপাবিনিমুক্তো
মহাভয়বিবৰ্জিতঃ । ১৯ । সৰ্বান কামানিহ প্রাপ্য
যাতি বিকুপদং নরঃ । ২০ ।

ইতি ত্রীক্ষান্দে কল্মষীগৃহমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ । ৯ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং
পাপপ্রণাশনম্ । কুকলাসমিতি খ্যাতং নৃগতীর্থমমু-
ত্তমম্ । ১ । নৃগো যত্র মহীপালঃ কুকলাসবপুর্ধ্বয়ঃ ।
কৃষ্ণেন সহ সঙ্গত্য সম্প্রাপ পরমাং গতিম্ । ২ ।

প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অপিচ তাহার গৃহে লক্ষ্মী
সদা বাস করেন, সংশয় নাই । তাহার আরোগ্য
ও মনস্তপ্তি হয় । সে কখন উদ্যেগ ভোগ করে
না ; তাহার পিতৃগণের অক্ষয়া তপ্তি হয় ।
সে অবিচ্ছিন্ন সন্ততি লাভ করে ; কদাচ হীন-
স্ব হয় না । সে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে । যে
কল্মষীগৃহে স্নান করে, সে আঢ্য হয় । লক্ষ্মী
তাহাকে ত্যাগ করেন না ; অলক্ষ্মী তাহাকে বরণ
করে না । কল্মষীগৃহে স্নানকারী ব্যক্তির কাহারও
সহিত বৈর বা কলহ হয় না । যে কল্মষীগৃহে স্নান
করে, তাহার হৃৎ শোক কোথায় ? সে সৰ্বপাপ
ও মহাভয়-বর্জিত হইয়া ইহলোকে সৰ্বকাম-সুখ
লাভ করত অস্ত্রে বিষ্ণুপদে উপনীত হয় । ১—২০ ।
নবম অধ্যায় সমাপ্ত । ৯ ।

দশম অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অনন্তর
কুকলাসাখ্য পাপনাশন উত্তম নৃগতীর্থে যাইবে ।
মহীপতি নৃগ কুকলাস দেহ ধারণ করিয়া ঐ স্থানে
কৃষ্ণ-সহ সম্মিলিত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া-

খবর উচুঃ । নৃগো নাম নৃপঃ কোহয়ং কথং কৃষ্ণেন
সঙ্গতঃ । কৰ্ম্মণা কুকলাসয়ং কেন তদ্বদ বিস্তরাৎ ।
৩ । প্রহ্লাদ উবাচ । নৃগো নাম নৃপো বিপ্রাঃ
সার্বভৌমো বলাধিতঃ । বুদ্ধিমান্ ধৃতিমান্ দক্ষঃ
ক্রীমান্ সৰ্বগুণাধিতঃ । ৪ । অনেকশতসংখ্যা
ভূমিপি অপি তদ্বশাঃ । হস্তাধরধসংজ্ঞৈশ্চ পত্তিভি-
রহুভির্ভূতঃ । ৫ । সৈন্ত্য চ তস্ত নৃপতেঃ কোশং
চৈবাশ্বয়ং তথা । স নিত্যং গুরুভক্ত্য দেবতায়-
ধনে রতঃ । ৬ । মহাদানানি বিপ্রৈশ্চ দদাত্যমু-
দিনং নৃপঃ । শবৎ স গোসহস্রং তু দদাত নৃপ-
সন্তমঃ । ৭ । প্রকাল্য চরণৌ ভক্ত্যা হ্যপবিত্রাসনে
শুভে । পরিধাপ্য শুমে কোমে সুগন্ধেনোপলিপ্য
চ । ৮ । সম্পূজ্য পুষ্পমালাভির্ধূশেন চ সুগন্ধিনা ।
দদৌ দক্ষিণয়া সার্বং প্রাতর্বিপ্রায় গাং তদা । তাশূল-
সহিতাঃ ভক্ত্যা বিষ্ণুর্শ্রে ক্রীয়তামিতি । ৯ । এবং
প্রদদতস্তস্ত যজতশ্চ তথা মথৈঃ । যযৌ কালো
দ্বিজশ্রেষ্ঠা ভোগাংশ্চৈবামুভুজতঃ । ১০ । একদা তু
দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ জৈমিনিং সংশিতব্রতম্ । শ্রদ্ধয়া তঞ্চ
নৃপতিঃ প্রতিগ্রহপরাশুখম্ । উবাচ বাক্যং নৃপতিঃ

ছিলেন । ঋষিগণ কহিলেন,—কে এই নৃগ রাজা ?
কিরূপে তিনি কৃষ্ণ সহ সঙ্গত হইলেন ? কোন
কর্ম্মের ফলে তাঁহার কুকলাসয় হইয়াছিল ? এই
সকল বিস্তররূপে বল । প্রহ্লাদ কহিলেন,—পূর্বে
বুদ্ধিমান্, ধৃতিমান্, দক্ষ ক্রীমান্ সৰ্বগুণাধিত নৃগ নামে
জটনৈক প্রবল সার্বভৌম নরপতি ছিলেন । বহু সহস্র
ভূপতি তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন । প্রচুর হস্তী,
অশ্ব, রথ, ও পতি প্রভৃতি দ্বারা সর্বদা তিনি পরি-
বৃত্ত থাকিতেন । সেই নরপতির বল ও কোষ
অক্ষয় ছিল । তিনি গুরুভক্ত ছিলেন ; নিত্য
দেবাব্রাহ্মণ্য নিরত থাকিতেন । হে বিপ্রমুখ্যগণ !
নৃগনৃপতি অর্জুনের মহাদান সকল দান করিতেন ।
প্রত্যহ সহস্র ধেনু তৎকর্তৃক প্রদত্ত হইত । তিনি
ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণদিগের পাদ প্রক্ষালন, শুভাসনে
উপবেশন, শুভ কোম বসন পরিধাপন, সুগন্ধ
দ্বারা অমুলেপন, এবং প্রচুত পুষ্পমালা ও সুগন্ধি
ধূপ দ্বারা অর্চনা করিয়া দক্ষিণায় সহিত প্রত্যহ
ব্রাহ্মণকে “বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন” এই বলিয়া
সতাশূল দক্ষিণাধিত গোদান করিতেন । ১—৯ । হে
দ্বিজবর্ধগণ ! এইরূপ দানে যজ্ঞাহুষ্ঠানে, এবং বহু
ভোগ উপভোগে তাঁহার বহুকাল অতীত হইল ।
একদা নরপতি প্রতিগ্রহপরাশুখ সংশিতব্রত

কৃতাজলিপুটে দ্বিতঃ ॥ ১১ ॥ মায়ুকর মহাভাগ কৃপাং
কুক তপোনিধে । গৃহাণ গাং ময়া দত্তাং দয়াং কৃতা
মমোপরি ॥ ১২ ॥ তচ্ছ্রুবা বচনং তন্ত অনিচ্ছন্নপি
গৌরবাৎ । নৃপন্ত চাত্রবৌদ্ধিপ্র এবমস্থিতি লজ্জিতঃ ॥
১৩ ॥ অবনিজ্য ততঃ পাদৌ শিরসাধারহজ্জলম্ ।
সুবর্ণশৃঙ্গসহিতাঃ রৌপ্যখুরবিভূষিতাম্ ॥ ১৪ ॥ রত্ন-
পুচ্চাং কাংস্তদোহাং সিতবস্ত্রাবলুষ্ঠিতাম্ । সম-
ভার্য্য চ বিপ্রেশ্বং দদৌ দক্ষিণায়ুধিতাম্ ॥ ১৫ ॥
আসীমান্তমহুৰজ্য হৃষ্টৌ রাজা বভূব হ । তরুণীং
হংসবর্ণকং হংসীনায়েতি বিজ্ঞাতাম্ ॥ ১৬ ॥ গাং
গৃহ্ম স্বগৃহং প্রাপ্তৌ দাত্তা বদ্ধাং সবৎসকাম্ । স
তন্তৈশ্ব যবসং চার্জং দদৌ ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ১৭ ॥
সুতপ্তাং যবসেনৈব মধ্যাহ্নে ভুষিতাং তদা ।
গৃহীত্বা নির্য্যযৌ বিপ্রৌ দামবদ্ধাং জলাশয়ম্ ॥ ১৮ ॥
মার্গে গজাশ্বসহাধে তন্তা সা উষ্ট্রদর্শনাৎ । হস্তাদা-
চ্ছিন্দ্য সা ধেমুর্ব্রাহ্মণস্ত যযৌ তদা ॥ ১৯ ॥ বিচিঘন
সকলাম্বুকাঃ নাপশুভাং বিজ্ঞবতঃ । সা যযৌ বিদ্রুতা
ধেমুস্তমহাজাগগোধনম্ ॥ ২০ ॥ দ্বিতীয়েহহি পুন-

বিপ্রমাহুয় নৃপসত্তমঃ । সম্পূজা বিধিবদ্ধক্যা বস্ত্রাল-
কারভূষণৈঃ ॥ ২১ ॥ বিধিবদগাং দদৌ তাক স
নৃপঃ সোমশর্ম্মণে । গৃহীত্বা রাজভবনান্নিৰ্য্যযৌ গাং
দ্বিজবতঃ ॥ ২২ ॥ আশংসমানো রাজানং ধর্ম্মজ-
মিতি কোবিদম্ । স চ বিপ্রৌ বিচিঘানঃ সর্ব্বভো
গাং সুহৃৎখতঃ ॥ ২৩ ॥ দদর্শ পথি
পৃষ্ঠতঃ সোমশর্ম্মণঃ । দৃষ্ট্বা তাং গাং চ স
মুনির্জৈমিনিস্তমভাবত ॥ ২৪ ॥ মম গাং চাপি হৃদ্বা
ঐ নয়সে দম্বাবৎ কথম্ । স তন্ত বচনং
শ্রুত্বা বিস্ময়ং দম্বাকৌর্ভনাৎ ॥ ২৫ ॥ রাজতো হি
ময়া লকাং গাং নয়ামি স্বমন্দিরম্ । গোহর্ত্তেতি চ
মাং কস্মাদব্রবীষি দ্বিজসত্তম ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ ।
ময়্যপি রাজতো লকা মমেয়ং গোৰ্ণ স শয়ঃ । কথং
নয়সি বিপ্র ঐ যয়ি জীবতি মন্দিরম্ ॥ ২৭ ॥ সোহব্র-
বৌদদ্য মে লকা কথং মাং বদসে মুখা । সোহব্র-
বৌদহো ময়া লকা বলাশ্লেভুং ভূমিচ্ছসি ॥ ২৮ ॥

জৈমিনি মুনিকে শ্রদ্ধার সহিত কৃতাজলিপুটে বলি-
লেন,—হে তপোনিধে! .হে মহাভাগ! আমার
প্রতি কৃপা করুন; আমাকে উদ্ধার করুন; দয়া
করিয়া মৎপ্রদত্ত ধেমু গ্রহণ করুন। জৈমিনিমুনি
তৎপ্রবণে অনিচ্ছা সবেও রাজগৌরবার্থ লজ্জিত-
ভাবে বলিলেন,—এবমন্ত । রাজা তখন তদীয়
পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া মন্তকে সেই পাদোদক ধারণ
করিলেন এবং মুনিবরকে অর্চনা করিয়া সুবর্ণ-
শৃঙ্গাধিতা রৌপ্যকুরমাণ্ডতা, রত্নপুচ্ছা, কাংস্তদোহা,
সিতবসনাবলুষ্ঠিতা ধেমু দক্ষিণা সহ প্রদান করি-
লেন । অনন্তর আসীমান্ত মূনির অহুগমন করিয়া
রাজা হৃষ্ট হইলেন । বিপ্রবর্ধ্য জৈমিনি সেই সবৎসা
হংসীনারী হংসবর্ণী তরুণী ধেমু গ্রহণ করিয়া রজ্জু
দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক স্থালয়ে লইয়া আসিলেন । তিনি
স্বগৃহে আনিয়া প্রত্যহ সেই ধেমুকে আর্জ' যবস
প্রদান করিতেন । ধেমু যবস দ্বারা তৃপ্ত হইয়া
মধ্যাহ্নে ভুষিত হইলে মুনি তাহাকে লইয়া
জলাশয়ে যাইতেন । একদা গজাশ্বসজ্জল পথি
মধ্যে ঐ ধেমু উষ্ট্র দর্শনে তন্ত হইয়া মূনির হস্ত
হইতে রজ্জু লইয়া পলায়ন করিল । দ্বিজবর
জৈমিনি ধেমুর জন্ত বহুস্থান অবেষণ করি-
লেন; কিন্তু কোজাপি তাহাকে দেখিতে পাই-
লেন না । এদিকে সেই ধেমু পলাইয়া গিয়া নৃপ

নরপতির প্রভূত গোধনমধ্যে আশ্রয় লইল । পর-
দিন নৃপবর পুনরায় যথানিয়মে সোমশর্ম্মা নামক
জটনৈক ব্রাহ্মণকে আহ্বান কারিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কা-
রাদি দ্বারা যথা বর্ষা পূজা করিয়া অজ্ঞাতসায়ে সেই
ধেমুটী তাঁহাকে দান করিলেন । দ্বিজবর সোম-
শর্ম্মা ধেমু লইয়া রাজপথ ধরিয়া যাইতে লাগি-
লেন । এই সময় বিপ্র জৈমিনি ধেমু অবেষণ
করিতে করিতে তঃপিতভাবে বর্ম্মজ বিজ্ঞ রাজার
নিকট স্বীয় ধেমুনাশের সংবাদ জানাইতে যাইতে-
ছিলেন, তিনি পথিমধ্যে সোমশর্ম্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
তাহার সেই ধেমুটীকে যাইতে দেখিয়া সোমশর্ম্মাকে
বলিলেন,—ওহে! তুমি আমার গাভী হরণ করিয়া
দম্বার স্তায় লইয়া যাইতেছ কেন? তাহার সেই
বাক্য শুনিয়া সোমশর্ম্মা সবিস্ময়ে বলিলেন,—আমি
রাজার নিকট গোদান পাইয়া নিজগৃহে লইয়া যাই-
তেছি । অতএব হে দ্বিজবর! আমায় গোহর্ত্তা
বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? জৈমিনি বলি-
লেন,—আমিও এই ধেমুটী রাজার নিকট পাইয়া-
ছিলাম; সুতরাং ইহা আমারই গাভী নিশ্চিতই ।
অতএব হে ব্রাহ্মণ! আমি জীবিত থাকিতে কিরূপে
তুমি ইহাকে স্থালয়ে লইয়া যাইবে? ১০—২৭। সোম-
শর্ম্মা বলিলেন,—আমি অদ্যই এই ধেমুটী লাভ
করিয়াছি, সুতরাং আমার প্রতি একরূপ মুখাবাক্য
প্রয়োগ করিতেছেন কেন? জৈমিনি বলিলেন,—
আমার লব্ধ ধেমু তুমি জোর করিয়া লইয়া যাইতে

মমেরমিতি সংজ্ঞাঃ সোমশর্ম্মাববীক্ষ্যঃ । প্রজ্ঞলং-
ক্রোধরক্তাক্ষো মমেরমিতি সোহপরঃ ॥ ২৯ ॥ বিব-
দন্তো তথা বিপ্রো রাজদ্বারমুপাগতো । কুর্বাণো
কলহং ঘোরং ত্যক্তুকামো স্বজীবিতম্ ॥ ৩০ ॥ সং-
জ্ঞকৌ ব্রাহ্মণৌ দৃষ্ট্বা শপন্তো তৌ পরস্পরম্ ।
রাজে নিবেদয়ামাস দ্বাঃস্বঃ প্রণয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩১ ॥
অবজ্ঞায় তদা বিপ্রো বিবদন্তো কৃষাধিতৌ । কাম-
ব্যাকুলচেতস্কো ন বহির্নিমন্তৌ নৃপঃ ॥ ৩২ ॥ এবং
বিবদমানৌ তৌ ত্রিরাত্রঃ সমুপস্থিতৌ । অবজ্ঞাতৌ
নৃপেণাথ রাজানং প্রতি চ ক্রুধা ॥ ৩৩ ॥ উচুতুঃ
কুপিতৌ বাক্যং সামর্ধৌ নৃপতিঃ প্রতি । অবমন্তসে
নৌ যস্মাৎ ন নির্গচ্ছসি মন্দিরাৎ ॥ ৩৪ ॥ শাস্তা
ভবান্ প্রজানাং হি ন স্তায়েন নিযোজ্যতি । ভবি-
ষ্যতি ভবাস্তস্মাৎ কুকলাসো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং শপ্ত্বা তদা বিপ্রাবস্ত্রৈশ্চ গাং প্রাদায় তৌ ।
ক্ষুধিতৌ খেদসংযুক্তৌ স্ফূটং গন্তুমদ্যতৌ ॥ ৩৬ ॥
প্রস্থিতৌ তৌ নৃগো দ্বার আগত্য সমুপস্থিতঃ ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ কৃতাজলিরভাষত ॥ ৩৭ ॥

অমোঘবচনা যুগং তন্তথা ন তদন্তথা । মমোপরি
কৃপাঃ কৃত্বা শাপান্ত উপদিশ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥ তন্ত
তদ্বচনং শ্রুত্বা উচুতুবচনং নৃপম্ । দ্বাপরন্ত যুগান্তান্তে
ভগবান্ দেবকীমুতঃ ॥ ৩৯ ॥ বসুদেবগৃহে রাজন্
হরিরাবির্ভবিষ্যতি । তন্ত সংস্পর্শনাদেব শাপমুক্তি-
র্ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥ ইত্যুক্তা তৌ তদা বিপ্রৌ প্রযাতৌ
স্বর্নবেশনম্ । রাজা বহুবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা দদ্বা
চ ভূরিশঃ ॥ ৪১ ॥ ইষ্ট্বা চ বিবিধৈর্ঘৈঃ কালধর্ম্ম-
মুপেয়ান্ । ততঃ স গত্যনান্ বিপ্রা ধর্ম্মরাজনিবে-
শনম্ ॥ ৪২ ॥ সংকৃত্যোক্তৌ যমেনাথ স্বাগতেন
নৃপোত্তমঃ । প্রথমং শ্লুকৃতং রাজব্রথং দ্রুতং ব্রহ্মা ।
ভোক্তব্যমিতি মে ক্রহি তত্তে সম্পাদ্যতে ময়া ॥ ৪২ ॥
নৃগ উবাচ । যদ্যস্তি দ্রুতং কিঞ্চিৎ প্রথমং প্রতি-
পাদয় । অন্তজাতৌ যমেনৈব কুকলাসো ভবেতি
বৈ । ততো বর্ষসহস্রাণি কুকলসম্মাপ্তবান্ ॥ ৪৪ ॥
একস্মিন্ দিবসে বিপ্রাঃ সর্কে যত্কুমারকাঃ । বনং
জম্বুমগান্ হস্তঃ সর্কে কৃকসমাধিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ তৃষা-
দিতাচ মধ্যাহ্নে বিচিরন্তো জলং ব্রুদে । সত্বক
সুমহন্তক্কুকলাসঞ্চ সংস্থিতম্ ॥ ৪৬ ॥ চক্ৰশোভ-

চাও ? তখন সোমশর্ম্মা জুঁক হইয়া বলিলেন,—
এ খেতু তোমার নহে, আমার । প্রজ্ঞলংক্রোধ-
রক্তাক্ষ জৈমিনি বলিলেন,—খেতু—আমার । এই-
রূপে বিপ্রদ্বয় বিবাদ করিতে করিতে রাজদ্বারে
উপনীত হইলেন এবং স্ব স্ব জীবন পরিত্যাগেও
প্রস্তুত হইয়া ঘোর কলহ করিতে লাগিলেন । তখন
উভয় ব্রাহ্মণই জুঁক, উভয়েই শাপপ্রদানে উদ্যত
দেখিয়া দৌবারিক সবিনয়ে রাজার নিকট গিয়া
এই সংবাদ নিবেদন করিল । কিন্তু কামব্যাকুল-
চেতা রাজা পরস্পর বিবদমান জুঁক বিপ্রদ্বয়কে
অবজ্ঞা করিয়া স্বভবন হইতে বহির্গত হইলেন না ।
এদিকে বিবাদ করিয়া করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের তিন
রাত্রি অতীত হইল । রাজা তাহাদিগকে অবজ্ঞা
করিলেন । ইহা বুঝিয়া অবশেষে তাহারা উভ-
য়েই জুঁক হইয়া রাজার প্রাতি সামর্ধে বলিলেন,—
রাজন্ ! তুমি আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতেছ ।
নিজ নিকেতন হইতে নির্গত হইতেছ না । তুমি
প্রজাগণের শাস্তা ; কিন্তু তোমার স্তায়সজ্জত ব্যব-
হার নহে । অতএব তুমি কুকলাস হইবে, সন্দেহ
নাই । এইরূপে অভিশাপ দিয়া ক্ষুধিত খেদাধিত
বিপ্রদ্বয় যখন তৃতীয় ব্যক্তিকে খেতুদান করিয়া
স্বগৃহ-গমনে উদ্যত হইলেন, তখন নৃগ নরপতি
গৃহদ্বার হইতে নির্গত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক

কৃতাজলিকরে করিলেন,—বিপ্রদ্বয় । আপনাদের
বাক্য অমোঘ ; তাহা কখন অন্তথা হইবার নহে ;
অতএব আমার প্রতি দয়া করিয়া শাপান্ত নির্দেশ
করুন । রাজার বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় বলিলেন,
—দ্বাপরান্তে ভগবান্ হরি বসুদেবগৃহে দেবকী-
নন্দনরূপে আবির্ভূত হইবেন । তাহার সংস্পর্শমাত্রেই
তোমার শাপান্ত হইবে । ২৯—৪০ । এই বলিয়া
বিপ্রদ্বয় স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন । এদিকে রাজা
বহু দান, বহু ভোগ, ও বহু যজ্ঞ করিয়া অবশেষে
কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন । হে বিপ্রগণ ! অনন্তর
নৃগ নরপতি ধর্ম্মরাজভবনে উপনীত হইলে যম
তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ ও সংকার করিয়া বলি-
লেন,—রাজন্ ! আপনি প্রথমে শ্লুকৃত বা দ্রুত,
কি ভোগ করিবেন, বলুন ? আমি তাহারই ব্যবস্থা
করিব । নৃগ কাহিলেন,—যদি আমার কিছু দ্রুত
থাকে, তবে অগ্রেই তাহার ভোগ হউক । যম
তাহাতেই অনুমোদন করিলেন ; বলিলেন,—
আপনি কুকলাস হউন । তাহাই হইল । রাজা সহস্র
বর্ষ কুকলাস হইয়া রহিলেন । অনন্তর এক দিবস
যত্কুমারগণ কৃকসহ যুগয়ার্থ বন গমন করিলেন ।
পরে মধ্যাহ্নকালে সকলেই তৃষ্ণাক্ত হইয়া বনমধ্যস্থ
ব্রুদে জলাবেষণ করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন,—

রূপে তন্ত যত্নঃ যত্নকুমারকাঃ । আকৃষ্যমাণঃ স তদা
 গুরুদ্বার চ্চাল হ ৪৭ । যদা ন শেকুন্তে সৰ্ব
 আচখ্যঃ কৃষ্ণায়মরোঃ । দদর্শ তং তদা কৃষ্ণো নৃগং
 মন্তা হসন্নিব । ৪৮ । চিক্বেপ বামহস্তেন লৌলয়েব
 জগৎপতিঃ । স সংস্পৃষ্টৌ ভগবতা বিমুক্তঃ শাপ-
 বন্ধনাৎ । ৪৯ । ত্যক্তা কলেবরং রাজা দিব্য-
 মাল্যাহুলেপনঃ । কৃতাজলিকবাচৈদং তক্ত্যা পর-
 ময়া যুতঃ । ৫০ । নমস্তে জগদাধার সর্গস্থিত্যন্ত-
 কারিণে । সহস্রশিরসে তুভ্যং ব্রহ্মণেহনন্তশক্তয়ে ॥
 ৫১ । এবং সংস্রবতঃ প্রাহ ভগবান্ দেবকীমুতঃ ।
 দদামি তে বরং তুষ্টৌ যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ৫২ ।
 যাহি পুণ্যকৃতান্নোক্তান্ দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ মে ।
 এবমুক্তঃ স দেবেন সম্প্রহৃষ্টতনুহঃ । ৫৩ । উবাচ
 যদি তুষ্টৌহসি যদি দেয়ো বরো মম । গর্তেযং মম
 নার্য তু খ্যাতিং গচ্ছতু কেশব ॥ ৫৪ ॥ যঃ শ্রাস্তা পরয়া
 তক্ত্যা পিতৃন সন্তর্পীয়যতি । ব্রহ্মপ্রসাদেন গোবিন্দ
 বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতু ॥ ৫৫ ॥ এবমুক্তা স ভগবান্

তন্মধ্যে এক বৃহৎ কুকলাস রহিয়াছে । তদর্শনে
 যত্নকুমারগণ তাহার উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিতে
 লাগিলেন । তাহাকে ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন ;
 কিন্তু গুরুত্ব হেতু কুকলাস স্থানভ্রষ্ট হইল না ।
 ঐ কার্যে যখন তাঁহারা সকলেই অপারগ হইলেন,
 তখন রাম-কৃষ্ণের নিকট আসিয়া ঐ ঘটনা ব্যক্ত
 করিলেন । কৃষ্ণ কুকলাস দেখিয়া নৃগ নরপতি
 বোধে হাসিলেন এবং বামহস্ত দ্বারা অবলীলাক্রমে
 তাহাকে তুলিয়া ফেলিলেন । জগৎপতি ত্রীকৃষ্ণ
 স্পর্শ করিবামাত্র নৃগ শাপবন্ধন হইতে মুক্ত হই-
 লেন । তিনি স্বদেহ পরিত্যাগপূর্বক দিব্যমাল্যাহু-
 লিষ্ট-দেহে কৃতাজলিকবে পরমভক্তি সহকারে
 কহিলেন,—ওহে, জগদাধার ! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-
 নাশকারী, সহস্রশিরা, অনন্তশক্তি, ব্রহ্মপুরুষ,
 তোমাকে আমার নমস্কার । নৃগরাজ এইরূপ স্তব
 করিলে দেবকীন্দ্রন ভগবান্ বলিলেন,—আমি
 তুষ্ট হইয়া তোমায় ইষ্টবর প্রদান করিতেছি । যাও,
 আমার দর্শনে এবং স্পর্শনে তুমি পুণ্যকারীদিগের
 লোকে গমন কর । বাসুদেবের এই কথায় হৃষ্ট-
 বোয়া নৃগ নৃপ বলিলেন,—যদি আমার প্রতি তুষ্ট
 হইয়াছেন, যদি আমার বরাই মনে করেন,
 তবে হে কেশব ! এই গর্ত আমার নামে খ্যাত
 হউক । এখানে বিশেষ ভক্তিবোধে শ্রান করিয়া
 যে নর পিতৃস্তর্পণ করিবে, হে গোবিন্দ ! তোমার

পুনর্দ্বারাবতীমগাৎ ৫৭ । স চ রাজা বিমানেন
 দিব্যমাল্যাহুলেপনঃ । জগাম ভবনঃ বিষ্ণোর্ববুধৈ-
 রমৃসংস্কৃতঃ ৫৭ । প্রহ্লাদ উবাচ । তদাপ্রভৃতি
 বিপ্রৈস্তাঃ স কৃপো নৃগসংজ্ঞয়া । বরদানচ্চ কৃষ্ণস্ত
 পাবনঃ সর্বদেহিনাম্ ৫৮ । তত্র গম্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠা
 হর্ষাঃ দদ্যাৎ যথাবিধি । কলপুস্পাক্তৈর্ভুক্তং
 চন্দ্রেন চ ভৃশুরাঃ ৫৯ । নমস্তে বিশ্বরূপায়
 বিষ্ণবে পরমাত্মনে । অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ কৃপে-
 হস্মিন নৃগসংজ্ঞকে ৬০ । ততঃ শ্রীযাদ্বিজশ্রেষ্ঠা
 যুদমালিন্য পানিনা । সন্তর্পয়েৎ পিতৃন দেবান্ মমু-
 ষ্যাংস্ যথাক্রমাৎ ৬১ । ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্বাৎ
 পিতৃণাং শ্রদ্ধয়াধিতঃ । বিপ্রৈস্তো ভোজনং দদ্যা-
 দক্ষিণাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ৬২ । বিশেষতঃ প্রদাতব্য
 সবৎসা গোঃ স্বলঙ্কতা । শয্যাং সোপশ্রয়াং দদ্যাৎ
 বিষ্ণুর্বে প্রীয়তামিতি ৬৩ । দীনাক্কৃপণানাঞ্চ সদা
 ততৌরবাসনাম্ । দদ্যাদ্দীনঃ স্বশক্ত্যা চ বিস্ত-
 শাঠ্যবিবজ্জিতঃ ৬৪ । শ্রানমাত্রেণ বিপ্রৈস্তা
 লভেৎগোদানজং ফলম্ । পিতৃণাং শ্রাদ্ধদানেন
 বিধোনিং ন চ গচ্ছতি ৬৫ । কুকলাসে কৃতঃ

প্রসাদে তাহার যেন বিষ্ণুলোকে গতি হয় । ভগবান্
 ‘তথাস্ত’ বলিয়া দ্বারকায গেলেন । ৪১—৫৭। সেই
 রাজা দিব্যমাল্য ও দিব্য অহুলেপনযুক্ত হইয়া
 বিমানযোগে বিবৃগণের স্ততিবাদ শুনিতে শুনিতে
 বিষ্ণুভবনে প্রয়াণ করিলেন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে
 বিপ্রৈঃগণ ! তখন হইতে ঐ কৃপ নৃগ নামে প্রখ্যাত
 হইল । কৃষ্ণের বরদানবলে উহা সর্ব দেহীরই
 পূণ্যাবহ । তথায় গিয়া তীর্থযাত্রী কল, পুষ্প, অক্ষত,
 চন্দন দ্বারা যথাবিধি অর্ঘ্য দান করিবে ; বলিবে,—
 হে দেবেশ ! তুমি বিশ্বরূপী পরমাত্মা বিষ্ণু ;
 তোমাকে নমস্কার ! এই নৃগকৃপে তুমি এই অর্ঘ্য
 গ্রহণ কর । হে দ্বিজবর্ষাগণ ! অনন্তর হস্ত দ্বারা
 স্তিকী লেপন করিয়া শ্রান করিবে ; পিতৃদেব ও
 মনুষ্যগণের তর্পণ করিবে ; শ্রাদ্ধ সাহিত পিতৃতর্পণ
 করিবে এবং যথার্থজ্ঞ বিপ্রগণকে ভোজন, দক্ষিণা
 বিশেষতঃ স্তুতিবিত্ত সবৎসা ধেনু ও উপকরযুতা
 শয্যা প্রদান করিবে । প্রদানকালে বলিবে,—বিষ্ণু
 মৎপ্রতি প্রীত হউন । তৎপরে সেই তীর্থবাসী
 দীন অন্ধ, কৃপণদিগকে যথার্থজ্ঞ দান করিবে ;
 বিস্তশাঠ্য করিবে না । হে বিপ্রগণ ! এখানে শ্রান
 মায়েই গোদান জন্ম ফল হয় ; পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে
 কুযোনিগমন হয় না । যে নর কুকলাস তীর্থে

শ্রাদ্ধং যেনৈব তর্পণং তথা । স গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাতীর্থং
পিতৃভিঃ সহিতো নরঃ ॥ ৬৬ ॥ তথা মনোরথাবাপ্তি-
ধাত্মা চ সকলো ভবেৎ । সর্বতীর্থকলাবাপ্তি-
লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে-ককলাসাপরনামকনুগতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠাতীর্থং
বিষ্ণুপদোত্তমং । যন্ত দর্শনমাত্রেণ গঙ্গাস্নানফলং
লভেৎ ॥ ১ ॥ যন্তোৎপত্তিস্বয়ং পূর্বং কথিতা
দ্বিজসন্তমাঃ । যন্তা সংস্রবণাদেব কীর্তনোৎপা-
নাশনম্ ॥ ২ ॥ হরিণা যা সমানীতা কৃষ্ণার্থে
মহাস্থনা । যন্তা গুণমাত্রেণ হয়মেধফলং লভেৎ ॥
৩ ॥ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতা যা বৈষ্ণবীতি চ বিজ্ঞতা ।
তত্র গঙ্গা মহাভাগ গৃহীত্বার্থ্যং বিধানতঃ ॥ ৪ ॥
নমস্তে দ্বাং ভগবতি বিষ্ণুপাদতলোত্তবে । গৃহা-
ণার্যামিদং দেবি গঙ্গে ত্বং হরিণা সহ ॥ ৫ ॥ ইত্যাচার্য্য
দ্বিজশ্রেষ্ঠা যদমালভ্য পাণিনা । প্রাশুখঃ সংযতো

শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে, সে তাহার পিতৃগণ সহ বিষ্ণু-
লোকে যায় । তাহার মনোরথসিদ্ধি ও যাত্রা
সকল হয় । সে নিশ্চিতই সর্বতীর্থফল লাভ
করে ॥ ৫৮—৬৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কাহলেন,—দ্বিজগণ! অনন্তর বিষ্ণু-
পদোত্তম তীর্থে গমন করিবে । ঐ তীর্থ দর্শন-
মাত্রেই গঙ্গাস্নানফল লাভ হয় । হে দ্বিজবরগণ!
এ বিষ্ণুপদোত্তম তীর্থের উৎপত্তি আমি পূর্বেই
বলিয়াছি । উহার সংস্রবণে বা কীর্তনেও পাপ-
নাশ হয় । স্বয়ং মহাত্মা হরি, কৃষ্ণগীর নিমিত্ত উহাকে
আনিয়াছিলেন, উহার গুণমাত্র জলেই হয়মেধ-
ফল লাভ হয় । যিনি বিষ্ণুর পাদপ্রসূতা, তথা
বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাতা, নর যথাবিধি অর্ঘ্য লইয়া
তৎসমীপে গমন করিবে ; বলিবে,—হে ভগবতি
বিষ্ণুপদোত্তবে ! তোমাকে নমস্কার করি । হে
দেবি ! গঙ্গে ! তুমি হরি সহ এই অর্ঘ্য গ্রহণ
কর । এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পাণি দ্বারা

ত্বা স্নানং কুর্যাদতঃপ্রিতঃ ॥ ৬ ॥ দেবান্ পিতৃন
মহুযাংশ্চ তর্পিতব্যং তিলাকঠৈঃ । উপহৃত্যো-
পহার্য্যঃচ হাহুয ব্রাহ্মণাঃস্তুতঃ ॥ ৭ ॥ শ্রদ্ধয়া পরয়া
যুক্তঃ শ্রাদ্ধং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ । যথোক্তাঃ দক্ষিণাং
দদ্যাৎ সুবর্ণং রজতং তথা ॥ ৮ ॥ দীনাচ্চরূপণানাঞ্চ
দানং দেয়ং স্বশক্তিতঃ । বিশেষতঃ প্রদাতব্যং
সুবর্ণং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৯ ॥ উপানহৌ ততো দেয়ে
জলকুম্ভঃ দ্বিজাতয়ে । দধ্যোদনং সনবণং শাক-
জীরকসংযুতম্ ॥ ১০ ॥ রক্তবস্ত্রে কঙ্কুকাভী কক্ষিণীঃ
পরিধাপয়েৎ । বিপ্রপত্নীশ্চ বিপ্রাঃশ্চ বিষ্ণুর্থে শ্রীযত-
মিতি ॥ ১১ ॥ এবং কৃতে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃতকৃত্যো
ভবেন্নরঃ । পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্গয়াশ্রাদ্ধেন বৈ যথা ॥
১২ ॥ বৈষ্ণবং লোকমায়াস্তি পিতরস্তুকুলোত্তবাঃ ।
জীবতে স শ্রিয়া যুক্তঃ পুত্রপৌত্রসমম্বিতঃ ॥ ১৩ ॥
শ্রীতঃ সদা ভবেত্তস্মৈ কৃষ্ণায়্য সহ কেশবঃ । যচ্ছতে
বাহিতান্ সর্বানৈহিকায়ুগ্মিকান্ প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥ এত-
ন্মাহাত্ম্যমতুলং বিষ্ণুপদোত্তমং তথা । যঃ শৃণোতি
হরৌ ভক্ত্যা সর্বপাপৈঃ স মুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ শ্রদ্ধা-
ধ্যায়মিমং পুণ্যং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বিষ্ণুপদতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যুক্তিকা লইয়া গায়ে লেপনপূর্বক পূর্বাভিমুখে
শ্রীতভাবে স্নান করিবে । অনন্তর তিলাকত দ্বারা
দেব-পিতৃমহুযাদিগকে তর্পণ করিবে । উপহার
লইয়া ব্রাহ্মণ আবাহনান্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রাদ্ধ
করিবে । শ্রাদ্ধে সুবর্ণ বা রজত দক্ষিণা দিবে ।
দীন, অন্ধ, রূপণদিগকে যথাশক্তি দান করিবে ।
হে দ্বিজগণ ! এই তীর্থে সুবর্ণদান বিশেষরূপেই
কর্তব্য । অনন্তর উপানহযুগল, জলকুম্ভ, দধ্যোদন,
নবণ, শাক, ও জীরক, দ্বিজাতিকে প্রদান করিবে ।
অতঃপর “বিষ্ণু শ্রীত হউন” বলিয়া রক্তবস্ত্র ও
কঙ্কুক সকল কক্ষিণীকে এবং বিপ্র ও বিপ্রপত্নীদিগকে
পারিধানার্থ প্রদান করিবে । এইরূপ করিলে নর
কৃতকৃত্য হয় । গায়ত্রীকে যেক্রপ পিতৃভূক্তি হয়,
তাহার পিতৃগণেরও সেইরূপ ভূক্তি হইয়া থাকে ।
তাহার ত্রিকুলোৎপন্ন পিতৃগণ বৈষ্ণব লোক লাভ
করে । সে পুত্র পৌত্র ও লক্ষীসম্পন্ন হইয়া
জীবন ধারণ করে । কক্ষিণী সহ কেশব তৎ-
প্রতি শ্রীত থাকেন । তিনি ঐহিক আয়ুগ্মিক

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠা
গোপ্রচারমতঃ পরম্ । যত্র স্নাত্বা নয়ো ভক্ত্যা
লভেন্দোগোদানজং ফলম্ ॥ ১ ॥ যত্র স্নাত্বা জগ-
ন্নাথো নভস্তু দৈবতৈর্বৃত্তঃ । কটদানঞ্চ তৎ প্রোক্তং
দ্বাদশ্যং দ্বিজসন্তমঃ ॥ ২ ॥ স্ববয় উচুঃ । কথন্তু তত্র
দৈত্যোল্লাভবটৈ গোপ্রচারকম্ । তীর্থং কথয়
ত্বমেন তত্র স্নাত্বা জনার্দিনঃ ॥ ৩ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।
ইতে কংসে ভোজরাজে কৃষ্ণেনামিততেজসা । উগ্র-
সেনে চাতিষেকে মধুপুর্ধ্যাং মগান্মনা ॥ ৪ ॥ উক্তবঃ
প্রেময়ামাস গোকুলে গোকুলপ্রিয়ঃ । স্নহদাং প্রিয়-
কামার্থং গোপগোপীজনস্ব ৮ ॥ ৫ ॥ নমস্কৃত্য চ
গোবিন্দং প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ । স তৎসদৃশ-
বেশেণ বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা দিবস-
স্নাত্তে গোবিন্দানুচরং প্রিয়ম্ । উক্তবঃ পুজয়া-

সর্বাভীষ্টই তাহাকে দান করেন । বিষ্ণুপাদোদ্ভব
এই অতুল মাহাত্ম্য হরিতত্ত্বিপুরঃসর শ্রবণ
করিলে নর নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয় । এই
পুণ্যাধ্যায় শ্রবণ করিলেও সর্গ পাপ হইতে
নিকৃতি ঘটে । ১—১৬ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বিজগণ ! অতঃপর গো-
প্রচার তীর্থে গমন করিবে । তথায় ভক্তি করিয়া
জ্ঞান করিলে নর গোদান জন্ত ফললাভ করে ।
ভগবান্ জগন্নাথ দেবগণপারিতৃপ্ত হইয়া শ্রাবণ
মাসে ঐ স্থানে স্নান করিয়াছিলেন । হে দ্বিজ-
গণ ! ঐ স্থানে দ্বাদশী তিথিতে কটদান বিধেয় ।
স্বমিগণ কহিলেন,—দৈত্যোল্লা ! কিরূপে তথায় গো
প্রচার তীর্থ হইল ? জনার্দিন তথায় স্নান করিয়া-
ছিলেন কেন ? যথার্থতঃ প্রকাশ করিয়া বল ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—অমিততেজা কৃষ্ণ ভোজরাজ
কংসকে বিনাশ করিয়া যখন মধুপুরীতে উগ্র-
সেনকে অভিষিক্ত করেন, তখন সেই গোকুল-
প্রিয় গোবিন্দ স্নহদগণের ও গোপগোপীজনের
প্রিয় কামনায় উক্তবকে গোকুলে প্রেরণ করিয়া
ছিলেন । উক্তব গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া বস্ত্রা-
লঙ্কারাদি দ্বারা তাহারই অনুরূপ বেশ ধারণপূর্বক

মাস বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ৭ ॥ তং ভুক্তবস্ত্রং
বিশ্রান্তঃ যশোদা পুত্রবৎসলা । আনন্দবান্ধবপূর্ণাঙ্গী
পত্রচ্ছানাময়ং হরৈঃ ॥ ৮ ॥ কচ্চিকি স্তঃ সুখং
পুত্রো রামকৃষ্ণো যদুত্তমো । কচ্চিৎ স্মরতি
গোবিন্দো বয়স্যান্ গোপবালকান্ ॥ ৯ ॥ কচ্চি-
দেয্যতি গোবিন্দো গোকুলং মধুরেশ্বরঃ । তারয়ি-
ষ্যতি পুত্রোহসৌ গোকুলং বৃজিনার্ববাৎ ॥ ১০ ॥
ইত্যুচ্চা বান্ধবপূর্ণাঙ্কো যশোদা নন্দ এব চ । দীর্ঘং
করুদতুদীনো পুত্রস্নেহবশং গতো ॥ ১১ ॥ উক্ত-
বস্তো ততো দৃষ্ট্বা প্রাণসংশয়মাগতো । মধুরৈঃ
কৃষ্ণসন্দৈশ্চ স্নেহযুক্তৈরজীবয়ৎ ॥ ১২ ॥ নম-
স্করোতি ভবতীঃ ভবস্বস্ত্য সহাগ্রজঃ । অনাময়ং
পৃষ্ট্বাশ্চ তৌ চ ক্লেমেণ ত্রিষ্টতঃ ॥ ১৩ ॥ কিপ্র-
মেয্যতি দাশাহো রামেণ সহিতো বিভূঃ । অত্রা-
গত্য জগন্নাথো বিধাস্ততি চ বো হিতম্ ॥ ১৪ ॥
ইতোবঃ কৃষ্ণসন্দৈশ্চ সমাশ্রিতোদ্ধবস্তদা । সুখং
সুধাপ শয়নে নন্দাদৈরভিনন্দিতঃ ॥ ১৫ ॥ গোপ্য-
স্তদা রথঃ দৃষ্ট্বা দ্বারে নন্দস্বা বিস্মিতাঃ । কোহয়ং

নন্দগোকুলে গিয়াছিলেন । পুত্রবৎসলা যশোদা
দিনাবসানে গোবিন্দের সেই প্রিয়ানুচর উক্তবকে
দেখিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সংস্কার করিলেন ।
অনন্তর উক্তব ভোজনান্তে বিশ্রাম করিলেন ।
আনন্দাঙ্গপূর্ণবদনা যশোদা তাঁহার নিকট হরির
অনাময় শয়ন জিজ্ঞাসিলেন ! বলিলেন,—যদুত্তম
রামকৃষ্ণ সুখে আছে ত ? বয়স্য গোপালকদিগকে
বৎস গোবিন্দ স্মরণ করে ত ? মধুরানাথ গোবিন্দ
গোকুলে আর আসিবেন ত ? পুত্র গোবিন্দ
গোকুলকে পাপার্ণব হইতে উদ্ধার করিবে ত ?
বান্ধবপূর্ণনয়ন নন্দ-যশোদা এই বলিয়া পুত্রস্নেহ-
বশে বহু ক্ষণ রোদন করিলেন । উক্তব তাহা-
দিগকে প্রাণসংশয়াপন্ন দেখিয়া নগ্নেই মধুর কৃষ্ণ-
সন্দৈশ্চ দ্বারা তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিলেন ;
বলিলেন,— রামকৃষ্ণ আপনাদিকে নমস্কার করিয়া
অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । তাঁহার
উত্তরেই কুশলে আছেন । ক্রীকৃষ্ণ রাম সহ
শীঘ্রই গোকুলে আগমন করবেন ; আসিয়া
আপনাদের হিত বিধান করবেন । উক্তব তখন
এইরূপ কৃষ্ণ সন্দৈশ্চ আশ্বাসিত করিয়া সুখ-শয্যায়
শয়ন করিলেন । নন্দাদি গোপগণ তাঁহাকে অভি-
নন্দিত করিলেন । ১—১৫ । অনন্তর গোপীগণ নন্দের

কোহমিতি প্রাহুঃ কৃষ্ণাগমনশঙ্কয়া । ১৬ । গোপাল-
রাজন্ত গৃহে রধেনাদিত্যবর্জসা । সমাগতো মহা-
বাহুঃ কৃষ্ণবেষাঙ্গগন্তধা । ১৭ । পরম্পরং সমাগম্য
সর্বাঙ্গা ব্রজযোষিতঃ । বিবিধে কৃষ্ণদূতং তং
পশ্যন্তুঃ শোককর্ষিতাঃ । ১৮ । ত্রীগোপ্য উচুঃ ।
কস্মাৎসমিহ সন্ধ্যাপ্তঃ কিং তে কার্যমিহাদ্য
বৈ । দম্যরূপপ্রতিচ্ছন্নো হস্মান সংহর্ষমিচ্ছসি ।
১৯ । পূর্বমেব হতং তেন কৃষ্ণেন হৃদয়াদিকম্ ।
পায়স্বিদ্ধাধরবিষং যোষিদ্ব্রাতং পলায়িতঃ । ২০ ।
ইত্যেবমুকা তা গোপো মুমূহঃ শোকবিহ্বলাঃ ।
ঈক্ষন্তাঃ কৃষ্ণদাসং তং নিপেতুর্ধরগীতলে । ২১ ।
উদ্ধবস্তং জনং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্নেহহৃতাশয়ম্ । আশাসয়া-
মাস তদা বাট্যৈঃ শোভাসুখাবহৈঃ । ২২ । উদ্ধব
উবাচ । ভগবানপি দাশার্হঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।
ন ভুতং ন হ্যপিতি চ চিন্তয়ন বস্তুহর্নিশম্ । ২৩ ।
তচ্ছবং বচনং তন্ত ললিতা ক্রোধমূর্ছিতা । উদ্ধবং
তাজনয়না প্রোবাচ রুদতী তদা । ২৪ । ললিতো-
বাচ । অসত্যো ভিন্নমর্থ্যাদঃ কুরঃ কুরজনপ্রিয়ঃ ।

বারে রথ দেখিয়া সবিস্ময়ে কৃষ্ণাগমনশঙ্কায় পর-
স্পর বলিতে লাগিলেন,—এ কে ? এ কে আসিল ?
দেখিতেছি, এক কৃষ্ণবেশী মনোবাহু ব্যক্তি অদিত্য-
প্রভাত রথে গোপরাজগৃহে আসিয়াছেন। এই
বলিয়া ব্রজবনিতাগণ নিঃস্বপনে আসিয়া শোকার্তভাবে
সকলেই পরস্পর সেই কৃষ্ণদূতকে জিজ্ঞাসিলেন,—
কোথা হইতে তুমি এখানে আসিলে ? তোমার
প্রয়োজন কি ? তুমি কি দম্যরূপে আচ্ছন্ন হইয়া
আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ? কৃষ্ণ
পূর্বেই আমাদিগের হৃদয় বিদারণ করিয়া গিয়াছে ;
ব্রজনারীদিগকে তাহার অধর-বিষ পান করাইয়া
অবশেষে পলায়ন করিয়াছে । গোপীগণ এই সকল
কথা কহিয়া শোকবিহ্বল অবস্থায় অনেকে মোহ-
প্রাপ্ত হইল ; অনেকে সেই কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া-
দেখিয়া ভাবাবেশে ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল । উদ্ধব
সেই সকল কৃষ্ণপ্রেম-হৃতাশয় গোপীজনকে দেখিয়া
সমযোচিত শ্রোত্রসুখাবহ বাক্য বিস্তারিত আশ-
সিত করিতে লাগিলেন ; কহিলেন,—ভগবান
যত্নপতিও কন্দর্পশরে জর্জরিত হইয়া দিবারাত্র
চিন্তায় চিন্তায় ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়াছেন ।
উদ্ধবের এইবাক্য শুনিয়া ক্রোধ-মূর্ছিতা ললিতা
কাদিতে কাদিতে আরক্তনেত্রে উদ্ধবকে কহিলেন,—
তুমি অসত্য ; ভিন্নমর্থ্যাদ, কুর কুরজনপ্রিয় ;

আমি কখনো পুরতঃ কখনো তন্তাকৃতান্তনঃ । ২৫ ।
ধিগৃধিক পাপসমাচারো ধিগৃধিগৃ বৈ নিহঁরাশয়ঃ ।
হিস্বা যঃ স্ত্রীজনং মূঢ়ো গতৌ দ্বারবতীং হরিঃ । ২৬ ।
জামলোবাচ । কিং তন্ত মন্দভাগ্যন্ত অল্পপুণ্যন্ত
হৃদ্যভেঃ । মা কুরুধ্বং কথাঃ সাধ্ব্যাঃ কথাঃ কথয়তা-
পরাম্ । ২৭ । ধন্তোবাচ । কেনায়ং হি সমানীতো
দূতো দুষ্টজনন্ত চ । যাতু তেন পথা পাপঃ পুন-
র্নায়াতি যেন চ । ২৮ । বিশাখোবাচ । ন শীলং
ন কুলং যন্ত নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্ । তন্ত
স্ত্রীজনেন সাধ্ব্যা জায়তে জন্ম কশ্ম চ । শীনন্ত
পুরুষার্থেন তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ । ২৯ । রাধোবাচ ।
ভূতানাং ঘাতনে যন্ত নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্ ।
তন্ত স্ত্রীজনেন সাধ্ব্যা শক্য কাপি ন বিদ্যতে । ৩০ ।
শৈব্যোবাচ । সত্যং ব্রহ্মি মহাভাগ কিং কয়োতি
যদুভয়ঃ । সঙ্গতো নাগরস্রোত্তরস্মাকং কিং
কথাং স্মরেৎ । ৩১ । পদ্মোবাচ । কদোদ্ধব
মহাভাগ নাগরীজনবল্লভঃ । সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ
পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ । ৩২ । ভদ্রোবাচ । হা কৃষ্ণ
হা গোপবর হা গোপীজনবল্লভ । সমুদ্ধর মহাবাহো
গোপীঃ সংসারসাগরাৎ । ৩৩ । প্রহ্লাদ উবাচ ।

আমাদের সমক্ষে তুমি আর সেই অকৃতজ্ঞের কথা
কহিও না । যে মূঢ় অহুরক্ত স্ত্রীজনকে বন্ধন
করিয়া দ্বারাবতীতে গিয়াছে, সেই পাপাচার নিহঁরা-
শয় হরিকে শত ধিক্ । শ্রীমলা কহিল,—সাধ্বী-
গণ ! সেই মন্দভাগ্য অল্পপুণ্য হৃদ্যভি হরির কথা
আর কহিও না । অন্ত কথার অবতারণা কর ।
ধন্তা কহিল,—এই দুষ্টজনের দুষ্ট দূতকে কে এখানে
আনিল ? যে পথে গিয়া আর না আসিতে পারে,
এই পাপিষ্ঠ সেই পথে চলিয়া যাউক, বিশাখা
বলিল,—যাহার কুল নাই, শীল নাই ; পাপ-
কার্যে ভয় নাই, হে সাধ্বীগণ ! তাহার জন্ম
কশ্ম কিরূপ, তাহা স্ত্রীজন-হননেই বুঝা গিয়াছে !
সেই কাপুরুষের সঙ্গলাভ বুঝা । রাধা কহিলেন,
—প্রাণিহত্যায় যাহার পাপভয় নাই, অবলা-
জন হননে তাহার আবার শক্য কি ? শৈব্যা
কহিল—ওহে মহাভাগ ! সত্য বল, যদুবর কি
করিতেছেন ? তিনি নাগরনারীগণের সহিত সঙ্গত
হইয়া আমাদের কথা কি আর স্মরণ করেন ? পদ্মা
বলিল,—বল উদ্ধব ! কবে সেই নাগরীজনবল্লভ
অশুভ্রাক্ষ এখানে আগমন করিবেন ? ভদ্রা কহিল,—
হা কৃষ্ণ ! হা গোপবর ! হা গোপীজনবল্লভ ! সংসার-

ইতি তা। বিবিধৈক্যৈক্যে কিলপন্তো। ব্রজস্রিয়ঃ ।
 ককচঃ সুরসঃ দেব্যঃ সুরস্যাঃ ককচেষ্টিতম্ । ৩৪ ।
 ভাসাং ভক্তদিতং স্রজা ভক্তি-স্নেহসমবিতঃ ।
 বিশ্বস্য পরমং গতা সাধুসাধ্বিতি চারবীৎ ।
 ৩৫ । উদ্ধব উবাচ । যং ন ব্রজান চ হরো ন
 দেবা ন মহর্ষিঃ । স্বভাবমজ্জগচ্ছক্তি সর্বা ধন্য
 ব্রজস্রিয়ঃ । ৩৬ । সর্বাশাং সকলং জন্ম জীবিতং
 যৌবনং ধনম্ । যাশাং ভবেত্তগবতি ভক্তিরব্যভি-
 চারিনী । ৩৭ । গোপ্য উচুঃ । সাধু দর্শয় গোবিন্দং
 সাধুদর্শয় বনভম্ । নম্যামান্ সাধু তত্রৈব যত্র তিষ্ঠতি
 সোহচ্যুতঃ । ৩৮ । প্রহ্লাদ উবাচ । ভাসাং
 ভক্তাবিতং স্রজা তথা বিলপিতং বহ । বাচমিত্যেব
 তা উচ উদ্ধবঃ স্নেহবিহ্বলঃ । ৩৯ । উদ্ধবেন সমং
 সর্বাভ্যুত্থা ব্রজযোষিতঃ । অমুজমুদা যুতাঃ
 কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ । ৪০ । গায়ত্র্যাঃ প্রিয়গীতানি
 তথালচরিতানি চ । জঘুঃ সত্বেব শনৈককৃষ্ণবেন
 ব্রজাঙ্গনাঃ । ৪১ । যত্পূর্যাং ততো দৃষ্টা উদ্যান-
 বিপিনাবলীঃ । অদ্য দেবঃ প্রপঞ্জামঃ কৃষ্ণাখ্যঃ
 নন্দনন্দনম্ । ৪২ । দ্বারবত্যাং তু গমনাক্যানান্নম্রী-

পতেন্তদা । অশেষকল্যায়কৃতা বিধবস্তাধিলব্ধনাঃ ।
 ৪৩ । সন্ধ্যাপ্রাতঃকৃতঃ সর্বাভ্যুত্থা ময়সরস চ ।
 প্রণিপত্যোদ্ধবঃ প্রাহ গোপিকাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ । ৪৪ ।
 স্বীয়তাং মাতরশ্চাত্রেবেষ্যতি মহাত্মজঃ । কৃষ্ণঃ
 কমলপত্রাকো বিধাস্ততি চ যো হিতম্ । ৪৫ ।
 গোপ্য উচুঃ । কস্তোদ্ধব ইদং চাজ সরঃ সারস-
 শোভিতম্ । সম্পূর্ণং পক্ষৈশ্চিহ্নৈঃ কল্লার-
 কুমুদোৎপলৈঃ । ৪৬ । উদ্ধব উবাচ । ময়োনাম
 মহাদৈত্যো মায়াবী লোকবিশ্রুতঃ । কৃতং তেন সরঃ
 শুভ্রঃ তন্ত নারী চ বিস্রুতম্ । ৪৭ । শ্রীগোপ্য
 উচুঃ । শীঘ্রমানয় গোবিন্দং সাধু দর্শয় চাচ্যুতম্ ।
 নয়নানন্দজননং তাপত্রয়বিনাশনম্ । ৪৮ । তচ্ছ্রুত্বা
 বচনং ভাসাং গোপিকানাং তদোদ্ধবঃ । দূতৈঃ
 সমানয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং শীঘ্রযাগিভিঃ । ৪৯ । আয়াস্তং
 শীঘ্রধানেন দৃষ্টা দেবকিনন্দনম্ । ব্রাজমানঃ সুবপুযা
 বনমালাবিভূষিতম্ । ৫০ । জলংকিরীটমুকুটঃ সুর-
 মকরকুণ্ডলম্ । শ্রীবৎসাকং মহাবাহুং পীতকৌশেয়-
 বাসসম্ । ৫১ । আতপত্রৈর্বৃতং মুর্দ্ধি সংবৃতং বৃকি-

আজ আমরা মন্দনন্দন কৃষ্ণ দর্শন করিব । দ্বারবতী-
 গমনে—লক্ষ্মীপতির ধ্যানে তাঁহার অশেষ ক্লেশ
 হইতে মুক্ত হইলেন ; তাঁহারই সর্গ বন্ধন ছিন্ন
 হইয়া গেল । অনন্তর তাঁহার ময়াসুর-নির্ম্মিত
 সরোবরতীরে উপনীত হইলেন । এই সময় উদ্ধব
 সেই কৃষ্ণপরায়ণ গোপিকাদিগকে প্রণাম করিয়া
 কহিলেন,—মাতৃগণ ! আপনারা এইখানে অপেক্ষা
 করুন, চতুর্ভুজ পুণ্ডরীকাক এইখানেই আসি-
 বেন ; আসিয়া আপনাদের শ্রীতি বিধান করিবেন ।
 গোপীগণ কহিলেন—উদ্ধব ! এই কুমুদোৎপল-
 কল্লারমণ্ডিত সারস-সংশোভিত সরোবর কাহার ?
 উদ্ধব কহিলেন,—মহাদৈত্য মায়াবী ময় লোক-
 বিখ্যাত । এই স্বচ্ছ সরোবর তাহারই কৃত, তাহারই
 নামে বিখ্যাত । ১৬-৪৭ । গোপীগণ কহিলেন,—আমা-
 দেয় নয়নানন্দজনন তাপত্রয়নাশন গোবিন্দকে শীঘ্র
 আনো—শীঘ্র দেখাও । গোপীগণের সেই বচন শ্রবণ
 করিয়া উদ্ধব তখন শীঘ্রগামী দূতগণ দ্বারা সংবাদ
 দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনাইলেন । গোপিকারা দূর হইতে
 সেই দেবকীনন্দন সুদেহ শোভন বনমালাধর,
 জলংকিরীটমুকুট, সুরম্যকরকুণ্ডল শ্রীবৎসাক পীত-
 কৌশেয়বসন, মহাত্মজ লোককান্ত মনোহর অচ্যুতকে
 আসিতে দেখিলেন ; দেখিলেন—যত্পূজ্যবোরা তাঁহার
 মস্তকে আতপত্র ধারণ করিয়াছেন ; বন্দিগণ

সাগর হইতে আমাদিগকে জ্ঞাপন কর । প্রহ্লাদ কহি-
 লেন,—ব্রজবনিতাগণ এই এইরূপ বিবিধ বাক্যে
 বিলাপ করিতে লাগিলেন, সুস্থের কাদিতে লাগি-
 লেন আর সেই সেই কৃষ্ণচেষ্টা স্রবণ করিতে
 লাগিলেন । স্নেহভক্তিরূক্ত উদ্ধব তাঁহারই সেই
 ক্রন্দন শুনিয়া পরম বিষময় সহকারে ‘সাধু’ ‘সাধু’ বাক্য
 উচ্চারণ করিয়া কহিলেন,—বিরিক্টিপ্রমুখ দেবগণ
 এবং মহর্ষিগণ ঠাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না ; ধন্য
 ব্রজনারীগণ ! ইহারা তাঁহারই স্বভাবের অনুসরণ
 করিতেছেন । ভগবানে ইহাদের অব্যাভিচারিণী
 ভক্তি, তাই সকলেরই জন্ম জীবন যৌবন ধন
 সকল । গোপীগণ কহিল,—ওহে কৃষ্ণদূত ! তুমি
 গোবিন্দকে দেখাও, আমাদের প্রিয় জনকে
 দেখাও ; যথায় সেই অচ্যুত আছেন, আমাদিগকে
 সেই স্থানে লইয়া চল । প্রহ্লাদ কহিলেন,—স্নেহ-
 বিহ্বল উদ্ধব গোপীগণের সেই বহু ভাবিত—বহু
 বিলপিত শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—‘বাচম্’ । তখন
 কৃষ্ণদর্শনলালসা সমস্ত ব্রজবনিতা শ্রীতিভরে উদ্ধবের
 অমুগমন করিলেন । তাঁহার প্রিয় গীতিকা,—কৃষ্ণের
 বাললীলা গাহিতে গাহিতে উদ্ধবের সহিত ধীরে
 ধীরে বাইতে লাগিলেন । ক্রমে গোপীগণ যখন
 যত্পুরীর উদ্যানাবলী দেখিলেন, তখন ভাবিলেন—

পুত্রবৈঃ । সংসৃতঃ বন্দিমুখ্যেণ গীতবাদিত্রনিবর্তনৈঃ ।
৫২ । পৌরজনপদৈর্গৌটকৈর্বক্যবৈঃ সর্বতো বৃত্তম্ ।
পশ্চাত্তঃ হংসমিধুনৈঃ সরঃ সারসশোভিতম্ । ৫৩ ।
তং দৃষ্টীচ্যুতমায়াক্ষং লোককাক্ষং মনোহরম্ । প্রিয়ঃ
প্রিয়াশ্চিরাদৃষ্টা মুমুহুতা ব্রজাঙ্গনাঃ । ৫৪ । চিরায়
সংজ্ঞাং সম্প্রাপ্য বিলেপুচ্চ স্তুত্বখিতাঃ । হানাধ
কান্ত হা কৃষ্ণ হা ব্রজেশ মনোহর । ৫৫ । সংবর্দ্ধি-
তোহসি যৈষাল্যে ক্রৌড়িতো বৎসপালকৈঃ ।
তেহপি স্ময়া পরিত্যক্তাঃ কথং তুষ্টোহসি নির্ধনঃ ।
৫৬ । ন তে ধর্মো ন সৌহার্দং ন সত্যং সখ্যমেব
চ । পিতৃমাতৃপরিভ্যাগী কথং যাত্বাসি সঙ্গতিম্ ।
৫৭ । স্বামিন্ ভক্তপরিভ্যাগঃ সর্বশাস্ত্রেয়ুর্গর্হিতঃ ।
তাজ্ঞাত্মান্ বনে বীর ধর্মো নাবেক্ষিতস্তয়া ।
৫৮ । প্রহ্লাদ উবাচ । ক্রহ্ম তাসাং বিলপিতং
গোপীনাং নন্দনন্দনঃ । অনন্তশরণাঃ সর্বা
ভাবজ্ঞো ভগবান্ বিভূঃ । সাস্ত্র্যামাস বচনৈর্ব্রজে-
শস্তা ব্রজাঙ্গনাঃ । ৫৯ । অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপীঃ
প্রভুস্তা অশিক্ষয়ৎ । ৬০ । শ্রীভগবানুবাচ । ভব-

ভীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাঙ্গনা কচিং
বসামি হৃদয়ে শব্দভূতান্যবিশেষতঃ । ৬১
অহং সর্বস্ত প্রভবো মন্তো দেবাঃ সবাসবাঃ
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিবে মরুদগণাঃ
৬২ । ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ
ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিস্থখা সখ্যং রজস্তমঃ । ৬৩
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মোহোহহঙ্কার এব চ
এতৎ সর্বমশেষেণ মন্তো গোপ্যঃ প্রবর্ত্ততে । ৬৪
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাতাগা মা স্ম কৃষ্ণং মনঃ শুচি
সর্বভূতেষু মাং নিত্যং ভাবয়ধ্বমকল্পনাঃ । ৬৫ ।
প্রহ্লাদ উবাচ । তাঃ কৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা গোপ্যো
বিধ্বস্তবন্ধনাঃ । বিমুক্তসংশয়ক্লেশা দর্শনানন্দ-
সমপ্লুতাঃ । উচুশ্চ গোপবধন্তাঃ কৃষ্ণং নিশ্চল-
মানসঃ । ৬৬ । গোপ্য উচুঃ । অদ্য নঃ সকলং
জন্ম অদ্য নঃ সকলা দৃশঃ । যন্তাং পশ্চাম গোবিন্দ
নাগরীজনবল্লভম্ । ৬৭ । পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি
কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্ । বাট্যৈর্হেহর্ষসংযুক্তৈর্হৃদি
সম্বোধিতা বয়ম্ । তথাপি ময়া হৃদয়ান্নাপৈতি মধু-
হৃদন । ৬৮ । শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । দর্শনাৎ স্পর্শনা

বিবিধ গীতবাদিত্ররবে তাঁহার স্তব করিতেছে ;
পৌরজনপদগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন ।
তিনি হংসমিধুন ও সারসশোভিত সরোবরশোভা
দেখিতে দেখিতে আগমন করিতেছেন । দীর্ঘদিনের
পর সেই প্রিয়জন জনার্দনকে দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ
প্রথমে মুচ্ছিতা হইলেন ; বহু কণের পর মুচ্ছাভঙ্গে
তাঁহার। দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।
বলিলেন,—হা নাথ ! হা কান্ত ! হা কৃষ্ণ ! মনোহর !
হা ব্রজেশ্বর ! তুমি বাল্যে যাহাদের সহিত বর্দ্ধিত
হইয়াছ, ক্রৌড়া করিয়াছ, সেই সকল বৎসপালকে
তুমি পরিত্যাগ করিলে ? হায় ! তুমি হৃষ্ট নিষ্কণ
হইলে কিরূপে ? তোমার ধর্ম নাই, সৌহার্দ
নাই ; সত্য নাই, সখ্য নাই, তুমি পিতৃ-মাতৃ-
পরিভ্যাগী ; কিরূপে তোমার সঙ্গতি হইবে ?
হে স্বামিন্ ! ভক্তজনের পরিত্যাগ সর্ব-
শাস্ত্রেই গর্হিত । বীর ! তুমি আমাদের পরি-
ভ্যাগ করিয়াছ, ইহাতে তোমাদ্বারা ধর্মমর্যাদা
রক্ষিত হয় নাই । প্রহ্লাদ কহিলেন—ভাবজ্ঞ ভগ-
বান্ নন্দনন্দন গোপিকাদিগের বিলাপ শুনিয়া
সময়োচিত বচনবিন্যাসে সেই অনন্তশরণা
ব্রজাঙ্গনাগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ।
প্রভু হরি অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া কহি-
লেন,—তোমাদের সহিত আমার বিচ্ছেদ

সর্বাঙ্গভাবে কখনই হইবে না । আমি নিত্য
নিরীক্শেয ভাবে সর্বভূতের অন্তরে বাস করিয়া
থাকি । আমি সকলের প্রভব ; আমি হইতেই
সকল ; ইন্দ্র, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিবে,
দেবগণ, মরুদগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণুপ্রমুখ, দেবগণ
এবং ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সখ্য, রজ, কাম, ক্রোধ,
লোভ, মোহ, অহঙ্কার,—হে গোপীগণ ! এতৎ-
সমস্তই আমি হইতে প্রবর্ত্তিত । হে মহাতাগাগণ !
এই তব বুদ্ধিগোচর তোমরা আর শোক করিও না ।
তোমরা নিশ্চলভাবে আমাকেই সর্বভূতে ভাবনা
কর । ৬৮—৬৯ । প্রহ্লাদ কহিলেন, কৃষ্ণের বচন শ্রবণে
গোপীগণ বিধ্বস্তবন্ধন হইলেন ; তাঁহাদের সংশয়-
ক্লেশ নিরস্ত হইল । তাঁহার। কৃষ্ণদর্শনজনিত
আনন্দরসে আপ্লুত হইলেন । তখন নিশ্চলমনা
গোপবধুগণ কহিলেন,—আজ আমাদের জন্ম সকল,
দৃষ্টি সকল ; কেন না, আজ আমরা নাগরীজনবল্লভ
গোবিন্দকে সন্দর্শন করিলাম । কৃষ্ণাখ্য পরম
পুরুষ অপুণ্যজনের দৃগ্বিষয়াভূত হন না । হে
মধুহৃদন ! আপনার হেহর্ষসমর্ষিত বাক্য দ্বারা
যদিও আমরা প্রবোধিত হইয়াছি, তথাচ আমা-
দের হৃদয় হইতে ময়াপগম হইতেছে না । শ্রীকৃষ্ণ
কহিলেন,—হে ব্রজাঙ্গনাগণ ! এই সরোবরের

জ্ঞান বিমুক্তাশেষবন্ধনাঃ । স্নাত্বা চ সকলান
কামানবাপ্যথ ব্রজাকনাঃ ৬৯ । গোপ্য উচুঃ
অকুতো হি প্রভাবন্তে সরসোহন্ত উদাহৃতঃ । বিধিঃ
ক্রীঃ জগরাথ বিস্তরাৎগুণিনন্দন ৭০ । শ্রীকৃষ্ণ
উবাচ । ভবভীনাং ময়া সার্কং সজ্জাতমজ দর্শনম্ ।
তস্মায়স্যা সদা হন্ত স্নাতব্যং নিয়মেন হি ৭১ । যঃ
স্নাত্বা পরয়া ভক্ত্যা পিতৃন্ সন্তর্পয়ষ্যতি । শ্রাব-
ণস্ত ন্তিতে পক্ষে ছাদস্তাং নিয়তঃ শুচিঃ ৭২ । দস্তা
দানং বশক্ত্যা চ মামুদ্ভিক্ত তথা পিতৃন্ । লভতে
বৈকবং লোকং পিতৃভিঃ পরিবারিতঃ ৭৩ । ময়
ভীর্থং সমাসাদ্য কৃত্বা চ করযোঃ কুশান্ । ফলমেকং
গৃহীত্বা তু মজ্জেনার্থ্যং প্রদাপয়েৎ ৭৪ । গৃহীত্বকূপে
পতিস্তং মাদ্রাপাশশতৈর্বৃতম্ । মামুদ্ভয় মহীনাথ
গৃহীনার্থ্যং নমোহন্ত তে ৭৫ । স্নাত্বা যঃ
পরয়া ভক্ত্যা পিতৃন্ সন্তর্প্য ভাবতঃ । কুর্ধ্যাদ্ভ্যাকং
চ পরয়া পিতৃভক্ত্যা সমর্ষতঃ ৭৬ । দক্ষিণাং চ
ভতো দদ্যাদ্রজতং কল্পমেব চ । বিশেষতঃ প্রদা-
তব্যং পায়সং চ সশর্করম্ ৭৭ । নবনীতং স্নাতং
ছত্রং কদলাজিনমেব চ । ভবভীভিঃ সমং যস্মাৎ
সজ্জাতং ময় দর্শনম্ । অগন্তব্যং ময়া তস্মাৎ সদা

হস্মিন জলাশয়ে ৭৮ । যোহন্ত স্নানং প্রকুরুতে
ময়ন্ত সরসি প্রিয়াঃ । গঙ্গাস্নানকলং তন্ত বিষ্ণু-
লোকস্তথাক্ষয়ঃ ৭৯ । মুক্তিং প্রয়াস্তি তন্তৈব
পিতরজিকুলোত্তবাঃ । পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তো ধনধান্ত-
সমাবৃতঃ । যাবজ্জীবং সুখং ভুক্ত্বা চান্তে হরিপুরং
ব্রজেৎ ৮০ ।

ইতি শ্রীকাল্পে ময়নির্দিষ্টসরোমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

ছাদশোহধ্যায়ঃ ১২

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা গোপাঃ
সংকষ্টমানসাঃ । তস্মিণ্ময়সরে স্নাত্বা বিমুক্তাশেষবন্ধনাঃ
১১ । কৃষ্ণদর্শনসজ্জাতপরমানন্দসংপ্লুতাঃ । উচুস্ত বচনং
গোপেয়া মধুরং মাধবং প্রতি ১২ । গোপ্য উচুঃ ।
ধন্তঃ স দৈত্যপ্রবরো ময়ো যেন কৃতং সরঃ ।
যস্মিন্স্থং দৈবতৈঃ সার্কং সমেষ্যসি জগৎপতে ১৩ ।
যদি তুষ্টোহসি ভগবন্নগ্রোহা বয়ং যদি । অস্মাক-
মপি বার্ষেয় কারয়স্ব সরোত্তমম্ ১৪ । কীর্তনান-

সাক্ষাৎকার ঘটিল ; এই জন্ত সর্বদাই আমি এখানে
আসিব । হে প্রিয়াগণ ! যে এই ময় সরোবরে
স্নান করে, তাহার গঙ্গাস্নানজন্ত ফল লাভ হয় ;
তাহার অক্ষয় বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে ।
তদীয় জিকুলোত্তব পিতৃগণ মুক্তিলাভ করেন । সে
ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র-ধন-ধান্ত-সমর্ষিত হইয়া যাব
জ্জীবন সুখভোগ করিতে করিতে অস্তে হরিপুরে
উপনীত হইয়া থাকে ১৬-৮

ছাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—গোপীগণ কৃষ্ণের এই সকল
বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং সেই ময়-সরোবরে
স্নান করিয়া অশেষ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করি-
লেন । তাহারা কৃষ্ণদর্শনজনিত পরমানন্দে পরিপ্লুত
হইয়া মাধবের প্রতি মধুর বাক্যে বলিলেন,—ধন্ত
সেই ময়দানব !—হে, এই সরোবর নির্মাণ করি-
য়াছে,—তুমি জগৎপতি ; তুমিও যখন দেবগণসহ
এখানে আগমন করিয়া থাক । হে ভগবন ! যদি
তুষ্ট হইয়াছ, যদি আমরা তোমার অনুরোধ হই,
তবে হে বার্ষেয় ! আমাদের উদ্দেশ্যেও তুমি

দর্শন-স্পর্শনে অশেষ বন্ধন অপগত হয় । তোমরা
এখানে স্নান কর, সর্বকাম প্রাপ্ত হইবে । গোপী-
গণ কহিলেন,—আপনি এই সরোবরের অদ্ভুত
প্রভাব বলিলেন । এক্ষণে হে জগৎপতে ! অত্রত্য
স্নানবিধি কিরূপ ? তাহা বিস্তৃতভাবে বলুন । শ্রীকৃষ্ণ
কহিলেন,—আমার সহিত তোমাদের এই স্থানে
সাক্ষাৎকার ঘটিল ; অতএব আমি এখানে নিয়তই
স্নানিয়মে স্নান করিব । এখানে স্নান করিয়া যে
ব্যক্তি পিতৃভূতর্পণ করে, এবং শ্রাবণের সিতপক্ষীয়
ছাদশীদিনে নিয়ত ও শুচিভাবে আমার এবং
পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি দান করে, তাহার
পিতৃগণ সহ বিষ্ণুলোক লাভ হয় । এই ময়ভীর্থে
আসিয়া করে কুশ-ফল গ্রহণপূর্বক নর বক্ষ্যমাণ
মস্ত্র অর্ঘ্য দান করিবে । মস্ত্র যথা—আমি গৃহীত্ব-
কূপে পতিস্ত, শত শত মাদ্রাপাশে আবদ্ধ ; হে মহী-
নাথ ! আমায় উদ্ধার কর ; এই অর্ঘ্য লও ;
তোমাকে নমস্কার করি । অর্ঘ্যদানান্তে নর
এখানে ভক্তিপূর্বক স্নান, পিতৃভূতর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধ
করিবে ; বর্ণ বা রৌপ্য দক্ষিণা দিবে ; বিশেষতঃ
সশর্কর পায়স, নবনীত, স্নাত, ছত্র, কদল ও অজিন,
দান করিবে । তোমাদের সহিত আমার এইখানে

যত্নালোকেহস্মিন্ন্তব সন্দর্শনেন হি । অহর্নিশং
তব ধ্যানাদযাস্তামঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৫ ॥ ত্রীকৃষ্ণ
উবাচ । করিষ্যে বঃ প্রিয়ঃ সাক্ষ্যেয়া যুয়ং মম
পরিগ্রহাঃ । অমুগ্রাহা ময়া নিত্যং ভক্তিগ্রাহোহস্মি
সর্বদা ॥ ৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । ইত্যাশ্বা ভগবান্ কৃষ্ণো
গোপীনাং হিতকাম্যয়া । সরসঃ সন্নিধৌ তন্তু সরস্ব
শ্রুতকার হ ॥ ৭ ॥ তদাগাধং স্বচ্ছজলং নলিনীদল-
শোভিতম্ । হংসসারসযুগৈশ্চ চক্রবাকৈশ্চ শোভি-
তম্ ॥ ৮ ॥ কুমুদোৎপলকহ্লারপদ্মিনীখণ্ডমগ্নিতম্ ।
সেবিতং দ্বিজমুখৈশ্চ সিদ্ধবিদ্যাধরৈরুত্থা ॥ ৯ ॥
সেবিতং যদুনারীভিস্থখা যদুকুমারকৈঃ । দিব্যরাজৌ
সুসম্পূর্ণং সর্কৈর্জ্ঞানপদৈর্জ্ঞানৈঃ ॥ ১০ ॥ তং দৃষ্ট্বা
জলকল্লোলৈঃ সুসম্পূর্ণং জলাশয়ম্ । হর্ষাদগোপী-
জনং কৃষ্ণঃ প্রোবাচ বচনং তদা ॥ ১১ ॥ পশুধ্বং
গোপিকাঃ শুভ্রং সরঃ সরঃসমীপতঃ । স্বচ্ছ-
মিষ্টজলাপূর্ণং সজ্জনানাং যথা মনঃ ॥ ১২ ॥ কারণা-
দ্ববতীনাঞ্চ যস্মাৎ কৃতমিদং সরঃ । ভবতীনাং
তথা নাস্তা খ্যাতিমেতদ্বিষ্যতি ॥ ১৩ ॥ গোপীনা
বাচকঃ শব্দো ভবতীভির্ভয়া সহ । গোপ্রচারেতি

একটা সরোবর নির্মাণ করাও । এই ময় জগতে
তোমার কীর্ত্তি কীর্ত্তনে, দর্শনে ও অহর্নিশ ধ্যানে
আমরা পরম গতি প্রাপ্ত হইব । ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন,
—সাক্ষীগণ ! তোমরা বলভা ; স্মৃতরাং তোমাদের
প্রিয় কার্য্য আমি অবশ্যই করিব । আমি নিত্য ভক্তি-
গ্রাহ্য ; আমার তোমরা অবশ্যই অমুগ্রাহ্য । প্রহ্লাদ
কহিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ এই কথা কহিয়া গোপী-
গণের হিতার্থ সেই সরোবরের সমীপে আর একটি
সরোবর প্রস্তুত করিলেন,—এই নবনির্ম্মিত সরোবর
অগাধ স্বচ্ছজল, নলিনীদলশোভিত, হংসসারস-চক্র-
বাক মিশ্রণ-বিরাজিত, কুমুদোৎপলকহ্লারপদ্মিনীখণ্ড-
মাগ্নিত, দ্বিজমুখ্য-সদৃশ-বিদ্যাধর-যদুনারী-যদু-কুমারক
সেবিত এবং সমস্ত জানপদ-জনে দিব্যরাজ সুস-
ম্পূর্ণ । ত্রীকৃষ্ণ সেই জলকল্লোলময় সুসম্পূর্ণ সরো-
বর দেখিয়া গোপীজনকে আনন্দিত করত কহি-
লেন,—হে গোপিকাগণ ! ময়সরঃসমীপে এই
স্বচ্ছ সরোবর অবলোকন কর । এই দেখ, ইহা
সজ্জনমানসের স্তায় স্বচ্ছ ও মিষ্ট জলে পরিপূর্ণ । ভব-
তীত ব্যক্তিগণের নিমিত্তই তোমাদের কথায় এই
সরোবরনির্ম্মিত হইয়াছে । তাই তোমাদের নামে ইহার
নামখ্যাত হইবে । গো-ব্রাক্য-বাচক শব্দ ; তোমাদের
সহিত আমি, ইহা কহিলাম ; তাই ইহা গোপ্রচার

বৈ নাস্তা খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ যুগ্মকং
প্রিয়কামার্থং যস্মাৎ কৃতমিদং সরঃ । তস্মাদগোপী-
সর ইতি খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ গোপ্যা
উচুঃ । অমুগ্রাহা যদি বয়মমুগ্রাহা কৃতং সরঃ ।
অন্তং কিমপি বাক্যে প্রার্থয়ামো যদন্ত নঃ ॥ ১৬ ॥
ত্রীকৃষ্ণ উবাচ । প্রার্থ্যতাং যদতিপ্রেতং যদ্বো মনসি
বর্ত্ততে । ভক্ত্যা সমাগতা যুয়ং নাস্ত্যদেষং ততো
ময়া ॥ ১৭ ॥ গোপ্যা উচুঃ । যদি তুষ্টৌহসি ভগ-
বন্ যদি দেযো বরো হি নঃ । তস্মাৎসদা কৃষ্ণ
নরযানেন মাধব ॥ ১৮ ॥ অত্রাগত্য নভস্তেহস্মিন্
স্নাতব্যাং নিয়মেন হি । যত্র স্বং তত্র দেবাশ্চ যজ্ঞা-
স্তীর্থানি কেশব ॥ ১৯ ॥ যত্র স্বং তত্র দানানি
ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে । ওঙ্কারশ্চ বযট্কারঃ স্বাহা-
কারঃ স্বধা তথা ॥ ২০ ॥ ভূর্ভুবঃস্বর্গহলোকো
জনঃ সত্যং তপস্তথা । তন্নয়ং হি জগৎ সর্বং
সদেবাস্থরমন্ময়ম্ ॥ ২১ ॥ তস্মাস্ময়ি জগন্নাথে
হত্র স্নাতে জনাঙ্গিনে । স্নাতমত্র ত্রিভুবনং ভবি-
ষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ ত্রৈলোক্যপাবনৌ গঙ্গা
তব পাদজলং হি তৎ । লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলস্থানে মুখে
দেবৌ সরস্বতী ॥ ২৩ ॥ সর্বভূতময়শ্চাত্ত ততস্বং

নামে জগতে খ্যাত হইবে । তোমাদের শ্রেয়ঃ কাম-
নায় আমি যখন এই সরোবর করিলাম, তখন ইহা
'গোপীসর' নামেও খ্যাতিলাভ করিবে । গোপী-
গণ কহিল,—আমাদের নামে সরোবর করিলেন ;
আমরা যদি অমুগ্রাহ-পাত্রীই হইলাম, তবে হে
বাক্যে । আমরা আরও কিছু প্রার্থনা করি, অমু-
মোদন করন ১—১৬ ৥ ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—তোমাদের
যাহা অভিপ্রেত আছে, প্রার্থনা কর ; তোমরা
ভক্তিপূরক আসিয়াছ, তোমাদিগকে অদেষ আমার
কিছুই নাই । গোপীগণ কহিলেন,—ভগবন্ ! যদি
তুষ্ট হইয়াছেন, যদি আমাদিগকে বর দিবেন, তবে
প্রার্থনা,—হে কৃষ্ণ ! হে মাধব ! তুমি শ্রাবণ মাসে
নরযানে আসিয়া এইখানে সনিয়মে স্নান করিবে ।
কেশব ! তুমি যেখানে, দেব যজ্ঞ তীর্থ দান ব্রত
নিয়ম ওঙ্কার বযট্কার স্বাহাকার স্বধা এবং ভূর্ভুবঃ-
স্বঃ মহঃ জন তপ সত্যলোক, সকলেই সেইখানে
অধিষ্ঠিত । সনুরাস্থর নর নিখিল জগৎই স্বায় ;
অতএব তুমি জগন্নাথ জনাঙ্গিন, যদি এখানে স্নান
কর, তবে ত্রিভুবনই স্নাত হইবে । ত্রৈলোক-
পাবনৌ গঙ্গা তোমারই পাদোদক ; তোমার বক্ষঃ-
লক্ষ্মী, মুখে সরস্বতী বিরাজিত ; হে জগদীশ্বর

জগদীশ্বর। যদ্যদাসি মনুষ্যাণাং ভবিষ্যাণাং কলো
যুগে। তদ্বদস্য মহাবাহো কৃপাং কৃদ্বা জগৎপতে ॥
২৪ ॥ যাত্নায়ামাগতানাং চ অথ যথাংসবাসিনাম্।
সদৈবাত্মস্থিতানাং চ যৎকলং তদ্বদস্য নঃ ॥ ২৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যৎকলং হি মনুষ্যাণাং স্নাতানাং
গোপিকাসরে। তচ্ছূণ্ধমসন্ধিতং প্রসরে ময়ি
গোপিকাঃ ॥ ২৬ ॥ সোপকরাং সবৎসাং চ বস্ত্রা-
লঙ্কারভূষিতাম্। যথোক্তদক্ষিণোপেতাং ব্রাহ্মণায়
কুটুমিনে ॥ ২৭ ॥ সদাচারায় শুদ্ধায় দরিদ্রায়ানু-
কারণে। গাং দশা কলমাপ্নোতি স্নানমাত্রেণ তৎ
কলম্ ॥ ২৮ ॥ যাবৎপদানি মনুজঃ কৃষ্ণেন সহ
গচ্ছতি। কুলানি দেব্যস্তাবান্তি বসন্তি হরিমন্দিরে ॥
২৯ ॥ কৃষ্ণেন সহ গচ্ছন্তি গীতবাদিত্রিনিবনৈঃ।
স্ববস্ত্রো বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্গোবিন্দং গোপিকাসরে ॥
৩০ ॥ ন মাতুর্জঠরে তেষাং যাতনা জায়তে নৃণাম্।
সর্বান কামানবাণ্যাস্তে বৈকবঃ লোকমাণ্ডুয়ঃ ॥ ৩১ ॥
অর্ঘ্যং দশা বিধানেন স্নানং কুর্ধ্যাদ্বিচক্ষণঃ। মন্ত্রেণা-
নেন বৈ সাধ্যঃ শ্রদ্ধয়া পরয়া যুতঃ ॥ ৩২ ॥ নমস্তে
গোপকপায় বিকবে পরমাশ্রমে। গোপ্রচারে জগ-
ন্নাথ গৃহাণার্থ্যং নমোহস্ত তে ॥ ৩৩ ॥ অর্ঘ্যং দশা
বিধানেন যদমালিপ্য পাণিনা। স্নায়াচ্ছুদ্ধাসমাযুক্ত-

স্তপ্নয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যান্ততো
ভক্ত্যা একচিত্তঃ সমাহিতঃ। যথোক্তাং দক্ষিণাং
দদ্যাদ্রজতং কল্পমেব চ ॥ ৩৫ ॥ বিশেষতঃ প্রদা-
তব্যং তামূলং কজ্জলং তথা। ছকুলানি চ দেয়ানি
তথা কোমুস্তকানি চ ॥ ৩৬ ॥ দম্পত্যোর্বাসসী চৈব
ভূষণানি স্বশক্তিতঃ। গাবো দেয়া দ্বিজাতিভ্যো
গুমভাশ্চ ধরদ্ধরাঃ। দৌম্বাঙ্ককুপণানাক দানং দেয়ং
স্বশক্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥ এবং কৃদ্বা নরঃ সম্যগুত্তমাং
গতিমাণ্ডুয়াৎ। প্রযান্তি পরমং লোকং পিতর-
স্নিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥ লভতে পুত্রকামস্ত পুত্রা-
নিষ্টায়নোরমান্ ॥ ৩৯ ॥ যং যং কাময়তে কামং
স্বর্গমোক্ষাদিকং নরঃ। তৎসর্বং সমবাপ্নোতি যঃ
স্নাতি গোপিকাসরে ॥ ৪০ ॥ যাবল্লোকা ভবিষ্যন্তি
তাবৎ স্থাশ্রুতি বৈ সয়ঃ। যাবৎ সরো যশস্তাবস্তব-
তীনাং ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥ যাকং কৌর্তির্মহুষ্যোম্
তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে। দিমুক্তাঃ সকলাং পাপাদ-
যাস্তন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৪২ ॥ পুণ্যং গোপী-
সর ইদং জলৈঃ পূর্ণং সদৈব হি। অবগাহ্যং যয়া
গোপোয়্য নভস্তে নিয়মেন হি ॥ ৪৩ ॥ তবত্যাঃ পতি-

অর্ঘ্যমস্ত যথা—হে গোপকপ, বিষ্ণু, পরমাশ্রম, জগ-
নাথ! আপনি অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, আপনাকে নম-
স্কার ॥ ১৭—৫৪ ॥ অতঃপর বিধিপূর্বক হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা
লেপন করত শ্রদ্ধাসহকারে স্নান ও পিতৃদেবতার
তর্পণ করিবে। তর্পণান্তে ভক্তিপূর্বক একচিত্তে
সমাহিতভাবে শ্রাদ্ধ করিয়া যথোক্ত সুবর্ণ বা রজত
দক্ষিণা দিবে; বিশেষতঃ তামূল ও কজ্জল প্রদান
করা কর্তব্য। দম্পত্যকে ছকুল, কোমুস্তক, বস্ত্র-
মুগল, ভূষণ; দ্বিজাতিগণকে গো, ধরদ্ধর গুম;
এবং অন্তান্ত দানীয় বস্তু শক্তানুসারে দৌম্বাঙ্ক-
কুপণদিগকে প্রদান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান
করিলে নর সম্যক উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। তাহার
ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ পরম লোক লাভ করে।
পুত্রকামী ব্যক্তি মনোরম ইষ্ট পুত্র প্রাপ্ত হয়। এমন
কি গোপিকাসরঃপ্রায়ী নর স্বর্গ-মোক্ষাদি যাহা যাহা
কামনা করে, তৎসমস্তই লাভ করিয়া থাকে।
যাবৎ লোক সকল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ এই
সরোবরও বিদ্যমান এবং যাবৎ এই সরোবর
থাকিবে, তাবৎ আপনাদের যশ ঘোষিত হইবে।
যতদিন কৌর্তি বজায় থাকে, ততদিন মনুষ্য স্বর্গে
পূজিত হয় এবং সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরম গতি
লাভ করে। অতএব হে গোপিকাধিপ! তোমরা

তুমি সর্বভূতময়! কলিকালীয় ভবিষ্য মনুষ্যদিগকে
তুমি যাগ দান করিয়া থাক, কৃপাপূর্বক বল।
এখানে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আগত, বন্ধান পর্যন্ত
কৃতবসতি এবং নিয়ত অবস্থিত ব্যক্তিবর্গের কি কল
হয়, আমাদিগকে বল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
গোপিকাগণ! গোপিকা-সরোবরে স্নান করিলে এবং
আমি প্রসন্ন হইলে যে কল হয়, তাহা শ্রবণ কর।
শুদ্ধ সদাচারী দরিদ্র অনপকারী ব্রাহ্মণকে উপহৃত,
বৎস, বস্ত্র, অলঙ্কার ও যোগা-দক্ষিণা সহ
ধেয় দান করিলে যে কল হয়, এখানে স্নান-
মাত্রেই সেই কল হইয়া থাকে। যে মানব কৃষ্ণ-
মূর্ত্তি লইয়া এখানে যত পদ অগ্রসর হয়, তাহার
বংশীয়গণ তত বর্ষ পর্যন্ত হরিমন্দিরে বাস করে।
গোপিকাসরোবরে যাহারা গীতবাদিত্রিনির্বো-
হসহকারে বিবিধ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি
লইয়া গমন করে, তাহাদিগকে আর জননীজঠরে
যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তাহারা সর্বকাম
প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রে বৈকবলোক লাভ করিয়া থাকে।
বিচক্ষণ ব্যক্তি এখানে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বিধিপূর্বক
অর্ঘ্য দানান্তে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্নান করিবে।

ভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা পুনঃ । চিন্তয়ন্ত্যঃ পরং মাং
হি পরাং গতিমবাপ্যাস্থ ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।
অনুজ্ঞাতা ভগবতা ততস্তা গোপকন্তকাঃ । নমস্কৃত্য
চ গোবিন্দং যযুঃ সর্বা যথাগতাঃ ॥ ৪৫ ॥ ভগবানপি
গোবিন্দ উক্বেচেন সমন্বিতঃ । বিস্মজ্য গোপিকাঃ
কৃষ্ণঃ শ্বকঃ মন্দিরমাশ্রিত্য ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীহান্দে গোপীসরস্বতীস্বাক্ষরকামাহাঙ্গিয়াবর্ণনঃ
নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । সন্ত্যনেকানি তীর্থানি
বহুশ্রদ্ধাযকরাণি চ । প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে
তর্জনি পুষ্পবিরেণহবে ॥ ১ ॥ উদ্দেশতো ময়া বিপ্রাঃ
কীর্তয়মানা নিবোধত । সংক্ষেপতো বিপ্রবরা যথা
তেষাঞ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥ সংস্কৃত্য চ ভুবো ভারং
সাধুন্ সংস্থাপ্য সংপথে । দ্বারবত্যাংগাং কৃকো
রুক্ষিসজ্জৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনার্থঃ তদা ব্রহ্মা
দৈবতৈঃ পরিবারিতঃ । বরুণো যমবিস্তেশৌ সূর্য্যা-
চন্দ্রমসৌ তথা ॥ ৪ ॥ আগত্য সহ কৃকেন কার্য্যঃ

সংসাধ্য চান্ননঃ । বেদাশ্রয়ে তদা তীর্থং স্থনায়া
কীর্তিতং ভূবি ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ক-
পাপহরং শুভম্ । ততীয়ে স্থাপয়ামাস সহস্রকিরণং
প্রভুম্ ॥ ৬ ॥ মূলং সুরাণাং হি কিল ব্রহ্মা লোক-
পিণামহঃ । তেন সংস্থাপিতং ব্রহ্মায়ুলস্থানমিতি
স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মতীর্থন্তু তদৃষ্টা চন্দ্রশ্রয়ে ততঃ
সরঃ । তদাগং চন্দ্রনায়া বৈ সর্কপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮ ॥
তং দৃষ্টা তেজসা যুক্তং সংস্কৃষ্টাঃ সুরসন্তমাঃ ।
উচুস্তে লোকশ্রষ্টারং শৃণু বচনং হি নঃ ॥ ৯ ॥
যোহত্র জ্ঞানং প্রকুরুতে পিতৃন্ সন্তপয়িষ্যতি ।
পুজয়িষ্যতি দেবেশং মূলস্থানং সুরবর্ষত ॥ ১০ ॥
সর্কপাপবিনির্মুক্তো ধনধান্তসমন্বিতঃ । সপ্তম্যাঃ
মাঘমাসস্ত শুক্লপক্ষে দ্বিজর্ষভাঃ । যোহত্র জ্ঞানং
প্রকুরুতে মানবো ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১১ ॥ মূল-
স্থানং চ দেবেশং সংস্থাপ্য প্রবিলেপয়েৎ ।
পুজয়িষ্যতি বস্ত্রাদ্যোঃ যশস্ত্যা ভূষণৈস্তথা ॥ ১২ ॥
পুষ্পধূপাদিতৈশ্চৈব নৈবেদ্যেন চ মানবঃ । সর্কান
কামানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥
সাবিজীং চ ততো দৃষ্টা ব্রহ্মণা স্থাপিতাং চ বৈ ।
কৃতা চায়তনং দিব্যং স্থাং মূর্ত্তং সান্নিবেশ্য চ । নাম

ভাদ্রমাসে এই সদাজলপূর্ণ পুণ্য গোপিকাহৃদে পতি-
ভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে আমার সহিত নিয়মপূর্ব্বক
জ্ঞান করিবে । জ্ঞানকালে তোমরা আমায় চিন্তা
করিবে । একরূপ করিলে তোমাদের পরম গতি
লাভ হইবে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—ভগবান্ কর্তৃক
অনুজ্ঞাত হইয়া গোপকন্তকাগণ গোবিন্দকে নম-
স্কার করিয়া যথাগত প্রস্থান করিলেন । এদিকে ভগ-
বান্ গোবিন্দও গোপিকাদিগকে বিদায় দিয়া উক্-
বেচের সহিত স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । ৩৫—৪৬।
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বিপ্রবরগণ! আশ্চর্য্য-
কর বহু তীর্থ আছে ; কিন্তু ঘোর কলিযুগে প্রাপ্ত
হইলে ঐ সকল তীর্থ অর্ণবসাৎ হইবে । উক্ত
তীর্থসমূহের ক্রিয়া আমি উদ্দেশে বলিতেছি, শ্রবণ
করুন । ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণার হরণ করিয়া এবং
সাধুগণকে সংপথে স্থাপন করিয়া রুক্ষিসজ্জৈ সমাবৃত
হইয়া দ্বারবতীতে গমন করিলেন । ঐ সময়
ভগবান্ ব্রহ্মা,—বরুণ, যম, বিস্তেশ, সূর্য, ও চন্দ্রমা,

প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার দর্শনার্থ
তথায় গমন করিয়া কৃকোর সহিত আত্মকাধ্য
সংসাধনপূর্ব্বক স্থান্য-প্রখ্যাত এক তীর্থ স্থাপন
করিলেন । ঐ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রখ্যাত হইল ।
উহা সর্কপাপহর ও শুভকর । ব্রহ্মা উহার তীরে
সুরগণের মূলীভূত সহস্ররশ্মি দেবকে স্থাপন করি-
লেন । তাই উহা মূলস্থান নামেও প্রসিদ্ধ হইল ।
চন্দ্র সেই ব্রহ্মতীর্থ দেখিয়া নিজ নামে এক সর্ক-
পাপহর সরোবর নির্মাণ করিলেন । সেই তেজোময়
সরোবর দর্শনে সুরবরগণ প্রহৃষ্ট হইলেন এবং
লোকাবধাতাকে বলিলেন,—আমাদের বাক্য শ্রবণ
করুন ; যে নর এখানে জ্ঞান করিবে, তাহার পিতৃ-
পুরুষগণের পরিভূক্তি হইবে । যে নর দেবেশ্বর
ও মূলস্থানের পূজা করিবে, সে সর্কপাপ হইতে
যুক্ত ও ধনধান্ত-সমন্বিত হইবে । মাঘ মাসের শুক্ল-
সপ্তমীদিনে যে ভক্তমান্ নর এখানে জ্ঞান করিবে,
মূলস্থান ও দেবেশকে জ্ঞান করাইয়া লেপন এবং
যথাশক্তি বস্ত্রাদি, ভূষণাদি, পুষ্প, ধূপ ও নৈবে-
দ্যাদি দ্বারা পূজা করাইলে, তাহার সর্ককাম লব্ধ
হইবে ; সে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে । ১—১৩। অন-
ন্তর ব্রহ্মস্থাপিত সাবিজী দর্শন করিবে । পিতামহ

চক্রে তদা দেব্যাঃ স্বয়ং তস্তাঃ পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥ যঃ
পশ্চতি স্বয়ং ভক্ত্যা কৃৎস্না জগৎপতিম্ ॥ সাবিত্রীঃ
স সুখী ভূত্বা সর্বান কামানবাণুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ আয়ুরা
রোগায়মৈশ্বর্য্যঃ পুত্রসন্তানমেব চ ॥ ন দৌর্ভাগ্যঃ
ভবেত্তস্ত ন দারিद्र্যঃ ন মূৰ্ছতা ॥ ন চ ব্যাধিভয়ঃ
তস্ত যঃ পশ্চতি বিধিঃ নরঃ ॥ ১৬ ॥ গহ্বা সংশ্রাপয়ে-
দেবীং কুঙ্কমেন কুমুদকৈঃ ॥ সঙ্কাদ্য বস্ত্রেঃ সম্পূজ্য
পুষ্পৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১৭ ॥ নৈবেদ্যকলতাম্বুলগ্রীবা-
নুজ্জকদীপকৈঃ ॥ সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা যাত্রাঃ চ
সকলাঃ লভেৎ ॥ ১৮ ॥ ন বৈধব্যঃ ন দৌর্ভাগ্যঃ ন
বহ্য্যঃ ন মৃতপ্রজা ॥ বিধিদৃষ্টৌ নৈরৈষেচ্ছ কুলে
ভেবাং প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বিধিঃ
পাশ্চেৎ স্মৃত্যবতঃ ॥ পরিতুষ্টৌ ভবেৎ কৃষ্ণা যাত্রা চ
সকলা ভবেৎ ॥ ২০ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ॥ ব্রহ্মণা স্থাপিতঃ
দৃষ্টৌ সরঃ পরমশোভনম্ ॥ ইন্দ্রচক্রে মহাভাগঃ
সরঃ পরমশোভনম্ ॥ ২১ ॥ স্থাপয়ামাস দেবেশো
লিঙ্গমপ্রতিমোজসম ॥ তস্মিন্ স্নাত্বা চ লভতে
যশ্চাদিল্পপদং নরঃ ॥ ২২ ॥ তস্মাদিল্পপদং নাম
সুপ্রসিদ্ধং ধরাতলে ॥ ইন্দ্রেণ স্থাপিতঃ লিঙ্গ-

যশ্চাভাবনয়া সহ ॥ প্রসিদ্ধমিল্পনাম বা ইন্দ্রেণ-
মিতি শ্রুতম্ ॥ ২৩ ॥ যন্ত প্রসিদ্ধিরতুলা বুদ্ধিলব্ধ-
মিতি বিজ্ঞাঃ ॥ যন্ত দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব-
পাতকৈঃ ॥ ২৪ ॥ পিতৃণামক্ষয়া তৃপ্তির্জ্ঞায়তে বিজ-
সন্তমা ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং স্নাত্বা চেল্পপদে নরঃ ॥
২৫ ॥ ইন্দ্রেণৈব সম্পূজ্য যাত্তি মুক্তিপদং নরঃ ॥
বিশেষতঃ সম্পূজ্যো মকরহে দিবাকরে ॥ ২৬ ॥
উত্তরায়ণসংক্রান্তৌ লিঙ্গপূরণকেন হি ॥ শিবরাত্রৌ
বিশেষেণ সম্পূজ্য উময়া সহ ॥ রাত্রৌ জাগরণং
কৃৎস্না পরমং লোকমাণুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ॥
ব্রহ্মতীর্থঞ্চ তদৃষ্টৌ তথা শক্রসরোভবম্ ॥ দর্শয়ন
বিষ্ণুনা সার্কমেকরূপত্বমাণুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ সরস্চকার
দেবেশো ভগবান্ পার্শ্বতীপতিঃ ॥ স্মৃষ্টনির্মলজলং
নলিনীদলশোভিতম্ ॥ ২৯ ॥ উৎপলৈঃ সর্বতঃছন্নং
সরঃ সারসশোভিতম্ ॥ তদগাধজলং দৃষ্টৌ স্বয়মেব
পিনাকধুক ॥ সত্রাণবিষ্ণুনা সার্কং স্নাত্ব স্নাত্ত্বা বৃষধ্বজঃ ॥
৩০ ॥ তে দেবাস্তৎসরো দৃষ্টৌ ব্রহ্মবিষ্ণুশূরাসুরাঃ ॥
উচুঃ সর্বৈঃ স্নাত্ত্বা বীক্ষ্যন্তঃ পার্শ্বতীপতিম্ ॥ ৩১ ॥
যশ্চাৎকৃতমিদং দেবা ঈশ্বরেণ মহৎসরঃ ॥ মহাদেব-

সরোবর ধরাতলে ইল্পপদ নামে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥
ইল্প ভক্তিপূরক যে লিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহা
ভাঁহারই নামানুসারে ইন্দ্রেণ নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥
হে বিজগণ! ঐ লিঙ্গ বুদ্ধিলিঙ্গ বলিয়া চরম প্রসিদ্ধ
লাভ করে ॥ উহার দর্শনমাত্রেই নরগণের সর্ব-
পাপ হইতে মুক্তি এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের
অক্ষয়া তৃপ্তি হইয়া থাকে ॥ নর অষ্টমীতে ও চতু-
র্দশীতে ইল্পহুদে স্নান করিয়া ইন্দ্রেণের পূজা
করিলে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ মকরহুদিবাকরে
উত্তরায়ণসংক্রান্তে ও শিবরাত্রিতে উমার সহিত
ঐ লিঙ্গের বিবিধ উপহারে পূজনপূরক বিশেষ পূজা
কার্য্যে এবং রাত্রিতে জাগিয়া থাকিবে ॥ এইরূপে
পূজাকারী নর পরমলোক লাভ করে ॥ ১৪—২৭ ॥
প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মতীর্থ ও শক্রসরোবরের
সন্দর্শন করিয়া নর বিষ্ণুসাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ভগ-
বান্ পার্শ্বতীপতি এক সরোবর নির্মাণ করেন;
উহা স্মৃষ্ট নির্মলজল ও নলিনীদলে শোভিত ॥
উহার সর্বত্রই উৎপল ও সারসকুল বিরাজিত ॥
পিনাকপানি সেই স্বয়ংকৃত অগাধ জলপূর্ণ সরো-
বর দেখিয়া ব্রহ্ম বিষ্ণুসহ তাহাতে স্নান করি-
লেন ॥ ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রমুখ সুর ও অসুরগণ সেই
সরোবর দেখিয়া হুটীচিতে পার্শ্বতীপতির দিকে
দৃষ্টিপাতপূরক কহিলেন,—হে দেবগণ! ঐ স্বয়ং ঈশ্বর

নিজে এক আয়তন করিয়া তন্মধ্যে স্বীয় মূর্ত্তি সন্নি-
বেশিত করত ভাঁহারই সাবিত্রী নাম নির্মাচন
করিয়াছিলেন ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে কৃষ্ণ-
দর্শনান্তে সাবিত্রী দর্শন করে, সে সুখী হইয়া সর্ব-
কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ তাহার আয়ু, আরোগ্য,
ঐশ্বর্য্য, ও পুত্র-সন্তান লাভ হয় ॥ যে নর বিধা-
তাকে দর্শন করে, তাহার কখন দৌর্ভাগ্য, দারিद्र্য,
মূৰ্ছতা বা ব্যাধিভয় থাকে না ॥ ঐ স্থানে গিয়া
কুঙ্কম ও কুমুদ দ্বারা দেবীকে স্নান করাইবে, বস্ত্র
পরাইবে; নানাবিধ পুষ্প, নৈবেদ্য, কল, তাম্বুল,
গ্রীবানুজ ও দীপ দ্বারা পরম ভক্তিযোগে পূজা
করিবে; এইরূপ করিলে যাত্রাসাক্ষ্য লাভ
হইবে ॥ যে সকল নর বিধি সন্দর্শন করে, তাহা-
দের কুলে নরীগণের বৈধব্য, দৌর্ভাগ্য, বহ্য্য
ও মৃতবৎসাহ দোষ ঘটে না ॥ অতএব সর্বপ্রযত্নে
ভক্তিপূরক বিধিদর্শন করিবে ॥ এইরূপে ত্রীকৃষ্ণ
পরিতুষ্ট হইবেন এবং যাত্রাসিদ্ধি হইবে ॥ প্রহ্লাদ
কহিলেন,—ব্রহ্মস্থাপিত পরম শোভন সরোবর
দেখিয়া মহাভাগ ইল্প এক শুভ সরোবর নির্মাণ
করিলেন এবং তথায় এক অপ্রতিমতেজা লিঙ্গ
স্থাপন করিলেন ॥ ইল্পনির্মিত সরোবরে স্নান
করিলে নর ইল্পপদ প্রাপ্ত হয় ॥ এই জন্ত ঐ

সরো নাম সুপ্রসিদ্ধং ভবিষ্যতি । ৩২ । যোহত্র
 স্নানং প্রকুরুতে পিতৃণাং তর্পণং তথা । শ্রাদ্ধং
 পিতৃণাং ভক্ত্যা চ ন গচ্ছেৎপরমাং গতিম্ । ৩৩ ।
 সুপ্রসন্নো ভবিষ্যন্তি সর্বের দেবা ন সংশয়ঃ । দর্শনাৎ
 পাপনির্মুক্তো মহাদেবসরস্ চ । ৩৪ । মহেশস্ চ
 তদৃষ্টো সরঃ পরমশোভনম্ । চকার পার্শ্বতী তত্র
 সরস্চাপ্রতিমং তথা । ৩৫ । গৌরীসর ইতি
 খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা
 ন তুর্গতিমবাগ্নুয়াৎ । ৩৬ । ন দৌর্ভাগ্যং স্থিষ্যেচব
 ন বৈধব্যং কদাচন । স্নাত্বা গৌরীতীর্থবরে সর্বান
 কামানবাগ্নুয়াৎ । ৩৭ । বরুণশ্চ ততো দৃষ্টো পুণ্যাত্মা-
 যতনানি চ । চকার চ সরো দিব্যং বিষ্ণুভক্ত-
 সমধিতঃ । ৩৮ । নান্য বরুণপদং তচ্চ পাপক্ষয়করং
 ভূব । নভশ্চে পৌর্ণমাস্যাক্ষ সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ।
 ৩৯ । শ্রাদ্ধং কৃৎবা বিধানেন পিতৃণাং ব্রহ্মদ্বিতঃ ।
 উত্তমং লোকমাপ্নোতি যত্র গজা ন শোচতি । ৪০ ।
 প্রদদ্যাদ্দকুস্তাংশ্চ দধ্যোদনসমধিতান্ । গাশ্চ
 বাসাংসি রত্নানি বিষ্ণুর্হে জীযতাতি । ৪১ । সরো
 দৃষ্টো জলেশস্চ সরস্চক্রে ধনেশ্বরঃ । যক্ষাধিপ-

সরো নাম সুপ্রসিদ্ধং ধরাতলে । ৩২ । তথা তত্র
 নরো ভক্ত্যা সম্পূজ্য পিতৃদেবতাঃ । সর্বান
 কামানবাগ্নোতি দদ্যাৎশ্চ দ্বিজাতয়ে । ৩৩ । প্রহ্লাদ
 উবাচ । বিষ্ণুং বরপ্রদং কৃৎবা ভ্রাতৃণাং ব্রহ্মন্দনাঃ ।
 মন্দাকিনী বসিষ্ঠেন সমানীতা ধরাতলে । ৩৪ ।
 অদ্রীষাদয়ঃ সর্ব আত্মাঃ কৃষ্ণপালিতা । দ্বার-
 বত্যাঞ্চ তে দৃষ্টো গোমতী সাগরজমা । ৩৫ ।
 তীর্থানি দেবতানাঞ্চ পুণ্যাত্মায়তনানি চ । তীর্থং
 পঞ্চনদং চক্রে প্রজ্ঞানাং পত্নসুতথা । ৩৬ । পঞ্চ
 নদ্যঃ সমাহৃতান্ত্রাজ্যখ্যুঃ সুরাধিতাঃ । মরীচয়ে
 গোমতী চ লক্ষণা চত্রেয়ে তথা । ৩৭ । চন্দ্রভাগা
 চাক্ষরসে পুলহায় কুশবতী । পাবনার্থং জাহবতী
 জগাম ক্রতবে তথা । ৩৮ । তানু স্নাত্বা মহাভাগা
 ব্রহ্মপুত্রো যশস্বিনঃ । নাম তস্তা তদা চক্রে পঞ্চ-
 নদ্যশ্চ তাপসাঃ । ৩৯ । তস্মাৎ পঞ্চনদং তীর্থং
 সর্বপাপপ্রণাশনম্ । স্নাতব্যং তত্র মনুজৈঃ স্বর্গ-
 মোক্ষার্থিভিস্তদা । ৪০ । তত্র গজা সুনয়িতো
 গৃহীত্বার্থ্যং ফলেন হি । মন্ত্রোদ্যোনে বৈ বিপ্রা
 দদ্যাদর্ঘ্যং বিধানতঃ । ৪১ । ব্রহ্মপুত্রৈঃ সমানীতাঃ

যখন এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন, তখন ইহা
 ‘মহাদেব-সরোবর’ নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। এই
 সরোবরে ভক্তি করিয়া যে নর স্নান, তর্পণ ও পিতৃ-
 শ্রাদ্ধ করিবে, তাহার পরমগতি লাভ হইবে। সর্ব-
 দেবতাই তাহার প্রতি নিশ্চয় প্রসন্ন হইবেন।
 মহাদেবসরোবর দর্শনমাত্রেই নর পাপমুক্ত হয়।
 মহেশের সেই সুন্দর সরোবর দেখিয়া দেবী
 পার্শ্বতী তথায় এক অভুলনীয় সরোবর নির্মাণ
 করেন। উহা সর্ব পাপহর ‘গৌরী-সরঃ’ নামে
 বিখ্যাত হয়। নর ভক্তি করিয়া তথায় স্নান
 করিলে কদাচ তুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না; নারীগণ দৌর্ভাগ্য
 বা বৈধব্য লাভ করে না; ‘গৌরীসরঃ’ তীর্থে স্নান
 করিয়া সকলেই সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন-
 স্তর বরুণদেবও সেই সকল পুণ্যায়তন দেখিয়া
 বিষ্ণুভক্তিপুংসর এক দিব্য সরোবর নির্মাণ
 করিলেন। উহা পাপক্ষয়কর ‘বরুণপদ’ নামে ভূতলে
 বিখ্যাত হইল। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় ঐ সরো-
 বরে স্নান, পিতৃদেবতর্পণ, ও শ্রদ্ধার সাহিত যথা-
 বিধি পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া নর একরূপ উত্তম লোক লাভ
 করে, যথায় গিয়া আর শোচ করে না। এই
 সরোবরতীরে নর কুসুম, দধ্যোদন, গো, বস্ত্র ও
 নানা রত্ন প্রদান করিবে। দানের মন্ত্র—‘বিষ্ণুর্হে

জীযতাম্’। জলেশ্বরের সরোবর দেখিয়া ধনে-
 শ্বর এক সরোবর করেন। উহা ‘যক্ষাধিপসর’
 নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। নর ঐ সরোবরে ভক্তি-
 পূর্বক পিতৃগণের পূজা করিয়া এবং দ্বিজাতিকে
 বস্ত্রদান করিয়া সর্বকাম প্রাপ্ত হয়। প্রহ্লাদ
 কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুকে বরপ্রদ জানিয়া
 সপ্তাধিগণের মধ্যে বসিষ্ঠ ঋষি মন্দাকিনীকে ধরা-
 তলে অবতারিত করেন। অদ্রীষাদি রাজাধি-
 গণ দ্বারা বতীকৃত কৃষ্ণপালিতা সাগরজমা গোম-
 তীকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন।
 ক্রমে প্রজাপতিগণ তথায় নানাতীর্থ, পুণ্যদেবায়-
 তন সকল এবং পঞ্চনদতীর্থ নির্মাণ করিলেন।
 পঞ্চনদী সমাহৃত হইয়া সুরগণ সহ সমাগত
 হইলেন। গোমতী মরীচয়, লক্ষণা অজ্রয়,
 চন্দ্রভাগা অক্ষরায়, কুশবতী পুলহের এবং
 জাহবতী ক্রতুর পাবন নিমিত্ত আগমন করিলেন।
 মহাভাগ ব্রহ্মনন্দনগণ ঐ সকল নদীতে স্নান করিয়া
 ভীষ্মাদিগকে ‘পঞ্চনদ’ নামে অভিহিত করিলেন।
 এই জুস্তই পঞ্চনদতীর্থ সর্বপাপহর। স্বর্গ-
 মোক্ষার্থী মনুজগণ ঐ পঞ্চনদে স্নান করিবেন।
 হে বিপ্রগণ! নর ঐ তীর্থে গিয়া সুনয়িতভাবে
 ফলযুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে যথাবিধি

পঠিতাঃ সরিতাঃ বরাঃ । গৃহস্থ্যামিমাং দেব্যাঃ
সৰ্বপাপপ্রশান্তয়ে ॥ ৫২ ॥ স্নানং কৃৎস্না বিধানেন
পিতৃন সন্তর্পয়েন্নরঃ । স্নানং কৃৎস্না বিধানেন
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তঃ ॥ ৫৩ ॥ পঞ্চরত্নং ততো
দেয়ং সপ্তধাতুং দ্বিজান্তয়ে । দীনাঙ্করূপণানাঞ্চ
দানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৪ ॥ সমান্ কামান-
বাণোতি বিকুলোকং স গচ্ছতি । পুত্রপৌত্রসমা-
যুক্তঃ পরং সুখমবাশুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥ প্রেতযোনিং গত্যা
যে চ যে চ কৌটম্যগতাঃ । সৰ্বৈ তে মুক্তিমায়াস্তি
পিতরস্ত্রিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ৫৬ ॥ ঋত্যাধ্যায়মিমাং পুণ্যং
শিবলোকে চ মোদতে । সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ স
যাতি পরমং পদম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি ঋত্যাধ্যায়ঃ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ঋত্যা তমাগতং দেবং ব্রহ্মাণং
পিতরং স্বকম্ । সনকাদ্যা নমস্কর্তুং জম্বুঃ সৰ্বৈ
পিতামহম্ ॥ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা লোককর্তারং দণ্ডবৎ

প্রণতাঃ কিতৌ । ততো দৃষ্ট্বা স তনয়ান সংগৃহ্য
পরিব্রজ্যে ॥ ২ ॥ পুষ্কিনানাময়ং তৈল পুষ্কিনানাময়ং
সমুবাচ হ । আরাধিতো যৈর্ভগবান্ ধন্য যুয়ং বয়ং
তথা ॥ ৩ ॥ সংসিদ্ধিঃ পরমা যাতা ভগবদর্শনেন
হি । ন জাতং পুত্রকঃ সমাগজানামালবুদ্ধিভিঃ ॥
৪ ॥ যেনার্চিতো মহাদেবস্তস্ত তুয়াতি কেশবঃ ।
অনর্চিতো নীলকণ্ঠে ন গুহ্যত্যাচ্চনং হরিঃ । তস্মাৎ
সৰ্বপ্রযত্নেন পুজ্যাতাঃ নীললোহিতঃ ॥ ৫ ॥ যেন
সম্পূর্ণতাং যাতি কৃষ্ণপূজা কৃতা সদা । তচ্ছ্রদ্ধা
বচনং তস্ত ব্রহ্মপুত্রা যযুস্তদা ॥ ৬ ॥ দেবাগার-
প্রত্যো গচ্ছা যোগসিদ্ধা মহর্ষয়ঃ । লিঙ্গং সংস্থাপয়া-
মানুঃ শিবভক্তিপূরস্বতাঃ ॥ ৭ ॥ সংস্থাপ্য শিব-
লিঙ্গং তে স্নানার্থং মুনিসত্তমাঃ । কুপং চক্রস্তুতঃ সৰ্ব
ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৮ ॥ দৃষ্ট্বা তমমৃতপ্রথাং জলপূর্ণং
সুনির্মলম্ । সংস্রষ্ট্বা ঋষয়ঃ সৰ্বৈ সাধুসামিধি
চক্রবন ॥ ৯ ॥ স্থাপিতং শিবলিঙ্গং চ দৃষ্ট্বা লোক-
পিতামহঃ । উবাচ বচনং ব্রহ্মা স্রীতঃ পুত্রাস্তদা
দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ভবত্তিযোগসংসিদ্ধৈ-

অর্থ্য প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা—এই পঞ্চ সরিষারাকে
ব্রহ্মপুত্রগণ আনয়ন করিয়াছেন । এই দেবীগণ
নিখিল পাপ-প্রশমনার্থ এই অর্থ্য গ্রহণ করুন ।
অনন্তর নর স্নানান্তে যথাবিধি পিতৃতর্পণ ও ব্রহ্মার
সহিত বৈধভাবে স্নান করিবে । ইহার পর দ্বিজ-
তিকে পঞ্চ রত্ন, সপ্ত ধাতু, এবং দীনাঙ্করূপাদিগকে
সামর্থ্যানুসারে দান করিবে । এই প্রকার অতু-
ষ্ঠানের ফলে লোক সৰ্ব কাম প্রাপ্ত হয় ; অন্তে
বিকুলোকে যায় এবং ইহকালে পুত্র-পৌত্রোদ্ভব
হইয়া পরম সুখ লাভ করে । ত্রিকুলোদ্ভব পিতৃগণ
প্রেতযোনি বা কৌটম্যোনি লাভ করুক, সকলেই
মুক্তি পাইয়া থাকে । নয় এই পুণ্যাধ্যায় শ্রবণ
করিলে, শিবলোকে গিয়া বিহার করে এবং সৰ্ব
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত
হয় । ২৮—৫৮ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—স্ব স্ব পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং সমা-
গত হইয়াছেন, তুমি সনকাদি মহর্ষিগণ তাঁহাকে
নমস্কার করিবার জন্য গমন করিলেন ; যাইয়া

সেই লোককর্তা ব্রহ্মাকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত
করিলেন । ব্রহ্মা তনয়দিগকে দেখিয়া স্নেহালিঙ্গন-
পূর্বক অনাময় প্রদান করিলেন । সনকাদিও পিতার
কথার উত্তর দিয়া তাঁহার নিকট এক প্রদান করিলে
তিনি কহিলেন,—তোমরা ভগবানের আরাধনা
করিয়াছ । ভগবদর্শনে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হই-
য়াছ । ইহাতে তোমরাও ধন্য এবং আমরাও ধন্য
হইয়াছি । কিন্তু বৎসগণ ! তোমরা বালবুদ্ধিপ্রযুক্ত
অজ্ঞানবশে সম্যক তত্ত্ব জ্ঞাত নহ ; দেখ যে জন
মহাদেবের অর্চনা করে, কেশব তাঁহার প্রতি
তুষ্ট হন । নীলকণ্ঠের অর্চনা না করিলে হরি
অর্চনা গ্রহণ করেন না । অতএব বিশেষ যত্ন-
সহকারে নীললোহিত দেবের পূজা কর । তাঁহাকে
পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা সুসম্পূর্ণ হইবে ।
যোগসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র মহর্ষিগণ পিতার সেই বাক্য
শুনিয়া দেবাগারসম্মুখে গমনপূর্বক শিবভক্তি-
পূরঃসর এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন । শিবলিঙ্গ
স্থাপনান্তে সেই সকল সংশিতব্রত মুনিশ্রেষ্ঠ স্নানার্থ
এক কুপ নিৰ্ম্মাণ করিলেন । ঋষিগণ সেই সুধা-
সদৃশ সুনির্মল সলিলপূর্ণ কুপ দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে
সাধু সাধু রব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । লোক-
পিতামহ ব্রহ্মা পুত্রগণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ দেখিয়া
স্রীতি সহকারে বলিলেন,—তোমরা যোগসিদ্ধ

ধৰ্ম্মাং সংস্থাপিতঃ শিবঃ । তস্মাৎ সিদ্ধেশ্বর ইতি
খ্যাতিঃ লোকে গমিষ্যতি ॥ ১১ ॥ সমীপে শিতি-
কণ্ঠস্থ কুপোহয়মুষ্ণিভিঃ কৃতঃ । ঋষিভীৰ্মিতি খ্যাতিঃ
তস্মাচ্ছ্রোকে ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥ বিনা আন্ধেন
বিপ্রেত্রে দানেন পিতৃতৰ্পণাৎ । ভক্তিতঃ স্নান-
মাত্রেণ পিতৃভিঃ সহ মৃত্যতে ॥ ১৩ ॥ অসত্য-
বাদিনো যে চ পরনিন্দাপরয়ায়ণাঃ । স্নানমাত্রেণ
শুধ্যন্তি ঋষিভীর্থে ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ স্নানং প্রশস্তং
বিষুবে মধ্যাহ্নে তথৈব চ । তথা কৃতযুগাদ্যায়ঃ
মাঘশ্চ দ্বিজসন্তমঃ ॥ ১৫ ॥ শিবরাত্রৌ বসেদ্যন্ত
লিঙ্গে সিদ্ধেশসংজ্ঞিতে । স্নানং ঋষিকৃতে ভীর্থে
কিং তস্মাচ্ছ্রোতৈব দ্বিজাঃ । গন্ধা তজ্জ মহাভাগা
গৃহীত্বা কলমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ অর্ঘ্যং দত্ত্বা বিধানেন
কৃত্বা চ করয়োঃ কুশান্ । গৃহস্থর্ধ্যামিমং দেবা যোগ-
সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥ ঋষিভীর্থে চ পাপয়ে সিদ্ধে-
শ্বরসমৰ্বিতে । দদ্বাৰ্ঘ্যং যুগ্মমালভ্য স্নানং কুৰ্য্যাৎ
সমাহিতঃ ॥ ১৮ ॥ তৰ্পয়েচ্চ পিতৃন দেবান্নমুখ্যাংশ্চ
যথাক্রমম্ । ততঃ শ্রাদ্ধং প্রকুব্বীত পিতৃণাং শ্রদ্ধা-
ঘিতঃ ॥ ১৯ ॥ তথা চ দক্ষিণাং দদ্যাচ্চিশিষ্টাণ্য-
বিবজ্জিতঃ । বিশেষতঃ প্রদেয়ানি ফলানি রসবন্তি
চ ॥ ২০ ॥ দদ্যাচ্ছ্যামাকনৌবারান্ বিক্রমং চাজিনানি

হইয়া এই শিবস্থাপন করিলে, এই জন্ত ইহা জগতে
সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাতি লাভ করিবে। এই যে
পিতিকণ্ঠসমীপে ঋষিগণ কর্তৃক কুপ নিৰ্ম্মিত হই-
য়াছে, ইহা ‘ঋষিভীর্থে’ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। শ্রাদ্ধ,
দান বা পিতৃতৰ্পণ না করিলেও শুদ্ধ ভক্তির সহিত
এখানে স্নান করিলেই নর পিতৃগণ সহ মুক্তি
পাইবে। অসত্যভাবী বা পরনিন্দাকারী ব্যক্তিগণ
ঋষিভীর্থে স্নানমাত্রেই শুদ্ধ হইবে। বিষুব, মঘ-
স্করা, ও মাঘমাসীয় কৃতযুগাদ্যায় ঋষিভীর্থে স্নান
প্রশস্ত। যে নর শিবরাত্রিতে ঋষিভীর্থে স্নান ও
সিদ্ধেশ্বরলিঙ্গসমীপে বাস করে, তাহার আর তীর্থ-
স্তরের প্রয়োজন কি? হে মহাভাগগণ! নর
কল গ্রহণ করিয়া ঐ ভীর্থে গিয়া করে কুশ ধারণ-
পূর্ব্বক অর্ঘ্যদান করিবে; বলিবে,—এই সিদ্ধেশ্বর
সম্বিহিত পাপয় ঋষিভীর্থে দেবগণ ও যোগসিদ্ধ
মহর্ষিগণ এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এই বলিয়া
অর্ঘ্য দানান্তে যুক্তিকালস্তনপূরঃসর সমাহিতভাবে
স্নান, পিতৃ-দেব মনুষ্য-তৰ্পণ ও শ্রাদ্ধ সহিত পিতৃ-
শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা-
ব্যাপারে বিস্তারিত করিবে না। এই স্থানে রস

১। সপ্তধাত্বানি শালীংশ শক্ৰুশ্চ শুভ্রসংযুতান্ ।
২১ ॥ গন্ধমাল্যানি তাম্বুলং বস্ত্রাণি চ তথা পয়ঃ ।
এবং কৃত্বা সমগ্রঞ্চ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥
২২ ॥ পূজয়িত্বা মহাদেবং সিদ্ধেশ্বরমুপাতিতম্ ।
সকলং জন্ম মর্ত্যশ্চ জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ॥ ৩ ॥
যঃ স্নানং ঋষিভীর্থে তু পশ্যেৎ শিতিসিদ্ধেশ্বরং শিবম্ ।
পিতরস্তস্ত তুয্যন্তি তুয্যন্তি চ পিতামহাঃ ॥ ২৪ ॥
অপুত্রো পুত্রিণঃ স্নাত্তে পুত্রিণশ্চাপি পৌত্রিণঃ ।
নির্ধনা ধনবস্তশ্চ সিদ্ধেশ্বররতা নরাঃ ॥ ২৫ ॥
হৃদ্যং যতি বিলয়ং স্কৃতঞ্চ বিবর্জতে । ভবেন্ননো-
রধাবাপ্তিঃ প্রণতে সিদ্ধনায়েকে ॥ ২৬ ॥ ঋষিভীর্থে
নরঃ স্নানং দৃষ্ট্বা সিদ্ধেশ্বরং হরম্ । সর্বান কামান-
বাশ্নোতি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৭ ॥ শিবরাত্র্যাং
বিশেষেণ সিদ্ধেশঃ সম্প্রপূজিতঃ । যঃ যঃ কাময়েত
কামং তং দদাতি ন সংশয়ঃ । চিন্তামণিসমঃ স্বামী
কথবা চাক্ষয়ে নিধিঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রদ্ধাধ্যায়মিমং পুণ্যং
সর্বঘহরণং পরম্ । প্রয়াতি পরমং স্থানং মানবঃ
শ্রদ্ধাঘিতঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্কর ঋষিভীর্থেসিদ্ধেশ্বরমাংসজ্ঞান্যবর্ণনঃ
নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

যুক্ত কল সকল, স্ত্রীমাক, নৌবার, বিক্রম, অজিন,
সপ্তধাত্ব, শালি, শক্ৰু, শুভ্র, গন্ধ, মালা, তাম্বুল,
বস্ত্র, হৃদ্য, এই সকল বস্তু বিশেষভাবে দান করিবে।
নর এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিয়া কৃতকৃত্য হইবে।
উপাতি সিদ্ধেশ্বরকে পূজা করিলে মর্ত্যবাসীর
জন্ম সকল হয়। জীবন সুজীবন হইয়া থাকে।
ঋষিভীর্থে স্নান করিয়া যে নর সিদ্ধেশ্বর শিব দর্শন
করে, তাহার পিতৃপিতামহগণ পরিতু হন। সিদ্ধে-
শ্বরসেবক নরগণ অপুত্র হইলে পুত্রবান, পুত্রবান
হইলে পৌত্রসম্পন্ন এবং নির্ধন হইলে ধনবান
হইয়া থাকে। সিদ্ধেশ্বর নমস্কার করিলে হৃদ্যের
বিলয় ও স্কৃতের সঞ্চয় হয়; মনোরথপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে। নর ঋষিভীর্থে স্নান করিয়া সিদ্ধে-
শ্বরদেবের দর্শনে নিঃসংশয় সর্বকাম প্রাপ্ত হইয়া
থাকে; বিশেষতঃ শিবরাত্রিতে সিদ্ধেশ্বর প্রপূজিত
হইয়া আকাঙ্ক্ষিত সর্বকামই প্রদান করিয়া থাকেন।
তিনি চিন্তামণি তুল্য স্বামী, অক্ষয় অব্যয় নিধি-
স্বরূপ। এই সর্ব পাপহর পুণ্যাধ্যায় অবণ করিয়া
শ্রদ্ধালু মানব পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ১১—২৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ততো গচ্ছেদ্বিজশ্রেষ্ঠা গদা-
তীর্থমমৃতমম্ । যত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা লভেদ-
ভূদানজং ফলম্ ॥ ১ ॥ তর্পয়েৎপিতৃদেবাংশ্চ স্বয়ী-
শ্চৈব যথাক্রমম্ । শ্রাদ্ধঞ্চ কারয়েত্তত্র পিতৃণাং
তৃপ্তিহেতবে ॥ ২ ॥ গদাতীর্থে তু দেবেশং বিষ্ণু-
বারাহরূপিনম্ । সমভ্যর্চ্য নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে
মহীয়তে ॥ ৩ ॥ নাগতীর্থং ততো গচ্ছেৎসরঃ
পরমশোভনম্ । যত্র স্নাত্বা নরঃ সমাভূনাগলোক-
মবাণ্ধ্যাৎ ॥ ৪ ॥ ভদ্রতীর্থং ততো গচ্ছেৎসরস্ত্রিভুব-
নার্চিতম্ । স্নানমাত্রেণ লভতে তিলধেয়ফলং
নরঃ ॥ ৫ ॥ চিত্রাতীর্থং তাতা গচ্ছেৎ সরঃ পরমশো-
ভনম্ । স্নানমাত্রেণ লভতে স্মৃতধেয়ফলং নরঃ ॥
৬ ॥ যদা দ্বারাবতী বিপ্রা প্রাবিতা সাগরেণ হি ।
পুণ্যানি বহুতীর্থানি ছন্নানি জলপাণ্ডুতিঃ ॥ ৭ ॥
দৃশ্যানি কতিচিৎসস্তি হৃদৃশ্যাশ্চ পরাণি চ । তানি সর্বাণি
বিপ্রেস্তাঃ কথয়িষ্যামি সর্বতঃ ॥ ৮ ॥ চন্দ্রভাগাঃ ততো
গচ্ছেৎসর্বপাপপ্রণাশিনীম্ । যত্র স্নাত্বা নরো

ষোড়শ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর
নর অমৃতম গদাতীর্থে যাইবে। ঐ তীর্থে স্নান
করিয়া নর ভূদানজন্ত ফললাভ করিয়া থাকে।
নর ঐ তীর্থে পিতৃ দেব ও ঋবিগণের যথাক্রমে
তর্পণ করিবে; এবং পিতৃগণের তৃপ্ত নিমিত্ত
তঁাহাদের শ্রাদ্ধ বিধান করিবে। নর গদাতীর্থে
বরাহরূপী দেবেশ বিষ্ণুর ভক্তিপূর্বক অর্চনা
করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। অনন্তর নর পরম
শোভন নাগতীর্থে গমন করিবে। এই তীর্থ একটি
পরম শোভন সরোবর, এখানে স্নান করিলে নর
নাগলোক লাভ করে। অনন্তর ত্রিভুবনার্চিত
ভদ্রতীর্থে যাইবে। এখানে স্নানমাত্র তিল ধেয়ফল
লাভ হয়। অনন্তর পরম সুন্দর সরোবর—
চিত্রাতীর্থে যাইবে, এখানে স্নানমাত্র মানবের স্মৃত-
ধেয়ফল লাভ হয়। হে বিপ্রগণ! যখন দ্বারাবতী
পুরী সাগরজলে প্রাবিত হইয়াছিল, তখন জল ও
পাণ্ডুরাশি দ্বারা বহু পুণ্যতীর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া-
ছিল। তাহাতে কতকগুলি তীর্থ দৃশ্য এবং অস্তু
কতকগুলি অদৃশ্য হইয়া পড়ে। হে বিপ্রেস্ত্রগণ!
আমি সর্বতোভাবে দ্বারাবতীর সর্ব তীর্থবার্তাই
বলিতেছি। অনন্তর নির্ধল ছরিতকারিণী চন্দ্রভাগা

ভক্ত্যা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৯ ॥ দেবী চন্দ্রা-
র্চিতা যত্র যশোদানন্দনন্দিনী। কোমারিকা
শক্তিহস্তা খড়্গখেটকেধারিণী ॥ ১০ ॥ কেশাদিদৈতা-
দলিনী স্নাত্বা বৈ রামকৃষ্ণয়োঃ। যন্তা দর্শনমাত্রেণ
সর্বান কামানবাণ্ধ্যাৎ ॥ ১১ ॥ ততো গচ্ছেত বিপ্রেস্তা-
স্তীর্থং মহিষসংগ্রকম্। যন্তা দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে
সর্বপাতকৈঃ ॥ ১২ ॥ মুক্তিদ্বারং ততো গচ্ছেতীর্থং
পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৩ ॥ বসিষ্ঠেন সমানীতা মুনিনা
যত্র গোমতী। স্নাতো ভবতি গঙ্গায়াং যত্র স্নাত্বা
কলৌ যুগে ॥ ১৪ ॥ গোমতী নিঃসৃত্য যন্তাৎ
প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্। তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা অশ্ব-
মেধফলং লভেৎ ॥ ১৫ ॥ ভৃগুনা হি তপস্তপ্তং
স্থাপিতা যত্র চান্দিকা। ভূধার্কিতা ততো দেবী
প্রসিদ্ধা শ্রীযতে ক্রিতৌ ॥ ১৬ ॥ সংসিদ্ধিঃ পরমাং
যাতি যন্তাঃ সংস্রবণান্নরঃ। শিবলিঙ্গান্তনেকানি
যত্র সাস্ত্র্য মহীতলে ॥ ১৭ ॥ ততো গচ্ছেত বিপ্রেস্তাঃ
কালিন্দীসর উত্তমম্। কালিন্দী সূর্যাতনয়া সর-
শ্চক্রে বহুতমম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা

তীর্থে গমন করিবে! তথায় ভক্তি করিয়া স্নান
করিলে নর বাজমেধ-ফল প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে
চন্দ্রার্চিতা যশোদানন্দনন্দিনী দেবী কোমারিকা
খড়্গা-খেটকেধারিণী হইয়া শক্তিহস্তে বিরাজ করি-
তেছেন। এই দেবী রামকৃষ্ণের ভগিনী এবং
ইনিই কেশি প্রভৃতি দৈত্যকুলের দলিনী। ইহার
দর্শনমাত্রেই সর্বকাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই
তীর্থের পর মহিষতীর্থে গমন করিবে। ইহার
দর্শনমাত্রেই সর্বপাপ হইতে মুক্তি ঘটিয়া থাকে।
অনন্তর পাপহর তীর্থ মুক্তিদ্বারে যাইবে। মুনিবর
বসিষ্ঠ ঐ তীর্থে গোমতীকে আনয়ন করিয়াছিলেন
কলিযুগে গোমতীস্নানেই গঙ্গাস্নানফল লাভ হয়।
গোমতী যে স্থান হইতে নিঃসৃত এবং যেখানে
বরুণালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তথায় স্নান করিলে
নর অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। ভৃগু ঐ স্থানে
তপস্তা করিয়া অশ্বকাদেবীর প্রাতষ্ঠ্য করেন।
সেই জন্ত ঐ দেবী ভূতলে ভূধার্কিতা বলিয়া
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৬ নর ইহার স্রবণমাত্রেই
পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ঐ তীর্থে ভূপৃষ্ঠে
বহু শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। হে বিপ্রেস্ত্রগণ!
অনন্তর উত্তম কালিন্দী সরোবরে গমন করিবে।
সূর্য নন্দিনী কালিন্দী এই উত্তম সরোবর নির্মাণ
করেন। নর ভক্তিতে ঐ তীর্থে স্নান করিলে

ন দুর্গতিমবাণুয়াৎ । সাধুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ
সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৯ ॥ কৃতা শ্রাদ্ধং বিধিবল-
ভেদগোদানজঃ কলম্ ॥ ২০ ॥ গচ্ছেচ্চ শাক্করং
তীর্থং ততঃসৈলোক্যপাবনম্ । যত্র স্নাত্বা নরো
ভক্ত্যা লভেৎকল্মষবর্জকম্ ॥ ২১ ॥ ততো নাগসরো
গচ্ছেন্নীর্থং পাপপ্রণাশনম্ । পিতৃন সন্তর্প্য বিধি-
বদ্রাগলোকমবাণুয়াৎ ॥ ২২ ॥ লক্ষ্মীং নদীং ততো
গচ্ছেদ্রাচ্ছতীং সাগরং প্রতি । যত্রা দর্শনমাত্রেণ
মুচ্যতে সৰ্পপাতকৈঃ ॥ ২৩ ॥ শ্রাদ্ধে কৃতে হু
বিপ্রেস্ত্রাঃ পিতরো মুক্তিমাণুযুঃ । দানে মনোরথা-
বাঞ্ছিজ্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ কদ্বসরস্ততো
গচ্ছেন্নীর্থং পাপপ্রণাশনম্ । তর্পণে চ কৃতে শ্রাদ্ধে
হুগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥ কুশতীর্থং ততো
গচ্ছেৎ স্নাত্বা সন্তর্পয়েৎ পিতৃন । দানং দত্ত্বা যথা-
শক্ত্যা নির্মলং লোকমাণুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ দ্বায়তীর্থঞ্চ
তত্রৈব সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ । কৃতা শ্রাদ্ধঞ্চ তত্রৈব
বাজিমেষফলং লভেৎ ॥ ২৭ ॥ কুশতীর্থং ততো
গচ্ছেৎপিতৃণাং তৃপ্তিরক্ষয়া । যত্র শ্রাদ্ধান্তর্পণাচ্চ
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ জালতীর্থং ততো
গচ্ছেৎসৰ্পপাপহরং শুভম্ । দুর্কাসসা যত্র শপ্তাঃ

কোপাদ্ যত্কুমারকাঃ ॥ ২৯ ॥ দেবো জালে-
শ্বরস্তত্র সদ্ধত্ব উমাপতিঃ । জালেশ্বরঃনরো দৃষ্টা
সদ্যঃ পাপাৎপ্রমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ সম্পূজ্য দেবং
ভক্ত্যা চ শিবলোকমবাণুয়াৎ ॥ ৩১ ॥ চক্রবাসি-
শ্রুতীর্থঞ্চ ততো গচ্ছেদ্ধি মানবঃ । কৃতা স্নানং
পিতৃঃসন্তর্প্য বিষ্ণুলোকমবাণুয়াৎ ॥ ৩২ ॥ জয়ংকাক-
কৃতং তীর্থং সৰ্পপাপপ্রণাশনম্ । স্নাত্বা তত্র দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠা ন দুর্গতিমবাণুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥ ততো গচ্ছেদ্বিজ-
শ্রেষ্ঠাতীর্থং খঞ্জনকাভিধম্ । আসীৎখঞ্জনকো নাম-
দৈত্যশ্চাতিবলাদ্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ খঞ্জনকং তীর্থং
তস্ত্র নায়েতি বিষ্ণুতম্ । তত্র স্নাত্বা নরো যাতি
সোমলোকং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ সন্তি তীর্থান্তনে-
কানি শ্রুতগুণানি দ্বিজোক্তাঃ । তানি গচ্ছেদু
বিপ্রেস্ত্রাঃ সৰ্পপাপাহরতয়ে ॥ ৩৬ ॥ ততো গচ্ছে-
দ্বিজশ্রেষ্ঠাতীর্থমানকহৃদুভেঃ । শুরতীর্থং পরমকং
গদীতীর্থমতঃপরম্ ॥ ৩৭ ॥ গাবল্লগপ্ত তীর্থঞ্চ
অক্রুরস্ত মহাশ্বনঃ । বলদেবস্ত তীর্থঞ্চ উগ্রসেনস্ত
চাপরম্ ॥ ৩৮ ॥ অর্জুনস্ত চ তীর্থঞ্চ সুভদ্রাতীর্থমেব
চ । দেবকীতীর্থমাদ্যস্ত্র রোহিণীতীর্থমেব চ ॥ ৩৯ ॥
উদ্ধবস্ত চ তীর্থঞ্চ সারঙ্গাখ্যং তথৈব চ ।

দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না । অনন্তর সৰ্পপাপহর সাধু-
তীর্থে যাইবে । এখানে শ্রাদ্ধ করিয়া গোদানফল
লাভ করে । অতঃপর ত্রিলোকপাবন শক্কর তীর্থে
যাইবে । হেথায় স্নান করিলে নর বহু সুবর্ণ লাভ
করে । পরে পাপহর নাগসরোবরে যাইবে । এই
তীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিলে নাগলোক লাভ
হইয়া থাকে । অনন্তর সাগরগামিনী লক্ষ্মী নদীতে
গমন করিবে । ইহার দর্শনমাত্রেই সৰ্প পাতক
হইতে মুক্তি হয় । এখানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ মুক্তি
পাইয়া থাকেন । দান করিলে মনোরথপ্রাপ্তি
হয়, এ কথা নিঃসংশয় । অনন্তর পাপহর কদ্ব-
সরঃ তীর্থে গমন করিবে । হেথায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ
করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয় । অনন্তর কুশ-
তীর্থে গিয়া স্নান, পিতৃতর্পণ ও যথাশক্তি দান
করিবে । এই সকল অনুষ্ঠানের ফলে নির্মল
লোক লাভ হইবে । অনন্তর পাপহর দ্বায়তীর্থে
প্রয়াণ করিবে । তথায় শ্রাদ্ধ করিলে বাজিমেষ-
ফল লাভ হইবে । অতঃপর পুনরায় কুশতীর্থ
যাইবে । এখানে গিয়া শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিলে পিতৃ-
গণের অকুয়া তৃপ্তি হয় । অনন্তর সৰ্পপাপহর
শুভ জালতীর্থে যাইবে । এই স্থানেই দুর্কাসা

সক্রোধে বহুকুমারদিগকে শাপ দিয়াছিলেন । এই
তীর্থে উমাপতির 'জালেশ্বর' নামে এক লিঙ্গ
আছে ; তদর্শনে নর সদ্যঃ পাপমুক্ত হয় । ঐ লিঙ্গ
দেবের পূজা করিলে শিবলোক লাভ হইয়া থাকে ।
অনন্তর মানব 'চক্রবাসী'শ্রুতীর্থে গমন করিবে ।
এখানে স্নান-তর্পণ করিয়া নর বিষ্ণুলোক লাভ
করিয়া থাকে । অনন্তর নর জয়ংকাককৃত তীর্থে
গমন করিবে । এই তীর্থ সৰ্পপাপনাশক । এখানে
স্নান করিলে নর দুর্গতি লাভ করে না ॥ ১৭—৩৩ ॥
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! অতঃপর নর খঞ্জনকাভিধ তীর্থে
গমন করিবে । সেখানে অতিবলশালী খঞ্জনক
নামে এক দৈত্য ছিল । এই জন্তই এই
তীর্থের নাম 'খঞ্জক' হইয়াছে । এখানে স্নান করিয়া
নর সোমলোক প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! এইরূপ শ্রুতগুণ বহুতীর্থ বিদ্যমান
আছে । জনগণ সৰ্প পাপাপনোদনের জন্ত এই
সকল তীর্থে গমন করিবে । অতঃপর নরগণ
পরপর ভাবে আনকহৃদুভিতীর্থ, শুরতীর্থ, গদা-
তীর্থ, গাবল্লগপ্ততীর্থ, অক্রুরতীর্থ, বলদেবতীর্থ,
উগ্রসেনতীর্থ, অর্জুনতীর্থ, সুভদ্রাতীর্থ, দেবকীতীর্থ,
রোহিণীতীর্থ, উদ্ধবতীর্থ, সারঙ্গতীর্থ, সত্যভামাতীর্থ,

সত্যভামাকৃতং তীর্থং ভদ্রাতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৪০ ॥
জামদগ্ন্যস্ত তীর্থং তু রামস্ত চ মহান্বনঃ । ভাস-
তীর্থঞ্চ তত্রৈব শুকতীর্থমতঃ পরম্ ॥ ৪১ ॥ কর্দমস্ত
চ তীর্থস্ত কপিলস্ত মহান্বনঃ । সোমতীর্থঞ্চ তত্রৈব
রোহিণীতীর্থমেব চ ॥ ৪২ ॥ এতান্ততানি সংক্ষেপা-
ন্যমা বঃ কথিতানি চ । সৰ্বপাপহরণীহ মোক্ষানি
ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রচ্ছন্নানি দ্বিজবরাস্তীর্থানি কলি-
সংক্রমে । প্রাবিতানি সমুদ্রেণ পাংসুনাপ্যদকেন
চ ॥ ৪৪ ॥ এতন্ময়া বঃ কথিতং সংক্ষেপাতীর্থবিস্ত-
রম্ । আশ্রয়প্রজ্ঞানুমানেন কিমন্তজ্জোতুমিচ্ছথ ॥
৪৫ ॥ শৃণুয়াৎ পরম্বা ভক্ত্যা তীর্থযাত্রামিমাং দ্বিজাঃ ।
সৰ্বপাপবিনির্মুক্তো বিমূলোকঃ স গচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥

ইতি ত্রীকান্দে তীর্থরুদ্ৰমাহাশ্রাবর্ণনং নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । কুহাভিষেকং তীর্থেষু যথা-
বদন্তদক্ষিণঃ । পূজয়েচ্চ ততো দেবং কৃৎপায়াং
পুরুষং পরম্ ॥ ১ ॥ ঋষয় উচুঃ । পূজাবাধং তু

ভদ্রাতীর্থ, জামদগ্ন্যতীর্থ, রামতীর্থ, ভাসতীর্থ,
শুকতীর্থ, কর্দমতীর্থ, কপিলতীর্থ, সোমতীর্থ ও
রোহিণীতীর্থ, এই সকল অস্তান্ত আরও তীর্থ
আছে; কিন্তু আমি আপনাদিগকে সংক্ষেপে
এই কতিপয় মাত্র বলিলাম । হে দ্বিজবরগণ! এই
সকল তীর্থ সৰ্বপাপহর ও মোক্ষদ; ইহাতে কোন
সংশয় নাই । কিন্তু অধুনা এই তীর্থসমুদয় কলি-
প্রভাবে প্রচ্ছন্ন, সাগরপ্রাবিত ও পাংশুচ্ছন্ন হই-
য়াছে । এই আমি সংক্ষেপে আপনাদের নিকট
যথাজ্ঞান তীর্থ সকল কীৰ্ত্তন করিলাম, অধুনা আর
কি শুনিতে ইচ্ছা করেন? হে দ্বিজগণ! মানব
পরমভক্তি সহকারে এই তীর্থযাত্রাবিবরণ শ্রবণ
করিবে । এরূপ করিলে তাহার সৰ্বপাপনিম্মুক্ত
হইয়া বিমূলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৪—১৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যথাবিধি দক্ষিণা দানপূৰ্ব্বক
তীর্থসমূহে অভিব্যেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পরম-
পুরুষ ত্রীকৈক্যের পূজা করিবে । ঋষিগণ বলি-

কৃৎপায়াং শ্রোতুকামাঃ সমাসতঃ । কথয়াবরণোপেতঃ
যথাবদৈতাস্তম ॥ ২ ॥ দ্বারপালাশ্চ কে তত্র কঃ
পূৰ্ব্বং কণ্ঠ পৃষ্ঠতঃ । পুরীয়ঃ সৰ্বতো দৈত্যা তিষ্ঠতে
কেন পালিতা ॥ ৩ ॥ আশ্রুপূৰ্ব্বাৎ সমাসেন পূজ-
নৌয়া যথাবিধি । কথয়স্ব বিধিভ্রোহসি কৃৎকৈকচরণ-
প্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ ত্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । ঋষয়াং পূজনং
বিপ্রাঃ ক্ষতপূৰ্ব্বং বিধানতঃ । কলৌ কৃৎপায়াং বিপ্রেন্দ্রা
যথাবদশ্রুপূৰ্ব্বাৎ ॥ ৫ ॥ পূৰ্ব্বদ্বারস্থিতান্ দেবান্
শৃগধ্বং স্মসমাহিতাঃ । জয়ন্তঃ প্রথমঃ পূজ্যঃ সৰ্ব-
পাপহরঃ শুভঃ ॥ ৬ ॥ স্থাপিতো দেবরাজেন
পূজার্থঃ কেশবস্ত হি । তন্তৈবাহুচরান্ বক্ষ্যে
তান্নিবোধত সন্তমাঃ ॥ ৭ ॥ বজ্রনাভঃ সুনাতশ্চ
বজ্রবাহুর্মহাহুঃ । বজ্রদংষ্ট্রো বজ্রধারী বজ্রহা বজ্র-
লোচনঃ ॥ ৮ ॥ শ্বেতমূৰ্দ্ধা শ্বেতমালী জয়ন্তাহুচরাস্ত
তে । এতে শত্রোদ্যাতকরা রক্ষন্তে তমহর্নিশম্ ॥
৯ ॥ পূৰ্ব্বদ্বারে স্মসরদ্ধা জয়ন্তোদ্যোদ্যকারিণঃ ।
পূৰ্ব্বদ্বারে চ রক্ষার্থঃ নরনাথো বিনায়কঃ ॥ ১০ ॥
তরুণার্কশ্চ বৈ সূর্য্যো দেবো বৈ সহমাতরঃ । দৈবর-
শ্চাপি দুর্কাসা নাগরাজস্ত তক্ষকঃ ॥ ১১ ॥ সেনানীঃ

লেন,—হে দৈত্যাস্তম! আপনি ত্রীকৈক্যের আব-
রণোপেত পূজাবিধি আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করুন,
আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। হরিপুরের দ্বারপাল
কাহার? কেই বা ঐ পুরীর পূৰ্ব বা পশ্চাভাগ
রক্ষা করে এবং কোন্ কর্তৃকই বা ঐ পুরীর সৰ্বত্র
সুরক্ষিত হয়—হে দৈত্যাস্তম! এই সকল আপনি
সংক্ষেপে বলুন; কারণ—আপনি বিধিজ্ঞ ও
কৃৎকৈকচরণপ্রিয় । প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!
শ্রবণ করুন, আমি পূর্বে যাং হরির পূজাবিধি
আশ্রুপূৰ্ব্বক শুনিয়াছিলাম, কীৰ্ত্তন করিতেছি ।
কলিতে কৃৎকৈক্যের পূৰ্ব্বদ্বারে যে যে দেবতা আছেন,
প্রণিধানপূৰ্ব্বক শ্রবণ করুন । প্রথমে জয়ন্তকে পূজা
করিবে । ইনি সৰ্ব পাপহর শুভকর । কেশবের
পূজার নিমিত্ত দেবরাজ ইহাকে স্থাপন করেন ।
হে সন্তমগণ! তাহার অহুচরদিগের কথা বলিতেছি
শ্রবণ করুন । বজ্রনাভ, সুনাত, বজ্রবাহু, মহাহু,
বজ্রদংষ্ট্র, বজ্রধারী, বজ্রহা, বজ্রলোচন, শ্বেতমূৰ্দ্ধা, ও
শ্বেতমালী, ইহারা জয়ন্তের অহুচর । এই সকল
অহুচর সৰ্বদাই শত্রোদ্যাতকরে তাহার রক্ষা
বিধান করে । জয়ন্তের আজ্ঞাকারী হইয়া ইহারা
পূৰ্ব্বদ্বারে স্মসরদ্ধা আছে । পূৰ্ব্বদ্বারের রক্ষার্থ
নরনাথ বিনায়ক, তরুণার্ক সূর্য্য, মাতৃগর্গন সহ দেবী-

কার্তিকেয়শ্চ রাক্ষসশ্চ মহাহতুঃ । তত্র দীর্ঘন্থো
নাম দানবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১২ ॥ বিশ্বাবশুশ্চ
গন্ধর্বো মেনকা চ বরাপরাঃ । সনৎকুমারসহিতো
বসিষ্ঠো ভগবানুযিঃ ॥ ১৩ ॥ এতে পূজ্যাঃ পূর্বতন্ত
স্ত্রোগোধশ্চ মহাক্রমঃ । পূর্বদ্বারস্থিতা হেত আশ্র-
য়ান্ শৃণুতাথ মে ॥ ১৪ ॥ জালামুখোহথ রক্তাক্ষঃ
শ্মশাননিলায়ঃ ক্রথঃ । মাংসাদো কুধিরাহাঃ
কুব্জঃ কুব্জজটাধরঃ ॥ ১৫ ॥ জ্ঞাসনো ভগ্ননৈশ্চৈব
হায়েয্যাং দিশি সংস্থিতাঃ । দিশং রক্ষন্তি
সন্নদা দক্ষিণাং শৃণুতাথ মে ॥ ১৬ ॥ দণ্ড
পাণির্মহানাদঃ পাশহন্তঃ সুলোচনঃ । অনিবর্ত্য
ক্রমশ্চৈব তথা হৃদুভিনিষ্মনঃ ॥ ১৭ ॥ ধরশ্বনো
ঘর্ঘরবাক্ত্রা মৌনপ্রিয়ঃ সদা । মল্লিকাশ্চ এতেষাং
প্রণতো দ্বারপালকঃ ॥ ১৮ ॥ দক্ষিণদ্বাররক্ষার্থং হৃদু-
ভিশ্চ বিনায়কঃ । মহিষাক্ষশ্চ বৈ সূর্য্যো ভূষণশ্চ তথৈ-
শ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ চণ্ডিকা চ তথা দেবী হৃদ্ববাহুশ্চ রাক্ষসঃ ।
পদ্মাক্ষঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নাগশ্চাঋতরস্তথা ॥ ২০ ॥ চিত্রা
জদশ্চ গন্ধর্ব উর্কনী চ বরাপরাঃ । যো রাজা সর্ব
রক্ষাণাং শালশ্চাপি মহাক্রমঃ ॥ ২১ ॥ সনাতন
ঋষিশ্রেষ্ঠো অগস্ত্যশ্চ মহাতপাঃ । এতে যাম্যাদিশি
দ্বারং রক্ষন্তি সুনমাহিতাঃ ॥ ২২ ॥ গীতকুম্ভকো

নয়ঃ কদলী দহনপ্রিয়ঃ । হসনো নেত্রভঙ্গশ্চ ক্রবি-
কারো বিজৃম্বকঃ ॥ ২৩ ॥ মুঘলী প্রভুরেতেষাং সন্নদো
বর্ততে দ্বিজাঃ । রক্ষন্তি নৈঋতীমাশাং পশ্চিমাং
শৃণুতাপরান ॥ ২৪ ॥ ঋত্বিকঃ শঙ্খমূর্দ্ধা চ নীলবাসাঃ
সুভাননঃ । পাশহন্তঃ শূলহন্ত একপাদেকলোচনঃ ॥
২৫ ॥ পশ্চিমায়াং দিশি তথা পুষ্পদন্তো বিনায়কঃ ।
উদ্ধবাক্ষশ্চ বৈ সূর্য্যঃ শিবঃ সত্রাজিতেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
তুহুর্কার্যম গন্ধর্বো স্মৃতাচৌ চ বরাপরাঃ । মহো-
দরশ্চ নাগেল্লো রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ২৭ ॥
দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম ঋষিঃ কস্তপ এব চ । দেবী
কপালিনী নাম অশ্বখম্ব মহাক্রমঃ ॥ ২৮ ॥ কপিলঃ
ক্ষেত্রপালশ্চ প্রতীচীঃ পাণ্ডি বৈ দিশম্ । নম-
স্কার্যাস্তথা পূজ্যা বায়বাং শৃণুতাপরান ॥ ২৯ ॥
ভগ্ননো ভৈরবশ্চৈব কালিকোহথ ঘটোদরঃ । ঋদ্ধা-
কামর্দনঃ পিঙ্গো কুব্জঃ সর্বভূজো ব্রহ্মী ॥ ৩০ ॥
সুপার্শ্বঃ প্রভুরেতেষাং সন্নদঃ পালয়ন দিশম্ ।
উদীচ্যাং দিশি বিপ্রেল্লো শ্রামলশ্চ গণাধিপঃ ॥ ৩১ ॥
মহন্তকো বিরূপাক্ষো গোলকঃ শ্বেতসম্প্লুতঃ ।
উন্নতঃ প্রভুরেতেষামুদীচ্যাং পালয়ন দিশম্ ॥ ৩২ ॥
মূলস্থানশ্চ বৈ সূর্য্য ইন্দ্রেশশ্চ মহেশ্বরঃ । দেবী
কণ্ঠেশ্বরী নাম ক্ষেত্রপালশ্চ ধ্বজনঃ ॥ ৩৩ ॥ বাসুকি-

গণ, ঈশ্বর, হুর্কীসা, নাগরাজ তক্ষক, সেনানী
কার্তিকেয়, রাক্ষস মহাহতু, দীর্ঘনথ নামক দানব,
বিশ্বাবশু নামক গন্ধর্ব, মেনকানায়ী বরাপরা এবং
সনৎকুমারসমভিব্যাহারী ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি
অবস্থিত । ইহার এবং মহাক্রম স্ত্রোগোধ পূর্বদ্বারে
পূজনীয় । এই সকল পূর্বদ্বারস্থিতদিগের
কথা বলা হইল ; অতঃপর অগ্নিকোণস্থদিগের
কথা কহিতেছি । জালামুখ রক্তাক্ষ, শ্মশাননিবাস
ক্রথ, মাংসাদ, কুধিরাহার, কুব্জবর্ণ, কুব্জজটাধর,
জ্ঞাসন ও ভগ্নন, ইহার অগ্নিকোণে অবস্থিত ।
একগণে দক্ষিণদিক্রক্ষাকারীদিগের নাম শ্রবণ
করুন,—দণ্ডপাণি, মহানাদ, পাশহন্ত, সুলোচন,
অনিবর্ত্যক্রম, হৃদুভিনিষ্মন, ধরশ্বন, ঘর্ঘরবাক্ ও
মৌনপ্রিয় ; মল্লিকাশ্চ ইহাদের প্রণত দ্বারপাল ।
হৃদুভি, বিনায়ক, মহিষাক্ষ, সূর্য্য, ভূষণ, ঈশ্বর, দেবী
চণ্ডিকা, রাক্ষস উর্কবাহু, ক্ষেত্রপাল পদ্মাক্ষ, নাগ
অশ্বতর, গন্ধর্ব চিত্রাজদ, বরাপরা উর্কনী, বৃক্ষ-
রাজ মহাক্রম শাল ও ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাতপা অগস্ত্য,
ইহার সুনমাহিতভাবে যাম্যাদিক্ রক্ষা করিয়া
ধাকেন । গীতকুম্ভ, নর্তক, নয়, কদলী, দহন-

প্রিয়, হনন, নেত্রভঙ্গ, ক্রবিকার ও বিজৃম্বক,
এবং ইহাদের প্রভু মুঘলী, ইহারাই নৈঋত-
দিকের রক্ষক । একগণে পশ্চিমদিকস্থিত রক্ষক-
দিগের নাম শ্রবণ করুন । ১—২৪ । ঋত্বিক, শঙ্খ-
মূর্দ্ধা, নীলবাসা, সুভানন, পাশহন্ত, শূলহন্ত, এক-
পাদ, একলোচন, বিনায়ক, পুষ্পদন্ত, উদ্ধবাক্ষ,
সূর্য্য, সত্রাজিতেশ্বর শিব, তুহুর্কার্য নামক গন্ধর্ব,
স্মৃতাচৌ নায়ী বরাপরা, মহোদরাস্থ নাগেল্ল,
ঘটোৎকচাস্থ রাক্ষস, পঞ্চজন দৈত্য, কস্তপ ঋষি,
কপালিনী দেবী, মহাক্রম অশ্বখ এবং কপিলাস্থ
ক্ষেত্রপাল, প্রতীচী দিক্ রক্ষা করিতেছেন । ইহা-
দিগকে নমস্কার ও পূজা করা কর্তব্য । একগণে
বায়ুকোণস্থ দ্বাররক্ষীদিগের নাম শ্রবণ করুন ।
ভগ্নন, ভৈরব, কালিক, ঘটোদর, ঋদ্ধকামর্দন, পিঙ্গ,
কুব্জ, সর্বভূজ, ব্রহ্মী, এবং ইহাদের প্রভু সুনজ্জিত
সুপার্শ্ব, ইহার বায়ুকোণ রক্ষা করিতেছে । হে
বিপ্রেল্লগণ ! গণাধিপ শ্রামল, মহন্তক, বিরূপাক্ষ,
গোলক, শ্বেতসম্প্লুত এবং ইহাদের প্রভু উন্নত
ইহার উদীচী দিক্ রক্ষা করিতেছে । মূলস্থান, সূর্য্য,
ইন্দ্রেশ, মহেশ্বর, দেবী কণ্ঠেশ্বরী, ক্ষেত্রপাল ধ্বজন,

নাগরাজশ্চ কুর্শ্চপৃষ্ঠশ্চ দানবঃ । সনকশ্চ ঋষিশ্চেষ্ঠে ।
গোলকো রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৪ ॥ নারদো নাম গন্ধর্বে ।
রক্তা চৈব বরাপরাঃ । এতে পূজ্যঃ প্রযত্নেন
প্রক্ষো নাম মহাজন্মঃ ॥ ৩৫ ॥ যক্ষেশ্চ সবিভা নাম
জ্ঞানঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ । ঐশান্যং দিশি বিপ্রেক্ষ্যঃ
স্থিতা যে তান্ বদাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ হর্দরো ভৈরবা-
রাবঃ কিষ্কিন্দীকো মহাবলঃ । করালো বিকটো
মূলো বলিভূক্তো বলিপ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ এতেষাং
ক্ষেত্রপালানাং সন্তীর্ণাঞ্চ দ্বিজোত্তমাঃ । নেতা
প্রভুশ্চ স্বামী চ জয়ন্তঃ পালকস্তথা ॥ ৩৮ ॥ নিগূহ-
ত্যঙ্গুগুহ্যতি রক্ষিতা পুরবাসিনাম্ । জয়ন্তাদেশ-
মাধায় তে হুন্তান ঘাতয়ন্তি চ ॥ ৩৯ ॥ নাগস্থলস্থিতঃ স্বামী
জয়ন্তঃ পালকঃ সদা । নাগরাজৈঃ পরিবৃত্তঃ পূজ-
নীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥ মাংসপ্রিয়মুখাশ্চৈত ঐশানীঃ
পাশ্চি বৈ দিশম্ । সহস্রশীর্ষকো দেবঃ শেষো নাগ-
স্থলস্থিতঃ । অনন্তো বাসুকিশ্চৈব তক্ষকঃ পদ্ম
এব চ ॥ ৪১ ॥ শঙ্খঃ কঙ্কলকশ্চৈব নাগচ্যবতর-
স্তথা । মুক্তকঃ কালিয়শ্চৈব জনকোহথাপরাজিতঃ ॥
৪২ ॥ কর্কোটকমুখা নাগাস্তে চ সন্তি সহস্রশঃ ।
তে পূজ্য গন্ধপুষ্পৈশ্চ বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥ ৪৩ ॥
পায়সেন চ মাংসেন হুস্তাদৈঃ সুরয়া তথা । ততঃ
সম্পূজ্য দেবেশং জয়ন্তঃ রক্ষিণাং বরম্ ॥ ৪৪ ॥

বাসুকি নাগরাজ, দানব কুর্শ্চপৃষ্ঠ, ঋষিশ্চেষ্ঠ সনক, রাক্ষস
গোলক, গন্ধর্ব নারদ, বরাপরা রক্তা, প্রক্ষ নামক
মহাজন্ম, সবিভা নামক যক্ষেশ ও জ্ঞান ইহারা প্রযত্ন-
পূজ্য । হে বিপ্রেক্ষগণ! এই আমি ঐশানকোণস্থিত
দ্বারপালগণের কথা বলিলাম । হর্দর, ভৈরবাব
মহাবল কিষ্কিন্দীক, করাল, বিকট, মূল, বলিভূক্ত,
ও বলিপ্রিয়, জয়ন্ত এই সকল সন্তীর্ণ দ্বারপালগণের
নেতা, স্বামী, প্রভু, পালক, ও নিগূহ্যগুহ্যকর্তা ।
ইনিই পুরাবাসীদিগের রক্ষা বিধান করেন । উক্ত
দ্বারপালগণ ইহারই আদেশে হুন্তগণকে নিহত
করেন । স্বামী ও পালক জয়ন্ত নাগরাজপরিবৃত্ত
হইয়া সর্বদা নাগস্থলে অবস্থান করেন । ইনি
পূজনীয় । মাংসপ্রিয়মুখগণ ঐশানাদি পালন
করে । সহস্রশীর্ষক দেব শেষ নাগস্থলে অবস্থিত ।
জয়ন্ত, বাসুকি, তক্ষক, পদ্ম, শঙ্খ, কঙ্কল, অশ্বতর,
মুক্তক, কালিয়, জনক, অপরাজিত, ও কর্কোটক
প্রভৃতি সহস্র সহস্র নাগ আছে । গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ
বলি পায়স মাংস সুরা ও অন্নাদি দ্বারা ইহাদের
পূজা করা কর্তব্য । অনন্তর পুষ্পোপহার, ও ধূপ

গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপবস্ত্রাদিভূষণৈঃ । ততো গচ্ছে-
দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ । সম্পূজ্যঃ প্রথমঃ
তত্র গণেশো কক্ষিসংযুক্তকঃ ॥ ৪৫ ॥ ঋষয়
কথং স কক্ষিদৈত্যোস্তে । যো হুন্তো গণতাং গতঃ ।
সাক্ষাৎভগবতো দ্বারি প্রত্যাহং পূজ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ । কৃষ্ণায় কক্ষিণীঃ দাতুং যদা
ভীষক উদ্যতঃ । তদেধাং কোধসংযুক্তো কক্ষী
দৈত্যমমন্তত ॥ ৪৭ ॥ যদা জহাঃ ভগবান্ কক্ষিণী-
মধিকালয়াৎ । সর্বান বিজ্ঞাব্য বৈ ভূপান জরাসন্ধ-
মুখান রণে ॥ ৪৮ ॥ তদা কক্ষী মহাবাহুভীষকস্ত স্তুতো
বলী । নাহবা বিনিবর্তিষ্যে তমহং যাদবং রণে ॥
৪৯ ॥ প্রতিজ্ঞাং সর্বভূপানাং শৃণুতাং কৃতবান্
দ্বিজাঃ । এবমুকা স সন্নকো যুদ্ধায় পরিধাবিতঃ ॥ ৫০ ॥
অক্ষৌহিণ্যা বলে নৈবায়ুধ্যাং কৃষ্ণেন ভো দ্বিজাঃ ।
স বৃধ্যমানঃ কৃষ্ণেন বধ্যমানো হতোজসঃ ॥ ৫১ ॥
বন্ধো ভগবতা তত্র কক্ষী বৈরূপ্যমেব চ । রামেন
বন্ধনামুক্তো মরণায় মতিং দধৌ ॥ ৫২ ॥ কক্ষিণী
ভ্রাতরং দৃষ্টা মরণে কৃতনিশ্চয়ম্ । উবাচ কৃষ্ণ
বৈদভী ভ্রাতরং হানয়স্ব মে ॥ ৫৩ ॥ ততস্তৎপ্রিয়-
বস্ত্রাদি ভূষণ দ্বারা রক্ষিবর জয়ন্তের পূজা করিয়া
মানব গণেশপূজনানন্তর দেবকীনন্দন কৃষ্ণসমীপে গমন
করিবে, গিয়া প্রথমে কক্ষি নামক গণেশের পূজা
করিবে । ২৫—৪৫ । ঋষিগণ বলিলেন,—হে দৈত্য-
সন্তম! গণেশপ্রাপ্ত হুন্ত কক্ষিদৈত্যোস্তে কিজন্ত সাক্ষাৎ
ভগবানের দ্বারে নিত্য পূজিত হয়? শ্রীপ্রহ্লাদ বলি-
লেন,—যখন ভীষক কক্ষিণীকে ক্রকর করে সম্প্রদান
করিতে উদ্যত হন, তখন কক্ষী তৎপ্রতি দ্বেষ
বশতঃ দৈত্যকে মনস্ক করেন । পরে ভগবান যখন
জরাসন্ধ প্রমুখ নৃপতিগণকে সমরে বিজ্ঞাবিত করিয়া
অধিকালয় হইতে কক্ষিণীকে তরণ করেন, তখন
মহাবাহু ভীষকস্তুত বলবান্ কক্ষী সর্বনৃপতিসমক্ষে
এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি এই যাদবকে
রণে নিহত না করিয়া বিনিবর্তিত হইব না । এই
বলিয়া কক্ষী সন্নক হইয়া অক্ষৌহিণী বল সমভি-
বাহারে যুদ্ধার্থ পরিধাবিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । পরে যুদ্ধ করিতে করিতে
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বধ্যমান ও হতোজা হইয়া অবশেষে
বন্ধ হইলেন । অতঃপর তিনি রাম কর্তৃক বন্ধনমুক্ত
হইয়া মরণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন । এদিকে
কক্ষিণীও ভ্রাতাকে মারবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয়
দেখিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—আমার ভ্রাতাকে
আনিয়া দাও । হে বিপ্রগণ! এই জন্ত

কামার্মমুখ্যস্ত জনান্দনঃ । চকার পার্শদাং মধ্যে
প্রবরং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ এতস্মাৎ কারণাদ্বিপ্রাঃ
প্রথমং পূজ্যতে সদা । গন্ধপুষ্পকটুতবৈশ্বোদকস্তং
প্রতর্পয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন তুষ্টে জগন্নাথস্তুষ্টৌ
ভবতি নাশ্তথা ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবৎপরিচারকবর্গকথনপূর্বক-
কল্পিগর্গপরিহারকৃতান্তবর্ণনং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । পূজয়েদগ্ননাথং তং কল্পিৎ
কল্পভূতম্ । তুর্দাসসঃ চ কৃষ্ণঃ চ বলভদ্রঃ চ
ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥ যজতোকো মহাযজ্ঞেঃ সম্পূর্ণবর-
দক্ষিণেঃ । একঃ পশুতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যকলৌ
হি তো ॥ ২ ॥ বাপীকূপতড়াগানি করোত্যেকঃ সমা-
হিতঃ । একঃ পশুতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্যকলৌ
হি তো ॥ ৩ ॥ গোভূতিলহিরণ্যাদি দদাত্যেকো
দিনেদিনে । একঃ পশুতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্য-
কলৌ হি তো ॥ ৪ ॥ প্রাণায়ামাদিসংযুক্তো জপ-
ধ্যানপরায়ণঃ । একঃ পশুতি দেবেশং কৃষ্ণং তুল্য-
কলৌ হি তো ॥ ৫ ॥ জাহুব্যাদিষু তীর্থেষু
শুশ্রাসত্যেকঃ সমাহিতঃ । একঃ পশুতি দেবেশং

কল্পিণীকে সম্মানিত করিয়া তাঁহার প্রিয় কামনা
পার্ষদমধ্যে কলৌকে প্রবরবিঘ্ননাশন করিলেন ।
এই জন্তই কলৌ গন্ধপুষ্প অক্ষত বস্ত্র মোদকাদি
দ্বারা প্রথমে পূজিত হন । উক্ত বিঘ্ননাশন পূজিত
হইলে জগন্নাথ তুষ্ট হন, কদাচ ইহার অন্তথা
হয় না ॥ ৫৬—৫৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—মানব পূর্বোক্ত গণনাথ
কলৌ, তুর্দাসা, কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে ভক্তিপূর্বক পূজা
করিবে । যদি একজন সম্পূর্ণদক্ষিণ মহাযজ্ঞ
করে—সমাহিত হইয়া বাপী-কূপ-তড়াগ প্রতিষ্ঠা
করে—প্রতিদিন গো-ভূ-তিল-হিরণ্য দান করে—
প্রাণায়ামাদিযুক্ত হইয়া জপ-ধ্যান-পরায়ণ হয়, অথবা
জাহুবী প্রভৃতি তীর্থে সমাহিতভাবে স্নান করে,
আর একজন যদি দেবেশ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে,

কৃষ্ণং তুল্যকলৌ হি তো ॥ ৬ ॥ ত্রিভিক্রমণে-
র্ধেন বিক্রান্তং ভুবনত্রয়ম্ । ত্রিভিক্রমঞ্চ তং দৃষ্টৌ
মুচ্যতে পাতকত্রয়াৎ ॥ ৭ ॥ স্বয়ং উচুঃ । কথং
ত্রৈবিক্রমৌ মূর্তিরাগতেষাং ধরাতলে । কলাস্তাসাচ্চ
কৃষ্ণঃ ক দেয়ঃ প্রাপ্তবত্যথ ॥ ৮ ॥ দৈত্য সংশয়-
মস্মাকং ছেতুমর্হন্তশেষতঃ । তুর্দাসসচ্চ কৃষ্ণস্ত
সম্ভবঃ কথ্যতামিতি ॥ ৯ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্যাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠা যথা মূর্তিঃ ত্রৈবিক্রমৌ । তুর্দা-
সসা সমাযুক্তা সমুতা ধরণীতলে ॥ ১০ ॥ পূর্বং
কৃতযুগান্তান্তে বলিনা চ পুরন্দরঃ । নির্জিত্য
ভংশিতঃ স্থানাতদর্থঃ মধুসূদনঃ ॥ ১১ ॥ কস্তপাধা-
মনো জজ্ঞে ততোহভূচ্চ ত্রিভিক্রমঃ । ত্রিভিঃ
ক্রমেণ্ডিতীলোকান ক্রমা মধুহা হরিঃ ॥ ১২ ॥ বলিৎ
চকার ভগবান্ পাতালতলবাসিনম্ । তক্ত্যা
অনন্তয়া কৃষ্ণো দৈত্যেন পরিতোষিতঃ ॥ ১৩ ॥
স্বয়ং চৈবাবসন্তত্র তক্ত্যা ক্রীড়ো হরিস্তদা ।
অনুগ্রহায় ভগবান্ স্বারপালো বভূব হ ॥ ১৪ ॥
তুর্দাসাশ্চাপি ভগবানাভ্রয়ো মুনিসন্তনঃ । অট-
ন্তৌর্ধানি মোক্ষার্থ মূর্তিক্ষেত্রমচিস্তয়ৎ ॥ ১৫ ॥

তাহা হইলে এতদ্বয়ের কল তুল্যই হইয়া থাকে ।
যিনি ত্রিপদবিক্ষেপে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন,
সেই ত্রিভিক্রমকে দর্শন করিলে মানব পাতকভয়
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ঋষিগণ কহিলেন,
—হে দৈত্য! কিরূপে এই ধরাতলে ত্রৈবিক্রমী মূর্তি
আগমন করিল এবং কবেই বা এই মূর্তি কলাস্তাস-
হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইল? আপনি আমাদের এই
সংশয় অশেষরূপে ছেদন করুন । আর তুর্দাসা ও
কৃষ্ণের উৎপত্তি বিবরণ আমাকে বলুন । প্রহ্লাদ
বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ করুন,—যেভাবে
এই ত্রৈবিক্রমী মূর্তি তুর্দাসা-সমাযুক্ত হইয়া ধরণী-
তলে উৎপন্ন হইল । পূর্বে কৃতযুগের অবসানে
বলি পুরন্দরকে নির্জিত করিয়া স্থান-ভ্রষ্ট করিয়া-
ছিলেন । সেই জন্ত মধুসূদন কস্তপ হইতে
ত্রিভিক্রম বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন । মধুসূদন
হরি ত্রিপদক্রমে এই সকল লোক আক্রমণ করিয়া
বালকে পাতালস্থ করেন । দৈত্যরাজ বলি অনন্ত-
সাধারণ ভক্তি দ্বারা তাঁহার পরিতোষ জন্মাইলে
তিনি ভক্তিক্রীত হইয়া নিজেই এখানে বাস করেন
এবং তৎপ্রতি অনুগ্রহবিতরণার্থ তদীয় স্বারপাল
হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন ।—১৪ ॥ মুনিপ্রবর
ভগবান্ অজিনন্দন তুর্দাসা তীর্থভ্রমণে নির্গত হইয়া

এবং চিন্তয়মানঃ স জ্ঞানদৃষ্টা মহামুনিঃ ।
 গোমত্যা সঙ্গমো যত্র চক্রতীর্থেন ভো বিজাঃ ॥ ১৬ ॥
 তদ্বুক্তিক্ষেত্রমাজ্ঞায় গমনায় মতিং দধে । সোহসীত্য-
 নগরগ্রামানুদ্যানানি বনানি চ ॥ ১৭ ॥ আনর্ভ-
 বিষয়ং প্রাপ্য দৈত্যভূমিং বিবেশ হ । নিঃস্বাধ্যায়-
 বযট্কারাং বেদধ্বনিবিসর্জিতা ॥ ১৮ ॥ কুশেন
 দৈত্যরাজেন সেবিতাং পালিতাং তথা । বহ্নেল্লচ্ছ-
 সমাকৌণ্ঠমধস্তোপার্জকৈর্জ্ঞৈঃ ॥ ১৯ ॥ প্রত্যাঙ্গ-
 মিত্তি জাহ্না চক্রতীর্থমগাদ্বিজঃ । জাহ্না চ সঙ্গমে
 পুণ্যে মোক্ষোহংক কৃতাহিকঃ ॥ ২০ ॥ ইতি কুহা
 স নিয়মঃ যথো শীঘ্রং মুনিস্তদা । জাহ্না শীঘ্রং
 প্রযান্তামি দৈত্যভূমিং বিহায় চ ॥ ২১ ॥ ইতোবাং
 চিন্তয়মার্গে শীঘ্রমেব জগাম সঃ । দৃষ্ট্বা চ সঙ্গমং
 পুণ্যং গোমত্যা সাগরস্ত চ ॥ ২২ ॥ নিধায় বাসসৌ
 তত্র মৃদমালভ্য গোময়ম্ । শিখাঞ্চ বদ্ধা করযোঃ
 কুহা চ নিয়তঃ কুশান্ ॥ ২৩ ॥ যাবৎ জ্ঞাতি চ
 বিপ্রোহসৌ দৃষ্টো দৈত্য-দৃষ্টান্তিভিঃ । ব্রহ্মন্তঃ
 কোহয়মিত্যেবং হস্ততাংহস্ততামিতি ॥ ২৪ ॥ অস্মান্তঃ

মোক্ষলাভার্থ মুক্তিক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করিতে-
 ছিলেন । তিনি চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞাননেত্রে
 গোমতীর সহিত চক্রতীর্থের যথায় সঙ্গম ঘটিয়াছে,
 তাহাকেই মুক্তিক্ষেত্র বোধে সেই স্থানে গমন
 করিতে মনস্থ করিলেন । দুর্দাসা বহু নগর, গ্রাম,
 উদ্যান, ও বন অতিক্রম করিয়া ক্রমে আনর্ভদেশে
 আগমনপূর্বক স্বাধ্যায়-বযট্কার-বেদধ্বনি-বাস্তিত,
 বহ্নুদন্ত-রাজ-সেবিত, বহ্নেল্লচ্ছাগণাকৌণ্ঠ, অধার্মিক-
 জ্ঞনবহ্নল দৈত্যভূমি প্রত্যাঙ্গম হইল মনে করিয়া
 তথায় প্রবেশ করিলেন । সেখানে গিয়া তিনি
 পরে চক্রতীর্থে গেলেন । দুর্দাসা মনে মনে স্থির
 করিলেন, আমি কৃতাহিক হইয়া পুণ্যসঙ্গমে স্নান-
 পূর্বক মুক্তি লাভ করিব । মুনিবর এইরূপ ধারণা
 করিয়া শীঘ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং
 যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি
 ঐ স্থানে স্নানান্তে অধিক বিলম্ব করিব না । শীঘ্রই
 দৈত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাইব । দুর্দাসা
 এইরূপ চিন্তা করিয়া শীঘ্র শীঘ্র পথ চলিতে লাগি-
 লেন এবং অদূরে গোমতীসাগরের পুণ্য-সঙ্গম
 দেখিয়া বস্ত্র নিধান, মৃদালস্তন ও গোময় গ্রহণ,
 শিখাবন্ধন এবং উভয় করে কুশগ্রহণ করিয়া নিয়ত-
 ভাবে যেমন তথায় স্নান করিলেন, অমনি দুর্দাসা

পালিতে দেশে কঃ স্নাতি মনুজাধমঃ । ব্রহ্মন্ত হাঁত
 জয়ন্তে জাহ্নভিমুষ্টিভিত্তথা ॥ ২৫ ॥ ব্রাহ্মণোহহং ন
 হস্তব্যঃ জাহ্না চাতীব পীড়িতঃ । তঃ দৃষ্ট্বা হস্তমানস্ত
 ব্রাহ্মণৈস্তদ্বরাভিঃ ॥ ২৬ ॥ নিবারয়ামাস চ তান্
 ককর্ণীম মহাসুরঃ । জগৃহস্তস্ত বস্ত্রাণি কুশাংস্তে
 চিকিৎসুর্জলে ॥ ২৭ ॥ চকষুশ্চরণৌ গৃহ শপন্তো
 দৃষ্টচেতসঃ । পদে গৃহীত্বা তমুযিং নৌত্বা সৌমি
 ব্যসজ্জয়ন ॥ ২৮ ॥ তং তদা মুচ্ছিতপ্রাণং দৃষ্ট্বাচুঃ
 কুপিতাশ্চ তে । অত্রাগতো যদি পুনর্হনিষ্যামো ন
 সংশয়ঃ । আনর্ভবিষয়াংস্তান বৈ দৃষ্ট্বা তত্র
 জলাশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ প্রাণসংশয়াপন্নস্ততশ্চিন্তা-
 পরোহভবৎ । শপ্যোহহং যদি দৈতেয়াংস্তপসঃ
 কিং ব্যয়েন মে ॥ ৩০ ॥ অথবা নিয়মভ্রষ্টস্যাক্ষো
 চেদং কলেবরম্ । মম পক্ষঞ্চ কঃ কুর্যাৎ কো মে
 দাস্ততি জীবিতম্ ॥ ৩১ ॥ চক্রতীর্থে চ কঃ স্নানং
 কারয়িষ্যতি মামিহ । কো বা দৈত্যগণানেতান

দৈত্যগণ ভাঁহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—এ কে
 আসিয়াছে ? ইহাকে বধ কর বধ কর । আমাদের
 অধিকৃত দেশে কে এই মনুজাধম স্নান করিতেছে ?
 এই কথা বলিতে বলিতেই তাহার জাহ্ন ও মুষ্টি
 প্রহার করিতে লাগিল । দুর্দাসা প্রহারে পীড়িত
 হইয়া বলিলেন,—অরে আমি ব্রাহ্মণ ; আমাকে
 বধ করিস না । এই কথা শুনিয়া ককর্ণ নামক জনৈক
 মহাসুর সেই দৃষ্টবস্ত্রগণ-প্রহারিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া
 সেই সকল দৈত্যকে নিবারণ করিল । তখন
 দৈত্যগণ দুর্দাসার বস্ত্র ও কুশ কাড়িয়া লইয়া জলে
 ফেলিয়া দিল । ভাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া টানাটানি
 করিল । দৃষ্টবস্ত্রগণ ভাঁহাকে অনেক কটুক্তি করিল ।
 পরে ভাঁহার পদদ্বয় ধরিয়া তাহাদের অধিকৃত দেশের
 সীমাস্থে ফেলিয়া আসিল । মুনিবর মুচ্ছাপন্ন হইয়া-
 ছিলেন । কুপিত দৈত্যগণ ভাঁহাকে বলিয়া
 আসিল,—যদি পুনরায় ভূমি আমাদের দেশে আগ-
 মন কর, তবে তোমাকে একেবারেই মারিয়া
 ফেলিব । মুচ্ছাবসানে প্রাণসংশয়াপন্ন দুর্দাসা-
 মুনি আনর্ভ দেশ ও তত্রত্য একটা জলাশয় দর্শন
 করিলেন ; ভাবিলেন,—আমি কি দৈত্যদিগকে
 গতিশাপ প্রদান করিব ? অথবা আমার তপোব্যয়
 করিয়া লাভ কি ? আমি নিয়মভ্রষ্ট হইয়াছি । আমি
 এই কলেবর পরিত্যাগ করিব ; কেননা, কে আছে
 এমন যে, এখানে আমার পক্ষপূরণ করিবে ;
 আমার জীবন দান করিবে ? কেই বা চক্রতীর্থে

শঙ্কো ভেতুঃ মহামুদে । তং বিনা পুণ্ডরীকাকং
ভক্তানাং ভয়প্রদম্ । ৩২ । ব্রহ্মাদীনাকং নেতারং
শরণাগতবৎসলম্ । চক্রহস্তং বিনা মেহদ্য কোহস্তঃ
শর্ম্মপ্রদো ভবেৎ । ৩৩ । ইতি ধ্যাত্বা চ সুরৈরং
জ্ঞাত্বা পাতালবাসিনম্ । আত্রেয়ী বিষ্ণুশরণং জগাম
ধরণীতলম্ । ৩৪ । উপবাসৈঃ ক্রশো দীনো ভূতলং
প্রবিবেশ হ । স দৈত্যরাজভবনং গন্ধর্বাঙ্গর-
সাবৃতম্ । ৩৫ । শোভিতং সুরমুখান বিষ্ণুনা
প্রভবিকুনা । দুর্দাসাঃ প্রবিবেশাথ প্রহুষ্টেনাস্তরা-
জনা । ৩৬ । দুর্দাসসমথায়ান্তঃ দৃষ্টো দৈত্যপতিস্তদা ।
প্রত্যাখ্যায়ৈয়াক্রে স্বাসনে সম্রাভবেষৎ । ৩৭ ।
মধুপর্ককং গাং চৈব দর্যার্যং পার্শ্বতঃ স্থিতঃ । প্রোবাচ
প্রণতো ব্রহ্মন কথমহাগতো ভবান্ । ৩৮ । সুখো-
পবিষ্টঃ স ঋষিস্তত্রাপশুজিবিক্রমম্ । দৈত্যোন্দ্রহার-
দেশে তু তিষ্ঠন্তমকুতোভয়ম্ । ৩৯ । তং দৃষ্টো
দেবদেবেশং শ্রীবৎসাকঃ চতুর্ভুজম্ । কুরোদ স
ঋষিষেষ্ঠহাহিত্রাহীত্বাচ চ । ৪০ । সংসারভয়-
ভীতানাং হুঃখিতানাং জনাধিন । শক্রভিঃ পরি-
ভূতানাং শরণং ভব কেশব । ৪১ । মম হুঃখা-

ভিতপ্তস্ত শক্রভিঃ কথিতস্ত চ । পরাক্রুতস্ত দীনস্ত
ক্ষুধয়া পীড়িতস্ত চ । ৪২ । অপূর্ণনিয়মস্তাথ
ক্লেশিতস্ত চ দানবৈঃ । ব্রহ্মণ্যদেব বিপ্রস্ত শরণং
ভব কেশব । ৪৩ । ইত্যুক্তো দর্শয়ামাস শরীরং
দৈত্যাতাড়িতম্ । তদ্রাক্ষণ্যবমানঞ্চ দৃষ্টো চুক্কোধ
বামনঃ । ৪৪ । কেনাপমানিতো ব্রহ্মস্নিগ্ধমঃ কেন
খণ্ডিতঃ । কথয়স্ব মহাভাগ ধর্ম্মপালে ময়ি স্থিতে ।
৪৫ । দুর্দাসা উবাচ । মুক্তির্ভীর্থমহং জ্ঞাত্বা জানেন
মধুসূদন । চক্রতীর্থং গতঃ স্নাত্ব যাত্রায়াং হর্বসংযুতঃ ।
৪৬ । অকুতস্মান এবাহং দৃষ্টো দৈত্যোদুর্দাসদৈঃ ।
গলে গৃগীতঃ কৃষ্ণাং মুষ্টিভিস্তাড়িতস্তথা । ৪৭ ।
বলাদগৃহীত্বা বাসাংসি কুশাংশ্চবাকতেঃ সহ ।
জলে ক্ষিপ্ত্বা চরণযোগৃহীত্বা মাং সমাক্রবন্ । ৪৮ ।
সীমান্তে মাং তু প্রক্ষিপ্য প্রোচুস্তে দানবান্ধমাঃ ।
হনিষ্যামো যদি পুনরাগস্তাসি ন সংশয়ঃ । ৪৯ ।
স্নাতোহহং চক্রতীর্থে তু করিষ্যে ভোজনং বিভো ।
তস্মাৎ প্রাপয় গোবিন্দং নিয়মং সকলং কুরু । ৫০ ।

আশ্রয়দাতা হউন । আমি বড় হুঃখে সন্তপ্ত হইয়াছি ।
শক্রগণ আমার ধর্ষিত ও পরাক্রুত করিয়াছে ।
আমি দীন, ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি ; আমার
নিয়ম পূর্ণ হয় নাই ; দানবেরা আমার অশেষ
ক্লেশ দিয়াছে ; হে ব্রহ্মণ্য-দেব ! আপনি এই
ব্রাহ্মণের শরণ হউন । এই বলিয়া দুর্দাসা স্বীয়
দৈত্যাতাড়িত দেহ কেশবকে দেখাইলেন । বামন-
দেব সেই ব্রাহ্মণাবমান দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন,
বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! কে আপনার অপমান করি-
য়াছে ? কাহা দ্বারা আপনার নিয়ম-ভঙ্গ হইয়াছে ?
আমি ধর্ম্মপাল থাকিতে কে এইরূপ করিল ?
হে মহাভাগ ! তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ।
দুর্দাসা কহিলেন,—মধুসূদন ! আমি চক্রতীর্থে মুক্তি-
তীর্থ বলিয়া জানিয়া সহর্ষে সেই তীর্থে গমনার্থ যাত্রা
করিয়াছিলাম ! হে কুরু ! আমি তথায় স্নান করিবার
পূর্বেই দুর্দৈত্যগণ আমার দর্শন করে এবং
আমার গল ধারণ করিয়া আমাকে মুষ্টি দ্বারা তাড়িত
করিতে থাকে । পরে বলপূর্বক আমার বস্ত্র, কুশ
অক্ষত, সকলই জলে ফেলিয়া দেয় এবং আমার
চরণদ্বয় ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাদের দেশের
সীমান্তে আমায় ফেলিয়া আইসে । আসিবার সময়
দানবেরা আমায় বলে,—যদি পুনরায় তুমি আগমন
কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে বিনাশ করিব ।
হে বিভো ! আমি চক্রতীর্থে স্নান করিয়া পরে

স্নান করাইবে ? সেই ভক্তভয়প্রদ পুণ্ডরীকাক
ব্যতীত এই সকল দৈত্যকে মহামুদ্রে কেই বা জয়
করিতে পারিবে ? সেই ব্রহ্মাদিরও নাযক, শর-
ণাগতবৎসল চক্রপানি বিনা কে আছে এমন, যে
আমার মঙ্গলপ্রদ হইবে ? ১৫-৩৩ অত্মিনন্দন দুর্দাসা
বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন ; জানিলেন,—
বিষ্ণুভক্ত দৈত্যরাজ বলি পাতালে আছেন,—
জানিয়া তিনি ধরণীতলে প্রবেশ করিলেন । উপবাস
কুশ দুর্দাসা দীনভাবে যাইতে যাইতে ক্রমে সেই
গন্ধর্বাঙ্গরোবিরাজিত সুরশ্রেষ্ঠ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর
অধিষ্ঠিত দৈত্যরাজভবনে প্রহুষ্টচিত্তে প্রবিষ্ট
হইলেন । দৈত্যপতি দুর্দাসাকে আসিতে দেখিয়া
প্রত্যাখ্যান ও অভিবাদনাস্তে নিজাসনে উপবেশন
করাইলেন এবং মধুপর্ক, গো, ও অর্ঘ্যাদানান্তে
জাহার পার্শ্বে থাকিয়া প্রণতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—
ব্রহ্মন্ ! আপনি এখানে কি জন্ত আসিয়াছেন ?
সুখোপবিষ্ট ঋষি তথায় দৈত্যরাজের দ্বারদেশে
অকুতোভয়ে অবস্থিত জিবিক্রমকে অবলোকন
করিলেন । সেই শ্রীবৎসাক চতুর্ভুজ দেবদেবকে
দেখিবামাত্রই জাহি জাহি বলিয়া ঋষিষেষ্ঠ কান্দিতে
লাগিলেন ; বলিলেন,—হে কেশব ! হে জনাধিন !
শক্রপরিভূত ভবভয়ভীত হুঃখিতদিগের আপনি

৩৮ প্রসাদাৎস্নাহাং ভুক্তা চ জীতমানসঃ ।
প্রতিজ্ঞাং সফলাং কৃত্বা বিচরিস্যে মহীময়াম্ ॥ ৫১ ॥
ইতি শ্রীকান্দে রাক্ষসকৃতদুর্কাসঃপরাতবদ্বক্তাস্তবর্ণনঃ
নামাষ্টদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । তচ্ছ্রুত্বা দেবদেবশচিন্তস্থিরা
পুনঃপুনঃ । উবাচ বচনং তত্র দুর্কাসসমকল্পবন্ম ॥
১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । পরাধীনোহস্মি বিপ্রেন্দ্র
ভক্ত্যা ক্রীতোহস্মি নাস্তথা । বলেরাদেশকারী চ
দৈত্যোস্ত্রবশগোহহম্ ॥ ২ ॥ তস্মাৎ প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র
দৈত্যং বৈরোচনিং বলিহ্ম । অস্ত্রাদেশাৎ করি-
ষ্যামি যদভীষ্টং তবাধুনা ॥ ৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা বচনং
বিপ্রো বলিং প্রোবাচ সহস্রম্ । যজ্ঞনাং ত্বং বরিতষ্ঠ
দাতৃণাং ত্বং মতোহধিকঃ ॥ ৪ ॥ পারাবারঃ কৃপাযান্চ
দয়াং কুরু মমোপরি । প্রেষয়স্ব মহাভাগ দেবঃ
দৈত্যাবিনিগ্রহে ॥ ৫ ॥ সম্পূর্ণনিয়মঃ স্নাতস্ত্বৎপ্রসাদা-
ন্তবাম্যহম্ । তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যো নাতিহৃষ্টমনা

ভোজন করিব । অতএব হে গোবিন্দ ! আমার
তথায় স্নান করাইয়া আমার নিয়ম সকল কর । আমি
তোমার প্রসাদে ঐ তীর্থে স্নানান্তে ভোজন করিয়া
প্রীত হইব । পরে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া মহীমণ্ডলে
বিচরণ করিতে থাকিব । ৩৪—৫১ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেবদেব দুর্কাসার ঐ কথা শুনিয়া
পুনঃপুন চিন্তা করিলেন । পরে সেই নিষ্পাপ ঋষিকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! আমি
পরাধীন ; বলির ভক্তিক্রীত হইয়া তাহারই আদেশ-
কারী ও বশবর্তী হইয়া রহিয়াছি । অতএব আপনি
দৈত্যোস্ত্র বলির নিকট প্রার্থনা করুন, ইহার আদেশ
হইলে আমি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি করিব । তচ্ছ্র-
বণে দুর্কাসা বলিকে বলিলেন,—তুমি যজ্ঞকারী-
দিগের বরিত অধিতীয় দানশীল ও কৃপাসাগর । তুমি
আমার প্রতি দয়া কর । হে মহাভাগ ! তুমি দৈত্য-
গণের শাসনার্থে দেব মধুসূদনকে যাইতে বল ।
তোমার প্রসাদে আমি চক্রেতীর্থে স্নাত হইয়া সম্পূর্ণ-
নিয়ম হই । দৈত্যরাজ ঐ কথা শুনিয়া নাতিহৃষ্টমনে

স্তদা । দুর্কাসসমুবাচৈদং নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
অন্তং প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র যন্তে মনসি বর্ত্ততে ।
তদাস্মামি ন সন্দেহো যদাপি স্তাৎ সুদুর্লভম্ ॥ ৭ ॥
আত্মানমপি দাস্তামি নাহং ত্যাক্যে হরিং দ্বিজ ।
বর্ত্তন্তঃ স্কৃত্তৈঃ প্রাপ্তং কথং ত্যাক্যামি কেশবম্ ॥
৮ ॥ দুর্কাসা উবাচ । নাতিলুকং হি মাং বিদ্ধি
কিমন্তং প্রার্থয়াম্যহম্ । রক্ষ মে জীবিতং দৈত্য
প্রেময়স্ব জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৯ ॥ বলিকবাচ । জানাসি
ত্বং যথা বিপ্র হিরণ্যাক্ষং নিপাতিতম্ । ভূহা যজ্ঞ-
বরাহস্ত দধারোবীঃ বলাদ্বিবি ॥ ১০ ॥ যথা চ
দৈত্যপ্রবরমবধ্যৎ দৈত্যাদানবৈঃ । হতবান্ হিরণ্য-
কশিপুং নৃসিংহঃ সৰ্বগঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥ তথৈব
রত্নং নমুচিং রক্ষো লঙ্কেশসংক্রকম্ । জঘান
মায়য়া বিষ্ণুঃ সুরাধঃ সুরসন্তমঃ ॥ ১২ ॥ প্রথমঃ
বামনো ভূহা হযাচত পদত্ৰয়ম্ । পুনস্ত্রবিক্রমো
ভূহা ভুবনানি জহাঃ মে ॥ ১৩ ॥ ময়া পুণ্য-
বশাদ্বিষ্ণুর্হিদি প্রাপ্তঃ কথঞ্চন । নাহং ত্যাক্যে
জগন্নাথঃ মায়াবামনকঃ প্রভুম্ ॥ ১৪ ॥ দুর্কাসা

হৃদাশ্যকে বলিলেন,—বিপ্রেন্দ্র ! এরূপ হইতে
পারিবে না ; আপনি অস্ত্র যাহা হয় মনোগত বিষয়
প্রার্থনা করুন । আমি তাহা হৃদে হইলেও দান করিব ।
হে দ্বিজ ! বলিতে কি, আমি আত্মাকেও ত্যাগ
করিতে পারি ; তথাচ হরিকে ত্যাগ করিতে পারিব
না । বহু স্কৃত্তকলে যাহাকে পাইয়াছি, সেই
কেশবকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ১—৮
দুর্কাসা কহিলেন,—দৈত্যবর ! জানিও, আমি অতি
লুক নহি ; সূতরাং তোমার নিকট আর কি আমি
চাহিব ? আমার জীবন রক্ষা কর । জনাৰ্দ্দনকে
যাইতে অনুমতি দাও । বলি বলিলেন,—বিপ্র-
বর ! জানেন ত আপনি কিরূপে ইনি যজ্ঞবরাহ-
মূর্ত্তি ধরিয়া হিরণ্যাক্ষকে নিপাতিত করত সবলে
ধরিত্রীয় উদ্ধার সাধন করিয়াছেন । দৈত্যপ্রবর
হিরণ্যকশিপু সমস্ত দেব-দানবের অবধ্য ছিলেন ।
এই সর্বব্যাপী প্রভু নৃসিংহরূপে তাঁহাকে বিনাশ
করিয়াছিলেন । এইরূপে এই সুরবর বিষ্ণু রত্ন,
নমুচ ও রাক্ষস লঙ্কেশ্বরকে সুরগণের নিমিত্ত
মায়াধোগে নিহত করিয়াছেন । পরে ইনি
বামন হইয়া আমার নিকট পদত্ৰয় তুমি প্রার্থনা
করেন । অনন্তর ত্রিবিক্রম হইয়া আমার সমগ্র
ভুবনস্থানই অধিকার করিয়া লয়েন । এ হেন
বিষ্ণুকে যদি বা আমি পূণ্যবশে প্রাপ্ত হইয়াছি,

উবাচ । নাহং ভোক্তা বিনা জ্ঞানং গোম-
ত্যাধিসঙ্গমে । যদি ন প্রেবাসি হরিং তত-
স্ত্যাক্যে কলেবরম্ ১৫ ॥ বলিকবাচ । যদ্যাব্যং
তত্তবতু তে যজ্ঞানাসি তথা কুরু । ব্রহ্মকল্মষে-
নমিতং নাহং ত্যাক্যে পদদ্বয়ম্ ১৬ ॥ তদা বিবদ-
মানো তৌ দৃষ্ট্বা স জগদীশ্বরঃ । ব্রহ্মণ্যাদেবঃ কৃপয়া
ব্রাহ্মণং তমুবাচ হ ॥ ১৭ ॥ স্বস্থো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ
অপয়িষ্যে ন সংশয়ঃ । হস্তা দৈত্যগণান্ সর্সান
গোমত্যাধিসঙ্গমে ১৮ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । ঈশ্বা
ভগবতো বাক্যং ব্রাহ্মণং প্রতি দৈত্যরাহি । দৃঢ়ঃ
জগ্ৰাহ চরণৌ পতিত্বা পাদয়োস্তদা ॥ ১৯ ॥ ততঃ
সমুদ্বিগমমং পাদৌ দৃষ্ট্বা বলেঃ প্রভূঃ । শঙ্খচক্ৰ-
গদাপাণ্ডির্বিষ্ণুর্দুর্দাসাসাধিতঃ ২০ ॥ প্রস্থিতৌ ভৌ
তদা দৃষ্ট্বা দুর্দাসসজনার্দিনৌ । অনন্তঃ পুরুষো-
হগচ্ছন্মুখলী চ হলায়ুধঃ ২১ ॥ মুখলী চাগ্রতো-
হগচ্ছন্ততো বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ । তয়োর্ব্বগমদ্বিপ্রা দুর্দাসা
ভূতলাধিঃ ২২ ॥ তিষ্ঠা রসাতলং সর্ষে সমুত্তমুদ্বয়া

দ্বিতাঃ । আবির্ভবন্তুত্রেব গোমত্যাধিসঙ্গমে ২৩ ॥
সন্নকৌ দৃঢ়ধ্যানৌ সঙ্কর্ষণজনাদিনৌ । উচতুন্তৌ
তদা বিপ্রং কুরু জ্ঞানং যদৃচ্ছয়া ২৪ ॥ তয়োস্ত
বচনং ঈশ্বা জ্ঞানং চক্রে স্বরাবিভঃ । স্নাত্বা চাবশ্যকং
কর্ম্ম কর্ত্তুমারভত দ্বিজঃ ২৫ ॥

ইতি জীহ্বান্দে স্নানাদ্যাহিকবিধিবিধানবর্ণনঃ
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । ব্রহ্মঘোষধ্বনিং ঈশ্বা দানবো
দুর্শ্বখস্তদা । ক্রোধসংরক্তনয়নো দুর্দাসসমখ্যাববীৎ ১ ॥
হস্তমানসমস্মাভির্ভদি মুক্তোহসি বৈ দ্বিজ ।
কস্মাৎ পুনঃ সমায়াতো মরণায় চ দৃষ্টবীঃ ২ ॥
ইত্যুক্তা মুষ্টিনা হস্তং প্রাভবদানবাবধমঃ । প্রাহ
প্রধাবমানঃ তং দুর্দাসা মুনিসত্তমঃ ৩ ॥ স্পর্শং মা
কুরু পাণিষ্ঠ ব্রাহ্মণং মাং কৃতাহিকম্ । তং দৃষ্ট্বা
দানবং বিষ্ণুর্ব্রাহ্মণং হস্তমুদ্যতম্ ৪ ॥ তস্ত জুহ্বো
জগন্নাথো দুর্দাসসঃ কৃতে তদা । চক্রেণ ক্ষুরধারেন
শিরশ্চিচ্ছেদ লীলয়া ৫ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ ।

সাগরসঙ্গমে গিয়া আবির্ভূত হইলেন । সঙ্কর্ষণ
ও জনাধিন উভয়ে স্পৃহিত হইয়া দৃঢ় ধনু ধারণ-
পূর্ব্বক তৎকালে সেই বিপ্রকে বলিলেন,—আপনি
যথেষ্ট জ্ঞান করুন । তাঁহাদের কথাছাসারে দুর্দাসা
সহর জ্ঞান করিয়া আবশ্যকীয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ
করিলেন । ১—২৫ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন দুর্শ্বখ নামক দানব
ব্রহ্মঘোষধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোপরক্তনয়নে
দুর্দাসাকে বলিল,—আমরা ইতিপূর্বে তোকে বধ
করিতে করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, ওরে দৃষ্টবুদ্ধে
ব্রাহ্মণ ! তুই আবার মরণের জন্ত কেন আসিলি ?
দানবাবধ এই বলিয়া মুষ্টিপ্রহারার্থ মূনির অভিযুখে
ধাবিত হইল । মূনিশ্রেষ্ঠ দুর্দাসা তাঁহাকে বলিলেন,—
ওরে পাণিষ্ঠ ! আমি ব্রাহ্মণ, আত্মিক করিতেছি,
আমাকে স্পর্শ করিস্ না । এদিকে বিষ্ণু সেই
ব্রাহ্মণবধোদ্যত দানবকে দেখিয়া জুহ্ব হইলেন
এবং ক্ষুরধার চক্রে দ্বারা অবলীলাক্রমে তদীয় মস্তক

তখন আর এই মায়া-বামনরূপী জগন্নাথকে
কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না । দুর্দাসা কহি-
লেন,—আমি গোমতীসাগরসঙ্গমে যদি জ্ঞান
করিতে না পারি, তবে আর ভোজন করিব না ।
অতএব হরিকে প্রেরণ না করিলে আমি এই
কলেবর পরিত্যাগ করিব । বলি বলিলেন,—যাহা
হইবার আপনার হোক, আপনি যাহা জানেন করুন,
আমি ব্রহ্মকল্মষ-নমিত কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব কিছুতেই
পরিত্যাগ করিব না । তখন ব্রহ্মণ্য দেব জগদীশ্বর
উভয়কে বিবাদ করিতে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে
বলিলেন,—দ্বিজবর ! আপনি সুস্থ হউন । আমি
দৈত্যগণকে নিহত করিয়া গোমতীসাগরসঙ্গমে
নিশ্চয়ই আপনাকে জ্ঞান করাইব । প্রহ্লাদ
কহিলেন,—ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবানের বাক্য
শুনিয়া দৈত্যরাজ বিষ্ণুর পদদ্বয়ে পতিত হইয়া
দৃঢ়রূপে তাঁহার চরণ ধারণা রাখিলেন । অনন্তর
ভগবান্ বলিকে পাদযুগল প্রদান করিয়া বর্দ্ধিত
হইলেন এবং শঙ্খ-চক্ৰ-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া
দুর্দাসার সহিত প্রস্থান করিলেন । দুর্দাসাকে
ও জনাধিনকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া অনন্তপুরুষ
মুখলী হলায়ুধ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন ।
হলায়ুধ অগ্রে অগ্রে, তৎপশ্চাৎ ত্রিবিক্রম এবং
তাঁহাদের সর্ষে পশ্চাৎ দুর্দাসা চলিলেন । তাঁহারা
সকলেই সহর রসাতল ভেদ করিয়া গোমতী-

দুর্ধ্বং নিহতং দৃষ্ট্বা দানবো হুঃসহস্তদা । আক্রোশ-
হৃষ্টৈর্দিত্তিজনান্ শীত্ৰমাগম্যতামিতি ॥ ৬ ॥ ঋহা
দৈত্যগণাঃ সর্বৈঃ দুর্ধ্বং নিহতং তদা । দুর্ধ্বাসসঃ
পুনস্তত্র পরিভ্রাতৃক বিষ্ণুনা ॥ ৭ ॥ কুর্শ্বপৃষ্ঠো গোল-
কচ্চ ক্রোধনো বেদদূষকঃ । যজ্ঞয়ো যজ্ঞহন্তা চ
ধর্ম্মাস্তকস্তপসিহা ॥ ৮ ॥ এতে চান্তে চ বহবো
বিবিধাযুধপাণয়ঃ । ক্রোধসংরক্তনয়নাঃ শপস্কো
ব্রাহ্মণঃ তথা ॥ ৯ ॥ পরিক্রিপ্য তদাত্রেয়ং বিষ্ণুঃ
সম্বর্ষণঃ তথা । তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুষলৈশ্চ
ভুতগুণ্ডিভিঃ ॥ ১০ ॥ অজৈর্জানানিধৈশ্চাপি যুযুধঃ
ক্রোধমুচ্ছিতাঃ । দানবৈঃ সংব্রতো বিষ্ণুঃ সমস্তাদ্-
ঘোরদর্শনৈঃ ॥ ১১ ॥ সম্বর্ষণচ্চ ভুতভেদে চন্দ্রাদিত্যৌ
ঘনৈরিব । গৃহীত্বা ধনুযৌ দিব্যৌ শীত্ৰঃ সংযোজ্য
চান্তগান্ ॥ ১২ ॥ তান্ মার্গগণপৈর্দৈত্যান্ জয়ন্তুস্তৌ
মহামুখে । তে হন্তমানাঃ সমরে বিষ্ণুনা বিজ্ঞতা
দিশঃ ॥ ১৩ ॥ দানবান্ বিজ্ঞতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনা নিহ-
তান্ পরান । গোলকঃ কুর্শ্বপৃষ্ঠচ্চ মানঃ কৃহা
স্তবর্ত্ততাম্ ॥ ১৪ ॥ সম্বর্ষণঃ গোলকচ্চ হ্যাজঘান

জিভিঃ শরৈঃ । অনন্তং ব্যাধিতং দৃষ্ট্বা গোলকঃ
ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্য তয়সা মুর্দ্ধি দুর্ধ্বাসসম-
ভাড়াৎ ॥ স মুষ্টিঘাতাভিহতশ্চক্রোশ পতিতঃ কিতৌ ॥
১৬ ॥ সম্বর্ষণচ্চ পতিতং দৃষ্ট্বা মুর্দ্ধি প্রভাডিতম্ । দৃষ্ট্বা
চুকোপ ভগবান্ স্থিতিতেতি চাত্রবৌৎ । সংগৃহ-
মুঘলং বীরো জঘান সমরে রিপুন ॥ ১৭ ॥ মুষলে-
নাহতো মুর্দ্ধি গোলকো বিকলেন্দ্রিয়ঃ । সন্তিরম-
স্তকচ্চৈব পপাত চ মমার চ ॥ ১৮ ॥ গোলকঃ
পতিতং দৃষ্ট্বা ক্রন্দন্তং ব্রাহ্মণঃ তথা । কুর্শ্বপৃষ্ঠক
ভগবান্ বিষ্ণুর্হস্তঃ মনো দধে । নারাতেন স্তুতীক্লে-
ন জঘান হৃদয়ে রিপুন ॥ ১৯ ॥ স বিষ্ণুবাণাভ-
হতস্ত্যক্তশস্ত্রঃ পলায়িতঃ । তস্মিন্ প্রভিন্নহতিবলে
গতে বৈ কুর্শ্বপৃষ্ঠকে । অভজ্যত বলং সর্বং বিজ্ঞতং
চ দিশৌ দশ ॥ ২০ ॥ তৎ প্রতপ্তং বলং সর্বং
নিহতং গোলকং তথা । দ্বারগুঃ কথয়ামাস দৈতা-
রাজে কুশায় সং ॥ ২১ ॥ গোলকং নিহতং ঋহা
দৈত্যানস্তাশ্চ দৈত্যরাট্ । যোধানাজাপয়ামাস
সন্নদান্ স্ববলস্তা চ ॥ ২২ ॥ আজ্ঞাং কুশস্ত তে

ছেদন করিলেন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—দুর্ধ্বমকে
নিহত হইতে দেখিয়া হুঃসহ দানব চিংকার করিয়া
দৈত্যগণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে বলিল ।
দৈত্যগণ দুর্ধ্বধের নিধন ও বিষ্ণু কর্তৃক দুর্ধ্বাসার
পরিভ্রাণ-বার্তা শ্রবণ করিয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ-
পূর্বক যুদ্ধার্থ নিজ্জাস্ত হইল । কুর্শ্বপৃষ্ঠ, গোলক,
ক্রোধন, বেদদূষক, যজ্ঞর, যজ্ঞহন্তা, ধর্ম্মাস্তক
ও তপসিহা, ইহার এবং এতস্তির অস্ত্র আরও
বহু দানব ক্রোধরক্তনেত্রে অত্ৰিনন্দন দুর্ধ্বাসাকে
এবং বিষ্ণু ও হলধরকে কটুবাক্যে ভৎসনা
করিতে করিতে আগমন করিল । ক্রোধমুচ্ছিত
দৈত্যগণ আসিয়াই তোমর, ভিন্দিপাল, মুষল,
ভুতগুণ্ডী ও অস্ত্রাস্ত্র নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ
করিতে লাগিল । বিষ্ণু ও সম্বর্ষণ ঘোরদর্শন
দানবগণ কর্তৃক চতুর্দিক্ হইতে সর্বতোভাবে
সমাক্রান্ত হইলেন;—যেন ঘনঘটাঘ চন্দ্রাদিত্য
আবৃত হইল । অনন্তর সেই মহামুখে কৃষ্ণ-বলরাম
দিব্য ধনু গ্রহণপূর্বক তাহাতে বাণসমূহ সংযোজিত
করিয়া দৈত্যগণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগি-
লেন । বিষ্ণুবাণে সমাহত হইয়া বহুদৈত্য
দশদিকে পলায়ন করিল । তাহাদিগকে পলাইতে
দেখিয়া বিষ্ণু অপরাপর দানবদিগকে সংহার করিতে
লাগিলেন । গোলক ও কুর্শ্বপৃষ্ঠ নামক দানব

সম্মানার্থ পলায়ন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল ।
গোলক তিনটী শর নিক্ষেপ করিয়া সম্বর্ষণকে
আহত করিল । অনন্তকে ব্যাধিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ
গোলক লক্ষ্য দিয়া দুর্ধ্বাসার মস্তকে প্রহার করিল ।
দুর্ধ্বাসা মুষ্টিঘাতে অভিহত ও ভূপতিত হইয়া চিংকার
করিলেন । ১—১৬ । ভগবান্ সম্বর্ষণ দেখিলেন,
মস্তকে আঘাত পাইয়া দুর্ধ্বাসা ভূপতিত হইয়াছেন ।
তদদর্শনে ক্রোধ হইল । তিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া
মুঘল গ্রহণপূর্বক সমরে রিপুকে নিহত করিলেন ।
গোলক মস্তকে মুঘলাহত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ভাবে
ভূতলে পতিত হইল । তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া
গেল, সে মরিল । গোলককে নিপাতিত ও
ব্রাহ্মণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু
কুর্শ্বপৃষ্ঠকে মারিতে মনস্থ করিয়া স্তুতীক্লে-
ন তাহার হৃদয় বিক করিলেন । বিষ্ণুবাণে অভিহত
হইয়া সে শস্ত্রপরিভ্রাতৃগপূর্বক পলায়ন করিল ।
গোলক মরিল; কুর্শ্বপৃষ্ঠ পলাইল; কাজেই তখন
সমস্ত দানববল ভগ্ন হইল; দিকে দিকে পলায়ন
করিল । সেই দানববল ভগ্ন ও গোলক নিহত
হইলে দৌবারিক গিয়া দৈত্যরাজ কুশের নিকট
সেই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিল । গোলক এবং
অস্ত্রাস্ত্র দৈত্য নিহত হইয়াছে; এই কথা শ্রবণ
করিয়া দৈত্যরাজ অস্ত্রাস্ত্র যোদ্ধাবীরদিগকে সূস-

লক্ষ্য দৈত্যঃ পঞ্চজনাদয়ঃ । যুদ্ধায়াভিমুখাঃ সর্কে
রথৈর্থাগৈশ্চ নির্ঘুঃ ॥ ২৩ ॥ অনৌকঃ দশসাহস্রঃ
কুর্শ্বপৃষ্ঠস্ত নির্ঘৌ । অযুতে ঘে রথানাং তু নাগা-
নামযুতঃ তথা ॥ ২৪ ॥ দশাযুতানি চাখানামুষ্টাণাঞ্চ
তথৈব চ । বকশ্চ নির্ঘৌ দৈত্যো বহুসৈন্ত-
সমধিতঃ ॥ ২৫ ॥ তথা দীর্ঘনথো দৈত্যঃ
সেনানৌকেন সংবৃতঃ । মস্ত্রপুত্রো মহামাযো দৈত্য-
রাজকুশল বৈ । নির্ঘৌ বিষসো দৈত্যঃ প্রঘসচ্চ
মহাবলঃ ॥ ২৬ ॥ উর্দ্ধবাহুর্কশিরাস্তাঃ কঞ্চুক-
শিবোলুকেঃ । ব্রহ্মস্রো যজ্ঞহা দৈত্যো রাহুর্ককরক-
স্তথা ॥ ২৭ ॥ সুনামা বসুনামা চ মস্ত্রিণৌ বুদ্ধিসন্তমৌ
সেনাপতিশ্চোগ্রদঃপুস্ত্রস্ত ভ্রাতা মহাহনুঃ ॥ ২৮ ॥
এতে চান্তে চ বহবো দৈত্যঃ ক্রোধসমধিতাঃ ।
মহতা রথঘোষণে নির্ঘূর্য়ুধকাজ্জিহ্বাঃ ॥ ২৮ ॥ স্রাস্তা
শুক্রাধরধরঃ শুক্রমালাবিভূষিতাঃ । কুশঃ শম্ভুঃ
মহাদেবঃ ভবানৌপতিমবীৰ্যম্ । অর্চয়ামাস ভূতেশং
পরমেশ সমাধিনা ॥ ৩০ ॥ পঞ্চায়ুতেন সংস্রাপ্য
তথা গর্জৈর্কিলিপ্য চ । অর্চয়ামাস দৈত্যেস্ত্রো
হনেককুসুমোৎকরৈঃ ॥ ৩১ ॥ গীতবাদিত্রশদৈশ্চ
তথা মঙ্গলবাচকৈঃ । পূজয়িত্বা মহাদেবং ব্রাহ্মণান

স্বস্তিবাচ্য চ ॥ ৩২ ॥ ভূষয়িত্বা ভূষণৈশ্চ মণিবজ্র-
বিকুশলৈঃ । মুকুটৈর্কার্ণবর্ণেন জলস্তাক্ষরয়োচিবা ॥
৩৩ ॥ ভ্রাজমানো দৈত্যরাজো হারৈণাভীব
শোভিতঃ । সন্নহ চ মহাবাহুঃ সারথিং সমুদৈকত ॥
৩৪ ॥ সুনামানং বসুধৈব মস্ত্রিণৌ বাক্যমব্রবীৎ ।
কশ্যামসুন্নান হস্তি কিমর্থং জ্ঞায়তামিতি ॥ ৩৫ ॥ তস্ত
তদ্বচনং শ্রুত্বা কুরুর্কেনমব্রবীৎ । গতেহহি ব্রাহ্মণঃ
স্নাতুং গোমত্যাঃ সঙ্গমে কিল ॥ ৩৬ ॥ আগতঃ
প্রতিষিদ্ধঃ সন্ দৈত্যৈস্তত্র মহীপতে । তেন
বিষ্ণুঃ সমানীতঃ সত্ত্বর্ষণসমধিতঃ ॥ ৩৭ ॥ সৌহ-
স্নান হস্তি মহারাজ ব্রহ্মণ্যো জগদীশ্বরঃ ।
তেন তে বহবো দৈত্যা হতাঃ কেচিৎশালা-
য়িতাঃ ॥ ৩৮ ॥ সুনামোবাচ । স্নাত্বা গচ্ছতু
বিপ্রোহরণৌ বাসুদেবসমধিতাঃ । রাজন্ বৃথা নিগ্র-
হেণ কিং কার্য্যং কথমস্ম নঃ ॥ ৩৯ ॥ তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা কুশঃ ক্রোধসমধিতঃ । কথং গোলকংস্তারং
ন হনিষ্যামি কেশবম্ ॥ ৪০ ॥ এতাবতুকা স ক্রুদ্ধো
যযৌ দৈত্যপতিস্তদা । ততো বাদিত্রশদৈশ্চ
ভেরীশদৈঃ সমধিতাঃ ॥ ৪১ ॥ দদর্শ তত্র দেবেশং

করাইয়া মহাদেবের পূজাস্তে নানা মণিবজ্রাদি
ভূষণে বিভূষিত করিল। অনন্তর দৈত্যরাজ অর্ক-
বর্ণমুকুট ও জলস্তাক্ষরপ্রভ অত্যাঙ্কল হার দ্বারা
স্বয়ং বিভূষিত ও সন্নহ হইয়া সারথির প্রতি দৃষ্টিপাত
করিল। পরে সুনামা ও বহনামাখ্য মস্ত্রিদ্বয়কে
বলিল,—তোমরা বিশেষ করিয়া জান যে, কে এই
অনুরদিগকে বিনাশ করিতেছে। তাহার সেই
বাক্য শুনিয়া কুরু কহিল,—গত দিবস গোমতী-
সঙ্গমে যে জনৈক ব্রাহ্মণ স্নানার্থ আগমন করিয়া-
ছিলেন; দৈত্যগণ তাঁহাকে তথায় স্নান করিতে
নিষেধ করে। পরে তিনি কুরু ও বলরামকে
লইয়া আগমন করিয়াছেন। হে মহারাজ! সেই
ব্রহ্মণ্যদেব জগদীশ্বরই আমাদিগকে বিনাশ করিতে-
ছেন। তিনি বহু দৈত্য নিহত করিয়াছেন।
অনেকে তাঁহার ভয়ে পলায়ন করিয়াছে ॥ ১৭—৩৮ ॥
সুনামা কহিল,—রাজন্! ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া
বাসুদেবসহ চলিয়া যাউন। এই ব্যাপারে বৃথা বিগ্রহ
করিয়া কল কি আছে, বলুন? তাহার সেই কথা
শুনিয়া ক্রোধাধিত কুশ কহিল,—কি, সেই গোলক-
হস্তা কেশবকে আমি বিনাশ করিব না কেন? এই-
মাত্র বলিয়াই ক্রুদ্ধ দৈত্যপতি যুদ্ধবাজা করিল।
তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা বাদিত্র ও ভেরীধ্বনি হইতে

জিত হইতে আদেশ দিলেন। দৈত্যরাজ কুশের
আজ্ঞা পাইয়া পঞ্চজনাদি দৈত্যগণ রথ-গজ-সমভি-
ব্যাহারে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। এইবার কুর্শ্বপৃষ্ঠের
অধিনায়কতায় দশ সহস্র যোদ্ধা, দুই অযুত রথ,
দুই অযুত গজ, এবং দশ দশ অযুত অশ্ব, উষ্ট্র,
যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল। বক নামক দৈত্য বহু সৈন্ত
সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। এইরূপে
অসৈন্তপরিবৃত দীর্ঘনথ দৈত্য, দৈত্যরাজ কুশের
পুত্র মহামায এবং বিষস, প্রঘস, উর্দ্ধবাহু, বক্র-
শিরা, কোঞ্চুক, ব্রহ্মস্র, যজ্ঞহা, রাহু, বর্করক,
সুনামা ও বসুনামা নামক মস্ত্রিদ্বয়, সেনাপতি
উগ্রদ ষ্ট্র ও তদীয় ভ্রাতা মহাহনু, এই সকল এবং
অস্ত্রান্ত আরও বহু দৈত্য ক্রোধসমধিত হইয়া
যুদ্ধাকাজ্জায় ভীষণ রথনির্ঘোষ সহকারে নির্গত
হইল। এদিকে কুশদৈত্য স্নানান্তে শুক্রাধর পরি-
ধান করিয়া শুক্রমালায় বিভূষিত হইয়া পরম সমাধি-
যোগে ভূতপতি ভগবান্ ভবানৌপতির অর্চনা
করিতে লাগিল। দৈত্যেস্ত্র শম্ভুর পঞ্চায়ুত দ্বারা
স্নান ও গচ্ছ দ্বারা বিলেপন করাইয়া বিবিধ কুসুম
দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিল। গীত-বাদিত্র শব্দ
ও মঙ্গলধ্বনি সহকারে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা স্বস্তিবাচন

সংশ্লিষ্যসং প্রভূম্ । তথা বিষ্ণুং চক্রপাণিঃ
 তুর্কাসমকল্যষম্ ॥ ৪২ ॥ ঈশ্বরাংশঞ্চ তং দৃষ্ট্বা ন
 হস্তবোহয়মীশ্বরঃ । বিষ্ণুমুদ্ভিক্ত তান্ সর্কান্ প্রেরথা-
 মাস দানবান্ ॥ ৪৩ ॥ নাগৈঃ পক্ষীতসঙ্ঘাটৈশ্চ রথৈ-
 র্জলদসন্নিতৈঃ । অশ্বৈর্নৃহাজ্জৈবৈশ্চৈব পরিবক্ৰঃ
 সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ ততো যুদ্ধং সমভবদেবয়োর্দানবৈঃ
 সহ । আচ্ছাদিতৌ তৌ দদৃশুর্দৈত্যদেবগোস্তথা ॥
 ৪৫ ॥ ততো গৃহীত্বা মুষলং হলঞ্চ বলবান্ হলৌ ।
 জঘান দৈত্যপ্রবরান্ কালানলযমোপমান ॥ ৪৬ ॥
 তে হস্তমানা দৈতেয়া বলেন বলশালিনা । সর্কতো
 বিক্ৰতা ভয়াঃ কুশমেব যযুস্তথা ॥ ৪৭ ॥ বকশ্চ
 যজ্ঞকোপশ্চ ব্রহ্মস্রো বেদদূষকঃ । মহামথস্রো জন্তশ্চ
 রাহবক্রশিরাস্তথা ॥ ৪৮ ॥ এতে চাশ্ত্রে চ বহবঃ
 প্রবরা দানবোস্তমাঃ । ক্রোধসংরক্তনয়না বিভি-
 হুস্তে জনাধিনম্ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ ক্রোধসমায়ুক্তৌ
 সঙ্ঘর্ষণজনাধিনৌ । চক্রোজ্জলঘাতেন জঘ্নতুর্দানবো-
 স্তমান ॥ ৫০ ॥ চক্রো চ শিরঃ কায়াচ্চিচ্ছেদাত্ত
 বকশ্চ বৈ । চূর্ণদামাস মুষলৌ যজ্ঞহস্তারমেব চ ॥
 ৫১ ॥ রাহুঃ জঘান চক্রো তথাত্তান্ মুষলেন চ ।

লাগিল । কুশ গিয়া দেখিল,—তথায় অনন্তদেব
 চক্রপাণি বিষ্ণু, এবং সেই নিম্পাপ তুর্কাসা অবস্থান
 করিতেছেন । তদর্শনে তুর্কাসাকে ঈশ্বরাংশ জ্ঞানে
 স্থির করিল, এই প্রভুকে আমরা হনন করিব না ।
 এইরূপ স্থির করিয়া সে সমগ্র দানবসৈন্য বিষ্ণুর
 অভিমুখেই প্রেরণ করিল । পক্ষীতপ্রমাণ হস্তী,
 মেঘোপম রথবৃন্দ এবং মহাবেগ অশ্ব সকল তৎ-
 ক্কাণ্ড বিষ্ণুর চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিল ।
 তখন দানবদিগের সহিত দেবদ্বয়ের যুদ্ধ বাধিল ।
 দেবগণ দেখিলেন,—কৃষ্ণ-বলরাম দৈত্যসেনায়
 সমাগত হইয়াছেন । অনন্তর বলবান্ হলায়ুধ
 তাঁহার মুষল গ্রহণ করিয়া কালানলপ্রতিম দৈত্য-
 দিগকে সংহার করিতে লাগিলেন । বলবান্ বল-
 রামের হস্তে হস্তমান হইয়া দৈত্যগণ চতুর্দিক্ হইতে
 পলায়নপূর্বক কুশদৈত্যর নিকট গিয়া উপস্থিত
 হইল । বক, যজ্ঞকোপ, ব্রহ্মস্র, বেদদূষক, মহা-
 মথস্র, জন্ত, রাহু, ও বক্রশিরা, এই সকল এবং
 অন্তান্ত বহু দানবশ্রেষ্ঠ ক্রোধারক্তনয়নে জনাধিনকে
 শরবিদ্ধ করিতে লাগিল । অনন্তর ক্রোধাবিত
 কৃষ্ণবলরাম চক্র ও লাজলাঘাতে দানববীরগণকে
 শমন সমনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । হরি
 চক্র দ্বারা বকের শিরচ্ছেদ করিলেন । মুষলী মুষল

তে হতা হস্তমানাশ্চ ভয়া জঘ্মুর্দিশো দশ ॥ ৫২ ॥
 কুশঃ শ্বাঃ বাহিনৌ দৃষ্ট্বা বিক্ৰতাং নিহতাং তথা ।
 ক্রোধসংরক্তনয়নঃ প্রাহ যাহৌতি সারথিম্ ॥ ৫৩ ॥
 স তয়োৱস্তিকং গহা নাম বিশ্রাব্য চাশ্বনঃ । উবাচ
 কশ্চ দৈতেয়ান্ মম হংসি গদাধর ॥ ৫৪ ॥ শ্রীবানু-
 দেব উবাচ । যস্মাভিযুক্তিদং পুণ্যং গোমতাদধি-
 সঙ্গমম্ । কৃষ্ণঃ দুরাশ্চাতিঃ পাপৈপ্তস্মাস্তে নিহতা
 ময়া ॥ ৫৫ ॥ কুশ উবাচ । মাং ন জানাসি চাত্মহং
 কথং জীবন্ প্রয়াস্তসি । যুধ্যস্ব হং স্থিরো ভূত্বা
 ততস্ত্যাক্যসি জীবিতম্ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যাশ্বা পঞ্চ-
 বিংশত্যা তাড়য়ামাস কেশবম্ । অনন্তঃ চাষ্ট্ৰি-
 বাণৈর্হস্তাভ্যেযং নিরীক্য তম্ । ঈশ্বরাংশঞ্চ তং
 দৃষ্ট্বা প্রাহ যাহৌতি মা চিরম্ ॥ ৫৭ ॥ স বাণৈ-
 র্ভিন্নসমাসঃ শার্ঙ্গঃ হি ধনুবাং রংম্ । বিক্ৰম্য
 ঘাতয়ামাস চতুর্ভিঃশতৈঃ হনান্ ॥ ৫৮ ॥ সারথেষ্ট
 শিরঃ কায়াদর্দ্র্যস্তেন পরিণা । চিচ্ছেদ ধনুৱেকেন
 ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে ॥ ৫৯ ॥ স চিহ্নরথ্যা বিরথো

দ্বারা যজ্ঞহস্তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন । অতঃপর রাত
 চক্র দ্বারা এবং অন্তান্ত দানবগণ মুষল দ্বারা
 নিহত হইতে লাগিল । এইরূপে দৈত্যগণ হস্তমান
 হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া দশদিকে পলায়ন করিল । এই
 সময় কুশ স্ববাহিনীকে বিক্ৰত ও নিহত দেখিয়া
 ক্রোধসংরক্তনয়নে স্বীয় সারথিকে বলিল,—রথচালন
 কর । ৩৯—৫৩ সারথি তাহাই করিল । কুশ দৈত্য
 কৃষ্ণবলরামের সমীপে গিয়া নিজের নাম শুনাইয়া
 বলিল,—কে তুমি গদাধর ? আমার দৈত্যসৈন্য-
 দিগকে সংহার করিতেছ ? বানুদেব কহিলেন,—
 মুক্তিপ্রদ-পবিত্র গোমতীসাগরসঙ্গম, দুরাশ্বা
 দৈতেয়রা অবধূক করিয়া রাখিয়াছে । এই জন্তই
 আমি তাহাদিগকে নিহত করিতেছি । কুশ
 কহিল,—আমি এখানে আছি, তাহা তুমি জান না ?
 এখান হইতে প্রাণ লইয়া কিরূপে যাইবে ? স্থির
 হইয়া যুদ্ধ কর, অচিরেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ।
 এত বলিয়া কুশ পঞ্চবিংশতি বাণে কেশবকে,
 এবং অষ্ট বাণে অনন্তকে, আহত করিয়া
 অত্মিনন্দন তুঙ্গাসার প্রাতি দৃষ্টিপাতপূর্বক তাঁহাকে
 ঈশ্বরাংশ দেখিয়া কহিল,—যাও স্বর্গে ! অবিলম্বে
 এখান পরিত্যাগ কর । তখন বাণভিনাঙ্গ কেশব
 শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণপূর্বক চারিটা বাণে কুশের
 চারিটা অশ্ব, অর্দ্ধশ্রেণ বাণে সারথির দেহ হইতে
 মস্তক, একটা বাণে কুশের শরাসন এবং

ইতাবো হতসারথিঃ । প্রগৃহ্য চ মহাখড়্গমুবাচ
বচনং তদা ॥ ৬০ ॥ যদি ত্বাং পাতয়িষ্যামি
কৌর্ভির্নে হতুলা ভবেৎ । পাতিতোহহং ত্বয়া বীর
যাস্তামি পরমাং গতিম্ ॥ ৬১ ॥ তিষ্ঠতিষ্ঠ হরে
স্থানে শরণং মে সদাশিবঃ । ধাবন্তমাসংক্ৰুদ্ধং
খড়্গাহন্তং নিরীক্ষ্য তম্ । চক্রেণ শিতধারেণ শির-
শ্চিচ্ছেদ লীলয়া ॥ ৬২ ॥ তং ছিন্নশিরসং ভূমৌ
পতিতং বীক্ষ্য দানবম্ । তথোবাহ রথেনাজৌ
দৈত্যঃ খঞ্জনকস্তথা ॥ ৬৩ ॥ অপযাতে কুশে দৈত্যো
বিষ্ণুঃ সঙ্কর্ষণস্তদা । দুর্ধাসসা চ সহিতঃ সন্ন্যবর্ত্তত
হর্ষিতঃ ॥ ৬৪ ॥ শিবালয়ে তু পতিতং কুশং নিক্শিপ্য
দানবঃ । স্নানগচ্ছার্চনৈধূপৈ গাঁতবাদ্যৈরতো-
ষয়ৎ ॥ ৬৫ ॥ অবাপ জীবিতং সদাঃ প্রসাদাচ্ছক্লমস্ত
চ । উখিতঃ স তদা দৈত্যো ব্রুবন্তি বশিবেতি চ ॥
৬৬ ॥ তং পুনর্জীবিতং দৃষ্ট্বা দৈত্যঃ দৈত্যগণস্তদা ।
উবাচ স্মৃনা বাক্যং বন্ধব সূচরং বিভো ॥ ৬৭ ॥
আপদিত্বা যদি পুনর্জীক্ষণং বিনিবর্ত্ততে । যথেষ্টং
গচ্ছতু তদা কিং বৃথা বিগ্রহেণ তে ॥ ৬৮ ॥

আর একটা বাণে তাহার ধ্বজচ্ছেদন করি-
লেন । কুশ ছিন্নধ্বজা, হতসারথি, রথহীন ও
হতাস্ত হইয়া মহাখড়্গ গ্রহণপূর্বক বলিল,—যদি
তোমাকে আমি পাতিত করিতে পারি, তবে আমার
অতুল কৌর্ভি হইবে । আর হে বীর ! তুমি যদি
আমায় পাতিত কর, তবে আমার পরম গতি
হইবে । তাই বলিতেছি, হে হরে ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ,
আমার ভয় কি ? সদাশিব আমার শরণ্য । এই
বলিয়া কুশ ধাবিত হইল । ঐক্কক তাহাকে সক্রোধে
সম্মুখে আসিতে দেখিয়া শিতধার চক্র দ্বারা অব-
লীলাক্রমে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন । অনন্তর
দৈত্য খঞ্জনক কুশ দানবকে ছিন্নমস্তকে ভূ-পতিত
দেখিয়া রথ লইয়া পলায়ন করিল । কুশ, মহা-
প্রস্থান করিলে বিষ্ণু সঙ্কর্ষণ ও দুর্ধাসা পরম হৃষ্ট
হইলেন । এদিকে দানব খঞ্জনক কুশ দানবের
মৃতদেহ শিবভবনে নিক্ষেপ করিয়া স্নপন, গন্ধ,
ধূপ ও গীত-বাদ্য দ্বারা পূজা করিয়া মহাদেবের
পারিতোষ জন্মাইল । কুশ দৈত্য, শঙ্করের প্রসাদে
সদ্যই জীবিত ও উখিত হইয়া বদনে ‘শিব শিব’
ধ্বনি করিতে লাগিল । দৈত্যগণ এবং দৈত্যমন্ত্রী
স্মৃনা তাহাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বলিল,—
প্রভো ! আপনি চিরজীবী হউন । দেখুন,
ব্রাহ্মণকে স্নান করিতে দিলে এ যুদ্ধের যদি শান্তি

তত্ত্ব তদনং শ্রদ্ধা কুশো বচনমববৌৎ ।
গচ্ছ প্রেষয় তো নীচঃ বিপ্রজ্ঞাপকরাবুতো ॥
৬৯ ॥ স চ রাজা সমাদিষ্টঃ স্মৃনা যুনি-
সন্তমঃ । উবাচ বিষ্ণুমানয়া নমস্কৃত্য হল্যদ্বধম্ ॥
৭০ ॥ কুশেন প্রেযিতশ্চান্মি সমীপে তে জনাৰ্দ্দন ।
কিং তবাপকৃতং নাথ যেন দৈত্যান জিঘাংসসি ॥ ৭১ ॥
দুর্ধাসসং আপদিত্বা গচ্ছ যুক্তোহসি মানদ ।
অমরত্বং মহাদেবাং প্রাপ্তং বিদ্ধি কুশেন হি ॥ ৭২ ॥
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ । মুক্তির্ভৌরমিদং ক্লদ্বঃ ভবন্তিঃ পাপ-
কর্ম্মভিঃ । তস্মাকুনিমো সর্ষাংস দানবান্নাত্ন
সংযতঃ ॥ ৭৩ ॥ দুর্ধাসসং যে দর্ভান্তিস্ফাটৈশ্চ বা-
ক্যৈঃ সহ । পুনস্তানানয়ধ্বং হি কিম্বা যে বক্রণা-
লয়ে ॥ ৭৪ ॥ সদাহনপরীবারাঃ সজ্জাতিকুলবান্ধবাঃ ।
পুণ্যভৌরমিদং হিবা প্রবিশধ্বং ধরাতলে ॥ ৭৫ ॥
স্মৃনাস্তদ্বচঃ শ্রদ্ধা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ । যুধ্যধ্ব-
মিতি তং চোক্তা নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥

হয়, তবে তাহাই হউক ; ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া অভীষ্ট
দিকে চলিয়া যাউন । ইহার দ্রষ্টব্য বৃথা যুদ্ধ করিয়া
কল কি ? মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া কুশ কহিল,—
যাও, নীচ গিয়া সেই বিপ্রজ্ঞাপকর রায়-কেশবকে
প্রেরণ কর । রাজার আদেশে মন্ত্রী স্মৃনা গিয়া
বিষ্ণু ও বলরামকে নমস্কারপূর্বক বলিল,—জনাৰ্দ্দন !
কুশরাজ ভবৎসমীপে আমায় প্রেরণ করিয়াছেন,
তিনি বলিয়া দিয়াছেন, আপনার কি অপরাধ
করিয়াছি যে, আপনি দৈত্যদিগকে সংহার করিতে-
ছেন ? হে মানদ ! ছাড়িয়া দিলাম, আপনি
দুর্ধাসাকে স্নান করাইয়া চলিয়া যাউন । জানি-
বেন,—কুশদৈত্য কিছুতেই মরিবে না । সে
মহাদেব হইতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে । বিষ্ণু
বলিলেন,—পাপকর্ম্ম দৈত্যগণ এই মুক্তিভৌর
কল্প করিয়া রাখিয়াছে । অতএব আমি সমস্ত দান-
বেরই সংহার সাধন করিব । যে সকল দর্ভ, তিল
ও অক্ষত দুর্ধাসার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া
দৈত্যগণ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই সকল
বস্তু অচিরে আনয়ন কর । তোমরা স্ব স্ব বাহন,
পরিজন ও জ্ঞাতি-বান্ধবদিগের সহিত একযোগে
এই পুণ্যভৌর পরিত্যাগপূর্বক ধরাবিবরে গিয়া
প্রবেশ কর । এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী স্মৃনা ক্রোধ-
রক্তনয়নে কহিল,—কি, এমন কথা ! তবে যুদ্ধ কর,
এরূপ কিছুতেই হইবে না ॥ ৭৪—৭৬ ॥ এই বলিয়া সে

কুশায় কথয়ামাস যজ্ঞঃ শার্দ্ধধিনা । ক্রুদ্ধস্তম্ভনঃ
 ক্ষত্র্য মন্ত্রিণা সমুদীরিতম্ ॥ ৭৭ ॥ রথমাক্রুৎ বেগেন
 যযৌ যোদ্ধুমরিন্দমঃ । সংস্রুত্যা মনসা দেবঃ পিনাকিং
 বুধধ্বজম্ ॥ ৭৮ ॥ ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শুমহ-
 মোমহর্ষণম্ । অন্তেষাং দানবানাঞ্চ কেশবস্ত কুশস্ত
 চ ॥ ৭৯ ॥ যজ্ঞস্তো গদয়া গুরীয়া সঙ্কর্ষণমতাড়য়ৎ ।
 সঙ্কর্ষণহতঃ শীর্ণি মূষলেন পপাত হ ॥ ৮০ ॥ কঙ্ককঞ্চ
 জঘানান্ত চক্রেণ ভগবান্ হরিঃ । উল্লুকশ্চাখ
 নিহতো ব্রহ্মরশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ৮১ ॥ এতে চান্তে
 চবহবো ঘাতিতাঃ কেশবেন হি । দানবান্ পতি-
 তান্ দৃষ্ট্বা কুশঃ পরমকোপিতঃ ॥ ৮২ ॥ জঘান যুধি
 সংরক্তঃ পরমাত্মেণ কেশবম্ । ভগবান্ ক্রোধ-
 সংযুক্তশ্চক্রেণ চাহরচ্ছিরঃ ॥ ৮৩ ॥ তং ছিন্নশিরসঃ
 ভূমৌ পতিতং বীক্ষ্য কেশবঃ । চিচ্ছেদ বাহু
 পাদৌ চ খড়্গেন তিলশস্ত্রা ॥ ৮৪ ॥ খণ্ডশো
 ঘাতিতং দৃষ্ট্বা কেশবেন কুশঃ তদা । সংগৃহ্য তে
 পুনর্দৈত্য্য নিহ্ন্যাঃ সর্কে শিবাশ্রয়ম্ ॥ ৮৫ ॥ প্রসাদা-
 চ্ছূলিনঃ সদ্যো জীবিতং প্রাপ্য দানবঃ । উখিতঃ
 সহসা ক্রুদ্ধঃ ক বিস্ময়িতি চাত্রবীৎ ॥ ৮৬ ॥ গদা-

কুশের নিকট গিয়া কৃককথিত কথা জ্ঞাপন করিল ।
 মজীর মুখে সেই কথা শুনিয়া কুশদৈত্য্য সক্রোধে
 রথারোহণপূর্বক বেগে যুদ্ধার্থ নির্গত হইল ।
 যাইবার সময় সে পিনাকপাণি বুধধ্বজকে মনে মনে
 চিন্তা করিল । অনন্তর ঘোর লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ
 হইল । কেশবের, কুশের ও অন্তান্ত দানবদিগের
 ঘোর যুদ্ধ চলিল । যজ্ঞর গুরুগদা দ্বারা সঙ্কর্ষণকে
 আহত করিল । পরে সঙ্কর্ষণ কর্তৃক মূষল দ্বারা
 মস্তকে আহত হইয়া যজ্ঞর পতিত হইল । ভগবান্
 হরি চক্রপ্রহারে কঙ্কককে নিহত করিলেন । উল্লুক
 ও ব্রহ্মর নামক দৈত্যযুগলও তৎকর্তৃক নিপাতিত
 হইল । কেশব এই সকল এবং অন্তান্ত বহু
 দানবের সংহার সাধন করিলেন । দানবদিগকে
 পতিত হইতে দেখিয়া কুশ কুপিত হইয়া পাশাস্ত্র
 প্রহারে সময়ে কেশবকে আহত করিল । অস্ত্রাহত
 ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রদ্বারা তদীয় মস্তক ছেদন
 করিলেন । কেশব তাঁহাকে ছিন্নমস্তকে পতিত
 দেখিয়া খড়্গ দ্বারা তদীয় করচরণাদি সমস্ত অঙ্গ
 তিল তিল পরিমাণে ছেদন করিলেন । দৈত্যগণ
 কেশব কর্তৃক কুশদেহ বহুধা খণ্ডিত দেখিয়া তাহা
 লইয়া পুনরায় শিবাশ্রয়ে গমন করিল । কুশদানব
 শুলোর প্রসাদে সদ্য জীবিত হইয়া উখিত হইল

মুদাম্য সংক্রুদ্ধো যোদ্ধুমাগাজ্জনর্দনম্ । তমুদাত-
 গদং দৃষ্ট্বা নিহতঃ জীবিতঃ পুনঃ ॥ ৮৭ ॥ দুর্কাস-
 সমখোবাচ কিমিদং ন স্মিয়েত যৎ । ময়াসকৃচ্ছির-
 শ্ছিরঃ খণ্ডশস্ত্রিলশ কৃতম্ ॥ ৮৮ ॥ জীবিতায়াং পুনঃ
 কস্মাৎকারণং কথয়স্ব নঃ । ইত্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস
 ধ্যানেন ঋষিসত্তমঃ ॥ ৮৯ ॥ জাহ্নবা তৎকারণং
 সর্কমুবাচ মধুহৃদনম্ । মহাদেবেন তুষ্টেন কুশো-
 হযময়রঃ কুতঃ ॥ ৯০ ॥ খণ্ডশস্ত্র কৃতশ্চাপি ন চ
 প্রাণৈর্কিয়ুজ্যতে । ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হস্ত-
 বোহয়ং ময়া কথম্ ॥ ৯১ ॥ উপায়ঞ্চ করিষ্যামি
 যেনায়াং ন ভবেদিত্তি । ততঃ স জীবিতং প্রাপ্য
 প্রসাদাচ্ছরস্ত চ । চর্যখড়্গমখাদায় তিষ্ঠতিষ্ঠেতি
 চাত্রবীৎ ॥ ৯২ ॥ তমায়ত্তং ততো দৃষ্ট্বা কুশং
 শিবপরিগ্রহম্ । জঘান গদয়া গুরীয়া গদাহস্তং তদা
 কুশম্ ॥ ৯৩ ॥ স ভিন্নমূর্ধ্না স্থপতৎ কেশবেনাভি-
 তাড়িতঃ । ভূমৌ নিপতিতঃ বেগাৎপরিগৃহ্য কুশঃ
 হরিঃ ॥ ৯৪ ॥ গর্ভে নিকিপ্য তদেহং পুরয়ামাস
 বৈ পুনঃ । লিঙ্গং সংস্থাপয়ামাস তন্তোপরি

এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—কোথায় বিষ্ণু ! এই বলিয়া
 গদা উত্তোলনপূর্বক ক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল ।
 নিহত কুশদৈত্য্যকে পুনর্জীবিত ও গদাহস্তে সমাগত
 দেখিয়া বিষ্ণু দুর্কাসাকে কহিলেন,—ঋষে ! এ কি
 হইল ! এ দৈত্য্য মরিয়াও মরিতেছে না ! আমি
 বার বার ছেদন করিতেছি ; তিল তিল পরিমাণে
 খণ্ড খণ্ড করিতেছি ; তথাচ কি কারণে পুনরায় এ
 জীবিত হইতেছে বলুন ? কৃক এই কথা কহিলে
 ঋষিবর ধ্যান করিতে লাগিলেন । ধ্যানযোগে
 তাহার কারণ জানিয়া মধুহৃদনকে বলিলেন,—মহা-
 দেব তুষ্ট হইয়া এই কুশদৈত্য্যকে অমর করিয়াছেন ।
 তাই এ বহুধা খণ্ডিত হইয়াও প্রাণাবমুক্ত হইতেছে
 না । এই কথার পর বিষ্ণু বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া ভাবি-
 লেন,—তবে কিরূপে ইহাকে আমি বিনাশ করিব ?
 এই দৈত্য্য যাহাতে পুনর্জীবিত হইতে না পারে,
 সেজন্ত উপায় করিতে হইবে । এদিকে শঙ্কর-
 প্রসাদে লঙ্কাজীবন দৈত্য্যরাজ খড়্গাশ্রম ধারণ
 করিয়া জনার্দনকে বলিল,—থাক থাক । অনন্তর
 শিবাশ্রুগৃহীত কুশকে গদাহস্তে আঁসিতে দেখিয়া
 কেশব গুরীয়া গদাঘাতে তাহাকে নিহত করিলেন ।
 কেশবাহত কুশদৈত্য্য বিদৌর্মমস্তকে ভূপৃষ্ঠে পতিত
 হইল । হরি কুশদৈত্য্যকে পতিত দেখিয়া সবেগে
 তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তজ্জাত্য একটা গর্ভ

জনর্দিনঃ । ১৫ । স লক্ষসংজ্ঞো দম্বজঃ শিবলিঙ্গ-
মপণ্ডিত । আশ্বোপরি স্থিতং তচ্চ তদা চিত্তাপরো-
হভবৎ । ১৬ ।

ইতি ত্রীকান্দে বিষ্ণুনা কুশ দৈত্যোপরি শিব-
লিঙ্গস্থাপনবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ । ২০ ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । শিবলিঙ্গমলঙ্ঘ্যং হি বুদ্ধি-
পূর্বং হতো হৃদয়ম্ । উবাচ কৃষ্ণঃ দম্বজচ্ছলিতোহহং
অধানঘ । ১ । ত্রিবিষ্ণুকবাচ । পরিতুষ্টোহস্মি তে
দৈত্য শৌর্য্যেণ শিবসংগ্রহাৎ । বরং বরং ভদ্রং তে
যদিচ্ছসি মহামতে । ২ । কুশ উবাচ । যথা পূজ্যো
মহাদেবো মম যুগ্ম তথা হরে । এক এব দ্বিধা
মূর্ত্তিস্তস্মাভ্যাং বরয়াম্যহম্ । ৩ । শিবলিঙ্গং অগ্না
নাথ স্থাপিতং যন্মমোপরি । মম নান্য ভবতু চ
কুশেশ্বর ইতি স্মৃতম্ । ৪ । অহুগ্রাহো যদ্যহং তে

মধ্যে তাহার দেহ নিক্ষেপ করিয়া সেই গর্ভ পুরণ
করিলেন । অপিচ জনর্দিন স্বয়ং তাহার দেহোপরি
এক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন । দম্বজেল্ল লক্ষসংজ্ঞ
হইয়া স্বীয় দেহোপরিস্থিত লিঙ্গ সন্দর্শন-পূর্বক চিত্তা
করিতে লাগিল । ১৭—২৬ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—কুশদৈত্য ভাবিল,—আমি
হত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমার দেহস্থ এই শিব-
লিঙ্গ জ্ঞানত আমার লঙ্ঘনীয় নহে । এই ভাবিয়া
সে কৃষ্ণকে কহিল,—হে অনঘ ! আমি তোমা দ্বারা
প্রভাবিত হইলাম । বিষ্ণু বলিলেন,—হে দৈত্য !
তোমার শিবপ্রসাদলব্ধ শৌর্য্য দেখিয়া আমি পরি-
তুষ্ট হইয়াছি । ওহে মহামতে ! তোমার অভীষ্ট
বর প্রার্থনা কর । কুশ কহিল,—হে হরে !
মহাদেব যেমন আমার পূজ্য ; তেমনি আপনিও
আমার পূজনীয় । আপনারা একই মূর্ত্তি, দ্বিধা
ভিন্ন ভাবে অবস্থিত । অতএব আপনার নিকট
আমি বর লইতেছি, আমার প্রার্থনা এই যে, হে
নাথ ! আমার উপর আপনি যে শিবলিঙ্গ স্থাপন
করিয়াছেন, ইহা আমার নামানুসারে ‘কুশেশ্বর’

মম কীর্ত্তিভবদ্রিয়ম্ । এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তত্বজৈব-
বস্থিতোহস্মুরঃ । ৫ । ততোহহুদানবান্ সন্ধান-
প্রেষয়ামাস মাধবঃ । রসাতলং গতঃ কেচিৎ
কেচিদ্ভিক্ষুঃ সমাগতাঃ । ৭ । অনন্তঃ সংহিতস্তত্র
বিষ্ণুশ্চ তদনন্তরম্ । জ্ঞাত্বা বিমুক্তিদং তীর্থং তুর্কাসা
মুনিপুংসবঃ । ৭ । গোমত্যাং চক্রতীর্থে চ ভগবাংশ্চ
ত্রিবিক্রমঃ । তেন ভগ্নুক্তিদং যদ্বা তুর্কাসাশ্চ সংহিতঃ
৮ । এবং ত্রিবিক্রমঃ স্বামৌ তদাপ্রভৃতি সংহিতঃ ।
কলৌ পুনঃ কলান্তাসাং কৃষ্ণরমণমৎ প্রভুঃ । ১১ ।
প্রহ্লাদ উবাচ । পূজাবিধিঃ হরেবিপ্রাঃ শৃণুধ্বং
শ্রুতমাহিতাঃ । বিশেষাৎ কলদঃ প্রোক্তঃ পূজিতো
মধুমাধবে । ১০ । মধুসূদনো নরো যন্ত দ্বারবত্যাং
করোতি চ । পূজয়েৎ কৃষ্ণদেবঞ্চ আপন্নিত্বা বিলিপ্য
চ । ১১ । গঠৈশ্চ বাসসাচ্ছাদ্য ধূপৈর্দীপৈরনেকধা ।
নৈবেদ্যৈর্ভূষণৈশ্চৈব তাম্বুলেন ফলেন চ । ১২ ।
আরাত্রিকেন সম্পূজ্য দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ । স্বতেন
দীপকং দত্ত্বা রাত্রৌ জাগরনং তথা । কুর্ধ্যাক্চ

বলিয়া বিখ্যাত হউক । যদি আমি আপনার অহু-
গ্রাহ হই, তবে আমার এই কীর্ত্তি প্রধিত হউক ।
বিষ্ণু বলিলেন,—এইরূপই হইবে । এই কথা
পর কুশদানব তথায় অবস্থিত হইল । অনন্তর
অস্তান্ত দানবদিগকে কেশব স্থানত্যাগ করিতে
বলিলেন । দানবগণের মধ্যে অনেকে রসাতলে
গমন করিল । আর অনেকে মাধবের শরণাপন্ন
হইল । তথায় অনন্ত আছেন ; তৎপরে বিষ্ণু
আছেন ; তাহাঁদের অধিষ্ঠিত স্থান মুক্তিপ্রদ-তীর্থ ।
ইহা জানিয়া এবং গোমতীস্থ চক্রতীর্থে ভগবান্
ত্রিবিক্রম অবস্থিত ; ইহা বুঝিতে পারিয়া মুনি-
পুংসব তুর্কাসা মুক্তিভীষণজ্ঞানে ঐ স্থানেই বাস
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ত্রিবিক্রমস্বামী তখন
হইতে চক্রতীর্থেই অবস্থিত আছেন । পরন্তু
কলিকালে কলান্তাসে তিনি কৃষ্ণরূপে উপগত হইয়া-
ছেন । ১—১১ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিপ্রগণ ! এক্ষণে
শ্রুতমাহিত হইয়া হরির পূজাবিধি শ্রবণ করুন ।
মধুমাধবে মধুসূদনের পূজা করিলে তিনি বিশেষ-
রূপে কলপ্রদ হইয়া থাকেন । যেন দ্বারবতীতে
ত্রীকৃষ্ণের পূজা করে, স্নান করায়, গন্ধ-লেপ প্রদান
করে, বসন পরিধান করায়, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,
ভূষণ, তাম্বুল ও আরাত্রিক দ্বারা পূজাস্তে দণ্ডবৎ
প্রণিপাত-পূর্বক স্বত-প্রদীপ প্রদান করিয়া রাত্রি-

গীতবাদিত্রৈলোচন পুস্তকবাচকৈঃ । ১৩ । কৃষ্ণা চৈবঃ
বিধিঃ ভক্ত্যা সৰ্বান কামানবাগ্নুয়াৎ । ১৪ । তথা
নভসি সম্পূজ্য পবিত্রারোপণেন চ । পিতৃণাং
চাক্ষুঃ তপ্তিঃ সকলাঃ সূর্য্যনোরথাঃ । ১৫ ।
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে দ্বিজসন্তমাঃ ।
সম্পূজ্য কৃষ্ণং দেবেশং পরাং গতিমবাগ্নুয়াৎ । ১৬ ।
তথা নভস্তে সম্পূজ্য পবিত্রারোপণেন চ । সৰ্বান
কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি । ১৭ ।
যুগাদিষু চ সম্পূজ্য হৃদয়ে দক্ষিণোত্তরে । আষাঢ়-
জ্যৈষ্ঠমাঘেষু পৌষাদিষাদনীষু চ । ১৮ । কলৌ
কৃষ্ণং পূজয়িত্বা গোমতাদধিসঙ্গমে । বিমলং লোক-
মাপ্নোতি যত্র গন্ধা ন শোচতি । ১৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে গোমতীতীরস্থক্ষেত্রস্থভগবৎ-

পূজামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকবিংশো-

অধ্যায়ঃ । ২১ ।

দ্বাবিংশো অধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দূল যথাবৎ
কথয়ামি বঃ । আপয়িত্বা জগন্নাথং তথা গচ্ছসি-

জাগরণ, গীত-বাদিত্র-নির্ঘোষ ও পুস্তকবচন করে,
সে ভক্তিপূর্ব্বক ঈদৃশ অমুষ্ঠানের ফলে সৰ্ব্বকাম
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শ্রাবণে পবিত্রারোহণপূর্ব্বক
কৃষ্ণপূজা করিলে পিতৃগণের অক্ষয়তাপ্ত হয় ;
মনোরথ সকল সকল হইয়া থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ-
গণ ! কার্ত্তিকে উত্থান একাদশীদিনে দেবদেব
কৃষ্ণের পূজা করিয়া নর পরমগতি প্রাপ্ত হয় ।
শ্রাবণ মাসে পবিত্রারোহণ-পূর্ব্বক পূজা করিলে
সৰ্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয় এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে
বাস হইয়া থাকে । দ্বারাবতীর গোমতী-সাগর-
সঙ্গমে যুগাদিতে, অয়নদ্বয়ে, মাঘ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়
মাসে ও পৌষমাসের দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা
করিয়া মানব নির্ম্মল লোক লাভ করে । সে লোকে
গিয়া আর শোক করিতে হয় না । ১০—১৯ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দ্বিজশার্দূলগণ ! শ্রবণ
বকন, আমি আপনাদিগকে যথাযথ পূজাবিধি বলি-

লিপি । ১ । পূজয়িত্বা তুলসী তু ভূযয়িত্বা চ
ভূযগৈঃ । ১ । নৈবেদ্যেন চ সমুপা তথা নীরাজ-
নাদিভিঃ । হৃদ্যানসং তথা পূজ্য পুণ্ডরীকাক্ষমেব
চ । ২ । অনন্তং বৈনতেয়াদীন ভক্ত্যা সম্পূজ্য
মানবঃ । দদ্যাদানং শশঙ্ক্যা চ বিত্তশাঠ্যবিব-
জ্জিতঃ । ৩ । দীনাস্করুপণাংস্তত্র তর্পয়েচ্চ সমা-
শ্রিতান । ৪ । কাক্সীগীঞ্চ ততো গচ্ছেদ্বিদভতনয়াং
নরঃ । উপহৃত্যোপহার্যাংচ বলিভির্গন্ধদীপকৈঃ । ৫ ।
পীড়য়ন্তি গ্রহাস্তাবহ্যাধয়োহভিভবন্তি চ । ভক্ত্যা
ন পশুতি নরো যাবৎকৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ । ৬ ।
উপসর্গভয়ং তাবদুঃখঞ্চ ভূতসন্তবম্ । ভক্ত্যা ন
পশুতি নরো যাবৎ কৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ । ভবেদরিয়দ্রৌ
দুঃখী চ তাবদে পরযাচকঃ । ভক্ত্যা ন পশুতি নরো
যাবৎকৃষ্ণপ্রিয়াং কলৌ । ৮ । তাবদুঃখপ্রজা নারী
হর্ভাগ্যা দুঃখসংযুতা । ভক্ত্যা ন পশুতি যদা নারীঃ
কৃষ্ণপ্রিয়াং তথা । ৯ । তাবচ্ছত্রভয়ং পুংসাং গৃহ-
ভঙ্গঞ্চ মূৰ্খতা । ভক্ত্যা ন পশুতি নরো যাবৎকৃষ্ণ-
প্রিয়াং কলৌ । ১০ । সম্পূজ্য কৃষ্ণং বিধিবদ্রক্ষ্মণীং
পূজয়েত্ততঃ । আপদে দধিতৃষ্ণাত্যাং মধুশর্করয়া তথা ।

হোঁছ । মানব প্রথমত জগন্নাথকে স্নান করাইয়া
অনন্তর গন্ধাদি দ্বারা লেপন, তুলসী দ্বারা পূজা,
অলঙ্কার দ্বারা মণ্ডন, এবং নৈবেদ্য ও নীরাজনাদি
দ্বারা তাঁহার পরিতোষ বিধান করিবে । এইরূপে
দ্রুমাসা, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত ও বৈনতেয়াদির ভক্তি-
পূর্ব্বক পূজা সম্পন্ন করিয়া বিত্তশাঠ্য বজ্জনপূর্ব্বক
যথাশক্তি দান করিবে এবং আশ্রিত দীনাস্ক-রুপণ-
দিগকে তর্পিত করিবে । অনন্তর নর বিদভতনয়া
কাক্সীগীসমীপে যাইবে । মানব এই কলিকালে
যাবৎ বলি, উপহার ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়া
কাক্সীগীর ভক্তিসহকারে পূজা না করে, গ্রহগণ ও
ব্যাধিসমূহ তাবৎ তাহাদিগকে পীড়া প্রদান করিয়া
থাকে । অপচ তাবৎ তাহাদের উপসর্গ ও ভূত-
জনিত দুঃখ হইয়া থাকে । নর এই কলিকালে
যতদিন না কৃষ্ণপ্রিয়া দর্শন করে, ততদিন তাহা-
দিগকে দরিদ্র, দুঃখী ও পরযাচক হইতে হয় ।
তাবৎ নারী দুঃখসংযুক্তা হর্ভাগা ও মৃতপ্রজা থাকে,
যাবৎ না ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রিয়াকে দর্শন করে ।
তাবৎ পুরুষের শত্রুভয়, গৃহভঙ্গ ও মূৰ্খতা থাকে,
যাবৎ না ভক্তিপূর্ব্বক তাহার কৃষ্ণপ্রিয়ার পূজা
করে । ১—১০ । বিধিপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজা করিয়া অনন্তর

১১। স্বতেন বিবিধৈর্গন্ধৈস্তথৈবেক্ষুরসেন চ।
তৌর্থোদকেন সংপ্রাপ্য সর্গান্ কামানবাগ্নুযাং ॥ ১২ ॥
এবং যঃ প্রাপয়েদেবীং ক্রকীণীং কৃষ্ণবল্লভাম্। ন
তস্ত দ্বর্জভং কিঞ্চিদহি লোকে পরজ ৫। ১৩ ॥
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমেনৈব তথা যুগমদেন চ। বিলেপয়েৎ-
পুত্রস্ত স পুত্রঃ লভতে ক্রবম্ ॥ ১৪ ॥ সদা স
ভোগী ভবতি রূপবান্ জনপুজিতঃ। পূজয়েন্মালতী-
পুষ্পৈঃ শতপত্রৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ১৫ ॥ করবীরৈ-
শ্লিষ্টিকান্তিস্পষ্টৈকৈশ্চ বিশেষতঃ। কমলৈর্কারিসমুত্তৈঃ
কেতকীভিঃ পাটলৈঃ ॥ ১৬ ॥ ধূপেনাশুকণা চৈব
পূজয়েদ্ গোগুণ্ডলেন চ। বস্ত্রৈঃ সুকোমলৈঃ শুভ্রৈ-
র্শানাদেশসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১৭ ॥ তক্ত্যা সজ্জাদ্য বৈদভীং
ক্রকীণীং কৃষ্ণবল্লভাম্। ভূষণৈর্ভূষণৈর্দেবীং মণিরত্ন-
সমবিত্তৈঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্ কূলে নাসুখঃ স্তান্নাদ্যশ্চ
নাধনস্তথা। নাপুত্রো ন বিকর্ম্মস্থঃ কিতবো নৌচ-
সেবকঃ ॥ ১৯ ॥ যৈঃ পূজিতা জগন্মাতা ক্রকীণী
মানবৈঃ কলৌ। নৈবেদ্যার্চক্যাজ্যাদ্যৈর্দেবী
মে প্রীয়াতামিতি। তাহুলং চ সর্পপুং ভাবেন
বিনিবেদয়েৎ ॥ ২০ ॥ গৃহীত্বা চ কলং শুভ্রং হৃৎ-
কৈশ্চ সমবিত্তম্। মন্ত্রোক্তানেন বৈ বিপ্রা হর্য্যং
দদ্যাদ্বিধানতঃ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণপ্রিয়ে নমস্তভ্যং বিদর্ভা-

দধি, দুগ্ধ, মধু, শর্করা, স্নাত, বিবিধ গন্ধ, ইক্ষুরস ও
তৌর্থোদক দ্বারা ক্রকীণীকে স্নান করাইয়া তাঁহার
পূজা করিতে হয়। এরূপ করিলে মানব সর্গ-
কামনা লাভ করিয়া থাকে। ক্রকীণীদেবীকে এই-
রূপে যে স্নান করায়, তাহার ইহ-পরলোকে কিছুই
দুর্লভ থাকে না। যে অপুত্র ব্যক্তি শ্রীখণ্ড কুঙ্কুম
ও যুগমদ দ্বারা ক্রকীণীদেবীকে বিলেপন করে, তাহার
পুত্রলাভ হয়, সে স্তন পূজিত, ভোগী ও রূপবান্
হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নানা দেশোৎ-
পন্ন শুভ্র সুকোমল বস্ত্র পরিধান করাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া
বৈদভী ক্রকীণীদেবীকে মালতী, সুগন্ধি শতপত্র,
করবীর, মল্লিকা, চন্দ্রক, জলজ, কমল, কেতকী ও
পাটল কুসুম এবং ধূপ, অশুক ও গুগুণ্ডন দ্বারা
পূজা করে, মণিরত্নাদি অলঙ্কার দ্বারা মণ্ডিত
করে, তাহার কূলে কেহই কখনও অসুখী, অধার্ম্মিক
নির্ধন, অপুত্র, বিকর্ম্মকারী, কিতব বা নৌচসেবক
হয় না। কলিতে যে মানব ভক্ষ-ভাজ্যাদি নৈবেদ্য
দ্বারা 'বিষ্ণু মৎপ্রতি প্রীত হউন' বলিয়া জগন্মাতা
ক্রকীণীদেবীর পূজা করে, কর্পূরাক্ত তাহুল নিবেদন
করে; কৃষ্ণপ্রিয়ে! নমস্তভ্যমিত্যাदि মন্ত্রোচ্চারণ

ধিপনন্দিনি। সর্বকামপ্রদে দেবি গৃহাণার্থ্যং নমো-
হস্ত তে ॥ ২২ ॥ আরাট্রিকঃ ততঃ কুর্ধ্যাজ্জলস্তং
ভাবনাশিতঃ। নীরাজনঃ প্রকর্তব্যঃ কর্পূরেন
বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ শব্দে কৃতা তু পানীয়ং ভ্রাময়ে-
স্তাবসংযুতঃ। ভ্রাময়িত্বা চ শিরসা ধারণীয়ং বিভু-
দ্রয়ে ॥ ২৪ ॥ দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ব্যমো নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়েতি
৫। বিপ্রপত্নীশ্চ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েচ্ছক্তিতো দ্বিধাঃ ॥
২৫ ॥ গ্রীবাস্ত্রকসিন্দূরৈর্কাসোভিঃ কঙ্কটৈকস্তথা।
সুগন্ধকুসুমৈরর্চ্য কুঙ্কুমেন বলিপ্যা ৫। ২৬ ॥
কৌসুম্যকৈঃ কজ্জলেন তাহুলেন চ তোবয়েৎ।
ভোক্ত্যর্ভোজ্যৈর্মোদকৈশ্চ ইক্ষুভির্মধুসর্পিভিঃ ॥ ২৭ ॥
প্রীতো ভবতি দেবেশো ক্রকীণ্যা সহ কেশবঃ।
বিশেষতঃ কলানীহ দাতব্যানি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৮ ॥
উন্নতকং ততো দেবং দ্বারপালং প্রপূজয়েৎ। স্নান-
য়িত্বা সুগন্ধেন কুঙ্কুমেন বলিপ্যা ৫ ॥ ২৯ ॥ ধূপেন ধূপ-
য়িত্বা তু পুষ্পাদ্যৈঃ সম্প্রপূজয়েৎ। নৈবেদ্যার্চক্য-
ভোক্ত্যর্ভোজ্য মাংসেন সুরয়া তথা ॥ ৩০ ॥ প্রভূত-
বলিভিঃশ্চ ব পিষ্টেন বিবিধেন ৫। যোগিনীনাং
চতুষষ্টিঃ তস্মিন্ পীঠে প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥ অর্চ্চয়ে-
দ্বরসিক্তিং চ ক্ষেত্রপালং চ সর্গেশঃ। বিরূপাক্ষামিনীং
তত্র তথা বৈ সপ্তমাতরং ॥ ৩২ ॥ অষ্টমূলীঃ
পত্নীঃ পীঠে তস্মিন্ প্রপূজয়েৎ। ক্রকীণীং সত্য-

করিয়া কল অকৃত গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি অর্ঘ্য দান
করে; ভাবযুক্ত হইয়া আরাট্রিক, বিশেষতঃ কর্পূর
জালিয়া নীরাজন করে, শব্দে জল লইয়া দেবী-
সম্মুখে ভ্রামিত করে, ভ্রমণ করাইয়া পরে বিভুদ্রির
নিমিত্ত মন্ত্রকে ধারণ করে, 'নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ে'
এই বলিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে, বিপ্রপত্নী
ও বিপ্রদিগকে যথাশক্তি পূজা করে—গ্রীবাস্ত্র,
সিন্দূর, কঙ্কট, সুগন্ধ কুসুম, কুঙ্কুম, কৌসুম্য,
কজ্জল, ও তাহুল, ভোক্ত্য-ভোজ্য, মোদক, ইক্ষু
ও স্নাত দ্বারা তাঁহাদিগের পরিভোষ জন্মায়, ক্রকীণী-
সহ কেশব তৎপ্রতি প্রীত হইয়া থাকেন। এই
পূজায় কল দান বিশেষরূপেই কর্তব্য। অনন্তর
উন্নতাত্মা দ্বারপাল দেবের পূজা করিবে। এই
পূজায় সুগন্ধ জলে স্নান ও কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপন
করাইয়া ধূপ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ভোক্ত্য, ভোজ্য,
মাংস, সুরা প্রভৃতি বলি, বিবিধ পিষ্টক নিবেদন
করিতে হয়। পরে ঐ পীঠে চতুষষ্টি যোগিনীর
পূজা করিবে; দেবী হরসিক্তি, সর্বদিকের ক্ষেত্রপাল,
দেবী বিরূপাক্ষামিনী, সপ্ত মাতৃকা এবং অষ্ট কৃষ্ণ-

ভামাঞ্চ ভভাঃ জাহবতীঃ তথা ॥ ৩৩ ॥ মিত্রবিন্দাঃ চ
কালিন্দীঃ ভভাঃ নাগজিতীঃ তথা ॥ অষ্টমীঃ
লক্ষণাঃ তত্র পূজয়েৎ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ৩৪ ॥ এতাঃ
সম্পূজ্য বিধিবৎসম্পূর্ণ্য দধিপায়সৈঃ ॥ গীতবাদিত্র-
ঘোষণে দীপৈর্জাগরণেন চ ॥ ৩৫ ॥ পূত্রপৌত্র-
সমায়ুক্তো ধনধান্তসমম্বিতঃ ॥ সর্বান কামানবাপ্নোতি
তস্ত বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬ ॥ কিং তস্ত বহুদানৈস্ত
কিং ত্রৈতর্নয়মৈস্তথা ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কঙ্কণী
কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৭ ॥ কিং যজ্ঞৈর্বহুভিস্তস্ত সম্পূর্ণ-
বরদক্ষিণৈঃ ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কঙ্কণী কৃষ্ণ-
বল্লভা ॥ ৩৮ ॥ তেন দত্তং হৃতং তেন জপ্তং
তেন সনাতনম্ ॥ যেন দৃষ্টা জগন্মাতা কঙ্কণী
কৃষ্ণবল্লভা ॥ ৩৯ ॥ হেংস্রা তেন সম্প্রাপ্তাঃ সিন্ধয়ো-
হস্তৌ ন সংশয়ঃ ॥ গহ্বা দ্বারবতীঃ যেন দৃষ্টা কেশব-
বল্লভা ॥ ৪০ ॥ সকলং জীবিতং তস্ত সকলান্ত
মনোরথাঃ ॥ কলৌ কৃষ্ণপুত্রীঃ গহ্বা দৃষ্টা মাধব-
বল্লভাম্ ॥ ৪১ ॥ দেবরাজ্যেন কিং তস্ত তথা
যুক্তিপদেন চ ॥ ন দৃষ্টা চেজ্জগন্মাতা কঙ্কণী কৃষ্ণ-
বল্লভা ॥ ৪২ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্বেন কঙ্কণী কৃষ্ণা
বল্লভা ॥ সদা হর্চনীয়া মনুজৈর্জট্টব্য ॥ সর্বকামদা ॥
৪৩ ॥ বিশেষতঃ পূজনীয়া নবরাত্রে সদা যিনে ॥
নবম্যাং তু নরৈর্বেষ্ট পূজিতা হরিবল্লভা ॥ ৪৪ ॥

পত্নী—কঙ্কণী, সত্যভামা, জাহবতী, মিত্রবিন্দা,
কালিন্দী, ভভা, নাগজিতী ও লক্ষণা এই সকল
কৃষ্ণপ্রিয়া পূজা করিতে হয়। পূজায় দধি, পায়স
নিবেদন ও গীতবাদিত্রনির্ঘোষ ও রাত্রি জাগরণ
কর্তব্য। এইরূপ অর্চনার ফলে নর—পুত্র পৌত্র,
ধন ধান্ত, এমন কি নিখিল মনোভীষ্টই লাভ করিয়া
থাকে। তাহার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি
জগন্মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া কঙ্কণীদেবীর দর্শন লাভ করি-
য়াছে, তাহার বহু দান, বত, নিয়ম বা ভূরিদক্ষিণা-
বিত্ত প্রভৃত সত্ত্ব করিয়া কল কি? কঙ্কণীদর্শনকাবার
দান হোম জপ সকলই করা হয়। প্রসিদ্ধ অষ্ট-
সিদ্ধিই তাহার তেলাক্রমে লব্ধ হয়, একথা নিঃসং-
শয়। দ্বারাবতীতে গিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভাকে
দেখিয়াছে, তাহার জীবন কিহা মনোরথ সকলই
সফল। যে ব্যক্তি কৃষ্ণবল্লভা জগন্মাতা কঙ্কণীকে
দেখে নাই, তাহার রাজ্য বা মুক্তিপদ দ্বারাই বা
কি কল সাধ্য হয়? অতএব সর্বপ্রযত্নে কৃষ্ণবল্লভা
কঙ্কণী দেবীকে সর্বদা অর্চনা করিবে এবং
সেই সর্বকামদা দেবীকে দর্শন করিবে। বিশে-
ষতঃ আশ্বিনমাসের নবরাত্রে তাহার পূজা অবশ্যই

অন্নগন্ধাদিবৈষ্ণব প্রভূতবলিত্ত্বত্বা। গীত-
বাদিত্রঘোষণে দীপজাগরণেন চ। ত্রোষিতা ভীষক-
সুতা সর্বান কামান প্রযচ্ছতি ॥ ৪৫ ॥ তথা দীপোৎ-
সবদিনে চতুর্দশীঃ সমাহিতাঃ। পূজয়িত্বা যথাশাস্ত্র-
মোপ্সিতং লভতে ফলম্ ॥ ৪৬ ॥ মাঘমাসে সিতা-
ষ্টম্যাঃ কন্দর্পজননী তু যৈঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈ-
রুপহারৈররনেকশঃ। সকলং জীবিতং তেষাং
সকলান্ত মনোরথাঃ ॥ ৪৭ ॥ দ্বাদশ্যাং চৈজ-
মাসে তু কৃষ্ণেন সহ কঙ্কণীম্। যে পশুন্তি নরা
দেবীঃ কঙ্কণীঃ মধুমাধবে। কৃষ্ণেন সহ গচ্ছন্তীঃ
ধন্তান্তে মানবা ভুবি ॥ ৪৮ ॥ পূত্রপৌত্রসমায়ুক্তা
ধনধান্তসমম্বিতাঃ। জীবিতে ব্যাধিনির্মুক্তাঃ পদং
গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৪৯ ॥ জ্যৈষ্ঠমাস্যঃ নরৈর্বেষ্ট
পূজিতা কৃষ্ণবল্লভা। তেষাং মনোরথাবাপ্তির্জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ তথা ভাদ্রপদে মাসি মাতুঃ
পূজা কৃতা তু যৈঃ। সর্বপাপনির্মুক্তা যান্তি বিষ্ণু-
পদে নরাঃ ॥ ৫১ ॥ কার্তিকে মাসি দ্বাদশ্যাং কঙ্কণীঃ
কৃষ্ণসংযুতাম্। যে পশুন্তি নরাস্তেষাং ন ভয়ং
বিদাতে কচিৎ ॥ ৫২ ॥ যন্তেকত্র ত্রিতাং পশুদ্-

করিবে। যে সকল নর নবমীদিনে অন্ন, গন্ধ, বস্ত্র,
প্রভূতবলি, গীত-বাদিত্রনির্ঘোষ, দীপদান ও রাত্রি-
জাগরণ সহকারে হরিবল্লভার পূজা করে, সে পূজায়
ভীষকসুহিতা তোষিতা হইয়া সর্বকাম প্রদান করিয়া
থাকে। নর চতুর্দশীতে দীপোৎসবদিনে সমাহিত
হইয়া যথাশাস্ত্র কৃষ্ণবল্লভার পূজা করিলে ঈপ্সিত
ফল লাভ করে। যাহারা মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে
গন্ধ পুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা কামজননীর পূজা
করে, তাহাদের জীবন ও মনোরথ সকলই সফল
হয়। চৈত্রমাসের দ্বাদশীদিনে যে সকল নর কৃষ্ণসহ
কঙ্কণীকে দর্শন করে কিহা মধুমাধবমাসে কঙ্কণীকে
কৃষ্ণসংযুক্তি দেখে, এ জগতে তাহারাই ধন্ত, পুত্র-
পৌত্রাশ্রিত ও ধনধান্তসম্পন্ন হয়; তাহাদের জীবন
ব্যাধিবিমুক্ত হইয়া থাকে; তাহারা অনাময় পদ লাভ
করে। জ্যৈষ্ঠমাসের অষ্টমীতে যে সকল নর কৃষ্ণ-
বল্লভার অর্চনা করে, তাহাদের মনোরথ প্রাপ্তি হয়,
নিশ্চয়ই ॥ ১১—৫০ ॥ যাহারা ভাদ্রমাসে ঐ জগন্মা-
তার পূজা করে, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে
প্রয়াণ করিয়া থাকে। কার্তিকমাসের দ্বাদশীদিনে
কৃষ্ণসঙ্গিনী কঙ্কণীকে যাহারা দর্শন করে, তাহাদের
কখন কোন ভয় থাকে না। যে ব্যক্তি একজাবলিত
কৃষ্ণকঙ্কণীকে নিরীক্ষণ করে, তাহার জীবন সকল

কৃষ্ণীণীঃ কৃষ্ণসংযুতাম্ । সৰ্বলং জীবিতং তস্ম
হৃদয়া পুত্রসন্ততিঃ । অক্ষয়ং ধনধান্যঞ্চ কদা নৈব
দরিদ্রতা ॥ ৫৩ ॥ য এবং কৃষ্ণীণীং পশ্চৎ পূজয়েৎ
কৃষ্ণবল্লভাম্ । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকং স
গচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥ যঃ শ্রীয়াং সৰ্বভীৰ্ণেষু দানং শক্ত্যা
দদাতি যঃ । তস্ম পুণ্যফলকৈব লোকে যজ্ঞায়তে
দ্বিজাঃ । কথিতং তদশেষেণ কলৌ কৃষ্ণস্ত
সংহিতো ॥ ৫৫ ॥ দ্বারাবতীং বিনা বিপ্রা মুক্তির্ন
প্রাপ্যতে কলৌ । পুরাণসংহিতামেতাং কৃতবান
বলিবন্ধনঃ । দদৌ স তু প্রসাদেন পূৰ্ণং মহৎ
দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥ ইহার্থে চ'পুরা প্রোক্ত ইতি-
হাসো দ্বিজোত্তমাঃ । প্রহসেন্নেহ স্তম্বাদে মার্কণ্ডেয়
মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥

ইতি-শ্রীমদে কৃষ্ণীপুজনমাহাত্ম্যাবৰ্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যামিস্তদ্ব্যয়
নিবোধ মে । কলৌ নিবসতে যত্র ক্রেশহা কৃষ্ণী-
পতিঃ ॥ ১ ॥ কলৌ কৃষ্ণস্ত মাহাত্ম্যঃ যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি

হয় ; পুত্রসন্ততি ও ধনধান্য অক্ষয় হইয়া থাকে ;
কখনই দরিদ্রগ্রস্ত হয় না । যে জন এইরূপে কৃষ্ণ-
বল্লভা কৃষ্ণীণীর পূজা করে, সে সৰ্বপাপ হইতে
বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায় । যে ব্যক্তি সৰ্বভীৰ্ণে
শ্রীমান ও যথা শক্তি দান করে, তাহার যে পুণ্যফল
হয়, কলিতে কৃষ্ণাধিষ্ঠিত দ্বারকার সেবায় সেই ফলই
অশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । হে বিপ্রগণ ! কলিতে
দ্বারাবতী ব্যতীত মুক্তিপ্রাপ্তির আর স্থান নাই ।
এই পুরাণসংহিতা পূৰ্বে বিষ্ণু প্রণয়ন করিয়াছেন ।
পরে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে দান করেন । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! এই দ্বারকা সম্বন্ধে পূৰ্বে মহাত্মা
মার্কণ্ডেয় ইন্দ্রহ্যয়ের নিকট এক ইতিহাস বলিয়া-
ছিলেন । ৫১—৫৭ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—ইন্দ্রহ্য ! কলিতে ক্রেশ-
হারী কৃষ্ণ যথায় বাস করেন, সেই দ্বারকার মাহাত্ম্য
আমায় নিকট শ্রবণ কর । কলিতে যাহারা কৃষ্ণ-

চ । ন তেবাং জায়তে বাসো যমলোকে যুগান্তকম্ ॥
২ ॥ নিত্যং কৃষ্ণকথা যন্ত শ্রাণাদপি গরীষসী । ন তস্ম
হৃদ্রভঃ কিঞ্চিদিহ লোকে পরং নৃপ ॥ ৩ ॥ মনস্তর-
সহশ্রৈশ্চ কালীবাসেন যৎফলম্ । তৎফলং দ্বারকা-
বাসে বসতাং পঞ্চাভির্দিনৈঃ ॥ ৪ ॥ কলৌ নিবসতে যন্ত
শ্রুপচো দ্বারকাঃ বদি । যতীনাং গতিমাপ্নোতি গ্রাহ
হেবং প্রজাপতিঃ ॥ ৫ ॥ দ্বারকাং গন্তুকাং যঃ
প্রত্যহং কুরুতে নরঃ । কলমাপ্নোতি মনুজঃ কৃষ্ণ-
ক্ষেত্রসমুদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥ সোমগ্রহে চ যৎ, প্রোক্তং যৎ
ফলং সোমনায়কে । দৃষ্ট্বা তৎফলমাপ্নোতি দ্বার-
বত্যাং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৭ ॥ পুঙ্করে কার্ত্তিকীঃ কৃষ্ণা যৎফলং
বর্ষকোটিভিঃ । তৎফলং দ্বারকাবাসে দিনেনৈকেন
জায়তে ॥ ৮ ॥ দ্বারকায়াং দিনৈকেন দৃষ্টে দেবকি-
নন্দনে । ফলং কোটিগুণং জ্যেষ্ঠমত্র লক্ষশতো-
দ্ভবম্ ॥ ৯ ॥ কলৌ নিবসতাং ভূপ ধন্তান্তেষাং
মনোরথাঃ । কৃষ্ণস্ত দর্শনে নিত্যং দ্বারকাগমনে
মতিঃ ॥ ১০ ॥ একামপি দ্বাদশীং তু যঃ করোতি
নৃপোত্তমঃ । কৃষ্ণস্ত সন্নিধৌ ভূপ দ্বারকায়াঃ ফলং
শৃণু ॥ ১১ ॥ ধন্তান্তে কৃতকৃত্যান্তে তে জনা
লোকপাবনাঃ । দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুখং যৈশ্চ পাণকোট্য-

মাহাত্ম্য শ্রবণ বা পাঠ করে, যুগান্তকমধ্যে তাহাদের
যমলোকে বাস হয় না । কৃষ্ণকথা নিত্যই যাহাদের
শ্রাণাপেক্ষাও গরীষসী, ইহলোকে তাহাদের কিছুই
হৃদ্রভ নহে । সহস্র মনস্তর কালীবাস করিলে যে
ফল হয়, পাঁচদিনমাত্র দ্বারকাবাসেই সেই ফল হইয়া
থাকে । কলিকালে শ্রুপচও যদি দ্বারকাবাস করে,
তাহা হইলে সে যতিদিগের গতি প্রাপ্ত হয়, ইহা
প্রজাপতি বলেন । যে নর প্রত্যহ দ্বারকা গমনের
ইচ্ছা করে, সে কুরুক্ষেত্রযাত্রার ফল লাভ করিয়া
থাকে । সোমগ্রহ এবং সোমনায়ক দর্শনে যে ফল
উক্ত হইয়াছে, দ্বারাবতীতে জনাৰ্দ্দন দর্শন করিলে
সেই ফল লব্ধ হইয়া থাকে । পুঙ্করে কোটিবৎসর
কার্ত্তিকীব্রত করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এক
দিন দ্বারকাবাসে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ।
দ্বারকায় একদিন মাত্র দেবকীনন্দনকে দর্শন করিলে
কোটিদিন দর্শনের ফল পাওয়া যায় । কলিতে
দ্বারকাবাসীদিগের এবং দ্বারকাগমনকারীদিগের
কৃষ্ণদর্শনে মনোরথ ধন্ত হয় । দ্বারকায় কৃষ্ণসন্নি-
ধানে যাহারা একটি মাত্রও দ্বাদশী করে, হে ভূপ !
তাহাদের ফলপ্রাপ্তির কথা শ্রবণ কর । যাহারা
অযুত কোটি পাণহর কৃষ্ণমুখ সম্মর্শন করে,

যুতাপহম্ । ৭২ । যৎকলঃ ব্রতসংযুক্তৈর্কামৈঃ
কৃষ্ণসংযুতৈঃ । যজ্ঞদানৈর্নৃশক্তিঞ্চ দ্বারকায়াং তথৈ-
কয়া । ১৩ । কীরন্মানং প্রকুর্ষতি যে নরঃ কৃষ্ণ-
মূর্খনি । শতাবধেমধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতম্ ।
১৪ । দধি কীরাদশগুণং স্মৃতং দধৌ দশোত্তরম্ ।
স্বতাদশগুণং ক্ষৌদ্রং ক্ষৌদ্রাদশগুণোত্তরম্ । ১৫ ।
পুষ্পোদকঞ্চ রত্নোদং বর্জনক দশোত্তরম্ । মজ্জোদকঞ্চ
গন্ধোদং তথৈব নৃপসত্তম । ১৬ । ইক্ষো রসেন
স্পন্দনং শতবাজ্রমথৈ । সমম্ । তথৈব তীর্থনীরং স
কলং যচ্ছতি ভূমিপ । ১৭ । কৃষ্ণং স্নানার্জগাত্রক
বস্ত্রৈশ্চ পরিমার্জ্জতি । তস্ম লক্ষ্যার্জিতস্তাপি ভবেৎ
পাপস্ত মার্জ্জনম্ । ১৮ । স্নাপয়িত্বা জগন্নাথঃ পুষ্প-
মালাবরোহণম্ । কুরুতে প্রতিপুষ্পন্ত স্বর্ণনিকাযুতঃ
কলম্ । ১৯ । স্নানকালে তু দেবস্ত শঙ্খাদিনাস্ত
বাদনম্ । কুরুতে ব্রহ্মলোকে তু বসতে ব্রহ্মবাস-
রম্ । ২০ । স্নানকালে স কৃষ্ণস্ত পর্শেন্নামসহস্র-
কম্ । প্রত্যক্ষরং লভেৎ প্রেষ্ঠঃ কপিলাগোশতোত্ত-
বম্ । ২১ । কলমেতদ্বহীপাল গীতাবাঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

তাহারাই ধন, কৃতকৃত্য ও লোকপাবন ।
কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিসমূহে ব্রতনিয়ম বা প্রভূত যজ্ঞ-
দানাদি করিলে যে কল, দ্বারকায় একটি তিথিতেই
সেই কল হইয়া থাকে । যে সকল নর কৃষ্ণমস্তকে
কীরন্মান করায়, তাহাদের প্রত্যেক বিন্দুতে দশাব-
ধেমধজন্ত পুণ্য হইয়া থাকে । কীরন্মান হইতে
দধি দ্বারা স্নান, দশগুণ অধিক কলদায়ক । এই-
রূপে দধি হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে মধু, মধু হইতে
পুষ্পোদক, তাহা হইতে রত্নোদক, রত্নোদক হইতে
মজ্জোদক এবং মজ্জোদক হইতে গন্ধোদক দ্বারা স্নান
উত্তরোত্তর দশদশগুণ অধিক কলপ্রদ । ইক্ষুরসে
স্নান করাইলে শতাবধেমসমকল, আর তীর্থনীর দ্বারা
স্নান করাইলেও সেই কল প্রদান করিয়া থাকে ।
হে ভূপ ! স্নানান্তে আর্জগাত্রে ত্রীকৃষ্ণকে যে জন
বস্ত্র দ্বারা পরিমার্জন করে, তাহার পুর্মাঙ্জিত পাপ
মার্জ্জিত হইয়া যায় । যে নর জগন্নাথকে স্নান
করাইয়া পুষ্পমালা পরাইয়া দেয়, ঐ মালার প্রত্যেক
পুষ্পে তাহার স্বর্ণনিকাযুত দানের কল লাভ হয় ।
কৃষ্ণ দেবের স্নানকালে যে নর শঙ্খাদি বাদন করে,
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদিনাবধি তাহার বাস হয় । স্নান-
কালে কৃষ্ণের সহস্র নাম পাঠ করিলে প্রত্যেক স্তবা-
করে শত কপিলা দানের কল লাভ হয় । হে মহী-
পাল ! এই কল গীতা পাঠে এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ-

গজেন্দ্রমোক্ষণেনবঃ স্তবরাজেন কীর্ত্তিতম্ । ২২ ।
স্তবৈবশ্ব ষিকৃতে রন্তৈঃ পঠিতৈশ্চ নরাদি প । তোম-
মাপ্রোতি দেবেশঃ সর্কান কামান্ প্রযচ্ছতি । ২৩ ।
কিং পুনর্বেদপাঠন্ত স্নানকালে করোতি যঃ । তস্ম
যজ্ঞভতে পুণ্যং ন জাতং নরনাযক । ২৪ । স্নান
কালে চ সস্ত্রাণ্ডে কৃষ্ণস্ত্রাণ্ডে তু নর্জনম্ । গীতৈকৈব
পুনস্তত্র স্তবনং বদনেন হি । ২৫ । স্নানকালে তু
কৃষ্ণস্ত্র জয়শব্দং করোতি যঃ । করতাল-
সমায়ুক্তঃ গীতনৃত্যং করোতি চ । ২৬ । তত্র চেষ্টাঃ
প্রকুর্ষাণো হসতে জল্পতেহপি বা । মুক্তঃ তেন
পরং মাতৃযোনিযন্তস্ত নিৰ্গমম্ । ২৭ । নোস্তান-
শায়ী ভবতি মাতুরন্তে নরেশ্বর । গুণান পঠতি
কৃষ্ণস্ত যঃ কালে স্নানকর্মণঃ । ২৮ । চন্দনাগুরু-
মিশ্রৈশ্চ কুঙ্কুমেণ সুগন্ধিনা । বিলেপয়তি যঃ কৃষ্ণঃ
কর্পূরমৃগনাভিনা । বল্লঃ তু ভবনে বিকোষসতে
পিতৃভিঃ সহ । ২ । প্রদ্যোকঃ চন্দনাদীনামিলু-
হাষ ন চাস্তথা । নানাদেশসমুদ্ভূতঃ সুবস্ত্রৈশ্চ
সুকোমলৈঃ । ৩০ । ধপায়িত্বা সুগন্ধৈশ্চ যো ধপ-
য়াত মানবঃ । মনস্তর্যাপ বসতে তৎসংখ্যানি হরে
গৃহে । ৩১ । স্বপক্ত্যা দেবদেবেশঃ ভূষণৈর্ভূষয়তি

স্তবরাজ পাঠে ও কীর্ত্তিত হইয়াছে । ইহা ভিন্ন অসি-
কৃত অস্ত্র যে সকল স্তব আছে, স্নানকালে তাহা
পাঠ করিলেও দেবেশ প্রসন্ন হইয়া সর্ককাম প্রদান
করিয়া থাকেন । স্নানকালে বেদপাঠ করিলে যে
কল হয়, তাহা আর বলিব কি ? তাহার যে পুণ্য
হয়, হে নরনাযক ! তাহা আমি জ্ঞাত নহি । কৃষ্ণের
স্নানকালে যে নর কৃষ্ণাণ্ডে নৃত্য, গীত, স্তবপাঠ,
জয়শব্দ, স করতাল গীত-নৃত্য-হাস্ত, ও বিবিধ
চেষ্টাচেষ্টাসহকারে জল্পনা করে, সে জননৌযোনি-
যন্ত-নির্গম হইতে মুক্তি লাভ করে ; তাহাকে আর
মাতৃকোণ্ডে উত্তানশায়ী হইতে হয় না । যে নর
ত্রীকৃষ্ণের স্নানদানে তদীয় গুণানুবাদ কীর্ত্তন করে ;
কর্পূর, মৃগনাভি, চন্দন, অগুরু, সুগন্ধি ও কুঙ্কম
তদীয় গাত্রে লেপন করে, বল্লকাল যাবৎ তদীয়
পিতৃগণ সহ তাঁহার বিষ্ণুভবনে বাস হয় । ১—২৯ ।
মহারাজ ইন্দ্রদ্রাঘ ! ঐ সকল চন্দনাদি স্নানজব্যের
প্রত্যেকটিতেই পূর্কোক্ত কল হইয়া থাকে । যে
মানব নানাদেশ-সমুদ্ভূত সুকোমল সুবস্ত্র ত্রীকৃষ্ণকে
দান করে, এবং সুগন্ধ জব্যে ধূপিত করে, অসংখ্য
মনস্তর্যাপ তাহার হরিগৃহে বাস হয় । যাহারা
স্বীয় সামর্থ্যানুসারে দেবদেবকে অল্পপম, হেম ও

৫। হেমৈজরতুলৈঃ শুভৈর্জনিজৈশ্চ সুশোভনৈঃ ।
৩২। তেবাং কলং মহারাজ কড্রাশ্চ বাসবাদয়ঃ ।
৩৩। জানন্তি মুনয়ো নৈব বর্জয়িষ্য তু মাধবম্ ।
যেহর্চয়ন্তি জগন্নাথং কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ । কেতকৌ-
তুলসীপত্রৈঃ পুষ্পৈর্নালতিসম্ভবৈঃ । ৩৪। তদেদ্য-
সম্ভবৈশ্চাত্তৈর্ভূমিভিঃ কুসুমৈশ্চ নৃপ । একৈকং নৃপ-
শাঙ্গীল রাজস্বয়সমং স্মৃতম্ । ৩৫। যে কুর্ষন্তি
নরাঃ পূজাং অশক্ত্যা কল্মষীপতেঃ । ক্রৌড়ন্তি
বিষ্ণুলোকে তে মনস্করশতং নরাঃ । ৩৬। যঃ
পুনশ্চলসীপত্রৈঃ কোমলমঞ্জরীযুতৈঃ । পূজয়েচ্ছুক্লয়া
যন্ত কৃষ্ণং দেবকিনন্দনম্ । ৩৭। যা গতিযোগ-
যুক্তানাং যা গতিযোগশালিনাম্ । যা গতির্দান-
শীলানাং যা গতিস্তুখৈসবিনাম্ । ৩৮। যা
গতির্নাতৃত্তকানাং দাদশীঃ বেধবর্জিতাম্ । কুর্ষতাং
জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং কলম্ । ৩৯।
বৈষ্ণবানাস্ত ভক্তানাং যৎকলং বেদবাদিনাম্ ।
পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবানাস্ত যচ্ছতাম্ । ৪০।
তুলসীমালায়া কৃষ্ণং পূজিতো কল্মষীপতিঃ । কল-
মেতন্নহীপাল যচ্ছতে নাত্র সংশয়ঃ । ৪১। যথা
লক্ষ্মীঃ প্রিয়া বিষ্ণোশ্চলসী চ ততোহধিকা । দ্বার-
কায়াং সমুৎপন্ন্য বিশেষণে কলাধিকা । ৪২। যত্র

তত্র স্থিতে। বিষ্ণুশ্চলসীদলমালায়া । পূজিতে
দ্বারকাভূত্যাং পুণ্যং স যচ্ছতে কলৌ । ৪৩। যো-
হর্চয়েৎ কেতকীপত্রৈঃ কৃষ্ণং কলিমলাপহম্ । পত্রে
পত্রেহম্মেমেষ্ম কলং যচ্ছতি ভূভুজ । ৪৪। যো-
হর্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্ । তেনাপ্যং
নাস্তি সন্দেহো যৎকলং তুর্লভং হরেঃ । ৪৫।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্ধোহর্চয়েৎকল্মষীপতিম্
সকলান্ কামানবাগ্নোতি তুর্লভান্ দেবমাহুতৈঃ । ৪৬।
কৃষ্ণনাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি বলৌ যুগে । সর্কপু-
রেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে । ৪৭। সাজোন
জগুশ্চলেনাপি স্নুগন্ধেন জনার্দনম্ । ধূপয়িষ্য
নরো যাতি পদং তুয়ং সদা শিবম্ । ৪৮। যো
দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্তাগ্রে তু দীপকম্ । পাতকং
তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদম্ । ৪৯।
দ্বারে কৃষ্ণস্ত যো নিত্যং দীপমালাং করোতি হি ।
সমুদীপবতীরাজ্যং দীপেদীপে কলং লভেৎ ।
৫০। নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণায় বিনি-
বেদয়েৎ । কল্লাস্তং তৎপিতৃণাং হি তৃপ্তির্ভবতি
শাশ্বতী । ৫১। কলানি যচ্ছতে যো বৈ
সুহৃদ্যানি নরেশ্বর । জায়তে তস্ত কল্লাস্তে সর্ক-
লাস্ত মনোরথাঃ । ৫২। তাম্বলস্ত তু সর্কপূরং

শুভ্রসুন্দর মণিমাণিক্যভূষণে ভূষিত করে, মহারাজ !
তাহাদের যে ফল হয়, তাহা ইন্দ্রাদি দেবগণ, রুদ্র-
গণ এবং মুনিগণও জানেন না ; একমাত্র মাধবই
তাহা বিদিত আছেন । যাহারা কলিকল্মষাপহ
জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীপত্র, কেতকী, মালতী,
এবং তদেদ্যীয় অস্ত্র বহু পুষ্প দ্বারা অর্চনা করে,
তাহাদের প্রদত্ত এক একটা পুষ্পে রাজস্বয়সম
ফল লাভ হয় । যে সকল নর স্বীয় সামর্থ্যানুসারে
কল্মষীপতির পূজা করে, তাহারা শত মনস্কর কাল
বিষ্ণুলোকে ক্রৌড়া করিয়া থাকে । যে নর শ্রদ্ধার
সহিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে কোমলমঞ্জরীযুত তুলসী-
পত্র দ্বারা পূজা করে, যোগী, যোগসেবী, দানশীল,
তীর্থসেবী, মাতৃভক্ত, বেধবর্জিত দাদশীতে
বিষ্ণুর সমক্ষে নৃত্যগীত ও জাগরণকারী, বেদ-
বাদী ভক্ত বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রদায়ীদিগের
যে যে ফল হয়, তুলসীমালায় কল্মষীসহ কৃষ্ণ
পূজিত হইয়াও তাহাকে সেই সেই ফল প্রদান
করিয়া থাকেন । লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়া ; কিন্তু
তুলসী বিশেষতঃ দ্বারকোৎপন্ন তুলসী তাহার
ততোধিকা প্রিয়া ; স্মৃত্যং উহা কলাধিকা । বিষ্ণু

যে যেখানেই থাকুন, কলিতে তুলসীমালায়
পূজিত হইয়া দ্বারকাবাস তুল্য ফল প্রদান করেন ।
যে নর কলিমলাপহ কৃষ্ণকে কেতকীপত্রদলরাজি
দ্বারা পূজা করে, কেতকীর প্রতি পত্রে তাহার অশ-
মেধফলাবাণ্ডি হয় । মালতীপুষ্পে ভুবনপতি
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে নিশ্চয়ই তুর্লভফল লভ
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি সকল ঋতুর সকল প্রকার
কুসুমদ্বারা কৃষ্ণার্চনা করে, দেবমাহুততুল্য ফল
তাহার অধিগত হয় । কলিতে কৃষ্ণকে যাহারা
সর্কপূর, অঙ্কুর দ্বারা ধূপিত করে, তাহারা কৃষ্ণতুল্য
হয় । সমুদ্র স্নুগন্ধ গুগুণ্ডল দ্বারা জনার্দনকে ধূপিত
করিলে নর নিত্য মঙ্গলপদ লাভ করে । কৃষ্ণ-
সম্মুখে দীপদান করিলে লোক পাতকমুক্ত হইয়া
জ্যোতিঃস্বরূপ পদ প্রাপ্ত হয় । কৃষ্ণের দ্বারে যে নর
নিত্য দীপমালা প্রদান করে, প্রত্যেক দীপে সমুদীপ
বতী পৃথ্বীরাজ্যফল লাভ হইয়া থাকে । ৩০—৫০ ।
কৃষ্ণকে মনোজ্ঞ নৈবেদ্য সকল নিবেদন করিলে
কল্লাস্ত পর্য্যন্ত পিতৃগণের শাশ্বতী তৃপ্তি হয় । যে
নর হৃদয় ফল সকল দান করে, কল্লাস্তাবধি তাহার
মনোরথ সকল হয় । যে জন সর্কপূর তাব্দুল

সপুং নরনায়ক । কৃষ্ণা যচ্ছতে ঘো বৈ পদং
তস্তাগ্নিদেবতম্ । ৫০ । সনীরং কর্পুরোপেতং কুন্ত
কৃষ্ণাগ্নৌ স্তসেৎ । কল্লাস্তে ন জলাপেক্ষাং কুর্কন্তি
চ পিতামহাঃ । ৫১ । ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ স্তভক্ত্যা
মাতরিখনা । দেবদেবস্ত রাজেন্দ্র কুরুতে ঘর্ষ-
বারণম্ । ৫২ । তৎকুলে নাস্তি পাপিষ্ঠো ন চ
লোকে ষ্মশনং চ । বায়ুদ্বোকাগ্নিশীপাল ন পুন-
বিদ্যাতে গতিঃ । ৫৩ । কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্ধ্যাৎ
সধূপং পুষ্পমণ্ডপম্ । সপুষ্পকবিমানৈশ্চ ক্রৌড়তে
কোটিভির্দ্বিবি । ৫৪ । চলকামরবাহেন কৃষ্ণং
যন্তোষয়েন্নরঃ । তন্তোক্তমান্নং দেবেশচুহতে
শ্মশুখেন হি । ৫৫ । যঃ কুর্ধ্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলী-
স্তম্ভশোভিতম্ । স বসত্যর্কলোকে তু যাবৎসাত
মোদনৌ । ৫৬ । ধূপং চন্দনমালাং তু কুরুতে কৃষ্ণ-
সদ্বনি । দেবকস্তায়ুর্ভৈলকৈঃ সেব্যাতৈশ্চ সুরনায়কৈঃ ।
৫৭ । ধ্বজমারোপয়েদ্ যন্ত প্রাসাদোপরি ভক্তিতঃ ।
তন্ত ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রৌড়তে ব্রহ্মণা সহ । ৫৮ ।
প্রাক্ষণং বর্ণকোপেতং শস্তিকৈশ্চ সমধিতৈঃ । দেব-
দেবস্ত কুরুতে ক্রৌড়তে ভুবনজয়ে । ৫৯ । যো
দদ্যাদ্ভগুপে পুষ্পপ্রকরং কল্মষীগতেঃ । দেবো-
দ্যানেষু সর্কেষু ক্রৌড়তে নরনায়কৈঃ । ৬০ । প্রাসাদে

কৃষ্ণকে প্রদান করে, তাহার অগ্নিদেবত পদ
লাভ হয় । সনীর কর্পুরোপেত কুন্ত কৃষ্ণাগ্নে
স্থাপন করিলে পিতামহগণ কল্লাস্তেও জলা-
পেক্ষা করেন না । বস্ত্র ব্যজনবায়ু দ্বারা
শ্রীকৃষ্ণের ঘর্ষনিবারণ করিলে কুলে পাপিষ্ঠ জন্মে
না ; যমলোকের ভয় থাকে না, এবং বায়ুলোকে
অপুনরাবৃত্তি গতি হয় । যে জন কৃষ্ণমন্দিরে সধূপ
পুষ্পমণ্ডপ করে, সে কোটি বৎসর ব্যাপিয়া পুষ্পক
বিমানযোগে স্বর্গবিহার করে । যে মানব চামর-
বাত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভোষিত করে, শ্রীকৃষ্ণ
স্বর্ষ দ্বারা তাহার মস্তক চুষন করেন । যে জন
কৃষ্ণভবন কদলীস্তম্ভশোভিত করে, সে যাবৎ মোদনৌ,
অর্কলোকে বাস করে । যে জন কৃষ্ণমন্দিরে ধূপ ও
চন্দনমালা প্রদান করে, দেবকস্তায়ুত লক্ষ সুরনায়ক
তাহার সেবা করিয়া থাকে । কৃষ্ণপ্রাসাদোপরি
ধ্বজারোপ করিলে ব্রহ্মপদে বাস হয় এবং তাঁহার
সহিত ক্রৌড়া করা যায় । শস্তিকোপেত বর্ণক দ্বারা
কৃষ্ণপ্রাক্ষণ চিত্রিত করিলে জিতুবনে ক্রৌড়া করিতে
পারা যায় । যে জন কল্মষীগতির মণ্ডপে পুষ্পনিচয়
দান করে, সে নরনায়কগণের সহিত দেবোদ্যান

দেবদেবস্ত চিত্রকর্ষ্য করোতি যঃ । বসতে কুন্ত-
লোকে তু যাবন্তিষ্ঠতি সাগরঃ । ৬১ । দদ্যাক্তশ্রময়ং
যন্ত কৃষ্ণোপরি নরেবর । বসতে দ্বারকাং যাবৎ
সোমলোকে সতিষ্ঠতি । ৬২ । ছত্রং বহশলাকং তু
কিঙ্কণীবস্ত্রগুণ্ডিতম্ । দিব্যরত্নৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ড-
সমধিতম্ । ৬৩ । সমর্পয়তি কৃষ্ণায় ছত্রং লক্ষাক্ষুদৈ-
বুতম্ । অমরৈঃ সহিতঃ সর্কৈঃ ক্রৌড়তে পিতৃভিঃ
সহ । ৬৪ । দদ্যাদ্ভগবিমানং তু কৃষ্ণায় নরনায়ক ।
সংকৃতো ধনদেনৈব বসতে ব্রহ্মবাসরম্ । ৬৫ ।
কৃদ্বা পূজাদিকং ভূপ জলস্তং কৃষ্ণমুর্দনি । আর্য্যতিকং
প্রকুর্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ । ৬৬ । দৌষ্ট-
মস্তঃ সকর্পূরং করোত্যাার্য্যতিকং নৃপ । কৃষ্ণস্ত বসতে
লোকে সপ্তকল্লানি মানবঃ । ৬৭ । ধূদ্রা শম্বোদকং
যন্ত ভ্রাময়েৎ কেশবোপরি । সন্নিধৌ বসতে বিকোঃ
কল্লাস্তং কীরসাগরে । ৬৮ । এবং কৃদ্বা তু কৃষ্ণস্ত
যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্ । পরামসহস্রং তু স্তবমস্তং
পঠেন্নৃপ । সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং লভতে তু পদে পদে ।
৬৯ । কুর্ধ্যাদ্ভগুনমস্কারমধ্বমেধ্যায়ুতৈঃ সমম্ । কৃষ্ণং
যন্তোষয়েদ্ যন্ত স্মৃগীতৈর্নৃধূরৈঃ স্বরৈঃ । সামবেদকলং

ক্রৌড়া করিয়া থাকে । যে জন দেবদেবের প্রাসাদে
চিত্রকর্ষ্য করে, সাগরসভাকাল পর্যন্ত তাহার
কুন্তলোকে বাস হয় । ৬১—৬৪ । কৃষ্ণোপরি চত্ৰোপ
প্রদান করিলে, দ্বারকার স্থিতিকাল পর্যন্ত সোম-
লোকে বসতি হয় । বহশলাক কিঙ্কণীবস্ত্রগুণ্ডিত-
দিব্যরত্নমণ্ডিত হেমদণ্ড ছত্র শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ
করিলে দেব-পিতৃগণের সহিত ক্রৌড়া করিতে
পারা যায় । নর শ্রীকৃষ্ণকে বিমান দান করিলে
ব্রহ্মবাসর পর্যন্ত ধনদ কর্তৃক সংকৃত হইয়া
বাস করে । পূজা করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে
আর্য্যতিক করিলে কৃষ্ণসমীপে বিহার করিয়া
থাকে । সকর্পূর সুদৌষ্ট আর্য্যতিক করিলে সপ্ত-
কল্ল পর্যন্ত মানব কৃষ্ণলোকে বাস করিয়া থাকে ।
শম্বোদক লইয়া যে জন কৃষ্ণোপরি ভ্রমণ করায়,
কল্লাস্ত পর্যন্ত কীরসাগরে বিষ্ণুসমীপে তাহার বাস
হয় । এইরূপ করিয়া যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ
করে এবং তাঁহার সহস্র নাম বা অস্ত কোন স্তব
পাঠ করে, তাহার পদে পদে সপ্তদ্বীপবতী পৃথী-
দানের কল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে দণ্ড-
বৎ নমস্কার করে, তাহার অমৃত অধ্বমেধম
কললাভ হয় । স্মৃগীত মধুর স্বরে কৃষ্ণের সন্তোষ

তন্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । ৭৩ । যো নৃত্যতি
প্রহটায়া তাতৈবরহ্ন নৃত্যজিতঃ । স নির্দহতি পাপানি
মহন্তরকৃতান্তপি । ৭৪ । যঃ কৃকাগ্রে মহান্তকৃত্য
কৃত্যং পুস্তকবাচনম্ । প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং
কপিলাশতদানজম্ । ৭৫ । ঋগ্বেদঃসামভির্গাণ্ডিতঃ
কৃকং সন্তোষযন্তি যে । কল্লাস্তঃ ব্রহ্মলোকে তু তে
বসন্তি যিজোক্তমাঃ । ৭৬ । যোগশাস্ত্রাণি বেদান্তান
পুরাণ কৃকসন্নিধৌ । পঠন্তি রবিবিদ্যং তে তিষ্ঠা
যান্তি হরৈর্দয়ম্ । ৭৭ । গীতা নামসহস্রং তু স্তব-
রাজো হুহুমুতিঃ । গজেন্দ্রমোক্ষণং চৈব কৃকস্তা-
তীৰ বনভম্ । ৭৮ । শ্রীমদ্ভাগবতং যন্ত পঠতে
কৃকসন্নিধৌ । কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রৌড়তে
যোগিভিঃ সদা । ৭৯ । যঃ পঠেদ্রামচরিতং ভারতং
ব্যাসভাবিতম্ । পুরাণানি মহীপাল প্রাপ্তো
মুক্তিঃ ন.সংশয়ঃ । ৮০ । দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্ত
এবং কুর্কন্তি যে নগ্নাঃ । গীতাদ্যৈঃ শতসাহস্রং
পুণ্যং যচ্ছতি কেশবঃ । ৮১ । জাগরে কোটি-
শুণিতং পুণ্যং ভবতি ভূমিপ । বসতাং দ্বারকা-
বাসাং প্রত্যহং লভতে কলম্ । ৮২ । গোমতী-

নীরপ্তানাং কৃকবজ্রাবলোকিনাম্ । দর্শনাৎ
পাতকং তেষাং যাতি বর্ষশতাজ্জিতম্ । ৮৩ ।
যন্ত স্তে মাহুমে লোকে গোমত্যাধিবাসিনাং ।
তর্পয়ন্তি পিতৃন দেবান্ গম্বা দ্বারবতীঃ কলৌ ।
৮৪ । গঙ্গাবারে প্রয়াগে চ গঙ্গায়াং কৃকজাঙ্গলে ।
প্রভাসে শুক্লতীরে চ শ্রীহলে পুষ্করেহপি চ । ৮৫ ।
অনেন পিণ্ডদানেন পিতৃণাং তর্পণে কৃতে ।
তৃপ্তির্ভবতি ভূপাল তথা গোমতিদর্শনাৎ । ৮৬ ।
যোজনৈবহতিস্ততন গোমতীত চ যো বদেৎ ।
চান্দ্রায়ণসহস্রস্ত কলমাপ্নোতি যত্নতঃ । ৮৭ । যন্তা
দ্বারবতী লোকে বহতে যত্র গোমতী । যন্ত তু
তিষ্ঠতে যত্র নিত্যং কৃক্খিণিবনভঃ । ৮৮ । ন
শ্রাতা গোমতীতীরে কলৌ পাপেন মোহিতাঃ । ভবি-
ষ্যতি কথং তেষাং পাপবন্ধস্ত সংশয়ঃ । ৮৯ ।
নির্মিতা স্বর্গনিঃশ্রেণী কলৌ কৃকেন গোমতী ।
মনসঃ শ্রীতিজননৌ জন্তুনাং নরসন্তম । ৯০ ।
ন দৃশ্যং স্বর্গসোপানং দৃশ্যতে গোমতীসমম্ । সুখদং
পাপিনাং পুংসাং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ । ৯১ ।
গোমতীনীরসংযুক্তো যত্র গর্জ্জতি সাগরঃ । তত্র
গচ্ছন্নরব্যাস্র কৃকস্তিষ্ঠতি যত্র বৈ । ৯২ । যত্র
চক্রাঙ্কিতশিলা গোমত্যাধিনিঃস্রতাঃ । যচ্ছতি

জন্মাইলে সামবেদ পাঠকল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।
যে নর হৃষ্টচিত্তে কৃকপ্রান্তে নৃত্য করে, সে মহন্তর-
কৃত পাপ সকলও দহ্য করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি
মহান্তক্তি করিয়া কৃকাগ্রে পুস্তকবাচন করে, পুস্ত-
কের প্রতি অক্ষরে তাহার শত কপিলাদানের
কল হয় । যাহারা ঋক যজু ও সাম বাক্যে কৃকের
সন্তোষ জন্মায়, কল্লাস্ত পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে তাহাদের
বাস হইয়া থাকে । যাহার কৃকসম্মুখে যোগশাস্ত্র,
বেদান্ত ও পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করে, রবিবিদ্য ভেদ
করিয়া তাহার। হরিনিলয়ে উপনীত হইয়া থাকে ।
গীতা, সহস্রনাম, উত্তম স্তব, অহুম্মরণ ও গজেন্দ্র-
মোক্ষণবিবরণ এই সকল কৃকের পরম প্রিয় । যে
ব্যক্তি কৃকসন্নিধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে, সে
তাহার শতকোটি কুলে অধিত হইয়া সতত যোগি-
গণ সহ ক্রৌড়া করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি রামায়ণ,
ব্যাসভাবিত মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ কৃকসমক্ষে
পাঠ করে, তাহার মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই ।
যে সকল নর দ্বাদশী তিথিতে উল্লিখিত কার্যাবলীর
অমুষ্ঠান বা গীতাদি গ্রন্থ পাঠ করে, কেশব তাহাকে
শতসহস্রগুণ পুণ্যফল প্রদান করেন । তাহার
সমক্ষে জাগরণ করিলে কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয় ।

দ্বারকাবাসী গোমতীজলপুত কৃকমুখপ্রেক্ষাদিগের
দর্শন মাঝেই শতবর্ষাজ্জিত পাপ নষ্ট হয় । যাহারা
দ্বারাবতীতে গিয়া গোমতীসাগরসন্মুখের জল
দ্বারা পিতৃদেবগণকে তর্পণ করে, এই মহাব্যালোকে
তাহারাই-যন্ত ৭৫—৮৪ । গঙ্গাবারে, প্রয়াগে, কৃক-
জাঙ্গলে, প্রভাসে, শুক্লতীরে, শ্রীহলে, পুষ্করে, স্নান,
পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলেই পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি
হয়; এমন কি গোমতীর দর্শনেও ঐরূপ তৃপ্তি
ঘটে । যে ব্যক্তি বহু যোজন দূরে থাকিয়াও
গোমতী নাম উচ্চারণ করে, তাহার সহস্র চান্দ্রায়ণ-
কল লাভ হইয়া থাকে । জগতে দ্বারাবতী যন্তা—
যথায় সেই গোমতী প্রবহমাণা, তথায় নিত্যই
কৃক্খিণিবনভ অবস্থিত ! কলিতে পাপমোহিত
ব্যক্তিগণই গোমতীতে স্নান করে না; সুতরাং
তাহাদের পাপবন্ধন মোচন হইবে কিরূপে ? কৃক
কলিতে গোমতীরূপ স্বর্গসোপান নির্মাণ করিয়া-
ছেন । এই গোমতী জন্তুগণের মনঃশ্রীত জননী ।
গোমতীসম স্বর্গসোপান দেখা যায় না । ইহা
স্নানমাত্রে পাপিগণের সুখ-মোক্ষপ্রদ । সাগর
গোমতীনীরসংযুক্ত হইয়া যেখানে গর্জ্জন করে,
যেখানে কৃক বিরাজিত, মানব সেইখানে গমন

পূজিতা মোক্ষং তাং পুরীং কো ন সেবতে । ৯৩ ।
 যত্র চক্রোদ্ধিতা যুৎস্না তিষ্ঠতে নির্মলা নৃপ । কলৌ
 পাপবিনাশার্থং তাং পুরীং কো ন সেবতে । ৯৪ ।
 অপ্রদৃষ্টা পুরা লোকে দৈত্যদানবরক্ষসাম্ । শরণ্যা
 দেবতাধীন্যং পুরীং তাং কো ন সেবতে । ৯৫ ।
 ত্যজতে যাং কলৌ নৈব কৃষ্ণে দেবকিনন্দনঃ ।
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা তাং পুরীং কো ন সেবতে ।
 ৯৬ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । শূণ্ণ রাজন্ প্রবক্ষ্যামি
 কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং ঋত্বা মুচ্যতে নুনং
 হৃৎসংসারবন্ধনাং । ৯৭ । অবস্তৌবিষয়ে পূৰ্ণং
 ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ । চন্দ্রশর্ম্মোতি বিখ্যাতঃ শিব
 ভক্তঃ সদা নৃপ । ৯৮ । মনসা কৰ্ম্মণা বাচা নাত্তং
 ব্যাতি সদাশিবাং । শৈবাদব্রতাদব্রতং নাত্তং
 কয়োতি চ নরাধিপ । ৯৯ । নোপবাসং হরিদিনে
 কুরুতে ন ব্রতং হরেঃ । বিনা চতুর্দশীং রাজব্রাহ্ম-
 দেবসমুচ্চবম্ । ১০০ । যত্রযত্র শিবক্ষেত্রং যত্র
 তীর্থন্ত শাক্তবম্ । তত্র গচ্ছতি রাজেন্দ্র বৈষ্ণবঃ
 নৈব গচ্ছতি । ১০১ । প্রতিবৎ তু কুরুতে
 সোমনাথস্ত দর্শনম্ । ন জগতি বিশেষণ

করিবে । যেখানে গোমতী ও উদপি হইতে নিঃ-
 সৃত চক্রোদ্ধিত শিলা পূজিত হইয়া মোক্ষ প্রদান
 করে, কলিতে পাপবিনাশের নিমিত্ত যেখানে
 চক্রোদ্ধিত নির্মল যুৎস্না বিদ্যমান, পূর্বে যাহা দৈত্য-
 দানব রাক্ষসের অপ্রদৃষ্ট ও দেবতাদিগের শরণ্যা
 ছিল, দেবকৌন্দিন কৃষ্ণ কলিতে কায়মনোবাক্যে
 যাহা পরিত্যাগ করেন না, কে না তাদৃশ পুরীর
 সেবা করিবে? মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্!
 যাহা শুনিবে হৃৎ ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি
 হয়, সেই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন; আমি
 বলিতেছি। পূর্বে অবস্তীনগরে চন্দ্রশর্ম্মা নামক
 এক বেদপাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পরম শিব-
 ভক্ত ছিলেন; সদাশিব ব্যতীত অন্য কোন
 দেবতাকেই কায়মনোবাক্যে ভজনা করিতেন না।
 শৈব ব্রত ভিন্ন অপর ব্রতও তৎকর্তৃক কদাচ
 অমুষ্ঠিত হইত না। একমাত্র শিবচতুর্দশী ব্রত ব্যতি-
 রেকে তিনি হরিবাসরোপবাস, হরিব্রত বা অন্য কোন
 দেবসম্বন্ধীয় ব্রত তিনি কদাপি করিতেন না।
 যেখানে যেখানে শিবক্ষেত্র, শিবতীর্থ আছে,
 সেই সেই স্থানেই তিনি গমন করিতেন। বৈষ্ণব
 ক্ষেত্রে কদাচ গমন করিতেন না। প্রতিবৎসরই
 তিনি সোমনাথদর্শনে যাইতেন; কখন সোম-

সোমপর্ক নরেশ্বর । ১০২ । এবং প্রকুর্ত্তকৃত
 বর্ধাণি নবসপ্ততিঃ । গভানি কিল রাজেন্দ্র
 সমভক্তিং প্রকুর্ত্ততঃ । ১০৩ । কদাচিৎ সোম-
 পর্কণ্যাগতে সোমপনায়কম্ । নানাদেশানুযায়ীপাল
 হস্তাংখ্যাতাশ্চ মানবাঃ । ১০৪ । গতঃ কৃষ্ণপুরীং
 সর্কে দৃষ্টা সোমেশ্বরং প্রভুং । আহতশৈলচন্দ্র-
 শর্ম্মা ন গতৌ দ্বারকাং পুরীম্ । ১০৫ । শিবক্ষেত্রায়
 পরং তীর্থং নাহং মন্তে জগত্ত্রয়ে । নাত্তদেবো ময়া
 জাত ঈশ্বরাদেবনায়কাং । ১০৬ । বিনাশে চন্দ্র-
 শর্ম্মাণঃ গতান্তে দ্বারকাং পুরীম্ । ১০৭ । অন্ত-
 য্মিন্ দিবসে রাজন্ গচ্ছতঃ স্বগৃহং প্রতি । চক্রেতে
 দর্শনং স্বপ্নে চন্দ্রশর্ম্মপিতামহাঃ । ১০৮ । প্রেতভূত
 মহাকায়াঃ ক্ষুৎক্ষামাশ্চৈব ভীষণাঃ । দৃষ্টা স্বপ্নং
 মহারোদ্ভং ভীতোহসৌ চ প্রকম্পিতঃ । ১০৯ ।
 চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । কে যুয়ং বিকৃতাকারা জন্তুনাং চ
 ভয়ানকাঃ । পৃথ্বীসমুদ্ভবা, জীবা ন দৃষ্টা ন ঋতা
 ময়া । ১১০ । প্রেতা উচুঃ । মা ভয়ং কুরু বিপ্রেন্দ্র
 তব পূৰ্ণপিতামহাঃ । আগতাস্বৎসমীপে তু মহা-
 হৃৎখেণ পীড়িতাঃ । ১১১ । চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । ইষ্টং
 দত্তং তপস্তপ্তং ভবন্তির্গুণপিতামহৈঃ । প্রেতবে

পর্ক অতিক্রম করিতেন না। রাজন্! এই রূপে
 তাঁহার নবসপ্ততি বৎসর অতীত হইলে কদাচিৎ
 সোমপর্ক আগত হওয়ায় নানা দেশ হইতে অসংখ্য
 মানব সোম সোমনাথে গমন করিয়া সোমেশ্বর দর্শ-
 নের পর কৃষ্ণপুরী দ্বারকায় গমন করেন। তাহার
 গমনকালে সমভিব্যাহারী চন্দ্রশর্ম্মাকে আহ্বান করিলে
 তিনি দ্বারকায় গমন করিলেন না; বলিলেন,
 শিবক্ষেত্র হইতে উৎকৃষ্ট তীর্থ এবং শিব হইতে শ্রেষ্ঠ
 দেবতা ত্রিজগতে আছে বলিয়া আমার মনে হয়
 না। চন্দ্রশর্ম্মা এই কথা বলিলে সখী জনগণ
 দ্বারকাপুরীতে গমন করিল। এদিকে চন্দ্রশর্ম্মা গৃহে
 প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরাদিন রাজ্রিতে প্রেতভূত মহাকায
 ক্ষুৎক্ষাম অতি ভীষণ স্বপ্ন পিতৃগণকে স্বপ্নে দর্শন
 করিলেন। তিনি এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত
 ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কে তোমরা
 বিকৃতাকার জন্তুগণের ভয়প্রদ, পৃথিবীতে তোমাণের
 মত জীব আমি কখন দেখিও নাই, শুনিও
 নাই ৭৮—১১০। প্রেতগণ বলিল,—হে বিপ্রেন্দ্র!
 ভয় পাইও না; আমরা তোমার পূর্ণপিতামহ; মহা-
 হৃৎখে পীড়িত হইয়া আমরা স্বৎসমীপে আগমন
 করিয়াছি। চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন,—আপনারা আমার
 পিতামহ; আপনারা দান, যজ্ঞ, তপস্তাঃ সমুদয়ই

কারণং যৎ স্তাভবতাং বিশ্বস্যো মম । ১১২ ।
 প্রেতা উচুঃ । শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামঃ প্রেতয়োনেত্ব
 কারণম্ । বাসরং বাসুদেবস্ত সদা বিদ্ধং কৃতং
 পুরা । ১১৩ । প্রেতস্বং তেন সম্প্রাপ্তম ধাতিঃ
 শৃণু পুত্রক । বিশেষণ কৃতং রাজৌ বিদ্ধং জাগরণং
 হরেঃ । ১১৪ । পতনং নরকে ঘোরে ভবিষ্যতি
 ন সংশয়ঃ । * স্বয়া সহ ন সন্দেহো যাবদাত্তসং-
 গ্ৰবম্ । ১১৫ । চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । হরিভক্তিবিহী-
 নানাম্ দ্বাদশীব্রতবর্জিনাম্ । নাশং ন যাতি প্রেতস্বং
 পূজ্যৈঃ শঙ্করাতিভিঃ । ১১৬ । ন বা সন্তোষিতো
 দেবো ভক্ত্যা ত্রিপুরনাশনঃ । প্রদানশ্চ গতিং
 নুনং প্রেতস্বং ন গমিষ্যতি । ১১৭ । প্রেতা উচুঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তং বিনা পুত্র দ্বাদশীবেধসম্ভবম্ । আপন্ন
 গচ্ছতে নুনং প্রেতস্বং নৈব গচ্ছতি । ১১৮ । প্রায়-
 শ্চিত্তী সদা পুত্র পুজয়ানোহপি শঙ্করম্ । বিনা
 কেশবপূজাতিঃ পাপং ভজতি গোবধম্ । ১১৯ ।
 প্রথমং কেশবঃ পূজ্যঃ পশ্চাদ্দেবো মহেশ্বরঃ । পূজ-
 নীয়াশ্চ ভক্ত্যা বৈ যাশ্চাশ্চাঃ সন্তি দেবতাঃ । ১২০ ।
 মূলচ্ছাখাঃ প্রশাখাশ্চ ভবন্তি বহুশস্ততঃ । বাসু-

দেবাং সমুদ্ভূতঃ জগদেতর্জরাতরম্ । ১২১ । তস্মা-
 ন্মূলং পরিত্যজ্য শাখাং নৈবার্চ্চয়েদ্ বৃধঃ । বিশে-
 ষেণ জগন্নখং ত্রৈলোক্যাধিপতিং হরিশ্চ । ১২২ ।
 তদ্দিনে যে প্রকূর্ষন্তি সম্যগ্বেধেন শোভিতম্ ।
 সশল্যং তন্ন সন্দেহঃ প্রেতস্বং যাতি তেন চ ।
 ১২৩ । হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যং চ পিতরস্তথা ।
 পূজাং গৃহ্ণান্তি নো হৃদ্যস্তথা চৈব পিতামহাঃ । ১২৪ ।
 প্রেতান্তে যে প্রকূর্ষন্তি সশল্যং বাসরং হরেঃ । পৌর্ণ-
 মাসৌষয়ে গ্রাপ্তে রাধা সায়িবিবর্জিতা । ১২৫ ।
 বিশেষণে তু বৈশাখী শ্রাদ্ধাদীনাং প্রশস্ততে ।
 বৈশাখে তু তৃতীয়াঃ বৈ পূর্ষবিদ্ধাঃ কয়োতি যঃ ।
 ১২৬ । হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যং চৈব পিতামহাঃ ।
 যত্র দেবা ন গৃহ্ণন্তি কথং তত্র পিতামহাঃ । তস্মাৎ
 কার্ধ্যা তৃতীয়া ন পূর্ষবিদ্ধা বৃধৈর্ধনৈঃ । ১২৭ ।
 কুরুতে যদি মোহায়া প্রেতস্বং শাখতং ততঃ ।
 নাপযাতি কুতঃ পুণ্যৈর্বহুশস্তীর্ষসেবনৈঃ । ১২৮ ।
 দশমীঃ পৌর্ণমাসৌক পিত্রোঃ সাংবৎসরং দিনম্ ।
 পূর্ষবিদ্ধাঃ প্রকূর্ষাণো নরকং প্রতিপদ্যতে । ১২৯ ।
 দর্শশ্চ পৌর্ণমাসী চ সায়িকৈঃ পূর্ষসংযুতা । নারি-

করিয়াছেন ; আপনাদের প্রেতস্বের কারণ কি,
 আপনাদের প্রেতস্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত
 হইয়াছি । প্রেতগণ বলিল,—অগ্নি পুত্র ! শ্রবণ
 কর,—প্রেতস্বের কারণ বলিতেছি ! পুত্রক ! আমরা
 পূর্বে সবেধ-হরিবাসর ব্রত করিয়াছি, তাহারই
 ফলে আমাদের এই প্রেতস্ব জানিবে । আর
 আমরা বিদ্ধদিনে হরিজাগর অনুষ্ঠান করিছি বলিয়া
 আত্মতসংগ্রবকাল তোমার সহিত নরকে বাস
 করিতে হইবে, সংশয় নাই । চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—
 দ্বাদশীব্রতবর্জিত হরিভক্তিহীন লোকদিগের
 শঙ্করাতির পূজনেও কি প্রেতস্ব নষ্ট হয় না ? ভক্তি
 দ্বারা সন্তোষিত হইয়া দেব ত্রিপুরনাশন কি গতি
 প্রদান করেন না ? নিশ্চিতই কি এরূপ অনুষ্ঠানে
 প্রেতস্বমুক্তি হয় না ? প্রেতগণ বলিল,—হে পুত্র !
 দ্বাদশীবেধ জন্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আপদ, অপগত
 বা প্রেতস্ব নষ্ট হয় না । প্রায়শ্চিত্তী ব্যক্তি সর্বদা
 শঙ্করের পূজা করিলেও কেশবপূজা ব্যতীত
 তাহাকে গোবধ জন্ত পাপভাগী হইতে হয় । অগ্রে
 বৈশবেদ্য, তৎপশ্চাৎ মহেশ্বরের এবং তদনন্তর
 অস্তান্ত দেবগণের পূজা করিতে হয় । মূল হই-
 তেই শাখা প্রশাখা বহুধা বিভূত হইয়া থাকে ;

বাসুদেবই মূল । তাঁহা হইতেই এই চরাচর জগৎ
 সমুদ্ভূত । অতএব মূল পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞ
 ব্যক্তি শাখার সেবা করিবেন না । বিশেষতঃ
 ত্রৈলোক্যাধিপতি হরিকে যাহারা হরিবাসরে বেধ-
 যুক্ত করে তাহাদের সেই কার্য শল্যসম্পন্ন হয় ।
 তাহাতেই নিশ্চয় প্রেতস্ব ঘটিয়া থাকে । যাহারা
 হরিবাসরকে সশল্য করে, তাহাদের হব্য-কব্য
 দেব-পিতৃগণ গ্রহণ করেন না । তাহাদের কৃত
 পূজাও হৃদ্য বা পিতামহ গ্রহণ করেন না ; তাহারা
 প্রেত হইয়া থাকে । পূর্ণিমা উভয় দিনব্যাপিনী
 হইলে দ্বিতীয় দিবসীয়া পূর্ণিমা অগ্নিহোত্রিগণের
 বর্জনীয়া ; বিশেষতঃ বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধাদি কার্যে
 প্রশস্ত । যে ব্যক্তি উক্ত বৈশাখী তৃতীয়া তিথিকে
 পূর্ষবিদ্ধা করে, দেব পিতৃগণ তাহার হব্য-কব্য
 গ্রহণ করেন না । যাহা দেবগণের গ্রাহ্য নহে,
 পিতামহগণ তাহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন ?
 অতএব বৃধগণ ঐ তৃতীয়াকে পূর্ষবিদ্ধ করিবেন
 না । ১২১—১২৭ । যদি মোহক্রমে করেন, তবে তাহা-
 দের নিত্য প্রেতস্ব ঘটিয়া থাকে । বহু পুণ্য, বহু তীর্থ
 সেবা করিলেও তাহাদের সে প্রেতস্ব ঘুচে না । দশমী,
 পূর্ণিমা ও পিতামাতার সাবৎসরিক তিথি, এই সকল
 পূর্ষবিদ্ধ করিলে নরকপ্রাপ্তি হয় । দর্শ এবং

হীমৈশ্চ কর্তব্য্য পুনরাহ প্রজাপতিঃ । ২০০ । অগ্নাহে
তু পুনঃ প্রোক্তা স্বকালব্যাপিনী তিথিঃ । প্রাক্ত
তন্ন প্রকর্তব্য্য হ্রাসবৃদ্ধৌ ন কারণম্ । ১০১ ।
ভজোক্তং মম্বনা পুত্র বেকাভৈর্ভাব্যকারিতিঃ । তৎ
প্রমাণং প্রকর্তব্য্য প্রেতস্বং ভবতোহস্তথা । ১০২ ।
এতৈঃ প্রকারৈঃ প্রেতস্বং প্রাণিনাং জায়তে ভুবি ।
নিরীক্ষ্য ধর্মশাস্ত্রাণি কার্য্যং বিহিতমান্বনঃ । ১০৩ ।
প্রণম্য সোমনাথস্ত যাজ্ঞাং কৃদ্বা ন গচ্ছতি । কৃষ্ণস্ত
দর্শনার্থায় তস্ত কিং জায়তে ফলম্ । ১০৪ । কথ্যতে
পরমা মূর্ত্তির্হরিশ্রীপরসংস্থিতা । বিভেদো নাত্ত
কর্তব্য্যো যথা শত্ৰুস্তথা হরিঃ । ১০৫ । কৃষ্ণস্ত
সোমনাথস্ত নাস্তরং দৃষ্টতে কচিৎ । যাত্রা জীসোম-
নাথস্ত সম্পূর্ণা কৃষ্ণদর্শনাৎ । ১০৬ । তস্মাদ্ভয়তঃ
পুত্র গন্তব্য্য নাত্ত সংশয়ঃ । দৃষ্টো সোমেশ্বরঃ
দেবং গন্তব্য্য দ্বারকাং প্রতি । ১০৭ । প্রভাসে
সোমনাথস্ত লিঙ্গমধ্যে ব্যবস্থিতঃ । স্বয়ং তিষ্ঠতি
পুণ্যাত্মা ভোগঃ গৃহ্যতি কেশবঃ । ১০৮ । দৃষ্টো
সোমেশ্বরঃ দেবং দ্বারকাং ন নরো গতঃ । পতনং

নরকে ঘোরে শিঙুণাং চ ভবিষ্যতি । ১০৯ । বিশেষ-
ষণং স্বয়া বৎস ন কৃতং দ্বাদশীব্রতম্ । ব্রতং কৃতং
যদস্মাভিস্তৎকৃতং বেধসংযুক্তম্ । নির্গমঃ যমলোকাদি
তদস্মাকং ন দৃষ্টতে । ১১০ । চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । যদি
তাত মম্বাজানান কৃতং দ্বাদশীব্রতম্ । কস্মাৎ কৃতং
সশল্যং তু ভবতির্দ্বাদশীব্রতম্ । ১১১ । প্রেতা উচুঃ ।
কুবিপ্রৈশ্চ কুদৈবভৈঃ শুক্রমায়াবিমোহিতৈঃ । পাক-
যাতাহেতুৈকৈশ্চ প্রেতযোনিমিমাং গতাঃ । ১১২ ।
দত্তং তপ্তং হতং জপ্তমস্মাকং বিকলং গতম্ ।
সম্প্রাপ্তা প্রেতযোনিশ্চ সশল্যাদ্ধাদশীব্রতাৎ । ১১৩ ।
সশল্যং যে প্রকুর্কন্তি বাসরং কেশবপ্রিয়ম্ । তেষাং
পিতামহাঃ স্বর্গাৎ প্রেতস্বং যান্তি পুত্রক । ১১৪ ।
চন্দ্রশর্ম্মোবাচ । প্রেতস্বং নাশমায়াতি কথমেতৎ
পিতামহাঃ । কস্মিণা কেন তৎসর্কং যচ্চাহং প্রকরোমি
তৎ । ১১৫ । প্রেতা উচুঃ । মা গয়াং মা প্রয়াগং চ
পুঙ্করে কুরুজাঙ্গলে । অযোধ্যাদ্যামবস্ত্যাং বা মধু-
য়ারাং ন চার্কুদে । ১১৬ । ন চান্ততীর্থলকং তু বর্জ-
য়িত্বা তু গোমতীম্ । গঙ্গা সরস্বতী চৈব নর্ম্মদা নৈব
পুঙ্করম্ । ১১৭ । যুবাংশঃ গোমতীতীরে কলৌ

পৌর্ণমাসৌ, এই দুই তিথি সারিকদিগের পক্ষে
পূর্ব্বযুতাই গ্রাহ্য । কিন্তু অগ্নিহীনগণের উহা কর্তব্য
নহে । এ কথা প্রজাপতি পুনঃপুন বলিয়াছেন
কিন্তু অগ্নাহে স্বকালব্যাপিনী তিথিই উক্ত হইয়াছে
ঐ তিথিতে প্রাক্ত কর্তব্য । ইহাতে হ্রাসবৃদ্ধি কারণ
নহে । বৎস ! স্বয়ং মম্ব এবং বেদান্ত ভাষ্যকার-
গণ এই কথাই বলিয়াছেন । ইহাই প্রমাণরূপে
গ্রহণ করা কর্তব্য ; অন্তথা তোমারও প্রেতস্ব
নিশ্চিত । পুত্র ! এই এই কারণেই প্রাণিগণের
প্রেতস্ব হইয়া থাকে । অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল
দেখিয়া ভূনিদ্রা নিজের যাহাতে হিত হয়, তাহাই
করা কর্তব্য । সোমনাথকে প্রণাম করিয়া এবং তত্ত্ব-
দেশে যাত্রা করিয়া যে জন পরে কৃষ্ণ দর্শনে যায়
না, তাহার কি ফল হয় ? সে সন্দেহে বলিতেছি ।
হরির ও দীর্ঘের একই পরমামূর্ত্তি । তাঁহাদের
বিভেদ করা কর্তব্য নহে । যথা হর, তথা হরি ।
কৃষ্ণ ও সোমনাথ, এ উভয়ের স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা
যায় নুনা । সুতরাং কৃষ্ণদর্শনেই সোমনাথযাত্রা
সুসম্পন্ন হয় । অতএব, পুত্র ! উভয় স্থানেই
যাওয়া কর্তব্য । সুরেশ্বরকে দেখিয়া পরে দ্বারকায়
যাইতে হয় । পুণ্যাত্মা কেশব স্বয়ং সোমনাথ লিঙ্গ-
মধ্যে অবস্থিত হইয়া ভোগগ্রহণ করেন । সোমে-
শ্বরকে দেখিয়া যে নয় দ্বারকায় না যায়, তাহার শিঙু-

গণের ঘোর নরকে পতন ঘটয়া থাকে । বিশেষতঃ
বৎস ! তুমি দ্বাদশীব্রত কর নাই, আমরা যে ব্রত
করিয়াছি, তাহা বেধসংযুক্ত করা হইয়াছে । এই
যমলোক হইতে আমাদের নির্গম দেখা যায় না ।
চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—তাত ! যদিও আমার অজ্ঞা-
দ্বাদশীব্রত করা হয় নাই, কিন্তু আপনারা
ঐ ব্রত বেধযুক্তভাবে করিলেন কেন ? প্রেতগণ
কহিল,—আমরা শুক্রমায়ামোহিত কুবেদজ কুবিপ্র-
গণ কর্তৃকই এই প্রেতযোনিতে পাতিত হইয়াছি ।
আমাদের দান, তপস্বী, হোম, জপ, সকলই বিকল
হইয়াছে । আমরা সবেধ দ্বাদশীব্রত করিয়া এই
প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি । যাহারা হরির প্রিয়
বাসর বেধযুক্ত করে, তাহাদের পিতামহগণ স্বর্গবাস
হইতেও প্রেতস্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১২৮—২৪৪ ।
চন্দ্রশর্ম্মা কহিলেন,—পিতামহগণ ! কিরূপে কোন
কস্মৈর কলে এই প্রেতস্ব নষ্ট হয়, তৎসমস্ত আমার
নিকট বলুন ? প্রেতগণ কহিল,—গয়া, প্রয়াগ,
পুঙ্কর, কুরুজাঙ্গল, অযোধ্যা, অবন্তী, মধুরা, অর্কুদ,
ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ তীর্থ ইহাদের কোন কিছুই
প্রয়োজন নাই, একমাত্র গোমতীই প্রেতস্বনাশকম ।
গঙ্গা, সরস্বতী, নর্ম্মদা বা পুঙ্করে যে প্রেতস্ব বিলয়
প্রাপ্ত হয় না, কলিতে একমাত্র গোমতীতীরেই তাহা

প্রোতস্থানশমম্ । গোমতীনীরদানেন কৃষ্ণবক্ত-
বিলোকনাং । ১৪৮ । বিলয়ঃ যান্তি পাপানি জগ-
কোটিকৃতান্তপি । যুধা সন্ন্যাসিনাং পুণ্যঃ যুধা চ
বনবাসিনাম্ । ১৪৯ । সন্ন্যাসঃ বাসরঃ বিকোঃ
কুর্কন্তি যদি পুত্রক । তন্মাদগচ্ছ যুধঃ পশু পূর্ণচন্দ্রসমঃ
যুধম্ । ১৫০ । কৃষ্ণস্ত দ্বারকাং গচ্ছা যথান্নাকং
গতির্ভবেৎ । বিকলঃ তব সন্তাতা ন কৃতং যদু-
পাঞ্জিতম্ । ১৫১ । তদ্ব্যর্থঃ সকলঃ জাতঃ বিনা
কেশবপূজনাং । বিনা কেশবপূজায়াং শঙ্করো যন্তয়া-
[চিঁতঃ । তৎপুণ্যং বিকলঃ জাতঃ প্রোতযোনিঃ গমি-
যাসি । ১৫২ । সম্পূর্ণঃ তব পুণ্যঃ চ দ্বারকা-কৃষ্ণ-
দর্শনাং । ভবিষ্যতি ন সন্দেহো গোমত্যাধি-
সন্নিধৌ । ১৫৩ । দৃষ্টৌ সোমেশ্বরঃ দেবঃ কৃষ্ণঃ যদি
ন পশ্যতি । যাজ্ঞাকলং ন চাপ্রোতি বদতোবঃ স্বয়ং
শিবঃ । ১৫৪ । দৃষ্টোহহং তৈর্ন সন্দেহো যৈঃ কৃতঃ
কৃষ্ণদর্শনম্ । একা মুক্তির্ন সন্দেহো মম কৃষ্ণস্ত
নাস্তরম্ । ১৫৫ । দৃষ্টৌ মাং দ্বারকাং গচ্ছা কর্তব্যং
কৃষ্ণদর্শনম্ । দৃষ্টৌ কৃষ্ণঃ তু মাং পশ্চোদ্যাস্ততোব
মহাকলম্ । ১৫৬ । কৃষ্ণদর্শনপুত্ৰায়া যো মাং পশ্যতি

মানবঃ । ন তন্ত পুনরাবুত্তির্মম লোকাচ্চ বৈকবাং ।
১৫৭ । ইত্যাহ দেবদেবেশঃ স্বয়ং সোমপতিঃ পুরা ।
বিপ্রাণাং শ্রুতমন্মাত্রাভির্দতাতাং পুঙ্করে সত্যম্ । ১৫৭ ।
তন্মাদগচ্ছ প্রয়াণার্থঃ কুরু কৃষ্ণস্ত দর্শনম্ । অস্তথা
যান্তসে যোনিঃ পৈশাচীঃ পাপদায়িনীম্ । ১৫৯ ।
কৃতাপরাধোহপি যদা কুরুতে কৃষ্ণদর্শনম্ । মুচ্যতে
নাত্র সন্দেহঃ পাপজন্মকৃতাদপি । ১৬০ । পূজিতে
দেবদেবেশ কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে । পূজিতা দেবতাঃ
সর্বা ব্রহ্মরুদ্রভগাদিকাঃ । ১৬১ । বিনা কৃষ্ণস্ত পূজাং
চ কুর্জাদ্যগ্নিদিবোকসঃ । পূজিতা নৈব কুর্কন্তি
তুষ্টিং পুত্র পিতামহাঃ । ১৬২ । তন্মাদ্ভাবতীং গচ্ছা
কৃষ্ণস্ত দর্শনং কুরু । প্রোতযোনিবিনির্মুক্তা যান্তামঃ
পরমাং গতিম্ । ১৬৩ । গোমতীনীরধোতানি
যন্তানি কলৌ যুগে । মুনিভির্ধোনিগমনঃ তন্ত
দৃষ্টং ন পুত্রক । ১৬৪ । তাড়িতাঃ পাদযুগেন
গোমতীনীরবীচয়ঃ । অগতীনাং প্রকুর্কন্তি গতিং
বৈ ব্রহ্মবাদিনাম্ । ১৬৫ । যঃ পুনঃ কুরুতে শ্রদ্ধাং
গোমত্যাধিসঙ্গমে । পিতৃণাং জায়তে তৃপ্তির্ধাবদা-
ভূতসংপ্রবম্ । ১৬৬ । সসাগরধরায়াঞ্চ সর্বভীর্থেযু

হইয়া থাকে । গোমতী-নীর দান আর কৃষ্ণবক্ত-
বিলোকন, এই দুই কার্য্যে কোটিজন্মকৃত পাপরাশিও
বিলয় প্রাপ্ত হয় । পুত্র ! যদি বিষ্ণুর বাসর সবেধ
করা হয়, তবে কি সন্ন্যাসী, কি বনবাসী, সকলে-
রই পুণ্যরাশি যুধা হইয়া থাকে । অতএব বৎস !
যাও, দ্বারকায় যাও ; গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণচন্দ্র-সম বদন-
মণ্ডল নিরীক্ষণ কর ; তাহাতেই আমাদের গতি
হইবে । বৎস ! তুমি যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছ,
ঐকর্য্য করিলে তাহা যুধা হইবে না । আর যদি
কৃষ্ণার্চনা না কর, তবে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ।
তুমি যে শঙ্করার্চনা করিয়াছ, কেশব পূজা ব্যতীত
তোমার সেই অর্চনাপুণ্য বিকল হইবে ; অধিকন্তু
তুমি প্রোতযোনি লাভ করবে । দ্বারকায় কৃষ্ণ
দর্শনে ও গোমতীসাগরসঙ্গমের সেবনে তোমার
পুণ্য অসম্পূর্ণ হইবে নিশ্চয়ই । স্বয়ং শিব বলিয়-
ছেন,—যদি সোমেশ্বর দেবকে দেখিয়া লোকে কৃষ্ণ-
দর্শন না করে, তবে তাহার যাজ্ঞাকল বিকল হইয়া
থাকে । যাহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে, তাহারাই
আমাকে দেখিয়াছে । আমার এবং কৃষ্ণের একই
মূর্ত্তি ; ভেদ নাই । আমাকে দেখিয়া গিয়া দ্বার-
কায় কৃষ্ণ দর্শন করিতে হয় । আর কৃষ্ণকে
দেখিয়া, আসিয়াও আমাকে দর্শন করিতে হয় ।

এইরূপ করিলেই মহাকল হইয়া থাকে । কৃষ্ণ
দর্শনপুত-চেতা মানব আমাকে দর্শন করিবে ।
এইরূপ করিলে তাহাকে আর বৈকব লোক হইতে
প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না । দেবদেব উমাপতি
স্বয়ং এই কথা কহিয়াছেন, পুঙ্করতীর্থে বিপ্রগণ এই
কথার আলোচনা করিতেছিলেন । আমরা তাঁহাদের
মুখেই শুনিয়াছি ; অতএব বৎস ! যাহা হউক,
কৃষ্ণদর্শন করিবেই ; অস্তথা পাপদায়িনী পৈশাচী
যোনি প্রাপ্ত হইবে । কৃতাপরাধ ব্যক্তিও কৃষ্ণদর্শন
করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । দেবদেবেশ
দেবকীনন্দন কৃষ্ণ পূজিত হইলে ব্রহ্ম-কুর্জাদি সকল
দেবতাই পূজিত হন । কৃষ্ণপূজা ব্যতিরেকে
কুর্জাদি দেবতা ও পিতামহগণ পূজিত হইয়া তুষ্টি
লাভ করেন না । অতএব দ্বারাবতীতে গিয়া কৃষ্ণ
দর্শন কর ; আমরা প্রোতযোনি হইতে মুক্তি লাভ
করিয়া পরম গতি লাভ করিব । কলিযুগে যাহার অঙ্গ
গোমতীনীরে ধৌত হয়, মুনিগণ তাহার যোনিগমন
দেখিতে পান না । ১৪৫—১৬৪ । পাদযুগল দ্বারা
তাড়িত হইয়াও গোমতীনীরবীচি অগতির গতি
বিধান করে । গোমতীর উদধিসঙ্গমে যে শ্রদ্ধা করে,
তাহার পিতৃগণের আবৃত্তসংপ্রবকাল তৃপ্তি লাভ
হয় । সসাগরা ধরায় তীর্থসকলে যে কল, দ্বার-

যৎকলম্। দিনেনৈকেন তৎপুণ্যং দ্বারকাঙ্ক-
সন্নিধৌ। ১৬৭। যৎকলং ত্রিদশৈর্দৃষ্টং সর্বভৌ-
সমুদ্ভবম্। তৎকলং লভতে সর্বং দ্বারকায়াঃ দিনে-
দিনে। ১৬৮। তীর্থকোটিনহর্ষৈশ্চ কঠৈঃ শ্রীকৈশ্চ
যৎকলম্। পিতৃণাং তৎকলং প্রোক্তং গোমতী-
ভিলতর্পণাৎ। ১৬৯। যতীনাং ভোজনং যন্ত
বচ্ছতে কৃষ্ণমন্দিরে। সিক্বেসিক্বে ভবেতৃপ্তিঃ
পিতৃণাং যুগসংখ্যা। ১৭০। কোপীনাচ্ছাদনং ছত্র-
পাত্কে চ কমণ্ডলুম্। দ্বা সন্ন্যাসিনাং যাতি সপ্ত
কল্পানি তৎকলম্। ১৭১। ধৃত্যন্তে মানবাঃ পুত্র
বসন্তি ষপচাদয়ঃ। দ্বারকায়াঃ গতিং যান্তি বসতাঃ
তত্র যোগিনাম্। ১৭২। ত্রিকালং যে প্রপশ্যন্তি
বদনং প্রত্যহং হরেঃ। ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ কল্প-
কোটিশতৈরপি। ১৭৩। যা নারী বিধবা কৃষা
কুরুতে দ্বারকাভ্রম্। কুলাযুতসহস্রং নয়তে পরমং
পদম্। ১৭৪। পুত্রোপাধীহ কিং কার্যং ন গতো
দ্বারকাং যদি। নারী পুত্রশতাচ্ছ্রেষ্ঠা গতা কৃষ্ণপুত্রীঃ
বসেৎ। ১৭৫। কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপুত্রীঃ গতা যোহর্চয়ে-
তুলসীদলৈঃ। প্রাপ্তং জন্মকলং তেন ভারিতাঃ

প্রপিতামহাঃ। ১৭৬। তুলসীদলমালাস্ত কৃষ্ণোত্তীর্ণা
যো বহেৎ। পত্রেপত্রেহবমেধানাং দশাভ্যং লভতে
কলম্। ১৭৭। তুলসীকাঠসমুভাং যো মালাং বহেতে
নরঃ। কলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকো-
দ্ভবম্। ১৭৮। নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাঠ-
সমুভাম্। বহেতে যো নরো ভক্ত্যা ভক্ত্য নৈবাস্তি
পাতকম্। সদা শ্রীতমনাস্তস্ত কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ।
১৭৯। তুলসীকাঠসমুভাং শিরোবাহুদিকৃষণম্।
জায়তে যন্ত মর্ত্যস্ত তস্ত দেহে সদা হরিঃ। ১৮০।
তুলসীমালায়া যন্ত ভূষিতঃ কশ্ম চাচরেৎ। পিতৃণাং
দেবতীনাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ। ১৮১।
তুলসীকাঠমালাস্ত প্রেতরাজস্ত দূতকাঃ। দৃষ্টী
দূরেণ নশ্যন্তি বাতোদ্ধৃতা যথালয়ঃ। ১৮২। জায়তে
তদগৃহে নৈব পাপসংক্রমণং কৃতঃ। শ্রুতং পুরাণ-
মস্মাভিঃ কথিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ। ১৮৩। তস্মাৎমালা
দ্বয়া ধার্যা তুলসীকাঠসমুভা। হরতে নাত্র সন্দেহ
ঐহিকায়ুশ্চিকং ভবম্। ১৮৪। তুলসীমালায়া যন্ত ভূষিতো
ভ্রমতে যদি। হুঃস্বপ্নং হর্নিমিত্তকং ন ভয়ং শত্রু-
বৎ। ১৮৫। কৃষা বৈ তীর্থসন্ন্যাসং যতনো বিধবাঃ
স্থিয়ঃ। জীবনুজ্ঞাঃ কলৌ জ্যেয়াঃ কুলকোটি-

কায় কৃষ্ণসন্নিধানে গমন করিলে একদিনেই সেই
কল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতাগণ সমুদয় তীর্থে
যে কল দর্শন করেন, প্রতিদিন দ্বারকায় সেই কল
লব্ধ হয়। সহস্র কোটি তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে
যে কল হয়, গোমতীতে তিলতর্পণ করিলে পিতৃগণ
সেই কললাভ করেন। কৃষ্ণমন্দিরে যতিদিগকে
ভোজন দান করিলে তাঁহাদের গ্রাসসম-সংখ্যক
যুগ পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-
মন্দিরে কোপীন, আচ্ছাদন, ছত্র, পাত্কা, ও
কমণ্ডলু সন্ন্যাসীদিগকে দান করিলে মানব সপ্তকল্প
যাবৎ তাহার কলভোগ করিয়া থাকে। চণ্ডালগণও
যদি দ্বারকায় বাস করে, তাহা হইলে দ্বারকাবাস-
গণের যে কল লাভ হয়, সেই তাহার কলই প্রাপ্ত
হইয়া থাকে এবং ধন্ত হয়। যে জন প্রত্যহ ত্রিকাল
হরির বদন দর্শন করে, কল্পকোটি শত কালেও
তাহার পুনরাবৃতি হয় না। যে নারী বিধবা হইয়া
দ্বারকা ভ্রমণ করে, সে স্বীয় সহস্র অযুত কুল
পরম পদে উন্নীত করে। তেমন পুত্রের প্রয়োজন
কি—যে দ্বারকায় গমন করিবে না? নারীও পুত্র-
শতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়—যদি সে দ্বারকায় গিয়া বাস
করে। কৃষ্ণপুত্রী দ্বারকায় যাইয়া যে তুলসীদল
দ্বারা কৃষ্ণার্চন করে, সে জন্মকল প্রাপ্ত হয় এবং

পিতামহগণকে উদ্ধার করে। যে জন কৃষ্ণোত্তীর্ণা
তুলসীমালা ধারণ করে, সে পত্রে পত্রে দশ অশ-
মেধের কণ লাভ করিয়া থাকে। যে জন তুলসী-
কাঠের মালা ধারণ করে, মুরারি তাহাকে প্রাত্য-
হিক দ্বারকাবাসোদ্ভব কল প্রদান করিয়া থাকেন।
তুলসীকাঠোদ্ভবা মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া
ভক্তিপূর্বক যে ধারণ করে, তাহার পাতক থাকে
না; আধকস্ত ঐকৃষ্ণ তাহার প্রতি সদা শ্রীতমনা
থাকেন। যে জন তুলসীকাঠ দ্বারা মস্তক ও বাহু
প্রভৃতির ভূষণ করে, হরি সর্বদা তাহার দেহে বাস
করেন। তুলসীমালায় ভূষিত হইয়া কস্মাচরণ
কার ল পিতৃদেবতাগণোপদেশে কৃত কশ্ম কালতে
কোটিগুণ কলজনক হইয়া থাকে। যমদূতগণ
তুলসীকাঠমালা দর্শন করিয়া বাতোদ্ধৃত আলয় ভ্রম
দূর হইতে নাশপ্রাপ্ত হয়; মালাধারীর গৃহে কদাপি
পাপসংক্রমণ হয় না; ইহা আমরা পুরাণে ভনিয়াছি,
ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়াছেন। ১৮৫—১৮৫। অতএব
তুমি তুলসীমালা ধারণ কর; উহা ঐহিক পারত্রিক
পাপ বিনাশ কারয়া থাকে। যে জন তুলসীমালা-
ভূষিত হইয়া ভ্রমণ করে, তাহার হুঃস্বপ্ন, হর্নিমিত্ত ও
শত্রুভয় থাকে না। যাতি ও বিধবা শ্রীপ্তন যাদ

সমবিতা: । ১৮৬ । ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ
পাপমোহিতাঃ । নরকায় নিবর্তন্তে দম্বাঃ কোপা-
গ্নিনা হরে: । ১৭৬ । উন্নীলিনী বজ্রলিনী ত্রিম্পূশা
পক্ষবর্জিনী । যত্র পুত্র প্রকটব্য। জয়ন্তী বিজয়া
জয়া । ১৮৮ । পাপগ্রী চাষ্টমী প্রোক্তা কৃষ্ণাভীব
বল্লভা । কৃত্য কলৌ যুগে পুত্র দ্বারকা মোক্ষ-
দায়িনী । ১৮৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে দ্বারকাগমমাহাত্ম্যতুলসীধারণমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৩ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । পিতৃণাং প্রেতরূপাণাং
কুহা বাক্যং মহীপতে । চন্দ্রশর্মা দ্বিজশ্রেষ্ঠো দ্বারকাং
সমুপাগতঃ । ১ । কৃষ্ণাঙ্গীসহিতঃ কৃষ্ণে যত্র তিষ্ঠতি
চাষহম্ । যত্র তিষ্ঠন্তি তীর্থানি তত্র যাতে
দ্বিজোত্তমঃ । ২ । যত্র তিষ্ঠন্তি যজ্ঞাশ্চ যত্র
তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ । যত্র তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো মুনয়ো
যোগবিস্তমঃ । ৩ । যা পুরী সিদ্ধগঙ্ধর্ষৈঃ
সেব্যতে কিরৈর্নৈরৈঃ । অপরোহগণযৈকেশ

তীর্থসন্ন্যাস করে, তাহা হইলে এই কলিতে কুল
কোটিসমবিত হইলেও তাহাদিগকে জবীমুক্ত বলা
যায় । যে সকল হৈতুক পাপমোহিত ব্যক্তি মালা
ধারণ করে না, তাহারা নরক হইতে নিবর্তিত হয়
না, অপিচ হরির কোপাগ্নিতে দহ হয় । উন্নীলিনী,
বজ্রলিনী, ত্রিম্পূশা, পক্ষবর্জিনী, জয়ন্তী, বিজয়া,
জয়া ও পাপগ্রী, হে পুত্র ! এই অষ্ট প্রকার দ্বাদশী
তুমি করবে । ইহা কৃত হইয়া কৃষ্ণের অতীব
বল্লভ । কালতে এই মালা কৃত হইলে দ্বারকাসম
মোক্ষদায়িনী হয় । ১৮৬—১৮৯ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহীপতে ! প্রেত-
রূপী পিতামহগণের বাক্য গ্রহণপূর্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ
চন্দ্রশর্মা দ্বারকায় গমন করিলেন । যেখানে কৃষ্ণ-
গীর সহিত কৃষ্ণ অম্বুদিন বাস করেন, যেখানে
তীর্থ সকল বিরাজিত, দ্বিজোত্তম চন্দ্রশর্মা সেখানে
গমন করিলেন । ১০ । যেখানে যজ্ঞ, দেবতা, ঋষি,
ও মুনিগণ বাস করেন, সিদ্ধ-গঙ্ধর্ব-কিরর-নর-

দ্বারকা সর্বকামদা । ৪ । স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণী বহতে যত্র
গোমতী । সা পুরী মোক্ষদা নৃণাং দৃষ্টা বিপ্র-
বরেণ হি । ৫ । যন্তাঃ সীমাং প্রবিষ্টন্ত ব্রহ্মহত্যাदि-
পাতকম্ । নশন্তি দর্শনাদেব তাং পুরীং কো
ন সেবতে । ৬ । গম্বা কৃষ্ণপুরীঃ দৃষ্টা গোমতীং
চৈব সাগরম্ । মন্তে কৃতার্থমান্নানং জীবিতং
যৌবনং ধনম্ । ৭ । দৃষ্টা কৃষ্ণপুরীঃ রম্যাং কৃষ্ণ
মুখপঙ্কজম্ । ধন্তোহহং কৃত্যকৃত্যোহহং সত্যগোত্রোহহং
ধরাতলে । ৮ । দৃষ্টা কৃষ্ণমুখং রম্যাং কৃষ্ণাঙ্গীং দ্বারকা-
পুরীম্ । তীর্থকোটিসংশ্রেষ্ট সেবিতৈঃ কিং প্রয়ো-
জনম্ । ৯ । পুণ্যৈর্লক্ষসংশ্রেষ্ট প্রাপ্তা দ্বারবতী শুভা ।
শুভা বৈশাখমাসে তু সম্প্রাপ্তা মধুহৃদনী । ১০ ।
দ্বাদশী ত্রিম্পূশা নাম পাপকোটিশতাপহা । যন্তাঃ
সর্বৈ মনুষ্যাশ্চ বৈশাখে মধুহৃদনী । ১১ । সম্প্রাপ্তা
ত্রিম্পূশা যৈশ্চ বৃধবারেণ সংযুতা । ন যজ্ঞে ন
বেদে ন তীর্থে কোটিসেবিতৈঃ । প্রাপ্যতে
তৎকলং নৈব দ্বারকায়াঃ যথা নৃণাম্ । ১২ । এব-
মুখা দ্বিজশ্রেষ্ঠা গোমতীতীর্থেষাং উপস্পৃষ্ট
যথাস্থায় শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা । ১৩ । কুহা স্নানং
যথোক্তং তু সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ । চক্রতীর্থংসমা-

অপরোহ-যক্ষগণ যাহার সেবা করে, যাহা স্বর্গারোহণ-
নিঃশ্রেণী, গোমতী যেখানে প্রবহমান, নরগণের
মোক্ষদা সেই পুরী বিপ্রবর দর্শন করিলেন ।
যাহার সীমাপ্রবেশ এবং দর্শনমাত্র ব্রহ্মহত্যাदि
পাতক নাশ হয়, কে না সেই পুরীর সেবা
করিবে ? নর কৃষ্ণপুরী দ্বারকাতে আসিয়া
গোমতী ও সাগর দর্শনপূর্বক আপনার জীবন,
যৌবন ধন সাধক মনে করিলাম । রম্য কৃষ্ণ-
পুরী ও কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া
আমি ধরাতলে ধন্ত, কৃতকৃত্য ও ভাগ্যবান ।
কৃষ্ণমুখ, কৃষ্ণাঙ্গী ও দ্বারকাপুরী দর্শন করিলে
সহস্রকোটি তীর্থসেবার প্রয়োজন কি ? সহস্র লক্ষ
পুণ্যকলে শুভা দ্বারবতী প্রাপ্ত হইলাম । বৈশাখী
শুভা মধুহৃদনী দ্বাদশীকে ত্রিম্পূশা বলে । ইহা
পাপকোটিশতাপহা । যে সকল মানব বৈশাখমাসের
বৃধবারাধিকরণক ত্রিম্পূশা নামী শুভা মধুহৃদনী
দ্বাদশী প্রাপ্ত হয়, তাহারা ধন্ত । দ্বারকায় গমন
করিলে যে কল না পাওয়া যায়, তাহা যজ্ঞ, বেদ ও
কোটি তীর্থসেবনেও লাভ করা যায় না । ১—১২ ।
হে নৃপ ! এই বলিয়া দ্বিজসত্তম চন্দ্রশর্মা গোমতী-
তীরেজলস্পর্শকরিয়া যথাশাস্ত্রস্নান ও পিতৃদেবতাদি-

দ্বায় শৈলাঃ ককাভিতা হুতান। পুজি তাঃ পুরুষস্বকেন
যথোক্তবিধিনা নৃপ। ১৪। শিবপূজা কৃত্য পশ্চাৎ-
সংসৃত্য পিতৃভাবিতম্। দ্বা পিতৃভাবকং সম্যক
পিতৃণাং িধির্পূর্বকম্। ১৫। বিলপনকং বস্ত্রাণি
পুষ্পাণি ধূপদীপকৌ। নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি
কন্দমূলকলানি চ। ১৬। তাদ্বুলকং সৰ্পপূরং কৃত্বা
নীরাঞ্জনাদিকম্। প্রদক্ষিণাং নমস্কারং ভক্তিপূর্বকং
পুনঃপুনঃ। ১৭। কমাগমিহা দেবেশঃ চক্রে
জাগরণং ততঃ। যামজয়ে ব্যতীতে তু চন্দ্রশর্মা
হ্যবাচ হ। ১৮। আতুরস্ত চ দীনস্ত শৃণু কৃষ্ণ
বচো মম। সংসারভয়সমুদ্রং মাং হমুদ্রয় কেশব।
১৯। স্বপ্নাদাশ্রয়ভক্তানাং ন হুংখং পাণিনামপি।
কিং পুনঃ পাপহীনানাং দ্বাদশীসেবিনাং নৃণাম্। ২০।
দশমীবৈধজঃ পাপং কথিতং মম। পূর্বজৈঃ
হৃদতঃ নাশমায়াতু স্বপ্নপ্রসাদাঞ্জনাদিন। ২১। সবিক্রঃ
ভদ্দিনং কৃষ্ণং বৎকৃতং জাগরং হরে। তৎপাপং
বিলম্বং যাতু যথা লবণমস্তসি। ২২। সবিক্রঃ
বাসরং যশ্যৎকৃতং মম পিতামহৈঃ। প্রেতস্বঃ তেন
সম্প্রাপ্তং মহাহুংখপ্রসাধকম্। ২৩। যথা প্রেতস্ব-

নিপুত্না মম পূর্বপিতামহাঃ। মুক্তিং প্রদাতি দেবেশ
তথা কৃষ্ণ জগৎপতে। ২৪। পুনরেব বহুশ্রেষ্ঠ
প্রসাদং কর্তুমর্হসি। অবিদ্যামোহিতেনাপি ন কৃতং
তব পূজনম্। ২৫। ময়া পাপেন দেবেশ শিবভক্তিঃ
সমাপ্নিতা। তব ভক্তিঃ কৃত্য নৈব ন কৃতং তব
বাসরম্। ২৬। ন দৃষ্টো দ্বারকা কৃষ্ণ ন স্নাতো
গোমতীজলে। ন দৃষ্টঃ পাদপদ্মকং দ্বাদশী মোক্ষ-
দায়কম্। ২৭। ন কৃত্য দ্বারকাযাত্রা দৃষ্টা সোমেশ্বরঃ
প্রভূম্। বিকলং মুকৃতং জাতং যদীয়্য সমুপার্জিতম্।
২৮। মৎপূর্বজৈস্ত কথিতং সর্বমেব সুরেশ্বর।
তৎপুণ্যং মা বৃথা যাতু প্রসাদান্তব কেশব। ২৯।
দৃষ্টস্ত তব বক্রকং হৃদভঃ ভুবনজয়ে। তস্মাতি
দেবকীপুত্র পুরাণেষু কৃতং ময়া। ৩০। সাপ-
রাবাস্ত যে কেচিচ্ছিপ্তপালাদয়ঃ স্মৃতাঃ। স্বকরেণ
হতাঃ কোপান্মুক্তিং প্রাপ্তা মহীবরঃ। ৩১। অদ্য-
প্রভৃতি কর্তব্যং পূজনং প্রত্যাহকং তৎ। পলার্ক-
নাপি বিদ্বঃ স্নাতোক্তব্যং বাসরে তব। ৩২। স্ব-
প্রিয়া চ ময়া কার্ধ্যা দ্বাদশী ব্রতসংযুতা। ভক্তি-

প্রেতস্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে তাঁহার প্রেতস্ব-
মুক্ত হইয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হন, হে জগৎপতে! আপনি
তাঁহা করুন। ১৩—২৪। আর এককথা এই যে, আমি
অবিদ্যামোহিত হইয়া তোমার পূজা করি নাই,
এজন্য যে পাপ হইয়াছে, তাহা তুমি ক্ষমা কর।
হে দেবেশ! আমি পাপী, কেবল শিবভক্তিই আমার
করিয়াছিলাম। তোমাতে ভক্তি বা তোমার বাসর-
সেবা আমার করা হয় নাই। কৃষ্ণ! আমি দ্বারকা
দেখি নাই, গোমতীজলে স্নান করি নাই, তোমার
মোক্ষদায়ক পাদপদ্মও আমার সাক্ষাৎকৃত হয় নাই।
আমি দ্বারকা যাত্রা করি নাই; কেবল সোমেশ্বর
দেবকেই দেখিয়াছি। আমার উপার্জিত সর্ব মুকৃত
বিকল হইয়াছে। মদীয় পূর্বজগণ এ বিষয় সকলই
বলিয়াছেন। হে কেশব! তবৎপ্রসাদে আমার
পূর্ব পুণ্য যেন বিকল না হয়, তোমার হৃদভ বদন-
মণ্ডল আমি দেখিয়াছি। হে দেবকীন্দন!
জিভুবনে উদার উপমা নাই; একথা পুরাণগ্রন্থে
কৃত হইয়াছে। শিপ্তপালাদি যে কেহ কৃতপরাধ
মহাবীর ছিল, তাহার আশ্রয় হস্তে নিহত হইয়া
মুক্তি পাইয়াছে। অতএব অদ্য হইতে আমি
প্রত্যহ আপনার পূজা করিব। তবদীপ প্রিয় বাসর
যদি পলার্ক দ্বারাও বিদ্ব হয়, তথাচ সে দিন তোজন
করিব। আপনার প্রিয় তিথি দ্বাদশীকে আমি

তর্পণ সমাপন করিয়া চক্রতীর্থ হইতে চক্রাঙ্কিত শুভ
শিলা আনয়ন করত যথাবিধি পুরুষ স্তুত দ্বারা পূজা
করিলেন। পশ্চাৎ তিনি পিতৃভাবিত স্মরণপূর্বক
শিবপূজা করিলেন। পূজান্তে তিনি যথাবিধি
পিতৃপিতৃ, বিলপন, বস্ত্র, পুষ্প, ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য,
কন্দ-মূল-কল, তাদ্বুল ও সৰ্পপূর দান সমাপনপূর্বক
প্রদক্ষিণ, নমস্কার, পুনঃপুন স্তবপাঠ ও কমা-
প্রার্থনা প্রভৃতি কর্ম শেষ করিয়া জাগরণ অনুষ্ঠান
করিলেন। এইরূপে পূজা সম্পন্ন করিয়া চন্দ্রশর্মা
কৃষ্ণ উদ্দেশে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এই
দীন আতুর ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ কর। হে কেশব!
তুমি এই সংসারভয়সমুদ্র আমাকে উদ্ধার কর।
হে হরে! তোমার পদাশ্রয়ভক্তগণ পাপী হইলেও
যখন হুংখ পায় না, তখন পাপহীন দ্বাদশীব্রতচারী
নরগণের কথা আর কি বলিব? আমার পূর্বজগণ
দশমীবৈধ একাদশীজাত পাপের কথা কীন্তন
করিয়াছেন। হে জনার্দন! তোমার প্রসাদে সেই
পাপ বিনষ্ট হউক। আমার পিতামহগণ তোমার
বাসর ও জাগর বিদ্ব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের
যে পাপ হইয়াছে, জলৌলবণের স্নায় সেই পাপ
বিলম্ব প্রাপ্ত হউক। আমার পিতামহগণ তোমার
বাসর বিদ্ব করিয়াছেন বলিয়া মহাহুংখপ্রসাধক

ভাগবতানাঞ্চ কার্য্য। প্রাণৈর্জ্ঞৈনরপি । ৩৩ । নিত্যং
নামসংস্কৃত পঠনীয়ং তব প্রিয়ম্ । পূজা তু তুলসী-
পঙ্কজৈর্বা কার্য্যা সর্দৈব হি । ৩৪ । তুলসীকাঠসমুত-
মালা ধার্য্যা সদা ময়া । নৃত্যং গীতঞ্চ কৰ্ত্তব্যং
সম্প্রাপ্তে জাগরে তব । ৩৫ । দ্বারকায়ং প্রকৰ্ত্তব্যং
প্রত্যহং গমনং ময়া । ত্বৎকথাশ্রবণার্থঞ্চ নিত্যং
পুস্তকবাচনম্ । ৩৬ । নিত্যং পাদোদকং মুক্তা ময়া
ধার্য্যং স্মৃতিভিত্ত্য নৈবেদ্যভক্ষণৈকৈব করিষ্যামি
স্মৃতিভিত্তিঃ । ৩৭ । নির্মাণ্য শিরসা ধার্য্যং হৃদীয়ং
সাদরং ময়া । তব দশা যদিহৈষ্ট তক্ষণীয়ং সদা ময়া ।
৩৮ । তথা তথা প্রকৰ্ত্তব্যং যেন তুষ্টিৰ্ভবেত্তব ।
তথ্যমেতন্ময়া কৃক তবাগ্রে পরিকীৰ্ত্তিতম্ । ৩৯ ।
শ্রীকৃক উবাচ । সাধু সাধু মহাভাগ চন্দ্রশৰ্ম্মন দ্বিজো-
ত্তম । আগমিষ্যন্তি মল্লোকে ত্বয়া সহ পিতামহাঃ ।
৪০ । পশু প্রেতহনির্গুক্তা মৎপ্রসাদাদ্বিজোত্তম ।
আকাশে গরুড়ারূঢ়ান্তব পূৰ্ব্বপিতামহাঃ । ৪১ ।
পিতামহা উচুঃ । ত্বৎপ্রসাদাভয়ং পুত্র মুক্তিং প্রাপ্তা
ন সংশয়ঃ । প্রেতযোনির্বিনির্গুক্তাঃ কৃকবজ্রাবলো-
কনাং । ৪২ । যন্তাস্তে মাহুবে লোকে পুত্রপৌত্র-

প্রপৌত্রকাঃ । দৃষ্ট্বা শ্রীসোমনাথস্ত কৃকঃ পশ্যতি
দ্বারকায়ং । ৪৩ । যন্তা চ বিধবা নারী কৃক-
যাজ্ঞাং করোতি যা । উক্লিষ্যতি লোকেহান্নম্
কুলানাং নিরযাচ্ছতম্ । ৪৪ । স্বপচোহপি
করোত্যেবং যাজ্ঞাঞ্চ হরিশঙ্করৌ । স যাতি
পরমাং মুক্তিং পিতৃভিঃ পরিবারিতা । ৪৫ । যঃ
পুনস্তীৰ্থসন্ন্যাসং কৃহা তিষ্ঠতি তত্র বৈ । বিকু-
লোকান্নিবৃতিৰ্ণ কল্পকোটিশতৈরপি । ৪৬ । বাকি-
তাস্তে ন সন্দেহো দৃষ্ট্বা সোমেশ্বরং প্রভুম্ । দৃষ্টং
কৃকমুখং নৈব ন স্নাতা গোমতীজলে । ৪৭ । কিং
জলৈর্কবহিঃ পুণ্যস্তীৰ্থকোটিসমুত্তবৈঃ । দৃষ্ট্বা
সোমেশ্বরং যন্ত দ্বারকাং নৈব গচ্ছতি । বিকুৰ্ব্বতি
চ তং পাপং পিতরো দিবি সংস্থিতাঃ । ৪৮ । দৃষ্ট্বা
সোমেশ্বরং দেবং কৃকঃ দৃষ্ট্বা পুনঃ শিবম্ । সৌপর্ণে
কথিতং পুণ্যং যাজ্ঞাশতসমুত্তবম্ । ৪৯ । দৃষ্ট্বা সোমে-
শ্বরং দেবং কৃকঃ নৈব প্রপশ্যতি । মোহাদব্যর্থং গতং
তন্ত সৰ্বং সংসারকৰ্ম্ম বৈ । ৫০ । আগত্য যঃ
প্রভাসে চ কৃকঃ পশ্যতি বৈ নরঃ । প্রভাসায়ুত-

ব্রতচর্যা করিব । ভগবন্তকৃদিগের প্রতি আমি
ধনে প্রাণে ভক্তি প্রদর্শন করিব । তোমার প্রিয়
নাম সহস্র আমার নিত্য পাঠ্য হইবে । আমি
তুলসীপত্র দ্বারা সৰ্বদা তোমার পূজা করিব ।
তুলসীকাঠসমুত মালা আমার নিয়ত ধার্য্য হইবে ।
অনুদেশে জাগরণে আমি নৃত্যগীত করিব ;
প্রত্যহ দ্বারকায় যাইব ; তোমার কথা শ্রবণার্থ
নিত্য পুস্তকবাচন করিব । নিত্য আমি তোমার
পাদোদক ভক্তি করিয়া মস্তকে ধরিব । ভক্তি
করিয়া তোমার নৈবেদ্য খাইব । সাদরে তোমার
নির্মাণ্য ধারণ করিব । আমি যে কিছু ইষ্ট
বস্তু, তোমাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া পরে
তাহা ভোগ করিব । তোমার যাহাতে যাহাতে
তুষ্টি হয়, আমি সেই সেই কার্য্যই করিব । হে
এই তথ্য বাক্য তোমার নিকট বলিলাম
কৃক বলিলেন,—মহাভাগ চন্দ্রশৰ্ম্মন ! সাধু সাধু, হে
দ্বিজোত্তম ! তোমার পিতা-পিতামহগণ তোমার
সহিত মদীয় লোকে আগমন করিবেন । ঐ দেখ,
দ্বিজবর ! তোমার পূৰ্ব্বপিতামহগণ মৎপ্রসাদে
প্রেতস্বরূপ হইয়া আকাশে গরুড়ারোহণে অবস্থান
করিতেছেন । পিতামহগণ কহিলেন,—বৎস !
তোমার প্রসাদে স্বরূপ কৃকবজ্র-বিলোকনের কলে

আমরা প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়াছি । জীব-
লোকে সেই সকল পুত্র-পৌত্র ও প্রপৌত্রগণই
যন্ত—যাহারা শ্রীসোমনাথকে দর্শন করিয়া পরে
দ্বারকায় কৃকসদর্শন করে । যন্ত সেই বিধবা নারী
—যে নারী কৃকযাজ্ঞাকারীণী । ঐ নারী নিজের
শতকুল নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে । যদি
স্বপচ ব্যক্তিও এইরূপে হরিশঙ্করী যাজ্ঞা করে,
তবে পিতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাহারও পরম মুক্তি
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি তীর্থসন্ন্যাস করিয়া সেই
স্থানেই থাকে, শতকল্পকোটিকালেও কৃকলোক
হইতে তাহার নিবৃতি নাই । যাহারা বিবনাথ
সুরেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া পরে কৃকবদন বিলো-
কন বা গোমতীস্থান করে না, এ সংসারে নিশ্চয়ই
তাহারা বাকিত । কোটি কোটি তীর্থ-সেবা-সম্পাদিত
পুণ্য বা প্রভূত পুণ্যজল দ্বারা কি হইবে ? যে নর
সোমেশ্বর দোষী দ্বারকায় গমন করে, তাহার পক্ষে
ঐ সকল বুধা হইয়া থাকে । স্বর্গীয় পিতৃগণ তাদৃশ
পাপাত্মীকে ধিকার দিয়া থাকেন । যাহারা সোমে-
শ্বরকে দোষী কৃক-দর্শনাস্তে পুনরপি শিবসদর্শন
করে, গারুড়-মহাপুরাণে তাহাদের শতযাজ্ঞানিত
পুণ্য-কলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । সোমেশ্বর
দোষী মোহক্রমে কৃকদর্শন না করিলে যানবৈর
সংসার-কৰ্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যায় । যে নর প্রভাসে

সম্যং তু কলমাপ্রোতি যত্নতঃ । ৫১ । যস্মাৎ
সম্যগি তীর্থানি সৰ্ব্বৈ দেবাস্তথা মথাঃ । দ্বারকায়াং
সমাধিস্তি ত্রিকালং কৃষ্ণসন্নিধৌ । ৫২ । তীর্থৈর্নানা-
বিধৈঃ পুত্র তৎ স্বাঠৈঃ কিং প্রয়োজনম্ । কলং
সমস্ততীর্থানাং দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং লভেৎ । ৫৩ । হতে
কংসে জরাসন্ধে নরকে চ নিপাতিতে । উত্তারিতে
ভূবো ভায়ে কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ । চক্রে দ্বারবতীং
রম্যাং সন্নিধৌ গাগরস্ত চ । ৫৪ । স্থিতঃ প্রীতমনাঃ
কৃষ্ণো লক্ষ্যতে কামিনৌমুখম্ । ৫৫ । ব্রহ্মাণ্ডবায়ু-
স্বৰ্ঘ্যাস্ত বাসবাদ্যা দিবোকসঃ । মৰ্ত্ত্যা বিদ্বাস্ত
রাজানঃ পাতালাং পরগেশ্বরঃ । ৫৬ । নদ্যা
নদ্যাস্ত শৈলাস্ত বনান্যুপবনানি চ । পুরগ্রামা হর-
ণ্যানি সাগরাস্ত সন্ন্যাসি চ । ৫৭ । যক্ষাচ্চাসুর-
গন্ধৰ্বাঃ সিন্ধা বিদ্যাধরাস্তথা । রত্নাদ্যপ্সরসশ্চৈব
প্রহ্লাদাদ্যা দিতেঃ সূতাঃ । রক্ষা বিভীষণাদ্যাস্ত
ধনদো যক্ষনাযকঃ । ৫৮ । ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ
সনকাদ্যাস্ত যোগিনঃ । গ্রহা ঋক্ষাণি যোগাস্ত ঐবঃ
পরমবৈকবঃ । ৫৯ । যৎকাক্ষৎ ত্রিষু লোকেষু
তিষ্ঠতে স্বপূজকমম্ । ত্রীকৃষ্ণসন্নিধৌ নিত্যং প্রত্যহং
তিষ্ঠতে সদা । ৬০ । ন ত্যজন্তি পুরাঃ পুণ্যাঃ দ্বারকাং
কৃষ্ণসেবিতাম্ । সা ভদ্রা সেবিতা পুত্র সম্প্রতঃ

আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করে, তাহার অমৃত প্রভাস-
সেবার কল লাভ হয়। সমস্ত দেব, সমস্ত তীর্থ,
সমস্ত যজ্ঞ, ত্রিসংখ্যাত দ্বারকা কৃষ্ণপ্রান্তে সমাগত
হয়। সূতরাং পুত্র! নানাবিধ তাৎসেবার আর
প্রয়োজন কি? দ্বারবতীদর্শনে সমস্ত তীর্থেরই কল
লাভ হইয়া থাকে। কংস, জরাসন্ধ ও নরক নিপা-
তিত হইলে পৃথিবীর যখন তার লাঘব হইয়াছিল,
তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণ সাগর-সান্নিধ্যানে রম্য
দ্বারবতী পুরী নির্মাণ করেন। এইখানেই তিনি
প্রীতিচিন্তে অবাস্তত হইয়া কামিনী-সন্তোগ-
মুখ লাভ করিতে থাকেন। তখন ব্রহ্মা, অগ্নি,
বায়ু, স্বর্ঘ ও বাসবাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজ-
গণ পাতাল হইতে পরগেশ্বরগণ, নিখিল নদ,
নদী, শৈল, বনোপবন, পুর, গ্রাম, অরণ্য, সাগর,
সরোবর, যক্ষ রক্ষ অসুর গন্ধৰ্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর,
রত্নাদি অপ্সরোগণ, প্রহ্লাদাদি দিত্যসুতগণ,
বিভীষণাদি রাক্ষসগণ যক্ষনাযক ধনেন্দ্র, মুনি, ঋষি,
সিদ্ধ, সনকাদি যোগী, গ্রহ, নক্ষত্র যোগ, পরম
বৈকব ঐব, এমন কি, ত্রিলোকে যা কিছু চরাচর
যজ্ঞ সমস্তই তৎকালে কৃষ্ণসন্নিধ্যানে প্রাণনিয়ত

কৃষ্ণদর্শনাৎ । পিশাচযোনি নিম্মুক্তা যান্তামঃ পরমাং
গতিম্ । ৬১ । দ্বাদশীবেধজঃ পাপং দ্বারকায়াং
প্রভাবতঃ । নষ্টং পুত্র ন সন্দেহঃ সম্প্রাপ্তাঃ পরমং
পদম্ । ৬২ । দ্বাদশীবেধসমুচ্চঃ যস্যয়া পাপমর্জি-
তম্ । কৃষ্ণস্ত দর্শনাৎ ক্লীণং ন জহ্যৎ দ্বাদশী
ব্রতম্ । ৬৩ । রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন বেধো দশমি-
সম্ভবঃ । নো চেৎ পুত্র ন সন্দেহঃ প্রেতযোনি-
মবাপ্সাসি । ৬৪ । ত্রৈলোক্যসম্ভবুঃ পাপং তেষাং
ভবতি ভূতলে । সশল্যঃ যে প্রকুর্যন্তি বাসরং
কৃষ্ণসংজ্ঞকম্ । ৬৫ । প্রায়াশ্চতুঃ ন তস্মাস্তি সশল্যং
বাসরং হরেঃ । যে কুর্যন্ত ন তে যান্তি মৰুতরশটৈ-
র্দিবম্ । ৬৬ । প্রেতস্বঃ হুঃসহঃ পুত্র হুঃসহঃ যমযাতনা ।
তস্মাৎ পুত্র ন কর্তব্যং সশল্যঃ দ্বাদশীব্রতম্ । ৬৭ ।
কারয়ন্তি হি যে হজ্জাঃ কুটুম্বিকাশ্চ হেতুকাঃ । 'প্রেত-
যোনিং প্রযান্তস্তি পিতৃভিঃ সহ সুরভিঃ' । ৬৮ । দ্বাদশী
দশমীবিদ্যা সন্তানপ্রবিনাশিনী । ধ্বংসিনী পুন্-
পুণ্যানাং কৃষ্ণভক্তিবিনাশিনী । ৬৯ । স্বস্তি তেহং

অবস্থিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণসেবিতা পুণ্য দ্বারকা
পুরী তাহার আর তখন হইতে পারিত্যাগ করে
নাই। বৎস! তুমি সম্প্রতি সেই দ্বারকার সেবা
করিয়াছ, কৃষ্ণদর্শন তোমার হইয়াছে, আমরা
পিশাচযোনি হইতে নিম্মুক্ত হইয়া পরম পতি
পাইতে চলিয়াছি। পুত্র! দ্বাদশীবেধ জন্ম পাপ
দ্বারকার প্রভাবে নিশ্চয় নষ্ট হইয়াছে, তাই আমা-
দের পরমপদপ্রাপ্তি ঘটিল। দ্বাদশীবেধ জন্ম
যে পাপ তুমি অজ্ঞান করিয়াছ, তাহা কৃষ্ণদর্শনে
তোমার ক্লীণ হইয়াছে। তুমি আর দ্বাদশীব্রত
পারিত্যাগ করও না। দশমীজ্ঞানিত বেধ তুমি
সযত্নে রক্ষা করও। এক্ষণ যদি না কর, তবে
নিশ্চয়ই প্রেতযোনি লাভ হইবে। যাহারা দ্বারবাসর
সবেধ করে, এই ত্রৈলোক্যের নিখিল পাপই
তাহাদের হইয়া থাকে। ঐ পাপের আর
প্রায়াশ্চত নাই। সবেধ দ্বারবাসর করিলে
শত মৰুতর পরেও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না।
পুত্র! প্রেতস্ব বড়ই হুঃসহ। যমযাতনা আরও
হুঃসহ, অতএব পুত্র! তুমি সবেধ দ্বাদশীব্রত
করিও না। যে সকল হেতুবাদী কুটুম্বিক অজ্ঞান
ঐক্য ব্রত করিবার ব্যবস্থা দেয়, পিতৃগণ সহ
তাহাদেরও প্রেতযোনিপ্রাপ্তি হয়। ২৫—৬৮। দশমী
বিদ্যা দ্বাদশী সন্তাননাশিনী, সর্বপুণ্যধ্বংসিনী ও কৃষ্ণ

গমিষ্যামঃ প্রসাদাক্রমিমগীপতঃ । প্রাপ্তঃ বিষ্ণু
পদং পুত্র অপূনর্ভবসংস্কৃতম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
চন্দ্রশর্শ্বন্ প্রসন্নোহহং তব তক্ত্য দ্বিজোত্তম ।
শৈবভাবপ্রপন্নোহপি যস্য জাতোহসি বৈক্যবঃ ॥ ১১ ॥
নবসপ্ততিবর্ষাণি ন কৃতং বাসরং মম । সম্পূর্ণঃ মৎ-
প্রসাদেন তব জাতং ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ একেদৈবো-
পবাসেন ত্রিম্পৃশাসত্তবেন হি । দ্বারকায়াঃ প্রসাদেন
মদৃষ্ট্যালোকনেন হি ॥ ১৩ ॥ অবিদ্যামোহিতে নৈব
শিবতক্ত্য মমার্চনম্ । ন কৃতং মৎ প্রসাদেন কৃতং
চৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ বৈশাখে যৈরহং দৃষ্টো
দ্বারকায়াঃ দ্বিজোত্তম । ত্রিম্পৃশাবাসরে চৈব বঙ্গুলী-
বাসরে তথা ॥ ১৫ ॥ উন্নীলিনীদিনে প্রাপ্তে প্রাপ্তে
বা পক্ষবন্ধিনী । নৈতেষাং চাপরাধোহস্তি যদ্যপি
ব্রহ্মঘাতকঃ ॥ ১৬ ॥ জন্মপ্রভৃতি পুণ্যস্ত প্রকৃ-
তাপি ভুঙ্গুর । মৎপুত্রীদর্শনেনাপি কলভাগী
তবেবরঃ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্টা সমস্ততীর্থানি প্রভাসাদীনি
ভূতলে । মৎপুত্রীদর্শনেনৈব দৃষ্টাপীহ ভবেৎ
কলম্ ॥ ১৮ ॥ মাহাঙ্গ্যং দ্বারকায়াস্ত মদ্দিনে যত্র তত্র

ভক্তিবিলোপিনী । অধিঃ কি বলিব ! কল্লিণী-
পতির প্রসাদে তোমার মঙ্গল হউক, আমরা
একপে চলিলাম । পুত্র আমরা অপূনর্ভবকর
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—
চন্দ্রশর্শ্বন্ । তুমি শৈবভাবাপন্ন হইয়াও যে বৈক্যব
হইয়াছ, ইহাতে তোমার ভক্তিবৈভবে আমি প্রসন্ন
হইয়াছি । তুমি উনাশীতি বর্ষ যাবৎ হরিবাসর
কর নাই, একপে আমার প্রসাদে তোমার তাহা
পূর্ণ হইল । তুমি দ্বারকায় আসিয়া ত্রিম্পৃশা তিথিতে
একটী উপবাস করিয়াছ এবং আমার দৃষ্টিপাত
হইয়াছে, তাই দ্বারকার প্রসাদে তোমার অকৃত
পুণ্যকর্ম পূর্ণ হইল । তুমি অবিদ্যা ভ্রম হইয়া শিবে
প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ এতদিন আমার অর্চনা কর
নাই, মৎপ্রসাদে তোমার ঐ অকৃত কর্ম কৃত
হইবে । দ্বিজবর ! যাহারা দ্বারকায় বৈশাখে ত্রি-
ম্পৃশাদিনে বঙ্গুলীবাসরে উন্নীলিনীদিনে বা পক্ষ
বন্ধিনীদিনে আমার দর্শন করে, তাহারা ব্রহ্মঘাতী
হইলেও তাহাদের কোনই অপরাধ হয় না । হে
ভুঙ্গুর ! আজন্ম যাহারা পুণ্যার্থ্য করিয়া আসি
য়াছে, আমার এই পুত্রী দর্শন করিলেই তাহারা
সেই পুণ্যফলভাগী হইতে পারে । প্রভাসাদি
সমস্ত তীর্থ দেখিয়া আমার এই পুত্রী দর্শন ও
স্পর্শন করিলেই কল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি

বা । পঠেন্নম পুত্রীঃ পুণ্যঃ লভতে মৎপ্রসাদতঃ ।
১৯ । মৎপুত্রীঃ বসতাঃ পুণ্যঃ ত্রিকালঃ মম দর্শনাৎ ।
তৎকলঃ সমবাপ্নোতি যদ্বিদং পঠতে কলৌ ।
২০ । কলৌ কালী চ মথুরা হবন্তী চ দ্বিজোত্তম ।
অঘোধ্যা চ তথা মায়া কাকী চৈব চ মৎ-
পুত্রী ॥ ২১ ॥ শালিগ্রামতবং চৈব বদরী চ তথো-
ত্তমা । কুরুক্ষেত্রঃ ভৃগুক্ষেত্রং পুরুষঃ শুভসংস্ক-
কম্ ॥ ২২ ॥ প্রয়াগঞ্চ প্রভাসঞ্চ ক্ষেত্রং বৈ হাটকে-
শ্বরম্ । গঙ্গাদ্বারং শৌকরঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমম্ ॥
২৩ ॥ নৈমিষং দণ্ডকারণ্যং তথা বৃন্দাবনং দ্বিজ ।
নৈম্ববং চার্কুদাখ্যঞ্চ সর্বাণ্যায়তনানি চ ॥ ২৪ ॥
বনানি মাগধাদীনি পুরুষাণি দ্বিজোত্তম । শৈল-
রাজাদয়ঃ শৈলা হিমাদিপ্রমুখা হি য়ে ॥ ২৫ ॥
গঙ্গাদয়শ্চ সরিতো ভূতলে সন্তি যানি বৈ । তীর্থানি
ত্রি কালেষু সমানি দ্বারকাপুরঃ ॥ ২৬ ॥ কলিনা
কলিতং সর্বং বর্জয়িত্বা তু মৎপুত্রীম্ । বিপ্র বর্ষ-
শতে প্রাপ্তে মৎপুত্রীয়াং মম দর্শনে ॥ ২৭ ॥ তব
মৃত্যুর্নহীদেব মৎপ্রসাদান্তবিষ্যতি । ত্রিম্পৃশাবাসরে
প্রাপ্তে বৈশাখে শুক্লপক্ষতঃ ॥ ২৮ ॥ সঙ্গমে বৃধ-
বারস্ত দিবা ভূমৌ মমাগ্নতঃ । দশমঃ দ্বারমাসাদ্য
তব প্রাপ্ত্য নির্গমঃ । ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎ-

হরিবাসরে যত্র তত্র দ্বারকা মাহাঙ্গ্য পাঠ করে,
মৎপ্রসাদে এই পুণ্য পুত্রী তাহার লব্ধ হইয়া
থাকে । আমার পুত্রীতে বাস করিলে এবং
আমাকে ত্রিসঙ্খ্যা দর্শন করিলে যে কল হয়,
কলিতে যে, ইহা পাঠ করে, তাহারও সেই কল হইয়া
থাকে । কলিতে কাশী, মথুরা অবন্তী, অঘোধ্যা,
মায়া, কাকী, বৈকুণ্ঠপুত্রী, শালগ্রাম ক্ষেত্র, বদরী-
ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, ভৃগুক্ষেত্র, পুরুষ, প্রয়াগ, প্রভাস,
হাটকেশ্বর ক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার শৌকরতীর্থ, গঙ্গা-
সাগরসঙ্গম, নৈমিষারণ্য, দণ্ডকারণ্য, বৃন্দাবন,
নৈম্বব, অর্কুদাচল, সমস্ত আয়তন, মাগধাদি
নিখিলবন, হিমাদিপ্রমুখ শৈলরাজগণ এবং গঙ্গাদি
ভূতলস্থ সরিৎ সকল, সমস্ত তীর্থই কৃতাদি
যুগত্রেয় দ্বারকাপুরীত তুল্য । আমার পুত্রী বর্জ্য
করিয়া কলি সকলই গ্রাস করিয়াছে । বিপ্র !
শতবর্ষ ব্যয়ক্রমে আমাকে দেখিয়া আমার
পুত্রে তোমার মৃত্যু হইবে । ঐ দিন আমার
প্রসাদে বৈশাখের শুক্লপক্ষীয় ত্রিম্পৃশা তিথি ও
বৃধবার হইবে । ঐ দিন দিবাভাগে আমার
অগ্রে ব্রহ্মরজ্জ দিয়া তোমার প্রাণনির্গম হইবে ।

প্রসাদেন ভুঞ্জয় । ৮৯ । স্বস্থানং গচ্ছ বিপ্রেশ
সর্বান কামানবাণ্যসি । মন্তকানাং যুগান্তেহপি
বিনাশো নোপপদ্যতে । ৯০ । মন্তকিং বহতাঃ
পুংসামিহ লোকে পরেহপি বা । নাশুভং বিদ্যাতে
কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্বিবম্ । ৯১ । মার্কণ্ডেয়
উবাচ । ভতো বর্ষশতে প্রাপ্তে গহ্বা দ্বারবতীঃ
পুরীম্ । প্রাণান্ কৃকোপদেশেন ত্যক্তা মোক্ষং
জগাম হ । ৯২ । ইন্দ্রস্য তদাখ্যাতং মহাত্ম্যং
দ্বারকান্তবম্ । পুনরেব প্রবক্ষ্যামি যন্তে মনসি
বঙ্তে । ৯৩ । পৃথগ্ পঠিত্যৈব মহাত্ম্যং
দ্বারকান্তবম্ । সৰ্বং কলমবাপোতি কৃকেন কথি-
তঞ্চ যৎ । ৯৪ । বিস্তারয়ন্তি লোকেহস্মি ল্লিখিতং
যন্ত বৈশ্বনি । প্রত্যক্ষং দ্বারকাপুণ্যং প্রাপ্যতে
কৃকসন্তবম্ । ৯৫ ।

ইতি ত্রিষ্টোত্রে দ্বারকানগরীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৪ ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ইন্দ্রস্য উবাচ । কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ
কৌতুহলং মম । পুণ্যং পবিত্রং পাপহরং তীর্থং তু

হে বিপ্র! এক্ষণে তুমি স্বস্থানে যাও । তোমার
সর্বকাম সিদ্ধ হইবে । জানিও,—মন্তকদিগের
যুগান্তেও বিনাশ নাই । মন্তকদিগের ইহ-পরকালে
অমঙ্গল কখন নাই । তাহাদের কোটি কুল স্বর্গে
লইয়া যায় । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর কৃকো-
পদেশে শতবর্ষ বয়সে চন্দ্রশর্মা দ্বারাবতী পুরীতে
গমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষ লাভ
করিল । হে ইন্দ্রস্য! এই আমি তোমার নিকট
দ্বারকামাহাত্ম্য কহিলাম । তোমার অভিপ্রায়ানুসারে
পুনরপি উহা আমি কহিব । কৃক কহিয়াছেন,—
দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণে এবং পঠনে সর্ব কলমাপ্তি
হয় । যে ব্যক্তি জগতে ইহা প্রচার করে, অথবা
যাহার গৃহে ইহা লিখিত থাকে, সে কৃকনির্মিত
দ্বারকাবাসপুণ্য প্রত্যক্ষই প্রাপ্ত হয় । ৬৯—৯৫ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ইন্দ্রস্য কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার কিঞ্চিৎ
কৌতুহল হইয়াছে, আপনি পুণ্য পবিত্র পাপহর

বদ বিস্তরাৎ । ১ । মার্কণ্ডেয় উবাচ । মথুরা
দ্বারকায়োধ্যা কলিকালে পুরীভয়ম্ । ধর্ম্মার্থকামক-
ত্বপ মোক্ষদঃ হরিবল্লভম্ । ২ । মথুরায়াং তু
কালিন্দী গোমতী কৃকসন্নিধৌ । অযোধ্যায়াং তু
সরযুভূক্তিনা সেবিতা সদা । ৩ । দ্বারবতীমযো-
ধ্যায়াং কৃকঃ রামঃ শুভপ্রদম্ । মথুরায়াং হরিঃ
বিষ্ণুঃ স্মৃতা মুক্তিমবাপুয়াৎ । ৪ । ধন্তা সা মথুরা
লোকে যত্র জাতো হরিঃ স্বয়ম্ । দ্বারকা সকলা
লোকে ক্রৌড়িতং যত্র বিষ্ণুনা । ৫ । ধন্তানামপি সা
পূজ্যা অযোধ্যা সর্বকামদা । যা স্বয়ং রামদেবেন
পালিতা ধর্ম্মবুদ্ধিনা । ৬ । যদদাতি কলং কান্ধী
সেবিতা কলসংখ্যায়া । কলৌ দদাতি মথুরা বাসরে-
ণাপি তৎকলম্ । ৭ । মন্তকরসহস্রে তু প্রয়াগে যৎ
কলং ভবেৎ । নিমিষাঙ্কেন বসতাং দ্বারকায়াং তু
তৎকলম্ । ৮ । প্রভাসে চ কুরুক্ষেত্রে যৎকলং
বৎসরৈঃ শতৈঃ । বসতাং নিমিষাঙ্কেন হযোধ্যায়াং
চ তদভবেৎ । ৯ । অযোধ্যাধিপতিং রামং মথু-
রায়াং তু কেশবম্ । দ্বারকাবাসিনং কৃকং কীর্তনং পি
ত্বলভম্ । ১০ । মথুরাকীর্তনেনাপি শ্রবণাদ্বারকা-
পুরঃ । অযোধ্যাদর্শনেনাপি ত্রিগুহং চ পদং

তীর্থবিবরণ সবিস্তারে বর্ণন করুন । মার্কণ্ডেয় কহি-
লেন,—মথুরা, দ্বারকা ও অযোধ্যা কলিকালে এই
তিনটি পুরীই ধর্ম্মার্থকামপ্রদ, মোক্ষদ ও হরিপ্রিয় ।
মথুরায় কালিন্দী, দ্বারকায় গোমতী, আর অযোধ্যায়
সরযু সেবিত হইয়া সদাই মুক্তিদায়িকা । দ্বারকা,
অযোধ্যা ও মথুরা এই পুরীত্রেয় যথাক্রমে কৃক,
রাম স্ত্র, ও হরিকে স্মরণ করিয়া নর মুক্তি প্রাপ্ত
হয় । ধন্তা সেই মথুরা—যথায় সেই সাক্ষাৎ হরি
প্রাকৃত হইয়াছিলেন । দ্বারকাও সকলা—যথায়
বিষ্ণু ক্রৌড়া করিয়াছিলেন । আর সেই অযোধ্যা
পূজ্যা হইতেও পূজ্যা—যাহা সাক্ষাৎ ধর্ম্মবুদ্ধি রাম-
চন্দ্র কর্তৃক পালিত হইয়াছিল । কলকালের সেবার
কান্ধী যে কল প্রদান করে, কলিতে একটিমাত্র দিনেই
মথুরা তাহা প্রদান করিয়া থাকেন । সহস্র মন্তকরে
প্রয়াগে যে কল লাভ হয়, দ্বারকায় নিমেষার্দ্ধ বাসেই
সেই কল হইয়া থাকে । প্রভাসে এবং কুরুক্ষেত্রে
শতবর্ষ বাসে যে কল, অযোধ্যায় নিমেষার্দ্ধ বাসেই
সেই কল হয়, অযোধ্যাধিপতি রাম মথুরানিধি কেশব
এবং দ্বারকাবাসী ত্রিকৃক, ইহাদেব নাম কীর্তনও
ত্বলভ বস্তু । মথুরায় নাম কীর্তন, দ্বারকাপুরীর
নাম কীর্তন শ্রবণ এবং অযোধ্যা পুরী দর্শন

১১ ॥ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুং দেবং দ্বারকা ত্রিদিবো
পমা । ঋতা চাপ্যধ্বা দৃষ্টা কুরুতে জন্মসঙ্করম্ ।
১২ ॥ ঋতালিখিতা দৃষ্টা অযোধ্যা মথুরাপুরী
পাপং ভয়তি কল্মাশং দ্বারকা চ তৃতীয়কা । ১৩ ॥
কৃষ্ণঃ বিষ্ণুঃ হরিঃ দেবঃ বিশ্বাস্তঃ চ কলৌ স্মৃতম্ ।
দ্বাদশাং জাগরে রাজাবশমেধায়ুতঃ কলম্ । ১৪ ॥
বালকৌড়নকঃ স্থানং যে অরন্তি দিনে দিনে । স্বর্ণ-
শৈলপদং নৃণাং জায়তে রাজসত্তম । ১৫ ॥ ধন্তান্তে
মানবা লোকে কলিকালে নরোত্তম । প্রবনং সিদ্ধু-
ভোয়েন গোমত্যাং যৈর্নরৈঃ কৃতম্ । ১৬ ॥ পশ্চি-
মাশাং নরঃ স্রাস্তা কৃহা বৈ করসম্পূটম্ । দ্বারকাং
যে অরিষ্যন্তি তেষাং কোটিগুণং কদম্ । ১৭ ॥
মনসা চিন্তয়েদ্ব্যো বৈ কলৌ দ্বারবতীং পুরীম্ ।
কপিলায়ুতপুণ্যং চ লভতে হেলয়া নরঃ । ১৮ ॥
গঙ্গাসাগরজং পুণ্যং গুহাদ্বারতবং তথা । কলৌ
দ্বারবতীং গহা প্রাপ্নোতি মহাজাধিপ । ১৯ ॥ সপ্ত-
কল্পস্রয়ো ভূপ মার্কণ্ডেয়ঃ স্রাম্যাহম্ । সমান
বাধিকা বাপি দ্বারবত্যা ন কাপি পুং । ২০ ॥ হুর্দ্বা-
সসা সমো ধন্তো নাস্তি নাপাধিকো নৃপ । ভাষাবন্ধঃ

যেন কৃহা দ্বারকায়াং ধৃতো হরিঃ । ২১ ॥ মা কানীঃ
মা কুরুক্ষেত্রং প্রভাসঃ মা চ পুষ্করম্ । দ্বারকাং
গচ্ছ রাজর্ষে পশু কৃষ্ণমুখং শুভম্ । ২২ ॥ অবমেধ-
সহস্রং তু রাজস্রয়শতং কলৌ । পদে পদে চ লভতে
দ্বারকাং যাতি যো নরঃ । ২৩ ॥ সকলঃ জীবিতঃ
তেষাং কলৌ নৃপবরোত্তম । যেষাং ন স্থলিতঃ চিন্তঃ
দ্বারকাং প্রতিগচ্ছতাম্ । ২৪ ॥ মাতা চ পুত্রীণী
ভেন পিতা চৈব পিতামহাঃ । পিণ্ডদানং কৃতং যেন
গোমত্যা কৃষ্ণসন্নিধৌ । ২৫ ॥ গোপীচন্দনমুদ্রাঃ
তু কৃহা ভ্রমতি ভূতলে । সোহপি দেশো ভবেৎ
পুতঃ কিং পুনর্ধনং সংস্থিতম্ । ২৬ ॥ দ্বারকায়াং
সমুদ্ভূতাং তুলসীং কৃষ্ণসেবিতাম্ । নিত্যং বিভর্তি
শিরসা স ভবেৎ ত্রিদশাধিপঃ । ২৭ ॥ দৈত্যারেষ্ঠগ-
বতিধিচ বিজয়া নীরং চ গঙ্গোদ্ভবং নিত্যং কাশি-
পুরী তথৈব তুলসী ধাত্রীকলং বল্লভম্ । ২৮ ॥
শাস্ত্রং ভাগবতং তথা চ দয়িতং রামায়ণং দ্বারকা
পুণ্যং মালতীসম্ভবং সুদয়িতং গীতং কৃতং জাগ-
রম্ । ২৯ ॥ গৃহে যন্ত সদা তিষ্ঠেৎগোপীচন্দন-
মুক্তিকা । দ্বারকা তিষ্ঠতে তত্র কৃষ্ণেন সহিতা কলৌ ।

করিলে লোক পরম পদপ্রাপ্ত হয় । ত্রিদিবোপমা
দ্বারকা দৃষ্ট বা ঋত হইলেও জন্মসঙ্কর করিয়া থাকে ।
অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারকা, এই তিন পুরীর বিবরণ
ঋত, অতিলিখিত বা দৃষ্ট হইলে কল্পসংকীর্ণ পাপও
বিনাশ করিয়া থাকে । উক্ত পুরত্রয়ে কৃষ্ণ, বিষ্ণু
ও হরিদেব বিশ্বাস লাভ করিতেছেন । কলিতে
দ্বাদশী তিথিতে ইহাদের সমক্ষে রাজিজাগরণ
করিলে অমৃত অবমেধকল লাভ হয় । যাহারা
প্রতিদিন কৃষ্ণের বাল্যকৌড়াহান স্মরণ করে, হে
নৃপবর ! তাহাদের স্বর্ণশৈলপদে অবস্থিতি হয় ।
কলিকালে সেই সকল মানবই ধন্ত,—যাহারা
গোমতীসিদ্ধুসঙ্কমে সন্তরণ করিয়াছে । যে সকল
নর গোমতীর পশ্চিম দিকে গিয়া স্নানপূর্বক যুক্ত-
করে দ্বারকা স্মরণ করে, তাহাদের কোটিগুণ কল
হয় । যে নর কলিতে মনে মনে দ্বারাবতী পুরী
চিন্তা করে, অমৃত কপিলাদানের কল তাহার
অনামাসেই লাভ হয় । গঙ্গাসাগরে বা গঙ্গাদ্বারে
যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কলিতে দ্বারাবতীগমনে
মানবের সে পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । হে ভূপ !
আমি সপ্ত কল্পস্রয় মার্কণ্ডেয় ; আমার যতদূর
স্মরণ হয়, তাহাতে দ্বারাবতী পুরীর সমান
বা অধিক পুণ্যজনিকা কোন পুরী আছে বলিয়া

মনে হয় না । হে নৃপ ! হুর্দ্বাসা ঋষির সমান বা
ধন্ত বা অধিক পুণ্যবান নাই ; কেননা, তিনি ভাষা
প্রবন্ধ রচনা করিয়া দ্বারকায় হরিকে আবদ্ধ রাখিয়া-
ছেন । রাজর্ষে ! কানী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বা পুষ্কর
কোথাও যাইও না, একমাত্র দ্বারকায় যাও ।
সেখানে গিয়া শুভ কেশববক্ত্র নিরীক্ষণ কর । ১—২২।
দ্বারকায়ত্রী নর কলিতে পদে পদে সহস্র অবমেধ
ও শত রাজস্রয়-কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে নর-
বরোত্তম ! কলিতে তাহাদের জীবনই সকল—
যাহাদের চিত্ত দ্বারকা গমনে পরাশ্রুত নহে । যে
কৃষ্ণসন্নিহিত গোমতীতীরে পিণ্ড দান করে, সেই
পুত্র দ্বারাই মাতা পুত্রীণী এবং পিতা পুত্রবান হইয়া
থাকেন । নর গোপীচন্দনমুদ্রা ধারণ করিয়া যে
প্রদেশে ভ্রমণ করে, তাহা পুত হইয়া থাকে । পরন্তু
যথায় ঐ চন্দন আছে, তাহার পুণ্যবস্তার বিষয়ে
আর কি বলিব ? দ্বারকোৎপন্ন কৃষ্ণসেবিতা তুলসী
যে নর নিত্য নিত্য শিরে ধারণ করে, সে ইন্দ্রতুলা
হইয়া থাকে । ভগবতিধি বিজয়া, গঙ্গাজল, কানীপুরী,
তুলসী, ধাত্রীকল, ভাগবতশাস্ত্র, রামায়ণ, দ্বারকা,
মালতীপুষ্প, এবং গীত ও জাগরণ এই কয়েকটি
দৈত্যহৃদন হরির অতিপ্রিয় । যাহার গৃহে সর্বদা
গোপীচন্দনমুক্তিকা আছে, কৃষ্ণসহিতা দ্বারকা তথায়

৩০। কৃতয়ো বাধ গোয়োহপি হৈতুকঃ কৃৎসনপা-
কৃৎ। গোপীচন্দনসম্পর্কাত্ পুতো ভবতি তৎকলাৎ।
৩১। গোপীচন্দনখণ্ডং তু যো দদাতীহ বৈকবে।
কুলমেকোত্তরং তেন শতং তারিহমেব বা। ৩২।
দ্বারকাসম্ভবা ভূপ তুলসী যন্ত মন্দিরে। তন্ত
বৈবস্বতো নিত্যং বিভেতি সহ কিল্বরেঃ। ৩৩।
দ্বারকাসম্ভবা যুগ্মা তুলসী কৃৎসকীর্তনম্। ক্রতুকোটি-
শতং পুণ্যং কথিতং ব্যাসমুহুনা। ৩৪। আলোড্য
সর্কশাঙ্গানি পুরাণানি পুনঃপুনঃ। ময়া দৃষ্টা মহীপাল
ন দ্বারকাসমা পুরী। ৩৫। দ্বারকাগমনং যেন
কৃতং কৃৎস কীর্তনম্। স্নাতং তীর্থসহস্রৈস্ত
তেনেষ্টে ক্রতুকোটিভিঃ। ৩৬। ইন্দ্রিয়াণং তু
দমনং কিং করিষ্যতি দেহিনাম্। সাম্ব্যামধ্যমং
চাপি দ্বারকাং গচ্ছতে ন চেৎ। ৬৭। পশবস্তে ন
সন্দেহো গর্দভেন সমা জনাঃ। দৃষ্টং কৃৎসখং
যের্ণ গহা দ্বারাবতীঃ পুরীম্। ৩৮। কৃতকৃত্যাস্ত
তে যন্তা দ্বাদশ্যং জাগরে হরেঃ। কৃতা জাগরণং
ভক্ত্যা নৃত্যমানা মুহূর্ষুঃ। ৩৯। কৃৎসালয়ং তু যো
গহা গোমত্যাং পিণ্ডপাতনম্। কয়োতি শক্ত্যা

নিত্য-সম্মিহিতা। লোক কৃত্ত্ব, গোয়, হৈতুক,
বা নিখিল পাপকৃৎ হউক, গোপীচন্দন সম্পর্কে
তৎকলাৎ পুত হইয়া থাকে। যে নর বৈকবে
ব্যক্তিকে গোপীচন্দনখণ্ড প্রদান করে, একাধিক
শতকুল তাহার তারিত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে
দ্বারকোৎপন্ন তুলসী আছে, দৃষ্টগণসহ যম তাহাকে
ভয় করিয়া থাকেন। দ্বারকায় যুক্তিকা, তুলসী
এবং ভক্ত্য জীকৃৎসের নাম কীর্তন কোটি-
ক্রতু জন্ত পুণ্যপ্রাপক। ব্যাসনন্দন স্বয়ং
শুক এ কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পুরাণাদি
নিখিল শাস্ত্র পুনঃপুনঃ আলোড়িত করিয়া
দেখা গিয়াছে যে, দ্বারকাসমা পুরী নাই। যে
ব্যক্তি দ্বারকা গমন ও কৃৎস-কীর্তন করিয়াছে,
তাহার সহস্র সহস্র তীর্থের জ্ঞান ও কোটি কোটি
ক্রতু করা হইয়াছে। দ্বারকায় যদি না যাওয়া হয়,
তবে দেহিগণের ইন্দ্রিয় দমনেই বা কি হইবে?
আর সাম্ব্যামধ্যমেনই বা কোন্ কল হইবে?
যাহারা দ্বারকায় গিয়া কৃৎসদন দর্শন করে নাই,
তাহারা পশু, পশুর মধ্যেও গর্দভ কল। যাহারা
দ্বাদশীতে হারির উদ্দেশে জাগরণ করে, তাহারাই
যন্ত, কৃতকৃত্য। যাহারা ভক্তি করিয়া রাজিজাগ-
রণ, মুহূর্ষু নর্জন, কৃৎসাগারগমন, গোমতীতীরে

দানঞ্চ মুক্তান্ত পিতামহাঃ। ৪০। প্রেতস্বক
পিশাচস্বঃ ন ভবেত্তন্ত দেহিনঃ। জয়জয়নি
রাজেন্দ্র ঘো গতো দ্বারকাং পুরীম্। ৪১।
অনশনে যৎপুণ্যং প্রয়াগে ত্যজতস্তত্ত্বম্ দ্বাদশীং
নিমিষার্ধেন তৎকলং কৃৎসস্মিধৌ। ৪২। সূর্য্যগ্রহে
গবাং কোটিং দদ্বা যৎকলমাণুয়াৎ। তৎকলং
কলিকালে তু দ্বারবত্যাং দিনেদিনে। ৪৩। কোটি-
ভারং সুবর্ণস্ত গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। দদ্বা যৎকল-
মাপ্নোতি তৎকলং কৃৎসদর্শনে। ৪৪। দোলাসংস্থক
যে কৃৎস পঞ্জাতি মধুমাধবে। তেষাং পুত্রাশ্চ
পৌত্রাশ্চ মাতামহপিতামহাঃ। ৪৫। যন্তরাদ্যাঃ
সভৃত্যাশ্চ পশবশ্চ নরোত্তম। ক্রৌড়ান্তি বিষ্ণুনা
সর্দং যাবদাভূতসংগ্রবম্। ৪৬। যা কাচিদাদশী
ভূপ জায়তে কৃৎসস্মিধৌ। পঞ্জামি নাস্তরং কিঞ্চিৎ
কলিকালে বিশেষতঃ। ৪৭। কৃৎস স্মিধৌ
নিত্যং বাসরা দ্বাদশীসমাঃ। যুগাদিভিঃ সমাঃ সর্কে
নিত্যং কৃৎস স্মিধৌ। ৪৮। কলৌ দ্বারবতী
সেব্যা জাত্বা পুণ্যং বিশেষতঃ। যটপুর্ষ্যশ্চৈব
সুলভা হুলভা দ্বারকা কলৌ। ৪৯। অন্নগাংকীর্ত-
নাদ্যম্মাভুক্তিমুক্তী সদা নৃণাম্। স্বর্কাসসা তু স্ববিণা

পিণ্ডপাতন ও যথার্থজ্ঞান দানকার্য্য করে, তাহাদের
পিতামহগণ মুক্ত হন। তাহাদের আর প্রেত বা
পিশাচ কখন হয় না। যাহারা জন্মে জন্মে দ্বারকা-
পুরে গিয়া থাকে, অনশনে প্রয়াগে তত্ত্ব্যাগে যে
পুণ্য হয়, দ্বাদশীতে কৃৎসসমীপে নিমিষার্ধেই সেই
পুণ্য হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে কোটি গোদানে
যে কল পাওয়া যায়, কলিকালে দ্বারাবতীতে দিনে
দিনে সেই কল হইয়া থাকে। ২৩-৪৩। চন্দ্রসূর্য্য-
গ্রহণে কোটিভার সুবর্ণপ্রদানে যাদৃশ কল লাভ
হয়, কৃৎসদর্শনে তাহাই হইয়া থাকে। মধুমাধব মাসে
যাহারা দোলাকৃত ও কৃৎসদর্শন করে, তাহাদের
পুত্রপৌত্র, মাতামহ-পিতামহ, যন্তর-সদ্বক্ষী, ভৃত্য-
ভৃত্যা ও পশ্বাদি সকলেই আগ্রলয় বিষ্ণুসহ
ক্রৌড়া করিয়া থাকে। হে ভূপ! কৃৎসস্মিধানে
যে কোন দ্বাদশীই উপস্থিত হউক, কলিকালে
আমিও তাহাদের ভেদ কিছুই দেখি না।
কৃৎসের সমীপে সমস্ত বাসরই দ্বাদশীতুল্য, স্মৃতরাং
যুগাদির সহিত নিত্যই উহার তুলনীয়। কলিতে
দ্বারকার বিশিষ্ট পবিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া
তাহাকেই সেবা করিবে। যন্ত মোক্ষদায়ক পুরী
মধ্যে ছয়টি পুরী সুলভা; কিন্তু দ্বারকা হুলভা।

রক্ষিতা তিষ্ঠতে পুরী । ৫০ । কলৌ ন শক্যতে গন্তঃ
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ । কৃষ্ণস্ত দর্শনং কর্তুং যান্তি
কুদ্ভাদিঃসুরাঃ । ৫১ । ত্রিকালং জগতীনাং
কল্পিণীদর্শনাৎ চ । সকলা ভারতী তস্মৈ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি
যা বদেৎ । ৫২ । দ্বারকাযাধিনং দৃষ্ট্বা গায়ন্তি
দিবি সংস্থিতাঃ । নরকাংপিতরো মুক্তাঃ প্রচলন্তি
হসন্তি চ । ৫৩ । গোপাং যৎপাতকং পুংসাং
গোমতী তদ্যাপোহতি । অরণ্যকৌর্ভনাংপি কিং
পুনঃ প্রবনে কৃতে । ৫৪ । কল্পিণীসহিতং দেবং
শঙ্খোদ্ধারে চ শঙ্খিনম্ । পিণ্ডারকে চতুর্দ্বাং
দৃষ্ট্বাত্তৈঃ কিং করিষ্যতি । ৫৫ । কল্পিণী
দেবকৌপুত্রচক্রতীর্থক গোমতী । গোপীনাং চন্দনং
লোকে তুলসী দুর্লভা কলৌ । ৫৬ । দুর্লভাস্তে
স্বতা জ্যেষ্ঠা ধরণীপাপনাশকাঃ । গয়াং গয়া তু যে
পিণ্ডং দ্বারকাং কৃষ্ণদর্শনম্ । করিষ্যন্তি কলৌ
প্রাপ্তে বঙ্গুলীসমুপোষণম্ । ৫৭ । সমং পুণ্যফলং
তেবাং বঙ্গুলী দ্বারকাসমা । যে নানা নাথিকাপি
কথিতং বিষ্ণুনা শ্রয়ম্ । ৫৮ । বঙ্গুলী চাধিকা

রাজন শূন্য বক্ষ্যামি কারণম্ । দ্বাদশ্চামুপবাসেন
দ্বাদশ্চাঃ পারণেন তু । প্রাপ্যতে হেলয়া চৈব
তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ । ৫৯ । গৃহেষু বসতাং
তীর্থং গৃহেষু বসতাং তপঃ । গৃহেষু বসতাং মোক্ষো
বঙ্গুলীসমুপোষণাৎ । ৬০ । বঙ্গুলী দ্বারকা গঙ্গা
গয়া গোবিন্দকৌর্ভনম্ । গোমতী গোকুলং গীতা
দুর্লভং গোপীচন্দনম্ । ৬১ । এতচ্ছূণোতি যো
ভক্তা কৃদ্বা মনসি কেশবম্ । অশ্বমেধসহস্রস্ত
কলমাপ্রোতি মানাঃ । ৬২ । শ্রোষ্যন্তি জাগরে যে
বৈ মাহাত্ম্যং কেশবম্ চ । সর্ষপাপবিনিমুক্তাঃ
পরং যান্তন্তি বৈকবম্ । ৬৩ । পঠিষ্যন্তি নরা
নিত্যং যে বৈ শ্রোষ্যন্তি ভক্তিতঃ । তুলাপুক্রম-
দানস্ত ফলং তে প্রাপ্যবন্তি হি । ৬৪ । রক্তজাগরণে
দানং যজ্ঞান্নমপি দীয়তে । সর্ষং কোটিভুগং জ্যে-
মিত্যাছঃ কবয়া নৃপ । ৬৫ । মানকুটং তুলাকুটং
কন্তাহয়গবাং ক্রয়াৎ । তৎসর্ষং বিলয়ং যাতি
দ্বাদশ্চাঃ জাগরে কৃতে । ৬৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে গোপীচন্দনমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম

পঞ্চবিংশ শোদশাধ্যায়ঃ । ২৫ ।

ইহার নাম কৌর্ভনে অরণ্যে নরগণের ভুক্তি-
যুক্তি হয় । হরীশা খষি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া ঐ পুরী
অবস্থিত । কলিতে কৃষ্ণের প্রসাদ ব্যতীত কেহই
তথায় গমনে সক্ষম নহে ! কুদ্ভাদি সুরগণ কৃষ্ণ-
কল্পিণী দর্শনাথ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা দ্বারকায় গমন করেন ।
যে নারী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, তাহারই বাক্য সকল
হইয়া থাকে । দ্বারকাযাত্রীকে দেখিয়া স্বর্গবাসীরা
সম্মিত আলাপ করেন ; পিতৃগণ নরক হইতে
মুক্ত হইয়া প্রচলিত ও হসিত হইয়া থাকেন । নর-
গণের যে কিছু গুণ্ড পাপ থাকুক, গোমতী তাহা
ক্ষালন করিয়া থাকে । গোমতী অরণ্যে এবং কৌর্ভ-
নেই ঐরূপ করে ; কিন্তু উহাতে জ্ঞানে সম্ভরণে যে
কিছু পুণ্য, তাহা বলাই বাহুল্য । কল্পিণী-
সহ কল্পিণীপতিকে, শঙ্খোদ্ধারে শঙ্খকে এবং
পিণ্ডারকে তুর্দ্বাংকে দেখিয়া অস্তান্ত পুণ্য কার্য
করিয়া আর কি করিবে ? কল্পিণী, কল্পিণীপতি,
চক্রতীর্থ, গোমতী, গোপীচন্দন ও তুলসী এই
কয়টি বস্তু কলিকালে দুর্লভ । যাহারা গয়ায় গিয়া
পিণ্ডদান আর দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন করে, সেই
সকল পৃথিবীপাবন পুত্র দুর্লভ বলিয়াই বিজ্ঞেয় ।
যাহারা কলিকালে বঙ্গুলীতে উপবাস করে,
তাহাদের পুণ্যফল দ্বারকাসেবার সমান ; কেননা
বঙ্গুলী দ্বারকায়ই তুল্য । অথং বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

বঙ্গুলী দ্বারকা হইতে কোন অংশেই হীন নহে,
বরং অধিক । হে রাজন ! অধুনা বঙ্গুলীর আধিক্য-
কারণ শ্রবণ করুন । একাদশীতে উপবাস, ও
দ্বাদশীতে পারণ করিয়া অনায়াসেই বিষ্ণুর পরম পদ
প্রাপ্ত হওয়া যায় । বঙ্গুলীতে উপবাস করিলে
তীর্থ, তপস্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ এই
সকল গৃহবাসেই হইয়া থাকে । বঙ্গুলী, দ্বারকা,
গঙ্গা, গয়া, গোবিন্দনাম কৌর্ভন, গোমতী, গোকুল,
গীতা ও গোপীচন্দন, এই কয়েকটি বস্তু দুর্লভ ।
যে মানব ভক্তিপূর্বক মনে মনে কেশব অরণ্য করিয়া
এই সকল শ্রবণ করে, সে সহস্রাশ্বমেধফল প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । জাগরণকালে যাহারা কেশব-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে সর্ষপাপবিনিমুক্ত হইয়া
বৈকবপদ প্রাপ্ত হয় । যে সকল মানব ইহা পাঠ
ও শ্রবণ করে, তাহারা তুলাপুক্রম দানের ফল লাভ
করিয়া থাকে । কৃষ্ণসন্নিধানে যে অন্ন মাত্র দান
করা যায়, তাহা কোটিভুগিত হইয়া থাকে, ইহা
কবিগণ বলেন । মানকুটে, তুলাকুটে এবং কন্তা-
অশ্ব-গো-বিজ্ঞেয়ে যে পাপ হয়, তৎসমস্তই দ্বাদশী-
জাগরণে বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৪৪—৬৬ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ক্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ । প্রহ্লাদং সর্বধর্মজ্ঞং বেদ-
শাস্ত্রার্থপারগম্ । বৈষ্ণবগমতত্ত্বজ্ঞং ভগবন্তুক্তিতৎ-
পরম্ ॥ ১ ॥ সুখাসীনং মহাপ্রাজ্ঞমুদয়ো জট্টমাগতাঃ ।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ স্বধর্মপ্রতিপালকাঃ ॥ ২ ॥ ঋষয়
উচুঃ । বিনা জ্ঞানাদ্ বিনা ধ্যানাদ্ বিনা চৈন্দ্রিয়-
নিগ্রহাৎ । অনায়াসেন যেনৈতৎ প্রাপ্যতে পরমং
পদম্ ॥ ৩ ॥ সংক্ষেপাৎ কথয় স্নেহাদ্ দৃষ্টাদৃষ্টকলো-
দয়ম্ । ধর্ম্মান্ মনুজশার্দ্দূল ক্রহি সন্ধানশেষতঃ ॥
৪ ॥ ইত্যুক্তোহসৌ মহাভাগো নারায়ণপরায়ণঃ ।
কথয়ামাস সংক্ষেপাৎ সর্বলোকহিতোদ্যতঃ ॥ ৫ ॥
ক্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । ক্ষয়তামভিধান্তামি শুভদ-
শুভতরং মহৎ । যন্ত সংশ্রবণাদেব সর্বপাপক্ষয়ো
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ অষ্টাদশপুরাণানাং সারাৎসারতরঞ্চ
যৎ । তদহং কথয়িষ্যামি ভুক্তিযুক্তিফলপ্রদম্ ॥ ৭ ॥
সুখাসীনং মহাদেবং জগতঃ কারণং পরম্ ।
পত্রঞ্চ যথুখো ভক্ত্য সর্বলোকহিতোদ্যতঃ ॥ ৮ ॥
কন্দ উবাচ । ভগবন্ সর্বলোকানাং হৃৎসংসার-
ভেষজম্ । কথয়স্ব প্রসাদেন সুখোপায়ং বিমুক্তয়ে ॥
৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ । চতুর্বিধস্ত যৎপাপং কোটি-

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—একদা সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ
স্বধর্ম্মরক্ষক ঋষিগণ সর্বধর্ম্মজ্ঞ বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী
বৈষ্ণবগমতত্ত্বজ্ঞ ভগবন্তুক্ত সুখাসীন মহাপ্রাজ্ঞ
প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে মনুজবর! জ্ঞান, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-
নিগ্রহ ব্যতীত অনায়াসে যাহাতে পরম পদ প্রাপ্ত
হইয়া যায়, তুমি তাহা সংক্ষেপে স্নেহক্রমে আমাদের
নিকট ব্যক্ত কর । ঋষিগণের এই কথায় নারায়ণ-
পরায়ণ মহাভাগ প্রহ্লাদ সর্বলোকহিতে সমুদ্যত
হইয়া সংক্ষেপে কহিলেন,—ভগবন্ আপনারা, আমি
স্তব্ধ-শুভতর মহাবিশয় বলিতেছি । ইহা শ্রবণ
মাত্রেই পাপক্ষয় হয় । অষ্টাদশ পুরাণের যাহা
সারাৎসার, ভুক্তিযুক্তিপ্রদ, আমি এক্ষণে তাহাই
বলিতেছি । একদা নিখিল লোকহিতোদ্যত ষড়্-
নন সুখাসীন জগৎকারণ মহাদেবকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া নিখিল
লোকের সংসারহৃৎ-ভেষজস্বরূপ সুখমোক্ষোপায়
বলুন । ঈশ্বর কহিলেন,—কলিতে কোটিজন্মার্জিত

জন্মার্জিতং কসৌ । জাগরে বৈষ্ণবঃ শাস্ত্রঃ
বাচয়িত্বা ব্যাপোহতি ॥ ১০ ॥ বৈষ্ণবস্ত তু শাস্ত্রস্ত
যো বক্তা জাগরে হরেঃ । মন্ত্রকং তং বিজ্ঞানীরা-
দ্বিপন্নমুত্তমা ভবেৎ ॥ ১১ ॥ হরিজাগরণং কার্যং
মন্ত্রজেন বিজ্ঞানতা । অন্তথা পাপিনো জ্ঞেয়া যে
দ্বিস্তি জনর্দ্দিনম্ ॥ ১২ ॥ জাগরং যে চ কুর্কন্তি
গায়ন্তি হরিবাসরে । অগ্নিষ্টোমফলং তেষাং নিমিষা-
ন্ধেন যথুখ ॥ ১৩ ॥ জাগরে পশুতাং বিকোর্মুখঃ রাজৌ
মুহুর্মুহুঃ । যেষাং হৃদ্যন্তি রোমাণি রাজৌ জাগরণে
হরেঃ । কুলানি দিবি তাবন্তি বসন্তি হরিসন্নিধৌ ॥
১৪ ॥ যমস্ত পথি নির্মুক্তা জনাঃ পাপশতৈর্বৃত্তাঃ । গীত-
শাস্ত্রবিনোদেন দ্বাদশীজাগরাধিতাঃ ॥ ১৫ ॥ সুপ্রভাতা
নিশা তেষাং ধন্তাঃ স্কৃত্তিনো নরাঃ । প্রাণাত্যয়েন
মুহুন্তি যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ ॥ ১৬ ॥ পুঞ্জিগন্তে-
নরা লোকে ধনিনঃ খ্যাতপৌরুষাঃ । যেষাং বংশো-
দ্ভবাঃ পুত্রাঃ কুর্কন্তি হরিজাগরম্ ॥ ১৭ ॥ ইষ্টং
মঠৈঃ কৃতং দানং দত্তং পিতৃণাং গয়াশিরে । স্নাতং
নিত্যং প্রয়াগে তু যৈঃ কৃতং জাগরং হরেঃ ॥ ১৮ ॥
দয়িত্বা বিমুক্তজ্ঞাশ্চ নিত্যং মম ষড়্ভানন । কুর্কন্তি
বাসরং বিকোর্ম্মজাগরণং হিতম্ ॥ ১৯ ॥ ঋষা

চতুর্বিধ পাপই কৃৎসনমক্ষে জাগরণে ও বৈষ্ণব
শাস্ত্রের বাচনে বিনষ্ট হইয়া থাকে । হরির জাগরণ-
কালে যে ব্যক্তি বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, তাকে
আমার ভক্ত বলিয়া জানিবে । বিজ্ঞ মন্ত্রক হরি-
জাগরণ করিবে; অন্তথা তাহার জ্ঞানর্দ্দিনদেহ পাপী
বলিয়াই অবধারিত হইবে । যাহারা হরিবাসরে
রাজিজাগরণ ও গীত সাধন করে, নিমিষার্দ্ধ মধ্যেই
তাহাদের অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয় । যাহারা হরি-
বাসরে জাগরণ করিয়া মুহুর্মুহু বিম্ববদন দর্শন করে
এবং হরির জাগরণে রোমরাজি তাহাদের হৃষ্ট হয়,
তাহারা ঐ রোমসমসংখ্য বর্ষ যাবৎ স্বর্গে হরি-
সমীপে বাস করে । শত পাপাত্ত জনগণও
দ্বাদশীজাগরণে সঙ্গীতশাস্ত্র-বিনোদনে যদি যমপথে
উপনীত হয়, তবে তাহাদের সেই নিশা সুপ্রভাত
হয় এবং সেই সকল স্কৃত্তভাজন নরই ধন্ত হইয়া
থাকে । যাহাদের বংশোদ্ভব পুত্রগণ হরিবাসরে
জাগরণ করে, তাহারাই পুত্রবান, তাহারাই ধনী,
এবং তাহারাই প্রখ্যাতপৌরুষ । যাহারা হরিজাগ-
রণ করিয়াছে, যজ্ঞ, দান, গয়াশিরে পিতৃর্পণ এবং
নিত্য প্রয়াগপ্রান, সকলই তাহাদের করা হইয়াছে ।
হে ষড়্ভানন! বিমুক্তজগণ নিত্যই আমার প্রিয়;

হর্বং ন চাপ্নোতি জাগরং ন করোতি যঃ । প্রকটী-
করোতি তন্নুনং জনস্তা হুর্কিচেষ্টিতম্ । ২০
সম্প্রাপ্য বাসরং বিষ্কোর্ন যেষাং জাগরো হরেঃ
ব্যর্থং গতং চ তৎপুণ্যং তেষাং বর্ষণতোত্তবম্ । ২১
পুজো বা পুজপুজো বা দৌহিত্রো হুহিতাপি বা
কারযাতি কুলেহ্মাকং কলৌ জাগরণং হরেঃ । ২২
পাত্যমানাঃ প্রজগন্তি পিতরো যমকিতরৈঃ
মুক্তির্ভবিষ্যত্য্মাকং নরকাজাগরে কৃতে । ২৩
নাস্তথা জায়তেহ্মাকং মুক্তির্ভগ্নশতৈরপি । বিনা
জাগরণেনৈব নরলোকাৎ কথঞ্চন । তস্মাজাগরণং
কার্যং পিতৃণাং হিতমিচ্ছতা । ২৪ । ভক্তি-
ভাগবতানাং চ গোবিন্দস্তাপি কৌর্ভনম্ । ন
দেহগ্রহণং তস্মাৎ পুনর্লোকে ভবিষ্যতি । ২৫ ।
জাগরং কুরুতে যশ্চ সঙ্গমে বিজয়াদিনে ।
পুনর্দেহপ্রজ্ঞননং দুষ্কং তেনাস্তনা স্বয়ম্ । ২৬
ত্রিস্পৃশাবাসরং যেন কৃতং জাগরণাধিতম্
কেশবস্ত শরীরে তু স লীনো নাত্র সংশয়ঃ । ২৭
উন্মৌলিনী কৃতা যেন রাজো জাগরণাধিতা
প্রভবন্তি ন পাপানি স্থল স্মাণি তস্ত তু । ২৮
সতালবাদ্যসংযুক্তং সঙ্গীতং জাগরং হরেঃ । যঃ

কারয়তি দেবস্ত দাদস্তাঃ দানসংযুতম্ । ২৯ । তস্ত
পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মহাভাগবতস্ত তি । তিলপ্রহসহস্রং
তু সহস্রাং দ্বিজাতয়ে । দদ্বা যৎকলমাপ্নোতি
হয়নে রবিসংক্রমে । ৩০ । হেমভারশতং নিত্যং
সবৎসং কপিলাযুতম্ । প্রেক্ষণীয়প্রদানেন তৎকলং
প্রাপ্তুয়াৎ কলৌ । ৩১ । যঃ পুনর্কাসরে পুজ
দিব্যোঽধিকৃষ্টৈঃ স্তবৈঃ । ভোষয়েৎ পদ্মানাভং বৈ
গৈদৈকৈকিষ্কুসামাভিঃ । ৩২ । ঋগৃষজুঃসামসমুত্তৈকৈক-
বৈশ্চৈব পুজক । সংস্কৃষ্টৈঃ প্রাকৃষ্টৈঃ স্তোত্রৈরস্তৈশ্চ
বিবিধৈস্তথা । ৩৩ । শ্রীতিং করোতি দেবেশো
দাদস্তাং জাগরে স্থিতঃ । শূণু পুণ্যং সমাসেন
যদ্বীতং ব্রহ্মণা যম । ৩৪ । ত্রিঃসপ্তকৃত্বো ধরণীং
দ্বিগুণীকৃত্য যগুধ । দদ্বা যৎ কলমাপ্নোতি তৎ
কলং প্রাপ্তুয়ান্নরঃ । ৩৫ । গবাং শতসহস্রেন সবৎ
সেনাপি যৎ কলম্ । তৎ কলং প্রাপ্তুয়ান্নর্যঃ
স্তোত্রৈর্দ্বিস্তোষয়েদ্ধরম্ । ৩৬ । বৈদিকৌ দশগুণা
শ্রীতিধামেনৈকেন জাগরে । এবং কলামুসারেণ
কার্যং জাগরণং হরেঃ । ৩৭ । যঃ পুনঃ পঠতে
রাজো গীতাঃ নামসহস্রকম্ । দাদস্তাং পুরতো
বিকোর্কৈকবানানং সমীপতঃ । ৩৮ । পুণ্যং ভাগ-
বতং কান্দপুরাণং দধিতং হরেঃ । মাধুর্যং বালচরিতং

কেননা তাহার হরিবাসরে জাগরণ করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি হরিবাসরে না হুঁষ্ট হয় কিম্বা তাহাতে না
জাগরণ করে, সে তাহার জননীর হৃদ্যবহারই
প্রকটিত করিয়া থাকে । হরিবাসর প্রাপ্ত হইয়া যে
সকল নর বিষ্ণুর সমক্ষে জাগরণ না করে, তাহাদের
শতবর্ষোত্তব পুণ্যও বিফল হইয়া যায় । পিতৃগণ যম-
কিত্তরগণ কর্তৃক পাত্যমান হইয়া এইরূপ জন্মনা
করিতে থাকেন যে, পুত্র পৌত্র দৌহিত্র হুহিতা যে
কেহ আমাদের কুলে অবশ্তই হরিবাসরে জাগরণ
করিবে । আমাদের তাহাতে নরক হইতে মুক্তি
হুটিবে । অস্তথা শতযজ্ঞ দ্বারাও আমাদের মুক্তি
হইবে না । অতএব পিতৃহিতেস্তু নর অবশ্তই
জাগরণ করিবে । ভাগবতগণের প্রতি ভক্তি
এবং গোবিন্দনাম কীর্তন করিলে সংসারে আর
দেহ গ্রহণ করিতে হয় না । গোমতীসাগরসঙ্গমে
যে জন দাদশীদিনে জাগরণ করে, সে তদ্বারা
আপনিই পুনর্দেহপ্রয়োহ দৃষ্ট করিয়া থাকে ।
ত্রিস্পৃশদিনে যে নর জাগরণ করে, কেশবশরীরে
তাহার লয় হইয়া থাকে । যে নর উন্মৌলিনী তিথিতে
রাজি জাগরণ করে, তাহার স্থল স্মাণ কোনরূপ
পাপই হয় না । হরির জাগরণে যে নর তালবাদ্য

সহকারে সঙ্গীত করে, দান করে, সেই মহাভাগবত
ব্যক্তির পুণ্যকথা কহিতেছি । রবিসংক্রান্তিতে
ব্রাহ্মণকে সহস্রাং সহস্র তিলপ্রহ, শত হেমভার ও
সবৎসা অযুত কপিলা দান করিলে যে কল হয়,
হরিজাগরণে হরিবদনে দৃষ্টিপাত করিয়াও সেই কল-
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি হরিবাসরে দিব্য
বা ঋষিকৃত স্তব অথবা বৈদিক বিষ্ণুসাম দ্বারা পদ্ম-
নাভের পরিতোষ জন্মায় কিম্বা ঋকৃ যজুঃ ও সামময়
বৈকব স্তবে অথবা সংস্কৃত, প্রাকৃত বা অস্তান্ত
বিবিধ স্তোত্রে দাদশীজাগরণে দেবদেবেশের শ্রীতি
উৎপাদন করে, ব্রহ্মবর্ণিত তদীয় পুণ্যকল সংক্ষেপে
ব্রবণ কর । ত্রিযষ্টিবার ধরণীদানে যে কল হয়, ঐ
নর তাদৃশ কলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শত সহস্র
সবৎসা গাভী দানে যে কল, স্তোত্র দ্বারা হরিতোষণ-
কারী ব্যক্তির সেই কলই লাভ হয় । এক প্রহর
মাত্র হরিজাগরণে বৈদিকৌ দশগুণা শ্রীতি হইয়া
থাকে । এইরূপ কলামুসারে নরের হরিজাগরণ
কর্তব্য । যে ব্যক্তি দাদশীর রাত্রে কেশবকে
পূজা করিয়া বিষ্ণু বা বৈকবগণের সমক্ষে গীতা,
বিষ্ণুসামসহস্র, পবিত্র ভাগবত, হরিপ্রিয় কান্দপুরাণ,

গোপীনাং চরিতং তথা । ৩৯ । এতান্ পঠতি রাজ্ঞো
যঃ পূজয়িত্বা তু কেশবম্ । ন বেদ্যাং কলং বৎস
যদি জ্ঞান্ভক্তি কেশবঃ । ৪০ । দীপং প্রজ্জ্বাল-
য়েজ্যাজ্ঞো যঃ স্তবৈরহরিজাগরে । ন চাত্মং গচ্ছতে
তস্ম পুণ্যং কল্পশতৈরপি । ৪১ । মঞ্জরীসহিতৈঃ
পত্রৈশ্চলসীসম্ভবৈর্হরিম্ । জাগরে পূজয়েন্তু ক্রা-
নান্তি তস্ম পুনর্ভবঃ । ৪২ । জ্ঞানং বিলেপনং পূজা
ধূপং দীপকং সংস্বেদম্ । নৈবেদ্যঞ্চ সত্যধ্বনং জাগরে
দত্তমক্ষয়ম্ । ৪৩ । ধাতুমিচ্ছতি বহুভুক্ত যো মাং
ভক্তিপরায়ণঃ । স কৰোতু মহাভক্ত্যা দ্বাদশাং
জাগরং হরেঃ । ৪৪ । বাসরে বাসুদেবস্ত সর্কে
দেবাঃ সবাসবাঃ । দেহমাক্রিত্য ত্রিষ্টপ্তি যে প্রকুর্সন্তি
জাগরম্ । ৪৫ । জাগরে বাসুদেবস্ত মহাভারত-
কীর্তনম্ । যে কুর্সন্তি গতিং যান্তি যোগিনাং তে ন
সংশয়ঃ । ৪৬ । চরিতং রামদেবস্ত যে বধং রাবণস্ত
চ । পঠন্তি জাগরে বিকোন্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ।
৪৭ । অধীত্য চতুরো বেদান্ কৃষ্য চৈবার্চনং
হরেঃ । স্নানং চ সর্কতীর্থেষু জাগরে তৎকলং
হরেঃ । ৪৮ । রামনামশতৈর্ধ্বজুঃ সহস্রৈর্হরিবারণৈঃ ।
লক্ষণীস্ববরাণাং তু তৎকলং জাগরে হরেঃ । ৪৯ ।

ধাতুশৈলসহস্রৈশ্চ তুলাপুঙ্কষকোটিভিঃ । যৎ কলং
মুনিভিঃ প্রোক্তং তৎকলং জাগরে হরেঃ । ৫০ । কস্তা-
কোটিপ্ৰদানঞ্চ স্বর্ণভারশতং তথা । দত্তং রত্নাযুতশতং
যৈঃ কৃতো জাগরো হরেঃ । ৫১ । অষ্টাদশপুরাণৈশ্চ
পঠিতৈর্হৎ কলং ভবেৎ । তৎকলং শতসাহস্রং কৃতে
জাগরণে হরেঃ । ৫২ । মধাদি পঠিতাং শাস্ত্রং যৎ
কলং হি বিজ্ঞানম্ । অধিকং কলমাপ্নোতি
কুর্মাণো জাগরং হরেঃ । ৫৩ । ত্রিভিক্ষে চারুদা-
তুণ্যং পুংসাং ভবতি যৎকলম্ । সন্ন্যাসিনাং সহ-
স্রৈশ্চ যৎ কলং ভোজিতৈঃ কলৌ । কলং তৎ
সমবাপ্নোতি কুর্মতাং জাগরং হরেঃ । ৫৪ ।

ইতি শ্রীস্কান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৬ ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

ঈশ্বর উবাচ । হিহা দ্বাদশীজাগরে ক্রতুসমে
তুংগাপহে পুণ্যদে রম্যং ভাগবতং শৃণোতি পুঙ্কষঃ
কৃষ্য হরেঃ পূজনম্ । পুণ্যং বাজিমবস্ত কোটি-
গুণিতং সম্প্রাপ্য ভক্তোত্তমশিহবা পাশসমুৎ-

তদীয় মধুর বালচরিত ও গোপীচরিত পাঠ করে,
তাহার যে কল, বৎস! তাহা আমি জানি না।
স্বয়ং কেশব সে কল জানিতে পারেন। যে নর হরি-
জাগরণে স্তব পাঠ করিতে করিতে স্নান-
প্রদীপ জালিয়া দেয়, শতকল্পেও তাহার পুণ্যবসান
হয় না। যে নর তুলসীর মঞ্জরীসহিত পজা দ্বারা
হরিজাগরে হরির পূজা করে, তাহার পুনরুৎপত্তি
নাই। জ্ঞান, বিলেপন, পূজা, ধূপ, দীপ, স্তব,
নৈবেদ্য, ও তাধ্বন, এই সকল হরিজাগরে প্রযুক্ত
হইয়া অক্ষয় হয়। হে বড়ানন! যে ভক্তিহৃৎপর
ব্যক্তি আমার ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে, সে বিশেষ
ভক্তিসহকারে দ্বাদশীতে হরিজাগরণ করুক। বাসু-
দেবের বাসরে সবাসব দেবগণ জাগরণকারীদিগের
দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। বাসুদেবের
জাগরণে যাহারা মহাভারত কীর্তন করে, তাহারা
নিশ্চয়ই যোগিগণলভ্য গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
বিষ্ণুর জাগরে যাহারা রামদেবের চরিত রাবণবধ
পাঠ করে, তাহাদের পরমগতি হয়। চতুর্বেদ
অধ্যয়ন, হরিপূজন ও সর্কতীর্থ স্নান করিলে যে
কল হরিবাসরে জাগরণে সেই কল হইয়া থাকে।
অযুত বর্ষ, সহস্র বর্ষ বারণ ও লক্ষ অর্ষ দানে

যে কল, হরিজাগরণে সেই কল হয়। সহস্র ধাতু-
শৈল, ও কোটি তুলাপুঙ্কষ দানে যে কল অর্পণ
করে, মুনিগণ বলিয়াছেন, হরিজাগরণে তাহাদের
সেই কল হইয়া থাকে। যাহারা হরিজাগরণ করি
যাচ্ছে, তাহাদের কেটি কস্তা, শত স্বর্ণভার ও
অযুত শত রত্নদান করাই হইয়াছে। অষ্টাদশ
পুরাণ পাঠে যে কল, হরিজাগরণে তাহার শত-
সহস্রগুণিত কল হইয়া থাকে। মধাদি শাস্ত্র পাঠে
দ্বিজাতিগণের যে কল হরিজাগরণে তদপেক্ষা
অধিক কল। ত্রিভিক্ষে অন্নদানে এবং সহস্র
সন্ন্যাসী ভোজনে যে কল, হরিজাগরণ করিয়া
নর তন্তুলা কলই পাইয়া থাকে। ১—৫৪।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন,—দ্বাদশীজাগরণ যজ্ঞতুল্য তুংগা-
পহ ও পুণ্যপ্রদ। ঐ জাগরণ করিয়া যে নর
রম্য ভাগবত শ্রবণ ও হরিপূজন করে, অথমে
যজ্ঞের কোটিগুণ পুণ্য তাহার হয়। তাহা-
দ্বারা

পক্ষনিবেগং প্রাপ্নোতি কৃষ্ণালয়ম্ । ১ । হত্যাপাপ-
সমূহকোটি-নিচৈয়গুণৈর্জনাকোটিভি স্তৈর্দৈ-লক্ষণৈ
গুণৈর্গৌরবকরৈঃ সংবেষ্টিতো যদাপি । অহা ভাগবতঃ
হিনস্তি সকলং কৃষ্ণা হরৈর্জাগরং মুক্তিং যাতি নরেন্দ্র
নির্মলবপুর্ভিষা রবৈশ্বর্যলম্ । ২ । একাদশী
দ্বাদশিসম্প্রবিষ্টা কুত্ভা নভস্তে অবগেহেন মুক্তা ।
বিশেষতঃ সোমস্তুতেন সঙ্গমে করোতি মুক্তিং
প্রপিতামহানাম্ । ৩ । যদীয়তে দ্বাদশিবাসরে
শুভে বিষ্ণুঃ সমুদ্ভিষ্ট তথা পিতৃণাম্ । পর্যাণ্ড-
মিষ্টৈঃ ক্রতুতীর্থদানৈর্ভক্ত্যা প্রদত্তং খলু মেকতুল্যম্ ।
৪ । মহানদীং প্রাপ্য দিনং চ বিকোন্তোয়াজ্জলিঃ
যজ্ঞ পিতৃন দদাতি । শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
যচ্ছন্তি কামান্ পিতরঃ সূতপুত্রাঃ ॥৫॥ শরণাগতানাং
পরিপালনেন জ্ঞানপ্রদানেন শৃণুশ পুত্র । ঋণপ্রদানেন
দ্বিজদেবতানাং তদৈক্যলং জাগরণেন বিকোঃ ॥৬॥
যঃ স্বর্ণধেহুঃ মধুনীরধেহুঃ কৃষ্ণাজিনং রোপ্যাস্তবর্ণ-
মেক । ব্রহ্মাণ্ডদানং প্রদদাতি যাতি স বৈ কলং
জাগরণেন বিকোঃ ॥ ৭ ॥ সত্যেন শৌচেন দমেন
যৎকলং ক্রমাদদাদানবলেন সগুণ । দশাধমেধৈ-

র্ষহৃদকিপৈশ্চ ত্রেহাং কলং জাগরণেন বিকোঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞানেন যৎপ্রাপ্য নদীঃ বরিতাঃ যৎ পিওদানেন পিতৃ-
গয়ায়াম্ । যদ্বেদদানাৎ কুরুজাঙ্গলে চ তৎস্বাৎ কলং
জাগরণেন বিকোঃ ॥৯॥ হত্যাযুতানাং যদি সক্তিভানি
স্তেয়ানি কুরুশ্চ তথামিতানি । নিহন্ত্যানেকানি পুরা-
কৃতানি শ্রীজাগরে যে প্রপঠন্তি গীতম্ । ১০ । মার্গং
ন তে সৌরপুরশ্চ দূতান বনাস্তরং যগুধ কিঞ্চি-
দন্তঃ । স্বপ্নে ন পশন্তি চ তে মনুষ্যা যেষাং গতা
জাগরণেন নিদ্রা ॥ ১১ ॥ কাষায়বস্ত্রেণ জটাভরৈশ্চ
পূর্তায়িহোত্রৈঃ কিমু চান্তমন্ত্রৈঃ । ধর্ম্মার্থকামবর-
মোক্ককরৌ ভদ্রামেকাং ভজ্যশ্চ কলিকালবিনাশিনীং
চ ॥ ১২ ॥ ইত্যুক্তপূর্বে কিল নারদেন ত্রৈলোক্যবুদ্ধ্যা
বিনতাসুতায় । কৃষ্ণাৎ পরং নাস্তদিহাস্তি দৈবং
ব্রতং তদহুঃ পরমং ন কিঞ্চিৎ ॥ ১৩ ॥ ভোভোঃ
সূরাঃ শৃণুত নারদ ইত্যবোচভোভোঃ খগেন্দ্রঋষি-
সিদ্ধমুনীন্দ্রসজ্জাঃ । উৎকিপ্য বাহযথ ভক্তজনে
চোক্তং নৈকাদশীব্রতসমং ব্রতমস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪ ॥
পক্ষীন্দ্র পাপপুরুষা ন হরিং ভজন্তি ভক্তিশাস্ত্র-
নিরতা ন কলো ভবন্তি । কুরুন্তি মুচমনসো দশমী-

বর সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৃষ্ণালয়
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নর যদি কোটি হত্যা, কোটি
গুণৈর্জনাকগমন, লক্ষ স্তেয় ও লক্ষ গুরুবধ জন্ত
পাপসমূহে পরিবেষ্টিত হয়, তথাচ হরিজাগরণ
করিয়া ভাগবতপ্রবন্ধ শ্রবণ করিয়া সে বিমল দেহে
বন্ধন ছেদনপূর্বক রবিমণ্ডল ভেদ করিয়া মুক্তি
প্রাপ্ত হয় । আবেণে বিশেষতঃ শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত
বুধবারে দ্বাদশীবিদ্ধা একাদশী করিয়া নর তাহার
প্রপিতামহগণের মুক্তি বিধান করে । শুভ দ্বাদশী-
দিনে বিষ্ণু বা পিতৃগণের উদ্দেশে যাহা কিছু ভক্তি-
পূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা যজ্ঞ ও তীর্থদানের তুল্য
হয় । ঐ দান মেকদানতুল্য হইয়া থাকে । যেনর
মহানদী প্রাপ্ত হইয়া হরিবাসরে পিতৃগণোদ্দেশে
জলাঙ্কলি দান ও শ্রাদ্ধ বিধান করে । তাহার
পিতৃগণ সহস্র বৎসর সূতপুত্র থাকিয়া তাহাকে
সকল মহাভীষ্ট প্রদান করেন । শরণাগত রক্ষণ
অন্নদান, ও দ্বিজ দৈবত সহজে ঋণদান, এই সকল
ব্যাপারে যে কল হয়, একমাত্র হরিজাগরণে তাহা
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি স্বর্ণধেহু, মধু ও নীরধেহু
এবং কৃষ্ণাজিন, রোপ্য বা স্তবর্ণময় মেক ও ব্রহ্মাণ্ড
দান করু, তাহার যেক্রপ কল, একমাত্র হরিজাগ-
রণেই সেই কল । সত্য, শৌচ, ক্রমা, দয়া ও দানবনে

যে কল হয় এবং বহু দক্ষিণাবিত অর্থমেধ যজ্ঞের
যেক্রপ কল, হরিজাগরণে তথাবিধ কলই হয় । জ্ঞানার্থ
বরিতনদীপ্রাপ্তি, গয়ায় পিতৃ পিওদান ও কুরুজাঙ্গলে
হেম দানে যে কল হয়, বিষ্ণুজাগরণে সেই কলই
হইয়া থাকে । যদি হত্যাযুক্তকৃত পাপ সঞ্চিত
থাকে, এবং পুরাকৃত স্তেয়াদি অশাস্ত্র পাপ অর্জিত
থাকে, তবে একমাত্র হরিজাগরণে সঙ্গীত করিলেই
সে সকলের বিনাশ হয় । হরিজাগরণে যাহাদের
নিদ্রা অপগত হইয়াছে, তাহারা স্বপ্নেও কদাচ যম-
মার্গ, যমদূত, বনাস্তর ও অন্ত কোন প্রকার অম-
ঙ্গল্য দৃষ্ট দর্শন করে না । কাষায় বস্ত্র, জটা-
ভার, পূর্তায়ি হোত্র ও মন্ত্রাদির প্রয়োজন কি ?
—কলিকালবিনাশিনী ধর্ম্মার্থবরমোক্ককরৌ একমাত্র
ভদ্রার ভজনা কর । পূর্বে দেবার্ষ নারদ ত্রৈলো-
ক্যবুদ্ধিতে বৈনতেয়কে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন ।
কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা এবং হরিবাসর হইতে
উত্তম ব্রত আর নাই । ভো ভো খগেন্দ্র-ঋষি-
সিদ্ধমুনীন্দ্র-সুসম্মদ ! ভক্ত নারদ বাহ প্রসারিত
করিয়া কি বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন । তিনি বলি-
য়াছেন,—একাদশীব্রত সদৃশ ব্রত আর নাই ;
কলিতে পাপপুরুষগণ হরিভজনা করিবে না ; কেহ
হরিভক্তি-শাস্ত্রনিরত হইবে না ; এবং সকলে মুক্ত

বিমিশ্রামেকাদশীঃ শুভদিনঞ্চ পরিত্যজতি । ১৫ ।
আৰ্ত্তঃ সদা চৈব সদা চ যোগী পানী সদা চৈব সদা
চ জ্বলী । সদা কুলয়োহথ সদা চ নারকী বিদ্ধঃ
দুঃস্বপ্নদিনমাশ্রয়েতু যঃ । ১৬ ।

ইতি শ্রীকাল্পে দ্বাদশীজাগরন্ত সৰ্বতোবরণ্য-
বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৭ ।

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । কুত্বা জাগরণং বিকোৰ্ধা-
ভায়ং নরেশ্বর । পিতৃন যচ্ছতি পুণ্যঞ্চ ততঃ কিং
কুরুতে যমঃ । ১ । ভুক্তো বা যদি বাভুক্তঃ স্বচ্ছো
বা স্বচ্ছ এব বা । বিমুক্তিঃ কথিতা তত্র হরি-
জাগরণানুগাম্য । ২ । অন্নাতো বা নরঃ স্নাতো
জাগরে সমুপস্থিতে । সৰ্বতীৰ্থপ্লুতো জ্যেষ্ঠস্তং দৃষ্ট্বা
দিবমাত্রজ্ঞেয়ঃ । ৩ । স্বপচা জাগরং কুত্বা পদং
নিৰ্দ্ধাণমাগতাঃ । কিং পুনর্ধ্বজসমুত্থাঃ সদাচার-
পরাস্থবাঃ । ৪ । যুবতীনাং মাকৰ্ণ্য যথা নিজ্রা ন
জায়তে । জাগরে চৈব মেব স্নাতং কথানাঞ্চ কীর্তনে ।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুজননাগমঃ

হইয়া দশমৌমিষ একাদশী করিয়া শুভ দিন পরি-
ত্যাগ করিবে । যে ব্যক্তি বিদ্ধ হরিদিন আশ্রয়
করে, সে সদা আৰ্ত্ত, সদা যোগী, সদা পানী, সদা
জ্বলী, সদা কুলয়, এবং সদা নারকী হয় । —১৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে নৃপ ! যথাবিধি হরি-
জাগর করিয়া নর পিতৃগণকে পুণ্যকল অর্পণ
করিলে যম আর কি করিতে পারে ? ভুক্ত অভুক্ত
ওটি অওটি ঘেরণ অবস্থাতেই হউক, হরিজাগরণ-
কারী নরগণের মুক্তি অবশ্যই বিহিত । নর স্নাত বা
অস্নাত হউক, হরিজাগরণে সে সৰ্বতীৰ্থস্নাত
বলিয়াই বিজ্ঞেয় । তাদৃশ জনকে দর্শন করিয়াও
লোক স্বর্গগামী হয় । স্বপচগণও হরিজাগরণ করিয়া
নিৰ্দ্ধাণপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাহারা উত্তম
বর্ণজাত সদাচারনিষ্ঠ, তাঁহাদের মুক্তি সৰ্ব্বদে আর
কথা কি ? যুবতীর কণ্ঠবন্ধার শ্রবণে যেমন নিজ্রা
হয় না, হরিজাগরণে হরিকথা কীর্তনেও নিজ্রা

উৎকলনং মনঃপাপং শোধয়েদ্বিক্রমজাগরং । ৬ ।
বিমুক্তিঃ কামুকস্তোভা কিং পুনর্বাচকতাঃ হরিম্ । ৭ ।
বাচিকং মানসং পাপং করণৈর্ধ্বজপার্জিতম্ । আশ্র-
নিমিষমাত্রাণ ব্যাপোহতি ন সংশয়ঃ । ৮ । গোষ্ঠ্যাং
সমাগতা যে তু তেষাং পাপং কুতঃ স্মৃতম্ । মাতৃপূজা
গয়াশ্রাদ্ধং স্তুতীর্থগমনং তথা । জাগরন্ত নৃপাং
রাজনু সমানি কবয়ো বিদ্বাঃ । ৯ । জননীপূজনং ভূপ
হৃদমেধাযুক্তৈঃ সমম্ । পূর্ণং বর্ষশতং ভূপ কুশাগ্রো-
ণোদ্ধৃতঃ জলম্ । ১০ । পিবন পাত্রে বিজঃ সম্যক্ তীর্থে
পুঙ্করসংজ্ঞিতে । জাগরন্তেব চৈতানি কলাঃ
নাহস্তি যোড়নীম্ । ১১ । কুত্বা কাঞ্চনসম্পূর্ণাং
বসুধাং বসুধাধিপ । দধা যৎকলমাপ্নোতি তৎ-
কলং হরিজাগরে । ১২ । নিকৃন্তনং কৰ্ম্ম-
ণশ্চ হ্যাহ্বনা দ্রুতং কৃতম্ । ব্যাপোহতি ন সন্দেহো
যেন জাগরণং কৃতম্ । ১৩ । সঙ্কেপতঃ প্রবক্ষ্যামি
পুনরেব মহীপতে । জাগরে পদ্মনাভস্ত যৎকলং
কবয়ো বিদ্বাঃ । ১৪ । রবের্ষিষমিদং তিস্রা স যোগী
হরিজাগরে । প্রয়াতি পরমং স্থানং যোগিমাং
নিরঞ্জনম্ । সাধ্যাযোগৈঃ সূতঃ খেন প্রাপ্যতে যৎ
পদং হরেঃ । ১৫ । নদ্যা নদা যথা যান্তি সাগরে

তেমনি অভিস্কৃত হইতে হয় না । ব্রহ্মহত্যা, সুরা-
পান, স্তেয়, গুরুজননাগমন বা মানস পাপ—তাবৎ
পাপই হরিজাগরে বিনষ্ট হয় । হরিজাগরে কামু-
কেরও মুক্তি আছে, হরিদর্শনকারীদিগের আর
কথা কি ? বাচিক, মানসিক ও কৰ্ম্মকৃত নিখিল
পাপই এই কার্যে ব্যাহত হয় । জাগরণগোষ্ঠীতে
যাহারা সম্মিলিত হয়, তাহাদের আর পাপ কোথায় ?
মাতৃপূজা, গয়াশ্রাদ্ধ ও সাধু তীর্থনিষেবণ, এ সকলই
হরিজাগরের সমান । ইহাই বৃধগণের অভিমত ।
হে ভূপ । অমৃত অম্বমেধসমা জননীপূজা, আর
পুঙ্কর তীর্থে পূর্ণশতবর্ষ কাল কুশাগ্রোদ্ধৃত জলপান
এই দুই কার্যও হরিজাগরের যোড়শাংশের সমান
নহে । হে বসুধাধিপ ! কাঞ্চনপূর্ণা বসুধা দানে
যে কল, হরিজাগরেও সেই কল লাভ হয় । যে
হরিজাগর করে, তাহার কৰ্ম্মবদ্ধ ছেদন ও আশ্র-
কৃত দ্রুত নাশ নিশ্চয়ই হয় । পদ্মনাভের জাগরণে
পণ্ডিতগণ যে কল নির্দেশ করেন, আমি পুন্মরপি
সংক্ষেপে তাহা কহিতেছি । হরিজাগরকারী যোগী
রবিবিন্ধ ভেদ করিয়া যোগিগম্য নিরঞ্জন পদ প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । এপদ সাংখ্যযোগিগণও অতিকৃষ্টে লাভ
করিয়া থাকেন । ১১ । নিখিল নদনদী যেমন সাগরে

সংস্থিতিঃ ক্রমাৎ । এবং জাগরণংসর্কে তৎপদে
যান্তি সংস্থিতিম্ । ১৬ । মেকমন্দরমানানি কৃষা
পাপানি বা নরঃ । হরিজাগরণে তানি ব্যপোহতি
ন সংশয়ঃ । ১৭ । রাজ্যং স্বর্গং তথা মোক্ষং
যচ্চান্তর্দীপ্তিতং নৃণাম্ । দদাতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ
স্বগীতৈর্জাগরে স্থিতঃ । ১৮ । জাগরেণৈব
পাপানাং খণ্ডানাং মহীপতে । তৎপদং কবিত্তিঃ
প্রোক্তং কিং পুনশ্চ বিজয়নাম্ । ১৯ । অপধ্যান-
বিহীনস্ত গায়কস্তাপি ভূপতে । কর্ণভ্রষ্টস্ত চ প্রোক্তো
মোক্ষস্ত হরিজাগরে । ২০ । তদাস্তি ত্রিষু লোকেষু
পুণ্যং পুণ্যবতাং নৃণাম্ । যত্নু সাধয়তে ভূপ
জাগরে সংব্যবস্থিতঃ । ২১ । অথ পুনরিদং কার্য্যং
স্মর্তব্যো গরুড়ধ্বজঃ । একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং
কর্তব্যং জাগরং যদা । ২২ । জাগরে বর্তমানস্ত
খণ্ডস্ত গতির্ভবেৎ । কিং পুনর্কর্ণজাতীনাং
বৈকবানাং মহীপতে । ২৩ । যে তু জাগরণে
নিদ্রাং ন যান্তি নৃপপুংসব । ন তেষাং জননো যান্তি
খেদং গর্ভাবধারণাৎ । ২৪ । তস্মাজাগরণং কার্য্যং
মাতুর্জঠরবর্জিত্তিঃ । ভীতৈর্মোক্ষপরৈর্ম্মর্ত্যৈঃ সু-
চেষ্টাবাহকৃতৈঃ । ২৫ । যন্ত জাগরণং রাত্রৌ
কুর্যাভক্তিসমবিতঃ । নিমিষে নিমিষে রাজস্ব-

মেধকলং লভেৎ । ২৬ । শরনোখাপনাত্যাক-
সমং পুণ্যমুদ্বাহতম্ । বিশেষো যান্তি ভূপাল
বিষ্ণুনা কথিতং পুরা । ২৭ । ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া
বৈশ্বাঃ স্থিতাঃ শূদ্রাশ্চ জাগরে । পক্ষিণঃ কৃষি-
কৌটাশ্চ হনেকে চৈব জন্তবঃ । তে গতাঃ
পরমং স্থানং যোগিগম্যঃ নিরঞ্জনম্ । ২৮ । যানি
কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ । কৃষ্ণজাগরণে
তানি ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ । ২৯ । একতঃ ক্রতবঃ
সর্কে সর্বতীর্থসমবিতাঃ । একতো দেবদেবস্ত
জাগরঃ কৃষ্ণবল্লভঃ । ন সমং অধিকঃ প্রোক্তঃ কবিত্তিঃ
কৃষ্ণজাগরঃ । ৩০ । সূর্য্যশক্রাদয়ো দেবা ব্রহ্মকজ্র-
দয়ো গণাঃ । নিত্যমেব সমায়াস্তি জাগরে
কৃষ্ণবল্লভে । ৩১ । গঙ্গা সরস্বতী রেবা যমুনা চ
শতত্বদা । চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ নদ্যাঃ সর্বাশ্চ তত্র
বৈ । ৩২ । সরাসি চ ত্বদাশ্চৈব সমুদ্রাঃ কুৎসরণো
নৃপ । একাদশ্যাং নৃপশ্চেষ্ঠ গচ্ছন্তি হরিজাগরে ।
৩৩ । স্পৃহীয়াস্ত দেবেভ্যো যে নরাঃ কৃষ্ণজাগরে ।
নৃত্যং গীতং প্রকুর্সন্তি বীণাবাদ্যং তথৈব চ । ৩৪ ।
তক্ত্যা বাপ্যথবাতক্ত্যা শুচির্বাপ্যথবাতুচিঃ । কৃষা
জাগরণং বিকোর্মুচ্যতে পাপকোটিভিঃ । ৩৫ ।

পত্নীষু হইয়া হরিজাগরণ করিবে । যে জন ভক্তি-
যুক্ত হইয়া হরিবাসরে রাত্রি জাগরণ করে, তাহার
নিমেষে নিমেষে অর্থমেধকল হয় । হে ভূপাল !
বিষ্ণু বলিয়াছেন,—শয়নে উত্থাপনে সমান পুণ্যই
নির্দিষ্ট ; বিশেষ কিছুই নাই । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
বৈশ্ব, শূদ্র—কৃষি-কৌট-পতঙ্গাদি যাবতীয় জন্ত, হরি-
বাসরে জাগরন্ত হইয়া সকলেই যোগিগম্য পরম
নিরঞ্জন পদপ্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মহত্যা সম যে কিছু গুরু-
তরপাপ—সকলই হরিজাগরে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
এক দিকে সর্বতীর্থময় সর্বকর্তৃ, অপর দিকে
কৃষ্ণপ্রিয় জাগরণ ; স্পৃহীগণ তুলনা করিয়া
বলিয়াছেন,—হারিজাগরই সমধিক । ১৬—৩০ । ব্রহ্মা
কজ্র সূর্য্য শক্রাদি দেবগণ নিত্যই হরিপ্রিয়
জাগরণে যোগদান করিয়া থাকেন । গঙ্গা সর-
স্বতী, রেবা, যমুনা, শতত্বদা, চন্দ্রভাগা ও
বিতস্তা প্রভৃতি নদীগণ এবং সমগ্র হ্রদ, সরোবর,
ও সমুদ্রগণ একাদশীতে হরিজাগরণে সমাগত হয় ।
যে সকল নর হরিজাগরণে নৃত্য গীত ও বীণা-
বাদনাদি করে, তাহার দেবগণ হইতেও অধিক
পূজনীয় । ভক্তিতে বা অভক্তিতে, শুচি বা অশুচি
ভাবে নর হরিজাগরণ করিলেও কোটি কোটি

গিয়া স্থিতি লাভ করে, হরিজাগরণ করিয়া নরগণও
তেমনি হরিপদে প্রতিষ্ঠা পাইয়া থাকে । নর মেক-
মন্দরপরিমিত পাপাচরণ করিলেও হরিজাগরণ-
প্রভাবে তাহা সে নষ্ট করিতে পারে । রাজ্য, স্বর্গ,
মোক্ষ বা অন্ত যাহা কিছু কাম্য—ভগবান্ কৃষ্ণ
স্বকোষ্ঠ কীর্তনে ও স্বজাগরণে স্থিত জনগণকে
সমস্তই অর্পণ করেন । হরিজাগরণ করিলে পাপিষ্ঠ
খণ্ডগণেরও হরিপদপ্রাপ্তি হয়, বিজয়াদিগের
আর কথা কি ? অপধ্যানহীন গীততৎপর কর্ণ-
ভ্রষ্ট ব্যক্তিরও হরিজাগরণে মোক্ষপ্রাপ্তি বিহিত
হইয়াছে । হে ভূপ ! হরিজাগরণে নর যে পুণ্য
সঞ্চয় করে, ত্রিভুবনে পুণ্যকারীদিগের এমন পুণ্য
কিছুই নাই । অতএব এই কার্য্যটী তোমার অবশ্য
কর্তব্য । তুমি গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিবে, একা-
দশীতে ভোজন করিবে না ; রাত্রিজাগরণ করিবে,
জাগরণ করিয়া খণ্ডও সুগতি লাভ করে ; বর্ণজাতি
বৈকবগণের আর কথা কি ? হরিজাগরে যাহারা
নিদ্রিত না হয়, তাহাদের জন ১ গর্ভধারণ জন্ত
খেদ কখনই অনুভব করে না, অতএব মাতৃ-
জঠরবর্জী ভীত মুমুকু মর্ত্যগণ ঐহিক সুখচেষ্টায়

পাদয়োঃ পাংসুকণিকা যাবন্তিষ্ঠন্তি ভূতলে । তাব-
 বর্বসহস্রাণি জাগরী বসতে দিবি । ৩৬ । তস্মাদ্
 গৃহং প্রগন্তব্যং জাগরে মাধবশ্চ ৮ । কলৌ মল-
 বিনাশায় দ্বাদশদ্বাদশীষু ৮ । ৩৭ । সুবহুতপি
 পাপানি কুৰ্ব্বা জাগরণং হরেঃ । নির্দেহেন্নে-
 তুল্যানি যুগকোটিশতানপি । ৩৮ । উন্নীলিনী
 মহীপাল যৈঃ কৃতা ঐতিসংসৃতেঃ । কলৌ জাগ-
 রণোপেতা কলং বক্ষ্যামি তচ্ছু । ৩৯ । স্থিতৌ
 যুগসহস্রং তু পাদেনৈকেন ভূতলে । কাণ্ডাক
 জাহবীতীরে তৎকলং লভতে নরঃ । ৪০ ।
 ভবেদ্যুগসহস্রঞ্চ বিনাহারেণ যৎকলম্ । উন্নী-
 লিনীঃ সমাসাদ্য কলং জাগরণে হরেঃ । ৪১ ।
 হুস্ত্রাপ্যং বৈকবং স্থানং মথকোটিশতৈঃ কঠৈঃ ।
 হেলয়া প্রাপ্যতে নুনং দ্বাদশং জাগরে কৃতে । ৪২ ।
 ন কুৰ্ব্বন্তি ত্রতং বিকোজাগরণে সমবিতম্ । পরশ্চ
 পারদার্থঞ্চ পাপং তান্ প্রাপ্তি গচ্ছতি । ৪৩ ।
 একেটনবোপবাসেন ভাবহীনাস্ত মানবাঃ । নির্দ্বি-
 খিলপাপাস্তে প্রয়াস্তি স্বর্গকাননম্ । ৪৪ ।
 ভাগবতং শাস্ত্রং যত্র জাগরণং হরেঃ । শালগ্রাম-
 শিলা যত্র তত্র গচ্ছেদ্রুগিঃ স্বয়ম্ । ৪৫ । ন পূৰ্ণাঃ

পাবনাঃ সপ্ত কলৌ দেববচো নহি । দ্বাদশং বাসরং
 বিকোঃ পাবনং জাগরাষিতম্ । ৪৬ । সস্ত্রাপ্তে
 বাসরে বিকোৰ্ষে ন কুৰ্ব্বন্তি জাগরম্ । মজ্জন্তি
 নরকে ঘোরে নরা নাৰ্যো ন সংশয়ঃ । ৪৭ ।

ইতি ক্রীষ্ণান্দে দ্বাদশীজাগরণমাহাশ্রয়বর্ণনং
 নামাষ্ট্রাবিশোহধ্যায়ঃ । ২৯ ।

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । অখাত্তচ্চ প্রবক্ষ্যামি শুভাদ্-
 শুভতরং মহৎ । দ্বারকায়াঃ পরং পুণ্যং মাহাশ্রয়ং
 হ্যাত্তমোত্তমম্ । ১ । ইতিহাসং পুরাকৃতং
 বর্ণয়িষ্যে মনোহরম্ । তীর্থক্ষেত্রাদিদেবানামুবাণাং
 সংশয়াপহম্ । ২ । সৌভাগ্যমতুলং দৃষ্ট্বা সিংহরাশিগতে
 গুরৌ । গোদাবরীয়াং দ্বিজশ্রেষ্ঠা নারদৌ ভগবৎ-
 প্রিয়ঃ । ৩ । গৌতমস্তাভিতো দৃষ্ট্বা ত্রৈলোক্য-
 সম্ভবানি বৈ । তীর্থানি সারিতঃ সৰ্বা বিন্ময়ং পরমং
 গহঃ । ৪ । তত্র কালী কুরুক্ষেত্রমযোধ্যা মথুরাপুরী
 মায়া কাঞ্চী হবন্তী চ অরণ্যাত্মাশ্রমৈঃ সহ । ৫ ।

পাপ হইতে মুক্ত হয় । হরিজাগরে ভূতলে নৃত্য
 কালে যতসংখ্যক পাংসুকণিকা পাদলগ্ন থাকে,
 জাগরণকারী ততসংখ্যক বর্ষ স্বর্গে বাস করে ;
 অতএব কলিমল-কালনার্থ দ্বাদশ দ্বাদশী তিথিতে
 জাগরণের নিমিত্ত মাধবমন্দিরে গমন করিবে ।
 নর হরিজাগরণ করিলে যুগকোটিশতসংখ্যক
 মেরুতুল্য বহু পাপও দহ্য করিতে পারে । হে ভূপ !
 যাহারা ঐতিপূর্বক উন্নীলিনী দ্বাদশীতে রাত্রি-
 জাগরণ করে, তাহাদের বেরূপ ফল হয় বলিতেছি
 শ্রবণ করুন । কাশীতে জাহবীতীরে যুগসহস্র
 যাবৎ একপদে অবস্থিত রহিলে যে ফল হয়, উক্ত
 জাগরণকারী নর সেই ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 যুগসহস্র উপবাস করিলে যে ফল হয়, উন্নীলিনী
 তিথিতে হরিজাগরণে সেই ফল হইয়া থাকে ।
 কোটিশত যোগান্তানে যে পুণ্য ফল লাভ হয়,
 একমাত্র দ্বাদশীতে জাগরণেই সেই ফল হইয়া
 থাকে । যে ব্যক্তি জাগরাষিত বিষ্ণুত্রত করে না,
 পরশ্চ হরণ ও পরদারপাপ তাহাতে গিয়া আশ্রয়
 করে । ভাবহীন মানবেরা একটীমাত্র উপবাস
 দ্বারাই নিখিল পাপ দহ্য করিয়া স্বর্গোদ্যানের গমন
 করিয়া থাকে । যে যেখানে ভাগবত শাস্ত্র হরি-

জাগরণ, ও শালগ্রাম শিলা বর্তমান, হরি সেই
 সেই স্থানেই স্বয়ং গমন করেন । জাগরাষিত
 বিষ্ণুবাসর দ্বাদশ পবিত্র, প্রসিদ্ধ সপ্ত পুরী ও বেদ-
 বচনও কলিতে দ্বাদশ পবিত্র নহে । হরিবাসর
 উপস্থিত হইলে যাহারা জাগরণ না করে, সেই সকল
 নরনারী ঘোর নরকে নিমগ্ন হইয়া থাকে । ৩৬—৪৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! শুভ
 হইতেও শুভতর পুণ্য অত্যুত্তম দ্বারকামাহাশ্রয়
 এবং মনোহর পুরাকৃত ও ইতিহাস আমি বর্ণন
 করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । একদা দেবর্ষি
 নারদ তীর্থ ক্ষেত্রাদি-দেব-ঋষিগণের সংশয়াপহ
 অতুল সৌভাগ্য অবলোকন করেন এবং গুরু
 সিংহরাশি গমনকালে তিনি গোদাবরীতীরস্থ
 গৌতমশ্রমের উভয়পার্শ্বস্থ ত্রৈলোক্যসম্ভব তীর্থ-
 সমূহ ও সন্নিবসিত সকল দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত
 হন । কাশী, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, মথুরাপুরী,
 মায়া, কাঞ্চী, অবন্তী, আশ্রমের সহিত অরণ্যানী,

হরিক্ষেত্রঃ গয়া মিশ্রক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তম । প্রভাসা
দৌনি পুণ্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণ্যশেষতঃ ॥ ৬ ॥ জাহুবী
যমুনা রেবা তত্র পুণ্যা সরস্বতী । সরস্বতী গুপ্তী
তাপী পয়োক্ষৌ সরিতাং বরা ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণা ভীমরথী
পুণ্যা কাবেৰ্যাদ্যাঃ সরিষরাঃ । স্বর্গে মর্ত্যে চ
পাতালে বর্তমানাঃ সতীর্থকাঃ ॥ ৮ ॥ স্থিতা গোদা-
বরীতীরে সিংহরাশিং গতে শুয়ো । তথা চ
পুরুষাদৌনি সপ্তসিন্ধুসরাংসি চ ॥ ৯ ॥ মেরুদি-
পর্বতাঃ পুণ্যা দর্শনাং পাপনাশনাঃ । তীর্থরাজঃ
প্রয়াগচ সর্বতীর্থসমবিতঃ ॥ ১০ ॥ বেদোপবেদাঃ
শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সর্বশঃ । সিদ্ধা মুনিগণাঃ সর্বে
দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ ॥ ১১ ॥ চন্দ্রাদিত্যৌ সুরগণাঃ
সিংহস্থে চ বৃহস্পতি । স্থিতা গোদাবরীতীরে
বর্ষমেকং প্রবর্তিতাঃ ॥ ১২ ॥ যানি কানি চ পুণ্যানি
তীর্থক্ষেত্রানি সন্তি বৈ । ত্রৈলোক্যে তানি সর্বাণি
গৌতম্যাং বীক্য বিস্মিতঃ ॥ ১৩ ॥ দেবর্ষিনারদস্তত্র
মুনিভির্মুদিতোহবসৎ । সিংহস্থাস্তে চ সর্বাণি
স্বস্থানগমনায় বৈ ॥ ১৪ ॥ আমন্ত্র্য গৌতমীং দেবীং
স্থিতানি পুরতন্ততঃ । সর্বেষাং শৃণ্বতাং বিপ্রা
গৌতমী খিন্নমানসা । তপ্তা হৃজ্জনসংসর্গান্নারদং
হুঃখিতাববীৎ ॥ ১৫ ॥ গৌতম্যুবাচ । পশ্চৈতানি

সুতীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতোহমলাঃ । সাগরা গিরয়ঃ
পুণ্যা গয়াত্রিতয়মেব চ ॥ ১৬ ॥ ক্ষেত্রাণি মোক্ষদা-
স্তত্র ত্রৈলোক্যজানি নারদ । দেবাশ্চ পিতরঃ
সিদ্ধা ঋষয়ো মানবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥ তীর্থরাজঃ প্রয়া-
গচ সর্বতীর্থসমবিতঃ । এতেষামেব সর্বেষাং
মৎসংসর্গান্নহামুনে । বিশুদ্ধানাং প্রকাশেন রাজতে
ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১৮ ॥ প্রয়াস্তি তানি সর্বাণি স্ব-
স্থানং প্রতি প্রভো । অধুনাঃ পরিব্রাজ্য দহমানা
বহর্নিশম্ ॥ ১৯ ॥ হৃজ্জনানাং সুসম্পর্কাদ্ভূতং
পাপান্তনাং প্রভো । সৌভাগ্যমধুনা প্রাপ্তং সং-
সংসর্গেণ নারদ ॥ ২০ ॥ প্রয়াস্ত্যেতানি সর্বাণি
স্বস্থানং মুদিতানি চ ॥ ২১ ॥ এতানি মৎপ্রসাদেন
পুণ্যানি কথিতানি চ । কথয় শ্রমশাস্ত্যর্থং হুঃখিতা
কিং করোম্যহম্ ॥ ২২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । গোদা-
বর্যা বচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্নারদো দ্বিজাঃ । কণং
ধ্যাহ্বাতু হুঃখার্হঃ প্রাহ সংশয়মানসঃ ॥ ২৩ ॥ নারদ
উবাচ । অহো অত্যদ্ভুতং হেতুগৌতম্যা ব্যাসনং
মহৎ । পশ্চাদ্ভূতং দেবাতীর্থক্ষেত্রসরিষরাঃ ॥
২৪ ॥ সংপুণ্যানিচয়ো যন্তাঃ হুয়াকং সমভূদ্রবম্ ।
তন্তাঃ পাপাশ্লিষ্মনঃ কথং স্তাদিতি চিন্ত্যহাম্ ॥ ২৫ ॥

হরিক্ষেত্র গয়া, মিশ্রক্ষেত্র পুরুষোত্তম, প্রভাসাদি
পুণ্য মুক্তিক্ষেত্র, জাহুবী, যমুনা, রেবা, পুণ্যা সর-
স্বতী, সরস্ব, গুপ্তী, তাপী, সরিষরা, পয়োক্ষৌ,
কৃষ্ণা, ভীমরথী ও কাবেরী, এই সকল পুণ্য নদী ও
তীর্থ গুরু সিংহরাশিগমনে গোদাবরী তীরে
অবস্থান করে। পুরুষাদি সপ্ত সিন্ধু ও সরোবর,
মেরুপ্রভৃতি দর্শনমাত্রে পাপনাশী পর্বতসকল,
সর্বতীর্থসমবিত্ত তীর্থরাজ প্রয়াগ, বেদ-উপবেদ-
পুরাণশাস্ত্র, সিদ্ধ মুনিগণ, সমস্ত দেবর্ষি পিতৃদেবতা
ও চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি সুরগণ সিংহস্থ বৃহস্পতিতে
বর্ষকাল যাবৎ গোদাবরীতে সহর্ষে বাস করেন।
যাবতীয় পুণ্য তীর্থক্ষেত্র ত্রৈলোক্যে আছে তৎ-
সমুদায় তীর্থক্ষেত্র উক্তস্থানে দর্শন করিয়া দেবর্ষি
নারদ সহর্ষে তত্রত্য মুনিগণের সহিত তথায় বাস
করিতে লাগিলেন। আগন্ত তীর্থ সকল সিংহ-
রাশির অন্তে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তনের জন্য তত্রত্য
গৌতমীকে সর্বাঙ্কিত করিয়া তদগ্রে দণ্ডায়মান থাকে।
হে বিপ্রগণ! এক সময় গৌতমী সর্বসমক্ষে
পরিভ্রমণের সহিত খিন্ন মানসে হুঃখ প্রকাশ করিয়া
নারদকে বলিয়াছিলেন যে, হে নারদ! ঐ দেখুন

সমস্ত সুতীর্থ, গঙ্গাদি সুনির্মল সরিৎ সকল, পবিত্র
সাগর, গিরি, গয়াত্রয়, মোক্ষদায়ক ক্ষেত্রসমূহ,
দেব, পিতৃ, সিদ্ধ, ঋষি, মানবাদি, এবং সর্ব
তীর্থাবিত্ত তীর্থরাজ প্রয়াগ এই সকল আমারই
সংসর্গে বিশুদ্ধ হইয়াছে। তাই এই ভুবনত্রয়
ইহাদের অভিব্যক্তনায় বিরাজ করিতেছে। হে
প্রভো! ঐ সমুদয় সুতীর্থাদিই স্ব স্ব স্থানে প্রয়াগ
করিয়া থাকে। অধুনা আমিই পরিব্রাজ্য হইয়াছি
এবং পাপিষ্ঠ হৃজ্জনাদিগের সংসর্গে দিব্যরাজ দণ্ড
হইতেছি। হে নারদ! এক্ষণে সংসংসর্গে আমার
সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে। পুরুষোত্তম সমস্ত তীর্থাদিই
মুদিত হইয়া স্ব স্থানে প্রয়াগ করিতেছে। ১—২১।
ইহারা আমারই প্রসাদে পুণ্য বলিয়া পরিগণিত
হইয়াছিল। এক্ষণে বলুন, হুঃখিতা আমি খেদ-
শাস্তির নিমিত্ত কি করিব? প্রহ্লাদ কহিলেন,—
দ্বিজগণ! ভগবান্ নারদ গোদাবরীর বাক্য শুনিয়া
কিঞ্চিৎ ধ্যানান্তে হুঃখের সহিত বলিলেন,—অহো
গৌতমী এই মহৎ ব্যাসন বড়ই অভূত। অতএব
দেবগণ! হে তীর্থক্ষেত্র ও সরিৎসকল! আপনারা
দেখুন, আপনাদের যথায় সম্যক পুণ্যরাশি সমু-
দিত হইয়াছে, তাহার পাপাশ্লিষ্মন কিরূপে

ঐপ্রহ্লাদ উবাচ । তদা চিন্তয়তাং তেষাং সর্বেষাং
ভাবিতাঙ্গনাম্ । গৌতমো ভগবাংস্তত্র সমায়াতো
মুনীশ্বরঃ । ২৬ । দৃষ্ট্বা তম্বয়ো দেবা যথোচিত-
মপূজয়ন । জাহ্নবী যমুনা পুণ্যা নর্ম্মদা চ সর-
সভী । ২৭ । অস্তান্ত সর্বাঃ সরিত্তৈল্ললোক্যামহু-
বর্ত্তিতাঃ । বারাগসী কুরুক্ষেত্র প্রমুখাণ্যত্রৈমঃ
সহ । যুগপন্তানি সর্বাণি সম্পূজ্য মুনিমক্ৰবন্ ।
২৮ । স্বংপ্রসাদেন বৈ জাতাঃ সম্যক্ছুকা
মহামুনে । যদানীতা ত্বয়া গঙ্গা গৌতমী
ভূতলং প্রতি । ২৯ । কৃতার্থা মানবাঃ সর্বে সর্ব-
পাপবিবর্জিতাঃ । কিং তু হর্জ্জনসম্পর্কাস্তত্ত্বা
গৌতমী ভূষম্ । ৩০ । কথং পাপৈর্বিনির্মুক্তা
পরমানন্দসংপ্লুতা । সুপ্রভা জায়তে দেবী তদগৌ-
তম বিচিন্ত্যতাং । ৩১ । প্রহ্লাদ উবাচ । এবমুক্তো
মুনিশ্চেষ্ট চিন্তাকুলিতমানসঃ । নারদস্ত মুখং বৌক্য
প্রহসন্ গৌতমোহববৌৎ । ৩২ । গৌতম উবাচ ।
সর্বেষাং ক্ষেত্রভীর্ণানাং মহান্তভবিনাশিনী । গৌত-
মীং মহান্তাগা অস্তান্তাপঃ ক শাম্যতি । ৩৩ ।
নাস্তি লোকত্রয়ে ভীর্ণং স্নাতুং সিংহগতে গুরৌ ।

হইতে পারে? সে বিষয়ে চিন্তা করুন ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন দেবাদি ভাবিতাঙ্গগণ
সকলেই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ভগবান
গৌতম তথায় সমাগত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া
দেব ও ঋষিগণ সকলেই যথোচিত পূজা করিলেন ।
জাহ্নবী, যমুনা, নর্ম্মদা, সরসভী, ত্রৈলোক্যামহবর্ত্তিনী
অস্তান্ত সরিৎ সকল, বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, পুণ্যা
আশ্রমনিচয় এবং সমুদয় যুগপন্তন ইহঁরা সকলেই
এই মুনিবরকে পূজা করিয়া কহিলেন,—হে মহা-
মুনে! আপনি যখন গৌতমী গঙ্গাকে ভূতলে
অনাগ্ন করিয়াছেন, তখন ভবংপ্রসাদে সকলেই
আমরা সম্যক্ পরিজ্ঞাত ও বিশুদ্ধ হইয়াছি; মনব
গণ কৃতার্থ হইয়াছে; সকলেই সর্ব পাপ হইতে
নিষ্কৃতি পাইয়াছে; কিন্তু অধুনা হর্জ্জনসম্পর্কে
গৌতমী অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছেন । কিরূপে ইনি
পাপমুক্ত হইয়া পরমানন্দপরিপ্লুত সুপ্রভাষিত
হইতে পারেন, সে বিষয় আপনি চিন্তা করুন ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—তাঁহারা এই কথা কহিলে মুনি
বর গৌতম চিন্তাকুলচিত্তে নারদের মুখের দিকে
তাকাইয়া হস্তপূরক বলিলেন,—এই মহান্তাগা
গৌতমীই নিখিল ক্ষেত্রভীর্ণের নিখিল অন্ত-
নাশিনী; পরন্তু ইহঁর আবার তাপশাস্তি হইবে

যদৈ নায়ান্তি গৌতম্যাং ক্ষেত্রং চাপি বিশুদ্ধয়ে ।
কালীপ্রয়াগমুখ্যানি রাজস্বে যৎপ্রসাদতঃ । ৩৪ ।
বদন্ত মুনয়ঃ সর্বে ক্ষেত্রভীর্ণসমাজিতাঃ । শুকঃ
বিচার্য যৎকার্য্যং ময়াশ্মিন্ জাতসকটে । ৩৫ । প্রহ্লাদ
উবাচ । ইত্যাঙ্কা মুনয়ঃ সর্বে নোচুঃ কিঞ্চিৎমো-
হিতাঃ । তত্রোপায়মবিজ্ঞায় গৌতমীং গৌতমো-
হববৌৎ । ৩৬ । গৌতম উবাচ । আনীতাসি
ময়া দেবি তপসারাদ্য শকরম্ । বদিস্যতি
স চোপায়মিত্যাঙ্কাচিন্তয়ন্তদা । ৩৭ । গৌতমঃ
শকরা ভক্ত্যা গঙ্গামৌলিমধুধীঃ । তদা-
ভূমহদাশ্চর্য্যং শৃণুস্ত ঋষয়োহমলাঃ । ৩৮ । ধ্যায়-
মানে মহাদেবে গৌতমেন মহাত্মনা । অকস্মাদভব-
দ্বাগী হর্ব্বন্তী জগজ্জয়ম্ । ৩৯ । নাদয়ন্তী দিশঃ সর্বা
আব্রহ্মভুবনং ত্রিজাঃ । অরূপলক্ষণাকারা বিবাদ-
শমনী শুভা । ৪০ । দিব্যবাণ্যুবাচ । অহো বত
মহাশ্চর্য্যং সর্বেষাং সুখদে ভূতে । প্রসঙ্গেহত্র
মহাক্ষেত্রে ময়া হুংধার্ষবে বুধাঃ । ৪১ । অহো হে
গৌতমাচার্য্য ঋষয়ো নারদাদয়ঃ । শৃণুস্ত ভীর্ণ-

কোথায়? জিজ্ঞুবনেও এমন কোন ভীর্ণ বা ক্ষেত্র
নাই, যাহা সিংহরাশিগত গুরুতে আশ্ববিশুদ্ধির তরে
স্নানার্থ গৌতমীতে না আইসে । এই গৌতমীর
প্রসাদেই কালী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভীর্ণ
বিরাজমান । আমি এই গৌতমীর সন্তাপ ব্যাপারে
বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছি, অতএব হে ক্ষেত্রভীর্ণবাসী
মুনিগণ! কিরূপে ইহঁর শুদ্ধিসাধন হইতে পারে,
ইহার বিচার করিয়া বলুন? প্রহ্লাদ কহিলেন,—
মুনিগণকে এই কথা কহিলে তাঁহারা মোহক্রমে
কিছুই বলিতে পারিলেন না । তখন গৌতম এক
উপায় অবধারণ করিয়া গৌতমীকে বলিলেন,—
দেবি! আমি তপস্তায় শকরকে আরাধনা করিয়া
তোমায় আনয়ন করিয়াছিলাম, সেই শকরই
তোমার উপায় বলিয়া দিবেন । এই বলিয়া মুনি-
গৌতম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে একাগ্রবনে গঙ্গা-
ধরকে চিন্তা করিলেন । হে নিকম্ব ঋষিগণ!
শ্রবণ করুন, তখন এক মহাশ্চর্য্য ব্যাপার হইল ।
মহাত্মা গৌতম মহাদেবকে ধ্যান করিতেছেন, ইত্য-
বসরে অকস্মাৎ জিজ্ঞুবনহর্ষিণী এক আকাশবাণী
সমস্ত দিক্ নিনাদিত করিয়া আবির্ভূত হইল । উহা
অরূপলক্ষণাকারা, বিবাদশমনী ও শুভা । ঐ দিব্য
বাণী বলিল,—অহো কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই
সর্বসুখপ্রদ মহাক্ষেত্রে বুধগণ হুংধার্ষবে পতিত হই-

কেজাণি কৃপয়া সংবদামাহম্ । ৪২ । পশ্চিমস্ত সমু-
দ্রস্ত তীরমাশ্রিত্য বর্জতে । অস্মাক দিশি বারব্যাঃ
দারকাক্ষেত্রমুত্তমম্ । ৪৩ । যত্রাস্তে গোমতী পুণ্য
সাগরেণ সমধিতা । পশ্চিমাভিমুখে যত্র মহাবিকুঃ
সদা স্থিতঃ । ৪৪ । অনেকপাপরাশীগমুগ্রাণামপি
সর্বদা । দাহস্থানং সমাপ্যাতমিহাননাং যথানলঃ ।
৪৫ । দেববিশ্বজ্ঞহো যত্র দক্ষ । পাতকমদুতম্ ।
লোকত্রয়বধাজাতং বিরাজন্তেহর্কঃ সদা । ৪৬ ।
তদ্ গম্যতাং মহাভাগা গোমতীমঘদাহিকাম্ । গোদা-
বর্যো পুরস্কৃত্য ক্ষেত্রতীর্থসমধিগাম্ । ৪৭ । প্রাপ্য
দারবতীং পুণ্য্যঃ মৎপ্রসাদা দ্বিজোত্তমাঃ । প্রভাবা-
দ্যারকায়াচ সত্যমাবির্ভবযাতি । ৪৮ । প্রহ্লাদ
উবাচ । ইত্যুস্তে সতি তে সর্বে হর্ষেনির্ভরমানসঃ ।
ঋদ্বা সর্বোত্তমং ক্ষেত্রং জগজ্জুর্হরিনামভিঃ । ৪৯ ।
জিতং ভো জিতমস্মাভির্ধৃত্য যন্ততমা বয়ম্ ।
দৈবাদপগতো মোহো . জাতঃ . তীর্থোত্তমোত্তমম্ ।
৫০ । তদা সর্বাণি তীর্থানি ক্ষেত্রান্য-
ত্রমৈঃ সহ । বারানসীপ্রয়াগাদিসরাংসি সিদ্ধবো-
নগাঃ । ৫১ । গয়া চ দেবখাতানি পিতরো

দেবমানবাঃ । ঋদ্বা প্রযুদিতা বাচঃ প্রোচুর্জ-
জয়েতি চ । ৫২ । অহো সর্বোত্তমং ক্ষেত্রং
সর্বেষাং নোহঘনাশনম্ । রাজানং তীর্থরাজানং
দারকাং শিরসা স্রুযঃ । ৫৩ । প্রহ্লাদ উবাচ ।
ঋদ্বা সর্বোত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থঃ সর্বোত্তমোত্তমম্ ।
দেবোত্তমোত্তমং দেবঃ ত্রিকৃষ্ণঃ ক্রেশনাশনম্ । ৫৪ ।
উৎকর্থা হতবস্তেবাং তীর্থাদীনাং হতুস্তমা ।
প্রোচুর্জ্ঞোত্তমোত্তমো বাচঃ সর্বাণি যুগপস্তমা । ৫৫ ।
ঋষিতীর্থদেবঃ উচুঃ । কদা ত্রক্যামহে পুণ্য্যঃ
দারকাং কৃষ্ণপালিতাম্ । ত্রিকৃষ্ণদেবমূর্তিঃ চ
কৃষ্ণবক্রং সুশোভিতম্ । ৫৬ । কদা হু গোমতী-
স্নানমস্মাকং তু ভবিষ্যতি । চক্রতীর্থে কদা স্নাত্বা
কৃষ্ণদেবস্ত মন্দিরম্ । ত্রক্যামঃ স্নমহাপুণ্যং মূর্তি-
দারমপাবৃতম্ । ৫৭ । হর্ষভো দারকাবাসো হর্ষভঃ
কৃষ্ণদর্শনম্ । তন্নভঃ গোমতীস্নানং কল্পিণীদর্শনং
দ্বিজাঃ । ৫৮ ।

ইতি ত্রিকান্দে তীর্থানাং দ্বাঃকাগমনোৎসৌক্য-
নামৈকোনজিংশোহধ্যায়ঃ । ২১ ।

লেন । হে গোমতাচার্য্য ও নারদাদি ঋষিগণ !
শ্রবণ করুন, আমি কৃপাপূর্বক তীর্থক্ষেত্রের বিষয়
বলিতেছি । এই স্থানের বায়ুকোণে পশ্চিম-সমু-
দ্রের তীরে উত্তম দারকাক্ষেত্র বিদ্যমান । এই
স্থানে পুণ্য গোমতী সাগরের সহিত মিলিতা
আছেন এবং মহাবিকু এখানে সর্বদা পশ্চিমা-
ভিমুখে বাস করেন । ইন্দ্রবৎস অনল এই স্থান
উগ্র পাপরাশির দাহস্থান । দেববিশ্বজোহিরাও
এই স্থানে লোকত্রয়বধজনিত অদুত পাতক
দক্ষ করিয়া সর্বদা অর্কবৎ বিরাজ করে ।
হে মহাভাগগণ ! অতএব আপনারা আমার
প্রসাদে ক্ষেত্রতীর্থ সমধিত গোদাবরীকে মগ্রে
লইয়া পুণ্য গোমতীতে যাউন, তত্রত্য পুণ্য দারকা
প্রাপ্ত হইলে উহার প্রভাবে সত্যাবির্ভাব
হইবে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—উত্তম তীর্থের বিষয়
অবগত হইয়া দ্বিজগণ আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম
কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা বলিতে
লাগিলেন,—আমরা উৎকর্ষ প্রাপ্ত . ও ধন্ত হইলাম,
দৈববশতই আমাদের মোহ অপগত হইল, আমরা
উত্তম তীর্থ জানিতে পারিলাম । তখন সর্ব তীর্থ,
ক্ষেত্র, অরণ্য, আশ্রম, বারানসী, প্রয়াগ, সরোবর,
সিদ্ধ, মুগ্ধ, গয়া, দেবখাত সকল, পিতৃ, দেব, ও

মানবগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহর্ষভরে জয়জয়-
কার করিয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—অহো ! দারকা
আমাদের সকলেরই সর্বপাপহর, সর্বোত্তম তীর্থ ;
আমরা মন্তক দ্বারা এই তীর্থরাজকে নমস্কার করি ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—সর্বোত্তমোত্তম তীর্থক্ষেত্র ও
সর্ব দেবোত্তম ক্রেশনর ত্রিকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া
এ তীর্থাদির অত্যন্ত উৎকর্থা হইল । তাঁহারা
পরস্পর সকলেই এক সঙ্কে বলিলেন,—কবে
আমরা সেই কৃষ্ণপালিতা পুণ্যদারকা, সুন্দর ত্রিকৃষ্ণ-
মূর্তি ও ত্রিকৃষ্ণবদন নিরীক্ষণ করিব ? কবে আমা-
দের গোমতীস্নান সুসম্পন্ন হইবে ? কবে আমরা
চক্রতীর্থে স্নান করিয়া যাহা অপাবৃত মূর্তিদারস্বরূপ,
সেই মহাপুণ্য কৃষ্ণমন্দির দেখিব ? হে দ্বিজগণ !
দারকাবাস হর্ষভ ; কৃষ্ণদর্শন হর্ষভ এবং গোমতী-
স্নান ও কল্পিণীদর্শন আরও হর্ষভ । ২২—৫৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

ত্রিংশোছধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । তদা তেষাং সুতীর্থানাং
ক্ষেত্রাণামভবদ্ভুদঃ । গন্তুং দ্বারবতীং পুণ্যাং
সর্বেষামপি সর্বশঃ । ১ । দ্বারকাগমনে দৃষ্ট্বা তথা
নারদগোতমৌ । মহোৎসবো মহোৎসবো ভবিষ্যতি
মনোহরঃ । ২ । তীর্থানাং কৃষ্ণযাত্রায়াং গন্তব্য-
মিত্যবোচতুঃ । অথ তে দ্বাষয়ো দেবাঃ সর্ব-
তীর্থসমষ্টিভাঃ । ৩ । গোতমৌ তু পুরস্কৃত্য
যযুর্দ্বারবতীং যুদা । তদা সর্বাণি তীর্থানি
ক্ষেত্রাণ্যনি কুংস্রশঃ । দ্বারকাগমনং চকুঃ
সানন্দা ঋষয়ঃ সুরাঃ । ৪ । অন্ধা . পরয়া ভক্ত্যা
কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ । বীণানিনাদতত্ত্বজ্ঞঃ নারদঃ
পথি তেহব্রবন্ । ৫ । ঋষয় উচুঃ । রাশয়ঃ পুণ্য-
পুঞ্জানাং কৃতা বৈ তপসাং তথা । যজ্ঞদানব্রতানাং
চ তীর্থানাং মহতাং ভুবি । ৬ । সম্প্রাপ্তস্তৎ
প্রসাদোহয়ং যজ্ঞক্যামঃ কুশস্থলীম্ । পৃচ্ছামহে-
হধুনা দ্বাং বৈ যোগিনাং পরমং শুকম্ । ৭ ।
দ্বারকায়াং যাত্রায়াং কো বিধিঃ সম্প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
নিয়মঃ কোহত্র কর্তব্যো বর্জনীয়ঃ চ কিং মুনৈঃ । ৮ ।
শ্রোতব্যাং কীর্ত্তিতব্যাক্ষং স্মর্তব্যং কিং চ বৈ পথি ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—তৎকালে সেই সুতীর্থ-
ক্ষেত্রাদির পুণ্য দ্বারকাগমনে একান্ত ঐশ্বর্য্য
হইল । নারদ ও গোতম সমস্ত তীর্থ ক্ষেত্রাদির
দ্বারকাগমনে তথাবিধ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ভাবিলেন,
—অহো ! তীর্থসমূহের কৃষ্ণযাত্রায় মনোজ্ঞ মহোৎ-
সব হইবে ; আমরাও তথায় গমন করিব । অন-
ন্তর ঋষিগণ ও সর্বতীর্থার্থিত দেবগণ গোতমীকে
অগ্রবর্তিনী করিয়া দ্বারবতী পুরীতে প্রমোদভরে
প্রয়াণ করিলেন । সর্বতীর্থ, সর্বক্ষেত্র, সর্বারণ্য
ও সমস্ত দেবঋষি কৃষ্ণদর্শনলালসায় পরম অন্ধা ও
ভক্তি সহকারে সানন্দে দ্বারকায় যাইতে যাইতে
পথিমধ্যে বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞ নারদকে কহিলেন,—
আমরা প্রভূত পুণ্যপুঞ্জ, প্রচুর তপস্বী, ও বহু দান-
যজ্ঞ ব্রত তীর্থ-সেবাদি করিয়াছি । নিশ্চয় তাহারই
কলকাল অদ্য উপস্থিত । যেহেতু অদ্য আমরা
কুশস্থলী দর্শন করিব । আপনি যোগিগণের পরম
শুভ্র ; তাই আপনার নিকট অধুনা দ্বারকায়াত্রিবিধি
জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই যাত্রায় কোন নিয়ম পালন,
এবং কি বা বর্জন করিতে হয় ? পথিমধ্যে কি

উৎসবান্ত্র কে প্রোক্তা দ্বারকায়াং তৎপথি । ৯ ।
একৈকশ্চ মহাভাগ ভক্তানন্দবিবর্জনম্ । এতৎ
সর্বং মহাভাগ কৃপয়া সম্প্রকীৰ্ত্ত্যতাম্ । ১০ ।
শ্রীনারদ উবাচ । কৃতাভ্যঙ্গ পূর্বেদ্যাঃ সম্পূজ্য
অন্ধয়া হরিম্ । ভোজয়েৎস্বৈকবান্ বিপ্রান্ স্বশক্ত্যা
সম্প্রহরিতঃ । ১১ । অল্পজাতো মহাবিষ্ণোঃ
প্রসাদমুপযুক্ত্য বৈ । শমীত ভুবি স্ত্রীভো
দ্বারকাং কৃষ্ণমানসঃ । ১২ । ষোড়শে তু শুচিঃ
স্নাতঃ সম্পূজ্য জগদীশ্বরম্ । প্রদক্ষিণং নমস্কৃত্য
মহাবিষ্ণোরল্পজয়া । স দৃষ্ট্বা কুলবৃদ্ধাংশ্চ ব্রাহ্মণান্
বৈষ্ণবান্ প্রিয়ান্ । ১৩ । ততঃ তদল্পজাতো গীত-
বাদিতসঃস্তবৈঃ । যাত্রারম্ভং প্রকুবীত দ্বারকায়াং
প্রহরিতঃ । ১৪ । দ্বারকাং গচ্ছমানস্ত শান্তো দান্তঃ
শুচিঃ সদা । ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যাং কুবীত নিয়ন্তেশ্বরিয়ঃ ।
১৫ । সহস্রনামপঠনং পুরাণপঠনং তথা । কর্তব্যং
সকুপং চিত্তং সতাং শুশ্রবণং তথা । ১৬ । অন্নদান-
দিকং সর্বং বিভবে সতি মানবঃ । অপি স্বল্পং
স্বশক্ত্যা বৈ কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ । ১৭ । পথি
কৃষ্ণস্ত যো ভক্ত্যা গ্রাসমেকং প্রযচ্ছতি । দ্বীপান্তা

শ্রোতব্যা, কি কীর্ত্তিতব্য এবং কিই বা স্মর্তব্য,
দ্বারকা যাইবার পথে কি কি উৎসবই বা করিতে
হয়, হে মহাভাগ ! ভক্তজনের আনন্দবর্জনাথ কৃপা
করিয়া একাদিক্রমে ঐ সমস্তই যথাযথ কীর্ত্তন করুন,
নারদ কহিলেন,—দ্বারকাযাত্রী নর পূর্কদিন কৃতা-
ভ্যঙ্গ হইয়া অন্ধার সহিত হরিপূজা করিয়া ছইটিতে
যথাশক্তি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে ।
পরে মহাবিস্ময় অল্পজা গ্রহণ, ও প্রসাদ ভোজন
করিয়া দ্বারকা ও কৃষ্ণগতমানে শ্রীতভাবে ভূতলে
শয়ন করিবে । পরদিন প্রভাতে স্নানান্তে শুচি হইয়া
জগদীশ্বরের অর্চনা, প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে মহা-
বিস্ময় অল্পজা লইবে ; কুলবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে
জিজ্ঞাসা করিবে ; অনন্তর তাহাদের অল্পমোদন-
ক্রমে গীত বাদিত সহকারে সহর্ষে দ্বারকাযাত্রা
করিবে । দ্বারকাযাত্রী শান্ত, দান্ত ও সদা শুচি
হইবে । জিতেশ্বর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও অধঃশয্যা
আশ্রয় করিবে ; সহস্রনাম পাঠ, পুরাণ পাঠ,
মনকে দয়াযুক্ত ও সাধুসজ্জনের সেবা করিবে ।
বিভব থাকিলে মানব এই সময় অন্নদানাদি করিবে ।
এসময় একাধা অন্ন মাত্র করিলেও কোটিগুণ হইয়া
থাকে । কৃষ্ণদর্শন-যাত্রার পথে যে জন ভক্তিপূর্বক

তেন দত্তা কুঃ পুণ্যস্তোত্রো ন বিদ্যতে । ১৮ । কিং
পুনর্দ্বারকাক্ষেত্রে কৃষ্ণস্ত চ সমাপতঃ । কলাবেকৈক-
সিক্বে চ রাজস্বয়যুতং কলম্ । ১৯ । গয়াশ্রাদ্ধ-
সহস্রাণি কৃতানি শতসংখ্যায়া । অন্নদানং কৃতং
যৈষ্য দ্বারকাপথি মানবৈঃ । ২০ । ঔষধং চান্ন-
পানীয়ং পাত্ৰকে কঞ্চলং তথা । বাসাংসুপানহৌ চৈব
বিস্তং চ বিভবে সতি । বর্জ্জয়েৎ সঙ্করং বিদ্বান্
বৃথালোপাংস্তথৈব চ । ২১ । পরনিন্দাঃ চ
পৈশুস্তং পরস্ত পরিবঞ্চনম্ । পরান্নং পরপাকঞ্চ
সতি বিস্তে ত্যজেদ্বিধঃ । ২২ । ন দোষো হীন-
বিস্তস্ত তাবগ্ন্যজপরিগ্রহে । শ্রোতব্যাং সংকথা
বিকোণীমসকীর্তনায়তম্ । ২৩ । দ্বারকাপথি গচ্ছ-
স্তিরস্তোত্রং ভক্তিবর্ধনম্ । জপ্তব্যং বৈদিকং জাপ্যং
স্তোত্রমাগমিকং তথা । ২৪ । যাত্ৰায়াং যৎ কলং
প্রোক্তং শ্রীকৃষ্ণস্ত চ বৈ কলৌ । ন শক্যতে ময়া
বক্তুং বদনৈর্বৃগসম্ব্যয়া । ২৫ । ইত্যোতং কথিতং
সক্লঃ যৎ পৃষ্টং তু দ্বিজোত্তমাঃ । যতধ্বং তৎ
প্রযত্নেন বিষ্ণুপ্রাপ্তৌ চ সম্বরম্ । ২৬ । শ্রীপ্রহ্লাদ
উবাচ । এবং তে নারদেনোক্তা মনয়ো হৃষ্টমানসাঃ ।

কৃষ্ণোদ্দেশে এক গ্রাস মাত্রও অন্ন প্রদান করে,
তাঁহার পুণ্যের সীমা থাকে না ; তৎকর্তৃক সমগ্র-
দ্বীপরাজিতা বসুধাদানই করা হয় । পরন্তু দ্বারকা-
ক্ষেত্রে কৃষ্ণের অগ্রে এক এক সিক্বেই যে অযুত
রাজস্বয়কল হইবে, সে সম্বন্ধে আর কথা কি ?
যে সকল মানব দ্বারকাক্ষেত্রে যাইবার পথে অন্ন
দান করে, তাঁহাদের শতসহস্রসংখ্যক গয়াশ্রাদ্ধই
করা হয় । ঔষধ অন্ন পানীয়, পাত্ৰকা, কঞ্চল,
বস্ত্র, উপানহ, বিভবসম্বন্ধে ভিত্তপরিগ্রহ, অন্তচিসহ
সম্পর্ক, বৃথালোপ, পরনিন্দা, পৈশুণ্য, পরপরিবঞ্চনা,
পরান্ন, ও পরপাক এই সকল তীর্থযাত্রীর বর্জনীয় ।
কিন্তু হীনবিস্ত ব্যক্তি যদি যথোচিত মাত্র বিস্ত পার-
গ্রহ করে, তবে তাঁহাতে দোষ হইবে না । দ্বার-
কার পথে যাইতে যাইতে সংকথা শুনিবে ; বিষ্ণুর
নামায়ুত পান করিবে ; পরস্পর-যাত্ৰাতে ভক্তি-
বুদ্ধ হয়, সেই জন্ত বৈদিক জাপ্য জপ করিবে ;
আগমসম্বন্ধে স্তোত্র পড়িবে । কালিতে শ্রীকৃষ্ণো-
দ্দেশে যাত্রা করিলে যে কল হয়, যুগকাল ব্যাপিয়া
মুখে মুখে বলিয়াও তাহা শেষ করিতে পারি না ।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিলেন, এই তাহা সমস্তই কহিলাম । অতএব আপ-
নারা বিস্মৃতাভাষণ প্রসন্ন করুন । প্রহ্লাদ কহিলেন,—

চক্রেস্তে সহিতাঃ সর্বৈ কৃষ্ণদেবস্ত তৎ পথি । ২৭ ।
কেচিচ্ছৃণন্তি তা বিকোঃ সংকথা লোকবিজ্ঞতাঃ ।
যাসাং সংশ্রবণাদেব ভগবান্ বিশতে হৃদি । ২৮ ।
কৌর্যমানানি নামানি মহাপুণ্যপ্রদানি বৈ । পাব-
নানি সদা লোকে কলৌ বিপ্রা বিশেষতঃ । ২৯ ।
পুরাণসংহিতা দিব্যা মুনিভিঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
প্রকাশয়ন্তি যা বিকোর্মহিমানঃ স্মৃজলম্ । ৩০ ।
সদৃশাঃ কণ্ঠস্ববোধ্যাণি কৃতানি বিষ্ণুনা পুরা ।
লীলাবতাররূপৈশ্চ শৃণ্বন্তি পরয়া মুদা । ৩১ । অপরে
বাসুদেবস্ত চরিতানি স্মৃজনাঃ । বদন্তি পরয়া
ভক্ত্যা সানন্দাঃ সাক্ষলোচনাঃ । ৩২ । অস্তে
স্মরন্তি দেবেশমনাদিনিধনং বিভুম্ । কেচিচ্ছৃণন্তি
মুনয়ঃ স্তোত্রাণি পরয়া মুদা । ৩৩ । কেচিছু শত-
নামানি জপন্তি মুনয়ঃ পথি । অস্তে সহস্রনামানি
লক্ষনাম তথাপরে । ৩৪ । কেচিল্লৌকিকগীতানি হরি-
নামানি হর্ষিতাঃ । উৎসবৈশ্চ ব্রজস্তুস্তে পতাকাদি-
বিভূষিতাঃ । ৩৫ । গীতবাদিত্রয়োবেণ করতালস্থনেন
চ । নাস্তি ধন্ততমস্তস্মিন্ধি লোকেষু কচ্চন । ৩৬ ।
দর্শনং যন্ত সজাতং বৈকবানামমুত্তমম্ । তথৈব
জাহ্নবী পুণ্য যমুনা চ সরস্বতী । ৩৭ । রেবাণ্যাঃ

নারদ এই কথা কহিলে ঋষিগণ হৃষ্টমনে সকলে
মিলিয়া কৃষ্ণ দর্শনে যাইবার পথে বিধিমত কার্য্য
করিতে লাগিলেন । যাহা দ্বারা ভগবান্কে হৃদাসনে
উপবেশন করান যায়, তাঁহার কেহ কেহ বিষ্ণুর
সেই সেই লোকবিজ্ঞত কথা শুনিতে লাগিলেন ;
সকল বিশেষতঃ কালকালে যে সকল নাম মহাপুণ্য-
প্রদ, ও পবিত্র, যাহা বিষ্ণুর অপার মাহাত্ম্যপ্রকাশক
মূর্নিজনকীর্তিত দিব্য দিব্য পুরাণ সংহিতা, বিষ্ণুর
সদৃশাবলী ও তদীয় লীলাবতার রূপের বিভিন্ন কণ্ঠ-
সামর্থ্য, কেহ কেহ পরম প্রমোদভরে তাহা শ্রবণ
করিতে লাগিলেন, অপর অনেকে সানন্দে সাক্ষ-
লোচনে বাসুদেবচরিতাবলী বর্ণন করিতে লাগিলেন ;
এইরূপে কেহ সেই অনাদিনিধন দেবেশের স্মরণ,
কেহ কেহ পরম ত্রীতি সহকারে কৃষ্ণনাম জপ, কেহ
স্তোত্রপাঠ, কেহ কৃষ্ণের শতনাম জপ, কেহ সহস্র
নাম, ও কেহ লক্ষ নাম, কেহ কেহ হৃষ্ট হইয়া
লৌকিক গীত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন ।
অন্তে পতাকাদি ধারণ করিয়া গীতবাদিত্র-
ঘোষে ও করতাল-রবে উৎসব করিতে
করিতে যাইতে লাগিলেন । অমুত্তম বৈকবদিগের
সহিত যাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, তাঁহার ত্রায় ধন্ততম
ব্যক্তি ত্রিলোকে কোথাও নাই । তখন দ্বারকা

সরিভঃ সর্বাঃ প্রচক্ৰগৌতনশ্চনম । প্রয়াগাদীনি
তীর্থানি সাগরাঃ পৰ্বতোত্তমাঃ । ৩৮ । বারাগসী
কুরুক্ষেত্রং পুণ্যাক্ষতানি কুংবশঃ । ত্রৈলোক্যে
যানি তীর্থানি ক্বেত্রানি দেবনায়কাঃ । চক্ৰগৌতক
নৃত্যক ষারকাশ্চ সংপথিঃ । ৩৯ । একৈক্যস্ব-
পদে দত্তে ষারকাপথি গচ্ছতাম্ । পুণ্যং ক্রতু-
সহস্রাণাং তৎপাদরজসখ্যয়া । ৪০ । অথ তে
মুনয়ঃ সৰ্বে তীর্থক্ষেত্রাদিসংযুতাঃ । ত্রিমংকুকালয়ঃ
দূরান্দদৃশ্বান্নরাদাদয়ঃ । ৪১ ।

ইতি ত্রিংশোহধ্যায়ঃ প্রতিগোদাবর্যাদিতীর্থক্ষেত্র-
দেব-মহাবিগমনোৎসবযাত্রাবর্ণনং নাম
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৫০ ।

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । দিবং স্বপ্রভয়া ধ্বান্তং ভূতানাং
নাশয়নং সদা । জনয়নং পরমানন্দং ভক্তানাঞ্চ
ভয়াপহং । ১ । পতাকাভিধ্বজস্বাভিধ্বারকাজয়-
বর্ধনং । দিব্যপুণ্যপ্রকাশেন রাজতে গিরিরাড়ব ।
২ । দৃষ্টালয়ং তদা বিকোন্তদায়ুধবিভূষিতম্ ।

যাইবার পথে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রেবাদি সরিৎ
সকল, প্রয়াগাদি তীর্থরাশি, সমস্ত সাগর, শৈল,
বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, অস্তান্ত পুণ্যতীর্থ, এমন কি,
ত্রৈলোক্যে যত কিছু পুণ্যক্ষেত্র আছে, সকলেই
নৃত্য-গীত করিতে লাগিল । ষারকার পথে যাইতে
যাইতে এক একটা পদাবক্ষেপেই পাদরজঃসংখ্যার

হটক, সেই নারদাদি মুনিগণ তখন ঐরূপে তীর্থ-
ক্ষেত্রাদির সহিত যাইতে যাইতে দূর হইতে ত্রীকৃষ্ণ-
মন্দির দেখিতে পাইলেন । ১—৪১ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাহা স্বীয় দিব্য প্রভায়
সত্তত ভূতবৃন্দের তমোরাশি নাশ করে, ভক্তবৃন্দের
ভয় হরণ করিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ উৎপাদন করে,
ধ্বজদগ্ধিত পতাকাপ্রকর দ্বারা যাহা সেই ষার-
কার জয় ঘোষণা করে, এবং দিব্য পুণ্যপ্রকর্ষে
গিরিরাড়বের জায় বিরাজ করিতেছে, সেই

বিভাগ পাছকৈ চক্ৰঃ দত্তবৎপতিতা কুবি । ৩ ।
ভূমিসংলুঠনং তেষাং তীর্থানামকৃত্যং মহৎ । অত-
বহিপ্রশাৰ্দ্ধলাঃ ক্বেত্রাদীনাক সর্গশঃ । ৪ । বারাগসী
কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগো জাহবী তথা । যমুনা নর্ম্মলা
পুণ্যা পুণ্যা প্রাচী সরস্বতী । ৫ । গোদাবরী মহা-
পুণ্যা গয়া তিস্রশ্চ মঙ্গলাঃ । শালগ্রামঃ মহাক্ষেত্রং
পুণ্যা চক্ৰনদী শুভা । ৬ । পয়োক্ষী তপতী কৃষ্ণা
কাবের্যাদ্যাঃ সুপুণ্যদাঃ । পুষ্করাদীনি তীর্থানি
সাগরাঃ পৰ্বতোত্তমাঃ । ৭ । অযোধ্যা মথুরা মায়া
অবন্ত্যাদ্যাশ্চ যুক্তিদাঃ । ত্রিরঙ্গাখ্যমনন্তক প্রভাসক
বিশেষতঃ । ৮ । পুরুষোত্তমং মহাক্ষেত্রমরণ্যাক্ষা-
দয়ঃ শুভাঃ । ত্রৈলোক্যে বর্তমানানি সৰ্ব্বতীর্থানি
শর্গশঃ । ৯ । দৃষ্টা কৃষ্ণালয়ং পুণ্যং মুহূৰ্হুঃ প্রহ-
বিতাঃ । জয়শর্কেনমঃ শর্কৈর্গজ্জন্তো হরিনামতিঃ ।
১০ । আনন্দাশ্রপি মুকুন্তঃ প্রেমশ্চ গঙ্গাদয়া গিরা ।
স্তবস্তি মুনয়ঃ সৰ্বে তীর্থাদীনি চ সর্গশঃ । ১১ ।
অথ সংস্রবতাং তেষামন্তোন্তঃ মুদিতাস্বনাম্ । বীক্য
বক্ত্রাণি সর্কেষাং মহর্ষির্নারদোহব্রবীৎ । ১২ ।
ত্রীনরদ উবাচ । রাশয়ঃ পুণ্যপুঞ্জানাং কৃতা

বিবিধ আয়ুর্ভূত ত্রীকৃষ্ণমন্দির দর্শন করিয়া
তৎকালে সকলেই পাছকা ও ছত্রাদি পরি-
ভাগপূর্বক ভূতলে দত্তবৎ পতিত হইলেন ।
তীর্থ ও ক্ষেত্রসমূহের ভুলুঠন;—সে এক বড়ই
অদ্ভুত ব্যপার হইল । বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ,
জাহবী, যমুনা, নর্ম্মলা, প্রাচীসরস্বতী, গোদাবরী,
মহাপুণ্যা জিগয়া, শালগ্রাম মহাক্ষেত্র, শুভপুণ্য চক্ৰ-
নদী, পয়োক্ষী, তপতী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্য-
দায়িনী নদী; পুষ্করাদি তীর্থ, সাগর সমূহ, শেঠ
পর্বতসকল, অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, অবন্তী প্রভৃতি
মোক্ষাধিবা পুরী, ত্রিরঙ্গনামক অনন্ত, বিশেষতঃ
প্রভাস, পুরুষোত্তমাদি মহাক্ষেত্র, পুণ্য অরণ্য
সকল এমন কি ত্রৈলোক্যস্থ যাবতীয় তীর্থই তৎ-
কালে সেই পবিত্র কৃষ্ণমন্দির মুহূৰ্হুঃ দেখিয়া দেখিয়া
জয়ধ্বনি, নমস্কারধ্বনি ও হরিধ্বনি করিতে
করিতে আনন্দাশ্রুপ্লাবিতনেত্রে প্রেমে গঙ্গাদ
বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন । মুনিগণ ও
তীর্থগণ সকলেই একযোগে স্তবায়ত্ত করি-
লেন । ১—১১ । তাঁহারা মুদিতমনে স্তব করিতে
থাকিলে তাঁহাদের বক্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া মহর্ষি
নারদ কহিলেন,—তোমরা নিশ্চয়ই সহস্র সূর্য্য জন্মে

যুগ্মাভিকটম্ । তজ্জয়নাং সহস্রৈশ্চাযদৃষ্টঃ কৃষ্ণ-
মন্দিরম্ । ১৩ । দর্শনং কৃষ্ণদেবস্ত দ্বারকা-
গমনে যতিঃ । দৃঢ়ভক্তির্নৃপাবিকোর্নার্যস্ত তপসঃ
কলম্ । ১৪ । ধন্তা বৈ পূর্জাজ্ঞেবাং বংশজাঃ
কৃষ্ণদর্শনম্ । সোৎসবা দ্বারকাং যান্তি পশুন্তি
চ হরিপ্রিয়াম্ । ১৫ । ধন্তেয়ং গোতমী
গঙ্গা গোতমোহয়ং মহাতপাঃ । যৎপ্রসাদেন
সর্বেষাং কল্যাণং সমুপস্থিতম্ । ১৬ । যজ্ঞাধ্যয়ন-
দানানাং তপোব্রতসমাধিনাম্ । সম্প্রাপ্তং কল-
মশ্মাভির্যুগ্মাভিঃ সর্বতীর্থকাঃ । ১৬ । যুগ্মং সর্বাণি
তীর্থানি কেজাপি চৈব কুংস্রণঃ । কৃষ্ণাজগ্না সর্ব-
কালং তিষ্ঠধ্বং সর্বদৈবতৈঃ । ১৮ । বসন্তি যেহজ
তে ধন্তা একাহমাপ পাবনাঃ । পশুন্তু সুমহাভাগা
গোদাবর্যা জাহুবী । ১৯ । ইয়ঞ্চ শোভতে পুণ্যা
দ্বারকা কৃষ্ণবল্লভা । প্রপশুন্তু মহাভাগান্তথা বারা-
ণসীং শুভাম্ । ২০ । কেজাপি কুরুমুখ্যাণি পশুন্তু
দ্বারকাং প্রভোঃ । তাদৃশী মথুরা কালী মায়াযোধ্যা
চ রাজতে । ২১ । অবন্তী ন চ কাঞ্চী চ কেজঞ্চ পুরু-

ষোত্তমম্ । সূর্যোপরাগকালেহপি কুরুক্ষেত্রং ন
রাজতে । ২২ । ঈদৃশং ন গয়াতীর্থং যাদৃগেতৎ
প্রকাশতে । ২৩ । গ্রহনকক্রতারানাং যথা সূর্যো
বিরাজতে । সক্ষেত্রতীর্থরাজানাং দ্বারকার্কো
বিরাজতে । ২৪ । প্রহ্লাদ উবাচ । নিশম্য
নারদেনোক্তং প্রহৃষ্টাশ্চ তথা ষিঙ্গাঃ । কেজাপি
সর্বতীর্থানি পুংস্কৃত্য চ তৌতমম্ । ২৫ । বিবায়
গোতমীং তত্র প্রযযুর্হগ্রতোহগ্রতঃ । প্রহৃষ্টা
গোতমী তত্র প্রণম্য হরিতঃ যযৌ । ২৬ । গীত-
বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পতাকাভিঃ সমস্ততঃ । প্রযযুঃ
স্তোত্রপাঠৈশ্চ সর্বে তে দ্বারকাশ্রয়ে । ২৭ । স
তীর্থান্তগ্রতঃ কৃষ্ণা মধ্যে কৃষ্ণা তু শোভনম্ । প্রয়াগং
তীর্থরাজং চ প্রহৃষ্টং কেজদর্শনাৎ । ২৮ । ততঃ
পশ্যাৎ সরিৎস্নানং চকার ঋষিসত্তমঃ । জাহুবী
গোতমী রেবা যমুনা প্রাক্সরস্বতী । ২৯ । সর-
স্বগুপ্তী তাপী পয়োকী যমুনা তথা । কৃষ্ণা ভীমরথী
গঙ্গা কাবেরী চাঘনাশিনী । ৩০ । মন্দাকিনী মহা-
পুণ্যা পুণ্যা ভোগবতী নদী । ব্রজস্তি যুগপৎ সর্বাঃ
পশুন্ত্যো দ্বারকাং পুরীম্ । ৩১ । ততস্তে সাগরাঃ
সপ্ত দ্বৈতৈশ্চত্বোর্থৈঃ সমাধিতাঃ । ততঃ পশাদরপ্যাত্মা-
শ্রমেঃ পুণ্যৈর্ভূতানি চ । ৩২ । ততস্ত পর্বতা রম্যা
মেরাদ্যাশ্চ সুশোভনাঃ । নৃত্যন্তো গায়মানাশ্চ

পাইতেছে, অবন্তী, কাঞ্চী, পুরুষোত্তম কেজ,
সূর্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্র অথবা গয়া কেজও
তাদৃশ প্রকাশমান নহে । গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদিগের
মধ্যে সূর্য যেমন বিরাজমান, সমস্ত মুখ্য মুখ্য তীর্থ-
রাজের মধ্যে তেমন দ্বারকা-সূর্য বিভাসমান ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদোক্তি শ্রবণ করিয়া
সর্ব ঋষি ও সমস্ত তীর্থক্ষেত্র গোতমকে অগ্র-
বত্তী করিয়া গোতমীকে লইয়া চলিলেন ।
গোতমী প্রণামপূর্বক সহর্ষে অগ্রে অগ্রে যাইতে
লাগিলেন । তখন সকলেই পতাকা-পরিবৃত হইয়া
নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে স্তোত্র পাঠ করিতে
করিতে দ্বারকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ঋষিপ্রবর
অগ্রে তীর্থসমূহকেও মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকে
রাখিয়া পশ্চাতে স্বয়ং সরিৎ স্নান করিলেন ।
জাহুবী, গোতমী রেবা যমুনা, প্রাচী সরস্বতী,
সরস্ব, গুপ্তী, তাপী, পয়োকী, যমুনা, কৃষ্ণা ভীমরথী,
গঙ্গা, অঘনাশিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা মন্দাকিনী, পুণ্যা
ভোগবতী নদী, স্ব স্ব তীর্থের সহিত সপ্ত সাগর
পুণ্যাশ্রমসমূহের সহিত অরণ্যান, মের প্রভৃতি

পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যা অর্জুন করিয়াছিলে । তাহারই
বলে অদ্য তোমাদের কৃষ্ণমন্দির দৃষ্টি-গোচর হইল ।
কৃষ্ণ দর্শন, দ্বারকাযাত্রায় মন, আর মহাবিক্রম
প্রাপ্ত দৃঢ় ভক্তি, এই তিনটি অল্প তপস্যায় কল
নহে । যাহারা উৎসাহ সহকারে দ্বারকায় যায়,
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে দর্শন করে, তাহাদের পূর্ব
পুরুষগণও ধন্ত । ধন্তা এই গোতমী গঙ্গা ; আর
ধন্ত এই মহাতপা গোতম ;—যাহার প্রসাদে তোমা-
দের সকলেরই এ কল্যাণভূদয় হইল ! আমরা
যজ্ঞ, ঋষ্যয়ন, দান, তপস্যা, ব্রত, সমাধি
অবলম্বন করিয়া যে কল পাইয়াছি ; হে সর্বতীর্থ !
অদ্য তোমরাও সেই কলই প্রাপ্ত হইলে । অত-
এব তোমার যত তীর্থ কেজ আছে, সকলেই
কৃষ্ণাজায় সর্বাদা সর্বদেব সহ এই স্থানে অবস্থান
কর । এখানে যাহারা একদিনও বাস করে,
তাহারাও ধন্ত এবং পবিত্র হইয়া থাকে । হে
মহাভাগগণ ! এই দেখ, হেথায় গোদাবরী এবং
জাহুবী আছেন, ঐ কৃষ্ণবল্লভা পাবনী দ্বারকা
কেমন শোভা পাইতেছেন । আর এ দিকে
দেখ, শুভা বারাণসী, কুরুক্ষেত্রপ্রমুখ সমস্ত কেজ
বিদ্যমান । দেখ, এখানে মথুরা, কালী, মায়া-
পুরী ও অযোধ্যা সকলেই বিরাজ করি-
তেছেন । এই দ্বারকা কেজ যে ভাবে প্রকাশ

স্তবান্যে মহাবিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চ ঋষয়ো দেবাস্থ
সমস্তাচ্ছিন্নমানসাঃ । গায়ন্তো নৃত্যমানাশ্চ গজ্জন্তো
হরিনামভিঃ ॥ ৩৪ ॥ বাদিত্বানিন্দৈকৈর্জয়শব্দৈঃ
প্রহর্ষিতাঃ । প্রাপ্তান্তে গোমতীতীরং সর্বযজ্ঞসম-
বিতাঃ । ববন্দিরে মহাপুণ্যাস্তে সর্বৈঃ তে হৃষ্টমানসাঃ ॥
৩৫ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । হে ভাগীরথি হে রেবে
যমুনে শৃণু গৌতমি । শ্রেষ্ঠা শ্রীগোমতীদেবী
বিখ্যাতা ভুবনজয়ে ॥ ৩৬ ॥ যন্তাঃ সৰুজ্জলগ্নানঃ
স্পর্শতে ব্রহ্মবিদ্যায়া । তেন বৈ গোমতী সেবাং সর্ব-
তীর্থোত্তমোত্তমা । ব্রহ্মজ্ঞানেন মুচ্যন্তে প্রয়াগমরণেন
বা । স্নানমাত্রেণ গোমত্যাং মুচ্যতে পুৰুষজৈঃ সহ ॥ ৩৭ ॥
প্রহ্লাদ উবাচ । নিশয়া তানি তীর্থানি মাহাত্ম্য-
মহদভূতম্ । গোমত্যাঃ শ্রদ্ধয়া স্নাত্বা উৎসবৈঃ প্রতো
যযুঃ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি সরিতঃ
সাগরাদয়ঃ । দদৃশুর্দ্বারকাং রম্যামাগতাং দ্বার-
মণ্ডপে ॥ ৩৯ ॥ স্থিতাঃ সিংহাসনে দিব্যো মণি-
কাঞ্চনভূষিতাঃ । সুন্দরাস্তে শুক্রবর্ণাঃ কুজাদিত্যসম-
প্রভাসাঃ ॥ ৪০ ॥ দিব্যাবস্থাঃ সুগন্ধাঢ্যাস্তে রত্নাভরণ-
ভূষিতাঃ । কিরীটকুণ্ডলৈর্দেবৈঃ শোভিতাঃ
কঙ্কণাদিভিঃ ॥ ৪১ ॥ বরদাতয়ঃ স্তম্ভাঃ শঙ্খচক্রে
গদাযুগাঃ । ত্রৈলোক্যশোভিতাঃ চামরব্যজনা-

দিতাঃ ॥ ৪২ ॥ সংস্কারৈঃ স্তূয়মানাঃ গীতবাদ্যাদি-
হর্ষিতাঃ । মহাসিংহাসনস্থাস্তাঃ দৃষ্ট্বা দ্বারবতীং পুরীম্ ।
প্রণেমুর্যুগপৎ সর্বৈঃ সর্বাণি চ স্তুতকৃত্তাঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি শ্রীকাল্পে মূর্তিসমতীদ্বারবতীদর্শনবর্ণনং নামৈক-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

প্রহ্লাদ উবাচ । নারদমুখপ্রতো গয়া প্রণম্যাপ
হরিপ্রিয়াম্ । উবাচ ললিতাং বাচঃ হর্ষম্ দ্বারকাং
পুরীম্ ॥ ১ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । পশু পশু মহা-
ভাগে সর্বৈঃ প্রাপ্তাঃ সুশোভনে । তীর্থক্ষেত্রাণি
দেবাস্তে ঋষয়শ্চৈব কৃৎসনশঃ ॥ ২ ॥ পশ্চেমঃ পুরতঃ
প্রাপ্তঃ প্রয়াগং তীর্থকৈঃ সহ । দ্বারকে তব পাদাঙ্কে
লুপ্তং তে শ্রদ্ধয়াভূতম্ ॥ ৩ ॥ ইদম্ পুংসঃ তীর্থ-
নমতি শ্রদ্ধয়া শুভে । ইদম্ গৌতমী পুণ্য সর্ব-
তীর্থসমাশ্রয়া ॥ ৪ ॥ সিংহস্থে চ'মরো ভদ্রে সম্প্রাপ্তা
সৌভাগ্যং মহৎ । কিন্তু গুজ্জনসংসর্গাদক্ষা পাপায়িন
ভূষম্ ॥ ৫ ॥ তত্রোপায়মতিজ্ঞায় ঋষীনাং শৃণুতাং
তদা । শ্রদ্ধা কর্ণে মহচ্ছবং সম্প্রাপ্তেয়ং তবাস্তি-

শঙ্খচক্রে-গদাযুগা, ত্রৈলোক্যশোভিতা, বরচামর-
বোজিতা, স্তূয়মানা, গীতবাদ্যাদিহর্ষিতা ও মহা-
সিংহাসনস্থা । তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সকলেই এবমুহা
দ্বারকাকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম
করিলেন । ১২—৪৩ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ

প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেবর্ষি নারদ দ্বারকা
গমন করিয়া অগ্রে হরিপ্রিয়াকে নমস্কার করত পরে
দ্বারকাকে হর্ষিত করিয়া ললিত বাক্যে বলিতে
লাগিলেন । নারদ বলিলেন,—দেখ দেখ, হে
মহাভাগে দ্বারকে ! তীর্থ, ক্ষেত্র, দেব, ঋষি ইহারা
সকলেই আগমন করিয়াছেন । এই সম্মুখে দেখ,
তীর্থগণের সহিত প্রয়াগ প্রাপ্ত হইয়া তোমার
পাদাঙ্কে লুপ্ত হইতেছেন । হে শুভে ! এ দিকে
দেখ, পুংসঃ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন । ঐ
দেখ, সর্বতীর্থসমাশ্রয় পুণ্য গৌতমী সিংহস্থ শুক্রতে
মহাস্তুভগং প্রাপ্ত হইয়াছেন ; কিন্তু হইলে কি হয়,
গুজ্জনসংসর্গে ইনি পাপায়িতে যারপর নাই দক্ষা ;

পশুত, ঋষি ও দেবতা, ইহারা সকলে সমযজ্ঞ সমন্বিত
হইয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য জয়শব্দ, হরিনাম ও স্তব
করিতে করিতে সহস্রে গোমতীতীরে উপস্থিত
হইয়া তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন । নারদ
বলিলেন,—হে ভাগীরথি ! হে রেবে ! হে যমুনে !
হে গৌতমি ! আপনারা শ্রবণ করুন । আপনারদের
মধ্যে গৌতমীদেবীই শ্রেষ্ঠা এবং ত্রিভুবনে
বিখ্যাতা । গৌতমীদেবীর সৰুজ্জলগ্নান ব্রহ্মবিদ্যার
সহিত স্পর্শ করে । এই জন্তই ইনি সর্ব
তীর্থোত্তমোত্তম । ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয়, প্রয়াগমরণে
পুণ্ড্রসহ মুক্তি হয়, কিন্তু গোমতীতে স্নানমাত্রই
মুক্তি হইয়া থাকে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—ক্ষেত্র-
তীর্থ-সরিৎ-সাগর, ইহারা মহদভূত দ্বারকামাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়া বাইতে বাইতে অগ্রে শ্রদ্ধা সহকারে
গোমতীতে স্নান করিয়া দূর হইতে দ্বারকা দর্শন
করত ক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখি-
লেন,—দ্বারকা মণিকাঞ্চনখচিত দিব্য সিংহাসনে
উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তিনি সুন্দরী, শুক্রবর্ণা
কুজাদিত্যসমপ্রভা, দিব্যাবস্থা, সুগন্ধাঢ্য, রত্নাভরণ-
ভূষিতা, কিরীট-কুণ্ডল-কঙ্কণ শোভিতা, বরদাতয়ঃ

কম্ । ৬ । নমস্করোতি দেবি ত্বাং দ্বারকে গোতমী
ততা । পশু পশু মহাপুণ্য। ইয়ং ভাগীরথী ততা ।
৭ । নমস্করোতি তে পাদৌ সংহৃষ্টা চ পুনঃপুনঃ ।
পশ্চেমাং নৰ্ম্মদাং রমাং প্রণতাং তব পাদয়োঃ । ৮ ।
যমুনা চন্দ্রভাগেশমিহ প্রাচীনসরস্বতী । সরস্বতীশ্চ
প্রাণী গোমতী পূৰ্ব্ববাহিনী । ৯ । শোণঃ সিন্ধু-
নদী চৈতা অস্তান্ত সরিতাঃ বরাঃ । কৃষ্ণা ভীম
রথী পুণ্যা কাবেৰ্যাদ্যাঃ সরিষরাঃ । ১০ । সীতা
চক্ষুৰ্দী ভদ্রা নমস্তোতাঃ পদাঙ্কজম্ । দ্বারকে তা
মহাপুণ্যাঃ সপ্তদ্বীপোদ্ভবাঃ পরাঃ । ১১ । মন্দাকিনী
মহাপুণ্যা ভোগবত্যা দিসংযুতা । পশ্চাচ্চর্যামিহ
ভদ্রে বারানসী বিমুক্তিদা । ১২ । ভক্ত্যা তে চ
পদাভ্যাজং শিরস্তাধায় বৰ্ত্ততে । কুরুক্ষেত্রং মহা-
পুণ্যং নমতি স্বামহর্নিশম্ । ১৩ । দ্বারকে মথুরাং
পশু প্রণতাং 'তব' পাদয়োঃ । অযোধ্যাবন্তিকা-
মায়াজ্ঞানমস্তি পদাঙ্কজম্ । ১৪ । কাঞ্চী গয়া বিশালা
চ বিরজা নৃষ্ঠতি ক্রিতৌ । শালগ্রামং মহাক্ষেত্রং
পতিতং তব পাদয়োঃ । বিরাজতে প্রভাসক

শ্রোতা ঋষিগণের নিকট হইতে সুস্পষ্ট বাক্যে
শাস্তির উপায় শ্রবণ করিয়া ইনি স্বৎসমীপে আগমন
করিয়াছেন । হে দেবি দ্বারকে ! গোতমী
তোমাকে নমস্কার করিতেছেন । দেখ দেখ, এ
দিকে এই মঙ্গলময়ী মহাপুণ্যা ভাগীরথী হর্ষের
সহিত তোমার পদযুগলে পুনঃপুন নমস্কার করি-
তেছেন । এদিকে এই দেখ, নৰ্ম্মদা অংগপাদপতিতা ;
এ দিকে যমুনা, চন্দ্রভাগা, প্রাচীন সরস্বতী, সরস্ব-
তী, গৌতমী, শোণ, সিন্ধুনদী, অস্তান্ত সরিষরা
কৃষ্ণা, ভীমরথী, কাবেৰী, সীতা, চক্ষুৰ্দী ও
ভদ্রা প্রভৃতি নদী তোমার চরণকমলে নমস্কার
করিতেছে । দ্বারকে ! এ দিকে দেখ, মহাপুণ্যা সপ্ত-
দ্বীপোদ্ভবা নদী এবং মহাপুণ্যা ভোগবতী মন্দাকিনী
প্রভৃতি বিরাজমানা । এই এ দিকে এক আশ্চর্য্য
দেখ, বিমুক্তিদায়িনী বারানসী ভক্তিপূৰ্ব্বক তোমার
চরণসরোজ মন্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।
এই মহাপুণ্য কুরুক্ষেত্র তোমাকে অনবরত
প্রণাম করিতেছে । দ্বারকে ! দেখ দেখ, মথুরা
তোমায় প্রণত হইয়াছে । অযোধ্যা, অবন্তী মায়া
তোমার পদাঙ্কজে প্রণতা । কাঞ্চী, গয়া, বিশালা,
তোমারই প্রান্তে ভুলগীতা । মহাক্ষেত্র শালগ্রাম
তোমার পাদদ্বয়ে পতিত । অপিচ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র
ও প্রজ্ঞসক্ষেত্র তোমার পদে বিরাজিত । হে

ক্ষেত্রঞ্চ পুরুষোত্তমম্ । ১৫ । ভার্গবাদীনি চাভ্যনি
সৰ্ব্বক্ষেত্রানি স্মরতি । দ্বারকে প্রণমন্তি ত্বাং
ভক্ত্যেখায় পুনঃপুনঃ । ১৬ । পশ্চ্যেমান সাগরান
সপ্ত পতিতাস্তব পাদয়োঃ । পশ্চ্যারণ্যানি
সৰ্ব্বানি নৈমিষং প্রণতং পুরঃ । ১৭ । ধনুর্ক
চ দশারণ্যং দণ্ডকারণ্যমৰ্কুদম্ । নারায়ণাশ্রমং
পশু দ্বারকে প্রণতং তথা । ১৮ । অয়ং মেরুশ্চ
কৈলাসো মন্দরাদ্যাঃ সহস্রশঃ । হিমাদ্রির্বিষ্ণুশৈলশ্চ
ত্রিশৈলাদ্যাঃ প্রহরিতাঃ । এতে দ্ব্যধিগণাঃ সৰ্বে
নমস্তিস্মৈ পুনঃপুনঃ । ১৯ । গন্ধাদ্যাঃ সাগরাঃ শৈলা
নৃত্যন্তি পুরতস্তব । ঋষিদেবগণাঃ সৰ্বে সৰ্বে
গৰ্জ্জন্তি নামভিঃ । ২০ । প্রহ্লাদ উবাচ । ইত্যেবং
বদতস্তন্ত দ্বারকা হৃদেমানসা । নৃত্যতো মুদিতান বীক্য
সর্গান প্রেয়াতিনন্দা চ । উবাচ ললিতাং বাচং
গোতমীঃ স্পৃশু পাণিনি । ২১ । ভাগীরথীপ্রয়াগা-
দীন ক্ষেত্রাদীনঞ্চ সৰ্ব্বশঃ । দ্বারকা মধুরালাটেপঃ
সৰ্ব্বানানন্দযন্তদা । ২২ । অশ্চাৰ্য্যমভূতত্ব সৰ্ব্বানন্দ-
বিবৰ্দ্ধনম্ । অথ তাবন্তদাকাশে গীতবাদ্যজয়ধ্বনাঃ
২৩ । গৰ্জ্জনানি সুপুণ্যানি হরিশব্দৈঃ পৃথক্
পৃথক্ । অপশ্রুত্বৈ তদা সৰ্বে ব্রহ্মাদ্যা দেবনায়কাঃ ।

সুন্দরি দ্বারকে ! ভার্গবাদি অস্তান্ত যে সকল ক্ষেত্র
আছে, তাহার পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়া তোমাকেই
প্রণাম করিতেছে । এই দেখ, সপ্ত সাগর, নৈমি-
ষাদি নিখিল অরণ্য, ধনুর্ক, দশারণ্য, দণ্ডকারণ্য,
অৰ্কুদ, ও নারায়ণাশ্রম তোমারই পদতলে প্রণাম
করিতেছে । আর ঐ দেখ, মেরু কৈলাস, হিমাদ্রি
বিষ্ণু, মন্দরাদি সহস্র পর্বত এবং নিখিল ঋষি-
মণ্ডলী প্রহর্ষভরে পুনঃপুন তোমায় নমস্কার করি-
তেছেন । গন্ধাদি সরিৎ সকল, সাগরগণ ও শৈল-
গণ তোমার অগ্রে নৃত্য করিতেছেন । দেব ও
ঋষিগণ সকলেই তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া গৰ্জ্জন
করিতেছেন । ১৫—২০ । প্রহ্লাদ কহিলেন,—নারদ
এই কথা কহিলে দ্বারকা সহর্ষে সেই সকল নৃত্য-
পরায়ণ তীর্থ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রেমভরে অভিন-
ন্দিত করত পাণি দ্বারা গোতমীকে স্পর্শ করিয়া
লালিত বাক্যে সন্তোষণ করিল । এইরূপে
ভাগীরথী ও প্রয়াগ প্রভৃতিকেও মধুরালাটে অভি-
নন্দিত কারিল । তখন এক সৰ্ব্বজনানন্দজমক
আশ্চর্য্য বাপার সংঘটিত হইল । আকাশে গীত,
বাদ্য জয়ধ্বনি, পবিত্র গৰ্জ্জন ও মূলধ্বজ হরিনাম-
ধ্বনি হইতে থাকিল । ব্রহ্মাদি দেবনৈতৃগণ সেই

২৪। মহেশঃ স্বর্গপৈঃ সার্কঃ ভবান্তা সমন্বিতা ।
 ইত্যন্ত দ্বিধৈঃ সার্কঃ স্বর্গগন্ধর্বকিরয়ৈঃ ২৫।
 মরুতির্লোকপালৈশ্চ নৃত্যমানাঃ প্রহৰিতাঃ । সিদ্ধ
 বিদ্যাধর্যঃ সর্কৈ বন্দ্যাদিত্যশ্চ সঙ্গতঃ ২৬। ভূতাদ্যাঃ
 সনকাদ্যশ্চ নৃত্যমানাঃ প্রহৰিতাঃ । ব্রহ্মাণক নমস্কৃত্য
 সপ্তস্বৰ্গহিতাঃ সুরাঃ ২৭। উচুস্তে দ্বারকাঃ
 দৃষ্ট্বা ব্রহ্মেশানাদয়ন্ত্বা । হৰ্ষবিস্মৃতিভাবানো বৌক্যা-
 ত্তোজক বিস্মিতাঃ ২৮। দেবা উচুঃ । সেযং
 বৈ দ্বারকা দেবৌ বহতে যত্র গোমতী । যত্রাস্তে
 ভগবান্ কৃকঃ সেযং পুণ্য। বিরাজতে ২৯।
 সৰ্বক্কেজোত্তমা যা চ সৰ্বতীর্থোত্তমোত্তমা । স্বর্গা-
 দপাধিকা ভূমৌ দ্বারকেয়ং প্রকাশতে ৩০।
 একত্বে চক্রতীর্থক যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা । মুক্তিদা
 পাপিনাং লোকে স্নেহদেঃশহপি পূজিতা ৩১।
 প্রহ্লাদ উবাচ । ব্রহ্মাদীনাগতান্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা
 নারদাদয়ঃ ক্বেত্রাণি তীর্থমুখ্যানি বিস্মিতানি সন্নি-
 দয়ঃ । প্রণেমুর্গুণপংসর্কৈ সর্কাঃ সর্কাণি সর্কণঃ ৩২।
 ব্রহ্মাদীনাক তীর্থানাং দৃষ্ট্বা যাত্রাঃ মনোহরাম্ ।
 দ্বারকাং প্রতি বিপ্রেস্তা বিস্মিতা দ্বারকৌকসঃ ।

৩৩। দৃষ্ট্বা দেবগণাঃ সর্কৈ দ্বারকাং প্রতি মন্দিরে ।
 গীতবাদ্যানির্বোধৈর্নৃত্যমানাঃ প্রহৰিতাঃ ৩৪।
 বদন্তো জয়শব্দাংশ্চ সেযং কৃকঃপ্রিয়েতি চ । দৃষ্ট্বা
 ব্রহ্মমহেশানৌ দ্বারকাং প্রীতমানসৌ ৩৫। ত্যক্তা
 চ বাহনে শ্রেষ্ঠে দণ্ডবৎপতিতো ভূবি । উচুস্তে
 তদা দেবৌ দ্বারকাং প্রতি হৰ্ষিতৌ ৩৬। শ্রেষ্ঠা
 ত্রয়স্ব সর্কৈভ্যোহম্বদাদিত্যোহপ সর্কতঃ । যত্রাঃ
 ন ত্যজেৎ সাক্ষাভগবান্ বিষ্ণুরবায়ঃ ৩৭। অতো
 দর্শয় দেবেশং কৃকঃ কংসবিনাশনম্ । যদর্শনায়ত্ন-
 সিদ্ধিঃ সর্কৈষাক ভবিষ্যতি ৩৮। প্রহ্লাদ উবাচ ।
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ দেবৌ তীর্থক্বেত্রাদিসংযুতা । ব্রহ্ম-
 শানৌ পুরস্কৃত্য হস্তৌ দৃষ্ট্বা মহোৎসবান্ ৩৯। গীত-
 বাদ্যপতাকৈশ্চ দিব্যোপায়নপাণিভিঃ । প্রাপ্যোবাচ
 ততো দেবান্ দ্বারকা হৰ্ষবিস্মৃতা ৪০। পশুতাং
 পশুতাং দেবাঃ সোহয়ং বৈ দ্বারকেশ্বরঃ । প্রাপ্য
 সন্দর্শনং যন্ত মুক্তানাং যৎকলং ভবেৎ । ন বিদ্যতে
 সহস্রেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু চ যৎকলম্ ৪১। ততো
 দেবগণাঃ সর্কৈ ক্বেত্রতীর্থাদিসংযুতাঃ । পশ্চিমাভি-
 মুখং দৃষ্ট্বা কৃকঃ ক্বেত্রবিনাশনম্ । প্রণেমুর্গুণপংসর্কৈ

ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । ভবানী ও গণ-সম-
 ভিব্যাহারী ভগবান্ চন্দ্রমৌলি আসিয়া দেখ-
 দিলেন । সুর, কিরর, গন্ধর্ব ও স্বর্গগণ সহ
 দেবেশ হুঁট হইলেন । সিদ্ধ বিদ্যাধর, বশু
 আদিত্য ও গ্রহগণ, লোকপাল ও মরুদগণ সহ
 সর্কৈ নৃত্যরম্ভ করিলেন । ভূত ও সনকাদি
 মহর্ষিগণ প্রহৰিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
 সপ্ত স্বর্গস্থ সুরগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেন ।
 ব্রহ্মেশানাদি দেবগণ হৰ্ষবিস্মৃতিচিতে পরস্পরকে
 দেখিয়া পরস্পর বিস্ময়গণ হইলেন এবং সকলেই
 দ্বারকা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—যথায় গোমতী
 প্রবাহিত হইতেছেন, যেখানে ভগবান্ কৃক আছে,
 সেই পুণ্য দ্বারকা ঐ বিরাজ করিতেছেন । দ্বারকা
 সর্ক ক্বেজোত্তমা, সর্কতীর্থোত্তমা ও স্বর্গাপক ও
 অধিক বৈভবশালিনী হইয়া প্রকাশমানা । যথায়
 ঐ চক্রচিহ্নিতা শিলা, ঐ সেই চক্রতীর্থ;
 অজ্ঞাত শিলা স্নেহদেবে পূজিতা হইয়াও পাপি-
 গণের মুক্তিপ্রদা । প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মাদি
 দেবগণকে আসিতে দেখিয়া নারদাদি ঋষি, ক্বেত্র-
 সমূহ, প্রধান প্রধান তীর্থ ও শ্রেষ্ঠ সন্নিব সকল
 বিস্ময়গণ তাহে যুগপৎ সকলেই প্রণাম করিলেন ।
 ব্রহ্মাদি ও তীর্থাদির অপূর্ণ দ্বারকাযাত্রা দেখিয়া

দ্বারকাবাসী বিপ্রেস্তগণ বিস্মিত হইলেন । দেবগণ
 দ্বারকা দর্শন করিয়া তত্রত্য ভগবান্দিগে গীত-
 বাদ্যানির্বোধ সহকারে সর্কৈ নৃত্য করিতে লাগি-
 লেন এবং “সেই এই কৃকঃপ্রয়া” এই বলিয়া জয়মদ
 উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । দ্বারকা দেখিয়া ব্রহ্মা
 ও মহেশ্বর প্রীতচিত্তে স্ব স্ব বাহন পরিভ্যাগপূর্বক
 দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন এবং সর্কৈ দ্বারকার
 প্রতি বাললেন,—হে অহ! তুমি আমাদের সর্ক-
 লের অপেক্ষা সর্কধা শ্রেষ্ঠ হইলে । সাক্ষাৎ ভগ-
 বান্ বিষ্ণু তোমায় কখন পরিভ্যাগ করেন না ।
 অতএব তুমি সেই কংসারি কৃককে প্রদর্শন করাও ।
 তাঁহার দর্শনে সকলেরই মহাসিদ্ধি হইবে ২১—২৮।
 প্রহ্লাদ কহিলেন,—দ্বারকাদেবী এই কথার পর
 তীর্থক্বেত্রাদির সাহিত প্রস্থান করিলেন । ব্রহ্মা ও
 মহেশ্বর তাৎকালিক মহোৎসব দর্শনে হুঁট হইয়া
 তাহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন । হৰ্ষ-বিস্মৃতা
 দ্বারকা গীত-পদ্য-পতাকা ও দিব্য উপায়ন
 পাণি দেবগণ সহ যাইতে যাইতে দেবগণকে
 কহিলেন,—দেবগণ! দেখুন দেখুন ঐ সেই
 দ্বারকেশ্বর,—তাঁহার দর্শন মাত্রে মুক্তগণও কলভাগী
 হয় । ঐরূপ কল সহস্র সহস্র ব্রহ্মাওমধ্যেও
 নাই । অনন্তর দেবগণ সমস্ত তীর্থক্বেত্রাদির সহিত

প্রকৃষ্টাঃ সমুপাগতাঃ । ৪২ । গীতবাদ্যপ্রদোষৈশ্চ
নৃত্যমানাঃ সমস্ততঃ । জয়ধ্বনং নমঃশব্দং গর্জন্তো
হরিনামভিঃ । ৪৩ । ব্রহ্মা ভবো ভবানী চ সেন্সা
দেবগণা ছবি । দৃষ্টা কৃষ্ণঃ প্রণেমুত্তে তন্ত্রোখায়
পুনঃপুনঃ । ৪৪ । প্রয়াগাদীনী তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ
সরিতোহমলাঃ । ঋষয়ো দেবগন্ধর্বাঃ শুকাদ্যা সনকা-
দয়ঃ । বৌদ্ধ্য বক্রং মহাবিকোঃ প্রণেমুচ্চ মুহুর্ভুঃ ।
৪৫ । কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি জয় কৃষ্ণেতি বাদিনঃ ।
স্রাব্য তু গোমতীতীরে তীরে চৈব মহোদধেঃ ।
কমলাসনঃ সংকুপ্তঃ শ্রীমৎকৃষ্ণমপূজয়ৎ । ৪৬ ।
অর্ধেছপয়সা স্রাপ্য দিব্যচ্যায়তপকটৈঃ । ভবচ্য
ভবানী চ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ । ৪৭ । ইন্দ্রো দেব-
গণাঃ সর্বৈ যোগিনঃ সনকাদয়ঃ । ঋষয়ো নারদা-
দ্যাশ্চ গঙ্গাদ্যাশ্চ সরিষয়াঃ । ৪৮ । অমূল্যভরণৈ-
র্ভক্ত্যা মহারত্নবিনির্মিতৈঃ । দিব্যাস্ত্রাণ্যৈরনেকৈশ্চ
নন্দনাদিসমুদ্ভবৈঃ । ৪৯ । প্রিয়য়া শ্রীতুলস্তা বৈ শ্রীমৎ-
কৃষ্ণমপূজয়ন্ । ধূপৈর্নীরাজনৈর্দ্বিভ্যোঃ কপূরৈশ্চ
পৃথক্ পৃথক্ । ৫০ । নৈবেদ্যবিবিধৈঃ পুষ্পৈর্দ্বিভ্যোঃ
কপূরবাসিতৈঃ । সপুষ্পৈশ্চ তাম্বুলৈঃ প্রিয়ে-
শোপায়নৈস্তথা । ৫১ । মহামাঙ্গলিকৈঃ সর্বৈঃ

সুদিব্যাস্ত্রাণ্যৈর্দ্বিভ্যোঃ । সম্পূজ্যাবঃ মহাবিক্র-
ককং ক্রেশবিনাশনম্ । প্রকৃষ্টা ননুতঃ সর্বৈ
গীতবাদ্যপ্রহরিতাঃ । ৫২ । পুরতঃ কৃষ্ণদেবশ-
হপরোভিঃ সমরিতাঃ । ব্রহ্মা চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ ভক্ত-
সেন্সা মরুদগণাঃ । ৫৩ । ব্রহ্ম দীপ্ত্যতঃ প্রেক্ষ্য
ভগবান্ কমলেক্ষণঃ । বারয়ামাস হস্তেন শ্রীতঃ
প্রাহ সুরান বিভুঃ । ৫৪ । শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা চ । ভোভো
ব্রহ্মহেশান হে ভবানি মহেশ্বর্যি । ক্ষেত্রাণি
সর্বতীর্থানি নারদঃ সনকাদয়ঃ । শ্রীতোহং ভবতাং
সম্যক্ সর্কান কামানবাপ্যথ । ৫৫ । প্রহ্লাদ
উবাচ । তদাভিলষিতান্ লব্ধ সর্কান কামবরানম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া শ্রীমৎকৃষ্ণঃ প্রোচুঃ প্রহরিতাঃ । ৫৬ ।
দেবা উচুঃ । প্রাপ্তঃ কামবরোহস্মাভিঃ সর্বতঃ
কৃপয়া বিভো । সপ্রেমা বৎসপদান্তোজৈ ভক্তি-
র্ভবানপায়িনী । ৫৭ । প্রহ্লাদ উবাচ । তথৈব
পূজয়ামাস কল্পিণী কৃষ্ণবল্লভাম্ । অথ ব্রহ্মহেশানো
সংযোঃ শৃণুতামিদম্ । ৫৮ । ব্রহ্মা পরম্য যুক্তো
দ্বারকাং প্রত্যবোচতুঃ । ত্বং দেবি সর্বতীর্থানাং
ক্ষেত্রাণামুত্তমোত্তমা । ৫৯ । পর্ততানাং যথা মেকঃ
সিদ্ধানাং সাগরো যথা । প্রাপ্তো যথা শরীরাদি-

পশ্চিমাভিমুখী ক্রেশ্বর কৃষ্ণকে দেখিয়া যুগপৎ
সকলেই প্রহর্ষভরে প্রণাম করিলেন । গীত-বাদ্য
পুরঃসর নৃত্য করিতে লাগিলেন । জয়ধ্বনি, নমস্কার,
ও হরিনামধ্বনি করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন ।
ব্রহ্মা, ভব, ভবানী এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ কৃষ্ণকে
দেখিয়া ভক্তিভরে বারবার উঠিয়া প্রণাম করিতে
লাগিলেন । প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নির্মল সরিৎ
সকল, এবং দেব, গন্ধর্ব, শুকাদি ও সনকাদি
ঋষিগণ মহাবিক্রম মুখ দর্শন করিয়া মুহুর্ভুতঃ প্রণাম
করিলেন । তাঁহারা মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ”
এইরূপ বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ।
গোমতীর নীচে কমলাসন স্রান করিয়া উদ্বি-
তীরে হঠাৎকৈ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন
ভব-ভবানীও সুরভির ছন্দে ও দিব্য পঞ্চামৃতে
স্রান করাইয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার পূজা
করিলেন । ইন্দ্র, অমৃত্য দেবগণ, সনকাদি
যোগিগণ, নারদাদি ঋষিগণ, ও গঙ্গাদি সরিৎ
সকল, ভক্তিপূর্বক মহারত্নবিনির্মিত অমূল্য আভ-
রণ, নন্দনাদি-সমুদ্ভূত বহু দিব্য মালা, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়
তুলসী, ধূপ, নীরাঞ্জনা, বিবিধ নৈবেদ্য, দিব্য দিব্য
পুষ্প, কপূরবাসিত তাম্বুল, নানা প্রিয় উপহার এবং

মহামাঙ্গলিক সুদিব্য আরাটিক দ্বারা মহাবিক্র-
ক্রেশ্বর কৃষ্ণকে পূজা করিয়া গীত-বাদ্যপুরঃসর
সহর্বে নৃত্য করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্র-
গণ, এবং ইন্দ্রাদি, মরুদগণ অপ্সরাদিগের সহিত
শ্রীকৃষ্ণাগ্রে নিত্য করিতে থাকিলে ভগবান্ পুণ্ডরী-
কাক্ষ তদর্শনে শ্রীত হইয়া হস্ত দ্বারা সুরগণকে
বারণ করিয়া বলিলেন,—ভো ভো ব্রহ্ম-মহে-
শ্বর! হে মহেশ্বর্যি ভবানি! হে সর্বতীর্থ ও
সর্ব ক্ষেত্র! আর হে নারদাদি ও সন-
কাদি ঋষিগণ! আমি তোমাদের প্রতি শ্রীত হই-
য়াছি । তোমরা সর্কাতীষ্ট প্রাপ্ত হইবে! ৩৯—৫৫ ।
প্রহ্লাদ কহিলেন,—তখন সর্কাতীলাষ লাভ করিয়া
দেবগণ পরম ভক্তিভরে সহর্বে শ্রীকৃষ্ণকে বলি-
লেন,—হে বিভো! আমরা আপনায় কৃপায় অতি-
লষিত বর প্রাপ্ত হইলাম । আপনার পদান্তোজৈ
আমাদের অব্যাভচারিণী প্রেমময়ী ভক্তি হউঃ ।
প্রহ্লাদ বলিলেন,—দেবগণ কৃষ্ণবল্লভা কল্পিণীরও
পূজা করিলেন । অনন্তর ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর সক-
লকে ওনাইয়া ব্রহ্মার সহিত দ্বারকাকে বলিলেন,—
দেবি! তুমি সর্বতীর্থ ও সর্বক্ষেত্রের উত্তমা ।
যেমন পর্বতমধ্যে মেক, সিদ্ধসমূহে সাগর, শরীরি

মিস্রিরাণাং তু বৈ মনঃ ॥ ৬০ ॥ তেজস্বিনাং যথা
বহিঃস্থানাং চৈস্তা ঈজ্যতে । যথা গ্রহক্ষত্রাণাং
সোমো বৈ জ্যোতিষাঃ ক্রবম্ । এষাং প্রকাশপুঞ্জানাং
যথা সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥ ৬১ ॥ যথা নঃ সৰ্বদেবানাং
মহাবিস্কুরয়ং মহান্ । তথৈব সৰ্বতীর্থানাং পূজায়ঃ
দ্বারকা শুভা ॥ ৬২ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । ইত্যুকা
সৰ্বদেবানাং ক্ষেত্রাদীনাং চ সন্তমাঃ । আধিপত্যে
সুরেশানো দ্বারকামতিষেচতুঃ ॥ ৬৩ ॥ ব্রহ্মেশাণো
তথা দেবাঃ প্রজেশা ঋষয়োঃশ্রমাঃ । তীর্থানাং
ক্ষেত্ররাজানাং মহারাজদ্বারকণম্ ॥ ৬৪ ॥ চতুর্দ্ব্যহা-
তিষেকং তু দ্বারকায়ঃ প্রহৰ্ষিতাঃ । বাদয়ন্তো
বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে ॥ ৬৫ ॥ দিবৈঃ
পঞ্চামৃতৈস্তোত্রৈঃ সৰ্বতীর্থসমুদ্ভবৈঃ । পুণ্যোচ্চাকাশ-
গঙ্গায় দিগ্গজানাং করোদ্ধুতৈঃ ॥ ৬৬ ॥ অ-
বাসাংসি দিব্যানি দশ চাচমনং তথা । চার্চিতাং
চন্দনৈর্দীব্যার্দ্ধিবিভ্যভরণভূষিতাম্ ॥ ৬৭ ॥ পূজাঞ্চ
চক্রিরে পুষ্পৈশ্চন্দনাদিসমুদ্ভবৈঃ । তদা জাতা
মহাদিবাঃ পুরুষাঃ পার্শ্বদা হরেঃ ॥ ৬৮ ॥ বিশ্বক-
সেনশ্চন্দনাদ্যা দ্যোত্যয়ন্তো দিশো দশ । জয়-

শব্দং নমঃশব্দং বদন্তঃ পুষ্পবর্ষণঃ ॥ ৬৯ ॥ গীত-
বাদিত্রয়োষণে নৃত্যমানাঃ প্রহৰ্ষিতাঃ । কিরীট-
কুণ্ডলৈহারৈর্কৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতাঃ ॥ ৭০ ॥ শ্যামা-
শচতুর্ভুজাঃ পীতবস্ত্রমাল্যোক্ষিতাবতাঃ । স্বপ্রভা-
দীপ্যমানো তে দৃষ্টো ব্রহ্মমহেশ্বরো ॥ ৭১ ॥ নারদঃ
সনকাদীংশ্চ মহাভাগবতানুযোন্ । তেহপি তানপি
সংহৃষ্টাঃ প্রহৰ্ষাগতসম্মতাঃ ॥ ৭২ ॥ ববন্দিরে ততো-
হস্তোক্তং হৃষ্টা আলিঙ্গনাদিভিঃ । ঋষয়োহস্তে চ
দেবাশ্চ প্রণম্যবিস্কৃপার্ষদান্ ॥ ৭৩ ॥ অথ তে সমুপা-
গম্য দ্বারকাং বিষ্ণুপার্ষদাঃ । নদ্বাথ দ্বারকানাথং
দ্বারকাং বৈ তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥ সম্পূজ্য ব্রহ্মা তক্ত্যা
নিঃশ্রেয়সবনোদ্ভবৈঃ । কুসুমৈর্বিবিধৈর্দীব্যঙ্কলস্তা
তত্বনোথয়া ॥ ৭৫ ॥ তত্ৰুৎপন্নৈঃ কলৈর্দীব্যধূপৈ-
র্নীরাজনৈঃ প্রভূম্ । বিবিধৈশ্চান্নভাসুলৈর্দশা কৃক-
মতোষয়ন্ ॥ ৭৬ ॥ ক্ষেত্রতীর্থাদিরাজানাং মহারাজ-
স্বমীশ্বর । ইতি সৰ্বৈ বদন্তস্ত দ্বারকাং চ ববন্দিরে ॥
৭৭ ॥ এতান্মনস্তরে বিপ্রা দেবহুন্দুভিনিষ্বনাঃ ।
অশ্রুশ্রুত মহাশব্দা অভূবন্ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
অবাসীমহদাশ্রম্যঃ শৃণুস্ত ঋষিগণ্তমা । কুরুক্ষেত্রং

গণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়মধ্যে মন, তেজস্বি মধ্যে বহি,
তত্ত্বসমূহের মধ্যে আত্মা, গ্রহ ঋক্ষ ও তারা-
গণ মধ্যে চন্দ্র, জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে ক্রব, নিখিল
প্রকাশপুঞ্জের সূর্য্য, এবং যেমন সৰ্ব দেবমধ্যে
এই মহাবিস্কৃ মহান, তেমনি তুমিও সৰ্বতীর্থমধ্যে
শ্রেষ্ঠা শুভা ও পূজনীয়া । প্রহ্লাদ কহিলেন,—
ব্রহ্মা ও মহেশ্বর এই কথা কহিয়া সৰ্বদেব ও সৰ্ব-
ক্ষেত্রের আধিপত্যে দ্বারকাকে অতিষিক্ত
করিলেন । ব্রহ্মা, মহেশ্বর দেবগণ প্রজা
পতিগণ ও নির্যল ঋষিগণ সমস্ত প্রধান প্রধান
তীর্থ ও ক্ষেত্ররাজেরও মহারাজত্বপদে অধিষ্ঠিত
করিবার জন্য দ্বারকার মহাতিষেক করিলেন ।
সেই মহাতিষেকের মহোৎসবে বিচিত্র বাদিত্র সকল
বাদিত হইতে লাগিল । দিব্য পঞ্চামৃত, সৰ্বতীর্থো-
দ্ভব পবিত্র জল ও দিগগজগণের করোদ্ধুত আকাশ-
গঙ্গার পুণ্য পদোদ্বারা অতিষেক কার্য্য হইল ।
অনন্তর দিব্য দিব্য বস্ত্র ও অচমনীয় প্রদত্ত হইল ।
তখন দিব্য চন্দন-চার্চিতা দিব্যভরণভূষিতা
দ্বারকাকে সচন্দন পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ।
ঐ সময় বিশ্বকসেন শ্চন্দনাদি মহাদিব্য হরিপার্ষদগণ
প্রাণ্ডুভূত হইয়া স্বপ্রভায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত করত

জয় শব্দ ও নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে
পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার কিরীট,
কুণ্ডল, হার ও বৈজয়ন্ত মালায় বিভূষিত হইয়া
সহর্ষে গীত-বাদিত্ররবাহুসারে নৃত্য করিতে
লাগিলেন । ঐ বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই শ্যামবর্ণ,
চতুর্ভুজ পীতবস্ত্র ও মালাদ্যমে বিভূষিত । তাঁহার
স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এবং
নারদ ও সনকাদি মহাভাগবত ঋষিদিগকে
দেখিয়া সহর্ষসম্মমে সংহৃষ্ট হইয়া পরস্পর
আলিঙ্গনাদি দ্বারা বন্দনা করিলেন । দেব ও
ঋষিগণও বিষ্ণুপার্ষদদিগকে প্রণাম করিলেন ।
৭৬—৭৩ । অনন্তর বিষ্ণুপার্ষদগণ দ্বারকা উপ-
স্থিত হইয়া দ্বারকানাথ ও দ্বারকাকে নমস্কার ও
পূজান্তে পরম ব্রহ্মভক্তিসহকারে বৈকুণ্ঠোদ্যান-
জাত বিবিধ দিব্য কুসুম, বৈকুণ্ঠবনোৎপন্ন তুলসী-
দল, তত্ৰুৎপন্ন দিব্য দিব্য কল, ধূপ, নীরাজন,
বিবিধ অন্ন ও ভাসুল দ্বারা ত্রীকৃষ্ণের পরিতোষ
সাধন করিলেন । অনন্তর তাঁহার সকলেই “হে
ঈশ্বর ! আপনি সমস্ত ক্ষেত্রতীর্থাদিরাজের মহা-
রাজ” এই বলিয়া দ্বারকার বন্দনা করিলেন । হে
বিপ্রগণ ! ইত্যবসরে মহান দেবহুন্দুভিনির্ঘোষ
পরিষ্কৃত হইল । অজস্র পুষ্পবৃষ্টি পতিত হুইতে

প্রয়াগং চ সব্যদক্ষিপার্শ্বয়োঃ । ৭৯ । স্থিত্বা জগৎতু-
দ্বিব্যে খেতচ্ছত্রে মনোহরে । দ্বারকাস্তম্ভা শুভ্রে
চামরব্যঞ্জে শুভে । ৮০ । অযোধ্যা মথুরা মায়া
বারাণসী জয়নৈঃ । স্ববস্ত্রস্তাস্তথাস্তানি সর্ব-
ক্ষেত্রানি সর্বশঃ । ৮১ । তীর্থানি সরিতঃ সর্বা দ্বার-
কাস্থা মুখাশুভম্ । পশ্যন্তঃ পরমানন্দং লোভিত্রে দেব-
মানবাঃ । ৮২ । অহুচ পার্শ্বদা বিকোর্থিতাস্তেতানি
সর্বশঃ । দৃষ্ট্বা তু দ্বারকাং পুণ্যাং সর্বলৌকিকমণ্ড-
নাম্ । ৮৩ । বেদযজ্ঞতপোজ্ঞাতৈর্যঃ সমাগারাদিতো
হরিঃ । প্রসীদেদ্যন্ত তন্ত স্তাদ্ভারকাগমনে
মতিঃ । ৮৪ ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণে বিষ্ণুপার্শ্বদবর্ণিতদ্বারকামাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । ব্রহ্মব্রহ্মহেশানৌ যজ্ঞঃ
বিষ্ণুপার্শ্বদৈঃ । দ্বারকাস্তম্ভা মাহাত্ম্যং তদ্বর্ণয়িতুমুচুতুঃ ।
১ । শ্রীব্রহ্মেশানবুচুতুঃ । ভোভোঃ ক্ষেত্রানি তীর্থানি

লাগিল । হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ! শ্রবণ করুন, এই
সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার হইল । প্রয়াগ এবং
কুরুক্ষেত্র তখন দ্বারকার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে
থাকিয়া দিব্য মনোহর খেতচ্ছত্র এবং শুভ চামর-
ব্যঞ্জনযুগল ধারণ করিলেন । অযোধ্যা, মথুরা,
মায়া, বারাণসী ও অন্তান্ত সমস্ত ক্ষেত্র জয়শঙ্কে
দ্বারকার স্তব করিতে লাগিলেন । তীর্থ ও সরিৎ
সকল এবং দেব ও মানবগণ দ্বারকার মুখাশুভ
দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল ।
বিষ্ণুপার্শ্বদগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো ! সর্ব
লৌকিকমণ্ডনা পুণ্যময়ী দ্বারকাকে দেখিয়া এই সকল
তীর্থ ক্ষেত্রাদিই ধস্ত হইল । বেদ, যজ্ঞ, তপ ও
জপ দ্বারা আরাধিত হইয়া ভগবান্ হরি যাহার
প্রতি প্রসন্ন হন, তাহারই দ্বারকাগমনে মতি হইয়া
থাকে । ৭৪—৮৪ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বিষ্ণুপার্শ্বদ-
গণের সেই উক্তি শ্রবণ করিয়া দ্বারকার মাহাত্ম্য
বিস্তৃতরূপে বর্ণনার্থ বলিলেন,—ভো ভো প্রয়াগ

সরংসি সাগরাদয়ঃ । প্রয়াগাদীনী তীর্থানি কণায়া
মুক্তিদায়কাঃ । ২ । তবতাং তীর্থরাজানাং মহারাজ-
স্থিয়ং শুভা । দ্বারকাসেবনীয়া বৈ স্বীয়তাং খেচ্ছয়া
বহিঃ । ৩ । শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । মহেশবচনং শ্রুত্বা
সর্বৈর্বাযুংসবোহভবৎ । প্রদক্ষিণাং ততঃ কুর্বা
দ্বারকাং প্রণিপত্য চ । আবাসং চক্রিরে তত্র
ক্ষেত্রতীর্থানি হর্ষতঃ । ৪ । ভাগীরথী প্রয়াগং চ
যমুনা চ সবস্ততী । সরযুগুপ্তী পুণ্যা গোমতী পূর্ব-
বাহিনী । ৫ । অন্তান্ত সরিতঃ সর্বাঃ সিন্ধুশোণৌ
নদৌ তথা । পঞ্চাশৎকোটিভিত্তীর্থেদিগ্ভাগে
হ্যন্তরে স্থিতাঃ । লম্পটাঃ কৃষ্ণসেবায়াং পশ্যন্তো
দ্বারকাং মুভঃ । ৬ । মন্দাকিনী তথা পুণ্যা নদী
ভাগীরথী চ য়া । মহানদী নর্মদা চ শিপ্রা প্রাচী
সরস্বতী । ৭ । চম্বুভদ্রা তথা সীতা নদোহস্তাঃ
পাপনাশিনীঃ । বর্জস্তে পূর্বদিগ্ভাগে তীর্থেচ
ষষ্টিকোটিভিঃ । ৮ । পয়োকী তপতী পুণ্যা বিদর্ভা
চ পরাশ্রমী । গোদাবরী মহাপুণ্যা ভীমা কৃষ্ণা নদী
তথা । ৯ । কাবেরীপ্রমুখাঃ পুণ্যা অন্তান্তেবাঘ-
নাশিনীঃ । স্বতীর্থসহিতা ভক্ত্যা নবনবতিকোটিভিঃ ।
১০ । স্থিতা দক্ষিণদিগ্ভাগে দ্বারকাসেবনোৎসুকাঃ ।

কাশী প্রভৃতি মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্র তীর্থ সরোবর ও
সাগরাদি ! তোমরা সকলেই তীর্থরাজ ; তোমা-
দের মহারাজপদে এই শুভা দ্বারকা প্রতিষ্ঠিত
হইল । এই দ্বারকার তোমরা সেবা করিবে
এবং ইহার বহির্ভাগে রহিবে । প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—মহেশ্বর বাক্য শুনিয়া তখন সমস্ত তীর্থ-
ক্ষেত্রাদিরই আনন্দ হইল । তাহার দ্বারকার
প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে তথায় সানন্দে বাস করি-
লেন । ভাগীরথী, প্রয়াগ, যমুনা, সরস্বতী, সরযু,
গুপ্তী ও পূর্ববাহিনী পুণ্যা গোমতী এবং অন্তান্ত
সমস্ত সরিৎ ও সিন্ধু শোণাখ্য নদযুগ পঞ্চাশৎ
কোটি তীর্থ সমভিব্যাহারে দ্বারকার উত্তরদিকে
অবস্থিত হইলেন । ইহারা কৃষ্ণসেবায় একান্ত
আসক্ত হইয়া মুহূর্ত্ত দ্বারকা দর্শন করিতে লাগি-
লেন । পুণ্যা মন্দাকিনী, ভাগীরথী, মহানদী, নর্মদা,
শিপ্রা, প্রাচী সরস্বতী, চম্বুভদ্রা, সীতা ও অন্তান্ত
পাপনাশিনী নদী ষষ্টিকোটি তীর্থ সহ পূর্বদিগ্ভাগে
অবস্থান করিলেন । পয়োকী, তপতী, বিদর্ভা,
পরশ্রমী গোদাবরী, ভীমা, কৃষ্ণা নদী এবং
কাবেরী প্রমুখ অন্তান্ত পাপহারিণী পুণ্যা নদী
দ্বারকাসেবায় সমুৎসুক হইয়া নবনবতিকোটিতীর্থ

ক্রীড়ন্তি গোমতীনীয়ে তীরে চ কৃষ্ণসন্নিধৌ । ১১ ।
 সপ্তদীপেযু য়াঃ সন্তি যথাক্তা বৈ সরিষরাঃ । সাগরাশ্চ
 তথা সপ্ত পশ্চিমায়াঃ দিশি স্থিতাঃ । ১২ । ক্রীড়ন্তি
 চক্রতীর্থে বৈ তীর্থেষু শতকোটিভিঃ । পশ্যন্তি চ
 মুখঃ কৃষ্ণং পশ্চিমাভিমুখং সদা । ১৩ । বিদিশাসু চ
 সর্বাশু তীর্থসম্মা ন বিদ্যতে । পুঙ্করাদীনি
 তীর্থানি বিশালা বিরজা গয়া । ১৪ । শতৈককোটিভি-
 ক্তীর্থেগোমতীদধিসঙ্গমে । বর্জন্তে কৃষ্ণসেবায়াং
 সোৎসবানি বিজোক্তমাঃ । ১৫ । বারানসী পুত্র-
 শাক্ত্যমবন্তী পূর্বদিকৃস্থিতা । আগ্নেয়াং দিশি কাঞ্চী
 চ দক্ষিণে মথুরা স্থিতা । ১৬ । নৈঋত্যাঞ্চ তথা
 মায়া অযোধ্যা পশ্চিমে স্থিতা । বায়ব্যাস্তু কুরুক্ষেত্রঃ
 হরিক্ষেত্রঃ তথোত্তরে । ১৭ । শিবক্ষেত্রঞ্চ
 ঐশান্তামৈশ্র্যাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ । আগ্নেয়াঞ্চ ভৃগু-
 ক্ষেত্রং প্রভাসং দক্ষিণাশ্রিতম্ । ১৮ । ত্রীরঙ্গং
 নৈঋতে ভাগে লোহদণ্ডং তু পশ্চিমে । নারসিংহানি
 বায়ব্যে কোকামুখং তথোত্তরে । ১৯ । কামাখ্যা-
 রেণুকাদীনি শাক্তেয়ানি চ সর্বাশুঃ । ক্ষেত্ররাজানি
 সর্বাণি যথাস্থানে বসন্তি হি । ২০ । উত্তরে চৈব
 সৌরাণি গাণপত্যানি কৃৎস্নশঃ । ক্ষেত্রাণ্যুত্তরতঃ
 সন্তি কল্পিণ্যাঃ সরিষৌ বিজাঃ । ২১ । ধেনুকং

নৈমিষারণ্যং দণ্ডকং সৈন্ধবং তথা । দশারণ্যমর্কুদঞ্চ
 নরনারায়ণাশ্রমম্ । ২২ । যথাदिशः वसन्ति न
 द्वारकायाः समस्ततः । मेरूनाद्याः पर्वताः सोम्ये
 द्वारकासेवनोत्सूकाः । २३ । कैलासाद्याश्च
 ऐशान्तामैश्र्यां हिमावदादयः । त्रिशूलानां
 आग्नेयाः सिंहाद्याद्या यमे तथा । २४ । नैऋत्यां
 वाममार्गाद्या महेश्वरावतादयः । अन्ते च पुण्य-
 शैलाश्च सलोकालोकमानसाः । द्वारकां परिभः
 सन्ति पर्युपासन्ति प्रतापम् । २५ । एवं ब्रह्मादयो
 देवा अयमः सनकादयः । क्षेत्रतीर्थदिशिर्भुक्ता
 अन्तेः पुण्यात्मैस्तथा । २६ । अक्षया परया उक्त्या
 कस्तुराणिस्थिते शुभे । आराद्धि द्वारकां ज्यूः
 ब्राम्हणाद्याश्च प्रहर्षिताः । २७ ।
 इति त्रिकान्दे द्वारकायां सर्वतीर्थक्षेत्रादिकृतनिवास-
 वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্ৰিপ্রহ্লাদ উবাচ । এবমদ্ভুতমাহাশ্মাং দ্বার-
 কায়া মুনীশ্বরঃ । সৰ্বেষাং ক্ষেত্রতীর্থানাং মহাপাপ-

করিতে লাগিল । হে দ্বিজগণ ! উত্তরে কল্পিণী
 সরিষানে সমুদয় সৌর ও গাণপত্য ক্ষেত্র
 বিরাজ করিতে লাগিল । ধেনুক, নৈমিষারণ্য,
 দণ্ডক, সৈন্ধব, দশারণ্য, অর্কুদ, ও নরনারা-
 য়াশ্রম, এই স্থান সকল দ্বারকার চতুর্দিকে নির্দিষ্ট
 স্থানে অবস্থিত হইল । এতদ্ব্যতীত উত্তরে মেরু আদি
 পর্বত, ঐশানে কৈলাসাদি, পূর্বে হিমালয়াদি, অগ্নি-
 কোনে ত্রিকৈলাশাদি দক্ষিণে সিংহাদি, নৈঋতে বাম-
 মার্গাদি, মহেশ্বর স্বৰ্গভাদি এবং অপর লোকালোক
 মানসাদি পুণ্যশৈল সকল চতুর্দিকে থাকিয়া প্রতাপ
 তাহার উপাসনা করিতে লাগিল । এইরূপে ব্রহ্মাদি
 দেবতা, সনকাদি ঋষি ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণ
 ক্ষেত্র তীর্থাদি ও অন্তান্ত পুণ্য স্থানের সহিত গুরু
 কস্তুরাণিগমনকালে পরম ভক্তিপ্রসূত সহকারে
 হৃষ্টান্তঃকরণে দ্বারকা দর্শনে আগমন করিয়া-
 ছিলেন । ১—২৭ ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ ! দ্বারকার
 এই অদ্ভুত মাহাশ্মা কীৰ্ত্তন করিলাম । এই

সহ দ্বারকার দক্ষিণদিকে অবস্থানপূর্বক গোমতীর
 নীয়ে তীরে কৃষ্ণসমীপে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।
 সপ্তদীপের প্রধান প্রধান সরিৎ ও সপ্ত সাগর
 পশ্চিম দিকে থাকিয়া শত কোটি তীর্থ সহ চক্রতীপে
 ক্রীড়া করিতে লাগিল আর পশ্চিমাভিমুখে
 ত্রিকৃষ্ণকে সর্বদা দর্শন করিতে লাগিল । দ্বারকার
 বিধিক্সমূহে যে সকল তীর্থ অবস্থিত হইল,
 তাহার আর সংখ্যা হয় না । হে দ্বিজসন্তমগণ !
 পুঙ্করাদি তীর্থ সকল, বিশালা, বিরজা, ও গয়া,
 ইহার অস্ত শতৈককোটি তীর্থের সহিত কৃষ্ণসেবার
 জন্ত গোমতীসাগরসঙ্গমে সোৎসাহে অবস্থান করিল।
 ঐশান দিকে বারানসী পুরী, পূর্বদিকে অবন্তী,
 অগ্নিকোণে কাঞ্চী, দক্ষিণে মথুরা, নৈঋতে মায়া,
 পশ্চিমে অযোধ্যা, বায়ুকোণে কুরুক্ষেত্র এবং উত্তরে
 হরিক্ষেত্র অবস্থিত হইল । এতস্তিন্ন ঐশানকোণে
 শিবক্ষেত্র, পূর্বদিকে পুরুষোত্তম, অগ্নিকোণে ভৃগু-
 ক্ষেত্র দক্ষিণে প্রভাস, নৈঋতে ত্রীরঙ্গ, পশ্চিমে
 লোহদণ্ড, বায়ব্যে নারসিংহ, এবং উত্তরে কোকা-
 মুখ ; এতস্তিন্ন কামাখ্যা রেণুকাদি বহু শাক্ত-
 তীর্থ ও ক্ষেত্রাদি তথায় যথাযথ স্থানে বাস

বিদায়কম্ ॥ ১ ॥ বর্ণনামাঙ্গমাণক পতিতানাং বিশেষতঃ । মহাপাপহরং প্রোক্তং মহাপুণ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ২ ॥ অত্যাগ্রপাপরাশীনাং দাহস্থানং যথা স্মৃতম্ । দ্বারকাগমনং বিপ্রা কিং পুনর্দ্বারকাহিতিঃ ॥ ৩ ॥ বিশেষেণ তু বিশেষ্যঃ কস্তারানিহিতে শুরৌ । ব্রহ্মাদয়োহপি দৃষ্টান্তে যত্র তীর্থেষু সংযুতাঃ ॥ ৪ ॥ প্রতিবর্ষং প্রকুর্কন্তি দ্বারকাগমনং নরাঃ । তেষাং গাদরজঃ স্পৃষ্ট্বা দিবং যান্তি চ পাপিনঃ ॥ ৫ ॥ গোমতীনীরপুতানাং কৃষ্ণবস্ত্রাবলোকিনাম্ । দর্শনাৎ পাতকং তেষাং যাতি জন্মশতজ্জিতম্ ॥ ৬ ॥ ইতিহাসেন পূর্বোক্তং শ্রুতং যুনিপুঙ্গবাঃ । দিলীপবসিষ্ঠসংবাদে পরমার্চ্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৭ ॥ কাষ্ঠাং তু বজ্রলেপো হি ক্ষেত্র একত্র নশ্তি । যাতুর্দর্শনতঃ ক্ৰুদ্ভা দিলীপো বাক্যমববীৎ ॥ ৮ ॥ দিলীপ উবাচ । বজ্রলেপে চ কাষ্ঠাং তু ধোন্মৌ যত্র বিনশ্তি । কৃৎনশোহং মহাপুণ্যং প্রাপ্যং যত্র তদন্তি কিম্ ॥ ৯ ॥ ন প্রয়োহস্তি পাপানি যস্মিন্ ক্ষেত্রে বিজ্ঞোত্তম । তৎ ক্ষেত্রং কথ্যতাং পুণ্যং যত্র পাপং প্রণশ্তি ॥ ১০ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । আসীৎ কাষ্ঠাং পুরা কচ্চিদ্ভিদগৌ

মোক্ষধর্মবিৎ । জপন দশাধমেধে তু গায়ত্রীং চ সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥ তত্র কাচিৎ সমাগতা যুবতী গজগামিনী । তীরে সংস্থাপ্য বানার্হসি গজারাঃ ভ্রমশান্তয়ে । প্রবিষ্টা চ জলে নরা জলকীড়াং চকার হ ॥ ১২ ॥ নরাঃ তাং কীড়তীং বীক্য যতির্দমনপূরিতঃ । দৈবাহিত্যশিতো মার্গাৎ সহসা চ বিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ মনসা কামরামায়াস সাপি তং তরুণং যতিম্ । তদ্যোচ সজ্জিতস্তত্র সজাতা পাপকর্ষণোঃ ॥ ১৪ ॥ তয়া বিমোহিতঃ সদ্যস্তামেবাহুসসার সঃ । তৎক্ৰীড়্যে চার্জয়ামাস ধনমন্তায়তস্তদা ॥ ১৫ ॥ বারাপস্তাং হি ন ত্যক্ত-শতালস্ত প্রতিগ্রহঃ । স্নানহীনঃ সদা পাপী রাজৌ চৌর্যেণ বর্ততে ॥ ১৬ ॥ কশ্মিংশ্চিৎ সময়ে পাপী মাংসাধী তু বনং গতঃ । দদর্শ প্রমদাং তত্র মাতঙ্গীং মদিরেক্ষণাম্ ॥ ১৭ ॥ তস্তাঃ প্রথমতাক্ষণ্যং দৃষ্ট্বা গর্বেণ পাপুনা । বনেহং নির্জনে তত্র মাতঙ্গী-সঙ্গমেয়িবান্ ॥ ১৮ ॥ তয়া সহানুপানাদি কৃতবান্ পাপমোহিতঃ । অশ্রুতি সুরয়া পকং গোমাংসং

দ্বারকামাহাঙ্গম্য সমুদয় ক্ষেত্রে, তীর্থ, বর্ণ, আশ্রম, বিশেষত পতিতদিগের মহাপাপবিদায়ক, মহাপাপ হর ও মহাপুণ্যবিবর্দ্ধন । হে বিপ্রগণ ! দ্বারকাগমন যখন অত্যাগ্র পাপরাশির দাহকর, তখন দ্বারকাবাসের কথা আর কি বলিব ? বিশেষতঃ শুকর কস্তারানিগমন কালে ব্রহ্মাদি দেবগণও তীর্থসমূহের সহিত দ্বারকায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন । যাহারা প্রতিবর্ষ দ্বারকাগমন করে, তাহাদের পদরজঃ স্পর্শ করিয়া পাপিগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । গোমতীনীরপুত ও কৃষ্ণবস্ত্রাবলোকদিগের দর্শনমাত্রে পাতকিগণের জন্মশতজ্জিত পাতক বিনষ্ট হয় । হে ঋষিপুঙ্গবগণ ! এই দ্বারকামাহাঙ্গম্য বিষয়ে পূর্বে দিলীপবসিষ্ঠ-সংবাদে ইতিহাসে যে পরমার্চ্যজনক প্রবন্ধ স্তম্ভ আছে, অধুনা আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । একদা রাজর্ষি দিলীপ কোন এক তীর্থযাত্রীর মুখে শ্রবণ করেন যে, কাশীতে যে বজ্রলেপ (পুণ্যক্ষেত্রে ক্রিয়মাণ পাপ) তাহা একটী ক্ষেত্রে বিনষ্ট হয় । এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—কাশীজাত ঘোর বজ্রলেপ যে মহাপুণ্য তীর্থে বিনষ্ট হয়, সেই অবশ্য গন্তব্য তীর্থ কোথায় এবং তাহার নাম কি ? যেখানে পাপ-প্রয়োহ নাই ও পাপ নাশ পায় সেই পুণ্য-

ক্ষেত্র কোথায় তাহা বলুন ? বসিষ্ঠ বলিলেন,—পূর্বে কাশীতে এক দ্বিদগৌ মোক্ষধর্মবিৎ ছিলেন । এক সময় তিনি দশাধমেধ ঘাটে গায়ত্রীজপে সমাহিত থাকেন । ঐ সময় এক গজগামিনী যুবতী স্নানার্থ তথায় আগমন করেন । ঘাটে উপস্থিত হইয়া তিনি তীরে বস্ত্র রাখিয়া দিয়া ভ্রমাপনোদনের জন্য গজায় অবতারণপূর্বক নগ্নাবস্থাতেই জলকীড়া করিতে থাকেন । যতি তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া মদনপূরিত হন এবং দেবাৎ মুগ্ধ হইয়া তিনি মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন । তিনি মনে মনে যুবতীকে কামনা করেন, যুবতীও তাঁহাকে তরুণ দেখিয়া অভিলাষ জানান । স্মৃতরাঃ সেখানে তাঁহাদের উভয়ের পাপ কর্মের সজ্জতি হয় । অতঃপর যতি ঐ কামিনীর অনুসরণ করিলেন ; করিয়া তাহার ক্রীতি উৎপাদনের জন্য অন্তায়রূপে ধনোপার্জন করিতে লাগিলেন । এমন কি, তিনি বারাপসীতে থাকিয়াও চতালের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । ক্রমে তিনি স্নান-সম্ব্যা-বিহীন হইয়া রাজিতে চুরি করিতে আরম্ভ করিলেন । ১—১৬ । একদা এই পাতকী মাংসাধী হইয়া বন গমন করিল । বনে গিয়াও সে এক মাতঙ্গী মদিরেক্ষণাকে দেখিতে পাইল । মাতঙ্গীর রূপ-গর্বেস সহিত প্রথম তাক্ষণ্য অবলোকন করিয়া

পাপলম্পটঃ । ১১ । তদগৃহে নিধনং প্রাপ্তঃ
পাপাত্মা সৰ্বভক্ষকঃ । বারানসীপ্রভাবেণ 'ন
প্রাপ্তো নরকং তদা ॥ ২০ ॥ কিং তু তত্র কৃতং
পাপং বজ্রলেপঃ সূদাক্ষণম্ । শূদ্রীসম্পর্কপাপেন
জাতোহসৌ কুর্যোনিস্থ ॥ ২১ ॥ বৃকো ব্যাঘ্রোরগঃ
খানঃ শৃগালঃ শূকরোহভবৎ । ছুরস্তাং যাতনাং
প্রাপ্তঃ শমনেশঃ ন বিদতি ॥ ২২ ॥ এবং জন্ম-
সহস্রৈশ্চ ন তন্ত পাপকৰ্ম্মণঃ । মাতঙ্গ্যাঃ সঙ্গজং
পাপং ব্যনস্তত যুগাযুতে: ॥ ২৩ ॥ ততোহসৌ
সপ্তমে জাতঃ শশকশ্চৈব জন্মনি । ততোহসৌ
রাক্ষসো জাতঃ পাপাত্মা সৰ্বভক্ষকঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাণিনো ভক্ষয়ন সৰ্বান সস্ত্রাপ্তো বিদ্যাপর্যতে ।
অস্মাদনন্তরং ভাব্যঃ ককলাসহমভূতম্ ॥ ২৫ ॥
শূদ্রীসঙ্গপাপেন ভাব্যঃ চ কুমিষোনিনা ।
মাতঙ্গীসঙ্গমে প্রোক্তং কলং হতিভূতপিতম্ ॥ ২৬ ॥
যুগাযুতসহস্রৈশ্চ ভোক্তায়াং সূদাক্ষণম্ ।
অত্যাশ্চর্য্যমভূতত্র দিলীপ ঋয়তাঃ মহৎ ॥ ২৭ ॥
আলোকিতং চ বিদ্যাজ্রো সৰ্বেষাং বিশ্বাস্পদম্ ।
দ্বারাবতী কশ্চিৎ কৃষ্ণবস্ত্রং সূশোভনম্ ॥ ২৮ ॥

সে নির্জনে তাহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইল; পাপমোহিত
হইয়া তাহার সহিত অন্ন-পানাদি ব্যবহার করিতে
লাগিল। এমন কি, এই পাপ-লম্পট সূরা-পক
গোমাংসও মাতঙ্গীর সহিত ভোজন করিল।
অনন্তর এই সৰ্বভক্ষক পাপাত্মা নিধন প্রাপ্ত হইল।
কিন্তু বারানসীপ্রভাবে নরকে গমন করিল না
বটে; কিন্তু বারানসী কৃত পাপ সূদাক্ষণ বজ্রলেপ
হইল। শূদ্রীসম্পর্কপাপে এই পাপ, বৃক, ব্যাঘ্র,
উরগ, সারমেয়, শৃগাল, শূকর, প্রভৃতি কুর্যোনিতে
জন্মিয়া দাক্ষণ যাতনা ভোগ করিতে লাগিল;
কিন্তুতেই শাস্তি লাভ করিতে পারিল না।
বস্ত্তঃ সহস্র জন্মেও তাহার মাতঙ্গীসঙ্গ জনিত পাপ
বিনষ্ট হইবার নহে। সে সপ্তম জন্মে শশক হইয়া
জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর সৰ্বভক্ষী পাপাত্মা
রাক্ষস হইল। সেই অবস্থায় প্রাণিগণকে ভক্ষণ
করিতে করিতে ক্রমে সে বিদ্যা পর্যতে আসিল।
এই জন্মের পর তাহাকে ককলাসদ্ব প্রাপ্ত হইতে
হইবে। শূদ্রীসঙ্গপাপে কুমিষোনিপ্রাপ্তি ঘটিবে।
মাতঙ্গী-সঙ্গের কল অতীব ভূতপিত। উহা
অবুতযুগসহস্র ভোগ করিতে হয়। হে দিলীপ!
তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল, এবং
কর। বিদ্যাচলে সকলের বিশ্বাসবৎ ঘটনা দেখা

গোমতীনীরপুত্র বিদ্যাং প্রাপ্তঃ স পার্থকঃ ।
মাত্ৰাঃ কৃষ্ণপ্রসাদস্ত স্বদে কৃত্বা প্রহর্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥
প্রয়াস্তন স্বগৃহং তত্র দদর্শ পথি রাক্ষসম্ । ক্রতং
চ কুরকৰ্ম্মাণং দৃষ্ট্বা ভক্তিভাগতম্ ॥ ৩০ ॥ তন্ত
দর্শনমাজ্ঞেয় বজ্রলেপঃ সূদাক্ষণঃ । বারানসী-
সমুদ্ভূতো ভাস্মসাদভবৎ কণাৎ ॥ ৩১ ॥ জন্মকোটি-
শতেনাপি যো ন শক্যো ব্যাপোহিতুম্ । তৎপাপ-
পর্যতানুভূতঃ কৃষ্ণপার্শ্বিকদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥ দক্ষৈব
কুরভাবে তু ঘনমুক্তো যথা শলী । রেজে পুণ্য-
প্রকাশেন কৃষ্ণপার্শ্বিকদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোহভি-
মুখমভ্যেত্য দ্বারকাপথিকং যুদা । ননাম অক্ষয়া
ভূমৌ তদর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥ নত্বাধ বিস্মিতঃ
প্রাহ অহোহদ্য তব দর্শনাৎ । গতো ঘোরতমো
ভাবঃ প্রাপ্তা সংসিদ্ধকৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ কস্মাস্মমাগতো
ভদ্র প্রভাবঃ কীদৃশস্তব । বজ্রলেপস্ত কাশ্যাং বৈ
দক্ষন্তে দর্শনাদহু ॥ ৩৬ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । ইত্যেবং
রাক্ষসেনোক্তঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণস্ত পার্থকঃ । বিশ্বয়ং
পরমাপন্নং প্রাহ তং হর্বমানসঃ ॥ ৩৭ ॥ পার্থক উবাচ ।

গিয়াছিল। জনৈক পাহ দ্বারাবতী ও কৃষ্ণবদন
দেখিয়া গোমতীজলে পুত হইয়া একদা বিদ্যাচলে
উপস্থিত হইল। তাহার স্বদে কৃষ্ণপ্রসাদের
মাত্রা; সে সহস্রে স্বগৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে
বিদ্যাচলের পথে সেই রাক্ষসকে দেখিতে পাইল।
কুরকৰ্ম্মা রাক্ষস দেখিবামাত্র সত্বর সেই পাহকে
ভক্ষণ করিতে আসিল। দ্বারকা-প্রত্যাগত পথি-
কের দর্শনমাজ্ঞেই রাক্ষসের বারানসীসমুদ্ভূত
সূদাক্ষণ বজ্রলেপ ভাস্মসাৎ হইয়া গেল। শত-
কোটি জন্মেও যাহা বিধ্বস্ত করা যায় না, রাক্ষস
সেই পাপ-পর্যত হইতে কৃষ্ণপার্শ্বদর্শনে মুক্ত হইল।
তাহার কুরভাব দক্ষ হইয়া গেল। কৃষ্ণপার্শ্বিক
দর্শনজনিত পুণ্যপ্রকাশে সে ঘনমুক্ত শলীর তায়
বরাজ করিতে লাগিল। ১৭—৩৩। অনন্তর দ্বারকা-
পথিকের সম্মুখে আসিয়া এই রাক্ষস অক্সাসহকারে
প্রণাম করিল এবং প্রণামান্তে সবিস্ময়ে বলিল,—
অহো! অদ্য তোমার দর্শনে আমার দাক্ষণ ভাব
গিয়াছে; আমি উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি।
মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?
আপনার প্রভাব কীদৃশ? কালীতে যে বজ্রলেপ
হইয়াছিল তাহা আপনার দর্শনমাজ্ঞেই নষ্ট হইল।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপার্শ্বিক রাক্ষসের এই সকল
উক্তি শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে সহস্রে বলিল,—হে

ঈমদ্বারবতীঃ দৃষ্টা হৃগতোহম্যত্র রাক্ষস । বজ্র-
লেপহরোহম্যাকং প্রভাবঃ কৃষ্ণদর্শনাৎ ॥ ৩৮ ॥
গোমত্যাং যঃ সক্রুৎ স্নাত্বা পশ্যেৎ কৃষ্ণমুখাশুজম্ ।
সর্বাঙ্গদ্বরতে পাপাদপি ত্রৈলোক্যদাহকাৎ ॥ ৩৯ ॥
বসিষ্ঠ উবাচ । ইত্যুক্তো রাক্ষসো হৃষ্টঃ শুদ্ধাত্মা
ভক্তিসংযুতঃ । নত্যা প্রদক্ষিণং কৃৎবা সম্প্রাপ্তো
দ্বারকাং তদা ॥ ৪০ ॥ গোমত্যাং স তুভুং ত্যক্ত্বা
প্রাপ্তোহসৌ বৈকবং পদম্ । সুর্যমানঃ সুরেশানৈ-
র্গন্ধর্কৈঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥ ৪১ ॥ ইখং মহাপ্রভাবো
হি দ্বারকায়াঃ প্রকীর্তিতঃ । ন প্ররোহন্তি পাপানি
যন্তাঃ পার্শ্বিকদর্শনাৎ । দ্বারকায়াঃ তু কিং বাচ্যং
ন প্ররোহন্তি পাতকম্ ॥ ৪২ ॥ ইত্যেতৎকথিতং
রাজন্ যৎ পৃষ্ঠোহহং ত্রয়ানম্ । সর্বক্ষেত্রোত্তমং
ক্ষেত্রং বজ্রলেপবিনাশনম্ ॥ ৪৩ ॥ ঈপ্রহ্লাদ উবাচ ।
বসিষ্ঠেনোদিতং ক্ষত্বা দিলীপো হৃষ্টমানসঃ । দ্বারকাং
ক্ষেত্ররাজং তং জ্ঞাত্বা চ বিশ্বময়ং যথো ॥ ৪৪ ॥ যমো
দ্বারবতীঃ হৃষ্টো দেবদেবস্ত সাদরম্ । কৃষ্ণং
পর্যং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্তো দেব মন্দিরে ॥ ৪৫ ॥

ইতি ঈশ্বান্দে দিলীপকৃতদ্বারকায়াত্মাবর্ণনং
নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

রাক্ষস ! আমি ঈমতী দ্বারাবতী দেখিয়া আগমন
করিতেছি । কৃষ্ণ দর্শনে আমাদের বজ্রলেপহর
প্রভাব হইয়াছে । গোমতীতে স্নান করিয়া যে
ব্যক্তি কৃষ্ণমুখাশুজ দর্শন করে, ত্রৈলোক্যদাহ
পাপ হইতেও সে সর্বজনোদ্ধারে সক্ষম হয় ।
বসিষ্ঠ কহিলেন,—কৃষ্ণপার্শ্বিক এই কথা কহিলে
রাক্ষস হৃষ্ট শুদ্ধচিত্ত ও ভক্তিমুক্ত হইয়া কৃষ্ণপার্শ্ব-
কের নমস্কার ও প্রদক্ষিণান্তে তৎকালে দ্বারকায়
আগমন করিল । পরে দ্বারকাস্থ গোমতীতে
প্রাণপরিত্যাগপূর্বক সে বৈকব পদ প্রাপ্ত হইল ।
সুরেশগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ পুরস্কার তাঁহার
কৃত্য করিতে লাগিলেন । দ্বারকার এই প্রকারই
মহাপ্রভাব । যাহা হইতে প্রত্যাগত পথিকের
দর্শনেও পাপপ্ররোহ জন্মে না, সেই দ্বারকায় যে
পাপপ্ররোহ একান্তই অসম্ভব, এ কথা বলাই
বাহুল্য । হে রাজন্ ! আপনি যাহা জিজ্ঞাসিয়া-
ছিলেন, এই আমি সেই বজ্রলেপ নাশন সর্ব-
ক্ষেত্রোত্তম ক্ষেত্রবার্তা কহিলাম । প্রহ্লাদ কহি-
লেন,—বসিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া দিলীপ প্রহৃষ্ট
হইলেন এবং দ্বারকাকেই ক্ষেত্ররাজ বলিয়া

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং সমস্তা-
দশযোজনম্ । দিবিষ্ঠা যত্র পশুন্তি সর্বানুব চতু-
র্ভুজান্ ॥ ১ ॥ অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং দৃষ্টা নিত্যং
চতুর্ভুজান্ । দ্বারকাবাসিনঃ সর্বারমমুন্তি দিবৌকসঃ ॥
২ ॥ অহো ক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং সর্বশাস্ত্রেষু বিজ্ঞতম্ ।
অহোক্ষেত্রস্ত মাহাত্ম্যং শৃণ্বন্ত ঋষিষৌহমলাঃ ॥ ৩ ॥
মুক্তিঃ নেচ্ছন্তি যত্রস্থাঃ কৃষ্ণসেবোৎসুকাঃ সদা ।
যত্রত্যাশ্চৈব পাষণা যত্র কাপি বিমুক্তিদাঃ ॥ ৪ ॥
অপি কীটপতঙ্গাদ্যাঃ পশুবোহথ সরীসৃগাঃ ।
বিমুক্তাঃ পাপিনঃ সর্বে দ্বারকায়াঃ প্রসাদতঃ । কিং
পুনশ্চানবা নিত্যং দ্বারকায়াঃ বসন্তি যে ॥ ৫ ॥ যা
গতিঃ সর্বজন্তুনাং দ্বারকাপূরবাসিনাম্ । সা গতি-
দুর্লভা নুনং মুনীনামুর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৬ ॥ সর্বেষু
ক্ষেত্রতীর্থেষু বসতাং বর্ষকোটিভিঃ । তৎকলং
নিমিষাঙ্কেন দ্বারকায়াং দিনে দিনে ॥ ৭ ॥ দ্বারকায়াং

জানিয়া সবিস্ময়ে সহর্ষে সেই দ্বারাবতীতেই গমন
করিলেন । সেখানে গিয়া হরিমন্দিরে হরিদর্শনে
তিনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪—৪৫ ॥

২শ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৪ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—অহো ! চতুর্দিকে দশ-
যোজন বিস্তৃত এই ক্ষেত্রের কি মাহাত্ম্য, স্বর্গবাসীরা
এই ক্ষেত্রস্থ সকলকেই চতুর্ভুজ অবলোকন করেন ।
অহো ক্ষেত্রমাহাত্ম্য ! সুরলোকনিব দেবগণ দ্বারকা-
বাসিগণকে চতুর্ভুজ অবলোকন করিয়া নিত্য প্রশংসা
করেন । অহো ! দ্বারকাক্ষেত্রমাহাত্ম্য সর্বশাস্ত্র-
বিজ্ঞত ! অহো ! অমল ঋষিকুল ! দ্বারকাক্ষেত্র !
মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ;—সতত কৃষ্ণসেবায় সমুৎসুক
দ্বারকাবাসীরা মুক্তি কামনা করে না । এই ক্ষেত্রের
পাষণনিচয় যে স্থানেই থাকুক না কেন, সর্বত্রই
মুক্তিদান করে । অস্ত্রের কথা কি কহিব ? তত্রত্য
কীট, পতঙ্গ, পশু, সরীসৃপ এবং সর্ববিধ পাপীও
দ্বারকাপ্রসাদে বিমুক্ত হয় । নিত্য দ্বারকাবাসী
মানবগণের ত' কথাই নাই । দ্বারকাপূরবাসী
জীবসাধারণের যেরূপ গতি হয়, উর্দ্ধরেতা মুনিগণে-
রও সে গতি দুর্লভ, ইহা নিশ্চিত । কোটিবর্ষ
অধিক ক্ষেত্র ও তীর্থ বাসে যে কল হয়, নিমিষাঙ্কে

স্থিতাঃ সর্বে নরা নার্যাস্ততুর্ভুজাঃ । দ্বারকাবাসিনঃ
সর্বান যঃ পঠেৎ কলুষাপহান্ । সত্যং সত্যং দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠাঃ কৃষ্ণভক্তিপ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৮ ॥ দ্বারকাবাসিনো
যে বৈ নিন্দন্তি পুরুষাধমাঃ । কৃষ্ণেন্নেহবিহীনাস্তে
পতিস্তি দুঃখসাগরে ॥ ৯ ॥ জয়ন্তেন তুং জ্ঞাতাঃ
শূলাগ্রৈর্যোপিতাস্চিরম্ । কৰ্ণিতান্তাভিতাস্তে বৈ
মুচ্ছিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥ ১০ ॥ জাহি জাহি জয়ন্ত স্বং
বদন্তো হি ভয়াতুরাঃ । অরস্তঃ পূৰ্বপাপং তে
জয়ন্তেন প্রভাভিতাঃ ॥ ১১ ॥ জয়ন্ত উবাচ । কিং কৃতং
মন্দভাগ্যৈকো যৎপাপঞ্চ সূদারুণম্ । সৰ্বং পুণ্য-
কলং লভ্যে দ্বারকাবাসমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥ দ্বারকাবাসিনাং
নিন্দা মহাপাপাধিকা এবম্ । ন নিবর্তেত তৎপাপং
সা জ্ঞেয়া পরমেশ্বরী ॥ ১৩ ॥ অতঃ কৃষ্ণাজ্ঞয়া
সর্বান পাপিনো দণ্ডায়াম্যহম্ । বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দায়াঃ
কলং ভুঙ্ক্যে সূদারুণম্ ॥ ১৪ ॥ ততস্ত্ব দ্বারকায়াঞ্চ
পুণ্যং জয় ভবিষ্যতি । কৃষ্ণং প্রতোষা সংস্কি-
র্তবিষ্যতি সূক্ষ্মভা ॥ ১৫ ॥ তস্মাস্তদুজ্যতাং পাপং

জাতং বৈষ্ণবনিন্দনাৎ ॥ তজ্জাতানাং প্রভুর্নৈব যম
ঈষ্টে মহেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । তস্মা-
দ্বারবতীং গয়াং সংসেব্যো দেবনায়কঃ ॥ ১৭ ॥
গোমতীতীরমাশ্রিত্য দ্বারকায়াং প্রবচ্ছতি । যত্ন-
কিকিচ্ছনং বিপ্রাঃ অরতাঃ তৎকলোদয়ম্ ॥ ১৮ ॥
হেমভারসহশ্চৈব রবিবারে রবিগ্রহে । কুরুক্ষেত্রে
যদাপ্নোতি গজাশ্বরথদানতঃ ॥ ১৯ ॥ সহস্রতপিত্বং
তস্মাৎ সত্যং সত্যং ময়োদিতম্ । হেমমাহার্কমানেন
দ্বারকাদানযোগতঃ ॥ ২০ ॥ পত্রাণাং চৈব পুষ্পাণাং
নৈবেদ্যাসিকৃৎসম্ভায়া । কৃষ্ণদেবস্ত পূজায়ামনস্তং
ভবতি দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥ অন্নদানং তু যঃ কুর্যাদ্বার-
কায়াং তু তৎকলম্ । নৈব শক্লোম্যহং বকুং ব্রহ্মা
শেষমহেশ্বরী ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈজ্ঞঃ
শূদ্রো বাপাথ বাস্ত্যজঃ । নারী বা দ্বারকায়াং বৈ
ভক্ত্যা বাসং কয়োতি বৈ ॥ ২৩ ॥ কুলকোটিং
সমুদ্ভূত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । সত্যং সত্যং দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠা নানুতং মম ভাবিতম্ ॥ ২৪ ॥ দ্বারকাবাসিনঃ দৃষ্ট্বা
দৃষ্ট্বা চৈব বিশেষতঃ । মহাপাপবিনিষ্টুকাঃ স্বর্গলোকে

দ্বারকাবাসে : প্রতিদিন সেই পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে ।
দ্বারকাবাসী নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ, যে মানব
সেই পাপাপহ দ্বারকার নরনারী সন্দর্শন করে,
হে দ্বিজসন্তমগণ! আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া
কহিতেছি, তাহার কৃষ্ণের অতীব প্রিয় হইয়া
থাকে । যে সকল পামর পুরুষ দ্বারকাবাসীর নিন্দা
করে, তাহার কৃষ্ণেন্নেহবিহীন হইয়া দুঃখসাগরে
পতিত হয় । ক্ষেত্রপাল জয়ন্ত তাহাদিগকে ত্রাসিত
ও শূলাগ্রৈর্যোপিত করেন, তাহার জয়ন্ত কর্তৃক
কৰ্ণিত ও ভাঙিত হইয়া মুচ্ছিত হয়; মোহাপগমে
পুনরায় উৎখত হইয়া বলে—জয়ন্ত! আমাদিগকে
রক্ষা কর, রক্ষা কর । জয়ন্ত-পীড়িত সেই সকল
পাপী পূৰ্বকৃত পাপ অরণ করিয়া অত্যন্ত ভয়াতুর
হয় । তখন জয়ন্ত বলেন,—তুর্ভাগ্যগণ! অধিল
পুণ্যের কলঙ্করূপ অল্পতম দ্বারকাবাস লাভ করিয়া
দ্বারকাবাসীর নিন্দা করত কেন তোমরা সূদারুণ
পাপার্জন করিয়াছ! দ্বারকাবাসীর নিন্দায় মহাপাপ
হইতেও অধিক পাপ হয়, ইহা নিশ্চিত; আর সে
পাপের নিবৃতি নাই । অতএব আমি কৃষ্ণাজ্ঞায়
দণ্ড দিয়া থাকি । দ্বারকাবাসীর নিন্দা পাপীদিগের
শেষকরও হয়, কেননা নিম্নক পাপিগণ বৈষ্ণবনিন্দার
সূদারুণ কল ভোগ করিয়া পরে দ্বারকায়ে পুণ্যজয়
লাভ করে এবং বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিয়া পরে

সুহৃৎ-সিন্ধি লাভ করিয়া থাকে । অতএব
বৈষ্ণবনিন্দায় তোমাদের যে পাপ হইয়াছে, সম্ভ্রতি
তাহা ভোগ কর । দ্বারকায় যমেরও প্রভু
নাই, মহেশ্বরও এখানে পূজা পান না ॥ ১—১৬ ॥
প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে দ্বিজগণ! অতএব দ্বারকায়
গমন করিয়া দেবনায়ক দ্বারকেশ্বরের সম্যক সেবা
করুন । গোমতীর তীরে বসিয়া দ্বারকায় যে কিছু
ধনদান করা যায়, আপনারা তাহার কল ভবণ
করুন । রবিবারযুক্ত সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে সহস্র
ভার সুবর্ণ, গজ, অশ্ব ও রথদানে যে পুণ্য-
প্রাপ্তি হয়, আমি সত্যসত্যই বলিতেছি,—দ্বারকায়
মাহার্ক সুবর্ণদানে তাহার সহস্রগুণিত পুণ্যলাভ হইয়া
থাকে । হে দ্বিজগণ! পত্র, পুষ্প ও গ্রাসমাজ
নৈবেদ্যদানে দ্বারকেশ কৃষ্ণের পূজায় অনন্ত কল
হয় । দ্বারকায় অন্নদান করিলে যে কল হয়, আমি
তাহা বলিতে সমর্থ নহি । আমি কেন ব্রহ্মা, শেষ
ও মহেশ্বরও বলিতে পারেন না । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
বৈজ্ঞ, শূদ্র এমন কি অস্ত্যজ কিংবা নারীও দ্বারকায়
ভক্তিভরে বাস করিয়া কোটিকুল উদ্ধার করত
বিষ্ণুলোকে পূজিত হয় । হে দ্বিজসন্তমগণ! আমি
ইহা সত্যসত্য বলিলাম, আমার বাক্য মিথ্যা নহে ।
দ্বারকাদর্শন বিশেষতঃ স্পর্শ করিয়া মানবগণ মহা-
পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে বাস করে । দ্বারকা

বসন্তি তে ॥ ২৫ ॥ পাংশবো দ্বারকায়া বৈ বায়ুনা
সমুদীরিতাঃ । পাপিনাং মুক্তিদাঃ প্রোক্তাঃ কিং
পুনর্দ্বারকাভূবি ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ উবাচ । শ্রুত্যাং
বিজশাদীলা মহামোহবিনাশনম্ । দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং
গোমতীকৃষ্ণসঙ্গিধৌ ॥ ২৭ ॥ কুশাবর্তাৎ সমারভ্য
যাবতৈ সাগরাবধি । যন্তাং তিধৌ সমায়াতি সিংহে
দেবপুরোহিতঃ ॥ ২৮ ॥ তন্তাং হি গোমতীস্নানং
দ্বিবড়ুগোদাবরীকলম্ । অবগাহিতা প্রযত্নেন
সিংহাস্তে গোতমৌ সক্রৎ ॥ ২৯ ॥ গোদাবর্যাং ভবেৎ
পুণ্যং বসন্তো বর্ষসম্বায়া । তৎফলং সমবাপ্নোতি
গোমতীসেননাদ্বিতাঃ ॥ ৩০ ॥ গোমত্যাং শ্রদ্ধয়া
স্নানং পূর্বে সিংহস্থিতে শুভ্রৌ । সহস্রগুণিতং তৎ
শ্রাদ্ধব্রত্যাং দিনেদিনে ॥ ৩১ ॥ গচ্ছগচ্ছ মহাভাগ
দ্বারকামিতি যো বদেৎ । তস্তাবলোকনাদেব
বুঢ়াতে সর্ষপাত্তকৈঃ ॥ ৩২ ॥ দ্বারকেতি চ যো
ক্রাদ্ধয়ারকান্তিমুখো নরঃ । কুপয়া কৃষ্ণদেবস্ত মুক্তিঃ
ভাগী ভবেদ্রবম্ ॥ ৩৩ ॥ দ্বারকাং গোমতীং পুণ্যাং
কল্পিণীং কৃষ্ণমেব চ । স্মরন্তি যেষ্বহং তত্র
দ্বারকাকলভাগিনঃ ॥ ৩৪ ॥ সহস্রযোজনস্থানাং যেষাং

শ্রাদ্ধিতি মানসম্ । দ্বারবত্যাং গমিষ্যামৌ ত্রক্যামৌ
দ্বারকেশ্বরম্ । সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যন্তে বস্তান্তৌ
লোকপাবনাঃ ॥ ৩৫ ॥ কিং বাচ্যং দ্বারকাযাত্রাং যে শ্রু-
ক্ৰান্তি মানবাঃ । কিং পুনর্দ্বারকানাথং কৃষ্ণং পশুন্তি যে
নরাঃ ॥ ৩৬ ॥ মিত্রকৃষ্ণব্রহ্মা গোরঃ পরদারাপ-
হারকঃ । মাতৃহা পিতৃহা চৈব ব্রহ্মদাপহরস্তথা ॥
৩৭ ॥ এতে চান্তে চ পাপিষ্ঠা মহাপাপযুতাশ্চ বে ।
সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যন্তে কৃষ্ণদেবস্ত দর্শনাৎ ॥ ৩৮ ॥ কিং
বেদৈঃ শ্রদ্ধয়া হীনৈর্ব্যাখ্যানৈরপি কৃৎস্নশঃ । হেম-
ভারসহস্রৈঃ কিং কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে ॥ ৩৯ ॥
গজাশ্বরথদানৈঃ কিং কিং মন্দিরপ্রতিষ্ঠয়া । তেষাং
পূজাদিনা সমাগিষ্টাপূর্তাদিতিশ্চ কিম্ ॥ ৪০ ॥
রাজহুয়ার্থমেধাদ্যৈঃ সর্ষবজ্রৈশ্চ কিং ভবেৎ ।
সেবনৈঃ ক্ষেত্রতীর্থানাং তপোভিবিবিধৈশ্চ কিম্ ॥
৪১ ॥ কিং মোক্ষসাধনৈঃ ক্রৈশ্চৈধ্যানযোগসমাধিভিঃ ।
দ্বারকেশ্বরকৃষ্ণস্ত দর্শনং যন্ত জায়তে ॥ ৪২ ॥
মাহাত্ম্যং দ্বারকাযাত্রা অথবা যঃশৃণোতি চ । বিশেষেণ
তু বৈশাখ্যাং জয়ন্ত্যাষ্টেব জাগরে ॥ ৪৩ ॥ মাঘাঙ্ক
কান্ত্রনে চৈত্রে জ্যৈষ্ঠে চৈব বিশেষতঃ । অদ্যপি
দ্বারকা পুণ্যা কলাবপি বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥ যন্তাং
সত্রং প্রপাং কৃতা প্রাসাদং মঞ্চমেব চ । যতীনাং

ভূমি স্পর্শের ত কথাই নাই, দ্বারকাভূমির বায়ু-
চালিত ধূলিজালও পাপীদিগের মুক্তিদ কথিত হই-
য়াছে । প্রহ্লাদ বলিলেন,—দ্বিজশাদীলগণ! মহা-
মোহবিনাশন দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । কুশা-
বর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরতীর পর্য্যন্ত গোমতী
ও কৃষ্ণসঙ্গিহিত স্থান দ্বারকা; যে তিথিতে বৃহস্পতি
সিংহরাশিতে উপনীত হন, তৎকালে গোমতীস্নান
ষাদশবার গোদাবরীস্নান অপেক্ষা অধিক
ফলদ হইয়া থাকে । গোতমী ভাদ্র মাসের
শেষদিবসে যত্নপূর্বক একবার গোমতীস্নান
করিয়াছিলেন । হে দ্বিজগণ! মানব গোমতী
সেবায় এক বর্ষ গোদাবরীবাসের পুণ্য লাভ করে ।
সিংহরাশিতে বৃহস্পতির সম্পূর্ণ বাসকালে শ্রদ্ধা
সহকারে গোমতীতে স্নান করিলে যে ফল, দ্বারকায়
এক একদিনে তাহার সহস্রগুণিতপুণ্য প্রাপ্তি
ঘটে । হে মহাভাগ! দ্বারকায় গমন কর গমন
কর, যে নর এইরূপ বলে, তাহার দর্শনেই মানব
সর্ষপ হইতে মুক্ত হয় । দ্বারকান্তিমুখী মানব
'দ্বারকা' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণের কুণ্ডায়
নিশ্চিত মুক্তিভাগী হইয়া থাকে । যাহারা প্রতিদিন
ভক্তপূর্বক দ্বারকা, গোমতী, পুণ্যা কল্পিণী এবং
কৃষ্ণকে স্মরণ করে, তাহারা দ্বারকাকলভাগী হয় ।

যদি সহস্র যোজন দূরস্থ মানবগণের মনে হয় যে,
দ্বারবতীতে গমন ও দ্বারকেশ্বরকে দর্শন করিব,
তবে তাহারা অখিল কলুষযুক্ত, ধস্ত ও লোক-
পাবন । ১৭-৩৫ । যাহারা দ্বারকা যাত্রা করে কিংবা
দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে দর্শন করে, তাহাদের আর
কথা কি? মিত্রজ্যোতী, ব্রহ্মর, গোমাতী, পর-রমণী-
হর্তা, মাতৃহা, পিতৃহা, ব্রহ্মদাপহারী এ সকল ও
অস্তান্ত মহাপাপযুক্ত মানবেরাও কৃষ্ণদেবের দর্শনে
সর্ষপ হইবে মুক্ত হয়! শ্রদ্ধা না থাকিলে মান-
বের অখিল বেদ ও বেদব্যাখ্যা, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-
গ্রহণে সহস্রভার স্তবধান, গজ অশ্ব ও রথদান,
মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরাদির অর্চনা, ইষ্টাপূর্ত,
রাজহুয়ার্বাজিমেধাদি নিখিল যজ্ঞ, অখিল ক্ষেত্র-
তীর্থের সেবা, বিবিধ তপস্তা এবং মোক্ষসাধন
ক্লেশকর ধ্যান যোগ ও সমাধি নিষ্ফল হয়, কিন্তু
শ্রদ্ধা থাকুক আর নাই থাকুক, কোনরূপে দ্বারকা-
দর্শন ঘটিলেই মানব চরিতার্থ হয় । অথবা
যে ব্যক্তি দ্বারকার মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, বিশেষতঃ
বৈশাখ মাঘ কান্ত্রন কিংবা জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়ন্তীতে
রজনী-জাগরণকরে, তাহারও পূর্বোক্ত শ্রাদ্ধাদি

শরণং কৃৎবা তীরে মণ্ডমেব চ । ৪৫ । বাপীকুপ-
তভাগনাং জীর্ণোদ্ধারমথাপি বা । মূর্ত্তিঃ বিকোঃ
প্রতিষ্ঠাপ্য দত্ত্বা বা ভোগসাধনম্ । ৪৬ । অল্পম্
তৎকলং বিপ্রাঃ সর্বোৎকৃষ্টং বদাম্যহম্ । সাম্প্রপ্য
বাহিতান্ কামান্ কৃৎস্নগ্রহভাজনম্ । ৪৭ । তেজো-
ময়েষু লোকেষু ভূক্তা ভোগানল্পক্রমাৎ । প্রাপ্নোতি
বিষ্ণুলোকং বৈ নরো দেবনমস্কৃতম্ । ৪৮ । স্থাপ-
নেন্দ্রাকার্য্যং বৈ মূর্ত্তিং দাক্ষিণাময়ীম্ । ত্রৈলোক্যঃ
স্থাপিতঃ তেন বিকোঃ সামুদ্র্যাতামিহাৎ । ৪৯ ।
প্ররোহো নাস্তি পাপস্ত পুণ্যস্ত বুদ্ধিরন্তমা । দ্বারা
কার্য্যং কথং জাতং বৈলক্ষণ্যমিদং প্রভো ।
ক্ষেত্রোভ্যঃ সর্বতীর্থোভ্য আশ্রম্যঃ কথয়ন্তি তে । ৫০ ।

ইতি ঈশ্বান্দে দ্বারকানামমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৫ ।

নিম্প্রয়োজন । এই কলিকালে অদ্যাপি পবিত্র
দ্বারকা বিদ্যমান । এই দ্বারকার্য্য সত্র, প্রপা,
প্রাসাদ, মঞ্চ ও সন্ন্যাসিগণের মঠ নির্মাণ ; তীর-
ভূমিতে মণ্ডপ বাপী কুপ ও তভাগ প্রতিষ্ঠা ; জর্ণো-
দ্ধার, বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন এবং ভোগসাধন দ্রব্যদান
করিলে যে সর্বোত্তম পুণ্য ফললাভ হয়, দ্বিজসন্তম-
গণ ! তাহা বলিতেছি । শ্রবণ করুন । এইরূপ
করিলে নর অভীষ্ট কামনা লাভ করিয়া কৃষ্ণের
অল্পগ্রহভাজন হয়, যথাক্রমে তেজোময় লোকে
বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া দেবনমস্কৃত বিষ্ণু-
লোকে গমন করে । যে মানব দাক্ষিণ্য বা দক্ষিণাময়ী
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহার ত্রিলোক প্রতিষ্ঠিত করা
এবং সে বিষ্ণুসাজ্জ্ব লাভ করে । এই দ্বারকার্য্য
পাপ অঙ্কুরিত হয় না, পরন্তু পুণ্যের অল্পসুখ বুদ্ধি
হইয়া থাকে । প্রহ্লাদের বাক্যে বলি জিজ্ঞাস-
লেন,—প্রভো ! সর্বতীর্থ ও ক্ষেত্রোত্তম দ্বারকা-
ক্ষেত্রবাসী মানবগণ এই ক্ষেত্রের আশ্রম্য মাহ্মা
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, বলুন—কিভাবে দ্বারকার্য্য
এইরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিল ৩৬ ৫০ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা হিতস্তত্র
সভাস্থলে । পপ্রচ্ছাত্ম্যংসুকমনা বলিস্তৎক্ষেত্র-
বৈভবম্ । ১ । প্রহ্লাদস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভক্তিভাব-
পূরস্কৃতম্ । অভিনন্দ্য চ তং প্রেমণা প্রবক্তৃনুপ-
চক্রমে । ২ । প্রহ্লাদ উবাচ । একৈকস্মিন
পদে দত্তে পুরীঃ দ্বারবতীঃ প্রতি । পুণ্যং ক্রতু-
সহস্রাণাং কলং ভবতি দেহিনাম্ । ৩ । যেহপীচ্ছন্তি
মনোবৃত্ত্যা গমনং দ্বারকাং প্রতি । তেষাং প্রলয়তে
পাপং পূৰ্ব্বজন্মায়ুর্ভার্জিতম্ । ৪ । অত্যাশ্রাণ্যপি
পাপানি ভাবন্তিষ্ঠন্তি বিগ্রহে । যাবন্নগচ্ছতে জন্তুকলো
দ্বারবতীঃ প্রতি । ৫ । লোভেনাপ্যপরোধেন
দন্তেন কপটেন বা । চক্রতীর্থে তু যো গচ্ছেন্ন পুনর্বি-
শতে ভুবি । ৬ । হীনবর্ণোহপি পাপাত্মা মৃতঃ
কৃষ্ণপুয়ীং প্রতি । কলিকলিকুটৈর্দোষৈরত্যাগৈ-
রপি মানবঃ । ভক্ত্যা কৃষ্ণমুখং দৃষ্ট্বা ন লিপ্যতি
কদাচন । ৭ । তাবদ্বিরাজতে কানী হবন্তী মথুরা
পুরী । যাবন্ন পশ্যতে জন্তু পুরীঃ কৃষ্ণেন পালি-

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

স্বত কহিলেন,—প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া
অতীব উৎসুকমনা বলি সভাস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক
দ্বারকাক্ষেত্র বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । তখন
প্রহ্লাদও বলির বাক্যে ভক্তিভাবপূরস্কৃত হইয়া
প্রেমভরে বলিকে অভিনন্দন করত বলিতে আরম্ভ
করিলেন । প্রহ্লাদ বলিলেন,—এই দ্বারবতীর
এক এক স্থানে এক একটা পুরী নির্মিত হইলে দেহি
গণের সহস্র যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয় । যাহারা মনের
আবেগ বশতঃ দ্বারকাপুরীর প্রতি আশ্রিত হয়,
তাহাদের অযুত জন্মার্জিত পাপ বিলীন হইয়া যায় ;
কলির জীবগণ যে পর্য্যন্ত দ্বারকাযাত্রা না করে,
তাবৎকালই তাহাদের দেহে অত্যাশ্র পাপ বিদ্যমান
থাকে । লোভ, উপরোধ, দন্ত বা কাপট্য বশতঃ
যে মানব চক্রতীর্থে গমন করে, তাহারও পুনরায়
সংসারপ্রবর্ত্ত হইতে হয় না । দ্বারকাযাত্রাপ্রভাবে
হীনবর্ণ পাপাত্মা মানবও মরিয়া কৃষ্ণপুরে গমন করে ।
মানব ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারকেশ কৃষ্ণের মুখাবলোকন
করিয়া কদাচ অত্যাশ্র কলিদোষে লিপ্ত হয় না ।
জীব যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপালিত দ্বারবতী পুরী অব-
লোকন না করে, তাবৎকালই কানী, হবন্তী ও

তাম্ । ৮ । যেবাং কৃষ্ণালয়ে প্রাণ গতা দানব-
নায়ক । ন তেবাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ।
৯ । হ্রস্বতো দ্বারকাবাসো হ্রস্বতঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ।
হ্রস্বতঃ গোমতীস্নানং কৃষ্ণগীদর্শনং কলৌ । ১০ ।
নিত্যং কৃষ্ণপুত্রীং রম্যাং যে অরক্তিগৃহে স্থিতাঃ ।
ন তেবাং পাতকং কিঞ্চিদেহমাত্রিত্য তিষ্ঠতি । ১১ ।
কেশবার্চ্চা গৃহে যন্ত ন তিষ্ঠতি মহীপতে । তস্মান্ন
ন চ ভোক্তব্যমভক্ষ্যং সমং স্মৃতম্ । ১২ । নোঞ্চ
বিজরাজে বৈ ন শীতং হতাশনে । বৈষ্ণবানাং
ন পাপহমেকাদশ্যপবাসিনাম্ । ১৩ । নাস্তি-
নাস্তি মহাভাগাঃ কলিকালসমং যুগম্ । অরণ্যং
কৌর্জনাবিক্ষোঃ প্রাপ্যতে পদমব্যয়ম্ । ১৪ । সত্য-
তামাপতিৰ্যত্র যত্র পুণ্যা চ গোমতী । নয়া মুক্তিঃ
প্রদ্যন্তি তত্র স্নাত্বা কলৌ যুগে । ১৫ । মাধবে
তুরপক্ষে তু জিম্পুশাং দ্বাদশীং যদি । লভতে
দ্বারকায়াস্ত নাস্তি যন্ততরন্ততঃ । ১৬ । জিম্পুশাং
দ্বাদশীং প্রাপ্য গতা কৃষ্ণপুত্রীং নরঃ । যঃ কয়োতি
হরৈর্ভক্ত্যা সোহর্থমেধকলঃ লভেৎ । ১৭ ।
নন্দায়াস্ত জয়াং বৈ ভজা চৈব ভবেদ্যদি । উপ-

বাসাচ্চনে গীতে ভ্রমতা কৃষ্ণসন্নিধৌ । ১৮ ।
উদয়েকাদশী শ্রদ্ধা অস্তে চৈব ত্রয়োদশী । সম্পূর্ণা
দ্বাদশী মধ্যে জিম্পুশা চ হরৈঃ প্রিয়া । ১৯ । একেন
চোপবাসেন উপবাসায়ুতঃ কলম্ । জাগরে শত-
গাহস্রং নৃত্যে কোটিগুণং কলৌ । ২০ । তৎকল-
লভতে মর্ত্যো দ্বারকায়াং দিনেনদিনে । গৃহেষু
বসতামেতৎকিং পুনঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ । ২১ । বাহন-
কাঞ্চৈর্দৌর্ধৈর্হিতা যে পাপবৃদ্ধয়ঃ । দ্বারবত্যাং
বিমুচ্যন্তে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণযুগং শুভম্ । ২২ । দৈত্যেশ্বর
নরঃ স্নাত্বা দ্বারবত্যাং গতাস্ত যে । ২৩ । হ্রস্বতা-
নৌহ তীর্থানি হ্রস্বতা পরিতোক্তমাঃ । হ্রস্বতা
বৈষ্ণবা লোকে দ্বারকাবসতিঃ কলৌ । ২৪ । গবাং
কোটিসহস্রাণি রত্নকোটিশতানি চ । দ্বা যৎকল-
মাপ্নোতি তৎকলঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ । ২৫ । যন্তঃ সীমাং
প্রবিষ্টেস্ত ব্রহ্মহত্যাदिপাতকম্ । নন্ততে দর্শনাদেব
তাং পুত্রীং কো ন সেবতে । ২৬ । চক্রাঙ্কিতা
শিলা যত্র গোমত্যা দধিসঙ্গমে । যচ্ছতে পুজিতা

জয়া ত্রয়োদশী, এতন্মধ্যে ভজা দ্বাদশীর যোগ
হইলে অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই
তিথিভয়ে ত্র্যহম্পর্শ ঘটিলে কৃষ্ণসন্নিধানেন উপবাস,
পূজা ও গীত সুচলিত । ১—১৮ । একাদশী শ্রদ্ধা ও
অস্তে ত্রয়োদশী এবং এই তিথিভয়ের মধ্যে দ্বাদশী
পূর্ণা হইলে যে ত্র্যহম্পর্শ হয়, ইহা হারর একান্ত প্রিয় ।
এইরূপ ত্র্যহম্পর্শে এক উপবাসে অমৃত উপবাসের
ফল হয় । জাগরণে তাহার শতগুণ এবং নৃত্যে
কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে । আর এই
যে পুণ্য কীৰ্ত্তিত হইল, কলির মানব দ্বারকায় প্রতি-
দিন ইহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয় । গৃহে থাকি-
য়াও মানব পুরোক্ত ত্র্যহম্পর্শদিনে উপবাসাদিতে
এইরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণসন্নিধানের আর কথা
কি ? যে সকল পাপমতি মানব বাক্য, মন ও
কায়জ কর্মদোষে হত, দ্বারকেশ কৃষ্ণের মুখাব-
লোকনে তাহার বিমুক্ত হয় । হে দানবরাজ !
যাহারা দ্বারাবতী গমন করে, তাহার স্নাত্বা ।
এই কালকালে ত্রিলোকে উত্তম তীর্থ, পরিত,
বৈষ্ণব ও দ্বারকাবাস হ্রস্বত । সহস্রকোটি গো ও
শতকোটি রত্ন দান করিয়া যে পুণ্য হয়, দ্বারকেশ
কৃষ্ণসন্নিধানেন সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । যাহারা
সীমাপথে উপনীত হইয়া দর্শনমাত্রে ব্রহ্মহত্যাदिপাতক
বিনষ্ট হয়, কে এমন পুত্রীর সেবা না করে ? যেখানে
গোমতী-সাগরসঙ্গমের চক্রাঙ্কিত শিলা পুজিত

মথুরাপুত্রীর প্রভাব । হে দানবনায়ক ! যাহাদের
কৃষ্ণভবনে প্রাণবিশোগ হয়, কোটি কল্পকালেও
তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না । দ্বারকেশ কৃষ্ণদর্শন,
গোমতীস্নান ও কৃষ্ণগীদর্শন কলিতে এই কয়েকটি
হ্রস্বত । যাহারা গৃহে থাকিয়াও রম্য দ্বারকাপুত্রী
সতত অরণ করে, তাহাদের দেহে কিছুমাত্র পাপ
আশ্রয় করে না । হে মহীপতে ! যাহার গৃহে
কেশবমূর্তি নাই, তাহার অন্ন অভক্ষ্য কথিত হই-
য়াছে, কদাচ তাহার অন্ন ভোজন কর্তব্য নহে ।
শশধরে যেরূপ উচ্চতা নাই, হতাশনে যজ্ঞপ শীততা
থাকে না, একাদশীতে উপবাসো বৈষ্ণবগণের দেহেও
তজ্ঞপ পাপ থাকিতে পারে না । হে মহাভাগগণ !
কলির তুল্য যুগ নাই, কেননা একালে বিষ্ণুর
অরণ ও কৌর্জনে অব্যয়পদ প্রতি ঘটে । যেখানে
সত্যভামাপতি কৃষ্ণ ও পুণ্যা গোমতী বিদ্যমান,
কলিযুগে মানবগণ সেখানে স্নান করিয়া মুক্তিলাভ
করে । মধুসাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ত্র্যহম্পর্শ ঘটিলে যে
মানব দ্বারকায় আগমন করে তাহা হইতে যন্ততর
আর কেহই নাই । যে নর ত্র্যহম্পর্শযুক্ত দ্বাদশীতে
আগমনপূর্বক ভক্তিভরে হরির দর্শন করে, তাহার
অর্থমেধ-ফললাভ হয় । নন্দাধিষ্ঠি একাদশী এবং

মোকং তাং পুরীং কো ন সেবতে । ২৭ । সিংহস্থে
চ তুর্যো বিপ্রা গোদাবরীয়াং তু যৎকলম্ । তৎকলং
মানমাত্রেণ গোমত্যাং কৃষ্ণসন্নিধৌ । ২৮ । দ্বারকা-
বহিষ্ঠং ভোয়ং যগ্নাসং পিবতে নরঃ । তন্ত
চক্রাঙ্কিতো দেহো তবতে নাত্র সংশয়ঃ । ২৯ ।
মহন্তরসহস্রাণি কাশীবাসেন যৎকলম্ । তৎকলং
দ্বারকায়াঞ্চ বসন্তঃ পঞ্চভির্দ্বিভিনেঃ । ৩০ । তাব-
ন্ততপ্রজা নারী হর্ভগা দৈত্যপুত্রব । যাবর পশ্চতে
ভক্ত্যা কলৌ কৃষ্ণপুত্রীং পুরীম্ । ৩১ । কল্মষীং
সত্যভামাঞ্চ দেবীং জাহবতীং তথা । মিত্র-
বিন্দাঞ্চ কালিন্দীং তজ্রাং নাগজিতীং তথা । ৩২ ।
সম্পূজ্য লক্ষ্মণাং তত্র বৈকবীঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ । এতাঃ
সম্পূজ্য বিধিবদ্ধৈষ্ঠপূজ্যেণ মত্যাতে । ৩৩ । তাব-
ন্তবতরঃ পুংসাং গৃহভঙ্গ্যে মূর্থতা । যাবর পশ্চতে
ভক্ত্যা কলৌ কৃষ্ণপুরীং নরঃ । ৩৪ । ন সর্বত্র
মহাপুণ্যং সঙ্গমে সন্নিহিতাম্পতেঃ । জাহবীসঙ্গমা-
নুজিগোতীনীরসঙ্গমাৎ । সম্পর্কে গোমতীনীর-
পুতোহহং কৃষ্ণসন্নিধৌ । ৩৫ । গোমতীনীরসম্পৃক্তঃ
যে মাং পশ্চত্তি মানবাঃ । ন তেষাং পুনরাবৃতি-

সন্নিহিতাঃ সন্নিহিতাঃ পতিঃ । ৩৬ । দ্বারকাং গচ্ছমানস্ত
বিপশ্বিষ্ট ভবেদ্বদিত । ন তন্ত পুনরাবৃতিঃ কল-
কোটিশতৈরপি । ৩৭ ।

ইতি শ্রীকাল্পে দ্বারকাদর্শনগোমতীসন্নিহিতানববিধি-
মাহাত্ম্যাবর্ণনশ্চ নাম বট্টজিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যপটো
জাগরয়িষি । অপেদপি . কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী
ভবেদ্বি সঃ । ১ । কৃষ্ণকৃষ্ণেতি . কৃষ্ণেতি কলৌ
বদত্যহর্নিশম্ । নিত্যং যজ্ঞায়ুতং পুণ্যং তৌৰ্ধকোটি-
সমুত্তমম্ । ২ । সম্পূর্ণকাদশী ভূষা দ্বাদশ্যাং বর্দ্ধতে
যদি । উন্নীলিনীতি বিখ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ।
৩ । বঙ্গলীবাসরে যে বৈ ব্রাহ্মী কৃষ্ণান্তি জাগরম্ ।
যজ্ঞায়ুতায়ুতং পুণ্যং মুহূর্ত্তার্দ্ধেন চাপ্যতে । ৪ ।
সম্পূর্ণ দ্বাদশী ভূষা বর্দ্ধতে চাপরে দিনে । ত্রয়ো-
দশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠা বঙ্গলী হর্ভতা কলৌ । ৫ । উন্নীলিনী-
মহাপ্রাপ্য যে প্রকুর্কৃষ্ণ জাগরম্ । নিমিষার্দ্ধেন

হইলে মোক্ষ দান করে, সেই দ্বারকাপুরীর কে না
সেবা করে? হে বিপ্রগণ! বৃহস্পতির সিংহ
রাশিতে অবস্থানকালে গোদাবরীর যে কল,
মানব কৃষ্ণসন্নিহিত গোমতীস্থানেই তাহার তুল্য-
কল লাভ করে। যে, নর দ্বারকায় বাস করিয়া
যগ্নাস যাবৎ গোমতীনীর পান করে, তাহার
দেহ চক্রাঙ্কিত হয়, সংশয় নাই। সহস্র ম-
ন্তর কাশীবাসে যে কল, দ্বারকায় পাঁচদিন
বাসেই মামবের সেই কল হয়। হে দানব-পুত্রব!
এ কলিকালে নারী যে পর্যন্ত ভক্তিসহকারে
দ্বারকাপুরী দর্শন না করে, তাবৎকালই মৃতবৎসা
ও হর্ভগা হয়। নারী কল্মষী, সত্যভামা, দেবী
জাহবতী, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, তজ্রা, নাগজিতী ও
লক্ষ্মণা এই সকল কৃষ্ণপ্রিয়াগণকে যথাবিধি পূজা
করিয়া উত্তম তনয় লাভ করে। কলির লোকগণ
যাবৎ ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণপুরী দর্শন না করে, তাবৎ
কালই তাহাদের ভবতর ও গৃহভঙ্গ সংঘটিত হইয়া
থাকে। সকল স্থলেই যে সাগরসঙ্গম মহাপুণ্য,
তাহা নহে, কিন্তু গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ও গোমতী-
সাগরসঙ্গম এই সঙ্গমদ্বয়ই মুক্তিপ্রদ। সন্নিপতি
কহিয়াছেন,—আমি কৃষ্ণসন্নিধান, গোমতীর
সন্নিহিত মিলিত হইয়া পুত হইয়াছি, যে সকল মানব

গোমতী-নীর সন্নিহিত আমাকে অবলোকন করে,
তাহাদের পুনরাবৃতি হয় না। দ্বারকায় গমন
করিতে পথিমধ্যে করিতে মানবের মৃত্যু হইলে
কোটিকল্প-কালেও তাহাদের সংসার-প্রবিষ্ট হইতে
হয় না। ১১—৩৭ ।

বট্টজিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন,—কলির চণ্ডালও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ'—নিত্য এইরূপ জপ করিয়া রজনী জাগরণ
করত নিশ্চিতই কৃষ্ণরূপী হয়। কলিকালে যে
লোক অহর্নিশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নিরন্তর এইরূপ কীর্ত্তন
করে, তাহার অমৃতযজ্ঞ ও কোটিতৌৰ্ধ-সমুত্তম পুণ্য
লাভ হয়। যদি একাদশী পূর্ণা হইয়া দ্বাদশী দিবসে
কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, তবে তাহা উন্নীলিনী নামে
বিখ্যাত ও ঐ তিথি সর্গতিথির উত্তম বলিয়া
কথিত হইয়া থাকে। যে সকল মানব বঙ্গলীবাসরে
ব্রাহ্মী-জাগরণ করে, অর্দ্ধমুহূর্ত্তে তাহাদের অমৃত-
যজ্ঞের পুণ্য জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বদিন দ্বাদশী পূর্ণা
হইয়া যদি পরতিথি ত্রয়োদশীর দিবস বর্দ্ধিত হয়,
হে মুনিসত্তমগণ! তাহাকে বঙ্গলী বলে, এই বঙ্গলী

তৎপুণ্যং গবাং কোটিকলপ্রদম্ । ৬ । সম্পূর্ণকা-
দশী ভূষা প্রত্যহং বর্জিতে যদি । দর্শন পৌ-
মাসৌ চ পক্ষবৃদ্ধিস্থোচ্যতে । ৭ । পক্ষবৃদ্ধিকরীঃ
প্রাপ্য যে প্রকুর্ষন্তি জাগরম্ । নিমিষাধ্বাঙ্গিমাংস্ত্রেণ
গবাং কোটিকলপ্রদম্ । ৮ । শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ ।
চক্রতীর্থে নরঃ স্নান্য যুচ্যতে সর্ষকির্ষিষৈঃ । স য়াতি
পরমং স্থানং দাহপ্রলয়বর্জিতম্ । ৯ । চক্রং প্রক্ষা-
লিতং যত্র কৃষ্ণেণ স্বয়মেব হি । তেন বৈ চক্রতীর্থং
হি পুণ্যং চ পরমং হরেঃ । তবন্তি তত্র পাষাণা-
শ্চক্রাঙ্কা মুক্তিদায়কাঃ । ১০ । তত্রৈব যদি লভ্যন্তে
চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ সহ । দ্বাদশাঙ্গা স বিজ্ঞেয়ো মোক্ষদঃ
পরিকীর্তিতঃ । ১১ । একচক্রেণ পাষাণো দ্বারবত্যাং
সুশোভনঃ । সুদর্শনাভিধেয়োহসৌ মোক্ষক-
কলদায়কঃ । ১২ । লক্ষ্মীনারায়ণৌ ধৌ তৌ ভুক্তি-
মুক্তিকলপ্রদৌ । ত্রিভিষ্টৈশ্চবাচ্যতঃ দেবং সন্দেহ-
পদদায়কম্ । ১৩ । ভূতিদো বিব্রহতা চ চতুশ্চক্রো
জনার্দিনঃ । পঞ্চভির্বাসুদেবস্ব জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ ।
১৪ । প্রহ্লাদঃ ষড়্ভিত্তিরেবাসৌ লক্ষ্মীঃ কান্তিঃ দদাতি

চ । সপ্তভির্লদেবস্ব গোত্রকীর্ত্তিবর্ধনঃ । ১৫ ।
বাহ্নিতং চাষ্ট্ভিত্তিক্তা দদাতি পুরুষোত্তমঃ । সর্বং
দদ্যাদ্ভবব্যাহো ত্বর্জতো যঃ সুরোত্তমৈঃ । ১৬ । রাজ্য-
প্রদো দশভিঃ দশাবতার এব চ । একাদশভিত্তৈ-
র্দ্বার্যামনিক্রমঃ প্রযচ্ছতি । ১৭ । নির্বাণং দ্বাদশাঙ্গা
তু চক্রৈর্দ্বাদশভিঃ স্মৃতম্ । অত উর্দ্ধমনস্তোহসৌ
সৌখ্যমোক্ষপ্রদায়কঃ । ১৮ । যে কেচিত্তত্র পাষাণাঃ
কৃষ্ণচক্রেণ মুদ্রিতাঃ । তেষাং স্পর্শনমাংগেণ যুচ্যতে
সর্ষকির্ষিষৈঃ । ১৯ । ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং মনো-
বাক্যায়কশ্রমজম্ । তৎসর্বং বিলয়ং য়াতি চক্রাঙ্কিত-
প্রপূজন্যং । ২০ । স্নেহদেবে শুভে বাপি চক্রাঙ্কো
যত্র তিষ্ঠতি । যোজনানি দশ হে চ মম ক্বেত্রং চ
সুন্দরি । ২১ । মৃত্যুকালে চ সন্ত্রাণ্ডে হৃদয়ে যত্র
ধারয়েৎ । চক্রাঙ্কং পাপদলনং স য়াতি পরমাং
গতিম্ । ২২ । গোমতীসঙ্গমে স্নান্য ভূততীর্থে
তথৈব চ । ন মাতুর্জসতে কুকৌ যদ্যপি স্ত্রাং স
পাতকী । ২৩ । তামসং রাজসং বাপি যৎকৃতং
বিষ্ণুপূজনম্ । তৎসাধ্বিকরমভ্যোতি নিরগাস্তো
যথার্থবে । ২৪ ।

ইতি শ্রীহান্দে চক্রচিহ্নিতপাষাণমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ । ৩৭ ।

এই প্রহ্লাদ লক্ষ্মী ও কান্তিপ্রদ । সপ্তচক্রযুক্ত শিলা
বলদেব, এই শিলা গোত্র ও কীর্ত্তিবর্ধন । ১-১৫ । অষ্ট-
চক্রযুক্ত শিলার নাম পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম অভি-
লিখিত ফলদ । নববাহ্নি বিশিষ্ট শিলা অখিল-ফলদ,
ইহা সুরসন্তমগণেরও ত্বর্জিত । দশচক্রযুক্তের
নাম দশাবতার, এই শিলা রাজ্যপ্রদ । একাদশ
চক্রাঙ্কিত অনিরুদ্ধ ঐশ্বর্যপ্রদ, আর দ্বাদশচক্রযুক্ত
দ্বাদশাঙ্গা নির্বাণ-দায়ক । ইহার উপর আর একরূপ
চক্র আছে, নাম—অনন্ত ; এই অনন্ত সৌখ্য-মোক্ষ-
প্রদ । দ্বারকায় কৃষ্ণচক্র-মুদ্রিত যে সকল পাষাণ
বিদ্যমান, তাহাদের স্পর্শমাংগে মানব সর্বপাপযুক্ত
হয় । অত্রত্য চক্রাঙ্কিত শিলার পূজাতে ব্রহ্মহত্যাদি
মন বাক ও কাঙ্ক্ষিত সকল পাপ বিনষ্ট হয় । সুন্দরি ।
সুশোভন স্নেহদেবেও চক্রচিহ্নিত শিলা থাকিলে
তাহার দ্বাদশ যোজন আমার ক্বেত্র । মৃত্যুকালে
যে মানব আমার চক্রচিহ্নিত পাপদলন শিলা হৃদয়ে
ধারণ করে, তাহার পরমগতি লাভ হয় । গোমতী-
সঙ্গম ও ভূততীর্থে স্নান করিয়া মানব পাতকী হই-
লেও মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে না । নর তামস বা
রাজস যে ভাবেই বিষ্ণুর পূজা করুক না কেন,

কলিকালে ত্বর্জিত । যাহারা উন্নীলিনী লাভ করিয়া
জাগরণ করে, নিমেষাঙ্কে তাহাদের কোটিগোদান-
পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে । একাদশী সম্পূর্ণ হইয়া যদি পর
পর তিথি প্রতিদিন বর্জিত হয়, তবে পরবর্তী অমা-
বস্তা কিংবা পূর্ণিমাতে পক্ষবৃদ্ধি করে । এই পক্ষ-
বৃদ্ধিকরী তিথি লাভ করিয়া যাহারা জাগরণ করে,
নিমেষাঙ্কের অধ্বকালমাংগে তাহাদের কোটি
গোদানের পুণ্যফল লাভ হয় । প্রহ্লাদ বলিলেন,
—নর চক্রতীর্থে স্নান করিয়া সর্বপাতক হইতে মুক্ত
হয় এবং সে দাহ ও প্রলয়বর্জিত পরমস্থানে গমন
করিয়া থাকে । স্বয়ং কৃষ্ণ এখানে চক্র প্রক্ষালিত
করিয়াছিলেন, এজন্য এই পুণ্য চক্রতীর্থ হরির
পরমস্থান বলিয়া কথিত হয় । এস্থানের প্রস্তরনিগ্নে
চক্রচিহ্নিত ও মুক্তিদায়ক । অত্রত্য দ্বাদশচক্র-
চিহ্নিত প্রস্তর দ্বাদশাঙ্গা বলিয়া জানিবে ; আর এই
রূপ চক্র মোক্ষদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । দ্বারবতীর
একচক্রাঙ্কিত পাষাণের নাম—সুদর্শন, এই সুশো-
ভন সুদর্শনই একমাত্র মোক্ষকলদাতা । লক্ষ্মী-
নারায়ণ শিলা ভুক্তিমুক্তি-কলপ্রদ । ত্রিচক্রযুক্ত
শিলা অচ্যুত, এই শিলা সর্ষদা ইন্দ্রপদ-প্রদ ।
চতুশ্চক্র-শিলা জনার্দিন, জনার্দিন তৃপ্তিদ ও বিব্র-
হতা । পঞ্চচক্রযুক্ত বাসুদেব, এই বাসুদেব-শিলা
জন্ম-মরণ-ভয়নাশন । ষট্চক্রযুক্তকে প্রহ্লাদ বলে,

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঐপ্রহ্লাদ উবাচ । দ্বারকায়াং মহাত্ম্যং শৃণু
পৌত্র ময়োদিতম্ । শৃণতো গদতশ্চাপি মুক্তিঃ
কৃষ্ণভবেদ্রবৎ ॥ ১ ॥ পুত্রেন লোকান জয়তি পৌত্র-
পানন্ত্যমশ্রুতে । অথ পুত্রস্ত পৌত্রেন নাকমেবাধি-
রোহতি ॥ ২ ॥ যন্ত পুত্রঃ শুচিদক্ষঃ পুরো বঃসি
ধার্মিকঃ । বিষ্ণুভক্তিঃ চ কুরুতে তং পুত্রং কবয়ো
বিদুঃ ॥ ৩ ॥ হেমশৃঙ্গং রোপ্যধূরং সবৎসং কাংস্ত-
দোহনম্ । সবৎসং কপিলানাং তু সহস্রং চ দিনে
দিনে ॥ ৪ ॥ দধ্বা যৎ কলমাপ্নোতি ব্রাহ্মণে বেদ-
পারগে । তৎকলং স্নানমাত্রেন গোমত্যাং মধুভি
দিনে ॥ ৫ ॥ যন্ত্রভোজয়েদ্বিপ্রং দ্বারকায়াং সংস্থি-
তম্ । স্মৃতিকৈ তো বিজগ্রেষ্ঠাঃ কলং লক্ষণং
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ কলং লক্ষণং প্রোক্তং তুর্ভিকৈ
কৃষ্ণসন্নিধৌ । এবং ধর্ম্মানুসারেণ দদ্যাদ্ভিক্কাং তু
ভিক্ষুকে ॥ ৭ ॥ অপি নঃ স কুলে কশ্চিদ্ভবিষ্যতি

নিয়গা-নীরের সাগরসঙ্গমের স্থায় তাহা সাবিকতা
প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬—২৪ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

ঐপ্রহ্লাদ বলিলেন,—হে পৌত্র বলে ! দ্বারকা-
মহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ইহার
বক্তা শ্রোতা উভয়েই কৃষ্ণ হইতে নিশ্চিত মুক্ত
লাভ হয় । পুত্র দ্বারা লোকজয় ও পৌত্র দ্বারা
আনন্ত্যপ্রাপ্তি হয় ; আর পুত্রের পৌত্র অর্থাৎ
প্রপৌত্র কর্তৃক স্বর্গলোকে আরোহণ করা যায়
যাহার পুত্র শুচি দক্ষ ও যৌবনে ধার্মিক হয় এবং
বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, কবিগণ তাহাকেই পুত্র
বলিয়া বিদিত হন । প্রতিদিন বেদপারগ বি একৈ
শৃঙ্গশৃঙ্গ, রোপ্যধূর, কাংস্তদোহন, সবৎস সবৎস সহস্র
কপিলা গোদানে যে কল লাভ হয়, বিষ্ণুবাসর
একাদশীদিনে গোমতীতে স্নানমাত্রে সেই কল লাভ
হইয়া থাকে । হে বিজসন্তমগণ ! স্মৃতিকৈ দ্বারকা-
বাসী একটা বিপ্রকে ভোজন করাইলে লক্ষগণ
পুণ্য অর্জিত হয় আর তুর্ভিকদিনে ভোজনদানে
পূর্বোক্ত পুণ্যের লক্ষগণ হইয়া থাকে । এইরূপে
ধর্ম্মে অশ্রুপ্রাণিত হইয়া দ্বারকায় ভিক্ষুককে ভিক্ষা
দান করিবে । অহো ! আমাদের কুলে কি এরূপ

নরোত্তমঃ । যো যতীনাং কলৌ প্রাপ্তে পিতৃহৃদ্বিদ্ধ
দাস্ততি ॥ ৮ ॥ দ্বারকায়াং বিশেষণং সংকৃত্য
কৃষ্ণসন্নিধৌ । অন্নদানং যতীনাং তু কোশীনাচ্ছা-
দনানি চ ॥ ৯ ॥ নাস্তনঃ ক্রতুভিঃ স্থিষ্টৈর্নাস্তি তীর্থৈঃ
প্রয়োজনম্ । যত্র বা তত্র বা কার্য্যং যতীনাং
ক্রীণনং সদা ॥ ১০ ॥ ঋপচাদয়োহপি তে ধজা যে
গতা দ্বারকাং পুরীম্ । প্রাপ্য ভাগবতান যে বৈ
পিতৃহৃদ্বিদ্ধ পুত্রকাঃ ॥ ১১ ॥ ভক্ত্যা সম্পূজয়িষ্যন্তি
বস্ত্রেদানৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১২ ॥ গয়াপিণ্ডেন নাস্ত্যাকং
তৃপ্তির্ভবতি তাদৃশী । যাদৃশী বিষ্ণুভক্তানাং সং-
কারেণোপজায়তে ॥ ১৩ ॥ বৈশাখে যে করিষ্যন্তি
দ্বাদশীঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ । কৃষ্ণং সম্পূজয়ন্ত্যেব রাজৌ
কুর্বাণ্ড জাগরম্ ॥ ১৪ ॥ মহাত্ম্যং পঠনীয়ম্ দ্বারকা-
সম্ভবং শুভম্ । কৃষ্ণস্ত বালচরিতং বালকৃষ্ণাদি-
দর্শনম্ ॥ ১৫ ॥ ক্রৌড়নং গোকুলশ্রেষ্ঠং ক্রৌড়া গোপী-
জনস্ত চ । কৃষ্ণাবতারকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি পুনঃ
পুনঃ ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণশৃঙ্গীঃ রোপ্যধূরীঃ মুক্তালাঙ্গুল-
ভূষিতাম্ । সবৎসাং ব্রাহ্মণে দধ্বা হোমার্থং চাহিতা-
য়য়ে ॥ ১৭ ॥ নিমিষস্পর্শনাংশেন কলং কৃষ্ণস্ত

নরোত্তম কেহ জন্মিবে যে, কলিযুগে পিতৃগণের
উদ্দেশে বিশেষতঃ দ্বারকায় কৃষ্ণ-সন্নিধানে সংক্রিয়া
করিয়া যতিগণকে অন্নদান করিবে । যে ব্যক্তি
যতিগণের উদ্দেশে অন্ন, কোপীন ও আচ্ছাদন
দান করে, তাহার আত্মোদ্ধারের জন্ত অমুত্তম যত্ন
ও তীর্থসেবার প্রয়োজন হয় না । অতএব যত্র তত্র
যতিগণের সতত তৃপ্তিসাধন করিবে । ঋপচাদি
মৌচ জাতিও দ্বারকাগমন করিয়া ধন্ত হয় । পুত্র-
গণ ভগবদ্-ভক্তসমূহের সংসর্গ লাভ করিয়া পিতৃ-
গণের উদ্দেশে দ্বারকায় ভক্তিসহকারে বহু বস্ত্র দ্বারা
পূজা ও ভগবদ্ভক্তগণের সংস্কার করিলে তাঁহা
দের যে তৃপ্তি হয়, গয়াপিণ্ডদানেও তাঁহারা তাদৃশ
তৃপ্ত হন না । যাহারা কৃষ্ণ-সন্নিধানে বৈশাখ
মাসের দ্বাদশীকৃত্য করে, তাহাদিগকে কৃষ্ণপূজা
করিয়া রজনী জাগরণ করিতে হয় ; এতদতিরিক্ত
দ্বারকাঘটিত শুভাবহ কৃষ্ণ-মহাত্ম্য পাঠ, কৃষ্ণের
বালচরিত, বালকৃষ্ণাদি দর্শন, গোকুলের ও গোপী-
দিগের ক্রৌড়া এবং পুনঃপুনঃ কৃষ্ণাবতারের কার্য্যজ্ঞাত
শ্রবণ কর্তব্য ॥ ১—১৬ ॥ অনন্তর শৃঙ্গশৃঙ্গী রোপ্যধূরী
সবৎসা ধেয়র লাঙ্গুল মুক্তালায় বিভূষিত করিয়া
ব্রাহ্মণকে প্রদান করত আহুতায়িতে হোম করিবে ।

জাগরে। যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং কোটিজন্মস্থ
মানবঃ। কৃষ্ণস্ত জাগরে রাত্রৌ দহতে নাত্র
সংশয়ঃ। ১৮। পঠেষ্ঠাগবতং রাত্রৌ পুরাণং দয়িতং
হরৈঃ। যাবৎ সূর্য্যকৃতালোকো যাবচ্চন্দ্রকৃত
নিশা। ১৯। যাবৎ সসাগরা পৃথ্বী যাবচ্চ কুল-
পর্য্যতাঃ। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে নাস্তথা মম
ভাসিতম্। ২০। আশ্ফোটয়ন্তি পিতয়ঃ প্রহর্ষন্তি
পিতামহাঃ। এবং তং স্বমুতং দৃষ্ট্বা শৃণ্বানং কৃষ্ণ-
সম্ভবম্। ২১। দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যত্র নো
জাগরে পঠেৎ। তন্মল্লেক্ষসদৃশং স্থানমপবিত্রং
পরিত্যজেৎ। ২২। শালগ্রামশিলা নৈব যত্র
ভাগবতা ন হি। তাজ্জৈতীর্থং মহাপুণ্যং পুণ্যমা-
য়তনং ত্যজেৎ। ২৩। ত্যজেদ্ গৃহং তথারণ্যং
যত্র ন দ্বাদশীত্রতম্। ২৪। কুদেশোহপি ভবে
সিন্দো যত্র নো বৈষ্ণবা ত্রতম্। কুদেশোহপি
ভবেৎ পুণ্যো যত্র ভাগবতাঃ কলৌ। ২৫।
সকর্ণযোনয়ঃ পুত্রাযে ভক্তা মধুসূদনে। ম্লেক্ষ-
তুল্যা কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনাদ্দিনে। ২৬।

রথারূঢ়ং প্রকুর্য্যন্তি যে কৃষ্ণং মধুমাধবে। মুক্তিং
প্রয়ান্তি তে সর্বে কুলকোটীসমধিতাঃ। ২৭।
দেবকৌন্দননস্তার্থে রথং কারাপর্য্যন্তি যে। কল্লাস্তং
বিষ্ণুলোকে তে বসন্তি পিতৃভিঃ সহ। ২৮।
দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং শ্রাবয়েদ্ব্যঃ কলৌ নৃণাম্।
তাবমুৎপাদয়েদ্যো বৈ লভেৎ ক্রতুশতং কলম্। ২৯।
যো নার্কয়তি পাপিষ্ঠো দেবমন্ত্রজ গচ্ছতি।
কোটিজন্মার্জিতং পুণ্যং হরতে কল্লীগীপতিঃ। ৩০।
শম্বোদ্ধারসমুদ্ভূতাং নিত্যং দেহে বিভর্তি হি।
মুক্তকাং দৈত্যরাজেন্দ্র শৃণু বক্ষ্যামি যৎকলম্।
৩১। যো দদাতি যতীনাং চ বৈষ্ণবানাং প্রযচ্ছতি।
স্বর্ণভারশতং পুণ্ড্রং নিত্যং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ৩২।
গৃহে যন্ত সঙ্গা পঠেচ্ছম্বোদ্ধারস্ত মুক্তিকা। নিত্য
ক্রিয়াকৃতং পুণ্যং লভেৎ কোটিগুণং বলে। ৩৩।
যন্ত পুণ্ড্রং ললাটে তু গোপীন্দ্রেনসংজ্ঞকম্।
ন জহাতি গৃহং তস্ত লক্ষ্মীঃ কৃষ্ণপ্রিয়া বিজ্ঞাঃ। ৩৪।
ন গ্রহো বাধতে তস্ত নোরগো ন চ রাক্ষসঃ।
পিশাচ ন চ কুম্ভাণা ন চ প্রেতা ন জন্তকা। ৩৫।
নাগৈর্যচোরভয়ঃ বস্ত্র দরৌণাং চৈব বহনম্।

হরি-বাসরে দ্বাদশীর নিমিষমাত্র অংশ স্পৃষ্ট হই-
লেই জাগরণে সমধিক ফল হইবে। মানব কোটি
কোটি জন্মে যে কিছু পাপ করে, কৃষ্ণ জাগর-
রাত্রিতে তাহা ভস্ম হয়, সংশয় নাই। জাগর-
রাত্রিতে হরিপ্রিয় ভাগবত-পুরাণ পাঠ করিবে।
সূর্য্য যতকাল লোক সকল আলোকিত করেন,
শশধর যতদিন নিশার বিকাশ করেন, সসাগরা
ধরিত্রী ও সপ্তকুলাচল যতদিন বিদ্যমান থাকে,
এইরূপ করিলে মানব ততকাল স্বর্গলোকে বাস
করে, ইহা আমার বাক্য, অতএব অন্তথা হইবার
নহে। পিতৃ-পিতামহগণ স্ব স্ব তনয়কে কৃষ্ণ
বিষয়ক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে দেখিয়া হৃষ্টাস্তঃকরণে
আশ্ফালন করেন। যে জাগরণে দ্বারকামাহাত্ম্য
পঠিত হয় না, সে স্থান ম্লেক্ষদেশবৎ অপবিত্র ও
পরিত্যাজ্য। যেখানে শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণুভক্ত
নাই, সেইস্থান মহা পুণ্যতীর্থ বা পুত্র-আয়তন হই-
লেও পরিত্যাগ করিবে। যেখানে বৈষ্ণবগণ-
কর্তৃক দ্বাদশীত্রত অমুষ্ঠিত হয় না, পবিত্রদেশ হই-
লেও তাহা নিন্দনীয় এবং গৃহ অরণ্য হইলেও পরি-
ত্যাগ্য। কলিকালে যে স্থানে ভাগবতগণ বাস
করেন, কুদেশ হইলেও তাহা পবিত্র; যাহারা মধু-
সূদন বিষ্ণুর ভক্ত, সকর্ণযোনি হইলেও তাহারা
পুত্র; আর যাহারা জনাদ্দিনের ভক্ত নহে, কুলীন

হইলেও তাহারা ম্লেক্ষতুল্য। ১৭-২৬। যে সকল মানব
মধুমাধবে মানবকে রথে আরোপিত করে, তাহারা
কোটিফল সহ মুক্তিলভ করিয়া থাকে। যাহারা
দেবকৌন্দনের জন্ত রথ নির্মাণ করায় তাহারা
পিতৃগণ সহ কল্লিকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া
থাকে। কলিযুগে যে ব্যক্তি দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ
করায় এবং যে মানব কৃষ্ণমাহাত্ম্যে ভক্তিভাবে
উদ্দীপনা করে, তাহার শত যজ্ঞের ফললাভ হয়।
যে পাপিষ্ঠ নর দ্বারকেশের পূজা না করিয়া অস্ত্রজ
গমন করে, কল্লীগীপতি তাহার কোটিজন্মের পুণ্য
হরণ করেন। হে দৈত্যপতে! যে মানব নিত্য
দেহে শম্বোদ্ধারসমুদ্ভূত মুক্তিকা ধারণ করে,
তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। মানব যতী ও বৈষ্ণব-
গণকে শতভার স্বর্ণ ও শস্য দান করিয়া যে পুণ্য
প্রাপ্ত হয় শম্বোদ্ধারমুক্তিকাধারী মানবও সেই
পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার গৃহে সতত
শম্বোদ্ধারমুক্তিকা বিদ্যমান, তাহার নিত্যক্রিয়ায়
কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়। হে বিজগণ! যাহার
ললাটে গোপীন্দ্রেনের পুণ্ড্র (কোঁটা) বিরাজিত,
বিষ্ণুপ্রিয়া রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না।
গ্রহ, উরগ, রাক্ষস, পিশাচ, কুম্ভাণ, প্রেত ও
জন্তকগণ তাহাকে পীড়িত করে না; তাহার অগ্নি

বিদ্যাভ্যাসং চৈব ন চোৎপাতসমুদ্ভবম্ । ৩৬ ।
 নারিষ্টং নাপশকুনং হুর্নিমিত্তাদিকং চ যৎ । সংকৃতে
 বিষ্ণুভক্তে চ শালগ্রামশিলার্কচেনে । ৩৭ । পীতে
 পাদোদকে বিপ্রা নৈবেদ্যস্থাপি ভক্ষণে ।
 তুলসীসন্নিধৌ বিষ্ণোর্বলিঙ্গাবসরে কৃতে । ৩৮ ।
 পুয়া দেবেন কথিতং শৃণু পাত্রং বদাম্যহম্ ।
 প্রি । ভাগবতা যেষাং তেষাং দাসোহস্ম্যহং সদা ।
 ৩৯ । বিহায় মধুরাং কালীমবস্তীং সর্বপাপহাম্ ।
 মায়াং কাকীমযোধ্যাং চ সম্প্রাপ্তে চ কলৌ যুগে ।
 ৪০ । বসাম্যহং হারকায়াং সর্বসেনাসমাবৃতঃ ।
 তীর্থব্রতৈর্ভক্তদাটেন কুদ্ভাটৈর্দ্যুনিচার্যৈঃ । ৪১
 শ্রদ্ধাত্যাগেন ভক্ত্যা বা যন্তোষয়িতুমিচ্ছতি । গতা
 হারবতীং রম্যাং ভ্রষ্টব্যোহহং কলৌ যুগে । ৪২ ।
 ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি ময়া শুদ্ধানি ভূরিষঃ ।
 বিজ্ঞস্তানি চ গোমত্যাং চক্রতীর্থেহতিপাবনে । ৪৩ ।
 দিনেনৈকেন গোমত্যাং চক্রতীর্থে কলৌ যুগে ।
 ত্রৈলোক্যসমুদ্ভবতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ । ৪৪ ।
 কোটিপাপবিনিপুঙ্ক্তো মৎসমং বসতে নরঃ । মম
 লোকে ন সন্দেহঃ কুলকোটিসমবৃতঃ । ৪৫ ।

নাপরাধকৃষ্টৈঃ পাপৈলিঙ্গৈঃ স্নাত্বকটৈঃ কৃষ্টৈঃ ।
 শতজন্মায়ুতানৌহ লক্ষ্মীর্ন চ্যবতে গৃহাৎ । ৪৬ ।

ইতি শ্রীকান্দে গোমতীতীরগতহারকাচক্রতীর্থয়ো-
 জ্জাগরাদিমাহাশ্রাবণনং নামাষ্টত্রিংশো-
 হধ্যায়ঃ । ৩৮ ।

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী
 পাপনাশিনী । উন্মোলিনী বজ্রলী চ ত্রিম্পূশা
 পক্ষবর্দ্ধিনী । ১ । পুণ্যং সর্বপুরাণানাং তে লভন্তে
 দিনেদিনে । পকারঃ যে প্রকুর্যন্তি হবির্দান্ত-
 সমুদ্ভবম্ । ২ । জাগরে পদ্মনাভস্ত যুজেনৈব
 স্পৃশ্যতিহম্ । বর্তিদ্বয়সমযুক্তং দীপং যুতসমবৃতম্
 ৩ । যঃ কুর্যাজ্জাগরে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্ৰতঃ
 শালগ্রামশিলাগ্রে তু যে প্রকুর্যন্তি জাগরম্ । ৪
 নৃত্যবাদ্যে চ লোকানাং ক্షণায় চ
 সঙ্গাদয়ন্তি কুসুমৈঃ শালগ্রামশিলাং চ যে । ৫
 চক্রাঙ্কিতাং বিশেষণে প্রতিমাং বৈকবীং বলে
 চন্দনং চ সর্পূরং কৃকাঙ্কুরসমবৃতম্ । ৬ । যুক্তঃ

কোটিকুল সহ নিঃসন্দেহ আমার লোকে বাস করে ।
 সে উৎকট পাপ করিয়াও অপরাধে লিপ্ত হয় না
 এবং শতঅযুত জন্ম পর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরি-
 ত্যাগ করেন না । ২৭—৪৬ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী,
 পাপনাশিনী উন্মোলিনী, বজ্রলী, ত্রিম্পূশা ও পক্ষ-
 বর্দ্ধিনী এই কয়েকটা হরিপ্রীতিকরী পুণ্য তিথি ;
 যাহারা এই সকল পুণ্য তিথিতে যুত দ্বারা তুল
 পাক করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তাহাদের সর্বপুরাণ
 শ্রবণের পুণ্যপ্রাপ্তি হয় । যাহারা পদ্মনাভ হরির
 জাগরবাসরে যুত দ্বারা স্পৃশ্য অন্ন প্রদান করিয়া
 বর্তিদ্বয়যুক্ত যুতসমবৃত দীপদান ও শিলাকুপী
 শালগ্রামসমীপে জাগরণ করে, লোকরঞ্জন
 জন্ত নৃত্য ও বাদ্য করে, কুসুমসমূহ দ্বারা শাল-
 গ্রাম শিলা আবৃত করে এবং হে বলে ! যে ব্যক্তি
 চক্রাঙ্কিত বৈকবী প্রতিমাকে কৃকাঙ্কুরসমবৃত

ও তঙ্করভয়, দরী, বন্ধন, বিহাং ও উৎপাতাদ
 উৎপাতভীতি বা অরিষ্ট ও অন্তঃকরক শকুন
 প্রভৃতি হুর্নিমিত্তও সংঘটিত হয় না । হে বিপ্র-
 গণ ! বিষ্ণুর বলিগ্রাবসরে তুলসীসন্নিধানে বৈকব-
 গণের সংকার, শালগ্রাম শিলায় পূজা, বিষ্ণু-
 পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণেও মানবের পুরোক্ত
 উপজব বিদূরিত হয় । পূর্বে দেব বিষ্ণু এ সকল
 বিষয়ে যে পাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কৌর্টন
 করিতেছি । তিনি বলিয়াছেন,—বিষ্ণুভক্তগণ যাহা-
 দেয় প্রিয়, আমি সর্বদা তাহাদের দাস ; আমি সর্ব-
 পাপহারিণী মধুরা, কালী, অবস্তী, মায়া, কাকী ও
 অযোধ্যা পরিভ্যাগপূর্বক সর্বসেনাসমাবৃত হইয়া
 তীর্থ ব্রত দান ব্রত এবং মূনিচারণগণ সহ কলিযুগে
 হারকায়া বাস করি । কলিযুগে যে মানব শ্রদ্ধাপূর্বক
 দান বা ভক্তি দ্বারা আমার সন্তোষসাধনে অভি-
 ল্যায়, সে রম্য হারকায়া গমন করিয়া আমাকে দর্শন
 করিবে । ত্রিলোকে যে সকল বিদ্বৎ তীর্থ বিদ্যমান,
 আমি সে সমুদায় অতি পাবন চক্রতীর্থে ও গোম-
 তীতে বিজ্ঞস্ত করিয়াছি । কলিকালে যে মানব
 একদিন চক্রতীর্থে ও গোমতীতে স্নান করে, তাহার
 ত্রিলোকের অধিল তীর্থে স্নানজনিত পুণ্য হয়
 পরন্তু মর কোটি কোটি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া

মৃগমদেনাপি যঃ করোতি বিলেপনম্ । দ্বাদশাং
দেবদেবস্ত রাজো জাগরণে সদা ॥ ৭ ॥ তস্ত পুণ্যং
প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ চ বোধপ্রভঃ । তৎ কলং
কোটিতীর্থে তু উজ্জয়িন্তাং মহালয়ে ॥ ৮ ॥ বারানস্তাং
কুরুক্ষেত্রে মধুরায়াং ত্রিপুরক্রে । অযোধ্যায়াং
প্রয়াগে চ তীর্থে সাগরসঙ্গমে ॥ ৯ ॥ সর্বপুণ্যেষু
তীর্থেষু দেবভায়তনেষু চ । কৃতৈর্ধন্যযুতৈস্তত্র
ব্রতদানৈশ্চ পুৰ্ণকৈঃ ॥ ১০ ॥ বেদৈরধীতৈর্ভবৎ
পুণ্যং পুরাণৈশ্চাবগাহিতৈঃ । তপোভিক্ষারিতৈঃ
পুণ্যং সমাগাশ্রমপালনৈঃ ॥ ১১ ॥ যৎ কলং মূনিভিঃ
প্রোক্তং বেদব্যাসেন পুত্রক । তৎ কলং জাগরে
বিষেণঃ পক্ষযোঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ ॥ ১২ ॥ হৈমবর্ত্যে পুরা
প্রোক্তং কৈলাসে শূলপাণিনা । নারদায় পুরা
প্রোক্তং ব্রহ্মণা মৎসমীপতঃ ॥ ১৩ ॥ অকর্ণেন
বজ্রহস্তায় কথিতং পৃচ্ছতে পুরা । দ্বাদশীজাগর-
ন্তোক্তং কলং বিপ্রা ময়া চ বঃ । তৎকুরুধ্বং দ্বিজা
মুখং জাগরং বিষ্ণুবাসরে ॥ ১৪ ॥ স্মৃত উবাচ । ইত্যুক্তা
ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বলিং পৌত্রঃ স্বকং ততঃ । ত্মপি
শ্রদ্ধয়া পৌত্র কুরু জাগরণং হরেঃ ॥ ১৫ ॥ দ্বারকা
মনসা ধ্যাতা পাপং বর্ষণতাবিতম্ । কীর্ত্তনাচ্ছত-

জয়োখং দহতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ পাপং জঘ-
নহস্তোখং পদমাত্রেন গচ্ছতাম্ । দ্বারকা হরতে
নুনং মুক্তিঃ কুরুশ্চ দর্শনাৎ ॥ ১৭ ॥ ন শকোতি যদা
গন্তং দ্বারকাং চৈব মানবঃ । মাহাত্ম্যং পঠনীকং তু
দ্বারকাসম্ভবং গৃহে ॥ ১৮ ॥ দাতব্যং বৈকবানাত তু
শ্রোতব্যং ভক্তিভাবতঃ । দ্বাদশীকং বিশেষেণ
পঠনীকং তু জাগরে ॥ ১৯ ॥ দ্বারকাসম্ভবং পুণ্যং
স সস্ত্রাপ্নোতি মানবঃ । প্রসাদাচ্চানুদেবস্ত সত্যং
সত্যক ভাবিতম্ ॥ ২০ ॥ গৃহে সন্তিষ্ঠতে নিত্যং মধুরা
দ্বারকা তথা । অবন্তী চ তথা মায়া প্রয়াগং কুরু-
জাঙ্গলম্ ॥ ২১ ॥ ত্রিপুরকং নৈমিষকং গঙ্গাদ্বারকং
শৌকরম্ । চন্দ্রেশকৈব কেদারঃ তথা ক্রতুমহালয়ম্ ॥
২২ ॥ বজ্রাপথং মহাদেবং মহাকালং তুৈব চ ।
ভূতেশ্বরং তন্মগাজং সোমনাথমুমাপতিম্ ॥ ২৩ ॥
কোটিলিঙ্গং ত্রিনেত্রেকং দেবং ভৃগুবনেচরম্ ।
দীপেশ্বরং মহানাদং দেবং চৈবচন্দ্রেশ্বরম্ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা গৃহে তিষ্ঠন্তি সর্বদা । পিতরো
নাগগন্ধর্ভা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ২৫ ॥ তীর্থানি যানি
কানি স্মারমমেবাদয়ো মথাঃ । কুরুজম্মাষ্টমীং
পৌত্র যঃ করোতি বিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ যথা

কন্তুরীমিশ্রিত সৰ্পপূর চন্দন দ্বারা বিলেপন
করিয়া দ্বাদশীদিনে দেবদেবসমীপে রজনী জাগর
করে, তাহার পুণ্যকল সংক্ষেপে তোমার নিকট
বর্ণন করিতেছি । কোটিতীর্থ, উজ্জয়িনী, মহালয়,
বারানসী, কুরুক্ষেত্র, মধুরা, ত্রিপুরক, অযোধ্যা,
প্রয়াগ এবং সাগরসঙ্গম প্রভৃতি অখিল পুণ্যতীর্থ
ও দেবায়তনে যে পুণ্য ; অযুত যজ্ঞ, বিপুল দান,
ব্রত, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও পুণ্য পুরাণ শ্রবণ,
তপশ্চরণ ও আশ্রমপালনে যুনিগণনির্দিষ্ট যে পুণ্য
বেদব্যাস পৃথক পৃথক বর্ণন করিয়াছেন, শুক্ল ও
কুরুপক্ষের হরিজাগরে সেই পুণ্যপ্রাপ্তি হইয়া
থাকে । হে বিপ্রগণ ! পুরাকালে কৈলাসে হৈমবর্তীর
প্রশ্নে শূলপাণি এ বিষয়ে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মা
আমার সমীপে নারদের নিকট যেরূপ কীর্ত্তন
করেন, বজ্রপাণি দেবরাজের জিজ্ঞাসায় অকর্ণ
ভাঁহার নিকট যেরূপ বর্ণন করেন, দ্বাদশীজাগরণের
কল অবিকল আমি আপনাদের নিকট তজপাই
কীর্ত্তন করিলাম । অতএব হে বিপ্রগণ ! আপ-
নারাও বিষ্ণুবাসরে রজনীজাগরণ করুন । স্মৃত
কহিলেন,—প্রহ্লাদ বিপ্রগণকে এইরূপ কহিয়াই
পুনরায় পৌত্র বলিকে বলিলেন হে পৌত্র ! তুমিও

ব্রহ্মাপূর্বক হরির জাগরণ কর । মনে মনে দ্বারকা
ধ্যানে শতবর্ষসঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয় । এইরূপ দ্বার-
কার কীর্ত্তনে নিঃসংশয় শতজন্মার্জিত পাপ দহ হইয়া
থাকে ১১—১৬। পদমাত্র গমনে দ্বারকা সহস্রজন্মসঞ্চিত
পাপ হরণ করেন ; আর কুরুদর্শনে নিঃসন্দেহ মানব
মুক্তি পাইয়া থাকে ! মানব যখন দ্বারকাগমনে অসমর্থ,
তখন গৃহে বসিয়া দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ, বৈকবগণকে
দান এবং ভক্তিপূর্বক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে ।
বিশেষতঃ দ্বাদশীদিনে জাগরণ ও কুরুমাহাত্ম্য
অবগ্ৰ পাঠ করিবে । আমি পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া
কহিতেছি, এইরূপ করিলে মানব বাসুদেবপ্রসাদে
দ্বারকাসমুত্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইবে । মধুরা, দ্বারকা,
অবন্তী, মায়া, প্রয়াগ, কুরুজাঙ্গল, ত্রিপুরক, নৈমি-
ষারণ্য, গঙ্গাদ্বার, শৌকর, চন্দ্রেশ, কেদার, ক্রতু-
মহালয়, বজ্রাপথ, মহাদেব, মহাকাল, ভূতেশ্বর,
তন্মগাজ, সোমনাথ, উমাপতি, কোটিলিঙ্গ,
ত্রিনেত্র, ভৃগুবনেচর, দীপেশ্বর, মহানাদ, অচলেশ্বর
ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, সর্বদা দ্বারকাস্মরণকারীর
গৃহে নিত্য অবস্থান করেন । বিশেষতঃ
হে পৌত্র ! যে মানব কুরু জম্মাষ্টমীদিনে
উপবাস ও জাগরণ করে, তাহার গৃহে পিতৃগণ,

•

ভাগবতঃ শাস্ত্রং তথা ভাগবতো নরঃ । উভয়ো-
 রম্বরঃ নাস্তি হরহর্যোন্তধৈব চ ॥ ২০ ॥ নীলী-
 ক্ষেত্রং তু যো যাতি মূলকং তক্ষয়েতু যঃ ।
 নৈবাস্তি নরকোদ্ধারঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ২৮ ॥
 নীলীকর্ণ তু যঃ কুৰ্যাদ্ ব্রাহ্মণো লোভমো-
 হিতঃ । নাপ্নোতি স্কৃতং কিঞ্চিৎ কুৰ্যাদ্ধা রসবিক্র-
 যম্ ॥ ২৯ ॥ প্রসীদতি ন বিশ্বাস্তা বৈষ্ণব চাপমা-
 নিতে । অশ্বখং ছেদয়েদ্যো বৈ একৈকস্মিন্শত
 পৰ্বণি ॥ ৩০ ॥ মনস্তরানি ভাবন্তি যৌরবে বসতি-
 র্ভবেৎ । অরিষ্টকাঠৈর্দৈত্যৈশ্চ কার্ধ্যং যঃ কুরুতে
 কচিৎ । ন পুজামৰ্ঘ্যদানঞ্চ তস্মৈ গৃহ্মাতি ভাস্করঃ
 ৩১ ॥ ছেদাপকস্ত চার্কে তু ছেদকস্ত চ দৈত্যজ-
 শতং জ্ঞানানি দারিদ্ৰ্য্য জায়তে চ সরোগতা ॥ ৩২ ॥
 রোপয়েৎ পালয়েদ্যো বৈ সূর্য্যবৃক্ষং নরোত্তমঃ
 সপ্তকল্পং বসেৎ সোহত্র সমীপে ভাস্করস্ত হি ॥ ৩৩ ॥
 রোপিঠৈর্দেববৃক্ষৈশ্চ যৎকলং লক্ষকোটিভিঃ
 স্তম্ভপ্রোধবৃক্ষেণৈকেন রোপিঠেন কলং হি তৎ
 ৩৪ ॥ ধাত্ত্বীক্রমেহপ্যেবমেব কলং ভবতি রোপিঠে
 তুলসীরোপণে চৈব অধিকং চাপি সুব্রত । অমরত্বঞ্চ

নাগ গন্ধৰ্ব্ব যুনি সিদ্ধ ও চারণগণ, অখিল
 তীর্থ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞনিবহও নিত্য
 প্রতিষ্ঠিত । হর ও হরি এই উভয়ের যেরূপ ভেদ
 নাই, ভাগবত ও ভগবদভক্তেরও তজপ কোন
 পার্থক্য নাই । যে মানব নীলক্ষেত্রে গমন ও মূলক
 (শালগোম) তক্ষণ করে, কোটি কল্পকালেও
 তাহার নরকমুক্তি হয় না । যে দ্বিজ লোভে
 মোহিত হইয়া নীলীকর্ণ কিংবা রস বিক্রয় করে,
 সে কদাচ স্কৃততলাতে সমর্থ হয় না । যে ব্যক্তি
 বৈষ্ণবের অবমাননা করে, বিশ্বাস্তা বিষ্ণু তাহার
 প্রতি প্রসন্ন হন না । মানব এক এক পরে অশ্বখ
 তরু ছেদন করিয়া তত মনস্তর কাল যৌরবে বাস
 করে । হে দানবরাজ ! যে মানব অরিষ্ট কাঠ দ্বারা
 কার্ধ্য করে, ভাস্কর তাহার প্রদত্ত অৰ্ঘ্য পুজাদি
 গ্রহণ করেন না । হে দৈত্যতনয় ! অর্কবারে কাঠ-
 ছেদনে ছেদাহুমস্তা ও ছেদক শতজন্ম দরিদ্র
 ও রোগযুক্ত হয় । যে নরোত্তম অর্কবৃক্ষ রোপণ ও
 পালন করেন, সপ্তকল্পকাল তাহার সূর্য্যসমীপে
 বাস হয় । লক্ষকোটি দেবতরু-রোপণে যে পুণ্য-
 একটি স্তম্ভপ্রোধ বৃক্ষ রোপণে মানবের সেই পুণ্য-
 প্রাপ্তি হয় । ধাত্ত্বীতরু রোপণেও পূর্ব্বোক্ত পুণ্য
 হইয়া থাকে । হে সুব্রত ! তুলসীতরুরোপণে

হে যাস্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫ ॥ দ্বারকাং
 কলিকালে তু প্রাতরুখায় কীৰ্ত্তয়েৎ । স সৰ্ব্বপাপ-
 নিবৃক্তঃ স্বর্গং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ রোহিণী-
 সহিতা যেন দ্বাদশী সমুপোষতা । মহাপাতকসংযুক্তঃ
 কল্পান্তে নাকমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ বাসরঃ কো বিনা
 সূর্য্যং বিনা সোমেন কা নিশা । বিনা বৃক্ষেণ কো
 গ্রামো দ্বাদশী কিং ব্রতং বিনা ॥ ৩৮ ॥ গৃহঞ্চ নরকং
 তস্মৈ যমদণ্ডঃ দ্বিতীয়কম্ । ন যত্র পঠিতে নিত্যং
 বিকোর্নামিসহস্রকম্ ॥ ৩৯ ॥ নরকঞ্চ ভবেত্তস্মৈ
 দ্বিতীয়ং যমশাসনম্ । নৈব ভাগবতং যত্র পুরাণং
 গীয়তে কলৌ । অন্ধকূপেষু কিপান্তে জলিতেষু
 হতাশনে ॥ ৪০ ॥ দ্বিষন্তি যে ভাগবতং ন কুর্দন্তি
 দিনং হরেঃ । যমদূতৈশ্চ নীযন্তে তথা ভূমৌ
 ভবন্তি তে ॥ ৪১ ॥ বাচ্যমানঃ ন শৃণ্বন্তি হরে-
 শচরিতমুত্তমম্ । করপত্রৈশ্চ পীড়ান্তে স্মৃতীত্রে-
 র্ঘমশাসনাৎ ॥ ৪২ ॥ নিন্দাং কুর্দন্তি যে পাশা
 বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ । তেষাং নিরয়পাতস্ত
 যাবদাভূতসম্ভবম্ ॥ ৪৩ ॥ গোকেটিতীর্থাদধিকং

ইহা হইতে অধিক কল হয় । তুলসীরোপণকার্ত্তা
 অমরত্ব প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে বিচরণা কর্ত্তব্য নহে ।
 কলিকালে যে নর প্রাতরুখান করিয়া দ্বারকা
 কীৰ্ত্তন করে, সে সৰ্ব্বপাপবিমুক্ত হয় এবং নিঃসংশয়
 স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । যে মানব রোহিণীযুক্ত
 দ্বাদশীতে উপবাস করে, মহাপাতকযুক্ত হইলেও
 কল্পান্তে দেবলোকে তাহার গতি হয় । যেমন
 সূর্য্যহীন দিবস দিবস নহে, শশধরশূন্য নিশা নিশা
 নহে, বৃক্ষবিহীন গ্রাম গ্রাম নহে, তেমনি দ্বাদশীব্রত-
 হীন ব্রত ব্রত বলিয়াই গণ্য হয় না । ১৭—৩৮ । যাহার
 গৃহে দ্বাদশীব্রত অন্তর্ভুক্ত হয় না সে গৃহ দ্বিতীয় যম-
 দণ্ডের ভায় নরক বলিয়া গণ্য । যে গৃহে নিত্য
 বিষ্ণুর সহস্র নাম পঠিত হয় না তাহা যেন যম-
 শাসন নরকবৎ প্রতিভাত হয় । কলিকালে যে
 গৃহে ভাগবত পুরাণ পঠিত হয় না, সেই গৃহবাসীরা
 অন্ধকূপ ও প্রজ্বলিত হতাশনে নিক্ষিপ্ত হয় । যাহারা
 ভাগবতের দ্বেষ করে ও হরিবাসন করে না,
 তাহারা যমদূত কর্ত্তক নীত হয় এবং ভূমিতলে
 জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । যাহারা বাচ্যমান অল্পতম
 হরিচরিত শ্রবণ করে না, তাহারা যমশাসনে তীব্র
 করপত্র দ্বারা পীড়িত হয় । যে সকল পাপমতি
 মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, কল্পকাল পর্যন্ত
 তাহাদের নরকে পতন হয় । গোমতীমান গো-

স্নানং তত্রাধিকং ভবেৎ । যে পশুস্তি মহাপুণ্যঃ
গোপীচন্দনমুক্তিকাম্ । গঙ্গাস্নানকলং তেষাং
জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ বৈকুণ্ঠানাং প্রযচ্ছন্তি
গোপীচন্দনমুক্তিকাম্ । যেষাং ললাটে তিলকং
গোপীচন্দনসম্ভবম্ ॥ ৪৫ ॥ গোপীচন্দনপুষ্পেণ
দ্বাদশাং জাগরে কৃতে । বিষ্ণোর্নামসহস্রং পার্শ্বেন
মুক্তিমাণুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ যে নিত্যং প্রাতরুখায়
বৈকুণ্ঠানাং তু কীর্তনম্ । গোমতীস্মরণং কুর্যাৎ
কৃষ্ণতুল্যা ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ যে নিত্যং প্রাতরুখায়
দ্বারকেতি বদন্তি চ । তীর্থকোটিভবং পুণ্যং
লভন্তে চ দিনেদিনে ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে দ্বাদশীত্রতাদিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈ-
কোনচদ্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চদ্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । স্বনামাক্তিপত্রৈস্তে শ্রীপতিং
যোহর্চয়েত বৈ । সপ্তলোকানমুপ্রাপ্য সপ্ত-
দ্বীপাধিপো ভবেৎ ॥ ১ ॥ মাকাস্তবৃক্ষপত্রৈস্তে যো-
হর্চয়েত সদা হরিম্ । পুণ্যং ভবতি তন্ত্বেহ

কোটিতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যাহারা মহাপুণ্য গোপী-
চন্দন মুক্তিকা দর্শন ও বৈকুণ্ঠগণকে দান করে,
তাহাদের গঙ্গাস্নানের ফল হয়, সংশয় নাই । যাহার
ললাটে গোপীচন্দনকৃত তিলক বিরাজিত, যে
দ্বাদশীদনে জগরণ ও গোপীচন্দনকৃত তিলক
ধারণ এবং বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করে, তাহার
মুক্তিলাভ হয় । যাহারা প্রাতরুখান করিয়া নিত্য
বৈকুণ্ঠগণের নামকীর্তন ও গোমতীস্নান করে,
তাহারা কৃষ্ণতুল্য, সংশয় নাই । যে সকল মানব
প্রাতে গাত্রোখান করিয়া নিত্য দ্বারকানাম উচ্চারণ
করে, প্রতিদিন তাহাদের কোটিতীর্থসমুদ্ভূত
পুণ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৩৯—৪৮ ।

উনচদ্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চদ্বারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যে মানব কৃষ্ণনামাক্তি
কৃষ্ণ তুলসী দ্বারা শ্রীপতির পূজা করে, সপ্তলোক-
প্রাপ্তির পর সে সপ্তদ্বীপের অধিপ হয় । কলি-
কালে যে মানব তুলসীপত্র দ্বারা সতত হরির অর্চনা

বাজিমেষাযুতং কলৌ ॥ ২ ॥ লক্ষ্মীং সরস্বতীং দেবীং
সাবিত্রীং চণ্ডিকাং তথা । পূজয়িত্বা দিবং যাতি
পত্রৈঃ শ্রীবৃক্ষসম্ভবৈঃ ॥ ৩ ॥ তুলস্তা অধিকং প্রোক্তং
দলং শ্রীবৃক্ষসম্ভবম্ ॥ ৪ ॥ তস্মান্নিত্যং প্রযত্নেন পূজনীয়ঃ
সদাচ্যুতঃ ॥ ৫ ॥ দ্বাদশাং রবিবারেণ শ্রীবৃক্ষমর্চয়ন্তি
যে । ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পাপৈর্ন লিপ্যন্তে কৃতেয়সি ॥
৬ ॥ যথা করিপদেহস্তান প্রবিশন্তি পদানি চ ।
তথা সর্সানি পুণ্যানি প্রবিষ্টানি হয়েদ্দিনে ॥ ৭ ॥
অক্ৰবেণৈব দেহেন প্রতিক্ষণবিনাশিনা । কথং
নোপাসতে জন্তুর্দ্বাদশীং জাগরয়িতাম্ ॥ ৮ ॥
অতীতান পুরুষান সপ্ত ভবিষ্যাংস্ত চতুর্দশ ।
নরকাস্তারয়েৎ সর্সান্নোকান কুর্কেতি কীর্তনম্ ॥
ন তে জীবন্তি লোকেহস্মিন যত্রতত্র স্থিতা নরাঃ ॥
৯ ॥ দ্বারকায়াং চ সস্ত্রাপ্তাঙ্গিষু লোকেষু বন্দিতাঃ ।
দ্বারকায়াং প্রকুর্কন্তি যতীনাং ভোজনং স্থিতিম্ ।
গ্রাসেগ্রাসে মথশতং তে লভন্তে কলং নরাঃ ॥
১০ ॥ যতীনাং যে প্রযচ্ছন্তি কোপীনাচ্ছাদিকম্ ।
বসতাং দ্বারকামধ্যে যথাশক্ত্যা তু ভোজনম্ ।
শুণু পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি সমাসেন হি দৈত্যজ ॥ ১১ ॥

করে, তাহার অযুত বাজিমেষের পুণ্যলাভ হয় ।
মানব শ্রীবৃক্ষপত্র-দ্বারা লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী
এবং দেবী চণ্ডিকার পূজা করিয়া স্বর্গে গমন করে ।
বিশ্বদল তুলসী হইতেও শ্রেষ্ঠ কথিত হয়, অতএব
মানব সর্বপ্রযত্নে বিশ্বদল দ্বারা অচ্যুতের নিত্য
অর্চনা করিবে । যাহারা রবিবারযুক্ত দ্বাদশীতে
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাदि পাপে
কদাচ লিপ্ত হয় না । করীর পদচিহ্নে যেমন অস্ত্রান্ত
জীবগণের পদচিহ্ন প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ অধিল
পুণ্য হরিবাসরে প্রবেশ করিয়া থাকে । এ দেহ
অনিশ্চিত, প্রতিক্ষণেই ইহার বিনাশ সম্ভবপর ;
অতএব জীব কেন দ্বাদশীতে জাগরণরূপ উপাসনা
করে না ? মানব কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া অতীত
সপ্ত ও ভাবী চতুর্দশ পুরুষ নরক হইতে উদ্ধার
করে । জীবগণ যে স্থানেই বাস করুক না কেন,
ইহলোকে সর্বত্রই তাহার বিনাশশীল ; কিন্তু দ্বারকা-
গমনে নরগণ জিলোকবন্দিত হয় । যে সকল মানব
দ্বারকায় যতিগণকে ভোজনদান করে, গ্রাসে গ্রাসে,
তাহারা শতযজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে । ১—১১ ।
দ্বারকাবাসী যতিগণকে যথাশক্তি কোপীনা ও আচ্ছা-
দনাদি দান করিলে যে পুণ্য হয়, হে দৈত্যজ

কোটিভিক্ষেদবিষয়িগ্নায়াং পিতৃবৎসলৈঃ । ভোজি-
তৈৰ্বৎ সমাপ্নোতি তৎকলং দৈত্যনাশক ॥ ১১ ॥
একস্মিন্ ভোজিতে পোজ ভিক্ষুকে কলমৌদ্রম্ ।
দাতব্যং ভিক্ষুকে চান্নং কুৰ্য্যাচ্চ চান্নবিক্রমম্ ।
১২ ॥ যত্নান্তে যতনঃ সৰ্ব্বৈঃ স্যে বসন্তি কলৌ
যুগে । কুৰ্য্যমাত্রিত্য দৈত্যৈশ্চ দ্বারকায়াং দিনে-
দিনে ॥ ১৩ ॥ প্রাপিনো য়ে যত্নাঃ কেচিদ্ধারকাং
কুৰ্য্যসরিমৌ । পাপিনস্তৎ পদং যান্তি ভিক্ষা
স্বধ্যস্ত মণ্ডলম্ ॥ ১৪ ॥ দ্বারকাচক্রতীর্থে য়ে
নিবসন্তি নরোত্তমাঃ । তেষাং নিবাসিতাঃ সৰ্ব্বৈঃ
যমেন যমকিষ্করাঃ ॥ ১৫ ॥ স্নান পশ্যন্তি গোমত্যাঃ
কুৰ্য্য কলিমলাপহম্ । ন তেষাং বিষয়ে যুগং ন
চান্নবিষয়ে তু তে ॥ ১৬ ॥ অপি কীটঃ পতঙ্গো বা
বৃক্ষা বা য়ে তদাশ্রিতাঃ । যান্তি তে কুৰ্য্যসদনং
সংসারে ন পুনর্হি তে ॥ ১৭ ॥ কিং পুনর্দ্বিজবর্গ্যাশ্চ
কজিয়াশ্চ বিশেষতঃ । ত্রিবর্ণপূজাসংযুক্তাঃ শূদ্রাস্তত্র
নিবাসিনঃ ॥ ১৮ ॥ গীতাং পাঠন্তি কুৰ্য্যাগ্রে কার্তিকং
সকলং দ্বিজাঃ । একভক্তেন নক্তেন তথৈবায়-
চিভেন চ ॥ ১৯ ॥ ত্রিরাত্রোপাশ্রিত্য কুৰ্য্যেণ তথা

চান্নায়ণেন চ । যাবদেকস্তপ্তকুৰ্য্যাদিত্যঃ পক্ষমাস-
মুপোষণৈঃ ॥ ২০ ॥ অপয়ন্তি চ য়ে মাসং কার্তিকং
ব্রতচারিণঃ । স্নানং বৈ গোমতীনৌরে তথা বৈ
কল্মীগীহুদে ॥ ২১ ॥ শম্বচক্রেগদাহস্তাঃ কুৰ্য্যরূপা
ভবন্তি তে । উপোষ্যাকাদশীং শুদ্ধাঃ দশমীসঙ্ক-
বজ্জিতাম্ ॥ ২২ ॥ স্নানং কুৰ্য্যস্ত দ্বাদশ্যাং চক্রতীর্থে
চ নিম্নলেন্দ্রাঃ । স্নানং ভোজয়িত্বা চ মধুপায়সসর্পিষা ॥
২৩ ॥ সন্তর্প্যাবিধিবস্তজ্যা শক্ত্যা দ্বা তু দক্ষি-
ণাম্ । গোহুহিরণ্যবাসাংসি তাম্বুলক কলানি চ ॥
২৪ ॥ উপানহৌ চ্ছত্রমুখং জলপূর্ণা ঘটান্তথা ।
পকাসংযুতাঃ শুভাঃ সকলা দক্ষিণাধিতাঃ ॥ ২৫ ॥
এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ কুৰ্য্যমুদ্ভিক্ত কার্তিকে । মার্ক-
ণ্ডেয়-সমা শ্রীতিঃ পিতৃণাং জায়তে প্রবম্ ॥ ২৬ ॥ কুৰ্য্যস্ত
ত্রিদেশৈঃ সার্কং তুষ্টিভবতি চাক্ষরা ॥ ২৭ ॥ য়ে
কার্তিকে পুণ্যতমা মনুষ্যান্তিষ্ঠন্তি 'মাসং ব্রতদান-
যুক্তাঃ । রথাস্ততীর্থে কৃতপুতগাত্রান্তে যান্তি পুণ্যং
পদমব্যয়ক ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থস্নানদানস্নানাদিমাহাশ্রয়বর্ণনং
নাম চত্বারিংশতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

সংক্ষেপে তোমার নিকট সে পুণ্য বর্ণন করিতেছি,
শ্রবণ কর । হে দৈত্যনাশক! গয়ায় কোটি কোটি
বেদবিৎ পিতৃবৎসল দ্বিজকে ভোজনাদি দানে যে
কল, দ্বারকায় একটীমাত্র যতি ভিক্ষুককে ভোজন
করাইলে সেই কল হয় । অতএব হে পোজ !
আশ্রয়বিক্রম করিয়াও দ্বারকায় ভিক্ষুককে অন্নদান
করিবে । হে দানবেত্ত ! কলিকালের য়ে সকল
যতি কুৰ্য্যকে আশ্রয় করিয়া সহস্র দ্বারকায় বাস
করেন, তাঁহারা যন্ত । য়ে সকল পাপী দ্বারকায় কুৰ্য্য-
সরিমানে তনুত্যাগ করে, তাহারা স্বধ্যমণ্ডল ভেদ
করিয়া কুৰ্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । য়ে নরোত্তম-
গণ দ্বারকার চক্রতীর্থে বাস করেন, যমকিষ্করগণকে
তাঁহাদের নিকট গমন করিতে নিষেধ করিয়া
থাকেন । তিনি আরও বলেন,—যাহারা গোমতী
স্নানান্তে কলিমলাপহ কুৰ্য্যকে অবলোকন করে,
কিষ্করগণ । তাহারা আমাদের অধিকার-বহির্ভূত,
তোমরা তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব করিও না । দ্বিজ-
বর্গ্য, কজিয়, বৈশ্য ও ত্রিবর্ণসেবক শূদ্রের ত' কথাই
নাই, দ্বারকাশ্রিত কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষগণও কুৰ্য্য-
সদনে গমন করে, কলচ তাঁহাদের পুনরায় সংসারে
আগমন হয় না । দ্বারকাবাসী দ্বিজগণ কার্তিকমাসে
কুৰ্য্যসম্মুখে গীতা পাঠ করিবেন, একভক্ত ও নক্তা-

হারী হইবেন,—অযাচিত অন্নাদি দ্বারা জীবন
যাপন করিবেন এবং ত্রিরাত্র, কুৰ্য্য, চান্নায়ণ, যাবক-
ভোজন, তপ্তকুৰ্য্য ও পক্ষমাস উপবাস করিবেন । য়ে
সকল ব্রহ্মচারী এইরূপে সমস্ত কার্তিকমাস অতি-
বাহিত করেন এবং নিত্য গোমতী নৌরে ও কল্মীগী-
হুদে স্নান করেন, তাঁহারা শম্ব-চক্রে-গদা-পদমহস্ত
কুৰ্য্যরূপী হইয়া থাকেন । দশমীসম্পর্কশূন্য শুদ্ধ
একাদশীতে উপবাস করিয়া মানবগণ নিম্নলিখিত চক্র-
তীর্থে স্নান করিবে, মধু পায়স ও যুতদ্বারা দ্বিজগণকে
ভোজন করাইবে, তজ্জিহ্মরূপ যথার্থ পিতৃ-
দেবগণের তর্পণ ও দক্ষিণা দান করিবে । গো,
ছু, হিরণ্য, বস্ত্র, তাম্বুল, কল, পাতকা, ছত্র, জলপূর্ণ
ঘট ও কলদক্ষিণাধিত শুভ পকাস দান করিবে ।
যে মানব কুৰ্য্য-উদ্দেশে সমস্ত কার্তিকমাস এইরূপ
করে, তদীয় পিতৃগণের তত্ত্বল্য প্রীতি জন্মে
এবং ত্রিদেশগণের সহিত কুৰ্য্যের অকল্প তৃপ্তি হয় ।
যে সকল পুতচেতা মানব সমগ্র কার্তিকমাস রথাস্ত-
তীর্থে ব্রতদানযুক্ত হয়, তাহারা বিশুদ্ধ দেহ লাভ
করিয়া অব্যয় পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকে ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥ ১০—২৮ ॥

একচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । ধৃত্বান্ন নরলোকাঙ্কো গোমত্যাং
তু কৃতোদকাঃ । পূজয়িষ্যন্তি যে কৃকং কেতকী-
তুলসীদলৈঃ । ১ । ন তেষাং সম্ভবোহন্তীহ ঘোর-
সংসারগহ্বরে । তেষাং মৃত্যুঃ পুনর্নাস্তি অমরত্বাৎ ।
হি তে গতাস্কাঃ । ২ । অন্তত্বে বৈ যতীনাঙ্ক কোটীনাং
যৎকলং ভবেৎ । দ্বারকাস্তে চৈকেন ভোজিতেন
ততোহধিকম্ । ৩ । অতীতঃ বর্ষমানক ভবিষ্যৎ-
যচ্চ পাতকম্ । নির্দেহরাস্তি সন্দেহো দ্বারকা
মনসান্বিতা । ৪ । জাহ্নবা কশিযুগে ঘোরে হাশ-
ভূতমচেতনম্ । দ্বারকাং যে ন মুঞ্চন্তি কৃতার্থাস্তে
নরোত্তমাঃ । ৫ । যতানাং যত্ন জন্তুনাং বেতসীপে
স্থিতিঃ সদা । ৬ । অগ্নিহাস্তা বর্হিষদ আজ্যপাঃ
সোমপাশ্চ য়ে । একবিংশতিঃ পিতৃগণা দ্বারকাসাং
বসন্তি তে । ৭ । পুঙ্করাদানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ
সরিতস্তথা । কুরুক্ষেত্রাদিক্ষেত্রানি কাশ্মীরান্য-
রাপি চ । ৮ । গয়াদিপিতৃতীর্থানি প্রভাসাদ্যানি
যানি চ । স্থানানি যানি পুণ্যানি গ্রামাশ্চ নিবসন্তি
বৈ । ৯ । কাশ্মীরপুণ্যে যা নিত্যং নিবসন্তি
কলৌ যুগে । নিত্যং কৃকশ্চ সদনে পাপি-

একচত্রারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা গোমতীজলে উদক-
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কেতকীকুসুম ও তুলসীদল
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করে, তাহারা ধৃত্ব ; কেননা,
ঘোর সংসার-সাগরে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ
করিতে হয় না, মৃত্যুর হস্ত হইতে তাহারা পরিত্রাণ
পায় এবং অমরত্ব লাভ করে । অন্ততীর্থে কোটি-
সংখ্যক যতি ভোজন করাইলে যে কল, দ্বারকায়
একটীমাত্র ভোজন করাইলে ততোধিক কল হইয়া
থাকে । মনে মনেও দ্বারকা তীর্থ স্মরণ করিলে
কৃত ভবিষ্যৎ বর্ষমান পাপ ভস্মীভূত হয় ; ইহাতে
কোন সন্দেহ নাই । ‘কলিকালে জীবজন্তু জ্ঞান-
শূন্য হইয়া হাহাকার করিবে ।’ ইহা জানিয়া যাহারা
দ্বারকাবাস পরিত্যাগ করে না, তাহারা ই কৃতার্থ
শ্রেষ্ঠ নর । দ্বারকায় যত-প্রাণীদিগের সর্বদা বেত-
সীপে বাস হয়, অগ্নিহাস্ত, বর্হিষদ, আজ্যপ, সোমপ
প্রভৃতি একবিংশতি পিতৃপুরুষ সেই দ্বারকা তীর্থেই
অবস্থান করেন । পুঙ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি সরিৎ,
কুরুক্ষেত্রাদি ক্ষেত্র, কাশী প্রভৃতি উষর, গয়াদি
পিতৃতীর্থ; এবং প্রভাসাদি যে সকল তীর্থ ও গ্রাম

নাং বুদ্ধিদে সদা । ১০ । বৈশাখশুক্রবাদস্তাং
প্রবোধিতাঃ বিশেষতঃ । বৈশাখ্যাং দৈত্যশার্ঙ্গিল
কল্লাদিষু যুগাদিষু । ১১ । চন্দ্রসুধ্যোপরাগেযু
মবাদিষু ন সংশয়ঃ । ব্যাতীপাতেষু সংক্রান্তৌ
বৈধৃতৌ দৈত্যনাযক । ১২ । তিলোদকং চ যদন্তং
তৎস্থলে পিতৃভক্তিতঃ । তৎসর্বমক্ষয়ং প্রোক্তং
গোমত্যাং স্নানপূর্বকম্ । ১৩ । যেহত্বে শাক্ত-
প্রকুরন্তি পিতৃদানপুংসরম্ । তেষামত্রাক্ষয়া তৃষ্ণিঃ
পিতৃণামুপজায়তে । ১৪ ।

ইতি শ্রীকান্দে গোমতীস্নানকৃকপূজনযতিভোজন-
দানশ্রাদ্ধাদিসংকলবর্ণনং নাটমক-
চত্রারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪১ ।

দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ । বুধোৎসর্গং করিষ্যন্তি
বৈশাখ্যাং চৈব কার্ত্তিকে । দ্বারকাসাং পিশাচহং
মুক্তা যান্তি পিতামহাঃ । ১ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং
স্তেয়ং গুরুজনগমঃ । এবংবিধানি পাপানি কৃশা
চৈব গুরুণ্যপি । ২ । স্নানমাত্রেন গোমত্যাং
শ্রীকৃকশ্চ চ দর্শনাৎ । বিলয়ং যান্তি দৈত্যেস্ত

আছে, এ সমুদয় কলিযুগে সর্বদাই বুদ্ধিদায়ক
কৃকক্ষেত্র দ্বারকায় বাস করিয়া থাকে । বৈশাখী
শুক্রা দ্বাদশী, প্রবোধিনী, বৈশাখী পূর্ণিমা, কল্লাদি,
যুগাদি, চন্দ্রসুধ্যগ্রহণ মবাদি, ব্যাতীপাত, সংক্রান্তি
ও বৈধৃতিতে, পিতৃভক্তিবশতঃ গোমতীতে স্নান
করিয়া দ্বারকায় যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া
থাকে । যাহারা পিতৃদানপুংসর দ্বারকাতীর্থে
শ্রাদ্ধবিধান করে, তাহাদের পিতৃগণের অক্ষয়
য় । ১—১৪ ।

একচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—যাহারা বৈশাখী পূর্ণিমায়
ও কার্ত্তিকমাসে দ্বারকায় বুধোৎসর্গ করে, তাহাদের
পিতামহগণ পিশাচহমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া
থাকেন । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুজনা-
গমন প্রভৃতি কোটিকল্পকৃত গুরুতর পাপ সকলও
গোমতীতে স্নান করিয়া শ্রীকৃক দর্শনমাত্রে বিলয়প্রাপ্ত

কল্পকোটিকৃতান্তপি । ৩ । কল্পিণীঃ যে প্রপঞ্চন্তি
ভক্তিসুখাঃ বলো নরাঃ । পুরীঃ প্রদক্ষিণাঃ কৃষা
জ্ঞা নামসহস্রকম্ । ৪ । প্রদক্ষিণীকৃতং সর্বং
ব্রহ্মাণ্ডং নাত্র সংশয়ঃ । মহাদানৈশ্চ চান্ত্রজ যৎকলং
পরিকীর্তিতম্ । দ্বারকায়াঃ তু কল্পিণ্যাং দৃষ্টায়াং
জায়তে তদা । ৫ । দ্বাদশীবাসরে প্রাপ্তে মাহাত্ম্য
দ্বারকাভবম্ । পঠতে সন্নিধৌ বিবেকো শৃণু বক্ষ্যামি
তৎকলম্ । ৬ । সর্কেষু চৈব লোকেষু কামচারী
বিষাজতে । পদ্মবর্ণেন যানেন কিঙ্কণীজালমালিনা
৭ । দিব্যবেতাশ্বযুক্তেন কামগেন যথাসুখম্ ।
আভূতসম্প্রবং যাবৎ ক্রৌড়তেহম্পরসাং গণৈঃ । ৮ ।
কৃতকৃত্যশ্চ ভবতি কল্পকোটিসমবিতঃ । যথা
নির্ম্মধনাদগ্নিঃ সর্বকাঠেষু দৃশ্যতে । তথা চ দৃশ্যতে
যশ্চো দ্বাদশীসেবনাররে । ৯ । অতঃ পরং
প্রবক্ষ্যামি পিতৃভিঃ পরিকীর্তিতম্ । অপি স্তাৎ স
কুলেহস্মাকং গোমত্যাঃ শ্রদ্ধয়া নরঃ । স্নাত্বা সম্পূজ্য
কৃষ্ণং চ শ্রদ্ধাং কুর্যাৎ সপিণ্ডকম্ । ১০ । অপি
স্তাৎ স কুলেহস্মাকং গোমত্যাধিসঙ্গমে । স্নাত্বা
পশ্চতি যঃ কৃষ্ণস্মাকং তারণায় বৈ । ১১ । অপি
স্তাৎ স কুলেহস্মাকং যঃ শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণাননাং ।

দ্বারকামাহাত্ম্যমিদং পুত্রয়িষ্যতি ভক্তিতঃ । ১২
ভবিষ্যতি কুলেহস্মাকং যো গচ্ছেদ্বারকাং পুরীম্ ।
সম্প্রাপ্য দ্বাদশীঃ শুদ্ধাঃ যঃ করিষ্যতি জাগরম্ ।
১৩ । ভবিষ্যতি কুলেহস্মাকং পুত্রো বা দুহিতা তথা ।
শ্রবণামসহস্রং তু কৃষ্ণস্তাগ্রে পঠিষ্যতি । ১৪ ।
অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং ভবিষ্যতি ধৃতব্রতঃ ।
গোপীচন্দনদানেন যন্তোষয়তি বৈকবান । ১৫ ।
অপি স্তাৎ স কুলেহস্মাকং বৈকবানাং তু সন্নিধৌ ।
দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং পঠিষ্যতি জিতেন্দ্রিয়ঃ । ১৬ ।
ভবিষ্যতি কুলেহস্মাকং মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ ।
লিখিত্বা কৃষ্ণতুষ্টিার্থং স্বগৃহে দ্বারয়িষ্যতি । ১৭ ।
স্বর্গদানং চ গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ ।
যাবজ্জীবং ভবেদন্তঃ যনেদ দ্বারিতং কলৌ
। ১৮ । তপ্তকুঙ্কঃ মহাকুঙ্কঃ মাসোপোষণমেব
চ । যাবজ্জীবং কৃতং তেন ধর্ম্মেদং প্রাবিতং
কলৌ । ১৯ । প্রায়শ্চিত্তানি চৌর্ণানি পাপানাং
নাশনায় বৈ । দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যেন বিস্তারিতং
কলৌ । ২০ । তাবন্তিষ্ঠন্তি পুরুষে ব্রহ্মহত্যাদিকানি
চ । যাবন্ন লিখতে জন্তুর্গ্নাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ ।

পুত্রকি আমাদের বংশে হইবে! একপুত্র আমা-
দের কুলে হয়—যে দ্বারকাপুরীতে গমন করিয়া
স্নানান্তে দ্বাদশীতে জাগরণ করিতে পারে। যে স্তব
করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে সহস্র নাম পাঠ
করিবে, একপুত্র বা দুহিতা আমাদের কুলে
কি হইবে? হয়! একপুত্র আমাদের বংশে
কবে জন্মিবে,—যে ধৃতব্রত হইয়া গোপীচন্দন
দানে বৈকবগণকে তোষিত করিবে? আমাদের
অন্যে একপুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়—যে জিতেন্দ্রিয়
হইয়া বৈকবসকাশে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করিবে।
একপুত্র আমাদের জন্মে—যে কৃষ্ণতুষ্টির জন্ত
দ্বারকামাহাত্ম্য পুস্তকাকারে লিখিয়া গৃহে রাখিয়া
দেয়। যেজন কগিতে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া
গৃহে রাখিয়া দেয়, তাহার যাবজ্জীবন স্বর্গদান,
গোদান ও ভূমিদান করা হয়। ১—১৮। যে জন
দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করায়, তাহার যাবজ্জীবন তপ্ত-
কুঙ্ক, মহাকুঙ্ক ও মাসোপবাস করা হয়। কগিতে
যে জন দ্বারকামাহাত্ম্য খ্যাপন করে, পাপনাশের
জন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত করার কার্য্য হয়। যাবৎ
দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিয়া রাখা না হয়, তাবৎ
পুরুষে ব্রহ্মহত্যাदि পাপ অবস্থান করে। যে জন
দ্বারকামাহাত্ম্য গৃহে লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহার সর্ব-

হয়। কলিযুগে যাঁহার ভক্তপূর্বক দ্বারকাপুরী
প্রদক্ষিণ ও বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করিয়া কল্পিণী-
দেবীকে দর্শন করে, নিঃসংশয় তাহাদের ব্রহ্মাণ্ড
প্রদক্ষিণ করা হয়। অন্ত্র মহাদানে যে কল,
দ্বারকায় কল্পিণীদর্শনে সেই কল হইয়া থাকে।
দ্বাদশীবাসরে বিষ্ণুসমীপে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ
করিলে যে কল হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। বিষ্ণু-
সমীপে দ্বারকামাহাত্ম্যপাঠকারী ব্যক্তি পদ্মবর্ণ
কিঙ্কণীজালমালী দিব্য বেতাশ্বযুক্ত কামগামী বিমানে
কামচারী হইয়া যথাসুখে বিচরণ করে; আপ্রাণ
কাল অপ্সরোগণের সহিত ক্রৌড়া করে, এবং কোটি-
কল্পকাল কৃতকৃত্য থাকে। মন্বন করিলে যেমন সকল
কাঠেই অগ্নি দেখা যায়, তজ্জপ দ্বাদশীসেবনে নরে
ধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর পিতৃগণের বিলাপ-
বাক্য বলিতেছি। পিতৃগণ বলেন—হায়! একপুত্র
কি আমাদের কুলে জন্মিবে,—যে শ্রদ্ধাসহকারে
গোমতীতে গিয়া স্নান ও কৃষ্ণদর্শন করিয়া সপিণ্ডক
শ্রদ্ধা প্রদান করিবে! একপুত্র সন্তান কি আমাদের
হইবে,—যে গোমত্যাধিসঙ্গমে স্নান করিয়া কৃষ্ণ
দর্শন করিবে! যে পুত্র ব্রাহ্মণপ্রযুখাৎ দ্বারকা-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দেবপূজা করিবে, এমন

২১ । দাতৈঃ সর্বেষাং কিং তস্ত সৰ্ব্বভীৰ্বাবগাহনৈঃ ।
দ্বারকায়াশ্চ মাহাত্ম্যং যেনদং লিখিতং গৃহে । ২০ ।
সৰ্ব্বভূতঃপ্রশমনং সৰ্ব্বকার্য্যপ্রসাধনম্ । চতুর্দশপ্রদং
নিত্যং হরিভক্তিবিবৰ্দ্ধনম্ । ২৩ । ন চাধিৰ্ভবতে
নুনং যাম্যং তস্ত ভয়ং নহি । মাহাত্ম্যং পঠতে যত্র
দ্বারকায়াঃ সমুদ্ভবম্ । ২৪ । লিখিতং তিষ্ঠতে যস্ত
গৃহে তন্তীৰ্থমেব চ । বলাচ্ছূৰ্ষ মাহাত্ম্যং দ্বার-
কায়াঃ সমুদ্ভবম্ । ২৫ । বিধিমজ্জক্রিয়াহীনাত পূজাঃ
গৃহাতি কেশবঃ । মাহাত্ম্যং তিষ্ঠতে নিত্যং লিখিতং
যস্ত বৈশ্বানি । ন তস্তাগঃসহস্রৈশ্চ কুতৈর্নিপাতি
মানবঃ । ২৬ । যঃ পঠেচ্ছূত্রে বাপি মাহাত্ম্যং
দ্বারকাভবম্ । ন ভবেদুভ্ভবৈকল্যং ধর্ম্মবৈকল্য-
মেব চ । ২৭ । যঃ স্মরেৎ প্রাতঃকথায় মাহাত্ম্যং
দ্বারকাভবম্ । দাদশীনাঞ্চ সৰ্ব্বাসাং যচ্চোক্তং লভতে
কলম্ । ২৮ । ত্রিদশৈঃ পূজাতে নিত্যং বন্দ্যতে
সিদ্ধচারণৈঃ । মাহাত্ম্যং পঠতে যো বৈ দ্বারকায়াঃ
সমুদ্ভবম্ । ২৯ । দ্বারকা বসতে যত্র তত্র বিষ্ণুঃ সনা-
তনঃ । তত্র ভীৰ্বাণি সবাণি সৰ্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
যজ্ঞা বেদাশ্চ ঋষয়ৈশ্চলোকাঃ সচরাচরম্ । ৩০ ।
শক্নোহি দ্বারকাং গন্তুং মানবো ন হি পুত্রক । কৃষ্ণ-
দর্শনজং পুণ্যং মাহাত্ম্যং পঠতো ভবেৎ । ৩১ । সত্যং
শৌচং ক্রতং বিদ্যুৎ সুনীলং চ ক্ষমার্জ্জবম্ । সৰ্ব্বং

চ নিফলং তস্ত মাহাত্ম্যং ন শৃণোতি যঃ । ৩২ ।
যগ্নাসে চ ভবেৎ পুত্রো লক্ষ্মীশ্চৈব বিবৰ্দ্ধতে । তস্ত
যঃ শৃণুতে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্ । ৩৩ ।
ইতি ত্রিচছারিংশ অধ্যায়ঃ সৰ্ব্বগাদিক্রিয়াকরণদ্বারকামাহাত্ম্য-
শ্রবণাদিকলবর্ণনং নাম দ্বিচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪২ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায়ঃ ।

প্রহ্লাদ উবাচ । সাবিদ্রো চ ভবানৌ চ দুর্গা
চৈব সরস্বতীম্ । যোহর্চযেতুলসীপত্রৈঃ সৰ্ব্বকাম-
সমধিতঃ । ১ । গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং
সমর্চয়েৎ । অর্চি তং তেন সতলং সদেবাসুর-
মাজ্জযম্ । ২ । চতুর্দশাং মহেশানং পৌর্ণমাস্তাং
পিতামহম্ । যোহর্চযন্তি চ সপ্তম্যাং তুলস্তা চ গণা-
বিপম্ । ৩ । শম্বোদকং ভীৰ্ববরাধরিষ্ঠং পাদো-
দকং ভীৰ্ববরাধরিষ্ঠম্ । নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটি-
ত্বলাং নিশ্চাল্যশেষং ত্রতদানত্বলম্ । ৪ । যুক্লদা-
শনশেষং তু যো ভুনক্তি দিনে দিনে । কিঞ্চে
সিক্বে ভবেৎ পুণ্যং চাক্ষারবংশভাষিকম্ । ৫ ।
নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদ-

মানবই দ্বারকাগমনে সক্ষম হয় না । সত্য, শৌচ,
ক্রত, বিহ, উত্তম শীল, ক্ষমা ও আর্জ্জব,—যে
দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করে না, তাহার এ সমস্তই
কুখ। যে ব্যক্তি যগ্নাসকাল দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ
করে, তাহার পুত্র ও লক্ষ্মী লাভ হয় । ১২—৩৩।

দ্বিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় ।

প্রহ্লাদ কহিলেন ।—যে জন তুলসীদল দ্বারা
সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গা ও সরস্বতীর অর্চনা করে,
সে সৰ্ব্বকামসমধিত হয় । তুলসীপত্র গ্রহণপূর্বক
ভক্তির সহিত বিষ্ণুপূজা করিলে সদেবাসুর-মাজ্জয
সকলেরই অর্চনা করা হয় । তুলসীদল দ্বারা
চতুর্দশীতে মহেশের, পৌর্ণমাসীতে পিতামহের
এবং সপ্তমীতে গণাধিপের পূজা করিলেও উক্ত
ফলই লাভ হয় । শম্বোদক ভীৰ্ববর হই-
তেও বরিষ্ঠ, পাদোদকও তথাবিধ, নৈবেদ্য
শেষ কোটিক্রতুত্বলা এবং নিশ্চাল্যশেষ ত্রত-
দানত্বলা হয় । যে জন প্রতিদিন যুক্লদাশন-
শেষ ভোজন করে, গ্রাসে গ্রাসে তাহার শত চাক্ষা-

দান ও ভীৰ্বাবগাহনে প্রয়োজন কি ? এই দ্বারকা-
মাহাত্ম্য সৰ্ব্ব ভূতঃপ্রশমন, সৰ্ব্বকার্য্যপ্রসাধন, চতুর্দশ-
কারণ এবং হরিভক্তিবিবৰ্দ্ধন । যেখানে দ্বারকা-
মাহাত্ম্য পঠিত হয়, সেখানে ব্যাধিভয় ও যমভয়
থাকে না । যে গৃহে দ্বারকামাহাত্ম্য লিখিত থাকে,
সেই গৃহ ভীৰ্বরূপ । নিশ্চিতরূপে সকলের দ্বারকা-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করা উচিত । যাহার গৃহে দ্বারকা-
মাহাত্ম্য লিখিত আছে, কেশব তাহার বিধিমজ্জক্রিয়া-
হীন পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন । যে দ্বারকামাহাত্ম্য
পাঠ ও শ্রবণ করে, সে সহস্র পাপ করিলেও ঐ
পাপে লিপ্ত হয় না । যে প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বারকা-
মাহাত্ম্য স্মরণ করে, কদাচ তাহার ভুতবৈকল্য ও
ধর্ম্মবৈকল্য হয় না । যে দ্বারকামাহাত্ম্য পাঠ করে,
সে সৰ্ব্বদাদশৌর্য কল প্রাপ্ত হয়—ত্রিদশপূজিত হয়,
এবং সিদ্ধাচারণগণের নিত্য বন্দনীয় হয় । যেখানে
দ্বারকার অবস্থান, সেখানে সনাতন বিষ্ণু, সৰ্ব্বভীৰ্ব,
সবাসব সৰ্ব্ব দেবতা, যজ্ঞ, বেদ, ঋষি এবং সচরাচর
সমস্ত জৈলোক্যই অবস্থিতি করে । কৃষ্ণদর্শনজনিত
পুণ্য ও দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ ব্যতিরেকে কোন

জলেন বিষ্ণোঃ। যোহুপ্রাতি নিত্যং পুরুষো
মুদ্রায়ঃ প্রাধ্বোতি যজ্ঞযুতকোটি পুণ্যম্।
৩। যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং দদাতি
ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্ তেনৈব পিতৃণাং স্তুতিলা-
ক্ৰিমিষাদাকল্পকোটিং পিতরঃ স্তুত্বাঃ। ৭।
স্নানার্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টাবাদ্যং কয়োতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্ত গবাং কোটিকলং লভেৎ। ৮।
সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্ত সদা প্রিয়া। বাদনান্ন-
ভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিকলং নরঃ। ৯। বাদিত্রাণা-
মভাবে তু পূজাকালে চ সর্বদা। ঘণ্টাবাদ্যং
নরৈঃ কার্যং সর্ববাদ্যময়ী যতঃ। ১০। তুলসী-
কাঠসমুত্তং চন্দনং যচ্ছতে হরৈঃ। নির্দেহং পাংক-
সর্বং পূর্বজন্মসংজ্ঞিতম্। ১১। দদাতি পিতৃ-
পিতৃণাং তুলসীকাঠচন্দনম্। পিতৃণাং জায়তে
তুষ্টিগয়াশ্রাদ্ধেন বৈ তথা। ১২। সর্বেষামেব
দেবানাং তুলসীকাঠচন্দনম্। পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ
সদাভ্যর্চ্য হরৈঃ কলৌ। ১৩। হরৈর্ভাগবতা ভূত্বা
তুলসীকাঠচন্দনম্। নার্পয়ন্তি সদা বিষ্ণোর্ন তে
ভাগবতাঃ কলৌ। ১৪। শরীরং দহতে যন্ত
তুলসীকাঠবহিণা। নীষমানো যমেনাপি বিষ্ণু-
লোকং স গচ্ছতি। ১৫। যদ্যেকং তুলসীকাঠঃমধ্যে

স্পাধিক পুণ্য হইয়া থাকে। মুরারির নৈবেদ্য-
শেষ, তুলসী ও তাঁহার পাদোদক মিশ্রিত করিয়া
খাইলে অযুতকোটি যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।
যে জন শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষ মিশ্রিত তিল-
যুক্ত পিণ্ড পিতৃগণকে দান করে, তাহার এই
দাননিমিত্ত পিতৃগণ কোটিকল্প কাল তৃপ্ত হন।
স্নানার্চন-ক্রিয়াকালে বাসুদেবের অগ্রে ঘণ্টা বাদন
করিলে গোকেটি দান কল লাভ হয়। সর্ববাদ্যময়ী
ঘণ্টা কেশবের সর্বদাই প্রিয়া; ইহা বাদনে নর
কোটিকল্প লাভ করে। নরগণ অস্ত্র বাদ্যের
অভাবে পূজাকালে সর্বদা ঘণ্টা বাদন করিবে,—
যেহেতু ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী। হরিকে তুলসীকাঠ-
সমুত্ত চন্দন দান করিলে পূর্ব শত জন্মার্জিত পাংক
বিনষ্ট হয়। পিতৃপিতৃ তুলসীকাঠসমুত্ত চন্দন
দিলে পিতৃগণের গয়াশ্রাদ্ধসম তৃপ্তি হয়। কলিতে
সকল দেবতারই তুলসীকাঠসমুত্ত চন্দন ঈপ্সত;
বিশেষতঃ পিতৃগণের ও জীহরির। কলিতে
হরিভুক্ত হইয়া যে জন তুলসীকাঠচন্দন হরিকে
অর্পণ না করে, তাহাকে ভাগবত বলা যায় না।
তুলসীকাঠবহিতে বাহার দেহ দাহ করা হয়,

কাঠস্ত যন্ত হি। দাহকালে ভবেমুক্তঃ পাপকোটি-
শতযুতেঃ। ১৬। দহমানঃ নরঃ দৃষ্টা তুলসী-
কাঠবহিণা। জন্মকোটিসহস্রৈশ্চ তৌষিতৈশ্চৈর্জনা-
র্দনঃ। ১৭। দহমানঃ নরঃ সর্বে তুলসীকাঠবহিণা।
বিমানস্বাঃ সুরগণাঃ কিপান্তি কুসুমাজলীন। ১৮।
নৃত্যন্তোহম্পরসো হৃষ্টা গীতং গায়ন্তি সুশ্রবম্।
জলতে যত্র দৈত্যোস্ত্র তুলসীকাঠপাবকঃ। ১৯।
কুরুতে বীকণং বিষ্ণুঃ সমুত্তঃ সহ শঙ্কনা। ২০।
গৃহীত্বা তং করে শৌর্যঃ পুরুষঃ স্বয়মগ্রতঃ। মার্জ্যতে
তন্ত্র পাপানি পশ্চতাং ত্রিদিবৌকসাম্। মহোৎসবঃ
চ কুত্বা তু জয়শব্দপুরঃসরম্। ২১। স্তুত উবাচ।
প্রহ্লাদেনোদিতঃ শ্রদ্ধা মাহাত্ম্যং দ্বারকাভবম্।
প্রহ্লাদা স্বয়ংসর্বে তথা দৈত্যেশ্বরে বলিঃ। ২২। ততঃ
সর্বেহভিনন্দ্যানঃ প্রহ্লাদং দৈত্যপুত্রবম্। উদযুক্তা
দ্বারকাং গত্বা হুত্বৈ কুরুমুখাস্থজম্। ২৩। ততস্তে
বলিনা সাক্ষিঃ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। আগত্য
দ্বারকাং স্নাত্বা গোমত্যাং বিধিপূর্বকম্। ২৪। কৃষ্ণঃ
দৃষ্টা সমভ্যর্চ্য কুত্বা যাত্রাং যথাবিধি। দত্বা দানানি
বহুশঃ কৃতকৃত্যাস্ততোহভবন। ২৫। জঘ্নুঃ স্বীয়ানি

তাহাকে যম লইয়া গেলেও সে বিষ্ণুলোকে যায়।
যদি কাহার দাহ কালে অন্তান্ত কাঠ সকলের মধ্যে
একটীমাত্র তুলসীকাঠ থাকে, তাহা হইলে সে কোটি-
শতযুত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১—১৬। তুলসীকাঠ-
বহিতে দহ হইতে দেখিয়া জনাৰ্দ্দন তাহার প্রতি
সহস্রকোটি জন্ম তুট থাকেন। তুলসীকাঠ-
বহিতে দহমান ব্যক্তির প্রতি বিমানস্ব সুরগণ
কুসুমাজলি কেপণ করেন; আর অম্পরোগণ
আনন্দে নাচে ও সুশ্রব গীত গায়। যেখানে
তুলসীকাঠপাবক প্রজলিত হয়, বিষ্ণু সমুত্তহইয়া
শঙ্কর সহিত ঐ স্থান নিরীক্ষণ করেন। দহমান
পুরুষের কর গ্রহণ করিয়া অগ্রে সন্ধ দেবসমক্ষে
তিন তাহার পাপ মার্জনা করেন। তদুদ্দেশে জয়শব্দ
পূর্বক মহোৎসব হয়। স্তুত বলিলেন,—প্রহ্লাদো-
দিত দ্বারকামাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ এবং
দৈত্যরাজ বলি সকলেই হুট হইলেন। অতঃপর
ঋষিগণ দৈত্যপুত্রব প্রহ্লাদকে অভিনন্দিত করিয়া
দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল দর্শনমানসে বলির
সহিত তথায় গমন করিলেন এবং ভক্ত্য গোমতীতে
স্নানোচরণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, অর্চন, যাত্রা-
সমাপন করত বহু দেয় দান করিয়া কৃতকৃত্য হই-

হানানি বলিঃ পাতালমাষযৌ । প্রহ্লাদঃ চ প্রণম্যাস্ত
মেনে তস্য কৃতার্থতাম্ । ২৩ ।

ইতি জীহ্বান্দে বালনাসহস্রজগনকৃতভারকাষাভা-
বিধিবর্ণনং নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ । ৪৩ ।

চতুঃছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । এতৎ পুরাণমখিলং পুরা স্বন্দেন
ভাবিতম্ । ভৃগবে ব্রহ্মপুত্রায় তস্মান্নেতে তথা-
ক্লিরাঃ । ১ । ততশ্চ চ্যবনঃ প্রাপ ঋচীকশ্চ
ততো মুনিঃ । এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং সর্বেষু
ভুবনেষুপি । ২ । স্বান্দং পুরাণমেতচ্চ
কুমারেন । পুরোক্তম্ । যঃ শৃণোতি সত্যং
মধ্যে নরঃ পাণ্ডুরিষ্যতে । ৩ । ইদং পুরাণমায়ুষ্যং
চতুর্কর্ণসুখপ্রদম্ । নিম্নিতং যগুধেনেহ নিয়তঃ
সুখহাসনম্ । ৪ । এবমেতৎ সমাখ্যাতমাখ্যানং
ভক্তমন্ত বঃ । ৫ । মণ্ডিতং সগুণিতং খণ্ডেঃ স্বান্দং
যঃ শৃণুয়ান্নরঃ । ন তস্মৈ পুণ্যসম্মানং কর্তুং শক্যেত
কেনচিৎ । ৬ । য ইদং ধর্ম্মমাহাঙ্গম্যং ব্রাহ্মণায়
প্রযচ্ছতি । স্বর্গলোকে বসেন্তাবদ্যাবদক্ষর-

লেন । দৈত্যরাজ বলিও এদিকে প্রহ্লাদকে প্রণাম
করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করত স্বীয়
পাতালে প্রস্থান করিলেন । ১৭—২৩ ।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুঃছারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন,—পূর্বে স্বন্দ এই সমগ্র পুরাণ
ব্রহ্মপুত্র ভৃগুকে বলেন । তারপর ভৃগু হইতে
অক্লিরা, অক্লিরা হইতে চ্যবন, এবং তাঁহা হইতে
ঋচীক প্রাপ্ত হন । এইরূপ পরম্পরাক্রমে এই
সমগ্র পুরাণ জিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে । এই স্বন্দ-
পুরাণ পূর্বে কুমার উদ্ধার করিয়াছিলেন । যে
ইহা শ্রবণ করে, সে পাণ্ডুরূপ হয় । এই পুরাণ
আয়ুষ্য, ও চতুর্কর্ণকলপ্রদ । মহাত্মা যগুধ নিয়ত-
ভাবে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন । এই আখ্যান আপ-
নাদের নিকট আমি কীৰ্ত্তন করিলাম, আপনাদের
মঙ্গল হউক । সগুণও-মণ্ডিত এই স্বন্দপুরাণ যে
নর শ্রবণ করে, কেহই তাহার পুণ্যের ইয়ত্তা
করিতে পারে না । এই ধর্ম্মমাহাঙ্গম্য যে ব্রাহ্মণকে
প্রদান করিবে, সে পুরাণাক্ষর-সমসংখ্যক কাল স্বর্গ-

সংখ্যায় । ৭ । যথা হি বর্ষতো ধারা যথা বা দিবি-
তারকাঃ । গজায়াঃ সিকতা যদন্তদং সংখ্যা ন
বিদ্যতে । ৮ । যো নরঃ শৃণুয়াত্তজ্জা দিনানি চ
কিয়ন্তি বৈ । সর্বার্থসিদ্ধৌ ভবতি য এতৎ পঠতে নরঃ
। ৯ । পূজার্থী লভতে পূজান্ ধনার্থী লভতে ধনম্ ।
লভতে পতিকামা যা পতিং কন্তা মনোরমম্ । ১০ ।
সমাগমঃ লভন্তে চ বান্ধবাস্ত প্রবাসিভিঃ । স্বান্দং
পুরাণং শ্রুত্বা তু পুমানাপ্নোতি বাহিতম্ । ১১ । শৃণতঃ
পঠতশ্চৈব সর্বকামপ্রদং নৃণাম্ । ১২ । পুণ্যং শ্রুত্বা
পুরাণং বৈ দীর্ঘমায়ুষ্যং বিদ্যতি । মহৌ বিজয়তে রাজা
শত্রুশ্চাপ্যধিষ্ঠতি । ১৩ । বেদবিচ্ছ ভবেদ্বিপ্রঃ
কজিয়ৌ রাজ্যমাপ্নুয়াৎ । ধনং ধাত্তং তথা বৈশ্বতঃ
শুভঃ সুখমবাশ্নুয়াৎ । ১৪ । অধ্যায়মেকং শৃণুয়া-
ল্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা । যঃ শ্লোকপাদং শৃণুয়া-
দ্বিস্লোকং স গচ্ছতি । ১৫ । শ্রুত্বা পুরাণমেতচ্চ
বাক্যং যন্ত পূজয়েৎ । তেন ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ কল্প-
শ্চৈব প্রপূজিতঃ । ১৬ । একমপ্যক্ষরং যন্ত গুরুঃ

লোকে বাস করিয়া থাকে । যেমন বর্ষাকালে
—গগনে তারকা—ও গজায় সিকতার
সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ এই পুরাণাক্ষরের
ইয়ত্তা করাও হুঃসাধ্য । যে নর ভক্তিপূর্বক কতি-
পয় দিন মাত্রও এই পুরাণ পাঠ করে, তাহার
সর্বার্থসিদ্ধি হয় । মানব পূজার্থী হইয়া এই পুরাণ
পাঠ করিলে পুত্র এবং ধনার্থী হইয়া পাঠ করিলে ধন
প্রাপ্ত হয় । কন্তা পতিকামনা করিয়া যদি এই পুরাণ
পাঠ করে, তাহা হইলে সে মনোমত পতি লাভ
করে । বান্ধব, বন্ধুসমাগমবাসনায় ইহা পাঠ করিলে
প্রবাসী বন্ধুর সহিত তাহার মিলন হয় । এমন কি
এই স্বন্দপুরাণ শ্রবণ বা পাঠ করিয়া মানব সকল
বাহিতই লাভ করিয়া থাকে । ১—১১ । যে ইহা শ্রবণ
বা পাঠ করে, তাহার সম্বন্ধে ইহা সর্বকামপ্রদ হয় ।
এই পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় ।
রাজা শত্রু জয় করিয়া মহৌ অধিকার করেন,—বিপ্র
বেদবিৎ হন,—কজিয় রাজ্য পান,—বৈশ্ব ধনধাত্তের
অধিকারী হন এবং শুভ সুখ লাভ করে । এই
পুরাণের এক অধ্যায়ও শ্রবণ করিতে হয় ; অধিক
আর কি বলিব ?—ইহার একটা সম্পূর্ণ শ্লোক—
শ্লোকার্দ্ধ—বা তদর্দ্ধ অর্থাৎ শ্লোকের চতুর্থাংশও
পাঠ বা শ্রবণ করিলে মানব বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ
করিয়া থাকে । এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া পাঠকের
পূজা করিতে হয়, করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কল্প পূজিত

শিষ্যো নিবেতয়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্রূপাং যদব্যা
 হনুগী ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অতঃ সম্পূজনীয়ন্ত ব্যাসঃ
 শাস্ত্রোপদেশকঃ । গোক্ষুহিরণ্যবস্ত্রাদৈর্ভোজনেঃ
 সার্ককামিকৈঃ ॥ ১৮ ॥ য এবং ভক্তিবুদ্ধন্ত ঋত্বা
 শাস্ত্রমহুত্তমম্ । পূজয়েতুপদেষ্টোরং স শৈবং
 পদমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ পুরাণশ্রবণাদেব অনেক-
 ভবসঞ্চিতম্ । পাপং প্রশমমায়াতি সর্বতীর্থফলং
 ভবেৎ ॥ ২০ ॥ অমৃতেনোদরস্থেন ত্রিযন্তে
 সর্বদেবতাঃ । কণ্ঠস্থিতবিষেণাপি যো জীবতি
 স পাতু বঃ ॥ ২১ ॥ ব্যাস উবাচ । ইত্যাকো-
 পরন্তে সূত্রে শৌনকাदिমহর্ষয়ঃ । সম্পূজ্য
 বিধিবৎ সূতঃ প্রশস্তাধাত্যনন্দয়ন ॥ ২২ ॥ ঋষয়
 উচুঃ । কথিতো ভবতা সর্গঃ প্রতিসর্গস্তথৈব চ ।
 বংশানুবংশচরিতং পুরাণানামহুত্কমঃ ॥ ২৩ ॥
 মনস্তরপ্রমাণং চ ব্রহ্মাণ্ডস্ত চ বিস্তরঃ । জ্যোতি-

শ্চক্রস্বরূপং চ যথাবদহুত্ববর্ণিতম্ ॥ ২৪ ॥ ধাতাঃ স্ম
 কৃতকৃত্যঃ স্ম বয়ং তব মুখাশ্রুজাৎ । স্বান্দং
 মহাপুরাণং হি ঋত্বা সূতাতিহর্ষিতাঃ ॥ ২৫ ॥ বয়ং
 মহর্ষয়ো বিপ্রাঃ প্রদদ্যোহদ্য তবশিষ্যঃ । ব্যাসশিষ্য
 মহাপ্রাজ চরং জীব সূখী ভব ॥ ২৬ ॥ ইতি দবা-
 শিষ্যস্তস্মৈ দবা বাসো বিভূষণম্ । বিস্মজ্য লোমশং
 সূতং যজ্ঞকর্ম্মাণ্যথাচরন ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীস্কান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
 তায়ঃ সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে চতুর্থে দ্বারকামাহাত্ম্যো
 স্বান্দমহাপুরাণশ্রবণপঠনপুস্তকপ্রদানপৌরাণিক-
 ব্যাসপূজনমাহাত্ম্যাবর্ণনপুস্তকঃ সমস্ত-
 স্বান্দ-মহা পুরাণগ্রন্থ-সমাপ্ত্যপ-
 সংহারসূতসংকারবৃত্তান্তাবর্ণনং
 নাম চতুশ্চত্বারিংশো-
 ২৮৪।

হইয়া থাকেন । দেখ, শুক একাক্ষরমাত্রও যাহা
 শিষ্যকে দান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন দ্রব্য
 নাই, যাহা দিয়া তাহা হইতে আনুগ্য লাভ করিতে
 পারা যায় । অতএব গো, ভূ, হিরণ্য, বস্ত্রাদি, ও
 সার্ককামিক ভোজনাদি দ্বারা শাস্ত্রোপদেশক ব্যাসের
 পূজা করা কর্তব্য । যে জন এইরূপ ভক্তিসহ-
 কারে এই অহুত্তম শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া উপদেষ্টোর
 পূজা করে, সে শৈবপদ লাভ করিয়া থাকে । পুরাণ
 শ্রবণ করিলে অনেকজন্যসঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট
 হয়, অধিকন্তু সর্বতীর্থফল লাভ হইয়া থাকে ।
 অমৃত, উদরস্থ থাকিতেও সকল দেবতাই মরেন,
 কিন্তু বিব কণ্ঠস্থ থাকিতেও যিনি জীবিত রহি-
 যাছেন, তিনি ভোমাদিগকে পালন করুন । ব্যাস
 বলিলেন,—এই সকল কথা বলিয়া সূত বিরত
 হইলে মহর্ষিগণ যথাবিধি পূজা ও প্রশংসা দ্বারা
 তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—

হে সূত ! আগান সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশানু-
 বংশচরিত পুরাণাহুত্কম, মনস্তর-প্রমাণ, ব্রহ্মাণ্ড-
 বিস্তৃতি, ও জ্যোতিশ্চক্র, প্রভৃতি যথাযথ কীর্তন
 করিলেন । আমরা আপনার মুখ-পঙ্কজবিনির্গত
 স্কন্দপুরাণ শ্রবণ করিয়া ধন্ত, কৃতকৃত্য ও যার-পর-
 নাই আনন্দিত হইলাম । আমরা—মহর্ষি—ব্রাহ্মণ,
 আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করি,—হে মহাপ্রাজ
 ব্যাসশিষ্য ! “চরং জীব” — “সুখী ভব” । এই-
 রূপ আশীর্বাদ প্রদান করিয়া মহর্ষিগণ ব্যাস-
 শিষ্য সূতকে বসন-ভূষণ প্রদানে বিসজ্জন দিয়া
 যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ১২—২৭ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

দ্বারকামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

সমাপ্তমিদং প্রভাসখণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

বঙ্গবাসী মুক্তকবিভাগ।

সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ।

মহাকাব্য। মহাপুরাণ।

পুস্তকের নাম,	বঁ ধা, আঁধা,	ডাঃ মাঃ	পুস্তকের নাম	বঁধা, আঁধা,	ডাঃ মাঃ
১। বেদব্যাস-বিরচিতম্ নীলকণ্ঠ- কৃত-টীকয়া সমেতম্ মহাত্ম্যম্	৬.	১৬.	বঙ্গানুবাদ)	১৫.	১৬.
২। মহর্ষি বাস্কাকি-বিরচিতম্ রামায়ণম্—বঙ্গানুবাদ- সমেতম্	৩০.	৩০.	১। ব্রহ্মপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫.	১১.
৩। বঙ্গানুবাদ বর্ধমান রাজবাটীর মহাত্ম্যম্	৫.	১.	২। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মূল ও অনুবাদ)	১০.	১.
৪। কালীরামদাসের মহাত্ম্যম্	২১.	২১.	৩। পদ্মপুরাণম্—কর্ণখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	৫.	৫.
৫। কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণ	১০.	১.	৪। বিষ্ণুপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫৬.	৫.
৬। শিল-হরিবংশম্ (সটীক মূল)	১০.	১.	৫। ঈশভাগবতম্ (সটীক মূল)	২৫.	২৫.
৭। শিল-হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১০.	১.	৬। ঈশভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১০.	১.
৮। অদ্ভুত-রামায়ণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১৬.	১.	৭। দেবীভাগবতম্ (মূল)	১০.	১.
৯। অদ্ভুত রামায়ণ (পদ্যানুবাদ)	১৬.	১.	৮। দেবীভাগবত (বঙ্গানুবাদ)	১০.	১.
১০। অধ্যাত্ম-রামায়ণম্ (মূল অনুবাদ)	৫৬.	৫.	৯। শিব-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২৫.	১.
১১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্ (মূল)	১১.	১১.	১০। মার্কণ্ডেয়পুরাণম্ (মূল ও অনুবাদ)	১০.	১.
১২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)	১৫.	১১.	১১। অগ্নি-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	২.	১৫.
১৩। ভুলসীদাসী রামায়ণ	৫.	১৬.	১২। বসুদেববর্ত্তপুরাণম্ (মূল)	১০.	১.
১৪। শ্রীরামায়ণ	১০.	১.	১৩। লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৫৬.	৫.
			১৪। বরাহ-পুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১০.	১০.

পুস্তকের নাম	বীধা, আবীধা,	ডাঃ মাঃ
১৫। বামন-পুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১০	১৬০
১৬। কুর্ক-পুরাণ (মূল বঙ্গানুবাদ)	৫০ ১১০	১০
১৭। মৎস্য-পুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১০	১৬০
১৮। গরুড়-পুরাণ (মূল বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১	১৬০
১৯। অশ্বাও-পুরাণ (মূল বঙ্গানুবাদ)	১২ ৫০	১০
২০। বাহু-পুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫০ ১১০	১৬০

উপপুরাণ।

১। কিক-পুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫০ ১৬০	১০
২। দেবীপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১ ৫৬০	১০
৩। কালিকাপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৫০ ১১০	১০
৪। বৃহদ্রথ-পুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১	১০
৫। বৃহন্নরদীরপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১ ৫০	১০
৬। সৌরপুরাণ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১ ৫০	১০
৭। উৎকল-খণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫০ ১১৬০	১০
৮। কাম্বজ (পদ্যানুবাদ)	১১ ৫০	১০

দর্শন।

১। সাংখ্য-দর্শন (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১০	১০
২। বৈশেষিক-দর্শন (মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১১ ১৫০	১৬০
৩। ন্যায়-দর্শন	১১০ ১১	১০

স্মৃতি।

পুস্তকের নাম	বীধা, আবীধা,	ডাঃ মাঃ
১। মহাসংহিতা (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১	১০
২। উনবিংশতিসংহিতা (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১১০ ১১০	১০
৩। তিথিতত্ত্ব (মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১১ ১৫০	১৬০
৪। শুদ্ধিতত্ত্ব (মূল টীকা ও বঙ্গানুবাদ)	১৫০ ১১০	১৬০
৫। আত্মতত্ত্ব এই	১১০ ১১০	১০
৬। প্রাণশক্তি-তত্ত্ব এই	১১০ ১১	১০
৭। বর্ষসিদ্ধান্ত (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	৫০ ১৬০	১০
৮। ব্রহ্মমালা-বিধান	৫০ ১৬০	১০

তত্ত্ব।

১। মহানির্দোষ তত্ত্ব (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৬০ ১০	১০
---	--------	----

বিজ্ঞান।

১। কৃষিসংগ্রহ	১০ ১৬০	১০
---------------	--------	----

জ্যোতিষ।

১। বৃহৎ-সংহিতা	১১০ ১১	১০
----------------	--------	----

আয়ুর্বেদ।

১। চরক-সংহিতা	২৫০ ২১০	১০
---------------	---------	----

১। জীর্ণচৌ	১১০ ১১০	১০
------------	---------	----

বৈষ্ণব গ্রন্থ।

পুস্তকের নাম বাঁধা, আবাঁধা, ডাঃ মাঃ

১। শ্রীশ্রীভক্তিরসাবলী (মূল ও বঙ্গানুবাদ) ১৬. ১. ১/০		
২। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৬. ১. ১.০		
৩। শ্রীশ্রীচৈতন্য- চরিতামৃত ৫৬. ৫. ১.০		
৪। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেম- তরঙ্গিনী ১৫. ১১. ১/০		
৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৬. ১. ১.০		
৬। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল ১৬. ১. ১.০		
৭। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ৫. ১৬. ১/০		
৮। বৈকুণ্ঠ-পদলহরী ১১. ১. ১/০		
৯। জগৎমঙ্গল ও চমৎকার- চন্দ্রিকা ১৬. . ১/০		
১০। গীতমালা ১৬. . ১.০		
১১। গোবিন্দমঙ্গল ৫. ১১. ১.০		

১। শ্রীমদ্ভগবতী গীতা ১. ১/০ ১/০

ইতিহাস।

১। স্বাধীনতার ইতিহাস (প্রথম ভাগ শ্রীহর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত) ২. . ১/০		
২। স্বাধীনতার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ শ্রীহর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত) ৩. ১/০		
৩। কলিকাতার ইতিহাস ৫. ১৬. ১.০		
৪। বঙ্গবিপ্লব-পরাজয় ১১. ১১. ১৬.০		
৫। শিশু-ইতিহাস ২. . ১৬.০		
৬। ভরতপুর-যুদ্ধ (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত) ১৬. ১. ১.০		
৭। বঙ্গে বগী (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত) ১৬. ১. ১.০		
৮। মহারাণী স্বর্ণময়ী (শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত) ১/০. . ১/০		
৯। বঙ্গের ইতিহাস ১১. ১১. ১/০		

উপন্যাস।

পুস্তকের নাম বাঁধা, আবাঁধা ডাঃ মাঃ

১০। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১১৬. . ১১/০ ১৬.০		
১১। কালচাঁদ (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১১. ১. ১/০		
১২। মডেল ভগিনী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১১. ১. ১.০		
১৩। চিনিবাস-চরিতামৃত (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১৬. ১. ১/০		
১৪। বাঙ্গালী-চরিত (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১. ৫. ১.০		
১৫। হরিন্দাস সাধু ওরফে লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ১৬. ১. ১/০		
১৬। রাজাবলী ৫. ১৬. ১.০		
১৭। বজ্রিশ সিংহাসন (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১৬. ১. ১.০		
১৮। ভক্তহরি সর্দার (শ্রীহরিনন্দন মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ১৬. ১/০ ১/০		
১৯। দশকুমার-চরিত ১. ১৬. ১.০		
২০। রত্নহার (শ্রীহর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত) ১. ১৬. ১/০		
২১। মহীরাবণের আশ্রয় (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু লিখিত) ১/০. ১. ১/০		
২২। হাতেমতাই (মুসলমান উপন্যাস) ১৬. ১. ১/০		
২৩। মজার গল্প (শ্রীযুক্ত জৈলোক্যনাথ মুখো- পাধ্যায় প্রণীত) ১. ১৬. ১/০		
২৪। রোমাবতী (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত) ১. ১৬. ১/০		
২৫। কক্যাবতী (শ্রীযুক্ত জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ১. ১৬. ১/০		
২৬। সুদীপ্ত (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত) ১. ১৬. ১.০		
২৭। রাসেলাস ১৬. ১. ১.০		
২৮। রাণী-ভবানী ১. ৫. ১.০		
২৯। নেড়া হরিন্দাস (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিরচিত) ৫. ১৬. ১.০		
৩০। আলালের ঘরের ছানাল (স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বিরচিত) ১. ১৬. ১.০		

পুস্তকের নাম	বীধা, আবীধা,	ডাঃ মাঃ
৩১। পাঁচুঠাকুর (ঐক্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)	৬০. ৬০.	১০.
৩২। ভূত ও মানুষ (ঐক্য জৈলোক্যনাথ সুখো-পাধ্যায় প্রণীত)	১০. ১০.	১০.

নাটক।

১। কুলীনকুল-সর্বস্ব নাটক	১০. ১০. ১০.
২। দলিতা-কমিনী (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত)	১০. ১০. ১০.
৩। রত্নাবলী (ঐক্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)	১০. ১০. ১০.

গীত ও কবিতা।

১। সঙ্গীত-ভরত	৬০. ১০. ১০.
২। বাঙ্গালার গান	১০. ১০. ১০.
৩। বিদ্যাসুন্দর (রামপ্রসাদ সেন প্রণীত)	১০. ১০. ১০.
৪। গোপালউড়ের টপ্পা	১০. ১০. ১০.
৫। ব্রজমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী	১০. ১০. ১০.
৬। ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৬০. ১০. ১০.
৭। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৬০. ১০. ১০.
৮। ঐক্যমঙ্গল	০. ১০. ১০.
৯। মনসামঙ্গল	১০. ১০. ১০.
১০। সঙ্গীতসারসংগ্রহ	১০. ১০. ১০.
১১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৬০. ১০. ১০.

পুস্তকের নাম	বীধা, আবীধা,	ডাঃ মাঃ
১২। মেঘনাদবধ কাব্য (ঐক্য ইন্দ্রনাথ সাত্তাল বি-এ এম-বি কর্তৃক ব্যাখ্যাত)	১০	৬০ ১/০
১৩। কৌতুকবিলাস	১০	১০ ১/০
১৪। চণ্ডী (পদ্যাহুবাদ)	১০	১০ ১/০
১৫। শিবায়ন	১০	১০ ১/০
১৬। ৮ দাশরথি রায়ের পাঁচালী	১০	১০ ১/০

অন্যান্য বাঙ্গালী গ্রন্থ।

১। পঞ্চতন্ত্র	৬০. ১০. ১০.
২। কাদম্বরী	১০. ১০. ১০.
৩। বঙ্গভাষার লেখক	১০. ১০. ১০.
৪। প্রবোধ-চন্দ্রিকা	১০. ১০. ১০.
৫। পুরুষ-পরীক্ষা	১০. ১০. ১০.
৬। স্তবমালা	১০. ১০. ১০.
৭। করোনেশন আলবম	১০. ০. ১০.
৮। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২১. ১০. ১০.
৯। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	১০. ১০. ১০.

১ *। স্মৃতি-সংহিতা	২১. ২১. ১০.
২ *। ভারত-ভ্রমণ	১১. ৬০. ১০.
৩ *। কুইন্টিন ডারওয়ার্ড	৬০. ১০. ১০.

* ১৩১৮ সালের চৈত্রসংক্রান্তির পর এই তিন খানি পুস্তক সর্বসাধারণকে এই মূল্যে দেওয়া হইবে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীবরদাশ্রমসাদ বসু,

৩৮২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কার্যালয়, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর হাতীমার্ক সালসা



এই মহাশক্তিরূপা বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা সেবন করিয়া দেহ এবং মনকে শক্তিসম্পন্ন কর।

ইহা সালসা নহে, তবে সালসা নাম না দিলে লোকে ইহার গুণাবল্য বিষয় কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না, সেইজন্য সালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজি-ভাষাপন্ন হইয়া পড়িতেছি; এই অধ্বর্ষদয় ঔষধের নামকরণ তাই বিজাতীয় ভাষায় করিতে বাধ্য হইলাম,—নচেৎ উপায় নাই। বসু নামে, সোম-রস নাম দিলে সাধারণে কি বুঝিবেন?

চরক-গ্রন্থ অনন্তরত্নের ভাণ্ডার; মহাকল্পতরু স্বরূপ; সাধক এবং ভক্ত একান্ত মনে যাহা ঈজিবেন, উহাতে তাহাই পাইবেন।

বি, বসু, এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা।

সেই চরকমহাসাগর মননপূর্বক উদ্ধিত হইয়াছে এ সালসা-বোতলকে ধ্বংসের অমৃতপূর্ণ কলস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা

এক মহাভেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত ত্রোন লতাবিশেষের এমনি গুণ যে, এ

সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহানুষ্ঠি অল্পভূত হইবে। মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈজাতিক ক্রিয়া নিম্পন্ন হইল। শিশু বালক যুবক বৃদ্ধ স্ত্রী—সকলেই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই মহাশক্তিরূপিনী সালসা সুধাপানে ভুগ্ন হইবেন—মনঃপ্রাণ স্বর্গীয় স্রুথে বিভোর হইয়া উঠিবে। এই সালসা সহজ শরীরেও সেবনীয়। মিত গ্রীষ্ম শরৎ বসন্ত—সর্বকালে সর্ব ঋতুতে সেবনীয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা

নিম্নলিখিত রোগে মহাশক্তির স্তায় কার্য করে :—
(১) নানা প্রকার পারাবাঘা ; (২) নানা প্রকার শ্বশ্বোগ ; (৩) খোষ, চুলকুনি ; (৪) গর্ভির বা ; (৫) বাতরোগ ; (৬) গাঁটের বেদনা ও কোলা ; (৭) শরীরের অন্ত স্থানে বেদনা ; (৮) অর্শ ও ভগ্নশ্বর ; (৯) অগ্নাদি-রোগ ; (১০) মেহ আদি প্রস্রাবের পীড়া।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা

(১) পুরুষত্ব-হানির মহৌষধ ; (২) ওজের বিবিধ দোষ নিবারণের ব্রহ্মাস্ত্র ; (৩) নানারূপ

কাস-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; (৪) কৃমি রোগের মর্হোষধ; (৫) অর-রোগে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া বাহারা অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের ইহা সেবন করা একান্ত বিধেয়। তদবস্থায় সেবন করিলে পুনরায় অরের আশঙ্কা থাকে না। সালসা সেবনে গলিত-কৃত পর্যন্ত আরাম হইয়াছে।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা

সেবন করিলে নানা রোগ আরাম হয়। তদ্ব্যতীত প্রধানতঃ সহজে এবং শীঘ্র এই রোগগুলি দূর হয়।—(১) দুর্বৃত্ত রক্তকে পরিষ্কার করে; (২) সর্ষ হাড়কে মোটা করে; (৩) কৃশ ব্যক্তিকে সবল ও সুস্থ করে; (৪) ক্ষুধা-বৃদ্ধি হয়; (৫) কোষ্ঠ-বিষ্কার হয়; (৬) লাবণ্য বৃদ্ধি হয়; (৭) স্মরণশক্তি ও মেধা-বৃদ্ধি হয়।

বি বসু এণ্ড কোম্পানীর

হাতীমার্ক সালসা

বাক্সাণী যোবনে বৃদ্ধ,—৩২ বৎসর পূর্ব না-হইতেই অনেক বাক্সাণীর অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেকে জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা যথা-নিয়মে সেবন করিলে, মানবদেহে সহজে অর আক্রমণ করিতে পারিবে না। শরীর সবল সতেজ ও সটান থাকিবে। যিনি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ, অঙ্গের মাংস বাহার লোল হইয়াছে, কটীতট কুজভাবে ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, তিনি তিন মাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালসা সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে সত্যসত্যই যেমন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীৰ্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। ঠিক যেন তিনি নুতন যাহু হইবেন। বাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা ঔষধ সেবনের পূর্বে একবার নিজ দেহের ওজন হইবেন এবং ঔষধ সেবনের পর প্রতিমাসে এক একবার ওজন লইবেন; দেখিবেন, ক্রমশই আপনার ওজন বৃদ্ধি চাইতেছে এবং দেহে বলের আধিক্য হইতেছে।

মূল্যাদি।

	মূল্য	ডাঃ মা	প্যাকিং
১ নং আধপোয়া শিশি	১২০	১০	১০
২ নং একপোয়া শিশি	১৮০	৫০	১০
৩ নং দেড়পোয়া শিশি	১৮০	১	১০

সালসা পাইবার ঠিকানা,—

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী,
৭২নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

ষড়্-গুণবলিজারিত

মকরন্ধর

মকরন্ধরের ভাষ্য সর্বব্যাদিনাশক মর্হোষধ জগতে নাই। হৃৎপোষ্য শিশু হইতে অশীতি-পর বৃদ্ধকেও ইহা নির্ভয়ে সেবন করান যায়। অল্পপানবিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা—সর্দি, কাসি, জীর্ণজ্বর, বাতশ্লেষ্মা ও সারি-পাতিক অর বিকার, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদর-ময়, আমরক্ত, রক্তপিত্ত, অর্শ, অরপিত্ত ও শূল, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ, কাস, কষ ও কষকাস, শুক্রকষ, ধ্বজতন্ম, সর্গদোষ, ধাতুদোষল্যা, শিউদিগের ঝুড়ি ও ঝুড়িকাসি, প্রসবান্তে দোষল্যা, প্রভৃতি নানাবিধ জটিল ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়। আরও অধ্যয়ন এবং শারীরিক ও মানসিক উৎকৃষ্ট জন্ম-বশতঃ বাহারা শিরঃশীতা, শুক্রভারল্যা, দৃষ্টি ও স্মৃতি শক্তির অল্পতা নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে মকরন্ধর অমোঘ ঔষধ। প্রতিদিন নিয়মমত সেবন করিলে, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ও সবল এবং কার্যক্ষম হইয়া থাকে।

মূল্যাদি।

	মূল্য	প্যাকিং	ডাঃ মাঃ
প্রতি সপ্তাহের	১১	১০	১০
প্রতি ভরির	২৪	১০	১০
ভিঃপিতে লইলে অতিরিক্ত	১০	এক আনা লাগে।	

৭২নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানী।

